[চতুঃষষ্টিতম সহস্র]

হোমিওপ্যাথিক

পারিবারিক চিকিৎসা

(বাটীর অভিভাবক, প্রচারক, পরিব্রাজক, ছাত্র, ও নবশিক্ষার্থীর ব্যবহারার্থ)

দশম সংস্করণ

"ভেষজবিধান"-প্রণেতা দ্বারা

পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত, পরিমার্জ্জিত, পরিশোধিত, ও পুনর্লিখিত।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২৬।

All rights reserved.]

[মূল্য সাত সিকা মাত্র।]

banglabooks.in

মুদ্রাঙ্কন।	সাল	পুস্তক সংখ্যা।
প্রথম ...	... ...	১,০০০।
দ্বিতীয় ...	১৩০৮ .	২,০০০।
তৃতীয় ...	১৩০৯ ...	২,০০০।
চতুর্থ ...	১৩১১ ..	৩,০০০।
পঞ্চম ...	১৩১৩ ...	৫,০০০।
ষষ্ঠ ...	১৩১৫ ...	১০,০০০।
সপ্তম ...	১৩১৯ ...	৫,০০০।
অষ্টম ...	১৩২০ ...	১২,০০০।
নবম ...	১৩২৩ ...	১২,০০০।
দশম ...	১৩২৬ ...	১২,০০০।
	সমষ্টি	৬৪,০০০।

PRINTED BY N. C. SEN, AT THE SAKHA PRESS,
34, MUSSULMANPARA LANE, CALCUTTA.

banglabooks.in

দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

কিঞ্চিন্নূন আড়াই বৎসর কাল মধ্যে নবম মুদ্রাঙ্কনের দ্বাদশ সহস্র পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় দশম সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। এবারও গ্রন্থখানি **আদ্যোপান্ত সংস্কৃত** ও নিম্নলিখিত **১২টি** পীড়া পুনর্লিখিত এবং **৪৮টি** রোগ-প্রবন্ধাদি সংযোজিত হইয়াছে :—

ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর, সন্নিপাত-বিকার, বাত, গ্রন্থিবাত, শিরোঘূর্ণন, চক্ষুরোগ, অজীর্ণ রোগ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক সর্দ্দি, ও রক্তিজ পীড়াচতুষ্টয় *—এই **দ্বাদশটি** রোগাধ্যায় আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হইয়াছে ; এবং মোহ-জ্বর, পৌনঃপুনিক জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর, পেশীবাত, স্কন্ধবাত, পার্শ্ব বাত, কটি-পেশী বাত, কটি-স্নায়ু বাত, পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ, আব, পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা, চক্ষে কালশিরা পড়া, চক্ষুর পাতা ঝুলে পড়া, বর্ণান্ধতা, চক্ষুরোগের কয়েকটি উপসর্গ ও চিকিৎসা, কাণে ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের বাত, অণ্ডলাল মূত্র, মূত্রশূল, মূত্রাশয়-প্রদাহ, রক্তপ্রস্রাব, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ী, নাড়ী ও উহার বিবিধ অবস্থা, সুস্থ ও রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ, নাড়ীর বিবিধ অবস্থা-জ্ঞাপক রোগ ও চিকিৎসা, ধমনীচয়ের রোগ ও ঔষধ, সমবরোধন, নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ বিধান, আনর্ত্তন, একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গ কম্পন, নিস্পন্দ বায়ুরোগ, মূত্রাধিক্য, মূত্ররোধ-বিকার, মুখশায়ীগ্রন্থির বিবৃদ্ধি, মুখশায়ীগ্রন্থি-প্রদাহ, মুষ্কত্বক-প্রদাহ, পুরাতন সর্দ্দি,

---

* গৃহ চিকিৎসোপযোগী "উপদংশ" ও "প্রমেহ" রোগ অণুচ্ছেদগুলি পুনর্লিখিত হওয়ায়, পূর্ব্ব সংস্করণাপেক্ষা এবার রক্তিজরোগাধ্যায় ৪২ পৃষ্ঠা কমিয়াছে ; এবং তৎস্থলে আবশ্যকীয় অপর কয়েকটি রোগের বিবরণ ও চিকিৎসাদি নূতন লিখিত হইল। রক্তিজ পীড়ার বিস্তৃত বিবরণাদি জানিতে হইলে আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" পুস্তক দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

বিজ্ঞাপন।

তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ, পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ, সদ্যোজাত শিশুর মল মূত্র ত্যাগ না হওয়া, শিশু-গাত্রে "মাসি পিসি" উঠা, শিশু-ডিফ্‌থিরিয়া, ("আকস্মিক দুর্ঘটনা," অধ্যায়ে পাঁচটি প্রবন্ধ, যথা :—) কাটা-অঙ্গ হইতে রক্ত পড়া, শিরা ও ধমনী কাটিয়া রক্ত পড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া, মস্তিষ্ক-বিকম্পন, প্রবল উপঘাত—এই **আটচল্লিশটি** প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।

অধিকন্তু, কয়েকজন বিজ্ঞ গৃহস্থ মহাশয়ের আগ্রহে চতুর্থ পরিচ্ছেদে "**ভেষজ-শক্তি** (drug-potency) ও **ভেষজ ক্রিয়া-স্থিতিকাল** (duration of drug-action) সম্বলিত গ্রন্থোক্ত ঔষধ-তালিকা" এবং "**ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য** (drug-relationship)" নামক দুইটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত হইল। শেষোক্ত অধ্যায়টির সাহায্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের অধুনা-প্রচলিত অযথা-প্রয়োগ নিবারিত হইবে, এরূপ আশা করা বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নয়। ঔষধের সম্বন্ধ-জ্ঞান ব্যতীত ঔষধ-ব্যবস্থা বা চিকিৎসা করা, আর গতি-রোধক যন্ত্র-কৌশল (brake) না জানিয়া গতি-সঞ্চারক (motor মোটর) যান চালান, একই কথা—পদে পদে ঘোর বিপদের আশঙ্কা (পৃষ্ঠা ৫৫২ দ্রষ্টব্য)।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যে উল্লিখিত সংযোজনাদি জন্য "ভেষজ বিধান"-প্রণেতার নিকট আমরা আবার কৃতজ্ঞ রহিলাম।

গ্রন্থ-কলেবর বর্দ্ধিত হইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কাগজের দাম প্রায় চতুর্গুণ ও বাঁধাই-খরচ তিন গুণ বেশী পড়িতেছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পুস্তকের মূল্য যথা সম্ভব কম (১৸০ সাত সিকা মাত্র) অবধারিত করা হইল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণের ব্যবহারোপযোগী এই পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ (তৃতীয় সংস্করণ) বাহির হইয়াছে; উর্দ্দু অনুবাদ যন্ত্রস্থ; ইংরাজি অনুবাদও মুদ্রাঙ্কন * জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে।

---

* On the publication of the last Bengali edition of the *Paribarik Chikitsa*, an outstanding figure of Indian Homœopathy

banglabooks.in

সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি নূতন ধরণে লিখিত—প্রধান প্রধান পীড়ার বিবিধ কারণতত্ত্ব (যথা মানসিক উদ্বেগাদি জনিত রোগসমূহ গরম বা ঠাণ্ডা লাগান বা অত্যধিক পরিশ্রম করা কিম্বা অপরিমিত পানাহার অথবা সুরা চা কুইনাইন্ পারদাদি অপব্যবহার হেতু বিবিধ উৎকট ব্যাধির সূত্রপাত হওয়া) ও তত্তৎ কারণানুযায়ী পীড়া প্রতিকারের অবতারণা পূর্ব্বক গৃহ-চিকিৎসার উপযোগী সকল প্রকার রোগ (স্ত্রীরোগ ও বালরোগ সমেত) লক্ষণ ও চিকিৎসাদি এবং ৬০টি অত্যাবশ্যকীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সদৃশ-বিধানমতে চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পক্ষে পরম সহায় হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুস্তকখানি প্রণয়নের প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

---

whose steadfast devotion to the sacred cause of relieving suffering humanity - not to mention his vast therapeutic knowledge and his ever-readiness to welcome every value and virtue in others--has won him the richly-deserved title of "the great patron of Homœopathy in Calcutta" was pleased to write to the author the following lines :--" * * I have read both the preface & the appendix with great pleasure & interest. I consider you have dealt the important subject of 'Law of Similia Similibus Curanta' *very masterly* & have put in the concise space the latest scientific revelations which have got bearing on the subject. The value of your *labour* would have been *much more appreciated* if it were *written* in the *English language* as I doubt very much the people for whom this book is meant can hardly interpret rightly the meaning of many technical words you have to use. ***** *Very ably* written and will prove *undoubtedly a valuable acquisition to Homœopathic literature* ***."

It is specially in deference to his kind suggestion and good wishes that the arrangements are now being made for the present-

banglabooks.in

চিকিৎসক, ছাত্র, বাটীর অভিভাবক বা গৃহ-লক্ষ্মীগণ **পারিবারিক চিকিৎসা**'র উন্নতি কল্পে সুপরামর্শ প্রদান করিলে, সাদরে গৃহীত হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুদ্রাঙ্কনের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণটি গৃহপঞ্জিকাবৎ বঙ্গের প্রত্যেক নরনারীর নিত্য ব্যবহারে আসিলে, গ্রন্থপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

ইকনমিক ফার্ম্মেসি,
নং ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা, ২২এ ভাদ্র ১৩২৬।

শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং।

ation of the work in an English garb, with the fond hope that the favourable reception it has met with (from the enlightened laity as well as from the unbiassed moiety of the dominant school) both in its own language and in Hindi will be indulgently extended to the English translation which is expected to be shortly sent to the press.

banglabooks.in

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পুস্তকখানি প্রধানতঃ নবশিক্ষার্থীর ব্যবহারার্থ রচিত হইয়াছিল (দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য) ; পরবর্ত্তী মুদ্রাঙ্কন-সমূহে বাটির অভিভাবক পর্য্যটক প্রচারক হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি সকলের অভাব দূরীকরণ মানসে ক্রমশঃ নানা আবশ্যকীয় বিষয় সংযোজিত হইয়া গ্রন্থ-কলেবর পুষ্ট হইয়া আসিতেছে—এই পুষ্টি মেদ-বৃদ্ধি রোগ নয়, স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। এবার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি সংযোজিত হইল :—

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য, ঔষধের বিশেষ বা প্রকৃতিগত লক্ষণ, হানেমানোক্ত তরুন ও পুরাতন রোগ লক্ষণ, পীতজ্বর, কালাজ্বর, (রোগবাহী) মশা মাছির উৎপাত নিবারণ, সীস-শূল, পেটকাঁপা, আমাশয়ের ক্ষত, মলদ্বার চুলকান, বক্রকীট (book-worm), মূত্রমার্গ-প্রদাহ, মুদা, উল্টামুদা, মণোষ প্রভৃতি জননেন্দ্রিয়ের কয়েকটি পীড়া, গর্ভিণীর পেট ঝুলেপড়া, হানেমানোক্ত ধাতুদোষত্রয় ও তন্নিরাকরণ প্রভৃতি। জ্বররোগ, পরিভাষা, ও ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ অধ্যায় আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্লিখিত, এবং জনৈক প্রবীণ ডাক্তার (G.M.C.B.) মহাশয়ের পরামর্শক্রমে রক্তিজ রোগের বিবরণ ও চিকিৎসা প্রদত্ত হইল। আশা করা যায় যে, শেষোক্ত প্রবন্ধটি "পরিশিষ্ট (খ)" সহ মিলাইয়া পড়িলে, সদৃশবিধানাচার্য্যের মতে সর্ব্ববিধ পুরাতন রোগ চিকিৎসা করিবার ও হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব (first principles) বুঝিবার পক্ষে পরম সহায় হইবে। হোমিওপ্যাথি বা "সম"-বিধির মূলতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করার প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট মহাত্মা কেণ্ট যথার্থই বলিয়াছেন যে, "হোমিওপ্যাথি সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে যাঁহারা হোমিওপ্যাথির উপাসক বলিয়া জাহির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারাই হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব অধিকতর বিকৃত

banglabooks.in

হইতেছে *।" নবীন চিকিৎসক ও কৃতবিদ্য গৃহস্থ মহাশয় যেন ঐ বাক্যটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখেন; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত মূলতত্ত্ব আলোচিত না হওয়ায়, তরুণ ও পুরাতন রোগ-চিকিৎসার সঙ্কেত পাওয়া যাইত না। ভরসা করি, যে "হানেমানোক্ত **তরুণ ও পুরাতন রোগলক্ষণ**" "**সহজাত রোগ**" অধ্যায় এবং "পরিশিষ্ট (খ)—**ধাতুদোষত্রয় ও তন্নিরাকরণ**" অভিনিবেশ সহ পাঠ করিলে, উক্ত অভাব অনেকটা দূর হইবে।

বলা বাহুল্য, এই সমস্ত সংশোধন ও সংযোজন জন্য আমরা "ভেষজ-বিধান"-রচয়িতার নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পারিবারিক-চিকিৎসা প্রকাশিত হইবার পর কয়েক খানি "গৃহ-চিকিৎসা" পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইয়াছে; ইহা পাঠ করিলে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ উপস্থিত হয়—**হর্ষ** এই জন্য, যে হোমিওপ্যাথি সাধারণের মধ্যে বিস্তারের পক্ষে ইহারাও পরম সহায়; **বিষাদ** এই জন্য, যে উক্ত পুস্তকগুলিতে "পারিবারিক চিকিৎসা"র ভাষা পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে অথচ উদ্ধৃত চিহ্ন প্রদত্ত হয় নাই!! করযোড়ে নিবেদন, উক্ত গ্রন্থগুলির ভবিষ্যৎ সংস্করণকালে প্রকাশকগণ "উদ্ধৃত চিহ্ন" দিতে যেন বিস্মৃত না হন, কেননা আমাদের গ্রন্থখানি আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে। ইতি ১৫ই চৈত্র ১৩২৩।

* "Homœopathy is now extensively disseminated over the world, but strange to say, by none are its doctrines so distorted as by many of its pretended devotees"—Kent's *Lectures on Homœopathic Philosophy*. page iv.

banglabooks.in

সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সপ্তম সংস্করণে "পিত্ত-পাথরী", "মূত্র-পাথরী", "ডেঙ্গু", "অনিদ্রা", "কুম্ভকর্ণ-রোগ", "বেরি বেরি", "হিক্কা", "গাত্রদাহ", "শিশুর বিকৃত প্রস্রাব", "কুইনাইন পারদ প্রভৃতি কতিপয় ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া", "ম্যালেরিয়া রোগের বর্ত্তমান নিদানতত্ত্ব", "দ্বাদশটি বায়োকেমিক ঔষধের লক্ষণ", এবং "উপক্রমণিকা-বিভাগে" ও "স্ত্রীরোগ সূচনা অধ্যায়ে" আবশ্যকীয় সুদীর্ঘ পদ-টীকা নূতন সংযোজিত হইল; আর, একজন সহৃদয় কৃতবিদ্য গৃহস্থ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে স্ত্রীরোগ হইতে একটি পীড়া নিষ্কাশিত হইয়াছে।

আর, অষ্টম সংস্করণে কয়েকজন চিকিৎসক ধর্ম্মপ্রচারক ও সহৃদয় গৃহস্থ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত অন্যূন **৭৫টি রোগ** সংযোজিত হইল :—

পচাজ্বর, ঘাড় আড়ষ্ট, শিরোঘূর্ণন, শিরার্দ্ধশূল, বুকচাপা স্বপ্ন, মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, চক্ষুর পাতা নাচা, চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন, রাতকাণা, আংশিক দৃষ্টি, দৃষ্টি-ক্লান্তি, টেরাদৃষ্টি, কর্ণমূল-প্রদাহ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কাণে খোল, কাণে একজিমা, নাসিকা-প্রদাহ, নাসিকায় সর্দ্দি, অপর কয়েকটি নাসিকা-রোগ, শিরার রোগসমূহ, প্লুরেসি, গলাভাঙ্গা, স্বরলোপ, মুখে ঘা, জিহ্বামূল-গ্রন্থির বৃদ্ধি, উদরে বায়ুসঞ্চয়, হারিস বাহির হওয়া, অন্ত্রবৃদ্ধি, মলদ্বার ফাটা, মেরুমজ্জার কয়েকটি পীড়া, একশিরা, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, ধ্বজভঙ্গ, কাউর-ঘা, পামা, কুষ্ঠরোগ, থোলস উঠা, গোদ, নখের পীড়া, মরামাস, কড়া, কর্কটরোগ, বিষফোড়া, মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা, বিষ খাওয়া, ও গলা মধ্যে মাছের কাঁটা প্রভৃতি আটকান; ও (**স্ত্রীরোগ** অধ্যায়ে) জরায়ু রজঃস্রাব, এবং আরও কয়েকটি পীড়া; এবং, **বালরোগাধিকারে** :—শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি,

banglabooks.in

শিশুর একশিরা, ছিন্নৌষ্ঠ নিবারণ, দাঁতকপাটি, শিশুর হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিজ, প্লুরেসি, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট, মাথায় খুস্কি, শীতফাটা, অঞ্জনী, কাণে বেদনা, ক্রিমিদোষ, হেজে যাওয়া, অথথা বাড়, খোঁড়াইয়া হাঁটা প্রভৃতি।

এই সমস্ত সংশোধন ও সংযোজন জন্য, আমরা ভেষজবিধান-রচয়িতার নিকট পুনরায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গৃহস্থ মহাশয়গণের অনুরোধে "স্ত্রীরোগ", "গর্ভিণীরোগ", গৃহস্থের অবশ্য-জ্ঞাতব্য "ধাত্রীবিদ্যা" "শিশুপালন" "বালরোগ" বিভাগগুলি পুনর্লিখিত; এবং "অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ" ও "ওলাউঠার মোটামুটি চিকিৎসা" প্রভৃতি অনেক নূতন তত্ত্ব ও চারিখানি চিত্র সংযোজিত হইল।

এই সমস্ত সংস্করণ ও সংযোজনের নিমিত্ত "ভেষজ-বিধান"-প্রণেতার নিকট আমরা অবার ঋণী রহিলাম।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"পারিবারিক চিকিৎসা"র তৃতীয় সংস্করণ অতি অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায়, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে সংশোধন পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা এবং পুস্তকের শেষভাগে পীড়াসমূহের বর্ণানুক্রমে "সূচী" সংযোজন করা হইয়াছে। সংশোধনাদির জন্য "ভেষজবিধান"-প্রণেতার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি ১লা বৈশাখ, ১৩১১ সাল।

banglabooks.in

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সংস্করণে "প্লেগ", "রক্তস্বল্পতা", "(পুরাতন) সূতিকা-রোগ", "পেঁচোয় পাওয়া", "কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ" প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং ত্রিশটি প্রধান ঔষধের লক্ষণ সংযোজিত হইল। তদ্ভিন্ন, উপক্রমণিকা-বিভাগে নবশিক্ষার্থীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, এবং গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বহুল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন লক্ষিত হইবে। প্রথম মুদ্রাঙ্কনকালে অক্ষর-বিন্যাস (arrangement of type)-বিভ্রাটে কয়েকটি পৃষ্ঠা অনর্থক বাড়িয়া গিয়াছিল, এবার প্রথম হইতেই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধাদি সংযোজনা সত্ত্বেও পৃষ্ঠা-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কিছু কমিয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানি যাহাতে কি গৃহস্থ কি বাটির গৃহিণী কি নেটিভ ডাক্তার—যিনিই সদৃশবিধান মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিবেন, তাঁহার উপযোগী হইতে পারে, এরূপ ভাবে লিখিবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে "ভেষজবিধান"-প্রণেতা বর্ত্তমান সংস্করণের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইতি ১৫ই আশ্বিন ১৩০৮ সাল।

---

banglabooks.in

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২	ব্যাথা	ব্যাথ্যা
৯	১৪	আঁকিয়া	আঁটিয়া
১৩	২০	সূক্ষ্ম ?	সূক্ষ্ম !
১০৯	১০	বরিয়া	বলিয়া
১১৩	১৫	হইতেছে।	হইতেছে ;
১১৬	৪	ডিপ্‌থিরিয়া	ডিফ্‌থিরিয়া
১২৩	১৪	মেহ জ্বর	মোহ-জ্বর
১৭৩	৯	ইনান্‌থি	ওস্তাস্থি
২৬০	১৪	বদনায়	বেদনায়
২৭৭	১	শল বেদনা	শূলবেদনা
২৯৫	১৯	পৌঢ়া	প্রৌঢ়া
৩৪৭	৭	সঙ্কটিত	সঙ্ঘটিত
৩৫২	২০	বর্হিমুখ	বহির্মুখ
৩৬৪	১৯	শোথ	শোষ
৪০৬	১৪	গর্ভিনী	গর্ভিণী
৪৩৯	১০	উপকার দর্শে	উপকার না দর্শে
৪৪৪	৮	গর্ভাবস্থায়	১। গর্ভাবস্থায়
৪৬৪	১৮	হ্যামামেলিস	হ্যামামেলিস ৩x
৫৫৮	১৬	ড্যাক্কেমেরা	ডাক্কেমেরা
৫৬০	২২	ভাইরোলা-ওডে	ভাইরোলা-ওডো
৬০২	২৬	from	form
৬০৮	৯	নানা-	নানাবিধ
৬১৯	২২	তন্নিয়াকণ	তন্নিয়াকরণ
৬২০	১২	M. A. terialism	materialism
৬২৩	১	বিবর্ত্তদশন	বিবর্ত্তদর্শন

banglabooks.in

সূচী-পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
আহুতি ...	৵০
চিত্রচতুষ্টয় ...	৵—।০
বিজ্ঞাপন ...	।৶—৸৶
শুদ্ধিপত্র ...	১৶

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১। উপক্রমণিকা।

ঔষধ কাহাকে বলে ?	...	১
হোমিওপ্যাথি কি ?	...	১
হোমিওপ্যাথি কত দিনের ?	...	২
হানেমান কে ?	...	২
জয়শ্রী	...	৮

ঔষধ-প্রস্তুত প্রকরণ।

ভেষজ ও ভেষজবহ	...	১১
ঔষধ দুই আকারে	...	১২
বিচূর্ণ	...	১২
অরিষ্ট	...	১২
ক্রম	...	১২
নিম্ন, মধ্যম, ও উচ্চ ক্রম	...	১৩
এক ফোঁটা ঔষধ ফলদ কেন ?	...	১৩
"ক্রম", বা ঘনীভূত সূক্ষ্ম "শক্তি" ?		১৪

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

ঔষধ প্রয়োগ প্রকরণ।

ঔষধ কিরূপে রাখিতে হয় ?	...	১৪
ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় ?		১৫
ক্রম-নিরূপণ	...	১৫
ঔষধের মাত্রা	...	১৫
কতক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হয় ?		১৫
বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ	...	১৬
ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা		১৬
আনুষঙ্গিক চিকিৎসা	...	১৭
ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য	...	১৭

রোগলক্ষণ ও ঔষধ নির্ব্বাচন।

রোগের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?		১৭
ঔষধের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?		১৭
ঔষধ নির্ব্বাচন	...	১৮
কিরূপে রোগলক্ষণ জানিতে হয় ?		১৯
শরীরের উষ্ণতা	...	২০
নাড়ী-স্পন্দন	...	২২
শ্বাস প্রশ্বাস	...	২২
নাড়ী, শ্বাস, ও গাত্র-তাপের পরস্পর সম্বন্ধ	...	২৩
জিহ্বা-পরীক্ষা	...	২৩

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মুখমণ্ডল ...	২৪
গাত্র-চর্ম্ম ...	২৪
বমন ও হিক্কা ...	২৪
বেদনা ...	২৪
বক্ষঃস্থল ...	২৫
মল ...	২৫
মূত্র ...	২৬

তরুণ ও পুরাতন রোগলক্ষণ।

অসুখ ...	২৬
রোগ ...	২৬
তরুণ ও চিররোগ ...	২৭
জায়ুজ ব্যাধি ...	২৯
চির-রোগ চিকিৎসার সঙ্কেত ...	২৯

২। সাধারণ-রোগ।

(ক) শোণিত-রোগ।

ওলাউঠা ...	৩১
বিসূচিকা ও ওলাউঠার পার্থক্য ...	৩২
ওলাউঠার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ...	৩৩
„ উত্তেজক কারণ ...	৩৩
„ প্রতিষেধক উপায় ...	৩৪
„ পাঁচটি অবস্থা ...	৩৫
„ মোটামুটি চিকিৎসা ...	৩৫
„ শুভাশুভ লক্ষণ ...	৩৯
„ পথ্যাপথ্য ...	৪০
„ শুশ্রূষা ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ...	৪১
ঔষধ প্রয়োগ ...	৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিভিন্ন প্রকার ওলাউঠা।

বিসূচিকা ...	৪৩
প্রকৃত ওলাউঠা ...	৪৩
ভেদপ্রধান ওলাউঠা ...	৪৩
বমনপ্রধান ওলাউঠা ...	৪৪
ভেদ-বমনপ্রধান ওলাউঠা ...	৪৪
রক্ত-ভেদবমনযুক্ত ওলাউঠা ...	৪৪
জ্বর-সংযুক্ত ওলাউঠা ...	৪৪
আক্ষেপপ্রধান ওলাউঠা ...	৪৪
ভেদবমনহীন ওলাউঠা ...	৪৪
পাক্ষাঘাতিক ওলাউঠা ...	৪৪
আক্রমণাবস্থার লক্ষণ ...	৪৫
পূর্ণবিকসিতাবস্থার লক্ষণ ...	৪৫
হিমাঙ্গাবস্থার লক্ষণ ...	৪৬
প্রতিক্রিয়াবস্থার লক্ষণ ...	৪৭
পরিণামাবস্থার লক্ষণ ...	৪৭
আক্রমণ-অবস্থার চিকিৎসা ...	৪৯
পূর্ণবিকসিতাবস্থার চিকিৎসা ...	৫১
হিমাঙ্গাবস্থার চিকিৎসা ...	৫৭
প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা ...	৫৯
পরিণামাবস্থার চিকিৎসা ...	৬০
(ক) ওলাউঠার পুনরাক্রমণ	৬০
(খ) জ্বর ও বিকার ...	৬০
(গ) মূত্রনাশ ও অন্ত্রাদোষ	৬১
(ঘ) হিক্কা ...	৬২
(ঙ) বমনেচ্ছা ও বমন ...	৬২
(চ) উদরাময় ...	৬৩
(ছ) পেটকাঁপা ...	৬৪

banglabooks.in

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
(জ)	দুর্ব্বলতা ...	৬৪
(ঝ)	অনিদ্রা ...	৬৪
(ঞ)	স্ফোটক ও কর্ণ-মূল-প্রদাহ	৬৪
(ট)	ফুসফুস প্রদাহ ..	৬৫
প্লেগ	...	৬৬

জ্বর।

জ্বর	...	৭১
সামান্য জ্বর	...	৭১
সর্দ্দিজ্বর	...	৭২
একজ্বর	...	৭২
ম্যালেরিয়া জনিত সবিরামজ্বর	...	৭৪
দ্যৌকালীন জ্বর	...	৮৮
অগ্রসর-জ্বর	...	৮৮
প্রাতঃকালীন জ্বর	...	৮৯
সবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত	...	৮৯
ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকৃতি	...	৮৯
পুরাতন জ্বর	...	৮৯
কুইনাইন আটকান জ্বর	...	৯০
সন্নিপাত-বিকার জ্বর	...	৯১
মোহ-জ্বর	...	৯৯
পৌনঃপুনিক জ্বর	...	৯৯
ডেঙ্গুজ্বর	...	১০০
পীতজ্বর	...	১০১
হামজ্বর	...	১০৫
বসন্ত	...	১০৮
পানিবসন্ত	...	১১২
কালাজ্বর	...	১১২
বিসর্প	...	১১৪
ডিফ্‌থিরিয়া	...	১১৫

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ইনফ্লুয়েঞ্জা	...	১১৭
মস্তিষ্ক-কলের-জ্বর	...	১২২
পচা জ্বর	...	১২৩

৩। ধাতুগত রোগ।

বাত	...	১২৫
তরুণ সন্ধি-বাত	...	১২৯
পেশী-বাত	...	১৩১
ঘাড়ের বাত	...	১৩২
স্কন্ধবাত	...	১৩৩
পার্শ্ববাত	...	১৩৩
কটি-পেশীবাত	...	১৩৩
কটি-স্নায়ুবাত	...	১৩৫
পুরাতনবাত	...	১৩৬
গ্রন্থি-বাত বা গেঁটেবাত	...	১৩৮
পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ	...	১৩৯
গণ্ডমালা	...	১৪০
যক্ষ্মাকাস	...	১৪২
বহুমূত্র	...	১৪৬
শোথ	..	১৪৯
রক্তস্বল্পতা	...	১৫২
অর্ব্বুদ বা আব	...	১৫৩

৪। স্নায়ুমণ্ডলের রোগ।

মস্তিষ্ক প্রদাহ	...	১৫৪
মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ	...	১৫৫
শিরঃপীড়া	...	১৫৬
শিরোঘূর্ণন	..	১৬১
শিরার্দ্ধশূল	...	১৬৩
অনিদ্রা	...	১৬৪

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কুম্ভকর্ণরোগ ...	১৬৫
কুকচাপা স্বপ্ন ...	১৬৬
হিষ্টিরিয়া ...	১৬৬
সন্ন্যাস ...	১৬৮
মৃগী রোগ ...	১৭০
ধনুষ্টঙ্কার ...	১৭২
জলাতঙ্ক ...	১৭৪
পক্ষাঘাত ...	১৭৬
সর্দ্দিগর্ম্মি ...	১৭৭
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ...	১৭৮
স্নায়ু শূল ...	১৭৯
আনর্ত্তন রোগ ...	১৮১
একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের কম্পন ...	১৮২
নিস্পন্দ-বায়ু রোগ ...	১৮২
বেরি-বেরি ...	১৮৩

৫। মেরুমজ্জার পীড়া।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ...	১৮৫
মেরুমজ্জার উত্তেজনা ...	১৮৫
„ রক্ত-স্বল্পতা ...	১৮৬
„ রক্তাধিক্য ...	১৮৬
„ রক্তস্রাব ...	১৮৬
মেরুমজ্জার জল সঞ্চয় ...	১৮৬
মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ...	১৮৬
মেরুমজ্জার প্রদাহ ...	১৮৭
পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা ...	১৮৭
পিক-চক্ষু-অস্থিপ্রদাহ ...	১৮৮
মেরুমজ্জার ক্ষয় ...	১৮৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

৬। চক্ষু-রোগ।

চক্ষু-রোগের কতিপয় প্রধান ঔষধ	১৮৯
চক্ষু-প্রদাহ বা চোখ উঠা ...	১৯১
চক্ষে কালশিরা পড়া ...	১৯৩
দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ...	১৯৪
রাতকাণা ...	১৯৫
দিনকাণা ...	১৯৫
আংশিক-দৃষ্টি ...	১৯৫
দৃষ্টি-ক্লান্তি ...	১৯৫
টেরা-দৃষ্টি ...	১৯৫
অল্প দৃষ্টি ...	১৯৬
জাল-দৃষ্টি ..	১৯৬
ঝাপ্সা দেখা ...	১৯৬
তারকামণ্ডল প্রদাহ ...	১৯৬
অঞ্জনী ...	১৯৭
চক্ষুর পাতা নাচা ...	১৯৮
চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়া ...	১৯৮
চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন ...	১৯৮
চক্ষুর ছানি .	১৯৯
চক্ষু মধ্যে কীটাদি প্রবেশ ...	১৯৯
চক্ষুরোগের কয়েকটি উপসর্গ ও চিকিৎসা ...	১৯৯

৭। কর্ণ-রোগ।

শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ ...	২০২
কর্ণ-প্রদাহ ...	২০২
কর্ণ-শূল ...	২০৩
কাণে ব্যথা ...	২০৪
কর্ণ-ব্রণ ...	২০৪

banglabooks.in

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
কর্ণ-নাদ	...	২০৫
কর্ণ-মূল প্রদাহ	...	২০৫
কাণ পাকা বা কাণে পূঁয	...	২০৭
বধিরতা	...	২০৮
কর্ণরোগের কয়েকটি প্রধান ঔষধ		২০৯
শ্রবণ-শক্তির হ্রাস	...	২১০
কর্ণ-মল বা কাণে খোল	...	২১০
কর্ণমধ্যে কীটাদির প্রবেশ	...	২১১
কাণে একজিমা	...	২১১
৮। নাসিকার পীড়া।		
নাসিকা-প্রদাহ	...	২১১
নাসিকার সর্দ্দি	...	২১২
নাসিকা রোগের কয়েকটি ঔষধ	...	২১২
নাসিকার ক্ষত বা পীনস	...	২১৩
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব	...	২১৪
নাসাজর	...	২১৬
৯। রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের পীড়া।		
হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা-নাড়ী	...	২১৭
নাড়ী	...	২১৯
নাড়ী-পরীক্ষা	...	২১৯
বিভিন্ন অবস্থার নাড়ী	...	২২০
সুস্থ ও রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ	...	২২১
নাড়ীর বিবিধ অবস্থাজ্ঞাপক রোগ ও ঔষধ	...	২২২
রুগ্ন নাড়ীর কয়েকটি প্রধান ঔষধ		২২২
নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ	...	২২৩
হৃৎবৃদ্ধি	...	২২৫
হৃৎশূল	...	২২৬
হৃৎস্পন্দন	...	২২৭

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
হৃৎপিণ্ডের বাত	...	২২৯
মূর্চ্ছা	...	২২৯
ধমনীর রোগসমূহ	...	২৩০
শিরার রোগসমূহ	...	২৩১
সমবরোধন	...	২৩২
গলগণ্ড	...	২৩৩
১০। শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।		
সূচনা	...	২৩৪
তরুণ সর্দ্দি	...	২৩৫
পুরাতন সর্দ্দি	...	২৩৭
তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ	...	২৩৯
পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ	...	২৪০
বায়ুনালী-প্রদাহ	...	২৪১
বক্ষাবরক ঝিল্লী প্রদাহ	...	২৪৪
হাঁপানি	...	২৪৪
ফুসফুস-প্রদাহ	...	২৪৭
কাসি	...	২৫০
হিক্কা	...	২৫৪
গলাভাঙ্গা বা স্বরভঙ্গ	...	২৫৬
স্বরলোপ	...	২৫৬
১১। পরিপাক-যন্ত্রের পীড়া।		
মুখগহ্বর-প্রদাহ	...	২৫৭
মুখের ঘা	...	২৫৮
দন্তশূল	...	২৫৮
জিহ্বার রোগ	...	২৬১
গলক্ষত	...	২৬৩
তালুমূল-প্রদাহ	...	২৬৪
পাকাশয়-প্রদাহ	...	২৬৫
রক্তবমন বা রক্তপিত্ত	...	২৬৬

banglabooks.in

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
অজীর্ণ-রোগ বা অগ্নিমান্দ্য	...	২৬৮
বমন ও বমনেচ্ছা	...	২৭৩
পাকাশয়ে বেদনা	...	২৭৫
অন্ত্রপ্রদাহ	...	২৭৬
শূলবেদনা	...	২৭৭
সীস-শূল	...	২৭৯
পিত্ত-পাথরী	...	২৭৯
কোষ্ঠকাঠিন্য	...	২৮২
অ্যাপেণ্ডিক্স (উপাঙ্গ)-প্রদাহ	...	২৮৫
পেটফাঁপা	...	২৮৭
উদরে বায়ু সঞ্চয়	...	২৮৭
উদরাময়	...	২৮৮
রক্তামাশয়	...	২৯৪
আমাশয়ের ক্ষত	...	৩০০
অর্শ	...	৩০১
সরলান্ত্র নির্গমন	...	৩০৪
অন্ত্রবৃদ্ধি	...	৩০৫
মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া	...	৩০৬
মলদ্বার চুলকান	...	৩০৭
কৃমি	...	৩০৮
যকৃৎকীট বা হুক-ওয়ার্ম	...	৩১০
যকৃৎ-প্রদাহ	...	৩১২
বর্দ্ধিত প্লীহা	...	৩১৫
পাণ্ডু বা জাবা	...	৩১৬
জঠরজ্বর	...	৩১৭

১২। মূত্রযন্ত্রের পীড়া।

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ	...	৩১৮
অণ্ডকোষ-বৃদ্ধি	...	৩১৯
মূত্রস্রাব-প্রদাহ	...	৩২১
মূত্রশূল	...	৩২১
রক্ত-প্রস্রাব	...	৩২২
মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ	...	৩২২
মূত্ররোধ-বিকার	...	৩২৪
মূত্রাশয়-প্রদাহ	...	৩২৫
মূত্রাধিক্য	...	৩২৬
অসাড়ে মূত্রত্যাগ	...	৩২৭
মূত্রকৃচ্ছ্রতা	...	৩২৮
পাথরী	...	৩২৯
মূত্র-পাথরী	...	৩৩০

১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ	...	৩৩৪
একশিরা বা কোষবৃদ্ধি		৩৩৭
মুখশাখী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি		৩৩৮
মুখশাখীগ্রন্থি-প্রদাহ		৩৩৯
মুষ্কত্বক-প্রদাহ		৩৪০
অণ্ডকোষের প্রদাহ ও বৃদ্ধি		৩৪০
ধ্বজভঙ্গ		৩৪১

জননেন্দ্রিয়ের অপর কয়েকটি পীড়া।

মুদা	...	৩৪৩
উল্টামুদা	...	৩৪৩
মণ্যৌষ	...	৩৪৩
হস্তমৈথুন	...	৩৪৩
প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা কামোন্মাদ		৩৪৪
জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ও সঙ্গমে বিতৃষ্ণা	...	৩৪৪
গুহ্যরোগ	...	৩৪৫

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। উপদংশ ...	৩৪৫
(ক) কঠিন-ক্ষত উপদংশ ...	৩৪৬
জন্মগত উপদংশ ...	৩৫০
(খ) কোমল-ক্ষত-উপদংশ ...	৩৫০
২। প্রমেহ ...	৩৫১
(ক) প্রকৃত প্রমেহ ...	৩৫২
(খ) একাঙ্গীন প্রমেহ ...	৩৫৬
বাগী ...	৩৫৭
রতিজরোগের কয়েকটি উপসর্গ ...	৩৫৯

১৪। চর্ম্মরোগ।

সূচনা ...	৩৫৯
আমবাত ...	৩৬১
পাঁচড়া ও চুলকানি ...	৩৬২
কাউর ঘা ...	৩৬৩
ক্ষত ...	৩৬৪
পুরাতন ক্ষত (শোষ) ...	৩৬৪
ফোড়া ...	৩৬৫
বিষ-ফোড়া ...	৩৬৬
অপর কয়েকটি চর্ম্ম পীড়া ...	৩৬৭
ঘামাচি ...	৩৬৭
গা-কাটা ...	৩৬৭
গোপে দাদ ...	৩৬৮
আঁচিল ...	৩৬৮
ছুলি ...	৩৬৮
মুখব্রণ ...	৩৬৮
পায়ের অঙ্গুলীতে কড়া ...	৩৬৮
দদ্রু বা দাদ ...	৩৬৮
কর্কট-রোগ ...	৩৬৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
দুষ্ট-ব্রণ ...	৩৭০
আঙ্গুলহাড়া ...	৩৭১
পামা ...	৩৭২
গাত্রদাহ ...	৩৭৩
কুষ্ঠ-রোগ ...	৩৭৫
খোসপাঁচড়া ...	৩৭৬
গোদ ...	৩৭৬
মরামাস বা খুদি ...	৩৭৬
কড়া ...	৩৭৬
মুখের পীড়া ...	৩৭৭

১৫। অন্তিমকাল ... ৩৭৮

১৬। জায়ুজ-ব্যাধি।

১। পারদ ...	৩৭৮
২। কুইনাইন ...	৩৮০
৩। সেঁকোবিষ ...	৩৮২
৪। অহিফেন, মর্ফিণ ...	৩৮২
৫। সুরা ...	৩৮৩
৬। মধু ...	৩৮৩
৭। তাম্রকূট ...	৩৮৪
৮। কাফি ...	৩৮৪
৯। চা ...	৩৮৪
১০। বরফ, আইস্-ক্রিম প্রভৃতি	৩৮৫
অপর কয়েকটি ঔষধাদির অপব্যবহার	৩৮৫

১৭। আকস্মিক দুর্ঘটনা।

আগুনে পোড়া ...	৩৮৭
সাংসপেশীর অবসাদ ...	৩৮৮
কাটা-অঙ্গ হইতে রক্ত পড়া ...	৩৮৯
শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্তপড়া ...	৩৮৯

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নাক দিয়া রক্ত পড়া ...	৩৯০
দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া ...	৩৯০
আঘাত ...	৩৯১
বন্দুকাদি দ্বারা আহত হওয়া ...	৩৯২
মাথায় আঘাত ...	৩৯২
মস্তিষ্ক-বিকম্পন ...	৩৯৩
কালশিরা-পড়া ...	৩৯৩
মচকান ...	৩৯৪
হোঁৎলাইয়া যাওয়া ...	৩৯৪
প্রবল উপঘাত ...	৩৯৫
বানাদি আরোহণে বমন ...	৩৯৬
কীটাদির দংশন ...	৩৯৭
নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ	৩৯৭
শ্বাসরোধ ...	৩৯৭
জলে ডুবিয়া শ্বাসরোধ ..	৩৯৭
গলায় দড়ি দিয়া শ্বাসরোধ ...	৩৯৭
বজ্রপতনে শ্বাসরোধ ..	৩৯৭
নর্দ্দমার দূষিত বাষ্পে শ্বাসরোধ ..	৩৯৮
মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা ...	৩৯৮
বিষ খাওয়া ...	৪০০
বিষ-মাত্রায় অহিফেন ...	৪০১
গলমধ্যে মাছের কাঁটা আটকান ...	৪০১
রোগবাহী মাছি মশার উৎপাত নিবারণ	৪০১
আরসুলার উপদ্রব নিবারণ ...	৪০২
সর্পাঘাত ...	৪০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

সূচনা ...	৪০৪
ঋতু ও গর্ভসঞ্চার ...	৪০৫

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আর্ত্তব ব্যাধি।	
(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব	৪০৭
(খ) রজোরোধ ...	৪০৮
(গ) অনিয়মিত ঋতু ...	৪০৯
(ঘ) অসৃক্‌কল্প-রজঃ ...	৪১০
(ঙ) স্বল্প-রজঃ ...	৪১০
(চ) অতিরজঃ ...	৪১১
(ছ) বাধক-বেদনা ...	৪১৪
(জ) শ্বেত-প্রদর ...	৪১৭
(ঝ) রজোনিবৃত্তি ...	৪২০
(ঞ) হরিৎ পীড়া ..	৪২১
২। জরায়ুর পীড়াচয়।	
(ক) জরায়ুর উগ্রতা ...	৪২৩
(খ) জরায়ুজ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া ...	৪২৩
(গ) জরায়ু প্রদাহ ...	৪২৪
(ঘ) জরায়ুর রজঃস্রাব ...	৪২৫
(ঙ) জরায়ু মধ্যে বায়ু, বা জল, বা রক্ত-সঞ্চয়...	৪২৬
(চ) জরায়ুর অর্ব্বুদ ..	৪২৭
(ছ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি ...	৪২৭
(জ) জরায়ুর অপর কয়েকটি রোগ ...	৪২৯
৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি।	
(ক) ডিম্বকোষ-প্রদাহ ...	৪২৯
(খ) ডিম্বকোষের শোথ	৪৩১
(গ) ডিম্বকোষের মায়ুশূল	৪৩১

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
(ঘ) ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ	৪৩২
(ঙ) ডিম্বকোষের অপর কয়েকটি রোগ ...	৪৩২
৪। যোনির পীড়াচয়।	
(ক) যোনি-প্রদাহ ...	৪৩৩
(খ) যোনির আক্ষেপ ...	৪৩৪
(গ) অবরুদ্ধ যোনি ...	৪৩৫
(ঘ) যোনি-ভ্রংশ ...	৪৩৬
(ঙ) যোনির চুলকানি ...	৪৩৬
(চ) যোনির কয়েকটি রোগ	৪৩৭
৫। বন্ধ্যাত্ব ...	৪৩৮
৬। স্তনের পীড়া।	
(ক) স্তনের বেদনা ...	৪৩৮
(খ) স্তনের স্ফোটক ...	৪৩৯
গ) স্তনে আব্ ...	৪৩৯
(ঘ) স্তনে দূষিত আব্ ...	৪৩৯
৭। মেরুদণ্ডের উপদাহ	৪৪০
৮। পিকচঞ্চু-অস্থি প্রদেশে বেদনা ...	৪৪০
৯। গার্ভিণী রোগ।	
গর্ভসঞ্চার ...	৪৪১
গর্ভলক্ষণ ...	৪৪১
গর্ভে কন্যা বা পুত্রোৎপত্তির কারণ	৪৪২
গর্ভকাল ...	৪৪২
গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন ...	৪৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
(ক) খাদ্য ...	৪৪২
(খ) পরিচ্ছদ ...	৪৪৩
(গ) স্নানাদি ...	৪৪৩
(ঘ) মন ...	৪৪৩
(ঙ) হাম বসন্ত হওয়া ...	৪৪৪
১। গর্ভাবস্থার উপসর্গাদি ...	৪৪৪
মূর্চ্ছা ...	৪৪৪
মাথাধরা ও মাথাঘোরা ...	৪৪৪
পিঠে ও কোমরে বেদনা ...	৪৪৫
দন্তবেদনা ...	৪৪৫
শোথ ...	৪৪৫
বমন বা বমনেচ্ছা ...	৪৪৫
মুখদিয়া জলউঠা ...	৪৪৬
শিরা-স্ফীতি ...	৪৪৬
খিলধরা ...	৪৪৬
অসাড়ে মূত্রত্যাগ ...	৪৪৭
অল্প প্রস্রাব ও মূত্ররোধ ...	৪৪৭
কোষ্ঠবদ্ধতা ...	৪৪৭
উদরাময় ...	৪৪৭
বুকজ্বালা ...	৪৪৭
অনিদ্রা ...	৪৪৭
রুচি-বিকার ...	৪৪৭
বুক ধড়ফড় করা ...	৪৪৭
অর্শ ...	৪৪৭
কাসি ...	৪৪৮
প্রস্রাবের যন্ত্রণা ...	৪৪৮
রজোনিঃসরণ ...	৪৪৮
বেদনা ...	৪৪৮
পেট কম বড় করা ...	৪৪৮

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
জ্বর ...	৪৪৮
কামড়ানি ...	৪৪৮
বাহ্যজননেন্দ্রিয় চুলকান ...	৪৪৮
পেট ঝুলেপড়া ...	৪৪৮
পেট বড় হইবার দরুণ কষ্ট ...	৪৪৮
পেটে ছেলে নড়া চড়ায় কষ্ট ...	৪৪৯
বাতের ব্যারাম ...	৪৪৯
স্তনে বেদনা ...	৪৪৯
স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা ...	৪৪৯
স্তন বড় হইবার দরুণ যন্ত্রণা ...	৪৪৯
মানসিক কষ্ট ...	৪৪৯
অপ্রকৃত প্রসববেদনা ...	৪৪৯
গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব ...	৪৫০
ধাতুদোষ ...	৪৫০
গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ...	৪৫১
গর্ভপাত নিবারণ-চিকিৎসা ...	৪৫১
২। প্রসবাস্থার উপসর্গাদি ...	৪৫৩
প্রসবকাল ...	৪৫৪
সূতিকাগার ...	৪৫৩
প্রসব-বেদনা ...	৪৫৩
প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রসবাস্থার লক্ষণ	৪৫৪
প্রসবের অবস্থাত্রয় ...	৪৫৫
প্রসবকালে কয়েকটি বিধি ...	৪৫৫
নাড়ী কাটা ...	৪৫৭
আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির শুশ্রূষা ...	৪৫৯
প্রসবকালে উপসর্গাদি ...	৪৬১
ফুল না পড়া ...	৪৬২
৩। প্রসবান্তে উপসর্গাদি ...	৪৬৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
হেতাল ব্যথা ...	৪৬৩
রক্তভাঙ্গা ...	৪৬৩
রক্তস্রাব ...	৪৬৪
মূর্চ্ছা ...	৪৬৪
খেঁচুনি বা আক্ষেপ ...	৪৬৫
শ্বাস বন্ধ ...	৪৬৬
কাহিল বোধ ...	৪৬৬
অনিদ্রা ...	৪৬৬
মূত্ররোধ ...	৪৬৬
কোষ্ঠবদ্ধতা ...	৪৬৬
উদরাময় ...	৪৬৬
অর্শ ...	৪৬৬
সূতিকা-জ্বর ...	৪৬৬
পুরাতন সূতিকারোগ ...	৪৬৮
আঁতুড়ে-বাই ...	৪৬৯
শ্বেতপদ ...	৪৭০
প্রসবকালে বারম্বার অস্ত্র প্রয়োগের কুফল ...	৪৭০
বস্তি-কোটরের কৌষিকঝিল্লী-প্রদাহ	৪৭০
বস্তি-কোটরে পূয-পূর্ণ স্ফোটক ...	৪৭১
পেট ঝুলিয়া পড়া ...	৪৭১
মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া ...	৪৭১
স্তনের রোগ, স্তন-দুগ্ধের রোগ ...	৪৭১
৪। প্রসবান্তে স্তনের পীড়া ...	৪৭১
দুগ্ধ জ্বর ...	৪৭২
স্তন-প্রদাহ (চুন্‌কো) ...	৪৭২
স্তনের বোঁটায় ক্ষত ...	৪৭৩
স্তনে ব্যথা ...	৪৭৩
প্রাট দিবার সময় কাহিল বোধ ...	৪৭৩

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
স্তনে দুধ বেশী হওয়া ...	৪৭৩
স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া	৪৭৩
স্তন হইতে অসাড়ে দুধ বাহির হওয়া	৪৭৪
(দুধ জমিয়া) স্তন শক্ত হওয়া ...	৪৭৪
স্তন ফোড়া হইবার উপক্রম হইলে	৪৭৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাল-রোগ।

শিশু পালন	৪৭৫
সদ্যোজাত মৃতকল্প শিশু	৪৭৭
মাই না ধরা ..	৪৭৮
শিশু-জ্বাবা ...	৪৭৮
শিশুর নাভির রোগ ...	৪৭৮
গোড ...	৪৭৯
নালরোগ ...	৪৭৯
টিকা	৪৭৯
শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি ..	৪৮০
শিশুর একশিরা	৪৮০
সদ্যোজাত শিশুর মলমূত্র না হওয়া	৪৮১
ব্রহ্মতালু না পুরে উঠা ...	৪৮১
শিশুর গাত্রে "মাসি পিসি" উঠা ...	৪৮১
শিশুর-স্তন ফুলে উঠা ...	৪৮১
আব ...	৪৮১
আঁচিল	৪৮২
আঁচিল প্রভৃতি নিবারণ ...	৪৮২
তিল জড়ুল ...	৪৮২
শিশু-দেহে ঘা ...	৪৮২
হেজে যাওয়া ...	৪৮৩
ঘামাচি ...	৪৮৩
চুলকণা ...	৪৮৩
নারাঙ্গা ...	৪৮৩
পামা ..	৪৮৪
শিশুর গাত্র চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হওয়া	৪৮৪
শিশুর মুখে ঘা ..	৪৮৪
শিশুর ফোড়া ...	৪৮৫
শীত-ফাটা ...	৪৮৬
মাথায় খুশ্কি	৪৮৬
মস্তকে উৎকুণ	৪৮৬
পেঁচোয় পাওয়া ...	৪৮৭
শিশুর চক্ষু প্রদাহ ..	৪৮৭
অঞ্জনী	৪৮৮
শিশুর কাণে বেদনা	৪৮৮
তড়্‌কা (বা খেচুনী) ..	৪৮৯
মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ	৪৯০
মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় ...	৪৯০
শিশুর বিভাজিত মেরু ...	৪৯০
শিশুর পক্ষাঘাত .	৪৯১
শিশুর মৃগীরোগ	৪৯১
একজ্‌র ...	৪৯১
শিশুর অনিদ্রা ...	৪৯২
দুধ-তোলা ...	৪৯২
শিশুর হিক্কা ...	৪৯২
দাঁত উঠা ...	৪৯৩
পোকা ধরা দাঁত .	৪৯৩
শিশুর দাঁতকপাটী ...	৪৯৩
নাক বুজিয়া যাওয়া ...	৪৯৪
সর্দ্দি কাসি ...	৪৯৪
শিশুর হাঁপানি ...	৪৯৫

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শিশুর শ্বাসকষ্ট ...	৪৯৫
শিশু-ব্রঙ্কাইটিস ...	৪৯৫
শিশু-নিউমোনিয়া ...	৪৯৫
শিশু-প্লুরেসি ...	৪৯৫
ঘুংড়ী কাসি ...	৪৯৫
শিশু-যক্ষ্মা ..	৪৯৭
হুপ্‌কাস ...	৪৯৭
শিশু-ডিফ্‌থিরিয়া ...	৪৯৭
শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ...	৪৯৭
শিশুর পেট কামড়ানি ...	৪৯৮
শিশুর উপাঙ্গ-প্রদাহ ...	৪৯৯
শিশুর উদরাময় ...	৪৯৯
শিশু-ওলাউঠা ...	৫০০
শিশুর ক্রিমি-দোষ ...	৫০০
শেষেমোতা ...	৫০১
প্রস্রাব বন্ধ ...	৫০১
বিকৃত প্রস্রাব :— ...	৫০১
(ক) প্রস্রাবের বর্ণ-বিকৃতি	৫০১
(খ) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ...	৫০২
(গ) প্রস্রাবে তলানি ...	৫০২
শিশু-যকৃৎ ...	৫০৩
শিশুর ক্রন্দন ...	৫০৩
পুঁয়ে পাওয়া ...	৫০৪
ধবল-রোগ ...	৫০৫
ছিরোষ্ঠ নিবারণ ...	৫০৬
ডোৎলামি ...	৫০৬
দুর্ব্বলতা ও অবথা-বাড় ...	৫০৬
খোঁড়াইয়া হাঁটা ...	৫০৭
...	৫০৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া ...	৫০৭
(ক) গুটিকাযুক্ত ধাতু ...	৫০৭
(খ) গণ্ডমালা ...	৫০৮
(গ) শিশু-উপদংশ ...	৫০৮
ঋতু পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি ...	৫০৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভেষজ-তত্ত্ব।

সূচনা ...	৫১০
১। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ ...	৫১১
তত্ত্বজায় ...	৫২৬
অঙ্গবিশেষের ঔষধ ...	৬৩৬
২। ভেষজ-তালিকা, ভেষজ-শক্তি, ও ভেষজ-ক্রিয়ার স্থিতিকাল ...	৫৩৭
৩। ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য ...	৫৫০
(ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে ...	৫৫২
(খ) কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না ...	৫৬৪
(গ) কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ ঔষধ নষ্ট করে ...	৫৬৮
পরিশিষ্ট (ক) পরমাণু ...	৫৮০
পরিশিষ্ট (খ) ধাতুদোষত্রয়	৫৯২
পরিশিষ্ট (গ) জীবাণুতত্ত্ব	৬০৬
পরিভাষা ...	৬১৮
নির্ঘণ্ট ...	৬২৭

banglabooks.in

পারিবারিক চিকিৎসা



১। উপক্রমণিকা।

হোমিওপ্যাথি (সদৃশবিধান)।

চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, "হোমিওপ্যাথি" সম্বন্ধে কতকগুলি স্থূল বিষয় জানা আবশ্যক; সেই জন্য পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ, যেন তিনি এই "উপক্রমণিকা"-বিভাগটি বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করেন।

ঔষধ কাহাকে বলে?—যে পদার্থ সুস্থ শরীরকে বিকৃত ও বিকৃত শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহাকে "ঔষধ" কহে :—যথা, শেঁকোবিষ, কুইনাইন্, অহিফেন ("ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

হোমিওপ্যাথি কি?—সুস্থ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিলে শরীরে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাদৃশ-লক্ষণ-যুক্ত-রোগ মাত্র-উক্ত-ঔষধের-অত্যল্প-পরিমাণ প্রয়োগে প্রশমিত হওয়ার নাম "হোমিওপ্যাথি" বা "সমবিধান*" :—যথা, সুস্থদেহে কতকটা আর্সেনিক্ (শেঁকোবিষ) খাইলে ওলাউঠা রোগের মত ভেদ-বমন-পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাই ভেদ-বমন-পিপাসা-লক্ষণযুক্ত ওলাউঠা অল্প পরিমাণ আর্সেনিক মাত্র প্রয়োগে আরোগ্য হয়; সুস্থ শরীরে কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়া বা কম্প-জ্বর-(ague) লক্ষণসমূহ বহুল পরিমাণে প্রকটিত হয়, তাই কেবল-অল্পমাত্রা কুইনাইন ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর-নাশক; সুস্থাবস্থায় অধিক পরিমাণে অহিফেন সেবন করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিদ্রা, সংজ্ঞালোপ পর্য্যন্ত ঘটে,

---

* সদৃশ-বিধান, সদৃশ-ব্যবস্থা, সম-মত, সম-সূত্র, সম-শাস্ত্র, সম-বিধি প্রভৃতি শব্দ "হোমিওপ্যাথির" নামান্তর মাত্র।

banglabooks.in

তাই একক অহিফেন অত্যল্পমাত্রায় মলাবরোধ অনিদ্রা সংন্যাস প্রভৃতি রোগে ফলপ্রদ। অতএব, "সম-শুদ্ধ-সূক্ষ্ম"* ঔষধ বিধানই হোমিওপ্যাথির মূল-সূত্র বলিতে হয়। এই "সম-শাস্ত্র" বা

হোমিওপ্যাথি কত দিনের?—অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "সমে সমে"† (Similia Similibus) হোমিওপ্যাথি মতের এই বীজ-মন্ত্র আর্য্যাবর্ত্তে ও প্রাচীন গ্রীস দেশে উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু শতাব্দী মাত্র অতীত হইল মহাত্মা হানেমান্ প্রাণপণে ইহার সম্যক্ সাধন ও প্রচার পূর্ব্বক চিকিৎসা-জগতে বিষম বিপ্লব ঘটাইয়াছেন। এই

হানেমান্ কে?—নবযুগ-প্রবর্ত্তক পুণ্য-চরিত শ্রীমৎ কৃষ্টিয়ান্ ফ্রেড্রিক্ সামুয়েল্ হানেমান্ ১০ই এপ্রিল ‡ ১৭৫৫ কৃষ্টাব্দে জার্ম্মানির অন্তঃপাতী স্যাক্সান্ রাজ্যের মাইসেন নগরে এক দরিদ্র মৃৎপাত্র-চিত্রকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন; অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখেন—এমন কি, স্বহস্ত গঠিত মৃত্তিকার প্রদীপ জ্বালাইয়া তাঁহাকে রজনীতে পাঠাভ্যাস করিতে হইত। তিনি

---

* নব শিক্ষার্থীকে বলিয়া রাখি যে এ স্থলে (১) "সম" শব্দের অর্থ "সদৃশ" বা "অনুরূপ (similar)", "অনন্য" বা "সেই (the same)" নহে :—যথা, বিষ-মাত্রায় আর্সেনিক খাইয়া যদি ওলাউঠার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে রোগীকে যেন আর্সেনিক সেবন করান না হয়, নিত্য অহিফেন-সেবীর কোষ্ঠকাঠিন্যে ওপিয়াম ব্যবস্থেয় নহে। আর (২) "শুদ্ধ" শব্দের অর্থ "মাত্র" বা "একক (single)" বা "অমিশ্রিত (simple)" :—যথা, আর্সেনিক ব্যবস্থা করিলে যেন উহা এককই সেবন করান হয় (অর্থাৎ, অপর কোন ঔষধসহ মিশাইয়া বা পর্য্যায়ক্রমে উহা খাওয়ান না হয়)। এবং (৩) "সূক্ষ্ম" শব্দের অর্থ "ক্ষুদ্রতম অংশ (minimum)" :—যথা, আর্সেনিক ব্যবস্থা করিলে, সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত আর্সেনিক দিতে হয় (Vide *The Occult Review* for May 1905, article "Occult Medicine" contributed by W. E. Berridge, M. D.)।

† 'সমঃ সমং শময়তি", "হেতুর্ব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থ কারিণাং", "বিষস্য বিষমৌষধং" প্রভৃতি বেদ ও নিদানোক্ত বাক্যগুলিও সম-সূত্র প্রতিপাদক।

‡ ডাক্তার ব্রাডফোর্ড বলেন ১১ই এপ্রিল।

banglabooks.in

গ্রীক, হিব্রু, আরবী, লাটিন, ইটালিক, স্প্যানিস্, সিরিয়, ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় এবং চিকিৎসা-ও রসায়ন-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন; বস্তুতঃ তাঁহাতে নানা বিষয়িণী বিদ্যা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার যুগপৎ সমাবেশ হওয়ায়, সুপরিচিত রসগ্রাহী রিক্টার সাহেব তাঁহাকে "অলৌকিক দ্বিশিরা জীব "(Dophelkopf"—double-headed prodigy of erudition and genius)" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি "এম-ডি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৭৮২ কৃষ্টাব্দে কুমারী হেন্রীয়েটা-কুক্লার নাম্নী রূপগুণসম্পন্না এক জার্ম্মান্ রমণীর পাণিগ্রহণান্তর কিছুকাল ড্রেস্ডেন হাঁসপাতালের প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসকের কার্য্য করেন, পরে লাইপ্‌জিক্ নগরের সন্নিহিত কোন ক্ষুদ্র পল্লীতে অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। দশবর্ষকাল বহুপ্রতিপত্তিসহ ডাক্তারী করিবার পর, ৪৫ তদানীন্তন প্রচলিত-চিকিৎসাপদ্ধতির অসারতা ও অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মভীরু পুরুষসিংহ উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক রসায়ন-শাস্ত্রের অনুশীলন ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি ভাষান্তর করিয়া কষ্টেসৃষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নানা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে সত্য-নিষ্ঠ হানেমান্ হতাশ হইয়া বলিলেন যে সর্ব্ববিধ চিকিৎসা-প্রথাই কাল্পনিক—রোগ প্রতীকারের প্রকৃত ঔষধ নাই বা সম্ভবে না। কিন্তু চিকিৎসা-জগতে নব-যুগের অবতারণা করা যাঁহার নিয়তি, এ সংশয়-বাদ কতদিন তাঁহার মন অধিকার করিয়া থাকিতে পারে? অচিরে তাঁহার গৃহে রোগ সমাগত হইল—প্রাণাধিক পীড়িত শিশুগুলির মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-স্বর, আর ঔষধে-আস্থাহীন দারিদ্র্য-কষাঘাতে-জর্জ্জরিত রোগ-শয্যা-পার্শ্বে-উপবিষ্ট সন্তানবৎসল প্রশান্তাত্মা নম্রশির পিতার ঈশ্বরে-নির্ভর, এ দৃশ্য অপূর্ব্ব! সেই শুভক্ষণে "বিশ্বপিতা পরম করুণাময়, তিনি তাঁহার প্রিয়তম সন্তানগণের ব্যাধি-বিমোচনের বিহিত বিধান নিশ্চয়ই করিয়া রাখিয়াছেন"—এই নীরব আশ্বাসবাণী তাঁহার হৃদয়-কন্দরে সহসা নিনাদিত হইল; তিনি চিকিৎসা-সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করিলেন। ১৭৯০ কৃষ্টাব্দে কালেন সাহেব প্রণীত "মেটেরিয়া-মেডিকা"-গ্রন্থ ইংরাজী হইতে জার্ম্মান

banglabooks.in

ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত গ্রন্থে সিঙ্কোনা (the Peruvian bark)* নামক ঔষধের জ্বরনাশক গুণের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না, এবং ঔষধটির পরস্পর বৈরভাবাপন্ন গুণাবলি গভীররূপে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, "সিঙ্কোনা সুস্থ শরীরে কম্পজ্বর-সম জ্বররোগ উৎপাদন করে, তাই হয় ত সিঙ্কোনা কম্পজ্বরঘ্ন।" তিনি অবিলম্বে নিজে সিঙ্কোনা সেবন করিয়া বুঝিলেন যে উহা বাস্তবিকই ম্যালেরিয়া বা কম্পজ্বর সদৃশ-জ্বর উৎপাদন করে; তখন তিনি ভাবিলেন যে, সিঙ্কোনার ন্যায় অন্যান্য ঔষধেরও "রোগোৎপাদিনী" ও "রোগনাশিনী" এই উভয়বিধ শক্তি থাকিতে পারে। অন্তরের এই ভাব স্বতঃই তাঁহাকে ধীরে ধীরে "সমঃ সমং শমযতি (Similia Similibus Curentur)"র সরলপথে আনিয়া ফেলিল। তদবধি ছয়বৎসরকাল অবিশ্রান্ত গবেষণা, ভূয়োদর্শন, গরল-বিজ্ঞান-অধ্যয়ন, ও নিজে নানাবিধ বিষপান দ্বারা ক্ষণজন্মা পুরুষ এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, "হোমিওপ্যাথি সত্যের অটল শৈলের উপর অতিদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—কল্পনা বা অনুমান ইহার ভিত্তিমূল নহে।" বৃন্ত-চ্যুত ফল ঊর্দ্ধমুখে অন্তরীক্ষে না উঠিয়া অধোমুখে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় কেন?—ইহার সদুত্তর প্রদান করিতে যাইয়া সুধীশ্রেষ্ঠ নিউটন্ যেমন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার পূর্ব্বক জড়-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ড গঠন করিয়াছেন; "সিঙ্কোনা কেন কম্পজ্বর নাশ করে?" —এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া মহানুভাব হানেমান্ তেমনি "সম-মত" উদ্ভাবন পূর্ব্বক চিকিৎসা-শাস্ত্র বিজ্ঞান-ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন।†

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে "হুফেল্যাণ্ডস্ জার্ণাল" নামক তখনকার চিকিৎসা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তাঁহার এই অভিনব মত

---

* "কুইনাইন", উক্ত সিঙ্কোনার একটি উপক্ষার (an alkaloid of Cinchona—the active principle of the Peruvian bark) মাত্র। জার্ম্মান ভাষায় "সিঙ্কোনার" নাম "চায়না"।

† বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে নিউটন্ সৌরজগতের অন্তর্গত ভাবৎ পদার্থের গতিতে একটি বিশেষত্ব নিয়মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন মাত্র—

banglabooks.in

প্রকাশিত হইবামাত্র চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল; সত্যানুরাগী কতিপয় বিজ্ঞ ভিষক্‌মাত্র তাঁহার শিষ্য হইলেন, কিন্তু অনেক অনুদার চিকিৎসক ও নীচমতি স্বার্থান্ধ ঔষধাজীব তাঁহার ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। অগ্নি-মন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, নিন্দা বা প্রশংসা কি তাঁহার সাধনার অন্তরায় হইতে পারে? ১৮০৫ কৃষ্টাব্দে তিনি Fragmenta de viribus নামক পুস্তক লাটিন্ ভাষায় মুদ্রিত করেন—সুস্থ দেহে সাতাইশটি ঔষধ সেবন করিয়া যে সব লক্ষণ* প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—ইহাই প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া-মেডিকা বা ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ। ১৮১০ কৃষ্টাব্দে তাঁহার "অর্গানন" (বা "আরোগ্যসাধন") নামক মহাগ্রন্থ বাহির হয়—এই অমূল্য পুস্তকে যেমন প্রভূত পাণ্ডিত্য ও অকাট্য যুক্তি সহকারে সদৃশবিধান-তত্ত্ব বিবৃত ও সমর্থিত হইয়াছে, তেমনি রক্তমোক্ষণাদি তৎকালীন বর্ব্বর চিকিৎসাপ্রথা তীব্র ভাষায় সমালোচিত হইয়াছে; সুতরাং শত্রুগণ ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িল। পরে ১৮১২ কৃষ্টাব্দে যখন তিনি নিজগুণে লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমশাস্ত্রাধ্যাপক (teacher of Homœopathy) পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যুবক ছাত্র ও প্রবীণ চিকিৎসক-

---

অর্থাৎ ফল অবধি গ্রহাদি পর্য্যন্ত সকলই একটি অখণ্ড প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাহাই দেখাইয়াছেন—এই মহানিয়মের নাম তিনি "মাধ্যাকর্ষণ" রাখিয়াছেন; নতুবা ফল কেন পড়ে, তাহা নিউটন জানিতেন না এবং আমরাও বুঝি না। হানেমানও তেমনি রোগারোগ্যের একটি বিশেষ নিয়ম বা শৃঙ্খলা দেখাইয়াছেন মাত্র, এই মহানিয়মের নাম "সম-বিধান"; নতুবা কেন পীড়া সারে—অর্থাৎ ব্যাধি কেন এই নিয়মাধীন—তাহা হানেমান জানিতেন না এবং আমরাও জানি না।

[*N. B.* একটি কথা—পাঠক যেন মনে না করেন যে "সম-বিধান" ব্যতীত ব্যাধি বিমোচনের অন্য কোন নিয়ম নাই বা হইতে পারে না]।

তবে, নিউটন বা হানেমানের মৌলিকতা কোথায়? উত্তর :—প্রাকৃতিক ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে পূর্ব্বে যেখানে অরাজকতা বোধ হইত, এখন তাহাদের মধ্যে যে একটি সুন্দর ব্যবস্থা—শৃঙ্খলা বা নিয়ম—বিদ্যমান আছে, তাহা নির্দ্ধারণ বা আবিষ্কার করাই উক্ত মহাত্মাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য বা ব্রত বা নিয়তি অথবা প্রত্যাদেশ অর্থাৎ মৌলিকতা।

banglabooks.in

বৃন্দকে নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন (১৮১২—১৮২১ কৃষ্টাব্দে), তখন প্রমাদ গণিয়া বিপক্ষেরা নানারূপে তাঁহার নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং চক্রান্ত করিয়া অবশেষে ১৮২১ কৃষ্টাব্দে জার্ম্মানকুলতিলককে লাইপজিক্ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। কিন্তু বীর-হৃদয়ের উদ্যমবহ্নি দুর্দ্দম্য, নির্ব্বাপিত হইবার নহে—কোটেন্ নগরে চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করেন; এখানকার নৃপতিকে কোন দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করায় হানেমান বিপুল সম্মানসহ রাজবৈদ্য-পদে নিযুক্ত হন; তাঁহার মধ্যলীলাস্থল এই কোটেন্‌পুরে সহস্র সহস্র উৎকট পীড়ার আরোগ্যসাধন এবং সর্ব্ববিধ রোগের প্রকৃত নিদান (বা মূল কারণতত্ত্ব) অবধারণ পূর্ব্বক ১৮২৮ কৃষ্টাব্দে Chronischen krankheiten (বা "পুরাতন-ব্যাধি নিরাকরণ"*) নামক পুস্তক প্রণয়ন করাতে তাঁহার যশঃ-সৌরভ সমস্ত সভ্য জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে!

তৎকাল-প্রচলিত মাত্রার অনুরূপ হানেমানও প্রথমতঃ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অধিক পরিমাণে [যথা, প্রতি মাত্রায় নাক্সভমিকা চারি গ্রেণ, ইপিকাক্ পাঁচ গ্রেণ, সিঙ্কোনা দুই ড্রাম, পর্য্যন্ত] ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে রোগারোগ্য হইত বটে, কিন্তু ঔষধ সেবনের অব্যবহিত পরই পীড়া বৃদ্ধি পাইত। শেষোক্ত অনিষ্ট নিবারণ মানসে তিনি ঔষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ভ করিলেন, ও অবশেষে সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত ঔষধের কার্য্যকারিতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেলেন! তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিমর্দ্দনাদি প্রক্রিয়া দ্বারা কোন পদার্থ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত হইলে, উহা স্থূলভাগ বা জড়াংশ পরিহার পূর্ব্বক বিদ্যুৎবৎ সচল-ভাব ধারণ করে—অর্থাৎ উক্ত পদার্থটি তখন "স্ব"-রূপ বা "শক্তি"-রূপ লাভ করিয়া থাকে † ও এই শক্তিই তাবৎ

---

* হানেমানোক্ত 'তরুণ ও পুরাতন রোগলক্ষণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† তাঁহার এই সরল যুক্তিযুক্ত উক্তি—পদার্থের "শক্তি-বিকাশন (Dynamisation)"-তত্ত্ব—প্রলাপ বা বাতুলতা বলিয়া জড়বাদীরা উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছেন (অবশ্য এই শতবর্ষ মধ্যে উঁহারা কেহই কোন অকাট্য যুক্তি দ্বারা ইহা খণ্ডন করিতে সাহসী হন নাই), কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ উনবিংশ-ও বিংশ শতাব্দী-বিজ্ঞানের ঝোঁক

banglabooks.in

শরীরে তড়িতের ন্যায় অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক ত্বরায় রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হয় (The *Organon* para. 269 এবং "ঔষধ-প্রস্তুত-প্রকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়; অশীতি বর্ষ বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট অষ্টবর্ষ ফ্রান্সদেশের রাজধানী পারী নগরীতে যাপন করেন। নব-পরিণীতা বনিতার নাম মেলানী; এই রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য শালিনী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ফরাসী মহিলা স্বদেশে হানেমানের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া ছদ্মবেশে কোটেন নগরে প্রবেশ করেন এবং বৃদ্ধের গুণগ্রাম ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন; ইঁহার পরামর্শক্রমে ন্যায়বান হানেমান্ নিজ ভরণপোষণোপযোগী সামান্য বিত্ত (ত্রিশ হাজার টাকা) মাত্র রাখিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তি (লক্ষাধিক টাকা ও দুইখানি সুসজ্জিত অট্টালিকা) পূর্ব্বপক্ষের পুত্র কন্যাদিগকে বিভাগ করিয়া দেন। তিনি একেশ্বরবাদী (theist) ছিলেন, বিধাতার মঙ্গলস্বরূপে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়া ছিল; আর পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হৃদয়ের সাধু উত্তেজনাই তাঁহাকে নিরাশার অন্ধকূপ হইতে সমুজ্জ্বল সম-বিধানালোকে চালিত করিয়া আনিয়া-

---

"শক্তি" বাদের দিকে ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য]। হানেমানোক্ত ঔষধের "শক্তি বিকাশন"-তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে কতকটা সহায় হইবে বিবেচনায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষবর্ষে ডাক্তার প্যাচেল প্যারিশ-কংগ্রেসে যাহা বলিয়াছিলেন (vide *The Medical Era*, April 1901) তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করিলাম —কোন যৌগিক পদার্থ [যথা, লবণ chloride of sodium] উহার সহস্রগুণ সুরাসারসহ উত্তমরূপে দ্রবীভূত হইলে, উহার অণুগুলি তাড়িত-বিন্দুতে পরিণত হয়, এই পরিণতির নাম "অণু-বিয়োজন (dissociation of molecules)"। অণুমাত্রেই অচল (passive), কিন্তু তাড়িত-বিন্দুগুলি সচল (active) তেজোময় পদার্থ বা মূর্ত্তিমতী "শক্তি"। অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্রবটি (the solution) এখন শক্তিপূর্ণ—অর্থাৎ, প্রকৃষ্টরূপে দ্রবীভূত হওয়া নিবন্ধন উক্ত যৌগিক পদার্থটিতে যেন একটি নব বল প্রদত্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে (a fresh force may be said to have been imparted to the original substance)।

banglabooks.in

ছিল ; এবং শুভ "সম"-শঙ্খনাদে জগজন যে জাগরিত হইবেই, ইহা তিনি বিশ্বাস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই ১৮৪৩ কৃষ্টাব্দে সদৃশ-বিধানাচার্য্য মর্ত্ত্যলোকের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। মোন্‌মার্টর Montmartre নামক সমাধিক্ষেত্রে বিশ্ববন্ধুর ভাগবতী তনু সমাহিত হয় ; পরে ১৮৯৯ কৃষ্টাব্দে উহা উৎখাত হইয়া যথাযোগ্য সম্মানসহ পেরে-লা-সেজ্ Pere la chaise শ্মশানে নিহিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রেতভূমে তাঁহার সমাধি-শিলা, ও আমেরিকার উয়ষিংটন্ নগরে তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভ, তদীয় মিত্র ও শিষ্যবৃন্দের ঐকান্তিক প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ১৮৫১ কৃষ্টাব্দে মহাপুরুষের স্বদেশীয়েরা তদীয় আত্মলীলাভূমি লাইপজিক্ নগরে তাঁহার পিত্তলময়ী মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন (*Hahnemann's Leben* by Albrecht, Bradford's *Life of Hahnemann*, Ameke's *History of Homœopathy* translated by Dr. A. E. Dyrsdale, Burnett's *Ecce Medicus*, Dudgeon's *Lectures on Homœopathy*, Chambers's *Encyclopœdia* (articles *Hahnemann & Homœopathy*), Clarke's *Revolution in Medicine, The Hom. World* for Jan. 1911, Dr. Sircar's *Presidential Address* 1888, এবং Hughes's *Hahnemann as a Medical Philosopher* দ্রষ্টব্য)।

"সম-মত" কি তৎপ্রচারকের দেহসহ চিরদিনের মত সমাধিস্থ, না উহার ললাটদেশে অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত আছে

"জয়তু শ্রী" ?—ধন্য কর্ম্মযোগিন্ হানেমান্! দুঃসহ তপঃ-প্রভাবে ব্যাধি-বিমোচনের অমোঘ উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক সমগ্র মানবজাতির যে অশেষ কল্যাণ তুমি সাধন করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অপ্রতিহত বেগে তোমার চরণপ্রান্তে প্রধাবিত হয়? লোকহিত-কামনায় তুমি স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে উৎকট কালকূট ভক্ষণ করিলে ; বিষপানে অপমৃত্যুই হইয়া থাকে, কিন্তু বিধাতার বিচিত্র

banglabooks.in

বিধানে তোমার ভাগ্যে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল—বিষম গরল গলাধঃকরণপূর্ব্বক অমৃত-তত্ত্বের সন্ধান আনিয়া এই মরলোকে তুমি যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর অমর হইয়া রহিলে! পুরুষোত্তম, তোমারই মন্থনগুণে হলাহল পীযূষে পর্য্যবসিত হইয়াছে! আজ জার্ম্মানি, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইটালী, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি আধুনিক সভ্য জনপদসমূহ তোমার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালী অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছে; একা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১০২টি হাঁসপাতাল অন্যূন সার্দ্ধ ছয় সহস্র আতুরকে আশ্রয় দিয়া বীরনাদে তোমারই জয় ঘোষণা করিতেছে! রাজেন্দ্রলাল দত্ত, ইংলণ্ডস্থ ভারতমন্ত্রী-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য মাননীয় সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী, ইটালিয়ান ডাক্তার বেরিণী, বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল রত্ন মহেন্দ্রলাল সরকার, দীনসেবক ভক্তিভাজন তাত মুলার (ঈশা-সম্প্রদায়ী) প্রভৃতি মহোদয়গণের অসাধারণ অধ্যবসায়গুণে অদ্য বঙ্গ দেশের প্রত্যেক পল্লী ও নগরে এবং ভারতের নানাস্থানে তোমারই বিজয়কেতন উড়িতেছে* !

যে "জয়পত্র" নিজ হস্তে নিয়তি সতী তব ললাটপটে আঁকিয়া দিয়াছেন, সাধ্য কি বিজ্ঞানাভিমানী অব্যবস্থিতমতি জীর্ণকায় চিকিৎসা-জগতের

---

* এস্থলে ইহা অবশ্য উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ১৮৩৫ কৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের রাজসভার বৈদ্য (জার্ম্মান ডাক্তার) হনিংবার্জার সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে, ও ১৮৫১ কৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম হেল্‌থ অফিসার (ফরাসীডাক্তার) টনেয়ার সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে, হোমিওপ্যাথি প্রচার করিতে প্রয়াস পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা কেহই সিদ্ধাভীষ্ট হন নাই। পরে পণ্ডিতপ্রবর দয়ার অবতার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তদীয় ভ্রাতা দেবাত্মা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন (সশিষ্য—বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল ঘোষ, ও শশীভূষণ বিশ্বাস), অধ্যাপক প্যারিচরণ সরকার, বারাসতের ঋষিকল্প কালিকৃষ্ণ মিত্র, ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ী, প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ বঙ্গদেশে, এবং কর্ম্মশীল লোকনাথ মৈত্র পুণ্য বারাণসীধামে, হোমিওপ্যাথি বিস্তার পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়া যান। এই মহাত্মারা চিরদিনের মত অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; যদি স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে রোগশোকময়ী বঙ্গভূমিতে তাঁহাদের রোপিত বড়সাধের হোমিওপ্যাথি-অঙ্কুর এক্ষণে এত সুধাময় ফল প্রসব করিতেছে দিব্যধাম হইতে সন্দর্শন করিয়া ইঁহারা নিশ্চয়ই পরম পুলকিত হইতেছেন।

banglabooks.in

যে সে দুর্দ্ধর্ষ রাজ-শক্তি সহায়তায় হীরক-অক্ষরে-স্বাক্ষরিত উক্ত নিদর্শন-লিপি উন্মোচনপূর্ব্বক দৈব যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মায়? সত্যের অগ্রগতি খরস্রোত প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কত দিক্‌পতির উন্মাদী কত বাধা-ঐরাবত কোথায় ভাসিয়া গেল, প্রতি দেশেরই হোমিওপ্যাথির অতীত ইতিহাস অযুত-রসনায় তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে (*Transactions of the International Homœopathic Congresses* held quinquennially since 1876 দ্রষ্টব্য)!

আর্য্য, বহু অভিজ্ঞতা ও গভীর চিন্তা প্রভাবে তুমি "সাধন"* গ্রন্থ খানির সূত্রমালা গ্রন্থিত করিয়াছিলে, না কোন মহাপ্রাণ অজ্ঞাতসারে এ'সে তব লেখনী বলপূর্ব্বক সঞ্চালন করিয়াছিলেন? বীরবর, বিবাসন কালে কি মুহূর্ত্তের তরেও তোমার মনে উদয় হইয়াছিল যে বিনা-একবিন্দু ও-শোণিত-পাতে সত্যের সিংহাসন অখণ্ড ভূমণ্ডলে এত শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে—অঘটন সঙ্ঘটিত হইবে? (এক শতাব্দী মধ্যে রক্ত-মোক্ষণাদি আসুরিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এবং সুশ্রার সাহেবের "বায়-কেমিক", পাষ্টেউর সাহেবের "অ্যাণ্টি-টক্সিন্", রাইট সাহেবের "অপ্সোনিন্", কুইণ্টন্ সাহেবের "আই-সোটনিক প্লাজমা" প্রভৃতি নব নব চিকিৎসা-প্রণালীর সূচনা, উল্লিখিত সর্ব্ব-জনীন সূত্রগুলির অলৌলিক সারবত্তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভবদীয় বিমল কীর্ত্তি-

---

আর, দাক্ষিণাত্যে অগষ্টস্ মুলার-প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, আতুরাশ্রম, দীনাবাস, কুষ্ঠাশ্রম, প্লেগ-হাঁসপাতাল, সহস্র সহস্র দীনদুঃখী আতুরকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতেছে দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ভারত গভর্ণমেণ্ট তদীয় প্রতিষ্ঠাতাকে ১৯০৭ কৃষ্টাব্দে "কেশর-ঈ-হিন্দ" পদক প্রদানপূর্ব্বক এবং জার্ম্মান-সম্রাটও তদ্বৎ সম্মানসূচক ভূষণে ভূষিত করিয়া হোমিওপ্যাথিরই মহিমা অফুটস্বরে কীর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন (Vide *The Catholic Times 9th August, 1907*); স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিক্রয় করিবার সদৃষ্টান্ত এই ধর্ম্মাত্মাই ভারতে প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৯১০ কৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইনি চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন; ত্রিশজন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মবীর আপাততঃ ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যমান (Vide *The Statesman*, November 22, 1910)।

* *The Organon* (=instrument=যন্ত্র, সাধন) নামক গ্রন্থ।

banglabooks.in

কিরীট-কান্তি দিন দিন দশদিশি বিভাসিত করিতেছে!) বসুধা-সুধাপাণি, নীলকণ্ঠ-পদাঙ্ক অনুসরণ পুরঃসর তীব্র বিষ ভক্ষিয়া ঔষধ আবিষ্কার ও নির্ব্বাচনের যে জগন্মাঙ্গল্য সরল সুগম পন্থা তুমি প্রদর্শন করিয়াছ, তজ্জন্য বর্ত্তমান ও ভবিষ্য বংশীয়েরা চিরদিন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে!

সুকুমার-বিদ্যাবলী-পরিবেষ্টিতে দর্শন-বিজ্ঞান-মণ্ডিতে
সমঃজ্যোতি-র্বিকিরণ-কেন্দ্রভূমে অমরাবতী-প্রতিমে
হানেমান্-অন্ত্যলীলাপুরি অয়ি পারি

(Paris) সুভগে, তব পীঠ* পুণ্যশ্লোক প্রবাসীর দেহাবশেষ সংরক্ষণ করিয়া সত্যসত্যই মহাপীঠস্থলী—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদেশীয়-সদৃশবিধানবাদিগণের মিলন-ভূমি ও তীর্থরাজী†—রূপে চির-বিরাজিতা রহিল!!!

ঔষধ-প্রস্তুত প্রকরণ।

ভেষজ ও ভেষজবহ।—লৌহ (ফেরাম্), মৃগনাভি (মস্কাস্), কাঠবিষ (অ্যাকোনাইট্) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের রোগোৎপাদিকা ও রোগনাশিনী শক্তি আছে, ইহাদিগকে "ভেষজ" বা "ঔষধ" বলে। পরিস্রুত (ডিষ্টিল্ড) জল, সুরাসার (অ্যাল্কহল্), দুগ্ধশর্করা (সুগার-অভ্-মিল্ক্), বটিকা (পিলিয়ুল্), অণুবটিকা (গ্লবিয়ুল্) প্রভৃতি অপর কতকগুলি পদার্থের রোগনাশিনী শক্তি নাই; এই সকল বস্তুসহ যোগে ঔষধ প্রস্তুত ও সেবিত হয়, সেজন্য ইহাদিগকে "ভেষজবহ" বলে।

---

* La Chaise(=the chair=পীঠ, আসন) ফরাসী জাতির সর্ব্বপ্রধান সমাধিক্ষেত্র।

† সাত-সমুদ্র-তের-নদী-পার সাধারণতন্ত্র ফরাসীদেশে-উচ্চারিত নিম্নে-উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটি কি আমাদের উল্লিখিত উক্তির প্রতিধ্বনি নয়?—Our thoughts turn to Paris *as a Mahammadan's do to Mecca*; Paris the city where Hahnemann lived and where he died; Paris where some of the most

banglabooks.in

ঔষধ দুই আকারে।—ঔষধের সারভাগ (অর্থাৎ রোগ-নাশিনী শক্তি) দুইরূপে সুরক্ষিত হয়:—**বিচূর্ণ** ও **অরিষ্ট** আকারে।

(১) **বিচূর্ণ**।—লৌহাদি যে সব কঠিন পদার্থ সহজে দ্রব হয় না, তাহাদিগকে দুগ্ধশর্করা যোগে খলে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করা যায়; এই চূর্ণীকৃত লৌহাদিকে "বিচূর্ণ" (ট্রিটিউরেসন্) কহে। কিন্তু চূর্ণীকৃত হইবার পূর্ব্বে উক্ত লৌহাদির নাম "**মূল ঔষধ**" (crude drugs)।

(২) **অরিষ্ট**।—গাছগাছড়ার রস নিংড়াইয়া সুরাসার সহ মিশাইলে, এই মিশ্রপদার্থকে "অরিষ্ট" (টিংচার) বলে। এই নিষ্কাশিত রসে, **মূল পদার্থের সমস্ত গুণই বিদ্যমান থাকে** (সুরাসার যোগে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় মাত্র), সেই জন্য এই অরিষ্টকে "**মূল অরিষ্ট**" বা মাদার-টিংচার (*θ*) বলে।

ক্রম।—"মূল ঔষধ" বা "মূল অরিষ্ট," দুগ্ধশর্করা বা সুরাসার সহ উত্তমরূপে মিশাইয়া বিমর্দ্দন বিলোড়নাদি প্রক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত হইয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে "ক্রম" (attenuation) কহে; যথা এক ভাগ "মূল ঔষধ" (যেমন, স্বর্ণ পারদ কয়লা), ৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা সহ মিশাইয়া বিমর্দ্দিত করিলে প্রথম দশমিক ক্রম (১x বিচূর্ণ) প্রস্তুত হয়; এবং ১ ভাগ "মূল-ঔষধ", ৯৯ ভাগ দুগ্ধশর্করা সহ বিমর্দ্দিত করিলে. ১ম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইরূপে, পূর্ব্ববর্ত্তী

brilliant work of his later life was done, and great was the illumination radiating from 'La villa lumiere' in the brilliant years of his residence; and we appreciate *with homage* the worth of the great man whose remains are entombed in Pere la Chaise, and whose *undying* memory we are met here to-night to celebrate." (হানেমানের জন্মদিন ও "সাধন" পুস্তকের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৯ই এপ্রিল তারিখে পারী নগরীতে Societe Francaise d' Homœopathic নামক মহতী সভার যে অধিবেশন হয় তাহার কার্য্য-বিবরণী এবং *The Homœopathic World* for June 1910 pages 245—248 দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

ক্রমের বিচূর্ণ বা অরিষ্ট ১ ভাগ এবং দুগ্ধ-শর্করা বা সুরাসার ৯ ভাগ বা ৯৯ ভাগ সহ মিশ্রিত করিলে, যথাক্রমে পরবর্ত্তী দশমিক বা শততমিক "ক্রম" প্রস্তুত হয়; স্থল বিশেষে দশমিক ও শততমিক ক্রম প্রস্তুত করা সম্বন্ধে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

"ক্রম" দুই প্রকার—(১) **দ্রব-ক্রম** (liquid attenuation) বা অরিষ্টের ক্রম (dilution ডাইলিউসন্), এবং (২) **শুষ্ক-ক্রম** (dry attenuation বা **বিচূর্ণ** (trituration ট্রিটিউরেসন্)। ঔষধ প্রস্তুত-প্রকরণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে, আমাদের প্রকাশিত "**ভেষজবিধান**" গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহ পাঠ করা আবশ্যক।

নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চক্রম।—১x, ৩x, ৩, ৬, ইহারা নিম্নক্রম; ১২, ১৮, ইহারা মধ্যম ক্রম; ৩০, ১০০, ২০০ উচ্চক্রম; এবং ৫০০ (D.), ১০০০ (M.), ১০০০০০ (C.M.), ৫০০০০০ (D.M.), ১০০০০০০ (M.M.), প্রভৃতি উচ্চতম (highest) ক্রম।

আমেরিকান হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে ১x—৩০ নিম্নক্রম; ত্রিংশ শক্তির উর্দ্ধ হইলেই উচ্চক্রম।

এক ফোঁটা ঔষধ ফলদ কেন?—সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ* পায় (অর্থাৎ সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত হইলে, ঔষধের পীড়া প্রশমনের প্রভাব বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়)। কবিরাজি-স্বর্ণ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে বিভাজিত, তাই স্বর্ণ আয়ুর্ব্বেদ মতে একটি শ্রেষ্ঠ রোগঘ্ন। অবধূত-মতে প্রস্তুত ঔষধও কত সূক্ষ্ম! নুন, চুণ, সোণা, গন্ধক, মৃগনাভি, ধুতুরা, প্রভৃতি জড় জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যের ভূরি ভূরি পদার্থ হোমিওপ্যাথির ক্রম-পদ্ধতি-মতে সূক্ষ্মতম অংশে বিভাজিত হইলে, উহাদের রোগ-নাশিনী শক্তির বিকাশ দর্শনে স্তম্ভিত হইতে হয়! এই শক্তি রুগ্নশরীরে (সূক্ষ্ম দেহে?) প্রবেশমাত্র তাড়িতের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে (The *Organon*, paras. 128 & 269 দ্রষ্টব্য), তাই বিন্দুমাত্র

* "হরিদ্বারে এক বিন্দু ঔষধ নিক্ষেপ করতঃ গঙ্গাসাগরে উহা পান করান" 'হোমিওপ্যাথি' এইরূপ বিদ্রূপ যাঁহারা করেন, তাঁহারা পরিশিষ্ট (ক) পাঠ করুন।

banglabooks.in

ঔষধ সঞ্জীবন-মন্ত্রের ন্যায় মুমূর্ষুকে নবজীবন প্রদান করে; তাই শতাব্দী-মধ্যে সমগ্র সভ্যজগতে সদৃশবিধানের এত আদর।

"ক্রম" না ঘনীভূত সূক্ষ্ম "শক্তি"? *—ক্রম পদ্ধতি-অনুসারে-প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের রোগনাশিনী শক্তি বিকাশ পায় বলিয়া, "ক্রম" শব্দ স্থলে "শক্তি (drug-energy or potency)" শব্দেরও প্রয়োগ হয়; যথা, "ষষ্ঠ শক্তির চায়না" বলিলে "চায়না ষষ্ঠক্রম" বুঝিতে হইবে। বিদ্বান্-প্রবর ডাক্তার অ্যালেন প্রভৃতি মহোদয়েরা হোমিওপ্যাথি হইতে "ডাইলিউসন্" (বা "ক্রম") শব্দ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে "পোটেন্সি" (অর্থাৎ "শক্তি") শব্দ প্রচলিত করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন (Vide *The North Western Journal of Homœopathy* for July 1890, page 507)।

ঔষধপ্রয়োগ প্রকরণ।

ঔষধ কিরূপে রাখিতে হয়?—ঔষধ বিশ্বস্ত ঔষধালয় হইতে ক্রয় করা উচিত; কেননা ইহার কৃত্রিমতা বুঝিয়া লওয়া অসম্ভব। যে গৃহে ঔষধের বাক্স রাখা হইবে, তাহা যেন শুষ্ক ও সুপরিষ্কৃত হয়। রৌদ্র, ধূলিকণা, তীব্রগন্ধ ধূম প্রভৃতি যেন বাক্স মধ্যে প্রবেশ না করে। কর্পূরারিষ্ট অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ, তীব্রগন্ধবিশিষ্ট বা সুগন্ধ দ্রব্যের নিকট, অথবা রোগীর গৃহে বাক্সটি যেন রাখা না হয়। এক শিশির ঔষধ বা ছিপি অন্য

---

* পদার্থ বিজ্ঞানের বল (force)" ও "শক্তি (energy)" এক বস্তু নহে [Professors Tait & Stewart's *Unseen Universe* 5th Edition pages 101—108. অধ্যক্ষ ত্রিবেদী প্রণীত "পদার্থবিজ্ঞান" ১৩০ ও ১৫০ পৃষ্ঠা, এবং এই গ্রন্থের শেষভাগে পরিভাষায় "বল" ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য], অথচ বহু ইংরাজি ও বাঙ্গালা পুস্তকে এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিতে এই পারিভাষিক শব্দ দুইটি একার্থে প্রয়োগ নিবন্ধন নিরীহ পাঠকবৃন্দকে অনর্থক ধাঁধায় পড়িতে হয়। অপর পুস্তকাদি হইতে এই গ্রন্থে যে সকল অংশ উদ্ধৃত (quoted) হইয়াছে তন্মধ্যেও কোন কোন স্থলে উক্ত দোষ লক্ষিত হইবে; কিন্তু আমরা নাচার—অন্যের ভাষা পরিবর্ত্তন করা আমাদের অধিকারের অতীত।

banglabooks.in

শিশিতে দেওয়া নিষিদ্ধ; ঘরে ধূনা দিবার প্রয়োজন হইলে, ঔষধ যেন অপর গৃহে রাখা হয়।

ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?—বিচূর্ণ মুখে ফেলিয়া দিলেই চলে। অরিষ্ট ভেষজবহ সহ দেয়—অর্থাৎ পরিস্রুত (অভাবে পরিষ্কার) জলের সহিত অরিষ্ট প্রয়োগ করিতে হয়; যথায় পরিষ্কার জলের অভাব, তথায় বটিকা অণুবটিকা বা দুগ্ধশর্করা যোগে অরিষ্ট প্রয়োগ করা উচিত। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে, উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। ছিপির মধ্যভাগে শিশির মুখ লাগাইয়া ঔষধ ঢালাই বিধি; অন্যথা, ফোঁটা-ফেলা যন্ত্রদ্বারা ঢালিতে হইবে, কিন্তু প্রত্যেকবার ঔষধ ঢালিবার পর, যন্ত্রটি গরম জল ও সুরাসার দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করা বিধেয়।

ক্রম নিরূপণ।—ক্যাম্ফর প্রভৃতি ঔষধগুলি মূল-অরিষ্টে ও নিম্নক্রমে, এবং নেট্রাম প্রভৃতি উচ্চক্রমে, ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞতা ব্যতীত ক্রম নির্ণয় দুরূহ; তবে মোটামুটি কথা এই যে তরুণ পীড়ায় নিম্ন ও মধ্যম শক্তির, এবং পুরাতন পীড়ায় উচ্চ শক্তির, ঔষধ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ওলাউঠা প্রভৃতি তরুণ রোগে অবস্থা-ভেদে উচ্চ শক্তির ঔষধও প্রয়োগ করিতে হয়। সচরাচর কোন্ পীড়ায় কোন্ ক্রম প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা (এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়া-চিকিৎসা কালে) প্রায় প্রত্যেক ঔষধের পার্শ্বে লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঔষধের মাত্রা।—রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের মাত্রা স্থির করিতে হয়। সাধারণতঃ **পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির** পক্ষে অরিষ্ট ১ ফোঁটা ১ কাঁচ্চা জলের সহিত সেবন ব্যবস্থা; বটিকা ২টি; অণুবটিকা ৪টি; বিচূর্ণ ১ গ্রেণ। **বালকের** পক্ষে ১ ফোঁটা অরিষ্ট, ১ কাঁচ্চা জলসহ, দুইবারে সেব্য; বটিকা ১টি, অণুবটিকা ২টি, বিচূর্ণ আধ গ্রেণ। **ছোট শিশুর** পক্ষে ১ ফোঁটা অরিষ্ট, দুই তোলা জলসহ, চারি বারে সেব্য; বটিকা আধখানি, অণুবটিকা একটি মাত্র, বিচূর্ণ সিকি গ্রেণ।

কত ক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হয়?—তরুণ রোগে ১, ২, ৩, বা ৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধি। আশু প্রাণনাশক পীড়ায়

banglabooks.in

১০ বা ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়াই বিহিত। পুরাতন পীড়ায় প্রতিদিন বা সপ্তাহে একবার বা দুইবার মাত্র ব্যবস্থা। তরুণ পীড়ায় সুনির্ব্বাচিত ঔষধ দুই তিনবার প্রয়োগে ফল না পাইলে, সেই ঔষধের অন্য ক্রম প্রয়োগ করিতে হয়।

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ।—এক ভাগ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সচরাচর আটগুণ জল বা তৈল অথবা সাবান চর্ব্বি মোম প্রভৃতি সহ মিশাইলে, হোমিওপ্যাথিক ধাবন (lotion) মর্দ্দন (liniment) বা মলম (ointment) প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ প্রস্তুত হয়।

ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুই বা ততোধিক একত্র মিশাইয়া রোগীকে সেবন করান চলে না, একটি মাত্র ঔষধ এক সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। যদি নিতান্তই এমন লক্ষণচয় উপস্থিত হয় যে দুইটি ঔষধের আবশ্যক, তাহা হইলে পর্য্যায়ক্রমে (অর্থাৎ একটির পর অপরটি) দিতে হইবে [Vide Hughes's *Principles and Practice of Homœopathy* pp. 108-114] ; কিন্তু ডান্‌হাম্ প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকবর্গ পর্য্যায়ক্রমে ঔষধ প্রয়োগের বিরোধী।

(খালি পেটে) প্রাতঃকাল ঔষধ সেবনের মুখ্য কাল ; বারম্বার সেবন করিতে হইলে, আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও এক ঘণ্টা পরে সেবন করা বিধি ; ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে, পান তামাক খাইতে বাধা নাই। জ্বর-রোগে উষ্ণতা যখন কমিতে থাকে তখন ঔষধ দিতে হয় ; হিষ্টিরিয়া তড়কা প্রভৃতি রোগের আক্রমণকালে ঔষধ সেব্য। কোন ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শিলে যতক্ষণ উপকার লক্ষিত হইবে, ততক্ষণ ঔষধ বন্ধ রাখা বিধেয়। ঔষধ সেবনকালে গরম মসলা ও কর্পূর খাওয়া নিষিদ্ধ। অ্যালোপ্যাথিক কবিরাজি হাকিমি বা অন্য কোন প্রকার চিকিৎসার পরে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইলে অথবা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অযথা ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, প্রথমে দুই তিন মাত্রা ক্যাম্ফার, বা নাক্সভমিকা ৩০ প্রয়োগ করিয়া, আবশ্যকীয় ঔষধ দেওয়া বিধি।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে কখন কখন অন্য উপায় অবলম্বনে চিকিৎসা কার্য্যের সহায়তা করিতে হয় :—যথা ফোড়া হইলে মসিনার বা অঙ্গারের পুল্‌টিস্ দিয়া ফোড়া পাকান এবং অস্ত্র করা উচিত ; ঔষধ দ্বারা দাস্ত না হইলে, অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া পিচ্‌কারী দেওয়া কর্ত্তব্য ; বিকারে মাথা গরম হইলে, বা তীব্র শিরো-বেদনায়, অথবা নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে, বরফ বা শীতল জল প্রয়োগ করা বিধেয় ; গরম জলের সেক, ফ্লানেলের সেকও সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। পথ্যাপথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখাও চিকিৎসকের একান্ত কর্ত্তব্য।

ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য।—সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, মিছরি, দুগ্ধ, খইমণ্ড, মুগ বা মসুরির কাথ্, কেসুর, পানিফল প্রভৃতি রোগের অবস্থানুসারে সুপথ্য। আদা, কর্পূর, হিং, লঙ্কা, মরিচ, পিঁয়াজ, রসুন, গরম-মসলা প্রভৃতি দ্রব্য, ঔষধ সেবনকালে নিষিদ্ধ। তামাক গাঁজা আফিং সেবনকারীরা অন্ততঃ ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পরে যেন নেশা বন্ধ রাখেন।

রোগ-লক্ষণ ও ঔষধ-নির্ব্বাচন।

রোগের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?—স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে শরীর ও মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, সেই বিকার-সমষ্টির নাম "রোগলক্ষণ" (Symptoms) ; যথা—গাত্রের তাপ-বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুতগতি, ঘন ঘন নিশ্বাস-পতন, কোমরে বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধা-মান্দ্য প্রভৃতি জ্বরের লক্ষণ। এতন্মধ্যে প্রথম তিনটিকে বাহ্যলক্ষণ (Objective Symptoms) বলে, কেননা এগুলি বাহিরে অর্থাৎ (রোগী-দেহে) লক্ষিত হয় ; শেষোক্ত তিনটি আন্তরলক্ষণ (Subjective Symptoms), কেননা এগুলি রোগী নিজ অন্তরে অনুভব করেন, তিনি না বলিলে অন্যের জানিবার উপায় নাই।

ঔষধের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?—সুস্থ দেহে কোন ঔষধ সেবন করিলে শরীর ও মনে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণ সমষ্টিকে উক্ত ঔষধের "লক্ষণ" বলে ; যথা, সুস্থদেহে অধিক-

banglabooks.in

মাত্রায় অ্যাকোনাইটের মূল-অরিষ্ট খাইলে—পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, গাত্র শুষ্ক, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, প্রস্রাব লাল হওয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস-পতন প্রভৃতি—লক্ষণ দৃষ্ট হয় বলিয়া এই গুলিকে অ্যাকোনাইটের লক্ষণ বলে। ঔষধের লক্ষণসমষ্টি আমাদের হোমিওপ্যাথিক "ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ" পুস্তকে সবিস্তার লিখিত হইয়াছে।

ঔষধ নির্ব্বাচন (Selection of Medicines)। কোন রোগের লক্ষণসমষ্টি কোন ঔষধের তাবৎ (বা অধিকাংশ) লক্ষণের সহিত মিলিলে, সেই ঔষধ উক্ত রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যথা, প্রবল তৃষ্ণা, দ্রুত নাড়ি, শুষ্ক গাত্র প্রভৃতি প্রাদাহিক জ্বরের লক্ষণ-সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত অ্যাকোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণ সহ মিলে; সেইজন্য অ্যাকোনাইট্ এই প্রকার প্রাদাহিক জ্বরে নির্ব্বাচিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়া-চিকিৎসা-প্রকরণে যে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় প্রায়ই উক্তরূপে নির্ব্বাচিত বলিয়া আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। (*Consult* Boericke's *Compend of the Principles of Homœopathy*).

তবেই দেখা যাইতেছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ মাত্রেই প্রথমে সুস্থদেহে পরীক্ষিত হয়; পরে পরীক্ষা-লক্ষণের সমষ্টি পীড়িতের রোগ-লক্ষণ সমষ্টি সহ ঐক্য করিয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে, প্রকৃত হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ ব্যবস্থা হইল বলা যায়। কিন্তু স্থল বিশেষে এইরূপ সম্যক সাদৃশ্য-নিরূপণ করা ব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে; সে অবস্থায় যে ঔষধের **বিশেষ লক্ষণসহ*** কোন রোগের বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিবে, সেই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায়। যথা,

---

* আয়ু-বিচারণে (পরিভাষায় "আয়ু-বিচারণ" শব্দ দ্রষ্টব্য) কোন ঔষধের যে যে লক্ষণ বারম্বার উপস্থিত হয় ও চিকিৎসাকালে যদি উক্ত ঔষধ সেবনে কোন রোগের সেই সেই লক্ষণ বার বার আরোগ্য হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে তত্তৎ লক্ষণকে ঔষধটির "বিশেষ peculiar)" বা "প্রকৃতিগত (characteristic)" লক্ষণ কহে—যথা, "নাসিকা কণ্ডুয়ন ও ঘর্ষণ" সাইনায় (Cina) একটি বিশেষ লক্ষণ। এই

banglabooks.in

কোন শিশু সদাই নাক চুলকাইত ও বালিসে নাক রগড়াইত এবং তাহার মাতার কাঁধে নাক প্রায়ই ঘষিত (কৃমি ছিল কি না জানা যায় নাই), এই লক্ষণ মাত্র দেখিয়া সাইনা (China) প্রয়োগে শিশু নিরাময় হইল; একটি চিকিৎসক বহু ঔষধ প্রয়োগেও বাধক-বেদনার কিছুমাত্র উপশম করিতে না পারিয়া স্ত্রীচিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার গারেন্সিকে পরামর্শ জন্য আহ্বান করেন; গারেন্সি রোগিণীর "ভক্তিভাব ও অনবরত কথা কহা" দর্শনে ষ্ট্রামোনিয়াম্ ব্যবস্থা করিবামাত্র রোগটি ত্বরায় আরোগ্য হইল (*The Hahnemannian Monthly* Vol. III. দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, মাত্র দুই একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ প্রয়োগে সময়ে সময়ে আশাতীত ফললাভ হইলেও উহা পূর্ণাবয়ব হোমিওপ্যাথি নহে; **লক্ষণ-সমষ্টি মিলাইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন** করাই হানেমানোক্ত **প্রকৃত হোমিওপ্যাথি**।

কিরূপে রোগ লক্ষণ জানিতে হয়?—(১) রোগীর কাছে বসিয়া প্রথমে তাঁহার **আন্তর লক্ষণগুলি** (যথা, শীতবোধ, মাথা ঘোরা, পা কামড়ান, তিক্তাস্বাদ, বুকজ্বালা, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি); (২) **রোগের কারণ তত্ত্ব** (যথা, ঠাণ্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভিজা, গুরুপাকদ্রব্য আহার, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি); (৩) **কোন্ সময়ে বা কোন্ অবস্থায় রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়** (যথা, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, রাত্রি ১১টার সময় হ্রাস, গা টিপিয়া দিলে আরাম, নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে যাতনা বৃদ্ধি, বামপাশ চাপিয়া শুইলে শান্তি) প্রভৃতি বিষয় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে হইবে। পরে, (৪) **বাহ্যলক্ষণগুলি** (যথা, শরীরের উষ্ণতা,

গ্রন্থের শেষভাগে "ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহ" অধ্যায়ে কতিপয় প্রধান ঔষধের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ স্থূলভাবে লিখিত হইয়াছে। উক্ত অধ্যায়ে নাম্ন-ভূমিকার "পেট ফাঁপা" ও "রাত্রি জাগরণ" এই দুটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া জনৈক গ্র্যাজুয়েট "আমার ডাক্তারি" নামক (সচিত্র) উপন্যাসে বেশ একটু হাস্য-রসের উদ্দীপন করিয়াছেন (১৩২২ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ" দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

নাড়ী, জিহ্বা, চর্ম্ম, বক্ষঃস্থল, মল, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা দ্বারা) চিকিৎসক নিজে স্থির করিয়া লইবেন ; এবং (৫) অবশেষে রোগীর **বর্ত্তমান ও পূর্ব্বাবস্থা** (যথা—বিষয় কর্ম্ম, ধাতু, কৌলিক পীড়াদি) ও রোগের **বিশেষ লক্ষণগুলি** (যথা—প্রবল জ্বরে অত্যন্ত গাত্রতাপ সত্ত্বেও মোটে তৃষ্ণা না থাকা, বা কোন পীড়ায় শিশু সদাই নাক চুলকায় প্রভৃতি উপসর্গ) অবধারণ পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন (vide Nash's *How to Take the Case*)।

এই গ্রন্থোক্ত রোগ-চিকিৎসাকালে যে যে ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, নব-শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য উহাদের প্রধান প্রধান লক্ষণ-গুলিমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে ; উহাদের অতিরিক্ত লক্ষণাদি জানিবার জন্য তিনি কোন একখানি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া-মেডিকা বা ভেষজ-লক্ষণ-সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। আর, কোন কোন রোগে কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণাদি বর্ণনার পর কতকগুলি ঔষধের নাম মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের কোন লক্ষণাদি লিখিত হয় নাই ; বুঝিতে হইবে, সে ঔষধগুলি **ব্যস্ত চিকিৎসকের** সুবিধার জন্য ; বলা বাহুল্য, উহাদের লক্ষণ জানিতে হইলেও মেটেরিয়া-মেডিকা দেখিতে হইবে। এক্ষণে, কিরূপে শরীরের উষ্ণতাদি পরীক্ষা করিতে হয়, নিম্নে যথাক্রমে মোটামুটি তাহা লিখিত হইতেছে :—

(১) **শরীরের উষ্ণতা**।—শরীরের উষ্ণতা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (উষ্ণতামান-যন্ত্র) দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

তাপমান-যন্ত্রটি * পারদপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নবিশিষ্ট কাচের নল। সর্ব্ব নিম্নে পারদ-কুণ্ড, তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে কতকগুলি ছোট বড় রেখা ও

* "তাপমান-যন্ত্র" না বলিয়া ইহাকে "উষ্ণতামান-যন্ত্র" বলাই সঙ্গত ; কারণ এই যন্ত্র দ্বারা "তাপ" মাপা যায় না, "উষ্ণতা" মাত্র মাপা যায়—তাপ মাপিবার জন্য যে স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে তাহাকেই "তাপমান-যন্ত্র" বলা বিধেয় (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" তৃতীয় সংস্করণ ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জল মৃত্তিকা জীবদেহ প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থেই অল্পাধিক পরিমাণে "তাপ"

banglabooks.in

অঙ্ক চিহ্নিত আছে। প্রথম বড় রেখাটি ৯০° বা ৯৫° ডিগ্রী; তাহার পর ৪টী ক্ষুদ্র রেখা আছে, প্রত্যেকটি এক ডিগ্রীর পঞ্চমাংশ জ্ঞাপক। প্রত্যেক বড় রেখা এক এক ডিগ্রী। ৯৮ ডিগ্রীর উপর দ্বিতীয় ক্ষুদ্র রেখাটিতে একটী তীর-চিহ্ন আছে; ইহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক উষ্ণতা নির্দ্দেশক। তাপমানের পারদপূর্ণ অংশটী রোগীর বগলে, জিহ্বার নিম্নে, অথবা মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া শরীরের তাপ পরীক্ষা করিতে হয়; তখন এই অংশটিতে যেন বহির্ব্বায়ু না লাগে; ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল স্থিরভাবে বগলে রাখিয়া, বাহির করিয়া দেখিতে হয়। পারদকোষ হইতে সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় পারদ-অংশ উঠিয়া যে ঘরে গিয়া দাঁড়াইবে, শরীরের উষ্ণতা তত উষ্ণতাংশ (বা ডিগ্রী) বুঝিতে হইবে।

সুস্থাবস্থায় শরীরের উষ্ণতা ৯৮·৪ ডিগ্রী, মুখ-গহ্বরের উষ্ণতা ৯৯·৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বালকদিগের শরীরের উষ্ণতা যুবকদিগের শরীরের উষ্ণতা অপেক্ষা কিছু বেশী, এবং যুবকদিগের অপেক্ষা ৪০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শরীরের উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত কম। নিদ্রা ও বিশ্রামকালে শরীরের উষ্ণতা দেড় ডিগ্রী কম হয়। শরীরের উষ্ণতা আড়াই ডিগ্রী বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হওয়া, আশঙ্কা জনক মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী প্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, আরক্ত-জ্বর, মোহ-জ্বর ও বসন্ত রোগে গাত্রের উষ্ণতা ১০৬° বা ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। অন্যান্য জ্বরে সচরাচর ১০৩°, ১০৪° বা ১০৫° ডিগ্রী নীচে হইয়া থাকে।

আছে। তাপ যোগে বস্তুমাত্রেরই "উষ্ণতা" ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ও তাপ বাহির হইয়া যাইলে, "উষ্ণতার" হ্রাস হয়। কোন্ জিনিসটা অধিক উষ্ণ বা কোন্‌টা কম উষ্ণ, উহা আমরা স্পর্শ দ্বারা মোটামুটি অনুভব করিতে পারি বটে, কিন্তু "উষ্ণতার" সূক্ষ্ম পরিমাণ আমাদের স্থূল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না, তাই থার্ম্মোমিটারের প্রয়োজন।

যাহা হউক, বঙ্গভাষায় বহুকালাবধি "তাপ" শব্দটি "উষ্ণতা" অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, আমরাও প্রচলিত "তাপ" কথাটি "উষ্ণতা" অর্থে এবং "তাপমান-যন্ত্র" শব্দটি "উষ্ণতামান" অর্থেই এই পুস্তকে ব্যবহার করিলাম, পাঠকের যেন ইহা স্মরণ থাকে।

banglabooks.in

শরীরের উষ্ণতা ১০০° ডিগ্রী উঠিলে বা ৯৭° ডিগ্রীর নীচে নামিলে, কোন রূপ পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১০০° হইতে ১০১° ডিগ্রী সামান্য জ্বর; ১০৫° হইলে প্রবল জ্বর; ১০৭° সাংঘাতিক জ্বর; ১০৮° বা ১১০° হইলে শীঘ্রই মৃত্যু হইবে এরূপ বুঝায়। টাইফয়েড্ বা আন্ত্রিক-জ্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার সময় দেহের উষ্ণতা ১০২° কিম্বা ১০৩° ডিগ্রী হইলে সামান্য জ্বর, কিন্তু ১০৫° হইলে ভয়ের কারণ। তরুণ ম্যালেরিয়া-জ্বরে ১০৬° ততটা আশঙ্কাজনক নয়। সূতিকা-জ্বরে সাধারণতঃ ১০৫° পর্য্যন্ত উষ্ণতা বাড়ে। ৯৭° হইতে ৯০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত পতন-অবস্থা জ্ঞাপক। ওলাউঠা ব্যতীত অন্য কোন রোগে গাত্রের উষ্ণতা ৯৩° নামা অতি অশুভ লক্ষণ। ওলাউঠা রোগে কখন কখন হিমাঙ্গ হইয়া ৮০° পর্য্যন্ত নামে। তরুণ ও সবিরাম জ্বরে এবং পুরাতন ক্ষয়কর রোগে, গাত্রের উষ্ণতা সহসা খুব কম হওয়া আশঙ্কাজনক।

(২) **নাড়ীস্পন্দন**।—ভ্রূণের নাড়ীস্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় ১৫০ বার। জন্মকাল হইতে ১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সুস্থাবস্থায় প্রতি মিনিটে নাড়ীস্পন্দন ১৪০—১২০ বার; ২ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত, ১১৫—৯০; ৬ হইতে ১৫, পর্য্যন্ত ৯০—৮০; ১৬ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, ৭৫—৭০ বার; এবং বৃদ্ধ বয়সে, ৬৫—৫০ বার। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের নাড়ীস্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় দশ পনর বার বেশী হইয়া থাকে। পানাহার বা ব্যায়ামাদির পর নাড়ীস্পন্দন স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা বেশী, এবং নিদ্রাকালে (বা মধ্য রাত্রিতে) কম হইয়া থাকে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ২০ বার স্পন্দন কম হইলে, জীবনী-শক্তির হ্রাস হইতেছে বুঝা যায়। নাড়ী বেশ চলিতেছে সহসা উহার লোপ হওয়া, অশুভ লক্ষণ। নাড়ী ক্ষীণা অথচ বলবতী হওয়া, বড়ই কুলক্ষণ *।

(৩) **শ্বাস-প্রশ্বাস**।—সুস্থ শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস সহজে ধীর-ভাবে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক বৎসর বয়সে প্রতি মিনিটে প্রায় ৩৫ বার শ্বাস গৃহীত হয়; দুই বৎসর বয়সে ২৫ বার; এবং

* "রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের পীড়াধ্যায়ে," "নাড়ী" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

পঞ্চদশ হইতে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের ২০—১৮ বার। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ধীর হওয়া, শুভ লক্ষণ; শীতল বা ঘন ঘন হওয়া, মৃত্যু লক্ষণ। বক্ষঃস্থলের বা ফুসফুসের পীড়ায় শ্বাসের গতি বৃদ্ধি হয়, দুর্ব্বল অবস্থায় কমে।

(৪) **নাড়ী, শ্বাস, ও গাত্রতাপের পরস্পর সম্বন্ধ।**—শরীরের উষ্ণতা এক ডিগ্রী বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২ বার বৃদ্ধি হয়। স্বাভাবিক গাত্রতাপ ৯৮·৪°, নাড়ীর স্পন্দন ৭৫, এবং শ্বাসের গতি ২০ বার। গাত্রতাপ ১০০° হইলে, নাড়ীর স্পন্দন ৯১ বার এবং শ্বাসের গতি ২৩ বার হইবে। সাধারণতঃ দুইবার শ্বাসে সাতবার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

(৫) **জিহ্বা-পরীক্ষা।**—ইহা রোগ নির্ণয়ের একটি প্রধান সহায়। ইহার বর্ণগত পার্থক্যানুসারে রোগের স্বতন্ত্রতা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় জিহ্বা প্রায়ই সরস ও নির্ম্মল থাকে। উৎকট সান্নিপাতিক বিকারে, ও নবজ্বরে, এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জন্য, জিহ্বা শুষ্ক হয়। রক্তবর্ণ জিহ্বা, স্ফোটকজ্বর বা পাকস্থলী সম্বন্ধীয় পীড়া নির্দ্দেশক; শাদা-লেপযুক্ত জিহ্বার উপর লালবর্ণের দানা দানা দাগ পড়িলে, আরক্ত-জ্বর বুঝায়। জিহ্বার প্রান্ত ও অগ্রভাগ শুষ্ক থাকিলে, পৈত্তিক জ্বর বুঝায়। ফ্যাঁকাসে জিহ্বা, রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ। শুষ্ক জিহ্বা যদি আর্দ্র হয় ও প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে থাকে, তবে পীড়ার উপশম হইতেছে বুঝিতে হইবে। জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতা বা পাকাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বুঝায়। জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের লেপাবৃত হইলে, পিত্ত নিঃসরণের বা যকৃৎ যন্ত্রের গোলযোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নীলাভ জিহ্বা রক্ত চলনের ব্যাঘাত হইতেছে বুঝায়। কালবর্ণের জিহ্বা প্রায়ই অশুভ লক্ষণ। জিহ্বা মোটেই নাড়িতে না পারা অথবা জিহ্বা বাহির হইয়া একদিকে পড়িয়া থাকিলে, পক্ষাঘাত বুঝায়। জিহ্বায় ঘা বা দাগ থাকিলে, ভাল পরিপাক হয় না বুঝিতে হইবে। কাল বা বেগুনে রঙের জিহ্বা, ধমনীচয়ের রক্তাবরোধ জন্মিয়াছে বুঝায়।

banglabooks.in

(৬) **মুখমণ্ডল**।—মুখমণ্ডল শরীরের দর্পণ-স্বরূপ, সুতরাং মুখ দেখিয়া শারীরিক অসুস্থতার বিষয় অনেকটা জানিতে পারা যায়। প্রসন্ন বদন সুস্থতার পরিচায়ক; কিন্তু বক্ষঃস্থলের পীড়ায় যন্ত্রণাভোগের পর রোগীর প্রশান্ত বা প্রসন্ন বদন, শুভ লক্ষণ নহে। ফুস্‌ফুসের তরুণ প্রদাহে, মুখমণ্ডল চিন্তাকুল সঙ্কুচিত ও শ্বাসক্লিষ্ট দেখায়; সলজ্জ মুখমণ্ডল, ধাতুদৌর্ব্বল্যের চিহ্ন। জ্বরের সহিত কোষ্ঠবদ্ধতায়, মুখমণ্ডলের মলিনতা আরক্তরাগ কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৭) **গাত্র চর্ম্ম**।—চর্ম্ম কর্কশ শুষ্ক খস্‌খসে এবং উত্তপ্ত হইলে, জ্বর বুঝায়। শরীরের তাপ কমিয়া গিয়া যদি অন্যান্য উপসর্গ কম পড়ে এবং ঘর্ম্ম হয়, তাহা হইলে শুভ লক্ষণ। সার্ব্বাঙ্গিক ঘর্ম্ম না হইয়া স্থানিক ঘর্ম্ম হইলে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও তৎস্থানের নীচে প্রদাহ-লক্ষণ বুঝায়। তরুণ জ্বরত্যাগকালে ঘর্ম্ম হইলে রোগের উপশম বুঝায়; কিন্তু পুরাতন বা জীর্ণজ্বরে প্রচুর নিশাঘর্ম্ম প্রত্যহ হইতে থাকিলে, যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়কর রোগের সূত্রপাত হইতেছে বুঝিতে হইবে। বিষম ও প্রাদাহিক জ্বরে ঘর্ম্ম হওয়ার পরে অন্যান্য উপসর্গের হ্রাস না হওয়া, অশুভ লক্ষণ জ্ঞাপক। বিষম-জ্বর ম্যালেরিয়া-জ্বর সূতিকা জ্বর ও অন্যান্য প্রবল জ্বরে, শীত ও কম্প উপস্থিত হয়। হঠাৎ বেশী ঘাম হওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

(৮) **বমন** ও **হিক্কা**।—পাকস্থলীর অসুখ ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় পীড়া এবং বক্ষঃস্থল ফুস্‌ফুস্ ও জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য হেতু, **বমন** হয়। ক্রিমি, আমাশয় ও যকৃতের প্রদাহ জন্য, **হিক্কা** হয়।

(৯) **বেদনা**।—যদি একস্থানে অনবরত বেদনা অনুভূত হয়, বেদনাক্রান্ত স্থল উত্তপ্ত, এবং চাপ দিলে বেদনা বাড়ে, তবে উহা প্রদাহ-জনিত বেদনা; সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইলে, পেশীর বেদনা। হাঁটুর বেদনায় বক্ষণ (বা কুঁচকির) প্রদাহ হইয়াছে বুঝায়। যকৃতের প্রদাহে দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা, এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় বাম বাহুতে বেদনা হয়। পাথরী রোগ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে বেদনা হয়।

banglabooks.in

(১০) **বক্ষঃস্থল**।—বক্ষঃ পরীক্ষা প্রধানতঃ তিন প্রকারে সংসাধিত হয়—(ক) দর্শন (খ) স্পর্শন এবং (গ) শ্রবণ দ্বারা। (ক) **দর্শন**—রোগীকে স্থিরভাবে বসাইয়া স্থিরনেত্রে দেখিতে হইবে। বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত, সঙ্কুচিত এবং প্রত্যেকবার শ্বাস প্রশ্বাসে উচ্চ হয় কি অবনত হয়, কোন স্থান স্ফীত হইয়াছে কিনা, প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। (খ) **স্পর্শন** বা প্রতিঘাত দ্বারা—বাম হস্তের করতল রোগীর বক্ষের উপর পাতিয়া তাহার উপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি-দ্বারা আঘাত করিলে যদি ঠন্ ঠন্ শব্দ হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক অবস্থা; টপ্ টপ্ শব্দ হইলে ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ, বক্ষঃশোথ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। হাঁপানি পীড়ায় বক্ষঃমধ্যে অধিক পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করে বলিয়া টন্ টন্ শব্দ হয়। (গ) **শ্রবণ**—ইহা ষ্টেথোস্কোপ্ নামক যন্ত্র সাহায্যে সম্পন্ন হয়। ষ্টেথোস্কোপ্ অনেক রকম, যথা—কাষ্ঠের, শৃঙ্গের, জার্ম্মান সিলভারের এবং রবারের নলবিশিষ্ট। রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া অথবা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান করাইয়া বক্ষঃস্থলে (হৃৎপিণ্ডে বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে) ষ্টেথোস্কোপের ক্ষুদ্র মুখটি লাগাইয়া, অপর প্রশস্ত মুখটি কর্ণে লাগাইয়া, পরীক্ষা করিতে হয়। রবারের ষ্টেথোস্কোপটির যে মুখ প্রশস্ত, তাহা বুকে, এবং ক্ষুদ্রমুখটি কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সোঁ সোঁ শব্দ হয়। শ্বাসনালীর প্রদাহ, হাঁপানি কাসি, ক্ষয়কাসি প্রভৃতি পীড়ায় নানারূপ বাদ্যধ্বনিবৎ শব্দ শ্রুত হয়। শ্লেষ্মাধিক্য থাকিলে, ঘড় ঘড় শব্দ হয়। ফুস্‌ফুস প্রদাহে কেশঘর্ষণবৎ; এবং ফুস্‌ফুস-আবরক-ঝিল্লি-প্রদাহে, খস্‌খস্ শব্দ হয়।

(১১) **মল**।—স্বাভাবিক মলের রং হল্‌দে। মেটে বা পাঁশুটে বর্ণ অথবা কাদার মত মল হইলে, **পিত্তের ভাগ কম** (বা যকৃতের দোষ) হইয়াছে বুঝায়; কাল কটা বা বেশী হল্‌দে মলে, **পিত্তের ভাগ অধিক**; সবুজ বর্ণের মল (বিশেষতঃ শিশুদিগের), **পাকাশয়ের অসুখ**; মলে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা থাকিলে, অন্ত্র-প্রদাহ; এবং মল শুষ্ক ও শক্ত হইলে, অন্ত্রের ক্রিয়ার গোলযোগ জ্ঞাপক। আমানি বা চাউলধোয়া

banglabooks.in

জলের ন্যায় ভেদ হইলে, ওলাউঠা বুঝায়। আমাশয়ের বা যকৃৎ প্লীহাদির রোগে মল লালবর্ণ হইলে, উহাতে রক্ত বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে।

(১২) মূত্র।—স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মূত্র দিনরাত্রি মধ্যে প্রায় দেড় সের হয়। যকৃতের রোগে, ঘোর হরিদ্রাবর্ণের মূত্র হয়, বা মূত্রে তলানি পড়ে। জ্বরকালে নাড়ীর বেগ থাকিলে, মূত্র কম ও লাল বর্ণ হয়। মূত্র অধিক পরিমাণে অথচ পরিষ্কার হইলে, স্নায়বিক পীড়া; মূত্র ত্যাগের অনতিবিলম্বে মূত্র দুগ্ধবৎ বা চুণের জলের মত শাদা হইলে, ক্রিমি-দোষ; মূত্রে শর্করা থাকিলে, মধুমেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। মূত্র ধূম্রবর্ণ হইলে, উহাতে রক্ত বর্ত্তমান আছে বুঝায়; মূত্র ঘোর লালবর্ণ হইলে, উহাতে অম্লত্ব (acidity) আছে; এবং মূত্র ঘোর কটা বা কাল বর্ণের হইলে, রোগ অতি উৎকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ-লক্ষণ।

স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘনজনিত বা শরীরে কোন বিষ প্রবেশ হেতু, দেহের অবস্থান্তর ঘটে; উহার নাম "অসুখ" বা "রোগ"।

অসুখ (indisposition)।—পানাহারে দোষ, বেশী ঠাণ্ডা বা গরম লাগান, ঋতু পরিবর্ত্তনকালে অসাবধান থাকা, শোক ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, আর্দ্র স্থানে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিয়ম লঙ্ঘন জন্য দেহের যে অবস্থান্তর ঘটে, তাহাকে "অসুখ (বা সামান্য পীড়া)" কহে। পানাহারে সংযম বা উপবাস, শীতোষ্ণ বা ঋতু উপযোগী খাদ্য পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা, সুবাত ও শুষ্ক গৃহে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্য-নিয়ম পালন পূর্ব্বক "অসুখের" মূল কারণ বিদূরিত করিতে পারিলে, উহা স্বতঃই (অর্থাৎ বিনা ঔষধ সেবনে) আরোগ্য হইতে পারে।

রোগ (diseases)।—রক্ত মধ্যে কোন বিষ-সংক্রমণ (বা প্রবেশ) হেতু শরীরের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহার নাম "রোগ (বা পীড়া বা ব্যাধি)"।

banglabooks.in

রোগোৎপাদক এই প্রকার বিষটিকে (virus) "রোগ বীজ (disease-germs—জীবাণু উদ্ভিজ্জাণু)" অথবা "কল্মষ" (miasms) * কহে।

কেন্ট বলেন যে কল্মষ দ্বিবিধ :—তরুণ ও পুরাতন। উভয়বিধ কল্মষেরই সংক্রমণ মুহূর্ত্ত মধ্যেই সংসাধিত হয় ও তখনই সমস্ত স্নায়ুমণ্ডল দূষিত হইয়া যায়, এবং সংক্রমণের পর উহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। "তরুণ বিষ (acute miasms যথা, হাম-বিষ)" সংক্রমিত হইলে রোগীর দেহে উহার "প্রারম্ভ বা পূর্ব্বাভাষ (prodroma)" "বর্দ্ধন বা বিকাশ (progress)" এবং "হ্রাস বা ক্ষয় (decline)" এই তিনটি অবস্থা পর পর উপস্থিত হয়, এবং "হ্রাসাবস্থা" প্রায়ই আরোগ্যে পরিণত হয় (অর্থাৎ তরুণ বিষটি দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়)। কিন্তু "পুরাতন বা চির-কল্মষ (chronic miasms যথা, উপদংশ-বিষ)" সংক্রমিত হইলে, রোগীদেহে উহার "প্রারম্ভ" ও "বর্দ্ধন"—এই দুইটি মাত্র অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে, এবং "হ্রাসাবস্থা" থাকে না (অর্থাৎ রোগীদেহে বিষটি আমরণ বর্ত্তমান থাকে ও প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ব্যতীত দেহ হইতে উহা কোনমতেই অপনীত হইতে পারে না)। চির-কল্মষের অপর নাম "ধাতুগত বিষ" বা "ধাতুদোষ (dyscracia)"।

দেহাভ্যন্তরে উল্লিখিত "তরুণ" ও "পুরাতন" বিষ সংক্রমণ ভেদে, রোগও দ্বিবিধ হইয়া থাকে—যথা "তরুণ (acute অ্যাক্যুট) রোগ" ও "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক্) রোগ"।

তরুণ ও চিররোগ।—দেহাভ্যন্তরে কোন তরুণ বিষ (বা জীবাণু) প্রবেশ হেতু যে রোগ জন্মে, তাহাকে "তরুণ (acute) রোগ" কহে ; এবং ধাতুগত কোন পুরাতন বিষ (যথা—কচ্ছু-বিষ, উপদংশ-বিষ, বা প্রকৃত প্রমেহ-বিষ) দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ হেতু যে ব্যাধি জন্মে, তাহাকে "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক) রোগ" কহে। অর্থাৎ তরুণ রোগ (যথা, হাম) দেহাভ্যন্তরে কোন "তরুণ-বিষ (যথা, হাম-বিষ)"-সংক্রমণের ফল ; এবং চির রোগ (যথা, উপদংশ) দেহাভ্যন্তরে "ধাতুগত কোন পুরাতন

* কল্মষের অপর নাম "ক্রিমিষ" বা "পুতি-বাষ্প"।

banglabooks.in

বিষ (যথা, উপদংশ-বিষ)"-সংক্রমণের ফল। তরুণ রোগের "প্রারম্ভ (prodroma)" "বর্দ্ধন (progress)" ও "হ্রাস (decline)"—এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটে, এবং উহা প্রায়ই "আরোগ্যে" (কখনও বা "মৃত্যুতে") পরিণত হয়; কিন্তু চির রোগের "প্রারম্ভ" ও "বর্দ্ধন"—এই দুইটি মাত্র অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং "হ্রাসাবস্থা" থাকে না (অর্থাৎ দেহাবসান পর্য্যন্ত পুরাতন রোগ সঙ্গের সাথী হইয়া বিদ্যমান থাকে)। তবেই বুঝা যাইতেছে যে তরুণ রোগ আরোগ্য-প্রবণ (having a tendency to recovery), আর চির রোগ আদৌ আরোগ্য-প্রবণ নহে কিন্তু চির-বিকাশ-প্রবণ* (having a continuous progressive tendency, and with no tendency to recovery)। "তরুণ রোগ" দুই একটি মাত্র ব্যক্তিতে (sporadically) বা একটি মাত্র দেশে (endemically) বদ্ধ থাকে, অথবা বহুব্যাপক আকারে (epidemically) প্রকাশ পাইতে পারে; আর, "চির রোগ" বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত † হইয়া থাকে, ও উহার উদ্ভেদাদি চর্ম্মরোগ শরীরের বহির্ভাগ হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে [অর্থাৎ

---

* পাঠক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন যে "তরুণ রোগ" ও "পুরাতন রোগ" শব্দ দুইটি অ্যালোপ্যাথিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, হোমিওপ্যাথিতে উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সেরূপ নয়। যে রোগের স্থিতি-কাল দুই মাসের অধিক নয়, সাধারণতঃ তাহাই অ্যালোপ্যাথির "তরুণ (acute অ্যাকুয়ট্) রোগ"; দুই মাসের পর হইতে দশ বার মাস পর্য্যন্ত ভোগকাল হইলে, রোগটিকে "নাতি-তরুণ (sub-acute সব্-অ্যাকুয়ট্) পীড়া" বলে; তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগটির নাম "পুরাতন বা চির (chronic ক্রণিক) ব্যাধি"।

হোমিওপ্যাথিতে "তরুণ রোগ" ও "চির রোগ" কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা উপরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† দুই এক বৎসর বয়সের কোন শিশুর শীর্ণতা ও যক্ষ্মারোগ প্রবণতা লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুটি তদীয় পিতা বা মাতা হইতে কোন চিররোগ অধিকার করিয়াছে।

banglabooks.in

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বহুল পরিমাণে ব্যবহার হেতু বসিয়া গিয়া (suppressed) দেহাভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি আক্রমণ করতঃ গুরুতর লক্ষণচয় আনয়ন করে]। বিনা ঔষধ সেবনে "তরুণ রোগ" আরোগ্য হইতে পারে; কিন্তু ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ সেবন না করিলে, পুরাতন রোগ কদাচ আরোগ্য হয় না। *

জায়ুজ-ব্যাধি।—উল্লিখিত "তরুণ" ও "পুরাতন" রোগ ছাড়া, হানেমান আর এক প্রকার পীড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কুইনাইন, আফিং, পারা, সেঁকো-বিষ, বিবিধ পেটেণ্ট ঔষধাদি অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে, চির-রোগের লক্ষণ সদৃশ উপসর্গাদি রোগীদেহে উপস্থিত হইয়া থাকে, উহাদিগকে তিনি "জায়ুজ-ব্যাধি (drug-diseases)" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। রোগীর একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের বিবৃদ্ধি বা শীর্ণতা, উপদাহিতা বা অনুভব শক্তির আধিক্য বা ন্যূনতা, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র কোমল কঠিন বা ক্ষতযুক্ত হওয়া, "জায়ুজ ব্যাধির" প্রধান লক্ষণ ("জায়ুজ-ব্যাধি" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। "জায়ুজ-ব্যাধি সহ ধাতুদোষ" সঙ্ঘটিত হইলে, উহা প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়।

চির-রোগ চিকিৎসার সঙ্কেত।—পুরাতন রোগ চিকিৎসা অতীব দুরূহ কার্য্য। চির-রোগের প্রকৃতি নির্ণয়পূর্ব্বক উহার ঔষধ নির্ব্বাচন ও আরোগ্য সাধন করা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের চরম পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। ইতোপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চির-রোগের বিষ "শরীরের **বহির্ভাগ হইতে শরীরা ভ্যন্তরে** প্রবিষ্ট হইয়া থাকে"; সুতরাং (হানেমানের মতে) যে সমস্ত হোমিও-প্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া "**দেহাভ্যন্তর হইতে শরীরের বাহিরের দিকে**", সেই সব ঔষধই প্রধানতঃ পুরাতন রোগে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ সেবনে যদি অবরুদ্ধ (suppressed) ধাতুদোষ শরীরের বহির্ভাগে চর্ম্মরোগাদি আকারে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধিটি আরোগ্যোন্মুখ হইয়া আসিতেছে ও ঔষধ কিছু

* "পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

দিন স্থগিত রাখিতে হইবে। পুরাতনরোগ-চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ (ন্যূন-কল্পে দুই বৎসরকাল সুচিকিৎসিত হইলে ইহাকে আরোগ্যোন্মুখ হইতে দেখা যায়); রোগ-লক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে, ইহারও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়; এবং নির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চ শক্তি এক এক মাত্রা মাত্র সপ্তাহান্তে পক্ষান্তে বা মাসান্তে প্রয়োগ করিতে হয়। অতিরিক্ত বিবরণ জন্য পরিশিষ্ট (খ) অধ্যায়ে "ধাতু-দোষ ও তন্নিরাকরণ", এবং Hahnemann's *Organon* paras. 72—82, Professor Samuel Lilienthal's articles contributed to the *California Homœopath* embodying the gist of the *Organon & Chronic Diseases*. Boericke's *Compend* pp. 72—89, Clarke's *Prescriber* pp. 33 & 103—107, Kent's *Lectures on Hom. Philosophy* pp. 104—144 ও Bidwell's *How to use the Repertory*, pp. 19—27. দ্রষ্টব্য।

২। সাধারণ রোগ (General Diseases)।

যে সমস্ত রোগে শরীরের তাবৎ রক্তটুকু বা সমস্ত যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হয়, তাহাদের নাম **সাধারণ রোগ**। সাধারণ রোগ দ্বিবিধ :—(ক) শোণিত-রোগ, (খ) ধাতুগত রোগ।

সাধারণ রোগ—(ক) বিভাগ

বা

শোণিত রোগ (Blood Diseases)।

ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া-জ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয় বলিয়া, ইহাদের সাধারণ নাম **শোণিত রোগ**; যথা-ক্রমে ইহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

banglabooks.in

ওলাউঠা (Cholera) কলেরা।

"ওলাউঠা" অর্থে ভেদবমন; ওলা (= ভেদনিঃসরণ)+ উঠা (= বমন উৎক্ষেপণ)।

কুমড়াপচা জল বা পান্তা ভাতের আমানি অথবা চাউল ধোয়া জল কিম্বা ফেনের মত ভেদ ও জলবৎ গন্ধহীন বমন হওয়া ওলাউঠার প্রথম লক্ষণ; ক্রমে, অবসন্নতা, চোক মুখ ব'সে যাওয়া, পিপাসা, মূত্ররোধ, খিলধরা, স্বরভঙ্গ, নাড়ীলোপ, হিমাঙ্গ, চট্‌চটে ঘাম, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলে।

ওলাউঠা বা কলেরা রোগীর ভেদ বমনে এক প্রকার বিষাক্ত জীবাণু থাকে; ইহারাই এই রোগের প্রকৃত উৎপাদক—সুস্থ ব্যক্তি জল দুগ্ধ বা খাদ্যাদি সংযোগে ইহাদিগকে উদরস্থ করিলেই কলেরা-আক্রান্ত হন। যে জলাশয়ে ওলাউঠা-রোগীর ভেদ বমন নিক্ষিপ্ত বা তাঁহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়, তাহার জলপান করিয়া পল্লীস্থ অনেকেই এই পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকেন দেখা গিয়াছে (Macnamara's *Treatise on Asiatic Cholera* দ্রষ্টব্য)।

কথিত আছে যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নলডাঙ্গা নামক গ্রামে একটি মেলা উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হওয়ায়, হঠাৎ এই পীড়া তথায় প্রথম প্রকাশ পায়; ক্রমে নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অষ্ট্রেলিয়া আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ব্যতীত, এই রোগ এক্ষণে প্রায় সমস্ত ভূমণ্ডলে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

ওলাউঠা প্রধানতঃ দুই প্রকার:—সামান্য ও সাংঘাতিক। সামান্য ওলাউঠাকে প্রবল উদরাময়ও বলে; আর, সাংঘাতিক ওলাউঠাকে প্রকৃত ওলাউঠা (বা এসিয়াটিক কলেরা) বলে। সময়ে সময়ে সামান্য ওলাউঠা সাংঘাতিক ওলাউঠায় পরিণত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

সামান্য ওলাউঠাকে বিসূচিকা বা "কলেরিন্" কহে। চিকিৎসার সুবিধার জন্য দুই প্রকার ওলাউঠার পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

বিসূচিকা (কলেরিন্)	প্রকৃত ওলাউঠা (কলেরা)
১। ইহাতে প্রথমে **পিত্ত-সংযুক্ত** (সবুজ বর্ণ) ভেদ নিঃসৃত হয়, পরে পিত্ত থাকে না।	১। ইহাতে প্রথম হইতেই **পিত্তহীন** (অর্থাৎ পান্তাভাতের আমানির মত) ভেদ হইতে থাকে।
২। পেটে (বিশেষতঃ **নাভীর** চারি পার্শ্বে থামচান্ মত) **বেদনা** থাকে।	২। ইহাতে **পেটে বেদনা** থাকে না (কদাচিৎ উরুদেশে বেদনা থাকে)।
৩। ইহাতে প্রথমে **পেটে খিল** ধরে, কিন্তু ঊর্দ্ধাঙ্গে খিল ধরে না।	৩। ইহাতে প্রথমে হাত পায়ের **আঙ্গুলে** খিল ধরে, পরে হাত পায়ে খিল ধরে।
৪। শরীরের উষ্ণতা **ক্রমে ক্রমে** হ্রাস হইতে থাকে, ও রোগী নিতান্ত **অবসন্ন** হইয়া পড়েন না।	৪। শরীরের **উষ্ণতা** সহসা কমিয়া আসে এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র **অসাড়** হইয়া পড়েন।
৫। ইহাতে প্রায়ই **মূত্ররোধ** হয় না।	৫। ইহাতেই প্রথম হইতেই **মূত্ররোধ** হয়
৬। ইহা প্রায়ই **আহারের দোষে** ঘটিয়া থাকে।	৬। এক প্রকার **কীটাণু** শরীর মধ্যে সংক্রমণ ইহার মুখ্য কারণ; তবে আহারের দোষ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে পারে।
৭। ইহাতে রোগী যৎসামান্য **বিবর্ণ** হন মাত্র।	৭। ইহাতে প্রথমে নখমূল, ক্রমে সর্ব্ব শরীর, **নীলবর্ণ** হইয়া যায়।

উল্লিখিত দুই প্রকার ওলাউঠা ব্যতীত অন্য আর এক প্রকার ওলাউঠা আছে, তাহাতে ভেদ বমন বা খিলধরা থাকে না; এরূপ ভেদবমন-হীন

banglabooks.in

ওলাউঠাকে "নীরস (বা শুষ্ক) ওলাউঠা" (dry cholera) কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত "সাংঘাতিক ওলাউঠার" আকারান্তরমাত্র। এই রোগ হঠাৎ রোগীকে আক্রমণ করে; তখন অবসন্নতা পিপাসা মূত্ররোধ গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং দেখিতে দেখিতে শরীর নীলবর্ণ ও শীতল, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর, ও মূত্রস্তম্ভ প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। **রুবিণীর স্পিরিট-ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরক এই ভেদ-বমনহীন ওলাউঠার প্রধান ঔষধ** (অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক)। পাঁচ সাত ফোঁটা ক্যাম্ফার চিনিসহ পঁচিশ ত্রিশ মিনিট অন্তর সেবন করান ও মাঝে মাঝে ক্যাম্ফর রোগীর গাত্রে মাখান আবশ্যক; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগী কতকটা প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ ক্যাম্ফার ব্যবহার করা বিধেয়। ক্যাম্ফার প্রয়োগে যদি কোন উপকার না হয় ও রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অ্যাসিড-হাইড্রোসিয়ানিক ৩—৩০, আর্সেনিক্ ৬—২০০, বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০ লক্ষণানুসারে দিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী (বা গৌণ) কারণ।—অপক্ক ফল-মূল বা অন্ন কিম্বা পচা দ্রব্য (বিশেষতঃ পচা মাছ মাংস) ভোজন, কাঁকড়া, চিংড়িমাছ, চিড়ে, ছাতু, চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, চালছোলা বা পাঁপর ভাজা; নূতন চাউলের ভাত, কচুরী, ফুলুরী, বেগুনী প্রভৃতি কুখাদ্য আহার, অপরিমিত আহার, উপবাস, দূষিত বায়ু-সেবন, দূষিত জলপান, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন ও রিপু চরিতার্থ করা, বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগান, রাত্রি জাগরণ, জোলাপ লওয়া, কলেরা প্রাদুর্ভাবকালে মনে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হওয়া, দুর্ব্বলতা, সামান্য স্বাস্থ্য বিধি লঙ্ঘন, ঋতু পরিবর্ত্তনাদি ওলাউঠা রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

উত্তেজক বা মুখ্য কারণ।—উল্লিখিত **কীটাণু-বীজ।** এই জীবাণুগুলি (Bacilli) প্রধানতঃ ওলাউঠা রোগীর মল ও

banglabooks.in

বমনে দৃষ্ট হয়; ডাক্তার কোকের মতে এই জীবাণুর আকার নখচিহ্ন (Comma) বৎ; দৈর্ঘ্য $\frac{১}{৫০০০}$ ইঞ্চ, বিস্তার $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চ (**পরিশিষ্ট** (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষেধক উপায়।—কলেরার সময় অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধ স্থানে বাস, অতিরিক্ত ভোজন, উপবাস, অপরিস্রুত জল পান, এবং অতিশয় পরিশ্রম ও পচা মাছ মাংস আহার একবারে নিষিদ্ধ। এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে যাহাতে চিত্তে **ভয়ের** সঞ্চার না হয়, তাহাও করা উচিত। অধিক রাত্রি জাগরণ, শীতল ও দুর্গন্ধ বায়ু সেবন, পরিবর্জ্জনীয়। প্রত্যহ প্রতি গৃহে কর্পূর পোড়ান ভাল। বাটীর মধ্যে যে সকল স্থান নিম্ন আর্দ্র ও দুর্গন্ধময়, তথায় কার্ব্বলিক অ্যাসিড, ফিনাইল, চূণ, অঙ্গারাদি ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। মহামারীর সময়ে **কিউপ্রাম ৩০** বা **সালফার ৩০** ব্যবহার করা ভাল। রোগীর ভেদ ও বমন, পানীয় সংযোগেই হউক বা খাদ্য সংযোগেই হউক, যেন কোনরূপে অন্যের উদরস্থ না হয়। কলেরা-রোগীর মল ও বমন, আলকাতরা ও চূণে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিলে কতকটা নিরাপদ হওয়া যায়। মাতার ওলাউঠা হইলে, সন্তানকে তাহার স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। খালি পেটে যেন কেহ ওলাউঠা রোগীর সেবা না করেন; রোগীর মল মূত্র, ঘর্ম্ম, বমন বা লালা অপরের হাতে লাগিলে, তৎক্ষণাৎ উহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত; রোগী যে ঘরে শায়িত থাকেন সে ঘরে খাদ্যাদি না রাখা উচিত—যদি কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য থাকে তবে যেন অন্য কেহ উহা ব্যবহার না করেন।

পানীয় জল দুগ্ধ ও মক্ষিকাদি দ্বারা ওলাউঠা রোগের বিষ চালিত হইয়া থাকে; সুতরাং যথায় ওলাউঠা দেখা দেয়, তথায় জল দুগ্ধাদি খুব গরম করিয়া (অর্থাৎ ফুটাইয়া) ব্যবহার করা বিধেয়। আর টাট্‌কা চূণ বা ফটকিরি চূর্ণ করিয়া কূপ তড়াগাদির জলে নিক্ষেপ করতঃ বাঁশ দিয়া আলোড়িত করিলেও, জল বেশ পরিষ্কার হয়; ডাক্তার হ্যাঙ্‌কিন্ ও ক্লানিংহাম কূপাদির জল পার্ম্যাঙ্গানেট-অভ-পটাস দ্বারা বিশোধিত

banglabooks.in

করিবার পরামর্শ দেন। কলেরা যেখানে ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় সেখান হইতে কোন দ্রব্যাদি (যথা তণ্ডুল, তরকারি, বস্ত্র, মৃৎপাত্র, টাকা, পয়সা প্রভৃতি) আনীত হইলে খুব গরম জলে ধুইয়া লইবার পর ব্যবহার করা ভাল, কেন না এবম্বিধ উপায়ে কলেরাবিষ-সংস্পৃষ্ট উক্ত দ্রব্যাদি বিশোধিত হইতে পারে।

ওলাউঠার পাঁচটি অবস্থা :—

(১) **আক্রমণাবস্থা**—এই অবস্থায় রোগীর অবসাদ ও বেদনা-হীন উদরাময় থাকে (৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১ হইতে ৬০ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(২) **পূর্ণবিকসিতাবস্থা**—আমানির মত ভেদবমন হওয়া ও খিল ধরা এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ (৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৩ হইতে ২৪ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(৩) **হিমাঙ্গ বা পতনাবস্থা**—এই অবস্থায় সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা ও নাড়ী লুপ্ত হইয়া আসে (৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১২ হইতে ৩৬ ঘণ্টা ইহার স্থিতিকাল।

(৪) **প্রতিক্রিয়াবস্থা**—এই অবস্থায় শরীর পুনরায় গরম হইতে থাকে ও মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় (৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহা অল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে।

(৫) **পরিণামাবস্থা**—পুনরায় ভেদবমন বা জ্বরবিকার হিক্কা প্রভৃতি হওয়া এই অবস্থার লক্ষণ। বিশেষ বিবরণ (৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ওলাউঠার মোটামুটি চিকিৎসা।

ওলাউঠার পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসা, যথাক্রমে পরে লিখিত হইল ; কিন্তু নবশিক্ষার্থীর পক্ষে মনোনিবেশপূর্ব্বক সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া লক্ষণোপযোগী ঔষধ নির্ব্বাচন করা এক

banglabooks.in

প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে; কারণ, তখন উহা পাঠ করিতে গেলে চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না। আবার স্থল বিশেষে—যথা, পুরুষ অভিভাবকগণের অনুপস্থিতি কালে ও সুচিকিৎসক অভাবে—বাটীর মহিলাগণকেই বাধ্য হইয়া চিকিৎসার দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাদের সুবিধার জন্য, কয়েকটি প্রধান ঔষধের সাহায্যে এই ভীষণ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা নিম্নে বিবৃত করা গেল :—

যদি পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বা ঈষৎ সবুজবর্ণ ভেদ ও সবুজবর্ণ পিত্তবমন হয় এবং তৎসহ যদি **পেট-বেদনা** থাকে বা ভেদের পর যদি মলদ্বারে জ্বালা অনুভূত হয়, তাহা হইলে **আইরিস ৩x** দিতে হয়। কিন্তু যদি **আমানির** মত বার বার বেদনাহীন ভেদ ও পুনঃ পুনঃ আমানির মত বেদনাহীন বমন ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে এবং মলের উপর যদি ছোট ছোট ছিব্‌ড়ে **ভাসিতে** থাকে আর তৎসহ যদি খিল ধরা ও গভীর অবসন্নতা দেখা যায় কিন্তু **পেট বেদনা না থাকে**, তাহা হইলে **ব্রিসিনাস ৩** দিতে হইবে।

ঈষৎ **সবুজবর্ণ জলবৎ ভেদ** (ও যেন তাহাতে কুমড়াপচার ন্যায় কুচি কুচি পদার্থ **তলানি** পড়ে), বমন বা উকি উঠা, **পেট বেদনা, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম,** বেশী পরিমাণ ঠাণ্ডা জলপান জন্য প্রবল তৃষ্ণা, শরীর ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, আঙ্গুলের চুপ্‌সানভাব ও খিলধরা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ যদি ধীরে ধীরে উপস্থিত না হইয়া **সহসা প্রচণ্ড বেগে** প্রকাশ পায়, তাহা হইলে **ভিরেটাম-অ্যাল্ব ৬** ব্যবস্থা।

ওলাউঠায় খেঁচুনি বা খিলধরা লক্ষণ (বিশেষতঃ হস্ত ও পদদ্বয়ে) অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হইলে, **কিউপ্রাম ৬** দেওয়া

banglabooks.in

বিধি। ভেদ বমন সহ প্রবল পিপাসা; গাত্রদাহ সত্ত্বেও রোগী বস্ত্রাদি দ্বারা গা ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন; হিমাঙ্গ, দারুণ অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা এবং অস্থিরতা থাকিলে, **আর্সেনিক** ৬। ভেদ বমন সহ উদরে জ্বালা বা তীব্র বেদনা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভয় এবং রোগী ছটফট্ করিতে থাকিলে, **অ্যাকোনাইট ন্যাভিক্স** (মাদার) ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। নিরন্তর বমনোদ্বেগ, বমন হইয়া গেলেও বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে, **ইপিক্কাক** ৬; কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি লক্ষণে, **আণ্টিম-টার্ট** ৬। রোগীর শরীর শীতল, কিন্তু রোগী সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বালা অনুভব করেন, সর্ব্বদাই বাতাস করিতে বলেন, গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলেন; অসাড়ে মলত্যাগ, গুহ্যদ্বার ফাঁক (হাঁ) হইয়া থাকা, খেঁচুনি (হস্ত ও পদাঙ্গুলী পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হওয়া) প্রভৃতি লক্ষণে, **সিকেলি** ৩ উপযোগী। মলমূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপা ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি অন্তিম কালের লক্ষণে, **ওপিয়াম** ৩ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এক রকম ওলাউঠা আছে যাহাতে মোটেই রোগীর ভেদ বমন বা ঘর্ম্ম হয় না কিন্তু রোগের সূত্রপাত হইতেই **কষ্টকর খিলধরা**, শ্বাসকষ্ট, শরীর নীলবর্ণ, চোখ্ মুখ্ বসিয়া যাওয়া, গভীর হিমাঙ্গ, নিতান্ত অবসন্নতা প্রভৃতি ভয়াবহ উপসর্গ প্রথম হইতেই ঘটে, সে স্থলে রোগীকে **স্পিরিট-ক্যাম্ফার** সেবন করাইতে ও তাঁহার গাত্রে মাখাইতে হয়; ক্যাম্ফার ব্যর্থ হইলে, **হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড** ৩ দিতে হয়। যদি ওলাউঠার হিমাঙ্গাবস্থা কাটিয়া গিয়া শরীরের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে অথচ মূত্রত্যাগ না হয়, তবে **ক্যাম্ফোরিস** ৬

banglabooks.in

দিলে প্রস্রাব হইতে পারে। মুখমণ্ডল মৃত ব্যক্তির মুখের মত বিবর্ণ ও বিকৃত, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, নাড়ীলোপ নাভিশ্বাস প্রভৃতি অন্তিমকালের লক্ষণচয় প্রকাশ পাইলে, কোব্রা বা ন্যাজা ৩ বিচূর্ণ প্রয়োগে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়।

আর, শিশু-ওলাউঠায়—গরম ভেদ, গরম বমন, প্রবল তৃষ্ণা বা তৃষ্ণাহীনতায় (অথবা দাঁত উঠিবার সময়ে কলেরা বা পেটের ব্যামো হইলে), পডোফিল্লাম ৬ উপকারী। যদি খুব পাতলা মল নিঃসৃত হয়, ও ঢেঁকুর উঠে বা বমন টক দধিবৎ ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া দেখায় এবং বমনের পরই যদি শিশু ঝিমায় বা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে ও ঘুম ভাঙ্গিলেই যদি ক্ষুধিত হয়, তাহা হইলে ইথ্‌জুজা ৬ দিতে হয়। শিশুর নিতান্ত অবসন্নতা, শরীর ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ হওয়া, নাড়ী লোপ, খেঁচুনি বা তড়কা প্রভৃতি উৎকট লক্ষণচয় প্রকাশ পাইলে, কেলি-ব্রোম ৩x বিচূর্ণ সেবন করাইতে হইবে।

আর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীর পরিধেয় ও শয্যাবস্ত্র, শয্যাগৃহ ও বাটী পরিষ্কার রাখা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। রোগীর মল ও বমন, এবং মল বা বমন-সিক্ত বস্ত্রাদি, বাসস্থান হইতে দূরে প্রোথিত বা দগ্ধ করিতে হইবে। নিকটস্থ পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যেন ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি ধৌত করা না হয়, এবং মলমূত্রাদি যেন পায়খানা বা কোনও প্রকাশ্য স্থানে নিক্ষিপ্ত করা না হয়; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে, পল্লী মধ্যে এই রোগের বিস্তার হইতে পারে।

আর, ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে রোগারম্ভ হইতে রোগাবসানে যাহাতে অল্পায়াসে প্রস্রাবত্যাগ হইয়া যাই-

banglabooks.in

বার তিন চারি ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও, রোগীকে যেন আবশ্যক মত কেবল জলপান করিতে কিম্বা বরফের টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া হয়; অন্যথাচরণ করিলে (অর্থাৎ মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে অন্য পথ্যাদি দিলে), রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার আশঙ্কা। প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা পরে পথ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রস্রাব হইয়া যাইবার পর [বা যখন স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মূত্রাধারে মূত্র জমিয়া আছে—অথচ প্রস্রাব হইতেছে না তখন] জল-সাগু অল্প চিনি বা লবণ দিয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে; মলে পিত্তের ভাগ দেখা দিলে বার্লি, গাঁদালের ঝোল, বা জলের সহিত খুব অল্প পরিমাণে দুগ্ধ ব্যবস্থা। যে কারণেই হউক, ভেদবমন আরম্ভ হইলে কখনই রোগীকে স্নান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনেকে মনে করেন "গরমে" ভেদ বমন হইতেছে—স্নান করিলে বা "ঠাণ্ডা করিলেই" রোগের উপশম হইবে; কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক—ভেদবমনকালে স্নানাহার করিয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শুভাশুভ লক্ষণ।—ভেদবমন বেশী না হওয়া, চেহারা (বিশেষতঃ মুখ শ্রী) বেশী বিবর্ণ না হওয়া, শরীরের উষ্ণতা বেশী হ্রাস না হওয়া, রোগীর অস্থিরতা বা শ্বাস কষ্ট না থাকা, ঘুম হওয়া, খিল ধরার উপশম, তৃষ্ণাহীনতা, হিমাঙ্গ অবস্থায় নাড়ী লুপ্ত না হওয়া, শীঘ্র শীঘ্র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়া (যথা শরীরের উষ্ণতা স্বাভাবিক হইয়া আসা, প্রস্রাব হওয়া, ভেদের বর্ণ হল্‌দে বা পাঁশুটে হওয়া), প্রভৃতি লক্ষণ শুভ।

রাত্রি শেষে বা সহসা কলেরার আক্রমণ, শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়া, বার বার অসাড়ে ভেদ বমন, তন্দ্রা বা মোহ,

banglabooks.in

অনিদ্রা, দ্রুত হিমাঙ্গাবস্থা, অস্থিরতা ও শ্বাস-ক্লেশ, নাড়ী-লোপ, শরীরের উষ্ণতা বেশী হ্রাস বা বেশী বৃদ্ধি, পেটে তীব্র বেদনা, রক্ত ভেদবমন, দীর্ঘকাল যাবৎ পিত্ত ও মূত্র নিঃসৃত না হওয়া বা খিল ধরা নিবৃত্ত না হওয়া, প্রলাপ, গিলিতে না পারা, অসাড়-প্রায় অবস্থায় একটি পা গুটাইয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন ও উহার হাঁটুর উপর অপর পদটী রাখিয়া চিৎ হইয়া শয়ন, সান্নিপাতিক উপসর্গাদি অশুভ। গর্ভবতী রমণী, মাতাল, আফিংখোর, অতি শিশু বা অতি বৃদ্ধ, ক্ষীণকায়, অথবা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির কলেরা হওয়া, বড়ই ভয়ের কথা; গর্ভবতী স্ত্রীলোকের কলেরা হইলে, গর্ভপাত ঘটে।

পথ্যাপথ্য।—ওলাউঠার "আক্রমণ" "পূর্ণ বিকাশ" ও "পতন" এই তিনটি অবস্থায় (বিশেষতঃ পতন অবস্থায়), কোন পথ্য দেওয়া বিধেয় নয়। তৃষ্ণা নিবারণার্থ খুব গরম জল খাইতে বা বরফ টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রস্রাব হওয়ার অন্ততঃ চারি ঘণ্টা পর খুব পাতলা জল-অ্যারোরুট (অল্প কাগজি লেবুর রস ও একটু লবণসহ মিশাইয়া) ব্যবস্থা। ভেদে পিত্তের ভাগ দেখা দিলে (অর্থাৎ মল হল্‌দে বা পাঁশুটে বর্ণ হইয়া আসিলে), ক্রমে জল-বার্লি, জল-সাগু, দুধ-সাগু ও গাঁদালের ঝোল দেওয়া যাইতে পারে; এই সকল পথ্য সহ্য হইলে অন্নমণ্ড এবং অবশেষে খুব পুরাতন বা দাদখানি চাউলের অন্ন ব্যবস্থা। বিশেষ বিবেচনার সহিত পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে—আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় জলবার্লি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়াও অনেক সময় রোগের পুনরাক্রমণ ও রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। রোগা-রোগ্যের পরও যেন কিছুকাল পর্য্যন্ত রোগীকে তৈলাক্ত

banglabooks.in

বা ঘৃতপক্ক অথবা অন্য কোন গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দেওয়া না হয়।

স্তন্যদায়িনীর কলেরা হইলে, শিশুকে যেন তাঁহার স্তন্যপান করান না হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর কলেরা হইলে, তাহার পথ্য একেবারে বন্ধ করা অনুচিত; বার্লি অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করার পর ঠাণ্ডা হইলে, ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু দিতে হইবে। দুগ্ধে সমভাগ জল মিশাইয়া যতক্ষণ জল টুকু না মরে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা হইলে দেওয়া চলে। যদি বমন বশতঃ শিশুর পেটে দুগ্ধ না থাকে, তাহা হইলে দুগ্ধ দিবার পূর্ব্বে বরফ টুক্‌রা চুষিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ সহ্য হইতে পারে। হিমাঙ্গ অবস্থার শেষে রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইলে, অ্যারোরুট ও গাঁদাল পাতার ঝোল ব্যতীত অন্য কোন পথ্য নিষিদ্ধ; এবং স্তন্যদায়িনীও যেন কোন গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার না করেন। অসঙ্গত আহার হেতু রোগের পুনরাক্রমণ হইলে, প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

শুশ্রূষা বা আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগাক্রমণ হইতেই, রোগীকে বিশুদ্ধ-বায়ু চলাচল গৃহে শায়িতাবস্থায় রাখিতে হইবে; রোগীর গৃহে কোনরূপ জনতা বা ক্রন্দনাদি না হয়, এবং সেই ঘরে কোন জিনিষ পত্র (এমন কি ঔষধ পর্য্যন্তও) যেন না রাখা হয়। যদি রোগীর গৃহে কোন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য থাকে তাহা যেন অচিরাৎ দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কেহ যেন উহা ব্যবহার না করেন। মধ্যে মধ্যে ঘরে যেন ধূপ ধূনা দেওয়া হয়; রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি সতত পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ ভয় বা নৈরাশ্যের সঞ্চার না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া

banglabooks.in

পড়িলে যেন তাঁহাকে উঠাইয়া মলত্যাগ করান না হয়; নূতন সরায় চূণ দিয়া তাহাতে রোগীকে যেন প্রতিবার ভেদ বমন করান হয়, এবং ভেদ বমনের পর উহাতে পুনরায় চূণ বা ফিনাইল ছড়াইয়া দিয়া উহা যেন বাটী হইতে দূরে মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা হয়। কলেরা রোগীর সহজে ঘুম হয় না, ঘুমাইলে কোন মতেই (এমন কি ঔষধ সেবনার্থও) যেন তাঁহাকে জাগান না হয়। বেশী ঘাম হইলে উহা পরিষ্কার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিতে হইবে। যে স্থলে ভাল জল পাওয়া না যায়, সে স্থলে যেন জল খুব গরম করিয়া রোগীকে পান করান হয়।

শীতকালে কলেরা হইলে, রোগীর ঘরটি কতকটা গরমে রাখিতে হইবে: শরীরের কোন স্থানে খিল ধরিতে থাকিলে সেই স্থানটি হাত দিয়া জোরে টিপিয়া দিলে বা ঘষিলে, অথবা অ্যাল্কোহল দ্বারা ভিজাইয়া সেই স্থানটি নিয়ত ঘর্ষণ করিলে, কিম্বা বোতলে গরম জল পুরিয়া তাহা দ্বারা সেক্ দিলে, খিল ধরা উপশম হইতে পারে। হাত পা ঠাণ্ডা হইলে, ফ্লানেল গরম করিয়া সেক দিলে উপকার দর্শে। যাঁহার অজীর্ণতা বা উদরাময় রোগ আছে তিনি যেন কলেরা রোগীর শুশ্রূষা না করেন। খালি পেটে রোগীর গৃহে যাওয়া ভাল নয়। রোগীর মল বা বমন বা লালা যদি অপরের অঙ্গে লাগে, তাহা হইলে তখনই উহা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিতে হইবে; কেন না, উহা কোন গতিকে উদর মধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার কলেরা হইতে পারে।

ঔষধ প্রয়োগ।—সচরাচর দুই তিন মাত্রা ঔষধ খাওয়াইলে উপকার পাইবার সম্ভাবনা, যদি সুফল পাওয়া না যায় তাহা হইলে অন্য ঔষধ স্থির করিতে হইবে। রোগ যত কঠিন আকার ধারণ করিবে ততই ঔষধ ঘন ঘন (১০—১৫

banglabooks.in

মিনিট অন্তর) দিতে হয়, এবং রোগের অবস্থা উপশম হইতে থাকিলে ঔষধও বিলম্বে সেবন করাইতে হয়। রোগ বৃদ্ধি কালে প্রতি বার ভেদ বা বমনের পরে, ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর গিলিবার শক্তি না থাকিলে, তাঁহার মুখ মধ্যে নির্ব্বাচিত ঔষধের বটিকা বা চূর্ণ ফেলিয়া দিতে হয়; রোগীর চোয়াল খুলিতে না পারিলে, তাঁহাকে নির্ব্বাচিত ঔষধের ঘ্রাণ লওয়াইতে হয়।

ওলাউঠা রোগে সাধারণতঃ নিম্নক্রমের (৩—৬) ঔষধই প্রয়োগ হয়। অধিক ঔষধ সেবনে অপকারের সম্ভাবনা।

অ্যালোপ্যাথিক বা কবিরাজী বা হাকিমি চিকিৎসার পর, যদি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে হয় তাহা হইলে রোগীকে প্রথমে দুই এক মাত্রা ক্যাম্ফার সেবন করাইতে হইবে।

বিভিন্ন প্রকার ওলাউঠা ও উহাদের প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ওলাউঠা দুই প্রকার :—সরল ওলাউঠা ও প্রকৃত ওলাউঠা।

(১) **সরল ওলাউঠা** বা বিসূচিকা; (পৃষ্ঠা ৩২ দ্রষ্টব্য)। ইহার প্রধান ঔষধ **আইরিস ৩x**, ক্রোটন ৬, ইপিকাক ৬, ইলাটেরিয়াম ৩, চায়না ৬।

(২) **প্রকৃত ওলাউঠা** বা কলেরা; লক্ষণ বিশেষের প্রাধান্য অনুসারে প্রকৃত ওলাউঠা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়, যথা—

(ক) **ভেদপ্রধান** বা আন্ত্রিক ওলাউঠা; পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণে ভেদ হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। রিসিনাস ৩, ভিরেটাম ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

banglabooks.in

(খ) **বমনপ্রধান** বা পাকাশয়িক ওলাউঠা ; পুনঃ পুনঃ কষ্টপ্রদ বমন বা উকি উঠা, ইহার প্রধান লক্ষণ। আর্সেনিক অ্যাল্ব ৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

(গ) **ভেদবমন-প্রধান** বা আন্ত্রিক-পাকাশয়িক ওলাউঠা ; পুনঃ পুনঃ সমভাবে কষ্টপ্রদ ভেদ বমন হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। আর্সেনিক ৬, রিসিনাস ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

(ঘ) **রক্তভেদবমনযুক্ত** ওলাউঠা ; রক্ত ভেদ বা রক্ত বমন হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। অ্যাকোন ১x, আইরিস ৩x, কার্ব্বোভেজ ৬, মার্ক-কর ৬, ক্যান্থারিস ৬, ফসফোরাস ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ঙ) **জ্বর-সংযুক্ত** ওলাউঠা ; শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি সহ রোগীর ভেদ বমন হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। অ্যাকোন ১x, বেলেডোনা ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, ব্যাপ্টিসিয়া ৬, রাসটক্স্ ৬, রিসিনাস ৩x ইহার প্রধান ঔষধ।

(চ) **আক্ষেপ-প্রধান** ওলাউঠা ; রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভীষণ আকারের খিল ধরা বা খেঁচুনি হওয়া, ইহার প্রধান লক্ষণ। কিউপ্রাম ৬, সিকেলি ৬, ক্যাম্ফার θ ইহার প্রধান ঔষধ।

(ছ) **শুষ্ক** বা ভেদবমনহীন ওলাউঠা ; ইহাতে ভেদবমন হইবার পূর্ব্বেই রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা উপস্থিত হইয়া রোগীর জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া ফেলে। ক্যাম্ফার θ, আর্সেনিক ৬, অ্যাসিড হাইড্রো ৬, টেবাকাম ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(জ) **পাক্ষাঘাতিক** ওলাউঠা ; রোগাক্রমণ হইতেই সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হওয়া, হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা, বুকে চাপ বোধ, শ্বাস কষ্ট, ক্ষীণা নাড়ী, ও রোগী অসাড়-প্রায় পড়িয়া থাকা

banglabooks.in

ইহার প্রধান লক্ষণ। ভিরেট্রাম-আল্ব ৬ বা ভিরেট্রিনাম ৩x বিচূর্ণ, আর্সেনিক-অ্যাল্ব ৬, নিকোটিন ৩ ইহার প্রধান ঔষধ।

উল্লিখিত ঔষধচয়ের লক্ষণ জন্য, পরবর্ত্তী "কলেরার পাঁচটি অবস্থার লক্ষণ ও চিকিৎসা" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কলেরার পাঁচটী অবস্থার লক্ষণ ও চিকিৎসা।

(১) আক্রমণাবস্থা।—ওলাউঠা-বিষ বা জীবাণু দেহমধ্যে প্রবেশকাল হইতে ফেনের মত ভেদ হওয়া পর্য্যন্ত আক্রমণাবস্থা। এই অবস্থা দুই এক ঘণ্টা হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। এই অবস্থায় শরীরের উষ্ণতা ক্রমে কম হয়, দুর্ব্বলতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, শিরো-ঘূর্ণন, অনিদ্রা, অরুচি, বমনেচ্ছা, পিপাসা, মুখে বিস্বাদ, পাকস্থলীতে ভারবোধ বা বেদনা, কখন শীত কখন গরম বোধ, কর্ণে সোঁ-সোঁ বা দম্-দম্ শব্দ অনুভব, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রথমে প্রকাশ পায়; পরে, ফেন বা আমানির মত ভেদ হইতে থাকে।

(২) পূর্ণবিকসিতাবস্থা।—যখন ফেন বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হইতে থাকে, তখনই দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, ও বমন বা বমনেচ্ছা; দুর্নিবার পিপাসা; মুখমণ্ডল মলিন; চক্ষু বসিয়া যাওয়া; শরীর বিবর্ণ; সর্ব্বশরীরে শীতল ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মস্তকে); ক্রমে মূত্রাবরোধ হইয়া নাড়ী ক্ষীণ; নীলবর্ণ রেখা দ্বারা চক্ষু পরিবেষ্টিত; স্বরভঙ্গ; পেট বেদনা; পাকস্থলীতে জ্বালা; গড়-গড় কল্-কল্ করিয়া পেট ডাকা; শরীরের স্থানে স্থানে (বিশেষতঃ হস্তপদের) অঙ্গুলিতে খিলধরা;

banglabooks.in

শরীরের অবসন্নতা ও অস্থিরতা; মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। স্থলবিশেষে, কোন কোন উপসর্গের অভাব বা আধিক্য দৃষ্ট হয়—যথা, কোন কোন রোগীর প্রচুর ভেদ হয়, কিন্তু বমন কম হয়; কোন কোন রোগীর ভেদ কম, কিন্তু বমন ও বমনোদ্যম অধিক হয়। তিন হইতে চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহা স্থায়ী হইতে পারে। এই বিকসিত অবস্থায় লক্ষণগুলি যদি ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া ভেদের সহিত পিত্ত (অথবা হরিদ্রা কিংবা সবুজ বর্ণের মল) নিঃসৃত হইতে থাকে, তাহা হইলে রোগী ক্রমে আরোগ্যলাভ করেন; কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সর্ব্ব-শরীর শীতল, মুখাকৃতি কুঞ্চিত, নাড়ী লুপ্তপ্রায় হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা পতনাবস্থায় পরিণত হইয়াছে বুঝা যায়। এই অবস্থায় অনেক রোগীর মৃত্যু হয়; ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, রোগী বাঁচিতে পারেন।

(৩) হিমাঙ্গ বা পতনাবস্থা।—এই অবস্থাই প্রকৃত ওলাউঠা। এই পতনাবস্থা বড়ই ভয়াবহ; এই অবস্থাতেই প্রায় রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অবস্থার ভেদ-বমন সহসা কমিয়া যায়; রোগী পিপাসায় অস্থির হন কিন্তু পিপাসার সঙ্গে বমন এত বাড়ে যে, জল-পানের পরই অত্যন্ত কষ্টকর বমন হইয়া তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া যায়। বারম্বার বমনের পর রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়েন এবং ক্রমে মণিবন্ধ হইতে নাড়ী সরিয়া যায় (এমন কি, বাহুমূল পর্য্যন্ত নাড়ী পাওয়া যায় না)। ক্রমে জীবনীশক্তির হ্রাস হয়—গাত্র বরফের ন্যায় শীতল; ওষ্ঠ নীলবর্ণ; সর্ব্বশরীর মলিন বা নীলবর্ণ; চক্ষু বসিয়া যাওয়া, প্রভাশূন্য ও আরক্ত; চক্ষুতারা বিস্তৃত; শ্বাসকষ্ট; স্বরভঙ্গ অথবা ক্ষীণস্বর (এমন কি কথা শুনিতে পাওয়া যায় না); মূত্ররোধ এবং হস্ত পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত (অধিকক্ষণ জলে ভিজিলে যেমন হয় সেইরূপ) হওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত গাত্রদাহ বশতঃ রোগী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন; এবং গাত্রবস্ত্র (এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত) ফেলিয়া দেন। সময়ে সময়ে মুখে ও শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে। এই অবস্থায়

banglabooks.in

প্রায়ই অসাড়ে মল নিঃ
হয়।
পাশ ফিরিবার শক্তি
পর্য্যন্ত অনেক রো
বমন বন্ধ হইব
নিস্তব্ধভাবে
হওয়ার প

ভেদ বন্ধ হইয়া উদরটি স্ফীত
নিস্তেজ হইয়া পড়েন যে তাঁহার
, ওলাউঠা পীড়ায় মৃত্যুর পূর্ব্ব
বলক্ষণ্য হয় না। এই অবস্থায়, ভেদ
পরেই মৃত্যু হয়; অথবা দুই তিন ঘণ্টা
পর, মৃত্যু ঘটে। যদি ভেদ বমন বন্ধ
ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে
"(৪) প্র[illegible]া" অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(৪) প্র[illegible]তিক্রিয়াবস্থা।—তৃতীয়াবস্থার শেষে, ভেদ বমন বন্ধ ও নাড়ী পাওয়ার পরে মৃত্যু না ঘটিলে, পুনরায় মণিবন্ধে নাড়ী পা[illegible] ঐ সঙ্গে দ্বিতীয় বা পূর্ণ বিকসিত অবস্থার লক্ষণ ক্রমে ক্রমে শ পাইতে থাকে। প্রতিক্রিয়াবস্থা—স্বাভাবিক বা । যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহা হইলে গাত্র হইতে থাকে এবং পুনর্ব্বার পিত্তমিশ্রিত অল্প অল্প ভেদ ও শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ক্রমে প্রস্রাব বা মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত হয়; শরীরের বর্ণ এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ ক হয়।

আবার কখন কখন অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া রোগের পরিণাম অবস্থা আনয়ন করে।

(৫) পরিণামাবস্থা।—ওলাউঠার পরিণামাবস্থায় (অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে), শরীরের বিবিধ যন্ত্রে রক্ত সঞ্চার হয় এবং রোগীর যে যন্ত্র অধিক দুর্ব্বল থাকে সেই যন্ত্র বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়:—রোগের পুনরাক্রমণ; জ্বর; মূত্রনাশ ও তন্দ্রা; হিক্কা; বমন ও বমনেচ্ছা; উদরাময়; পেটফাঁপা; স্ফোটক ও কর্ণমূল-প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ।

ক্যাম্ফার।—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি অবস্থার চিকিৎসা-বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে, এই রোগে ক্যাম্ফার প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু বলিব। ইটালী দেশীয়

banglabooks.in

ডাক্তার রুবিণী কর্পূরারিষ্ট (বা) প্রস্তুত করেন। তিনি এই ঔষধ প্রয়োগে শত শত আরোগ্য করিয়াছিলেন। অবস্থাবিশেষে, একমাত্র ক্যাম্ফার রোগ আরাম হইতে পরে। উদরে জ্বালা বা ভেদ এবং সেই সঙ্গে শীতবোধ ও ক্যাম্ফার প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। মহাত্মা হানে ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত হয়)— রোগী হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া পড়া, মুখমণ্ডল স্বর- বিকৃত, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, সর্ব্বশরীর শীতল হওয়া, জ্বালা বোধ প্রভৃতি লক্ষণে ক্যাম্ফার দেয়। ডাক্তার ফ্যারিং যে ভেদ কম, বমন অধিক ; সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং স্বরের বৈল লক্ষণে ক্যাম্ফার ব্যবস্থেয়। হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া অজীর্ণতা ওলাউঠায় পরিণত হইলে, ক্যাম্ফার উপকারী। এই পীড়ার যখন অল্প অল্প শীত বোধ, দুর্ব্বলতা অনুভব, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, জ্বালা বোধ, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন ক্যাম্ফার করা যায়। ভেদ-বমনশূন্য (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ওলাউঠার ক্যাম্ফারই প্রধান ঔষধ। অত্যন্ত অবসন্নতা, সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, (ঘর্ম্মশূন্য, বা শীতল আঠাবৎ হাত পা অবশ, শ্বাসকষ্ট, স্থিরচক্ষু, ক্ষীণনাড়ী, সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ লক্ষণে, ক্যাম্ফার উপযোগী। হিমাঙ্গ অবস্থায় যখন ভেদ বমন হইয়া প্রতিক্রিয়া হইতেছে না, তখন ক্যাম্ফার দুই এক মাত্রা যায়। এই অবস্থায় বৃহদন্ত্র হৃৎপিণ্ড ও পেশীর পক্ষাঘাত হইবে কার্ব্বো-ভেজ ও ফস্‌ফরাস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগে ফল না ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিতে হয়। পাক্ষাঘাতিক ওলাউঠাতেও (অর্থাৎ যে কলেরায় রোগের সূত্রপাৎ হইতেই সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া যায় ও তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে) প্রধান ঔষধ।

banglabooks.in

আক্ষেপ-বিহীন ওলাউঠার বা আক্ষেপিক ওলাউঠার বিকসিত অবস্থায়, ক্যাম্ফারে কোন ফল হয় না। অধিক মাত্রায় ঘন ঘন ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিলে যদি আমাশয়ে জ্বালা, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা, প্রভৃতি কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে দুই এক মাত্রা ফস্‌ফোরাস ৬ প্রয়োগ করিলে সে দোষ নষ্ট হয়।

কবিরাজী হার্কিমী বা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইলে, প্রথমে দুই এক মাত্রা ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিয়া অন্য ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

ক্যাম্ফার প্রয়োগের মাত্রা।—পাঁচ দশ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা রুবিণীর ক্যাম্ফার অল্প একটু চিনি বা বাতাসার সহিত সেবন করা বিধি। শিশুর পক্ষে দুই এক ফোঁটা, এবং যুবা বা বৃদ্ধের পক্ষে (পীড়ার উগ্রতানুসারে) ৫ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত, প্রয়োগ করা যায়। দুই ঘণ্টার মধ্যে আট দশ বার ক্যাম্ফার প্রয়োগ করিয়া কোন উপকার না দর্শিলে, অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

(১) আক্রমণ-অবস্থার চিকিৎসা।—**ক্যাম্ফার** ৩; যে কলেরার প্রারম্ভে সহসা ফেনের মত ভেদবমন, শীতবোধ ও বলক্ষয় হইতে থাকে, অথবা যে ওলাউঠায় প্রথম হইতেই **সর্ব্বাঙ্গ** নীলবর্ণ ও **শীতল** হইয়া আসে, সেই ওলাউঠায় ক্যাম্ফার উপকারী। ঠাণ্ডা লাগা হেতুও কলেরা হইলে, ক্যাম্ফার দিতে হয় (অন্যান্য লক্ষণ জন্য পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে "ক্যাম্ফার" দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভেদ অপেক্ষা বমন বেশী হইলে অথবা বমন হেতু হিমাঙ্গ অবস্থা দ্রুত উপস্থিত হইলে, ক্যাম্ফার বন্ধ রাখিয়া আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

আর্সেনিক-আল্ব ৬।—অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খাওয়া হেতু কলেরা হইলে; পেটে জ্বালা; প্রবল তৃষ্ণা, কিন্তু অল্প জল পানেই পিপাসার নিবৃত্তি; অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যধিক দৌর্ব্বল্য।

banglabooks.in

চাম্বনা ৩।—ফলমূল আহার হেতু ভেদ ; হল্‌দে জলবৎ ভেদ; বা ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নিঃসরণ ; পেট ডাকা ; পেট ফাঁপা ; দুর্ব্বলতা।

অ্যাকোনাইট-ন্যাপ ১x।—ঘোলান তরমুজের মত ভেদ ; দুঃসহ পেট-বেদনা ; অস্থিরতা ; পিপাসা ; শীতবোধ ; মৃত্যু ভয় ; জ্বর সহ ভেদ-বমন ; রক্তভেদ ; তাপ বা ঠাণ্ডা লাগিয়া ওলাউঠা হইলে।

অ্যাসিড-ফস ৩।—বেদনাহীন ভস্মবর্ণ ভেদ ; পুরাতন উদরাময় ওলাউঠায় পরিণত হইলে ; অপরিমিত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত কলেরা ; আহারের পর, বা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে, পীড়া বাড়ে।

ফসফোরাস ৬।—সবুজ বা শ্লেষ্মাময় বেদনাহীন ভেদ ; মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে ও মল গড়াইয়া পড়ে ; উষ্ণদ্রব্য আহারের পর (বা বাম পার্শ্ব চাপিয়া শুইলে) রোগের বৃদ্ধি ; লবণ ভক্ষণ জনিত ভেদ ; জলবৎ বেদনাহীন ভেদ ; গরম ভেদ ; গরম বমন।

কার্ব্বো-ভেজ ৬।—মাখন, বরফজল, আইসক্রিম, পচা বা লোণা মাছ মাংস বা বাসি তরকারি প্রভৃতি খাইয়া কলেরা হইলে ; বৃদ্ধ বা ক্ষীণকায় ব্যক্তির, অথবা পাচক, কামার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি যাহাদিগকে অগ্নি বা সূর্য্যতাপে কাজ করিতে হয়, তাহাদের কলেরা হইলে ; রক্ত বা লালবর্ণ ভেদ ; সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

রিসিনাস ৩।—প্রচুর ভেদবমন ; আক্ষেপহীন বা বেদনাহীন ওলাউঠা।

ক্যামোমিলা ৬।—ক্রোধ বা বিরক্তিজনিত-কলেরা ; ভেদ উত্তপ্ত অম্লাক্ত ক্ষতকর বা দুর্গন্ধ ; দাঁত উঠিবার সময় (শিশু কলেরায়) পিত্তযুক্ত সবুজবর্ণ তরল ভেদ ও পেট-বেদনা ; ভেদের পর পেট কামড়ানির উপশম।

ইপিকাক ৬।—রোগের প্রারম্ভ হইতেই বমনেচ্ছা উকি বা বমন ; ভেদ অপেক্ষা বমন বেশী ; সবুজ বর্ণ ফেনিল দুর্গন্ধ বা আম ও রক্ত মিশ্রিত ভেদ ; মলত্যাগকালে আমাশয়-রোগের ন্যায় বেগ কামড়ানি ও কোঁথানি।

banglabooks.in

পডোফিল্লাম ৬।—বেদনাহীন বা গরম ভেদ; শাদা সবুজাভ বা গাঁজলা গাঁজলা অথবা রক্তময় ভেদ; প্রাতঃকালে ভেদের বৃদ্ধি; এত জোরে ও এত বেশী পরিমাণে ভেদ হয় যে বোধ হয় রোগীর দেহ যেন এখনই একেবারে রসশূন্য (বা নিতান্ত শীর্ণ) হইয়া পড়িবে, কিন্তু রোগী পূর্ব্ববৎই থাকেন, তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না।

নাক্সভমিকা ৬।—অতিরিক্ত মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, আহারের অনিয়ম, "গরম" ঔষধাদি সেবন বা জোলাপ লওয়া, অথবা মানসিক পরিশ্রম জনিত উদরাময়; পেট ফাঁপা; মলত্যাগে বার বার চেষ্টা কিন্তু মল নির্গত হয় না; পিত্তযুক্ত দুর্গন্ধ ভেদ; প্রত্যুষে বা আহারের পর ভেদ। যে সমস্ত পুরুষ অতিশয় মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের পক্ষে নাক্সভমিকা বিশেষরূপে উপযোগী।

পালসেটিলা ৬।—তৈলাক্ত ঘৃতপক্ক বা চর্ব্বিযুক্ত দ্রব্য আহার হেতু উদরাময়; সবুজবর্ণ বা শ্লেষ্মাময় ভেদ; পরিবর্ত্তনশীল ভেদ; তৃষ্ণাহীনতা; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি। ক্রন্দনশীলা নারী বা মৃদু-প্রকৃতি পুরুষের পক্ষে, পালস্ বিশেষরূপে উপযোগী।

এই সমস্ত ঔষধ ছাড়া, দ্বিতীয় বা পূর্ণবিকাশ অবস্থার ঔষধাদিও এই আক্রমণ অবস্থাতে আবশ্যক হইতে পারে ("পূর্ণ-বিকাশ অবস্থা"র ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য)।

---

(২) পূর্ণ-বিকসিতাবস্থার চিকিৎসা।—আক্রমণ অবস্থায় ক্যাম্ফার ব্যর্থ হইয়া যদি বিকাশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কেলি-ফস্, ভিরেট্রাম, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়। চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ বমন আরম্ভ হইলে, **কেলি-ফস ১২x** চূর্ণ দিতে হয়; তাহাতে উপকার না হইলে, ভিরেট্রাম বা আর্সেনিক * প্রয়োগ করিতে হইবে।

---

* ভিরেট্রাম ও আর্সেনিকের লক্ষণের পার্থক্য:—ভেদ ও বমন যে পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কম পরিমাণে শরীরের অবসন্নতা জন্মিলে,

banglabooks.in

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬, ৩০, ২০০।—অধিক পরিমাণে চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন; সূত্রবৎ সূক্ষ্ম নাড়ী; মূত্ররোধ; অতিশয় পিপাসা (অধিক পরিমাণে জল পান করিলেও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না); ভেদের পূর্ব্বে পেটে বেদনা; শীতল ঘর্ম্ম; চক্ষু তারা ক্ষুদ্র; হাত পায়ে খিলধরা; লুপ্তপ্রায় নাড়ী; উদরে ও উরুতে খিলধরা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ; শারীরিক অবসন্নতা; সর্ব্ব শরীর শীতল ও নীলবর্ণ; মুখমণ্ডল মলিন ও শীর্ণ; শ্বাস-প্রশ্বাস ও জিহ্বা শীতল প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করা যায়।

আর্সেনিক ৬, ৩০, ২০০।—ভেদ ও বমনের পরিমাণ কম; দুর্নিবার পিপাসা (বিশেষতঃ শীতল জল পানে ইচ্ছা), কিন্তু অল্প পানেই তৃপ্তি; জলপানের অব্যবহিত পরই বমন; মূত্রাবরোধ, অতিশয় অবসন্নতা ও অস্থিরতা; শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়; অসাড়ে ভেদ; পাকস্থলীতে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গ শীতল; সহসা শরীর বিবর্ণ হওয়া; নাড়ী-ক্ষীণ বা লুপ্তপ্রায়; হস্ত-পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের মাংস কুঞ্চিত; বমনেচ্ছা; বমনের পর পাকাশয়ে অগ্নিদাহবৎ জ্বালা; মৃতবৎ মুখাকৃতি; ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ; ভেদ ও বমনের পর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত; স্বরভঙ্গ বা ক্ষীণস্বর; খিলধরা; অঙ্গস্পন্দন; জিহ্বা শুষ্ক ও খরস্পর্শ, অথচ [illegible]; জল বা জলীয় পদার্থ পান করিবার সময়ে ঢক্ ঢক্ করিয়া শব্দ;

ভিরেট্রাম; এবং ভেদ-বমন যে পরিমাণে হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শরীর অবসন্ন হইলে, আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। যেখানে সহজে নিঃসরণশীল ভেদ-বমন অধিক, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যথায় কষ্টকর বমনেচ্ছা ও মলপ্রবৃত্তি সহ অল্প পরিমাণে ভেদ-বমন হয়, তথায় আর্সেনিক্ দিতে হয়। যেখানে পিপাসা অধিক অথচ অধিক জল পান না করিলে রোগীর তৃপ্তি হয় না, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যেখানে পিপাসা অধিক অথচ রোগী বারম্বার অল্পঅল্প জল পান করেন, সেখানে আর্সেনিক্ সেব্য। যেখানে ভেদ-বমন জনিত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা সত্ত্বেও মানসিক যাতনা না থাকে, সেখানে ভিরেট্রাম; এবং যেখানে অস্থিরতা, মানসিক যাতনা, অসহ্য বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেখানে আর্সেনিক্ উপযোগী।

banglabooks.in

যুগপৎ ভেদ বমন প্রভৃতি লক্ষণে, বিশ পঁচিশ মিনিট অন্তর আর্সেনিক দিতে হয়।

উল্লিখিত লক্ষণ সমুদয় বর্ত্তমান থাকিয়া যদি চাউলধোয়া জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া পিত্তমিশ্রিত হরিদ্রাবর্ণের তরল মল অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মাময় মলস্রাব হয়, তাহা হইলেও আর্সেনিক ব্যবস্থেয়। ডাক্তার রাসেল বলেন যে, ক্যাম্ফার প্রয়োগের সময় অতীত হইলেই আর্সেনিক প্রয়োগ করা উচিত; অন্যান্য বহু চিকিৎসকগণও এই মত সমর্থন করেন। ডাঃ হিউজ ওলাউঠাকে সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া-জ্বর মনে করিয়া আর্সেনিকের অতিশয় প্রশংসা করেন—অতিশয় অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, অবসন্নতা ও অত্যন্ত পিপাসা, এবং মৃতবৎ মুখাকৃতি, আর্সেনিক প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। ওলাউঠার সকল অবস্থাতেই আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

কিউপ্রাম-মেট্ ৬, ১২, ৩০।—খিল ধরায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ওলাউঠার অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে যখন আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তখন কিউপ্রাম দিতে হয়। সর্ব্বাঙ্গ শীতল (বা নীলবর্ণ) হইয়া হস্ত পদে (বিশেষতঃ হস্ত-পদের অঙ্গুলিতে) ও পায়ের ডিমে খিল ধরা; অস্থিরতা বা ছট্‌ফট্ করা; সূত্রবৎ ক্ষীণ নাড়ী অথবা বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ী; ঊর্দ্ধনেত্র বা চক্ষু কোটরাবিষ্ট; কর্ণে কম শুনা বা তালা লাগা; পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে কল্ কল্ বা ঢক্ ঢক্ শব্দ; ঠাণ্ডা দ্রব্য অপেক্ষা গরম দ্রব্য খাইবার অভিলাষ; বমন বা বমনেচ্ছা, ও সেই সঙ্গে অতিশয় পেট বেদনা; শীতল জল পানে বমনের নিবৃত্তি; বমন করিবার সময়ে চক্ষু দিয়া জল পড়া; গুহ্যদ্বারে চুলকানি; জিহ্বার জড়তা হেতু কথা অস্পষ্ট, জলবৎ, কাটা কাটা ঘোলের মত ভেদ ও বমন; মূত্রত্যাগে প্রবৃত্তি, কিন্তু মূত্রস্রাব না হওয়া; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস; প্রলাপ; চীৎকার করা; হাত-পায়ের খেঁচুনী; দন্তে দন্তে ঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণে, ইহা উপকারী।

আক্ষেপযুক্ত সাংঘাতিক ওলাউঠায় যখন খাদ্যবহা নলীর উগ্রতা জন্মিয়া ঔষধ বা খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইবামাত্রই উঠিয়া যায়, তখন কিউপ্রাম

banglabooks.in

প্রয়োগ করিলে রোগীর পেয় বা ভুক্তদ্রব্য ধারণে ক্ষমতা জন্মে। ডাঃ প্রক্টর বলেন যে, কিউপ্রাম খিলধরা নিবারণের উত্তম ঔষধ। কিউপ্রাম প্রয়োগে যদি খিলধরার উপশম না হয় তাহা হইলে সিকেলি দিতে হয়।

সিকেলি-কর্ন্ন ৩, ৬, ৩০। খিলধরা নিবারণ জন্য ইহাও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিউপ্রাম প্রয়োগে আক্ষেপাদির নিবৃত্তি না হইলে, অধিকন্তু নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে, সিকেলি প্রয়োগ করা উচিত :—মৃত্যুভয়; চক্ষু বসিয়া যাওয়া; কাণে কম শুনা; মুখমণ্ডল মলিন, শুষ্ক ও রক্তহীন; পরিষ্কার বা শ্বেতবর্ণের জিহ্বা এবং উহা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে; অতিশয় পিপাসা ও ক্ষুধা; বমন বা বমনেচ্ছা; পাকস্থলীতে জ্বালা; মূত্ররোধ; বক্ষঃস্থলের বাম পার্শ্বে খিলধরার ন্যায় বেদনা; নাড়ী সূক্ষ্ম ও লুপ্তপ্রায়; হস্তপদ লিতে খিলধরা বা বাঁকিয়া যাওয়া; গাত্রদাহ, এবং তজ্জন্য গাত্রে বস্ত্র রাখিতে অক্ষম; হাত-পা কাঁপিতে থাকে বা নড়িতে থাকে; মুখ বাঁকিয়া যায়; জিহ্বা কামড়ায় এবং অসাড়ে মল-ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে সিকেলি বিশেষ উপযোগী।

ওলাউঠার পতনাবস্থাতেও ইহা ফলপ্রদ। হস্ত পদে খিলধরা; ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়েন; সর্ব্বাঙ্গ (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল) নীলবর্ণ; ক্রিমি অথবা শ্লেষ্মা বমন, এবং বমনের পরে সুস্থ বোধ করা প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

অ্যাকোনাইট-ল্যাডিক্স θ—১x।—ভেদ বমনের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্বাঙ্গ শীতল হওয়া; সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ; শ্বাস প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট; উদরে অত্যন্ত বেদনা; মুখমণ্ডল মলিন; জলবৎ তরল ভেদ; সবুজ, কাল বা পিত্ত বমন; মূত্ররোধ; মাথাঘোরা; শ্বাস-প্রশ্বাস শীতল; নাড়ী ক্ষীণ বা লুপ্তপ্রায় (এবং কখন কখন উদরে খিলধরা) প্রভৃতি লক্ষণে।

হিমাঙ্গ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা অথচ হৃদ্‌স্পন্দনের সমতা; ব্যাকুলতা এবং মৃত্যুভয়, পতনাবস্থায় শ্লেষ্মাময় আঠা আঠা ভেদ হইতে

banglabooks.in

থাকিলে, অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ১x দিতে হয়। ওলাউঠার পরিণামাবস্থায় জ্বর হইলে, বেলেডোনা ৩x ও অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ১x পর্য্যায়ক্রমে দিতে কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন।

অ্যান্টিম-টার্ট ৬, ৩০।—পূর্ণবিকসিত অবস্থার শেষভাগে যখন বমনের পরই মূর্চ্ছা বা মূর্চ্ছাবেশ হয় এবং পুনরায় বমনের সময়ে চৈতন্য হয়, তখন অ্যান্টিম-টার্ট ব্যবস্থা। উল্লিখিত লক্ষণসহ বক্ষঃস্থলে জ্বালা বা বেদনা; তন্দ্রাভিভূত হওয়া বা নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকা; কোন কথার উত্তর দিতে অনিচ্ছা; বারম্বার কাতরোক্তি; শ্বাস অধিক, প্রশ্বাস কম; ক্ষীণ ও মৃদু নাড়ী; জলবৎ বা ফেনযুক্ত সবুজবর্ণের মল; অসাড়ে ভেদ নিঃসরণ; কষ্টকর বমনেচ্ছা; অতি কষ্টে সামান্য বমন; বমন হইলেই বমনেচ্ছার নিবৃত্তি; চক্ষু কোটরগত এবং দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণে। বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভাবকালে ওলাউঠা হইলেও, অ্যান্টিম-টার্ট দেয়।

পতনাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবার আশঙ্কা জন্মিলে, অ্যান্টিম-টার্ট। ভিরেট্রাম ও অ্যান্টিম-টার্টের লক্ষণ প্রায়ই এক প্রকার; তবে মাংসপেশীর কম্পন ও অভিভূততা অধিক মাত্রায় থাকিলে, অ্যান্টিম-টার্ট। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা পক্ষাঘাতে ভিরেট্রাম দ্বারা কোন উপকার না হইলে, অ্যান্টিম-টার্ট ব্যবস্থেয়।

আইরিস-ভার্স ৩x।—নাভির চতুর্দ্দিকে ও তলপেটে বেদনাসহ অম্লগন্ধবিশিষ্ট ভেদ বমন; শাদা বা পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; অম্ল-বমন ও পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; মুখ-গহ্বর হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা বোধ; শেষ রাত্রিতে পীড়ার আক্রমণ; ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট বমন, পরে পিত্তবমন এবং বমনের পর গাত্রদাহ; ঘর্ম্ম, ও মুখে জ্বালা, প্রভৃতি লক্ষণে। উল্লিখিত লক্ষণসহ সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা থাকিলে ইহা প্রয়োগে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

কিসিনাস ৬।—প্রচুর জলবৎ ভেদ; পিত্ত বমন; কপালে ঠাণ্ডা ঘাম; খিলধরা; পেটে জ্বালাবোধ (কিন্তু পেটবেদনা থাকে না); মূত্ররোধ।

banglabooks.in

ইলাটেরিয়াম ৩।—প্রচুর পরিমাণে বেদনাহীন পিত্তময় বা ফেনিল জলবৎ ভেদ ও বমন; পেট-বেদনা বা পেট ফাঁপা; শীতবোধ ও হাইতোলা।

টেব্যাকাম ৬।—ভেদ বন্ধ হইবার পরই বমনেচ্ছা ও বমন; সামান্য নড়িলে চড়িলে বমন ও বমনেচ্ছার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা ঘাম; দেহ ঠাণ্ডা; পায়ে খিলধরা; বুক সেঁটে ধরা বা বুক ধড়ফড় করা। (শিশু কলেরারও ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

কিউপ্রাম-আর্স ৬x বিচূর্ণ।—তীব্র পেট বেদনাসহ খিলধরা বা তড়কা (শিশু কলেরার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ফসফোরাস ৬।—পেট ডাকে ও সশব্দে ভেদ গড়াইয়া পড়ে; পান করিবার পরই (বিশেষতঃ ঠাণ্ডা জল খাইবার পরই) উহা গরম হইয়া বমন।

ইপিকাক ৩x, ৬।—প্রবল বমনেচ্ছা (বা বমন) সহ শ্লেষ্মাহীন উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত ভেদ।

মার্কিউরিয়াস-কর ৩।—ওলাউঠার অন্যান্য লক্ষণসহ (চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ না হইয়া) রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব হইলে, বা উদরাময়ের পরে ওলাউঠা হইলে, মার্ক-কর বিশেষ উপযোগী।

ক্রোটন-টিগ ৩, ৬।—পিচকারীর ন্যায় বেগে সহসা তরল হলদে ভেদ; পাকস্থলীতে অতিশয় যন্ত্রণা, কোঁথানি বা বেগ; জল বা তরল পদার্থ পান করিবামাত্রই উঠিয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে।

জ্যাট্রোফা ৩, ৬।—চাউল ধোয়া জলের পরিবর্ত্তে আঠা আঠা শ্বেতবর্ণের তরল ভেদ; প্রথমে বমন, পরে ভেদ; সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা; শীতল ঘর্ম্ম; হস্ত পদের আক্ষেপ; উদরের মধ্যে গড়্ গড়্ কল্ কল্ শব্দ।

মাত্রা।—পীড়ার প্রখরতা অনুসারে ১০।১৫।২০ মিনিট বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ সেবন করিতে হয়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—পীড়ার সূচনা হইলেই রোগীকে মুক্ত ও পরিষ্কার গৃহে শয়ন করাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর গৃহে যাহাতে

banglabooks.in

বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা সঞ্চালিত হইতে পারে, তদুপায় করা উচিত ; ঘরে ধূনা কর্পূর গন্ধকাদি পোড়ান ভাল। দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীকে কোন পথ্য দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা নিবারণ জন্য শীতল জল পান করিতে বা বরফ টুক্‌রা চুষিতে দেওয়া যাইতে পারে। বাটী হইতে বহুদূরে ভেদ বমনাদি মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। যে অঙ্গে খিলধরে সেই অঙ্গটি হাত দিয়া ঘষিয়া দিলে, বা বালি ন্যাকড়ায় পুরিয়া উষ্ণ করতঃ সেক্ দিলে, খিল ধরা উপশম হইতে পারে।

(৩) **হিমাঙ্গ অবস্থার চিকিৎসা।**—কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা পূর্ণবিকসিত অবস্থাতেও প্রযোজ্য এবং হিমাঙ্গ অবস্থাতেও ব্যবস্থেয়। কিন্তু, যে ঔষধ পূর্ণবিকসিত অবস্থায় একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রয়োগ করিলে উপকারের সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না।

হিমাঙ্গ অবস্থায় পূর্ব্বে যদি কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমেই ২।৩ মাত্রা ক্যাম্ফার প্রয়োগ করা ভাল। যদি আক্রমণ ও পূর্ণবিকাশ অবস্থায় অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদের কুফল নিবারণার্থ ক্যাম্ফার দিতে হয় ; এবং যে কলেরার প্রারম্ভে হিমাঙ্গ ভাব বর্ত্তমান থাকে, তাহাতেও ক্যাম্ফার অবশ্য দেয়।

হিমাঙ্গাবস্থার পূর্ব্বে যদি **আর্সেনিক** ভিরেট্রাম **কিউপ্রাম সিঙ্কোনি-কলু** বা আকোনাইট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে হিমাঙ্গ অবস্থায় ঐ সকল ঔষধ লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করিতে হয় ; লক্ষণাদি জন্য **আক্রমণ** ও **পূর্ণবিকাশ** অবস্থার ঔষধগুলি দ্রষ্টব্য।

আর্সেনিক ৬।—দ্রুত হিমাঙ্গাবস্থা উপস্থিত হওয়া, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ উদর মধ্যে জ্বালা বোধ), অস্থিরতা, মূত্ররোধ, শ্বাসকষ্ট।

banglabooks.in

কোব্রা বা ন্যাজা ৬।—(আর্সেনিক প্রয়োগে শ্বাসকষ্ট নিবারিত না হইলে, ন্যাজা দিতে হয়, রোগী মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন, গিলিতে অক্ষম, নাড়ী সূত্রবৎ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি অন্তিমকালের লক্ষণে।

নিকোটিন ৬, ৩০।—(কোন ঔষধ প্রয়োগে শ্বাস কষ্ট নিবারিত না হইলে নিকোটিন দিতে হয়) কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, ভেদ বমন, মূত্ররোধ, অতিশয় শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ১২, ৩০।—হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্ব্বো-ভেজ বিশেষ উপকারী। সর্ব্বাঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, জিহ্বা শীতল ও নীলবর্ণ, নাড়ী লুপ্তপ্রায়, চক্ষু কোটর-গত, কপালে ও গলায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ বা অস্পষ্ট বাক্য, ভেদ-বমন বন্ধ হইয়া উদর স্ফীত, অতিশয় শ্বাসকষ্ট, অত্যন্ত গাত্র দাহ, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে কার্ব্বোভেজ প্রয়োগ করিতে হয়। যদি এই অবস্থার পূর্ব্বে, ভিরেট্রাম বা আর্সেনিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে (কাহারও কাহারও মতে) ইহার সহিত ভিরে বা আর্স পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। **উদরস্ফীতিসহ দুর্গন্ধ ভেদ নিঃসরণ,** কার্ব্বো-ভোজ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ।

অ্যাসিড-হাইড্রো ৩, ৬।—মুখমণ্ডল নীলী, মৃতবৎ দেহ, জল গিলিতে না পারা, ধীরে ধীরে প্রশ্বাস পতন, শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ীলোপ, সর্ব্বশরীর (বিশেষতঃ জিহ্বা) শীতল, অর্দ্ধনেত্র বা অক্ষি তারার প্রসারণ; হস্ত পদের নখ নীলবর্ণ ও অগ্রভাগ কুঞ্চিত, অচেতনাবস্থা ও গোঙানি; **শ্বাস কষ্ট** বা খাবিথাওয়ার ভাব (অন্তিমকালে শ্বাসক্লেশ নিবারণার্থ ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

ভেদ বমন হীন (বা শুষ্ক) ওলাউঠায় ক্যাম্ফার প্রয়োগে ফল না পাইলে, অ্যাসিড-হাইড্রো দিতে হয়।

কেলি-সিয়েনেটাম ৩x বিচূর্ণ।—(শ্বাস কষ্টে অ্যাসিড-হাইড্রো বিফল হইলে, কেলি-সিয়েনেটাম দিতে হয়) প্রায় শ্বাসরোধ, জীবনের অন্য কোন লক্ষণ নাই কেবল বক্ষটি মাঝে মাঝে উত্থিত হইতেছে।

banglabooks.in

অ্যাকোনাইট-নেপেলাস θ, ১x।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, কিন্তু হৃৎস্পন্দনের সমতা; অত্যন্ত অস্থিরতা; মৃত্যুভয়; সর্ব্বশরীর শীতল ও মৃতবৎ আকৃতি।

জ্বর-সংযুক্ত-ওলাউঠাতে (জলবৎ বা সবুজ **ভেদ** পেট বেদনা প্রবল তৃষ্ণা অস্থিরতা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাসহ শরীরের তাপ বৃদ্ধি বা **জ্বর**) এবং **রক্ত-ভেদ** বমনযুক্ত ওলাউঠাতেও অ্যাকোনাইট বিশেষরূপে উপযোগী।

সাইকিউটা ৬।—শ্বাস কষ্ট, পেটফাঁপা, হিক্কা, খিলধরা (পৃষ্ঠদেশ ধনুকের মত বাঁকিয়া যাওয়া)।

ল্যাকেসিস ৬।—যে সাংঘাতিক কলেরা **আক্রমণ** মাত্রেই রোগী বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িয়া অচেতন হন, ও অসাড়ে ভেদ বমন হয়, সেই কলেরায় ল্যাকেসিস্ বিশেষরূপে উপযোগী।

অ্যাগারিকাস্ ৬।—গভীর হিমাঙ্গ অবপ (যেন বরফের ছুঁচ দিয়া রোগীদেহ বিদ্ধ হইতেছে) মূত্ররোধ, পেটফাঁপা, বিছানা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা।

মাত্রা।—অবস্থানুসারে ১০ বা ১৫ কিম্বা ২০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ সেব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রচণ্ড আক্ষেপ (বা খিলধরা) কিম্বা অতিশয় শ্বাসকষ্ট হেতু রোগীর আসন্ন মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায়, বুকের উপর মাষ্টার্ড পুলটিশ দিলে উপকার দর্শিতে পারে। বেশী ঠাণ্ডা ঘাম হইতে থাকিলে ইটের গুঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া সেক দিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন।

---

(8) **প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা**।—স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে পর, কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে; তখন পথ্যাদির সুব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া দুই একবার সামান্য ভেদ হইলেও, কোন ঔষধ প্রয়োগেরই আবশ্যক হয় না।

banglabooks.in

যদি কষ্টকর লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায় তাহা হইলে রোগের প্রবল অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত ঔষধই (লক্ষণানুসারে) অল্প মাত্রায় (অর্থাৎ উচ্চতর ক্রমে) ও বিলম্বে বিলম্বে (অর্থাৎ অনেকক্ষণ অন্তর) প্রয়োগ করিতে হইবে।

একটি কথা:—ওলাউঠা রোগে, ভেদ ও বমনসহ রক্তের জলীয়ভাগ লবণাংশ বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত গাঢ় হইয়া আসে; জলসহ অল্পমাত্র লবণ মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিলে উক্ত জল ও লবণাংশ রক্তমধ্যে সহজেই পুনরানয়ন করিতে পারা যায় ও শারীরিক যন্ত্রাদিতে রক্ত সঞ্চয় বা রক্তাধিক্য ঘটে না। অতএব, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ভ হইবামাত্র, যেন রোগীকে **জল** (বা **খুব পাতলা জল অ্যাপ্রোরুট**) সহ অল্প লবণ মিশাইয়া খাওয়ান হয়।

---

(৫) **পরিণামাবস্থার চিকিৎসা**—

(ক) **রোগের পুনরাক্রমণ**।—অনেক স্থলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর ভেদ বমন পুনরায় হইতে থাকে। এরূপ স্থলে **আক্রমণ** ও **বিকাশ** অবস্থায় যে যে ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে, লক্ষণানুসারে সেই সেই ঔষধ (উচ্চক্রমে) পুনঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। **ক্রিমি** জনিত পুনরাক্রমণে, সাইনা ৩x—২০০ দেয়।

(খ) **জ্বর ও বিকার লক্ষণ**।—প্রতিক্রিয়া অবস্থায় জ্বর ভিন্ন অন্য কোন উপসর্গ না থাকিলে, একমাত্র **অ্যাকোনাইট ৩x** প্রয়োগে জ্বর উপশম হইতে পারে। পরন্তু জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চয় হইয়া চক্ষু লালবর্ণ, কপালের ও রগের শিরা সকল দপ্ দপ্ করা, মস্তক গরম হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে, **বেলেডোনা ৬** বা **৩০**। রোগী শয্যা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে কিম্বা শয্যাবস্ত্র টানিতে থাকিলে এবং অল্প অল্প প্রলাপ থাকিলে, **হায়োসায়েমাস ৬**। উদরে ক্রিমি থাকা হেতু দন্ত

banglabooks.in

কড়মড় করা, নাসিকাগ্রভাগ চুলকান, মুখ দিয়া জল উঠা, এবং শিক-নেত্র প্রভৃতি লক্ষণের সঙ্গে প্রলাপ থাকিলে, **সাইনা ৩x—২০০**। উন্মত্তের ন্যায় আচরণ এবং নিকটে লোক থাকিলে কামড়াইতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, **ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৬**। ঘোর নিদ্রার ন্যায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকা, অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণে, **ওপিয়াম ৬** বা **৩০**। জ্বরের সহিত ফুস্ ফুস্-প্রদাহ থাকিলে, **ব্রায়োনিয়া ৬** বা **ফসফোরাস ৬**। পাকস্থলীতে জ্বালা বা প্রদাহ থাকিলে, **আর্সেনিক ৬, নাক্সভমিকা ৩০** বা **২০০**, কিম্বা **ব্রায়োনিয়া ৩০**। যকৃৎ আক্রান্ত হইয়া প্রদাহযুক্ত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬, নাক্সভমিকা ৩০, বা মার্ক-সল ৩০। জ্বরের সহিত অতিসার থাকিলে মার্ক-কর, নাক্সভমিকা, ইপিকাক্, কার্ব্বো-ভেজ বা অ্যাসিড-ফস্। জ্বরের সহিত মূত্রনাশ ও মূত্রস্তম্ভ হইলে, অ্যাকোনাইটের সহিত ক্যান্থারিস ৬, বা টেরিবিন্থিনা ৬ পর্য্যায়ক্রমে দিয়া কেহ কেহ ফল পাইয়াছেন বলেন। সান্নিপাতিক লক্ষণসহ অসাড়তা প্রলাপ তৃষ্ণা অতিসার প্রভৃতি লক্ষণে, **রাস-টক্স ৬**।

(গ) **মূত্রনাশ ও তন্দ্রাদোষ**।—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পরে মূত্রনাশ, বা মূত্রস্তম্ভ হেতু উদর স্ফীত, এবং প্রলাপ ও আক্ষেপ জন্মিলে, **ক্যান্থারিস** বিশেষ উপযোগী; ক্যান্থারিস ৬ মূত্রস্তম্ভ ও মূত্রনাশের মহৌষধ। মূত্ররোধ জন্য তন্দ্রাদোষ থাকিলে, **আর্সেনিক ৬x**। ক্যান্থারিস প্রয়োগে উপকার না দর্শিলে, অধিকন্তু নাড়ী ক্ষীণ হইলে, **টেরিবিন্থিনা ৬**; ডাক্তার সরকার বলেন যে দুই তিন বার ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে, **টেরিবিন্থিনা** দেয়। মূত্রনাশ ও সেই সঙ্গে নাড়ীপুষ্ট থাকিলে, ক্যালি-বাইক্রম ৬। এক পোয়া শীতল জলে এক ছটাক সোরা মিশাইয়া, সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া নাভির উপরে জলপটী দিলে, প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও যদি প্রস্রাব না হয় এবং তজ্জন্য যদি মস্তিষ্ক-বিকার ঘটে, তাহা হইলে বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়াম, হায়োসায়ে-

banglabooks.in

মাস, সাইকিউটা, ওপিয়াম, ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা প্রভৃতি লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য ; ৬ বা ৩০ শক্তি।

(ঘ) **হিক্কা**।—পতনাবস্থার পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে, প্রায়ই হিক্কা হইতে দেখা যায়। ভিরেট্রাম ৩০ বা আর্সেনিক ৩০ প্রয়োগে হিক্কা নিবারিত না হইলে, অন্যান্য ঔষধ দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ বা থাকিয়া থাকিয়া প্রবল হিক্কা ও তৎসহ বমনেচ্ছা, বিরামকালে কাণে তালা লাগা, হিক্কার সময়ে সর্ব্বাঙ্গ-কম্পন প্রভৃতি লক্ষণে, **বেলেডোনা ৬**। অচেতনবৎ পড়িয়া থাকা ও মধ্যে মধ্যে উচ্চশব্দবিশিষ্ট হিক্কা লক্ষণে, **সাইকিউটা ৩**। পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারবোধ, উদরে আক্ষেপ বা কন্ কন্ করা, আহারের পরে হিক্কা, হিক্কার সময়ে অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব এবং পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ লক্ষণে, **হায়োসায়েমাস ৬**। নড়িলেই প্রবল হিক্কা এবং সে কারণে অবসন্নতা, ও বিরামকালে শিব-নেত্র প্রভৃতি লক্ষণে, **কার্ব্বো-ভেজ ৬**। আহারান্তে বা ধূমপান সময়ে হিক্কা হইলে, **পালসেটিলা ৬**। আহারান্তে পাকস্থলীতে চাপবোধ সহকারে হিক্কা হইলে, **ফস্ ফোরাস ৬**। আহারান্তে বা পানান্তে হিক্কা ; নাভির চতুষ্পার্শ্বে আকুঞ্চনবৎ বেদনা এবং পাকস্থলীতে ও যকৃতে বেদনা লক্ষণে, **ইপেকাক ৬**। অবিরত হিক্কা ও সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা থাকে কিন্তু পিপাসা থাকে না লক্ষণে, **ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৬**। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে ক্রিয়োজোট, অ্যান্টিম-টার্ট, অ্যাকোনাইট, আর্সেনিক, কিউপ্রাম, সিকেলি-কর ও অ্যাসিড-ফস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রযুক্ত হইতে পারে।

(ঙ) **বমনেচ্ছা ও বমন**।—বারংবার হিক্কা ও বমন বা বমনেচ্ছা হইতে থাকিলে রোগী নিস্তেজ হন ও তাঁহার নাড়ী লোপ পায়। ওলাউঠার প্রথম হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইলে, প্রায়ই এই দুইটি উপসর্গ ঘটে না।- পরিমাণামাবস্থায় বমন—পিত্ত বা অম্লদ্রব্য বমন না হইয়া নিরন্তর কেবল বমনেচ্ছা থাকিলে, **ইপিকাক ৬** ; কিন্তু বমন হইলেই বমনেচ্ছার শান্তি লক্ষণে, **অ্যান্টিম-টার্ট ৬** ; এবং

banglabooks.in

বমনোদ্বেগ সহ বমন হইলে, **নাক্স ভমিকা ৬**। ইপিকাক প্রয়োগে উপকার না হইলে, নাক্সভমিকা দিতে হয়; ও নাক্সভমিকা প্রয়োগে উপকার না হইলে, ইপিকাক দেয়। তিন চারি মাত্রা ইপিকাক বা নাক্সভমিকা প্রয়োগ করিয়াও উপকার না হইলে, ৩।৪ মাত্রা **পডোফিল্লাম ৬**। (জল বা জলীয় পদার্থ) পানের **অব্যবহিত পরেই** বমন হইলে, **ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্ফ ৬**; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বমন হইলে, **ফস্‌ফোরাস ৬**। প্রবল তৃষ্ণা, প্রচুর শীতল জল-পানে আকাঙ্ক্ষা, জল উদর মধ্যে ঈষদুষ্ণ হইবামাত্র বমন লক্ষণে, ফস্‌ফোরাস সেবন করাইয়া ডাক্তার ন্যাস একটি রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

(চ) **উদরাময়**।—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পরে, অথবা মূত্রস্রাব হইবার পরে, যদি অল্প অল্প উদরাময় ঘটে, তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণ নাই। পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, সহজেই আরাম হইতে পারে। যদি উহা আরাম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে ওলাউঠার প্রবলাবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল, অবস্থাবিশেষে সেই সকল ঔষধের উচ্চক্রম বহুক্ষণ অন্তর অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। ঐ সকল ঔষধের ব্যবহারে যদি উদরাময় উপশম না হয়, তাহা হইলে লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রযোজ্য :—

প্রস্রাব হইবার পরে উদরাময় এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা লক্ষণে, **অ্যাসিড-ফস ৬ বা ৩০**। যকৃতে বেদনা ও পিত্তযুক্ত অল্প অল্প তরল ভেদ হইলে, **পডোফিল্লাম ৩—৩০**। উদর ঈষৎ স্ফীত, এবং উদরে গড়্‌ গড়্‌ কল্‌ কল্‌ শব্দসহ হরিদ্রাবর্ণের অল্প পরিমাণে তরল দুর্গন্ধ ভেদ হইলে, **চায়না ৬—৩০**। অনেকের ধারণা যে ফেরাম ও চায়না পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে, উদরাময় ও দুর্ব্বলতার উপশম হয়। আঠা আঠা শ্লেষ্মাময় (কখন বা রক্তাক্ত) মল; যকৃতে বেদনা; ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভাবিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু, এবং মুখে দুর্গন্ধ লক্ষণে, **মার্কসল ৬**। মলিন কৃষ্ণাভ তরল ভেদ হইলে, **ব্লাস-টক্স ৬ বা রিসিনাস ৬**। রক্তভেদ হইলে, **কার্ব্বো-**

banglabooks.in

ভেজ ৬; এবং উজ্জ্বল লালবর্ণের ভেদ হইলে, ইপিকাক ৬ বা ৩০।

(ছ) পেটফাঁপা।—প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে (অথবা প্রতিক্রিয়ার পর), কখন কখন পেট ফাঁপিতে দেখা যায়। (অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত হইয়া থাকিলে) আফিং ঘটিত ঔষধ ব্যবহার জন্য, পেট ফাঁপিতে পারে। উদরাময়ের সহিত পেটে বাষ্প-জমা বা পেটফাঁপা থাকিলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্যসহ পেটফাঁপা থাকিলে, লাইকোপডিয়াম ৩০, ওপিয়াম ৩০, বা মার্ক-সল ৬। অতিসার বা কোষ্ঠবদ্ধতা সহ পেটফাঁপা থাকিলে, নাক্সভমিকা ৬।

(জ) দুর্ব্বলতা।—ওলাউঠার পরিণামাবস্থায়, রোগীর শরীরে রক্ত প্রায়ই থাকে না। ঈষৎ হরিদ্রার আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ গাত্র, কোটরাবিষ্ট চক্ষু, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহার উত্থানশক্তি থাকে না। এই অবস্থায়, চায়না ৩০ বা অ্যাসিড-ফস ৩০ উপকারী।

(ঝ) অনিদ্রা।—কলেরার পর অনিদ্রায়, কফিয়া ৬।

(ঞ) স্ফোটক ও কর্ণমূল-প্রদাহ।—প্রতিক্রিয়ার পরে শরীরের কোন কোন স্থানে ফোড়া বা ব্রণ হইয়া পূয উৎপন্ন হইলে, হিপার-সালফার ৬; এবং ফোড়া ফাটিয়া বা অস্ত্র করার পরে পূযস্রাব হইলে, সিলিকা ৩০ প্রয়োজ্য। কর্ণমূল-গ্রন্থি স্ফীত হইয়া লালবর্ণ, উত্তপ্ত, ও দপ্‌দপ্ বেদনাযুক্ত হইলে, বেলেডোনা ৩x; পূযোৎপত্তি হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬ বা সিলিকা ৩০। শয্যাক্ষত হইয়া উহা হইতে রস নির্গত হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬, আর্সেনিক ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬ বা আর্ণিকা ৬। মুখের মধ্যে ও দন্ত-মাড়িতে ক্ষত হইলে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, হিপার-সালফ ৬, বা কার্ব্বো-ভেজ ৬। চক্ষুতে ক্ষত হইলে, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা পালসেটিলা ৬। মুখে পচা ঘা হইলে অরাম ৬, আর্সেনিক ৬, সালফার ৩০ বা

banglabooks.in

সিলিকা ৩০। পচা ঘা (gangrene) হইলে, আর্সেনিক ৬—২০০, ল্যাকেসিস ৬, বা ক্রোটেলাস ৬।

(ঙ) ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ।—অ্যাকোনাইট ৩ ও ফস্‌ফোরাস ৬ প্রধান ঔষধ; এই গ্রন্থোক্ত "ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

"শিশু-উদরাময়" ও "শিশু-ওলাউঠা" দ্রষ্টব্য।

ওলাউঠা রোগের বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসাদি জানিতে হইলে, আমাদের "ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা" গ্রন্থখানি মনোযোগ-সহ অধ্যয়ন করা আবশ্যক।*

---

* ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা।—লণ্ডনে ১৮৫৪ কৃষ্টাব্দে যখন ওলাউঠা বহু-ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় তখন তথাকার অ্যালোপ্যাথিক হাঁসপাতালে শতকরা ৪৬ জনের মৃত্যু হয় এবং হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালে শতকরা ১৬ জনের মৃত্যু ঘটে; কিন্তু পার্লামেণ্টে, বোর্ড-অভ্‌-হেল্‌থ্‌ যে রিপোর্ট দিয়াছিল তাহাতে হোমিওপ্যাথিক হাঁসপাতালের কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই। ডাক্তার ম্যাক্‌লিন্টন হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক উভয় হাঁসপাতালেরই পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে "যদিও আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই অ্যালোপ্যাথিক মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠা দ্বারা আক্রান্ত হই, তাহা হইলে আমার চিকিৎসার ভার অ্যালোপ্যাথের হাতে না দিয়া হোমিওপ্যাথের হাতে দিব।" একজন বিপক্ষের মুখে হোমিওপ্যাথির অনুকূলে এরূপ উক্তির মূল্য কম নয়!

১৮৬৬ কৃষ্টাব্দে পৃথিবীর নানা স্থানের মৃত্যুসংখ্যার তালিকায় দেখা যায় যে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের হাতে প্রায় শতকরা ৫০।৬০ জন ওলাউঠা-রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের হাতে ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জনের অধিক হয় নাই। আমাদের কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ১৮৯৫ হইতে ১৯০৫ কৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬০ ছিল। ১৯০৬ কৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যাপক মেজর লিওনার্ড রোজার্স, হিপনটিক্‌ স্যালাইন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা করাতে মৃত্যুসংখ্যা নাকি ৫২ হয়। ১৯০৭ কৃষ্টাব্দে পুনরায় পূর্ব্বপ্রণালীতে চিকিৎসা করান হয়, তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা ফের ৬০ দাঁড়ায়। ১৯০৮-৯ কৃষ্টাব্দে পুনরায় হিপনটিক্‌ স্যালাইন চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করাতে, মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৩২ হইয়াছিল। এখন আবার হিপনটিক্‌ স্যালাইনের সঙ্গে পার্‌ম্যাঙ্গেনেট্‌

banglabooks.in

শোণিত-রোগ।

প্লেগ্ (মহামারী)।

মিশর দেশ এই মহামারীর সূতিকা-গৃহ; অন্যূন ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত দেশে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার পরাক্রম প্রকাশ পায়। ১৮১৫ কৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইহার প্রথম আগমনের কথা শুনা যায়; বর্ত্তমান মহামারী ১৮৯৬ কৃষ্টাব্দে হংকং হইতে নীত। শিশু ও যুবকগণের মধ্যেই এই রোগ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়; এই পীড়া একবার হইয়া গেলে আর

রোগীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া চিকিৎসা করান হইতেছে। ইহাতে মৃত্যুসংখ্যা নাকি শতকরা ২৩ দাঁড়াইয়াছে। কলেরায় রোগীদেহের জল ও লবণ ভাগ কমিয়া আসে ও উহা পূরণ করা বিধেয়, একথা আমরা "প্রতিক্রিয়াবস্থার চিকিৎসা" অণুচ্ছেদে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি; অ্যালোপ্যাথ মহাশয়দের পূর্ব্বোক্ত স্যালাইন ইঞ্জেকসনের (অর্থাৎ লবণাক্ত জল শরীরে প্রবেশ করানর) উদ্দেশ্যও তাহাই—অর্থাৎ শরীর হইতে যে জল ও লবণাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, উহা পূরণ করিয়া রক্তের গাঢ়ত্ব তরল করা বা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা করা। স্থল বিশেষে (অর্থাৎ যেখানে রোগী সবল ও সতেজ থাকেন সেখানে), এই স্যালাইন ইঞ্জেকসনে উপকার হইতে পারে বটে; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে অধিকাংশ শিশুর বা বৃদ্ধের অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল লোকের দেহে ইঞ্জেকসন করিবার কিছুক্ষণ পরই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়াছে (মৃত্যুর পূর্ব্বে কখনও কখনও প্রলাপাদি মস্তিষ্কের বিকার দৃষ্ট হয়)। এখন, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে:—(ক) ১৯১০-১১ কৃষ্টাব্দে হাঁসপাতালে যে সকল রোগীর চিকিৎসা হয় সে সকল রোগীর ওলাউঠা কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভীষণ আকারে দেখা গিয়াছিল, না চিকিৎসিত রোগীদিগের ওলাউঠা সামান্য প্রকারের? (খ) আর্কিং, ক্লোরোডাইন, ক্যাম্ফার, ডিয়েট্রাম্, আর্সেনিক, ক্যাষ্টার-অয়েল্ (রিসিনাস্), কপারসল্ফস্ প্রভৃতি উঁহারা যেরূপ এককালে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং পরে পরিহার করেন, স্যালাইন্ ও পার্মাঙ্গেনেটসের দশাও যে শীঘ্রই সেইরূপ ঘটিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ডাক্তার ম্যাক্লাউড্, সার টমাস্ ওয়াট্সন্, লেবার্ট, ডাক্তার অ্যাল্ক্রেড্ টাইল্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ওলাউঠা-চিকিৎসা বিষয়ে ঘোর মত-

banglabooks.in

হইবার প্রায়ই আশঙ্কা থাকে না। এই ব্যাধি স্পর্শাক্রমক। এক প্রকার বিষ [কাহারও মতে জীবাণু (bacillus pestes) বা উদ্ভিজ্জাণু, কাহারও মতে ভূদ্‌গত বাষ্প বিশেষ (effluvium)] স্পর্শ দ্বারা বা নিশ্বাস সহ শরীরস্থ হইলে, এই রোগ জন্মে; মূষিক মক্ষিকাদি অনেক সময়ে এই পীড়া বহুদূর পর্য্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যায়*; বস্তুতঃ মক্ষিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাঙ্গুলিতে অসংখ্য জীবাণু জড়িত থাকে ["পরিশিষ্ট (গ)", (৪) অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। রোগের অঙ্কুরাবস্থায় (অর্থাৎ শরীরে বিষ-প্রবেশের মুহূর্ত্ত হইতে জ্বর আরম্ভ-কাল পর্য্যন্ত) শরীরের দুর্ব্বলতা ও মনের অবসন্নতা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না ; এই অবস্থা পাঁচ সাত ঘণ্টা হইতে পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত থাকিবার পর সহসা সন্নিপাত-জ্বরের লক্ষণ (যথা, দারুণ শীত, কম্প, শরীরে তাপ ১০৭ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন, প্রলাপ বা চৈতন্যলোপ, বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, শারীরিক কোন যন্ত্র হইতে রক্ত ক্ষরণ, নিতান্ত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ) প্রকাশ পায়; এবং ২।৪ দিন

ভেদ দৃষ্ট হয়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষধ ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তথাপি তাঁহারা মৃত্যুসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের কম করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু হানেমানের সময় হইতে সমসূত্র অনুসারে আজ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধ চলিয়া আসিতেছে, তাহার একটিও হোমিওপ্যাথ্‌গণ দ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই ; এবং আজকাল তাঁহাদের হস্তে ওলাউঠা রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জনের অধিক নহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকেরাও নানাদেশে অনেক রোগীর প্রাণরক্ষা করিয়া ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন (Vide also *The Hom. World*, Feb. 1912.)।

* সম্প্রতি ১৯১১ কৃষ্টাব্দে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মূষিকদেহচারী এক প্রকার মক্ষিকা প্লেগ-উদ্ভিজ্জাণুর বাহক। প্লেগ-বীজাণুবাহী এই মূষ-মক্ষিকা মনুষ্যের বস্ত্র শয্যা খাদ্যদ্রব্যাদিতে আশ্রয় লইয়া এই রোগ এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যায়—প্লেগের বীজ নরদেহে বপন করে। এই মক্ষিকাকুল ধ্বংস করিতে পারিলে, প্লেগ নির্ম্মূল হইতে পারে। বহুবিধ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, প্রত্যহ প্রখর রৌদ্রে বস্ত্রাদি বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে, উক্ত মক্ষিকাচয় ও প্লেগ-বীজাণু সমূলে বিনষ্ট হয়; এবং এই উপায়ে প্লেগ-বিভীষা নিবারিত হইয়া ক্রমে ভারত প্লেগ-শূন্য হইতে পারে

banglabooks.in

মধ্যে কুঁচ্‌কি, বগল, গ্রীবাদি স্থানে স্ফোট * (bubo) হয়। কখন কখন রোগীর জ্বর আরম্ভ হইবার চারি পাঁচ ঘণ্টা মধ্যেই (অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণচয় প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই) রক্ত বমন করিতে করিতে রোগীর মৃত্যু ঘটে। স্ফোট উদ্গম হইবার চারি পাঁচ দিন মধ্যে পাকিয়া উঠিয়া জ্বরত্যাগ হওয়া সুলক্ষণ। কালশিরা পড়া, উদরাময়, রক্তস্রাব, স্ফোটের পচন প্রভৃতি উপসর্গ কুলক্ষণ।

ডাইসন্ ও ক্যালভার্ট নামক চিকিৎসকদ্বয় চিকিৎসার সুবিধার জন্য চারি প্রকার প্লেগের উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। সেপ্টিসিমিক্ (Septicæmic) প্লেগ্; ইহাতে দেহের তাবৎ যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়।

২। বিউবনিক্ (Bubonic) প্লেগ্; ইহাতে লসিকা-গ্রন্থিগুলি (Lymphatic Glands) বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ কুঁচ্‌কি, বগল গ্রীবাদিতে স্ফোট দৃষ্ট হয়।

৩। নিউমোনিক্ (Pneumonic) প্লেগ্; ইহাতে ফুস্‌ফুস্ বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ শুষ্ক কাসি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। ইণ্টেষ্টাইন্যাল্ (Intestinal) প্লেগ্; ইহাতে অন্ত্রচয় বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়—অর্থাৎ পিঠে, তলপেটে, ও কোমরে বেদনা; পেটফাঁপা, ভেদ, বমন প্রভৃতি লক্ষণের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতিষেধক।—(১) একটী ইগ্নেষিয়া-বীন্ (Ignatia-Bean) মধ্যভাগ ছিদ্র করতঃ তাহাতে সূতা পরাইয়া দক্ষিণ বা বাম বাহুতে অথবা কটিদেশে ধারণ; (২) প্রত্যহ উত্তমরূপে সর্ষপ-তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করা; (৩) নেবুর রস বা টক্ জিনিষ খাওয়া; (৪) গৃহমধ্যে মূষিকাদি স্থান না পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা।

চিকিৎসা :—

(১) অঙ্কুরাবস্থা—ইগ্নেষিয়া ৩।

---

* লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ড সমূহের বিবৃদ্ধি মাত্র।

banglabooks.in

(২) **জ্বরাবস্থা**—

(ক) প্রারম্ভে (প্রলাপ থাকিলে)—বেলেডোনা ৬।

(খ) পূর্ণবিকারে, যখন রক্ত দূষিত হইয়া শরীরের সমুদয় যন্ত্র আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ সেপ্টিসেমিক্ প্লেগে)—**ল্যাক্সা ৩ বা ৬**।

(৩) **স্ফোট উদ্গমে** (অর্থাৎ বিউবনিক্ প্লেগে)—ব্যাডিয়্যাগা ১x সেবন, এবং ব্যাডিয়্যাগা ১x স্ফোটের উপর বাহ্য প্রয়োগ। এই ঔষধে অনেক সময়ে স্ফোট বসিয়া যায় ও পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

(৪) **ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত** হইলে (অর্থাৎ নিউমোনিক্ প্লেগে)—ফস্‌ফোরাস্ ৬, ৩০ ["ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য]।

(৫) **অন্ত্র আক্রান্ত** হইলে (অর্থাৎ ইণ্টেষ্টাইন্যাল্ প্লেগে)—আর্সেনিক ৬, ৩০ ["অন্ত্র-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য]।

(৬) **হিমাঙ্গ** (collapse) হইলে—হাইড্রোসিয়্যানিক্-অ্যাসিড্ ৬। [৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠার ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য]।

প্রকৃত প্লেগ নির্ণীত হইবামাত্রই পেষ্টিনাম্ বা প্লেগিনাম্ (Plaguinum) ৩০—২০০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন; এবং মধ্যে মধ্যে লক্ষণানুসারে তৎসহ অন্য ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যথা—পীড়ার প্রারম্ভে—আর্সেনিক ৩x—৩০, (ডাঃ মিল্‌স্ বলেন যে সাধারণতঃ প্লেগে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ); শোথে—এপিস ৩—৩০; অত্যন্ত প্রলাপ বা স্ফোটে বেদনাধিক্যে—বেলেডোনা ৩x—৬; অবসন্নতা ও শীতাদ (Purpura) হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬—৩০; রক্তস্রাবে—ক্রোটেলাস্ ৩—৬; বিষম অবসন্নতা, অস্থিরতা, ক্ষত, রোগী আপনাকে আহত বোধ করেন, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ল্যাক্সা ৩—৬।

কোব্রা বা ল্যাক্সা ৩ (বিচূর্ণ) এই রোগের একটি **মহৌষধ**। নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী :—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট, অবসন্নতা (নেশাখোরের ভাব), সংজ্ঞাশূন্যতা, জীবনীশক্তির হ্রাস, রক্ত নিঃসরণ, নাড়ীলোপ, সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হওয়া।

banglabooks.in

গিলিবার শক্তি না থাকিলে এই ঔষধটি হাইপোডার্মিক পিচকারী দ্বারা রোগীর গাত্র-ত্বক্-নীচে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। *

পাইরোজিনিয়াম ৩০—২০০।—জ্বরের তাপ খুব বেশী হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলে ইহা ব্যবহারে জ্বরের তাপ (সুতরাং রোগের তীব্রতা) কমিয়া আসে।

ক্যালি-মিউরি ১২x চূর্ণ—২০০।—তন্ত্র-জায়ু বা বায়-কেমিক নিদান মতে ইহা প্লেগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সদৃশ-বিধানের লক্ষণানুসারে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিম্নলিখিত ঔষধগুলি অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন:—ইগ্নেষিয়া, অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, কোব্রা, ক্রোটেলাস, ল্যাকেসিস, ঈল্যাপ্স, ফস্‌ফোরাস্, আর্সেনিক, মার্কিউরিয়াস-কর, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড্, আন্টিমোনিয়াম-টার্ট, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, কার্ব্বো-ভেজ, পাই-রোজেন, অ্যাষ্ট্রাসিনাম, ক্যালি-ফস্, লয়মিন, রাস-টক্স, র‍্যাইল্যান্থাস, মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড্, ফাইটোলাক্কা, অ্যাপিয়াম্-ভিরাস্, ওপিয়াম, হায়োসায়োমাস, ষ্ট্রামোনিয়াম, ইপিকাক্, অ্যান্টিম-ক্রুড, হিপার- সাল্ফ, সিলিকা ও ব্যাডিয়্যাগা (*Vide* The Calcutta Journal of Medicine for Nov. 1897, and Dr. Sircar's *Plague 4th Edition.*)। এই কঠিন পীড়ার ভার, সুচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করা উচিত।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বাতাস খেলে এমন ঘরে যেন রোগীকে রাখা হয়। দুধ, সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, কমলালেবু সহ

* আমরা এস্থলে কোবরা সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ না করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। মেজর (এখন কার্ণেল) ডীনের (Dean's) হাতে যখন বম্বের হাঁসপাতালের চিকিৎসার ভার ছিল-তখন তিনি স্যাঙ্গা বা কোবরা [কোবরা ১ ভাগ + গ্লিসারিন্ ১০০০ ভাগ = ৩x ক্রম] ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি বিষ সেবন করাইয়া শত শত প্লেগ্ রোগীর প্রাণরক্ষা করতঃ গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণের নিকট বহুল সুখ্যাতি লাভ করেন। সৌভাগ্য বশতঃ এখন তিনি গভর্ণমেণ্ট পেন্সনভোগী এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ইংলণ্ডে কায়োমনবাক্যে হোমিওপ্যাথির উন্নতি-কল্পে ক্ষেপণ করিতেছেন।

banglabooks.in

লবণ, মাংস বা মসুর ডালের যুষ, রোগের সময় (আবশ্যক হইলে পিচ্‌কারী দ্বারা) খাওয়াইতে হইবে। স্ফোট পাকিলে উহার উপর পুল্‌টিস দেওয়া; এবং ফাটিয়া গেলে (বা অস্ত্র করা হইলে), ক্যালেণ্ডুলা-তৈল ক্ষতের উপর প্রয়োগ করা বিধেয়। ঘুঁটে গন্ধক ও নিমপাতা একত্রে বাটীতে পোড়াইলে, বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

জ্বর।

শরীরের তাপবৃদ্ধিকে লোকে সচরাচর "জ্বর" বলে। শরীরের কোন অংশের (বা যন্ত্রের) প্রদাহ, অথবা কোনরূপ বিষ রক্তস্থ হইলে, জ্বরোৎপত্তি হয়। জ্বর অনেক প্রকার; তন্মধ্যে সামান্য জ্বর, সর্দ্দি-জ্বর, একজ্বর, সবিরাম-জ্বর, এবং সান্নিপাতিক-বিকারজ্বর আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট হয়।

সামান্য জ্বর (Simple Fever)।

হিম লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে বেড়ান, অপরিমিত পান ভোজন বা পরিশ্রম, প্রভৃতি কারণে এই জ্বর হয়।

চিকিৎসা।—শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু জ্বরে; ভয় পাইয়া জ্বর হইলে; প্রবল তৃষ্ণা ও অস্থিরতা সহ জ্বরে; অস্ত্র-চিকিৎসার পর জ্বরে; শীতকালে হিমলাগা হেতু জ্বর হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক ফোঁটা। শিরঃপীড়া, চক্ষু রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ কোমরে) বেদনা থাকিলে; বর্ষাকালে আর্দ্রবায়ু লাগান হেতু জ্বর হইলে, রাস-টক্স ৬। বর্ষাকালের জলে ভিজিয়া জ্বর হইলে, ডালকেমারা ৬। বমন বা বমনেচ্ছা প্রবল থাকিলে, ইপিকাক ৬। অপরিমিত পান ভোজন ও স্নানাদির পর জ্বর হইলে বা যে জ্বরে তৃষ্ণা মোটেই থাকে না, গ্লালসেটিলা ৬। অন্যান্য "জ্বরের" ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

সর্দ্দি-জ্বর (Catarrhal Fever)।

নাক চোখ দিয়া জলবৎ সর্দ্দি পড়া, গা কামড়ান ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথা টন্‌টন্ করা, চোখ ছল ছল করা, হাঁচি, মাথা-ভার, বমন বা বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, হাইউঠা, চোখ মুখ ভার হওয়া, চক্ষু লাল হওয়া, গলা ভাঙ্গা, কাসি, বুকে ব্যথা প্রভৃতি সর্দ্দি-জ্বরের লক্ষণ। ঠাণ্ডা বা হিম লাগান, বৃষ্টিতে ভেজা, পেট গরম হওয়া, হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডায় আসা, ঘাম হঠাৎ বন্ধ করা, দধি অম্ল প্রভৃতি শ্লেষ্মাকর দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা :—

সর্দ্দির প্রথম অবস্থায় গা শীত শীত করিলে ও নাক চোখ দিয়া জল পড়িলে দুই এক ফোঁটা মাত্র ক্যাম্ফার্ কিংবা পানের সহিত অল্প পরিমাণে কর্পূর খাইলেও চলে। হাঁচি, শরীরের তাপবৃদ্ধি, নাক চোখ দিয়া জল পড়া, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অ্যাকোনাইট ৩x—৬। কোষ্ঠবদ্ধতা, নাক বুজিয়া যাইলে (বিশেষতঃ রাত্রিকালে), নাক্স ৬—৩০। বমন বা বমনেচ্ছায় ইপিকাক ৩x, জলবৎ জ্বালাকর সর্দ্দি ঝরিলে, আর্সেনিক ৬। চক্ষু রক্তবর্ণ, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬। বুকে ব্যথা ও সর্দ্দি জমিলে, মাথাভার, হাত পা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে, ব্রায়োনিয়া ৬।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :— ঠাণ্ডা না লাগান, সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখা, নাক আট্‌কাইলে নাকের উপর এবং বুকে সরিষার তৈল মালিস করা, খই, সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু দ্রব্য আহার। অন্যান্য "জ্বরের" ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

একজ্বর (Continuod Fever)।

প্রথমে অল্প শীত, পরে কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। একবার শীত আবার একবার উত্তাপ. গাত্রদাহ, চর্ম্ম শুষ্ক ও খসখসে, অস্থিরতা,

banglabooks.in

পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও শাদা, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, মূত্র পরিমাণে অল্প ও লালবর্ণ, কোমরে ও মেরুদণ্ডে বেদনা, কখন কোষ্ঠকাঠিন্য কখন বা উদরাময়, শিরঃপীড়া, অরুচি প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

কারণ।—ঋতু পরিবর্ত্তন; অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগা, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান, সহসা ঘর্ম্ম বন্ধ করা, অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অপরিমিত পানভোজন, শরীরস্থ ক্লেদ বহির্গত না হওয়া, আঘাত লাগা, কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া, রাত্রি জাগরণাদি হেতু এক-জ্বর হয়।

চিকিৎসা। অ্যাকোনাইট ৩x।—নাড়ীসূক্ষ্ম, দ্রুত, কঠিন ও লম্ফনশীল; গাত্রত্বক উষ্ণ ও শুষ্ক, একবার শীত একবার উত্তাপ অনুভব, বারম্বার হাঁচি ও অস্থিরতা; অত্যন্ত শিরোবেদনা, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি ও সামান্য প্রলাপ, গলদেশের ধমনী-স্পন্দন; অস্থিরতা ও পিপাসাসহ প্রবল জ্বর; রোগী মনে করেন যে নিশ্চয়ই তাঁহার এই পীড়ায় মৃত্যু হইবে, প্রভৃতি লক্ষণে। ঘর্ম্ম হইলেই, অ্যাকোনাইট বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

বেলেডোনা ৩, ৩০।—মস্তিষ্ক ও গলনালীর প্রদাহ; অল্প শীত, অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্মের অভাব বা বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত স্থানে অল্প ঘর্ম্ম মাত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, অনিদ্রা, পিপাসা, মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, অত্যন্ত গাত্রদাহ, প্রলাপ ও শিরোবেদনা, গোঙানি। শিশু, রক্তপ্রধান ও সবলকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে বেলেডোনা বিশেষরূপে উপযোগী।

ব্রায়োনিয়া-অ্যালবা ৩, ৬, ৩০।—মাথাধরা, গলার শিরা, মস্তক, ঘাড়, হাত, পা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা; নড়িলে চড়িলে, বেদনার বৃদ্ধি; শ্বাসকষ্ট ও শুষ্ক কাসি; পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা; হরিদ্রা বর্ণের জিহ্বা; ভুক্তদ্রব্য বমন, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন; মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ; কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রবল তৃষ্ণা; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। গাত্রের তাপ কখনও কম কখনও বেশী, নাড়ী দ্রুত, অরুচি, উদ্গার উঠিলে তিক্তস্বাদ, মুখ আঠা আঠা।

সাইনা ৩x, ২০০—[illegible]।

banglabooks.in

জেলসিমিয়াম ১x।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (তজ্জন্য হস্ত পদ জিহ্বাদির কম্পন, বাক্যের জড়তা, চক্ষু বুজিয়া আসা, মাথা তুলিতে না পারা, তন্দ্রাভাব), ঝাপসা দেখা, নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদু, সামান্য তৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব, (বিশেষতঃ শিশুদিগের একজ্বরে)।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, মধ্যভাগ লাল রেখা বিশিষ্ট; অত্যন্ত কম্পন; মাথাঘোরা, মাথা ব্যথা (বিশেষতঃ মস্তকের সম্মুখভাগে তীব্র বেদনা); বমনেচ্ছা; শারীরিক দুর্ব্বলতা লক্ষণে।

ইউপেটোরিয়াম-পার্ফো ৩।—শিরোবেদনা, বমনেচ্ছা বা পিত্ত বমন, জলপানের পরই বমন; কম্প কম পড়িবার সময়ে পিত্ত-বমন; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা (বিশেষতঃ অস্থিমধ্যে)।

ফেরাম-ফস্ ৩x, ৬x, ১২x চূর্ণ।—অ্যাকোনাইট-জ্বরের ন্যায় জ্বর প্রবল নহে, বা জেলসিমিয়াম-নাড়ীর ন্যায় নাড়ী ততটা মৃদু নহে; একজ্বর সহ কাসি।

ইপিকাক্ ৩x, নাক্স-ভমিকা ৩, পাল্‌সেটিলা ৩, রাস্-টক্স্ ৬, ফস্ফোরাস ৬, সালফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধ এবং অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলিও লক্ষণানুসারে এই জ্বরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্য।—জ্বর এককালীন ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, ঠাণ্ডা জল; জ্বরত্যাগের ৪।৫ দিন পরে, অন্ন।

ম্যালেরিয়া-জনিত সবিরাম জ্বর।

(Intermittent Fever).

জ্বর ছাড়িয়া গিয়া পুনরায় জ্বর আসিলেই, তাহাকে সবিরাম জ্বর বলে। এই জ্বরই বঙ্গদেশে প্রবল; এই জ্বর হইতে ক্রমে প্লীহা যকৃতাদির বৃদ্ধি, পালাজ্বর, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, বিষম-জ্বরকালীন জ্বর, শোথ, উদরী প্রভৃতি বহুবিধ

banglabooks.in

উৎকট রোগ জন্মিতে পারে; তাই, উল্লিখিত যাবতীয় জ্বরের চিকিৎসা এক সঙ্গেই লেখা হইতেছে।

প্রতিদিন (অর্থাৎ, ২৪ ঘণ্টা মধ্যে) একবারমাত্র জ্বর আসিয়া ছাড়িয়া গেলে, তাহাকে **ঐকাহিক** বা **দৈনন্দিক** (quotidian) জ্বর বলে।

পালাজ্বর—একদিন অন্তর জ্বর হইলে, "ব্যাহিক" বা "তৃতীয়ক" (tertian) জ্বর; দুই দিন অন্তর হইলে "ত্র্যাহিক" বা "চতুর্থক" (quartan) জ্বর বলে। দিবারাত্রি মধ্যে দুইবার জ্বর হইলে, তাহাকে "দ্বৈকালীন-জ্বর" বলে; এই দ্বৈকালীন-জ্বর অতি কঠিন; বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। পিত্তজনিত জ্বর একদিন বেশী, একদিন কম হয়। কোন কোন জ্বর প্রত্যহ একই সময়ে আরম্ভ হয়; আবার কোন কোন জ্বর ঠিক কোন্ সময়ে আসিবে, তাহার স্থিরতা নাই। কোন কোন জ্বর আজ এক সময় আসিল, পরদিন তাহার দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিল—এই প্রকার জ্বর কতকটা ভয়ের কারণ; (পক্ষান্তরে), জ্বর দুই এক ঘণ্টা পিছাইয়া আসা, শুভ লক্ষণ। প্রাতঃকালে জ্বর বৃদ্ধি, অশুভ লক্ষণ।

প্রধানতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারে প্লীহা ও যকৃৎ বাড়ে, এবং শোথ ও উদরী হইয়া থাকে।

কারণ।—ওলাউঠা, প্লেগ্, বসন্ত প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ যেমন তত্তৎ পীড়ার জীবাণু-বীজ (Bacillus), ম্যালেরিয়া রোগেরও তেমনি এক প্রকার জীবাণু-বীজ আছে ["পরিশিষ্ট (গ), (৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। এই ম্যালেরিয়া-কীটাণু অতি সূক্ষ্ম; প্রখর অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্য বিনা দৃষ্ট হয় না। কেবল অ্যানোফেলিস্ (anopheles) নামক এক প্রকার মশক ও নরদেহ ব্যতীত এই আণুবীক্ষণিক জীবগুলিকে আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; মশক বা মানব-শরীরে এই সূক্ষ্ম-দেহী কীটচয় প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ মধ্যেই নিজ বংশ বৃদ্ধি পূর্ব্বক অচিরাৎ উহার তাবৎ রক্তটুকু দূষিত করিয়া ফেলে, তখন আমরা উহাকে "ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে" বলি।

banglabooks.in

মূষিক যেমন প্লেগ্ বহন করিয়া আনে, এই মশকও তেমনি ম্যালেরিয়া বহন করিয়া আনে—অর্থাৎ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মূষিককে "গণেশের বাহন" না বলিয়া "প্লেগের বাহন", ও মশককে "ম্যালেরিয়ার বাহন" বলাই সঙ্গত। অণ্ড ও শিশু অবস্থায় এই মশাগুলি ঝাঁক বাঁধিয়া ম্যালেরিয়া পূর্ণ স্থানের নর্দ্দামা ডোবা প্রভৃতির জলে থাকে; শৈশবে ইহারা জলচর কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল পোকা, দেখিতে বড় বড় পিনের মত, পরে বড় হইলে তথা হইতে বাহির হয়। ম্যালিরিয়া-কীটাণু-পূর্ণ এই মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়াইলে উহার মুখ দিয়া "ম্যালেরিয়া-জীবাণু" সেই ব্যক্তির রক্তের লোহিত-কণার মধ্যে প্রবেশ করে ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সমস্ত রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে, এবং দশ পনর দিন মধ্যে তাঁহার ম্যালেরিয়া * জ্বর

---

* "ম্যালেরিয়া" শব্দটি ইটালিক, অর্থ "দূষিত বায়ু"। ইতঃপূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে ম্যালেরিয়াক্রান্ত জল বায়ুই ম্যালেরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ, কিন্তু ঐ বিশ্বাস নাকি ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতেরা ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানের জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি নানাবিধ পরীক্ষার পর অবধারণ করিয়াছেন যে, অ্যানোফেলিস্-মশা ও মনুষ্যের শরীর ব্যতীত আর কোথাও ম্যালেরিয়া-জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং এই মশকজাতিকে ধ্বংস করিতে পারিলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়ান যাইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা যাহা বলেন তাহার সারোদ্ধার করিয়া আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম —

(১) বাসস্থানের সন্নিকট যে সমস্ত পুকুর খানা ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ের (এমন কি বাটীর গামলার বা ফুলগাছের টবের) জল জমিয়া গিয়া মশককুলের আবাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সমস্ত ড্রেণ প্রভৃতি জলাশয়ের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে, বা মাটি দিয়া উহা বুজাইয়া দিতে হইবে, অথবা সেই জমাট জলের উপর খানিকটা কেরোসিন্ তৈল ঢালিয়া দিতে হইবে—যেন উক্ত জলের উপরিভাগে রীতিমত এমন একটা তৈলের "সর" পড়ে যাহাতে মশক-কুল নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মারা যায়; পরে ঐ তৈলে আগুন লাগাইয়া দিলে, তথাকার মশকবংশ নিঃশেষ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-ম্যালেরিয়া-কমিটির অধিবেশনে জনৈক সভ্য (বাঙ্গালার সুসন্তান স্বাস্থ্য-বিদ্যাবিশারদ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার Sir শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র বসু, C.I.E. মহোদয়) বলিয়াছেন যে ঐরূপ ডোবা প্রভৃতি জলাশয়ে বাসক গাছের পাতা নিক্ষেপ করিলে মশকের অণ্ড সহজে নষ্ট হইয়া যায়, অথচ জল বিষাক্ত হয় না। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

banglabooks.in

প্রকাশ পায়। এইরূপে ম্যালেরিয়া-বিষ, মশক দ্বারা এক মানব-দেহ হইতে অপর মনুষ্য-শরীরে নীত হইয়া থাকে।

অবস্থাত্রয়।—এই জ্বরের তরুণাক্রমণ সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—**শীতাবস্থা, উষ্ণাবস্থা,** ও **ঘর্ম্মাবস্থা।** **শীতাবস্থায়** প্রথমে শীত, পরে কম্প (সময়ে সময়ে একেবারেই এত কম্প দিয়া জ্বর আইসে যে ৩।৪ খানা লেপ চাপা দিলেও শীত থামে না); শরীরে বেদনা, মাথা দপ্ দপ্ করা, পিপাসা, কখন কখন খুসখুসে কাসি। **উষ্ণাবস্থায়** প্রায়ই শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, গাত্রত্বক্-শুষ্ক, পিপাসা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট থাকে; গাত্র তাপ ১০১ হইতে ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হয়; গাত্রদাহ উপস্থিত হইলেই প্রায় শীত কমিয়া আসে। কয়েক ঘণ্টা পরে **ঘর্ম্মাবস্থা** উপস্থিত হয় ও জ্বর ছাড়িয়া যায়।

---

(২) হংস ও তেচোখো মৎস্যাদি প্রাণী মশক-অণ্ড খাইয়া ফেলে। সেই জন্য ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থলের লোকে হংসাদি পালন করিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন (The *Lancet* 1914 দ্রষ্টব্য)।

(৩) রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার করিতে হইবে, যেন মশক কোনরূপে দংশন করিতে না পারে।

(৪) পূর্ব্বোক্ত উপায়ত্রয় অবলম্বন সত্ত্বেও যদি ম্যালেরিয়া ঘটে, তাহা হইলে জীবাণু-তত্ত্বজ্ঞ বুধমণ্ডলী কুইনাইন্ সেবন করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহারা বলেন যে, কুইনাইন্ মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিলে, ম্যালেরিয়া-কীটাণু তথায় বংশবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না ও অবিলম্বে সবংশে নিহত হইয়া থাকে।

(৫) মুক্তিসেনার (Salvation Army) কমিসনার শ্রীযুক্ত বুথ-টাকার সাহেব সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের বায়ু ম্যালেরিয়া নাশ করে। তিনি সেই জন্য পরামর্শ দেন যে, ভারতের ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থান সমূহে এই বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে যেন রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ভারত ম্যালেরিয়া মুক্ত হইবে এবং ইহার তৈল বিক্রয় করিলেও প্রচুর অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা। রোগীকে ইউক্যালিপটাস তৈলের ঘ্রাণ লইতে আমরাও সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়া থাকি।

banglabooks.in

যৌকালীন-জ্বর, প্রাতঃকালীন জ্বর, অগ্রসর জ্বর (অর্থাৎ যে জ্বর প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা আগিয়া আসে), কিম্বা সবিরাম জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে, রোগ কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে (কারণ, উল্লিখিত সকল রকম জ্বরের চিকিৎসাই একত্রে লিখিত হইল)। **জ্বরের বিরাম-অবস্থায় ঔষধ সেবন করা বিধি।**

কিনিনাম-সাল্‌ফ্‌, ১গ্রে—৩গ্রে চূর্ণ।—যদি তরুণ সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বরে কম্প তাপ ও ঘর্ম্ম এই অবস্থাত্রয় যথাক্রমে রোগীর শরীরে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় [অর্থাৎ শীত তাপ বা ঘাম ইহাদের কোন অবস্থারই ব্যতিক্রম বা অভাব না ঘটে], তাহা হইলে এই ঔষধ বিজ্বর অবস্থায় তিন ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

কিন্তু ইহা সেবন করিয়াও যদি রোগ কিছুমাত্র প্রশমিত না হইয়া উক্ত অবস্থাত্রয় পূর্ণমাত্রায় বিকসিত হইতে থাকে (ও বিশেষতঃ তৎসহ যদি কোষ্ঠকাঠিন্য বর্ত্তমান থাকে), তাহা হইলে প্রতি মাত্রায়

সাল্‌ফেট্ অভ্ কুইনাইন	... ...	দুই গ্রেণ
ডাইলিউট্ নাইট্রো-মিউরিয়াটিক্ অ্যাসিড্	...	চারি ফোঁটা
পরিষ্কার জল বা distilled water	...	আধ আউন্স

উত্তমরূপে মিশাইয়া বিজ্বর অবস্থায় চারি ঘণ্টা অন্তর তিন চারিবার সেবন করান বিধি।

আর, যদি কম্পাবস্থার আধিক্য হয় এবং যদি রোগী মস্তকের যন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর (এমন কি অচেতন পর্য্যন্ত) হইয়া পড়েন, * তাহা হইলে প্রতি মাত্রায়

---

* বঙ্গদেশের অনেক পল্লীগ্রামে ও পঙ্কাবের স্থানে স্থানে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত ম্যালেরিয়া-জ্বর (বিশেষতঃ ভাদ্র মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত) হইতে দেখা যায়

banglabooks.in

হাইড্রোব্রোমেট্ অভ্ কুইনাইন্	...	দুই গ্রেণ
অ্যাল্‌কোহল্	...	চারি ফোঁটা
পরিষ্কার জল বা distilled water	...	অর্দ্ধ আউন্স

বিজয় অবস্থায় (বা জ্বর ৯৯° পর্য্যন্ত নামিলেও) প্রতি দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্ততঃ পাঁচবার সেবন করাইলে, উপকার হইয়া থাকে।

খুব ভরাপেটে যেন কুইনাইন * না পড়ে। পাঠক হয়ত মনে করিবেন যে ব্যবস্থাটা আমরা অ্যালোপ্যাথিক মতে করিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুস্থদেহে কুইনাইন পরীক্ষা (proving) হইতেই হোমিওপ্যাথির আরম্ভ (পৃষ্ঠা ৪—৫ দ্রষ্টব্য); যাঁহারা ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের মাত্রা প্রসঙ্গ (dosage) ধীরভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াসী তাঁহারা ডাক্তার হিউজ (*Practice*, pp. 253—256), কিপ্যাক্স্ (*Lectures on Fevers* p. 59), স্যাণ্ডস্-মিল্‌স্ (*Practice*, p. 117), কাউপারথোয়েট (*Practice*, pp. 637—640), গ্যাচেল্ (*Pocket-Book*, pp. 75—77), মহেন্দ্রলাল সরকার (The Monthly Homœopathic Review, XVII, 522 ; Hom. Congress Report 1874), ভিনসেণ্ট (The United States Medical Investigator, Vol. II.), ক্লোকে (Journal of the British Hom. Society, V. 290), ব্রি-এম্ (Journal of the British Hom. Society, VI, 104), হেল্, হল্‌কোম, এলিস্, ডাগ্লাস্, মার্সি, পুল্‌টে, হেম্পেল, বেয়ার, রথ্, বার্ট, কাফ্‌কা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতাপূর্ণ গ্রন্থ ও সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে পারেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এতৎ সম্বন্ধে যথাযথ বিস্তৃত সমালোচনা অসম্ভব।

ইন্জুপেটোরিয়াম-পার্ফো ও।—জ্বর আসিবার পূর্ব্ব হইতেই গা বমি বমি ও পৃষ্ঠে শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ হয়; শীত করিবার পূর্ব্ব হইতে উকাবস্থা পর্য্যন্ত পিপাসা, জলপানের পরই বমন, পিত্ত-বমন,

---

* কুইনাইন অপব্যবহার হেতু রোগ চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে, "জায়ুক-ব্যাধি"—পারা কুইনাইন প্রভৃতির অপব্যবহার অধিক পীড়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

উষ্ণাবস্থার পর সামান্য ঘর্ম্ম; হাড়ে হাড়ে, সন্ধিতে সন্ধিতে দারুণ বেদনা; বেদনায় রোগী ছট্‌ফট্ করেন, কিন্তু নড়া চড়ায় বেদনার উপশম হয় না; ডেঙ্গুজ্বর।

আর্সেনিক-অ্যাল্‌বাম্ ৩x, ৬, ৩০, ২০০।—পুরাতন বিষম-জ্বরে এবং সেই সঙ্গে প্লীহা যকৃতাদির বৃদ্ধি হইলে, আর্সেনিক উৎকৃষ্ট ঔষধ। (**বিষম-জ্বরে**) যখন শীত, বা উষ্ণাবস্থার সম্যক বিকাশ না হয়, অথবা কোন একটির প্রাবল্য বা অভাব হয়; ঘর্ম্ম একেবারেই হয় না; দাহ বা উষ্ণ অবস্থার অনেক পরে অধিকক্ষণ স্থায়ী প্রচুর ঘর্ম্ম; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি। জ্বর-কালে অস্থিরতা; বেদনা বোধ ও প্রলাপ—এবং বিরাম কালেও ঐ সমস্ত উপসর্গসহ দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা থাকিলে, ইহা ফলপ্রদ। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন **পালা-জ্বরে**; প্রতিদিন ২।৩ বার জ্বরে; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বিষম-জ্বরে; **ঘুসঘুসে-জ্বরে**; প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত **পুরাতন-জ্বরে শোথ হইলে**, ইহা উপকারী। হস্ত পদ শীতল হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়; কম্প হইবার পূর্ব্বেই গাত্রতাপ বৃদ্ধি ও জ্বালাকর দাহ; দুর্নিবার পিপাসা কিন্তু **অল্প জলপানেই পিপাসার উপশম**; শ্বাসকষ্ট; জল বা জলীয় পদার্থ পানেই বমনোদ্বেগ; জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা; প্রত্যেকবার জ্বরের পরে রোগীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ফলপ্রদ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, ৩০।—শীত, তাপ, ঘর্ম্ম কোন অবস্থাতেই তৃষ্ণা না থাকা প্রভৃতি লক্ষণে।

ক্যাম্পিকাম ৬।—শীতের পূর্ব্বে তৃষ্ণা (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে), জ্বরকালে পিত্তবমন, উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হইবার অনতিপরেই ঈষৎ ঘর্ম্ম; অস্থিতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

সাইমেক্স্ ৩০।—ওষ্ঠে দাগ, কম্পসহ বা কম্পের পূর্ব্বে তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, মাথাধরা; শীত আরম্ভকালে—হাত মুঠা করিয়া থাকা; শীত অবসানে—প্রবল তৃষ্ণা ও জল পানের পরই প্রস্রাব হওয়া।

banglabooks.in

আর্ণিকা-মণ্টেনা ৬।—[**প্রাতঃকালীন বিষম-জ্বরে**] শীতের পূর্ব্বে অত্যন্ত হাই উঠা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হাড়ের ভিতরে তীব্র বেদনা; নরম বিছানাও অত্যন্ত শক্ত বোধ হওয়া, এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তপ্ত (কিন্তু অন্য অঙ্গ শীতল); ঘর্ম্মের অভাব প্রভৃতি লক্ষণে। এবং (**সামান্য জ্বরে**) অন্তরে শীত বাহিরে তাপবোধ, জলপানে (বা বাহ্য উত্তাপে) শীতের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণেও, ইহা উপযোগী।

ইপিকাক ৩x, ৬, ৩০।—পাকস্থলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য বশতঃ জ্বর; বমনোদ্যম বা বমন; হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা; জ্বর আরম্ভের পূর্ব্বে হাইতোলা, গা ভাঙ্গা, বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; উষ্ণাবস্থায় অধিক পিপাসা, শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না; সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত উদরাময়; মুখে তিক্তাস্বাদ; ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন জ্বরে (বিশেষতঃ ত্র্যাহিক জ্বরে)। জ্বরের বিশেষ লক্ষণাদি প্রকটিত না হইলে ইপিকাক ৩০ দিতে হয়; পরে প্রধান লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইলে, লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সুবিখ্যাত ডাক্তার জার (Jahr) কম্পজ্বরের প্রারম্ভে কেবল ইপিকাক ৩০ একবার মাত্র প্রয়োগের পরামর্শ দেন। বহুস্থলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আমরাও আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছি।

ইগ্নেশিয়া ৬, ১২, ৩০।—[**বিষম-জ্বরে**] কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা; তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসার অভাব; বাহ্য উত্তাপে শীতের উপশম; বাহিরে শীত, অন্তরে তাপবোধ অথবা অন্তরে শীত, বাহিরে তাপবোধ; তাপাবস্থায় মাথাভার; মুখমণ্ডল শীর্ণ।

(**সবিরাম-জ্বরে**) সর্ব্বাঙ্গে চুলকনা; গায়ে আমবাতের ন্যায় ফুস্কুড়ি; মুখমণ্ডলের একভাগে জ্বালাকর দাহ; ঘর্ম্ম কম, অথবা কেবল মুখমণ্ডলেই ঘর্ম্ম; অপরাহ্ণে সর্ব্বাঙ্গে অধিক উত্তাপ, কিন্তু পিপাসা না থাকা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—(**বিষম-জ্বরে**) নাড়ীর বেগ নিয়মিত; অতিশয় শীত, এমন কি উষ্ণ গৃহেও শীতের উপশম হয় না;

banglabooks.in

পিপাসার অভাব ; রাত্রিকালে পায়ের পাতা ঠাণ্ডা, প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার সময় ঘর্ম্ম ; জিহ্বা শাদা, বা শ্বেত লেপাবৃত ; কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় (পর্য্যায়ক্রমে) টক জিনিস ছাড়া আর কিছুই খাইতে চাহেন না ; রোগী অনবরত ঘুমাইতে চাহেন (বৃদ্ধ ও স্থূলকায় যুবকগণের পীড়ায় এই ঔষধটি বিশেষরূপে উপযোগী)।

পডোফিল্লাম ৬।—প্রাতঃকালীন জ্বর ও তৎসহ উদরাময় (প্রত্যেকবারের ভেদ ভিন্ন বর্ণের) ; জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত ; ক্ষুধামান্দ্য, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, প্লীহা ও যকৃৎ দেশে বেদনা ; শীতাবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পৃষ্ঠদেশে দারুণ বেদনা ; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা।

সাইনা ২x—২০০।—শিশুদিগের কৃমি জনিত জ্বর, জ্বর প্রায় বিচ্ছেদ হয় না ; নাক চুলকায়, ক্ষুধা থাকে তৃষ্ণা থাকে না, কখন কখন জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। শিশু যদি **অনবরত নাক চুলকায়** বা উহার গণ্ডদ্বয় যদি লালবর্ণ থাকে (এ অবস্থায় কৃমি থাকুক বা না থাকুক), তাহা হইলে সাইনা প্রয়োগে জ্বর বিচ্ছেদ হয় (vide Hughes's *Pharmacodynamics*, p. 391 ও Nash's *Typhoid*, pp. 89—92) ; আমরাও বহুস্থলে ইহার উপকারিতা দেখিয়াছি।

ইলাটেরিয়াম্ ৩—৬।—প্রাতঃকালীন জ্বর ; জ্বর বন্ধ হইয়া আমবাত (চুলকাইলে আরাম বোধ)।

রাস্-টক্স ৬—৩০।—সবিরাম-জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে ; বৃষ্টিতে ভিজিয়া বা আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিধান হেতু জ্বর ; অস্থিরতা, রোগী বিছানায় সর্ব্বদা এপাশ ওপাশ ফিরে ; কোমরে বেদনা ; অতিসার ; রক্তময় তরল ভেদ।

সিপিয়া ১২—৩০।—পুরাতন জ্বর ; মাসিক জ্বর ; গর্ভিণীর জ্বর ; তৃষ্ণাহীন জ্বর ; নড়িলে চড়িলে শীত বোধ ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন বরফের মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ ঠাণ্ডা বোধ।

অ্যান্টিম-টার্ট ৩ বিচূর্ণ, বা ৬।—(**বিষম-জ্বরে**) শীতাবস্থায় পিপাসার অভাব ; জঙ্ঘাদেশে বেদনা ; সর্ব্বশরীরে

banglabooks.in

শীত ও কম্প, এবং শীতল আঠাবৎ ঘর্ম্ম; অতিশয় গাত্রদাহ; জ্বরকালে নিদ্রাবেশ।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ৩০।—(**বিষম-জ্বরে**) নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত; সন্ধ্যাকালে শীতের আধিক্য; কখন কখন কেবল এক পার্শ্বেই শীত বোধ; শীতাবস্থায় পিপাসা, তৎপরে অত্যন্ত দাহ, পরিশেষে দুর্ব্বলকর অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম; শীতাবস্থায় পূর্ব্বে শিরঃপীড়া; অঙ্গ-বেদনা; হাত পা ও নিশ্বাস শীতল; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; রোগী ক্রমাগত বাতাস করিতে বলেন; মার্কারি বা কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বরে।

কপিয়াম ৬, ৩০।—(**নব-জ্বরে**) নাড়ী পূর্ণ ও মৃদুগতি বিশিষ্ট; ঘোর নিদ্রাবস্থায় মুখ হাঁ হইয়া থাকে, সেই সঙ্গে ঘড় ঘড় করিয়া নাক ডাকে; ঘর্ম্ম হইবার পর অত্যন্ত দাহ। (**বিষম-জ্বরে**) অত্যন্ত শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়; প্রবল শীতাবস্থায় নিদ্রা ও অঙ্গ স্পন্দন, পিপাসা থাকে না; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা, অতিশয় ঘর্ম্ম; অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র। শিশু ও বৃদ্ধদিগের জ্বরে ইহা উপযোগী।

ক্যাক্‌টাস ১।—(**বিষম-জ্বরে**) ঠিক একই সময়ে (বিশেষতঃ বেলা দুই প্রহরের সময়) শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ, পরে জ্বালাকর দাহ ও শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন, পরিশেষে শীতাবস্থায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম; অত্যন্ত পিপাসা; পৃষ্ঠদেশে শীত; করতল বরফবৎ শীতল।

চায়না ৩x, ৬, ৩০, ২০০।—(**চায়না-লক্ষণযুক্ত জ্বর কখনও রাত্রে আসে না**)। নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনিয়মিত; আহারান্তে নাড়ীর বেগ কম ও তন্দ্রাবেশ; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনা; জলবৎ বা গঁদের ন্যায় আঠা আঠা অথবা পিত্ত মিশ্রিত ভেদ; শীত ও উষ্ণাবস্থার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং পরে পিপাসা; জ্বর আরম্ভ হইলেই ধড় ধড় করিয়া হৃৎপিণ্ড নড়িতে থাকে. অত্যন্ত শিরোবেদনা, কপালের শিরা সকল স্ফীত; শীতাবস্থায় শিরঃপীড়া; সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ, বমনোদ্যম ও পিপাসার অভাব; তাপাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠ শুষ্ক, এবং জ্বালাবোধ; তাপাবস্থার পর পিপাসা ও প্রচুর ঘর্ম্ম (শীতাবস্থায়

banglabooks.in

তৃষ্ণা ও ঘাম থাকুক বা না থাকুক); **কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বরমজ্জায় চায়নায় উপকার হয় না (কদাচিৎ চায়না ২০০ ফল-প্রদ হয়)।**

জেলসিমিয়াম ১x—৬।—নাড়ী ক্ষীণ, কোমল ও দ্রুত; পৃষ্ঠদেশে শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ; পৃষ্ঠদেশে বা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; প্রতিদিন অপরাহ্নে জ্বর আরম্ভ; হস্ত ও পদতল বরফবৎ শীতল; মস্তক উত্তপ্ত ও মুখ লালবর্ণ; উত্তাপাবস্থায় রোগী স্থিরভাবে পড়িয়া থাকেন; পিপাসা প্রায়ই থাকে না।

ব্যাপ্টিসিয়া ১, ৩, ৬।—পচা পায়খানা বা দুর্গন্ধ খানা ডোবা প্রভৃতির বাষ্প (gas) নিঃশ্বাস দ্বারা শরীরে গ্রহণ বা খারাপ পুকুরের দূষিত জলপান হেতু জ্বর; দুই এক দিনের জ্বরেই রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; প্রবল শিরঃপীড়া; ভুল বকা; রোগী নিজ দেহটিকে দুই তিন অংশে বিভক্ত মনে করেন, কোন মতে বিভক্ত অংশগুলির সংযোগ সাধন করিতে না পারিয়া মনে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন; প্রথর তাপ ১০৪°—১০৭° ডিগ্রী; প্রস্রাবের পরিমাণ খুব অল্প; ভেদ কাল বা শ্লেটের বর্ণের মত।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—**প্রাতঃকালীন জ্বরে**; অপরাহ্নে, সন্ধ্যার সময়ে বা রাত্রিতে জ্বর আসিবামাত্রেই হস্ত পদের অবশতা; অন্তরে শীত বাহিরে তাপ, অথবা অন্তরে তাপ বাহিরে শীত বোধ। অত্যন্ত তাপ, সমস্ত শরীর যেন গরমে পুড়িয়া যাইতেছে (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত ও লালবর্ণ); এত উত্তাপ সত্ত্বেও শীতবোধ হেতু রোগী গাত্রবস্ত্র খুলিতে চাহেন না। অত্যন্ত তাপাবস্থায় গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলেও শীতানুভব; বমনেচ্ছা; মাথাঘোরা, কোষ্ঠবদ্ধতা; হাত-পায়ের নখ নীলবর্ণ; বাহ্য উত্তাপেও শীতের উপশম হয় না; শীতাবস্থায় কম্প দিয়া শীত; জলপানে শীতের বৃদ্ধি; শীতের পূর্ব্বেও উত্তাপ এবং পরেও উত্তাপ; প্রাতঃকালেই কিম্বা অর্দ্ধরাত্রিতে অম্লগন্ধ বিশিষ্ট ঘর্ম্ম। **সে জ্বরে**

banglabooks.in

প্রতিদিন আগাইয়া আসে তাহা নিবারণ পক্ষে নাক্সভমিকা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ঠিক সূর্য্যাস্ত সময়ে সেবন করিলে, ইহা আশু ফলপ্রদ)।

সালফার ৩০।—শীত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পিপাসা; শীত আরম্ভ হইলে আর তৃষ্ণা থাকে না; প্রখর তাপ (১০৩°—১০৫°)—"সমস্ত শরীরটা যেন পুড়িয়া যাইতেছে" এইরূপ বোধ, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত তাপ; রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম; জ্বর ছাড়িয়া গেলে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়া; জিহ্বা শ্বেত বা পীতাভ—এই সমস্ত লক্ষণে **তরুণ** বা **পুরাতন** (বিশেষতঃ কুইনাইন্ অপব্যবহার জনিত) জ্বরে ইহা উপকারী। ডাক্তার এচ্, সি, অ্যালেন্ সাহেবের মতে ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইন্ অপেক্ষা সাল্‌ফারের প্রচলন হইলে, রোগীর পক্ষে বহুল মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা; আমরাও তাঁহার এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে উপকার পাইয়া থাকি।

ইউক্যালিপ্টাস্-গ্লোব্, θ।—কোন কোন ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম-জ্বরে রোগীর দেহে বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে ডাক্তার ডিয়ুই, বোরিক্, ও অ্যান্ড্রুজ্ এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন।

নিম্নলিখিত উপসর্গেও ইহা ফলপ্রদ, যথা :—শরীরের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড় করা, পূয ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত গয়ার উঠা, পাকাশয়ের গোলযোগ, মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, পাকাশয়ে দুর্গন্ধ বায়ু জন্মান, অবসন্নতা, ও রক্তদুষ্টি।

মিলিয়্যারিয়া ৩—৩০।—শীতাধিক্য; পিপাসা হীনতা; তলপেটে, হস্ত পদে ও নাসিকার অগ্রভাগ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হওয়া; পেশী সঙ্কোচন (twitchings); চতুর্থক জ্বরে (অর্থাৎ যে জ্বর দুই দিন অন্তর আসে) উপকারী।

ল্যাকেসিস ৬—৩০।—ঘুম ভাঙ্গিবার পরই সমস্ত উপসর্গের বৃদ্ধি; মাতালদিগের বা রজোনিবৃত্তিকালে স্ত্রীলোকের পালাজ্বর;

banglabooks.in

বগলের ঘামে রসুনের মত গন্ধ; জ্বরকালে শরীর নীলবর্ণ হওয়া; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর।

ক্যাক্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর; বিরামকালেও একটু জ্বর থাকে; ঘুস্‌ঘুসে জ্বর; বেলা এগারটা বা দুইটার সময়ে জ্বর আসে; শীতাবস্থায় পিপাসা, তাপ বা ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা প্রায় থাকে না; অজীর্ণ মল; কখন কোষ্ঠকাঠিন্য কখন উদরাময়; (যে সকল রোগীর পেট বড় বা যাহাদের সহজেই সর্দ্দি লাগে, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)।

ক্যাক্কেরিয়া-আর্সেনিকাম্ ৬ চূর্ণ।—বিষম-জ্বর; প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধি (বিশেষতঃ শিশুদিগের); শ্বাস কষ্ট; বুক ধড়ফড় করা লক্ষণে।

অ্যালষ্টোনিয়া ৩—৩x।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয় ও রক্তস্বল্পতা।

ক্যামোমিলা ৬—১২।—শিশু বা বালকদিগের জ্বর; দাঁত উঠিবার সময় জ্বর ও উদরাময়; শিশু খিট্‌খিটে-স্বভাব, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে; শিশু অস্থির, একটি গাল লালবর্ণ অপরটি মলিন; জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ; ঘন ঘন অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ; অল্প শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ, তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা; শরীরের এক স্থানে শীত অপর স্থানে তাপ।

নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম ৩০।—বেলা ১০।১১ টার সময়ে অত্যন্ত শীত ও পিপাসাসহ জ্বর আরম্ভ, এবং উত্তাপাবস্থায় ও তৎপরে প্রবল শিরঃপীড়া; শরীর অতি শীর্ণ; জ্বরঠুঁটো; প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও বেদনা; জ্বরাবসানে নিস্তেজভাব ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় সমস্ত উপসর্গের উপশম (কেবল শিরঃপীড়া কমে না)। কুইনাইন বা আর্সেনিকের অপব্যবহার জনিত জ্বরে।

পাল্‌সেটিলা ৬, ১২, ৩০।—পাকাশয়িক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জনিত জ্বর বা পৈত্তিক-জ্বর: অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৪টার মধ্যে জ্বর:

banglabooks.in

অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত ও কম্প; অল্পক্ষণ মাত্র উত্তাপাবস্থা; পিপাসা প্রায়ই থাকে না; ঘর্ম্মশূন্য অসহ্য উত্তাপ (বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময়); হস্ত ও পদতলে জ্বালানুভব; কখন কখন শীতের অল্পক্ষণ পরেই উত্তাপ অবস্থা (অথবা এই দুইটি অবস্থাই একসঙ্গে প্রকাশ পায়); এক পার্শ্বে (বিশেষতঃ কেবল মুখমণ্ডলে) ঘর্ম্ম; আহারের পর তন্দ্রা; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর।

ফেব্রাম-মেট, ৬, ৩০।—কুইনাইনের অপব্যবহারজনিত জ্বরে, বিশেষতঃ প্লীহার বৃদ্ধি হইলে এবং সেই সঙ্গে শোথ বা উদরাময় থাকিলে; পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী; ক্ষণে ক্ষণে শীত ও কম্প; স্বাভাবিক তাপ (৯৮.৪°) অপেক্ষা শরীরের তাপ কম; রক্তশূন্য পাণ্ডুবর্ণ শরীর; ভুক্তদ্রব্য বমন; অধিকক্ষণ স্থায়ী ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় উপসর্গের বৃদ্ধি।

ফেব্রাম-আর্সেনিকাম ৬।—জ্বরসহ প্লীহার বিবৃদ্ধি, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত রক্তস্বল্পতা; বিষম-জ্বর; অজীর্ণ মল; শোথসহ প্রস্রাবের দোষ।

সিয়েনোথাস, ০, ১x।—বর্দ্ধিত প্লীহা (ম্যালেরিয়া-জ্বর সারিয়া যাইবার পর প্লীহা বড় থাকিলে ইহা ফলপ্রদ, কিন্তু জ্বর সহ প্লীহা বড় থাকিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় না); যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে বেদনা।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনেলিস ৩x-১০০০।—পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর; কুইনাইন প্রভৃতি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ অধিক মাত্রা প্রয়োগ হেতু জ্বর আটকাইয়া গেলে।

আর্টিকা-ইউরেন্স ০।—ম্যালেরিয়া জনিত ফোড়া, গেঁটেবাত (Gout), প্লীহা বা যকৃৎ দোষ; অনিদ্রা। মূল অরিষ্ট ১০ ফোঁটা ১ আউন্স গরম জলে প্রত্যহ দুইবার সেব্য (আর্টিকা-ইউরেন্স এইভাবে সেবন করাইলে জ্বরের আক্রমণ প্রবল ও গাত্রতাপ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। জ্বর আপনা আপনিই সারিয়া আসে; নিতান্ত আবশ্যক হইলে **নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম ৬x** বিচূর্ণ দু'চার মাত্রা দিলে উপকার হয়)।

banglabooks.in

কষ্টিকাম ৬।—আরোগ্যোন্মুখ কালে প্রস্রাব অধিক পরিমাণে হইলে।

মিস্কুরিয়েটিক-অ্যাসিড্ ৬।—রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়েন ও সেই অবস্থায় দুর্গন্ধময় ভেদ নিঃসরণ।

এপিস-মেল্ ৩, ৬, ৩০।—নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত; পৃষ্ঠ কুক্ষি ও যকৃৎস্থানে বেদনা; তিক্ত আস্বাদ; পীতবর্ণ জিহ্বা; মাথাভার ও বেদনা; কখন শীত কখন বা উত্তাপ বোধ; পিত্তাদি বমন, বা বমনেচ্ছা; কাসিতে অত্যন্ত কষ্ট; সন্ধ্যার প্রাক্কালে দক্ষিণাঙ্গে শীতানুভব; খোলাস্থান অপেক্ষা গৃহের মধ্যে অধিক শীতবোধ; অল্প পিপাসা বা পিপাসা-হীনতা; মাথা গরম; কখন বা অত্যন্ত ঘর্ম্ম; ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা; শুষ্ক ও খস্‌খসে গা; শোথ; প্রলাপ; আকস্মিক তীব্র চীৎকার (বিশেষতঃ শিশুদিগের); স্পর্শজ্ঞান ও গতিশক্তিহীনতা; স্বল্প প্রস্রাব; জিহ্বা ফোলা।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১, ৩x।—নাড়ী পূর্ণ ও কঠিন, দ্রুত ও উল্লম্ফনশীল; অতিশয় গাত্রতাপ; প্রবল হৃদ্‌স্পন্দন; বমনোদ্বেগ সহ শীত; প্রবল আক্ষেপ, মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০।—বৈকালে ৪টার সময় জ্বর আসিয়া রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িয়া যায়; অত্যন্ত কম্প ও শীত; সর্ব্বাঙ্গে শীতলতা অনুভব; কোষ্ঠবদ্ধতা; পেটফাঁপা; যকৃৎ প্রদেশে বেদনা; দাহ।

সিড্রন ১x, ২x, বা ২।—মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়; অত্যল্প ঘর্ম্ম বা এককালে ঘর্ম্মের অভাব; শীত ও কম্পযুক্ত জ্বর; প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে জ্বর আরম্ভ হয়; নীচু বা জলাশয়যুক্ত স্থানের জ্বর।

দ্বৌকালীন জ্বরে—ইলাটেরিয়াম্ ৩, চায়না ৬, বেল ৬, গ্র্যাফা ৬, ষ্ট্রাম ৩, সালফার ৩০, অ্যান্টিম্-ক্রুড্ ৬।

অগ্রসর জ্বরে—অ্যান্টিম্-টার্ট ৬, আর্স ৬, কিনি-সালফ্ ৩x চূর্ণ, চায়না ৬, ইগ্নে ৬, নেট্রাম্ ৩০, নাক্স-ভ ৬।

banglabooks.in

প্রাতঃকালীন জ্বরে—নাক্স-ভ ৬, ব্রায়ো ৬, হিপার ৬, ফেরাম্ ৬, লাইকো ৩০, জেল্স্ ১x, নেট্রাম্ ৩০, পডো ৬, সিপিয়া ১২; সালফার ৩০, থুজা ৬।

সবিরাম-জ্বর একজ্বরে পরিণত হইলে—গ্যাম্বোজ ৬, জেল্স্ ১x, পডোফিল্লাম্ ৬, ইউপ্যাট্-পার্ফ ১x—৩।

জ্বর আরোগ্যের পর:—প্লীহা বর্দ্ধিত থাকিলে, সিরোনোথাস θ বা মার্ক-বিন ৩x—৬x চূর্ণ; যকৃৎ বা লিভারের দোষ থাকিলে, ফস্ ৬—৩০; স্নায়ুশূল বা ন্যাবা থাকিলে, চেলিডোনিয়াম্ ৬; বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগীর ধাতু-বিকৃত হইলে, আর্স ৩০—২০০ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০—২০০; ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগী রক্তহীন ও নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে (শোথ হইবার পূর্ব্বে), ফেরাম্ ৬ বা ফেরাম্-আর্স ৬; ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া রোগিণীর হরিৎ পীড়া হইলে, পালস্ ৬—২০০।

ম্যালেরিয়াজনিত ধাতু-বিকৃতি—(Malarial Cachexia)—আর্সেনিকাম ৬—২০০ (রোগীর দেহ ঈষৎ ফ্যাঁকাসে বা পীতবর্ণ, জিহ্বা লাল, কুইনাইনের অপব্যবহার ও যক্ষ্মারোগ হইবার উপক্রম); ক্যাল্কেরিয়া-আর্স ৬ চূর্ণ (প্রস্রাবের দোষ, বুক ধড়ফড় করা, শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি); কিনিনাম-আর্স ২—৩ চূর্ণ (অবিরত জ্বর সহ ক্লান্তিবোধ ও অবসন্নতা, স্নায়ুশূল, শরীর বরফের ন্যায় শীতল, ও হাঁপ); নেট্রাম-মিয়ুর ৩০ (পাংশুটে বর্ণ গা সদাই শীত শীত করা; প্লীহা বর্দ্ধিত, কোষ্ঠবদ্ধতা, দিনের বেলা মাথা ব্যথা, কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত উপসর্গ); সালফার ৩০ (রোগ ক্রমশঃ মন্দ হইতে থাকিলে)।

পুরাতন জ্বরে:—আর্সেনিক, নাক্স-ভমিকা, পালসেটিলা, ভিরেট্রাম-আব, ইয়েশিয়া, ইপিকাক, নেট্রাম-মিয়ুর, আর্ণিকা, ক্যাল্সিকাম, অ্যাসিড-ফস্, সালফার, অ্যাকোনিয়া, সিঙ্কোনা ও ইউপেটোরিয়াম্ এই সমস্ত ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে সেবিত হয়।

banglabooks.in

কুইনাইন-আউ্‌কান-জ্বরে :—"জায়ুজ-ব্যাধি" অধ্যায়ে কুইনাইন দ্রষ্টব্য।

পথ্যাদি।—(নবজ্বরে) জ্বরের প্রবল অবস্থায় গরমজল ছাড়া রোগীকে কোন পথ্য দেওয়া উচিত নয় ; বিরামকালে, সাগু, অ্যারোরুট, বার্লি, খইয়ের মণ্ড, বেদানা, পানিফল, মিছরি প্রভৃতি লঘুপথ্য। (পুরাতন বা পালাজ্বরে) জ্বরের দিন লঘুপথ্য, এবং বিরামের দিন পুরাতন মিহি তণ্ডুলের অন্ন, মৎস্যের ঝোল ও সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ। ম্যালেরিয়াক্রান্ত গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার রাখা, পচা জল যাহাতে কোথাও না দাঁড়াইতে পারে তাহার উপায় করা, পুঞ্জীভূত জঞ্জাল দগ্ধ বা দূরীভূত করা, পুষ্করিণী সমূহের সংস্কার, অন্ধ কূপতড়াগাদি বন্ধ করা, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা, ইউক্যালিপটাস্ তৈলের ঘ্রাণ লওয়া, ও রাত্রিতে মশারি খাটাইয়া তক্তাপোষের উপর নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক *। অন্যান্য জ্বরের **ঔষধাবলি** প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য যকৃৎ-দোষযুক্ত ম্যালেরিয়া-রোগীর পক্ষে গয়া কাশী প্রভৃতি উত্তম স্থান ; যকৃৎ-দোষ

---

* পারিবারিক চিকিৎসা সপ্তম সংস্করণ মুদ্রাযন্ত্রারূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই, ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে আচার্য্য সার্ রোণাল্ড রস (Ross) প্রণীত পুস্তক বাহির হইয়াছে। নানা পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক জাতীয় জীবাণুই প্রকৃত ম্যালেরিয়া-উৎপাদক, ইহারা অপর প্রাণী-দেহের শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহারা অ্যানোফেলিস্ (anopheles) ও কিউলেক্স (culex) জাতীয় মশককে আক্রমণ করিয়া থাকে ; পরে অ্যানোফেলাইন (anopheline) মশককুল মানবশরীরে ও কিউলাইন্ (Culine) মশকবংশ পক্ষীদেহে, দংশন দ্বারা ঐ ম্যালেরিয়া-জীবাণু (বা ম্যালেরিয়া-বীজ) প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন দষ্টজীব ম্যালেরিয়াক্রান্ত হয় ও তাহার সমস্ত রক্ত দূষিত হইয়া যায়। দ্বিবিধ উপায়ে এই ম্যালেরিয়া নিবারিত হইতে পারে --(১) মশকবংশ সমূলে ধ্বংশ করা, অন্ততঃ কোন উপায়ে বাসগৃহ মশক-শূন্য করিয়া ফেলা ; (২) কুইনাইন্ ব্যবহার দ্বারা ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট করা, বা উহার আক্রমণে বাধা দেওয়া। রস্ সাহেবের প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইস্‌মাঈলিয়া (সুয়েজপ্রদেশের প্রধান নগর) ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান নাকি সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া-শূন্য হইয়াছে।

banglabooks.in

না থাকিলে, মধুপুর, দেওঘর, গিরিধি, রাঁচি, দার্জিলিং, সিলং প্রভৃতি স্থান ভাল।

সন্নিপাত-বিকার বা আন্ত্রিক-জ্বর।

REMITTENT FEVER WITH TYPHOID SYMPTOMS.

এই জ্বর প্রধানতঃ অন্ত্রকে আক্রমণ করে বলিয়া, ইহাকে "আন্ত্রিক-জ্বর" বলে। ইহার অপর নাম "বাতশ্লেষ্মা-বিকার"। খাদ্য বা দুগ্ধাদি পানীয় দ্রব্যসহ এক প্রকার জীবাণু (Eberttis Bacillus Typhosus) উদরস্থ হইলে, এই রোগ জন্মে। সচরাচর রোগীর মল মূত্রে এই জীবাণু দৃষ্ট হয় [পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য]। পচাবিষ্ঠা বা পয়ঃপ্রণালী (ড্রেণ) অথবা গলিত জীবদেহ হইতে উদ্গত এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প বা জীবাণু এই রোগ উৎপত্তির মুখ্য কারণ। এই বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পর ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন উপসর্গ দেখা যায় না। পরে

সম্প্রতি (১৯১২ কৃষ্টাব্দে) মান্দ্রাজ ম্যালেরিয়া কন্‌ফারেন্সে বহুসংখ্যক সভ্য স্বীকার পাইয়াছেন যে, লোকের দরিদ্রতা নিবন্ধন ম্যালেরিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা হইলে, নিরন্ন বঙ্গবাসী কেবল তাল তাল কুইনাইন্ সেবন করিলে কি বঙ্গদেশ ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে?

আর, ১৯১৬ কৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া-তত্ত্বজ্ঞ ডাক্তার বেণ্টলি (Dr. Bentley, the malaria expert) সাহেব বলেন যে বঙ্গদেশের জলক্লিষ্ট ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানগুলিতে খাল (canal) কাটিয়া দিলে, উক্ত খালের দুই তীরের অধিবাসিগণ ম্যালেরিয়া-মুক্ত হইতে পারিবেন; অধিকন্তু তাঁহাদের কৃষি-কার্য্যেরও খুব সুবিধা হইবে।

বঙ্গদেশের ১৯১৪ কৃষ্টাব্দের সরকারি স্বাস্থ্য-বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯১৩ ও ১৯১৪ কৃষ্টাব্দের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা যথাক্রমে ৯,২৫,৫৪৬ এবং ১০,৬১,০৪১; অর্থাৎ ১৯১৩ অপেক্ষা ১৯১৪ কৃষ্টাব্দে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ষাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার বেশী। প্রতি বর্ষে এই হারে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে, "সোণার বাংলা"—আজ ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি—কি অচিরাৎ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইবে না?

banglabooks.in

রোগের বিকাশ পায় ; তখন রোগী শয্যাগত হইয়া পড়েন এবং নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি লক্ষিত হয়—পেটফাঁপা, পেটে চাপ দিলে বেদনা বোধ ; যকৃতের নিম্নভাগে অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে, এক রকম শব্দ অনুভূত হয় ; উদরাময়, বা কখন কখন অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ; প্লীহার বৃদ্ধি ; চাউলধোয়া জল বা কলাই-সিদ্ধ জলবৎ কিম্বা ডালের যুষের মত ভেদ ; শ্বাস প্রশ্বাসে অ্যামোনিয়ার গন্ধ ; মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা ; মাথাঘোরা ; কাণ ভোঁ ভোঁ করা ; সুনিদ্রার অভাব ; সময়ে সময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অস্থিরতা, প্রলাপ, চমকিয়া উঠা, অথবা নিশ্চেষ্ট ভাবে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে পড়িয়া থাকা। এই রোগের পূর্ণ বিকাশাবস্থা হইতে ভোগ-শেষ পর্য্যন্ত, মধ্যে মধ্যে পেটে বুকে পিঠে হাতে পায়ে ও মুখে লাল লাল ফুস্‌কুড়ি বাহির হয় ; মূত্র লালবর্ণ ও পরিমাণে কম হয়। পীড়ার প্রথম ৫।৬ দিন (বৈকাল বেলা) শরীরের তাপ ১০০ হইতে ১০২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু প্রাতঃকালে কমে ; ৭।৮ দিন পরে শরীরের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়। ২।৩ সপ্তাহ এই ভাবে থাকিয়া গাত্রতাপ কমিতে থাকা শুভ লক্ষণ ; বৃদ্ধি পাওয়া, অশুভ আশঙ্কা। এই জ্বরে অন্ত্র ছিন্ন হইয়া যায়, এবং অন্ত্রাবরণ-ঝিল্লী প্রদাহবিশিষ্ট হইয়া মূত্রবিকার, ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ প্রভৃতিতে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। জিহ্বা—প্রথমে সরস, পরে ময়লা ও লালবর্ণ হয়। এই রোগের সাধরণতঃ ভোগকাল ২১ দিন হইতে ৪২ দিন (অর্থাৎ তিন হইতে ছয় সপ্তাহ) পর্য্যন্ত।

চিকিৎসা।—

প্রতিষেধক।—টাইফয়েডিনাম ৩০—২০০।

জ্বরাধিক্যে।—ব্রায়োনিয়া, জেলসিমিয়াম, ব্যাপ্টিসিয়া, আর্সেনিক, রাস-টক্স।

প্রলাপাধিক্যে।—বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্ ষ্ট্রামোনিয়াম, অ্যাগারিকাস।

রক্তস্রাবে।—হামামেলিস্, ইপিকাক, টেরেবিন্থিনাম, নাইট্রিক-অ্যাসিড্।

banglabooks.in

নাক দিয়া রক্ত পড়িলে।—অ্যাকোনাইট, ইপিকাক, হ্যামামেলিস্।

পাকাশয়ের গোলযোগে।—পাল্‌সেটিলা, ক্যাম্ফারিস্, হাইড্র্যাষ্টিস্।

উদরাময়ে।—রাস-টক্স, মার্কিউরিয়াস্, কিউপ্রাম-আর্সেনিকাম, ফস্‌ফোরিক্-অ্যাসিড্।

শিরঃপীড়ায়।—বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্।

ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ বা নিউমোনিয়ায়।—ফস্‌ফোরাস্, লাইকোপোডিয়াম, হায়োসায়েমাস, রাস-টক্স, সালফার, অ্যান্টিম্-টার্ট।

স্নায়বিক উপসর্গে।—অ্যাগারিকাস্, ইগ্নেশিয়া, বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস্।

অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ (Peritonitis)।—আর্সেনিক, বেলেডোনা, রাস-টক্স, টেরেবিন্থিনাম্।

পিত্তাধিক্যে।—মার্কিউরিয়াস, হাইড্র্যাষ্টিস্।

পেটফাঁপা।—রাস-টক্স, টেরেবিন্থিনাম, আর্সেনিক্, ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড্।

কৃমির-উপসর্গে।—সাইনা, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়াম্।

মোহ বা আচ্ছন্নভাব জন্য।—বেলেডোনা, ওপিয়াম, নাক্স-মস্কেটা, অ্যাসিড-ফস্, হেলেবোরাস, রাস-টক্স, এপিস্, ব্রোমোনিয়াম, হায়োসায়েমাস, জিঙ্কাম।

অন্তিম (বা পতন) অবস্থায়।—আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ, মিয়ুর-অ্যাসিড্, সিকেলি, ভিরেট্রাম, ক্যাম্ফার।

যকৃৎ বা লিভার দোষ থাকিলে।—চেলিড, মার্ক-আয়ড্-ফ্লেভ (২ চূর্ণ), লেপ্ট্যাণ্ড্রা, মেলিলোটাস।

আরোগ্যোন্মুখ কালের উপসর্গে।—পালস্, জেলস্, রাস্, বেল, কফিউলাস্, নাক্স-ভমিকা, চায়না, সালফার,

banglabooks.in

সোরিনাম, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, ফস্‌ফোরাস্, ইগ্নেশিয়া, অ্যানাকার্ডিয়াম, ভিরেট্রাম-আল্ব।

উল্লিখিত ঔষধ ৩ হইতে ২০০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।

রোগের উপশম হইবার পরও দুর্ব্বলতা অধিক দিন থাকিলে, অ্যাসিড-ফস ৬, চায়না ৬, অ্যামোন-কার্ব্ব ৬, বা নাক্স-ভমিকা ৬।

কয়েকটী প্রধান ঔষধের লক্ষণ :—

ব্রায়োনিয়া-অ্যাল্‌বা ৩, ৬, ৩০।—মুখে তিক্তাস্বাদ; জিহ্বা খস্‌খসে ও ময়লাযুক্ত, অসহ্য শিরোবেদনা; কাসি ও বক্ষোবেদনা প্রভৃতি লক্ষণে। [বিকার মৃদু গতিতে প্রকাশ পাইলে ব্রায়োনিয়া; যদি উগ্রভাবে রোগের বিকাশ হয়, তাহা হইলে রাস-টক্স প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু উদরাময় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ব্রায়োনিয়া ব্যবহার যুক্তসিদ্ধ নহে]। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্রায়োনিয়াই প্রধান ঔষধ। অন্য কোনও উপসর্গ না থাকিলে রোগের শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহারে ইহা সুফল দেয়।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৩০।—মোটা, নরম অথচ দ্রুত নাড়ী; প্রলাপ; ঔদাসিন্য; ঝিমান; কথা কহিতে কহিতে তন্দ্রা; শিরোবেদনা; গাত্রবেদনা; ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক; ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকা; অস্থিরতা বা অচৈতন্য; শরীর বা মনের অবসন্নতা; শয্যাকণ্টক; গলমধ্যে ক্ষত; শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; বমন বা বমনোদ্যম প্রভৃতি লক্ষণে) (**রোগের প্রথম অবস্থায়**)। শ্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মল (রোগাক্রমণের দ্বিতীয় সপ্তাহে কখন কখন এই প্রকার মল দৃষ্ট হয়)। রোগী মনে করেন, যেন তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; বহু চেষ্টাতেও সেগুলি যথাস্থানে সংলগ্ন করিতে পারিতেছেন না।

জেলসিমিয়াম ১x-৬।—চক্ষুর পাতা ভার; চক্ষু বুজিয়া থাকা; শিরঃপীড়া; দুর্ব্বলতা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গ—হস্ত পদ জিহ্বা প্রভৃতির—কম্পন (শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

আর্ণিকা-মণ্টেনা ৩, ২০০।—শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; ঔদাসীন্য; গাত্রে লাল কাল বা পীতবর্ণ ফুস্‌ড়ি; কালশিরা পড়া;

banglabooks.in

মনোভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ; প্রলাপ; অচেতন অবস্থা বা মোহ; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; শয্যা কঠিন বোধ ও বারম্বার এপাশ ওপাশ করা; অসাড়ে মলমূত্রত্যাগ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা—রোগী মনে করেন যেন কেহ তাঁহাকে প্রহার করিয়াছে; চোয়াল পড়িয়া যাওয়া; নাক দিয়া রক্ত পড়া (আর্ণিকার লক্ষণের অনেকটা ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সহ ঐক্য আছে)।

ব্লাস-উক্স ৬, ৩০।—পেটফাঁপা, পেটে চাপ দিলে বেদনা বোধ; অবসন্নতা; মধ্যে মধ্যে জলবৎ আমময় অতিসার, অসাড়ে মলত্যাগ; মলে অত্যন্ত পচাগন্ধ; চিবুকদেশ কম্পন; স্মৃতিলোপ; দিবসে তন্দ্রা-ভাব; শীত ও উত্তাপসহ জ্বর; এক পার্শ্বে ঘর্ম্ম; বিড় বিড় করিয়া বকা; নাক দিয়া রক্ত পড়া; জিহ্বা শ্বেতলেপাচ্ছাদিত, কেবল জিহ্বাগ্রভাগ লালবর্ণ (ত্রিভুজ চিহ্নাঙ্কিত); অস্থিরতা; হাত পা ও ধড় নাড়ে (আর্সেনিকে ধড় নাড়িতে অক্ষম); পার্শ্বপরিবর্ত্তনে উপশম বোধ।

আর্সেনিক ৬, ১২, ৩০।—দ্রুত কঠিন নাড়ী; অত্যন্ত অবসন্নতা, অথচ রোগী স্থির থাকিতে পারেন না, ছটফট করিতে থাকেন; হাত পা নড়ে কিন্তু ধড় (কাণ্ড) নড়ে না; গাত্রত্বক্ খসখসে; জ্বালাকর দাহ; শীতল ঘর্ম্ম; অত্যন্ত পিপাসা, পুনঃপুনঃ অল্প মাত্রায় জল পানের প্রবল ইচ্ছা; প্রদাহযুক্ত লালবর্ণ জিহ্বা; গাত্রে ফুস্কুড়ি ও সেই সঙ্গে অতিসার; গাত্র-তাপ খুব বেশী; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর পীড়ার বৃদ্ধি; রোগী বিছানা খুঁটিতে থাকে; জিহ্বা পরিষ্কার; জ্বরের আক্রমণে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়া প্রভৃতি লক্ষণে। (রোগের **তরুণ** অবস্থায় কদাচিৎ আর্সেনিক প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়)।

অ্যাসিড-মিউর ৬।—স্নায়বিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যবশতঃ রোগী অবসন্ন-প্রায়; গলমধ্যে ক্ষত; হস্তপদ শীতল; জিহ্বা শুষ্ক; দন্তমল (sordes); ঠাণ্ডা সহ্য হয় না; নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত; ওষ্ঠে শুভ্রবর্ণের বিন্দু বিন্দু ফুস্কুড়ি; নিম্ন-চোয়াল ঝুলে পড়া; মুখে ক্ষত; উদরাময়—তরল দুর্গন্ধময় মল, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। রোগী বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়েন; গুহ্যাবরক পেশীর পক্ষাঘাত, ও গাত্রে ফুস্কুড়ি।

banglabooks.in

অ্যাসিড-ফস্ ৬, ৩০।—(বাহ্যিক বা শারীরিক কোনও রোগ-লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব্বে ঔদাসীন্য প্রভৃতি মানসিক উপসর্গে) কম্প ও শীত; পিপাসার অভাব; হস্ত পদের অঙ্গুলি বরফের ন্যায় শীতল; উষ্ণ অবস্থায় অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু পিপাসা থাকে না; অন্তরে তাপ, বাহিরে শীত; রাত্রিতে ও প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম; অন্য ঔষধে বিকার উপশম হইলে, বল পাইবার জন্য অ্যাসিড্-ফস দেয়।

কার্ব্বো-ভেজ ও বিচুর্ণ, বা ৩০।—হস্তপদ শীতল, শীতল ঘর্ম্ম; উদ্গার; সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা (বিশেষতঃ হাঁটু হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা); নাড়ী লুপ্ত; পচা দুর্গন্ধ ভেদ; মুখমণ্ডল অতিশয় বিবর্ণ (যেন মড়ার মুখের মত); যখন রোগীর জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়া আইসে, দৃষ্টিশক্তির ব্যতিক্রম ঘটে, কর্ণ বধির হয়—প্রভৃতি লক্ষণে।

টেরেবিন্থিনা ৬।—অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; মূত্রাবরোধ; আমাশয়ে জ্বালা; আম ও তরল ভেদ; নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। রোগ উপশমকালে যদি অন্ত্রে ক্ষত থাকে এবং তজ্জন্য যদি পুনঃ পুনঃ উদরাময় হয়, তাহা হইলে টেরেবিন্থিনা প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। **পেট-ফাঁপায়ও** ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; দুই তিন মাত্রা প্রয়োগের পর যদি পেটফাঁপা না কমে তাহা হইলে রোগীর পেটের উপর একটি পাতলা ন্যাকড়া বিছাইয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ টার্পিন্ তৈল ছিটাইয়া দিলে পেটফাঁপা কমিতে পারে।

এপিস-মেল ৩—৩০।—গাত্র-চর্ম্ম শুষ্ক ও তপ্ত; জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়ের স্ফীতি ও কম্পন; জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় রোগী হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠেন।

জিঙ্কাম্-মেট ৬—৩০।—মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত আশঙ্কায়।

পাইরোজিনিয়াম ৬।—ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ বর্ত্তমান, অথচ ব্যাপ্টেসিয়ায় ফল না হইলে। অন্যান্য সুনির্ব্বাচিত ঔষধেও ফল না পাইলে, পাইরোজিনিয়াম প্রযোজ্য।

banglabooks.in

একিনেসিয়া ৩।—সর্ব্বাঙ্গে শীতল স্বেদ, রোগের পরিণাম অবস্থায় তন্তু-ধ্বংসকর ক্ষত; কৃষ্ণবর্ণ রক্তক্ষরণ, দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস, অবসন্নতা।

হায়োসায়েমাস ৩, ৬।—নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন; মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; অঙ্গস্পন্দন; মৃদু প্রলাপ; বিছানার কাপড় প্রভৃতি আকর্ষণ ও হঠাৎ বিছানা হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা; অনিচ্ছায় মলমূত্র-ত্যাগ (বেলেডোনার লক্ষণাপেক্ষা মৃদুতর লক্ষণে)।

বেলেডোনা ৬, ৩০।—শিরঃপীড়া; মুখমণ্ডল লাল; গল-দেশের শিরা সমূহের স্পন্দন; চক্ষুতারা বিস্তৃত; প্রলাপ; লাফাইয়া উঠা; কামড়াইতে যাওয়া।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩।—মস্তিষ্কের প্রলাপাদি বিকার-লক্ষণগুলি বেলেডোনার উপসর্গচয় অপেক্ষা প্রচণ্ডতর হইলে।

সাইনা ২x—২০০।—সাইনা (পৃষ্ঠা ৮২ দ্রষ্টব্য)।

এরাম-ট্রিফ্ ৩—৩০।—অবিরত নাসিকা চুলকান, নাক খুঁটিতে খুঁটিতে নাক দিয়া রক্ত পড়া; জিহ্বা ও মুখের ভিতর লালবর্ণ; মুখের কোণ ফাটা ও ক্ষতযুক্ত; স্বরভঙ্গ।

নাক্স-অস্কেটা—২x, ২০০।—অচেতন নিদ্রা; পেট গড়্ গড়্ করা; পচা মল নিঃসরণ; মুখ জিহ্বা ও গলা শুকাইয়া উঠা, অথচ পিপাসা না থাকা; মোহ।

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬, ১২, ৩০।—ভেদবমন সহ পীড়া আরম্ভ; অসাড়ে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় অতিসার; বমন ও বমনোদ্যম, উদরে অত্যন্ত বেদনা; কপালে শীতল ঘর্ম্ম, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল, শীঘ্র শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়া।

মার্কিউরিয়াস-সল্ ৬, বা বিচূর্ণ ৩।—অন্ত্রের গ্রন্থিতে ক্ষত হইয়া রক্তস্রাব ও সেই সঙ্গে জ্বরের বৃদ্ধি; চক্‌চকে জিহ্বা; মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ; গলার মধ্যে বা দন্তমাড়িতে ক্ষত।

মার্কিউরিয়াস-সায়েনেটাস ৬।—উপঝিল্লী-প্রদাহ (ডিপথিরিয়া) সহ সান্নিপাতিক-বিকার।

banglabooks.in

লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০, ২০০।—পেটফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধতা, পেট ভুটভাট করা; রোগী অত্যন্ত শীর্ণ (যেন বিছানার সহিত মিশিয়া গিয়াছেন); সংজ্ঞাহীনতা।

হ্যামামেলিস ১x।—গাঢ় রক্তস্রাব।

কষ্টিকাম ৬।—আরোগ্যোন্মুখ কালে প্রস্রাব বেশী হইলে।

কার্ব্বো-ভেজ, ওপিয়াম, সাইনা, সাল-ফার, এপিস্ প্রভৃতি লক্ষণের জন্য—"স্ববিরাম-জ্বরে" ঐ ঐ ঔষধ দ্রষ্টব্য।

টাইফয়েডিনাম ৩০—২০০।—রোগারম্ভ হইতে রোগের শেষ পর্য্যন্ত কেবল এই ঔষধটির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে। রোগের সূত্র সন্দেহ হইলেই, ইহা দু এক মাত্রা দেওয়া ভাল। যথায় এই পীড়ার প্রাদুর্ভাব, তথায় কাহারও জ্বর হইলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য।

পথ্য।—রোগের সময়ে শীতল জল, গঁদের জল, যবের মণ্ড, সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট। উদরাময় ঘটিলে, ছানার জল (whey) সুপথ্য। অনেক সময় রোগ আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মাত্র ছানার জল দেয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, প্ল্যাজমন অ্যারোরুট (plasmon arrowroot) কিম্বা মাগুর বা সিঙ্গি মাছের ঝোল অথবা দুগ্ধ (অল্প পরিমাণে)। রোগীকে যেন একাকী না রাখা হয়। রোগীর ঘরে যেন বাতাস খেলে ও তাহাতে যেন মাঝে মাঝে ধূনা বা কাল কাফি পোড়ান হয়; রোগীর খাদ্য ও ঔষধ যেন অন্য গৃহে থাকে। রোগীকে সবল করিবার জন্য সুরা মাংস বা অন্য কোন উত্তেজক খাদ্যাদি দিবার প্রয়োজন নাই; দিলে অমঙ্গলের আশঙ্কা। রোগীর গৃহে যেন জনতা না হয়।

অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলী ও "মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

মোহ-জ্বর।

(TYPHUS.)

ইহা বহুব্যাপক ও সংক্রামক। হঠাৎ গা শীত শীত করিয়া প্রবল জ্বর (১০৩° হইতে ১০৫° ডিগ্রি) ও শিরঃপীড়া সহ ইহা আরম্ভ হয়। অবিলম্বে রোগী অচেতন হইয়া পড়েন ও দেখিতে দেখিতে শরীর কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ হয়। ৫।৬ দিনের মধ্যে গায়ে ছোট ছোট বেগুনি রংয়ের ফুস্কুড়ি বাহির হয়। এই জ্বরের ভোগকাল দুই সপ্তাহ। তড়কা বায়ুনলী-প্রদাহ বা ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ হইলে, পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—

ব্লাস-টিক্স ৩—৩০।—সহজ-সাধ্য মোহ-জ্বরে, বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকিলে।

আর্ণিকা ৬—২০০।—গভীর আচ্ছন্নভাব, বেগুনি রংয়ের ফুস্কুড়ি।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—রক্তদুষ্টি লক্ষণে।

অ্যাগারিকাস্ ৩।—অত্যন্ত অস্থিরতা, পেশী সঙ্কোচন ও কম্পন।

সান্নিপাতিক বিকার-জ্বর, বায়ুনলীর প্রদাহ এবং ফুস্‌ফুস্-প্রদাহের ঔষধাবলী ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

পৌনঃপুনিক-জ্বর।

(RELAPSING FEVER.)

মোহ-জ্বরের ন্যায় ইহাও হঠাৎ গা শীত শীত করিয়া প্রবল জ্বর সহ আরম্ভ হয়। প্রথমে জ্বর ৬।৭ দিন থাকে, তারপর এক সপ্তাহ জ্বর থাকে না, পুনরায় জ্বর আসিয়া এক সপ্তাহ কাল থাকে, আবার এক সপ্তাহ জ্বর থাকে না। এই প্রকারে ৪।৫ বার জ্বরের পুনঃপুনঃ আক্রমণ ও

banglabooks.in

বিরাম হয় বলিয়া ইহার নাম পৌনঃপুনিক-জ্বর। গা হাত পা মস্তকে তীব্র বেদনা, তৃষ্ণা, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—

ব্রায়োনিয়া ৩x—৬।—শিরঃপীড়া ও গা হাত বেদনা।

ইপিকাক ৩x।—বমন বা বমনেচ্ছা।

আর্সেনিক ৩x—৩।—দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, গভীর অবসন্নতা, অস্থিরতা।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x।—পাকাশয়ের গোলযোগ।

মোহ-জ্বর ও সান্নিপাতিক-বিকার জ্বরের ঔষধাবলী ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

ডেঙ্গু বা হাড়ভাঙ্গা জ্বর।

(DENGUE.)

১৮৭২ কৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ও ১৯১১ কৃষ্টাব্দের শেষভাগে এই পীড়া কলিকাতা ও বঙ্গদেশের নানা স্থানে বহুব্যাপকরূপে দেখা দেয়।

সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ সন্ধিসমূহে) তীব্র বেদনা ও অল্প শীতসহ এই "হাড়ভাঙ্গা" জ্বর সহসা আরম্ভ হয়; দেখিতে দেখিতে শিরোবেদনা, কখনও কখনও বমন, কম্প, পরে অত্যধিক গাত্রতাপ (১০২° হইতে ১০৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত), শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠা, ও কাহারও কাহারও হামের মত ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিন চারি দিন হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহার স্থিতিকাল; কখনও কখনও রোগ সারিয়া আসিতেছে এমন সময় উক্ত লক্ষণ সকল অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে পুনঃ প্রকাশিত হয়। রোগ সারিয়া গেলেও রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব করেন। এই ব্যাধির কারণ-তত্ত্ব অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; কেহ কেহ

banglabooks.in

বলেন স্পর্শন দ্বারা এই রোগের বিস্তার হয়। সকল দেশে, সকল ঋতুতে, এবং সর্ব্ব অবস্থাপন্ন লোকেরই এই রোগ হইতে পারে।

সামান্য আক্রমণে প্রায়ই ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না, উপবাস দিলেই রোগ আপনি সারিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

কার্ব্বো-ভেজ ৩০।—মস্তক উত্তপ্ত কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া পড়িলে।

অ্যাকোনাইট ১x। রোগের প্রথম অবস্থায়, প্রবল জ্বর লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩। লালবর্ণ মুখশ্রী বা শিরঃপীড়া।

ব্রুপেটোরিয়াম-পার্ফ ১x। অস্থি-বেদনা প্রবল থাকিলে।

ল্যাকেসিস্ ৬ বা ক্রোটেলাস্ ৩। রক্তস্রাব লক্ষণে।

ব্রাস-টক্স ৩। মুখশ্রীসহ সন্ধি প্রবল থাকিলে। হাত পা কামড়ান বা বাত থাকিলেও।

জেলসিমিয়াম ১x। জ্বরের মৃদু আক্রমণে।

আর্সেনিক ৬। অতিসার উপসর্গে।

অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলীও দ্রষ্টব্য।

পীতজ্বর।

(YELLOW FEVER.)

সম্প্রতি এই করাল রোগ কলিকাতায় ধীরে ধীরে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। ১৯১৫ কৃষ্টাব্দে চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারালের অভিপ্রায়ানুসারে মেজর কৃষ্টোফার্স কলিকাতা নগরীর বহু স্থানের মশক পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "বন্দর-মশক" নামে এক জাতীয় মশক পীতজ্বর বাহক; পোতাশ্রয়ের জাহাজে ও নৌকায় ইহারা বহু সংখ্যক জন্মে বলিয়া ইহাদিগকে "বন্দর-মশক" বলে। আমেরিকার

banglabooks.in

পানামা খাল যখন কাটা হয়, তখন হইতেই নাকি জাহাজ সহযোগে তথা হইতে কলিকাতায় এই শ্রেণীর মশকের আমদানি হইয়াছে।

পীতজ্বর এক প্রকার তরুণ সংক্রামক ব্যাধি; উষ্ণপ্রধান দেশ (বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকা, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাংশ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম আফ্রিকা, ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ) প্রধানতঃ এই জ্বরের নিকেতন। ষ্টেগোমিয়া (stegomya) নামক এক জাতীয় মশক নাকি এই রোগ-বীজ বা বিষ বহন করিয়া আনে। এই দুরন্ত রোগে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা ১৫—৮৫ জন লোক প্রাণত্যাগ করে; কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত বহুল পরিমাণে সুফল পাওয়া যায়। এই রোগের চারিটি অবস্থা পর পর সাধারণতঃ লক্ষিত হয়:—(১) অঙ্কুরাবস্থা (period of incubation), (২) জ্বরাবস্থা (febrile stage), (৩) বিজ্বরাবস্থা (stage of remission); (৪) পতনাবস্থা (stage of collapse)। স্থিতিকাল (জ্বরারম্ভ হইতে পতনাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত) সাত আট দিন মাত্র।

(১) **অঙ্কুরাবস্থা**।—সুস্থ দেহে রোগ-বীজ প্রবেশকাল অবধি ১—৫ দিন পর্য্যন্ত এই অঙ্কুরাবস্থার স্থিতিকাল; অবসন্নতা, ক্ষুধা-মান্দ্য ও বমনেচ্ছা ইহার প্রধান লক্ষণ। **ইপিক্যাক** ৩ (বমনেচ্ছা প্রাবল্যে), বা **আর্স** ৬ (ঘোর অবসন্নতা আতিশয্যে), এই অবস্থার প্রধান ঔষধ।

(২) **জ্বরাবস্থা**।—শীত বোধ, কম্প, প্রবল জ্বর (গাত্রের উষ্ণতা ১০১°—১০৬°), দ্রুত নাড়ী, মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা, গাত্রে দুর্গন্ধ, প্রবল শিরঃপীড়া, শরীরের স্থানে স্থানে বেদনা, স্বল্প মূত্র, ও কোষ্ঠবদ্ধতা **জ্বরাবস্থার** প্রধান লক্ষণ। স্পিরিট **ক্যাম্ফার** (প্রবল শীত কম্প লক্ষণে), **অ্যাকোনাইট** ৩x (প্রবল জ্বর), **বেল** ৩ (জ্বরসহ প্রবল শিরঃপীড়া), **সিমিসিফিউগা** ৬ (গাত্রে দারুণ বেদনা), **ব্রায়োনিয়া** ৩ বা **জেল্স্** ৩x (জ্বর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে কিছুমাত্র না কমিলে)। অথবা **ইপিক্যাক** ৩ (প্রবল বমন ও

banglabooks.in

বমনেচ্ছা) এই অবস্থার প্রধান ঔষধ। ২৪ ঘণ্টা হইতে ৬০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বর ভোগ করিবার পর বিজ্বরাবস্থা আরম্ভ হইতে পারে।

(৩) **বিজ্বরাবস্থা**। বেদনাদির নিবৃত্তিসহ **জ্বরত্যাগ** হওয়া, এই অবস্থার লক্ষণ। ভালরূপ শুশ্রূষাদি হইলে রোগী ত্বরায় আরোগ্যলাভ করেন, এবং তাঁহার "পতনাবস্থা" উপস্থিত হয় না। কিন্তু নিদ্রাহীনতা, অজীর্ণতা, রাক্ষুসে-ক্ষুধা, গাত্র হরিদ্রাভ হওয়া প্রভৃতি জীবনীশক্তির অবসন্নতা জনিত উপসর্গগুলি এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকা অতীব ভীতিপ্রদ; **কফিয়া ৬** (নিদ্রাহীনতা লক্ষণে), **মার্ক** (গা হলদে হওয়া), **আর্সেনিক ৩** বা **৩০** (গভীর অবসন্নতায়) ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুই এক দিন মধ্যে হয় রোগী ক্রমশঃ বল লাভ করিয়া আরোগ্যোন্মুখ হন, নয় তাঁহার জ্বরাদি উপসর্গ পুনরায় উপস্থিত হইয়া "পতনাবস্থা" আনয়ন করে।

(৪) **পতনাবস্থা**। **গাত্রত্বক হরিদ্রাবর্ণ**, প্রবল বমন বা বমনেচ্ছা, গলা ও পেটে জ্বালা-বোধ, **কৃষ্ণবর্ণ বমন**, কালচে রক্তসহ শ্লেষ্মা ভেদবমন, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব, শরীরের নানা স্থান বা যন্ত্র হইতে **রক্তস্রাব**, হিমাঙ্গ, মূত্ররোধ, **গভীর অবসন্নতা**, প্রলাপ, হিক্কা, আক্ষেপ, মোহ বা চৈতন্যলোপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবসন্নকালের উপসর্গচয় পতনাবস্থা-জ্ঞাপক। **ক্রোটেলাস ৩—৬** এই অবস্থার **সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ**; **ক্যাড্-মিয়াম-সালফ্ ৩—৩০** কৃষ্ণবর্ণ বমন লক্ষণে বিশেষরূপে উপযোগী। এই অবস্থার স্থিতিকাল তিন চারি দিনের বেশী নয়।

কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণ।—**রুবিনিয় ক্যাম্ফোরা** (মাত্রা এক এক ফোঁটা প্রতি দশ পনর মিনিট অন্তর) জ্বরাবস্থার প্রারম্ভে, প্রবল ও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী শীত কম্প লক্ষণে।

অ্যাকোনাইট্ ৩x—৬।—জ্বরাবস্থার শীত আসিবার পর শরীরের উষ্ণতা ১০২° বা তদূর্দ্ধ হওয়া, গাত্রত্বক শুষ্ক ও উত্তপ্ত, নাড়ী পূর্ণ

banglabooks.in

কঠিন ও দ্রুত, প্রবল তৃষ্ণা, মুখ লালবর্ণ, শিরঃপীড়া, শ্লেষ্মা ও পিত্ত বমনাদি লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩—৩০।—মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য লক্ষণে (যথা চক্ষু লালবর্ণ, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করা, নাড়ী পূর্ণ ও বেগবতী, প্রলাপ, মারিতে কামড়াইতে ইচ্ছা)।

ব্রায়োনিয়া ৩।—পাকাশয়িক গোলযোগ লক্ষণে (যথা জিহ্বা শাদা বা হল্‌দে, ওষ্ঠ শুষ্ক, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমন বা বমনেচ্ছা)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৩ বিচূর্ণ—৬।—কষ্টপ্রদ বমনেচ্ছা দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে।

আর্সেনিক-অ্যাল্‌ব ৩—৬।—(পতনাবস্থায় বিশেষতঃ বিকারাদি লক্ষণে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।—মুখ হরিদ্রাভ বা নীলবর্ণ, নাসিকাগ্র সূক্ষ্ম ও শীতল, জিহ্বা শুষ্ক কটা বা কালবর্ণ, শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত **অবসন্ন** হইয়া পড়া, পানাহারের পরই বমন, পুনঃপুনঃ প্রচণ্ড বমন, মৃত্যুভয়, পেট বেদনা, অল্প পরিমাণ জ্বালাকর বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, মূত্রকৃচ্ছ্রতা, হিমাঙ্গ, শীতল চটচটে ঘর্ম্ম, মূত্রাশয় বা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

ব্রোটেলাস ৩।—পতনাবস্থায় **রক্তদুষ্টি** লক্ষণে (যথা বলক্ষয়, চক্ষুকর্ণ নাসিকা অন্ত্র পাকাশয় লোমকূপাদি দেহের তাবৎ রন্ধ্র হইতে রক্ত-স্রাব, রক্ত-ঘর্ম্ম, গাত্রত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়া)।

ল্যাকেসিস্ ৬।—**স্নায়ুদুষ্টি** লক্ষণে (যথা কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোর অবসন্নতা, জিহ্বা শুষ্ক ও কম্পমান, প্রলাপ, কালচে রং প্রস্রাব, পেটে কাপড় রাখিতে না পারা)।

ক্যাডমিয়াম-সালফ্ ৩—৩০।—পাকাশয়ে জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, শ্বাসরোধক উকি উঠা, প্রবল বমন ও বমনেচ্ছা, কৃষ্ণবর্ণ বমন।

আজ-নাই ৩, ক্যান্থারিস ৩x (মূত্ররোধ বা মূত্রকৃচ্ছ্রতায়), কফিয়া ৬ (নিদ্রাহীনতায়)। সিকেলি ৩x (গর্ভপাত আশঙ্কায়), ফসফোরাস ৩

banglabooks.in

(ক্রোটেলাস ও ল্যাকেসিস প্রয়োগে যদি স্রাবা ও রক্তস্রাব নিবারিত না হয়), ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬, মার্ক-সল ৩, জেলস্ ৩x, রাস-টক্স ৩ (সান্নিপাতিক লক্ষণে) কার্ব্বো-ভেজ ৩০ (পতনাবস্থায়) প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তন্তুজাত্মু মতে চিকিৎসা।—**ফেরাম-ফস** ১২x বিচূর্ণ (জ্বরাবস্থায়); **নেট্রাম-সালফ্** ৩ বিচূর্ণ (সবিরাম পৈত্তিক-জ্বরে পিত্তাধিক্য অথবা সবুজাভ হলদে-কটা কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ বমন লক্ষণে); এবং **কেলি-ফস** ৬x (পতনাবস্থায় নিস্তেজ ভাব, অথবা সবুজ বা নীলাভ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ বমন ও স্রাবাদি উপসর্গে) ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—বাতাস খেলে এন ঘরে রোগীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রাখিতে হয়; রোগীর মলমূত্র বমনাদি গৃহ হইতে সরাইয়া বাসস্থান হইতে দূরে প্রোথিত বা দগ্ধ করা ভাল; এবং রোগীর পরিধেয় ও শয্যা-বস্ত্রাদি বিশোধিত করিতে হইবে। কম্পাবস্থায় উত্তপ্ত সরিষার ফুটবাথ, এবং প্রচণ্ড জ্বর-ভোগকালে উষ্ণ জলে গা মুছিয়া ফেলা, ভাল। উৎকট কোষ্ঠবদ্ধতায় সাবানের জলে পিচকারী দিলে, উপকার হইতে পারে। জ্বরাবস্থায় জল বা কমলা লেবুর রস সুপথ্য; বিজ্বরাবস্থায় জলবার্লি, ছানার জল, জলসহ অল্প পরিমাণ টাট্‌কা দুধ, ঝোল ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; এবং পতন অবস্থায় রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে হুইস্কি, শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক সুরাপথ্য আবশ্যক হইতে পারে।

হাম-জ্বর।

(MEASLES).

ইহা স্পর্শাক্রামক। শিশুদিগেরই এই রোগ হইয়া থাকে; কদাচিৎ যুবকদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু আক্রমণ করিলে বড়ই উৎকট হইয়া উঠে; শীতকালে অথবা বসন্তকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ১০।১২ দিন পরে সর্দ্দি, কাসি, ও হাঁচি হয়;

banglabooks.in

নাক দিয়া জল পড়ে; চক্ষু রক্তবর্ণ ও সজল; কপালে বেদনা; স্বরভঙ্গযুক্ত কাসি; শিরঃপীড়া; পৃষ্ঠদেশে ও হস্তপদাদিতে বেদনাসহ জ্বর আরম্ভ হয়; পরে ৩।৪ বাদে হাম বাহির হয়। ৩।৪ দিন হাম থাকিবার পরে আপনি মিলাইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে জ্বর বিচ্ছদ হয়। হঠাৎ এই জ্বর প্রকাশ পাইলে, গাত্রতাপ ১০৩ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া রোগ কঠিন আকার ধারণ করে; সেই সময় রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে ও তন্দ্রাভিভূত হয়। অরুচি, বমন ও বমনোদ্যম; কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময়; শ্বাসনালী প্রদাহ, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন রোগীর অতিসার বা রক্তাতিসার হইয়া জীবনসংশয় হয়। হাম বসিয়া যাওয়া, কিম্বা অতিশয় রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হওয়া, অশুভ লক্ষণ।

প্রতিষেধক।—মর্বিলিনাম ৩০—২০০ প্রত্যহ একবার সেবন (যখন হাম ব্যাপকরূপে প্রকাশ পায়)।

চিকিৎসা।—সামান্য হামজ্বরে ঔষধের আবশ্যক করে না।

মর্বিলিনাম ৩০, ২০০।—পীড়ার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, অন্য ঔষধ আবশ্যক করে না। স্থল বিশেষে—

অ্যাকোনাইট ১, ৩।—প্রবল জ্বর; পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী; বারম্বার হাঁচি; সজল চক্ষু; কপালে বেদনা; শুষ্ক-কাসি; গলা খুস খুস্ করা; কোষ্ঠকাঠিন্য; বক্ষঃস্থলে বেদনা; অস্থিরতা; অতিশয় তৃষ্ণা।

পালসেটিলা ৩, ৬।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে কাসির বৃদ্ধি, ও গলা ঘড় ঘড় করা; নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা বা রক্তস্রাব; উদরাময়; পাকাশয়ের বৈলক্ষণ্য; পিপাসা না থাকা, বা সামান্য পিপাসা।

জেলসিমিয়াম্ ১x-৩।—হাম বসিয়া গিয়া প্রবল জ্বর প্রভৃতি উপসর্গে।

ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০।—শুষ্ক এবং কষ্টকর কাসি; হাম বসিয়া যাওয়া।

banglabooks.in

আর্সেনিক ৩x—৬।—হাম কৃষ্ণবর্ণ আকারে প্রকাশ পাইলে।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি θ—**২x।**—হাম বাহির হইতে দেরি হইয়া তড়কা উপস্থিত হইলে; ফুস্‌ফুসে রক্ত সঞ্চয়;

ক্যাম্ফার θ।—সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও নীলবর্ণ; অত্যন্ত অবসন্নতা বা পতনাবস্থা (এক ফোঁটা করিয়া বার বার সেবন)।

অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, ফস্‌ফোরাস্ ৬।—বায়ুনলী বা ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হইলে।

বেলেডোনা ৩, ৬।—নাড়ী পূর্ণ, কঠিন; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ; কাসিবার সময় স্বরনালীতে বেদনা; স্বরভঙ্গ; মস্তক উত্তপ্ত; তন্দ্রাভিভূত কিন্তু নিদ্রা হয় না; হঠাৎ চমকিয়া উঠা।

নাক চোক দিয়া জল পড়িলে, ইউফ্রেসিয়া ৩; বমন বা বমনোদ্যমসহ সবুজবর্ণের আমময় উদরাময় এবং শুষ্ককাসি থাকিলে, ইপিকাক ৩; রোগ উপশমের পর শুষ্ককাসি বর্ত্তমান থাকিলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬; হাম সম্পূর্ণরূপে না উঠিলে অথবা বসিয়া গেলে ব্রায়োনিয়া ৩, জেল্‌স্ ১x, বা জিঙ্কাম ৬; রাত্রিকালে প্রচুর ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা লক্ষণে, আর্স-আয়োড ৩x; হাম বসিয়া যাওয়া ও তড়কায়, কিউপ্রাম ৬; নাক মুখ হইতে জলবৎ পাতলা রক্ত নিঃসরণে, ক্রোটেলাস্ ৬। হেলেবোরাস ৩, সালফার ৩০, ভিরেট্রাম্ ৬, ও রাস-ট্রক্স ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মস্তিষ্ক অবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)" দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়।—ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র দ্বারা গাত্রজল মুছান। রোগীর গাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস লাগান অনুচিত। "জাড়ি," * বা পালসেটিলা ৬ ব্যবহারে সর্দ্দি ও উদরাময়ের উপশম হয়। অল্পকালীন শীতল জল, বার্লি, মিছরি, অ্যারোরুট সুপথ্য।

---

* জোয়ান, বাবুই কুড় ও মেথি একত্রে মিশাইয়া, জাড়ি প্রস্তুত হয়; উক্ত চারিটি দ্রব্য সহ কেহ কেহ মান কচুর শুষ্ক ডগা ভিজাইয়া রাখেন।

banglabooks.in

বসন্ত বা মসূরিকা

(SMALL POX.)

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক রোগ। বসন্ত-বীজ (বিষ বা কীটাণু) শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, বসন্ত হয়। বসন্তের জীবাণু এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ সাহায্যেও উহা আজও ধরা পড়ে নাই। বায়ু ও মক্ষিকার সহায়তায় ইহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালিত হয় ["পরিশিষ্ট (গ) অধ্যায়ে (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য]। একবার বসন্ত হইয়া গেলে, প্রায়ই পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহা প্রধানতঃ দুই প্রকার—সংযুক্ত বসন্ত, ও অসংযুক্ত বসন্ত।

সংযুক্ত বসন্ত।—দুই তিন বা ততোধিক গুটি গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিলে, উহাকে সংযুক্ত বসন্ত বলে। এইরূপ গুটিগুলি পাকিয়া পূয হয়; মুখমণ্ডলে, গলার মধ্যে, মাথায় ও নাকের ভিতর হইলে সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে। বসন্ত-বীজ বা বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ১১।১২ দিন পরে, জ্বর (শরীরের তাপ ১০৩°—১০৭) হয়। এই জ্বরে শীত, দাহ, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে; জ্বরের ২।৩ দিন পরেই গুটিগুলি বাহির হয় এবং জ্বরের প্রখরতা কমিয়া আসে। ৫।৬ দিনের মধ্যে ঐ গুটিতে জল সঞ্চার হইয়া পূয জন্মে, তখন দেহের তাপ পুনরায় ১০৩—১০৮° হয়; এবং ৯।১০ দিন মধ্যে গুটিগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। এই রোগে জ্বর অত্যন্ত প্রচণ্ড হইলে, অনেক স্থলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অসংযুক্ত বসন্ত।—গুটিগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পাইলেই, তাহাকে অসংযুক্ত বসন্ত বলে; ইহাতে উল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইতে পারে, কেবল জ্বর তত প্রবল হয় না এবং মৃত্যুর আশঙ্কাও কম থাকে।

প্রতিষেধক।—ইংরাজি মতে টিকা * (Vaccination) লওয়া। হস্তাদি ছিদ্র করিয়া গো-বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করাইয়া সাধারণতঃ

* সুস্থ শরীরে গো-বীজ বা বসন্ত-বীজ (বিষ) প্রবেশ করানর নাম "টিকা লওয়া"। টিকা লওয়া বিবিধ উপায়ে সম্পন্ন হইতে পারে:—(১) অস্ত্র-সাহায্যে

banglabooks.in

টিকা দেওয়া হয়; কিন্তু আজকাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভ্যাক্‌সিনিনাম, ভেরিয়োলিনাম, বা ম্যালেণ্ডিনাম খাওয়াইয়া টিকা দিতেছেন। হস্তাদি ছিদ্র করিয়া টিকা দিলে যে উপকার হয়, ভেরিয়োলিনাদি ঔষধ খাওয়াইলেও সেই উপকার হয়। তবে প্রথমোক্ত প্রকারে টিকা দিলে যে যে অপকার হয়, শেষোক্ত মতে সে সব হইবার কোন আশঙ্কা নাই। আমেরিকায় যুক্তরাজ্যের স্থানে স্থানে এইরূপ টিকা যাহাতে মঞ্জুর না হয় তজ্জন্য কেহ কেহ রাজদ্বারে নালিস করেন; বিচারে কিন্তু স্থির হয় যে উভয়বিধ উপায়ে টিকা দেওয়াই রাজবিধি-সঙ্গত। ইংলণ্ডে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়াইয়া টিকা দেওয়া, আইনে এখনও গ্রাহ্য না হইলেও অনতিবিলম্বেই হইবে বলিয়া, বোধ হয়। আমাদের এইরূপ আশা করিবার ভিত্তি এই যে, ইংলণ্ডাধিপতি ভারত-সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডকেও অন্তিমকালে এইরূপে ঔষধ খাওয়ান হয় ("It was officially stated that the late King Edward VII, had undergone a 'Vaccine Treatment' for catarrh, and that the 'Vaccines' had been *administered by the mouth*."—Dr. Clarke)। ভ্যাক্‌সিনিনাম ৩০, ভেরিয়োলিনাম ৩০ বা ম্যালেণ্ডিনাম ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া দুই সপ্তাহ আন্দাজ খাইতে হইবে। এই সকল ঔষধ সেবন জনিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্বর বা শরীরে কোনরূপ অসুখ না হয়, ততক্ষণ উক্ত ঔষধের কার্য্য হয় নাই অর্থাৎ টিকা ভাল করিয়া ফুটে নাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকার বহু বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত এই যে ভ্যাক্‌সিনিনাম

(প্রধানতঃ বাহু) ক্ষত করিয়া উক্ত বিষ রক্তসহ সংযোগদ্বারা; (২) উক্ত বিষ হোমিওপ্যাথিক ক্রম-পদ্ধতি অনুসারে শক্তীকৃত করিয়া আভ্যন্তরিক সেবন দ্বারা। প্রথম প্রকারে টিকা লওয়ায় আদত বিষ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার বার্ণেট 'থুজা' ব্যবহারে বসন্ত-বীজ-দুষ্ট বহু রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। সিলিকা ৩০, মেজেরিয়াম ২০০, কেলি-বিউর ৩০, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারে ভাবী কুফলের আশঙ্কা থাকে না; কারণ হোমিওপ্যাথিক মতে শক্তীকৃত হওয়ায়, "বিষের" বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়।

banglabooks.in

৬x চূর্ণ একমাত্রা মাত্র সেবনে টিকা দিবার কার্য্য করে, অথচ টিকা দিলে যে কুফল ঘটিবার আশঙ্কা থাকে ইহাতে তাহা থাকে না; আর, বসন্ত দেশব্যাপক হইয়া পড়িলে সুস্থ ব্যক্তি ভেরিয়োলিনাম্ প্রতি সপ্তাহে দুই এক মাত্রা সেবন করিলে রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন, এবং বসন্ত রোগী উহা সেবন করিলে দুরন্ত রোগ অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবাপন্ন হয়। (A dose of the 6x trit. of vaccininum is a "Homœopathic Vaccination" having, it is claimed by competent observers, far more prophylactic power against small-pox than vaccination, and none of its danger or disagreeableness..... A few doses of variolinum per week during epidemic protect from the disease, and in the treatment of developed cases it is excellent, causing them to take on a milder form"—Boericke and Tafel).

অতএব, বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ভ্যাক্সিনিনাম ৬x চূর্ণ এক গ্রেণ একবার মাত্র সেবন; অথবা ভ্যাক্সিনিনাম্ ৩০, ভেরিয়োলিনাম্ ৩০ বা ম্যালাণ্ডিনাম্ ৩০ প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ এক মাত্রা সেবন বিধি। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বেই শিশুর টিকা দেওয়া বিধেয়; যদি অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তাহার টিকা না হয়, তাহা হইলে ভ্যাক্সিনিনাম্ ৬ এক এক মাত্রা মাঝে মাঝে সেবনে অনেক সময়ে টিকার কার্য করে। গাধার দুগ্ধ খাওয়া, বা গাত্রে মাখাও নাকি উত্তম প্রতিষেধক; তাই কি শীতলাদেবী গর্দ্দভ-বাহিনী?

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় (অর্থাৎ পূষ না জন্মান পর্য্যন্ত), অ্যান্টিম্-টার্ট ৩x সেবন করান প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় (পূষ জন্মিলে), মার্ক-সল্ প্রধান ঔষধ। বসন্ত রোগের (প্রথমাবস্থায়) গুটিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে এবং রোগী অবসন্ন হইয়া প, ব্যাপ্টিসিয়া ৩x প্রয়োগে উপকার হয়। পৃষ্ঠে বা কটিদেশে

banglabooks.in

বেদনা, দ্রুত নাড়ী, প্রবল জ্বর ও জলবৎ অতিসারে, ভিরেট্রাম-ভির ৩x। পূয়পূর্ণ গুটি, শ্বাসনালীতে বেদনা, বমনেচ্ছা বা বমন, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম-টার্ট ৩x ক্রমের বিচূর্ণ (এই রোগের **সকল অবস্থাতেই** ইহা অপর ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন)। (দ্বিতীয় অবস্থায়) জ্বর, গুটিকায় পূয়, গলার মধ্যে ক্ষত, রক্ত মিশ্রিত আমময় অতিসার প্রভৃতি লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। গুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ না হইলে অথবা হঠাৎ বসিয়া গেলে, রুবিনীর স্পিরিট্-ক্যাম্ফর বা জেলসিমিয়ম্ ১x বা জিঙ্কাম্ ৬ প্রয়োগ করা যায়। গো-বীজে টিকা দেওয়ার পর যদি বসন্ত বাহির হয় ও তজ্জনিত অপরাপর উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে থুজা (মূল-অরিষ্ট)। গুটি পাকিবার সময় যদি সান্নিপাতিক-জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে রাস-টক্স ৩০। গুটিকা গুলি বাহির হইবার পর মুখমণ্ডল ও গুটিকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল স্ফীত হইলে এবং রাত্রিতে চুলকানির বৃদ্ধি হইলে, এপিস-মেল ৩x। গুটিকায় পূয হওয়ার পর জরাতিসার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আর্সেনিক ৬ বা ৩০। রক্তস্রাবে, হেমামেলিস ২x। বসন্ত ভয়াবহ হইলে, দেশীয় প্রবীণ টিকাদারদের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে রাখিতে হইবে। বারম্বার রোগীকে বিছানা বদলাইয়া দেওয়া এবং কোমল শয্যায় রোগীকে সর্ব্বক্ষণ একভাবে শোয়াইয়া না রাখা বিধেয়। গুটিতে পূয হইলে, বোরিক-অ্যাসিড্ (এক ভাগ) অলিভ্-অয়েল্ (বিশ গুণ) সহ মিশাইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিতে হইবে। গুটিতে পূয হওয়ার পর শুকাইতে আরম্ভ হইলে, উষ্ণ জলে পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া মুছিয়া দেওয়া ভাল। রোগের ভোগকালে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, গাধার দুধ প্রভৃতি; এবং রোগের উপশম হইলে লঘুপাক পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। মৎস্য, মাংস, ও শিম ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শুচি ভাবে রাখা, এবং গাধার দুধ বা গাওয়া মূড়ো মাখন দ্বারা রোগীর গা প্রত্যহ মালিস করা উপকারী।

banglabooks.in

টিকা লইবার পর কাহারও কাহারও শরীর একেবারে **ভাঙ্গিয়া** যায় বা কোনরূপ চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, সে স্থলে থুজা ৬—২০০ ব্যবস্থা।

পানি-বসন্ত বা জল-বসন্ত।

(CHICKEN-POX).

পানিবসন্ত তাদৃশ স্পর্শাক্রামক নহে। বালক ও শিশুদিগের এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। পানিবসন্তের জ্বর অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পায়। গুটিকাগুলি চ্যাপ্‌টা না হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হয়; ইহাতে পূয হয় না; তিন চারি দিন পরে গুটিকাগুলিতে জল সঞ্চয় হইয়া ফোস্কার ন্যায় দেখায়, এবং প্রায় ছয় সাত দিবসেই শুকাইয়া যায়। ইহাতে জীবননাশের কোন আশঙ্কা নাই। রাস-টক্স ৬ সেবনে রোগের উপশম হয়। প্রবল জ্বর থাকিলে, **অ্যাকোনাইট ৩x** ব্যবস্থা।

কালা-জ্বর।

(DUMDUM FEVER).

ইহা একটি পুরাতন ব্যাধি—**বর্দ্ধিত প্লীহা, রক্ত-স্বল্পতা ও অনিয়মিত জ্বর,** এই রোগের তিনটি বিশেষ লক্ষণ। রক্তস্বল্পতা সহ রোগীর দেহটি সচরাচর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে, তাই আসাম দেশে এই পীড়ার নাম "কালা-আজর"। পরাঙ্গ-পুষ্ট (parasitic) এক প্রকার জীবাণু, এই পীড়ার উত্তেজক কারণ। আসাম, সিংহলদ্বীপ, চীনরাজ্য, ও মিশরদেশ ইহার প্রধান লীলাক্ষেত্র। নিম্নলিখিত উপসর্গচয় সাধারণতঃ লক্ষিত হয়:—**বর্দ্ধিত প্লীহা,** বর্দ্ধিত যকৃৎ, **শীর্ণতা,** শরীরের পালাশ বর্ণ, **অনিয়মিত স্বল্পবিরাম-জ্বর,** মাড়ি

banglabooks.in

হইতে রক্তস্রাব ও শীতাদ (purpura)-প্রবণতা, সাময়িক শোথ, রক্ত-স্বল্পতা সহ আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি।

চিকিৎসা :—

আর্সেনিক্ ৩—২০০।—জ্বর, শোথ, রক্তস্বল্পতা।

ফস্ফোরাস ৩—৩০।—রক্তস্রাব-প্রবণতা।

সিয়োনেথাস ২x।—বর্দ্ধিত প্লীহা।

কার্ডুয়াস-মেরিয়ানাস ৩—৩x।—বর্দ্ধিত যকৃৎ।

এপিস্, ল্যাকেসিস্, ক্রোটেলাস্, চায়না, কুইনাইন্, অ্যাসিড্-ফস্, ফেরাম্-আয়ড্, ফেরাম-আর্স্, ফেরাম্-ফস্, ফেরাম্-সিয়েনেটাম্, ফেরাম্-মেট্ প্রভৃতি ঔষধও আবশ্যক হইতে পারে।

সম্প্রতি (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) ডাক্তার সার লিওনার্ড রোজার্স্ বহু চেষ্টার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে অ্যানোফিলাস-মশক যেরূপ ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তারের কারণ, ছারপোকাও সেইরূপ কালা-জ্বর বিস্তারের কারণ। অতএব দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করণার্থ মশকবংশ ধ্বংসের জন্য যেরূপ গোলাগুলির আয়োজন করা হইতেছে, সেইরূপ কালা-জ্বর দূর করিতে হইলে, ছারপোকাকুল বিনাশের জন্য শীঘ্রই নব-যন্ত্রের সৃষ্টি হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। ডাক্তার সাহেব প্রথমে আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া তত ফল পান নাই, পরে অ্যান্টিম-টার্ট সেবন করাইয়া বা শিরা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কালা-জ্বরে আক্রান্ত পঁচিশ জনের মধ্যে তেইশ জনকে রোগ-মুক্ত করিয়াছেন।

ডাক্তার সাহেব বলেন যে, ছারপোকার আবাস স্থানে ও গৃহের প্রাচীরে নারিকেল তৈল দিলে নাকি ছারপোকা বিনষ্ট হয়।

---

banglabooks.in

বিসর্প

(ERYSIPELAS)।

জ্বরসম্বলিত গাত্রত্বকের প্রসারণশীল প্রদাহকে **বিসর্প** বলে। হয় রক্ত-দূষিত হইয়া, না হয় শরীরের কোন স্থলে আঘাত লাগিয়া, ইহা উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত বিসর্প সচরাচর গলদেশ ও মুখমণ্ডলই আক্রমণ করে; শেষোক্ত বিসর্প শরীরের যে কোন অংশে জন্মিতে পারে। প্রবল জ্বর, শীত ও ঈষৎ কম্প, অবসন্নতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, পিপাসা, গাত্রোত্তাপ, কখন কখন বমন বা বমনেচ্ছা, অতিসার বা উদরাময়, গলার মধ্যে বেদনা, তন্দ্রা, ভ্রম, ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়; পরে, চর্ম্ম প্রদাহযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হয়। ফোস্কা বাহির হইলে, প্রদাহ কমিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

বেলেডোনা ১, ৩।—গাত্রত্বক প্রদাহযুক্ত হইয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ ও শুষ্ক; মুখমণ্ডল প্রদাহযুক্ত; প্রখর উত্তাপ; শিরঃপীড়া; চক্ষুতারা বিস্তৃত; আক্রান্ত স্থান অল্প স্ফীত (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলের ও মস্তকের বিসর্পে)।

ব্রাস-টক্স ৬।—গলদেশে, মুখমণ্ডলে এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে লালবর্ণ জলপূর্ণ ফোস্কা; তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের স্ফীতি; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ফোস্কা হইতে রস পড়া ও জ্বালা করা।

এপিস-মেল ৩, ৬।—রসপূর্ণ, উত্তপ্ত জ্বালাকর ফোস্কা; ঐ ফোস্কা অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে ও চুলকায়; হুলবেধবৎ বেদনা; প্রদাহযুক্তস্থান আরক্ত ও রসপূর্ণ না হইয়া দ্রুত স্ফীত হইতে থাকিলে।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—জ্বালাকর বেদনাবিশিষ্ট কাল রঙ্গের ফোস্কা, অথবা পূয়পূর্ণ ফোস্কা; অবসন্নতা ও শীর্ণতা; অস্থিরতা ও অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে।

banglabooks.in

এপিস্ক্লাম্ ভাইরাস ৬।—হুলবেধবৎ বেদনাসহ ফুলিলে।

ল্রোটেলাস্ ৬।—পচিতে (Gangrene) আরম্ভ হইলে।

অ্যাকোনাইট ১।—বিসর্পের পীড়কা বাহির হইবার পূর্ব্বে, ও আক্রান্তস্থান প্রদাহযুক্ত হইলে।

আক্রান্ত স্থানে আলাকর দাহ ও ফোস্কা হইতে রস পড়িতে থাকিলে, ক্যান্থারিস ৬; ফোস্কাগুলিতে পূয হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, আর্সেনিক ৬ ও কার্ব্বো-ভেজ ৬; পচিতে আরম্ভ হইলে, ল্যাকেসিস ৬; ফোস্কাগুলি একস্থানে ভাল হইয়া অন্যান্য স্থানে আবার হইলে, পালসেটিলা ৬।

পথ্যাদি।—রোগের প্রবল অবস্থায় সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট। ডাক্তার আর্ণল্ড বলেন যে তক্র (অর্থাৎ মাখন তোলা দুগ্ধ butter-milk) আক্রান্ত স্থানে লাগাইলে, যন্ত্রণা শীঘ্র নিবারিত হয় ও বিসর্প অল্পকাল মধ্যে সারিয়া আসে (vide *The Indian Medical Record* for January 1915 page 17).

ঝিল্লীক-প্রদাহ

(DIPHTHERIA)।

ইহা একরূপ সংক্রামক গল-রোগ। এক প্রকার বিষ বা এক প্রকার জীবাণু ["পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য] রক্তস্থ হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ শিশুদিগেরই অধিক হয়; সে বৎসর মহীশূরের রাজা কলিকাতায় আসিয়া এই পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। এই পীড়ায় গলার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে এক প্রকার পর্দ্দা পড়ে, তাহাতে শ্বাসরোধ হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিছু পূর্ব্বে ডাক্তারেরা শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম দেখিলেই, গলার নলী কাটিয়া রোগীকে কিছুকাল জীবিত রাখিতেন। সামান্য ডিপ্‌থিরিয়াতে গলায় বেদনা, কোন দ্রব্য গিলিতে কষ্টবোধ, গলার মধ্যে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়া

banglabooks.in

কম্প, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা; অনন্তর ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়; টন্‌সিল-গ্রন্থি ও আলজিহ্বা স্ফীত হইয়া তাহার উপর কৃত্রিম পর্দ্দা পড়ে। কৃত্রিম ঝিল্লী নিঃসারিত না হইলে, শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

প্রতিষেধক।—পল্লিমধ্যে "ডিপ্থিরিয়া" বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পাইলে, ডিপ্‌থিরিণাম ৩০ একবার মাত্র সেবন বিধি।

চিকিৎসা।—ডাক্তার এচ্ সি অ্যালেন বহু সহস্র রোগীকে একমাত্র "ডিপথিরিণাম" (উচ্চক্রম) প্রয়োগে, আরোগ্য করিয়াছেন। ১৮৭৪ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ঔষধ ব্যবহারে তিনি কখনও বিফল-মনোরথ হন নাই। প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া-লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্রই, অন্য কোনও প্রকার চিকিৎসার পর হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, এবং ডিপ্থিরিয়া আরোগ্য হইবার পরবর্ত্তী দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা, হস্তাপদাদির অবশভাব প্রভৃতি লক্ষণে, ডাক্তার অ্যালেন "ডিপথিরিণাম্" দিবার ব্যবস্থা দেন। ডাক্তার ক্লার্ক প্রকৃত ডিপ্থিরিয়া রোগে (১) প্রথমে **ডিপ্থিরিণাম** (৩০—২০০) দুই ঘণ্টা অন্তর ও পরে (২) **মার্ক-সায়েনেটাস** (৬—৩০) প্রতি ঘণ্টায় দিতে ব্যবস্থা করেন, এবং ফাইটোলাকা θ পাঁচ ফোঁটা এক আউন্স জলসহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা গলদেশ মাঝে মাঝে উত্তমরূপে ধুইয়া দিতে পরামর্শ দেন। ল্যাকেসিস ৬ (রক্ত বিশেষরূপে দূষিত হইলে) —গভীর অবসাদ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ, বাহ্যিক চাপে গলায় অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ, গ্রন্থিসমূহ আক্রান্ত; পীড়া বামদিক হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ দিকে ছড়াইয়া পড়িলে। আক্রান্তস্থল প্রদাহযুক্ত ও লালবর্ণ, মুখমণ্ডল ও চক্ষু লালবর্ণ, শিরোবেদনা, গলাধঃকরণে বেদনা, পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী, কোমল তালু, আলজিহ্বা ও স্বরনালীর প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x বা (কাহারও কাহারও মতে) বেলেডোনা ৩x প্রয়োগ করিতে হয়। আক্রান্ত স্থানে বেদনা, অত্যন্ত অবসন্নতা, রোগাক্রমণের প্রথম হইতে নাড়ী দ্রুত, গ্রন্থি স্ফীত, কৃত্রিম পর্দ্দা উৎপন্ন, তালুমূল ও [illegible] আরক্ততা লাল বা কটাবর্ণের জিহ্বা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ

banglabooks.in

গলাশুষ্করণে কষ্ট, অত্যন্ত লালাস্রাব, গলায় চাপ দিলে বেদনা বোধ প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস্ ৩x। গলার মধ্যে ধূসর বর্ণের ক্ষত, অবসন্নতা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ থাকিলে অ্যাসিড্-মিউরিয়েটিক ৩।

কেলি-মিক্সচার ৬।—ঢোঁক গিলিতে কষ্ট ও তৎসহ গলায় শাদা পর্দ্দা পড়া।

একিনেসিয়া θ (৫—১০ ফোঁটা প্রতি মাত্রা)—অনেক চিকিৎসক একমাত্র এই ঔষধের দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন (বিশেষতঃ পচনশীল অবস্থায়)।

পীড়ার শেষ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ, ক্ষত হইতে পূয বা রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গে, **আর্সেনিক ৬**।

ডাক্তার ফ্লোরেষেম্ বলেন যে আনারসের রস প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইলে আশাতীত ফল পাওয়া যায় (*The Hom. Recorder*, 15th June, 1915 দ্রষ্টব্য)।

বহুব্যাপক সর্দ্দি (বা ইনফ্লুয়েঞ্জা)।

এই পীড়া স্পর্শ-সংক্রমণ ও বহুব্যাপক; এক প্রকার জীবাণু (Pfeiffer's bacillus) এই রোগে বিদ্যমান থাকে। দেহে কীটাণু প্রবেশের পর দুই একদিন পর্য্যন্ত, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্ করা ব্যতীত রোগী অন্য কোনরূপ বিশেষ ক্লেশ অনুভব করেন না। পরে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়া থাকে :—শীতবোধ, জ্বর (১০০°—১০৩°; পীড়া কঠিন হইলে, ১০৫° পর্য্যন্ত); মাথা ব্যথা, নাক ও চোখ দিয়া জলবৎ শ্লেষ্মা পড়া; হাঁচি, গলক্ষত, কাসি, গা ভাঙ্গা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া, জিহ্বা ময়লা, বমন বা বমনেচ্ছা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, অবসন্নতা। "সর্দ্দি-জ্বর (৭২ পৃষ্ঠা)" সহ এতটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহার নাম "বহুব্যাপক-সর্দ্দি"।

কখনও বা পাকাশয় ও অন্ত্রের দোষ, উদরাময় বা আমাশয়, প্রস্রাবের হ্রাস বা বৃদ্ধি বা অপর কোনও দোষ, বুক ধড়ফড় করা, বিমর্ষতা, শ্বাসনালী-

banglabooks.in

ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ (ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া) প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), কৈশিক-নলী-প্রদাহ (ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিজ্), কর্ণমূল-প্রদাহ, তালুমূল-প্রদাহ, নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়া, ঝিল্লীক্-প্রদাহ (ডিপ্‌থিরিয়া), সন্নিপাত-বিকার, প্রলাপ, তন্দ্রা (coma), আক্ষেপ, শ্বাস-ক্লেশ, অতিসার, শোথ, বা পচন (gangrene) উপসর্গ ঘটিলে পীড়া উৎকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রোগে শরীরের তাবৎ যন্ত্রই আক্রান্ত হইতে পারে; অতএব প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা না হইলে, রোগীর বিপদ সম্ভবনা।

কৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে এই জগদ্ব্যাপী রোগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় (Pepper's *System of Medicine* দ্রষ্টব্য)। ১৮৯০ কৃষ্টাব্দের শীতকালে এই দুরন্ত ব্যাধি রুষিয়া (Russia) হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯১৮-১৯ কৃষ্টাব্দে ইহাই "সমর-জ্বর (war-fever)" নামে প্রথমে স্পেন দেশে প্রকাশ পায় এবং অল্প দিন মধ্যে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে*। কেবল বঙ্গদেশ নয় পৃথিবীর অসংখ্য লোক এই রোগের করাল কবলে কবলিত হইতেছে।

প্রতিষেধক।—পীড়ার প্রাদুর্ভাব কালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জি নাম † ৩০—২০০ দুই এক দিন অন্তর এক এক মাত্রা সেব্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম্ অভাবে, ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৩x দেয়।

---

* গত প্রলয়ঙ্কর-য়ুরোপীয় যুদ্ধকালে মিত্রশক্তি সমূহ পক্ষে আমেরিকা যোগদান করিলে, স্পেন রাজ্যের রাজধানী ম্যাড্রিড নগরে জার্ম্মানদের কোন প্রকাণ্ড পরীক্ষাগারে (laboratory) বৈজ্ঞানিকগণ নাকি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-জীবাণু উৎপাদন করিতে আদিষ্ট হন। উদ্দেশ্য—উক্ত জীবাণুপুঞ্জ আমেরিকার বন্দরে ছাড়িয়া দিলে তথাকার মাঝি মাল্লারা পীড়িত হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমেরিকান সৈন্য য়ুরোপে আসিতে পারিবে না। কিন্তু সঙ্কল্পটি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কলহ ঘটায় জীবাণুকুল স্পেন্ দেশে ছড়াইয়া পড়ে; তাই তথায় দারুণ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রথমে উপস্থিত হয় ও অচিরাৎ তাবৎ পৃথিবীতে ইহা আধিপত্য বিস্তার করে।

† বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে ১৩২৫ অগ্রহায়ণের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় জনৈক হোমিওপ্যাথ "ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম"কে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বলিয়াছেন।। ভেরিওলিনাম, সোরিণাম,

banglabooks.in

বর্ত্তমান ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা (Sanitary Commissioner) ডাক্তার বেণ্টলি সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে দারুচিনি-তৈল (Cinnamon-Oil) দুই ফোঁটা খানিকটা উষ্ণ জল সহ মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যে, রোগীর থুথু কফ্ বা নিশ্বাস-বায়ু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হইলে তাঁহারও এই পীড়া জন্মে; সেই জন্য যেন রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা হয় এবং শুশ্রূষাকারীও যেন নিজ নাসিকা ও মুখ বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হন।

চিকিৎসা :—

জেলসিমিয়াম ৩—২x।—শীতবোধ, জ্বর, মুখ থম্‌থমে, চক্ষু ছল্‌ছল্ করা, মাথা ব্যথা বা মাথা ভার, ঝিমান, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে) টাটানি বা বেদনা, কম্পন, অবসন্নতা।

মেডোরিনাম্, লিসিন্ বা হাইড্রোফোবিনাম্, ডিপ্‌থিরিণাম্, টিউবারকিউলিনাম্ প্রভৃতি ঔষধ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি মতে শক্তীকৃত হইয়া "রোগজ-ঔষধ" বা নসোড্‌জ্ নামে বহুকাল হইতে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। Pasteur কিপ্ত কুকুর দংশনের ঔষধ বাহির হইবার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ডাঃ হেরিং লিসিন বা হাইড্রোফোবিনাম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ডাঃ কোক্ (Koch) "টিউবারকুলিন"কে যক্ষ্মারোগের অমোঘ ঔষধ, ঘোষণা পূর্ব্বক জগৎকে মুগ্ধ করিবার বহুপূর্ব্বে ডাঃ স্বার্ণেট তদীয় প্রস্তুত টিউবারকিউলিনাম্ বা ব্যাসিলিনাম দ্বারা বহু সংখ্যক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই সকল রোগজ-ঔষধ বা নসোড্‌জ্ (Nosodes) বহুকালাবধি হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতের তিমির গর্ভ হইতে এরূপ বহুল ভৈষজ্যরত্ন হোমিওপ্যাথি পদ্ধতি মতে প্রস্তুত হইয়া জগতের হিতসাধন করিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ["পরিশিষ্ট (ক), অঙ্ক (৯)" দ্রষ্টব্য]।

ডাঃ ক্লার্ক যথার্থই বলিয়াছেন :—"Homœopathists are untrue to their trust if they allow the so-called "orthodox" party to exploit their principles, make use of them in a crude and violent manner, and carry off the credit of such results as they obtain."

banglabooks.in

ব্রায়োনিয়া ৩x—৬।—(শ্বাসনলী বা ফুস্ ফুস্ অথবা ফুস্-ফুস্-বেষ্ট বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে) কাসি, ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ কপালে) বেদনা, ওষ্ঠ শুষ্ক (তাই রোগী জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠদ্বয় অনবরত আর্দ্র রাখিতে চায়), জিহ্বা ময়লা, অবসন্নতা (রোগী স্থির হইয়া থাকে কেননা নড়িলে চড়িলে তাঁহার যাতনা বাড়ে)।

আর্সেনিক্ ৩x—৬।—(ডাঃ হিউজ ইহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন) প্রথমে অতীব শ্লেষ্মা (প্রধানতঃ চক্ষু, নাসিকা ও গলকোষের সর্দ্দি) স্রাব; তরল উত্তপ্ত জ্বালাকর শ্লেষ্মাস্রাব; হাঁচি; স্বরভঙ্গ; শরীর কম্পমান, উত্তপ্ত, শুষ্ক ও খস্‌খসে; সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বর; গভীর অবসন্নতা (এমন কি সামান্য নড়িলে চড়িলেও রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করেন); অস্থিরতা; তৃষ্ণা; গাত্রদাহ সত্ত্বেও গা ঢাকিয়া রাখিবার ইচ্ছা; উদ্বেগ ও মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণ। চাপ্ চাপ্ ও চট্‌চটে গয়ার উঠা; কষ্টকর কাসি; শীতল ঘর্ম্ম ও শ্বাস কষ্ট। ফরাসী হোমিওপ্যাথিক ডাঃ জুসেঁ (Jousset) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় সবিরাম-জ্বরে কুইনাইনের ব্যবস্থা করেন কিন্তু আমাদের দেশে আমরা এরূপ স্থলে আর্সেনিক প্রয়োগেই সুফল পাইয়া থাকি।

লক্ষণানুসারে উপরোক্ত তিনটী ঔষধ প্রয়োগে আমরা বহু স্থলে সুফল পাইয়া আসিতেছি। কাউপারথোয়েট্, স্যাণ্ডস্-মিল্‌স্, কাস্‌টিস্, গ্যাচেল, গুড্‌নো প্রমুখ আমেরিকার বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক প্রথমে জেলসিমিয়াম্ ও পরে ব্রায়োনিয়া ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ক্লার্ক, হুইলার প্রমুখ ডাক্তারগণ ব্যাপ্টিসিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অব্যর্থ ঔষধ মনে করিয়া ইহা সর্ব্বাগ্রেই ব্যবহার করেন এবং তাহাতে (তাঁহারা বলেন) আর অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় না।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x—৬।—বোকার ন্যায় চক্ষু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চাওয়া; চক্ষে বেদনা বোধ করা; মাথাধরা; জিহ্বা ময়লা ও শুষ্ক; গলক্ষত; পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধভেদ; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও টাটানি; অস্থিরতা (ডাঃ হুইলারের মতে জ্বর থাকা ও না থাকা সত্ত্বেও অস্থিরতা);

banglabooks.in

বিষান; অবসন্নতা; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস; প্রলাপ; কখন কখন রোগীর মনে হয় যেন বিছানায় তাঁহার দেহটি দুই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে আছে, আর তাহা সংযোগ করিতে না পারায় তাঁহার মনে কষ্ট অনুভূত হয়।

নেট্রাম সালফ্ ১২x চূর্ণ—ডাঃ বোরিক ও অ্যানসুটজ্ বলেন যে, বহু চিকিৎসকের মতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এই ঔষধটী অমোঘ, বিশেষতঃ আর্দ্র শীতল বায়ু লাগিয়া এই রোগ জন্মিলে। এ ঔষধ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতা নাই।

সামান্য রকমের পীড়ায় কেবল দুই এক মাত্রা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম ৩০ প্রয়োগে রোগ প্রায়ই সারিয়া যায়। রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বরসহ তৃষ্ণা অস্থিরতা গাত্র শুষ্ক ও উদ্বেগ প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। ডেঙ্গুজ্বরের মত হাড়ের ভিতর: বেদনায়, ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম ১x—৩x। তীব্র পৃষ্ঠ-বেদনায়, ভেরিওলিনাম্ ৬—৩০। বমন বা বমন ইচ্ছায়, ইপিকাক ৩x। বাতের ন্যায় বেদনা, কটিবাত বা সান্নিপাতিক-জ্বর-বিকার লক্ষণে রাস-টক্স ৩—৩০। শ্বাস প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ; কষ্টকর কাসি; অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব; ঘড় ঘড় শব্দ; কটি ও পৃষ্ঠদেশে এবং মস্তকে বেদনা থাকিলে, অ্যান্টিম-টার্ট ৬। স্বরনালীর ও বক্ষঃস্থলের প্রদাহ; কষ্টকর কাসি, কখন শাদা, কখন বা হরিদ্রা বর্ণের সুতার ন্যায় কঠিন শ্লেষ্মাযুক্ত কাসি হইলে; রোগের পুরাতন অবস্থায় ফুস্‌ফুস প্রদাহ; দুর্ব্বলতা; শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে অক্ষম; কেনাযুক্ত, রক্তময় বা পূঁযের ন্যায় শ্লেষ্মাস্রাবে, ফস্‌ফোরাস্ ৬। অনবরত কাসি (বিরাম নাই) হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩। মূত্রগ্রন্থির প্রদাহে, ইউক্যালিপটাস ১x। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে, আইবেরিস্ ১। দারুণ শিরঃপীড়ায়, মেলিলোটাস্ ২x।

অতিসার, নিউমোনিয়া, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিলে, এই গ্রন্থোক্ত শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া, পরিপাক-যন্ত্রের পীড়া, মূত্র-যন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—পরিষ্কার ও সুবাতাসপূর্ণ গৃহে গরম কাপড়ে ঢাকা দিয়া রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবেন। রোগ মৃদু

banglabooks.in

প্রকৃতির হইলেও রোগীকে শয্যাত্যাগ করিতে দিবেন না। গরম কাপড় দিয়া মাথা ঢাকা রাখিবেন না, এবং শরীরে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা চাই। শ্লেষ্মাকর বা অত্যন্ত উত্তেজক দ্রব্য আহার ও ঠাণ্ডাজল ব্যবহার (হাত-পা ধোয়া স্নান ইত্যাদি) সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। জল মিশ্রিত গরম দুগ্ধ, মিছরি, পানিফল, টকরসশূন্য বেদানা বা ডালিম, কেশুর, ঝোল প্রভৃতি তরল দ্রব্য সুপথ্য।

রোগ ছোঁয়াচে, সুতরাং যাঁহারা সেবা করিবেন তাঁহারা খুব সাবধানে এবং পরিষ্কারভাবে থাকিবেন। থুথু ও গয়ার ফেলিবার পাত্রে গুঁড়া-চুণ রাখিবেন, মাঝে মাঝে তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার চুণ ছড়াইয়া তবে ব্যবহার করিবেন। এই পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে এক গৃহে বহু লোকের বাস করা উচিত নহে।

মৎস্য মাংস আহার ও ধূমপান না করাই শ্রেয়ঃ। রোগের প্রাদুর্ভাব স্থানে যতদূর সম্ভব মুখ বুজিয়া চলিবেন।

১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮ লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকাতে প্রকাশ যে গত সপ্তাহে এই প্রচণ্ড রোগে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে। টাইম্‌স্ হিসাব করিয়া বলিতেছেন যে এই অনুপাতে বর্ত্তমান যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা ইহার মৃত্যু সংখ্যা পাঁচ গুণ বেশী।

এই গ্রন্থোক্ত বিবিধ জ্বরের ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক কশেরু-জ্বর

(CEREBRO-SPINAL FEVER)।

ইহা স্পর্শাক্রামক এক প্রকার তরুণ-জ্বর। মেরুদণ্ডের ও মস্তিকাবরণের প্রদাহই ইহার প্রধান লক্ষণ। হঠাৎ শীত শীত বোধসহ জ্বর (কখন কখন প্রবল জ্বর ১০৩°—১০৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত); প্রলাপ; বমন বা বমনেচ্ছা; পশ্চাৎদিকে বা একদিকে শরীর বাঁকিয়া পড়া; চক্ষু কখন বা উন্মুক্ত (কিন্তু রোগী দৃষ্টিহীন) কখনও বা টেরা দৃষ্টি;

banglabooks.in

পেশী সঙ্কোচন; গভীর অবসন্নতা, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে অতিশয় বেদনা; সাড়হীন অবস্থা (stupor), তন্দ্রা (coma), স্নায়ুর পক্ষাঘাত প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সাইকিউটা ৩—৬।—(এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) প্রধানতঃ পশ্চাৎ বা একদিকে শরীরের বক্রতা লক্ষণে।

বেলেডোনা ৩x—৬।—প্রলাপসহ মস্তিষ্কে বিকার প্রাবল্যে।

ওপিয়াম ৩—৩০।—তন্দ্রা বা সাড়হীন অবস্থা; ধীর শ্বাস প্রশ্বাস; স্থির দৃষ্টি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্র হওয়া; মুখ খোলা ও গভীর নাসারব।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩।—মস্তক পশ্চাতে বক্র হওয়া; তড়কা বা আক্ষেপ।

জেলসিমিয়াম্ ৩x।—পক্ষাঘাতে; বধিরতায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী "সান্নিপাতিক-জ্বর," "মেহ-জ্বর" প্রভৃতি অন্যান্য জ্বরের ঔষধাবলি ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

পচাজ্বর

(PUTRID FEVER—

Septicæmia. Pyæmia. Gangrene, &c)।

প্লেগ, তরুণ সূতিকা-জ্বর, পীত-জ্বর, সান্নিপাতিক-জ্বর প্রভৃতি রোগে আঘাত লাগিয়া বা যে কোন কারণেই ["পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য] হউক সুস্থব্যক্তির রক্তে জীবাণু (?) বা বিষ প্রবেশ হেতু রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর, বিকার, ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা, শরীরের গ্রন্থিচয় শক্ত বা পূয পূর্ণ হওয়া, শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষত হওয়া ও পূয জমা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; ইহারই নাম **পচাজ্বর** বা সেপ্টিসিমিয়া। বাহির হইতে বিষ শরীরে

banglabooks.in

প্রবেশ না করিয়া পূয শরীরে বসিয়া রক্ত দূষিত হইলে, কেহ কেহ ইহাকে "পাইমিয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক সেপ্টিসিমিয়া ও পাইমিয়া রোগে কোন প্রভেদ আছে কি না, সে বিষয় আজ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হয় নাই। জীবিত দেহের কোন অংশ প্রথম যখন পচিতে আরম্ভ হয়, তখন তাহাকে "পচা ঘা" বা "গ্যাংগ্রীণ" বলে।

চিকিৎসা :—

আর্ণিকা ৩।—ক্ষত বা অস্ত্রচিকিৎসা জনিত পীড়ায়।

পাইরোজেন ৬।—প্রবল জ্বরে।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬।—পচিবার উপক্রম হইলে।

আর্সেনিক ৩x।—অস্থিরতা, জ্বালাকর বেদনা, সামান্য জ্বর, জিহ্বা লাল ও বহুদিন যাবৎ রক্ত দূষিত হইতে থাকিলে।

ল্যাকেসিস ৬।—রক্ত দূষিত হওয়া, দুর্ব্বলতা, তন্দ্রা, প্রলাপ।

ব্লাস-টক্স ৩।—শরীরের গ্রন্থিচয় আক্রান্ত হইলে।

ব্রায়োনিয়া ১।—নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে।

একিনেসিয়া θ।—রক্ত দূষিত হইলে।

কার্ব্বো-ভেজ ৩।—জীবনী-শক্তির হ্রাস, হাত পা ঠাণ্ডা, ত্বক নীলাভ, জ্বালাকর বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

আঘাত জনিত রক্ত দূষিত হইলে, ক্ষতস্থানে বোরাসিক-অ্যাসিডের মলম বাহ্য প্রয়োগ। আঘাত বা অস্ত্র-চিকিৎসা জনিত ক্ষতে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ (পরিস্রুত জলসহ ৮ গুণ) বাহ্য প্রয়োগ ; হাইপেরিকাম ২০০ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক উপকারী।

সিকেলি ১, ব্যাপ্টেসিয়া ৩x, ক্রোটেলাস ৬x, জেলসিমিয়াম ১x ফস্‌ফোরাস্ ৬, হিপার সালফার ৩০, মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড্ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—সিকাগো হাঁসপাতালের ডাক্তার বিবী এই রোগে নিম্নলিখিত বিধান দিয়া থাকেন—

banglabooks.in

যাহাতে পূয ভাল করিয়া নির্গত হয় সে বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পূয কোথাও জমিলেই যেন বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ স্থান ধুইয়া ফেলা হয়। দাস্ত পরিষ্কারের জন্য জোলাপ লওয়া ও গরম জলে স্নান করা ভাল। দুই তিন ঘণ্টা অন্তর লঘু তরল অথচ পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে অল্প পরিমাণে খাওয়ান বিধেয়। বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে যেন রাখা হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, রোগীকে অল্প পরিমাণে সুরা (Alcohol) দেওয়া যাইতে পারে।

৩। সাধারণ রোগ—(খ) বিভাগ

বা

ধাতুগতরোগ।

বাত, যক্ষ্মাকাস প্রভৃতি কতকগুলি রোগ শরীরের সর্ব্বাঙ্গ (বা একটি অঙ্গের পর আর একটি অঙ্গ) আক্রমণ করিয়া থাকে; ইহাদিগকে "ধাতুগত" বা "সর্ব্বাঙ্গীণ" (Constitutional) রোগ বলে। এই সকল রোগ ঔষধাদি দ্বারা মূলে বিনষ্ট না হইলে, বংশ পরম্পরায় চলিতে পারে।

বাত-ব্যাধি।

শারীরিক তাড়িতের অপচয়হেতু দেহের পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ ঘটিলে, জীবনী-শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন এই রোগ জন্মে।

বাত রোগে সাধারণতঃ শরীরের **বড় সন্ধিগুলি** আক্রান্ত হয়। কখনও বা পেশীচয় আক্রান্ত হইয়া থাকে। বড় সন্ধি আক্রান্ত হইলে, তাহাকে **সন্ধি-বাত** (Rheumatism) বলে; এবং মাংসপেশী আক্রান্ত হইলে, তাহাকে **পেশী-বাত** (Muscular Rheumatism) কহে।

আবার কখন ও বা ছোট সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়; তখন ইহাকে **গ্রন্থি-বাত** বা **গেঁটে-বাত** (Gout) কহে। মধ্যবিৎ গৃহস্থ

banglabooks.in

বা যাঁহারা খাটিয়া খান, তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি-বাত ও পেশী-বাত বেশী দেখা যায়; গ্রন্থি-বাত বা গেঁটে-বাত সাধারণতঃ ধনী বা ভোগবিলাসী-দিগের মধ্যে বেশী ঘটে। সন্ধি-বাত, পেশী-বাত, ও গ্রন্থি-বাতের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে:—

তরুণ সন্ধি বাত-ব্যাধি

(ACUTE RHEUMATISM)।

লক্ষণ।—শরীরের সন্ধিস্থলে (গাঁইটে) এই রোগ হইয়া থাকে। কখন কখন দুই একটি সন্ধি, কখন বা সমস্ত সন্ধিই আক্রান্ত হয়। রোগের প্রারম্ভে, জ্বরসহ সন্ধিস্থল প্রদাহিত (অর্থাৎ সন্ধিগুলি বিশেষতঃ বড় বড় সন্ধিগুলি স্ফীত, আরক্ত, ও বেদনাযুক্ত) হয়; এবং নড়াচড়াতে ঐ বেদনা বা টাটানি বৃদ্ধি পায়। কম্প; গাত্রত্বক উত্তপ্ত; নাড়ী পূর্ণ বা কঠিন; শিরঃপীড়া; ঘর্ম্ম টক্‌গন্ধযুক্ত ও চট্‌চটে; পিপাসা; জিহ্বা মলিন; মূত্র অল্প পরিমাণ লালবর্ণ ও অম্লগন্ধ বিশিষ্ট; কোষ্ঠবদ্ধতা; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগে গাত্রোত্তাপ ১০৪।১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তরুণ বাত রোগ, তিন চারি সপ্তাহ পর হয় সারিয়া যায়, নয় পুরাতন আকার ধারণ করে। এই রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া বাম পার্শ্বে বেদনা, বক্ষঃস্থলে যাতনা, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, রোগ কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অজীর্ণ-রোগ প্রায়ই এই ব্যাধিসহ বর্ত্তমান থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের এই রোগ বেশী হয়।

কারণ।—ইহার উত্তেজক কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান; অধিকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকা বা বৃষ্টিতে ভিজা; স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস; বহুল পরিমাণে মাংস অল্প বা ঠাণ্ডা জিনিস আহার; অথবা যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা নিবন্ধন,

banglabooks.in

প্রভৃতি এই রোগের গৌণ কারণ। প্রমেহজনিত বাত রোগও বিরল নহে। দরিদ্র ও যাহারা অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন তাহাদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যান্সার ও যক্ষ্মাকাসগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তান সন্ততিগণ প্রায়ই বাতরোগে ভুগিয়া থাকেন।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ১।—(তরুণ সন্ধিবাত রোগের প্রারম্ভে ইহা উত্তম ঔষধ) সন্ধিস্থলে ও পেশীতে কর্ত্তনবৎ বা চিড়িক্ মারার ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত জ্বর, অস্থিরতা, আক্রান্ত স্থান স্ফীত আরক্ত ও প্রদাহিত, ক্ষুধামান্দ্য, মূত্র লাল; শীতকালের ঠাণ্ডা শুষ্ক বায়ু লাগান হেতু বাত।

সালফার ৩০।—অ্যাকোনাইট সেবনের পর (বিশেষতঃ বাত আক্রমণের পর সন্ধিস্থলে বেদনা, স্ফীতি ও দুর্ব্বলতা লক্ষণে)। নূতন বা পুরাতন রোগের সকল অবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। সাল্‌ফাররোগী সর্ব্বদা গরম অনুভব করেন ও বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলেন; দেহ মস্তক ও পায়ের তলা গরম; ঘর্ম্ম প্রচুর ও টক গন্ধ; মুখের আস্বাদ টক; আহারের পর খাদ্য মাত্রই অম্লে পরিণত হয়। বাম অঙ্গে অধিকতর যন্ত্রণা বোধ; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি। কিন্তু সাবধান, সালফার যেন অধিক মাত্রায় বা বহুদিন যাবৎ সেবন না করান হয়।

ল্যাকন্যানথিস ৩।—ঘাড়ে বাত; ঘাড় আড়ষ্ট হইয়া থাকিলে।

ব্রায়োনিয়া অ্যাল্‌বা ৩, ৬, ১২, বা ৩০।—কর্ত্তনবৎ বা সূচিবিদ্ধবৎ (অথবা চাপিয়া ধরার ন্যায়) বেদনা; সামান্য নড়াচড়াতেই বেদনার বৃদ্ধি; গাত্র উত্তপ্ত; কোষ্ঠবদ্ধতা; প্রচুর ঘর্ম্ম; অতিশয় কম্প। অ্যাকোনাইট প্রয়োগে বাতের উপশম হইবার পর, ব্রায়োনিয়া প্রয়োগে রোগ নির্ম্মূল হইতে পারে।

ল্যাম্স-টক্স ৬।—বিশ্রামকালে, রাত্রিতে, প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার সময়, ও শয্যার উত্তাপে বেদনার বৃদ্ধি; সামান্য মাত্র নড়াচড়ায়, বা আক্রান্ত স্থানে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, বেদনার উপশম; অতিশয়

banglabooks.in

অস্থিরতা; শীতল বাতাস অসহ্য; বিশ্রাম অবস্থায় বেদনার আধিক্য। বর্ষা কালের বাত বা আর্দ্রবায়ু লাগান হেতু বাত। **কটি-বাত।**

নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি হইলে, ব্রায়োনিয়া দিতে হয়; কিন্তু যদি প্রথম নড়াচড়াতে বেদনার বৃদ্ধি ও তৎপরে নড়িতে চড়িতে বেদনার শান্তি এবং নড়া চড়া নিরস্ত হইলে পুনরায় বেদনার বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে রাস-টক্স প্রয়োগ করিতে হইবে।

বেলেডোনা ৩x—৬।—আক্রান্ত স্থান অধিক পরিমাণে লালবর্ণ ও স্ফীত হওয়া; দপ্‌দপ্ বেদনা; তীব্র শিরোবেদনা; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি। সহসা বেদনা আরম্ভ হয় ও সহসা বেদনা নিবৃত্ত হয়।

কলচিকাম্ ১, ৩, বা ৬।—(বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের তরুণ বাতে) আক্রান্ত স্থান সামান্য স্ফীত অথবা একেবারেই স্ফীত হয় না; আক্রান্ত স্থানে অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে শাদা রং হয়; সূচিবেধবৎ বেদনা; আক্রান্ত স্থানে পক্ষাঘাত; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি।

এপিস * ৩x—৩০।—রোগী আক্রান্তস্থান অসাড় বা শক্ত বোধ করেন; শরীরের সন্ধিচয় (joints) ফুলিয়া উঠে ও টন্ টন্ করে (যেন পেঁটে ধরেছে); তরুণ প্রাদাহিক বাত।

পালসেটিলা ৩, ৬ বা ৩০।—সন্ধিস্থল অল্প স্ফীত ও অল্প আরক্ত; বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়; ছিন্নবৎ বেদনা; জানু, গুল্‌ফ ও হস্ত পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে চাপিয়া-ধরার ন্যায়-বেদনা এবং তৎসহ অতিশয় শীত; অস্থিরতা; অনিদ্রা; তরুণ বা পুরাতন বাত; সন্ধি স্থলের স্ফীতি; আরক্তিমতা ও জ্বর না থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়।

---

* জন্ বুলার নামে একজন সাহেব বাতে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন, মৌমাছির কামড়ে তিনি রোগমুক্ত হন (১৯১২ খৃষ্টাব্দে)। এই বিচিত্র বার্ত্তা শ্রবণে "সম-মতে"-আস্থাহীন কয়েকজন বিজ্ঞ চিকিৎসক কতিপয় বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মৌমাছি দ্বারা দংশন করান; রোগিগণ আরোগ্য লাভ করিল দেখিয়া ইহাঁরা বলিতেছেন যে মৌমাছির হুলে ফর্ম্মিক-অ্যাসিড্ আছে, তাহারই গুণে রোগ সারিয়া যায়!!

banglabooks.in

সিমিসিফিউগা ৩।—বক্ষঃস্থল ও কটিদেশ আক্রান্ত হইলে; পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা; ঘাড়-আড়ষ্ট; উত্তাপ ও শীততা সহ পায়ের বেদনা; অঙ্গ-কম্পন; হাঁটিতে অক্ষম; সর্ব্ব শরীরে চাপিয়া-ধরায়-ন্যায় (অস্ত্রবিদ্ধবৎ) বেদনা; মস্তকে বা মেরুদণ্ডে তীব্র বেদনা; প্রবল জ্বর।

মার্কিউরিয়াস্-ভাইভাস ৩x চূর্ণ।—এক বা বহু সন্ধিস্থলে বেদনা, ফুলা ও প্রদাহ; দুর্গন্ধ বা তৈলবৎ ঘর্ম্ম; জ্বর; রাত্রিতে পীড়ার বৃদ্ধি।

ভায়োলা-ওডোরেটা ৩।—শরীরের উর্দ্ধাঙ্গে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতে ইহা দ্বারা ডাক্তার হিউজ বহু রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

আর্ণিকা ৩—৩০।—পেশী সমূহে বেদনা, ও পরে উক্ত পেশীগুলি শক্ত হইয়া যাওয়া। আঘাত লাগিয়া বা পড়িয়া যাইবার পর বাত হইলে।

ফাইটোল্যাক্কা ৩০।—উপদংশ জনিত বাত।

নেট্রাম-সাল্‌ফ ১২x (বিচূর্ণ)।—প্রমেহ-সংযুক্ত বাত।

অল্লাম-মেটালিকাম্ ৬, ৩০।—এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে ভ্রমণশীল বাত অবশেষে বক্ষঃস্থল আক্রমণ করে। শুইয়া থাকা অসম্ভব; সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া বসিতে হয়; প্রচুর ঘর্ম্ম; প্রমেহ বা উপদংশ জনিত বাত।

ফস্‌ফোরাস্ ৩—৩০।—জলে অধিকক্ষণ থাকিয়া কাপড় চোপড় কাচা বা ধোপার কায করা প্রভৃতি কারণে বাত হইলে।

ডালক্যামারা ৬।—জলে (বিশেষতঃ বর্ষাকালের জলে) ভিজিয়া বাত হইলে; তরুণ ও পুরাতন উভয়বিধ বাত রোগে।

ল্যাক্‌টিক্-অ্যাসিড্ ৩—৩০।—জানু, স্কন্ধ, মণিবন্ধ ও সন্ধিদেশে বাত; বাতসহ উত্তপ্ত উদ্গার বা চোঁয়া-ঢেকুর উঠা, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে ঘা, বমনেচ্ছা প্রভৃতি অজীর্ণ-রোগ লক্ষণ; বহুমূত্র বা মূত্র বাত।

banglabooks.in

কলোফাইলাম ৩।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিবাত, বিশেষতঃ হস্ত-পদের মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির সন্ধিতে প্রবল বেদনা; শিরঃপীড়া; বেদনা এক স্থানে অধিকক্ষণ থাকে না।

বেঞ্জয়িক্-অ্যাসিড ৬x।—ফুলিয়া উঠিয়া লালবর্ণ হওয়া, এত বেদনা যে স্পর্শ করিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে।

আর্জেণ্টাম্-মেটালিকাম্ ৬।—হাঁটু বা কনুইয়ের বাতে।

ক্যালি-বাইক্রম্ ৩।—পুরাতন বাতে।

ক্যাক্কেরিফ্লা-ফ্লস্ ৬।—বর্ষাকালে পীড়ার বৃদ্ধি হইলে।

লেডাম্ ৬।—নূতন ও পুরাতন বাতে (বিশেষতঃ বেদনা নীচের দিক হইতে উপরদিকে উঠিতে থাকিলে)।

ক্যাল্মিয়া ৩।—দক্ষিণাঙ্গের (বিশেষতঃ দক্ষিণ বাহুর) বাতে; বেদনা উপর দিক হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকিলে।

রুষ্টিক্স্ ৬, ৩০।—বাম বাহুর বাত-ব্যাধিতে, নড়ন চড়নে বেদনার বৃদ্ধি।

রুটা ৩।—কোমরের বাতে।

পথ্যাদি।—রোগের প্রথমাবস্থায় জ্বর থাকিলে সাগু, অ্যারোরুট, বার্লি ও অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান উচিত নয়। আক্রান্ত স্থান গরম কাপড় বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগকালে মাংস এবং উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ। রোগের উপশম হইলে, রুটি বা অন্ন পথ্য। গরম জলে স্নান। বাতরোগীর পক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস কল্যাণকর। বেদনা অধিক হইলে আক্রান্ত স্থানে গরম তাপ, নুনের পুটুলির সেক্ কিম্বা মেথিলেটেড্-স্পিরিট দিয়া মালিষ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

---

banglabooks.in

পেশী বাত

(MYALGIA OR MUSCULAR RHEUMATISM)।

সন্ধিচয় অপেক্ষা পেশীচয়ই এই রোগে অধিকতর আক্রান্ত হয়। মাংসপেশী (muscle) এবং তৎসংস্পৃষ্ট হলবেষ্টনি (fascia) ও অস্থিবেষ্ট (periosteum) টাটান ও বেদনাযুক্ত এবং আড়ষ্ট হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগী অনেক সময়ে ঠিক বলিতে পারেন না, যে উক্ত বেদনা আক্রান্ত স্থানের পেশীগুলিতে (muscles) নিবদ্ধ না উহাদের স্নায়ুচয় মধ্যে (nerves) অনুভূত হইতেছে।

তরুণ অবস্থায় শরীরের কোন একটি বিশেষ পেশী বা পেশীচয় আক্রান্ত হইয়া থাকে, কখনও বা তৎসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় রোগী আক্রান্ত স্থানে বিবিধ তীব্র বেদনা অনুভব করেন (বিশেষতঃ বায়ু weather পরিবর্ত্তন কালে); পীড়ার পুরাতন অবস্থায় রোগীকে জীবন্ত বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ঘাড়ের পেশী আক্রান্ত হইলে "ঘাড়ের বাত", স্কন্ধ-পেশী আক্রান্ত হইলে "স্কন্ধ-বাত," বক্ষের পেশী আক্রান্ত হইলে, "পার্শ্ব-বাত" এবং কটির পেশী আক্রান্ত হইলে, "কটি-বাত" বলে। ইহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী চারিটি অধ্যায়ে যথাক্রমে লিখিত হইবে।

কারণ তত্ত্ব।—আর্দ্রতা শীতল বায়ু লাগা, বা পরিশ্রমের পর ঠাণ্ডা লাগান, প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে যাঁহারা সন্ধি-বাত বা গ্রন্থি-বাতগ্রস্ত, তাঁহাদেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের এই রোগ বেশী হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—সিমিসিফিউগা ৩x—৬ বা (মার্কটিন ৩x বিচূর্ণ) পেশীবাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। স্যাঙ্গুইনিরিয়া ৬, ও একটি ভাল ঔষধ (বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বের)। ব্রায়োনিয়া ৩—৩০, রাস-চক্স ৬—৩০, কলচিকাম ৩—৩০. র‍্যানেনকিউলাস ৩. জেলসিমিয়াম ৩x—৩০

banglabooks.in

প্রভৃতিও আবশ্যক হইতে পারে। পানাহারের সংযম আবশ্যক, সেক দেওয়া বা টিপে দেওয়া ভাল। "বাতরোগ" ও "গ্রন্থি-বাতের" চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

ঘাড়ের বাত বা ঘাড়-আঁড়ষ্ট

(STIFF-NECK)।

ঘাড়ের পেশীতে বাত হইলে, ঘাড়ও বেদনাযুক্ত আড়ষ্ট হয়। ঘাড়ে ব্যথা বশতঃ রোগীর ঘাড় নাড়িবার ক্ষমতা প্রায়ই থাকে না। এক পার্শ্বেই (বিশেষতঃ বামপার্শ্বে) অধিকাংশ স্থলে ব্যথা হইয়া থাকে; মাথাটি এক দিকেই নত হইয়া পড়ে।

অ্যাকোনাইট ৩।—(ইহা প্রথম অবস্থার ঔষধ) বিশেষতঃ জ্বর, অস্থিরতা, ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

ল্যাকস্যাস্থিস ৩।—এই রোগের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ঘাড় একদিকে (বিশেষতঃ দক্ষিণপার্শ্বে) বাঁকিয়া থাকিলে ও তৎসহ গলদঘর্ম্ম হইলে, ইহা অধিকতর উপযোগী।

বেলেডোনা ৩—৩x।—সহসা বেদনা উপস্থিত হয়, ও সহসা বেদনা চলিয়া যায়।

সিমিসিফিউগা ৩x।—অনেক স্থলেই ফলপ্রদ।

ব্রায়োনিয়া ৩।—ডাক্তার কাউপারথোয়েটের মতে ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ (বিশেষতঃ ঘাড়ে অত্যন্ত ব্যথা, বেদনা-স্থান চাপিয়া ধরিলে উপশম বোধ প্রভৃতি লক্ষণে)।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x—৬x বিচূর্ণ।—(খুব গরম জল সহ সেবন) নূতন ও পুরাতন রোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার ম্যাকনিশ একটি রোগীকে এই ঔষধ আঠার মাস সেবন করাইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়াছিলেন।

শয্যাদি সর্ব্বদা রৌদ্রে দেওয়া ভাল।

banglabooks.in

স্কন্ধ-বাত
(OMALGIA)।

ঘাড়ের পেশীর আকার কতকটা ত্রিকোণ, এইজন্য ইহাকে ত্রিকোণ-পেশী (deltoid) কহে। এই পেশীতে বাত বা স্নায়ুশূল হইলে, রোগী নিজ ভুজ (arm) স্কন্ধ-সন্ধিতে উঠাইতে পারেন না। স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৬, ইহার প্রধান ঔষধ। আক্রান্ত স্থানটি তুলা বা ফ্ল্যানেল দিয়া ঢাকিয়া রাখা ভাল। "বাতের" ঔষধ দ্রষ্টব্য।

পার্শ্ব-বাত
(PLEURODYNIA)।

পঞ্জরাস্থির (বিশেষতঃ বামভাগের) মধ্যস্থিত পেশী আক্রান্ত হইলে, উহাকে আমরা "পার্শ্ব-বাত" বলি। নড়িলে চড়িলে, নিশ্বাস ফেলিতে, ও কাসিতে, বক্ষে বেদনা অনুভব করা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। র‍্যানেনকিউলাস্-আর ৩—৩০ প্রধান ঔষধ। "বাতরোগ" ও "গ্রন্থি-বাতের" চিকিৎসা ও ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য। পুরাতন বাত-ব্যাধির ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

কটিবাত বা কটিপেশী-বাত
(LUMBAGO)।

বাত কটিদেশের মাংসপেশী আশ্রয় করিলে, তাহাকে "কটি-বাত" বা "কটিপেশী-বাত" কহে। কটিদেশের এই পেশীগুলি পৃষ্ঠবংশের (spinal column) ভারবাহক ; তাই সাধারণতঃ এই বাতে বিশেষভাবে আক্রান্ত হইলে রোগী সোজা হইয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে পারে না। ঠাণ্ডা লাগান, বৃষ্টিতে ভেজা, ভারী জিনিষ তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ সহসা জন্মে। কোমরে তীব্র বেদনা, অল্প জ্বর বা জ্বর না থাকা ; বেদনা অত্যন্ত তীব্র হইলে শয্যাত্যাগ করিতে না পারা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

ব্রাস-উল্ম ৬—৩০।—এই রোগের প্রধান ঔষধ বিশেষতঃ শীতল আর্দ্র বাতাস লাগিয়া কিম্বা ভারি জিনিষ তুলিয়া এই রোগ জন্মিলে; পুরাতন কটিবাতে।

অ্যাকোনাইট ৩x।—তরুণ কটিবাত, বিশেষতঃ শীতল শুষ্ক বায়ু লাগিয়া রোগ হইলে।

আর্ণিকা ৩—৩০।—ভারি জিনিষ তুলিয়া বা আঘাত লাগিয়া কটিবাতে। অ্যাকোনাইট বা রাসের পর ইহা ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সিমিসিফিউগা ১x—৩ বা মার্কটিন ৩x—৩।—পেশীর যাতনা সহ অস্থিরতা ও অনিদ্রায় ইহা ব্যবহার্য্য। ডাঃ ক্লার্ক বলেন যে তিনি মার্কটিন ৩x প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

অ্যান্টিম-টার্ট ৩x চূর্ণ—৬। পৃষ্ঠদেশে বেদনা (বিশেষতঃ আহার বা উপবেশনের পর); পৃষ্ঠবংশমূলীয় অস্থি ও কটিপ্রদেশে বেদনায়; সামান্য নড়িলে চড়িলে বমনে বা বমন উদ্রেকে কিম্বা, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম নির্গমনে, বেদনার বৃদ্ধি। ডাঃ বেয়ার ক্লার্ক, জুসেঁ, ক্রেটিন এই ঔষধটির বিশেষ পক্ষপাতী। অবিরত বেদনায় ডাঃ হিউজ ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছেন।

বারবেরিস-ভালগেরিস ৩—৩।—যকৃৎ ও প্রস্রাবের দোষ থাকিলে; পাঁজরার নিচে বেদনায়; যকৃতের বেদনায়; পিত্তশিলা (gall-stone) সহ বেদনায়।

সালফার ৩০—২০০। পুরাতন রোগে মাঝে মাঝে ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তরুণ রোগে বেদনা স্থানে অল্প পরিমাণে টারপিন তৈল দিয়া বা গরম ফ্ল্যানেল দিয়া মালিষ করা বিধেয়। পুরাতন রোগে তুলায় কোমর-বন্ধ ব্যবহার করা ভাল।

"বাত" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

কটি-স্নায়ু বাত

(SCIATICA)।

কটি-স্নায়ুর বা উরু-স্নায়ুর (thigh nerve) প্রদাহ হেতু স্নায়ু-শূলবৎ বেদনার নাম "কটি-স্নায়ুবাত"। শীতল শুষ্ক কিম্বা আর্দ্র বায়ু লাগা, ভারি জিনিষ তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। বাত, গেঁটে-বাত, স্নায়ুশূল-ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিগণের এই রোগ হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা। এই ব্যাধি হইতে ক্রমে মেরুমজ্জার ক্ষয় (Locomota-ataxia) রোগ জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যামন-মিস্কুয়া ৩x—৩। বসিয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, চলা ফেরা করিলে কিঞ্চিৎ কম, এবং শয়ন করিলে বেদনার সম্পূর্ণ উপশম লক্ষণে।

কলোসিন্থ ১—৩।—বেদনা সহসা উপস্থিত হয় ও সহসা চলিয়া যায়; ঠাণ্ডা লাগিয়া বা আর্দ্রতা হেতু রোগে।

ন্যাফেলিয়াম (Gnaphalium) ৩—৩০।—স্নায়ুর তীব্র বেদনা, বেদনার সঙ্গে খিল ধরা, পর্য্যায়ক্রমে আক্রান্ত স্থান তীব্র বেদনা ও অসাড়তা।

কার্ব্ব-সালফ্ ৩।—তরুণ বা পুরাতন রোগে (কোনও ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার না হইলে)।

আর্স-সালফ্-রুব্রাম ৬—৩০।—বৃদ্ধ বা কৃশ রোগী-দিগের পক্ষে; ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে এই বাত হইলে।

নেট্রাম-সালফ্ ১২x চূর্ণ।—আসন হইতে উঠিবামাত্র বা কুব্জ হইয়া বসিলে, বেদনায়।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—স্ত্রী-ধর্ম্ম রহিত হইবার পর রোগ জন্মিলে। ঘুম ভাঙ্গিয়া বেদনার বৃদ্ধি।

"কটি-পেশীবাত" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

---

banglabooks.in

পুরাতন বাত

(CHRONIC RHEUMATISM)।

ইহাতে তরুণ সন্ধিবাতের সমস্ত লক্ষণই থাকে। কেবল সন্ধিস্থান শক্ত হয়; বেদনা খুব কমই থাকে, কিন্তু আক্রান্তস্থান রস সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠে।

চিকিৎসা :—

ক্যালি-হাইড্রো ৬, ৩০।—অত্যন্ত তীব্র বেদনা সহকারে পুনঃ পুনঃ রোগের অবস্থা পরিবর্ত্তন, আক্রান্ত স্থান ফুলিয়া থাকে এবং কঠিন হয়; রোগীর চলিবার শক্তি থাকে না; তরুণ বাতরোগের পর সন্ধির দুর্ব্বলতা; গরমীর পীড়ার জন্য গ্রন্থিবাত।

রডোডেণ্ড্রণ ৩০।—হাতে পায়ে ও জঙ্ঘাতে এবং হাতের মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়; স্থির থাকিলে ও বৃষ্টির পর, বেদনার বৃদ্ধি; আহার কালে ও আহারান্তে, বেদনার উপশম; রাত্রিতে (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে) বেদনার বৃদ্ধি; বৃষ্টির পূর্ব্বে ও গ্রীষ্মকালে, পীড়ার আক্রমণ; সন্ধিস্থলে মচ্‌কানবৎ বেদনা।

ডালক্যামারা ৬।—বৃষ্টির পর বা জলে ভিজিয়া বা আর্দ্র স্থানে বাস হেতু এই রোগ হইলে; বিশ্রামে বেদনার বৃদ্ধি, সঞ্চালনে উপশম; থাকিয়া থাকিয়া ছিন্নবৎ বেদনা; পৃষ্ঠদেশে, বাহু ও পায়ের সন্ধিতে বেদনার আধিক্য; ঘর্ম্ম ও দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র।

গলথেরিয়া θ (মুল-অক্সিষ্ট)।—প্রদাহযুক্ত বাতে ২ হইতে ৫ ফোঁটা করিয়া, প্রতি মাত্রা ব্যবস্থা।

লেডাম ৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত, পদতল হইতে ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণশীল বাত। গা ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী বিছানার গরম সহিতে পারেন না; তরুণ বা পুরাতন বাত।

ক্যালমিয়া ৩, ৬।—বেদনা শরীরের উপর হইতে নীচের দিকে নামে; আক্রান্ত অংশ অসাড়; বাত নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়; দক্ষিণ অঙ্গের বাত; হৃৎপিণ্ডের বাত।

banglabooks.in

ফাইটোল্যাক্কা ৩।—আক্রান্ত স্থান ভার ও বেদনাযুক্ত এবং শীতল; গরমে, ও বর্ষায় পীড়ার বৃদ্ধি; আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও আরক্ত।

কষ্টিকাম ৬, ৩০।—স্কন্ধদেশে, উরু ও হাঁটুতে বেদনা; বেদনার জন্য অঙ্গ সঞ্চালনের ইচ্ছা, কিন্তু সঞ্চালনে পীড়ার উপশম হয় না; স্কন্ধদেশে বেদনাবশতঃ মস্তকের দিকে হস্ত উত্তোলন করিতে অক্ষম; সন্ধ্যাকালে বেদনার বৃদ্ধি, এবং প্রাতঃকালে হ্রাস; রাত্রিতে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারেন না; অঙ্গুলির সন্ধিতে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬, ৩০।—থেঁৎলাইয়া ফেলার ন্যায় হাড়ের মধ্যে বেদনা, এবং সেই সঙ্গে সামান্য জ্বর; শীত বোধ; আক্রান্ত স্থানে অম্লগন্ধবিশিষ্ট প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম, কিন্তু ঘর্ম্ম হেতু পীড়ার উপশম হয় না; রাত্রিতে বিছানার উত্তাপে পীড়ার বৃদ্ধি; সময়ে সময়ে পেট কামড়ানি সহ আমময় ভেদ; প্রমেহ বা উপদংশজনিত বাত (যদি পারা বা মার্কিউরি ব্যবহৃত না হইয়া থাকে)।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা :—

হাঁটু ও পায়ের অঙ্গুলির গাঁটের বাতে।—পাল্‌স্ ৩০; বিশ্রামাবস্থায় রোগের বৃদ্ধি হইলে, রাস-টক্স ৩০; সঞ্চালনে বৃদ্ধি হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩০; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিগুলি আক্রান্ত হইলে, ও রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিবার জন্য, সালফার ২০০ দেয়।

বক্ষঃস্থলের বাত।—ব্রায়োনিয়া, আর্ণিকা, রডোডেণ্ড্রণ, রাস-টক্স, সিমিসিফিউগা।

হৃৎপিণ্ডের বাত।—স্পাইজি, ডিজিটে, অ্যাকো, ভিরেট্রাম, ক্যাক্‌টাস্, ব্রায়োনিয়া।

উপদংশজনিত বাতে।—উপদংশ রোগ দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ জনিত বাতে।—মার্ক-বিন্-আই, অ্যাকো, পাল্‌স্ ও সার্সা (প্রমেহ রোগ দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

কোমরের বাতে।—অ্যাকো, আর্ণিকা, সিমিসি, সিকেল, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্সেনিক, রাস, ন্যাফথেলিনাম ৩, এবং ম্যাগ্নেসিয়া-কস্ ৩x (কটিবাত দ্রষ্টব্য)।

উরুসন্ধি-বাতে।—কলোসিন্থ, অ্যাকো, রাস্, আর্সে, সিমিসি, নাক্স, ফাইটো।

উক্ত ঔষধগুলি ৩x—৩০ ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থি-বাত বা গেঁটে বাত
(GOUT)।

গেঁটে-বাত।—শরীরের ছোট ছোট সন্ধি (small joints, যথা—পায়ের বুড় আঙ্গুলের সন্ধি) আক্রমণ করে; সম্ভবতঃ ঐ সন্ধিগুলিতে ইউরেট-অভ্-সোডিয়ম সঞ্চিত হইয়া থাকে ও শোণিতে ইউরিক-অ্যাসিড বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

অজীর্ণতা, শরীর ম্যাজম্যাজ করা, মাথাধরা প্রভৃতি তরুণ গেঁটেবাতের, পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সন্ধিসকল আক্রান্ত হইয়া পুরাতন গেঁটে-বাতে দাঁড়ায় ও হৃৎপিণ্ডের এবং প্রস্রাবের দোষ হয়।

চিকিৎসা :—

আর্টিকা-ইউরেন্স ৩।—পাঁচ ফোঁটা উত্তপ্ত জল-সহ সেবনে, ইউরিক-অ্যাসিড ও মূত্ররেণু শরীর হইতে অপসারিত হইয়া, রোগী আরাম বোধ করেন।

কলচিকাম্ ৩। পাকাশয়ের বা হৃৎপিণ্ডের দোষ থাকিলে। আমরা এই ঔষধ প্রয়োগে অনেক স্থলে বিশেষ ফল পাইয়াছি।

অরাম-মিউর ৩x।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা লক্ষণে।

স্যাবাইনা ৩x।—বাতসহ জরায়ুর দোষ থাকিলে।

পালসেটিলা ৬।—এক সন্ধি হইতে অপর সন্ধিতে বাত সরিয়া যাইলে।

banglabooks.in

অ্যাকোন, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, স্যাবাইনা (তরুণ অবস্থায়); অ্যামন-ফস্, ক্যাল্ক-ফস্, কষ্টিকাম, লাইকো, সাল্ফার (পুরাতন অবস্থায়)। এই ঔষধগুলি ৩—৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়। বাতের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

পথ্যাপথ্য।—অধিক পরিমাণে ঘৃত ও তৈলাক্ত এবং শ্বেতসার যুক্ত পদার্থ, মৎস্য মাংস ভক্ষণ, এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের অন্ন, অল্প দুগ্ধ, ডাল্না, ভাজা, রুটি, লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি পথ্য। গ্রন্থিবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের গরম জলপান ও সুরসাল ফল ভক্ষণ উপকারী।

পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ

(ARTHRITIS DEFORMANS)।

বহুদিন যাবৎ সন্ধি (joints) প্রদাহিত থাকিলে, সেই সন্ধিস্থান **বিরূপ** (deformed) হয়—অর্থাৎ আক্রান্তসন্ধির বন্ধনী (ligaments) ঝিল্লী (membranes) ও অস্থিগুলি শীর্ণ বা বিবৃদ্ধ হয়; এইরূপ শীর্ণতা বা বিবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, বুঝিব যে রোগীর "পুরাতন সন্ধি-প্রদাহ" ঘটিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে নিদানবেত্তারা এই রোগকে "বাতিক গ্রন্থিবাত (rheumatic gout)" বলিতেন; কিন্তু, বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বোক্ত "বাত" বা "গ্রন্থি-বাত" রোগ নয়—ইহা একটি স্বতন্ত্র ব্যাধি।

ইহার কারণতত্ত্ব অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই; তবে পিতৃ বা মাতৃকুলে এই রোগ থাকা, আর্দ্রতা বা ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হইতে পারে। প্রথমে, জ্বর সহ আক্রান্ত-সন্ধি লালবর্ণ হয়; পরে, সন্ধির পর সন্ধি আক্রান্ত হয় (অর্থাৎ সন্ধিগুলি ফুলিয়া উঠে, শক্ত হয় ও নড়িলে চড়িলে কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ করে) এবং সন্ধির পারিপার্শ্বিক পেশীগুলি শীর্ণ হইতে থাকে, ও বিরূপ হয়; কখনও বা রোগীর রক্তস্বল্পতা ঘটে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের এই রোগ নাকি অধিক হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

রোগের প্রথম অবস্থায়—পাল্‌সেটিলা ৩x—৬, অ্যাকোনাইট ৩x—৩, ব্রায়োনিয়া ৩।

রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে—গুয়েকাম্ ৩x—৬ বা কল্‌চিকাম্ ৬ (বিশেষতঃ জানু-সন্ধি আক্রান্ত হইলে); এবং সাল্‌ফার ৩০।

স্ত্রীলোকের এই রোগ হইলে—পাল্‌সেটিলা ৬ (এই পীড়াসহ স্বল্পরজঃস্রাবে বা রজোরোধে); স্যাবাইনা ৩ (বিশেষতঃ বহুল রজঃস্রাবে); সিমিসিফিউগা ৩ (বেদনা বা খিলধরা থাকিলে); কলোফিল্লাম্ ১x।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করা ও সাধারণ স্বাস্থ্য বিধি পালনীয়। গরম বস্ত্র পরিধান; আক্রান্ত সন্ধিগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যার সময় গরম সেক দিবার পর কড্‌লিভার অয়েল দ্বারা মালিশ করা আবশ্যক। উত্তেজক দ্রব্য (যথা সুরা) পানাহার নিষিদ্ধ।

"বাতরোগ" ও "গ্রন্থিবাতের" চিকিৎসাদি দ্রষ্টব্য।

গণ্ডমালা

(SCROFULA)।

রক্ত দূষিত হইলে, শরীরের নানাস্থানের (যথা, গলা, ঘাড়, বগল, বা কুঁচ্‌কির) গ্রন্থি স্ফীত হয় (অর্থাৎ বীচি আওরায়)। ফুলা, লালবর্ণ, বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কখন কখন বক্ষঃস্থল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হইয়া রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

পিতা মাতার গণ্ডমালা বা উপদংশ দোষ, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, সুপথ্যের অভাব, প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। সুচিকিৎসিত না হইলে এই রোগ হইতে যক্ষ্মাকাস পর্য্যন্ত উৎপত্তির সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

বেলেডোনা ৩, ৬।—প্রদাহজনিত গ্রন্থির স্ফীতি ও দপ্‌দপ্ বেদনা; গলাধঃকরণে কষ্ট।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—চক্ষু প্রদাহ; শূলোদর; অতিসার; কর্ণ বা গ্রন্থি স্ফীত ও পূয়পূর্ণ; নাসিকা লাল ও স্ফীত; শিশুর মস্তিষ্ক তল্‌তলে।

সালফার ৬, ৩০।—বগলের গ্রন্থি, তালুমূল, নাসিকা ও ওষ্ঠের স্ফীতি; হাঁটু ও অন্যান্য সন্ধিস্থল কঠিন; কুঁচ্‌কি স্ফীত; বালক বালিকাদিগের চক্ষুপ্রদাহ; কর্ণে পূয; কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ও শরীরের অন্যান্য স্থলে ফুস্‌কুড়ি; শরীর রুগ্ন।

লেপিস্-অ্যাল্বাস্ (Lapis Albus) ৬।—শরীরের যে কোন স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইলে বা বীচি আওরাইলে, ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস-আয়োডেটাস্ ৩x বিচূর্ণ।—তালুমূলে ক্ষত ও প্রদাহ; গলগ্রন্থি সকল স্ফীত, শক্ত ও কঠিন; তালুমূলে দপ্‌দপ্ বেদনা।

সাইলিসিয়া ৬, ৩০।—গ্রন্থি সকল স্ফীত হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিলে; ফোড়া বা পূয হইবার উপক্রমে।

ব্যাসিলিনাম্ ৩০—২০০।—(সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন) বাতরোগীর পিতৃ বা মাতৃকুলে যক্ষ্মারোগ থাকিলে।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ।—গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তির গেঁটে-বাত হইলে, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইথিয়প্স-অ্যাণ্টি Æthiops Antimonials—Dr. Goullon এর মতে গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ২x—৬x চূর্ণ প্রতি মাত্রায় দুই তিন গ্রেণ করিয়া দিনে দুই বার সেব্য।

চলিবার বয়স অতীত হইল, অথচ শিশু হাঁটিতে শিখে না (পীড়ার সূত্রপাতে):—সালফার ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ২০০,

banglabooks.in

বেলেডোনা ৬; সিলিকা ৩০ (হাত পা ঘামিলে, বা শরীরের উষ্ণতা সাধারণতঃ কম থাকিলে)।

অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনায় শিশুর পেটটি বড় (লম্বোদর) বোধ হইলে :—আর্সেনিক ৩০, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, সাইনা ৩x।

গ্রন্থি সমূহ আক্রান্ত হইলে :—বেলেডোনা ৩, মার্কিউরিয়াস-আয়োড ৩x, ব্যারাইটা-আয়োড ৬, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড ৩০, সিলিকা ৩০, গ্র্যাফাইটিজ ৬, বা ব্যাসিলিনাম ২০০ (সপ্তাহে এক মাত্রা মাত্র)।

অরম-মেট ৬, ফস্ফোরাস ৬, ফেরাম্ ৬, চায়না ৬, সিপিয়া ৬, আয়োডিয়াম ৬, ডালক্যামারা ৬, ব্যাডিয়াগা ১x, আর্সেনিক-আয়োড ৩০, আর্সেনিক-মেট্ ৩০, হিপার-সালফার ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২x চূর্ণ, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

পথ্যাদি।—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও শীতল জলে স্নান হিতকর। লেবু, মৎস্য, মাংস, রুটী ও দুগ্ধ পথ্য। শরীর ঢাকিয়া রাখা ও রোদ পোয়ান ভাল।

যক্ষ্মাকাস

(PHTHISIS OR CONSUMPTION)।

এক প্রকার জীবাণু [পরিশিষ্ট (গ), "(৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য] বা উদ্ভিদাণু নিঃশ্বাস সহ ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিলে, ফুস্‌ফুস্ শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও উহাতে ক্ষত হইতে থাকে, তাই ইহার নাম ক্ষয়কাস। কেবল ফুস্‌ফুস্ কেন, রোগীর যকৃৎ অন্ত্র ও মূত্র-যন্ত্রাদি মধ্যেও এই রোগ-বীজ (বা উদ্ভিদাণু) থাকে, এবং শ্লেষ্মা মল মূত্রাদি সহ নির্গত হয়; মাছি এই পীড়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যায়। খাদ্যাদির সহিতও এই রোগ-বীজ অন্ত্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন করে। পিতা-মাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানে বর্ত্তে। সর্ব্বদা দূষিত বায়ু

banglabooks.in

সেবন, আর্দ্র স্থানে বাস, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন, রক্তাধিক্য, নিঃশ্বাসসহ ধূলিকণা শরীরে গ্রহণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব প্রভৃতি কারণে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, এই রোগ সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। প্রথমে খুস্ খুস্ করিয়া শুষ্ক কাসি হয়; সামান্য পরিশ্রমেই কষ্টবোধ, ক্ষুধামান্দ্য, বারম্বার পিপাসা, বক্ষঃস্থলে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর গতি দ্রুত, সন্ধ্যাকালে গাত্রোত্তাপ বৃদ্ধি, প্রচুর নিশা ঘর্ম্ম, স্বরভঙ্গ, শ্লেষ্মা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে কাসি বৃদ্ধি পাইয়া পীতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসারিত হয়; সময়ে সময়ে উহার সহিত রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দুই চারি মাস এইরূপ ভুগিয়া রোগী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়েন; ক্রমে স্বরনালীতে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া স্বরভঙ্গ ও রক্ত উঠিতে থাকে, এবং উদরাময় ও শোথ হয়। জ্বর ও নৈশ ঘর্ম্ম এই রোগের প্রধান উপসর্গ।

চিকিৎসা :—

ব্যাসিলিনাম-টিউবারকিউলিনাম্ ৩০—২০০ রোগের সকল অবস্থাতেই ফলপ্রদ। আশা করা যায়, সময়ে ইহাই এই রোগের প্রধান ঔষধ হইবে; ডাক্তার বার্ণেট ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ :—

সকল প্রকার কাসি (প্রথমে শুষ্ক, পরে তরল। প্রচুর পরিমাণে তরল শ্লেষ্মা নির্গমন); সহজেই রোগীর সর্দ্দি হয়; রোগাক্রমণ হইতেই রোগী শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণকায় হইতে থাকেন; রোগীর যন্ত্রণাদি লক্ষণ নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল; দেখিতে দেখিতে রোগী শীর্ণকায় হইয়া পড়েন।

ক্যাক্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—অগ্নিমান্দ্য; অম্ল উদ্গার, বিশেষতঃ তৈল, ঘৃত বা মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের পর; রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি; কাসিতে কাসিতে কঠিন পূযময় শ্লেষ্মা নির্গত হয়; দুর্ব্বলতা; রক্তস্রাব; বক্ষে স্পর্শাসহ বেদনা।

ক্যাক্কেরিয়া-ফস্ ১২ম চূর্ণ—৩০।—রোগী রক্তহীন, রাত্রি কালে প্রচুর ঘর্ম্ম ও তৎসহ হস্ত পদাদি শীতল, অল্প জ্বর সহ উদরাময়, গলা শুকাইয়া উঠা।

banglabooks.in

আর্স-আল্বড ৬।—প্রবল জ্বর সহ উদরাময়।

বেলেডোনা ৩, ৬।—শুষ্ক কাসি; বাহিরে চাপ দিলে স্বর-নালীতে বেদনা, স্বরভঙ্গ; অপরাহ্নে গাত্রতাপ বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ ধরিয়া কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গমন। (সন্ধ্যা বা রাত্রিতে শয়ন করিবার সময়) বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ কাসির বৃদ্ধি।

আয়োডিয়াম ৩, ৬।—ক্ষয়কাসির সহিত গ্রন্থির স্ফীতি; উদরে বেদনা ও উদরাময়; গাত্রত্বক্ শুষ্ক ও খস্‌খসে; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; ক্ষুধার আধিক্য; তৈলাক্ত ও চর্ব্বিযুক্ত খাদ্য, দুগ্ধাদি পরিপাকে অসমর্থতা; শীঘ্র শীঘ্র শরীর ক্ষয় হওয়া।

ফস্‌ফোরাস, ৩—৩০ (দিবসে এক মাত্রা মাত্র সেব্য)।—মৃদু ও দ্রুতনাড়ী; শুষ্ক ও উত্তপ্ত চর্ম্ম; বক্ষঃবেদনা সহ শুষ্ক কাসি; ফুস্‌ফুসে ক্ষত বশতঃ ঈষৎ হরিৎ বর্ণের দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ; প্রায়ই ঘর্ম্ম, ও উদরাময়; ক্ষীণ দেহ; থুথু সহ রক্ত উঠা; সন্ধ্যাকালে জ্বর ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

ফেরাম-মেট ৩ বিচূর্ণ—৬।—ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব; হস্ত পদ স্ফীত; উদরাময়; শরীরের রক্তাল্পতা; খুস্ খুস্ করিয়া কাসি ও বক্ষঃস্থলে যাতনা সহ রক্ত নির্গত হওয়া।

পাল্‌সেটিলা ৬।—রোগের প্রথম অবস্থায়, যখন অগ্নিমান্দ্য হইয়া তৈল ও চর্ব্বিযুক্ত পদার্থ বা কড্‌লিভার-অয়েল পরিপাক হয় না; রাত্রিকালে কাসি ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি; অধিক পরিমাণে গাঢ় পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০।—আমাশয় ও উদরে বেদনা; অন্ত্র ফুলিয়া মলরোধ; অগ্নিমান্দ্য; রক্তমিশ্রিত লবণাস্বাদবিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন; খুস্ খুস্ করিয়া কাসিতে কাসিতে অত্যন্ত শ্রান্তি; ফুস্‌ফুসে প্রদাহ; দুর্গন্ধ উদ্গার; সামান্য আহারে উদর স্ফীত, পেট সর্ব্বদা ভুটভাট করে।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—রোগের সকল অবস্থাতে (বিশেষতঃ শেষাবস্থায় উদরাময়ে) ইহা প্রয়োগ করা যায়।

banglabooks.in

হিপার-সালফার ৩—৩০।—স্বরভঙ্গ; কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মাও রক্ত (বা পূয) স্রাব; শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট; গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট যুবক যুবতীদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

ম্যালেরিয়া-অফিসিনেলিস্ ৩x।—Dr. Bowen বলেন :—যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব (অথবা যেখানকার জলাভূমিতে প্রায়ই গাছ পচে), তথাকার যক্ষ্মা-রোগীদিগের পক্ষে এই ঔষধ ফলপ্রদ।

নেট্রাম-আর্স ৩ বিচূর্ণ।—(প্রতিমাত্রায় তিন গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ তিন বার সেবন)। পীড়া বাড়িয়া "সবুজাভ" অবস্থায় উপনীত হইলে, ইহার প্রয়োগে প্রায়ই উপকার দর্শে। ইহা কিছুদিন সেবনের পর রোগের কিছু উপশম হইবামাত্রই, ঔষধটি বন্ধ রাখিতে হইবে।

থ্ল্যাস্-পাই ৩x (Thlaspi Bursa Pastoris ৩x)।—কাসি সহ রক্ত উঠিলে।

মিলেফোলিয়াম্ ১x—৩০।—সামান্য কাসি সহ গাঁজলা গাঁজলা রক্ত উঠিলে।

সালফার ৩০।—মাঝে মাঝে (বিশেষতঃ রোগ পুরাতন হইলে) দেওয়া ভাল।

অ্যাকোনাইট ৬, ড্রোসেরা ৬, ষ্টানাম্ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-আর্স ৩x চূর্ণ, ব্রায়োনিয়া ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, হ্যামামেলিস ৩ বা ১x, সোরিনাম ২০০, সময়ে সময়ে উপযোগী।

পথ্যাদি।—**পিণ্ড-খেজুর** বা **বাক্স-খেজুর**, ছাগ-দুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ক্ষুদ্র মৎস্য বা ছাগ মাংসের কাথ, সুজির রুটি, মুগ, মোচা, পটোল প্রভৃতি সুপথ্য। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, বাক্স-খেজুর বিশেষরূপে উপযোগী। এই পীড়ায় কড্‌লিভার-অয়েল (অল্প মাত্রায়) উপকারী। ইমালসান্ (বিশেষতঃ Angier's Emulsion) ব্যবহারে কেহ কেহ সুফল পাইয়াছেন, বলিয়া থাকেন। ফ্লানেল ব্যবহার না করাই ভাল; হিম বা ঠাণ্ডা লাগান অকর্ত্তব্য। রাত্রি-জাগরণ, অতিরিক্ত

banglabooks.in

পরিশ্রম ও স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা ভাল (বিশেষতঃ যকৃতের দোষ থাকিলে); যকৃতের দোষ না থাকিলে, ছোটনাগপুর ভাল।

বহুমূত্র

(DIABETES)।

আমাদের দেশের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, ধর্ম্ম সংস্কারক বিশ্ব-বিশ্রুত বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন, রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল, অশেষ-গুণের-আধার বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই রোগের উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই। রোগের প্রথমাবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক ও খস্‌খসে, অত্যন্ত পিপাসা, অতিশয় ক্ষুধা, দন্তমূল স্ফীত, কোষ্ঠকাঠিন্য, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ, শরীরের ক্ষীণতা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বা ফাটা ফাটা ও আরক্ত, স্পঞ্জের ন্যায় মল প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, পদতল স্ফীত, দুষ্ট ব্রণ বা পৃষ্ঠাঘাত, স্ত্রীলোকের জরায়ু কণ্ডুয়ন, পুরুষের কামেচ্ছা প্রবল, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে ফুস্‌ফুস-প্রদাহ ও ক্ষয়কাসি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। রোগী দিন রাত্রি মধ্যে ৪ হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত মূত্রত্যাগ করেন। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০২৫—১·০৫০। মূত্রে চিনি থাকিলে, রোগকে মধুমেহ কহে; চিনি না থাকিলে মূত্রমেহ কহে। মূত্রত্যাগের পর যদি উহাতে মাছি ও পিঁপড়ে বসে, তবে উহাতে চিনি আছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা :—

সিজিজিয়াম-জ্যাম্বোলিনাম ১x (ইহা কাল জামের বীজ চূর্ণ হইতে প্রস্তুত)।—রোগের সকল অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে। ইহা সেবনে মূত্রের পরিমাণ ও চিনির ভাগ হ্রাস হয়।

banglabooks.in

নেট্রাম্-সালফ্ (১২x—২০০) ও **নেট্রাম্-ফস্** (৬x—২০০) এই রোগের মহৌষধ। পীড়া যতই কঠিন হউক না কেন এই দুইটি ঔষধে চারি পাঁচ সপ্তাহ মধ্যে মূত্রের শর্করা ভাগ একবারেই কমাইয়া ফেলে, এবং আরও চারি পাঁচ মাস এই ঔষধদ্বয় ব্যবহারে রোগ অনেক স্থলেই নিঃশেষে আরোগ্য হয়। বিলাতের ডাক্তার সাণ্ডার এই দুইটি ঔষধ দ্বারা বহুসংখ্যক রোগীকে আরাম করিয়াছেন; তিনি বলেন যে আজ পর্য্যন্ত একটি রোগীতেও তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই। বিশেষতঃ যাঁহাদের গেঁটে-বাত আছে তাঁহাদের পক্ষে নেট্রাম-সালফ্ বিশেষ উপকারী।

ল্যাক্টিক্-অ্যাসিড্ ৩।—বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লাম্বাম-আয়ড্ ৬x।—ইউরিক্-অ্যাসিড্গ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উপযোগী।

সিকেলি ৬।—এই ঔষধ প্রয়োগে মূত্রের শর্করা কমে।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিক ১x—৬।—স্নায়ুমণ্ডলের কোন পীড়া সহ বহুবার মূত্রত্যাগ; রাত্রিকালে কোমরে বেদনা; শরীর ক্ষয়; ধাতুদৌর্ব্বল্য; চিত্তচাঞ্চল্য।

হেলোনিয়াস্ ৩—৬।—বহুল পরিমাণে মূত্রত্যাগ ও তৎসহ রক্তের শুক্লাংশ (ডিম্বের মধ্যস্থিত শাদা অংশের মতন) ক্ষরিত হইলে; প্রস্রাবে শর্করা বা ফস্ফেট থাকিলে; তৃষ্ণা, অস্থিরতা, বিমর্ষভাব ও রোগী নিতান্ত শীর্ণ হইতে থাকিলে।

কুপ্রেনিয়াম-নাইট্রিকাম ১x, ৩।—অপরিপাক; অতিশয় পিপাসা; কোষ্ঠবদ্ধতা; জিহ্বার আরক্ততা; নিদ্রাহীনতা; প্রস্রাব-ত্যাগ কালে জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা; চক্ষু ও নাক দিয়া পূয়ের মত শ্লেষ্মা পড়া; দুর্ব্বলতা।

ক্রিয়োজোট ৬, ১২, বা ৩০।—বারম্বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; অধিক পরিমাণে লালবর্ণের তলানীবিশিষ্ট বর্ণহীন মূত্র; মূত্রবেগ সম্বরণ করিতে না পারা, প্রভৃতি লক্ষণে।

banglabooks.in

এই সমস্ত ঔষধে উপকার না হইলে **সিলিকা ৩—৬**।

বহুমূত্র সহ শোথে, আর্সেনিক ৬, ৩০; প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা থাকিলে, ক্যান্থারিস ৩ বা টেরেবিন্থিনা ৬। গুল্‌ফদেশের স্ফীতিসহ বহুমূত্র রোগী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বল হইতে থাকিলে, আর্জেণ্টাম্ ৩—৩০; সিলা ১—৩, মূত্রমেহে (দিবারাত্রিতে প্রচুর পরিমাণে শর্করাবিহীন প্রস্রাবে) উপকারী। কোন কোন চিকিৎসক জলসহ রাস-অ্যারোমেটিকা ৫ মাদার-টিঞ্চার দশ বা তদধিক ফোঁটা প্রতি মাত্রায় ব্যবহার করাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছেন বলেন। পতন হেতু বহুমূত্র রোগে, আর্ণিকা ৩—৩০; বহুমূত্র রোগে তন্দ্রা (coma)য়, ওপিয়াম ৩—৩০।

পথ্যাদি।—বহুক্ষণ ধরিয়া শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক স্নান করিলে, রোগীর চর্ম্মের অবস্থা ভাল হয়। নূতন চাউলের ভাত বা ময়দার রুটী, মৎস্য, চিনি, গুড়, মিষ্টদ্রব্য, ঘৃত বা বেশী তৈল দিয়া পাক করা সামগ্রী ভোজন নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের অন্ন, খৈ, মধু, যবের ভূষির রুটী, ও যজ্ঞডুমুর, মোচা, মূলা, মূলাশাক, পটোল প্রভৃতি ভাজা; মাংসের যুষ; নবনীত অংশ বাদ দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ, * সুপথ্য। লেবুর রস মিশ্রিত শীতল জল ও আমলকী খাইলে, পিপাসার শান্তি হয়। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণা অথবা সমুদ্রতীর হিতকর।

লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ই, ই, ওয়াটারস্ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে বহুমূত্র চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।—তাহাতে প্রকাশ তিনি প্রথমে ২।৩ দিন উপবাস ও পরে পরিমিত আহার ব্যবস্থা দ্বারা ছয় জন রোগীর (১ জন আইরিশ, ২ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, ২ জন হিন্দুস্থানী, ১ জন মাড়োয়ারী) বহুমূত্র সহ চিনি-পড়া নিবারণ করিয়াছেন ও অবশেষে তাহাদের রোগ হইতে আরোগ্য করিয়াছেন।

---

* মাটা তোলা দুগ্ধ; খাঁটি টাটকা দুগ্ধ মন্থন করিয়া, তাহা হইতে মাখন ভাল করিয়া তুলিয়া লইতে হইবে; এই প্রকারে মাখন-শূন্য হইলে, ঐ দুগ্ধ বা ঘোল রোগীকে দিবার উপযুক্ত হয়।

banglabooks.in

শোথ

(DROPSY)।

সমস্ত শরীরে বা অঙ্গ বিশেষে (যথা মুখে হাতে পায়ে) জল-সঞ্চয় হইলে, উহা ফুলিয়া উঠে ; ইহাকে **শোথ** বলে। মস্তক উদর বাহু প্রভৃতি শরীরের কোন বিশেষ অঙ্গে শোথ হইলে, উহাকে "স্থানিক শোথ" বলে ; এবং শরীরের সর্ব্বস্থানে শোথ হইলে, উহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ" কহে। ত্বকের নিম্নে যে শোথ হয়, তাহা প্রথমে পদতলে উৎপন্ন হয় ; ক্রমে উদ্ধদিকে বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপৃত হইতে পারে। প্লীহার বিবৃদ্ধি, রজোবৈলক্ষণ্য, ম্যালেরিয়া-জ্বর, অতিরিক্ত আর্সেনিক সেবন, পুরাতন উদরাময় প্রভৃতি রোগের শেষ অবস্থায় "শোথ" হয়। স্ফীত স্থান নরম ও টল্‌টলে হয়, অঙ্গুলি দিয়া চাপিলে বসিয়া যায় ; অরুচি ; পিপাসা ; গাত্রত্বক খস্‌খসে ও শুষ্ক ; লালবর্ণের অল্প পরিমাণে মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ডের কোনরূপ অসুখজনিত শোথ উৎপন্ন হইলে উহা প্রথমতঃ জঙ্ঘা ও বাহু আক্রমণ করে ; প্লীহা ও যকৃৎ পীড়ায় বহুকাল ভুগিয়া শোথ হইলে, উহা প্রথমতঃ উদর আক্রমণ করে (অর্থাৎ উদরী হয়) ; রজোবৈলক্ষণ্যজনিত শোথ, পায়ে হাতে ও মুখে হইতে পারে।

চিকিৎসা :—

আর্সেনিক ৬, ১২, বা ৩০।—সকল রকম শোথেই আর্সেনিক পরম উপকারী। বক্ষঃস্থলের পীড়াবশতঃ হস্ত পদ বা সর্ব্বাঙ্গীণ শোথে, এবং প্লীহা ও যকৃতাদির বিবর্দ্ধন বশতঃ উদরীতে ; দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা ; লালবর্ণের খস্‌খসে শুষ্ক জিহ্বা ; সূক্ষ্ম ও বিষমগতি-বিশিষ্ট নাড়ী ; হস্ত পদতল শীতল ; বারম্বার পিপাসা, কিন্তু অল্প জল পানেই তৃপ্তি ; বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা ; শয়ন করিবার সময় শ্বাসকষ্ট ; গাত্রত্বক পাণ্ডুবর্ণ।

রক্তাম্বু নিঃসরণ (oozing serum), মোমের ন্যায় চর্ম্ম, তৃষ্ণা, ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

এপোসাইনাম-ক্বাথ (Decoction of Apocynum)।—শোথের (বিশেষতঃ যকৃৎদুষ্ট উদর-শোথের) একটি মহৌষধ। মাত্রা ১৫-২০ ফোঁটা প্রত্যহ দুইবার সেবনে পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে অনেক স্থলেই উপকার হইয়া থাকে।

এপোসাইনাম ১x।—মস্তক ভার; দুর্ব্বলতা; সর্ব্বদাই তন্দ্রালুতা বা অস্থির নিদ্রা; মৃদুগামী নাড়ী; কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু মল কঠিন নয়; অসাড়ে মূত্রত্যাগ; পেটের উপর হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ভারী বোধ, এবং বক্ষঃস্থলে যাতনা বশতঃ রোগী বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ।

এপিস্-মেল ৬।—মূত্র-বিকৃতি জনিত শোথ; আরক্ত জ্বরের পরবর্ত্তী শোথ; পাদশোথ (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায়); তরুণ শোথে পিপাসার অভাব বর্ত্তমান থাকিলে; প্রলাপ; ইতস্ততঃ দৃষ্টি; দাঁত কড়মড় করা; শরীরের অর্দ্ধাংশের স্পন্দন; মূত্র পরিমাণে কম, এবং মস্তকে ঘর্ম্ম; অল্প পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ, অল্প লাল মূত্র।

ডিজিটেলিস ৩x।—দুর্ব্বল, ক্ষীণ ও বিষমগতি বিশিষ্ট নাড়ী; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট; মুখমণ্ডল মলিন; রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করিতে পারেন না; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য; হৃৎরোগ ও মূত্রগ্রন্থির পীড়াজনিত শোথ।

অ্যাসেটিক-অ্যাসিড ২x।—পা অত্যন্ত ফুলিলে ও বহুল পরিমাণে তৃষ্ণা থাকিলে।

টেরেবিন্থিনা ৩।—মূত্রপিণ্ড হইতে রক্তস্রাব হইলে।

হেলিবোরাস ১২ বা ৩০।—মস্তিষ্কশোথ, বক্ষঃশোথ, সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, বা মূত্রবিকারের পর শোথ।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—যকৃৎ পীড়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত শোথ; গর্ভাবস্থায় পাদ-শোথ; ঘর্ম্মাবরোধ বা গাত্র-পীড়কার লোপ প্রযুক্ত শোথ; সন্ধির শোথ; শ্বাসকষ্ট; খুস্‌খুসে কাসি; বক্ষঃস্থলে বেদনা।

পাল্‌সেটিলা ৬।—স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ হেতু শোথ;

banglabooks.in

সালফার ৩০।—কোন চর্ম্মরোগ বসিয়া যাইবার পর শোথ হইলে।

ফেরাম-মেট ৬, ৩০।—শ্যাম বা পাণ্ডুবর্ণের গাত্রত্বক; অতিশয় দুর্ব্বলতা; কোষ্ঠকাঠিন্য; আহারের পর বমনোদ্বেগ; রজোবৈলক্ষণ্য জনিত শোথ।

সময় সময় চায়না ৬, কলচিকম ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০, অ্যাকোনাইট ৬ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় স্মরণ-যোগ্য —

১। রোগীর দেহটি ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন ঠাণ্ডা বা বাতাস না লাগে।

২। প্রস্রাব বেশী হইলে শোথ কমিয়া থাকে, অতএব যথেষ্ট পরিমাণে জলপান করাইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হইতে পারে।

৩। Sweating-Bath (daily)।—প্রত্যহ রোগীকে এমন ভাবে স্নান করাইতে হইবে যেন যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়। অগ্রে রোগীর দেহটি কম্বল দ্বারা ঢাক, পরে মস্তকে ঠাণ্ডা জলের পটি লাগাইয়া ও পা দুইটি গরম জলে ডুবাইয়া দিয়া শরীরে উষ্ণ জল ঢাল এবং পুরাতন পরিষ্কার কাপড়ে গা মুছাইয়া দিয়া রোগীকে বিছানায় গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখ। সাবধান, **কোন মতে ঠাণ্ডা না লাগে।** স্নানের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে, রোগীকে খাইতে বা ঘুমাইতে দিবে না।

পথ্যাপথ্য।—তরুণ শোথে, তরুণ জ্বরের ন্যায় লঘুপথ্য; পুরাতন শোথে, পুষ্টিকর লঘুপথ্য। সদ্য-প্রস্তুত বিশুদ্ধ ঘোল* বা মানমণ্ড† উপকারী। দেশীয় কবিরাজগণের মতে জল ও লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ।

---

* টাটকা ঘোল হাঁড়িতে রাখিয়া মৃদু জ্বাল দিলে ঘোল কাটিয়া যাইবে; তখন হাঁড়ি নামাইয়া ঐ ঘোল একটু মোটা পরিষ্কার পুরাতন কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, পরিষ্কার জলের মত হইবে। ঐ জল একটু একটু খাওয়াইতে হইবে।

† কুদ্র কুদ্র মানমণ্ড টাট্‌কা দুগ্ধে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিলে, মণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

যকৃতের পীড়াজনিত শোথে, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্রব্য নিষিদ্ধ। মাংসের ঝোল সুপথ্য, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নিষিদ্ধ। রুটী সুপথ্য বটে, কিন্তু উদরাময় থাকিলে নিষিদ্ধ। শীতল জল পান করিতে দেওয়া যায়, কিন্তু মূত্রবিকার-জনিত শোথে নিষেধ; তৎপরিবর্ত্তে খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া উচিত। উষ্ণ জলে স্নান উপকারী। রোগের একটু উপশম হইলে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগের বা মসুরির ক্বাথ, মাংসের ঝোল, সজিনার ডাঁটা, মানকচু, পটোল, বেগুন প্রভৃতি পথ্য।

রক্তস্বল্পতা

(ANÆMIA)।

অপরিমিত রক্তস্রাব, শুক্রক্ষরণ, অতি রজঃ, পরিপাক-বিকৃতি, অর্শ, উপদংশ, বহুল পরিমাণে অনেক দিন যাবৎ তীব্র ঔষধাদি (বিশেষতঃ পারদ কুইনাইন, লৌহ) সেবন; কিম্বা ম্যালেরিয়া, প্লীহা-বিবৃদ্ধি, উদরাময় প্রভৃতি রোগে বহুদিন ভুগিলে রক্তের লাল-কণাভাগ কমিয়া যায় ও লবণাংশ বাড়ে; ইহাকে "রক্ত-স্বল্পতা" কহে। চক্ষু ও ঠোঁট রক্তহীন শাদাটে, সমস্ত গাত্রে পাণ্ডুবর্ণ শোথ, সদা হাঁপাইয়া উঠা, অরুচি, পেটফাঁপা, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া রক্তস্বল্পতায়, নেট্রাম-মিয়ুর ৩০। স্বল্প রজঃ বা ঋতুবন্ধ হইয়া এই পীড়া হইলে, পালসেটিলা ৬ বা ফেরাম্-মেট ৩০। শ্বেতপ্রদর, শুক্রক্ষরণ, রক্তস্রাব ও উদরাময় জনিত রক্তস্বল্পতায়, চায়না ৬ বা ফস্ফরিক্-অ্যাসিড্ ৬। শোথ, উত্থানশক্তি রহিত বা জীবনীশক্তির হ্রাস অবস্থায়, আর্সেনিক ৩০; যক্ষ্মাকাসির লক্ষণ থাকিলে, ফসফোরাস্ ৬। মদ্যপানাদি অত্যাচার জনিত হইলে, নাক্সভমিকা ১x—৩০; পারদের অপব্যবহার হেতু পীড়া হইলে, নাইট্রিক্-

banglabooks.in

অ্যাসিড্ ৬ বা অরাম-মেট ১x—৩০ ; কুইনাইন বা লৌহ অপব্যবহার জনিত রক্তস্বল্পতায় গা শীত শীত করা লক্ষণে, পালস্ ৬—৩০। উল্লিখিত কোন ঔষধে ফল না পাইলে, সালফার ৩০ দুই দিন সেবন করিয়া আর দুই দিন বিনা ঔষধে থাকিতে হইবে ; পরে লক্ষণ অনুসারে উল্লিখিত কোন ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যদি তাহাতেও কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে **নেট্রাম-সাল্ফ ৩০** ব্যবস্থা ; এই ঔষধটি রোগীর প্রায় সকল অবস্থাতেই ফলপ্রদ। **ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৩** ব্যবহারে ডাক্তার জর্জ রয়াল আশাতীত ফল পাইয়াছেন বলেন (vide *The Hom. World* for Dec. 1914) ; স্ত্রীলোকদিগের রক্তস্বল্পতা সহ হরিৎ পীড়া থাকিলে, সুদার সাহেবের মতে ক্যাল্ক-ফস্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই গ্রন্থোক্ত "প্লীহা", "উদরাময়" "অতি রজঃ", "পুরাতন সূতিকা", "হরিৎ পীড়া", প্রভৃতি রোগ দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য আহার, সকালে সন্ধ্যায় একটু বেড়ান, ভাল ঘরে থাকা। (সহ্য হইলে) নদীর জলে, বা ঈষদুষ্ণ জলে অল্প পরিমাণে লবণ মিশাইয়া, স্নান বিধি। কুলে-খাড়া (বা কুলেকাঁটা) শাকের ঝোল প্রত্যহ খাইলে রক্তের লাল-কণা শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং রোগী ত্বরায় রোগমুক্ত হইতে পারেন।

অর্ব্বুদ বা আব

(TUMOUR)।

শরীরের কোনও স্থানে নূতন তন্তু উপস্থিত হইয়া ফুলিয়া উঠাকে **আব** কহে। ইহার উৎপত্তির কারণ আজও নির্ণীত হয় নাই। এই রোগে কখনও আক্রান্ত স্থানে বেদনা থাকে, কখন বা থাকে না।

আব দুই প্রকার :—মৃদু প্রকৃতির ও ভীষণ প্রকৃতির।

banglabooks.in

"মৃদু প্রকৃতির আব" সমীপবর্ত্তী তন্তুর কোনও বিশেষ ক্ষতি করে না। যে অর্ব্বুদ সমীপবর্ত্তী তন্তু সকল ধ্বংস করিয়া বাড়িতে থাকে তাহাকে "ভীষণ প্রকৃতির আব" কহে।

চিকিৎসা :—

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ গণ্ডদেশে চর্ব্বিসহ আবে।

আর্সেনিক ৩x।—আক্রান্ত স্থানে বেদনা ও ধাতুবিকৃতি লক্ষণে।

চর্ব্বিযুক্ত আবে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০; জালাকর আবে, হাইড্রাস্‌টিস্ ১x—৬; মূত্রমার্গের আবে, ইউক্যালিপ্টাস্ ৩x সেবন ও ইউক্যালিপ্টাস্ θ আক্রান্ত স্থানে বাহ্য প্রয়োগ। "কর্কট রোগের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

উপদংশ ও প্রমেহ এই সংক্রামক ব্যাধিদ্বয়ের বিবরণ ও চিকিৎসার জন্য, "১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" অধ্যায়ে **রতিজ রোগ** (venereal diseases) অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। স্নায়ুমণ্ডলের রোগ।

মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুকে **স্নায়ুমণ্ডল** কহে। এই স্নায়ুমণ্ডলের ভিতর কি এক অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে যাহার বলে হৃৎপিণ্ডাদি শরীরের সমস্ত যন্ত্র নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, যাহার প্রভাবে আমরা হাত পা নাড়িতেছি, এবং যাহার প্রভাবে আমাদের বোধশক্তি জন্মে!!

মস্তিষ্কের রোগে, শীতল ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য মধ্যে মধ্যে বাস করিলে উপকার দর্শে।

মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ।

তিনটি পরদা দ্বারা মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত আছে—উহার এক একটি পরদাকে "মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী" কহে। প্রথমে "মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কাবরক

banglabooks.in

ঝিল্লীর প্রদাহ" চিকিৎসা সাধারণ ভাবে এক সঙ্গে লেখা হইল; পরে, "মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ" স্বতন্ত্র বর্ণিত হইল।

লক্ষণ:—অতিশয় জ্বর; প্রবল শিরঃপীড়া; মস্তিষ্কের বেদনা; প্রলাপ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; দ্রুতগতি নাড়ী; কপাল ও গলার ধমনী সকলের স্পন্দন; কোষ্ঠকাঠিন্য; বমন বা বমনেচ্ছা; নিদ্রাশূন্যতা; রোগের প্রারম্ভে. চক্ষু-তারা সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু বর্দ্ধিতাবস্থায় প্রসারিত হয়, এবং সেই সময়ে চক্ষে আলোক সহ্য হয় না; রোগের প্রবল অবস্থায় কখন কখন দাঁত কড়মড় করে, মাথা ঘোরে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, ও মূত্র অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হয়।

কারণ।—পড়িয়া যাওয়া বা অন্য কোন রকমে মাথায় আঘাত লাগা; অধিকক্ষণ রৌদ্রে ভ্রমণ, মানসিক অবসন্নতা বা উত্তেজনা প্রভৃতি এই রোগের কারণ। শিশুদিগের মধ্যে এই রোগ অধিক দেখা যায়।

চিকিৎসা।—প্রবল জ্বর, তৃষ্ণা, মৃত্যু-ভয় প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন্ ৩x। আঘাত জনিত মস্তিষ্ক প্রদাহে জ্বর থাকিলে, আর্ণিকা ৩—৬। জ্বর সহ প্রলাপ, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, চক্ষু লালবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬—৩০। বালিশে মাথা ঘসিতে থাকা বা হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা লক্ষণে, এপিস ৬—৩০। মস্তিষ্কে প্রখর বেদনা এবং সেই সঙ্গে রাত্রিকালে মৃদু প্রলাপ, নিদ্রা ভাঙ্গিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠা, প্রভৃতি লক্ষণে ব্রায়োনিয়া ৬, হেলিবোরস ৬, বা সালফার ৩০ ব্যবস্থেয়।

"মস্তিষ্ক-কশেরু জ্বর", "মস্তিষ্ক-আবরক-ঝিল্লী-প্রদাহ" "মেরু-মজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ" ও "মেরু-মজ্জার-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (Meningitis)।

সান্নিপাতিক জ্বরে, বা হাম জ্বরাদিতে স্ফোটক বসিয়া যাইলে কিম্বা সম্যকরূপে প্রকাশ না পাইলে, মস্তক-আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া থাকে। প্রবল জ্বর, ভুল দেখা বা বকা, গোঙ্গান, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, জিহ্বা ও

banglabooks.in

চক্ষু লাল, জিহ্বাদির কম্পন, আক্ষেপ, চক্ষু বুজিয়া থাকা, বিড় বিড় বকা, সংজ্ঞালোপ, নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠা, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

রোগ নির্দ্দিষ্ট হইলে (বিশেষতঃ সহসা চীৎকার লক্ষণে) এপিস ৩x—২০০ প্রয়োগ করিলে, অন্য ঔষধের প্রায়ই আবশ্যক হয় না। এপিসে উপকার না হইলে, জিঙ্কাম ৩x—২০০ সেব্য। মাথা ঘাড় শিরদাঁড়া পিছন দিকে বেঁকিয়া পড়া, বা ঘাড় শক্ত, মাথা এক পাশে হেলে পড়া ও চক্ষু-স্থির লক্ষণে, সাইকিউটা ৬—৩০। মস্তকের ভিতর ছুঁচ বেধার মতন তীব্র বেদনায়, ট্যারেনটিউলা ৬।

বেলেডোনা ৩, ব্রায়োনিয়া ৩, ওপিয়াম ৩—৩০, ভিরেট্রাম-ভিরিড ১x, জেলসিমিয়াম ১x, হেলেবোরাস্ ৩, হায়োসায়েমাস ৩x—২০০, ল্যাকেসিস্ ৬, ফসফোরাস ৩ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—বাতাস খেলে এমন ঘরে রোগীকে রাখা ও দুগ্ধাদি তরল লঘু পথ্য ব্যবস্থা। এই রোগ অতি ভয়ানক, উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে রাখা উচিত। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা দশ বার জন মাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক রক্তাধিক্য, "মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ", "মেরু-মজ্জাবরক ঝিল্লী প্রদাহ" ও "মেরু-মজ্জার প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

শিরঃপীড়া

(HEADACHE)।

শিরঃপীড়া অন্যান্য পীড়ার লক্ষণ মাত্র।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৬—৩০।—রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় ভয়ানক বেদনা, মনে হয় যেন মস্তিষ্কের ভিতর হইতে সমস্ত পদার্থ ঠেলিয়া

banglabooks.in

বাহির হইবে। আধ-কপালে মাথা ধরা। সময়ে সময়ে কপাল ও রগের দপ্ দপ্ বেদনা—এমন কি চক্ষু পর্য্যন্তও ঐ বেদনায় আক্রান্ত হয়; নড়াচড়ায়, মাথা হেঁট করিলে, এবং গোলমালে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি, ও বিশ্রামকালে উপশম বোধ।

বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০।—মাথা দপ্ দপ্ করা, আলোক বা কোনরূপ শব্দ রোগী কোন মতেই সহিতে পারেন না; তীব্র বেদনা সহসা আরম্ভ হয় ও সহসা থামে।

মেলিলোটাস ১x।—রক্তসঞ্চয় জনিত (congestive) প্রবল শিরঃপীড়া, যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। শিরঃপীড়ায় রোগী অধীর হইয়া প্রাচীরে বা ভূমিতে মাথা খুঁড়িলে বা পাগলের মত প্রলাপ বকিতে থাকিলে, এই ঔষধটি দুই এক দিন ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে (অর্দ্ধ-ঘণ্টা অন্তর মেলিলোটাস্ θ বা ১x সেব্য)।

জেলসিমিয়াম ৩।—শিরঃপীড়া হেতু রোগী চারিদিক অন্ধকার দেখিলে বা অন্ধবৎ হইলে।

ক্রোটেলাস ৬।—Dr. Schell বলেন যে শিরঃপীড়া হেতু রোগী নিঃশব্দে বা "ডিঙ্গি মেরে" চলিলে (অর্থাৎ ঝম্ ঝম্ করিয়া চলা ফেরা করা বা শব্দ করিতে করিতে বেড়ান রোগীর পক্ষে অতীব কষ্টকর)।

ইগ্নেসিয়া ৬—৩০।—ব্যস্ততা বিরক্তি বা মানসিক উত্তেজনা হেতু শিরঃপীড়া হইলে।

নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ ৬, ৩০।—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x—১২x চূর্ণ (গরম জল সহ সেব্য)।—অসহ্য বেদনা, বেদনা মস্তকের একদেশ হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়, বেদনা সময়ে সময়ে অন্তর্হিত হয় ও আবার উপস্থিত হয়।

আর্ণিকা ৬, ৩০।—রক্তসঞ্চয় জনিত, কিম্বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য-জনিত, শিরঃপীড়া; চক্ষুর পাতা ভারী বোধ; চক্ষে আঁধার দেখা বা অগ্নিকণার ন্যায় দৃষ্টি; চক্ষু লালবর্ণ, চক্ষুর জ্বালা, মস্তকের

banglabooks.in

উত্তাপ; কপালের, রগের ও গলার শিরা সকলের স্পন্দন; উচ্চশব্দ আলোক নড়াচড়া ও শয়নে পীড়ার বৃদ্ধি এবং স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, উপশম বোধ। পড়িয়া যাওয়া হেতু পুরাতন শিরঃপীড়ায়।

ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ১২, ৩০।—রক্তসঞ্চয় ও বাতজনিত শিরঃপীড়া, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; মাথা ঘোরা; মাথা বেশী ভার; ঘাড় নোয়াইলে, মনে হয় যেন কপাল দিয়া মস্তিষ্কের পদার্থ সমূহ বাহির হইয়া যাইবে। কপালে ও রগে বেদনা, টিপিলে ঐ বেদনার উপশম; আধ্-কপালে (**বিশেষতঃ দক্ষিণদিকে**) বেদনা; বারম্বার উদ্গার উঠা ও পিত্তবমন; শিরঃপীড়ার পর, নাক দিয়া রক্ত পড়া। সম্মুখের কপালে বেদনা। "মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে", এরূপ উপসর্গে ব্রায়োনিয়া ৩ প্রয়োগে অনেক সময়ে সুফল পাওয়া যায়।

ক্যাক্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।—অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার দরুণ শিরঃপীড়া; ভয়ানক শিরোবেদনা (প্রাতঃকালে); রাত্রিকালে শরীরের উর্দ্ধদিকে অতিশয় ঘর্ম্ম; খালিপেটে বারম্বার উদ্গার উঠা ও মস্তিষ্কে শীতলতা অনুভব; আধ-কপালে মাথা ধরা।

চায়না ৬, ১২, ৩০।—কাণের মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ; লালবর্ণ মুখমণ্ডল; শারীরিক দুর্ব্বলতা; বারম্বার হাই উঠা।

ইগ্নেসিয়া ৩, ৬।—দারুণ শোক পাইয়া শিরঃপীড়া; গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের শিরঃপীড়া; পেরেক বিদ্ধবৎ শিরঃপীড়া; একস্থানে বদ্ধ শিরঃপীড়া।

লিলিয়াম-টিগ্রী ৬।—সমগ্র মস্তকের উপর বেদনা ও ভার বোধ; হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তকের ভার বহন করিবার ইচ্ছা; বাম কপাল হইতে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বেদনা; প্রাতঃকালীন উদরাময় সহ মস্তকে ভারবোধ; ঋতুদোষ জন্য শিরঃপীড়া; খোলা বাতাসে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি, ও সূর্য্যাস্তকালে উপশম।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—মাথা ঘোরা; কপাল ও রগের শিরা সকলের স্পন্দন; বিদীর্ণবৎ বেদনা। বমন বা বমনোদ্যম;

banglabooks.in

কোষ্ঠকাঠিন্য ; আহারান্তে, মানসিক পরিশ্রমের পর, ও মস্তক অবনত করিলে, পীড়ার বৃদ্ধি ; বলবান্ বা রক্ত-প্রধান ব্যক্তিদিগের শিরঃপীড়া ; অর্দ্ধ-শিরঃশূল যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া প্রখর বেদনা জন্মায় এবং সায়াহ্নে কমিয়া যায় ; অম্ল বা পিত্তবমন। পরিপাক-যন্ত্রের গোলযোগ হেতু বা অর্শজনিত শিরঃপীড়ায় ও মদ্যপায়ীদিগের শিরঃপীড়ায়, ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ১২।—পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত বশতঃ, কিম্বা অতিরিক্ত পরিমাণে তৈলাক্ত ও ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজনের পর, শিরঃপীড়া ; স্ত্রীলোকদিগের জনন-যন্ত্রের ক্রিয়াবিকার জনিত শিরঃপীড়া ; একদিকের কর্ণের পশ্চাৎভাগে তীব্র বেদনা, মনে হয় যেন পেরেক বিদ্ধ হইয়াছে।

ফস্‌ফরিক-অ্যাসিড ৬, ৩০।—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্য মস্তক ও ঘাড়ে বেদনা ; স্মরণশক্তির হ্রাস ; দৃষ্টিশক্তি কম হওয়া এবং কর্ণে কম শুনা।

সিপিয়া ৬, ১২, ৩০।—মস্তকে ভার বোধ এবং খোঁচা বেধার ন্যায় বেদনা ; রজোবৈলক্ষণ্য জনিত বমন (বা বমনোদ্যম) সহ শিরঃপীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধতা। দক্ষিণ বা বাম চক্ষুর উপর বেদনা।

সিলিকা ৬, ১২, বা ৩০।—প্রবল শিরঃপীড়া বশতঃ বিবেচনা শূন্য ; প্রাতঃকালে শীতবোধ ও বমনেচ্ছা সহ চাপ-বেদনা ; মস্তকের এক পার্শ্বে ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা ; চক্ষুর উপর বেদনা, এমন কি চাহিতে পারা যায় না।

সিমিসিফিউগা ৩।—স্নায়বীয় বাতজনিত কিম্বা রজো-বৈলক্ষণ্য জনিত শিরঃপীড়া ; মস্তকে ও চক্ষুতে তীব্র বেদনা, সঞ্চালনে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, কপাল হইতে ঘাড় পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি ; তীব্র শিরোবেদনার জন্য চক্ষু-তারা বিস্তৃত ; প্রলাপ ও দৃষ্টিবিকার ; গুল্মবায়ুগ্রস্তা ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোকদিগের বমনসম্বলিত শিরঃপীড়া ; মদ্যপায়ী ও ছাত্রগণের শিরঃপীড়া ; নিদ্রাহীনতা।

banglabooks.in

সাইক্লাম্যামেন ৩।—প্রবল শিরঃপীড়া; চক্ষুর সম্মুখে যেন নানাবর্ণ চলিয়া বেড়াইতেছে; প্রাতঃকালে ও ঋতুর সময় রোগের বৃদ্ধি

আইরিস্-ভার্স ৩।—বমন বা বমনোদ্বেগসহ দক্ষিণভাগের শিরঃপীড়া (বিশেষতঃ যকৃতের দোষ বা অধ্যয়ন জনিত হইলে)।

কেলি-বাই ৬।—একটি চক্ষুর (বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুর) ঠিক উপরিভাগের কপালে বেদনা।

স্পাইজিলিয়া ৩।—সম্মুখ কপালে ছিঁড়িয়া-ফেলার-ন্যায় বেদনা; ঐ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে হৃৎস্পন্দন অথবা অস্থিরতা; জোরে চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম; অর্দ্ধপার্শ্বিক (বিশেষতঃ বামভাগে) বেদনা। সূর্য্যোদয়ে বেদনারম্ভ, দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি, তৎপরে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া সূর্য্যাস্তে শান্তি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩, ৩০।—দিবাভাগে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) শিরঃপীড়া; আধকপালে (বিশেষতঃ দক্ষিণভাগে) শিরঃপীড়া; প্রতি সপ্তম দিবসে শিরঃপীড়া; রজঃ-নিবৃত্তি কালের শিরঃপীড়া।

কিয়োন্যান্থাস-ভার্জিনিকা ১x।—বমনোদ্বেগ সহ, বা পিত্ত জনিত, শিরঃশূল। পাঁচ দশ পনর মিনিট অন্তর বা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে শিরঃপীড়া হইতে থাকিলে, ইহা উপকারী।

গ্লোনয়েন ৩।—রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ জনিত শিরঃপীড়া; কেরাণী, সম্বাদপত্রের রিপোর্টার, কম্পোজিটার প্রভৃতির (যাঁহাদিগের গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিক আলোর নীচে বসিয়া প্রায়ই কাজ করিতে হয় তাঁহাদের) শিরঃপীড়া।

সালফার ৬, ১২, ৩০।—কপালে ও কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে দপ্ দপে বেদনা; মস্তিষ্কের উপরিভাগে গরম বোধ; প্রাতঃকালে উদরাময়; অর্শ হইতে রক্তস্রাবরোধ হইয়া মস্তকে রক্তসঞ্চয়বশতঃ শিরোঘূর্ণন, অথবা শিরোবেদনা।

banglabooks.in

ভিরেট্রাম-ভিরি ৩x, ৩০।—মস্তক পূর্ণ ও ভার বোধ; শিরা সকলের স্পন্দন; অচেতনাবস্থা; কাশ ভোঁ ভোঁ করা; বমন বা বমনোদ্বেগসহ উদরাময়।

পুরাতন শিরঃপীড়ায়—সালফার, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, নেট্রাম-মিয়ুর, কিনিনাম্-সাল্ফ্ (৩x—৩), সিপিয়া, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব্ব, ষ্ট্যাফুইনেরিয়া, নাক্স-ভমিকা, আর্স, জিঙ্কাম্, ককিউলাস প্রভৃতি ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—পীড়ার প্রথম অবস্থায় কিছু না খাওয়াই ভাল। অম্লজনিত শিরঃপীড়ায়, দুগ্ধের সহিত সময়ে সময়ে অত্যল্প মাত্রায় (গেঁড়ি ও শামুক প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত) চূণের জল মিশাইয়া পান করা ভাল। চাপিয়া ধরিলে যদি উপশম হয়, তাহা হইলে বস্ত্রখণ্ড (বিশেষতঃ আর্দ্র) মাথায় বাঁধিলে উপকার হইতে পারে।

শিরোঘূর্ণন

(VERTIGO OR GIDDINESS)।

মাথাঘোরা পীড়ায়, রোগী অনুভব করেন যেন তাহার দেহটি দুলিতেছে, অথবা তাঁহার চারিদিকের জিনিসগুলি ঘুরিতেছে; সাধারণতঃ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিলে রোগী সরসে-ফুল বা অন্ধকার দেখেন কখনও বা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতা বা রক্তসঞ্চয় নিবন্ধন এই পীড়া জন্মে। অতিরিক্ত পাঠ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা, নেশাকরা, রাত্রি-জাগরণ, মস্তিষ্কে আঘাত, অজীর্ণতা, মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড বা মূত্র-গ্রন্থির রোগ প্রভৃতি কারণেও এই রোগ জন্মে। মাথা ঘোরা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র; মূল রোগের চিকিৎসা করিলেই ইহাও আরোগ্য হয়।

banglabooks.in

১। স্নায়বিক শিরোঘূর্ণন মস্তিষ্কের বহুবিধ রোগ বিশেষতঃ আব জন্মান হেতু মাথাঘোরায়, কফিয়া ৬, নাক্স-মস্কেটা ১x—৩, ইগ্নেষিয়া ৩, জিঙ্কাম্ ৩—৬, থিরিডিয়ন ৩০ (বমন বা বমন ইচ্ছায় শিরোঘূর্ণন, সামান্য নড়াচড়ায় বা চক্ষু বুজিলে বৃদ্ধি), অ্যাম্ব্রা ৩।

২। অক্ষির পীড়াবশতঃ শিরোঘূর্ণন—চক্ষুর অধিকক্ষণ আকর্ষণ বা প্রসারণ (strain) হেতু শিরঃপীড়ায়, রুটা ১—৩, চক্ষুতারা ও চক্ষু পেশীর সঙ্কোচনে, ফাইসস্টিগ্‌মা ৩—৩।

৩। কর্ণরোগবশতঃ শিরোঘূর্ণন—কষ্টিকাম ৬—৩০, জেল্‌সিমিয়াম্ ৩x—৩০, ষ্ট্রামোনিয়াম্ ৩x—৩০।

৪। পাকাশয় বা অন্ত্রের গোলযোগ হেতু শিরোঘূর্ণন—নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০ প্রধান ঔষধ।

৫। রক্তস্বল্পতা জনিত শিরোঘূর্ণন সচরাচর প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় ও ইহাতে মাথা ধরা প্রায় থাকে না। আহারাদির পর মাথাঘোরা কমে, ও পরিশ্রমের পর বাড়ে। ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, লাইকোপোডিয়াম ১২, বা সিলিকা ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার, ও অত্যধিক পরিশ্রম বর্জ্জন হিতকর।

৬। রক্তাধিক্য জনিত শিরোঘূর্ণন প্রায়ই প্রাতঃকালে আরম্ভ হয় না, ও সচরাচর ইহার সহিত শিরঃপীড়া বর্ত্তমান থাকে, আহারের পর মাথা-ঘোরা বাড়ে ও শ্রমাদির পর কমে। বেলেডোনা ৩x—৩০, নাক্স-ভমিকা ৩—৩০, আর্ণিকা ৩, নেট্রাম-মিযুর ১২x চূর্ণ—২৬০, বা ল্যাকেসিস্ ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। লঘুপথ্য ও নিয়মিত পরিশ্রম হিতকর। মস্তক অবনত কালে মাথা ঘুরিলে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—২০০, ব্রায়োনিয়া ৩—৩০, বা সিপিয়া ৬—২০০।

মাথা ঘুরিয়া সাম্‌নেরদিকে পড়িলে—স্পাইজিলিয়া ৩—৩০, সাইকিউটা ৬।

মাথা ঘুরিয়া পিছনদিকে পড়িলে—ব্রায়োনিয়া ৬—৩০, নাক্স-ভমিকা ৩x—২০০, রাস-টক্স

banglabooks.in

মাথা ঘুরিয়া পার্শ্বদিকে পড়িলে—সালফার ৩০।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—উত্তেজক দ্রব্যাদি আহার নিষিদ্ধ। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান, সহজ পাচ্য অথচ পুষ্টিকর আহার বিধেয়।

শিরার্দ্ধশূল

(HEMICRANIA)।

মানসিক অতি-পরিশ্রম, প্রস্রাবের দোষ, বাত, ধাতুদোষ প্রভৃতি কারণে "আধ-কপালে-মাথাব্যথা" রোগ জন্মে। প্রুণাস-স্পাইনোসা (Prunus Spinosa) ৩—৬, এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x—২০০, প্ল্যাটিনা ৬, পাল্‌স্ ৬, সিলিকা ৩০ কপালের দক্ষিণভাগের বেদনায় ফলপ্রদ ; এবং স্পাইজেলিয়া ৩—৩০ ও থুজা ৬—২০০ কপালের বামভাগের ব্যথায় উপকারী। ডাক্তার কাউপারথোয়েট নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সেবনের পরামর্শ দেন :—ডিউবরিসিন ৪x, ভিরেট্রাম-ভির ৩x, ইপিকাক ৩০, ট্রিকনিয়া ৩০, অ্যাট্রোপিন ৪x বা ৩০, হায়োসিয়ামিন-হাইড্রোব্রোমেট ৪x চূর্ণ, ও ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা θ বা ৩x। "শিরঃপীড়ার" ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

রোগ আক্রমণকালে দারুণ যন্ত্রণা হইলে, জেলসিমিয়াম্ ১x—৩, আইরিস্ ১x—৩০ কিওস্থানথাস্ θ—২x ও স্যাঙ্গুইনেরিয়া θ প্রভৃতি ঔষধ ফলপ্রদ। অন্ধকার ঘরে শয়ন ও তরল পদার্থ আহার বিধেয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা। শীতল বা অত্যুষ্ণ জলপটি মস্তকে, কিম্বা সরিষার গরম পুল্টিস ঘাড়ে ও পিঠে, দিলে আশু উপকার হইতে পারে। ব্রোমাইড বা আফিং ঘটিত ঔষধ বা জোলাপ প্রভৃতি দিলে, অপকারের সম্ভাবনা। প্রস্রাবের দোষ থাকিলে, উহার প্রতীকার করিলেই এই রোগ নিবারিত হইতে পারে ["মূত্র-যন্ত্রের পীড়া"চয় দ্রষ্টব্য]।

banglabooks.in

অনিদ্রা

(SLEEPLESSNESS)।

ইহা অনেক সময়ে অন্যরোগের লক্ষণ মাত্র। মস্তকে রক্তাধিক্য ও পা ঠাণ্ডা হওয়া, অতি ভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত চা বা কাফি পান, কোষ্ঠবদ্ধ থাকা, মানসিক উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে অনিদ্রা ঘটে।

চিকিৎসা :—

কফিয়া ৬, ১২।—এই রোগের প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ মন যে কোন কারণে উত্তেজিত হইলে।

ইগ্নেশিয়া ৩—৩০।—দুঃখ, মনস্তাপ প্রভৃতি কারণে নিদ্রা না হইলে।

ক্যামোমিলা ১২।—দন্তোদ্গমকালে শিশুর অনিদ্রা।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—রাত্রি দুই তিনটার সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম হয় না, পরে নিদ্রা; অতিভোজন বা কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অনিদ্রা; অধ্যয়ন বা নেশাকরা অথবা অজীর্ণতা কিম্বা ক্রিমি জনিত অনিদ্রা।

পালসেটিলা ৬, ৩০।—রাত্রির প্রথম ও শেষভাগে নিদ্রা।

সাইনা ২x—২০০।—ক্রিমি জনিত অনিদ্রা।

অম্লাম ৬ বা **নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬**।—উপদংশ বা পারদ সেবন জনিত অনিদ্রা।

চায়না ৬, ৩০।—রক্তস্রাব বা ভেদ হওয়া হেতু দুর্ব্বলতা জনিত অনিদ্রা; চা-পান জন্য অনিদ্রা।

ল্যাকেসিস্ ৬—৩০।—নিদ্রাভঙ্গের পরই যে কোন রোগের বৃদ্ধি।

প্যাসিফ্লোরা-ইনকার্নেটা θ।—অনিদ্রার একটি

banglabooks.in

অ্যাকোনাইট, ওপিয়াম, সাইপ্রিপিডিয়াম, কেলি-ব্রোমেটাম, আর্স, কেলি-আয়ড্, ক্যাম্ফার প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা। রক্ত-সঞ্চয় জনিত অনিদ্রায়, ফেরাম-ফস ৩০ দীর্ঘকাল সেব্য। সাফলার ৩০, রাত্রি ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অনিদ্রা।

আনুষঙ্গিক উপায়।—শয়নের পূর্ব্বে মুখ, কপাল, ঘাড়ের পশ্চাদ্ভাগ, কর্ণ ও পদদ্বয় শীতল জলে ধুইয়া, এবং আর্দ্র বস্ত্র (বা গরম জল) দিয়া সমস্ত শরীরটি মুছিয়া ফেলিলে, বা শীতল বায়ুতে খানিক বেড়াইলে, নিদ্রার সুবিধা হইতে পারে। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মাদকাদি সেবন, বা খুব উঁচু বালিসে মাথা রাখিয়া শয়ন, পরিত্যজ্য।

কুম্ভকর্ণ-রোগ বা ঘোর নিদ্রা

(SLEEPING-SICKNESS)।

এই ভীষণ পীড়া আফ্রিকা খণ্ডের কোন কোন স্থান জনশূন্য করিয়া ফেলিতেছে; এ দেশেও কখন কখন ঘোর নিদ্রাবিষ্ট রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। গ্লসিনা (Glossina) নামক এক প্রকার মক্ষিকার দংশনে নাকি প্রথমে জ্বর, শীর্ণতা, অবসন্নতা, প্লীহার বিবৃদ্ধি, হস্ত-কম্পন, বাক্যের জড়তা প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হয়; পরে তন্দ্রা ও গভীর নিদ্রা, এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে। এই রোগের প্রধান লক্ষণ—রোগী কয়েক দিন ধরিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন, তখন তিনি জীবিত কি মৃত স্থির করা দুঃসাধ্য। অনেকে বলেন ইহা ম্যালেরিয়া-রোগ বিশেষ; মক্ষিকা দ্বারা ইহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এবং এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে, নীত হয়; তজ্জন্য তাঁহারা বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে বলেন।

চিকিৎসা।—ক্লোরাল-হাইড্রেট ২x বিচূর্ণ ৪ গ্রেণ, জলসহ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবহেয়। দুই এক সপ্তাহ সেবনে কিছু উপকার বোধ হইলে, ২x এর পরিবর্ত্তে ৩x দিতে হইবে। বেশ উপকার বুঝা গেলেই,

banglabooks.in

ঔষধটি বন্ধ করা আবশ্যক। ক্লোরালে কায না হইলে, লক্ষণানুসারে ওপিয়াম্, নাক্স-মস্কেটা, এপিস, আর্সেনিক, হেলেবোরাস্, ল্যাকেসিস্, ষ্ট্রামো, কেলি-ব্রোম, মস্কাস্, সালফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা।

বুকচাপা স্বপ্ন

(NIGHTMARE)।

বুকের উপর যেন কোন ভারি জিনিস চাপান রহিয়াছে এইরূপ কষ্টকর স্বপ্ন দেখাকে, "বোবায় ধরা" বা "বুক চাপা" রোগ বলে; স্বপ্নাবস্থায় রোগীর কথা কহিবার বা নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য থাকে না, চীৎকার করিয়া নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে রোগী কতকটা সুস্থ বোধ করেন।

চিকিৎসা।—কেলি-ব্রোমেটাম ১x (অথবা পিয়োনিয়া ২x) শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেবন করিলে উপকার দর্শে। আহারের দোষে রোগ হইলে, নাক্স-ভমিকা ৬; রক্ত-সঞ্চয় জন্য রোগে, ফেরাম্-ফস্ ৬x। অতিমাত্রায় ভোজন, বা উত্তেজক দ্রব্য পানাহার, এবং চিৎ হইয়া নিদ্রা যাওয়া, পরিত্যাজ্য।

গুল্ম বা মূর্চ্ছাগত বায়ু

(HYSTERIA)।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত গুল্মবায়ু এবং হিষ্টিরিয়া একই রোগ নহে; তবে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ স্নায়বীয়-বিকার জন্য এই রোগ জন্মে। সে কারণে পেটফাঁপা; কষ্টকর ঢেঁকুর বা হিক্কা; দারুণ শ্বাসকষ্ট ও শ্বাস প্রশ্বাসে উচ্চ শব্দ; স্বরভঙ্গ; পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত গোলার ন্যায় একটি পদার্থ উঠিতেছে এইরূপ অনুভব; মস্তকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে; হিষ্টিরিয়াতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লোপ হয় না। অনেক স্থলে

banglabooks.in

জরায়ু বা ডিম্বকোষ বিকৃতির জন্য এই রোগ হয়। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের, এবং কখন কখন পুরুষদিগের মধ্যেও, এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছাবেশ কালে, ক্যাম্ফার বা মস্কাস্ ৩ রোগীর নাকের নিকট ধরিলে (বা মস্কাস ৩ সেবন করাইলে) শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার চৈতন্য হইতে পারে। সুস্থাবস্থায় লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ দিলে পীড়ার উপশম সম্ভাবনা।—রোগী সদাই বিষাদযুক্ত, অস্থির, নিয়মিত সময়ের মধ্যে অধিকদিন স্থায়ী অতিরিক্ত পরিমাণে রজঃস্রাব, অথবা একেবারে রজোরোধ হইয়া গর্ভাশয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত হিষ্টিরিয়া-রোগে, প্লাটিনা ৬ বা ৩০ (যে সকল স্ত্রীলোক শোক দুঃখাদি সকলের নিকট প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্লাটিনা বিশেষ উপযোগী)। পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত গোলার ন্যায় একটা পদার্থ উঠে এইরূপ অনুভব; সেই সঙ্গে শ্বাসরোধ; ঢোঁক গিলিতে অসমর্থ; আক্ষেপ বা খেঁচুনি, মস্তকের উপরিভাগ উত্তপ্ত; চক্ষু ছল ছল করা; একবার প্রফুল্লতা, একবার বিমর্ষভাব লক্ষণে, ইগ্নেষিয়া ৬ বা ৩০ (যে সকল স্ত্রীলোক মনের ভাব গোপন রাখেন তাঁহাদের পক্ষে ইগ্নেষিয়া বিশেষ উপযোগী)। রজোলোপ হইয়া বা বাধক পীড়ার দরুণ হিষ্টিরিয়া হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬, স্যাবাইনা ৬, সিলিকা ৩০ বা ককিউলাস ৬। পেটের মধ্য হইতে গলা পর্য্যন্ত একটি পদার্থ উঠা; শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইয়া পেটকাঁপা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাসাফিটিডা ৬। জরায়ু বিকৃতি হেতু হিষ্টিরিয়া রোগে—মানসিক অস্থিরতা, উগ্রতা, অথবা নৈরাশ্য, বামপার্শ্ব বা বাম স্তনের নিম্নে বেদনায়, সিমিসিফিউগা ৩। মূর্চ্ছাবেশ কালে প্রলাপ এবং বিরামকালে বিবিধ প্রকার অসুখ থাকিলে, ভেলেরিয়ানা ৩। গলায় বা তলপেটে বেদনা; অধিক পরিমাণে মূত্রস্রাব; স্বরভঙ্গ; বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে, কষ্টিকাম্ ৬। বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, নাক্স-মস্কেটা ২x, হায়োসায়েমাস ৬, অরাম-মেট ৬, ট্যারেণ্টুলা ৬, ও জিঙ্কাম-ফস্ ৩ সময়ে সময়ে প্রয়োগ হয়। হিষ্টিরিয়া-ফিট হইবামাত্রেই রোগীর পরিধেয় বস্ত্র ঢিলা করিয়া মুখে শীতল জল ছিটাইয়া দেওয়া উচিত, ও তাঁহার নিকট যেন কেহ সহানুভূতি প্রকাশ না করেন। "স্ত্রীরোগ"

banglabooks.in

অধ্যায়ে "মূর্চ্ছা" ও "জরায়ুজ-মূর্চ্ছা" দ্রষ্টব্য। হিষ্টিরিয়া রোগীর পক্ষে শীতল স্থানে বাস করা হিতকর; কাশী প্রভৃতি স্থানও ভাল।

সন্ন্যাস

(APOPLEXY)।

সুস্থাবস্থায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার সময় সহসা পড়িয়া গিয়া সম্যক্ বা আংশিকরূপে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, তাহাকে **সন্ন্যাস** বলে। তিনটি কারণে ইহা ঘটে :—(১) মস্তিষ্কে রক্তবহা নাড়ীসমূহে রক্তাধিক্য বশতঃ, (২) মস্তিষ্কে রক্তবহা নাড়ী ছিন্ন হইয়া অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জন্য, (৩) হঠাৎ মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে। এই পীড়া কখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, আবার কখন কখন বা হঠাৎ আরম্ভ হয়। রোগী সুস্থ আছেন সহসা পড়িয়া গিয়া ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও সঞ্চরণ-শক্তি হারান, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস বা রক্ত-সঞ্চলন ক্রিয়ার লোপ পায় না; পূর্ণ, মৃদু ও দ্রুত নাড়ী; চক্ষু-তারা বিস্তৃত—অথবা একটি বিস্তৃত, অপরটি সঙ্কুচিত; অর্দ্ধাঙ্গে বা সর্ব্বাঙ্গে খেঁচুনি; মুখ একদিকে আকৃষ্ট হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার কখনও কখনও রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কয়েকদিন মস্তক অবনত করিলে বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছাভাব, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের উপরিভাগে গরম বোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের পরিমাণ হ্রাস, চিত্তচাঞ্চল্য, প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। আর এক প্রকার সন্ন্যাস রোগে (অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত রোগে)—মাথা ভার, নাক দিয়া ঘড়্ ঘড়্ করিয়া রক্ত পড়া, তন্দ্রাবেশ, কাণের ভিতর এক প্রকার শব্দ অনুভব, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, কোন কোন অঙ্গের অবশতা, বমনেচ্ছা, চলচ্ছক্তির অভাব, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মদ্যপানাদিজনিত অত্যাচার, অপরিমিত পান ভোজন, স্কন্ধদেশে ভারী বস্তুর চাপ, বক্ষঃ প্রশস্ত ও গ্রীবা ক্ষুদ্র, অতিশয় মানসিক চিন্তা, রজোরোধ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বৈষম্য, প্রভৃতি কারণেও সন্ন্যাস রোগ জন্মে।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

লরোসিরেসাস্ ১x।—সন্ন্যাস রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ যদি হঠাৎ রোগ উপস্থিত হয়।

অ্যাকোনাইট ১x।—পূর্ণ, দ্রুত ও সবল নাড়ী; গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ; জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্যের জড়তা।

আর্ণিকা ৬।—বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের মস্তকে রক্ত সঞ্চয়।

বেলেডোনা ৬।—চৈতন্য-লোপ; বাক্যরাহিত্য; মুখমণ্ডল আরক্তিম ও স্ফীত; মস্তক ও গ্রীবার রক্তবহা-শিরা সকলের স্পন্দন ও স্ফীতি; মুখমণ্ডল ও হস্ত পদের আক্ষেপ; চক্ষু-তারার বিস্তার; মূত্ররোধ বা অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—বৃদ্ধলোকদিগের রোগে; জিহ্বা আক্রান্ত হইলে; দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাতে।

হাক্সোসায়েমাস ৩x—৬।—অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ লক্ষণে।

ওপিয়াম ৬, ৩০।—তন্দ্রা বা গাঢ় নিদ্রা (সংজ্ঞারহিত); পূর্ণ বা মৃদু নাড়ী; বিষম শব্দযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস; মুখমণ্ডল স্ফীত, গাঢ় বা কৃষ্ণাভ লালবর্ণ; অর্দ্ধনিমীলিত-চক্ষু বা চক্ষু-তারা বিস্তৃত; হস্ত পদ শীতল; রক্তবহা-শিরা সকল হইতে রক্তস্রাব। কোন উপকার না পাওয়া পর্য্যন্ত এই ঔষধটি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়া আবশ্যক।

নাক্স-ভমিকা ৬, ১২, ৩০।—মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চয় জনিত সন্ন্যাস রোগে, মস্তক হইতে রস বা রক্ত ক্ষরিত হইলে; অতিরিক্ত আহার, মদ্যপান বা রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি অত্যাচার জনিত সন্ন্যাসে।

চেতনা প্রাপ্তির পর রোগীকে আর্ণিকা ৩ কয়েকবার দেয়।

মাত্রা।—প্রবল অবস্থায় ২০।৩০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ দেয়। সন্ন্যাস রোগের পর পক্ষাঘাত দাঁড়াইলে, কষ্টিকাম ৬, কিউপ্রাম ৬, ককিউলাস ৬, সালফার ৩০, প্লাম্বাম ৩০ ও জিঙ্কাম ৬x—৬ ব্যবহার্য্য।

banglabooks.in

হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩x, আর্জেণ্টাম্ ৬, ভিরেট্রাম্-ভির ১x—৬ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। ঔষধে কোন বিশেষ উপকার না হইলে, তাড়িৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পথ্যাদি।—অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল সুপথ্য। চা, কাফি, মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় এবং মাংস, ও ঘৃত বা গরম মসলা দ্বারা পাক করা খাদ্য, নিষিদ্ধ। (রোগাবেশকালে) হস্ত পদ শীতল হইলে গরম জলের সেক, মস্তকে শীতল জলের পটী, ও পরিধেয় বস্ত্র শিথিল করিয়া দেওয়া আবশ্যক। রোগীর নিকট বিশুদ্ধ বায়ু অনায়াসে সঞ্চালনের যেন ব্যাঘাত না ঘটে।

অপস্মার বা মৃগী রোগ

(EPILEPSY)।

হঠাৎ চৈতন্যলোপ হইয়া রোগী ভূমিতে পড়িয়া যান। কোন কোন রোগীর রোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাথা ঘোরা; মাথা ব্যথা; মনে হয় মাথার ভিতরে কীট চলিয়া বেড়াইতেছে; অস্পষ্ট দৃষ্টি; কাণ ভোঁ ভোঁ করা; গাত্রবেদনা; সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন রোগী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে পড়িয়া যান। রোগ আরম্ভ হইলেই সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ; গ্রীবা কঠিন ও বক্র হয়; চক্ষু-তারা নিম্নে বা উর্দ্ধে উঠে; হস্তের অঙ্গুলি সকল কুঞ্চিত হয়; বুক ধড়্ ফড়্ করে; মুখমণ্ডল প্রথমে পাণ্ডুবর্ণ, পরে রক্তবর্ণ হয়; মুখে ফেনা উঠে; হাত পা ছুড়িতে থাকে; শীতল আঠা আঠা ঘর্ম্ম নির্গত হয়। বিশ ত্রিশ মিনিটের পর উপসর্গ কম পড়িলে, রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। দীর্ঘকাল এই রোগে ভুগিলে, ক্রমে মানসিক প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া উন্মাদগ্রস্ত বা সর্ব্বাঙ্গীণ পক্ষাঘাতাক্রান্ত হইতে পারে।

banglabooks.in

রোগ নির্ব্বাচন।—**গুল্মবায়ু** (হিষ্টিরিয়া) রোগে মৃগী রোগের ন্যায় একেবারে চৈতন্য লোপ হয় না, বা রোগাবেশের পূর্ব্বে রোগী হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠেন না; **সন্ন্যাস** রোগে, মৃগী রোগের ন্যায় অবিরত আক্ষেপ থাকে না; এবং **মৃগী রোগে**, সন্ন্যাস রোগের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাসে শব্দ থাকে না।

চিকিৎসা।—রোগীর জিহ্বা বাহিরে থাকিলে, উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত। দাঁতকপাটী গেলে, উহা ছাড়াইয়া দিয়া দাঁতের মধ্যে একটা কর্ক (ছিপি) বা এক টুক্‌রা নরম কাঠ অথবা একটী ন্যাকড়ার পুঁটুলি লাগাইয়া রাখা বিধেয়। রোগীকে ঘন ঘন বাতাস করিবেন এবং এমিল-নাইট্রেট ০ নাকের নিকট ধরিবেন। কেলি-মিয়ুর ১২x, কেলি-ফস ১২x চূর্ণ, ও কেলি-সাল্‌ফ ১২x চূর্ণ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ (রোগী সহজ অবস্থায় থাকিলে, লক্ষণানুসারে উল্লিখিত ঔষধত্রয় প্রয়োগ করিতে হয়)।

ইনান্‌থি-ক্রোকেটা ৩x, বয়স্ক ব্যক্তিদিগের তরুণ আক্রমণে প্রথমে দেয় (বিশেষতঃ প্রবল খেঁচুনি, আড়ষ্ট ভাব ও মুখ দিয়া গাঁজা ভাজা লক্ষণে)। পুরাতন মৃগীরোগে, বিউফো ৬। কিন্তু শিশুদের তরুণ আক্রমণে, সাইকিউটা ৬; রোগ পুরাতন হইলে, ওপিয়াম ৩০।

অচেতন হইয়া পড়িয়া যাওয়া, প্রচণ্ড খেঁচুনি বা তড়কা; দেহ নীলবর্ণ হইয়া যাওয়া; শ্বাস-কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে কেলি-সিয়ানেটা ৩।

শোক, ভয়, আত্মগ্লানি, বা কোন রকম বিরক্তিজনিত তরুণ রোগে চৈতন্য থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। চক্ষুর তারা বিস্তৃত; স্থির ও তীব্র-দৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু; চীৎকার করিয়া হঠাৎ জ্ঞান লোপ বশতঃ পড়িয়া যাওয়া; মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া লক্ষণে, অ্যাসিড্‌-হাইড্রো ৩x।

রোগের ঘন ঘন আক্রমণে (**তরুণ রোগে**) কেলি-ব্রোমাইড ৮।১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২।৩ বার প্রয়োজ্য (কিন্তু দীর্ঘকাল যেন এই ঔষধটি ব্যবহৃত না হয়)। উজ্জ্বল লালবর্ণ চক্ষু; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; চক্ষু-তারা বিস্তৃত; অন্তরে দাহ; আলোক অসহ্য হওয়া; চমকিয়া উঠা

banglabooks.in

প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত তরুণ রোগে, বেলেডোনা ১x। অত্যন্ত খেঁচুনি ও মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইলে, কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম্ ৩x বিচূর্ণ। রোগ পুরাতন হইলে,—কেলি-হাইড্রো ৬, বিউফো ৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, জিঙ্কাম্-ফস্ ৩, সিলিকা ৩০, প্লাম্বাম ৩০, বা সালফার ৩০। ক্রিমি জন্য পীড়া হইলে, সাইনা ২x, স্যাণ্টোনাইন ১x বিচূর্ণ, বা টিউক্রিয়াম ৬। ধাতুদৌর্ব্বল্যজনিত মৃগী-রোগে—অ্যাসিড্-ফস্ ৬, ফস্‌ফোরাস্ ৬, চায়না ৬, বা ফেরাম ৬। ভয় জন্য মৃগী রোগ হইলে, ওপিয়াম ৩০, বা অ্যাকোনাইট ৩x।

উত্তেজক খাদ্য ও সকল রকম নেশা পরিত্যাজ্য। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

ধনুষ্টঙ্কার

(TETANUS)।

এই রোগে শরীর ধনুকের মত বাঁকিয়া যায়। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে সেই স্থানে ধূলা সহ এক প্রকার জীবাণু ["পরিশিষ্ট (গ), (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য] প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে। ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তারেরা এই রোগ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন :—স্বয়ম্ভূত ও আভিঘাতিক। রক্ত দূষিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হইলে, যে ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয় তাহা "স্বয়ম্ভূত ধনুষ্টঙ্কার"; শরীরের কোন অংশে দারুণ আঘাত লাগিয়া আহত স্থানে স্নায়ুর উত্তেজনা বশতঃ যে ধনুষ্টঙ্কার উৎপন্ন হয়, তাহা "আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কার"। কিন্তু ডাক্তারদের এ ধারণা বোধ হয় ভুল, কেন না কোন স্থান কাটিয়া না গেলে এ রোগ জন্মে না। প্রথমে ঘাড় শক্ত, গলার মধ্যে বেদনা, চোয়াল বন্ধ; রোগীর মুখ হর্ষযুক্ত দেখায়; মুখমণ্ডলের পেশীসকল শক্ত হইয়া আক্ষেপ বা খেঁচুনি আরম্ভ হয়; মুখমণ্ডল যাতনাব্যঞ্জক; রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন; অবশেষে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া সমস্ত শরীর ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া পড়ে। কোন কোন রোগী সম্মুখভাগে, আবার কোন কোন রোগী পশ্চাদ্ভাগে বক্র হন। এই রোগ সকল বয়সেই

banglabooks.in

হইতে পারে। রোগীর প্রস্রাবে এক প্রকার জীবাণু পাওয়া যায়, তাহারাই নাকি এই রোগের প্রকৃত কারণ।

চিকিৎসা।—স্বয়ম্ভূত ধনুষ্টঙ্কারে প্রবল আক্ষেপ না থাকিলে হাইপেরিকাম্ θ—৩০, নাক্স-ভমিকা ১x, ষ্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩, ইনান্‌থি ৩x, আর্ণিকা ৩ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পীড়ার সূচনা হইলেই হাইপেরিকাম ১x; অনেকে উভয়বিধ ধনুষ্টঙ্কারেই ইহা ব্যবহারে আশানুরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, (বিশেষতঃ আভিঘাতিক ধনুষ্টঙ্কারে)। যৎসামান্য চাপে বেদনা অনুভব লক্ষণে, আর্ণিকা ৩; মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, ইনান্‌থি ৩x; আক্ষেপকালে শীত ও ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইলে, অ্যাকোনাইট-র‍্যাডিক্স ১x। (আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার রোগে) থামিয়া থামিয়া আক্ষেপ,ও রোগী পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়িলে, নাক্স-ভমিকা ৬। (অভিঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে) দুর্নিবার প্রবল আক্ষেপ থাকিলে, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩। রোগীর সর্ব্বশরীর শক্ত হইলে, ফাইসস্টিগ্‌মা ৩। দেহ শক্ত, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা, অচৈতন্য, অঙ্গবিকৃতি, অনেকক্ষণ অন্তর আক্ষেপ (স্পর্শ করিলে বৃদ্ধি), শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, মুখ দিয়া ফেনা বাহির হওয়া, ও পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয়া পড়িলে, সাইকিউটা-ভিরোসা ৬। আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কারে চৈতন্য থাকিলে এবং শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইলে অথবা সর্ব্বশরীর একবার নরম একবার শক্ত হওয়া উপসর্গে, নাক্স ভমিকা ৩x; আহত স্থানে ক্যালেণ্ডুলা-লোশন (এক আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা θ মূল-আরক) প্রয়োগ। মেরুদণ্ডের উপর বরফ প্রয়োগ করা যায়। বালরোগে "শিশু-ধনুষ্টঙ্কার" দ্রষ্টব্য।

মাত্রা।—রোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইবা মাত্রই, ২০ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ দেয়।

দুগ্ধ, সাগু, বার্লি, ঝোল প্রভৃতি তরল লঘু পথ্য ব্যবস্থা। রোগীর বিছানা যেন মাটিতে করা হয় (খাট তক্তাপোষ প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলে, বিপদের আশঙ্কা)।

banglabooks.in

জলাতঙ্ক

(HYDROPHOBIA)।

পাগলা কুকুর, শিয়াল, নেকড়ে বাঘ বা বিড়ালে কামড়াইলে এই রোগ উপস্থিত হয়। ইহাদের দাঁত ও নখ দ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইয়া সেই স্থানে লালা সংলগ্ন হইলেই, দেহ মধ্যে বিষ প্রবেশ করে। দংশন মাত্রেই রোগ উপস্থিত হয় না। ১৭।১৮ দিন পর্য্যন্ত প্রায় কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কাপড়ের উপর কামড়াইলে, লালা কাপড়ে লাগিয়া যায় বলিয়া রোগ হইবার তত আশঙ্কা থাকে না। দংশনের ১৭।১৮ দিন পরে ক্ষত স্থানে সামান্য প্রদাহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল চুলকাইতে থাকে; ক্রমে অস্থির-চিত্ত; খিট্‌খিটে স্বভাব; রাত্রিকালে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দর্শন, গলার পেশী সকল সঙ্কুচিত হইয়া ঘাড় শক্ত; কোন তরল দ্রব্য গলাধঃকরণে কষ্ট; শ্বাস-ক্লেশ; জল বা জলীয় পদার্থ দর্শন মাত্রেই রোগী ভয় পান এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মেরু-মজ্জা ও মস্তিষ্কের পদার্থ সমূহের নানা ভাবান্তর ঘটে।

চিকিৎসা।—দংশন করিবামাত্রই ক্ষত স্থানের উপর বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। পরে যাঁহার দাঁতের গোড়ায় কোন পীড়া নাই, তিনি ঐ ক্ষত স্থান চুষিয়া কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত বাহির করিয়া দিবেন। তাহার পর লৌহদণ্ড পোড়াইয়া ঐ স্থানের উপর চাপিয়া ধরা, বা কার্ব্বলিক-অ্যাসিড্ অথবা নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ দ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া দেওয়া, এবং মাসাধিককাল প্রত্যহ ভাপরা লওয়া ও প্রতিদিন দুই তিন বার করিয়া কিয়ৎপরিমাণে গুড় খাওয়া ভাল। প্রথমে হাইড্রোফোবিনাম ৩০—২০০ এক সপ্তাহকাল তিন বার সেবন, ও পরে বৎসরেক কাল বেলেডোনা ৩—৩০ প্রত্যহ দুই বার সেবন বিধি। স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রলাপাধিক্য থাকিলে, ব্রোমোনিয়াম ১x ব্যবস্থা। আক্ষেপ বা তড়কার আধিক্যে, ডাঃ হেরিং ল্যাকেসিস ৬—৩০ ব্যবস্থা করেন। হায়োসায়েমাস ১, বেলেডোনা ১x, ও আর্সেনিক ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

banglabooks.in

লাইসিন বা হাইড্রোফোবিনাম ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গাওয়া ঘি ও দুধ সুপথ্য।

চক্রদত্তোক্ত নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনে কুক্কুর দংশন চিকিৎসায় কেহ কেহ আশাতীত ফল পাইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় :—

ধুতুরা পাতার রস* আকের গুড়, খাঁটি গাওয়া ঘি, গরুর দুধ (কাঁচা)—এই চারিটি জিনিস প্রত্যেকটি দুই তোলা ওজনে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তিকে খালি পেটে প্রাতঃকালে উক্ত মিশ্রণটুকু এককালে খাওয়াইতে হইবে। সেবনান্তে রোগীর বেশ মত্ততা জন্মে, কিন্তু নিদ্রার পর আর পাগলের ভাব থাকে না। ঔষধ সেবনান্তে সামান্য রকম মত্ততা জন্মিলে, রোগীকে স্নান করাইয়া ঘোল ভাত শুক্তা প্রভৃতি খাওয়ান ব্যবস্থা; রাত্রিতে যেমন নিত্য ডাল ভাত প্রভৃতি আহার করেন তেমনি খাইবেন, তবে মত্ততা না সারা পর্য্যন্ত মিষ্ট দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত মাত্রা পূর্ণবয়স্ক রোগীর পক্ষে। শিশু প্রভৃতির বয়সের তারতম্য অনুসারে, মাত্রা স্থির করিতে হইবে। মোট কথা, ঔষধ খাইবার পর যদি বেশী মত্ততা জন্মে তবেই কুক্কুরের বিষ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে; অতএব যাঁহার যে মাত্রায় মত্ততা জন্মে, তাঁহার পক্ষে সেই মাত্রাই উপযুক্ত মাত্রা। মাত্রা কম হেতু যদি খুব মত্ততা না জন্মে, তাহা হইলে কয়েকদিন যাবৎ রোগীকে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

---

* কনকধুতুরা পাতার ডগাগুলি ধৌত করতঃ, শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উহা মুছিয়া লইবার পর যেন রস নিংড়াইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হয়।

banglabooks.in

পক্ষাঘাত

(PARALYSIS)।

কোন অঙ্গের (বা অর্দ্ধাঙ্গের) স্পর্শজ্ঞান রহিত ও গতি-শক্তি রহিত অর্থাৎ অবশ হইলেই, তাহাকে **পক্ষাঘাত** বলে। পক্ষাঘাত অনেক প্রকার :—যথা, মেরুদণ্ডে আঘাত বশতঃ পক্ষাঘাত; মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত; সকম্প পক্ষাঘাত; নিম্নাঙ্গের ও উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা।—তরুণ-রোগে (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গ হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধাঙ্গ আক্রান্ত হইলে), হাইড্রোকোবিনাম ৩০। আঘাতজনিত পক্ষাঘাতে, আর্ণিকা ৩; নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে, রাস-টক্স ৩০। স্মৃতিশক্তির ন্যূনতা ও কম্পনাদিসহ বৃদ্ধদিগের সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাতে (এবং মুখমণ্ডল ও জিহ্বার পক্ষাঘাতে, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬—৩০। মুখমণ্ডল বা স্বরনালী কিম্বা মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাতে কষ্টিকাম ৬, ১২, ৩০। অঙ্গ স্পর্শ করিলে স্পর্শবোধ হয় না, কিন্তু কণ্টকাদি বিদ্ধ করিলে উহা অনুভূত হয় এবং আক্রান্তস্থল ঝিন্ ঝিন্ করে; অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা (তরুণ পক্ষাঘাতে), অ্যাকোনাইট ১x। জঙ্ঘায় বাতের ন্যায় বেদনা; দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা; রাত্রিকালে মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থতা; চলিতে অশক্ত, বেলেডোনা ৩। অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গ বা পক্ষাঘাত হইলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬ বা ৩০। অঙ্গুলির পক্ষাঘাত বা কম্পনে (কেরাণী প্রভৃতি মসিজীবিগণের মধ্যে এই পীড়া লক্ষিত হয়), জেলসিমিয়াম্ ২x—৩০। হাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া পক্ষাঘাতে, সালফার ৬—২০০। হস্তপদের স্পন্দন; স্নায়ুমণ্ডলের অসুখ বশতঃ পক্ষাঘাত হইলে, মার্ক-সল ৬। কণ্টক বিদ্ধ করিলে বেদনা বোধ, ছুঁইলে স্পর্শবোধ থাকে না; সন্ধিস্থলের কড় কড় শব্দসহ অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে; ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে, ককিউলাস ৩। বৃদ্ধদিগের পক্ষাঘাতে, কোনায়াম ৬। অপরিমিত মদ্যপানজনিত পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত জন্মিলে এবং সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা কোষ্ঠবদ্ধতা অরুচি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩—৩x। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাতে,

banglabooks.in

জেলসিমিয়াম ১। ট্যারেনটিউলা ৬—৩০ এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া ডাঃ হার্ট মনে করেন।

সর্দ্দিগর্ম্মি

(SUNSTROKE)।

প্রচণ্ড রৌদ্রে মস্তিষ্ক প্রথমে উত্তেজিত, পরে ক্রিয়া রহিত হইলে এই রোগ জন্মে। প্রথমে তাপ বোধ, পিপাসা, গাত্রত্বক শীতল ও শুষ্ক, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, চক্ষু লাল, বমনেচ্ছা, বারম্বার প্রস্রাব; পরে শরীরের তাপ সাধারণ তাপ অপেক্ষা কমে ও ক্রমে ক্রমে (বা সহসা) মূর্চ্ছাবেশ বা পতন অবস্থা উপস্থিত হয়। কখন বা প্রখর রৌদ্রে ভ্রমণ করার পরই রোগী হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া মারা পড়েন।

চিকিৎসা।—গ্লোনয়িন্ ৩, নেট্রাম-মিয়ুর ৬x চূর্ণ, ও জেলসিমিয়াম ১x এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত মাথা ঘোরা; ভিতরে জ্বালাকর উত্তাপ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে তীব্র বেদনা; হঠাৎ চৈতন্যলোপ প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনয়িন ৩ (পাঁচ মিনিট অন্তর)। উল্লিখিত লক্ষণসহ চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ থাকিলে, বেলেডোনা ৩। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে (সর্দ্দিগর্ম্মি হেতু) শিরঃপীড়া হইলে, নেট্রাম-কার্ব্ব ৬। রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ঠাণ্ডা যায়গায় লইয়া গিয়া বস্ত্রাদি আল্‌গা করিয়া দিয়া মস্তকে বরফ (অভাবে ঠাণ্ডা জল) দেয়; যদি আক্ষেপ না থাকে ও শরীর উত্তপ্ত থাকে, তবে সর্ব্বশরীরে (বিশেষতঃ রোগীর মুখমণ্ডল মেরুদণ্ড বুক ও হাত পায়ে) ঈষদুষ্ণ জল ঢালা কর্ত্তব্য। যদি প্রবল আক্ষেপ থাকে, নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগীর নাকের নিকট স্পিরিট ক্যাম্ফারের (বা অ্যামিল-নাইট্রেট ৩) শিশি ধরিয়া থাকিলে অথবা আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, উপকার দর্শে। সময়ে সময়ে

banglabooks.in

অ্যাকোনাইট ৩, ভিরেট্রাম-ভির ১x—৩, জেল্‌সিমিয়াম্ ১x ওপিয়াম্ ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, প্রয়োগ করা যায়।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য

(NEURASTHENIA)।

মস্তকের সম্মুখ বা পশ্চাৎভাগে বেদনা, মাথা গরম, বুক ধড়্‌ ফড়্‌ করা, মাথা ঘোরা, দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তির ক্ষীণতা, পেটফাঁপা, অরুচি, অজীর্ণতা গা হাত পা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করা, অনিদ্রা, ভয়, মানসিক অবসাদ, স্মৃতিশক্তির লোপ, বর্ণ ফ্যাকাশে, রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনা, অতি রজঃস্রাব, পুনঃপুনঃ গর্ভ ধারণ প্রভৃতি কারণে বহুসংখ্যক নরনারীর মধ্যে এ রোগ আজকাল বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা।—এই হাসি এই কান্না প্রভৃতি হিষ্টিরিয়া লক্ষণযুক্ত দৌর্ব্বল্যে, ইগ্নেষিয়া ৬; পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা ভেদে বেশী শ্লেষ্মা থাকিলে, আর্জেণ্ট-নাইট্রিক ৩০; রেতঃপাত হেতু স্মৃতিশক্তির ক্ষীণতায়, অ্যানাকার্ডিয়াম ৩; বিষয়কর্ম্মে সতত রত থাকা হেতু মস্তিষ্কে শ্রান্তিবোধ, সামান্য পরিশ্রমেই অবসন্নতা, পৃষ্ঠদেশে বেদনায়, পিক্‌রিক্‌-অ্যাসিড্‌ ৬; নিদ্রা ভঙ্গের পরই রোগের উপসর্গাদি বৃদ্ধি, পাইলে, ল্যাকেসিস্‌ ৬। ক্যামোমিলা ১২, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩০, পাল্‌সেটিলা ৬, হায়োসায়েমাস্‌ ৩, কেলি-ব্রোমেটাম ৬, জিঙ্কাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, প্ল্যাটিনা ৩০, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্‌ ৬, জেলসিমিয়াম ৩, মস্কাস্‌ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

প্রত্যহ বায়ুসেবন, অঙ্গসঞ্চালন, সর্ব্বশরীর মর্দ্দন করান, পুষ্টিকর খাদ্য (যাহাতে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত না ঘটে), যথাসময়ে স্নানাহার

banglabooks.in

ও নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি রোগীর পক্ষে হিতকর। মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌, ঝাড়ান, প্রভৃতিতেও সময়ে সময়ে উপকার দর্শে।

স্নায়ুশূল

(NEURALGIA)।

স্নায়ুর বেদনা বশতঃ নানা স্থানে দপ্ দপ্, বা খোঁচা বেঁধার ন্যায় কিম্বা জ্বালাকর, বেদনা উপস্থিত হয়; উহাকেই **স্নায়ুশূল** বলে। স্নায়ুশূল অনেক প্রকার :—যথা, মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, অর্দ্ধশিরঃশূল (আধ-কপালে), পার্শ্বশূল, গৃধ্রসী (কোমরের নীচে)। অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদিতেও স্নায়ুশূল জন্মে—যথা, আমাশয়ে, হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, ডিম্বাশয়ে, অণ্ডকোষে। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল ও গৃধ্রসী-শূল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আঘাত, দাঁতে পোকা, ঠাণ্ডালাগা, অত্যাচার জনিত স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে—বেলেডোনা, আর্সেনিক, অ্যাকোনাইট, কলোফাইলাম, স্পাইজিলিয়া, ও ফস্‌ফোরাস্। অর্দ্ধশিরঃশূলে আর্সেনিক, ইগ্নেষিয়া, কফিয়া, চায়না, জেলসিমিয়াম, নাক্স-ভমিকা, ও বেলেডোনা। আমাশয়-শূলে—আর্সেনিক, অ্যালো, কলোসিন্থ, নাক্স-ভমিকা, ও লাইকোপোডিয়াম। হৃৎপিণ্ডের শূলে—ক্যাক্‌টাস, বেলেডোনা, ডিগ্নেট্রাম-ভির, ১x—৩, ও স্পাইজিলিয়া। গৃধ্রসী শূলে—ক্যামোমিলা, ইগ্নেষিয়া, কলোসিন্থ, আর্সেনিক, লাইকোপোডিয়াম, প্লাম্‌বম্, সালফার, ও ফস্‌ফোরাস্। এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক:৬, ১২, ৩০।—রোগী অত্যন্ত চঞ্চল ব্যগ্র বা বিমর্ষভাবাপন্ন; ক্রুদ্ধ; দুর্ব্বল; বিশ্রামকালে, ঠাণ্ডা করিলে বা লাগিলে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি; ম্যালেরিয়া-জাত-স্নায়ুশূল।

ম্যাগ্নেশিয়া-ফস্‌ ১২x চূর্ণ।—খুব গরম জলসহ সেবন করিলে প্রায় সকল প্রকার স্নায়ুশূল উপশমিত হয়।

banglabooks.in

গলথেরিয়া-তৈল।—প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিলে পাকাশয়ের স্নায়ুশূলে ও প্রাদাহিক বাত রোগে উপকারী।

প্ল্যাণ্টেগো ৩।—অত্যুষ্ণ জলে মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ প্রায় সকল প্রকার স্নায়ুশূলে হিতকর।

ফস্‌ফোরাস্‌ ৬, ৩০।—মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে।

অ্যাকোনাইট ৩।—কপালে গালে ও গণ্ডস্থলে "টানিয়া ধরা বা চাপ দেওয়ার" ন্যায় বেদনা; রক্তসঞ্চয়জনিত মুখমণ্ডলের বেদনা ও গৃধ্রসী।

বেলেডোনা ৬।—অর্দ্ধশিরঃশূল যাহা অপরাহ্ণে বৃদ্ধি পায় ও সেই সঙ্গে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়; মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূল; গলার নিম্নভাগে যে কোন স্থানের স্নায়ুশূল।

স্পাইজিলিয়া ৩।—মস্তক ও মুখমণ্ডলে কাটিয়া ফেলা বা ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা; ঐ বেদনা যখন চক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তখন মাথা হেঁট করিলে ও নড়িলে বেদনার বৃদ্ধি; এবং সেই সঙ্গে বুক ধড়্‌ধড়্‌ করা ও অস্থিরতা লক্ষণে।

কলোসিন্থ ৬।—অর্দ্ধশিরঃশূলে; মাথা ও দন্ত বেদনা সহকারে মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বে ছিন্নকর বা সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা; ঐ বেদনা উত্তাপে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; পেশী সকলের স্পন্দন হইলে, এবং স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনা ও পুরুষদিগের অর্শ-শূলে, গৃধ্রসী-শূলে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা, নড়িলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, ক্রমাগত চালনায় উপশম; মস্তকে দুর্নিবার বেদনা সে কারণ মনে হয় যেন কপাল ও চক্ষুর উপর কেহ সূচ ফুটাইয়া দিতেছে; কাণের মধ্যে শিরাসমূহ তড়্‌তড়্‌ করিয়া কাঁপিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে চক্ষু-তারায় জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা লক্ষণযুক্ত অর্দ্ধ-শিরঃশূলে; দক্ষিণ অণ্ডকোষের শূল।

জেলসিমিয়াম ৩।—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত সর্ব্বাঙ্গীণ স্পন্দনসহ স্নায়ুশূলে; পৃষ্ঠে, স্কন্ধে, ও ঘাড়ে বেদনা।

কফিয়া ৬।—দক্ষিণ পার্শ্বিক অর্দ্ধ-শিরঃশূলে যাহা প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন থাকে; কপালের পার্শ্বে পেরেকবিদ্ধবৎ তীব্র

banglabooks.in

বেদনা (মনে হয় যেন মস্তক ফাটিয়া যাইবে); নড়িলে বা শব্দ শুনিলে বেদনার বৃদ্ধি ; হস্ত পদের শীতলতাসহ অতিশয় শীত।

দক্ষিণ অঙ্গের স্নায়ুশূলে :—বেলেডোনা ও ক্যালমিয়া। বাম পার্শ্বের স্নায়ু-শূলে :—স্পাইজিলিয়া ও কলোসিন্থ। ম্যালেরিয়া জনিত স্নায়ুশূলে :—কিনিনাম-সাল্‌ফ ৩x চূর্ণ ও আর্সেনিক ৩—৩০।

ক্যামোমিলা ১২, ইগ্নেষিয়া ৩, রিউটা ৩, ক্যাল্‌মিয়া ৩, আর্জেণ্টাম্‌-নাইট্রিক ৬, মেজেরিয়াম ৬, জিঙ্ক-ফস্‌ ৩x চূর্ণ, পাল্‌সেটিলা ৩—২০০ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। ক্যাল্ক-ফ্লোর ও ক্যাল্ক-সাল্‌ফ ব্যতীত, সমস্ত বাইওকেমিক্‌ ঔষধগুলিও ফলপ্রদ।

"নিদ্রা হইলে যাতনার লাঘব হইবে" এই বিবেচনায় মর্ফিয়া প্রভৃতি অহিফেন ঘটিত ঔষধ সেবন করাইয়া অনেকে রোগীর অনিষ্ট সাধন করেন। "স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের" স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

আনর্ত্তন-রোগ

(CHOREA OR ST. VITUS'S DANCE)।

মুখমণ্ডলের বা অপর কোনও অঙ্গের পেশী সমূহের অনিচ্ছায় আনর্ত্তন (twitching)কে "আনর্ত্তন-রোগ" কহে—ইহা ঐচ্ছিক পেশীচয়ের উন্মাদ-রোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভয়, মনের অবসন্নতা, বাত, হস্তমৈথুন, হৃৎপিণ্ডের দোষ, চক্ষুর দোষ ক্রিমি প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে।

ভয়জনিত রোগে—অ্যাকোনাইট, ইগ্নেষিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়াম ; ক্রিমিজনিত রোগে—সাইনা, স্পাইজিলিয়া স্যাণ্টোনাইন, মার্কিউরিয়াস ; বাতজনিত রোগে—সিমিসিফিউগা, স্পাইজিলিয়া ; হস্তমৈথুন জন্য রোগে—ক্যাম্ফারিস, প্ল্যাটিনা ; দুর্ব্বলতাজনিত রোগে—আয়ড্‌, আর্স, ফেরাম।

জিঙ্কাম্‌, আর্সেনিক, অ্যাগারিকাস্‌, কিউপ্রাম্‌, হায়োস্‌, কষ্টিকাম্‌, ক্যাল্ক-কার্ব্ব প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় এই রোগে ব্যবহৃত হয়।

banglabooks.in

উল্লিখিত ঔষধগুলি ৩x—৬ ক্রম দিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিরাম, ব্যায়াম ও ফাঁকা জায়গায় বায়ু সেবন, পুষ্টি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার প্রভৃতি বিধেয়। কখন কখন তাড়িৎ সাহায্যে (galvanism) এই রোগের উপশম হয়।

একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গের কম্পন

(TREMOR)।

মৃগিরোগে যেমন কম্পন সহ চৈতন্য লোপ হয়, এই রোগে সেইরূপ কম্পন হয় বটে কিন্তু চৈতন্য লোপ হয় না।

অ্যাগারিকাস্ θ—মস্তক হইতে কম্পন আরম্ভ হইয়া করতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে (বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোকেরই এইরূপ হয়); অ্যাগারিকাস্ ৩ (হস্ত পদ কম্পিত, শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইলে); মার্ক-সল ১২—৩০ (হস্তাঙ্গুলি হইতে কম্পন আরম্ভ হইলে); ইগ্নেষিয়া ৩ (মানসিক উদ্বেগ হেতু কম্পনে); ষ্ট্রামোনিয়াম্ বা অ্যাকোনাইট ৩ (ভয় জনিত কম্পনে); অ্যান্টিম্-টার্ট ৬ বা নাক্স ১x (সুরাপায়ীদিগের কম্পনে); জেল্‌সিমিয়াম ১x—৩ (হস্তাঙ্গুলি বা সর্ব্বাঙ্গের-কম্পনে); সিমিসিফিউগা ৩* (কম্পন হেতু চলিতে অক্ষম হইলে)। হায়োসায়েমাস ২ ও জিঙ্কাম্-পিক্‌রিক্ ৩x ও সময় সময় বিশেষ ফলপ্রদ।

নিস্পন্দ-বায়ু-রোগ

(CATALEPSY)।

হঠাৎ চৈতন্য-লোপ সহ ও পেশীচয়ের আড়ষ্ট হওয়া বা শক্ত হওয়ার [illegible] এ রোগের প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত।

banglabooks.in

অবধারিত হয় নাই। নিস্পন্দ অবস্থায়, রোগীর হস্তপদাদি স্বচ্ছন্দ বা অস্বচ্ছন্দ যে অবস্থায় (অপর দ্বারায়) রক্ষিত হইবে উহা সেই ভাবেই থাকিয়া যাইবে। এই অবস্থায় রোগীর, তাহার চাতুর্পার্শ্বিক বস্তু বা বিষয়ের, কোনও জ্ঞান থাকে না—

ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ১x—৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ধর্ম্মোন্মত্ততা হেতু রোগে-ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩x—৩০, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x, সালফার ৩০।

বেরি-বেরি।

সিংহল দেশীয় ভাষায় "বেরি-বেরি" শব্দের অর্থ "অত্যন্ত দুর্ব্বলতা"; ইহা এক প্রকার স্নায়ু-প্রদাহ। এই রোগের প্রথম অবস্থায় পায়ে খিল ধরে ও গুল্‌ফ ফুলিয়া উঠে। পরে পা দুটি ফুলিয়া উঠে ও জ্বালা করে, এমন কি অনেকের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ফুলিয়া উঠে ও পক্ষাঘাতের ন্যায় সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া পড়ে; চর্ম্ম শুষ্ক; কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, প্রস্রাব লাল এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, ও বুক ধড়ফড় করে। এই রোগে মস্তিষ্ক আদৌ আক্রান্ত হয় না। প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম বন্ধ, রক্তহীনতা, থেঁচুনি, সর্ব্বাঙ্গ ফোলা প্রভৃতি, লক্ষণচয় ভয়াবহ। পক্ষান্তরে, প্রচুর ঘর্ম্ম, প্রস্রাব ও তরল মলত্যাগ, শোথ নিম্নাঙ্গ অতিক্রম না করা; মূত্রযন্ত্র, ফুস্‌ফুস্ ও হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত না হওয়া, শুভ লক্ষণ। কেহ কেহ বলেন ছাঁটা পরিষ্কার চাউল, কলের ময়দা, ভেজাল সর্ষপ-তৈল প্রভৃতি ব্যবহার হেতু এই পীড়া জন্মে। পূর্ব্ববঙ্গের ডাক্তার ডেলানীর মতে এক প্রকার জীবাণুই এই রোগোৎপাদক। মুখ্য কারণ যাহাই হউক না কেন, ১৯০৯—১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বহুব্যাপক যে বেরি-বেরি রোগ প্রকাশ পায় তাহাতে ঠাণ্ডা লাগান বা জলে ভিজা এই রোগের যে উত্তেজক কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; সেই জন্যই বর্ষাবসানে ইহার প্রকোপ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—অবশতা, বেদনা, শোথ, রক্তহীনতা, প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স ৩x—৬; দুই দিন আর্সেনিক সেবনে উপকার না পাইলে, ব্লাস-টক্স ৩x—২০০ দেয়। পক্ষাঘাত, শরীর শীর্ণ হইয়া আসা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বাত জন্য শক্ত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ ৩x—৩০। পক্ষাঘাত নিম্নাঙ্গে হইলে, জেলস্ ৩। শোথ বা ফুলিলে—ব্রায়োনিয়া ৩, সিপিয়া ৬, ল্যাথাইরাস্ স্যাটাইভা ৩, সিকেলি ৬, এপিস ৩ হইলে। হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে ক্রাটেগাস θ, ক্যাক্‌টাস θ, বা জিনসেং ৩x। নেট্রাম্-সাল্‌ফ, প্লাম্‌বাম্, ফস্‌ফোরাস্, লাইকোপোডিয়ম প্রভৃতি সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইতে পারে; এই সকল ঔষধ ৬—৩০ শক্তি ফলদায়ক।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গরম অথচ বাতাস খেলে এরূপ ঘরে রোগীকে রাখা কর্ত্তব্য। গিরিধি বৈদ্যনাথ প্রভৃতি শুষ্ক উচ্চ ভূমিতে রোগীকে লইয়া যাইতে পারিলে, ভাল হয়। ঘর্ম্মোৎপাদনের জন্য রোগীকে মধ্যে মধ্যে গরম জলে স্নান করানও যাইতে পারে। গরম বস্ত্রাদি দ্বারা রোগীর দেহ সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। সাগু, দুগ্ধ, ঘোল, আনারসের রস, বেদনা প্রভৃতি সুপথ্য। টক বা কঠিন দ্রব্য খাওয়ান কোন মতেই উচিত নয়। গত বেরি-বেরি প্রাদুর্ভাবকালে অনেক চিকিৎসক ভাত, দই, চিঁড়া, ভোজন করাইয়া বহু রোগীর অনর্থ ঘটাইয়া ছিলেন। কলিকাতার বেরি-বেরি রোগের কারণ-তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল; ১৯১১ কৃষ্টাব্দে ডাক্তার গ্রিগ্ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

১৯০৯—১০ কৃষ্টাব্দে যে রোগ বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছিল তাহা প্রকৃত বেরি-বেরি নহে, তাহা এক প্রকার শোথমাত্র। জীবাণুর দোষে এই রোগ জন্মায় নাই; ছাঁটা পরিষ্কার চাউল, সরু ময়দা প্রভৃতি ব্যবহারের জন্যই উহার উৎপত্তি। মাড়োয়ারীদের এই রোগ বেশী হয় নাই, কিন্তু বাঙ্গালিদের বেশী হইয়াছিল কারণ তাহাদের খাদ্য তৈলাক্ত, কিন্তু উহাতে ফস্‌ফোরাস্ ও যবক্ষারজানের (nitrogen) অভাব। অতএব (১) আছাঁটা চাউলের ভাত ও মোটা আটার রুটী খাইলে; (২) মুগের ডাল অথবা

banglabooks.in

মাংস খাইলে, এবং (৩) চাউল ও আটাতে কিছু ভূষি মিশাইয়া ব্যবহার করিলে, এই রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার সম্ভাবনা।

আর, সম্প্রতি (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) কোদাই, সিমামুরা, ওড্‌কিস, সুজুকি প্রভৃতি জাপানের বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার পর প্রমাণ করিয়াছেন যে ধান্য, গম, যব, বার্লি প্রভৃতির আবরণে "ওরিজানিন" নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে, উহাতে মানবদেহের পুষ্টি সাধিত হয়; সুতরাং ঐ আবরণ ফেলিয়া দেওয়া কোন মতেই বিধেয় নয় (অর্থাৎ আকাঁড়া চাউলের অন্ন, এবং পূর্ণ-গমের দানা হইতে প্রস্তুত ময়দার রুটি, আমাদের পক্ষে হিতকর)।

৫। মেরুমজ্জার পীড়া

(DISEASES OF THE SPINE)।

"স্নায়ুমণ্ডল" কাহাকে বলে, তাহা ১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলের যে অংশ মেরুদণ্ড-নল মধ্যে অবস্থিত, তাহার নাম "মেরুমজ্জা"। মেরুদণ্ডের কয়েকটি প্রধান পীড়া যথাক্রমে লিখিত হইতেছে:—

১। **স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য**।—১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। **মেরুমজ্জার উত্তেজনা** (spinal irritation)।—শিরদাঁড়ায় বেদনা এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ; টিপিলে, চাপিয়া ধরিলে, বা সামান্য পরিশ্রমে (যথা, চলা, লেখা, পড়া, সেলাই করা প্রভৃতিতে) মেরুদণ্ডে (বা দেহের অন্য অংশে) বেদনা বাড়ে। ইহা এক প্রকার স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহা অধিক লক্ষিত হয়। আর্জ-নাই ৬, অ্যাগার ৩, প্রিক্রিক্-অ্যাসিড্ ৩০, ইগ্নেষিয়া ৩, এবং সিলিকা ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাল্‌ফার ৩০, সিমিসিফিউগা ৩, ব্যাসিলিনাম্ ৩০, সিকেলি ৩, টেলিউরিয়াম্ ৩, বেল ৬,

banglabooks.in

রাস-টক্স ৬, ককিউলাস ৬, অ্যাসাফিটিডা ৩ প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য", "স্নায়ুশূল", ও স্ত্রীরোগে "মেরুদণ্ডের উপদাহ" দ্রষ্টব্য।

৩। মেরুমজ্জার রক্ত-স্বল্পতা (spinal anæmia)।—রক্তক্ষয়, হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যাদি কারণে এই রোগ জন্মে। ফেরাম ৬, আর্স-আয়ড্ ৬x চূর্ণ, ফস্-অ্যাসিড্ ১x—৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, চায়না ৬, সিকেলি ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৪। মেরুমজ্জার রক্তাধিক্য (spinal hyperæmia)।—রজোরোধ, অর্শ, ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, অতি সঙ্গম বা পরিশ্রম, ষ্ট্রিকনিয়া প্রভৃতি উৎকট ঔষধাদি সেবন হেতু এই পীড়া জন্মে। মেরুদণ্ডে ও কোমরে বেদনা, পা ঝিম্ ঝিম্ করা, এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। আর্স ৬, হাইপেরিকাম্ ৩, রাস-টক্স ৬, সালফার ৩০, ইহার প্রধান ঔষধ।

৫। মেরুমজ্জার রক্তস্রাব (spinal apoplexy)।—মেরুমজ্জা মধ্যে বা মেরুমজ্জাবরক-ঝিল্লী মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, সন্ন্যাস বা পক্ষাঘাতের ন্যায় উপসর্গ ঘটে। সুতরাং, "সন্ন্যাস" ও "পক্ষাঘাত" রোগের ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ইহাতেও প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তস্রাব হেতু জিহ্বা ও হস্ত পদাদি অসাড় হইলে, গুয়াকো ৩।

৬। মেরুমজ্জায় জল সঞ্চয়।—মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয়ের মত মেরুমজ্জাতেও জল সঞ্চয় হইয়া থাকে। (বালরোগে) "শিশু-মেরুমজ্জায় জলসঞ্চয় জনিত বিভাজিত মেরু (spinal bifida)" দ্রষ্টব্য।

৭। মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ (spinal meningites)।—মস্তিষ্কাবরক-ঝিল্লী-প্রদাহের ন্যায় মেরুমজ্জাবরক-ঝিল্লীরও প্রদাহ ঘটে। উভয় রোগের কারণতত্ত্ব ও লক্ষণাদি একরূপই। জ্বর, অস্থিরতা, মস্তিষ্কে বা আঘাত জনিত পীড়ায় অ্যাকোন ৩x। সর্ব্বাঙ্গে

banglabooks.in

বেদনা, নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, ব্রায়ো ৩। অত্যন্ত অবসন্নতা, অসাড়তা, কম্পন, প্রভৃতি লক্ষণে, জেলস্ ১x। পা শক্ত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে, অক্‌জ্যাল-অ্যাসিড্ ৩x। "মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর" দ্রষ্টব্য।

৮। মেরুমজ্জার প্রদাহ (Myelitis)।—পড়িয়া যাওয়া, আঘাত বা ঠাণ্ডা লাগা, মেরুদণ্ডের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া, কোন উৎকট ব্যাধি (যথা সান্নিপাতিক জ্বর, হাম) বা অতি শ্রমাদি কারণে, সমস্ত মেরুমজ্জার (বা উহার আংশিক) প্রদাহ ঘটে। শরীর যেন টানিয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ করা এবং ঘণ্টা কয়েক মধ্যে পক্ষাঘাত উপস্থিত হইলে, বুঝিতে হইবে যে সমস্ত মেরুদণ্ডের বা উহার আংশিক প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। "মস্তিষ্ক-কশেরু-জ্বর" দ্রষ্টব্য।

তরুণ আক্রমণে:—অ্যাকোন ৩ (মেরুদণ্ডে বিষম বেদনা, ধনুষ্টঙ্কারবৎ খেঁচুনি, জ্বর); নাক্স-ভ ৩ (ধনুষ্টঙ্কার, স্পর্শাধিক্য); সাইকিউটা ৩ (প্রবল খেঁচুনি, প্রবল চীৎকার)।

রোগ পুরাতন হইলে:—অক্‌জ্যালিক্-অ্যাসিড ৩x (পা শক্ত, শীতসহ বেদনা); আর্স ৩ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের আকুঞ্চন contraction, অসাড়তা); প্লাম্বাম ৬ (মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত বহুকালের পুরাতন হইলে)।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—স্থিরভাবে শয়ন। নরম বিছানায় শয়ন করাইলে শয্যাক্ষত (bed-sores) নিবারিত হইতে পারে। দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘু পথ্য। ঠাণ্ডা জলে নেকড়া ভিজাইয়া শিরদাঁড়ার উপর লাগাইয়া রাখিয়া দেওয়া, পক্ষাঘাত উপসর্গে হিতকর (Dr. Kafka)।

৯। পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা (progressive muscular atrophy)।—এই শীর্ণতা পেশীচয়ের (muscles), না বাতরজ্জুর (spinal cord)? ইতঃপূর্ব্বে ডাক্তারদের ধারণা ছিল যে এই শীর্ণতা প্রধানতঃ পেশীর; কিন্তু এক্ষণে নিঃসংশয়রূপে স্থির হইয়াছে যে ইহা "বাত-রজ্জুর" রোগ। শীর্ণতা প্রথমে করতলের অঙ্গুষ্ঠে (thumb) লক্ষিত হয়, পরে বাহু ও স্কন্ধ শীর্ণ হইতে থাকে, এবং অন্যান্য পেশীর

banglabooks.in

পর পেশী আক্রান্ত হইলে রোগী "জীবন্ত-কঙ্কাল (living skeleton)" রূপে পরিণত হন।

প্লাম্বাম ৬ ও ফস্ফোরাস ৩ প্রয়োগে বহুস্থলে সুফল পাওয়া গিয়াছে। **আর্জ-নাই ৬**, জেলস্ ৩x, আর্ণিকা ৩, এবং সালফার ৩০ পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

১০। **পিক-চঞ্চু-অস্থিপ্রদাহ** (Coccygodynia)।—শিরদাঁড়ার নিম্নের শেষ অংশটুকু দেখিতে কোকিলের ঠোঁটেরমত, তাই ইহাকে "পিক্-চঞ্চু-অস্থি (coccyx)" বলে। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, গাত্রকণ্ডু বসিয়া যাওয়া, অস্ত্র সাহায্যে প্রসব করান, প্রভৃতি কারণে "পিক্-চঞ্চু-অস্থি প্রদাহ" ঘটে এবং বেদনা জন্মে।

টানিয়া ধরা বা থেঁৎলে যাওয়ার মত বেদনায়, কষ্টিকাম ৬। ছিঁড়ে ফেলা বা ঝিঁকে মারা মত বেদনায়, সাইকিউটা ১। যদি চাপিয়া ধরিলে বেদনা বাড়ে, সিলিকা ৬। বসিয়া থাকিলে বেদনা, স্পর্শ করিলে বা বেড়াইলে ঐ বেদনার বৃদ্ধিতে, কেলি-বাই ৩x। পিক্-চঞ্চু-অস্থির প্রান্ত-ভাগে বোঝার ন্যায় ভারবোধ বা যন্ত্রণায় রোগী শুইয়া পড়িলে, অ্যান্টিম্-টার্ট ৬। কন্ কন্ বেদনায়, রাস্-টক্স ৬ বা রুটা ১। স্ত্রীরোগ অধ্যায়ে "পিক্ চঞ্চু-অস্থি-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

১১। **মেরুমজ্জার ক্ষয়** (locomotor ataxy)।—ঠাণ্ডা লাগা, অতি সঙ্গম, বা অতি শ্রম (শারীরিক বা মানসিক), উপদংশ পীড়াদি হেতু মেরুমজ্জার ক্ষয় হয়। "রোগীর স্বেচ্ছামত পা ঠিক করিয়া ফেলিতে না পারা", এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

রোগের প্রথমাবস্থায়, সিকেলি ৩; পরে, ফ্লুরিক-অ্যাসিড্ ৩। উপদংশ-জাত রোগে, কেলি-আয়ড্ ৩—৬, বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬। রোগী সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, পিক্রিক্-অ্যাসিড্ ৩। হাত কাঁপা ও দৃষ্টি শক্তির দোষ ঘটিলে, আর্জ-নাই ৩ বা ফস্ ৩। নাক্স-ভ ৩, অরাম্ ৩—২০০, মেডোরিনাম্ ২০০, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৬x চূর্ণ—৩০, অ্যালুমেন ৬, লাইকো ৬, আর্স ৩ প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবশ্যক হইতে পারে।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—

মৎস্য মাংস ও ডিম্ব এই রোগে একেবারেই নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা লাগান অত্যন্ত অহিতকর। ঠাণ্ডা না লাগে এইরূপভাবে ঘর রুদ্ধ করিয়া স্নান করাইলে অনেক সময় উপকার হয়। দুগ্ধ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

৬। চক্ষু-রোগ।

চক্ষু রোগের কতিপয় প্রধান ঔষধ।

অ্যাগারিকাস্ ৩।—অক্ষিপুটের পেশী সংকোচন।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা ৬।—চক্ষু দিয়া অধিক পরিমাণে জল পড়িলে; চক্ষু কর্-কর্ করিলে।

এপিস ৬।—চক্ষের নীচে ফোলা।

অ্যাসাফেটিডা ২—৬।—চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উহার বহির্ভাগের চারিভিতে যেন বেদনা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এইরূপ বোধ করা।

অরাম-মেট ৬x চূর্ণ—২০০।—চক্ষুর বহির্ভাগ হইতে উহার অভ্যন্তরস্থ চারিভিতে যেন বেদনা ছড়াইয়া পড়িতেছে, এইরূপ অনুভব।

সালফার ৩০।—চক্ষু জ্বালা করে, চক্ষু মধ্যে যেন বালি পড়িয়াছে। চক্ষু ধুইয়া ফেলিলে, যন্ত্রণা বৃদ্ধি। চক্ষুর সম্মুখে যেন জাল পড়িয়াছে। চক্ষু মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটিতেছে।

অইল্যান্থাস্ ৩।—চক্ষে রক্ত সঞ্চয়; অক্ষিতারা বিস্তৃত।

বোরাক্স্ ৩x চূর্ণ।—চক্ষের পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি; অক্ষিপুটের লোম জুড়ে যাওয়া; চক্ষুর পাতা ভিতর দিকে উলটে যাওয়া; চক্ষুর কোণ চুলকান ও বেদনা।

ইউফ্রেসিয়া ৩।—চক্ষু হইতে জ্বালাকরস্রাব; বহুল অশ্রু-পতন; চক্ষুর পাতা লালবর্ণ; প্রাতে চক্ষু বুড়িয়া যাওয়া; কনীনিকা

banglabooks.in

(cornea)তে শ্লেষ্মা। আবশ্যক হইলে ইউফ্রেসিয়া θ আট গুণ জলসহ মিশাইয়া মাঝে মাঝে বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়।

ষ্ট্র্যাম্মোনিয়াম্ ৩।—দিগ্‌দর্শন।

ষ্ট্র্যাফিসেগ্রিয়া ৬।—অক্ষিপুটে শক্ত মাংসপিণ্ড বা উচ্চ গুটিকা কিম্বা অস্থি-গুল্ম (nodes) হইলে।

ফ্লুরিক্-অ্যাসিড ৬।—চক্ষু মধ্যে যেন শীতল বায়ু বহিতেছে, এইরূপ অনুভব।

ব্রোটেলাস ৩।—চক্ষু দিয়া রক্ত পড়িলে; চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হইলে।

পাল্‌সেটিলা ৬।—খালি জায়গায় বা ঠাণ্ডা বাতাসে চক্ষু দিয়া জল পড়িলে; হরিদ্রাবর্ণের স্রাব। **পালস ৩০** অঞ্জনীর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্লাস-টক্স ৬।—সমস্ত চক্ষু ও উহার চতুর্দ্দিক ফুলিয়া উঠিলে। চক্ষু দিয়া উত্তপ্ত অশ্রু বর্ষিত হইলে। চক্ষুর পাতা ভারি ও শক্ত বোধ।

রুটিকাম্ ৬।—চক্ষুর উপর-পাতা স্বতঃ পড়িয়া যায়, রোগী চেষ্টা করিলেও উঠাইতে পারেন না।

প্রুনাস্ স্পাইনোজা θ—চক্ষু বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রি ৩।—চক্ষু জুড়িয়া যাওয়া বা চক্ষু হইতে পূয নিঃসরণ। চক্ষুর সম্মুখে যেন সর্প বেড়াইতেছে।

বেলেডোনা ৬।—চক্ষে মোটেই আলোক সহ্য না হওয়া।

সাইকিউটা ৩।—চক্ষু-তারা বড় হওয়া, চক্ষু অসাড় হওয়া; দৃষ্টি টেরা হওয়া; অধ্যয়নকালে, অক্ষরগুলি উঁচু নীচু দেখা বা একেবারেই দেখিতে না পাওয়া।

সিমিসিফিউগা ৬।—অক্ষি গোলকের বেদনায়। চক্ষুতে বা কর্ণে অবিরত উৎকট বেদনা হইতে থাকিলে, উহার চারি পাশের চর্ম্মের উপর তুলি দিয়া **সিমিসিফিউগা** θ লেপন এবং ৩ ক্রম সেবনে উপকার দর্শে।

banglabooks.in

নেটাম-মিউর ৩০।—জলবৎ অশ্রু ঝরিলে।

কেলি-সালফ ৬x।—পুযবৎ—অশ্রু ঝরিলে।

ক্রেমাটিস্ ৩।—চক্ষু শুষ্ক, লাল, ও গরম হওয়া; চক্ষুর মধ্যভাগে জ্বালাকর বেদনা; ঠাণ্ডায় বা রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি; চক্ষু হইতে জল পড়া।

জেলে্সিমিয়াম ৩।—চক্ষু-পেশীর স্পন্দন বা অবশতা।

কেলি-কার্ব্ব ৩।—চক্ষু-পুটের উপরভাগ ফুলিয়া উঠা।

নেট্রাম-মিউর ১২x বিচূর্ণ।—চক্ষু হইতে জল পড়া (বিশেষতঃ কাঁসিবার সময়)।

প্ল্যাটিনাম্ ৬।—কোন বস্তু উহার প্রকৃত আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেখাইলে।

চক্ষু-প্রদাহ বা চোখ উঠা

(OPHTHALMIA)।

চক্ষে ধূলিকণা, রৌদ্র, হিম, শীতল বাতাস, ধূম, আঘাত লাগা, স্বাস্থ্যভঙ্গ::প্রভৃতি, কারণে চক্ষু উঠে। হাম বসন্ত ও প্রমেহ হেতুও চক্ষু-প্রদাহ হইয়া থাকে।

লক্ষণ—চক্ষুর শ্বেতাংশ লালবর্ণ; চক্ষু দিয়া জল বা পূয পড়া; চক্ষু যুড়িয়া যাওয়া; পিঁচুটি পড়া; বালি পড়া বা কাঁটা বেঁধার ন্যায় বেদনা; কুট্-কুট্ করা; আলোক সহ্য না হওয়া।

চিকিৎসা:—

ফেরাম-ফস্ ৬x।—সামান্য রকমের চক্ষু-প্রদাহ।

বেলেডোনা ৩x।—উজ্জ্বল লালবর্ণ চক্ষু; অত্যন্ত বেদনা; চক্ষু ফুলিয়া থাকে, ও চক্ষু বা কপালের পার্শ্ব দপ্ দপ্ করে; উভয় গাল লালবর্ণ; আলোক বা সূর্য্যোত্তাপ অসহ্য।

banglabooks.in

অ্যালুমিনা ৩০।—চক্ষু অতিশয় শুষ্ক (বা অশ্রুহীন) থাকিলে।

অল্লাম্-মেট্ ৬।—উপদংশ জনিত চক্ষু পীড়ায়।

অ্যাকোনাইট ৩x—৬।—বাত জনিত, প্রমেহ জনিত বা সর্দ্দি জনিত তরুণ প্রদাহে; সামান্য জ্বরভাব।

অ্যাকোনাইটে উপকার না হইলে এবং অধিক পূয না থাকিলে, **ব্লাস-টক্স ৬**।

আর্কিউরিয়াস্-কল্ল ৩।—চক্ষু দিয়া জল পড়ার পরেই যখন পূয জন্মে, পিঁচুটি পড়ে, চক্ষু যুড়িয়া যায়, কর্-কর্ করে; গরম ও বেদনা বোধ হয়; চক্ষু চাহিলে ও নাড়িলে বেদনা বোধ হয়; অতিশয় কুট্-কুট্ করে ও আলোক সহ্য হয় না। প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহে, মার্ক-করের পর **হিপার সালফার ৬** উপযোগী।

এপিস-মেল ৩০।—অধিক পূযস্রাব; আলোক অসহ্য; জ্বালা; চুলকান; হুল ফুটান ন্যায় বেদনা; চক্ষুর পাতা স্ফীত।

ইউফ্রেসিয়া ৩x।—(সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করা যায়) চক্ষু রক্তবর্ণ; আলোক অসহ্য; নাক ও চক্ষু দিয়া অতিশয় জল পড়া; বেদনা; বারম্বার হাঁচি; চক্ষুর শ্বেতাংশে ও চক্ষু-তারার পার্শ্বে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হইলে। চক্ষু হইতে পূযস্রাব এবং সূত্রবৎ পূয চক্ষুর উপরে পড়িয়া দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইলে, ইউফ্রেসিয়া ৪ দশ ফোঁটা এক আউন্স জলে মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিতে হয়।

পাল্‌সেটিলা ৩—৩০।—তরুণ বা পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ; প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্ ৩—৩০।—প্রভূত পূযস্রাব (বিশেষতঃ শিশুদিগের চক্ষু-প্রদাহে); পুরাতন চক্ষু-প্রদাহে যখন ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের পূযস্রাব হইতে থাকে, অথচ কোন যন্ত্রণা থাকে না।

হিপার-সালফার ৬—৩০।—প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—২০০।—উপদংশ জনিত চক্ষু-প্রদাহ; প্রমেহ জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

banglabooks.in

সালফার ৩—৩০।—চক্ষু-তারার প্রদাহ ও উহার চতুঃপার্শ্বে রক্তবর্ণের চাকা চাকা ক্ষত; সূচীবিদ্ধবৎ তীব্র বেদনা; জল লাগিলে বেদনা বৃদ্ধি। গণ্ডমালা জনিত চক্ষু-প্রদাহ।

চক্ষুর শ্বেতাংশের উপরে ছোট ছোট দানা হইলে, মার্ক-সল ৬—৩০। চক্ষু-প্রদাহ সহ চক্ষের পাতায় ঐরূপ দানা হইলে পালস্ ৬ বা সালফার ৩০। প্রদাহ সহ পূয নিঃসৃত হইলে, আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ৩—৩০। (আবশ্যক হইলে ২ ফোঁটা আর্জ-নাই ০ অর্দ্ধ আউন্স পরিস্রুত জলে মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করিতে হয়)।

ফস্ ৬, জেল্স্ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৬x, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, সিলিকা ৬, ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া ৬, আর্সেনিক ৬, জিঙ্কাম ৬ প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে

পথ্যাদি।—লঘুপাক পুষ্টিকর খাদ্য। মৎস্য ও মিষ্টদ্রব্য নিষিদ্ধ; রোগীকে পরিস্রুত বিছানায় রাখা উচিত। গোলাপ জলে বা অল্প গরম দুধে চক্ষু পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। আট গ্রেণ ফট্‌কিরী (বা বোরাসিক-অ্যাসিড্) এক আউন্স জলের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। বাঁধা-কপির পাতা নিংড়াইয়া উহার রসে দুই এক ফোঁটা মধু মিশাইয়া চক্ষুতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা জল বা বরফ যেন কোন মতেই প্রয়োগ না করা হয়। হল্‌দে বা সবুজ ন্যাক্‌ড়া দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া রাখা ভাল।

চক্ষে কালশিরা পড়া।

আঘাত বা জোরে ঘন ঘন কাসি হইবার দরুণ কখন কখন চক্ষু হইতে রক্ত পড়ে বা চক্ষের শ্বেতাংশে কাল্‌চে ভাব দৃষ্ট হয়; ইহার নাম **কালশিরা পড়া।**

আর্ণিকা ৩—৩০ সেবন এবং আর্ণিকা ০ (পাঁচ ফোঁটা) অর্দ্ধ আউন্স জলে মিশাইয়া চক্ষের উপর পটি দিলে উপকার হয়।

banglabooks.in

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা

(AMBLYOPIA)।

কারণ।—বহুবিধ কারণে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিতে পারে। অতি সূক্ষ্ম বা অতি উজ্জ্বল পদার্থ অধিকক্ষণ স্থির নয়নে দেখা, অতি নিদ্রা বা অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন, ঠাণ্ডালাগা হেতু হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ, রজোরোধ প্রভৃতি, এই রোগের প্রধান কারণ।

চিকিৎসা।—রসরক্তাদি অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া শরীরের রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিলে, চায়না ৬, ৩০; চায়না দ্বারা উপকার না পাইলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬, ৩০। অতিরিক্ত পরিমাণে মাদক দ্রব্য সেবন জনিত দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হইলে, নাক্স-ভমিকা ১x। রক্তাধিক্য বশতঃ ক্ষীণ-দৃষ্টি হইলে, বেলেডোনা ৬, ৩০। রজোরোধজনিত হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০। হৃৎপিণ্ডের পীড়া বশতঃ হইলে, ক্যাক্‌টাস্ ৬। তীব্র শিরো-বেদনাসহ ক্ষীণ-দৃষ্টিতে, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩। চক্ষু-তারার বেদনা থাকিলে, সিমিসিফিউগা ৩। শুক্লমণ্ডলে অতিশয় বেদনা থাকিলে, স্পাইজিলিয়া ৬ বা কলোসিন্থ ৬। মস্তকে রক্তাধিক্য ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, ফস্‌ফোরাস্ ৬; বাত জন্য হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬; রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টি-ক্ষীণতা জন্মিলে—ফেরাম্ ৬, অ্যাসিড-ফস্ ৬, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, বা ইউফ্রেষিয়া ২x। পরিপাক শক্তির ক্ষীণতা বশতঃ এই পীড়া হইলে—নাক্স-ভমিকা ৩০, পাল্‌সেটিলা ৩০, মার্কিউরিয়াস ৬, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা বেলেডোনা ৩।

সাধারণ নিয়ম।—চক্ষুতে যেন ধোঁয়া ধূলা বা প্রখর আলো না লাগে; সেলাই করা কিম্বা ছোট অক্ষরে ছাপা বই বা খবরের কাগজ পড়া নিষিদ্ধ; আবশ্যক হইলে উপযুক্ত চশমা ব্যবহার করা বিধেয়। রক্তাল্পতা বশতঃ দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মিলে—পুষ্টিকর ও বলকারক দ্রব্য ভোজন, অবগাহন স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রভৃতি হিতকর।

banglabooks.in

রাতকণা বা রাত্র্যন্ধতা (NIGHT-BLINDNESS)।

অনেক লোক অল্প আলোকে (বা সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত) মোটেই দেখিতে পান না ; ইহার নাম "রাতকাণা"-রোগ। ফাইসস্টিগমা ৩ প্রয়োগে আমরা বহুস্থলে সুফল পাইয়া থাকি। যকৃৎ দোষ জনিত নাক্স-ভ ৬। হেলেবোরাস্-নাইগ্রা ৩—২০০, চায়না ৬, বেলেডোনা ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০ প্রভৃতি ঔষধেও উপকার দর্শে।

দিনকাণা বা দিবান্ধতা (DAY-BLINDNESS)।

অনেক লোক রৌদ্রে বা প্রখর আলোকে দেখিতে পান না :— বথ্রপ্স্ (Bothrops) ৬—৩০ বোধ হয় এই রোগের প্রধান ঔষধ। সিলিকা ৩০, ফস্ফোরাস ৬, সালফিউরিক-অ্যাসিড্ ৬ বা বেলেডোনা ৩০ প্রভৃতি ঔষধেও উপকার দর্শে।

আংশিক-দৃষ্টি (PARTIAL SIGHT)।

কোন পদার্থের কেবল ঊর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, অরাম-মেট্ ৬। কোন বস্তুর দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, লিথিয়া-কার্ব্ব ৬। কোন বস্তুর বাম অর্দ্ধাংশ দেখিতে না পাইলে, লাইকোপোডিয়াম:৬।

দৃষ্টিক্লান্তি।

কোন জিনিষের প্রতি খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকা হেতু চক্ষু শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।

টেরাদৃষ্টি।

দক্ষিণ বা বাম যে কোন চক্ষুর টেরাদৃষ্টি হইলে, অ্যালুমিনা ৬ উত্তম ঔষধ। ক্রিমি জনিত টেরাদৃষ্টিতে, স্পাইজিলিয়া ৩ বা সাইনা ৩। বেল ৩, হায়োসায়েমাস ৩, জেল্স্ ৩, সাইক্লামেন্ ৩, বা ষ্ট্র্যামন্ ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

banglabooks.in

অল্পদৃষ্টি বা অদূরদর্শন-শক্তি (SHORT-SIGHT)।

যাঁহাদের দৃষ্টিশক্তি কম (বা যাঁহারা দূরের জিনিস মোটেই দেখিতে পান না বা ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখেন), তাঁহাদের পক্ষে ফাইসস্টিগমা ভাল ঔষধ।

জাল-দৃষ্টি (MUSCÆ VOLITANTES)।

এই রোগে চক্ষুর নিকট ক্ষুদ্র পতঙ্গ ধূলিকণা বা সূক্ষ্ম (বা সূত্রবৎ) পদার্থ উড়িতেছে অনুভূত হয়। পুরাতন জ্বর, অপরিমিত শুক্রক্ষরণ, রক্তাল্পতা প্রভৃতি নানা কারণে এই পীড়া হয়। কারণ অনুসন্ধান করিয়া মূল পীড়ার চিকিৎসা করিলেই, এই পীড়ার উপশম হইবে। তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, দুর্ব্বলতা হেতু এই পীড়া হইয়া থাকে ; এইরূপ স্থলে চায়না ৬, বা অ্যাসিড্-ফস্ ৩০, প্রায় সকল লক্ষণেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ধূম-দৃষ্টি বা ঝাপ্সা-দেখা (GLAUCOMA)।

সময়ে সময়ে চক্ষে অন্ধকার বা কুয়াশাপূর্ণ দেখা। রোগের কারণ আজও ঠিক হয় নাই। স্বাস্থ্যহানি হইলেই, প্রায় এই পীড়া হইয়া থাকে ; কোন কোন পীড়ার আনুষঙ্গিকরূপেও ইহা কখন কখন দেখা দেয়। অ্যাকোনাইট ৬, আর্জেণ্টাম-নাইট্রি ৬, ফস্ফোরাস্ ৬, বেলেডোনা ৬, জেলসিমিয়াম ৩, স্পাইজিলিয়া ৬, লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা।

তারকামণ্ডল-প্রদাহ

(IRITIS)।

চক্ষু-তারার চতুর্দ্দিকস্থ রঞ্জিত মণ্ডলকে **তারকামণ্ডল** বলে। এই তারকামণ্ডল প্রদাহযুক্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসিত না হইলে, ছানি পড়িয়া দৃষ্টি-শক্তি লোপ পায়।

প্রদাহ অনেক প্রকার হইতে পারে :—আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ; বাত বা প্রমেহ জনিত প্রভৃতি।

banglabooks.in

সাধারণ লক্ষণ।—দৃষ্টি-শক্তির অল্পতা বা দৃষ্টি-শক্তির অভাব, দীপালোকে বা সূর্য্যালোকে কষ্ট, চক্ষু মুদ্রিত করিলে যাতনা, উভয় রগে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ইত্যাদি।

চিকিৎসা।—আঘাত হেতু তারকামণ্ডল-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩ সেবন (ও আর্ণিকা ৩ দশ ফোঁটা, অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া প্রতিদিন তিন চারিবার ধৌত করা)। প্রদাহ সহ জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩x। যদি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা ৩ বা বেলেডোনা ৩। বাতজনিত প্রদাহে—ব্রায়োনিয়া, স্পাইজিলিয়া, ইউফ্রেসিয়া। গ্রন্থিবাত জনিত প্রদাহে—আর্সেনিক, কলোসিন্থ, ককিউলাস, বা সালফার। উপদংশ জনিত প্রদাহে—কেলি-বাইক্রম, মার্ক-সল, অ্যাসিড-ফস্। প্রমেহ জনিত প্রদাহে—অ্যাসিড-ফস্, মার্ক-সল, আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম। এই সমস্ত ঔষধ ৬ষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করা যায়।

অঞ্জনী

(HORDEOLUM OR STYE)।

চক্ষুর পাতার উপরে বা নীচে প্রদাহবিশিষ্ট এক প্রকার ফুস্কুড়ি বাহির হয়, তাহাকে **অঞ্জনী** বলে। ঠাণ্ডা লাগা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণে অঞ্জন হয়। পাল্‌সেটিলা ৬—৩০ এই পীড়ার উত্তম ঔষধ। পাল্‌সেটিলায় উপকার না হইলে, হিপার-সালফার ৬। বারম্বার ব্রণ হইতে থাকিলে, বা ব্রণ শুকাইয়া যাওয়ার পর সেই স্থান শক্ত হইলে, সালফার ৩০ বা ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৬। চক্ষুর উপর-পাতায় অঞ্জনী হইলে—মার্কিউরিয়াস্ ৩, সালফার ৩০, কষ্টিকাম ৬, অ্যালুমিনা ৬ উপকারী। চক্ষুর নীচের-পাতায় অঞ্জনী হইলে—ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৬, ফস্‌ফোরাস্ ৬, রাস-টক্স ৬ উপকারী। চক্ষুর কোণে অঞ্জনী হইলে—লাইকো ১২ বা ষ্ট্যানাম ৬ দিতে হয়। পূয জন্মিলে—হিপার ৬ বা মার্ক-সল্ ৬ দেয়।

banglabooks.in

পুল্‌টিস্ (বা গরম জলের সেক) দিলে অঞ্জনী সহজে ফাটিয়া যায়, ও পরে উহাতে গরম ঘি লাগাইলে সত্বর শুকাইয়া আসে।

চক্ষুর পাতা নাচা

(NICTITATION)।

চক্ষুর পাতা অবিরত নাচিতে থাকিলে, পাল্‌সেটিলা ৬ বা ইগ্নেষিয়া ৬।

চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়া।

রোগী চক্ষের উপরকার-পাতা উঠাইতে পারেন না; সুতরাং চক্ষে ধূলা, ধূম প্রভৃতি লাগে। চক্ষু আংশিক খোলা থাকায় চক্ষু দিয়া জল পড়ে ও লাল হয়।

জেলসিমিয়াম ৩x—৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রথম হইতেই সুচিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নতুবা চক্ষের পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা।

চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন।

১। চক্ষুর পাতা কোঁকড়াইয়া বাহিরের দিকে কুঞ্চিত হইয়া পড়িলে—এপিস ৬ বা আর্জেণ্ট-নাই ৬ (পাতা ফোলা, চক্ষু হইতে পূষ পড়িলে); ও নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬ (উপদংশ জনিত); এবং হ্যামামেলিস্ θ, দশগুণ জলসহ বাহ্য প্রয়োগ।

২। চক্ষুর পাতা কোঁকড়াইয়া ভিতরের দিকে কুঞ্চিত হইয়া পড়িলে—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, বোরাক্স্ ৩, লাইকোপডিয়াম্ ৩০, সালফার ৩০ বা মার্কিউরিয়াস্ ৩ ফলপ্রদ।

banglabooks.in

চক্ষুর ছানি

(CATARACT)।

আঘাত লাগিয়া অথবা বার্দ্ধক্য হেতু, তারকামণ্ডলে আঁসের ন্যায় একটি পর্দ্দা পড়ে ; ইহাতে ক্রমে দৃষ্টি-শক্তির লোপ হয়। ইহা একচক্ষে বা দুই চক্ষেই হইতে পারে।

চিকিৎসা।—"সিনেরিরিয়া-মেরিটিমা সাক্কাস", তরুণ ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার ছানির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা আক্রান্ত চক্ষে এক ফোঁটা করিয়া দিবসে তিনবার একটু দীর্ঘকাল (মাস পাঁচেক) বাহ্য প্রয়োগে অনেকেই রোগমুক্ত হইয়াছেন শুনা যায়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরেটা ১২x বিচূর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার দর্শে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা ৩ সেবন। ফ্লোরিক-অ্যাসিড্ ৬ সেবনে কেহ কেহ নাকি রোগমুক্ত হইয়াছেন।

চক্ষু মধ্যে কীটাদি প্রবেশ।

"আকস্মিক দুর্ঘটনা" অধ্যায়ে, "নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ" দ্রষ্টব্য।

চক্ষু রোগের কয়েকটি উপসর্গ।

চক্ষুতে জ্বালাবোধ—বেল্ ৩, আর্স ৬, সালফার ৩০।

চক্ষুতে ঠাণ্ডাবোধ—ফস্-অ্যাসিড্ ৬।

চক্ষুভারবোধ বা চক্ষু মেলিতে না পারা—জেলসিমিয়াম ১x।

চক্ষু স্ফীত হওয়া—এপিস ৬, রাস্-টক্স্ ৬।

চক্ষু-স্পন্দন (চক্ষুর গোলক বা পাতা নাচা)—অ্যাগারিকাস ৬, পাল্স ৩।

চক্ষু সদা চুলকাইলে।—সালফার ৩০, পাল্স্ ৩।

চক্ষু দিয়া জল পড়া।—ইউফ্রেষিয়া ১x, পাল্স্ ৩।

banglabooks.in

চক্ষু দিয়া উত্তপ্ত জল পড়া।—আর্স ৩x—৩০।

চক্ষু দিয়া স্নিগ্ধ জল পড়া।—পাল্‌স ৩—৩০।

চক্ষু টাটান বা বেদনাযুক্ত হওয়া (রোগী চক্ষু স্পর্শ করিতে দেন না)।—নেট্রাম্‌-মিয়র ১২x চূর্ণ—৩০, ব্রায়োনিয়া ৬, হিপার-সালফ ৬, বেলেডোনা ৩।

চক্ষে স্নায়ুশূলবৎ বেদনা।—আর্স ৩, জেল্‌স্‌ ১x—৩, স্পাইজেলিয়া ৬—৩০।

চক্ষু যেন ভিতরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, এইরূপ অনুভব।—অ্যাসিড্‌-ফস্‌ ৬, ক্রোটন ৬।

চক্ষু যেন বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এইরূপ অনুভব।—ব্রায়োনিয়া ৬, লাইকো ১২।

চক্ষে খোঁৎলে যাওয়ার মত বেদনা বোধ।—আর্ণিকা ৩, জেল্‌স ১x।

চক্ষে ছুঁচ-বেঁধা বা কেটে-যাওয়ার মত বেদনা বোধ।—ব্রায়ো ৩x—৩০, নাইট্রিক্‌-অ্যাসিড ৬।

ফলক-বেধ বৎ (splinter-like) চক্ষুতে বেদনা অনুভূত হইলে।—অ্যাসিড্‌-নাইট্রিক ৬, হিপার ৬—৩০, থুজা ৩০।

চক্ষে ছুল-ফুটান মত বেদনা।—এপিস্‌ ৬।

চক্ষে ছিঁড়ে-ফেলার মত বেদনা অনুভূত হইলে।—পাল্‌স্‌ ৩, অরাম-মিয়র ৬।

চক্ষে দপ্‌ দপ্‌ বেদনা অনুভূত হইলে।—বেল্‌ ৩, হিপার ৬।

চক্ষু আকৃষ্টভাব অনুভূত হইলে।—নেট্রাম-মিয়র ৬ চূর্ণ—৩০, রুটা ২x—৬।

রাত্রিতে চক্ষুর পীড়া বাড়িলে।—আর্স্‌ ৬, সিফিলিনাম ৩০।

রৌদ্রে বা প্রখর আলোকে চক্ষুর পীড়া বাড়িলে।—মার্ক ৬।

চক্ষু নাড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।—ব্রায়ো ৩, নেট্রাম-মিয়র ৩০, আর্জ-নাই ৬।

banglabooks.in

তাপ দিলে চক্ষুর যাতনা **বৃদ্ধি**।—সালফার ৩০।

তাপ দিলে চক্ষুর যাতনা **উপশম**।—হিপার ৬।

চক্ষু-তারা **বিস্তৃত** হইলে।—বেল ৬, ষ্ট্র্যামো ৩।

চক্ষ-তারা **সঙ্কুচিত** হইলে।— সাইনা ২x—২০০, ওপিয়াম ৬, ফাইসস্‌টিগমা ৩।

তির্য্যক-দৃষ্টি (টেরা)।—স্যাণ্টোনাইন্ ২x, বেলেডোনা ৩, জেসমিয়াম্ ৩x হায়োসায়েমাস্ ৬।

বর্ণান্ধতা বা দৃষ্টি-বিকার (colour-blindness) অর্থাৎ বর্ণ বিচার করিতে অক্ষম হইলে।—বেঞ্জিনাম-ডিনাইট্রিকাম (Benzinum-dinitricum), স্যাণ্টোনাইন ৩x।

দিবালোকে দেখিতে না পাইলে।—বথ্রোপ্‌স্ ৬।

রাত্রিকালে দেখিতে না পাইলে।—বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৬—৩০, ফাইসস্‌টিগ্‌মা ৩।

ক্ষীণ-দৃষ্টি।—ফস্ফোরাস্ ৬, কষ্টিকাম ৬, টেব্যাকাম্ ৬।

ঝাপ্সা দেখা।—ফস্ ৬, টেব্যাকাম ৬, কষ্টিকাম ৬।

লাল বা সবুজ বর্ণ চক্ষুর সামনে দেখা।—ফস্ ৬।

হরিদ্রাবর্ণ চক্ষুর সামনে দেখা।—স্যাণ্টোনাইন ১x—৩x।

পড়িবার সময়ে চক্ষু সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে।—জ্যাবোরাণ্ডি ৩, নেট্রাম-আর্স ৩—৩০।

পড়িবার সময়ে যেন অক্ষরগুলি পরস্পরের সঙ্গে বুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ অনুভূত হইলে।—নেট্রাম-মিয়ুর ৩০।

পড়িবার সময়ে যেন অক্ষরগুলি অন্তর্হিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে।—সাইকিউটা—৩।

---

banglabooks.in

৭। কর্ণ-রোগ

(DISEASES OF THE EAR)।

শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ।

শ্রবণেন্দ্রিয় সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত :—

১। কর্ণকুহর বা কর্ণের বহির্ভাগ (outer ear)

২। কর্ণের মধ্যভাগ (middle ear)।

৩। কর্ণের অন্তর্ভাগ (inner ear)।

কর্ণের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই ও যে রন্ধ্র ইহাকে মস্তকের সহিত সংযোগ করিয়া দিতেছে, তাহাকে "কর্ণের বহির্ভাগ" বলা হয়। কর্ণরন্ধ্রের ভিতরের দিকে একখানা ছোট পর্দ্দা থাকে, তাহাকে "পটহ" (drum) বলে। এই পটহ দ্বারাই শ্রবণ-জ্ঞান জন্মে; সুতরাং এই পটহ ছিন্ন হইলে বা অন্য কোনরূপে ইহার দোষ ঘটিলে, শ্রবণ-শক্তির ব্যাঘাত জন্মে—এমন কি বধিরতা পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এই পটহ হইতে "কর্ণের অন্তর্ভাগ" বিবরটির নাম "কর্ণের মধ্যভাগ"। ইহার পরই "কর্ণের অন্তর্ভাগ"; ইহাতেই প্রকৃতপক্ষে শব্দ গৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়।

কর্ণ-প্রদাহ

(OTITIS)।

কর্ণ-প্রদাহ, প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়, এবং কর্ণগহ্বরের পীড়ার সহিত সংসৃষ্ট থাকে। কাণের ভিতর দপ্ দপ্ বেদনা, ফুলিয়া উঠা, ও লালবর্ণ হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ ; সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও থাকিতে পারে। প্রথম হইতে চিকিৎসা না করিলে, কর্ণের গভীর অংশ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়, ও ক্রমে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—প্রথমাবস্থায় (বিশেষতঃ শিরঃপীড়া ও গলার ব্যথায়), বেলেডোনা ৩x সেবন ও ফ্ল্যানেল গরম করিয়া সেক দেওয়া। সর্দ্দিজনিত কর্ণপ্রদাহে, পাল্‌সেটিলা ৩; কিন্তু যদি কর্ণগর্ভ পর্য্যন্ত বেদনা এবং সেই সঙ্গে জ্বর থাকে, তাহা হইলে অ্যাকোনাইট ৩x। সূচ-ফুটানর ন্যায় বেদনা ও কর্ণমূলে অসহ্য বেদনায়, ক্যামোমিলা ৬। কাণে টন্ টন্ বেদনা ও গ্রন্থি ফুলিলে, মার্ক-সল ৬। পীড়া পুরাতন হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, বা সালফার ৩০ ব্যবস্থা।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তুলা বা ফ্ল্যানেল্ দিয়া কাণ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন কর্ণরন্ধ্রে ঠাণ্ডা না লাগে। ফ্ল্যানেল বা লবণের পুঁটুলি গরম করিয়া সেক দিলে, অথবা দুই এক ফোঁটা মূলেন্-অয়েল বা গরম সরিষা-তৈল কিম্বা পালসেটিলা θ কাণে ঢালিয়া দিলে, কম পড়ে।

কর্ণ-শূল

(OTALGIA)।

পূর্ব্বোক্ত কর্ণ-প্রদাহে—জ্বর ও দপ্ দপ্ বেদনা থাকে; আর **কর্ণশূলে**—কর্ণে কেবল **শূলবিদ্ধবৎ দারুণ** বেদনা উপস্থিত হয়, এই বেদনা সময়ে সময়ে দন্তমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, কাণে কাঠি দিয়া খোঁচান, কাণের ভিতর জল ঢোকা, কর্ণ-মল বা কাণের খোল নড়িয়া বেড়ান, কাণের ভিতর ফুস্‌ফুড়ি বা ফোড়া হওয়া প্রভৃতি কারণে এই দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়; হাম বা বসন্ত রোগের পরও কখন কখন কর্ণ-শূল হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—ঠাণ্ডা লাগা বা কিম্বা কর্ণে শীতল জল প্রবেশ হেতু কাণ কামড়াইলে, অ্যাকোনাইট ৩x। প্রমেহ জনিত কর্ণ-শূলেও অ্যাকোন্ ৩x উপকারী। আঘাত প্রাপ্তি জনিত পীড়ায়, আর্ণিকা ৩।

banglabooks.in

হুলবিদ্ধবৎ বেদনায়, পাল্‌সেটিলা ৩x। সর্দ্দি জনিত কর্ণ-শূলেও, পাল্‌সেটিলা উপকারী। দন্ত-শূলের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ-শূল হইলে, ক্যামোমিলা ১২ বা মার্ক-সল ৬। কর্ণ-প্রদাহ রোগের "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য।

কাণে ব্যথা

(PAIN IN THE EAR)।

কর্ণপ্রদাহ কর্ণশূল বা কাণ-মলে দেওয়া প্রভৃতি কারণে, কাণ টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয়। মূল কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইহার চিকিৎসা করিতে হয়। অ্যাকোন, বেল্, ক্যামো, ফেরাম-ফস্, হিপার, মার্ক, পালস্, সালফার প্রভৃতি ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ("কর্ণরোগ" সমূহের ঔষধাবলি ও "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য)।

বেদনার প্রকৃতি অনুসারে চিকিৎসা :—কাণ সদা টাটাইয়া থাকিলে, মার্ক ৬। কাণ যেন বিঁধিতেছে বা ছিদ্র হইতেছে এরূপ বেদনায়, ক্যাম্ফিকাম ৬। জ্বালাকর বেদনায়, আর্স ৩। খামচান মত বেদনায় পালস্ ৩। স্নায়ু-শূলবৎ বেদনায়, ক্যামো ৬ বা বেল ৩। দপ্ দপ্ বেদনায়, বেল ৩। হুল-বেঁধনবৎ বেদনায়, এপিস ৬। ছুঁচ-ফোটা মত বেদনায়, ক্যামো ৬ বা কেলি-কার্ব্ব ৬। ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনায়, বেল ৩, ক্যামো ৬, বা পাল্‌স্ ৩। থেঁৎলে যাওয়ার মত বেদনায়, আর্ণিকা ৩।

কর্ণ-ব্রণ

(ABSCESS OF THE MEATUS)।

কর্ণাবর্ত্তের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইয়া বেদনাযুক্ত, স্ফীত, ও লালবর্ণ হয়; ইহাতে শ্রুতি-শক্তির ব্যাঘাত পর্য্যন্ত ঘটে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—দপ্ দপ্ বেদনা, লালবর্ণ ও স্ফীত হইলে, বেলেডোনা ৩x সেবন; এবং বেলেডোনা θ, বাহ্য প্রয়োগ। বেলেডোনায় উপকার না হইলে, সিলিকা ৩০। পূয হইবার উপক্রম (শীঘ্র পাকাইবার জন্য), হিপার-সালফার ৬। প্রদাহ কমিলে, সালফার ৩০।

কর্ণ-নাদ

(TINNITUS AURIUM)।

এই রোগে কর্ণে গুন্‌গুন্ ফস্‌ফস্ সোঁ-সোঁ বা বাদ্যধ্বনিবৎ শব্দ অনুভূত হয়। অন্যান্য পীড়ার পরবর্ত্তী উপসর্গ জনিত বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু, কর্ণনাদ পীড়া ঘটে; এই পীড়া হইতে ক্রমে বধিরতা জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি, গর্জ্জনবৎ, বা গুন্‌গুন্ শব্দ হইলে, অ্যাসিড্-ফস্‌ফোরিক ৩০। প্রাতঃকালে কর্ণে গর্জ্জনবৎ শব্দ ও বারম্বার কাণের ভিতর চুলকানি থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৬—৩০। কর্ণে জলপ্রবাহের ন্যায় বা গুন্‌গুন্ শব্দ অনুভূত হইলে, ক্যামোমিলা ৬। কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত বিবিধ প্রকার কর্ণনাদে, অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৬ বা চায়না ২০০। মস্তকে রক্তসঞ্চয়জনিত কর্ণনাদে, বেলেডোনা ৬। বমন সহ কর্ণনাদে, ভিরেট্রাম-অ্যালবাম্ ৩। কলের গাড়ীর শব্দের ন্যায় শব্দ বা "হিস্-হিস্" শব্দ বিশিষ্ট কর্ণনাদে, ডিজিটেলিস্ ৬।

কর্ণ-মূল-প্রদাহ

(PAROTITIS)।

এই রোগ সংক্রামক; সুতরাং ইহা প্রায়ই বহুব্যাপকরূপে প্রকাশ পায় (বিশেষতঃ শীত ও বর্ষাকালে)। নিম্ন-চোয়ালের কোণে ও কাণের নীচে একটি লালা-নিঃসারক বড় গ্রন্থি (gland) আছে, ইহাকে "কর্ণ-মূল" কহে। কর্ণ-মূল প্রদাহিত হইলে উক্ত গ্রন্থি (এক বা উভয় পার্শ্বের গ্রন্থি, অর্থাৎ

banglabooks.in

কর্ণের সম্মুখবর্ত্তী ও নিম্নবর্ত্তী স্থান টুকু) স্ফীত বেদনাযুক্ত লালবর্ণ ও শক্ত হয়। জ্বর, বমনেচ্ছা, লালাক্ষরণ, গণ্ডস্থল স্ফীতি, চর্ব্বণ করিতে ও গিলিতে কষ্ট, গলা ফুলিয়া উঠা, ঘাড় নাড়িতে না পারা, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ ইহাতে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু এই রোগ যদি গ্রন্থিস্থল (glands) ছাড়িয়া হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক স্ত্রীলোকের স্তন বা পুরুষের অণ্ডকোষাদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। বালক ও যুবকদের মধ্যেই এই রোগ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ বিরল। ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণেই এই রোগ অধিকাংশ স্থলে তরুণ আকারে প্রকাশ পায়; কিন্তু সময়ে সময়ে দূষিত জ্বরাদি হেতুও এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x—৩।—জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা, যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায়)। শীতকালের ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ হইলে।

আর্কিউরিয়াস-বিন-আইওডেটাস ৩x-৩।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ রোগ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, জ্বর কম পড়িলে এবং লালাক্ষরণ অধিক হইতে থাকিলে)।

পাল্‌সেটিলা ৩x।—অণ্ডকোষ (testicles) আক্রান্ত হইলে ও কর্ণমূল প্রদাহের পর বায়ুরোগ (mania) দেখা দিলে।

বেলেডোনা ৩—৩০।—গণ্ড (বিশেষতঃ **দক্ষিণ-দিকের**) ফুলিয়া উঠা বা লালবর্ণ হওয়া, প্রলাপ, দারুণ যাতনা, মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে।

ব্লাস-টক্স ৩।—কর্ণমূল (**বিশেষতঃ বাম-দিকের**) ফুলিয়া উঠা ও গাঢ় লালবর্ণ হওয়া, অত্যন্ত যাতনা থাকা প্রভৃতি লক্ষণে। বর্ষার হাওয়ায় রোগ হইলে।

সালফার ৩০।—পূয হইবার আশঙ্কা থাকিলে।

হিপার সালফার ৬—৩০।—রোগের শেষ অবস্থায়।

banglabooks.in

সিলিকা ৬—৩০।—নালী ঘা হইলে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখা উচিত। আক্রান্ত স্থানটি তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। বেশী দুধ বা মাছ মাংস খাওয়া ভাল নয়। পীড়ার প্রবল অবস্থায় সাগু বার্লি ঝোল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়; পরে, খাদ্য লঘু, পুষ্টিকর, অথচ তরল হওয়া আবশ্যক। ১৫ গ্রেণ বিন-আয়ডাইড্-অভ্-মার্কারি, এক আউন্স ভ্যাসেলিন সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তুলায় মাখাইয়া প্রদাহিত স্থলে পটী বসাইয়া দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

কাণ পাকা বা কাণে পূয

(OTTORRHŒA)।

হাম, জ্বর প্রভৃতি পীড়ার পর, এবং গণ্ডমালাগ্রস্ত শিশুদের কাণে পূয হইয়া থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের কর্ণে পূয হওয়া, বধিরতার পূর্ব্বলক্ষণ। অনেকে বলেন **মুলেন-অয়েল** এই রোগের একটি ভাল ঔষধ; আক্রান্ত কর্ণে প্রতিদিন মুলেন-অয়েল কয়েক ফোঁটা ঢালিয়া দিতে হইবে।

চিকিৎসা।—অধিক পরিমাণে দুর্গন্ধ পূযস্রাবে, অরাম-মেট ৬। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ও নিম্নদেশে বেদনা এবং স্ফীততা সহকারে দুর্গন্ধ পূয-স্রাব (বিশেষতঃ শরীরের পারদ দোষ থাকিলে), নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। পুরাতন কর্ণস্রাব যাহা বহু চেষ্টায় আরাম হয় না, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০। কর্ণ হইতে রক্তাক্ত, জলবৎ পাতলা, আঠা আঠা দুর্গন্ধ পূযস্রাব হইলে, গ্রাফাইটিস ৬। গন্ধশূন্য শ্লেষ্মা বা পূযস্রাব হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬। কর্ণ মধ্যে তীব্র বেদনা সহকারে পূয বা রক্তাক্ত পূয-স্রাব হইলে, মার্ক-সল ৩। কর্ণের বাহিরে স্ফীততা ও মধ্য-কর্ণ হইতে পাতলা স্রাব হইলে, সিলিকা ৩০; কাণে সদাই তালা লাগিয়া থাকা (কিন্তু জোরে শব্দ করিলে ঐ তালা-লাগা ছাড়িয়া যাওয়া), কাণে মামড়ি পড়া

banglabooks.in

প্রভৃতি লক্ষণ সহ কাণ থেকে পাতলা পূয পড়িলেও, সিলিকা ৩০ ফলপ্রদ। রক্তাক্ত চট্‌চটে দুর্গন্ধ পূয স্রাবে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬। খুব পুরাতন কাণ-পাকা রোগে, টেলুরিয়াম্ ৬ ফলপ্রদ। পূয শুকাইয়া বধির হইবার উপক্রম হইলে, কিছুদিন সালফার ৩০ ও ফস্‌ফোরাস্ ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে কেহ কেহ পরামর্শ দেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কোন তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগে পূয বন্ধ করা অত্যন্ত অনিষ্টকর। পরিষ্কার জল সহ দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ মিশাইয়া তদ্দ্বারা কাণ ধুইবার পর ব্লটিং কাগজ দিয়া উহা শুষ্ক করিতে হইবে; পরে তুলায় দুই এক ফোঁটা পচা-আতর ঢালিয়া উহা কাণের ভিতর রাখিয়া দিলে কাণ বেশ পরিষ্কার থাকে ও পূযের দুর্গন্ধ অনেকটা নিবারিত হয়। পিচকারি ব্যবহার না করাই ভাল।

বধিরতা

(DEAFNESS)।

বধিরতা তিন প্রকার :—(১) স্নায়বিক-ক্রিয়া-বৈষম্য-হেতু, (২) অন্যান্য পীড়া জনিত, (৩) মূক-বধিরতা (অর্থাৎ আজন্ম বোবা-কালা থাকা) জন্য। প্রথমোক্ত দুই প্রকার বধিরতা চিকিৎসা দ্বারা আরাম হইতে পারে।

চিকিৎসা।—বধিরতার প্রথম অবস্থায় মূলেন-অয়েল ৩।৪ ফোঁটা করিয়া দিবসে দুইবার কাণের ভিতর দেওয়া ব্যবস্থা। সর্ব্বাঙ্গীণ দৌর্ব্বল্য ও গণ্ডমালাজনিত বধিরতায় বাদ্যধ্বনি ও অন্যান্য শব্দ শুনিতে পাওয়া, কিন্তু মনুষ্যের কথা বুঝিতে না পারা; এবং কর্ণে সর্ব্বদাই এক প্রকার শব্দ অনুভূত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্‌ফোরাস্ ৩০। রক্তসঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়ায় কর্ণে এক প্রকার শব্দ অনুভব সহ বধিরতায়, কিনিনাম-সালফ ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ। অপরিমিত শুক্রক্ষয় জন্য শ্রুতি-শক্তির অল্পতা জন্মিলে, অ্যাসিড্-ফস্ ৬। দীর্ঘকালব্যাপী বধিরতা সহ কর্ণস্রাবে,

banglabooks.in

ঈল্যাপ্স্ ৩। তালুমূল বৃদ্ধি সহ বধিরতায়, ক্যাল্ক-ফস্ ৩x (Dr. Cooper)। রোগীর নিজ কথাই তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইলে বা তাঁহার কাণের ভিতর শুষ্কতা অনুভূত হইলে, গ্র্যাফাইটিস্ ৬। জ্বরের পর বধিরতায় গ্র্যাফাইটিস্ ২০০। সর্দ্দি জনিত তরুণ বধিরতায়, অ্যাকোনাইট ৬, বেলেডোনা ৬, বা পাল্‌সেটিলা ৬; এবং পুরাতন অবস্থায় মার্কিউরিয়াস্ ৬। জ্বর বা অন্য পীড়ার পর বধিরতা জন্মিলে, বেলেডোনা ৬, পাল্‌সেটিলা ৬, সিলিকা ৩০, চায়না ৬, সালফার ৩০, বা অ্যাসিড-ফস ৩। কর্ণগহ্বরে ক্ষত হইয়া উহা হইতে স্রাব বন্ধ হওয়া প্রযুক্ত বধির হইলে—সালফার ৩০, হিপার-সালফার ৬, অরাম-মেট ৬, কষ্টিকাম ৬, বা অ্যান্টিম-ক্রুড ৬।

শিশুদিগের কাণমলে দেওয়া বা কাণে প্রহার করা কোন মতেই উচিত নয়। স্নানের পর যেন কর্ণ মধ্যে জল না থাকে।

কর্ণরোগের কয়েকটি প্রধান ঔষধ।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬।—চর্ব্বণকালে ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ শব্দ বোধ, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস।

অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬।—কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্র উদ্ভেদ্।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—শ্রবণ-শক্তির হ্রাস; কর্ণের চক্ষু-পার্শ্বের গ্রন্থিচয়ের ফুলা ও বেদনা।

বেলেডোনা ৬।—উচ্চ শব্দ মোটেই সহ্য করিতে না পারা।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬।—পূয-স্রাব, গ্রন্থি ফুলিয়া উঠা।

চায়না ৩।—কর্ণনাদকালে নানা রকমের শব্দ শুনা।

কেলি-বাইক্রম ৬ বা হিপার-সালফার ৬।—গলক্ষত সহ কর্ণদ্বয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

ফাইটোল্যাক্কা ৩x বা ল্যাকেসিস্ ৬।—গিলিবার সময় বেদনা।

banglabooks.in

শ্রবণ-শক্তির হ্রাস

(HARDNESS OF HEARING)।

ঠাণ্ডা লাগা, কর্ণ-প্রদাহ, কাণে পূয হওয়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি কারণে, শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যায়।

চিকিৎসা :—

ঠাণ্ডা লাগা হেতু হইলে—অ্যাকোনাইট ৩x, ক্যামোমিলা ৬, পাল্‌সেটিলা ৩, বা মার্কিউরিয়াস ৩। কর্ণ-প্রদাহজনিত হইলে ও তৎসহ কাণে গুন্‌-গুন্‌ শব্দ অনুভূত হইলে—বেলেডোনা ৩, কষ্টিকাম ৬, সিলিকা ৬, সালফার ৩০। কাণে পূয বা ক্ষত, অথবা পূয পড়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যাইলে—হিপার-সালফার ৬, সালফার ৩০, পাল্‌সেটিলা ৩, মার্কিউরিয়াস্‌ ৬, ক্যাল্কেরিয়া ৬। হাম প্রভৃতি রোগের পর হইলে—সালফার ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু হইলে—ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড্‌ ১x—৬, ফসফোরাস ৬। অধিক মাত্রায় পারদ বা মার্কারি ব্যবহার জনিত শ্রবণ-শক্তি কমিয়া যাইলে—নাইট্রিক-অ্যাসিড্‌ ৬, হিপার-সালফার ৬, অয়াম মেট্‌ ৩x চূর্ণ—২০০।

কর্ণমল বা কাণে খোল

(EAR-WAX)।

কর্ণ হইতে যে তৈলবৎ কোমল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া জমিয়া শক্ত হয়, তাহাকে "খোল" বলে। কাহারও কাহারও খোল অধিক মাত্রায় জমে ও তজ্জন্য যন্ত্রণাদি হয়; কাহারও বা খোল জমে না।

চিকিৎসা।—খোল জমিয়া পূয নির্গত ও দুর্গন্ধ হইলে, কোনায়াম্‌ ৩ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০। কাণ অত্যন্ত শুষ্ক হইলে ও মোটেই খোল জমিতে না পারিলে, ল্যাকেসিস ৬ বা মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড্‌ ৬ কিম্বা এ্যাকাইটিস্‌

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তিন চারি রাত্রি উপর্য্যুপরি অল্প গরম তৈল কাণে ঢালিয়া দিয়া কাণ-ধোয়া-পিচ্‌কারির সাহায্যে ঈষদুষ্ণ জলে কর্ণ ধৌত করিলে খোল সহজেই সারিয়া যায়।

কর্ণ মধ্যে কীটাদির প্রবেশ।—"আকস্মিক দুর্ঘটনা" অধ্যায়ে "নাসিকা চক্ষু ও কর্ণে কীটাদি প্রবেশ" দ্রষ্টব্য।

কাণে একজিমা

(ECZEMA OF EAR)।

রাস-টক্স ৩, মেজেরিয়াম ৬—২০০, গ্রাফাইটিস ৬, ও পেট্রোলিয়াম ৩, এই রোগের প্রধান ঔষধ।

সাবধান, জিঙ্ক বা গন্ধকের মলম যেন বাহ্য প্রয়োগ করা না হয়। তাহাতে একজিমা আপাততঃ সারে বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক রোগ না সারিয়া ভিতরে বসিয়া যাইয়া দৈহিক অপর যন্ত্রাদি আক্রমণ করে; ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। তবে ভ্যাসেলিন বা জলপাই-তৈল (olive-oil) নিঃসঙ্কোচে বাহ্য-প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

৮। নাসিকার পীড়া।

(DISEASES OF THE NOSE)।

নাসিকা-প্রদাহ (RHINITIS)।

নাসিকার ঝিল্লী-সমূহের প্রদাহে নাসিকা উষ্ণ স্ফীত ও লালবর্ণ হয়। বেলেডোনা ১x—৩, অ্যাকোনাইট ৩x, মার্কিউরিয়াস ৩, এই রোগের প্রধান ঔষধ। পূয হইলে—হিপার-সালফার ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, বা কেলি-বাইক্রম ৩।

---

banglabooks.in

নাসিকায় সর্দ্দি

(CORYZA)।

নাসিকায় শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর রক্তাধিক্য বশতঃ শ্লেষ্মা নিঃসরণের নাম "সর্দ্দি"।

অ্যাকোনাইট ৩x (হাঁচি, টাকরা জ্বালা, জ্বরভাব প্রভৃতি রোগের আরম্ভে); **অ্যাল্লিয়াম-সিপা ১x—৩** (নাসিকা হইতে বহুল পাতলা উগ্র হাজাকর-সর্দ্দি ঝরিলে); **আর্সেনিক ৩x** (নাক চোক্ দিয়া সর্দ্দি পড়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নাক বুজিয়া যাইলে); **পালস্ ৩** (পাকা সর্দ্দি—হলদে পূয়ের মত সর্দ্দি); **নাক্স-ভ ৬** (সর্দ্দিঝরা বন্ধ হইয়া নাক সেঁটে ধরা শিরঃপীড়া কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি তরুণ সর্দ্দি রোগের প্রধান ঔষধ। সর্দ্দি পুরাতন হইলে, **কেলি-বাই ৩x চূর্ণ—৩** (কঠিন সবুজ-স্রাব) ও **ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬** (দুর্গন্ধস্রাব) উপকারী। অন্যান্য উপসর্গ ও ঔষধাদি জন্য শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ায় "সর্দ্দি" দ্রষ্টব্য।

নাসিকা রোগের কয়েকটি ঔষধ :—

অ্যাল্লিয়াম-সিপা ৬।—নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে জল ঝরা ; গরম ঘরে যাইলে হাঁচি হওয়া।

অ্যামন-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিতে নাক বুজিয়া যাওয়া হেতু শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ; নাসিকায় ক্ষত ; রক্তময় শ্লেষ্মাস্রাব ; নাকের ডগা লাল ; সকালে মুখ ধুইবার সময় নাক থেকে রক্ত পড়া।

আর্জেণ্ট-নাইট্রিক ৬।—নাক চুলকান ; নাক একটু রগড়াইলেই রক্ত পড়া।

আর্সেনিক ৬।—গরম শ্লেষ্মা বাহির হওয়া ; নাক বুজিয়া যাওয়া লক্ষণে।

সিপিয়া ৩০।—বারমাসই যাঁহাদের নাকের ডগায় জলবৎ বা শ্লেষ্মাময় সর্দ্দি ঝুলিতেছে।

banglabooks.in

টিউবিক্রিস্ট্রাম ৬।—চশমা ব্যবহার জনিত নাসিকার কোনরূপ অপকার হইলে। বাছাই করা ভাল চশমা ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি উহা নাকে কোনরূপ বিম্ন জন্মায়, তাহা হইলেও এই ঔষধটি ফলপ্রদ।

অক্সাম-মেট্ ৩x বিচূর্ণ—৩০।—দুর্গন্ধ পচা রক্তময় স্রাব ও তৎসহ নাসিকার অস্থিতে চুলকানি বা ঘা।

সাইনা ৩x।—ক্রমাগত নাক-চুল্‌কান।

ইউফ্রেসিয়া ৩।—নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে স্রাব।

হিপার-সালফার ৬।—নাসিকার ক্ষতে।

কেলি-বাইক্রম ৩।—দুর্গন্ধ হরিদ্রাভ চট্‌চটে শ্লেষ্মাস্রাব; নাসিকা-ক্ষত; ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস বা লোপ।

মার্কিউরিয়াস ৩।—পূয়বৎ গাঢ় সবুজবর্ণের স্রাব; নাকের অস্থিতে ক্ষত।

নাক্স-ভমিকা ৩।—এক নাক বুজিয়া যাওয়া; দিনের বেলায় উভয় নাকই খোলা থাকে, কিন্তু রাত্রে বুজিয়া যায়।

পালসেটিলা ৩।—হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণের স্রাব; আস্বাদন ও ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; গরম ঘরে শ্বাসরোধ হওয়া।

নাসিকায় ক্ষত বা পীনস

(OZÆNA)।

নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত পূয অথবা রক্তসহ শ্লেষ্মা বা ক্লেদ নিঃসৃত হয়। এই পীড়া হইতে ক্রমে নাসিকার উপাস্থি বা অস্থি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ঘ্রাণ-শক্তির লোপ হইতে পারে। পারদের অপব্যবহার, উপদংশের ক্ষত, পুরাতন সর্দ্দি, আঘাত, নাসারন্ধ্রে শিলাদি-প্রবেশ, পৈতৃক পারদ-দোষ, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—পীড়ার সূচনায় ক্যাড্‌মিয়াম-সালফ্‌ ৩x চূর্ণ—৩০। নাসিকা লালবর্ণ, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত; নাসারন্ধ্রে উত্তাপ বোধ ও অল্প অল্প বেদনা; হরিদ্রার আভাযুক্ত বা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব; কখন কখন বা অর্দ্ধেক জলবৎ ও অর্দ্ধেক শুষ্ক পূযময় স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, অরাম-মেট ৬। তরুণ-সর্দ্দিতে নাক হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গত হইয়া নাসিকার উপরিভাগ লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হওয়া; পরে নাসিকার মধ্যস্থল বসিয়া গিয়া ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; উহা হইতে পূযময় রক্তমিশ্রিত অথবা মাংস-ধোয়া জলের ন্যায় দুর্গন্ধময় স্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, কেলি-বাইক্রম ৬। পারার অপব্যবহার বা উপদংশ পীড়ার পর কিম্বা পিতা মাতার পারদ দোষ জন্য পীনস রোগ হইলে ও সেই সঙ্গে প্রদাহ এবং স্ফীততা সহকারে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধময় পূয অথবা শ্লেষ্মামিশ্রিত পূযস্রাব হইলে, অ্যাসিড্‌-নাইট্রিক ৬। অতিশয় দাহ ও জ্বালা সহকারে নাসিকা হইতে জলবৎ পূয নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে হাঁচি এবং স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণে (পুরাতন নাসিকাক্ষতে), আর্সেনিক ৩—৩০। সিফিলিনাম্‌ ২০০, আয়োডিয়াম্‌ ৩, সোরিণাম ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, অ্যালুমিনা ৬, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x—৬, পাল্‌সেটিলা ৬, সাইক্লেমেন ৩—৩০ ও অরাম্‌-মেট ৬—৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—জলে অল্প লবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল দ্বারা রোগীর নাক ধুইয়া ফেলা উপকারী। দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কণ্ডিস-ফ্লুইড-সলিউশন (Condy's fluid solution) বাহ্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব

(EPISTAXIS)।

এই পীড়া সামান্য আকারের হইলে, ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু বারম্বার এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য।

banglabooks.in

একদিকের নাসারন্ধ্র হইতে সম্ভবতঃ শোণিতপাত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই রক্ত নাসাপথে না আসিয়া, স্বরনালী বা গল-কোষ কিম্বা আমাশয়ে আসিয়া পড়ে। নাকে বা মাথায় আঘাত লাগা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা কঠিন আঘাত পাওয়া, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা কাসি হেতু, নাক দিয়া রক্ত পড়ে। ঋতু বন্ধ হইয়া বা অর্শ-বলি হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া, নাসাপথ দিয়া রক্ত নির্গত হয়।

চিকিৎসা :—

ফেল্লাম-আয়ড্ ও বিচূর্ণ, বা মিলিফোলিয়াম θ, এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঘন ঘন, চাপ চাপ রক্তস্রাব হইলে, হ্যামামেলিস ১x আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও দুই তিন বিন্দু হ্যামামেলিস নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হেতু রক্তস্রাবে—অ্যাকোনাইট্ ৩x, বেলেডোনা ৩x, জেলস ৩x, বা ভিরেট্রাম-ভির ৩x। দুর্ব্বলতা হেতু হইলে, চায়না ৩—৩০। মদ্যাদি পান বা অজীর্ণতা হেতু রক্তস্রাবে, নাক্স-ভমিকা ১x—৬। পচন অবস্থায়, ল্যাকেসিস্ ৬—৩০ বা আর্সেনিক ৩—৩০। রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে বা অর্শ-বলি বন্ধ হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, পাল্‌সেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৩x, পডোফিল্লাম ৬, বা সালফার ৩০। মস্তকে বা নাকে আঘাত প্রাপ্তি হেতু নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, আর্ণিকা ৩x। থামিয়া থামিয়া ঘন ঘন রক্তস্রাব হইলে, চায়না ৬ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০। দপ্ দপ্ করিয়া মাথাব্যথা সহ রক্তস্রাবে, বেলেডোনা ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দুই এক ফোঁটা হ্যামামেলিস θ নায় লইলে, সামান্য রকমের রক্তস্রাব প্রায়ই সারিয়া থাকে। মস্তকের উপরিভাগে হস্তদ্বয় খানিক উঁচু করিয়া রাখিলে, রক্ত পড়া বন্ধ হইতে পারে। মুখ বন্ধ করিয়া নাসিকা দ্বারা যেন শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া সাধিত হয়, এবং ঘাড়ে ও নাসিকামূলে যেন ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া হয়। খাঁটি সরিষা-তৈলের নাস লওয়া, শীতল জলে স্নান করা, লঘু অথচ

banglabooks.in

পুষ্টিকর খাদ্য প্রভৃতি, হিতকর। নেসা করা বা উত্তেজক পান আহার, অতিরিক্ত পড়া শুনা বা পরিশ্রম করা, নিষিদ্ধ।

ডাক্তার হেরিং বলিয়া গিয়াছেন যে রোগীর নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগীর মঙ্গল-সাধন জন্য স্বভাবের এই ব্যবস্থা—"প্রকৃতির রক্ত মোক্ষণ-ক্রিয়া"; সুতরাং, ঐ রক্ত পড়া কোন ক্রমেই বন্ধ করা বিধেয় নয়; তবে, আঘাত হেতু রক্ত পড়িলে বা কোন কারণে খুব বেশী রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, ঔষধাদি দেয়।

নাসা-জ্বর

(POLYPUS NASI)।

নাসিকা-গহ্বরের মধ্যে রসুন বা পেঁয়াজের কোষের ন্যায় স্ফীত হওয়ার নাম "নাস্য"। ইহা এক নাকে বা দুই নাকেই হইতে পারে। নাসা হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই সর্দ্দি হয়; প্রথমে ঘাড়ে অল্প অল্প বেদনা, পরে সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, জ্বর, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে।

বেলেডোনা ১x ও **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** θ এই রোগের প্রধান ঔষধ। কেহ কেহ এই দুইটি ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে **ক্যাল্ক-কার্ব্ব** ৩ ও **মেলিলোটাস-অ্যালবা** ৩ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

ক্যাডমিয়ম-সালফ্ ৩—৩০।—দুর্গন্ধময় স্রাব, নাসিকা সঙ্কোচন করিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে।

ফস্‌ফোরাস ৩।—স্পর্শমাত্র রক্তস্রাব, নাসিকা হইতে সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণে।

সোরিণাম্ ৩০।—পুরাতন নাসাস্রাব, শীতবোধ, দুর্ব্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণে।

banglabooks.in

ফর্মিকা-রুফা ১x।—নাসিকা রোগ-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার কুপার বলেন যে নাসারন্ধ্রের অর্ব্বুদ আরোগ্য করিতে হইলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ আর নাই।

উল্লিখিত ঔষধগুলিতে ফল না পাইলে থুজা ৩০ সেবন, এবং থুজা ৩ সকালে ও বিকালে বাহ্য-প্রয়োগ বিধি। টিউক্রিয়াম ১x সেবনে ও টিউক্রিয়াম্ ৩ বাহ্য-প্রয়োগে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

অস্ত্রাদি দ্বারা নাসা ভাঙ্গা কোনমতেই উচিত নহে; তাহাতে বিশেষ বিপদ ঘটিতে পারে।

৯। রক্তসঞ্চালন-যন্ত্রের পীড়া

(DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM)।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা-নাড়ী।

বক্ষঃ-গহ্বরের মধ্যস্থলে ঠিক বুকের হাড়ের পশ্চাতে ও ফুসফুস দুটির মাঝখানে "হৃৎপিণ্ড (heart) বা কলিজা" অবস্থিত; ইহার অগ্রভাগ (apex) আমাদের শরীরের দক্ষিণদিকে, ও অধোভাগ (base) বামদিকে হেলিয়া আছে [দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য]। হৃৎপিণ্ড ফাঁপা, ইহার অভ্যন্তর সতত শোণিত দ্বারা পূর্ণ থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামভাগে যে রক্ত থাকে তাহা নির্ম্মল, দেখিতে লালবর্ণ; উহার দক্ষিণভাগে যে রক্ত থাকে তাহা দূষিত, দেখিতে কাল্‌চে বা বেগুনী রং। হৃৎপিণ্ড হইতে ছোট বড় অনেকগুলি নল (বা নাড়ী) বাহির হইয়াছে; এই নলগুলি দ্বারা হৃৎপিণ্ড শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন করে—তাই এই নলগুলির নাম "**রক্তবহা-নাড়ী** (blood-vessels)"। এই রক্তবহা-নলগুলির মধ্যে কতকগুলিকে "ধমনী", কতকগুলিকে "শিরা", ও কতকগুলিকে "কৈশিক-নল" কহে। যে নলে লালরক্ত থাকে তাহাকে "**ধমনী** (artery)", যে

banglabooks.in

নলে বেগুনী বা কাল্‌চে রক্ত থাকে তাহাকে "শিরা (vein)", ও কেশবৎ অতি সূক্ষ্ম রক্ত-নলগুলি যাহা ধমনী ও শিরাগুলিকে পরস্পরের সহিত সংযোগ বিধান করে তাহাদিগকে "কৈশিক-নাড়ী (capillaries)" বলে। "ধমনীচয়" হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে ও শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করে; "শিরা সমূহ" ফুসফুস ও দেহের অপরাংশ হইতে রক্ত পুনঃ সঞ্চালিত করিয়া আনে; এবং "কৈশিক-নাড়ী" ধমনী হইতে শিরামধ্যে রক্ত প্রবেশের সেতুস্বরূপ। প্রায় অর্দ্ধ মিনিট মধ্যেই এক বিন্দু শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া [ধমনী; কৈশিক নাড়ী; শিরা প্রভৃতি দিয়া] দেহের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃৎপিণ্ডের স্থানে ফিরিয়া আসে। রক্তের এইরূপ চলাচল-ব্যাপার (circulation of the blood) আমাদের দেহমধ্যে আজীবন অবিরাম হইতেছে।

বুকের বামদিকে হৃৎপিণ্ডের উপর হাত বা কাণ রাখিলে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-শব্দ বেশ অনুভূত হয়। এই শব্দ তালে তালে ঠিক সমানভাবে চলিতেছে; প্রথম শব্দটি একটু লম্বা তালে, দ্বিতীয়টি একটু দ্রুত তালে, ও পরক্ষণই চুপ। ইহার পরই পুনরায় সেই একই তালমানে শব্দ—ঠিক যেন "লাব্—ডাপ্", "লাব্ ডাপ", এবং পরক্ষণই বিরাম; আবার "লাব্—ডাপ্", "লাব্ ডাপ", এবং পরক্ষণই চুপ; এই ভাবে আজীবন—জাগ্রৎ নিদ্রিত সকল অবস্থাতেই দিবানিশি আমাদের হৃৎস্পন্দন নিয়ত হইতেছে।

অকস্মাৎ যদি শরীরের কোন "ধমনী" কাটিয়া যায়, তাহা হইলে লালবর্ণ রক্তপ্রবাহ সমভাবে নির্গত না হইয়া ফিন্‌কি দিয়া বা তীরবেগে ঝলকে-ঝলকে বাহির হইতে থাকে; এই ঝলকে-ঝলকে বাহির হওয়ার একটা মাত্রা আছে—উহা হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন সদৃশ। কিন্তু যদি কোন "শিরা" কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাল্‌চে রক্তপ্রবাহ ফিন্‌কি দিয়া বা তীর বেগে ঝলকে-ঝলকে বাহির না হইয়া ধীরে ধীরে সমানভাবে গড়াইয়া পড়ে বা ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতে থাকে; ইহার কারণ এই যে ধমনীর সহিত হৃৎস্পন্দনের যোগ রহিয়াছে, কিন্তু শিরার সহিত হৃৎস্পন্দনের কোন যোগ নাই।

banglabooks.in

ধমনীর স্পন্দন বা গতি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের অনুরূপ; ঝলকে-ঝলকে রক্তপ্রবাহ যেমন ধমনীতে সঞ্চালিত হয়, ধমনীরও স্পন্দন তেমনি হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনবৎ হইতে থাকে; সুতরাং ধমনীতে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা হইতেই হৃৎপিণ্ডের যথাযথ অবস্থা (অর্থাৎ হৃৎস্পন্দনের ফলাফল) বেশ বুঝিতে পারা যায়। হাতের কব্জীতে, পায়ের গাঁইটে, গলায়, কপালের রগে, বা ত্বকের অতি-সন্নিকট যে কোন ধমনী স্পর্শ করিলেই, তথাকার ধমনীর (বা নাড়ীর) স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। চিকিৎসক সচরাচর রোগীর মণিবন্ধে (বা হাতের কব্জীতে) ধমনীর স্পন্দন অনুভব করেন, ইহারই নাম "নাড়ী-দেখা" বা "হাত-দেখা"।

নাড়ী

(PULSE)।

নাড়ীর বিবিধ অবস্থা।

নাড়ী-পরীক্ষা।—পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে "নাড়ী দেখা"র বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। মণিবন্ধের (অর্থাৎ হাতের কব্জীর) কাছে করাস্থির পার্শ্বস্থিত যে ধমনীর ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়, সেই ধমনীকে লোকে সাধারণতঃ "নাড়ী (pulse)" বলে। সকলেই জানেন যে, রোগনির্ণয়ার্থ নাড়ী-পরীক্ষা নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু বহুকালের অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস ব্যতীত, কাহারও প্রকৃত নাড়ী-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রোগীর অঙ্গুষ্ঠের সমসূত্রে মণিবন্ধ স্পর্শ করিলেই, "নাড়ীস্পন্দন" অনুভূত হয়। তিনটি অঙ্গুলী দ্বারা মণিবন্ধ একটু চাপিয়া অতি সাবধানে নাড়ী দেখিতে হয় *; নাড়ী-পরীক্ষাকালে রোগীর হাতের

---

* নাড়ী-পরীক্ষার প্রণালী "নাড়ী-প্রকাশ" গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—নাড়ী পরীক্ষাকালে পরীক্ষক স্বীয় বামকরে রোগীর কনুই-মধ্যস্থিত নাড়ীটি আপীড়ন করিয়া (রোগীর) পরীক্ষণীয় হস্তটি বজ্ররূপে ধারণ পূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা

banglabooks.in

কোন জায়গা যেন চাপা না পড়ে বা বন্ধ না হয়। নাড়ী-পরীক্ষার সময়ে—নাড়ীর গতি (বা প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন-সংখ্যা), স্পন্দনের ধারা (অর্থাৎ একটি স্পন্দনের পর অপর স্পন্দনটি ঠিক নিয়মিতরূপে ঘটে কি না), নাড়ী পূর্ণ কঠিন কোমল স্থূল সূক্ষ্ম কম্পমান সবিরাম বা লুপ্ত হওয়া প্রভৃতি—নাড়ীর বিবিধ অবস্থার প্রতি যেন চিকিৎসকমহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

বিভিন্ন অবস্থার নাড়ী।—পরীক্ষকের অঙ্গুলীস্পর্শে রোগীর নাড়ী "মোটা" অনুভূত হইলে, তাহাকে "**পূর্ণ** (full) নাড়ী" বলে; "বেশী মোটা" বোধ হইলে, তাহাকে "**স্থূল** (large) নাড়ী" বলে; "সরু" বোধ হইলে, "**সূক্ষ্ম** বা ক্ষুদ্র (small) নাড়ী"; "বেশী সরু" (অর্থাৎ সূতার মত সরু) বোধ হইলে, "**সূত্রবৎ** (thready) নাড়ী"; "শক্ত" বোধ হইলে, "**কঠিন** (hard) নাড়ী"; "নরম" বোধ হইলে, "**কোমল** (soft) নাড়ী"; "সবল" বোধ হইলে, "**বলবতী** (strong) নাড়ী"; "দুর্ব্বল" বোধ হইলে, "**ক্ষীণা** (weak) নাড়ী"; মণিবন্ধে নাড়ী মোটেই অনুভূত না হইলে, তাহাকে "**লুপ্ত** (pulseless) নাড়ী"; অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলেই নাড়ীর স্পন্দন "স্থগিত" হইলে, "**সঙ্কোচনীয়** বা **চাপ্য** (compressible) নাড়ী"; অঙ্গুলী দ্বারা চাপ দিলেও নাড়ীর স্পন্দন স্থগিত না হইয়া "চলিতে" থাকিলে, "**অসঙ্কোচনীয়** বা **দুশ্চাপ্য** (incompressible) নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন "দ্রুত" বোধ হইলে, "**দ্রুত** (quick) নাড়ী"; নাড়ীর স্পন্দন "ধীরে ধীরে" হইতে থাকিলে, "**মৃদু** বা **ধীর** (slow)

ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় দ্বারা, রোগীর অঙ্গুষ্ঠ-মূলের অধোভাগে যে ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে তাহার প্রান্তভাগ হইতে দুই অঙ্গুলী (অর্থাৎ দুইটি যবের যত দৈর্ঘ্য ততটা) পরিমাণ স্থলে নাড়ী পরীক্ষা করিবেন।

আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা ভাল রকম নাড়ী-জ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে আমরা কণাদ-ঋষি প্রণীত "নাড়ী-বিজ্ঞানম্" ও শঙ্কর সেন কৃত "নাড়ী-প্রকাশম্" এই গ্রন্থদ্বয় অভিনিবেশ সহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

banglabooks.in

নাড়ী" ; নাড়ীর স্পন্দন গতি "একভাবে" হইতে থাকিলে, "**সমভাব** বিশিষ্ট (uniform বা regular) নাড়ী" ; নাড়ীর স্পন্দন গতি "**একভাব**" না হইতে থাকিলে, "**অসম** (irregular) নাড়ী" ; নাড়ী চলিতে চলিতে সহসা ক্ষণকালের জন্য উহার গতি স্থগিত হইলে, "**সবিরাম** (intermittent) নাড়ী" ; নাড়ী ঝাঁকি মারিয়া উঠিলে (অর্থাৎ চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে সজোরে ধাক্কা মারিলে), উহাকে "**উৎক্ষেপযুক্ত** বা **উল্লম্ফ-শীল** (jerking) নাড়ী" ; অঙ্গুলী স্পর্শে রোগীর নাড়ী "কাঁপিতেছে" বোধ হইলে, "**কম্পমান** (tremulous) নাড়ী" ; চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে "দুই দুই বার নাড়ীর প্রতিঘাত" অনুভূত হইলে, উহাকে "**দ্বিগুণিত-স্পন্দন-শীল** (dicrotic) নাড়ী" কহে।

সুস্থ ও রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ।

সুস্থনাড়ী।—সুস্থাবস্থায় আমাদের নাড়ী কতকটা **পূর্ণ** (moderately full), **সমভাব বিশিষ্ট** (uniform), ও **মৃদু** অর্থাৎ অঙ্গুলির নিম্নদেশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় (swelling slowly under the fingers)। রমণীর ও শিশুর নাড়ী পুরুষের নাড়ী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও বেশী দ্রুত ; বৃদ্ধবয়সের নাড়ী কঠিন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নাড়ী স্পন্দন প্রতি মিনিটে প্রায় এইরূপ হয় :—জন্মকালে, ১৪০ ; অতি শিশুকালে, ১২৫ ; বাল্যকালে, ১০০ ; যৌবনে, ৯০ ; প্রৌঢ়াবস্থায়, ৭৫ ; বার্দ্ধক্যে, ৭০ ; অতি বার্দ্ধক্যে ৮০ [২২ পৃষ্ঠায় "নাড়ী স্পন্দন" দ্রষ্টব্য]।

রুগ্ন-নাড়ী।—সুস্থাবস্থায় নাড়ী যেরূপ পূর্ণ মৃদু ও সমভাব বিশিষ্ট থাকে ; তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই, "নাড়ী বিকৃত বা রুগ্ন" হইয়াছে বুঝিতে হইবে [পরবর্ত্তী অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

banglabooks.in

নাড়ীর বিবিধ অবস্থাজ্ঞাপক রোগ ও ঔষধ।

পূর্ব্ব অণুচ্ছেদে রুগ্ন-নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে। পীড়িত হইলে, রোগীর নাড়ী বিকৃত হয় (অর্থাৎ নাড়ীর গতি আয়তনাদির পরিবর্ত্তন ঘটে)। রুগ্ন-নাড়ীর কয়েকটি উপসর্গ ও উহাদের ঔষধ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাড়ীর অবস্থাজ্ঞাপক রোগাদি।—নাড়ী দ্রুত পূর্ণ ও কঠিন হইলে, রোগীর জ্বর বা প্রদাহ হইয়াছে বুঝিতে হয়; কিন্তু নাড়ী অতি দ্রুত ও ক্ষুদ্র হইলে, রোগীর দৌর্ব্বল্য বুঝায়। পূর্ণ নাড়ী, তরুণ রোগের বা রক্তাধিক্যের পরিচায়ক। দুর্ব্বল-নাড়ী, রক্তাল্পতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ দৌর্ব্বল্য জ্ঞাপক। অনিয়মিত-নাড়ী বা কম্পমান-নাড়ী অথবা নাড়ী যদি চিকিৎসকের করাঙ্গুলীতে দ্রুত ও সজোরে ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে রোগীর হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নাড়ী সবিরাম হইলে (অর্থাৎ নাড়ী চলিতে চলিতে সহসা ক্ষণকাল জন্য থামিয়া গেলে), অজীর্ণতা বা হৃৎপিণ্ডের রোগ অথবা অত্যধিক ধূমপান বা চা-পান জনিত অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হয়। নাড়ীর দ্বিগুণিত স্পন্দনে (অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে নাড়ীর "স্থূল" ও "ক্ষুদ্র" স্পন্দন চিকিৎসকের অঙ্গুলীতে অনুভূত হইলে), রোগীর সন্নিপাত-বিকার বা অত্যুত্তাপযুক্ত কোন উৎকট জ্বর-রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কম্পমান-নাড়ী, রোগীর নিতান্ত অবসন্ন বা সঙ্কটাপন্ন অবস্থার পরিচায়ক। নাড়ী সূত্রবৎ চলিলে, রোগীর ওলাউঠা রক্তস্রাব বা কোন দ্রুত বলক্ষয়কর পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হয়। আহারের অব্যবহিত পরই বা সন্ধ্যাকালে রোগীর নাড়ীর স্পন্দন-গতি বৃদ্ধি হইলে, যক্ষ্মা বা ক্ষয়-জ্বর (hectic-fever) জ্ঞাপক।

রুগ্ন-নাড়ীর কয়েকটি প্রধান ঔষধ :—

অ্যাকোনাইট—নাড়ী দ্রুত, কঠিন, ও বলবতী।

আর্সেনিক—নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সূত্রবৎ সবিরাম।

banglabooks.in

অক্সাম-মেট—নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ, অসম।

অ্যাণ্টিম-টার্ট—নাড়ী-স্পন্দন শ্রুতিগোচর (audible) হইলে।

অ্যাসিড্-পিক্সুল—নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, ক্ষীণা; নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় ঘাত ক্ষণকাল জন্য বিরত হইলে (intermits every third beat)।

ব্যাপিটিসিয়া—চাপ্য নাড়ী।

কলড্রিকাম—সূত্রবৎ নাড়ী।

ক্রোটেলাস—সূত্রবৎ নাড়ী।

জেলসিমিয়াম—কোমল ক্ষীণা বিচলিত নাড়ী।

গ্লোনয়িন্—নাড়ী কঠিন; নাড়ীর প্রত্যেক ঘাত (beat) মস্তকে অনুভূত হইলে।

ডিজিটেলিস—নাড়ী অসম, ক্ষুদ্র, সবিরাম; সোজা (erect) হইলেই রোগ বাড়ে।

স্কিকেলি—নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সঙ্কুচিত, সবিরাম।

ভিরেটাম-ভিরর (২x)—নাড়ী পূর্ণ, ধীর, লৌহবৎ কঠিন; অথবা দ্রুত, ক্ষীণ, সূত্রবৎ।

লরো সিরেসাস—নাড়ী অতি ধীর।

ল্যাটিগাস (θ)—নাড়ী চঞ্চল, অসম, সবিরাম।

ফসফোরাস—নাড়ী তার।

নাড়ী-স্পন্দন

(BEAT)।

নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ যথা :—

নাড়ী পূর্ণ ও অতি বলবতী—অ্যাকোনাইট, অরাম, বেলেডোনা, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম-ভিরি।

banglabooks.in

নাড়ী সবিরাম—কার্ব্বো-ভেজ, ক্র্যাটিগাস্, ডিজি, আইবেরিস, মার্ক, সিকেলি, লাইকো, নেট্রাম-মিয়ুর, স্পাই, ভিরে-ভির, ক্র্যাটিগাস্ θ।

নাড়ী (প্রত্যেক তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ বা সপ্তম স্পন্দন অনুভূত না হইলে)—মিয়ুর-অ্যাসিড্, ডিজি।

নাড়ী অসম—আর্ণিকা, আর্স, অরাম, ক্যাক্টাস্, ক্র্যাটিগাস, ডিজি, হাইড্রোসি-অ্যাসিড্, আইবেরিস, ল্যাকে, লাইকো, ন্যাজা, ফস্-অ্যাসিড্, নেট্রাম-মিয়ুর, স্পাই, টেব্যাকাম, ভিরে ভির)।

নাড়ী দ্রুত—অ্যাকোন, অ্যান্টিম-টার্ট, বেল, জেলস্, আইবেরিস, লাইকো, ন্যাজা, ফস্, ডিজি, ক্র্যাটিগাস্।

নাড়ী দ্রুত (প্রাতঃকালে মাত্র)—আর্সেনিক, সালফার।

নাড়ী ধীরগতি—ক্যাম্ফার θ, ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা ১x, জেলস্, ডিজি।

নাড়ী (পর্য্যায়ক্রমে দ্রুত ও ধীর-গতি হইলে)—জেলস্, ডিজি।

নাড়ী কোমল বা চাপ্য—আর্স, জেলস্, ফস্, ভিরে-ভির, ফেরাম-ফস্।

নাড়ী কঠিন বা দুশ্চাপ্য—অ্যাকোন, বেল, ব্রায়ো, হায়স, ষ্ট্র্যামো, বার্ব্বেরিস, চেলি, অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যাম্থা, ক্যাক্টাস, সাইনা, চায়না, ডিজি, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, সাল্ফ্, নাক্স-ভ, ফস্, সিপিয়া, সিলিকা।

নাড়ী ক্ষীণ, চঞ্চল লুপ্তপ্রায় বা সূত্রবৎ—আর্স, অরাম, ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফার θ, ডিজি, জেলস্, হাইড্রো-অ্যাসিড্, লরো, ল্যাকে, ফস, ফস্-অ্যাসিড্, মিয়ুর-অ্যাসিড্, স্পাই, ভিরে-অ্যাব, ভিরে-ভির, ফেরাম-মেট।

নাড়ী উৎক্ষেপযুক্ত—অ্যাকোন, আর্ণিকা, অরাম, প্লাম্বাম।

নাড়ী কম্পমান—অ্যান্টিম-টার্ট, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, স্পাই, আর্স, সাইক্লিউটা, রাস-টক্স, সিপিয়া, হেলে, স্যাবাইনা, বেল, জেলস্।

banglabooks.in

নাড়ী দ্বিগুণিত স্পন্দন—ফস, ট্র্যামো, গ্রাফাম, অ্যাগার, বেল।

নাড়ী লুপ্ত—কার্ব্বো-ভেজ, কিউপ্রাম, ভিরে-আব, ওপি, কলচি, সিকেলি, মার্ক, ন্যাজা, আর্স, সিলিকা, ক্যাম্থারিস, ইপি, টেব্যা, ট্র্যামো, ফস, রাস-টক্স, ফস-অ্যাসিড, ক্যাক্টাস।

নাড়ী স্পন্দন হৃৎস্পন্দন অপেক্ষা মৃদুতর হইলে—ডিজি, লরো, সিকেলি, ভিরে-আব, হেলে, ক্যানাবিস্-স্যাটাইভা, অ্যাগার, ডাল্‌কে।

উক্ত ঔষধগুলি সচরাচর ৩x—৬ ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

হৃৎবৃদ্ধি

(HYPERTROPHY OF THE HEART)।

হৃৎপিণ্ডের আকার কতকটা আতাফলের ন্যায়। কিন্তু হৃৎবৃদ্ধি পীড়ায়, ইহা বর্দ্ধিত হয়; হৃৎপিণ্ড বাড়িলে, সুগোল ও ভারী হয়, এবং পেশী সকল পুরু হইয়া উঠে। অপরিমিত পরিশ্রম ব্যায়ামাদি বশতঃ রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার অবরোধ হইলে, এই পীড়া জন্মে।

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবতী হইয়া সশব্দে স্পন্দিত হইতে থাকে; বুক ধড়্-ফড়্ করে ও এক প্রকার যাতনা অনুভূত হয়; গলা কুট্-কুট্‌বা খুস্-খুস্ করিয়া কাসি; পরিশ্রম করিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের পার্শ্বদেশ স্ফীত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা হিতকর।

চিকিৎসা।—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত ও দ্রুত; বামপার্শ্বে বেদনা; নাড়ী তীক্ষ্ণ ও দ্রুত; শ্বাসকষ্ট লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩। হৃৎপিণ্ডের পেশীর দুর্ব্বলতা; মাথা ঘোরা; মূর্চ্ছাভাব; পরিশ্রম করিলে শ্বাসকষ্ট ও হৃৎকম্প, এবং বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা লক্ষণে, ডিজিটেলিস ৩।

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; লুপ্তপ্রায় নাড়ী; শারীরিক অবসন্নতা; শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট, সে কারণে রোগী শয়ন করিতে বা কথা কহিতে পারেন না; নিদ্রা হয় না; পাদ-শোথ; হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ; হৃৎস্পন্দন ও হৃৎশূল হইলে, ক্যাক্টাস্ ১x। নৌকায় দাঁড়বাহক ও যাহারা মুদ্গরাদি ভাঁজিয়া ব্যায়াম করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুশূলে ও পেশীশূলে এবং হৃদ্‌দৌর্ব্বল্যে, আণিকা ৬। অন্যান্য ঔষধ—আর্সেনিক ৬, স্পাইজিলিয়া ৬।

হৃৎশূল

(ANGINA PECTORIS)।

ক্ষীণ ও রুগ্ন হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বশতঃ বক্ষোবেদনা হয়, তাহাকে হৃৎশূল বলে। বক্ষের মধ্যস্থলে সহসা তীব্র বেদনা হয়, এবং পরে সেই বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে ক্রমে চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হয়। ক্রমে বেদনা এত অধিক হয় যে, শ্বাসপ্রশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট হইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। কিয়ৎকাল বেদনা মৃদুভাবে থাকিয়া পুনরায় তীব্র বেগে আক্রমণ করে। অতিশয় অস্থিরতা ও মানসিক চাঞ্চল্য; মৃত্যুভয়; মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম; কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেও সন ঘন কম্প ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।—ক্ষীণ ও বিষম গতি-বিশিষ্ট-নাড়ী; দুর্ব্বলতা সহকারে অতিশয় শ্বাসকষ্ট ও মৃত্যুভয়; মুখমণ্ডল মলিন; চক্ষু কোটরাবিষ্ট লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। রক্তপ্রধান ব্যক্তিদিগের তরুণ হৃৎশূলে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x—৩০। বুক ধড়ফড়ানি (গলদেশ মধ্যে অধিকতর অনুভূতি), নাড়ীপূর্ণ, রাত্রিতে অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। অধিক পরিমাণে বারম্বার হৃৎস্পন্দন; মূর্চ্ছাবেশ; অতিশয় ব্যাকুলতা ও ক্ষীণ নাড়ী হইলে, অ্যাসিড্-হাইড্রো ৩। হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ; মনে হয় যেন কেহ লৌহময় হস্ত দ্বারা হৃৎপিণ্ড

banglabooks.in

চাপিয়া ধরিয়া আছে, লক্ষণে ক্যাক্টাস ১x। পাকস্থলীর ক্রিয়াবৈষম্য হেতু হৃৎশূলে, নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, দ্রুত-নাড়ী, হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট লক্ষণে, ক্রাটিগাস্ ৸ (৫ হইতে ১০ ফোঁটা মাত্রায়) ব্যবস্থা।

হৃৎস্পন্দন

(PALPITATION OF THE HEART)।

সুস্থ শরীরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সমভাবেই সাধিত হয়। অন্যথায় কোনরূপ পীড়া হইয়াছে, অনুমান করিতে হইবে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা; রক্ত-প্রধান ধাতু; অতিশয় মানসিক চিন্তা; অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম; গুল্মবায়ু; অধিক পরিমাণে শারীরিক স্রাব-নিঃসরণ; ভয়; শোক; রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য; অতি মৈথুন; অপরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন; দুর্দ্দমনীয় অম্লরোগ পীড়া প্রভৃতি হইতে হৃৎস্পন্দন পীড়া হইতে পারে। পৃষ্ঠা ২১৮ ও ২১৯ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা।—হৃৎস্পন্দন উপস্থিত হইলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই ক্রাটিগ্যাস্ θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুই তিনবার সেবন করান বিধেয়; বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি বা নিস্পন্দতা, শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর গতি অনিয়মিত অঙ্গুলি শীতল, রক্তহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। ক্রাটিগ্যাস্ বিফল হইলে, আইবেরিস θ দুই তিন ফোঁটা প্রতি মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেবন করিলে উপকার দর্শে (বিশেষতঃ যকৃৎ দোষ থাকিলে)। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত ও লালবর্ণ, হস্ত পদের অবশতা; ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস; সামান্য উত্তেজনাতেই হৃৎকম্প; মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইয়াছে প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৬। হৃৎপিণ্ডে বেদনা বশতঃ বক্ষঃস্থলে যাতনা; আরক্ত মুখমণ্ডল ও শিরঃপীড়া, বেলেডোনা ৩।

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কখনও দ্রুত, কখনও বা বন্ধ, নড়িলে বা শয়ন করিলে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ হইবে; অত্যন্ত অস্থিরতা; অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অতিশয় মানসিক উত্তেজনা বশতঃ হৃৎস্পন্দনে, ডিজিটেলিস ৩—৩০। মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ড কেহ নাড়িয়া দিতেছে বা চাপিয়া ধরিয়াছে, অথবা প্রবল বেগে লাফাইতেছে; সর্ব্বদাই হৃৎপিণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া নড়িতে থাকে; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে বা বিচরণে বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যাক্টাস ৩x। সময়ে সময়ে শ্বাসরোধ হইয়া মূর্চ্ছাবেশ, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল নাড়ী; বামপার্শ্বে সূচফুটান ন্যায় বেদনা; বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সকল সময়ে একভাবে হয় না (কখন দ্রুত, কখন বা মৃদু প্রভৃতি) লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৩০। বেশী আনন্দের পর হৃৎস্পন্দনে, কফিয়া ৬। ক্রোধ জনিত বুক ধড়-ফড় করিলে, ক্যামোমিলা ৬। ভয় হেতু হৃৎকম্পে, ওপিয়াম ৬। পরিপাক না হওয়া হেতু হৃৎস্পন্দনে, নাক্স-ভ ৬ (পুরুষের পক্ষে) ও পালসেটিলা ৬ (স্ত্রীলোকের পক্ষে)। দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎস্পন্দনে (বিশেষতঃ বৃদ্ধলোকদিগের), অরাম-মেট্ ৬x—২০০। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎপিণ্ডের পীড়া ও সেই সঙ্গে বারম্বার মূত্রত্যাগ লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬ বা ৩০। হৃৎপিণ্ডে বেদনা; হৃৎপিণ্ডে বাত; হৃৎপিণ্ড হইতে হস্ত বা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বেদনা; হৃৎকম্পন লক্ষণে, স্পাইজিলিয়া ৩। বাতব্যাধি বা ধূমপান হেতু হৃৎপিণ্ডে যাতনায়, ক্যাল্‌মিয়া-ল্যাট্ ৩। কঠিন পরিশ্রম হেতু বুক ধড়-ফড় করিলে, আর্ণিকা ৩। উদ্বেগ ও দুর্ব্বলতাসহ হৃৎস্পন্দন; রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া অনিয়মিত; শ্বাস গ্রহণকালে হৃৎপিণ্ডে দারুণ বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণে ক্যাক্টেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কঠিন পরিশ্রম (শারীরিক বা মানসিক), অত্যধিক আহার, উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন, নিষিদ্ধ। অজীর্ণ রোগ বশতঃ এই পীড়া হইলে, পেটের গোলযোগ যাহাতে ভাল হয় সেই বিষয়ে প্রথমে লক্ষ্য রাখিতে হইবে ("অজীর্ণ" রোগ দ্রষ্টব্য)। পীড়ার আক্রমণকালে (বিশেষতঃ হিষ্টিরিয়া জনিত বা জননেন্দ্রিয়ের

banglabooks.in

বিপর্য্যয় ঘটিত হইলে) গরম জলে রোগীর পা ধোয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য, মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ, নিয়মিত সময় আহার নিদ্রা, ও (সহ্য হইলে) প্রত্যহ স্নান বিধেয়।

হৃৎপিণ্ডের বাত

(RHEUMATISM OF THE HEART)।

এই পীড়ায় রোগী বামপার্শ্বে বেদনা বা ভারবোধ করেন, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে পারেন না ; নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় ; নাড়ী ক্ষীণ ও সঙ্কুচিত হয়। এই রোগ বড় কঠিন, পুরাতন হইলে বড়ই কষ্টপ্রদ হয়, ও প্রায়ই সারে না।

সিমিসিফিউগা ৩x, আর্সেনিক ৩x, রাস-টক্স ৬, ক্র্যাটিগাস θ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

মূর্চ্ছা

(SYNCOPE OR FAINTING)।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু কোন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে অজ্ঞান হইয়া পড়েন ; সাধারণতঃ ইহাকেই "মূর্চ্ছা" বলিয়া থাকে। অতিশয় দুর্ব্বলতা, রসরক্তাদি ধাতুর ক্ষয়, ভয়, মানসিক বিকার, হঠাৎ হর্ষ বা বিষাদ অথবা শোক প্রভৃতি কারণে, মূর্চ্ছা হইতে পারে।

চিকিৎসা।—মূর্চ্ছা হইবামাত্র রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কপালে শীতল জল সিঞ্চন পূর্ব্বক "স্মেলিং-সল্ট" কিম্বা ক্যাম্ফার বা মৃগনাভী রোগীর নাকের নিকট ধরিবে ; এবং মস্কাস ৩ ঘন ঘন সেবন করাইবে। রোগীর গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে লক্ষণ বিশেষে পর পৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিলে, রোগের পুনরাক্রমণ আশঙ্কা থাকিবে না এবং সত্বর চৈতন্য হইবে :—

banglabooks.in

হঠাৎ মানসিক-বিকার বা ভয়জনিত মূর্চ্ছা হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x বা ওপিয়াম ৩০; রোগী নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০ বা অ্যামন-কার্ব্ব ৬; রস রক্তাদি ধাতুক্ষয় জন্য পীড়ায়, চায়না ৬; শারীরিক দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতায়, আর্সেনিক ৩০; সর্ব্বশরীর শীতল, হস্ত ও পদতলে ঘর্ম্মসহ দুর্ব্বলতা হেতু মূর্চ্ছায়, ভিরেট্রাম-ভির ৩x; বায়ুপ্রধান দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নাক্স-মস্কেটা ৩x; এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-বিকার-জনিত-মূর্চ্ছা রোগে, ডিজিটেলিস ৬।

"আকস্মিক দুর্ঘটনা"-অধ্যায়ে "মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা" দ্রষ্টব্য।

ধমনীর রোগ

(DISEASES OF THE ARTERIES)।

কোন ধমনীর প্রাচীর প্রদাহিত হওয়ার নাম "ধমনীপ্রদাহ"।

ধমনী-প্রদাহ (arteritis)।—ধমনীর প্রদাহ তরুণ অবস্থায় রোগী প্রায় টের পান না; সুতরাং চিকিৎসিত হইবার জন্য ডাক্তার ডাকেন না। তরুণ-প্রদাহে ডাঃ হিউজ্ অ্যাকোনাইট নিম্নক্রম ঘন ঘন দিতে পরামর্শ দেন।

প্রদাহের পুরাতন অবস্থায় ধমনী-প্রাচীরের স্তরগুলি উপাস্থি (cartilage) বৎ কঠিন বা ঘনীভূত হয়; ইহার পরিণাম কখন **ধমনী-প্রাচীরের মেদাপজনন** (atheroma) এবং কখনও বা **ধমনীর প্রসারণ** (অর্থাৎ অর্ব্বুদ হওয়া)।

(ক) **ধমনী-প্রাচীরের মেদাপজনন** (atheroma)।—রুগ্ন ধমনীটি শক্ত বক্র স্থূল ও ভঙ্গপ্রবণ হওয়া, এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। ইহা বৃদ্ধ বয়সের রোগ; এই রোগ জনিত নাড়ী ক্ষীণ হইয়া হৃৎশূল, শ্বাস, মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ, পচন প্রভৃতি উপসর্গ ঘটিতে পারে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—পীড়া হইয়াছে সন্দেহ হইবামাত্র ফস্ফোরাস ৩ দিতে হয়। ফস্ফোরাস বিফল হইলে, ভ্যানাডিয়াম্ ৬—১২ ব্যবস্থা। মরাম ৬x, শ্বাস কষ্ট থাকিলে; পচনাবস্থায় সিকেলি ৩, ফেরাম-ফস ২x, এবং ল্যাকেসিস্ ৬। প্লাম্বাম্ ৬ পরীক্ষণীয়।

(খ) **ধমনীর-অর্ব্বুদ** (aneurism)।—ধমনীর প্রসারণ হেতু ধমনীতে (বিশেষতঃ উরুর ধমনীতে) রক্ত পূর্ণ অর্ব্বুদ জন্মে। প্রথমে অর্ব্বুদের রক্ত তরল থাকে ও স্পন্দিত হয়; পরে ঐ রক্ত সংযত হইয়া পুস্তকের পত্রবৎ বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে অবস্থিতি করে। প্রথম অবস্থায় অর্ব্বুদের উর্দ্ধদিকে ধমনীর উপর চাপ দিলে, স্পন্দন নিবৃত্ত হয়; ও নিম্নদিকে চাপ দিলে, স্পন্দন বাড়িতে থাকে। উপদংশ সুরাপান গ্রন্থিবাত অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে; ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স মধ্যেই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে; স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের এই রোগ বেশী হইতে দেখা যায়। ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৩x (প্রতি মাত্রায় পাঁচ গ্রেণ) ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর্স-আয়ড্ ৩x, ক্যাল্ক্-ফস্ ২x, কেলি-আয়ড্ θ, ক্র্যাটিগাস্ θ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। শান্তিত অবস্থা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম পরিহার, প্রত্যহ এক পোয়া মাত্র তরল পানীয় ও ছয় ছটাক মাত্র অদ্রব আহার্য্য অবলম্বন প্রভৃতি আনুষঙ্গিক চিকিৎসাও নিতান্ত আবশ্যক।

বলা বাহুল্য "ধমনী-প্রদাহ" অতি উৎকট রোগ, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে রোগীকে রাখা উচিত।

শিরার রোগ

(DISEASES OF THE VEINS)।

১। **শিরা-প্রদাহ** (Phlebitis)—হৃৎপিণ্ড ফুস্ফুস্ প্রভৃতি শারীরিক-যন্ত্রের প্রদাহ হইলে, সেই সেই যন্ত্রের শিরাগুলিও প্রদাহিত হয়

banglabooks.in

(অর্থাৎ শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে, লাল হয়, ও যন্ত্রণা হইতে থাকে)। আঘাত লাগা, বিষাক্ত-ক্ষত, বিসর্প, পূয, অস্থি-প্রদাহ প্রভৃতি কারণেও শিরার প্রদাহ হয়। তরুণ প্রদাহে, হ্যামামেলিস্ θ (আটগুণ জলসহ) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ। প্রসবের পর শিরা-প্রদাহে, পাল্‌স্ ৩ সেবন ও হ্যামামেলিস্ θ ঐরূপে জলপটি। ভ্রমণ বা আঘাতজনিত শিরা-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ (বিশগুণ জলসহ) জলপটি। রক্ত দূষিত হইয়া শিরা-প্রদাহ হইলে,—আর্স ৬ বা ল্যাকেসিস ৩০, অথবা পাইরোজেন ৬ সেবন; এবং ল্যাকেসিস ৬ (চারিগুণ জলসহ মিশাইয়া) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ।

২। **বর্দ্ধিত-শিরা** (varicose veins, varicocele, &c.)।—হাত, পা, মলদ্বার, অণ্ডকোষ প্রভৃতির শিরাগুলি রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হেতু ফুলিয়া উঠে ও মোটা হয়; আঙ্গুল দিয়া টিপিলে ঐ বর্দ্ধিত শিরাসমূহ স্তূপাকার কৃমি তুল্য, বা বক্রভাবে অবস্থিত সর্পবৎ অনুভূত হয়। তরুণ রোগে, হ্যামামেলিস্ ৩ সেবন ও হ্যামামেলিস θ (আটগুণ জলসহ) জলপটি বাহ্যপ্রয়োগ। রোগ পুরাতন হইলে, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ৩। অত্যন্ত যাতনা হইলে, পাল্‌স্ ৩। ফেরাম-ফস্ ৬x চূর্ণ, প্ল্যাম্বাম্ ৬, আর্ণিকা ৩, আর্স ৬, ল্যাকেসিস ৩০, বেল ৩, ফর্মিকা ৩x, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। মোজা ও রবারের ব্যাণ্ডেজ কখন কখন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়।

সমবরোধন

(EMBOLISM AND THROMBOSIS)।

এক খণ্ড জমাট-রক্ত (clot of blood) বা অপর কোন পদার্থ (যথা তন্তু-কণা, অস্থি-মজ্জার মেদাণু, "পচা"-রোগের অংশ, ধমনী-অর্ব্বুদের চ্যুত খণ্ড) শরীরের শোণিত-স্রোতে কোন ধমনী বা অপর কোন রক্তবহা-

banglabooks.in

নাড়ী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ হইয়া দেহের রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার অবরোধন বা প্রতিবন্ধক জন্মায়, এই অবরোধনের নাম রক্তবহা-নাড়ীর **সমবরোধন** (embolism)। আর, কোন জমাট-রক্তখণ্ড যদি হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক ধমনী শিরা বা শরীরের অপর কোন **রক্ত-বহা** স্থানে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই অবরোধকে "তত্তৎ স্থানের **সমবরোধন** (Thrombosis)" কহে। এই উভয়বিধ সমবরোধনই অতি সঙ্কটাপন্ন রোগ—ওলাউঠা সান্নিপাত-বিকার প্রভৃতি রোগে সমবরোধন ঘটিয়া অকস্মাৎ রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়। উভয় রোগেরই পরিণাম প্রায়ই একরূপ।

যে ধমনীতে এই সমবরোধন ঘটে, তাহার চারি ভিতের কৈশিক-নাড়ী-সমূহ (Capillaries) মধ্যে রক্ত জমিয়া মোচাগ্রবৎ দেখায়। মস্তিষ্কের সমবরোধনে, সন্ন্যাসাদি রোগ জন্মে; কৈশিক-নাড়ীচয় (Capillaries) মধ্যে রক্তচাপ আবদ্ধ হইলে, আনর্ত্তন বা তাণ্ডব রোগ (St. Vitus's dance) হইতে পারে; হৃৎপিণ্ড মধ্যে সমবরোধন হইলে, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়া রোগীর অচিরাৎ প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

চিকিৎসা—ক্যাল্ক-আর্স ৬x বিচূর্ণ এই উভয় রোগেরই বোধ হয় প্রধান ঔষধ। এপিস ৩, ওপিয়াম ৩x—৩০, কেলি-মিয়ুর ৩ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

গলগণ্ড

(GOITRE)।

গল-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিকে গলগণ্ড বলে। ইহাতে জ্বর বা প্রদাহ প্রভৃতি কোন উপসর্গ থাকে না। তবে গ্রন্থির অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে, ঢোঁক গিলিতে কিম্বা শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হইতে পারে।

banglabooks.in

স্ত্রীলোকের জরায়ু দোষেও, এই রোগ জন্মিতে পারে। যে দেশের জলে ম্যাগ্নেসিয়াম্ লাইম্-ষ্টোন্ প্রভৃতি লবণাদি অতিমাত্রায় মিশ্রিত আছে, সেই দেশে এই রোগ বিশেষভাবে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ থাইরয়ডিন্ ৩০ এই রোগের প্রধান ঔষধ; ইহা দিনে দুইবার সেবন বিধি, তিন চারি দিন ব্যবহারের পর বন্ধ রাখিয়া ঔষধের ফল প্রতীক্ষা করিতে হইবে; যদি সপ্তাহ মধ্যে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে আবার দুই তিন দিন সেবনের পর ঔষধ বন্ধ করিতে হইবে। তরুণ ও কোমল গলগণ্ডে, আয়োডিয়ম θ বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। স্পঞ্জিয়া ৩, ও আয়োডিয়ম ৬১ এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ সাণ্ডস্-মিলস এক মাত্র আয়োডিয়ম ৬x প্রয়োগে বহুরোগীকে নীরোগ করিয়াছেন। তিনি আয়োডিয়মকে গলগণ্ডের অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া মনে করেন। গলগণ্ডের সামান্য স্ফীতিতে, ক্যাল্কেরিয়া ৩১। বহুকালের গলগণ্ডে, মার্ক-আয়ড ৬১।

১০। শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।

সূচনা।—ডাক্তার হেওয়ার্ড বলেন যে, কেবল ঠাণ্ডা লাগাই মানবের অর্দ্ধেক পীড়ার কারণ। তাঁহার মতে মাথাধরা, সর্দ্দি, বহুব্যাপক-সর্দ্দি, জ্বর, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, উদরাময়, রক্তামাশয়, ন্যাবা, শিশু কলেরা, বধিরতা, বায়ুনালী-প্রদাহ, নিউমোনিয়া, হাঁপানি, গলক্ষত, নাসিকায় ক্ষত, কাণে পূয়, শোথ, যন্ত্রণাদায়ক স্বল্প রজঃ, গর্ভস্রাব, ঘুংড়ি-কাসি, প্লুরিসি, বাত, বিসর্প-রোগ, স্নায়ুশূল বা পিত্তজনিত রোগনিচয়, চোখ উঠা, কিড্নির বা যকৃতের প্রদাহ, অনিচ্ছায় মাংসপেশীর স্পন্দন, বহুমূত্র, চক্ষু-প্রদাহ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বরভঙ্গ, দন্তশূল, আল্‌জিব ফোলা প্রভৃতি রোগের, ঠাণ্ডা লাগানই পূর্ব্ববর্ত্তী বা উত্তেজক কারণ। অতএব, ঠাণ্ডা যাহাতে না লাগে সে বিষয় সতর্ক থাকা উচিত।

---

banglabooks.in

তরুণ সর্দ্দি

(CATARRH)।

শ্বাস নালীর কতকঅংশ প্রদাহযুক্ত হইয়া সর্দ্দি হইয়া থাকে। কেবল নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীসমূহ প্রদাহযুক্ত হইয়াও সর্দ্দি হয়, এবং নাসিকা ও গলদেশের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীচয় প্রদাহযুক্ত হইয়া সর্দ্দি জ্বর উৎপন্ন হয়। পীড়ার প্রারম্ভাবস্থায় শরীরের গ্লানি; গা ভাঙ্গা; হাই উঠা; মাথা ব্যথা; মাথা ঘোরা, চক্ষু লালবর্ণ, প্রশ্বাস উত্তপ্ত; টাকরা সুড়-সুড় করা; বারম্বার হাঁচি এবং সেই সঙ্গে চক্ষু ও নাক দিয়া জল পড়া প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। পরে অল্প অল্প শীত; দ্রুত ও চঞ্চল নাড়ি; শুষ্ককাসি; স্বরভঙ্গ; ঘন ও হলদে সর্দ্দি উঠা; ক্ষুধামান্দ্য; সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধিকক্ষণ আর্দ্র বস্ত্রে থাকা, বৃষ্টিতে ভিজা, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, হঠাৎ ঘাম বন্ধ করা, প্রভৃতি কারণে সর্দ্দি হয়।

চিকিৎসা।—স্পিরিট-ক্যাম্ফার। (পীড়ার প্রথমা অবস্থায়) যখন অল্প অল্প শীতবোধ হয়, গা ভাঙ্গে, ও নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরে অথচ জ্বর থাকে না।

অ্যাকোনাইট ৩।—(পীড়ার প্রথমাবস্থায়) অল্প অল্প শীতসহ জ্বরভাব; হাই উঠা; গা ভাঙ্গা, চক্ষুজ্বালা, সজল চক্ষু, উত্তপ্ত প্রশ্বাস; বারম্বার হাঁচি; মাথাভার; তরল শ্লেষ্মাভাব ও অত্যন্ত গ্লানি, গা খস্‌খসে; প্রবল তৃষ্ণা, শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সর্দ্দি।

ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬, ৩০।—শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে জ্বালাকর প্রদাহ; কষ্টকর শুষ্ক ও খস্‌খসে কাসি; কাসিতে কাসিতে অল্প শ্লেষ্মাস্রাব; শ্লেষ্মাতে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে বেদনা; চক্ষু দিয়া জল পড়া; পাকস্থলীর ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য; বক্ষঃপার্শ্বে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা।

নাক্স-ভমিকা ৩।—এক নাক বুজিয়া যাওয়া, দিনের বেলায় উভয় নাকই খোলা থাকে কিন্তু রাত্রিতে বুজিয়া যায়।

banglabooks.in

জেল্‌সিমিয়াম ৩x।—পৃষ্ঠদেশে শীত করিয়া জ্বর আসা, জ্বরারম্ভের পূর্ব্বে মাথা গরম; পিপাসা; মাথাভার; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; সজল চক্ষু; নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত; গলা বেদনা, কাসি ও স্বরভঙ্গ।

আর্সেনিক-অ্যালবাম্ ৩x, ৬।—অধিক পরিমাণে তরল উত্তপ্ত ও জ্বালাকর শ্লেষ্মাস্রাব; বারম্বার হাঁচি; চক্ষু দিয়া জলপড়া; অত্যন্ত গ্লানি ও তন্দ্রালুতা; নাসিকা, চক্ষু, স্বরনালী, ও কণ্ঠনালীর অসুস্থতা।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬, ৩০।—(পাকা সর্দ্দির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাস্রাব; কর্ণের ও মস্তকের পার্শ্বে তীব্র বেদনা; মাথাভার; কোন দ্রব্যের স্বাদ বা আঘ্রাণ না পাওয়া; উষ্ণ গৃহে বা সন্ধ্যার সময়ে পীড়ার বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়াস-সল ৬।—গলায় বেদনা ও ক্ষত; নাসিকায় বেদনা ও ক্ষত; বারম্বার হাঁচি; পূয়ের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও উত্তাপ; চক্ষু-প্রদাহ; সন্ধ্যাকালে পীড়ার বৃদ্ধি; গলা বা গালের বীচি আওরান।

ইপিকাক্ ৩x, ৬।—বারম্বার হাঁচি ও প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, এবং সেই সঙ্গে বমনেচ্ছা অথবা শ্লেষ্মা-বমন।

অ্যালিয়াম্-সেপা ১x—৬।—বারম্বার প্রবল হাঁচি; অধিক পরিমাণে নাক দিয়া জল পড়া (অসাড়ভাবে নাসিকাগ্র হইতে জল ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে); ওষ্ঠে ছাল উঠিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালাকর বেদনা।

কেলি-বাইক্রম ৬।—পাকা-সর্দ্দি স্বরভঙ্গ, সুতা বা রজ্জুবৎ শ্লেষ্মাস্রাব, ও গলায় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে।

নেট্রাম-মিউর ৩০।—নাসিকা দিয়া কাঁচা জল পড়া; গায়ে রসপূর্ণ ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।—নাসিকায় ক্ষত ও নাসিকা হইতে শ্লেষ্মাস্রাব।

banglabooks.in

সাধারণ নিয়ম।—জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘুপথ্য; পরে রুটি, ঝোল। স্নান করা ও হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, একেবারে নিষিদ্ধ। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে গরম জলে পদ ধৌত করিলে কাহারও কাহারও উপকার হয়। গরম বস্ত্র গাত্রে দিয়া শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির করা ভাল।

"নাসিকা-প্রদাহ", "নাসিকায় সর্দ্দি", ও "নাসিকায় ক্ষত" দ্রষ্টব্য।

পুরাতন-সর্দ্দি

(CHRONIC CATARRH)।

পুনঃ পুনঃ তরুণ সর্দ্দির আক্রমণ, নাসাপথে ধূলিকণা বা উগ্র পদার্থের প্রবেশ, উপদংশাদি ধাতু-বিকৃতি প্রভৃতি কারণে "পুরাতন-সর্দ্দি" হইয়া থাকে।

পুরাতন-সর্দ্দি দ্বিবিধ :—(১) নাসা-সর্দ্দির বিবৃদ্ধি-অবস্থা, ও (২) নাসা-সর্দ্দির শীর্ণাবস্থা। —

(১) নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জনিত নাসা-তন্ত্র ও ঝিল্লীচয়ের **বিবৃদ্ধি** সহ শ্বাসকষ্ট বিদ্যমান থাকিলে, পুরাতন সর্দ্দির "বিবৃদ্ধি-অবস্থা" বুঝিতে হইবে। প্রভূত তরল নাসাস্রাব, একটি বা উভয় নাসারন্ধ্র বুজে যাওয়া; পরে, গাঢ় রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ, গলমধ্য ও নাসিকা হইতে সর্দ্দি উঠাইবার জন্য অনবরতঃ গলা "খাঁকারি hawk" দেওয়া, মাথাব্যথা, শ্রবণ-শক্তির হ্রাস, স্নায়ু-শূল প্রভৃতি এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ।

(২) নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জনিত নাসা-তন্ত্র ও ঝিল্লীচয়ের **শীর্ণতা** সহ নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ স্রাব বাহির হইতে থাকিলে, পুরাতন সর্দ্দির "শীর্ণ অবস্থা" বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "বিবৃদ্ধি" অবস্থার পরই প্রায় এই অবস্থা ঘটে। নাসিকা শুষ্ক হওয়া বা মামড়ী পড়া, শ্লেষ্মাস্রাব সহ রক্তের ছিটা থাকা, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া, ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস বা লোপ হওয়া, এই অবস্থার বিশেষ লক্ষণ।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।—পুনঃ পুনঃ তরুণ সর্দ্দির পর পুরাতন সর্দ্দি। গাঢ় সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ স্রাব, স্বাদ বা ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস। সর্দ্দি কখন কখন দুর্গন্ধ হয়; গরম ঘরে বা সন্ধ্যাকালে উপসর্গ বাড়ে, ও খোলা জায়গায় কমে।

কেলি-সালফ্ ৩—১২।—পালসেটিলা সেবনে রোগ কতকটা উপশমিত হইলে, বা ঘড়্ ঘড়্ সর্দ্দি অবশিষ্ট থাকিলে। পালসেটিলা বিফল হইলেও, ইহা প্রয়োজ্য।

লাইকোপডিয়াম ৩০।—(দ্বিতীয় বা শীর্ণ-অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) **রাত্রিকালে নাক বুজে যাওয়া** ও তজ্জন্য রোগীকে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

ষ্টিক্টা ১x—৩।—নাক বুজে যাওয়া, নাসিকার উপর কপালে বেদনা, নাসিকা শুষ্ক বা মামড়ীযুক্ত, শুষ্ক কাসি (নিঃশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি), ক্রমাগত নাক ঝাড়া কিন্তু সর্দ্দি নিঃসৃত হয় না (শীর্ণ অবস্থার ঔষধ)।

কেলি-বাইক্রম ৪x, ৬।—(ষ্টিকটা অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া গভীরতর) নাসিকা হইতে গাঢ় দুশ্ছেদ্য রজ্জুবৎ স্রাব, নাসামূলে চাপ বোধ, মামড়ী পড়ে বা নাসিকায় ক্ষত হয়, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হওয়া (উপদংশ থাকুক বা না থাকুক)।

কেলি-আয়ড ৩—৩০।—(কেলি-বাইক্রম মত লক্ষণচয়, উপদংশ জনিত রোগে) দুশ্ছেদ্য বা সবুজাভ-কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ দুর্গন্ধ-সর্দ্দি ও ক্ষত। পারদ (বা মার্কিউরি,) অপব্যবহার জনিত উপসর্গচয়।

অরাম-মেট্ ৬x—২০০।—(উপদংশ হেতু সর্দ্দিতে নাসিকা ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকিলে) নাসিকায় মামড়ী বা ক্ষতযুক্ত, নাক সতত বুজিয়া থাকে, গাঢ় দুর্গন্ধ-স্রাব, নাসিকার অস্থি ক্ষয় হইতে থাকে, রোগীর সদাই বিমর্ষ-ভাব বা আত্ম-হত্যা করিবার ইচ্ছা। পারদ বা কেলি-আয়ডের

banglabooks.in

হিপার-সালফার ৩০ (শীতল বায়ু সংস্পর্শে নাক বুজে যায়), ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, সালফার ৩০, সোরিণাম্ ৩০, আর্স-আয়ড্ ৬x, হাইড্র্যাষ্টিস ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, ফস্‌ফোরাস্ ৬, সিপিয়া ৩০, নাক্স ৩০, মার্ফ-প্রটো ৪x চূর্ণ, সিলিকা ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ

(ACUTE LARYNGITIS)।

স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী স্ফীত ও চট্‌চটিয়া শ্লেষ্মা নিঃসৃত হওয়ার নাম "স্বল্পযন্ত্র-প্রদাহ" বা "ল্যারিঞ্জাইটিস্"। গলা কুট্-কুট্ করা ও জ্বালাবোধ, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা নিঃসরণ, কুক্কুর-রববৎ শুষ্ক কঠিন কাসি (কতকটা ঘুংড়ী কাসির মত); স্বরভঙ্গ, জ্বর, তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, শ্বাসক্লেশ প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ঠাণ্ডালাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, গলমধ্যে ধূলিকণা বা ধূম প্রবেশ, আর্দ্রস্থানে বাস, জোরে গান গাওয়া বা বক্তৃতাদি করা যাহাতে স্বরযন্ত্রের অত্যধিক মাত্রায় ব্যবহার হয়, হঠাৎ বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনাদি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—থক্-থক্ কষ্টপ্রদ কাসি, (শীতল শুষ্ক বায়ু লাগা জনিত) জ্বর, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, গলায় বেদনা, দম আটকে যাওয়া।

বেলেডোনা ৩।—প্রবল জ্বর (রোগীর গায় হাত দিলে যেন হাত পুড়ে যায়), কুক্কুর-রববৎ কাসি, ঝিমান, আনর্ত্তন (twitching), মুখ থমথমে বা লালবর্ণ, চক্ষু-তারা বিস্তৃত বা কুঞ্চিত, আবৃত স্থানে ঘাম হওয়া, গলায় টাটানি, প্রলাপ।

লক্ষণানুসারে অ্যাকোনাইট বা বেলেডোনা প্রথমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। যদি পাঁচ ছয় ঘণ্টা ঔষধ সেবনের

banglabooks.in

উপকার না দর্শে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

স্পঞ্জিয়া ৩x।—শুষ্ক কঠিন কুক্কুর-রববৎ কাসি, স্বরভঙ্গ, গলমধ্যে যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে এইরূপ বোধ, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি।

কেলি-বাই ৩x—৬ বিচূর্ণ।—গাঢ় চট্‌চটে রজ্জুবৎ দুশ্ছেদ্য হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

হিপার-সালফার ৬।—কাসি সরল হইয়া আসিলে কিন্তু গলাভাঙ্গা থাকিলে। শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিলে রোগ বাড়ে, ও গরম লাগিলে কমে।

ফস্ফোরাস্ ৩।—স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কষ্টিকাম ৬।—স্বরভঙ্গ ও বুকে ব্যথা।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অত্যুষ্ণ জলে কাপড় বা নেকড়া ভিজাইবার পর বেশ নিংড়াইয়া গলায় উহা প্রয়োগ করিলে, উপকার দর্শে। গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। জ্বর অবস্থায়, লঘু পথ্য। কম কথাবার্ত্তা কহা। ধূমপান সুরাপান ও শয্যাত্যাগ নিষিদ্ধ। গরম জল বা গরম দুগ্ধ পান উপকারী। কাসি প্রশমন জন্য, অ্যালোপাথগণ কোডিন্ (Codein আফিঙ্গের একটি উপক্ষার) প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর দিতে ব্যবস্থা করেন; বলা বাহুল্য, আমরা উহা অনুমোদন করি না।

পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ

(CHRONIC LARYNGITIS)।

পুনঃ পুনঃ তরুণ স্বরযন্ত্রের আক্রমণ, জোরে গান গাওয়া, বা বক্তৃতাদি করায় স্বরযন্ত্রের অতিশয় চালনা, গলমধ্যে ধূম ধূলিকণাদি প্রবেশ প্রভৃতি কারণে, "স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ" উপস্থিত হয়। গলা পরিষ্কারণ মানসে

banglabooks.in

রোগীর বারম্বার খক্-খক্ করিয়া কাসি হওয়া বা শ্লেষ্মা উঠা, স্বরভঙ্গ বা স্বরলোপ, স্বরযন্ত্রের সঙ্কোচন জন্য শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি, ইহার বিশেষ লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

কষ্টিকাম ৩-৬।—স্বরভঙ্গ, কঠিন কাসি, কাসিতে কাসিতে রোগীর মূত্রত্যাগ হয়।

আর্জেণ্টাম্-মেট্ ৬x বিচূর্ণ—৬।—গায়কগণের রোগে উপকারী।

আর্ণিকা ৩।—স্বরযন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার (যথা—বক্তৃতা করা) হেতু রোগে।

অ্যালুমেন্ ৬।—বৃদ্ধগণের পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহে।

সেলেনিয়াম ৬।—বৃদ্ধগণের স্বরভঙ্গে।

ড্রসেরা ২x—৬।—গলমধ্যে যেন চাঁচিয়া ফেলিয়াছে এরূপ বোধ, স্বর গভীর ও অস্বাভাবিক, কথা কহিতে গেলেই রোগীর গলায় লাগে।

কেলি-আয়ড্ $^{\theta}$ (৫—১০ গ্রেণ)।—উপদংশ রোগের তৃতীয় অবস্থায় স্বরযন্ত্রের প্রদাহ ঘটিলে।

"তরুণ স্বরযন্ত্র-প্রদাহ"-রোগের ঔষধ ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

বায়ুনালী প্রদাহ

(BRONCHITIS)।

তরুণ বায়ুনালী-প্রদাহে, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের এই পীড়া হইলে, বিপদের আশঙ্কা আছে। **লক্ষণ**—প্রথমে মাথাধরা, আলস্য; ক্রমে জ্বরভাব, বক্ষঃমধ্যে গরম বোধ, স্বরভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট (বুক সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বোধ হওয়া)। প্রথম অবস্থায়—শুষ্ক কাসি, পরে ফেনার ন্যায়, পরিশেষে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা-স্রাব; জিহ্বা ময়লাযুক্ত ও মূত্র পরিমাণে কম হয়। দ্বিতীয় অবস্থায়—

banglabooks.in

অতিশয় শ্বাসকষ্ট, গলা ঘড় ঘড় করা, জ্বর (গাত্র-তাপের বৃদ্ধি ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত), শীতল চটচটে আঠার ন্যায় ঘর্ম্ম, উভয় গাল পাণ্ডু বা নীলবর্ণ, শুষ্ক ও খস্‌খসে জিহ্বা, মূত্রের পরিমাণ কম, ও হাত পা ঠাণ্ডা। চার পাঁচ দিন মধ্যে পীড়ার উপশম হইলেই ভাল ; নচেৎ ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া পড়ে। বৃদ্ধদিগের এই পীড়া প্রায়ই পুরাতন আকারে প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—বুকের ও গলার মধ্যে কুট্-কুট্ করিয়া কষ্টকর কাসি, এবং সেই কারণে কপাল ও রগে বেদনা বোধ হয়। রোগের প্রারম্ভে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে, প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়।

বেলেডোনা ৬।—(অ্যাকোনাইট প্রয়োগে তাদৃশ ফল না পাইলে) শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি ; জ্বর ; শিরঃপীড়া ; চক্ষু ও মুখমণ্ডল লাল-বর্ণ ; আলোক বা শব্দ রোগী সহিতে পারেন না।

অ্যান্টিম-টার্ট ৬, ৩০।—কাসিতে কাসিতে শ্বাসরোধ হইবার আশঙ্কা ; কাটা কাটা শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; সাঁই-সাঁই শব্দ ; কোমরে, পিঠে ও মাথায় বেদনা, এবং হৃৎস্পন্দন (বৃদ্ধ ও শিশুদিগের বায়ুনালী-প্রদাহে)।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।—গলনালী ও বৃহৎ বৃহৎ শ্বাসনালী আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্টকর কাসি, হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় অথবা রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব, কাসিতে কাসিতে বেদনা বশতঃ বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরা।

কেলি-বাইক্রম ৬, ১২।—স্বরনালী ও বক্ষঃস্থল প্রদাহ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বরনালী আক্রান্ত হইয়া কষ্টকর কাসি, বহুক্ষণ যাবৎ কাসিতে কাসিতে আঠার ন্যায় সাদা অথবা অপরিষ্কার শ্লেষ্মাস্রাব, হরিদ্রাবর্ণের ময়লাযুক্ত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য।

আর্সেনিক-অ্যালবম্ ৩, ১২, ৩০।—কম শ্লেষ্মা নিঃসরণ ; শয়ন করিলে হাঁপানির ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ; কাসিতে কাসিতে রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া ; কখন কখন কাসিতে কাসিতে তরল শ্লেষ্মাস্রাব (বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের পুরাতন বায়ুনালী-প্রদাহে)।

banglabooks.in

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ১২, ৩০।—পীড়ার পুরাতন বা চরম অবস্থায় রোগীর হস্ত ও পদতল শীতল; অতিশয় দুর্ব্বলতা; হাত পায়ের নখ নীলবর্ণ; স্বরভঙ্গ; প্রচুর শ্লেষ্মা উঠা।

ফস্ ফোরাস্ ৩।—শিশুদিগের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে।

চায়না ৬, ১২, ৩০।—অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

ইপিকাক্ ৩।—কণ্ঠনালীতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি।

কষ্টিকাম ৩০।—স্বরভঙ্গ।

মার্কিউরিয়াস্-সল ৬।—সরল সর্দ্দি ও ঘর্ম্ম থাকিলে।

আর্সেনিক-আয়োড্ ৩x।—জ্বর, নিশা-ঘর্ম্ম, পূযবৎ গয়ার উঠা, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ক্ষয়কাসের লক্ষণ থাকা।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩।—আক্ষেপযুক্ত কাসি, শুষ্ক বা প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা, বুকে খোঁচা-বিদ্ধবৎ বা জ্বালাকরা, বেদনা, নাসিকায় সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণে।

হিপার-সালফার ৬।—প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের গয়ার উঠা, স্বরভঙ্গ।

পালসেটিলা ৩।—প্রচুর পরিমাণে গয়ার উঠা, শুইয়া থাকিলে বা গরম ঘরে যাইলে কাসির বৃদ্ধি।

সালফার ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৩x, সেনেগা ৩, কোনায়াম্ ৩, হায়োসায়েমাস্ ৩ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

সাধারণ নিয়ম।—শয়ন করিবার সময় মাথায় মোটা বালিশ দেওয়া উচিত। বক্ষঃস্থলে মসিনার পুলটিস্ দিলে সময়ে সময়ে উপকার হয়। রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, মাংসের কাথ দেওয়া যাইতে পারে। হিম বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ।

"নিউমোনিয়া" বা "ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য।

---

banglabooks.in

বক্ষাবরক-ঝিল্লীপ্রদাহ

(PLEURISY)।

এই রোগে, ফুস্‌ফুসের উপরিভাগের বা বক্ষঃপ্রাচীরের চারিদিকের ঝিল্লীচয়ের প্রদাহসহ জ্বর কম্প কাসি ও (কাসিবার সময়) পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঠাণ্ডা বা বক্ষে আঘাত লাগা হেতু, কিম্বা যক্ষ্মাদি রোগসহ, সচরাচর ইহা দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—উত্তাপ, তৃষ্ণা, কম্প, ও বাতজনিত বক্ষঃস্থলের বেদনায়।

সালফার ৩০।—রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০।—বক্ষঃস্থলে বেদনা, একটু নড়িলে চড়িলেই বেদনার বৃদ্ধি; শুষ্ক কাসি; হল্‌দে জিহ্বা; তিক্ত আস্বাদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রভৃতি লক্ষণে।

সিমিসিফিউগা ৬।—বক্ষঃস্থলের বেদনায়।

আর্সেনিক ৬—৩০, সেনেগা ৬x—৩০, আর্ণিকা ৬, ব্যাসিলিনাম ২০০, প্রভৃতিও এই রোগের উত্তম ঔষধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর স্থিরভাবে শুইয়া থাকা আবশ্যক। "ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ" রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

হাঁপানি

(ASTHMA)।

বক্ষঃস্থলে পীড়া হেতু যে শ্বাসকষ্ট হয়, তাহাকেই "হাঁপানি" বলা যায় না। ফুস্‌ফুসের বায়ুবহ-নলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী দ্বারা আবৃত; ঐ পেশীর

banglabooks.in

আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকষ্ট হয়, ও গলা সাঁই-সাঁই করে—ইহাকেই **হাঁপানি** বলে। হাঁপানি প্রাণনাশক রোগ নহে, কিন্তু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। এই পীড়ায় ভয়ানক শ্বাসকষ্ট, গলা সাঁই-সাঁই করা, বক্ষঃস্থলে চাপবোধ, শয্যায় শয়ন করিতে বা বসিতে অক্ষম, বায়ু পাইবার আশায় রোগী স্কন্ধদ্বয় উত্তোলন করেন। প্রায়ই রাত্রিশেষে এই পীড়া বৃদ্ধি পায়; কাসিতে কাসিতে বহু কষ্টে শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে, হাঁপানির টান অনেকটা কম পড়ে। টানের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কাহারও পেটফাঁপা, মাথাধরা, বমনেচ্ছা, প্রভৃতি উপসর্গ থাকে। পিতামাতার এই রোগ থাকা, রাত্রিতে অতি ভোজন, দূষিত রক্ত, বায়ুর সহিত ধূলিকণা বা কোন তীব্র গন্ধ শ্বাসের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়। হাঁপানি-রোগী প্রায়ই দীর্ঘজীবি হইয়া থাকেন।

চিকিৎসা।—অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বেই **ক্ল্যাটা-ওলিয়াণ্ট্যালিস** θ—৩x সেবন করান উচিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঔষধ প্রয়োগে অনেকের উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হাঁপানি-রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে উপকার না হইলে, তখন অপর ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩x।—তরুণ হাঁপানি রোগে, ইহা উপকারী।

ইপিকাক ৩x—৬।—বক্ষঃস্থলে চাপ-বোধ; ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস; ঘড়্-ঘড়্ শব্দ বা সাঁই-সাঁই শব্দ; সর্ব্বাঙ্গে শীতলতা; সর্ব্ব শরীর (বিশেষতঃ মুখমণ্ডল) পাণ্ডুবর্ণ, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা, ঘন ঘন বিরক্তিকর কাসি।

আর্সেনিক ৩x, ৬, ১২, ৩০।—ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় জনিত শ্বাসকষ্ট; গলা সাঁই-সাঁই করা, নড়িলে বৃদ্ধি; বক্ষঃস্থলে জ্বালা বোধ ও শীতল ঘর্ম্ম। ইপিকাক বিফল হইলে, বা ইপিকাক সেবনে রোগ কতকটা উপশমিত হইলে, আর্স দিতে হয়।

banglabooks.in

লোবেলিয়া θ—৩।—(পীড়া আরম্ভ হইবামাত্রই প্রয়োগ করিলে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় না) উদর হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত দুর্ব্বলতা অনুভব, বমনেচ্ছা বা বমন, "পাকস্থলীর মধ্যে কোন কঠিন বস্তু রুদ্ধ আছে" এইরূপ অনুভব।

সেনেগা θ।—ইপিকাক আর্সেনিক ও লোবেলিয়া ব্যর্থ হইলে ডাক্তার হ্যাষ্ ইহা θ প্রতিমাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা ব্যবহার করাইয়া বহু স্থলে উৎকট হাঁপানি রোগে সুফল পাইয়াছেন (Nash's *Leaders in Respiratory Organs* পৃষ্ঠা ১৩৮ দ্রষ্টব্য)। আমরা নিম্নলিখিত লক্ষণে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী মনে করি:—কাসি প্রথমে শুষ্ক ও পরে খুব শ্লেষ্মাযুক্ত ও তৎসহ সাঁই-সাঁই শব্দ ও বুকে চাপবোধ বা টাটানি; **বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা জমা হেতু অবিরত কষ্টকর কাসি ও শ্বাসক্লেশ** উপস্থিত হয়; **বুকে ঘড়্-ঘড়্ শব্দ**; স্বরভঙ্গ; বিশ্রাম করিলে বা মুক্ত-বায়ুতে ভ্রমণ করিলে উপসর্গগুলি বাড়ে, এবং ঘাম হইলে, বা মাথা নীচু করিলে উপসর্গচয় কমে।

অ্যাকোনাইট ৩, ৩০।—হাঁপানির টান আরম্ভ হইলেই ব্যাকুলতা; শ্বাসগ্রহণে কষ্ট; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু।

কিউপ্রাম-মেট ৬।—(স্নায়বিক শ্বাসরোগে) আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা বেশী হইলে, টানের পরই বমন।

কেলি-হাইড্রো ৬।—বারম্বার হাঁচি; নাক দিয়া তরল শ্লেষ্মাস্রাব ও শ্বাসকষ্ট (বাত বা উপদংশ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী)।

নাক্স-ভমিকা ৬—৩০।—অতিশয় উৎকণ্ঠা; বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা; প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া হাঁপানির টান কমিয়া যাওয়া; বিরামকালে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ জিহ্বা; আক্রমণাবস্থায় ও বিরামাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা ও ভুক্তদ্রব্য অম্ল হওয়া।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩।—মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, আক্ষেপ-যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস, বমন বা বমনেচ্ছা।

banglabooks.in

সালফার ৬—৩০।—গ্রন্থিবাত চর্ম্মরোগ ও অন্যান্য ধাতুবিকৃতি জন্য পুরাতন শ্বাসরোগ।

নেট্রাম-সালফ্ ৩, কেলি-কার্ব্ব ৬, বেলেডোনা ৩x, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩x, ড্রসেরা ৩x, হিপার ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, স্যাম্বিউকাস ১x, লাইকোপডিয়াম্ ১২, স্পঞ্জিয়া ৩, প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

ব্যাসিলিনাম্ ৩০—২০০ সপ্তাহে এক এক মাত্রা সেবনে ধাতু বিশেষে অনেক সময়ে উপকার হইয়া থাকে।

সাধারণ নিয়ম।—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাত্রির-আহার, ধারাস্নান, ভ্রমণ, বিশুদ্ধবায়ু সেবন, উষ্ণ জলপান, ও কফনাশক দ্রব্য ভোজন, হিতকারী। হিম লাগান বা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করা ভাল নয়। ফিটের সময় অর্থাৎ যখন হাঁপানি বেশী হয় তখন ধুতুরার চুরুটের (stramonium cigarette) ধূম পান করিলে সাময়িক উপকার হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বহুদিন ধরিয়া এইরূপ যেন না করা হয়, কারণ তাহা হইলে অপকার হইতে পারে। ইপিকাক θ তুলায় দশ পনর ফোঁটা ঢালিয়া মাঝে মাঝে ঘ্রাণ লওয়া ভাল। হাঁপানি রোগীর পক্ষে ছোটনাগপুরে বাস করা ভাল; কিন্তু বক্ষতের দোষ থাকিলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে বাস করা হিতকর।

ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ

(PNEUMONIA)।

ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ একদিকে বা দুইদিকেই হইতে পারে। এই পীড়ার সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। (**প্রথম অবস্থায়**) ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চয় হইয়া শীতবোধ করিয়া জ্বর হয়, গাত্রতাপ ১০৩° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্য্যন্ত, শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি প্রতি মিনিটে ৩০।৩৫ বার, এবং নাড়ীর স্পন্দন ১২০।১৩০ বার হইতে পারে। প্রথমে জ্বর আরম্ভ হইয়া অল্প

banglabooks.in

অল্প কাসি সহকারে সামান্য পরিমাণে আঠা আঠা শ্লেষ্মাস্রাব হয়; পরে দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ব্বে লোহার মরিচার ন্যায় অথবা সুরকীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কিম্বা হরিদ্রাভ কঠিন আঠাবৎ, শ্লেষ্মাস্রাব; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন, মাথাব্যথা, অরুচি, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, নাড়ী পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল হয়। উল্লিখিত প্রথম অবস্থার স্থিতিকাল কয়েক ঘণ্টা হইতে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। অনন্তর **দ্বিতীয় অবস্থা** আরম্ভ হইলে ফুস্‌ফুস্ কঠিন হইয়া বেদনা কমিয়া আসে; কাসিতে তাদৃশ কষ্ট হয় না এবং শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়। এইরূপে দুই হইতে চারি দিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকিবার পর, **তৃতীয় অবস্থা** আরম্ভ হয়। পীড়া আরোগ্যোন্মুখ হইলে, জ্বর ও ফুস্‌ফুসের বেদনা কমে; কাসি, ও শ্লেষ্মা উঠা নিবারিত হয়। কিন্তু যদি পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় অবস্থার পরেই ফুস্‌ফুস হইতে পূয উৎপন্ন হয় ও প্রচুর পরিমাণে পূয কাসির সঙ্গে উঠিতে থাকে; পরে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, ও শ্বাসের বেগ বাড়িয়া রোগী শক্তিশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কখন কখন রোগী দুর্ব্বলতা বশতঃ পূয তুলিয়া ফেলিতে পারেন না; সুতরাং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই পীড়ার পরীক্ষার্থ বক্ষঃপরীক্ষাযন্ত্রের (ষ্টেথোসকোপের) সাহায্য আবশ্যক। বক্ষঃপরীক্ষা করিলেই জানিতে পারা যায় যে, পীড়ার আক্রমণাবস্থায় প্রথমে কঠিন শব্দ শ্রুত হয়, পরে চুলে-চুলে ঘর্ষণবৎ শব্দ অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুস্ কঠিন হয়, তখন কোন শব্দ অনুভূত হয় না। তৃতীয় অবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসে পূয উৎপন্ন হয়, তখন কেবল চপ্-চপ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দুই দিকের ফুস্‌ফুস আক্রান্ত হইলে, পীড়া কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কারণ।—এক প্রকার জীবাণু [পরিশিষ্ট (গ), " (৪)" অঙ্ক দ্রষ্টব্য] এই রোগের মুখ্য কারণ; ঋতু পরিবর্ত্তন, ঘর্ম্মাবরোধ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, জ্বরাদি পীড়ায় ফুস্‌ফুস দুর্ব্বল হওয়া, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান প্রভৃতি গৌণ কারণ।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x—৬।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় জ্বরভাব; সর্দ্দি; অত্যন্ত গ্লানি; অস্থিরতা; স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যভাগে বেদনা, অথবা বক্ষঃস্থলে বেদনা; অল্প কাসি; বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি।

ফস্‌ফোরাস্‌ ৬—৩০।—অবিরত কষ্টকর কাসি; বক্ষঃস্থলে তীব্র বেদনা; হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব; দ্রুত-নাড়ী; চুলে-চুলে ঘর্ষণ করিলে যেমন শব্দ হয়, ফুস্‌ফুসে সেইরূপ শব্দ অনুভূত হয়। শিশুদিগের ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া।

হিপার-সালফার ৬'।—শ্লেষ্মা পূয়বৎ হইলে (পুরাতন নিউমোনিয়াতে)।

ব্রায়োনিয়া ৬—৩০।—বারম্বার শুষ্ক ও খুস্‌খুসে কাসি, কিন্তু অল্প শ্লেষ্মাস্রাব; বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বা চাপিয়া-ধরার-ন্যায় বেদনা বোধ; শ্বাস গ্রহণের পর বেদনার বৃদ্ধি।

হায়োসায়েমাস্‌ ৩।—কাসি ও ক্লেশদায়ক স্বপ্ন।

কিউপ্রাম ৬।—পক্ষাঘাত হইবার আশঙ্কা থাকিলে।

কার্ব্বো-ভেজ ৩০।—রোগীর বর্ণ সবুজ, ও হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল হইলে।

ভিরেট্রাম-ভিরি ১x।—(প্রথমাবস্থায় যখন ফুস্‌ফুসে রক্তসঞ্চয় হয়) বক্ষঃস্থলে উত্তাপ, যাতনা ও ভারবোধ; শীত; কষ্টকর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও শুষ্ক কাসি, নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও উল্লম্ফনশীল (এমন কি অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলেও লুপ্ত হয় না)।

অ্যান্টিম-টার্ট ১২।—শ্বাসনালী প্রদাহযুক্ত; গলা খুস্‌খুস্‌ করিয়া কাসি, ও সাঁই-সাঁই শব্দ; বিনা কষ্টে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মাস্রাব; নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি, কিন্তু গাত্রতাপ কম; অধিক পরিমাণে শীতল ঘর্ম্ম; অতিশয় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা; মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ অথবা পাণ্ডুবর্ণ; মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়।

banglabooks.in

জেল্‌সিমিয়াম ৩x—৬।—দক্ষিণ দিকের ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ এবং সেই সঙ্গে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা ; আঠা আঠা হরিদ্রাবর্ণের তরল মল এবং শ্বাসকষ্ট।

স্যালফার ৬—৩০।—ফুস্‌ফুস্-প্রদাহের প্রথমাবস্থায়, অথবা পূয উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বে।

লাইকোপোডিয়াম ১২—৩০।—পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় পূয উৎপন্ন হইলে।

আয়োডিয়াম্ ৬, কেলি-মিয়ুর ১২x চূর্ণ, চেলিডোনিয়াম্ ৩, ফেরাম-ফস্ ১২x চূর্ণ, আর্সেনিক ৩, ষ্যাঙ্গুইনেরিয়া ১, সেনেগা ১x—৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

সাধারণ নিয়ম।—বুক ও পিঠ তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখা ভাল। পুল্‌টিস দিবার আবশ্যক নাই। দরজা জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বা অগ্নি দ্বারা ঘরের তাপ যেন অনর্থক বৃদ্ধি না করা হয়, উহাতে বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা। ঘরে যেন বাতাস খেলে, অথচ রোগীর গায়ে যেন শীতল বাতাস না লাগে। সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট দুধ, মুগ বা মুসুর ডালের ঝোল প্রভৃতি পথ্য, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা।

কাসি

(COUGH)।

কাসি অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। গল-নালীর বিকৃতি, পাকস্থলীর ক্রিয়া-বিকার, ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ, যকৃতের পীড়া, সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়ার সহিত, কাসি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। কাসি দুই প্রকার :—তরল, ও কঠিন (বা শুষ্ক)। যক্ষ্মারোগে, জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা সহ শরীরক্ষয়কর-কাসি বিদ্যমান থাকে। হাঁপানি পীড়ার সহিত যে কাসি থাকে, তাহা রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট থাকে। নিউমোনিয়া পীড়ায় ইষ্টকচূর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অল্প নিষ্ঠীবনযুক্ত কাসি থাকে। রক্তোৎকাসে

banglabooks.in

উজ্জ্বল রক্ত সহ কাসি, এবং ঘুংড়ী কাসিতে ঘং-ঘং শব্দবিশিষ্ট কাসি থাকে। হাম জ্বরের সঙ্গে এক প্রকার শুষ্ক খুস্‌খুসে কাসি দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩।—উৎকণ্ঠা; মাথাব্যথা; কোষ্ঠবদ্ধতা; চিৎ হইয়া শয়ন করিলে কাসির উপশম, কাৎ হইয়া শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি; কাসিবার সময় বক্ষঃস্থলে খোঁচাবেঁধার মত বেদনা; শুষ্ক কাসি; শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগান হেতু কাসি।

ইপিকাক ৩x।—বারম্বার হাঁচি; কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; আক্ষেপিক ও শ্বাসরুদ্ধকর কাসি; স্বরনালীতে সুড়সুড়ী বা ক্ষতসহ সাঁই সাঁই শব্দ, অথবা অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা জমিয়া ঘড় ঘড় শব্দ; কাসিবার সময় নাভিতে বেদনা; বমনেচ্ছা বা বমন।

সাইনা ৩।—শুষ্ককাসি; কখন কখন শ্লেষ্মা উঠা; নাসিকা জ্বালা করা; ক্রিমিজনিত চমকিয়া উঠা।

স্যাম্বুকাস ৩—৩০। পুরাতন কাসি; রাত্রিতে শুষ্ক কাসি।

ক্যাক্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। রাত্রিতে নিদ্রাকালে শুষ্ক কাসি।

ল্যাকেসিস্ ৬।—ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইলেই কাসির বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া-নাইট্রিকাম্ ৬।—নাক সুড়্‌সুড়্ করিয়া অনবরত কাসি।

জেল্‌সিমিয়াম্ ৩।—স্বরভঙ্গ বা স্বরবদ্ধতা সহকারে উগ্র কাসি, ও সেই সঙ্গে কণ্ঠে এবং বক্ষে বেদনা (প্রদাহের প্রথমাবস্থায়)।

বেলেডোনা ৩।—শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় আক্ষেপ, কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কাইয়া যাওয়া, ঠাণ্ডা লাগিলে কাস-রোগীর পুরাতন কাসি একটু-সরল হয় অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা শ্লেষ্মা দেখা যায়; স্বরনালী ও কণ্ঠনালীতে প্রদাহ; পূর্ণ ও কঠিন নাড়ী; উজ্জ্বল চক্ষু; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ; মাথাধরা; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; কখন সুস্থ, কখন বা খুস্‌খুসে কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি: শীতল বাতাসে আরাম বোধ: বক্ষঃস্থলে যাতনা; শ্বাসপ্রশ্বাস মৃদু।

banglabooks.in

অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৩—৩০।—শুষ্ক কাসি; দুর্ব্বলতা; মানসিক অবসাদ; মাথাধরা; ক্ষুধামান্দ্য; পাকস্থলীতে যাতনা; আহারান্তে উদরে ভার বোধ; রাত্রিতে গাত্রতাপের বৃদ্ধি; ঘর্ম্ম; নিদ্রার ব্যাঘাত; বক্ষাস্থির নিম্নে বেদনা; কোষ্ঠকাঠিন্য (পুরাতন কাসি)।

অ্যান্টিম-টার্ট ৬—৩০।—স্বরভঙ্গযুক্ত শুষ্ক কাসি; গলা ঘড়্-ঘড়্ করিয়া সরল কাসি কষ্টে নির্গমন; আহার করিবার সময় কাসিতে কাসিতে ভুক্তদ্রব্য বমন; কাসিবার সময় হাই উঠা।

ব্রায়োনিয়া ৬, ১২, ৩০।—কাসিবার সময় মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, ও পার্শ্বদেশে ছিঁড়িয়া-ফেলার-ন্যায় বা সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; বক্ষঃস্থলে বেদনা, কাসিবার সময় সর্ব্বাঙ্গ কম্পন; প্রাতঃকালে, সন্ধ্যার সময়ে, ও শীতল বাতাসে, কাসির বৃদ্ধি; শুষ্ক কাসি (যদিও কাসিতে কাসিতে সময় সময় কাসি সরল হয় ও রক্তের দাগের সহিত কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে); পান ভোজনে কাসির বৃদ্ধি। গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় গেলে কাসির বৃদ্ধি, এই ঔষধের একটি প্রধান লক্ষণ।

ব্লিউমেক্স ৬।—অনবরত শুষ্ক কাসি, কাসিবার সময় আক্ষেপ; শয়নে, ঠাণ্ডা বাতাসে, বা রাত্রিতে, পীড়ার বৃদ্ধি; দিবা দশটা বারটার সময় পীড়ার বৃদ্ধি; আপাদ মস্তক আবৃত করিলে আরামবোধ।

ডিক্টা ৬—১২।—অনবরত শুষ্ক কাসি (সাধারণতঃ কাসিবার সময়ে কোনরূপ যাতনা না থাকা); হুপিং কাসির মত আক্ষেপ (হুপিং কাসিরও ইহা একটি ভাল ঔষধ); রাত্রিতে বা রোগী ক্লান্ত হইলে, পীড়ার বৃদ্ধি।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম ৬—৩০।—শয়ন করিলেই কাসির উপশম; স্বরভঙ্গ (পুরাতন রোগে)।

ড্রসেরা ৩x।—রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি, এবং সেই সঙ্গে বমন ও উদ্গার উঠা; সময়ে সময়ে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গম; থাকিয়া থাকিয়া কাসির বেগ: শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হন

banglabooks.in

আর্ণিকা ৩।—ক্ষণস্থায়ী খুস্‌খুসে কাসি; কাসিতে কাসিতে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠে; কাসির সহিত থান থান রক্ত নির্গম; বক্ষঃপার্শ্বে সূচ-ফুটানর মত বেদনা।

আসেনিক-অ্যাল্‌বাম ৬, ১২, ৩০।—শ্বাসরোধক কাসি; বক্ষঃস্থলের আকুঞ্চন; অস্থিরতা; পিপাসা।

কষ্টিকাম ৬, ৩০।—শুষ্ক ঘং-ঘং কাসি; কাসিতে কাসিতে মূত্রত্যাগ; স্বরভঙ্গ; রাত্রিকালে শয্যার উত্তাপে কাসির বৃদ্ধি; শীতল জলপানে কাসির উপশম; কাসিতে কাসিতে শ্লেষ্মা গলা পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু রোগীর শ্লেষ্মা তুলিবার শক্তি থাকে না।

কোনায়াম ৬, ৩০।—গলা খুস্‌খুস্ করিয়া শুষ্ক কাসি; শয়ন করিলে, বসিলে, হাসিলে, বা রাত্রিকালে কাসির বৃদ্ধি; দিবাভাগে কাসি কম হইলে।

স্পঞ্জিয়া ৩, ৬।—শুষ্ক কাসি; কাসিবার সময় দম আটকে যাওয়া, এবং বক্ষে ক্ষত ও জ্বালাবোধ; স্বরভঙ্গ; স্বরনালীর সঙ্কোচন হেতু শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট; পান ভোজনে, পীড়ার উপশম।

হিপার-সালফার ৬।—পুরাতন অগ্নিমান্দ্য সহ কাসি; গলা-জ্বালা ও স্বরভঙ্গ সহ কঠিন চাপ চাপ শ্লেষ্মা-নিঃসরণ; ঠাণ্ডা লাগিলে, কাসির বৃদ্ধি,; গলার মধ্যে কোন বস্তু আটকাইয়া থাকার ন্যায় অনুভব, এবং সেই কারণে ঢোঁক গিলিতে কষ্ট।

হায়োসায়েমাস্ ৬।—স্নায়বিক আক্ষেপ জনিত শুষ্ক কাসি; রাত্রিতে বা শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি, এবং উঠিয়া বসিলে কাসির হ্রাস।

ইপ্রোপ্রিয়া ৬।—হিষ্টিরিয়া বা গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর কাসি; কাসির জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত; কণ্ঠনালী তুর্-তুর্ করিয়া নড়ে; কাসিলে, গলা খুস্‌খুস্ বাড়ে।

কেলি-বাইক্রম ৬।—কাসিতে কাসিতে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা-নিঃসরণ; কাসির পর মাথাঘোরা; প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবার পর এবং আহারের পর, কাসির বৃদ্ধি।

banglabooks.in

আর্কিউরিয়াস-সল ৬।—পূযযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব (পুরাতন কাসি); রাত্রিতে কাসির বৃদ্ধি; বক্ষঃ হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালাকর বেদনা ও স্বরভঙ্গ; উদরাময়; লবণাক্ত শ্লেষ্মা-বমন।

আক্স-ভমিকা ৬—৩০।—কাসিবার সময় পাকস্থলীতে বেদনা, ও শিরঃপীড়া; গলনালীতে জ্বালাকর প্রদাহ; আঠা আঠা শ্লেষ্মা নিঃসরণ; অতি প্রত্যূষে ও আহারান্তে কাসির বৃদ্ধি; নড়িলে বা জোরে নিশ্বাস ফেলিলে, কাসির বৃদ্ধি; কাসির জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত (বিশেষতঃ মধ্য-রাত্রিতে কাসি আরম্ভ)।

ফস্‌ফোরাস ৬।—গলা খুস্‌-খুস্‌ করিয়া শুষ্ক কাসি; স্বরভঙ্গ; বক্ষঃস্থলে বেদনা; ফেনাযুক্ত ও আঠা আঠা পূযময় লবণাস্বাদ শ্লেষ্মাস্রাব; লোহার মরিচার মত কিম্বা ইটের গুঁড়ার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শ্লেষ্মাস্রাব; পড়িলে, কথা কহিলে, বা হাসিলে—কাসির বৃদ্ধি।

পাল্‌সেটিলা ৬—৩০।—শ্লেষ্মা-সঞ্চয় বশতঃ শ্বাসকষ্ট; গলায় ঘড় ঘড় শব্দ; দিবাভাগে হরিদ্রাবর্ণ তিক্ত শ্লেষ্মাস্রাব; রাত্রিতে ও শয়ন করিলে, শুষ্ক কাসি; বহির্ব্বায়ুতে কাসির উপশম।

"সর্দ্দি", "ব্রঙ্কাইটিস", "হাঁপানি", "নিউমোনিয়া" প্রভৃতি রোগ দ্রষ্টব্য। কোয়ালিয়াম্‌-রুব্রাম ৬, ব্রোম্‌ ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৩x, এলিয়াম-সেপা ৬, আয়োডিয়াম্‌ ৩x, লোবেলিয়া θ, সেনেগা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা) ষ্ট্যানাম্‌ ৬, প্রভৃতি ঔষধগুলি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

হিক্কা

(HICCOUGH)।

হিক্কা সচরাচর কোন উৎকট পীড়ার ভয়াবহ লক্ষণ। পাকাশয়ের পীড়া বা অন্য কোন কারণ হেতু, সহসা বক্ষোদর ব্যবধায়ক-পেশীর (diaphragm) সঙ্কোচন হয়। এই সঙ্কোচনে বায়ু জোরে ফুস্‌ফুসের

banglabooks.in

ভিতর প্রবেশ করে; ইহাতেই স্বরযন্ত্র-মুখে হেঁচ্‌কির উৎপত্তি হয়। পরিচালক-যন্ত্রের গোলযোগ বশতঃ হিক্কা, হিষ্টিরিয়ার হিক্কা, বা শিশুদের হিক্কা, ততটা আশঙ্কাজনক নহে। কিন্তু কোন কঠিন পীড়ায় অনবরত হিক্কা হইতে থাকিলে, নাড়ী লুপ্ত হইয়া রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—জিন্‌সেং θ সকল প্রকার হিক্কাতেই প্রয়োগ করা চলে। ইহাতে উপকার না পাইলে, নাক্স-ভমিকা ৩ (বিশেষতঃ আহারের পূর্ব্বে হিক্কায়) বা সাইক্লামেন ৩ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিউপ্রাম ৬ বা কিউপ্রাম-আর্সেনিকাম্ ৬, হিক্কার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ শ্বাসকষ্ট, বমন, ঢেঁকুর উঠা, জলপানের পর হিক্কার উপশমে)। কফিউলাস ৬, হিক্কা বা ঢেঁকুর উঠিলে, খোঁচা-বেঁধার মত বেদনায়। পান আহার বা ধূমপানের পরই হিক্কা হইলে, ইগ্নেষিয়া ৩। অনবরত প্রবল হিক্কা (বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে), নেট্রাম-মিয়ুর ৬। আক্ষেপ ও উচ্চ-শব্দ সহ হেঁট্‌কিতে সাইকিউটা ৩। নড়িলে চড়িলে পর হিক্কা হইলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। ডাক্তার সাল্‌জার বলেন দৈহিক-যন্ত্রের পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও শিথিলতা, **লাইকোপডিয়াম ৩০** এর বিশেষ লক্ষণ—যথা, জিহ্বা একবার বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং পুনরায় সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। সামান্য জলপানেও হিক্কা উপস্থিত হইলে, মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬।

ডাক্তার সরকার ওলাউঠার হিক্কায় এই কয়টী ঔষধে ফল পাইয়াছেন বলেন:—বেলেডোনা, সাইকিউটা, হায়োসায়েমাস, কার্ব্বো-ভেজ, অ্যাম্রাস্, পালসেটিলা, ষ্ট্যাফাইস্যাগ্রিয়া, ফস্‌ফোরাস, ইগ্নেষিয়া, সাল্‌ফার।

ডাক্তার সালজার লাইকোপডিয়ম্, কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্, সাইকিউটা, বেলেডোনা, নাক্সভমিকা, লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এই সকল ঔষধ ৩—৩০ শক্তিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বিশেষ বিবরণ জন্য, আমাদের "**ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা**" পৃষ্ঠা ১০৭—১১০ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—টোট্‌কা ঔষধেও কোন কোন স্থলে উপকার হয়। তাল-পাঁসের বা কচি-ডাবের জল ও তালের আঁটির ভিতরকার "পাস্তা" প্রভৃতি টোট্‌কা, স্থল বিশেষে আশু ফলপ্রদ। বলা বাহুল্য যে রোগীকে লঘু পথ্য দিতে হইবে।

গলাভাঙ্গা বা স্বরভঙ্গ

(APHONIA)।

ঠাণ্ডা লাগা, জোরে গান গাওয়া, প্রভৃতি কারণে গলা ব'সে যায়। সর্দ্দি হেতু গলা ভাঙ্গিলে, কষ্টিকাম্ ৬। রৌদ্র বা তাপ লাগা হেতু হইলে, অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬। স্বর-যন্ত্রের অতিরিক্ত সঞ্চালন (যথা, জোরে গান গাওয়া, বক্তৃতা, চেঁচিয়ে কথা কহা) হেতু গলা ভাঙ্গিলে, আর্ণিকা ৩। দুর্ব্বলতা হেতু হইলে, আয়োডিয়াম ৬ বা ফস্‌ফোরাস্ ৬। ঋতুকালে গলা ভাঙ্গায়, জেল্‌স্ ৩x। হিষ্টিরিয়া হেতু স্বরভঙ্গে, ইগ্নেষিয়া ৩x। স্বর-যন্ত্রের মাংসপেশীর পক্ষাঘাত-জনিত স্বরভঙ্গে, অক্‌স্যালিক্-অ্যাসিড ৩।

স্বরলোপ

(APHASIA)।

চেলোপোডিয়াম্ ৩x—৩০, স্বরলোপের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বধিরতা হেতু স্বরলোপে, লাইকো ৩০। বহুক্ষণ চেষ্টার পর এক আধটি কথা কহিতে সমর্থ হইলে, ষ্ট্রামো ৩০। জেল্‌স্ ৩০, কেলিব্রোম ৩০, ও অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০, সময়ে সময়ে প্রয়োজন। পারদের অপব্যবহার জনিত স্বরলোপে, অরাম্ ৬ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।

banglabooks.in

১১। পরিপাক-যন্ত্রের পীড়া

মুখগহ্বর-প্রদাহ (STOMATITIS)।

এই পীড়ায় মুখাবরক-ঝিল্লী রক্তবর্ণ, স্ফীত, ও বেদনা বা ক্ষতযুক্ত হইয়া কখন কখন পূযস্রাব হয়। শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, জিহ্বা লাল ও স্ফীত, দন্তমাড়ী ও তালু স্ফীত হওয়া, এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

পাকাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, হাম ও স্ফোটক জ্বরের পর, অথবা মুখের মধ্যে উত্তপ্ত পদার্থ প্রবেশ হেতু, এই পীড়া জন্মে। দন্ত পরিষ্কার না রাখা, পারদের অপব্যবহার, অধিক মাত্রায় চূণ বা চিনি খাওয়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, রক্ত দূষিত হওয়া প্রভৃতি কারণেও, এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা :—

মার্কিউরিয়াস্ ৬—মাড়ী দিয়া রক্ত পড়া, মুখের ভিতর ক্ষত হওয়া। **কার্ব্বোভেজ্ ৬**—লবণ বা পারদের অপব্যবহার, মাড়ীতে দুর্গন্ধ হওয়া বা রক্ত পড়া। **আর্সেনিক ৩**—ক্ষতে জ্বালা করা, অতিশয় দুর্ব্বলতা, জ্বরভাব। **নাইট্রিক্-অ্যাসিড ৬** বা **হিপার-সালফার ৬**—পারদ জনিত মুখক্ষতে। বোরাক্স ৬x, সালফার ৩০, সোরিণাম ২০০, হেলেবোরাস্ ৬, ক্রিয়োজোট ৬, নেট্রাম-মিয়ুর ৬, মার্কিউরিয়াস্-কর ৬ প্রভৃতি লক্ষণানুসারে দিতে হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—লবণ, ঝাল, টক, ঘৃতাক্ত, তৈলাক্ত বা অধিক পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, এই রোগে নিষিদ্ধ। লেবু এই রোগে অতিশয় উপকারী। আহারের পর উত্তমরূপে মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। সোহাগা গরম জলে গুলিয়া কুলকুচা করিলেও, অনেক সময়ে উপকার হয়।

---

banglabooks.in

মুখের ঘা

(APHTHÆ)।

মুখ অপরিষ্কার রাখা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, পারদ সেবন, উপদংশ রোগ প্রভৃতি হেতু, এই রোগ জন্মে।

বোরাক্স্ ৬ ও **মার্কিউরিয়াস্ ৬** এই রোগের প্রধান ঔষধ।

কার্ব্বো-ভেজ্ ৬।—পারদাদির অপব্যবহার হেতু মুখের ঘা।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—উপদংশ জনিত হইলে।

নেট্রাম-মিয়ুর ৬, আর্সেনিক ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, অরাম্ ৬, সালফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধও, সময় সময় আবশ্যক হয়।

"মুখগহ্বর-প্রদাহ" ও "জিহ্বার রোগ" দ্রষ্টব্য। ভাল মধু বা পাতলা একোগুড় আঙুলে মাখিয়া শিশুর মুখের ভিতর ঘা'য় লাগান ভাল।

দন্তশূল

(TOOTHACHE)।

ঋতু-পরিবর্ত্তন, অজীর্ণতা, গর্ভাবস্থা, ঠাণ্ডা লাগা, বাতের পীড়া, স্বাস্থ্যভঙ্গ প্রভৃতি কারণে, দন্তশূল হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রায় সকল প্রকার দন্তশূলেই প্রথমে **প্ল্যান্টেগো ৩** সেবনে ও **প্ল্যান্টাগো** θ মাড়ীতে লাগাইলে, উপকার হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে দন্তবেদনা; শীতল জল দিলে উপশম বোধ; একপার্শ্বে বেদনায়, **অ্যাকোনাইট ৩x**। শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; কোষ্ঠবদ্ধতা ও দন্তক্ষয় জনিত দন্তশূলে, **ক্রিয়োজোট ৩**। দন্ত-মাড়ীতে খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা বা দপ্‌দপানিসহ কতকগুলি দন্ত হইলে এবং ঐ বেদনা বিচরণশীল হইলে, **বেলেডোনা ১**।

banglabooks.in

সর্দ্দিজনিত দন্তশূল (দন্তমূল স্ফীত হয় না) ; মুখে কোন পদার্থ প্রবিষ্ট হইলেই চাপিয়া-ধরার-ন্যায় বেদনা এবং অনতিবিলম্বে ঐ বেদনার নিবৃত্তি ; বিছানার গরমে বা কোন গরম দ্রব্য ভোজনে ও বৈকালে পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণে, **পাল্‌সেটিলা** ৩০। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে দন্তবেদনা ও জিহ্বা গাঢ় সাদা লেপযুক্ত লক্ষণে, **অ্যান্টিম-ক্রুড্** ৬। "দাঁত দীর্ঘ হইয়াছে" এইরূপ অনুভব, দাঁতে দাঁতে চাপিলে বা শীতল জল দাঁতে লাগিলে অসহ্য কন্‌কনানি, রাত্রিতে কপালের পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেদনার বিস্তৃতি ; উষ্ণপ্রয়োগে উপশম লক্ষণে, **আর্সেনিক** ৬। স্নায়বীয় দন্তশূলে—দন্ত বড় ও আল্‌গা বোধ ; দন্তমূল ও গাল ফুলিয়া উঠা ; উষ্ণদ্রব্য পানে বা ভোজনে ও বিছানার গরমে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **ক্যামোমিলা** ৬ উপযোগী। দন্তমূলে বেদনা ও রক্তস্রাব ; মুখ শুষ্ক কিন্তু পিপাসা থাকে না ; চর্ব্বণকালে বেদনা অনুভব লক্ষণে, **কার্ব্বো-ভেজ** ১২। ক্রিমিজনিত দন্তশূলে, গর্ভাবস্থায় দন্তশূলে, ও অন্যান্য দন্তশূলে, **মার্কিউরিয়াস** ৬। মুখমণ্ডলের চতুঃপার্শ্বেই ছিঁড়িয়া-ফেলা বা খোঁচা-বেঁধার-ন্যায় বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; প্রচুর লালাস্রাব ; রাত্রিতে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **মার্কিউরিয়াস** ৩x ক্রম বিচূর্ণ সেবন। দন্তে বায়ু লাগিলেই বেদনার বৃদ্ধি ; দাঁত বড় বোধ হওয়া ; বাম পার্শ্বেই বেদনা অধিক ; আহারের সময় দন্ত শীতল বোধ লক্ষণে, **সালফার** ৬। পারদ সেবন জনিত দন্তশূলে—প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব সহ দন্ত-মাড়ী হইতে রক্তস্রাব হইলে, **নাইট্রিক-অ্যাসিড্** ৬। ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে অতিশয় বেদনা ও সেই সঙ্গে অন্যান্য দন্তগুলিও বেদনাযুক্ত, শীতল জলস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **স্পাই-জিলিয়া** ৩। শীতল জলস্পর্শে যন্ত্রণার উপশম, **কফিয়া** ৩x। দন্ত কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণ-রেখাঙ্কিত এবং বিকৃত ; দন্তমূলে নালী বা শোষ ; ঋতুকালীন দন্তশূল ; ছিঁড়ে-ফেলা বা চিবানর-মত দন্ত-বেদনা, বিদ্ধকরণবৎ বেদনা (বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত অনুভূত হয়) ; শঙ্খদেশে দপ্‌দপে বেদনা ; দন্তমূল স্ফীত ও শ্বেতবর্ণ ; শীতল দ্রব্য পান ভোজনে বৃদ্ধি ; **ষ্ট্যাফিস্**

banglabooks.in

স্যাঙ্গ্রিনা ৩। দন্তাবরক (enamel) ক্লেদাবৃত হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর্ ১২x চূর্ণ। দন্তোৎপাটনের পর কৃত্রিম দন্ত বসান হেতু দন্তশূল হইলে, আর্ণিকা ৩ বা সিম্ফাইটাম θ অথবা ক্যালেণ্ডুলা θ। ঠাণ্ডা জল বা বাতাস লাগিবার পর বেদনায়, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। দন্ত ক্ষয়যুক্ত বা দীর্ণ বোধ হইলে, রাস্-টক্স ৩। কাসি বা সুরাপান হেতু দন্তশূল হইলে, নাক্স-ভমিকা ৩। দারুণ যন্ত্রণায় (বা স্নায়ুভঙ্গ হেতু দন্তশূলে), চায়না ৩। দন্ত লম্বা ও আল্‌গা বোধ হওয়া এবং ধূমপানের পর বেদনা বৃদ্ধিতে, ব্রায়োনিয়া ৩। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যাতনার বৃদ্ধিতে, ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব ৬। নাক্স-মস্কেটা ১x, ইগ্নেষিয়া ৬, হায়োসায়েমাস ৬, হিপার-সালফার ৬, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ (উষ্ণ জল সহ), ফস্‌ফোরাস ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিলিকা ৩০ ও ষ্টাফেসাগ্রিয়া ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া দন্ত বেদনায়—অ্যাকোনাইট ৩x, বেলেডোনা ৩, ক্যামোমিলা ৬।

বর্ষাকালে আর্দ্র বাতাস লাগিয়া দন্ত বেদনায়—ষ্টাফেসাগ্রিয়া ৬, মার্কিউরিয়াস ৩, নাক্স-মস্কেটা ২x।

বাতজনিত দন্ত পীড়ায়—ব্রায়োনিয়া ৩, অ্যাকোনাইট ৩x, রিমিসিফিউগা ৬।

অজীর্ণতা দোষ হেতু দন্ত বেদনায়—নাক্স-ভ ৬, পালসেটিলা ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, আর্সেনিক ৬।

দন্তমধ্যে গর্ত্ত হওয়া বা দন্ত নষ্ট হওয়া হেতু দন্ত বেদনায়—ক্রিয়োজোট ৬, মার্কিউরিয়াস ৩, অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬, সিলিকা ৩০, ক্যামোমিলা ৬, ইউফর্বিয়া ৩x।

আক্ষিক দন্ত বেদনায়—ক্যামোমিলা ৬, আর্সেনিক ৩০, প্ল্যাণ্টেগো θ।

ঠাণ্ডা লাগিয়া দন্ত বেদনা বাড়িলে—অ্যাকোনাইট ৩x, আর্সেনিক ৩০, রডোডেণ্ড্রন ৩x।

banglabooks.in

গরম দ্রব্য পানভোজনে বেদনার বৃদ্ধি—ক্যামোমিলা ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬।

উত্তাপে উপশম—ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ৩x বিচূর্ণ।

সাধারণ নিয়ম।—দন্ত নিরাপদে থাকিবে ভাবিয়া, অনেকে বিবিধ প্রকার দাঁতের মাজন, তাম্রকুট ও চুরুট ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা দ্বারা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। চা-খড়ি, তাম্বুল বা ফট্‌কিরি সহ গুঁড়াইয়া দন্ত ধাবন করিলে অনেক সময় উপকার হয়। দাঁত আল্‌গা হইয়া নড়িলে, তুলিয়া ফেলাই ভাল। কাফি, মিষ্ট দ্রব্য ও তামাক খাওয়া, প্রভৃতি পরিহার করিতে হইবে। যে দাঁত নড়িতেছে তাহাতে ভুক্ত দ্রব্য আটকাইলে খ'ড়কেতে তুলা জড়াইয়া তাহা ধীরে ধীরে বাহির করিয়া ফেলা উচিত। আক্রান্ত দন্তে তুলায় ক্লোরফরম্ বা ক্রিয়োজোট্ লাগাইলে অথবা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার মাটীতে ঘষিলে, ক্ষণিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। তরুণ দন্ত বেদনায়, পেয়ারার পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে অনেক সময়ে বেদনার উপশম হয়। খুব ঠাণ্ডা বা খুব গরম জিনিস খাওয়া, দাঁতের পক্ষে অপকারী।

জিহ্বার রোগ

(DISEASES OF THE TONGUE)।

সাধারণতঃ পরিপাক-ক্রিয়ার অবস্থা পরিজ্ঞাপক হইলেও, জিহ্বা একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়; সুতরাং পরিপাক-ক্রিয়ার বৈষম্য না ঘটিলেও, জিহ্বার অনেক রকম পীড়া হইতে পারে (২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জিহ্বার দূষিত অর্ব্বুদে, ক্যালি-সায়েনেটাস্ ৩x। জিহ্বা জ্বালা করা বা জিহ্বা টক ও শুষ্ক বোধ লক্ষণে, অ্যালুমেন্ ৩০। জিহ্বা ঘোর লাল হইলে ও জিহ্বার উপর দন্তের দাগ পড়িলে, হাইড্রাসটিস্ ৩০। জিহ্বা খুব শুষ্ক হইলে এবং ফাটিলে. বেলেডোনা ৩। জিহ্বার ঠিক

banglabooks.in

মাঝখান কাটিলে, রাস-ভেন ৩। জিহ্বা-প্রদাহে ও ফোলায়, অ্যাকোনাইট ৩। জিহ্বা ফুলিলে ও সর্ব্বদা মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িলে বা জিহ্বায় ঘা হইলে, মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস্ ৬। অত্যুষ্ণ দ্রব্য পান ভোজন হেতু জিহ্বা-প্রদাহে, ক্যান্থারিস্ ৩। জিহ্বায় শোথ হইলে, এপিস্ ৩x। আঘাত জনিত জিহ্বা-প্রদাহে, আর্ণিকা ৩। কীটাদি জনিত জিহ্বা-প্রদাহে, নেট্রাম-মিয়ুর ৬। জিহ্বার পক্ষাঘাতে, কষ্টিকাম ৬। জিহ্বা ফুলিয়া উঠা বা শক্ত হওয়া কিম্বা নাড়িতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে, ডাল্কেমারা ৩। জিহ্বা পুরু অনুভব করা ও কথা না কহিতে পারা লক্ষণে, জেলসিমিয়াম্ ৩। উপদংশ জনিত জিহ্বার রোগে, ফ্লোরিক-অ্যাসিড ৩। সময়ে সময়ে জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি হইলে আহার করিতে কষ্ট হয়, মার্কিউরিয়াস্-বিন্ আয়োডেটাস্ ৩ বিচূর্ণ এই রোগের ঔষধ ; কিন্তু রোগীর পারদ-দোষ জনিত ক্ষত হইলে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬ বা হিপার-সালফার ৩০।

পূয হইলে বা পচন আরম্ভ হইলে—হিপার-সালফার ৬, অ্যাষ্ট্র্যাগিনাস্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।

আঘাত জনিত হইলে—আর্ণিকা ৩, কোনায়াম্ ৬, রাস-টক্স ৬, সালফার ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩০, সিলিকা ৬।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ঘৃত ও পানের রস গরম করিয়া জিহ্বায় মালিস করিলে, জিহ্বার ঘা সারিতে পারে। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী এই ব্যবস্থার দ্বারা অনেককে আরোগ্য করেন ; তিনি বারুই জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের নিকট ইহা প্রথম শিক্ষা করেন। খাইতে কষ্ট হইলে দুগ্ধ, সুজির পায়স, মোহনভোগ, খিচুড়ি প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু জ্বর থাকিলে, সাগু বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য।

---

banglabooks.in

গলক্ষত

(SORE-THROAT)।

সর্দ্দি জন্য গলায় বেদনা হওয়া; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা, গান বা বক্তৃতা করা, স্বরভঙ্গ অবস্থায় চীৎকার করা, উপদংশ ক্ষত প্রভৃতি, নানা কারণে, এই পীড়া জন্মে। প্রথমে মুখগহ্বরে প্রদাহ, আলজিহ্বা দীর্ঘ, ও তালুমূল স্ফীত হয়; পরে গলার মধ্যে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্ষত হইলে, গলার মধ্যে সুড়সুড় করে; পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা তুলিতে রোগী চেষ্টা পান, কোন বস্তু গলাধঃকরণ করিতে পারেন না, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—তরুণ গলা-বেদনায় অতিশয় উত্তাপ, গিলিতে বেদনা, গলদেশ রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল চক্ষু, মুখমণ্ডল লাল, শিরঃপীড়া প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x—৩০। গলদেশে সামান্য বেদনা ও ফোলা, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত লালবর্ণ ক্ষত, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ লক্ষণে, মার্ক-সল ৩। প্রবল জ্বরসহ গল-ক্ষতে, অ্যাকোনাইট ৩x। নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় গলা শুষ্ক বোধ, ঢোঁক গিলিবার সময় গলার মধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ আটকাইয়া আছে অনুভব করা; গলার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে, রক্তবর্ণ বা বেগুনে-রং দেখায়; গলার বাহিরে অল্প স্ফীত লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬। আলজিহ্বা দীর্ঘ হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬x চূর্ণ—৩০ ও কেলি-মিয়ুর ৩ চূর্ণ—৩০। ঢোঁক গিলিতে গলায় বেদনা, তালুপ্রদাহ, ক্ষত হইতে পূযক্ষরণ লক্ষণে (পুরাতন অবস্থায়), ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬। উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করা বা গান গাওয়া হেতু গল-ক্ষতে, আর্ণিকা ৩। পুরাতন গল-ক্ষতে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ। সময়ে সময়ে আর্সেনিক ৬, অ্যালুমিনা ৬, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ডাল্কেমারা ৬, কষ্টিকাম্ ৬, হিপার-সালফার ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, সালফার ৩০, রাস-টক্স ৬, মার্ক-আয়োড্ ৬x বিচূর্ণ, আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম ৬, প্রয়োগ করা যায়।

banglabooks.in

ঠাণ্ডা লাগান বা ফ্লানেলাদি গরম বস্ত্র সর্ব্বদা গলায় জড়ান অথবা অধিক কথা কহা, নিষিদ্ধ। লঘুপথ্য ব্যবস্থা; অৎস্য মাংস না খাওয়াই ভাল।

তালুমূল-প্রদাহ

(TONSILITIS)।

তালুমূল (অর্থাৎ তালুর উভয় বা এক পার্শ্বস্থ বাদামাকারের গ্রন্থিচয়) লালবর্ণ উত্তপ্ত ও স্ফীত হওয়াকে "তালুমূল-প্রদাহ" কহে। প্রদাহিত অবস্থায়—জ্বর, শিরঃপীড়া, শ্বাসকষ্ট, গিলিতে কষ্ট, মুখ দিয়া থুথু উঠা, শরীরে বেদনা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। সুচিকিৎসিত না হইলে, প্রদাহিত স্থানে ক্ষত হয়; পরে, ঐ ঘা ফাটিয়া পূয নিঃসৃত হইলে, এই পীড়া পুরাতন আকার ধারণ করে। (পুরাতন অবস্থায়) জিহ্বামূল-গ্রন্থি এত বাড়ে যে গিলিবার ক্ষমতা থাকে না ও আল্‌জিব্‌টি একদিকে বাঁকিয়া পড়ে। প্রদাহিত অবস্থায় জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গিলিতে কষ্ট, মুখ দিয়া থুথু উঠা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণও বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।—(তরুণ অবস্থায়) দক্ষিণদিকের জিহ্বামূল লাল ও স্ফীত হওয়ায়, বেলেডোনা ৩x; ইহা ব্যর্থ হইলে, মার্কিউরিয়াস ৩। পূয হইবার উপক্রমে, হিপার-সালফার ৬। বামদিকের জিহ্বামূল লাল ও স্ফীত হইলে, ল্যাকেসিস ৬—৩০। তালুমূল বাড়িলে, ক্যাল্‌-আয়ড ৩ বিচূর্ণ।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—(পুরাতন অবস্থায়) একটি প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ বেশী ফোলা থাকিলে।

ব্যারাইটা-মিউর ৬ বা মার্ক-আয়োড্‌ ৬।—গিলিতে কষ্ট, গিলিতে যাইলে গলায় যেন কি আট্‌কে রহিয়াছে বোধ হয়, পূয হইবার উপক্রমে বা পচিতে আরম্ভ হইলে।

banglabooks.in

ক্যাঙ্কেলিয়া-ফস্ ও বিচূর্ণ।—অধিক ফোলা, প্রস্রাব দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ; তালুমূল দীর্ঘ হওয়া।

ক্যাঙ্কেলিয়া-কার্ব্ব ৬।—নিশা-ঘর্ম্ম, হাত পা ঠাণ্ডা ও চট্‌চটে হওয়া।

এপিস্ ৩, কাইটোল্যাক্কা ৩x, সিলিকা ৬, সালফার ৩০, ইগ্নেষিয়া ৬, কেলি-আয়োড ৩x, থুজা ৩০ (টিকা দিবার পর উপসর্গে), ব্যাসিলিনাম্ ৩০ (বংশে যক্ষ্মা থাকিলে), ও সোরিণাম্ ৩০ লক্ষণানুসারে দেয়। ["গলক্ষত" রোগ দ্রষ্টব্য]।

গরম জলের বা দুধের কুলকুচা (gargle) করা ভাল।

পাকাশয়-প্রদাহ

(GASTRITIS)।

তরুণ পাকস্থলী-প্রদাহ।—চাপ দিলে বৃদ্ধি পায় এরূপ জ্বালাকর পেট-বেদনা, শীতল জলপানে অবিরত ইচ্ছা (কিন্তু পেট থাকে না), সকল সময়েই পাকস্থলীতে পূর্ণতাবোধ ও মুখ বিস্বাদ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, জিহ্বায় শাদা বা হরিদ্রাবর্ণ লেপ, ও অবসন্নতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুরাতন পাকস্থলী-প্রদাহ।—পাকাশয়ে জ্বালা, অম্ল বা শ্লেষ্মা বমন, জিহ্বার মধ্যভাগ লেপাবৃত কিন্তু প্রান্তভাগ লালবর্ণ, বক্ষঃস্থলের প্রদাহ, পেটকাঁপা, পিপাসা, হস্তপদতলে জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র লাল ও পরিমাণে অল্প হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমানে থাকে।

প্লীহা যকৃৎ বা মূত্রযন্ত্রের পীড়া হেতুও, পাকাশয়ে প্রদাহ জন্মিতে পারে। অপরিমিত পান ভোজন, অগ্নিমান্দ্য, বা বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, এই পীড়া হয়।

চিকিৎসা।—(তরুণ বা পুরাতন পাকাশয়-প্রদাহ) অত্যন্ত জ্বালা, পিপাসা ও নাড়ী দ্রুত থাকিলে, আর্সেনিক ৬, । জিহ্বা ক্লেদযুক্ত,

banglabooks.in

বমন বা ভুক্ত দ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার উঠিলে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬। পাকাশয় স্ফীততা প্রযুক্ত অবিরত অস্বচ্ছন্দতায়, মার্ক-কর ৬। জল ব্যতীত সমস্ত পদার্থই তিক্তাস্বাদ; পিপাসা, পাকাশয়ে বেদনা ও শীত থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩। পাকস্থলীতে দুর্ব্বলতা ও খালিবোধ; পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্মাসহ ভুক্ত দ্রব্যের উদ্গার উঠা প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্‌ফোরাস্ ৬। পাকাশয়ে চাপ দিলে প্রখর বেদনা; মুখে তিক্তাস্বাদ, বমনেচ্ছা বা বমন লক্ষণে, পাল্‌সেটিলা ৬। বেলেডোনা ৬, ক্যাম্থারিস্ ৬, ক্যাম্ফার ৩, হায়োসায়েমাস ৬, বিসমাথ্ ৬, মিলিফোলিয়াম ১x, মার্কিউরিয়াস সল ৩০, ব্রায়োনিয়া ৩০, হাইড্র্যাষ্টিস ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, সালফার ৩০, পুরাতন পীড়ায় লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়। পাকস্থলীতে ক্ষত হইলে—আর্সেনিক ৩০, কেলিবাইক্রম ৬, ক্রিয়োজোট ১২, হাইড্র্যাষ্টিস ৬। "অজীর্ণ" রোগ দ্রষ্টব্য।

রক্তবমন বা রক্তপিত্ত
(HÆMATEMESIS)।

রৌদ্রে বেড়ান, অপরিমিত ব্যায়াম, অতিশয় শোক পাওয়া, অতি মৈথুন; ক্ষার, লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য এবং মরিচাদি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কারণে, রক্ত দূষিত হয়। সেই পিত্তদুষ্ট রক্ত, চক্ষু কর্ণ নাসিকা বা মুখগহ্বররূপ ঊর্দ্ধমার্গ দিয়া; অথবা, লিঙ্গ যোনি বা গুহ্যদ্বারস্বরূপ অধোমার্গ দিয়া; কিম্বা ঊর্দ্ধাধঃ উভয় মার্গ দিয়া, নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বমন সহকারে মুখ দিয়াই রক্তস্রাব অধিক দেখা যায়। রক্তবমনের পূর্ব্বে পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারবোধ, অজীর্ণতা, বমনেচ্ছা, মুখে লবণাক্ত স্বাদ, নাড়ী দুর্ব্বল, দীর্ঘ নিশ্বাস, অবসন্নতা, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমন দ্বারা পাকস্থলী হইতে যে রক্তস্রাব* হয়, উহার পরিমাণ বা বর্ণ সকল সময়ে সমান হয় না।

* ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব এবং পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাবের প্রভেদ :—রক্তবমনে—পাকস্থলীর রক্ত ঈষৎ কালচে বর্ণ ও ফেনাযুক্ত, ভুক্তদ্রব্য সহ নির্গত

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—রক্তপ্রধান ব্যক্তির মুখ লালবর্ণ, পূর্ণ নাড়ী, বুক ধড়-ধড় করা, ব্যাকুলতা, জ্বর, হঠাৎ পাকাশয়ে বেদনার উদ্রেক হইয়া রক্তবমন।

মিলিফোলিয়াম্ θ—১x।—সহজে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তবমন।

ইপিকাক ৩x—৬।—বমনেচ্ছা বা বমন সহকারে উজ্জ্বল লাল-বর্ণের রক্ত উঠা, অল্পক্ষণস্থায়ী ঘন ঘন কাশি, মুখে লবণাস্বাদ ; জিহ্বা সরল।

হ্যামামেলিস্ ১।—দ্রুত কম্পমান ও শীতল নাড়ী ; কালবর্ণের রক্তস্রাব, পেটে গড়্-গড়্ কল্-কল্ শব্দ, বিনা কষ্টে রক্তস্রাব, দুর্ব্বলতা।

আর্ণিকা-মণ্টেনা ৩x।—থান থান রক্ত বমন, আহার ও পানে বৃদ্ধি ; অতিরিক্ত পরিশ্রম বা আঘাতজনিত রক্তস্রাব।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখমণ্ডল মলিন, হৃৎস্পন্দন, গাত্রদাহ, দুর্নিবার পিপাসা, নাড়ী ক্ষুদ্র ও চঞ্চল।

চায়না ৩—৩০।—অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত বমন হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এবং হাত পা শীতল ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে।

ফস্ফোরাস্ ৬, সিকেলি ২x—৩, ক্রোকাস ২x, বেলেডোনা ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ ও নাক্স-ভমিকা ৬ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—রক্ত-বমন উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট, অল্প দুধ ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ান, এবং পাকস্থলীর উপর শীতল জলের পটী দেওয়া বিধেয়।

হয় এবং বমনের পূর্ব্বে আমাশয়ে বেদনা, ও বমনেচ্ছা থাকে। ফুস্ফুস্-ফুস্ফুস হইতে রক্ত উঠিলে—রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ ও ফেনাযুক্ত, এবং শ্লেষ্মামিশ্রিত মলের সহিত রক্ত থাকে না, রক্ত উঠিবার পূর্ব্বে শ্বাসকষ্ট ও বক্ষোবেদনা থাকে।

banglabooks.in

অজীর্ণ-রোগ বা অগ্নিমান্দ্য

(DYSPEPSIA OR INDIGESTION)।

পরিপাক-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যই অজীর্ণ বা অগ্নিমান্দ্য। ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, উদ্গার উঠা, বমনোদ্যোগ বা বমন, বুকজ্বালা বা গলা জ্বালা, পেট ভার, মুখ দিয়া জল উঠা, আহারান্তে পেট-বেদনা, শ্বাসে দুর্গন্ধ, বুক ধড়-ফড় করা, মাথাব্যথা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগ হইতে ক্রমে বাত বহুমূত্রাদি বহুবিধ উৎকট পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। পাকাশয় সুস্থ রাখিতে হইলে, পানাহার ও বিশ্রামের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কারণ।—অপরিমিত তৈলাক্ত বা ঘৃতাক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অসময়ে আহার, খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া উদরস্থ করা, দীর্ঘকাল যাবৎ নানা প্রকার ঔষধ সেবন, অতিরিক্ত তামাক চা বা মদ্য পান, অপরিমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম অথবা একেবারে পরিশ্রম না করা, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস, ঠাণ্ডা লাগান, সর্ব্বদা অম্ল বা আচার খাওয়া, কোমরে কাপড় খুব আঁটিয়া পরা, শরীরে রক্ত অধিক না থাকা, মন অপ্রফুল্ল থাকা, স্নায়ুরোগ বা বাত থাকা। (psora) সোরা-ধাতুগ্রস্ত লোকেরাও প্রায়ই অগ্নিমান্দ্যে ভুগিতে থাকেন। ইহাদের যখন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, তখন অজীর্ণতা কমিয়া যায়।

চিকিৎসা:—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—আহারের পর পাকস্থলীতে ভারবোধ ও বেদনা, বুকজ্বালা, পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার, বারম্বার ভুক্তদ্রব্য বা পিত্ত বমন, মুখে তিক্ত বা অম্লাস্বাদ, আহারের পর তন্দ্রাবেশ ও আলস্য, প্রাতে মাথাধরা, বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু মল নিঃসরণ হয় না, মুখমণ্ডল ঈষৎ হরিদ্রাভ (বিশেষতঃ তাম্রকূট সেবন, মদ্যপান ও বহু প্রকার "গরম" ঔষধ সেবন জনিত অজীর্ণরোগে, নাক্স-ভ ফলপ্রদ)।

banglabooks.in

নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ—৩০।—আলু, ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার বিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজনজনিত অজীর্ণতায়। নিম্নলিখিত উপসর্গচয়েও ইহা উপযোগী :—মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে তিক্ত আস্বাদ, বুকজ্বালা, শীতভাব, আহারের পর বুক ধড়-ফড় করা, রক্তহীনতা, কোষ্ঠকাঠিন্য; যুবক যুবতীগণের অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনার কুফল জনিত উপসর্গাদি লক্ষণে।

পালসেটিলা ৩।—বুকজ্বালা, বমনেচ্ছা, জিহ্বা শুষ্ক ও খস্‌খসে, ঘন ঘন তরল মলত্যাগ, মুখে লবণাক্ত তিক্ত বা অম্লাস্বাদ; বিশেষতঃ ঘৃতপক্ক দ্রব্য আহার জনিত অজীর্ণতা।

এবিজ্-নাইগ্রা ৩x।—আহারের পরই পাকাশয়ে দারুণ যন্ত্রণা; কোষ্ঠবদ্ধতা; বৃদ্ধদিগের অজীর্ণ-রোগে।

নেট্রাম-ফস ৩x—১২x চূর্ণ।—অম্ল-রোগ; অম্ল-উদ্গার ও বমন লক্ষণে।

সাল্‌ফিউরিক-অ্যাসিড্ ৩x—৩০।—(অম্ল-রোগের প্রধান ঔষধ) বুকজ্বালা, অম্ল-উদ্গার, অম্ল-বমন, গায় টক গন্ধ, দুর্গন্ধ কৃষ্ণবর্ণ ভেদ, হিক্কা।

আর্সেনিক ৬।—পাকস্থলীতে অত্যন্ত জ্বালাবোধ। বরফ খাইয়া অজীর্ণ-রোগ হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৬।—আহারান্তে পাকস্থলীতে ভারবোধ, মনে হয় যেন পাকস্থলীতে একখণ্ড পাথর চাপান আছে, কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথা-ধরা, পাকাশয়ে খোঁচা-বেঁধার-মত বেদনা, মুখে তিক্ত বা অম্ল আস্বাদ এবং বমনেচ্ছা, গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে; বিশেষতঃ আর্সেনিকের অপ-ব্যবহার জনিত অগ্নিমান্দ্যে।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০, ২০০।—অধোদিকে বায়ু নিঃসরণ; ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সময় অতিশয় তন্দ্রা; উদরে বায়ু-সঞ্চয় হেতু পেটফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধতা; বামদিকের অন্ত্র কাঁপিতে

banglabooks.in

থাকা; দুর্ব্বলতা বা অধ্যয়নাদি জনিত অপাক; পেশীর ক্ষমতা হ্রাস হইয়া বা পরিপাক-রসের অভাব বশতঃ অজীর্ণ-রোগে।

কার্ব্বো-ভেজ ৬, ৩০।—**ঊর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণ**; পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, উদরাময়, মাথাধরা ও দুর্ব্বলতা; পুরাতন অগ্নিমান্দ্য ও বৃদ্ধদিগের অগ্নিমান্দ্য।

মুখ দিয়া নিয়ত স্বাদহীন জল উঠা, অথবা কটু তিক্ত ঝাল বা পচা গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা, অথবা কখন উদরাময় কখন কোষ্ঠবদ্ধতা উপসর্গে, **কার্ব্বো-ভেজ ৩x বিচূর্ণ** ঔষধ সেবন ও **ঝোল** মাত্র পথ্য ব্যবস্থা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—পরিপাক-শক্তির হ্রাস বা অরুচি, পাকস্থলীতে ভারবোধ, বমনেচ্ছা ও পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণ, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, কখনও তরল মল-ত্যাগ ও কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রাশয়ে প্রদাহ।

ফস্‌ফোরাস ৩০।—পুরাতন অজীর্ণ-রোগে অম্ল উদ্গার বা অম্ল-বমন, অতিশয় ক্ষুধা; জিহ্বা শ্বেতলেপাবৃত।

চায়না ৩x—২০০।—দীর্ঘকাল সুরাপানজনিত পুরাতন অগ্নি-মান্দ্যে যখন শোথ, যকৃৎ-প্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ম্যালেরিয়া জনিত অজীর্ণতা।

মার্ক-সল ৩x চূর্ণ ৬, বা **অ্যাকুটিস্মা-ক্লেসি-মোসা** ৬।—দীর্ঘকাল চা-পান হেতু অজীর্ণ-রোগে।

গ্লামবাম ৬—২০০।—ঠাণ্ডা লাগা হেতু অগ্নিমান্দ্যে।

আর্জেণ্ট-নাইট্রেট ৬—২০০।—(রক্তহীনতা প্রভৃতি কারণে অজীর্ণ-রোগ হইলে) পাকাশয়ে বেদনা সহ অম্ল-রোগ, ঊর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণ।

নাক্স-অস্কেটা ২x—৬।—বাহ্যপ্রয়োগে চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া, অগ্নিমান্দ্য হইলে।

হিপার-সালফার ৬ বা ১২।—পুরাতন অগ্নিমান্দ্যে যখন আর কোন দ্রব্যই পরিপাক হয় না।

banglabooks.in

সালফার ৩০।—অম্ল-উদ্গার উঠা, পাকাশয়ে ভারবোধ, আহারান্তে তন্দ্রালুতা, মুখপ্রান্তে এবং ওষ্ঠে ক্ষত ও স্ফীততা। প্রাতঃকালে সালফার ৩০ ও সূর্য্যাস্তকালে নাক্স-ভমিকা ৩০, প্রাচীন অজীর্ণ-রোগে প্রয়োগ করিয়া অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আশাতীত সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ১২, বা ৩০।—কটু অম্লোদ্গার বিশিষ্ট পুরাতন অগ্নিমান্দ্য। আহারের পরই ভুক্তদ্রব্য অম্ল হইয়া যায়; অম্ল-উদ্গার বা অম্ল-বমন।

আয়োডিন ৬, পেট্রোলিয়াম ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

মুখ দিয়া জল উঠা—কার্ব্বো-ভেজ ৩x চূর্ণ, ব্রায়ো ৬, নাক্স-ভ ৩০, লাইকো ১২।

বুকজ্বালা—ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬।

দুর্গন্ধ ঢেঁকুর উঠা—কার্ব্বো-ভেজ ৬, সালফার ৩০।

অম্ল-উদ্গার উঠিলে—অ্যাসিড-সালফ্ ৩x—৬।

আহারাদি দোষে অজীর্ণ-রোগ:—যথা, পিষ্টক চর্ব্বিযুক্ত তৈলাক্ত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি (যথা লুচি কচুরি খিচুড়ি পোলাও পিঠা প্রভৃতি) আহার বা শীতল পানীয় বেশী ব্যবহার হেতু অজীর্ণ-রোগ হইলে—**পালসেটিলা ৩—৬**।

কাফি বা মদ্য পান, রাত্রি-জাগরণ, আফিং সেবন, চিংড়ী মাছ বা ডিম্বের শ্বেতভাগ ভোজন হেতু অজীর্ণ-রোগে—**নাক্স-ভ ৩—৩০**।

দুগ্ধ পানের পর অজীর্ণতায়—**ইথক্সুজা ৬**।

অম্ল বা টক খাইয়া অজীর্ণতায়—**অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬**।

পচা মাছ মাংস বা মাখন খাইয়া অজীর্ণতায়—**কার্ব্বো-ভেজ ৬**।

বরফ-জল, কুল্পি-বরফ বা বেশী জল খাইয়া অজীর্ণতায়—**আর্স ৬**।

চা খাইবার পর অজীর্ণতায়—**ক্যাম্ফ্রা ৬**।

banglabooks.in

তরকারি খাইবার পর অজীর্ণতায়—**সিপিয়া ৬**।

লবণের অপব্যবহার জনিত অজীর্ণতায়—**হুসস ৬**।

কুটি তরমুজ ভক্ষণ বা দূষিত জলপান হেতু অজীর্ণ-রোগ হইলে—**ডিজিটেলিস ৩x—৬**।

অতিরিক্ত ফল আহার হেতু অজীর্ণতা জন্মিলে—**চায়না ৩** বা **আর্সেনিক ৬** (ফল পরিপাক না হইয়া অজীর্ণ অবস্থায় নির্গত হইতে থাকিলে ও পেটে জ্বালা অনুভূত হইলে, **চায়না** অধিকতর উপযোগী)।

সাধারণ নিয়ম।—অজীর্ণ-রোগে পথ্যাপথ্যের নিয়ম পালন না করিলে কেবল ঔষধ সেবনে ফল হয় না। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্টকালে স্নান আহার করা বিধেয়। ভোজ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করা উচিত; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে আহার করা নিষিদ্ধ। গুরুপাক দ্রব্য (যথা মরিচ লঙ্কা বা বেশী গরম মশলা, তৈল ও ঘৃতাক্ত ব্যঞ্জনাদি) একেবারেই আহার করিতে নাই। দিবা-নিদ্রা, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অধিক রাত্রিতে ভোজন, রাত্রিতে আহার করিয়াই শয়ন পরিত্যাজ্য। পানের রসসহ লেবুর রস মিশাইয়া খাইলে অরুচির দমন হয়। পোরেরভাত, (বিশেষতঃ ক্ষুধা না থাকিলে) **ঘোল***, ও আনারসের রস সুপথ্য। আপেল্, আঙ্গুর, ডালিম্, পেঁপে প্রভৃতি সুপাচ্য ফল খাইতে বাধা নাই। কেহ কেহ বলেন ডাবের জল ও নারিকেলের নরম শাঁস এই রোগে বিশেষ উপকারী। পুরাতন চাউলের ভাত, বা চিঁড়া গরম জলে ভিজাইয়া দধি বা ঘোলের সহিত খাইতে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। দুগ্ধ ও দধি এবং কাঁচা পেঁপের তরকারি এই

* মুখ দিয়া অবিরত জল উঠিতে থাকিলে, ক্রুকেন্‌বার্গের ব্যবস্থা এই যে "রোগী ক্ষুধিত হইলে শুদ্ধ ঘোল আহার করুন, এবং পিপাসিত হইলে একমাত্র ঘোল পান করুন"—এই বিধি পালন করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। মুখ দিয়া স্বাদহীন বা টক্ জল উঠিতে থাকিলে টাট্‌কা দুগ্ধ নিষিদ্ধ, কেননা দুগ্ধ এতাদৃশ-রোগীর পাকাশয়ে দধিবৎ সংহত (জমাট) হইয়া যায়।

banglabooks.in

রোগে সুপথ্য। 'ভাজা' জিনিস এবং চা, কফি, ও কোকা প্রভৃতি ব্যবহার না করাই ভাল। আহারের বিশ পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে এক পোয়া আন্দাজ গরম জলপানে, কখনও কখনও অজীর্ণ-রোগ সারিয়া যায়। ভোজনকালে অধিক পরিমাণে জলপান নিষিদ্ধ, ভোজনের দুই তিন ঘণ্টা পরে জলপান করা যাইতে পারে। অম্ল ব্যঞ্জনাদি সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বেশী বাইকার্ব্বনেট-অভ-সোডা বা অধিকমাত্রায় সোডা-ওয়াটার ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নহে। বরফ ও: আইস-ক্রিম বিশেষ অপকারী জিনিস। জনৈক ফরাসী ডাক্তার বলেন:যে, ভোজনের পরই শিশুর ন্যায় ক্ষণকাল হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইলে, ভুক্তদ্রব্য,সহজেই পরিপাক হয়; পারী (Paris) নগরে অজীর্ণ-রোগে এই পরীক্ষা চলিতেছে।

রাণীগঞ্জ ছোটনাগপুর সাঁওতাল-পরগণা প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় বহুল পরিমাণে লৌহ (iron) আছে, সেই সেই স্থানে যকৃৎ-দোষযুক্ত অজীর্ণ-রোগীর পক্ষে বাস করা অহিতকর; এতাদৃশ রোগীর পক্ষে কাশী গয়া বা সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ (যথা পুরী) উপকারী।

বমন ও বমনেচ্ছা

(VOMITTING, NAUSEA)।

নানা কারণে বমন হইতে পারে। অগ্নিমান্দ্য, অপরিমিত ভোজন, শারীরিক দুর্ব্বলতা, স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া, যকৃৎ ও জরায়ুর পীড়া, ক্রিমি-দোষ, গর্ভাবস্থা, অধিক জলপান, বা নৌকা শকটাদিতে ভ্রমণ করার জন্য, বমন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

ইপিকাক্ ৩।—আমাশয়িক বমনে; অবিরত বমনেচ্ছা, জলবৎ লালাস্রাব, পাকস্থলীতে শূন্যতা অনুভব, ঈষৎ সবুজবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ অথবা শ্লেষ্মামিশ্রিত বমন; কাঠ-বমি।

কোক্সিনিয়া ৩।—বমনেচ্ছা; বেশী টক ও অম্লীয় দ্রব্য বমন।

banglabooks.in

আর্সেনিক ৬, ১২ বা ৩০।—আমাশয়ে ক্ষত জন্য বমনেচ্ছা বা বমন, ও সেই সঙ্গে পাকস্থলীতে এবং পেটে উত্তাপ বা জ্বালা বোধ; অজীর্ণতা হেতু বুকজ্বালাসহ (আহারান্তে) বমন; থামিয়া থামিয়া বমনেচ্ছা ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতা।

অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।—পাকস্থলীতে ভারবোধ; মলিন শাদা লেপযুক্ত জিহ্বা; অরুচি বা বমনেচ্ছা।

অ্যাপোমর্ফিয়া ৩।—বমনোদ্বেগ ব্যতীত সহসা বমন হইতে থাকিলে। মদ্যপায়ী ও অহিফেন সেবীদিগের বমনেও ইহা উপযোগী।

আইরিস-ভার্স ৬।—অম্লপিত্ত বা ভুক্তান্ন বমন; শিরঃপীড়া ও উদ্গার উঠা লক্ষণসহ অম্লপিত্ত বমন।

ক্রিয়োজোট ৬।—ক্ষয়কাস; যকৃতে পীড়া ও মূত্রকোষের পীড়াজনিত বমন; গর্ভাবস্থায় বমন; প্রাতঃকালে বমনেচ্ছা।

মস্তকে আঘাতজনিত বমনে—আর্ণিকা ৬; গাড়ী, পাল্কী, নৌকা-জাহাজে ভ্রমণ জনিত বমনে—ককিউলাস ৬ বা পেট্রোলিয়াম ৬, কেলি-ফস্ ১২x চূর্ণ, ও নেট্রাম-ফস্ ১২x চূর্ণ। রক্ত বমনে—ইপিকাক ৩x, মিলিফোলিয়াম ১x, হ্যামামেলিস্ ১, বা ক্রিয়োজোট ৬। পিত্ত বমনে—আইরিস-ভার্স ৩, পডোফিল্লাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, ও মার্ক-সল ৬। বমনেচ্ছা ও বমনের পরেই নিবৃত্তি অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬।

পথ্য।—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, খইমণ্ড, সাগু, বার্লি, বা অ্যারোরুট মুগ, যব, নারিকেল, পাকা কৎবেল, ও কিস্‌মিস্।

সাধারণ নিয়ম।—কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইয়া বমন হইলে সত্বরে সেই বিষ যাহাতে পাকস্থলী হইতে বাহির হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। পাকস্থলী বা অপর কোন যন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ বমন হইলে, গরম জল পান করিলেই যথেষ্ট উপকার হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের টুক্‌রা চুষিতে দিলেও উপকার হয়। কখন কখন পাকস্থলী বিশ্রাম পাইলে বা সামান্য আহার করিলে, বমন থামে; অগ্নিমান্দ্যের বমনে কচি ডাব ভাল।

banglabooks.in

পাকাশয়ে বেদনা

(PAINS IN THE STOMACH)।

আহারের পর, পাকস্থলীতে নখ-দিয়া-ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা; খাদ্যদ্রব্য পেটে পড়িবামাত্রেই বেদনার বৃদ্ধি; অম্ল বা তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট উদ্গার, বমন হইয়া ভুক্তদ্রব্য উঠিয়া গেলে বেদনার হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণ এই রোগে দেখা যায়।

চিকিৎসা :—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—আহারান্তে পাকস্থলীতে বেদনা, ও সেই সঙ্গে অবসন্নতা; সামান্য আহার করিলেই বেদনাবোধ; পেটের উপরে ও কুক্ষিদেশে বেদনা; আক্ষেপ সহকারে বমন বা বমনেচ্ছা; মাথাধরা; কোষ্ঠবদ্ধতা; পেটফাঁপা।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—আহার বা পানের পর বমন; পাকস্থলীতে খোঁচা-বেঁধার ন্যায় বেদনা; রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি; অতিশয় অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৩x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ)।—পেটে তীব্র বেদনা।

ক্যামোমিলা ৬, ১২।—রাত্রিকালে পাকস্থলীতে চাপবোধ ও বেদনা; তিক্ত বা অম্লস্বাদ বিশিষ্ট ভুক্তদ্রব্য বমন।

কলোসিন্থ ৬।—পাকস্থলীতে খালিবোধ ও জ্বালা; রাত্রিতে পাকস্থলীতে খিল ধরা; তিক্ত বমন (হরিদ্রাবর্ণ); পেটফাঁপা।

অ্যাসিড-হাইড্রো ৬, ডায়স্কোরিয়া θ, বার্ব্বেরিস θ—৩০, কফিউলাস ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা যায়।

"অজীর্ণ-রোগের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

অন্ত্র-প্রদাহ

(ENTERITIS)।

উদরের মধ্যে নানা স্থানে অন্ত্র (আঁৎ বা নাড়ীভুঁড়ি) আছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-অন্ত্র প্রদাহিত হইলে, তাহাকে "**অন্ত্র-প্রদাহ** (এণ্টেরাইটিস)", এবং বৃহৎ অন্ত্র প্রদাহিত হইলে, তাহাকে "**আমরক্ত** (ডিসেণ্ট্রি)", বলে। এই রোগ সচরাচর শিশুদিগেরই হইয়া থাকে। প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর; উদরে (বিশেষতঃ নাভির চারিপার্শ্বে) অবিরত তীব্র বেদনা, এবং চাপ দিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি; ক্রমে বেদনা এত অধিক হয় যে, রোগী নড়িতে পারেন না, ও বেদনা হেতু রোগী চিৎ হইয়া শয়ন করেন এবং হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপরে রাখিতে বাধ্য হন। অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমনেচ্ছা, পেটফাঁপা, কখন কখন পাতলা ভেদ নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।—জ্বর ও প্রদাহ কমাইবার জন্য অ্যাকোনাইট ৩x। জ্বর, প্রদাহ, শীত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, মাথাব্যথা ও পাতলা মল নিঃসরণ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। নাভির চারিপার্শ্বে জ্বালাকর তীব্র বেদনা, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা, অবিরাম অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অল্প জলপানেই ক্ষণকালমাত্র তৃপ্তিবোধ লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। অতিশয় কুন্থনসহকারে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা-ভেদ হইলে, মার্ক-কর ৬। সরলান্ত্রে বেদনাসহ বারম্বার মলপ্রবৃত্তি, অত্যন্ত পেটফাঁপা, নাভির চারিপার্শ্বে আকৃষ্ণনবৎ বেদনা, সমস্ত পেটেই বেদনা, ও বমনেচ্ছা লক্ষণে, কলোসিন্থ ৬। ক্ষুদ্রান্ত্রের সামান্য প্রদাহসহ (বা বিভিন্ন প্রকৃতি ও নানা বর্ণের মলসহ) উদরাময়, প্রাতঃকালে পীড়ার বৃদ্ধি, সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ, পেটফাঁপা লক্ষণে, পডোফিল্লাম ৬। (উষ্ণ জলসহ) ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ২x চূর্ণ দিলে, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। "পাকাশয়ে বেদনা"র ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য।

সাধারণ নিয়ম।—গরম জলের সেক। পীড়ার প্রবল অবস্থায়, সাগু, বার্লি ও অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘু পথ্য।

banglabooks.in

শূলবেদনা

(COLIC)।

শূলবেদনা অনেক প্রকার, তন্মধ্যে বৃহদন্ত্রের বা অন্ত্রের পেশীর আক্ষেপ জনিত বেদনাকে **অন্ত্রশূল** বলে। শূলবেদনা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। এই পীড়ায় প্রায়ই জ্বর থাকে না। বেদনা ও বমন (বা বমনেচ্ছা) থাকিলে, তাহাকে পিত্তশূল বলে ; এবং পেটফাঁপা ও বেদনা থাকিলে, তাহাকে আধ্মান-শূল বলে। পেটের, (বিশেষতঃ নাভির চারিপার্শ্বে) মোচড়ান বা কামড়ানর ন্যায় বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনার উপশম, কোষ্ঠবদ্ধতা, বারম্বার মলত্যাগে প্রবৃত্তি কিন্তু মল পরিষ্কার না হওয়া, বায়ু নিঃসরণ, বমনোদ্বেগ বা বমন, পেট ঠোস-মারিয়া থাকা ও উদ্গার উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। গুরুপাক ও উত্তেজক দ্রব্য ভোজন, হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, বরফাদি শীতল দ্রব্যের বাহ্য প্রয়োগ, ঘর্ম্মাবরোধ, ক্রিমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

কলোসিন্থ ৬, ৩০।—নাভির চারিপার্শ্বে অসহনীয় আকুঞ্চনবৎ বেদনা ; রোগী তীব্র বেদনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন এবং সম্মুখদিকে দ্বিভাঁজবৎ বক্র হইয়া পড়েন ও হস্তদ্বারা নাভিস্থল চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হন। চাপিয়া ধরিলে বেদনার ক্ষণিক উপশম, আবার ছাড়িয়া দিলেই পূর্ব্ববৎ বেদনার উদ্রেক ; সময় সময়ে পেট ফাঁপিয়া থাকে, মুখমণ্ডল মলিন, অতিশয় পেটফাঁপা, উদ্গার উঠা বা বায়ু নিঃসরণ, ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ইহার সহিত লাইকোপডিয়াম ৩০ (পর্য্যায়ক্রমে) কেহ কেহ ব্যবহার করেন।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—পেটফাঁপাসহ দারুণ আক্ষেপ জনিত শূলবেদনা, ও সেই সঙ্গে মূত্রাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা ৩—১২।—নাভির চতুর্দ্দিকে ছিঁড়িয়া-ফেলার ন্যায় বেদনা ; উদরাময় ; পেটফাঁপা [illegible] এবং গুরুমে বেদনা বৃদ্ধি।

banglabooks.in

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ২x চূর্ণ।—উষ্ণ জল সহ সেবন, (ক্যামোমিলা প্রয়োগে উপকার না হইলে)।

আইরিস্-ভার্স ৩।—অত্যন্ত পেটফাঁপা; উদরের ঊর্দ্ধভাগে জ্বালা; পিত্তবমন; মোচড়ানবৎ বেদনা।

ব্রায়োনিয়া ১x।—প্রথমে নাভির মধ্যস্থলে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে সমস্ত উদরে (পরে সর্ব্বাঙ্গে এমন কি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়), ঐ বেদনার সহিত পেটফাঁপা, লেপাবৃত জিহ্বা, শায়িত অবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি, সোজা হইয়া দাঁড়াইলে, এবং পশ্চাৎদিকে দেহ বক্র করিলে বেদনার হ্রাস; ভুক্তদ্রব্য বমনসহ হঠাৎ শূলবেদনা ও গর্ভাবস্থায় পিত্তজনিত শূলে।

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম্ ৬।—রাত্রিতে ও আহারের পর পেট ফাঁপিয়া বেদনা; পেটে গড়্-গড়্ কল্-কল্ শব্দ; সমস্ত তলপেটে বেদনা; মুখ দিয়া জল উঠা; মুখ ও হাত পা শীতল।

ওপিয়াম ৬, অ্যাকোনাইট θ, প্লামবাম্ ৬, বার্ব্বেরিস-ভাল্‌গেরিস θ—৬, সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থায় পেটফাঁপাসহ শূলবেদনায়, ককিউলাস ৬; গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের পরে শূলবেদনায় পালসেটিলা ৬ বা কলোসিন্থ ৬; ঐ সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটফাঁপা থাকিলে, পালসেটিলা ৬ বা লাইকোপডিয়াম ৩০; হিষ্টিরিয়া জনিত শূলবেদনায়, ইগ্নেষিয়া ৬।

পথ্যাপথ্য।—লঘুপথ্য (যথা সাগু, বার্লি, উষ্ণদুগ্ধ)। পীড়ার উপশম হইলে, পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, পটোল, মোচা, ওল, মানকচু।

banglabooks.in

সীস-শূল

(LEAD-COLIC)।

সীস কোনরূপে দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অন্ত্রে দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হয়, ইহার নাম "সীস-শূল"। যাহারা সীসার কায করে বা বহুদিবস যাবৎ সীসার পাত্রাদিতে পানাহার করে, তাহাদের দাঁতের গোড়া শ্লেটের বর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমন ও পেটে তীব্র ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—ওপিয়াম ১x প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিলে, বেদনা নিবৃত্ত হয়। ইহাতে উপকার না হইলে, অ্যালুমেন* ৩—৩০ প্রতি ঘণ্টায় দিতে হয়। ইহা ব্যর্থ হইলে, প্লাটিনা ৬। বেশী দুগ্ধপান ও উষ্ণ জলের পিচকারী লওয়া ফলপ্রদ।

পিত্ত-পাথরী

(GALL-STONE OR BILIARY CALCULUS)।

পিত্ত-কোষ (gall-bladder) বা পিত্তবাহী-নালী (biliary ducts) মধ্যে যদি পিত্তরস (bile) আহারাদির দোষে জন্মিয়া প্রস্তরকণা (gravel or stone) আকারে পরিণত হয়, তবে উহাকে **পিত্ত-পাথরী** (gall-stone) কহে। বালুকারেণু (gravel) বা কপোত-ডিম্ব অথবা মটর পরিমাণ ছোট বড় মাঝারী, গোলাকার, শাদা, কাল, কটা বা সবুজবর্ণ, এক বা বহুসংখ্যক, পাথরী রোগীর পিত্তকোষে জন্মে। শতকরা দশজন লোকের এই পীড়া আছে, তন্মধ্যে রমণীর সংখ্যাই অধিক। পেটে অল্পাধিক বেদনা এই রোগের প্রধান লক্ষণ; আবার, আজীবন পিত্তকোষ মধ্যে পাথরী থাকা সত্ত্বেও, কেহ কেহ মোটেই কোন প্রকার যাতনা অনুভব করেন না।

---

* "অ্যালুমিনা" নহে। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে "অ্যালুমিনা" লিখিত হইয়াছে; বোধ হয় ছাপাখানার ভুল। বলা বাহুল্য, "অ্যালমিনা" ও "অ্যালমেন" এক ঔষধ নহে; প্রতি স্বতন্ত্র ঔষধ।

banglabooks.in

পাথরী যতদিন পিত্তকোষ মধ্যে আবদ্ধ থাকে, রোগীর ততদিন প্রায় কোন বিশেষ অসুখ থাকে না, কদাচিৎ পেটে বেদনা অনুভূত হয় মাত্র; কিন্তু যখন পাথরী পিত্তকোষ হইতে পিত্তবাহী-নালী মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সহসা বা ধীরে ধীরে পেটে এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে নিতান্ত অধীর করিয়া ফেলে; এই দারুণ বেদনার নাম **পিত্ত-শূল** (biliary colic)। এই শূলবেদনা দক্ষিণ কুক্ষিদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া চারিদিকে (বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়ে; এবং বেদনাসহ প্রায়ই বমন, শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বল নাড়ী, হিমাঙ্গ (collapse), হাবা, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বেদনা কয়েক ঘণ্টা হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিয়া হঠাৎ নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ পাথরী অন্ত্র মধ্যে duodenumএ আসিয়া পড়িলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হয়); তখন মল ধৌত করিয়া পাথরী পাইলেই বুঝিতে হইবে যে পাথরী বাহির হইয়া গিয়াছে।

চিকিৎসা।—(১) যাহাতে শূলবেদনা শীঘ্র দূর হয়, ও (২) মলসহ পাথরী শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে যাহাতে ভবিষ্যতে আর পিত্তকোষাদিতে পাথরী না জন্মিতে পারে—এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হয়।

শূলবেদনা কালে।—পিত্ত-পাথরী-চিকিৎসায়-সিদ্ধহস্ত ডাক্তার স্যাণ্ডজ্ মিলজ্ ও ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিউজ পিত্ত-পাথরীর যাতনা প্রশমনার্থ **ক্যাম্ফ-কার্ব্ব** ব্যবস্থা করিয়া কখনও ব্যর্থ মনোরথ হন নাই। ক্যাম্ফোরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০ পিত্তজনিত শূলবেদনা নিবারণ পক্ষে পরম ঔষধ; পনর মিনিট অন্তর দেয়। তিন ঘণ্টা সেবনের পর ইহাতে বেদনা প্রশমিত না হইলে, বার্ব্বেরিস্ θ প্রতি বিশ মিনিট অন্তর দিতে হয়। চিওস্যাম্থাস θ, হাইড্র্যাষ্টিস্ θ (প্রতিমাত্রায় এক ফোঁটা হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত), ডায়স্কোরিয়া θ, চেলিডোনিয়াম ২x, কার্ডুয়াস্-মেরিয়েনাস্ ২x, জেলসিমিয়াম ১x, বেলেডোনা ৩x, ও আর্সেনিক্ ৩ প্রভৃতি ঔষধগুলিও বেদনা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ৩x (উত্তপ্ত

banglabooks.in

জলে) সেবন ও বাহপ্রয়োগে স্যাণ্ডজ্-মিলজ্ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইন্দ্রজালবৎ অত্যদ্ভুত ফল দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আমেরিকার ডাক্তার হোয়ান **কোলেস্টেরিনাম** ২ প্রয়োগে পিত্ত-পাথরী জনিত বেদনায় আশ্চর্য্য ফল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন (vide Alllen's *Nosodes*, edition 1910); ২য় ক্রমের সুবিধা না হইলে নিম্নশক্তি ব্যবহার করা যাইতে পারে; ইংলণ্ডের ডাক্তার বার্ণেট পিত্ত-পাথরী রোগের বিভিন্ন অবস্থায় ৩x—৩ চূর্ণ সেবন করাইয়াও অনেকস্থলে উপকার পাইয়াছেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বেদনায় নিতান্ত কাতর হইলে, রোগীকে খুব গরম জল খাওয়ান ও গরম জলের টবে বসান বা সরলান্ত্রে উপযুক্ত যন্ত্রাদি দ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া গরম জলধারা দিয়া অবিরত ভিজান (rectal irrigation) এবং দক্ষিণ কুক্ষিদেশে গরম পুল্‌টিস্ লাগান প্রভৃতি উপায়ে বেদনার অনেকটা উপশম হইতে পারে।

এইরূপে ঔষধাদি প্রয়োগে বেদনা নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গেলে ও পাথরী নিঃশেষে নির্গত হইয়া যাইবার পর, যাহাতে পুনরায় পিত্তকোষে পাথরী না জন্মে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অনুসারে চলিলে, পুনরাক্রমণ হয় না :—

পুনরাক্রমণ নিবারণার্থে।—চায়না θ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। পিত্ত-পাথরী-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার থেয়ার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা বিশ বৎসরের অধিককাল যতগুলি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন সকলগুলিই আরোগ্য লাভ করেন—"চায়না ৬x প্রতি মাত্রায় ছয়টি বটিকা প্রত্যহ দুইবার করিয়া দিতে হইবে যতদিন না দশমাত্রা ঔষধ সেবিত হয়; পরে, একদিন অন্তর একমাত্রা (ছয়টি বটিকা) করিয়া দিতে হইবে যতদিন না দশমাত্রা ঔষধ নিঃশেষিত হয়; এইরূপে, যথাক্রমে তিন দিন অন্তর ও চারিদিন অন্তর এবং পাঁচদিন অন্তর প্রভৃতি করিয়া ঔষধ দিতে হইবে যতদিন না অবশেষে প্রতিমাসে ঔষধের একমাত্রা (অর্থাৎ ছয়টি বটিকা) মাত্র সেবন করান হয়।" অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক

banglabooks.in

দেখিয়াছেন যে, উপরোক্ত বিধানমতে চলিলে, প্রথমতঃ রোগীর পাথরী শীঘ্র নিঃশেষে বহির্গত হয় ও পরে পিত্তকোষ পাথরী জন্মিতে পারে না (অর্থাৎ রোগটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়)। ডাক্তার অ্যাম্বার্স **চেলিডোনিয়াম** ও বৌর্জোঁকি **কার্ডুয়াস-মেরিয়ানাস** প্রয়োগ করায় অনেক রোগীর পুনরাক্রমণ ঘটে নাই।

পথ্যাদি।—যথাসময়ে মল-মূত্রত্যাগ ও স্নানাহার, পরিমিত আহার, যথোপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম, বায়ু সেবন, এবং ক্ষারধর্ম্ম-বিশিষ্ট জল (alkaline water) বহুল পরিমাণে পান প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালন ও যথাবিধি হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদি সেবন করিলে রোগী অচিরাৎ সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইতে পারেন। যে সমস্ত খাদ্যে অধিক পরিমাণে শর্করা (sugar) চর্ব্বি (fat) বা শ্বেতসার (starch) আছে সে সমস্ত খাদ্য যত পরিহার করা যায়, ততই মঙ্গল; এবং মাংস তৈলাক্ত মৎস্য ও চুণ (lime) নাকি রোগীর পক্ষে অহিতকর। উষ্ণ-প্রস্রবণের জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে, রোগী দীর্ঘকাল যাবৎ শূলবেদনায় কষ্ট পাইলে অথবা পিত্তকোষাদি মধ্যে পূয (pus) স্ফোটক (abscess) কর্কটিকা (cancer) প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সুযোগ্য অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য অবিলম্বে গ্রহণ করা বিধেয়। "মূত্র-পাথরী" দ্রষ্টব্য।

কোষ্ঠকাঠিন্য

(CONSTIPATION)।

নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে; এবং ইহা অনেক রোগের লক্ষণ মধ্যেও গণ্য। কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম না করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা, রাত্রি জাগরণ, উগ্র কাফি বা চা এবং মাদক দ্রব্য সেবন, শোক দুঃখ ও ভয় পাওয়া, পড়িয়া যাওয়া, যকৃতের পীড়া, অহিতকর দ্রব্য ভোজন, প্রভৃতি নানা কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মিতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে,

banglabooks.in

সঞ্চিত মল নাড়ীতে পচিতে থাকে, ও পচা মলের সূক্ষ্মাংশ রক্তমাংসে সঞ্চারিত হইয়া রক্তমাংসের পুষ্টিবর্দ্ধন পূর্ব্বক শরীরের বহু অনিষ্ট সাধন করে; খাদ্যের সারভাগ যেরূপ রক্তমাংস গঠন করে, পচা মলেও সেইরূপ রক্তমাংস পুষ্ট হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক উক্ত পুষ্ট রক্তমাংস নানা রোগের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে প্রায়ই শিরঃপীড়া, অরুচি, অস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোষ্ঠবদ্ধতা বহুদিন থাকিলে, ক্রমে অর্শ ও গৃধসী-বাত জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—নেট্রাম-মিয়ুর ১২৪ চূর্ণ—২০০ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অবিরত মলত্যাগেচ্ছা, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া; বড় ন্যাড়্ অতিকষ্টে নিঃসরণ হয়; সামান্য তরল মল; মাথা ভার, তলপেটে চাপবোধ ও অরুচি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩০; যাহাদের অধিক অধ্যয়ন করিতে হয়, যাহারা বিষণ্ণভাবাপন্ন, গৃহে বসিয়া যাহাদের অধিক সময় অলসভাবে ক্ষেপণ করিতে হয়, অল্পে যাহারা চটিয়া উঠে, এবং যাহাদের পেটের গোলযোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা আছে, তাহাদের পক্ষে নাক্স্-ভ বিশেষ উপযোগী। অল্প অল্প শীতবোধ; মাথা-ব্যথা; যকৃতে বেদনা, শুষ্ক, বৃহৎ ও কঠিন ন্যাড়্; বাতজনিত কোষ্ঠবদ্ধতা; গর্ভাবস্থায় ও গ্রীষ্মকালীন কোষ্ঠবদ্ধতায় ব্রায়োনিয়া ৬—৩০ (নাক্স-ভমিকা ও ব্রায়োনিয়ার প্রভেদ এই যে, অবিরত মলপ্রবৃত্তিসহ কোষ্ঠকাঠিন্যে, নাক্স-ভমিকা; এবং মল-প্রবৃত্তি-বিহীন কোষ্ঠকাঠিন্যে, ব্রায়োনিয়া উপযোগী)। মাথাধরা; মাথাঘোরা; কঠিন ন্যাড়যুক্ত মল; সর্ব্বদা তন্দ্রাবেশ; মুখমণ্ডল লালবর্ণ; মূত্র পরিমাণে অল্প; ওপিয়াম ৩০ (বৃদ্ধ, শান্তপ্রকৃতিক ও রক্তপ্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে ওপিয়াম উপকারী)। কোষ্ঠবদ্ধতা, অথবা বহুকষ্টে শুষ্ক কঠিন মল নির্গত হয়, পেট ফাঁপিয়া থাকে; আহারের পরেই তলপেট ফাঁপে, পেট গরম বোধ হয়; মুখ দিয়া জল বা উদ্গার উঠা লক্ষণে, লাইকোপডিয়াম ৩০ ব্যবহেয়।

banglabooks.in

তলপেট ও গুহ্যদ্বারে ভার ও গরম বোধ, গুহ্যদ্বারে কুট-কুট করা ও জ্বালা; মলত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে মলদ্বারে অস্বচ্ছন্দতা অনুভব; পুনঃ পুনঃ অতৃপ্ত মলপ্রবৃত্তি ও অর্শ পীড়া থাকিলে, সালফার ৩০। পুনঃ পুনঃ রেচক ঔষধ সেবন জনিত কোষ্ঠবদ্ধতা হইলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩। দ্বাদশটি বাইও-কেমিক ঔষধও লক্ষণানুসারে ফলপ্রদ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিলে পুনঃপুনঃ জোলাপ লওয়া ভাল নয়; যেহেতু উহা দ্বারা কোষ্ঠকাঠিন্য অভ্যস্ত হইয়া যায় ও পুনরায় জোলাপ না লইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। হোমিও-প্যাথিক ঔষধ সেবনে যদি মল নির্গত না হয়, তাহা হইলে ১২ আউন্স গরম জলে ১ ড্রাম গ্লিসারিণ মিশাইয়া মলাস্ত্রে পিচ্‌কারী দিলে গুট্‌লে গুট্‌লে মল নির্গত হয়। প্রত্যহ সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই ঠাণ্ডা জলপান, ও প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান উপকারী। প্রত্যহ প্রাতঃকালে মলত্যাগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আঙ্গুর, আপেল, কিশ্‌মিস্, মনাক্কা, কমলালেবু, পাকাকলা, পেঁপে, বেল, যাতা-ভাঙ্গা আটা, দুধ, মাখন, পাতি বা কাগজি লেবু, কচি ডুমুর, ওল প্রভৃতি সুপথ্য। নিয়মিত সময়ে আহার নিদ্রা ও ব্যায়াম উপকারী। হরিতকী, ইসপ্‌গুল, হিং, ডাবের জল, সোডাওয়াটার প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার না করিয়া সময়ে সময়ে ব্যবহার করিলে, উপকার পাওয়া যাইতে পারে*। "অজীর্ণ-রোগ" দ্রষ্টব্য।

---

* জোলাপের ব্যবস্থা না করিলে যাঁহারা তৃপ্ত হন না, নিতান্ত আবশ্যক হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত নির্দ্দোষ জোলাপ লইতে পারেন।—জাঙ্গি-হরিতকী, মিছিরী, সোনামুখীপাতা, মৌরি ও কিশমিস্ (প্রত্যেকটি একতোলা পরিমাণ) এই পাঁচটি দ্রব্য এক পোয়া গরম জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে উহা চট্‌কাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে ছাঁকিয়া এই এক পোয়া জলটুকু একেবারে খাইলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে। আম-নির্গমন-জনিত পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে, ভীত হইবার কারণ নাই—খানিকটা গরম জল বা গরম দুধ খাইলেই ব্যথা নিবৃত্ত হয়; দুই তিন বার দাস্ত হইয়া গেলে, মুগের ডাল সহ ভাত খাওয়া ও আহারান্তে ডাবের জল ও পেঁপে ব্যবস্থা। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে উক্ত এক পোয়া, বালকের পক্ষে আধ পোয়া, শিশুর পক্ষে এক ছটাক, এবং পাঁচ বৎসরের কম বয়স হইলে মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক দিতে হয়।

banglabooks.in

অ্যাপেণ্ডিক্স* (উপাঙ্গ)-প্রদাহ

(APPENDICITIS)।

পাকস্থলীস্থ উপাঙ্গ-নালীটীর অপর দিক বন্ধ থাকে (অর্থাৎ, এক দিক দিয়া এই নালী দ্বারা খাদ্য বা অন্য কোন দ্রব্য তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বাহির হইবার আর অন্য পথ নাই)। উপাঙ্গ মধ্যে কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এই প্রদাহের নাম "উপাঙ্গ-প্রদাহ (Appendicitis)"। প্রদাহ ঘটিলে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়েন, এমন কি যাতনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; তাই, অস্ত্র-চিকিৎসকেরা প্রদাহকালে উপাঙ্গটি কাটিয়া ফেলেন। অধিক মাত্রায় আহারই এই পীড়ার হেতু, ডাক্তার নোয়াক এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

বর্ত্তমান (কৃষ্টীয়) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইহার এই নূতন নামকরণ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক এই পীড়াই "টিফ্লাইটিজ" বা "পেরি-টিফ্লাইটিজ" নামে এতদিন পরিচিত ছিল। ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক না হইলেই (বিশেষতঃ গাউট্ বা সন্ধিবাতগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের) অনেকস্থলে এই রোগ উপস্থিত হয়। উদরের দক্ষিণভাগে বেদনা (রোগী হয়ত এই বেদনা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেন না), পরে ঐ বেদনার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও পাকাশয়-যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাতজনিত যাতনা, এই রোগের **প্রথম লক্ষণ**। এই অবস্থায় প্রদাহ নিবারিত না হইলে শরীরের অন্যান্য যন্ত্র আক্রান্ত হইয়া রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। এই পীড়ার নাম শুনিলেই লোকে হতাশ হইয়া অস্ত্র-চিকিৎসার আয়োজন করেন; কিন্তু প্রথম হইতেই হোমিওপ্যাথিক মতে সুচিকিৎসিত হইলে, অস্ত্র-প্রয়োগের কোন প্রয়োজন থাকে না।

---

* নরদেহের নিম্নভাগস্থ দক্ষিণাংশটুকু দেখিতে কতকটা ক্রিমি-সদৃশ; ইহারই নাম "Vermiform appendix বা কীটাকার উপাঙ্গ" (তৃতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

লক্ষণ।—প্রবল শিরঃপীড়া, চক্ষু মোটেই আলোক সহ্য করিতে না পারা, বমন (কখনও কখনও অনবরত), জিহ্বা মলিন, কখনও বা কোষ্ঠবদ্ধ হয় কখনও বা হয় না, বায়ু নিঃসরণ, পা গুটাইয়া থাকা, নিম্ন উদরের অধোভাগে তীব্র বেদনা, শরীরের তাপ ১০০° শত হইতে ১০৩° ডিগ্রী, যকৃৎ ও প্লীহা কখনও বা ঈষৎ বর্দ্ধিত।

চিকিৎসা :—

ল্যাকেসিস্. ৩০।—ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ উদরের দক্ষিণভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও কোমরে কাপড় রাখিতে না পারা সামান্য জ্বরসহ বমন লক্ষণে)। কিন্তু বেদনা হুলবিদ্ধবৎ বা জ্বালাকর হইলে (বিশেষতঃ টিকা দেওয়ার পর বা স্ত্রীলোকের অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহে), **ল্যাকেসিস্.** অপেক্ষা **এপিস্. ৩০** উপযোগী। কিন্তু **ল্যাকেসিস্.** বা **এপিস.** প্রয়োগে উপকার না হইলে, **আইরিস্. ৩০** দিতে হইবে। মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, জিহ্বা লাল-বর্ণ, অনবরত জলপানে ইচ্ছা কিন্তু অল্প জল পান করিলেই নিবৃত্তি, বিছানায় ছট্‌ফট্ করা, নিতান্ত অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে, **আর্সেনিক ৩০**। শয্যায় নড়ন চড়নে বেদনার বৃদ্ধি লক্ষণে, **ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০**। কিন্তু নড়ন চড়নে বেদনার উপশম হইলে, **ব্লাস-উক্স ৩০** ব্যবস্থা।

বেলেডোনা ৩, মার্কিউরিয়াস্-কর ৩, ভিরেট্রাম ৩, কলোসিন্থ ৬, হিপার ৬, সালফার ৩০, অ্যাকোনাইট ৩x প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—খুব গরম জল বোতলে পুরিয়া সেক ; পীড়ার তরুণাবস্থায় বার্লি-জলমাত্র ব্যবস্থা, পরে খুব পাতলা ঝোল ও অবশেষে দুগ্ধ সহ জল মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। **অ্যালোপ্যাথিক** ডাক্তারেরা এই রোগকে যতটা বিপদজনক মনে করেন, **হোমিওপ্যাথিক** ডাক্তারেরা ততটা মনে করেন না।

banglabooks.in

পেটফাঁপা

(TYMPANITIS)।

ইহা জ্বর ওলাউঠা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগের উপসর্গ মাত্র।

চিকিৎসা :—

অ্যাসাফিটিডা ৩।—হিষ্টিরিয়া রোগে: পেট ফাঁপিলে, প্রতি ঘণ্টায় এক মাত্রা সেবন।

টেরেবিন্থিনা ৩।—জ্বর বা প্রদাহ জনিত পেটফাঁপা। (খুব গরম জলে ফ্ল্যানেল্ নিংড়াইয়া উহাতে কয়েক ফোঁটা তার্পিন-তৈল ঢালিয়া পেটের উপর প্রতি ঘণ্টায় বাহ্য প্রয়োগে)।

ল্যাফেনাস ৬।—পেট শক্ত ও ফাঁপা; ঊর্দ্ধ বা অধোভাগে বায়ু নিঃসরণ হয় না (Dunham)।

"সান্নিপাতিক-জ্বর", "ওলাউঠা", "উদরে বায়ু সঞ্চয়", "উদরাময়", প্রভৃতি রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

উদরে বায়ু-সঞ্চয়

(FLATULENCE)।

ইহা অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। বুকজ্বালা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন, পেটফাঁপা, উদ্গার উঠা, পেট ভুট-ভাট করা, বায়ু-নিঃসরণ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বা মূত্রকৃচ্ছ্র, এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

কার্ব্বো-ভেজ্ ৬।—পেটে (বিশেষতঃ উপর পেটে) বায়ু জমা, শ্বাসকষ্ট বা বুকে বেদনা, মল পাতলা।

লাইকোপডিয়াম্ ৬।—তলপেটে বায়ু জমা, এবং কোষ্ঠকাঠিন্য।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস ৬।—উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ।

ক্যাম্মোমিলা θ।—বায়ু সঞ্চয়, উদ্গার উঠিলে আরাম বোধ।

নাক্স-ভমিকা ৩।—তিক্ত বা অম্ল-উদ্গার উঠা, বুকে চাপ বোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য।

সালফার ৩০, নাক্স-মস্কেটা ৩, র‍্যাফেনাস্ ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৩, সিলিকা ৬, সাইনা ৩x, ব্রায়োনিয়া ৩, আর্সেনিক ৩ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

উদরাময়

(DIARRHŒA)।

বিনা কুন্থনে, বারম্বার যে তরল ভেদ হয়, তাহাকে উদরাময় বলে। সাধারণতঃ চারি প্রকার উদরাময় দেখা যায় :—(১) গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অপরিষ্কৃত জল পান, উত্তেজক ঔষধাদি সেবন জন্য উপদাহ জনিত উদরাময়; (২) পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত বশতঃ অজীর্ণ-দ্রব্য-নিঃসরণশীল উদরাময়; (৩) গরম শরীরে শীতল জল বা বরফাদি পান, বা ঠাণ্ডা বাতাস দ্বারা হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হেতু প্রদাহ জনিত উদরাময়; (৪) গ্রীষ্ম-কালীন উদরাময়। উদরাময় ও সামান্য ওলাউঠার প্রভেদ, "ওলাউঠা" প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে। উদরাময়ে পেট কামড়ানী ও কোঁথপাড়া থাকে না, কিন্তু আমাশয়ে ঐ দুইটি লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা :—

স্পিরিট্-ক্যাম্ফার।—শীত; কম্প, পাকস্থলীতে বেদনা; হাত, পা, ও মুখ শীতল; গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে ও সর্দ্দিজনিত উদরাময়ে।

কিনিনাম-আর্স ৬x।—সচরাচর যে সব উদরাময় দেখা যায় কেবল এই ঔষধ প্রয়োগেই তাহা সারিয়া যাইতে পারে।

ক্রিয়ুম্ ৩।—রোগীর বিষ্ঠায় টক-গন্ধ, রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে নিঃসরণ হওয়া লক্ষণে।

banglabooks.in

ক্রোটন্-টিগ্‌লিয়াম ৬।—হরিদ্রাবর্ণের জলবৎ ভেদ প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ।

ক্রিঙ্কুমেক্স ৩।—প্রাতঃকালীন উদরাময়, কটাবর্ণের তরল ভেদ, বাহ্যের বেগাধিক্যে সকালে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং তৎক্ষণাৎ তিনি পাইখানায় ছুটিয়া যাইতে চান।

অ্যাকোনাইট ৩x।—ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময়, শীত শীত বোধ, জ্বর, তৃষ্ণা লক্ষণে।

ক্যামোমিলা ৬।—সবুজবর্ণ, জলবৎ, গরম ও দুর্গন্ধময় ভেদ, পিত্ত বমন, পেট-কামড়ান, মাথাধরা। শিশুর দাঁত উঠিবার কালে উদরাময়; শিশু অনবরত কাঁদে এবং নিয়ত কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চায়; ভেদ আঠাময় বা জলবৎ, সবুজবর্ণ বা কটাবর্ণ, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ।

পালসেটিলা ৩—৩০।—পরিবর্ত্তনশীল ভেদ; মুখে তিক্তাস্বাদ; বমনেচ্ছা বা বমন; উদ্গার উঠা; তৈলাক্ত স্বতাক্ত চর্ব্বিযুক্ত গুরুপাকদ্রব্য ভোজনজনিত উদরাময়; রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি।

আণ্টিম-ক্রুড ৬।—শাদা ক্লেদযুক্ত জিহ্বা; উদ্গার উঠা; বমনেচ্ছা; অরুচি; জলবৎ তরল ভেদ; পিত্ত-মিশ্রিত মল।

ইপিকাক ৩x—৬।—বমন বা বমনেচ্ছা; দুর্গন্ধ মল; রক্তময় মলস্রাব; পেট বেদনা সহ গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; শিশুদিগের হরিদ্রা-বর্ণের বা হরিদ্রা মিশ্রিত সবুজবর্ণের মল বিশিষ্ট উদরাময়।

ওলিয়েণ্ডার ৩—৩০।—(পুরাতন উদরাময়ে) মল অজীর্ণ।

জিঞ্জিবার ৬।—দূষিত জলপান হেতু উদরাময়ে।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—অতি ভোজন বা রাত্রিজাগরণ অথবা মদ্যপানাদি অত্যাচার জনিত উদরাময়ে।

চায়না ৬, ১২ বা ৩০।—আহারের পরে, রাত্রিতে বা প্রাতে বেদনাসহ বা বেদনাবিহীন ঈষৎ লালবর্ণের অজীর্ণ মল-নিঃসরণ ও সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা, অরুচি এবং পিপাসা; গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

জলবৎ তরল ভেদ ও তৎসহ পেটকামড়ানি, প্রচুর পরিমাণে তরল ভেদ বেগে নিঃসৃত হয়; ফলাহার জনিত উদরাময়।

আর্সেনিক ৬, ৩০।—মলত্যাগের পূর্ব্বে অস্থিরতা; পেটে বা তলপেটে বেদনা; মলত্যাগকালে গা বমি-বমি, বা কাঠবমি; কোঁথপাড়া; মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বারে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গে কম্পন; বুক ধড়ফড় করা; দুর্গন্ধময় মলিন বর্ণের অল্প পরিমাণে ভেদ; মলত্যাগের পর অবসন্নকর দুর্ব্বলতা; অত্যন্ত পিপাসা। পুরাতন উদরাময়। ফল, অম্ল, বরফ, আইস-ক্রিম, পচা মাছ মাংস, বাসি তরকারি, বাসি ক্ষীর প্রভৃতি খাওয়া হেতু উদরাময়।

ডাফ্ফোডিল ৬।—হিম বা শীতল আর্দ্র বায়ু লাগিয়া কিম্বা সর্দ্দি-জনিত উদরাময়; রাত্রিতে পিত্তভেদ; পেটফাঁপা সহ বৈকালে ভেদ; বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট মল; তরল ভেদসহ কঠিন খণ্ড খণ্ড মল; ভেদ-বমন এক সঙ্গে; গুহ্যদ্বারে জ্বালাবোধ। বর্ষাকালীন উদরাময়।

আইরিস-ভার্স ৬।—ওলাউঠার ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট উদরাময়ে; অতিশয় পেট বেদনা; গুহ্যদ্বারে জ্বালা; বমন বা বমনোদ্বেগ; অসাড়ে মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন উদরাময়ে। শিশু উদরাময়ে ও শিশু-বিসূচিকায়।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস ৬।—কুন্থন ও বেদনা; রোগী পাইখানা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, মনে করেন যেন আরও মলত্যাগ হইলে খোলসা বোধ করিবেন; রক্তহীন বা রক্তসহ পিত্তযুক্ত ভেদ।

মার্কিউরিয়াস-সল্ ৬, ৩০।—পিত্ত মিশ্রিত আমময় ভ, পা, ও ময় ভেদ; মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে বেদনা এবং মলত্যাগের পরে ঐ বিনিবৃত্তপশম; কর্দ্দমের ন্যায় মল বা হরিদ্রাবর্ণের মল।

নেট্রাম-সল্ফ ৬, ৩০।—গ্রীষ্মকালীন উদরাময়; ঠাণ্ডা জলীয় হেতু উদরাময়; বসিলে পর বমনেচ্ছা বা মূর্চ্ছা; অধিক গন্ধ নিঃসরণ; জলপানে ইচ্ছা; ভেদ দুর্গন্ধ ও মেটেবর্ণ।

banglabooks.in

ভিরেট্রাম-অ্যালবাম্ ৬, ৩০।—জলবৎ বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় অধিক পরিমাণে ভেদ; সশব্দে মল-নিঃসরণ; অসাড়ে মলত্যাগ; পেটে অত্যন্ত বেদনা; পায়ে খিলধরা; নাড়ী ঠাণ্ডা ঘাম (বিশেষতঃ কপালে)।

পডোফিল্লাম্ ৬।—শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময় উদরাময়; বিবিধবর্ণবিশিষ্ট অধিক পরিমাণে ভেদ; আহার বা পানের পরই মলত্যাগ এবং তলপেটে খালিবোধ; বেদনাহীন উদরাময়, প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি (পিত্তপ্রধান রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

ফস্‌ফোরাস্ ৬, ৩০।—পেটফাঁপা ও অম্লোদ্গার সহ (পুরাতন উদরাময়ে) দুর্ব্বলতা; ওলাউঠার পরবর্ত্তী উদরাময়; তরল ভেদসহ চর্ব্বির টুক্‌রা বা সাগুদানার মত দানা-দানা মল নিঃসরণ।

ক্যাক্কেক্সিয়া-কার্ব্বি ৬, ৩০।—দুর্ব্বলতা ও মুখমণ্ডল রক্তহীন; কখন অরুচি, কখন বা অতি ক্ষুধা; অম্লজনিত পুরাতন উদরাময়; শিশু-উদরাময় (বিশেষতঃ যে সকল শিশুদের মাথা ঘামে); গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উদরাময়।

অ্যালো ৬।—হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; মল-বেগ হইবামাত্রই ভেদ নিঃসরণ; (মলত্যাগের পূর্ব্বে ও মলত্যাগকালে), বস্তিকোটরে বেদনা; প্রাতঃকালীন উদরাময়; মলসহ বায়ু নিঃসরণ।

নূফার-লুটিয়া ৩x।—প্রাতঃকালীন (৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত) উদরাময়; অম্লগন্ধ বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ তরল ভেদ; উদরে বায়ু-সঞ্চয়; মলত্যাগের পর মলদ্বারে জ্বালা।

কলোসিন্থ ৬।—উদরে কিম্বা নাভির চারিপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বা আকুঞ্চনবৎ বেদনা; বেদনায় রোগী দ্বি-ভাঁজবৎ হইয়া পড়েন, আহার করিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি এবং ভেদও অধিক হয়; অধিক পরিমাণে মলস্রাব হইলে ক্ষণিক বেদনার উপশম, আবার পূর্ব্ববৎ বেদনা; প্রথমে জলবৎ, অনন্তর পিত্তমিশ্রিত, আবার কখন কখন রক্তমিশ্রিত ভেদ: চাপিয়া ধরিলে বা অবনত হইলে বেদনার উপশম।

banglabooks.in

ফেল্লাম-মেট ৩০।—দীর্ঘকাল উদরাময়ে ভুগিয়া রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, এবং অতিশয় কুন্থনসহকারে অজীর্ণ-ভেদ নিঃসরণ হইলে।

সালফার ১২ বা **৩০**।—হরিদ্রাবর্ণের অথবা মলিন শাদা বর্ণের ভেদ; বেদনাশূন্য মলস্রাব; অজীর্ণ-ভেদ; প্রাতে পীড়ার বৃদ্ধি; পুরাতন অতিসার; (পুরাতন উদরাময়ে) গুহ্যদ্বারে ক্ষত হইলে; মলের বেগে রোগীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখনই পাইখানায় ছুটিয়া যাইতে চান।

থুজা ৩০, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ১২x বিচূর্ণ, রিসিনাস্ ৬, ইথযুজা ৬, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, এপিস্-মেল ৬, কার্ব্বো-ভেজ্ ৩০, ও সাইনা ৩x—২০০ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজনজনিত উদরাময়ে—পাল্‌সেটিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, ইপিকাক ৬।

দূষিত জলপান বা কাঁটাল খাইয়া উদরাময়ে—ক্যামোমিলা ১২।

বরফ, বরফজল বা আইস-ক্রিম খাওয়ায় পরিপাকের ব্যাঘাত (অর্থাৎ পেটফাঁপা, বমন প্রভৃতি) ঘটিলে—আর্সেনিক ৩ বা কার্ব্বো-ভেজ ৬।

অপরিশুদ্ধ বায়ু সেবনজনিত উদরাময়ে—ব্যাপ্টিসিয়া ৩x বা আর্সেনিক ৬।

হিম বা শীতকালের হাওয়া লাগিয়া উদরাময় হইলে—স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা অ্যাকোনাইট ৩x বা ব্রায়োনিয়া ৬; **দিবাভাগে গরম ও রাত্রিকালে হাওয়া হেতু উদরাময়ে**—ব্রায়োনিয়া ৩x—৩০।

বর্ষাকালের হাওয়া লাগিয়া উদরাময় হইলে—ডাল্কেমারা ৬ বা রাস-টক্স ৬।

অতিরিক্ত অম্ল বা ফল সেবন জনিত উদরাময়ে—চায়না ৩০ বা আর্সেনিক ৬।

banglabooks.in

অকালীন উদরাময়ে—চায়না ৬, ভিরেট্রাম ৬, আইরিস ৬, ব্রায়োনিয়া ৬ বা আর্সেনিক ৬।

মানসিক উত্তেজনা জনিত উদরাময়ে—ইগ্নেষিয়া ৬, ক্যামোমিলা ১২, বা ভিরেট্রাম ৬।

দুগ্ধপানজনিত উদরাময়ে—ইথ্যুজা ৬, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত খাদ্যাদি ভোজন জনিত উদরাময়ে—পালসেটিলা ৬।

দন্তোদ্গমকালীন উদরাময়ে—ক্যামোমিলা ১২, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

ভয় বা হর্ষজনিত উদরাময়ে—কফিয়া ৬, ওপি ৩০।

শোকজনিত উদরাময়ে—ইগ্নেষিয়া ৬।

গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর উদরাময়ে—অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, চায়না ৬।

পুরাতন উদরাময়ে—সালফ ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ৩০, অ্যালো ৩০, অ্যাসিড-ফস ৬।

কলেরার **আক্রমণ ও পূর্ব্ববিকাশাবস্থায়** ঔষধাবলি এবং "রক্তামাশয়" রোগের ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য। হারিশ বাহির হইলে, "সরলান্ত্র নির্গমন" দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে, রোগীকে এমন ঘরে যেন শোয়াইয়া রাখা হয়; গরমজলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া রোগীর গাত্র মাঝে মাঝে মুছাইয়া দেওয়া ভাল। **পথ্য**—অ্যারোরুট, গাঁদালের ঝোল, সাগু, বার্লি, ঘোল, লেবু, সিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোল; পরে খুব পুরাতন চাউলের ভাত। তরলদ্রব্য অধিক পরিমাণে খাওয়া অপকারী। অতিরিক্ত ভোজন, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, পুনঃ পুনঃ ভোজন, অসময়ে ভোজন, ও অধিক পরিমাণে অন্নভোজন, নিষিদ্ধ।

banglabooks.in

রক্তামাশয়
(DYSENTERY)।

বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহযুক্ত ক্ষতকে **রক্তামাশয়** বলে; পেটে বেদনা ও মলত্যাগকালে কুন্থন, ইহার প্রধান লক্ষণ। পীড়ার প্রারম্ভে ক্ষুধামান্দ্য, বমন বা বমনেচ্ছা, নাভির চারিপার্শ্বে তীব্রবেদনা, জলবৎ তরল ভেদ, ও সামান্য জ্বরভাব হয়; ক্রমে সমস্ত পেটে বেদনা, কুন্থন সহ বারম্বার মলত্যাগের ইচ্ছা, শাদা শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব বা মাছ-ধোয়াজলের ন্যায় স্রাব হয়। রোগ উৎকট হইলে—রোগীর গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; আরক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী, হিক্কা ও অসাড়ে মলত্যাগ, হস্ত ও পদতল শীতল, গাত্রতাপ ১০২° ডিগ্রী হইতে ১০৩° ডিগ্রী, জিহ্বা লালবর্ণ ও চক্‌চকে, প্রলাপ, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ সাংঘাতিক না হইলে, ভেদ ও পেট-বেদনা এবং কুন্থন ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, ভেদে মল দেখা যায়, এবং রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যোন্মুখ হইতে থাকেন। রোগ পুরাতন বা গ্রহণী আকার ধারণ করিলে, রোগী নিতান্ত শীর্ণকায় হইয়া পড়েন এবং ভেদ প্রত্যহ তিন চারিবার হইতে থাকে। রক্তামাশয় সহ ম্যালেরিয়া রোগ থাকিলে বা যকৃতে স্ফোটক হইলে, পীড়া অতি কঠিন হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এক প্রকার জীবাণুই * নাকি এই রোগোৎপত্তির মুখ্য কারণ; আহারের অনিয়ম, খুব গরম বা ঠাণ্ডা লাগান, দূষিত জল পান প্রভৃতি

* ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশে রক্ত আমাশয়ের ভেদে "এমিবা (amœba)" ও "ব্যাসিলাস্ (bacillus)" নামে দ্বিবিধ আণুবীক্ষণিক প্রাণী লক্ষিত হয়। সীগা (Shiga) ও অস্‌লার (Oslar) প্রভৃতি আধুনিক নিদানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই দ্বিবিধ জীবাণু দুই প্রকার রক্তামাশয়ের মুখ্য কারণ। "এমিবা" জাত রক্তামাশয়ে বৃহদন্ত্রে কঠিন ক্ষত দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে যকৃতে স্ফোটক দৃষ্ট হইয়া থাকে। "ব্যাসিলাস্" জাত রক্তামাশয়ে, অন্ত্রে প্রদাহসহ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার রক্তামাশয় ব্যতীত আর এক প্রকার আমাশয় আছে, যাহাকে "উপশ্বিল্লীক (diphtheritic) রক্তামাশয়" বলে।

banglabooks.in

কারণে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে এই সকল জীবাণু সহজেই দেহ আক্রমণ করিতে পারে; রোগীর গাত্র বা মল-মূত্র হইতে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহা হইতেও নাকি উক্ত প্রকার জীবাণু আসিয়া এই পীড়া ঘটায়; মাছি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়।

সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।—সামান্য আক্রমণে (যথা, অধিক পরিমাণে সবুজবর্ণ আম নিঃসৃত হইলে)—মার্কিউরিয়াস্-ডাল্‌সিস্ ৬x—১২x। **উষ্ণ প্রধান দেশের আমাশয়ে** (বিশেষতঃ অতিশয় কুন্থনসহ বেশী রক্ত থাকিলে)—মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬x—৩০ প্রধান ঔষধ। ক্যাম্থারিস্ ৩x বা আর্সেনিক ৩x সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে।

কুন্থনে—বেলেডোনা ৬x, অ্যালো ৬, বা নাক্স-ভমিকা ৩০।

দুঃসহ পেট বেদনায়—ইপিকাক ৩x—৬, কলোসিন্থ ৬, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ১x—৬x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ) বা কিউপ্রাম্-আর্স ৬x চূর্ণ।

রক্তস্রাবে—আর্ণিকা ৩x, ইপিকাক্ ৩x, হ্যামামেলিস ১x, বা হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩x।

ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয়ে—সিঙ্কন θ বা কিনিনাম-সাল্‌ফ ১x—৩x চূর্ণ।

ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ রক্তামাশয়, রক্ত-স্বল্পতা, অজীর্ণ রোগ-গ্রস্তা (পেটে দুধ পর্য্যন্ত সহ্য হইত না) একটি প্রৌঢ়া রমণীকে অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া θ ব্যবস্থা করায় তিন সপ্তাহান্তে, তিনি রোগমুক্তা হন।

রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে—সালফার ৩০ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬; রোগীকে প্রতি মাত্রায় দুই তিন ফোঁটা কড্‌লিভার-অয়েল দেওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x, ৩০।—জ্বর; উদরে বেদনা; রক্তময় আম; পিপাসা; অস্থিরতা।

banglabooks.in

কার্ব্বো-ভেজ্ ১৩০।—বায়ু নিঃসরণে অত্যন্ত দুর্গন্ধ; পেট ফাঁপা; প্রচণ্ড উদ্গার; গরম হইতে আসিয়া বরফ খাওয়া হেতু আমাশয় হওয়া; পা ঠাণ্ডা হওয়া; প্রস্রাবে দুর্গন্ধ বা প্রস্রাব বন্ধ; মড়া পচার মত দুর্গন্ধ ভেদ; নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন কি মণিবন্ধে নাড়ী পাওয়া যায় না (তরুণ রোগে এই ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হ্যামামেলিস ১x।—গাঢ় বা কাল্‌চে রক্তসহ প্রচুর মল নিঃসরণ হওয়া লক্ষণে।

মার্কিউরিয়াস্।—ইহা রক্তামাশয়ের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; বিভিন্ন প্রস্তুতির মার্কিউরিয়াস্ এই রোগের বিভিন্ন অবস্থায় বিশেষরূপে উপযোগী। রক্ত সহ আম ভেদ হওয়া, কোঁথানি থাকা, মলত্যাগের পর রোগীর মনে হয় যে আরও মলত্যাগ হইবে, মুখে থুথ্ উঠা—এই কয়েকটি মার্কিউরিয়াসের বিশেষ লক্ষণ। অত্যধিক পরিমাণে উক্ত উপসর্গচয় বর্ত্তমান থাকিলে, **মার্ক-কর্** ৩x—৩০; কিয়ৎ পরিমাণে উক্ত লক্ষণগুলি থাকিলে, **মার্ক-ভাইভাস** ৬x বিচূর্ণ (অভাবে **মার্ক-সল্** ৬); এবং যৎসামান্য মাত্রায় এই সমস্ত লক্ষণে, **মার্ক-ডাল্‌সিস** ৬x বিচূর্ণ দিতে হয়।

রক্তামাশয় পীড়ায় **মার্ক-কর্** (৩x, ৬, ৩০) অনেক স্থলেই মহৌষধ। কেবল রক্ত বা রক্ত মিশ্রিত আম; অতিশয় কুন্থনসহকারে বারম্বার মলত্যাগে ইচ্ছা; মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে, পেটে তীব্র বেদনা; মূত্রাশয়ে জ্বালা সহকারে অতিকষ্টে অল্প পরিমাণে মূত্রস্রাব (কখনও বা একেবারেই প্রস্রাব হয় না); রোগী নিস্তেজ হইলে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। মলত্যাগের পর "আরও মলস্রাব হইবে" মনে করিয়া বসিয়া থাকা ও সেই সঙ্গে অবিরত কোঁথ্‌পাড়া লক্ষণে, **মার্ক-কর্** খুব উপকারী; বিষ্ঠায় রক্তের ভাগ যত অধিক থাকিবে, ইহার দ্বারা তত শীঘ্র ফল দর্শিবে। বিষ্ঠায় রক্তেরভাগ কম হইয়া শ্লেষ্মার ভাগ অধিক হইলে (বা অন্ত্র-প্রদেশের নিম্নাংশ আক্রান্ত হইলে), **মার্ক-ভাইভাস** ৬x বিচূর্ণ বা **মার্ক-সল** ৬ দেয়। আর, সবুজবর্ণ আম বা রক্তাভ তরল ভেদ

banglabooks.in

নিঃসৃত হইলে (বা অন্ত্র প্রদেশের উর্দ্ধাংশ আক্রান্ত হইলে), **মার্কে-ডালসিস্** ৬x বিচূর্ণ সেব্য।

নাক্স-ভমিকা ৩—৩০।—মলত্যাগকালে বা তৎপূর্ব্বে অত্যন্ত কোঁথানি ; কিন্তু মলত্যাগের পর অল্পক্ষণের জন্য কোঁথানি প্রভৃতি যাতনার নিবৃত্তি। রক্তসহ আঠা আঠা আম ঝরে ; বারে অনেক হইলেও, পরিমাণে অল্প। মলত্যাগের পর বোধ হয় যেন এখনও পেটে মল রহিয়াছে।

মার্কিউরিয়াস ও **নাক্স-ভমিকার পার্থক্য**:—নাক্স-ভমিকায় মলত্যাগের পর কিয়ৎক্ষণের জন্য কুন্থনাদি যাতনার নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু মার্কিউরিয়াসে মলত্যাগের পরও কুন্থনাদি যাতনা থাকে।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ১x—৬x চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ সেবন)।—পেটে দুঃসহ বেদনা।

অ্যালষ্টোনিয়া ৩—৩x।—ম্যালেরিয়া-জ্বর সহ আমাশয় ; রক্ত-স্বল্পতা।

বেলেডোনা ৬x।—পেটফাঁপা ; অবিরত কুন্থনসহ সামান্য ভেদ ; সরলান্ত্রে প্রদাহ ; মনে হয় যেন মূত্রাশয় ও সরলান্ত্র ঠেলিয়া নীচের দিকে নামিতেছে ; জ্বর ; চক্ষু উজ্জ্বল ; মুখ রক্তবর্ণ, ও প্রলাপ ; মল ত্যাগের পর অধিক কোঁথ দিতে ইচ্ছা (শিশুদিগের আমাশয়ে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

কলোসিন্থ ৩ বা ৬।—পেটফাঁপা ; পেট টানিয়া ধরা বা মোচড়ান ; চাপিয়া ধরিলে (বা অবনত হইয়া দ্বি-ভাঁজবৎ হইলে) ঐ বেদনার উপশম ; শাদা ক্লেদাচ্ছাদিত জিহ্বা ; রক্তময় পিচ্ছিল আমস্রাব, ও নিষ্ফল বমনেচ্ছা।

অ্যালো ৬।—মলিন উত্তপ্ত রক্তস্রাব ; অতিশয় কোঁথ পাড়া, কোমরে বেদনা, উরুদেশ ভার ; নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা ; মুখ শুকাইয়া থাকা ; পিপাসা ; তলপেট ফাঁপা ; সময়ে সময়ে মলত্যাগকালে মূর্চ্ছা। পুরাতন আমাশয়ে ইহা একটি ভাল ঔষধ।

banglabooks.in

ক্যাপ্সেলিয়া-কার্ব্ব ৬, ৩০।—ভেদ সবুজ, শাদা, বা হরিদ্রাভ; মস্তকে ঘর্ম্ম; পদতল বরফের মত ঠাণ্ডা; পায়ের ডিমে খিল ধরা; মলদ্বারে যাতনা।

ইপিকাক ৩x—৬।—ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের, বা চিটে গুড়ের ন্যায় কৃষ্ণাভ ফেনাযুক্ত ভেদ; পেট বেদনা ও কোঁথপাড়া সহ প্রথমে ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধ রক্তভেদ, পরে রক্তময় শ্লেষ্মাস্রাব; অবিরত বমন বা বমনেচ্ছা; অতিশয় গ্লানি। কাঁচা ফল বা টক জিনিস খাইয়া আমাশয় হইলে।

কষ্টিকাম ৬।—অতিশয় কুন্থন সহকারে খণ্ড খণ্ড রক্তমাখা শ্লেষ্মাস্রাব; গুহ্যদ্বার তুড়্-তুড়্ করিয়া নড়িতে থাকা ও অতিশয় যাতনা; পেটফাঁপা।

পালসেটিলা ৩—৩০।—শাদা শ্লেষ্মাযুক্ত মল, তলপেটে বেদনা; ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ভোজনে আমাশয়; রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক ৬।—গা জ্বালা, তৃষ্ণা, রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়া; পচা দুর্গন্ধময় রক্তসহ কৃষ্ণবর্ণ ভেদ; দারুণ পিপাসা; অল্প পরিমাণে অনেকবার জলপান করা; মৃত্যু ভয়।

গ্যাম্বোজিয়া ৬।—দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা হল্‌দে ভেদ; পান ভোজনের পর পীড়ার বৃদ্ধি; পেট চাপিয়া ধরিলে বেদনার উপশম; পেট কামড়ানিসহ হঠাৎ বাহ্যের বেগ উপস্থিত হওয়া।

ফস্ফোরাস ৬।—সবুজবর্ণ আঠাল বা রক্তযুক্ত ভেদ; কোনরূপ বেদনা না থাকা; প্রাতঃকালে বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে পীড়ার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা পানীয় দ্রব্য পানে প্রবল ইচ্ছা। সাগুদানার মত ভেদ।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ২x—১২x **বিচূর্ণ (গরম জল-সহ)**।—সরলান্ত্রে ভয়ানক বেদনাসহ আমাশয়।

লাইকোপডিয়াম ৩০।—আমাশয়ে পেটফাঁপা লক্ষণে।

ব্যাপ্টিসিয়া ১x।—বিকার-লক্ষণযুক্ত রক্তামাশয়ে; রোগী নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়েন।

banglabooks.in

ক্যাম্ফারিস ৩x।—রোগ সঙ্কটাপন্ন হইলে; বহুব্যাপক আমাশয়ে; কষ্টে প্রস্রাব নিঃসৃত হওয়া; প্রস্রাব করিবার পর অত্যন্ত জ্বালা; মাংস ধোয়া জলের মত ভেদ; পেটে তীব্র বেদনা; পেটফাঁপা; তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা; হিমাঙ্গ।

ক্যাপ্সিকাম ৩x।—বারম্বার কালরক্ত সহ শ্লেষ্মাযুক্ত মলস্রাব; অত্যন্ত কোঁথানি ও প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা; পেটফাঁপা।

কলচিকাম্ ২x।—ভাদ্র আশ্বিন মাসের আমাশয়ে; কুন্থন, পেটকামড়ান, পায়ের ডিমে খিল ধরা, উদরী, নিস্তেজভাব।

আর্ণিকা ৩x—৬।—বেশী লাল রক্ত নিঃসরণ ও কুন্থন।

রাস-টক্স ৩।—রাত্রিকালে অসাড়ে মলত্যাগ; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; অবিরত মল-প্রবৃত্তি। পুরাতন রক্তামাশয়ে (**বিশেষতঃ বিকার-লক্ষণ থাকিলে**), রাস্-টক্স ৩০ মহৌষধ।

সালফার ৬, ৩০।—মলত্যাগের পর কুন্থনে উপশম, ও রক্তময় আমস্রাব না হইয়া আমের উপর সূত্রবৎ রক্তরেখা থাকিলে; পীড়া দুঃসাধ্য হইলে কিম্বা অপর কোন ঔষধে উপকার না হইলে, **সালফার ৩০।** পুরাতন আমাশয়ে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাইটিক-অ্যাসিড্ ৬।—পুরাতন আমাশয় রোগে বিশেষতঃ পেটের মধ্যে ক্ষত হইলে ও পূয নিঃসৃত হইলে; সবুজ, বা রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত ভেদ; ভেদে পচা গন্ধ; মলত্যাগকালে কোঁথানি ও মলত্যাগের পর দুর্ব্বল বোধ; উপদংশ রোগীর পক্ষে বা যাঁহারা পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে পারদঘটিত ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নাইট্রিক-অ্যাসিড্ অতিশয় উপকারী।

এপিস্ ৩, অ্যালিউমেন ৬, চায়না ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, হাইড্র্যাষ্টিস্ ১x, ল্যাকেসিস্ ৬, প্লাম্বাম্ ৬, ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম ৬, জিঙ্কাম ৬, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে ব্যবহার করা যায়। "উদরাময়" রোগের ঔষধাবলিও দ্রষ্টব্য। হারিস বাহির হইলে. "সরলান্ত্র নির্গমন" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

পথ্যাদি।—রোগীর গৃহ ও শয্যাদি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, এবং ভেদ বমনাদি যেন দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই পীড়ায় রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, সুতরাং লঘুপাক বলকারক পথ্য দেওয়া উচিত; থুল-কুড়ি (বা থানকুনি) শাকের ঝোল খুব উপকারী। অ্যারোরুট, ঘোল, খইমণ্ড, শিঙ্গি বা মাগুর মাছের কিম্বা গাঁদালের ঝোল, বার্লি, কাঁচা-বেল সিদ্ধ, অল্প বেদানার রস, ছাগ দুগ্ধ, এবং (জ্বর কম থাকিলে) ভাতের মণ্ড, দেওয়া যায়। সমস্ত পেটটি যেন ফ্লানেল দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। যতদিন না রোগ নির্দ্দোষরূপে সারে, ততদিন শয্যাত্যাগ করা উচিত নয়। গিরিধি ছোটনাগপুর প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় বেশী পরিমাণে লৌহ (iron) আছে, সেই সেই স্থানে যেন আমাশয় রোগীকে না রাখা হয়। (পুরাতন রোগে) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে, দুই এক ফোঁটা কড্‌লিভার-অয়েল্ সেবন উপকারী, এবং (রোগী শীর্ণকায় হইয়া পড়িলে) ঐ তৈল পেটে মর্দ্দন করাও ভাল। যদি কোন স্থানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না ঘটে, আর রোগীর সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে ও মলসহ প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে এক ড্রাম জলসহ তেলাকুচা পাতার রস সেবন বিধি।

আমাশয়ের ক্ষত

(ULCER OF THE STOMACH)।

পাকস্থলীতে ও বুক্কাস্থির ঠিক নিম্নভাগে বেদনা এবং আহারের পর বেদনা বাড়ে ও বমনান্তে কমে, ইহাই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। যদি চিৎ হইয়া শয়ন করিলে বেদনা কমে, তাহা হইলে আমাশয়ের সম্মুখভাগে ক্ষত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; আর, যদি উপুড় হইয়া শুইলে ব্যথা কমে, তাহা হইলে পশ্চাদ্দিকে ক্ষত হইয়াছে বেশ বুঝা যায়। মল-সঞ্চয়, রজো-বৈলক্ষণ্য, রক্তস্রাব, আমাশয়ের রন্ধ্র, প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—য়ুরেনিয়াম-নাইট্রিকাম্ ৩x বিচূর্ণ (মাত্রা দুই গ্রেণ করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর) প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ আমাশয়ের নিম্নভাগে ক্ষত জন্মিলে। ক্যালি-বাই ৩x বিচূর্ণ (মাত্রা দুই গ্রেণ প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর) পুড়িয়া যাইবার পর ক্ষত হইলে বা আমাশয়ের সম্মুখভাগে ক্ষত হইলে। আর্জ-নাইট্রিক ৬, আর্স ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, আর্ণিথো-গ্যালাম-আম্বেলাটাম্ θ (এক ফোঁটা একবার মাত্র সেবন) সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

পথ্যাদি।—দুধ, ঘোল, অত্যল্প পরিমাণে বরফ ও সোডাওয়াটার। মাঝে মাঝে অ্যাট্রোপাইনাম-সাল্‌ফ ৪x দুই গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

অর্শ

(PILES)।

এই রোগে, মলদ্বারের শিরাগুলি স্ফীত ও বর্দ্ধিত হয়। এই বর্দ্ধিত শিরা-গুলিকে "**বলি**" বলে ; "বলি" দেখিতে মটরের মত। কখন একটি মাত্র "বলি" দেখা যায়, কখনও বা কয়েকটি বলি থ'লো থ'লো আঙ্গুরের আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। বলি মলদ্বারের বাহিরে থাকিলে, "বহির্ব্বলি" কহে ; ও ভিতরে হইলে, "অন্তর্ব্বলি" বলে ; ঐ সকল বলি ফাটিয়া রক্ত নির্গত হয়। আর এক প্রকার বলি আছে, তাহা হইতে রক্তস্রাব হয় না, তাহাকে "অন্ধবলি" বলে। মলদ্বারের নিকট কুট্-কুট্ করা, জ্বালা, কাঁটা-বেঁধার-ন্যায় বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি এই পীড়ার লক্ষণ। পুনঃপুনঃ জোলাপ লওয়া ; অশ্বারোহণ ; উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন ; মদ্যপান ; রাত্রি জাগরণ ; ঘৃত ও মসলা দ্বারা পাককরা দ্রব্য ভোজন, অথবা বিনা পরিশ্রমে দিন কাটান ; উদরে অধিক বায়ু-সঞ্চয় ; শীতল পাথরে, ভিজা ঘাসে বা খুব নরম জিনিসে বসিয়া থাকা প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হয়। বসন্ত ও বর্ষাকালে এই রোগ বাড়ে।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—কখন কখন উদরাময়; মলত্যাগ কালে বলি বাহির হওয়া; কোমরে বেদনা; মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রণা; অধিকক্ষণ চিন্তা করিলে, ও আহারের পরে, পীড়ার বৃদ্ধি; (যাঁহারা কোন-রূপ পরিশ্রম করেন না, অথচ অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলাদ্বারা পাক করা দ্রব্য খান, কিম্বা অতিশয় মদ্যপান করেন, তাঁহাদের পক্ষে নাক্স-ভ বিশেষরূপে উপযোগী)।

সালফার ৩০।—অর্শরোগের (বিশেষতঃ পুরাতন অর্শরোগের) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য; ছোট ছোট গুট্‌লে গুট্‌লে রক্তময় মল (রক্তস্রাব থাকুক বা না থাকুক); গুহ্যদ্বারে জ্বালা ও কুট্ কুট্ করা; বারম্বার মলত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি, কিন্তু আদৌ মলত্যাগ হয় না; অন্ধবলি।

সূর্য্যাস্তকালে **নাক্স-ভমিকা ৩০**, ও প্রাতঃকালে **সালফার ৩০**, প্রয়োগ করিয়া বহু সুচিকিৎসক অর্শরোগ আরাম করিয়াছেন বলেন।

ল্যাকেসিস ৩০ বা **সিপিয়া ৩০**।—বলি দেখিতে পেঁয়াজের মত, বা বলিগুলি বাহির হইয়া মলদ্বার মধ্যে ফাঁসের মত দেখাইলে।

এস্কিউলাস ৩।—রোগী বোধ করেন গুহ্যদ্বারে যেন ধারাল কাটি আটকান রহিয়াছে; রক্তস্রাব, পিঠে বেদনা।

কোলিন্সোনিয়া ২x।—কোষ্ঠবদ্ধতা সহ অর্শ।

কোলিন্সোনিয়া বিফল হইলে, **অ্যালুমিনিয়াম ৬** দিতে হয়।

আণ্টিম-ক্রুড্ ৬।—ডিম্বের শ্বেত অংশের মত শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

র‍্যাট্যান্‌হিয়া ৩।—অত্যন্ত চুল্‌কাইলে।

গ্র্যাফাইটিস ৬।—গ্রন্থিযুক্ত বড় বড় হাড় (বাহ্যে করিবার সময়ে কষ্ট হইলে)।

হ্যামামেলিস ২x।—অর্শ-বলি হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত-স্রাব হইলে। যদি বলি বাহিরে থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধ পোয়া জলে ৩০

banglabooks.in

কোঁটা হ্যামামেলিস θ মূল অরিষ্ট মিশাইয়া, উহাতে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া বলির উপরে পটি দিলে, রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

অ্যালো ৬।—অর্শসহ উদরাময়; অত্যন্ত জ্বালাকর ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং অতিশয় কুন্থন সহকারে অধিক পরিমাণে মলিনবর্ণের উত্তপ্ত রক্তস্রাব ও পাতলা ভেদ হইলে।

বেলেডোনা ৬, অরাম ৬, ক্যাম্পিকাম্ ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, ফস্ফোরাস্ ৬, সিলিকা ৬, বার্ব্বেরিস্ ১x—৩, ডায়স্কোরিয়া θ, এবং হিপার ৩—৩০, লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয়।

পীড়ার প্রথম অবস্থায় অর্শ-বলিতে বেদনা থাকিলে—অ্যাকোনাইট ৬।

যকৃতের রক্তাধিক্য ও কর্দ্দমবৎ মল দৃষ্ট হইলে—পডোফিল্লাম ৬ বা সালফার ৩০।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতাসহ অর্শ-বলিতে রক্তস্রাব হইলে ও বেদনা থাকিলে—কোলিন্সোনিয়া ৬।

অতিসারযুক্ত অর্শ-পীড়ায়—অ্যালো ৬। রক্তস্রাব বিহীন অর্শরোগে—প্রথমাবস্থায় অতিশয় বেদনা থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩, জ্বালা ও কুট্-কুট্ করিলে ক্যাম্পিকাম্ ৬; এবং পুরাতন অবস্থায়, নাক্স-ভমিকা ৩০ (সন্ধ্যাকালে) ও সালফার ৩০ (প্রাতঃকালে)।

অর্শ হইতে আমস্রাব হইলে—অ্যাকোনাইট, ৬ মার্কিউরিয়াস-সল ৬। পুরাতন অর্শ পীড়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইলে—আর্সেনিক ৩০, ফেরাম ৩০, কার্ব্বো ভেজ ৩০, অ্যাসিড্-ফস ৬, বা চায়না ৬।

থুজা ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, ফস্ফোরাস ৬, কষ্টিকাম্ ৩০, মিউরিয়াটিক-অ্যাসিড ৩x প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হয়।

banglabooks.in

পথ্যাদি।—ভাজা পোড়া প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ, মদ্য, মৎস্য, মাংস, দধি, মাসকলাই, লঙ্কা, মরিচ, প্রভৃতি নিষিদ্ধ। উচু হইয়া বসা, ঘোঁড়ায় চড়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা, স্ত্রীসেবা, রুক্ষদ্রব্য আহার, ও উপবাস, অহিতকর। পেঁপে, ওল, আক, মাখন, মনাক্কা, পেস্তা, বাদাম, আপেল, পুরাতন চাউলের ভাত, পাকা কুমড়া, ঘোল, দুগ্ধ (বিশেষতঃ ছাগ দুগ্ধ); মিছিরি ও মাখনসহ ধোষাতোলা ভিজান কৃষ্ণতিল (অভাবে ছোলা ভিজান) প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে (তিল বা ছোলা যেন পূর্ব্ব রাত্রিতে ভিজান হয়), কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইতে পারে। তিসির, (বা মসিনার) গরম পুল্টিস গুহ্যদ্বারে (প্রত্যহ চারি পাঁচ বার) দিলে, অর্শের যন্ত্রণা উপশম হয় (জলের পরিবর্ত্তে দধি দিয়া মসিনার পুল্টিস প্রস্তুত করিলে, অধিকতর উপকার দর্শে)। এক ছটাক জলসহ, পনর ফোঁটা হ্যামামেলিস ও মিশাইয়া বহির্ব্বলিতে পটি দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে। ছোটনাগপুর গিরিধি প্রভৃতি যে যে স্থানের মৃত্তিকায় অধিক পরিমাণে লৌহ থাকে সেই সেই স্থান অর্শ-রোগীর পক্ষে অহিতকর; পুরী, বালেশ্বর, ওয়ালটেয়ার প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ হিতকর।

সরলান্ত্র নির্গমন বা হারিস বাহির হওয়া

(PROLAPSUS ANI)।

সরলান্ত্রের সর্ব্বনিম্নাংশ মলদ্বারে বহির্গত হওয়ার নাম "**সরলান্ত্র নির্গমন**" বা "**হারিস বাহির হওয়া**"। সচরাচর এক হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হারিস বাহির হয়। আমাশয় উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু, মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া প্রভৃতি কারণে এই পীড়া হয় (বিশেষতঃ শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগের)।

চিকিৎসা :—

অ্যালো ৩।—রক্তসহ উদরাময়ে।

ইপ্রেচিয়া ৩।—মলত্যাগকালে কোঁথপাড়া হেতু পীড়া হইলে।

banglabooks.in

পডোফিল্লাম ৬।—উদরাময় (বিশেষতঃ প্রাতঃকালীন), মলত্যাগের পরই পীড়ার বৃদ্ধি।

গ্যাম্বোজিয়া ৩।—উদরাময়, মলের রং সবুজ বা হল্‌দে, জ্বালাকর বেদনা, বেগ অধিক থাকিলে অল্প পরিমাণে কঠিন মল নিঃসরণ।

ফেরাম-ফস ৬।—শিশুদিগের পক্ষে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িলে, উহা খুব ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া যথাস্থানে ঢুকাইতে চেষ্টা করিবে। হারিস যথাস্থানে প্রবিষ্ট হইলে, একটু ন্যাক্‌ড়া গোলার মত করিয়া আর একখানি ন্যাক্‌ড়া দিয়া মলদ্বারে ব্যাণ্ডেজের মত করিয়া বাঁধিয়া দিবে। তিনভাগ তেলাকুচা পাতার রস একভাগ সুরাসারসহ মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে রোগীকে খাওয়াইলে, উপকার দর্শে। অন্যান্য ঔষধ পথ্যাদি সম্বন্ধে "রক্তামাশয়" "উদরাময়" "কোষ্ঠকাঠিন্য" ও "অজীর্ণ" দ্রষ্টব্য।

অন্ত্রবৃদ্ধি

(HERNIA)।

পেটের ভিতরকার কতকটা নাড়ী (অন্ত্র), কুঁচকিতে নাভিকূপে বা অণ্ডকোষে প্রবেশ করার নাম "**অন্ত্রবৃদ্ধি**"। ভারি জিনিস তোলা, আঘাত লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জোরে হাসিলে কাঁদিলে হাঁচিলে বা কাসিলে অথবা বাঁশী বাজাইলে, বেশী ঘোড়ায় চড়া, ক্রমাগত হাঁটা, অত্যধিক পরিশ্রম করা, মলমূত্র-ত্যাগকালে বা প্রসবকালে জোরে কোঁথপাড়া, উদরের পেশীর উপর চাপ পড়া প্রভৃতি কারণে, অন্ত্র ঐরূপ নামিয়া পড়ে; আবার ধীরে ধীরে সরাইয়া দিলে বা জোরে টিপিয়া দিলে অন্ত্র উদর-গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু যদি অন্ত্র উদর মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে বেদনা, জ্বর, বমি, হেঁচকি, পেট ফোলা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় বা ক্রমে অন্ত্র পচিয়া মৃত্যু ঘটে।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—নাক্স ভমিকা ৬x (বিশেষতঃ বামদিকের পীড়ায়) এবং লাইকোপডিয়াম ৬—৩০, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লামবাম ৬।—কোষ্ঠকাঠিন্যসহ অন্ত্রবৃদ্ধিতে।

সালফিউরিক্-অ্যাসিড্ ৩।—অন্ত্রবৃদ্ধিতে বমনাধিক্য থাকিলে।

ল্যাকেসিস্ ৩০।—অন্ত্র পচিয়া যাইবার উপক্রম হইলে।

বেলেডোনা ৩।—নাভির চতুষ্পার্শ্বে সেঁটে-ধরার-ন্যায় বেদনা ও পেটফাঁপা।

শিশুদের অন্ত্রবৃদ্ধিতে—নাক্স-ভমিকা ৩, ক্যাল্কেরিয়া ৬ (বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশুদের), সিলিকা ৬ (বিশেষতঃ ক্ষীণকায় শিশুদের) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই সকল ঔষধে সুফল না পাইলে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে রোগীকে অর্পণ করিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইয়া পা দুখানি উঁচু করিয়া, ধরিলে অন্ত্র আপনা আপনিই ঢুকিয়া যাইতে পারে। বেদনা-স্থানে গরম জলের সেক দেওয়া ও মধ্যে মধ্যে রোগীকে চিনি বা মিছিরির-পানা খাইতে দেওয়া, ভাল। বহির্গত-অন্ত্র স্বস্থানে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীকে কটিবন্ধন অর্থাৎ ট্রাস (truss) পরাইলে, উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া

(FISSURE-IN-ANO)।

কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু মলত্যাগকালে কোঁথ দেওয়ার জন্য মলদ্বারের মাংসপেশী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী সমূহ ফাটিয়া যায়। মলদ্বারের মধ্যে ক্ষত হওয়াই এইরূপ ফাটিয়া যাইবার মূল কারণ। এইরূপ ফাটিয়া যাইবার সময় রোগীর অত্যন্ত যাতনা এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত ঘটে। এইরূপ যন্ত্রণা তিন চারি ঘণ্টা থাকিতে পারে।

banglabooks.in

চিকিৎসা :—

গ্র্যাফাইটিস ৬।—চিড়চিড়ে বেদনা, শ্লেষ্মা সহ অল্প পরিমাণে কঠিন মল নিঃসরণ।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—মলত্যাগের সময় ও পরে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য ও কঠিন মল নিঃসরণ।

এক্সিউলাস ৩।—মলদ্বারে জ্বালাকর ক্ষত, শুষ্ক ও কঠিন গাঁটযুক্ত অধিক পরিমাণে মল নিঃসরণ, পৃষ্ঠবেদনা।

র‍্যাটানহিয়া ৩।—মলত্যাগের পরে অধিকতর জ্বালাবোধ (পূর্ব্বাপেক্ষা), কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মলত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মলদ্বারে তৈল বা ঘৃত দিলে, মল সহজে নিঃসৃত হইতে পারে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য যাহাতে দূর হয়, এইরূপ ফলমূল (যথা পাকা পেঁপে, পাকা কলা, আঙ্গুর, আনারস, লেবু, কিস্‌মিস্) আহার বিধেয়। "অর্শ" রোগের ঔষধাবলি ও পথ্যাদি দ্রষ্টব্য।

মলদ্বার চুলকান

(PRURITUS ANI)।

অর্শ, ক্রিমি, রজোরোধ, হঠাৎ কোন চর্ম্মরোগ বা স্রাব রুদ্ধ হওয়া, মল-সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে মলদ্বারে কুট্-কুট্ সুড়্-সুড়্ করে ও চুলকানি হয়। রেডিয়াম-ব্রোমেটাম্ ৩০ প্রতি সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন। ইহাতে উপকার না হইলে, মূল রোগ [যথা ক্রিমিজনিত চুলকানিতে, সাইনা বা টিউক্রিয়াম্] স্থির করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে হইবে।

---

banglabooks.in

ক্রিমি

(WORMS)।

তিন প্রকার ক্রিমি সচরাচর দেখা যায়

(১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রবৎ (small thread-worms) ; (২) বর্ত্তুলাকার লম্বা কেঁচোর ন্যায় (long round-worms) ; (৩) শূকর লম্বা ফিতার (tape-worm) মত।

(১) সূত্রবৎ ক্রিমি।—দলবদ্ধ হইয়া মলদ্বারের নিকটে থাকে, কখন বা মূত্রনালী ও যোনিদ্বারে যায়, সেই হেতু ঐ সকল স্থান চুলকায়, জ্বালা করে এবং ধাতুক্ষরণ হয়। ক্ষুদ্র ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ :—নাসিকার অগ্রভাগ ও গুহ্যদ্বারে চুলকায়, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলত্যাগকালে অত্যন্ত কষ্ট, গুহ্যদ্বারে অবিরত চুলকানর জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত, নিদ্রাকালে দাঁত কিড়মিড় করা। ক্ষুদ্র ক্রিমির দৈর্ঘ্য সিকি ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

(২) কেঁচোর ন্যায় লম্বা ক্রিমি—ক্ষুদ্র অন্ত্রে থাকে, দেখিতে শ্বেতবর্ণ; কখনও পাকস্থলী দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া মুখ দ্বারা বমিত হয় ; কখনও বা মলের সঙ্গে নির্গত হয়। সাধারণ লক্ষণ :—পেট ফাঁপা ও পেটে অত্যন্ত বেদনা, দাঁত কড়মড় করা, নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ চমকিয়া উঠা, নাসিকাগ্রভাগে ও গুহ্যদ্বারে চুলকান, পেট শক্ত ও গরম, শরীর শীর্ণ, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুতারা বিস্তৃত, আমমিশ্রিত মল, কখন অতি ক্ষুধা কখন বা অরুচি, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মূর্চ্ছাবেশ, কখনও বা বমনেচ্ছা ; অবিরত মুখ দিয়া জল উঠা। উহাদের দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চ হইতে ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত।

(৩) ফিতার মত ক্রিমি—শাদা, চেপ্‌টা, গাঁট গাঁট, দৈর্ঘ্য ১০ ফিট হইতে ২০০ শত ফিট পর্য্যন্ত। ইহারা ক্ষুদ্র অন্ত্রে থাকে। মানবদেহে একাধিক থাকে না, মলের সহিত উহার কতকটা অংশ নির্গত হয়।

banglabooks.in

কাঁচা ফলমূল, বেশী পাকা কলা, পচা মৎস্য, অধিক মিষ্টান্ন ভোজন, অপরিষ্কার অবস্থায় থাকা প্রভৃতি কারণে, পেটে ক্রিমি জন্মে। শিশুদিগের অন্ত্র পীড়ার সঙ্গে প্রায়ই ক্রিমি বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা :—

সাইনা ২x—২০০।—চক্ষু-তারা বিস্তৃত; নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ চমকিয়া উঠা; মূর্চ্ছাবেশ; বমন বা বমনেচ্ছা; হিক্কা; নাসিকাগ্র চুলকান; মলদ্বার সুড়সুড় করা; পেট খামচান; মূত্র অম্ল ও দুগ্ধবৎ; রাক্ষুসে ক্ষুধা। সাইনা (বা সিনা) সকল প্রকার ক্রিমিরই প্রধান ঔষধ; ইহাতে উপকার না হইলে—

ষ্ট্যানাম্ ৬—৩০।—ব্যবহার করিতে হইবে; এই ঔষধ ব্যবহারে, দেহ ক্রিমিমুক্ত হইয়া থাকে।

টিউক্রিয়াম ১x।—গুহ্যদ্বারে অতিশয় প্রদাহ; স্নায়বীয় উত্তেজনা বশতঃ মাথাঘোরা ও অনিদ্রা (**সূত্রবৎ ক্রিমিতে** টিউক্রিয়াম উপকারী)।

স্যাণ্টোনাইন ১x **বিচূর্ণ**।—সকল প্রকার ক্রিমিতেই ইহা উপকারী; পেট বেদনা লক্ষণে।

স্পাইজিলিয়া ৩।—ছোট ক্রিমির ভাল ঔষধ।

সালফার ৩০।—ক্রিমিজনিত শূলবেদনায়; অথবা অন্য ঔষধ প্রয়োগে রোগের কতক উপসর্গ কমিয়া আসিলে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে :—ফিলিক্সমাস ৩, মার্ক-কর ৩x, কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম ৩, ষ্ট্যানাম্ ৩য় ক্রমের বিচূর্ণ, **ফিতার** ন্যায় লম্বা ক্রিমি ও **কেঁচোর** ন্যায় ক্রিমি নষ্ট করে।

কেঁচোর মত ক্রিমির জন্য :—সাইনা ২x—২০০ স্যাণ্টোনাইন্ ১x বিচূর্ণ।

সূত্রবৎ ক্রিমির জন্য :—স্যাণ্টোনাইন্ ১x বিচূর্ণ, টিউক্রিয়াম্ ১x।

banglabooks.in

ডাক্তার হিউজ ও টেষ্ট বলেন যে লাইকোপডিয়াম্ ৩০, দুই দিন; ভিরেট্রাম ১২, চারি দিন; এবং ইপিকাক ৬, সাত দিন প্রয়োগ করিলে, ক্রিমি নষ্ট হইতে পারে। ক্রিমিধাতু-বিশিষ্ট শিশুদের পক্ষে, ক্যাল্কেরিয়া ৩০।

ডাক্তার হেড বলেন যে অন্ন আহারের পূর্ব্বে ভায়োলা-অডরেটা ৬ এবং রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ষ্ট্যানাম ৩০ সেবন করিলে, পিচ্ছিল বা আমময়-ভেদ-নিঃসরণ-বিশিষ্ট ক্রিমিধাতু-দোষ নিবারিত হয়।

নিয়ম।—এক বোতল জলে সামান্য পরিমাণে লবণ মিশাইয়া প্রত্যহ ৩।৪ বার সরলান্ত্রে পিচকারী দিলে, উপকার দর্শে। বলকর লঘুপথ্য ব্যবস্থেয়। মিষ্টদ্রব্য, কাঁচা ফলমূল, অপরিষ্কার জল, পচা মাছ মাংস নিষিদ্ধ।

বক্রকীট বা হুক-ওয়ার্ম

(HOOK-WORM)।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগের পাকস্থলী মধ্যে সূত্রবৎ এক রকম ক্ষুদ্র কীট বাস করে, ও উহার কোমল আস্তরণ ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে; এই পরাঙ্গপুষ্ট-কীটের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চির বেশী নয়, ও প্রস্থ কেশের বিস্তারবৎ; ইহাদিগের মস্তকে হুক (hook) আকার বিশিষ্ট বক্র দুই পাটি দন্ত আছে বলিয়া, ইহাদিগকে "হুক-ওয়ার্মজ্ (বা বক্রকীট)" কহে। ত্বক ছিদ্র করিয়াই হউক বা আহৃত দ্রব্য সংযোগেই হউক কোন গতিকে ইহারা সুস্থ দেহে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক দন্ত দ্বারা পাকস্থলী কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে এবং পিশাচের ন্যায় নর-শোণিত শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, আক্রান্ত-ব্যক্তির "বক্রকীট বা হুক-ওয়ার্ম-জনিত রোগ" হইয়াছে বলিয়া থাকি। শতকরা ৮০ জনের এই ব্যাধি আছে। রক্তস্বল্পতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া—যথা মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, পরিপাক-শক্তির হ্রাস, ক্লান্তি বোধ, চক্ষু

banglabooks.in

জ্যোতিঃহীন, বুক ধড়ফড় করা, পা ও পেট ফোলা, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি, হস্তপদে ক্ষত বা চুলকানি হওয়া প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে কাহারও পরিত্যক্ত মল মধ্যে বক্রকীটের ডিম দেখিতে পাইলে, তাঁহার উক্ত রোগ হইয়াছে বুঝিতে * হইবে।

চিকিৎসা।—থাইমল (Thymol) এই রোগে উপকারী। ঔষধ সেবনের দুই একদিন পূর্ব্বে রোগীকে যেন গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতে না দেওয়া হয়। প্রাতে প্রথমে ৬টা ও পরে ৮টার সময় এক এক মাত্রা (রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থার তারতম্যানুসারে) থাইমল ৭ হইতে ৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত সেবন বিধেয়। পরে দশটার সময়ে ক্যাষ্টর-অয়েল, এপসম্ সল্টস্, হরিতকি বা অন্য কোন মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা জোলাপ লইতে হইবে। পরবর্ত্তী সপ্তাহেও একবার এই চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করা ভাল। থাইমলের পরিবর্ত্তে ফিলিক্সমাস্‌ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিনোপোডিয়াম্ (chenopodium)-অ্যান্থেলমিন্টিকাম্-তৈল θ দশ ফোঁটা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা এক দিবস মাত্র সেবনেও কখন কখন আশাতীত ফল লাভ হয়।

এই উপায়ে শরীর হইতে হুক-ওয়ার্ম বাহির হইয়া গেলে, "রক্তস্বল্পতা" ও ক্রিমি রোগের ঔষধাদি (যথা চায়না, ফেরাম, অ্যাসিড-ফস্, ষ্ট্যানাম্,

* কয়েকটি উপায়ে এই ডিম্ব ও ডিম্বজাত কীটগুলি বিনাশ করা যাইতে পারে; যথা :—(১) মাঠ বা জঙ্গলের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করিয়া উহা পোড়াইয়া ফেলা; (২) গ্রাম হইতে কিছুদূরে শুষ্ক মাটিতে দুই ফিট গভীর গর্ত্ত করিয়া বিষ্ঠা পুঁতিয়া ফেলা; (৩) খোয়া নির্ম্মিত জলপূর্ণ গর্ত্তে ছয়মাসকাল মল এরূপ ভাবে রাখিয়া দেওয়া, যেন মাছি প্রবেশ করিতে না পারে; (৪) খালি পায়ে না হাঁটা, এবং সতর্ক থাকা, যাহাতে মাটির জল চর্ম্মস্পর্শ করিতে না পারে; (৫) কীট বড় হইলে জলেও বাস করিতে পারে এবং সাঁতার জানে না বলিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকে; কাজেই ঘোলান জলপান অবিধেয়। এই সকল প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিলে কীট সুস্থ শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না (ভারতবর্ষীয় মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারলের অনুমতিক্রমে Major Clayton Lane, M. D., I. M. S. প্রণীত "The Hook-Worm" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

সাইনা, স্পাইজিলিয়া, টিউক্রিয়াম প্রভৃতি লক্ষণানুসারে) কিছুকাল প্রয়োগ করিতে হইবে।

আমাদের এই "বক্রকীট" প্রবন্ধটি ১৩২৩ সালে "পারিবারিক চিকিৎসা"র নবম সংস্করণে মুদ্রিত হয়; অথচ ১৩২৫ সালের ২৫এ কার্ত্তিকের **সঞ্জীবনী** পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে "ইংরাজীতে যাহাকে হুক-ওয়ার্ম ব্যাধি বলে **আমরা** তাহাকে **বক্রকীট** ব্যাধি নাম দিয়াছি।" পীড়াটির এই এই নামকরণ বাস্তবিকই কি সঞ্জীবনীর, পাঠকবর্গ তাহা বিচার করিবেন।

যকৃৎ-প্রদাহ

(HEPATITIS)।

পুরাতন ম্যালেরিয়া-জ্বর, পারদ বা কুইনাইনের অপব্যবহার, অতিরিক্ত মদ্যপান, উষ্ণস্থানে বাস প্রভৃতি কারণে যকৃতে রক্তসঞ্চার হইয়া প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই প্রদাহ পুরাতন হইয়া আসিলে, যকৃৎ বাড়ে ও শক্ত হয় এবং ক্রমে দক্ষিণ পেট ব্যাপিয়া পড়ে। পীড়ার তরুণাবস্থায় প্রথমে শীত ও কম্প দিয়া জ্বর হয়; পরে যকৃতের উপর বেদনা, মাথা ব্যথা, মুখে বিস্বাদ, ক্লেদাচ্ছাদিত জিহ্বা, ক্ষুধামান্দ্য, কর্দ্দমবৎ মলিন বা শাদা ভেদ; দক্ষিণ স্কন্ধে অল্প অল্প বেদনা; দক্ষিণ কুক্ষিতে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথম অবস্থায় রক্তসঞ্চয় নিবারণ হইলে, অন্যান্য লক্ষণ কমিয়া যায়। যদি রক্তসঞ্চয় দূরীকৃত না হয়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর লক্ষণ সকল তীব্রবেগে প্রকাশ পায়—যথা, দক্ষিণ স্কন্ধে তীব্র বেদনা; চক্ষু হল্‌দে; যকৃতের উপরে হাত দেওয়া যায় না এরূপ বেদনা (জোরে শ্বাস ত্যাগ করিলে, বা বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, অথবা কাসিলে, ঐ বেদনার বৃদ্ধি); বমন বা বমনেচ্ছা; মূত্র হরিদ্রাবর্ণ; কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া যকৃৎ আরও বর্দ্ধিত হয়। পীড়ার

banglabooks.in

আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ঐ সকল লক্ষণ ক্রমে হ্রাস হয়; নচেৎ ক্রমে শীত ও কম্প সহকারে রাত্রিকালে প্রবল জ্বর হইয়া যকৃতে এক প্রকার ফোড়া পাকিয়া প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হয়; আবার অনেক সময়ে যকৃতের আকৃতি ক্ষুদ্র হইয়া সর্ব্বাঙ্গীণ শোথ জন্মিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ১—৬।—(যকৃতের তরুণ প্রদাহে) শীত ও কম্প সহ জ্বর; যকৃতে বেদনা।

নাক্স-ভমিকা ৩x—৩০।—সুরাপান জনিত যকৃতের পুরাতন প্রদাহ; কোষ্ঠবদ্ধতা, ও আহারের পরে বেদনার বৃদ্ধি; "গরম" ঔষধ সেবনের পর যকৃত-প্রদাহ।

চায়না ৬, ৩০।—পুরাতন জ্বরে ভুগিয়া শরীরের রক্তহীনতা; প্লীহার বৃদ্ধি; যকৃৎ বড় ও শক্ত; এবং দুর্ব্বলতা।

মার্ক-সল ৬, ৩০।—যকৃতের তরুণ-প্রদাহে বা পুরাতন প্রদাহজনিত যকৃতের বিবৃদ্ধি, স্ফীততা ও কঠিনতা; যকৃৎ প্রদেশে চাপিয়া ধরার-ন্যায় বেদনা (এই জন্য রোগী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিতে পারেন না); হরিদ্রাবর্ণের চক্ষু; ক্ষুধামান্দ্য; শাদাবর্ণের কঠিন মল, অথবা পিত্তযুক্ত তরল মল; মুখে বিস্বাদ; শ্বাসকষ্ট।

চেলিডোনিয়াম ৩x—৩০।—যকৃতে অতিশয় বেদনা; দক্ষিণ স্কন্ধে বা দক্ষিণ স্কন্ধাস্থির ভিতরে বেদনা; হরিদ্রাবর্ণের তরল মল অথবা শ্বেতবর্ণের কঠিন মল; সর্ব্বশরীর হরিদ্রাবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণের গাঢ় মূত্র।

নেট্রাম-মিউর ৩০।—যকৃতে "সূচফুটান" বা "চিম্‌টিকাটা" অথবা "চাপিয়া-ধরার" ন্যায় বেদনা; পেট বড় ও স্ফীত, সময়ে সময়ে পেট ডাকা ও সেই সঙ্গে জ্বর।

নেট্রাম-সালফ ৩০।—স্পর্শ করিলে, বা নড়িলে চড়িলে, কিম্বা দীর্ঘশ্বাস টানিলে, যকৃতে বেদনা অনুভব; খালিপেটে থাকিলে, নাভির চারিপার্শ্বে বেদনাবোধ; আহার করিলে, ঐ বেদনার উপশম।

banglabooks.in

পডোফিল্লাম ৩, ৩০।—(যকৃতের তরুণ-প্রদাহে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, ৩ ক্রম; পুরাতন প্রদাহে ৩০ ক্রম) যকৃৎ বড় ও সেই সঙ্গে পিত্ত-বমন; পিত্তযুক্ত তরল ভেদ; মলত্যাগকালে হারিস বাহির হওয়া; মুখে তিক্তাস্বাদ; মলিন মূত্র; মুখমণ্ডল মলিন; শিরঃপীড়া (বিশেষতঃ সম্মুখ কপালে তীব্র বেদনা)।

ফস্‌ফোরাস ৬, ৩০।—যকৃত বৃহৎ ও কঠিন হইয়া ক্রমে কমিয়া ক্ষুদ্র এবং অবশেষে উদরী হইলে।

বার্বেরিস ১x বা ১।—যকৃতে রক্তসঞ্চয় হইয়া, মূত্রনালীতে উরুদেশে কোমরে ও কুঁচকিতে বেদনা হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬, ৩০।—যকৃৎ বড় ও শক্ত; সূচফুটানর ন্যায় জ্বালাকর বেদনা, চাপিয়া ধরিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি; কোষ্ঠবদ্ধতা (মল-প্রবৃত্তি থাকে না); মাথাঘোরা; দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা; চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। যকৃতের তরুণ-প্রদাহে, মার্কিউরিয়াসের সহিত ইহা পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিয়া কোন কোন চিকিৎসক সুফল পাইয়াছেন বলেন।

লাইকোপডিয়াম ১২, ৩০।—বায়ুজনিত উদর স্ফীত ও কোষ্ঠবদ্ধতা; সর্ব্বদাই চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা চাপিয়া ধরিলে ও দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে, বেদনার বৃদ্ধি; দক্ষিণপার্শ্বে ও উদরে বেদনা।

লেপ্টান্ড্রা ৩x, ৬।—জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, পিত্ত-বমন, প্রচুর কাল ও পচাগন্ধযুক্ত ভেদ; আল্‌কাতরার ন্যায় ভেদ; যকৃতের চারিধারে অসহ্য বেদনা (ঐ বেদনা মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত); ন্যাবাসহ কর্দ্দমবর্ণবৎ মল, আমাশয়-রোগ, জ্বর, উদরী বা শোথ।

আর্সেনিক ৩x—৩০।—যকৃৎ বড়; শোথ; অল্পমূত্র; জীবনী-শক্তির হ্রাস; তৃষ্ণা।

সিপিয়া ৩০।—জরায়ু ও মূত্রাশয়ের ক্রিয়া-বিকারসহ যকৃতের [illegible] প্রদাহে; দুর্ব্বলতা; অগ্নিমান্দ্য ও গ্রন্থি-বাত; শোথ।

banglabooks.in

হিপার-সাল্‌ফার ৩x বিচূর্ণ।—শ্বাস গ্রহণ করিলে কাসিলে ও নড়িলে, বেদনার বৃদ্ধি (ঐ বেদনা কুঁচকি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়); অর্শ পীড়াসহ যকৃতের রক্তসঞ্চয়জনিত পুরাতন প্রদাহে।

কার্ডুয়াস-মেরিয়ানা θ (প্রতি মাত্রায় এক হইতে পাঁচ ফোঁটা)।—যকৃৎ সহ প্লীহার রোগ; কখনও বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া বা শিরা স্ফীত থাকে।

নিয়ম।—যকৃতের উপর কচি বাছুরের চোনা গরম করিয়া সেক। জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট ইত্যাদি লঘুপথ্য। মৎস্য মাংস ঘৃত বা ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। যকৃতের পীড়ায়, পুরী বালেশ্বর প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্ত্তীস্থান সমূহে বাস করা হিতকর।

বর্দ্ধিত প্লীহা

(ENLARGED SPLEEN)।

ম্যালেরিয়া-বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া প্লীহার বৃদ্ধি হয়। জ্বরকালে শীতাবস্থায় প্লীহার রক্তসঞ্চয় হইলে, উহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। তাহা ছাড়া হৃদ্‌রোগ রজোলোপ বা অর্শ-পীড়ায় রক্তস্রাব রোধ হইয়া প্লীহা বাড়ে। প্লীহা বাড়িলে, সর্ব্বশরীর রক্তশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং অগ্নিমান্দ্য কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে প্লীহা বড় হইয়া উদরের বামদিকে ব্যাপিয়া পড়ে ও এরূপ কঠিন হইয়া পড়ে যে, মনে হয় যেন একখণ্ড প্রস্তর চাপান আছে। পীড়া কঠিন হইলে—উদরাময় বা রক্তামাশয় হয়, ক্ষুধা থাকে না, দাঁতের গোড়া ফুলিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, ও শেষে উদরী বা শোথ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।—ম্যালেরিয়া জ্বরের সঙ্গে প্লীহার তরুণ-প্রদাহ হইলে, প্রথমে জ্বরেরই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার প্লীহা রোগেই ডাক্তার বার্ণেট **সিম্রানোথাস্** ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন;

banglabooks.in

অতএব অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সিয়ানোথাস্ θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করিয়া কোন ফল না পাইলে, তখন লক্ষণানুসারে অপর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। তরুণ প্লীহা-প্রদাহে, অ্যাকোনাইট ৩x। প্লীহার উপর সূচ-ফুটানর-ন্যায় বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনার বৃদ্ধি, সময়ে সময়ে কামড়ানী এবং রক্তবমন লক্ষণে, আর্ণিকা ৬। বাম উদরে চাপিয়া-ধরা বা সূচফুটানবৎ তীব্র বেদনা, প্লীহা বড় ও কঠিন, বামপার্শ্বে শয়ন করিতে অক্ষম, দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, প্রায় সদাই গা গরম থাকা লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০। অধিক দিন বিষম-জ্বরে ভুগিয়া প্লীহা ক্রমে বড় হইলে এবং সেই সঙ্গে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, চায়না ৬ বা ৩০। সময়ে সময়ে প্লীহাতে চিড়িক্‌মারার-ন্যায়-বেদনা হইলে, কার্ব্বো-ভেজ ৩ বা নেট্রাম-মিয়ুর ৩০। এতদ্ব্যতীত নাক্স-ভমিকা ৩০, পডোফিল্লাম ৬, মার্কিউরিয়াস্-বিন্-আয়োডেটাস ৩x বিচূর্ণ, ফস্ফোরাস ৬, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, লেপ্ট্যাণ্ড্রা ৩x, প্রয়োগ করা যায়।

যদি প্লীহা বড় ও শক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে (বিজ্বরাবস্থায় বা জ্বর কমিয়া আসিবার মুখে) কাঁচা পেঁপে কাটিলে যে আঠা নির্গত হয়, দুই এক ফোঁটা মাত্র সেই আঠা রোগীকে চিনি বা (দুগ্ধ-শর্করা) সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

পাণ্ডু বা ন্যাবা

(JAUNDICE)।

যকৃতের ক্রিয়াবৈষম্য বশতঃ পিত্ত আশোষিত না হইয়া রক্তে রহিয়া যায়, তাহাতে পাণ্ডুরোগ জন্মে। এই পীড়ায় রোগীর গাত্রচর্ম্ম, চক্ষুর শ্বেতাংশ, নখের মূলভাগ এবং মূত্র, হরিদ্রাবর্ণ হয়; এমন কি, রোগী যাহা দৃষ্টি করেন তাহাই হরিদ্রাবর্ণ দেখেন এবং শয্যাতে ঘর্ম্ম লাগিলে সেই স্থান হরিদ্রাবর্ণ হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, মুখে তিক্তাস্বাদ,

banglabooks.in

কর্দ্দমবৎ অথবা শ্বেতবর্ণের ভেদ, এবং নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ, এই পীড়ায় দেখা যায়। পীড়া উৎকট হইলে, প্রায়ই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—মলিন হরিদ্রা বর্ণের মুখমণ্ডল, যকৃতে সূচফুটানর ন্যায় বেদনা, মুখে তিক্তাস্বাদ, অরুচি, অতিশয় দুর্ব্বলতা ও পিত্তযুক্ত তরল ভেদ লক্ষণে, চায়না ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা, ফ্যাঁকাসে বা হল্‌দে মূত্র, বিছানায় হরিদ্রাবর্ণের দাগ লাগা, নাড়ী ক্ষীণ ও কোমল, সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণ লক্ষণে, মার্ক-সল ৬ (কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, প্রথম অবস্থায় ৩।৪ বার অ্যাকোনাইট ৩x প্রয়োগ করিয়া মার্ক-সল ৬, প্রয়োগ করা ভাল)। গাত্রত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ঈষৎ ধূসর বর্ণের মূত্র, স্বরভঙ্গ, কাসি ও নৈরাশ্য লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৬। দক্ষিণদিক চাপিয়া শুইলে যকৃৎ স্থানে তীব্র বেদনায়, ব্রায়োনিয়া ৩। হরিদ্রাবর্ণের ভেদ, দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনায়, চেলিডোনিয়াম ২x। ভয় বা ক্রোধ হেতু ন্যাবা হইলে, ক্যামোমিলা ৬। রক্ত দূষিত হইয়া ন্যাবা হইলে, ক্রোটেলাস্ ৩। পুরাতন ন্যাবা-রোগে, আয়োড্ ৩, ৬। লেপ্ট্যাণ্ড্রা ৬, অ্যাসিড-ফস্ ৩০, ডলিকস ৩x প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা যায়। ডাক্তার সুস্‌লার ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ পাণ্ডুরোগ মাত্রেই নেট্রাম্-সাল্‌ফ্ ১২x চূর্ণ ব্যবহারে সুফল পাইয়াছেন বলিয়া থাকেন।

পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। জ্বর থাকিলে সাগু, বার্লি, অ্যারোরুট ; জ্বর না থাকিলে পুরাতন চাউলের অন্ন, নিরামিষ ঝোল ব্যবস্থা। মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত ও মিষ্টান্ন নিষিদ্ধ। সুপক্ক ফলমূল অল্পপরিমাণে উপকারী।

ভগন্দর

(FISTULA-IN-ANO)।

মলদ্বারের (অর্থাৎ সরলান্ত্রের বিধান তন্তুর) চারিধারে এক প্রকার ক্ষত হয়, তাহাকে ভগন্দর বলে। এই ক্ষত সহজে শুকায় না,

banglabooks.in

তজ্জন্য "নালী" বা "শোষ" হয়। যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থায় প্রায়ই ভগন্দর হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—পীড়কা উৎপন্ন হইবার পরে দপ্‌দপ্ বেদনা, গুহ্যদ্বার লালবর্ণ ও শিরঃপীড়া লক্ষণে, **বেলেডোনা ৩x** বা **মার্ক-সল ৬**। পীড়কা স্ফীত হইয়া পূয উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইলে, হিপার-সালফার ৩ বিচূর্ণ। ক্ষত হইতে অধিক পরিমাণে পূয পড়িতে থাকিলে বা শোষ হইলে, **সিলিকা ৩০**। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ব্যাসিলিনাম ৩০ (সপ্তাহে একবারমাত্র)। চক্ষু বা নাসিকায় শোষ হইলে, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসিড্ ৬। মলদ্বারে শোষ হইলে, সিলিকা ৬ বা ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ। দুই আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা θ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ। লক্ষণবিশেষে কষ্টিকাম ৬, চায়না ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, সাল্‌ফার ৩০, প্রভৃতিরও প্রয়োগ হয়।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬, গ্রাফাইটিস্ ৬, এক্সিউলাস্ ৩, র‍্যাটানহিয়া ৩, প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ক্যালেণ্ডুলা θ বাহ্যপ্রয়োগ করিলে সময় সময় উপকার পাওয়া যাইতে পারে। মৎস্য মাংস আহার নিষিদ্ধ (অর্শ রোগের পথ্যাদি দ্রষ্টব্য)। পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থেয়।

১২। মূত্রযন্ত্রের পীড়া।

মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ (NEPHRITIS)।

শিরদাঁড়ার দুই পাশে কোমরের কাছে দুটি মূত্রপিণ্ড বা মূত্রগ্রন্থি আছে [দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য]; এই গ্রন্থিদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ রক্ত হইতে মূত্র জন্মে। মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ হইলে—জ্বর, বমনোদ্বেগ, অল্পমূত্র (কখন লাল, কখনও ধোঁয়াটে, কখন রক্ত বা পূয মিশ্রিত), মূত্রত্যাগকালে অতিশয় জ্বালা ও বেদনা, মেরুদণ্ডে ও কোমরে বেদনা, অণ্ডকোষ লাল, এবং সময়ে সময়ে

banglabooks.in

মূত্র একেবারে বন্ধ হইয়া প্রলাপ বা মূর্চ্ছা অথবা মৃত্যু ঘটে। হঠাৎ হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভিজা, মদ্যপানাদি অত্যাচার, রাত্রিজাগরণ, মূত্রকারক ঔষধের অপব্যবহার, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা।—হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর-ও-প্রদাহ-লক্ষণসহ পীড়ার প্রথম অবস্থায়, অ্যাকোনাইট ৩x। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব (কখন বা রক্ত মিশ্রিত), অণ্ডকোষ লালবর্ণ, তলপেটে জ্বালাকর বেদনা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা, বা মূত্ররাহিত্য লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৩। মলিন অথবা রক্তমিশ্রিত মূত্র, অণ্ডকোষ লালবর্ণ, মূত্ররোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শোথ লক্ষণে, টেরিবিন্থিনা ৬। বারম্বার মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, মূত্রকোষে খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা, চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, সময়ে সময়ে প্রলাপ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। জলে ভিজিয়া রোগ হইলে, ডাল্কেমারা ৩। মদ্যপান বা অজীর্ণতা হেতু পীড়ায়, নাক্স-ভ ১x—৩x। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হইলে, মার্ক-কর ৬। আর্সেনিক ৩০, ক্যানাবিস্-স্যাট ৬, লাইকোপডিয়াম ৩০, সিপিয়া ৬, সালফার ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মূত্রগ্রন্থিদ্বয়ের উপর সেক দিলে, যাতনা কমে। গরম কাপড়ে যেন গা সদা ঢাকা থাকে। সহ্য হইলে, মাঝে মাঝে গরম জলে স্নান। দুগ্ধ ও তরকারির ঝোল সুপথ্য।

মূত্রপাথরী অণুচ্ছেদে—"মূত্রশূল" ও তৎ চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

অণ্ডলাল-মূত্র

(ALBUMINURIA)।

পূর্ব্বোক্ত মূত্রগ্রন্থি প্রদাহের পুরাতন অবস্থা বিশেষে মূত্রসহ অধিক পরিমাণে অণ্ডলাল * (albumen) ক্ষরিত হওয়ার নাম "অণ্ডলাল

* আমাদের শোণিতের শুক্লাংশকে অণ্ডলাল বলে; অণ্ডলাল দেখিতে ডিম্বের শ্বেতভাগের মত। ইহা জীবদেহের একটি প্রধান উপাদান।

banglabooks.in

মূত্র।" জ্বর, তৃষ্ণা, বমনোদ্রেক, বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা, মূত্রে অধিক পরিমাণে অণ্ডলাল থাকা, হস্ত পদ মুখমণ্ডল স্ফীত হওয়া প্রভৃতি এই রোগের প্রথম লক্ষণ; পরে, অম্ল-উদ্গার, রক্তস্বল্পতা, শোথ, মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হন। অমিতাচার, বেশী জল ঘাঁটা, গ্রন্থিবাত, সীসা (lead) লইয়া নিয়ত কায করা (যেমন চিত্রকর ও প্লাম্বারের ব্যবসা) প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির কারণ।

চিকিৎসা।—মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ সহ মূত্ররোধ হইলে, ক্যান্থারিস্ ৩। পীড়ার সূচনাবস্থায় হস্তপদ ও মুখমণ্ডল স্ফীত হইলে, এপিস ৩x—৩। অবসন্নতা, অস্থিরতা, উদ্বেগ, তৃষ্ণা, শরীরের চর্ম্ম শীতল কিন্তু ভিতরে উষ্ণতা বোধ, শোথ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৩—৬। চেহারা স্ফীত ও পাণ্ডুবর্ণ, গা সদা শীত শীত করা, আহার্য্য দ্রব্য বমন বা অজীর্ণাবস্থায় নিঃসৃত হওয়া, মাথাভার, নাক দিয়া রক্ত পড়া, স্বভাব খিটখিটে হওয়া লক্ষণে, ফেরাম্-মেট ৬। "রক্ত প্রস্রাবের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য। ফেরাম-ফস্ ৬x বিচূর্ণ, প্লাম্বাম্ ৬, টেরিবিন্থিনা ৩, চেলিডোনিয়াম ১x, নাক্স-ভ ১x—৩, মার্ক-কর ৬, ফস্ফোরাস্ ৩, অ্যাসিড-ফস ১x—৬, সালফার ৬—৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। এই পীড়া কঠিন, চিকিৎসার ভার উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে রাখা বিধেয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—Dr. Schmidt **একমাত্র দুগ্ধ** ব্যবস্থা করেন; অনেকস্থলে যখন সকল প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল না পাওয়া যায়, তখন একমাত্র দুগ্ধ পান করাইলে সুফল দর্শে। লবণের পরিমাণ কমান ভাল; মৎস্য মাংস ও উত্তেজক পানাহার নিষিদ্ধ। পশমী বা গরম কাপড় ব্যবহার, স্নানকালে গামছা বা তোয়ালে দিয়া গা খুব ঘষা ও মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, হিতকর।

banglabooks.in

মূত্রমার্গ-প্রদাহ

(URETHRITIS)।

মূত্র-নিঃসরণ-শলাকা (catheter) প্রবেশ করান বা পাথরী নির্গমাদি হেতু মূত্রমার্গে (Urethra) আঘাত লাগিলে, মূত্রমার্গে বেদনা সহ ক্ষত এবং প্রস্রাবকালে তীব্র জ্বালাসহ পূয রক্তাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে ; এই প্রদাহের নাম "মূত্রমার্গ-প্রদাহ"।

চিকিৎসা।—আর্ণিকা ৩x সেবন ও আর্ণিকা θ (দশগুণ-জলসহ) জলপটী। জ্বরসহ জ্বালাবোধে, অ্যাকোনাইট ১x। জ্বর সহ দপ্-দপ্ বেদনায়, বেলেডোনা ৩x—৩। প্রস্রাবকালে তীব্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যান্থারিস্ ৬।

এই রোগ সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রমেহ-বিষ সংক্রমণ হেতু যে "মূত্রমার্গ-প্রদাহ" ঘটে তাহা উৎকট (**প্রমেহ** রোগাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মূত্রশূল

(NEPHRALGIA)।

মূত্রগ্রন্থি মধ্যে দারুণ বেদনা উপস্থিত হওয়ার নাম "মূত্রশূল।" মূত্র-পিণ্ডের পাথরী মূত্রনালীপথে মূত্রাশয়ে আসিবার সময়ে ঐ উৎকট বেদনা জন্মে। ক্যাম্ফোরিস ৬ ও ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x সেবন করাইলে এবং গরম জল বোতলে পূরিয়া পেটের উপর সেক দিলে উপকার দর্শিতে পারে।

বিস্তৃত লক্ষণ ও চিকিৎসাদি জন্য, এই গ্রন্থের **মূত্রপিণ্ডের পাথরী** ও **মূত্রাশয়ের পাথরী** রোগ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

রক্ত-প্রস্রাব

(HAEMATURIA)।

পড়ে যাওয়া, আঘাত লাগা, ঠাণ্ডা লাগা, প্রমেহ, পাথরী, জ্বর বা অন্য কোন কঠিন পীড়া হেতু **রক্ত-প্রস্রাব** হয়।

চিকিৎসা।—টেরিবিন্থিনা ৩ রক্তপ্রস্রাবের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পড়ে গিয়া বা আঘাত লাগা হেতু রক্তপ্রস্রাবে, আর্ণিকা ৩x—৩। মূত্র-গ্রন্থিতে বেদনাসহ রক্ত-প্রস্রাবে, হ্যামামেলিস ২x। ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তপ্রস্রাবে, আকোনাইট্ ১x—৩x। রক্ত প্রস্রাবের সহিত লালবর্ণ তলানি পড়িলে, ওসিমাম্-কেনাম্ ৩—৩০; রক্ত প্রস্রাব কেন হইতেছে তাহার কারণ ঠিক করিতে না পারিলে (বা কোন ঔষধ প্রয়োগে রক্ত-প্রস্রাব উপশমিত না হইলে), ক্যান্থেরিস্ ০ বা থ্ল্যাস্পি-বার্সা ০ বা সিনেষিও ০ বা মিল্লেফোলিয়াম ১x কিম্বা আর্সেনিকাম-হাইড্রোজেনিসেটাম ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগী যেন মোটেই চলা ফেরা না করেন। উত্তেজক পানাহার নিষিদ্ধ। ঈষদুষ্ণ জলে গা মুছান যাইতে পারে। দুগ্ধাদি লঘু পথ্য।

মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ

(RETENTION & SUPPRESSION OF URINE)।

মূত্র-স্থলীতে (bladder) মূত্র সঞ্চিত হইয়া কোন ব্যাঘাত বশতঃ মূত্র নির্গত হইতে না পারিলে, তাহাকে "**মূত্রস্তম্ভ** বা **মূত্ররোধ** (Retention of Urine)" কহে; আর, মূত্র-পিণ্ডে (Kidneys) মূত্র না জন্মিলে, তাহাকে "**মূত্রাভাব** বা **মূত্রনাশ** (Suppression of

banglabooks.in

Urine)" বলে। মূত্রস্তম্ভে তলপেট ফাঁপিয়া থাকে; মূত্রনাশে তলপেট ফাঁপে না। মূত্রের বিষাক্ত উপাদান রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রনাশ পীড়া হয়; এই পীড়ায় অবসন্নতা, তন্দ্রা, মোহ, চৈতন্যলোপ প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়; জ্বর-বিকার, ওলাউঠা প্রভৃতি কয়েকটি সাংঘাতিক পীড়ার সঙ্গে প্রায়ই মূত্রনাশ উপসর্গ ঘটে। প্রমেহ পীড়ায় সহসা পূযস্রাব বন্ধ, মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ বা মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত, বা কোন প্রকার আঘাত হেতু, মূত্রনাশ ঘটে।

মূত্রনাশ পীড়ার চিকিৎসা।—মূত্রাশয়ে প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে (পীড়ার প্রথমাবস্থায়) অ্যাকোনাইট ১x—৩ বা টেরিবিন্থিনা ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্ররোধেও, অ্যাকোনাইট ৩x। মোহ, শিবনেত্র সহ মূত্ররোধে, ওপিয়াম ৬—৩০। হিষ্টিরিয়া জনিত মূত্ররোধে, ইগ্নেষিয়া ৩ বা ওপিয়াম ৬। ওলাউঠা পীড়ার মূত্রনাশে, টেরিবিন্থিনা ৬ বা ক্যাম্থেরিস ৬ কিম্বা কেলি-বাইক্রম ৬।

মূত্ররোধ পীড়ার চিকিৎসা।—জ্বালা ও যন্ত্রণাসহ হঠাৎ মূত্রস্তম্ভ হইলে, স্পিরিট-ক্যাম্ফার। সদ্যঃপ্রসূত শিশুদিগের মূত্রস্তম্ভ হইলে, ১০।১৫ মিনিট অন্তর ক্যাম্ফারের শিশি নাকের নিকট ধরিতে হয়। মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃ অসাড়ে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইলে, নাক্স-ভমিকা ৬ বা কষ্টিকাম ৬। গুল্মবায়ুগ্রস্তা রোগিণীর মূত্রস্তম্ভ হইলে, নাক্স-মস্কেটা ২x বা ইগ্নেষিয়া ৬ কিম্বা জেল্‌সিমিয়াম ৬। মূত্রাশয়ের মুখশায়ীগ্রন্থির বিবর্দ্ধনবশতঃ মূত্রস্তম্ভ জন্মিলে, পাল্‌সেটিলা ৬ বা ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬। পীড়ার প্রথমাবস্থায়, কেহ কেহ (পর্য্যায়ক্রমে) অ্যাকোনাইট ১x—৩ জেলসিমিয়াম্ ৩x (বা অ্যাকোনাইট ৩x ও ক্যাম্থেরিস ৬) দিয়া সুফল পাইয়াছেন বলেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এক ভাগ দুধ চারিভাগ জলসহ মিশাইয়া, বা অ্যারোরুট পাতলা ভাবে জলে সিদ্ধ করিয়া কাগজি লেবুর রসসহ লবণ বা মিছিরি দিয়া, খাইতে দিলে অনেক সময় সহজে প্রস্রাব হয়। নেয়াপাতি ডাবের জলও উপকারী। রোগীকে গরম জলের

banglabooks.in

টবে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসান হিতকর। সোরা জলে গুলিয়া ন্যাকড়া সহ পেটের উপর পটী বসাইয়া দিলে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব সহজে হইয়া থাকে। আমরুল শাক বাটিয়া সামান্য গরম করিয়া নাভীর চারি ধারে প্রলেপ দিলেও, খুব অল্প সময় মধ্যেই নাকি প্রস্রাব হয়।

মূত্ররোধ বিকার

(URÆMIA)।

মূত্রগ্রন্থি দ্বারা যে সব দূষিত পদার্থ সুস্থাবস্থায় শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে তাহা বিনির্গত না হইয়া শোণিত মধ্যে থাকিয়া গেলে, মূত্ররোধ ও তৎসহ রক্ত-দুষ্টির কতকগুলি উপসর্গ ঘটে; ইহারই নাম "**মূত্ররোধ-বিকার**" বা "**ইউরিমিয়া** (uræmia)"। উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে বা সহসা উপস্থিত হয় :—যথা মূত্রাল্পতা শোথ বমন ও বমনেচ্ছা **প্রবল শিরঃপীড়া** শিরোঘূর্ণন নিদ্রাবল্য প্রলাপ; কখনও প্রবল **আক্ষেপ** (spasms); কাহারও বা প্রলাপসহ আচ্ছন্নভাব (stupor) ও **অচেতন নিদ্রা** (coma) লক্ষিত হয়। রোগীর গাত্রে ও শয্যাদিতে এক প্রকার মূত্রগন্ধ অনুভূত হয়; মূত্র হয় খুব কমিয়া আসে; নয় একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়; মুখমণ্ডল মলিন বা মোমের মত দেখায়; নাড়ী দ্রুত চলিতে থাকে; শরীরের উষ্ণতা প্রথমে বর্দ্ধিত হয় কিন্তু শীঘ্রই স্বাভাবিক উষ্ণতা (৯৮·৪°) অপেক্ষা ন্যূন হইয়া পড়ে। "**মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ**" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা :—

আরোডিন্ θ।—মূত্ররোধ-বিকার জনিত বমনে, আয়োডিন θ প্রতি মাত্রায় অর্দ্ধ ফোঁটা সেবন (Dr. Laidlaw)।

টেরিবিন্থিনা ২x।—মূত্ররোধের প্রধান ঔষধ [একটি রোগীর চারিদিন পর্য্যন্ত প্রস্রাব হয় নাই, Dr. Yeldham টেরিবিন্থিনা ১

banglabooks.in

ব্যবস্থা করায় মূত্রত্যাগ হইল]; টেরিবিন্থিনা ব্যর্থ হইলে মার্ক-কর, আর্সেনিক, ক্যান্থেরিস্, বা কেলি-বাই পরীক্ষনীয়।

কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্ ২।—অচেতন নিদ্রার (coma) একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতি পনর মিনিট অন্তর সেবন করাইবার তিন চারি ঘণ্টার পর যদি রোগের কিছুমাত্র উপশম না হয়, তাহা হইলে **ওপিয়াম্ ৩x** পনর মিনিট অন্তর দেয়; ওপিয়াম বিফল হইলে, **আর্টিকা-ইউরেন্স্ ০** (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা), চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা।

অ্যামোন-কার্ব্ব (নিম্নক্রম), হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৩, ক্রিয়োজোট ৩, প্লাম্বাম্ ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বাষ্পস্নান (vapour-bath) বা ভাপ্‌রা লওয়া হিতকর। রোগাক্রমণের পর কিছুদিন যাবৎ কেবল তরল দ্রব্য (প্রধানতঃ দুগ্ধ মাত্র) পান ব্যবস্থা।

বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য, আমাদের প্রকাশিত "**ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা**" গ্রন্থের "মূত্র-বিকার" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মূত্রাশয়-প্রদাহ
(CYSTITIS)।

মূত্রাশয় প্রদেশে বেদনা টাটানি ভারবোধ, সর্ব্বাঙ্গে শীতবোধ বা কম্প, মূত্রাশয়ে মূত্র জমিবামাত্রই উহা কুন্থন সহ বহু কষ্টে নিঃসৃত হওয়া, মূত্রে শ্লেষ্মা বা রক্ত মিশ্রিত থাকা, এই রোগের প্রধান লক্ষণ; রোগ পুরাতন হইতে থাকিলে বেদনা কমে, প্রস্রাবের পরিমাণ ও তৎসহ শ্লেষ্মার পরিমাণ ও গাঢ়ত্ব বাড়ে। এই রোগে, বেদনা **ঊর্দ্ধদিকে** কোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; আর মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহে **নিম্নদিকে** কোমর হইতে মূত্রাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

banglabooks.in

ঠাণ্ডা লাগা, আর্দ্রতা, আঘাত লাগা, প্রমেহ বা পাথরী রোগ, মূত্র-নিঃসরণ-শলাকা (Catheter) আদি যন্ত্র মূত্রাশয়ে প্রবেশ করান প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ে প্রদাহ জন্মে।

চিকিৎসা।—তরুণ ও পুরাতন উভয় অবস্থারই ক্যাম্থেরিস ৩ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া প্রদাহ জন্মিলে, অ্যাকোনাইট ১x—৩x। আর্দ্রতা হেতু হইলে, ডাল্কেমারা ৩। পাথরী হেতু বা মূত্রগ্রন্থি আক্রান্ত হওয়া জনিত বহুল শ্লেষ্মা নিঃসরণে, পেরেরা-ব্রেভা θ (প্রতি মাত্রায় ১৫—২০ ফোঁটা)।

রোগের পুরাতন অবস্থায়, চিমাফিলা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা)। ক্যাম্থেরিস ৩ এ অবস্থারও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া রাত্রিকালে শয্যায় মূত্রত্যাগ করিলে, পালসেটিলা ৩x—৩। প্রস্রাবে অশ্বমূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড্ ৩x বা নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬। বেলেডোনা ৩, ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x, কেলি-আয়ড্ θ—৩০, এপিস্ ৩ প্রভৃতিও সময়ে সময়ে আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গরম জলে স্নান বা তলপেটে গরম জলে ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া সেক দেওয়া ভাল। রোগী যেন সটান শুইয়া থাকেন। কোমর পর্য্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঈষদুষ্ণ অল্প পরিমাণ জলে একটু বোরিক-অ্যাসিড মিশাইয়া ধীরে ধীরে ধুইয়া ফেলা ভাল। মৎস্য মাংস মদ্যাদি আহার নিষিদ্ধ। চিনি বা মিছিরির সরবৎ পানে প্রস্রাব সরল হয়। লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

মূত্রাধিক্য

(DIURESIS)।

মূত্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার নাম "মূত্রাধিক্য"-রোগ। বেশী জলীয় জিনিস খাওয়া, বর্ষাকাল, বার্দ্ধক্য, দুর্ব্বলতা, ক্রিমিদোষ,

banglabooks.in

গুল্মবায়ু, পাকাশয়ের গোলযোগ প্রভৃতি কারণে মূত্রের জলভাগ বাড়ে ও বারম্বার মূত্রত্যাগ হয়।

চিকিৎসা :—

কেলি-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিতে ঘন ঘন প্রস্রাব করিতে উঠা। প্রস্রাবের বেগ আসা কিন্তু অনেকক্ষণ প্রস্রাব করিতে বসিয়া থাকিবার পর মূত্রত্যাগ হওয়া।

কাল্‌সব্যাড্‌ ৬।—জলপানের পরই মূত্রত্যাগ।

ইগ্নেশিয়া ৩।—কাফি পানের পরই প্রস্রাবের বেগ আসা। গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকের জলবৎ বহুল প্রস্রাব হওয়া।

কষ্টিকাম্‌ ৬।—বৃদ্ধলোকদিগের মূত্রাধিক্য ও বারম্বার প্রস্রাবের বেগ আসা (বিশেষতঃ রাত্রিকালে)।

স্ক্রুইলা ২x।—বহুল পরিমাণ জলবৎ প্রস্রাব হওয়া (বিশেষতঃ রাত্রিকালে); পুনঃপুনঃ জলবৎ প্রস্রাব হওয়া।

অ্যাসিড্‌-ফস্‌ ২x—৩।—পুনঃপুনঃ প্রচুর জলবৎ মূত্রস্রাব; রাত্রিকালে বারম্বার প্রস্রাব করিতে হয়।

অ্যাসেটিক-অ্যাসিড্‌ ৩, নাক্স-ভ ৩, সাইনা ৩x, ইউপ্যাট-পার্প ২x প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বেশী পরিমাণ তরল বা শ্লেষ্মাকর খাদ্যাদি বা বেশী ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ

(ENURESIS)।

মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রধারণ-শক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে হ্রাস পায়। মূত্রত্যাগের চেষ্টা হইলে আর উহা সম্বরণ করা যায় না, তৎক্ষণাৎ ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব হইতে থাকে; মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত থাকে অথচ উহা ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে থাকে। আঘাত, প্রসবকষ্ট,

banglabooks.in

পাথরী, প্রমেহ, বা ক্রিমিজনিত এই পীড়া হয়; শিশুরা নিদ্রিতাবস্থায় শয্যাতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ করে।

চিকিৎসা।—মোটেই মূত্রবেগ সম্বরণ করিতে না পারিলে, ফেরাম-ফস্ ১২x। শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগে, ক্যান্থারিস ৬। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি অথবা মূত্রাশয়ে পাথরী হওয়া হেতু বালক ও বৃদ্ধদিগের অসাড়ে মূত্রস্রাব হইলে, জেলসিমিয়াম ৬x। গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের মূর্চ্ছাবেশকালে অসাড়ে মূত্রস্রাব হইলে, ইগ্নেষিয়া ৬। ক্রিমিজনিত এই পীড়া হইলে (বিশেষতঃ শিশুদিগের), সাইনা (সিনা) ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬; কিম্বা রাস্-অ্যারোমেটিকা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা)। শুক্রক্ষরণ পীড়াজনিত অসাড়ে মূত্রত্যাগে, অ্যাসিড-ফস্ ৬, ৩০। ইরিজিরণ ৩, বেলেডোনা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩, মার্ক-সল ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা:—রোগীর খাদ্য পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক। জলীয় দ্রব্য খুব অধিক বা খুব অল্প অহিতকর। যাহাতে মূত্রযন্ত্রে উত্তেজনা না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অম্ল ও লবণাক্ত দ্রব্য নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে উঠিয়া মধ্যে মধ্যে প্রস্রাব করা ভাল। দিবসে যতক্ষণ মূত্রধারণ করিতে পারা যায়, ততক্ষণ প্রস্রাব না করাই উচিত। গদির উপর শোওয়া, বা গায়ে বেশী কাপড় চোপড় ব্যবহার করা, অবিধেয়। এই পীড়ায় চিৎ হইয়া শয়ন করা ভাল নয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রতা

(STRANGURY)।

এই পীড়া অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক। বারম্বার মূত্রত্যাগ-প্রবৃত্তি কিন্তু অতি কষ্টে ফোঁটা ফোঁটা মূত্রস্রাব, হওয়া অথবা একেবারেই মূত্রস্রাব না হওয়া

banglabooks.in

ও মূত্রত্যাগ কালে অতিশয় যাতনা, ইহার লক্ষণ। প্রমেহ, পাথরী, জরায়ু-বিকৃতি, মূত্রগ্রন্থির-প্রদাহ, ক্রিমি প্রভৃতির সহিত মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—জ্বালা ও যন্ত্রণা সহকারে সহসা মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, ২।৪ ফোঁটা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার, চিনি বা বাতাসার সহিত ১০।১৫ মিনিট অন্তর দিতে হয়। কষ্টকর মূত্রত্যাগে, বেলেডোনা ৩। অধিক পরিমাণে ক্যান্থেরিস ঔষধ সেবন করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলেও, স্পিরিট-ক্যাম্ফার। ঘন ঘন মূত্রত্যাগে ইচ্ছা, কর্ত্তনবৎ অসহ্য বেদনা, মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও তলপেটে বেদনায়, ক্যান্থেরিস ৬। মূত্রগ্রন্থিতে, জননেন্দ্রিয়ে অথবা হস্তপদাদিতে শোথ হইলে, এবং সেই সঙ্গে মূত্রত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা থাকিলে, এপিস্-মেল ৬। হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x। আর্দ্র স্থানে বাস হেতু মূত্রকৃচ্ছ্রতা হইলে, ডাল্কেমারা ৩x—৩০। গরম জলে সেক দেওয়া ভাল। সমভাগ দুগ্ধ ও জল মিশাইয়া পান করা বিধি।

পাথরী

(STONE OR CALCULUS)।

মূত্রযন্ত্র, পিত্তকোষ, শিরা (veins), তালুমূল (tonsil) প্রভৃতি শরীরের বহুস্থানে নানা কারণে পাথরী (বা শিলা) জন্মে। তালুমূল-শিলা (Tonsilitis) শিরা-শিলা (Phlebolite) প্রভৃতি রোগ অস্ত্র-চিকিৎসা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, সুতরাং এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হইল। "পিত্ত-পাথরী"র বিষয় ইতঃপূর্ব্বে ২৭৯—২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে "মূত্র-পাথরী"র বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

banglabooks.in

মূত্র-পাথরী

(URINARY CALCULUS)।

সুস্থাবস্থায় আমাদের শরীর-পোষণের অনুপযোগী ত্যক্ত পদার্থ সমূহ প্রস্রাবসহ নির্গত হইয়া থাকে ; কিন্তু পরিপাক বা পরিপোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলে, ইহার অন্যথা ঘটে। তখন পরিষ্কার শিশিতে মূত্র অল্পক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যদি ইষ্টক-চূর্ণ বা বালুকা-কণার মত তলানি জমে, তাহা হইলে "মূত্র-পাথরী" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন অতি সূক্ষ্ম বালুকা-কণা (sands) তুল্য বা সর্ষপ পরিমাণ প্রস্তর-কণা (gravel)বৎ অথবা শিম-বীজ পরিমাণ প্রস্তরখণ্ড (stone) সদৃশ ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের পাথরী মূত্র-পিণ্ডে (kidneys) বা মূত্রাশয়ে (bladder) দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে, এবং বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে, এই রোগ অধিকতর লক্ষিত হয়।

(১) **মূত্রপিণ্ডের পাথরী** (stone in kidneys, or renal calculus) ও **মূত্র-শূল**।—মূত্রপিণ্ডকোষ (pelvis of the kidneys) মধ্যে পাথরী উৎপন্ন হইয়া বহুকাল তথায় রুদ্ধভাবে থাকিতে পারে ; এরূপ অবস্থায় রোগীর প্রায়ই কোনরূপ যাতনা হয় না, কদাচিৎ কোমরে অতীব্র বেদনা (dull pain) বা মূত্রসহ অল্পাধিক পূয-রক্ত লক্ষিত হয় মাত্র। কিন্তু মূত্রপিণ্ড হইতে মূত্রনালী (ureter) মধ্যে পাথরী আসিয়া পড়িলে, কোমর হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত এক প্রকার দুঃসহ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে নিতান্ত অধীর করিয়া ফেলে ; এই বেদনাকে "মূত্র-শূল" (renal colic) কহে। এই বেদনা কখনও কখনও নিম্নে (পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত) এবং ঊর্দ্ধে (পৃষ্ঠদেশ বা বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়ে ; এবং তৎসঙ্গে কম্প, বমন, ঘর্ম্ম, হিমাঙ্গ (collapse), অণ্ডকোষ স্ফীত সঙ্কুচিত বা ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হয় ; প্রস্রাব কষ্টকর ফোঁটা ফোঁটা পড়ে বা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ; অথবা প্রস্রাব, মূত্র-বিকার, আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এই গ্রন্থে পৃষ্ঠা ৩২১ "মূত্র-শূল"

banglabooks.in

দ্রষ্টব্য। স্বতঃ বা অস্ত্রাদি-সাহায্যে পাথরগুলি শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলেই, রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করেন। এই বেদনার বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহা **অকস্মাৎ আরম্ভ হয় ও অকস্মাৎ নিবৃত্ত হয়**। অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ ও পিত্তশূল বেদনাসহ এই বেদনার ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহে জ্বর লক্ষিত হয়, পিত্ত-শূলে হ্যাবা বর্ত্তমান থাকে, ও মূত্র-শূলে জ্বর বা হ্যাবা থাকে না।

(২) **মূত্রাশয়ে-পাথরী** (cystic calculus or calculii vesical or stone in the bladder)।—মূত্রাশয় (bladder) মধ্যে পাথরী স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কখন বা মূত্রপিণ্ডে পাথরী উৎপন্ন হইয়া মূত্রাশয়ে আসিয়া থাকে। মূত্রাশয়ে ভারবোধ; মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশ, মূত্রমার্গ (urethra), গুহ্যদ্বার, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ প্রভৃতিতে বেদনা; প্রস্রাববন্ধ বা কষ্টকর প্রস্রাব অথবা রক্ত-প্রস্রাব; চিৎভাবে শুইয়া পাছাটি উঁচু করিয়া রাখিলে, পাথর সরিয়া বেড়াইতেছে এইরূপ অনুভব ও তৎসহ প্রস্রাব হওয়া, প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ।

(**ক**) **মূত্র-শূল-বেদনা** (বা পাথরী নির্গমন কালে) **চিকিৎসা**।—কোমর ও তলপেটের উপর উত্তপ্ত জলের সেক (hot fomentation) ও গরম জলপান, এবং **বার্ব্বেরিস** θ প্রতিমাত্রায় পাঁচ ফোঁটা পনর মিনিট অন্তর সেবনে প্রায়ই যন্ত্রণার লাঘব হয়; যদি আট দশ বার ঔষধ সেবনে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধের ষষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতে হইবে। **ক্যাক্টেক্সিয়া-কার্ব্বনিকা ৩০** প্রতি পনর মিনিট অন্তর সেবন করাইয়া আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে (*vide* Dr. Sands Mill's *Essay* in the Paris Congress Transactions 1900); অতএব উচ্চ ক্রমের **ক্যাক্টেক্সিয়া-কার্ব্ব** "পিত্ত-শূল" ও "মূত্র-শূল" উভয়বিধ শূল-বেদনার পরম ঔষধ। দুঃসহ যন্ত্রণায় রোগী ক্রুর ন্যায় ঘুরিতে থাকিলে বা হস্তদ্বয় একত্র করিয়া নিষ্পেষণ পূর্ব্বক কাতরস্বরে

banglabooks.in

চীৎকার ও গোঁ-গোঁ করিলে, অথবা প্রস্রাব রক্তবর্ণ ও উহা খানিক ধরিয়া রাখিবার পর ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি জমিলে, **ওসিমাম্-কেনাম্ ৩x**—২০০ (অভাবে তুলসী পাতার রস) প্রতি পনর মিনিট অন্তর দেয়। ষ্টিগ্‌মাটা মেইডিস θ প্রতি মাত্রায় ২০ ফোঁটা ছোট পাথরী নির্গমনকালে সেবন করাইয়া ডাক্তার হানস্থান প্রভৃতি চিকিৎসকগণ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ উত্তপ্ত জলসহ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। প্রস্রাবের পরই যাতনার বৃদ্ধি হইলে, **সার্সা ৩০** প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিতে হয়। খিলধরার মত বেদনায় শরীর মোচড়াইতে থাকা, রোগী যন্ত্রণায় ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে না পারিয়া নিয়ত ছট্‌ফট্ করা লক্ষণে, **ডায়োস্কোরিয়া** θ প্রতি পনর মিনিট অন্তর দেয়। যদি এই সকল ঔষধে কোন উপকার না হয় তাহা হইলে প্রতিমাত্রায় ত্রিশ ফোঁটা **পেরেরা-ব্রেভা** θ দুই আউন্স পরিমাণ উষ্ণ পরিস্রুত জলসহ প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে। মূত্রে বালুকা-কণা বা ইষ্টকচূর্ণবৎ রেণু দেখা গেলে, **থ্ল্যাস্পি-বার্সা-প্যাস্টোরিস** θ, ১০—১৫ ফোঁটা মাত্রায় কয়েকবার সেবনে বিশেষ ফল হয়। ইহাতেও যদি বেদনার উপশম না হয় ও সুচিকিৎসক অভাবে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভয়াবহ হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্লোরোফর্ম ঘ্রাণ লওয়ান বা মর্ফিয়া (মাত্রা প্রতি ঘণ্টায় সিকি গ্রেণ) সেবন বিধি।

(খ) **মূত্রপিণ্ডের পাথরী চিকিৎসা।**—মূত্র-পিণ্ডে পাথরী হইয়াছে সন্দেহ হইলেই (বা মূত্রশূল বেদনার উপশম হইবার পরই) নিম্নলিখিত ঔষধচয় ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়:—

লাইকো (৬—২০০), যদি প্রস্রাবে লাল বালুকা-কণাবৎ তলানি জমে; ইহা ব্যর্থ হইলে **আর্টিকা-ইউরেন্স** θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা বা **কক্কাস-ক্যাক্‌টাই** θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা দিতে হইবে। **অ্যাসিড-ফস ২x**, যদি প্রস্রাবের তলানি শ্বেতবর্ণ (ফস্ফেটযুক্ত) হয়। **গ্র্যাফাইটিস** (৬—৩০), প্রস্রাব খানিক

banglabooks.in

রাখিবার পর যদি শ্বেতবর্ণ অম্লগন্ধযুক্ত তলানি পড়ে। **কিনিনাম্-সাল্‌ফ ২x**, যদি ইট গুঁড়ার মত লাল বা বিচালির বর্ণের মত হল্‌দে নানাবৎ তলানি জমে। **বার্বেরিস-ভাল্গেরিস্**, θ, মূত্রনালীতে বেদনা ও প্রস্রাবের তলানি প্রথমে শাদাটে এবং পরে লালচে মণ্ডের মত হইয়া গেলে। **সিপিয়া** (৬—৩০), প্রস্রাবের তলানি আঠার মত চট্‌চটে শ্বেতবর্ণ বা ঈষৎ লাল। **সাসাপ্যারিলা** (৬—৩০), প্রস্রাব করিবামাত্র উহা পঙ্কিল জলের মত মলিন হইয়া গেলে। **নাইট্রো-মিউরি-অ্যাসিড ২x** বা **অক্‌স্যালিক-অ্যাসিড্** (৩—১২), প্রস্রাবের তলানিতে ক্যাল্‌সিয়াম-অক্‌সেলেট জমিলে (oxalate of lime deposit)।

উপরিউক্ত ঔষধগুলি যেন প্রত্যহ অন্ততঃ চারিবার করিয়া সেবন করান হয়। বেলেডোনা (৩x—৩০), ওপিয়াম (৩—৩০), নাক্স-ভ (১x—৩০), সিলিকা (৬x—৩০), কখন কখন আবশ্যক হয়।

(গ) **মূত্রাশয়ের পাথরী চিকিৎসা।**—**লিথি-কাম-কার্ব্বনিকাম** (৩x চূর্ণ—৩০) প্রত্যহ চারিবার সেবনে ছোট পাথরী দ্রব হইতে পারে। "(ক)" ও "(খ)" প্যারার অন্তর্গত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিলে অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু লিথোরাইট (lithorite) প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে বিচক্ষণ অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা বড় পাথরী শরীর হইতে বাহির করাই যুক্তিযুক্ত। রণ্টজেন-আলোক (X-Ray) সাহায্যে, দেহ মধ্যে পাথরী দেখা যায়।

(ঘ) **প্রতিষেধক চিকিৎসা।**—যাহাতে মূত্রপিণ্ডে পাথরী না জন্মিতে পারে বা উৎপাদিত পাথরী দ্রব হইয়া যায়, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা সাধিত হইয়া থাকে :—লাইকোপোডিয়াম ২০০ মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়। প্রস্রাবসহ প্রস্তর-কণা (gravel) নিঃসরণ হইলে এবং পৃষ্ঠদেশে ও কোমরে বেদনা থাকিলে, বার্বেরিস-ভাল্গেরিস্ ১x প্রত্যহ চারিবার সেব্য। কিন্তু যাঁহাদের পেঁটে

banglabooks.in

বাত (gout) আছে বা যাঁহাদের তন্তুতে অধিক পরিমাণে ইউরিক-অ্যাসিড্ সঞ্চিত হয়, তাঁহাদের পক্ষে আটিকা-ইউরেন্স θ (মাত্রা পাঁচ ফোঁটা প্রতি আট ঘণ্টা অন্তর) ব্যবস্থা। পরিস্রুত জলপান অতীব হিতকর।

চূণ ও পাথর একই বস্তু, সুতরাং পাণের সহিত চূণ খাওয়া নিষিদ্ধ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বহু স্থানে চাউল প্রভৃতিতে অনেক প্রস্তর-কণা থাকে, রোগীর পক্ষে উহা অনিষ্টকর, সুতরাং তাহাও পরিহার করিতে হইবে। কূপের জল, বিশেষতঃ যে কূয়াতে চূণের (lime) ভাগ বেশী, তাহা পরিত্যাজ্য ; মৎস্য মাংস আহার বা মাদক দ্রব্যাদি সেবনও অহিত-কর। টাট্‌কা গোদুগ্ধ কেহ কেহ ব্যবস্থা করেন। পরিস্রুত জলের সুবিধা না হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে নির্ম্মল শীতল জল প্রচুর পরিমাণে পান করিলে উপকার হয়। **খালি পেটে থাকা ভাল নয়।** যাহাতে পেটে বায়ু-সঞ্চয় না হয় (২৮৭ ও ২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), সে বিষয় দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "পিত্ত পাথরী" রোগের পথ্যাদিও দ্রষ্টব্য।

১৩। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া।

শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ

(SPERMATORRHŒA)।

যৌবনের প্রারম্ভে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অনৈসর্গিক উপায়ে রেতঃপাত এই পীড়ার প্রধান কারণ। ক্রিমি জন্য সরলান্ত্রের উপদাহ ; মূত্রনালী ও মূত্রাশয়ের উপদাহ ; মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠ ও মজ্জার পীড়া ; অর্শপীড়া, এবং সর্ব্বদা অশ্বারোহণে ভ্রমণ হেতুও এই পীড়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে হস্তমৈথুন হইতে এই পীড়া জন্মে। শুক্রমেহ-পীড়ায়, ধারণাশক্তি একবারেই থাকে না। স্ত্রীলোক দর্শন বা স্পর্শন মাত্রেই, মলত্যাগকালে বেগ দিলে, এবং অশ্বারোহণকালে অল্প উত্তেজনায়, রেতঃস্রাব হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণ হেতু ক্রমে নিম্নলিখিত

banglabooks.in

লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় :—বিমর্ষচিত্ত ও সলজ্জভাব, স্মৃতিশক্তির অল্পতা, সকল কার্য্যেই নিরুৎসাহ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটফাঁপা, বুক ধড়-ফড় করা, শিরঃপীড়া, সহসা দাঁড়াইলে অন্ধকার দেখা, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা, চক্ষু কোটরাবিষ্ট ও চক্ষুকোণে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হওয়া, স্বপ্নদোষ। এই পীড়া হইতে ক্রমে ধ্বজভঙ্গ, পক্ষাঘাত ও যক্ষ্মাকাস হইতে পারে।

চিকিৎসা—

অ্যাগ্নাস-ক্যাক্টাস ৬।—মানসিক অবসন্নতা, সর্ব্বদাই অন্যমনস্কভাব, দুর্ব্বলতা, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কম অথচ কাম প্রবৃত্তি প্রবল।

বেলিস-পেরেনিস ০।—(মাত্রা পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন) এই রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ হস্তমৈথুন জনিত উপসর্গচয়ে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬।—রাত্রিকালীন স্বপ্নদোষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ; স্বপ্নদোষের পরই অবসাদ, হৃৎস্পন্দন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (Percy Wilde, M. D.)।

খুজা ০।—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা) অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ (Dr. C. W. Roberts)।

নুফার (Nuphar Lutea) ০।—স্বপ্নদোষ সহ দৌর্ব্বল্য।

অ্যাসিড-ফস্ফোরিক ৩x—৩০।—অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস বা হস্তমৈথুন হেতু জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ; সঙ্গম সময়ে শীঘ্র শীঘ্র শুক্রক্ষরণ, চিত্তের বিষণ্ণতা, স্মৃতিশক্তির অল্পতা।

চায়না ৬—৩০।—প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা, স্বপ্নদোষ, পেটবেদনা, কাণ ভোঁ-ভোঁ করা, মুখমণ্ডল লালবর্ণ, মাথাঘোরা, বারম্বার হাই উঠা, এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা।

ফস্ফোরাস ৬—৩০।—সঙ্গমকালে অতিদ্রুত রেতঃস্রাব ও দুর্ব্বলতা; রতিশক্তির অল্পতা; মানসিক চিন্তাধিক্য; বুক ধড়ফড়

banglabooks.in

করা; অপরিমিত শুক্রক্ষয়, ও হস্তমৈথুন হেতু সম্পূর্ণরূপে লিঙ্গোদ্রেক না হওয়া।

প্ল্যাটিনা ৬।—যৌবনের প্রারম্ভে অপরিমিত শুক্রক্ষয়, ও হস্তমৈথুনের কুফলে কামেচ্ছা ব্যতীত লিঙ্গোচ্ছ্বাস এবং শীঘ্র শীঘ্র শুক্রক্ষরণ।

নাক্স-ভমিকা ৬—৩০।—সামান্য কারণেই কামভাব, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরে অস্বাভাবিক লিঙ্গোদ্রেক; উত্তেজক দ্রব্য পানে বা ভোজনে স্বপ্নদোষ; অণ্ডকোষে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা; অরুচি।

ক্যাল্কেরিয়া ৩।—প্রমেহ জনিত শুক্রক্ষরণ; প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা পড়ে ও জ্বালা করে; প্রবল সঙ্গমেচ্ছা।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬।—অতিশয় মৈথুনেচ্ছা, কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক ব্যতীত শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন, সর্ব্বশরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা।

হস্তমৈথুন জনিত শুক্রক্ষয়ে—ক্যাল্কেরিয়া ৬ (পুরুষের পক্ষে) ও **প্ল্যাটিনা ৬** (স্ত্রীলোকের পক্ষে)। **ক্রিমি জনিত শুক্রক্ষয়ে সাইনা ৩x—২০০**। অরাম্-মেট্ ৩x বিচূর্ণ—২০০, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০, পাল্‌স্ ৩—৩০, সালফার ৩০—২০০, ষ্টাফিসাগ্রিয়া ৬, জেলস্ ৩০, ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, ইগ্নেষিয়া ৬, আর্জ্জেণ্টাম ৬, বিউফো ২০০, ক্যালেডিয়াম ৩০, সেলেনিয়াম ৩০, পিক্রিক-অ্যাসিড ৩০, ক্যাল্ক-ফস ১২x চূর্ণ, ল্যাকেসিস ২০০, লাইকো ২০০, কোনায়াম ৩০, নেট্রাম ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক। জননেন্দ্রিয়ের অপর পীড়াচয়ের ঔষধাদি দ্রষ্টব্য।

নিয়ম।—কেবল ঔষধ সেবনে এই পীড়া সারে না। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হয়:—সৎসংসর্গ, বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, প্রাতঃকালে ও অপরাহ্ণে বেড়ান, অনুত্তেজক দ্রব্য পানভোজন, সদালাপ ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ, প্রস্রাব করিবার পর জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা ও প্রত্যহ অবগাহন স্নান। উত্তেজক দ্রব্য পান বা ভোজন, কুসংসর্গ, একাকী থাকা, থিয়েটারে যাওয়া, নাটক নভেল পড়া, হস্তমৈথুন প্রভৃতি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। যথাসময়ে বিবাহ করিয়া অনেকস্থলে উপকার হইয়াছে।

banglabooks.in

একশিরা বা কোষবৃদ্ধি

(HYDROCELE)।

অণ্ডকোষে শোথ হওয়া বা জল (তিন পোয়া হইতে দেড় সের পর্য্যন্ত) সঞ্চয়কে **একশিরা** কহে। আঘাত লাগা, অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়া, অণ্ডকোষের শিরাসমূহ স্ফীত হওয়া, স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু, বা শোথাদি জনিত কোষবৃদ্ধি ঘটে। কখন টন্ টন্ করে, কখনও মোটেই বেদনা থাকে না, সাধারণতঃ একাদশী হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই রোগের বৃদ্ধি হয়। একশিরা খুব বাড়িলে, গোল তরমুজের মত দেখায়। একশিরা সহ কখনও কখনও "কোরন্দ" * বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা :—

স্পাঞ্জিয়া ৩x—৬।—তরুণ একশিরা রোগে প্রাদাহিক অবস্থার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রডোডেণ্ড্রণ ৩x—৬।—ইহাও তরুণ রোগে ফলপ্রদ (**বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষ** আক্রান্ত ও টন্ টন্ করিলে, বা ঝড় হইবার পূর্ব্বেই পীড়া বৃদ্ধি পাইলে)। ইহা বার্দ্ধ হইলে, রাস-টক্স ৬—৩০ (বিশেষতঃ ঠাণ্ডায় রোগ বাড়িলে)।

পালসেটিলা ৩—৩০।—বাম অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে (বিশেষতঃ যদি বেদনা না থাকে, ও ধীরে ধীরে কোষ বাড়িতে থাকে)।

সিলিকা ৬—৩০।—পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বরাবর রোগের বৃদ্ধি হইলে।

হ্যামামেলিস্ ৩—৬।—অণ্ডকোষ সহ রেতোরজ্জুর শিরাসমূহ বৃদ্ধি পাইলে।

আর্ণিকা ৬—৩০।—আঘাত জনিত কোষবৃদ্ধি হইলে।

---

* অণ্ডকোষ-ত্বক ও ইহার নিম্নভাগের তন্তুগুলি পুরু হইলে, তাহাকে "কোরন্দ" বলে।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০।—ডাক্তার হেম্পেলের মতে শিশুদের একশিরা পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রোগ জন্মগত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩ (এই রোগ জন্মগত না হইলেও, প্রথমে ব্রায়োনিয়া ৩ সেব্য); ইহাতে উপকার না হইলে, **ক্লডো-ডেণ্ড্রন** ৩; ইহাতেও উপকার না হইলে, **পাল্‌সেটিলা** ৬; পালসেটিলাতেও যদি ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, **সিলিকা** ৬; তৎপরে অরাম-মেট্ ৬ এবং অবশেষে, **গ্র্যাফাইটিস্** ৬—৩০।

আলপিন দ্বারা অণ্ডকোষের দুই তিন স্থান ফুটা করিয়া জল বাহির করিলে ও জাঙ্গিয়া ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

এপিস ৩, আয়োড্ ৬, রাস-টক্স ৬, এবং সালফার ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। কখন কখন অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি

(ENLARGEMENT OF THE PROSTATE GLAND)।

বৃদ্ধ বয়সে মুখশায়ী-গ্রন্থি বাড়িয়া পুরাতন আকার ধারণ করিলে, বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। অনেকেই বলেন ইহার কোন ঔষধ নাই; কিন্তু Dudley Wright সাহেব ফেরাম-পিক্রিকাম ২x—৩x ব্যবস্থা করিয়া এই বিবৃদ্ধি জনিত বহু উপসর্গাদির উপশম করিয়াছেন—এমন কি কোন কোন স্থলে বিবৃদ্ধির অগ্রগতি নিবারিত হইয়াছে। পিক্‌রিক-অ্যাসিড্ ৬ ব্যবহারে ফেরাম-পিক্রিকাম্ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া গিয়াছে [*Journal of the British Homœopathic Society*, viii., 154 "prostatic hypertrophy"-চিকিৎসা দ্রষ্টব্য]। অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মুখশায়ী-গ্রন্থি প্রদাহ" রোগে সাবাল-সেরুলেটা ঔষধ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

মুখশায়ী গ্রন্থি-প্রদাহ

(PROSTATITIS)।

পুরুষের মূত্রাশয়ের মুখের চারিভিতে (বা গ্রীবাদেশে যে দৃঢ় গ্রন্থিটি অবস্থিত তাহার নাম "**মুখশায়ী গ্রন্থি**" বা **প্রষ্টেট্** (prostate)। প্রমেহ রোগ হেতু গ্রন্থিটির প্রদাহ * জন্মিলে, উহাকে "মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থি-প্রদাহ" বলে। মূলাধারে মূত্রমার্গে ও শিশ্ন-প্রান্তে দুঃসহ বেদনা অনুভব, মলমূত্র ত্যাগকালে তীব্র যন্ত্রণাবোধ বা মলমূত্ররোধ, কখনও বা পূযোৎপত্তি হওয়া প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—প্রদাহের তরুণ অবস্থায়, পাল্‌সেটিলা ৩ ও মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস্ ৬ ফলপ্রদ। প্রদাহ কিছু পুরাতন হইয়া আসিলে, Dr. Yeldham কেলি-আয়োড্ θ এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন করাইতে পরামর্শ দেন। রোগ বহু পুরাতন হইলে—পাল্‌স্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, থুজা ৬—৩০, কিম্বা **সাবাল-সেরুলেটা** θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা ব্যবস্থা। ডাক্তার অ্যান্‌যুট্‌জ্ বলেন যে **মুখশায়ী গ্রন্থির বিবৃদ্ধি** মূত্রত্যাগকালে তীব্র যাতনা, বা মূত্র-শলাকা (Catheter) ব্যবহার ব্যতীত প্রস্রাব না হওয়া (বিশেষতঃ বৃদ্ধ লোক দিগের) উপসর্গে—সাবাল-সেরুলেটা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন) বিশেষরূপে উপযোগী; পুরুষদিগের দুর্ব্বল জননেন্দ্রিয়ে বল বিধানার্থও এই ঔষধটি (θ প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন) প্রযোজ্য (Anshutz's *Sexual Ills* পৃষ্ঠা ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

---

* অর্থাৎ সরলান্ত্রে অঙ্গুলী প্রবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে, যদি মুখশায়ী-গ্রন্থিটি স্ফীত উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়, তাহা হইলে উহার "প্রদাহ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

banglabooks.in

পূয় জন্মিলে—(তরুণ অবস্থায়) মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস ৬ ও সালফার θ (Dr. Yeldham) ; এবং (পুরাতন অবস্থায়) সালফার ৩০ ও নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০ (Dr. Jahr)।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—উষ্ণ সেক দেওয়া ও রোগীকে শান্তিত অবস্থায় রাখা বিধেয়।

মুষ্কত্বক-প্রদাহ
(SCROTITIS)।

যে চর্ম্মের থলীতে পুরুষের অণ্ডদ্বয় আবৃত আছে তাহার নাম "মুষ্কত্বক (Scrotum)"। প্রদাহ জন্মিলে, মুষ্কত্বক স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ ও বাহ্যতঃ ক্ষতযুক্ত দেখায় ; এবং কখনও বা রোগীর শীতসহ প্রবল জ্বর, শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা, প্রলাপ প্রভৃতি পচন (mortification) উপসর্গ লক্ষিত হয়।

চিকিৎসা —

এপিস-মেল ৩x—৬।—কৌষিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইলে (অর্থাৎ ত্বক স্ফীত টাটান বা তুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ও তাপ অসহনীয় হইলে)।

আর্সেনিক-অ্যাল্ব ৩x।—পচনাবস্থায় উপক্রমে, বা পচনাবস্থায়। একটি রোগীকে ৩x সেবন করায় তিনি চারি সপ্তাহের পর সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হন (*The North American Journal of Homœopathy*, Nov. 1892 পৃষ্ঠা ৩৫৬ দ্রষ্টব্য)।

অণ্ডকোষের প্রদাহ ও বৃদ্ধি
(ORCHITIS)।

প্রমেহ উপদংশাদি পীড়া হইতে অণ্ডকোষ ও তদাবরক ঝিল্লী সমূহের প্রদাহ জন্মে। প্রদাহকালে জল (বা আঠার মত তরল পদার্থ) নিঃসৃত হয়,

banglabooks.in

ক্রমে অণ্ডকোষটি ফুলিয়া উঠে এবং খুব বড় ও শক্ত হয়; আবার কখন কখন হয়ত কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না, কখন বা অণ্ডকোষটি পাকিয়া উঠে অর্থাৎ তাহার মধ্যে রক্ত পূযাদি জন্মে।

চিকিৎসা :—

পালসেটিলা ৩।—তরুণ প্রদাহে।

অ্যাকোনাইট ৩।—প্রবল জ্বর ও অস্থিরতায়।

বেলেডোনা ৩x—৩।—লাল হওয়া, ফুলিয়া উঠা, গরম বোধ, ও অসহ্য বেদনা।

হ্যামামেলিস্ ১।—স্পর্শানুভব-শক্তির আধিক্যে হ্যামামেলিস ১ সেবন, এবং হ্যামামেলিস্-জলপটি (একভাগ ও পঞ্চদশভাগ জলসহ) বাহ্য প্রয়োগ।

স্পাজিহ্যা ৩।—পুরাতন প্রদাহ সহ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা।

ক্লিমেটিস্ ৩।—প্রমেহ জনিত পুরাতন প্রদাহে।

অল্লাম-মেট ৩০।—অণ্ডকোষের বৃদ্ধি ও বেদনা।

মার্কিউরিয়াস্-বিন্ ৩x।—উপদংশ জনিত অণ্ডকোষের বৃদ্ধি।

স্নায়ুশূল বেদনায়, অরান ৩০ একটি প্রধান ঔষধ। **স্নায়বদৌর্ব্ব,** বিমর্ষতা, মেজাজ খিট্‌খিটে হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, হ্যামামেলিস্ ৩। **পুরুষত্ব হানিতে,** কোনায়াম ৩।

আর্ণিকা ৬, সিপিয়া ৩০, সালফার ৩০, সিলিকা ৬, টিপার ৩০, মার্কিউরিয়াস্ ৩, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

অণ্ডকোষটি যাহাতে না ঝুলিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে :— সেজন্য ল্যাঙ্গট ব্যবহার করিলে বা অণ্ডকোষ তুলিয়া উচ্চ করিয়া রাখিলে প্রদাহ কমিতে পারে।

banglabooks.in

ধ্বজভঙ্গ

(IMPOTENCE)।

পুরুষের পক্ষে সুরতক্রিয়ার আংশিক বা সম্পূর্ণ সামর্থ্যহীন হওয়ার নাম "ধ্বজভঙ্গ"। এই রোগে সন্তানোৎপত্তির শক্তি থাকে না। হস্ত-মৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম, আঘাত লাগা প্রভৃতি কারণে এই পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা :—

স্যাবাল-সেরুলেটা ৪।—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত)। দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন সঙ্গমে অসমর্থ হইলে।

আর্ণিকা ৩x—৩।—আঘাত জনিত ধ্বজভঙ্গ হইলে।

হাইপেরিকাম্ ১x।—মেরুদণ্ডে আঘাত লাগা হেতু এই রোগ উৎপন্ন হইলে।

অ্যাগ্নাস্-ক্যাস্টাস ২x—৩।—রোগ সামান্য রকম হইলে (বিশেষতঃ রোগের প্রথমাবস্থায়)।

ফসফোরিক-অ্যাসিড ১—৩।—অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে।

নাক্স-ভমিকা ৩—৩০।—অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে।

লাইকোপডিয়াম ৩০—২০০।—রোগ পুরাতন হইলে।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৬—২০০।—যে সমস্ত যুবক হস্তমৈথুন বা বেশ্যা সহবাস হেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় নিজেদের "ধ্বজভঙ্গ" হইয়াছে আশঙ্কায় বিবাহ করিতে চায় না, তাহাদের পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ।

এই সমস্ত ঔষধে উপকার না দর্শিলে, বিউফো (Bufo) ৩০ প্রাতঃ ও রাত্রিকালে সেব্য। বিউফো ১০০০ সময়ে সময়ে আবশ্যক।

কিউপ্রাম-অ্যাসেটিকাম ৬x চূর্ণ, সেলেনিয়াম ৬, জেলস্ ১x—৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, ফস্ ২০০, সালফার ৬—২০০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

banglabooks.in

জননেন্দ্রিয়ের **অপর পীড়াচয়** এবং (স্ত্রীরোগ অধ্যায়ে) **বন্ধ্যাত্ব** দ্রষ্টব্য।

নিয়ম। সাত্ত্বিকভাবে থাকা; দুধ ঘি মাখন মটর প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য। কামোদ্দীপক ঔষধাদি (aphrodisiacs) অতীব অনিষ্টকর; সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের কুহকে পড়িয়া অনেকের স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

জননেন্দ্রিয়ের অপর কয়েকটি পীড়া।

মুদ্দা (Phimosis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্ম সঙ্কুচিত করিয়া লিঙ্গ-মুণ্ড অনাবৃত করিতে না পারা।—মার্ক-কর ৬ (লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্মের অন্তর্ভাগে ফাটল (fissures) হইলে; রাস-টক্স ৬ (ত্বক চুলকাইলে বা প্রদাহিত হইলে); ক্যানাবিস ৩x (স্ফীত লালবর্ণ ও উত্তপ্ত হইলে)। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "মুদ্দা" দ্রষ্টব্য।

উল্টা মুদ্দা (Paraphimosis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের আবরক-চর্ম্ম দ্বারা লিঙ্গ-মুখ আবৃত করিতে না পারা—কলোসিন্থ ৬। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "উল্টামুদ্দা" দ্রষ্টব্য।

মণ্যোষ (Balanitis) বা লিঙ্গ-মুণ্ডের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর প্রদাহ ও পূয নিঃসরণ।—নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ ৬ (লিঙ্গ-ত্বক চুলকাইলে, জ্বালা করিলে, বা উহাতে ফুস্কুড়ি হইলে, কিম্বা মামড়ী পড়িলে), পালসেটিলা ৬ (ত্বকের নীচে হরিদ্রাবর্ণের রস বা পূয নিঃসৃত হইলে), থুজা ৩০ (আঁচিল বা শ্লেষ্মা-গুটি হইলে)। উষ্ণ জল ও সাবান-জল দিয়া প্রদাহিত স্থানটি সতত ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রকৃত প্রমেহরোগে, "মণ্যোষ" দ্রষ্টব্য।

হস্তমৈথুন (Masturbation) অর্থাৎ হস্তদ্বারা (বা অন্য কোন অবৈধ অস্বাভাবিক উপায়ে) রতিক্রিয়া সম্পাদন করা।—ক্যাম্ফোরিস ৬ (পুরুষের পক্ষে), প্ল্যাটিনা ৬ (রমণীর পক্ষে)। **ওক্সিগোনাম্-মেডোরেলা ৩**, আহারের অনতিপূর্ব্বে সেবন করিলে

banglabooks.in

এই কদর্য্য অভ্যাস নিবারিত হয় (Dr. Gallavardin)। আর, Dr. Wenzlick বলেন যে হস্তমৈথুনের দুর্নিবার ইচ্ছা (রোগী কিছুতেই হস্তমৈথুন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না) দমন করিবার পক্ষে, উষ্টিলেগো (Ustilago) ৩ ফলপ্রদ। বেলিস্-পেরেনিস ৩ বোধ হয় এই রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অধীনস্থ বালক বালিকারা যাহাতে এই পাপকার্য্য না করে, অভিভাবক ও শিক্ষকগণের তদ্বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, দেহ মন শুদ্ধ রাখা, নিয়ত পরিশ্রম, অতপ্ত গৃহে অকোমল শয্যায় শয়ন, বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়। হস্তমৈথুন অভ্যাস পরিত্যাগ করিবার পর, স্বপ্নদোষ ঘটিতে পারে ("শুক্রক্ষরণ" দ্রষ্টব্য)।

হস্তমৈথুন জনিত রোগে—ফস্ফোরাস ৬—২০০, সালফার ১২, অ্যাসিড্-ফস্ ১—৩০ প্রভৃতি ঔষধ উপকারী।

প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা কামোন্মাদ।—প্ল্যাটিনা ৬—২০০ (রমণীর পক্ষে), ও **পিকৃক্লিক-অ্যাসিড ৬** (পুরুষের পক্ষে)। এই ঔষধ দুইটি ব্যর্থ হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধগুলি (স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের পক্ষেই) প্রয়োগ করা যাইতে পারে—মস্কাস ৩x, ক্যাম্থেরিস ৬, মেজেরিয়াম ৩০, ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x—৩, কফিয়া ৬, সিমিসিফিউগা ৩x, হায়োসায়েমাস ৩—৩০।

জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ও সঙ্গমে বিতৃষ্ণা।—অ্যাসিড-ফস্ ১—৬ ও জেলস্ ১x—৩ (পুংজননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতায়); এবং অ্যামন্-কার্ব্ব ৩x ও গ্রাফাইটিস ৬ (স্ত্রীলোকের সঙ্গম-বিতৃষ্ণায়)। স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালন জন্য পুরুষের সঙ্গমেন্দ্রিয় নিতান্ত দুর্ব্বল বা অসাড় হইয়া পড়িলে, সাবাল-সেরুলেটা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে সাত ফোঁটা) প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিলে প্রায়ই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আংশিক অসমর্থতায়—ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। সম্পূর্ণ অসমর্থতায়—জেলস্ θ (বিশেষতঃ সঙ্গমেন্দ্রিয় শিথিল বা অসাড় বোধ হইলে)। অতিরিক্ত

banglabooks.in

সঙ্গম হেতু অসমর্থতায় লাইকো ৩০, বা অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬—৩০। লাইকো (বার্থ হইলে), অ্যাগ্নাস্-কাষ্টাস্ ১। "ধ্বজভঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

উপদংশ প্রমেহাদি পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসার জন্য, পরবর্ত্তী "**রতিজ-রোগ**" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

রতিজ রোগ

(VENEREAL DISEASES)।

"উপদংশ" ও "প্রমেহ" ইন্দ্রিয়-দোষ জনিত ব্যাধি, তাই ইহাদিগকে **রতিজ রোগ** বলে। রতিজ রোগ সংক্রামক। রতিজ রোগ সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিবরণ ও চিকিৎসা যথাক্রমে লিখিত হইতেছে; অতিরিক্ত বিবরণাদি জন্য "**পরিশিষ্ট (খ)**—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

১। উপদংশ

(SYPHILIS)।

উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত সহবাসের পর, সুস্থ ব্যক্তির জননেন্দ্রিয়ে **ক্ষত** (chancre ক্যাঙ্কার বা ঘা) উৎপন্ন হওয়া এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। ক্ষতটি যদি **কঠিন** আকারে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহাকে "কঠিন-ক্ষত (hard chancre) উপদংশ" বলে; ক্ষত **কোমল** হইলে, "কোমল-ক্ষত (soft chancre) উপদংশ" কহে। কঠিনক্ষত-উপদংশ রোগে, রক্ত-দোষ ঘটে (অর্থাৎ তাবৎ শরীরটি দূষিত হইয়া যায়); আর কোমলক্ষত-উপদংশ রোগে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয় না। পূর্ব্বে ডাক্তারেরা মনে করিতেন যে "কঠিন-ক্ষত" ও "কোমল-ক্ষত" একই রোগের দ্বিবিধ মূর্ত্তি; কিন্তু এক্ষণে নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে ইহারা স্বতন্ত্র ব্যাধি—দুইটি বিভিন্ন প্রকারের সংক্রামক-বিষ (virus) বা জীবাণু (bacillus) হইতে উৎপন্ন।

banglabooks.in

(ক) কঠিন-ক্ষত উপদংশ

ট্রেপোনেমা প্যাল্লাইডাম্ (Treponema pallidum) নামক জীবাণু "কঠিন-ক্ষত উপদংশ" রোগের মুখ্য কারণ; এই "জীবাণু" বা "সংক্রামক-বিষ" কোন গতিকে সুস্থ দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিলে, এই পীড়া জন্মে। কঠিন-ক্ষত উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম, দূষিত ক্ষতের সংস্পর্শ বা রস লাগা, রোগীর কাপড় গামছা কাগজ গেলাস হুঁকা ক্ষুর প্রভৃতি জিনিস ব্যবহার করা, অসাবধানে রোগীর সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসাদি করা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে, এই বিষ সুস্থ ব্যক্তির কোন পাতলা বা ছিন্ন চর্ম্ম দিয়া কিম্বা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী দিয়া তদীয় দেহাভ্যন্তরে নীত হইয়া থাকে; সহবাসের পূর্ব্বে পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে তাঁহাদের শিশুতে এই বিষ সংক্রমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সুস্থ ত্বকের কোন পাতলা বা ছিন্ন অংশে কিম্বা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে এই বিষ সংস্পৃষ্ট হইয়া শোষিত হইলে, তথায় ক্ষত বা ষ্যাঙ্কার জন্মে; এই ক্ষত সচরাচর প্রথমে জননেন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু কখনও কখনও ওষ্ঠ করাঙ্গুলী প্রভৃতি অপরাঙ্গেও ক্ষতটি সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাহারও ষ্যাঙ্কার থাকিলে সহবাসের পর, প্রায়ই তিন সপ্তাহ কাল মধ্যে এই বিষ পুরুষ হইতে স্ত্রীর বা স্ত্রী হইতে পুরুষের সঙ্গমেন্দ্রিয়ে প্রথমে **একটি মাত্র লাল শক্ত** বেদনাহীন ফুস্কুড়িরূপে প্রকাশ পায়; পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে উহা শরীরের অপরাপর অংশেও (যথা ওষ্ঠ জিহ্বা স্তনবৃন্ত অঙ্গুলী নাভী উরু মলদ্বার প্রভৃতিতে) বিস্তৃত হইতে পারে। এই কদর্য্য ব্যাধি এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ দূষিত করিয়া ফেলে বলিয়া, ইহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ উপদংশ"ও বলে; ইহার অপর নাম—গর্ম্মির ব্যারাম, ফিরিঙ্গি রোগ, প্রকৃত উপদংশ, বা সিফিলিস্। প্রকৃত উপদংশ রোগে—সর্ব্ব প্রথমে **বিষ-সংস্পৃষ্ট স্থানটি,** ক্রমে **শোণিত,** ও অবশেষে দেহের **তন্তুচয়,** আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত উপদংশ-বিষ সংক্রামিত

banglabooks.in

হইলে, দীর্ঘকাল বা আজীবন ইহার অনিষ্টকর ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব, খুব সাবধানে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

উপদংশ-বিষ সংক্রমণের মুহূর্ত্ত হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না ক্ষত প্রকাশ পায়, ততদিন উপদংশ রোগের "অপ্রকাশ অবস্থা (incubation stage)।" এই অবস্থার স্থিতিকাল—১০ হইতে ৯০ দিন (সচরাচর ২১ দিন)। এই অবস্থায় রোগীদেহে বিশেষ কোন উপসর্গ লক্ষিত হয় না। অপ্রকাশ অবস্থান্তে, এই রোগের তিনটি অবস্থা পর পর সংঘটিত হইয়া থাকে :—

(১) **প্রাথমিক অবস্থা** (primary stage)।—বিষ-সংক্রমণের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সংস্পৃষ্ট স্থানটি চুলকায়, ফাটামত (কখনও বা একটু শক্ত) দেখায়, পরে উহা একটি মাত্র মটর-সদৃশ কঠিন পূয়হীন গোলাকার ক্ষতে পরিণত হয়; ক্ষতটির চারিধার উচ্চ ও শক্ত, মধ্যভাগ গভীর; এবং ক্ষতের সমীপবর্ত্তী কুঁচকীর গ্রন্থিগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও কঠিন হইতে থাকে (অর্থাৎ বাগী জন্মে)। মাস দেড়েক পরে, ক্ষত ধীরে ধীরে সারিয়া আসে, বাগীও অল্পে অল্পে বসিয়া আসে কিন্তু কতকটা বর্দ্ধিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। কুচিকিৎসাদি হেতু রোগীর লিঙ্গমেন্দ্রিয়ের অংশ বিশেষ খসিয়া পড়িলে, তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বুঝিতে হইবে। যতদিন প্রাথমিক ক্ষত ও বাগী বিদ্যমান থাকে, ততদিন রোগের প্রাথমিক অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থার স্থিতিকাল দুই সপ্তাহ হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত।

(২) **দ্বিতীয় বা গৌণ অবস্থা** (secondary stage)।—উল্লিখিত প্রাথমিক ক্ষতটি উৎপন্ন হইবার প্রায় তিন চারি মাস পরে, রোগীর জ্বরভাব দৌর্ব্বল্য মাথা ব্যথা রক্তস্বল্পতা গলক্ষত শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী-ক্ষত চর্ম্মরোগ উপতারা-প্রদাহ চুল উঠে যাওয়া সন্ধি ও অস্থি-বেদন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর তাবৎ রক্ত দূষিত বা বিষাক্ত হয়। দ্বিতীয় অবস্থার স্থিতিকাল ১ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত।

banglabooks.in

(৩) **তৃতীয়** অবস্থা (tertiary stage)।—দুই তিন বৎসর মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থার উপসর্গগুলি নির্দ্দোষরূপে সারিয়া না গেলে, অথবা রোগী কিছু দিন ভাল থাকিবার পর, তিনি ধীরে ধীরে তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হন। এই অবস্থায় শরীরের তন্তু—রসরক্ত অস্থি মাংস আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির উপাদানচয়—আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হইতে থাকে। মুখগহ্বর গলকোষ চর্ম্মাদিতে ক্ষত প্রসারিত হওয়া ও পূয-সঞ্চয় হওয়া পেশী অস্থি হৃৎপিণ্ডাদি বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়া, এবং **অস্থিবেষ্ট** অণ্ডকোষ মস্তিষ্ক যকৃতাদিতে **অর্ব্বুদ** (gummata) উৎপন্ন হওয়া তৃতীয় অবস্থার প্রধান লক্ষণ। এই অবস্থার স্থিতিকাল—অনির্দ্দিষ্ট।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় নানা উপসর্গ বিবিধ আকারে প্রকাশ পায়, তাহাদের যথাযথ বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অসম্ভব; বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য আমাদের প্রকাশিত "**জননেন্দ্রিয়ের পীড়া** (সচিত্র)" গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১১—৩২ দ্রষ্টব্য]। উপদংশ রোগীর **যাতনা** সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময় মধ্যে অর্থাৎ **রাত্রি-কালে** বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—আবশ্যকমত পারদ বা মার্কিউরি এই রোগের একমাত্র ঔষধ বলা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। সাধারণ রকমের উপদংশ-রোগের **প্রথম ও দ্বিতীয়** অবস্থায় একমাত্র **মার্ক-সল ৬** নিয়মমত সেবনে, রোগ সারিয়া আসে; প্রাথমিক উপদংশ-ক্ষতে এবং গৌণাবস্থার গলক্ষতে ও পূযযুক্ত উদ্ভেদে, ইহা বিশেষরূপে উপযোগী; প্রাথমিক ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র মার্ক-সল সেবিত হইতে থাকিলে, প্রায়ই বাগী পাকিয়া উঠিতে পারে না। উপদংশ কঠিনতর হইলে, মার্ক-সলের পরিবর্ত্তে রোগের (প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়) **মার্ক-প্রোটো আয়োড্ ২x** সেব্য। রোগের **তৃতীয়** অবস্থায়, **কেলি-আয়োড্ θ** (মাত্রা পাঁচ গ্রেণ)—৩০ প্রধান ঔষধ। অন্ততঃ দুই বৎসর যাবৎ এই ভাবে চিকিৎসা চলিলে, রোগ সারিয়া আসে। রোগের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সকল অবস্থাতেই মধ্যে মধ্যে (অর্থাৎ দুই

banglabooks.in

তিন মাস অন্তর) সিফিলিনাম ৩০ এক এক মাত্রা মাত্র সেবন করান ভাল ; সিফিলিনাম্ সেবনের দুই দিন পূর্ব্বে ও দুই দিন পরে যেন অন্য কোন ঔষধ না দেওয়া হয়।

উল্লিখিত ঔষধগুলির সহকারীরূপে নিম্নলিখিত ঔষধচয় (স্থলবিশেষে আবশ্যক হইলে) সেবন করাইতে হয় :—গ্রন্থি (বা বাগী) বিবৃদ্ধ হইতে থাকিলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩। পূয়যুক্ত উদ্ভেদে, গ্রাফাইটিস্ ৬। তাম্রবর্ণ উদ্ভেদে, সালফার ৬। অত্যন্ত পূয় সঞ্চয়ে, সিলিকা ৩০। ক্ষতকর স্রাব ও জ্বালাকর বেদনায়, আর্সেনিক ৬। অস্থি আক্রান্ত হইলে বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত হইলে কিম্বা নাসিকা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, অরাম-মেট ৬। রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষয়কর ক্ষতে বা অত্যধিক মাত্রায় পারদের অপব্যবহার জনিত ক্ষতে, অ্যাসিড্-নাইট্রিক ৬। আঁচিল বা ফুলকপির মত গ্যাঁজ হইলে থুজা ৬। অত্যধিক মাত্রায় মার্কিউরি (অর্থাৎ পারদ) সেবন ও উপদংশ-বিষ এই উভয়ের সংযোগ জনিত রোগীদেহের উপসর্গে (যথা অস্থি দন্তমাড়ী প্রভৃতি আক্রান্ত হইলে), হিপার-সালফার ৬—৩০। রাত্রিকালে দারুণ অস্থি-বেদনায়, মেজেরিয়াম ৬। চক্ষুরোগে, সিনেবেরিস ৩x বিচূর্ণ। বাতরোগে, কেলি-আয়োড্ ৩—৩০, ফাইটোল্যাক্কা ৩।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নিমপাতা সিদ্ধ গরম জলে ক্ষত ধৌত করিয়া তদুপরি গাঁদা-পাতার রস বা ক্যালেণ্ডিউলা θ প্রয়োগ করিতে হয়। বাগী পাকিয়া উঠিলে, তিন চারি ঘণ্টা অন্তর তাহাতে তিসির পুল্টিস লাগান ভাল। মৎস্য মাংস দধি ও মিষ্টান্ন ভোজন বা সুরাপান বা অন্য কোন নেশা করা, তাম্রকুট সেবন, রাত্রি জাগরণ, প্রভৃতি নিষিদ্ধ। খাদ্য পুষ্টিকর অথচ লঘু হওয়া আবশ্যক। জ্বর না থাকিলে, নিত্য গা মুছিয়া গরম জলে স্নান করা যাইতে পারে। রোগীর **দন্তগুলি** যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে।

প্রতিষেধক।—Dr. Sir William Osler (Regius Professor of Medicine in the University of Oxford) বলেন যে উপদংশ-রোগী সহ সঙ্গমের পর্ব্বে সুস্থ ব্যক্তি **ক্যালোমেল**

banglabooks.in

(calomel) ব্যবহার করিলে, তাঁহার শরীরে উপদংশ-বিষ সংক্রমণ করিতে পারে না (The London *Times* dated 4th January 1919 দ্রষ্টব্য)।

জন্মগত উপদংশ।

অর্জ্জিত উপদংশ অপেক্ষা পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত উপদংশ অধিকতর ভয়াবহ। ভূমিষ্ট হইবার মাস দেড়েক মধ্যে শিশুর পাছা উদর করতল ও পদতলে (উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থার) চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, নাক সেঁটে ধরে, ও শরীর ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে।

চিকিৎসা।—গর্ভাবস্থায় মাতার পক্ষে মার্ক-সল ৬, এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর পক্ষেও মার্ক-সল ৬ ব্যবস্থা। ক্ষতাদি নিত্য ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

"প্রকৃত উপদংশ" ও "জন্মগত উপদংশ" সম্বন্ধে **অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য** বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, "**পরিশিষ্ট (খ)** ধাতু দোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

(খ) কোমল-ক্ষত উপদংশ

(CHANCROID)।

ডুক্রে-জীবাণু (Ducrey's bacillus) "কোমল-ক্ষত উপদংশ" রোগের মুখ্য কারণ; কোমল-ক্ষত উপদংশ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম সংস্পর্শাদি দ্বারা এই জীবাণু বা বিষ সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহার "কোমলক্ষত উপদংশ"-রোগ জন্মে। এই রোগ-বিষ দেহে শোষিত হয় না, কেবল স্পৃষ্টস্থানে কোমল-ক্ষত উৎপাদন করে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত বা বিষাক্ত করে না; সুতরাং "কঠিন-ক্ষত" উপদংশের মত ইহা ভীষণ নয় ও সহজেই সারিয়া যায়।

সচরাচর সঙ্গমের পর তিন দিন মধ্যেই সঙ্গমেন্দ্রিয়ে ক্ষত দৃষ্ট হয়; ক্ষত একাধিক হয়, দেখিতে সহজ ঘা'র মত—কোমল, বেদনাযুক্ত, ও ক্ষতগুলি হইতে পূয পড়ে, এবং কখনও বা পচিতে আরম্ভ হয়। ক্ষত

banglabooks.in

গুলির কিনারা উচ্চ, মধ্যদেশ অগভীর, ও তলদেশ স্পাঞ্জবৎ। কোমল-ক্ষত প্রকাশ পাইবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে "বাগী" হয়। এই বাগী একক, বৃহদাকার, ও ইহাতে পূয জন্মে; কিন্তু "কঠিন-ক্ষত" উপদংশের বাগী বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্রাকার, ও উহাতে পূয জন্মে না। সাধারণতঃ "কোমল-ক্ষত উপদংশ দুই মাস মধ্যেই সারিয়া যায়; কিন্তু কুচিকিৎসাদি হেতু সঙ্গমেন্দ্রিয়ের অংশ-বিশেষ পচিয়া স্খলিত হইলে, রোগীর প্রাণবিয়োগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব, সাবধানে চিকিৎসা করা বিধেয়।

চিকিৎসা। মার্ক-সল ২x বিচূর্ণ—৬ সেবনে এই রোগের ক্ষত ও বাগী আরোগ্য হয়। মার্ক-সল ব্যর্থ হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩—৬ দেয়। ক্ষত পচিতে আরম্ভ হইলে, আর্সেনিক ৩। "কঠিন-ক্ষত"-উপদংশ রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ও "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এই রোগের ত্রিবিধ ক্ষত, আঁচিল, সঙ্কুচিত ক্ষত-চিহ্ন প্রভৃতির বিবরণ ও চিকিৎসাদি জন্য, আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পুস্তক পৃষ্ঠা ৩২—৩৬ দ্রষ্টব্য।

২। প্রমেহ

(GONORRHŒA)।

প্রমেহ রোগগ্রস্ত লোক সহ সঙ্গমের পর, সুস্থ ব্যক্তির মূত্রমার্গ বা প্রসবদ্বার প্রদাহিত হওয়া ও তথা হইতে পূযবৎ স্রাব নিঃসৃত হওয়া, প্রমেহ রোগের প্রধান লক্ষণ। কয়েক সপ্তাহ পরে যদি রোগীর আঁচিল রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার উপসর্গ ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "সর্ব্বাঙ্গীণ প্রমেহ" বা "প্রকৃত প্রমেহ" কহে। আর যদি আঁচিল রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার কোন উপসর্গ না ঘটে, তাহা হইলে উহাকে "একাঙ্গীন প্রমেহ" বলে। দুইটি প্রমেহ ব্যাধিই সংক্রামক, দুইটি বিভিন্ন প্রকারের বিষ হইতে উৎপন্ন। প্রমেহ রোগকে "মেহ" বা "ধাতের ব্যারাম"ও বলে।

banglabooks.in

(ক) প্রকৃতপ্রমেহ বা সর্ব্বাঙ্গীণপ্রমেহ।

গণোকোক্কাস্ (gonococcus) নামক জীবাণু "প্রকৃতপ্রমেহ" রোগের মুখ্য কারণ; এই জীবাণু বা সংক্রামক-বিষ (virus) কোন গতিকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হইলে, তাঁহার এই পীড়া জন্মে। "প্রকৃতপ্রমেহ"-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সহ সঙ্গম, দূষিত স্রাবের সংস্পর্শ বা রস লাগা, রোগী-স্পৃষ্ট পিচকারী কাপড় তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করা বা রোগী-ত্যক্ত মূত্রের উপর প্রস্রাব করা, অসাবধানে রোগীর সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসাদি করা প্রভৃতি নানা উপায়ে এই বিষ সুস্থদেহে নীত হইতে পারে; সহবাসের পূর্ব্বে পিতা বা মাতার এই রোগ থাকিলে তদীয় শিশুতে এই বিষ সংক্রমিত হয়। সচরাচর প্রমেহবিষ-দুষ্ট ব্যক্তির সহিত সঙ্গমকালে বিষটি সুস্থ ব্যক্তির মূত্রমার্গে প্রবেশলাভ করিলে, প্রথমে তথাকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী প্রদাহিত হয় ও পরে তথা হইতে স্রাব নির্গত হইতে থাকে। যথা, প্রমেহগ্রস্তা নারীসহ সঙ্গমকালে রোগ প্রথমে পুরুষের মূত্রনালী আক্রমণ করে ও পরে উহা মূত্রনালী হইতে সরলান্ত্র মুখগহ্বর চক্ষু প্রভৃতি অপর অঙ্গেও বিস্তৃত হয়; আর, প্রমেহগ্রস্ত পুরুষসহ সংসর্গকালে, স্ত্রীলোকের মূত্রমার্গ ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াদি আক্রান্ত হয়। স্ত্রী-মূত্রমার্গ পুং-মূত্রমার্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, তাই স্ত্রী-প্রমেহ ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না।

প্রমেহ-বিষ পুরুষের সুস্থদেহে প্রবেশ করিবার দুই এক দিন পরে মূত্রমার্গের বহির্ম্মুখ (meatus urinarius) চুলকাইতে থাকে, লালবর্ণ হয় ও তথা হইতে সাদাটে **পাতলা স্রাব** নিঃসৃত হয়; আরও দুই তিন দিন পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় স্ফীত হয়, মূত্রত্যাগকালে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়, ও প্রচুর হরিদ্রাভ বা সবুজ কিম্বা দুগ্ধবৎ অথবা রক্তময় **গাঢ় স্রাব** বা পূয নির্গত হইতে থাকে, কুঁচকি উরু অণ্ড-কোষাদি টাটায় বা বেদনাযুক্ত হয় ও পুরুষাঙ্গটি কতকটা শক্ত হয় এবং অপরাপর অঙ্গও আক্রান্ত হইতে পারে; এবং অবশেষে (অর্থাৎ আরও

banglabooks.in

দুই তিন সপ্তাহ পরে) স্রাব ক্রমে **পাতলা শ্লেষ্মা-পূয মিশ্র** ভাবাপন্ন বা তরল সবুজাভ হইতে থাকে ও জ্বালাযন্ত্রণা কমিয়া আসে। যতদিন **শ্বেতাভ পাতলা স্রাব** বর্ত্তমান থাকে, ততদিন প্রমেহ রোগের প্রথম বা **আক্রমণ অবস্থা** (স্থিতিকাল সচরাচর দুই তিন দিন); যতদিন **গাঢ় পূয** স্রাবিত হয়, ততদিন রোগের দ্বিতীয় বা **তরুণ-প্রদাহ অবস্থা** (স্থিতিকাল প্রায় দুই তিন সপ্তাহ); এবং যতদিন স্রাব **পাতলা-শ্লেষ্মা-পূয-যুক্ত** থাকে, ততদিন রোগের তৃতীয় বা **হ্রাস অবস্থা** (স্থিতিকাল অনিশ্চিত, সচরাচর তিন চারি সপ্তাহ)। তৃতীয় অবস্থার অপর নাম "**লালামেহ** (gleet গ্লীট্) অবস্থা।"

আর, প্রমেহ-বিষ সুস্থ স্ত্রী-দেহে সংক্রমিত হইবার পর, সচরাচর যোনীদেশ দিন দশ স্ফীত লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত থাকে ও তথা হইতে স্রাব নিঃসৃত হয় এবং প্রস্রাবকালে জ্বালা অনুভূত হয়, ক্রমে তাবৎ জননেন্দ্রিয়টি আক্রান্ত হইতে পারে; পরে জ্বালাযন্ত্রণা কম পড়ে ও রোগ ক্রমে আরোগ্যোন্মুখ হয়। যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন ব্যতীত প্রকৃত প্রমেহ-বিষ সহজে রোগীদেহ হইতে নিঃশেষিত হয় না। কুচিকিৎসিত না হইলে, স্রাব সচরাচর সাত আট সপ্তাহ মধ্যে বন্ধ হয় ও রোগটি আরোগ্যোন্মুখ বলিয়া আপাত-প্রতীত হয়; কিন্তু সামান্য অনিয়মে উপদংশ রোগের পরিণাম স্বরূপ বিবিধ উপসর্গ ঘটিতে পারে—যথা, পুরুষাঙ্গ শক্ত ও বক্র হওয়া, মণ্যোষ, মুদা, উল্টামুদা, অণ্ডকোষ-প্রদাহ, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-প্রদাহ, রক্তপ্রস্রাব, আঁচিল, চক্ষু-প্রদাহ, বাগী, বাত, দীর্ঘস্থায়ী লালামেহ ও তজ্জনিত মূত্রনালীর সঙ্কোচন, মূত্ররোধ, প্রভৃতি। প্রমেহ রোগের ও পরবর্ত্তী উক্ত উপসর্গাদির গৃহ-চিকিৎসার উপযোগী ঔষধাদি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, আমাদের প্রকাশিত "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পৃষ্ঠা ৩৬—৫৮ দ্রষ্টব্য।

প্রমেহ রোগীর যাতনা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ দিবাভাগে বাড়ে।

banglabooks.in

চিকিৎসা। আক্রমণ অবস্থায়—সিপিয়া ৩০। **প্রদাহ অবস্থায়**—অ্যাকোনাইট ৩x (প্রদাহের প্রথম অবস্থায় জ্বরাদি লক্ষণে) ও ক্যানাবিস-স্যাটাইভা θ (অ্যাকোনাইট সেবনে প্রদাহ কমিয়া আসিলে—ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, পূয-প্রস্রাব, রক্ত-প্রস্রাব, তীব্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে)। **হ্রাস অবস্থায়**—প্রথমে থুজা ৬—৩০, ও পরে নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০ (বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে বেশী মার্কিউরি বা পারদ সেবন করান হইয়া থাকে)। **স্ত্রী-প্রমেহ রোগে**—কোপেভা ৩x ও সিপিয়া ৩০ উপযোগী।

ঐ ঔষধ কয়েকটির সাহায্যে রোগ সচরাচর সারিয়া আসে; পরবর্ত্তী উপসর্গাদির জন্য অন্যান্য ঔষধের প্রয়োজন হইতে পারে, যথা—

অণ্ডকোষ উপসর্গে (অর্থাৎ লিঙ্গমুণ্ড আক্রান্ত হইয়া উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিলে ও বেশী পূয-স্রাব হইলে)—মার্ক-সল ৬ সেবন ও লিঙ্গমুণ্ডটি পরিষ্কার করিয়া ক্যালেণ্ডিউলা (θ দশ ফোঁটা এক আউন্স্ জল)-ধাবন দ্বারা উহা নিয়ত ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

মুদ্দা হইলে (অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক খুলিতে না পারিলে *) মার্ক-সল ৬ বা গুয়েকাম ২x সেবন ও হ্যামামেলিস (θ দুই ফোঁটা + এক আউন্স জল)-ধাবন দ্বারা লিঙ্গমুখ ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

উল্টামুদ্দা হইলে (অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক দিতে না পারিলে *)—মার্ক-সল ৬ সেবন ও হাইপেরিকাম্ (θ দুই ফোঁটা + এক আউন্স জল)-ধাবন দ্বারা লিঙ্গমুণ্ড ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক।

মুখশাখী গ্রন্থি-প্রদাহ—পৃষ্ঠা ৩৩৯ দ্রষ্টব্য।

অণ্ডকোষ প্রদাহে—ফাইটোল্যাক্কা ৩, ক্লিমেটিজ্ ৩।

স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রদাহে—কার্ব্বো ৬, পালস্ ৬।

---

* লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক অতিশয় স্ফীত ও প্রদাহিত হওয়ায় উহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তাই পূয ভাল রকমে নির্গত হইতে পারে না এবং ত্বকটিও খোলা বা দেওয়া যায় না। ঔষধে উপকার না হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

banglabooks.in

রক্ত প্রস্রাবে—ক্যান্থেরিস ৩x (এই গ্রন্থের মূত্রযন্ত্র-পীড়াধ্যায়ে "রক্ত-প্রস্রাব" দ্রষ্টব্য)।

বাত—থুজা ৩০ ও ফাইটোল্যাক্কা ৩ (প্রমেহ জনিত বাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ), পালসেটিলা ৬ (শ্রাবরোধ জনিত বাত), ব্রায়োনিয়া ৬, আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০।

লালামেহ (অর্থাৎ তৃতীয় অবস্থার স্রাব) **দীর্ঘকাল স্থায়ী** হইলে—থুজা ৩০ ও নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। হাইড্র্যাষ্টিস্ θ দশ গুণ জল সহ, মিশাইয়া তদ্দ্বারা পিচকারী দিলে উপকার দর্শে। **স্রাবের** অন্যান্য ঔষধাদি জন্য, পরবর্ত্তী "একাঙ্গীন প্রমেহ" পৃষ্ঠা ৩৫৬ দ্রষ্টব্য।

মূত্রনালীর সঙ্কোচন (অর্থাৎ মূত্রনালীর সঙ্কুচিত অবস্থায় মূত্রত্যাগকালে প্রথম প্রথম মূত্র নিঃশেষে নিঃসৃত হয় না, ও পরে মূত্র মোটেই নির্গত হয় না)—ক্যান্থেরিস্ ৩x—৩ সেবন এবং উষ্ণ জলে স্নান। আবশ্যক হইলে মূত্র-শলাকা (catheter) দ্বারা প্রস্রাব করাইতে হয়, ও পরে আর্ণিকা ৩ সেব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে যেন অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। মৎস্য মাংস অম্ল ও উত্তেজক খাদ্যাদি, ধূমপান, সোডা-ওয়াটার খাওয়া, ঘোড়া বা পা-গাড়ী চড়া, বা বেশী পরিশ্রম করা নিষিদ্ধ। যথেচ্ছ জলপান, দুগ্ধ, মিছিরির সরবৎ ও লেবুর রস উপকারী। খুব গরম জলে জননেন্দ্রিয়টি প্রত্যহ অনেকবার যেন ধুইয়া ফেলা হয়। আবশ্যক হইলে, কৌপিন (suspensary bandage) ব্যবহার করা ভাল।

"প্রকৃত প্রমেহ-বিষ" বা "প্রকৃত উপদংশ-বিষ" শরীরে সংক্রমিত হইলে, (হোমিওপাথি মতে নির্ব্বাচিত প্রকৃত ঔষধ সেবন ব্যতীত) উহা সহজে নিঃশেষিত হয় না; সুতরাং জীবনে কখনও কোনও লোকের দুই বা ততোধিক বার প্রকৃত প্রমেহ বা প্রকৃত উপদংশ রোগ জন্মে না

banglabooks.in

প্রকৃত প্রমেহ রোগ সম্বন্ধে **অতিরিক্ত জ্ঞাতব্য** বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য, এই গ্রন্থের "**পরিশিষ্ট (খ)**—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

খ। একাঙ্গীন প্রমেহ বা স্থানিক প্রমেহ।

এক প্রকার সংক্রামক-বিষ (virus) এই রোগের মুখ্য কারণ, এই বিষ সুস্থ দেহে প্রবিষ্ট হইলে উহা শরীরের **একটি স্থান** (অর্থাৎ মূত্র-যন্ত্রটি) মাত্র আক্রমণ করিয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত বা বিষাক্ত করিতে পারে না; তাই ইহাকে **একাঙ্গীন প্রমেহ** বা **স্থানিক প্রমেহ** বলে। প্রকৃত ও স্থানিক উভয়বিধ প্রমেহ রোগের সংক্রমণ, আক্রমণাবস্থা, প্রদাহ, ও **শ্লেষ্মাপূয়যুক্ত স্রাব** * একই রকমের; সেই জন্য প্রথম প্রথম রোগ দুইটির পার্থক্য স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলেও যদি সঙ্গমেন্দ্রিয়ের চারিধারে **ফুলকপির ফুলবৎ উপমাংস** (বা আঁচিল) সমূহ ও রক্ত স্বল্পতাদি সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হওয়ার কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীর "একাঙ্গীন প্রমেহ" হইয়াছে। সুচিকিৎসিত হইলে, কয়েক মাস মধ্যেই একাঙ্গীন প্রমেহ-বিষ দেহ হইতে নিঃশেষিত হয় †। এ দেশে যে সব প্রমেহ রোগী দেখিতে পাই, তাহাদের অধিকাংশই এই "একাঙ্গীন প্রমেহ"-রোগগ্রস্ত।

---

* উভয়বিধ প্রমেহ রোগে ও মূত্রমার্গ প্রদাহে (পৃষ্ঠা ৩২১ দ্রষ্টব্য) একই রকম শ্লেষ্মা-পূয়স্রাব লক্ষিত হয়; তা ছাড়া ক্রিমি হস্তমৈথুন, অত্যধিক সঙ্গমাদি জন্যও এই প্রকার স্রাব ক্ষরিত হয়; সুতরাং কেবল এই রকম স্রাব দেখিয়াই "প্রমেহ রোগ" হইয়াছে, নব শিক্ষার্থী যেন এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হন।

† এই গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত "তরুণ ও চিররোগের" লক্ষণানুসারে পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে "একাঙ্গীন প্রমেহ" একটি "তরুণ-রোগ", কেননা ইহাতে "প্রারম্ভ" "বর্দ্ধন" ও "হ্রাস" এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটিয়া থাকে; আর, "প্রকৃত প্রমেহ" একটি "চিররোগ", কেননা উহাতে প্রথমোক্ত দুইটি অবস্থা মাত্র বিদ্যমান থাকে, তৃতীয়াবস্থা থাকে না। [পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য]।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—পেট্রোসেলিনাম θ প্রত্যহ পাঁচ ছয় ফোঁটা মাত্রায় কয়েকদিন যাবৎ সেবন করিলে রোগ নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়। যদি উহাতে না সারে, তাহা হইলে **স্রাবের প্রকৃতির** প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে, যথা—রক্তময় স্রাবে—ক্যাম্থেরিস ৩x; দুগ্ধবৎ স্রাবে—কোপেভা ৩x; জলবৎ আটা আটা স্রাবে—ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x; শ্লেষ্মাময় স্রাবে—ক্যাপ্সিকাম ৩; পূয়ময় স্রাবে—নেট্রাম-মিয়ুর ৩০; হরিদ্রাভ স্রাবে—হিপার-সালফার ৩০; সবুজবর্ণ স্রাবে—থুজা ৩০; অণ্ডলালবৎ বা গোলাপী রং বিশিষ্ট স্রাবে—পেট্রোসেলিনাম ৩x; দুর্গন্ধ স্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ ৬।

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদির অপব্যবহার জনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া গেলে, "জায়ুজ ব্যাধির" ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া রোগীকে সেবন করাইতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—"প্রকৃত প্রমেহ" রোগের "আনুষঙ্গিক চিকিৎসা" দ্রষ্টব্য।

বাগী

(BUBO)।

প্রমেহ বা উপদংশ জনিত কুঁচকীর বীচি (বা গ্রন্থিগুলি) প্রদাহিত (অর্থাৎ স্ফীত বেদনাযুক্ত লালবর্ণ উত্তপ্ত ও শক্ত) হওয়ার নাম **বাগী** *; ক্রমে বাগীতে পূয-সঞ্চয় হইয়া উহা পাকিয়া উঠে—এই সময়ে প্রায়ই শীত করিয়া জ্বর হইতে থাকে।

---

* শরীরের যে কোন স্থানের গ্রন্থির লসীকাচয়ের প্রদাহকে বাগী বলে। যথা, আঙ্গুল-হাড়া হইলে, বগলে বাগী হয়; বেশী পথ হাঁটিলে, লাফালাফি করিলে, জুতার ফোস্কা বা পাঁচড়ার তাড়সে, কুঁচকীতে বাগী হয়; মুখের ঘা হেতু নিম্ন-চুয়ালে বাগী হয়। এই সব বাগীর চিকিৎসা ফোড়ার চিকিৎসার ন্যায় ("ফোড়া" দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—প্রমেহ-বিষ বা উপদংশ-বিষ জনিত বাগীর পক্ষে মার্ক-সল ৩—৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ (কিন্তু রোগী যদি বহুদিন যাবৎ মার্কিউরি বা পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ দিতে হয়); এইরূপ চিকিৎসায় যদি ৬০ ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্ ৬ বা ব্যাডিয়েগা ৬ সেবন করিলে প্রায়ই পূয জন্মে না বা পুল্‌টিস দিতে হয় না [কিন্তু পূয জন্মিলে, বাগী-বসাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহাতে পুল্‌টিস দিয়া পাকিয়া উঠিলে, অস্ত্র করান বিধেয়]। পূয পড়িতে আরম্ভ করিলেও, কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস ৬ বা ব্যাডিয়েগা ৬ সেবন ; এবং ক্যালেণ্ডিউলা (θ একভাগ + আট ভাগ জল) বাহ্যপ্রয়োগ। বাগীতে গলিত ক্ষত হইলে, কেলি-আয়োড্ θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ তিনবার) সেবন ও ক্ষতটি উষ্ণ জল দ্বারা সতত পরিষ্কার করতঃ তদুপরি আয়োডোফর্ম্মের গুঁড়া ছিটাইয়া দেওয়া বিধি। নিম্নলিখিত ঔষধ দুইটির সেবন প্রায়ই আবশ্যক হয় :—

হিপার-সালফার ৬—২০০।—বাগী পাকিয়া উঠা অর্থাৎ খুব পূয হওয়া (যাঁহারা অধিক পারদ সেবন করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)।

সিলিকা ৩x—৩০।—নালি-ঘা বা শোষ হইবার উপক্রম হইলে ; শোষ হইলেও ইহা উপকারী।

বিভিন্ন প্রকৃতির "বাগী"র বিশেষ বিবরণ ও চিকিৎসা জন্য "আমাদের প্রকাশিত জননেন্দ্রিয়ের পীড়া (সচিত্র)" পৃষ্ঠা ৬০—৬৭ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—যত দিন না বাগীর ঘা শুকাইয়া যায় ততদিন শয্যাত্যাগ না করা ; ঘা থাকিতে বেড়াইলে, নালী-ঘা হইতে পারে, নালী-ঘা সহজে সারে না ও বড় কষ্টদায়ক। বাগীতে গরম সেক বা পুল্‌টিস দেওয়া ভাল, বাগী পাকিলে অস্ত্র করা বিধেয়। ঝোল রুটি দুধ সুপথ্য ; ভাত মাছ না খাওয়াই ভাল।

banglabooks.in

রতিজ রোগের অপর কয়েকটি উপসর্গ।

উপদংশ রোগের **ক্ষতাদি** (বিশেষতঃ চক্ষু ও গলমধ্য আক্রান্ত হওয়া) উপসর্গ উৎকট হইলে, জাকারাণ্ডা-গুয়ালাণ্ডাই θ প্রত্যহ দুইবার পাঁচ ফোঁটা করিয়া সেবন।

মূত্র-শলাকা (catheter) ব্যবহার **ব্যতীত** যাঁহাদের **প্রস্রাব হয় না** তাঁহাদের পক্ষে সলিডেগো-ভার্গা (θ—৩x প্রতি মাত্রায় ৩—৫ ফোঁটা) প্রত্যহ তিন চারি বার সেবন।

মুখশায়ী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি (enlarged prostate) **জনিত** যে সকল পুরুষের মূত্র-শলাকা (catheter) ব্যবহার ব্যতীত **মূত্রত্যাগ হয় না** তাঁহাদের পক্ষে সাবাল-সেরুলেটা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ হইতে দশ ফোঁটা দিবসে দুইবার ব্যবস্থা)।

প্রমেহ রোগ জনিত **সন্ধিবাত** বা **গ্রন্থিবাত** (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের) উপসর্গে—ভিস্কাম্-অ্যাম্বাম θ —৩x।

অনিদ্রা।—জেলসিমিয়াম θ প্রতিমাত্রায় তিন ফোঁটা (অত্যন্ত অবসন্নতা বা নিস্তেজভাব), কফিয়া ৬ (অনিদ্রার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ), সিমিসিফিউগা ৩x—৩০ (টাটানি বা বেদনার জন্য অনিদ্রা), পালস্ ৬ (রাত্রির প্রথমভাগে নিদ্রা না হইলে), নাক্স-ভ ৬ (রাত্রির শেষভাগে ঘুম না হইলে)।

১৪। চর্ম্মরোগ।

সূচনা।

সাধারণ লোকের (এমন কি অনেক চিকিৎসকেরও) ধারণা এই যে "ত্বক্" বা "চর্ম্ম" গাত্রাবরণ মাত্র। কিন্তু এই অনুমান ভ্রান্তিমূলক ; কেননা "ত্বক্" শরীরের বা শারীরিক যন্ত্রচয়ের আবরক মাত্র নহে, হৃৎপিণ্ড পাকাশয়াদির ন্যায় ইহাও বাস্তবিক প্রাণি-দেহের একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত-যন্ত্র।

banglabooks.in

অতএব, চর্ম্মোপরি কোন রোগ হইলে, উহা প্রলেপাদি বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নয়। চর্ম্মরোগ সাধারণতঃ আভ্যন্তরিক কোন যন্ত্রের পীড়ার বাহ্য প্রকাশক; সুতরাং উহা আরোগ্য করিতে হইলে সাধারণতঃ **আভ্যন্তরিক ঔষধ সেবনই** প্রকৃষ্ট উপায়। তবে, দুই একটি চর্ম্মোরোগ যাহা গাত্রোপরি ময়লা জমিয়া জন্মে, তাহা সাবান প্রভৃতি বাহ্য প্রয়োগে সারাইলে অনিষ্ট হয় না। কিন্তু সচরাচর জিঙ্ক-অয়েণ্টমেণ্ট, সালফার-সোপ, গুলার্ডজ্-সলিউসান, ক্যালেণ্ডিউলা-সিরেট প্রভৃতি বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা চর্ম্মের উপরিভাগ সুস্থ দেখায় মাত্র; প্রকৃতপক্ষে রোগ মোটেই সারে না—বাহিরের রোগ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। বাহিরের রোগ এই প্রকারে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্র আক্রমণ করিতে পারে; বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা চর্ম্মরোগ এইরূপে বাহির হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিলে অনেক স্থলেই বিষম অনিষ্টকর ফল উৎপন্ন হয়, কখন-কখন মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

অবস্থা বিশেষে **চিকিৎসা** সঙ্কেত, যথা :—

থুজা ৩০।—টিকা দিবার পর হইতে কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পাইলে, ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্যাসিলিনাম ২০০।—যক্ষ্মা বা গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট লোকদিগের চর্ম্ম পীড়ায়।

বেলিস-পেরেনিস ৩x।—জলীয় বাতাস লাগা বা হঠাৎ গরমের পর ঠাণ্ডা লাগা হেতু চর্ম্মরোগ হইলে।

ডাফ্নেমারা ৬।—স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় বাস হেতু (বা বর্ষাকালের) চর্ম্মপীড়া হইলে।

আর্ণিকা ৩—৩০।—আঘাত জনিত (বা পড়িয়া যাইবার পর) চর্ম্ম পীড়ায়।

হাইপেরিকাম ৩—৩০।—স্নায়ুতন্তু আহত হওয়ার পর চর্ম্মরোগ হইলে।

banglabooks.in

ডলিকস ৬।—সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকে, অথচ গাত্রে কোন উদ্ভেদ জন্মে না।

কার্ব্বলিক-অ্যাসিড ৬।—সর্ব্বাঙ্গে জলপূর্ণ উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় (গা ঘসিলে চুলকান উপশমিত হইয়া জ্বালা মাত্র থাকিলে)।

মেজেরিয়াম ৩০ (প্রত্যহ এক মাত্রা)।—একজিমা (eczema) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ যাহা শীত ঋতুতে বর্ত্তমান থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত হয়।

স্পাঞ্জিয়া θ।—Dr. Percy বলেন যে প্রত্যহ (দুই ফোঁটা মাত্রায়) তিনবার সেবন করিলে যে কোন চর্ম্মরোগ হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে পিঁয়াজ খাইলে, হরিদ্রাবর্ণ ও অসুস্থ চর্ম্ম সারিয়া যায়; অবক্ষুর বা আবড়ো-খাবড়ো চর্ম্মের উপর ভিনেগার ঘষিলে, চর্ম্ম মসৃণ হয়; হাত ভাল রকমে ধুইয়া টাট্‌কা লেবুর রস মাখিলে, হাত কোমল ও শাদা হয় এবং নখগুলি সুন্দর দেখায়। Dr. Lutze বলেন যে কর্ণাস (cornus alternifolia) θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে, ফাটা চামড়া (ও তথা হইতে রস নির্গত হওয়া) সারিয়া যায়। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

"রোগ-লক্ষণ" অধ্যায়ে; "তরুণ ও চিররোগ" অণুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

আমবাত

(URTICARIA)।

বিচুটি গায়ে লাগিলে বা বোল্‌তা কামড়াইলে গায়ে যেমন চাকা-চাকা লাল শাদা দাগ পড়ে, গা চুলকাইতে চুলকাইতে আমবাতেও ঠিক ঐরূপ দাগ পড়ে। আমবাত পীড়া হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন থাকিয়া আপনিই মিলাইয়া যায়। পীড়া পুরাতন হইলে, রোগী

banglabooks.in

কষ্ট পান। শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠা ও চুলকান, এবং আক্রান্ত-স্থান উত্তপ্ত হওয়া, আমবাতের প্রধান লক্ষণ। চিংড়ীমাছ কাঁকড়া বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, কোষ্ঠবদ্ধতা অথবা ঠাণ্ডা লাগা হেতু, এই পীড়া হইতে পারে।

চিকিৎসা।—দাহ, জ্বর, পিপাসা, ও লালবর্ণের চুলকানি প্রকাশ পাইলেই, অ্যাকোনাইট ৩x। পীড়কাগুলির প্রান্তভাগ লালবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ, জ্বালাকর বা হুলফুটানবৎ বেদনা, অথবা অত্যন্ত কুট্-কুট্ করা বা সুড়্-সুড়্ করা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্টিকা-ইউরেন্স ৩x বা এপিস্ ৩x। আর্টিকা-ইউরেন্স ও এপিসে প্রভেদ এই :—পীড়কা হঠাৎ বসিয়া গিয়া বমন, অতিসার ও প্রলাপ লক্ষণে, আর্টিকা; পীড়কাগুলি অতিশয় স্ফীত ও হুলফুটানবৎ তীব্র বেদনা থাকিলে, এপিস-মেল। আর্টিকা-ইউরেন্স বা এপিস্ প্রয়োগে উপকার না হইলে, ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট্ ৩x। পাকাশয়-যন্ত্রের বৈলক্ষণ্য হেতু রোগে অ্যান্টিম-ক্রুড্, নাক্স-ভমিকা, বা পাল্‌সেটিলা। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, ডাল্কেমারা। পীড়ার পুরাতন অবস্থায়—**এপিস, আর্সেনিক, সালফার, কুইনি-আর্স, নেট্রাম-মিউর**; এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠক্রম হইলে চলিবে। সর্ব্ববিধ ঔষধ বিফল হইলে **স্ফু-কুম-চক ৩x** বিচূর্ণ সেবনে উপকার দর্শে। পেটের অসুখ হয় এমন দ্রব্য ভোজন করা নিষিদ্ধ।

পাঁচড়া ও চুলকানি

(SCABIES AND ITCHING OF THE SKIN)।

জীবাণু হইতে এক প্রকার পাঁচড়া হয়। মণিবন্ধ, অঙ্গুলি প্রভৃতি স্থান সমূহে, এবং সূক্ষ্ম ও কোমল চর্ম্মের নিম্নে ঐ সকল কীটাণু বাস করে ঘলিয়া প্রথমে অঙ্গুলির ফাঁকে পাঁচড়া হইয়া থাকে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—প্রতিদিন নিমপাতা সহ জল গরম করিয়া পাঁচড়াগুলি উত্তমরূপে ধৌত করতঃ, নিম-তৈল * বা ল্যাভেণ্ডার-অয়েল লাগাইতে হয়; এবং ৩০ ক্রমের **সালফার** মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে শীঘ্র শীঘ্র পীড়কাগুলি শুকাইতে পারে।

ক্যাগোপাইরাম ২—৩।—সর্ব্বাঙ্গ এত চুলকাইতে থাকে যে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়েন।

মেজেরিয়াম ৩ বা ৩০।—শরীরের অংশ বিশেষের প্রচণ্ড চুলকানি বশতঃ রোগী ঐ স্থান আঁচড়াইয়া রক্তপাত করিয়া ফেলিলে, এই ঔষধ সেবনে প্রায়ই বিফল-মনোরথ হইতে হয় না।

ডলিকস ৩।—শরীরের কোনও অংশ (বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশ) দেওয়াল বা অন্য কোনও কঠিন স্থানে সজোরে ঘর্ষণ করিলে রোগীর আরাম বোধ হওয়া লক্ষণে।

সিপিয়া, কাল্কেরিয়া-কার্ব্বণিকা, আর্সেনিক, হিপার-সালফার, নাক্স-ভমিকা, মার্কিউরিয়াস্-কর, সোরিণাম, লাইকোপোডিয়াম, ক্রোটন-টিগ্লিয়াম, কষ্টিকাম, ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া প্রভৃতি ঔষধ (৩০ শক্তি) চুলকানিতে উপকারী।

কেহ কেহ গন্ধকের মলম (Sulphur-Ointment) বাহ্য প্রয়োগ করেন; আমরা কিন্তু তাহা অনুমোদন করি না। লক্ষণানুসারে সালফার ৩০ ব্যবহার করিলেই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইতে পারে।

কাউর ঘা।

ইহা সাধারণতঃ পায়েই হইয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার পাঁচড়া বা একজিমা। রাস-টক্স ৬, সিলিকা ৩০, সিপিয়া ৩০, অ্যান্থ্রাক্স ৬,

* কাঁচাদুগ্ধ সহ নিমপাতা ও নিমছাল এবং কাঁচা-হলুদ বাটিয়া, খাঁটি সরিষা তৈলে, নারিকেল-তৈলে বা জলপাই-তৈলে (olive-oil) ফেলিয়া খানিক জ্বাল দিলে নিম-তৈল প্রস্তুত হয়।

banglabooks.in

পালসেটিলা ৬, নেট্রাম-মিয়ুর ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০ প্রভৃতি কাউর ঘায়ের প্রধান ঔষধ।

"পামা" বালরোগাধ্যায়ে "পামা", "পাঁচড়া" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ক্ষত

(ULCER)।

আঘাত লাগায়, চর্ম্ম ছিন্ন হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া, প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।—ক্ষত হইতে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা, ক্ষত স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ কঠিন ও উত্তপ্ত হওয়া, এবং অল্প পরিমাণে রক্তময় পূয বা ঈষৎ কাল রঙের পূয নির্গমন লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। গণ্ডমালা জনিত ক্ষতে, সালফার ৩০ বা ক্যাল্কেরিয়া ৩০। জ্বালাকর লালবর্ণ ক্ষতে, বেলেডোনা ৩x। সামান্য ক্ষতে ধীরে ধীরে পূয উৎপন্ন হইতে থাকিলে, সিলিকা ৩০। পূয নিবৃত্তির জন্য হিপার-সালফার ৩০ (পারদ দোষ থাকিলে ইহা আরও উপযোগী)। উপদংশজনিত ক্ষতে, মার্কিউরিয়াস্ ৬। পুরাতন ক্ষতে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না পাইলে, সালফার ৩০। ক্ষত পচিতে আরম্ভ হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা θ (১ আউন্স, অর্দ্ধ-সের জলে মিশাইয়া সেই জলে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া) ক্ষতের উপরে পটি দিলে পচন নিবারিত হয়।

পুরাতন ক্ষত (শোথ)।

চিকিৎসা।—ক্ষত হইতে সহজে রক্তপড়া, আগুনে পোড়ার ন্যায় জ্বালা, অত্যন্ত বেদনা, ও ক্ষতের চারিপার্শ্বের মাংস কঠিন হওয়া লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০। দুর্গন্ধ, গাঢ় পূয-স্রাব, ক্ষতে চুলকানি, অথবা হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনা, মাংস-বৃদ্ধিবিশিষ্ট শোথ-ঘায়ে, গ্র্যাফাইটিস ৬।

banglabooks.in

শরীরের নানাস্থানে পচা ঘা এবং উহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্‌কুড়ি ও ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পূয-স্রাব লক্ষণে, ল্যাকেসিস্ ৬। চুলকানি, চর্ব্বণবৎ দপ্‌দপানি বা কর্ত্তনবৎ বেদনা, ক্ষতের উপরে হাত বুলাইলে সহজে রক্ত-স্রাব, এবং ঐ রক্তে টক দুর্গন্ধ অনুভব লক্ষণে, অ্যাসিড-সালফিউরিক ৬ (এমন কি পচনশীল ক্ষত যাহা অস্থি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয় এরূপ ক্ষতেও ইহা উপকারী)। পারার অপব্যবহার বশতঃ পুরাতন নালী-ঘায়ে, লাইকোপোডিয়াম ১২ বা অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬। গভীর ক্ষত, উহার প্রান্তভাগ উচ্চ; ছিদ্রবৎ, লালবর্ণ; সামান্য স্পর্শনে বেদনার বৃদ্ধি; এবং প্রায়ই ক্ষত হইতে রক্ত পড়া লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। ক্যাল্ক-ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ, সিলিকা ৩০ ও হিপার-সাল্‌ফ ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। দশ ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা, দুই কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া সেই জলে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া আক্রান্ত স্থানে পটি দিলে ফল দর্শে।

ফোড়া

(BOILS)।

রক্ত দূষিত বা দেহ শীর্ণ হইলে, ছোট বা বড় ফোড়া হয়। কোন কোন ফোড়া না পাকিয়া বসিয়া যায়। যে ফোড়া স্ফীত হইবামাত্রই দপ্‌দপ্ বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয়, সে সব ফোড়া প্রায়ই পাকে।

চিকিৎসা।—পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে আক্রান্তস্থান স্ফীত ও লালবর্ণ হইয়া "দপ্ দপ্" বেদনা এবং গরম বা জ্বালা বোধ হইলে, বেল্ ১x; ফোড়ায় পূয উৎপন্ন হইবার সময়ে, মার্কিউরিয়াস-সল ৬। ফোড়া পচিবার উপক্রম হইলে, আক্রান্ত স্থানে জ্বালা করিলে এবং সেই সঙ্গে দুর্ব্বলতা থাকিলে, আর্সেনিক ৬, ৩০। ফোড়া বসাইবার আবশ্যক হইলে হিপার-সালফার ৬—২০০, কিন্তু যদি পাকাইতে হয়, তাহা হইলে হিপার-সালফার বিচূর্ণ ২x (শরীরে পারদ দোষ থাকিলে, উহা বিশেষরূপে উপযোগী)। অধিক পরিমাণে পূয-স্রাব হইলে, কিম্বা ফোড়া পুরাতন

banglabooks.in

হইলে, সিলিকা ৩০। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া হইলে, আর্ণিকা ৬। বারম্বার ফোড়া হইতে থাকিলে, সালফার ৩০। অনবরত কষ্টদায়ক ফোড়ায় কোন ঔষধই ফলপ্রদ না হইলে, **এক্কিনেসিয়া** θ পাঁচ ফোঁটা (দিবসে দুই এক মাত্রা মাত্র)। ফোড়া পচিয়া উহা হইতে দুর্গন্ধ-স্রাব নিঃসৃত হইলে, দশভাগ উষ্ণ জলের সহিত একভাগ ক্যালেণ্ডিউলা θ মিশাইয়া, ক্ষত স্থান ধৌত করা বিধেয়।

দূষিত বা অন্য কোন প্রকার ফোড়া হইলেই প্রথমে হাইপেরিকাম্ ২০০ সেবন ও উষ্ণ সেক বাহ্য প্রয়োগে প্রায় সকল রকম ফোড়াই অতি সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধকালে রণক্ষেত্রের যে স্থলে কাপ্তেন গর্ডনের শিবির স্থাপিত ছিল তথায় ১৯১৮ কৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে সৈন্যদিগের মধ্যে ফোড়া ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। তথায় প্রথমে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করা হয়। পরে, হাইপেরিকাম্ ২০০ সেবন করাইয়া, ও ফোড়ার উপর গরম সেক দিয়া যতগুলি রোগীর চিকিৎসা করা হয় **সকলেই নিরাময়** হইয়াছিল; কখন কখন কোন কোন রোগীর ফোড়া সারিয়া যাইবার কিছু দিন পরে একটি মাত্র ফোড়া প্রকাশ পাইত, কিন্তু উহা স্বতঃই সারিয়া যাইত, কোন ঔষধাদি দিবার প্রয়োজন হইত না। পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। বিস্তারিত বিবরণাদি জন্য, The *Homœopathic World* for January 1919 দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদি সেবনে কোন উপকার না পাইলে, **বিষ-ফোড়ার** ও **পচাক্ষতের** ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

বিষ-ফোড়া

(ANTHRAX or MALIGNANT PUSTULE)।

ইহা তরুণ স্পর্শ-সংক্রামক রোগ। ছাগল মেষ প্রভৃতি জন্তুর দেহ সাধারণতঃ এই রোগের প্রথম উৎপত্তি স্থল। এই বিষ নরদেহে প্রবিষ্ট

banglabooks.in

হইবামাত্র গাত্র চুলকাইতে থাকে, এবং বিশ পঁচিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়িত স্থানটি কীটাদি দংশনের ন্যায় লাল ও স্ফীত হয়। ইহা ক্রমে বড় হইয়া জলপূর্ণ ফুস্কুড়ির মত প্রকাশ পায়। এই ফুস্কুড়ি গলিয়া যাইলে ক্ষত হয়। পীড়া কঠিন হইলে জ্বর, উদরাময়, বমন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ ভীষণ আকার ধারণ করিলে, হিমাঙ্গ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—

হাইপেরিকাম ২০০।—এই ঔষধ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক দিলে, ফোড়া প্রায়ই সারিয়া আসে। এই ঔষধটি প্রথমে ব্যবহার করা ভাল; দুই এক দিন ব্যবহারে যদি উপকার না দর্শে তাহা হইলে লক্ষণানুসারে অন্য ঔষধ দিতে হইবে।

অ্যান্থ্রাসিন ৩০।—রক্ত দূষিত হইয়া শরীরে অত্যন্ত জ্বালা অনুভূত হইলে।

ল্যাকেসিস ৬।—ফুস্কুড়িগুলি নীলাভ বা কৃষ্ণবর্ণের হইলে।

ম্যালাণ্ডিনাম্ ৩০।—উদরাময়, কৃষ্ণাভ পাতলা ভেদ, ফুস্কুড়ির আকার বসন্তের মত হইলে।

বেলেডোনা ৩, আর্সেনিক ৩, এপিস ৩x, কার্ব্বো-ভেজ ৬, হিপার-সালফার ৬ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে "পচা-ক্ষতের" ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

অপর কয়েকটি চর্ম্ম-পীড়ার সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

আমাচি।—অ্যাকোনাইট ও রাস-টক্স; ঈষদুষ্ণ জলে সোডা গুলিয়া বা চন্দন দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হয়।

গা-ফাটা।—শীতকালে গা ফাটিলে অ্যাগারিকাস ৬—৩০ ভাল ঔষধ। ট্যামাস ৩ সমভাগ গ্লিসারিণ সহ মিশাইয়া ফাটাস্থানে লাগান

banglabooks.in

ভাল। পালসেটিলা, রাস-টক্স, সালফার প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গোঁপে দাদ।—লাইকোপোডিয়াম, মার্ক-আয়োড, গ্র্যাফাইটিস, অ্যান্টিম-ক্রুড, সালফার।

আঁচিল।—থুজা ১x—৩০, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, ডাল্কেমারা ৬, কষ্টিকাম ৬ উপকারী। থুজা θ বাহ্যপ্রয়োগ বেশ উপকারী। চুণ লাগাইলেও বেশ উপকার হয়।

ছুলি।—কেলি-কার্ব্ব, অ্যাসিড-নাইট্রিক, নেট্রাম-মিয়ুর, ক্যাল্কেরিস, গ্র্যাফাইটিস, সালফার।

মুখব্রণ।—অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যান্টিম-টার্ট, কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস, আর্সেনিক, পাল্‌স, কেলি-বাইক্রম, পিট্রোল, অ্যাসিড-ফস, সালফার।

পায়ের আঙ্গুলে কড়া।—ফেরাম-পিক্‌রিক্ ৩, তরুণ কড়ায়; প্রদাহিত বা পূযযুক্ত হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ১; (হাইড্র্যাষ্টিস θ এক ড্রাম ভ্যাসিলিন এক আউন্স) মলম রাত্রে শুইবার সময় লাগাইলে উপকার দর্শে। ৩৭৬ পৃষ্ঠায় "কড়া" দ্রষ্টব্য।

দদ্রু বা দাদ।—সপ্তাহে একবার মাত্র ব্যাসিলিনাম্ ৩০—২০০ সেবন; দাদের উপর ক্রাইসফ্যান্-অ্যাসিডের (চারি ড্রাম এক আউন্স ভ্যাসিলিন সহ) মলম দিলে প্রায় অন্য কোন ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে উপকার না হইলে নেট্রাম-সালফ্ ২০০—৫০০ প্রতি মাসে একবার মাত্র সেবন করাইয়া অনেক স্থলেই সুফল হইয়াছে। হিপার-সালফার, ফস্ফোরাস, অ্যাসিড-নাইট্রিক, রাস-টক্স, সিপিয়া, গ্র্যাফাইটিস, সালফার, মার্ক-কর, ক্যালেডিয়াম, সেণ্ডুইনাম (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে) প্রভৃতিও উপকারে লাগে। উল্লিখিত ঔষধগুলি ৬ হইতে ৩০ ক্রম পর্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। "খোলস উঠা" দ্রষ্টব্য।

---

banglabooks.in

কর্কট রোগ

(CANCER)।

সাধারণতঃ রক্ত দূষিত হইলে এই পীড়া হইয়া থাকে। এই পীড়াতে শরীরের যে কোন তন্তুর উপর বিভিন্ন আকারের অর্ব্বুদ হইতে পারে। সময় সময় এই সকল অর্ব্বুদ খুব বড় হইতে দেখা যায়। এই পীড়ার প্রধান ধর্ম্ম এই যে অর্ব্বুদ একবার সারিয়া বা বসিয়া যাইলে, সেই স্থলেই হউক বা অপর স্থলেই হউক অর্ব্বুদ পুনরায় দেখা দেয়।

চিকিৎসা :—

কার্সিনোসিন্ ৩৩—২০০।—পক্ষান্তে বা মাসান্তে কেবল একমাত্রা সেবন।

আর্সেনিক ৩।—জ্বালাকর বেদনা, রাত্রিকালে (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে) বেদনার বৃদ্ধি, গরমে রোগের উপশম ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

কণ্ডিউরেঙ্গো ১।—বুকে অর্ব্বুদ হইলে।

কোনায়াম ৩০।—আঘাত জনিত অর্ব্বুদ ; বুকের অর্ব্বুদ।

কেলি-সিয়েনেটাম্ ৩।—জিহ্বার অর্ব্বুদ হইলে।

ল্যাকেসিস্ ৬।—ঘোর লাল নীল বা কটাবর্ণ, দূষিত ক্ষত।

সিলিকা ৬।—বাতাসের সামান্য ঝাপ্‌টাও সহিতে না পারা।

সালফার ৬।—বেলা দশটা এগারটার সময় নিস্তেজ হইয়া পড়া, পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম, রাত্রিকালে শুইবার পর পীড়ার বৃদ্ধি।

হাইড্র্যাষ্টিস্ ১, ফাইটোল্যাক্কা ১, থুজা ৩x, রিউটা θ, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x, ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৩x, ফস্ফোরাস্ ৬, ইউফর্ব্বিয়া ৬, একিনেসিয়া θ (মাত্রা ৫—২০ ফোঁটা) প্রভৃতি ঔষধও সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইতে পারে।

অস্ত্র-চিকিৎসা সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে ; কিন্তু সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হেতু এই পীড়ার উৎপত্তি হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসায় ফল পাওয়া

banglabooks.in

অসম্ভব। এই পীড়া কঠিন, অতএব প্রথম হইতেই রোগীকে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে রাখা উচিত।

দুষ্ট-ব্রণ

(CARBUNCLE)।

ইহা একপ্রকার বৃহৎ চ্যাপ্টা গোলাকৃতি দূষিত ফোড়া; ইহার বর্ণ কৃষ্ণ-মিশ্রিত-লোহিত। এই ব্রণ প্রধানতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে হইয়া থাকে; ব্রণ পৃষ্ঠে হইলে পৃষ্ঠাঘাত বলে। বহুমূত্র রোগীর পৃষ্ঠ-ব্রণ হইলে, প্রাণের আশা খুব কম। ঘাড়ের নীচে, বা কোমরেও এই ব্রণ হইয়া থাকে। সামান্য ব্রণ বা ফোড়ার ন্যায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী মুখ না হইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ হয়, এবং ঐ সকল মুখ হইতে পাতলা ফেনের ন্যায় ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে। প্রথমে অল্পস্থান অধিকার করিয়া ক্রমে বিস্তৃত হয়। এই ব্রণ প্রথমে লাল, পরে ঈষৎ কালরংযুক্ত হয়। সচরাচর ২।৩ সপ্তাহ পরে আক্রান্তস্থল ও তাহার নিম্নস্থ গভীর অংশ পর্য্যন্ত পচিতে থাকে। জ্বর, মাথাব্যথা, জ্বালা, অরুচি, দুর্ব্বলতা, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৪০ বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।—রোগের প্রথমেই অ্যান্থ্রাসিনাম্ ৩০, তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে রোগ বাড়িতে পারে না এবং অন্য ঔষধও দিবার প্রয়োজন করে না। যদি ইহাতে সুফল না পাওয়া যায় তবে পশ্চাল্লিখিত ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দেওয়া যাইতে পারে:—আক্রান্তস্থল স্ফীত, লালবর্ণ এবং জ্বালাকর বা হুলবিদ্ধবৎ বেদনা লক্ষণে, এপিস-মেল ৩। ব্রণ পচিতে আরম্ভ হইলে আর্সেনিক ৩—৩০। আক্রান্ত স্থল লালবর্ণ ও চকচকে, খোঁচাবিদ্ধবৎ বেদনা, কামড়ানি ও চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা; নিদ্রাবেশ কিন্তু নিদ্রা ভাল হয় না লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x (পূয উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে

banglabooks.in

প্রদাহিত অবস্থায়, পুনঃ পুনঃ বেলেডোনা প্রয়োগ ভাল)। জ্বালাকর বেদনা সহ রক্তস্রাবিক বা দুর্গন্ধ পূযবিশিষ্ট বলক্ষয়কর ব্রণে, কার্ব্বো-ভেজ ৬—৩০। প্রবল বেদনা ও জ্বালাসহ দুর্গন্ধ পূযস্রাব, এবং নিম্নস্থ বিধানতন্তু পচিতে আরম্ভ হইলে, সিলিকা ৩০ বা ল্যাকেসিস ৬। ট্যারেণ্টুলা-কিউবেনসিস্ ৩০ যন্ত্রণা নিবারণের একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উষ্ণজলে ফ্লানেল ভিজাইয়া সেক দিলে উপকার হয়। ময়দা বা তিসির পুল্‌টিস দিলে টাটানির নিবৃত্তি পড়ে। ক্যালেণ্ডিউলা মলম বা বোরাসিক-অ্যাসিড মলম (এক ড্রাম বোরাসিক-অ্যাসিড চূর্ণ এক আউন্স ভ্যাসেলিন বা লার্ড সহ) দ্বারা ফোড়া বাঁধিয়া রাখা ভাল। নিমের পুল্‌টিসও এই রোগে বিশেষ উপকারী। পূয নিঃসারিত করিতে হইলে, ছোট-গোয়ালের পাতার কাঁচা পুল্‌টিস ব্যবহার করা ভাল। হাইড্রোজেন-পেরোক্সাইড (hydrogen-peroxide) দ্বারা প্রত্যহ দুই তিন বার ধুইয়া মুছিয়া ফেলা এবং ছোট গোয়ালের পাতার পুল্‌টিস্ দেওয়া ভাল। পুল্‌টিসের উপর কিছু কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে, পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। কণ্ডিজ্-লোসন দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলেও, পচন ও দুর্গন্ধের নিবৃত্তি হয়। রোগীর বিছানা ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখা উচিত। সাগু, দুগ্ধ, বার্লি, মাংসের যূষ প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্য ব্যবস্থা।

আঙ্গুল-হাড়া

(WHITLOW)।

নখ খুব ছোট করিয়া কাটিলে, আঘাত লাগিলে বা পুড়িয়া গেলে, অথবা কোন বিষাক্ত পদার্থ রক্তস্থ হইলে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ প্রদাহযুক্ত হইয়া পূযে পরিণত হয়। পীড়া কঠিন হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় অথবা যখন বেদনা হাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তখন সিলিকা ৩x—৩০। জ্বর থাকিলে সিকিনা

banglabooks.in

সহিত বেলেডোনা ৬ (পর্য্যায়ক্রমে) কেহ কেহ দিয়া থাকেন। অঙ্গুলির অগ্রভাগ অতিশয় স্ফীত হইয়া ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এবং জ্বালা ও বেদনা থাকিলে, আর্সেনিক ৬ ; কিন্তু নীলবর্ণ হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬। (পীড়ার প্রথর অবস্থায়) অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, মার্ক-সল ৬, হিপার-সালফার ৬, ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৬, অ্যামন-কার্ব্ব ৫০০, বা বোরিক-অ্যাসিড্ ৬। অ্যাষ্ট্রাসিন ৩০, এপিস ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x, ব্রায়োনিয়া ৬, কষ্টিকাম ৬, লেডাম্ ৩ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। নাইট্রিক-অ্যাসিড θ, ডায়স্কোরিয়া θ, বা ফস্ফোরাস θ আক্রান্ত স্থানে লাগাইয়া দিলে, যন্ত্রণার লাঘব হয়। ছোট বেগুণের মধ্যভাগ কুরিয়া অঙ্গুলির উপর টুপির মত বসাইয়া দিলেও, যন্ত্রণার উপশম হইতে পারে। ইহাতে না সারিলে নিমের পুল্‌টিস্ গরম গরম দিতে হয় ; হাত এরূপ ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত, যাহাতে হাত নাড়িতে চাড়িতে নীচুদিকে ঝুলিয়া না পড়ে।

পামা

(ECZEMA)।

প্রথম জ্বালাকর লাল জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি দেখা যায়। পরে ঐ সকল ফুস্কুড়ি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে ক্ষতে পরিণত হয়। ক্ষত হইতে পরিষ্কার জলের মত বা হলদে পূযের মত রস নির্গত হয় ; বেশী চুল্‌কাইলে রক্তও কখন কখন বাহির হয়। এই রোগ শরীরের সর্ব্বস্থানেই হইতে পারে, তবে কাণের পাশে ও মাথাতেই এই রোগ বেশী দেখা যায়। সোরা (Psora*)-গ্রস্থ ব্যক্তিদিগের বা যাহাদের সমস্ত শোণিত দূষিত হইয়াছে তাহাদেরই সাধারণতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। অতএব রোগীর ধাতু ভাল করিয়া না বুঝিয়া বাহ্য প্রয়োগাদি দ্বারা পীড়া আরোগ্য করিলে, অনেকরূপ অনর্থ ঘটিতে পারে।

---

* "পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—রাস্-ভেন ৩, রাস্-টক্স ৬, সালফার ৩০, সিপিয়া ৬, আর্সেনিক ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬, প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অধিক চুল্‌কান খারাপ, অতএব ক্ষতস্থান সর্ব্বদা ন্যাক্‌ড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখা ভাল। দুগ্ধ ও টাট্‌কা শাকসবজী সুপথ্য। মিষ্টদ্রব্য, মাংস, ও গুরুপাক খাদ্য নিষিদ্ধ। ক্ষতস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখা উচিত। বাল-রোগাধ্যায়ে "পামা" দ্রষ্টব্য।

গাত্রদাহ।

গাত্রদাহ সাধারণতঃ জ্বর প্রভৃতি রোগের একটি লক্ষণ মাত্র। কোন পীড়ায় গাত্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে, এই গ্রন্থোক্ত সেই সেই পীড়ার ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

বাহ্যদাহ বা গায়ের উপর জ্বালায়—আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, কষ্টিকাম্, নাক্স-ভমিকা, ফস্ফোরাস, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্, রাস্-টক্স, ষ্ট্যানাম্, সালফার।

অন্তর্দাহ বা গায়ের ভিতর জ্বালায়—অ্যাকো-নাইট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্থেরিস, মার্কিউরিয়াস, নাক্স-ভমিকা, ফস্ফোরাস, স্যাবাডিলা, সেনেগা, সিপিয়া, সালফার।

উপরি উক্ত ঔষধগুলি ৩ হইতে ৩০ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। জ্বালা নিবারক কয়েকটী প্রধান ঔষধের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সালফার ৩০—২০০।—সর্ব্বশরীর (হস্ত, পদ, মস্তক, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি) যেন জলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে; যে কোন রোগের **পুরাতন** অবস্থায় এইরূপ জ্বালা অনুভব করিলে, ইহা প্রধান ঔষধ।

আর্সেনিক ৬—৩০।—যে কোন **তরুণ** পীড়ায় সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা হইলে, ইহা প্রধান ঔষধ। এই জ্বালার আর একটী প্রধান

banglabooks.in

লক্ষণ এই যে গাত্র জ্বলিলেও রোগী গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিতে চাহেন না, অথবা অগ্নি বা রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে চান। ক্ষত, অর্ব্বুদ, ফোড়া বা জ্বরাদিতে রোগী নিস্তেজ হইলে, প্রায় এইরূপ জ্বালা অনুভূত হয়।

সিকেলি ৩—৩০।—অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে যেন শরীরের সর্ব্বস্থান জ্বলিয়া যাইতেছে রোগী এইরূপ অনুভব করেন; যদিও অপর লোকে রোগীর গাত্র স্পর্শ করিলে শীতলতা অনুভব করেন, তথাপি রোগী গাত্র হইতে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে চাহেন; সর্ব্বদা বাতাস করিতে বলেন। ওলাউঠা বা পচনশীল রোগে এই লক্ষণ সচরাচর দেখা যায়।

ফস্ফোরাস্ ৬।—সালফারের ন্যায় গাত্রজ্বালা (বিশেষতঃ যক্ষ্মা-রোগে) অনুভূত হইলে।

অ্যাকোনাইট ১x—৬। তরুণ প্রাদাহিক জ্বরাদির প্রথম অবস্থায় অস্থিরতা সহ জ্বালানুভব।

এপিস্-মেল ৩—৩০।—হুলবিদ্ধবৎ বেদনা সহ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জ্বালা এবং তৎসহ রক্তিমতা ও স্ফীতি বর্ত্তমান থাকিলে।

অ্যাগারিকাস্ ৩—২০০।—শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে চুল-কানি ও রক্তিমতা সহ জ্বালা।

বেলেডোনা ১x—৩০।—গাত্রদাহ সহ কোন অঙ্গের প্রদাহ (ফোলা, রক্তিমতা); প্রদাহিত স্থান স্পর্শ করিলে বোধ হয় যেন তাপ বাহির হইতেছে।

ক্যান্থেরিস্ ৬।—গলা, পেট, গুহ্যদ্বার এবং মূত্রযন্ত্রের জ্বালা (বিশেষতঃ প্রস্রাবকালে)।

ক্যাপ্সিকাম্ ৩—৬।—ক্যান্থেরিসের মত জ্বালায় (সর্ব্ব শরীরে লঙ্কাবাটা দিলে যেরূপ জ্বালা হয়)।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—পিত্তপ্রধান ব্যক্তির চক্ষু, হাত, পা প্রভৃতি জ্বালাবোধ।

banglabooks.in

কুষ্ঠ-রোগ

(LEPROSY)।

এই রোগে চর্ম্মের উপর প্রথমে হরিদ্রাভ লাল দাগ পড়িয়া ফুলিয়া উঠে ও পরে ক্ষত হয়। হাত, পা, মুখ ও কাণে এই রোগ বেশী প্রকাশ পায়। এই পীড়ায় স্পর্শ-শক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।

হাইড্রোকোটাইলি θ, ব্যাসিলিনাম্ ২০০, আর্সেনিক-আয়োড ৩x, ভ্যাক্সিনিনাম্ ৩০, ম্যালেণ্ড্রিনাম্ ৩০—২০০, গ্র্যাফাইটিস্ ৩x, অ্যানাকার্ডিয়াম ৩x—৩০ প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ ও পারদ জনিত কুষ্ঠ-ব্যাধিতে, হিপার-সালফার ৬ সেব্য।

স্কুকাম্-চক (Skookum-Chuck) ১x—৩x চূর্ণ তিন মাস কাল নিয়মিতরূপে সেবন করাইয়া বহুস্থলে (বিশেষতঃ শুষ্ক বা আঁইসযুক্ত চর্ম্মরোগে) আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা :—রোগীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। মৎস্য, মাংস একবারে নিষিদ্ধ। ক্ষত-স্থান গর্জ্জন-তৈল দ্বারা মালিস করিলে উপকার হইতে পারে। চালমুগরা-তৈল সহ সম-পরিমাণ কর্পূর-তৈল ও গ্রেণ পনর রিসর্সিণ (Resorcin) মিশাইয়া উত্তপ্ত জলে খানিকক্ষণ ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে, পরে এই মিশ্রণ-পিচকারী সহযোগে দেহ মধ্যে কয়েক মাস যাবৎ প্রবেশ করাইতে হইবে; ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের কুষ্ঠ-হাঁসপাতালাধ্যক্ষ ডাক্তার মার্কেডো (Mercado) এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কয়েকটি রোগীকে নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য করিয়াছেন (vide *The Public Health Reports* Oct. 16, 1914.)।

---

banglabooks.in

খোলস উঠা
(PSORIASIS)।

এই পীড়ায় শরীরের কোন কোন স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং শাদা শুষ্ক ও কঠিন খোলস উঠিয়া যায়। এই রোগ সাধারণতঃ মাথাতেই হইয়া থাকে। সালফার ৩০ ও আর্সেনিক ৩০ ইহার প্রধান ঔষধ। রোগ পুরাতন হইলে, টিউবার্কিউলিনাম্ ২০০ সেব্য। ফস্ফোরাস ৬, ক্যাল্কেরিয়া ৬, সিপিয়া ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গোদ
(ELEPHANTIASIS)।

হাইড্রোকোটাইলি ১x—৬ ও অ্যানাকার্ডিয়াম-ওরিয়েণ্টালিস ১x—৬ ইহার প্রধান ঔষধ।

মরামাস বা খুস্কি
(DANDRIFF)।

মাছের পাতলা আঁইসের মত এক রকম পদার্থ মাথায় জন্মে, উহার নাম **মরামাস**। সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব ৬, লাইকো ১২, বা সিপিয়া ৬, ইহার ঔষধ। মাথাটি নিত্য গরমজল সহ বেশম বা থৈল্ দ্বারা ধুইতে হয়।

কড়া
(CORNS)।

শক্ত জুতার চাপে (বা ধাতু দোষ জনিত) সচরাচর পায়ের আঙ্গুলে কড়া পড়ে। তরুণ বা যন্ত্রণাদায়ক কড়ায়, ফেরাম্-পিক্রিক ৩; প্রদাহিত

banglabooks.in

বা ক্ষতযুক্ত কড়ায়, নাইট্রিক-অ্যাসিড ২x। হাইড্র্যাষ্টিস-মলম (হাইড্র্যাষ্টিস θ এক ভাগ, ভ্যাসিলিন্ আট ভাগ মিশাইয়া) শয়নের পূর্ব্বে তিন চারি রাত্রিতে কড়ায় লাগাইয়া রাখিলে, উপকার হয়। ধাতুগত দোষে পুনঃ পুনঃ কড়া পড়িলে, সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, লাইকো ১২, সিপিয়া ৬, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, ফস্ফোরাস ৩, বা সিলিকা ৬। নরম চওড়া-মুখ জুতা ব্যবহার ও ক্যালেণ্ডিউলা সাক্কাস তুলায় মাখাইয়া কড়ায় লাগাইয়া রাখা ভাল।

নখের পীড়া

(DISEASES OF THE NAILS)।

নখ কাটিবার কালে সহজে ভাঙ্গিয়া বা গুঁড়াইয়া গেলে, সিলিকা ৬। নখ ক্ষয়শীল ভঙ্গপ্রবণ বা বিবর্ণ হইতে থাকিলে, থুজা ৬ বা অ্যালিউমিনা ৬। নখ ফাটিয়া যাইতে থাকিলে, আর্স ৬। নখ পুরু হইতে থাকিলে, গ্র্যাফাই ৬ বা অ্যান্টিম-ক্রুড্ ৬। নখের চারিদিকে ক্ষত হইলে, ফস্ ৩। নখ-কোষ প্রদাহে, সিলিকা ৬ সেবন ও ক্যালেণ্ডিউলা θ (বার ফোঁটা, ষাট ফোঁটা জল সহ মিশাইয়া) বাহ্যপ্রয়োগ। হোঁচট্ খাওয়া বা পড়িয়া যাওয়া হেতু নখে যাতনা হইলে, আর্ণিকা ৩ সেবন, ও আর্ণিকা θ (দশ গুণ জলে মিশাইয়া) বাহ্যপ্রয়োগ। জুতা পরা হেতু পায়ের নখ অঙ্গুলের মাথার কোণে প্রবিষ্ট হইয়া যদি নখের পার্শ্বস্থ কোমলাংশ ফুলিয়া উঠে, বা টাটায় কিম্বা তাহাতে পূয জন্মে, তাহা হইলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ বা চুম্বকের- দক্ষিণ-কেন্দ্র ২০০ (Magnes Australis 200) সেবন এবং হাইড্র্যাষ্টিস্ θ (এক ভাগ, আট ভাগ ভ্যাসিলিন সহ মিশাইয়া আক্রান্ত স্থানে) লেপন করিতে হয়; ইহাতে উপকার না হইলে, অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

---

banglabooks.in

১৫। অন্তিম-কাল।

পাল্‌সে ৩০।—আসন্নকালের "ঘড় ঘড়ানি" নিবারণার্থ, পাল-সেটিলা ৩০ অতীব ফলপ্রদ।

হেলোডার্ম্মা ৩০।—শবের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইতে থাকিলে, অথবা হস্ত পদাদি অত্যন্ত শীতল, বুকটী মাত্র ঈষদুষ্ণ অনুভূত হইলে, হেলোডার্ম্মা-হরাইডাস ৩০ বিশেষরূপে কার্য্যকরী। হেলোডার্ম্মার জায়ু-বিচারণে "অন্তিম-কালের সর্ব্বাঙ্গীন শীতলতা" উপসর্গটি প্রায়ই লক্ষিত হয়—এই হিমাঙ্গ অবস্থাটি শীত জনিত শীতলতা নয়, কিন্তু অন্তিম-কালের শীতলতা (শীতলতা শরীরের উদ্ধাঙ্গেই উঠিতে থাকুক বা নিম্নাঙ্গেই নামিতে থাকুক)। Aushutz's *Therapeutic By-Ways* পৃষ্ঠা ৬৬ দ্রষ্টব্য।

১৬। জায়ুজ-ব্যাধি

(DRUG-DISEASES)।

অর্থাৎ পারদ কুইনাইন প্রভৃতির অপব্যবহার জনিত পীড়া।

১। পারদ (MERCURY)।

পারদ কুইনাইন আর্সেনিক প্রভৃতি তীব্র ঔষধাদি অধিক মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে যে সব রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাদিগকে "জায়ুজ-রোগ (drug diseases)" লক্ষণ কহে (প্রধান লক্ষণাদি, "হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ-লক্ষণ" অণুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। কয়েকটি মাত্র প্রধান ঔষধাদির অ্যালোপ্যাথিক মাত্রায় (ও কোন কোনটির বিষ মাত্রায়) সেবন জনিত কুফল ও তাহাদের চিকিৎসা আমরা এ স্থলে আলোচনা করিব :—

banglabooks.in

অধিক পরিমাণে রস-কর্পূর বা পারদ (mercury) সেবন করিবার অব্যবহিত পরে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ডিম্বের শ্বেতভাগ চিনির পানা ও দুগ্ধ জলে মিশ্রিত করিয়া খাইলে অনেক সময় উপকার হয়।

পারদ অপব্যবহারের গৌণ ক্রিয়ার ফল :—রাত্রিকালে মাথাধরা, চুল উঠিয়া যাওয়া, মস্তকে বেদনাকর অর্ব্বুদ, প্রদাহ হেতু রক্তবর্ণ চক্ষু, নাসিকার স্পর্শ-শক্তির অনুভবাধিক্য, মুখের চারিদিকে খুস্‌কি, মাড়ীতে ক্ষত ও থুথুতে মুখ সর্ব্বদা পূর্ণ থাকা, তালুমূল বা গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত হওয়া, কুঁচ্‌কি বা কক্ষ-গ্রন্থিতে ক্ষত হওয়া বা ফোলা, কুন্থন সহ অতিসার, চর্ম্মে ক্ষত অথবা প্রদাহ, দাঁতের গোড়া আল্‌গা হওয়া, সহজেই শরীরে ক্ষতাদি উৎপন্ন হওয়া ঐ সমস্ত লক্ষণে—হিপার-সালফার ৬ প্রথমে ব্যবস্থা। হিপারের পর বেলেডোনা ৬ কিম্বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬ দেওয়া বিধেয়। ইহাতেও যদি কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে দুই এক সপ্তাহের জন্য এক মাত্রা সালফার ৩০ দেওয়া বিধি। সাল্‌ফারের পর ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ অধিক কার্য্যকারী।

সালফার ও মার্কিউরি এই দুইটিরই যদি অপব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬, পালসেটিলা ৬, ও এমন কি সময়ে সময়ে উচ্চক্রম মার্কিউরিয়াসও দেওয়া যাইতে পারে।

পারদ সেবন জনিত **রক্ত** দুষ্ট হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন বিকৃত অবস্থা ঘটিলে—অ্যাসাফিটিডা, অরাম-মেট্, চায়না, কিওস্থাস্, হিপার, আয়ড্, ক্যালি-আয়ড, বা মেজেরিয়াম দিতে হয়।

মুখগহ্বর ও **মাড়ী** আক্রান্ত হইলে বা প্রচুর পরিমাণ লালাস্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ, ডাল্কেমারা, হিপার-সালফ, নাইট্রিক-অ্যাসিড, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া, সালফার, চায়না, আয়ড্, নেট্রাম-মিয়র।

পারদ সেবন জনিত **গলক্ষতে**—বেলেডনা, কার্ব্বো-ভেজ্, হিপার-সাল্‌ফার, ল্যাকেসিস্, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া, সাল্‌ফার, আর্জ-মেট্, লাইকোপোডিয়াম, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ও থুজা।

banglabooks.in

স্নায়বিক উত্তেজনায়—কার্ব্বো-ভেজ, ক্যামোমিলা, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, পাল্‌সেটিলা।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতায়—চায়না, হিপার-সাল্‌ফার, ল্যাকেসিস্, কার্ব্বো-ভেজ্, নাইট্রিক-অ্যাসিড্।

ঠাণ্ডা লাগিয়া, বা ঋতু পরিবর্ত্তনাদিতে উল্লিখিত কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে—কার্ব্বো-ভেজ, চায়না।

পারদ সেবন জনিত **বাত** ব্যাধিতে—কার্ব্বো-ভেজ্, চায়না, ডাল্কেমারা, গুয়েকাম, হিপার-সাল্‌ফ্, ল্যাকেসিস্, ফস্ফোরিক্-অ্যাসিড্, পাল্‌সেটিলা, সার্সা, সাল্‌ফার, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, ক্যাল্কেরিয়া, লাইকোপোডিয়াম্।

পারদ সেবন জনিত হাড়ের ভিতরে বেদনা বা **অস্থিক্ষত** প্রভৃতি লক্ষণে—অরাম্, ফস্ফোরিক্-অ্যাসিড্, অ্যাসাফিটিডা, ক্যাল্কেরিয়া, ডাল্কেমারা, ল্যাকেসিস্, লাইকোপোডিয়াম্, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, সিলিকা, সাল্‌ফার।

শারীরিক **গ্রন্থি** বা কুঁচকির বিকারে—অরাম্ মেট্, কার্ব্বো-ভেজ্, ডাল্কেমারা, গ্র্যাফাইটিস, নাইট্রিক অ্যাসিড, সিলিকা।

পারদ সেবন জনিত **ক্ষতে**—অরাম, বেলেডোনা, কার্ব্বো-ভেজ, গ্র্যাফাইটিস, হিপার-সালফার, ল্যাকেসিস, নাইট্রিক-অ্যাসিড, সার্সা, সিলিকা, সালফার, থুজা।

পারদ সেবন জনিত **শোথার্চ্চি** লক্ষণে—চায়না, ডাল্কেমারা, হেলি-বোরাস, সালফার।

এই সমস্ত ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। কুইনাইন:

পারদ অযথা ব্যবহার করিলে শরীর হইতে উহার বিষ যেমন সহজে দূরীভূত হয় না, কুইনাইনের অপব্যবহারেও প্রায় তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে।

banglabooks.in

আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাম্ফেরিয়া, ফেরাম্, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস, মার্কিউরিয়াস, পালসেটিলা, ভিরেট্রাম্, ক্যাপ্সিকাম, কার্ব্বো-ভেজ, সাইনা, নেট্রাম-মিয়ুর, সিপিয়া, সালফার, সেবনে শরীর হইতে কুইনাইন-বিষ নিঃশেষিত হইতে পারে।

ইপিকাক্।—কুইনাইনের কুফল নিবারণার্থ ইহা প্রধান ঔষধ। ইহার পর পাল্‌সেটিলা ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষতঃ এই সকল লক্ষণ থাকিলে :—কুইনাইনের দ্বারা জ্বর বা ম্যালেরিয়া চাপা পড়িবার পর কর্ণশূল, দন্তশূল, মাথাধরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা।

আর্ণিকা।—বাত, অস্বচ্ছন্দতা, হস্তপদে ভারবোধ ও বেদনা; নড়িলে চড়িলে, কথা কহিলে বা কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিলে, বেদনার বৃদ্ধি।

আর্সেনিক।—হস্ত পদাদিতে ক্ষত, পাদশোথ, খুসখুসে কাসি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

বেলেডোনা।—মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চয় এবং মুখমণ্ডল উত্তপ্ত; মস্তকে, মুখমণ্ডলে ও দন্তে বেদনা। মার্কিউরি প্রয়োগে যদি স্যাবা না সারে, তাহা হইলেও বেলেডোনা প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

ক্যাম্ফেরিয়া।—মাথাধরা, কর্ণশূল, দন্তশূল, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; জ্বর চাপা পড়িলে; বা পাল্‌সেটিলা ব্যর্থ হইলে।

সিড্রণ।—কুইনাইন বা চায়নার অপব্যবহার জনিত কর্ণের ভিতর ভোঁ-ভোঁ শব্দে।

ইউক্যালিপ্‌টাস।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত মাথা ধরা, কাণ ভোঁ-ভোঁ করা, এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দ্দি হইবার পূর্ব্বে শরীর যেরূপ অসুস্থ থাকে সেইরূপ অসুস্থতা বোধ।

ফেরাম্।—পাদশোথ।

পাল্‌সেটিলা।—কর্ণশূল; দন্তবেদনা; শিরঃপীড়া; কুইনাইন্ দ্বারা জ্বর বন্ধ হইবার পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে বেদনা।

ল্যাকেসিস্।—কুইনাইন দ্বারা জ্বর চাপা দিবার পর ও পাল্‌সেটিলা ব্যর্থ হইলে।

banglabooks.in

মার্কিউরিয়াস।—যকৃৎ বা প্লীহা (বিশেষতঃ স্থাবা) রোগে ;

নেট্রাম-মিউর।—কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত অনবরত হেঁচ্‌কি, কুইনাইনের দ্বারা জ্বর বা ম্যালেরিয়া চাপা পড়িবার পর।

ভিরেট্রাম।—শরীর ও ঘর্ম্ম শীতল ; কোষ্ঠবদ্ধতা বা অতিসার।

কুইনাইনের দ্বারা জ্বর একেবারে চাপা পড়িলে :—আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যাক্টেরিয়া, কার্ব্বো-ভেজ, সাইনা, ফেরাম, ইপিকাক্, ল্যাকেসিস্, মার্কিউরিয়াস, পাল্‌সেটিলা, সাল্‌ফার। যখন কুইনাইন দিবার পরও জ্বর থাকে তখন প্রথমে ইপিকাক্ ; পরে আর্সেনিক, কার্ব্বো-ভেজ, ল্যাকেসিস, পাল্‌সেটিলা, আর্ণিকা, সাইনা, বা ভিরেট্রাম ; এবং অবশেষে ক্যাক্টেরিয়া, মার্কিউরিয়াস, বেলেডোনা, সাল্‌ফার দিতে হয়।

এই সকল ঔষধ ৬—৩০ শক্তিতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

৩। সেঁকোবিষ (ARSENIC)।

সেঁকোবিষ (আর্সেনিক) সেবনে বিষাক্ত হইলে প্রথমতঃ stomach-pump দ্বারা বা সরিষা-বাটা অথবা খানিকটা রেড়ীর তৈল কিম্বা অন্য কোন বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া পাকাশয় শূন্য করিতে হইবে, পরে ডিম্বের শ্বেতাংশ অথবা ব্র্যাণ্ডি বা অন্য কোন উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইতে হইবে। ভয়াবহ লক্ষণাদি উপশমিত হইলে ইপিকাক্ ৩, পরে চায়না ৩x বা নাক্স-ভমিকা ১x ব্যবস্থা। ("বিষ খাওয়া" দ্রষ্টব্য)।

আর্সেনিক অপব্যবহার জনিত পীড়ায়, ইপিকাক্ ৩, চায়না ৩, নাক্স-ভমিকা ১x—৩, ভিরেট্রাম ৬।

৪। অহিফেন (ওপিয়াম), মর্ফিয়া (বা লডেনাম)।

অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবনে বিষাক্ত হইলে, ষ্টমাক-পাম্প (stomach-pump) দ্বারা বা সরিষা-বাটা সেবন করাইয়া বমন

banglabooks.in

করাইতে হইবে; পরে চৈতন্য হইলে, ইপিকাক্ ১x ঘন ঘন দিতে হইবে। ইপিকাক্ দেওয়া সত্ত্বেও যদি বিশেষ উপকার না হয়, তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা ১x—৩, মার্কিউরিয়াস্ ৩ বা বেলেডোনা ৩ অথবা অ্যাসেটিক-অ্যাসিড ৩ দিতে হইবে; অ্যাপোমর্ফিয়া যেন ব্যবহার করা না হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনা অধ্যায়ে, "বিষ মাত্রায় অহিফেন" দ্রষ্টব্য।

নিত্য অহিফেন-সেবীদিগের অহিফেন ত্যাগহেতু শারীরিক গ্লানি থাকিলে, অ্যাভিনা-স্যাটাইভা θ পাঁচ ফোঁটা করিয়া দিনে তিনবার সেব্য; যদি ইহাতে উপকার না হয়, তাহা হইলে ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬—৩০, বা ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা ১x—৩০ দিতে হয়।

আফিং বা মর্ফিয়া সেবনের অভ্যাস থাকিলে, উহা পরিত্যাগের পক্ষেও অ্যাভিনা উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিত্য অহিফেন-সেবীকে অর্দ্ধ ছটাক গরম জল সহ দশ ফোঁটা অ্যাভিনা θ দিনে দুইবার সেবন করাইতে ও আফিমের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হইবে, এবং আফিং ছাড়িয়া দিবার পরও অ্যাভিনা কিছুদিন সেবন করাইতে হইবে।

৫। সুরা (অ্যাল্কোহল)।

নিত্য মদ্যপায়িদিগের মদ্যত্যাগ করিবার পর মদ্যপানে আকাঙ্ক্ষা বলবতী থাকিলে, তাহা প্রশমনার্থ প্রথমে চায়না θ বা অ্যাভিনা θ কিম্বা ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ θ দিনে তিনবার প্রতিমাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করিয়া বা কাল-কাফি পান করান ব্যবস্থা; পরে নাক্স-ভমিকা ১x—৩, সালফার ৩। কিস্‌মিস্, মনাক্কা, কমলা লেবু খাওয়াও উপকারী।

৬। মধু।

মধু অপব্যবহারে, প্রথমে স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা কর্পূর ঘ্রাণ লওয়া; পরে খুব গরম চা বা কাল-কাফি পান করাইতে হইবে।

banglabooks.in

৭। তাম্রকূট (TOBACCO)।

অধিক মাত্রায় তামাক সেবন করিয়া চক্ষু স্নায়ু পাকাশয় গলমধ্য বা হৃৎপিণ্ডাদি আক্রান্ত হইলে, তামাক পরিত্যাগ করা উচিত ও প্রতিদিন নাক্স-ভমিকা ১x—৩ বা স্পিরিট-ক্যাম্ফার সেবন ব্যবস্থা।

তাম্রকূট সেবনে ভাল দেখিতে না পাওয়া বা রাত্রের আলোকে ঝাপ্সা দেখা লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৩। তাম্রকূট সেবনজনিত অজীর্ণরোগে, নাক্স-ভমিকা ৩। তাম্রকূট সেবনজনিত বুক ধড়্-ফড়্ করিলে, স্পাইজিলিয়া ৩। ধূমপানজনিত গলক্ষতে, ক্যাক্টেরিয়া-ফস্ ৩। ধূমপানে আকাঙ্ক্ষা নিবারণার্থ, চায়না ৩।

৮। কাফি (COFFEE)।

কাফি পান হেতু পুরাতন পীড়ায়, ক্যামোমিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩, ইগ্নেষিয়া ৩, মার্কিউরিয়াস ৩, বা সালফার ৬ সেবন ব্যবস্থা।

৯। চা (TEA)*।

অতিরিক্ত চা পান হেতু পীড়ায় :—ফেরাম্ ৬। পুরাতন চা-পায়িদিগের অনিদ্রা হৃদ্‌রোগ হৃৎ-স্পন্দন অজীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গে, থিয়া ৩x। পেট খামচান, স্বল্প আহারও সহ্য না হওয়া লক্ষণে, চায়না ৩। অধিক পরিমাণে চা পান হেতু পেটফাঁপা ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতায়, থুজা ৬। অধিক পরিমাণে চা পান হেতু সকল প্রকার উপসর্গ উপশমার্থ, থুজা ৩০—২০০ সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন। সেলিনি ৬, কফিয়া ৬, ল্যাকেসিস ৬, ভিরেট্রাম ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

* পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রবিদ্‌গণ সম্প্রতি পরীক্ষা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে চা ও কাফিতে এক প্রকার অম্ল পদার্থ আছে যাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, বাত হইবার খুব সম্ভাবনা।

banglabooks.in

১০। বরফ, আইস্-ক্রিম প্রভৃতি।

ইহাদের অপব্যবহারে, পরিপাক-যন্ত্রের ব্যাঘাত ঘটিয়া পেটফাঁপে ও বমন হয়। বরফ বা বরফজল পানের পর রোগে, কার্ব্বো-ভেজ্ ৬। আইস-ক্রিম খাইবার পর অসুস্থতায়, আর্স ৬। রৌদ্রে বেড়ান আগুন-তাতে থাকা বা অন্য কোন কারণে শরীর গরম বোধ হইলে অনেকে বরফ বা বরফজল পান করিয়া থাকেন, তাহাতে কখন কখন শরীরে (বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে) উদ্ভেদ (eruptions) হইয়া থাকে; বেলিস্-পেরেনিস্ ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অপর কয়েকটি ঔষধাদির অপব্যবহারে :—

ক। ব্রোমাইড্-অভ্-পটাস্ অপব্যবহারে—হেলোনিয়াস θ।

খ। ক্যাম্ফার অপব্যবহারে—ক্যাম্ফে ৬, কফিয়া ৩, ওপিয়াম্ ৩।

গ। ক্লোর‍্যাল্ অপব্যবহারে—ক্যানাবিস θ।

ঘ। ক্লোরেট-অভ্-পটাস্ অপব্যবহারে—হাইড্র্যাষ্টিস্ θ।

ঙ। কড-লিভার-অয়েল অপব্যবহারে—হিপার ৬।

চ। আচার চাটনির অপব্যবহারে—নাক্স-ভ ১x—৩।

ছ। ডিজিটেলিস্ অপব্যবহারে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬।

জ। "গরম" ঔষধ মাত্রেরই অপব্যবহারে—নাক্স-ভ.১x—৩।

ঝ। আর্গট্ অপব্যবহারে—চায়না ১, নাক্স-ভ ১, সোলেনাম্-ন ২।

ঞ। আয়োডাইড্ অপব্যবহারে—হিপার ৬, হাইড্র্যাষ্টিস্ θ, ফস্ ৩।

ট। লৌহঘটিত ঔষধ অপব্যবহারে—হিপার ৬, পাল্স্ ৩।

ঠ। সীসক (প্লাম্বাম্) অপব্যবহারে—ওপিয়াম্ ১x, অ্যালিউমেন্ ৬, কেলি-আয়ড θ।

ড। আর্জেণ্টাম্-মেট্ অপব্যবহারে—নেট্রাম-মিউর ৩০।

ঢ। ফস্ফোরাস্ অপব্যবহারে—ল্যাকেসিস্ ৬।

ণ। লবণ অপব্যবহারে—নাইট্রিক-স্পিরিট-ডালসিস θ, আর্স ৩।

banglabooks.in

ত। ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ (ধুতুরা) অপব্যবহারে—ট্যাবেকাম্ ৩।

থ। ষ্ট্রিকনাইন্ অপব্যবহারে—ইউক্যালিপ্টাস্ θ, কেলি-ব্রোম্ θ।

দ। চিনির অপব্যবহারে—নেট্রাম-ফস্ ৬x চূর্ণ।

ধ। অল্প বয়সে ধূমপান হেতু উপসর্গে—আর্জ-নাই ৩, আর্স ৬, ভিরেট্রাম্-অ্যাল্ব ৬। ৩৮৪ পৃষ্ঠায় "তাম্রকূট" দ্রষ্টব্য।

ন। তাপিন অপব্যবহারে—নাক্স-মস্কেটা ২x।

প। উদ্ভিজ্জ ঔষধ (vegetable drugs) মাত্রেরই অপব্যবহারে—ক্যাম্ফার θ, নাক্স-ভমিকা ১x—৩।

ফ। ভিরেট্রাম অপব্যবহারে—ক্যাম্ফার θ, কফিয়া ৩।

ব। কেলি-আয়োড (Iodide of Potash) অপব্যবহারে—হিপার-সালফার ৬—২০০।

ভ। চৈতন্য-নাশক (anæsthetic) ধূম নিশ্বাস সহ দেহাভ্যন্তরে নীত হইলে—অ্যাসেটিক-অ্যাসিড ৩, হিপার ৬, ফস্ ৩, সেবন ; এবং অ্যামিল্-নাই θ ঘ্রাণ লওয়া।

ম। গ্যাস, কাঠ কয়লা প্রভৃতি ধূমের কুফলে—অ্যামন-কার্ব্ব ৩, আর্ণিকা ৩x, বোভিষ্টা ৩।

য। যে মাদক (narcotic)-ঔষধ সেবনে বেদনা রহিত হইয়া নিদ্রা ঘটে—অ্যাসেটিক্-অ্যাসিড্ ৩, অ্যাপোমর্ফিয়া ৩, ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা θ, ক্যামোমিলা ৩,।

র। তাম্র বা পিত্তল পাত্রে প্রস্তুত খাদ্যাদি আহারের পর, শরীর গরম বোধ বা বিষাক্ত হইলে—হিপার ৩০।

ল। রসাঞ্জন (antimony) অপব্যবহারে—হিপার ৩০, মার্ক ২০০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০।

☞ অতিরিক্ত বিবরণ জন্য, "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

১৭। আকস্মিক দুর্ঘটনা।

(ACCIDENTS)।

আগুনে পোড়া।—আগুনে পুড়িলে ফোস্কা হইয়া ক্ষত হয়, ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

পরিধেয় বস্ত্রাদিতে আগুন লাগিবামাত্র, ভূমিতলে পড়িয়া ক্রমাগত গড়াগড়ি দিলে এবং অবিলম্বে ঐ জলন্ত বস্ত্রাদির উপর সতরঞ্চ বালিস কাঁথা গালিচা প্রভৃতি চাপা দিতে পারিলে, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার সাম্ভাবনা। ছুটাছুটি করিলে বা জল দিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিলে, বিষম বিপদের আশঙ্কা—কেননা বাতাস লাগিয়া আগুন আরও বেশী জ্বলিতে থাকে।

দগ্ধ স্থানের চর্ম্ম উঠাইতে নাই। দগ্ধস্থানে যেন বায়ু না লাগে, তাই অল্প বা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হইবামাত্র (ও চিকিৎসক না আসা পর্য্যন্ত), কম পরিমাণ তৈল * ও চূণ মিশ্রিত করিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইতে হইবে। তৈল ও চূণ অভাবে, কেবল ময়দা (বা আটা) কিম্বা অ্যারোরুট্ পোড়া জায়গায় ছড়াইয়া রাখিতে হইবে।

অল্প বা অধিক পরিমাণে দগ্ধ হওয়ায় বা পুড়িয়া ফোস্কা হওয়ায়, সোডা (soda) বাহ্য প্রয়োগ করিয়া বহু চিকিৎসক সুফল পাইয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ডানের (G. W. Dunn) মতে ক্যাস্টেব্রিস ২x—৬x বাহ্য প্রয়োগ ও ১২x—৩০ সেবন, সোডা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ; তিনি বলেন যে একমাত্র এইরূপ চিকিৎসায় দগ্ধস্থানটি সর্ব্বদা আর্দ্র রাখিয়া দিলে,

* সরিষা-তৈল, নারিকেল-তৈল, তিল-তৈল, অথবা অন্য যে কোন তৈল যাহা তখন সহজে পাওয়া যায়।

(সম্প্রতি) ডাক্তার ব্যাম্বার্জার বলেন যে কাপড়-কাচা সোডার জল মাখাইয়া দগ্ধ স্থানে ঘষিলে, যন্ত্রণা অবিলম্বে নিবারিত হয়; কিন্তু পোড়া যদি গভীর বা শরীরের অনেকটা স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে সোডার জলপটি (নয় ভাগ জল ও এক ভাগ সোডা) দগ্ধস্থানে লাগাইতে হইবে (*The Indian Medical Record*, January 1915, page 17. দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

ক্ষত বা ফোস্কা কিছুই হইতে পারে না (*The Hom. Recorder* Dec. 1912 দ্রষ্টব্য)।

চিকিৎসা।—সামান্য রকম পুড়িয়া ফোস্কা হইলে, ক্যান্থেরিস্ (বা আর্টিকা-ইউরেন্স) θ মূল-অরিষ্ট এক ড্রাম, এক আউন্স জলে মিশাইয়া তাহাতে একখণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইয়া দগ্ধস্থানে পটি দিতে হয়। (ঔষধের সুবিধা না হইলে) দগ্ধস্থান সরিষা বা নারিকেল-তৈল দ্বারা ভিজাইয়া তদুপরি ময়দা বা আটা কিম্বা অ্যারোরুট ছড়াইয়া রাখিলে, কিম্বা নারিকেল-তৈল সমানভাগ চূণের জল সহ মিশাইয়া দগ্ধস্থানে দিলে, উপকার হয়। গোল আলু বা পুঁই শাকের পাতা বাটিয়া অথবা পাকা কলা চট্‌কাইয়া কিম্বা নারিকেল-তৈল ও চূণ ফেনাইয়া, অথবা গুড় বা মধু কিম্বা টাট্‌কা গোবর দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিলে, জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা না হইবার সম্ভাবনা। আক্রান্তস্থান উত্তপ্ত ও স্ফীত; জ্বর; পিপাসা; গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক; ভয় ও মনের উদ্বেগ লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x সেবন। আগুনে পুড়িয়া কাল রঙ্গের ফোস্কা; আক্রান্তস্থানে জ্বালা করা; জ্বর; অত্যন্ত পিপাসা; অতিশয় দুর্ব্বলতা ও মৃত্যু-ভয় লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। ক্ষত স্থানে পূয জন্মিলে, হিপার ৬ সেবন ও এক ভাগ ক্যালেণ্ডিউলা ৷৷ দশ ভাগ জলপাই-তৈল (olive-oil) সহ মিশাইয়া বাহ্য-প্রয়োগ বিধি; ঘা প্রত্যহ হুঁকার জলে ধোয়া ভাল। ক্ষতস্থান পচিতে আরম্ভ হইলে, সাইলিসিয়া ৩০ বা সালফার ৩০। তুলা প্রভৃতি দ্বারা দগ্ধ-স্থান ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, যেন বাতাস না লাগে; যত দিন না তুলা খুব অপরিষ্কার হইয়া যায়, ততদিন উহা যেন বদলান না হয় (কেন না ঘন ঘন তুলা বদলাইলে, দগ্ধস্থানে শীঘ্র চর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না)। লঘুপথ্য ব্যবস্থা, উত্তেজক খাদ্যাদি নিষিদ্ধ।

মাংস পেশীর অবসাদ।—ব্যায়াম, লাফালাফি করা, ফুটবল খেলা প্রভৃতি কারণে, মাংসপেশী অবসন্ন হইলে, শরীরে ব্যথা ও ফোস্কা হয়; আর্ণিকা ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আবশ্যক হইলে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান বা গা মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়।

banglabooks.in

কাটা অঙ্গ হইতে রক্তপড়া।—হস্ত পদ অঙ্গুলী প্রভৃতি কাটিয়া গিয়া তথা হইতে রক্ত পড়িলে, একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া (বা বস্ত্রখণ্ড) গরম জলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা কাটা জায়গা হইতে খুব সাবধানে ধূলা বালি প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হইবে; পরে, অন্য এক খণ্ড ন্যাকড়া গরম জলে ভিজাইয়া পুরু করিয়া সেই কাটা-স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে রক্তপড়া বন্ধ হইতে পারে; এবং অবশেষে পনর ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা এক কাঁচ্চা জল সহ মিশাইয়া কাটা স্থান বা ক্ষতের উপর পটি লাগাইতে হইবে। সাবধান, কাটা-স্থানে যেন ধূলা বালি প্রভৃতি না পড়ে।

শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্তপড়া।—অকস্মাৎ কোন শিরা বা ধমনী কাটা গেলে, সেই কাটা শিরা বা ধমনী দিয়া শরীরের তাবৎ শোণিত বাহির হইয়া যাইবে ও নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং, অবিলম্বে উক্ত শোণিত-প্রবাহ বন্ধ করা আবশ্যক।

এই রক্তপ্রবাহ বন্ধ করিবার পূর্ব্বে স্থির করা চাই যে, রক্তটুকু ধমনী কি শিরা হইতে বাহির হইতেছে। "হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ী" শীর্ষক প্রবন্ধে (পৃষ্ঠা ২১৭—২১৯ দ্রষ্টব্য) উক্ত হইয়াছে যে (১) ধমনীর রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে শরীরের সর্ব্বস্থানে বহিয়া যায় ও ধমনী কাটা গেলে **লাল রক্ত ফিন্‌কি দিয়া** তথা হইতে বাহির হয়; এবং (২) শিরার রক্ত সর্ব্বাঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডের দিকে ছুটিতেছে ও শিরা কাটা গেলে তথা হইতে **কালচে বা বেগুনি রক্ত ধীরে ধীরে সমান ভাবে** বাহির হয়।

সুতরাং, টকটকে **লাল রক্ত** বন্ধ করিতে হইলে, ধমনীর যে কাটা-মুখ হৃৎপিণ্ডের দিকে আছে (অর্থাৎ উপরের দিকের কাটা-মুখটি), তাহা চাপিয়া ধরিতে হইবে বা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে; আর, কালচে রক্ত বন্ধ করিতে হইলে, নীচের দিকের কাটা-শিরার মুখটি চাপিয়া ধরিতে হইবে বা বাঁধিয়া দিতে হইবে। হাত বা হাতের আঙুল দিয়া কাটা-শিরা বা ধমনীটি জোরে চাপিয়া রাখিতে হইবে যতক্ষণ না রক্তপড়া বন্ধ হয় বা চিকিৎসক আসিয়া ব্যাণ্ডেজ্ (বন্ধনী) বাঁধিয়া দেন।

banglabooks.in

যে স্থলে ডাক্তার পাওয়া যায় না, সে স্থলে নিম্নলিখিত সহজ উপায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় :—

(১) যদি কাটা-ধমনী বা কাটা-শিরা ত্বকের খুব কাছে থাকে, তাহা হইলে মোটা সূতা ফিতা দড়ি বা রুমাল দ্বারা ধমনীর **উপর** বা শিরার **নীচে** দৃঢ়ভাবে বাঁধিতে হয়। এই বন্ধনীর নামই "ব্যাণ্ডেজ"।

(২) কিন্তু কাটা যদি গভীর হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে খুব জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হয় :—এক ফালি ন্যাকড়া দড়ির মত পাকাইয়া কাটা অঙ্গটি বাঁধিতে হইবে ; পরে উক্ত আবদ্ধ রজ্জুবৎ বস্ত্রখণ্ড ও অঙ্গের মধ্যস্থলে (অথবা ব্যাণ্ডেজটির গাঁট দিবার ছিদ্র মধ্যে) একটি কাঁচি বা পেন্সিল বা কলম প্রবিষ্ট করাইয়া যে পর্য্যন্ত না রক্তপড়া বন্ধ হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কাঁচি বা পেন্সিল বা কলমটি চারিদিকে ঘুরাইতে বা পাক দিতে হইবে। রক্তপড়া বন্ধ হইলে, উক্ত কাঁচি পেন্সিল বা কলমটি যেন কিছুকাল আহত-অঙ্গ সহ বাঁধা থাকে।

কাটা-ধমনীর রক্তপড়া বন্ধ হইলে, আর্ণিকা ৩x সেবন ও আর্ণিকা (θ, আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) পটি বা বাহ্যপ্রয়োগ। কাটা-শিরার রক্তপড়া বন্ধ হইলে, হ্যামামেলিস্ ৩x সেবন ও হ্যামামেলিস্ (θ, আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) পটি বা বাহ্যপ্রয়োগ।

নাক দিয়া রক্তপড়া।—এই গ্রন্থের **নাসিকার পীড়া** অধ্যায়ে "নাসিকা হইতে রক্তস্রাব" দ্রষ্টব্য।

দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া।—দাঁত তোলা প্রভৃতি কারণে কখন কখন রক্তস্রাব হয় ; তজ্জন্য রোগী দুর্ব্বল হন।

চিকিৎসা।—লালরক্ত পড়িলে, আর্ণিকা θ এক ভাগ দশ গুণ জল সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া, ন্যাকড়া খানি ভাঁজ করতঃ দন্ত-মাড়ীর ক্ষতস্থানে সজোরে চাপিয়া বসাইতে হইবে ; পরে উপযুক্ত আকারের একটি ছিপি (Cork) উহার উপরিভাগে স্থাপন করতঃ মাড়ীতে চাপিলে, রক্ত স্রাব বন্ধ হয়। রক্তস্রাব যদি খুব লালবর্ণ না হয়, তাহা হইলে আর্ণিকা θ পরিবর্ত্তে হ্যামামেলিস্ θ ব্যবস্থা করিতে হয়।

banglabooks.in

আঘাত।—কাটা, বেঁধা, চেরা, থেঁৎলান, মচ্‌কান, প্রভৃতি নানা রকম আঘাত আছে। আঘাত হেতু চামড়া ছিঁড়িয়া ঘা বা ক্ষত হয়।

চিকিৎসা।—আহত স্থান হইতে রক্তপড়া বন্ধ করা উচিত। ক্ষতমুখ উপরের দিকে রাখিয়া শীতল জলের (বা বরফের) জলপটি দিলে উপকার হয়। কাটা জায়গায়, দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া বা ছিঁচিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা টাটকা গোবর বা চিনি দ্বারা * বাঁধিয়া রাখিলে, রক্তপড়া বন্ধ হইতে পারে। আঘাতজনিত ক্ষত হইলে (অথবা পড়িয়া যাওয়া বা প্রহারাদি হেতু **কালেণ্ডিউলা** পড়িলে), আর্ণিকা θ এক ড্রাম, এক আউন্স জলের সহিত মিশাইয়া, সেই জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া আহত স্থানে পটি দিতে হইবে (তোঁতা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত হইলে আর্ণিকা বিশেষ ফলপ্রদ)। আঘাত হেতু—অথবা পেরেক বা আলপিন ফুটিয়া বা মূষিকাদি দংশন হেতু—শিরা সমূহ (nerves) ছিন্ন হইয়া বেদনা হইলে, হাইপেরিকাম্ θ (আট গুণ জলসহ)-পটি বাহ্যপ্রয়োগ ও হাইপেরিকাম ৩ সেবন। আঘাতজনিত দূষিত ক্ষতে, হাইপেরিকাম ২০০ সেবন ও ফোড়ার উপর গরম সেক দেওয়া ব্যবস্থা। তীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি দ্বারা কাটিয়া গিয়া চর্ম্ম ছিন্ন (lacerated) হইলে, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া θ (দশ গুণ জলসহ) পটি বাহ্যপ্রয়োগ ও ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ৩—৩০ সেবন। তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া

---

* ক্ষতে চিনি প্রয়োগ—জার্ম্মানির ডাক্তারগণ বিগত য়ুরোপীয় সমরে আহত সৈনিকগণের ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করিয়া ক্ষত ভাল করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাইতেছে। প্রয়োগ-প্রণালী অত্যন্ত সহজ। দানাময় চিনির দ্বারা ক্ষত ড্রেস করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চিনি সংক্রামক-রোগের প্রতিষেধক হইতে পারে না এবং যতক্ষণ না রক্তপড়া বন্ধ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু পরিষ্কৃত ক্ষতের উপর চিনি প্রয়োগ করিলে, ক্ষতটি অতি শীঘ্র সারিয়া যায়। পুনরায় ড্রেস করিবার সময় ক্ষত ধুইতে হয় না। দুই দিন কিম্বা তিন দিন অন্তর চিনি প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট হয়। যে ক্ষতে কোন মাংস সংযোগ করিতে হয় না, সেখানেও চিনিতে বেশ উপকার হয়। (সম্মিলনী)—ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম্, বি, মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত আরোগ্য-সমাচার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

গিয়া ঘা হইলে বা বারুদে পুড়িয়া ক্ষত হইলে, ক্যালেণ্ডিউলা θ মূল আরক ৩০ ফোঁটা ২ কাঁচ্চা জলে মিশাইয়া উল্লিখিতরূপে দিতে হয়। বারুদ লাগিয়া ক্ষত বা ফোড়া, যে ফোড়া কিছুতেই সারিতে চাহে না, রক্ত দূষিত হওয়া, প্রভৃতি উপসর্গে বারুদ ৩x (Gunpower 3x) আট গ্রেণ করিয়া দিনে তিনবার সেবন (*The Hom. World* Jan. 1915 & Feb. 1915 দ্রষ্টব্য)। আঘাতাদি হেতু হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, (উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক দ্বারা) অস্থি যথাস্থানে বসাইয়া, সিম্ফাইটাম্ ১x সেবন। ক্ষত হইয়া অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নিম্নলিখিত ঔষধ সকল সেবন করান যায় :—জ্বর, শীত, পিপাসা, মনের উদ্বেগ ও মৃত্যুভয়, এবং মস্তক উত্তপ্ত লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। একস্থানে আঘাত লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গ বেদনা হইলে, আর্ণিকা ৬। আঘাত প্রাপ্তি হেতু অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ বা আর্সেনিক ৬। চিনি বা গন্ধকচূর্ণ আহত স্থানে বাঁধিয়া রাখিলে, রক্ত বন্ধ হয় ও কাটা ঘা জুড়িয়া যায়। লঘু পথ্য আবশ্যক।

বন্দুক বা পিস্তলের গুলি প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা আহত হইলে।—প্রদাহিত অবস্থায় ফেরাম-ফস্ ১x বা অ্যাকোনাইট ৩x সেবন ; রক্ত দূষিত হইয়া পচন পর্য্যন্ত, ল্যাকেসিস্ ৬ বা একিনেসিয়া ″ সেবন, এবং ক্যালেণ্ডিউলা-জলপটি ছিন্নস্থানে লাগাইলে পূয না জন্মিতে পারে। বারুদ ৩x চূর্ণ সেবনের কথা, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ("আঘাত" দ্রষ্টব্য)। চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা, ধনুষ্টঙ্কার, গিলিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণে, **হাইপেরিকাম ৩০—১০০০** মহোপকারী।

মাথায় আঘাত।—যদি চর্ম্ম ছিঁড়িয়া না যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আর্ণিকার পটি লাগাইতে হয়; কিন্তু যদি চর্ম্ম ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে ক্যালেণ্ডিউলা θ (৬০ ফোঁটা) এক ছটাক জলে মিশাইয়া পটি বাঁধিতে হয়। জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে আর্ণিকা ৬ ও অ্যাকোনাইট ৬ (পর্য্যায়ক্রমে) সেবন করিতে কেহ কেহ ব্যবস্থা দেন।

banglabooks.in

মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, আর্ণিকা ৩ জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে হয়। রোগীর যতক্ষণ চৈতন্য না হইবে, ততক্ষণ তাহাকে ডাকিয়া জাগরিত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। চৈতন্য হইবার পর যদি রোগীর বেদনা থাকে, তাহা হইলে আর্ণিকা ৩; আর জ্বর হইলে অ্যাকোনাইট ৩ ব্যবস্থা।

মস্তিষ্ক-বিকম্পন (concussion of the brain)।—মস্তকে প্রবল আঘাত লাগা, পড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটার বা স্তম্ভিত হওয়ার নাম "মস্তিষ্ক-বিকম্পন"। সম্পূর্ণ বা আংশিক চৈতন্যলোপ; মুখ মলিন; দ্রুত অনিয়মিত, ক্ষুদ্র, বা লুপ্তপ্রায় নাড়ী; দুর্ব্বল বা অনিয়মিত শ্বাস; হস্ত পদাদি শীতল; ডাকিলে জাগে বা উত্তর দেয়, এবং অবিলম্বেই অচেতন হইয়া পড়া প্রভৃতি এই রোগের প্রাথমিক অবস্থা; পরে, প্রতিক্রিয়া হয়—রোগীর চেতনা হয়, শরীরের উষ্ণতা বাড়ে (১০১°—১০২°), উপদাহিতা, বমনাদি।

চিকিৎসা।—প্রথমে আর্ণিকা ৩x সেবন। জ্বর দেখা দিলে, অ্যাকোনাইট ৩x। মাথাব্যথা, থমথমে প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। ঘড় ঘড় শব্দে নিশ্বাস হইলে, ওপিয়াম ৩।

রোগীকে যেন গরম বিছানায় রাখা হয়, এবং তাঁহার বগলে ও হস্ত-পদাদিতে যেন তাপ দেওয়া হয়। প্রথমে মাথা নীচু করিয়া শোয়াইতে হয়, পরে (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে) মাথা ও কাঁধ একটু উঁচু করিয়া দিতে হইবে। রোগীকে যেন কোন মতেই কিছু আহার বা পান করান না হয়।

কালশিরা।—কখন কখন আহত স্থান হইতে রক্ত বাহির হয় না, স্থানটি নীলবর্ণ হইয়া থাকে; ইহার নামই "কালশিরা পড়া"। কাল-শিরা পড়িলে, বাহিরে রক্ত পড়ে না বটে, কিন্তু আহত-স্থান মধ্যস্থ-সূক্ষ্ম রক্তবহা-নলীসমূহ (blood vessels) ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়ে ও রক্তটুকু ভিতরেই থাকিয়া যায়, তাই আহত স্থানটি নীলবর্ণ দেখায়। আঘাত লাগিবার পরই আর্ণিকা-জলপটি দিলে, প্রায়ই কালশিরা পড়ে না।

banglabooks.in

আর্ণিকা প্রয়োগে যদি কালশিরা না সারে, তাহা হইলে হ্যামামেলিস-জলপটি ব্যবস্থা। কোন ঔষধের সুবিধা না হইলে, কালশিরা পড়া স্থানটি শীতল জল দ্বারা ধুইয়া গরম জলের সেক দিলে বেদনা ও ফুলা কমিতে পারে।

মচকান।—রবারের মত যে রজ্জু দ্বারা মণিবন্ধ গুল্‌ফাদি অস্থি-গ্রন্থি বাঁধা থাকে, আঘাত লাগা হেতু সেই রজ্জু ছিন্ন হওয়া বা স্থানচ্যুত হওয়ার নাম "গ্রন্থি-মচকান" বা "মচকে যাওয়া"। আহত স্থান বেদনা-যুক্ত ও স্ফীত হয়। অবস্থাবিশেষে আর্ণিকা, সিম্ফাইটাম (হাড় ভাঙ্গিলে), হাইপেরিকাম, ও রিউটা প্রভৃতি ঔষধের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ (θ—৬) হয়। এক ভাগ মাদার টিংচার দশ গুণ জলসহ মিশাইলে, আর্ণিকাদি ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ প্রস্তুত হয়।

মচকান-অঙ্গটি যতদূর সম্ভব নাড়া চাড়া যেন না হয়। ঔষধের সুবিধা না হইলে, চুণ হলুদে [অর্থাৎ, অল্প বাটা হলুদ+একটু চূণ+একটু লবণ (বা একটু সোরা) একত্র মিশাইয়া গরম করতঃ] গরম গরম মচকান-অঙ্গে লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হয়; দিনে দুই তিন বার গরম "চূণ হলুদ" দিলে, ফুলা ও বেদনার উপশম হয়।

থেৎলাইয়া যাওয়া।—শরীরের কোন অংশ, কঠিন বস্তুর সামান্য বা গুরুতর আঘাতে ছিঁড়িয়া না গেলে (বা উহা হইতে রক্ত না পড়িলে), তাহাকে "থেঁৎলাইয়া যাওয়া" বলে। আহত স্থানের নিম্নস্থ রক্তবহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা সকল ছিন্ন হইয়া রক্ত জমাট বাঁধিয়া থাকে, সেজন্য ঐ স্থান নীল বা কালবর্ণ দেখায়। গভীর অংশে আঘাত লাগিলে, পূয জন্মিতে পারে।

চিকিৎসা।—একভাগ আর্ণিকা θ, দশভাগ জলের সহিত আহত স্থানে পটি বাঁধিলে উপকার হয়। পটির উপরে কলাপাতা ও ন্যাকড়া বাঁধিতে হয়। জ্বর, বা শরীরের অন্যান্য অংশে বেদনা বোধ হইলে, আর্ণিকা ৩x সেবন করা উচিত। আহত স্থানের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্‌কুড়ি বাহির হইলে এবং ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে, হ্যামামেলিস θ একভাগ, ছয়ভাগ

banglabooks.in

জলের সহিত মিশাইয়া আর্ণিকার ন্যায় পটি দিতে হয়। অস্থিতে আঘাত লাগিলে, রিউটা ১x। স্তন বা কোন গ্রন্থিতে আঘাত লাগিলে, কোনায়াম ৩x। পূয হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, হিপার-সালফার ৩০। পচিতে আরম্ভ হইলে আর্সেনিক ৩০ বা সিলিকা ৩০ দিতে হয়।

প্রবল উপঘাত (shock)।—প্রবল আঘাতাদি বা মানসিক উত্তেজনা জনিত জীবনী-শক্তির অবসন্ন অবস্থার নাম "প্রবল উপঘাত"। সিকাগোর অস্ত্র-চিকিৎসক Dr. Howard Crutcher বলেন যে প্রবল উপঘাতের তিনটি ঔষধ প্রধান—ক্যাম্ফার, কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস, ও ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম্। শরীর শীতল হইলে, ক্যাম্ফার; শরীর নলীবর্ণ হইলে, কার্ব্বো-ভেজ; এবং কপালে শীতল ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব উপযোগী। মিচেল সাহেব বলেন যে হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতায় ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৩x প্রয়োগে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ডাক্তার হিউজ বলেন যে উপঘাতে স্নায়বিক উপদাহিতার অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষিত হয়, তথায় ভিরেট্রাম্-অ্যাল্বাম্ অপেক্ষা মধ্যম ক্রমের আর্সেনিক অধিকতর উপযোগী।

যানাদি আরোহণে ভ্রমণকালে বমন।—গাড়ী, পাল্কী, রেল, ষ্টীমার, নৌকা প্রভৃতিতে চড়িলে কাহারও কাহারও অতি কষ্টকর বমন হইয়া থাকে; ককিউলাস ৩—২০০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কীটাদি দংশন।—ভিমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কামড়াইলে, দষ্টস্থান হইতে প্রথমে ছুরি দিয়া হুলটী বাহির করিতে হয়, পরে স্পিরিট-ক্যাম্ফার অথবা সরিষার তৈল বা কেরোসিন তৈল কিম্বা তামাক বা নস্য অথবা একটা পেঁয়াজ কাটিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে *, জেয়াদা ফুলিলে, এপিস ৬ সেবন। বিছা কামড়াইলে, ওলের আঠা বা কচুগাছের আঠা দষ্টস্থানে লাগান ব্যবস্থা। মশা ছারপোকা বা কোন বিষাক্ত কীটাদির দংশন হেতু বা বিছুটি লাগা প্রযুক্ত যদি শরীরের কোন

* ক্যালেণ্ডিউলা বা লেডাম প্রয়োগেও উপকার হয় (ডাক্তার Anshutz in the *Hom. Recorder* for Aug. 1916.)।

banglabooks.in

স্থানে বেশী ফুলিয়া উঠে ও তথায় বেদনা থাকে, তাহা হইলে আক্রান্ত স্থানে প্রথমে স্পিরিট-ক্যাম্ফার বা লেবুর রস দ্বারা ঘষা ও পরে চূণ গরম করিয়া লাগান এবং এপিস ৬ সেবন ভাল। মাছের কাঁটা ফুটিয়া যাতনা হইলে, গরম জলে সোরা বা লবণ গুলিয়া তাহাতে আহত স্থানটি ডুবাইয়া রাখিলে, উপকার দর্শে। মধুমক্ষিকার দংশন জনিত কুফলে, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড ৩x—৬ সেবনে সত্বর উপকার হয়। শরীরের কোন স্থানে শুয়াপোকা * লাগিলে, তথায় "কাণ ছিড়া" † অথবা "মধু" গাছের পাতার রস ‡ নিংড়াইয়া মাখাইয়া দিলে ভবিষ্যতে আর কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে না; অভাবে ডুমুর পাতা বা ছুরির দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তথায় চূণ লাগাইতে হইবে। মাকড়সা চাটিলে, ঘি ও লবণ মিশাইয়া লাগাইলে, উপকার হইতে পারে। ইঁদুর কামড়াইলে, লিডাম্ ৬ ভাল। সাধারণ কুকুর কামড়াইবামাত্র, দষ্ট স্থানটি গরম জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ সেই স্থান কষ্টিক দিয়া পোড়ান বা পার্ম্মাঙ্গানেট অভ-পটাস্ গুঁড়া ছিটাইয়া দেওয়া ভাল। কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি কামড়াইলে ছিঁচ্‌কে বা লোহার কোন জিনিস পোড়াইয়া ছেঁকা দেওয়া ও ষ্ট্যামোনিয়াম ৩x কয়েকবার সেবন বিধি; এবং সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত খানিকটা সারগুড় দিনে তিনবার খাওয়ান ব্যবস্থা। ক্ষিপ্ত কুকুর বা শিয়াল দংশনে, 'জলাতঙ্ক' (পৃষ্ঠা ১৭৪—১৭৫ দ্রষ্টব্য)।

* শুয়াপোকা লাগা বড় অনিষ্টজনক। শুয়া লাগিলে অনেক সময়ে সেই অঙ্গটী আওরাইয়া পচন আরম্ভ হয়; আমরা জানি শুয়া লাগিয়া একটি যুবকের আঙ্গুল একেবারে পচিয়া যায় ও অবশেষে আঙ্গুলটি কাটাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে বাধ্য হন।

† কাণছিড়া গাছের অপর নাম "ঢোলা" গাছ বা "কর্ণ স্ফোটা"। ছাতারে পাখিরা শুয়াপোকা খাইবার পর না কি এই গাছের পাতা খাইয়া থাকে।

‡ "মধু" গাছ খুব ছোট, প্রাচীরাদির উপর জন্মে; ইহার ফুলও খুব ছোট, হলদে, দেখিতে কতকটা কলিকা ফুলের মত, ছেলেরা এই ফুল চুষিয়া ইহার রস বা "মধু" পান করে। একটি চড়াই পাখী শুয়াপোকা খাইবার পরই "মধু" গাছের পাতা খাইতে থাকে—ইহা দেখিয়া আমাদের পরিচিত একটি ভদ্রলোক উক্ত পাতার রস শুয়াপোকার গায়ে ঢালিয়া দেন, উহার কাঁটাগুলি তখনি ঝরিয়া গেল।

banglabooks.in

নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ।—কাঁকর কীট বা চুল চক্ষে পড়িলে, চক্ষুর পাতা উল্টাইয়া ফেলিয়া পরিষ্কার বস্ত্রাদির অগ্রভাগ দ্বারা উহা বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে; চক্ষু যেন কোনমতে রগড়ান না হয়। চক্ষু মধ্যে চুণ কয়লা বা তামাকের ছাই পড়িলে, তৎক্ষণাৎ চক্ষে দধি ঢালিয়া বা ৩০ ফোঁটা ভিনিগার আধ আউন্স গরম জলে মিশাইয়া চক্ষু ধুইয়া ফেলিতে হয়; চুণ ধুইয়া গেলে, ক্যালেণ্ডিউলা ৺ দশ ফোঁটা (অভাবে লেবুর রস) এক ছটাক জলে মিশাইয়া চক্ষুর উপর পটি দিতে হইবে (শুধু জলে যেন চক্ষু ধোয়া না হয়, চক্ষু নষ্ট হইতে পারে)। বালি বা ধাতুকণা চক্ষে পড়িলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ লাগাইতে হয়। কাণে খড় কুটো ঢুকিলে, ঈষদুষ্ণ জলের পিচকারী দিলে উহা বাহির হইয়া যায়।

পোকা কাণে ঢুকিলে, তেল গরম করিয়া কাণে ঢালিলে পোকা মরিয়া যায়। বীচি বা অন্য কোন ছোট জিনিস নাকে বা কাণে ঢুকিলে, সতর্কতার সহিত সোয়া দ্বারা বাহির করিতে হইবে। নাক কাণ বা চক্ষু হইতে বালি প্রভৃতি বাহির হইবার পর যদি চক্ষু প্রভৃতি টাটায়, তাহা হইলে আর্ণিকা ৩ সেবন।

শ্বাসরোধ। জলে ডুবিলে, গলায় দড়ি দিলে, বিষাক্ত বাষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে **বজ্রপাত** হইলে, হঠাৎ শ্বাসরোধ হইতে পারে।

চিকিৎসা।—**জলে ডুবিয়া বা গলায় দড়ি দিয়া** শ্বাসরোধ হইলে—রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইয়া, দুই হস্ত দ্বারা তাহার কনুই দুটির উপরিভাগ দৃঢ়রূপে ধরিয়া একবার ঊর্দ্ধে ঝাঁকি দিয়া তুলিবে, আবার কনুই দুটি মুড়িয়া বুকের উপর ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিবে। প্রতি মিনিটে ১০।১৫ বার ঐরূপ করিলে, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতে পারে; তখন ওপিয়াম্ ৩০ ব্যবস্থা; ওপিয়াম্ ব্যর্থ হইলে, অ্যান্টিম্-টার্ট ৩০ বা ল্যাকেসিস্ ৩০ দিতে হয়।

বজ্রপতনে শ্বাসরোধ হইলে, বায়ু খেলিতেছে এমন স্থানে বজ্রহত ব্যক্তিকে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঠেস্ দিয়া বসাইবে ও মুখমণ্ডলে

banglabooks.in

বক্ষঃস্থলে এবং স্কন্ধদেশে শীতল জল ছিটাইয়া দিবে, ও পরে উহার মুখ সূর্য্যাভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক নূতন মাটী খুঁড়িয়া সেই মাটী দ্বারা (অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় ঠেস দেওয়ান) ঐ দেহটী মাত্র (মুখমণ্ডল বা মস্তক নহে) সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিবে। এইরূপ ভাবে রাখিলে তাঁহার চৈতন্য লাভ হইতে পারে; কিন্তু সাবধান, লোকের জনতা হেতু বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যেন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত না ঘটে; রোগীর গিলিবার শক্তি জন্মিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০ সেবন বিধি। বিদ্যুৎ-আলোকে দর্শন-শক্তির লোপ হইলে, ফস্ফোরাস্ ৩০।

পচা পায়খানা নর্দ্দমা প্রভৃতির **বিষাক্ত বাষ্প** গ্রহণে শ্বাসরোধ হইলে, রোগীকে অবিলম্বে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন পূর্ব্বক "**জলেডোবা শ্বাসরোধ-চিকিৎসা প্রণালী**" অবলম্বন করিতে হইবে; এই প্রক্রিয়ায় যদি সুফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে "**বজ্রপতনে শ্বাসরোধ-চিকিৎসা প্রণালী**" অবলম্বন করা চাই; চেতনা প্রাপ্ত হইলে, গাঢ় কাফি পান করান এবং বক্ষঃ ও মস্তকে সির্কা (vinegar) সেচন আবশ্যক।

মূর্চ্ছা বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকা।—মূর্চ্ছা যাইবা-মাত্র, পার্শস্থ লোকে ব্যস্ততা দেখাইয়া অনেক সময় বিপদ ডাকিয়া আনেন। মূর্চ্ছার কারণ যদি জানা না যায়, তাহা হইলে রোগী মূর্চ্ছিত হইবামাত্র তাঁহার গলা বুক ও পেটের কাপড় ঢিলা করিয়া দিতে হইবে এবং তখনই তাঁহাকে এমন ভাবে শোয়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে তাঁহার মস্তকটি তাঁহার পদ অপেক্ষা নিম্নদিকে থাকে (অথবা তাঁহাকে চিৎভাবে শোয়াইয়া) তাঁহার মুখ মাথা ঘাড় ও পেটের উপর ঠাণ্ডাজলের ছিটা দিতে ও তাঁহাকে বাতাস করিতে হইবে; ইহাতে উপকার না হইয়া যদি রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসে, তাহা হইলে তাঁহাকে স্পিরিট্-ক্যাম্ফার ঘ্রাণ লওয়াইতে হইবে। আর যদি মূর্চ্ছার কারণ অবধারিত হয়, তাহা হইলে পর পৃষ্ঠায় লিখিত

banglabooks.in

প্রবল মনস্তাপ হেতু মৃতবৎ পড়িয়া থাকিলে, ক্যামেমিলা ৬। দুঃখ চাপিয়া রাখা হেতু মূর্চ্ছা হইলে, ইগ্নেষিয়া ৬। প্রচণ্ড ক্রোধ হেতু মূর্চ্ছায়, অ্যাকোনাইট্ ৩। ভয় প্রযুক্ত মূর্চ্ছা হইলে, অ্যাকোনাইট্ বা ওপিয়াম ৩০। রক্তক্ষয় হেতু হইলে, চায়না ৬। প্রেম-নৈরাশ্য হেতু মনের আবেগে মৃতবৎ হইলে, ল্যাকেসিস্ ৬। অনিদ্রা জনিত মূর্চ্ছায়, কফিউলাস ৬। বেদনা হেতু মূর্চ্ছা যাইলে, অ্যাকোনাইট্ ৬, ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬, বা ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬। মদ্যপান বা উগ্র ঔষধাদি সেবন জনিত মূর্চ্ছায়, নাক্স-ভ ৩x। বহুল পারদ (mercury) ব্যবহার হেতু মূর্চ্ছায়, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। গা বমি-বমি করিয়া মূর্চ্ছা যাইলে, ইপিকাক্ ৩। মাথা ঘুরিয়া মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে, ক্যামোমিলা ৬, বা হিপার ৬। পতন হেতু মূর্চ্ছায়, আর্ণিকা ৩; কিন্তু পতনের পর রক্তস্রাব হেতু মূর্চ্ছায়, চায়না ৬। অনাহার বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে, প্রথমে বিন্দু বিন্দু গরম দুধ; পরে সাড় হইলে ঝোল প্রভৃতি ব্যবস্থা। শীত বা বরফ লাগা হেতু শরীর অসাড় হইয়া পড়িলে, রোগীকে খোলা ঠাণ্ডা জায়গায় আনিয়া খুব ঠাণ্ডা জল বা বরফ দ্বারা ঘষিতে হইবে (সাবধান, যেন আগুনের তাপ না দেওয়া হয়, গরম করিতে যাইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে)। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নমনীয় ও লাল হইলে, তাঁহাকে শুষ্ক শয্যায় শোয়াইয়া ঠাণ্ডা ফ্ল্যানেল বা পুরাতন পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ক্রমাগত ঘষিতে হইবে এবং দশ পনর মিনিট অন্তর দুই এক ফোঁটা স্পিরিট্-ক্যাম্ফার সেবন করাইতে হইবে; চৈতন্য লাভ হইলে, কার্ব্বো-ভেজ্ ৩০, আর্স ৩০ বা অ্যাকোন ৩x সেবন। মনের কোন প্রবল বৃত্তির আবেগে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া যদি মুখ রক্তহীন দেখায়, তাহা হইলে এপিস ৬ বা গ্লোনয়েন ৬ সেবন করাইতে হইবে। শিশুর ক্রিমিজনিত মূর্চ্ছায় সাইনা ২x—২০০ প্রভৃতি ঔষধ দেয় (পৃষ্ঠা ৩০৮—৩১০ দ্রষ্টব্য)।

সাবধান, মূর্চ্ছাভিঙ্গের পর বমন আরম্ভ হইলে, তাহা দমনের জন্য যেন কোন ঔষধ না দেওয়া হয়, বা রোগীর নিদ্রা আসিলে যেন ঘুম ভাঙ্গান না হয়। "স্নায়ুমণ্ডলের রোগ" সমূহ ও "মূর্চ্ছা (fainting)" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

বিষ খাওয়া।—বিষ খাইয়াছে জানিতে পারিলেই তখনি চিকিৎসক দেখান উচিত। ইতিমধ্যে, যাহাতে রোগীর বমন হইয়া পেট থেকে বিষ উঠিয়া যায় তাহা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ের মধ্যে যে কোনটি অবলম্বনে বমনোদ্রেক করান যাইতে পারে :—

(১) গলমধ্যে আঙ্গুল বা পালক দ্বারা ;

(২) এক পোয়া গরম জলে দুই চামচে লবণ (বা এক চামচে সরিষা-গুঁড়ান) মিশাইয়া, উহা পান করান ;

(৩) আঁইষ-চুবড়ি-ধোয়ান জলপান ;

(৪) ডিম্বের ভিতরকার শ্বেতাংশ উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করাইয়া ;

(৫) পাঁচ সাত গ্রেণ তুঁতে (বা ত্রিশ গ্রেণ গুঁড়া-ইপিকাক্ অথবা ত্রিশ গ্রেণ সালফেট-অভ-জিঙ্ক্) খানিকটা গরম জলে গুলিয়া পান করান।

বমন সহ বিষ উঠিয়া গেলে, ভুক্ত বিষের প্রতিবিষ কিছুদিন যাবৎ সেব্য। প্রচলিত বারটি বিষের প্রতিবিষ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিষ।		প্রতিবিষ।
অ্যাসিড্ (নাইট্রিক্ প্রভৃতি)	...	চূর্ণ চা-খড়ি গরম জল সহ।
সুরা (অ্যাল্কোহল)	...	দুগ্ধ, কাল কাফি।
সেঁকোবিষ (আর্সেনিক)	...	ইপিক্যাক্, ভিরেট্রাম্।
তুঁতে প্রভৃতি তাম্র ঘটিত ঔষধ, সিদুঁর রস-কর্পূরাদি পারদ ঘটিত ঔষধ	...	দুগ্ধ, চিনির সরবৎ, অণ্ডের শ্বেতাংশ।
তার্পিণ-তৈল (turpentine) জয়পাল-তৈল (croton oil)	...	বার্লি, অ্যারোরুট প্রভৃতি স্নিগ্ধপানীয়।
সীস (lead)	...	ওপিয়াম ১x, দুগ্ধ, অণ্ডের শ্বেতাংশ, বা সাবানের ফেনা।
আফিং	...	বেল θ, ঘন কাফি, বা জল মিশ্রিত সির্কা।
ধুতুরা	...	কাফি, সির্কা, বা লেমনেড্।
তামাক	...	ইপিক্যাক, বা সির্কা।
কর্পূর	...	কাল কফি, বা ওপিয়াম ৩x।

banglabooks.in

বিষ-মাত্রায় আহফেন।—আজকাল এ দেশে আত্ম-হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া আফিমের বিষয় স্বতন্ত্র লিখিত হইল। প্রথমে, "বিষ খাওয়া" প্রকরণে-লিখিত-প্রণালী অবলম্বনে বমন সহ পাকস্থলী হইতে বিষ উঠিয়া যাইলে, দশ ফোঁটা বেলেডোনা ৫ আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে; পরে, গাঢ় কাফি বা জল সহ সির্কা (vinegar) পান করাইতে হইবে। এতাবৎকাল রোগীকে যেন কোন ক্রমেই ঘুমাইতে না দেওয়া হয়, পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিয়া তাঁহাকে গৃহমধ্যে দৌড়াদৌড়ি করান বিধেয়। আবশ্যক হইলে, "জলে-ডুবা-শ্বাসরোধ" চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ৩৮২—৩৮৩ পৃষ্ঠায় "অহিফেন" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

গলমধ্যে মাছের কাঁটা প্রভৃতি আটকান।—মাছের তীক্ষ্ণ কাঁটা বা কাঠের চোঁচ গলার মধ্যে আটকাইলে, রুটি: ভাত কলা প্রভৃতি কঠিন জিনিস গিলিলে উহা তৎসহ নামিয়া যাইতে পারে। মাংসখণ্ড বা অন্য কোন নরম বড় জিনিস গলায় আটকাইলে, গলায় আঙ্গুল দিয়া উহা ঠেলিয়া দিলে পেটে নামিয়া যাইতে পারে; আর, খস্‌খসে বা শক্ত কোন জিনিস গলায় আটকাইলে, গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন করিলে উহা মুখ দিয়া নির্গত হইতে পারে; ক্ষুদ্র সন্না দ্বারাও বাহির করা যায়। স্থল বিশেষে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা বিধেয়।

রোগবাহী মাছি মশার উৎপাত নিবারণ।—টাট্‌কা বিশুদ্ধ পাইরেথ্রাম্-চূর্ণ (pyrethrum powder) ঘরে রাখিয়া দিলে, বা যে দুগ্ধে শতকরা পনর ভাগ ফর্মালিন্ (formalin) আছে তৎসহ ক্রেশোল্ (cresol) মিশাইয়া ঘরে ধোঁয়া দিলে, গৃহটি মক্ষিকা ও মশক শূন্য হয়। [The address of Genl. Vaillard, President of the Health Board of the French Army, to The Royal Society of Medicine in London, summarised in the *Indian Daily News*, dated Feb. 1. 1915.]

banglabooks.in

আরসুলা বা তৈলপায়িকার উপদ্রব-নিবারণ।—যে ঘরে আরসুলা উৎপাত করে সেই ঘরে খানিকটা সোহাগা-চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে, দুই তিন দিন মধ্যে নাকি সেই গৃহটি আরসুলা শূন্য হয়।

সর্পাঘাত।—সর্প দংশন করিবামাত্রই দষ্টস্থানের কিছু উপরে দড়ি বা কাপড় দিয়া শক্ত একটি তাগা বাঁধ; বাঁধন এমন হওয়া চাই যেন বন্ধনের নীচে রক্তের চলাচল না ঘটে (অর্থাৎ বন্ধনের নীচে যেন নাড়ীর গতি না অনুভূত হয়); তারপর ছুরি বা অন্য কোন তীক্ষ্ণ-অস্ত্র দ্বারা যে যে স্থানে দাঁতের দাগ বসিয়াছে, তাহার উপর দুই ইঞ্চি লম্বা আধ ইঞ্চি গভীর করিয়া চিরিয়া দুই পার্শ্ব অঙ্গুলি দ্বারা অল্প টানিয়া ফাঁক কর। ঐ স্থানে বিষ থাকিলে, তথা হইতে লাল জলের মত এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে (বেশী রক্তস্রাব হইলে, দুই পার্শ্ব ধীরে ধীরে টিপিলেই রক্ত বন্ধ হইবে)। তারপর এক গ্রেণ আন্দাজ পার্ম্যাঙ্গ্যানেট-অভ্-পটাস্ একটু জল বা থুথু দিয়া গুলিয়া দষ্টস্থানে উত্তমরূপে ঘষ; এই রকম কয়েক মিনিট ঘষিলেই সেই স্থানটি কাল হইয়া আসিবে। তারপর, দংশনের উপর ভালরূপে কাপড় জড়াইয়া একটি বাঁধন দেও; ও উপরের তাগাটী খুলিয়া ফেল। রোগীকে এমন ভাবে ঠেস দিয়া বসাইয়া রাখিতে হইবে, যেন সে ঘুমাইয়া না পড়ে। দংশনের অব্যবহিত পরই এই প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বিত হইলে, প্রাণনাশের আশঙ্কা প্রায় থাকে না। কিছু পার্ম্যাঙ্গ্যানেট-অভ্-পটাস্ গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে যেন থাকে।

নিম্নলিখিত চতুর্বিধ উপায়ও পরীক্ষণীয়:—

১। ক্ষত স্থানের উপর নূনের পুঁটুলি করিয়া সেক দিলে বা গরম জল সেচন করিলে, রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। পরিষ্কার লালবর্ণ রক্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া বন্ধ করিবে না।

২। জলপাইয়ের তৈল (olive-oil) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

banglabooks.in

৩। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজ্‌লী কাঁথি মহকুমার বঙ্গোপসাগরের অনতিদূরে বালুকাময় স্থানে একরূপ বাদাম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুপক্ক ফলের সংলগ্ন বীজের সারাংশটি সাধারণের উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং উক্ত ফলের খোসার রস রেড়ী-তৈলের ন্যায় প্রদীপে জ্বালান হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এই ফল সর্প দংশনের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে গণ্য। এই ফলের নির্য্যাস কোন সর্প-দষ্ট ব্যক্তিকে অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ সেবন করাইলে, সে না কি অনতিবিলম্বে আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

৪। কলাগাছের বা তুলসী পাতার রস সেবন।

মালবৈদ্য মতে চিকিৎসা।—বিষ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক প্রকার লালা জন্মে এবং মুখ দিয়া ফেনা উঠিতে থাকে; এই লালা শ্বাস রুদ্ধ করিলে দষ্ট-ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। লালা জন্মিলেই ন্যাকড়া বা হাত ঢুকাইয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। অল্প অল্প গরম জল পান করাইলে বা গলায় গরম জলের সেক্ দিলে অথবা গরম জলের বাষ্প মুখ দিয়া টানিতে দিলেও, উত্তাপ লাগিয়া কণ্ঠ-নালী পরিষ্কৃত হয়। ইহাতেও লালা থাকিয়া গেলে, তেল তেঁতুল ও তুঁতে বা আঁইস-জল খাওয়াইয়া বমন করাইবে। মালবৈদ্যেরা বলে রোগীকে অবস্থানুসারে তেঁতুল আমরুল বা নেবু প্রভৃতি উদ্ভিদম্ল সেবন করাইলে বিষের মারাত্মক-শক্তি নষ্ট হয়। রোগীর জীবনের আশা না থাকিলে, "জলসার" দ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা। জল অল্প গরম করিয়া রোগীকে বসাইয়া চারি পাঁচ হাত উচ্চ হইতে ৪০।৫০ কলসী জল শরীরে কম্প না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঢালিতে থাকিবে; ইহারই নাম "জলসার"। রোগীর শরীর সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলসার বন্ধ করিবে না।

রোগী যেন **ঘুমাইতে না পারে** তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

---

banglabooks.in

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীরোগ।

সূচনা।

স্ত্রীরোগ-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাঠক মহাশয় যেন স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত স্থূল কথাগুলি স্মরণ রাখেন :—

১। স্ত্রীলোকদিগের তলপেটে মূত্রাধার ও মল-ভাণ্ডের মাঝামাঝি জায়গায় "জরায়ু" (uterus) আছে ; ইহা একটি থালি থ'লে বিশেষ ; আকৃতি পেয়ারা বা নাসপাতি ফলের মত। এই জরায়ু-গহ্বর মধ্যে ভ্রূণ নয় মাসকাল বাস করে। ইহা রবারের ন্যায় বাড়িতে ও কমিতে পারে—সুতরাং গর্ভাবস্থায় ইহার ভিতর শিশু বাড়িতে থাকিলে ইহাও বড় হয়, এবং শিশু ভূমিষ্ট হইলেই সঙ্কুচিত হইয়া ইহা পূর্ব্বের আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার উপরিভাগটিকে "জরায়ুর গোড়া (fundus)" বলে ; নিম্নভাগটি অপেক্ষাকৃত সরু, ইহাকে "জরায়ুর গ্রীবা (cervix)" কহে। জরায়ুর গ্রীবায় একটি ছিদ্র আছে, তাহার নাম "জরায়ুর মুখ (os)"। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটি বক্র সুড়ঙ্গ জরায়ু-গ্রীবার চারিদিকে জুড়িয়া আছে, ইহাকে "যোনি-পথ (vagina)" বলে।

২। জরায়ুর উভয় পার্শ্বে এক-ইঞ্চি-লম্বা বাদামের আকৃতিবিশিষ্ট দুটি যন্ত্র আছে, উহাদিগকে "ডিম্বকোষ * (ovaries)" বলে ; প্রত্যেক ডিম্বকোষে সরিষার মত অতি ক্ষুদ্র দশ বিশটি "ডিম্ব (ovum)" থাকে।

৩। জরায়ুর গোড়ার দুই পাশ দিয়া বাহুর ন্যায় দুটি নল (তিন ইঞ্চি লম্বা) বিস্তারিত হইয়া জরায়ুর সহিত ডিম্বকোষদ্বয়ের সংযোগ সাধন করিয়াছে, ইহাদিগকে "ফালপ-নল (Fallopian Tubes)" বা "স্ত্রী বীর্য্যবাহী-নল" কহে (চতুর্থ চিত্র দ্রষ্টব্য)।

* ইহার অপর নাম "ডিম্বাশয়" বা "ডিম্বাধার"।

banglabooks.in

ঋতু।—স্ত্রীলোকের যৌবনকালে যখন সমস্ত জননেন্দ্রিয় পরিপুষ্ট হইতে থাকে, তখন ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব নিঃসৃত হয়। তখন ডিম্বকোষে, ফালল-নলে, ও জরায়ুর গাত্রে রক্তাধিক্য হইয়া তাহা হইতে রজঃ নিঃসরণ হয়; ইহাকেই "ঋতু" বা "স্ত্রীধর্ম্ম" বলে। ঋতু প্রায় প্রতি আটাশ দিন অন্তর ঘটে। **ঋতুকালে বা ঋতুমতি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ।** ঋতুকালে স্নান ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ।

গর্ভসঞ্চার।—স্ত্রী-বীর্য্য (ডিম্ব) যেমন ডিম্বকোষে থাকে, পুরুষের বীর্য্য "রেতঃ" (semen) সেইরূপ মুষ্ক (testes) মধ্যে থাকে। পুরুষের বীর্য্যে খুব সরু ও লম্বা এক প্রকার কীট আছে, তাহাদিগকে "শুক্রকীট (spermatazoa)" কহে। স্ত্রীলোকের "পরিপক্ক ডিম্ব" ও পুরুষের "সতেজ শুক্রকীট", এই দুইটি গর্ভসঞ্চারের উপাদান। সাধারণতঃ ঋতুর চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে গর্ভসঞ্চার হয়; কিন্তু কখন কখন ঋতুর দুই এক দিন পূর্ব্বে, এবং কখনও বা ঋতুর দশ পনর দিন পরেও গর্ভ-সঞ্চার হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গমের শেষ অবস্থায় পুরুষের মুষ্ক হইতে পুরুষাঙ্গ দ্বারা যে বীর্য্য নিঃসৃত হয়, সেই বীর্য্যস্থ শুক্রকীট স্ত্রীলোকের যোনিপথ দিয়া জরায়ুর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে ফালল-নলে যাইয়া যদি ডিম্বকোষের পরিপক্ক ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে নারী গর্ভবতী হন।

এই সংযোগে কিরূপে নব জীবের উৎপত্তি হয়, বিন্দু প্রমাণ ভ্রূণে কিরূপে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়—এই শুক্রকীট ও ডিম্ব মিলিত হইয়া **প্রকৃতির** অন্তরালে-নিহিত কোন্ মহীয়সী শক্তির "যাদুমন্ত্র" প্রভাবে অর্জ্জুন ও নেপোলিয়ন্, শঙ্করাচার্য্য ও প্লেটো, আর্য্যভট্ট ও নিউটন, কপিল ও ডার্বিন্, বা অহল্যাবাই ও কুমারী নাইটিঙ্গেল রচিত হয়—তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি নরপুঙ্গব কখন কি এই জটিল প্রশ্নের সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন না জয়দৃপ্ত বিংশ-শতাব্দীর কিশোর-বিজ্ঞান তদীয় উপাসক-বৃন্দকে কোন কালে এই রহস্য-পুর প্রবেশের অধিকার প্রদান করিবার স্পর্দ্ধা রাখে?

banglabooks.in

সর্ব্বতোমুখ বিজ্ঞান ও বিশ্ববলিনী মানবপ্রতিভা যুগপৎ এই তথ্য নির্দ্ধারণে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে জীব উৎপাদনে ব্যস্ত থাকুক, আমরা কিন্তু ইত্যবসরে নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিত্রী যুগযুগান্তব্যাপিনী নিজ-মহিমা-নিলয়ে-বিরাজিতা আদ্যাশক্তিকে দূর হইতে ভীতি বিস্ময়-পুলকপূর্ণ প্রীতি-কম্পিত-হৃদয়ে কোটি কোটি প্রণাম পুরঃসর প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি, অর্থাৎ বামাগণের রোগ ও তন্নিবারণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই *।

স্ত্রীরোগ সমূহ নিম্নলিখিত নয়টি শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকটির লক্ষণ ও চিকিৎসাদি যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—

১। আর্ত্তব-ব্যাধি।
২। জরায়ু ব্যাধি।
৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি।
৪। যোনির ব্যাধি।
৫। বন্ধ্যাত্ব।
৬। স্তনের পীড়া।
৭। মেরুদণ্ডের পীড়া।
৮। পিক-চঞ্চু-অস্থি-বেদনা।
৯। গর্ভিনী রোগ।

১। আর্ত্তব ব্যাধি

(DISORDERS OF MENSTRUATION)।

ঋতু সম্বন্ধীয় রোগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান পীড়াগুলির বিবরণ যথাক্রমে বর্ণিত হইবে :—(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব, (খ) রজোরোধ, (গ) অনিয়মিত ঋতু, (ঘ) অনুকল্প-রজঃ, (ঙ) স্বল্প-রজঃ, (চ) অতি রজঃ, (ছ) বাধক-বেদনা, (জ) শ্বেত-প্রদর, (ঝ) রজোনিবৃত্তি, (ঞ) হরিৎরোগ।

ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়ায়, ঋতুর অব্যবহিত পরই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনের মুখ্যকাল। স্থলবিশেষে, পরবর্ত্তী ঋতুর পরও ঔষধ সেবন করান আবশ্যক হইতে পারে।

---

* পরিশিষ্ট (গ)—"জীবাণু-তত্ত্ব ও জীবাগম-রহস্য" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

এস্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে প্রায় সর্ব্ববিধ আর্ত্তব-ব্যাধিতেই পাল্‌স্‌ ও সিপিয়া ফলপ্রদ। **পাল্‌স্‌** কৃষ্ণবর্ণ নায়িগণের পক্ষে, এবং **সিপিয়া** সুন্দরী রমণীদিগের পক্ষে, বিশেষরূপে উপযোগী—এইটি যেন স্মরণ থাকে।

(ক) প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব (DELAYED MENSTRUATION)।

এ দেশের সুস্থ স্ত্রীলোকদিগের সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে প্রথম রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া ৪০।৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতি মাসে নিয়মিতরূপে রজঃস্রাব হইতে থাকে। কোন কোন বালিকার যৌবনকাল উপস্থিত হইলেও রজঃস্রাবে বিলম্ব হয়; বা প্রথমে একবার মাত্র স্রাব হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, দীর্ঘকাল কোন পীড়ায় ভুগিয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তস্বল্পতা বশতঃ, এবং যোনি-মুখের আবরক-ঝিল্লী ছিন্ন না হওয়াতে, প্রথম রজোদর্শনে বিলম্ব ঘটে।

লক্ষণ:—মাথাভার ও ব্যথা, নাক দিয়া (সময়ে সময়ে মলদ্বার দিয়া) রক্তপড়া, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কোমরে ও উরুদেশে ভারবোধ ও তলপেটে বেদনা।

চিকিৎসা:—

পাল্‌সেটিলা ৩x—৩০।—উদরে ও পৃষ্ঠে বেদনা, মাথাব্যথা, অরুচি, সর্ব্বদাই শীতানুভব, আলস্য, বমনেচ্ছা, বুক ধড়ফড় করা, রক্ত-হীনতা। উল্লিখিত লক্ষণসহ শ্বেত-প্রদর থাকিলে, **সিপিয়া ৬**।

অ্যাকোনাইট ৩x।—একবার রজঃস্রাব হইয়া হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা ভয়জনিত ঋতু বন্ধ হইলে।

ব্রায়োনিয়া ৩—৩০।—রজঃস্রাবের পরিবর্ত্তে নাক বা মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া; শুষ্ক কাসি, বক্ষঃস্থলে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা।

banglabooks.in

সিনিসিও θ।—প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব, অথবা প্রথম দুই একবার ঋতু হইয়া বন্ধ হওয়া; কষ্টকর অল্প পরিমাণ ঋতু; অনিয়মিত ঋতু।

ভিরেট্রাম ৩।—স্নায়বিক মাথাধরা; দুর্ব্বলতা সহ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া; বমন বা বমনেচ্ছা; তরল-ভেদ; মুখ বিবর্ণ; হাত পা নাক ঠাণ্ডা হওয়া লক্ষণে।

নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ।—(শীর্ণকায় রক্তহীনা রোগিণীর পক্ষে) শীতবোধ, পা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

সালফার ৩০।—কোমরে বেদনা, মাথা দপ্ দপ্ করা বা শিরোঘূর্ণন, অজীর্ণতা, অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্য; খিট্‌খিটে মেজাজ বা মৌনভাব।

সিমিসিফিউগা ৬x।—ডিম্বকোষের স্নায়ুশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ রজোলোপ। শিরঃপীড়া, নিদ্রাহীনতা, বাম অঙ্গে (বিশেষতঃ বাম স্তনে) বেদনা।

ধাতুদোষ হেতু রজোরোধে—সালফার ৩০, ক্যাল্ক ৬, লাইকো ১২, সিপিয়া ৩০। যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়-রোগ হেতু—ব্যাসিলিনাম ২০০, ক্যাল্ক-ফস্ ১২x চূর্ণ, আয়ড ৬। দুর্ব্বলতা বা রক্তাল্পতা হেতু—নেট্রাম-মিউর ৩০, চায়না ৬, ফেরাম ৬। অজীর্ণতা হেতু—সালফার ৩০, নাক্স ৬, পাল্‌স্ ৬, লাইকো ১২। "রজোরোধ" "অনিয়মিত ঋতু" "অনুকল্প-রজঃ" "স্বল্প-রজঃ" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

(খ) রজোরোধ

(AMENORRHŒA)।

রজঃস্রাব আরম্ভ হইয়া আবার কখন বন্ধ হইয়া যায়। আলস্য-পরায়ণতা, রক্তস্বল্পতা, সঙ্গমদোষ, ঋতুর সময়ে অধিক পরিমাণে বরফ খাওয়া, ঠাণ্ডা লাগান, জলে ভেজা, পর্য্যটন, হঠাৎ শোক ক্রোধ দুঃখ বা ভয় প্রভৃতি কারণে, রজোরোধ হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—মস্তকে রক্ত-সঞ্চার জনিত মাথাঘোরা, চক্ষে আঁধার দেখা ও চক্ষুকোটরে বেদনা, গর্ভাশয়ে ও ডিম্বাশয়ে তীব্র বেদনা, প্রলাপ লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। নাক দিয়া রক্ত পড়া, মাথাঘোরা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শুষ্ক কাসি এবং পাকস্থলীতে বেদনায়, ব্রায়োনিয়া ৬। তলপেটে তীব্র বেদনা (পরিশ্রমে বৃদ্ধি), বিমর্ষ-চিত্ততা, নির্জ্জনপ্রিয়তা লক্ষণে, সিপিয়া ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া রজোরোধে, অ্যাকোনাইট ৬; উপকার না হইলে, পালসেটিলা ৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ ২৮ দিন পর) ঋতু না দেখা দিলে, সালফার ৩০। মানসিক ক্লেশ জনিত পীড়ায়, ইগ্নেষিয়া ৬। জল ঘাঁটিয়া বা রক্তস্বল্পতা হেতু রজোরোধ হইলে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০ বা নেট্রাম-মিউর ৩০। রক্তস্বল্পতা ও উদরাময় সহ রজোরোধ থাকিলে, ফেরাম্ ৬। ঋতু বন্ধ হইয়া যদি রোগিণী-পেট বেদনায় ছট্‌ফট্ করেন—জেলসিমিয়াম ৬, ক্যামোমিলা ৩, বা ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ২x—১২x বিচূর্ণ গরম জল সহ সেবন। সাইক্লামেন ৬, আর্স ৬, নেট্রাম-মিউর ৩০, হেলোনিয়াস্ ১x, বেল ৩ প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। "রক্তস্বল্পতা" বা যক্ষ্মাকাসাদি হেতু রজঃ বন্ধ হইলে, তত্তৎ পীড়া দ্রষ্টব্য। গরম জলে বা গরম চোনায় ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া কোমরে সেক দিলেও উপকার দর্শে। "প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব" দ্রষ্টব্য।

(গ) অনিয়মিত ঋতু
(IRREGULAR MENSTRUATION)।

ঋতুর নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ২৮ দিনে জরায়ু দ্বার দিয়া ঈষৎ কৃষ্ণাভ লালবর্ণের পাতলা স্রাব হয়; তিন হইতে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত স্রাব থাকে; স্রাবের পরিমাণ এক হইতে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত। উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে, চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। অনিয়মিত রজঃস্রাবের লক্ষণ:—২।৩ মাস রজঃস্রাব হইয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়া; কখন কখন ৪।৫ মাস রজঃ বন্ধ থাকিয়া সহসা অধিক পরিমাণে স্রাব হওয়া; কাহারও ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত অল্প অল্প স্রাব হওয়া।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—কোনায়াম ১—৩০ এ রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাল্‌সেটিলা ৬ বা চায়না ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ যথেষ্ট উপকার পাইয়াছেন, বলেন। "রজোরোধ" "স্বল্প-রজঃ" ও "অতিরজঃ" চিকিৎসার ঔষধাবলি, লক্ষণানুসারে এই পীড়াতেও সেব্য।

(ঘ) অনুকল্প-রজঃ

(VICARIOUS MENSTRUATION)।

রজোলোপ (বা অল্প রজঃস্রাব) বশতঃ নাসিকা, ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয়। শ্লেষ্মা সহ রক্ত উঠিলে উহা ফুস-ফুস্ হইতে এবং কেবল রক্ত উঠিলে উহা পাকস্থলী হইতে নির্গত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা:—নাসিকা গুহ্যদ্বার বা শরীরের অপর যে কোন দ্বার দিয়া রক্তস্রাব, রক্তবমন, পেট টাটানি, বুকে ব্যথা, কাসি (শ্বেত-প্রদর থাকুক বা না থাকুক) লক্ষণে, হ্যামামেলিস ১। নাক দিয়া রক্ত পড়িলে, ফেরাম-ফস্ বা ব্রায়োনিয়া ৬। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে, ইপিকাক ৬। কাসিতে কাসিতে রক্তস্রাব দুর্ব্বলতা, মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা লক্ষণসহ যক্ষ্মারোগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সিনিষিও ৩x। নাসিকা ও কর্ণ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া, স্তনে বেদনা, গা গরম বোধ লক্ষণে, পাল্‌সেটিলা ৬। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বা রক্তস্বল্পতা সহ রক্তোৎক্ষেপ লক্ষণে, ফেরাম ৬। মলদ্বার হইতে রক্তস্রাবে, কলিন্সোনিয়া ১।

(ঙ) স্বল্প-রজঃ

(SCANTY MENSTRUATION)।

বিবিধ রোগে ভুগিয়া রক্তস্বল্পতা বশতঃ স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, মূল পীড়ার চিকিৎসা করিতে হয়। জরায়ু-দোষে স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধগুলির প্রয়োগ হয়:—

banglabooks.in

চিকিৎসা।—ক্লান্তি, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, পাণ্ডুবর্ণ ত্বক্, শীতল বাতাস অসহ্য, বমন, শিরঃপীড়া ও রক্তস্বল্পতায়, সিপিয়া ৩০ (ক্ষীণাঙ্গী বায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে উপযোগী)। সামান্য পরিমাণে জলবৎ স্রাব, সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ, শীতবোধ, রজঃস্রাবের পূর্ব্বে ও সেই সময়ে কোমরে বেদনায়, পাল্‌সেটিলা ৬। আহারের ও বায়ু-সেবনের অভাব বশতঃ অথবা কোন প্রকার ক্ষয়কর-রোগ হেতু স্বল্প রজঃস্রাব হইলে, ফেরাম ৬। যথাসময়ে ঋতু না হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, সর্ব্বাঙ্গে চুলকানি, তাপের ঝলক বা থেকে থেকে শরীরে গরম বোধ লক্ষণে, সালফার ৩০। অনেক দেরিতে ঋতু হওয়া এবং ঋতুর পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয় চুলকাইলে, গ্র্যাফাইটিজ্ ৬। কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অল্প রক্তস্রাব, রোগিণীর বর্ণ মেটে রং হইলে, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ। বেশী দেরিতে, অত্যল্প, কালবর্ণ ঋতু, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা ও সেই সঙ্গে গাত্রে ঘর্ম্ম থাকিলে, ফস্ফোরাস্ ৬। প্লাটিনা ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৬, বা সালফার ৬, সময়ে সময়ে প্রয়োগ করা হয়। "প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব" দ্রষ্টব্য। লঘু বলকারক পথ্য বিধেয়।

(চ) অতিরজঃ

(MENORRHAGIA)।

(১) মাসিক ঋতুকালে বহুল পরিমাণে রজঃ নিঃসরণ হইলে, বা (২) ঋতুস্রাব নির্দ্দিষ্ট কয়েক দিন অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, অথবা (৩) চারি সপ্তাহ কাল মধ্যে দুই বা ততোধিক বার ঋতুস্রাব হইতে থাকিলে, উহাকে "অতিরজঃ" বা "রক্তভাঙ্গা" বলে। সুতরাং ইহা নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে হইতে পারে, এবং অল্প বা অধিক দিন থাকিতে পারে। রজোনিবৃত্তি কালে কোন কোন রমণীর অতিরজঃ হইয়া থাকে। নানা কারণে রজস্রাধিক্য হয়; তন্মধ্যে জরায়ুর যান্ত্রিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন, জরায়ুর ক্রিয়া দূষিত হওয়া, জরায়ু-গ্রীবায় কিম্বা

banglabooks.in

ডিম্বকোষে রক্ত-সঞ্চয় প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হইতে পারে। অতিরিক্ত সঙ্গম, অধিক মাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, উৎকট মানসিক চিন্তা, অথবা পুনঃ পুনঃ গর্ভ-সঞ্চার হওয়াও এই পীড়ার কারণ মধ্যে গণ্য। অলসভাব, গা ভাঙ্গা, হাই উঠা, গা মাটিমাটি করা, মাথাভার ও বেদনা, পৃষ্ঠে ও কোমরে বেদনা, অরুচি, পায়ের পাতা ঠাণ্ডা ও শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ, এই পীড়ায় দেখা যায়। অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তক্ষয় জন্য—মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু কোটরাবিষ্ট, হস্ত পদ শীতল, কর্ণে তালা লাগা, দৃষ্টি ও নাড়ী ক্ষীণ, এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।—শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হওয়া, প্রচুর পরিমাণে স্রাব ও তৎসহ পেটে বেদনা ও বমনেচ্ছায়, বোর‍্যাক্স ৬। রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত স্রাব, ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব ৬। জ্বালাকর-প্রদর সহ পুরাতন রোগে, আর্স ৩—২০০। শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং গর্ভাশয়ের ক্রিয়াবিকারজনিত অধিককাল স্থায়ী প্রচুর রজঃস্রাবে, আর্সেনিক ৬। (রজোনিবৃত্তিকালে, গর্ভাবস্থায় ও প্রসবান্তে)—পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে, পালসেটিলা ৬। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ, ক্ষীণদৃষ্টি, ডিম্বাশয়ে বেদনা, লালবর্ণের রজসাধিক্যে, স্যাবাইনা ৬ (স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে স্যাবাইনা বিশেষ উপযোগী)। সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে বেদনাশূন্য পাতলা রজঃস্রাব, কখন কাল বর্ণের কখন বা থান থান কখন বা দুর্গন্ধময় রক্তস্রাব; সামান্য নড়াচড়ায় স্রাবের বৃদ্ধি; সর্ব্বাঙ্গ শীতল কিন্তু ভিতরে উত্তাপ, জরায়ু-মুখে পিপীলিকাচারণবৎ সুড়-সুড়ী; উদরে বেদনা ও যোনির দিকে চাপ সহকারে কাল কাল চাপচাপ আল্‌কাতরার ন্যায় স্রাব হইলে, ক্রোকাস-স্যাটাইভা ৩ (বিরাম-কালে চায়না ৬ এবং পীড়িত অবস্থায় ক্রোকাস প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়)। গাঢ় আল্‌কাতরার ন্যায় প্রচুর পরিমাণে (থান থান নহে) স্রাব, কুঁচ্‌কীতে ও যোনিতে বেদনা, মনে হয় যেন পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী টানিয়া যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, সঙ্গম-প্রবৃত্তির আধিক্য, জরায়ুতে প্রদাহ এবং সর্ব্বদা রক্তাবেশ লক্ষণে, প্ল্যাটিনা ৬; কেহ কেহ বলেন (ইহার সহিত ক্রোকাস পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে উপকার

banglabooks.in

পাওয়া যায়, বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায় এই দুটি ঔষধই উপযোগী)। ঋতুর পূর্ব্বে প্রসব-বেদনার ন্যায় তীব্র বেদনা সহ কঠিন দানাযুক্ত রক্তস্রাব, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা লক্ষণে, ক্যামোমিলা ১২। বেদনাশূন্য প্রচুর পরিমাণে পাতলা, কখন বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের রজঃস্রাব ; রজঃস্রাব জনিত দৌর্ব্বল্য ; কাণ ভোঁ-ভোঁ করা ; জরায়ুর মুখে জ্বালা ; প্রতি তৃতীয় দিনে পীড়ার বৃদ্ধি লক্ষণে, চায়না ৬। নাভিপ্রদেশে বেদনা এবং সেই বেদনা জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়া, অবিরত বমনেচ্ছা ; মাথাঘোরা, মাথাব্যথা ; মুখ-মণ্ডল ফ্যাঁকাসে ও শীতল ; উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হইলে, ইপিকাক্ ৬ (উল্লিখিত লক্ষণে প্রসবান্তিক আকস্মিক রজঃস্রাবেও ইহা উপকারী)। মূত্রনালীতে ও গুহ্যদ্বারে প্রদাহ ; থাকিয়া থাকিয়া প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব (বিশেষতঃ গর্ভস্রাবের পর) হইলে, ইরিজিরণ ৩x। আঘাতপ্রাপ্তি হেতু জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হইলে, আর্ণিকা ৩x বা হ্যামামেলিস ৩x উপকারী। নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে যোনিদ্বারে চুলকানি ও জ্বালাসহ শ্বেত-প্রদরগ্রস্তা রোগিণীদিগের প্রচুর রক্তস্রাবে, ও বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ (বিশেষতঃ স্থূলাঙ্গীদিগের পক্ষে)। ধমনী হইতে চাপ চাপ ঘোর লাল রক্তস্রাব হইলে ; জানুদেশে বেদনা থাকিলে (বিশেষতঃ রক্তস্রাব-প্রবণ রোগিণীর পক্ষে), ট্রিলিয়াম ৬। বিষম রক্তস্রাবে (রোগ কিছুতেই বাগ মানে না), দারুচিনি-তৈল (oil of cinnamon) পাঁচ ফোঁটা এক ড্রাম দুগ্ধ সহ প্রতিমাত্রায় সেব্য। ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, অ্যালো ৩x, ফেরাম ৬, থ্যাল্পি ৩ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা), সিকেলি ৬, বেল ৩, নাইট্রিক্-অ্যাসিড্ ৩—৬, অ্যাম্ব্রা ৩, হেলোনিয়াস্ ১, আষ্টিলেগো ৩, হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩, এবং অশ্বত্থের রস (Ficus eligiosa) ১x, প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

বিরামকালের চিকিৎসা।—অত্যন্ত রজঃস্রাব বশতঃ রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলে, পালসেটিলা, ফেরাম, চায়না বা আর্সেনিক। রক্তসঞ্চালনের বৈকল্য এবং জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট। বাত হইলে, সিমিসিফিউগা। উদরাময় স্বরভঙ্গ ও কাসি বা যক্ষ্মার পূর্ব্ব

banglabooks.in

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব। মানসিক উত্তেজনা, মৈথুন প্রবৃত্তির আধিক্যে, ফস্ফোরাস। মাঝে মাঝে প্রচুর রজঃ নিঃসরণ অথচ দুর্ব্বলতা ভিন্ন রোগিণী অন্য কোনরূপ শরীরের বৈলক্ষণ্য অনুভব না করিলে, ট্রিলিয়াম্। এই সমস্ত ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

সাধারণ নিয়ম।—অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ। যদি কোন দৌর্ব্বল্যকর পীড়া বা ধাতুগত কোন দোষ না থাকে এবং রোগিণী সবল থাকেন, তাহা হইলে গরম জলের টবে রোগিণীর কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ১০।১৫ মিনিট রাখিবার পর গরম কাপড় দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিলে উপকার হয়। হমোমেলিস θ, দশগুণ পরিষ্কার জলসহ মিশাইয়া তাহাতে সরু ন্যাকড়া বা স্পাঞ্জ ভিজাইয়া যোনিমধ্যে দিলে সময়ে সময়ে উপকার দর্শে।

"জরায়ু-রজঃস্রাব" দ্রষ্টব্য।

(ছ) বাধক-বেদনা
(DYSMENORRHŒA)।

রজঃস্রাবের বৈলক্ষণ্য বশতঃ তলপেটে ও কোমরে এক প্রকার কষ্টকর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহাকে "বাধক-বেদনা" (কষ্টরজঃ, রজঃকৃচ্ছ্রতা বা ঋতু-শূল) বলে। বাম ডিম্বাশয়ে অতিশয় বেদনা সহ স্বল্প রজঃস্রাব; (ঋতুকালে) তলপেটে, মেরুদণ্ডে, কোমরে বা সর্ব্বাঙ্গে অতিশয় বেদনা; দুর্ব্বলতা, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, আলস্য, অগ্নিমান্দ্য বমনেচ্ছা বা বমন প্রভৃতি লক্ষণ বাধক-বেদনাতে বর্ত্তমান থাকে। অতি মৈথুন, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, রক্তসঞ্চয় জনিত জরায়ু-প্রদাহ, এবং শ্বেত-প্রদর প্রভৃতি কারণে, এই পীড়া হয়। যে সকল স্ত্রীলোকের বাত বা হিষ্টিরিয়া অথবা স্নায়ুশূল আছে, তাঁহাদের প্রায়ই কষ্টকর ঋতু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—

সিমিসিফিউগা ৬ :—ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃপীড়া; (ঋতুকালে) প্রসব-বেদনার ন্যায় উদরে বেদনা, তলপেটে কুঁচ্‌কিতে পৃষ্ঠে ও পাকস্থলীর

banglabooks.in

ঊর্দ্ধে তীব্র বেদনা, মলিন বর্ণের অল্প রজঃস্রাব বা থান থান অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব হওয়া লক্ষণে।

পাল্‌সেটিলা ৩—৩০।—কোমরে তলপেটে ও পৃষ্ঠে কর্ত্তনবৎ বা ছিন্নবৎ তীব্র বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মাথাঘোরা, শীতবোধ, ঋতুকালে উদরাময়; অল্প রজঃস্রাব এবং কখন কখন অল্প পরিমাণে চাপ চাপ রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শান্তস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনায় ইহা উত্তম ঔষধ।

বেলেডোনা ৬, ৩০।—(জরায়ুতে ও ডিম্বাশয়ে রক্তসঞ্চয় জনিত বাধক-বেদনায়) বস্তি-গহ্বরে অতিশয় বেদনা; বেদনার সময় মনে হয় যেন পশ্চাদ্দিক্ হইতে উদরের নাড়ী-ভুঁড়ি সজোরে ঠেলিয়া যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে; রজঃস্রাবের একদিন পূর্ব্ব হইতে বেদনার উদ্রেক; ঋতুর সময় মলত্যাগকালে অতিশয় কষ্ট; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা; চক্ষু ও মুখ লালবর্ণ এবং রগ দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রক্তপ্রধানা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জেলসিমিয়াম ৩x।—জরায়ুতে রক্তসঞ্চয় জনিত আক্ষেপ, যোনিদ্বারে ও উরুতে খিলধরার ন্যায় বেদনা; প্রথমে উদরে বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমে কোমরের ও পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধাংশে এবং ঘাড়ে আক্ষেপিক বেদনা; সময়ে সময়ে বেদনার উপশম হইলে রোগিণীর তন্দ্রাবেশ ও অলসতা। জ্বর থাকিলে ইহা আরও উপযোগী। (কাহার কাহারও মতে ইহার সহিত কালোফাইলম ১x পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়)।

ক্যাম্মোমিলা ৬—১২।—মলিন বা কৃষ্ণবর্ণের চাপ চাপ রক্তস্রাব; প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; ঘন ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; উদরে বেদনা; কোমর হইতে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা (বায়ু ও পিত্ত প্রধানা উগ্রপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের বাধক-বেদনার উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

কক্কিউলাস ৬।—পেট কামড়ানির ন্যায় পেটে বেদনা বোধ; বক্ষঃস্থলে চাপবোধ ও শ্বাসকষ্ট; অতি অল্প মাত্রায় কালরক্ত নিঃসরণ বা

banglabooks.in

শ্বেত-প্রদর। অতিশয় শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন; পেটফাঁপা; সময়ে সময়ে মূর্চ্ছা এবং বমনেচ্ছা।

জ্যাম্বোক্সাইলাম ১x—৩x।—ককিউলাস প্রভৃতি ঔষধে আংশিক উপকার হইলে বা কোন উপকার না হইলে—বিশেষতঃ তলপেট হইতে কুঁচকি পর্য্যন্ত তীব্র বেদনা ও তৎসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে। **বাধকের** ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, শতকরা আশী জন রোগিণীর ইহাতে উপকার হয়।

কলোফাইলাম ১x।—সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, তলপেটের বেদনা শরীরের অপরাংশেও ছড়াইয়া পড়ে; স্রাব ও প্রদর প্রচুর পরিমাণে স্রাব হওয়া লক্ষণে।

কলিসেসানিয়া ১x—৩।—স্রাব সহ খণ্ড খণ্ড ঝিল্লীবৎ পদার্থ নিঃসরণ এবং তৎসহ দারুণ বেদনা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

হেলোনিয়াস ৩x।—জরায়ুতে অতিশয় বেদনা; জানুতে ও পৃষ্ঠে অবিরাম বেদনা; কাল সূতার ন্যায় স্রাব।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।—অসময়ে সামান্য পরিমাণে রজঃস্রাব; শীতবোধ; অগ্নিমান্দ্য; প্রাতঃকালে বমন বা বমনেচ্ছা।

সিকেলি-কর্ণ ৬।—(নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে) দানা দানা, মলিন ও দুর্গন্ধ স্রাব; তলপেটে অতিশয় বেদনা (মনে হয় যেন পেটের সমস্ত পদার্থ যোনিদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে); সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ হস্ত ও পদে) শীতল ঘর্ম্ম; ক্ষীণ-নাড়ী; মূত্রাশয়ে ও মলাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা; স্রাব নিঃসৃত না হওয়ায়, তীব্র বেদনা ও দুর্ব্বলতা অনুভূত হওয়া লক্ষণে।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৩x—৬x চূর্ণ।—(উষ্ণ জল সহ দশ মিনিট অন্তর সেব্য) পাকস্থলী ও জরায়ুতে আক্ষেপজনক বেদনা। বেদনা নিবারণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এপিস ৬।—ডিম্বকোষে হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনায় রোগিণী ছট্-ফট্ করেন; প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা।

banglabooks.in

ভাইবার্ণাম-অপিউলাস্ ৩x।—ঋতুকালে বেদনা সহসা আরম্ভ হইয়া আট দশ ঘণ্টা কাল স্থিতি; জরায়ুতে তীব্র বেদনা, পরে সমস্ত পেটে বেদনার বিস্তৃতি। আক্ষেপযুক্ত বাধক।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি (ষষ্ঠ শক্তিতে) সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়:—ক্রোকাস, মস্কাস, লিলিয়াম, প্ল্যাটিনা, ব্রায়োনিয়া, কিউপ্রাম, কোনায়াম, হ্যামামেলিস ৩x, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, ফস্ফোরাস, ফাইটোল্যাক্কা, স্যাবাইনা, সিকেলি, সিপিয়া, সিনিষিও, সালফার ৩০, গ্র্যাফাইটিজ, ফেরাম, অ্যাকোনাইট ৩০, সিমিসিফিউগা ৩, ক্যাক্টাস্ ৩, ক্যামোমিলা, বোর‍্যাক্স্।

নিয়ম।—অল্প রজঃস্রাব বশতঃ উদরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, গরম জলের বা গরম চোনার সেক দিলে উপকার হইতে পারে। তাড়িৎ (Electricity) প্রয়োগেও বেদনা আশু নিবারিত হয়।

যদি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুবিধা না ঘটে ও রোগিণী যন্ত্রণায় অধীরা হন, তাহা হইলে ওলট কম্বলের শিকড় (ওজনে চারি আনা) ছয়টা গোলমরিচ ও একটা পানের বোঁটা সহ বাটিয়া জল দিয়া (ঋতুকালের তিন দিন) প্রাতঃকালে সেবন বিধি; এইরূপ দুই তিন ঋতুসময়ে খাইলে, বাধক নিঃশেষে আরাম হইতে পারে। "জরায়ুর পীড়াচয়" ও "ডিম্বকোষের ব্যাধিচয়" দ্রষ্টব্য।

(জ) শ্বেত-প্রদর (LEUCORRHŒA)।

জরায়ুর আবরক-ঝিল্লী হইতে, জরায়ুর অভ্যন্তর হইতে, এবং জরায়ুর মুখ হইতে, বিবিধ বর্ণের (শ্বেত, নীল, পীত, দুগ্ধবৎ, মাংস-ধোয়া-জল বা কাল আলকাতরার ন্যায়) স্রাব নিঃসৃত হয়, ইহাকেই "**প্রদর**" কহে। সচরাচর স্রাব শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে, সেই জন্যই সাধারণতঃ ইহাকে "**শ্বেত-প্রদর**" বলে। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা অল্প বয়স্কা বালিকাদেরও সময়ে সময়ে এই পীড়া হইতে দেখা যায়। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না হইলে, ক্রমে জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে পূয়ের ন্যায় স্রাব নিঃসৃত হয়;

banglabooks.in

এবং সেই কারণে যোনির অভ্যন্তরে ও মুখে ক্ষত উৎপন্ন হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, মাথাধরা, পেটকাঁপা, পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত, এবং মুখমণ্ডলের রক্তহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান থাকে।

ঠাণ্ডা লাগা, ক্রিমি, অপরিষ্কার থাকা, উত্তেজক দ্রব্য পান আহার, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম, মধ্যে মধ্যে অতিশয় রক্তস্রাব, জরায়ু মধ্যে কোন উত্তেজক পদার্থ থাকা, কর্কটিকা হইয়া যোনিতে প্রদাহ, পুনঃপুনঃ গর্ভপাত প্রভৃতি কারণে, শ্বেত-প্রদর হয়। শ্লেষ্মাপ্রধানা বা গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ২০০।—(দুগ্ধবৎ প্রদর) জরায়ুতে জ্বালা, চুলকানি ও বেদনা। **বালিকা-দিগের** ও গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্তা স্ত্রীলোকদিগের প্রদরে ইহা উপকারী।

পাল্‌সেটিলা ৬। সকল প্রকার প্রদরেই ইহা উপকারী। শাদা বর্ণের ঘন স্রাব; ঋতুর পরে এই স্রাবের বৃদ্ধি (ইহাতে বেদনা কখন থাকে, কখন বা থাকে না)।

সিপিয়া।—প্রসব-বেদনায় ন্যায় বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধতা, ঈষৎ সবুজ বর্ণের দুর্গন্ধ স্রাব, বা দুর্গন্ধময় জলবৎ স্রাব নিঃসরণ (স্ত্রীপাঙ্গী ও বায়ু-প্রধানা স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী)।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬।—বিবিধ পীড়ায় ভুগিয়া বা উপদংশ পীড়ার পরে (বা অতিমাত্রায় পারদ সেবনের পর) শ্বেত-প্রদর হইলে, এই ঔষধ উপকারী। প্রথমে ধোঁয়াটে অথচ গাঢ় স্রাব হইয়া, পাঁচ ছয় দিন পরে পাতলা জলবৎ বা মাংসধোয়া জলের ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব হইলে।

ক্রিয়োজোট ৬।—ঋতুর চারি পাঁচ দিন পরে হরিদ্রাবর্ণের কাঁচা শস্তের গন্ধবিশিষ্ট স্রাব; জরায়ুর বাহিরে স্ফীতি; হুলফুটানবৎ জ্বালা ও চুলকানি; উরুতে স্রাব লাগিয়া ক্ষত এবং পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

বোভিষ্টা ১২।—ডিম্বের শ্বেতাংশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পুরাতন শ্বেত-প্রদর ও সেই সঙ্গে রোগিণী নিজ মস্তকটি বৃহৎ অনুভব করেন।

বোর‍্যাক্স ৬।—অণ্ডলালাবৎ প্রদর; অস্বাভাবিক উত্তপ্ত প্রদর।

banglabooks.in

গ্র্যাফাইটিজ ৩০, ২০০।—ফ্যাকাসে, পাতলা, প্রচুর শ্বেত-প্রদর, জ্বালাকর প্রস্রাব, পৃষ্ঠদেশে অতিশয় দুর্ব্বলতা অনুভব।

অ্যালিউমিনা ৩০।—কোনও ঔষধে আশানুরূপ ফল না পাইলে, ইহা ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাল্‌ফার ৩০।—পুরাতন শ্বেত-প্রদরে বহুদিন ভুগিলে দুই এক মাত্রা সাল্‌ফারে উপকার হয়।

শ্বেত বা হরিৎ বর্ণের স্রাব হইলে—মার্ক-সল, সিপিয়া, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চায়না, ও নেট্রাম-মিউর। জলবৎ পাতলা স্রাবে—স্যাবাইনা, ফেরাম, ও পাল্‌স্। তীব্র ও জ্বালাকর স্রাবে—অ্যাসিড-নাইট্রিক, পাল্‌সেটিলা, ক্রিয়োজোট, ও আর্সেনিক। গরম স্রাবে—গ্র্যাফাইটিজ ৩x বা হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩x। দুগ্ধবৎ স্রাবে—সিলিকা, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব, পাল্‌সেটিলা, লাইকোপোডিয়াম, ও ফেরাম। রক্তসংযুক্ত স্রাবে—ক্রিয়োজোট, লাইকো-পোডিয়াম ও চায়না। সবুজবর্ণ স্রাবে—কার্ব্বো-ভেজ, সালফার ৩০, মার্ক, ক্রিয়ো। হরিদ্রাবর্ণ স্রাবে—কেলি-বাই। স্রাবে দুর্গন্ধ—কার্ব্বো-ভেজ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, সিপিয়া, পাল্‌স্। গাঢ় স্রাবে—সিপিয়া, মেজেরিয়াম, জিঙ্কাম। কেবল রাত্রিকালে স্রাব হইলে, অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩ বা কষ্টিকাম্ ৩০। কেবল দিবাভাগে স্রাব হইলে, অ্যালিউমিনা। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগমাত্র স্রাব হইলে, কার্ব্বো-ভেজ। এই সকল ঔষধ ষষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহৃত হয়। মাঝে মাঝে ঔষধ সেবন যেন বন্ধ থাকে।

নিয়ম।—প্রত্যহ স্নান, জননেন্দ্রিয় দিনে তিন চারিবার ধৌত করা, ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বিধি। পিচকারী (female syringe) দ্বারা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিলে যোনি মধ্যে দুর্গন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যেন পিচকারী ব্যবহার না করা হয়। নাটক-নভেল পাঠ, কুসংসর্গ, গুরুপাক দ্রব্য আহার, ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ। লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

---

banglabooks.in

(ঝ) রজোনিবৃত্তি (MENOPAUSE)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদিগের ঋতু প্রায় ৩০।৩২ বৎসর স্থায়ী হয় (অর্থাৎ যদি চৌদ্দ বৎসর বয়সে কোন নারীর ঋতু আরম্ভ হয়, তাহা হইলে প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার ঋতু বন্ধ হইবে)। সাধারণতঃ ৪০ বৎসর বয়সে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে রক্ত-সঞ্চয় অল্প হইয়া আসে, ও ৪৫।৫০ বৎসর বয়সে সুস্থকায় স্ত্রীলোকদিগের ঋতু এককালে চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। তখন জরায়ুর আকার ছোট হয়, যোনিদেশ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে সহজে ঋতু বন্ধ হইলে, কোন ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সহজে ঐরূপ অবস্থা না ঘটিয়া যদি স্নায়ুর উগ্রতা (যথা দেহে **তাপের ঝলক** বা পুনঃ পুনঃ গরম বোধ, শিরঃপীড়া, হৃৎস্পন্দন, হিষ্টিরিয়া), বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদর মধ্যে বায়ু-সঞ্চয়, অধিক মাত্রায় ঘর্ম্ম বা প্রচুর প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রজোনিবৃত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন কোন স্ত্রীলোক বেশ সুস্থ ও সবলকায় হন।

চিকিৎসা :—

ল্যাকেসিস্ ৬।—(এই পীড়ার প্রধান ঔষধ) থেকে থেকে তাপের ঝলক বা গরম বোধ, ঘর্ম্ম, মাথায় জ্বালা, নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x বা **অ্যাম্বিল-নাইট্রেট্** ৩।—(স্নায়বিক লক্ষণে) যদি ল্যাকেসিস্ ব্যর্থ হয়।

অধিক ঘর্ম্ম বা লালা নিঃসৃত হইলে, **জ্যাবোরেণ্ডি** ৯x; শিরঃপীড়া প্রাবল্যে, **গ্লোনোইন** ৩; মাথার চাঁদীতে বেশী জ্বালাবোধ থাকিলে, **চায়না** ৬ বা **ফেরাম** ৬; পাকস্থলীতে খালি বোধ হইলে, **হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড** ৬

(রোগিণী স্থূলপুষ্ট হইলে ডাক্তার লেডাম, এই স্থলে **অ্যাকোনাইট**

banglabooks.in

৩ দিতে বলেন)। সালফার ৩০, ইগ্নেষিয়া ৩, সিমিসিফিউগা ৩, ভ্যালেরিয়ানা ৩, সিপিয়া ৩০, ক্যাল্কেরিয়া ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

নিয়ম।—ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, সহজে পরিপাক হয় এমন দ্রব্য আহার, যথাসময়ে নিদ্রা, অল্প পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিধেয়।

(ঞ) হরিৎ পীড়া (CHLOROSIS)।

এই রোগে রক্তের লাল-কণা ভাগ কমিয়া যায়, সেই জন্য গাত্র-চর্ম্ম খড়ি মাটির ন্যায় শুষ্ক পীতবর্ণ বা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হয়। নিয়মিত সময়ে প্রায়ই ঋতু হয় না, শরীরের তাপ কমিয়া যায়, সর্ব্বদা শীতবোধ, শিরঃপীড়া, চক্ষুর পাতা ফোলা, চক্ষুর চারিদিকে কালিপড়ার মত দাগ, বুক ধড়-ধড়্ করা, নাড়ী ক্ষীণ, ওষ্ঠে রক্তের চিহ্ন না থাকা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, খিট্‌খিটে স্বভাব, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ ঘটে। রক্তস্রাব, হস্তমৈথুন, ঋতুর গোলযোগ, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম না করা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে এই পীড়ার উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা।—

ফেরাম-রিডাক্টাম্ ২x চূর্ণ।—ইহা এই রোগের প্রধান ঔষধ। এক গ্রেণ করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন বিধি। হিউজ, বেয়ার, জুসো, ব্ল্যাকী প্রভৃতি সুচিকিৎসকগণ সকলেই এই ঔষধের পক্ষপাতী।

ডাক্তার গ্যাচেল বলেন "ফেরাম্ রিডাক্টাম্ ২x এই পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, এবং ইহা সেবনে অনেক স্থলেই রোগ আরোগ্য হয়। গাত্রচর্ম্ম ফ্যাকাসে, অজীর্ণতা, সর্ব্বদা শীতবোধ (কখন কখন বা গরমবোধ; বা সহসা যেন শরীর হইতে তাপের ঝল্‌কা বাহির হইতেছে, এইরূপ বোধ করা), শিরঃপীড়া, অতি রজঃ বা রজোরোধ, এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ"।

banglabooks.in

গ্র্যাফাইটিজ্ ৩x।—স্বল্প রজঃ, শুষ্ক বা খসখসে চর্ম্ম, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গরম স্রাব।

ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩—৩০।—স্নায়ুশূল, মস্তকের চারিধারে ঘর্ম্ম, পা ঠাণ্ডা, অস্থি-গুল্ম (nodes) বর্দ্ধিত হওয়া লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩০।—অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব বা শোথ হইলে, অথবা লৌহ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া কিম্বা রোগিণী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

পাল্‌সেটিলা ৩x—৬।—ঋতু একেবারে বন্ধ বা অত্যল্প পরিমাণে হওয়া। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতু বন্ধ হইয়া রোগিণী ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে।

নেট্রাম-মিউরি ১২x চূর্ণ—৩০।—উরুদেশের সন্ধিতে ঠাণ্ডাবোধ; তলপেটে ভারবোধ; শোথ; কোষ্ঠবদ্ধতা; ঋতুবন্ধ. অথচ মাঝে মাঝে কাপড়ে দাগ লাগা; উৎকণ্ঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

সিপিয়া ১২, প্ল্যাটিনা ৬, ফস্ফোরিক-অ্যাসিড ৬, সালফার ৩০, প্লাম্বাম্ ৬, পেট্রোলিয়াম্ ৩০, ক্যাল্ক-ফস্ ৬x—৩০, হেলোনিয়াস ২x ও আর্জ্জেণ্টাম্-নাইট্রিক ৩০, এবং "রক্ত স্বল্পতা", "যক্ষ্মা-কাস" রোগের ঔষধাদি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—ঠাণ্ডাজলে (বিশেষতঃ সমুদ্র জলে) স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, দুগ্ধপান, পালটের (bran) বা যাঁতা-ভাঙ্গা আটার হাতেগড়া রুটি আহার, সূর্য্যালোকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ব্যবস্থা। রোগিণী যেন কখন অলসভাবে সময় না কাটান। কাঁচা ডিম বা ডিমের হলদে অংশ, ছোট ছোট মাছ, টাট্‌কা তরকারি, সুপক্ক ফল, দুগ্ধ, দধি, ঘোল, ও অধিক পরিমাণে জলপান, হিতকর। গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বাঙ্গে রৌদ্র লাগান ভাল।

banglabooks.in

২। জরায়ুর পীড়াচয়

(DISEASES OF THE UTERUS)।

জরায়ুর পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান পীড়াগুলির বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—(ক) জরায়ুর উগ্রতা, (খ) জরায়ুর মূর্চ্ছা, (গ) জরায়ু-প্রদাহ, (ঘ) জরায়ুর রজঃস্রাব, (ঙ) জরায়ু মধ্যে বায়ু বা জল-সঞ্চয়, (চ) জরায়ুর অর্ব্বুদ, (ছ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নাড়ী-টলা, (জ) জরায়ুর অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) জরায়ুর উগ্রতা (HYSTERALGIA)।

জরায়ুতে বেদনা বোধ, সমস্ত বস্তিদেশে কনকনে বেদনা। এই বেদনা স্নায়বিক, ঋতুর সময়ে ও সঙ্গলনে বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, অস্থিরতা, বমনেচ্ছা, অনিদ্রা, পাকাশয়ের গোলযোগ প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সিম্পিসিফিউগা ৩x—৩০।—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

আর্ণিকা ৬।—ঋতু অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম বা প্রসবের পরই চলাফেরা হেতু এই রোগ হইলে।

এই পীড়ায় আমাশয়ের গোলযোগ ও পাকস্থলীতে বেদনা থাকিলে—**ক্যাম্পোমিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, মার্ক-ভিভিয়াস ৬,** বা **পাল্‌সেটিলা ৬** ব্যবস্থা।

(খ) জরায়ুজ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া (HYSTERIA)।

স্নায়ু সমূহের (বিশেষতঃ জরায়ুর স্নায়ু সমূহের) উগ্রতা হেতু এই মূর্চ্ছারোগ জন্মে।

চিকিৎসা।—১৯৬—১৯৭ পৃষ্ঠায় "গুরু"-রোগ চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

মূর্চ্ছাবস্থায় রোগিণীর মুখ ও নাসারন্ধ্র অতি অল্পক্ষণমাত্র উত্তমরূপে টিপিয়া ধরিয়া অল্প উচ্চ স্থান হইতে গাড়ু দ্বারা তাঁহার মুখ-মণ্ডলের উপর এমন ভাবে জল ঢালিতে হইবে যেন তাহাতে তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার অল্পক্ষণমাত্র ব্যাঘাত ঘটে; এতদ্বিবন্ধন তিনি দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তাহা হইলে অনতিবিলম্বে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে পারে।

(গ) জরায়ু-প্রদাহ (METRITIS)।

ইহা দুই প্রকার—তরুণ ও পুরাতন।

তরুণ জরায়ু-প্রদাহ।—প্রসবের বা গর্ভস্রাবের রক্ত দূষিত হইলে, সচরাচর তরুণ-জরায়ু-প্রদাহ হইয়া থাকে। এই রোগে সচরাচর জরায়ু-গ্রীবা আক্রান্ত হয়; অত্যন্ত শীতবোধ, প্রবল জ্বর, ও তলপেটে বেদনা, ইহার প্রধান লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র, **ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩x** দিতে হইবে। পরে **নাক্স-ভমিকা ৩০** আবশ্যক হইতে পারে। **পাইরোজেন ৩০,** বেলেডোনা ৬, কলোসিন্থ ৬, রাস-টক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী। এই পীড়া বড় আশঙ্কাজনক, সেইজন্য উপযুক্ত চিকিৎসকের উপর নির্ভর করা উচিত। রক্ত দূষিত না হইলে, ভয়ের কারণ নাই। ঠাণ্ডা লাগা হেতু হইলে, দুই তিন মাত্রা অ্যাকোনাইট ৩x দিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

পুরাতন জরায়ু-প্রদাহ।—প্রসবের পর জরায়ু সঙ্কুচিত না হইয়া আসিলে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা গর্ভ-সঞ্চার না হইতে দিলে, বা বহুদিবস যাবৎ হরিৎ পীড়ায় ভুগিলে, জরায়ু ক্রমশঃ বেদনাযুক্ত কঠিন ও বড় হয়; ইহাকেই "পুরাতন-জরায়ু-প্রদাহ" কহে। উদর ভারীবোধ, বাধক-বেদনা, স্তনে ও কোমরে বেদনা, ঋতুর বিশৃঙ্খলতা, স্বামী-সংসর্গে বেদনা, মূত্রস্থলী ও মলদ্বারে বেগ, হিষ্টিরিয়াদি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

banglabooks.in

চিকিৎসা:—**স্যাবাইনা ৩x**।—অধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে; রক্তস্রাব পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ বা জলীয়।

বেলেডোনা ৩x।—প্রকৃত জরায়ু-প্রদাহে, ডাক্তার ম্যাথিসন্ কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করিতে বলেন। "জরায়ু-প্রদেশে জ্বালা ও চাপবোধ হয়, যেন উদরের অভ্যন্তরের যন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়িবে" এরূপ লক্ষণে, বেলেডোনা বিশেষ উপযোগী।

সিপিয়া ১২।—প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব; প্রসবদ্বারে চুলকান।

হাইড্র্যাষ্টিস ৩x—৩০।—জরায়ু-গ্রীবার, জরায়ু-মুখের ও অপত্য-পথের ক্ষত; গাঢ় পীতবর্ণ প্রদর-স্রাব।

অরাম্-মেটালিকাম ৩০, অরাম-মিউর-ন্যাট ৩ বিচূর্ণ, পাল্‌সেটিলা ৬, মিউরেক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিমিসিফিউগা ৬, সালফার ৩০, লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় গরম জল দ্বারা প্রত্যহ দুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইতে হইবে। জরায়ু-মুখে ক্ষত থাকিলে, দশ ভাগ জলের সহিত একভাগ হাইড্রাষ্টিস মিশাইয়া, ধুইয়া ফেলা ভাল। যতদিন রোগ না সারে, ততদিন স্বামী সংসর্গ করা ও কোমরে খুব ক'সে কাপড় পরা উচিত নয়। প্রতিদিন যথাসময়ে স্নান, পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন ও নিয়মিত পরিশ্রমাদি করা উচিত।

(ঘ) জরায়ুর রজঃস্রাব (METRORRHAGIA)।

ঋতুকাল ছাড়াও অন্য সময়ে জরায়ু হইতে অল্পাধিক রক্ত নিঃসরণের নাম "জরায়ু-রজঃস্রাব"। ঋতুস্রাবের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই; সুতরাং ঋতু সহ বা তৎপূর্ব্বে বা পরে ইহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইহাতে "অতি-রজঃ"র ন্যায় প্রচুর রক্ত ভাঙ্গা থাকিতে পারে বা অল্প পরিমাণ রক্তস্রাব থাকিতে পারে। জরায়ু মধ্যে অর্ব্বুদ, প্রসবান্তে ফুল না পড়া,

banglabooks.in

আঘাতাদি নানা কারণে ইহা ঘটে। অবসন্নতা, ক্ষুধামান্দ্য, বসিতে দাঁড়াইতে না পারা, প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

নিঃসৃত-রক্ত ঘোর লাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। লালবর্ণ হইলে, উহা **ধমনীয় রক্তস্রাব** (arterial or active haemorrhage); এবং কাল হইলে, উহা **শিরায় রক্তস্রাব** (venous or passive haemorrhage) বুঝিতে হইবে।

চিকিৎসা।—উজ্জ্বল রক্তস্রাবে, হ্যাবাইনা ৩x। কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবে, হ্যামামেলিস ৩x। আঘাত জনিত রোগে, আর্ণিকা ৩x। রজোনিবৃত্তিকালে, ভিঙ্কা-মাইনর ৩। গর্ভস্রাব বা প্রসবান্তে, সিকেলি ৩। পুরাতন পীড়ায়, সালফার ৩০ বা সিপিয়া ৩০। আর্জ-নাইট্রিক ৬, হায়োসায়েমাস ৩, ল্যাকেসিস ৬ এবং "অতি রজঃ", "বাধক" প্রভৃতি রোগের ঔষধাদি লক্ষণানুসারে এই পীড়াতেও প্রদত্ত হয়।

(ঙ) জরায়ু মধ্যে বায়ু—, বা জল—, বা রক্ত—, সঞ্চয়।

প্রদাহ প্রভৃতি কারণে জরায়ু মধ্যে বায়ু জন্মে, ও জরায়ুর উপর চাপ পড়িলে এই বায়ু ফস্-ফস্ শব্দে বাহির হয়; ইহাকেই জরায়ু মধ্যে "বায়ু-সঞ্চয় (Physo-metra)" কহে। বেলেডোনা ৩x বা লাইকোপোডিয়াম্ ১২ এই রোগের ঔষধ।

প্রদাহ বা ক্ষতাদি শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত কোন কোন স্ত্রীলোকের জরায়ুর মুখ বন্ধ হইয়া যায়, কাহারও জরায়ু-মুখ জন্মাবধি বন্ধ থাকে। জরায়ুর মুখ বন্ধ হইয়া গেলে, জরায়ু ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে ও তদাবরক ঝিল্লী হইতে জল বা রক্ত ক্ষরিত হইয়া জরায়ু মধ্যে "জল-সঞ্চয়" (Hydro metra) বা "রক্ত সঞ্চয়" (Hemato-metra) হয়। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬, কার্ব্বোভেজিটেবিলিস ৩০ এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

banglabooks.in

(চ) জরায়ুর-অর্ব্বুদ (UTERINE TUMOURS)।

কখন কখন জরায়ু-গাত্রে বা জরায়ু-গহ্বর মধ্যে নানা প্রকার আব হয়। আকার মটর কলাই হইতে আধ মণ পর্য্যন্ত, এবং সংখ্যায় এক হইতে পঞ্চাশটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। কোন কোন আব হইতে রক্ত ও পূয বাহির হয়, আবার কোন কোন আব হইতে রক্তস্রাব হয় না; কখনও বা শ্বেত-প্রদর বর্ত্তমান থাকে। এই পীড়া বশতঃ রক্তস্বল্পতা, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা :—ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড্ ৩x চূর্ণ।—এক গ্রেণ মাত্রায় দিবসে চারিবার সেবন। সকল প্রকার অর্ব্বুদেই ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে উপকার না হইলে, ল্যাকেসিস ৩০।

দূষিত অর্ব্বুদ* বা কর্কট (CANCER)।

জরায়ুতে অর্ব্বুদ সন্দেহ হইলেই, থুজা ৩—৬; কিন্তু রোগ নিশ্চয় হইয়াছে বুঝিলে, হাইড্রাষ্টিস ১, এবং সপ্তাহ বা পক্ষান্তে কার্বিনোসিনাম ৩৩ সেবন। বহুল পরিমাণ রক্তস্রাবে, হ্যামামেলিস বাহ্যপ্রয়োগ বিধি।

আর্সেনিক-আয়োড্ ৬।—জরায়ুতে দূষিত অর্ব্বুদ রোগের (Cancer) প্রথম অবস্থায়।

থুজা ৩০।—যদি দূষিত অর্ব্বুদের অঙ্কুরাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং আর্সেনিক-আয়োডে উপকার না দর্শে। উপদংশ জনিত অর্ব্বুদেও থুজা উপকারী।

(ছ) জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা নাভি-টলা (DISPLACEMENT OF THE UTERUS)।

অত্যধিক পরিশ্রম, ভারী জিনিস তোলা, বহুক্ষণ উবু হইয়া বসা, মল-ত্যাগকালে কুন্থন, প্রসবের পর শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া বসা, কোষ্ঠকাঠিন্য,

* ইহাকে "কর্কট" বা "ঘুরঘুরিয়া ক্ষত"ও কহে।

banglabooks.in

সর্ব্বদা জোলাপ লওয়া, অতিরিক্ত সঙ্গম, অর্শ, বমন, আঁটিয়া কাপড় পরা, লাফালাফি করা, আঘাতাদি কারণে, জরায়ু কখন কখন নিজ স্থান হইতে নড়িয়া যায়; ইহারই নাম "নাভি-টলা" বা "জরায়ুর স্থানচ্যুতি"। নাভি-টলা সাধারণতঃ দুই প্রকার :—(১) স্থানভ্রষ্ট হইয়া বস্তি-কোটর মধ্যেই অবস্থিতি, (২) যোনির বহির্ভাগে নির্গমন। এই উভয়বিধ নাভি-টলা রোগেই, জরায়ু হয় সম্মুখভাগে হেলিয়া পড়ে (বা নামিয়া যায়) নয় পশ্চাৎদিকে হেলিয়া পড়ে (বা নামিয়া যায়)। তলপেটে বেদনা (জরায়ু স্থানে), বাহ্যে প্রস্রাবে কষ্ট, শ্বেত-প্রদর, রজঃস্রাব বা রজঃস্বল্পতা, বাধক, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

সিপিয়া ১২।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অরাম-মিউর-ন্যাট্ ৩x চূর্ণ, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ১২x চূর্ণ, বেলেডোনা ৩x, সিমিসিফিউগা ১x, ফেরাম-আয়ড ৩x চূর্ণ, সিকেলি ৬, ষ্ট্যানাম্ ৬ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

অধিক নড়িয়া চড়িয়া বেড়ান নিষেধ। যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইয়া সহজে মলত্যাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। যে যে কারণে এই রোগ জন্মে তাহা পরিত্যাগ করা চাই। হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই রোগ সারিয়া যায়। কেহ কেহ হোমিওপ্যাথিক ঔষধসহ নিম্নলিখিত কৌশলে জরায়ুটি যথাস্থানে ঠিক করিয়া বসাইয়া থাকেন :—

রোগিণীকে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় রাখিয়া ও তাঁহার উরু বুকের দিকে তুলিয়া চিকিৎসক নিজ অঙ্গুলি দ্বারা ঈষৎ মৃদু চাপ দিয়া করতল দ্বারা রক্ষা করতঃ জরায়ুটি অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠাইয়া দিবেন। জরায়ু স্বস্থানে নীত হইলে কিছুকাল "পেসারি" * (Pessary) ব্যবহার করা বিধেয়।

* "পেসারি" এক প্রকার যন্ত্র, ইহা ধারণ করিলে জরায়ু পুনরায় স্থানচ্যুত না হইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইতে পারে।

banglabooks.in

(ঙ) জরায়ুর অপর কয়েকটি রোগ।

১। **জরায়ুতে বেদনা**।—সিমিসিফিউগা ৩x এবং ম্যাগ্নেষিয়া-মিউর‍্যাটিকা ৬।

২। **জরায়ু ফুলিয়া ওঠা**।—বহু সন্তানবতী (বিশেষতঃ বৃদ্ধা) স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর স্ফীতি হইলে, অরাম-মিউর ৬x চূর্ণ বা সিপিয়া ৬।

৩। **জরায়ু মধ্যে জল-সঞ্চয়**।—সিপিয়া ৬।

৪। **জরায়ু মধ্যে বায়ু-সঞ্চয়**।—ব্রোম ৩—৩০ বা বেলেডোনা ৩।

৫। **জরায়ুর পচন** (Gangrene)।—আর্স ৬, কার্ব্বো-ভেজ্ ৬—৩০, সিকেলি ৩—৩০, বা ক্রিয়োজোট ৬।

৬। **জরায়ু হইতে রক্তস্রাব**।—"জরায়ুর-রজঃস্রাব" দ্রষ্টব্য।

৩। ডিম্বকোষের ব্যাধি

(DISEASES OF THE OVARIES)।

ডিম্বকোষের পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান চারিটি পীড়ার বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইল :—(ক) ডিম্বকোষ-প্রদাহ, (খ) ডিম্বকোষের শোথ, (গ) ডিম্বকোষের স্নায়ু-শূল, (ঘ) ডিম্বকোষের অর্ব্বুদ, (ঙ) ডিম্বকোষের অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) ডিম্বকোষ-প্রদাহ (OVARITIS)।

এই পীড়া দুই প্রকার—তরুণ ও পুরাতন। আঘাত লাগা, প্রবল রমনেচ্ছা, ঋতুকালে ঠাণ্ডা লাগিয়া বা সঙ্গম হেতু রজোবন্ধ * হওয়া প্রভৃতি

* এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে রজস্বলাবস্থায় প্রথম তিন দিন স্নান ও স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ।

banglabooks.in

কারণে "ডিম্বকোষের তরুণ-প্রদাহ" হয়। রোগটি সহজে না সারিলে "ডিম্বকোষের পুরাতন-প্রদাহ" ঘটে। কুঁচ্‌কির একটু উপরে (পেটের খুব ভিতরে) বেদনা ও কন্‌কনানি, চাপিলে বা নড়িলে চড়িলে বেদনার বৃদ্ধি, জ্বর, বমন, সঙ্গমেচ্ছা প্রভৃতি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

তরুণ-প্রদাহের চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট্‌ ৩x।—ঠাণ্ডা লাগিয়া ঋতু বন্ধ হইয়া প্রদাহ; প্রস্রাব করিতে কষ্ট।

এপিস্‌ ৬। দক্ষিণ ডিম্বকোষের প্রদাহ, হুল-ফুটানর ন্যায় বেদনা, অল্প মূত্র, তৃষ্ণা না থাকা লক্ষণে।

ল্যাকেসিস্‌ ৬।—বাম পার্শ্বের ডিম্বকোষ-প্রদাহ; পূয; জরায়ু স্থানে চাপ অসহ্য—এমন কি কাপড়ের সংস্পর্শেও কষ্ট অনুভব।

অন্যান্য ঔষধ :—বেলেডোনা ৩x (বিশেষতঃ সূচ ফুটানর ন্যায় বেদনা থাকিলে), মার্ক কর ৬, পাল্‌সেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৩, কলোসিন্থ ৬, ফেরাম-ফস্‌ ১২x চূর্ণ লক্ষণানুসারে সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়।

পুরাতন-প্রদাহের চিকিৎসা :—

ক্যোনায়াম্‌ ৬।—ডিম্বকোষ **শক্ত** (অর্থাৎ পূয না জন্মান পর্য্যন্ত); অল্প রজঃ নিঃসরণ; বন্ধ্যাত্ব। ডিম্বকোষের **কঠিনত্ব** যদি কোনায়ামে না সারে, তাহা হইলে প্ল্যাটিনা ৬, গ্রাফাইটিজ ৩০, থুজা ৬ (বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের ডিম্বকোষ শক্ত থাকিলে); **অল্লাম-মিউর-ন্যাট্‌ ৩** বিচূর্ণ, লিলিয়াম ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্‌ ৬x, বা সিমিসিফিউগা ৩০ দিতে হয়।

ল্যাকেসিস্‌ ৬।—ডিম্বকোষের পূয়পূর্ণ অবস্থায়। পূয়পূর্ণ স্ফোটকে ডাক্তার হেরিং একমাত্র ল্যাকেসিসের উপর নির্ভর করিতে বলেন। কিন্তু হিউজ বলেন, যে পূয জন্মিবার আশঙ্কা হইলে, মার্ক কর; পূয জন্মিলে—হিপার ও সিলিকা; এবং রোগিণী পূয়স্রাব হেতু নিতান্ত ক্ষীণা হইয়া পড়িলে, চায়না বা ফস্ফোরিক-অ্যাসিড্‌ ব্যবস্থা করা ভাল। ঔষধ কয়েকটি ৬ষ্ঠ শক্তিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

banglabooks.in

প্রমেহ সহ ডিম্বকোষ-প্রদাহে।—নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬—৩০, অরাম-মেট ৩—২০০, পাল্‌স্ ৩—৩০, মার্ক ৬ (যদি পূর্ব্বে পারদ না ব্যবহৃত হইয়া থাকে), থুজা ৩০—২০০।

নিয়ম।—বিশ্রাম ও লঘুপথ্য বিধি, স্বামী-সহবাস নিষেধ। শুষ্ক সেক (dry fomentation) দিলে বেদনার লাঘব হইতে পারে।

(খ) ডিম্বকোষের শোথ (OVARIAN DROPSY)।

জলবৎ-পূয়পূর্ণ কোষ কখন কখন ডিম্বকোষ মধ্যে জন্মে, ইহাকেই "ডিম্বকোষের শোথ" কহে। পীড়িত অঙ্গে ভারবোধ, উদরের স্ফীতি (ঠিক যেন গর্ভ হইয়াছে), মলমূত্রত্যাগকালেও শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট, বমন, স্তনে দুগ্ধ-সঞ্চয়, প্রভৃতি গর্ভ-লক্ষণ সদৃশ বহু লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—এপিস ৩ ও আয়ড্ ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

এপিস্ ৩।—ডিম্বকোষে হুল ফুটানর ন্যায় বেদনা, উদর স্ফীতি, অল্পমূত্র, পিপাসার অভাব প্রভৃতি লক্ষণে।

আয়োডিয়াম্ ৩।—দক্ষিণ ডিম্বকোষ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত গোঁজা-মারার মত বেদনা; যোনি-পথ দ্বারা যেন সব বাহির হইয়া পড়িবে এরূপ অনুভব; ক্ষতকর প্রদর; ডিম্বকোষ ও স্তনদ্বয় শুষ্ক।

অরাম-মিউর-ন্যাট্রোনেটাম ৩x, প্ল্যাটিনা ৩০, ক্যালি-ব্রোম্ ১x চূর্ণ, আর্সে ৬, গ্র্যাফাইটিজ ৬, ল্যাকে ৬, সিকেলি ৩, লাইকো ৬—৩০, জিঙ্কাম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

(গ) ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল (OVARALGIA)।

ইহা স্নায়বীয় বেদনা; ডিম্বকোষের প্রদাহাদি ইহার কারণ নহে। সহসা বেদনা আরম্ভ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; বমন, পেট কাঁপা, হৃৎস্পন্দন, প্রস্রাব কমিয়া যাওয়া এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—**ল্যাক্সা ৬** এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ। একমাত্র ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনেক রোগিণী সুস্থ হইয়াছেন।

শূল-বেদনার আক্রমণ অবস্থায় **অ্যাটোপিয়া ৩x** চূর্ণ, ও বিরাম অবস্থায় **জিঙ্কাম্-ভ্যালেরিয়ানাম্ ৩x** চূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার লড্‌লাম অনেক স্থলে সুফল পাইয়াছেন। **ষ্টাফাই-সাগ্রিয়া ৬,** মানসিক উত্তেজনা জনিত বেদনায় উপযোগী।

যদি বেদনা স্নায়বিক কি প্রদাহজনিত ঠিক বুঝা না যায়, তাহা হইলে **হ্যামামেলিস্ ৩, কলোসিন্থ ৬,** বা **ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ ৩x—১২x** চূর্ণ (উষ্ণ জল সহ) সেবন ব্যবস্থা।

স্বামী-সহবাস ও মানসিক উত্তেজনা নিষিদ্ধ।

(ঘ) ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ (OVARIAN TUMOURS)।

ডিম্বকোষে কখনও কখনও আব হয়। ইহাতে ডিম্বাশয়ে অসহ্য যন্ত্রণা, প্রদর, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। পেট বড় হয়। সময়ে সময়ে উদরী ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি হইয়া থাকে। রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। সময়ে সুচিকিৎসিত না হইলে, প্রায়ই রোগিণীর মৃত্যু ঘটে।

বেলেডোনা ৩, আয়োড ১, এপিস ৩, কেলি-ব্রোম্ ১x, সিকেলি ১, কলোসিন্থ ৩, ল্যাকেসিস্ ৩০, অরাম-মিউর-ন্যাট ৩x প্রভৃতি লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা।

(ঙ) ডিম্বকোষের অপর কয়েকটি রোগ।

১। **ডিম্বকোষের স্থান-চ্যুতি**—বিউফো ৬, কোনা-রাম ৩।

২। **ডিম্বকোষে কর্ক্কট** (cancer)—**আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬, ল্যাকেসিস্ ৩০।**

banglabooks.in

৩। ডিম্বকোষের কাঠিন্য (পুরাতন)—অয়াম-মিউর-ন্যাট্রো ৩x চূর্ণ, গ্র্যাফাইটিজ্ ৬।

৪। ডিম্বকোষের স্থূলকোষ (hydatid)—মার্ক ৩, ক্যাম্ফোরিস্ ৬।

৫। ডিম্বকোষে বেদনা—সিমিসি ৩, ল্যাজা ৬, হ্যামামেলিস্ ৩, ক্যাম্ফে ৩, লিলিয়াম-টাই ৩০, পালস্ ৩, প্যাল্যাডিয়াম্ ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, হিপার ৬।

৬। দক্ষিণ-ডিম্বকোষের রোগে—বেলেডোনা ৩, ক্যাল্ক্ ৬, সিপিয়া ৬, লাইকো ১২, এপিস্ ৩।

৭। বাম-ডিম্বকোষের রোগে—ল্যাকেসিস্ ৬, লিলিয়াম-টাই ৩০, কেলি-কার্ব্ব ৬, ষ্ট্র্যামো ৬।

৮। ডিম্বকোষের পুরাতন পীড়ায়—কোনা-রাম্ ৩।

৪। যোনির পীড়াচয়

(DISEASES OF THE VAGINA)।

যোনিদেশের পীড়ার মধ্যে নিম্নলিখিত রোগগুলি উল্লেখ করা হইবে :—(ক) যোনির প্রদাহ, (খ) যোনির আক্ষেপ, (গ) অবরুদ্ধ যোনি, (ঘ) যোনি-ভ্রংশ, (ঙ) যোনির চুলকানি, (চ) যোনির অপর কয়েকটি রোগ।

(ক) যোনি-প্রদাহ (VAGINITIS)।

যোনি লালবর্ণ উষ্ণ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া পূয নিঃসৃত হয়, এবং সেই সঙ্গে যদি প্রস্রাবত্যাগকালে যন্ত্রণা থাকে ও যোনিতে চুলকনা দেখা যায়, তাহা হইলে "যোনির-প্রদাহ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রমেহ রোগের পূয লাগা, অতিরিক্ত সঙ্গম, বলাৎকার, প্রসবকালে আঘাত, রক্ত দূষিত হওয়া, যোনি মধ্যে ক্রিমি প্রবেশ, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে

banglabooks.in

যোনির প্রদাহ হয়। এ রোগে প্রায়ই রজোরোধ হয় না। এই পীড়া দ্বিবিধ :—তরুণ যোনি-প্রদাহ ও পুরাতন যোনি-প্রদাহ।

তরুণ যোনি-প্রদাহ।—শীত সহ জ্বর; কটি, উরু ও নিতম্বদেশে ভারবোধ ও বেদনা; যোনি হইতে শ্লেষ্মা (সর্দ্দি) নিঃসরণ, মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি "তরুণ-প্রদাহের" লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ হইলে, প্রথমে **অ্যাকোনাইট ৩x** পরে **মার্কিউরিয়াস্ ৩** উপকারী। প্রমেহজনিত হইলে, **সিপিয়া ১২**; ও আঘাতজনিত হইলে, **আর্ণিকা ৩** সেব্য। প্রস্রাবের যন্ত্রণা প্রাবল্যে, **ক্যান্থেরিস্ ৬** ব্যবস্থা।

রোগিণী যেন চার পাঁচ দিন কোন ক্রমেই শয্যাত্যাগ না করেন।

পুরাতন যোনি-প্রদাহ।—যোনি-মধ্যস্থ শ্লেষ্মা-নিঃসারক ঝিল্লীতে নীলাভ লালবর্ণ চুলকনা প্রকাশ, যোনি শিথিল হইয়া পড়া, ও যোনি হইতে শাদা হলদে প্রভৃতি নানা বর্ণের পূয প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হওয়া, "পুরাতন প্রদাহের" প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা :—

মার্কিউরিয়াস ৩ ও সিপিয়া ২x চূর্ণ।—ডাক্তার জুসোঁর মতে পুরাতন প্রদাহের এই দুইটি ঔষধ প্রধান।

বোরাক্স ২x চূর্ণ।—প্রচুর পরিমাণে পূয নিঃসরণে।

নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৬।—পূয, জ্বালা ও ক্ষত হইলে বা ফুস্কুড়ি থাকিলে, অথবা পারদ দোষ থাকিলে।

ক্যাল্কেরিয়া ৬, পাল্‌সেটিলা ৬, ক্রিয়োজোট্ ৬, ও সাল্‌ফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

(খ) যোনির আক্ষেপ (VAGINISMUS)।

কোন কোন নব যুবতীর যোনি-দ্বার সঙ্কীর্ণ থাকায় ও তদাবরক ঝিল্লীর (hymen) অনুভব-শক্তির আতিশয্য (hyperæsthesia) হেতু, যোনির

banglabooks.in

চারিদিকে পেশীর হঠাৎ সঙ্কোচন ঘটে; ইহারই নাম "যোনির আক্ষেপ"। সঙ্গমকালে পুংজননেন্দ্রিয় যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, ও পেশীর "আক্ষেপ" উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়—এমন কি রোগিণীর অনেক সময়ে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

বিবাহের পর অনেক বধূ শ্বশুর বাটী যাইতে চাহেন না, অভিভাবকগণ সেস্থলে যেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করেন।

চিকিৎসা।—সিলিকা ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, বেলেডোনা ৬, বা ইগ্নেষিয়া ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ। শরীরে সীসক-বিষ (lead-poison) প্রবেশ জনিত আক্ষেপে, প্লাম্বাম্ ৬ উপকারী।

বড় গামলায় বা টবে গরম জল ঢালিয়া রোগিণীর কোমর পর্য্যন্ত খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে, উপকার দর্শে। রোগ সম্পূর্ণরূপে না সারিলে, স্বামী-সহবাস অবিধেয়।

(গ) অবরুদ্ধ যোনি।

যোনি-মুখ রোধ, অথবা কুমারী-ঝিল্লী (hymen) শক্ত বা অছিদ্র, থাকার নাম "অবরুদ্ধ যোনি"।

১। যোনি-মুখের অভ্যন্তর বদ্ধ হইলে বা কুমারী-ঝিল্লী কঠিন থাকিলে রজোনির্গমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না, কেবল যোনি-মধ্যে পুংজননেন্দ্রিয় প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং পুরুষ-সঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত রোগিণী এই পীড়ার বিষয় কিছুই জানিতে পারেন না বা কোন প্রকার কষ্ট বোধ করেন না।

চিকিৎসা।—অঙ্গুলি বা পুংজননেন্দ্রিয়ের চাপে আবরণ সহজেই ছিন্ন হইয়া যায়। যদি সহজে ছিন্ন না হয়, তবে অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে।

২। যদি কুমারী-ঝিল্লীতে ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে রজোনির্গমের ব্যাঘাত ঘটে। যথাসময়ে চিকিৎসা করান উচিত।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—সলাকা (probe) দ্বারা ছিদ্র করিলেই রক্তো নির্গত হয়; কিন্তু সঙ্গমের প্রয়োজন হইলে উপরোক্ত বিধি।

(ঘ) যোনি-ভ্রংশ (PROLAPSUS VAGINÆ)

জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ যোনিও কখন কখন নির্গত হইয়া পড়ে, তাহাকেই "যোনি-ভ্রংশ" কহে। মলভাণ্ডে কঠিন মল সঞ্চিত বা মূত্রাধার স্ফীত হইলে, অথবা কষ্টকর প্রসব-বেদনার পর, যোনি বাহিরে নির্গত হয়। তলপেটে ভারবোধ, পদ চালনে ক্লান্তি, ও মলভাণ্ড স্ফীত হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা।—ষ্ট্যানাম্ ৬ এবং ক্রিয়োজোট ৬ এ পীড়ার প্রধান ঔষধ। সিপিয়া ৩০ (মলদ্বারে ভার অনুভব, এবং বোধ হয় যেন পেটের যাবৎ পদার্থ বাহির হইয়া পড়িবে), আর্ণিকা ৩x (আঘাত বা সঙ্গম হেতু রোগ), এবং মার্ক ৬, বেল্ ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, সালফার ৩০, এপিস ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

কিছু দিন হেলান দিয়া শুইয়া থাকা বিধেয়। দশ পনর মিনিট অন্তর খানিকক্ষণ জলে বসিয়া থাকিলে, যোনি সহজে বিবরে প্রবেশ করে।

(ঙ) যোনির চুলকানি (PRURITIUS VULVÆ)।

শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যোনির বহির্ভাগে নানা রকম ফুস্কুড়ি জন্মিয়া অতি কষ্টকর চুলকানি উপস্থিত হয়; ইহাই "যোনির চুলকানি"।

চিকিৎসা:—

সালফার ৩০।—জ্বালাকর চুলকানি ও ফুস্কুড়ি, গরমবোধ, অর্শ।

ডলিকস ৬।—অসহ্য চুলকানি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি। ভাবা, শাদা মল প্রভৃতি লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩০।—জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি, পচন আরম্ভ হইলে।

ক্যালাডিয়াম্ ৬, মার্কিউরিয়াস্ ৬, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, লাইকোপো-

banglabooks.in

ডিয়াম্ ১২, কার্ব্বো-ভেজ ৩০, নেট্রাম্-মিউর ৩০, নাক্স ভমিকা ৬, সিপিয়া ১২, পেট্রোলিয়াম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

সহকারী উপায়।—আক্রান্ত স্থানটি যেন সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। ক্যালেণ্ডিউলা ৪ এক ভাগ, দশ ভাগ জলের সহিত মিশাইয়া যোনি প্রত্যহ দুই তিন বার ধৌত করিতে হয়। পরে, ক্যালেণ্ডিউলা ৪ ঘৃত সহ ভাল তুলায় ভিজাইয়া যোনি-মধ্যে রাখিয়া দেওয়া ভাল। যোনি মধ্যে যদি কাঁটার মত চুল হইয়া থাকে, তাহা অগ্রে ফেলিয়া দিয়া তবে ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) যোনির অপর কয়েকটি রোগ।

১। **যোনির অর্ব্বুদে।**—কার্ব্বো-অ্যানি ৩—৩০, কার্ব্বো-ভেজ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

২। **যোনি হইতে বাহ্য নিঃসরণে।**—ব্রোমিয়াম্ ৩—৩০।

৩। **যোনিতে কোষাচ্ছাদিত অর্ব্বুদ হইলে।**—ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৬, সিলিকা ৩০, সিপিয়া ৬, সাল্‌ফার ৩০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬।

৪। **যোনির অর্ব্বুদ হইতে রক্তস্রাবে।**—কক্কাস্-ক্যাক্টাই ৩x চূর্ণ (অসহ্য বেদনা), আর্ণিকা ৩ (আঘাত বা সঙ্গম হেতু স্রাবে), পাল্‌স ৩ (স্রাব নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইলে), ফস ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

৫। **যোনির পচন।**—আর্স ৬, বেল্ ৩, ল্যাকেসিস্ ৬।

৬। **যোনি শক্ত হওয়া।**—বেল্ ৩, কোনায়াম্ ৬।

৭। **যোনির নালী-ঘা।**—সাল্‌ফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা ৬, হিপার ৬, অরাম্ ৬, থুজা ৩০, সিপিয়া ৩০, ল্যাকেসিস্ ৬।

banglabooks.in

৫। বন্ধ্যাত্ব

(STERILITY)।

স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকার নাম "বন্ধ্যাত্ব"। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ জরায়ু, ডিম্বকোষ বা যোনির) পূর্ব্বলিখিত কোন রূপ ব্যাধি থাকিলে, সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে; উপযুক্ত চিকিৎসা-গুণে সেই পীড়া সারিলে "বন্ধ্যাত্ব" ঘুচিতে পারে। আবার, পুরুষের দোষে বা স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় অপরিপুষ্ট থাকা হেতুও, রমণীকে বন্ধ্যা হইতে হয়; এরূপ স্থলে রমণীকে ঔষধ সেবন করান নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু উপরোক্ত কারণাদি না থাকা সত্ত্বেও যদি কোন মহিলা পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিতা হন, তবে নিম্নলিখিত ঔষধাদি সেবন করান বিধেয়:—

কোনায়াম্ ৩।—বন্ধ্যাত্ব ঘুচাইবার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ ডিম্বকোষের ক্ষীণতা হেতু বন্ধ্যাত্ব ঘটিলে; অল্প পরিমাণে রজোনিঃসরণ, স্তনদ্বয়ে যন্ত্রণা।

বোরাক্স ৬।—তীব্র শ্বেত-প্রদর সংযুক্ত বন্ধ্যাত্ব।

আয়োডিন্ ৬, সিপিয়া ৩০, অরাম্ ৩০, ফস্ফোরাস্ ৩০, নেট্রাম্-মিউর ৩০, কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে।

নিয়ম।—দীর্ঘকাল ব্যবধানে সঙ্গম বিধেয়। যদি পুরুষের দোষে সন্তানাদি না হয়, তবে পুরুষের পক্ষে কোনায়াম্ ৩ বা আয়োডিয়াম্ ৬, সেবন বিধি। "ধ্বজভঙ্গ" দ্রষ্টব্য।

৬। স্তনের পীড়া

(DISEASES OF THE BREAST)।

(ক) স্তনের বেদনা (PAIN)।

কোনায়াম্ ৩।—ঋতুর পূর্ব্বে স্তনদ্বয়ে বেদনা।

banglabooks.in

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩x।—দক্ষিণ স্তনে এত বেদনা যে, হস্ত উত্তোলন করিতে পারা যায় না।

সিমিসিফিউগা ৩ x।—বাম স্তনে দারুণ বেদনা।

(খ) স্তনের স্ফোটক (ABSCESS)।

বেলেডোনা ৩x।—(ফোড়া হইবার উপক্রমে) স্তন শক্ত, লাল ও বেদনাযুক্ত।

ব্রায়োনিয়া ৩x।—বেলেডোনা-লক্ষণের অপেক্ষা অধিকতর শক্ত, স্তনে অত্যন্ত যন্ত্রণা।

ফাইটোল্যাক্কা ২x।—যদি দুই দিবস ব্রায়োনিয়া সেবনে কোন উপকার দর্শে।

হিপার-সালফার ৬x।—পূয জন্মিলে।

সিলিকা ৩০।—ফোড়ার পর নালী-ঘা (sinus)।

(গ) স্তনে আব্ (TUMOUR)।

ফাইটোল্যাক্কা ৩x।—পুরাতন আবের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাহ্যপ্রয়োগ।—ফাইটোল্যাক্কা θ এক ভাগ, দশ ভাগ জল সহ মিশাইয়া স্তনের উপর জলপটি

(ঘ) স্তনে দূষিত আব্ (CANCER)।

হাইড্র্যাষ্টিস্ ১x।—ইহা দূষিত অর্ব্বুদের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **বাহ্যপ্রয়োগ**।—হাইড্র্যাষ্টিস্ θ এক ড্রাম, চারি আউন্স জলে মিশাইয়া, ধাবন।

আর্সেনিক ৩ বা আর্সেনিক-আয়ড ৩x।—এই রোগের আর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

banglabooks.in

কোনায়াম্ ৩ বা **সাইক্লিউটা** ৩।—দুই মাস কাল আর্সেনিক সেবনে কোন ফল না পাইলে।

"স্তন-প্রদাহ" বা "ঠুন্‌কো" দ্রষ্টব্য।

৭। মেরুদণ্ডের উপদাহ

(SPINAL IRRITATION)।

শরীর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়া মেরুদণ্ডের স্থানবিশেষে নিবদ্ধ বেদনা উপস্থিত হয়; ইহারই নাম "মেরুদণ্ডের উপদাহ"। এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ এই যে ব্যথিত স্থানটি চাপিলে, বেদনা বাড়ে।

আর্ণিকা ৩।—আঘাত জনিত উপদাহ।

সিমিসিফিউগা ৩।—জরায়ুর কোন পীড়া সহ উপদাহ।

ব্লাস-টক্স ৬।—আমবাত সহ উপদাহ।

আর্সেনিক ৬।—স্নায়ুশূল সহ উপদাহ।

নিয়ম।—অল্প গরম জলে পিঠ ধুইয়া ফেলা, ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন উপকারী। "মেরুমজ্জার উত্তেজনা" ১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮। পিক-চঞ্চু-অস্থি প্রদেশে বেদনা

(COCCYGODYNIA)।

পিক-চঞ্চু-অস্থির * পেশী ও বিধানতন্তুতে সময়ে সময়ে স্নায়ুশূল (neuralgia)-তুল্য তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, ইহারই নাম "পিক-চঞ্চু-অস্থি বেদনা"। উঠা, বসা, মলত্যাগ, এবং ঋতু ও সঙ্গমকালে, বেদনা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। আঘাতাদি কারণে এই রোগ জন্মে।

---

* মেরুদেশের নিম্ন প্রান্তভাগ দেখিতে কোকিলের ঠোঁটের মত, তাই ইহার নাম "পিক-চঞ্চু-অস্থি" (coccyx)।

banglabooks.in

চিকিৎসা।—অ আঘাতজনিত বেদনায়, **আণিকা ৩x—৬** বা **রিউটা ৩x** উপকারী।

যদি বেদনা আঘাতজনিত না হয়, **ফস্ফোরাস ৬** বা **ল্যাকেসিস ৬** প্রয়োগ বিধি। বসিয়া থাকিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে যদি বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ল্যাকেসিস ৬—৩০ শক্তিরূপে উপযোগী।

"মেরুমজ্জার পীড়া" রোগ অধ্যায়ে "পিক-চক্ষু-অস্থি-প্রদাহ" (১৮৮ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

"স্ত্রীলোকের" "উপদংশ" "প্রমেহ" প্রভৃতি পীড়ার জন্য "জননেন্দ্রিয়ের পীড়া" পৃষ্ঠা ৩৪৫—৩৫৯ দ্রষ্টব্য।

৯। গর্ভিণী রোগ।

গর্ভসঞ্চার।—৪০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গর্ভলক্ষণ।—ঋতু বন্ধ হওয়া, অরুচি, গা বমি-বমি করা, স্তনের বোঁটার চারিধারে কাল দাগ পড়া, তলপেট ও স্তন দুইটি বড় হওয়া, প্রভৃতি গর্ভ হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু অনেক রোগেও এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়; অতএব এই সব লক্ষণের সঙ্গে যদি দুই হইতে পাঁচ মাস মধ্যে তলপেটে ছেলের নড়াচড়া বুঝিতে পারা যায়, তবে গর্ভ নিশ্চয় হইয়াছে (অর্থাৎ, মানুষের বুকের উপর কাণ রাখিলে যেমন "ধুক্-ধুক্ ধুক্-ধুক্"—শব্দ শুনা যায়, গর্ভিনীর তলপেটের উপর কাণ রাখিলে যদি ছেলের বুকের সেইরূপ "ধুক্ ধুক্" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে "গর্ভ" হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না)। আর, ভ্রূণের ঐ "ধুক্ ধুক্" শব্দ প্রতি মিনিটে যদি ১২৫—১৩৫ বার হয়, তাহা হইলে নাকি পুত্র জন্মিবে; এবং যদি ১৪৫ বা তদূর্দ্ধ বার হয় তাহা হইলে নাকি কন্যা জন্মিবে, এইরূপ আশা করা যায়।

banglabooks.in

গর্ভে **কন্যা বা পুত্রোৎপত্তির কারণ**।—গর্ভস্থ ভ্রূণ কি প্রকারে পুত্র বা কন্যারূপে পরিণত হয়, এ তত্ত্ব এখনও ঘন তমসাচ্ছন্ন। তবে, আধুনিক বহু জীবতত্ত্ববিদেরা বেঙ্গাচি মধুমক্ষিকা-অণ্ড শূঁয়াপোকা বা গুটিপোকা প্রভৃতি কয়েকটি নিকৃষ্ট প্রাণীকে প্রচুর পরিমাণে ভাল পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানে তত্তৎ শ্রেণীর **স্ত্রী-জাতি**, এবং উহাদিগকে অপুষ্টিকর খাদ্য দিয়া বা অনশনে রাখিয়া **পুংজাতীয়** ভেক মধুমক্ষিকা বা প্রজাপতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন [Besides the works of Geddes (*Evolution of Sex* p. 163) Thompson and of Rolph, consult Young's *Evolution of Sex* (PP. 41—46) & Havelock Ellis's *Man & Woman* (P. 2)]। উৎকৃষ্টতর জীবকুলের পক্ষেও কি ঐ নিয়ম—পুষ্টিকর খাদ্যের তারতম্যানুসারেই কি পুং-ভ্রূণ বা স্ত্রী-জাতিতে পরিণত * হয়? ভ্রূণের পোষণোপযোগী পর্য্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলে গর্ভিণী নারী কি যথাসময়ে কন্যা-রত্ন লাভ করেন, ও তদভাবে কি পুত্র মুখাবলোকনে হৃষ্ট হইয়া থাকেন?

গর্ভকাল।—২৮০ দিন (গর্ভসঞ্চার হইতে প্রসব দিন পর্য্যন্ত) বা পূর্ণ নয় মাস দশ দিন।

গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন।—নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধিগুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নতুবা প্রসূতি ও গর্ভস্থ-শিশু উভয়েরই অমঙ্গল সম্ভাবনা :—

(**ক**) **খাদ্য**।—গর্ভাবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন কিম্বা অতিভোজন বা উপবাস অপকারী। দুগ্ধ, অন্ন, ডাল, মুড়ি, চিঁড়ে, লুচি প্রভৃতি

---

* "In actual practice it has been found possible, in the case of certain organisms, to produce either maleness or femaleness by simply varying their nutrition—femaleness being an accompaniment of abundant food, maleness of the reverse."—*Ascent of Man* (pp. 114—115) by H. DRUMMOND.

banglabooks.in

পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করা বিধেয়। আহার কালে ভাল ক'রে চিবিয়া চিবিয়া খাইলে পরিপাক হয়; অন্যথায়, উদরাময়াদি রোগ হইতে পারে। পাতখোলা, আচার, খারাপ ঘিয়ে তৈয়ারী খাবার প্রভৃতি অনিষ্টকর। যে দ্রব্য খাইলে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা তাহা বিষতুল্য পরিহার্য্য, কেননা উদরাময় দীর্ঘস্থায়ী হইলে গর্ভস্রাব বা গর্ভপাতের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। গর্ভাবস্থায় নানা রকম খাবার খাইতে ইচ্ছা হয়; যদি সেই খাদ্যে গর্ভস্থ-শিশুর কোন অপকারের আশঙ্কা না থাকে, তাহা হইলে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করাই ভাল; এই জন্যই বোধ হয় এ দেশের "সাধ-ভক্ষণ" সুপ্রথাটির প্রচলন।

(খ) **পরিচ্ছদ**।—কাপড় ঢিলা করিয়া পরা উচিত; কারণ কাপড় কোমরে খুব আঁটিয়া পরিলে, শিশুর দেহমধ্যে রক্ত-প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটিয়া, হয় শিশু বিকলাঙ্গ নয় মৃতাবস্থায় অকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ ভিজা বা ময়লা কাপড় পরাও ভাল নহে।

(গ) **শ্রমাদি**।—প্রত্যহ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও নিয়মিত পরিশ্রম করা আবশ্যক; অতি-পরিশ্রমে গর্ভপাত হইতে পারে, এবং নিতান্ত অলসভাবে কাল কাটাইলে প্রসব সময়ে প্রসূতির কষ্ট ও শিশু নিস্তেজ হইবার সম্ভাবনা। শরীর পরিষ্কার রাখা, ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম না লাগান, বৃষ্টিতে না ভেজা, আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় গাড়ী পাল্কী নৌকা বা রেলে চড়া, ছুটাছুটী করা, ভারী জিনিস তোলা, সিঁড়ী ভেঙ্গে উপর নীচে করা, "ডিঙ্গিমেরে" চলা, জোরে রুটী "বে'লা," স্বামীসহবাস প্রভৃতি নিষিদ্ধ; কেননা গর্ভপাত হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় দশ মাস কাল এক জায়গায় থাকিতে পারিলেই ভাল হয়।

(ঘ) **মন**।—মন সতত নিরুদ্বেগ ও প্রফুল্ল রাখা চাই। বেশী ভয় পাইলে, পেটের ছেলে জড় বা নষ্ট হইতে পারে। মাতার মনের ভাব গর্ভস্থ শিশুর মনের উপর কার্য্য করে; সন্তানাবস্থায় নারীর মন ভয়ার্ত্ত থাকিলে, সন্তানের স্বভাব ভীরু হইয়া থাকে; গর্ভিণীর মন বিষাদপূর্ণ থাকিলে, ভাবী শিশুও বিষণ্ণ স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

banglabooks.in

হাম বসন্ত।—বাটীর কাহারও হাম বসন্ত প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ হইলে, গর্ভিণীকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে; সন্তানাবস্থায় এই সমস্ত রোগ হইলে, প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে; পেটের ছেলে ত প্রায়ই রক্ষা পায়না, গর্ভিণীরও প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এ সম্বন্ধে অভিভাবক-বর্গের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

এই অধ্যায়ে প্রথমে **গর্ভাবস্থার** ও পরে **প্রসবাবস্থার**, এবং সর্ব্বশেষে **প্রসবান্তে** উপসর্গাদির বিষয় লিখিত হইবে :—

গর্ভাবস্থার উপসর্গাদি।

গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে অতি সাবধানে রাখিতে হয়। গর্ভ-সঞ্চার হইতে প্রসবকাল পর্য্যন্ত সাধারণতঃ নানা প্রকার উপসর্গ ঘটে এবং সে জন্য গর্ভিণী অতিশয় কষ্ট পান। নিম্নে প্রধান প্রধান উপসর্গ ও তাহাদের প্রতিকারের বিষয় লিখিত হইল :—

মূর্চ্ছা।—মূর্চ্ছা হইবামাত্র মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা মারা, এবং মস্কাস্ বা স্পিরিট্-ক্যাম্ফারের ঘ্রাণ লওয়ান উচিত। বিরামকালে নিম্ন-লিখিত ঔষধগুলির প্রয়োগ হয় :—

রস-রক্তাদির ক্ষয় হেতু মূর্চ্ছা হইলে—চায়না ৬, ৩০; ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা হইলে—ওপিয়াম ৬; শোক দুঃখাদি জনিত মূর্চ্ছায়—ইগ্নেষিয়া ৬; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হওয়া বশতঃ মূর্চ্ছায়—ডিজিটেলিস্ ৬; স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু মূর্চ্ছায়—অ্যাসিড-ফস্ ৬।

মাথাঘুরা ও মাথাঘোরা।—রক্তাধিক্য বশতঃ মাথাঘোরা ও চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল দাগ পড়া লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৬। দপ্‌দপ্ শিরঃপীড়া, এবং চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ও কাণে ভোঁ-ভোঁ লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। মাথায় চিড়িক্‌মেরে উঠা বেদনায়, নাক্স-ভমিকা ৩০। আবশ্যক হইলে, "শিরঃপীড়া" চিকিৎসা হইতে ঔষধ বাছিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

banglabooks.in

পিঠে ও কোমরে বেদনা।—ব্রায়ো ৩, রাস-টক্স ৬, এবং সিপিয়া ৩০ ইহার প্রধান ঔষধ। তলপেটে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনায়, সিকেলি ৩। অতি শ্রম জনিত বেদনায়, আর্ণিকা ৩। পিঠের বেদনায়, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ বা কষ্টিকাম্ ৬। বেদনা দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে হইলে—ক্যামোমিলা ৬, পাল্স্ ৩, ফস্ ৩, অ্যাকোন ৩x। কোমরে ফ্লানেল বা কোন গরম কাপড় জড়াইয়া রাখা ভাল।

দন্তবেদনা।—জ্বর সহ দন্তবেদনায়, অ্যাকোনাইট ৩x। স্নায়বিক উত্তেজনা বা অজীর্ণতাদোষ বশতঃ দন্তবেদনা হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরেটা ৬, মার্ক ৬, নাক্স-ভ ৩০, ক্যামোমিলা ১২, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬ বা ক্রিয়োজোট্ ১২, লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা যায়। পৃষ্ঠা ২৫৮—২৬১ "দন্তশূল" দ্রষ্টব্য।

শোথ।—গর্ভাবস্থায় রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ পদে. উরুতে ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে শোথ হইয়া থাকে। আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, এপিস ৬, বা ফেরাম ৩০ লক্ষণানুসারে দিতে হয়। "শোথ" পৃষ্ঠা ১৪৯ দ্রষ্টব্য।

বমন বা বমনেচ্ছা।—গর্ভাবস্থায় বমন, বমনেচ্ছা ও মুখ দিয়া জল উঠা, এই তিনটি উপসর্গ প্রায়ই প্রাতঃকালে বাড়ে। অল্পদিন মাত্র ঐ সকল উপসর্গ থাকিয়া আপনিই থামে; কিন্তু সহজে না সারিলে, লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে হয়:—

সিঙ্কফয়িকার্পাস-রেসিমোসা ২—৩. ২০০ এই রোগের প্রধান ঔষধ; বিশেষতঃ নিম্নলিখিত উপসর্গে:—সসন্তাবস্থায় নিরন্তর বমন বা বমনেচ্ছা, পরিপাক-যন্ত্রের গোলযোগ, আহারে কখনও রুচি কখনও অরুচি, মুখ দিয়া জল উঠা, তিক্ত আস্বাদ, **কোষ্ঠকাঠিন্য, সকল প্রকার খাদ্যেই বিতৃষ্ণা**, চিৎ হইয়া শয়নে আরাম বোধ।

অবিরত বমন, বমনেচ্ছাসহ পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন, এবং উদরাময় হইবার আশঙ্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা; উদ্গার উঠা; মুখ দিয়া জল উঠা; হিক্কা; প্রাতঃকালীন আহারের সময় বা আহারের পর বমন লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা

banglabooks.in

৩০। ক্রিয়োজোট ৬, সিপিয়া ৩০, অ্যাসেটিস-ফেরিণোসা ৩—৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

মুখ দিয়া জল-উঠা।—অতিভোজন বশতঃ মুখ দিয়া জল উঠে এবং টক্ বা ভুক্তদ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট উদ্গার উঠে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগ করা হয়:—মার্কিউরিয়াস ৬ প্রধান ঔষধ। অম্ল-উদ্গার; হঠাৎ উদ্গার উঠিয়া তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট কতকটা তরল পদার্থ গলা পর্য্যন্ত উঠিয়া নামিয়া যায়; অরুচি; বুকজ্বালা; কোষ্ঠবদ্ধতা; অবিরত মুখ দিয়া জল উঠিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। পেটফাঁপা বা পেট কসিয়া ধরা, ও পাকস্থলীতে জ্বালা এবং অম্ল-উদ্গার সহ মুখ দিয়া জল উঠিলে, কার্ব্বো ৩০। অনবরত অম্লোদ্গারসহ মুখ দিয়া জল উঠিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।

শিরা-স্ফীতি।—গর্ভাবস্থায় জরায়ু বাড়ে এবং উহার চাপে উরু ও যোনিদেশ এবং অন্যান্য অঙ্গের শিরাগুলি কখন কখন ফুলিয়া উঠে ও গাঁটযুক্ত (knotty) হয়। হ্যামামেলিস ৩ সেবন, ও হ্যামামেলিস (৩ আটগুণ জল সহ) পটি বাহ্যপ্রয়োগ। শিরা মধ্যে যন্ত্রণা হইলে, পাল্‌স্ ৩। দুর্ব্বলতা লক্ষণে, ফর্ম্মিকা ৩x। **পুরাতন** রোগে, ফ্লুয়োরিক-অ্যাসিড ৬। শিরা ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইলে, হ্যামামেলিস ৩ গদি (pad) দ্বারা রক্ত নির্গমনের স্থানটি দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিতে হয়। ফেরাম-ফস ৩ এবং প্লাম্বাম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। পাল্‌স্ ৩ শিরা ফুলা রোগের **প্রতিষেধক**। রোগ গুরুতর হইলে, রোগিণী যেন শয্যাত্যাগ না করেন। "শিরার রোগ" দ্রষ্টব্য।

খিলধরা।—৪।৫ মাস গর্ভকালে গর্ভিণীর পায়ে উরুতে পেটে পিঠে ও কোমরে খিল ধরে। আবশ্যক হইলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ষষ্ঠ শক্তিতে প্রয়োগ করিতে হয়:—পায়ে ও উরুতে খিল ধরিলে, ক্যাম্বো-মিলা; খিলধরা সহ শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য বা বমনেচ্ছা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা, ব্রায়োনিয়া বা সিপিয়া; উদরাময় থাকিলে, আইরিস বা ভিরেট্রাম অ্যাল্ব। কোমরে ও পেটে খিল ধরিলে,—কলোসিন্থ, কিউপ্রাম, নাক্স-ভমিকা; সেই সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম।

banglabooks.in

অসাড়ে মূত্রত্যাগ।—ক্যানাবিস-স্যাট ১x, ক্যাম্থেরিস ৬, সাইনা ৩, বেল ৩। গরম জিনিস, লবণ, অম্ল, নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা জল ও দুগ্ধাদি সুপথ্য। ৩২৭—৩২৮ পৃষ্ঠায় "অসাড়ে মূত্রত্যাগ" দ্রষ্টব্য।

অল্প প্রস্রাব ও মূত্ররোধ।—গর্ভে ছেলে যত বাড়ে, মূত্র যন্ত্রাদির উপর তত ভার পড়ে; তাই মূত্র কম হয় বা মূত্র বন্ধ হয়। কাঁচা দুধ ও জল সমভাগে মিশাইয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা খানিকটা ক'রে খাইলে প্রস্রাব সহজে হইতে পারে। মূত্ররোধে—ক্যাম্ফার θ, ক্যাম্থেরিস ৬, বেল ৩। ৩২২ পৃষ্ঠা "মূত্ররোধ ও মূত্রনাশ" দ্রষ্টব্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—নাড়ী ভুঁড়ির উপর ছেলের ভার পড়াতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। পাকা পেঁপে খুব উপকারী। কলিন্সোনিয়া ৩x প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ :—নাক্স-ভমিকা ৩০, ব্রায়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, ওপিয়াম ৩০, প্লাম্বাম ৬। পৃষ্ঠা ২৮২—২৮৪ "কোষ্ঠকাঠিন্য" দ্রষ্টব্য।

উদরাময়।—মার্কিউরিয়াস-সল ৬, চায়না ৬, অ্যাসিড-ফস ৬, সালফার ৩০, ও পডোফিল্লাম ৬। পৃষ্ঠা ২৮৮—২৯৩ "উদরাময়" দ্রষ্টব্য।

বুকজ্বালা।—পাল্‌সেটিলা ৬ বা ক্যাপ্সিকাম্ ৬ এই কষ্টকর পীড়ার প্রধান ঔষধ। অম্লপীড়া জনিত বুক জ্বালায়, ক্যাম্থেরিয়া-কার্ব্ব ৬।

অনিদ্রা।—কফিয়া ৬ প্রধান ঔষধ। প্রথম রাত্রে নিদ্রা হইলে ও শেষ রাত্রে না হইলে, সালফার ৩০। অনিদ্রাসহ জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৩। পায়ে খিল ধরা বা বেদনা জন্য অনিদ্রায়, ক্যাম্মোমিলা ৬, ভিরেট্রাম ৬। ১৬৪ পৃষ্ঠায় "অনিদ্রা" দ্রষ্টব্য।

রুচি-বিকার।—পাতখোলা পোড়ামাটী প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা থাকিলে, কার্ব্বো-ভেজ ৬। খড়ি খাইবার স্পৃহায়, ক্যাম্থেরিয়া-কার্ব্ব ৬।

বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা।—ডিজিটেলিস ৩ প্রধান ঔষধ; অজীর্ণতা হেতু বুক ধড়্‌ফড়্‌ করিলে, নাক্স-ভমিকা ৬।

অর্শ।—কোন কোন গর্ভিণীর অর্শের যন্ত্রণা হয়। নাক্স-ভমিকা ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ সহ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, কলিন্সোনিয়া ৩x।

banglabooks.in

কাশি।—সময়ে সময়ে শুষ্ক কাশি হেতু কষ্ট হয়। অ্যাকোনাইট ৩ ও নাক্স-ভমিকা ৬ এই রোগের ঔষধ। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

প্রস্রাবেন্দ্রিয় যন্ত্রণা।—স্পিরিট্-ক্যাম্ফার প্রধান ঔষধ। অ্যাকোনাইট ৩, বেলেডোনা ৬, এপিস ৬, আর্সেনিক ৬, বা ক্যান্থেরিস্ ৬, সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। "মূত্র-যন্ত্রের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

রজোনিঃসরণ।—গর্ভাবস্থায় কখন কখন ঋতু দেখা দেয়। কফিউলাস ৬ বা ফস্ফোরাস্ ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেদনা।—গর্ভাবস্থায় শরীরের কোন স্থানে খিল ধরিলে, ভাইবার্ণাম্-অপি ৩ বা কলোসিন্থ ৬। হৃৎপিণ্ডে দপ্-দপ্ বেদনায়, আর্জ-মেট ৬। ভ্রূণের সঞ্চলন হেতু বেদনায়—আর্ণিকা ৩, সিপিয়া ৬, থুজা ৩০, কোনায়াম ৬।

পেট কন্-কন্ করা।—ক্যামোমিলা ১২ বা নাক্স-ভমিকা ৬ এক মাত্রা প্রয়োগেই উপকার দর্শে। ক্যাক-কার্ব্ব ৬ ও ভাল। "শূল-বেদনা" দ্রষ্টব্য।

জ্বর।—গর্ভাবস্থায় প্রথম কয়েক মাসে অল্প জ্বর হইলে কোন ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। যদি কিছুতেই জ্বর না ছাড়ে, তবে অ্যাকোনাইট ৬।

কামড়ানি।—পা ও পায়ের পাতায় হঠাৎ কামড়ান বা টানধরার মত বেদনায়, কিউপ্রাম ৬ বা জেল্সিমিয়াম্ ৩ উপকারী।

বাহ্য জননেন্দ্রিয় চুলকান।—বোরাক্স ৩ ও অ্যাম্ব্রা-গ্রিষিয়া ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। সোহাগা জলে গুলিয়া দিনে দুই তিন বার জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা বিধেয়।

পেট ঝুলে পড়া। যাঁহাদের পেটের চামড়া ঢিলা থাকে, তাঁহাদের গর্ভ হইলে প্রায়ই পেট ঝুলে পড়ে ও ক্লেশ হয়। কাপড় দিয়া পেট তুলে বাঁধিলেই কষ্ট দূর হয়।

পেট বড় হইবার দরুণ কষ্ট।—পেট বাড়া হেতু যদি পেটের চামড়া চড়চড় করে ও স্তনে ব্যথা হয়, তাহা হইলে অল্প

banglabooks.in

নারিকেল তেল দিয়া পেট ও স্তন ধীরে ধীরে মালিষ করিলে যাতনা কমে। যদি কিছুমাত্র উপশম না হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ বা নাক্স-ভমিকা ৬ দিতে হয়।

পেটে ছেলে নড়াচড়ায় কষ্ট।—ওপিয়াম ৬ বা আর্ণিকা ৩।

ধাতের ব্যারাম।—দুধের মত ধাত নির্গমনে, ক্যাম্ফোরিয়া ৬। হল্‌দে বা জলের মত ধাত নির্গমনে, সিপিয়া ১২। ধাতের ব্যারামে নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬। যদি ধাতের ব্যারামের সঙ্গে যোনির ভিতরে সড়-সড় করে ও খুব সঙ্গম ইচ্ছা থাকে, প্ল্যাটিনা ৬। "শ্বেত-প্রদর" দ্রষ্টব্য।

স্তনে বেদনা।—স্তন শক্ত লাল ভারবোধ ও বেদনাযুক্ত হইলে, বেলেডোনা ৩x। স্তন স্ফীত, ভারী কিন্তু লাল নয় এরূপ লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩।

স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা।—আঘাত লাগিয়া বোঁটায় প্রদাহ হইলে, আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ জল সহ মিশাইয়া বাহ্যপ্রয়োগ। বোঁটায় ঘা হইলে বা হাজিয়া যাইলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ ৩ সেবন ও হাইড্র্যাষ্টিস θ (আট গুণ জল সহ মিশাইয়া) লাগান।

স্তন বড় হইবার দরুণ যন্ত্রণা।—শূলবেদনার ন্যায় যন্ত্রণায়, কোনায়াম্ ৩। প্রদাহ জনিত যন্ত্রণায়, বেলেডোনা ৩x বা ব্রায়োনিয়া ৩।

মানসিক কষ্ট।—গর্ভিণী সর্ব্বদা বিষণ্ণভাবে থাকিলে, সিমিসি-ফিউগা ৩; শোকে অধীরা হইলে, ইগ্নেষিয়া ৬; ভীতা হইলে, অ্যাকো-নাইট ৩; কোপনস্বভাবা হইলে, ক্যামোমিলা ১২।

অপ্রকৃত প্রসববেদনা।—গর্ভাবস্থার শেষ বরাবর প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা দেখা দেয় ("প্রসববেদনা—অপ্রকৃত লক্ষণ" দ্রষ্টব্য)। ক্যামোমিলা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলা ৩০ সিমিসি-ফিউগা ৩ বা কলোফিলাম ৩x সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

banglabooks.in

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব।—(১) গর্ভিণী বেশী হাসিলে কাঁদিলে কাসিলে বা পড়িয়া গেলে, জরায়ুর মধ্যে ধাক্কা লাগিয়া ফুল (placenta) জরায়ু হইতে কিছু তফাৎ হইয়া পড়ে, তাহাতে রক্তস্রাব ঘটে; আর্ণিকা ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) উপরোক্ত কারণাদি ব্যতীত যদি ফুল জরায়ু-মুখে ঢাকনির মত থাকা হেতু রক্তস্রাব ঘটে, তবে পীড়া কঠিন বুঝিয়া ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ কোন চিকিৎসককে যেন ডাকা হয়। এই রোগ গর্ভাবস্থার শেষভাগে বা ঠিক প্রসবকালে ঘটে; এই কালে রক্তস্রাবই ইহার বিশেষ লক্ষণ (স্বাভাবিক প্রসববেদনায় শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মাত্র নির্গত হয়, কদাচ রক্তস্রাব হয় না—"প্রসবের অবস্থাচয়" দ্রষ্টব্য)। ট্রিলিয়াম θ এই রক্তস্রাব বন্ধ করিবার একটি ভাল ঔষধ।

ধাতুদোষ (Diathosis)।—মাতা বা পিতার কোন ব্যাধি থাকিলে, সন্তানে সেই রোগ বর্ত্তে। গর্ভাবস্থায় পোয়াতিকে নিম্নলিখিত ঔষধ মাসে মাসে একবার করিয়া সেবন করাইলে, ভাবী সন্তান সুস্থকায় হইতে পারে:—

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০।—পিতা বা মাতা গণ্ডমালা (Scrofula)-ধাতুগ্রস্ত হইলে।

ব্যাসিলিনাম ২০০।—বংশে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ থাকিলে।

সোরিণাম ৩০।—পিতা বা মাতার দুর্গন্ধযুক্ত চর্ম্মরোগাদি থাকিলে।

সিলিকা ৩০।—পিতা বা মাতার অস্থি-বিকৃতি রোগ থাকিলে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব ৩০, আয়োডিয়াম ৩০, থুজা ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩০, কষ্টিকাম ৩০, সিপিয়া ৩০, বা সালফার ৩০ লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করিতে হয়। বালরোগে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" দ্রষ্টব্য।

---

banglabooks.in

গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত

(ABORTION)।

গর্ভসঞ্চার-কাল হইতে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্থ শিশু নির্গত হওয়ার নাম "গর্ভস্রাব" বা "পেট খ'সে যাওয়া"। এ অবস্থায় সন্তান ত বাঁচিবেই না *; ভাল রকম তদারক না হইলে, প্রসূতিরও জীবন-নাশের আশঙ্কা। গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ :—কোমরে ও তলপেটে বেদনা, ছেলে যেন পেটের নীচের দিকে ঠেলিয়া আসিতেছে এরূপ বোধ, রক্ত বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ। গর্ভাবস্থায় কসিয়া কাপড় পরা, জোয়াদা পরিশ্রম করা, গাড়ি পাল্কী নৌকা রেলগাড়ি প্রভৃতিতে চড়া (বিশেষতঃ গর্ভাবস্থার প্রথম চারি মাস মধ্যে); দৌড়াদৌড়ি করা, পড়ে যাওয়া, ভারী জিনিস তোলা, জোরে ময়দা দলা বা রুটি বেলা, ডিঙ্গি মারিয়া (অর্থাৎ অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া) ছবি টাঙ্গান বা মশারি খাটান, হাম বসন্ত জ্বর উদরাময় প্রভৃতি হওয়া, স্বামী-সহবাস, তীব্র ঔষধ সেবন, স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের পীড়া থাকা, অতিশয় ভয় ভাবনা শোকাদি কারণে গর্ভস্রাব ঘটে; অতএব গর্ভাবস্থায় এই সব বিষয়ে খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক। যাঁহার একবার গর্ভপাত হইয়াছে তাঁহার আবার গর্ভপাতের সম্ভাবনা, অতএব গর্ভসঞ্চার হইতেই খুব সতর্ক থাকা উচিত। এ পীড়া বড় কঠিন, এ জন্য বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

গর্ভপাত নিবারণের চিকিৎসা :—

স্যাবাইনা ৩।—গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস মধ্যে গর্ভস্রাব আশঙ্কায় (অর্থাৎ বেদনা বোধ বা রক্ত দেখা দিবামাত্র)।

সিকেলি ৩।—গর্ভাবস্থার চতুর্থ বা পরবর্ত্তী মাস সমূহে গর্ভপাত আশঙ্কায় (অর্থাৎ বেদনাবোধ বা রক্ত দেখা দিলেই)।

---

* সাত মাসের পর ও নয় মাসের পূর্ব্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে "অকাল-প্রসব" কহে। এরূপই অকাল-প্রসূত সন্তান ("আটাশে ছেলে") জীবিত থাকিতে পারে।

banglabooks.in

আর্ণিকা ৩।—পড়িয়া যাওয়া; ভারী জিনিস তোলা; মার খাওয়া; আঘাতাদি কারণে যদি গর্ভপাত ঘটিবার আশঙ্কা জন্মে।

ক্যামোমিলা ৬।—ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা বশতঃ গর্ভপাতের সম্ভাবনায়।

ভাইবার্ণাম-অপ্ ৩x।—খামচান বা শূল বেদনাবৎ বেদনা।

গর্ভস্রাব হইবার পর চিকিৎসা।—এই সমস্ত যত্ন লওয়া সত্ত্বেও যদি গর্ভপাত ঘটে, তাহা হইলে যাহাতে গর্ভ হইতে ভ্রূণ ও ফুল নিঃশেষে নির্গত হয় উপযুক্ত ধাত্রী দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা সূতিকাদি রোগ জন্মিয়া প্রসূতির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। ফুল পড়িতে বিলম্ব হইলে, পাল্‌সেটিলা ৩০ বা সিকেলি ৩০—২০০ দিতে হইবে। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া যদি রক্তাদি নির্গমন হেতু রোগিণী নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে চায়না ৬—২০০ ব্যবস্থা।

পুনঃ পুনঃ গর্ভপাত নিবারণের চিকিৎসা।—পূর্ব্বে যে সময়ে গর্ভপাত হইয়াছিল, তাহার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্ব হইতে প্রতি সপ্তাহে যেন লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান হয়:—জরায়ুর দোষ হেতু গর্ভপাত হইলে, এপিস ৬, স্যাবাইনা ৬ বা সিকেলি ৬। ফুলের (Placenta) দোষ হেতু হইলে, ফস্ফোরাস ৬। ভ্রূণের দোষ বা মাতার উপদংশ জনিত গর্ভপাত হইলে মার্কিউরিয়াস্-কর্ ৬। পিতা বা মাতার যক্ষ্মারোগ থাকিলে, ব্যাসিলিনাম্ ৩০ (মাসে এক মাত্রা)।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—গর্ভকালে কোমরে টান-ধরার মত বেদনা ও জরায়ু মধ্যে চাপবোধ সহ যদি শ্লেষ্মা বা রক্ত বাহির হইতে সুরু হয়, তাহা হইলে তখনই পোয়াতিকে মাথায় বালিস না দিয়া চিৎভাবে শোয়াইতে হইবে, আর (রক্ত বন্ধ করিবার জন্য) তাঁহার পেটের উপর ও যোনি মধ্যে বরফ টুকরা বা ঠাণ্ডা জলপটী অনবরত দিতে হইবে; পোয়াতির শরীর ও মনে যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে ঘরে তিনি শুইবেন, তাহা যেন শীতল ও পরিষ্কার থাকে ও তথায় যেন লোকের গোলমাল না হয়। অনেকক্ষণ

banglabooks.in

চিৎভাবে শুইয়া থাকা হেতু কষ্ট হইলে, পোয়াতিকে বড় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসান যাইতে পারে। ক্ষুধা হইলে লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

২। প্রসবাবস্থার উপসর্গাদি।

প্রসবকাল।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গর্ভ সঞ্চারের দিন হইতে প্রায়ই ২৮০ দিনের মধ্যে (অর্থাৎ দশম মাসে) সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। নয় মাস পর্য্যন্ত গর্ভিণীর তলপেট বাড়ে; তার পর (অর্থাৎ প্রসব হইবার প্রায় দশ দিন আগে) তলপেটটি ঝুলিতে সুরু হয়, মাজা সরু হয়, অনেক বার প্রস্রাব ও কাঁকালের নীচে বেদনা উপস্থিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ দেখা দিলেই, যেন আঁতুড় ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়।

সূতিকাগার। বাটীর মধ্যে ভাল ঘর (অর্থাৎ যে ঘরটী বড় পরিষ্কার খট্‌খটে ও দুর্গন্ধহীন এবং যাহাতে হাওয়া খেলে ও হিম ঢুকিতে না পারে বা ধোঁয়া না জমে সেই ঘরটিই) যেন আঁতুড়-ঘর করা হয়। সূতিকা-ঘরের দোষে মাতা ও সন্তানের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

প্রসব-বেদনা।—জরায়ু অভ্যন্তরে শিশু বাড়িতে থাকিলে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় যথাসময়ে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। জরায়ু-পেশীচয়ের সঙ্কোচনই প্রসব-ক্রিয়ার উপায়; তাই জীবন্ত-শিশু যেরূপ সহজে ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত শিশুও তদ্রূপ ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে; ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য গর্ভস্থ-শিশুর কোন চেষ্টা বা যত্ন পাইতে হয় না—গর্ভস্থ কোন অদৃশ্য-শক্তি দ্বারাই প্রসব-ক্রিয়া সাধিত হয়। জঙ্গলপূর্ণ কোন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যাইতে হইলে, পথের অবস্থা বুঝিয়া আমরা যেরূপ নিজ দেহ রক্ষা করিয়া চলি (যথা বৃক্ষশাখা নিম্নদিকে নত হইয়া পড়িয়া থাকিলে মাথা হেঁট করিয়া চলি, দুই দিক হইতে বৃক্ষশাখা সমূহ পড়িয়া পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিলে মুখ ও সমস্ত দেহটি ফিরাইয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া চলি), ঠিক সেইরূপ প্রসব সময়ে উক্ত অদৃশ্য-শক্তি মাতৃ-গর্ভে মৃত বা জীবন্ত শিশুকে চালিত করে। প্রসব-পথে যে স্থান যে রকমে গঠিত, মাতৃ-গর্ভে উক্ত অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা

banglabooks.in

শিশুদেহ সেই স্থানে সেই ভাবেই সংস্থিত হয়, নচেৎ প্রসব-ক্রিয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। প্রসব-পথের স্থান বিশেষে যখনই শিশুর কাঁধদুটি আটকাইয়া যায়, তখনই গর্ভস্থ সেই রহস্যময়ী শক্তিদ্বারাই উহার পার্শ্বপরিবর্ত্তন-ক্রিয়া (rotation) সম্পন্ন হয় এবং শিশু সহজেই গম্য স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে! এই অদৃশ্য মহাশক্তিস্থ কৌশল-ক্রিয়া ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়!

জরায়ুর আকার পরিবর্ত্তন, বাহ্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের আর্দ্রতা, তৎপেশী সমূহের শিথিলতা, এবং মানসিক চিন্তা, এইগুলি প্রসব-বেদনার অব্যবহিত পূর্ব্বলক্ষণ। পরে যখন বারবার বাহ্যে প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা হয়, গা বমি বমি করে ও বমি হয়, গা কাঁপে, জল ভাঙ্গে (অর্থাৎ যোনি হইতে ফেনের মত শ্লেষ্মাদি বাহির হয়), এবং কোমরের দিক্ হইতে বেদনা সুরু হইয়া পেটের দিকে আসিয়া জুড়াইয়া যায়, তখন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনেক সময়ে প্রসববেদনা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে, তাই "প্রকৃত" ও "অপ্রকৃত" প্রসব-বেদনার পার্থক্য নিম্নে বিবৃত হইল :—

প্রকৃত লক্ষণ।	অপ্রকৃত লক্ষণ।
১।—পিঠে, কোমরে, (কখন বা উরু পর্য্যন্ত) বেদনা বোধ হয়।	১।—কেবল পেটেই বেদনা (খামচান বা কন্‌কন্) বদ্ধ থাকে।
২।—প্রতিবার বেদনা নিয়মিতরূপে (যথা, প্রতি পনর, বিশ, ত্রিশ মিনিট অন্তর পর্য্যায়-ক্রমে) আসে ও জুড়াইয়া যায়।	২।—বেদনা উপস্থিত হইবার কোন নিয়ম নাই ; যথা, কখন দশ মিনিট অন্তর কখন বা পাঁচ মিনিট অন্তর বেদনা আসে, কখন বা বেদনা অবিরাম ভাবে থাকে।
৩।—প্রতিবার বেদনা সহ জরায়ু-মুখ অল্প বিস্তৃত হয়, এবং জল ভাঙ্গিতে থাকে।	৩।—বেদনায় জরায়ু-মুখ আদৌ বিস্তৃত হয় না, এবং জল ভাঙ্গে না।

প্রসব-বেদনা যত ঘন ঘন আসিবে, প্রসবকাল ততই নিকট বুঝিয়া যেন ধাত্রী ডাকা হয়।

banglabooks.in

প্রসবের অবস্থাত্রয়।—যদি প্রসব-বেদনার সূত্রপাত হইতে ছয় ঘণ্টা কাল মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ও শিশুর মস্তক অগ্রে নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে "স্বাভাবিক প্রসব" বলে *। স্বাভাবিক প্রসবের তিনটি অবস্থা (stages) :—

প্রথম অবস্থা।—প্রসব-বেদনার আরম্ভ হইতে জরায়ু মুখ বিস্তৃত হইয়া জল + নির্গত হওয়া কাল পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ব্যথা, সুরু হওয়া থেকে "জল বা পানমুচি ভাঙ্গা" পর্য্যন্ত)।

দ্বিতীয় অবস্থা।—জরায়ু-মুখ ফাঁক হইয়া জল ভাঙ্গার সময় হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া কাল পর্য্যন্ত। এই অবস্থায় জরায়ু মুখ ও বাহ্য-জননেন্দ্রিয়ের কোন ব্যবধান থাকে না, একটি সুড়ঙ্গের মত হইয়া যায়।

তৃতীয় অবস্থা।—সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় হইতে জরায়ু-ফুল বাহির হওয়া পর্য্যন্ত।

স্বাভাবিক প্রসবে অবশ্য-প্রতিপাল্য কয়েকটি বিধি :—

প্রথম অবস্থা—প্রসবের প্রথম অবস্থায় পোয়াতি যে ভাবে থাকিতে বা যে কায করিতে চান, তাহাতে বাধা দিবার আবশ্যকতা নাই। এ অবস্থায়, তাঁহাকে আঁতুড়-ঘরে লইয়া যাইবার বা অধিক "কোঁথ্" পাড়িতে দিবার আবশ্যক করে না, মাঝে মাঝে গরম দুধ বা গরম জল পান করান ভাল ; ইহাতে দুর্ব্বলতা দূর হইতে পারে। ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়ান অপকারী ; উহা খাওয়াইলে, ব্যথা "জুড়াইয়া" বা "লাট

* সাধারণতঃ প্রসব-কার্য্য স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আজকাল "সভ্যতার" আতিশয্য হেতু "অস্বাভাবিক প্রসব" (যথা, শিশুর হস্তপদাদি অগ্রে বাহির হওয়া, পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত প্রসব-বেদনার যন্ত্রণা অনবরত ভোগ করা, প্রভৃতি) বিরল নহে। এরূপ স্থলে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত হোমিওপ্যাথ দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।

+ স্বাভাবিক প্রসব-বেদনায়—শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বাহির হয়, কদাচ তাহা রক্তস্রাব হয় না।

banglabooks.in

খাইয়া" যাইতে পারে (অর্থাৎ, প্রসব-বেদনা বন্ধ হইতে পারে)। প্রথম অবস্থায় কোন ঔষধ দেওয়াও ভাল নয়; তবে যদি বুঝা যায় যে শিশুর মস্তক অগ্রে বাহির না হইয়া অন্য কোন অঙ্গ অগ্রে বাহির হইবে, তাহা হইলে পালসেটিলা ৩০ দুই তিন মাত্রা খাওয়াইতে হইবে—এই ঔষধের গুণে শিশুর মস্তক ঘুরিয়া নীচের দিকে আসিতে পারে। "প্রসবকালে উপসর্গাদি" দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অবস্থা।—এখন অতি সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে। "জল-ভাঙ্গা" সুরু হইলেই যেন পোয়াতিকে আঁতুড়ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, ও পূর্ব্বের মত মাঝে মাঝে গরম দুগ্ধাদি পান করান হয়। যদি ব্যথা থেকে থেকে জুড়াইয়া যায়, তাহা হইলে গলায় আঙ্গুল বা পালক দিয়া অথবা নাকে কাটী দিয়া কিম্বা ছেঁড়া চুল খাওয়াইয়া অথবা অন্য কোন সাধারণ কৌশলে বমন করাইলে, ব্যথা সহজে আসে। পোয়াতি যেন এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকেন; জেয়াদা ছট্‌ফট করিলে, ব্যথা জোরে আসিতে পারে না। প্রসবের সময়ে পোয়াতি যেন বাঁ পাশে শুইয়া হাত দুখানি মাথার উপরে তুলিয়া রাখেন, ও হাঁটু দুটি বুকের দিকে তুলিয়া পা দুখানি বিস্তার করেন (অর্থাৎ পা দুটির মধ্যে যেন একটি গোল বালিশ দেওয়া হয়); এই ভাবে থাকিলে সহজে প্রসব হইতে পারে। প্রসবের পূর্ব্বে যেন অন্ততঃ একবার বাহ্যে ও প্রস্রাব করান হয়। রক্তস্রাব হইলে, "গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব" দ্রষ্টব্য।

শিশুর মাথা, জননেন্দ্রিয়ের ভিতরে আসিলে, ধাই যেন প্রসবদ্বার রক্ষা করে; নতুবা শিশুর কাঁধ বাহির হইবার সময়ে গুহ্যদেশ ছিন্ন হইয়া প্রসবদ্বার ও মলদ্বার এক হইয়া যাইতে পারে।

শিশুর মাথা বাহির হইবামাত্র, তাহার মুখমণ্ডলের লালা শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, নতুবা শ্লেষ্মাদি মুখ-গহ্বর ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শ্বাস গ্রহণের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। আর শিশুর মস্তক বাহির হইলে যদি দেখা যায় যে, তাহার নাভিনাড়ী হারের মত গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা হইলে নাড়ীর মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া এরূপ ভাবে

banglabooks.in

ঢিলা করিয়া দিতে হইবে যে তাহার মধ্য দিয়া যেন শিশুর কাঁধ সহজে নির্গত হইতে পারে। শিশুর মস্তক নির্গত হইলেই যেন তাহার বাকি শরীরটা জোর ক'রে টানিয়া বাহির করা না হয়, তাহাতে মা ও শিশু উভয়েরই প্রাণ নাশের আশঙ্কা। স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, অবশিষ্ট দেহটা প্রায়ই স্বতঃই বাহির হইয়া আসে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহাকে পোয়াতির খুব কাছে ধীরে ধীরে রাখিতে হইবে; দূরে রাখিলে, নাভিনাড়ী ছিন্ন হইয়া রক্তস্রাব ঘটে, তাহাতে পোয়াতি ও শিশু দুইজনেরই মৃত্যু হইতে পারে।

নাড়ী-কাটা।—স্বাভাবিক প্রসবে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে; এই কান্না সুলক্ষণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া যতক্ষণ না চীৎকার করিয়া কাঁদে, ততক্ষণ পর্যান্ত যেন নাড়ী কাটা না হয়। (নাড়ীর যে দিক্ শিশুর নাভিতে সংলগ্ন সেই দিকে) শিশুর নাড়ীর উপর তিন আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া নরম রেশম * দিয়া দু'টি শক্ত গেরে দিতে হইবে, এবং তাহার উপর আর এক আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রাখিয়া ঐ রকম আর দু'টি গেরে দিতে হইবে; এই রকমে শিশু ও প্রসূতির দিকে নাড়ী বাঁধা হইলে, দু'টি বাঁধনের মাঝামাঝি নাড়ীটি ধারাল কাঁচি বা ছুরি দিয়া কাটিতে হইবে। বাঁধন খুব শক্ত না হইলে, অতিশয় রক্তস্রাব হেতু শিশুর প্রাণনাশ হইতে পারে। সাবধান, শিশুর নাড়াচাড়ার দরুণ নাড়ী কাটিবার সময়ে যেন তাহার পা বা হাতের আঙ্গুল না কাটিয়া যায়। যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখ নীলবর্ণ হইয়া যায়, তবে শীঘ্র নাড়ী কাটিয়া আগে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিবার পরে যেন নাড়ী বাঁধা হয়।

নাড়ী কাটা হইলে, শিশুর নাড়ীর উপর তেলের পটি বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। তার পর, আঙ্গুলের আগায় মধু মাখাইয়া শিশুর

* রেশম যেন খুব সরু বা খুব মোটা না হয়—খুব সরু হইলে, নাড়ী কাটিয়া যাইতে পারে; ও খুব মোটা হইলে, ভাল গাঁইট পড়ে না।

banglabooks.in

মুখের ভিতর হইতে "ঘড়ঘড়ি" (শ্লেষ্মা) পরিষ্কার করিতে হইবে; শেষে, ঈষদুষ্ণ গরম জলে তাহাকে স্নান করাইয়া ফর্সা নরম কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে তাহার গা মুছাইয়া গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। শীতকালে বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে, স্নান না করাইয়া খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া শিশুর সমস্ত গায়ে মাখাইয়া খুব সরু ন্যাকড়া দ্বারা আস্তে আস্তে মুছাইয়া ফেলা ভাল।*

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া না কাঁদিলে বা মড়ার মত পড়িয়া থাকিলে, "মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ শিশু" দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অবস্থা।—যতক্ষণ ফুল নির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পোয়াতির অবস্থা নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক প্রসবে, ফুল আধ ঘণ্টা মধ্যে আপনা আপনি নির্গত হয়; টানাটানিতে বিপদের বিলক্ষণ আশঙ্কা। "ফুল না পড়া" দ্রষ্টব্য।

ফুল পড়িবার পর, পোয়াতির কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার করিয়া তাঁহার জননেন্দ্রিয়ের মুখে একখানি পাঁচ আঙ্গুল প্রমাণ ন্যাকড়া দুই তিন ভাঁজ করিয়া যেন দেওয়া হয়, ও মাঝে মাঝে যেন ঐ ন্যাকড়া বদলান হয়।

তিন হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একখানি কাপড় পোয়াতির পেটের উপর পেটা বাঁধার মত দিন দশেক জড়াইয়া রাখা ভাল। কিন্তু প্রসবের পরই যদি দুই ঘণ্টাকাল দুই হস্ত দ্বারা পোয়াতির জরায়ুটিকে তলপেটের উপর দিয়া চাপিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে পেট বাঁধা (ব্যাণ্ডেজ) আবশ্যক করে না।

প্রসবের পর যেন অন্যূন তিন ঘণ্টাকাল পোয়াতিকে সটান শোয়াইয়া রাখা হয়—কাপড় ছাড়ান এবং প্রস্রাব ও মলত্যাগ পর্য্যন্তও যেন শোয়া-

* গরম জলে স্নান করাইলে শিশুর "ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া" রোগ ঘটিতে পারে, তাই শিশু-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার ফিষার (নাড়ী কাটার সময় হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত) গরম জলের পরিবর্ত্তে ঈষদুষ্ণ খাঁটী জলপাই তৈল (Pure Olive or Sweet Oil) ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন (Vide Fisher's *Diseases of Children, pp 34-35.*)।

banglabooks.in

ইয়া করান হয়; নড়িলে চড়িলে ভয়ানক রক্তস্রাবের বিলক্ষণ আশঙ্কা। ঘণ্টা তিন স্থিরভাবে থাকিলে, সহজে সুনিদ্রা আসিয়া পোয়াতিকে অনেকটা সুস্থ করে। প্রসবের আট দশ ঘণ্টার পর পোয়াতি কতকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিলে, শিশুকে যেন মাই টানিতে দেওয়া হয়; মাই টানাইলে, শীঘ্র শীঘ্র স্তনে দুগ্ধ আসে ও জরায়ুর সঙ্কোচ হইয়া রক্তস্রাব না ঘটিতে পারে।

যদি প্রসবের পর বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে **আর্ণিকা ৩x**, চারি ঘণ্টা অন্তর তিন দিন পোয়াতিকে সেবন করান ভাল। আর্ণিকা সেবন করাইলে, সূতিকা-জ্বর প্রভৃতি প্রসবান্তিক অনেক পীড়া না হইতে পারে।

প্রসবের পর অধিক পরিমাণে রক্তস্রাবাদি ঘটিলে, "প্রসবান্তে উপসর্গাদি" দ্রষ্টব্য।

আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির শুশ্রূষা।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। একমাস (অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল) পোয়াতিকে যেন আঁতুড় ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়; প্রথম চারি পাঁচ দিন যেন তিনি স্থিরভাবে শুইয়া থাকেন, মলমূত্রত্যাগের জন্যও যেন উঠিতে না দেওয়া হয়; নড়িলে চড়িলে রক্তস্রাব হেতু মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

২। কখনও বামপাশে কখনও বা দক্ষিণপাশে পোয়াতি শয়ন করিতে পারেন, কেননা ক্রমাগত একপাশে শয়ন করা কষ্টকর। আর আঁতুড়-ঘরে পোয়াতির শুইবার জন্য দুটী পরিষ্কার বিছানা রাখিতে হইবে; কেননা, অনেকক্ষণ এক বিছানায় শুইয়া থাকিলে (বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে), বিছানাটি গরম হইয়া উঠে।

৩। পোয়াতি ও শিশুর শরীরে যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। দুপুরবেলা দোর জানালা খুলিয়া দিয়া যাহাতে প্রত্যহ

banglabooks.in

খানিকক্ষণ আঁতুড়-ঘরে হাওয়া খেলে, তাহাও করিতে হইবে; কিন্তু সাবধান, যেন হাওয়ার ঝাপ্টা শিশু বা পোয়াতির গায়ে না লাগে।

৪। ভোরবেলা ও শীতকালে বাতাস বেশী ঠাণ্ডা; সেই জন্য অন্ততঃ তখন যেন আঁতুড়-ঘরে ভাল রকম আগুন থাকে। আর অন্য সময় আঁতুড়-ঘরে এ রকম সামান্য আগুন রাখিলেই চলে, যাহাতে পোয়াতি বা শিশুর কোন কষ্ট না হয়; বেশী ধোঁয়া হইলে শিশুর চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। গুল্ বা কাঠকয়লার আগুনই ভাল।

৫। শিশুর নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া যাহাতে নাসিকা দ্বারা সাধিত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ছেলেরা অনেক সময়ে "হাঁ" করিয়া ঘুমায়, ও মুখ দিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া চলে; মুখটি এমন অবস্থায় বুজাইয়া দিলে, নাসিকা দ্বারা উক্ত কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সামান্য বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আমরা অনেক সময়ে অনেক বয়স্ক বালক বালিকাকে নিদ্রাকালে মুখ দ্বারা নিশ্বাসাদি গ্রহণ করিতে দেখি; ইহাতে নানা প্রকার রোগের বীজ [পরিশিষ্ট "গ" দ্রষ্টব্য] মুখ দিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশের আশঙ্কা থাকে (vide Dr. Mc. Conkey's Lecture on *How and When is Tuberculosis Contracted*)। অতএব শৈশব হইতেই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, মুখ দিয়া নিশ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া চলিলে, ক্রমে শিশুর মুখ বিকৃত হইয়া পড়ে, কাণে কম শোনে ও কথাকহা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। যদি আলজিবের শিরা-বৃদ্ধি হেতু শিশু ঐরূপ শ্বাসাদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে অস্ত্র প্রয়োগে ইহার প্রতিকার করিতে হইবে।

৬। পোয়াতির পেটে সেক দিলে ও ন্যাকড়া আগুনে সেকিয়া স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের মুখে বসাইয়া দিলে এবং শিশুর নাভিতে সেক * দিলে, বেদনা শীঘ্র কমিয়া আসে।

* প্রদীপের শিখায় বুড়া আঙ্গুল গরম করিয়া শিশুর নাভিতে সেক দিলেই, নাভি শীঘ্র শুকাইয়া আসে; তাপ দিবার সময়ে যেন নাভিতে বেশী চাপ না পড়ে, বা জোরে ঘষা না হয়।

banglabooks.in

যে পোয়াতির আঁতুড়-ঘরে আগুন রাখা না হয়—বা যিনি সেক তাপ লন না কিম্বা "ঝাল" খান না—তাঁহার ও তাঁহার শিশুর পক্ষে গরম কাপড় ও জামা ব্যবহার করা ভাল।

প্রসবের পর প্রথম দুই দিন দুধ ও বার্লি, তারপর দুই দিন চিঁড়া ভাজা অল্প মরিচ-গুঁড়া ও খুব অল্প পরিমাণে গরম ঘি, এবং পঞ্চম দিনে দুধ ভাত দেওয়া যাইতে পারে। ডাল বা কোন গুরুপাক তরকারি প্রথম সপ্তাহে যেন না খাওয়ান হয়।

৭। প্রসবকাল হইতে অন্ততঃ নয় মাস কাল পর্য্যন্ত স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ। এই নিয়মের শিথিলতা নিবন্ধন আজ বাঙ্গালার প্রসূতি ও শিশুকুলের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং সম্ভবতঃ শিশুগণের মধ্যে এত যকৃৎ দোষ ও অকালমৃত্যু ঘটিতেছে।

প্রসবকালের উপসর্গাদি।

প্রসব-বেদনা আরম্ভ হইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বিলম্ব ঘটিলে চিকিৎসা করান আবশ্যক। লক্ষণানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল প্রয়োগে অল্পকাল মধ্যে বিনাকষ্টে প্রসব কার্য্য সমাধা হইতে পারে :—

জরায়ুর মুখ কুঞ্চিত থাকা বশতঃ প্রসবকষ্ট হইলে, জেলসিমিয়াম ৩। অনিয়মিত সামান্য বা মৃদু বেদনা অনুভূত হইলে, প্রথম জলবৎ স্রাব হওয়ার পরেও বেদনার বৃদ্ধি না হইলে, এবং বমনেচ্ছা থাকিলে, পালসেটিলা ৩০। উল্লিখিত উপসর্গের পরে উরুতে খিল ধরিলে (বিশেষতঃ সেই গর্ভিণীর যদি পূর্ব্বে তিন চারিটি সন্তান হইয়া থাকে), সিকেলি-কর ৩০। মাথা-ব্যথা, অস্থিরতা, চক্ষু মুখ লালবর্ণ; অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রলাপ, হাত পা ছোড়া লক্ষণে, বেলেডোনা ৩০। অসহ্য বেদনা থাকিলে ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬, বা জেলসিমিয়াম ৬। অত্যন্ত প্রসব-বেদনার পরে হঠাৎ বেদনা বন্ধ হইয়া চক্ষু মুখ লালবর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, ঘড় ঘড় শব্দ,

banglabooks.in

অজ্ঞানতা এবং মূর্চ্ছাবেশ ঘটিলে, ওপিয়াম ৬—৩০। অত্যন্ত আক্ষেপ (খেঁচুনি) বশতঃ গর্ভিণী অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকিলে, হায়োসায়েমাস ৬।

গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক অগ্রে বাহির না হইবার আশঙ্কায়, পালসেটিলা ৩০। জরায়ুর মুখ শক্ত থাকিলে ও বিস্তৃত না হইলে, বেলেডোনা ৩০। কষ্টকর প্রসব-বেদনায়, আর্ণিকা ৩ *। প্রসবের সময়ে বা পরে মূর্চ্ছা এবং সেই সঙ্গে শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে, ক্যাম্ফার ৩।

ফুল না পড়া।—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার খানিক পরেই জরায়ু-ফুল বাহির হয়। কিন্তু প্রসবের পর এক ঘণ্টা মধ্যে ফুল না পড়িলে, পালসেটিলা ৩০ বা সিকেলি ৩০ প্রতি পনর মিনিট অন্তর ব্যবস্থা। আধ ঘণ্টা কাল ঔষধ সেবনেও যদি কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে এক হাতে জরায়ুর উপর চাপ দিয়া অপর হস্ত দ্বারা ফুলটিকে **ধীরে ধীরে** টানিয়া বাহির করিতে হইবে। জোরে টানাটানি করিলে, ফুল ছিঁড়িয়া খানিক অংশ পেটের ভিতর থাকিয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে রক্তস্রাব হেতু পোয়াতির প্রাণনাশের আশঙ্কা।

---

* ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ প্রবীণ ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার "ধাত্রীশিক্ষা" পুস্তকে (পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮৫—৯৫) লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইপিকাকের গুঁড়া দুই গ্রেণ মাত্রা খাওয়াইলে—(১) জরায়ুর মুখ যদি শক্ত থাকে ত নরম হয়, খোলা না থাকে ত খুলে যায়, (২) ব্যথার জোর না থাকে ত ব্যথার জোর হয়, (৩) দারুণ যন্ত্রণা কমে, (৪) প্রসব সহজে হয় ও ফুল সহজে পড়ে এবং বেশী রক্তস্রাব হয় না, (৫) প্রসবের সকল অবস্থায় এবং পোয়াতি নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলেও, এই ঔষধ নির্ব্বিঘ্নে খাওয়ান যাইতে পারে। ঔষধ সেবনের দুই ঘণ্টা মধ্যে প্রসব না হইলে, আর এক মাত্রা দিতে হয়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক এবং স্ত্রী-ও-বালরোগ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার টি. ই. চার্লস্ সাহেবও ইপিকাকের নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

banglabooks.in

৩। প্রসবান্তে উপসর্গাদি।

ফুল পড়িয়া যাইবার পর যদিও কোন উপসর্গ না থাকে, তবুও পোয়াতিকে আর্ণিকা ৩x প্রত্যহ চারিবার করিয়া তিন দিন খাওয়ান ভাল। আর্ণিকা খাওয়াইলে সূতিকাগারের কঠিন রোগ না হইতে পারে।

প্রসবের পর সচরাচর যে সকল উপসর্গ ঘটিয়া থাকে, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইতেছে :—

যোনি-মুখ ও গুহ্যদেশ ছিন্ন।—যোনি-মুখ প্রায় সকল প্রসবের পরই অল্পাধিক ছিন্ন হয়; আর, প্রসবকালে পোয়াতির গুহ্যদেশ সাবধানে রক্ষিত না হইলে, ছিন্ন হইয়া যায়। ক্যালেণ্ডিউলা ৫ দশ ফোঁটা এক ছটাক জল সহ মিশাইয়া, তাহাতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ছিন্ন স্থানে দিলে শীঘ্র সারিয়া আসে।

হেতাল ব্যথা।—ফুল পড়িয়া যাইবার পর (জরায়ুর সঙ্কোচন-কালে) কয়েকবার বেদনা আসে, ইহার নাম "হেতাল ব্যথা" বা "ভ্যাদালে কামড়"। প্রসবের পর জরায়ু-মধ্যে রক্তের জমাট প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, এই বেদনায় তাহা বাহির হইয়া যায়; সুতরাং ইহাতে পোয়াতির মঙ্গলই হয়। যদি ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে বেদনার উপশম না হয়, তবে আর্ণিকা ৩x ব্যবস্থা। উগ্রভাবাপন্না নারীগণের পক্ষে, ক্যামোমিলা ৬ ভাল। আর্ণিকায় উপকার না হইলে, জেল্‌সিমিয়াম ৩x বা কফিয়া ৬ অথবা সিকেলি ৩০ দিতে হইবে।

রক্তভাঙ্গা (LOCHIA)।

ফুল পড়িবার পর প্রায় কুড়ি দিন পর্য্যন্ত জরায়ু হইতে অল্প অল্প রক্ত নির্গত হয়। প্রথম দুই দিনের নির্গম ঘোর লালবর্ণ, পরে পীতের আভাযুক্ত, ও শেষে জলবৎ বা তরল পূয়বৎ হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। স্বভাবতঃ এইরূপে বন্ধ হইয়া আসিলে কোন ঔষধাদির প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই সকল লক্ষণে ঔষধ দিতে হইবে :—দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে,

banglabooks.in

সিকেলি ৩; দীর্ঘকাল স্থায়ী ঘোর লালবর্ণ রক্ত নির্গমে, হ্যাবাইনা ৩x; হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে, অ্যাকোনাইট ৩x; ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে, ক্রিয়োজোট ৩ বা কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্ ৬ সেবন; এবং ক্যালেণ্ডিউলা θ (বিশগুণ জলসহ মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় ধুইয়া ফেলা) বাহ্যপ্রয়োগ।

রক্তস্রাব (HÆMORRHAGE)।

প্রসবের পর রক্তস্রাব ঘটিলে, পোয়াতির জীবন সংশয়। প্রসবকালে অল্প রক্ত নির্গত হয়, এইটি যেন মনে থাকে। খুব বেশী রক্ত বা লালবর্ণ রক্ত স্রোতের মত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে থাকিলে, নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিতে হইবে:—

পোয়াতিকে শোয়াইয়া তাঁহার মাথাটি নীচু ও উরুদুটি উঁচু করাইতে হইবে; পরে তখনই তাঁহার পেটের উপর হাত দিয়া জরায়ুটি এমনি মুঠা করিয়া ধরিতে হইবে যে, যেন উহা সঙ্কুচিত হইতে পারে; এবং গরম জল (১২০°) তাঁহার জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইতে হইবে। সুবিধা হইলে, বরফের টুক্‌রা পোয়াতির পেটের উপর ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয় মধ্যে দেওয়া এবং তাঁহাকে বরফ চুষিতে দেওয়াও ভাল; কেননা বরফেও রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

রক্তস্রাবকালে, হ্যাবাইনা ৩x বা হ্যামামেলিস্ ৯x ও স্রাব হেতু নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬; এবং স্রাব হেতু মস্তকের যন্ত্রণা থাকিলে, ফেরাম্ ৬ ব্যবস্থা।

মূর্চ্ছা।—প্রসবকালে বা প্রসবের পর কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা হইয়া প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; সুতরাং খুব সাবধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মূর্চ্ছাসহ সর্ব্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা হইলে, রুবিণীর ক্যাম্ফার θ; সামান্য নড়িলে চড়িলে মূর্চ্ছা ঘটিলে বা মূর্চ্ছাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হইলে, ভিরেট্রাম-অ্যাব ৬; রক্তস্রাব হেতু মূর্চ্ছায়, চায়না ৬ বা কার্ব্বো-ভেজ ৩০;

banglabooks.in

যদি বার বার মূর্চ্ছা ঘটে বা মূর্চ্ছা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়, ষ্ট্রামোনিয়াম ৩x; আঘাতজনিত মূর্চ্ছায়, আর্ণিকা ৩x—৩; ভয়জনিত মূর্চ্ছায়, অ্যাকোনাইট ৩x বা কফিয়া ৬ উপকারী। ঔষধ গিলিবার শক্তি না থাকিলে, নির্দ্দিষ্ট ঔষধের ঘ্রাণ লওয়াইতে হইবে। গরম বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য; পরে পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

খেঁচুনি বা আক্ষেপ (CONVULSIONS)।

প্রসবের পর বা পূর্ব্বে (অথবা প্রসবকালে) সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপ হওয়া বড়ই বিপজ্জনক। বেশী মাথা ধরা, উৎকণ্ঠা, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়া, কথা জড়াইয়া আসা, হাতে পায়ে খিল ধরা, তন্দ্রাভাব, "আক্ষেপের" পূর্ব্বলক্ষণ। ক্রমে চক্ষুর তারা ঘুরিতে থাকে, মুখখানি কখনও এ কাঁধে কখনও ও কাঁধের দিকে থাকে; জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে; ধনুষ্টঙ্কারের মত সমস্ত শরীরের খেঁচুনি হইতে থাকে ও রোগিণী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। দুই পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান হইতে পারে, আবার আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পোয়াতি পুনরায় অচেতন হন; এইরূপে ঘন ঘন আক্ষেপ ও বারম্বার সংজ্ঞা লোপ হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তহীনতা (anæmia) বা প্রস্রাবে অণ্ডলাল (albumen) সঞ্চয় নাকি এইরূপ আক্ষেপের কারণ।

আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বলক্ষণে, হায়োসায়েমাস ৩x; আক্ষেপকালে বেলেডোনা ৬ বা হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড ৩; আক্ষেপ বন্ধ হইবার পর (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের কোনরূপ গোলযোগ থাকিলে), ওপিয়াম ৩০ দিতে হয়। *

* কোন কোন পোয়াতির আক্ষেপ হইবার পূর্ব্বে জ্বর সহ বিষম তৃষ্ণা হয়, সে স্থলে অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবস্থা। আর, যদি, (প্রসবকালে বা পূর্ব্বে অথবা পরে) খেঁচুনির সঙ্গে চট্‌চটে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, এবং প্রলাপাদি থাকে, তাহা হইলে ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x দিতে হইবে।

banglabooks.in

গরম দুধ বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

ঘাম বন্ধ।—প্রসবের পর হঠাৎ ঘর্ম্ম রোধ হইলে, ডাফেমারা ৬ বা ক্যামোমিলা ৬ ব্যবস্থা।

কাহিল বোধ।—প্রসবের পর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ বা ফস্ফোরিক-অ্যাসিড ৬ দিতে হয়।

অনিদ্রা।—কোন বিশেষ রোগ নাই অথচ প্রসবের পর যদি রাত্রিতে ঘুম না হয়, তবে কফিয়া ৬ ব্যবস্থা।

মূত্ররোধ।—প্রসবের পর প্রায় ছয় ঘণ্টা প্রস্রাব হয় না। বার ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব না হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x প্রতি পনর মিনিট অন্তর দিতে হইবে। চারিবার অ্যাকোনাইট সেবনেও যদি প্রস্রাব না হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়; তিনবার বেলেডোনা প্রয়োগে প্রস্রাব না হইলে, ইকুইসেটম্ ১x ব্যবস্থা।

কোষ্ঠবদ্ধতা।—প্রসবের পর জরায়ু প্রভৃতি যন্ত্রের বিরাম আবশ্যক, তাই প্রথম তিন চারি দিন স্বভাবতঃ পোয়াতির মলত্যাগ হয় না; এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে অনিষ্টের সম্ভাবনা। তবে পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত মলত্যাগ না হওয়ায় যদি পেটে যন্ত্রণা হয়, তবে কলিন্সোনিয়া ৩x বা ভিরেট্রাম্-অ্যালবাম্ ৬ দিতে হইবে।

উদরাধ্মান।—প্রসবের পর উদরাময় হইলে, হায়োসায়েমাস ৬ বা পালসেটিলা ৬ ব্যবস্থা।

অর্শ।—প্রসবের পর কখন কখন অর্শ হয়; পালসেটিলা ৬ সেবন এবং হ্যামামেলিস ১ বিশ গুণ জল সহ মিশাইয়া "ধাবন" ব্যবস্থা।

সূতিকা-জ্বর

(PUERPERAL FEVER)।

সূতিকা-জ্বর শোণিত পীড়া; কিন্তু, স্ত্রীলোকের পীড়া বলিয়া উহা এই স্থানে লেখা হইল। সূতিকা-জ্বর অতি ভয়ানক ও কষ্টদায়ক পীড়া।

banglabooks.in

এক প্রকার জীবাণু বা বিষ নাকি এই পীড়ার উত্তেজক কারণ। প্রসবের পর নানা কারণে জরায়ু দূষিত হওয়া, প্রসবের পরে ফুলের কিয়দংশ জরায়ুর ভিতর থাকিয়া পচিয়া যাওয়া, এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। প্রসবের ৩।৪ দিন পরই সূতিকা-জ্বর হয়। প্রথমে সামান্য জ্বর হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; তখন শীত কম্প ও গা গরম হয়; শিরঃপীড়া; নাড়ীর বেগ; পিপাসা; পেটবেদনা; গাত্রতাপ ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু ঘর্ম্ম থাকে না; ও প্রায়ই স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ বন্ধ হয়; এবং ৭।৮ দিন মধ্যে মৃত্যু ঘটে। জরায়ু হইতে পূযের ন্যায় দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হওয়া অশুভ লক্ষণ। এই রোগ কখন পুরাতন আকার ধারণ করে না [৪৬৮ পৃষ্ঠায় "পুরাতন সূতিকা-রোগ" দ্রষ্টব্য]।

চিকিৎসা :—

অ্যাকোনাইট ৩x।—পীড়ার প্রথমাবস্থায় (যখন অত্যন্ত জ্বর) শীত ও কম্প, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, গাত্র শুষ্ক, উদর স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জরায়ুতে বেদনা থাকে। ডাক্তার লড্‌লাম এই অবস্থায় **ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১** প্রয়োগ করিয়া অনেককে বাঁচাইয়াছেন।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১।—প্রবল কম্প, খেঁচুনি বা আক্ষেপ হেতু রোগিণীর প্রাণ বিয়োগের আশঙ্কায় এই ঔষধটি চার পাঁচ মিনিট অন্তর দেয় (যত ক্ষণ না কম্প বা খেঁচুনির কতকটা উপশম হয়); পরে, কম্প বা খেঁচুনি কমিয়া আসিতে থাকিলে, পনর বিশ বা ত্রিশ মিনিট অন্তর ঔষধটি সেব্য।

বেলেডোনা ৩০।—উদরে অত্যন্ত বেদনা, অস্থিরতা, স্তন দুগ্ধের অভাব, মস্তকে দপ্‌-দপ্‌ বেদনা, এবং চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

নাক্স-ভমিকা ৩০।—জরায়ু বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে।

কলোসিন্থ ৬।—জোরদা পেট ফাঁপিলে।

কেলি-সায়েনেটাস ৩০।—হঠাৎ চিড়িকমারা বেদনায় রোগিণী কাঁদিয়া অস্থির হন; রাত্রির শেষভাগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

banglabooks.in

মার্কিউরিয়াস-কর ৬।—উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, এজন্য রোগিণী পেটে হাত দিতে দেন না ; অত্যন্ত পিপাসা ; রক্ত বা আমযুক্ত ভেদ।

ল্যাকেসিস্ ৬।—পেটে অত্যন্ত বেদনা (নিদ্রার পর বৃদ্ধি)।

রাস-টক্স ৬।—জরায়ু প্রদাহযুক্ত (বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে অবসন্নকর বেদনা) ; দীর্ঘকালব্যাপী দুর্গন্ধ-স্রাব ও সান্নিপাতিক জর-বিকার লক্ষণে।

কেলি-ফস্ ৩x চূর্ণ।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। সম্প্রতি ডাক্তার স্যাণ্ডার্স এই ঔষধ সেবন করাইয়া একটি রোগিণীর প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

পাইরোজেন ৬—২০০।—পূয হেতু রক্ত দূষিত হইলে (pyæmic conditions)।

প্রবলবেগে জ্বর আসিয়া যদি শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-শক্তি নাশ করে, তাহা হইলে, আর্সেনিক ৩০ (ল্যাকেসিস্ ৬ বা হ্যামোসায়েমাস ৬ সহ কেহ কেহ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে ব্যবস্থা দেন)।

অন্যান্য ঔষধ—ব্রায়োনিয়া ৬, পালসেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ১, চায়না ৬, এপিস ৬। পেটের যন্ত্রণা তীব্র হইলে, খুব গরম ফ্ল্যানেল পেটের উপর দিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—দূষিত বস্ত্রাদি দূরে ফেলিয়া দিতে হইবে। খুব গরম ফ্ল্যানেল পেটের উপর দিলে, পেটের যন্ত্রণা দূর হয়। দারুচিনির ক্বাথ উষ্ণ জলে মিশাইয়া গরম অবস্থায় উহা রোগিণীর গাত্রাদিতে ছিটাইয়া দিলে, তাঁহার চেতনা হইতে পারে।

(পুরাতন) সূতিকা-রোগ।—কোন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাগ্রন্থে "সূতিকা-জ্বর" ও "(পুরাতন) সূতিকা-রোগ" একই পীড়ার ভিন্ন আকার মাত্র বলিয়া শিক্ষার্থীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এই দুইটি রোগ স্বতন্ত্র। "সূতিকা-জ্বর" স্পর্শাক্রামক (এক প্রকার বিষ রক্তস্থ হইলে এই পীড়া উদ্ভূত হয়)। "পুরাতন সূতিকা-রোগ" স্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত হয় না, বা কোনরূপ দূষিত বিষ

banglabooks.in

হইতেও উৎপন্ন হয় না; সুতরাং ইহা সূতিকা-জ্বরের পুরাতন অবস্থা বা আকার নহে। প্রসবের পর যদি প্রসূতির ভাল রকম তদারক না হয়, তাহা হইলে শরীর ভাঙ্গিয়া ক্রমে রক্তহীন হইয়া পড়িলে, পুরাতন জ্বর উদরাময় শোথ প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। ইহাকেই "সূতিকার ব্যারাম" বা "পুরাতন সূতিকা-রোগ" বলে।

চিকিৎসা।—এই কঠিন পীড়ায় নেট্রাম-মিউর ৩০, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, ফেরাম-মেট ৩০, অ্যালিউমিনা ৬, সিপিয়া ৩০, গ্র্যাফাইটিজ ৩০, পালসেটিলা ৩০, নাক্স-ভমিকা ৩০, প্রযুজ্য হয়; কিন্তু ক্যাক্কেক্সিয়া-ফস্ ৩ এবং ফেরাম-আর্সেনিকাম ৩০ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া ও ডাক্ পাখীর তৈল মাখা খুব উপকারী। এই পুস্তকের "রক্তস্বল্পতা" রোগের চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

আঁতুড়ে বাই (Puerperal insanity)।—প্রসবের পর (বা পূর্ব্বে) বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী পাগল হন। এই বায়ুরোগ দ্বিবিধ:—(১) উন্মাদ (mania) এবং (২) বিষাদ-বায়ু (melancholia)।

(১) উন্মাদ রোগ।—বুদ্ধির ভ্রান্তি, অনর্থক বকা, প্রিয়জনকে মারিতে ধরিতে যাওয়া প্রভৃতি "উন্মাদ রোগের" প্রধান লক্ষণ। সামান্য রকম পাগলামি বা হাসি খুসির ভাব লক্ষণে, হায়োসায়েমাস্ ৩; ঘোর উন্মাদ (যথা,—ভীষণ প্রলাপ, ক্রোধ, কামড়াইতে যাওয়া, একাকিনী বা অন্ধকারে থাকিতে অনিচ্ছা, নির্লজ্জভাব প্রভৃতি) লক্ষণে, হ্যামোনিয়ম ৩; উচ্চ ভাবপূর্ণ প্রলাপ (ঠিক যেন দেবাবেশ হইয়াছে) অথবা একাকিনী ও অন্ধকারে থাকিবার ইচ্ছা কিম্বা থাকিয়া থাকিয়া রোগিণীর শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার নিস্তব্ধ ভাব (Catalepsy) লক্ষণে, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ৬ দিতে হইবে।

(২) বিষাদ বায়ুরোগ।—সতত বিমর্ষ বা জড়ভাব, হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব, বা আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি, "বিষাদ বায়ুরোগের" বিশেষ লক্ষণ।

banglabooks.in

সিমিসিফিউগা ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। আত্মহত্যার ইচ্ছা বলবতী থাকিলে, অরাম-মেট ৬ দিতে হয়। প্ল্যাটিনা ৬ বা পালসেটিলা ৬ কিম্বা অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

বায়ুগ্রস্তা নারীর মন যাহাতে বিন্দুমাত্র উত্তেজিত না হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুগ্ধ প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর পথ্যের প্রয়োজন; কেহ কেহ সোণা বেঙের ঝোল উপকারী বলেন।

শ্বেতপদ (Phlegmasia alba dolens)।—কোন কোন নারীর পা প্রসবের পর ফুলিয়া উঠে ও শ্বেতবর্ণ হয়। তলপেট হইতে পা পর্য্যন্ত বেদনা, জ্বর, "রক্তভাঙ্গা" (Lochia), ও স্তন-দুগ্ধের হ্রাস, এই কষ্টকর পীড়ার উপসর্গ। পাল্‌সেটিলা ৬ বা হ্যামামেলিস ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ; এপিস ৬ ও রাস্‌-টক্স ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক। তুলা পিঁজিয়া পা জড়ান, এবং লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা।

প্রসবকালে যন্ত্রাস্ত্র অস্ত্র প্রয়োগের কুফল।—ভ্রূণের নির্গম-পথ যদি ভ্রূণের আয়তন অপেক্ষা ছোট থাকে, তাহা হইলে অস্ত্রাদি সাহায্যে পুনঃ পুনঃ প্রসব করাইতে হয়। ইহাতে কিন্তু প্রসূতির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে; এই অবস্থায় ফেরাম-ফস্‌ ২০০, কেলি-ফস্‌ ২০০, ও ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্‌ ২০০ মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল সেবন করাইলে রোগিণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ জনিত যাতনা প্রশমিত হয় ও ক্রমশঃ তিনি নিরাময় হন।

আর, তিনি যদি পুনরায় গর্ভবতী হন, তাহা হইলে অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্ব হইতে যেন তাঁহাকে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা ১২x চূর্ণ ও ক্যাল্কেরিয়া-ফস্‌ ৬x চূর্ণ মাঝে মাঝে খাওয়ান হয়; তাহা হইলে সহজেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে (অর্থাৎ বিনা অস্ত্র সাহায্যে প্রসব কার্য্য সাধিত হয়)।

বস্তি-কোউষ্টেরা;কৌষিক-ঝিল্লী-প্রদাহ (pelvic cellulitis)।—অস্ত্র প্রয়োগ বা আঘাতাদি কারণে এই প্রদাহ জন্মে। তলপেটে বেদনা জ্বর বা জননেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠা এই

banglabooks.in

রোগের প্রধান লক্ষণ; এপিস ৩ ও রাস-টক্স ৬ এই রোগের ঔষধ। প্রবল জ্বর থাকিলে, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x দিতে হইবে।

বস্তি-কোটরের পূয়পূর্ণ স্ফোটক (pelvic abscess)।—যদি "বস্তি-কোটরের কৌষিক-ঝিল্লী প্রদাহ" উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগে প্রশমিত না হইয়া ক্রমে স্ফোটকে পরিণত হইতে থাকে (অর্থাৎ পূয় হইবার উপক্রম হয়), তাহা হইলে পাকাইবার জন্য হিপার-সালফার ৩x দিতে হইবে; এবং পূয় নির্গত হইতে থাকিলে, সিলিকা ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

পেট ঝুলিয়া পড়া।—প্রসবের পর কাহারও কাহারও উদর নিম্ন দিকে ঝুলিয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কদাকার, নতুবা ইহা কোন রোগ নয়। ক্যাল্কেরিয়া ৩০ বা সিলিকা ৩০ প্রতি মাসে একমাত্রা মাত্র সেবন।

মাথার চুল উঠিয়া যাওয়া।—প্রসবের পর দুর্ব্বলতাদি কারণে কোন কোন নারীর কেশপাত হয়। ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬, চায়না ৬, বা আর্সেনিক ৬ ইহার ঔষধ।

স্তনের রোগ, স্তনদুগ্ধের রোগ।—"প্রসবান্তে স্তনের পীড়া" দ্রষ্টব্য।

প্রসবান্তে স্তনের পীড়া।

স্তন সম্বন্ধে পোয়াতি যেন এই কয়েকটি কথা মনে রাখেন:—

১। তিন চারি মাস গর্ভকাল হইতে স্তন বাড়িতে থাকে, তখন হইতে স্তনের বোঁটার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই; আজকালকার "সভ্যতার" খাতিরে যেন এমন কসা (টাইট্) জামা প্রভৃতি ব্যবহার না করা হয়, যাহাতে স্তনের বোঁটার চাপ পড়িয়া তাহার বাড়িবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে।

২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রসবের আট দশ ঘণ্টা পরে যেন শিশুকে স্তনপান করান হয়; ইহাতে নবজাত শিশুর সহজে মলত্যাগ হয়, ও পোয়াতির ঠুকো জ্বরাদি না হইতে পারে।

banglabooks.in

৩। প্রতিবার শিশুকে স্তন্যদান কালে, যেন একটু দুধ গালিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ও পরে স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দেওয়া হয়।

৪। পোয়াতির আহারের দোষে স্তনের দুধ খারাপ হইতে পারে; সেই দুধ পান করিলে শিশুর পেট কামড়ান, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ ঘটে; অতএব খাওয়ার বিষয়ে পোয়াতির খুব সতর্ক হওয়া উচিত।

৫। স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, বা মাতার পেটের অসুখ কিম্বা জ্বরাদি হইলে, যেন শিশুকে স্তন্যপান করান না হয়।

৬। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর, বা ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা কালে, বা ঠিক স্বামী সহবাসের পরই স্তন্যদুগ্ধ বিকৃত হয়; এ অবস্থায় স্তন্যপান করাইলে তখনই শিশুর উৎকট পীড়া (এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত) ঘটিতে পারে।

দুগ্ধ-জ্বর (milk-fever)।—প্রসবের কিছু পরে দুগ্ধ সঞ্চার হেতু কোন কোন পোয়াতির স্তনে কাঁটা-বেধার মত বেদনা বোধ হয় এবং দুই একদিনের পর স্তন দুইটি শক্ত হইয়া সামান্য রকম জ্বর হয়; ইহাকেই "দুগ্ধ-জ্বর" কহে। ইহাতে কোন ঔষধ দিবার আবশ্যক নাই, কেবল যতক্ষণ না জ্বর ছাড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যেন শিশুকে স্তনপান করান না হয়, ও স্তনে যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

কিন্তু "দুগ্ধ-জ্বর" প্রখর হইলে বা বিশ ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হইলে, অ্যাকোনাইট ৩x দিতে হইবে; এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলেও যদি স্তন নরম না হয়, তবে (স্তন শক্ত থাকা পর্য্যন্ত) ব্রায়োনিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন-প্রদাহ (ইন্‌ফ্লেমা)।—প্রসবের পর (যে কোন সময়ে) স্তনের প্রদাহ ও সেই সঙ্গে জ্বর হইতে পারে। তখন প্রসূতির স্তনবৃন্তে বা সমুদায় স্তনে বেদনা হয়, সে জন্য তিনি শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারেন না ও তাঁহার বড় কষ্ট হয়। স্তনের সমুদয় অংশ লালবর্ণ হইয়া প্রদাহযুক্ত হইলে, ব্রায়োনিয়া ৬। কেহ কেহ বলেন যে পীড়ার প্রথম অবস্থায় বেলেডোনা ও ব্রায়োনিয়া পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র পীড়ার উপশম হইতে পারে অথবা পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে না; ঐ সঙ্গে

banglabooks.in

প্রবল জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ও ব্রায়োনিয়া (পর্য্যায়ক্রমে) দিতে ব্যবস্থা করেন। পীড়ার হ্রাস না হইয়া ক্রমেই স্তন স্ফীত হইলে অথবা পূয হইবার আশঙ্কা জন্মিলে, মার্কিউরিয়াস-সল ৬। পূয হইলে, হিপার-সালফার ৩x—৩০ ; ফোড়া শীঘ্র সারাইবার জন্য, ফস্ফোরাস ৬। স্তন খুব শক্ত হইলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩x সেবন (ও ফাইটোল্যাক্কা θ ত্রিশ ফোঁটা আধ আউন্স জলে মিশাইয়া স্তনের উপর পটি প্রয়োগ)। "স্তন শক্ত হওয়া" দ্রষ্টব্য।

স্তনের বোঁটার ক্ষত (sore-nipples)।—স্তনের বোঁটার ক্ষত হইলে, পোয়াতির বড় কষ্ট হয় ; ষাট ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা θ এক ছটাক জলে মিশাইয়া স্তন ধুইয়া ফেলা ও পটি দেওয়া বিধি। যদি বোঁটার উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হইয়া তাহা হইতে রস বাহির হয়, তবে গ্র্যাফাইটিজ ৬ সেবন করিতে হইবে।

স্তনে ব্যথা (painful nipples)।—শিশু প্রতিবার স্তন টানিলেই যদি স্তনে খুব বেদনা বোধ হয়, তবে ফেলাণ্ড্রিয়াম ৩x সেবন। কখন কখন বোঁটার আগা হইতে পোয়াতির কাঁধ পর্য্যন্ত শূল বেদনার ন্যায় বেদনা বোধ হয়, সে স্থলে ক্রোটন-টিগ্লিয়াম্ ৩ ব্যবস্থা।

দাই দিবার সময় কাহিল বোধ।—শিশুকে স্তন্য-পান করাইবার পর প্রসূতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চায়না ৬ ব্যবস্থা।

স্তনে দুধ বেশী হওয়া।—স্তনে হঠাৎ দুগ্ধ অত্যন্ত বাড়িলে তাহা কমাইবার জন্য নেট্রাম্-সাল্ফ ১২x বিচূর্ণ বা পাল্‌সেটিলা ৩ দিতে হয়। মসুরের ডাল বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলেও, দুধ খুব শুকাইয়া যায়।

স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া।—প্রসবের পর বিশ ঘণ্টা মধ্যে স্তনে দুধ না হইলে, অ্যাগ্নাস্-ক্যাষ্টাস্ ৩x দিতে হয়। হঠাৎ দুধ কমিয়া গেলে বা একবারে বন্ধ হইলে, অ্যাসাফিটিডা ৩ ব্যবস্থা। কল্মিশাক খাইলে ও ভ্যারাণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে স্তন ধুইয়া ফেলিলে. নাকি দুধ বাড়ে।

banglabooks.in

মানসিক উত্তেজনা বশতঃ কখন কখন দুধ শুকাইয়া যায়। ক্রোধ হেতু হঠাৎ দুধ শুকাইয়া গেলে, ক্যামোমিলা ৬; ভয় প্রযুক্ত হইলে, অ্যাকোনাইট ৩; ঈর্ষাজনিত হইলে, হায়োসায়েমাস ৩; এবং শোক বশতঃ হইলে, ইগ্নেষিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন হইতে অসাড়ে দুধ বাহির হওয়া।—বোর‍্যাক্স ৩ চূর্ণ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, চায়না ৬। ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ তিন চারি বার স্তন ধুইয়া ফেলা ভাল।

দুধ জমিয়া স্তন শক্ত হওয়া।—কখন কখন দুধ জমিয়া স্তন কঠিন হয় ও যন্ত্রণা হইতে থাকে। ব্রায়োনিয়া ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ("স্তন প্রদাহ" দ্রষ্টব্য)।

স্তনে ফোড়া হইবার উপক্রম হইলে।—ফোড়া হইবার উপক্রমে (অর্থাৎ স্তন শক্ত ও বেদনাযুক্ত হইতে থাকিলে), ব্রায়োনিয়া ৩ প্রতি ঘণ্টায় সেব্য; ইহাতে প্রায়ই ফোড়া নিবারিত হয়। যদি ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে ফাইটোল্যাক্কা ২x প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং ফাইটোল্যাক্কা θ (৫ ফোঁটা, ৩ আউন্স অত্যুষ্ণ জলসহ মিশাইয়া) স্তনের উপর মাঝে মাঝে ছিটাইয়া দেওয়া; উননের পোড়া মাটি স্তনের উপর লেপনও উপকারী। ফাইটোল্যাক্কা বিফল হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপত্তি হইলে), হিপার ৬—৩০ সেবন ও মসিনার গরম পুল্টিস্ ব্যবস্থা। শোষ বা নালী-ঘা হইলে, সিলিকা ৬—৩০ সেব্য।

---

banglabooks.in

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল-রোগ।

শিশু পালন।—ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি শিশুর দন্তোদ্গম কাল পর্য্যন্ত সময়কে "শৈশবাবস্থা" বলে। শিশুর নাড়ীকাটা ও স্নান করান হইবার কিছু পরই শিশুকে একটু গরম দুধ (সম পরিমাণ জল সহ অল্প অল্প গরম করিয়া) যেন খাওয়ান হয়; পরে শিশুর মলমূত্র ত্যাগ হইলে, ও পোয়াতি একটু সুস্থ হইলে, শিশুকে স্তনপান করাইতে হইবে। যদি বার ঘণ্টা মধ্যে শিশুর মলত্যাগ না হয়, তাহা হইলে নাক্স-ভমিকা ৩০ দিতে হয়। ("নাড়ী কাটা" ও "প্রসবান্তে স্তনের পীড়ার মোটামুটি কয়েকটি কথা" দ্রষ্টব্য)। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে একুশ দিন পর্য্যন্ত শিশুকে যেন কখন চিৎভাবে শোয়াইয়া রাখা না হয়; ডাক্তার ফিষার সদ্যোজাত শিশুকে প্রথম দুই তিন সপ্তাহ অধিকাংশ সময় বামপার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইতে পরামর্শ দেন। নতুবা ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ হইতে পারে।

শিশুর দেহ বাড়িবার পক্ষে ঘুম দরকার, তাই জন্মিবার পর কিছুদিন শিশু বেশী ঘুমায়। এ অবস্থায় তাহার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়া শোয়াইয়া রাখিতে হইবে; খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখা ভাল, * তবে সাবধান হইতে হইবে যেন দম্‌কা বাতাস তাহার গায়ে না লাগে। প্রথম প্রথম ঈষদুষ্ণ জলে, ও পরে (শিশু সবল হইলে) ঠাণ্ডা জলে, স্নান অভ্যাস করাইতে হইবে; এরূপ করিলে সর্দ্দি কাসি কম

* সম্প্রতি (১৯১৩ খৃষ্টাব্দে) লণ্ডন নগরে পৃথিবীর নানা দেশের ডাক্তারদের এক মহতীসভা (Congress) হয়। তথায় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক বলেন যে "প্রত্যহ শিশুদিগকে খানিকক্ষণ খালি গায়ে রাখিয়া দিলে, উহাদের মেরুদণ্ডের দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বহুরোগ সহজে আরোগ্য হয়।

পূর্ব্বে বঙ্গ-রমণীগণ শিশুদিগকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শোয়াইয়া রাখিতেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সুপ্রথাটী প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে

banglabooks.in

হইবার সম্ভাবনা। স্নানকালে অগ্রে মাথায় একটু জল দেওয়া ও পরে শরীর ভিজান, আমাদের দেশের এই প্রাচীন প্রথাটি অতি উত্তম; ডাক্তার ফিষারও ইহার অনুমোদন করেন।

যতদিন শিশু মাই খায়, ততদিন যেন পোয়াতির রাতজাগা, অধিক বেলায় খাওয়া, বেশী টক্ বা ঝাল খাওয়া, মনে বেশী ক্রোধ শোকাদি না হয়; কেননা, তাহা হইলে শিশুর নানারূপ রোগ জন্মে। শিশুর অসুখ হইলে, স্তন্যদায়িনীকে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে, নচেৎ শিশুর রোগ বাড়িতে পারে।

মাতার রোগ হইলে বা তাঁহার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ না থাকিলে বাটীর অন্য কোন নারীর স্তনে যদি ভাল দুধ থাকে, তবে তাহা শিশুকে খাওয়াইতে হইবে; তদভাবে, গাধা বা গরুর দুধ ব্যবস্থা। গরুর দুধ খুব ঘন হইলে, তাহার সহিত সমান ভাগ জল ও কিছু দুগ্ধ-শর্করা (sugar of-milk) মিশাইয়া গরম করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে। অধিক দুধ খাওয়ান, বা বেশী রাত্রিতে দুধ খাওয়ান, অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় বা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দুধ খাওয়ান, অহিতকর। আর ক্ষুধা না পাইলে যেন শিশুকে কিছু খাওয়ান না হয়, সাধারণতঃ শিশুর উপর-পেট নরম থাকিলে তাহার ক্ষুধা আছে বুঝা যায়। স্তন্যদায়িনীর বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলে, এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

শিশু সচরাচর আট দশ মাসে হামাগুড়ি দেয়, ও এক বৎসর বয়সে চলিতে শিখে; শিশু যদি পনর মাসেও হাঁটিতে না পারে তবে উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শিশুর সব দাঁত উঠিলে, পুরাতন চাউলের খুব নরম ভাত শিশুকে অল্পে অল্পে অভ্যাস করান যাইতে পারে। সাবধান, যখন শিশু কাঁদে তখন যেন কোন রকম খাবার তাহার মুখ মধ্যে না দেওয়া হয়, কারণ "বিষম লাগিয়া" * শিশুর উৎকট যন্ত্রণা হয়—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

* গিলিবার সময় কোন কারণে ভুক্ত দ্রব্যের কোন অংশ অন্ন নালীতে না গিয়া যদি শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে 'বিষম লাগে'।

banglabooks.in

শিশুর ঔষধ জলে মিশ্রিত না করিয়া অণুবটিকায় (globules) ঢালিয়া, সেবন করান সুবিধাজনক।

সদ্যোজাত (বা ভূমিষ্ঠ) **মৃতকল্প শিশু।**—শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে মুখ লাগাইয়া ফুঁ দিলে বা অন্য কোন কৌশলে তাহার ফুস্‌ফুসে বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে, সে বাঁচিয়া যাইতে পারে। দীর্ঘকাল প্রসব বেদনার পরে বা প্রসূতির জরায়ু দোষ থাকিলে, শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইতে পারে। রক্ত-সঞ্চালন-যন্ত্রের-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস লোপ পায়, এবং শিশু কাঁদে না। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়:—শিশুর গলায় যদি নাভি-নাড়ী বিজড়িত থাকে, তাহা হইলে উহা সত্বর খুলিয়া ফেলা আবশ্যক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যদি নাভি-নাড়ী স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা না কাটিয়া মুখ ও গলার মধ্যে যে সমস্ত শ্লেষ্মা ও ক্লেদ থাকে, তাহা সত্বর পরিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু নাড়ীর যদি স্পন্দন না থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ নাভি-নাড়ী কাটা উচিত এবং অল্পক্ষণের জন্য রক্ত বাহির হইয়া যাইবার পর যেন নাড়ী বাঁধা হয়। পরে অঙ্গুলি দ্বারা শিশুর নাক টিপিয়া তাহার মুখের মধ্যে এমন ভাবে ফুঁ দিতে হইবে যেন তাহার বুকের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে; এবং তাহার পাঁজরা এমন ভাবে চাপিতে হইবে, যেন ঐ বায়ু তাহার বক্ষ হইতে বাহির হয়; প্রতি মিনিটে চৌদ্দ পনর বার এইরূপ বায়ু প্রবেশ ও বাহির করাইলে, দশমিনিট মধ্যে শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। যদি দশ মিনিট মধ্যে কোন উপকার না হয়, তবে শিশুর মুখে বা বুকে একবার গরম জলের ও পরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা বার বার মারিতে হইবে; এবং শুষ্ক হস্তে তাহার হাত পা ও পিঠ ঘষিতে হইবে; শিশুর মুখে যেন বাতাস লাগিবার কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে।

এই কার্য্যগুলি অতি সতর্কতা ও সহিষ্ণুতা সহ করিতে হইবে; এই উপায় অবলম্বনে অনেক শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হইবার দুই তিন ঘণ্টা পরেও শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে।

banglabooks.in

মাই-না-ধরা।—যদি দুর্ব্বলতা বশতঃ নবজাত শিশু স্তন টানিতে না পারে, তাহা হইলে একটু স্তনদুগ্ধ ঝিনুকে গালিয়া তাহা শিশুকে খাওয়াইতে হইবে; এইরূপ দুই তিন বার দুধ গালিয়া খাওয়াইলে শিশু অনায়াসে মাই টানিতে পারিবে। ইহারও পর মাই মুখে দিলে যদি শিশু না খায়, তবে চায়না ৬ একটি ছোট বড়ি তাহার মুখে দিতে হইবে।

শিশু-ন্যাবা।—ভূমিষ্ঠ হইবার দুই একদিন পর কখন কখন শিশুর গা ও চক্ষুর শ্বেতাংশ হল্‌দে হইয়া যায়। ক্যামোমিলা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি ক্যামোমিলায় উপকার না হয়, তাহা হইলে মার্কিউরিয়াস ৬ দিতে হইবে। মার্কিউরিয়াস ব্যর্থ হইলে, চায়না ৩ দিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০; এবং উদরাময় থাকিলে, পডোফিল্লাম্ ৩ দিতে হইবে। পুরাতন ন্যাবায়, চেলিডোনিয়াম্ ৬ ভাল। বয়স্ক শিশুর ন্যাবায়, "পাণ্ডু" (পৃষ্ঠা ৩১৬—৩১৭) দ্রষ্টব্য।

শিশুর নাভির রোগ।—নাড়ী কাটার পর পাঁচ দিন মধ্যে নাভি শুকাইয়া গিয়া খসিয়া পড়ে। যদি না শুকাইয়া নাভি হইতে রস বা পূয পড়ে কিম্বা ঘা হয়, তাহা হইলে নাভিটি গরম জলে ধুইয়া ক্যালেণ্ডিউলা ০ (দশ ফোঁটা, এক ছটাক সরিষার তৈলে মিশাইয়া) পটি নাভির উপর লাগাইতে হইবে এবং সিলিকা ৬ সেবন (কিন্তু পূয দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সিলিকার পরিবর্ত্তে আর্সেনিক ৬ দিতে হয়)। যদি প্রদাহ (অর্থাৎ নাভিদেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে ও বাথাযুক্ত) হয়, তাহা হইলে বেলেডোনা ৬ বা আর্সেনিক ৬ দিতে হইবে।

নাভি পাকিয়া পূয পড়িতে থাকিলে, আধখানা জায়ফল বাটিয়া (বা একটু জলে ফোঁটা তিনেক নাক্স-মস্কেটা ২x মিশাইয়া) উহাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া নাভির উপর বাঁধিয়া রাখা ও শিশুকে নাক্স-ভমিকা ৩০ সেবন করান নাকি ভাল।

নাড়ী ভাল বাঁধা না হওয়া হেতু, বা নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়িয়া যাওয়া প্রযুক্ত, যদি রক্তস্রাব ঘটে, তাহা হইলে হামামেলিস্ ৩ ন্যাকড়ায় ঢালিয়া

banglabooks.in

উহা রক্ত নিঃসরণের স্থানে সামান্য রকমে চাপিয়া ধরিলে স্রাব বন্ধ হইতে পারে ; বারম্বার এরূপ রক্তস্রাব হইলে, আর্সেনিক ৬ সেবন বিধি।

গোঁড়।—ঘা শুকাইয়া যাওয়ার পরও যদি নাভি উঁচু হইয়া থাকে, তবে উহার উপর তুলার ছোট গদির (pad) মত করিয়া রাখা এবং এক খানি ন্যাকড়ার বেড় দিয়া উহা পেটের সঙ্গে বাঁধা ও নাক্স-ভ ৬ বিধি।

নীলরোগ।—শিশুর ঠোঁট ও গাল ফ্যাকাশে, এবং নখ ও সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া যায় ; বুক ধড়্-ফড়্ করে ও গাত্রতাপ কমিয়া আসে হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বা ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যাদি হেতু প্রধানতঃ এই উৎকট পীড়া জন্মে। ডিজিটেলিস্ ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ ; সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল হইয়া আসিলে, আর্সেনিক ৩ দিতে হয়। রাস-টক্স ৩, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৬, ল্যাকেসিস ৬, ফস্ফোরাস ৬, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। বেশ করিয়া গা ঢাকা দিয়া শিশুকে দক্ষিণপার্শ্বে শোয়াইতে হইবে, এবং আঁতুড় ঘরে যাহাতে ভাল বাতাস খেলে ও ধোঁয়া না জমে, এবং আহারের ত্রুটি হেতু যাহাতে শিশু বেশী কাহিল না হইয়া পড়ে, তাহার বন্দোবস্ত করা চাই।

টিকা।—"বসন্ত" রোগ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, টিকা লওয়া বা ভ্যাক্সিনিনাম ৬x চূর্ণ (এক মাত্রা মাত্র) সেবন উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ছয় মাস মধ্যে গো-বীজে টিকা দেওয়া এ দেশে রাজ-বিধি। যেখানে ভাল গো-বীজ অভাবে টিকা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে এক সপ্তাহ কাল ভ্যাক্সিনিনাম ৬—৩০ একমাত্রা প্রত্যহ সেবন ব্যবস্থা ; গো-বীজে টিকা দিলে কখন কখন কুফল ফলে, কিন্তু ভ্যাক্সিনিনাম সেবনে সে আশঙ্কা মোটেই থাকে না। চারিদিকে বসন্ত রোগ হইতে থাকিলে, ভেরিওলিনাম ৬—২০০ (যতদিন বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকিবে ততদিন) প্রতি সপ্তাহে শিশুকে একবার করিয়া খাওয়াইতে হইবে। "বসন্ত" রোগে **প্রতিষেধক ও পদ্ধতিকা** দ্রষ্টব্য।

গো-বীজে টিকা দিবার তিন দিন পরে সাধারণতঃ টিকা-স্থল প্রদাহ-যুক্ত (অর্থাৎ লালবর্ণ ও স্ফীত) হয় ও কখন কখন অল্পাধিক জ্বর হয়

banglabooks.in

এবং কয়েক দিন মধ্যে টিকা শুকাইয়া যায়। যদি উহা শুকাইতে দেরি হয়, তবে উহাতে ভ্যাসেলিন (vaseline) লাগাইতে হইবে। সাবধান, শিশু টিকা চুলকাইয়া সেই অঙ্গুলি যেন চক্ষুতে না দেয়, কারণ ইহাতে চক্ষু নষ্ট হইতে পারে।

গো-বীজে টিকা দেওয়া হেতু যদি কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায় বা স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে থুজা ৬—২০০ সেবন বিধি।

শিশুর অন্ত্র-বৃদ্ধি।—কোঁৎপাড়া, বেশী কাসি বা কান্না, পেট কামড়ান প্রভৃতি কারণে নাভিদেশে জেয়াদা চাপ পড়িয়া যদি নাভি-দেশের অন্ত্র বাহির (umbilical hernia) হয়, তবে আর্ণিকা ৬ বা সালফিউরিক-অ্যাসিড ৬ সেবন এবং তুলার একটি ছোট গদি দ্বারা নাভিদেশ এইরূপে চাপিয়া বাঁধিয়া লইতে হইবে যেন অন্ত্র বাহির হইতে না পারে। শিশুর অন্ত্র-বৃদ্ধি হইলে, বা অন্ত্র-বৃদ্ধি সহ জলদোষ (hydro-cele) থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ দিতে হয়। "অন্ত্র-বৃদ্ধি" রোগের ঔষধাদি(পৃষ্ঠা ৩০৫—৩০৬) দ্রষ্টব্য।

শিশু-একশিরা।—অণ্ডকোষের নিম্নস্থ চর্ম্ম মধ্যে জল-সঞ্চয় হেতু উহা বাড়িলে ও চক্‌চকে দেখাইলে, উহাকে "একশিরা" বা "জলদোষ" বলে। কষ্টকর প্রসবে আঘাত হেতু বা ধাতুদোষ জনিত এই রোগ জন্মিতে পারে। "অন্ত্র-বৃদ্ধি" সহ একশিরা বহুস্থলে বর্ত্তমান থাকে। আঘাত জনিত রোগে, আর্ণিকা ৩। জন্মগত পীড়ায়, ব্রায়ো ৩। অন্ত্র-বৃদ্ধি সহ একশিরায়, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। চর্ম্মরোগ বিশিষ্ট শিশুর চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িলে, গ্র্যাফাইটিজ ৬। গুটিকাযুক্ত ধাতুর পক্ষে, ব্যাসিলিনাম ২০০ বা আর্স-আয়ড্ ৬; গণ্ডমালা ধাতুর পক্ষে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, বা ক্যাল্ক-ফ্লুয়োর ১২x চূর্ণ; এবং সোরা (psora)-ধাতুগ্রস্ত শিশুর পক্ষে, সাল্‌ফার ২০০ ব্যবস্থা। অ্যাব্রোটেনাম ৬, হেলেবোরাস্ ৬, স্পাঞ্জিয়া ৬, হ্যামামেলিস্ ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। [বালরোগ অধ্যায়ে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" এবং ৩৩৭—৩৩৮ পৃষ্ঠায় "একশিরা" রোগের ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য]।

banglabooks.in

সদ্যোজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগ না হওয়া।—নবজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগে অযথা বিলম্ব হইলে, বেলেডোনা ৬ বা ওপিয়াম্ ৬ দিতে হয় এবং হাত গরম করিয়া তাহার পেটে বুলাইতে হয়। আর, যদি মলদ্বার বা মূত্রনির্গমপথ রুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা অনতিবিলম্বে উহার প্রতিকার করা উচিত।

ব্রহ্মতালু না পূরে উঠা।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর ব্রহ্মতালু যদি শীঘ্র না পূরিয়া আসে, তাহা হইলে সালফার ৩০ একমাত্রা মাত্র সেবন; যদি এক সপ্তাহ মধ্যে কোন উপকার না দর্শে, তাহা হইলে ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০ ব্যবস্থা। ক্যাল্ক-ফস্ ১২x চূর্ণ ও সিলিকা ৩০ সমস্ত সময়ে আবশ্যক।

শিশুর গাত্রে "মাসি পিসি" উঠা।—আঁতুড় ঘরের উষ্ণতা প্রভৃতি কারণে শিশুগাত্রে ঘামাচির মত ছোট ছোট সূক্ষ্মাগ্র উদ্ভেদ (বা "মাসি পিসি") বাহির হইলে, ব্রায়োনিয়া ৩—৬ সেবন ও (আবশ্যক হইলে) স্নান করান বিধেয়।

শিশু-স্তন ফুলে উঠা।—সদ্যোজাত শিশুর স্তন ফুলিয়া উঠিয়া শক্ত হইলে, বেল ৩। পূয হইলে, হিপার ৬ ও পরে সিলিকা ৬। সাবধান, শিশু-স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হইয়াছে মনে করিয়া যেন স্তনের বোঁটা গালা বা মোচড়ান না হয়; এরূপ করিলে, স্তন প্রদাহিত হইয়া পূয ফোড়া প্রভৃতি উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা।

জন্মিবার পর শিশুর স্তন হইতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহাতে কোন ঔষধাদি দিবার আবশ্যক করে না, আপনা আপনি ইহা সারিয়া যায়। কিন্তু শীঘ্র সারিয়া যাইবে বলিয়া ধাত্রী বা শিশুর মাতা স্তন টিপিয়া দিয়া প্রদাহ ও পূযের উৎপত্তি করেন; তখন, প্রদাহিত স্থান ঈষৎ লাল হইলে, আর্ণিকা ৩; কিন্তু খুব লাল হইলে, বেলেডোনা ৩; আর পূযোৎপত্তি হইলে, হিপার-সালফার ৬ ব্যবস্থা।

আব।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কখন কখন শিশুর মাথায় আব্ দেখা যায়। ঘাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া আবের উপর সেক দেওয়া ও

banglabooks.in

আর্ণিকা ৩ সেবন বিধি। ইহাতে কোন উপকার না হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ কিছুদিন খাওয়াইতে হইবে। "তিল, জড়ুল" দ্রষ্টব্য।

আঁচিল। থুজা ১x—৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক্তার টক্ চারি পাঁচ ফোঁটা থুজা θ এক ডেলা চিনি সহ প্রয়োগে কেবল নরদেহের আঁচিল কেন, অশ্ব কুক্কুর প্রভৃতি পশুরও আঁচিল আরোগ্য সাধন করিয়া আসিতেছেন (Vide Jour. Therap. and Diet December)।

আঁচিল প্রভৃতি নিবারণ।—ভাবী শিশুর তিল আঁচিল আব প্রভৃতি নিবারণ করিতে হইলে, গর্ভাবস্থায় মাতাকে প্রথমে সালফার ৩০, পরে থুজা ৩০ এবং অবশেষে মার্ক-সল্ ৩০ সেবন করাইতে হইবে। প্রত্যেক ঔষধ অন্ততঃ একমাস কাল (প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া) যেন খাওয়ান হয়।

তিল, জড়ুল।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর শিরাগুলি কখন কখন চর্ম্মের কোন স্থানে একত্রিত হইলে, তথায় একটি দাগ পড়ে (কখনও বা আবের মত দেখায়), ইহারই নাম "তিল" বা "জড়ুল"। থুজা ৩০ সেবনে ও থুজা θ জড়ুলের উপর প্রয়োগে, উপকার হয়। রেডিয়াম্-ব্রোমাইড ৩০ (সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন), ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, ফস্ ৬, এবং লাইকো ১২ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "আব" "আঁচিল" দ্রষ্টব্য।

শিশু-দেহে ঘা।—শিশুকে অপরিষ্কার রাখা হেতু বা তাহার চর্ম্ম অসুস্থ হইলে, শিশুর বগলে কাণের পেছনে কুঁচকি প্রভৃতি নানাস্থানে ঘা হয়। চুলকানি বা পূযযুক্ত ফুস্কুড়ি হইলে, সালফার ৩০। চর্ম্ম অসুস্থতা হেতু ঘা হইলে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ (বিশেষতঃ মোটা বা মেদযুক্ত ছেলেদের পক্ষে)। ঘা হইতে সতত রক্ত বাহির হইলে, লাইকো ১২; ঘা হইতে চটচটে আঠার মত রস বাহির হইলে, গ্রাফাইটিস্ ৬ (বিশেষতঃ কাণের পেছনের ঘা)। আলাকর ক্ষতের পক্ষে, কার্ব্বো-ভেজ ৩০। গা ময় লাল ফুস্কুড়ি হইলে, ক্যামোমিলা ১২। ঈষদুষ্ণ জলে কয়েকটা নিমপাতা (বা দুই ফোঁটা ক্যালেণ্ডিউলা θ) ফেলিয়া তদ্দ্বারা প্রত্যহ সকাল

banglabooks.in

বৈকাল ক্ষতস্থান ধৌত করণান্তর ময়দা ছড়াইয়া দিলে ঘা'র রস শরীরের সুস্থস্থান আক্রমণ করিতে পারে না। "মুখের ঘা" দ্রষ্টব্য।

হেজে যাওয়া।—কোন অঙ্গ হাজিয়া যাইলে, মার্ক-সল ৬ বা আর্ণিকা ৩ সেবন, এবং আর্ণিকা θ (পাঁচ ফোঁটা) দুধের সর বা জলপাই-তৈল (olive-oil) সহ মাখান ভাল। হাজা সহ শিশুর অম্লরোগ থাকিলে, ক্যামোমিলা ১২; এবং স্তন্যদায়িনীর হিষ্টিরিয়া বা চা-পানের অভ্যাস থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। ধাতুগত দোষ হেতু হাজা হইলে, সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০, সিপিয়া ৩০, বা রাস-টক্স ৬ আবশ্যক হইতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও লক্ষ্য রাখা চাই।

হ্যামাচি।—গরম লাগা হেতু বা জামা প্রভৃতি নিয়ত ব্যবহার জন্য ঘামাচি হইলে, ক্যামোমিলা ১২। ঠাণ্ডা লাগিয়া ঘামাচি হইলে, ডাল্কেমারা ৬। ঘামাচি রসপূর্ণ থাকিলে, রাস্-টক্স ৬। ঘামাচি অত্যন্ত চুলকাইলে বা বসিয়া গিয়া শিশুর কষ্ট হইলে, সালফার ৩০। ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, লাইকো ৩০, সিপিয়া ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। ঘামাচির উপর শ্বেত-চন্দন লেপন ভাল।

চুলকনা।—সালফার ৩০—২০০ ইহার একটি ভাল ঔষধ। বিছানায় শয়ন করিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকিলে, ইগ্নেষিয়া ৬। গাত্রবস্ত্র খুলিলেই গা চুলকাইতে থাকিলে, আর্স ৬ বা নাক্স-ভ ৬। শয়নের পর শরীর গরম হইবামাত্র গা চুলকাইলে, পালস্ ৬, বা মার্ক ৬। চুলকনার পর জ্বালা আরম্ভ হইলে, রাস-টক্স ৬, এপিস ৬, হিপার ৬। চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলে, মার্ক ৬ বা সালফার ৩০। শয়নের পূর্ব্বে ময়দা দ্বারা শিশুর গা ঘষিয়া দিলে, রাত্রিতে গা কম চুলকায়।

নালাজ্বা (Erysipelas)।—ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে শিশুর গাত্র-ত্বকের কোন অংশ প্রথমে সামান্য লালবর্ণ হয়; পরে সর্ব্বাঙ্গ লালবর্ণ হইয়া উঠে, জ্বর হয়, প্রদাহিত স্থান ফুলিয়া উঠে ও ক্ষত হইয়া রস পড়ে। ইহা একটি কঠিন রোগ।

banglabooks.in

বেল ৩x, এপিস ৩, ও রাসটক্স ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "বিসর্প" দ্রষ্টব্য।

পামা (Eczema)।—এই চর্ম্মরোগ অনেক শিশুর হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার চুলকণা বা "গরল"; দেখিতে কতকটা পাঁচড়ার মত, তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে না থাকিয়া অনেকগুলি ফুস্কুড়ি একত্র থাকে ও ততটা ছোঁয়াচে রোগ নয়; "সোরা" (psora)-ধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের প্রধানতঃ এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে পূয় বাহির হইয়া যদি কাপড়ে লাগিয়া শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে কাপড় শক্ত বোধ হয়। জলযুক্ত ফোস্কায়, মার্কিউরিয়াস ৬; ও রসহীন অর্থাৎ শুষ্ক ফোস্কায়, লাইকো ১২ ভাল। রাস-ভেন্ ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (কখন কখন দুই এক দিন এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বর সহ পীড়ার বৃদ্ধি হইতে পারে, তখন ঔষধ বন্ধ করিলে পামা ক্রমশঃ সারিয়া আসিতে থাকে। আবশ্যক হইলে রাস-ভেন্ ২০০ এক মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে)। অ্যালিউমিনা ৬, ওলিএণ্ডার ৬, ক্রোটন ৬, অ্যান্টিম-ক্রুড ৬ সময় সময় আবশ্যক হয়। পীড়া পুরাতন হইলে, গ্র্যাফাইটিজ ৩০ দিতে হয়। সময়ে সময়ে পিট্রোলিয়াম ৬, মার্ক-কর ৬, হিপার-সাল্‌ফ ৬, আর্সেনিক ৬, আবশ্যক হইতে পারে। জলপাই-তৈল (olive-oil) বাহ্যপ্রয়োগ।

শিশুর গাত্র-চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হওয়া (Intertrigo)।—শিশুর চামড়া খুব নরম, সেই জন্য সামান্য কারণে চামড়া উঠিয়া ক্ষত হয়। ময়লা জমা, জোরে গা ঘ'সে দেওয়া হেতু চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে, শিশুর কর্ণের পশ্চাৎভাগ বা ঘাড় কুঁচ্‌কি ও বগলের চর্ম্মস্তর ফুলিয়া উঠে ও লাল হয় এবং জ্বালা করে ও রস পড়ে; ক্যামোমিলা ৬, ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ও তাহা হইতে রক্ত নির্গত হইলে, মার্কিউরিয়াস্ সল্ ৬ ভাল। রোগ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিলে, লাইকোপোডিয়াম ১২ দিতে হয়।

শিশুর মুখে ঘা।—শিশুর মুখমণ্ডলে ছোট শাদা শাদা ফুস্কুড়ি প্রায়ই জন্মাইতে দেখা যায়। প্রথমে গালে, পরে কপালে, এবং কখন কখন সর্ব্বাঙ্গেও, এইরূপ ফুস্কুড়ি হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ফুস্কুড়ির রং

banglabooks.in

কাল হয় এবং ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া যাইবার পর হল্‌দে মাম্‌ড়ি হয়। ভাইওলা-ট্রাইকলর ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভাইওলায় উপকার না হইলে, রাস-টক্স ৬ দিতে হইবে; রাস-টক্স দিলে কখন কখন প্রদাহাদির বৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় রাস-টক্স বন্ধ করা কর্ত্তব্য। মুখগহ্বরে ফুস্কুড়ি বা ঘা হইলে, বোর‍্যাক্স ৩x চূর্ণ সেবন, এবং সোহাগার খই [সোহাগা আগুনে ফেলিয়া দিলে খইয়ের মত ফুলিয়া উঠে তাহা] মধু সহ মাড়িয়া, ঘা'র উপর লাগান। ওষ্ঠে ও মুখে ফুস্কুড়ি; জিহ্বার প্রান্তভাগ লেপাবৃত, মধ্যভাগ লাল রেখাযুক্ত; মুখে দুর্গন্ধ; অত্যন্ত অস্থিরতা; সবুজ বর্ণের তরল-ভেদ লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। দন্তোদ্ভেদকালীন মুখে ঘা; মুখে ও মাথায় ঘাম; আহারীয় দ্রব্যের কণাবিশিষ্ট কঠিন মল; পায়ের পাতা শীতল লক্ষণে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। জিহ্বা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত; দন্তমূলে ক্ষত এবং তজ্জন্য রক্তপড়া; মুখে পচা গন্ধ; মুখ দিয়া প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব; আমাশয়ের ন্যায় শ্লেষ্মাযুক্ত তরল ভেদ লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। মুখের সমুদায় অংশেই ফুস্কুড়ি ও পচা গন্ধ; মুখ হইতে ক্ষতকর লালাস্রাব লক্ষণে, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬ (পিতামাতার পারদ দোষ থাকায় সন্তানের ঐরূপ ফুস্কুড়ি হইলে, ইহা আরও উপযোগী)। শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত জিহ্বা, মুখে বড় বড় ফুস্কুড়ি; মুখ দিয়া রক্ত মিশ্রিত লালা পড়া; ভিজা গাঁদের ন্যায় আঠা আঠা ভেদ; গুহ্যদ্বারের চারিপার্শ্বে ফুস্কুড়ি; নিদ্রার ব্যাঘাত লক্ষণে, সালফার ৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। মুখের ঘা কৃষ্ণবর্ণ ও ঠাণ্ডা হইয়া পচিতে আরম্ভ হইলে, সিকেলি ২ চূর্ণ সেবন করিতে ডাক্তার হার্টম্যান্ পরামর্শ দেন। ভাল মধু বা পাতলা একোগুড় আঙ্গুলে মাখিয়া শিশুর মুখের ভিতরকার ঘায়ে লাগাইলে, উপকার দর্শিতে পারে।

শিশুর ফোড়া।—সময়ে সময়ে শিশুদিগের মাথায়, গলায়, কাণের পশ্চাদ্ভাগে, বগলে, বাহুর সন্ধিতে কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে ফোড়া হইয়া থাকে। গোলগাল শরীরবিশিষ্ট স্থূলকায় শিশুদিগের ফোড়া হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। প্রায়ই ক্ষত (গ্রীষ্মকালেই অধিক) হইলে,

banglabooks.in

কার্ব্বো-ভেজ ৩০। ক্ষতের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি চাপ্ চাপ্ হইয়া প্রকাশ পায় এবং সে জন্য শিশু সর্ব্বদাই ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে থাকিলে, ক্যামোমিলা ৬। কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে লালবর্ণের ক্ষত এবং সেই ক্ষত হইতে আঠা আঠা কলতানি নির্গত হইলে, গ্র্যাফাইটিজ ৬। দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত হইতে রক্ত নির্গত হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। মাথায় দুই একটি ফোড়া প্রথমে হইয়া পরে তাহার রস লাগিয়া মস্তকের অপরাপর অংশে ফোড়া হইলে, সালফার ৩০, হিপার-সালফার ৩০, বা ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। অনেক স্থলে আর্ণিকা ৩, বিশেষ ফলপ্রদ।

শীত-ফাটা।—শীতকালে কখন কখন শিশুর ঠোঁট প্রভৃতি শরীরের কোন কোন অংশ ফাটিয়া থাকে। আর্স ৬, হিপার ৬, কেলি-কার্ব্ব ৩০, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ—২০০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, সালফার ৩০, ইহার প্রধান ঔষধ। ফাটা জায়গায় দুধের সর, মাখন, ঘৃত, তিলের-তৈল, বা অলিভ-অয়েল লাগান ভাল।

মাথায় খুস্কি।—মাথা অপরিষ্কার রাখা বা ধাতুগত কারণে মাথার চর্ম্মের উপর মলিন হ'লদে বা রাঙ্গা মরামাসের মত ফুস্কুড়ি হইলে, তাহাকে "খুস্কি" বলে। সালফার ৩০ সপ্তাহে দুইবার সেব্য। প্রতি রাত্রিতে জলপাই-তৈল (olive-oil) মাথায় মাখান, ও প্রাতঃকালে জলে সোডা গুলিয়া মাথাটি ধুইয়া ফেলা ভাল। "মরামাস" পৃষ্ঠা ৩৭৬ দ্রষ্টব্য।

মস্তকে উৎকুণ।—শিশুর মাথায় উৎকুণাদি হইলে, কেশ-গুলি প্রত্যহ ধুইয়া ফেলিতে হইবে এবং ধুইবার পরই স্যাবাডিলা (০ এক ভাগ, বিশ গুণ জল সহ মিশাইয়া)-ধাবন দ্বারা শিশুকে স্নান করাইতে হইবে। নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ সেবন বিধি।

কোন কোন শিশুর উকুন কিছুতেই যায় না; স্নানাদি করান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সত্ত্বেও অভিভাবকগণ শিশুকে কোন মতেই উৎকুণ-মুক্ত করিতে পারেন না; গুড় যেমন মাছি আকর্ষণ করে, শিশুও যেন সেই রকমে উকুন টানিয়া আনে। এরূপ স্থলে Von Villars বলেন ষ্ট্যাফাইসেগ্রিয়া ৩০ সেবন করাইলে অল্পকাল মধ্যেই অতি আশ্চর্য্য

banglabooks.in

ফল পাওয়া যাওয়া যায় (Anshutz's *Thearapeutic : By-Ways*, পৃষ্ঠা ১১৪ দ্রষ্টব্য)।

পেঁচোয় পাওয়া, বাতাস-লাগা, বা শিশু-ধনুষ্টঙ্কার।—ভূমিষ্ঠ হইবার পর কখন কখন শিশুর এই ভয়ঙ্কর রোগ হইয়া থাকে। প্রথমে শিশু মাই টানিতে পারে না ; ঘাড় শক্ত হয়, চুয়াল দুটি ধরিয়া যায়, ও ক্রমে ফিট বা আক্ষেপ হইলে, মুখ ও দেহ রক্তবর্ণ, ঠোঁট নীলবর্ণ, হাতের মুঠা বদ্ধ হয় ; কখন কখন গাত্রতাপ ১০৫°।১০৬° ডিগ্রী হয়, এবং হাত পায়ের টান হইয়া পিঠ চোয়াল বাঁকিয়া যায় ও মুখ দিয়া ফেনা উঠে এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ এই রোগকে "পেঁচো" বলেন। ঠাণ্ডা বা আঘাত লাগা, নাড়ী-কাটা দোষ বা নাভিতে চেপে চেপে সেক দেওয়া প্রভৃতি কারণে, এই রোগ জন্মে। ঠাণ্ডা লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে (শিশুর জ্বরভাব, অনবরত রোদন, ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে), অ্যাকোনাইট ৩। তড়কা, কাঁপুনি এবং চোয়াল এপাশ ওপাশ নড়িতে থাকা লক্ষণে, জেলসিমিয়াম ৩। বেলেডোনা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ নাভির প্রদাহ হেতু হইলে)। নাভি-প্রদাহ হেতু ধনুষ্টঙ্কারে, ক্যালেণ্ডিউলা তৈলের পটী নাভির উপর দেওয়া আবশ্যক। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারে, আর্ণিকা ৩x বা হাইপেরিকাম ৩x। নাক্স-ভমিক ৩x—৩০, ষ্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, সাইকিউটা ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। মাতার বেশী শোক ক্রোধাদি হেতু স্তনদুগ্ধ বিকৃত হইলে, ও শিশু সেই দুগ্ধ পান করিয়া রোগাক্রান্ত হইলে, শিশু এবং মাতা উভয়কেই ইয়েষিয়া ৬ দিতে হইবে। শিশুর শিরদাঁড়াতে তাপ বা শুষ্ক সেক দেওয়া উপকারী। "ধনুষ্টঙ্কার" ১৭২—১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর-চক্ষু-প্রদাহ।—ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েক দিন পরে, কোন কোন শিশুর চক্ষু-প্রদাহ হইতে দেখা যায়। চক্ষু ফুলিয়া উঠে, লাল হয়, পূয পড়ে, যুড়িয়া যায় এবং সময়ে সময়ে চক্ষুতে ক্ষত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বেশী দিন ঐরূপে পূয পড়িলে চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রথম হইতে চিকিৎসা করা উচিত।

banglabooks.in

চক্ষুর পাতা স্ফীত ও লালবর্ণ এবং সময়ে সময়ে রক্তস্রাব হইলে, বেলেডোনা ৬। চক্ষুর পাতা স্ফীত ও উহার প্রান্তভাগে ফুস্কুড়ি এবং অধিক পরিমাণে পূয-সঞ্চয় লক্ষণে, মার্ক-সল ৬। আর্জ্জেণ্টাম-নাইট্রিক ৩, ও ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। ঈষদুষ্ণ জলে পরিষ্কার পাতলা একখণ্ড ন্যাকড়া ভিজাইবার পর বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানতা সহ চক্ষু হইতে পূয পিঁচুটী প্রভৃতি বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। আর, চক্ষুর পাতা বুড়িয়া গেলে, তাহা যেন টানিয়া না খোলা হয়; কিছুক্ষণ চক্ষুর পাতার উপর অল্প অল্প জল দিলেই তাহা আপনি খুলিয়া যাইবে; জল যেন খুব পরিষ্কার হয় এবং তাহাতে সাবান বা দুধ যেন মিশান না হয়। চক্ষু পরিষ্কৃত করিবার পর একফোঁটা আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রাস তরল দ্রব্য * (WEAK SOLUTION) প্রত্যেক চক্ষুর মধ্যে ঢালিয়া দিলে অনেক সময় উপকার হয়।

অঞ্জনী।—চক্ষুর পাতার ধারে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ফোড়া হইলে, তাহাকে "অঞ্জনী" বা "আঞ্জনী" বলে; কখন কখন ইহাতে পূয জন্মে। পালস্ ৩, হিপার ৩, ও ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন কোন ধাতুবিশিষ্ট শিশুদের অঞ্জনী কিছুতেই সারে না, তাহাদের পক্ষে সালফার ৩০ বা থুজা ৩০ উপকারী। "অঞ্জনী" ১৯৭—১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর কাণে বেদনা।—ঠাণ্ডা লাগিলে, সর্দ্দি বা হাম হইলে, কাণে জল ঢুকিলে, বা দাঁত উঠিবার সময়, কখন কখন শিশুর কাণে ব্যথা হয়। শিশুর কাণে হাত দিবামাত্র যদি শিশু চীৎকার করিয়া

---

* সম্প্রতি, আর্জ্জেণ্ট-নাইট্-সলিউশন ব্যবহার সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। বহু বাদানুবাদের পর ডাক্তার বার্কারের অভিজ্ঞতা সকলেই এক প্রকার শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। তিনি বোরাসিক-অ্যাসিড দুই গ্রেণ ক্যালেণ্ডিউলা সহ মিশাইয়া সদ্যোজাত শিশুর চক্ষুরোগে ব্যবহার করিয়া আর্জ্জেণ্ট-নাইট্-সলিউশন অপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর্জ্জেণ্ট-নাইট্রস সলিউশন ব্যবহারে যে অনিষ্ট আশঙ্কা আছে, বোরাসিক-অ্যাসিডে তাহা নাই (Vide *The Hom. Recorder* for Jan. 1912.)।

banglabooks.in

উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহার কাণে ব্যথা হইয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা হইলে, অ্যাকোন ৩। কাণ ফুলিয়া লাল ও গরম হইলে, বেল ৩। দাঁত উঠিবার কালে কাণে ব্যথা হইলে, ক্যামোমিলা ১২। যাতনা অসহ্য হইলে, ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x চূর্ণ অত্যুষ্ণ জলসহ সেবন। কাণে গরম শুষ্ক সেক দিলে, যাতনা কমে।

তড়্‌কা (খেঁচুনি)।—শৈশবাবস্থায় স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত হয় বলিয়া, এই পীড়া জন্মে। এই পীড়ার লক্ষণ মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার ন্যায়। দাঁত উঠিবার সময়ে, হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণরূপে গায়ে বাহির না হইলে, উচ্চস্থান হইতে হঠাৎ পড়িয়া গেলে, এবং ক্রিমিদোষ থাকিলে বা পাকাশয়ে গোলযোগ হেতু, এই পীড়া ঘটে। জ্বর অস্থিরতা অনিদ্রা বা ভয় হেতু আক্ষেপ হইলে, অ্যাকোনাইট ৩। চক্ষু ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, চক্ষুতারা বিস্তৃত, মস্তক উত্তপ্ত, চমকাইয়া উঠা বা লাফাইয়া উঠা লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। বেলেডোনায় রোগ কতকটা কমিলে, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০। মুখমণ্ডল মলিন, উত্তপ্ত এবং স্ফীত; সমুদয় শরীরের কম্পন; গোঁ-গোঁ বা ঘড়্-ঘড়্ শব্দ; ঊর্দ্ধনেত্রে নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণে, ওপিয়াম্ ৩০। দাঁত উঠিবার সময়ে তড়কা হইলে, ক্যামোমিলা ৬। হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণরূপে বাহির না হইবার দরুণ যদি তড়কা হয়, তাহা হইলে জিঙ্কাম ৬ বা ষ্ট্র্যামো ৬ ভাল। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জন্য তড়কা হইলে, প্রথম নাক্স-ভমিকা ৬ দিতে হয়; যদি তিন চারিবার নাক্স-ভমিকা সেবনে কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে গরম জলের পিচকারীর দ্বারা "বাহ্যে" করান কিম্বা বমনকারী ঔষধ দ্বারা বমন করান উচিত। ক্রিমিজনিত আক্ষেপে, সাইনা ৩x—২০০। প্রবল জ্বর সহ পশ্চাদ্ভাগে বাঁকিয়া পড়িলে, ভিরেট্রাম-ভিরিডি ৩x। চর্ম্মপীড়ায় কণ্ডু বসিয়া যাইবার পর তড়কায়, সালফার ৩০, কিউপ্রাম ৬, এপিস ৬, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, জিঙ্কাম ৬, বা আর্স ৩০, সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। খুব গরম জলে শিশুর পা ডুবাইয়া তাহার পর শুক্‌না কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঠাণ্ডা জল চাপড়াইলে, অনেক সময় উপকার হয়।

banglabooks.in

মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ (Meningitis)।—এই রোগে প্রথমে ক্ষুধা থাকে না, মাথা ধরে ও বমন হয়, নাড়ী ক্ষীণ, শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ও দৃষ্টি টেরা হয়; ক্রমে খেঁচুনি, তন্দ্রাভাব, দ্রুতনাড়ী, শরীরের তাপবৃদ্ধি (১০৪ পর্য্যন্ত) প্রভৃতি ঘটিয়া দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে শিশু মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে পারে। এপিস্ ৩ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ শিশু যদি নিদ্রাবস্থায় হঠাৎ বিকট চীৎকার করিয়া উঠে। আঘাতজনিত হইলে, আর্ণিকা ৩; বেশী প্রলাপাদি থাকিলে, বেলেডোনা ৩। মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ও ঘাড়ে অত্যন্তঃবেদনা থাকিলে, হেলেবোরাস ৩। ব্যাসিলিনাম ২০০ (একমাত্রা মাত্র), ফসফোরাস ৬, জিঙ্কাম ৬, ব্রায়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, জেলসিমিয়াম ৩x, ষ্ট্রামোনিয়াম ৩ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। "গুটিকাযুক্ত ধাতু" পৃষ্ঠা ৫০৭, এবং ১৫৪—১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (Hydrocephalus)।—ভূমিষ্ঠ হইবার একবৎসর কাল মধ্যে মস্তকে শোথ হইতে পারে। আট দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত পীড়া স্থায়ী হইতে পারে। শিশু বেশ স্তন পানাদি করে অথচ শীর্ণ হইতে থাকে; ক্রমে **মাথাটি বড়** হয়। শিশুকে বৃদ্ধের মত দেখায়, শিশু সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে চায়; তাহার ইন্দ্রিয়াদি অবশ হইতে থাকে, ও অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

ক্যাল্কেরিয়া ৩০, সিলিকা ৩০, সালফার ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। অসাড় অবস্থায় প্রস্রাব বন্ধ ও শিশু জল ছাড়া আর কিছু খাইতে চাহে না এরূপ অবস্থায়, হেলেবোরাস ৩ ভাল।

শিশু-মেরু-মজ্জায়-জলসঞ্চয়জনিত-বিভাজিত-মেরু (Spinal Bifida)।—গর্ভাবস্থায় মেরু-প্রণালী (Spinal Canal) মধ্যে জল সঞ্চয় হইলে, সদ্যোজাত শিশুর ঐ ব্যাধিযুক্ত স্থানটি অর্ব্বুদ (tumour) বৎ ফুলিয়া উঠে এবং শিরদাঁড়ার আক্রান্ত অস্থি (অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন) "ফাঁক" দেখায়; ইহার নাম "বিভাজিত-মেরু"। ক্যাল্ক-ফস ৬x চূর্ণ প্রয়োগে অস্থিদোষ সারিতে পারে, এবং এপিস্ ৩ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগে আব আরোগ্য হইতে পারে। ব্যাসিলিনাম

banglabooks.in

২০০, ব্রায়ো ৩, সালফার ৩০, সিলিকা ৩০, আর্স ৬, লাইকো ১২, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। অর্ব্বুদ বাড়িতে থাকিলে, অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যবস্থা।

শিশুর পক্ষাঘাত।—জ্বর বা আক্ষেপ সহ সাধারণতঃ এই রোগ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থান পনর কুড়ি দিনের মধ্যেই শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায়। পীড়িত স্থান আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, এমন কি অস্থি পর্য্যন্ত সরু হইয়া যায়। সিকেলি ৩, অ্যাকোনাইট ৩, বেলেডোনা ৩, প্লামবাম ৬, থুজা ৩০ জেল্‌সিমিয়াম ৩, সালফার ৩০ প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান ঔষধ। "পক্ষাঘাত" রোগ, পৃষ্ঠা ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

শিশুর মৃগীরোগ।—("অপস্মার" পৃষ্ঠা ১৭০ দ্রষ্টব্য) অনেক শিশুর এই রোগ হইয়া থাকে। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ পুরাতন হইলে, সাল্‌ফার ৩০। কিউপ্রাম ৬, বিউফো ৬, সিলিকা ৩০, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড্ ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ ৬x বিচূর্ণ, জিঙ্কাম-ফস্ ৩x—৩, বেলেডোনা ৬, ক্যামোমিলা ৬, সাইনা ৩x—২০০, ইগ্নেষিয়া ৬, নাক্স-ভমিকা ৩০, এবং ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়।

একজ্বর।—কখন কখন শিশুর জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। ফেরাম-ফস ১২x বিচূর্ণ, বা জেলসিমিয়াম ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকাশয়ের গোলযোগ থাকিলে, পালসেটিলা ৩০; জিহ্বা শাদা লেপাবৃত থাকিলে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৩০; ক্রিমিজনিত হইলে, সাইনা ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬; গা ভারী গরম, চম্‌কে চম্‌কে উঠা বা তড়্‌কার লক্ষণে, বেলেডোনা ৩ উপকারী। কখন কখন রোগীর জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, নাভীর চারিধারে বেদনা, ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক, নাক খোঁটা প্রভৃতি লক্ষণে, সাইনা ২x—৩০; সাইনায় কোন ফল না পাইলে, স্পাই-জিলিয়া ৩x দেয়। বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র, ক্যাম্ফিকাম ৬ প্রথমে দিতে হয়। জলবার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা; জ্বরকালে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। প্রসূতিরও স্নান আহার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। "একজ্বর" "ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর" ও "সন্নিপাত-বিকার" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

শিশুর অনিদ্রা।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বা রক্ত-সঞ্চয়, প্রসূতির বা শিশুর অযোগ্য আহার, বা ক্রিমির জন্য অনিদ্রা হইতে পারে। যে কারণে নিদ্রা হয় না, তাহা নিরূপণ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মস্তক উত্তপ্ত; অকারণ অবিরত ক্রন্দন; ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া ক্রন্দন লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। থাকিয়া থাকিয়া অঙ্গ স্পন্দন; গাত্র উত্তপ্ত; খিটখিটে স্বভাব এবং সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহিলে, ক্যামোমিলা ৬। শিশু হাসে ও খেলা করে কিন্তু গাত্র উত্তপ্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কোঁথায় লক্ষণে, কফিয়া ৬। জ্বর হইয়া মধ্যে মধ্যে ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে, অ্যাকোনাইট ৩। ক্রিমি হেতু ঘুম না হইলে, সাইনা ৩x। কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু অনিদ্রায়, নাক্স-ভমিকা ৬। অপরিমিত পান ভোজন বশতঃ অনিদ্রায়, পালসেটিলা ৬।

দুগ্ধ-তোলা।—স্নায়বিক উত্তেজনা বা পাকস্থলীর দোষাদি হেতু শিশু দুগ্ধ বমন করে। শিশুর দুগ্ধপানে অনিচ্ছা, টক বা দুর্গন্ধ বমন, অথবা পিত্তযুক্ত সবুজবর্ণ বমন, কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬। প্রসূতির অপরিমিত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জন্য শিশুর পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া জমাট দধির ন্যায় দুগ্ধ বমন হইলে, পাল্‌সেটিলা ৬। দুগ্ধ পান করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বেগে সশব্দে বমন; থান থান জমাট দধির ন্যায় বমন; বমনের পরে শিশুর অবসন্নতা, এবং কিয়ৎকাল পরে আবার দুগ্ধ পান করাইলে পূর্ব্ববৎ বমন লক্ষণে, ইথুজা ৬। উল্লিখিত লক্ষণ সহ জিহ্বা শাদা লেপযুক্ত থাকিলে, অ্যান্টিম্-ক্রুড ৬। ঐ সঙ্গে দুর্গন্ধ ভেদযুক্ত উদরাময় থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। দুগ্ধের সহিত পিত্ত বা লালাবৎ শ্লেষ্মা বমন হইলে, ইপিকাক্ ৬। দুগ্ধ-বমন পীড়া পুরাতন হইলে, ক্রিয়োজোট ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, পালসেটিলা ৬, ভিরেট্রাম্-অ্যাল্ব ৬, প্রভৃতি ঔষধের আবশ্যকতা হইতে পারে।

শিশুর হিক্কা।—কখন কখন ঠাণ্ডা লাগান হেতু শিশুর হিক্কা উপস্থিত হয়। কয়েক ফোঁটা মিছরি-ভিজান জল বা নাক্স-ভমিকা ৩০ খাওয়াইলে, হিক্কা কমে। শিশুর গাত্রে যেন গরম কাপড় থাকে।

banglabooks.in

দাঁত উঠা।—শিশুর দাঁত সচরাচর ছয় হইতে দশ মাস মধ্যেই উঠিতে থাকে; প্রথমে নিম্ন-মাড়ীর দুইটি, পরে উপর-মাড়ীর দুইটি, এই রূপে ক্রমে তিন বৎসর মধ্যে সমস্ত দুধে-দাঁত উঠে। জ্বর, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, আক্ষেপ, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দাঁত উঠিবার সময় প্রকাশ পায়। ঐ সমস্ত উপসর্গে, ক্যামোমিলা ১২ উৎকৃষ্ট ঔষধ; জ্বর থাকিলে, অ্যাকোনাইট ৬। বেশী উদারাময় হইলে, ক্যামোমিলা ৬। আমাশয় থাকিলে, মার্ক-কর ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। তড়্‌কা থাকিলে, বেলেডোনা ৬। দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০। ইগ্নেষিয়া ৬, সাইনা ৩x—২০০, ইপিকাক্ ৬, সালফার ৬, প্রভৃতিও সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। মাড়ী ভেদ করিয়া দাঁত বাহির হইতে পারিতেছে না, এরূপ স্থলে মাড়ী অল্প চিরিয়া দিলেই দাঁত বাহির হইবে।

পোকা-ধরা দাঁত।—ঘেঁষাঘেঁষি দাঁত উঠা, খাবারের গুঁড়া দাঁতের আশে পাশে লেগে থাকা, অধিক পরিমাণে টক বা মিষ্ট দ্রব্য খাওয়া, বা অজীর্ণতা হেতু, দাঁত ক্ষয় হয় বা পোকা ধরে। ক্রিয়োজোট ৬—১২, ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ৬, মার্ক-সল ৬ বা সিলিকা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ক্রিয়োজোট ৪ কয়েক ফোঁটা একটু তুলায় মাখাইয়া পোকা-ধরা দাঁতের গোড়ায় লাগাইয়া রাখিলে, দাঁতের যন্ত্রণা উপশম হইতে পারে। আহারের পর দাঁত যেন ভালরূপে পরিষ্কার করান হয়—অর্থাৎ ভাত, রুটি, তরকারি প্রভৃতির কুচি যেন দাঁতে আটকাইয়া না থাকে এরূপভাবে মুখ ধুইয়া দিতে হইবে।

শিশুর দাঁত-কপাটি।—আঘাত, রৌদ্র, হিম বা খারাপ বাতাস লাগা, দূষিত দ্রব্য পান ও ভোজন, রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে শিশুর দাঁত-কপাটি লাগে। অধিকক্ষণ এই অবস্থায় থাকা আশঙ্কাজনক। এইজন্য ইহার আশু প্রতিকার করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—আঘাত জনিত দাঁত-কপাটিতে, আর্ণিকা ৩x। স্নায়ু আহত হইয়া বা শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গিয়া দাঁত-কপাটি লাগিলে,

banglabooks.in

হাইপেরিকাম্ ১x—২০০। শীতকালের শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু দাঁত-কপাটিতে, অ্যাকোনাইট ৩। মস্তক পশ্চাদ্ভাগে হেলিয়া পড়িলে বা দেহটি একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে, সাইকিউটা ৬। চোয়াল এপাশে ওপাশে পড়িতে থাকিলে, জেলসিমিয়াম্ ৩। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা অজীর্ণতা হেতু দাঁত-কপাটিতে, নাক্স-ভমিকা ৩। রক্তস্রাব হেতু দাঁত-কপাটি হইলে, হ্যামামেলিস ১x। শিশু ঔষধ গিলিতে না পারিলে, তাহাকে ঔষধ সোঁকাইতে হইবে।

নাক বুজিয়া যাওয়া বা সেঁটে ধরা।—সর্দ্দি শুকাইয়া গিয়া কখন কখন শিশুর নাসারন্ধ্র রুদ্ধ হয়; ইহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ঘটে, মাই-টানা ও ঘুমের ব্যাঘাত জন্মে, কখন বা "সাঁই-সাঁই" শব্দ হয় কখন বা শ্লেষ্মা ঝরে। নাসিকা শুষ্ক বোধ হইলে, ডাল্কেমারা ৩ বা স্যাম্বিউকাস ৩ বা নাক্স-ভমিকা ৬; নাক বুজিয়া গিয়া বুকে ঘড়-ঘড় শব্দ হইলে, অ্যান্টিম্-টার্ট ৬; তরল সর্দ্দি পড়া হেতু নাক বুজিয়া যাইলে, ক্যামোমিলা ১২। সর্দ্দি নিতান্ত শুকাইয়া যাইলে, নাকের ভিতর ও উপরিভাগে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া দিলে শ্লেষ্মা সরল হইতে পারে, তখন অঙ্গুলি বা তুলি দ্বারা ধীরে ধীরে মামড়ি বাহির করিয়া লইলে, শিশুর কষ্ট নিবারিত হয়।

সর্দ্দি কাসি।—ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে শিশুর নাক দিয়া সর্দ্দি ঝরে, কখনও বা কাসি ও জ্বর হয়, নাক বন্ধ হয়, ছেলে হাঁপাইয়া উঠে ও মাই টানিতে পারে না। বুকে সর্দ্দি বসিলে ভয়ের কথা; ঠাণ্ডা লাগা হেতু সর্দ্দি কাসি বা তৎসহ জ্বর হইলে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে অ্যাকোনাইট ৩x ঘন ঘন সেবন করান বিধেয়। শুক্‌না কাসি, বুকে ব্যথা, হল্‌দে গয়ার উঠা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩। খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়া, বমি হওয়া ও শ্লেষ্মাযুক্ত ঘড় ঘড়ে কাসিতে, অ্যান্টিম-টার্ট ৬। আক্ষেপযুক্ত কাসি ও তৎসহ খুব শ্লেষ্মা উঠা, বমন বা গা বমি বমি করা প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিকাক ৬। সর্দ্দি ঝরিতে থাকিলে, পালসেটিলা ৬। নাক বন্ধ হইয়া মাই টানিতে না পারিলে, নাক্স-ভমিকা ৬; নাক্স-

banglabooks.in

ব্যর্থ হইলে, স্যাম্বিউকাস ১x—৩x প্রয়োগে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কিছুতে না সারিলে, মার্কিউরিয়াস ৬। সর্দ্দি পড়িয়া নাক ও ঠোঁটে ঘা হইলে, আর্সেনিক ৬। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া সমূহ" ও "হুপ-কাস" দ্রষ্টব্য।

শিশুর হাঁপানি।—বহুদিন সর্দ্দিকাসি প্রভৃতিতে ভুগিলে, হাঁপানির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইপিকাক ৩x—৬, লোবেলিয়া ৩x, আর্স ৩—৩০, সেনেগা θ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "হাঁপানি" ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশুর শ্বাসকষ্ট।—কখন কখন শিশুর সহসা হাঁপানি বা কাসির মত শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। স্যাম্বিউকাস ১x, কিউপ্রাম-মেট ৬, ল্যাকেসিস ৬ ও স্পাঞ্জিয়া ৩ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। "ঘুংড়ীকাসি" "হাঁপানি" প্রভৃতির ঔষধাবলি দ্রষ্টব্য।

শিশু-ব্রঙ্কাইটিজ্।—জ্বর, কাসি, বুকে ব্যথা, গলা সাঁই-সাঁই করা, এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহাকে "কৈশিক বায়ুনালী-প্রদাহ (capillary bronchitis)" বলে। ইহা অতি কঠিন পীড়া। ফেরাম-ফস ১২x চূর্ণ ও ব্রায়োনিয়া ৩ তরুণ-রোগে উপকারী। রোগ পুরাতন হইলে—হিপার-সালফ ৬, লাইকো ১২, অ্যান্টিম-টার্ট ৬ ফলপ্রদ। "বায়ুনালী-প্রদাহ" ঔষধাবলি ২৪১—২৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশু-নিউমোনিয়া।—ফুস-ফুস প্রদাহ (২৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সহ কখন কখন বায়ুনালী-প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে, তখন ইহাকে "ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া" বলে। তরুণ পীড়ায়, ফেরাম-ফস ৬x, ফস্ফোরাস ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগে কিছুকাল ভুগিয়া যক্ষ্মাকাস হইবার উপক্রম হইলে, ব্যাসিলিনাম ৩০—২০০ (সপ্তাহে একবার মাত্র সেবন)। "ফুস-ফুস প্রদাহ" ঔষধাবলি ২৪৭—২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিশু-প্লুরিসি।—"বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ" ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঘুংড়ী কাসি (Croup)।—ঘুংড়ী দুই প্রকার—(১) কৃত্রিম ও (২) প্রকৃত। কৃত্রিম ঘুংড়ী শিশুদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে।

banglabooks.in

শিশু নিদ্রিত অবস্থায় আছে, হঠাৎ গলা সুড়-সুড় করিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়; শ্বাস-প্রশ্বাসে এক প্রকার সাঁই-সাঁই শব্দ হইয়া ক্রমে গলা ঘড়্-ঘড়্ করিতে থাকে; এই ঘুংড়ী অতি ভয়ানক। "প্রকৃত ঘুংড়ী"তে, প্রথমে খুস্‌খুসে কাসি পরে আক্ষেপিক শুষ্ক কাসি হয়; তখন বারম্বার কাসিয়া গলা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং গলায় বেদনা হয়; গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া পীড়ার পূর্ণ বিকাশ হয়; কাসির শব্দ কুক্কুর-শাবকের রবের ন্যায়। এই পীড়া অতীব ভয়াবহ।

(কৃত্রিম বা প্রকৃত ঘুংড়ীতে) স্বরভঙ্গ সহ কাসি, কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কাইয়া যাওয়া, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক, অস্থিরতা, প্রবল তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x দশ মিনিট অন্তর সেবন। অ্যাকোনাইট প্রয়োগের পর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে, স্পাঞ্জিয়া ৩x নিম্নলিখিত লক্ষণে দশ বা পনর মিনিট অন্তর দিতে হয়:—কাসিতে কাসিতে দম আট্‌কে যাওয়া হেতু মধ্যরাত্রিতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ, কাসিবার সময় সাঁই-সাঁই শব্দ হওয়া। কৃত্রিম ঘুংড়ীতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। অ্যাকোনাইট ও স্পাঞ্জিয়া সেবনে রোগের কিছু উপশম হইলে (অর্থাৎ জ্বর ত্যাগ হইয়া কাসি কিছু সরল হইলে), হিপার-সালফার ৬। আক্ষেপিক কাসির পক্ষে সাম্বিউকাস্ ২x ভাল (বিশেষতঃ রাত্রিকালে শিশুর হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া শ্বাসরোধের ভাব প্রকাশ পাইলে)।

ডাক্তার সণ্ডার বলেন যে, ক্যাল্ক্-ফস্ (১২x—৩০) কেলি-সাল্ফ্ (১২x—৩০) ও ফেরাম্-ফস (১২x—৩০) পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে "প্রকৃত ঘুংড়ী"-রোগ সারিয়া যায়। তাঁহার মতে ফেরাম্-ফস্ ১২x চূর্ণ—৩০ এবং কেলি-মিউর্ ১২x চূর্ণ—৩০ (পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ) কৃত্রিম ঘুংড়ি রোগের প্রধান ঔষধ (vide C. S. Saunder's *Biochemic Medicines*, pp. 41—42)।

আক্রমণাবস্থায় গরম জল মাত্র; পরে জল-অ্যারোরুট, জল-বার্লি, দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য। প্রসূতির আহারের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

banglabooks.in

শিশু-যক্ষ্মা।—পিতামাতাদি হইতে এই রোগ সন্তানে বর্ত্তে; কখন কখন নিউমোনিয়া যক্ষ্মায় পরিণত হয়। "শিশু-নিউমোনিয়া", ও পৃষ্ঠা ১৪২—১৪৪ "যক্ষ্মাকাস" দ্রষ্টব্য।

হুপ-কাস (Whooping-Cough)।—ইহা শিশুদিগের এক প্রকার স্পর্শাক্রামক কাসি; এই কাসের আবেশকালে দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণে "হুপ" শব্দ হয়। রোগ তিন চারি সপ্তাহ হইতে ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। বহুকাল ভুগিলে, শিশুর ক্ষয়কাস পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে পার্টুসিন ৩০ (Pertussin) দিনে তিন চারিবার সেবন, বিধেয়। সপ্তাহকাল এই ঔষধ ব্যবহারে কিছুমাত্র উপকার না হইলে, মিফাইটিস্ ৩x প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়। আক্রমণ ঘন ঘন ও তৎসহ বমন, হল্‌দে গয়ার উঠা, কষ্টদায়ক কাসি, স্বরভঙ্গ, রাত্রিতে (বিশেষতঃ দ্বিপ্রহরের পর) রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, ড্রসিরা ৩x। আক্ষেপ অধিক হইলে, কিউপ্রাম্ ৬। ইপিকাক্ ৬, ন্যাফ্‌থ্যালিন ৩x বিচূর্ণ, বেলেডোনা ৩, হাইড্রোসিয়ানিক-অ্যাসিড ৩x বা অ্যান্টিম-টার্ট ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হয়। সুচিকিৎসা না হওয়ায় হুপ্-কাস যদি নিউমোনিয়া হাঁপানি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে তৎ তৎ পীড়া দ্রষ্টব্য। "শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া"-চয় দ্রষ্টব্য।

শিশু-ডিফ্‌থিরিয়া।—গলার ভিতর ঘা, তালু-পার্শ্ব-গ্রন্থি (tonsils) স্ফীত ও শাদা পর্দ্দা বিশিষ্ট হওয়া, গিলিতে ও শ্বাস প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, প্রখর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তখনই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত, মার্কিউরিয়াস্-সায়েনেটাস্ ৬ প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান ব্যবস্থা। "ঝিল্লীক-প্রদাহ" পৃষ্ঠা ১১৫—১১৭ দ্রষ্টব্য।

শিশুর-কোষ্ঠকাঠিন্য।—গর্ভাবস্থায় মাতার কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারের দোষ, মাতৃ-স্তনদুগ্ধ পান না করিয়া গো-দুগ্ধ পান, বা যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য হেতু, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে। ব্রায়োনিয়া ৩০ বা

banglabooks.in

অ্যালিউমিনা ৬ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ [আহারের অব্যবহিত পরেই বমন হইলে, ব্রায়োনিয়া খুব খাটে]। ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের কঠিন মল, কোষ্ঠবদ্ধতা জন্য শিশু দিন দিন দুর্ব্বল হইতে থাকিলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬। কঠিন মল বহু কষ্টে অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে এবং পেটে বায়ুর সঞ্চার হইয়া গড়গড় করিয়া ডাকিতে থাকিলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০। পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপিয়া থাকা; মোটালম্বা কঠিন ন্যাড়্ অতি কষ্টে নির্গত হওয়া লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩০। উদরাময়ের পরে; অথবা জোলাপ লওয়ার পরে, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং সে কারণ গুটলে গুটলে মল নির্গত হইলে—ওপিয়াম ৩০। কোষ্ঠবদ্ধতার ধাত হইলে, মধ্যে মধ্যে সালফার ৩০। কোন ঔষধাদি প্রয়োগে উপকার না হইলে, পেটফাঁপা, মল শক্ত ও কালবর্ণ লক্ষণে, প্লাম্বাম ৬। পাকাশয়-যন্ত্রের গোলযোগ ও জিহ্বায় শাদা দাগ হইলে, অ্যান্টিম-ক্রুড ৩০। স্তন্যদায়িনীর আহার লঘু হওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে, গ্লিসারিণ সহ গরম জলের পিচকারী দিয়া "বাহ্যে" করান যাইতে পারে। পেটফাঁপা হেতু অত্যন্ত কষ্ট হইলে পাঁচ ছয় ফোঁটা তারপিন তৈল শিশুর পেটের উপর ছড়াইয়া দিয়া অঙ্গুলি দ্বারা মর্দ্দন করিলে বা মুক্তঝুরির পাতা বাটিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিলে, সহজে মল নিঃসৃত হয়।

শিশুর পেট কামড়ানি।—মাতার আহারের দোষ, শিশুর অধিক পরিমাণে গো-দুগ্ধ পান, ঠাণ্ডা লাগা বা ক্রিমির জন্য, পেট কামড়াইতে পারে। পেট কামড়াইলেই, শিশু থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠে। উদর স্ফীত ও শক্ত, সে কারণ শিশু অস্থির হইয়া পড়ে এবং হাঁটু গুড়াইয়া কোলের দিকে রাখিতে বাধ্য হয়। সর্ব্বদা কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাহে, সবুজবর্ণের পাতলা মল এবং হাত পা শীতল লক্ষণে, ক্যামোমিলা ১২। শিশু "বাহ্যে" করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মল বাহির না হইয়া বায়ু নিঃসরণ হইলে (বা খুব কম মল বাহির হইলে) ও ক্রিমি থাকিলে, সাইনা ৩x উপকারী। প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে পেট কামড়ানী হইলে, চায়না ৬। পচা টকগন্ধযুক্ত সবুজবর্ণের তরল মল, অথবা সিদ্ধি-

banglabooks.in

সোলার ন্যায় ভেদ; নাভির চারি ধারে কামড়ান; বমনেচ্ছা বা বমন লক্ষণে, ইপিকাক ৩। মলরোধ হেতু পেট কামড়াইলে বা নাভির উপরিভাগ কামড়াইলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। দন্তোদ্গমকালে কলেরার ন্যায় ভেদ ও তৎসহ তড়কা থাকিলে, ক্যাম্ফার-ব্রোমাইড ৩x চূর্ণ উপকারী। গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন জন্য পেট কামড়াইলে, গো-দুগ্ধ পান করান উচিত নয়। অম্ল যোয়ান, ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া গরম করিয়া নাভির উপর সেক দিলে, উপকার দর্শে।

শিশুর উপাঙ্গ-প্রদাহ।—"অ্যাপেণ্ডিক্স-প্রদাহ" দ্রষ্টব্য। আজকাল আমেরিকার বহু শিশুর উপাঙ্গটি কাটিয়া ফেলা হয়, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে সুচিকিৎসা হইলে ততটা আশঙ্কার বিষয় নয়। ল্যাকেসিস ৬ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে আশাতীত ফল পাওয়া যায় (Dr. Kopp in the *Hom. World*, December, 1911 দ্রষ্টব্য)।

শিশুর উদরাময়।—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ক্রিমি বা দাঁত উঠার জন্য শিশুদের উদরাময় হয়। যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হয় ও সেই সঙ্গে জ্বর থাকে, তবে অ্যাকোনাইট ৩x দিতে হয়। গুরুপাক দ্রব্য আহারে উদরাময় হইলে, পালসেটিলা ৬। দাঁত উঠিবার সময় অথবা সর্দ্দি লাগিয়া উদরাময় হইলে (বিশেষতঃ শিশুর খিটখিটে স্বভাব হইলে), ক্যামোমিলা ৬। উদরাময়ের সঙ্গে বমন বা বমনেচ্ছা থাকিলে, ইপিকাক ৩। পেটফাঁপা হেতু ব্যথা; নাভির নীচে তলপেট কামড়ান; মুখ ফ্যাকাসে; কম্পন লক্ষণে, পালসেটিলা ৩০। পেট কামড়ান হেতু সম্মুখদিকে বাঁকিয়া পড়িলে, কলোসিন্থ ৬। পেট ব্যথায় শিশু অস্থির হইয়া পড়িলে এবং তাহার কারণ নিরূপণ করিতে না পারিলে, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ গরম জল সহ সেবন। অম্লগন্ধবিশিষ্ট আঠা আঠা বা ফেনাযুক্ত অধিক পরিমাণে মল নিঃসরণ এবং সেই সঙ্গে পেট কামড়ানি থাকিলে, রিউম্ ৩ (বিশেষতঃ দন্তোদ্গম কালে)। কাদার ন্যায় ভেদ ও পিপাসা থাকিলে, মার্কিউরিয়াস্-ডালসিস্ ৬। আমময় ভেদ ও সেই সঙ্গে রক্ত থাকিলে, মার্ক-কর্ ৬। চাউল-ধোয়া জলের ন্যায়

banglabooks.in

ভেদ হইলে, ভিরেট্রাম-অ্যাথাম ১২। ক্যাম্ফেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, চায়না ৬, কার্ব্বো-ভেজ ৩০ সময় সময় আবশ্যক হইতে পারে। পুরাতন উদরাময়ে —আর্সেনিক ৩০, সালফার ৩০। "উদরাময়" ও "আমাশয়" রোগ পৃষ্ঠা ২৮৮—৩০১ দ্রষ্টব্য।

গ্রীষ্মকালের শিশু-উদরাময় অতি সাংঘাতিক রোগ, খুব সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এক প্রকার উদ্ভিদাণু নাকি এই পীড়ার মুখ্য কারণ, রোগীর ভেদ মধ্যে ইহা দৃষ্ট হয়; মাছি দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়। যাহাতে শিশুর গাত্রে (বিশেষতঃ হস্তে ও মুখে) মাছি না বসিতে পারে, তাহার উপায় করা বিধেয়।

শিশু-ওলাউঠা।—সহসা পাতলা জলবৎ সবুজ বা হলদে (কখনও বা চটচটে কিম্বা রক্ত মিশ্রিত অথবা অজীর্ণ) **ভেদ**, দুগ্ধাদি **বমন**, অবসন্নতা, শরীর গরম কিন্তু হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া, প্রভৃতি শিশু-ওলাউঠার প্রধান লক্ষণ। ইহা অতি কঠিন পীড়া। ইথুজা ৬—৩০ ইহার একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর দুর্গন্ধভেদ ও ভোরের বেলা রোগ বৃদ্ধি, পডোফিল্লাম ৬। শরীর নীলবর্ণ, হিমাঙ্গ, মাথাচালা, খেঁচুনি বা তড়কা, হিক্কা, হাত বা হাতের আঙুল স্বতঃই নাড়িতে থাকা, অবসন্নতা প্রভৃতি মস্তিষ্কে-রক্তস্বল্পতা-জনিত-বিকার লক্ষণে, **কেলি-ব্রোমেটাম ৩x** বিচূর্ণ দিতে হয়। অ্যাকোনাইট ৩, ক্রোটন ৩, ক্যামোমিলা ৬, আর্সেনিক ৬, বা ক্যাম্ফেরিয়া-অ্যাসেটিকা ৩ চূর্ণ, কার্ব্ব-ভেজ ৩০, ইপিকাক ৬, চায়না ৩, ভিরেট্রাম ৬, কিউপ্রাম ৬, সালফার ৩০, রুবিনীর স্পিরিট-ক্যাম্ফার প্রভৃতি সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। স্তন-দায়িনীর পক্ষে অ্যারোরুট প্রভৃতি লঘু পথ্য ব্যবস্থা। পথ্য ও অন্যান্য ঔষধাদির জন্য "ওলাউঠা" এবং "শিশু-উদরাময়" দ্রষ্টব্য। এই উৎকট রোগের বিস্তৃত চিকিৎসার জন্য, আমাদের "**ওলাউঠাতত্ত্ব ও চিকিৎসা**"র তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

শিশুর ক্রিমিদোষ।—শিশুর পক্ষে ক্রিমি বড়ই কষ্টকর। ৩১০ পৃষ্ঠায় লিখিত লবণ-জলের পিচকারী দিলে, শিশুর ছোট ক্রিমি প্রায়ই

banglabooks.in

নিঃশেষে বাহির হইয়া আসে। যদি উক্ত ব্যবস্থায় রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে "ক্রিমি" অধ্যায় (৩০৮—৩১০ পৃষ্ঠা) হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া শিশুকে সেবন করাইতে হইবে। ক্রিমি দোষ থাকিলে, শিশুর জ্বর ওলাউঠা রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে জটিল ও দুরারোগ্য হইয়া উঠে, এই কথাটি যেন শিশুর অভিভাবক বিস্মৃত না হন।

"শেষে মোতা"।—স্নায়বিক উত্তেজনা, ক্রিমিদোষ প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ের ধারণা-শক্তি কমিয়া আসিলে শিশু নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে শয্যায় প্রস্রাব করে। ক্রিমিজনিত হইলে, সাইনা ২x—২০০ (বিশেষতঃ প্রস্রাব খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যদি দুগ্ধবৎ দেখায়)। ঘোর নিদ্রাকালে হইলে, বেলেডোনা ৬। দিনে বা রাত্রে মূত্র ধারণে অশক্ত হইলে, জেল-সিমিয়াম ৩x। প্রস্রাবে বেশী দুর্গন্ধ হইলে, বেঞ্জয়িক-অ্যাসিড ৩x। মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিড থাকিলে, লাইকোপডিয়াম ৬। মুলেন অয়েল ইহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাত্রিকালে শিশুকে শয্যা হইতে মাঝে মাঝে উঠাইয়া প্রস্রাব করাইলে, কোন ঔষধ সেবন ব্যতীতও এই পীড়া সারিতে পারে।

প্রস্রাব বন্ধ।—সদ্যোজাত শিশু যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না করে, তবে তাড়াতাড়ি কোন ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ৩৬ ঘণ্টা মধ্যে প্রস্রাব না হওয়ায় যদি ছট্‌ফট্ করে, তবে অ্যাকো-নাইট ৩ দুই এক মাত্রা দিতে হইবে। বেলেডোনা ৬, ক্যান্থেরিস ৬, বা ওপিয়াম ৩০ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে।

বয়স্ক শিশুর কখন কখন প্রস্রাব না হওয়ায় মূত্রস্থলী ফুলিয়া উঠে, গা গরম হয়, ও সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়। তলপেটের উপর গরম জলের সেক দিলে, প্রস্রাব হইতে পারে। উহাতে উপকার না হইলে, "মূত্রস্তম্ভ" ও "মূত্রনাশ" এবং "মূত্রকৃচ্ছ্রতা" দ্রষ্টব্য।

বিকৃত প্রস্রাব:—

(ক) প্রস্রাবের বর্ণ বিকৃতি।—প্রস্রাবের বর্ণ কৃষ্ণাভ হইলে, কলচিকাম ৬। প্রস্রাব ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইলে, এপিস ৬ বা টেরিবিন্থিনা

banglabooks.in

৬। প্রস্রাব কটাবর্ণের হইলে, এপিস ৬ বা বেলেডোনা ৬ কিম্বা ক্যাম্থেরিস ৬। প্রস্রাব খুব ঘোলাটে হইলে, বেলেডোনা ৬, কিনিনাম-সালফ ৬, সাইনা ৩—২০০, লাইকোপোডিয়াম ১২, অ্যাসিড-ফস ৬ বা টেরিব ৬। প্রস্রাবের বর্ণ হরিদ্রাভ হইলে, সিয়োনোথাস ৩x; ক্রিমি-জনিত শ্বেতবর্ণের প্রস্রাবে, সাইনা ৩x—২০০। প্রস্রাবের বর্ণ খড়ি গোলা বা দুগ্ধবৎ হইলে, সাইনা ৩x—২০০, অ্যাসিড-ফস ৬, বা ভাইওলা-ওড ৩x। প্রস্রাব লালবর্ণ হইলে অ্যাকোনাইট ৩, এপিস ৬, বেলেডোনা ৬, ব্রায়ো ৬, ক্যাম্থেরিস ৬, বা টেরিব ৬। হলদে রঙের প্রস্রাবে সিয়োনোথাস ৩x, ক্যামোমিলা ৬, বা কেলি-ফস ১২x বিচূর্ণ। প্রস্রাব ধূম্রবর্ণ হইলে, টেরিব ৬ বা বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬। প্রস্রাব গাঢ় হইলে, বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬, ক্যাম্ফার ৩০, হিপার-সালফ ৬, মার্ক-কর ৬, বা ফস্ফোরাস্ ৬।

(খ) প্রস্রাবে দুর্গন্ধ।—মূত্রে পূতিগন্ধময় হইলে, বেঞ্জ-অ্যাসিড্ ৬, লাইকোপোডিয়াম ১২, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, বা সিপিয়া ৬। আঁস্টে গন্ধযুক্ত হইলে, ইউর‍্যান্-নাইট ৩। রসুনের গন্ধযুক্ত হইলে, কিউপ্রাম্-আর্স ৬। ঝাঁজাল গন্ধ বিশিষ্ট হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড্ ৩০, বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬, বোরাক্স ৬, কিনিনাম-সালফ ৬, বা সালফার ৩০। বিড়ালের প্রস্রাবের ন্যায় দুর্গন্ধ হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, বা বেঞ্জ-অ্যাসিড ৬। টকগন্ধযুক্ত হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, বা গ্র্যাফাইটিজ ৩০। মিষ্টগন্ধযুক্ত হইলে, টেরিব ৬।

(গ) প্রস্রাবে তলানি।—পিত্তযুক্ত প্রস্রাবে, চেলিডোনিয়াম ৩০, বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ ("যকৃতের পীড়া" দ্রষ্টব্য)। প্রস্রাবে লাল তলানি পড়িলে, বার্ক-ভাল্গ ৩x, মার্ক-কর ৬, ফস্ফো ৬, প্লাম্বাম ৬, টেরিব ৬, ক্যাম্থেরিস ৬, বা লাইকোপোডিয়াম ১২ ("লালবর্ণের প্রস্রাব" দ্রষ্টব্য)। প্রস্রাবে কাফি-চূর্ণবৎ তলানি পড়িলে, টেরিব ৬, বা হেলেবো ৩x। প্রস্রাব আঠাবৎ হইলে, ফস-অ্যাসিড ৬, ক্যাম্থেরিস ৬, পালসেটিলা ৩০, বা সার্সা ৩০। প্রস্রাবে লিথিক-অ্যাসিড বা ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়িলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, বা নাক্স-ভমিকা ৩০,

banglabooks.in

("মূত্র-পাথরী" দ্রষ্টব্য)। শাদা তলানি পড়িলে ও তৎসহ পিঠে বেদনা থাকিলে, অক্সালিক-অ্যাসিড ৬, বা গ্রাফাইটিজ ৩০।

শিশু-যকৃৎ।—বারম্বার জ্বর (বিশেষতঃ শেষ রাত্রিতে জ্বর) হইবার পর শিশু শীর্ণকায় হইতে থাকে ও উহার যকৃতের দোষ জন্মে; এবং দেখিতে দেখিতে যকৃৎটি বাড়িয়া উঠে ও শক্ত হয়; ক্রমে আহারে অরুচি, পেটটি বড়, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তরল ভেদ (মল শাদা বা কাল রং অথবা আম সংযুক্ত কিম্বা রক্তময়), ন্যাবা, সর্ব্বাঙ্গ হলুদে হওয়া প্রভৃতি কুলক্ষণ ঘটে। দুই বৎসর ন্যূন বয়স্ক শিশুর এই পীড়া বড়ই ভয়াবহ, অতি সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা বিধেয়। **ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিকাম ৩০** এই রোগের প্রধান ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্যে—সালফার ৩০, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। উদরাময়ে—পডোফিল্লাম ৬। যকৃৎ শক্ত হইতে থাকিলে—মার্ক-আয়ড ৩, বা ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬। ন্যাবায়—মার্ক ৬। মুখে ঘা—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬। কষ্টকর কাসি—ফস্ফোরাস ৬। শিশু নিতান্ত শীর্ণ হইতে থাকিলে—আর্জ-নাই ৬। শোথ হইলে—আর্স ৬, বা এপিস ৩ ব্যবস্থা। সালফার ৩০, নাক্স-ভ ৬, ব্রায়োনিয়া ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই—**দুগ্ধপান একেবারেই নিষিদ্ধ**। জল-বার্লি ব্যবস্থা। স্তন্যদায়িনীর যদি অম্লের পীড়া না থাকে বা স্তনদুগ্ধ বিকৃত না হইয়া থাকে, তবে মাঝে মাঝে শিশুকে অল্প মাত্রায় স্তনপান করান যাইতে পারে। ছোট বাছুরের চোনা গরম করিয়া যকৃতের উপর সেক দেওয়া ভাল। "যকৃৎ-প্রদাহ" "ন্যাবা" "শোথ" ও "শিশু ন্যাবা" দ্রষ্টব্য। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় বরাবর রোগ বাড়িলে, সিলিকা ৬—২০০ দিতে হয়।

শিশুকে বা তদীয় স্তন্যদায়িনীকে যেন **চুণোল্ল** জল খাওয়ান না হয়; আর, স্তন্যদায়িনী যেন পাণের সহিতও **চুণ** ব্যবহার না করেন।

শিশুর ক্রন্দন।—শিশু কাঁদিলেই তাহার কোন প্রকার অসুখ বা অসুবিধা ঘটিয়াছে, বুঝিতে হইবে। কি কারণে শিশু কাঁদিতেছে, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কাঁদিবার সময় কাণে হাত দিলে, কাণের

banglabooks.in

অসুখ; মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া কাঁদিলে, দাঁত উঠিবার কষ্ট; হাটু গুড়াইয়া পেটের উপরে রাখিলে, পেট কামড়ানী; কর্কশস্বরে কাঁদিলে, বাগ-যন্ত্রের অসুখ; কাসিতে কাসিতে কাঁদিলে, বক্ষঃস্থলের পীড়া; করুণস্বরে কোঁকাইয়া কাঁদিলে ফুসফুসের পীড়া, হইয়াছে বুঝিতে হয়। সময়ে সময়ে পিপীলিকাদির দংশনজনিত যন্ত্রণায় শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে।

উত্তপ্ত ও শুষ্ক গাত্র, এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাশূন্যতা লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x। মাথা গরম, চক্ষু ও মুখ লালবর্ণ; হঠাৎ চমকাইয়া উঠা লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। শিশুর খিট্‌খিটে স্বভাব, অবিরত কান্না, কোলে উঠিয়া বেড়াইতে চাওয়া, পেট কামড়ানির জন্য হাঁটু গুড়াইয়া থাকা, এবং জ্বর থাকিলে, ক্যামোমিলা ৬ (বিশেষতঃ দাঁত উঠিবার সময়ে নানা প্রকার অসুখ হইয়া শিশু অবিরত কাঁদিলে ইহা বিশেষ উপযোগী); ক্যামোমিলা ব্যর্থ হইলে, রুবিনীর-ক্যাম্ফার দুই এক ফোঁটা দেওয়া যাইতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু অনিদ্রায়, কফিয়া ৬। কোষ্ঠবদ্ধতা বা পেটফাঁপার জন্য কাঁদিলে, নাক্স-ভমিকা ৩০। পেটে শূল-বেদনায় শিশু কাঁদিয়া অস্থির হইলে, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ ৬x বিচূর্ণ (উষ্ণজল সহ) সেব্য। দীর্ঘকাল স্নান না করাইলে অনেক সময় অনিদ্রা হেতু শিশু কাঁদে; এ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে তৈল মাখাইয়া শিশুকে যেন স্নান করান হয়। ক্রন্দন নিবারণার্থ আফিং ঘটিত কোনরূপ ঔষধ যেন শিশুকে না খাওয়ান হয়; এই প্রকার ঔষধ সেবনে শিশু শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়ে বটে, কিন্তু ইহার কুফল অবশ্যম্ভাবী।

পুষ্যে পাওয়া (Marasmus)।—ভাল রকম পরিপাক অভাবে শিশুর শরীর পুষ্ট না হইলে ও শুকাইতে থাকিলে এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপ (৯৮·৪) হ্রাস পাইলে, এই রোগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথমে সারফার ৩০ পরে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু বেশ আহার করে অথচ শীর্ণ হইতে থাকিলে, আব্রোটেনাম্ ৩০ ভাল। "ধাতুদোষের" ঔষধাবলি হইতে ঔষধ বাছিয়া লইয়া সময়ে সময়ে প্রয়োগ করিতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খাঁটি

banglabooks.in

সরিষার তৈল অল্প গরম করিয়া শরীরে মালিস করা, ভাল ঘরে থাকা প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতে হইবে।

ধবল রোগ (Leucoderma)।—অনেকে ইহাকে "শ্বেত কুষ্ঠ" ও বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা "কুষ্ঠ" বা কোনও প্রকার চর্ম্ম-রোগ নহে; সুতরাং রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবার বা ঘৃণা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যদিও ইহার নিদানতত্ত্ব অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই, তথাপি শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ (বা স্নায়বিক) দুর্ব্বলতাই যে ইহার প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আট বৎসর কম বয়সের শিশুর প্রায় এই পীড়া হইতে দেখা যায় না। হাত ঘাড় মুখমণ্ডল বা বুকের উপর প্রথমে ছোট শাদা দাগ হয়, ক্রমে এই দাগগুলি শাদা চাকা চাকার মত হয়; অবশেষে এই চাকাগুলি ধীরে ধীরে বুড়িয়া কতকটা ফোস্কার মত দেখায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইহা চর্ম্মরোগ নহে; শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যভঙ্গ ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ তাহার চর্ম্ম দুগ্ধবৎ ধবল হইয়া থাকে; সুতরাং যে সমস্ত ঔষধই শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর কার্য্য করে, সেই সমস্ত ঔষধই এই রোগে কার্য্যকারী; চর্ম্মরোগের ঔষধ প্রয়োগে কোন সুফল পাইবার আশা নাই। আর্সেনিক-অ্যালবাম ৩০ বা আর্সেনিক-আয়োড ৬x বিচূর্ণ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করিলে রোগ অল্পে অল্পে সারিতে থাকে। যদি দীর্ঘকাল আর্সেনিক দিয়াও কোন ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে (বিশেষতঃ বুক ধড়্‌ফড় করা শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত লক্ষণে) ফস্ফোরাস ৬ প্রয়োগে অনেক স্থলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা যুবতীদিগের ধবল রোগে, ইগ্নেষিয়া ৬ ভাল। সালফার ৩০, থুজা ৬, ক্যাকেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, ক্যাকেরিয়া-ফস্ ৬x বিচূর্ণ, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, জিঙ্কাম ৬, ও রাস-টক্স ৬ সময়ে সময়ে উপযোগী। বাহ্য প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই; আমরা বুচ্‌কীদানা (বেশেরা "বাজগি-বীজও" বলে) ও অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ছোট বাছুরের চোনার সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া একটি শিশুকে আরাম করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রায় আট বৎসর পরে আবার তাহার "ধবল" দেখা দিয়াছিল;

banglabooks.in

পরে যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে রোগ নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে।

যাহাতে শিশুর ভাল ক্ষুধা হয় ও পরিপাক-শক্তি বাড়ে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুগ্ধ, কড্‌লিভার-অয়েল, পেট্রোলিয়াম ইমাল্‌ষান্, সুপক্ক পুষ্টিকর ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য (যাহাতে স্নায়ু ও রক্ত উৎপাদন করে) ভোজন, এবং স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশে বা সমুদ্রতীরে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য অন্ততঃ কিছুকাল অবস্থান করা ভাল। প্রত্যহ সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন ও গঙ্গাস্নানে অনেক উপকার হয়; মিষ্টান্ন, আচার প্রভৃতি অম্ল, ও যে সমস্ত খাদ্য পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য (Dr. Fisher's *Diseases of Children* দ্রষ্টব্য)।

ছিন্নৌষ্ঠ নিবারণ।—কোন কোন বংশে ক্রমান্বয়ে ছিন্নৌষ্ঠ বা গন্নাকাটা (hare-lip) জন্মে। ভাবী সন্তান সন্ততিগণকে উহা হইতে মুক্ত করিতে হইলে, গর্ভাবস্থার তিন হইতে সাত মাস পর্য্যন্ত যেন গুর্ব্বিণীকে **ক্যাল্কেরিয়া-সাল্‌ফ ১২x চূর্ণ** প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক গ্রেণ ও সায়ংকালে এক গ্রেণ খাওয়ান হয়।

গন্নাকাটা জন্মিলে কোন কোন অভিভাবক অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন; সে স্থলে (অস্ত্র করিবার পর ক্ষত শুষ্ক করিতে হইলে), ক্যালেণ্ডিউলা-তৈল বাহ্যপ্রয়োগ খুব উপকারী।

তোঁৎলামি (Stammering)।—ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩ বা হায়োসায়েমাস ৩ কিছুকাল ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

দুর্ব্বলতা ও অযথা বাড়।—শিশু নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িলে (অর্থাৎ, হাত পা নাড়িতে বা খেলা করিতে অশক্ত হইলে), সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৩০, বা সিলিকা ৩০ উপকারী। আর শিশু অযথা বাড়িলে (অর্থাৎ, হাত পা লিক্‌লিকে সরু, অথচ শিশু অযথা ঢেঙ্গা হইলে), সালফার ৩০, ক্যাল্ক-কার্ব্ব ৬, বেল্ ৩, বা সিলিকা ৬ দিতে হয়।

banglabooks.in

খোঁড়াইয়া হাঁটা।—পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগা হেতু খোঁড়াইয়া হাঁটিলে, আর্ণিকা ৩। দৌর্ব্বল্য বা ধাতুগত দোষ হেতু খোঁড়াইয়া হাঁটিলে, সাল্‌ফার ৩০ বা ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০ দিতে হয়।

বালাস্থি-বিকৃতি (Rickets)।—শিশুর অস্থি মধ্যে নাকি চূণের ভাগ কম থাকিলে অস্থি রীতিমত গঠিত না হইয়া ক্রমশঃ কোমল, বিবৃদ্ধ, বিকৃত, ও শীর্ণ হইতে থাকে। তরল ভেদ, **মস্তকে ঘর্ম্ম**, যথাসময়ে দাঁত না উঠা, হাত পায়ের গাঁইটে বেদনা, মাথার অস্থি ফুলিয়া বড় হওয়া, ও পিটের শিরদাঁড়া বেঁকে যাওয়া—এই রোগের প্রধান লক্ষণ। ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২x চূর্ণ এই রোগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ **শীর্ণকায়** বা রক্তহীন শিশুর পক্ষে; **স্থূলকায়** শিশুর পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৬—৩০; ও কৃশকায় শিশুর পক্ষে আর্সেনিক ৬ বা আর্সেনিক-আয়ড ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিলিকা ৬, ফস্ফোরাস ৬ বা অ্যাসিড-ফস ৬ বা সালফার ৩০ সময়ে সময়ে উপকারী। খড়ি-মাটি বিশিষ্ট দেশে শিশুকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পাঠান ভাল। ভাল দুগ্ধের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

*** ধাতুদোষ বা কোলিক পীড়া**—নিম্নলিখিত রোগত্রয় অনেক স্থলেই পিতামাতাদি হইতে শিশুতে বর্ত্তে:—(ক) গুটিকা-রোগ, (খ) গণ্ডমালা, (গ) উপদংশ।

(ক) গুটিকাযুক্ত ধাতু (Tuberculosis)।—ফুসফুস মস্তিষ্ক অন্ত্রাদি শিশুর যে কোন শারীরিক-যন্ত্র বা তন্তুতে 'গুটিকাচয়' (tubercles) জন্মে। এই গুটিকাগুলি ধূসর বা পীতাভ পনির-খণ্ডবৎ দেখায় ও তন্মধ্যে জীবাণু (tuberculous bacilli) পাওয়া যায়। ফুসফুসে গুটিকা হইলে, 'ক্ষয়কাসি' (phthisis) রোগ জন্মে; মস্তিষ্কে হইলে, "মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ" (tubercular meningitis) রোগ জন্মে, ইত্যাদি।

ফস্ফোরাস ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ। শিশু নিতান্ত কাহিল বা রক্তহীন হইলে, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরাস্ ৬x চূর্ণ দিতে হয়।

---

* হানেমানোক্ত ধাতুদোষত্রয় [যথা, সোরা (psora) উপদংশ (syphilis) ও প্রমেহ (sycosis)] "পরিশিষ্ট (খ)"—অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

banglabooks.in

মুখ দিয়া রক্ত উঠা বা নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া, জ্বর, ঋতুকালে রজঃ নিঃসরণ না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, ফেরাম-ফস ৬x ভাল। জ্বর, ঘর্ম্ম, ভেদ, অবসন্নতা, কাসি (সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি), ফুসফুসে তীব্র বেদনা (নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি) প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬ সেবন। হিপার-সালফার ৬, সিলিকা ৩০, সালফার ৩০, লাইকোপোডিয়াম ১২, ও আয়োডিয়াম ৬ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। ব্যাসিলিনাম ও পাইরোজেন প্রয়োগে ডাক্তার ফিযার কোন ফল পান নাই।

পুষ্টিকর খাদ্য আহার, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খটখটে প্রশস্ত গৃহে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

(খ) গণ্ডমালা (Scrofula)।—ইহা প্রথমোক্ত গুটিকা-রোগের অবস্থা বিশেষ; এই পীড়ায় শরীরের গাঁইটগুলি (বিশেষতঃ গ্রীবার গ্রন্থিচয়) ফুলিয়া বেদনাযুক্ত হয়, প্রায়ই পেটের অসুখ বা সর্দ্দি লাগিয়া থাকে, এবং চক্ষু ও কর্ণ দিয়া পুয পড়ে। ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব ৩০, আয়োডিয়াম ৩০, বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ—১০০ ইহার প্রধান ঔষধ। "গুটিকা"-রোগের ঔষধাবলি হইতে ঔষধ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সেবন ও পথ্যাদি নিয়ম পালন করিতে হইবে। "গণ্ডমালা" পৃষ্ঠা ১৪০ দ্রষ্টব্য।

(গ) শিশু-উপদংশ (Infantile Syphilis)।—পিতৃ বা মাতৃকুলে উপদংশ রোগ ("উপদংশ" দ্রষ্টব্য) থাকিলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বা কয়েক দিন পরে এই পীড়ার নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।—শিশু শীর্ণ হইতে থাকে ও নিয়ত কাঁদে, নিশ্বাস ভাল পড়ে না, ও চর্ম্মে চুলকানি ঘা প্রভৃতি হয়। শিশুর এই উপদংশ-বিষ অন্যের শরীরে কোন মতে প্রবেশ করিলে, তাঁহারও এই রোগ হয়। মার্ক-সল ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। চুলকানি ও ক্ষত বেশী হইলে, নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০। অরাম-মেট ৩০, থুজা ৩০, সিফিলিনাম ৩০, ব্যাডিয়াগা ৩, সালফার ৩০ সময়ে সময়ে উপযোগী ("জন্মগত উপদংশ", পৃষ্ঠা ৩৫০ দ্রষ্টব্য)।

ঋতু পরিবর্ত্তনে শিশুরোগের বৃদ্ধি।—ঋতুর পূর্ব্বে শিশুর যে কোন রোগের বৃদ্ধি হইলে, রডোডেন্ড্রন ৩।

banglabooks.in

ঠাণ্ডা আর্দ্রবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি হইলে, রাস্-টক্স ৬। রোগী ঋতু পরিবর্ত্তন আদৌ পছন্দ করে না বা আর্দ্র ঝটিকায় রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, রেনান্‌কিউলাস-বালব্ ৩। আর্দ্রবায়ু বা বর্ষায় রোগের বৃদ্ধিতে, ডাল্কেমারা ৬। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ে, আইরিস ৬ কুজ্ঝটিকা বা ঝড়বৃষ্টির দিনে রোগের বৃদ্ধি হইলে, জেল্‌সিমিয়াম্ ৩। বজ্রপাতের পূর্ব্বে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, অ্যাগারিকাস্ ৩।

"পাঁচড়া", "হাপানি", "হাম", "বসন্ত", প্রভৃতি রোগ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

সচরাচর যে সব রোগ পরিবার মধ্যে ঘটে, তাহাদের চিকিৎসা-বিবরণ একরূপ লিখিত হইল। সদৃশ-বিধান মতে চিকিৎসার সুফল পাইয়া গৃহস্থ মহাশয়ও যেন শ্রদ্ধাপূর্ণ-হৃদয়ে আমাদের সহ বলিতে পারেন :—

চরাচর মধ্যে, মন্ত্র "সমে সমে" লভি
বিশ্বশিল্পী বরে, শিল্পীবর! র'চেছ কি
প্রস্রবণ স্বচ্ছ—আর্ত্ত জগজ্জন যাহে
ক'রিছে, করিবে পান সুধা নিরন্তর ॥*

* এ সম্বন্ধে সর্ব্বজনপরিচিতা বিদুষী ধর্ম্মপরায়ণা কুমারী কব্ (Miss Cobbe) নিরপেক্ষভাবে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা "বালরোগ" চিকিৎসার উপসংহার করিলাম :—"Children, noticing the busts of Hahnemann in the shop-windows, may be properly taught to bless that great Deliverer who banished from the nursery those huge and hateful mugs of misery—black founts of so many infantine tears—mugs of sobs and sighs and gasps and struggles unutterable, from one of which Madame Roland drew the first inspiration of that martyr-spirit which led her onward to the guillotine, when she suffered herself to be whipped six times running, sooner than swallow the abominable contents"—*Sacrificial Medicine* in F. P. Cobbe's *The Peak in Darien* (P. 196).

banglabooks.in

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভেষজ-তত্ত্ব।

সূচনা।

উপক্রমণিকাধ্যায়ে ঔষধ-প্রস্তুত ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রকরণাদি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বিশেষ লক্ষণ, ক্রম, সম্বন্ধ-নিরূপণাদি বিবরণ আলোচিত হইবে। ইহা নিম্নলিখিত তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত :—

১। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ—এই অধ্যায়ে ৪২টি প্রধান ঔষধের বিশেষ লক্ষণ (peculiar symptoms) প্রদত্ত হইল।

২। গ্রন্থোক্ত ঔষধগুলির তালিকা, সচরাচর-ব্যবহৃত উহাদের ক্রম (বা ডাইলিউয়ান), ও উহাদের ক্রিয়ার স্থিতিকাল—এই অধ্যায়ে লিখিত হইল।

৩। প্রায় তাবৎ প্রধান হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সম্বন্ধ-তথ্য এই অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

১। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ

(MATERIA MEDICA)

অর্থাৎ

প্রধান কয়েকটি ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১। আর্ণিকা।—রক্ত মাংসপেশী ও কৈশিকার উপর ইহার ক্রিয়া। চোট্ লাগিলে বা থেঁৎলে গেলে অথবা ঘা হইলে যেরূপ ব্যথা হয়, সর্ব্বাঙ্গে সেইরূপ বেদনা অনুভব; শয্যা কঠিন বোধ; মস্তিষ্কে জ্বালা অথবা মস্তক ও মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, কিন্তু শরীরের অপরাংশ (বিশেষতঃ

banglabooks.in

হস্ত পদ) শীতল; কালশিরা পড়া; উদ্গার ভেদ বা রসনেন্দ্রিয়ে পচা ডিমের মত গন্ধবোধ; আঘাতাদি জনিত রক্তস্রাব; অচৈতন্য বা মোহ; জ্বরে ছটফট্ করিতেছে, অথচ রোগী বলে "ভাল আছি"; (জ্বরে) উত্তর দিতে রোগীর মোহ উপস্থিত হওয়া; পচন-ক্রিয়া; আঘাত বা শারীরিক পরিশ্রমজনিত পীড়াসমূহ; প্রসবের পরে পক্ষাঘাত; সান্নিপাতিক জ্বর; পেশী শূল; পতন বা আঘাতজনিত ধনুষ্টঙ্কার; বাত; শয্যাক্ষত; পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর; নাক বা মুখ দিয়া রক্ত উঠা; রক্তস্রাব ও অসাড়ে মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, ইহা উপকারী। আঘাত, পতন, ছেঁড়া, কালশিরা প্রভৃতিতে ইহার **বাহ্য প্রয়োগ**।

২। **আর্সেনিক**।—শরীরের প্রায় তাবৎ যন্ত্র, এবং নিঃস্রবের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীর বা মনের দারুণ যাতনা হেতু রোগী ছট্‌ফট্ করেন, মোটেই স্থির থাকিতে পারেন না; হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলে বা জীবনী-শক্তির হ্রাস হইলে; গাত্রদাহ, কিন্তু বস্ত্রাদি দ্বারা দেহ ঢাকিলে জ্বালা কমে; দারুণ তৃষ্ণা—বারম্বার অল্প অল্প জলপানেচ্ছা; নড়িলে চড়িলে বা সিঁড়ি ভাঙ্গিলে, অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ বা শ্বাস কষ্ট; যুগপৎ ভেদবমন; আহার বা পান করিবার পরই ভেদবমনের বৃদ্ধি; রাত্রি ১২টার পর হইতে ৩টা পর্য্যন্ত যে কোন রোগের বৃদ্ধি হইলে; ঠাণ্ডা বাতাসে, ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা লাগাইলে, বা নড়িলে চড়িলে—রোগের বৃদ্ধি; গরম বাতাসে, গরম ঘরে বা গরম লাগাইলে—রোগের উপশম; শুষ্ক, আঁইষযুক্ত, জ্বালাকর, বা মোমের মত চর্ম্ম; ঠাণ্ডা লাগিয়া মস্তিষ্কের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী ও নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া জ্বালা ও ক্ষতকর-স্রাব নির্গত হইতে থাকে; নাসারন্ধ্র বন্ধ হইয়া যায়; হৃৎপিণ্ডের রোগ; জলবৎ ভেদ বা সবুজ ও কাল রঙ্গের জ্বালাযুক্ত ভেদ; মধ্যে মধ্যে বমন; অতিসার বা ওলাউঠা; সূতিকাজ্বর; পাকস্থলীতে অসহ্য জ্বালাযুক্ত বেদনা; পাকস্থলীতে ক্ষত; চর্ম্মে জ্বালাকর চুলকানি এবং সেই কণ্ডূয়ন হইতে খোলস উঠা; মুখের চতুর্দ্দিকে জ্বালাকর চুলকানি, ঐ চুলকানি হইতে শাদা রস নিঃসরণ; পুরাতন সবিরাম জ্বরে কুইনাইন অকৃতকার্য্য হইলে বা কুই-

banglabooks.in

নাইনের অপব্যবহারে ; আলাকর বেদনাবিশিষ্ট চক্ষু উঠা ; শোথ ; পুরাতন পচাক্ষত ; অনিদ্রা ; রক্তস্বল্পতা ; স্নায়ুশূল ; শরীর-ক্ষয়কারী রোগ সমূহ।

৩। **অ্যাকোনাইট**।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মৃত্যুভয় বা জনতার মধ্যে যাইতে আতঙ্ক ; শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়া ; যে কোন **তরুণ রোগ সহসা প্রবলবেগে আক্রমণ করে** (বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিদিগকে) ; শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া বা ঘাম বন্ধ হওয়া হেতু কোন পীড়া জন্মিলে ; **প্রদাহ জনিত রোগের প্রথম অবস্থায়**—যথা, জ্বর, পানিবসন্ত, হাম, সর্দ্দি, শুষ্ক কাসি, ঘুংড়ি-কাসি, ব্রঙ্কাইটিজ, নিউমোনিয়া, বাত, সন্ধিবাত, প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায় ; বস্ত্রমোচন করিলে বা মুক্ত-বায়ুতে পীড়ার উপশম ; গরম ঘরে বা বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগের বৃদ্ধি ; অত্যন্ত পিপাসা ; গাত্র শুষ্ক ও উষ্ণ, মোটেই ঘাম নাই ; নাড়ী কঠিন, দ্রুত, ও পূর্ণ ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ; শ্বাসকষ্ট ; প্রস্রাব রক্তবর্ণ ; হৃৎস্পন্দন ; রজোরোধ।

৪। **অ্যান্টিমোনিয়াম-টার্টারিকাম্**।—যকৃৎ ফুসফুস ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। বালক ও বৃদ্ধদিগের রোগ ; শ্বাস-যন্ত্রের যে সমস্ত রোগে বায়ু নির্গম-পথে প্রচুর শ্লেষ্মা জমে, বা ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্লেষ্মা যাহা রোগী উঠাইতে অক্ষম ; অতিশয় ঝিমনী বা তন্দ্রাভাব, ঘর্ম্ম, ও দৌর্ব্বল্য ; বমন বা বমনেচ্ছা, আহারে অরুচি ; সর্ব্বদা বমি করিবার চেষ্টা, কিন্তু বমি উঠে না ; দেহ শীতল, ঠাণ্ডা ঘাম ; মুখমণ্ডল ফ্যাঁকাশে বা নীলবর্ণ ; সর্ব্বাঙ্গ (বিশেষতঃ হস্ত ও মস্তক)-কম্পন ; দুধে অরুচি, অম্লে রুচি ; তৃষ্ণাহীনতা ; ওলাউঠা ; উদ্গার বা শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে, রোগের উপশম ; শিবনেত্র ; ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা শোথ হইবার আশঙ্কা ; চর্ম্মে পূয সম্বলিত কণ্ডূ ; আসন্ন বসন্ত ; শিশুদিগের বায়ুনলী-প্রদাহ ; শ্লেষ্মা-বমন ; হাঁপানি ; শ্বাসকষ্ট এবং কটি-বাত।

৫। **অ্যাসিড-নাইট্রিক**।—শোণিত, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, গ্রন্থি ও অস্থি, চর্ম্ম, শুক্রাধার ও স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে এই ঔষধের ক্রিয়া দৃষ্ট

banglabooks.in

হয়। অধিক পরিমাণে পারার অপব্যবহার হেতু রোগ সমূহ। গর্ম্মির পীড়া; গলার ভিতর ক্ষত; যকৃতের পুরাতন পীড়া; গুহ্যদ্বারে নালী-ঘা; রক্তস্রাবী-অর্শ; মল নির্গমকালে ও পরে গুহ্যদ্বারে তীব্র যন্ত্রণা; ঘর্ম্ম বা প্রস্রাবে অশ্ব-মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ; পুরাতন শ্বেদ-প্রদর; রক্তামাশয় প্রভৃতি।

৬। **অ্যাসিড-ফস্‌ফোরিক**।—স্নায়ুমণ্ডল, মূত্রাশয়, পুং-জননেন্দ্রিয়, অস্থি ও চর্ম্মের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। তন্দ্রালু বা উদাসীনভাব; সম্মুখে যাহা ঘটিতেছে রোগী তাহা জানিতে পারেন না, কিন্তু জাগাইলে বেশ জ্ঞানের উদ্রেক হয়। শোক, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, ইন্দ্রিয়সেবার আধিক্য বশতঃ দৌর্ব্বল্যকর পীড়া সমূহ (যথা, শুক্রকেশ, বিশ্রী চেহারা); প্রস্রাবের বর্ণ দুধ বা জলের মত; শীঘ্র শীঘ্র ঢেঙ্গা বা বাড়ন্ত গড়ন হইলে; পাঠাভ্যাস হেতু বালিকাদের মাথা ধরা; স্নায়ুমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া; শ্বেতবর্ণ বা জলবৎ অতিসার; অতি ঘর্ম্ম হেতু শারীরিক দুর্ব্বলতা; রক্তস্রাব; দীর্ঘকালস্থায়ী বেদনাহীন উদরাময়; শুক্রমেহ; হস্ত-মৈথুনের কুফল; গণ্ডমালা জনিত অস্থি-ক্ষত; চুল উঠিয়া যাওয়া (বিশেষতঃ দুর্ব্বলতা জনিত); ধ্বজভঙ্গ; শ্বেত-প্রদর; রাত্রিকালে অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ, অথবা বার বার অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ, তৎসহ দুগ্ধের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ অণ্ডলালার ন্যায় প্রস্রাব; বহুমূত্র; দৌর্ব্বল্যকর স্বপ্নদোষ; হস্তমৈথুনের জন্য মুখব্রণ।

৭। **ইপিকাক**।—শ্বাস-যন্ত্র ও পাকাশয়ের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। হাঁপানি; সাঁই-সাঁই ও ঘড়-ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসকষ্ট; সদাই গা বমি বমি করা; শিরঃপীড়া সহ বমনেচ্ছা; জরায়ু নাসিকা মুখ গুহ্যদ্বার বা ফুস্‌ফুস প্রভৃতি হইতে **উজ্জ্বল রক্তবর্ণ** প্রচুর রক্তস্রাব; গাঁজাল বা ঘামের মত সবুজ বর্ণের ভেদ; এক দিন অন্তর পালা-জ্বর; কুইনাইনের অপব্যবহার জনিত জ্বর; অনিয়মিত জ্বর বা শিশুদিগের জ্বরের প্রথমাবস্থায়; সবুজবর্ণ আমযুক্ত উদরাময় এবং তৎসহ অল্প অল্প রক্তের ছিটা; ঘাষের মত সবুজ ভেদ; পিত্তজনিত মাথাধরায়। বমন ও **অবিরত বমনেচ্ছা** ইহার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

banglabooks.in

৮। **ওপিয়াম**।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় এবং সহানুভৌতিক স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। রোগী বেদনা মোটেই অনুভব করিতে পারেন না; ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমাইতে পারেন না; মুখ দিয়া বিষ্ঠা বমন; গা খুব গরম অথচ ঘাম হইতেছে; ঘোর অচৈতন্য অথচ রোগীর নাক খুব ডাকে, ও মুখমণ্ডল রক্তাভ; বিছানা বড় গরম বোধ হয়; কোষ্ঠ-বদ্ধতা, ভয় বা উদ্বেগ জনিত পীড়াসমূহ; সান্নিপাতিক-জ্বর; মস্তিষ্কের অবসন্নতা; গলা ঘড়-ঘড় করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস; নিস্তেজভাব; চক্ষু-তারা আকুঞ্চিত; উদরে অতিশয় বায়ুসঞ্চয়; গভীর নিদ্রা, তৎসহ অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু; সর্দ্দিগর্ম্মি। "তন্দ্রা"ভাব ওপিয়াম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

৯। **ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব**।—পরিপোষণ-বিকৃতি জনিত (গণ্ডমালা, গুটিকা, ও অস্থি কোমলতা) রোগ সমূহের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। নিম্নলিখিত যে কোন লক্ষণে ক্যাল্কেরিয়া উপযোগী:—(১) গৌরবর্ণ স্থূলকায় বা কোমলাস্থি ব্যক্তি, (২) ঠাণ্ডা লাগিয়া যাহাদের সহজেই অসুখ জন্মে, (৩) নিশা-ঘর্ম্ম, (৪) যাহাদের পা খুব ঠাণ্ডা ও সহজেই শীতবোধ করে, (৫) পাচক প্রদেশ অম্ল (যথা, আস্বাদ টক, উদ্গার টক, বমন টক, মল টকগন্ধ), (৬) আংশিক ঘর্ম্ম (যথা শিশুর মাথায় ঘাম), (৭) অস্থিগুলির ভাল রকম পোষণ না হওয়া (যথা, শিশুর ব্রহ্মতালু যথাসময়ে না পূরিয়া উঠা, বা শিশু যথাসময়ে হাঁটিতে না পারা), (৮) রজক প্রভৃতি যাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে কায করে। শিশুর দাঁত উঠিতে বিলম্ব বা কষ্ট; শিশু যথাসময়ে হাঁটিতে অক্ষম; চক্ষুপ্রদাহ; গ্রন্থি স্ফীত; অত্যধিক ঋতু ও তৎসহ হাঁটু হইতে পাদুটির তলা পর্য্যন্ত অতিশয় শীতল ও আর্দ্র; সময়ের অনেক পূর্ব্বে ঋতু হওয়া; দুগ্ধবৎ শ্বেত-প্রদর; সঙ্গম করিবার সময় শীঘ্র শীঘ্র রেতস্খলন এবং তৎসহ দুর্ব্বলতা; রাত্রিতে মস্তকে ঘর্ম্ম; অম্লরোগ; পূর্ণিমার কাছা-কাছি বা পূর্ণিমার সময়ে রোগের বৃদ্ধি; শীতল বাতাসে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়ন করিলে, রোগের উপশম। সবুজ ও কালরঙের জলাযুক্ত ভেদ; মধ্যে মধ্যে বমন; অতিসার বা সকল প্রকার পুরাতন পীড়ায় এক দিন

banglabooks.in

অন্তর রোগের বৃদ্ধি। এই ঔষধ সেবনের পর যেন সালফার ব্যবস্থা না করা হয়।

১০। কার্ব্বো-ভেজিটেবিলিস্।—শোণিত, স্নায়ু-মণ্ডল ও পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। হিমাঙ্গ অবস্থায় জীবনী-শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিলে, যখন দেহটি বরফের মত শীতল ও নীলবর্ণ হয় এবং রোগী নিয়ত বাতাস করিতে বলেন; যে কোন পীড়ার অন্তিম দশায় যখন প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম, জিহ্বা শীতল, প্রশ্বাস শীতল, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়; কোন রোগ বা আঘাতাদি হইতে যাঁহারা ভাল স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই কুইনাইন্ প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহার জনিত পীড়া; শরীরের ভিতর যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে, এরূপ বোধ; দেহের যে কোন স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হইলে; উদ্গার; বুকজ্বালা; পেট সেঁটে ধরা; পেটফাঁপা সহ বায়ু নিঃসরণ ঊর্দ্ধদিকে; সান্নিপাতিক-জ্বর; অর্শ; উদরাময়; দন্ত বেদনা; দন্তের মাড়ীতে ঘা; সহজে মাড়ী হইতে রক্ত বাহির হয়; পচা দুর্গন্ধ ক্ষত; স্বরভঙ্গ; অপাক; মুমূর্ষু অবস্থায় পদতল হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হইলে। "রোগী ক্রমাগত বাতাস খাইতে চান" কার্ব্বোর বিশেষ লক্ষণ।

১১। ক্যামোমিলা।—স্নায়ুমণ্ডলী, যকৃৎ, পাকাশয় ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। খিটখিটে স্বভাব; অসহনীয় বেদনা (যথা, বাধকবেদনা প্রসববেদনা দন্তশূল প্রভৃতি উপসর্গে রোগী ঘুমাইতে পারেন না, বা কাঁদিয়া অস্থির হন); অসহ্য বেদনা ও মাঝে মাঝে বেদনাযুক্ত অঙ্গটি অসাড় হইয়া যাওয়া বা ঝিঁ-ঝিঁ ধরা (যথা, বাত, পক্ষাঘাত); রাত্রিকালে পদতল যেন জ্বলিতে পুড়িতে থাকে; নিদ্রাবস্থায় কাসি; শিশুর দন্তোদ্গম সময়ে রোগ সমূহ (যথা, পীত বা সবুজবর্ণের উদরাময়, তড়কা, জলবৎ ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে ভেদ, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ সবুজ ও হরিদ্রাভ আমসংযুক্ত ভেদ); দন্ত উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট, পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, দন্ত উঠিবার সময় একদিকের গাল

banglabooks.in

গরম ও লাল হওয়া এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা; গণ্ডদেশ স্ফীত ও তৎসহ সামান্য জ্বরভাব; উষ্ণ পানীয় পানে দন্ত-বেদনার বৃদ্ধি; স্নায়ুশূল; ঋতুকালে রক্ত কাল চাপ চাপ; গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের খিলধরা; শিশু সর্ব্বদা খিট্‌খিটে ও সামান্য কারণেই রাগে, শিশুকে কোলে করিয়া বেড়াইলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

১২। **চায়না**।—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীর হইতে অতিরিক্ত রক্ত শুক্রাদি স্রাব বা দুগ্ধক্ষরণ হেতু দুর্ব্বলতা; নির্দ্দিষ্ট সময়ে (যথা, ঠিক একদিন অন্তর) কোন রোগের প্রকাশ; কালচে রং বা চাপ চাপ **রক্তস্রাব**, তৎসহ মূর্চ্ছা দৃষ্টি-ক্ষীণতা ও কাণ ভোঁ-ভোঁ করা; রক্তস্বল্পতা; রক্তে জলীয়াংশ অধিক; পেটফাঁপা (বোধ হয় উদরটি যেন বায়ুপূর্ণ রহিয়াছে), উদ্গার বা বায়ু নিঃসরণে উপশম বোধ; বেদনাহীন উদরাময় (হল্‌দে, জলবৎ, বা মেটে বর্ণ ভেদ); কম্প বা অতিশয় শীত; তৃষ্ণা সহ ঘর্ম্ম; নিদ্রাকালে, বা বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র ঢাকিলে, ঘর্ম্ম; পুরাতন গেঁটে বাত; ফল খাইয়া উদরাময় হইলে; চা-পান হেতু পেটফাঁপা; গাত্র স্পর্শ (এমন কি গায় বায়ু লাগান) রোগী সহিতে পারেন না; রক্তসঞ্চয় হেতু যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি; ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর (যে জ্বরে শীত, তাপ, ঘর্ম্ম, এই তিনটি অবস্থা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়); শোথ; ভয়ানক ক্ষুধা; দপ্‌দপানি মাথাধরা (এমন কি মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এইরূপ বোধ); দৌর্ব্বল্যকর স্বপ্নদোষ; অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম হেতু ধ্বজভঙ্গ।

১৩। **থুজা**।—জনন ও মূত্র-যন্ত্র, গুহ্যদ্বার এবং চর্ম্মের উপর ইহার ক্রিয়া। হানেমানের মতে থুজা প্রধান মাষক-দোষঘ্ন (anti-sycotic)। মাংসাঙ্কুর (vegetations)—যথা শ্লেষ্মাগুটি, বৃন্তবিশিষ্ট অর্ব্বুদ (যাহা জরায়ুতে কণ্ঠে নাসারন্ধ্রে, কর্ণে বা সরলান্ত্রে জন্মে), আঁচিল, প্রমেহ জনিত উপমাংস প্রভৃতি; অবরুদ্ধ প্রমেহ; মূত্রমার্গ প্রদাহ—গাঢ় স্রাব, মূত্র-ত্যাগের পর কর্ত্তনবৎ বেদনা, ও প্রস্রাবের ধারা বিভক্ত হইয়া পড়ে; কর্ণ বা নাসিকা হইতে ঘন সবুজবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন; তলপেট ফাঁপে; দাঁত

banglabooks.in

উঠিবামাত্র উহার গোড়া ক্ষয় পাইতে থাকে কিন্তু অগ্রভাগ অক্ষত রহে; বস্ত্রাচ্ছাদিত অঙ্গে উদ্ভেদ, বা অনাচ্ছাদিত অঙ্গে ঘর্ম্ম; ইংরাজী-টিকা দিবার পর, বা বসন্ত হইয়া যাইবার পর, শরীর ভালরূপে না শোধরাইলে; আর্দ্রবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি; নালী বা শোষ এবং অর্শ; মূত্রনালীর মুখের নিকট হল্‌দে বা সবুজবর্ণ পূয় জমিয়া থাকা; বারম্বার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব; প্রমেহের পর বহুমূত্র; গর্ম্মি রোগের (দ্বিতীয়াবস্থায়); কাহারও কাহারও মতে "খুজা" বসন্ত রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও প্রতিষেধক।

১৪। নাক্স-ভমিকা।—পৃষ্ঠ, মজ্জা এবং গতি-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিদায়িনী স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। বায়ুপ্রধান ধাতু; সহজেই যাঁহার ক্রোধ জন্মে; উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা; মানসিক পরিশ্রম (যথা—অধ্যয়ন, আফিসে হিসাব রাখা) জনিত রোগ; স্পর্শাধিক্য—শব্দ আলোক গন্ধাদি রোগী মোটেই সহিতে পারেন না; খেঁচুনি বা তড়কা; প্রবল জ্বরাবস্থাতেও শীতবোধ; মাদক উত্তেজক তিক্ত বা "গরম" ঔষধ সেবন জনিত উপসর্গ; মলত্যাগে বারম্বার চেষ্টা কিন্তু অল্পমাত্র ভেদ নির্গত হয়, বা মোটেই হয় না; নিদ্রাভঙ্গের পর ক্লান্তিবোধ; আহারের দুই এক ঘণ্টা পরে তলপেটে ভারবোধ; বমন ও বমনেচ্ছা; মলত্যাগের পরই খানিক বেদনার নিবৃত্তি (বিশেষতঃ রক্তামাশয় রোগে); অর্শ সহ চুলকানি, অন্ত্র-বলি; সর্দ্দি দিনে তরল, রাত্রিতে শুষ্ক; প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি; গলায় যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে; কোষ্ঠ-বদ্ধতাসহ মলত্যাগের চেষ্টা; শুষ্ককাসি; সর্দ্দি; রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত আহার বা মাদক দ্রব্য সেবন জনিত রোগ সমূহ; কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধতা; শূলবেদনা, পেটফাঁপা; বুকজ্বালা; মাথাধরা ও তৎসহ মাথাঘোরা; অম্ল-বৃদ্ধি; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগ ময়লা; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে; নৌকা বা জাহাজে চড়িলে বমনেচ্ছা; আক্ষেপিক হাঁপানি; নিম্ন-অঙ্গে খিল ধরা; শীঘ্র শীঘ্র এবং অধিক পরিমাণে ঋতু হওয়া; ঋতুর সময়ে প্রাতঃকালে বমনোদ্রেক; ফোঁটা ফোঁটা

banglabooks.in

মূত্র-নির্গমন; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত; যকৃতের পীড়া; মদ্যপানাদি হেতু হাত পা কাঁপা।

১৫। নেট্রাম-মিউরিয়েটিকাম।—রক্ত, নসিকা-মণ্ডল, পরিপাক-পথের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, যকৃৎ ও প্লীহার উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। দুর্নিবার বিষম জ্বর; অধিক মাত্রায় কুইনাইন বা আর্সেনিক অপব্যবহার জনিত জ্বর; শীর্ণতা; রক্তস্বল্পতা; কোষ্ঠবদ্ধতা; প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি; প্রমেহ; শ্বেত-প্রদর; সর্দ্দি; নাক দিয়া রক্ত পড়া; জ্বর-ঠুঁটা; তিক্ত বা লবণ আস্বাদ অথবা স্বাদহীনতা বোধ; ওষ্ঠ ও মলদ্বার শুষ্ক ও ফাটা ফাটা; ম্যালেরিয়া-জ্বর, ১০টা ১১টার সময় গা শীত শীত করিয়া জ্বর আসে; মুখ সরস, অথচ রোগী মুখ শুষ্ক বোধ করেন; জিহ্বা, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও অঙ্গুলিতে টন্-টন্ বা চিন্-চিন্ বেদনা বোধ; চুলকানি; বুক ধড়-ফড় করে। "তন্তুজাক্ষু" অধ্যায়ে, "নেট্রাম-মিউর" দ্রষ্টব্য।

১৬। পালসেটিলা।—শরীরস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, মৈহিক-ঝিল্লী, শিরা, চক্ষু, কর্ণ এবং জননেন্দ্রিয়ের উপর, ইহার প্রধান ক্রিয়া। গুরুপাক (যথা ঘৃতাক্ত তৈলাক্ত) দ্রব্য পান ভোজন জনিত অজীর্ণতা; জিহ্বা ক্লেদাবৃত বা পীতবর্ণ; পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন; অম্ল; বুকজ্বালা; আমযুক্ত উদরাময়; হাম; পানিবসন্ত; কর্ণে বেদনা; কর্ণ হইতে পূযস্রাব; বাত; সন্ধিবাত; স্বল্পবিরাম-জ্বর; মস্তিষ্কে ঠাণ্ডা লাগা ও তৎসহ নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব; চক্ষুর পাতা যুড়িয়া যাওয়া; হামের পর বধিরতা; অনিয়মিত ঋতু; ঋতুর রক্ত চাপ চাপ ও কাল; বেদনাসম্বলিত ঋতু; শ্বেত-প্রদর; অণ্ডকোষের প্রদাহ; ঋতু-অবরোধ; প্রমেহ; রোগের উপসর্গগুলি সদাই পরিবর্ত্তনশীল—এই হাসি এই কান্না, প্রতিবারের মলের প্রকৃতি ও বর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের; মুখ শুষ্ক হয়, অথচ তৃষ্ণা থাকে না; শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী সমূহ হইতে গাঢ় কোমল স্রাব নিঃসরণ; পা ভিজা থাকা হেতু ঋতুরোধ; শীতল মুক্ত-বায়ুতে থাকিলে, রোগের উপশম। প্রসব-বেদনাকালে সেবন করিলে শীঘ্র শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা এবং ভ্রূণ-দেহ ঘুরিয়া মাথা সামনের দিকে আসে।

banglabooks.in

সহজে ক্রন্দনশীল ধীরস্বভাব ব্যক্তির (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের) পক্ষে ইহা উপযোগী।

১৭। ফস্ফোরাস্। —শোণিত ও পরিপোষণ-স্নায়ুমণ্ডলে এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া। রক্তস্রাবক ধাতু—সামান্য আঘাতেই শরীর হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়; মুখ পাকস্থলী গুহ্যদ্বার প্রভৃতি অঙ্গে দারুণ জ্বালা-বোধ; প্রদোষ হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাসির বৃদ্ধি; মস্তিষ্কের রোগ—শিরোঘূর্ণন, শিরঃপীড়া, বধিরতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; রক্তক্ষীণতা; প্রচুর ভেদ, জলবৎ মলে সাগুদানার মত ছোট ছোট পদার্থ ভাসে ও মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে; শীতল জল পান জন্য প্রবল তৃষ্ণা, কিন্তু উহা পান করিবার পর উষ্ণ হইয়া উঠিয়া যায়; নিদ্রার পর রোগের উপশম; শারীরিক স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ; কাসি সহ শ্লেষ্মা ও রক্ত বাহির হওয়া; স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ; যক্ষ্মা; যকৃতের পীড়া; ধ্বজভঙ্গ; ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হওয়া; রজঃস্রাব; স্ত্রীসংসর্গের অত্যন্ত ইচ্ছা; নিম্ন-হনুর অস্থি-ক্ষত; দাঁতের গোড়া আলগা হওয়া এবং সহজে রক্ত পড়া; দন্তমূলের ক্ষয়; বুকে কোন ফোড়া অস্ত্র করিবার পরে যদি নালী হয়, তাহা হইলে এই ঔষধ উপকারী।

১৮। ফেরাম-মেট্। —রক্তের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। রক্তস্বল্পতা; সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা; দুর্ব্বলতা জনিত মাথাধরা; মূত্রস্থলীর ও মূত্রনালীর প্রদাহ; কখন রাক্ষুসে ক্ষুধা, কখন বা মোটেই ক্ষুধা না থাকা; শারীরিক কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব; মুখমণ্ডল লালবর্ণ (বিশেষতঃ কম্পাবস্থায়); বেদনাহীন অজীর্ণ-ভেদ; ম্যালেরিয়া; সমস্ত দিনের ভুক্ত-দ্রব্য রাত্রিকালে বমন বা উদ্গার; মুখমণ্ডল ফ্যাঁকাশে, বুক ধড়ফড় করা, রক্তবমন হাঁপানি প্রভৃতি রোগে রোগী ধীরে ধীরে বেড়াইলে উপশম বোধ করেন; পুরাতন উদরাময়; গলক্ষত; অতিরজঃ; এবং চা বা কুইনাইন অপব্যবহার জনিত পীড়া সমূহে। সুকুমার দেহবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের এবং স্নায়ু ও রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী।

banglabooks.in

১৯। **বেলেডোনা**।—মস্তিষ্ক (cerebrum) ও সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত; নাড়ী কঠিন পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল; প্রলাপ; খেঁচুনি বা তড়কা; চক্ষু রক্তবর্ণ; একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা; মুখ কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক বা লাল; পেট ফাঁপা; আহারকালে গল-মধ্যে পচা দুর্গন্ধ স্বাদ অনুভব; শরীরের কোন স্থান উত্তপ্ত, স্ফীত, লালবর্ণ, দপ্ দপ্ বা জ্বালাকর বেদনাযুক্ত; স্থানিক রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ (পূযোৎপত্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ ফোড়া ও ব্রণের প্রথমাবস্থায়); স্নায়ুশূল; জলাতঙ্ক; আমরক্ত; স্বল্পরজঃ; অতিরজঃ; প্রসববেদনা; কাস; আরক্ত-জ্বর; বিসর্প; ক্ষত; সন্ন্যাস। কোনরূপ বেদনা **সহসা আরম্ভ ও সহসা উপশম** হওয়া, বেলেডোনার একটি বিশেষ লক্ষণ।

২০। **ব্রায়োনিয়া**।—ফুস্‌ফুস্ বেষ্ট, মস্তিষ্ক, এবং যকৃতের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ওষ্ঠ মুখ বা পাকস্থলী **শুষ্ক**—তাই রোগী অনেকক্ষণ অন্তর বেশী জল খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন; মল দেখিতে শুষ্ক কঠিন ঝামা ইটের মত; প্রবল গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে **শুষ্ক** শীতল বাতাস লাগাইয়া রোগ হইলে; ঋতুকালে ঋতু না হইয়া নাক দিয়া রক্ত পড়ে; স্তন কঠিন, উত্তপ্ত, ও বেদনাযুক্ত; কোষ্ঠবদ্ধতা, কিন্তু মলত্যাগের মোটেই চেষ্টা হয় না; বায়ুনালী-প্রদাহ; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (প্রথমাবস্থায়); বক্ষঃস্থলে ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনা (কাসিতে ও শ্বাস গ্রহণ করিতে গেলেই বেদনা বোধ); শুষ্ক কাসি; সন্ধিবাত (বিশেষতঃ যখন নড়া চড়াতে কষ্ট বোধ হয়), ও কটিবাত; বাত-জ্বর; হ্যাবা; পিত্তজনিত জ্বর ও মাথাধরা; পিত্তবমন; বক্ষঃস্থলে জ্বালা; তিক্ত উদ্গার; খিট্‌খিটে মেজাজ; সূতিকাজ্বর। ছুঁচ-বেঁধা বা কাটিয়া-যাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং নড়িলে চড়িলে **রোগের বৃদ্ধি**, ব্রায়োনিয়া প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২১। **ভিরেট্রাম-অ্যাল্‌বাম**।—মস্তিষ্ক পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ু-মণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিপোষণ-যন্ত্রমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। ওলাউঠা (পান্তা ভাতের বা চাউল-ধোয়া জলের ন্যায় প্রচুর

banglabooks.in

পরিমাণে ভেদ বমন), সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা ; আক্ষেপ ; শূল ; দুর্ব্বলতা সহ শীতল ঘর্ম্ম ; স্নায়ু-শক্তির অবসন্নতা ; প্রলাপ ; কাঠ-বমি বা বমি সহ "কপালে ঠাণ্ডা ঘাম" ; উন্মাদ রোগ ও তৎসহ দ্রব্যাদি ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছা ; নিস্তব্ধভাব, রাগাইলে রোগী উন্মত্ত হন ; বাত-রোগ ; আর্দ্র বায়ুতে বৃদ্ধি ; দুঃসহ বেদনা, যন্ত্রণায় রোগী প্রলাপ বকেন ; প্রচুর স্রাব—মল মূত্র বমন লালা ঘর্ম্মাদি বহুল পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

২২। **মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস**।—প্রত্যেক যন্ত্র ও বিধান-তন্তুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ডাক্তার হ্যাহ্ বলেন যে ফোড়া **পাকাইতে** হইলে মার্কিউরিয়াস **নিম্নক্রম** ও উহা **ঝসাইতে** হইলে **উচ্চক্রম**, প্রয়োগ করিতে হয়। দাঁতের মাড়ী ফুলে ও ছিদ্রযুক্ত হয়, ও উহা হইতে রক্ত পড়ে ; জিহ্বা ফুলে ও ঝুলিয়া পড়ে এবং জিহ্বাতে দাঁতের ছাপ দৃষ্ট হয় ; জিহ্বা সরস, মুখ লালা-পূর্ণ অথচ প্রবল তৃষ্ণা ; দিবানিশি প্রচুর ঘর্ম্ম ; অস্থি-রোগ সমূহে ; দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্ন অংশ আক্রান্ত হইলে ; গ্রন্থি স্ফীতি বা পূয হওয়া ; গলার ভিতর ঘা ; লালা নিঃসরণ ; মুখের ভিতর ঘা ; দন্তবেদনা ; কর্ণ হইতে পূয নির্গত হওয়া ; নাসিকা ও চক্ষু হইতে সর্দ্দি বা পূয়স্রাব হওয়া ; চক্ষু উঠা ; যকৃতের প্রদাহ (রোগী ডানদিকে শুইলে, বেদনা বৃদ্ধি) ; যকৃত শক্ত স্ফীত ও বেদনাযুক্ত ; অম্ল পিত্ত নিঃসরণ ; স্যাবা ; পৈত্তিক উদরাময় ; গরমীর ঘা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাওয়া ; পাকস্থলীর প্রদাহ ; উপদংশজ বাত ; আম সহ রক্ত-ভেদ ; কোঁথপাড়া (বিশেষতঃ মলত্যাগকালে)। **রাত্রি-কালে বিছানার গরমে পীড়ার বৃদ্ধি**, মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২৩। **ম্লাস-টক্স**।—শারীরিক-যন্ত্র, শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, চর্ম্মপেশীর ও সন্ধির বিধানতন্তুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। জিহ্বা শুষ্ক বা লেপাবৃত এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লালবর্ণ, ত্রিকোণাকার ; অত্যন্ত অস্থিরতা, সতত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ; আন্ত্রিক জ্বরের মত উপসর্গ ; মৃদু প্রলাপ ; মোহ ; পৈশিক বাত, কটিদেশে স্নায়ুশূল (বামভাগে) ; বাম বাহুর বেদনা, হৃদ্রোগসহ ;

banglabooks.in

গিলিবার সময়ে স্কন্ধদেশ মধ্যে বেদনা ; জ্বরের **শীতাবস্থায়** কষ্টকর শুষ্ক কাসি, এবং **তাপাবস্থায়** সর্ব্বাঙ্গে আমবাত প্রকাশ পায় ; বাত, বিশেষতঃ পুরাতন বাত ; সন্ধিবাত ; কটিবাত ; বাতজ পক্ষাঘাত ; "ফোস্কাযুক্ত বিসর্প" ; পানিবসন্ত ; সমস্ত শরীরে হামের ন্যায় লালবর্ণ পীড়কা ; অতিসার সম্বলিত সান্নিপাতিক জ্বর ; চর্ম্মরোগ (অসহ্য জ্বালা বা চুলকানি) এবং কাউর রোগে। **নড়া চড়ায় পীড়ার উপশম বোধ,** রাস-টক্স প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২৪। **লাইকোপোডিয়াম**।—শ্বাস-যন্ত্রের, পরিপাক-যন্ত্রের, জনন ও মূত্র-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, চর্ম্ম এবং যকৃতের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অবসন্ন মন ; স্মৃতি শক্তির দৌর্ব্বল্য ; সহজেই যাহাদের ক্রোধ জন্মে ; দক্ষিণ অঙ্গের রোগ সমূহ ; নিউমোনিয়া অন্ত্রবৃদ্ধি ফোড়া প্রভৃতি যে কোন পীড়া দক্ষিণ অঙ্গে আরম্ভ হইয়া বাম দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ; পেটফাঁপা সহ বায়ু নিঃসরণ **অধোদিকে** ; পেট ভুট-ভাট করা ; মূত্রে লালবর্ণ তলানি পড়িলে ; অপরাহ্ণ চারিটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কোন রোগের প্রকোপ ; এক পা ঠাণ্ডা, অন্য পা গরম ; ক্ষুধা, কিন্তু অল্প আহারেই ক্ষুধা নিবৃত্তি বা পেটে ভারবোধ ; ঘর্ম্মের পরই তৃষ্ণা ; সবিরাম জ্বরে—টক আস্বাদ, টক ঘাম, টক উদ্গার, টক বমন ; কোষ্ঠ-বদ্ধতা, কিন্তু মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকা হেতু মলত্যাগ হয় না ; পুরাতন রোগ ; রক্ত দুষ্টি ; প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিবার সময় ও পরে শিরোঘূর্ণন, জ্বালাজনক উদ্গার, মুখে জল উঠা ও বুকজ্বালা ; মানসিক পরিশ্রম জনিত অগ্নিমান্দ্য ; লিথিক্ অ্যাসিড্ বিশিষ্ট ধাতু।

২৫। **ল্যাকেসিস**।—পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডল ও ফুস্‌ফুস এবং পাকাশয়িক স্নায়ুর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। অবসন্নতা ; **নিদ্রার পরই রোগের বৃদ্ধি** ; বাম অঙ্গের পীড়াচয় ; বাম অঙ্গে কোন পীড়া আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ অঙ্গ আক্রমণ করিলে ; শরীর যেন সেঁটে বা কসে ধরে ; রক্তদুষ্টি ; দৌর্ব্বল্য হেতু জিহ্বা বা কোন অঙ্গ কাঁপে ; গলা বেদনা, কর্ণবেদনা ; গালের অস্থি হইতে কাণ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে ফেলার

banglabooks.in

ন্যায় বেদনা; পিপাসা নাই অথচ গলা শুষ্ক; পচা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ; অসাড়ে মল নির্গত হওয়া; গ্রীষ্মকালের উদরাময়; চর্ম্মে কৃষ্ণাভ নীলবর্ণ, দূষিত ক্ষত; জরায়ু হইতে অল্প রজঃস্রাব (রক্ত কাল); ঋতুর সময়ে প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা; স্ত্রীলোকদিগের শেষ বয়সে ঋতুবন্ধকালে; ও প্লেগ-রোগ।

২৬। সালফার।—প্রধানতঃ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া তাবৎ শরীরের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চর্ম্মরোগ মাত্রেই; চুলকানি; পুরাতন পীড়ায়; কোষ্ঠবদ্ধতা; অর্শ; কফ; ঘা; বাত; স্ফোটক; আঙ্গুল-হাড়া; ছোট ক্রিমি; উদরাময়; "মাথার ভিতর (যেন গরম জলে) দগ্ধ হইতেছে" বোধ; বারম্বার মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগকালে জ্বালা; সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পদতলে) অত্যন্ত জ্বালাবোধ; ওষ্ঠ, কর্ণ, নাসারন্ধ্র, চক্ষুর পাতা, মূত্রমার্গ, মলদ্বারাদি লালবর্ণ—যেন রক্তপূর্ণ; কোন চর্ম্মরোগ বসিয়া গিয়া উৎকট পীড়াদি হইলে; কোন ব্যাধি সারিয়া গিয়াও সারিতে চায় না; সুনির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগে কোন উপকার না দর্শিলে; চক্ষু উঠা; নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্ব্বে বা পরে অল্পকালস্থায়ী; অধিক পরিমাণ বা অল্প পরিমাণ রজঃস্রাব; জ্বালাকর যন্ত্রণাপ্রদ শ্বেত-প্রদর। যে সকল রোগীকে উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার করিয়া কোন ফল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে সালফার দিয়া চিকিৎসা করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; কখনও রোগের প্রথমে ও শেষে এই ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। স্নান বা গা ধুইবার পর, বিছানার গরমে, বা দুই প্রহর রাত্রির পর, রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সালফার প্রয়োগের পূর্ব্বে যেন ক্যাল্ক-কার্ব্ব ব্যবস্থা করা না হয়।

২৭। সাইলিসিয়া *।—"তন্তুজায়ু" অধ্যায়ে সিলিকা দ্রষ্টব্য। পুষ্টিকর আহারাদি সত্ত্বেও শিশু-দেহ বাড়ে না ও শুকাইতে

* "সাইলিসিয়া" শব্দটি বিশেষণ, ইহার পরিবর্ত্তে "সিলিকা" শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

banglabooks.in

থাকে—শিশুর হাত পা সরু লিক্‌লিকে, পেটটি বড়, মুখখানি বৃদ্ধের মুখের মত; মাথায় বেশী ঘাম; টিকা (vaccination) জনিত কুফল; ছুঁচ, মাছের কাঁটা প্রভৃতি শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিলিকা সেবনে উহাদের সহজে বাহির হইবার পক্ষে সহায়তা করে; শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি, এবং সন্ধির গ্রন্থির স্ফীততা; আঙ্গুলহাড়া; বিবিধ স্ফোটক; গণ্ডমালা জনিত ক্ষত; অস্থিরতা; মস্তকে দুর্গন্ধ পূযযুক্ত মামড়ী পড়া; হস্ত পদ চর্ব্বির অল্পতাহেতু সরু হইয়া যাওয়া; অস্থি এবং অস্থি-বেষ্টক আবরক ত্বকের পূয উৎপন্ন হওয়া; পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় রোগের বৃদ্ধি।

২৮। **সিকেলি-কর্ন**।—মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুমণ্ডলের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। ওলাউঠায় আক্ষেপ বা খিলধরা; ওলাউঠায় গাত্রদাহ হাত পা অবশ ও শ্বাসরোধ; পক্ষাঘাত; প্রসব-বেদনা, প্রসবান্তিক বেদনা, রক্তস্রাব; (বিশেষতঃ ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীলোকের); অসাড়ে দুর্ব্বলকর দুর্গন্ধযুক্ত সবুজবর্ণ ভেদ; আমাশয় হইতে রক্তস্রাব; জরায়ু হইতে অধিক পরিমাণে ও অধিক দিন স্থায়ী ঋতু; গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। প্রসব-ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন করিবার মানসে সিকেলি (বিশেষতঃ θ বা নিম্নক্রম) সেবন করান অতীব গর্হিত কার্য্য।

২৯। **সিনা***।—অন্ননালীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। সর্ব্বদা নাসিকা চুলকানি (ক্রিমি থাকুক, বা না থাকুক), বা নাসিকার ভিতর অঙ্গুলি প্রবেশ; খিটখিটে স্বভাব; শিশু সদাই চোঁক গিলে, যেন কিছু গলায় ঠেলিয়া উঠিতেছে; সহসা পুনঃ পুনঃ প্রবল জ্বর; অনিদ্রা; ঘুংড়ি-কাসি; খেঁচুনি বা তড়কা, দাঁত কিড়মিড় করে; অঘোর অবস্থা (ক্রিমি জন্য); অন্ত্রে ক্রিমি; আহারে অরুচি অথবা দুষ্টক্ষুধা; রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে মূত্রত্যাগ (শেষে-মোতা); দুগ্ধবৎ মূত্র; হুপিং-কাফ বা গলরোধক কাসি; ক্রিমিজনিত বিবিধ উপসর্গ।

৩০। **হিপার-সালফার**।—চর্ম্ম এবং শ্বাস-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। পূয উৎপাদন এবং সংবর্দ্ধন ইহার

* ইহার প্রকৃত উচ্চারণ "সাইনা (Cina)"।

banglabooks.in

প্রধান গুণ। শীতল বায়ু বা সামান্য বেদনা মোটে সহিতে পারেন না; স্পর্শদ্বেষ; সামান্য আঘাতে বা ছ'ড়ে গেলে, যাহাদের পূয জন্মে; **পূয-উৎপাদন বা পূয-নিবারণ** [বোরিক প্রভৃতি ডাক্তারেরা বলেন যে ফোড়া **পাকাইয়া** ফাটাইতে হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপাদনার্থ) হিপার নিম্নক্রম (যথা ২x বিচূর্ণ) দিতে হয়, আর ফোড়া **বসাইতে** হইলে (অর্থাৎ পূযোৎপাদন নিবারণার্থ) হিপার উচ্চক্রম (যথা ৩০—২০০) দিতে হয়]; রক্তপূযপূর্ণ ফুস্কুড়ি; পূযযুক্ত ক্ষত; পচা ক্ষত, চারিধার লালবর্ণ; শুষ্ক শীতল বায়ু লাগিয়া ঘড়-ঘড়ে কাসি, ঘুংড়ি, বা হাঁপানি; "গলমধ্যে যেন মাছের কাঁটা আটকান রহিয়াছে" বোধ (গল-ক্ষতে পূয জন্মিবার ইহা পূর্ব্বলক্ষণ); দপ্‌দপ্ করা বা খোঁচাবেঁধাবৎ বেদনা; শীতবোধ; অহর্নিশি ঘর্ম্ম; **পেশীর দুর্ব্বলতা** হেতু কষ্টে মলত্যাগ ও ধীরে ধীরে মূত্রত্যাগ হয়; পারদ অপব্যবহার জনিত উপসর্গ; সোরা ও উপদংশ ধাতু; স্বরভঙ্গ; শ্বাসকষ্ট (বিশেষতঃ ঘুংড়ি কাসির প্রথম অবস্থায়); স্ফোটক; আঙ্গুলহাড়া; মাথায় শক্ত ফুস্কুড়ি; পুরাতন কাসি; পুরাতন অগ্নিমান্দ্য; অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধতা; কর্ণ হইতে পূয পড়া; গর্শ্মির ক্ষত; ও দুর্গন্ধ পূয নিঃসরণে। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে **পারদ অপব্যবহার জনিত রোগে,** এবং পশ্চিম-বাতাসে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে, এই ঔষধ উপযোগী।

৩১। **হ্যামামেলিস**।—রক্তবহা শিরামণ্ডলীর উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া। শরীরের কোন শিরা হইতে **কৃষ্ণবর্ণ** (Passive) রক্তস্রাব, হ্যামামেলিস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। রক্তস্রাবী-অর্শ; আভ্যন্তরিক-যন্ত্র (যথা :—চক্ষু কর্ণ নাসিকা ফুসফুস জরায়ু মলদ্বার প্রভৃতি) হইতে **কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব**। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শিরা স্ফীত; জরায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে কাল রজঃস্রাবে, এই ঔষধ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োগ হয়।

---

banglabooks.in

তন্তুজায়ু

(টিস্থ-রেমেড়িজ্ বা বায়-কেমিক্ ঔষধাবলি)।

বায়-কেমিক নিদান-তত্ত্বের উদ্ভাবক ডাক্তার সুস্‌লার বলেন যে, রক্তের শুক্লাংশ বা অণ্ডলাল (albumen), মেদ, শর্করা, জল, অম্ল ক্ষারাদি পদার্থচয় (inorganic salts অ-জৈব লবণ) জীব-তন্তু ও শোণিতের প্রধান উপাদান। ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লোরিকা, ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফোরিকা, ক্যাল্কেরিয়া-সালফিউরিকা, ফেরাম-ফস্ফোরিকাম্, কেলি-মিউরিয়াটিকাম, কেলি-ফস্ফোরিকাম্, কেলি-সালফিউরিকাম্, ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ফোরিকা, নেট্রাম-মিউরিয়াটিকাম্, নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম্, নেট্রাম-সালফিউরিকাম, ও সিলিকা—এই দ্বাদশটি সল্ট (বা লবণ) দ্বারা জীব-দেহের তাবৎ তন্তু (tissue) ও অণুকোষ (cells) গঠিত। তিনি বলেন শরীরের এই সকল সল্টের কোনটির অভাব হইলেই, তন্তু ক্ষয় পাইয়া পীড়া জন্মে; এবং তাঁহার অভিমত এই যে, সেই বিশেষ সল্ট দ্বারা ক্ষয়-পূরণ করিতে পারিলেই সেই রোগ আরোগ্য হয়; এই হেতু উক্ত দ্বাদশটি সল্টের নাম "তন্তুজায়ু (Tissue Remedies)"। তাঁহার এই উক্তি কত-দূর প্রামাণিক তাহা বিচার করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তবে উল্লিখিত ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্থ দেহে পরীক্ষিত (proved) ও রুগ্নদেহে বারম্বার সুফল প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা এই বারটি ঔষধের প্রধান লক্ষণ এই পুস্তকে সংযোজিত করিয়া দিলাম। ডাক্তার সুস্‌লার প্রথমে হোমিওপ্যাথ ছিলেন; পরে স্বীয় নাম স্থায়ী করিবার প্রয়াসেই সম্ভবতঃ তিনি এই নব মত প্রচার করেন।

হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া মতে বায়-কেমিক ঔষধের ক্রমও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুস্‌লার সাহেব ৬x—১২x বিচূর্ণ সাধারণতঃ ব্যবহার করিতেন, কিন্তু হোমিওপ্যাথগণ সকল ক্রমই (১x—১০০০) অবস্থানুসারে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

banglabooks.in

১। ক্যাক্ষেক্সিয়া-ফ্লোক্সিকা ১২x—২০০।—অস্থিতে অর্ব্বুদ; কঠিন আব; অস্থি-সংযোগ স্থলের বিবৃদ্ধি; গ্রন্থি ফোলা; গ্রন্থি শক্ত হওয়া; চক্ষুতে ছানি পড়া; স্নায়ু স্ফীতি; ভগন্দর পীড়ার শোষ; অন্ত্র বৃদ্ধি; অর্শ; জরায়ু হইতে স্রাব; কাণে শক্ত খোল; হাত ফাটা; আক্কা অসমান বা ব্যথাযুক্ত দাঁত; শিশুর দেরিতে দাঁত উঠা; কাসি ও তৎসহ চাপ চাপ হল্‌দে গয়ার উঠা; শারীরিক যন্ত্রের বিশেষতঃ জরায়ুর স্থানচ্যুতি; হৃৎপিণ্ড ও কোষ এবং শিরার বৃদ্ধি; স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালী শুষ্ক বোধ করা।

উষ্ণ জলপানাদির পর পীড়ার বৃদ্ধি, ও দেহে আর্দ্র দ্রব্যের প্রয়োগে পীড়ার উপশম—এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

২। ক্যাক্ষেক্সিয়া-ফস্ফোরিকা ২x—২০০।—অণ্ডলালা ক্ষরণ; রক্তহীনতা; আহারাদি সত্ত্বেও শিশুর দেহ পুষ্ট না হওয়া; অজীর্ণতা; শরীর শুকাইয়া যাওয়া; দেহের ভগ্ন অস্থির ভাল যোড় না লাগা; অস্থিব্যাধি; দেরিতে দাঁত উঠা; জানুর সংযোগস্থলে শ্বেতবর্ণ স্ফীতি; খিলধরা, খেঁচুনি ও অবসন্নতা; হাত পা শীতল; রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য; পৈতৃক ধাতু-দোষ জনিত গুটিকা-রোগ (যক্ষ্মা প্রভৃতি); মূত্রপিণ্ডের পীড়া; শ্বেত-প্রদর; হরিৎ পীড়া; নিশা-ঘর্ম্ম; ক্ষত; শীঘ্র শীঘ্র দাঁত নষ্ট হওয়া; বর্ষায় বাত হওয়া; মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়; মেরুদণ্ড ও গ্রীবা বলহীন; মাথাধরা; কপালে প্রচুর ঘর্ম্ম (বিশেষতঃ স্থূলকায় শিশুর)।

ঋতু পরিবর্ত্তন, স্নানের পর বা মলত্যাগের পর পীড়ার বৃদ্ধি, ও শয়ন করিলে পীড়ার উপশম—এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

৩। ক্যাক্ষেক্সিয়া-সালফিউরিকা* ৩০, ২০০।—স্ফোটক, সর্দ্দি; শাদাটে হল্‌দে স্রাব; শরীরের কোনস্থানে পুযোৎপত্তির উপক্রমে; নেত্রনালীতে (cornea) ক্ষত কিম্বা পুরাতন আমাশয় বা

* পূর্ব্ববর্ত্তী শারীর-বিধানবিৎ আচার্য্যগণের মত খণ্ডন পূর্ব্বক পরবর্ত্তী জার্ম্মান্ শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে ক্যাক্ষেরিয়া-সালফিউরিকা জীবদেহে নাই! সুতরাং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ডাক্তার হুসলার পঁচিশ বৎসর চিকিৎসার পর এই

banglabooks.in

পুরাতন ক্ষত হইতে পাতলা পূয পড়া অথবা তজ্জনিত ঘুসঘুসে জ্বর হওয়া; মাড়ীতে ফুস্‌কুড়ি; যকৃৎ বা মূত্র-যন্ত্রের পীড়া; নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থায়; মাথা ধরা; গা বমি বমি; স্নায়ুশূল; দেহে স্পর্শানুভব-শক্তির আধিক্য; ফল ও অম্ল খাইতে ইচ্ছা; ফুস্‌কুড়ি বা ফোড়া (বিশেষতঃ মুখে); পুরাতন বাত; চর্ম্মরোগ; সর্দ্দি রোগ; অ্যালোপ্যাথিক মতে কোন রোগের চিকিৎসার পর।

৪। **কেলি-মিউরিয়্যাটিকাম্ ১২x বিচূর্ণ; ২০০।—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায়** ইহা অতীব ফলপ্রদ; ইহা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর কার্য্যকারী। শ্বেতবর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ; জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে শাদা কিম্বা ধূসর বর্ণের দাগ; পীড়ার পুরাতন অবস্থায় চাপ চাপ সর্দ্দি; কাসি; স্বরভঙ্গ; শুষ্ক শ্লেষ্মা; গলা বা কাণের বিচি আওয়ান; বায়ুনালী সংক্রান্ত পীড়া; গা-বমি সহ শিরঃপীড়া; কাণে ভোঁ-ভোঁ শব্দ বোধ; মুখে ক্ষত; মুখ মধ্যে লালার অভাব; ডিফথিরিয়া (প্রধান ঔষধ); অজীর্ণতা; মৃগীরোগ; বাত; বাত জনিত অস্থিসংযোগস্থল স্ফীত; শীতস্ফোট; গা ময় খুস্কি ও মরামাস; পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncles); কোষ্ঠকাঠিন্য; পাণ্ডু-রোগ; ইউষ্টেকিয়ান্ টিউব্-প্রদাহ জনিত বধিরতা, কাণে পূয (পুরাতন রোগে); গলক্ষত; পানি-বসন্ত; বসন্ত; আরক্ত-জ্বর; বিসর্পরোগ; একজিমা; ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (নিউমোনিয়া); ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরেসি); শ্বেত-প্রদর; উপদংশ রোগ; প্রমেহ; রজঃকৃচ্ছ্র; রক্ত-প্রদর; শোথ; উদরাময়; সান্নিপাত-জ্বর; প্লেগ; অজীর্ণতা হেতু হাঁপানি; শ্বেতসার বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জনিত পেটের বেদনা প্রভৃতিতে। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে রোগের **বৃদ্ধি**—এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

ঔষধটি তাঁহার মেটিরিয়া-মেডিকা হইতে বাদ দেন!! আমাদের কিন্তু ইহা বাদ দিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহা জায়ু-বিচারণ বা হোমিওপ্যাথিক মতে পরীক্ষার (proving) পর আশাতীত সুফল প্রদান করিতেছে।

banglabooks.in

৫। কেলি-ফস্ফোরিকাম্ ৩x—১২x বিচূর্ণ, ৩০, ২০০। ইহা মাংসপেশী, স্নায়ু, মস্তিষ্ক ও রক্তের ঔষধ। মন ভেঙ্গে পড়া (বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া থাকে); স্নায়বিক অবসন্নতা; স্নায়ুরোগ; রক্ত দূষিত হওয়া; পচনশীল অবস্থা; সন্নিপাত-জ্বর; দুষ্টক্ষত; মল ও স্বেদাদি-স্রাব মাত্রেই অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত; দেহের কোন স্থানে পচনের প্রথম অবস্থা; গা-ময় ফুস্কুড়ি; দুর্গন্ধযুক্ত সর্দ্দি; নাসারন্ধ্র হইতে দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধময় স্রাব নিঃসরণ; উদরাময়; কর্ণে বেদনা; ঘাড় আড়ষ্ট হওয়া; হাঁপানি; সর্দ্দি-কাসি জনিত গ্রীষ্মকালীন জ্বর; চক্ষু রক্তবর্ণ; পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা; মৃগীরোগ; অধিক পরিমাণে সুরাপান জনিত অনিদ্রা প্রভৃতি; পেটের বেদনা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা (মানসিক বা শারীরিক)। রক্তের বর্ণ কৃষ্ণাভ; নাড়ী দুর্ব্বল—গতি প্রথমে দ্রুত ও পরে মন্দ; স্মৃতি-শক্তি কমিয়া যাওয়া; অজীর্ণতা; সূতিকা-জ্বর; কৃষ্ণবর্ণ বসন্ত; রক্তস্রাব; গা-ময় খুস্কি; জরায়ু হইতে রক্তস্রাব; অণ্ডলালাযুক্ত মূত্র; গুল্মবায়ু; উন্মত্ততা; নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ; আলোকে বা খোলা জায়গায় যাইতে ভয়; শিরোঘূর্ণন; পাকাশয় প্রদাহ; পাকাশয়ের ক্ষত; হুপ্‌কাসি; বাত; আমবাত; স্নায়বিক কম্পন; পরিশ্রম জনিত হাঁপ বা খিলধরা; রজসাধিক্য।

শব্দ, ঠাণ্ডাবায়ু লাগান, বেশী শ্রম বা পড়াশুনায় পীড়ার বৃদ্ধি; আস্তে আস্তে বেড়ান, সদালাপ করা, বাতাস খাওয়া, ঠাণ্ডা জলে স্নানাদিতে উপশম বোধ এই ঔষধের লক্ষণ।

৬। কেলি-সাল্‌ফিউরিকাম্ ৩x—১২x বিচূর্ণ; ২০০।—শ্লেষ্মাময় হলদে, আঠাযুক্ত স্রাবে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রদাহ ও শ্লেষ্মার তৃতীয় অবস্থার ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক প্রকার চর্ম্ম-রোগেও ইহা উপকারী। ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা ও সর্দ্দি সহ হাঁপানি; গলা, কাণ, পাকাশয়াদি হইতে হরিদ্রাবর্ণ কর্দ্দমবৎ শ্লেষ্মাদি নিঃসরণ; মাথাধরা (ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম); খুস্কি; আগুনের আঁচ লাগিলে মাথা যেন ঝল্‌সে যায়;

banglabooks.in

প্রদর-স্রাব হরিদ্রাবর্ণ; শরীরে ব্যথা (ব্যথা নড়ে বেড়ায়); গা-ময় দাদ বা মরামাস; শরীরে অক্সিজেন অভাব হেতু মাথাঘোরা; শরীর হইতে তাপ বা শীত নিঃসরণ; দন্তশূল প্রভৃতিতে। আরক্ত জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসর্পরোগ, বায়ুনলীভুজ-প্রদাহ (Bronchitis), ঘুংড়ি-কাসি, ডিফ্‌থিরিয়া, হুপ-কাসি, ফুস্‌ফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া), ওলাউঠা, সান্নিপাতিক-জ্বর প্রভৃতি রোগের তৃতীয় অবস্থা; ম্যালেরিয়া-জ্বর; পাকাশয়ে শ্লেষ্মা বশতঃ পাণ্ডুরোগ; শূলবেদনা; পাকাশয়ে ভারবোধ; অজীর্ণতা, ঠোঁটের ছাল উঠে যাওয়া; মুখমণ্ডল, জিহ্বা, মুখগহ্বর বা যে কোন শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর উপর উপত্বক জন্মান; অর্দ্ধ অঙ্গের পক্ষাঘাত; নাসারন্ধ্র বা কাণ হইতে দুর্দ্দম্য দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ; কর্ণে অর্ব্বুদ; একজিমা; বিচর্চ্চিকা; ফোড়া হামা বসিয়া যাওয়া হেতু উপসর্গ; নখরোগ প্রভৃতিতে।

ঘরের ভিতর (বিশেষতঃ জানালা বন্ধ থাকিলে), গরম স্থানে, বা গ্রীষ্মকালে এবং সূর্য্যাস্তের পরই পীড়ার বৃদ্ধি; ঠাণ্ডা বাতাসে খোলা জায়গায়, অনুষ্ণ শুষ্ক ঋতুতে **উপশম** বোধ এই ঔষধের লক্ষণ।

৭। **নেট্রাম-মিউরিয়্যাটিকাম ১২x বিচূর্ণ; ৩০, ২০০।—নৈরাশ্য, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় বোধ করা; অনবরত তৃষ্ণা, দেহের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখ শুকিয়ে উঠা; লবণ খাইতে প্রবল ইচ্ছা; কোষ্ঠকাঠিন্য** এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রক্তহীনতা; মুখ ফ্যাঁকাসে; মাথা ধরা; হৃৎপিণ্ডাদির স্পন্দন; মানসিক বিষণ্ণতা; গলা সরু ও ক্ষীণ হওয়া; ওষ্ঠ শুষ্ক; ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষত; অধর বা ওষ্ঠের মধ্যস্থান ফাটা; অর-ঠুঁটা; শ্লেষ্মা গাঁজলাযুক্ত ও পরিষ্কার; আঙ্গুলহাড়া; পায়ের আঙ্গুলে কড়া; নখের নানা-বিধ পীড়া; **সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর** (দশটা এগারটার সময় কম্প আসা, শীতাবস্থায় বা তৎপূর্ব্বে তৃষ্ণা, তাপাবস্থায় তৃষ্ণা না থাকা, প্রবল শিরঃপীড়া, কুইনাইন আটকান জ্বর প্রভৃতি উপসর্গে); পরিষ্কার জলের ন্যায় শ্লেষ্মা ঝরা; খাওয়া দাওয়া সত্ত্বেও শিশুর শরীর না গড়া;

banglabooks.in

ভগন্দর; ক্ষতযুক্ত মাটী; পৃষ্ঠ-বেদনা (রোগীর বোধ হয় পিঠ যেন ভেঙে যাচ্ছে); রোগীর গা দেখিতে সদাই যেন তেল মাখা; শাদা গাঁজলাযুক্ত লালা; সহসা রক্ত-সঞ্চলন-ক্রিয়ার লোপ; যে কোন তরুণ-পীড়া হেতু হৃৎপিণ্ডের পেশীচয়ের পক্ষাঘাত; ফুস্‌ফুস পাকাশয় প্রভৃতি হইতে রক্ত-স্রাব; অতি মাত্রায় সুরাপান হেতু প্রলাপাদি নানা উপসর্গ; ফুস্‌ফুসে শোথ; গ্রীষ্মকালীন সর্দ্দি কাসির জ্বর; গভীর নিদ্রা বা অনিদ্রা; মৃগীরোগ ও তৎসহ মুখ দিয়া গাঁজলা উঠা; সর্দ্দিগর্ম্মি (৬x সেবন, ও কপালে এবং ব্রহ্মতালুতে শীতল জল সিঞ্চন—সাবধান, যেন মাথার পিছনে বা ঘাড়ে জল না লাগে); বোল্‌তা, ভীমরুল বা বিষাক্ত সরীসৃপাদির দংশন; কুইনাইন-চাপা জ্বর; আমবাত বা গা-চুলকানি; ভাল খাওয়া দাওয়া সত্বেও রোগীর দেহ শুকিয়ে যাওয়া; সন্ধিবাত।

শীতকালে; সমুদ্রতীরে বাস; প্রস্রাবের পর; কুইনাইন, আর্সেনিক, মার্কারি, নাইট্রেট্-অভ্-সিল্‌ভার, সালফার প্রভৃতির অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি; খোলা জায়গায় থাকা, ঠাণ্ডা জলে স্নান, দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে রোগের উপশম বোধ, এই ঔষধের লক্ষণ। "নেট্রাম-মিউরি" ৫১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮। নেট্রাম-ফস্ফোরিকাম ৩x—১২x বিচূর্ণ; ৩০—২০০।—ইহা অম্ল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; টক ঢেঁকুর বা বমন; বাত বা সন্ধিবাত; ঘর্ম্মে টক গন্ধ; শরীরে মূত্রাম্ল (ইউরিক-অ্যাসিড) থাকা; চক্ষু হইতে হরিদ্রাবর্ণের স্রাব, মূত্রাশয়াদি হইতে হরিদ্রাবর্ণের স্রাব ও তৎসহ জ্বালা; সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর ও তৎসহ অম্ল বমন; প্রচুর পরিমাণে অম্ল-দুগ্ধ ক্ষরণ; শুক্রমেহ; মেরুদণ্ড ক্ষীণ; দেহ দুর্ব্বল; অম্ল জনিত উদরাময়; শিশুর গাত্রে টক গন্ধ; অধিক পরিমাণে চিনি বা মিছিরি সহ দুগ্ধ খাওয়া হেতু শিশুর ল্যাক্‌টিক্-অ্যাসিড্ বৃদ্ধি জনিত রোগচয়; মেদ বা রসাশ্রয়ী গ্রন্থি ফোলা; প্রমেহ রোগ; বুকজ্বালা, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকাশয়ে অম্ল; অম্লজনিত অজীর্ণতা; পূযোৎপত্তি; মৃগীরোগ; বিসর্প রোগ; টিকা দেওয়া হেতু

banglabooks.in

কুফল হইলে ; মাথাধরা, শিরোঘূর্ণন ; নিশ্বাসে অম্ল গন্ধ ; চক্ষু-প্রদাহ ; এক কাণ গরম এবং লালবর্ণ হওয়া ও তৎসহ চুলকানি থাকা ; নাক চুলকান, নাকে সদাই দুর্গন্ধবোধ ; মুখ লাল হয়ে ফুলে উঠা ; অম্ল বা তামাটে স্বাদ ; জিহ্বামূলে হল্‌দে দাগ ; পাকাশয়ের ক্ষত ; পাকাশয়ে বায়ু জমা ; ক্রিমি থাকা হেতু পেট ব্যথা বা বক্রদৃষ্টি ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; মলত্যাগকালে কোঁথ পাড়া ; মলের রং শাদা বা সবুজ ; বহুমূত্র রোগ ; অম্ল রোগ হেতু মূত্রধারণে অসমর্থতা ; শ্বেত-প্রদর ; ক্ষয়কাস ; হৃৎপিণ্ডের কম্পন ; দুর্ব্বলতা হেতু পদস্খলন ; জানু গুল্‌ফ প্রভৃতি সন্ধিস্থানে বেদনা ; চুলকানি হেতু অনিদ্রা ; একজিমা—মধুর বর্ণের ন্যায় স্রাবের বর্ণ ; শিশুর শরীর শীর্ণ হওয়া।

বজ্রপাতকালে, চর্ব্বিযুক্ত বা মিষ্ট খাদ্য খাওয়া হেতু রোগের বৃদ্ধি।

৯। নেট্রাম-সালফিউরিকাম ১২x বিচূর্ণ, ৩০—২০০।—পিত্তঘটিত রোগ সমূহের এবং যাহাদের শরীরে জলের ভাগ বেশী, তাহাদের পক্ষে, ইহা মহৌষধ। পিত্তজ্বর, পিত্তযুক্ত তিক্ত-বমন, উদ্গার বা উদরাময়, পিত্ত জনিত শিরঃপীড়া, তিক্তাস্বাদ, কটা জিহ্বা। বায়ো-কেমিক মতে ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাত্র ঔষধ। পাণ্ডুরোগ ; পীতজ্বর ; পাকাশয়ে বায়ু হেতু ফিক-বেদনা ; ম্যালেরিয়া-জ্বর ; যকৃতের পীড়া ; সর্দ্দি, হরিদ্রাভ বা হরিদ্রাবর্ণের স্রাব ; বহুমূত্র রোগ ; মূত্রপিণ্ডের পীড়া ; অজীর্ণ-রোগ ; হাঁপানি ; বায়ুভূজনলীতে শ্লেষ্মা জমা ও তৎসহ হল্‌দে বা সবুজ বর্ণের গয়ার উঠা ; নিদ্রাকালে হাত পা মোচড়ান বা খেঁচুনি ; প্রলাপ ; মস্তিষ্কে আঘাত হেতু মানসিক যাতনা ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; ওলাউঠা ; উদরাময় ; শিশু-বিসূচিকা ; সীস-শূল (Lead-colic or Painters-colic) ২x সেবন ; রক্তে শ্বেতকণাধিক্য ও লোহিত কণার হ্রাস ; পিত্তকোষে যাতনা ; পুরাতন প্রমেহ-রোগ ; বিসর্প-রোগ ; বাত বা সন্ধিবাত (বিশেষতঃ শ্লেষ্মাপ্রবণ-ধাতু বিশিষ্ট লোকদিগের) ; যকৃৎ পীড়া হেতু শোথ ; মূত্রাবরোধ, মূত্র ধারণে অসমর্থতা ; স্নায়ুশূল (ম্যালেরিয়া

banglabooks.in

জনিত); স্তনে দুগ্ধ হ্রাস করিতে হইলে; চক্ষুর পাতা যুড়িয়া যাওয়া (রোগীর আলোকে যাইতে ভয়); কর্ণ-শূল; কর্ণে ঢং ঢং শব্দবোধ; (নাসিকা হইতে উপদংশ জনিত) দুর্গন্ধময় পূয়স্রাব; নাকে মুখে (লঙ্কার ন্যায়) জ্বালা; খাদ্য মাত্রই আস্বাদ বিহীন; দন্তশূল ও তৎসহ মাড়ীতে জ্বালা (ধূমপানে উপশম বোধ); পাথরী-রোগ; গর্ভাবস্থায় বমন; কাসির সময় বুকে ব্যথা হেতু বুক চাপিয়া ধরা; পায়ে বা গুল্‌ফে শোথ; গভীর নিদ্রা; হাঁপানির জন্য রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ; ফোড়া; দ্রুত (২০০)*।

বর্ষার হাওয়ায়, আর্দ্র ভূমিতে বা জলাশয়ের নিকটে বাস, জলজ উদ্ভিদ বা মৎস্যাদি আহারে বা বামপাশে শুইলে, রোগের বৃদ্ধি; শুষ্ক গরম খোলা স্থানে বাস হেতু পীড়ার উপশম, ঔষধটির লক্ষণ।

১০। ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম ১x—২০০। চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, পাকাশয়, ক্ষত প্রভৃতি যে কোন স্থানে প্রদাহের প্রথম অবস্থায়—বায়ুনলীভুজপ্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস); ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ (নিউমোনিয়া); ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট প্রদাহ (প্লুরেসি); প্রাদাহিক জ্বর সমূহ; শিরঃপীড়া; শিরোঘূর্ণন। বাত; কটিবাত; বিসর্পরোগ; গলক্ষত; কাসি; সর্দ্দি; মস্তকে শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রথম অবস্থায়। উজ্জ্বল লোহিত শোণিতস্রাব; অর্শ; আমাশয়; নাক দিয়া রক্ত পড়া; স্ফোটক; পৃষ্ঠ-ব্রণ; শরীরে যেখানে সেখানে ফোলা এবং তৎ তৎ স্থান উত্তপ্ত হওয়া; মূত্র ধারণে অসমর্থতা; শিরঃপীড়া হেতু মাথা দপ্ দপ্ করা; ঠাণ্ডা লাগা হেতু বেদনাযুক্ত উদরাময়; অজীর্ণতা; বমি হওয়া।

ফেরাম-ফস্ ৩x জলপটি বা মলম, অর্শ-রোগে বাহ্য প্রয়োগ।

নড়িলে চড়িলে বা উত্তাপ প্রদানে, উল্লিখিত পীড়াচয় বৃদ্ধি; এবং ঠাণ্ডায় উপশম হইলে, ফেরাম-ফস্ ফলপ্রদ।

---

* ডাক্তার ভন্ ডার গল্‌টজ বলেন যে, নেট্রাম-সাল্‌ফ ২০০ দ্রুত অব্যর্থ ঔষধ। আমরাও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে এই ঔষধের ৫০০ শক্তি সেবন করাইয়া একটি বালককে নির্দ্দোষরূপে নিরাময় করিয়াছিলাম।

banglabooks.in

১১। ম্যাগ্নেসিয়া-ফস্ফোরিকা ১x—১২x বিচূর্ণ; ৩০—২০০।—খামচান খিলধরা স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনায় ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যুষ্ণ জলসহ নিম্নক্রমের বিচূর্ণ সেবনে, বেদনার নিবৃত্তি হয়। মাথা, মুখ, দন্ত, পাকাশয়াদিতে বেদনা; স্নায়ুশূল; ঘ্রাণ-শক্তির লোপ; খিলধরা; খেঁচুনি; হুপকাসি; পেশীতে খিলধরা; ধনুষ্টঙ্কার; আক্ষেপ হেতু মূত্রাবরোধ; আক্ষেপ সহ কাসি; শরীর কাঁপা; অনিচ্ছায় (মুখ) হস্তপদাদি পেশীর স্পন্দন; দীর্ঘকাল সুরাপান হেতু নানাবিধ উপসর্গ; কেরাণী প্রভৃতির হস্ত কম্পন; গুহ্যবায়ু; অত্যন্ত চুলকানি; হৃৎপিণ্ডে ব্যথা; হাঁপানি; রক্তস্রাবী অর্শ; কোষ্ঠবদ্ধতা; জলের মত পাতলা সর্দ্দি পড়া (ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম); বাত-বেদনা; দাঁতকপাটি লাগা; হিক্কা; পক্ষাঘাত হেতু প্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন; তোৎলামি; গা-ময় চুলকানি; তালুমূল-প্রদাহ; পিত্তশিলা ও তৎসহ শূলবেদনা (৩x গরম জলে সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ); বিবমিষা বা বমন; পাকাশয়ে বায়ু জমা; অজীর্ণতা; মৃগীরোগ; হাই উঠা; অতিরিক্ত ঘাম হওয়া; অনিদ্রা।

ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলে বা ঠাণ্ডা লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি (বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে)। তাপ লাগান অথবা জোরে চেপে ধরা বা ঘষা কিম্বা শরীর দ্বিভাঁজবৎ হইলে বেদনার উপশম, ঔষধটির লক্ষণ।

১২। সিলিকা ১২x বিচূর্ণ, ৩০—১০০০। পৃষ্ঠাঘাত, আঙ্গুল-হাড়া, ক্ষত, ব্রণ, ফোড়া, টিকা জনিত ঘা, অর্ব্বুদ প্রভৃতি যে সকল প্রদাহ হইতে তরল পূয নির্গত হয়; হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের মস্তকে অর্শ; উদর বড়, কিন্তু হাত পা ছোট; কোষ্ঠকাঠিন্য; মলের কিয়দংশ নির্গত হইয়া পুনরায় চুকিয়া যাওয়া; শরীরে জীবনীশক্তি ও উত্তাপের অভাব; সহজেই সর্দ্দি লাগা; পুরাতন শিরঃপীড়া; পদে বা বগলে অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধময় অর্শ; অস্থিক্ষত, উরুসন্ধির পীড়া প্রভৃতি অস্থিব্যাধি;

banglabooks.in

নিশাঘর্ম্ম (বিশেষতঃ মাথায় ও ঘাড়ে); দীর্ঘকালস্থায়ী মৃদু জ্বর; যক্ষ্মা-রোগ; পুরাতন বাত বা সন্ধিবাত; মানসিক-শক্তি অপেক্ষা শারীরিক-শক্তির প্রাচুর্য্য হেতু শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়া; শ্রবণ-শক্তির প্রাবল্য; অন্যমনস্ক থাকা; কথাবার্ত্তা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতে চাহে; বিবমিষা; অন্তরে খুব শীতবোধ; মাংস বা গরম খাদ্যে অরুচি; চুল উঠে যাওয়া; পদ-ঘর্ম্ম বন্ধ * হেতু চক্ষুতে ছানি; পক্ষাঘাত; সন্ন্যাস-রোগ; বধিরতা; নাকের ডগা লাল বা ক্ষতযুক্ত হওয়া; নাসিকার অস্থিতে অর্ব্বুদ ও ঘা, এবং তথা হইতে পূয পড়া; জিহ্বায় বা ওষ্ঠপ্রান্তে ঘা; শ্বেত-প্রদর; স্নায়ুশূল; নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীর স্থূলতা হেতু নাক বুজে যাওয়া; প্রস্তর-কর্ত্তনকারীর বা জাঁতা-ওয়ালাদের হাঁপানি; পাথরী-রোগ; চোখে পূয হওয়া; জানুর সন্ধিতে শোথ; মৃগীরোগ (অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বৃদ্ধি); যন্ত্রণাপ্রদ অর্শ; দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়; ভগন্দর; মূত্রাম্ল বা ইউরিক-অ্যাসিড; পুরাতন প্রমেহ রোগ; স্তনে বা স্তনের বোঁটায় ক্ষত; পুরাতন ভুজনলী প্রদাহ; ক্ষয়কাসি জনিত ফুসফুসে ফোড়া; হৃৎপিণ্ডের প্রবল কম্পন; পুরাতন রোগ; রক্তের উত্তেজনা বশতঃ অনিদ্রা ("সাইলিসিয়া" ৫২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রাত্রিকালে, পূর্ণিমা-অমাবস্যায়, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, রোগের বৃদ্ধি; উত্তাপে বা উষ্ণ গৃহে, মাথায় গরম কাপড় জড়াইলে বা অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে, পীড়ার উপশম, এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

১৩। টেথেলীন।—সম্প্রতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কালিফর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার T.E. Robertson টেথেলীন (Tethelin) নামক একটি পদার্থ জীবদেহে (in the pituitary body at the base of the brain) আবিষ্কার করিয়াছেন ও জীবদেহ হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। ইহা সেবন করিলে নাকি মানবদেহ ত্বরায়

* ঘর্ম্ম নিবারণার্থ অনেকে ফুট্-পাউডার (Foot-Powder), ব্যবহার করেন। উহাতে আশু ঘর্ম্ম বন্ধ হয় বটে; কিন্তু উপরিউক্ত কঠিন পীড়াগুলির সূচনা হয়। সিলিকা প্রয়োগে পা ঘামা ও উপরি উক্ত পীড়াগুলির শান্তি হয়।

banglabooks.in

বর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং আমরা আশা করি, "তন্তুজায়ু"-মতে টেথেলীনও শীঘ্র একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইয়া দাঁড়াইবে। (*The Indian Daily News*, March 1, 1917 দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গ বিশেষের ঔষধ।

দক্ষিণ অঙ্গ আক্রান্ত হইলে :—অরাম, আর্জেণ্ট-নাই, এপিস, কলোসিন্থ, ক্যাম্থেরিস, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, চেলি, নাক্স-ভ, পাল্স, বেল, ব্রায়ো, বোর‍্যাক্স, ব্যাপ্টিসিয়া, সিকেলি, লাইকো।

বাম অঙ্গ আক্রান্ত হইলে :—অ্যাসাফিটিডা, আর্জ-নাই, ফস্ফো, ইউফর্বিয়া, ক্রোকাস, ক্যাপ্সিকাম, মেজেরিয়াম, ল্যাকেসিস, ষ্ট্যানাম, সাইনা, সালফ, সিলিকা।

দক্ষিণ ও বাম অঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে (alternately) আক্রান্ত হইলে :—অ্যাগা, অ্যান্টিম-ক্রুড, ল্যাকেসিস।

কোন অঙ্গের বিপরীত কোণদ্বয় (diagonally) আক্রান্ত হইলে :—অ্যাগা, ফস্ফো।

banglabooks.in

২। ভেষজ-শক্তি ও ভেষজক্রিয়া-স্থিতিকাল

সম্বলিত

গ্রন্থোক্ত ভেষজ-তালিকা।

সূচনা।

[দি = দিন। ঘ = ঘণ্টা। বি = বিচূর্ণ]।

এই **অণুচ্ছেদের** প্রতি পৃষ্ঠায় চারিটি করিয়া স্তম্ভ আছে। প্রথম স্তম্ভে বঙ্গভাষায় বর্ণানুক্রমে ঔষধের **নাম**, দ্বিতীয় স্তম্ভে উহার **সংক্ষিপ্ত** নাম, তৃতীয় স্তম্ভে **ভেষজ-শক্তি** (drug-potency) অর্থাৎ সচরাচর-ব্যবহৃত ঔষধটির "ক্রম (dilutions)" বা "শক্তি (potencies)", ও চতুর্থ স্তম্ভে রোগী-দেহে উক্ত ভেষজ-শক্তির **ক্রিয়া-স্থিতিকাল** (duration of action of the potentised drug—অর্থাৎ শক্তীকৃত ঔষধটির কার্য্যফল রুগ্ন-শরীরে কতক্ষণ* পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে পারে), লিখিত হইয়াছে :—

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অরাম-মিউর-ন্যাট্রো ...	অরাম-মি-নে ...	২—৩ বি ...	—
অরাম্-মেট্যালিকাম্ ...	অরাম্ ...	৪x বি—৩০।	৫০—৬০ দি

---

* শক্তীকৃত কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থিতিকাল রোগের প্রকৃতির উপর ও রোগীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে (Dr. Gibson Miller's *Relationship of Remedies*, পৃষ্ঠা ১ দ্রষ্টব্য); সুতরাং চতুর্থ-স্তম্ভে-লিখিত "স্থিতিকাল" অর্থে "মোটামুটি স্থিতিকাল" বুঝিতে হইবে। যথা, নাক্স-ভমিকার কোন ডাইলিউয়ান্ সেবিত হইলে উহার কার্য্যফল সচরাচর এক দিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত, বা আকোনাইট-ক্রমের ক্রিয়াফল-স্থিতিকাল প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত, রোগী-দেহে বিদ্যমান থাকিতে পারে।

স্বনামধন্য করাসি ডাক্তার জার বলিয়া গিয়াছেন যে সাধারণতঃ তরুণ পীড়ার প্রচণ্ডতা অনুসারে কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের স্থিতিকাল ন্যূনাধিক ১৫ মিনিট

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অস্মিয়াম ...	অস্মি ...	৬ ...	—
আইবেরিস্ ...	আইবে ...	θ—৩ ...	—
আইরিস্-ভার্সিকলার্...	আইরি ...	θ—৩০ ...	—
আয়োডিয়াম ...	আয়ড্ ...	θ, ৩—৩০।	৩০—৪০ দি
আর্জেণ্টাম্-নাইট্রিকাম	আর্জ-নাই ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
আর্জেণ্টাম-মেট্যালিকাম	আর্জ-মেট ...	৩—৬ বি ...	২১—৩০ দি
আর্টিকা-য়ুরেন্স্ ...	আর্টি ...	θ—৬x ...	—
আর্ণিকা-মণ্টেনা ...	আর্ণি ...	θ—৩, ২০০।	৬—১০ দি
আর্সেনিকাম্-আয়ড ...	আর্স-আয়ড্ ...	৩x—৩ বি ...	— (জলসহ বিচূর্ণ সেবন নিষিদ্ধ)।
আর্সেনিকাম্-অ্যালবাম্	আর্স ...	৩x—২০০ ...	৩৬—৪০ দি
আর্সেনিকাম-সাল্‌ফ-ফ্লো	আর্স-সাল্‌ফ ...	৩ বি ...	—
অ্যাকোনাইট্-ন্যাপ্ ...	অ্যাকোন্ ...	৩x—৩০ ...	½—৪৮ ঘ
অ্যাক্টিয়া-রেসিমোসা ...	অ্যাক্টি-রে ...	৩, θ—৩০	৮—১২ দি
অ্যাক্টিয়া-স্পাইকেটা ...	অ্যাক্টি-স্পা ...	৩ ...	১ ঘ—২১ দি
অ্যাগাভে-আমেরিকেনা	অ্যাগাভ্ ...	θ ...	—
অ্যাগারিকাস্-মাস্কে ...	অ্যাগার ...	৩—২০০ ...	৪০ দি
অ্যাগ্রাস্-ক্যাষ্টাস্ ...	অ্যাগ্রাস্ ...	১—৬ ...	৮—১৪ দি
অ্যাট্রোপিন্ ...	অ্যাট্রোপি ...	২ বি ...	—
অ্যান্টিমোনিয়াম্-ক্রুডাম	অ্যান্টি-ক্রুড্ ...	৩—৬ ...	৪০ দি
অ্যান্টিমোনিয়াম্-টার্টারি	অ্যান্টি-টার্ট ...	২—৩ বি, ৬—৩০ ...	২০—৩০ দি

হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত, এবং পুরাতন রোগে উহার স্থিতিকাল মোটামুটি পাঁচ দিন হইতে আট দিন পর্য্যন্ত, ধরিয়া লইলেই যথেষ্ট; পরে (আবশ্যক হইলে) ঔষধটি পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা চলে (*Hull's Jahr*, 6th American Edition পৃষ্ঠা ১৫—১৭ দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
অ্যানাকার্ডিয়াম্-ওরি ...	অ্যানাকা ...	৩—৬ ...	৩০—৪০ দি
অ্যাস্ট্রাসিনাম ...	অ্যাস্ট্রা ...	৩০ ...	—
অ্যাব্রোটেনাম ...	অ্যাব্রো ...	৩—৩০ ...	—
অ্যাভিনা-স্যাটাইভা ...	অ্যাভিনা ...	θ (উষ্ণ জল সহ সেব্য)।	
অ্যামিল্-নাইট্রোসাম্ ...	অ্যামিল-নাই ...	১x—৩ ...	—
অ্যামোনিয়াম-কার্ব্ব ...	অ্যামন-কার্ব্ব...	নিম্নক্রম—৩...	৪০ দি
অ্যাম্ব্রা-গ্রিসিয়া ...	অ্যাম্ব্রা ...	২—৩ ...	৪০ দি
অ্যাল্‌ষ্টোনিয়া-কন্সট্রক্টা	অ্যাল্‌ষ্টো ...	θ—৩x ...	—
অ্যালিউমিনা ...	অ্যালিউমি ...	৬—৩০ ...	৪০—৬০ দি
অ্যালিউমেন্ ...	অ্যালিউমে ...	১—৩০।	দীর্ঘকাল স্থায়ী
অ্যালো-সকোট্রিনা ...	অ্যালো ...	১—২০০ ...	৩০—৪০ দি
অ্যাল্লিয়াম্-সিপা ...	অ্যাল্লি-সি ...	১—৩ ...	১ দি
অ্যাল্লিয়াম্-স্যাটাইভা ...	অ্যাল্লি-স্যা ...	৩—৬ ...	—
অ্যাসাফিটিডা ...	অ্যাসাফি ...	২—৩০ ...	২০—৪০ দি
অ্যাসিড্-অক্স্যালিক্ ...	অ্যাসি-অক্স ...	৩—৩০ ...	—
অ্যাসিড্-অ্যাসেটিকাম ...	অ্যাসি-অ্যাসে	৩—৩০ ...	১৪—২০ দি
অ্যাসিড্-কার্ব্বলিকাম্ ...	অ্যাসি-কার্ব্ব...	১—৩, ২০০।	—
অ্যাসিড-নাইট্রিকাম্ ...	অ্যাসি-নাই ...	৩x—৩০ ...	৪০—৬০ দি
অ্যাসিড-পিক্রিকাম্ ...	অ্যাসি-পিক্রি ...	১—৬ ...	—
অ্যাসিড্-ফস্ফোরিকাম্	অ্যাসি-ফস্ ...	২x—৩০ ...	৪০ দি
অ্যাসিড্-ফ্লুয়রিকাম্ ...	অ্যাসি-ফ্লু ...	৬ ...	৩০ দি
অ্যাসিড্-মিউরিয়াটিক	অ্যাসি-মিউর ...	১—৬ ...	৩৫ দি
অ্যাসিড্-সাল্‌ফিউরিক ...	অ্যাসি-সাল্‌ফ	θ—৩০ ...	৩০—৬০ দি
অ্যাসিড্-হাইড্রোসিয়ানিক	অ্যাসি-হাইড্রো	১—৩ ...	—
ইউক্যালিপ্টাস্ ...	ইউক্যালি ...	θ ...	—
ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্পি ...	ইউপ্যাট-পার্প	১... ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ইউপ্যাটোরিয়াম্-পার্ফো	ইউপ্যাট্-পার্ফ	θ—৩ ...	১—৭ দি
ইউফর্ব্বিয়াম্ ...	ইউফর্ব্বি ...	৩—৬ ...	৫০ দি
ইউফ্রেষিয়া ...	ইউফ্রে ...	θ—৩ ...	৭ দি
ইউরেণিয়াম্-নাইট্রি ...	ইউরে ...	২—৩ বি ...	—
ইগ্নেষিয়া ...	ইগ্নে ...	θ—২০০ ...	২ ঘ—৯ দি
ইথিউজা ...	ইথিউ ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম্ ...	ইন্‌ফ্লু ...	৩০—২০০...	—
ইন্যাস্থি [প্রকৃত উচ্চারণ "ওন্যাস্থি"]	"ওন্যাস্থি" দ্রষ্টব্য।		
ইপিক্যাকুয়ান্‌হা ...	ইপি ...	৩x—৩০ ..	২ ঘ—৪ দি
ইরিজেরণ ...	ইরিজে ...	θ—৩ ...	—
ঈল্যাপ্স-কোরাল্লিনাস্ ...	ঈল্যাপ্স্ ...	৬—৩০ ...	—
ঈস্কিউলাস্ [প্রকৃত উচ্চারণ "এস্কিউলাস্"]	"এস্কিউলাস" দ্রষ্টব্য।		
একিনেষিয়া ...	একিনেষিয়া ...	θ ...	—
এপিস্-মেল্লিফিকা ...	এপি ...	θ—৩০ ...	—
এপিয়াম-গ্রেভিওলেন্স ...	এপি-গ্রে ...	১—৩০ ...	—
এরাম্-ট্রাইফিল্লাম্ ...	এরাম্ ...	৩—৩০ ...	১—২ দি
এলাটেরিয়াম্ ...	এলাটে ...	২—৬ ...	—
এস্কিউলাস ...	এস্কিউ ...	θ—৩ ...	৩০ দি
ওন্যাস্থি-ক্রোকেটা ...	ওনেস্থি ...	৩—৬ ...	—
ওপিয়াম্ ...	ওপি ...	৩—২০০...	৭ দিন
ওরিগেনাম্ ...	ওরি ...	৩ ...	—
ওলিয়েণ্ডার ...	ওলি ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
ওসিমাম-কেনাম্ ...	ওসি ...	৩—২০০...	—
ককিউলাস্-ইণ্ডিকা ...	ককিউ ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
কক্কাস্-ক্যাক্টাই ...	কক্কাস্ ...	১x বি—৩০।	—
কণ্ডিউর‍্যাঙ্গো ...	কণ্ডিউ ...	θ—১x ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
কফিয়া-ক্রুডা ...	কফি ...	৩—২০০ ...	১—৭ দি
কর্য়াল্লিয়াম-রিউব্রাম্ ...	কর্য়াল্ ...	৩—৩০ ...	—
কল্‌চিকাম্ ...	কল্‌চি ...	৪—৩০ ...	১৪—২০ দি
কলিন্সোনিয়াম্ ...	কলিন্সো ...	৪—৩, ২০০	৩০ দি
কলোফিল্লাম্ ...	কলোফি ...	৪—৩ ...	—
কলোসিন্থ ...	কলোসি ...	৩—৩০ ...	১—৭ দি
কষ্টিকাম্ ...	কষ্টি ...	৩—৩০ ...	৫০ দি
কার্ডুয়াস্-ম্যারিয়্যানাস্ ...	কার্ডু ...	৪—৩x ...	—
কার্ব্বো-অ্যানিম্যালিস্ ...	কার্ব্বো-অ্যা ...	৩ বি—৩০।	৪০—৬০ দি
কার্ব্বো-ভেজিট্যাবিলিস্ ...	কার্ব্বো-ভ ...	১ বি—৩০।	৪০—৬০ দি
কার্সিনোসিন ...	কার্সি ...	৩০—২০০ ...	—
কিউপ্রাম্-আর্সেনিকাম্ ...	কিউপ্রা-আর্স	২—৩ বি ..	—
কিউপ্রাম্-অ্যাসেটিকাম্ ..	কিউপ্রা-অ্যাসে	৩—৬ বি...	—
কিউপ্রাম্ মেট্যালিকাম ...	কিউপ্রা ...	৬—৩০ ...	৮—৫০ দি
কিউবেবা ...	কিউবে ...	২—৩ ...	—
কিনিনাম্-সাল্‌ফিউ ...	কিনি-সাল্‌ফ ...	১x, বি—৩০।	—
কিনোপোডিয়াম-অ্যাস্থে ...	কিনোপো-অ্যা	৩ ...	—
কিয়োন্থাস্থাস্ ...	কিয়োন্থাস্থ ...	৪—১ ...	—
কেলি-আয়োডেটাম্ ...	কেলি-আয়ড ..	৪—১২ ...	২০—৩০ দি
কেলি-কার্ব্বনিকাম ...	কেলি-কার্ব্ব ..	৩—২০০ ...	৪০—৫০ দি
কেলি-ফস্ফোরিকাম ...	কেলি-ফস্ ...	৩ বি—২০০।	—
কেলি-বাইক্রমিকাম ...	কেলি-বাই ...	২ বি—১২।	৩০ দি
কেলি-ব্রোমেটাম ...	কেলি-ব্রোম ...	৪—৩ বি...	—
কেলি-মিউরিয়্যাটিকাম ...	কেলি-মিউর ...	৩—৬ ...	—
কেলি-সাল্‌ফিউরিকাম ...	কেলি-সাল্‌ফ	৩—১২ ...	—
কোনায়াম ...	কোনায় ...	৩—৩০ ...	৩০—৫০ দি

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
কোপেভা ...	কোপেভা ...	১—৩ ...	—
কোব্রা (বা স্তাজা) ...	কোব্রা (স্তাজা)	৬—৩০ ...	—
ক্যাক্টাস-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা ...	ক্যাক্টা ...	θ—৬, ৩০।	৭—১০ দি
ক্যাড্‌মিয়াম্-সাল্‌ফ ...	ক্যাড্‌মি ...	৩—৩০ ...	—
ক্যানাবিস্-ইণ্ডিকা ...	ক্যানা-ই ...	θ—৩ ...	—
ক্যানাবিস্-স্যাটাইভা ...	ক্যানা-স্যাট্‌ ...	θ—১২ ...	১—১০ দি
ক্যাম্থেরিস্ ...	ক্যাম্থে ...	৩x—৩০ ...	৩০—৪০ দি
ক্যাম্পিকাম ...	ক্যাম্পি ...	৩—৬, (θ দুগ্ধসহ)।	৭ দি
ক্যামোমিলা ...	ক্যামো ...	১—৩০ ...	২০—৩০ দি
ক্যাম্ফার ...	ক্যাম্ফ ...	θ—৩x ...	১ ঘ—১ দি
ক্যাল্কেরিয়া-আয়ড ...	ক্যাল্ক-আয়ড্‌	২—৩ বি ...	—
ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিক ...	ক্যাল্ক-আর্স ...	৩x বি—৩০।	—
ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্বনিকা ...	ক্যাল্ক্‌ ...	৬—৩০ ...	৬০ দি
ক্যাল্কেরিয়া-ফস্ফো ...	ক্যাল্ক্‌-ফস্‌ ...	১ বি—২০০।	৬০ দি
ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুরেটা ...	ক্যাল্ক-ফ্লু ...	৩—১২ বি।	—
ক্যাল্কেরিয়া-সালফ ...	ক্যাল্ক-সাল্‌ফ ...	২—৬ বি ...	—
ক্যাল্‌মিয়া ...	ক্যাল্‌মি ...	১—৬ ...	৭—১৪ দি
ক্যালেণ্ডিউলা ...	ক্যালেণ্ডি ...	θ—৩ ...	—
ক্রিয়োসোটাম্ ...	ক্রিয়ো ...	৩—২০০ ...	১৫—২০ দি
ক্রোকাস-স্যাটাইভা ...	ক্রোকাস ...	θ—৩০ ...	৮ দি
ক্রোটন্-টিগ্লিয়াম ...	ক্রোটন্‌ ...	৩x—৬ ...	৩০ দি
ক্রোটেলাস্-হরাইডাস ...	ক্রোটে ...	৩—৬ ...	৩০ দি
ক্র্যাটিগাস্ ...	ক্র্যাটি ...	θ ...	—
ক্লিমেটিজ্-ইরেক্‌টা ...	ক্লিমে ...	৩—৩০ ...	১৪—২০ দি
ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট ...	ক্লোর‍্যাল্‌ ...	১ বি—৬ ...	—
ওয়েকাম (উচ্চারণ "থয়েকাম্") ...	ওয়ে ...	θ—৬ ...	৪০ দি

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
গ্যাম্বোজিয়া	গ্যাম্বো	৩—৩০	১—৭ দি
গ্র্যাফাইটিস্	গ্র্যাফা	৬—৩০	৪০—৫০ দি
গ্র্যাষিওলা	গ্র্যাষি	২—৩০	—
গ্লনোইন্	গ্লনো	৩—৩০	১ দি
চায়না	চায়না	৩—৩০	৭ দি
চিম্যাফিলা	চিম্যা	৩—৩	—
চেলিডোনিয়াম্	চেলি	৩—৩x	৭—১৪ দি
জিঙ্কাম-মেট্যালিকাম্	জিঙ্ক	২—৩০	৩০—৪০ দি
জিঞ্জিবার	জিঞ্জ	১—৬	—
জিন্‌সেং	জিনসেং	৩—৩	—
জেল্‌সিমিয়াম্	জেল্‌স	৩—৩০	৩০ দি
জ্যাকেরাণ্ডা	জ্যাকে	৩—৩	—
জ্যাট্রোফা	জ্যাট্রো	৩—৩০	—
জ্যাস্থোক্‌সাইলাম	জ্যাস্থো	১—৬	—
জ্যাবোর‍্যাণ্ডি	জ্যাবো	২ বি—৩	—
টাইফয়িডিনাম্	টাইফয়ি	৩০—২০০	—
টিউক্রিয়াম্	টিউক্রি	১—৬	১৪—২১ দি
টিউবারকিউলিনাম্	টিউবার	৩০—২০০	—
টেব্যাকাম্	টেব্যা	৩—২০০	—
টেরিবিন্থিনা	টেরি	১—৬	—
টেল্লিউরিয়াম্	টেল্লিউ	৬—৩০	৩০—৪০ দি
ট্যারেন্টিউলা	ট্যারেন্ট	৬—৩০	—
ডলিকস্	ডলি	৬	—
ডায়স্কোরিয়া	ডায়স্ক	৩—৩	১—৭ দি
ডাফ্নেমেরা	ডাফ্নে	২—৩০	৩০ দি
ডিজিটেলিস্	ডিজি	৩—৩০	৪০—৫০ দি

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ডিফ্‌থিরিনাম্ ...	ডিফ্‌থি ...	৩০—২০০।	—
ড্রোসিরা ...	ড্রোসি ...	১—৬ ...	২০—৩০ দি
থাইরয়িডিন ...	থাইর ...	৬—৩০ ...	—
থুজা ...	থুজা ...	θ—২০০ ...	৬০ দি
থ্ল্যাস্পি-বার্সা-প্যা ...	থ্ল্যাস্পি ...	θ—৬ ...	—
নাক্স-ভমিকা ...	নাক্স ...	১—২০০ ...	১—৭ দি
নাক্স-মস্কেটা ...	নাক্স-ম ...	১—৩ ...	৮—২১ দি
নিউফার-লিউটিয়াম্ ...	নিউফা ...	θ—৬ ...	—
নিকোটিনাম্ ...	নিকোটি ...	৩—৬ ...	—
নেট্রাম্-আর্সেনিকাম্ ...	নেট্রা-আর্স ...	৩—৩০ ...	—
নেট্রাম-কার্ব্বনিকাম্ ...	নেট্রা-কার্ব্ব ...	৩—৬ ...	৩০ দি
নেট্রাম্-ফস্ফোরিকাম্ ...	নেট্রা-ফস ...	৩—১২x বি।	—
নেট্রাম্-মিউরিয়্যাটিকাম্	নেট্রা-মি ...	৬—২০০ ...	৪০—৫০ দি
নেট্রাম্-সাল্‌ফিউরিকাম্	নেট্রা-সাল্‌ফ্ ...	৩—১২ বি।	৩০—৪০ দি
নেফ্যাল্লিয়াম্ ...	নেফ্যাল্ ...	৩—৩০ ...	—
ন্যাজা (বা কোব্রা) ...	ন্যাজা (কোব্রা)	৬—৩০ ...	—
ন্যাফ্‌থ্যালিনাম্ ...	ন্যাফ্‌থ্ ...	১—৩ বি ...	—
পডোফিল্লাম্ ...	পডো ...	θ—৬, ২০০...	৩০ দি
পাইরোজেন্ ...	পাইরো ...	৬—৩০ ...	—
পাল্‌সেটিল্লা ...	পালস্ ...	৩x—৩০ ...	৪০ দি
পিট্রোলিয়াম্ ...	পিট্রো ...	৩—৬ ...	৪০—৫০ দি
পেট্রোসেলিনাম্ ...	পেট্রোসে ...	১—৩ ...	—
পেরেরা-ব্রেভা ...	পেরে-ব্রে ...	θ—৩ ...	—
প্যাসিফ্লোরা-ইন্‌কার্ণেটা	প্যাসিফ্লো ...	θ (মাত্রা ৩০—৬০ ফোঁটা)	
প্লাম্বাম্ ...	প্লাম্ব ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি
প্লেগিনাম্ ...	প্লেগি ...	৬—৩০ ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
প্ল্যাটিনাম্ ...	প্ল্যাটি ...	৩—৩০ ...	৩৫—৪০ দি
প্ল্যাণ্টেগো ...	প্ল্যাণ্টে ...	θ—৩ ...	—
ফর্ম্মিকা ...	ফর্ম্মি ...	৬—৩০ ...	—
ফস্ফোরাস্ ...	ফস্ফো ...	৩—৩০ ...	৪০ দি
ফাইজস্টিগমা ...	ফাইজস্ ...	৩ ...	—
ফাইটোল্যাক্কা ...	ফাইটো ...	θ—৩ ...	—
ফিলিক্স-ম্যাস্ ...	ফিলিক্স ...	১—৩ ...	—
ফেরাম্-আয়োডেটাম্ ...	ফেরাম-আয়ড্	৩ বি ...	—
ফেরাম্-ফস্ফোরিকাম্ ...	ফেরাম-ফস্ ...	৩—৬ ...	—
ফেরাম-মেট্যালিকাম্ ...	ফেরাম ...	২—৬ ...	৫০ দি
ফেল্লাণ্ড্রিয়াম্ ...	ফেলাণ্ড্রি ...	θ—৬ ...	—
বার্ব্বারিস্-ভাল্‌গেরিস্ ...	বার্ব্বা ...	θ—৬ ...	২০—৩০ দি
বিস্মাথ্ ...	বিস্মাথ্ ...	১—৬ ...	২০—৫০ দি
বিউফো ...	বিউফো ...	৬ ...	—
বেলিস্-পেরেনিস্ ...	বেলিস্ ...	θ—৩ ...	—
বেল্লাডন্না ...	বেল্ ...	৩x—৩০ ...	১—৭ দি
বোভিষ্টা ...	বোভি ...	৩—৬ ...	৭—১৪ দি
বোর‍্যাক্স ...	বোর‍্যাক্স ...	১—৩ বি ...	৩০ দি
ব্যাডিয়েগা ...	ব্যাডি ...	১—৬ ...	—
ব্যাপ্টিজিয়া ...	ব্যাপ্টি ...	θ—৩০ ...	—
ব্যারাইটা-কার্ব্বনিকা ...	ব্যারা-কার্ব্ব ...	৩—৩০ ...	৪০ দি
ব্যারাইটা-মিউরিয়্যাটিকাম্	ব্যারা-মি ...	৩ বি ...	—
ব্যাসিলিনাম্ ...	ব্যাসিলি ...	৩০—২০০	—
ব্রায়োনিয়া ...	ব্রায়ো ...	১—৩০ ...	৭—২১ দি
ব্রোমিয়াম্ ...	ব্রোমি ...	১—৩ ...	২০—৩০ দি
ব্ল্যাটা-ওরিয়েণ্ট্যালিস্ ...	ব্ল্যাটা ...	θ—৩x ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ভাইবার্ণাম্-ওপিউলাস্ ...	ভাইবা ...	θ—৩x ...	—
ভাইয়োলা-ওডোরেটা ...	ভায়োলা-ও ...	θ—৬ ...	২—৪ দি·
ভাইয়োলা-ট্রাইকলার ...	ভায়োলা-ট্রা ...	নিম্নক্রম—৩।	৮—১৪ দি
ভার্ব্যাস্কাম্ ...	ভার্ব্যা ...	θ ...	৮—১০ দি·
ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম ...	ভিরে ...	৩—৩০ ...	২০—৩০ দি·
ভিরেট্রাম-ভিরেডি ...	ভিরে-ভ ...	θ—৬ ...	—
ভিস্কাম-অ্যাল্বাম্ ...	ভিস্কাম্ ...	θ—নিম্নক্রম।	—
ভেরিওলিনাম্ ...	ভেরিও ...	৬—৩০ ...	—
ভেলিরিয়েনা ...	ভেলেরি ...	θ ...	৮—১০ দি
ভ্যাক্সিনিনাম ...	ভ্যাক্সি ...	৬x বি—৩০।	—
মর্বিলিনাম্ ...	মর্বি ...	৩০—২০০।	—
মস্কাস ...	মস্ক ...	১—৩ ...	১ দি·
"মার্কিউরিয়াস" অর্থে "মার্ক-সল" বা "মার্ক-ভ"।			
মার্কিউরিয়াস-করোসাইভাস	মার্ক-কর ...	৩—৬ ...	—
মার্কিউরিয়াস-ডালসিস্ ...	মার্ক-ডাল ...	৩—৬ বি...	—
মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আ ...	মার্ক-প্রটো ...	১—২ বি...	—
মার্কিউরিয়াস-বিন্-আয়ড	মার্ক-বিন্ ...	৩ বি ...	—
মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস ...	মার্ক-ভ ...	২—৩ বি...	১—৩ দি·
মার্কিউরিয়াস-সলিউবিলিস্	মার্ক-সল্ ...	২—৩০ ...	—
মার্কিউরিয়াস-সায়েনেটাস্	মার্ক-সায়ে ...	৬—৩০ ...	—
মিজিরিয়াম ...	মিজি ...	৬—৩০ ...	৩০—৬০ দি
মিডরিনাম্ ...	মিডরি ...	৩০—২০০	—
মিনিয়্যান্থিস্ ...	মিনি ...	৩—৩০ ...	১৪—২০ দি
মিফাইটিজ্ ...	মিফাই ...	১—৩ ...	১ দি·
মিল্লিফোলিয়াম ...	মিল্লি ...	θ—১x ...	১—৩ দি·
মেলিলোটাস ...	মেলিলো ...	θ—নিম্নক্রম	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্বনিকা ...	ম্যাগ্নে-কার্ব্ব...	৩—৩০ ...	৪০—৫০ দি
ম্যাগ্নেষিয়া-ফস্ফোরিকা ...	ম্যাগ্নে-ফস ...	৩x বি, ৩—২০০।	—
ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম ...	ম্যাঙ্গে ...	৩ ...	৪০ দি
ম্যালেরিয়া-অফিসিন্যালিস...	ম্যালে-অফি ...	৩০—২০০।	—
ম্যালেণ্ডিনাম ...	ম্যালেণ্ডি ...	৩০—২০০।	—
রাস-টক্স ...	রাস ...	৩—২০০...	১—৭ দি
রাস-ভেনেনেটা ...	রাস-ভেন ...	৩—৩০ ...	—
রিউটা ...	রিউটা ...	১—৩০ ...	৩০ দি
রিউম্ ...	রিউম্ ...	৩—৬ ...	২—৩ দি
রিউমেক্স-ক্রিস্পাস ...	রিউমেক্স ...	৩—৬ ...	—
রিসিনাস ...	রিসি ...	৩—৬ ...	—
রেডিয়াম-ব্রোমাইড ...	রেডি ...	৩০—২০০	—
রোডোডেণ্ড্রণ ...	রোডো ...	১—৩ ...	৩৫—৪০ দি
রোবিনিয়া ...	রোবিনি ...	θ—৩ ...	—
র‍্যাটান্হিয়া ...	র‍্যাটা ...	৩—৬ ...	—
র‍্যান্যান্কিউলাস-বাল্ব ...	র‍্যান্যান ...	θ, ৩—৩০।	৩০—৪০ দি
লরোসেরেসাস ...	লরো ...	θ—৩ ...	৪—৮ দি
লাইকোপোডিয়াম ...	লাইকো ...	৬—২০০।	৪০—৫০ দি
লিডাম্ ...	লিডাম্ ...	৩—৩০ ...	৩০ দি
লিলিয়াম-টাইগ্রিণাম ...	লিলি ...	৩ ...	১৪—২০ দি
লিসিন ...	লিসি ...	৩০ ...	—
লেপ্টেণ্ড্রা ...	লেপ্টে ...	θ—৩ ...	—
লোবেলিয়া ...	লোবে ...	θ—৩ ...	—
ল্যাকেসিস ...	ল্যাকে ...	৮—২০০।	৩০—৪০ দি
ল্যাক্ট্যাম্হিস ...	ল্যাক্ট্যা ...	θ—৩ ..	—
ল্যাথাইরাস ...	ল্যাথা ...	৩ ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
ষ্টিক্টা-পাল্মোনেরিয়া ...	ষ্টিক্টা ...	θ—৬ ...	—
ষ্টিলিঞ্জিয়া-সিল্‌ভ্যাটিকা ..	ষ্টিলিঞ্জি ...	θ—২x ...	—
ষ্ট্যাম্ ...	ষ্ট্যাম্না ...	৩—৩০ ...	৩৫ দি
ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া ...	ষ্ট্যাফাই ...	৩—৩০ ... ২০—৩০ দি	
ষ্ট্রিক্নিনাম্ ...	ষ্ট্রিক্নি ...	১ বি, ৩—৩০	—
ষ্ট্রোফ্যান্থাস্ ...	ষ্ট্রোফ্যা ..	θ ...	—
ষ্ট্র্যামোনিয়াম্ ...	ষ্ট্র্যামো ...	θ—৩০ ...	—
সাইকিউটা-ভাইরোসা ...	সাইকিউ ...	৩—২০০... ৩৫—৪০ দি	
সাইনা ...	সাইনা ...	১—২০০... ১৪—২০ দি	
সাইমেক্স ...	সাইমে ...	৬—২০০...	—
সাইলিষিয়া ["সিলিকা" দ্রষ্টব্য]।			
সার্সাপ্যারিলা ...	সার্সা ...	১—৬ ...	৩৫ দি
সালফার্ ...	সাল্ফ ...	৬—২০০... ৪০—৬০ দি	
সিকেলি ...	সিকে ...	θ—৩০ ... ২০—৩০ দি	
সিক্রামেন ...	সিক্রা ...	৩ ... ১৪—২০ দি	
সিঙ্কোনা ["চায়না" দ্রষ্টব্য]।			
সিজিজিয়াম্-জ্যাম্বো ...	সিজি ...	θ ...	—
সিনিষিও ...	সিনিষি ...	θ—৩ ...	—
সিনা ["সাইনা" দ্রষ্টব্য]।			
সিনেরেরিয়া-ম্যারিটিমা ...	সিনেরি ...	θ ...	—
সিম্লা-বেরিস্ ...	সিম্লা ...	১—৩ বি...	—
সিপিয়া ...	সিপি ...	৬—২০০ .. ৪০—৫০ দি	
সিফিলিনাম ...	সিফিলি ...	৩০—২০০	—
সিমিসিফিউগা-রেসিমোসা ["অ্যাক্টিয়া-রেসিমোসা" দ্রষ্টব্য]।			
সিম্ফিটাম্ ...	সিম্ফি ...	θ ...	—
সিয়েনোথাস্-আমেরিকা ...	সিয়েনে ...	θ ...	—

banglabooks.in

ঔষধের নাম।	সংক্ষিপ্ত নাম।	ক্রম বা ডাঃ।	স্থিতিকাল।
সিলা-ম্যারিটিমা	সিলা	১—৬	১৪—২০ দি
সিলিকা	সিলি	৩ বি, ৬—২০০।	৪০—৬০ দি
সিলিনিয়াম	সিলিনি	৩—৩০	৪০ দি
সিষ্টাস্	সিষ্টাস্	১—৩০	—
সীড্রন্	সীড্র	θ—৬	—
সেনিগা	সেনিগা	θ—৩০	৩০ দি
সেবাল-সেরিউলেটাম্	সেবাল	θ (১০।২০ ফোঁটা)।	
সোরিনাম	সোরি	৩০—২০০।	৩০—৪০ দি
স্কুইলা ["সিলা" দ্রষ্টব্য]			
স্কুকাম্-চাক্	স্কুকাম্	৩ বি	—
স্পাইজিলিয়া	স্পাই	২—৩০	২০—৩০ দি
স্পাঞ্জিয়া	স্পাঞ্জ	θ—৩	২০—৩০ দি
স্পিরিট-ক্যাম্ফার	ক্যাম্ফ	θ	১ ঘ—১ দি
স্ট্যাফিসেগ্রিয়া-ক্যা	স্ট্যাফি	θ, ৩—৬	—
স্ট্যাণ্টোনাইন্	স্ট্যাণ্টো	১—৩ বি	—
স্ট্যাবাইনা	স্ট্যাবাই	১, ৩—৩০।	২০—৩০ দি
স্ট্যাবেডিলা	স্ট্যাবেডি	θ—৩০	২০—৩০ দি
স্ট্যাফিউকাস্	স্ট্যাফিউ	θ—৬	—৪ ঘ
স্ট্যাফিসেগ্রিয়া	স্ট্যাফিসি	৩—৬	—
হাইড্রোকোটাইলি	হাইড্রোকো	৩—৬	—
হাইড্রোফোবিনাম্	হাইড্রোফ্	৩০—২০০	—
হাইপেরিকাম	হাইপে	θ—৬	১—৭ দি
হাইয়সায়েমাস্	হাইয়স্	θ—২০০	৬—১৪ দি
হাইড্র্যাষ্টিস্	হাইড্র্যা	θ—১, ৩০।	—
হিপার্-সালফার্	হিপার	২x বি—২০০।	৮ সপ্তাহ
হেক্লা-লাভা	হেক্লা	নিম্ন ক্রম বি—৩০।	—
হেলিয়্যান্থাস্	হেলি	θ—৩০	—
হেলোডার্ম্মা-হরাইডাস্	হেলোডার্ম্মা	৩০	—
হেলোনিয়্যাস্	হেলোনি	θ—৬	—
হেল্লিবোরাস্	হেল্লি	θ—৩	২০—৩০ দি
হ্যামামেলিস্	হ্যামা	θ—৩x	১—৭ দি

banglabooks.in

৩। ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য

(DRUG-RELATIONSHIP)।

সূচনা।

এই অধ্যায়ে শক্তীকৃত (potentised) হোমিওপ্যাথিক ঔষধচয়ের পরস্পরসহ সম্বন্ধ বিবৃত হইবে। অধ্যায়টি তিন ভাগে বিভক্ত :—যথা,

(ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ ঔষধ খাটে,

(খ) কোন্ ঔষধের পর কোন্ ঔষধ খাটে না,

(গ) কোন্ ঔষধের বিষ-ক্রিয়া কোন্ ঔষধ নাশ করে ;

অর্থাৎ—

(ক) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ সেবনের পর শক্তীকৃত অপর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে, তাহা লিখিত হইয়াছে : যথা, (পৃষ্ঠা ৫৫৪ দ্রষ্টব্য) "অ্যালো" ঔষধটির পর কেলি-বাইক্রম্ সিপিয়া সাল্‌ফিউরিক্-অ্যাসিড বা **সালফার** বেশ খাটে—রোগীদেহে কোন অনিষ্ট সাধন করে না। তাই, কেলি-বাইক্রম্ সিপিয়া সাল্‌ফিউরিক্-অ্যাসিড ও **সালফার** ঔষধগুলিকে অ্যালোর "**পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধ** (the remedy is followed well by)" কহে।

এই "পরবর্ত্তী অনুকূল" ঔষধসমূহ মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই গুলিকে আলোচ্য ঔষধটির **অনুপূরক*** কহে : যথা, অ্যালো'র পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয় মধ্যে "**সালফার**" শব্দটি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে ছাপা, তাই সালফার

---

* অর্থাৎ Complements বা "ক্রিয়াবশেষপূরক" ঔষধ : যথা, অ্যালো প্রয়োগে রোগ কতকটা প্রশমিত হইলে, পীড়ার অবশিষ্ট উপসর্গচয় সাল্‌ফার সেবনে অপসারিত হইতে পারে। তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে "অনুপূরক ঔষধ" মাত্রেই "পরবর্ত্ত অনুকূল ঔষধচয়ের" অন্তর্গত, যদিও সকল "পরবর্ত্তী অনুকূল" ঔষধ "অনুপূরক

banglabooks.in

ঔষধটি অ্যালো'র অনুপূরক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে অ্যালো'র সহিত সাল্‌ফার ঔষধটির **পরবর্ত্তী অনুকূল ও অনুপূরক**, এই উভয়বিধ সম্বন্ধই সূচিত হইল।

(খ) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ সেবনের পর শক্তীকৃত কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা লিখিত হইয়াছে :—যথা, অ্যালো'র পর অ্যাল্লিয়াম্-স্যাট্ সেবন করিলে ব্যাধি জটিল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাই অ্যাল্লিয়াম-স্যাটাইভা ঔষধটিকে অ্যালোর **পরবর্ত্তী "প্রতিকূল বা ব্যাঘাতক** (inimical or incompatible)" ঔষধ কহে।

(গ) বিভাগে, শক্তীকৃত কোন্ ঔষধ বেশী মাত্রায় সেবনের পর শক্তীকৃত কোন্ কোন্ ঔষধ ব্যবস্থা করিলে উহার বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা, "আলো" সেবনের পর ক্যাম্ফার, লাইকো, নাক্স বা সাল্‌ফার প্রয়োগে আলোর বিষ-ক্রিয়া বিনষ্ট হইতে পারে—অর্থাৎ "অ্যালো" সেবনের পর যদি রোগী-দেহে উহার বিষ-ক্রিয়া (poisoning) বা পীড়ার নূতন উপসর্গাদি স্পষ্ট লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিষদোষ নাশ জন্য অবস্থা বিশেষে ক্যাম্ফার লাইকো নাক্স বা সালফ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাই, ক্যাম্ফার, লাইকো, নাক্স ও সালফার ঔষধগুলিকে অ্যালো'র **"বিষঘ্ন বা প্রতিকারক ঔষধ** (অথবা **প্রতিবিষ** antidotes)" কহে।

ভেষজ সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত, ঔষধ বিধান করিবার দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার কাহারও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। আধুনিক হোমিওপ্যাথদিগের অপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসকবর্গের এই সম্বন্ধ-জ্ঞান অধিকতর ছিল বলিয়াই, তাঁহাদের চিকিৎসা এত ফলবতী হইত এবং সমস্ত সভ্যজগতে আজ

নয়। [আর একটি কথা স্মরণযোগ্য —"অনুপূরক ঔষধ" আলোচ্য ঔষধটির পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হয়: যথা, (আবশ্যক হইলে) সালফার ঔষধটি অ্যালো'র পূর্ব্বেও নির্ব্বিঘ্নে সেবিত হইতে পারে]।

banglabooks.in

হোমিওপ্যাথির এত সমাদর! ইংলণ্ডের বর্ত্তমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের অগ্রণী ডাক্তার ক্লার্ক সাহেব বলেন যে "আমি জানি একটি পুরাতন রোগ-চিকিৎসার্থ ক্যাকেরিয়া প্রয়োগে অল্পে অল্পে সুফল পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু ক্যাকেরিয়ার পরই ব্রায়োনিয়া সেবন করায় পীড়াটি **অচিকিৎস্য** হইয়া পড়িল (the case was irretrievably spoiled)।...একবার আমার নিজের কয়েকটি বিরক্তিকর উপসর্গ ঘটিয়াছিল; উহার অব্যবহিত কারণ অনুসন্ধানে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল, পরে বুঝিলাম যে কিছুদিন পূর্ব্বে এক মাত্রা মাত্র নেট্রাম-মিউর ২০০ সেবন জনিতই এই অপ্রীতিকর উপসর্গচয় উপস্থিত হইতেছে; তখন Jahr প্রণীত গ্রন্থ খুলিয়া উহার প্রতিবিষ (নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস nitri-spiritus-dulcis) ঘ্রাণ লওয়ায় আমি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলাম।...শক্তীকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের এই সম্বন্ধ-তথ্যের সারবত্তা তখন হইতেই আমার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিল" (Dr. Clarke's *Dictionary of Practical Medicine*, Vol. I. page viii., and Vol. II. page 549 দ্রষ্টব্য)।

গৃহস্থ মহাশয় ও নবীন চিকিৎসকের **ঔষধবিধান** কার্য্যের সুবিধার জন্য, ঔষধের পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে :—

(ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে

(The Remedy is followed well by)।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

অরাম-মেট্—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্ক, চায়না, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পাল্স, রাস্, সিপি, সালফ, সিফিলি।

আরোডিয়াম—**ব্যাডি, লাইকো, পাল্স, অ্যাকোন, আর্জ-নাই, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস, কেলি-বাই, মার্ক-সল, কম্পো।**

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

আর্জ্জেণ্টাম-নাই—ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, পালস্, সিপি, সিলি, স্পাই, স্পাঞ্জ, ব্রায়ো, ভিরে, হাইড্রোক।

আর্জ্জেণ্টাম-মেট—ক্যাল্ক, পালস, সিপি।

আর্ণিকা—অ্যাকোন্, ইপি, ক্যাম্ফ, ভিরে, হাইপে, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ব্যারা-মি, ক্যাক্টা, ক্যাল্ক, চায়না, ক্যামো, ক্যালেণ্ডি, কোনায়, হিপার, আয়ড্, নাক্স, ফস্ফো, লিডাম্, পাল্স্, সোরি, রিউটা, অ্যাসি-সাল্ফ, সাল্ফ, বার্বা।

আর্সেনিক-অ্যাল্ব—অ্যাল্লি-স্যাট, কার্ব্বো-ভ, নেট্রা-সালফ, ফস্ফো, পাইরো, থুজা, এপি, বেল, ক্যাক্টা, ক্যামো, চায়না, সাইকিউ, ফেরাম, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার, আয়ড, ইপি, কেলি-বাই, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ব্যারা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-ফস, চেলি, ল্যাকে, সাল্ফ, ভিরে, রাস।

অ্যাকোনাইট—আর্ণি, কফি, সাল্ফ, অ্যাব্রো, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টা, ক্যাল্ক, ককিউ, ক্যাম্ফ, হিপার, ইপি, কেলি-ব্রো, মার্ক, পাল্স, রাস, সিপি, স্পাই, স্পাঞ্জ, সিলি।

অ্যাগারিকাস—বেল, ক্যাল্ক, কিউপ্রা, মার্ক, ওপি, পালস, রাস, সিলি, ট্যারেণ্ট, টিউবা।

অ্যাগ্নাস-ক্যাষ্টাস—আর্স, ব্রায়ো, ক্যালেডিয়াম, ইগ্নে, লাইকো, পালস, সিলিনি, সালফ।

অ্যান্টিম-ক্রুড—ক্যাল্ক, ল্যাকে, মার্ক, পালস, সিপি, সালফ, সিলা।

অ্যান্টিম-টার্ট—ব্যারা-কার্ব্ব, সাইনা, ক্যাম্ফ, পালস, সিপি, সালফ, টেরি, কার্ব্বো-ভ, ইপি।

অ্যানাকার্ডিয়াম—লাইকো, পালস, প্ল্যাটি।

অ্যান্থ্রাসিনাম্—অরাম-মি-নে, সিলি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

অ্যামন-কার্ব্ব—বেল, ক্যাল্ক, লাইকো, ফস্ফো, পালস, রাস, সিপি, সাল্ফ, ভিরে, ব্রায়ো।

আম্ব্রা-গ্রিষিয়া—লাইকো, সিপি, পালস, সালফ।

অ্যালিউমিনা—আর্জ্জ-মেট, ব্রায়ো, ফেল্লাস।

অ্যালো—কেলি-বাই, সিপি, অ্যাসি-সালফ, সাল্ফ।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—ক্যাল্ক, সিলি, ফস্ফো, পালস, সার্স।

অ্যাল্লিয়াম-স্যাটাইভা—আর্স।

অ্যাসাফিটিডা—চায়না, মার্ক, পালস।

অ্যাসিড-অ্যাসেট—চায়না।

অ্যাসিড-নাইট্রিক—আর্ণি, এরাম, বেল, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, সিকে, কেলি-কার্ব্ব, ক্রিয়ো, মার্ক, ফস্ফো, পালস, সিপি, সিলি, সালফ, থুজা, আর্স, ক্যালেডিয়াম।

অ্যাসিড-ফস—আর্স, বেল, ক্যাল্ক-ফস, কষ্টি, চায়না, ফেরাম, অ্যাসি-ফ্লু, ফেরাম-ফস, কেলি-ফস, লাইকো, নেট্রা-ফস, নাক্স, সিপি, পালস, রাস, সিলিনি, সালফ, ভিরে।

অ্যাসিড-ফ্লু—গ্র্যাফা, অ্যাসি-নাই, সিলি।

অ্যাসিড-মিউর—ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, পালস, সিপি, সালফ, সিলি, নাক্স।

অ্যাসিড-সালফ—আর্ণি, রিউটা, ক্যাল্ক, কোনায়, লাইকো, প্ল্যাটি, সিপি, সালফ, পালস।

ইউপ্যাটোরিয়াম-পার্ফ—নেট্রা-মি, সিপি, টিউবা।

ইউফর্ব্বিয়াম—কেরাম, ল্যাকে, পাল্স, সিপি, সালফ।

ইউফ্রেষিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাল্ক, কোনায়, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পাল্স, রাস, সিলি, সালফ, লাইকো।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ইগ্নেষিয়া—আর্স, বেল, ক্যাল্ক, চায়না, ককিউ, লাইকো, পালস্, রাস, নাক্স, সিপি, সালফ, জিঙ্ক, সিলি, নেট্রা-মি।

ইথিউজা—ক্যাল্ক।

ইপিক্যাক—অ্যান্টি-ক্রুড, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, এপি, ক্যাক্টা, ক্যাড্‌মি, ক্যামো, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, ফস্ফো, পালস, পডো, রিউম্, সিপি, সালফ, টেব্যা, ভিরে, অ্যান্টি-টার্ট, ককিউপ্রা, আর্ণি।

এপিস—আর্স, গ্র্যাফা, আয়ড্, কেলি-বাই, লাইকো, ফস্ফো, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ্, আর্ণি, নেট্রা-মি।

এরাম্—ইউফর্বি।

ওপিয়াম্—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টার্ট, বেল, ব্রায়ো, হাইয়স্, নাক্স-ম, নাক্স-ভ, স্যাম্বিউ।

ওলিয়েণ্ডার—কোনায়, লাইকো, নেট্রা-মি, পাল্স্, রাস্, সিপি, স্পাই।

ওসিমাম্—ডায়স্ক্।

ককিউলাস্—আর্স, বেল, চিপার, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স, রাস্, পাল্স্, সাল্ফ, ওপি।

কফিয়া—অরাম্, বেল্, অ্যাসি-ফু, লাইকো, নাক্স, ওপি, সাল্ফ্, অ্যাকোন।

কয়্যাল্লিয়াম্—সাল্ফ্।

কলচিকাম্—কার্ব্বো-ভ, মার্ক, নাক্স, পাল্স্, রাস্, সিপি।

কলোসিন্থ—বেল, ব্রায়ো, কষ্টি, ক্যামো, নাক্স, সাল্ফ্, স্পাই, ষ্ট্যাফা, মার্ক।

কষ্টিকাম্—অ্যান্টি-টার্ট, এরাম্, গুয়ে, কেলি-আয়ড, ক্যাল্ক, নাক্স, পাল্স্, রাস্, রিউটা, সিপি, সিলি, ষ্ট্যাফা, সাল্ফ্, লাইকো, পেট্রোসে, কলোসি, কার্ব্বো-ভ।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

কার্ব্বো-অ্যানিমেলিস—আর্স, বেল্, ব্রায়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, সিলি, পাল্স্, ভিরে, (কার্ব্বো-ভ ?), ক্যাল্ক-ফস্।

কার্ব্বো-ভেজ—আর্স, অ্যাকোন্, চায়না, লাইকো, নাক্স, অ্যাসি-ফস্, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ্, ভিরে, ড্রোসি, কেলি-কার্ব্ব, ফস্ফো।

কিউপ্রাম্-অ্যাসেট—ক্যাল্ক, জেল্স, সাইকিউ, জিঙ্ক।

কিউপ্রাম্-মেট্—আর্স, বেল্, কষ্টি, সাইকিউ, হাইয়স্, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, ভিরে, জিঙ্ক, ক্যাল্ক।

কেলি-আয়ড্—অ্যাসি-নাই।

কেলি-কার্ব্ব—কার্ব্বো-ভ, নাক্স, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, সিপি, আর্স, অ্যাসি-ফ্লু, লাইকো, পাল্স্, সাল্ফ্।

কেলি-বাই—অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, পাল্স্, বার্বা।

কেলি-ব্রোমেটাম্—ক্যাক্টা।

কেলি-সাল্ফ্—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, ক্যাল্ক, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, পাল্স্, রাস্, সিপ, সিলি, সাল্ফ্।

কোনায়ম্—ব্যারা-মি, আর্ণি, আর্স, বেল্, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-আর্স, সাইকিউ, ড্রোসি, লাইকো, নাক্স, সোরি, ফস্ফো, পাল্স্, রাস্, ষ্ট্র্যামো, সাল্ফ্।

ক্যাক্টাস্—ডিজি, ইউপ্যাট্-পার্ফ, ল্যাকে, নাক্স, সাল্ফ।

ক্যাড্মিয়াম্—বেল্, কার্ব্বো-ভ, লোবে, অ্যাসি-নাই।

ক্যানারিস্-স্যাটাইভা—বেল্, হাইয়স্, লাইকো, নাক্স, ওপি, পাল্স্, রাস্, ভিরে।

ক্যাম্ফোরিস্—ক্যাম্ফ, বেল্, কেলি-আয়ড্, কেলি-বাই, মার্ক, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ্।

ক্যাল্কিকাম্—বেল্, সাইনা, লাইকো, পাল্স্, সিলি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটি পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ক্যামোমিলা—**বেল্, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, পাল্‌স্,** অ্যাকোন্, আর্ণি, ব্রায়ো, ক্যাক্টা, ক্যাল্ক, ককিউ, ফস্ফি, মার্ক, নাক্স, রাস্, সিপি, সিলি, সাল্‌ফ্।

ক্যাম্ফার—**ক্যাম্ফ্রে,** আর্স, অ্যান্টি-টার্ট, বেল, ককিউ, নাক্স, রাস্, ভিরে।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স—কোনায়, গ্নো, ওপি, পাল্‌স্।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব—**বেল্, ব্রাস,** অ্যাগার, বোর‍্যাক্স, বিস্মাথ্, ব্রোমি, ডাল্কে, ইপি, কেলি-বাই, লাইকো, নেট্রা-কার্ব্ব, অ্যাসি-নাই, গ্র্যাফা, নাক্স-ভ, ফস্ফো, পাল্‌স্, পডো, প্ল্যাটি, সিলি, সিপি, সার্সা, টিউবার, থেরিডিয়ন।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস্—**হিপার, রিউটা, সাল্‌ফ্, জিঙ্ক,** রাস্, আয়ড্, সোরি।

ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরেটা—ক্যাল্ক-ফস্, অ্যাসি-ফস্, নেট্রা-মি, সিলি।

ক্যাল্মিয়া—ক্যাল্ক, লাইকো, নেট্রা-মি, পাল্‌স্, স্পাই, **অ্যাসিড্-বেঞ্জোয়িক।**

ক্যালেণ্ডুলা—**হিপার,** আর্ণি, আর্স, ব্রায়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, রাস।

ক্রিয়োসোটাম্—আর্স, বেল, ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সাল্‌ফ।

ক্রোকাস্—চায়না, নাক্স, পাল্‌স, সাল্‌ফ।

ক্রোটন-টিগ্লিয়াম—রাস।

ক্রিমেটিজ্-ইরেক্টা—ক্যাল্ক, রাস, সিপি, সিলি, সালফ।

গুয়েকাম্—ক্যাল্ক, মার্ক।

গ্র্যাফাইটিস্—**আর্স, কষ্টি, হিপার, ফেল্লাস, লাইকো,** ইউফর্বি, নেট্রা-সাল্‌ফ, সিলি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

চায়না—ফেরাম, অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, আর্ণি, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ক্যাল্ক-ফস্, ল্যাকে, মার্ক, পাল্স, ফস্ফো, অ্যাসি-ফস, সাল্ফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম্—অ্যাকোন, আর্স, ব্রায়ো, ইপি, লিডাম্, লাইকো, নাক্স, সিপি, স্পাই, সাল্ফ, করাল্।

জিকাম-মেট—ক্যাল্ক-ফস্, হিপার, ইগ্নে, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ।

জেলসিমিয়াম্—ব্যাপ্টি, ক্যাক্টা, ইপি।

টিউক্রিয়াম্—চায়না, পাল্স্, সিলি।

টিউবারকিউ—সোরি, হাইড্রা, সাল্ফ, বেল, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস, ক্যাল্ক-আয়ড্, সিলি, ব্যারা-কার্ব্ব, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, থুজা। "ব্যাসিলিনাম" দ্রষ্টব্য।

টেব্যাকাম্—কার্ব্বো-ভ, হাইড্রোফ্।

টেরিবিন্থিনা—মার্ক-কর।

ট্যাক্সেমেরা—ব্যারা-কার্ব্ব, ক্যাল্ক, কেলি-সাল্ফ, সাল্ফ, বেল, লাইকো, রাস, সিপি।

ডিজিটেলিস্—ব্রায়ো, বেল, ক্যামো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ওপি, ফস্ফো, পাল্স্, সিপি, সাল্ফ, ভিরে, অ্যাসি-অ্যাসে।

ড্রোসিরা—নাক্স, ক্যাল্ক, সাইনা, পাল্স্, সাল্ফ, ভিরে, কোনায়।

থুজা—আর্স, নেট্রা-সাল্ফ, স্যাবাই, মিডল্লি, সিলি, অ্যাসাফি, ক্যাল্ক, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পাল্স্, সাল্ফ, ভ্যাক্সি।

নাক্স-ভমিকা—ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, সিপি, সাল্ফ, আর্স, অ্যাক্টি-স্পাই, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টা, কার্ব্বো-ভ, কফিউ, কলচি, হাইয়স্, লাইকো, ফস্ফো, পাল্স্, রাস, সিপি, সাল্ফ, অ্যাসি-ফস্, এম্বিউ।

banglabooks.in

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

নাক্স-মস্কেটা—অ্যাণ্টি-টার্ট, লাইকো, পাল্স, রাস, ষ্ট্র্যামো, নাক্স।

নেট্রাম-কার্ব্ব—ক্যাল্ক, নাক্স, অ্যাসি-নাই, পাল্স, সাল্ফ, সিলিনি, সিপি।

নেট্রাম্-মিউর—এপিস, ক্যাম্পি, ইগ্নে, সিপি, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, হিপার, কেলি-কার্ব্ব, পাল্স, রাস, সাল্ফ, থুজা।

নেট্রাম্-সাল্ফ—আর্স, থুজা, বেল্।

পডোফিল্লাম্—(সাল্ফ)।

পাল্সেটিল্লা—অ্যাল্লি-সিপা, অ্যাসি-সাল্ফ, আর্জ-নাই, লাইকো, সিলি, ষ্ট্যাফ্লা, কেলি-মি, কেলি-সাল্ফ, (টিউবার্ক্ল), ক্যামো, অ্যাণ্টি-ক্রুড, অ্যাণ্টি-টার্ট, অ্যানাকা, অ্যাসাফি, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, ইউফর্ব্বি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-বাই, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সাল্ফ, ফস্ফো।

পিট্রোলিয়াম্—ব্রায়ো, ক্যাল্ক, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, পাল্স, সিলি, সাল্ফ, সিপি*।

প্লাম্বাম্—আর্স, বেল, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পাল্স, সিলি, সাল্ফ।

প্ল্যাটিনাম্—অ্যানাকা, আর্জমেট্, বেল, লাইকো, পাল্স, রাস, সিপি, ভিরে, ইগ্নে, প্যাল্লাডিয়াম্।

ফস্ফোরাস্—আর্স, অ্যাল্লি-সিপা, কার্ব্বো-ভ, ইপি, বেল, ব্রায়ো, চায়না, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাল্ক, লাইকো, নাক্স, পাল্স, রাস, সিপ, সিলি, সাল্ফ।

ফেরাম্—অ্যালিউমি, চায়না, হ্যামা, অ্যাকোন, আর্ণি, বেল্, কোনায়, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পাল্স, সাল্ফ, ভিরে।

বার্বারিস্—লাইকো।

---

* সিপিয়ার পূর্ব্বে "পিট্রোলিয়াম" সেবিত হইতে পারে, কিন্তু সিপিয়ার পরে "পিট্রোলিয়াম" সেবিত হইতে পারে না।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম — ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

বিস্মাথ্—বেল্, ক্যাল্ক্, পাল্স্, সিপি।

বেল্লাডনা—ক্যাল্ক্, অ্যাকোন্, আর্স, ক্যাক্টা, কার্ব্বো-ভ, ক্যামো, কোনায়, ডাল্কে, হিপার, হাইয়স্, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-বিন, মস্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পাল্স্, রাস, সেনিগা, সিপি, সিলি, ষ্ট্যাফো, সাল্ফ্, ভেলিরি, ভিরে, চায়না।

বোভিষ্টা—অ্যালিউমি, ক্যাল্ক, রাস, সিপি, ভিরে।

বোর‍্যাক্স্—ক্যাল্ক, নাক্স, আর্স, ব্রায়ো, লাইকো, ফস্ফো, সিলি।

ব্যাডিয়েগা—আম্ব্রড্, মার্ক, সাল্ফ্, ল্যাকে।

ব্যাপ্টিজিয়া—হ্যামা, অ্যাসি-নাই, টেরিবি, ক্রোটে, পাইরে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—ডাল্কে, অ্যান্টি-টার্ট, কোনায়, (ক্যাল্ক), চায়না, ফস্ফো, পাল্স্, রাস্, সিপি, সিলি, সাল্ফ, লাইকো, মার্ক, অ্যাসি-নাই, সোরি, টিউবার।

ব্যাসিলিনাম্—ক্যাল্ক-ফস্, ল্যাকে, কেলি-কার্ব্ব, হাইড্র্যা ["টিউবারকিউলিনাম" দ্রষ্টব্য]।

ব্রায়োনিয়া—অ্যালিউমি, ব্লাস্, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, আর্স, অ্যাব্রো, অ্যান্টি-টার্ট, বেল্, বার্বা, ক্যাক্টা, কার্ব্বো ভ, ডাফে, হাইয়স্, কেলি-কার্ব্ব, অ্যাসি-মি, নাক্স, ফস্ফো, পাল্স, রাস, সিলি, স্যাবেডি, সিলা, সাল্ফ্, ড্রোসি।

ব্রোমিয়াম—আর্জ-নাই, কেলি-কার্ব্ব।

ভাইয়োলা-ওডো—বেল, সাইনা, করাল্, নাক্স, পাল্স্।

ভাইয়োলা-ট্রাই—পাল্স্, রাস্, সিপি, ষ্ট্যাফাই।

ভার্ব্যাস্কাম্—বেল, চায়না, লাইকো, পাল্স্, ষ্ট্র্যামো, সিপি, রাস্, সাল্ফ।

ভিরেট্রাম্-অ্যাল্বাম্—আর্ণি, অ্যাকোন, আর্স, আর্জ-নাই, বেল, কার্ব্বো-ভ, ক্যামো, চায়না, কিউপ্রা, ড্রোসি, ইপি, পালস, রাস্, সিপি, সাল্ফ, স্যাম্বিউ, ডাফে।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ভেলিরিয়েনা—ফস্‌ফো, পাল্‌স্।

মার্কিউরিয়াস*—ব্যাডি, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্ক, ক্যাল্ক-ফস, কার্ব্বো-ভ, চায়না, ডাল্কে, গুয়ে, হিপার, আয়ড্, ল্যাকে, লাইকো, অ্যাসি-মি, অ্যাসি-নাই, ফস্‌ফো, পাল্‌স্, রাস্, সিপি, সাল্‌ফ, থুজা।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস
„ —সলিউবিলিস } —উল্লিখিত "মার্কিউরিয়াস" দ্রষ্টব্য।

মিজিরিয়াম—ক্যাল্ক, কষ্টি, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পাল্‌স।

মিডরিনাম—সাল্‌ফ, থুজা।

মিনিয়্যান্থিস্—ক্যাপ্সি, লাইকো, পাল্‌স, রাস্।

ম্যাগ্‌নেসিয়া-কার্ব্ব—ক্যামো, কষ্টি, ফস্ফো, পালস, সিপি, সাল্‌ফ।

ম্যাঙ্গেনাম্-অ্যাসে—পাল্‌স্, রাস, সালফ।

রাস-টক্স—ব্রায়ো, ক্যাল্‌ক্, আর্স, আর্ণি, বেল, বার্ব্বা, ক্যাম্ফা, ক্যাল্ক-ফস, ক্যামো, কোনায়, গ্র্যাফা, হাইয়স, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পালস, ফস্ফো, অ্যাসি-ফস, সিপি, সাল্‌ফ, ষ্ট্রোসি।

রাস্-ভেন—রাস-টক্স।

রিউটা—ব্যাল্ক-ফস্ন, ক্যাল্ক, কষ্টি, লাইকো, অ্যাসি-ফস, পালস, সিপি, সালফ, অ্যাসি-সালফ।

রিউম্—ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, বেল, পালস, রাস, সালফ।

রিউমেক্স—ক্যাল্ক।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড্—রাস-ভেন, সিপি, ক্যাল্ক।

রোডোডেণ্ড্রণ—আর্ণি, আর্স, ক্যাল্ক, কোনায়, লাইকো, মার্ক, নাক্স, পালস, সিপি, সিলি, সালফ।

ল্যান্তানিকিউলাস্-বাম্বো—ব্রায়ো, ইগ্নে, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স, রাস, সিপি, স্যাবেডি।

---

* মার্কিউরিয়াস্ অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস" বুঝায়।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

লরোসেরেসাস্—বেল, কার্ব্বো-ভ, ফস্ফো, পালস, ভিরে।

লাইকোপোডিয়াম্—আম্ব্রড, ল্যাকে, পাল্‌স, চেলি, ইগ্নে, ইপি, কেলি-আম্ব্রড, অ্যানাকা, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো-ভ, কল্‌চি, ডাল্কে, গ্র্যাফা, হাইয়স, কেলি-কার্ব্ব, লিডাম্, নাক্স, ফস্ফো, ষ্ট্র্যামো, সিপি, সিলি, ভিরে, ড্রোসি, (ক্যাক ?), থেরিডিয়ন্।

লিডাম্—অ্যাকোন্, বেল, ব্রায়ো, চেলি, নাক্স, পালস, রাস্, সালফ, অ্যাসি-সালফ।

লিসিন্—("হাইড্রোফোবিনাম্" দ্রষ্টব্য)।

ল্যাকেসিস্—লাইকো, অ্যাসি-নাই, হিপার, কেলি-আম্ব্রড, আম্ব্রড, অ্যাকোন, আর্স, অ্যালিউমি, বেল, ব্রোম্, কার্ব্বো-ভ, কষ্টি, কোনায়, ক্যাক্টা, ক্যাল্ক, চায়না, হাইয়স, কেলি-বাই, মার্ক, সাইকিউ, নাক্স, নেট্রা মি, ওলি, ফস্ফো, পালস, রাস, সিলি, সালফ্, টেরেণ্ট, ইউফর্বি, মার্ক-প্রটো-আয়ড্।

ষ্ট্যাম্নাম্—পালস, ক্যাল্ক, কেলি-কার্ব্ব, নাক্স, ফস্ফো, রাস, সালফ্, ব্যাসিলি, হাইড্রোফ।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া—কষ্টি, কলোসি, ক্যাল্ক, অ্যাসি-ফ্লু, কেলি-কার্ব্ব, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স, পালস, রাস, সালফ, সিলিনি।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—অ্যাকোন, বেল, ব্রায়ো, কিউপ্রা, হাইয়স, নাক্স।

সাইকিউটা-ভাইরোসা—বেল, হিপার, ওপি, পালস, রাস, সিপি।

সাইনা—ক্যাল্ক, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, প্ল্যাটি, পালস, রাস, সিলি, ষ্ট্যান্না।

সাইলিসিয়া—("সিলিকা" দ্রষ্টব্য)।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যাম্নি-সিপা, মার্ক, সিপি, বেল, হিপার, ফস্ফো, রাস, সালফ।

সালফার—অ্যালো, নাক্স, সোম্নি, অ্যাকোন, পালস, আর্স, ব্যাডি, এক্বিউ, অ্যালিউমি, এপিস, বেল,

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

ব্রায়ো, ব্যারা-কার্ব্ব, বার্ব্বা, বোর‍্যাক্স, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, গুয়ে, সার্সা, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, পডো, রাস, সিপি, স্যাম্বিউ, ড্রোসি।

সিকেলি-কর—অ্যাকোন্, আর্স, বেল, চায়না, মার্ক, পালস্।

সিক্লামেন্—ফস্ফো, পালস্, রাস্, সিপি, সালফ্।

সিঙ্কোনা—("চায়না" দ্রষ্টব্য)।

সিপিয়া—নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, নাক্স, স্যাবেডি, সালফ্, বেল, ক্যাল্ক, কোনায়, কার্ব্বো-ভ, ডাল্কে, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, লাইকো, নিট্রো, পালস, সার্সা, সিলি, রাস, ট্যারেণ্ট, ফস্ফো, অ্যাসি-নাই।

সিয়েনোথাস-আমেরিকানা—বার্ব্বা, কোনায়, কোয়েকাস্।

সিলা-ম্যারিটিমা—আর্স, ইগ্নে, নাক্স, রাস, সিলি, ব্যারা-কার্ব্ব।

সিলিকা—ক্যালক, সালফ, থুজা, অ্যাসি-হ্রু, আর্স, অ্যাসাফি, বেল্, ক্লিমে, গ্র্যাফা, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স, ফস্ফো, রাস্, সিপি, সালফ্, টিউবার।

সিলিনিয়াম্—ক্যাল্ক, নাক্স, মার্ক, সিপি।

সিষ্টাস্—বেল, কার্ব্বো-ভ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ফস্ফো।

সেনিগা—এরাম্, ক্যাল্ক, লাইকো, ফস্ফো, সালফ্।

সোরিনাম্—সালফ, টিউবার, অ্যালিউমি, বোর‍্যাক্স, ব্যারা-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভ, চায়না, হিপার, লাইকো।

স্কুইলা—("সিলা" দ্রষ্টব্য)।

স্যাইজিলিয়া—আর্শি, অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, সিমিসি, ডিজি, আইরিস, কেলি-কার্ব্ব, ক্যাম্ফ, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ্, জিঙ্ক্।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়।

স্পাঞ্জিয়া—ব্রোমি, ব্রায়ো, কোনায়, কার্ব্বো-ভ, অ্যাসি-ফু, হিপার, কেলি-ব্রোম্, নাক্স, ফস্ফো, পালস্।

স্পিরিট্-ক্যাম্ফার—("ক্যাম্ফার্" দ্রষ্টব্য)।

স্যাবাইনা—থুজা, আর্স, বেল, পালস্, রাস্, স্পাঞ্জ, সালফ্।

স্যাবেডিল্লা—সিপি, আর্স, বেল, মার্ক, নাক্স, পালস্।

স্যাম্বিউকাস্—আর্স, বেল, কোনায়, ড্রোসি, নাক্স, ফস্ফো, রাস্, সিপি।

হাইড্রোফোবিনাম্—নেট্রো-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, জেল্স; ল্যাকে, ল্যাকা, প্রভৃতি সর্প-বিষ।

হাইয়োসায়েমাস—বেল, ফস্ফো, পালস, ষ্ট্র্যামো, ভিরে।

হিপার-সালফার—ক্যাম্ফোরেটিড, অ্যাব্রো, অ্যাকোন্, এরাম, বেল, ব্রায়ো, আয়ড, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস, নাক্স, রাস, সিপি, স্পাঞ্জ, সিলি, সালফ, আর্ণি, জিঙ্ক।

হেল্লিবোরাস—বেল, ব্রায়ো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ফস্ফো, পালস, সাবাদ, জিঙ্ক।

হ্যামামেলিস—ফেরাম, আর্ণি।

(খ) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়

(Inimical or Incompatible remedies)।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

অরাম-মি-নে—কফি; সুরাসার।

আর্জেন্টাম-নাই—কফি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

আর্ণিকা—সুরা। [ক্ষিপ্ত বা উগ্র কুক্কুর শিয়াল বা বিড়ালাদি জন্তুর দংশনের পর, আর্ণিকা সেবন অতীব অনিষ্টকর]।

অ্যাট্রোপিন—জেলস।

অ্যামোনিয়াম-কার্ব্ব—ল্যাকে।

অ্যালো-সকোট্রিনা—অ্যাল্লি-সি, অ্যাল্লি-স্যা।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—অ্যালো, অ্যাল্লি-স্যা, সিলা।

অ্যাল্লিয়াম-স্যাট্—অ্যালো, অ্যাল্লি-সি, সিলা।

অ্যাসিড-অ্যাসে—আর্ণি, বোর্যাক্স, কষ্টি, নাক্স, র‍্যানান, সার্স, বেল, ল্যাকে, মার্ক।

অ্যাসিড-নাই—ল্যাকে। [হানেমান বলিয়া গিয়াছেন যে ক্যাল্ক-কার্ব্বের পর "অ্যাসি-নাই" খাটে না]।

ইগ্নেষিয়া—কফি, নাক্স, টেব্যা।

এপিস—রাস্, ফস্ফো।

এরাম্-ট্রাইফিল্লাম্—ক্যালেডিয়াম্।

ককিউলাস-ইণ্ডিকা—কফি, কষ্টি।

কফিয়া-ক্রুডা—ক্যাম্ফে, কষ্টি, ককিউ, ইগ্নে, সিষ্টাস, মিল্লি, ষ্ট্র্যামো [আর্জ-নাই'র পর "কফিয়া" খাটে না]।

কলচিকাম —অ্যাসি-অ্যাসে।

কলোফিল্লাম্—কফি।

কষ্টিকাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, কফি, ফস্ফো, ককিউ; সকল রকম অ্যাসিড।

কার্ব্বো-অ্যানি—(কার্ব্বো-ভেজ ?)।

কার্ব্বো-ভেজ—(কার্ব্বো-অ্যা ?), ক্রিয়ো।

কেলি-বাই—[ক্যাল্কেরিয়া'র পর "কেলি-বাই" খাটে না]

কোনায়াম—[সোরিনাম'র পর কখন কখন "কোনায়াম" খাটে না]।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—ক্যাম্ফার।

banglabooks.in

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

ক্যাম্থেরিস—কফি।

ক্যামোমিলা—জিঙ্ক, নাক্স।

ক্যাম্ফার—ক্যালেণ্ডি। [কফিয়া'র পর বা "কেলি-নাইট্রকাম'র" পর, "ক্যাম্ফার" খাটে না]।

ক্যাম্থেরিয়া-কার্ব্ব—সাল্‌ফ, ব্যারা-কার্ব্ব, ব্রায়ো। [কেলি-বাই'র পর বা অ্যাসি-নাই'র পর, "ক্যাম্থেরিয়া-কার্ব্ব" খাটে না]।

ক্যালেণ্ডিউলা—ক্যাম্ফার।

ক্রিয়োসোটাম্—[কার্ব্বো-ভ'র পর বা চায়না'র পর, ক্রিয়োসোটাম্ খাটে না]।

চায়না—ক্রিয়ো। [ডিজিটেলিস'র পর বা সিলিনিয়াম'র পর, চায়না খাটে না]।

জিঙ্কাম্—ক্যামো, নাক্স ; সুরা।

জেলসিমিয়াম—(ওপি ?)। [অ্যাট্রোপিন'র পর "জেল্‌স" খাটে না]।

টেব্যাকাম্—ইগ্নে।

ডাফ্নোরা—ল্যাকে, বেল, অ্যাসি-অ্যাসে।

ডিজিটেলিস—চায়না, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস।

নাক্স-ভমিকা—অ্যাসি-অ্যাসে, ইগ্নে, জিঙ্ক ; সকল রকম অ্যাসিড। [নাক্স-ভমিকা'র পূর্ব্বে বা পরে "অ্যাসি-অ্যাসে" খাটে না]।

নেট্রাম্-মিউর—["নেট্রো-মি", পডোফিল্লাম্'র ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে]।

পডোফিল্লাম্—লবণ। [লবণ, পডোফিল্লাম্'র ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে]।

ফস্ফোরাস—কষ্টি, এপিস।

ফেরাম্-ফস—প্যারিস।

ফেরাম্-মেট—অ্যাসি-অ্যাসে ; চা, এবং "বিয়ার" নামক মদ্য।

বেল্লাডনা—ডাফ্নে, অ্যাসি-অ্যাসে ; ভিনিগার।

বোভিষ্টা—কফি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

বোর্য্যাক্স—অ্যাসি-অ্যাসে ; ভিনিগার ও সুরা।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—[ক্যাল্ক-কার্ব্ব'র পর, "ব্যারা-কার্ব্ব" খাটে না।

ব্রায়োনিয়া—ক্যাল্ক।

মার্কিউরিয়াস*—অ্যাসিড-হাসে, সিলি। [সিলিকা'র পূর্ব্বে বা পরে, শক্তী-কৃত (potentised) "মার্কিউরিয়াস" খাটে না]।

মিল্লিফোলিয়াম্—কফি।

রাস-টক্স—এপিস। [রাস-টক্স'র পূর্ব্বে বা পরে, "এপিস" খাটে না]।

র‍্যানান্‌কিউলাস-বাল্বো—অ্যাসি-অ্যাসে, ষ্ট্যাফা, সালফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস ; সুরা, সুরাসার, ও ভিনিগার।

লাইকোপোডিয়াম্—কফি। [কেণ্ট বলেন যে লাইকো'র পর "সালফ" খাটে ; কিন্তু সালফার'র পর "লাইকো" খাটে না]। "সালফ, ক্যাল্ক, লাইকো"—"সালফ, ক্যাল্ক, লাইকো", এই পর্য্যায়ে ব্যবহৃত হয়।

লিডাম্—চায়না।

ল্যাকেসিস—অ্যাসি-অ্যাসে, অ্যাসি-কার্ব্ব, অ্যাসি-নাই. অ্যামন্-কার্ব্ব, ডাল্কে, সোরি, (সিপি ?)।

ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া—র‍্যান্যান্। [ষ্ট্যাফাইসাগ্রিয়া'র পূর্ব্বে বা পরে, "র‍্যান্যান্" খাটে না]।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম্—কফি।

সাইলিসিয়া—("সিলিকা" দ্রষ্টব্য)।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যাসি-অ্যাসে।

সালফার—র‍্যান্যান। [হানেমান বলেন ক্যাল্ক-কার্ব্ব'র পর যেন "সালফ" সেবিত না হয় ; এবং কেণ্ট বলেন যে লাইকো'র পর "সালফ" খাটে কিন্তু সালফার'র পর "লাইকো" খাটে না]।

---

* "মার্কিউরিয়াস" অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস" বুঝায়।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট ঘটায়।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির পরবর্ত্তী প্রতিকূল ঔষধচয়।

সিঙ্কোনা—(চায়না দ্রষ্টব্য)।

সিপিয়া—ব্রায়ো, ল্যাকে।

সিলা-ম্যারিটিমা—অ্যাল্লি-সি, অ্যাল্লি-স্যা।

সিলিকা—মার্ক।

সিলিনিয়াম—চায়না; সুরা।

সিষ্টাস—কফি।

সোরিণাম—কোনায়, ল্যাকে, (সিপি?)।

স্কুইলা—("সিলা" দ্রষ্টব্য)।

হিপার—স্পাঞ্জ (Dr. Smith)।

(গ) কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে

(The remedy is antidoted by)।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

অরাম্-মেট্—বেল, চায়না, ককিউ, কফি, কিউপ্রা, মার্ক, পালস, স্পাই, ক্যাম্ফ।

অস্মিয়াম্—বেল, মার্ক, হিপার, স্পাঞ্জ, অ্যাসি-ফস, সিলি।

আইরিস—নাক্স।

আরোডিয়াম্—অ্যান্ট-টার্ট, এপিস, আর্স, অ্যাকোন, বেল, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, কিনি-সালফ, ফেরাম্, গ্র্যাফা, গ্র্যাফি, হিপার, ওপি, ফস্ফো, স্পাঞ্জ, সালফ, থুজা; জল মিশ্রিত গমের ময়দা।

আর্জেণ্টাম-নাই—আর্স, ক্যাল্ক, লাইকো, নেট্রা-মি, মার্ক, সিলি, ফস্ফো, পালস, রাস, সিপি, সালফ, আয়ড; ছুগ্ধ।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

আর্জেন্টাম-মেট—মার্ক, পালস।

আর্টিকা—শামুকের রস।

আর্ণিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, সাইকিউ, ইগ্নে, ইপি, অ্যামন-কার্ব্ব, সেনিগা, ফেরাম।

আর্সেনিক-আয়ড—ব্রায়ো।

আর্সেনিক-অ্যাব—কিনি-সালফ, ক্যাম্ফ, কার্ব্বো-ভ, চায়না, ইউফর্বি, ফেরাম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়ড, ইপি, কেলি-বাই, মার্ক, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, ওপি, স্যাম্বিউ, সালফ, টেব্যা, ভিরে, ল্যাকে।

অ্যাকোনাইট-ন্যাপ—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, বার্বা, কফি, নাক্স, সালফ, ক্যামো, ভিরে, সিমিসি, পিট্রো, সিঙ্কি; ভিনিগার, সুরাসার, ও সুরা।

অ্যাক্টিয়া-রেসি—অ্যাকোন, ব্যাপ্টি।

অ্যাগারিকাস—ক্যাল্ক, পালস, রাস, ক্যাম্ফ; সুরা, চর্ব্বি বা তৈল, কফি।

অ্যাম্নাস-ক্যাষ্টাস—ক্যাম্ফ, নাক্স, নেট্রা-মি; লবণাক্তজল।

অ্যাট্রোপিন্—বেল, ওপি, ফাইজস্।

অ্যান্টিমোনিয়াম-ক্রুডা—ক্যাল্ক, হিপার, মার্ক।

অ্যান্টিমোনিয়াম-টার্ট—অ্যাসাফি, চায়না, ককিউ, ইপি, লরো, ওপি, পালস, রাস, সিপি, কোনায়, মার্ক।

অ্যানাকার্ডিয়াম—ক্রিমে, ক্রোটন, কফি, র‍্যাণ্যান, রাস।

অ্যান্থ্রাসিনাম—এপিস, আর্স, ক্যামো, অ্যাসি-কার্ব্ব, কার্ব্বো-ভ, ক্রিয়ো, ল্যাকে, পালস, রাস, সিলি, অ্যাসি-সালফ, চায়না।

অ্যামিল-নাইট্রো—ক্যাম্ফা।

অ্যামন্-কার্ব্ব—আর্ণি, ক্যাম্ফ, হিপার, ল্যাকে; উদ্ভিজ্জ-অম্ল মাত্রেই, রেড়ির তৈল, জলপাই-তৈল প্রভৃতি।

অ্যান্থ্রা-গ্রিথিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, পালস, নাক্স, ষ্ট্যাফা।

অ্যালিউমিনা—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ইপি, পালস।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

অ্যালিউমেন—অ্যালো, ক্যামো, নাক্স, ইপি, সালফ।

অ্যালো-সকোট্রিনা—ক্যাম্ফ, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যালিউমে; সরিষা।

অ্যাল্লিয়াম-সিপা—আর্ণি, ক্যামো, কফি, নাক্স, থুজা, ভিরে।

অ্যাল্লিয়াম-স্যাট্—লাইকো।

অ্যাসাফিটিডা—ক্যাম্ফ, কষ্টি, চায়না, মার্ক, পালস, ভেলিরি।

অ্যাসিড-অক্স্যালিক—ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ক্যাল্ক-কার্ব্ব।

অ্যাসিড-অ্যাসে—অ্যাকোন, নেট্রা-মি, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, নাক্স, সিপি, টেব্যা।

অ্যাসিড-কার্ব্ব—খড়ি, দুগ্ধ, চিনি মিশ্রিত চূণের জল।

অ্যাসিড-নাইট্রি—ক্যাল্ক, হিপার, কোনায়, মার্ক, মিজি, সালফ, পিট্রো।

অ্যাসিড-ফস—ষ্ট্যাফা, কফি, ক্যাম্ফ।

অ্যাসিড-ফ্লু—সিলি।

অ্যাসিড মিউর—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ইপি (Dr. Teste)।

অ্যাসিড-সালফ—ইপি, পালস।

অ্যাসিড-হাইড্রো—ক্যাম্ফ, কফি, ফেরাম, ইপি, ওপি, নাক্স, ভিরে-ভ।

ইউফর্বিয়াম—অ্যাসি-অ্যাসে, ক্যাম্ফ, ওপি; লেবুর রস (বেশী)।

ইউফ্রেষিয়া—ক্যাম্ফ, কষ্টি, পালস।

ইয়েষিয়া—পালস, আর্ণি, ক্যাম্ফ, কফি, অ্যাসি-অ্যাসে, ককিউ, ক্যামো, নাক্স।

ইথিউজা—উদ্ভিজ্জ-অম্ল।

ইপিক্যাক—আর্ণি, আর্স, চায়না, নাক্স, টেব্যা।

ঈল্যাপ্স-কোর‍্যালিনাস—আর্স; সুরাসার, তাপ।

এপিস-মেল্লিফিকা—ক্যাম্থে, ইপি, ল্যাকে, লিডাম, নেট্রা-মি, প্ল্যাণ্টে, অ্যাসি-কার্ব্ব, আর্টিকা; জলপাই-তৈল, পিঁয়াজ।

এরাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, পালস; মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল।

এস্কিটলাস্-হিপ—নাক্স।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ওপিয়াম্—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, ক্যামো, সাইকিউ, কফি, কিউপ্রা, জেলস, ইপি, মার্ক, অ্যাসি-মিউর, নাক্স, পালস, ভিরে, জিঙ্ক, আর্জ্জ-নাই, ক্যাম্ফ, সার্সা, সালফ ; মদ্য, কফি।

ওলিয়েণ্ডার—ক্যাম্ফ, সালফ।

ককিউলাস্-ইণ্ডিকা—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কিউপ্রা, ইগ্নে, নাক্স, ষ্ট্যাফা।

কফিয়া—অ্যাকোন, নাক্স, অ্যাসি-অ্যাসে, ক্যামো, চায়না, গ্র্যাবি, মার্ক, পালস, ইগ্নে, সালফ, টেব্যা।

করাল্লিয়াম্—ক্যাল্ক, মার্ক।

কল্‌চিকাম্—বেল, ক্যাম্ফ, ককিউ, লিডাম, নাক্স, পালস, স্পাই ; চিনি, মধু।

কলিন্সোনিয়া—নাক্স।

কলোসিন্থ—ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্যামো, কফি, ওপি, ষ্ট্যাফা।

কষ্টিকাম্—অ্যান্টি-টার্ট, কফি, কলোসি, ডাল্কে, গুয়ে, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস, নাক্স, অ্যাসাফি।

কার্ব্বো-অ্যানি—আর্স, ক্যাম্ফ, নাক্স, ল্যাকে, কফি ; ভিনিগার, মদ্য।

কার্ব্বো-ভেজ—আর্স, ক্যাম্ফ, কফি, ল্যাকে, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস, কষ্টি, ফেরাম্।

কিউপ্রাম্-আর্স—("আর্সেনিক"র প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য)।

কিউপ্রাম্-অ্যাসে—বেল, চায়না, সাইকিউ, ডাল্কে, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স।

কিউপ্রাম্-মেট—বেল, ক্যাম্ফ, সাইকিউ, চায়না, ককিউ, কোনায়, ডাল্কে, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স, পালস, ভিরে, অরাম্, ক্যামো ; চিনি, ডিম্বের শ্বেতসার দুগ্ধ সহ।

কিনিনাম্-সালফ—আর্গি, আর্স, ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, ফেরাম্, হিপার, ল্যাকে, নেটা-মি, পালস।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

কেলি-আয়ড্—অ্যামন্-মিউর, আর্স, চায়না, মার্ক, রাস, সালফ, ভেলিরি, আর্জ-নাই, অরাম, হিপার, অ্যাসি-নাই ৩০।

কেলি-কার্ব্ব—ক্যাম্ফ, কফি, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস্, ডাঙ্কে।

কেলি-বাই—আর্স, ল্যাকে, পালস ; অম্ল, খড়ি, দুগ্ধ।

কেলি-ব্রোম—ক্যাম্ফ, হেলোনি, নাক্স, জিঙ্ক ; উদ্ভিজ্জ-অম্ল।

কেলি-মিউর—বেল, ক্যাল্ক-সালফ, হাইড্রা, পালস।

কোনায়াম্—কফি, ডাঙ্কে, অ্যাসি-নাই, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস ; মদ্য।

কোপেভা—বেল, ক্যাল্ক, মার্ক, ("মার্ক-কর" পুরুষের পক্ষে, ও "মার্ক-সল" স্ত্রীলোকের পক্ষে, উপযোগী), সালফ্।

কোব্রা (বা ন্যাক্সা)—টেব্যা।

ক্যাক্টাস—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, চায়না, ইউপ্যাট-পার্ফ।

ক্যানাবিস-স্যাট—ক্যাম্ফ, মার্ক।

ক্যান্থেরিস—অ্যাকোন, এপিস, ক্যাম্ফ, সিম্ফি, লরো, পালস্, রিউম্।

ক্যাপ্সিকাম—ক্যালেডিয়াম, ক্যাম্ফ, চায়না, সাইনা, অ্যাসি-সালফ ; গন্ধকের ধূম।

ক্যামোমিলা—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, বোরাক্স, ক্যাম্ফ, চায়না, ককিউ, কফি, কলোসি, কোনায়, ইগ্নে, নাক্স, পালস, ভেলিরি।

ক্যাম্ফার—ক্যাম্থে, ডাঙ্কে, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, ওপি, ফস্ফো।

ক্যাল্কেরিয়া-আর্স—গ্রনো, পালস, কার্ব্ব-ভ।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব্ব—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, চায়না, ইপি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, নাক্স, সিপি, সালফ, হিপার, আয়ড, অ্যাসি-নাই।

ক্যাম্থিরা—অ্যাকোন, বেল, স্পাই।

ক্যালেণ্ডিউলা—আর্ণি।

ক্রিয়োসোটাম—অ্যাকোন, নাক্স, ফেরাম (Dr. Teste)।

ক্রোকাস-স্যাট—অ্যাকোন, বেল, ওপি।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ক্রোটন-টিগ্লি—অ্যানাকা, অ্যান্টি-টার্ট, ক্লিমে, রাস, র‍্যান্যান্।

ক্রোটেলাস-হরাইডাস—ল্যাকেসি। [ক্যাম্ফ, কফি, ওপি. এবং সুরাসার ও তাপ—সামান্য রকম প্রতিবিষ]।

ক্লিমেটিজ—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ. ক্যামো, অ্যানাকা, ক্রোটন্, রাস, র‍্যান্যান্।

ক্লোর‍্যাল-হাইড্রেট্—ডিজি, মস্কাস্; তাড়িৎ।

গুয়েকাম—নাক্স্।

গ্যাম্বোজিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, কলোসি, কেলি-কার্ব্ব, ওপি।

গ্র্যাফাইটিস—অ্যাকোন্, আর্স, নাক্স, চায়না; সুরা।

গ্র্যাথিওলা—কষ্টি, বেল্, ইউফর্বি, নাক্স।

গ্লনোইন্—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, কফি, নাক্স।

চায়না—আর্ণি, এপিস, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ব্রায়ো, কার্ব্বো-অ্যা, কার্ব্বো-ভ, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সীড্রন, সাইনা, ইউপ্যাট্-পার্ফ, ফেরাম্, ইপি, ল্যাকে, লিডাম্, লাইকো, মিনি, মার্ক, নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম্—অ্যাকোন্, ক্যামো, কফি, ক্যাম্ফ; অম্ল (acids), সুরা।

জিঙ্কাম্-মেটালিকাম্—ক্যাম্ফ, হিপার, ইগ্নে, লোবে (Dr. Teste)।

জিঞ্জিবার—নাক্স।

জেলসিমিয়াম্—অ্যাট্রোপি, চায়না, কফি, ডিজি, নেট্রা-মি, নাক্স-ম, ষ্ট্রিক্ (Jephson)।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডি—বেল।

টিউক্রিয়াম্—ক্যাম্ফ।

টেব্যাকাম্—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, ক্লিমে, ককিউ, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, ফস্ফো, নাক্স, পালস, সিপি, ভিরে, ষ্ট্যাফা, ক্যাম্ফ, কফি, জেলস, ক্যাপ্সি, প্ল্যাণ্টে, স্পাই; ভিনিগার, সুরা, টক-অ্যাপেল।

টেরিবিন্থিনা—ফস্ফো।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

টেল্লিউরিয়াম্—নাক্স।

ট্যারেন্টিউলা—আংশিক প্রতিবিষচয়: বোভিষ্টা, কার্ব্বো-ভ, চেলি, কিউপ্রা, জেল্‌স, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, মস্কাস, পালস।

ডলিকস—অ্যাকোন্।

ডাফ্নেমারা—কিউপ্রা, ইপি, কেলি-কার্ব্ব, মার্ক, ক্যাম্ফ।

ডিজিটেলিস—এপিস, ক্যাম্ফ, ক্যাল্ক, (কলচি), নাক্স, অ্যাসি-নাই, ওপি; উদ্ভিজ্জ-অম্ল, ভিনিগার, ঈথার্।

ড্রোসিরা—ক্যাম্ফ।

থুজা—বক্‌লুচি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, মার্ক, নাক্স, পালস, সালফ, ষ্টাফা।

নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস—ক্যাল্ক, কার্ব্বো-ভ, কষ্টি, কোনায়, কেলি-কার্ব্ব, নেট্রা-কার্ব্ব, নেট্রা-মি, ওপি, সিপি।

নাক্স-ভমিকা—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, কফি, ইউফর্বি, ওপি, পালস, থুজা, অ্যাম্ব্রা, ইগ্নে, আইরিস, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামো; সুরা।

নাক্স-মস্কেটা—ক্যাম্ফ, জেলস, লরো, নাক্স-ভ, ওপি, ভেলিরি, জিঙ্ক।

নিকোটিনাম—"টেব্যাকাম্'র" প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম্-কার্ব্ব—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস।

নেট্রাম্-ফস—এপিস, সিপি।

নেট্রাম্-মিউর—আর্স, ফস্ফো, সিপি, নাক্স, ক্যাম্ফ; "নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস" ঘ্রাণ লওয়া।

ন্যাজা—"কোব্রা'র" প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

পডোফিল্লাম্—কলোসি, লেপ্টে, নাক্স।

পালসেটিল্লা—অ্যাসাফি, কফি, ক্যামো, ইগ্নে, নাক্স, ষ্ট্যাফা, অ্যান্টি-টার্ট, ক্যাল্ক-ফস (Dr. Teste); অম্ল (acids) মাত্রেই। [ক্যামোমিলা

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ও পালসেটিল্লা পরস্পর "প্রতিবিষ", অথচ পরস্পর "পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধচয়"]।

পিট্রোলিয়াম্—অ্যাকোন, ককিউ, নাক্স, ফস্ফো।

প্লাম্বাম্—অ্যালিউমি, অ্যালিউমে, অ্যান্টি-ক্রুড্, আর্স, বেল. ককিউ, কষ্টি, হিপার, ওপি, হাইয়স, কেলি-ব্রোম, ক্রিয়ো, নাক্স-ভ, নাক্স-ম, পিট্রো, প্ল্যাটি, অ্যাসি-সালফ, অ্যাসি-অ্যাসে, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক, ইথিউজা (Dr. Teste)।

প্ল্যাটিনাম—বেল, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, পালস, কলচি, (Dr. Teste)।

প্ল্যাণ্টেগো—মার্ক।

ফস্ফোরাস—কফি, ক্যাল্ক, মিজি, নাক্স, সিপি, টেরি, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম্ম।

ফাইজসটিগ্মা—আর্ণি, কফি, লিল্লি; বমনকারক ঔষধচয়।

ফাইটোল্যাক্কা—বেল, কফি, ইগ্নে, আইরিস, মার্ক, মিজি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, ওপি, সালফ; দুগ্ধ, লবণ।

ফেরাম—আর্স, আর্ণি, বেল, চায়না, হিপার, ইপি, পালস, সালফ, ভিরে; "বিয়ার" নামক মদ্য।

ফেল্লাণ্ড্রিয়াম—রিউম।

বার্বারিস—ক্যাম্ফ, বেল।

বিস্মাথ—কফি, ক্যাল্ক, ক্যাপ্সি, নাক্স।

বিউফো—ল্যাকে, সেনেগা।

বেল্লাডনা—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কফি, হিপার, হাইয়স, মার্ক, ওপি, পালস স্যাবেডি; মদ্য।

বোভিষ্টা—ক্যাম্ফ।

বোর‍্যাক্স—ক্যামো, কফি।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—অ্যান্টি-টার্ট, বেল, ক্যাম্ফ, ডাল্কে, মার্ক, জিঙ্ক।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

ব্রায়োনিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, চেলি, ক্লিমে, কফি, ইপে, নাক্স, অ্যাসি-মি, পালস, রাস, সেনিগা, অ্যান্টি-টার্ট, হেলোনাস (Dr. Teste)।

ব্রোমিয়াম—অ্যামন-কার্ব্ব, ক্যাম্ফ, ম্যাগ্নে-কার্ব্ব, ওপি, (কলচি ?)।

ভাইবার্ণাম—অ্যাকোন, ভিরে।

ভাইয়োলা-ওডোরেটা—ক্যাম্ফ।

ভাইয়োলা-ট্রাইকলার—ক্যাম্ফ, মার্ক, পালস, রাস।

ভার্ব্যাস্কাম—ক্যাম্ফ।

ভিরেট্রাম-অ্যাব—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, (ষ্ট্যাফা ?)।

ভিরেট্রাম-ভিরেডি—অত্যুষ্ণ কফি।

ভিস্কাম-অ্যালবাম—ক্যাম্ফ, চায়না।

ভেরিওলিনাম—অ্যান্টি-টার্ট, ম্যালেণ্ডি, স্যারাদি, থুজা, ভ্যাক্সি।

ভেলিরিয়েনা—বেল, ক্যাম্ফ, পালস, মার্ক, সাইনা, কফি।

ভ্যাক্সিনিনাম—এপিস, অ্যান্টি-টার্ট, ম্যালেণ্ডি, সিলি, থুজা।

মস্কাস—ক্যাম্ফ, কফি।

মার্কিউরিয়াস*—আর্স, অরাম, অ্যাসাফি, বেল, ব্রায়ো, ক্যালেডিয়াম, কার্ব্বো-ভ, ক্যাল্ক, চায়না, কিউপ্রা, কোনায়, করাল, ক্লিমে, ডাফ্নে, ফেরাম, গুয়ে, হিপার, আয়ড, কেলি-আয়ড, কেলি-ফ্লোর, কেলি-বাই, ল্যাকে, মিজি, অ্যাসি-নাই, নাক্স-ম, ওপি, পডো, ফাইটো, র‍্যাটা, সার্সা, ষ্ট্যাফা, সিপি, ষ্টিলিঞ্জি, স্পাই, সালফ, ষ্ট্রামো, ভেলিরি, ক্যাম্পি, কষ্টি, সাইনা, হাইড্রা, হাইয়স, আইরিস, জ্যাকে, কেলি-মি, লাইকো, অ্যাসি-মি, নাক্স-ভ, পালস, টেরি, থুজা।

মার্কিউরিয়াস-কর—লোবে, মার্ক-সল, সিপি, সিলি, এবং পূর্ব্বোক্ত "মার্কিউ-রিয়াস'র" প্রায় তাবৎ প্রতিবিষ।

* মার্কিউরিয়াস অর্থে "মার্কিউরিয়াস-সল" বা "মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস" বুঝায়।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

মার্কিউরিয়াস-ডালসিস—হিপার।

মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আয়ড—হিপার, লাইকো।

মার্কিউরিয়াস-বিন-আয়ড—হিপার।

মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস, মার্কিউরিয়াস-সল্ } পূর্ব্বোক্ত "মার্কিউরিয়াস'র" প্রতিবিষ সমূহ দ্রষ্টব্য।

মিজিরিয়াম—অ্যাকোন, ব্রায়ো, ক্যাল্ক, কেলি-আয়ড, মার্ক, নাক্স, ক্যাম্ফ; অম্ল (acids) মাত্রেই।

মিডরিনাম—ইপি, নাক্স-ভ (Allen)।

মিনিয়্যান্থিস—ক্যাম্ফ।

মিফাইটিজ—ক্যাম্ফ, ক্রোটে।

ম্যাগ্নেষিয়া-কার্ব্ব—আর্স, ক্যামো, মার্ক-সল, নাক্স, পালস, রিউম, কলোসি।

ম্যাগ্নেষিয়া-ফস—বেল, জেলস, ল্যাকে।

ম্যাঙ্গেনাম-অ্যাসেটিকাম—কফি, ক্যাম্ফ, মার্ক-সল।

ম্যালেরিয়া-অফি—ব্রোমো, নাক্স, আর্স, রাস।

রাস-টক্স—অ্যানাকা, (অ্যাকোন ?), অ্যামন-কার্ব্ব, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, কফি, ক্লিমে, ক্রোটন, গ্র্যাফা, গুয়ে, ল্যাকে, র‍্যান্যান, সালফ, সিপি, কিউপ্রা, স্ট্যাফ্, লিডাম (Dr. Teste), মার্ক, প্ল্যান্টে।

রাস-ভেন—ব্রায়ো, ক্লিমে, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, র‍্যান্যান।

রিউটা—ক্যাম্ফ।

রিউম—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কলোসি, মার্ক, নাক্স, পালস।

রিউমেক্স—বেল, ক্যাম্ফ, কোনায়, হাইয়স, ল্যাকে, ফস্ফো।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড—রাস-ভেন, (টেল্লিউ ?)।

রোডোডেণ্ড্রণ—ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস, নাক্স-ম।

র‍্যান্যান-বাল্বো—অ্যানাকা, ক্লিমে, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ, ক্রোটন, পালস, রাস।

লয়োসেরেসাস—ক্যাম্ফ, কফি, ইপি, ওপি, নাক্স-ম।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

লাইকোপোডিয়াম—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কষ্টি, কফি, ক্যামো, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস্।

লিডাম্—ক্যাম্ফ, রাস।

লিলিয়াম-ট্রাই—হেলোনি, নাক্স, পালস, প্ল্যাটি।

লোবেলিয়া—ইপি।

ল্যাকেসিস—অ্যালিউমি, আর্স, বেল, ক্যাল্ক, ক্যামো, ককিউ, কার্ব্বো-ভ, কফি, হিপার, লিডাম, মার্ক, অ্যাসি-নাই, অ্যাসি-ফস, নাক্স, ওপি, সিপি, ট্যারেণ্ট, সীড্রন্।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—ইপি।

ষ্ট্রাম—পালস্।

ষ্ট্র্যাফাইসাগ্রিয়া—অ্যাম্ব্রা, ক্যাম্ফ।

ষ্ট্রিক্নিনাম—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম্ম, অ্যামিল-নাই, আর্স, কফি, হাইয়স, ওপি, ভিরে-ভি, সালফার ৩০, (টেব্যা ?)।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, হাইয়স, নাক্স, ওপি, পালস, টেব্যা, ক্যাম্ফ; লেবুর রস।

সাইকিউটা—আর্ণি, কফি, ওপি, কিউপ্রা-অ্যাসে, টেব্যা।

সাইনা—আর্ণি, ক্যাম্ফ, চায়না, ক্যাপ্সি।

সার্সাপ্যারিলা—বেল, মার্ক, সিপি।

সালফার—অ্যাকোন্, ক্যাম্ফ, আর্স, ক্যামো, চায়না, কোনায়, কষ্টি, নাক্স, মার্ক, পালস, রাস, সিপি, সিলি, থুজা।

সিকেলি—ক্যাম্ফ, ওপি।

সিক্রামেন্—ক্যাম্ফ, কফি, পালস।

সিম্ফাবোরস—হিপার, অ্যাসি-নাই, ওপি, সালফ।

সিপিয়া—অ্যাকোন্, অ্যান্টি-টার্ট, রাস, সালফ, আন্টি-ক্রুড; উদ্ভিজ্জ অম্ল (acids) মাত্রেই; "নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস" ঘ্রাণ লওয়া।

banglabooks.in

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে।

ঔষধটির নাম। ঔষধটির প্রতিবিষ (antidotes)।

সিকিলিনাম—নাক্স-ভ (Allen's *Nosodes* দ্রষ্টব্য)।

সিয়েনোথাস্—নেট্রা-মি।

সিলা-ম্যারিটিমা—ক্যাম্ফ।

সিলিকা—ক্যাম্ফ, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার।

সিলিনিয়াম—ইগ্নে, পালস, (অ্যাসি-মি ?)।

সিষ্টাস—সিপি, রাস, ক্যাম্ফ।

সীড্রন—ল্যাকে, বেল।

সেনিগা—আর্শি, বেল, ব্রায়ো, ক্যাম্ফ।

সেবাল-সেরিউ—সিলিকা, পালস।

সোরিণাম—কফি।

স্কুইলা-ম্যারিটিমা—সিলা'র প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

স্কুকাম-চাক—টেব্যা।

স্পাইজিলিয়া—অরাম, ক্যাম্ফ, ককিউ, পালস।

স্পাঞ্জিয়া—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ।

স্যাবাইনা—ক্যাম্ফ, পালস।

স্যাম্বেডিল্লা—ক্যাম্ফ, কোনায়, পালস।

স্যাম্বিউকাস—আর্স, ক্যাম্ফ।

স্যারাসিনিয়া—পডো।

হাইড্রোফবিনাম—অ্যাগ্নাস, বেল, সীড্রন, হাইয়স, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।

হাইপেরিকাম—আর্স, ক্যামো, সালফ।

হাইয়সায়েমাস—অ্যাসি-অ্যাসে, বেল, চায়না, ষ্ট্র্যামো ; ভিনিগার।

হাইড্র্যাষ্টিস—সালফ।

হিপার-সালফ—অ্যাসি-অ্যাসে, আর্স, বেল, ক্যামো, সিলি।

হেলিবোরাস—ক্যাম্ফ, চায়না।

হ্যামামেলিস—আর্শি, ক্যাম্ফ, চায়না, পালস।

banglabooks.in

রশিষ্ট (ক)—

পরমাণু-পাত বা শক্তি-বিকাশবাদ।

(পৃষ্ঠা ১৩ দ্রষ্টব্য)।

"পরমাণু এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম জড় উপাদান। জড়-জগতের উপাদান-কারণ পরমাণুপুঞ্জ অবিভাজ্য ও অবিনশ্বর (বা নিত্য), এবং নৈসর্গিক তাবৎ ব্যাপারের (যথা, মেঘ, বিদ্যুৎ, ঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতির) মূল"—প্রাচীন দর্শনকার মহর্ষি কণাদ হইতে প্রতীচীন মহাত্মা ডল্টন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ পর্য্যন্ত সকলেই প্রায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু জড়-পরমাণুর এ মাহাত্ম্য বুঝি আর টেঁকে না :—

(১) বস্ত্র ঘট জল বাষ্প বৃক্ষ জীবদেহ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই সচ্ছিদ্র সঙ্কোচ্য ও বিভাজ্য, তাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পদার্থমাত্রই সূক্ষ্মকণায় গঠিত। এই সূক্ষ্ম কণিকার নাম "অণু (molecules)" ; যথা, এক বিন্দু জলকে ভাগ করিতে করিতে যখন এমন একটি শক্ত সূক্ষ্মাংশে পৌঁছান যায় যে তখন আর ভাগ করা চলে না—এই ক্ষুদ্রতম কঠিন অংশের নাম "জলের অণু" (অর্থাৎ, ঐরূপ কোটি কোটিটা অণুতে এক ফোঁটা জল হয়)। আবার, রাসায়নিক-প্রক্রিয়া দ্বারা জলকে ভাঙ্গিলে যখন "উদজান (hydrogen)" ও "অম্লজান (oxygen)" নামে দুইটি বাষ্প পাওয়া যায়, তখন জলের প্রত্যেক অণুতে উদজানের ও অম্লজানের অণু অবশ্যই বর্ত্তমান আছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় ; এই অণুর অণুকে "পরমাণু (atoms)" কহে। অতএব যৌগিক পদার্থ মাত্রই "অণুর" সমষ্টি, এবং অণুমাত্রই "পরমাণুর" সমষ্টি (যথা, জলের প্রত্যেক অণুতে দুইটি করিয়া "উদজান-পরমাণু" এবং একটি করিয়া "অম্লজান-পরমাণু" বিদ্যমান থাকে)। এখন, বুঝা গেল যে পদার্থ মাত্রেরই সান্তরতা বিভাজ্যতা প্রভৃতি ধর্ম্ম দেখিয়া পদার্থ-বিদ্যায় "অণুর" কল্পনা ; এবং কয়েকটি মূল-পদার্থের পরস্পর সংযোগে তাবৎ

banglabooks.in

যৌগিক পদার্থ * উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রে "পরমাণু"র কল্পনা; বস্তুতঃ "অণু" ও "পরমাণু"র অস্তিত্ব আমাদের অনুমান মাত্র।

(২) বস্কোভিচ্, ফ্যারাডে প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত বহু গণিতজ্ঞ-পদার্থ-বিদ্যাবিৎ ও রসায়নবেত্তা নানাবিধ পরীক্ষণ ও গবেষণার পর একবাক্যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে "জড়পদার্থ বল-কেন্দ্র-সমবায় মাত্র—অচ্ছেদ্য কণিকাচয় কোন ক্রমেই 'জড়ের' গঠন সাধন করিতে পারে না (what is constitutive of matter is not indivisible particles, but mere centres of force)"। আর বৃটিষ-অ্যাসোসিয়েষনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সর্ব্ব বিজ্ঞানবিশারদ সার উইলিয়াম ক্রুক্স্ সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে কঠিন (solid) তরল (liquid) ও বায়বীয় (gaseous) এই ত্রিবিধ অবস্থা ছাড়া পদার্থের আরও একটি অবস্থা আছে; পদার্থের এই চতুর্থ বা তেজোময় (radiant) অবস্থাটি পর্য্যালোচনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে "জড় (বা অচল পরমাণু)" কখনই বিশ্বের উপাদান-কারণ হইতে পারে না।

কিন্তু পাঠক হয় ত বলিবেন যে উহা ত খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের কথা; অতএব, এ সম্বন্ধে বিংশ-শতাব্দী-বিজ্ঞান কি বলে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক :—

(৩) "পরমাণুগণ বস্তু মাত্রেরই যে অবিভাজ্য চরম অংশ, এ ধারণা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বড় আর স্থান পাইতেছে না। বিখ্যাত

---

* যে পদার্থ একবিধ উপাদানে নির্ম্মিত, যাহা ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক পদার্থ, পাওয়া যায় না, তাহাকে "মূল-পদার্থ (elements)" কহে; যথা, স্বর্ণ, পারদ উদজান প্রভৃতি সত্তরটি মূল-পদার্থ আছে।

আর, যে পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে দুই বা ততোধিক মূল পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে "যৌগিক পদার্থ (compounds)" কহে; যথা, জল একটি যৌগিক পদার্থ, কেননা জলকে ভাঙ্গিলে "উদজান" ও "অম্লজান" নামে দুইটী বাষ্প পাওয়া যায় (বলা বাহুল্য যে এই মূল পদার্থ দুইটি "জল" হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন)।

banglabooks.in

প্রফেসার ল্যা-বন বলেন, যাহাকে আমরা জড়বস্তু বলি, তাহার অতি সূক্ষ্ম প্রতি কণিকার ভিতরে এত শক্তি (energy) রহিয়াছে, যে তাহারা বাহির হইতে শক্তি না পাইলেও আপনা হইতে বর্দ্ধিত হইতে পারে। যখন কোন বড় জড়বস্তু কোন কারণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার পরমাণুর এই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ দেখা যায়। সূর্য্যের তেজ, তাড়িত এই ভাবেই উদ্ভূত। জড়বস্তু (matter) ও শক্তি (force) একই পদার্থের দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। যখন পরমাণুগত-শক্তি (intra-atomic energy) অচলভাবে বিরাজমান, তখন তাহা জড় পদার্থ; যখন তাহা সচলভাবে বিরাজমান, তখন তাহা তেজঃ আলোক, তাড়িত, ইত্যাদি"। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, বৈশাখ ১৮২৯ শক।

(৪) "বৈজ্ঞানিকদের কথার ভাবে এই পর্য্যন্ত আভাস পাওয়া যায় যে, যাহাকে আমরা জড় বলি তাহা বাস্তবিক জড় নহে, নিরন্তর গতিশীল ইথার (Æther)-স্থিতশক্তিকেন্দ্রপুঞ্জ*। একজন বৈজ্ঞানিক † এতদূর গিয়াছেন যে তাঁহার মতে "জড়" শক্তির সঙ্ঘাত; পরমাণু-বিশ্লেষণ দ্বারা শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং নবাবিষ্কৃত রেডিয়ামের (Radium) ক্রিয়া এই শ্রেণীর কার্য্য। "জড়" শক্তি সঙ্ঘাত হইলেও সেই শক্তি তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, কেবল অবস্থা বিশেষে তাহা প্রকাশ পায়"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচ্যান্সেলার সর্ব্বজন-সমাদৃত বাঙ্গালার অত্যুজ্জ্বল রত্ন পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (Kt.) M. A., D. L., Ph. D. মহোদয় প্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" (৯২ পৃঃ)।

(৫) ন্যূনাধিক সত্তরটি মূল পদার্থ (elements) হইতে জগৎ রচিত হইয়াছে, রসায়ন-শাস্ত্রে কিছু পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত।

---

* Karl Pearson's Grammar of Science, 2nd ed. Ch. VII দ্রষ্টব্য।

† Gustave Le Bon's Evolution of Matter দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবে বিজ্ঞানাচার্য্যগণ বহুবিধ পরীক্ষার পর বাধ্য হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সত্তরটি বা ততোধিক মূল পদার্থ নাই—একই মূল পদার্থে ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে, ইহার নাম "তাড়িতাণু বা তাড়িৎ-বিন্দু (ইলেক্ট্রণ electrons)"। এখন, এই "ইলেক্ট্রণ"সমূহ কাহারও মতে তড়িৎপূর্ণ "জড়-কণিকা (অর্থাৎ, 'বস্তু' বা matter)"; আর, কাহারও মতে উহারা খোদ তড়িৎ বা মূর্ত্তিমতী সৌদামিনী (অর্থাৎ "শক্তি বা energy")। কিন্তু ইলেক্ট্রণই যে সৃষ্টির মূল উপাদান, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। ইলেক্ট্রণের গঠনতত্ত্ব ঘনতমসাচ্ছন্ন হইলেও, উহার আয়তনাদি কতকটা নিরূপিত হইয়াছে—সহস্রটা ইলেক্ট্রণের সমষ্টি একটি হাইড্রোজেন্-পরমাণুর আয়তন (size) বা গুরুত্ব (weight) তুল্য এবং উহার বেগ (বা গতির হার velocity) আলোকের বেগের $\frac{2}{3}$ (দুই তৃতীয়াংশ)। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের মতে, পরমাণুর ব্যাস $১০^{-৭}$ mm. (অর্থাৎ, এক মিল্লিমিটরের ক্রোড়াংশ) ও ইলেক্ট্রণের ব্যাস $১০^{-৮৮}$ mm.; বস্তুতঃ পরমাণুচয় কতকগুলি তাড়িত-বিন্দুর (electric points) সমষ্টি মাত্র। এই বিন্দুর আয়তন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধ-বিহীন জ্যামিতিক বিন্দুগুলি যেমন মানস-চক্ষে অনুভূত হয় মাত্র, পরমাণুর এই উপাদান তাড়িত-বিন্দুগুলিও (electrons) প্রায় তদ্রূপ। ইহার আকারাদি কল্পনাতেও আঁকিতে হইলে, গণিতের জীবনী-শক্তি ওষ্ঠ-প্রান্তে ধাবিত হয়। লর্ড কেলভিন বলেন যে এক ফোঁটা জলকে পৃথিবী মনে করিয়া যদি তাহার পরিধি ২৪০০০ মাইল স্থির করা হয়, তাহা হইলে উহার পরমাণুগুলি ঐ কল্পিত আয়তনের তুলনায় বন্দুকের গুলির ন্যায় হইবে; আবার এই পরমাণুকে ১৬০ ফিট দীর্ঘ ৮০ ফিট প্রস্থ ও ৪০ ফিট উচ্চ একখানি গৃহ মনে করিলে, তাহার অঙ্গীভূত তাড়িত-কণাগুলি এক একটি ফুলষ্টপ (.) বৎ হইবে। এই সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞান-পরীক্ষক পরলোকগত অধ্যক্ষ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, M. A., F. R. S. মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন :—

banglabooks.in

"..... পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ বুঝি আর কিছুই নাই। এখন দেখা যাইতেছে.....পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা পাওয়া যাইতে পারে। এক এক টুক্‌রা আবার কত সূক্ষ্ম!.....এই কণিকাগুলির চালচলন বড় অদ্ভুত। সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল চলা ইহাদের পক্ষে অসাধ্য নহে। বস্তুতঃই ইহারা তড়িল্লাবেগে অনেক সময় ছুটিয়া চলে। নবাবিষ্কৃত রেডিয়ামের পরমাণুগুলি ভঙ্গপ্রবণ, উহার পরমাণু কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহারই বা আবার বেগ কত? পরমাণু মাত্রের ভিতর এই সকল কণিকা শতে শতে বা সহস্রে সহস্রে আটকান আছে, কিন্তু তাহারা কি আটকান থাকিতে চায়? তাহারা ভিতরে আবদ্ধ থাকিয়াও কেবলই বেগে ঘুরিতেছে, আর আকাশের সমুদ্রে ধাক্কা দিয়া আলোকের ঢেউ তুলিতেছে! সুবিধা পাইলেই উহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া বাহিরে আসে।.....যে তাড়িৎ বা ইলেক্‌ট্রিসিটি লইয়া মানুষে এই শত বৎসর ধরিয়া এত কারখানা করিতেছে অথচ তাহার স্বরূপ কি কিছুই জানে না, এখন দেখিতেছি, জড় পরমাণুর এই সূক্ষ্ম-কণিকা সেই তাড়িতের সহিত অভিন্ন! ঐ সূক্ষ্ম-কণিকাকে জড়-পদার্থ বলিব কি না তাহা বলাই দুষ্কর। তাড়িত জড় পদার্থ হউক না হউক, জড়-পদার্থ তাড়িত কণায় নির্ম্মিত। **জগতে কেবল তাড়িতই আছে; ইহাই জড় পদার্থের উপাদান।** কিন্তু আমার ভাষা ক্রমশঃ দুর্গম হেঁয়ালিতে পরিণত হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞান যদি বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহা হইলে উহা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। অতএব এইখানেই সমাপ্তি শ্রেয়স্কর।" প্রকৃতি ১৯০৯ কৃষ্টাব্দ সংস্করণ, ১৭৮—১৭৯ পৃষ্ঠা।

বস্তুতঃ এই ইলেক্‌ট্রণ (বা তাড়িত-বিন্দুই) সর্ব্ববিধ **শক্তির** (energy) **আধার**—অর্থাৎ প্রাচীন কণাদ ঋষির ও প্রতীচীন ডল্টন্ সাহেবের "পরমাণুপুঞ্জ (atoms)" এই তাড়িত বিন্দু সমূহ দ্বারাই গঠিত *;

* ম্যাকেব সাহেব বর্ত্তমান যুগের একজন বিখ্যাত জড়বাদ-প্রচারক। তিনি পর্য্যন্ত উক্ত মতের সমর্থন করিতেছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক পরামাণুই প্রতিপন্ন করিতেছে যে উহা তাড়িত-বিন্দুচয়ের সমষ্টিমাত্র, ও প্রত্যেক তাড়িত-বিন্দু (বা ইলেক্‌ট্রণই)

banglabooks.in

তাড়িৎ স্বয়ংই শক্তি পদার্থ, তাড়িতের কার্য্য দ্বারাই পরমাণু-নিচয়ের সংযোগ বিয়োগাদি সাধিত হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড রচিত বা তাবৎ নৈসর্গিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে। এক একটি পরমাণুর মধ্যে কোটি কোটিটা ইলেক্ট্রণ পাশাপাশি রহিয়াছে—পরস্পর বিচ্ছিন্ন ইলেক্ট্রণ-সমূহ স্থির-আকাশ (æther) সাগর-বক্ষে নিরন্তর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; দুইটি ইলেক্ট্রণ কখনও একেবারে মিশে না বা গায়ে গায়ে লাগে না। আর, প্রত্যেক ইলেক্ট্রণের চারি ভিতে খানিকটা করিয়া প্রদেশ পড়িয়া আছে; সেই প্রদেশ মধ্যে অন্য ইলেক্ট্রণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

(৬) বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০৩ কৃষ্টাব্দে) কুরী-দম্পতী (M. & Madame Pierre Currie) "রেডিয়াম" আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই মৌলিক পদার্থটি অংশুল—তাপ জ্যোতিঃ বাষ্প ইহা হইতে নিয়তই বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ ইহার ভার অণুমাত্রও কমে বলিয়া আপাত-প্রতীত হয় না। উদ্ভিদ্ ও জীবদেহে রেডিয়াম্-রশ্মি কিছুকাল ধরিয়া রাখিলে ইহার শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়—ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ধ্বস্ত, মানবের চর্ম্ম দগ্ধ, এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী ও মূষিকাদি প্রাণী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও অবশেষে বিনষ্ট পর্য্যন্ত হইয়াছে [*The Pall Mall Magazine* Oct. 1903, Raue's *Experiments* 1904, *British Medical Journal* Sept. 21. 1907 দ্রষ্টব্য] এবং রেডিয়াম্-সিক্ত বায়ু সেবনে সন্ধিবাত নিরাময় হইতেছে (*The Berlin Radium Emanatoria Reports* & The Indian Daily News for Nov. 6, 1911 দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে পিয়ার-কুরী সাহেবের পিতা ও পিতামহ খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, ও এক গ্রেণ রেডিয়ামের মূল্য ছয় হাজার টাকার ন্যূন নহে।

শক্তির বিশাল ভাণ্ডার (reservoir of energy)"—Mc.Cabe's *Evolution of Mind* নামক পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

(৭) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বহু পরীক্ষার পর, সম্প্রতি কেম্ব্রিজ-ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ (Strutt) সাহেব বলেন যে যৎসামান্য রেডিয়ম-ব্রোমাইড কাচনলে রাখিয়া মৃদুমৃদু তাপ দিলে উহা হইতে অত্যল্প বাষ্প উদ্ভূত হইয়া থাকে; ঐ বাষ্পের ঘন-পরিমাণ আলপিনের মস্তকের ঘন-পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নয়। এই উদ্ভূত বাষ্প ইহার বহু লক্ষ গুণ বায়ু সহ মিশ্রিত হইলেও, বিশুদ্ধ রেডিয়ামের তাবৎ গুণই ঐ মিশ্র পদার্থে বর্ত্তমান থাকে। ইহার অদ্ভুত-ক্ষমতা ও অত্যধিক কার্য্যকারিতা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়—ইহার প্রয়োগে দেহতন্তুধ্বংসকারী দুষ্ট-ক্ষত রোগ আরোগ্য হইয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ পরীক্ষার পর নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উহাতে চক্ষুর-অগোচর এক প্রকার "সার" সঞ্চিত হয়। অধ্যাপক ষ্ট্রাট্ বলেন, এই সঞ্চিত সারের অন্তর্নিহিত শক্তির বিষয় ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় (*The Becquerel Rays*)!

(৮) যে ভীষণ সূক্ষ্ম-বিষ হইতে হাম বসন্ত ম্যালেরিয়া ওলাউঠা বা প্লেগ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও কি কেহ চক্ষে দেখিয়াছেন, না তুলাদণ্ড বা মানদণ্ড দ্বারা উহার পরিমাণাদি নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? অথচ, চক্ষুর অগোচর এই দুর্দ্দমনীয় শক্তিকে পরাস্ত করিবার জন্যই সমগ্র সুসভ্য জগতের রাজ-শক্তি আজ বদ্ধপরিকর!

(৯) সকলেই অবগত আছেন যে এখনকার Pasteur, Koch, Roux, Von-Behring প্রভৃতি প্রথিতনামা প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভিষক্‌গণ-প্রবর্ত্তিত Anti-toxin চিকিৎসা-প্রণালীতে **সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত** ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে ও তদ্দ্বারা ক্ষিপ্ত কুকুরাদি-দংশন যক্ষ্মা ডিফ্‌থিরিয়া ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য হওয়ায় জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে; কিন্তু অনেকেই হয়ত জানেন না যে এই সমস্ত শ্রদ্ধেয় মহোদয়গণ সকলেই (বিশেষতঃ ডাক্তার বেরিং) একবাক্যে সর্ব্বজন সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে হোমিওপ্যাথিক **ডাইলিউশনের** সারবত্তা স্বীকার পাইতেছেন

banglabooks.in

(*Beitrage Zur Experimenteller Therapie* Heft II. by Von. Prof. E. Von. Behring ; Berlin, 1906 দ্রষ্টব্য) *।

(১০) সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য মিল্লিক্যান্ ও গেল্ সাহেবদ্বয়ের মতে সর্ব্ববিধ পরমাণুতেই প্রভূত পরিমাণ শক্তি অন্তর্নিহিত আছে (vide their First Course in Physics page 482, এখানি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা কলেজ-পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে)। তাহা হইলে, সূক্ষ্মাংশে-বিভাজিত হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের পরমাণুমধ্যেও বিপুল শক্তি নিবেশিত থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে পূর্ব্বোক্ত বুধগণের মধ্যে কেহই সদৃশবিধানবাদী নহেন বা হোমিওপ্যাথিক শক্তি-তত্ত্বের পোষকতার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই।

(১১) লিভারপুলের ডাক্তার হেবার্ড (Hayward) সাহেব বলেন "পরমাণুই জড় পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ" কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত, কিন্তু তাড়িত-কণার সহিত তুলনায় এক একটি পরমাণু অতি প্রকাণ্ড—প্রত্যেক পরমাণুস্থ তাড়িত-বিন্দুগুলির পরস্পরমধ্যে এত ব্যবধান বা আকাশ (অর্থাৎ, শূন্যদেশ space) পড়িয়া আছে যে সৌর জগতের মহাকাশে-নিজ-নিজ-কক্ষে-প্রচণ্ডবেগে-ভ্রাম্যমাণ গ্রহাদির ন্যায় উক্ত তাড়িত-বিন্দুচয় অবাধে বিপুল বেগে ঐ পরমাণু-মধ্যেই আপন আপন

* Here is a free English translation of some interesting passage :—"Thirteen years ago, I (Von Behring), demonstrated before the Berlin Physiogical Society the immunising action of my tetanus-anti-toxin in *infinitesimal dilution*, and spoke of the production of the serum by treating animals with a poison which *acted the better the more it was diluted.* * * * * * * Gentlemen, if I had set myself the task of rendering an incurable disease curable by artificial means, and should find that only the road of *Homœopathy* led to my goal, I assure you dogmatic considerations would never deter me from taking that road."

banglabooks.in

কক্ষে নিয়ত আবর্ত্তন করিতেছে (Dr. C. W. Hayward's paper on "Ions" in the *British Hom. Journal* for Feb. 1911. ; এবং F. B. Grosvenor, M. A., M. D. ডাক্তার সাহেবের article "Matter and Medicine" in the *Homœopathic Recorder* for August 1916 দ্রষ্টব্য)।

(১২) আমরা এ স্থলে আজীবন বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-প্রেমিক চিন্তাশীল আচার্য্য পরলোকগত ত্রিবেদী মহাশয়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—"হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলিয়া অধিকাংশ লোকের ধারণা আছে। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা দেশে হোমিওপ্যাথির সহিত বিজ্ঞান-চর্চ্চার একটা পাকা সম্বন্ধ ঘটনাক্রমে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব মনস্বী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিকে যেমন বাঙ্গালাদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রতিষ্ঠার জন্যও তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। * * * * এ দেশে যাঁহারা হোমিওপ্যাথির প্রচারার্থ জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেককে সাধক রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল একজন সাধক ছিলেন। এই সাধনার মধ্যে একটা বীরত্ব আছে। চারিদিকের লোক ব্যঙ্গ করিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে ; সেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে তুচ্ছ করিয়া একাগ্র নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত এ দেশের হোমিওপ্যাথদিগকে সাধনা করিতে হয়। একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সাধনা চলে না। এই শ্রদ্ধা অনেক সময়ে গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। তাহাতে ক্ষোভের হেতু দেখি না ; কেননা এই গোঁড়ামির মূলে একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা বিদ্যমান। * * * *

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান-সঙ্গত কি না আমি জানি না। আমার কিঞ্চিৎ বিজ্ঞান-চর্চ্চা অভ্যাস আছে, আপনারা পরস্পরের নিকট শুনিয়া

banglabooks.in

থাকিবেন। কিন্তু আমি শিক্ষার্থী মাত্র, বিজ্ঞান-ভিক্ষু মাত্র; ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বিজ্ঞানাচার্য্যদিগের দ্বারে দ্বারে আমি ঘুরিয়াছি। কোন্‌টা বিজ্ঞান, আর কোন্‌টা বিজ্ঞান নহে, ইহা লইয়া অনেক তর্ক অনেক কোলাহল আচার্য্যদিগের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি। আজি যে তত্ত্ব যে সিদ্ধান্ত জয়-ধ্বজা লইয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে দাঁড়াইয়াছে, দুই দিন পরে সেই তত্ত্বের ও সিদ্ধান্তের ধ্বজাকে পায়ের ধূলাতে গড়াইতে দেখিয়াছি। বহু ধ্বজা এইরূপে ভূপতিত হইয়াছে, কিন্তু একটা মোটা তত্ত্ব সমস্ত বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে; সেই ভিত্তিকে ত্যাগ করিলে বিজ্ঞানের কোন মন্দির দাঁড়াইবে না। সে ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তি। বিজ্ঞানের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন প্রমাণ নাই; ইন্দ্রিয় গুলিকে যথোচিত তীক্ষ্ণ করিয়া শাণাইয়া লইয়া সেই ইন্দ্রিয়-যোগে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষপ্রমাণে-লব্ধ—বহু লোকের প্রত্যক্ষপ্রমাণে-লব্ধ—যে সত্য, বিজ্ঞানের নিকট তাহাই একমাত্র সত্য। হোমিওপ্যাথিরও বৈজ্ঞানিকতা লইয়া অনেক তর্ক আমি শুনিয়াছি, অনেক বাদ প্রতিবাদ, অনেক সিদ্ধান্তের সমাবেশ, অনেক তত্ত্ব-কথা, আমি শুনিয়াছি—তাহাতে আমার মন ভিজে নাই। গো-মুখীতে এক চামচা বেলাডোনা ঢালিয়া গঙ্গাসাগরের এক চামচা জলপানে যদি তাহার ফল দেখিতে পাই, যদি বিজ্ঞান-সম্মত বৈজ্ঞানিক রীতি দ্বারা সংস্কৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি তাহার ফল দেখিতে পাই, ও আরও বহু লোক পাইতেছে এইরূপ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি তাহা অকুতো-ভয়ে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কি রূপে এই ফল পাওয়া গেল, তাহা লইয়া তার্কিকেরা মাথা খুঁড়ুক। বিজ্ঞান-বিদ্যার নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণই একমাত্র

banglabooks.in

প্রমাণ।"—১৯১৮ কৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ তারিখে শিবপুরে বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠা কল্পে সভাপতি ৺রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের অভিভাষণ।

(১৩) আর, সম্প্রতি (১৯১৩ কৃষ্টাব্দে) বিশুদ্ধ রেডিয়ামের ৬০x (ক্রম) বিচূর্ণ-রশ্মি সাহায্যে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এ. পি. অ্যাণ্ড্রুজ্ (এম. ডি.) সাহেব ফটোগ্রাফ (বা আলোকচিত্র) তুলিতে কৃতকৃত্য হইয়াছেন*—অর্থাৎ আমাদের চর্ম্মচক্ষু বা প্রখর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের অগোচর ৬০x ক্রম মধ্যেও যে রেডিয়াম্ বিদ্যমান থাকে তাহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক বিদ্বজ্জনের নয়ন বিস্ফারিত করিয়াছেন।

অতএব, যখন আমরা ৬০x (বা ত্রিংশৎ) ক্রমের রূপরসগন্ধ-বর্জ্জিত ঔষধ ব্যবহার করি, তখনও অন্ততঃ বিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করি না।

(১৪) এখন, উল্লিখিত পরমাণু-প্রলয়-প্রসঙ্গ অর্থাৎ জড়বাদীর পরম প্রিয় **পরমাণুবপু**, বিংশ-শতাব্দী-বিজ্ঞানের রেডিয়াম্-রশ্মি-শাণিত নির্ম্মম কুঠারাঘাতে খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া, অরূপ সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে (বা তাড়িতবিন্দু-আকারে) পরিণতির রহস্য-তত্ত্ব—"**জড়-কল্পান্ত**" বিঘোষণ পূর্ব্বক "**শক্তি-মুগোক্ষ**" শুভাবির্ভাব সমাচার চক্ষুষ্মান্ জগতের সমীপে জলদ গম্ভীরস্বরে কীর্ত্তন করিতেছে না কি?

বিজ্ঞান-দর্শন-সুনীতি ত্রিবেণীর পুণ্যসলিলে-স্নাত একনিষ্ঠ দূরদর্শী হানেমান্, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে গভীর ধ্যানযোগে পদার্থের অন্তরতম প্রদেশে যে অতীন্দ্রিয় "শক্তির" সাক্ষাৎকার লাভ ও যাহার **বিকাশন-বার্ত্তা** † প্রচার নিবন্ধন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক-সমাজে তুমি

---

* অর্দ্ধ গ্রাম পরিমাণ ৬০x বিচূর্ণ রেডিয়াম্-রশ্মিতে কোন পদার্থ ও আলোক-চিত্র ফলকাদি (plates) আটচল্লিশ ঘণ্টা রাখিয়া (exposed to) দিবার পর, সুস্পষ্ট ফটোগ্রাফ উঠিয়াছিল; বিশেষ বিবরণ জন্য কুতূহলী পাঠক *The Hom. Recorder* April 15, 1913 (pp. 145-146) দেখিতে পারেন।

† Theory of Dynamisation. পরিভাষায় "শক্তি-বিকাশনবাদ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

এতকাল উপেক্ষিত ও উপহাসাস্পদ হইয়া আসিতেছিলে, আজ উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান নানাবিধ কণ্টকাকীর্ণ পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের পর জড়বাদীয় বড় সোহাগের "জড় (matter)" উড়াইয়া দিয়া আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অগোচর শুদ্ধ সেই "শক্তি"রই সত্তা স্বীকার ও তদীয় মহিমা কীর্ত্তন করতঃ তোমারই অমানুষী প্রতিভার সাক্ষ্য দান করিতেছে!! সুবিমল জ্যোতিঃ-বিভাসিত তব শুভ্রশিরঃ-শোভিত বিজয়-মুকুটের নিরমাল্য চিরফুল্ল থাকিবেই, কখনই ম্লান হইবার নয়!!! হে জড়-জায়ু-* যুগান্তক, রাসায়নিক তাড়িত-বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা তব সম-সাময়িক ডাক্তার গল্‌ভানিকেও একদিন আক্ষেপ সহ বলিতে হইয়াছিল যে "বিজ্ঞানবিৎ" ও "কিছুই-না-বুঝি" এই বিভিন্ন সম্প্রদায়দ্বয় কর্ত্তৃক আমি আক্রান্ত হইয়া আসিতেছি—এই উভয় পক্ষের লোকই আমাকে "ভেক-কুলের নর্ত্তন-শিক্ষয়িতা" বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন! কিন্তু আমি নিঃসংশয়রূপে জানি যে প্রকৃতির একটি মহীয়সী শক্তি আবিষ্কার করিয়াছি।

* Materialistic medicine—Materialism in medicine.

banglabooks.in

পরিশিষ্ট (খ)—

ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ।

(পৃষ্ঠা ২৯ দ্রষ্টব্য)।

[হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অন্ততঃ কিছু অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, ছাত্র-পাঠক এই "পরিশিষ্ট (খ)"র প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না]।

ধাতুদোষবিচার।—তরুণ রোগ চিকিৎসাকালে নির্ব্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যথাবিহিত প্রয়োগ করিয়াও কখন কখন বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না ; তখন বুঝিতে হইবে যে রোগীর রক্ত দূষিত হইয়া গিয়াছে, ও উক্ত দুষ্ট রক্তই (যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করান সত্ত্বেও) আরোগ্যের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। হানেমান বলেন যে ত্রিবিধ কারণে (যথা, কচ্ছু-বিষ উপদংশ-বিষ বা প্রমেহ-বিষ* শোণিত মধ্যে প্রবেশিত হইলে), এই রক্তদুষ্টি বা "ধাতুদোষ (dyscracia)" ঘটে—অর্থাৎ ধাতুতে (constitution) কচ্ছু-বিষ সংক্রমণে "কচ্ছু-দোষ", উপদংশ-বিষ সংক্রমণে "উপদংশ-দোষ," এবং প্রমেহ (বা সাইকোসিস)-বিষ সংক্রমণে "সাইকোসিস (বা মাষক-দোষ") জন্মে। এই বিষত্রয় এক একটি স্বতন্ত্ররূপে হউক বা সমবেত আকারে হউক রোগী দেহে বিরাজ করিলে, আমরা তাঁহার "চিররোগ" হইয়াছে বলি ("তরুণ ও চিররোগ" অণুচ্ছেদ পৃষ্ঠা ২৬ দ্রষ্টব্য)। ধাতুদোষ (বা চিররোগ) মাত্রেই স্পর্শ-সংক্রমণ (contagious), কুল-সংক্রমণ † (hereditary), ও অন্তর্মুখ (from outward *Inward*) ; এবং ইহার "প্রারম্ভ ও "বিকাশ" এই দুইটিমাত্র অবস্থা থাকে (হ্রাসাবস্থা থাকে না)। আর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে

* প্রকৃত প্রমেহ বিষকে সাইকোসিস্ (sycosis) বা মাষক-দোষও কহে।

† যদি এক বৎসরের কোন শিশুর শীর্ণতা (marasmus পুঁয়ে পাওয়া) ও দুই বৎসর বয়সে যদি উহার যক্ষ্মারোগ লক্ষণ ও মুখখানি বৃদ্ধ লোকের মুখের মত দেখি,

banglabooks.in

নিসর্গজ-রোগ-নাশিনী-শক্তি * ধাতুদোষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ নয়।

যাঁহার কোন ধাতুদোষ আছে, তাঁহার কোন তরুণ পীড়া বা সামান্য অসুখ হইলেও উহা জটিল হইয়া দাঁড়ায়। "ধাতুদোষ" সন্দেহ হইলেই, রোগীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত (past history) প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া তাঁহার কোন্ ধাতুদোষ ঘটিয়াছে তাহা অবধারণ পূর্ব্বক উহা নিরাকরণার্থ অগ্রে যথোপযুক্ত ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়; পরে (অর্থাৎ, ধাতুদোষটি কতক প্রশমিত হইলে), আবশ্যক মত তরুণরোগের ঔষধ বিধান করিতে হইবে। অনেক সময়ে এমনও ঘটে যে ধাতুদোষঘ্ন ঔষধ সেবনেই, ধাতুদোষ সহ তরুণ রোগটিও নিরাকৃত হয়; সুতরাং সে স্থলে আর তরুণ রোগের স্বতন্ত্র ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার রিড্‌পাথ্ বলেন যে ধাতুদোষই তরুণরোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—ধাতুদোষ না থাকিলে তরুণরোগোৎপত্তি কখনই হইতে পারে না (Dr. Ridpath's *Law of Cure*, page 6) দ্রষ্টব্য।

হানেমানোক্ত ত্রিদোষের লক্ষণ ও ঔষধাদি সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :—

(ক) **কচ্ছু-দোষ** (psora সোরা)।—বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কুষ্ঠ-ব্যাধি বা পাঁচড়ার মত এক প্রকার চর্ম্মরোগ মানব সমাজকে উৎসন্ন-প্রায় করিয়া ফেলে। নানা ঔষধ সেবন ও বাহ্য-প্রয়োগ নিবন্ধন উক্ত কণ্ডূ বিনষ্ট না হইয়া শরীরাভ্যন্তরে বসিয়া (suppressed) যায় ও শোণিত দূষিত করে; এই অবরুদ্ধ কণ্ডূর নাম "সোরা" বা "আভ্যন্তরিক কচ্ছুবিষ"।

তাহা হইলে বুঝিব যে সে তাহার পিতা বা মাতা হইতে কোন "ধাতুদোষ" অধিকার করিয়াছে—অর্থাৎ শিশুর শীর্ণতা ও যক্ষ্মারোগ-প্রবণতা এই দুইটিই শিশু-ধাতুদোষত্রয়ের সাধারণ লক্ষণ। উহাদের প্রকৃতিগত বা বিশেষ লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক "ধাতুদোষ" বর্ণনাকালে স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইবে।

* পরিভাষায় "নিসর্গজ-রোগ-নাশিনী শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

বংশ-পরম্পরায় এই "সোরা" নানা আকারে (যথা—আব বিরূপতা সর্দ্দি যক্ষ্মা বহুমূত্র হৃৎকম্পন বা মানসিক পীড়াদি আকারে) প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। মহামতি কেণ্ট বলেন যে "সোরা" মানব প্রকৃতি-গত দোষ বা আদিব্যাধি ; আর, উপদংশ ও প্রমেহরোগ (এবং তাবৎ তরুণ পীড়াই) "সোরার" উপর অধিষ্ঠিত—"সোরা" না থাকিলে, কোন ব্যাধিই নরদেহ আক্রমণ করিতে পারিত না। রতিজ পীড়া (venereal diseases) ব্যতীত, সমস্ত ধাতুগত (constitutional) ও যান্ত্রিক (organic) রোগই "আভ্যন্তরিক সোরার" অভিব্যক্তি মাত্র, যথা :—পুরাতন যকৃতের পীড়া একটি স্বতন্ত্র পীড়া নহে, যকৃতে "সোরা"র অধিষ্ঠান (localisation) মাত্র ; সেইরূপ, হৃৎপিণ্ড ফুসফুস্ মস্তিষ্ক বৃক্কাদির পুরাতন পীড়াগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ নহে, তত্তৎ যন্ত্রে "সোরা" অধিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র বুঝিতে হইবে। "অবরুদ্ধ সোরা" হইতেই কর্কটিকা (cancer) রোগ সমূহ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের যান্ত্রিক পীড়াচয়, এবং যক্ষ্মাদি দেহধ্বংসকর ব্যাধি জন্মে *।

কচ্ছু-বিষ সাধারণতঃ রক্তবহা-নাড়ি-সমূহ (blood-vessels) ও যকৃৎ (liver) দূষিত করে,

* হানেমান নিম্নলিখিত পীড়াগুলি উল্লেখ করিয়াছেন—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, গুল্ম-বায়ু (hysteria), অবসাদ বায়ু (hypochondria), উন্মাদরোগ (mania), বিষাদ-বায়ু (melancholia), জড়তা (idiocy), ক্ষিপ্ততা (madness), মৃগী ও সর্ব্ববিধ আক্ষেপ (epilepsy and convulsions of all sorts), অস্থিবিকৃতি (rachitis), কর্কটিকা (cancer), অস্থিক্ষত (caries), রক্তবৎ উপমাংস বা গ্যাঁজ (Fungus haematodes), নবগঠিত অর্ব্বুদ (neo-plasms), । গ্রন্থিবাত (gout), অর্শ, পাণ্ডু (icterus), নীলরোগ (cyanosis), শোথ (dropsy), রজোরোধ, পাকস্থলী বা নাসিকা কিম্বা ফুসফুস বা মূত্রাশয় অথবা জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, হাঁপানি, ফুসফুসে পূয-সঞ্চয়, ধ্বজভঙ্গ ও বন্ধ্যাত্ব, আধ-কপালে মাথা-ব্যথা, বধিরতা, চক্ষে ছানি পড়া, অস্বচ্ছ দৃষ্টি (glaucoma), মূত্র-পাথরী (renal calculus), পক্ষাঘাত, ইন্দ্রিয়নিচয়ের যথোপযুক্ত রূপে কার্য্য করণে অসমর্থতা, সর্ব্ববিধ শারীরিক বেদনা প্রভৃতি এই "সোরা"র অভিব্যক্তি মাত্র (*The Organon*, Section 80 দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

এবং চর্ম্মে পূয় ও স্ফোটক (boils) উৎপাদন করে। "সোরা" সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সংস্পর্শ (যথা করমর্দ্দন, পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার) দ্বারা—এমন কি নিশ্বাস বা ফুৎকার সহ—কচ্ছুবিষ ("সোরা"-গ্রস্ত ব্যক্তি হইতে) সুস্থ দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে; বিদ্যালয়ের সহপাঠীর নিশ্বাস সহ উহা সুস্থ বালকে সংক্রমিত হয়।

যদি দেখি যে যথোপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন তরুণ রোগ আরোগ্য হইতেছে না বা উহার ভোগকাল অযথা দীর্ঘ হইয়া দাঁড়াইতেছে, বা যদি দেখি যে কাহারও চর্ম্মের বিদারণ কিম্বা পাঁচড়া চুলকানি কাউর-ঘা বা একজিমা লাগিয়াই আছে, বা সময়ে সময়ে শরীরে জলবটী (vesicle) প্রকাশ পায় বা ব্রণাদি চর্ম্মরোগ হাতের কব্জার নিকট মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়, কিম্বা বৎসর কুড়ি পূর্ব্বে হাতের চেটোয় ঘামাচির মত উদ্ভেদ হইত ও তৎপরে নখ-বিকৃতি ঘটে; অথবা যদি শ্রবণ করি যে দস্তা (zinc) গন্ধকাদির মলম বা অপর কোন অনিষ্টকর ধাত্বাদি ঘটিত বাহ্য-ঔষধ ব্যবহার হেতু কোন চর্ম্ম রোগ বসিয়া যাইবার পর হইতেই কোন উৎকট পীড়ার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীদেহে "সোরা" প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

"সোরা" দোষ নিরাকরণার্থ, সালফার ৩০—২০০ প্রধান ঔষধ। সোরিনাম, ক্যাল্ক-কার্ব্ব, লাইকো, সিপিয়া, সিলিকা, হিপার, নেট্রাম-মিউর, গ্র্যাফাইটিজ, আর্সেনিক, অ্যালিউমিনা, কষ্টিকাম, মিজিরিয়াম, পিট্রোল, কার্ব্বলিক-অ্যাসিড, টিউবারকিউলিনাম, অরাম-মেট, নাইট্রিক-অ্যাসিড, গুয়েকাম, বোর‍্যাক্স, জিঙ্ক, আয়ড্, ব্যারাইটা-কার্ব্ব, ল্যাকেসিস্, ফস্ফোরাস্ প্রভৃতি ঔষধও (উচ্চক্রমে) কচ্ছুদোষঘ্ন (anti-psorics)।

সালফার প্রভৃতি কচ্ছুদোষঘ্ন ঔষধ সেবনে কখন কখন অবরুদ্ধ আভ্যন্তরিক "সোরা" কোন চর্ম্মরোগাকারে শরীরের বহির্ভাগে প্রকাশ পায়; তখন বুঝিতে হইবে যে রোগটি

banglabooks.in

আরোগ্যাভিমুখ হইয়া আসিতেছে এবং ঔষধ কিছুকাল বন্ধ রাখিতে হইবে।

কচ্ছু-দোষঘ্ন ঔষধ সেবনের মুখ্যকাল :—প্রাতঃকালে ; গর্ভাবস্থায় ; ঋতুর পঞ্চম দিবসে। ঋতুকালে ও ঋতু হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ।

(থ) উপদংশ-দোষ (syphilis) সিফিলিস।—উপদংশ-বিষদুষ্ট লোকসহ সঙ্গম দ্বারা অথবা চর্ম্মের কোন পাতলা (বা ছিন্ন) অংশে উক্ত বিষ-সংস্পর্শ হেতু, উপদংশ-দোষ সুস্থদেহে সংক্রমিত হয়। বিষ-সংক্রমণের পর উহার তিনটি অবস্থা পর পর লক্ষিত হয় :—(১) বিষ-সংক্রমণের দুই এক সপ্তাহ অন্তে সংস্পৃষ্ট স্থানে প্রথমে একটি জলবটী (vesicle) দৃষ্ট হয়, পরে ঐ জলবটী একটি কঠিন-ক্ষত (chancre) হইয়া দাঁড়ায় এবং কুঁচকিতে ও বগলে "বাগী" হয়; (২) কঠিন-ক্ষত প্রকাশ পাইবার ন্যূনাধিক্য দুইমাস মধ্যে গলক্ষত, জ্বর, অস্থি-বেদনা, নানারূপ চর্ম্মোদ্ভেদ (syphilides) ও ক্ষত, চুল উঠিয়া যাওয়া, নখ-বিকৃতি, উপতারা-প্রদাহ (iritis), লসিকা-গ্রন্থিচয়ের বিবৃদ্ধি, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে; এবং অবশেষে, (৩) বৎসর দেড়েক পরে—অস্থি-বেষ্টার্ব্বুদ বা গামেটা [gummata অর্থাৎ অস্থি-চর্ম্ম মস্তিষ্ক যকৃৎ অণ্ডকোষ জরায়ু প্রভৃতি শরীরের তাবৎ যন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে আবের (tumours) উৎপত্তি বা পূয হওয়া], নাসিকা কণ্ঠনালী মস্তক তালু সরলান্ত্র প্রভৃতি স্থানের অস্থিতে ক্ষত হওয়া বা পচিয়া যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। দুর্ব্বল দেহে উপদংশ-বিষ সংক্রমিত হইলে, উক্ত অবস্থা তিনটি অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়; এবং সবল দেহে অতি সত্বর ও প্রচণ্ড বেগে, উপস্থিত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি মতে সুচিকিৎসিত হইলে, উহা যথাসময়ে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইতে পারে (রতিজ পীড়াধ্যায়ে "উপদংশ" রোগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কুচিকিৎসা বা নানাবিধ অনিষ্টকর ঔষধাদি প্রয়োগ হেতু উপদংশ-বিষ শরীরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিলে, রোগ

banglabooks.in

প্রায়ই উৎকট হইয়া পড়ে; তখন অতি বিচক্ষণতা সহ উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে, উক্ত কলুষ দেহাভ্যন্তর হইতে শরীরের বহির্ভাগে আনিতে হইবে।

কোন পুরাতন রোগে যদি **উভয় পার্শ্বস্থ কপালাস্থি মধ্যে দুঃসহ বেদনা,** সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যনাশ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, **অস্থিবেষ্টার্ব্বুদ** (gummata) ও গভীরবর্ত্তী ক্ষত (deep-seated ulceration)-প্রবণতা, **রাত্রিকালে** (অর্থাৎ, সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত) **যন্ত্রণার বৃদ্ধি** প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিব যে রোগীদেহে "উপদংশদোষ" প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

"উপদংশ-দোষে" প্রধানতঃ **অস্থি ও অস্থিবেষ্ট** (periosteum) **এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইয়া থাকে।** উপদংশ-দোষের চর্ম্মোদ্ভেদ গুটিল (tubercular), উহা প্রকৃত স্ফোটক (boils) নয়; সুতরাং "সোরা"-জাত স্ফোটকাদি চর্ম্মরোগ সহ উহার ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উপদংশ-দোষ নিরাকরণার্থ, মার্ক-সল ৬—২০০ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিফিলিনাম, হিপার, নাইট্রিক-অ্যাসিড্, অরাম-মেট, নেট্রাম-মিউর, সিলিকা, নেট্রাম-সালফ, ল্যাকেসিস, আর্স, গুয়েকাম্, গ্র্যাফাইটিক্, লাইকো, কেলি-বাই প্রভৃতি ঔষধও (উচ্চক্রমে) উপদংশ-দোষঘ্ন। নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনে যদি **আভ্যন্তরীণ উপদংশ-কলুষ শরীরের বহির্ভাগে গলক্ষত উপতারা-প্রদাহ** (iritis) **প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পায়,** তাহা হইলে রোগটি **আরোগ্যসুখ** হইয়া আসিতেছে বুঝিব।

পিতা মাতার মধ্যে কাহারও উপদংশ-দোষ থাকিলে, যাহাতে উহা তাঁহাদের বংশে সংক্রমিত না হইতে পারে তজ্জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে:—**গর্ভাবস্থায়** ও যতদিন শিশু স্তনপান করে ততদিন পর্য্যন্ত মাতা যেন পক্ষান্তে একমাত্রা করিয়া **সিফিলি-**

banglabooks.in

নাম ৩০ ও প্রত্যহ মার্ক-সল ৬ (প্রাতঃকালে) সেবন করেন ; উহা সেবন করা সত্ত্বেও যদি শীর্ণতা প্রভৃতি ঔপদংশিক লক্ষণ শিশু-দেহে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে শিশুকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যা-কালে মার্ক সল ৬ এক এক মাত্রা দিতে হইবে (বালরোগ অধ্যায়ে "ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া" দ্রষ্টব্য)।

(গ) প্রকৃত প্রমেহ-বিষ (sycosis সাইকোসিস্)।—কেণ্ট ও হানেমান্ বলেন যে প্রমেহ-বিষ দ্বিবিধ : তরুণ ও পুরাতন। তরুণ-বিষ সংক্রমণে, "স্থানিক (local) প্রমেহ-রোগ" জন্মে ; সুতরাং ইহার "প্রারম্ভ" "বিকাশ" ও "ক্ষয়" এই তিনটি অবস্থা পর পর ঘটে। আর, পুরাতন-কলুষ সংক্রমণে, "সার্ব্বাঙ্গিক (constitutional) প্রমেহ-রোগ" জন্মে ; সুতরাং ইহার "প্রারম্ভ" ও "বিকাশ" এই দুইটি মাত্র অবস্থা ঘটে—এই পুরাতন কলুষই "প্রকৃত প্রমেহ-দোষ" বা "সাইকোসিস (অর্থাৎ, মাষক দোষ)"। উভয়বিধ বিষই স্পর্শ-সংক্রমণ ; এবং বিষ-সংক্রমণের প্রায় আট দশ দিন পর, মূত্রমার্গ-প্রদাহ (urethritis) রোগের ন্যায় উক্ত দ্বিবিধ প্রমেহ রোগেই মূত্রমার্গ (urethra) হইতে শ্লেষ্মা-পূয়ময় স্রাব (muco-purulent discharges) নির্গত হইতে থাকে। পিচ্‌কারী দ্বারা নাইট্রেট-অভ-সিল্‌ভার প্রভৃতি স্থানিক ঔষধ প্রয়োগে অনেকে এই স্রাব বন্ধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই সব উপায়ে স্রাব বন্ধ করা অতীব অনিষ্টকর। "মূত্রমার্গ-প্রদাহ", ও রতিজ পীড়াধ্যায়ে "প্রমেহ" রোগ দ্রষ্টব্য।

স্থানিক (বা সাধারণ) প্রমেহ রোগে মূত্রযন্ত্র মাত্র আক্রান্ত হইয়া থাকে, সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয় না ; পেট্রোসেলিনাম্ θ ইহার প্রকৃষ্ট ঔষধ। ক্যানাবিস্-স্যাট, ক্যাম্ফারিস্, বা কোপেভা কখন কখন আবশ্যক হইয়া থাকে। দ্বিবিধ প্রমেহ-রোগমধ্যে, স্থানিক প্রমেহ রোগের সংখ্যাই এদেশে অধিক দেখা যায়। "সোরা"-ধাতুগ্রস্ত লোকের স্থানিক প্রমেহ রোগ হইলে, অগ্রে "সোরা"-দোষনাশক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতে হয়, ও পরে স্থানিক প্রমেহ রোগের চিকিৎসা করা বিধেয়।

banglabooks.in

হানেমান বলেন যে "সাইকোটিক (বা প্রকৃত) প্রমেহ" গুরুতর পীড়া, ইহাতে সর্ব্বাঙ্গ দূষিত হয়। "সচরাচর পীড়ার সূত্রপাত হইতেই, ইহার স্রাব পূযের ন্যায় ঘন, মূত্রত্যাগ অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর, পুরুষাঙ্গ স্ফীত ও কিয়ৎ পরিমাণে কঠিন (এবং কোন কোন স্থলে পুরুষাঙ্গটির পৃষ্ঠদেশ গ্রন্থিল-গুটিকাচয় glandular tubercles দ্বারা আবৃত ও বেদনাযুক্ত) হয়" (Hahnemann's *Chronic Diseases*, Tafel's Edition, page 149 দ্রষ্টব্য)। **সঙ্গমেন্দ্রিয়ের চতুঃপার্শ্বে ডুমুর বা ফুল-কপির মত** আঁচিল বা **উপমাংসচয়** (excrescences) **প্রকাশ পাওয়াই** সাইকোসিসের প্রধান লক্ষণ। ডুমুরবৎ আঁচিলগুলি প্রায়ই **শুষ্ক**; এবং ফুলকপির ফুল (বা কুক্কুটের ঝুঁটি) আকারের শ্লেষ্মাগুটিগুলি সাধারণতঃ স্পাঞ্জের ন্যায় **কোমল**, ও সহজেই উহাদের রক্তস্রাব হয়। কাষ্ঠকি দ্বারা দাহন, অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন, বা সুদৃঢ় বন্ধনী প্রভৃতি কোন উপায়ে এই উপমাংসচয় দেহ হইতে অন্তরিত করিলে; বা পিচকারী প্রয়োগে (injection) স্রাব বন্ধ করিলে; অথবা অত্যধিক মাত্রায় পারদাদি (mercury, &c.) সেবন করিলে, স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া আসে ও নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি সচরাচর ঘটিয়া থাকে :—অত্যধিক পৈশিক (muscular) দৌর্ব্বল্য ও উপদাহিতা (irritability), উৎকণ্ঠা, যাতনা বা **বিকট ভঙ্গ**; স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য (neurasthenia); হাঁপানি বা বায়ুনলীর রোগসমূহ (bronchial affections); হস্তাঙ্গুলীর নখ-বিকৃতি ও করতলে (palms) উদ্ভেদ; মূত্রমার্গের স্রাব বন্ধ করিবার পর হইতে বা উপমাংস অন্তরিত করিবার পরই **বাত-রোগোল্ল** (বিশেষতঃ হাঁটু ও গোড়ালিতে) সূত্রপাত; কেশ শুষ্ক, যেন পোড়া পোড়া; রোগিণীর দুঃসহ বাধক-বেদনা, ডিম্বকোষ-প্রদাহ, বা **বন্ধ্যাত্ব**; ঋটিকাকালে বা **দিবাভাগে** (অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত) **যন্ত্রণার বৃদ্ধি** (Boericke's *Compend*, page 83 under "Symptoms of suppressed gonorrhœa" দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

আর দীর্ঘকাল (অর্থাৎ দশ পনর বৎসর যাবৎ) ভুগিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়:—**রক্তহীনতা**; মোমের মত চেহারা, ঠোঁট ফ্যাকাসে, কর্ণ স্বচ্ছ, শরীরের নানা স্থানে আঁচিল; চক্ষু ও **নাসিকা হইতে ঘন পীতাভ-হরিদ্বর্ণ** (yellowish-green) **শ্লেষ্মা** নিঃসরণ; মূত্রযন্ত্র শ্বাসযন্ত্র বা যকৃতের কঠিন রোগ; অত্যুৎকট **বাতরোগ**; (মূত্রমার্গের স্রাব-রোধ জনিত) অণ্ডকোষের বা সরলান্ত্রের প্রদাহ উপস্থিত হইয়া রোগীকে যন্ত্রণায় **নিতান্ত অস্থির** করিয়া ফেলে; উরুদেশে, পায়ের ডিমে ও পায়ের পাতায় টাটানি হেতু রোগী বেড়াইতে পারেন না বা অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া চলেন।

কোন **শিশুর চেহারা মোমের মত** বা **রক্তহীন** হইয়া পড়িলে বা অজীর্ণতা নিবন্ধন মল-সহ ভুক্তদ্রব্য নিঃসৃত হইতে থাকিলে, বা প্রতি গ্রীষ্ম ঋতুতেই শিশুর কলেরার-ন্যায়-ভেদ হইতে থাকিলে, বুঝিব যে শিশুদেহে "সাইকোসিস্"-দোষ তদীয় জনক জননী হইতে সংক্রামিত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে।

থুজা ৩০—২০০ অবরুদ্ধ সাইকোসিসের প্রধান ঔষধ। মিডরিণাম্, ক্যাল্ক-কার্ব্ব (বিশেষতঃ নাসিকা হইতে ঘন পীতাভ হরিদ্বর্ণ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইতে থাকিলে), নাইট্রিক-অ্যাসিড্, ক্যাল্ক-ফস্ (বিশেষতঃ রক্তহীনতা সহ একশিরা থাকিলে), কেলি-আয়ড্, হিপার-সালফার, পাল্‌সেটিলা, মিল্লিফোলিয়াম্, অ্যাসিড-ফস, সিলিকা, নেট্রাম-মিউর, কেলি-সালফ, নেট্রাম-সালফ, নেট্রাম-ফস্, স্যাবাইনা, আর্জ-নাইট্রিকাম্, আর্স, বোর‍্যাক্স, কষ্টিকাম্, ক্লিমেটিজ, গ্র্যাফাইটিজ, হাইড্রাষ্টিস, নাক্স-ভ, কেলি-বাই, সিপিয়া প্রভৃতি ঔষধও মারক-দোষঘ্ন। নির্ব্বাচিত ঔষধ সেবনে **যদি অবরুদ্ধ স্রাব মূত্রমার্গ হইতে নির্গত হইতে থাকে,** তাহা হইলে রোগ

banglabooks.in

মিশ্রধাতুদোষ।—কখন দুইটি, আবার কখনও বা তিনটি, ধাতুদোষ যুগপৎ একই রোগীদেহে বর্ত্তমান থাকে; তাহার উপর উৎকট উৎকট অ্যালোপ্যাথিক ঔষধাদি অধিক মাত্রায় সেবন জনিত চর্ম্মরোগাদি দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে রোগ প্রায়ই দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ স্থলে হানেমানের উপদেশ এই যে সর্ব্বাগ্রে "কচ্ছুঘ্ন"-ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে; পরে, উপদংশ বা মাষক-দোষ এই উভয় মধ্যে যাহার লক্ষণ অধিকতর সুস্পষ্ট, তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে; এবং পরিশেষে অবশিষ্ট ধাতুদোষটির নিরাকরণ করিতে হইবে।

ত্রিদোষ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা :—

(১) ধাতুদোষ মাত্রেরই "প্রারম্ভ" ও "বিকাশ" এই দুইটি অবস্থা আছে; আবার **বিকাশাবস্থার** "প্রাথমিক (primary)", "গৌণ (secondary)", "পরিণত (advanced)" প্রভৃতি **অবান্তর অবস্থা** (sub-stages) আছে। যে অবান্তর অবস্থায় কোন ধাতুদোষ সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয়, সেই অবান্তর অবস্থারই লক্ষণ-চয় তখন হইতেই সংক্রমিত ব্যক্তিতে প্রকাশিত হইতে থাকে ও যথাকালে উহার পরবর্ত্তী অবস্থার লক্ষণচয় দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্ত অবান্তর অবস্থার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন উপসর্গাদিই সংক্রমিত ব্যক্তিতে উপস্থিত হয় না :—যথা, দম্পতির মধ্যে স্বামীর উপদংশ-দোষ থাকিলে, যদি গৌণাবস্থায় সঙ্গম দ্বারা উহা স্ত্রীতে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে প্রাথমিক অবস্থার ক্ষতাদি কোন লক্ষণই উক্ত স্ত্রী-দেহে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু গৌণাবস্থার চর্ম্মরোগাদি (siphiloderma) ও পরবর্ত্তী উপসর্গচয় তিনি যথাসময়ে অধিকারিণী হইয়া থাকেন *। "মাষক-দোষ" সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম। পরিণতাবস্থার "সোরা"-দোষগ্রস্তা নারীর সহিত

* একজন সহৃদয় মাননীয় চিকিৎসক আমাদের উপরি উক্ত কথায় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন : "Not true—'Primary and Secondary symptoms not observed always'. The poison of syphilis taken from *any* stage is

banglabooks.in

সঙ্গমে, সেই পরিণতাবস্থার "সোরা"ই পুরুষের দেহে সংক্রমিত হয় ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে; পরিণতাবস্থার "সোরা"-গ্রস্ত সহক্রীড়কের নিশ্বাস-বায়ু সংস্পর্শে সুস্থ বালকে উহা সংক্রমিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

(২) কুল সংক্রমণও পূর্ব্বোক্ত বিধির অধীন—অর্থাৎ মাযকাদি-দুষ্ট পিতা মাতার সন্তানোৎপাদন কালীন "ধাতুদোষ অবস্থার" উপসর্গাদি তদীয় শিশুতে প্রতিভাত হয়। আর, এতাদৃশ শিশুতে যে ধাতুদোষটি বর্ত্তিয়াছে, সেই ধাতুদোষ-প্রবণতা (অর্থাৎ মাযকাদি রোগ গ্রহণের প্রভাব) তাহার ধাতুতে উত্তরকালেও লক্ষিত হইয়া থাকে।

(৩) "সিফিলিস," "সোরা," বা "সাইকোসিস" মানবদেহে একটি-বারমাত্র আক্রমণ করিয়া থাকে; জীবনে কখনও দুই বা ততোধিক

---

the same poison and will produce the same symptoms with *all* stages. Similarly, with the gonorrhœa-virus".

এতৎ সম্বন্ধে আমাদের উক্তির সমর্থন জন্য, হানেমান প্রণীত "সাধন" বা *Organon* ব্যাখ্যাকলে মহামতি কেণ্ট সাহেব Post-graduate School of Homœopathics নামক বিদ্যামন্দিরে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (এবং উত্তরকালে যাহা *Homœopathic Philosophy* নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়) তাহা হইতে পাঠকবৃন্দের গোচরার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—"Syphilis is transferred from husband to wife, and it is *taken up in the stage in which it then exists* and from thence goes on in a progressive way. The woman catches it from the man in the stage in which he has it at the time of their marriage, she takes that which he has; if he has it in the advanced stage, she takes it in that stage: she takes from him the stage he has to offer. *This is equally true of psora and sycosis.* Such things never occur in the acute miasms, but the three chronic miasms have contagion in the form in which they exist at the time"—(Lecture xx).

বলা বাহুল্য, কিছুকাল ধীরতা সহ পরীক্ষা করিবার পর অভিজ্ঞতা জন্মিলে, নবীন চিকিৎসকের যে মত সমীচীন বলিয়া প্রতীতি হইবে, তাহাই যেন তিনি গ্রহণ করেন।

banglabooks.in

বার কাহারও উপদংশ বা সোরা বা প্রকৃত-প্রমেহ রোগ * হইতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, তাঁহার ছয়বার প্রমেহ রোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি জানেন না যে প্রকৃত প্রমেহ তাঁহার একবারমাত্র হইয়াছিল—মাষক-দুষ্ট ধাতু কখনই দ্বিতীয়বার "প্রকৃতপ্রমেহ-বিষ" গ্রহণ করিতে পারে না।

(৪) চিররোগে ঔষধ সেবনের পর—(১)যদি প্রথমে উর্দ্ধাঙ্গের (যথা মস্তকের) ও পরে নিম্নাঙ্গের (যথা হস্তপদাদির) উপসর্গচয় তিরোহিত হয় (symptoms disappearing from above downwards); বা (২) যদি প্রথমে শরীরাভ্যন্তরের উপসর্গচয়, ও পরে শরীরের বহির্ভাগের (যথা চর্ম্মাদির) উপসর্গচয়, নিরাকৃত হয়

---

* "একবার গনোরিয়া আরোগ্য হইয়া পুনরায় নূতন বিষ সংলিপ্ত হইলে নূতন গনোরিয়ার সৃষ্টি হয়"—এই কথাটি এক খানি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-গ্রন্থে পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম !! পুস্তকখানির যখন অনেকগুলি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে তখন এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তবে, বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি বিবৃতিকল্পে যাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট সেই ধর্ম্মপ্রাণ বহুদর্শী চিকিৎসক ডাঃ কেণ্ট বিরচিত গন্থাদি শিক্ষার্থী মাত্রেরই যে অভিনিবেশ সহ পাঠ করা বিধেয়, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

আর, "পারিবারিক চিকিৎসা" নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে কলিকাতার জনৈক খ্যাতনামা ডাক্তার মহাশয় আমাদের কথার প্রতিবাদ করেন; তদুত্তরে তাঁহাকে বিনীতভাবে জানাই "As regards the note with reference to a fresh attack of sycosis or of syphilis, we would observe that we are firm believers in Dr. Kent's view which has been frequently *confirmed* during our limited experience."

যাহা হউক, শিক্ষার্থী ও সুধী পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য সিকাগো হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের মেটেরিয়া-মেডিকার অধ্যাপক প্রথিতযশাঃ ডাক্তার কাউপারথোয়েট (M. D., Ph. D., LL. D.), নিউ-ইয়র্ক হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা-শাস্ত্রাধ্যাপক ও কুইয়ার হাঁসপাতালের বহুদর্শী চিকিৎসক ডাক্তার স্যাণ্ডস-মিলস (A.B., M.D.), হোমিওপ্যাথিক জগতে

banglabooks.in

(symptoms disappearing from within outwards); কিম্বা (৩) কোন রোগের ধারাবাহিক উপসর্গচয়ের মধ্যে যদি সর্ব্বশেষ-উপসর্গটি সর্ব্বাগ্রে প্রশমিত হয় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গগুলি পরে নিরাময় হয় (symptoms disappearing in the reverse order of their coming), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে; যথা, হৃদগহ্বর-পরিবেষ্ট-ঝিল্লী-প্রদাহে (endocarditis) ঔষধ সেবনের পর যদি হাঁটুতে বা গুল্‌ফদেশে স্ফীতি দৃষ্ট হয় বা বক্ষঃবেদনায় ঔষধ প্রয়োগের পর যদি কোন চর্ম্মরোগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সমাদৃত *The Homœopathic Recorder* নামক মাসিক সন্দর্ভের সম্পাদক ডাক্তার অ্যাম্‌ব্রুজ M. D., এবং বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতা ডানহাম মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পুরাতনরোগ-চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাক্তার কেণ্ট (A. M., M. D.) সাহেবদের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

১। "A person having once acquired syphilis can *rarely* be re-inoculated", এবং "the consequences (of the tertiary stage) often remain *permanently*." (Cowperthwaite's *Practice*, pp. 749 & 755 দ্রষ্টব্য)।

২। "Tertiary symptoms (of syphilis) may develop even *fifty years after the disease has apparently disappeared*", এবং "A simple gonorrhœa may be cured although at best a cure is very *uncertain*. Many patients have *recurrent* attacks, which are probably *only recrudescenes* of the original trouble" (Walter Sands Mills's *Practice*, pages 184 & 175 দ্রষ্টব্য। Needless to add that this work is the latest best Homœopathic *Practice of Medicine*)।

৩। "Many physicians *of experience* contend that a man *never gets rid of this virulent poison of gonorrhœa* Those who have contracted it got rid of discharge attending discomfort,

banglabooks.in

৫। রোগলক্ষণ-সমষ্টির সাদৃশ্যে চিররোগেরও ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়; এবং নির্ব্বাচিত ঔষধের উচ্চশক্তি (যথা, ৩০—২০০ এক একমাত্রা মাত্র সপ্তাহান্তে) বা উচ্চতম শক্তি (১০০—১০০০০০ M. M. ক্রম পক্ষান্তে মাসান্তে বা তিন চারি মাস অন্তর এক এক মাত্রা মাত্র)। ব্যবস্থা করিতে হয়; ঔষধ সেবনের পর কিছুমাত্র উপকার লক্ষিত হইলে, ঔষধটি কিছুকাল স্থগিত রাখিতে হইবে; তাহার পর, আবশ্যক হইলে, সেই ঔষধ বা অন্য ঔষধ রোগীর অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে হয়।

অতিরিক্ত বিবরণ জন্য, এই গ্রন্থের "হানেমানোক্ত তরুণ ও পুরাতন রোগ" অধ্যায়, Hahnemann's *Chronic Diseases*, Kent's *Lectures on Hom. Philosophy*, Allen's *Chronic Miasms* Vols. I. & II., এবং Bidwell's *How to Use the Repertory* দ্রষ্টব্য।

---

think they are cured, and the many ills they may suffer afterwards.....may be *due directly to the infection*" (E. P. Aushutz's *The Sexual Ills*, page 50 দ্রষ্টব্য)।

৪। "Man can only have *one attack* in his natural life-time of one of the *three chronic miasms a man cannot take syphilis twice, he cannot take sycosis twice, he cannot take psora twice.* This is not known a man when asked how many times he has had gonorrhœa will say : about half a dozen times ; but only one of these was sycotic. *The sycotic constitution cannot be taken a second time.* One attack gives immunity to that person for ever after" (Kent's *Lectures on Hom. Philosophy, page* 174 দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

পরিশিষ্ট (গ)

জীবাণুতত্ত্ব ও জীবাগম রহস্য।

(পৃষ্ঠা ৪০৬ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণের কোন কোন বর্ষীয়ান্ সম্মানার্হ সমালোচক এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে "অদ্ভুতকর্ম্মা অধুনাতন-বিজ্ঞান যখন পূর্ব্বতন কবীন্দ্রকুলের কল্পনাতীত বিষয়ও কার্য্যে পরিণত করিয়া অঘটন সংঘটন করিয়া তুলিয়াছে, তখন একমাত্র জীবসম্ভব সমস্যা সে পূরণ করিতে পারিবে না কেন?" আর, কোন কোন বিজ্ঞ পাঠকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে "যখন কৃমি দংশ মশক উৎকুণ মৎকুণাদি প্রাণিগণ ক্লেদ হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইতেছে, তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বলে জড়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কেন কালে ফলবতী হইবে না?" এই উভয় শ্রেণির প্রষ্টা মহোদয়গণকে বক্ষ্যমাণ বিষয়-চতুষ্টয় ধীরভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি :—

১। স্মরণাতীত কাল হইতে সর্ব্বদেশীয় মনীষিকুল নানাবিধ পদার্থের সংযোগ বিয়োগাদি দ্বারা চেতনা-শক্তি উৎপাদনে বারম্বার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাশ্চাত্য রসায়ন-শাস্ত্রও ব্যাপার অসম্ভব বুঝিয়া ইদানীং আর এ সম্বন্ধে বৃথা হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নয়। ১৮৭২ কৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান্ "স্বতঃ জনন" মতের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন ও তৎপ্রণীত *Beginnings of Life* (1872) & *Evolution of Life* (1907) নামক গ্রন্থদ্বয় এক্ষণে বিস্মৃতি-সাগরে লীন! সে দিন কেম্ব্রিজের বৈজ্ঞানিক বার্ক সাহেবের ক্যাভেণ্ডিস্ পরীক্ষা-শালায় (laboratory) রাসায়নিক প্রক্রিয়া-প্রভাবে রেডিয়াম্ (radium) বভ্রল (bovril) আদি সংযোগে জীব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দুন্দুভিধ্বনিসহ ঘোষিত হইল (vide Burke's *Origin of life* & Mc. Cabe's *From Nebula to*

banglabooks.in

Man) ; কিন্তু এই মহা আড়ম্বরের পরিণাম বোধ হয় পাঠকের স্মৃতি-পট হইতে অপনীত হয় নাই—জীব সৃষ্ট না হইয়া অনর্থক বিতণ্ডা-রঙ্গালয় মাত্র সৃষ্ট হইয়াছিল।*

২। অণ্ডে কতটা অম্লজান (oxygen), কতটুকু উদজান (hydrogen) ও কি পরিমাণ যবক্ষারজান (nitrogen) থাকে বিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া উহা নিরূপণ করিতে পারিয়াছে, সত্য। কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত উক্ত উপাদানগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া এমন অণ্ড প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি, যাহা ফুটিয়া পক্ষীশাবক বা সলুই অথবা বাল-মণ্ডূকের (বেঙাচি) মত নিকৃষ্ট জীব বাহির হইতে পারে? অর্থাৎ, যে কয়েকটি উপাদানের কথা বিজ্ঞান উল্লেখ করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত আরও "কিছু" পক্ষ্যাদির অণ্ডমধ্যে নিঃসন্দেহে বর্ত্তমান আছে, যাহার তত্ত্ব বর্ত্তমান-বিজ্ঞান আজও পায় নাই এবং যে উপকরণ অভাবে রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায়-প্রস্তুত অণ্ডে জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবে না।

৩। বর্ত্তমান কালের রসায়নবেত্তারা বহুবিধ পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হংসী ও কুক্কুটীর অণ্ডের উপাদানগুলি সম-ধর্ম্মক—একই রকমের, কোন পার্থক্য নাই—ও সমানুপাতিক (বা সূক্ষ্মতম নিক্তির ওজনে সম-পরিমাণ)। উভয়ের রাসায়নিক উপাদানগুলি সমজাতীয় ও সমান পরিমাণে মিশ্রিত, এবং উক্ত উভয় অচেতন অণ্ডেরই আবরণ বিদারণ পূর্ব্বক বিচিত্র সাজসজ্জায়-বিভূষিত সচেতন দুইটি অপূর্ব্ব জীব নিষ্ক্রমণ করিয়া থাকে; অথচ, একের অণ্ড কেন ময়াল-শাবকরূপে পরিণত হয়

---

* সম্প্রতি Dundee British Association নামক সভায় ডাক্তার শেফার Dr. Schafer) বলিয়াছেন যে "অনতিদূরবর্ত্তী কালে বৈজ্ঞানিকেরা নিজ নিজ পরীক্ষাগারে জড় পদার্থের সমবায়ে জৈব-পদার্থ উদ্ভব করিতে সমর্থ হইবেন।"

ভাল, তর্কের খাতিরে যেন মানিয়া লইলাম যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা জৈব উপাদান (protoplasm বা bioplas) মাত্র উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই উপাদানে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও চৈতন্যের উদ্ভব হইবে কি উপায়ে?

banglabooks.in

ও সাঁতার দিতে পারে, এবং অপরের ডিম্বজাত জীবটি কেন তাম্রচূড় বেশে আবির্ভূত হয় ও সন্তরণ করিতে সমর্থ হয় না? তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে বিভিন্ন জাতীর অণ্ডে বিভিন্ন-প্রকৃতির আরও মৌলিক উপাদান-বিশেষ নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে, যাহার সন্ধান পাওয়া রসায়নবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত এবং যে অতীন্দ্রিয় উপকরণ প্রভাবে হংসীর ডিম্ব ফুটিয়া হংস-শাবক মাত্র ও কুক্কুটীর অণ্ড ভেদ করিয়া কুক্কুট-শাবক অভ্রান্তরূপে বাহির হইয়া আসে! আবার, এও কি রহস্যময় ব্যাপার নয় যে নারী-গর্ভস্থ ভ্রূণ প্রথমে (১) অণুকোষ (cell) মাত্র থাকে, পরে উহা ক্রমান্বয়ে (২) শূন্যগর্ভ বর্ত্তুল (৩) বল্লমাণু (৪) মৎস্য (৫) নানা-বি উভচর ও স্তন্যপায়ী জীব, এবং (৬) মর্কট-বেশ ধারণ পূর্ব্বক অবশেষে (৭) নরদেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূমিষ্ট হয় (Hæckel's *Evolution of Man* দ্রষ্টব্য)? আর, কয়েক ফোঁটা "দম্বল" বা সাঁজা (অর্থাৎ দধি-বীজ) যেমন অনেকটা দুগ্ধকে রূপান্তরিত করে ও কণা-প্রমাণ "খামি (Yeast)" যেমন চার পাঁচ মণ চিনিকে পদার্থান্তরে রূপান্তরিত করিতে পারে, ইহা দর্শনে অধ্যাপক ফিষার (Fischer) প্রমুখ প্রাণ-বিদ্যাবিশারদগণ বলেন যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর-নিঃসৃত বহুবিধ রসও তেমনি শরীরস্থ বহু পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া জীবনী-শক্তি প্রকাশ করে (অর্থাৎ "জীবন-ব্যাপারটা আর কিছুই নয় কেবল কতক-গুলি রাসায়নিক কার্য্যের ফলমাত্র*)"—এই ধারণায় সংগঠন-বিদ্যাবলে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম প্রাণী প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা এইরূপ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে অম্লজল প্রভৃতি শরীর-গঠনোপযোগী পদার্থচয় মধ্যে যে বিপুল শক্তি লুক্কায়িত আছে ও যে লুক্কায়িত (বা সুপ্ত) শক্তিকে জাগাইয়া প্রকৃতি জীবের জীবন-ক্রিয়া করাইয়া লয়—যে অদ্ভুত শক্তি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে আজীবন বিদ্যমান থাকিয়া শরীরের সমগ্র রাসায়নিক ক্রিয়াকে পরিচালন করে—সেই শক্তির কি কেহ সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, না সেই অপরিচিত মহাশক্তির

* "ভারতবর্ষ" চৈত্র ১৩২২, পৃষ্ঠা ৫৮৪ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

পদে নিগড় পরাইয়া কোন বৈজ্ঞানিক কি কোনও দিন উহাকে পরীক্ষার কাচ-নল মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সমর্থ হইবেন? অতএব, যাঁহারা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সদর্পে এই প্রহেলিকা পারাবার উত্তীর্ণ হইবার আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কৃপাপাত্র ব্যাষ্টিয়ান ও বার্ক সাহেবের আস্ফালনের অবশ্যম্ভাবী ফলের কথা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দি।

৪। অন্ন ব্যঞ্জন দুগ্ধ দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য কয়েকদিন ফেলিয়া রাখিলে উহাতে "ছাতা ধরে", ও কিছুকাল পরে ঐ "ছাতা পড়া" জিনিস পচিতে আরম্ভ হইলে উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দৃষ্ট হয়। এই ছোট ছোট পোকাগুলি কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে এই কীটাণুচয় ঐ খাদ্য হইতে স্বতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে—ক্রিমি কিঞ্জিলিক (কেঁচো) কীটাদি পয়ঃপ্রণালী পূরিষাদিতে দৃষ্ট হয়, সুতরাং ক্লেদ হইতেই জন্মে এই ধারণায় হয় ত তাঁহারা ইহাদিগকে "স্বেদজ" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকিবেন অর্থাৎ তাঁহারা "স্বতঃ জনন" (abiogenesis or spontaneous generation) বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, রেডি, লীনওয়েল-হোয়েক, হেল্ম—হোল্‌ৎজ্, পাষ্টেউর, টিণ্ডল্, লিষ্টার প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য্যগণের দ্বিশত-বৎসর-কালব্যাপী (১৬৬০—১৮৬৯ কৃষ্টাব্দ) প্রভূত অধ্যবসায় ও সূক্ষ্মতম যন্ত্রাদি সাহায্যে বহুবিধ কঠোর পরীক্ষার পর নিঃসংশয়রূপে নিরূপিত হইয়াছে যে পূর্ব্বোক্ত কীটাদি স্বতঃজাত নহে—বায়ু-তরঙ্গে ভাসমান ধূলিকণারূপী জীবাণু হইতে ইহাদের উৎপত্তি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আমরা ধূলা দেখিতে পাই; আচার্য্য টিণ্ডল পরম যত্নে নানা প্রকার পরীক্ষার পর সপ্রমাণ করিয়াছেন যে সর্ব্বব্যাপী এই ধূলি বাস্তবিক সর্ব্বাংশ ধূলি নহে (ইহার স্থূলভাগ ধূলি-কণা, ও সূক্ষ্মাংশ জৈব-পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী)। এই ধূলিকণারূপী অসংখ্য আণুবীক্ষণিক জীবাণু-বীজ (germs or bacilli) জল স্থল মরুৎ ব্যোম ছাইয়া রহিয়াছে; আমরা নিশ্বাস ও পানাহার সহ সহস্র সহস্র জীবাণু অহর্নিশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতেছি; ইহারাই ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্লেগ বসন্ত যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের

banglabooks.in

মুখ্য* কারণ ও বিস্তারক ; গলিত দ্রব্যে বা পচা ক্ষতে যে কীট দৃষ্ট হয়, তাহারা এই সূক্ষ্মদেহী জীবকুলেরই বংশধর। বায়ুস্থিত অপ্রত্যক্ষ এই জীবাণু প্রভাবেই দুধ টকিয়া যায়, সুরা খেজুর-রস প্রভৃতি তরল মিষ্ট দ্রব্যে ফেনা গাঁজলা (fermentation) বা তাড়ি উৎপন্ন হয় ; মানব-দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে উক্ত জীবাণুকুল সেই স্থান আক্রমণ করে ও আক্রান্ত স্থানে পূয জন্মে। বস্তুতঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে "স্বতঃ-জনন" মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। জীব-সমাগম সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানাচার্য্যগণ চূড়ান্ত করিয়াছেন যে "কেবল প্রাণী হইতেই প্রাণীর উদ্ভব হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা ঘটে না।" অনুসন্ধিৎসু স্পষ্টবাদী বিজ্ঞান দুই শতাব্দীর অবিশ্রান্ত গবেষণা ও কঠোর সাধনার ফলে এই পরম তত্ত্বটি জগতের সমক্ষে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে (vide Spencer's *Biology*, Huxley's Presidential Address of 1870 to the British Association, Tyndall's Article in the *Nineteenth Century* for January 1878, Haeckel's *Natural History of Creation*, Tyndall's *Floating Matter in the Air*, and Chambers's *Encyclopædia* article "Spontaneous Generation")।

* বর্ত্তমান কালের কীটাণু-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে এক এক জাতীয় জীবাণু হইতে এক একটি স্বতন্ত্র প্রকারের রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যথা "কমা-ব্যাসিলাস" নামক কীটাণু ওলাউঠা-রোগোৎপাদক, "বাসিলাস-পেষ্টিস্" প্লেগ মহামারীর উত্তেজক কারণ, ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ৩১, ৩৪, ৬৭, ৭৫, ৯১, ১০২, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ওলাউঠা প্লেগ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভেদ বমনাদিতে উক্ত জীবাণুচয় লক্ষিত হয় বলিয়াই, কীটাণু-তত্ত্বজ্ঞেরা উক্ত জীবকুলকে সেই সেই রোগাক্রমণের মুখ্য কারণ বলেন (অর্থাৎ, উক্ত কীটাণুবর্গ সুস্থ দেহ আক্রমণ করিলেই রোগাদি জন্মে)। কিন্তু এমন কি হইতে পারেনা যে, কোন কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই উক্ত জীবাণুচয় আমাদের দেহটিকে উহাদের আবাসভূমি করিয়া লয় (অর্থাৎ আমরা স্বকার্য্য দ্বারা উহাদিগকে আমাদের শরীর মধ্যে আহ্বান করিয়া থাকি) ?

banglabooks.in

তবে এস্থানে ইহা বলা উচিত যে উল্লিখিত জীবাণুকুলের জনক (অর্থাৎ প্রাথমিক জীবাণু-অঙ্কুর) কিরূপে ধরাতলে উপস্থিত হইল, সে বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে ঘোর মতভেদ লক্ষিত হয়। "অতীত যুগের কোন শুভ মুহূর্ত্তে অদ্ভুত 'রাসায়নিক শক্তি'-গুণে অকস্মাৎ জড়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া **বিবর্ত্ত** (বা ক্রমবিকাশ) নিয়মানুসারে বহু কালে ও বহু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ভূমণ্ডল ক্রমশঃ নানাবিধ জীবে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; স্বাতিনক্ষত্র-বিভাসিত সিদ্ধি-যোগের সে মাহেন্দ্রক্ষণ এক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না" বলিয়া যে সমস্ত বিজ্ঞান-গন্ধি * প্রবন্ধলেখক ভাষার চাকচক্যে ধাঁধা লাগাইয়া বা কোন রকম গোঁজামিল দিয়া স্ব স্ব কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবোৎপত্তি-সমস্যা চকিতমাত্র পূরণ করিয়া ফেলেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিই; কেন না, উল্লিখিত উদ্ভট মীমাংসার বিশ্লেষ এই যে, **স্বতঃ-জনন-মত** বিবর্ত্ত-বাদ সাহায্যে সহজে প্রমাণিত হয়, এবং (পক্ষান্তরে) **বিবর্ত্ত-মত** স্বতঃ-জনন-বাদ দ্বারা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যায়—এই নবোদ্ভাবিত যুক্তি জাল তাঁহাদের সরল বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিস্মৃত-প্রায় "বীজাঙ্কুর"-ন্যায়ের ফাঁকি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণ মূলক নবীন বিজ্ঞান বা বিচার-মূলক প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র আদৌ উহার সমর্থন করে না †। বিজ্ঞান-জগতের সম্রাট অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন, যে জীবাণু-

* "বিজ্ঞানগন্ধি" শব্দটি সম্বন্ধে পূর্ব্ব বঙ্গের বিদ্যাসাগর (রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন ঘোষ, C. I E.) মহাশয় বলেন যে "এই শব্দটি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে কড়ায় ক্রান্তিতে সুসিদ্ধ হয় কি না ইহা লইয়া বিচার বিতর্কের পথ আছে, কিন্তু শব্দ প্রয়োজনীয়।"

† পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষা (experiment) দ্বারা আমরা বর্ত্তমান কালে পদার্থের (বা বিষয়ের) তত্ত্ব বা সত্য নির্ণয় করিতে পারি, এবং বর্ত্তমান কালের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া অতীত কালের সত্যে বা তথ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হই—ইহাই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অভিমত; ইহার অতিরেক (অর্থাৎ, যাহা

banglabooks.in

অঙ্কুর আদৌ উল্কাপিণ্ডে বিদ্যমান ছিল, পরে উল্কাপিণ্ড সহ উহারা ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া যুগ-যুগান্তর বংশ বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে নানারূপ জীবে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ বিজ্ঞান-বিশারদ জার্ম্মান পণ্ডিত হেল্‌ম্‌-হোলৎজ্‌ ও য়ুরোপের বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই মতের সমর্থন করেন, কিন্তু আচার্য্য জোলনার (Zollner) ইহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। প্রাজ্ঞ রিক্‌টার (Richter) সাহেব বলেন যে মহাকাশের সর্ব্বত্রই অতি সূক্ষ্ম জীবাণু-অঙ্কুরে পরিপূর্ণ—ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এই অঙ্কুরগুলি যথোপযুক্ত তাপ আর্দ্রতাদি পাইলেই বর্দ্ধিত হয় ও কালক্রমে নানালোকে নানা জীবরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। ৫৮৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে জড়ে "শক্তি (energy)" প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে, অবস্থা বিশেষে উহা প্রকাশ পায়—বাঙ্গালা দেশের গৌরব বিশ্ববিশ্রুত-যশাঃ বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ জগদীশ চন্দ্র বসু, Kt., M.A., D.Sc., C.I.E., C.S.I. মহাশয়ের

আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই তাহা) বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান বা পদার্থ-তত্ত্ব নির্ণায়ক-শাস্ত্র) নহে, কল্পনা বা যুক্তিহীন অনুমান মাত্র—অর্থাৎ "বর্ত্তমানের" জ্ঞান হইতে "অতীতের" জ্ঞান আদায় করা, বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা। এখন, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা বর্ত্তমানকালে স্বতঃ-জনন প্রমাণিত হয় না, অতএব "বর্ত্তমান" আলোচনা করিয়া "অতীতকালে স্বতঃ-জনন ঘটিয়াছিল" বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে এরূপ সিদ্ধান্তে কোন ক্রমেই উপনীত হওয়া যায় না। সুতরাং, "স্বতঃ-জনন-বাদ" বিজ্ঞান সম্মত বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না কি ?

আর, স্বতঃ-জনন-বাদের যুক্তি প্রণালীতে ন্যায়-বাক্যের (syllogism) অবয়ব (premises)-সংস্থান যথাযথ লক্ষিত হয় না ; সুতরাং উহা অনুমান (inference) সিদ্ধও [অর্থাৎ, তর্কশাস্ত্র (logic) সঙ্গতও] নহে।

তবে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বিজ্ঞানলব্ধ সত্য বা যুক্তিমূলক অনুমান (inference) স্বতঃ-জনন-বাদের ভিত্তি ভূমি নহে—অন্ধবিশ্বাস বা যুক্তিহীন অমূলক অনুমানের (speculation) উপর উহা অধিষ্ঠিত ; অথচ বিজ্ঞান ও যুক্তির নামে খ-পুষ্প-বাসিত অনুপম অনুমান-নির্য্যাস-অনুপান সহ উক্ত উৎকট সর্ব্বসংশয়-নিরসন বটিকা আমাদিগকে সুশীল শিশুর মত অবাধে বদন ব্যাদন করতঃ নয়ন-যুগল নিমীলন পূর্ব্বক নিঃশব্দে গলাধঃ করিতে ইহারা অকুতোভয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন !!

banglabooks.in

গবেষণাপূর্ণ *Response in the Living and the Non-Living* নামক গ্রন্থ পাঠে যেন কতকটা আভাস পাওয়া যায় যে জড়ে "সাড়" বা বোধ (অর্থাৎ চেতনা-শক্তিও sensitivity) তেমনই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান আছে, ও অবস্থা-বিশেষে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র *। হেকেল প্রমুখ বার্জ্জিত জড়াদ্বৈতবাদিগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন (vide Haeckel's *Riddle of the Universe* pp 5, 7, 86 এবং *Wonders of Life*) যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুতেই তিনটি গুণ নিত্য বর্ত্তমান আছে :— (১) ব্যাপ্তি (extension), (২) বল (force), এবং (৩) সাড় বা অনুভূতি (sensation); কিন্তু জড়বাদীর বড় আদরের পঞ্চভূতাত্মক নিজকায়া † অপবর্ত্তন পূর্ব্বক অরূপ শক্তি-সাগরগর্ভে চিরদিনের তরে লীন

* বৈদান্তিকের পক্ষে এই তথ্য মোটেই নূতন নয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা পশ্চাৎ ইহা স্বীকার করিতেছেন ; Barclay Lewis Day সাহেব প্রণীত *Our Heritage of Thought* নামক গ্রন্থ হইতে আমরা এই কয়েক পঁক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম — "The Vedanta boldly asserts that *life* is latent even in what we call inorganic substance. 'There is no such thing as *dead matter*' says the Vedantist 'the whole universe is one life, is one thought, is Brahman' "

All honour to Dr. Bose for the unique service he has rendered to modern Science by demonstrating *Unity of Life*. A deep sense of awe is evoked in us when we think that it was reserved for an Indian to substantiate by *experimental* methods the bold assertion that life is latent in all things—of our hoary forefathers of vener able antiquity. In the words of His Excellency the Governor of Bengal (Lord Ronaldshay) "Sir Jagadis appears to be one of the ancient sages re-incarnated in the modern epoch to prove by rigid Scientific demonstration the existence of a world in which *Life is omnipresent.*" হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই গবেষণার কার্য্যকল দেখাইতে, জনৈক লেখক চেষ্টা পাইয়াছেন ("ভারতবর্ষ," ভাদ্র ১৩২০, পৃষ্ঠা ৩৬৩ দ্রষ্টব্য)।

† নিত্য, না নশ্বর, বপুঃ ?

banglabooks.in

হওয়ার রহস্য-তত্ত্ব ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য] কি উক্ত জড়াদ্বৈত-বাদের পোষকতা করে? বর্ত্তমান বিজ্ঞানের একজন প্রধান নায়ক আরেনিয়াস (Arrhenius) সাহেবের মতে কোন দূর সজীব জ্যোতিষ্ক হইতে আদিম অতি-সূক্ষ্ম-জৈব-বীজ বিশ্বব্যাপী আলোকের চাপে চালিত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের অন্যতম নেতা বেকেরেল (Becquerel) সাহেব এই মতের প্রতিকূলে বলেন যে "ঐ আলোক-তরঙ্গে এমন জীবাণু-নাশক-রশ্মি বর্ত্তমান আছে যে, তাহাতে উক্ত জীবাণু-অঙ্কুর কখনই সজীব অবস্থায় পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না"। আর, "উল্কাপিণ্ডে বা আলোকের ধাক্কায় গ্রহান্তর হইতে জীবাণু-বীজ ভূপৃষ্ঠে পতিত হওয়া বা মহা-শূন্যে জীবাণু-বীজ-ভাসিয়া-বেড়ান"-মত মানিয়া লইলেও সহজে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে "উক্ত উল্কাপিণ্ডে বা গ্রহে বা অন্তরীক্ষে আদিম জীবাণু-অঙ্কুর কিরূপে উদ্ভূত হইল"? অর্থাৎ, জীবাগম-সমস্যা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির মাপ-কাঠির অতীত—জড়-বিজ্ঞান আজও মীমাংসা করিতে পারে নাই, বোধ হয় কোন কালেও পারিবে না।

প্রত্যুত, জীবোৎপত্তি-প্রসঙ্গে রসায়ন-শাস্ত্রের পক্ষ হইতে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার হেনরি রস্কো, প্রাণবিদ্যার নামে বিবর্ত্তনোদ্ভাবয়িতা ভুবনবিখ্যাত ডার্ব্বিন ও কোবিদ ওয়ালেস সাহেব এবং বৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদের আদিপ্রচারক আবাল-বৃদ্ধ-পরিচিত আচার্য্য হাক্সলি, জড় বিজ্ঞানের দিক হইতে অসামান্য-ধীশক্তি সম্পন্ন আধিবিদ্য বিজ্ঞান-কবি মহাত্মা টিণ্ডল, এবং বিবর্ত্ত-দর্শনের পক্ষ হইতে স্বনামধন্য মহাদার্শনিক মনস্তত্ত্ববিৎ ঋষিকল্প হার্ব্বার্ট-স্পেন্সর ও বিংশ শতাব্দীর ক্রমবিকাশবাদের সমর্থনকারিগণের অগ্রণী ফরাসী দর্শনশাস্ত্রবেত্তা পূজ্যপাদ বার্গসোঁ বিনম্রভাবে আভাষ দিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের স্ব স্ব আরাধিতা বিদ্যা এই বিষম সমস্যা পূরণে সর্ব্বথা অসমর্থ! কিন্তু দীর্ঘকাল মস্তিষ্ক আলোড়নের পর, আজীবন বিজ্ঞান-সেবী মহামহোপাধ্যায় সুকীর্ত্তিত সত্য-সন্ধ এই বিশেষজ্ঞ বুধমণ্ডলী একবাক্যে সমস্বরে স্বীকার পাইয়া গিয়াছেন যে দৃশ্যমান এই মায়া-পটের অন্তরালে অবগুণ্ঠিতা কোন **এক অব্যক্ত বিরাট শক্তি** (one Infinite &

banglabooks.in

Eternal Energy) প্রভাবে এই বিস্ময়কর ব্যাপার সম্ঘটিত হইয়া থাকে !*

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য, "সর্ব্ববাদীসম্মত বিশ্বব্যাপনী মনোবাণীর অতীত এই গূঢ় মহাশক্তি" যাহা জীবের জীবন ও প্রাণীর প্রাণ এবং যাহা জীব ও উদ্ভিদের হিতার্থ অধীন স্থূল-শক্তিচয়কে নিয়ত কল্যাণের পথে পরিচালন করে, সেই অদ্যাশক্তি অন্ধ না চিন্ময়ী—সেই পরমা-শক্তি কাণ্ডজ্ঞান বিহীনা, না উহার মূলে শুভ অভিপ্রায় প্রচ্ছন্ন আছে—এরূপ আভাস পাওয়া যায়" ? উত্তরের ভার চিন্তাশীল পাঠক ও ভক্তিমতী পাঠিকাকে অর্পণ পূর্ব্বক জগদ্বিখ্যাত কয়েকটি বিজ্ঞানাচার্য্যের মত উদ্ধৃত †

* বরদৃপ্ত নবীন য়ুরোপীয় বিজ্ঞানসাধকশ্রেষ্ঠ উক্ত মহাত্মাদের অপ্রত্যাশিত এই অনুভূতি-রাজ্যের ক্ষীণালোকে-তরঙ্গিত চরম সীমানায় উপনীত হওয়ার রহস্য-বাদটি, কি ভারতের মুকুট পূজ্যপাদ প্রাচীন আর্য্যঋষিকুলের ধ্যানলব্ধ সেই নিত্য শাশ্বত চির-দীপ্যমান "পরম সত্য" বা ব্রহ্ম অস্তি সম্বন্ধে, অন্যার্থ ভাষায় সাক্ষ্যদান করিতেছে না ?

† Lamark, the real founder of organic Evolutionism, says in his *System Analytique* (1820) "Nature is but an order of things subject to laws originating from the *Will of the Supreme Being* (page 43), of whose existence and boundless power man has from observation conceived an indirect though sound idea" (page 8).

Even Darwin, whom many represent as an atheist, concludes his epoch-making *Origin of Species* (page 193, cheap edition) thus :— "I infer that all Organic beings have descended from one primordial form into which *life was first breathed by the creator*". Again, in his letters to Sir J. D. Hooker (March 29/1863) to V. Carus (Nov. 29/1866) and to D. Mackintosh (Feb. 28/1882, *i. e.*, only two months before his death) respectively Darwin writes —"It is mere rubbish thinking at present of the origin of life ; one might as well think of the origin of matter"……(2) "The principle of life seems to me to be *beyond the confines of Science*"……(3) "*No evidence*

banglabooks.in

করিয়া আমরা এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপসংহার করিলাম।

worth anything has as yet, in my opinion, been advanced in favour of *a living being*, being *developed from inorganic matter*."

"There are at least three stages in the development of the organic world where some *New* cause or power must necessarily have come into action. The first stage is the *change from inorganic to organic*, when the earliest vegetable-cell (or the living protoplasm out of which it arose) first appeared .....There is in this something quite *beyond* and *apart from chemical changes* however complex; and it has been well said that the *first vegetable-cell was a new* thing in the world *possessing* altogether *new powers*".

[The other stages presenting similar difficulties are the *introduction of sensation* or consciousness (animal life), and of *rational thought & speech*]—Wallace's *Darwinism*, pages 474-475.

"Of the causes that have led to the origination of living matter it may be said that we *know absolutely nothing*.....Science has no means to form an opinion *on the commencement of life*; *we can only make conjectures without any scientific value*."—Huxley (article *Biology* in The "Encyclopedia Britannica").

"There are those who profess to foresee that the day will arrive when the chemist by a succession of constructive efforts, may pass beyond albumen and gather the elements of lifeless matter into a living structure. Whatever may be said of this from other standpoints, the *chemist* can only say that at present *no such problem lies within his province*."—Sir Henry Roscoe's *Presidential Address*, British Association, 1887).

"The *evidence* in favour of spontaneous generation *crumbles* in the grasp of the competent enquirer."—Tyndall's *Fragments of Science* (article "Spontaneous Generation)".

banglabooks.in

"In the present state of the world *no* such thing happens as the *rise of a living creature out of non-living matter.*"—Herbert Spencer (the Philosopher of Evolution *par excellence*) in the *Nineteenth Century*, May 1886 page 769.

Sir Isaac Newton declared that the existence of a Being endowed with intelligence and wisdom is a necessary inference from a study of celestial mechanics (Vide *Principia*, Schol. Gen.)

The production of Life "is *not* within the present range of practical Chemistry"—Prof. Metchinkoff.

"It does not follow that the nature of life is much better understood even when living protoplasm has been artificially put together, the thing which by its interaction with matter confers on it what we know as 'vitality' will still in all probability elude us. It does not appear to be a form of energy but it certainly is a guiding principle utilising forces known to Chemistry & Physics & all the ordinary laws of nature for ends which appear to be outside the known laws of the physical world"—Sir Oliver Lodge.

And, lastly, Lord Kelvin (*vide* report of his words emended by himself, *The Nineteenth Century and After*, June 1903) says "I cannot say that with regard to the origin of life Science neither affirms nor denies Creative power—*Science positively affirms creating and directive power*, which she compels us to accept as an article of belief."

(The *italics* are ours).

---

banglabooks.in

পরিভাষা (Glossary)

বা

কতিপয় দুরূহ শব্দের অর্থ।

অচল—গতি-শক্তি হীন (passive), পৃষ্ঠা ৫৮১ দ্রষ্টব্য।

অজ্ঞেয় বাদ—agnosticism.

অণু—যৌগিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাহাতে যৌগিক পদার্থটির তাবৎ গুণই বিদ্যমান থাকে ; (molecule)।

অণুবিস্রোজন—কোন যৌগিক পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হইলে, উহার অণুগুলি তাড়িত-বিন্দুতে পরিণত হওয়া (dissociation of molecules) ; পৃষ্ঠা ৭ দ্রষ্টব্য।

অদ্ব্যর্থ—যাহা দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট নয়, একার্থ বোধক বা সুস্পষ্ট (unequivocal)।

অনুপূরক ঔষধ—complementary remedies, বা complements.

অভিব্যক্তি—অব্যক্ত (বা অপ্রকাশিত কিম্বা অস্ফুট) হইতে **ব্যক্ত** (বা প্রকাশিত কিম্বা স্ফুট) হওয়া। প্রাচীন আর্য্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মতে আকাশাদি সূক্ষ্মভূত হইতে এই স্থূল জগৎ প্রকাশিত হওয়ার (= বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক দিগের মতে কোন অজ্ঞেয় একই বস্তুর বিবর্ত্তনে তাবৎ জড় ও সজীব পদার্থ উৎপন্ন ও স্বতন্ত্ররূপে পরিণত হওয়ার) নাম "অভিব্যক্তি" [evolution]।

অভিব্যক্তিবাদ—theory of evolution ("অভিব্যক্তি" দ্রষ্টব্য)।

আনর্ত্তন—তাণ্ডব রোগ (St. Vitus's Dance) পৃষ্ঠা ১৮১ দ্রষ্টবা।

অবরুদ্ধ প্রমেহ—সাইকোসিস (sycosis)।

আক্ষেপ—অনিচ্ছায় মাংসপেশীর খেঁচুনি, টান, বা খিলধরা (spasm)।

banglabooks.in

উত্তেজক ঔষধ—যে ঔষধ শারীরিক কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার উত্তেজনা উৎপাদন করে (stimulant)।

উত্তেজক কারণ—কোন রোগের উদ্দীপক বা মুখ্য কারণ (exciting cause)।

উদ্গম—রক্ত-সঞ্চার হেতু কোন অঙ্গ শক্ত বা স্ফীত হওয়া (eruption)।

উদরী—পেটের শোথ (ascites)।

উপদাহ—শরীর বিধানের অতিশয় **উত্তেজনা** জনিত স্নায়ু ও পেশীর ক্রিয়াতিশয্য ঘটা (irritation)।

উপাদান—যে যে জিনিষে কোন পদার্থ গঠিত হয় (ingredients)।

একাঙ্গীন রোগ বা স্থানিক রোগ—যে রোগে একাঙ্গ-মাত্র আক্রান্ত হয়, সমস্ত শরীরটি দূষিত হয় না (অর্থাৎ রক্তদোষ ঘটে না), তাহার নাম "একাঙ্গীন" বা "স্থানিক (local)" রোগ : যথা "কোমল ক্ষত উপদংশ" একটি একাঙ্গীন রোগ, কেননা এই রোগের বিষ (virus) কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার জননেন্দ্রিয়ে মাত্র একটি কোমল ক্ষত জন্মে (তাবৎ শরীরটি আক্রান্ত হয় না)। "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" দ্রষ্টব্য।

কটিপেশী-বাত—(lumbago)।

কটিস্নায়ু-বাত—(sciatica)।

কণা বা কণিকা—ক্ষুদ্র অংশ (particles)।

কল্মষ বা কিল্বিষ—পূতি বাষ্প (miasms) পৃষ্ঠা ২৭ ও "পরিশিষ্ট (খ)—ধাতুদোষ ও তন্নিরাকরণ" দ্রষ্টব্য।

কার্য্য—কোন বস্তুকে যদি "বল" force এর প্রতিকূলে চালান যায়, তাহা হইলেই "কার্য্য (work)" করা হইল ; যথা পাথর চূর্ণ করিলে সংহতি (cohesion) র বিরুদ্ধে "কার্য্য" হইল। "কার্য্য" মাত্রেই, "শক্তি" একস্থল হইতে অন্যত্র সংক্রামিত হয় [এই পরিভাষার "গতি", "বল", ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

banglabooks.in

কুল-সংক্রমণ—বংশগত (hereditary)।

ক্রম—ঔষধের বিভাজিত সূক্ষ্মাংশ (attenuation)।

ক্রম-বিকাশ—evolution ("অভিব্যক্তি")।

গতি—বস্তুর অবস্থিতির পরিবর্ত্তনকে "গতি "(motion)" কহে। "শক্তি" যখন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়, তখন "গতি" জন্মে [এই পরিভাষার "বল" ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

গতিশীল—dynamic।

গৌণ-কারণ—"পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ" দ্রষ্টব্য।

জড়—কোন পদার্থের পরমাণুগত শক্তি যখন অচলভাবে বিরাজমান থাকে, তখন সেই পদার্থকে "জড় (matter)" কহে; "পরিশিষ্ট (ক), (৩) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য।

জড় জাঙ্গু।—materialistic medicine (M.A *[illegible]*teria-lism in medicine)।

জড় জাঙ্গু যুগ।—the age of materialistic medicine.

জড়যুগ—the materialistic age.

জাঙ্গু-বিচারণ—সুস্থ দেহে ঔষধের গুণ পরীক্ষণ (proving *) অর্থাৎ সুস্থাবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিলে দেহ ও মনে যে সকল লক্ষণ বা ভাব প্রকাশ পায়, সেই সমুদয় লক্ষণ ও ভাব লিপিবদ্ধ করণ।

জাঙ্গুজ-ব্যাধি—আফিং, পারা, কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধের অপব্যবহার হেতু বা দীর্ঘকাল যাবৎ পেটেণ্ট ঔষধাদি সেবন জনিত, রোগীদেহে পুরাতন ব্যাধির লক্ষণসদৃশ উপসর্গাদি লক্ষিত হয়, ইহার নাম "জাঙ্গুজ-ব্যাধি (drug-diseaes); পৃষ্ঠা ২৯ ও ৩৭৮ দ্রষ্টব্য।

জীবাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র প্রাণী (germs or bacilli); অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে ম্যালেরিয়া প্লেগ উপদংশ ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়ার রক্তমধ্যে সঞ্চরণ করিতে দেখা যায় বলিয়া ইহাদিগকে

* Adopted from the German word "Prufung," which means *test* or *trial*.

banglabooks.in

রোগোৎপাদক বলে ["পরিশিষ্ট (গ) জীবাণু ও জীবাগম, (৪) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য]।

ঝিল্লী—কোমল সূক্ষ্ম জালের মত স্বচ্ছ আবরণ (membrane)।

তন্ত্র—"বিধান-তন্ত্র" দ্রষ্টব্য।

তন্ত্র-জাম্বু—tissue remedies ; ৫২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাড়িতাণু বা তাড়িত-কণা কিম্বা তাড়িত-বিন্দু—electrons ; "পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য।

দ্রব—দ্রবীভূত দ্রব্য বা গলা জিনিষ (a solution)।

দ্রবীকরণ—গলান (process of solution)।

ধাতুগত-রোগ—constitutional disease। "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" দ্রষ্টব্য।

ধাতুদোষ—dyscrasia ; "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

নিসর্গজ রোগ-নাশিনী শক্তি—দেহের প্রকৃতিদত্ত ব্যাধিবিনষ্ট করিবার ক্ষমতা (*vis medicatrix naturæ*—the healing power of Nature)।

পরমাণু—মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ (atoms) ; "পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য।

পরমাণুগত-শক্তি—intra-atomic energy।

পরাঙ্গ-পুষ্ট—যে সমস্ত প্রাণী অপর প্রাণীদেহে বাস না করিলে জীবিত থাকিতে পারে না (parasites)।

পরীক্ষণ—experiment।

পরীক্ষিত—proved।

পর্য্যবেক্ষণ—observation।

পার্শ্ববাত—(দক্ষিণ বা বাম পার্শ্বের) পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থিত পেশীচয়ের বেদনা (pleurodynia)।

পিকচঞ্চু-অস্থি—coccyx (পৃষ্ঠা ৪৪০ দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

পিকচক্ষু-অস্থিপ্রদাহ—coccygodynia, ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পীড়কা—ব্রণ ফুস্কুড়ি বা ফোড়া (eruptions)।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—কোন রোগের দূরবর্ত্তী (বা গৌণ) কারণ (pre-disposing cause)।

প্রতিবিষ—antidotes (৫৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রদাহ—জীব-দেহের কোন অঙ্গ যুগপৎ বেদনা-(জ্বালা প্রভৃতি)। যুক্ত, উত্তপ্ত, আরক্ত ও স্ফীত হওয়া (inflammation); যথা—পা কাটিয়া গেলে, ঘাড়ে ফোড়া হইলে, হাত ভাঙ্গিলে, আঙ্গুলে পেরেক বিঁধিলে, **প্রদাহ** হয়।

প্রাণবিদ্যা—Biology।

বল—আকর্ষণ বা টান (attraction) ভার (weight) চাপ (pressure) প্রভৃতি যাহাতে গতি জন্মে, তাহারই নাম **"বল** (force)"। নিউটন বলেন যে গতি উৎপাদন **বলের** কার্য্য—"বল" গতি জন্মায়। গতির উৎপত্তি হইলেই, "বল" আছে বুঝিব [গতি-উৎপাদন = বল-প্রয়োগ]। কিন্তু, গতির উৎপত্তির কারণ "বল" নহে; গতি উৎপত্তির কারণ কি, কেহই জানেন না। ফলতঃ "বল" নামে কোন পদার্থ নাই; পদার্থ যদি থাকে তাহা "শক্তি" [এই পরিভাষায়, "কার্য্য", "গতি", ও "শক্তি" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

বহুব্যাপক—যে পীড়ায় বহুলোক একই সময়ে আক্রান্ত হয় (epidemic)।

বিজ্ঞান—পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ মূলক বিশেষ জ্ঞান (Science)।

বিধান—শরীর যন্ত্রের নির্ম্মাণ বা গঠন (Structure)।

বিধান-তন্তু—জীবদেহ-গঠনের উপযোগী সূত্রবৎ উপাদান সমূহ (tissues)।

বিবর্ত্ত বা বিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন (evolution); "অভিব্যক্তি" দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

বিবর্ত্ত-দর্শন—philosophy of evolution।

বিবর্ত্তবাদ—theory of evolution ("অভিব্যক্তি বাদ" দ্রষ্টব্য)।

বিবর্ত্তনোদ্ভাবয়িতা—The originator of evolutionsim।

বিমর্দ্দন—চূর্ণকরন (process of trituration)।

বিশ্লেষ—বিয়োগ বা বিচ্ছিন্ন করণ (analysis)।

বিষঘ্ন ঔষধ—antidotal remedies (পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য)।

বিষমগুণ ঔষধ—incompatible or inimical remedies (পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য)।

বেগ—গতির হার; অর্থাৎ, প্রতি সেকেণ্ডে দূরত্ব যত ফুট করিয়া বাড়ে বা কমে, সেই হারের নাম "বেগ (velocity)"। যথা, ঘোড়া দুই ঘণ্টায় (অর্থাৎ, ২×৬০×৬০ সেকেণ্ডে) পনর মাইল (অর্থাৎ, ১৫×১৭৬০×৩ ফুট) যাইলে, উহার বেগ $= \frac{১৫ \times ১৭৬০ \times ৩}{২ \times ৬০ \times ৬০} = ১১$ ফুট (গড়ে) প্রতি সেকেণ্ডে।

ব্যাপ্তি—স্থান-ব্যাপকতা, বিস্তার (extension)।

ভেষজ-ক্রিয়া—drug-action, or action of remedies.

ভেষজক্রিয়া-স্থিতিকাল—duration of drug-action.

ভেষজলক্ষণ-সংগ্রহ—materia medica.

ভেষজ-শক্তি—drug potency.

ভেষজ-সম্বন্ধ—drug-relationship (or relationship of remedies).

মাত্রা—ঔষধের পরিমাণ (dose)।

মাত্রাতত্ত্ব—ঔষধের পরিমাণ বিষয়ক শাস্ত্র (posology)।

banglabooks.in

মূলপদার্থ বা জড়পদার্থ—যে পদার্থ স্বজাতীয় ব্যতীত অপর কোন জাতীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই (elements); "পরিশিষ্ট (ক), (১) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য)

যৌগিক-পদার্থ—সংযোগ-সম্ভূত বস্তু (compounds); "পরিশিষ্ট (ক), (১) অঙ্ক" দ্রষ্টব্য।

রক্তসঞ্চয় বা রক্তাধিক্য—জীবদেহের কোন স্থানে বা কোন যন্ত্রে অতিরিক্ত শোণিত সংগৃহীত বা জমা হওয়া (congestion)।

রক্তসঞ্চার—জীবদেহের কোন অঙ্গে অধিক পরিমাণে ও দ্রুতবেগে রক্ত চলা (determination of blood)।

রসায়ন-শাস্ত্র—মূল-পদার্থের গুণ ও উহাদের পরস্পর সংযোগ বিয়োগাদিতে কি প্রকার ক্রিয়া ঘটে বা কিরূপ যৌগিক পদার্থের উদ্ভব হয়, এতদ্বিষয়িণী বিদ্যা (chemistry)।

রোগ-বিষ—রোগোৎপাদক জীবাণু বা সংক্রামক বিষ (virus)।

রোগ-বীজ—disease-germs (পৃষ্ঠা ৬০৯ দ্রষ্টব্য)।

শক্তি—কার্য্য করিবার [অর্থাৎ, প্রতিকূল "বল" সত্ত্বেও কোন বস্তুকে চালাইবার] সামর্থ্যকে "শক্তি (energy)" কহে। যথা, উৎক্ষিপ্ত ইষ্টক খণ্ডের "শক্তি" আছে ; কারণ, উহা মধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে কতকটা উঠিতে সক্ষম। "শক্তি"র সৃষ্টি বা নাশ নাই ; "শক্তি"ই জড়পদার্থের উপাদান ["পরিশিষ্ট (ক)" দ্রষ্টব্য] ; এবং "শক্তি"ই এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থে প্রবেশ করে। বাহিরের কোন পদার্থ হইতে "শক্তি" আমাদের ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ করিলে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি সহযোগে আমরা সেই পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করি [এই পরিভাষায় "কার্য্য" "গতি", ও "বল" শব্দ দ্রষ্টব্য]।

পদার্থ বিদ্যোক্ত "শক্তি" শব্দের উক্ত লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হোমিওপ্যাথিতে "ক্রম" ও "শক্তি (potency or power)" শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে (পৃষ্ঠা ১২—১৪ দ্রষ্টব্য)।

banglabooks.in

শক্তি-তত্ত্ব বা শক্তিরূপ-বাদ বা শক্তি-বিকাশনবাদ—বিমর্দ্দন দ্রবীকরণ বিলোড়নাদি হোমিওপ্যাথিক প্রক্রিয়া দ্বারা কোন ঔষধের স্থূলভাগ (জড়াংশ বা অচলভাব) পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক উহার "স্ব"-রূপ বা সূক্ষ্মাংশ (বা সচলভাব) অর্থাৎ অন্তর্নিহিত "শক্তি (energy or potency)" বিকাশ করিতে পারা যায়, এই মতের নাম "শক্তি-বিকাশনবাদ (theory of potentiation or dynamisation)" ; পৃষ্ঠা ৬, ও এই পরিভাষায় "অণু-বিয়োজন" শব্দ, দ্রষ্টব্য।

শক্তীকৃত—potentised.

সংক্রামক বিষ—রোগোৎপাদক জীবাণু আদি (virus)।

সংক্রামক-রোগ—প্রত্যক্ষ (direct) সংস্পর্শ দ্বারা হউক বা পদার্থান্তর (যথা—দুগ্ধ, জল, খাদ্য বস্ত্র পত্র মক্ষিকাদি) মধ্য দিয়াই হউক যে রোগ-বীজ কোন পীড়িত ব্যক্তি হইতে অপর কোন সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রামিত (অর্থাৎ প্রবেশিত) হয়, সেই রোগকে "সংক্রামক (infectious)" রোগ কহে : যথা—প্লেগ, হাম, বসন্ত।

সংগঠন বা সংশ্লেষ—সংযোগ-কারণ (synthesis)।

সংশয়-বাদ—scepticism।

সচল—গতিশক্তি-বিশিষ্ট (active)।

সদৃশ-বিধান, সদৃশ-ব্যবস্থা, সম-বিধি, সম-মত, সম-শাস্ত্র, বা সমসূত্র—Homœopathy, the Law of Similars (the method of cure) ; পৃষ্ঠা ১—৩ দ্রষ্টব্য।

সমগুণ-ঔষধ—allied or kindred remdies.

সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ বা ধাতুগত রোগ।—যে রোগে তাবৎ শরীরটি দূষিত হইয়া যায় (অর্থাৎ রক্তদোষ ঘটে), তাহার নাম "সর্ব্বাঙ্গীণ রোগ" বা "ধাতুগত রোগ (constitutional disease)" : যথা "কঠিন ক্ষত উপদংশ" একটি "সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যাধি", কেননা এই দুরন্ত রোগের বিষ (virus) কোন সুস্থ ব্যক্তির দেহমধ্যে সংক্রমিত হইলে তাঁহার রক্তদোষ ঘটে অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত শরীরটি আক্রান্ত হয় (যথা

banglabooks.in

সহবাসের পর বিষটি সঙ্গমেন্দ্রিয়ে প্রথমে একটি ক্ষতাকারে প্রকাশ পায় ও পরে সঙ্গমেন্দ্রিয় হইতে উহা ওষ্ঠ, অঙ্গুলি, স্তনবৃন্ত, নাভী মলদ্বার প্রভৃতি শরীরের অপরাপর অংশেও বিস্তৃত হয়।) এ · "একাঙ্গীন রোগ" দ্রষ্টব্য।

সাইকোসিস—অবরুদ্ধ প্রমেহ-বিষ (sycosis); "পরিশিষ্ট (খ)" দ্রষ্টব্য।

স্থানিকরোগ—"একাঙ্গীন রোগ" দ্রষ্টব্য।

স্বাস্থ্যবিধি—hygienic rules।

সূক্ষ্মাণু-সূক্ষ্ম—infinitesimal।

স্পর্শ-সংক্রমণ বা স্পর্শাক্রমক রোগ—প্রত্যক্ষ (direct) সংস্পর্শমাত্র সাহায্যে যে রোগ-বীজ কোন পীড়িত ব্যক্তি হইতে অপর কোন সুস্থ ব্যক্তিতে সংক্রমিত (অর্থাৎ, প্রবেশিত) হয়, তাহাকে "স্পর্শাক্রমক বা ছোঁয়াচে (contagious)" রোগ কহে ; যথা—কর্ণমূল-প্রদাহ (mumps), কুপকাসি (whooping-cough), ওলাউঠা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া, বসন্ত, রক্তামাশয়, নিউমোনিয়া, আন্ত্রিক-জ্বর প্রভৃতি রোগগুলি "সংক্রামক" ও "স্পর্শ-সংক্রমণ" (উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত) ব্যাধি।

"স্বতঃ-জনন"—abiogenesis or spontaneous generation.

স্বয়ম্ভূত—idiopathic.

অন্যান্য পারিভাষিক বা দুরূহ শব্দের অর্থ, গ্রন্থের যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে।

---

banglabooks.in

নির্ঘণ্ট বা বর্ণানুক্রমে সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ-রোগ ...	২৬৮
অগ্নিবিশেষের ঔষধ ...	৫৩৬
... ...	১৯৭
অণ্ডকোষের প্রদাহ ও বৃদ্ধি	৩৪০, ৩৪৯
অণ্ডলাল-মূত্র ...	৩১৯
অতিরজঃ .	৪১১
অনিদ্রা	১৫৭, ৪৪৭, ৪৬৬
অনিয়মিত পতু ...	৪০৯
অনুকল্প-বন্ধ	৪১০
অপক্কাল ...	৩৭৮
অপস্মার . .	২৭৬
অপবৃদ্ধি	৩০৫
অপ্রকৃত প্রসববেদনা ...	৪৪৯
অবরুদ্ধ যোনি ...	৪৩৫
অর্শ বা আর্শ ...	১৫৩
অরিষ্ট ...	১২
অর্শ	৩০১, ৪৪৭, ৪৬৬
অক্ষি বা অক্ষির দর্শন-শক্তি ...	১৯৬
অল্প প্রস্রাব ও মূত্ররোধ ...	৪৪৭
অসাড়ে মূত্রত্যাগ	৩২৭, ৪৪৭
অসৃগ্	১৬
অহিফেন-অপব্যবহার .	৩৮২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অহিফেন বিষ-মাত্রায় ...	৪০১
আংশিক-দৃষ্টি ...	১৯৫
আঁচিল ...	৩৬৮
আঁতুড় ঘরে পোয়াতির শুশ্রূষা .	৪৫৯
আঁতুড়ে ঘাই ...	৪৬৯
আকস্মিক দুর্ঘটনা ...	৩৮৭
আক্ষেপ বা খেঁচুনি	৪৪, ৪৪৬, ৪৬৫
আগুনে পোড়া	৩৮৭
আঘাত ...	৩৯১
আঙ্গুলছাড়া ...	৩৭১
আনর্ত্তন রোগ ..	১৮১
আন্থিক জ্বর ...	৯১
আনুষঙ্গিক চিকিৎসা ...	১৭
আব ...	১৫৩
আমবাত .	১৬১
আমাশয়ের ক্ষত ...	৩৩৩
আরসুলার উপদ্রব নিবারণ ..	৪০২
আর্দ্রন ব্যাধি . .	৫০৬
আর্সেনিক অপব্যবহার ...	৩৮৭
আহুতি ...	৵০
ইপেণ্ডিসিয় (উপাঙ্গ) প্রদাহ ...	৩৫৫
ইনফ্লুয়েঞ্জা .	১১৭

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
উদরাময়	২৮৮, ৪৪৭, ৪৬৬
উদরে বায়ুসঞ্চয়	... ২৮৭
উন্মাদ রোগ	... ৪৬৯
উপদংশ	... ৩৪৫
উপদংশ দোষ	... ৫২৬
উপ্টামুদা	৩৫৩, ৩৫৪
ঋতু	... ৪০৫
একাঙ্গ কম্পন	... ১৮২
একাঙ্গীণ প্রমেহ	... ৩৫৬
একজিমা	... ৩৭২
একজ্বর	... ৭২
এক ফোঁটা ঔষধ ফলদ কেন?	... ১৩
একশিরা বা কোষবৃদ্ধি	... ৩৩৭
ওপিয়াম-অপব্যবহার	... ৩৮২
ওলাউঠা	... ৩১
ঔষধ কাহাকে বলে?	... ১
ঔষধ কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?	১৫
ঔষধ কিরূপে রাখিতে হয়?	... ১৪
ঔষধ দুই আকারে	... ১২
ঔষধ নির্ব্বাচন	... ১৮
ঔষধ প্রয়োগ প্রকরণ	... ১৪
ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	১৬
ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ	... ১১
ঔষধ সেবনকালে পথ্যাপথ্য	... ১৭
ঔষধের ক্রিয়া-স্থিতিকাল	... ৫৩৭
ঔষধের মাত্রা	... ১৫
ঔষধের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায়?	১৭
ঔষধের সম্বন্ধ তথ্য	... ৫৫০
কফজ দোষ	... ৫২৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কটি-পেশীবাত	... ১৩৩
কটি-স্নায়ুবাত	... ১৩৫
কঠিনক্ষত উপদংশ	... ৩৪৬
কতক্ষণ অন্তর ঔষধ দিতে হয়?	১৫
কর্কট-রোগ বা ক্যান্সার	... ৩৬৯
কর্ণ-নাদ	... ২০৫
কর্ণ-প্রদাহ	... ২০২
কর্ণ-ব্রণ	... ২০৪
কর্ণমধ্যে কীটাদির প্রবেশ	... ২১১
কর্ণ-মল বা কাণে খোল	... ২১০
কর্ণ মূল প্রদাহ	... ২০৫
কর্ণ রোগ	... ২০২
কর্ণরোগের কয়েকটি প্রধান ঔষধ	২০৯
কর্ণ শূল	... ২০৩
কড়া	৩৭৬
কাউর ঘা	৩৬৩, ৪২৭
কাটা-অঙ্গ হইতে রক্তপড়া	... ৩৮৯
কাণ-পাকা বা কাণে পূঁয	... ২০৭
কাণে একজিমা	... ২১১
কাণে ব্যথা	... ২০৪
কাফি অপব্যবহার	... ৩৮৪
কামড়ানি	... ৪৪৮
কামোন্মাদ	... ৩৪৪
কালশিরা-পড়া	... ৩৯৩
কালাজ্বর	... ১১২
কাসি	২৫০, ৪৪৮
কাহিল বোধ	... ৪৬৬
কিরূপে রোগলক্ষণ জানিতে হয়?	১৯
কীটাদির দংশন	... ৩৯৭

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কুইনাইন অপব্যবহার ...	৩৮০
কুইনাইন আটকান জ্বর ...	৯০
কুম্ভকর্ণরোগ ...	১৬৫
কুষ্ঠ-রোগ ...	৩৭৫
ক) কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে ...	৫৫২
(খ) কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না ...	৫৬৪
(গ) কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ নষ্ট করে ...	৫৬৮
কোমল-অস্থি-উপদংশ ...	৩৫০
কোষবৃদ্ধি ...	৩৩৭
কোষ্ঠবদ্ধতা ... ২৮২, ৪৪৭, ৪৬৩	
ক্রম ...	১২
"ক্রম", বা ঘনীভূত সূক্ষ্ম "শক্তি"?	১৪
ক্রম-নিরূপণ ...	১৫
ক্রিমি ...	৩০৮
ক্ষত ...	৩৬৪
খাদা ...	৪৪২
খিলধরা ... ৫৪, ৪৪৬	
খুস্কি ...	৩৭৬
খেঁচুনী ... ৪৪, ৪৪৬, ৪৬৫	
খোলসউঠা ...	৩৭৬
গণ্ডমালা ...	১৪০
গনোরিয়া ...	৩৫১
গর্ভকাল ...	৪৪২
গর্ভপাত নিবারণ-চিকিৎসা ...	৪৫১
গর্ভলক্ষণ ...	৪৪১
গর্ভসঞ্চার ... ৪০৫, ৪৪১	

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
গর্ভস্রাব বা গর্ভপাত ...	৪৫১
গর্ভাবস্থায় নিয়ম পালন ...	৪৪২
গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব ...	৪৫০
গর্ভাবস্থায় উপসর্গাদি ...	৪৪৪
গর্ভে কন্যা বা পুত্রোৎপত্তির কারণ	৪৪২
গলক্ষত ...	২৬৩
গলগণ্ড ...	২৩৩
গলমধ্যে মাছের কাঁটা আটকান ...	৪০১
গলায় দড়ি দিয়া শ্বাসরোধ ...	৩৯৭
গলা ভাঙ্গা ...	২৫৬
গা-কাটা ...	৩৬৭
গাত্র-চর্ম্ম ...	২৪
গাত্রদাহ ...	৩৭৯
গুল্ম বা মূর্চ্ছাগত বায়ু ...	১৬৬
গ্রন্থি-বাত বা গেঁটেবাত ...	১৩৮
গোদ ...	৩৭৬
গোপোদাদ ...	৩৬৮
ঘাড়ে বাত ...	১৩২
ঘাম বন্ধ ...	৪৬৭
ঘামাচি ...	৩৬৭
চক্ষুর ছানি ...	১৯৯
চক্ষুর পাতার আকুঞ্চন ...	১৯৯
চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়া ...	১৯৮
চক্ষুর পাতা নাচা ...	১৯৯
চক্ষু-প্রদাহ বা চোখ উঠা ...	১৯১
চক্ষু মধ্যে কীটাদি প্রবেশ ১৯৯, ৩৯১	
চক্ষু-রোগের কতিপয় প্রধান ঔষধ	১৮৮
চক্ষুরোগের কয়েকটি উপসর্গ ও চিকিৎসা ...	১৯১

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চক্ষে কালশিরা পড়া ...	১৯৩	ঝাপ্সা-দেখা ...	১৯৬
চর্ম্মরোগ ...	৩৫৯	ঝিল্লীক প্রদাহ (ডিফথিরিয়া) ...	১১৫
চা-অপব্যবহার ...	৩৮৪	টেরা-দৃষ্টি ...	১৯৫
চির-রোগ চিকিৎসার সঙ্কেত ...	২৯	ঠুন্‌কো (স্তন-প্রদাহ) ...	৪৭২
ছুলি ...	৩৬৮	ডিম্বকোষ-প্রদাহ ...	৪২৯
জননেন্দ্রিয়ের কয়েকটি পীড়া ...	৩৪৩	ডিম্বকোষে অর্ব্বুদ ...	৪৩২
জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য ...	৩৪৪	ডিম্বকোষে কর্কট ...	৪৩১
জননেন্দ্রিয়ের পীড়া ...	৩৩৪	ডিম্বকোষে বেদনা ..	৪৩৩
জন্মগত উপদংশ ...	৫৫০	ডিম্বকোষে কাঠিন্য ...	৪৩৩
জরজী ...	৮	ডিম্বকোষের পুরাতন পীড়া ..	৪৩৩
জরায়ু ফুলিয়া উঠা ...	৪২৯	ডিম্বকোষের ব্যাধি ...	৪০৯
জরায়ু মধ্যে বায়ু-জল-রক্ত-সঞ্চয় ...	৪২৬	ডিম্বকোষের শোথ ...	৪৩১
জরায়ুতে বেদনা ...	৪২৯	ডিম্বকোষের স্থানচ্যুতি ...	৪৩২
জরায়ুর-অর্ব্বুদ ..	৪২৭	ডিম্বকোষের স্থূলকোষ ...	৪৩৩
জরায়ুর উগ্রতা ...	৪২৩	ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল ...	৪৩১
জরায়ুর পচন ...	৪২৯	ডেঙ্গুজ্বর ...	১০০
জরায়ু-প্রদাহ ...	৪২৪	তন্তুজায়ু ...	৫২৬
জরায়ুর পীড়াচয় ...	৪২৩	তরুণ ও চিররোগ ..	২৭
জরায়ুজ মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া ...	৪২৩	তরুণ সন্ধি ...	২৩৫
জরায়ুর রক্তস্রাব ...	৪২৫	তরুণ সন্ধি-বাত ...	১২৩
জরায়ুর স্থানচ্যুতি ...	৪২৭	তরুণ স্বরযন্ত্র প্রদাহ ...	২৩৯
জলাতঙ্ক ...	১১৪	তাম্রকূট-অপব্যবহার ...	৩৮৪
জলে ডুবিয়া শ্বাসরোধ ...	৩৯৭	তারকাবেষ্টন প্রদাহ ...	১৯৬
জায়ুজ ব্যাধি ২৯,	৩৭৮	তালুমূল-প্রদাহ ...	২৩৪
জাল-দৃষ্টি ...	১৯৬	থেঁৎলাইয়া যাওয়া ...	৩৯৪
জিহ্বা পরীক্ষা ২৩,	২৬১	দক্ষিণ ডিম্বকোষের রোগ ...	৪৩৩
জিহ্বার রোগ ...	২৬১	দগ্ধ বা দাহ ...	৩৬৮
জীবাগম-রহস্য ...	৩০৬	দন্তবেদনা ...	৪৪৫
জ্বর ৭১,	৪৪৮	দন্তশূল ...	২৫৮

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
দাঁতের গোড়া দিয়া রক্তপড়া ...	৩৯০
দিনকাণা ...	১৯৫
দুধ জমিয়া স্তন শক্ত হওয়া ...	৪৭৪
দুগ্ধ ক্ষয় ...	৪৭২
দুষ্ট-ব্রণ ...	৩৭০
দূষিত অর্ব্বুদ ...	৪২৭
দৃষ্টি-ভ্রান্তি ...	১৯৫
দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ...	১০৪
দ্বৌকালীন জ্বর ...	৮৮
ধনুষ্টঙ্কার ...	১৭২
ধমনী-প্রদাহ ...	২৩০
ধমনী-প্রাচীরের মেদাপজনন ...	২৩০
ধমনীয় অর্ব্বুদ ...	২৩১
ধমনীর রোগসমূহ ...	২৩৩
ধাতুগত রোগ ...	১২৫
ধাতুদোষ ...	৪৫০
ধাতুদোষত্রয় ...	৫০৭
ধাতের ব্যায়াম ...	৪৪৯
ধ্বজভঙ্গ ...	৩৪২
নখের পীড়া ...	৩৭৭
নর্দ্দমার দূষিত বাষ্পে শ্বাসরোধ ...	৩৯৮
নাক দিয়া রক্তপড়া ...	৩৯০
নাভিটলা ...	৪২৭
নাড়ী ...	২১৯
নাড়ী কাটা ...	৪৫৭
নাড়ী-পরীক্ষা ...	৫১৯
নাড়ী, শ্বাস, ও গাত্র-তাপের পরস্পর সম্বন্ধ ...	২৩
নাড়ী-স্পন্দন অনুসারে ঔষধ ...	২২৩
নাড়ী-স্পন্দন ...	২২৩
নাড়ীর বিবিধ অবস্থাজ্ঞাপক রোগ ও ঔষধ ...	২২২
নাসাজ্বর ...	২১৬
নাসিকা-প্রদাহ ...	২১১
নাসিকা চক্ষু বা কর্ণে কীটাদি প্রবেশ	৩৯৭
নাসিকা রোগের কয়েকটি ঔষধ ...	২১২
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ...	২১৪
নাসিকায় ক্ষত বা পীনস ...	২১৩
নাসিকায় সর্দ্দি ...	২১২
নাসিকার পীড়া ...	২১১
নিউমোনিয়া ...	২৪৭
নিম্ন, মধ্যম, ও উচ্চ ক্রম ...	১৩
নিস্পন্দ-বায়ুরোগ ...	১৮২
নীলা বা পাণ্ডু ...	৩১৬
পক্ষাঘাত ...	১৭৬
পচা-জ্বর ...	১২৩
পরমাণু-পাত ...	৫৮৩
পরিচ্ছদ ...	৪৪৩
পরিপাক যন্ত্রের প্রদাহ ...	২৫৭
পরিভাষা ...	৬১৮
পাঁচড়া ও চুলকানি ...	৩৬২
পাকাশয় প্রদাহ ...	২৩৫
পাকাশয়ে বেদনা ...	২৭৫
পাথরী ...	৩২৯
পানিবসন্ত ...	১১২
পামা ...	৩৭২
পায়ের অঙ্গুলীতে কড়া ...	৩৬৮
পারদ-অপব্যবহার ...	৩৭৮

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
পালাজ্বর ...	৭৫	প্রসবকালে উপসর্গাদি ...	৪৬১
পার্শ্বশূল ...	১৩৩	প্রসব-বেদনা ...	৪৫৩
পিক-চক্ষু-অস্থিপ্রদাহ	১৮৮, ৪৪০	প্রসবান্তে উপসর্গাদি ...	৪৬৩
পিঠে ও কোমরে বেদনা ...	৪৪৫	প্রসবান্তে স্তনের পীড়া ...	৪৭১
পিত্ত-পাথরী ...	২৭৯	প্রসবাবস্থার উপসর্গাদি ...	৪৫৩
পীতজ্বর ...	১০১	প্রসবের অবস্থাত্রয়	৪৫৫, ৪৫৮
পুরাতন ক্ষত (দোষ) ...	৩৬৪	প্রস্রাবের যন্ত্রণা ...	৪৪৮
পুরাতন জ্বর ...	৮৯	প্লেগ ..	৯৬
পুরাতন পাকস্থলী প্রদাহ ...	২৬৫	ফুল না পড়া ...	৪৬২
পুরাতন বাত ...	১৩৬	ফোড়া ...	৩৬৫
পুরাতন সর্দ্দি ...	২৩৭	বক্রকীট বা হুক-ওয়ার্ম ...	৩১৩
পুরাতন সন্ধিপ্রদাহ ...	১৩৯	বক্ষঃস্থল ...	২৫
পুরাতন স্বরযন্ত্র-প্রদাহ ...	২৪৩	বক্ষাবরক-ঝিল্লী প্রদাহ ..	২৪৪
পুরাতন সূতিকারোগ ...	৪৬৮	বজ্রপতনে শ্বাসরোধ ...	৩২৭
পেট কন্‌কন্ করা ...	৪৬৮	বধিরতা ...	২০৮
পেট ঝুলেপড়া	৪৪৮, ৪৭১	বন্দুকাদি দ্বারা আহত হওয়া ...	৩৯২
পেটকাঁপা ...	২৮৭	বন্ধ্যাত্ব ...	৪৩৮
পেট বড় হইবার দরুণ কষ্ট ..	৪৪৮	বমনপ্রধান ওলাউঠা ..	৪৪
পেটে ছেলে নড়া চড়ায় কষ্ট ...	৪৪৯	বমন ও বমনেচ্ছা	২৭৩, ৪৪৫
পেশী-বাত ...	১৩১	বমন ও হিক্কা ...	২৪৩
পেশীর ক্রমবর্দ্ধিত শীর্ণতা ...	১৮৭	বরফ ও আইস্-ক্রিম অপব্যবহার ...	৩৮৫
পৌনঃপুনিক জ্বর ...	৯৯	বর্দ্ধিত প্লীহা ...	৫১৫
প্রকৃত ও অপ্রকৃত প্রসবাবস্থার লক্ষণ	৪৫৪	বর্দ্ধিত শিরা ...	২৩২
প্রকৃত প্রমেহ ...	৩৫২	বসন্ত	১০৮
প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব ...	৪০৭	বস্তি-কোটরের কৌষিকঝিল্লী-প্রদাহ	৪৭০
প্রবল উপবাত ...	৩৯৫	বস্তি-কোটরে পূয পূর্ণ ফোটক ...	৪৭১
প্রসবকাল ...	৪৫৩	বহুমূত্র ..	১৪৬
প্রসবকালে বায়বীয় অস্ত্র প্রয়োগের কুফল ...	৪৭০	বাগী ...	৩৫৭
		বাত	১২৫, ৩৫৫

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বাধক-বেদনা ...	৪১৪
বাম ডিম্বকোষের রোগ ...	৪৩১
বায়ুমালী-প্রদাহ ...	২৪১
বাহ্যজননেন্দ্রিয় চুলকান ...	৪৪৮
বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ...	১৬
বিচূর্ণ ...	১২
বিভিন্ন অবস্থার নাড়ী ...	২২০
বিষ খাওয়া ...	৪০০
বিষ-ফোড়া ...	৩৬৬
বিষ মাত্রায় অহিফেন ...	৪০১
বিষাদ বায়ুরোগ ...	৪৬৯
বিসর্প ...	১১৪
বিসূচিকা ...	৪৩
বিসূচিকা ও ওলাউঠার পার্থক্য ...	৩২
বুকচাপা স্বপ্ন ...	১৬৬
বুকজ্বালা ...	৪৪৭
বুক ধড়ফড় করা ...	৪৪৭
বেদনা ২৪,	৪৪৮
বেরি-বেরি ...	১৮৩
ব্রঙ্কাইটিস ...	২৪১
ভগন্দর ...	৩১৭
ভেষজ ও ভেষজবহ ...	১১
ভেষজ-ক্রিয়ার স্থিতিকাল ...	৫৩৭
ভেষজতত্ত্ব ...	৫১০
ভেষজলক্ষণসংগ্রহ ...	৫১০
ভেষজ-তালিকা ও ভেষজ-শক্তি, ...	৫৩৭
ভেষজসম্বন্ধ-তথ্য ...	৫৫০
মচকান ...	৩৯৪
মধু-অপব্যবহার ...	৩৮৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মধ্যেবি ৩৪৩,	৩৫৪
মক্ষিকা অপব্যবহার ...	৩৮২
মল ...	২৫
মলদ্বার চুলকান ...	৩০৭
মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়া ...	৩০৬
মস্তকে উৎকুণ ...	৪৮৬
মস্তিষ্ক-আবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ...	১৫৫
মস্তিষ্ক-কলেরা-জ্বর ...	১২২
মস্তিষ্ক-প্রদাহ ...	১৫৪
মস্তিষ্ক-বিকল্পন ...	৩৯৩
মাই দিবার সময় কাহিল বোধ ...	৪৭৩
মাংসপেশীর অবসাদ ...	৩৮৮
মাছি মশার উৎপাত নিবারণ ...	৪০১
মাথাধরা ও মাথাঘোরা ...	৪৪৪
মাথার আঘাত ...	৩৯২
মাথার চুল উঠে যাওয়া ...	৪৭১
মানসিক কষ্ট ..	৪৪৯
মুখসঙ্কর-প্রদাহ ...	২৫৭
মুখাদরা জলউঠা ...	৪৪৩
মুখব্রণ ...	৩৬৮
মুখমণ্ডল ...	২৪
মুখশাখীগ্রন্থি-প্রদাহ	৩৩৯
মুখশাখী-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি	৩৩৮
মুখের ঘা ...	২৫৮
মূলা ৪৪০,	৪৪৪
মূত্রকৃচ্ছ্র-প্রদাহ	৩৪৩
মূর্চ্ছা ২২৯, ৩৯৮, ৪৪৪,	৪৬৪
মূত্র ...	২৬
মূত্রকৃচ্ছ্রতা ...	৩৫৮

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ ...	৩১৮	যানাদি আরোহণে বমন ...	৩১৫
মূত্রনালীর সঙ্কোচন ...	৩৫৫	যোনি-প্রদাহ ...	৪৩৩
মূত্রনাশ ও মূত্ররোধ ...	৩২২	যোনি-ভ্রংশ ...	৪৩৬
মূত্র-পাথরী ...	৩৩০	যোনিমুখ ও গুহ্যদেশ ছিন্ন হওয়া ...	৪৬৩
মূত্রপিণ্ডে পাথরী ...	৩৩০	যোনি শক্ত হওয়া ...	৪৩৭
মূত্রমার্গ-প্রদাহ ...	৩২১	যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণ ...	৪৩৭
মূত্রযন্ত্রের পীড়া ...	৩১৮	যোনিতে কোষাচ্ছাদিত অর্ব্বুদ ...	৪৩৭
মূত্ররোধ ৩২২, ৪৪৭,	৪৬৬	যোনির অর্ব্বুদ ...	৪৩৭
মূত্ররোধ-বিকার ...	৩২৪	যোনির অর্ব্বুদ হইতে রক্তস্রাব ...	৪৩৭
মূত্রশূল ...	৩২১	যোনির আক্ষেপ ...	৪৩৪
মূত্রশূল-বেদনা ...	৩৩১	যোনির চুলকানি ...	৪৩৬
মূত্রাধিক্য ...	৩২৬	যোনির নালী ঘা ...	৪৩৭
মূত্রাশয়-প্রদাহ ...	৩২৫	যোনির পচন ...	৪৩৭
মূত্রাশয়ে পাথরী ...	৩৩১	যোনির পীড়াচয় ...	৪৩৩
মৃগীরোগ ...	১৭০	রক্তাশয় ...	২৯৪
মেরুদণ্ডের উপদাহ ...	৪৪০	রক্ত-প্রস্রাব ...	৩২২
মেরুমজ্জাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ...	১৮৬	রক্তবমন বা রক্তপিত্ত ...	২৪৬
মেরুমজ্জায় জলসঞ্চয় ...	১৮৬	রক্তভাঙ্গা ...	৪৬৩
মেরুমজ্জার উত্তেজনা ...	১৮৫	রক্ত-ভেদবমনযুক্ত ওলাউঠা ...	৪৪
মেরুমজ্জার ক্ষয় ...	১৮৮	রক্ত সঞ্চালন যন্ত্রের পীড়া ...	২১৭
মেরুমজ্জার প্রদাহ ...	১৮৭	রক্তস্বল্পতা ...	১৫২
„ রক্ত-স্বল্পতা ...	১৮৬	রক্তস্রাব ...	৪৬৪
„ রক্তস্রাব ...	১৮৬	রজোনিবৃত্তি ...	৪২০
„ রক্তাধিক্য ...	১৮৬	রজোনিঃসরণ ...	৪৪৮
মোহ-জ্বর ...	৯৯	রজোরোধ ...	৪০৮
ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকৃতি ...	৮৯	রতিজরোগ ...	৩৫৫
ম্যালেরিয়া জনিত সবিরামজ্বর ...	৭৪	রতিজরোগের কয়েকটি উপসর্গ ...	৩৫৯
যকৃৎ-প্রদাহ ...	৩১২	রাতকাণা ...	১৯৫
যক্ষ্মাকাস ...	১৪২	রুগ্ন নাড়ীর লক্ষণ ...	২২১

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সর্ব্বাঙ্গ-কম্পন	... ১৮২
সামান্য জ্বর	... ৭১
সীস-শূল	... ২৭৯
সুরা-অপব্যবহার	... ৩৮৩
সুষুম্না নাড়ী	... ২২১
সূচনা	৩৫৯, ৪০৪, ৫১০
সূতিকাগার	... ৪৫৩
সূতিকা-জ্বর	... ৪৬৬
সেঁকোবিষ-অপব্যবহার	... ৩৮২
স্কন্ধবাত	... ১৩৩
স্তনপ্রদাহ	... ৪৭২
স্তন বড় হইবার দারুণ যন্ত্রণা	... ৪৪৯
স্তন শক্ত হওয়া	... ৪৪৭
স্তন হইতে অসাড়ে দুধ বাহির হওয়া	৪৭৪
স্তনে আব	... ৪৩৯
স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া	৪৭৩
স্তনে দুধ বেশী হওয়া	... ৪৭৩
স্তনে দূষিত আব	... ৪৫৯
স্তনে ফোড়া হইবার উপক্রম হইলে	৪৭৪
স্তনে ব্যথা	... ৪৭৩
স্তনের পীড়া	৪৩৮, ৪৭১
স্তনের বেদনা	৪৩৮, ৪৪৯
স্তনের বোঁটায় ক্ষত	... ৪৭৩
স্তর বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা	... ৪৪৯

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
স্তনের ফোটক	... ৪৩৯
স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য	... ১৭৮
স্নায়ু মণ্ডলের রোগ	... ১৫৪
স্নায়ু-শূল	... ১৭৯
স্বরভঙ্গ বা গলাভাঙ্গা	... ২৫৬
স্বরলোপ	... ২৫৬
স্বল্প-রজঃ	... ৪১৩
স্বাভাবিক প্রসবকালে কয়েকটি বিধি	৪৫৫
হরিৎ পীড়া	... ৪২১
হস্তমৈথুন	... ৩৪৩
হাঁপানি	... ২৪৪
হানেমান কে ?	... ২
হামজ্বর	... ১০৫
হাম বসন্ত হওয়া	... ৪৪৫
হিক্কা	... ২৫৪
হিষ্টিরিয়া	১৬৬, ৪২৩
হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা-নাড়ী	.. ২১৭
হৃৎপিণ্ডের বাত	... ২২৯
হৃৎবৃদ্ধি	... ২২৫
হৃৎশূল	..., ২২৬
হৃৎস্পন্দন	... ২২৭
হেতাল ব্যথা	... ৪৬৩
হোমিওপ্যাথি কত দিনের ?	... ২
হোমিওপ্যাথি কি ?	... ১

" একজন
" এক
" ওঃ
" কা
" কে

banglabooks.in

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলি।

১। পারিবারিক চিকিৎসা—(বাঙ্গালা), ১০ম সংস্করণ সচিত্র পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত। বাটীর অভিভাবক পর্য্যটক হোমিওপ্যাথিক স্কুলের ছাত্র প্রভৃতি সকলের পক্ষেই উপযোগী। ৬৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৸০ সাত সিকা।

২। পারিবারিক চিকিৎসা—(হিন্দি) ৩য় সংস্করণ, মূল্য ৸০ আনা।

৩। পারিবারিক চিকিৎসা—(উর্দ্দু) [যন্ত্রস্থ]।

৪। পারিবারিক চিকিৎসা—(ইংরাজী), শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

৫। সংক্ষিপ্ত পারিবারিক চিকিৎসা—প্রত্যেক গৃহস্থ ও শিক্ষার্থী পক্ষে উপযোগী। মূল্য ৸০ আনা।

৬। ভেষজলক্ষণসংগ্রহ, দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত। মূল্য ৭॥০ টাকা।

৭। ভেষজবিধান বা হোমিওপ্যাথিক ফার্ম্মাকোপিয়া—৫ম সংস্করণ, মূল্য ১।০ টাকা।

৮। ওলাউঠা-তত্ত্ব ও চিকিৎসা—মেটেরিয়া-মেডিকা সম্বলিত; মূল্য ৸০ আনা।

৯। ওলাউঠা চিকিৎসা—৫ম সংস্করণ, মূল্য ।

১০। জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—(সচিত্র), মূল্য ।৵০ ৸০ আনা

১১। ব্যবসায়ী—শ্রীমহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা।

... ৮
... ৩৪৫
... ৩৫৯
... ১৯৫
... ২২১

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
রুগ্ন নাড়ীর কয়েকটি প্রধান ঔষধ	২২২
রুচি-বিকার (গর্ভিণীর) ...	৪৪৭
রোগ ...	২৬
রোগের লক্ষণ বলিলে কি বুঝায় ?	১৭
লালামেহ ...	৩৫৫
শরীরের উষ্ণতা ...	২০
শিরঃপীড়া ...	১৪৩
শিরা প্রদাহ ...	২৩১
শিরার রোগসমূহ ...	২৩১
শিরা বা ধমনী কাটিয়া রক্ত পড়া ...	৩৮৯
শিরাশূল ...	১৬৩
শিরা-স্ফীতি ...	৪৪৬
শিরোঘূর্ণন ...	১৬১
শিশুর অজীর্ণ ...	৪৮৮
,, অন্ত্রবৃদ্ধি ...	৪৮০
,, অনিদ্রা ...	৪৯২
,, অস্থি বিকৃতি ...	৫০৭
,, আঁচিল ...	৪৮২
,, আঁচিল প্রভৃতি নিবারণ ...	৪৮২
,, আব ...	৪৮১
,, উদরাময় ...	৪৯৯
,, উপদংশ ...	৫০৮
,, উপান্ত্র-প্রদাহ ...	৪৯৯
,, ঋতু পরিবর্ত্তনে রোগের বৃদ্ধি	৫০৮
,, একজর ...	৪৯১
,, একশিরা ...	৪৮০
,, ওলাউঠা ...	৫০০
,, কাণে বেদনা ...	৪৮৮
,, কোষ্ঠকাঠিন্য ...	৪৯৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শিশুর ধাতুদোষ বা কৌলিক পীড়া	৫০৭
,, ক্রন্দন ...	৫০৩
,, ক্রিমি-রোগ ...	৫০০
,, খোঁড়াইয়া হাঁটা ...	৫০৭
,, গণ্ডমালা ...	৫০৮
,, গাত্র-চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হওয়া	৪৮৪
,, গাত্রে "মাসি পিসি" উঠা ...	৪৮১
,, গুটিকাযুক্ত ধাতু ...	৫০৭
,, গোঁড় ...	৪৭৯
,, ঘামাচি ...	৪৮৩
,, ঘুংড়ী কাসি ...	৪৯৫
,, চক্ষু-প্রদাহ ...	৪৮৭
,, চুলকণা ...	৪৮৩
,, ছিন্নৌষ্ঠ নিবারণ ...	৫০৬
,, টিকা ...	৪৭৯
,, ডিফ্‌থিরিয়া ...	৪৯৭
,, ডাড়ুকা (বা খেঁচুনী) ...	৪৮৯
,, তিল জড়ুল ...	৪৮২
,, তোৎলামি ...	৫০৬
,, দাঁত উঠা ...	৪৯৩
,, দাঁতকপাটী ...	৪৯৩
,, দুধ-তোলা ...	৪৯২
,, দুর্ব্বলতা ও অযথা-বাড় ...	৫০৬
,, দেহে ঘা ...	৪৮২
,, ধবল-রোগ ...	৫০৫
,, নাক বুজিয়া যাওয়া ...	৪৯৪
,, নাড়ির রোগ ...	৪৭৮
,, নারাঙ্গা ...	৪৮৩
,, নিউমোনিয়া ...	৪৯৫

banglabooks.in

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শিশুর নীলরোগ ...	৪৭৯	শিশুর শ্বেতমোতা ...	৫০১
,, জাবা ...	৪৭৮	,, শ্বাসকষ্ট ...	৪৯৫
,, পক্ষাঘাত ...	৪৯১	,, সর্দ্দি কাসি ...	৪৯৪
,, পামা ...	৪৮৪	,, স্তন ফুলে উঠা ...	৪৮১
,, পালন ...	৪৭৫	,, হাঁপানি ...	৪৯৫
,, পুঁয়ে পাওয়া ...	৫০৪	,, হিক্কা ...	৮৯২
,, পেঁচোয় পাওয়া ...	৪৮৭	,, হুপ্‌কাস ...	৪৯৭
,, পেট কামড়ানি ...	৪৯৮	,, হেজে যাওয়া ...	৪৮৩
,, পোকাধরা দাঁত ...	৪৯৩	শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ ...	৩৩৪
,, প্রস্রাব বন্ধ ...	৫০১	শূলবেদনা ...	২৭৭
,, প্রস্রাবে তলানি ...	৫০২	শোথ ১৪৯,	৪৪৫
,, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ ...	৫০২	শোণিত-রোগ ...	৪৩
,, প্রস্রাবের বর্ণ-বিবৃতি ...	৫০১	শোষ ...	৩৬৪
,, প্লুরেসি ...	৪৯৫	শ্বাসযন্ত্রের পীড়া ...	২৩৯
,, ফোড়া ...	৪৮৫	শ্বাস প্রশ্বাস ...	২২
,, বিভাজিত-মেরু ...	৪৯৩	শ্বাসরোধ ...	৩৯৭
,, বিকৃত প্রস্রাব :— ...	৫০১	শ্বেতপদ ...	৪৭৩
,, ব্রঙ্কাইটিজ ...	৪৯৫	শ্বেত-প্রদর ...	৪১৭
,, ব্রহ্মতালু না পুরে উঠা ...	৪৮১	শ্রবণ-শক্তির হ্রাস ...	২১০
,, মস্তকে উৎক্ষেপ ...	৪৮৬	সদ্যোজাত মৃতকল্প শিশু ...	৪৭৭
,, মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ ...	৪৯০	সদ্যোজাত শিশুর মলমূত্র না হওয়া	৪৮১
,, মস্তিষ্কে জল-সঞ্চয় ...	৪৯০	সন্নিপাত-বিকার জ্বর ...	৯১
,, মাই না ধরা ...	৪৭৮	সন্ন্যাস ...	১৬৮
,, মাথায় খুস্কি ...	৪৮৬	সবিরাম জ্বর ...	৭৪
,, মুখে ঘা ...	৪৮৪	সমবরোধন ...	২৩২
,, মৃগীরোগ ...	৪৯১	সরলান্ত্র নির্গমন ...	৩৩৪
,, যকৃৎ ...	৫০৩	সর্দ্দিগর্ম্মি ...	১৭৭
,, যক্ষ্মা ...	৪৯৭	সর্দ্দিজ্বর ...	৭২
,, শ্লীহ-ফাটা ...	৪৮৬	সর্পাঘাত ...	৪০২

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

বৃহৎ

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

(প্র্যাক্‌টিস অব মেডিসিন)

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্,
ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর অব মেটিরিয়া মেডিকা এবং প্রিন্সিপাল অব হ্যানিমান
মেডিকাল কলেজ ও প্রফেসর অব মেটিরিয়া মেডিকা,
কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ।

প্রকাশক
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় বি, এ,
৪নং বীডন রো,—কলিকাতা।

All Rights reserved. *Price 3-8-0.*

banglabooks.in

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত মিহির যন্ত্রে,
শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা
মুদ্রিত।

banglabooks.in

নিবেদন।

ভগবৎ কৃপায় বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বিতীয়-খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা যথাসময়ে প্রকাশ করিতে না পারায় আমি সাধারণের নিকট বড়ই কুণ্ঠিত, কিন্তু তথাপি কিছু বিলম্ব হইলেও যে ইহা প্রকাশ করিতে পারিয়াছি তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরের ফলে কাগজাদি উপকরণ এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে ইহা এখনও প্রকাশ করিতে পারিব কিছু দিন পূর্ব্বে এমত আশাও ছিল না। এরূপ অবস্থায় আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এই বিলম্বজনিত ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থখানি যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রাযন্ত্রের অনবধানতাবশতঃ লেকচার ও পরিচ্ছেদগুলির সংখ্যাসম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে ভুল থাকিয়া গিয়াছে, তবে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মনুষ্যোচিত সামান্য ভ্রমপ্রমাদ ভিন্ন অপর বিশেষ কোন ভুল আছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থে যে বিষয় সূচী প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে লেক্‌চারগুলির সংখ্যাসম্বন্ধে ভুলহেতু পাঠকবর্গের অসুবিধা অপনয়নের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, এবং আশা তজ্জন্য পাঠকবর্গের কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। এক্ষণে ইহার প্রথমখণ্ড ও মৎপ্রণীত অপরাপর পুস্তকের ন্যায় ইহাও সাধারণে আদৃত হইলে এবং যাঁহাদের জন্য ইহা লিখিত হইল তাঁহাদিগের এতদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। বর্ত্তমানে কাগজাদি পুস্তক ছাপিবার উপকরণের মূল্য প্রায় চতুর্গুণের উপর বাড়িয়া গিয়াছে; এজন্য আমরা পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াইতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, তজ্জন্য বিবেচক গ্রাহক মহোদয়গণ পূর্ব্ববৎ উৎসাহ প্রদানে ত্রুটী করিবেন না। নিবেদন ইতি—

৪নং বিডন রো, কলিকাতা।
বৈশাখ, ১৩২৭ সাল।

নিবেদক—
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়

banglabooks.in

সূচীপত্র।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্বাস-যন্ত্রমণ্ডল-রোগ ৬৫৭

লেকচার ৯০

তরুণ নাসিকা-প্রদাহ বা একুট রাইনাইটিস্ ৬৫৭

লেকচার ৯১

পুরাতন নাসিকা-সর্দ্দি বা ক্রণিক রাইনাইটিস ৬৬৬

লেকচার ৯২

নাসা-রক্তস্রাব বা এপিষ্টাক্সিস ৬৭৭

লেকচার ৯৩

তরুণ প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা একুট ল্যারিঞ্জাইটিস, ৬৮২

লেকচার ৯৪

পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ক্রণিক ক্যাটারেল ল্যারিঞ্জাইটিস ৬৮৮

লেকচার ৯৫

সন্ধিল্লিক স্বর-যন্ত্র প্রদাহ্ বা মেম্ব্রেনাস্ ল্যারিঞ্জাইটিস ৬৯২

লেকচার ৯৬

গুটিকাসংসৃষ্ট স্বর-যন্ত্রপ্রদাহ বা টুবার্-কুলার ল্যারিঞ্জাইটিস ৬৯৬

বিষয় পৃষ্ঠা

লেকচার ৯৭

স্বর-যন্ত্র-শোথ বা ইডিমা অব দি ল্যারিংস ৭০০

লেকচার ৯৮

স্বর-যন্ত্র আক্ষেপ বা স্প্যাজম অব দি ল্যারিংস ৭০৪

১। শব্দায়মান স্বরযন্ত্র আক্ষেপ বা ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ষ্ট্রীডুলাস্ ৭০৫

২। আক্ষেপিক স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা স্প্যাজমডিক ল্যারিঞ্জাইটিস্ ৭০৫

লেকচার ৯৯

তরুণ প্রাতিশ্যায়িক বায়ু-নালী প্রদাহ বা একুট ক্যাটারেল ব্রংকাইটিস ৭০৯

লেকচার ১০০

পুরাতন বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ক্রণিক ব্রংকাইটিস্ ৭১৮

লেকচার ১০১

তান্তববায়ু-নালী-প্রদাহ বা ফাইব্রিনাসব্রংকাইটিস ৭২৫

লেকচার ১০২

বায়ু-নালী-গহ্বর বা ব্রং-ক্কিয়াক্টেসিস ৭২৮

banglabooks.in

বিষয় পৃষ্ঠা

লেকচার ১০৩

হাঁপানি-রোগ বা এজ্‌মা, ৭৩১

লেকচার ১০৪

ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন অব দি লাঙ্গস ৭৪১

লেকচার ১০৫

ফুসফুসের শোথ-রোগ বা পাল্‌মনারি ইডিমা ৭৪৪

লেকচার ১০৬

রক্ত-কাসি বা হিমপটিসিস ৭৪৮

লেকচার ১০৭

ফুসফুসান্তর-রক্তস্রাব বা পাল্‌মনারি এপপ্লেক্‌সি, ৭৫৬

লেকচার ১০৮

ফুসফুস-গোলক-প্রদাহ বা লোবার নিউমনিয়া ৭৫৮

লেকচার ১০৯

বায়ু-নালী-ফুসফুস-প্রদাহ বা ব্রংকো নিউমনিয়া ৭৮১

লেকচার ১১০

পুরাতন অন্তর্ব্ব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ বা ক্রনিক ইণ্টারষ্টিসিয়াল নিউমনিয়া ৭৯২

লেকচার ১১১

ফুসফুস-বায়ুস্ফীতি বা এম্‌ফিসিমা ৭৯৭

১। অণুগোলক মধ্যবায়ু স্ফীতি বা ইণ্টারলবুলার এম্‌ফিসিমা ৭৯৭

২। বায়ু-কোষসংসৃষ্ট বায়ু-স্ফীতি বা ভেসিকুলার এম্‌ফিসিমা ৭৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা

লেকচার ১১২

ফুসফুসের বিগলন, পচন বা গ্যাংগ্রিণ অব দি লাঙ্গস, ৮০৬

লেকচার ১১৩

ফুসফুসের পূয়-শোথ বা এব্‌সেস অব দি লাঙ্গস, ৮১২

লেকচার ১১৪

গুটিকোৎপত্তিরোগ বা টুবার-কুলোসিস, ৮১৫

লেকচার ১১৫

তরুণ ফুসফুস-প্রদাহ-ঘটিত যক্ষ্মা কাসি বা একুট নিউমনিক থাইসিস, ৮২৬

লেকচার ১১৬

পুরাতন ফুসফুস গুটিকোৎপত্তি বা ক্রনিক পাল্‌মনারি টুবার-কুলোসিস, ৮৩১

লেকচার ১১৭

তান্তব যক্ষা-কাসি বা ফাইব্রইড থাইসিস, ৮৪৬

লেকচার ১১৮

ফুস্‌ফুসীয় গুটিকোৎপত্তি বা পাল্‌মনারি টুবার্‌কুলোসিসের চিকিৎসা ৮৪৭

লেকচার ১১৯

ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্লুরিসি, ৮৭৩

banglabooks.in

বিষয় পৃষ্ঠা

লেক্‌চার ১২০

রক্তাম্বু-তন্তুজানময় ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা শিরো ফাইব্রিনাস প্লুরিসি, ৮৭৮

লেক্‌চার ১২১

পূয়-সঞ্চারশীল ফুসফুস্-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পুরুলেণ্ট প্লুরিসি ৮৯০

লেক্‌চার ১২২

পুরাতন ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রনিক প্লুরিসি, ৮৯৫

লেক্‌চার ১২৩

ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্লুরিসি রোগের ঔষধ ব্যবস্থা ৮৯৯

লেক্‌চার ১২৪

বাত-বক্ষ-রোগ বা নিউমোথোরাক্‌স্ ৯০৪

লেক্‌চার ১২৫

বারি-বক্ষ বা হাইড্রথোরাক্‌স্ ৯১০

সপ্তম অধ্যায়।

শোণিতঃ যন্ত্রমণ্ডলের রোগ ৯১২

লেক্‌চার ১২৬

১। হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্‌ডাইটিস্, ৯১২

(১) তরুণ আটা তন্তুজানময় অথবা শুষ্ক হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা একুট প্লাষ্টিক্ ফ্রাইব্রিনাস অথবা ড্রাই পেরিকার্‌ডাইটিস্ ৯১৩

(২) রস-ক্ষরণযুক্ত হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্‌ডাইটিস উইথ এফিউজন, ৯১৮

বিষয় পৃষ্ঠা

(৩) পূয়-সঞ্চারশীল হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা পুরুলেণ্ট পেরিকার্‌ডাইটিস, ৯২৭

(৪) পুরাতন যোজক হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রনিক এডিসিভ পেরিকার্‌ডাইটিস, ৯২৯

লেক্‌চার ১২৭

হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্টোদক বা হাইড্রপেরিকার্‌ডিয়াম, ৯৩৩

লেক্‌চার ১২৮

হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট-গহ্বর-বায়ু বা নিউমোপেরিকার্‌ডাইটিস, ৯৩৫

লেক্‌চার ১২৯

তরুণ হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা একুট এণ্ডোকার্‌ডাইটিস, ৯৩৬

সাংঘাতিক হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ বা পার্‌নিসাস এণ্ডোকার্‌ডাইটিস, ৯৪০

পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রনিক এণ্ডোকার্‌ডাইটিস ৯৫১

হৃৎপিণ্ড ও হৃদ্ধমন্যাদির কপাটের রোগ বা ভালভুলার ডিজিজ ৯৫১

লেক্‌চার ১৩০

(৯৫৪ পৃষ্ঠায় লেকচার ১৩০ স্থলে ১২৪ লেকচার ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি ১৫৬ লেকচার পর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রত্যেক সংখ্যায় ৬ যোগ করিলে ঠিক হইবে।)

দ্বিপত্রিক কপাট-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি মাইট্রাল ভাল্‌ব, ৯৫৪

banglabooks.in

বিষয় পৃষ্ঠা
১। দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা মাইট্রাল ইন্‌কম্পিটেন্‌সি, ৯৫৪
২। দ্বি-পত্রিক সংকোচন বা মাইট্রাল ষ্টিনসিস্‌ ৯৫৯

লেকচার ১৩১
বৃহদ্ধমনী-কপাট-রোগ বা এওর্‌টিক ভাল্‌বুলার ডিজিজেজ ৯৬৪
(ক) বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা এওর্‌টিক ইন্‌কম্পিটেন্‌সি ৯৬৪
২। বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা এওর্‌টিক ষ্টিনসিস্‌, ৯৬৯

লেকচার ১৩২
ত্রৈপত্রিক কপাট-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ট্রাইকাস্পিড ভাল্‌ব্‌স ৯৭৩
১। ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা ট্রাইকস্পিড ইন্‌কম্পিটেন্সি, ৯৭৩
২। ত্রৈপত্রিক সংকোচন বা ট্রাইকাস্পিড ষ্টিনসিস্‌ ৯৭৫

লেকচার ১৩৩
১। ফুস্‌ফুস্‌-ধমনী অকর্ম্মণ্যতা বা পাল্‌মনারি ইন্‌কম্পিটেন্‌সি ৯৭৭
২। ফুসফুস্‌-ধমনী-সংকোচন বা পাল্‌মনারি ষ্টিনসিস্‌, ৯৭৭

লেকচার ১৩৪
সম্মিলিত-হৃৎপিণ্ড-কপাটিক-রোগ, ৯৭৯
১। মিলিত কপাটিক-রোগ, বা কম্পাউণ্ড ভাল্‌বুলার ডিজিজ ৯৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা
২। হৃৎপিণ্ড কপাটিক রোগের সুস্পষ্ট ধারণা এবং নির্ব্বাচন সৌকর্য্যার্থ তদুত্থিত রোগজ শব্দ, ৯৭৯
৩। হৃৎপিণ্ড-কপাটিক রোগের চিকিৎসা ৯৮১
হৃৎপিণ্ড-কপাটিক রোগের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা, ৯৯৩

লেকচার ১৩৫
হৃদ্বিবৃদ্ধি এবং হৃৎপ্রসার বা হাইপার্‌ট্রফি এণ্ড্‌ ডাইলেটেসন, ৯৯৯
হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট ১০০৩
হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেসন অব দি হার্ট ১০১২

লেকচার ১৩৬
হৃৎপেশী-প্রদাহ বা মায়োকার্‌ডাইটিস্‌, ১০২০

লেকচার ১৩৭
পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ বা ক্রণিক মায়োকার্‌ডাইটিস্‌, ১০২৪

লেকচার ১৩৮
হৃৎপিণ্ডাপকৃষ্টতা বা ডিজেনারেশন অব দি হার্ট ১০২৯
১। রক্তহীনতা প্রযুক্ত ধ্বংস বা এনিমিক নিক্রোসিস্‌, ১০২৯
২। বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটিডিজেনারেশন, ১০৩০
৩। হৃৎপিণ্ড-বসান্তর্ব্যাপ্তি বা ফ্যাটিইন্‌ফিল্‌ট্রেশন অব দি হার্ট, ১০৩৩

banglabooks.in

বৃহৎ
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্বাস-যন্ত্র-মণ্ডল-রোগ।

(DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM)

দশম পরিচ্ছেদ।

নাসিকা-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি নোজ।

লেক্‌চার ৯০ (LECTURE XC)

তরুণ নাসিকা-প্রদাহ বা একুট রাইনাইটিস।

(ACUTE RHINITIS)

প্রতিনাম।—তরুণ সর্দ্দি বা একুট কোরাইজা (Acute corysa); তরুণ নাসিকা-প্রতিশ্যায় বা একুট নেজাল ক্যাটার্‌ (Acute Nasal catarrh)।

পরিভাষা।—বর্ণনীয় রোগ নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ, তরুণ নাসিকা-প্রদাহ বা একুট রাইনাইটিস বলিয়া কথিত হয়; সাধারণে ইহাকে "সর্দ্দি-লাগা" বা "কোল্‌ড ইন্‌ দি হেড" বলে।

banglabooks.in

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি, বিশেষতঃ তাহার টার্‌বিনেটেড অস্থির উপরিস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি রক্তপূর্ণ, লোহিতবর্ণ এবং স্ফীত হওয়ায় তাহা দেখিতে বিবৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় এবং নাসিকা-পথের ন্যূনাধিক অবরোধ ঘটে। রোগের প্রথমাবস্থায় কোন প্রকার স্রাব হয় না। কিন্তু পরে জলীয় ও হাজাকর স্রাব পড়িতে আরম্ভ করে। এই স্রাব ক্রমশঃ শ্লেষ্মাপূয়-মিশ্রের প্রকৃতি ধারণ করিয়া অবশেষে ঘন পূয়ের ন্যায় হয়। সর্দ্দির উপরিউক্ত অবস্থাগত সম্পূর্ণ ক্রিয়াপ্রকরণ ছয় হইতে বার দিবসে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—অনেক সময়েই প্রবহমান দমকা বাতাসের, বিশেষতঃ অতিরিক্ত তাপিত শরীরে দমকা বাতাসের সংস্পর্শ তরুণ নাসিকা-সর্দ্দির কারণ। বসন্তে এবং শীতের প্রারম্ভেও পুনঃপুনঃ ও ত্বরিত জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন সর্দ্দির প্রকৃষ্ট কারণ, এমন কি অনেক সময়েই শীতের প্রারম্ভে ইহা দেশব্যাপক ভাব ধারণ করে। উত্তেজনাকর বাষ্প অথবা ধূলিবৎ পদার্থের আঘ্রাণেও তরুণ সর্দ্দি জন্মে। বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ হাম বা মিজল্‌স এবং দেশব্যাপক প্রতিশ্যায় বা ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণকালেও গৌণভাবে ইহা প্রাদুর্ভূত হয়। এ পর্য্যন্তও ইহার কারণরূপে কোন প্রকার "শ্লৈষ্মিক-কীটাণুর" আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগের প্রারম্ভক লক্ষণে ঈষৎ শীত, অস্বস্তি, মস্তকের পূর্ণভাব এবং হাঁচি উপস্থিত হয়। কঠিন রোগে পৃষ্ঠ ও অঙ্গাদি বেদনা করে। সাধারণ সর্দ্দি লক্ষণসহ অনেক সময়েই ঈষৎ জ্বর থাকে। নাসিকাপথের অবরোধ ঘটে, মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করার আবশ্যকতা জন্মে এবং স্বাদ ও ঘ্রাণ-শক্তি উভয়েরই বিকার ও হ্রাস জন্মে অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। শীঘ্রই সম্মুখ নাসারন্ধ্র হইতে জলীয় ও তীব্র স্রাব সংস্পর্শে নাসিকা-পথ ও ওষ্ঠ হাজিয়া যায় এবং তাহাদিগের মুনছাল

banglabooks.in

উঠে বা অবদারণ ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু হইতে প্রচুর জল-স্রাব হয়। ইহার পর স্রুত শ্লেষ্মার পূয়-পরিণতি হয় বা তাহা মিউকোপুরুলেণ্ট প্রকৃতি ধারণ করে। অনেক সময়েই প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া সন্নিহিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করায় চক্ষুর যোজক-ঝিল্লি, স্বর-যন্ত্র, গল-নালী ও গল-গহ্বর এবং কর্ণ-নালী বা ইউষ্টেশিয়ান ক্যানালের প্রতিশ্যায় জন্মে। ইহার ফল-স্বরূপ অস্থায়ী বধিরতা, এবং কঠিন রোগে ব্রংকাইটিস উপস্থিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সাধারণ তরুণ নাসিকা-সর্দ্দির নির্ব্বাচন সাধারণতঃ অতীব সহজ। কিন্তু হাম বা মিজল্‌স্ এবং দেশব্যাপক প্রতিশ্যায় বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি গুরুতর ও সংক্রামক রোগের প্রাথমিক অবস্থাকে সহজ সর্দ্দি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিলে বিপদাশঙ্কা আছে। তথাপি তৎকালে বহুলোকমধ্যে হামের প্রাদুর্ভাব তাহাকে হামসংসৃষ্ট সর্দ্দি বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত করে এবং উদ্ভেদের বহিরাগমনে সন্দেহ অপনীত হয়। অপিচ গাত্র-বেদনা, দৌর্ব্বল্য এবং শরীর-তাপের অত্যাধিক্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার যথেষ্ট পরিচয় দেয়।

ভাবীফল।—সংস্রবীয় যন্ত্রাদিতে রোগের বিস্তার ব্যতীত, রোগে কোনই আশঙ্কার কারণ নাই। ফলতঃ সাধারণতঃই রোগ পাঁচ হইতে দশ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সুবিধার জন্য তিন অবস্থায় বিভক্ত করিয়া তরুণ সর্দ্দির চিকিৎসার বিষয় বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রথম বা প্রকাশোন্মুখ অবস্থায় স্রাবারম্ভ হয় না, কিন্তু রোগী অঙ্গ-গ্রহ প্রভৃতি শারীরিক অসুখ বোধ করে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এই অবস্থাতেই রোগের শেষ হইতে পারে। ঔষধ মধ্যে **একন, ফেরাম ফস, জেলসিমিয়াম** এবং **ক্যাম্ফর** প্রধান।

একনাইটাম—শুষ্ক-শীতল বায়ু সংস্পর্শবশতঃ হঠাৎ সর্দ্দি আক্রমণের ইহা মহৌষধ। কাসি প্রমুখ সর্দ্দির আক্রমণে ইহা বিশেষ

banglabooks.in

উপযোগী। শীত হইয়া বিলক্ষণ জ্বর হয়। শ্রাবারম্ভের পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন করিলে রোগ তদবস্থাতেই থামিয়া যায়। এ সময়ে রক্তাধিক্য বশতঃ নাসিকার স্ফীতি, তাপ, শুষ্কতা ও অবরোধ জন্মে। অবরোধের ভাব এক পার্শ্ব ছাড়িয়া পার্শ্বান্তরে যায়। নাসিকাভ্যন্তর চন্‌চন ও জ্বালা করে এবং ললাটদেশে দপদপ শিরঃ-শূল থাকে। কখন কখন হাঁচি হয়। মুক্ত বায়ুতে রোগী সোয়াস্তি পায়। নাসিকা ও চক্ষুর জলস্রাবের প্রথমাবস্থাতেও ইহা উপকার করিতে পারে।

জেল্‌সিমিয়াম—উপরিউক্ত সর্দ্দির অবস্থায় ইহা অপেক্ষা **একনাইট** উৎকৃষ্টতর ঔষধ। কিন্তু বায়বীয় পরিবর্ত্তনে সিক্ত বায়ু বহিলে অথবা সিক্তোষ্ণ এবং শিথিলতা উৎপাদক বায়ু হঠাৎ শীতল হইলে তাহার সংস্পর্শঘটিত রোগে ইহা **একনের** স্থলভুক্ত হয়। অত্যন্ত শিথিল শরীরে অধিকতর বেদনা থাকায় ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সহিত ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। শীতের ভাব, শির-শূল, জ্বর, তৃষ্ণা, গলার হাজা ভাব, আলস্য এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ। ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার ১×ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঃ গুড্‌নো বলেন ঃ—"রোগের প্রারম্ভক অপ্রকাশিত অবস্থায় জেলস্ প্রায় অমোঘ ঔষধের ন্যায় কার্য্য করে। সর্দ্দি-ধাতুর ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা উপকার পাইলে সর্ব্বদাই ঔষধ নিকটে রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্দ্দির আক্রমণ বুঝিতে পারিলেই তাহার অপ্রকাশিত অবস্থায় শীঘ্র ব্যবহার করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত সুস্থ বোধ না হয় এক হইতে তিন ফোঁটা মাত্রায় ইহার মূল আরকের ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবহার করা উচিত রোগের প্রথমাবস্থায় ঔষধের প্রয়োগ সফলতার মূল।"

ক্যাম্ফর—ইহাও প্রথমাবস্থার ঔষধ। শুষ্ক ও অবরুদ্ধ নাসিকা-পথে শ্বাস-গ্রহণে সাধারণাপেক্ষা বায়ু অধিকতর শীতল বোধ হয়। কেবল শীত ও হাঁচির অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। **পুরাতন সর্দ্দি প্রত্যেক বায়ু পরিবর্ত্তনেই তরুণ হইয়া উঠিলে** অথবা থাকিয়া থাকিয়া সর্দ্দির

banglabooks.in

তরুণ আক্রমণ হইলে ইহা উপকারী। ৩।৪ বিন্দু করিয়া মুল আরোক কতিপয় মিনিট পর পর দেয় (ডাঃ কাউপার থোয়েট)।

ফেরাম ফস্—ইহাও **একনের** তুল্য বলিয়া সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় দেওয়া যায়। কিন্তু ইহার আক্রমণে তদপেক্ষা স্বল্পতর আকস্মিকতা ও প্রবলতা দৃষ্ট হয়; এবং ইহাতে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা মোটেই থাকে না।

নাক্স্ ভমিকা—জলপূর্ণ বায়ু প্রভৃতির আর্দ্রতা ও শৈত্য, অথবা শুষ্ক-শীতল বায়ু-সংস্পর্শ এবং আর্দ্র ও শীতল পৈঠা বা প্রস্তরোপরি উপবেশনবশতঃ সর্দ্দির প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপকারী। মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয় এবং রোগী নাসিকায় অবরোধ বোধ করে। নাসিকা প্রায়শঃই শুষ্ক থাকে; স্রাব হইলেও তাহা জলবৎ ও স্বল্প। চক্ষু হইতেও কথঞ্চিৎ জল পড়ে। কণ্ঠায় চাঁছা ভাব থাকে, কিন্তু তাহা **মার্কের** ন্যায় হাজা বা কাঁচা ক্ষত ভাবের নহে; এবং ইহার স্রাবও **মার্কের** ন্যায় উগ্র হয় না। এই অবস্থায় দিবসে ও মুক্ত বায়ুতে স্রাব সরল থাকে, রজনীতে ও গৃহাভ্যন্তরে সর্দ্দি শুষ্ক হওয়ায় নাসিকার রোধ ঘটে। মুখ ও মস্তকে তাপ বোধ হয় এবং অগ্নি তাপেও শীতের উপশম হয় না। ফলতঃ সর্দ্দির সকল অবস্থাতেই **নাকস্ ভমিকার** প্রয়োগ হইতে পারে। স্রাবের অল্পতা ও তাহার শুষ্কতাই ইহার মূল প্রদর্শক। অনেক স্থলে তৃতীয়াবস্থায় সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া নাসিকার রোধ ও আধকপালি শির-শূল জন্মিলে, নাক ঝাড়িলে রক্ত পড়িয়া তাহার উপশম হয়। ইহা ললাট-গহ্বরও আক্রমণ করে।

সর্দ্দির এবং তাহার বিশেষ বিশেষ অবস্থার অন্যান্য ঔষধ, যথা :—

ডাল্কামেরা—জড়বৎ শ্লৈষ্মিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ ঔষধ। বায়বীয় তাপের হ্রাস ঘটিলেই এই সকল ব্যক্তি সর্দ্দিআক্রান্ত হয়। ইহাদিগের সাধারণ ও দেশব্যাপক সংক্রামক সর্দ্দিতে ইহা উপকারী। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই শুষ্ক সর্দ্দি তরুণের ভাব ধরে এবং সিক্ত হইলে, মুক্ত বায়ুতে এবং রজনীতে তাহা বৃদ্ধি পায়। **নাক্সের** সর্দ্দি গৃহ মধ্যে

banglabooks.in

বর্দ্ধিত ও মুক্ত বায়ুতে উপশমিত হইয়া ইহা হইতে প্রভেদিত হয়। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনঘটিত সর্দ্দি ক্রমে ক্রমে শ্বাস-পথের সকল অংশই আক্রমণ করিলে ইহা তাহার ঔষধ। ইহার সহিত সর্দ্দিজনিত ক্ষতও থাকিতে পারে।

এলিয়াম সিপা—তরুণ সর্দ্দির অতি প্রচুর জলীয় স্রাবে ইহা উপকারী। ইহাতে চক্ষু হইতে যে স্রাব হয় তাহা স্নিগ্ধ এবং হাজাকর নহে, কিন্তু নাসিকার স্রাব অত্যন্ত উগ্র ও হাজাকর। রোগীর শরীর ন্যূনাধিক কনকন করে ও ঘুষ্টবোধ হয়। অনেক সময় গলাভাঙ্গে ও স্বর-যন্ত্রের উত্তেজনাঘটিত কাসি থাকে।

ইউফ্রেসিয়া—ইহার ক্রিয়ায় নাসিকা হইতে অত্যধিক জলীয় শ্লেষ্মার স্রাব হয়; মাথার গোলমালের সহিত চক্ষু হইতে প্রভূত জ্বালাকর জল পড়ে; আলোকাসহিষ্ণুতা; প্রচুর ও স্নিগ্ধ নাসিকাস্রাব (সিপার বিপরীত) ও কাসি; কেবল প্রাতঃকালে গয়ার উঠে; নাসা-পুটে উদ্ভেদ।

এমন কার্ব্ব—অনেক সময়েই সর্দ্দি স্পষ্ট হয় না বা ফোটে না। নাসিকার রোধ, হাজাকর স্রাব, এবং শ্বাস-নালী বাহিয়া অবদারিতভাব ও জ্বালা।

বেলাডনা—প্রচণ্ড দপদপানি শিরঃ-শূল; হাঁচি; নাসিকা-পথের শুষ্কতা ও শুড়্‌শুড়ি; মুখের রক্তিমা; চক্ষুর জল-স্রাব; অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা; গলমধ্য ক্ষতভাবযুক্ত এবং অত্যন্ত শুষ্ক।

আর্সেনিকাম—শীতকালের সর্দ্দিতে ইহা দ্বারা বিশেষ কার্য্য পাওয়া যায়। ইহার পাতলা ও জলবৎ নাসিকা-স্রাবে ঊর্দ্ধোষ্ঠ হাজিয়া যায়, কিন্তু স্রাব সরস থাকিলেও নাসিকা-পথের রোধানুভূতি জন্মে। ইহাতে ললাট-দেশে মৃদু দপদপানি শিরঃশূল, হাঁচি ও আলোকাসহিষ্ণুতা থাকে; এবং ইহার প্রচলিত প্রকৃতির বিপরীত মুক্ত বায়ু মধ্যে হাঁচির সামান্যও উপশম হয় না এবং উত্তেজনা সমভাবে থাকিয়া

banglabooks.in

মুক্ত বায়ু মধ্যে বর্দ্ধিত হয়। যে সকল রোগী প্রায় সর্দ্দি ছাড়া থাকে না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। সর্দ্দি হইলেই যাহাদিগের হাঁপের উপক্রম হয়, তাহারা ইহাতে বিশেষ উপকার পায়। জলবৎ স্রাব ও হাঁচিতে ইহা সর্ব্বাগ্রগণ্য। জীর্ণ-শীর্ণ রোগীর ম্যালেরিয়া-বিষজনিত সর্দ্দির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

মার্ক কর—প্রচুর, উগ্র ও জ্বালাকর স্রাব। নাসিকা-রন্ধ্রে অবদারণের ভাব ও চনচনি; নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত; সম্পূর্ণ বায়ু-পথেই জ্বালা ও চনচনি। কঠিন রোগে ইহা জেল্‌সের পরে প্রযুক্ত হয়।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইয়া সরল, উগ্র ও জলবৎ স্রাব; নাসিকা ও গলদেশে শুড়শুড়ি ও হুল বেঁধানের ভাব; নাসিকা-মূলে গুরুত্বানুভূতি সহ বেদনা; এইরূপ বেদনা চক্ষু-গোলকের ঊর্দ্ধে এবং অভ্যন্তরেও থাকে।

কেলি বাইক্রমিকাম—নাসিকা ও নাসিকা-রন্ধ্রের স্ফীতি ও সরল সর্দ্দিতে চিমসা ও সূত্রাকার শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকামূলে চাপানুভূতি; সর্দ্দির শেষাবস্থায় নাসিকা হইতে ছিপির আকারে শুষ্ক শ্লেষ্মার নির্গমণ; এই অবস্থায় শিরঃশূল ও সরল শ্লেষ্মার স্রাব পর্য্যায় ক্রমিক ভাব ধারণ করে; এবং কাসিতে চিমসা গয়ারের নিষ্ঠীবন—গয়ার টানিলে লম্বা সূতার ন্যায় হয়; সর্দ্দিসহ পরিপাকি-বিকার থাকে।

স্যাম্বুকাস—নবজাত শিশুদিগের শুষ্ক নাসিকা-পথে কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস করিলে বিশেষ উপকারী। শিশু নাসিকা-পথে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাইতে অক্ষম।

পাল্‌সেটিলা—রোগের শেষাবস্থার ঔষধ। ঘ্রাণ ও স্বাদের অভাব; নাসিকা ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত; নাসিকা-পুটের অবদারণ; পরে পীত-সবুজ, ঘন ও স্নিগ্ধ শ্লেষ্মার স্রাব; গৃহাভ্যন্তরে রোগের বৃদ্ধি; ললাট-দেশে শিরঃশূল;

banglabooks.in

রোগী সর্ব্বদাই শৈত্য ও শীতের অনুভব করে; সন্ধ্যাকালে অধিকতর কষ্ট; ফলতঃ ইহা **পাকা সর্দ্দির ঔষধ।**

হাইড্র্যাষ্টিস—ঘন, হরিদ্রাভ অথবা ঈষৎ সবুজ শ্লেষ্মার স্রাব; অথবা জলবৎ, হাজাকর-স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা ও গল-দেশে চন্‌চনি; হাঁচি; নাসিকা-পথে বায়ু ঠাণ্ডা বোধ হয়; ললাটীয় মৃদু শিরঃ-শূল; গৃহমধ্যে স্রাব অত্যল্প থাকে, গৃহের বাহিরে তাহার প্রচুরতা জন্মে; স্রাব স্রোত বহিয়া পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে গলমধ্যে পড়ে।

নাসিকা-সর্দ্দি অবহেলা করিবার রোগ নহে। অনেক সময়ে ইহা সম্পূর্ণ শ্বাস-পথ আক্রমণ করিয়া বিপদাশঙ্কা উপস্থিত করে; অপিচ বহুতর ব্যক্তি সামান্য কারণেই ইহা হইতে আজন্ম কষ্টভোগ করে। এতাবতা ইহার নিরাকরণার্থ বহুতর ঔষধের আবিষ্কার হইয়াছে। স্থানাভাবে এস্থলে লক্ষণাদির বিবরণ না করিয়া তাহাদিগের মাত্র নামের উল্লেখ করা হইল। আবশ্যকানুসারে পাঠক তাহা মৎকৃত "ভৈষজ্য-বিজ্ঞান" ও তদনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থে প্রাপ্ত হইবেন।

নাসিকা-সর্দ্দির অন্যান্য ঔষধ :—

আর্জেণ্টম নাই, ইউপে পার্ফ, ইগ্নেসিয়া, এণ্টিম ক্রু, এপিস, এমন কষ্টি, এমন মিউ, এস্থ্রা গ্রিসিয়া, এরাম ট্রি, এলুমিনা, কার্ব্ব ভেজ, কুইলেরিয়া, কোকাস ক্যাক্ট; কোরেলিয়াম রুব্, ক্যাম, ক্যালি আয়, ক্যালি কার্ব্ব, ক্যালি মিউ, ক্যাল্কে কার্ব্ব, ক্লোরিন, গ্র্যাফাইটিস, চায়না, ড্রসিরা, নাই এসি, নেট মিউ, পেছোরাম সিড, ফস, ব্যাপ্টি, ব্যারা কা, ব্রায়, ব্রোমিয়াম, ভ্যালেরি, মার্ক ভাই, মার্কুরিয়াস, রাস্, রেনাঙ্কু স্কি, লরসি, লাইক, ল্যাকেসিস, ষ্টিক্টা, সাইক্লে, সিলিক, সালফার, সিনাবেরিস, সিনিসি অরি, সিপি, স্পিজি, হিপার সালফ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—অতীব তীব্র শীতের কঠিন নাসিকা সর্দ্দি-রোগে সাধারণ সর্দ্দি অপেক্ষা বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। এরূপ

banglabooks.in

সর্দ্দিতে রোগীর তীব্রতর শীতল বহির্ব্বায়ুর সংস্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। সর্দ্দির তরুণাবস্থায় রোগী উষ্ণ গৃহে বাস করিবে। উষ্ণ বাষ্পাঘ্রাণে কষ্টের উপশম পাওয়া যায়। ফলতঃ এতদ্দেশের সাধারণ সর্দ্দিতে রোগীর সাধারণতঃ কোন কঠোর নিয়মের প্রতিপালন আবশ্যক হয় না। তথাপি রোগীর শরীর রক্ষায় বিরত হইয়া যথেচ্ছাচার করা অনুচিত। সাধারণ ভাবে অবশ্যই সাবধান থাকার প্রয়োজন। তরুণ সর্দ্দিতে অনেকেই চা-পান করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা গাঁদাল পাতার যূষের পক্ষপাতী। রোগী উষ্ণ বস্তুর আহার করিবেন। দিবসে ভাত ও রজনীতে রুটি প্রশস্ত। সর্দ্দির তৃষ্ণায় উষ্ণ জল-পান ও শুষ্ক খাদ্য বিধেয়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯১ (LECTURE XCI)

পুরাতন নাসিকা-সর্দ্দি বা ক্রণিক রাইনাইটিস্‌ ।

(CHRONIC RHINITIS)

প্রতিনাম ।—নাসিকার পুরাতন প্রতিশ্যায় বা ক্রণিক নেজাল ক্যাটার (Chronic Nasal Catarrh)।

পরিভাষা ।—নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির পুরাতন প্রদাহ। ইহা প্রকৃতিতে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির বিবৃদ্ধিজনক অথবা ক্ষয়কর হইতে পারে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব ।—নাসিকা-সর্দ্দি শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির বিবৃদ্ধি অথবা ক্ষয়রহিত সহজ ও পুরাতন প্রদাহরূপেও থাকিতে পারে। তাহাতে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি, বিশেষতঃ টার্‌বিনেটেড বোন বা অস্থির উপরিস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি উত্তেজনা প্রবণ, প্রদাহযুক্ত, লোহিতাভ, স্ফীত এবং পূয়বৎ-শ্লেষ্মার স্রাবাবৃত হয়। এই স্রুত শ্লেষ্মা প্রথমে পাতলা ও পরিষ্কার থাকে কিন্তু অবশেষে তাহার প্রকৃতি ঘন ও আটা এবং বর্ণ ঈষৎ-পীত ও ঈষৎ-সবুজ হইয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির বিবৃদ্ধিজনক নাসিকা-সর্দ্দিতেও পূর্ব্ববৎ-প্রদাহের লক্ষণাদি থাকে কিন্তু পরে শোণিত নাড়ী, বিশেষতঃ টার্‌বিনেটেড গঠনস্থ শোণিত-নাড়ীর পুরাতন প্রসারণ হওয়ায় নাসিকার অবরোধ ঘটে। ইহাতে আবরক উপত্বক-কোষ, যোজকোপাদান, গ্রন্থি এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির অধস্থ উপাদানের বৃদ্ধি হয়। কখন কখন বিবৃদ্ধি নাসা-গল-নলিস্থ শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির গ্রন্থিবৎ উপাদান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় নাসা-গল-নালীর প্রতিশ্যায় জন্মে। অপিচ নাসিকা ও গল-নালী-গহ্বরে ঘনীভূত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়।

banglabooks.in

ক্ষয়কর নাসিকা-সর্দ্দি, বিবৃদ্ধি-জনক প্রকারের সর্দ্দির প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব প্রকাশ করে। ইহা জীবনের অতি পূর্ব্ব ভাগে আরম্ভ হইয়া এবং সাধারণতঃ যে বয়সে বিবৃদ্ধিজনক রোগ স্পষ্টতালাভ করে তাহার পূর্ব্বেই শেষ হইয়া যায়। ক্ষয়কর-পুরাতন নাসিকা-সর্দ্দির প্রকৃতি এই যে, ইহা শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির উপত্বক ও গ্রন্থি-স্তরের ধ্বংস সাধন করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর অথবা ঝিল্লির-অধস্থ স্তরের প্রকৃত ক্ষয়কর ক্রিয়া প্রকরণঘটিত কাঠিন্য জন্মে। ইহার ফলস্বরূপ শুষ্ক ও ঈষৎ সবুজ শ্লেষ্মার পূয়ময় মামড়ির উৎপত্তি হয় এবং তাহা অত্যন্ত পচা গন্ধ ছাড়ে। এরূপ রোগ "পীনস" বা "অজিনা (ozena)" বলিয়া কথিত। ডাঃ ডব্লু, এম, ষ্টারন্‌সের মতে ইহাতে চারি প্রকার সুস্পষ্ট আময়িক বিধান-বিকার সংঘটিত হইয়া থাকে, যথা :—১। উপত্বক-স্তরের প্রচুর কোষ-স্খলনে উপাদানের স্বাভাবিক হ্রাস। ২। গ্রন্থি-স্তর ও রক্ত-নাড়ীর হ্রাস প্রাপ্তি। ৩। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি-অধঃস্তরের রক্ত-নাড়ীর, বিশেষতঃ যে সকল নাড়ী টার্‌বিনেটেড গঠনের উত্থানকারী (Erectile) উপাদান নির্ম্মাণের অংশস্বরূপ তাহাদিগের সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান। ৪। ক্রমে ক্রমে টার্‌বিনেটেড বোন বা অস্থির ক্ষয়।

প্রকৃত ক্ষয়কর নাসিকা-সর্দ্দিতে ক্ষত জন্মে না। নাসিকা-পথ অতি প্রসারিত বা বৃহত্তর হয়। সাধারণতঃ গল-নালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি শুষ্ক ও চকচকে দেখায় এবং রোগের শেষাবস্থায় নাসিকা-ঝিল্লি পাণ্ডুর ও রক্তহীন হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া সহজে তরুণ সর্দ্দির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ঘটিলে তাহার পরিণামস্বরূপ সহজ পুরাতন সর্দ্দি জন্মিতে পারে। সহজ সর্দ্দি আরোগ্য না হইয়া থাকিয়া যাওয়ায়, বিশেষতঃ তাহার পুনঃ পুনঃ তরুণ আক্রমণ হওয়ায় অবশেষে তাহা বিবৃদ্ধিজনক সর্দ্দিতে পরিণত হইয়া থাকে। সমল বায়ু, এবং উত্তেজনাকর বাষ্প ও ধূলির

banglabooks.in

অবিশ্রান্ত আঘ্রাণ, জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা, এবং আজন্ম অথবা জন্মপশ্চাৎ কারণজাত নাসিকাবরোধ, উপদংশ এবং ক্বচিৎ গুটিকোৎপত্তি বা টুবার্‌কুলোসিস পুরাতন নাসিকা-সর্দ্দির কারণ হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সহজ পুরাতন নাসিকা-সর্দ্দি-রোগে নাসিকাপথের কথঞ্চিৎ-অবরোধ ঘটে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তির হানি হয় না। ইহাতে নাসিকা-স্রাব প্রথমে পাতলা থাকে পরে ঘন ও ঈষৎ-সবুজবর্ণ হয় এবং রোগীর সহজেই সর্দ্দির পুনরাক্রমণ ঘটে। **বিবৃদ্ধিজনক নাসিকা-সর্দ্দির** প্রধান লক্ষণ এক অথবা উভয় নাসিকা-পথের অবরোধে মুখ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস চলে এবং তাহার রজনীতে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অগ্র-পশ্চাৎ উভয় নাসিকা-রন্ধ্র হইতে ঘন শ্লেষ্মার স্রাব, ঘ্রাণশক্তির হ্রাস, নাকিসুরে কথা, ন্যূনাধিক ললাটিক শিরঃশূল এবং নাসিকা-মূলে ন্যূনাধিক পূর্ণতা ও গুরুত্বের অনুভূতি প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ। ইহাতে রোগীর সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শেই তরুণ সর্দ্দির পুনরাক্রমণ হয়। কর্ণ-নালী বা ইউষ্টেকিয়ান ক্যান্যাল আক্রান্ত হইলে বধিরতা জন্মে। সাধারণতঃ যেরূপ হয়—নাসা-গল-নালী (Nasopharynx) আক্রান্ত হইলে গল-দেশের শুষ্কতা জন্মে এবং নাসা-গল-নালী হইতে আটা শ্লেষ্মা মুক্ত করিবার জন্য রোগী ক্রমাগত গলা-খাঁকরাইতে থাকে। অনেক সময়ে অশ্রু-প্রণালী রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অহরহ চক্ষু-জলের স্রাব হয়। পর্য্যবেক্ষণে পূর্ব্ববর্ণিত আময়িক বিধান-বিকার লক্ষ্য করা যায়। এবম্বিধ রোগ শীতপ্রধান দেশেই অধিকতর প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করে।

সাধারণতঃ অল্প বয়সের শিশুদিগের মধ্যেই **ক্ষয়কর নাসিকা-সর্দ্দি-রোগের** আক্রমণ অধিক দেখা যায়; পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে রোগের আরম্ভ হইয়া থাকে। অনেক সময়েই রক্ত-হীন গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের নাসিকা প্রশস্ত ও নাসিকা-পথ সুদীর্ঘ থাকিলে, তাহাদিগের মধ্যে, ইহা সাধারণ পূয়াকার শ্লেষ্মা-স্রাবী নাসিকা-সর্দ্দিরূপে দেখা দেয়। প্রথমে রোগ

banglabooks.in

সহজ নাসিকা-সর্দ্দি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সত্বরেই গুরুতর প্রকৃতি প্রকাশ করিলে যে, ক্লেদবৎ পূয়ের ন্যায় স্রাব নিক্ষিপ্ত হয় তাহা অনেক সময়েই সম্পূর্ণ নাসাপথ, এমন কি, উদ্ধৌষ্ঠের কিনারা পর্য্যন্ত হাজাবৎ ক্ষতযুক্ত রাখে।

অসহনীয় পচা গন্ধের ভয়াবহ স্রাব ইহার বিশেষ প্রকৃতিগত লক্ষণ—স্রাবে বিবর্ণ মামড়ি এবং ঘন পূয়বৎ শ্লেষ্মা থাকে। নাসিকা-পথ ও গলদেশে শুষ্কতার অনুভূতি হয়, ঘ্রাণ-শক্তির হ্রাস অথবা সম্পূর্ণ অভাব ঘটে, এবং কখন কখন মামড়ির উৎপত্তি হওয়ায় নাসিকাবাহী শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা জন্মে। নাসিকা-গহ্বর বৃহত্তর হয়, এবং শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি শুষ্ক ও চকচকে দেখায়· তাহাতে ন্যূনাধিক মামড়ি সংলগ্ন থাকে, কিন্তু নাসিকা-পথের সংকোচন থাকে না। ক্ষয়কর রোগের ভোগ তিন হইতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ভাবীফল।—অতীব যত্নপূর্ব্বক বহুদিন ধরিয়া চিকিৎসা করিলে পুরাতন বিবৃদ্ধিজনক বা হাইপার্‌ট্রফিক নাসিকা-সর্দ্দি-রোগে শুভ পরিণামের আশা করা যায়। ক্ষয়কর সর্দ্দির শেষাবস্থায় কোনই উপকারের আশা থাকে না, যেহেতু ক্ষয়প্রাপ্ত ঝিল্লির উপাদানাংশের অপচয় সংঘটিত হওয়ায় তাহা কখনই প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না। রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষয়ের রোধের চেষ্টায় অনেক সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে এবং উপাদানের ক্ষতি পূরণ পক্ষেও উত্তেজনা প্রদানে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগীর ধাতুগত দোষ নিবন্ধন রোগ-প্রবণতা ব্যতীত প্রায় এরূপ রোগ সম্ভবে না। এজন্য অতি যত্নপূর্ব্বক ধাতুদোষ সংশোধনের ভেষজনির্ব্বাচন দ্বারা চিকিৎসা করিলে পুরাতন নাসিকা সর্দ্দি-রোগের প্রকৃত আরোগ্যাশা করা যায়। উপসর্গাদি ঘটিত অশান্তি এবং ক্লেশের শান্তি প্রদানার্থ স্থানিক লক্ষণানুসারেও ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধাত্বনুযায়ী ঔষধ হইতে এস্থলে

banglabooks.in

প্রকৃত ফলের আশা করিতে হইবে। পুরাতন রোগের গতি কালে, অনেক সময়েই তরুণাক্রমণ হয়। তাহাতে পূর্ব্বলিখিত তরুণ রোগের ঔষধ প্রযোজ্য। পুরাতন রোগচিকিৎসার ঔষধের লক্ষণাদি নিম্নে লিখিত হইল :—

আর্জেণ্টাম নাই—নাসিকাতে ক্ষত এবং ছালউঠা ভাব থাকে, তাহা মামড়ি আবৃত (crusts) হয় এবং মামড়ি উঠাইলে সামান্য রক্ত পড়ে; প্রচুর পূয়বৎ শ্লেষ্মার স্রাব; ঘ্রাণশক্তির অভাব; সংস্রবীয় ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু আক্রান্ত হওয়ায় বিশেষ প্রকারের স্রাব নির্গত হয়। রোগী ধাতুগত দোষে শীর্ণতা, বিশেষতঃ নিম্নার্দ্ধের শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আর্সেনিকাম—ইহার স্রাব জ্বালাকর ও হাজাকর; রোগী মুক্ত বায়ু ও গরমে ভাল বোধ করে; অস্থিরতা; নিদ্রাহীন। রোগ-জীর্ণ, দুর্ব্বল ও ম্যালিরিয়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে উপযোগী।

আর্স-আয়ডি—গুটিকা সংসৃষ্ট (Tuberculous) ধাতুদোষগ্রস্ত ব্যক্তির অসম্পূর্ণ সমীকরণ প্রযুক্ত রোগ; চক্ষু সন্নিহিত দেশের স্ফীতভাব; স্রাব পরিবর্ত্তনশীল—কখন পাতলা ও প্রচুর, সময়ে ঘন ও স্বল্প, অথবা আটা ও ফেনময়। ডাঃ কাউপার থোয়েট এ রোগে ইহাকে উৎকৃষ্টতর ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন।

অরাম—পুরাতন সর্দ্দি বা পিনস, বিশেষতঃ ইহার ক্ষয়কর বা এট্রফিক পর্য্যায়ের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। সাধারণতঃ পুরাতন উপদংশরোগ ইহার কারণ। ইহা এবং গুটিকাদোষগ্রস্ত রোগীর রোগ জন্মিলে ইহার মিউরিয়েট লবণ সুফল প্রদান করে। নাসারন্ধ্র এবং মুখ ক্ষতযুক্ত ও বিদীর্ণ; নাসিকাস্থিতে এবং নাসিকার কোমলোপাদান নিচয়ে ক্ষত হওয়ায় পচা দুর্গন্ধ স্রাব; নাসিকাপথবিভাজক উপাস্থিতে ছিদ্র—গণ্ডমালা, উপদংশ এবং পারদ দোষযুক্ত রোগী।

ক্যাল্কেরিয়া কারব—গণ্ডমালা ঘটিত রস-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিযুক্ত শ্লৈষ্মিক ধাতুর শিশু; যাহাদিগের দূষিত পরিপাক ও সমীকরণবশতঃ দৈহিক

banglabooks.in

ক্ষণভঙ্গুরতা জন্মে। পুরাতন কানপাকা। নাসিকার, বিশেষতঃ নাসিকা-মূলের স্ফীতি। হাজা ও ক্ষতযুক্ত নাসারন্ধ্র; তাহাতে পচা ডিমের গন্ধের ন্যায় ঘৃণাকর দুর্গন্ধ; পুরাতন স্বরভঙ্গ। সাধারণতঃই সর্দ্দির আক্রমণ। গণ্ডমালা ও গুটিকাক্রান্ত গ্রন্থি থাকিলে ইহার আয়ডাইড লবণ উৎকৃষ্টতর।

গ্র্যাফাইটিস—অসুস্থ, পামাযুক্ত ত্বক; কর্ণপৃষ্ঠে, হস্ত-পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকে এবং অন্যান্য শরীরাংশের উদ্ভেদ হইতে জলবৎ, স্বচ্ছ ও আটাযুক্ত স্রাব শুষ্ক হইয়া কটা রং ধরে; নখের উদ্ভেদবশতঃ তাহা ভঙ্গুরতা দোষে গুড়া গুড়া হইয়া যায় ও নখ কদাকার দেখায়। লম্বোদর ব্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক; ইহা ক্ষয়কর পর্য্যায়ের রোগে বিশেষ উপযোগী। নাসিকা মধ্যে শুষ্ক মামড়ি; ছাল উঠা, ফাটা এবং ক্ষতযুক্ত নাসা; রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা অথবা পূয়বৎ পচাগন্ধের স্রাব; গল-গহ্বর-কর্ণ-প্রণালীর রোধবশতঃ ক্রমাগত গলা ও নাক পরিষ্কারের চেষ্টা। রস-গ্রন্থির স্ফীতি থাকিলে বিশেষ উপকারী।

হিপার সাল্ফ—জড়ভাবযুক্ত শ্লৈষ্মিক ধাতুর রোগী; সিথিল ও কোমল শরীর, কটাসে কেশ এবং ফেকাসে বর্ণের ব্যক্তি; সামান্য আঘাতেই যাহাদিগের শরীরে পূয় জন্মে এবং যাহাদিগের দেহ পারদের অপব্যবহারে এবং পারদোপদংশবিষে জরা থাকে, তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী। শৈত্যে অসহিষ্ণুতা; এবং শীতকালে রোগের বৃদ্ধি। নাসিকায় স্ফীতি ও পাকা ফোড়ার ন্যায় বেদনা ও তাহার সহিত সর্দ্দি ও গলার শুষ্কতা জন্য চনচনি; নাসিকাস্থি সকল স্পর্শে বেদনাযুক্ত; নাসিকা-স্রাব ঘন পূয়ের ন্যায় এবং কখন কখন শোণিতাঙ্কিত; সর্দ্দি এক নাকে থাকে; ঠাণ্ডা লাগিলেই নূতন সর্দ্দি হয়। সাধারণ সর্দ্দিতে স্ফীত ও দড়কচড়া টন্‌সিল এবং স্ফীত গ্রীবা-গ্রন্থির মার্কারি দ্বারা আংশিক উপকারের পর ক্রিয়া স্থগিত হইলে হিপার উপকারী।

banglabooks.in

ক্রিয়োজোটাম—ক্ষয়কর পুরাতন সর্দ্দিতে বিদাহী, অত্যন্ত উত্তেজনাকর এবং দুর্গন্ধযুক্ত প্রভূত স্রাব থাকিলে। ইহাতে নাসিকা-পথ জ্বালা করে। দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় কোঁকড়ান ত্বকবিশিষ্ট গণ্ড-মালীয় অথবা কুষ্ঠ-দোষযুক্ত ব্যক্তি; সরু ও পুষ্টিহীন পাতলা দেহের বয়সের আন্দাজে দীর্ঘতর গঠন।

হাইড্র্যাষ্টিস—ক্ষয়কর সর্দ্দিতে ক্ষত জন্য রক্ত মিশ্রিত পূযের ন্যায় স্রাব; সর্ব্বদার জন্য ঘন, হলদে শ্লেষ্মার নিক্ষেপ; ইহার বিশেষ লক্ষণ এই যে, **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় স্রাব নিক্ষিপ্ত হয়**; পীত, ঈষৎ সবুজ এবং দুর্গন্ধ স্রাব; জলবৎ স্রাব হইলে নাসার জ্বালা, চনচনি ও অবদারণ জন্মে; স্রাব গৃহমধ্যে অত্যল্প, বাহিরে প্রচুর; নাসায় বায়ু শীতল বোধ হয়। সর্দ্দিকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও শারীরিক শিথিলতা থাকিলে ঔষধ অধিকতর উপকার করে। রোগ-জীর্ণ অথবা সাংঘাতিক রোগপ্রবণ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আমাশয় ও যকৃতের ক্রিয়ার সুস্পষ্ট বিকার থাকিলে এবং অপরিমিত ও উগ্রবীর্য্য সুরাপানে ভগ্নস্বাস্থ্য হইলে ইহা উপযোগী। এরূপ স্থলে সর্ব্বপ্রকার রোগেই ইহা উপকার করিয়া থাকে।

কেলি বাইক্রম—স্থূলকায়, কটাসে কেশযুক্ত ব্যক্তি; যাহাদিগের সর্দ্দি প্রায় সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য, এবং উপদংশ ও কুষ্ঠঘটিত (Psora) পুরাতন ধাতুদোষ থাকে। বামনাকার স্থূল এবং খর্ব্ব-গ্রীব শিশু। ইহাদিগের **স্রুত চিম্‌সা, সূত্রবৎ শ্লেষ্মা, শরীরাংশে লাগিয়া থাকে এবং টানিলে সুদীর্ঘ সূতার ন্যায় হয়।** বিশিষ্ট লক্ষণ—আটা ও তন্তুর আকার শ্লেষ্মার স্রাব; নাসার রোধ; নাসিকা-মূলে গুরুত্ব ও চাপবৎ বেদনা, অথবা নাসিকামূল হইতে তীরবেধবৎ বেদনার ললাটিক গহ্বর বাহিয়া চালনা; ক্ষত; কখন কখন নাসাভ্যন্তরে কঠিন ছিপবৎ শ্লেষ্মা, তাহা স্খলিত করিলে ছাল উঠা অথবা ক্ষত প্রদেশ রহিয়া যায়; পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় শ্লেষ্মা পড়ে।

banglabooks.in

ক্যালি-আয়ডি—প্রাতিশ্যায়িক ধাতুর ব্যক্তিদিগের উপদংশ ঘটিত পুরাতন ক্ষয়কর সর্দ্দি। নাসিকা হইতে ঈষৎ সবুজাভ কাল অথবা পীত ক্লেদ নির্গত হইয়া পচাটে ও বমনোদ্রেককারী দুর্গন্ধ ছাড়ে; পচা ও ঈষৎ সবুজাভ লোহিত রক্ত পড়ে; নাসিকা মূলে পূর্ণতা ও কষাভাবের অনুভূতি এবং নাসিকা ও ললাটিক অস্থিতে স্ফীতি জন্মিয়া দপদপানি ও জ্বালা; নাসিকাস্থিতে চর্ব্বণ, ছুরিকাঘাত ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা হইয়া ললাটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মার্ক সল—অবস্থা বিশেষে সকল প্রকার সর্দ্দি-রোগেই ইহার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু উপদংশঘটিত সর্দ্দিতেই বিশেষ উপকার হয়। প্রচুর, জলবৎ স্রাব; ঈষৎ সবুজ ও পচাগন্ধের পুজের স্রাব। রোগী তরল পদার্থ গিলিবার চেষ্টা করিলে তাহা পশ্চাৎ নাসা-রন্ধ্রে প্রবেশ করে। গলমধ্য ও টনসিলগ্রন্থির পুরাতন প্রদাহ। তরুণ প্রদাহে প্রচুর জলবৎ লালার স্রাব, এবং স্ফীত ও লোহিত বর্ণ নাসিকার টাটানি বেদনা; নৈশঘর্ম্ম এবং জ্বরবৎ তাপ; তাপ অথবা শৈত্য উভয়েই রোগের বৃদ্ধি; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা; নিদ্রাবস্থায় অথবা কাসিলে নাসিকার রক্তস্রাব; "জাড়িয়া"; মুখ হইতে পচা গন্ধ; লালার স্রাব; সর্দ্দি হইলে কাসি হয় এবং লবণাস্বাদ গয়ার উঠে, অথবা ইহার সঙ্গে আমযুক্ত উদরাময় থাকে। অনেক সময়েই তালু-দেশ শুষ্ক থাকে এবং সর্ব্বদা গিলিবার চেষ্টা হয়। গল-গহ্বর-কর্ণ-প্রণালীর সর্দ্দি। শ্রবণে কাঠিন্য; কর্ণ মধ্যে পুট পাট ও উচ্চধ্বনি এবং মধ্যে মধ্যে এক বা দুই কর্ণেরই অবরোধ।

মার্ক-ডালসিস—ডাঃ ষ্টার্নসের মতে ইহা টারবিনেটেড অস্থির রক্তাধিক্যের উপশম করে।

মার্ক-আয়ডি—ইহা মার্কারি ও আয়ডিন উভয়ের মিশ্র গণ্ডমালা ধাতুর গুটিকোৎপত্তি-দোষ যুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। পুরাতন নাসা-গল-নালী-সর্দ্দিতে ইহা বিশেষ উপকারী। চিমসা, শুভ্র অথবা

banglabooks.in

ঈষৎ পীত শ্লেষ্মা জমিয়া প্রধানতঃ পশ্চাৎ নাসা-পথ এবং পশ্চাৎ নাসিকা গহ্বরে লাগিয়া থাকে। অপিচ প্রচুর, উগ্র, এবং অনেক দিন স্থায়ী সর্দ্দির স্রাব, নাসা-পথ ও ঊর্দ্ধোষ্ঠে হাজা উৎপন্ন করিলেও ইহা উপকারে আইসে। নাসিকা-মূল ও ললাটিক গহ্বর বাহিয়া তীব্রবেধবৎ বেদনা। ডাঃ মোরস্ লিখিয়াছেন, "যে সকল রোগীর নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির প্রদাহ অশ্রু প্রণালী ও আশ্রব থলিতে (Lachrymal sac) বিস্তৃত হইয়াছে আমি তাহাদিগের রোগে **মার্কুরিয়াস আয়ডেটাস** ব্যবহার করিয়া বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছি।" শিশুদিগের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "যে সকল স্থলে পশ্চাৎ নাসার প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ ঊর্দ্ধে ধাবিত হইয়া সম্পূর্ণ গল-নালী আক্রমণ করিয়াছে, আমি তাহাতে মধ্যে মধ্যে, এমন কি ইহার প্রথম দশমিক চূর্ণের ব্যবহার করিয়াও ত্বরিত ফল লাভ করিয়াছি।

নাইট্রিক এসিড—রোগের কারণ উপদংশ হইলে, অথবা মার্কারি বা পারদের অপব্যবহার জন্য রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকার করে। ইহাতে পূয-যুক্ত, সমল, ঈষৎ পীত সবুজ, অসহনীয় দুর্গন্ধময় এবং ক্ষতকর স্রাব থাকে। নাসিকা স্পর্শ করিলে রোগী কাঠের চেলা ফোটার ন্যায় বোধ করে। কঠিন দেহ, কৃষ্ণবর্ণ ও কাল কেশ, স্থূল, অপেক্ষা একহারা বাতপ্রকৃতির রোগীর পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

নাক্স্ ভমিকা—নাক্সের প্রকৃতিবিশিষ্ট রোগীর দিনে সরল রাত্রে রুদ্ধ সর্দ্দি; উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি, শীতল মুক্ত-বায়ুতে হ্রাস; উষ্ণ গৃহেও শীতানুভূতি; রক্তযুক্ত শ্লেষ্মার স্রাব; ললাটিক শিরঃ-শূল। দুগ্ধপোষ্য বালকের শুষ্ক সর্দ্দি। উদরের বিকার ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিশেষ উপকার হয়।

পালসটিলা—পাকা সর্দ্দিতে উপকারি—তরুণ সর্দ্দি দেখ।

banglabooks.in

সিলিসিয়া—ইহা ক্ষয়কর পুরাতন সর্দ্দিতে বিশেষ উপকার করে; নাসিকাপথ শুষ্ক, বেদনা যুক্ত, হাজা ওঠা ও মামড়ি আবৃত; টাটায় যেন নাসিকাস্থিতে আঘাত লাগিয়াছে; বিদাহী, ক্ষতকর স্রাব; গণ্ডমালীয় রোগ-প্রবণতা, বিশেষতঃ যাহাতে রসগ্রন্থিতে দড়কচড়াভাব জন্মে ও পূয-সঞ্চারিত হয়; প্রাতিস্যায়িক প্রক্রিয়া অতি গভীর দেশে ধাবিত হইলে ইহা উপযোগী—অস্থির ধ্বংস।

সাল্‌ফার—ইহা পুরাতন রোগ বিষ-বাষ্পের (Psora) প্রতিষেধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভেষজ; ন্যুব্জ গ্রীব, একহারা, কর্কশ কেশ, রুগ্ন-নীরস ত্বক, ফেকাসে বর্ণ ও দুর্গন্ধ শরীর ব্যক্তি ইহার উপযোগী কার্য্য ক্ষেত্র। ইহারা শরীর পরিষ্কার রাখিতে বা স্নান করিতে চাহে না, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি হয়; ওষ্ঠ এবং অন্যান্য শরীর-দ্বার লাল এবং তাহাতে অনেক সময়ে টাটানি ও জ্বালা। প্রচুর, ঘন ও দুর্গন্ধ পূযের ন্যায় স্রাব; নাসাতে চুলকানি ও জ্বালা; নাসিকা স্ফীত, লাল ও প্রদাহযুক্ত; নাসিকার উপরি-ভাগে স্ফোটক ও উদ্ভেদ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—আমরা বিদেশীয় গ্রন্থাদিতে যেরূপ ভয়াবহ সর্দ্দির আক্রমণের এবং তজ্জন্য বহ্বাড়ম্বরের স্থানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিতে পাই, ব্যাধি তরুণই হউক আর পুরাতনই হউক এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তাহারা প্রায়শঃ তাদৃশ ভয়াবহ আকার ধারণ করে না। এ দেশের পুরাতন রোগেও সাধারণতঃ আমরা স্থানিক ব্যবহার জন্য প্রচলিত দুর্গন্ধ নিবারক ও সহজ ধাবনে—ক্যালাণ্ডুলা, হাইড্র্যাষ্টিস, পারম্যাঙ্গানেট অব পটাস, করোসিভ সাব্লিমেট, কার্‌বলিক এসিড ও উষ্ণ জল প্রভৃতি ব্যতীত বিশেষ কোন প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি কঠিন রোগে, বিশেষতঃ অতীব দুর্গন্ধযুক্ত রোগে ক্ষত ও রুগ্ন নাসিকা এবং রোগীর শরীরাদি যে, সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার নিতান্ত প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। পচা, দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত ক্ষয়কর

banglabooks.in

সর্দ্দিতে **কার্‌বলিক তৈলে** তুলা ভিজাইয়া তদ্দ্বারা নাসা রুদ্ধ করিয়া রাখা উপকারী। তাহাতে মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস করায় মামড়ি যমার ব্যাঘাত হয়। এজন্য ও অন্যান্য কারণেও এই ভাবে বোরাসিক এসিড, হাইড্রাষ্টিস ও ক্যালাণ্ডুলার প্রয়োগ সহ অথবা কেবল পরিষ্কার তুলাও ব্যবহার করা যায়। রোগী সহজ পুষ্টিকর আহার করিবে এবং অতি শীতল ও পরিবর্ত্তনশীল বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন তাপবিশিষ্ট স্থানে থাকিবে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯২ (LECTURE XCII)

নাসা-রক্ত-স্রাব বা এপিষ্ট্যাকসিস।

(EPISTAXIS)

প্রতিনাম।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বা নোজ্‌ব্লিড (Nose bleed)।

পরিভাষা।—নাসিকার রক্তস্রাব। যত প্রকার রক্তস্রাব আছে, তন্মধ্যে ইহারই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহা হইতে স্ত্রী-পুং, বালক-বালিকা, শিশু-বৃদ্ধ কাহারই অব্যাহতি নাই।

কারণ-তত্ত্ব।—নাসিকা শোণিত-স্রাব স্বয়ম্ভূত অথবা লাক্ষণিক বা ঔপসর্গিক উভয় প্রকারই হইতে পারে। স্বয়ম্ভূত নাসারক্তস্রাব অধিকাংশ সময়েই যুবক এবং বলিষ্ঠদিগের রোগ এবং ইহার পরিণাম অনেক সময়েই স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহা অধিকতর স্থলেই মুষ্ট্যাঘাত, চিমটি কাটা প্রভৃতি আভিঘাতিক কারণে হয়। নাসিকায় আগন্তুক পদার্থের, বিশেষতঃ কর্কশ উত্তেজনাকারী পদার্থের বর্ত্তমানতাও ইহার একটি সাধারণ কারণ মধ্যে গণ্য। মস্তক কঙ্কালের তলদেশের অস্থিভঙ্গও ইহার কারণ বলিয়া কথিত। যে সকল ব্যক্তির নাসিকার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির অস্বাভাবিক কোমলতা থাকে, সবলে নাসিকা ঝাড়িলে অথবা অন্যান্য প্রকার প্রচণ্ড বলপ্রয়োগেও অনেক সময়ে তাহাদিগের নাসিকায় শোণিত-স্রাব উপস্থিত হয়। বায়ুর অত্যধিক বিরলতা জন্মিলেও, যেমন ব্যোমযান ও পর্ব্বতারোহণে ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে।

স্থানিক অবস্থা, যেমন ক্ষত অথবা বহুপাদার্ব্বুদ বা পলিপাস অথবা নানাবিধ ধাতুগত অবস্থা, বিশেষতঃ শরীরের অতীব অবসাদগ্রস্ত এবং রোগ

banglabooks.in

জীর্ণ অবস্থা হইতে **লাক্ষণিক নাসিকা-রক্তস্রাব** হইতে পারে। তরুণ সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ পচনশীল জ্বর-বিকার বা টাইফয়েড জ্বর, পুরাতন রক্তহীনতা, লিউকিমিয়া বা শুভ্র কণিকা বাহুল্য, শোণিত-স্রাবী-ধাতু-বিকার (Diathesis), শীতাদরোগ (Purpura) এবং হৃৎপিণ্ড অথবা ফুসফুস-রোগবশতঃ শোণিত-পূর্ণতাও সাধারণতঃ নাসিকা হইতে শোণিত-স্রাবের কারণ হইয়া থাকে। অনেক সময়েই প্রায় যৌবনের সম সম কালে কোমল শরীর বালকদিগের নাসিকা-রক্তস্রাব হয়, অপিচ শিশুদিগের অতি শোণিত-সম্পন্নতাও (Plethora) অধিকাংশ সময়ে নাসিকা-রক্তস্রাব ঘটায়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ সময়ে ইহা অনুকল্প ঋতু-স্রাবরূপে ঘটে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় এক অথবা দুই নাক হইতেই পড়িতে পারে। ক্বচিৎ কোন স্থলে রক্ত ধার বাঁধিয়াও পড়িতে দেখা যায়। কোন কোন অবস্থায় শোণিত-স্রোত গল-নালীতে যায় এবং রোগী তাহা কাসিয়া উঠায়, অথবা আমাশয়ে যাইলে তাহার বমন হয়। রক্তস্রাব দীর্ঘকাল থাকিলে অথবা পুনঃ পুনরাগত হইলে রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে, কিন্তু ইহা হইতে মৃত্যু-সংঘটন অতীব বিরল। ইহার আক্রমণ সাধারণতঃ কতিপয় মিনিট মাত্র থাকে, কিন্তু ইহা কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত থাকিলে প্রভূত রক্তের অপচয় ঘটিতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ রোগের নির্ব্বাচন কঠিন নহে, কিন্তু রক্ত গল-নালীতে প্রবেশান্তর কাসির সঙ্গে উঠিলে রক্তকাসি এবং আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া বমিত হইলে রক্ত-বমন বলিয়া গুরুতর ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে। এই সকল স্থলে নাসা-বীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে ভ্রান্তি দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু রোগ কোন ধাতুগত বিকারোৎপন্ন হইলে অণুবীক্ষণযন্ত্রাদি দ্বারা সযত্ন প্রাকৃতিক পরীক্ষার আবশ্যকতা জন্মে।

banglabooks.in

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগীর অবস্থানুসারে নিম্ন প্রদর্শিত ঔষধগুলি শোণিতস্রাব নিবারণে যথেষ্ট হইতে পারে ঃ—

একনাইটাম—অতিরিক্ত রক্ত-সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ শিশু ও যুবক-দিগের **একনাইটের** প্রচলিত লক্ষণসহ প্রচুর ও প্রবল উজ্জ্বল-লোহিত **নাসিকা-শোণিত-স্রাব।**

ফেরাম মেট—রক্তহীন, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের চাপ মিশ্রিত উজ্জ্বল-লোহিত রক্তের বেগে স্রাব।

ফেরাম-ফস—কোমল ও দুর্ব্বলশরীর শিশুদিগের পৌনঃপুনিক রক্তস্রাবে কোন স্থানিক কারণ দৃষ্ট হয় না; রোগীর অলীক শোণিত সম্পন্নতা ও নাড়ীর স্থূল ও কোমল অবস্থা থাকে।

বেলাডনা—মুখমণ্ডল-চক্ষু-রক্তিমা, দপদপানি শিরঃশূল ও প্রবল নাড়ীর স্থূলতা ও কাঠিন্য থাকিলে শোণিত-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের উজ্জ্বল-লোহিত শোণিতের বেগে স্রাব।

ইপিক্যাক—রক্তস্রাব মাত্রেরই অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উজ্জ্বল-লোহিত রক্তস্রাবে প্রদর্শক স্বরূপ বিবমিষা থাকে এবং শীতল শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হইতে পারে।

চায়না—ডাং ফারিংটন বলেন সিঙ্কনা ব্যতীত রক্তস্রাবের চিকিৎসা হওয়াই কঠিন। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ জমাট রক্তের স্রাব হয়; রক্ত-স্রোত প্রচুর, এতই প্রচুর যে রোগী প্রায় রক্তশূন্য হয়,তাহার মূর্চ্ছার ভাব জন্মে এবং কাণে শাঁক ঘণ্টার শব্দবৎ শব্দের অনুভূতি হয়। রোগী পাখার বাতাস চাহে।

ক্রোটেলাস—সাংঘাতিক জ্বর-বিকারাদি রোগের পচনশীল চরমাবস্থায় নাসিকাদি হইতে কৃষ্ণবর্ণ ও বিশ্লিষ্ট তরল রক্তস্রাবের ঔষধ।

ল্যাকেসিস—উপরিউক্ত ঔষধের ন্যায় পচনশীল সন্নিপাত অবস্থা, স্বাস্থ্যহানিবশতঃ শোণিতবিকার এবং ঋতুরোধবশতঃ অনুকল্পভাবের নাসিকা-রক্তস্রাব।

banglabooks.in

হেমামেলিস—মৃদুতর শিরা-রক্তস্রাব। কৃষ্ণবর্ণ রক্ত। নাসিকোপরি টাটানি ও পিষ্টবোধ এবং নাসিকোর্দ্ধ-প্রদেশে টান টান ভাব এবং চাপের অনুভূতি।

ফস্‌ফরাস—ইহা ধাতু-দোষজ শোণিত-স্রাবের লক্ষণানুসরণে প্রদত্ত হইলে উপকার পাওয়া যায়।

সিকেলি—সঙ্কুচিত মুখমণ্ডলযুক্ত রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বলাবস্থায় নাসিকা-রক্তস্রাব।

ইরিজিরণ—ডাঃ কাউপার থোয়েটের মতে, তিন ফোঁটা মাত্রায় ইরিজিরন অইল, উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ নাসিকা-রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী। রোগীর প্রত্যেক শরীর চালনায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি।

ক্রোকাস—কাল, ঘন, স্তূপা স্তূপা, ও ছিবড়াযুক্ত রক্তস্রাব। বয়স অনুমানে শরীরের অতি বৃদ্ধি, এরূপ কোমল শরীর শিশুদিগের পুরাতন, অদম্য ও দুর্ব্বলকর নাসিকা-রক্তস্রাবে থাকিয়া থাকিয়া মূর্চ্ছার ভাব।

আর্ণিকা—সাক্ষাৎ আঘাতবশতঃ নাসিকা-রক্তস্রাব।

ফেরাম মিউ—ডাঃ গুড্‌নোর মতে জ্বর এবং শারীরিক অন্যান্য বৈকারিক অবস্থায় শোণিতের অপকৃষ্টতাবশতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার প্রথম দশমিক অরিষ্ট অথবা মূল অরিষ্ট এক ফোঁটা করিয়া দিলে উপকার হয়।

হাইড্রাষ্টাই-হাইড্রক্লোরেট—যে কোন কারণেই রক্তস্রাব হউক, ইহার তৃতীয় দশমিক চূর্ণ অতি গুরুতর প্রকৃতির আক্রমণ-নিবারণেও সক্ষম। উপকারিতায় ইহা সর্ব্বোচ্চ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—হস্তদ্বয় মস্তকোর্দ্ধে উত্থিতকরণ, নাসিকোপরি অথবা গ্রীবা-পশ্চাতে বরফের প্রয়োগ অথবা নাসা পথে বরফ-শীতল জল অথবা অমিশ্র গোড়ালেবুর রসের পিচকারি প্রভৃতি সহজ

banglabooks.in

প্রয়োগের সহিত যথোপযুক্ত সেবনীয় ঔষধের প্রথমে ব্যবহার করিয়া দেখা সঙ্গত। রোগী সম্পূর্ণ স্থিরভাবে থাকিবে। নাক ঝাড়িয়া, নাক খুঁটিয়া বা অন্য কোন প্রকারে নাসা পরিষ্কার করিয়া, রক্ত চাপ বাঁধিলে তাহা কোন প্রকারেই স্থানচ্যুত করিবে না। এইরূপ সহজ উপায়ে কার্য্যসিদ্ধ না হইলে কোন স্থানিক কারণ আছে কিনা তাহার অনুসন্ধান করা উচিত। এরূপ কারণ থাকিলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসা করিবে। রক্তস্রাবের প্রকৃত স্থান পাইলে তাহাতে ফটকিরি অথবা গ্যালিক এসিডের চূর্ণ অথবা এণ্টিপাইরিন-পরিপূরিত দ্রব, অথবা ক্রোমিক এসিডের দ্রবের স্থানিক-প্রয়োগ করিবে; অথবা নাইট্রেট্ অব সিল্‌ভারের পেন্‌সিল দ্বারা স্থান দগ্ধ করিবে। কখন কখন নেকড়াদির ছিপি করিয়া সম্মুখ নাসা-পথে প্রবেশ করাইলে রক্তবন্ধ হয়; কিন্তু কঠিনতর রোগে ঐরূপে পশ্চাৎ নাসা-পথে ছিপির ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ডাঃ এণ্ডার্‌স বলেন, "ফেসিয়াল অস্থির উপরিস্থিত ঐ নামের ধমনীতে চাপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়।"

—o—

banglabooks.in

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বর-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ল্যারিংস্।

লেক্‌চার ৯৩ (LECTURE XCIII)

তরুণ প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা একুট ল্যারিঞ্জাইটিস।

(ACUTE CATERRHAL LARYNGITIS)

প্রতিনাম।—তরুণ স্বর-যন্ত্রীয় প্রতিশ্যায় বা একুট ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার (Acute Laryngial Catarrh)। শিশু এবং অল্প বয়সের বালক-বালিকাদিগের জন্মিলে রোগ প্রাতিশ্যায়িক ঘুংরি কাসি বা ক্যাটারেল ক্রুপ (Catarrhal Croup) বলিয়া কথিত হয়।

পরিভাষা।—স্বর-যন্ত্রের তরুণ প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ।

কারণ-তত্ত্ব।—তরুণ স্বর-যন্ত্র প্রদাহ প্রাথমিক রোগরূপেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা অধিকাংশ সময়ে নাসিকা এবং গল-দেশের প্রতিশ্যায়িক প্রদাহের সংস্রবে এবং তাহার প্রসারবশতঃ হইয়া থাকে। অনেক সময়েই শৈত্য ও সিক্ততা সংস্পর্শে, বিশেষতঃ শরীরের অত্যুষ্ণাবস্থায় তদ্রূপ হইলে, অথবা স্বরের অত্যধিক ব্যবহার করিলে ইহা জন্মে। অপিচ আঘাত, উত্তেজক বাষ্প অথবা ধুলা, মাটি ইত্যাদির চূর্ণ মিশ্রিত বায়ুর আঘ্রাণ, দাহকর বিষের সেবন এবং আগন্তুক পদার্থের প্রবেশও ইহার কারণ হইতে পারে। অভ্যন্তরূপে কর্ম্মহীন অলসাবস্থায় বসিয়া থাকা, দূষিত বায়ুপূর্ণ এবং অত্যুষ্ণ গৃহে বাস, অপরিমিত ধূমপান, সিগারেট বা চুরুট খাওয়ার অত্যাভ্যাস অথবা অমিশ্র সুরাবীজ পান, রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ বলিয়া পরিগণিত। তরুণ স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ গৌণরূপে সংক্রামক রোগে উপসর্গস্বরূপও জন্মিতে পারে।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ রোগী প্রথমে স্বর-যন্ত্রে টাটানি বোধ করে এবং তাহা শুষ্ক ও শুড়শুড়িযুক্ত হয় এবং রোগীর ক্রমাগত গলা পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহার পরেই স্বরের কর্কশতা জন্মে এবং তাহা স্বর-ভঙ্গ পর্য্যন্ত যাইতে পারে—সম্পূর্ণ বাক-রোধও ঘটিতে পারে। এই সময় যে কাসি উপস্থিত হয়, তাহার প্রকৃতি ঘুংরি কাসির ন্যায়, অথবা খ্যাক খ্যাক শব্দবিশিষ্ট; অনেক সময়েই ইহা থাকিয়া থাকিয়া হয় এবং বড়ই দুর্ব্বলতা জন্মায়। কথা কহিলে ও ঠাণ্ডা বাতাসের শ্বাস টানিলে ইহার বৃদ্ধি হয়। স্বর-যন্ত্রের টাটানি বাড়াইয়া ইহা স্পষ্ট বেদনা উপস্থিত করিতে পারে এবং তাহা এতাদৃশ তীব্রতা লাভ করে যে তজ্জন্য কথা কহা, গেলা ও কাসা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। কোন কোন রোগীর কেবল জ্বালা ও উত্তেজনা থাকে। ক্রিকয়েড উপাস্থির উপরি চাপ দিলে বেদনা হইতে পারে অথবা তাহা কাসির উদ্রেক করে। কঠিন রোগে স্বর-যন্ত্র-কবাটের (glottis) শোথ জন্মিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র প্রধান লক্ষণরূপে উপস্থিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসকষ্ট লাগিয়া থাকে অথবা মধ্যে মধ্যে তাহার আক্রমণ। ইহা শ্বাসরোধ পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে। সুরা-বীজ-বিষাক্ত এবং লালামেহ রোগ-পীড়িত রোগীদিগের মধ্যেই এই উপসর্গ অতি সাধারণ। রোগের অতি কঠিন অবস্থায় শরীর-তাপের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। স্বর-যন্ত্র-বীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষায় স্বর-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির লোহিত বর্ণ, স্ফীতি এবং অর্ব্বুদবৎ আকৃতি পরিলক্ষিত হয়, অপিচ তাহা স্বর-তন্ত্র ও স্বর-যন্ত্র হইতে এপিগ্লটিস লগ্ন শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির স্তর পর্য্যন্ত যায়। স্বর-যন্ত্র হইতে অত্যধিক শ্লেষ্মার স্রাব হইতে পারে অথবা রেখাকার স্থানে স্থানে ও দাগে দাগে অত্যল্প করিয়া শ্লেষ্মার ন্যায় নির্য্যাসের ক্ষরণ হইতে থাকে। কঠিন রোগে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির উপরিভাগে পাতলা ক্ষত জন্মিতে অথবা আশু প্রাণ-সংশয়কর বা সাংঘাতিক শোথ হইতে পারে। শিশুদিগের স্বর-যন্ত্র-প্রদাহের গতিকালে লক্ষণাদির কথঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটে; বিশেষতঃ

banglabooks.in

শিশুদিগের সংস্রবে স্বর-যন্ত্র-সংকোচক (Constrictor) পেশীর আক্ষেপ এবং রাত্রিকালে রোগের বৃদ্ধি ও পুনরাক্রমণ হইতে পারে। এই প্রকার রোগ প্রাতিশ্যায়িক ঘুংরি কাসি, অলীক ঘুংরি কাসি অথবা আক্ষেপিক ঘুংরি কাসি বলিয়া আখ্যাত। যুবক এবং শিশুদিগের মধ্যে স্বর-যন্ত্রের তরুণ প্রদাহের বিভিন্নতার কারণ—শিশু-স্বর-যন্ত্রের অধিক পরিমাণে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রত্ব, তাহার অসহিষ্ণু ভাব এবং অধিকতর রক্ত সম্পন্নতায় আরোপিত; অপিচ ইহাই শিশুদিগের মধ্যে এই রোগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আক্রমণের কারণ বলিয়াও কথিত। তিন বৎসরের নিম্ন বয়সের শিশুদিগের মধ্যেই রোগ অধিকতর হয়, কিন্তু শিশু বিশেষ দশ-বার বৎসর বয়সেও আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অতি কঠিন ও কষ্টপ্রদ শ্বাস-কৃচ্ছ্র, স্বর-ভঙ্গ এবং থ্যাক্ থ্যাক্ ও ঘুংরি কাসির ন্যায় কাসি এবং অনেক সময়ে কথঞ্চিৎ জ্বর হইয়া শেষ রজনীতে শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ক্রমে ক্রমে এক ঘণ্টা মধ্যে এই সকল লক্ষণ অন্তর্হিত হইয়া সচরাচর এক কি দুই দিন পর্য্যন্ত স্বর-যন্ত্রের সাধারণ প্রদাহের লক্ষণ থাকিয়া যায়; কিন্তু উপযুক্ত পরিচর্য্যা না হইলে সম্ভবতঃ রোগের নৈশ আক্রমণ পুনরাবৃত্ত হয়। কখন কখন প্রাতিশ্যায়িক ঘুংরি কাসির পর প্রাতিশ্যায়িক শ্বাস-নালী (Trachea) প্রদাহ জন্মে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—উপরে লক্ষণাদির যেরূপ বিবরণ করা হইয়াছে তাহাতে রোগ-নির্ব্বাচনে ক্বচিৎ ভ্রান্তির সম্ভব; তথাপি ইহা স-ঝিল্লিক স্বর-যন্ত্র প্রদাহ (Membranous Laryngitis), স্বর-যন্ত্রের শোথ (Edema Larynx), অথবা কণ্ঠ-নালীর দ্বারের আক্ষেপ (Laryngismus Stridulus) কিনা তাহার স্থিরীকরণ বিলক্ষণ কঠিন-সাধ্য হইতে পারে। স্বর-যন্ত্র-পর্য্যবেক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইহার স্থিরীকরণ সম্ভবনীয় হইতে পারে; কিন্তু শিশুদিগের পক্ষে তাহারও প্রয়োগ ক্বচিৎ সাধ্যায়ত্ত। স-ঝিল্লিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহে শ্বাস-কৃচ্ছ্র অধিকতর বিচ্ছেদহীন

banglabooks.in

এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের করাত-চালনাবৎ কর্‌কর্‌ শব্দও প্রায় তদ্রূপ স্পষ্টতর, কিন্তু প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহে প্রশ্বাস সাধারণতঃ সহজ এবং ক্বচিৎ করাত-চালনাবৎ শব্দযুক্ত। ধাতুগত লক্ষণাদিও অধিকতর কঠিন থাকে এবং গ্রীবা-গ্রন্থি সকল স্ফীত হয়। ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ ষ্টিড়ুলাসের লক্ষণ হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতবৎ প্রচণ্ড বেগে প্রকাশিত হয়, এবং ইহাতে কোন প্রাতিশ্যায়িক লক্ষণ অথবা জ্বর দেখা দেয় না। স্বর-যন্ত্র দর্পণ ব্যবহার করিলে অনেক সময়েই শোথ চক্ষুগোচর হয়।

ভাবীফল।—সাধারণ রোগে বিপদাশঙ্কা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সুস্পষ্ট শোথ থাকিলে, হীমাঙ্গ হইয়া দ্রুত মৃত্যু ঘটিতে পারে। কতিপয় ঘণ্টা হইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে সাধারণতঃ রোগের আরোগ্য শেষ হয়।

চিকিৎসা তত্ত্ব।—একনাইট—রোগের প্রথমাবস্থায় বিশেষতঃ রক্তসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ শিশুর শীতকালের রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগে অস্থিরতাদি ও জ্বরের বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

ফেরাম ফস—জ্বরযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং অলীক রক্ত-সম্পন্ন রোগীর নাড়ী স্থূল ও কোমল থাকিলে ইহা একনের স্থলাভিষিক্ত হয়।

আয়ডিন—রোগ-জীর্ণ ও শীর্ণ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত রোগীর গ্রন্থির দড়কচড়াভাব এবং বিবৃদ্ধিপ্রবণতা থাকিলে বিজ্বর রোগীর পক্ষে ইহা কার্য্যকারী হয়।

ব্রোমিয়াম—গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। কাসিলে স্বর-যন্ত্রে আল্লা শ্লেষ্মা থাকার ন্যায় ঘড়ঘড় করে, শ্লেষ্মা উঠে না, কিন্তু শ্বাস-রোধও করে না। জ্বরহীন অবস্থা।

স্পঞ্জিয়া—ইহাও আয়ডিন তুল্য গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। একনাইটের প্রয়োগান্তে জ্বর ছাড়িয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে তীক্ষ্ণ

banglabooks.in

শব্দ, শ্বাস-নালীর উর্দ্ধভাগে সুস্পষ্ট বেদনা এবং স্বর-ভঙ্গের বৃদ্ধি ও উচ্চারণের কাঠিন্য থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

হিপার সাল্‌ফার—গুটিকা দোষযুক্ত ধাতুর ব্যক্তিদিগের রোগে স্পঞ্জিয়ার পর ইহা আরোগ্য সম্পূর্ণ করে অথবা আশঙ্কা স্থলে, রোগীকে রক্ষা করিয়া সময়োপযোগী ঔষধের প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করে। লক্ষণানুসারে ইহা একনের পর জর থাকিতেও দেওয়া যাইতে পারে। অত্যল্প আটা শ্লেষ্মা বা পয়বৎ শ্লেষ্মার শব্দ হয়, কিন্তু সহজে তাহা উঠে না; কিয়ৎকালের জন্য স্বরভঙ্গ থাকিয়া যায়।

কেলি বাইক্রমিকাম—কঠিন রোগের একন অথবা স্পঞ্জ দ্বারা সহজে উপকার না হইলে। অত্যন্ত আটা বা গঁদের ন্যায় শ্লেষ্মা, গলা-ভাঙ্গা ও কাসিতে ঠন্ ঠন্ শব্দ। রাত্রে বৃদ্ধি।

বেলাডনা—তরুণ রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার সাধারণ মুখ-রক্তিমাদি ও প্রবল জর থাকিলে। কিছু গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট ও বেদনা; বেদনাযুক্ত, আক্ষেপিক ঘুংরি কাসিবৎ কাসি; স্বর-ভঙ্গ, ক্ষীণ স্বর ও বাকরোধ; প্রথম রাত্রে বৃদ্ধি।

ফস্‌ফরাস—ইহা শিশু অপেক্ষা বয়স্থদিগের রোগেই অধিকতর উপযোগী। রোগের শেষাবস্থায় হিমাঙ্গের আশঙ্কা। শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড় ঘড়ি থাকে ও আক্ষেপিক কাসি হয়, কিন্তু সামান্যই গয়ার উঠে। নাড়ী সূত্রবৎ ও দুর্ব্বল।

এণ্টিমনি টার্ট—রোগের অতি শোচনীয় অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসে তরল শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, কিছু উঠে না এবং মুখমণ্ডলাদি ফেকাসে নীলাভ হয়। বুকে শ্লেষ্মার সঞ্চয়।

বেঞ্জোইন—স্বর-ভঙ্গ, স্বর-যন্ত্র হইতে গ্রীবা-কোটর-পশ্চাৎ পর্য্যন্ত অবদারণ (কাঁচা) ভাব থাকিলে ডাঃ এলেন ইহার ১× দশমিক অরিষ্টের মিশ্র পছন্দ করেন। ডাঃ গুড্‌নো তাহা শর্করার সহিত দিতে বলেন।

banglabooks.in

ক্যাল্কে আয়ডি—ডাঃ হেল বলেন, "স্বর-যন্ত্রে কাঁচা ভাব, জ্বালা, টাটানি, এবং তাহা স্পর্শে অসহিষ্ণুতা থাকিলে, এবং রোগী স্বরভঙ্গযুক্ত খ্যাক্ খ্যাক্ কাসিলে ও স্বর-যন্ত্রে আটা এবং সংকোচনের অনুভব করিলে আয়ডাইড অব লাইম তাহার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার পাঁচ গ্রেণ অর্দ্ধ গেলাস জলে দ্রব করিয়া আধ ঘণ্টা, পর পর এক চা-চামচ মাত্রায় দেয়।

অন্যান্য ঔষধ মধ্যে লক্ষণানুসারে ক্যাল্কে কার্ব, হায়সা, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, স্যাম্বুকাস, ইপিক্যাক, লোবেলিয়া ও এপিস প্রভৃতির উপযোগিতা জন্মে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা—মুক্ত বহির্ব্বায়ুতে অথবা গৃহাভ্যন্তরে অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব প্রকারে ও সর্ব্বতোভাবে শৈত্য সংস্পর্শ পরিত্যাজ্য। রোগী সর্ব্বদার জন্য ৭৫° হইতে ৮০° ফারেন হাইটের তাপযুক্ত উষ্ণ গৃহে বাস করিবে। উপরিউক্ত তাপ ও বায়ুর উষ্ণ সিক্ততা রক্ষার্থ উষ্ণ বাষ্প বিকিরণশীল বৃহৎ উষ্ণ জলপূর্ণ পাত্র গৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত। রোগী স্থির থাকিবে, কথা কহিবে না। স্বর-যন্ত্র জড়াইয়া বরফ শীতল জলসিক্ত বস্ত্র-খণ্ড ও তদুপরি ফ্ল্যানেলের পটির প্রয়োগ অত্যুপকারী। কেহ কেহ সহজসাধ্য বলিয়া রোগের আদ্যোপান্ত উষ্ণ প্রয়োগের পক্ষপাতী। উভয়ই সমগুণদায়ক। ভ্যাসিলিন অথবা কোন প্রকার বসা দ্রব্য অথবা সহজ প্রাপ্য ও চির প্রচলিত কটু সরিষার তৈল উষ্ণ করিয়া গলদেশে লাগাইতে হইবে। পরে তদুপরি বিলক্ষণ উষ্ণ ও পোনা তুলা অথবা এবসর্বেণ্ট কটন রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ গ্রীবা ফ্ল্যানেল-পটিতে জড়াইতে হইবে। স্প্রে যন্ত্র দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে উষ্ণ বাষ্পের আঘ্রাণ লওয়া উপকারী। শিশুদিগের মস্তক হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র কানাট মধ্যে রাখিয়া তাহাতে বাষ্প প্রবেশ করান যায়। ঈষদুষ্ণ তরল খাদ্য উপযোগী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৪ (LECTURE XCIV)

পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র প্রদাহ বা ক্রণিক ক্যাটারেল ল্যারিঞ্জাইটিস।

(CHRONIC CATARRHAL LARYNGITIS)

প্রতিনাম।—পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্রোষ; পুরাতন স্বর-যন্ত্রান্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রণিক এণ্ডোল্যারিঞ্জাইটিস (Endolaryngitis)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—স্বর-যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি রক্তপূর্ণ থাকে ও পুরু হইয়া যায়। তাহাতে স্বর-তন্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্যের বিঘ্ন ঘটে। স্রাব প্রচুর অথবা স্বল্প ও আটাল।

কারণ-তত্ত্ব।—স্বর-যন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ অনেক সময়েই তরুণ আক্রমণের পুনঃ পুনঃ পুনরাবর্ত্তনের পরিণামস্বরূপ থাকিয়া যায়। বহু দিন যাবৎ স্বরের অপরিমিত ব্যবহার, উত্তেজনাকারী ধূলি ও অন্যান্য সূক্ষ্ম চূর্ণাদি অথবা বাষ্পের আঘ্রাণ, অত্যধিক ধূম পান, অনেক দিন পর্য্যন্ত উগ্র মদ্যের সেবন এবং উপদংশ রোগ ইহার কারণ স্বরূপ গণ্য। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিই পূর্ব্ববর্ত্তী, কতিপয় মাত্র সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত। অনেক সময়ে এই রোগ—বিশেষতঃ যাহারা অভ্যস্তরূপে মুখ-পথে শ্বাস-প্রশ্বাসের চালনা করে, তাহাদিগের নসা-গল-নালীর পুরাতন সর্দ্দি সংস্রবে থাকে এবং তাহা হইতে জন্মে। ইহা কখন কখন বায়ু-পথের পুরাতন প্রদাহ বা পুরাতন ব্রংকাইটিস এবং ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি বা পাল্‌মনারি টুবারকুলোসিসের উপসর্গস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—স্বর-ভঙ্গ, এমন কি সম্পূর্ণ বাকরোধ, ইহার সর্ব্ব-প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে সাধারণতঃ স্বর-

banglabooks.in

ভঙ্গের বৃদ্ধি হয়, এবং দিবসের তাপে স্বরের ব্যবহার করায় ক্রমে তাহা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যাগমে কথঞ্চিৎ পুনর্ব্বর্দ্ধিত হয়। প্রায় সর্ব্বদার জন্যই স্বর-যন্ত্রে শুড়শুড়ি থাকায় কণ্ঠ-নালী পরিষ্কার রাখার প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়। শুড়শুড়িযুক্ত কাসি প্রত্যেক সন্ধ্যায় ও সিক্ত বায়ুতে বৃদ্ধি পায়।

ভাবীফল।—গুটিকোৎপত্তি রোগ সংসৃষ্ট পুরাতন স্বর-যন্ত্র প্রদাহ ব্যতীত সর্ব্বস্থলেই, রোগী যথা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য-নিয়মাদির প্রতিপালন এবং যথোপযোগী ঔষধাদি সেবন করিলে রোগ আরোগ্যসাধ্য। অন্যথাচরণে রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ সুদূরপরাহত। কখন কখন জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে উপকার সাধিত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—**হিপার সাল্‌ফার**—ইহা যে, বর্ত্তমান রোগারোগ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহার রোগী শীতল বায়ুতে অসহিষ্ণু থাকে এবং শীতকালে ইহার রোগ বাড়ে। রোগীর প্রভূত ঘর্ম্ম হয়।

ডাঃ মিচেল বলেন, "**হিপার সাল্‌ফার** আমার এতই সাহায্য করিয়াছে যে, সকল প্রকার উপকারী ঔষধের মধ্যে আমি ইহাকে প্রধানতম বলিয়া বিবেচনা করি। ব্যবসাদার গাথকদিগের স্বর-ভঙ্গরোগে ইহা যে কেবল রোগ বিদূরিত করিয়াছে তাহাই নহে, ইহা তাহাদিগের স্বরের স্পষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে।"

কষ্টিকাম—স্বরভঙ্গ ও স্বর-লোপের নিয়মিতরূপে প্রাতঃ সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হইলে এবং রোগী কণ্ঠাভ্যন্তরে অবদারণ ও চাঁছাভাবের অনুভব করিলে ইহা উপকারী। ডাঃ জে এস্ মিচেল বলেন, "ইহার ব্যবহারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে যে, অবশতাজনক দৌর্ব্বল্য অবশিষ্ট থাকে তাহারও ইহা বিশেষ উপকার করে।"

কসফরাস—স্বর-ভঙ্গ ও স্বর-লোপ; স্বর-যন্ত্রে অত্যন্ত টাটানি থাকায় কথা কহিতে, কাসিতে বেদনা লাগে; স্বরের সহজেই ক্লান্তি

banglabooks.in

জন্মে; স্বর-যন্ত্রে অবদারণ; শুড়শুড়ি; গলা-খাকড়; শুষ্ক হক্ হক্ কাসি।

কেলি বাইক্রমিকাম—প্রাতঃকালে স্বর-যন্ত্রে অনেক আটা শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও স্বর-ভঙ্গ; স্বর-যন্ত্রের শুড়শুড়ি হওয়ায় রোগী গলাখাঁকর দেয়, কাসে এবং কণ্ঠা পরিষ্কার করে; শুড়শুড়ি মুখ ও কাণ পর্য্যন্ত আসে। নাতি প্রবল রোগের ঔষধ।

আর্জেণ্টাম মেট—বিশেষ করিয়া ইহা বক্তা এবং গাহকদিগের পক্ষে উপকারী; ইহা তাহাদিগের পুরাতন স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ ও স্বর-ভঙ্গের উপশমকারী। হাসিলে অথবা কথা কহিলে কিম্বা স্বর-যন্ত্রে উত্তেজনা হইলে কাসির উদ্রেক হইয়া শুভ্র, ঘন শ্লেষ্মা এবং সিদ্ধ শ্বেতসারবৎ পদার্থের গয়ার সহজে উঠিয়া যায়।

আর্জেণ্টাম নাই—**আর্জে মেটের** ন্যায় ইহার অধিকতর ব্যবহার নাই। পূয়বৎ গয়ার উঠিলে এবং স্বর-যন্ত্রে ক্ষত থাকিলে ইহার বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

ম্যাঙ্গ্যানাম—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে এবং মুক্ত বায়ুতে অদম্য স্বর-ভঙ্গ ও স্বরের কর্কশ ভাব—ধূম-পানে উপশম। স্বর-যন্ত্র-রোগই ইহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে বড় করিয়া পড়িলে অথবা কথা কহিলে শুষ্ক কাসি হইয়া বেদনা, শুষ্কতা, কর্কশতা ও স্বর-যন্ত্রের সংকুচিত ভাব উপস্থিত হইয়া কাশির উদ্রেক হয় এবং অনেক গলা খাঁকরানির পর শ্লেষ্মা আল্‌গা করা যায়। প্রাতঃকালে কাসিতে প্রবৃত্তি জন্মে। গভীর কাসি হয়, কিন্তু কিছু উঠে না; শয়নে কাসির নিবৃত্তি হয়। রক্তহীন ও গুটিকা-রোগ প্রবণ ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

অন্যান্য ঔষধ:—আর্স-আয়ডি, ল্যাকেসিস, আয়ডি, নাই এসি, স্যাঙ্গু, সিলিনি, এণ্টি টার্ট, কার্‌ব ভেজ প্রভৃতি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগ-কারণ বিদূরিত করা সম্ভব

banglabooks.in

হইলে চিকিৎসকের তৎপক্ষে চেষ্টা করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। নাসা-গল-নালী-প্রতিশ্যায় বর্ত্তমান থাকিলে তাহার অপনয়ন চেষ্টা সঙ্গত। রোগী অযথা উষ্ণ ও সমল বায়ু-পূর্ণগৃহ পরিত্যাগ করিবে। ধূম-পান পরিত্যাজ্য। মুক্ত বায়ুতে যথোপযুক্ত ব্যায়াম কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ী বক্তা এবং গাহক স্ব স্ব কার্য্যে বিরত থাকিবেন। অনেক সময়ে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেকের পক্ষে সমুদ্র-যাত্রা বিশেষ উপকারী। অসম্ভব স্থলে সমুদ্র-তীরে বাস করা উচিত। ফলতঃ অধিকাংশ রোগীর পক্ষে উষ্ণতর, শুষ্ক এবং তাপের সমতাযুক্ত এবং কাহার কাহার পক্ষে বা কিঞ্চিৎ সিক্ততর বায়ু রোগোপশনার্থ উপকারী।

নাসা-গলনালী-দেশ সোডা সল্টের ক্ষীণ দ্রব দ্বারা পরিষ্কার রাখিবে। সর্ব্ববিষয়ে নির্ম্মলতা রক্ষা ইহার চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৫ (LECTURE XCV.)

সঝিল্লিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা মেম্ব্রেনাস্ ল্যারিঞ্জাইটিস।

(MEMBRANOUS LARYNGITIS.)

প্রতিনাম।—সঝিল্লিক ঘুংরি কাসি বা মেম্ব্রেনাস ক্রুপ (Membranous Croup)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—অধুনাতন চিকিৎসক মণ্ডলীতে প্রচলিত মতানুসারে ডিফ্‌থিরিয়া সংসৃষ্ট স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ এবং সঝিল্লিক স্বরযন্ত্র-প্রদাহ সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট, একই রোগ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু ডাঃ কাউপার থোয়েট এই মতের সারবত্তা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "সঝিল্লিক ঘুংরি কাসির এরূপ অনেক রোগী দেখা যায় যাহাদিগের শারীরিক লক্ষণে ডিফ্‌থিরিয়ার প্রকৃতি প্রকাশ পায় না এবং রোগে "ক্লেব্‌স্-লোফার বেসিলাই বা কীটাণু"ও দৃষ্ট হয় না। নির্য্যাস প্রায়শঃই স্বংযন্ত্রে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বিস্তৃত হইলে তাহা শ্বাস-নালী ও বায়ুনালী বা ব্রংকাইতে যায়, ক্বচিৎ বা গল-নালী, তালু এবং টন্‌সিল গ্রন্থি আক্রমণ করে।"

কারণ-তত্ত্ব।—সঝিল্লিক ঘুংরিকাসি সম্পূর্ণ ভাবেই একটি শিশু-রোগ; সাত বৎসর বয়সের পরে ইহা অতি বিরল এবং ক্বচিৎ ইহা শিশুর দুই বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। শৈত্য এবং সিক্ত-শৈত্য সংস্পর্শ ব্যতীত ইহার অন্যবিধ উত্তেজক কারণ চিকিৎসক মণ্ডলীতে জ্ঞাত নহে।

লক্ষণ-তত্ত্ব এবং রোগ-নির্ব্বাচন।—সঝিল্লিক ঘুংরি কাসি ধীরে ও গুপ্তভাবে আক্রমণ করে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত শিশুর গলাভাঙ্গা ও ঘুংরিকাসিবৎ করকর শব্দযুক্ত কাসি থাকে। স্বর-ভঙ্গ ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং রজনীতে তাহার উপচয় হয়। কাসি ধাতব শব্দ বিশিষ্ট হইয়া

banglabooks.in

পিত্তল শব্দের প্রকৃতি পায়। দুই তিন দিবসের পরে অবরোধকারী ঝিল্লির গঠন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর লক্ষণ সকল স্বর-যন্ত্রের ডিফ্‌থিরিয়ার সহিত এতদূর নিকট সাদৃশ্য প্রকাশ করে যে, উভয়ের প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট করা সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। ডাঃ লক্ উড উভয় মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদক বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। রোগী অন্য ব্যক্তিতে রোগ সংক্রমণের কারণ হয় না।

২। দুই হইতে সাত বৎসরের শিশু রোগাক্রান্ত হয়।

৩। রোগীর ডিফ্‌থিরিয়ারোগ-সংস্পর্শের বিবরণ থাকে না।

৪। সাধারণতঃ মূত্রে শ্বেত-জালা এবং নালী-ছাঁচ থাকিবার কথা নহে।

৫। লক্ষণ সকল স্বরযন্ত্রের অবরোধ এবং প্রদাহ প্রকাশ করে, কিন্তু তাহা অবরোধ, বলক্ষয় ও পচন লক্ষণাদি প্রকাশ করে না।

৬। স্বরযন্ত্রে ইহা প্রাথমিক রোগরূপে আরম্ভ হয় কিন্তু ডিফ্‌থিরিয়ার ঝিল্লি গৌণ রোগরূপে গলনালী, টন্‌সিল ও তালু হইতে আইসে।

৭। ইহার পরিণাম স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের শক্তিহানি, বহিঃপ্রসারী স্নায়বীয় প্রদাহের সহিত অবশতা এবং বৃক্কক-প্রদাহ দৃষ্টগোচর হয় না।

ভাবীফল।—ঝিল্লি উৎপাদনকর স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ অতীব ভয়াবহ রোগ। ইহা হইতে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করিলেও সর্ব্বস্থলেই ইহার ভাবীফল যে, অতীব আশঙ্কাজনক তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। সাধারণতঃ রোগের গতি পাঁচ দিবস হইতে দশ দিবসে সীমাবদ্ধ থাকে। রোগ আরোগ্য হইলেও কোন কোন স্থলে অলীক ঝিল্লি বিদূরিত হইতে কতিপয় সপ্তাহের আবশ্যকতা জন্মে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কেলি বাইক্রমিকাম—মেম্ব্রানাস ক্রুপ রোগের ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। অনেকেই অতি নিম্ন চূর্ণের প্রশংসা করেন।

banglabooks.in

ক্যাল্কে আয়ডাই।—ডাঃ বিব বলেন, তিনি প্রায় বিশ বৎসর একাদিক্রমে, সুফলের সহিত ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্থূল ঔষধের এক-চতুর্থাংশ গ্রেণ করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় অথবা রোগ সংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ করিলে পনর হইতে ত্রিশ মিনিট পরে পরে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা জল অথবা সুগার অব মিল্ক সহ দেওয়া যায়।

এণ্টিমনিয়াম টার্ট।—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "কঠিন রোগে মৃত্যুর প্রায় নিকটস্থ রোগীর আমি এই ঔষধ দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছি বলিয়া বোধ হইয়াছে। স্থূল ঔষধের এক গ্রেণ অর্দ্ধ গেলাস জলে দ্রব করিয়া এক চামচ মাত্রায় পনর মিনিট পর পর যে পর্য্যন্ত কাসি সিক্ত ও সরল না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত ঝিল্লি-খণ্ড না উঠে তদবধি দেওয়া যায়। কতিপয় চিকিৎসক রোগ আরোগ্যাশা হীন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও আমি এই প্রকারে আমার নিজের শিশু সন্তানের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম।"

আয়ডিন।—ডাঃ টি, এফ, এলেনের মতে, "রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা প্রদর্শিত হয়। ইহাতে স্বল্পাধিক জ্বর থাকে। শরীরের শুষ্কতা, অত্যন্ত শুষ্ক কাশি এবং প্রভূত শ্বাসকষ্ট ইহার অন্যান্য লক্ষণ। **এক-নাইটের** পরে ইহার স্থান। **একনাইট** দ্বারা অবস্থার সুবিধা না হইলে অথবা তাহা অস্থিরতা ও ভয়াবহ উৎকণ্ঠার অপনয়ন করিয়া কাসির উপকার না করিলে এবং রোগীর শারীরিক শুষ্কতা, তাপ ও কাসির প্রকৃতি তখনও ঘুংরিকাসিবৎ থাকিলে, **আয়ডিন** দিতে হইবে। কিন্তু জ্বরের অভাব ও ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা স্থলে ক্বচিৎ ইহা কার্য্যকারী হয়।"

ডাঃ কাউপার থোয়েট এবং ডাঃ এল্‌ব উভয়েরই বহুদর্শিতার ফল স্বরূপ নিম্নলিখিত রোগাবস্থাদিতে ইহা দ্বারা সুফলের বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

(১) মধ্যে মধ্যে কাসির প্রচণ্ড আক্রমণ, তাহাতে শ্বাস-রোধের আশঙ্কা এবং শিশবৎ (whistles) শব্দের সহিত হুস হুস শব্দ ও উৎকণ্ঠা; হিস্

banglabooks.in

হিস্ খরখর শ্বাসপ্রশ্বাস শব্দ এবং বেদনাযুক্ত স্বর-যন্ত্র; স্বরভঙ্গ ও মুখ রক্তিমা; তরুণ প্রদাহিক জ্বর; অতএব রোগের প্রথমাবস্থায় দেয়।

(২) "অনেক সময়স্থায়ী, সরল শ্লেষ্মার শব্দযুক্ত, উপশম হীন কাসির আক্রমণ; শ্বাস রোধের আশঙ্কার অভাব; কিন্তু স্বরযন্ত্রে অল্প বেদনা; প্রবল হিস্‌হিস ও কর কর শব্দযুক্ত, কিন্তু শিশ-শব্দ হীন শ্বাস-প্রশ্বাস; তাপের বৃদ্ধি হয় না; নাড়ী দ্রুত, কঠিন স্পর্শ, কিন্তু পূর্ণ নহে।

(৩) কাসির অভাব অথবা কখন কখন ক্ষুদ্র ও আল্‌গা শ্লেষ্মার শব্দ বিশিষ্ট ঘুংরি কাসির ন্যায় কাসি; বক্ষে অবিশ্রান্ত, কিন্তু মধ্যবিধ প্রকারের বেদনা; শ্বাসপ্রশ্বাস-শব্দ কর্কশ, কর কর শব্দবৎ, কিন্তু শিশ দেওয়ার ন্যায় নহে; শরীর শীতল ও সিক্ত, নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন ও দ্রুত আঘাতকারী।"

(৪) বায়ুপথের ঐ ব্রংকাইর শাখা-প্রশাখা আক্রান্ত কিন্তু কাসির অভাব; শ্বাস মর্ম্মর অস্ফুট; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস; বাকরোধ এবং দুর্ব্বল, করাতের, শব্দের প্রায় ঘড়ঘড় শ্বাস-প্রশ্বাস; ফেকাসে, কদাকার মুখ; শীতল এবং চটচটে ঘর্ম্ম; ক্ষুদ্র, দ্রুত ও সূত্রবৎ নাড়ী।"

ল্যাকেসিস—কেলি বাইক্রমের কার্য্য শেষে অত্যন্ত আক্ষেপ থাকিয়া যাইলে।

হিপার সাল্‌ফ—শেষ রজনীতে কাসির বৃদ্ধি; ঘড় ঘড়ি থাকে।

বেলাডনা—শুষ্ক ঘঙ্গ ঘঙ্গ কাসী ও বেলের মুখ-রক্তিমাদি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—শুষ্কতা, জ্বালা, কণ্ঠায় স্ফীতি বোধ, ধাতুশব্দের কাসি, শিশ দেওয়ার সহিত হিস হিস শব্দ প্রভৃতি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রাতিস্থায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, ইহাতে অধিকতর যত্নের সহিত তাহাই প্রতিপাল্য। রোগের ডিফথিরিয়ার সহিত ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকায় রোগীকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া প্রথমে ডিফথিরিয়ার ন্যায় ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৬ (LECTURE XCVI.)

গুটিকাসংসৃষ্ট স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা টুবার্কুলার ল্যারিঞ্জাইটিস।

(TUBERCULAR LARYNGITIS.)

প্রতিনাম।—স্বর-যন্ত্র-যক্ষ্মা বা ল্যারিঞ্জিয়াল থাইসিস (Laryngial Phthisis)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—স্বর-যন্ত্র-শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ তাহার এরিটিনয়েড উপাস্থির উপরিস্থ অংশ, গুটিকার সংস্থিতি বশতঃ ঘন ও শোথিত হয়। তাহার উপরিভাগে গুটিকা দেখা দেয় ও অনেক সময়ে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া চাপ বাঁধিলে তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে। উৎপন্ন ক্ষতগুলি প্রশস্ত, অগভীর এবং ধূসরতল দেশ-যুক্ত থাকে এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ ঝিল্লি ঘণীভূত দেখা যায়। ক্ষত বিস্তৃত হইয়া গভীরতর উপাদানেরও ধ্বংসোৎপন্ন করিতে পারে। গল-নালী, স্বর-যন্ত্র-কবাট অথবা অন্ন-নালী পর্য্যন্তও রোগ বিস্তৃত হইতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—স্বর-যন্ত্রের গুটীকোৎপত্তি রোগ প্রাথমিক ভাবে জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহা সাধারণতঃই ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি হইতে গৌণভাবে অথবা তাহার উপসর্গরূপে জন্মিয়া থাকে। এইরূপে ইহা প্রায় এক চতুর্থাংশ ফুস-ফুস-গুটিকোৎপত্তি-রোগের সহিত বর্ত্তমান থাকে। ডাঃ অস্‌লার বলেন, "এক ফুসফুসের-চূড়ার অতি অল্প ও সীমাবদ্ধ অংশে বিকার-চিহ্ন থাকিলেও স্বর-যন্ত্রে অতি পরিস্ফূট আক্রমণ দেখা যাইতে পারে। আমার বহুদর্শিতায় এই প্রকার রোগেরই পরিণাম সুভ হইয়াছে।" গুটিকা সংসৃষ্ট স্বর-যন্ত্র-প্রদাহের সংখ্যা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে অধিকতর দৃষ্ট হয়, এবং ইহা বিশ হইতে ত্রিশবৎসর বয়সের মধ্যে অতি অধিক সংখ্যায় জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—স্বরের শুষ্কতার ভাব বৃদ্ধি পাইয়া তাহা স্বরভঙ্গে উপনীত হয় এবং সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বরাভাব ঘটিয়া স্থায়ী রূপে থাকে। রোগ

banglabooks.in

নির্ব্বাচনার্থ ইহার বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায় না, যেহেতু ইহা অন্যান্য কারণে, বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাসির উপসর্গ স্বরূপে ও প্রাতিস্থায়িক স্বর-যন্ত্র প্রদাহে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়। ডাঃ অসলার বলেন, "ইহার-স্বর-ভঙ্গে এরূপ কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়" যাহা অনেক সময়েই ফুসফুসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "আমারও বহুদর্শিতা এই প্রকারেরই, কিন্তু এই স্বর-ভঙ্গ হইতে অন্যান্য কারণ ঘটিত স্বর-ভঙ্গের যে প্রভেদ, আমি কথা দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে অপারগ।" সাধারণতঃ এক প্রকারের কাসি বর্ত্তমান থাকে এবং তাহা বিলক্ষণ বিরক্তি এবং বেদনাকর। কখন কখন কাসির সম্পূর্ণ অভাব। ক্ষত হইবার পর কাসিতে বিশেষ এক প্রকার হিস হিস শব্দ। কথা কহিতে কঠিন বেদনা এবং স্নায়ু-শূলের বেদনা কর্ণে ধাবিত হওয়ার অনুভূতি। খাদ্য গলাধকরণে এতদূর যন্ত্রণা যে, বহু চেষ্টায় রোগীকে তাহার উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য গলাধঃ করান যায়। স্বর-যন্ত্র-কবাট ও গল-নালী গুটিকা-ক্রান্ত হইলে এইরূপ বেদনা হয়। রোগের শেষাবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া অথবা লগ্ন ভাবের শ্বাস-কৃচ্ছ জন্মে, কখন কখন এই অবস্থায় শ্বাস-রোধ ঘটিত মৃত্যু হইতে রোগীর জীবনরক্ষার্থ অথবা তাহার কষ্টবহ অবস্থা কথঞ্চিৎ সহনীয় করণার্থ শ্বাস-পথচ্ছেদের (Tracheo tomy) আবশ্যকতা জন্মিতে পারে।

রোগনির্ব্বাচন।—ফুস-ফুসের গুটিকোৎপত্তি-রোগ উপস্থিত না থাকিলে প্রথমাবস্থায় রোগ-নির্ব্বাচন করা কঠিন। পরের অবস্থায় স্বর-যন্ত্র দর্পণে সহজে ও পরিষ্কার ভাবে গুটিকার চাপ ও ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া যাইলে ক্ষত-তল-দেশস্থ স্রাবের অণুবীক্ষণ-পরীক্ষায় টিউবারকল ব্যাসিলাই দৃষ্ট হইবে।

ভাবীফল।—জীবনের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধীয় ভাবীফল সম্পূর্ণরূপে ফুস-ফুসের গুটিকোৎপত্তি-রোগের বর্ত্তমানতা ও বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে।

banglabooks.in

জলবায়ুর পরিবর্ত্তন কখন কখন উপকার দর্শায়। শ্বাস-রোধ, পুষ্টিহানি অথবা বলক্ষয় এবং স্বর-যন্ত্র কবাটের আক্রমণবশতঃ গলাধঃকরণের কাঠিন্য, মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের প্রথম ও তরুণাবস্থায় স্বর-যন্ত্রের তরুণ প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহে লিখিত ঔষধাদির, অপিচ প্রদর্শিত হইলে নিম্নলিখিত গুলিরও ব্যবহার করিবে :—

ড্রসিরা—অত্যধিক স্বর-ভঙ্গ, চিমসে শ্লেষ্মার স্রাব এবং মধ্য রজনীতে থাকিয়া থাকিয়া কাসি হইলে ইহা উপযোগী।

আর্স-আয়ডি—গণ্ডমালা ধাতুর রোগীর স্বর-যন্ত্রে ক্ষত জন্মিয়া অত্যন্ত জ্বালা করিলে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

নাইটিক-এসিড—গণ্ডমালা অথবা তাঁহার সহিত উপদংশের মিশ্র ধাতুর ব্যক্তিদিগের স্বর-যন্ত্র ক্ষত। খোচাবেধার ন্যায় বেদনা ইহার প্রদর্শক।

ক্যালি-আয়ডি—ইহা উপদংশ ও মার্কারি সংসৃষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের স্বর-যন্ত্র প্রদাহে মাংসাঙ্কুর উৎপত্তির ন্যায় অবদরণ ভাব ও টাটানি থাকিলে উপকারী।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—গলাধঃকরণে বেদনা; কণ্ঠায় শুষ্কতার অনুভূতির জলপানে উপশম হয় না। কণ্ঠায় অবদার বা ছালউঠার ভাব।

শেষাবস্থায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঔষধ নিচয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ম্যাঙ্গ্যানাম—ইহার কার্য্য আর্জে নাইর তুল্য; গুটিকাসংসৃষ্ট রোগে বিশেষ উপকারী; স্বর-ভঙ্গের প্রাতে বৃদ্ধি, ক্রমে চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠাইলে উপশম; চিৎকার স্বরে পড়িলে কাসির বৃদ্ধি, স্বর-যন্ত্রে বেদনাকর শুষ্কতা ও কর্কশতা জন্মে। শয়নে উপশম।

ষ্টেনাম্—স্বর-যন্ত্র-যক্ষ্মায় গলমধ্যে ঘন, আটা, ঈষদ্ধূসর এবং রক্ত-

banglabooks.in

যুক্ত শ্লেষ্মার সঞ্চয়; তাহা তুলিবার চেষ্টায় বমনোদ্রেক; স্বর-যন্ত্রে শুষ্কতা, চাঁছাভাব ও অবদরণে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি; কণ্ঠায় ক্ষত হওয়ার অনুভূতি।

ফসফরাস—সন্ধ্যাকালে স্বর-ভঙ্গ এবং কণ্ঠায় অত্যন্ত শুষ্কতা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা, ইহার প্রধান প্রদর্শক; কথা কহিতে শ্রান্তি ও কষ্ট; স্বর কর্কশ ও গলাভাঙ্গা, স্বরের যৎসামান্য ব্যবহার করিলেই কাসি পায়; গণ্ডমালা রোগী।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ইহাতে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন এবং উপযোগী জল বায়ুর পরিবর্ত্তনের আবশ্যক তাহা স্থানান্তরে যক্ষ্মাকাশ বর্ণনায় বর্ণিত হইবে। চিকিৎসকের আবশ্যকানুসারে দুর্গন্ধ নিবারক ধাবনাদির বাহ্যপ্রয়োগাদির ব্যবহার করিতে পারেন।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৭ (LECTURE XCVII.)

স্বর-যন্ত্র-শোথ বা ইডিমা অব দি ল্যারিংস্।

(EDEMA OF THE LARYNX).

প্রতিনাম।—শোথযুক্ত স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ইডিমেটাস ল্যারিঞ্জাইটিস (Edematous Laryngitis); স্বর-যন্ত্র-কপাটের শোথ বা ইডিমা অব দি গ্লটিস (Edema of the Glottis); ইডিমা গ্লাইডিস (Edema Glottidis)।

পরিভাষা।—স্বর-যন্ত্রের এবং স্বর-যন্ত্র-কপাট সন্নিহিত প্রদেশের কোষ-তান্তবোপাদান বা এরিয়োলার টিস্যুর রক্তাম্বু অথবা রক্তাম্বু-পূয় প্লাবন (Serous or Sero-Purulent infiltration)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—স্বর-যন্ত্র-কপাটের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির ভাঁজের, স্বর-যন্ত্র-কপাট ও জিহ্বা মধ্য বন্ধনীর, স্বর-যন্ত্র-কপাটমূলের এবং এরিটিনয়েড উপাস্থি মধ্য-প্রদেশের শিথিল যোজক-ঝিল্লির অন্তর্ব্যাপ্তি বা ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন। প্রকৃত বাক-তন্ত্রী প্রদাহাক্রান্ত হইলে তাহাদিগের বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটে। চক্‌চকে, উজ্জ্বল এবং শুভ্রবর্ণের স্থলে তাহারা ঈষৎ ও মৃদু ধূসরাভ লোহিত অথবা দাগে দাগে নীল-লোহিত হয়। পূয়-প্লাবনবশতঃ স্ফীতি জন্মিলে আক্রান্ত অংশাদি গভীর রক্তাধিক্যের বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং তাহার স্থানে স্থানে ঈষৎ-পীত কলঙ্ক দেখা যায়।

কারণ-তত্ত্ব।—তরুণ স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ, অথবা গুটিকাঘটিত, অথবা উপদংশ সংসৃষ্ট স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ, মুখমণ্ডলের বিসর্প (Erysipelas), ডিফ্‌থিরিয়া, হৃৎপিণ্ড-রোগ, লালামেহ, গ্রীবার পূয়-শোথ এবং বসন্ত প্রভৃতি, স্বর-যন্ত্র-শোথের কারণ বলিয়া পরিগণিত। অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ এবং বিদাহী বস্তুর গলাধঃকরণও দ্রুত তরুণ প্রকারের রোগোৎপাদন করিতে পারে।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগাক্রমণ প্রথমে সাধারণ ও তরুণ স্বর-যন্ত্র প্রদাহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাঠিন্য এবং অবশেষে শ্বাসরোধের আশঙ্কা উপস্থিত করে। তরুণ রোগের আক্রমণ আকস্মিক এবং কঠিন হইলে স্বর দ্রুত ফিসফিসে ও রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং এত কঠিন শ্বাস-কৃচ্ছ্র জন্মে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ শ্বাস-রোধের উপক্রম হইতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় কাসি শুষ্ক ও কর্কশ থাকে, কিন্তু নির্য্যাসের অন্তর্ব্ব্যাপ্তির (inftiltration) বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা শ্রুতি কঠোর (Stridulous) ও অবরুদ্ধ হয়। গলমধ্যে কোমলভাবে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে স্ফীত স্বর-যন্ত্র-কপাট অনুভূত এবং তাহার সংলগ্ন ঝিল্লি স্তরনিচয় সহজে প্রভেদিত করা যায়। জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেও উহারা দৃষ্টিপথে আইসে এবং কখন কখন এজন্য স্বর-যন্ত্র-দর্পণেরও আবশ্যক হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—লক্ষণের প্রকৃতি এবং রুগ্ন স্থানের পরিদর্শন রোগ-নির্ণয় সম্বন্ধে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভাবীফল।—উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে যদিও কখন কখন আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করা যায়, কিন্তু সাধারণতঃই ইহা অমঙ্গলজনক পরিণতিতে পর্য্যবসিত হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় অস্ত্রোপচার সুফলপ্রদ বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। স্থানিক চিকিৎসা দ্বারা অবরোধ দূর করিয়া নির্ব্বাধ শ্বাস-প্রশ্বাস পুনঃ স্থাপিত করিলেও সম্ভবতঃ রোগী অবশেষে বলক্ষয়, অথবা শোণিত বিষাক্ততা অথবা নিউমোনিয়া, কিম্বা অন্যপ্রকার ফুস্‌ফুস্ রোগবশতঃ মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—**এপিস**—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "ইহা সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, এবং সাধরণতঃ রোগারোগ্যে যথেষ্ট হইয়া থাকে।" ডাঃ মিচেলের মতে রুগ্ন স্থান কেবল শোথিত নহে উজ্জ্বল হইলে, এবং তাহাতে টাটানি ও হুলবেধবৎ বেদনা থাকিলে এপিস উপকার করে।

banglabooks.in

আমাদিগের একটি রোগীর আহারের ক্ষমতা মাত্র ছিল না। ডাঃ মিচেল প্রদত্ত লক্ষণ ব্যতীতও রুগ্ন প্রদেশের স্থান বিশেষে একটি ক্ষুদ্র ও হুলবেধবৎকৃষ্ণ-লোহিত কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়াছিল। **এপিস** দেওয়ার প্রায় আধ ঘণ্টা পর রোগীকে অপেক্ষাকৃত সহজে আমরা এক পোয়া দুগ্ধ সেবন করাই।

আর্সেনিক—ডাঃ মিচেল ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন, তিনি বলেন, "ইহা উপস্থিত ক্ষুণ্ণ জৈব তেজের উৎকর্ষ আনয়নে এবং স্থানিক শোথ-নিবারণে সাক্ষাৎ সাহায্য করে; ইহা উপাদান-শক্তি পুনরানয়ন দ্বারা শোষণ-শক্তির উন্নতি সাধন করে; এবং ইহা অতি দ্রুত কার্য্যকারী ঔষধ।"

ল্যাকেসিস—শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি কৃষ্ণ-লোহিত হইলে এবং শ্বাসরোধের আক্রমণের নিকট আশঙ্কা জন্মিলে ডাঃ মিচেল ইহার প্রশংসা করেন।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—ডাঃ টমাস নিকল ইহার ব্যবহার করিতে বলেন: "ঘুরঘুর সহ শিশের মিশ্রণ শব্দ" ইহার প্রদর্শক।

রাস্‌টক্‌স্—গ্রীবাস্থ ও গ্রীবা সংস্রবীয় প্রদেশের কোষ-তান্তবো-পদানের প্রদাহ সংস্রবে স্বর-যন্ত্র কপাটাদি প্রদেশের তন্তু-কোষোপাদানের প্রদাহ ঘটিত স্বর-যন্ত্র-শোথ। প্রদাহ মস্তকাভ্যন্তরে ধাবিত হইয়া প্রলাপ উপস্থিত করিতে পারে। স্বর-যন্ত্রে চাঁছা ভাবের টাটানি, কর্কশতা এবং বক্ষের টাটানি, স্বর-ভঙ্গ ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র ইত্যাদি; **সন্ধ্যা হইতে মধ্য রজনীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণ রোগের বৃদ্ধি; গাত্রাবরণের বহির্দ্দেশে হস্ত লইলে কাসির বৃদ্ধি।**

আয়ডিন ও ক্যালি-আয়—অবস্থা বিশেষে প্রদর্শিত হয়।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা।—স্বর-যন্ত্র-বহির্দ্দেশে বরফের থলির প্রয়োগ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের খণ্ড গলাধঃকরণ উপশমকারী বলিয়া বোধ করা যায়। ডাঃ কাউপার থোয়েট উষ্ণ জল সিক্ত বস্ত্র-খণ্ড, এবং ব্যাণ্ডেজ

banglabooks.in

বা পটি দ্বারা গ্রীবা জড়াইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। ক্রমাগতই শ্বাস-রোধের আশঙ্কা হইতে থাকিলে গল-দেশে প্রথমে কোকেন দ্রবের বাষ্পাকারে প্রয়োগ ও পরে অগ্র ব্যতীত অবশিষ্ট ছুরিকাংশ (Bistour) এডিসিভ প্লাষ্টার দ্বারা জড়িত করিয়া স্ফীত অংশ চিরিয়া দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা শীঘ্র উপকার না দর্শিলে শ্বাস-পথের বা ট্রেকিয়ার অস্ত্রোপচার (Tracheotomy) ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৮ (LECTURE XCVIII.)

স্বর-যন্ত্র-আক্ষেপ বা স্প্যাজম অব দি ল্যারিংস।

(SPASM OF THE LARYNX).

প্রতিনাম।—শব্দায়মান স্বর-যন্ত্রাক্ষেপ বা ল্যারিঞ্জিসিমাস ষ্ট্রিডুলাস (Laryngis mus Stridulus); আক্ষেপিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা স্প্যাজমডিক ল্যারিঞ্জাইটিস (Spasmodic Laryngitis); স্বর-যন্ত্র-কপাটের আক্ষেপ বা স্প্যাজম অব দি গ্লটিস (Spasm of the glottis); অলীক ঘুংরি কাসি বা ফল্‌স্ ক্রুপ (False Croup); চাইল্ড-ক্রোয়িং (Child Crowing)।

পরিভাষা।—শিশু ও বাল্য-রোগ বিশেষ। ইহা সম্পূর্ণরূপেই একটি স্নায়বীয় রোগ, স্বর-যন্ত্রে প্রদাহ মাত্রও হয় না; স্বর-যন্ত্র-দ্বারের আক্ষেপিক রোধ ঘটে এবং তাহাতে ক্রোক্রোশব্দবিশিষ্ট শ্বাস-কৃচ্ছ্র সংঘটিত হইয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়। ইহার এক শ্রেণীর রোগ আক্ষেপিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ (Spasmodic Laryngitis) অথবা আক্ষেপিক ঘুংরি কাসি বা স্প্যাজমডিক ক্রুপ (Spasmodic Croup) বলিয়া বিদিত; ইহার সহিত মৃদুতর প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—এই রোগ কেবলই শিশু দিগকে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে দুগ্ধ পোষ্য বালকদিগেরই অধিক হয়, তিন বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সে কখনই হয় না। আক্ষেপিক ঘুংরি কাসি অধিকাংশ স্থলেই দুই হইতে পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যে আক্রমণ করে। বালিকাপেক্ষা বালকদিগের, বিশেষতঃ বালাস্থি-বিকার-রুগ্ন বালকদিগের মধ্যেই ইহা অধিকতর হয়। আকস্মিক ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা অথবা প্রভূত ভাবাবেশ ইহার সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে, এবং ইহার সহগামী রূপে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ থাকিতে

banglabooks.in

পারে। আক্ষেপিক ঘুংরি-কাসি মূলতঃ মৃদু প্রকৃতির স্বর-যন্ত্র-প্রদাহের সহিত সম অবস্থার রোগ। ইহা তাহার সহিত থাকিতে পারে এবং তাহার তুল্য কারণে উৎপন্ন হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়, যথা :—শব্দায়মান স্বর-যন্ত্রাক্ষেপ বা ল্যারিঞ্জিস্‌মাস ষ্ট্রিডুলাস (Laryngismus stridulus); ২। আক্ষেপিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা স্প্যাজ্‌মডিক-ল্যারিঞ্জাইটিস (Spasmodic Laryngitis)।

১। শব্দায়মান স্বর-যন্ত্রাক্ষেপ বা ল্যারিঞ্জিস্‌মাস ষ্ট্রিডুলাস—এই শ্রেণীভুক্ত রোগ অমিশ্র স্নায়ু-বিকার ঘটিত। ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রদাহ রহিত। ইহার আক্রমণে হঠাৎ শ্বাস-রোধ ঘটে, শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস জন্য আকুল চেষ্টা করে, এবং নীল হইয়া যায় ও তাহার নাড়ী ক্ষীণ এবং তরতর গতি হয়। কতিপয় মুহূর্ত্ত পরে আক্ষেপ অন্তর্দ্ধান করে, কর্‌কর্ শব্দে শ্বাস গৃহীত হয় এবং আক্রমণের শেষ হয়। ইহাতে কাসি, জ্বর অথবা স্বর-ভঙ্গ থাকে না। কখন কখন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয়। আক্রমণ দিবা-রাত্রে অনেক বার হইতে পারে, অথবা অধিকতর সময়ের ব্যবধানে, কোন প্রক্ষিপ্ত কারণবশতঃ উত্তেজিত হইয়া সহজেই উপস্থিত হয়।

২। আক্ষেপিক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা স্প্যাজমডিক ল্যারিঞ্জাইটিস—এই প্রকারের রোগ চিকিৎসক মণ্ডলীতে সাধারণতঃ আক্ষেপিক ঘুংরি-কাসি বা স্প্যাজমডিক ক্রুপ বলিয়া বিদিত। ইহা শৈত্য-সংস্পর্শবশতঃ জন্মে, এবং ইহার সহিত মৃদুভাবের প্রাতিশ্যায়িক স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ থাকে। রোগাক্রমণ সর্ব্বস্থলেই রজনীতে, এবং প্রায়শঃই রজনীর ১২টা হইতে ১টার মধ্যে উপস্থিত হয়। সুনিদ্রাগ্রস্ত শিশুর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং অত্যন্ত শ্বাসকষ্টবশতঃ গভীর উৎকণ্ঠাযুক্ত শিশু শয্যায় উঠিয়া বসে। স্বরভঙ্গ হয়, শিশু স-শব্দে শ্বাস টানিতে থাকে, শব্দের কর্কশভাব (Stridulus) জন্মে এবং ধাতু-শব্দবৎ খনখনে ও কর্‌কর

banglabooks.in

ঘুংরি-কাসিবৎ বা ক্রুপি কাসি দেখা দেয়। শিশু নীলবর্ণ হওয়ায় তাহার অবস্থা আশঙ্কা জন্মাইতে পারে, কিন্তু রোগাক্রমণ কতিপয় মিনিট হইতে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়ায় শিশু পুনর্ব্বার নিদ্রিত হয়। প্রাতিশ্যায়িক ঘুংরি-কাসির ন্যায় ইহাতে জ্বর ও অন্যান্য লক্ষণ উৎপন্ন হয় না। দুই অথবা তিন রজনী পর্য্যন্ত রোগ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে পারে এবং এরূপ ঘটিলে সাধারণতঃ কথঞ্চিৎ জ্বর ও প্রাতিশ্যায়িক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—দুই প্রকার রোগেরই সঝিল্লিক (Membranous) অথবা ডিফ্‌থিরিটিক ক্রূপ বা ঘুংরি-কাসিসহ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ ভ্রান্তির কোন সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না। ইহার আক্ষেপিক প্রকৃতি এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে তাহাতে ভ্রান্তির কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

ভাবীফল।—দৃশ্যতঃ রোগ অতীব আশঙ্কাজনক বলিয়া বোধ হইলেও মূলতঃ সম্পূর্ণরূপেই ইহার শুভ পরিণতি হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ধাতুগত দোষই অধিকাংশ স্থলে এই প্রকার রোগের কারণ। এতাবতা রোগের আক্রমণের অনুপস্থিত কালে ধাতুগত রোগ-প্রবণতা দূরীকরণার্থ তদুপযোগী ঔষধ-প্রয়োগ সঙ্গত। উপস্থিত আক্রমণের পুনরাবর্ত্তনের নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ দেওয়া যায়:—

জেলসিমিয়াম—ডাঃ কাউপার থোয়েটের মতে ইহা অতি উপযোগী ঔষধ। শ্বাস-ত্যাগাপেক্ষা শ্বাস-গ্রহণ অধিকতর সময়ব্যাপী ও কঠিনসাধ্য।

মস্‌কাস্—ডাঃ আরণ্ড ইহাকে সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করেন। বক্ষের কঠিন আক্ষেপে কাসির উদ্রেক। পরেই আক্রমণের বৃদ্ধি—গুহ্যবায়ু প্রকৃতির রোগ।

কুপ্রাম—মাতা অথবা শিশুর হঠাৎ ভীতি, রোগ-কারণ। সর্ব্বাঙ্গীন

banglabooks.in

আক্ষেপ, মুখে গেজলা উঠা, ওষ্ঠ ও মুখের নীলাভা এবং অন্ন-নালীর নিয় বাহিয়া ঘড় ঘড় শব্দ, এই ঔষধের প্রদর্শক। **শীতল জলপানে কাসির নিবৃত্তি।**

স্যাম্বুকাস—ঘর্ম্ম বসিয়া রোগ জন্মে। শ্বাস-ত্যাগে কষ্ট হয় না, কিন্তু শ্বাসের গ্রহণ অত্যন্ত কঠিন। ইহার রোগে কাসি থাকে না। স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ সম্বলিত রোগে শোথ বর্ত্তমান থাকিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস কঠিনতর, এমন কি অসম্ভব করিয়া তুলে। এরূপ স্থলে **এপিস ও ক্লোরিনেরও** প্রয়োজন হইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া—বাত প্রকৃতির রোগী। ডাক্তার বেয়ারের মতে ইহা একটি প্রধান ঔষধ।

বেলাডনা—ইহার প্রধান প্রদর্শক—মুখ-রক্তিমাদি, স্বর-যন্ত্রাদির শুষ্কতা এবং তৃষ্ণা থাকিলেও রোগী কিছুতেই জলপান করে না—সামান্য জলপানেই ভয়াবহ আক্ষেপ। আক্ষেপান্তে নিদ্রা আসিলে রোগী যেন ভীতিবশতঃ চমকিয়া উঠে ও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

হায়সায়ামাস—ফিসফিসে স্বর; বক্ষের আক্ষেপে শ্বাস-প্রশ্বাসের রোধ; রোগী নত হইতে বাধ্য হয়; **উপবেশনে কাসির হ্রাস, শয়নে বৃদ্ধি; রজনীতে রোগের বৃদ্ধি।**

ক্লোরিন—**শ্বাস-গ্রহণ নির্ব্বাধ ও স্বাভাবিক, শ্বাসের ত্যাগ সম্পূর্ণ অসম্ভব।** পুনঃ শ্বাস-গ্রহণও সহজ, কিন্তু করকর শব্দযুক্ত শ্বাস-ত্যাগ পূর্ব্ববৎ অসম্ভব; মুখ নীলাভ। আক্ষেপান্তে অচৈতন্যের ভাব।

একনাইটাম—ডাঃ হেম্পেল ইহার ১× দ্বারা অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন।

অবস্থা বিশেষে ল্যাকেসিস, আর্সেনিক, ভিরেট এ, ইপিক্যাক, ষ্ট্র্যাম, ক্যামমিলা, প্লাম্বাম, সিলিসিয়া, স্পঞ্জিয়া, মেফিটিস, সাল্‌ফার উপকারে আসিতে পারে।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে ত্বরিত উষ্ণ জলে ডুবাইয়া তাহার মস্তকে শীতল জল সিক্ত বস্ত্র-খণ্ডের এবং বক্ষে শীতল জলের ঝাপ্‌টার প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই আক্ষেপের নিবারণ হয়। প্রক্ষিপ্ত উত্তেজনার কারণ দৃষ্ট হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করা আবশ্যক। এতাবতা কঠিন দন্তোদ্গমে স্ফীত-লোহিত দন্ত-মাড়ির ছেদ এবং আমাশয় অপরিপক্ক বস্তুতে অতি পূর্ণ থাকিলে বমনের ঔষধের প্রয়োগে তাহার নিরাকরণ; এবং সর্ব্বশেষ উপায়স্বরূপ নাইট্রেট অব এমিল, ক্লোরোফরম, অথবা এরমেটিক স্পিরিট অব এমনিয়ার ঘ্রাণ অথবা তাড়িৎ স্রোত প্রদানও আবশ্যক হইতে পারে।

——ooo——

banglabooks.in

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বায়ুনালীর রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ব্রংকাই।

(DISEASES OF THE BRONCHI)

লেক্‌চার ৯৯ (LECTURE XCIX)

তরুণ প্রাতিশ্যায়িক বায়ু-নালী-প্রদাহ বা একুট ক্যাটারেল ব্রংকাইটিস।

(ACUTE CATARRHAL BRONCHITIS)

প্রতিনাম।—তরুণ বায়ু-নালী-প্রদাহ বা একুট ব্রংকাইটিস্ (Acute Bronchitis); তরুণ শ্বাস-পথ-বায়ুনালী-প্রদাহ বা একুট টেকিয়ো-ব্রংকাইটিস (Acute Tracheo-Bronchitis); তরুণ বায়ু-নালী-প্রতিশ্যায় বা একুট ব্রংকিয়াল ক্যাটার (Acute Bronchial Catarrh); "বক্ষ-সর্দ্দি" বা কোল্‌ড অন দি চেষ্ট (Cold on the Chest)।

পরিভাষা।—সমগ্র বায়ু-নালী অথবা তাহার অংশ বিশেষের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ। সূক্ষ্মতম অথবা উপাস্থি-চক্রহীন বায়ু-নলীকা ব্যতীত ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ফলতঃ উপরিউক্ত সূক্ষ্মতম বায়ু-নলীকা রোগাক্রান্ত হইলে সর্ব্বস্থলেই তাহা ফুস্‌ফুস-কোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং রোগকে সঙ্গতরূপেই "বায়ু-নালী-ফুসফুস-প্রদাহ" বা "ব্রংকো-নিউমনিয়া বলা যায়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—রোগ শ্বাস-পথ বা টেকিয়া এবং বায়ু-নালী বা ব্রংকাইয়ের শাখাদ্বয় আক্রমণ করে ও তাঁহাদিগের

banglabooks.in

মধ্যবিধ আকারের নালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কঠিন রোগ, বিশেষতঃ তাহা শিশু এবং বৃদ্ধদিগকে আক্রমণ করিলে, সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর নালী পর্য্যন্ত সংসৃষ্ট করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শোণিতপূর্ণ, লোহিত ও স্ফীত হয় এবং তদুপরি শ্লেষ্মা ও স্খলিত উপত্বক এবং শুভ্র শোণিত কণিকা মিশ্রিত শ্লেষ্মা-পূয়ের আবরণ পড়ে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গ্রন্থিনিচয় বর্দ্ধিত হয়। কঠিনতর রোগে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-অধঃ উপাদান শোথিত হয় এবং তাহাতে শুভ্র শোণিত কণিকার অন্তর্ব্যাপ্তি (Infiltration) ঘটে।

কারণ-তত্ত্ব।—ট্রেকিয়ো-ব্রংকাইটিস বা শ্বাস-পথ-বায়ু-নালীর প্রদাহ ক্বচিৎ প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ রোগরূপে জন্মে। ইহা সাধরণতঃ উর্দ্ধতর কোন বায়ু-পথাংশের শৈত্য-সংস্পর্শঘটিত প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহের নিম্ন বিস্তৃতিবশতঃ ঘটে। শিশু এবং বৃদ্ধগণ ইহার অধিকতর আক্রমণ স্থল। শীত ঋতুতে, বসন্তের প্রারম্ভে এবং যে বায়ু, বিশেষতঃ যে সিক্ত বায়ু হঠাৎই অতি শীতল হইতে অত্যুষ্ণ, অথবা অত্যুষ্ণ হইতে অতি শীতল প্রভৃতি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাপন্ন তাহাতে ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির ইহাতে বিশেষ প্রবণতা থাকায় সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শই তাহাদিগের শ্বাস-পথ-বায়ু-নালী-প্রদাহ আনয়ন করে। যে সকল ব্যক্তি সমল বায়ুপূর্ণ অথবা বায়ুর গতায়াতহীন গৃহে জীবনাতিবাহিত করে তাহারা এবম্বিধ রোগে অধিকতর প্রবণ। রোগ দেশব্যাপকরূপেও জন্মিতে পারে এবং প্রায় সর্ব্বস্থলেই দেশব্যাপক প্রতিশ্যায় বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সহিত বর্ত্তমান থাকে। ইহা বহুতর রোগের, বিশেষতঃ ঔদ্‌ভেদিক জ্বরের, অধিকাংশ সময়েই হাম-জ্বরের উপসর্গস্বরূপ। অনেকানেক তরুণ সংক্রামক রোগে, বিশেষতঃ পচনশীল জ্বর-বিকার বা টাইফয়েড্ জ্বরে ইহা গৌণ-ভাবে উপস্থিত হয়। ইহার অন্যান্য কারণ—তীব্র গুণ বাষ্প এবং নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থোত্থিত অনিষ্টকর বাষ্পের, অপিচ কারখানার কল-গৃহে বাস জন্য অবিরতভাবে ধূম অথবা নানা প্রকার চূর্ণ বস্তুর শ্বাস-গ্রহণ।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বয়স্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণ তরুণ সর্দ্দির ন্যায় ইহা অল্প শীত, কথঞ্চিৎ জ্বর ও অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ হইয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু শীঘ্রই বক্ষে কসিয়া ধরার ন্যায় ও পীড়িতভাব, বুক্কাস্থি পশ্চাতে অবদারণ ও চাছা বোধ, কাসি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। প্রথমে কাসি শুষ্ক, গলাভাঙ্গা এবং বেদনাকর থাকে ও তাহার থাকিয়া থাকিয়া আক্রমণ যন্ত্রণা প্রদান করে। কাসিলে বক্ষে যে বেদনা হয়, প্রধানতঃ তাহা বক্ষোদর ভেদক বা ডায়াফ্রাম-পেশীর সংযোগ রেখা বাহিয়া এবং বুক্কাস্থির নিম্নাভিমুখী হইয়া যায়। স্রাবারম্ভে কাসির উপশম হয়। প্রথমে গয়ার অত্যল্প ও কেবল শ্লেষ্মাময় থাকে এবং তাহাতে রক্তের রেখাও থাকিতে পারে, কিন্তু পূয়ের অবস্থায় তাহা অতি প্রচুর ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত পূয়বৎ হইয়া যায়। যুবকদিগের ব্রংকাইটিস-রোগে শ্বাস-কৃচ্ছ্র নিয়মিত লক্ষণ নহে, কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে ইহাতে হাঁপানির ন্যায় টান উপস্থিত হয়।

পরিদর্শন, সংস্পর্শন এবং **বিঘাতন** ইহাতে কোন সাহায্য প্রদান করে না। **আকর্ণনে** কর্কশ শ্বাস-প্রশ্বাস-মর্ম্মর, কখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ "শিশবৎ-শব্দ" বা "সিবিল্যাণ্ট" ও "সনরাস রংকাস" এবং কিয়ৎ কালান্তে "শ্লেষ্মার কুরকুর শব্দ" বা "মিউকাসরাল্‌স্" শ্রুত হওয়া যায়। দুগ্ধ-পোষ্য শিশুদিগের কেবল জ্বর, থাক্ থাক্ কাসি এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা রোগ প্রকাশ পায়, কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাহারাও উপরি লিখিত যুবকদিগের লক্ষণের ন্যূনাধিক সমভাব প্রকাশ করে। অতি অল্প বয়সের ও ক্ষীণ শিশুদিগের রোগের আক্রমণকালে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইতে পারে। তাপ সাধারণতঃ ফারেন হাইটের ১০২ হইতে ১০৩° পর্য্যন্ত উঠে এবং প্রাতঃকালে তাহার স্বল্প বিরাম লক্ষিত হয়। নাড়ী দ্রুত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনঘন হয় এবং মুখমণ্ডলাদির মৃদু নীলাভা ও নিদ্রালুতা দ্বারা কখন কখন তাহাদিগের কার্য্যের অপ্রচুরতা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় আকর্ণনে "অতি সূক্ষ্ম কুরকুর শব্দ" বা "সাবক্রিপিট্যাণ্টরাল্‌স্" শ্রুত হওয়া যায়; রোগ-নির্ব্বাচনার্থ

banglabooks.in

ইহা অতি মূল্যবান লক্ষণ, অপিচ সাধারণতঃ এই সময়ে "বৃহত্তর বায়ু-পথ-কম্পন" বা "ব্রংকিয়াল ফ্রিমিটাস" থাকে। এবম্বিধ রোগে কৈশিক নালী বা ক্যাপিলারি টিউব পর্য্যন্ত আক্রান্ত হওয়ায় রোগকে "কৈশিক বায়ু-নালী-প্রদাহ" বা "ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস" বলে। নালী-অভ্যন্তরে স্রাবের ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকিলে শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যধিক দ্রুত হইয়া তাহাদিগের সংখ্যা মিনিটে ৬০ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু রোগের গতি সাংঘাতিক পরিণামাভিমুখীন হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং নাড়ী উভয়েরই পতন হয় এবং তাপ স্বভাব নিম্ন হইয়া যায়। অপিচ শরীরের নীলিমা লক্ষণ বাড়িয়া যায়, রোগী স্থির থাকিতে পারে না, নাড়ীর অবস্থা দুর্ব্বল ও ক্ষীণতর হয়, চটচটে ও শীতল ঘর্ম্ম দেখা দেয়, এবং নিদ্রালুতা, এমন কি তামসী নিদ্রা আসিতে পারে। এই প্রকার রোগে অধিকাংশ সময়েই ক্ষুদ্রতম নালী সন্নিহিত এবং তাহাতে সংলগ্ন ফুসফুস-কোষও আক্রান্ত হওয়ায় রোগকে "বায়ু-নালী-ফুসফুস-প্রদাহ" বা "ব্রংকো-নিউমনিয়া" বলে। পাঠকের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কঠিন কৈশিক নালী-প্রদাহ হইলেই তাহাকে এই রোগ বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত।

বৃদ্ধদিগের ব্রংকাইটিস হইলে, স্বভাবতই তাহাতে ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালী আক্রমণের প্রবণতা দৃষ্ট হয়। শীঘ্রই অতিশয় বলক্ষয় ঘটে ও দুর্ব্বলতা জন্মে। দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী গলার উঠাইতে না পারায়, অপিচ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ থাকায়, শিশুদিগের ন্যায় ইহাদিগের বক্ষে অতি সূক্ষ্ম কুরকুর শব্দ বা ক্রিপিট্যাণ্ট রাল্‌স্ জন্মিতে পারে না। অনেক সময়েই ইহাদিগের ব্রংকো-নিমোনিয়ার উৎপত্তি হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ সহজে রোগ বোধগম্য করা যায়। বায়ু-নালী-ফুসফুস-প্রদাহ বা ব্রংকো-নিউমনিয়া জন্মিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং জ্বর বাড়িয়া যায় ও রোগীর সাধারণ অবস্থা ভাবী অমঙ্গল প্রকাশ করে। আকর্ণনে "বায়ু-নালী-কোষের মর্ম্মর" বা "ব্রংকো-ভিসিকুলার মার্‌মার" শ্রুত

banglabooks.in

হওয়া যায় এবং আক্রান্ত অংশোপরি বিঘাতনে নিরেট শব্দোত্থিত হয়। ফুসফুসে গুটিকোৎপত্তি বা পাল্‌মনারি টুবারকুলোসিস্ রোগের পূর্ব্বেও তরুণ ব্রংকাইটিস হইতে পারে, চিকিৎসককে যত্নপূর্ব্বক তাহা পৃথক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করা আবশ্যক। ফুসফুসের চূড়ায় ব্রংকাইটিস থাকিলে অধিকাংশ সময়ে এরূপ ঘটনা সম্ভবে। ইহার সমকালে যদি সূক্ষ্মতর নালী রোগাক্রান্ত হয় এবং শরীর তাপ সমভাবে উচ্চ থাকিয়া যায়, তাহাতে তৃণ-বীজবৎ পীড়কাবিশিষ্ট বা মিলিয়ারি গুটিকোৎপত্তি হওয়ার সন্দেহ উপস্থিত হয়। অল্পবয়সের শিশুদিগের পুনঃপুনঃ ব্রংকাইটিস রোগ হইলেও এইরূপ রোগের সন্দেহ করা যায়।

ভাবীফল।—অতি অল্প বয়সের শিশু ও বৃদ্ধের এবং ধাতুগত রোগ, বিশেষতঃ গুটিকোৎপত্তি, ক্ষুদ্রবাতু অথবা রস-বাত প্রভৃতিবশতঃ দুর্ব্বলীকৃত ব্যক্তির রোগ ব্যতীত সাধারণতঃ তাহার পরিণাম আশঙ্কা রহিত ও শুভ বলিয়া বিবেচিত হয়। কৈশিক বায়ু-নালীর প্রদাহ সর্ব্বস্থলেই গুরুতর বলিয়া গণ্য। এরূপ রোগ সর্ব্বত্রই জীবনাশঙ্কা প্রকাশ করে। কিন্তু পরিণাম নিতান্ত আশাহীন বলিয়া বিবেচিত হইলেও অধিকাংশ স্থলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। বায়ু-নালী-স্রাবের অনুপযুক্ত নিষ্ঠীবন হেতু মাধ্যাকর্ষণ প্রযুক্ত তাহা শ্বাস-নালীর অধঃ অংশে সঞ্চিত হইলে "শ্লেষ্মা-গহ্বররোগ" বা "ব্রংকিয়াক্‌ট্যাসিস" জন্মাইতে পারে।

ডাঃ এণ্ডারস্ বলেন, "অল্প বয়সের শিশুদিগের রোগের এই অধঃ বিস্তারে যে, ব্রংকো-নিউমনিয়া এবং পূয়বৎ শ্লেষ্মা দ্বারা ক্ষুদ্রতম বায়ু-নালীর (bronchioles) রোধবশতঃ প্রসারণ এবং বিশেষ বিশেষ স্থানের সংকোচন ও কার্য্যহানি ঘটে তাহা অসাধারণ এবং বিশেষ গুরুতর ঘটনা নহে।"

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—একনাইট এবং ফেরাম ফস—রোগাক্রমণের প্রথমাবস্থায় উভয় ঔষধেই শীত, উচ্চ তাপ, শুষ্ক কাসি, এবং ঘর্ম্মহীন তপ্ত শরীর থাকে। প্রভেদ এই যে, একনাইটের রোগী

banglabooks.in

রক্তসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং মৃত্যুভয়ে আকুল ও অস্থির এবং কঠিন ও সবল নাড়ীবিশিষ্ট; ফেরাম ফসের রোগী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কিন্তু অলীক রক্তসম্পন্নতাবিশিষ্ট এবং স্থূল ও কোমলস্পর্শ নাড়ীযুক্ত। উপযুক্ত স্থলে উভয় ঔষধই রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে অথবা তাহার প্রবলতার হ্রাস করিতে সক্ষম।

বেলাডনা—শোণিতসম্পন্ন যুবকদিগের, বিশেষতঃ তদ্রূপ শিশুদিগের পক্ষে একনাইটের পরই অথবা একনের প্রয়োগ না হইয়া থাকিলে পরিস্ফুটিত রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা উপযোগী। মস্তিষ্ক রক্তাধিক্যের সাধারণ লক্ষণাদি এবং স্বর-যন্ত্রের শুড়শুড়ি হইয়া শুষ্ক কাসি ইহার প্রদর্শক। শয়নাবস্থায় রোগের বৃদ্ধি। নিদ্রাবস্থায় কাসি হয় কিন্তু তাহাতে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না।

ব্রায়নিয়া—একনাইটের পর রোগ বৃহত্তর বায়ু-নালাতে সীমাবদ্ধ হইলে ইহা উপকারী। ক্ষুদ্রতম বা কৈশিক নালীর রোগে ইহা নিষ্ক্রিয়। ইহার রোগে কাসি, শুষ্ক থ্যাক থ্যাক ও কর্কশ থাকিলেও তাহাতে গয়ার অত্যল্প, পাতলা এবং কখন কখন রক্তচিহ্নিত থাকায় তাহার সরল হইবার উপক্রম বুঝা যায়। কাসির ঝাঁকিতে বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতবৎ বেদনা এবং মস্তক ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানের বেদনা নিবারণার্থ রোগী বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া কাসে। সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। শরীর চালনায় এবং উষ্ণ গৃহে কাসির বৃদ্ধি।

জেল্‌সিমিয়াম—মস্তক, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অত্যন্ত কনকনানি বেদনা, কোমল ও ঢেউ বাহিয়া যাওয়ায় ন্যায় নাড়ী, আলস্য এবং ইনফ্লুয়েঞ্জাবৎ শারীরিক লক্ষণ থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে।

ফসফরাস—ব্রায়নির কার্য্য শেষ হইলে ইহার সময় উপস্থিত হয়। শ্বাস-নালীর শুড়শুড়ি কাসির উদ্রেক করে; কাসি শুষ্ক

banglabooks.in

থাকিলেও কথঞ্চিৎ শ্লেষ্মা উঠে, কিন্তু কাসিতে বক্ষে ক্ষতবৎ বেদনা ও কষ্ট থাকে এবং বক্ষ কসিয়া ধরে—ব্রায়নিসহ প্রভেদ। সাধারণতঃ বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, কথা বলায়, হাসিলে, অথবা পাঠ করিলে কাসির বৃদ্ধি। ব্রায়নির বিপরীত—রোগী গৃহাভ্যন্তরে ভাল থাকে এবং উষ্ণ হইতে শীতল বায়ু মধ্যে গমনে রোগ বৃদ্ধি পায়।

রিউমেক্স্—শ্বাস-পথ-বায়ু-নালীতে রোগ হইলে ইহা উপকারী। কণ্ঠাকোটরে শুড়শুড়ি হইয়া কাসি। কাসিলে বক্ষাস্থি পশ্চাতে অবদারণ ভাব। অবিরত ভাবের শ্রান্তিকর কাসি। চাপ লাগিলে, কথা কহিলে, শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণ করিলে এবং সন্ধ্যায় শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি।

ইপিক্যাক—বায়ু-নালীর সকল অংশের রোগেই ইহার উপকারিতা থাকিলেও কৈশিক নালী-প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা এণ্টিম টার্টের সমকক্ষ ঔষধ। কিন্তু ইহার অত্যন্ত আটা শ্লেষ্মা ঝিল্লিতে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ি হওয়ায় এণ্টিমের আল্‌গা শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি হইতে প্রভেদিত হয়। ইহাতে এণ্টিমের দৌর্ব্বল্য, নিদ্রালুতা এবং পতনোন্মুখতা বা কোল্যাপ্স লক্ষণ স্পষ্ট হয়।

এণ্টিম টার্ট—ইহা শ্বাস-নালীর সকল অংশের রোগের ঔষধ হইলেও কৈশিক নালীর রোগেই অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার প্রধান প্রদর্শক এই যে, ইহাতে বক্ষে এতই শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয় যে, বক্ষ ঘড়ঘড় করিতে থাকে, রোগীর তাহা উঠাইবার ক্ষমতা থাকে না, শ্বাস-রোধের উপক্রম হয় এবং মুখাদি নীল হইয়া যাইতে পারে। শ্বাসকষ্ট, দ্রুত নাড়ী, বিবমিষা, বমন এবং নিদ্রালুতা। ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার ২× চূর্ণের বিশেষ প্রশংসা করেন। ডাঃ গুডনোর মতে এণ্টিমে কার্য্য না হইলে এণ্টিম-আর্সের ২× চূর্ণ অনেক সময়ে জীবন রক্ষা করে।

হিপার সালফ—শ্বাসপথ-বায়ু-নালীর প্রদাহ রোগে (Tracheo

banglabooks.in

Bronchitis) কাসি সরল ও সিক্ত হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহারও সরল কাসিতে কথঞ্চিৎ ঘড়ঘড়ি থাকে; কিন্তু তাহার পরিমাণ এতাদৃশ নহে যে, তাহা **এণ্টিম টার্ট** এবং **ইপিক্যাকের** ন্যায় বায়ু-নালী পূর্ণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়ি উৎপন্ন করিতে পারে। উহাদিগের ন্যায় ইহাতে অবিশ্রান্ত শ্লেষ্মা-বমনের প্রবৃত্তি, শ্বাস-কষ্ট এবং মুখাদির নীলিমাও হয় না। শরীর অনাবৃত করিলে ও কোন শরীরাংশ শীতল হইলে ইহার কাসির উদ্রেক হয়। ইহার রোগী শৈত্যসংস্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে এবং অতি সহজেই তাহার প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

কেলি বাইক্রম—সকল প্রকার ব্রংকাইটিস রোগেই উপযুক্ত স্থলে ইহা দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়। ইহাতে সাধারণতঃ শুষ্ক, গভীর, কর্কশ এবং গলা ভাঙ্গা কাসির অতি কঠিন আক্রমণ হইয়া চিমসা, সূত্রবৎ শ্লেষ্মা উঠে। সাধারণ সর্দ্দির পরিণামেও কঠিন ও গভীর কাসি থাকিয়া যাইলে ইহা উপকার করিয়া থাকে। ইহার লক্ষণে **ফসফরাসের** ন্যায় বক্ষে কসিয়া ধরা ও সংকুচিত বোধ হয় না—আমাশয়দেশে কসিয়া ধরার অনুভূতি হয়। ডাঃ হিউজ বলেন, "ব্রঙ্কাইটিস নাতিপ্রবল অবস্থায় থাকিয়া যাইলে ইহা উপকারী।" ইহার গয়ার ঈষৎ নীল এবং থানা থানাও থাকিতে পারে। ট্রেকিয়া অথবা ব্রংকাই দ্বিশাখায় বিভাগ হওয়ার স্থলে শুড়শুড়ি হইয়া কাসির উদ্রেক হইতে পারে। আহারান্তে, পরিহিত বস্ত্রের ত্যাগ কালে এবং **প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে** কাসির বৃদ্ধি; ব্যায়ামকালে এবং শয়নান্তে দেহ উষ্ণ হইলে উপশম।

ষ্টেনাম।—সাধারণতঃ ঈষৎ সবুজ ও প্রচুর শ্লেষ্মা অথবা পূয়-মিশ্রিত শ্লেষ্মার গয়ার সহজে নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা দ্বারা মহদুপকার হয়। **এণ্টিম টার্ট** হইতে ইহার প্রভেদক লক্ষণ এই যে, ইহাতে ট্রেকিয়া মধ্যে প্রভূত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও তাহা বিশেষ ঘড়ঘড় করে না ও সহজে উঠে। ইহাতে মুখাদির নীলবর্ণও হয় না এবং বমন বা বিবমিষাও থাকে না।

banglabooks.in

বক্ষের দুর্ব্বলতাই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। গোলা বাঁধা মিষ্ট শ্লেষ্মার চাপ উঠাও ইহার প্রকৃতিগত। নাতি তরুণ ও পুরাতন রোগেই ইহার অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ভিরেট্রাম ভি।—রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে অত্যুচ্চ তাপ, পূর্ণ কঠিন, দ্রুত নাড়ী এবং শরীর অত্যন্ত উষ্ণ থাকিলে প্রথমেই ইহার প্রয়োগ করা উচিত। অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার অভাব **একনাইট** হইতে ইহাকে প্রভেদিত করে।

পাল্‌সেটিলা।—গয়ার প্রচুর, সরল, ঘন, পূয়বৎ শ্লেষ্মাযুক্ত অথবা হরিদ্রাভ। ইহার সহিত বিবমিষা ও বমন থাকিলে, বিশেষতঃ শিশুদিগের পক্ষে **ইপিক্যাক ঔষধ।**

ষ্টিক্টা।—লক্ষণানুসারে সকল প্রকার ব্রংকাইটিস রোগেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।

অন্যান্য ঔষধ মধ্যে আয়ডিন, ল্যাকেসিস, লাইক, মার্ক সল, নাক্স ভ, রাস, স্যাঙ্গু, চেলিড, ক্যাক্টাস, সেনেগা, ড্রসিরা এবং ক্যামমিলা প্রভৃতি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সর্দ্দি হইয়া তরুণ ব্রংকাইটিসের সন্দেহ হইলে রোগীর উষ্ণ গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত। শীতল অথবা সিক্ত-শীতল বায়ু সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। মুক্ত বায়ু নির্ম্মল ও উষ্ণ থাকিলে কথঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ হয়। কঠিন রোগে রোগীকে যত্নের সহিত শয্যায় রক্ষা করা উচিত। ঈষদুষ্ণ বাষ্পাঘ্রাণ উপকারী। বক্ষে বেদনা থাকিলে পোলটিসের প্রয়োগ এবং ত্বকসংলগ্ন ফ্লানেলের ব্যবহার করিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ ও সুসিদ্ধ সাগু অথবা বার্লি উপযুক্ত পথ্য।

banglabooks.in

লেকচার ১০০ (LECTURE C)

পুরাতন বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ক্রনিক ব্রংকাইটিস।

(CHRONIC BRONCHITIS)

পরিভাষা।—বায়ু-নালীর পুরাতন প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা। ইহাতে তাহার পেশীরও ন্যূনাধিক প্রদাহ জন্মিয়া থাকে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—প্রাতিশ্যায়িক পুরাতন প্রদাহ বশতঃ বায়ু-নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি পাতলা হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার পেশী ও গ্রন্থিল স্তরের ক্ষয় অথবা ঘনত্ব জন্মিয়া তাহা দানা দানা আকার ধারণ করিতে পারে। তাহাতে ভাসা ভাসা ক্ষতও জন্মিতে দেখা যায়। **বায়ুনালীর প্রসারণ হওয়াও** অসাধারণ ঘটনা নহে। সাধারণতঃই **বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা** বর্ত্তমান থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগ প্রায়শঃই অধিক বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু বালক ও যুবকগণও সম্পূর্ণ অব্যাহতি পায় না। অধিকাংশ সময়েই ইহা শীত ঋতুতে সংঘটিত হইয়া প্রতি বৎসরই শীত-ঋতুর আবির্ভাবে পুনরাবর্ত্তন করে এবং যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রীষ্মাগম না হয় তাবৎকাল থাকে। শৈত্য-সংস্পর্শ অথবা উত্তেজনাকর ধূলি, অথবা বাষ্পাঘ্রাণ হইতে প্রাথমিক রোগরূপে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তরুণ ব্রংকাইটিসের পৌনপুনিক আক্রমণ, অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থলে ক্ষুদ্রবাত ও রস-বাত অন্ততঃ ক্ষুদ্রবাত অথবা রস-বাতগ্রস্ত ধাতু ইহার গৌণকারণ বলিয়া গণ্য। অপিচ ইহা ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি, যে কোন প্রকার পুরাতন ফুস্‌ফুস প্রদাহ,

banglabooks.in

ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি বা প্লুরার যোজনা (Adhesion), পুরাতন হৃৎপিণ্ড-রোগ, লালা-মেহ অথবা পুরাতন সুরা-বীজ বিষাক্ততা হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে তরুণ রোগের লক্ষণই কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বুক্কাস্থি-পশ্চাতে বেদনা থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক সময়েই তাহা সঙ্কুচিতভাববৎ অনুভূত হয়। কাসি এবং গয়ারই ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। কাসির অবিশ্রান্ত ভাব থাকে না, তাহা সাময়িক আক্রমণের ভাবে হয় এবং তাহার আক্রমণের সংখ্যা ও কাঠিন্য পরিবর্ত্তনশীল থাকে। গয়ারের প্রকৃতি এবং পরিমাণ সকল সময়ে সমান থাকে না। কখন গয়ার থাকে না, বা থাকিলেও অতি যৎসামান্য থাকে, কখন বা তাহা অতিশয় প্রচুর পরিমাণে উঠে এবং তাহার প্রকৃতি রক্তাম্বু-শ্লেষ্মাময় (Sero-mucuous) অথবা অর্দ্ধ পূয়বৎ থাকে। শেষোক্ত প্রকার গয়ার থাকিলে রোগকে "শ্লেষ্মা-গহ্বর" বা "ব্রংকোরিয়া" বলে। অন্য এক প্রকারের রোগ "শীতকাসি" বা উইণ্টার-কাফ্" নামে পরিচিত। সাধারণতঃ এই কাসি বৃদ্ধদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অপিচ ইহা ক্ষুদ্রবাতপ্রবণ ধাতুর ব্যক্তিগণকেও আক্রমণ করে এবং ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি ও হৃৎপিণ্ড-রোগসহ সংসৃষ্ট থাকে। এই সকল কাসির সাময়িক আক্রমণ হয় এবং রজনীতে অথবা প্রত্যূষে তাহার বৃদ্ধি হইয়া রজনীর সঞ্চিত স্রাব স্বল্পায়াসে উঠিয়া যায়। পূতিগন্ধ কাস-রোগে গয়ারে বায়ু-নালীর পচা স্রাব থাকায় মাংস-পচা গন্ধ পাওয়া যায়। সহজ কাস-রোগেও এরূপ পচা গন্ধের গয়ার থাকিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে এরূপ ঘটনা বায়ু-নালী-গহ্বর-রোগ, গুটিকা সংসৃষ্ট ফুস্‌ফুস গহ্বর এবং ফুস্‌ফুসের পূয়শোথ ও পচন বা গ্যাংগ্রিন্, এবং এম্পায়িমা বা বক্ষসঞ্চিত পূয় সংস্রবীয় ফুস্‌ফুস্-নালী-ক্ষত প্রভৃতির ফলস্বরূপ দেখা গিয়া থাকে। পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগে এরূপ ঘটনা হইলে তাহার পচা গন্ধের স্রাব বায়ু-নালীর

banglabooks.in

শ্লেষ্মা-গহ্বর বা ব্রংকিয়েকটিসিস্, ফুস্‌ফুসপ্রদাহ বা নিউমনিয়া এবং ফুস্‌ফুসের পচন বা গ্যাংগ্রিন জন্মাইতে পারে।

ডাঃ এণ্ডার্‌স্ বলেন, "ব্রংকাইটিস্ রোগের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যে সকল রোগে পচা গন্ধের গয়ার থাকে তাহাদিগকে বর্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রংকাইটিস রোগের প্রচুর গয়ার কিয়ৎকাল উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা তিন স্তরে বিভক্ত হয়,—সর্ব্বোপরিস্থ স্তরে সফেন শ্লেষ্মা, মধ্য স্তরে রক্তাম্বুময় (Serous) তরল পদার্থ, এবং সর্ব্বাধঃ স্তরে ঘন তলানি পদার্থ থাকে ও তাহা দানা দানা দেখায়। এই স্তর সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণ স্তূপ একত্র হইয়া গঠিত এবং ডিটিচের প্লাগস বা ছিপি বলিয়া খ্যাত। এই সকল ছিপির আকারের পদার্থের বর্ত্তমানতা পূতিগন্ধ ব্রংকাইটিসের বিশেষত্ব এবং ইহারাই কথিত পুতিগন্ধের কারণ।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সহজ পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগের নির্ব্বাচন সহজ হইলেও ইহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ বা গৌণ রোগের বর্ত্তমানতা ও প্রকৃতির নির্ণয় অতীব কঠিনসাধ্য। ফুস্‌ফুসীয় গুটিকা সংসৃষ্ট রোগই ইহার সাধারণ উপসর্গ; ইহাতে যে, গুটিকা রোগের সাধারণ বিবরণ, জ্বর, শারীরিক শীর্ণতা ও দৌর্ব্বল্য এবং সাধারণতঃ স্থানিক, বিশেষতঃ চূড়ার ঘনীভূত অবস্থার প্রাকৃতিক চিহ্নাদি এবং গয়ারে টুবারকুল ব্যাসিলস থাকে —রোগ নির্ব্বাচনে তাহা যথেষ্ট। ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি, পূয়শোথ এবং তাহার পচন বা গ্যাংগ্রিন প্রভৃতিরও পরস্পরের নির্ব্বাচন অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু তাহাদিগের স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও প্রাকৃতিক চিহ্নাদি বর্ত্তমান আছে কিনা যত্নপূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করিলে ইহা অনায়াসসাধ্য হয়।

ভাবীফল।—রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্যে পরিণতি সম্ভবনীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় না। তথাপি চিকিৎসার সাধ্যানুযায়ী উপশম বা যাপ্যাবস্থাকে একরূপ আরোগ্যই বলা যাইতে পারে। কিন্তু তদবস্থায় উত্তেজনার কারণ ঘটিলে রোগ পুনরাবর্ত্তন করিতে পারে। অন্যান্য রোগ

banglabooks.in

সংস্রবে, গৌণভাবে অথবা তাহাদিগের উপসর্গস্বরূপ রোগ জন্মিলে ইহার পরিণাম তাহাদিগেরই অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কঠিন পুরাতন ব্রংকাইটিস ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি, বায়ু-নালীতে শ্লেষ্মা-গহ্বর বা ব্রংকিয়েকটিসিস, এমন কি হৃদ্‌রোগ পর্য্যন্তও জন্মাইতে পারে। পুরাতন ব্রংকাইটিস বহুদিন স্থায়ী হয়, অনেক স্থলে বহু বৎসর পর্য্যন্ত থাকে এবং ন্যূনাধিক কালান্তে জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনপ্রযুক্ত তাহার তরুণভাবে বৃদ্ধি হয়। ডাঃ অস্‌লার বলেন, "পূতিগন্ধ প্রকারের রোগ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্কে পুয়শোথ জন্মাইয়াছে।"

চিকিৎসা।—ইহার চিকিৎসা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই লক্ষণের উপর নির্ভর করিলেও রোগের সামান্যাবস্থায় ধাতুদোষ নিবারণার্থ যথোপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিত। লক্ষণানুসারে ইহাতে তরুণ ব্রংকাইটিসের ঔষধাদিও প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহা ঐ রোগে দ্রষ্টব্য; তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য :—

আর্স আয়ডি—গণ্ডমালা-ধাতুর রোগীদিগের রস-গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে আর্সেনিকের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ব্রংকাইটিস রোগের ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

আর্সেনিক—অতীব কঠিন রোগের ঔষধ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অলস। সন্ধ্যা ও রজনীতে রোগের বৃদ্ধি হইয়া রোগীর শুষ্ক কাসি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন শ্বাস রোধ ঘটে—শীতল পান ও সামান্য শৈত্য সংস্পর্শেই ইহা সংঘটিত হয়, অথবা বায়ু-নালী মধ্যে অত্যন্ত আটা শ্লেষ্মা থাকায় সিক্ত কাসিও হথ্ করিয়া বা কাসিয়া তুলিতে প্রভূত কষ্ট।

আয়ডিন—রস-গ্রন্থির বৃদ্ধিযুক্ত পরিস্ফুট গণ্ডমালাধাতুর রোগীর গুটিকোৎপত্তি-দোষ থাকিলে ইহা মহৌষধ।

ড্রসিরা—আক্ষেপিক লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে এবং রোগের

banglabooks.in

প্রবহমান বায়ুযুক্ত স্থানে শক্তি অনুসারে অশ্রান্তিকর ভ্রমণ রোগাপনয়নে অপরিহার্য্য। ইঁহারা কখনই, বিশেষত শীতল ও সিক্ত দিনে অনাবৃত গাত্রে থাকিবে না, অপিচ ব্যবধানরহিত গাত্রোপরি ফ্লানেল পরিধান করিবে। সরীষার তৈল মার্জ্জন ও দুর্য্যোগহীন দিনে গৃহমধ্যে কাঁচা-পাকা মিশ্রিত ও গায়ের সমতাপ জলে সুব্যবস্থিত স্নান ও শুষ্ক করিয়া গাত্রমার্জ্জন, পরিপাক-শক্তি অনুসারে সহজ পাক মাংসাদি পুষ্টিকর আহার এবং সর্ব্বাপেক্ষাশ্রেষ্ঠ, প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ সেবন সুপথ্য।

—— o ——

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০১ (LECTURE CI)

তান্তব বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ফাইব্রিনাস ব্রংকাইটিস।

(FIBRINOUS BRONCHITIS)

প্রতিনাম।—ঘুংরি-কাসি সংসৃষ্ট বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ক্রুপাস ব্রংকাইটিস (Croupous Bronchitis); আটা বায়ু-নালী প্রদাহ বা প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিস (Plastic Bronchitis); সঝিল্লিক বায়ু-নালী-প্রদাহ বা মেম্ব্রেনাস ব্রংকাইটিস (Membranous Bronchitis)।

পরিভাষা।—শরীরের অন্যান্য যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে যেরূপ ঘুংরি কাসির ঝিল্লিবৎ ঝিল্লি উৎপাদনকারী প্রদাহ জন্মে, তদ্রূপ বায়ু-নালীর তরুণ অথবা পুরাতন এক প্রকার প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ ঘুংরি-কাসিবৎ নির্য্যাস ক্ষরিত করিয়া বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার প্রদাহিক নির্য্যাস বা অলীক ঝিল্লি আপেক্ষিকরূপে ঘনতর। উপরিউক্ত নির্য্যাস বায়ু-নালীর ছাঁচের আকারে নিষ্ঠুত হয়। বৃহত্তর নালীর ছাঁচ ফাঁপা এবং সূক্ষ্মতর নালীর তাহা নিরেট হইয়া থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—রোগের অতীব বিরলতাবশতঃ চিকিৎসক-মণ্ডলীতে ইহার কারণাদি বিশেষ সুপরিচিত নহে। ইহা পুরুষদিগের মধ্যেই অধিক সংখ্যায় হয় এবং তাহাদিগের বিংশ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অধিকতর আক্রমণ করে। বসন্তকালেই ইহা পুনঃপুনঃ দেখা দেয়। উত্তেজনাকর বস্তুর বাষ্প এবং উষ্ণ বাষ্পের আঘ্রাণে ইহার প্রাথমিক আক্রমণ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ইহা অন্যান্য রোগ-সংস্রবে, বিশেষতঃ, স্বরযন্ত্রের ঝিল্লি উৎপাদক প্রদাহের নিম্ন বিস্তারে গৌণভাবে জন্মে।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—তরুণ সঞ্চিল্লিক বায়ু-নালী প্রদাহের আরম্ভক অবস্থায় সাধারণ প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহের লক্ষণাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই অতি কঠিন শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং কাসির আক্রমণ হইয়া গয়ারের সহিত বায়ু-নালীর তান্তব ছাঁচ ও ন্যূনাধিক স্রুত রক্ত নিষ্ঠীবনে সাময়িক অথবা স্থায়ী উপশম প্রদান করিলে প্রকৃত রোগের নিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। স্থল বিশেষে ইহা স্বর-যন্ত্রের সঞ্চিল্লিক প্রদাহের নিম্ন বিস্তারবশতঃ জন্মে। এতাবতা ঘটনাক্রমে নির্য্যাসের নিষ্ঠীবন না হইলে ভয়াবহ ও আকুল শ্বাস-কৃচ্ছ্র বশতঃ নীলিমার লক্ষণ দেখা দেয় এবং পরিণামে রোগীর শ্বাসরোধ ঘটে। সাধারণতঃ পুরাতন রোগে প্রথমে ব্রংকাইটিসের লক্ষণ থাকে। পরে অনিয়মিত সময়ান্তর—কতিপয় সপ্তাহ অথবা মাস পর পর, প্রচণ্ড কাসির আক্রমণ পুনরাবর্ত্তন করিলে তান্তব পদার্থ অথবা বায়ু-নালীর ছাঁচ নিষ্ঠীবনে তাহার শেষ হয়। এরূপ আক্রমণ কখন কখন নিয়মানুসারেও ঘটে।

ডাঃ এণ্ডরস্ একটী রোগীর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার এই আক্রমণ প্রতি বৎসর একবার করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিত।

ইহার প্রাকৃতিক পরীক্ষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার সিক্ত শব্দের সহিত শুষ্ক শব্দ—শিশ ও ধাতু পাত্রবৎ শব্দ, প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন বায়ু-নালীর রোধ ঘটিলে তাহার সংসৃষ্ট ফুস্‌ফুস্ অংশোপরি শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দের অভাব ঘটে; কিন্তু রোধক ঝিল্লি নিষ্ঠুত হইলে তাহা পুনরাবর্ত্তন করে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—তান্তব ছাঁচের নিষ্ঠীবন ব্যতীত রোগ নির্ণয় অসম্ভব। রোগকে ডিফ্‌থিরিয়া হইতে প্রভেদিত করণার্থ ইহার নির্য্যাসের পরীক্ষার আবশ্যক, তাহা বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে। তাহাতে রোগ বিবরণের বিষয় স্মরণ করিয়া নির্য্যাসে "ক্লেব্‌স্ লফ্‌লার বেসিলারের (চিত্র ৩০)" অনুসন্ধান করিতে হইবে। রোগ নির্ণয়ার্থ রোগীর ব্রংকো-নিউমোনিয়া অথবা ফুস্‌ফুসের টুবারকুলোসিস বা গুটিকোৎপত্তি-রোগাদির বর্ত্তমানতা বিষয়ক পরীক্ষাও অত্যাবশ্যকীয়।

banglabooks.in

ভাবীফল।—সর্ব্বস্থলেই তরুণ রোগের পরিণাম সম্বন্ধীয় মত সন্দেহজনক। পুরাতন রোগ ক্বচিৎ সাংঘাতিক হইলেও বহুদিন স্থায়ী হইয়া থাকে। পুরাতন প্রকারের রোগ নিউমোনিয়ায় পর্য্যবসিত হইতে অথবা টুবারকুলোসিসের পূর্ব্বাভাস দিতে পারে। ফলতঃ ইহার ভাবীফল নিশ্চিতই উপসর্গের গুরুত্ব দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা তত্ত্ব।—কার্য্যতঃ ইহার এবং তরুণ প্রাতিশ্যায়িক বায়ু-নালী-প্রদাহের চিকিৎসা মধ্যে মূলতঃ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সঞ্চিল্লিক স্বয়-যন্ত্র প্রদাহের ঔষধ কেলি বাই, আয়ডি, আয়ডাইড অব লাইম, হিপার সাল্‌ফ, ব্রমিন প্রভৃতির আবশ্যকীয় স্থলে ব্যবহার করিতে হইবে। স্মরণ রাখা উচিত "কেলি বাই" ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

——:*:——

banglabooks.in

লেকচার ১০২ (LECTURE CII)

বায়ু-নালী-গহ্বর বা ব্রংকিয়েক্টেসিস্।

(BRONCHIECTASIS)

পরিভাষা।—বায়ু-নালীর সাধারণ বা সীমাবদ্ধ অংশের প্রসারণ।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—গোলাকার প্রলম্বিত এবং **কোটরের ন্যায়** এই দুই প্রকার বায়ু-নালীর প্রসারণ চিকিৎসক-মণ্ডলীতে পরিচিত। একই ফুস্‌ফুসে এবং সমকালে দুই প্রকার প্রসারণ থাকিতে পারে।

প্রসারণের আকার এক মটর হইতে একটি কমলা-লেবুর মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল। কোটরাকার প্রসারণগুলি সাধারণতঃ বায়ু-নালী বা ব্রংকাস বাহিয়া গুচ্ছাকারে সজ্জিত। ক্বচিৎ-কখন এম্ফিসিমা বা বায়ু-স্ফীতি এবং ব্রংকাইটিস-রোগ সহ অঘনীভূত ও কোমল ফুস্‌ফুস্ উপাদান বেষ্টিত একটি মাত্র কোটরাকার প্রসারণ সংঘটিত হইতে পারে। ইহা শূন্যগর্ভ গহ্বরবৎ প্রতীয়মান হয়। নালী-প্রাচীর পাতলা হইয়া যায়, এবং তাহার গঠনোপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গহ্বরাবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্বাভাবিক অবস্থা থাকিতে পারে অথবা তাহার স্তম্ভাকার উপত্বক টালির ন্যায় চেপ্‌টা বা পেভমেণ্ট এপিথিলিয়ামের আকারে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় মসৃণ এবং উজ্জ্বল দেখাইতে পারে। কিম্বা ইহা নির্য্যাসপ্লাবিত এবং ঘনীভূত হয়। কখন বা গহ্বর, বিশেষতঃ তাহা স্রাবপূর্ণ থাকিলে, বিস্তীর্ণরূপে ক্ষতযুক্ত দৃষ্ট হইতে পারে; কোন কোন বৃহত্তর গহ্বরাভ্যন্তরে অনেক সময়েই অতিশয় পচাগন্ধযুক্ত বস্তু থাকে, এবং সাধারণতঃ পচা গন্ধের ব্রংকাইটিস ইহার উপসর্গস্বরূপ থাকিয়া রোগকে অধিকতর কঠিন করিয়া তুলিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—রোগ আজন্ম (অতি বিরল ঘটনা) না হইলে, ব্রংকিয়েক্টেসিস বা বায়ু-নালী প্রসারণ সর্ব্বস্থলেই অন্য কোন প্রকার শ্বাস-যন্ত্র-

banglabooks.in

রোগের—প্রধানতঃ পুরাতন বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ব্রংকাইটিস, এবং স্বল্পতর স্থলে ফুস্‌ফুস্-বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা, শিশুদিগের ব্রংকো-নিউমনিয়া, যক্ষ্মা-কাশ, বায়ু-নালীর অভ্যন্তরে আগন্তুক পদার্থের অবস্থিতি, অথবা শোণিতার্ব্বুদ কিম্বা সাধারণ অর্ব্বুদের চাপ প্রভৃতি—উপসর্গ বা গৌণ রোগ রূপে জন্মে। এই সকল রোগ বায়ু-নালী গঠনোপাদানের দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া তাহার ক্ষয়জনক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির পুরাতন প্রাদাহিক সংযোগ বা প্লুরিটিক এডিশন, ফুস্‌ফুস্-কোষ-মধ্য উপাদানের প্রদাহ বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া এবং ফুস্‌ফুস্-সংহতি বা ফাইব্রইড থাইসিস্ প্রভৃতি রোগ ঘটিত বহিরাকর্ষণেও বায়ু-নালীর উপাদানের দুর্ব্বলতা সংঘটিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বায়ু-নালী প্রসারণের অধিকাংশ লক্ষণই তাহার কারণ স্বরূপ মূলরোগ হইতে জন্মে। কাসি এবং গয়ারের প্রকৃতি ত্যাগ করিলে, ইহাতে রোগ-পরিচায়ক কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হয় না। ন্যূনাধিক প্রলম্বিত বিরতির পর ঝাকে ঝাঁকে কাসির আক্রমণ ঘটে, বিরতির সময়ে প্রসারিত নালী স্রাবপূর্ণ হয়। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে কাসির আক্রমণ হয়, কিন্তু প্রসারিত নালী হইতে সুস্থ নালীতে স্রাব প্রবেশের অনুকূল শারীরিক অবস্থান মাত্রেই কাসির উদ্রেক হইতে পারে। ইহার গয়ারের পরিমাণ প্রভূত থাকে ও তাহা অনেক সময়েই বিজাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়। গয়ার কিয়ৎকাল উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা তিন স্তরে বিভক্ত হয়—ঊর্দ্ধ স্তরে কটাসে ফেন, মধ্য স্তরে জলীয় শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ এবং সর্ব্বাধস্তরে দানাকার পদার্থের ঘন তলানী ও কোষ।

রোগ-নির্ব্বচন।—বায়ু-নালী-প্রসারণের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না এবং ইহাদিগের দ্বারা রোগ-নির্ব্বাচনার্থ কোন সাহায্যও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ ইহাদিগের আয়তন ও অবস্থিতির স্থান, অপিচ সন্নিহিত ফুসফুস-পদার্থের অবস্থা অনুসারে প্রাকৃতিক চিহ্নাদির প্রকৃতির

banglabooks.in

নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটে। কোটর বা থলির আকারবিশিষ্ট প্রসারণ ফুসফুসের উপরিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে অবস্থিত হইলে তাহারা যক্ষ্মাকাশি-গহ্বরের চিহ্নের সহিত ভ্রান্তি উৎপাদন করে, কিন্তু যক্ষ্মাকাসির গহ্বর সারণতঃ ফুসফুসের মূল দেশে থাকে। গহ্বরস্থ সঞ্চিত স্রাবের পরিমাণানুসারেও গহ্বরিক চিহ্নের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, কিন্তু গুটিকোৎপত্তি সংসৃষ্ট গহ্বর সম্বন্ধে তদ্রূপ ঘটে না। অপিচ ইহাতে গুটিকোৎপত্তির সাধারণ বিবরণ, খ্যাক্‌খ্যাক্ কাশি, শোণিত-নিষ্ঠীবন, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শীর্ণতা ও বলক্ষয়ের অভাব থাকে এবং ইহার গয়ারে টুবারকুলার ব্যাসিলাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। থলির আকার-বিশিষ্ট এবং ছিদ্র দ্বারা বায়ু-নালীসংযুক্ত ফুসফুস-বেষ্ট-পুয-গহ্বর রোগ বা এম্পায়িমা সহও ইহার প্রাকৃতিক চিহ্নের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু রোগীর রোগ-বিবরণের প্রতি সম্যক লক্ষ্য করিলেই ভ্রান্তির অপনোদন হয়।

ভাবীফল।—মূল বা প্রাথমিক রোগের বিষয় ধর্ত্তব্যের মধ্যে না আনিলে বায়ু-নালী-প্রসারণের পরিণাম জীবন সম্বন্ধে অশুভ বলা যায় না। যেহেতু রোগ বহুকাল, এমন কি অনেক বৎসর ধরিয়া স্থায়ী হইলেও রোগী আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া জীবনকর্ত্তন করিতে পারে।

চিকৎসা-তত্ত্ব।—বায়ু-নালী প্রসারণ, যন্ত্র-গত রোগ। ইহার পক্ষে মৌলিক আরোগ্য সুদূরপরাহত। তথাপি যথোপযুক্ত ঔষধের আভ্যন্তরীণ এবং আবশ্যকানুরূপ বহিঃ-প্রয়োগদ্বারা রোগীর উপস্থিত কষ্টের সম্ভবনীয় শান্তি-বিধান করা যায়। গয়ার নিষ্ঠুত হওয়ার সাহায্য জন্য ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগে লিখিত ঔষধের ব্যবহার কর্ত্তব্য। দুর্গন্ধ নিবারণে নিম্ন ক্রমের **ক্রিয়োজোট** এবং **কারবলেট সল্টস্** প্রভৃতির সেবন এবং **কারবলিক এসিড** দ্রবের **আঘ্রাণ** উপযোগী। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে **ইউক্যালিপ্টাসেরও** ঘ্রাণ গ্রহণ করা যায়। রোগের মূল চিকিৎসা জন্য প্রাথমিক রোগের চিকিৎসা দ্রষ্টব্য। **ষ্টেনম** এবং **সিলিসিয়া** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৩ (LECTURE CIII)

হাঁপানি-রোগ বা এজমা।

(ASTHMA.)

প্রতিনাম।—বায়ু-নালীর হাঁপ বা ব্রংকিয়েল এজ্‌মা (Bronchial Asthma); আক্ষেপিক শ্বাস-প্রশ্বাস বা স্প্যাজমডিক ব্রিদিং (Spasmodic breathing)।

পরিভাষা।—বায়ু নালীসংসৃষ্ট চক্রাকার পেশীর সংকোচনবশতঃ শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আক্রমণ দ্বারা প্রতিফলিত স্নায়বীয় বিকার। ইহার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাস সংস্রবীয় পেশীমণ্ডলীর সংকোচন এবং বায়ু-নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ন্যূনাধিক শোণিত-প্রাবল্যও থাকিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—ইহার কারণাদিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—১। পূর্ব্ববর্ত্তক; ২। সাক্ষাৎ বা উত্তেজক; এবং ৩। প্রক্ষিপ্ত বা রিফ্লেক্‌স।

১। পূর্ব্ববর্ত্তক কারণ—এই রোগের আক্রমণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষে দ্বিগুণ হইয়া থাকে। শীত এবং বসন্ত ঋতুর প্রথমাবস্থায় ইহার অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জন রোগীতে বংশগত স্নায়বীয় রোগপ্রবণতা প্রকাশ পায়। এইরূপ স্নায়ু-বিকারগ্রস্ত পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে একই স্নায়ু-বিকার মৃগী, এবং স্নায়ু-শূল ও হাঁপানি প্রভৃতি নানাবিধ রোগরূপে প্রকাশিত হইয়া পরস্পর মধ্যে নিকট সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। কখন কখন হাঁপানি একই ব্যক্তিতে উপরিউক্ত কোন রোগসহ পর্য্যায়ক্রমেও উপস্থিত হইতে পারে।

২। সাক্ষাৎ বা উত্তেজক কারণ—সিক্ত এবং শীতল জল-বায়ু হাঁপানি উপস্থিত করিতে পারে এজন্য যে সকল দেশের বায়ু শৈত্য ও

banglabooks.in

সিক্ততা প্রধান এবং হঠাৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাতেই ইহার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সকল রোগী উচ্চ দেশের শুষ্ক বায়ুতে, যেমন পার্ব্বত্য দেশে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ উপশম বোধ করে; কোন কোন রোগী জল-বায়ুর অবস্থা নির্ব্বিশেষে যে কোনরূপ স্থান-পরিবর্ত্তনেই ফল পাইয়া থাকে। অনেক সময়ে উত্তেজনাকর ধুলি, বাষ্প, ধূম অথবা কুজ্ঝটিকার শ্বাসগ্রহণে ইহার আক্রমণ হইতে পারে। ইপিকাক, সাল্‌ফার, আয়ডিন, অথবা নানা প্রকার পুষ্প ও তৃণের পরাগের শ্বাস-গ্রহণ অথবা গোলাপ পুষ্প, কিম্বা জন্তু বিশেষের দেহ-বিকীর্ণ ঘ্রাণের আঘ্রাণে ইহার পুনরাক্রমণ হয়। হঠাৎ মানসিক অবসাদ এবং গভীর উত্তেজনাও শ্বাসের আক্রমণ উপস্থিত করে। শ্বাস-রোগ-প্রবণ ব্যক্তিদিগের বায়ু-নালীর প্রদাহই অধিক সংখ্যক হাঁপের কারণ অতএব ব্রংকাইটিসের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিলেই শ্বাস-রোগ-প্রবণ রোগীর শ্বাসের আক্রমণ বিরলতা প্রাপ্ত হয়।

৩। **প্রক্ষিপ্ত কারণ**—নাসার বহুপাদার্ব্বুদাদি নাসিকা-গহ্বরের অবরোধকারী রোগ; আমাশয়িক বিকার; জরায়ু ও অণ্ডাধার-রোগ; সরলান্ত্রীয় রোগ; বিশেষ বিশেষ ত্বক-রোগ; হৃদ্‌রোগ; ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি; ক্ষুদ্রবাত; রস-বাত; উপদংশ; লালা-মেহ।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—আলস্য এবং বক্ষের কসাভাব প্রভৃতি পূর্ব্বাভাষ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ রোগীর সুস্থাবস্থায় কোন প্রকার পূর্ব্বানুভূতি ব্যতীতই রোগাক্রমণ হঠাৎ আরম্ভ হয়। অধিকাংশ সময়ে রজনীতে আক্রমণ হইয়া রোগীকে নিদ্রোত্থিত করে। ইহাতে থাকিয়া থাকিয়া শ্বাস-কৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয় এবং তাহার অতিবৃদ্ধির সময় রোগী ভয়াবহ যন্ত্রণা পায়। রোগী শয়ন করিতে পারে না, তাহাকে বাধ্য হইয়া উঠিয়া বসিতে অথবা দণ্ডায়মান হইতে হয় এবং তাহার প্রচুর, মুক্ত ও নির্ম্মল বায়ুর আবশ্যকতা জন্মে। শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখিতে

banglabooks.in

রোগী যেন প্রচণ্ড ও উন্মত্তের ন্যায় চেষ্টা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক পেশীর ব্যবহার করে। শ্বাস আক্ষেপযুক্ত এবং প্রশ্বাস প্রলম্বিত, কঠিন এবং শোঁ শোঁ শব্দযুক্ত; মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও ক্লেশব্যঞ্জক; শরীর শীতল ঘর্ম্মাবৃত; ওষ্ঠ, চক্ষু-পুট, এবং অঙ্গুল্যগ্র শোণিতের সমলতাবশতঃ কৃষ্ণ লোহিত; শরীর-তাপ স্বভাবনিম্ন; এবং নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ। এইরূপ আক্রমণ কতিপয় মুহূর্ত্ত হইতে প্রহরাদি পর্য্যন্ত থাকিয়া অন্তর্হিত হয়; কখন কখন-তাহা, বিশেষতঃ পুরাতন বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ব্রংকাইটিস্ সহ রোগের সংস্রব থাকিলে, কতিপয় রজনী পর্য্যন্ত প্রতি রাত্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। আক্রমণের সঙ্গে যে কাসি হয় তাহা, প্রথমে বক্ষের কফাভাববশতঃ শুষ্ক থাকিয়া পরে কথঞ্চিৎ সরল হয় এবং আক্রমণের শেষ হইলে চাপে চাপে ঘন জিউলির আটার ন্যায় এবং পূযবৎ শ্লেষ্মার গয়ার উঠে। জিউলির আটার ন্যায় গয়ারের কণ্ডুলী জলে ফেলিয়া স্তরাদি ক্রমে মুক্ত করিয়া দেখিলে তাহাতে ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালীর ছাঁচ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে ইহারা সুস্পষ্ট পেচের আকার পায়, এবং "কারসম্যানেস স্পাইরেলস্" বা "কারসম্যানের পেঁচ" বলিয়া কথিত হয়। অনেক সময়েই ইহার অভ্যন্তর বাহিয়া পরিবর্ত্তিত "মিউসিন (শ্লেষ্মোপাদান শ্বেত লালাবৎ পদার্থ)" গঠিত, ঈষৎ স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম তন্তু দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা ব্যতীতও গয়ারে ডাঃ লিডেন বর্ণিত "সূক্ষ্ম অষ্টশির ও স্ফাটিকীকৃত দানা" বা "পয়েণ্টেড অক্টাহিড্রাল ক্রিষ্টালস" পরিদৃষ্ট হয়; এইরূপ স্ফাটিকীকৃত দানা শুক্র এবং লুকিমিয়া রোগের শোণিতেও দেখা গিয়া থাকে।

"পরিদর্শনে বক্ষ বিবর্দ্ধিত, পিপার আকার এবং চালনাহীন দৃষ্ট হয়। শ্বাস-গ্রহণের প্রচণ্ডতার তুলনায় ইহার প্রসারণের পরিমাণ, সম্পূর্ণই সামঞ্জস্যহীন থাকে। বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশী বা ডায়াফ্রাম নামিয়া যায় এবং তাহার যৎসামান্য চালনা হয়। শ্বাস গ্রহণ ক্ষুদ্র ও ত্বরিত এবং শ্বাস-

banglabooks.in

ত্যাগ প্রলম্বিত দেখা যায়। **বিঘাতনে** কোনই প্রভেদ প্রকাশ হইতে না পারে, কিন্তু কখন কখন, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ঘটিয়া থাকিলে বর্দ্ধিত প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। **আকর্ণনে** শ্বাস এবং প্রশ্বাসে অসংখ্য উচ্চ, নিম্ন এবং গভীর প্রভৃতি নানাবিধ প্রকৃতির সুরযুক্ত শিশের ন্যায় বা সিবিল্যাণ্ট এবং ঝন্ ঝন্ ধাতুবৎ বা সনোরাস্ রংকাস বা শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। আক্রমণের শেষভাগে সিক্তশব্দ হয়।" (ডাঃ অস্‌লার)

রোগ-নির্ব্বাচন।—শ্বাস-রোগের নির্ব্বাচন অতি সহজসাধ্য। কিন্তু অনেক সময়েই ইহার কারণের নির্দ্দেশ অথবা সহগামী রোগের নির্ব্বাচন তাদৃশ সহজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্বর-যন্ত্রাক্ষেপসহ অনেক সময়েই প্রকৃত শ্বাস-রোগের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু স্বর-যন্ত্র বা ল্যারিংসের আক্ষেপ রোগে ভগ্ন কর্কশ কথা ও বাকরোধের বর্ত্তমানতা, প্রশ্বাসের ত্যাগাপেক্ষা শ্বাসগ্রহণে অধিকতর কাঠিন্য ও বক্ষে শ্বাস-রোগের প্রাকৃতিক লক্ষণের অভাব প্রভৃতি উভয় রোগের পরিচয় পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

ভাবীফল।—জীবন-রক্ষা সম্বন্ধেভাবী ফল কোন অংশেই অশুভসূচক নহে। রোগাক্রমণ যতই ভয়াবহ ও আশঙ্কা-ব্যঞ্জক হউক রোগী কখনই মৃত্যুগ্রাসে পড়ে না। কিন্তু নানাবিধ সংস্রবীয় রোগে, বিশেষতঃ সহগামী ফুস্‌ফুসের বায়ুস্ফীতি অথবা হৃদ্‌রোগে পরিণাম বিপজ্জনক হইতে পারে; ফলতঃ আরোগ্যাশা অনেকাংশেই বর্ত্তমান উপসর্গের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। উপসর্গাদি উপস্থিত না থাকিলে, উপযুক্ত চিকিৎসা এবং জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন, অনেক সময় দৃশ্যতঃ আরোগ্য বা যাপ্যতা সাধিত করিতে পারে। ফলতঃ স্মরণীয় যে, উপযুক্ত কারণ ঘটিলেই রোগের প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কার্য্যতঃ শ্বাস-রোগের চিকিৎসা তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ রোগীর উপস্থিত আক্রমণের উপশমন;

banglabooks.in

দ্বিতীয়তঃ রোগাক্রমণের পুনরাবর্ত্তনের নিবারণের চেষ্টা; তৃতীয়তঃ সম্ভব হইলে রোগের মৌলিক আরোগ্যসাধন। উপস্থিত আক্রমণে রোগীর যে ভয়াবহ এবং অসহনীয় যন্ত্রনা হয় তাহাতে যে কোন উপায়ে কথঞ্চিৎ শান্তি বিধানের চেষ্টা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে, উপসর্গহীন প্রকৃত স্নায়বীয় শ্বাসরোগে হোমিওপ্যাথি ঔষধের অপরিমেয় সূক্ষ মাত্রা, যতদূরস্মরণ হয়, আমাদিগকে কখনই নিরাশ করে নাই। যাহা হউক প্রথমে রোগের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উল্লেখের পর অন্যান্য বিষয় লিখিত হইতেছে। উপস্থিত আক্রমণ ঃ—

ইপিক্যাক—ইহার শ্বাস-যন্ত্রাক্ষেপ, শ্বাস-রোগের অতি নিকট প্রতিকৃতি স্বরূপ, বিশেষতঃ রোগ যদি অমিশ্র আক্ষেপযুক্ত হয়। রোগী বক্ষে গুরুত্ব বোধ করে ও তজ্জন্য উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়। হঠাৎ শাঁই শাঁই শ্বাস-প্রশ্বাসের শ্বাসকৃচ্ছ্র, শ্বাস-রোধের আশঙ্কা আনয়ন করে এবং নড়িলে তাহার বৃদ্ধি হয়। রোগী অনবরত কাসিতে থাকে; বক্ষ যেন শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়, তথাপি কিছু উঠে না; অঙ্গাদির শীতল ঘর্ম্ম। কাসিতে গলা আটকাইয়া ধরে ও বমন হয়।

লোবেলিয়া—অনেকাংশে **ইপিক্যাকের** তুল্য। বক্ষে অত্যন্ত পীড়িতভাব ও দুর্ব্বলতা বোধ, যেন তাহা আমাশয়দেশে জন্মে, তথায় একটি চাপ থাকার অনুভূতি; বিবমিষা ও লালার স্রাব; আক্রমণের পূর্ব্বলক্ষণে সম্পূর্ণ শরীরমধ্যে কাঁটা-ফুটার অনুভূতি। ইহা বায়ু-নালী সংসৃষ্ট এবং পচা জান্তব বিষঘটিত রোগে উপকারী। শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর, চালনায় তাহার উপশম।

আর্সেনিক—কতিপয় বিষয়ে ইহার **ইপিকা** সহ সাদৃশ্য থাকিলেও মধ্য রজনীর পরেই ব্যাধির আক্রমণ ইহার সুস্পষ্ট প্রভেদক। রোগী কঠিন শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাণান্তকর যাতনায় উঠিয়া বসিতে, বাতায়ন মুক্ত করিতে,

banglabooks.in

এবং শয্যায় বসিয়া অথবা বাতায়ন পথ প্রান্তে শরীর নত করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। ফলতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে ও আসন্ন মৃত্যু ভয় করে। **চালনায়, উষ্ণ জল-বায়ুতে** এবং **ঝড়-বাতাসের দিনে** কষ্টের বৃদ্ধি হয়। পুরাতন শ্বাস-রোগে শ্বাসকষ্ট প্রায় লাগাভাবে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকার করে। "বৃদ্ধদিগের শ্বাস-রোগের এবং শুষ্ক শ্বাস-রোগের ইহা মহৌষধ" (ডাঃ মিচেল)। আক্রমণের শেষভাগে শুষ্ক, কঠিন কাসির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইয়া ফেনিল ও শোণিতরেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে, রোগী যাহার পর নাই দুর্ব্বল ও প্রচুর ঘর্ম্মযুক্ত থাকে এবং তাহার বক্ষে জ্বালাকর বেদনা হয়।

গ্রিণ্ডেলিয়া।—সিক্ত বা শ্লেষ্মার স্রাবযুক্ত (humid) শ্বাস-রোগে এবং তরুণ প্রাতিশ্যায়িক শ্বাস-রোগে ইহা উপকারী।

এলোপ্যাথিক মতেও ইহা শ্বাস-রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এলোপ্যাথ ইহার ফ্লুইড এক্‌ষ্ট্রাক্‌টের এক চা-চামচ, এবং হোমিও-প্যাথিক মতে ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার অরিষ্টের পাঁচ ফোটা মাত্রায় ব্যবহার করেন।

ডাঃ মিচেল বলেন, "স্নায়বীয় শ্বাস-রোগের কঠিন আক্রমণে অত্যন্ত শ্বাসকষ্টের সহিত প্রথমে অত্যল্প, পরে সরল ও প্রচুর শ্লেষ্মানিক্ষিপ্ত হয়।" ডাঃ হেল বলেন, "মধ্য ও ২টা রজনীর মধ্যে অনেক সময় স্থায়ী কাসির আক্রমণ এবং মধ্যে মধ্যে কঠিন আক্ষেপিক কাসি। এরূপাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও শৃঙ্খলাহীন হওয়ায় রক্তসঞ্চালনের ক্ষীণতা বশতঃ রোগ-যন্ত্রণার অধিকতর বৃদ্ধি। ইহার একটি গুরুতর প্রদর্শক লক্ষণ :—"নিদ্রা যাইতে ভীতি, যেহেতু তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের রোধ হওয়ায় রোগী জাগিয়া উঠে।"

ব্রমিন—রোগী গভীর শ্বাস-গ্রহণ করে, যেহেতু বোধ হয় যেন তাহার ফুসফুসে প্রচুর বায়ু যাইতেছে না।

banglabooks.in

এপিস—শ্বাস-রোধের অনুভূতি। রোগী বুঝিতে পারে না কি প্রকারে দ্বিতীয় বার শ্বাস গ্রহণ করিবে।

মস্কাস—গুল্ম-বায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ এবং ফুসফুসের সর্ব্বস্থলেই সূক্ষ্ম শিশের সহিত কুরকুর শব্দ। শ্বাস-রোধ ঘটিবে বলিয়া রোগী অত্যন্ত ভীত। বক্ষ কসিয়া বাঁধা থাকার ন্যায় অনুভূতি।

এণ্টিমোনিয়াম টার্ট—লাঙ্গসের সর্ব্বত্রই **ইপিক্যাক** অপেক্ষাও **সূক্ষ্মতর কুরকুর শব্দের** (Finc mucous rales) **বর্ত্তমনতা** ইহার প্রদর্শক। বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু রোগী তাহা তুলিতে পারে না। অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র; রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়; **কেলি সল্টের ন্যায়** রাত্রি তিনটার সময় পুনঃ পুনঃ শ্বাস-রোধের আক্রমণ হইতে থাকে ও দেহে নীলিমা দেখা দেয়।

নাক্স ভমিকা—অপরিপাক ও যকৃৎ-দোষে শ্বাস-রোগ সংঘটিত হইলে ইহা কার্য্যকরী ঔষধ। সর্দ্দিঘটিত রোগে নাসিকার রোধ ঘটে; রোগী মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে (সাধারণ লক্ষণ)। সহজ আক্ষেপিক হাঁপ; উদ্গারে উপশম; রোগীকে পরিহিত বস্ত্র আল্গা করিতে হয়। যাহারা কাফি ও মদ্য-মাংসের অমিতাচার করে ইহা তাহাদিগের মহৌষধ। ইহা পিত্ত-প্রধান, উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী।

একনাইট—শোণিতবহুল ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত রোগ। শীত ঋতু সংভ্রবীয় রোগ। কথঞ্চিৎ জ্বরভাব সহ সন্ধ্যা-কালীন আক্রমণ—অস্থিরতা, মৃত্যুভীতি, হৃৎকম্প, পূর্ণ ও লম্ফমান নাড়ী এবং শোণিতরেখা চিহ্নিত গয়ার। ডাঃ মিচেল বলেন, "আমি যত কাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছি তন্মধ্যে শ্বাস-রোগের যে বহুদিন স্থায়ী ও সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন রোগী পাইয়াছিলাম তাহাতে **একনাইটের দশমিক**

banglabooks.in

তিন ক্রমে ত্বরিত ফল দিয়াছিল। রোগী বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যুবক এবং আক্রমণের প্রকৃতি প্রচণ্ড।"

পাল্‌মো ভাল্পিস্ (খেঁকশিয়ালের ফুসফুস চুর্ণ)—ডাঃ ভন গ্রভেল বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোগে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠিলে ইহার প্রয়োগের উপদেশ করিতেন।

ইগ্নেসিয়া—বায়ু-রোগগ্রস্ত বা স্নায়বীয় বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শোক-দুঃখাদি ভাবাবেশঘটিত অপস্মারিক শ্বাস-রোগের অমোঘ ঔষধ (ভৈষজ্য-বিজ্ঞান তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৮-৩১৯)।

রোগের পুনরাবর্ত্তন নিবারণের চেষ্টা কার্যতঃ তাহার মৌলিক চিকিৎসারই অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। ইহাতে ব্যক্তিবিশেষের ধাতানুসারে ঔষধাদির ব্যবস্থাদ্বারা চিকিৎসা করিলে যে, প্রকৃতপক্ষে রোগের নিরাকরণ হয় তাহাকে মৌলিক আরোগ্য বলা যাইতে পারে। বহুদর্শী চিকিৎসক যত্নপূর্ব্বক ইহার ব্যবস্থা করিবেন। মৌলিক কারণ যাহাই হউক স্থলবিশেষে উত্তেজক কারণের প্রতিকার দ্বারাও রোগীকে যথেষ্ট শান্তি প্রদান সম্ভব। উদাহরণ :—অজীর্ণ, শৈত্যসংস্পর্শ এবং স্থানবিশেষ (কেহ স্থানবিশেষে যাইলেই রোগাক্রমণ) রোগের কারণ হইলে তাহার প্রতিকারার্থ ঔষধ সেবন ও উপযোগী ব্যবহারাদি অথবা স্থানপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্বাস-রোগের মৌলিক চিকিৎসার্থ ঔষধবিশেষের নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হয়। যেহেতু এরূপ আরোগ্যের নিদর্শন অতীব বিরল। আমরা কতিপয় শিশুরোগীর বিষয় জ্ঞাত আছি। তাহাদিগের বংশে হাঁপানির কৌলিক দোষ ছিল। শৈশবাবস্থায় সর্দ্দি হইলেই ইহাদিগের হাঁপের টান হইত। চিকিৎসান্তে বহুদিন—১০।১৫ বৎসর গত হইয়াছে, শ্বাস-রোগ এপর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই—প্রধান ঔষধ **ক্যাল্কে সল্টস্**। অতিরিক্ত কুইনাইনের অপব্যবহারঘটিত বহুদিনের একটী রোগী

banglabooks.in

আর্সেনিকের ৩× চূর্ণে প্রতিকার লাভ করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন। একটী রোগী বহুদিন যাবৎ প্রায় প্রতিনিয়তই হাঁপানিতে যারপরনাই কষ্ট পাইতেছিলেন। রোগী কষ্টের সাময়িক নিবারণ জন্য যখন তখনই পানের সহিত অথবা ধূমের আকারে গঞ্জিকা সেবন করিতে বাধ্য হইতেন। কৃমির চিকিৎসায় তিনি শেষে আরোগ্য হইয়া যান।

ফলতঃ প্রাথমিক শ্বাস-রোগ বংশগতই হউক আর ব্যক্তিগতই হউক, অধিকাংশ স্থলেই যে, তাহা কোন প্রকার ধাতুবিকারের উপর নির্ভর করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। তদনুসারে আমরা যে সকল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিলাম, লক্ষণ-সাদৃশ্যানুসারে তাহারা উপস্থিত আক্রমণের নিবারণার্থ এবং বিরতিকালে মৌলিক চিকিৎসার্থ প্রদত্ত হইতে পারিবে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন রোগীর ধাত্বনুসারে এই সকল ঔষধের প্রয়োগ অতীব আয়াসসাধ্য। যত্নপূর্ব্বক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি ঔষধ-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাদির আলোচনা ব্যতীত ফলাশা সুদূরপরাহত। ঔষধ যথা :—

ক্যাল্কেরিয়া সল্ফ্, ব্যারাইটা সল্ফ্, সিলিসিয়া, নেট্রাম সাল্ফ্, সাল্ফার, আয়ডিন, ব্রমিন, কেলি কার্ব, কেলি বাই, সিলিসিয়া, ফসফরাস প্রভৃতি।

রোগাক্রমণের আশু শান্তির জন্য এম্ব্রা, এরালিয়া, একন, বেল, কুপ্রাম (মৌলিক আরোগ্যার্থেও), হাইড্রসা এসি, পাল্স্, ল্যাকেসিস, ওপিয়াম, স্যাম্বু, স্যাঙ্গু ট্যাবেক, জিঞ্জিবার, লাইক, ইপিক্যাক, নাক্স্ ভ, কার্ব ভে, স্যাবাডি এবং ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্ট প্রভৃতির ব্যবহার করা যায়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—শ্বাস-রোগের যন্ত্রণার আশু নিবারণার্থ যে সকল বিসদৃশ মতের ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাদিগকে এস্থলে আনুষঙ্গিক পর্য্যায়ের চিকিৎসার উপায় বলিয়া গণ্য করা হইল। দেশ-বিশেষে এরূপ বহুতর উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এতদ্দেশে ধুতুরা, অহিফেন, মর্ফিয়া এবং গঞ্জিকা প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার

banglabooks.in

করে। ধুতুরার ডাঁটা-পাতা প্রভৃতির সম্পূর্ণাংশের থণ্ড শুষ্ক করিয়া তাহার এবং অপর লোকের মধ্যে, গঞ্জিকার ধূম-পানের বিশেষ প্রচলন আছে। অহিফেন, বিশেষতঃ ভদ্রলোকের মধ্যে মর্‌ফিয়া, এতদর্থে শীর্ষস্থান অধিকার করে। শেষোক্ত দুইটির বিশেষ দোষ এই যে ইহারা এবং গঞ্জিকা অল্পেই অভ্যস্ত হইয়া অবশেষে নাছোড়বান্দা হইয়া মাদকের স্থলাভিষিক্ত হয়। এলপ্যাথিমতে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ব্যবহার হইয়া থাকে।

১। ত্বগধঃপ্রয়োগ—মর্‌ফিয়া ১/৪—১/২ গ্রেঃ; এট্রপিন $\frac{১}{১০০}$ গ্রেঃ।

২। আঘ্রান-প্রয়োগ—এমিল নাইট্রাইট্ ২—৫ মিনিমের ট্যাবলেট বা পার্‌ল; ক্লোরোফরম্ (বিশেষ সাবধানতার সহিত), ইথার।

৩। পানীয় ব্যবহার—ক্লোরোফরম্ ওয়াটার; উষ্ণ জল; উষ্ণ উত্তেজক ঔষধ; এল্‌কহল—অল্প মাদক মাত্রায়,—সকলই উষ্ণাবস্থায় প্রযোজ্য।

৪। ধূমপানরূপে প্রয়োগ—ষ্ট্র্যামনিয়ামের শুষ্ক পাতা; পটাসিয়াম নাইট্রেট ও ক্লোরেটের সিগার; আঘ্রাণরূপেও ইহাদিগের ধূমের।

৫। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ—ক্লোরাল হাইড্রেট, উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ১০।১৫ গ্রেঃ মাত্রায়; লোবেলিয়া অরিষ্ট ১ ড্রামের, ক্লোরোফরম ওয়াটার ১ আউন্স সহ মিশ্র—১ চা-চামচপূর্ণ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর অথবা আবশ্যকানুসারে তদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র (ডাঃ হেল)।

ইতিপূর্ব্বে রোগের কারণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রোগীর পথ্য ও জল-বায়ু-পরিবর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফলতঃ রোগীনির্ব্বিশেষে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর বস্তুর ক্ষুধা রাখিয়া আহার এবং অধিকাংশ রোগীর পক্ষে উচ্চ ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত স্থানে বা পার্ব্বত্যদেশে বাস সুব্যবস্থানুমোদিত। রোগীর প্রকৃতির বিশেষত্বানুসারে ইহার তারতম্য করিতে হইবে।

banglabooks.in

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ফুসফুস-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি লাঙ্গ্‌স্‌।

(DISEASES OF THE LUNGS)

লেক্‌চার ১০৪ (LECTURE CIV)

ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন অব দি লাঙ্গ্‌স্‌।

(CONGESTION OF THE LUNGS)

প্রতিনাম।—ফুসফুসে শোণিত-স্রোতের বাহুল্য বা হাইপারিমিয়া অব দি লাঙ্গ্‌স্‌ (Hyperemia of the Lungs.); ফুসফুসের রক্তাধিক্য—(১) সবল বা একটিভ, অথবা (২) মৃদু বা প্যাসিভ, দুই প্রকার হইতে পারে।

(১) সবল বা একটিভ রক্তাধিক্য—কারণ-তত্ত্ব।—ফুস্‌ফুসের প্রবল রক্তাধিক্য শরীরের অতীব উষ্ণাবস্থায় অথবা অতি কঠিন ব্যায়ামান্তর শৈত্য-সংস্পর্শ ঘটিলে সংঘটিত হইতে পারে। এবম্বিধ সংঘটনায় রোগী অচিরাৎ মৃত্যুগ্রাসে পড়ে। উত্তপ্ত অথবা অতি তীব্র বাষ্পাদির শ্বাস-গ্রহণ এবং প্রচণ্ড শ্রমেও ইহা সংঘটিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ইহা গৌণ রোগরূপে জন্মে এবং তাহাতে ইহা ফুস্‌ফুসাদির প্রদাহ-রোগ—নিউমনিয়া, প্লুরিসি বা ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ, ব্রংকাইটিস এবং গুটিকোৎপত্তি-সহ সংসৃষ্ট থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—শ্বাস-কৃচ্ছ্রের দ্রুত আক্রমণ আসিয়া সামান্য কাসিতে অল্প ফেনযুক্ত ও রক্তময় গয়ারের নিষ্ঠীবন এবং মধ্যবিধ জ্বর। **প্রাকৃতিক চিহ্ন**—কৌষিক মর্ম্মর বা ভিসিকুলার মার্‌মারের হ্রাস এবং

banglabooks.in

বায়ুনালীশব্দ বা ব্রংকিয়াল সাউণ্ডের বৃদ্ধি। **বিঘাতন**—শব্দের হ্রাস, তাহা নিরেট নহে। রোগের গতি স্বল্পস্থায়ী; ইহা অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু অথবা আরোগ্যে শেষ হয় অথবা নিউমোনিয়ায় পরিণত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসার বিশেষত্ব নাই; নিউমনিয়ার প্রথমাবস্থার চিকিৎসার ন্যায় ইহার চিকিৎসা করিবে। **একনাইটের নিম্নক্রম** যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে। জ্বর-তাপের প্রচণ্ডতায় **ভিরেট্রাম ভির** ব্যবহার হয়। **একনাইটের** মৃত্যুভীতি, অস্থিরতা ও নাড়ীর কাঠিন্যাদির অভাবে **ফেরাম ফস্** দেওয়া যায়। প্রদাহের সন্দেহ জন্মিলে **বেলের** উপর নির্ভর করিতে হয়।

(২) মৃদু-রক্তাধিক্য।—ইহা দ্বিবিধ :—(ক) অধঃস্থিতিশীল বা হাইপষ্ট্যাটিক এবং (খ) মেক্যানিক্যাল অথবা অবরোধক বা অব্‌ষ্ট্রাক্টিভ।

(ক) অধঃস্থিতিশীল রক্তাধিক্য।—সাধারণতঃ ফুস্‌ফুস্-মূলের পশ্চাদংশে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিন চিৎ অবস্থায় শয্যাগত রোগীর, বিশেষতঃ অনেক কাল স্থায়ী দুর্ব্বলকর রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধ ব্যক্তির ক্ষীণ শোণিতসঞ্চলনে মাধ্যাকর্ষণের ফলস্বরূপ ইহা সাধারণতঃ সংঘটিত হয়। মস্তিষ্কীয় রক্তস্রাবে ইহা অতি স্পষ্টতর ভাব ধারণ করে। আক্রান্ত ফুস্‌ফুসাংশ শোণিতবহুল, শোথিত, গুরু এবং অসম্পূর্ণরূপে বায়ুর গতায়াত-বিশিষ্ট হয়। অপিচ অনেক সময়েই ঘনীভূত ফুসফুস-দেশরূপ উপসর্গযুক্ত হইয়া সমষ্টিতে মৃদুতর আংশিক-ফুস্‌ফুস-প্রদাহের বা নিউমনিয়ার ভ্রান্তি উৎপন্ন করে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ইহা কোন লক্ষণই উপস্থিত করে না, করিলেও তাহা অনিশ্চিত।

রোগ-নির্ব্বাচন।—রোগের আদ্যোপান্ত বিবরণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদির উপর ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ফুসফুসের অধঃঅংশের প্রাকৃতিক পরীক্ষায় বর্দ্ধিত-শ্বাস-কম্পন বা "ক্রিমিটাস", সামান্য নিরেটতা, স্বল্পতর

banglabooks.in

কৌষিক মর্ম্মর, ব্রংকিয়াল বা নালী-শ্বাস এবং সিক্ত-শব্দাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন রোগীর দেহে নীলিমালক্ষণ (cyanotie) উপস্থিত হয়।

ভাবীফল।—সংস্রবীয় রোগের প্রকৃতিসাপেক্ষ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—হাইপষ্ট্যাটিক রক্তাধিক্যে আর্ণিকা এবং র‍্যাসটক্‌স্‌ প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ, মূল রোগের উপশম-সাধনে রোগীর বলাধানই যথোপযুক্ত চিকিৎসা বলিয়া গণ্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মধ্যে মধ্যে রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন এবং গৃহস্থ বায়ুর নির্ম্মলতা ঔষধের ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্যকারী।

(খ) মেক্যানিকাল বা অবরোধক-রক্তাধিক্য।—ইহা "ব্রাউন্‌স্‌ ইণ্ডুরেশন বা কাঠিন্য" এবং "হৃদ্‌রোগঘটিত নিউমনিয়া বা ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ" বলিয়া অভিহিত। ফুসফুসের শোণিতের বাম-হৃৎপিণ্ড-কোটরে পুনঃপ্রবেশের বাধাপ্রযুক্ত ইহা জন্মে। সাধারণতঃ "দ্বি-পত্রক প্রত্যাবর্ত্তন" বা মাইট্র্যাল রিগার্‌জিটেশন অথবা মাইট্র্যাল সংকোচন বা কন্‌ষ্ট্রিক্‌শন অথবা বাম-ধমনী-কোটরের প্রসারণ প্রভৃতি এই বাধার নিদর্শন। ফুসফুস বৃহদায়তন হয়, লাল্‌চে কটা দেখায় এবং সহজে কাটা ও ছিন্ন করা যায় না। ফুসফুসের কর্ত্তিত দেশের বর্ণ প্রথম কটাসে লাল, বায়ুর সংস্পর্শে হিমগ্লবিনের অম্লীকরণ বা অক্‌সিডেশন প্রযুক্ত ত্বরিত উজ্জ্বল-লোহিত হয়। হৃৎপিণ্ডশক্তি যে পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণে সমর্থ থাকিয়া শোণিত-সঞ্চালনের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে সে পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ড রোগ বশতঃ ফুসফুসের গৌণ রক্তাধিক্য কোন লক্ষণ উৎপন্ন করে না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ক্ষীণতা বশতঃ ফুসফুসের রক্তাধিক্য স্পষ্টতর হওয়ায় শ্বাস-কৃচ্ছ্র, কাসি এবং শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবনাদি হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—অবরোধের কারণানুসারে অর্থাৎ ইহার কারণ রূপ উপরিউক্ত হৃৎপিণ্ড রোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৫ (LECTURE CV)

ফুসফুসের শোথ-রোগ বা পাল্‌মনারি ইডিমা।

(PULMONARY-EDEMA)

পরিভাষা।—ফুসফুসের এল্‌ভিয়োলাই বা স্তরাকারে সজ্জিত কোষনিচয়ের সাধারণ সঙ্গমদেশে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপাদান মধ্যদেশে রক্তাম্বু-নিঃসরণ।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—রক্তাধিক্য, প্রদাহ, অর্ব্বুদাদির ন্যায় কোন প্রকার নূতন মাংসবৃদ্ধি, শোণিত সঞ্চালনের অবরোধ প্রভৃতি বশতঃ রক্তস্রাবে নিরেট ফুসফুসচাপ বা ইন্‌ফার্‌ক্ট এবং গুটিকোৎপত্তি প্রভৃতি ঘটনার অন্যতমের ফলস্বরূপ ফুসফুসের স্থানিক শোথ জন্মে। এবম্বিধ শোথকে "পার্শ্ববর্ত্তী," "ঔপসর্গিক" বা "কলেটরেল ইডিমা বা শোথ" বলা যায়। মাধ্যাকর্ষণপ্রযুক্ত, অধঃস্থিতিশীল বা হাইপষ্ট্যাটিক রক্তাধিক্য, রোগের কারণ হইলে, রোগকে মাধ্যাকর্ষণজ অধঃস্থিতিশীল বা হাইপষ্ট্যাটিক শোথ বা প্রীহীভূতাবস্থা বা স্পি্‌নিজেশন বলে। ফুসফুসের সাধারণ শোথ শোণিতের স্থিতিশীলতা হইতে জন্মে। দক্ষিণ-ধমনী-হৃদ্‌কোটর ফুস্‌ফুস্‌ হইতে শিরা-শোণিতের বহিঃস্রোতের বাধা অতিক্রমে অশক্ত হওয়ায় ইহা সংঘটিত হয়। ইহা হৃদ্‌রোগবশতঃ হৃৎপিণ্ডের কার্য্য-হানির ফল, এবং ইহা অনেক স্থলেই মৃত্যু-যন্ত্রণার সমসাময়িক লক্ষণরূপে উপনীত হয় এবং নিকটমৃত্যু সূচিত করে। রোগ-জীর্ণাবস্থা বা ক্ষয়, প্রগাঢ় রক্তহীনতা, তরুণ ও পুরাতন ব্রাইটস্‌ ডিজিজ বা লালা-মেহ, নিউমনিয়া, মস্তিষ্ক-রোগ এবং হৃদ্‌রোগ প্রভৃতির চরমাবস্থায় ইহা দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহাতে ফুসফুসোপাদান স্ফীত থাকে এবং বক্ষ-কোটরোদ্‌ঘাটিত করিলে চুপশাইয়া যায় না বা তাহার সংকোচন ঘটে না। ফুসফুসোপাদানের

banglabooks.in

স্থিতি-স্থাপকতা থাকে না, তাহা স্পর্শে জলাভূমি স্পর্শের অনুভূতি জন্মে এবং তাহা চাপিলে গর্ত্ত থাকিয়া যায়।

পার্শ্ববর্ত্তী শোথে ফুসফুসাংশ লোহিতবর্ণ থাকে; কিন্তু তাহার সহিত রক্তাধিক্যের সংস্রব না থাকিলে বর্ণ পাণ্ডুর হয়। ফুসফুসের রুগ্নাংশ কর্ত্তন করিলে তাহার উপরিদেশে অধিক পরিমাণে সফেন রক্তাম্বু, অথবা পার্শ্ববর্ত্তী ফুসফুসাংশের রোগে রক্তাম্বু-শোণিতোপম তরল পদার্থের স্রোত বহে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—শ্বাস-কৃচ্ছ্র সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে এবং সাধারণতঃ প্রধান ও সুস্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত-গতিবিশিষ্ট, শ্রমসাধ্য এবং ঘড়্‌ঘড়ি যুক্ত হয় এবং তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের আনুষঙ্গিক পেশী নিচয়ের বর্দ্ধিত ক্রিয়া যোগদান করে। বক্ষের পীড়িত ভাব ও উৎকণ্ঠা চরমসীমায় যায়। অবিশ্রান্ত শ্রান্তিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি হইয়া শোণিতরেখাযুক্ত ও সফেন শ্লেষ্মার গয়ার উঠে। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া বিশৃঙ্খল অথবা ক্ষীণ থাকিতে পারে। প্রথমাবস্থায় মুখশ্রী আরক্ত থাকে। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বাম ধমনী-কোটরের ক্রিয়ানাশে, অথবা ফুসফুসের বায়ু-কোষ প্রচুর নির্য্যাস-পূর্ণ হওয়ায় তাহাতে শ্বাস-বায়ু-প্রবেশের স্থানাভাব ঘটিলে অতি শীঘ্রই দৈহিক নীল (cyanotic) লক্ষণের আবির্ভাব ঘটে। এতদবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ, শরীর শীতল, শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর এবং দ্রুত, কাসির রোধ হয় এবং আস্থরতার স্থানে নিদ্রালুতা আসিয়া তাহা শীঘ্র তামসী নিদ্রার গভীরতায় যায়। আক্রান্ত ফুসফুসাংশোপরি বিঘাতনে অল্প নিরেট শব্দ উঠে, ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস-মর্ম্মর থাকে এবং অতি বিস্তৃত স্থানব্যাপী ক্ষুদ্রতর কুরকুর শব্দ বা সাবক্রেপিট্যাণ্ট রাল অথবা বৃহত্তর তরল বা লিকুইড শব্দ (Rales) প্রথমে এবং স্পষ্টতরভাবে ফুস্‌ফুস্-মূলে শ্রুতিগোচর হয়। উভয় পার্শ্বই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়।

রোগ-নির্ব্বচন।—যে সকল লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নের বিষয় উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ফুসফুস-শোথের পরিচয় সাধারণতঃ

banglabooks.in

অনায়াসসাধ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। তথাপি শোথকে নিউমনিয়ার প্রথমাবস্থা বলিয়া ভ্রান্তির কথঞ্চিৎ আশঙ্কা থাকিতে পারে; কিন্তু রোগের ক্রমপরিস্ফুরণে তাহার যে বিশেষত্ব প্রকাশিত হয় তাহাতে উপরিউক্ত ভ্রান্তির আশঙ্কা সুদূরপরাহত হয়। বক্ষশোথ বা হাইড্রোথোরাক্স্ রোগে তরল বা সিক্ত শব্দ শ্রুত হয় না এবং তাহার নিরেট শব্দের ঊর্দ্ধসীমা শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তনানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়; ফুসফুস শোথে এরূপ ঘটে না।

ভাবী-ফল।—ইহার পরিণাম প্রধানতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপ রোগ-সাপেক্ষ হইলেও সাধারণতঃ অতীব গুরুতর বলিয়া পরিগণিত। কখন কখন, বিশেষতঃ পুরাতন ব্রাইটস্ রোগে অথবা হৃৎপিণ্ড রোগে ইহা হঠাৎ প্রাণনাশ করিতে পারে। আংশিক নিউমনিয়ার পার্শ্বস্থ শোথ সর্ব্বস্থলেই গুরুতর উপসর্গ বলিয়া বিবেচিত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ প্রাথমিক কারণরূপ রোগানুসারে ইহার চিকিৎসা হইয়া থাকে :—

আর্সেনিকাম—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণ শোথ বর্ত্তমান থাকিলে ইহার প্রয়োগ প্রায় অপরিহার্য্য।

কেলি আয়ডি—এলপ্যাথি মতে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। এজন্য চিকিৎসক তদ্বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইহার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্ধারণ করিবেন। ইহা যে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা নিঃসন্দেহ।

পিলকারপিন—ঔষধ-পরীক্ষায় ইহা ফুসফুস শোথ জন্মিয়াছে; এজন্য ইহার উপকারিতা নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া পরিগণিত।

এপিস—অত্যল্প মূত্র-স্রাব, তৃষ্ণার অভাব, মুখমণ্ডল ও চক্ষুপুটের শোথ, বিশেষতঃ নিম্ন-চক্ষুপুটের অধঃদেশ হইতে থলিবৎ ঝুলিয়া পড়া—বৃক্কক-রোগ বশতঃ হৃৎপিণ্ডের প্রসারণঘটিত শোথে এবং সর্ব্বপ্রকার শোথেই ইহা মহৌষধ।

এণ্টিম টার্ট—ঘড়ঘড়ি সহ নিদ্রালুতা ও নীল-লক্ষণে।

banglabooks.in

ডিজিট্যালিস—হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া-বিভ্রাটে অতি ধীর, অনিয়মিত, বিযোড় (৫।৭।৯ ইত্যাদি সংখ্যক) স্পন্দন-লোপবিশিষ্ট নাড়ী থাকিলে।

ফসফরাস—নিউমনিয়ার পার্শ্বস্থ বা উপসর্গ স্বরূপ রোগ জন্মিলে। রোগীর অবস্থানুসারে **কারব ভেজ, ল্যাকেসিস** প্রভৃতিরও প্রয়োগ হয়।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা।—যাহাতে শোণিত মাধ্যাকর্ষণবশতঃ ফুসফুসের সর্ব্বাধঃ ভাগে নিশ্চল ভাবে স্থিত হইতে না পারে তন্নিবারণার্থ শীঘ্র শীঘ্র রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত। অত্যধিক পরিমাণ শোথ-রস-সঞ্চয়ে রোগীর কষ্টের উপশমনার্থ কোন কোন চিকিৎসক রোগীর মস্তক ও শরীরোর্দ্ধ-ভাগ শয্যা হইতে নিম্নতর স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে উপদেশ করেন। পৃষ্ঠের পশ্চাতে ও পার্শ্বে শোণিতাকর্ষণের যন্ত্র দ্বারা শোণিতাকর্ষিতকরণে (dry cupping) কথঞ্চিৎ শান্তির আশা করা যায়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৬ (LECTURE CVI)

রক্ত-কাসি বা হিমপ্টিসিস্‌।

(HEMOPTYSIS)

প্রতিনাম।—বায়ুনালী-ফুস্‌ফুস-রক্ত-স্রাব বা ব্রংকো-পালমনারি হিমরেজ (Broncho-Pulmonary Hemorrhage); বায়ু-নালী-রক্ত-স্রাব বা ব্রংকোরেজিয়া (Bronchorrhagia); রক্তোৎকাসি বা স্পিটিং অব ব্লাড (Spitting of blood)।

পরিভাষা।—শ্বাস-যন্ত্রের নিম্নাংশের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি অথবা ফুস-ফুসোপাদান হইতে স্রুত রক্তের নিষ্ঠীবন। বায়ু-নালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহাকে বায়ু-নালী-রক্ত-স্রাব বা ব্রংকোরেজিয়া বলে। ফলতঃ অনেক সময়েই রক্তস্রাবের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর হয় না।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—"সাধারণতঃ কৈশিক রক্ত-বহা নাড়ীর বিদারণ বশতঃ রক্তস্রাব হয় বলিয়া তাহার ক্ষত সহজ দৃষ্টির বহির্ভূত কিন্তু অনুবীক্ষণ-যন্ত্রগ্রাহ্য থাকে। কখন কখন বৃহত্তর রক্তনাড়ী খাইয়া যাইয়া অথবা ছিন্ন হইয়াও রক্তস্রাব হইতে পারে। মৃত্যুর পর বায়ু-নালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি কখন কখন স্ফীত দেখা যায়, তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব ঘটে এবং তাহা প্রথমে কৃষ্ণ-লোহিত থাকিয়া শীঘ্রই স্পষ্টতঃ পাণ্ডুর হইয়া যায়। ইহার ফুসফুসোপাদান সুস্থ ফুসফুস হইতে অধিকতর ফেকাসে দেখা যাইতে পারে। ফুসফুসের গুটিকা রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় রক্ত-কাসি ঘটিলে ফুসফুস-গহ্বরে বিদীর্ণ রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজম থাকিতে পারে, কিম্বা ক্ষতযুক্ত কোন মুক্ত রক্ত-নাড়ীও দেখা যাইয়া থাকে।

banglabooks.in

"সম্পূর্ণ ফুস্‌ফুসে বিক্ষিপ্তভাবে ন্যস্ত বায়ু-গহ্বরাভ্যন্তরে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন এবং কৃষ্ণ-লোহিত চাপ দেখিয়াছি; তাহা হইতেই রক্তস্রাব হইয়াছিল। চাপগুলি যে রক্তের তাহাতে সন্দেহমাত্র হয় নাই। স্রুত শোণিত, ফুসফুস-কোষ-গুচ্ছের বায়ুনালীসহ সংযোগস্থানের সূক্ষ্ম গহ্বর বা এলভিয়োলাইতে বাহিত হইলে জমাট বাঁধিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। এই সকল ব্যতীতও নানাবিধ সংস্রবীয় অপায় থাকিতে পারে।" (এণ্ডারস্)

কারণ-তত্ত্ব।—স্পষ্ট কোন কারণ ব্যতীতও সম্পূর্ণ সুস্থ যুবকদিগের স্বল্প রক্তস্রাব ঘটিতে পারে। কখন কখন অতিরিক্ত আনন্দোল্লাসাদি বশতঃ উত্তেজনা অথবা পেশী-শ্রম, বিশেষতঃ উষ্ণ প্রদেশে গমন প্রভৃতি রক্তস্রাব উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সাধারণতঃই ইহা দ্বারা শরীরযন্ত্রের কোন অংশের আময়িক অবস্থা বিজ্ঞাপিত হয়; অনেক সময়েই রক্ত-কাসি কোন প্রকার ফুসফুস-রোগ হইতে জন্মে; তন্মধ্যে ফুসফুসের টুবারকুলসিস বা গুটিকোৎপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ। ফলতঃ রক্তোৎকাসি হইলেই তদ্বিষয়ের সন্দেহ করা কর্ত্তব্য।

ফুসফুস-রোগের প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু-নালীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির রক্তাধিক্য ঘটিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই উপরিউক্ত উপাদানস্থ অতি সূক্ষ্ম গুটিকা সংসৃষ্টদেশ ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ক্রমশঃ ধমনীক্ষত অথবা ফুসফুসীয় ধমনীর কোন শাখাস্থ রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজম হইতে ইহা সম্ভবিত হয়।

নিউমনিয়ার আরম্ভিক অবস্থাতেও রক্তস্রাব ঘটিতে পারে। অথবা যে যে অবস্থা শ্বাস-নালী, বায়ু-নালী, স্বর-যন্ত্র কিম্বা ফুসফুসে রক্তাধিক্য অথবা ক্ষতোৎপন্ন করিতে পারে তাহা এবং ফুসফুসের কর্কট এবং পচন বা গ্যাংগ্রিনও রক্তস্রাব আনয়ন করে। হৃৎপিণ্ড-রোগ, বিশেষতঃ তাহার দ্বিপত্র-কপাটবিকার, ফুসফুসের রক্তাধিক্য আনয়ন করিয়া সাধারণতঃ পুনঃপুনঃ অল্প অল্প রক্তস্রাব ঘটাইয়া থাকে। রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজমের চাপবশতঃ অথবা

banglabooks.in

তাহার অনাবৃত বা অরক্ষিত তন্তু-জান-স্তরের সূক্ষ্ম পথ-প্রবাহিত হইয়া অল্প অল্প রক্তস্রাব উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বায়ু-পথাভ্যন্তরে রক্তার্ব্বুদের বিদারণ বশতঃ প্রভূত ও সাংঘাতিক রক্তস্রাব ঘটে। রক্তস্রাবযুক্ত শীতাদরোগ বা পারপুরা হিমরেজিকা, স্কার্ভি, রক্তহীনতা, শোণিত-কৃমি বা হিমফিলিয়া প্রভৃতি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট রোগাবস্থায় এবং পীতজ্বর বা ইয়োলো ফিবার প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সাংঘাতিক ও তরুণ সংক্রামক রোগেও কাসিতে রক্ত উঠিতে পারে। ঋতুরোধবশতঃ বায়ু-নালী হইতে অনুকল্প রজঃস্রাব হয়। অস্ত্রোপচার দ্বারা উভয় অণ্ডাধারের অপসারণেও অনুকল্প রক্তস্রাবের সংঘটন শ্রুত হওয়া যায়। বৃদ্ধদিগের ধমনীর অভ্যন্তর ঝিল্লির সন্ধি-বাতজ প্রদাহেও (arthritic endartertitis) রক্তকাসি হইতে পারে। বক্ষে আঘাত ও ছেঁচা লাগিলেও এরূপ ঘটনা হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রক্তস্রাবের লক্ষণ কথঞ্চিৎ তাহার কারণের উপর নির্ভর করিলেও সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার কারণোৎপন্ন রক্ত-নিষ্ঠীবনমধ্যে প্রভেদ অতি যৎসামান্য ও অনিশ্চিত। সাধারণতঃ রক্তস্রাব হঠাৎ এবং অতর্কিতভাবে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে ফুসফুসের গুরুতর রোগের আক্রমণও ব্যক্ত হইতে পারে। বক্ষে তাপ ও কষ্টের অনুভূতি হইতে পারে; কিন্তু যাহাদিগের পূর্ব্ব আক্রমণ জন্য এসম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাহাদিগেরই ইহার সম্যক অনুভূতি হয়। অথবা শোণিতবাহী যন্ত্রমণ্ডলের পূর্ণতা, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, হৃৎকম্প এবং দ্রুত আঘাতকারী সবল নাড়ী প্রভৃতি থাকে। অধিক সংখ্যক রোগীরই ফুসফুস-রোগের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি, রক্তস্রাবের পরে অপেক্ষা পূর্ব্বেই অধিকতর প্রকাশ পায়। আক্রমণের মুহূর্ত্তেই রোগীর বুকাস্থি-পশ্চাতে উষ্ণতা, গলমধ্যে শুড়শুড়ি এবং মুখে ঈষৎ মিষ্টাস্বাদের অনুভূতি জন্মে এবং কাসিয়া ইহা দূর করিবার চেষ্টা করিলেই মুখ এবং কখন বা নাসিকা হইতেও উষ্ণ, ঈষৎ লবণাস্বাদ, উজ্জ্বল-লোহিত এবং সফেন রক্ত আইসে। সামান্য রক্তস্রাবেই রোগী অবসাদগ্রস্ত, পাণ্ডুর, কম্পান্বিত, অনেক সময়েই

banglabooks.in

মূর্চ্ছিতপ্রায়, এবং শোণিতাপচয় অধিক হইলে প্রকৃত মূর্চ্ছাই হয়। সাংঘাতিক রক্তস্রাবে মুখ ও নাসিকা পথে রক্ত যেন ঢালিয়া পড়ে, গলমধ্যে ঘড়ঘড় করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের উৎকট চেষ্টা হয়, মুখমণ্ডলে মৃতবৎ পাণ্ডুরতা দেখা দেয় এবং একটি সর্ব্বাঙ্গীন-আক্ষেপ-মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের অভাব হইয়া মৃত্যু সংঘটিত হইলেও প্রায় মিনিট-কাল হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন থাকে। সর্ব্বস্থলেই রক্তস্রাবের রোধের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের নিষ্ঠীবনের অভাব হয় না; কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তাহা পুনরাবর্ত্তন করে। উভয় আক্রমণ মধ্যে গয়ার রক্তময় অথবা রক্তরেখাযুক্ত থাকে। আকর্ণনে বক্ষের স্থান-বিশেষে স্থূল পট পট শব্দ ভিন্ন অন্য প্রকার চিহ্নাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

রোগ-নির্ব্বাচন।—এই রোগ-নির্ব্বাচনে ঊর্দ্ধ-শ্বাসপথ ও আমাশয়ের রক্ত-স্রাব, অনুকল্প প্রকারের রক্তস্রাব, অথবা নাসিকা-পশ্চাতের রক্তস্রাব প্রভৃতির সহিত ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল রক্তস্রাবে বায়ু-বিম্বের অভাব থাকায় ইহারা রক্ত-কাসি হইতে প্রভেদিত হয়। অপিচ, রোগ নির্ব্বাচনার্থ গল-গহ্বর এবং নাসিকা পথের পরীক্ষারও আবশ্যক। রক্ত-কাসি ও রক্ত-বমনের প্রভেদক-নির্ব্বাচন কখন কখন অতীব কঠিন সমস্যা। এজন্য ডাঃ এণ্ডার্‌স্ নিম্নলিখিত তালিকায় উভয় রোগের প্রভেদক লক্ষণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

রক্ত-কাসি।	রক্ত-বমন।
১। কাসিসম্বন্ধীয় বিবরণ এবং অন্যান্য লক্ষণ, ফুসফুস অথবা হৃৎপিণ্ড-রোগ প্রকাশ করে।	১। রোগ-বিবরণে আমাশয়, প্লীহা, যকৃৎ, অথবা হৃৎপিণ্ডের রোগ প্রকাশিত হয়।
২। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রোগী বক্ষাভ্যন্তরে গুরুত্ব ও অস্বস্তি বোধ করে এবং লবণাক্ত আস্বাদ ও গলায় শুড়শুড়ি হয়।	২। রক্তস্রাবের পূর্ব্বে রোগীর অস্বস্তি এবং কখন কখন বিবমিষা অথবা মূর্চ্ছার ভাব অনুভূত হয়।

banglabooks.in

রক্ত-কাসি।	রক্ত-বমন।
৩। রোগী কাসিয়া রক্ত তুলে, কিন্তু তাহা গলাধঃ করিলে বমন হয়।	৩। বমনে রক্ত বহির্নিক্ষিপ্ত হয়; প্রচণ্ড বেগে বমন হইলে কাসির উদ্রেক হইতে পারে।
৪। রক্ত উজ্জ্বললোহিত, সফেন, ক্ষুদ্র চাপ চাপ এবং ক্ষার-গুণবিশিষ্ট।	৪। রক্ত চাপ বাঁধা অথবা তরল ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহার সহিত ভুক্ত বস্তুর অংশ থাকিতে পারে; প্রতিক্রিয়ায় অম্ল।

ভাবীফল।—রক্ত-কাসি সাক্ষাৎ ভাবে ক্বচিৎ প্রাণ-নাশক হইলেও ইহা রোগীর অবস্থার এতদূর অবনতি সাধন করিতে পারে যে, তাহাতে বস্তুতই মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়। ফুস্‌ফুস-গহ্বরস্থ ফুস্‌ফুসীয় বা পাল্‌মনারি ধমনীর বৃহত্তর শাখাবিশেষের ক্ষয় বশতঃ প্রচুর রক্তস্রাব হইয়া ত্বরিত মৃত্যু সংঘটিত হয়। বক্ষের রক্তার্ব্বুদের রক্তস্রাব সাংঘাতিক। দশের মধ্যে নয়টি রক্ত-কাসি ফুস্‌ফুসের গুটিকোৎপত্তি বশতঃ জন্মে। অনেক সময়েই ফুস্‌ফুস-লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে রক্ত-কাসির উৎপত্তি দ্বারা রক্ত-কাসি যে যক্ষ্মাকাসি আনয়ন করে বলিয়া ডাঃ নিমিয়ারের মত তাহার সমর্থন হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রক্ত-কাসির চিকিৎসা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—আশুনিবারণ-চিকিৎসা এবং আরোগ্য-চিকিৎসা। শেষোক্ত প্রকারের চিকিৎসার বিষয় ইহার কারণরূপ রোগের চিকিৎসাস্থলে বিবৃত হইবে। এস্থলে আশু রক্তস্রাব-নিবারণের চিকিৎসা উল্লেখিত হইল :—

একনাইট—শোণিতসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের উজ্জ্বল লোহিত ও সফেন রক্তের প্রবল স্রাবে ইহা উপযোগী। রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত, সম্ভবতঃ মৃত্যুভয়ভীত এবং অস্থির থাকে ও পুনঃ পুনঃ কাসে। পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী। বক্ষাভ্যন্তরে তাপবোধ ও চিন্‌চিনি।

banglabooks.in

ফেরাম ফস—অলীক রক্ত-সম্পন্ন দুর্ব্বল রোগীর **একনাইটবৎ** রক্তের স্রাব, কিন্তু উৎকণ্ঠাদি থাকে না; পূর্ণ, কোমলস্পর্শ ও দ্রুত নাড়ী—প্রাদাহিক রোগারম্ভে; ফুসফুসের রক্তাধিক্যে; নিউমনিয়ায়।

ইপিক্যাক—অপ্রকাশিত যক্ষ্মা-কাসির রক্তস্রাবের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ বেজ ইহার ১ হইতে ৩ ক্রমের প্রশংসা করেন। রক্ত উজ্জ্বল লোহিত ও সফেন। সামান্য শ্রমে বৃদ্ধি। বক্ষে বুড়বুড় শব্দ শ্রুত হয়। শ্বাসকষ্ট। মূর্চ্ছার ভাব। বিবমিষা।

মিলিফোলিয়াম—ইহা অনেক বিষয়ে **একনাইটের** তুল্য; উৎকণ্ঠার অভাব এবং স্বল্পতর কাসি ইহাকে প্রভেদিত করে। ইহা অনেক স্থলে ফল দিয়াছে।

হেমামেলিস—ফুসফুসের রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী। মৃদু শিরা-রক্তস্রাবে ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইলেও ইহা উভয় প্রকার রোগেই উৎকৃষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে; মূল আরক হইতে ১×, ২× ক্রম পর্য্যন্ত ইহা ফলপ্রদ। ডাঃ ক্রফোর্ড বলেন, "শ্বাসকষ্ট, রোগীর শয়নে অপারকতা, বক্ষের অনুপার্শ্ব সংকোচনবোধ, শুড়শুড় করিয়া কাসি, রক্ত অথবা গন্ধকবৎ স্বাদ এবং রক্তের নীললোহিত বর্ণ থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী।"

আর্ণিকা—অতিশয় শারীরিক শ্রম ও থেঁৎলা আঘাত রক্তস্রাবের কারণ হইলে উপযোগী।

ইরিজিরন—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "এই ঔষধে আমি বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করি।" **উজ্জ্বললোহিত রক্তস্রাবের শরীর-চালনায় বৃদ্ধি** ইহার প্রদর্শক। ইহার মূল আরক অথবা অইল, তিন হইতে পাঁচ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

সাল্‌ফুরিক এসিড—ডাঃ গুড্‌নো অদমনীয় কাসির সহিত অল্প অল্প করিয়া ক্ষরণশীল কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবে ইহার ব্যবস্থা করেন। ইহা ক্ষীণকায়, রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ডাঃ কাউপার থোয়েট

banglabooks.in

ইহার ১০ হইতে ৩০ বিন্দু ১ আউন্স জলে মিশাইয়া তাহার এক চামচ করিয়া এক হইতে তিন ঘণ্টা পর পর দিতে বলেন।

হাইড্র্যাষ্টিনাইন হাইড্রক্লোরেট—ফুসফুসের এবং অন্যান্য রক্ত স্রাবেও বিলক্ষণ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ত্বরিত শোণিতরোধের আবশ্যক হইলে গ্রেণ-চতুর্থাংশের ত্বগধঃ প্রয়োগ (Hypodermic application) বিধেয়।

ফসফরাস—শোণিতস্রাবের ইহা একটি প্রসিদ্ধ ধাতুসংশোধক ঔষধ। কিন্তু ইহাদ্বারা আশু ফল হয় না। ধাতুসংশোধন করিয়া শোণিত-স্রাব-প্রবণতা দূরীকরণে এবং লোবারনিউমনিয়াতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

একালাইফা ইণ্ডিকা—ডাঃ হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিস্কার ও অমিশ্র এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তের গয়ার নিষ্ঠুত হইলে ইহা উপকারী। **শুষ্ককাসি হইয়া রক্তের নিষ্ঠীবন** ইহার প্রদর্শক।

ডিজিট্যালিস—হৃৎপিণ্ড রোগবশতঃ রক্তের নিষ্ঠীবন। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া ক্ষীণ; নাড়ী ধীরগতি, অথবা তিন, পাঁচ অথবা সাত প্রভৃতি স্পন্দনের ক্ষণ লোপ এবং শরীরের অতি শীতলতা ও দুর্ব্বলতা।

জিরেনিয়াম্—ডাঃ গুডনো বলেন, "যেস্থলে **একনাইট** শীঘ্র কার্য্য না করে, তাহাতে ইহার অরিষ্ট পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

টিলিয়াম—সর্ব্ব প্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই ইহা ফলপ্রদ, অতি প্রচুর ও আশঙ্কাজনক রক্তস্রাব।

আর্সেনিকাম—ফুসফুসের পচনাদি রোগের অতি শোচনীয় অবস্থার রক্তকাসিতে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, তথাপি অস্থির এবং মৃত্যু-ভয়ে ব্যাকুল।

নাইট্রিক এসিড—যক্ষ্মাকাসির প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর ও উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব।

banglabooks.in

টেরিবিন্থ—কঠিন শ্বাস-প্রশ্বাস; ফুসফুসে প্রসারণের অনুভূতি; রক্তের নিষ্ঠীবন। উপসর্গ—উদরের প্রভূত প্রসারণ ও মূত্র-কৃচ্ছ্র।

অন্যান্য ঔষধ।—চায়না—ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন, "রক্তস্রাব-রোগে **চায়না** ব্যতীত চিকিৎসা হইতেই পারে না"। **এসেটিক এসিড**—সঞ্চিল্লিক শ্বাস-যন্ত্র-রোগের রক্তস্রাবে। **লিডাম ও ওপিয়াম**—মদ্যপায়ীদিগের সফেন রক্ত-স্রাব; **ক্যাক্টাস**—রক্তস্রাব ও প্রবল হৃৎপিণ্ডস্পন্দন; **সালফার**—অর্শ-রোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের এবং যাহাদিগের ঋতু-বিশৃঙ্খলা আছে অথবা ঋতু-রোধ কিম্বা ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্প্রবেশবশতঃ কাসির সহিত রক্ত দেখা দিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী। **সালফার ধাতুর** ব্যক্তিদিগের রোগের অন্যান্য ঔষধের পর ইহা আরোগ্য সম্পূর্ণ করে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সর্ব্বপ্রকারে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম অপরিহার্য্য। ইহার ব্যতিক্রম বিপজ্জনক। রোগীর শরীরোর্দ্ধভাগ কথঞ্চিৎ উচ্চে রাখা বিধেয়। স্নিগ্ধ বস্তুর আহার ও পান এবং বরফ খণ্ডাদি শীতল বস্তুর সেবন উপযোগী। উষ্ণ খাদ্যাদির ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। মতান্তরে বক্ষে বরফের থলির ব্যবহার উপকারী। কিন্তু রোগী শীত বোধ করিলে তাহা নিষিদ্ধ। ডাঃ হেল ইহার বিরোধী। তিনি বলেন, "ইহা বক্ষ-প্রাচীরস্থ শোণিত ফুসফুসে বিতাড়িত করিয়া শোণিতস্রাবের বৃদ্ধি করে।" আমরাও ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এতদপেক্ষা ডাঃ চ্যাপ্‌ম্যানের উপদিষ্ট **মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উষ্ণজলপূর্ণ ব্যাগের প্রয়োগ উৎকৃষ্টতর।** ষষ্টিতম (৬০) গ্রেণ এট্রপিন সালফের ত্বগধঃ প্রয়োগ তৎক্ষণাৎ রক্ত বন্ধ করে। শোণিত-স্রাবের রোধ হইবার পর রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া বোধ হইলে ত্বগধঃদেশে অথবা শিরাপথে নিত্য ব্যবহার্য্য লবণদ্রবের ইঞ্জেক্‌শনের ব্যবহার করিবে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৭ (LECTURE CVII)

ফুসফুসান্তর রক্তস্রাব বা পালমনারি এপপ্লেক্‌সি।

(PULMONARY APOPLEXY)

প্রতিনাম।—ফুসফুস-রক্তস্রাব বা নিউমরেজিয়া (Pneumorrhagia)।

পরিভাষা—ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে রক্তস্রাব। ইহা ক্বচিৎ সীমাহীন ও বিস্তারশীল হয়। সাধারণতঃ বিদারিত চাপবাঁধা উপাদান দ্বারা প্রান্তভাগে সীমাবদ্ধ থাকে।

কারণ এবং আময়িক বিধান-বিকার তত্ত্ব।—বক্ষস্থ ধমনী-অর্ব্বুদের বিদারণ অথবা বক্ষের কঠিন নিষ্পেষণ ও ছিদ্রকারী আঘাত হইতে ফুসফুসে বিস্তৃত রক্তস্রাব বা এপপ্লেক্‌সি হয়। ছিপিবৎ চাপ বা থ্রম্বাস কর্ত্তৃক ফুসফুসীয় ধমনীর শাখার রোধ ঘটিয়া রক্তগতির স্থিরতা জন্মিলে, রুদ্ধ রক্তনাড়ীযুক্ত ফুসফুসাংশে শোণিতসঞ্চালনের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে ও শোণিত-স্রোতের পশ্চাদভিমুখীন চাপে পশ্চাদংশে রক্তাধিক্য জন্মে; তাহাতে শেষোক্ত সীমাবদ্ধ ফুসফুসাংশে সীমাবদ্ধ রক্তস্রাবের চাপ বা "হিমরেজিক ইন্‌ফারক্টা" ঘটে। উপরিউক্ত কারণে শোণিতপূর্ণ-নাড়ীপ্রাচীর শিথিল হওয়ায় সন্নিহিত উপাদানে শোণিত প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় ধমনীর কোন বৃহত্তর শাখার রোধ ঘটিলে, তাহাতে নাড়ীর রক্তস্রাবকারী ছিপি-আটাবৎ অবরুদ্ধতা বা ইন্‌ফারক্টস্ গঠিত হয় না। স্রুত রক্তসহ চাপবদ্ধ স্থান বা ইন্‌ফারক্টের আকার একটি আখরোট হইতে একটি কমলালেবুবৎ এবং গঠন ছিপির ন্যায় হইতে পারে। সাধারণতঃ তাহা ফুসফুস-মূল সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত। ইহা একটি রক্তচাপের ন্যায় দেখায় এবং প্রথমে লোহিত থাকিয়া পরে ঈষৎ লোহিতাভ

banglabooks.in

কটাবর্ণ হয়। অবরোধোৎপন্ন স্ফীতি বা ইন্‌ফারক্ট তদাবরক প্লুরা এবং অনেক সময়ে তৎসংসৃষ্ট ফুসফুস প্রদাহিত করিয়া কখন কখন সীমাবদ্ধ প্লুরো-নিউমনিয়ার সুস্পষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণাদি প্রকাশ করে। অবরোধোৎপন্ন ক্ষুদ্র স্ফীতি শোষিত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহা রঞ্জন-পদার্থ-রঞ্জিত হয় এবং সঙ্কুচিত ক্ষতকলঙ্ক নির্ম্মাণ করে। অতি বিরল স্থলে পূয়-শোথ জন্মে; কখন কখন বিশ্লেষণ ও স্খলন এবং গ্যাংগ্রিন সংঘটিত হয়।

লক্ষণতত্ত্ব এবং রোগ-নির্ব্বাচন।—ফুসফুসের বিস্তৃত রক্ত-স্রাবে কোন বিশেষ লক্ষণ হয় না। প্রচুর রক্ত-নিষ্ঠীবনপ্রযুক্ত আকুল শ্বাস-কৃচ্ছ্র, দৈহিক নীলিমা ও পতনলক্ষণ দেখা দিলে এবং বিঘাতনে হঠাৎ নিরেট শব্দ ও ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হইলে ফুসফুসে বিস্তৃত রক্তস্রাবের সন্দেহ করা সঙ্গত। রক্তস্রাবে সুবৃহৎ স্ফীতি জন্মিয়াও উপরিউক্ত লক্ষণাদি আসিলে ত্বরিত মৃত্যু ঘটিতে পারে। ক্ষুদ্রতর স্ফীতিতে কোন লক্ষণই না হইতে পারে। আকুল শ্বাস-কৃচ্ছ্রই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ। অত্যন্ত বক্ষ কষ্ট, সাধারণতঃ পার্শ্বে বেদনা, প্রভূত রক্ত-নিষ্ঠীবণ, এবং কখন কখন অচৈতন্য ও কন্‌ভালসন্ প্রভৃতি লক্ষণের, পুরাতন হৃদ্‌রোগ, বিশেষতঃ দ্বি-পত্রিক বা মাইট্র্যাল সঙ্কোচন বা ষ্টনসিসের অবস্থায় হঠাৎ সংঘটন, ফুস্‌ফুসে সীমাবদ্ধ রক্তস্রাবের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

ভাবীফল।—ব্যাপক রক্তস্রাব নিশ্চিৎ মৃত্যুর কারণ। রক্তস্রাব-প্রযুক্ত স্ফীতিও হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। ক্ষুদ্রতর স্ফীতিও গুরুতর, কিন্তু শোষণান্তর তাহার আরোগ্যও সম্ভব। ইহাতে পূয়-শোথ, গ্যাংগ্রিন, অথবা তান্তব পরিবর্ত্তন ঘটিত সংকোচন ও প্রস্তরীভাবও হইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—নিউমনিয়া প্রভৃতি ফুস্‌ফুস্ রোগের তুল্য লক্ষণানুসারে তুল্য ঔষধের প্রয়োগ।

—000—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৮ (LECTURE CVIII)

ফুস্‌ফুস-গোলক-প্রদাহ বা লোবার নিউমনিয়া।

(LOBAR PNEUMONIA)

প্রতিনাম।—সঞ্চিল্লিক ফুসফুস-প্রদাহ বা ক্রুপাস নিউমনিয়া (Croupous Pneumonia); ফুসফুসের তান্তব-প্রদাহ বা ফাইব্রাস নিউমনিয়া (Fibrous Pneumonia); ফুসফসৌষ বা নিউমনাইটিস (Pneumonitis); ফুসফুস-প্রাদাহিক জ্বর বা নিউমনিক ফিবার (Pneumonic fever); ফুসফুস-জ্বর বা লাঙ্গ-ফিবার (Lung fever)।

পরিভাষা।—ফুসফুসের সান্তর-বিধানের (Parenchyma) তরুণ তন্তুজান-ক্ষরণশীল অথবা ঘুংরি কাসিবৎ, সঞ্চিল্লিক বা ক্রুপাস প্রদাহ এবং স্পষ্টতর শারীরিক বিকার। চিকিৎসকমণ্ডলী অধুনা রোগকে জীবাণু বিশেষ বা ব্যাক্‌টিরিয়াম সঞ্জাত বলিয়া অনুমান করেন।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ফুসফুসের দক্ষিণ অধঃ-গোলকের প্রদাহাক্রমণ-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর এবং তাহার বাম অধঃ-গোলক-রোগ সংখ্যায় তন্নিম্নস্থ। ইহার পরেই আক্রমণ-সংখ্যা দক্ষিণোর্দ্ধ-গোলকে অধিকতর দেখা যায়। কখন কখন ফুসফুস-গোলকের কিয়দংশমাত্রও আক্রান্ত হইতে পারে। অপিচ কখন সম্পূর্ণ ফুসফুস-গোলক বা লোব, এবং ঘটনাক্রমে সম্পূর্ণ ফুসফুসও প্রদাহাক্রান্ত দেখা যায়। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের ফুসফুসের দক্ষিণোর্দ্ধ-গোলকই অধিক আক্রান্ত হয়। রোগের ক্রমপরিণতি সাধারণতঃ তিন অবস্থায় বিভক্ত করা যায়। ফুসফুসের রোগজ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি অনুসারে অবস্থাসকল অভিহিত হইয়া থাকে; যথা:—১। **রক্তাধিক্যের;** ২। **লোহিত-যকৃদ্‌ভাবের** অথবা **রেড হিপ্যাটিজেশনের;** ৩। **ধূসর যকৃতদ্‌ভাবের**

banglabooks.in

বা গ্রে-হিপ্যাটিজেশনের অবস্থা প্রভৃতি। অপিচ চিকিৎসকগণ ক্ষরিত ও তরলীকৃত নির্য্যাসাদির শোষণ বা রেজলিউশনকে রোগ-প্রকরণের চতুর্থাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ স্থানীয় অবস্থা নহে। এজন্য ইহাকে আমরা আরোগ্যাবস্থার পর্য্যায়ভুক্ত করিলাম। পূয়সঞ্চার ও পচনাদি রোগ-প্রক্রিয়া তৃতীয়াবস্থার অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

১। রক্তাধিক্য বা কঞ্জেসচন।—ফুসফুস্-গোলক রক্তপূর্ণ থাকায় তাহা ভারাক্রান্ত এবং স্বভাবাতিরিক্ত কঠিন হয়। তাহার বর্ণ কৃষ্ণ-লোহিত অথবা ঈষৎ লোহিতাভ কপিশ এবং উপরিউক্ত বর্ণ অবিচ্ছেদে না হইয়া দাগে দাগে হয়। কর্ত্তিত প্রদেশ শোণিতাক্ত-রসাবৃত থাকে। উপাদানপরম্পরামধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণের হ্রাস ঘটায় তাহা সহজে ছিন্ন করা যায়। অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-নিরীক্ষণে কৈশিক নাড়ী রক্তপূর্ণ এবং কোষ-স্তবকের সাধারণসম্মিলন-গহ্বরস্থ বা এলভিয়োলার উপত্বক স্ফীত দৃষ্ট হয়। ফুসফুসের বায়ু-কোষনিচয় আংশিকরূপে লোহিত শোণিত কণিকা, উপত্বক এবং পূয়কোষ নির্ম্মিত নির্য্যাসপূর্ণ থাকে। এই অবস্থার স্থায়িত্বকাল কতিপয় ঘণ্টামাত্র; কিন্তু দুই অথবা তিন দিবস পর্য্যন্তও স্থায়ী হইতে পারে।

২। লোহিত-যকৃদ্‌ভাব বা রেড-হিপ্যাটিজেশন।—ফুসফুস বর্দ্ধিত, গুরু, স্থিতিস্থাপকতাহীন এবং অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ। ফুসফুসখণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হয়। কর্ত্তিত প্রদেশ শুষ্ক এবং মৃদুভাবে ঈষৎ লোহিতাভ কপিশ থাকিয়া বায়ু-সংস্পর্শে উজ্জ্বলতর হয়। ইহার চিত্রবিচিত্র ভাব রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চনের অবস্থা হইতে স্বল্পতর।

অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষায় বায়ু-কোষ এবং অনেক সময়েই ক্ষুদ্রতর নালী-নিচয় তন্তুজান, লোহিত কণিকা, পূয়কোষ এবং উপত্বক-কোষ গঠিত নির্য্যাসপূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অবস্থা প্রায় দশ হইতে বার দিবস

banglabooks.in

পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে এবং এই সময়ের মধ্যে সাংঘাতিক রোগের রোগীদিগের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশের মৃত্যু ঘটে।

৩। ধূসর-যকৃদ্‌ভাব বা গ্রে-হিপ্যাটিজেশন।—এই অবস্থায় ফুসফুস পূর্ব্ববৎ গুরু এবং নিরেট থাকে। কিন্তু তাহার বর্ণ ধীরগতিতে ও দাগে দাগে কপিশ অথবা ধূসরে পরিবর্ত্তিত হয়; এজন্য তাহা চিত্র বিচিত্র দেখায়। অবশেষে বৈচিত্রহীন ধূসর হইয়া যায়। নিশ্বাস কোমল হইতে থাকে এবং তাহার অপকৃষ্টতা আরম্ভ হয়। কোমলতা ও অপকৃষ্টতা সামান্য বিশ্লেষণ হইতে পূয়াপকৃষ্টতা পর্য্যন্ত বিবিধ অবস্থান্বিত হইতে পারে। সম্পূর্ণ সাংঘাতিক রোগের তিন চতুর্থাংশ সংখ্যক মৃত্যু এই অবস্থায় ঘটে। এই মৃত্যু-সংখ্যার অর্দ্ধ ভাগ রোগের দ্বিতীয় হইতে অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে চিত্রবিচিত্র অবস্থার যে কোন সময়ে সংঘটিত হয়। অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগের মৃত্যু গ্রে বা ধূসরাবস্থা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে চতুর্থ হইতে পঞ্চবিংশ দিবসের মধ্যে যে কোন সময়ে ঘটে।

তরলীভূত-নির্য্যাস-শোষণ বা রেজলিউশন।—ইহাকে আমরা রোগের চতুর্থাবস্থা না বলিয়া আরোগ্যের অবস্থাবিশেষ বলাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছি। ফলতঃ ইহারই দ্বারা অধিকাংশ স্থলে রোগারোগ্য হইয়া থাকে।

ধূসরাবস্থা প্রাপ্তির ক্রিয়াপ্রকরানুসারে ইহা দাগে দাগে সংঘটিত হয়। প্রাদাহিক নির্য্যাসাদি তরলীকৃত ও বসাপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয় এবং এদবস্থায় তাহার শোষণ ও নিষ্ঠীবন হওয়ায় আক্রান্ত ফুসফুসোপাদানাদির গঠন অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যায়। জ্বরের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলেই শোষণাদির আরম্ভ হওয়া উচিত, কিন্তু সর্ব্বত্রই এরূপ ঘটে না; সপ্তাহের পর সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিতে পারে।

ক্বচিৎ ধূসর-যকৃতদ্‌ভাবের অবস্থা অনেক দিন স্থায়ী হইয়া যায়; তাহাতে ফুসফুসের কোন কোন অংশের ধ্বংস ঘটায় তাহাতে এক বা একাধিক পূয়-

banglabooks.in

শোথ জন্মে। এই সকল পূয়-শোথ বায়ু-নালীতে বিদীর্ণ হওয়ায় ফুস্‌ফুস-গহ্বর শূন্য থাকিতে অথবা কয়েকটি সংলগ্ন হইয়া বিস্তৃত পূয়-সঞ্চার সংঘটিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে পূয়-শোথ ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলিতে (Pleura) বিদীর্ণ হইয়া থাকে; অথবা, পূয়-শোথ কোষাবদ্ধ হওয়ায় আধেয় পূয়াদির পনিরবৎ পরিবর্ত্তন অথবা চূর্ণে (Calcaria salts) পরিণতি হইতে পারে। স্থলবিশেষে নির্য্যাস জৈবগঠন প্রাপ্ত হওয়ায় যোজক ঝিল্লিতে পরিণত হয়; তাহাতে বায়ু-কোষের সম্পূর্ণ অভাব ঘটায় ফুস-ফুসাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এই অবস্থাকে কখন কখন ফুসফুসের পুরাতন দড়কচড়া ভাব বলে। ফুসফুসের পচন বা গ্যাংগ্রিন অতীব বিরল ঘটনা।

রোগের সাধারণ উপসর্গমধ্যে ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্লুরিসি, হৃদ্‌হির্ব্বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্‌ডাইটিস, হৃদন্তর-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি প্রদাহ বা এণ্ডোকার্‌ডাইটিস এবং মস্তিষ্ক-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা মেনিঞ্জাইটিস প্রাধান্য লাভ করে। বাম ফুসফুস আক্রান্ত হইলে এবং শিশুদিগের রোগে, সাধারণতঃ হৃদ্‌হির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি এবং, হৃৎপিণ্ড-কপাট রোগ বা ভাল্‌বুলার ডিজিজ থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি প্রদাহাক্রান্ত হয়। কথিত আছে সাংঘাতিক হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহের উপস্থিতিকালে নিউমনিয়া হইলে মস্তিষ্কাবরণী-ঝিল্লি প্রদাহাক্রান্ত হয়। কিন্তু উপসর্গরূপে মেনিঞ্জাইটিস দৃষ্ট হইলেও তাহাতে উপরিউক্ত সংঘটন হয় না, ইহাই ডাঃ কাউপার থোয়েটের অভিজ্ঞতা। অপিচ তিনি যে সকল রোগ, বিশেষতঃ শিশুদিগের রোগ, দেখিয়াছেন তন্মধ্যে নিউমনিয়া অথবা মেনিঞ্জাইটিস যে প্রাথমিক রোগ তাহা নিশ্চিত করা অসম্ভব হইয়াছিল।

কারণ-তত্ত্ব।—আধুনিক চিকিৎসকমণ্ডলীর মতে নিউমনিয়া একটি সংক্রামক রোগ এবং **"মাইক্রককৃসাস ল্যান্‌সিয়লেটাস"** বলিয়া জীবাণু এই রোগের কারণ। ইহা **"ডিপ্লককৃকাস নিউমনায়ি** (Diplococcus Pneumoniœ)" বলিয়া সচরাচর অভিহিত হয়। এই

banglabooks.in

জীবাণু অনেকানেক সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির নাসিকা এবং বায়ু-নালীর বা ব্রংকিয়াল শ্রাবেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থলেও যদি ইহাকে নিউমনিয়া-রোগের অমোঘ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, এতদতিরিক্ত কারণাদির সংঘটনবশতঃ জীবাণুতে রোগ-জনন-ক্ষমতার স্ফূরণ হইলে, অথবা ব্যক্তিবিশেষে রোগ-প্রবণতা জন্মিলে, ব্যাসিলাসের ক্ষমতা প্রকাশ হয়। ফলতঃ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় ইহাকে দেশব্যাপকরূপে উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। অধুনা ইনফ্লুয়েঞ্জার সহিত ইহারও দেশব্যাপী প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তথাপি ইহাকে দেশব্যাপী বলা যায় না; যেহেতু ইহা প্রাথমিক রোগ নহে, আক্রমণের গুরুত্বনিবন্ধন ঊর্দ্ধ শ্বাস-পথের রোগের বিস্তারমাত্র। আমাদিগের বিবেচনায় রোগের জীবাণু-কারণত্ব এখনও সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি সংক্রমণ হইতে রক্ষাপক্ষে উপযুক্ত উপায়াবলম্বন সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত।

উপরে যেরূপ কথিত হইল তদনুসারে, পূর্ব্বে যে সকল কারণ ও ঘটনা নিউমনিয়ার সাক্ষাৎ উত্তেজক বলিয়া পরিগণিত হইত এক্ষণে তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তি কারণের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় শৈত্য-সংস্পর্শ বা "সর্দ্দি", যাহা পূর্ব্বে নিউমনিয়ার প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এক্ষণে তাহা, ব্যক্তিবিশেষের রোগ-প্রবণতার উত্তেজক উপায়রূপে পরিগণিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে ও গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে শীত ঋতু এবং বর্ষাতেও বয়সনির্ব্বিশেষে ইহার অধিকতর আক্রমণ দেখা যায়। নিউমনিয়ার সংখ্যা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে অধিকতর। ক্ষুদ্র এবং বহু দেশব্যাপি জলবায়ুর ক্ষমতা (Endemic and Epidemic influences), অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস এবং মদ্য-বীজ-বিষাক্ততা ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত। শৈত্যসংস্পর্শ, বিশেষতঃ যাহারা দুশ্চিন্তা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং বাধ্য হইয়া ক্লেশস্বীকারে ভগ্নস্বাস্থ্য এবং যাহারা লালা-মেহ, বহুমূত্র বা মধুমেহ, ক্ষুদ্র বাত ও রস-বাত প্রভৃতি

banglabooks.in

রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র অথবা অন্যবিধ কারণে দুর্ব্বলীকৃত তাহাদিগের পক্ষে, সাধারণ কারণ বলিয়া গণ্য। রোগ একবার হইলে পুনরাক্রমণপ্রবণতা জন্মে। ইহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ অসাধারণ ঘটনা নহে। অভিঘাত বিশেষতঃ তাহা বক্ষে ঘটিলে, ইহার প্রকৃষ্ট-কারণ-মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—প্রায় এক চতুর্থাংশ রোগে, বায়ু-নালীর প্রতিশ্যায়, শারীরিক বিকলতা ও কন-কনানি প্রভৃতি পূর্ব্বগামী লক্ষণরূপে দুই এক দিবস থাকিবার পরে প্রকৃত রোগাক্রমণ। দুই এক ঘণ্টা স্থায়ী শীত-কম্পের পর রোগের ত্বরিত আক্রমণ হয়। শিশুদিগের সার্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং যুবকদিগের বমন অসাধারণ ঘটনা নহে। বৃদ্ধদিগের মধ্যে শীত-কম্প স্পষ্ট প্রকাশ পায় না। শীত-কম্পের অব্যবহিত পরেই, দ্রুত তাপের বৃদ্ধি হইয়া তাহা ১০৩° হইতে ১০৫° ফারেনহাইটে যায়। জ্বর-তাপের এই অবস্থা আট হইতে চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে ঘটে। যে পর্য্যন্ত জ্বরের হ্রাস হইয়া গাত্র শীতল না হয় সে পর্য্যন্ত, স্বল্পতর নৈশ বিরামের সহিত এই তাপ সমভাবে উচ্চ থাকিয়া যায়। আদর্শ রোগে সবল, পূর্ণ এবং দ্রুত নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১০০ হইতে ১১০ পর্য্যন্ত হয়। নাড়ী-স্পন্দন ১১০র অতিরিক্ত হইলে আশঙ্কা জ্ঞাপন করে। ১২০ ও তদূর্দ্ধ-সংখ্যক নাড়ী-স্পন্দনে মৃত্যুশঙ্কা প্রায় কার্য্যে পরিণত হয়। "নাড়ী-স্পন্দনের হার হঠাৎ অথবা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পারে; কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক, নাড়ী-স্পন্দনের দ্রুততার বৃদ্ধি হৃৎপিণ্ড-শক্তিনাশের পরিচায়ক বলিয়া তাহা নিশ্চিত অমঙ্গল সূচিত করে।" কষ্টকর ও দ্রুততর শ্বাস-প্রশ্বাস যুবকদিগের ৪০ হইতে ৬০র মধ্যে এবং শিশুদিগেরর ৬০ হইতে ৯০ অথবা ততোধিকের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল। আদর্শ রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস সংখ্যা প্রায়শঃই ৫০র নিকটবর্ত্তী দেখা যায়। সংখ্যার এতদপেক্ষা বৃদ্ধি হইলে তাহা ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির নিঃসারণের অথবা ফুসফুস-শোথ বা পাল্‌মনারি ইডিমার প্রকাশক হইতে পারে। শ্বাস ক্ষুদ্র ও অগভীর

banglabooks.in

হইলে প্রশ্বাসের সঙ্গে কেঁকানি অথবা আক্ষেপিক গোঙ্গানি থাকিতে পারে। ইহা শ্বাসকষ্ট হইতে জন্মে এবং কঠিন রোগে প্রকৃত শ্বাসকৃচ্ছ্রবৎ কার্য্য করে। শ্রম-সাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাসকালে, আক্রান্ত বক্ষ-পার্শ্বের স্তনাগ্রপ্রদেশ-সন্নিহিত স্থানের তীব্র ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা চাপে, শ্বাসপ্রশ্বাসে ও কাসিতে বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণতঃ দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত থাকিয়া ধীরে অন্তর্হিত হয়। রোগের প্রথমবস্থাতেই পুনঃ পুনঃ শুষ্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসির আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী তাহা ইচ্ছা করিয়া চাপিয়া রাখে। কখন কখন কাসি বিলম্বে, শোষণে আরোগ্যাবস্থায় বা রিজলিউসনকালে উপস্থিত হয়, এবং কখন কখন, বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে, তাহার সম্পূর্ণ অভাব থাকে। গয়ারে প্রথমে অত্যল্প, বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত শ্লেষ্মা থাকে; পরেই তাহা অর্দ্ধ-স্বচ্ছ, চটচটে ও আঠাযুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় দিবসের সমসময়কালে তাহা সুপরিচিত "লৌহ-মলবৎ" বা "রাস্‌টি" গয়ারে পরিবর্ত্তিত হয়। রোগের স্থায়িত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গয়ারের পরিমাণ প্রচুর ও বর্ণ হরিদ্রাভ হয়।

গয়ারের চটচটে ও আঠার ন্যায় প্রকৃতি নিবন্ধন তাহার আয়াস-সাধ্য নিষ্ঠিবন রোগের একটি বিশেষক লক্ষণ। কঠিন রোগে অমিশ্র শোণিত নিষ্ঠুত হইতে পারে এবং জীবনি শক্তির বৈকারিক দুর্ব্বলতাযুক্ত বা এডিনেমিক রোগের গয়ারে প্রভূত কৃষ্ণ-কপ্লিশ রস (প্রুনযুষ) থাকিয়া তাহার গুরুত্ব প্রকাশ করে। ব্যারামের প্রথম হইতেই প্রভূত দৌর্ব্বল্য জন্মে এবং উৎকণ্ঠা, শিরঃ-শূল, অস্থিরতা, অনিদ্রা ও কখন কখন, বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের রোগে, প্রলাপ, নাসিকা-রক্তস্রাব, গণ্ডের সীমাবদ্ধ স্থানে মেহগনিবর্ণোচ্ছ্বাস, শ্বাস-গ্রহণে নাসাপুটের প্রসারণ, নাসিকা এবং ওষ্ঠোপরি রস-বিম্বিকা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, আমাশয়-বিকার, এবং, অনেক সময়েই, অত্যল্প ও ঘোর বর্ণের স্বল্প ক্লোরাইড লবণ, শ্বেতলালা বা এল্বুমেনযুক্ত মূত্র দেখা দেয়। পুরাতন ব্রাইট্‌স ডিজিজ্ আছে কি না

banglabooks.in

প্রত্যেক রোগীর মূত্র-পরীক্ষা দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। ফলতঃ ইহার বর্ত্তমানতায় রোগের পরিণাম বিশেষ আশঙ্কাজনক বলিতে হইবে।

উপরে যে সকল লক্ষণের বিষয় লিখিত হইল তাহারা ন্যূনাধিক স্পষ্ট-ভাবে জ্বরের ত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে; আদর্শ রোগে পঞ্চম অথবা সপ্তম দিবসে জ্বর-ত্যাগ হয়। অপ্রবল বা মৃদুতর রোগের জ্বর-ত্যাগ এতদপেক্ষা শীঘ্রতর হয়, কিন্তু উপসর্গ অথবা কোন পরিণাম রোগ থাকিয়া যাইলে তাহা অতি বিলম্বেও হইতে পারে। আদর্শ সাংঘাতিক রোগ সাধারণতঃ সপ্তম, অষ্টম অথবা দশম দিবসে মৃত্যুতে শেষ হয়। ইহার জ্বর-ত্যাগ কালে অতি দ্রুত তাপের পতন হইয়া ছয় অথবা আট ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্যাবস্থা বা কন্‌ভ্যালাসেন্‌স্‌ উপনীত হয়। অন্যান্য রোগীতে ধীরগতিতে তিন হইতে পাঁচ দিবসে তাপের পতন ঘটে। আরোগ্যাবস্থা অতি দ্রুত আগমন করে এবং কখন কখন তাহার সহিত প্রচুর ঘর্ম্ম অথবা উদরাময় থাকে। কোন কোন রোগীর, বিশেষত শিশুরোগীর রোগে তাপ স্বল্পবিরাম হয়। অন্যবিধ রোগে প্রায় পঞ্চম দিবসে তাপের স্বাভাবিক পতনের পর, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিবসে তাহা পুনরুত্থান করিয়া সন্ধ্যায় বৃদ্ধি প্রকাশ করে। জ্বর-তাপ একাদিক্রমে দশ দিবস উচ্চ থাকিলে পূয়-সঞ্চার অথবা ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির কোটরে পূয়শোথ বা এম্পায়িমা বুঝায়। যে কোন সময়ে হঠাৎ তাপের বৃদ্ধি কোন প্রকার উপসর্গের অথবা রোগের প্রসার সূচিত করে।

বৃদ্ধদিগের তাপ স্বাভাবিক অথবা স্বভাব-নিম্নও থাকিতে পারে। যে সকল রোগে যৎপরোনাস্তি দৌর্ব্বল্য, প্রলাপ, কম্প, অত্যুচ্চ তাপ, শুষ্ক জিহ্বা এবং প্রচুর ও দীর্ঘকাল ব্যাপী নির্য্যাস-ক্ষরণ থাকে, তাহারা সন্নিপাতিক বা টাইফয়েড ফুস্‌ফুস-প্রদাহ বা নিউমনিয়া বলিয়া অভিহিত। এই সকল রোগের ভাবান্তরপরিগ্রহ কালে বা ক্রাইসিসে পরিণাম সাংঘাতি হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা আরোগ্য হইলেও অতি কষ্টকর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী আরোগ্যাবস্থা হয়।

banglabooks.in

ধূসর-যকৃদ্‌ভাবের অবস্থায় পূয়ান্তর্ব্ব্যাপ্তি (Purulent infiltration) বা উপাদানমধ্যে পূয়সঞ্চার ঘটিলে জ্বর-ত্যাগ হয় না, পরে তাপের বৃদ্ধি হয়; নাড়ী-স্পন্দনের অধিকতর দ্রুততা ও দৌর্ব্বল্য ঘটে; প্রচুর পূয়বৎ গয়ার উঠে; প্রচুর ঘর্ম্ম হয়; সন্নিপাত বা টাইফয়েড লক্ষণ দেখা দেয় এবং রোগ আরোগ্য হইলেও আরোগ্যের গতি ধীর ও কষ্টকর হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক-চিহ্ন—রোগের প্রথম দিবসে ক্বচিৎ প্রাকৃতিক চিহ্ন উপস্থিত হয়; ফুস্‌ফুসের কেন্দ্রস্থানে প্রদাহ হইলে, চিহ্নাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে তৃতীয় দিবস পর্য্যন্তও অপেক্ষার আবশ্যক হইতে পারে।

রক্তাধিক্যের অবস্থা।—ফুস্‌ফুসোপাদান কথঞ্চিৎ পুরু হইলেও সম্পূর্ণ ঘনত্ব জন্মে না।

পরিদর্শন—আক্রান্ত পার্শ্বের চালনার হ্রাস দেখা যায়। ইহা অংশতঃ বেদনা বশতঃ, এবং আংশিকরূপে ফুস্‌ফুস্‌-প্রসারের পরিমাণের হ্রাস জন্য হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসের মূল রোগাক্রান্ত হইলে ইহা স্পষ্টতা লাভ করে। উভয় পার্শ্বিক বা ডবল নিউমনিয়াতে বক্ষনিষ্পন্ন শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্রমসাধ্য ঔদরিক ক্রিয়া হয়।

সংস্পর্শন—আক্রান্ত দেশোপরি স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর স্বর কম্পন অনুভূত করা যায়।

বিঘাতন—শব্দের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না; কিন্তু ফাঁপা অথবা ঢক্কার ন্যায় শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।

আকর্ণন—শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ দুর্ব্বল অথবা কথঞ্চিৎ ব্রংকিয়াল বা বায়ু-নালীর শব্দবৎ। সাধারণতঃ বিবেচিত হয় যে, এই অবস্থায় শ্বাস-গ্রহণ কালে ক্রেপিট্যাণ্ট রাল বা কুর্‌কুর্‌ শব্দই প্রধান প্রাকৃতিক চিহ্ন। কিন্তু ডাং এণ্ডার্‌স বিবেচনা করেন "নিউমনিয়ার সিক্ত-শব্দ বা রাল প্রথমাবস্থার শেষ ভাগে অথবা যে পর্য্যন্ত ফুসফুস-বেষ্টক বা প্লুরার উপরিদেশে তন্তুজান-পদার্থের আবরণ না পড়ে, ক্বচিৎ শ্রুত হওয়া যায়।"

banglabooks.in

এই শব্দ যে, বায়ু-কোষ এবং সূক্ষ্মতর বায়ু-নালীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ মতদ্বৈধ আছে।

২। লোহিত-যকৃতদ্‌ভাব বা রেড্‌হিপ্যাটি-জেশন।—সম্পূর্ণ নিরেটাবস্থা জন্মে। **পরিদর্শনে** আক্রান্ত পার্শ্বের প্রসার ঘটিত চালনার অত্যন্ত হ্রাস এবং সুস্থ পার্শ্বের চালনার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। উভয় ফুসফুস আক্রান্ত হইলে উর্দ্ধপশুর্ক-শ্বাস-প্রশ্বাস হয়—বক্ষের উর্দ্ধ ভাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের চালনা করে।

সংস্পর্শন—সাধারণতই স্বর-কম্পনের স্পষ্টতা ও বৃদ্ধির অনুভব করা যায়। কিন্তু ক্বচিৎ কোন রোগীতে তাহার হ্রাস অথবা অভাবও হইয়া থাকে।

বিঘাতন—নিরেটতা এবং বর্দ্ধিত প্রতিরোধকতা (resistance) থাকে। সম্পূর্ণ ঘনত্ব না জন্মিলে ফাঁপা অথবা ঢক্কার ন্যায় শব্দও থাকিতে পারে। নিরেটতা পশ্চাতে সম্পূর্ণতা পায়, সম্মুখে ঢক্কাবৎ শব্দ থাকে। যদি কেবল ফুসফুসের কেন্দ্রাংশ নিরেটতা প্রাপ্ত হয় তাহাতে নিরেট শব্দ স্পষ্টতর হয় না।

আকর্ণন—অধিকাংশ সময়েই শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ বায়ু-নালী সংসৃষ্ট বা ব্রংকিয়াল অথবা টুবুলার, কিন্তু বৃহত্তর বায়ু নালীগুলি নির্য্যাসপূর্ণ থাকিলে শব্দের অভাবও ঘটিতে পারে। বায়ু-পথ-নাদ বা ব্রংকোফনি এবং কখন কখন বক্ষবাক-নাদ বা পেক্টোরিলোকুই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ু-নালী-প্রাচীর বা ব্রংকাইটিসের সংসৃষ্টতা বশতঃ আক্রান্ত ফুসফুসাংশের চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র কুর্‌কুর্ শব্দ বা সাবক্রিপিট্যাণ্ট রাল্‌স্ শ্রুত হয়।

ডাঃ এণ্ডার্‌স বলেন, "শ্বাস-গ্রহণের শেষাংশের কুর্‌কুর্ শব্দ বা ক্রেপিটেণ্ট রাল্‌স্ যাহা একটি বিশেষ চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত, তাহা প্লুরা নির্য্যাস দ্বারা আবৃত হইলে স্পষ্টতর হয়; কিন্তু তখনও ফুস্‌ফুস্ যথেষ্ট মুক্ত থাকায় ঘর্ষণোৎপন্ন শব্দ শ্রোতব্য হয়। অনেক সময়েই আক্রান্ত ফুসফুসাংশের উপরিদেশে বর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ড শব্দ পাওয়া যায়।

banglabooks.in

ধূসর-যকৃদ্‌ভাবের অবস্থা বা ষ্টেজ অব গ্রে-হিপ্যাটিজেশন।—পরিদর্শন—পূয়-সঞ্চার এবং পূয়-শোথ না জন্মিয়া থাকিলে, ইহাতেও দ্বিতীয়াবস্থার চিহ্নাদি থাকে। ইহাতে যদি বায়ু-কোষের নির্য্যাস তরলীকৃত এবং আংশিকরূপে শোষিত হওয়ার আরম্ভে বায়ু পুনঃ প্রবেশ করে, তাহাতে ফুসফুসের প্রসারক চালনা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সংস্পর্শন—স্বর-কম্পন ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

বিঘাতন—নিরেট ভাব এবং বর্দ্ধিত প্রতিরোধকতা অন্তর্দ্ধান করে—কখন কখন অতি দ্রুত, কখন বা অতি ধীরে। রোগারোগ্যের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার স্থায়ীত্ব অসাধারণ ঘটনা নহে। কোন কোন স্থলে ইহা জীবনের শেষ পর্য্যন্তও থাকিয়া যায়।

আকর্ণন—সাধারণতঃ কুরকুর্ শব্দ বা ক্রেপিটেণ্ট রাল্‌স্ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়েই বুদবুদের নির্ম্মাণ ও ভগ্নবৎ শব্দ বা বাব্লিং রাল্‌স্ শ্রুত হয়; এই শব্দ ক্ষুদ্র-বৃহৎ উভয় প্রকার হইতে পারে, স্থূল শব্দ বায়ু-নালীর উপরিস্থ দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ু-নালীর বা ব্রংকিয়াল শ্বাসপ্রশ্বাস এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া বায়ু-নালী-ফুসফুস-কোষীয় বা ব্রংকোভিসিকুলার হয়, এবং ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিকে পুনরাবর্ত্তন করে।

উপসর্গ।—(১) ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্লুরিসি সহ নির্য্যাসের ক্ষরণ—এই উপসর্গ অতি সাধারণ, ইহা কখন কখন এতই তীব্র ভাব ধারণ করে যে মূল রোগ তাহাতে অস্পষ্ট হইয়া যায়।

—(২) প্লুরো-নিউমনিয়া—অত্যন্ত তীব্র, স্থানিক বেদনা, সবাধ এবং অনুপাতাধিক দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং ক্ষরিত নির্য্যাসের সাধারণ লক্ষণ প্রভৃতি ইহার প্রকাশক।

—(৩) বক্ষ-পূয় বা ইম্পায়িমা—কখন কখন উপসর্গ ভাবে বিবেচিত হইলেও সাধারণতঃ জ্বর-ত্যাগান্তে ইহা পরিণাম রোগরূপে উপনীত হয়। পচনোৎপন্ন জান্তব বিষাক্ততার বা সেপ্টিক লক্ষণ—অব্যবস্থিত

banglabooks.in

শীত, অনিয়মিত তাপ, ঘর্ম্ম এবং সাধারণ প্রাকৃতিক চিহ্নাদি দ্বারা ইহার বর্ত্তমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা সন্দেহজনক হইলে নলীকাস্ত্র বা এস্পিরেটর দ্বারা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

—(৪) পূয়-শোথ বা এব্‌সেস—অতীব সাংঘাতিক উপসর্গ। গভীর গহ্বর সংসৃষ্ট বা কেভার্নাস চিহ্নাদি, পুয়াকার পদার্থের গয়ার, অত্যন্ত বলক্ষয় এবং পচা জান্তব বিষদুষ্ট বা সেপ্টিক লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশিত হয়। অনেক স্থলে এই সকল পূয়-শোথ অতি দ্রুত নির্ম্মিত যক্ষ্মাকাশীর গহ্বর। সন্দেহজনক রোগে গুটিকা বা টুবাকল্ ব্যাসিলাসের জন্য গয়ারের পরীক্ষা করা আবশ্যক।

—(৫) পচন বা গ্যাংগ্রিন্—ইহাকে নিউমনিয়ার উপসর্গাপেক্ষা তাহার পরিণাম বলাই সঙ্গত। ঈষৎ সবুজাভ অথবা ঈষৎ কপিশ ও পচা গন্ধের বিগলিত ফুসফুস উপাদানের ছিবড়া এবং স্ফাটিকীকৃত বসাম্ল মিশ্রিত রসের গয়ার উঠিলে এই অবস্থা সপ্রমাণিত হয়।

—(৬) হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস্—নিউমনিয়া উভয় পার্শ্বিক অথবা বাম পার্শ্বিক হইলে এই উপসর্গ অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ঘটনা শিশুদিগের মধ্যেই অধিকতর। বর্দ্ধিত শ্বাস-কৃচ্ছ্র, দ্রুত ও ক্ষীণতর নাড়ী-স্পন্দন, শিরা-শোণিতাধিক্য, এবং বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক চিহ্ন ইহাকে পরিচিত করে।

—(৭) হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্।—ইহাকে অতি সাধারণ উপসর্গ বলা যায়। পুরাতন হৃৎকপাটরোগ বা ভাল্‌বুলার ডিজিজ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা অধিকতর আক্রান্ত হয়। ইহার আক্রমণের ধারণা করা অতীব কঠিনসাধ্য অথবা অসাধ্য; যেহেতু ইহার লক্ষণ ও প্রাকৃতিক চিহ্ন কিছুই রোগ নির্ব্বাচনার্থ নির্ভর যোগ্য হয় না। পচা জান্তববিষাক্ততা সংসৃষ্ট বা সেপ্টিক লক্ষণ এবং

banglabooks.in

ছিপি আটাবৎ, অবরোধ-সংসৃষ্ট বা এম্বলিক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে **সাংঘাতিক হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহের** সন্দেহ করা সঙ্গত।

—(৮) মস্তিষ্ক-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা মেনিঞ্জাইটিস।—ডাঃ অস্‌লারের মতে, "নিউমনিয়া ঘটিত মিনিঞ্জাইটিস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুরুতর উপসর্গ; ভিন্ন ভিন্ন সময় এবং স্থানানুসারে ইহার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইহা সাধারণতঃ জ্বর-তাপের অত্যুচ্চ অবস্থায় জন্মে; এবং অধিকাংশ স্থলে মস্তিষ্কের তলদেশ আক্রান্ত না হইলে ইহার উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণতঃ তলদেশের আক্রমণ হয় না। রোগের পরবর্ত্তী অবস্থাতেও ইহা জন্মিতে পারে, এবং তদবস্থায় ইহা অধিকতর সহজে পরিচিত হয়।" **দেশব্যাপক মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জাবরক ঝিল্লি-প্রদাহ বা এপিডেমিক সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিঞ্জাইটিস** উপসর্গকে মূল এবং মৌলিক নিউমনিয়াকেই উপরিউক্ত রোগের উপসর্গ বলিয়া ভ্রান্ত প্রতীতি জন্মিতে পারে। ইহা ব্যতীতও টুবারকুলার মেনিঞ্জাইটিসের সহিত ফুস্‌ফুসরোগ থাকিলে এবং শিশুদিগের উপসর্গহীন নিউমনিয়া রোগে মস্তিষ্ক-বিকার থাকিলেও তাহাদিগকে মেনিঞ্জাইটিস বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে।

—(৯) ক্ষুদ্রবাত বা গাউট ঘটিত লালা-গ্রন্থি প্রদাহ বা প্যারটাইটিস্; কামল-রোগ; এবং **তরুণ বৃক্কক-প্রদাহও** কখন কখন ইহার উপসর্গরূপে উপস্থিত হয়।

—(১০) ফুসফুসের শোথ—রোগের সাংঘাতিক পরিণাম সূচিত করে। ফুসফুসের উপাদানের দড়কচড়াভাব বা সৌত্রিক কাঠিন্যও (fibroid induratison) কখন কখন সংঘটিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহার লক্ষণ এবং চিহ্নাদি এতই বিশিষ্টতা ও স্পষ্টতা লাভ করে যে, সম্ভবতঃ অন্য কোন প্রকার তরুণ রোগেই তদ্রূপ হয় না; এবং তজ্জন্য এই রোগের নির্দ্ধারণও অতীব সহজ।

banglabooks.in

নিউমনিয়াকে তরুণ নিউমনিক থাইসিস বা ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ ঘটিত তরুণ যক্ষ্মাকাসি হইতে প্রভেদিত করা ইহার একমাত্র কাঠিন্য বলা যায়। ডাঃ এণ্ডারস্‌ নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা ইহাদিগের প্রভেদ প্রদর্শিত করিয়াছেন :—

প্রাথমিক ফুসফুস-গোলক-প্রদাহ বা প্রাইমেরি লোবার নিউমনিয়া।	তরুণ ফুসফুস-প্রদাহ ঘটিত যক্ষ্মাকাসি বা একুট নিউমনিক থাইসিস্‌।
১। বর্ত্তমান রোগের পূর্ব্বেও আক্রমণ হইয়া থাকিতে পারে।	১। কৌলিক রোগ-প্রবণতা অথবা পূর্ব্বে গুটিকোৎপত্তিরোগ হইয়া থাকিতে পারে।
২। হঠাৎ আক্রমণে কঠিন শীত-কম্প এবং দ্রুত তাপের বৃদ্ধি।	২। সাধারণতঃ আক্রমণ অধিক-তর ধীর—পুনঃ পুনঃ শীতের ভাব (ক্বচিৎ কঠিন শীত কম্প)। অনেক সময়ে শৈত্য-সংস্পর্শ অথবা সর্দ্দি রোগের কারণ।
৩। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু জ্বর—ভাবান্তর বা ক্রাইসিস হইয়া বিরাম।	৩। স্বল্প বিরাম জ্বর, অনেক স্থলে সবিরামে পরিণত; কোনরূপ ভাবান্তর বা ক্রাইসিস হয় না।
৪। সর্ব্বাঙ্গ সিক্তকর প্রভূত ঘর্ম্ম হয় না—কেবল ক্রাইসিসের সময়ে হয়।	৪। সর্ব্বাঙ্গ সিক্তকর ঘর্ম্ম থাকে এবং তাহা, অনেকবার প্রত্যা-বর্ত্তন করে।
৫। সাধারণতঃ বিস্ফিকাবৎ উদ্ভেদ।	৫। উদ্ভেজ থাকে না।
৬। বিশেষ শীর্ণতা জন্মে না।	৬। দ্রুত শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

banglabooks.in

প্রাথমিক ফুসফুস-গোলক-প্রদাহ বা প্রাইমেরি লোবার নিউমনিয়া।

৭। নাড়ী-স্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুপাত বিশৃঙ্খলিত।

৮। গয়ার—লৌহ মরিচাবর্ণ বা রাস্‌টি, চটচটে, আঠা; নিউম-কক্‌কাস কীটাণুযুক্ত।

৯। জরাবস্থা স্বল্পতর স্থায়ী।

১০। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক চিহ্নাদি প্রথমতঃ ফুসফুস মূলে থাকে।

১১। সাধারণতঃ একলোবে অথবা এক ফুসফুসের অধঃগোলকে।

১২। নিরেটাবস্থার চিহ্ন উপস্থিতির পরে তরলীভাব ও শোষণ।

১৩। সুস্থ পার্শ্বের চুড়া আক্রান্ত হয় না।

১৪। ভাবীফল আশাহীন নহে।

১৫। পরিণামে অন্যান্য যন্ত্রে সাধারণতঃ গুটিকা সংসৃষ্ট রোগ

তরুণ ফুসফুস-প্রদাহ ঘটিত যক্ষ্মাকাসি বা একুট নিউমনিক থাইসিস্।

৭। এরূপ হইলে অত্যল্প হয়।

৮। গয়ার রক্ত-রঞ্জিত থাকিতে পারে; অত্যন্ত পূয়যুক্ত এবং অতি প্রচুর। ইহাতে অনেক বেসিলাই বা কীটাণু ও পীত, স্থিতি-স্থাপক উপাদান বা ইয়োলো ইলেষ্টিক টিসু থাকে।

৯। জরাবস্থা অধিকতর স্থায়ী।

১০। প্রথমতঃ ফুসফুস-চুড়ায় পাওয়া যায়।

১১। সাধারণতঃ চুড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

১২। নিরেটাবস্থার চিহ্নের পরে গহ্বর গঠন এবং চুড়ায় ঘড়ঘড় শব্দ।

১৩। বিপরীত পার্শ্বের চুড়াও সাধারণতঃ আক্রান্ত।

১৪। আশাহীন।

১৫। অনেক সময়েই হয়।

banglabooks.in

ভাবীফল।—এলোপেথিক চিকিৎসকদিগের মতে স্বগৃহে চিকিৎসিত নিউমনিয়া রোগীর শতকরা মৃত্যুসংখ্যা পঞ্চদশ, দাতব্য চিকিৎসালয়ের তাহা পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাধীনে মৃত্যুসংখ্যা অনেক নিম্নতর। বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের রোগ ত্যাগ করিলে, সুস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে আদর্শ রোগ জন্মে তাহা উপযুক্ত চিকিৎসায় সাধারণতঃ আরোগ্য লাভ করে। ষাইট বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা অতীব অধিক দেখা যায়—বিংশ বৎসর হইতে মৃত্যু-সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সত্তর বৎসরে তাহা চরম সীমায় উপনীত হয়। আক্রমণের বিস্তৃতি এবং উপসর্গের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপরেও মৃত্যু সংখ্যা বা ভাবী ফল নির্ভর করিয়া থাকে। অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের নিউমনিয়া প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সাংঘাতিক হয়। নিউমনিয়ায় টাইফয়েড অবস্থা, বিস্তৃত ব্রংকাইটিস, পাল্‌মনারি ইডিমা বা ফুসফুসের শোথ, পূয়ান্তর্ব্যাপ্তি বা পিরিউলেণ্ট ইনফিলট্রেশন, ফুসফুসের পূয়শোথ বা এব্‌সেস্ এবং পচন বা গ্যাংগ্রিন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে ভাবীফল অত্যন্ত সন্দেহজনক, এবং অনেক স্থলে অতীব গুরুতর করিয়া তুলে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার পতন নিবন্ধন মৃত্যু সংঘটিত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—নিউমনিয়া অতীব কঠিন ও অনেক স্থলেই অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচিত। অনেকানেক চিকিৎসক স্ব স্ব বহুদর্শিতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ-শ্রেণীর যথাক্রমিক প্রয়োগের প্রশংসা করিয়া থাকিলেও শিক্ষার্থীর জ্ঞাত থাকা উচিত যে, হোমিওপ্যাথিক রোগ-চিকিৎসায় কোনরূপ আবদ্ধ প্রণালী সম্ভব হয় না। ইহা সম্পূর্ণরূপেই রোগের প্রকৃতি এবং তৎপ্রকাশক লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

একনাইট—সরক্ত ও সবল রোগীদিগের প্রাথমিক রোগের রক্তাধিক্যাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে ইহা রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ করিয়া থাকে।

banglabooks.in

শোণিত-যন্ত্রের উত্তেজনা হয়, কিন্তু প্রাদাহিক ক্ষরণ আরম্ভ হয় না। প্রারম্ভিক অঙ্গগ্রহের এবং শীতের অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া ঘর্ম্ম আনয়ন করিলে ইহা রোগের গতিরোধ করিয়া থাকে—তাপ হয় না। প্রচলিত **উৎকণ্ঠা** এবং **অস্থিরতাদির আতিশয্য** ইহার প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান থাকে। কঠিন শীত-কম্পের পর, ত্বরিত অত্যুচ্চ তাপ, কঠিন, পূর্ণ এবং দ্রুত নাড়ী, তীব্র তৃষ্ণা এবং ঘর্ম্মহীনতা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা ঘর্ম্ম আনিয়া রোগোপশম করিতে পারে। আকুল এবং শ্রমসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস, কাসি এবং শ্বাস-গ্রহণ কালে বক্ষে সূচি-বেধ অথবা ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা এবং কঠিন, শুষ্ক, বিরক্তিকর ও বেদনাযুক্ত কাসিও ইহার প্রদর্শক থাকিতে পারে।

ভিরেট ভি।—রোগের রক্তাধিক্যের অবস্থাদি লক্ষণ **একনাইটের** লক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর তীব্র হইলে এবং উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা স্থলে স্থিরতা ও ঔদাসীন্য উপস্থিত থাকিলে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। ধমনীমণ্ডলের প্রবল উত্তেজনা; দ্রুত বর্দ্ধিত ও অত্যুচ্চ তাপ; দ্রুত, পূর্ণ সবল এবং **কঠিনস্পর্শ** নাড়ী; অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং নীল-লোহিত মুখ-শ্রী প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। **বেলের** ন্যায় রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

ফেরাম ফস্—ডাঃ গুড্‌নো বলেন, "ক্ষীণতর ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীরে রোগ-বিষ-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদৃশ প্রচুর প্রতিক্রিয়া হয় না, বিশেষতঃ যাহারা দুর্ব্বলকর পুরাতন রোগ, অথবা হাম প্রভৃতি কোন তরুণ রোগাক্রান্ত থাকে; অথবা যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণ এবং রক্তহীন তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। শীত তাদৃশ স্পষ্টতর হয় না, তাপের তাদৃশ দ্রুত বৃদ্ধি হয় না, স্নায়বীয় উত্তেজনা **একনাইট** অপেক্ষা স্বল্পতর। রোগী স্থির ও অত্যন্ত নিদ্রালু। গয়ার শীঘ্র লৌহ-মরিচার বর্ণ বা রাষ্ট্রি ভাব ধরে, অথবা তাহাতে অনেক রক্ত থাকে। যক্ষ্মাকাসি, হাম, অথবা

banglabooks.in

অন্যবিধ সংক্রামক রোগ সংস্রবীয় গৌণ নিউমোণিয়ায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সুস্পষ্ট প্লুরিসি থাকিলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কিন্তু ব্রংকাইটিস ইহার কার্য্যের অনুকূল।

ব্রায়োনিয়া—একন্ এবং ভিরেট ভির ক্রিয়া জ্বরাদির প্রচণ্ডতার হ্রাস করায় লক্ষণাদি কথঞ্চিৎ সমতা প্রাপ্ত হইলে এবং নির্য্যাস-ক্ষরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, ইহার প্রয়োগ কাল উপস্থিত হয়। ইহাতে একনের অস্থিরতা স্থলে স্থৈর্য্য উপনীত হয়। শুষ্ক ও কর্কশ কাসিতে সামান্য শ্লেষ্মার গয়ার উঠে। শরীরে বিলক্ষণ টাটানি বেদনা থাকে এবং রোগী রুগ্ন পার্শ্ব চাপিয়া স্থিরভাবে শয়ন করে। রোগী কাসি হইবে বলিয়া ভীত হয় এবং কাসি হইলে বেদনার স্থান চাপিয়া ধরে। সূচিবেধবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক; এজন্য প্লুরোনিউমনিয়ায় ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার রোগী ২।৩ ঘণ্টা পর পর অধিক পরিমাণ জল পান করে, ও তাহার কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

ফসফরাস—ইহাকে নিউমনিয়া রোগের ঔষধ মধ্যে বাদশা পদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা প্রবল প্রাদাহিক অবস্থার ঔষধ নহে এবং ফুসফুসের সম্পূর্ণ নিরেটাবস্থায়ও ইহা কার্য্য করে না। ব্রায়ণির নিরেটাবস্থার পরিণামে নির্য্যাসের তরলীভাব ও শোষণ (Resolusion) দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইতে আরম্ভ হইলে এবং প্রচুর ব্রংকাইটিস্ লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে, অর্থাৎ ব্রংকোনিউমনিয়া রোগে, ইহার অমোঘ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্ক লক্ষণে ইহা বেলাডনার স্থলভুক্ত। কিন্তু কখন কখন লক্ষণাদি হায়সার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য প্রকাশ করায় তাহাই ফসের স্থান অধিকার করে। শুষ্ক কাসি; রক্ত-সংযুক্ত শ্লেষ্মা, অথবা লৌহ-মরিচা বর্ণের (rusty) গয়ার; প্রচণ্ড কষ্ট অথবা বক্ষে কসিয়া ধরার ভাব; এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্রে অনুভূত হয় যেন, বক্ষোপরি গুরুভার চাপিয়া আছে। বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে রোগের বৃদ্ধি ইহার প্রয়োগের বিশেষ নির্দ্দেশ।

banglabooks.in

থাকে। ইহার নাতিপ্রবল বেদনা অনিশ্চিত স্থানে অনুভূত হয়। দক্ষিণ ফুসফুসের অধঃ অংশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিলেও ইহা বামাংশের রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে। ফুসফুসে পূয়-সঞ্চার ও পূয়-শোথে ইহা উপকারী। টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইলে, নিউমনিয়ার যে কোন অবস্থায় এবং টাইফয়েড জরান্তিক পুরাতন ফুসফুস নিরেটতায় ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। অতি দৌর্ব্বল্যে বক্ষাধঃদেশে শোণিতের স্থিতিশীলতা বা হাইপষ্ট্যাটিক কঞ্জেশ্চনের ইহা ঔষধ।

আয়ডিন—ইহা রোগের প্রথম এবং দ্বিতীয়াবস্থায় ক্রিয়াপ্রকাশ করিতে পারে। বিশেষতঃ সর্ঝিল্লিক বা ক্রুপাস প্রকারের নিউমনিয়া ইহার বিশেষ ক্রিয়া-ক্ষেত্র। ইহাতে উচ্চ তাপ এবং **একনাইটের** ন্যায় অস্থিরতা থাকে এবং রোগের দ্রুত প্রসার ঘটাইয়া ইহা ফুসফুসের সুবিস্তৃত নিরেটাবস্থা আনয়ন করে। স্পষ্টতর কাসি হয় এবং অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্রে বোধ হয় যেন, বক্ষ বিস্তৃত হইবে না; গয়ার রক্ত রঞ্জিত থাকে। রোগের শেষাবস্থায় নির্য্যাসের তরলীভাব ও শোষণ প্রক্রিয়ার গতি যথোপযুক্ত না হওয়ায় ফুসফুসোপাদান ভগ্ন ও বিশ্লেষিত হইয়া প্রলেপক জ্বর এবং পূয়ঃ সঞ্চারের লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মন ডাঃ কাফ্‌কা বিশ্বাস করিতেন "**আয়ডিন** চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুসফুসের নিরেটাবস্থা দূর করিতে সক্ষম। রোগের প্রথম হইতে ইহার প্রয়োগ হইলে নিউমনিয়ায় **একনের** প্রয়োজনীয়তা থাকে না।" ডাঃ টি. এফ. এলেন ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "আমি দেখিয়াছি অনেক নিউমনিয়া রোগে **ফসফরাসের** পরে স্যাঙ্গুইনেরিয়া প্রদর্শিত হয়। ইহা কেবল ধূসর-যকৃদ্বৎভাব বা গ্রেহিপ্যাটিজেশনের অবস্থায় কার্য্য করে। বিশেষতঃ যে স্থানে শীঘ্র রেজলিউশন হয় না এবং পচা জান্তব বিষাক্ত বা সেপ্টিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহা দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা

banglabooks.in

করা যায়। **হেক্টিক বা প্রলেপক জ্বরে গণ্ডোপরি সীমাবদ্ধ শোণিতোচ্ছাস,** ইহার প্রদর্শক। নিউমনিয়া ঘটিত পূয়-শোথ, হাইপষ্ট্যাটিক নিউমনিয়া, এবং টাইফয়েড নিউমনিয়াও ইহার আরোগ্যক্ষমতাধীন। ডাঃ ডিউইর মতে জ্বর, **ঊর্দ্ধ** বক্ষে জ্বালা ও পূর্ণতা, শুষ্ক কাসি, সূচিবেধবৎ বেদনা—দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, এবং লৌহমরিচার বর্ণের গয়ার প্রভৃতিতে ইহা **ফস,** হস্ত-পদের অত্যধিক তাপ, অথবা তীব্র শীতলতা এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য ও ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা প্রভৃতিতে ইহা **ভিরেট ভির** তুল্য; এবং **সালফারের** ন্যায় ইহাতে অসম্পূর্ণ রিজলিউশন ও দুর্গন্ধ পূয়বৎ গয়ার থাকে। ইহাতে সালফার অপেক্ষা অধিকতর দুর্গন্ধ থাকায় রোগী নিজেও কষ্টানুভব করে।

সালফার—তরলীকরণ ও শোষণ বা রিজলিউশন না হওয়ায় যকৃতীভূত অবস্থার সহিত শুষ্ক কাসি, দৌর্ব্বল্য, বক্ষে চাপ অথবা কসা ভাব থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ এ. কে. ক্রফোর্ডের মতে, "যাহাতে নির্য্যাসের ক্ষরণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও তরলীকরণ এবং শোষণাভাবে জ্বর-লক্ষণাদির অবিশ্রান্ত গতি থাকিয়া যায়, কিন্তু টাইফয়েড লক্ষণ সমানীত হয় না; যাহাতে বোধ হয় যেন ফুসফুসের প্রদাহ-প্রক্রিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করায় রিজলিউশনের পরিবর্ত্তে পূয় সঞ্চারের আশঙ্কিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে, **সালফারই** একমাত্র ঔষধ। রোগের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দিবস, যখন প্রতিক্রিয়া-শক্তির অত্যধিক হ্রাস ঘটে, তাহাই ইহার প্রয়োগের উপযুক্ত সময়। এই সকল স্থলে ইহা প্রতিক্রিয়া-শক্তি পুনর্জ্জীবিত করিয়া নির্য্যাস পুনঃ শোষণের সাহায্য করে। **সালফার** ও **ফসফরাসের** প্রভেদ নিরূপণ অনেক সময়েই কষ্টসাধ্য। ডাঃ গ্যাচেল নিম্নলিখিত তালিকায় প্রভেদক বিষয়ের প্রদর্শন করিয়াছেন :—

banglabooks.in

সালফার।	ফসফরাস।
১। ক্ষরিত নির্য্যাস-সংসৃষ্ট পদার্থের পরিমাণ অধিকতর।	১। ক্ষরিত নির্য্যাস-সংসৃষ্ট পদার্থের পরিমাণ স্বল্পতর।
২। নিরেটাবস্থা সুস্পষ্ট।	২। নিরেটাবস্থা অধিক নহে।
৩। প্রতিশ্যায় স্পষ্ট থাকে না।	৩। অধিক শ্লেষ্মার স্রাব।
৪। শোণিত-সংসৃষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুট।	৪। স্নায়বীয় লক্ষণ পরিস্ফুট।
৫। গয়ার নিষ্ঠীবনের স্বল্পতা অথবা অভাব।	৫। শ্লেষ্মা-পূয়ের গয়ার উঠে।
৬। জীবনি শক্তির সবলতা; অথবা তাহা দোলায়মান; ত্বরিত প্রতি ক্রিয়াহীনতা।	৬। জীবনি শক্তির দুর্ব্বলাবস্থা; টাইফয়েড তুল্য লক্ষণ, অথবা পূয়-সঞ্চার চিহ্ন।

চেলিডোনিয়ম—ডাঃ হিউজের মতে "দক্ষিণ পার্শ্বের নিউমনিয়া রোগে যকৃৎ আক্রান্ত থাকিলে ইহা বিশেষ উপকার করে।" কাসি সরল থাকে ও ঘড়ঘড় করে; কষ্টে গয়ার নিষ্ঠুত হয়; গয়ার পীতাভ থাকিতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য; যকৃৎ-বিকার; দক্ষিণ অংশফলকাস্থির নিম্ন কোণের অধঃ দেশে বেদনা প্রভৃতি—বিলিয়াস নিউমনিয়া।

মার্‌কুরিয়াস—বিলিয়াস নিউমনিয়াতে ইহা চেলিডনিয়ামের তুল্য ঔষধ। উভয়ের বিষ্ঠার প্রকৃতি দ্বারা ইহারা প্রভেদিত হয়—মার্‌কের বিষ্ঠা ক্লেদযুক্ত থাকে এবং তাহার ত্যাগে কুন্থন হয় এবং গয়ার রক্ত সংযুক্ত থাকে; চেলিডর বিষ্ঠা উজ্জ্বল পীত অথবা ধুসরাভ।

টুবার্‌কুলিনাম—ডাঃ আরনল্‌ফির মতে ফসফরাস অথবা এণ্টিম টার্ট অপেক্ষা লোবার নিউমনিয়ার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্টতর ঔষধ। অন্যান্য উপযুক্ত চিকিৎসকেরও নিউমনিয়ারোগে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে

banglabooks.in

বিশ্বাস জন্মিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক নিউমনিয়া মাত্রেই মধ্যগামী রূপে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন—মাত্রা ৬×৩০×।

এণ্টিমনিয়াম টার্ট—ইহা অনেক সময়ে প্রাতিশ্যায়িক নিউমনিয়াতে বিশেষ উপকারী হইলেও লোবার নিউমনিয়া এবং প্লুরো-নিউমনিয়ার তরলীকরণ শোষণ বা রিজলিউশনের অবস্থাতেও বিলক্ষণ কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে সম্পূর্ণ নিরেট অবস্থাপ্রাপ্ত ফুসফুসের উপরিদেশে সূক্ষ্ম কুরকুর শব্দ বা ফাইন ক্রিপিটেশন শ্রুত হওয়া যায়; **ইপিক্যাক** শব্দ হইতে ইহার শব্দ সূক্ষ্মতর। **এণ্টিম্ টার্টের** অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস প্রাতঃকালে অধিকতর কষ্টপ্রদ হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিতে বাধা হয়। **ব্রায়র** ন্যায় ইহাতে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা এবং উচ্চ জ্বর তাপ থাকে। পৈত্তিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা ইহার প্রয়োগের নিষেধবাচক নহে। রোগের শেষাবস্থায় প্রভূত শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া বক্ষ মধ্যে ঘড়ঘড়ির সহিত অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র, শ্বাস-রোধের আশঙ্কা এবং দৈহিক নীলিমা লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহাই একমাত্র ঔষধ। ডাঃ গ্যাচেলের মতে ফুসফুসের আশঙ্কিত অবশতায় শ্লেষ্মার সঞ্চয় হয়, কিন্তু রোগী তাহা উঠাইতে না পারায় ঘড়ঘড়ি ইত্যাদি হইলে ইহা মহোপকার করে।

রাস্‌টক্‌স্—টাইফয়েড নিউমনিয়ার ইহা প্রধানতম ঔষধ। উপাদানের বিশ্লেষণোৎপন্ন বিষাক্ততায় রোগী মদ বিহ্বলবৎ থাকে এবং প্রবল জ্বর, শীর্ণতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

ভিরেট এ—শরীরের শীতলতা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-দৌর্ব্বল্য বিশেষতঃ উদরাময় উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা কার্য্য হইতে পারে।

লক্ষণানুসারে প্রযুজ্য অন্যান্য প্রধান ঔষধগুলির নিম্নে নামোল্লেখ মাত্র করা হইল :—

আর্স, আর্স আয়, বেল, কারব ভেজ, ডিজিট্যালিস, হিপার সালফ, হায়সা, কেলি কা, লাইক, মার্ক সল, ওপিয়াম, কেলি মিউ, কেলি বাই।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীকে সুবৃহৎ, প্রশস্ত, আলোকপূর্ণ অবারিত লোকসমাগমহীন এবং নির্ম্মল বায়ুর গতায়াতযুক্ত গৃহে রক্ষা করিবে। হঠাৎ পরিবর্ত্তনের নিবারণার্থ গৃহ-তাপ যতদূর সম্ভব সমভাবে, প্রায় ৭০° ফাঃ হাইটে রাখিবে। শিশুদিগের রোগে কথঞ্চিৎ উচ্চতর গৃহ-তাপ প্রয়োজন। জল-বাষ্প দ্বারা গৃহ-বায়ু কথঞ্চিৎ সিক্তোষ্ণ রাখিবে। তক্তপোষোপরি পরিষ্কার কোমল শয্যায় রোগীকে সর্ব্বদা শায়িত রাখা আবশ্যক। চিকিৎসকের পারদর্শনার্থ যথোপযুক্ত পাত্রে গয়ার রক্ষা করিবে। বহিঃপ্রয়োগার্থ উষ্ণ সেক—উষ্ণজল সিক্ত ফ্লানেলাদি নিংড়াইয়া—অথবা পুল্‌টিসের, ব্যবহার করা যায়। কিন্তু উষ্ণজল-পুল্‌টিসের সেকের পর তাপ-রক্ষার চেষ্টা না করিলে, হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ সম্ভব। দোষ পরিহারার্থ আমরা শোষক তুলা ও ফ্লানেলের আবরণ ব্যবহার করি, তাহাতে ফলের তারতম্য লক্ষ্য করি নাই। আবশ্যকানুসারে ঈষদুষ্ণ জল ও সাবানের পিচকারী দ্বারা সঞ্চিত বিষ্ঠার অপসরণ করা যায়। অম্লজান বায়ুর (oxygengas) সংগ্রহ করিতে পারিলে ফুসফুসের বিস্তৃত নিরেটাবস্থা ঘটিলে রোগীকে যত্নপূর্ব্বক তাহার শ্বাস-গ্রহণ করান উচিত।

রোগীর বল রক্ষার চেষ্টা অতি প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। পথ্য পুষ্টিকর, সহজ পাচ্য ও তরল হওয়ার প্রয়োজন। রোগীর অবস্থা বিশেষে দুগ্ধ, হলিকস্ মিল্ক প্রভৃতি কৃত্রিম পক্ব বাজারের খাদ্য, মাংস-ব্রথ, মিট-যুষ এবং দুগ্ধে মথিত অণ্ড দেওয়া যায়। খাদ্য নিয়মিত সময়ান্তর দিবে। রোগী যথেচ্ছ জলপান করিতে পারে। লেমনেড ও গ্রেপ যুষের ব্যবস্থা করা যায়। মদ্যপায়ীদিগের হৃৎপিণ্ড-দুর্ব্বলতায় সাবধানতার সহিত ব্রাণ্ডি ইত্যাদি উত্তেজক দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ আমাদিগের বিবেচনায় মাংস-ব্রথসহ সেণ্ট রাফেল ওয়াইন মদ্যের মৃদু মিশ্র যথেষ্ট কার্য্যকারী।

—:*:—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৯ (LECTURE CIX)

বায়ুনালী-ফুসফুস-প্রদাহ বা ব্রংকো-নিউমনিয়া।

(BRONCHO-PNEUMONIA)

প্রতিনাম।—প্রতিশ্যায়িক ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ বা ক্যাটারেল নিউমনিয়া (Calarrhal Pneumonia); ফুস্‌ফুসানুগোলক-প্রদাহ বা লবুলার নিউমনিয়া (Lobular Pneumonia); কৈশিক বায়ু-নালী-প্রদাহ বা ক্যাপিলারী ব্রংকাইটিস (Capillary Bonchitis)।

পরিভাষা।—বায়ু-নালীর সীমান্ত অংশ এবং বায়ু-কোষাদি ফুস্‌ফুসের ক্ষুদ্রতম অনুগোলকাংশ বা লবুল নির্ম্মাপক উপাদানের প্রদাহকে প্রকৃত পক্ষে "বায়ু-নালী-বায়ু-কোষ-প্রদাহ বা ব্রংকো-নিউমনিয়া" বলা যায়; লোবার নিউমনিয়া বা ফুস্‌ফুস-গোলক-প্রদাহ হইতে ইহার প্রভেদ রক্ষার্থে ইহা "ফুস্‌ফুসের অনুগোলক প্রদাহ" বা "লবুলার নিউমনিয়া" বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। রোগকে প্রাতিশ্যায়িক নিউমনিয়া বলিবার কোন সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বস্থলেই কৈশিক বায়ু-নালীর প্রদাহ দ্বারা রোগারম্ভ হয়; এবং এই প্রদাহ-প্রক্রিয়া অতি ক্বচিৎই সংসৃষ্ট লবুলের বায়ু-কোষে বিস্তৃত হয় না। এজন্য অধুনা চিকিৎসক মণ্ডলী কৈশিক বায়ু-নালী প্রদাহ এবং লবুলার বা অনুগোলক সংসৃষ্ট নিউমনিয়া একত্র এবং এক সংযুক্ত আখ্যাধীনে বর্ণনা করেন।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—মূলতঃ ইহা কৈশিক বায়ু-নালী এবং তাহার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-কোষের প্রদাহ। ডাঃ ডিলফিল্‌ডের মতে, "প্রথম হইতেই এই প্রদাহ নির্য্যাস-ক্ষরণশীল হয় না, ইহা প্রজননশীল, অর্থাৎ ইহাতে নূতন উপাদানোৎপন্ন হয়।"

banglabooks.in

কোন লবুল বা ফুস্‌ফুসের অনুগোলক প্রদাহাক্রান্ত হইলে সন্নিহিত অন্যান্য লবুল, এমন কি, তাহা একটি সম্পূর্ণ লোব বা গোলক আক্রমণ করিয়া তাহার নিরেটাবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে। প্রদাহিত অংশ ছেদিত করিলে তাহা মসৃণ দৃষ্ট হয়, লোবার নিউমনিয়ার ন্যায় তাহার দৃশ্য দানা দানা বা গ্র্যানুলার হয় না। ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালী সকল কখন কখন পূয় পূর্ণ থাকে, এবং নূতন কোষের অন্তর্ব্যাপ্তিজন্য ক্ষুদ্রতম বায়ু-নালীর প্রাচীর ঘনীভূত ও কখন কখন প্রসারিত দৃষ্ট হয়। নিরেট ফুস্‌ফুস্‌-স্তূপ নিচয়ের মধ্যবর্ত্তী ফুসফুসোপাদান স্বাভাবিক থাকিতে পারে, অথবা তাহা রক্তাধিক্যযুক্ত এবং শোথিত হয়, অথবা বিক্ষিপ্ত নিউমনিয়ার আধার হওয়ায় বায়ুগহ্বর আংশিকরূপে সূত্র-জান, পূয়, উপত্বক-কোষ, এবং শোণিত-কণিকা পূর্ণ থাকে, অথবা তাহারা সংস্কৃত (cirrhotic) হইয়া বা চুপ্‌সাইয়া যায়। এই সকল চুপ্‌সান স্থান বা এটিলেক্ট্যাসিস (Atelectasis) চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদান হইতে নিম্নতল দেখায়, এবং তাহা-দিগের বর্ণ ঈষৎ নীল অথবা নীল-কপিণ থাকে। এবম্বিধ স্থানসমূহ ক্ষুদ্রায়তনের হইতে এবং কেবল বায়ু-নালী-বেষ্টক গুটলের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিতে অথবা তাহারা একটি লোবের সুবৃহৎ অংশও আক্রমণ করিতে পারে। সাধারণতঃ উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হয়। বায়ু-নালীস্থ গ্রন্থিগুলি প্রায়শঃই স্ফীত থাকে। প্রদাহাক্রান্তস্থান বেষ্টনকারী ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির অংশ বা পাল্‌মনারি প্লূরি অনেক সময়েই সূত্র-জান বা ফাইব্রিন আবৃত হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—ব্রংকো-নিউমনিয়া শিশুদিগের সাধারণ রোগ বলিয়া গণ্য, কিন্তু ইহা যুবক এবং বৃদ্ধদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে। শীত এবং বসন্ত ঋতু ইহার প্রাদুর্ভাব কাল। শৈত্য ও সিক্ততার সংস্পর্শ, উগ্র বায়ুর শ্বাস-গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর, বিশেষতঃ সমল বায়ু-বাহিত স্থানে বাস ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত। শিশুদিগের মধ্যে ইহা

banglabooks.in

প্রাথমিক রোগরূপে জন্মে, অথবা তাহাদিগের হুপ্-শব্দক কাসি, হাম এবং ডিফ্‌থিরিয়ার উপসর্গস্বরূপ দেখা দেয়। কোন কোন তরুণ সংক্রামক রোগ, যেমন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড জ্বর এবং বসন্তের ভোগকালে ব্রংকো-নিউমনিয়া গুরুতর উপসর্গরূপে উপনীত হয়।

যে সকল রোগে রোগী শয্যায় শায়িত অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হয়,তাহাতেই উগ্র পদার্থ, ব্যাক্টিরিয়া বা রোগ-জীবাণু অথবা অন্যবিধ পদার্থের সহজে বায়ুপথ প্রবেশের সাহায্য হইয়া রোগের গৌণ কারণ হয়। দুর্ব্বলতা অথবা অন্যবিধ কারণে বায়ু-পথের স্রাব তদভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকায় মাধ্যাকর্ষণ প্রযুক্ত সীমান্ত বায়ু-নালী অভিমুখে নীত হইলেও ইহা জন্মিতে পারে। আহার-কালে বিষম লাগিয়া, গভীর তামসী নিদ্রাকালে, অথবা শ্বাস-নালীর অস্ত্রোপচারে (Tracheo tomy), কণ্ঠ-নালীতে নল বা টিউব-প্রবেশ করাইলে অথবা স্বর-যন্ত্র কিম্বা অন্ন-নালীর কর্কট-রোগে খাদ্য অথবা পানীয়াংশ বায়ু-নালীর অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করায় যে নিউমনিয়া উৎপন্ন হয় তাহা 'ডিগ্লিটিশন (deglutition) নিউনোনিয়া" বা "বস্তুর গলাধঃ-করণোৎপন্ন নিউমনিয়া" বলিয়া কথিত। এই সকল রোগে পূয়-সঞ্চার অথবা পচন বা গ্যাংগ্রিন পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। কথিত আছে টুবারকল ব্যাসিলাসও (চিত্র, ২৭) অনেক সময় ব্রংকোনিউমনিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে। ফুসফুসের বায়ুস্ফীতি বা এম্ফিসিমা-রোগেরও শেষাবস্থায় ইহার নাতিপ্রবল আক্রমণ হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—স্তন্যপায়ী-শিশুদিগের ব্রংকো-নিউমনিয়া-রোগে জ্বর, দৌর্ব্বল্য, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং অতি সূক্ষ্ম কিরকির শব্দ বা ক্রিপিট্যাণ্ট রাল্‌স্ ব্যতীত বিশেষ কোন লক্ষণের এমন কি কাসিরও অভাব থাকিতে পারে। এই সকল রোগীর সাধারণতঃ দুই চারি দিবস মধ্যেই মৃত্যুসংঘটিত হয়। অপেক্ষাকৃত অধিকতর বয়সের শিশু এবং বালকদিগের মৃদুতর রোগে অধিকাংশরূপে পূর্ব্ববর্ণিত ক্যাপিলারি ব্রংকাটিস্ বা কৈশিক

banglabooks.in

বায়ু-নালী-প্রদাহের লক্ষণ থাকে। এবম্বিধ অবস্থায় কৈশিক বায়ু-নালী-প্রদাহ হইতে নিশ্চিত প্রভেদক লক্ষণাদি দ্বারা রোগ-নির্ণয় করা অতীব কঠিন, এমন কি কার্য্যতঃ অসম্ভব। রোগ কঠিন হইলে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ অথবা বমন দ্বারা সমানীত হইতে পারে। কিন্তু রোগ অন্য রোগের উপসর্গস্বরূপে বা গৌণভাবে জন্মিলে অনেক সময়েই তাহার আক্রমণ ও লক্ষণাদি প্রাথমিক বা মূলরোগের লক্ষণাদি দ্বারা এতই অস্পষ্টীকৃত হয় যে, নিউমনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, অথবা যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হয়, অজ্ঞাত থাকিতে পারে। প্রথমে তরুণ ব্রংকাইটিসের লক্ষণ উপস্থিত হয়, জ্বর ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, হঠাৎ অত্যুচ্চে উঠে না, এবং অনিয়মিত ও স্বল্পবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে। সাধারণতঃ জ্বর-তাপ ১০১ হইতে ১০৪ ফারেণ হাইটের মধ্যে উঠা নামা করে। কিন্তু জ্বর-তাপের উচ্চতা দ্বারা সর্ব্বস্থলেই রোগের কাঠিন্য পরিমিত হয় না। যেহেতু অনেক-স্থলে তাপ প্রায় স্বাভাবিক থাকিলেও, বিশেষতঃ স্তন্য-পায়ী শিশু অথবা ক্ষীণজীবি বালকদিগের রোগ অতীব গুরুতর বলিয়া অনুমিত হয়। নাড়ী স্পন্দন দ্রুত, অনেক সময়ে মিনিটে ১৬০ হইতে ১৮০। গৌণরোগে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত—১৬০ হইতে ১৮০ পর্য্যন্ত মিনিটে থাকিয়া প্রথম লক্ষণ-রূপে ব্রংকো-নিউমনিয়ার উপস্থিতি জ্ঞাপন করে। প্রাথমিক রোগে ইহা গুরুতর লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হয়। প্রত্যেক শ্বাস-গ্রহণে নাসা-পুট প্রসারিত হয়, এবং অনেক সময়েই প্রশ্বাস কেবল একটি কেঁকানি বা বিকৃত শব্দে শেষ হয়। অনেক সময় শ্বাস-কৃচ্ছ্র এতাদৃশ বর্দ্ধিত হয় যে, শিশু মোটেই স্তন্য-পান করিতে পারে না। ন্যূনাধিক দৈহিক নীলিমা উপস্থিত হয় এবং তাহা প্রথমে চক্ষু-পুট ও যোজক ঝিল্লি এবং পরে মুখমণ্ডল ও অঙ্গুল্যগ্রে দেখা দেয়। শীঘ্র কাসি আরম্ভ হয় এবং সাধারণতঃ তাহা কঠিন, ক্লান্তিজনক, বেদনাকর এবং বয়স্থ শিশুর গয়ারযুক্ত থাকে। অন্যথা গয়ার গিলিয়া ফেলে এবং কখন কখন পরে বমন করিয়া উঠায়। গয়ারে শ্লেষ্মা থাকে,

banglabooks.in

কখন কখন তাহা রক্ত রেখাযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনই লৌহ-মরিচার বর্ণ হয় না।

শিশুদিগের মধ্যে বিশেষ এক প্রকারের ব্রংকো-নিউমনিয়া দেখা যায়, তাহাকে **সেরিব্রাল বা মস্তিষ্কীয় ব্রংকো-নিউমনিয়া** বলে। ইহা অনেকাংশেই মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহবৎ প্রতীয়মান হয় এবং তাহা হইতে প্রভেদিত করিয়া রোগ-নির্ব্বাচন অনেক সময়েই কঠিন-সাধ্য। এই প্রকার রোগে অস্থিরতা, শিরঃশূল, সার্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং কোন কোন স্থলে তাহার সহিত পেশী-আনর্ত্তন এবং মস্তকের প্রত্যাকৃষ্টভাব বা সংকোচন এতদূর স্পষ্টতা লাভ করে যে, যে পর্য্যন্ত সাধারণতঃ দুই হইতে পাঁচ দিনের মধ্যে মস্তিষ্ক লক্ষণাদি অন্তঃহৃত না হয় ফুসফুস-রোগের লক্ষণাদি অস্পষ্ট থাকে বা ঢাকা পড়িয়া যায়।

প্রাকৃতিক চিহ্ন—শিশুদিগের রোগের প্রাকৃতিক চিহ্ন মধ্যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম কুরকুর শব্দ (Coarse and subcrepitant rales) প্রধান স্থানীয় এবং বিলক্ষণ স্পষ্ট। রোগের বিস্তারানুসারে ইহাতে ন্যূনাধিক স্থানব্যাপক নিরেটতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রদাহযুক্ত ফুসফুসাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্তভাবের হইলে নিরেট শব্দ নাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আক্রান্ত স্থানের আয়তন সুবৃহৎ হইলে নিরেট শব্দ (Dullness) বিলক্ষণ স্পষ্টতা লাভ করে এবং তাহাতে বায়ু-নালী অথবা বায়ু-নালী-বায়ু-কোষ-মর্ম্মর (Bronchial or Broncho-Vesicular murmur) এবং স্বর কম্পন (Vocal fremitus) প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগে উভয় ফুসফুসই আক্রান্ত হয়, এজন্য তাহা ব্রংকো-নিউমনিয়া-রোগ-নির্ব্বাচনের উপায় বলিয়া বিবেচিত।

রোগের স্থায়িত্ব-কাল—লোবার নিউমনিয়াপেক্ষা ইহাতে ধীরতর গতিতে প্রদাহোৎপন্ন নির্য্যাসাদি তরলীভূত ও শোষিত (resolution) হইয়া থাকে এবং তাহার ন্যায় ইহাতে ভাবান্তর বা ক্রাইসিস হইয়াও

banglabooks.in

আক্রমণের শেষ হয় না। সাংঘাতিক রোগে দুই তিন দিবসের মধ্যেও মৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু অনেক সময়েই তাহা দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে ঘটে। শ্বাস-রোধ অথবা বলক্ষয়বশতঃ মৃত্যু হয়। রোগ আরোগ্য হইলে তাহা সাধারণতঃ দুই তিন সপ্তাহে হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা ছয় হইতে আট সপ্তাহও লয়। রোগ অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া, পূয-সঞ্চার, পচন বা গ্যাংগ্রিন, অথবা গুটিকোৎপত্তিতে (Tuberculosis) পরিণত হইতে পারে। অন্যান্য স্থলে রোগ গুটিকোৎপত্তি রোগের ভ্রান্তি উপস্থিত করে। কাসি থাকে, রোগী ক্রমাগত শীর্ণ হইয়া যায়, এবং প্রলেপক জ্বর উপস্থিতির পর নৈশ ঘর্ম্ম হয়। সাধারণ ব্রংকাইটিসের, এবং সীমাবদ্ধ ঘনীভূত-ফুসফুসের প্রাকৃতিক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু গয়ারে বেসিলাই বা রোগ-কীটাণু পাওয়া যায় না। রোগ ধীর গতিতে দুই তিন মাস চলিবার পর অবশেষে রোগী আরোগ্য হইতে পারে, অথবা বলক্ষয় জন্য শিশু মৃত্যু-গ্রাসে পড়িতে পারে। তাহার শবচ্ছেদে বিস্তৃত অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিরাল নিউমোনিয়া সহ বৃহৎ শ্লেষ্মাপূর্ণ নালী-গহ্বর দৃষ্ট হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ব্রংকো-নিউমোনিয়া এবং থাইসিস বা ব্রংকাইটিস, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, লোবার নিউনোনিয়া এবং যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি রোগ মধ্যে পরস্পরকে প্রভেদিত করিয়া নির্ব্বাচিত করা অতীব কঠিন সমস্যা। ফলতঃ রোগের বিস্তারিত বিবরণ, প্রাথমিক রোগের প্রকৃতি, উভয় ফুসফুসেই ঘনীভূত অংশের বর্ত্তমানতা, নিউমোনিয়ার লক্ষণোপরি ব্রংকাইটিস-লক্ষণের প্রাধান্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং দৈহিক নীলিমা, অনিয়মিত এবং অপেক্ষাকৃত মধ্যবিধ প্রকারের জ্বর প্রভৃতি সাধারণতঃ রোগ-নির্ণয়ার্থ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাকে লোবার নিউমোনিয়া হইতে প্রভেদিত করিতে অনেক সময়েই ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। ডাঃ এণ্ডারস্ নিম্নলিখিত তালিকা দ্বারা তাহার মীমাংসা করিয়াছেন :—

banglabooks.in

ব্রংকো-নিউমোনিয়া।

১। সাধারণতঃ ব্রংকাইটিস এবং তরুণ সংক্রামক রোগের (হাম, হুপ্ শব্দক কাসি ইত্যাদি) গৌণফল।

২। ধীরে আক্রমণ।

৩। প্রদাহের বিস্তৃতির অনুপাতানুসারে বর্দ্ধিত জ্বর, অনিয়মিত প্রকারের এবং অনিয়ত কালস্থায়ী হইয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায় (lysis)।

৪। গয়ার অণ্ড-লালার ন্যায়, আটা, এবং যুবকদিগের রক্তরেখাঙ্কিত হইতে পারে।

৫। শ্বাসকৃচ্ছ এবং কারবণ-ডাই-অক্সাইড বিষাক্ততার স্পষ্টতর প্রমাণ।

৬। সর্ব্বত্রই সাধারণ ব্রংকাইটিসের প্রাকৃতিক চিহ্ন স্পষ্টতর এবং সাধারণতঃ ঘনীভূত ফুসফুসের চিহ্ন তাহাপেক্ষা সংখ্যায় অধিকতর।

৭। সাধারণতঃ ঘনীভূততা উভয় পার্শ্বীয়।

৮। স্থায়ীত্ব অনিশ্চিত, অনেক সময়েই অনেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

৯। ঘনীভূত স্থান গুটিকা-সংক্রমণ-প্রবণতা বিশিষ্ট।

লোবার নিউমোনিয়া।

১। সাধারণতঃ প্রাথমিক রোগ।

২। হঠাৎ আক্রমণ; পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল।

৩। জ্বর-তাপ উচ্চ, ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু প্রকারের এবং অবস্থান্তর (crisis) দ্বারা পাঁচ হইতে নয় দিবসের মধ্যে কমিয়া যায়।

৪। বিশেষত্বযুক্ত গয়ার লৌহ-মরিচা-বর্ণের অথবা কুল-রসের ন্যায় (Prun juice)।

৫। শ্বাস-প্রশ্বাস খাবি খাওয়ার ন্যায় (Panting) কিন্তু শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও দৈহিক নীলিমা আপেক্ষিকরূপে অল্প স্পষ্ট।

৬। সাধারণতঃ ব্রংকাইটিসের চিহ্নের অভাব, লোবার (consolidation) ঘনীভূততার চিহ্নই সর্ব্ব স্থলে সংখ্যায় অধিকতর।

৭। সাধারণতঃ অন্যতর পার্শ্বীয়।

৮। সাধারণতঃ নিশ্চিত কাল-স্থায়ী; ক্রাইসিসের পর আরোগ্যাবস্থা

৯। রোগাক্রান্ত স্থানে গুটিকা সংক্রমণের সম্ভাবনা স্বল্পতর।

banglabooks.in

ভাবী-ফল।—ফুসফুস-গোলক-প্রদাহের বিস্তার, সংস্রবীয় রোগের প্রকৃতি এবং রোগাক্রমণকালীন শারীরিক অবস্থা প্রভৃতির উপরেই ভাবী ফল সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। ক্ষীণজীবি শিশুর, এবং যে সকল শিশু নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর ঘটনায় রোগজীর্ণ তাহাদিগের রোগের অথবা কোন গুরুতর সংক্রামক অথবা বিধান-বৈকারিক (organic) রোগের গৌণ ফলস্বরূপ রোগের পরিণাম গভীর আশঙ্কাজনক। হামের উপসর্গস্বরূপ রোগ তাদৃশ আশঙ্কাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু হুপ্‌শব্দক কাসি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, অথবা ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগাবস্থায় জন্মিলে ভাবীফল বিষয়ে নিতান্তই আশঙ্কা করিতে হয়। ডিগ্লুটিশন-নিউমোনিয়া সর্ব্বস্থলেই গুরুতর রোগ। কখন কখন অতি কঠিন ও নিরাশাপ্রদ রোগীকেও আরোগ্য হইতে দেখা গিয়া থাকে।

যুবকদিগের বায়ু-নালী-ফুসফুস্-প্রদাহ বা ব্রংকো-নিউমোনিয়া।—যুবকদিগের ব্রংকো-নিউমোনিয়া-রোগের চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থ ডাঃ ডিলাফিল্ড প্রধান প্রধান প্রকৃতি অনুসারে রোগ নিম্ন লিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছেন :—

১। প্রথমে সাধারণ ব্রংকাইটিস হইয়া কতিপয় দিবস থাকিবার পর তাহা নিয়মিত সময়ে আরোগ্য হয় না। রোগী কাসিতে ও অসুস্থ বোধ করিতে থাকে। অনুসন্ধানে ফুসফুসের কোন ক্ষুদ্রায়তন স্থানে নিরেটতা পাওয়া যায় এবং শব্দ চড়া সুরের হয়। এই ঘনীভূত অবস্থা অল্প দিনই থাকে এবং রোগী সাধারণ নিয়মানুসারে আরোগ্য লাভ করে।

২। রোগীর শীত-কম্প হয়; দ্রুত জ্বর-তাপ বাড়ে; পৃষ্ঠ এবং পার্শ্ব বেদনা করে; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; দ্রুত এবং ক্ষীণ নাড়ী; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অপ্রচুর শ্বাস-প্রশ্বাস; কাসিতে শ্লেষ্মা ও রক্ত-রেখাঙ্কিত গয়ারের নিষ্ঠীবন; এবং নিদ্রাহীনতা, অস্থিরতা ও প্রলাপ দেখা দেয়। মূত্রে শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন এবং মূত্র-নালী-ছাঁচ বা কাষ্টস্ থাকে; ত্বকের নীলিমা হয়; এবং

banglabooks.in

আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সকলের রক্তাধিক্য ঘটে। উভয় ফুসফুসের উপরি দেশেই বিঘাতনে স্বাভাবিক, বিবর্দ্ধিত, অথবা মৃদু বা নিরেট শব্দ উঠে। আকর্ণনে স্থূল, সূক্ষ্ম কুর কুর শব্দ (course subcrepitant and crepitant rales) এবং তাহার সহিত শিশবৎ এবং ঝনঝন ধাতু-শব্দবৎ (sibilant and sonorous) শ্বাস-প্রশ্বাস শ্রুত হওয়া যায়। রোগ এক দুই সপ্তাহ থাকে এবং প্রায়শঃই মৃত্যুতে শেষ হয়।

৩। লোবার নিউমোনিয়ার ন্যায় একরূপ ব্রংকো-নিউমোনিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রংকো-নিউমোনিয়ার সহিত সাধারণ ব্রংকাইটিস এবং এক বা একাধিক ফুসফুস-গোলকের ঘনীভূত অবস্থা থাকে। লোবার নিউমোনিয়ার তুলনায় ইহার আক্রমণ ধীরতর, নাড়ী দ্রুততর, মস্তিষ্কীয় লক্ষণ অধিকতর বিশ্রামহীন, গয়ার ব্রংকাইটিসের ন্যায়, প্রাকৃতিক চিহ্নাদি বিলম্বাগত, স্থায়ীত্বকাল অধিকতর, এবং তরলীভাব ও শোষণ বা রিজলিউশন ধীরতর।

৪। অন্য প্রকার ব্রংকো-নিউমনিয়া টিউবার্কুলার বা গুটিকা-সংসৃষ্ট ব্রংকো-নিউমনিয়ার সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে। ইহার আক্রমণ ক্রমে ক্রমে হয় এবং রোগ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ক্রমে থাকে। রোগীর জ্বর থাকে এবং তাহা সন্ধ্যাকালে বাড়ে, রাত্রে ঘাম হয়, কাসিলে শ্লেষ্মা-পূয়ের গয়ার উঠে, তাহাতে টিউবার্কলবেসিলাই থাকে না, এবং রোগী শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। প্রাকৃতিক চিহ্নাদি ব্রংকাইটিসের সহিত স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ ঘনীভূততা প্রকাশ করে। কোন কোন রোগী কতিপয় সপ্তাহ পরে আরোগ্য লাভ করে; অন্যান্য রোগীর রোগ মৃত্যু ঘটায়।

৫। বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা রোগগ্রস্ত রোগীর নাতিপ্রবল ব্রংকো-নিউমনিয়া জন্মিতে পারে। ইহা অধিকাংশ সময়ে সাংঘাতিক।

৬। সংক্রামক রোগে, আঘাতাদিতে, এবং যে সকল অস্ত্রোপচারে ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য ঘটে এবং ষ্ট্রেপ্টোকক্‌সাইর (প্রঃ থঃ চিত্র, ২৮) শ্বাস-

banglabooks.in

গ্রহণের সুবিধা হয় তাহাতে, ব্রংকো-নিউমোনিয়া, বিশেষতঃ ফুসফুসের অধঃ-গোলকের ব্রংকো-নিউমোনিয়া দৃষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের অবস্থা বিশেষে এবং লক্ষণানুসারে ব্রংকো নিউমোনিয়ার চিকিৎসায় ব্রংকাইটিস ও নিউমোনিয়ায় লিখিত ঔষধের প্রয়োগ হইতে পারে। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহাতেও যথোপযুক্ত স্থলে **একনাইট, ভিরেট ভি** এবং **ফেরাম ফস** প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, বর্ত্তমান রোগের রোগী অধিকাংশ স্থলেই রক্তসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ থাকিয়া **একনের** সুপরিচিত, অথবা **ভিরেটের** প্রচণ্ড জ্বর, স্থূল, কঠিন ও দ্রুত নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে না। এজন্য এই প্রকার রোগের রক্তাধিক্যাবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই **ফেরাম ফসের** প্রয়োজনীতা জন্মে। ডাঃ গুড্‌নো ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থ এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা হইল। "ইহার প্রয়োগে বহুতর রোগীর জাজ্বল্যমান ফল হইয়াছে। কিন্তু শ্বাস-কৃচ্ছ্র, মধ্যবিধ জ্বর-তাপ, শরীরোপরিদেশে শোণিত-সঞ্চলনের হ্রাস, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, এবং দৈহিক নীলিমা প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত সুস্পষ্ট বায়ু-নালী বা ব্রংকিয়াল অবরোধ মাত্র ইহার প্রয়োগের প্রতিকূল।" **এণ্টিম টার্ট** ইহার একটি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ—**শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড় ঘঁড় শব্দ, নিদ্রালুভাব,** এবং **দৈহিক নীলিমা** প্রভৃতি ইহার প্রদর্শক। ইহার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **ইপিক্যাক, সাম্বুকাস, স্কুইলা, ফসফরাস, হিপার সালফ, ব্রায়নিয়া** এবং **সালফার** প্রভৃতি প্রধান স্থানীয়। প্রাতিশ্যায়িক বা ক্যাটারেল ব্রংকাইটিস এবং লোবার নিউমোনিয়ার চিকিৎসা উপলক্ষে ইহাদিগের প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা দ্বিরুক্তি মাত্র।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—হাম এবং হুপ শব্দক কাসির

banglabooks.in

আরোগ্যাবস্থায় (Convalescence) এবং ব্রংকাইটিস রোগের আক্রমণাবস্থায় রোগীকে শৈত্যের সংস্পর্শ হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারিলে অনেকানেক ব্রংকো-নিউমোনিয়ার আক্রমণে বাধা দেওয়া যায়। ফলতঃ শ্বাস-পথের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থায় রোগীকে, বিশেষতঃ অতীব স্বল্প বয়সের রোগীকে এবং শিশু ও বৃদ্ধ, অথবা যাহাদিগের স্বাস্থ্য অতীব ক্ষীণ তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা সঙ্গত।

মধ্যে মধ্যে রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে রোগীকে ফুস্‌ফুসের স্থিতিশীল রক্তাধিক্য বা হাইপষ্ট্যাটিক কঞ্জেশ্চন হইতে রক্ষা করা যায়। বহিঃপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা লোবার নিউমনিয়ার তুল্য। ফলতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় তদপেক্ষাও ইহাতে অধিকতর যত্ন সহকারে তিসির উষ্ণ পোল্‌টিসের অবিশ্রান্ত প্রয়োগে বক্ষ তাপ রক্ষা করিতে হইবে। রোগের শেষাবস্থায় তুলার পটির ব্যবহার করা যায়। পথ্যাদি বিষয়ে লোবার নিউমনিয়াতে যাহা লিখিত হইয়াছে তদপেক্ষা বিশেষ কিছু লেখা নিষ্প্রোজন।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১০ (LECTURE CX)

পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ বা ক্রনিক ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া।

(CHRONIC INTERSTITIAL PNEUMONIA).

প্রতিনাম।—তন্তুজ ঘনত্ব বা ফাইব্রয়েড ইণ্ডুরেশন (Fibroid Induration); ফুসফুসের সংহতি বা সিরোসিস অব দি লাঙ্গস্ (Cirrhosis of the Lungs.)।

পরিভাষা।—ফুসফুসের সান্তর উপাদানের পুরাতন প্রদাহের ফল স্বরূপ তাহাতে তন্তুময় উপাদান জন্মিয়া তাহার সংকোচনে বায়ু-কোষাদির বিলোপ। ইহা প্রাথমিক অথবা গৌণ এবং স্থানিক অথবা বিস্তৃত হইতে পারে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—স্থানিক এবং বিস্তৃত উভয় প্রকার রোগের আময়িক পরিবর্ত্তন সমপ্রকার। উভয়েই যোজকোপাদান জন্মিয়া স্বাভাবিক উপাদানের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তাহাতে বায়ু-কোষাদি বায়ুপূর্ণ গহ্বরনিচয় আয়তনে হ্রাস পায় অথবা তাহাদিগের বিলোপ ঘটে। অনেক সময়ে বায়ু-নালী অত্যধিক প্রসারিত হওয়ায় বায়ু-নালীতে শ্লেষ্মা-গহ্বর বা ব্রংকিয়েক্ট্যাটিক গহ্বর জন্মে। ফুসফুসে গহ্বর হয়, এবং তাহা গুটিকা সংসৃষ্ট অথবা ক্বচিৎ গুটিকা-সংশ্রবহীন বা ননটুবার্কুলাস হইতে পারে। ফুসফুস-বেষ্ট ঝিল্লি বা প্লুরাতেও সমপ্রকারের যোজকোপাদানের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে পারে, এবং তাহা ন্যূনাধিক ঘন, কঠিন ও স্থানে স্থানে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। সাধারণতঃ এক ফুস্‌ফুস্ আক্রান্ত হয় এবং তাহা সঙ্কুচিত হইয়া বা চুপসাইয়া পৃষ্ঠ-দণ্ড সহ আটাভাবে লাগিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড বর্দ্ধিত হইয়া বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্বে অবস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের

banglabooks.in

দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল বা ধমনী-কোটরের কার্য্য-পূরক (Compensatory) বিবর্দ্ধন ঘটিতে পারে, অথবা তাহার প্রসারণ হওয়ায় সাধারণ শিরা-রক্তাধিক্য জন্মে। ফুসফুসীয় বা পালমনারি ধমনীর এথারোমেটাস পরিবর্ত্তন ঘটে। সুস্থ ফুসফুসের বায়ু-কোষের প্রসারণ বা বায়ু-স্ফীতি ঘটিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—অনেকানেক বস্তুর ধুলিবৎ কণিকার শ্বাস-গ্রহণ প্রযুক্ত প্রাথমিক পুরাতন ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া জন্মিয়া থাকে। এরূপ ঘটনায় যে সকল রোগ জন্মে, তাহারা সাধারণ ভাবে **নিউমনোকনিয়োসিস** বলিয়া কথিত হয়। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বস্তুর ধুলিবৎ কণার শ্বাস গ্রহণে যে সকল রোগ জন্মে তাহারা বিশেষ বিশেষ নামে খ্যাত, যথা :—**এন্থ্রাকোসিস**—কয়লা খননকারীর বা "কোলমাইনারস্" রোগ কয়লার ধুলির শ্বাস গ্রহণে; **চ্যালিকোসিস** "প্রস্তর ঘর্ষণকারীর" বা "ষ্টোন-কাটারস্ যক্ষ্মা কাসি"; এবং **সাইড রোসিস**—ধাতুকণার, বিশেষতঃ আইয়ারণ অকসাইড কণার শ্বাস-গ্রহণে জন্মে। উপরিউক্ত কারণে রোগের উৎপত্তি ব্যতীত সর্ব্বস্থলেই ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া গৌণ ভাবে জন্মিয়া থাকে। এরূপে ইহা তরুণ লোবার নিউমনিয়া, ব্রংকো-নিউমনিয়া, ফুসফুসের অসম্যকবিস্তার বা এটিলেক্ট্যাসিস (Atelectasis), ফুসফুস-বেষ্টক ঝিল্লি বা প্লুরার সংযোগ (adhesions) এবং পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগের পরিণাম স্বরূপ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার উৎপত্তির সহিত ফুসফুসে গুটিকোৎপত্তি, বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা, উপদংশ ঘটিত নিউমনিয়া এবং হাইড্যাটিড রোগেরও সংস্রব থাকিতে পারে। বিস্তৃত প্রকারের রোগ অনেক সময়েই তরুণ অথবা পুরাতন ব্রংকো-নিউমনিয়া হইতে জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগাক্রমণ ধীরে ধীরে হয়। ইহার কাসিও ধীর গতিতে রোগের বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গয়ার শ্লেষ্মাময় অথবা শ্লেষ্মা-পূয়ের আকার বিশিষ্ট। ক্বচিৎ কোন রোগে বার বার অল্প পরিমাণ করিয়া রক্তস্রাব হয়। কোন কোন রোগে বায়ু-নালী-গহ্বর বা ব্রংকিয়েক্-

banglabooks.in

ট্যাটিক ক্যাভিটি থাকায় তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্বাসকৃচ্ছ্র ইহার একটি প্রধান লক্ষণ, রোগের প্রসার ও দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি বা ডাইলেটেশনের উপর ইহার গুরুত্ব নির্ভর করে। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড-প্রসার থাকিলে কোন উচ্চ স্থানারোহণ করিলেই শ্বাস-কৃচ্ছ্রের যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। উপরিউক্ত বস্তু-বিশেষের ধূলিবৎ কণিকার শ্বাস-গ্রহণ নিবন্ধন যে পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত ফুসফুস প্রদাহ জন্মে তাহার বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা প্রযুক্ত অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট হয়। পূয়-সঞ্চারশীল বায়ু-নালী-গহ্বরের বর্ত্তমানতা ব্যতীত জ্বর থাকে না। উল্লিখিত ঘটনা প্রযুক্ত জ্বরাদি প্রলেপক লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগ গুটিকোৎপত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রোগে অত্যন্ত শীর্ণতা ও বলক্ষয় জন্মে।

পরিদর্শন।—সম্পূর্ণ আক্রান্ত পার্শ্ব প্রত্যাহৃত (retracted); অনেক সময়েই তাহা এতাধিক হয় যে, তাহাতে বক্ষের গতির হ্রাস অথবা সম্পূর্ণ অভাব এবং পর্শুকা-মধ্যস্থানের লোপ হইয়া যায়।

বিঘাতন।—বিঘাতন শব্দ সাধারণতঃ কঠিন ও উচ্চ গ্রামের এবং বায়ু-নালীর অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল।

আকর্ণন।—সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ দুর্ব্বল, অথবা ফুসফুসমূলে তাহার অভাব, এবং চূড়ায় গহ্বরিক বা ক্যাভানার্স। ব্রংকিয়াল বা নলী-উৎপন্নবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। ফুসফুসমূলে ঘড়ঘড়ি অতি সাধারণ। কথার স্বর পরিবর্ত্তনশীল থাকে, কিন্তু সাধারণতঃই তাহার তীব্রতার বৃদ্ধি হয়। হৃৎপিণ্ড অনেক সময়েই আক্রান্ত পার্শ্বে স্থানচ্যুত বোধ করা যায় এবং রোগের শেষাবস্থায় এবং দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের বিকার আরম্ভ হইলে হৃৎমর্ম্মর শ্রুত হওয়া যাইতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—উপরি লিখিত প্রাকৃতিক চিহ্নাদির বিষয় হৃদ্‌গম্য করিলে রোগ-নির্ণয় কঠিন সাধ্য হইবে না। কখন কখন তন্তুজ বা ফাইব্রয়েড যক্ষ্মাকাসি হইতে ইহার প্রভেদক নির্ব্বাচন অসম্ভব হইয়া পড়ে,

banglabooks.in

কিন্তু রোগের পূর্ব্ব বিবরণ, প্রাকৃতিক চিহ্ন, উভয় ফুসফুসের সম্ভব্য আক্রমণ, এবং টুবারকুল ব্যাসিলাইর বর্ত্তমানতা সাধারণতঃ রোগ-নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর ধূলিবৎ কণিকার শ্বাস গ্রহণ বশতঃ রোগের বা নিউমোকনিয়োসিসের গয়ার, রোগ-নির্ণয়ার্থে যথেষ্ট। **এন্থ্রাকোসিস** বা কয়লা খননকারীর রোগে গয়ার কৃষ্ণবর্ণ থাকায়, গ্যালিকোসিস বা প্রস্তর ঘর্ষণকারীর যক্ষ্মা কাসিতে গয়ারের অণুবীক্ষণ পরীক্ষায় **সিলিকা** পাওয়ায়, এবং **সাইডরোসিস** বা ধাতুঘটিত, বিশেষতঃ অক্সাইড অব আইয়ারণের ধূলিবৎ কণিকার শ্বাস-গ্রহণবশতঃ রোগে গয়ার ঈষৎ লোহিতাভ থাকায় রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হয়।

ভাবী ফল।—রোগ অনেককাল স্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু অবশেষেও মূল রোগবশতঃ অতি ক্বচিৎ মৃত্যু হয়। ফলতঃ সাধারণ জলশোথের অবস্থায় ক্রমে ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অভাব ইহার অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ। সাধারণতঃ অন্য ফুসফুসে মধ্যগামী নিউমনিয়া হইয়া ইহার সাংঘাতিক পরিণাম ঘটে। ইহাতে যে কোন সময়ে **গুটিকোৎপত্তি-রোগ** জন্মিতে পারে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর ধূলিবৎ কণিকার শ্বাস-গ্রহণ প্রযুক্ত রোগে রোগীকে রোগের অপক্ব বা প্রথমাবস্থায় রোগোৎপাদক ব্যবসায় এবং তদানুষঙ্গিক অবস্থাদি হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে শুভফলের আশা করা যায়। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় ফলাশা অসম্ভব।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগ-ফল যে, অবশেষে নিশ্চিত সাংঘাতিক তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। অতএব রোগের যন্ত্রণা এবং সম্ভব হইলে তাহার অপকারিতার কথঞ্চিৎ নিবারণ রাখিয়া জীবন কালের বৃদ্ধির চেষ্টাই ইহার চিকিৎসা বলিয়া বিবেচিত। এরূপ স্থলে ইহার চিকিৎসা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই বায়ু-নালীর বা ব্রংকিয়াল এবং হৃৎপিণ্ড রোগঘটিত উপস্থিত লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। মূল রোগ ধরিয়া ঔষধের প্রয়োগে

banglabooks.in

স্বল্পই ফলাশা করা যায়। তথাপি সহজেই **সিলিসিয়ার** প্রতি (ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, ৪র্থ অঃ পৃঃ ৩৯) আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহা তান্তবোপাদানের নিরাকরণ দ্বারা মূল রোগের উপকার করিতে পারে। **সাল্‌ফার** ইহার অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপদংশ সংশ্রবীয় রোগে **অরাম মেট ও মিউর** চেষ্টা করা সঙ্গত। কোন কোন চিকিৎসক **টুবার্কু-লিনাম ও ফসের** পক্ষ সমর্থন করেন। **আর্স আয়ড, ক্যাল্কে আয়ড,** এবং **ক্যাল্কে ফস** অবস্থা বিশেষে প্রযোজ্য। ফলতঃ যে কোন ঔষধই হউক রোগের অঙ্কুরে ব্যতীত তাহা হইতে ফলের আশা সুদূরপরাহত।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বলা বাহুল্য সর্ব্ব বিষয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মানুমোদিত অবস্থা রোগীর পক্ষে নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে প্রয়োজনীয়। নির্ম্মল বায়ু-সেবন, নাতি শীতোষ্ণ প্রদেশে বাস এবং সহজ পাচ্য পুষ্টিকর আহার প্রভৃতির ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১১ (LECTURE CXI)

ফুস্‌ফুস-বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা।

পরিভাষা।—সাধারণতঃ যোজকোপাদানের বায়ুকর্ত্তৃক অন্তর্ব্ব্যাপ্তি বা ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন ঘটিলে রোগ এম্ফিসিমা বলিয়া কথিত। কিন্তু ফুস্‌ফুস-রোগ সম্বন্ধে উপরিউক্ত আখ্যা ব্যবহৃত হইলে উল্লিখিত আময়িক-বিধান-বিকারের সহিত ফুস্‌ফুসের বায়ু কোষস্তবকের সাধারণ সঙ্গম স্থানের বা এলভিয়োলাইর বায়ু-স্ফীতিও বুঝিতে হয়। ১। ফুসফুসের অনুগোলক মধ্য বা ইণ্টার লবুলার, এবং ২। বায়ু-কোষ-সংসৃষ্ট বা ভেসিকুলার বলিয়া ইহাকে দুই সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১। অনুগোলকমধ্য বায়ু-স্ফীতি বা ইণ্টারলবুলার এম্ফিসিমা।

(INTERLOBULAR EMPHYSEMA).

প্রতিনাম।—ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি অধঃ বায়ু-স্ফীতি বা সাবপ্লুরেল এম্ফিসিমা (Subpleural Emphysema)।

পরিভাষা।—প্লুরার অধঃদেশস্থ অনুগোলক বা লবুল-মধ্য যোজকোপাদানে বায়ুর প্রবেশ।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ইহাতে বায়ু-কোষনিচয় ছিন্ন হইয়া যায়—অনুগোলকাদি ছিন্ন হওয়ায় তন্মধ্যস্ত বা ইণ্টারলবুলার যোজকোপাদানের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করে। কখন কখন প্রবিষ্ট বায়ুর পরিমাণ এতাধিক হয় যে, তাহা প্লুরা ছিন্ন করিয়া তদ্‌গহ্বরে প্রবেশলাভ করায় "বাত-বক্ষ" বা **নিউমো-থোরাক্‌স** রোগোৎপন্ন হয়। অতীব বিরল ঘটনাস্বরূপ ফুসফুসের মূলদেশে বিদারণ সংঘটিত হইয়া উভয় বক্ষাবরক ঝিল্লির মধ্যগত স্থান বা মিডিয়াষ্টিনামে বায়ু প্রবেশ করে; এবং

banglabooks.in

তথা হইতে ট্রেকিয়ার পার্শ্ব বাহিয়া তাহা গ্রীবার ত্বগধঃ উপাদানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কারণ-তত্ত্ব।—প্রচণ্ড প্রশ্বাস চেষ্টায়, যেমন কঠিন কাসি, বিশেষতঃ হুপ্ শব্দক কাসিতে ফুস্‌ফুসের অনুগোলক মধ্য বা ইণ্টারবুলার এম্ফিসিমা সাধারণতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা কখন কখন মলত্যাগের কুন্থনের, অথবা প্রসবের কিম্বা অন্য কোন প্রচণ্ড পেশী-ক্রিয়ার এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের ফলস্বরূপও হইতে পারে। ফুস্‌ফুসে বহিরাগত আঘাত, এবং বিদ্ধকারী ক্ষতও ইহার কারণ হইতে পারে।

ডাঃ অন্‌লারের মতে, রোগ তাদৃশ গুরুতর নহে, এবং ক্বচিৎ লক্ষণোৎপন্ন করে।

২। বায়ু-কোষ-সংসৃষ্ট বায়ু-স্ফীতি বা ভেসিকুলার এম্ফিসিমা।

(VESICULAR EMPHYSEMA)

প্রতিনাম।—বায়ু-কোষস্তবকাদির সাধারণ সঙ্গম-গহ্বরের বিস্তৃতি বা এল্‌ভিয়োলার এক্‌ট্যাসিস (Alveolar ectasis)।

পরিভাষা।—বায়ু-কোষ পুঞ্জের সাধারণ পথ (Infundibular passages) এবং তাহাদিগের সাধারণ সংযোগ-গহ্বরে বা এল্‌ভিয়োলাইর (Alvoeli) প্রসার অথবা ধারণাশক্তির বৃদ্ধি।

প্রকার ভেদ।—ইহা তিন প্রকারে বিভক্ত :—(ক) কার্য্য পূরক বা কম্পেনসেটিং (Compensating); (খ) বিবর্দ্ধক বা হাইপার-ট্রফিক (Hypertrophic); এবং (গ) ক্ষয়কর বা এট্রফিক (Atrophic)।

(ক) কার্য্য পূরক বায়ু-স্ফীতি—ফুসফুসের অংশ বিশেষ অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহার সম্পূর্ণ প্রসার ঘটিতে না পারিলে ফুসফুসের

banglabooks.in

অবশিষ্টাংশের অধিকতর প্রসারণ হয়, নতুবা বক্ষ প্রাচীরের প্রত্যাহরণ ঘটে। অতএব কার্য্য পূরক বা কম্পেন্‌সেটরি বায়ু-স্ফীতিতে বায়ু-কোষনিচয়ের অতি প্রশস্ততা, তাহার প্রাচীরের কৃশতা বা পাতলা ভাব জন্মে এবং ফুসফুসের অতি বিস্তৃতি ঘটে। ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি, লবুলার নিউমনিয়া, সিরোসিস, এবং প্লুরায় প্লুরায় সংযোগকারী প্লুরিসি প্রভৃতি রোগের সীমাবদ্ধ স্থানের রোগজ প্রক্রিয়া সংস্রবে ইহা জন্মে। সম্পূর্ণ ফুসফুস অথবা তাহার অধিক ভাগের প্রাথমিক রোগরূপে আক্রমণ হইলে বিপরীত পার্শ্বের ফুসফুস বায়ু-স্ফীত বা এম্ফিসিমেটাস হইতে পারে। কিন্তু ফুসফুসের স্বল্পতর ভাগ অকর্ম্মণ্য হইলে সেই ফুসফুসেরই অবশিষ্টাংশ বায়ু দ্বারা প্রসারিত হয়। ইহাকে একটি স্বাভাবিক কার্য্য-পূরক প্রক্রিয়া বলা যায়—ইহা উপকারী; ইহা কোন লক্ষণ অথবা নির্ভর যোগ্য প্রাকৃতিক চিহ্ন উৎপন্ন করে না, এবং মূল রোগের আরোগ্য সহ অন্তর্হিত হয়।

(খ) বিবৃদ্ধিকর বায়ু-স্ফীতি বা হাইপারট্রফিক এম্ফিসিমা—এই প্রকারের রোগ বাস্তব অথবা স্বয়ম্ভূত বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। ইহা একটি চিকিৎসোপযুক্ত স্পষ্টতর লক্ষণযুক্ত স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্ট রোগ। ইহাতে বায়ু-কোষ নিচয়ের প্রসারণ এবং তাহাদিগের প্রাচীরের ক্ষয়প্রযুক্ত ফুসফুসের বিবৃদ্ধি দ্বারা রোগ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়, এবং শোণিত সহ অসম্পূর্ণ অম্লজান মিশ্রণ বা অক্সিডেশন প্রযুক্ত ন্যূনাধিক স্পষ্ট শ্বাস-কৃচ্ছ্র ইহার চিকিৎসার বিষয় থাকে বলিয়াও ইহা বিশেষত্ব পায়। (ডাঃ অসলার)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব—বক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া পিপার ন্যায় এবং বুকাস্থি অপসৃত করিলে দেখা যায় বক্ষের ফুসফুসাবরক মধ্য প্রদেশ বা মিডিয়াষ্টিনাম ফুসফুস দ্বারা পরিপূর্ণ এবং তাহা স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় প্রত্যাহৃত বা সংকোচিত হয় না। তাহারা ফেকাসে ও রক্ত-শূন্য দেখায় এবং তাহাদিগের উপরিদেশে কাল কাল দাগ এবং রেখা থাকিতে পারে। শুষ্ক থাকিলেও স্পর্শে তাহারা পক্ষাবৃতবৎ ও কোমল

banglabooks.in

অনুভূতি প্রদান করে। চাপিলে সহজেই তাহাতে গর্ত্ত হইয়া পড়ে—ইহা ইহার বিশেষক প্রকৃতি। কোষ-প্রাচীরাদি পাতলা ও ক্ষীণতর হয়, বায়ু-কোষ নিচয় অত্যন্ত বিবর্দ্ধিত হইয়া কখন কখন মটর অথবা বরবটির আয়তন পর্য্যন্ত পায়, এবং তাহারা অনিয়মিত গঠনের থাকে। এবম্বিধ অধিকাংশ বৃহদায়তনের প্রসারিত কোষ-গহ্বরের আড়াআড়ি ভাবে কতিপয় ছিন্ন ভিন্ন (এল্‌ভিয়োলাই মধ্য প্রাচীরের ছিন্ন অবশিষ্টাংশ) সূত্রাকার পদার্থ ন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত ঝিল্লি বা সেপ্তার (Septa) সঙ্গে সঙ্গে অনেকানেক কৈশিক রক্ত-নাড়ীও ছিন্ন হইয়া যায় এবং তজ্জন্য বায়ু-স্ফীতি-যুক্ত উপাদানের সুস্পষ্ট রক্তাভাব ও শুষ্কতা জন্মে।

এতাধিক কৈশিক রক্ত-বহানাড়ীর ধ্বংসবশতঃ ফুসফুসীয় শোণিত-সঞ্চলনের এতই অবরোধ জন্মে যে, তাহাতে ফুসফুসীয় বা পাল্মনারি ধমনী এবং দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডোপাদানের দানাময় অপকৃষ্টতা জন্মিয়া পরিণামে তাহা বসাপকৃষ্টতায় যায়। শিরানিচয়ের প্রসারবশতঃ সাধারণ শিরামণ্ডলীতে শোণিত সঞ্চলনের মন্থরতা বা স্থিতিশীলতা জন্মে এবং তাহারই ফলস্বরূপ—'জায়ফলবৎ' বা 'নাটমেগ লিভার' রক্তাধিক্যযুক্ত বৃক্ক এবং আমাশয়ান্ত্রিক প্রতিশ্যায় দৃষ্টিগোচর হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—রোগ-কারণ সম্বন্ধে দুই প্রকার বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশিত হইয়া থাকে। শ্বাস-গ্রহণ সম্বন্ধীয় মত—অত্যধিক বলের সহিত প্রলম্বিত শ্বাস-টানিয়া লওয়া, অথবা প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় মত—অতিশয় বলের সহিত প্রশ্বাস-ত্যাগ বশতঃ বায়ুকোষের প্রাচীরের কৃত্রিম প্রসারণ। ফলতঃ এই উভয়ের যে কোনমতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাউক কার্য্য হইতে হইলেই ফুস্‌ফুসোপাদানের আজন্ম দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু কেবল প্রচণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টাই ইহার মূল কারণ হইলে রোগ সংখ্যা এতদপেক্ষা অনেক অধিক হইত।

ডাঃ অস্‌লার বলেন, এলভিয়োলাইর অভ্যন্তরীণ অবিশ্রান্ত ও অত্যধিক

banglabooks.in

আততভাব আজন্ম দুর্ব্বল ফুসফুসোপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা উৎপন্ন করে।

ডাঃ ডিলাফিল্ড রোগকে ফুসফুসের পুরাতন অন্তর্ব্ব্যাপ্ত (Interstitial) প্রদাহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সহিত সাধারণতঃ বায়ু-পথাদির ন্যূনাধিক বিস্তৃতি থাকে, কিন্তু এই সংশ্রব অবশ্যম্ভাবী নহে। ইহার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, অন্যান্য ফুসফুস-রোগ, বিশেষতঃ পুরাতন ব্রংকাইটিস, হুপ্ শব্দক কাসি এবং বায়ু-নালীর হাঁপ বা ব্রঙ্কিয়াল এজ্‌মা প্রভৃতির গৌণফলরূপে ইহা জন্মে। যে সকল ব্যবসায়ে অত্যন্ত পেশীর শ্রম এবং ফুৎকারের যন্ত্র-ব্যবহারের আবশ্যক হয় তাহা হইতেও এম্ফিসিমা জন্মিতে পারে। ইহারা অনেক সময় পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ফুসফুসের রক্তাধিক্যের সহিত ইহা দ্বি-পত্র-কপাট বা মাইট্র্যাল ভাল্‌ভের রোগও আনয়ন করিতে পারে। ফুসফুসের অন্য কোন অংশ ঘনীভূত হওয়ায় সুস্থ অংশের বায়ু-কোষের প্রসারণ ঘটিলে তাহাকে অনুকল্প (vicarious) বায়ু-স্ফীতি বলে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—শ্বাস-কৃচ্ছ্র ইহার প্রধান লক্ষণ। ইহা প্রথমে অতি অল্পই থাকে; উপর তলায় উঠা, দৌড়ান অথবা বেগে হাঁটা প্রভৃতি পরিশ্রমে, অথবা অজীর্ণ উপস্থিত হইলে কিম্বা কাসির আক্রমণ কালে ইহা অনুভূত হয়। ক্রমে ইহা অধিকতর স্থায়ী হয়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাস শোঁ শোঁ শব্দযুক্ত ও কর্কশ, শ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রশ্বাস স্পষ্টরূপে প্রলম্বিত হইতে থাকে। সংশ্রবীয় ব্রংকাইটিসের ফলস্বরূপ ন্যূনাধিক কাসি হয়। কাসি থাকিয়া থাকিয়া হয়, শ্লেষ্মা-পূয় উঠে। মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া ব্রংকাইটিসের আক্রমণ হওয়ায়, কাসি ও গয়ারের পরিমাণ বাড়ে, কথঞ্চিৎ জ্বর ও নৈশঘর্ম্ম হইতে পারে, এবং কখন কখন রক্তময় গয়ার নিষ্ঠুত হয়। রোগের শেষাবস্থায় হৃৎপিণ্ড-ফুসফুসবাহী শোণিত-সঞ্চলনের অবরোধবশতঃ দেহে গভীর নীলিমা জন্মে। অতীব স্পষ্টতর নীলবর্ণ হইলেও বোধ হয়

banglabooks.in

যেন রোগী তাহাতে কষ্ট অনুভব করে না। ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁপের আক্রমণ হইয়া রোগীর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। ক্ষতিপূরণের (compensation) অভাব প্রযুক্ত দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের প্রসার ঘটিলে ধীরে সাধারণ শিরা-রক্তাধিক্য জন্মে—বহিঃ শারীরিক রক্তাধিক্য ও শোথ, আমাশয়, যকৃৎ ও বৃক্কের রক্তাধিক্য, এবং সাধারণ জল-শোথ।

ডাঃ ডিলাফিল্ড চিকিৎসা সৌকর্য্যার্থ রোগের নিম্নলিখিত শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন :—

১। কোন কোন রোগীর অনেক দিন যাবৎ বৎসর বৎসর শীতকালে "ঋতু-কাসি" (Winter cough) হয় এবং তাহাতে শ্লেষ্মা ও কখন কখন অল্প রক্ত উঠে। এই সকল রোগী অল্প পরিশ্রম করিলেই হাঁপাইতে থাকে। কিয়দ্দিবস পরে ইহাদিগের আক্ষেপিক হাঁপের আক্রমণ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে পরিশ্রমজনিত শ্বাস-কৃচ্ছ্র প্রায় শ্রমমাত্রেই হয় এবং তাহা অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। রোগী শীর্ণ ও বলহীন হইয়া যায়; শিরা-রক্তাধিক্য ও জল-শোথ জন্মে এবং অবশেষে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

২। অন্যান্য রোগী তরুণ ব্রংকাইটিসের আক্রমণ না হইলে একরূপ ভালই থাকে। কথিত ব্রংকাইটিসের আক্রমণ মৃদুতর হইয়া অল্পদিন—কতিপয় দিন অথবা সপ্তাহমাত্র থাকিতে পারে, এবং তাহাতে কাসি, শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন, কখন কখন রক্ত-কাসি, হাঁপযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং কথঞ্চিৎ জ্বরের গতায়াত হইতে পারে; অথবা ইহার আক্রমণ কঠিনতর হইয়া দুই তিন মাসও থাকিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে, পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণের বিষয় বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীতও শির'-রক্তাধিক্য, লালা মেহ বা এল্বুমিনুরিয়া এবং জল-শোথ যোগদান করে।

৩। কোন কোন রোগীর এম্ফিসিমার লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কতিপয় বৎসর যাবত আক্ষেপিক হাঁপ রোগ থাকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

banglabooks.in

৪। কোন কোন রোগীর অনেক দিন পর্য্যন্ত এম্ফিসিমা থাকার অতি যৎসামান্য প্রমাণই বর্ত্তমান থাকে। পরে যেন হঠাৎই অবিশ্রান্তশ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং শিরা-রক্তাধিক্য জন্মে, এবং রোগী কতিপয় মাস মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।

পরিদর্শন—কোন কোন স্থলে রোগের অতীব বর্দ্ধিতাবস্থায় বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাস-রেখার বৃদ্ধি হয় এবং বক্ষের আকার অস্বাভাবিক-রূপে গোলাকার দৃষ্ট হওয়ায় তাহা "পিপার আকার" বা "ব্যারেল সেপ্‌ড" বক্ষ বলিয়া কথিত। শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া শ্রমসাধ্য হয়, এবং বক্ষোদর ব্যবধায়ক ও ঔদরিক পেশী অত্যন্ত ক্রিয়াশক্ত দেখায়। ফুস্‌ফুস্ অবিরত ভাবে প্রায় সম্পূর্ণ প্রসারণের অবস্থায় থাকায়, এম্ফিসিমা রোগে বক্ষ উপযুক্ত কারণেই "স্থায়ীরূপে গৃহীত শ্বাসাবস্থায়" থাকে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সংস্পর্শন—ইহাতে স্বর-কম্পন হ্রাস প্রাপ্ত অনুভূত হয়। হৃদ্‌দ্‌ঘাত দমিত, ক্ষীণ এবং বুক্কাস্থির নিকটতর স্থানে পাওয়া যায়।

বিঘাতন—ইহা বিবর্দ্ধিত প্রতিনাদে চক্কাধ্বনীবৎ প্রকৃতি প্রদান করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মৃদু প্রকৃতিবিশিষ্ট চক্কাধ্বনীবৎ প্রতিনাদ শ্রুত হয়। শেষোক্ত প্রকারের স্বরই বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাকে অনেক সময়েই "উডেন" বা "কাষ্ঠোত্থিত" সুর বলা হয়। ফুস-ফুসের বিঘাতন যোগ্য স্থানের সীমার সর্ব্বায়তনই বর্দ্ধিত হয়। পর্শুকার সর্ব্বাধঃ কিনারা না পাইলে প্রাকৃতিক নিরেটতার আরম্ভ নাও হইতে পারে; বায়ু-স্ফীত ফুসফুস দ্বারা হৃৎপিণ্ড প্রায়ই আবৃত থাকায় তাহার নিরেট শব্দ কমিয়া যায়।

আকর্ণন—ইহাতে বায়ু-কোষ-মর্ম্মরের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হয়, এবং স্পষ্টতর রোগে তাহা প্রায়ই অন্তর্দ্ধান করে। শ্বাস-ক্রিয়া ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হয়

banglabooks.in

এবং প্রশ্বাস-ক্রিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই প্রলম্বিত এবং তাহার সুর নিম্ন মাত্রায় থাকে। সিবিল্যাণ্ট বা শিশবৎ এবং বাব্লিং বা কুরকুর্ ঘড়্ঘড়্ শব্দ থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দ তীক্ষ্ণতায় এবং স্থায়ীত্বে হ্রাসপ্রাপ্ত এবং দ্বিতীয় শব্দের সুর তিব্রতার সহিত বর্দ্ধিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—রোগের প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ শিশু রোগীর রোগ-নির্ব্বাচন অসম্ভব। রোগের বর্দ্ধিতাবস্থার লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি রোগ-নির্ব্বাচনে বিশেষ সাহায্যকারী। কেবল নিউম-থোরাক্স বা বাত-বক্ষ-রোগসহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহার হঠাৎ উৎপত্তি, এবং ইহার উৎকণ্ঠার সহিত কষ্টপ্রদ লক্ষণাদির অধিকতর ও অবিশ্রান্ত ভাব ইহাকে প্রভেদিত করে।

ভাবীফল।—বিবৃদ্ধিজনক বায়ু-স্ফীতি মূলতঃ একটি পুরাতন রোগ। যদিও ইহাতে জীবন-কালের বাস্তবিক হ্রাস না হউক, আরোগ্য পক্ষে পরিণাম সম্পূর্ণই আশাহীন। কোন কারণবশতঃ রোগের বৃদ্ধি হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ ব্রংকাইটিস কিম্বা হাঁপানির আক্রমণের সংশ্রব ঘটিলে, ক্ষতিপূরক ক্রিয়ার (compensation) দ্রুত অভাব হয় এবং হৃৎপরিবর্ত্তন ঘটে। তাহার ফলস্বরূপ জল-শোথ আসিয়া পড়ে এবং বলক্ষয়, অথবা অনেক সময়েই মধ্যগত নিউমোনিয়ার আক্রমণ রোগীর মৃত্যু সংঘটিত করে। উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবহার দ্বারা অনেক সময়েই রোগীর কষ্টের নিবারণ এবং জীবন-কালের সংবর্দ্ধন করা যাইতে পারে। হুপ শব্দক কাসি প্রভৃতির ভোগকালে তরুণ রোগ উপস্থিত হইলে অনেক সময়ে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—বায়ু-স্ফীতি-রোগের কোন বিশেষ চিকিৎসা অথবা ঔষধ দেখা যায় না। প্রকৃত পক্ষে যে সকল উপসর্গ—ব্রংকাইটিস, হাঁপানি এবং হৃৎপিণ্ড-রোগ প্রভৃতি উপস্থিত হয় ইহারাই এ রোগের কষ্টের ও মৃত্যুর সাধারণ কারণ। এজন্য ইহাদিগেরই চিকিৎসা দ্বারা

banglabooks.in

রোগীকে রোগ-যন্ত্রণা ও অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। এ সকল রোগের চিকিৎসা যথা স্থানে দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগের অবস্থানুসারে উপযুক্ত পথ্য এবং যথা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অবলম্বন অত্যাবশ্যকীয়। অতি সহজ, অপিচ পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্যের যথানিয়মে ব্যবহার আবশ্যক। রোগের শেষাবস্থায় অনেক সময়ে কেবল দুগ্ধ ও নানা প্রকারে সহজ পাচ্য করিয়া প্রস্তুত করা দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হইতে পারে। শ্বেত-সারময় খাদ্য, শর্করা, অথবা ধূমপান কিম্বা মদ্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ।

মধ্যবিধ তাপযুক্ত জল-বায়ু, নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত বাসস্থান এবং অম্ল-জান-বায়ুর যথা নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রোগীর জীবন রক্ষার্থ অত্যাবশ্যকীয়।

(গ) ক্ষয়কর বায়ু-স্ফীতি বা এট্রফিক এম্ফিসিমা।—ফুসফুসের প্রাথমিক ক্ষয়-রোগ। ইহা বৃদ্ধাবস্থায় বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইতে জন্মে। হাইপারট্রফিক এম্ফিসিমার ন্যায় অস্বাভাবিকরূপে অধিকতর পরিমাণ বায়ু ধারণ না করিয়া ইহাতে ফুসফুস স্বল্পতর বায়ু-ধারণে সক্ষম থাকে। এই কারণে সুস্থ ফুসফুস অপেক্ষা এই ফুসফুস বক্ষের গহ্বরের স্বল্পতর স্থান পূর্ণ করিতে পারে। বিশেষ কোন লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রকাশিত হয় না; এবং ইহা চিকিৎসোপযুক্ত বলিয়াও অনুমান করা যায় না।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১২ (LECTURE CXII).

ফুসফুসের বিগলন, পচন বা গ্যাংগ্রিন অব দি লাঙ্গস্।

(GANGRENE OF THE LUNGS)

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—বিস্তৃত বা ডিফিউজ এবং সীমাবদ্ধ বা সার্‌কাম্‌স্ক্রাইব্‌ড্‌ বলিয়া দুই প্রকার ফুসফুস-বিগলন রোগ। বিস্তৃত প্রকারের রোগ অতি বিরল। এরূপ বিস্তৃত ভাব রোগের আরম্ভ হইতেই হইতে পারে, অথবা প্রথমে রোগ সীমাবদ্ধ থাকিয়া পরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কখন কখন ইহা লোবার নিউমোনিয়া হইতে জন্মে এবং অতি ক্বচিৎ কখন ইহা ফুসফুস-ধমনীর বৃহত্তর কোন শাখার রোধের পরিণামেও সংঘটিত হইতে পারে। ফুস্‌ফুসের কোন লোব বা গোলকের বৃহদংশ, অথবা সম্পূর্ণ ফুসফুস, সীমা নির্দ্দেশক স্পষ্টতর কোন রেখা ব্যতীতই বিগলিত হইতে পারে।

সীমাবদ্ধ প্রকারের রোগে বিগলনশীল ক্ষেত্র এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ উপাদান মধ্যে সুস্পষ্ট সীমা নির্দ্দেশক রেখা বর্ত্তমান থাকে। রোগের প্রারম্ভক কেন্দ্র এক অথবা দুই, কিম্বা ততোধিকও হইতে পারে। উর্দ্ধাপেক্ষা ফুসফুসের নিম্ন, এবং বহিস্থ লোবই অধিকতর সময়ে রোগাক্রান্ত হয়। বিগলনশীল ফুসফুসাংশ প্রথমে সমভাবে ঈষৎ সবুজাভ-কোপিস থাকে; কিন্তু শীঘ্র বিগলিত হইয়া তাহা বিগলিত উপাদানের ছিবড়া গঠিত অনিয়ত আকারের প্রাচীরযুক্ত গহ্বর নির্ম্মাণ করে; গহ্বরে ঈষৎ সবুজ ও দুর্গন্ধ তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। গহ্বরের অব্যহিত নিকটস্থ ফুসফুসোপাদানের কিয়দংশ গভীর রক্তাধিক্যযুক্ত দেখায়; এবং অনেক সময়েই নিরেট থাকে; তাহার বহিঃপার্শ্বস্থ ফুসফুস অত্যন্ত শোথিত হয়। এম্বলিক বা ছিপিবৎ বস্তু দ্বারা ধমনীর রোধবশতঃ রোগ জন্মিলে কখন কখন অবরুদ্ধ

banglabooks.in

ধমনী দেখিতে পাওয়া যায়। গ্যাংগ্রিন যখন দ্রুত বিস্তৃত হয়, কোন রক্ত-নাড়ী ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড রক্তস্রাব ঘটিতে পারে। ইহাতে ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি বিদ্ধ হওয়াও অসাধারণ ঘটনা নহে। ইহার তীব্র বিগলিত পদার্থ সাধারণতঃই অতি উগ্র ব্রঙ্কাইটিস উৎপন্ন করে। এম্বলাস বা রক্তাদির চাপ কর্ত্তৃক ধমনীর ছিপিবদ্ধ ভাব হওয়া অতি বিরল নহে। ফুসফুসের সীমাবদ্ধ গ্যাংগ্রিন এবং মস্তিষ্কীয়-পূয়শোথ মধ্যে কোন কোন স্থলে একরূপ অত্যাশ্চর্য্য সংশ্রব দৃষ্ট হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—রোগ-বীজাণু-তত্ত্ববীৎ পণ্ডিতদিগের মতে ফুস-ফুসের বিগলন একরূপ পচনোৎপন্ন জীবাণুর ক্রিয়া ফল। যদিও পচনোৎ-পন্ন জীবাণুর সংখ্যা অতীব প্রচুর এবং তাহা ন্যূনাধিক প্রায় অবিরতই অঘ্রাত হইয়া থাকে তথাপি রোগসংখ্যা অতীব বিরল দৃষ্ট হয়। এবম্বিধ ঘটনায় চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করেন যে, ফুসফুসোপাদান "বিকারগ্রস্ত অথবা বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত" না থাকিলে উপরিউক্ত রোগ-জীবাণু তাহাতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া রোগোৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না; এবং যে সকল নির্দ্দিষ্ট ঘটনা, কারণ এবং অবস্থা ফুসফুসে রোগ-জীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া-সংক্রমণোপযুক্ত বৈকারিক অবস্থা আনয়ন করে, তাহারাই ইতিপূর্ব্ব পর্য্যন্ত রোগের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এতাবতা, কার্য্যতঃ গ্যাংগ্রিণ অথবা যে কোন রোগের জীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া মূল কারণ হইলেও তাহার কোন প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না, কেননা চিকিৎসক-দিগের পূর্ব্ব বিবেচিত এবং বহুদিনের পরিচিত কারণই কার্য্যক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে তাহারা রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সাক্ষাৎকারণ তাহার আলোচনা কার্য্যতঃ অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে শ্বাস নালীতে আগন্তুক পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়া ফুসফুসে বিগলন উপস্থিত করে। এরূপে শ্বাস-নালীতে খাদ্যের অথবা আঘ্রাত বস্তুর কিম্বা "ডিগ্লুটিশন নিউমনিয়ার" কণিকা প্রবেশ করিয়া অথবা অন্ন-নালীর

banglabooks.in

কর্কট বায়ু-নালী অথবা ফুসফুস বিদীর্ণ করিলে তাহার রক্ত-কণিকা ফুস্‌ফুসে যাইয়া গ্যাংগ্রিনের কারণ হইয়া থাকে। ফুসফুসের রোজগ গহ্বর, ব্রংকিয়াক্‌টিসিস বা বায়ু-নালী-শ্লেষ্মা-গহ্বর, পচা শ্লেষ্মাযুক্ত ব্রংকাইটিস, ফুসফুসের ক্ষত এবং ক্বচিৎ লোবার নিউমনিয়া হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। কখন কখন বায়ু-নালী, পালমনারি অথবা ব্রংকিয়াল আরটারি বা ধমনীতে চাপ অথবা ছিপি আটা ভাব বা এম্বলিজম জন্যও ইহা সংঘটিত হয়; এবং বক্ষ কোটরস্থ এনুরিজম্ বা রক্তার্ব্বুদের চাপও সময়ে ইহার কারণ বলিয়া পরিগণিত। তুলনায় মধু মেহের রোগীদিগের মধ্যে ইহা অধিকতর দেখা যায়। অনেকদিনের জ্বর অথবা অন্যান্য কারণে দুর্ব্বলীকৃত অবস্থাতেও রোগ স্বল্পতর সংখ্যায় জন্মে।

লক্ষণ তত্ত্ব।—রোগের প্রথমাবস্থায় কেবল দুর্ব্বলতা এবং উচ্চ ও অনিয়মিত তাপ দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কিয়ৎকালান্তে সংশ্রববশতঃ বায়ু-নালীর উত্তেজনা ঘটিলে পূর্ব্বের কাসির বৃদ্ধি হয়, এবং তাহাতে পচা ও বিগলিত পদার্থের গয়ার উঠে। গয়ারে পচা রক্ত, ক্লেদ, রস ও শ্লেষ্মামিশ্রিত তরল পদার্থ এবং পচা জান্তব পদার্থাদি মিশ্রিত থাকে; ইহার বর্ণ কটাসে-কৃষ্ণ-সবুজ এমন কি ঈষৎ কালও হইতে পারে এবং ইহা এরূপ ভয়াবহ পচা ও বমনোদ্রেককর দুর্গন্ধ ছাড়ে যে, তাহা রোগীর নিজের এবং তাহার নিকটস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষেও ন্যকারজনক। পচা বাষ্পই যে এই দুর্গন্ধের কারণ রোগী বলের সহিত প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে তাহার বাষ্প অতিশয় দুর্গন্ধপূর্ণ থাকায়, এবং গয়ার কিয়ৎকাল রাখিয়া দিলে তাহা দুর্গন্ধ শূন্য হওয়ায় তাহা বোধগম্য হয়। গয়ার উঠিবার পূর্ব্বেও দুর্গন্ধ উঠিতে পারে এবং তাহা কিয়ৎকালের জন্য অনুপস্থিত হইয়া পুনরাগত হইতে পারে। গয়ার উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিলে তাহা তিন স্তরে বিভক্ত হয়—সর্ব্বোর্দ্ধস্তর সবুদবুদ, কৃষ্ণাভ, ঈষৎ সবুজাভ পীত এবং প্রধানতঃ শ্লেষ্মা-পূয নির্ম্মিত, মধ্যস্তর রস-শ্বেতলালাময় এবং ঈষৎ স্বচ্ছ; অধঃস্তরে তলানি পড়ে এবং

banglabooks.in

তাহা ঈষৎ সবুজ অথবা ঈষৎ কোপিস, এবং তাহার সহিত ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ কোপিস শব্দবৎ পদার্থ এবং পচা ফুসফুস উপাদানের খণ্ড থাকে। গয়ারের অধিক ভাগ পচনশীল কাল রক্তময়ও থাকিতে পারে। (ডাঃ হারটজ) অনেক সময় গয়ারে রক্ত দেখা যায়, এবং অনেক পরিমাণের রক্তের স্রাবও হইতে পারে। তাপ অনেক উচ্চে উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার উচ্চতার পরিমাণ সেপ্টিসিমিয়ার তাপ-রেখার (chart) সমান থাকে; ইহার অন্যান্য লক্ষণ—অনিয়মিত শীত, অত্যন্ত জ্বর এবং প্রচুর ঘর্ম্ম, বিবর্ণ ও পীত লোহিতাভ এবং উৎকণ্ঠীত ভাবের মুখশ্রী, বসিয়া যাওয়া মুখ, লোলতাপ্রাপ্ত ত্বক, দ্রুত ও ক্ষীণ নাড়ী-স্পন্দন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বর্দ্ধিত এবং সবাধ ভাবের শ্বাস-প্রশ্বাস। সাধারণতঃ বক্ষপার্শ্বে কঠিন বেদনা, এবং আক্রান্ত পার্শ্বাভিমুখে, অথবা তাহা চাপিয়া রোগীর অবস্থান। অবিরত ভাবের, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত চাপা কাসি। শীঘ্র শীঘ্র জীবনী-শক্তির ক্ষয়, শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা এবং রোগীর টাইফয়েড অবস্থায় গমন।

প্রাকৃতিক চিহ্ন—বিঘাতনে ফুসফুসের ঘনীভূত অবস্থার চাপা শব্দ উঠে; **আকর্ণনে** বহুতর স্থূল শ্লেষ্মার পুট পুট ঘড় ঘড় শব্দ পাওয়া যায়, বায়ু-নালী বা ব্রংকিয়াল শব্দ থাকে এবং ব্রংকিয়াল বা বায়ু-নালী উৎপন্ন স্বর পাওয়া যায়। পচিত ফুসফুস গলিয়া বহির্নিক্ষিপ্ত হইলে গহ্বর উৎপন্ন হওয়ায় তাহার সংশ্রবীয় প্রাকৃতিক চিহ্ন, এবং লক্ষণাদি থাকিয়া যায়।

রোগনির্ব্বাচন।—পচা দুর্গন্ধ যুক্ত ব্রংকাইটিস ও ব্রংকিয়াকটিসিসে বা বায়ু-নালী-শ্লেষ্মা-গহ্বরে গয়ার দুর্গন্ধ থাকায় তাহাদিগের সহিত ভ্রম না জন্মিলে ইহার পচা গন্ধময় প্রশ্বাসিত বাষ্প এবং গয়ারের পচা গন্ধই রোগ-নির্ণয়ে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ব্রংকাইটিস রোগাদিতে দুর্গন্ধ অতীব মৃদুতর থাকে; এবং পচনের ন্যায় তাহা "চিমঠান" প্রকৃতির হইয়া বিশেষত্বও পায় না; ইহাতে লক্ষণাদিও তাদৃশ সতেজ এবং কঠিন হয় না; এবং রোগের বিবরণাদি সম্পূর্ণ পৃথক থাকে। গ্যাংগ্রিন রোগে

banglabooks.in

ফুসফুস-রোগ ঘটিত প্রাকৃতিক চিহ্নাদি থাকে, ব্রংকাইটিসে তাহাদিগের অভাব দেখা যায়।

ভাবিফল।—ইহার পরিণাম যৎপরোনাস্তি গুরুতর। সীমাবদ্ধ রোগে দুই অথবা তিন কিম্বা স্থল বিশেষে এমন কি, ছয় সপ্তাহ পরেও এবং বিস্তৃত প্রকারের রোগে এক অথবা দুই সপ্তাহের মধ্যেই সাধারণতঃ রোগ মৃত্যুতে শেষ হইয়া থাকে। ঘটনা ক্রমে সীমাবদ্ধ প্রকারের রোগ আরোগ্য হয়। কতিপয় রোগ আংশিক আরোগ্য হইয়া, যাপ্য ভাবে থাকে এবং যখনই নূতন প্রদাহ জন্মে, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপাদানের ধ্বংস হয়, এবং মৃত্যুতে সকলেরই শেষ হইয়া যায়। ইহাতে বলক্ষয় এবং রক্তস্রাব প্রধান আশঙ্কাস্থল।

চিকিৎসা তত্ত্ব।—উপরে রোগের প্রকৃতি এবং পরিণাম সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইল তাহাতে পাঠকের নিশ্চয়ই অনুমিত হইবে যে, ঔষধের সেবনাপেক্ষা ইহাতে পথ্যের সুব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শুশ্রূষা দ্বারাই যাহা কিছু উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। তথাপি রোগের এবং রোগীর অবস্থানুসারে যে সকল ঔষধ প্রদর্শিত হইতে পারে, নিম্নে তাহাদিগের উল্লেখ করা হইল। পাঠক তাহাদিগের স্ব স্ব উপযোগিতাদি বিষয়ক সন্ধান হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানাদি গ্রন্থে পাইবেন :—

আর্সেনিক, কারব ভেজ, কারবল এসি, ক্রিয়োজোট, ইউক্যালিপটাস, আয়ডি, ল্যাকেসি, সিকেলি ইত্যাদি।

আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—ইতিপূর্ব্বেই রোগে ঔষধের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে পাঠকের অনুমিত হইবে যে, যত্নের সহিত পথ্যের ব্যবস্থাই ইহাতে প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব দুগ্ধ ও অন্যান্য সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা যত্নত রোগীর বল রক্ষা করিবে। পথ্য নিয়মিতরূপে ও অল্প ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ দেওয়া উচিত। বিবেচনাপূর্ব্বক ক্ষীণবীর্য্য সুরার ব্যবহারে অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য পাওয়া যায়।

banglabooks.in

গন্ধ নিবারক বাষ্পোচ্ছাসের ব্যবহার কর্ত্তব্য। শ্বাস-গ্রহণ-যন্ত্র দ্বারা অনেকেই ইউক্যালিপটাস, কার্‌বলিক এসিড, আয়ডিন, অথবা ক্রিয়োজোটের উষ্ণ বাষ্পের ব্যবহার করিয়া থাকেন। রবিন্‌সলের-ইন্‌হেলার-যন্ত্র যোগে সমভাগে এলকোহল, ক্রিয়োজোট এবং ক্লোরোফরমের সর্ব্বদা নাসিকায় পরিয়া শ্বাস গ্রহণ করা উচিত। স্মরণীয় যে, সকলেরই শ্বাস গহ্বর পর্য্যন্ত যাওয়া সঙ্গত।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৩ (LECTURE CXIII)

ফুসফুসের পূয়-শোথ বা এবসেস অব দি লাঙ্গস।

(ABSCESS OF THE LUNGS)

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ফুসফুসে একটি আখরোটের আয়তন হইতে একটি কমলা লেবুর আয়তন পর্য্যন্ত সাধারণ পূয-শোথ জন্মিতে পারে; তাহার প্রাচীর অসমান ও অনিয়মিত হয়, এবং তাহাতে পূয়বৎ বস্তু এবং কখন কখন ধ্বংসোৎপন্ন পদার্থ থাকে। বিরল স্থলে কেবল রক্তনাড়ী ও ব্রংকাই এবং তন্মধ্যস্থ সান্তর বিধান পূয়প্লাবিত হইতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—লোবার নিউমনিয়া হইতে পূয়-শোথ জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাতে অনেক সময়েই রোগ অন্তর্পরিবর্ত্তন বা ইন্‌ফিল্‌ট্রেশনের প্রকৃতির হয়। বক্ষের এস্পিরেশন বা নলীকা-যন্ত্রোপচার অথবা ডিগ্‌নিটিশন নিউমনিয়া, অভিঘাত, বায়ু-নালীস্থ গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার, পূয-সঞ্চারশীল হাইড্যাটিডসিষ্টস্, যকৃতের পূয়-শোথ, ফুস্‌ফুস-বেষ্টকের পূয়াশ্রিত প্রদাহ বা পূয়সঞ্চারশীল প্লুরিসি প্রভৃতি ইহার কারণ হইতে পারে, এবং অনেক সময়েই ইহা ফুস্‌ফুসের গুটিকোৎপত্তি-সংশ্রবে জন্মে। এম্বলাই বা ছিপিবৎ চাপ ফুস্‌ফুসের বহুতর পূয়-শোথের অন্যতম কারণ, ইহা স্থান পরিবর্ত্তনশীল (metastitic) পূয়-শোথ উৎপন্ন করে। অনেক সময়ে পায়িমিয়া বা পূয়-বিষোৎপন্ন জ্বর অথবা দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড-সংশ্রবীয় মারাত্মক হৃদন্তর-বেষ্টক ঝিল্লির প্রদাহ ফুস্‌ফুসে শুচ্ছাকার (multiple) পূয়শোথোৎপন্ন করে। প্রথমে রোগ ছিপিবৎ চাপে আবদ্ধ নাড়ী হইতে স্রুত রক্তসহ চাপ বাঁধা উপাদানের সাধারণ স্ফীতি বা ইন্‌ফারক্ট সদৃশ থাকে, কিন্তু ছিপিবৎ চাপাবদ্ধ বা এম্বলিক ইন্‌ফাক্ট স্থানে শীঘ্র পূয়-সঞ্চারিত হয়; এবং তাহা বিগলিত হইয়া গহ্বর নির্ম্মাণ করে। এতদবস্থায় তাহার বেষ্টনকারী প্লুরায় রোগ-বিষ

banglabooks.in

সংক্রমিত হওয়ায় সাধারণতঃ এম্পায়িমা বা পূয়-বক্ষ অথবা পূয়-বায়ু-বক্ষ বা পায়ো-নিউমথোরাকস্ রোগ জন্মে।

লক্ষণ এবং রোগ-নির্ব্বাচন।—প্রাথমিক বা মূল রোগের প্রকৃতি অনুসারে ইহার লক্ষণাদি পরিবর্ত্তনশীল। নিউমনিয়া হইতে পূয়-শোথ জন্মিলে শ্বাস-প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত দ্রুততর, শরীরতাপ উচ্চতর এবং রোগীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্টতর হইয়া উঠে। গয়ার পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ সবুজাভ-পীত হয়, এবং তাহাতে ফুসফুসোপাদানের ছিন্ন অংশ বা টুকরা থাকে এবং তাহা হইতে পচা গন্ধের ব্রংকাইটিস ও গ্যাংগ্রিনের দুর্গন্ধাপেক্ষা স্বল্পতর পচা গন্ধ নির্গত হয়। প্লুরা আক্রান্ত হইলে বেদনা থাকে। পূয়-গহ্বর বৃহত্তর থাকিলে তাহার চিহ্নাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ক্ষুদ্রতর গহ্বরে তদ্রূপ হয় না। সাধারণ লক্ষণ, সেপ্‌সিস বা "পচা জান্তব পদার্থোৎপন্ন রোগ-লক্ষণবৎ থাকে। এম্বলিক বা ছিপিবৎ চাপ দ্বারা অবরোধঘটিত পূয়-শোথ সাধারণতঃ নির্ব্বাচিত করা যায় না।

ভাবীফল।—এম্বলাইবশতঃ পূয়-শোথ প্রায় সর্ব্বস্থলেই সাংঘাতিক ফল আনয়ন করে। যকৃতের পূয়-শোথ অথবা এম্পায়িমা বা পূয়-বক্ষের পূয় ফুসফুস বিদীর্ণ করিয়া তাহার পূয়-শোথ উৎপন্ন করিলেও ফল পূর্ব্ববৎই হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে নিউমনিয়া ঘটিত রোগ অনেক সময় আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ফলতঃ সকলই রোগীর ধাতুর অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগীর ধাতুগত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রোগ-লক্ষণানুসরণে ঔষধের প্রয়োগ যেরূপ সর্ব্ববিধ রোগে, বর্ত্তমান স্থলেও তাহা আরোগ্যের মূল মন্ত্র। অতএব নিম্নে যে সকল ঔষধের বিষয় লিখিত হইল উপরিউক্ত উপদেশ স্মরণ রাখিয়া তাহাদিগের প্রয়োগ-বিধান করিতে হইবে :—

সিলিক—পূয়-নিবারণে ইহা প্রসিদ্ধ ঔষধ। হিপার সাল্ ফারের পরে ইহা সাধারণতঃ প্রযোজ্য। উভয় ঔষধই উচ্চ ক্রমে

banglabooks.in

উপকার করিয়া থাকে। সাধারণতঃ **সিলিকের** পূয় পাতলা অপরের তাহা সুজাত (laudable)। বলা বাহুল্য ধাতুর প্রতি লক্ষ্য রাখা উভয়স্থলেই কর্ত্তব্য। **মার্ক সল** সাধারণতঃ এম্বলিক রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে পারে—মুখের পচা গন্ধ, দন্তমাড়ির শিথিলতা এবং অনর্থক ঘর্ম্মাদি লক্ষণে রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।

আর্সেনিকাম—রোগীর অতীব সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ—পূয়ের অসহনীয় দুর্গন্ধ, অতিশয় বলক্ষয়, উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভীতি এবং গভীর অস্থিরতাদি লক্ষণের রজনী দুই প্রহরান্তেই বৃদ্ধি হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সকল সাধারণ লক্ষণ সহ গুটিকা সংসৃষ্ট রোগে অতি কষ্টপ্রদ কাশি, পরে পূয়যুক্ত গয়ার, হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শীর্ণতা ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং উদরাময় ও শ্বাস-কষ্টাদি থাকিলে **আর্স আয়ডি** প্রদর্শিত হয়।

আয়ডিন—গভীর গণ্ডমালাগ্রস্ত রোগীর স্পষ্টতর ক্ষয় লক্ষণ সহ গ্রন্থি-স্ফীতি, শারীরিক ক্ষয়, স্রাবের উগ্রতা এবং ফুসফুস-রোগ বশতঃ বিশিষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস-লক্ষণ ও সর্ব্বোপরি ইহার প্রভূত শীর্ণতা এবং রাক্ষসী ক্ষুধা ইহাকে প্রদর্শন করিয়া থাকে। **ক্যাল্কে কার্ব** ধাতুতে **ক্যাল্কের** প্রয়োগ হয়; এবং উপরিউক্ত উভয় ঔষধের যৌগিক ধাতুতে **ক্যাল্কে আয়ডি** সঙ্গত ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। **ল্যাকেসিসেরও** লক্ষণ অতীব গুরুতর। **সাল্‌ফারের** শোধক ও প্রতিক্রিয়ার পুনরানয়নের ক্ষমতা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ফুসফুসের বিগলন রোগ সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই অবলম্বনীয়। এব্‌সেসে অস্ত্রোপচার ও ড্রেনেজ বা রবারের নল প্রবিষ্ট করাইয়া যথা সাধারণ চেষ্টা করায় অর্দ্ধ সংখ্যক রোগের উপকার অথবা আরোগ্য হইয়া থাকে বলিয়া কথিত।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৪ (LECTURE CXIV)

গুটিকোৎপত্তি-রোগ বা টুবারকুলোসিস।

(TUBERCULOSIS)

পরিভাষা।—ব্যাসিলাস টুবারকুলোসিস্ (Bacillus tuberculosis) (প্রঃ থঃ চিত্র, ২৭) বলিয়া রোগবীজাণু সঞ্জাত তরুণ অথবা পুরাতন সংক্রামক রোগ বিশেষ। ইহার প্রকৃতি এই যে, ইহা স্বল্পজীবি ও ক্ষণভঙ্গুর নূতনোপাদানের উৎপাদন করিয়া থাকে।

দৈশিক প্রাদুর্ভাব-তত্ত্ব।—দেশ নির্ব্বিশেষে ইহা প্রাদুর্ভূত হইলেও বহুদর্শী চিকিৎসক মণ্ডলী স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ দেশে ইহার অসাধারণ প্রাদুর্ভাব হয়। এই দেশ বিশেষে অধিকতর প্রাদুর্ভাবের মূলে তদ্দেশীয় স্থানিক এবং জল-বায়ুর বিশেষ বিশেষ অবস্থা গুরুতর পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণতঃ গুটিকোৎপত্তি রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব গ্রীষ্মপ্রধানাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে হইলেও ইহা দৃষ্ট করা যায় যে, উভয় ভূমেরুর নৈকট্যানুপাতে রোগ-প্রাদুর্ভাবের হ্রস্বতা জন্মিয়া থাকে। আংশিকরূপে ইহা তদ্দেশীয় বায়ুর শুষ্কতা নিবন্ধন সম্ভব। শৈত্য এবং সিক্ততাপ্রধান স্থানে রোগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয়। উপরিউক্ত কারণবশতঃই পার্ব্বত্য দেশ আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত থাকে, যেহেতু তদ্দেশীয় বায়বীয় নির্ম্মলতা ও বিরলতা, অপিচ শুষ্কতা রোগের উৎপত্তি এবং বিস্তারের অনুকূল হয় না। লোক বহুল দেশাংশে, বিশেষতঃ বহুলোক পূর্ণ সুবৃহৎ সহরে, দৈশিক প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে, রোগ সংখ্যার অনুপাত অতীব অধিকতর হইয়া থাকে। পৃথিবীতে রোগ বিস্তৃতি মনুষ্যের বর্ণানুসারেও কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, এমতে

banglabooks.in

নিগ্রো জাতি, ইণ্ডিয়ানগণ এবং দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপনিবাসীগণ বর্ত্তমান রোগে বিশেষ প্রবণতা প্রদর্শন করে।

সাধারণ আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—গুটিকাক্রমণ-প্রবণতায় ফুস্‌ফুস সর্ব্বপ্রকার যন্ত্র বা উপাদানের অগ্রগণ্য। ইহা ব্যতীত আক্রমণের সংখ্যা স্বরযন্ত্র প্রমুখ অন্ত্র, অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লি, জনন-মূত্রযন্ত্র, মস্তিষ্ক, অস্থি এবং সন্ধি প্রভৃতি ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শিশুদিগের মধ্যে রস-গ্রন্থি এবং অন্ত্রই এবিষয়ে প্রাধান্য লাভ করে। রোগ প্রথমে যে যন্ত্রেই আরম্ভ হউক, সাধারণতঃ ন্যূনাধিক কালান্তে সর্ব্বস্থলেই, ফুস্‌ফুস্ নিশ্চিত আক্রান্ত হয়। যে কোন শরীর-যন্ত্র অথবা উপাদানই গুটিকা-সংসৃষ্ট রোগাক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু রোগ-বীজাণু বা ব্যাসিলাই শরীরাক্রমণে, উপরিলিখিত নিয়মের অধীন হয়। উপাদানোপরি টুবারকল ব্যাসিলাসের স্থানিক এবং জাতি সুলভ উত্তেজনাকর ক্রিয়ার ফলস্বরূপ, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান উপাদানের মৌলিক অংশের প্রোদ্ভেদাত্মক পুনরুৎপাদন করিয়া থাকে। এবম্প্রকারে উদ্ভূত পদার্থের পরিবর্ত্তনে এপিথিলয়েড বা উপতক-কোষবৎ এবং জায়েণ্ট বা অতিকায়-কোষবৎ কোষ জন্মে। উপতক কোষ, বিবিধ আকার ধারণ করে,—প্রধানতঃ গোলাকার এবং বহুকোণ বিশিষ্ট হয়। ইহাদিগের বিম্বিকাকার কোষাঙ্কুর বা নিউক্লিয়াই থাকে এবং শীঘ্র তদভ্যন্তরে টুবারকল ব্যাসিলাই দৃষ্টিগোচর হয়। কিয়ৎ পরিমাণ উপতক-কোষ, তাহাদিগের আয়তনের বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাহাদিগের কোষাঙ্কুরের পুনঃপুনঃ বিভাগ হওয়ায় তাহারা "জায়েণ্ট" বা "অতিকায় কোষের" আকার প্রাপ্ত হয়। ইহারা টুবারকলের কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত হয় এবং ব্যাসিলাই ধারণ করে। অতিকায় কোষ এবং কোষাঙ্কুরের সংখ্যা পরস্পর অনেকটা অনুবর্ত্তী থাকে। এরূপে, গুটিকাক্রান্ত লসীকা-গ্রন্থি এবং সন্ধি প্রভৃতিতে প্রভূত পরিমাণ অতিকায়-কোষ, কিন্তু তদনুপাতে তাহাতে ব্যাসিলাই স্বল্পতর থাকে; অপিচ মিলিয়ারি টুবারকলে অতিকায়-কোষ

banglabooks.in

স্বল্পতর, কিন্তু তাহাতে ব্যাসিলাই অধিকতর থাকে—গ্রন্থকর্ত্তাগণ অতিকায়-কোষে ফ্যাগসাইটিক (কোষ-গ্রাসক) ক্রিয়ার আরোপ করিয়া থাকেন, দুইটি ঘটনা দ্বারা তাহার সমর্থন করা যায়ঃ—

"রোগ-সংক্রমণ-স্থানে **লুকোসাইটস্** বা **শুভ্র কণিকা নিচয়ের** আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ প্রদাহবৎ একরূপ প্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমে শুভ্র কণিকাগণ বহু-কোষাঙ্কুর বিশিষ্ট থাকে এবং শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই এক কোষাঙ্কুরযুক্ত শুভ্র কণিকা বা মনোনিউক্লিয়ার লিউকসাইটস্ (লিম্ফসাইটস—লসীকাকোষ) উপস্থিত হয়। ইহারা ব্যাসিলাইর ক্রিয়ায় বাধা জন্মায়, এবং আমি বিবেচনা করি (ফ্যাগসাইটিক) কোষ-গ্রাস করাই তাহাদিগের প্রকৃত ক্রিয়া। বিবিধ আকার বিশিষ্ট যে সকল কোষের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা যোজক-ঝিল্লি-তন্তুর সান্তর বিধানের (Matrix) সূত্রীভূত ও বিরলীভূত উপাদানে গঠিত জালবৎ সৌত্রিক নির্ম্মাণ দ্বারা সংযোজিত এবং বেষ্টিত।" (বরমগারটেন)

"সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট টুবারকল্‌স বা গুটিকাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডের আকার বিশিষ্ট; ইহাদিগের ব্যাস অর্দ্ধ হইতে এক, দুই অথবা তিন মিলিমিটার পর্য্যন্ত। প্রথমে ইহারা প্রায় স্বচ্ছ থাকে, কিন্তু শীঘ্রই নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন অপেক্ষাও অধিকতর পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত অস্বচ্ছ হইয়া যায়। ইহাদিগের গঠন রক্ত-নাড়ীহীন এবং সর্ব্বস্থলেই ইহাদিগের (ক) **পণীরবৎ পদার্থে** (caseation) এবং **ঘন-স্থূলত্বে** (Sclerosis) পরিবর্ত্তন ঘটে।

"**(ক) পণীরীভূততা বা কেজিয়েশন** (Caseation)—ইহাতে "সংযমন-মৃত্যু" বা কোয়াগুলেশন-নিক্রোসিস" (Coagulation Necrosis) বুঝায়—ব্যাসিলাইর স্থানিক ক্রিয়াফলে অথবা তাহাদিগের রাসায়নিক স্রাবে গুটিকার কেন্দ্র হইতে পরিধি অভিমুখে ধ্বংসজনক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। কোষনিচয় এইরূপে ঈষৎ পীত-কপিস গঠনহীন বস্তুতে পরিবর্ত্তিত হয়। পরিবর্ত্তন-কেন্দ্র বহুসংখ্যক এবং নিবিড় ন্যস্ত হইলে তাহারা

banglabooks.in

দ্রবীভূত ও ক্ষুদ্র বৃহৎ পুঞ্জে পুঞ্জে (cheesy pneumonia) বিভক্ত হয়। অনেক সময়ে গৌণভাবে পূয়বিষ সংক্রমণবশতঃ ক্ষত জন্মিয়া গহ্বর নির্ম্মিত হইতে পারে। পণীরীভূত পুঞ্জনিচয় ক্বচিৎ চূর্ণ-লবণে পরিবর্ত্তিত (calcification) অথবা তাহা দ্বারা নির্ম্মিত খোলসাভ্যন্তরে রক্ষিত হয়। শেষোক্ত পুঞ্জনিচয় কার্য্যতঃ অপকারহীন হইয়া অনিশ্চিতকাল অবস্থিতি করিতে পারে।

"(খ) ঘন-স্থূলত্ব অথবা স্ক্লিরোসিস (Sclerosis)—গুটিকা-কেন্দ্রে যে সময়ে কোষ-ধ্বংস প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তাহার পূর্ব্ব হইতে এবং তাহার সমকালেও প্রকৃতির আত্মসংরক্ষিণী শক্তি স্বক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা ফলবতী হয় না। প্রথমতঃ হায়ালাইন (Hyaline) বা জিউলির আটাবৎ অর্দ্ধ স্বচ্ছ বস্তুতে পরিণতির সংশ্রবে কৌষিক মূল পদার্থের সৌত্রিকোপাদানে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এতদবস্থায় অনেক সময়েই টুবারকলের কেন্দ্র পণীরবৎ থাকে এবং তাহা ব্যাসিলাই ধারণ করে, কিন্তু তাহার পরিধি অংশ বিলক্ষণ কঠিন ও ব্যাসিলাইহীন থাকে। ইহার তান্তব পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ গুটিকা ব্যাপিতে পারে। অপিচ গুটিকার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকস্থ উপাদানস্থিত সূত্র-জানের-মৌলিক পদার্থের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া তাহা নূতন যোজকোপাদান উৎপন্ন করিতে পারে। এবম্বিধ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ উপরিউক্ত যোজকোপাদানের গৌণ সংকোচনে গুটিকা কঠিন সূত্রনির্ম্মিত পিণ্ডে পরিণত হয়; রস-ঝিল্লি, বিশেষতঃ অন্ত্র-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির (peritoneum) গুটিকোৎপত্তি রোগে সূত্রজানিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত দেখা যায়:

"কোন নির্দ্দিষ্ট রোগীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধ্বংসাত্মিকা অথবা সংরক্ষিণী শক্তির মধ্যে কোন পক্ষ জয় লাভ করিবে, তাহা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যদিও প্রাকৃতিক নির্ব্বিঘ্নতা সম্ভবতঃ অজানিত, তথাপি নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ঘটনাধীনে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাদান-ক্ষেত্র ব্যাসিলাইর আক্রমণে বাধা জন্মাইতে সফল হইতে পারে। টুবারকুলোসিস

banglabooks.in

রোগের ব্যাসিলাই বা রোগ বীজাণু যে, বিশেষ প্রকারের বিষোৎপাদান করে তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এরূপাবস্থায় ইহা যুক্তিসঙ্গত যে, শারীরিক উপাদান এবং রসাদি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের প্রতিষেধক বিষ (Anti-toxin) নির্ম্মাণ করে। অতএব শেষোক্ত বিষঘ্নকে প্রকৃতির প্রধান ও অন্যতম রক্ষার উপায় বলা যাইতে পারে। কোন কোন উপাদানক্ষেত্র মধ্যবিধরূপে ব্যাসিলাইসংক্রমণে ও তাহাদিগকে আশ্রয় দানে উপযোগী থাকে। এই সকল স্থলে ব্যাসিলাইর সংক্রমণ ঘটিলে শীঘ্রই হউক আর কথঞ্চিৎ বিলম্বেই হউক, প্রকৃতির স্বাস্থ্য-রক্ষিণী এবং নিরাময়িক শক্তি প্রভাবে ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তিত অবস্থা পরান্নভোজী বীজের ধ্বংস নির্দ্ধারিত করিতে পারে। ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, এই সকল স্থলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর ব্যাসিলাই আশ্রয় পায় বলিয়া ফ্যাগসাইট বা গ্রাসককোষের সাধারণ ক্রিয়া এবং অন্যান্য রক্ষাকরী প্রক্রিয়া এই শুভফল সমানয়নে যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাসিলাই তাহার উন্নতির অনুকুল ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, সাংঘাতিক ক্রিয়া নিবারিত হয় না, যেহেতু আরোগ্য বিধানার্থ সাধারণ উপায়াদির এস্থলে অভাব থাকে।

"এক্ষণে আমরা স্থূলতঃ গুটিকা-সংসৃষ্ট অপায়াদির, বিশেষতঃ ফুসফুসের স্থূলতর অপায়াদির দৃশ্যাদি হৃদয়ঙ্গমে পারদর্শী হইলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংক্রমণ-কেন্দ্র, অথবা শস্য-বীজতুল্য বা মিলিয়ারি গুটিকাদির গলন ও মিশ্রণে বৃহত্তর পিণ্ড অথবা তাহার স্থানিক প্রসারণ-প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিস্তৃত গুটিকান্ত-ব্যাপ্তি (Infiltration) ঘটে (gray infiltration, Laennce)। একটি সম্পূর্ণ লোব এইরূপে আক্রান্ত হইতে পারে (গুটিকা সংসৃষ্ট বা টুবারকুলাস নিউমোনিয়া), অপিচ বিশেষ কোন প্রারম্ভিক কেন্দ্র ব্যতীতই বিস্তৃত অন্তর্ব্যাপ্তি (infiltration) এবং পনীরীভাব (caseation) সংঘটিত হইয়া ব্যাসিলাই দ্বারা সুদূর ব্যাপ্ত টুবারকুলাস বা গুটিকাসংসৃষ্ট নিউমোনিয়া জন্মিতে পারে।" (ডাঃ অস্‌লার)।

banglabooks.in

"আময়িক বিধান বিকার-তত্ত্বানুসারে দৃষ্ট করিলে রোগের "গ্রে-ইন্ফিল্ট্রেশন" বা "ধূসরান্তর্ব্যাপ্তি" অভিধান ভ্রমাত্মক, যেহেতু এই রোগজ পরিবর্ত্তনাদি কোন মৌলিক বিষয়েই মিলিয়ারি অথবা নডুলার্-টুবারকল সংশ্রবে যাহা সংঘটিত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইতে ভিন্নতা প্রদর্শন করে না। অপিচ শেষোক্তেরও দৃশ্য ঈষদ্ধূসর হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ প্রভেদ এই যে, সুবিস্তৃত গুটিকান্তর্ব্যাপ্তি রোগের (diffuse tuberculr infiltration), মিলিয়ারি টুবারকল অপেক্ষা সাক্ষাৎ প্রসারণ দ্বারা বিস্তৃতির অভিমুখে অধিকতর প্রবণতা থাকে।

"আনুষঙ্গিক প্রাদাহিক প্রক্রিয়াদি।—টুবারকল-ব্যাসিলাস আক্রান্ত যন্ত্রাংশের সংশ্রবীয় উপাদানাদিতে প্রাদাহিক প্রক্রিয়া উত্তেজিত করে; এবং গুটিকা সংসৃষ্ট অপায় ধীর সঞ্চারী হইলে একটি সীমাবদ্ধ এবং অবিমিশ্র ও কঠিন তান্তবোপাদানের প্রাচীর দ্বারা আক্রান্ত যন্ত্রদেশ বেষ্টিত হয়। এইরূপ দড়কচড়া ভাবের কঠিন উপাদান দ্বারা প্রাকৃতিক সংরক্ষণী শক্তি অস্থায়ী অথবা স্থায়ীরূপে স্থানিক রোগবিস্তারে বাধা প্রদান করে। রস-ঝিল্লির গুটিকোৎপত্তি-রোগে মৌলিক গুটিকার পরিধি অংশে অথবা তাহার অব্যবহিত চতুর্দ্দিকস্থ উপাদানে যেরূপ ঘনীভূততা সহ স্থূলত্ব বা স্ক্লিরসিস উৎপন্ন হয়, এই পরিবর্ত্তন তাহারই সদৃশ। অপিচ গুটিকান্তর্ব্যাপ্তি বা ইন্ফিল্ট্রেশন, তাদৃশ ধীরতর না হইলে, গৌণ প্রাদাহিক প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা প্রাতিশ্যায়িক অথবা ঘুংরিকাসির প্রকৃতিবিশিষ্ট নিউমোনিয়ার পরিবর্ত্তনের তুল্য। ইহা স্মরণীয় যে, গুটিকোৎপত্তি রোগে ধাতুগত মূল রোগ-বীজের পরিবর্ত্তনবশতঃ যে লক্ষণাদি উপস্থিত হয় তাহা প্রাথমিক সংক্রমণাপেক্ষা ষ্ট্রেপ্টককসাইর (প্রঃ খঃ চিত্র, ২৮) গৌণ সংক্রমণের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। উপরিউক্ত ষ্ট্রেপ্টককসাইই নানাবিধ প্রকারের গুটিকোৎপত্তি রোগে, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের সাংঘাতিক রোগে গুরুতর পূয়জনক পচা জান্তব পদার্থোপন্ন বিষের বর্ত্তমানতার কারণ। কিন্তু

banglabooks.in

কোন কোন মতানুসারে টুবার্‌কল ব্যাসিলাইর সাক্ষাৎ ক্রিয়াই পূযোৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু এরূপ পূযে ষ্ট্রেপ্টকক্‌সাই থাকে না, এবং ইহা উৎপাদিকা শক্তিহীন। আমি বিশ্বাস করি সাধারণতঃ উভয়ের মিশ্রসংক্রমণই নিয়ম।" (ডাঃ এণ্ডারস্‌.)।

কারণ-তত্ত্ব।—খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১তে ডাঃ কোশের টুবার্‌কুলোসিস রোগ সংসৃষ্ট ব্যাসিলাস বা উদ্ভিজ্জাণু বিশেষের আবিষ্কারের পর অধুনা তাহা উপরিউক্ত রোগের প্রকৃত কারণ বলিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যাসিলাস (প্রঃ খঃ চিত্র ২৭) দেখিতে একটি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম দণ্ডের ন্যায়। ইহার দৈর্ঘ্য লোহিত রক্ত কণিকার ব্যাস-রেখার অর্দ্ধ ভাগের সমান। রঞ্জিত করিলে, বোধ হয় স্পোরস (Spores) বা বীজাণু-কোষ থাকায়, মাল্যবৎ দেখায়। সর্ব্বপ্রকার গুটিকোৎপন্ন ক্ষতেই ব্যাসিলাই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা তরুণ রোগেই অত্যধিকতর থাকে। ইহারা শোণিত-নাড়ী অথবা লসীকা-নাড়ীতেও প্রবেশ লাভ করিতে পারে, এবং রসরক্তের সংশ্রবে শরীরময় বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। ফুস্‌ফুসের গুটিকোৎপত্তি রোগে রোগীর গয়ারসহ প্রভূত পরিমাণ ব্যাসিলাই বহির্নিক্ষিপ্ত হয়; এবং এই ব্যাসিলাই সংক্রমিত গয়ার শুষ্ক হইতে পাইলে সূক্ষ্ম গুড়িকার আকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রোগ বিস্তার করে; ইহা গৃহ মধ্যে শয্যাবস্ত্রে সংক্রমিত হয়, বস্ত্র সমল করে এবং তাহা হইতে পুনর্ব্বার বায়ুসহ ইহার মিশ্রণ ঘটে। ব্যাসিলাইর সহজে ধ্বংস হয় না, শরীর বহির্ভাগে ইহারা প্রায় অনিশ্চিত কাল জীবন রক্ষা করিতে পারে। ব্যাসিলাই পূর্ণ গৃহ-বায়ুর ন্যূনাধিক অবিশ্রান্ত শ্বাস-গ্রহণই টুবার্‌কুলোসিস রোগের বিশেষ উত্তেজক। যে সকল স্থানে যক্ষ্মাকাসের রোগী ক্বচিৎ গতিবিধি করে তাহার ধূলা বিষময় ব্যাসিলাই হইতে সাধারণতঃ মুক্ত থাকে।

রোগ-সংক্রমণের প্রকার ভেদ।—১। কৌলিক অথবা আজন্ম গুটিকোৎপত্তি—এরূপ রোগ সংক্রমণ বিরল

banglabooks.in

হইলেও, নিঃসন্দেহ যে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। পিতৃ অপেক্ষা মাতৃকুল হইতে রোগের অধিকতর উত্তরাধিকারিত্ব জন্মে।

২। **শ্বাস-গ্রহণে**—শ্বাসগ্রহণসহই প্রধানতঃ ইহার সংক্রমণ ঘটে। শ্বাস-বায়ুসহ ব্যাসিলাই ফুস্‌ফুসে প্রবেশ লাভ করে। স্মরণীয় যে, **রোগীর প্রশ্বাসিত বায়ু সংক্রামক নহে।** রোগোৎপাদক বীজ শুষ্ক গয়ারে থাকে, এবং বায়ুতে ভাসমানাবস্থায় গৃহীত শ্বাসবায়ুসহ সংক্রমিত হয়। এই প্রকারে ইহারা মনুষ্য শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া সাক্ষাৎভাবে ঊর্দ্ধ বায়ু-পথ অথবা স্বর-যন্ত্রে সংক্রমিত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালীতে অথবা কখন কখন ফুস্‌ফুসে অবস্থিত হইয়া থাকে। শবচ্ছেদে শতকরা প্রায় পঞ্চাশটি রোগীর বায়ুনালীতে এবং ফুস্‌ফুসে পূর্ব্ব টুবারকলঘটিত বা গুটিকা সংক্রান্ত অপায়ের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। টুবার-কুলোসিস একটি স্পর্শ-সংক্রামক রোগ, কিন্তু অন্যান্য স্পর্শসংক্রমণশীল রোগের ন্যায় ইহা বারেক সংস্পর্শেই সংক্রমিত হয় না। পুনঃ পুনঃ এবং প্রলম্বিত সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। তজ্জন্য পুরাতন রোগের সুদীর্ঘ কালই ব্যাসিলাই সংক্রমণের সুবিধা প্রদান করে। স্বামী অথবা স্ত্রী মধ্যে রোগের আদান প্রদান হইতে পারে, এবং ব্যবসাবলম্বী শুশ্রূষাকারিণীও সহজে রোগাক্রান্ত হয়। ডাঃ হোয়াইট্ একারের মতে শতকরা তিয়াত্তর জন শুশ্রূষাকারিণী পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে গুটিকোৎপত্তি রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কারাগৃহ এবং অনাথাশ্রম প্রভৃতিতে রোগের শতকরার সংখ্যা অধিকতর দেখা যায়। কিন্তু অধুনা রোগের সংস্পর্শ-সংক্রমণের বিষয় বিদিত হইয়া যত্নের সহিত স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন আরম্ভ হওয়ায় উপরিউক্ত নিবাসাদিতে রোগের সংখ্যা স্বল্পতর হইয়া আসিতেছে।

৩। **গলাধঃকরণে**—রোগ বীজ সংক্রমিত দুগ্ধ অথবা মাংসের গলাধঃকরণ দ্বারা রোগ-সংক্রমণ ঘটিতে পারে। গুটিকাক্রান্ত জন্তুর দুগ্ধ তাহা- [illegible] এবং মনুষ্য পরিবারে রোগ চালিত করিয়া থাকে; এরূপ

banglabooks.in

স্থলে ব্যাসিলাস, পরিপাক-পথাদিতে স্থান প্রাপ্ত হয়; এবম্বিধ ঘটনাপ্রযুক্তই শিশু এবং অল্প বয়সের জন্তুদিগের মধ্যে অনেক সময়েই আন্ত্রিক ও মিসেণ্টারিক গুটিকোৎপত্তি-রোগ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ব্যাসিলাস সংক্রমিত জন্তুর যে কোন মাংস-ভক্ষণেই সর্ব্বদা রোগোৎপন্ন হয় না, কিন্তু গুটিকা-সংস্থিত স্থানের মাংস উদরস্থ করিলে রোগ জন্মিতে পারে। মাংস বিলক্ষণ সিদ্ধ করিলে এইরূপে রোগ প্রেরণায় বাধাজন্মে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাদ্য সহ গুটিকারোগযুক্ত রোগীর গয়ার ভোজন করাইলে গুটিকোৎপত্তি-রোগ প্রবিষ্ট করান যায়।

৪। রোগ-বীজ-বপন বা ইনকুলেশন—মনুষ্যত্বকে রোগবীজ প্রবিষ্ট করাইলে (ইনকুলেশন) স্থানিকগুটিকার আকারে গুটিকোৎপত্তি রোগ জন্মিতে পারে। এরূপ স্থলে লসীকামণ্ডল দ্বারা ক্বচিৎ রোগ শরীরের অন্যান্য অংশে প্রেরিত হয়। রোগবীজযুক্ত অস্ত্রাদি অথবা পরীক্ষার্থ প্রস্তুত আদর্শ রুগ্ন উপাদানের সংস্পর্শ, কিম্বা দূষিত মাংস অথবা ত্বক দ্বারা এরূপে রোগ সংক্রমণ সংঘটিত হইতে পারে; ইহাতে শরীরের ক্ষতস্থান, বিদারণ অথবা অবদরণ সংস্রবে আসিয়া রোগ-বীজ সংক্রমিত হয়। এই প্রকারেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার শবচ্ছেদ কালে ব্যাসিলাই সংক্রমিত হইতে পারে। অনেক স্থলে ধর্ম্মাচার সঙ্গত শিশ্নত্বকছেদ বা ছিন্নৎ (circumcision) কালে গুটিকা-রোগগ্রস্ত ছেদনকারী হইতে রোগবীজ শোণিত হওয়ায় উপ্ত হইয়াছে। মানবীকৃত (Humanized) গো-বীজের টিকাদ্বারা রোগ সংক্রমিত হওয়ার কোন প্রমাণাভাব। ডাঃ অনুলার বলেন যে, মানুষে টিকা দেওয়ার সহিত গুটিকোৎপত্তির অতি সামান্যই সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।—(১) বর্ণ—নিগ্রোজাতিতে গুটিকা সংক্রমণ বিষয়ে বিশেষ প্রবণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং বীজ গ্রহণে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান জাতি তন্নিম্ন স্থান অধিকার করে। জনসাধারণের আনুপাতিক

banglabooks.in

মৃত্যু সংখ্যার গণনায় আয়ারলণ্ড বাসীগণ অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা অধিকতর গুটিকা-রোগ-প্রবণ বলিয়া অনুমিত হয়।

(২) বংশগত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ—বংশানুক্রমিকতা গুটিকা-রোগোৎপত্তি বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে সাধারণতঃ বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ না করিলেও (এপর্য্যন্ত যেরূপ স্বীকৃত) তাহাতে ইহা যে অতীব গুরুতর সাহায্য করে তাহা নিশ্চিত। রোগ প্রবণতায় পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের যতদূর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় তাহাতে শতকরা অনেক রোগ যে, বংশানুক্রমিকতা রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণে আরোপ করা যাইতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যানুমোদিত অবস্থায় পালন করিলে গুটিকা-রোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানে রোগ নাও জন্মিতে পারে, সম্ভবতঃ জন্মিবে না, তথাপি উপযুক্ত জল বায়ুর আরোগ্যবিধায়িনী শক্তির স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রক্ষা না করিলে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক এই সকল শিশু সাধারণতঃ রোগাক্রান্ত হইবে। যে সকল ব্যক্তি ক্ষীণ-ধাতু এবং দুর্ব্বল ফুসফুসযুক্ত—যাহাকে গুটিকা-রোগপ্রবণ ধাতু বা টুবারকুলার ডায়াথিসিস্ বলা যায়—অপিচ যাহারা ধাতুগত গণ্ডমালা রোগ প্রবণ, তাহাদিগের এই রোগাক্রমণ হওয়া বিশেষ সম্ভাবনা, এবং উপরিউক্ত অবস্থাদিই সাধারণতঃ বংশানুক্রমিকতার প্রকাশক। কিন্তু স্মরণীয় যে, দৃশ্যতঃ কঠিন দেহ এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণও কখন কখন এই রোগাক্রমণের লক্ষ্য হইয়া থাকে। মাতা হইতেই অধিকাংশ স্থলে শিশুতে রোগের প্রেরণা হয় বলিয়া কথিত। সম্ভবতঃ অনেক স্থলে মাতার সহিত অধিকতর বাসের সংশ্রবই সন্তানে রোগসংক্রমণের কারণ।

৩। বয়স—কোন বয়সই ইহার আক্রমণ বহির্ভূত নহে। ফুস-ফুসের গুটিকোৎপত্তি রোগ কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে অধিকতর সাধারণ। যুবকাপেক্ষা শিশুদিগের মধ্যে অস্থি, লসীকামণ্ডলী, মস্তিষ্ক-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি এবং অন্ত্র-পথ অধিকতর টুবার্কুলোসিস রোগাক্রান্ত হয়।

৪। স্ত্রী-পুং-জাতি—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী-জাতিই দৃশ্যতঃ ইহা

banglabooks.in

দ্বারা অধিকতর আক্রান্ত হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থা রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ-রূপে কার্য্য করে; অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও স্তন্যদান কালে রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই রোগ-সংস্পর্শ অধিকতর হয়, কারণ ইহারা অধিকাংশ সময়ই বায়ু-প্রবাহহীন গৃহের সমল বায়ুপূর্ণ স্থানে আবদ্ধ থাকে, এবং বহির্প্রকৃতির আনন্দ, স্বাস্থ্য ও উৎসাহ প্রভৃতির শক্তিপ্রদায়িনী গুণ হইতে বঞ্চিত।

৫। জল-বায়ু এবং ভূমি—শীতলদেশের বায়ুতে শিক্ততা থাকে এবং হঠাৎ তাপের পরিবর্ত্তন ঘটে বলিয়া তাহা গুটিকোৎপত্তি রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র, পক্ষান্তরে শুষ্ক শীতল জল-বায়ু এবং পার্ব্বত্যদেশ সাধারণতঃ রোগমুক্ত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৬। ব্যবসা—ব্যসায়ের অনুরোধে যেসকল ব্যক্তির নির্ম্মল বায়ুর গতায়াত হীন গৃহ বাসের আবশ্যক, অথবা বাধ্য হইয়া যাহাদিগকে উত্তেজক কিম্বা অনিষ্টকারী বস্তুর শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, উক্ত প্রকারের দুর্ব্বলকর এবং দূষিত অবস্থা হইতে মুক্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহারা গুটিকোৎ-পত্তি রোগে অধিকতর প্রবণ।

৭। স্থানিক অবস্থাদি—শরীরের যে কোন অংশ রোগ-বশতঃ দুর্ব্বলীকৃত, অথবা প্রদাহ প্রবণ তাহাই গুটিকা-বীজ-গ্রহণে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করে। কোন প্রকার স্থানীয় প্রতিশ্যায়, বিশেষতঃ বায়ু নালী-প্রতিশ্যায়, অগলিত-শোষিত (unresolved) নিউমনিয়াক্রান্ত ফুস-ফুসাংশ, এবং আঘাত প্রাপ্ত বক্ষ প্রভৃতি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে কার্য্য করিতে পারে। এই প্রকারেই আন্ত্রিক প্রতিশ্যায় পূর্ব্ব হইতে পরিপাক পথেরগুটিকোৎপত্তি রোগের প্রবণতার উৎপাদন করে, অথবা টুবারকুলার ব্যাসিলাস প্রজননের সুবিধাজনক ক্ষেত্র কর্ষিত রাখে। আঘাত বশতঃ সহজ সন্ধি-প্রদাহও টুবারকুলার বা গুটিকাদোষ গ্রস্ত হইতে পারে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৫ (LECTURE CXV)

তরুণ ফুসফুস-প্রদাহঘটিত যক্ষ্মা-কাসি বা একুট নিউমনিক থাইসিস।

(ACUTE PNEMONIC PHTHISIS.)

প্রতিশাম।—ফুসফুসের তরুণ যক্ষ্মাকাসি বা একুটপালমনারি থাইসিস (Acute Pulmonary Phthisis.); তরুণ ক্ষয়কাসি বা একুট কঞ্জামশন (Acute Consumption.); দ্রুত গতি ক্ষয়কাসি বা গ্যালপিং কঞ্জামশন (Galloping Consumption.); রক্ত-স্রাবী যক্ষ্মা-কাসি বা থাইসিস ফ্লরিডা (Phthisis Florida.)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তির সহিত একযোগে লোবার-নিউমনিয়া অথবা ব্রংকো-নিউমনিয়া উৎপন্ন হইলে তাহা ফুসফুসের তরুণ যক্ষ্মাকাসি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এতাবতা ইহা সহজ গুটিকোৎপত্তি বা টুবারকুলোসিস অপেক্ষা অধিকতর জটিল বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণতঃ প্রথমে ফুসফুসের চূড়া আক্রান্ত হয়, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ঊর্দ্ধ লোব এবং কখন কখন সম্পূর্ণ ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ রোগের ব্রংকো-নিউমনিয়ার সহিত সংশ্রব থাকিলে, রোগ ইতস্ততঃ ভাবে উভয় ফুসফুসে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময়ে অধঃলোব পর্য্যন্ত আক্রান্ত করে।

রোগ দুই প্রকার :—(১) লোবার-নিউমনিয়া সহ (With lobar-pneumonia); (২) ব্রংকোনিউমনিয়া সহ (With bronchopneumonia)।

banglabooks.in

(১) লোবার নিউমনিয়া সহ—রোগে ফুসফুসোপাদানের ধ্বংস হয় ও তাহাতে গহ্বর জন্মে। এই সকল গহ্বর আকারে ক্ষুদ্র, এবং অভগ্ন গুটিকা-পিণ্ড বেষ্টিত থাকে। গুটিকা-পিণ্ডাদি ভগ্ন হইয়া গহ্বর বৃহত্তর হইতে পারে। পিণ্ডগুলি মৃত গুটিকা বা টুবারকলের উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া কখনই তাহাদিগের তরলীভাব ও শোষণ বা রিজলিউশন হইতে পারে না। অতি অল্প স্থলেই কোমলতা এবং গহ্বরের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ফুস্‌ফুসের স্বল্পাধিক অংশ নিরেট হইয়া থাকে ও তাহাতে ঈষৎ পীত-শুভ্র পনীরবৎ পদার্থ রোগের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। চতুর্দ্দিকস্থ ফুসফুসোপাদান নিউমোনিয়া রোগগ্রস্ত হওয়ায় তাহা লোহিত অথবা ধূসর বাক্বতীভূত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

(২) ব্রংকো-নিউমনিয়া সহ।—এই প্রকারের রোগ, শিশুদিগের মধ্যে অতিকতর দেখা যায়। ইহার রোগজ পরিবর্ত্তনাদি ব্রংকো-নিউমনিয়ার পরিবর্ত্তন তুল্য। এই পরিবর্ত্তন চাকলায় চাকলায় হয়—বায়ু-নালীর অন্তর্ব্যাপ্ত (infiltrated) প্রাচীরাংশ গোলাকারে সন্নিবিষ্ট কতিপয় ঘনীভূত ফুস্‌ফুস-কোষ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকলা মিলিত হইয়া বৃহত্তর ঘনীভূত চাপ উৎপন্ন করিতে পারে। ইহারা ভগ্ন হইলে বিবিধ আকারের ও গঠনের গহ্বর নির্ম্মিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই প্লুরা আক্রান্ত হয়, এবং বিশেষ করিয়া শিশুদিগের মধ্যে ব্রংকিয়াল গ্ল্যাণ্ডস্‌ বা বায়ু-নালীস্থ গ্রন্থিনিচয়ও আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত গুটিকান্তর্ব্যাপ্তি বা টিউবারকুলার ইন্‌ফিলট্রেশন বশতঃ বায়ু নালীর প্রাচীর দুর্ব্বলীকৃত এবং প্রসারিত হইতে পারে এবং তাহার পরিণামে প্রাচীরে ক্ষতও জন্মিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—তরুণ যক্ষ্মাকাসি প্রাথমিক হইতে পারে অথবা ফুসফুসের কিম্বা অন্য কোন যন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রকার গুটিকাসংক্রান্ত রোগ হইতে গৌণভাবে জন্মিতে পারে। অধিকতর সময়েই ইহা শিশুবয়সে

banglabooks.in

এবং যৌবনের প্রথমাবস্থায় সংঘটিত হয়, কিন্তু কোন বয়সই ইহার আক্রমণের বহির্ভূত নহে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—হঠাৎ আক্রমণ ঘটে। সাধারণতঃ শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিয়া, কিন্তু অনেক সময়ে তদ্ব্যতীতও রোগারম্ভ হয়। রোগীর শীত হইয়া দ্রুত বর্দ্ধিষ্ণু তাপ, পার্শ্ব-বেদনা, শ্লেষ্মা অথবা শ্লেষ্মা-পূয়ের গয়ার নিষ্ঠীবন, এবং প্রভূত দুর্ব্বলতা ঘটে। ইহার পরেই গয়ার লৌহ-মরিচা বর্ণ (rust coloured) হয়, এবং কখন কখন তাহাতে টুবার্‌কল্ ব্যাসিলাই পাওয়া যায়। কিন্তু রোগের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত ইহারা অনুপস্থিত থাকিয়াও দেখা দিতে পারে। অনেক সময়েই রোগের প্রথম দুই এক দিবস রক্তস্রাব থাকিতে এবং তাহা অতীব কঠিনও হইতে পারে। শ্বাসকৃচ্ছ্র, কখন কখন অতীব কঠিন ও অবিশ্রান্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র, রোগের প্রথম হইতেই থাকে; অনেক সময় তাপ অবিশ্রান্তভাবে উচ্চ থাকিয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা স্বল্প বিরাম অথবা প্রলেপক (hectic) প্রকারের হয়। নৈশ-ঘর্ম্ম এবং শীর্ণতা প্রায় নিত্য লক্ষণ মধ্যে গণ্য। ইহার প্রাকৃতিক চিহ্নাদি লোবার নিউমনিয়ার প্রাকৃতিক চিহ্নের তুল্য হইলেও রোগের প্রথমাবস্থায় সাধারণতঃ তাহার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ অষ্টম অথবা দশম দিবসে রোগের ভাবান্তর বা ক্রাইসিস না হইয়া রোগীর অবস্থা কঠিনতর হইয়া উঠে। তাপ স্পষ্টতঃ স্বল্প বিরাম, নাড়ী অধিকতর দ্রুত, গয়ার শ্লেষ্মা-পূয়বৎ এবং ঈষৎ সবুজ হইয়া যায়। এই সকল লক্ষণ ক্রমশঃ কঠিনতর হয়, ফুসফুসাংশের কোমলত্ব প্রাপ্তিতে তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক চিহ্নাদি দেখা দেয় এবং গয়ারে প্রভূত পরিমাণ টুবার্‌কল্‌ব্যাসিলাই পাওয়া যায়। অনেক সময়েই কেবল এই অবস্থাতেই রোগের প্রকৃতি এবং গভীরতা হৃদয়ঙ্গম হয়। ৩কোন কোন স্থলে কোমলতা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যু ঘটে।

স্থূল বিশেষে নাতিপ্রবল রোগের ধীরে আক্রমণ হয়; কখন বা তাহার পূর্ব্বে কাসিতে রক্ত উঠে। পুনঃ পুনঃ শীত হইয়া স্বল্প বিরাম

banglabooks.in

প্রকৃতির প্রবল জ্বর এবং নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, কিন্তু শ্বাস-কৃচ্ছ্র কচিৎ কষ্ট দেয়। কাসি প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে শ্লেষ্মা-পূযের গয়ার উঠে, এবং শীঘ্রই তাহা প্রভূত পরিমাণ ও পূয়বৎ হয়। গয়ারে টুবারকুল্‌-ব্যাসিলাই থাকে। কখন কখন রক্তস্রাব ঘটে এবং কখন কখন তাহার পরিমাণ বিলক্ষণ প্রচুর দেখা যায়। সাধারণতঃ জ্বর প্রাতে প্রায় ১০০° ফারেন হাইট থাকে, এবং অপরাহ্ণে বাড়িয়া ১০৩° অথবা ১০৪° ফারেন হাইটে উঠে। প্রায়শঃ প্রত্যূষ সময়ে জ্বরের বিরাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে, বিশেষ করিয়া মস্তক ও গ্রীবায় প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম হয়। জ্বরের বৃদ্ধিকালে গণ্ডে শোণিতোচ্ছ্বাস ও চক্ষে চাকচক্য দেখা যায়। নাড়ী ক্রমশঃ দ্রুততর ও ক্ষীণ হইতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া যায়, এমন কি তাহাতে দৈহিক নীলিমা জন্মিলেও রোগী শ্বাস-কৃচ্ছ্র বশতঃ কোন কষ্ট প্রকাশ করে না। রোগীর দ্রুত শীর্ণতা ও রক্তহীনতা জন্মে এবং শক্তির ক্ষয় হইতে থাকে। প্রাকৃতিক চিহ্নাদি প্রথমে সাধারণ ব্রংকাইটিস অথবা ব্রংকো নিউমনিয়ার ন্যায় থাকে এবং অনেক সময়ে তাহার সহিত প্লুরাইটিসের চিহ্ন পাওয়া যায়। গহ্বর-গঠিত হইলে বায়ু-গর্ভের মৃদু নিরেট ভাবের (Tympanitic dulless) অথবা "ভগ্ন-পাত্র" অথবা শূন্য বোতলে ফুৎকারবৎ (Amphoric note) শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্বাস-প্রশ্বাস এবং স্বর গহ্বরিক প্রকৃতি (cavernous) পায়, এবং পরিচিত ঘড়্‌ঘড়ি (gurgles) এবং ঘোল মাড়নের (churning) ন্যায় শব্দ উত্থিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ফুসফুসের প্রাদাহিক রোগাদির বিষয়ে প্রথমে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে,তাহাতে উপলব্ধি হইয়াছে যে, লোবার নিউমনিয়াই একমাত্র রোগ, যাহা নির্ব্বাচন পক্ষে সহজ নহে। লোবার নিউমনিয়া বর্ণনকালে তাহার প্রধান প্রধান নির্ব্বাচনের বিষয়গুলির যথাযোগ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। ধীর গতি বিশিষ্ট নাতি প্রবল গুটিকা সংসৃষ্ট রোগ, গুটিকাহীন

banglabooks.in

ব্রংকো-নিউমনিয়া এবং ব্রংকিয়েক্টিসিস রোগ হইতে প্রভেদিত করা কথঞ্চিৎ কঠিন হইতে পারে। ব্রংকো-নিউমনিয়া হইতে ইহাকে প্রধানতঃ ইহার কোমলীভূত অবস্থার প্রাকৃতিক চিহ্নের, এবং গয়ারে টুবার্ কল্-ব্যাসিলাইর বর্ত্তমানতার দ্বারা প্রভেদিত করা যায়। ব্রংকিয়েক্টিসিসে যক্ষা কাসির বিশেষক জ্বরের অভাব, গয়ারে টুবারকল ব্যাসিলাইর অনুপস্থিতি, রোগের ধীরতর গতি, রোগীর স্বল্পতর শীর্ণতা এবং শারীরিক যক্ষ্মা-বিকারের অভাব রোগ নির্ব্বাচন পক্ষে যথেষ্ট।

ডাঃ অস্‌লারের মতে গুটিকা সংসৃষ্ট তরুণ ব্রংকো-নিউমনিয়া প্রায়শঃই সংক্রামক রোগের, বিশেষতঃ হাম এবং হুপ্‌শব্দককাসির পরিণামে জন্মে; ফলতঃ এই সকল রোগের অধিকাংশই গুটিকা সংসৃষ্ট থাকে। ইনি এই রোগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—(ক) যে সকল রোগে দন্তোদ্‌গমকালে শিশু হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয় অথবা জ্বরের আরোগ্যাবস্থায় (convalescence) উচ্চ তাপের সহিত কঠিন কাসি, এবং এক অথবা উভয় ফুসফুস-চূড়ায় নিরেটীভূত অবস্থার চিহ্ন পাওয়া যায়। অল্পকালের মধ্যেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রহীন চক্ষে অপায়, গুটিকা সংসৃষ্ট বলিয়া লক্ষিত হয় না। (খ) এই শ্রেণীর রোগে শিশুর ব্রংকো-নিউমোনিয়ার সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং রোগ অধিকতর সময় স্থায়ী হইয়া প্রায় ষষ্ঠ-সপ্তাহে মৃত্যু ঘটে। (গ) সংক্রামক রোগের আরোগ্যাবস্থায় শিশু অসুস্থ বোধ করে, জ্বর, কাসি এবং শ্বাস-কৃচ্ছ উপস্থিত হয়। পনের দিনের মধ্যে রোগের প্রবলতা কমিয়া যায়, এবং প্রাকৃতিক পরীক্ষায় বিস্তৃত ব্রংকাইটিসের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে ন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘনীভূত (consolidated) স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল রোগের অনেকাংশ পুরাতন যক্ষ্মা কাসিতে পরিণত হয়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৬ (LECTURE CXVI)

পুরাতন ফুস্‌ফুস-গুটিকোৎপত্তি বা ক্রণিক পালমনারি টুবারকুলোসিস।

(CHRONIC TUBERCULOSIS.)

প্রতিনাম।—গুটিকোৎপত্তি বা টুবারকুলোসিস (Tuberculosis); ক্ষয়কাস বা কন্‌জামশন (Consumption); পুরাতন যক্ষ্মা বা ক্রণিক্ থাইসিস (Chronic Phthisis); পুরাতন ক্ষতকর যক্ষ্মা বা ক্রণিক অল্‌সারেটিভ থাইসিস্ (Chronic Ulcerative Phthisis)।

পরিভাষা।—গুটিকা-বীজাণু বা ব্যাসিলাস টুবারকুলোসিস্ কর্ত্তৃক উৎপাদিত বিশিষ্ট প্রকারের ফুসফুস-রোগ। ইহাতে ফুসফুসে টুবারকল্ বা গুটিকা সংস্থিত হওয়ার পর ক্রমশঃ তাহাদিগের কোমলত্ব জন্মে ও ক্ষতের উৎপত্তি হয়; এবং অধিকাংশ স্থলে পূয়-কেন্দ্র এবং পূয়-গহ্বর হইতে পচা জান্তব বিষের সংক্রমণ ঘটে। এতাবতা মূল-রোগ লক্ষণ সহ উপরিউক্ত বিষের সংক্রমণ সংক্রান্ত লক্ষণ যোগদান করায় মিশ্র-রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—টুবারকুলোসিস্ বা গুটিকোৎপত্তির সাধারণ আময়িক বিধান-বিকার-সংসৃষ্ট তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এক ফুসফুস—চূড়ার কথঞ্চিৎ নিম্নে ও পশ্চাতে প্রথমে গুটিকা সংন্যস্ত হয়; এবং রোগ তথা হইতে নিম্নাভিমুখে প্রসারিত হইয়া থাকে। শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক রোগ বিপরীত পার্শ্বস্থ ফুসফুসের ঊর্দ্ধ লোব বা গোলক আক্রমণ করে এবং ইহার অধঃ প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব আক্রান্ত ফুস্‌ফুসের অধঃ লোবের ঊর্দ্ধাংশ আক্রমণ করে। অতি বিরল স্থলেই রোগ প্রথমেই অধঃলোব আক্রমণ করিয়া থাকে।

banglabooks.in

ডাঃ এণ্ডার্সের পরিদর্শনের ফল, "রোগের প্রারম্ভিক অপায় অধিকাংশ সময়েই কণ্ঠাস্থি (Clavicle) এবং কণ্ঠাস্থি উদ্ধস্থানদ্বয় সংসৃষ্ট বক্ষ-প্রাচীর-দেশের পশ্চাতস্থ ফুস্‌ফুসের চূড়ার নিটকবর্ত্তী স্থান ও সম্মুখাংশে সংস্থিত হয়। আমার নিকট এই আক্রান্ত স্থান অধিকাংশ সময়ে বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। পুরাতন টুবার-কুলোসিসের অপায় তরুণ রোগের অন্তর্ব্যাপ্ত নিউমনিয়ার অপায়ের সহিত সদৃশ। ইহাতে তরুণ প্রকারের ন্যায়ই গুটিকাপিণ্ড উপস্থিত হয় এবং তাহা ধ্বংস হইয়া জমাট বাঁধিয়া থাকে অথবা ভগ্ন ও গলিত হইয়া গহ্বরোৎপাদন করে। অতীব স্বল্পতর স্থলে ইহার যে আরোগ্য হওয়ার বিষয় শ্রুত হওয়া যায় তাহাতে গুটিকার তান্তব (Fibroid) পরিবর্ত্তন ঘটে, অথবা, সম্ভবতঃ তাহারা তাহাদিগের চূর্ণ-লাবণিক অথবা অধিকাংশ সময়ে পণীরবৎ আধেয় দ্বারা কোষ বেষ্টিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের চতুষ্পার্শ্বীয় উপাদান ঘনীভূত অথবা গুটিকার উপাদান দ্বারা অন্তর্ব্যাপ্ত (Infiltrated) হইতে পারে। এই সকল পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর বায়ু-নালীতে আরম্ভ হয় এবং প্রথমে নির্দ্দিষ্ট কতিপয় অনুগোলক বা লবুলে সীমা-বদ্ধ থাকে। কিন্তু রোগের শেষাবস্থায় বিস্তৃত হইয়া ফুসফুসোপাদানের বৃহত্তর দেশ আক্রমণ করিতে পারে। কোমলতা প্রাপ্তি এবং গহ্বর গঠনের সহিত বায়ুনালীর ক্ষত জন্মিয়া গহ্বরায়তনের অধিকতর বৃদ্ধি হয়। প্রাচীরের প্রসার ঘটিয়া ব্রংকিয়েক্টিসিস উৎপন্ন হওয়াও গহ্বরায়তনের বৃদ্ধির অন্যবিধ কারণ। গহ্বর একবার গঠিত হইলে তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এজন্য তাহারা পরস্পর মিলিত হয় বলিয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়। এতাবতা তাহারা যে পর্য্যন্ত একটি সম্পূর্ণ লোব অধিকার না করে বাড়িয়া যায়; এমন কি তাহারা একটি সম্পূর্ণ ফুসফুস একটি মাত্র গহ্বরে পরিণত করিতে পারে। গহ্বরের প্রাচীর নিচয় অনিয়মিত আকারের থাকে। গহ্বরাভ্যন্তরে যে সকল ধমনী অনাবৃত হইয়া পড়ে তাহাদিগের অন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লির প্রদাহ প্রযুক্ত রক্ত-

banglabooks.in

নাড়ীর রোধ এবং রজ্জুবৎ তান্তবোপাদানে পরিণতি ঘটে। এরূপ সংঘটনার অভাবে নাড়ীপ্রাচীর ক্রমশঃ ক্ষয়িত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ ন্যূনাধিক প্রচুর রক্তস্রাব দেখা দেয়। গহ্বর বৃহত্তর না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিধ হইলেও স্বভাবের সংরক্ষিণী শক্তি প্রভাবে আরোগ্যপ্রক্রিয়া আরম্ভ হইলে প্রাচীর ঘন এবং তন্তুময় হইয়া যায় এবং তাহার আবরণীঝিল্লি মসৃণ ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিবৎ হইতে পারে।

অন্তর্ব্যাপ্ত ফুস্‌ফুস-প্রদাহ বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমোনিয়া (Interstitial Pneumonia)—পুরাতন গুটিকোৎপত্তি বা টুবারকুলোসিস্ সংশ্রবে দুই প্রকার অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া বা ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ জন্মে। প্রথম প্রকারের রোগ টুবারকল্-ব্যাসিলাইর সাক্ষাৎ উত্তেজনার ফল। ইহাতে ফুস্‌ফুসোপাদানের প্রাদাহিক ঘনত্ব জন্মে। ইহা উপাদানের ধ্বংসমূলক এবং গুটিকার বিস্তারক্রিয়ার অনুকূল। দ্বিতীয় প্রকারের রোগ ইহার বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট। ইহা গুটিকা-স্তূপ ও গহ্বরের অব্যহিত নিকটস্থ উপাদানে ধীরে সংঘটিত হয়। রোগের অধিকতর বিস্তৃতির বাধা প্রদান এবং পূর্ব্ব সংঘটিত অপায়ের সংস্কার ইহার লক্ষ্য। ইহার ক্রিয়ায় ক্ষতাস্কোৎপাদক যোজকোপাদান জন্মে, তাহা গহ্বর নিচয়কে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের বিস্তৃতির বাধা দেয় এবং সঙ্কুচিত হইয়া গহ্বরের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অভাব ঘটাইতে পারে।

বিক্ষিপ্ত ফুস্‌ফুস-গুটিকোৎপত্তি বা ডিসেমিনেটেড টুবারকুলোসিস্ (Disseminated Tuberculosis.)—তৃণ-বীজবৎ (Miliary) গুটিকা কেবল ফুস্‌ফুসের রুগ্নদেশে আবদ্ধ থাকে না, তাহারা তাহার এক লোবের সম্পূর্ণ প্রদেশে, এমন কি অখণ্ড ফুস্‌ফুসের সমগ্র দেশেও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। এই সকল গুটিকা পণীরীভূত (caseation) হয় এবং গলিত হইয়া সুবৃহৎ এবং অনিয়ত আকারের গহ্বরও নির্ম্মাণ করিতে পারে। মিলিয়ারি টুবারকলের বর্ত্তমানতা সুদূরব্যাপ্ত

banglabooks.in

টুবারকুলাস নিউমনিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। এই প্রকার রোগে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রে এবং উপাদানেও মিলিয়ারি টুবারকল দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য যন্ত্রে সংঘটিত পরিবর্ত্তন—ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি (Pleura), স্বর-যন্ত্র, বায়ু-নালীর গ্রন্থি এবং মিসেণ্টারিক ও অন্যান্য লসীকা-গ্রন্থিতে অনেক সময়েই গুটিকা সংসৃষ্ট পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়। গুটিকা সংসৃষ্ট হৃদন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহও অসাধারণ নহে। রোগের শেষাবস্থায় আন্ত্রিক গুটিকোৎপত্তির ফলস্বরূপ উদরাময় দেখা দেয়। যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্কক এবং আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিতে এমিলয়েড বা শ্বেত-সারবৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। যকৃতের বসান্তর্ব্যাপ্তিসহ স্পষ্ট বিবৃদ্ধিও অসাধারণ নহে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগের প্রথমাক্রমণ বিবিধ প্রকারে এবং অস্পষ্ট ভাবে উপস্থিত হয়। ইহাতে ভ্রান্তির নিতান্ত সম্ভব। এজন্য তাহাদিগকে সুবোধ্য করণার্থ তালিকাকারে লিপিবদ্ধ করা হইল :—

১। সাধারণতঃ সামান্য সর্দ্দির সহিত ইহার আক্রমণ আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহার গুরুত্ব বিষয়ে ধারণার অভাবে রোগী সম্যক সাবধানতাবলম্বন না করায় সর্দ্দি এবং তদানুষঙ্গিক ব্রংকাইটিসের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে থাকে। কঠিন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা অথবা হাম, কিম্বা হুপ্ শব্দক কাসির পরিণামেও ব্রংকাটিস থাকিয়া যাইতে পারে। বায়ু-নালীর অদম্য কাসি, বিশেষতঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ কাসি থাকিলে, সর্ব্ব স্থলেই তাহা বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত করে।

২। ফুস্‌ফুস্-চূড়ায় সাধারণতঃ ব্রংকাইটিসের লক্ষণ সহ শুষ্ক বা তরল স্রাবহীন প্লুরিসি, অথবা, কখন কখন রসের ক্ষরণযুক্ত প্লুরিসিও থাকিতে পারে। ডাঃ বসডিচের মতে রসের ক্ষরণযুক্ত প্লুরিসি রোগের এক তৃতীয়াংশ পুরাতন থাইসিস বা যক্ষা কাসিতে পরিণত হয়। রস-ক্ষরণযুক্ত দ্বিপার্শ্ব প্লুরিসি রোগে এই আনুপাতিক সংখ্যার বৃদ্ধি হয়।

৩। যে সকল ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে পরিপাক শক্তি ক্ষীণ, তাহাদিগের

banglabooks.in

রোগ অজীর্ণ-লক্ষণ এবং রক্তহীনতা দ্বারা আরম্ভ হইতে পারে। এই সকল রোগী ক্রমেই রক্তহীন, শীর্ণ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে থাকে। অবশেষে ইহাদিগের ফুসফুস টুবারকুলসিসের নিদর্শন প্রকাশ করে। এবম্বিধ রোগে স্ত্রীলোকদিগের রজোলোপ রোগের প্রথমাবস্থার অন্যতম লক্ষণ।

৪। রোগ স্বর-যন্ত্রের লক্ষণ সহ আরম্ভ হইতে পারে—স্বরভঙ্গ, ন্যূনাধিক স্বরলোপ এবং বিশিষ্ট প্রকারের স্বর-যন্ত্র-কাসির সহিত অত্যল্প শ্লেষ্ম-পূযবৎ গয়ারের নিষ্ঠীবন। এরূপ স্থলে ফুসফুস আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই গয়ারের পরীক্ষায় টুবারকল-ব্যাসিলাই প্রকাশ পাইতে পারে। এ প্রকার রোগ সাধারণতঃ বিরল বলিয়া অনুমিত হইলেও ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "আমি এরূপ অনেকগুলি রোগী দেখিয়াছি।"

৫। কখন কখন শীতকম্প এবং জ্বর হইয়া এই প্রকার রোগের আরম্ভ হয়; বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশে এরূপ হইলে, ভ্রান্তি বশতঃ রোগ ম্যালেরিয়োৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।

৬। রোগের অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশের অনেক মাস, এমন কি, অনেক বৎসরের পূর্ব্বেও ইহার আরম্ভিক লক্ষণ স্বরূপ রক্ত কাসি উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে রক্তস্রাবের পূর্ব্বেই গুটিকোৎপত্তি সংসৃষ্ট অপায়ের বর্ত্তমানতা নিতান্তই সম্ভব।

৭। ডাঃ এণ্ডারসের মতে এই তালিকান্তর্গত অতীব গুরুতর রোগ-শ্রেণী "সাধারণতঃ অনেক স্থলেই তরুণ লোবার নিউমনিয়ার লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা সমানীত হয়। সাধারণ নিউমনিয়ার সহিত তুলনা করিলে এই সকল নিউমোনিয়াতে কতিপয় বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়, যথা :—অনিয়মিত জ্বর এবং অধিকতর প্রচুর গয়ারের নিষ্ঠীবন, তাহাতে শোণিত কলঙ্ক ও ব্যাসিলাইর বর্ত্তমানতা, সাধারণতঃ রোগের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি চূড়া সংসৃষ্ট দেশে উপস্থিত হয়। রিজলিউশন বা প্রদাহ ফলের সহজ দ্রবীভাব ও শোষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রোগের সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া

banglabooks.in

অবশেষে তাহা পুরাতন যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস রোগে যাইতে পারে।" ইহার লক্ষণ সকল গুটিকাসংস্থান, তাহার বিগলন, পচা জান্তব বিষ-সংক্রমণ বা সেপ্টিক ইন্‌ফেকসন এবং গহ্বর গঠন প্রভৃতি অবস্থার অতীব নিকট সাদৃশ্য। ডাঃ অস্‌লার লক্ষণ নিচয় (ক) **স্থানিক,** এবং (খ) **সাধারণ** এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন :—

(ক) **স্থানিক**—(১) **বেদনা** অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হইতে অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাবও থাকিতে পারে। বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে, প্লুরিসি, অথবা কাসি জন্য পেশীর অতিপ্রসার, অথবা মধ্যগামী পশুকামধা-স্নায়ু শূল তাহার কারণ হইয়া থাকে।

(২) **কাসি,** রোগের প্রথমাবস্থার প্রায় অবিশ্রান্ত লক্ষণ। ইহা প্রথমে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের ও শুষ্ক থাকে, শেষে ক্রমে সরল ও পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে। ইহার কষ্টে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে এবং বিলক্ষণ কঠিন ও সাময়িক ভাব ধারণ করিয়া বমন আনিতে পারে। ক্রমেই রোগীর পুষ্টির ব্যাঘাত হয়। কিন্তু কাসির কাঠিন্য রোগের গভীরতা ও বিস্তৃতির বিশ্বাসযোগ্য প্রদর্শক নহে। রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানুসারে গয়ারের পরিমাণ ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম শ্লেষ্মার চক্‌চকে ও ঘন গয়ার গুটিকা-রোগের কোন পরিচয় দেয় না। পরের গয়ার শ্লেষ্মা-পূয়ময় হয় এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ঈষদ্ধূসর অথবা ঈষদ্ধূসর-হরিৎ পিণ্ড দেখা যায়। গহ্বর গঠিত হইলে গয়ারের পরিমাণ, বিশেষতঃ শেষ রজনী ও প্রাতে অথবা নিদ্রার পরে অধিকতর বৃদ্ধি পায়, এবং তাহাতে অধিকতর পূয থাকে। রোগের শেষাবস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে ঘন পূয়ের চাপ নিষ্কৃত হইয়া জলে ডুবিয়া পড়ে। যক্ষ্মা কাসির রোগীর গয়ারে সাধারণতঃ একরূপ গাঢ় মিষ্ট মিষ্ট ঘ্রাণ পাওয়া যায়—পচা গন্ধের সঙ্গেও ইহা থাকে। ফুসফুসের ঘনীভূত অবস্থার সহিত ব্রংকাইটিস না থাকিলে রোগের কোন অবস্থাতেই প্রচুর গয়ার না থাকিতে পারে। সাধারণতঃ গয়ারের পরিমাণ

banglabooks.in

দ্বারা রোগের প্রবলতার একরূপ নিকট অনুমান করা যায়। সন্দেহ স্থলে গয়ারে ট্রবারকলব্যাসিলাইর পরীক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ রোগের প্রথমাবস্থাতেই ব্যাসিলাই বর্ত্তমান থাকে এবং গুটিকোৎপত্তি প্রক্রিয়ার প্রগাঢ়তার অনুপাতানুসারে তাহাদিগের প্রাচুরতার বৃদ্ধি হয়। ব্যাসিলাইর সংখ্যার অল্পতা পরিণাম ফলের অধিকতর আশাপ্রদ চিহ্ন। গয়ারে ব্যাসিলাইর বর্ত্তমানতা যদিও গুটিকোৎপত্তি-রোগের নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অনুপস্থিতি রোগের অভাবের প্রমাণ দেয় না। ফলতঃ গুটিকোৎপত্তি রোগের অভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে হইলে গয়ারের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষাদ্বারা তাহাতে ব্যাসিলাইর অনুপস্থিতি বিষয়ক নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সঙ্গত।

গয়ারে স্থিতি স্থাপক সূত্রের (elastic fibers) প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে তাহা কেবল ফুসফুসের ধ্বংসাত্মক ক্ষত প্রকাশিত করে; এই ক্ষত ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি, তাহার পচন বা গ্যাংগ্রিন এবং পূয়-শোথ (abscess) হইতেও আসিতে পারে। দুইখানি চেপ্টা কাচের মধ্যে অল্প গয়ার চাপিত করিবে। পরে তাহার এক পৃষ্ঠে কাল রঙ লাগাইবে অথবা কোন কাল বস্ত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিবে। এক্ষণে তাহার মুক্ত পৃষ্ঠে দৃষ্টি করিলে সূত্র দেখা যায়। এই সকল স্থিতি স্থাপক সূত্রের আকারাদিতেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উহারা বায়ু-নালী, এলভিয়োলাই কি শোণিত নাড়ী হইতে আসিয়াছে। (ডাঃ অসলার)

(৩) অধিকাংশ স্থলেই **রক্তস্রাব** উপস্থিত হয় এবং তাহা রোগের প্রথম অথবা শেষ, যে কোন অবস্থাতেই হইতে পারে। ইহার বার ও পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রথমাবস্থার রক্ষাকাসি রক্তস্রাব উৎপন্ন করে না, কোন অজানিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত উহার কারণ। ইহা সাধারণতঃ বায়ু-নালীর প্রাচীরের রক্তাধিক্য অথবা ক্ষত হইতে উপস্থিত হইয়া গয়ারের সহিত মিশ্রিত হয়। রোগের শেষাবস্থায় অধিক পরিমাণের রক্তস্রাব ক্ষয় প্রাপ্ত ধমনী, অথবা কোন গহ্বরস্থ

banglabooks.in

রক্তার্ব্বুদ (aneurism) হইতে আইসে; এই সকল স্থলে প্রচুর পরিমাণ রক্ত গয়ার সহ মিশ্র অবস্থায় উঠে।

রক্তাধিক্যযুক্ত বায়ু-নালী হইতে অল্প অল্প রক্তস্রাব হইলে তাহা দ্বারা রক্তাধিক্যের কথঞ্চিৎ হ্রাস জন্মে বলিয়া রোগী সাধারণতঃ রোগের কথঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। অত্যধিক পরিমাণের রক্তস্রাব অনেক সময়েই মৃত্যু ঘটায়; রক্তস্রাববশতঃ বলক্ষয়, রক্তহীনতা, অথবা স্রুত রক্তের অত্যধিক পরিমাণ, অথবা সুস্থ ফুসফুসের বায়ু-নালীতে রক্তের প্রবেশ বশতঃ শ্বাস-রোধ কিম্বা সেপ্টিক নিউমোনিয়া এরূপ স্থলে মৃত্যুর কারণ।

(৪) **শ্বাস-কৃচ্ছ্র** ইহার একটি সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু ইহা সর্ব্বদার জন্য লগ্ন থাকে না। সর্ব্বস্থলেই শ্বাস-প্রশ্বাস সংখ্যা কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়, এবং **ব্রংকো-নিউমোনিয়া** থাকিলে, অথবা **মিলিয়ারি টুবার্কল** জন্মিলে তাহা অধিকতর দ্রুত হয়। অবিশ্রান্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র সাধারণতঃ উভয় ফুসফুসেরই অধিকাংশের আক্রমণ, অথবা উপসর্গরূপে প্লুরায় রোগের বর্ত্তমানতা প্রকাশ করে; অত্যধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্রের সহিত দৈহিক নীলাভা কার্য্যতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদনা এবং হঠাৎ উৎকণ্ঠার ভাবযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র নিউম-থোরাক্সের প্রকাশক।

(খ) **সাধারণ লক্ষণ**—জ্বর ইহার অতীব গুরুতর প্রারম্ভিক লক্ষণ, এবং তাহা ফুসফুস-রোগের বৃদ্ধির অনুপাতে প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়। অবিশ্রান্তভাবে স্বাভাবিক তাপ থাকিয়া যাইলে তাহা সাধারণতঃ রোগের সাম্যভাবের পরিচয় দেয়। পুনঃপুনঃ তাপ দেখা উচিত, কেননা, কেবল একবার করিয়া নৈশ ও প্রাতঃকালীন তাপ-পরীক্ষায় ক্বচিৎ জ্বরের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ স্থির করা যায়। অনেক সময়েই ফুসফুস ঘনীভূত হইলে, তাহার সহিত যদি ব্রংকাইটিস না থাকে, তাপের বৃদ্ধি হয় না; অথবা তাপের বৃদ্ধি তরুণ নিউমোনিয়া প্রকাশ করে। নিয়মিত উচ্চ তাপ সাধারণতঃ রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় থাকে। ইহার জ্বর সাধারণতঃ স্বল্পবিরাম অথবা

banglabooks.in

সবিরাম হইতে পারে। রজনীর ২টা হইতে প্রাতঃ ৬টার মধ্যে তাপ সর্ব্বনিম্ন, অপরাহ্ণ ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে তাহা সর্ব্বোচ্চ হয়। রোগের প্রাথমিক অবস্থাদিতে অপরাহ্ণ ৪টা অথবা ৫টার মধ্যে তাপ সর্ব্বোচ্চ, এবং শেষ রজনী ৪টা অথবা ৫টার মধ্যে তাহা সর্ব্বনিম্ন থাকে। অনেক সময়েই রোগের মধ্যাবস্থায় জ্বর স্বল্প-বিরাম থাকে এবং গহ্বর জন্মিলে তাহা সবিরাম হয়। কিন্তু রোগের প্রাথমিক অবস্থাতেও গহ্বর জন্মিতে পারে, তাহাতে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানে, রোগ-নির্ব্বাচনে ভ্রান্তির নিতান্ত সম্ভাবনা ঘটে। অপরাহ্ণ জ্বর-বৃদ্ধি-কালে সাধারণতঃ মুখের শোণিতাভা, চক্ষুর কাচবৎ ঔজ্জ্বল্য, এবং "প্রলেপক শোণিতস্ফরণ" বা "হেক্‌টিক ফ্লাশ" উপনীত হয়। বিশেষ করিয়া মস্তক ও গ্রীবার প্রচুর ও শীতল নৈশ ঘর্ম্ম দ্বারা জ্বরের প্রাত্যুষিক স্বল্প-বিরাম, সমানীত হয়। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় দিবসেও নিদ্রান্তে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। বিস্তৃত গহ্বরে অত্যধিক পূয়-সঞ্চার হইলে প্রাত্যুষিক তাপ স্বভাবনিম্নও হইতে পারে। নাড়ী কোমল, পূর্ণ ও দ্রুত। শেষাবস্থায় প্রভূত পূয়-সঞ্চারে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুততর হইয়া যায় এবং তাহা সহজে নমনীয় হয়। এই অবস্থায় অঙ্গুলির নখাগ্রে দেশে কৈশিক-নাড়ী-স্পন্দন দৃষ্ট করা যায়।

রোগের প্রথম হইতেই শীর্ণতার আরম্ভ হইয়া তাহা ক্রমে বাড়িয়া যায় এবং বক্ষ ও নিম্নোর্দ্ধ অঙ্গাদিতে তাহা অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। সাধারণতঃ শরীরের গুরুত্বের তারতম্য দ্বারা ব্যাধির হ্রাস বৃদ্ধির অনুমান করা যায়। সর্ব্বস্থলেই রোগের সাংঘাতিক পরিণামের পূর্ব্বে যৎপরোনাস্তি শীর্ণতা জন্মে।

মানসিক নৈরাশ্য ইহাতে অতীব বিরল, এমন কি তাহার সম্পূর্ণ অভাবই দৃষ্ট হয়। রোগের শেষ পর্য্যন্ত রোগী কখনই নিরানন্দ প্রকাশ করে না—শীঘ্র আরোগ্যের আশাই পোষণ করিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—১। পরিদর্শন—প্রথমবস্থায় অনেক সময়ে কণ্ঠাস্থিউর্দ্ধ এবং কখন বা কণ্ঠাস্থি নিম্ন দেশেও কথঞ্চিৎ নিয়তা

banglabooks.in

দৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যতর ফুসফুস-চূড়ায় প্রসারণ থাকে; অনেক সময়েই রোগীর পশ্চাতের স্থান বিশেষ হইতে তাহার মোটামোটি পরিমাণ করা যায়। যক্ষ্মা-কাসির রোগীর বক্ষ-গঠন নানা প্রকারের হয় বলিয়া কথিত, এবং সাধারণ ভাবে তাহার মধ্যে প্রায় সকল প্রকার গঠনেই অপ্রশস্ততা ও চ্যাপ্টাভাব দেখা যায়। কিন্তু যে কোন গঠনের বক্ষেই গুটকোৎপত্তি হইতে পারে।

২। সংস্পর্শন—সাধারণতঃ রোগের অতি প্রথমাবস্থাতেই, অন্যান্য চিহ্ন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এক চূড়াদেশ স্পর্শ করিলে স্বল্পীকৃত শ্বাস-প্রশ্বাসিক বিস্তৃতি অনুভূত করা যায়। রোগ-নির্ব্বাচনে ইহা অতি গুরুতর সহায়।

"চূড়া অথবা মূল-দেশের প্রসারণের স্বল্পতার নির্দ্দেশার্থ উৎকৃষ্টতর উপায়—কণ্ঠাস্থি অধঃদেশে করপ্রসারিত রাখিয়া পরে তাহা বক্ষ-পার্শ্বে স্থাপিত করিতে হইবে; এক্ষণে রোগী ধীরে পূর্ণ শ্বাস-গ্রহণ করিবে। রোগীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া দুই পার্শ্বের কণ্ঠাস্থি অধঃদেশে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, এবং দুই কণ্ঠাস্থি নিম্ন স্থানে অন্যান্য অঙ্গুলি স্থাপিত করিলে নিশ্চিতরূপে উভয় পার্শ্বের চালনার আনুপাতিক তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। রোগী এক দুই করিয়া গুণিলে যখনই স্থানিক টুবারকুল্ থাকে অথবা বিস্তৃত কেজিয়েশন বা পনীরীভাব হয়, তখনই তদংশে স্থাপিত করে বর্দ্ধিত কম্পভাবের অনুভূতি জন্মে। উভয় চূড়ার ফ্রিমিটাস বা কম্পনের তুলনা কালে চিকিৎসকের স্মরণীয় যে, দক্ষিণ চূড়ার কম্পন স্বভাবতঃই বামাপেক্ষা প্রবলতর। অপিচ ফুসফুসের মূলাংশের নিরেটতা জন্মিলেও কম্পন বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু প্লুরায় ক্ষরিত রস থাকিলে ইহার স্বল্পতা অথবা অভাব ঘটে। রোগের শেষাবস্থায় গহ্বর গঠিত হইলে সাধারণতঃ তদুপরি স্পর্শনীয় কম্পনের অতি বৃদ্ধি হয়। প্লুরার অত্যন্ত স্থূলতা জন্মিলে কম্পন কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইতে পারে।" (ডাঃ অস্‌লার)।

banglabooks.in

৩। **বিঘাতন**—রোগের প্রথমাবস্থায় বিঘাতন শব্দের কথঞ্চিৎ অস্পষ্টতা জন্মিতে পারে অপিচ ক্রমে ঘনত্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরেটতার বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ ইহা প্রথমে কণ্ঠাস্থি ঊর্দ্ধে অনুভূত হয়। নিরেট স্থান আয়তনে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলে বিঘাতন-শব্দের পরিবর্ত্তন নাও হইতে পারে, এবং এই সকল নিরেটাংশের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু-কোষনিচয় সাধারণতঃ বায়ু-স্ফীত (emphysematous) ও শিথিল থাকে বলিয়া শব্দ কথঞ্চিৎ ঢক্কা-শব্দবৎ হইতে পারে। অনেক স্থলে ঢক্কা-নাদবৎ শব্দ ও নিরেটতা পরস্পর মিশ্রিত হওয়ায় ঢক্কানাদমিশ্র নিরেট শব্দ (Tympanitic dead-end sound) উত্থিত হয়। সাধারণতঃ সামান্য নিরেটতা প্রথমে কণ্ঠাস্থি অধঃদেশে উপস্থিত হইলেও যে সকল স্থলে প্রথমে তাহা কণ্ঠাস্থির উপরি ও ঊর্দ্ধদেশে পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। শ্বাস আবদ্ধ রাখিয়া উভয় পার্শ্বের বিঘাতন শব্দের প্রভেদ নির্ণয় করা উচিত। রোগের শেষাবস্থায় সীমাবদ্ধ স্থানের মৃদু বা নিরেট শব্দ স্পষ্টতর হয়, তাহাতে ঢক্কাশব্দবৎ অথবা "ফাটা পাত্রের" বা ক্র্যাক্‌পট" শব্দও পাওয়া যাইতে পারে। পুরাতন রোগে বিস্তৃত তান্তব পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া কাষ্ঠে আঘাত করার ন্যায় শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।

৪। **আকর্ণন**—রোগের প্রথমাবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্ষীণ হইতে পারে, অথবা শ্বাস শ্রুতিগোচর হয় না, কিম্বা তাহা ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে হইতে পারে; এবং **প্রশ্বাস প্রলম্বিত** হইয়া রোগ-নির্ব্বাচনের গুরুতর সাহায্য করে। প্রথমাবস্থায় শব্দের সুর তীব্রতর এবং কিয়ৎ কালান্তে তাহা ব্রংকিয়াল বা বায়ু-নালী-উত্থিত শব্দবৎ হয়। রোগাক্রমণের পর শীঘ্রই অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কুরকুর শব্দ শ্রুত হয়, অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস-মর্ম্মর স্থূল এবং কর্কশ হইতে পারে। বিশেষতঃ গভীর-প্রশ্বাসে এরূপ ঘটে। কখন কখন ইহাকে ইংরাজিতে "কগ-হুইল" এবং বাঙ্গলাতে "কণ্টক-চক্র" শ্বাস-প্রশ্বাস বলা যাইতে পারে। বক্ষের দুই পার্শ্বের সমদেশের শব্দের তুলনা

banglabooks.in

করা আবশ্যক। রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় কোষ-বায়ু-নালী (vesico-bronchial) শ্বাস-প্রশ্বাস শ্রুত হওয়া যায়, শব্দ স্বাভাবিকাপেক্ষা উচ্চ এবং তীব্রতর সুরের থাকে, এবং প্রশ্বাস প্রলম্বিত ও শ্বাসাপেক্ষা উচ্চ সুরের হয়। ক্ষুদ্র কুরকুর শব্দ এবং বৃহৎ ও সিক্ত ঘড়ঘড়িও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘনীভূত প্লুরা না থাকিলে সাধারণতঃ স্বর-কম্পনের (vocal fremitus) বৃদ্ধি হয়। এই সকল প্রাকৃতিক চিহ্ন বাম চুড়ায় থাকিলে রোগপরিচায়ক হয়, কিন্তু দক্ষিণ চুড়ায় ইহারা স্বভাবতঃই প্রায় এইরূপ থাকে। তথাপি বায়ু-নালীর শব্দ (bronchial) এবং ক্ষুদ্র কুরকুর শব্দ (Subcrepitant rales) স্বাভাবিক অবস্থায় কোন চুড়াতেই থাকে না বলিয়া ইহাদিগের বর্ত্তমানতা রোগ-নির্ব্বাচন সংশয়হীন করিতে পারে। পরে রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ঘনত্বের বৃদ্ধি হইয়া তাহা স্পষ্টতর হয়, নিরেট শব্দ অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং স্বর ব্রংকিয়েল (চুঙ্গিতে ফুৎকার) প্রকৃতি পায়, স্বর কম্প বর্দ্ধিত হয়, এবং বায়ু-নালীর বা ব্রংকিয়াল শব্দ কর্কশ হয় ও অনেক স্থানে পাওয়া যায়। রোগের যে কোন অবস্থায় প্লুরার ঘর্ষণ শব্দ (friction) উপস্থিত হইতে পারে। ইহা প্রথমেই আরম্ভ হইয়া রোগের আদ্যোপান্ত একটি প্রধান ঘটনা স্বরূপও বর্ত্তমান থাকিতে পারে। হৃৎপিণ্ডোপরিস্থিত ফুসফুসের প্লুরাংশ আক্রান্ত হইলে প্লুর-পেরিকার্ডিয়াল ঘর্ষণ শ্রুত হয়, এবং এই ফুসফুসাংশের ঘনত্ব জন্মিলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বশতঃ "ক্লিক্‌ক্লিক্" শব্দোৎপন্ন হয়। হৃদ্বেষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাস-মর্ম্মর—হৃৎপিণ্ডের উদ্ঘাত বশতঃ বায়ু নালী হইতে হৃৎসংকোচনে বায়ু বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় হুসহুস হাপর-শব্দবৎ (Bruit) শব্দ কখন কখন শ্রবণ করা যায়। বায়ু-পথ-নাদ (ব্রংকোফনি) এবং কখন কখন বক্ষোবাক-নাদ (পেক্টোরিলোকুই) ঘনীভূত স্থানে এবং গহ্বরোপরিদেশে উপস্থিত হয়।

গহ্বর সম্বন্ধে ডাঃ অস্‌লারের বিবরণ—"প্লুরার অধিক ঘনীভূততা এবং চতুর্দ্দিকস্থ ফুসফুসোপাদানের ঘনত্ব না থাকিলে বিঘাতন-শব্দ অটুট এবং

banglabooks.in

পরিষ্কার স্বাভাবিক শব্দের ন্যায় থাকিতে পারে। সাধারণতঃ প্রতিশব্দের (Resonance) ন্যূনতা থাকে অথবা তাহার ঢক্কাধ্বনী (Tympanitic) বং প্রকৃতি থাকিয়া কখন কখন তাহা বোতলে ফুৎকারবৎ (Amphoric) প্রকৃতি পাইতে পারে। গহ্বরোপরি বিঘাতনের শব্দের উচ্চতা রোগীর মুখের মুক্ত অথবা অমুক্তাবস্থাসহ সম্বন্ধিত থাকে (ডাঃ উইণ্ট্রিকের চিহ্ন), অথবা অবস্থানের পরিবর্ত্তনেও তাহা স্পষ্টতরভাবে উৎপন্ন করা যায়। গহ্বর অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এবং তাহার প্রাচীর পাতলা হইলে "ভগ্ন-পাত্র বা ক্র্যাক্ট-পটশব্দ" প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগীর মুখ মুক্ত থাকিলে কঠিনভাবে, ত্বরিত বিঘাতনে ইহা স্পষ্টতর হয়। অতি বিরল স্থলে প্রায় এক ফুসফুস যুড়িয়া গহ্বর থাকিলে বিঘাতনে বোতলে ফুৎকারবৎ (amphoric) শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।

"আকর্ণনে নিম্নলিখিত শব্দও শ্রুত হয় :—

"(১) বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তিত শ্বাস-প্রশ্বাস—ব্রোয়িং বা ফুৎকারবৎ অথবা টুবুলার বা নলে ফুৎকারবৎ অথবা গহ্বরোদ্ভূত বা ক্যাভারনাস অথবা এম্ফরিক কিম্বা বোতলে ফুৎকারবৎ। আশ্চর্য্যভাবের তীব্র হিস্‌হিস্‌ শব্দ পাওয়া যাইতে পারে—ক্ষুদ্র দ্বার বাহিয়া সুবৃহৎ গহ্বরে বায়ু প্রবেশ করিলে যেরূপ শব্দ হয়।

"(২) স্থূল বিস্বভঙ্গের বুড়বুড় শব্দ বা কোঁরস ব্রাব্রিংরাল্‌স্‌—ইহা একটি প্রতিনাদ ভাবের শব্দ, এবং কাসিলে ধাতুজ অথবা ঘণ্টাবাদন প্রকৃতি পায়। কাসিলে এই সকল শব্দ উচ্চ ও ঘড়ঘড়িযুক্ত হয়। পাতলা প্রাচীরযুক্ত সুবৃহৎ গহ্বরে এবং অতীব ক্বচিৎ মধ্যবিধ আকারের গহ্বরে, যদি তাহারা নব সংস্থিত নির্য্যাসে ঘনীভূত উপাদান বেষ্টিত থাকে, শব্দাদি স্পষ্টতররূপে বোতলে-ফুৎকারবৎ (amphoric) শব্দের প্রতিধ্বনীর প্রকৃতি পাইতে পারে, এরূপ রোগের বায়ু-বক্ষ বা নিউমথোরক্‌স রোগের শব্দসহ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কোন কোন গহ্বর শুষ্ক থাকায় সিক্ত শব্দ পাওয়া যায় না।

banglabooks.in

(৩) বাক্‌প্রতিনাদ বা ভোক্যাল রেজনেন্‌স্‌ অত্যন্ত তীব্র হয়। এবং ফুস্‌ফুস কথার ন্যায় (whispered) বক্ষোবাক্‌নাদ বা পেক্টরিলোকুই শ্রুত হওয়া যায়। চুড়ায় বৃহত্তর গহ্বর থাকিলে হৃৎপিণ্ড-শব্দ স্পষ্টতা লাভ করে এবং কখন কখন সংকোচন সংসৃষ্ট তীব্র মর্ম্মর বা ইন্টেন্‌স্‌ সিষ্টলিক মারমার্‌ স্পষ্টরূপে শ্রুত হওয়া যায়—সম্ভবতঃ ইহা গহ্বরে উৎপন্ন হয় না, তাহাতে নীত হয়।

(৪) অলীক গহ্বরীক চিহ্ন (Pseudo-cavernous signs)—কোন সুবৃহৎ বায়ু-নালী সন্নিহিত দেশের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ হইতে পারে। এবম্বিধ সংঘটন গুরুতর ভ্রান্তি উপস্থিত করিয়া থাকে—উচ্চ সুরের অথবা ঢক্কানাদবৎ বিঘাতন শব্দ, নালীপথোত্থিত টুবারুলার অথবা গহ্বরীয় বা ক্যাভার্‌নাস্‌ শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং প্রতিধ্বনি প্রভৃতি গহ্বর বা ক্যাভিটির শব্দের অতি নিকট অনুরূপ হইতে পারে।"

রোগ-নির্ব্বাচন।—টুবারকুলার থাইসিস্‌ বা যক্ষ্মাকাসির প্রারম্ভিক অবস্থায় রোগ-নির্ব্বাচন সাধারণতঃ অতীব কষ্টসাধ্য। রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান বিবরণ এবং লক্ষণ ও প্রাকৃতিক চিহ্নাদি যাহা উপস্থিত থাকে, এতদর্থে আমাদিগকে প্রধানতঃ তাহাদিগেরই উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমাবস্থায় অজীর্ণ, রক্তহীনতা, ম্যালেরিয়া-জ্বর এবং হৃদ্রোগ প্রভৃতিসহ সহজেই ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিয়ৎকালের পরে রোগের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি এবং গয়ারে ব্যাসিলাইর বর্ত্তমানতা রোগ পরিচয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও ভ্রান্তিরহিত করিয়া থাকে। ডাঃ অস্‌লার রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই ব্যাসিলাইর জন্য গয়ারের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন "শীঘ্র ব্যাসিলইর ধরা পড়া অতীব গুরুতর বিষয়, ইহা জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, যেহেতু রোগের সূচনাতেই যখন ফুসফুসের বিস্তৃত অংশ আক্রান্ত হয় নাই, তখনই চিকিৎসা-রম্ভ হইলে সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে।" সে যাহাই হউক

banglabooks.in

ব্যাসিলাইর অভাব কিন্তু যক্ষ্মা-কাসির অভাবের সঙ্গত ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রহণীয় নহে (ডাঃ এণ্ডারস্)। সর্ব্বস্থলেই রোগের লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদির সযত্ন পর্য্যবেক্ষণ কর্ত্তব্য। গয়ারে স্থিতিস্থাপক সূত্রের বর্ত্তমানতা ফুসফুসের ধ্বংস নির্দ্দেশ করে। ইহা কখন কখন অতি শীঘ্র দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সর্ব্বস্থলেই রোগ-নির্ব্বাচনের গুরুতর সাহায্য করে।

ভাবীফল।—যক্ষ্মা কাসির ভাবীফল সম্পূর্ণ আশাহীন না হইলেও যে, নিরাশার গভীর দেশে নিমজ্জিত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ফলতঃ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট রোগ কখন আরোগ্য হইয়াছে, ইহা নিতান্তই সন্দেহ পূর্ণ। যথোপযুক্ত চিকিৎসা, বিজ্ঞানানুমোদিত বিধিবদ্ধ স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন, এবং আকস্মিক তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি বর্জ্জিত জল-বায়ুর নিরাময়িক শক্তি-প্রভাব রোগের ক্রমবৃদ্ধির বাধা জন্মাইলে রোগ আপাত দৃষ্টিতে আরোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে কোন সময়ে গুপ্ত রোগের পুনর্বর্ত্তনের গভীরতর আশঙ্কার অপনয়ন হয় না। কিন্তু সর্ব্বস্থলেই এরূপ সংঘটন হয় না, রোগী অনেকদিন জীবিত থাকে, এবং পরিণামে অন্য কোন রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে। কখন কখন অতীব বিরুদ্ধ অবস্থা মধ্যে জড়িত থাকিয়াও রোগী স্বাভাবিক আরোগ্য লাভ করে, ইহার তাৎপর্য্য অনুভব করা যায় না। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "এইরূপ স্থলেই ভণ্ড ও হাতুড়ে চিকিৎসক, বিশ্বাসমূলক চিকিৎসাবলম্বী (Faith healers) এবং ক্রিশ্চিয়ান বিজ্ঞানবিৎগণের স্ব স্ব চিকিৎসা পদ্ধতির উপকারিতা প্রমাণ করিয়া বাহাদুরী লইবার উৎকৃষ্ট সুবিধা প্রাপ্ত হয়।" প্রবীণ ও বহুদর্শী চিকিৎসকগণের মত এই যে, রোগের অতিবৃদ্ধি না হইয়া থাকিলে অধিকাংশ রোগই উপযুক্ত চিকিৎসা এবং জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে নিবারিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, অনেকাংশেই রোগীর ধাতুগত শক্তি, অপায়ের বিস্তৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির শীঘ্রতার উপর রোগারোগ্য নির্ভর করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৭ (LECTURE CXVII)

তান্তব যক্ষ্মা-কাসি বা ফাইব্রইড থাইসিস।

(FIBROID PHTHISIS).

তান্তব যক্ষ্মা-কাসিতে প্রথমে ফুস্‌ফুসে দড়কচড়া ভাব ও কাঠিন্য উপস্থিত হইয়া পরে তাহার সংকোচন হইয়া থাকে। ফুসফুসের যোজকোপাদান পদার্থের বৃদ্ধি ইহার কারণ। ইহা একরূপ টুবারকুলাস অন্তব্যাপ্ত (Interstitial) নিউমনিয়া বা ফুস্‌ফুস-প্রদাহ। চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত নিউমনিয়ার সমশ্রেণীর রোগ বলিয়া বিবেচিত হয়, স্থানান্তরে তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই সকল রোগীর গুটিকোৎপত্তি রোগ সংক্রমণে বিশেষ প্রবণতা থাকে এবং অবশেষে ইহারা উভয় রোগের সংযোগে তান্তব যক্ষ্মাকাসি বা ফাইব্রইড থাইসিস রোগাক্রান্ত হয়। ইহাদিগের গয়ারে ব্যাসিলাই না পাইলে, অনেক সময়েই গুটিকোৎপত্তি রোগের বর্ত্তমানতা নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত করা অসম্ভব। ইহাতে পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত নিউমনিয়ার আময়িক বিধান-বিকার, লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি থাকে এবং পূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে, গুটিকোৎপত্তি রোগের ন্যূনাধিক বিশিষ্ট দৃশ্য তাহার সহিত যোগদান করে। সাধারণতঃ ফুসফুসের যাপ্য গুটিকাসংসৃষ্ট অপায়, অথবা গুটিকা ঘটিত পুরাতন প্লুরিসি, অথবা ব্রংকো-নিউমনিয়া প্রভৃতির ফলস্বরূপ ফাইব্রইড থাইসিস জন্মে। পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত নিউমনিয়াতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৮ (LECTURE CXVIII)

ফুস্‌ফুসীয় গুটিকোৎপত্তি বা পাল্‌মোনারি টুবারকুলোসিসের চিকিৎসা।

(TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS).

গুটিকোৎপত্তির সাক্ষাৎ এবং গৌণ কারণ ও ফল স্বরূপ ইতিপূর্ব্বে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানানুসারে যে সকল ফুসফুস-রোগের বর্ণনা করিয়াছি, পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থ এবং বিষয়ের গুরুত্বনিবন্ধন তাহাদিগের চিকিৎসা স্বতন্ত্র একটি লেকচারে লিখিত হইল। সুবিধার জন্য ইহার চিকিৎসাকে নিম্ন প্রদর্শিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

১। ঔষধসংস্রবীয় (Medicinal); ২। প্রতিষেধক (Prophylatic) ৩। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুসারী (Hygienic); এবং ৪। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিত (Climatic)।

১। ঔষধ-সংস্রবীয়—আধুনিক চিকিৎসকদিগের মতে যক্ষ্মা কাসি রোগের চিকিৎসায় ঔষধের ক্রিয়া অতীব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে অসমর্থ। ফলতঃ যথাসময়ে বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়মানুসারে ঔষধের প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন এবং স্বাস্থ্য শাস্ত্রানুমোদিত নিয়মাদির পরিরক্ষণ আমাদিগের মতে অতি সমীচীন চিকিৎসা বলিয়া বিবেচিত হয়। মূল কথা হোমিওপ্যাথিক ব্যতীত অন্য কোন মতের ঔষধ ইহাতে কার্য্যকারী নহে। এজন্য এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই যে, উপরিউক্ত মতের প্রকাশক তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। পরে চিকিৎসার কাঠিন্যপ্রযুক্ত বহুতর স্থলে নিরাশ হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মণ্ডলীতেও উপরিউক্ত মতের কথঞ্চিৎ

banglabooks.in

প্রসার হইয়াছে। যাহাই হউক অতি যত্ন পূর্ব্বক যথা সময়ে ও যথানিয়মে রোগ চিকিৎসিত হইলে যে, অনেক স্থলেই চিকিৎসককে ভগ্ন মনোরথ হইতে হইবে না, ইহা আমাদিগের ধ্রুব ধারণা। ঔষধ দ্বারা যক্ষ্মাকাসির চিকিৎসায় ফললাভার্থ চিকিৎসকের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হোমিওপ্যাথির নিম্ন প্রদর্শিত মূল নিয়মগুলি প্রতিপাল্য :—(১) যথাসময়ে ঔষধের ক্রিয়াশেষ না হইলে তাহারই ক্রমের পরিবর্ত্তন অথবা অন্যৌষধের প্রয়োগ, ফললাভের প্রতিকূল—ঔষুধের বহু পরিবর্ত্তনে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্টই ধ্রুব ফল বলিয়া স্মরণীয়; (৩) ঔষধের মাত্রা সম্ভবিত স্বল্পতর হইবে; (৪) যথোপযুক্ত স্থলে যথোপযুক্ত ঔষধের-প্রয়োগ; (৫) ঔষধের ক্রিয়ার ব্যাঘাতকারী ব্যবহারাদির বর্জ্জন; এবং (৬) ঔষধ-সেবন কালে পূর্ব্বকথিত স্বাস্থ্য-নিয়মাদির প্রতিপালন এবং পোষণার্থ পথ্যের সুব্যবস্থা।

(১) যথাসময়ে ঔষধের প্রয়োগ—রোগের মূল কারণ ব্যাসিলাসই হউক, অথবা অন্য যাহাই হউক চিকিৎসকের স্মরণীয় যে, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত তাহাতে রোগোৎপন্ন হয় না। গণ্ডমালা ধাতুর জনগণই সহজে ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। অপিচ পূর্ব্ব হইতেই পুরাতন রোগ-বিষ-দুষ্ট শরীর, বিশেষতঃ ফুসফুস, অচিরাৎ ঔষধে প্রতিক্রিয়াহীন হইয়া যায়। এতাবতা রোগের সূচনাতেই চিকিৎসারম্ভ হওয়া উচিত, রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ঔষধ কার্য্যকরী হয় না।

(২) প্রযোজিত ঔষধের ক্রিয়া শেষ না হইলে তাহারই ক্রমের পরিবর্ত্তন অথবা অন্যৌষধের প্রয়োগ ফললাভের প্রতিকূল—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পূর্ণই শক্তি মূলক। রোগারোগ্যে ইহার কোন বস্তুগত সাক্ষাৎ ক্রিয়া হয় না। শক্তিগত সাক্ষাৎ ক্রিয়া দ্বারা রোগ বিতাড়িত করণার্থ ইহা শারীরিক প্রতিক্রিয়া প্রকৃতিস্থ করে। রোগারোগ্যার্থ ইহাই যথেষ্ট এবং যথোপযুক্ত। এতদবস্থায় পুনঃ ঔষধের প্রয়োগ এবং ক্রমের অথবা মূল ঔষধেরই পরিবর্ত্তন

banglabooks.in

নিষ্প্রয়োজন, অপিচ তাহা যে, রোগারোগ্যের বাধাজনক অথবা অন্যবিধ অনিষ্টোৎপাদক তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। স্মরণীয় যে, এরূপ গুরুতর রোগে ভ্রান্তির সম্পূর্ণ স্থানাভাব।

(৩) ঔষধের মাত্রা সম্ভবিত স্বল্পতর হওয়া উচিত—এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। কারণ ইহা হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র। তথাপি রোগের গুরুত্ব বিবেচনায় স্মরণার্থ ইহা পুনরুল্লিখিত হইল।

(৪) যথোপযুক্ত স্থলে যথোপযুক্ত ঔষধের প্রয়োগ—আমরা যথা স্থানে ধাতু এবং স্বভাব সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু এবং স্বভাব মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রোগ প্রবণতার প্রকাশক। অতএব রোগ প্রবণতা অথবা ধাতু ও স্বভাবানুযায়ী ঔষধের প্রয়োগ রোগাপনয়নে উপযোগী চিকিৎসা। ফলতঃ ইহার ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগী এবং ঔষধের ধাতুগত সাদৃশ্যই নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

(৫) ঔষধ ক্রিয়ার ব্যাঘাতকারী ব্যবহারাদির পরিবর্জ্জন—রোগের গুরুত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিষিদ্ধ ব্যবহারগুলি, বিশেষতঃ তাম্রকূট, সুরা এবং চা-পান ও অহিফেনাদির সেবন এবং মসলাদি গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

(৬) ঔষধ সেবন কালে পূর্ব্ব কথিত স্বাস্থ্য নিয়মাদির প্রতিপালন এবং পোষণার্থ পথ্যাদির সুব্যবস্থা—এসম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। এস্থলে ফলকামী চিকিৎসকের হৃদয়ঙ্গম হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, ঔষধের প্রয়োগাপেক্ষাও আরোগ্যার্থ স্বাস্থ্যের নিয়মরক্ষা এবং সুপথ্যের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য।

banglabooks.in

ঔষধ ব্যবস্থা—অবস্থানুসারে যক্ষ্মাকাসিতে ব্যবহার্য্য ঔষধ—একন, একালিফা ইণ্ডি, এণ্টি ক্রীয়া, এমন মিউ, এনিসাম ষ্টিলেটাম, এগারিসিন, এণ্টি টার্ট, আর্সেনিক, আর্স আয়ড, বালসাম অব পেরু, ব্যাপ্টিসিয়া, টুবারকুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম, ব্রায়নি, ক্যাল্কে কা, ক্যাল্কে আয়, ক্যাল্কে ফস, ক্যানা স্যাট, কার্ব এনি, কার্ব ভেজি, কোকাস ক্যাক্ট, কডিয়াইন, কনাযাম, চাইনি আর্স, সিংকনা, ড্রসিরা, ডাল্‌কা, ইল্যাপ্‌স্, ইরিয়ডিক্‌শন্, ফেরাম মেট, ফেরাম্ ফস, গুয়েইয়াকাম, ফেরাম আর্স, আয়ডিন, হিপার সাল্‌ক, হাইড্রসা এসি, কেলি কা, কেলি আয়ডি, ক্রিয়োজোট, ল্যাকেসিস, লাইক, মার্টাস কমুনিস, নেট্রাম সাল্‌ফ, নাই এসি, ফিলেণ্ডিয়াম, ফসফরাস, পিলকার্‌পিন, পাল্‌স্, পিক্‌স্ লিকুই, সাঙ্গুইনেরিয়া, সিনেগা, সিলিসিয়া, স্পঞ্জিয়া, ষ্টেনাম মেট, সাল্‌ফার, থিরিডিয়ন, যারবা স্যাণ্টা অথবা ইরিয়-ভিক্‌শন ক্যালিফনিকাম। কখন কখন প্রয়োজনীয়—এলিয়াম সেপা, এণ্টি আর্স, এণ্টি আয়ডি, অরাম আর্স, এট্রপি, ব্ল্যাটা অরি, ক্যাল্কে আর্স, ক্যাল্কে ক্লর ইত্যাদি।

আমরা যে সকল ঔষধের নাম উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে রোগের সমূল আরোগ্যে ধাতুগত ঔষধই নির্ভর যোগ্য। নিম্নে তাহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে :—

ফসফরাস, ক্যাল্কেরিয়া এবং সালফার—যক্ষ্মাকাসি রোগের ঔষধ মধ্যে ইহারা প্রথম স্থানীয়। কিন্তু অতি যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োগ স্থল নির্ব্বাচিত না হইলে উপকার দূরের কথা ইহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি দ্বারা অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

ফসফরাস—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রথমাবস্থায় **টুবার্ কুলার থাইসিস** রোগে ইহা "ঔষধের রাজা" বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছিল। চিকিৎসকবৃন্দ ইহাকে যক্ষ্মাকাসির অতি নিকট সাদৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু অধুনা চিকিৎসকমণ্ডলী ইহার উপকারীতা

banglabooks.in

স্বীকার করিলেও ইহার প্রয়োগের ভ্রান্তি অতীব বিপদজনক বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে, ইহার প্রয়োগ নির্দ্ধারণে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। ইহার পুনঃ প্রয়োগ বিশেষ চিন্তা সাপেক্ষ। প্রত্যেক নূতন রোগীতে ইহার প্রয়োগের পূর্ব্বে ঔষধের পুনরালোচনা প্রয়োজন, এবং ডাঃ বেয়ার বলিয়াছেন "কোন ঔষধেই ইহার ন্যায় সহজে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে না, ইহা নিঃসন্দেহ।"

বংশানুক্রমিক ফুস্‌ফুস্‌রোগপ্রবণতাগ্রস্ত, বিকৃত বক্ষ, দ্রুত বর্দ্ধনশীল, দীর্ঘাঙ্গ, ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইহারা অতি সহজেই সর্দ্দি আক্রান্ত হয়।

ফসফরাস্‌-রোগ লক্ষণ—অতিশয় স্বর-ভঙ্গের সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, বক্ষের দুর্ব্বলতা, কাসি, প্রচুর গয়ারের নিষ্ঠীবন এবং প্রলেপক জ্বর। **শোণিতরেখাঙ্কিত গয়ার** এবং **বক্ষবেড়িয়া আটা** ভাব ইহার প্রদর্শক। ইহার অবিশ্রান্ত স্বর-ভঙ্গের সহিত স্বর-যন্ত্র ও শ্বাসনালীর টাটানির কথা কহিলে বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কখন তাহা প্রায় স্বর-লোপ উপস্থিত করে। বাম ফুসফুস চুড়ায় বেদনা থাকায় রোগী বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে অক্ষম। বক্ষকষ্ট রজনীতে বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী রজনীতে উঠিয়া বসিতে বাধ্য। শুষ্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসির উষ্ণ হইতে শীতল পরিবর্ত্তনে এবং বাম পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি। অধিকতর গয়ারের নিষ্ঠীবন প্রত্যূষে হয় এবং তাহা শুভ্র, চিমসা এবং শোণিত-রেখাঙ্কিতও থাকিতে পারে। ইহাতে দ্রুত গহ্বর গঠিত হয়, অবিশ্রান্ত ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রলেপক জ্বর এবং সন্ধ্যাভিমুখীন মুখ রক্তিমা থাকে। ইহার অপর একটি প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, **উভয় অংশ ফলকাস্থি-মধ্যপ্রদেশে জ্বালা হয়।**

গুটিকোৎপত্তিরোগের উদরাময়ও ফস্‌ফরাসের একটি বিশেষ লক্ষণ। সরলান্ত্রের অসহনীয়তা প্রযুক্ত তাহাতে বিষ্ঠার প্রবেশ

banglabooks.in

মাত্রই বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। **যক্ষ্মকাসি রোগে সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধিও বিশেষ ফস্‌ফরাসলক্ষণ।**

ক্যাল্কেরিয়াও যক্ষ্মাকাসি রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার একাধিক লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রয়োগ নির্দ্ধারণার্থ ফস্‌ফরাস্ সহ ইহা তুলনীয়ঃ—

ক্যাল্কেরিয়া।	ফস্‌ফরাস।
১। গণ্ডমালাধাতুর স্থূলকায় ব্যক্তি।	১। গণ্ডমালা ধাতুর বর্দ্ধিষ্ণু একহারা যুবক-যুবতী।
২। ঊর্দ্ধৌষ্ঠের স্ফীতভাব।	২। দীর্ঘাঙ্গ, শীর্ণদেহ গৌরবর্ণ। শরীর নত করিয়া চলে
৩। মুক্তবায়ুতে রোগের বৃদ্ধি।	৩। মুক্তবায়ুতে উপশম।
৪। বেদনায় নাতি অসহিষ্ণু।	৪। বেদনায় অত্যসহিষ্ণু

ক্যাল্কেরিয়া কারবনিকা—যক্ষ্মা-কাসি-রোগ চিকিৎসায়ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার উপযুক্ত ধাতুতেই এই প্রশংসার সার্থকতার উপলব্ধি হয়। ইহার ধাতুবিশিষ্ট রোগী পাণ্ডুর ফেকাসে, শিথিল শরীর এবং শ্লেষ্মাপূর্ণ, স্থূলকায় ও লম্বোদর। রোগের সকল অবস্থাতে ইহার প্রয়োগ হইতে পারিলেও তৃতীয় বা বৃহৎ গহ্বরোৎপত্তির অবস্থাতেই ইহা বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের সর্ব্ব তৃতীয়াংশই ইহার কার্য্যে বিশেষ উপযুক্ত।

লক্ষণ—সরল কাসি ও ঘড়ঘড়ি, অথবা ক্ষুদ্র ও শুষ্ক সান্ধ্য কাসি; শিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে, অথবা কোন প্রকার উত্থানেই বক্ষের অত্যন্ত টাটানি এবং অত্যধিক ক্লান্তি ও শ্বাসাল্পতা। বক্ষে আঘাত পাওয়ার অনুভূতি এবং অবিশ্রান্ত বেদনাহীন স্বরভঙ্গ।

banglabooks.in

গয়ার—পুযবৎ ঈষৎ পীত হরিৎ এবং রক্তময়। আমিষ ভক্ষণে অত্যধিক অশ্রদ্ধা; সান্ধ্য উদরাময়ে অজীর্ণ মাংসনিক্ষিপ্ত; অত্যন্ত শীর্ণতা, ঘর্ম্ম, স্ত্রীরোগীর ঋতুরোধ—এই লক্ষণ রক্তহীন যুবতীদিগের প্রারম্ভক যক্ষ্মাকাসি রোগে **ক্যাল্‌কে কার্‌বের** নির্দ্দেশক।

সাল্‌ফার—রোগের প্রথমাবস্থায় বক্ষে রক্তাধিক্য জন্মিলে ইহা উপযোগী। ফুস্‌ফুস চূড়ায় বিষাতনে নিরেট শব্দের আরম্ভে এবং বক্ষ-পালনার স্বল্পতায় ইহা সুপ্রযুক্ত হয়।

লক্ষণ—বক্ষে তাপানুভূতি; বায়ুর আকাঙ্ক্ষা; তাপোচ্ছ্বাস; এবং বেদনা বাম স্তনাগ্র হইতে বক্ষভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়। (প্রদর্শক.) টুবারকুল সংস্থিত হইলে **সাল্‌ফারের** ব্যবহার বিপজ্জনক। ফলতঃ ডাঃ বেয়ার গুটিকোৎপত্তিরোগ মাত্রেই **সাল্‌ফারের** প্রয়োগ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছেন। কাসি অনেক সময়েই শুষ্ক থাকে, কিন্তু কোন কোন সময়ে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। প্রচুর নৈশ ঘর্ম্মে দুর্গন্ধ-নির্গমন। শীর্ণতা, দৌর্ব্বল্য, অবসাদ এবং কর-পদতলে জ্বালা।

অতি সাবধানতার সহিত **সাল্‌ফারের** প্রয়োগ আবশ্যক। কারণ ইহা সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয় গুটিকা প্রবুদ্ধ করিয়া শীঘ্র রোগানয়ন করিতে পারে। গ্রন্থকার মাত্রই এবিষয়ের অনুমোদন করিয়া থাকেন। উচ্চক্রমে ইহার ব্যবহার করা উচিত।

উপরিউক্ত তিনটি ঔষধের উপলক্ষে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ—**ফস্‌ ও সাল্‌ফারের** ন্যায় **আর্সেনিকামও** আশঙ্কাজনক ঔষধ। এজন্য এই তিন ঔষধেরই প্রয়োগে সাবধানতার আবশ্যক;—**ফসফরাসের** ন্যায় **এমনিয়াম মিয়ুরিয়েটিকামেও** অংশফলকাস্থিদ্বয়মধ্য প্রদেশে জ্বালা উপস্থিত হয়।—**নিউক্লিনে ফসফরাসের** বর্ত্তমানতা **উপকারিতার কারণ; ক্যাল্কেরিয়া সহ নাইট্রিক এসিডের** কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। নিম্নে তালিকাভুক্ত করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

banglabooks.in

নাইট্রিক এসিড—গহ্বর জন্মিবার পূর্ব্বে প্রদত্ত হইলে ইহা গুটিকা নিবারণে বিলক্ষণ শক্তি প্রকাশ করে। লক্ষণ—বক্ষে হঠাৎ রক্তধাবন; প্রলেপক জ্বর; বক্ষের টাটানি; পুনঃ পুনঃ ও প্রচুর উজ্জ্বল-লোহিত রক্তের স্রাব; শ্বাস-কৃচ্ছ্র; প্রাত্যুষিক উপচয়ে বিশিষ্ট প্রকারের স্বর ভঙ্গ এবং উদরাময়; দক্ষিণ বক্ষ ভেদ করিয়া অংশফলকাস্থিতে গমনশীল তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা; হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ হৃৎকম্প; ঘর্ম্মের রজনীতে প্রত্যুষাভিমুখীন বৃদ্ধিতে অম্লরোগঘটিত দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হয়; প্রত্যুষ কালাভিমুখীন দৈহিক শীতলতা; শুড়শুড়িযুক্ত কাসি উপস্থিত হইয়া সকল রাত্রিই রোগীকে বিরক্ত করে; কাসি কখন শুষ্ক থাকে এবং কখন তরল হইয়া ঘড়ঘড় করে; গয়ার—দুর্গন্ধ, সমল হরিৎ, রক্তময়, এবং স্পষ্টতঃ পূয়াকার। ইহার রোগী একহারা, কৃষ্ণবর্ণ এবং কাল কেশ ও চক্ষু।

নিম্নে আমরা **ক্যাল্কেরিয়া, ফসফরাস** ও **সাল্‌ফারের** প্রয়োগ-নির্দ্ধারণ জন্য তাহাদিগের পরস্পরের এবং পরে তদর্থেই **ক্যাল্কেরিয়ার** সহিত **নাইট্রিক এসিডের** তুলনা করিতেছি :—

ক্যাল্কেরিয়া।	ফস্‌ফরাস্।	সাল্‌ফার।
১। স্থূলকায়, শিথিল-শরীর, লম্বোদর, বৃহৎ মস্তক, পাণ্ডুর এবং দুর্ব্বল। ব্রহ্মরন্ধ্রের বিলম্বে পূরণ। প্রচুর ঘর্ম্ম—মস্তক, গ্রীবা ও পদ প্রভৃতির—পদ আর্দ্র ও শীতল থাকে।	১। একহারা, সুদীর্ঘ, ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু এবং সুন্দর দেহ যুবক-যুবতী। ইহারা শরীর প্রায় নত করিয়া চলে।	১। একহারা, কুব্জ গ্রীব। ইহারা গ্রীবা নত করিয়া ভ্রমণোপবেশন করে। ইহারা গাত্র পরিষ্কার করে না, সমল থাকে।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া।	ফস্‌ফরাস্‌।	সাল্‌ফার।
২। ভীরু, আলস্য পরতন্ত্র, কর্ম্মবিদ্বেষী ও জড়বুদ্ধি।	২। খরকর্ম্মা, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, এবং দ্রুত বোদ্ধা ও অসহিষ্ণু।	২। বাত-প্রকৃতি; ক্রোধন স্বভাব; দ্রুত শরীর চালনাশীল।
৩। গণ্ডমালীয় ধাতু —শ্লেষ্মা-প্রধান, কটা-কেশ, নীল চক্ষু, সুন্দর দেহ—বসা বহুলতা-প্রবণ।	৩। গণ্ডমালা ধাতু— বসাহীন, শীর্ণকায়, ঘোর কটা কেশ এবং রেশম সূত্রবৎ মসৃণ পক্ষ্ম, সুন্দর দেহ।	৩। গণ্ডমালা ধাতুর শীর্ণ দেহ ও ক্ষুদ্রগ্রীব এবং সমল শরীর।
৪। দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের মধ্য তৃতীয়াংশ বিশেষ-রূপে আক্রান্ত; চিৎ-ভাবে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।	৪। বাম ফুস্‌ফুস্‌ আক্রান্ত, বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে অক্ষম।	৪। বাম ফুসফুস-চূড়া বিশেষরূপে আক্রান্ত, বাম পার্শ্বে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।
৫। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতিতে শৈত্যানুভূতি—পদ সিক্ত ও শীতল। মুক্ত ও আর্দ্র বায়ুতে অসহিষ্ণু।	৫। গণ্ডে রক্তিমা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বক্ষে তাপোচ্ছ্বাস। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড বাহিয়া ঊর্দ্ধ গামী জ্বালা।	৫। শরীরে অত্যন্ত তাপানুভূতি; তাপোচ্ছ্বাস; মূর্দ্ধা, হস্ত, পদ প্রভৃতিতে জ্বালা —শয্যা বহির্দ্দেশে হস্ত, পদ বাহির করিয়া শীতল বস্তুতে স্থাপন; মুক্ত বায়ুর ইচ্ছা।
৬। বক্ষের টাটানি, বক্ষ যেন আঘাতপ্রাপ্ত।	৬। সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শে বক্ষের সংকোচ	৬। বাম স্তনাগ্র হইতে বক্ষ-ভেদ

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া।	ফস্‌ফরাস্‌।	সাল্‌ফার।
বেদনায় সহিষ্ণু—উচ্চারোহণে অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট।	বোধ। ফুসফুস চূড়ায় বেদনা। বেদনায় অতি অসহিষ্ণু।	করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা।
৭। আমিষ খাদ্যে প্রবৃত্তিহীন।	৭। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ে শূন্য-বোধ। রজনীতে ক্ষুধা-বশতঃ মূর্চ্ছাবৎ অনুভূতিতে আহারে বাধ্য।	৭। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ে শূন্য-বোধ ও মূর্চ্ছার অনুভূতি; রোগী নিয়মিত আহার কালের জন্য অপেক্ষায় অশক্ত। আহার অল্প, জলপান অধিক।
৮। সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শ এবং মুক্ত ও আর্দ্র বায়ু অসহ্য।	৮। মুক্ত বায়ু অসহ্য; সামান্য কারণে সর্দ্দি হইয়া বক্ষে যায়।	৮। স্নান অথবা গাত্র-ধৌত করণ অসহ্য; তাহাতে অনিচ্ছা।

ক্যাল্কেরিয়া।	নাইট্রিক এসিড।
ক। রোগী স্থূলকায়; পাতলা ও কটা কেশ; নীলচক্ষু।	ক। রোগী শীর্ণকায়; কৃষ্ণ কেশ ও চক্ষু।
খ। উদরাময়ের প্রাত্যূষে বৃদ্ধি।	খ। উদরাময়ের সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।
গ। কাসি সাধারণতঃ তরল।	গ। কাসি সাধারণতঃ শুষ্ক।
ঘ। শীতল জল ও বায়ুতে এবং শীতল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।	ঘ। উষ্ণ আবহাওয়ায় উপচয়।
ঙ। শুষ্ক আবহাওয়ায় ও বেদনা-যুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে উপশম।	ঙ। উষ্ণ বায়ুতে উপচয়।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা—রক্তহীন, কৃষ্ণবর্ণ এবং কৃষ্ণকেশ ও চক্ষুযুক্ত স্থূল অপেক্ষা পাতলা ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। ইহার শীর্ণতা অধিকতর দ্রুত আইসে ও স্পষ্টতর হয়। রোগীর ঈষৎ হরিৎ ও পূয়বৎ গন্ধার উঠায়, শিরঃশূল ও আলস্য। ফলতঃ ইহাতে কথঞ্চিৎ মস্তিষ্কবৈষ্ট-ঝিল্লি-বিকার উপস্থিত থাকে। সিক্ততায় অসহিষ্ণু রোগী আব-হাওয়ার প্রত্যেক সিক্ত পরিবর্ত্তনে অসুস্থ হয়।

আয়ডিয়াম—গণ্ডমালা ধাতুর রোগীর স্ক্রফুলাস বা গণ্ডমালা রোগ-প্রবণতা; কৃষ্ণ বর্ণ অথবা কাল কেশ ও চক্ষু; দুর্ব্বল রোগজীর্ণ অবস্থা। **গভীর দৌর্ব্বল্য এবং প্রগাঢ়শীর্ণতা। অতি ক্ষুধা**—অধিক খায়, কিন্তু "গায়ে লাগে না", গ্রন্থিল উপাদানের বৃদ্ধি ও দড়কচড়া ভাব। যক্ষ্মা-কাসি রোগে **আয়ডিনের** বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। ইহার প্রদর্শক—**অতি ক্ষুধা, অধিক আহার করিলেও রোগীর প্রগাঢ় শীর্ণতা** উপস্থিত হয়। স্ফীত গ্রন্থি; প্রাত্যুষিক ঘর্ম্ম। কাসি শুষ্ক থাকিলে ডাঃ গুড্‌নো ইহার বহিঃপ্রয়োগ করিতে বলেন। উদরাময় থাকিলে ইহার প্রয়োগে শুভ আশা করা যায় না।

ক্যাল্কে আয়।—দ্রুত বর্দ্ধিষ্ণু যুবক-যুবতীদিগের রোগের উপসর্গরূপে রসগ্রন্থি-বিকার থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ—শুড়শুড়িযুক্ত ও বিরক্তিকর কাসি, দ্রুত নাড়ী, উচ্চ তাপ এবং শীঘ্র গতিতে হিপ্যাটিজেশন বা যকৃদ্‌ভাব। ইহার লক্ষণাদির মিলিয়ারি টুবারকুলোসিসের লক্ষণ সহ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

আর্সেনিকাম।—ইহাও ফস ও সাল্‌ফের ন্যায় বিশেষ সাব-ধানতা সহ প্রয়োগ করা উচিত। গুটিকোৎপত্তি-রোগের ক্রিয়া প্রকরণানু-সারে শোণিতে কার্য্য প্রকাশ করিয়া ইহাও তদ্বৎ প্রলেপক লক্ষণ ও উপাদান পরিবর্ত্তন ঘটায়। ইহার জ্বর, ঘর্ম্ম, উদরাময়, অজীর্ণ এবং দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণেরও সাধারণভাবে যক্ষ্মাকাসির লক্ষণ সহ সাদৃশ্য প্রকাশিত হয়। যক্ষ্মা

banglabooks.in

কাসির রোগ জীর্ণাবস্থা সহ ইহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। লক্ষণ—প্রভূত বলক্ষয়, অত্যন্ত শীত, অতিশয় তৃষ্ণা, প্রলেপক জ্বর, কষ্টে চালিত শ্বাসপ্রশ্বাস এবং তীব্র বেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। রজনীতে শয়নে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে কাসির বৃদ্ধি; শ্বাস-কৃচ্ছ্র হইয়া প্রলম্বিত কাসির আক্রমণ অনেক সময় স্থায়ী হয়। গয়ার—প্রচুর, ঈষৎ হরিৎ এবং লবণাস্বাদ; রোগী আদ্যোপান্ত মৃত্যুর আশঙ্কান্বিত উৎকণ্ঠায় থাকে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, যেহেতু স্থানিক লক্ষণোপরি নির্ভর করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগে ফলাশা সুদূর পরাহত, এজন্য ধাতু গত লক্ষণই উপযুক্ত প্রদর্শক।

আর্সেনিক আয়ডিন—ইহার সহিত গুটিকোৎপত্তিরোগের অতি নিকট সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহারই ন্যায় ইহাতেও প্রভূত বলক্ষয়, দ্রুত ও উত্তেজনা-প্রবণ নাড়ী, পৌনঃপুনিক জ্বর ও ঘর্ম্ম, প্রগাঢ় শীর্ণতা এবং উদরাময়ের প্রবণতা দেখা যায়। রোগজীর্ণ অবস্থা; খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি; গহ্বরের উৎপত্তি; প্রলেপক জ্বর; নৈশ ঘর্ম্ম এবং প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ইহার প্রদর্শক। ফলতঃ আর্স এবং আয়ডির মিশ্র লক্ষণ থাকিয়া ইহার নির্দ্দেশক হয়।

কেরাম মেট—অলীক রক্তাধিক্য বিশিষ্ট যুবক-যুবতীদিগের স্ফুটিতোন্মুখ যক্ষ্মাকাসির—থাইসিস ফ্লরিডা বা রক্তস্রাবী যক্ষ্মাকাসির চিকিৎসায় অনেক সময়ে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। রোগীর বক্ষে থাকিয়া থাকিয়া ক্ষণস্থায়ী বেদনা, সহজে শোণিতোচ্ছ্বাস এবং নাসিকা-রক্তস্রাব, শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প ইহার সাধারণ লক্ষণ। স্বর-যন্ত্রে শুড়শুড়ি হইয়া আক্ষেপিক কাসি; উজ্জ্বল শোণিত রেখাযুক্ত পাতলা ও সবুদ্বুদ গয়ার; শেষাবস্থায় গয়ার পূয়াকার এবং ঈষৎ হরিৎ হইতে পারে; তাপে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের উপশম; প্রলেপক বা হেক্টিক লক্ষণ; আমাশয়ে পূর্ণভাব; বমন; ঋতু-রোধ বা জলীয় ঋতুস্রাব; কাসি রজনীতে শুষ্ক কিন্তু প্রাতঃকালে প্রচুর শ্লেষ্মা অথবা পূয়ের নিষ্ঠীবনযুক্ত।

banglabooks.in

ফেরাম আয়ড এবং **ফেরাম ফস**—হরিৎ পীড়া বা ক্লোরোসিস রোগগ্রস্ত রোগীণীদিগের যক্ষ্মাকাসিতে অনেক সময়ে **ফেরাম আয়ডি**, এবং রোগের প্রথমাবস্থার জ্বরে—গহ্বর নির্ম্মিত না হইতে—**ফেরাম ফস** উপকার করিয়া থাকে।

ফেরাম আর্স—সুস্পষ্ট রক্তহীনতা ; গাত্র এবং ওষ্ঠের পাণ্ডুরতা ; স্ত্রী-রোগীর রজোলোপ।

সিলিসিয়া—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুর অস্থি বিকার ও পুষ্টি হানি ঘটে ; **বৃহৎ মস্তক, অসম্পুরিত ব্রহ্মরন্ধ্র ;** মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম—মস্তক আবৃত রাখিতে হয় ; লম্বোদর ও দুর্ব্বল গুল্‌ফ সন্ধি। ফেকাসে বর্ণের মসৃণ ও শুষ্ক শরীর ; পাণ্ডুর মুখ এবং শিথিল পেশী ; বাতপ্রকৃতির উত্তেজনা প্রবণ এবং আশাপূর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। রোগের পূয় সঞ্চারশীল অবস্থায় ইহা প্রায় একমাত্র উপযোগী ঔষধ। জীবনীশক্তির অতি দুর্ব্বলাবস্থাপ্রযুক্ত দেহ অতি **শীতকাতর ও শীতল** থাকে, **কিছুতেই উষ্ণ হয় না।** ধাতুগত ঔষধের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট। **বৃদ্ধদিগের প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাসিতে** ইহা সুপ্রযুক্ত হয়। কাসি—প্রথমে শুষ্ক, খর্‌খর শব্দের, পরে তরল ; বক্ষাভ্যন্তরে প্রচুর ঘড়ঘড়ি এবং দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা-পূয়ের নিষ্ঠীবন। **গয়ারের পূয়বৎ প্রকৃতি ফুসফুসে গহ্বরোৎপত্তির প্রদর্শক।** পরিশ্রমে রোগের অত্যধিক বৃদ্ধি। ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর জন্মে, প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম শ্রমে বৃদ্ধি হয় এবং প্রলেপক অথবা পূয়-জ্বর থাকে।

"ষ্টোন-কাটার্স কঞ্জাম্‌শন" বা "প্রস্তর কর্ত্তনকারীর ক্ষয়-রোগের" **সিলিসিয়া** একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। লক্ষণ—প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম এবং মোমবৎ শাদাটে বর্ণ শরীর ; **দুর্গন্ধময় ঘর্ম্ম** ইহার অন্যতম প্রদর্শক। কাসি—ড্রসিরার ন্যায় আক্ষেপিক কাসি, কিন্তু তদপেক্ষা স্বর-যন্ত্রের নিম্নতর দেশে

banglabooks.in

বুকাস্থি উর্দ্ধে শুড়শুড়ি হয়, **ড্রসিরাতে** স্বর-যন্ত্রের উর্দ্ধাংশে এবং কণ্ঠায় শুড়শুড়ি থাকে। ডাঃ জসেট ৩০ ক্রম দিতে বলেন।

ফিলেণ্ড্রিয়ামের গয়ারের পূয় অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত। **সিলিসিয়ার** গয়ার অধিকতর পূয়যুক্ত।

কেলি কার্‌বনিকাম—হানিম্যান বলিয়াছেন, "এণ্টিসোরিক ব্যতীত ফুসফুসের ক্ষত ক্বচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে।" **ব্রায়নিয়ার** ন্যায় ইহাতেও বক্ষ ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা এবং শুক্ক কাসি থাকে—কষ্টে গয়ার উঠে; বোধ হয় যেন, কাসিতে কাসিতে গয়ার কিয়দ্দূর উঠিয়া পুনঃ সটকাইয়া যায় অথবা কাসির বেগে তাহা মুখ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। প্রচুর, পূয়বৎ গয়ারে রক্ত থাকিতে পারে; **প্রত্যুষ ৩টা হইতে ৫টার মধ্যে কাসির বৃদ্ধি**; রোগী মধ্যাহ্নে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর **শীত বোধ করে**; বক্ষাভ্যন্তরে অত্যন্ত শোঁ শোঁ, বংশীধ্বনিবৎ বা হুইস্‌লিং শ্বাস-প্রশ্বাস নিদ্রার ব্যাঘাত করে; বক্ষ **দুর্ব্বলতা, একটি স্পষ্টতর লক্ষণ**। উপসর্গরূপে **হৃৎপিণ্ডবিকার ও শোথ-লক্ষণ** থাকিলে এবং **রোগী স্ফীত হইলে, বিশেষ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধ চক্ষু-পুটে অধিকতর জলভর করিলে** ইহা একটি বিশিষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। অতিরিক্ত স্তন্যদানে বিগত স্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের অপ্রকাশিত যক্ষ্মাকাসি রোগে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। রোগের শেষাবস্থাতেও ইহা দ্বারা সুফলের আশা করা যায়।

ডাঃ জপ তাঁহার ৬০ বৎসরের বহুদর্শীতায় **ক্যালি হাই ও ক্যানাবিস স্যাটিভাকে** উপকারী ঔষধ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন।

টুবার্‌কলিনাম বা ব্যাসিলিনাম—কোন বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা প্রদর্শিত না হওয়ায় অনেক স্থলেই ইহার প্রয়োগে হাতুড়িয়া মতের উপর নির্ভর করিতে হয়। ফলতঃ ইহার প্রয়োগ একমাত্র বহুদর্শিতা সাপেক্ষ। প্রায় ২৫ বৎসরের বহুদর্শিতায় অনেকে ইহার সুফলের বিষয় প্রকাশ

banglabooks.in

করিয়াছেন। লণ্ডনের ডাঃ বার্ণেট ইহা দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্য ও উপকারের বিষয় স্বীকার করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে সকল ঔষধের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম যক্ষ্মাকাসি রোগ চিকিৎসায় ধাতুগত ঔষধের মধ্যে তাহারা শীর্ষস্থানীয়। ফলতঃ নিম্নে যে সকল ঔষধের উল্লেখ করা যাইতেছে অধিকাংশ স্থলেই তাহারা উপসর্গাদি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—

লাইকপোডিয়াম—অযত্নে চিকিৎসিত নিউমনিয়া সম্ভূত যক্ষ্মা কাসি রোগে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। দিবা-রজনী অবিশ্রান্ত কাসি; অধিক পরিমাণের লবণাস্বাদ, দুর্গন্ধ ও ঈষৎ পীত পুয়ের নিষ্ঠীবন, প্রলেপকজ্বর, নৈশ ঘর্ম্ম এবং ঘড়ঘড়িযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। শরীরোদ্ধের শীর্ণতা। যুবকদিগের যক্ষ্মা কাসির সন্দেহ স্থলে ইহা প্রয়োগোপযুক্ত। (ডাঃ হিউজ) সুজাত এবং ঈষৎপীত হরিৎ পুয়ের গয়ারে **লাইক** এবং **পালস্** উপকারী।

ষ্টেনাম—ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "ঔষধ মানসিক অবসাদলক্ষণে রোগসহ সাদৃশ্যহীন হইলেও অনেক সময়ে ইহা দ্বারা বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাসি ইহার ক্রিয়া স্থল।" ইহার রোগে অনেক সময়েই স্বর-যন্ত্র আক্রান্ত হয়। লক্ষণ—**বক্ষে অত্যধিক দৌর্ব্বল্য ও প্রচুর শ্লেষ্মা অথবা শ্লেষ্মা-পূয়ের গয়ার**—প্রধান প্রদর্শক; শেষাবস্থায় গয়ার বর্ণে ঈষৎ হরিৎ, এবং আস্বাদে ঈষৎ মিষ্ট হইতে পারে; শব্দ করিয়া পাঠ করিলে অথবা কথা কহিলে অত্যন্ত বলহীনতা এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের খর্ব্বতা আসিয়া পড়ে; রজনী এবং প্রাতঃকালে অথবা সামান্য গাত্র-চালনায় প্রচুর ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

একনাইট—গুটিকা-পরিস্ফুটনে জ্বর একটী প্রধান উদ্দীপক। এজন্য প্রাথমিক বা রোগের যে কোন অবস্থায় নূতন গুটিকাশ্রেণীর আস্ফা-

banglabooks.in

দয়িক জ্বর নিবারণার্থ, লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে **একনাইটের** প্রয়োগ হইতে পারে। প্রদর্শক লক্ষণ—**পূর্ণ, কঠিন-স্পর্শ-নাড়ী, গভীর উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা;** বক্ষ-বেদনা—ছুরিকাঘাতবৎ বেদনাপ্রযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে উৎকণ্ঠার প্রকাশ। রক্তসম্পন্ন, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং অস্থির যুবকদিগের রক্তকাসিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

এগারিসিন—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "নৈশঘর্ম্ম নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার অত্যুত্তম প্রয়োগ—১ × ট্যাবলেটের দুই বা তিনটি সন্ধ্যা হইতে প্রথম রজনীর মধ্যে প্রয়োগ।"

এণ্টিম টার্ট—আল্‌গা শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় কাসি রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া শ্বাস-রোধের উপক্রম; রোগী নিজে এবং নিকটস্থ ব্যক্তি শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি শুনিতে পায়—শয়নে তাহার বৃদ্ধি। কাসির পর বমন; সহজে প্রচুর গয়ার উঠে; দৌর্ব্বল্য এবং বৈকালে প্রলেপক লক্ষণ বা হেক্‌টিক।

ব্যাপ্টিসিয়া—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতাযুক্ত যক্ষ্মাকাসির বৈকারিক পরিবর্ত্তন ঘটিত জ্বরে ইহা উপযোগী। লক্ষণ—ঘোর লোহিত মুখশ্রী; মল (sordes) যুক্ত দন্ত ও জিহ্বা; জিহ্বা শুষ্ক ও কপিশ; দুর্গন্ধ উদরাময়; প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য।

ডাঃ গ্যাচেল বলেন, "যক্ষ্মাকাসির শেষাবস্থায় প্রাত্যুষিক শীতপ্রমুখ ঘর্ম্ম এবং ক্ষুধাহীনতা জন্য মধ্যগামীরূপে ইহা উপকারী।" তান্তব অথবা অন্তর্ব্যাপ্ত যক্ষ্মাকাসির সহিত পার্শ্ব-বেদনা ইহার বিশিষ্ট প্রয়োগ স্থল।

ব্রায়নিয়া—প্রকৃত যক্ষ্মাকাসিতে ব্রায়নিয়ার প্রায়শঃ কোন কার্য্য থাকা সম্ভবপর নহে। তথাপি উপসর্গরূপে প্লুরিসির আক্রমণে সূচি-বেধবৎ বেদনা হইলে মধ্যগামীরূপে ইহা উপকারে আইসে। কিন্তু তান্তব (Fibroid) অথবা অন্তর্ব্যাপ্ত গুটিকোৎপত্তি-রোগ ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ সংসৃষ্ট হইলে ইহা অনেক সময়েই কার্য্য করে। প্রদর্শক লক্ষণ—বিরক্তিকর শুষ্ক কাসিতে মস্তক ও বক্ষ যেন ফাটিয়া যায়, অথবা কাসি যেন আমাশয়

banglabooks.in

দেশ হইতে আসায়, তাহা রোগীকে উঠিয়া বসিতে বাধ্য করে; বক্ষ-পার্শ্বে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা। স্বরযন্ত্র বেদনাযুক্ত; ঘর্ম্ম এবং ফুসফুসের চুড়ায় বেদনা। **তীব্র বেদনা জন্য রোগী গভীর শ্বাস-গ্রহণে অক্ষম**—একটি গুরুতর প্রদর্শক।

ড্রসিয়া—রোগের উপযুক্ত অবস্থায় ইহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ডাঃ ক্ল্যাপ গুটিকোৎপত্তি **রোগ-প্রবণতায়** এবং হুফ **শব্দক কাসির পরিণাম যক্ষা কাসিতে** ইহার প্রশংসা করেন। ডাঃ যসেট আরোগ্যকর ঔষধ বলিয়া ইহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ডাঃ ডিউয়ী বলেন, "ইহা যুবতীদিগের অপ্রকাশিত যক্ষার প্রথমাবস্থায় উপকারী।" হ্যানিমান ইহাকে **স্বর-যন্ত্রের যক্ষা-রোগের** একমাত্র ঔষধ বলিয়াছেন। লক্ষণ—ন্যূনাধিক কাল পর পর আক্ষেপিক কাসি, অনেক সময়ে ভুক্ত বস্তু এবং শ্লেষ্মার বমনে শেষ; রজনীতে ও শয়নে কাসির বৃদ্ধি; প্রত্যুষে প্রচুর, তিক্ত ও পীতবর্ণ গয়ার উঠে; উদরাময়, শ্বাস-রোধকর স্বরভঙ্গ এবং কাসির জন্য আমাশয়ের উত্তেজনা ও বমন। গভীর শাব্দিক কাসি, তাহাতে ভাঙ্গা স্বরের খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বক্ষ-বেদনা—সকলেরই রজনীতে বৃদ্ধি। কাসি থাকিয়া থাকিয়া হয় এবং আক্রমণের শেষে গয়ার উঠে।

সিঙ্কনা—যক্ষ্মা-কাসি-রোগে, বিশেষতঃ রসাপচয় ঘটিত যক্ষ্মা-রোগ-লক্ষণ বৃদ্ধিতে—রজনীতে অথবা যখনই রোগী নিদ্রিত হয় প্রচুর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম; প্রলেপক লক্ষণ; রক্তের কাসি; রেতঃ ক্ষরণ; অতিরিক্ত স্তন্যদান; শ্বেতপ্রদর; এবং উদরাময় বশতঃ দৌর্ব্বল্য; স্বরের দুর্ব্বলতা; প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতায় অনেক সময়েই ইহা মহদুপকারী ঔষধ।

চাইনিনাম আর্স—যক্ষ্মাকাসি সংসৃষ্ট জ্বরের, বিশেষতঃ তাহা স্পষ্টতঃ স্বল্প বিরাম অথবা সবিরাম প্রকৃতির হইলে, ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাস-কৃচ্ছ্র জন্য উৎকণ্ঠা। প্রাতঃকালে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়া

banglabooks.in

মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত থাকে এবং তাহাতে ওষ্ঠ, কর এবং নখাদি নীল হইয়া যায়; রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

হিপার সালফ্—তরুণ যক্ষ্মাকাসিতে অথবা পুরাতন রোগের তরুণ বৃদ্ধিতে ইহা দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়। লক্ষণ—সরল কাসিতে প্রচুর পূয়াকার গয়ারের নিষ্ঠীবন; রোগী শীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না, সহজেই সর্দ্দি লাগে; সামান্য শ্রমেই ঘর্ম্ম; স্বর-ভঙ্গ; বক্ষে বুদ্‌বুদ ভঙ্গবৎ শব্দ রোগী নিজে এবং নিকটস্থ ব্যক্তিও শ্রবণ করে; অত্যুচ্চ জর-তাপ।

ক্রিয়োজোটাম—থাইসিস রোগে ক্রিয়োজোট অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে; কেহ কেহ ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। **গয়ারের পচা গন্ধ এবং বক্ষের অতিশয় জ্বালাযুক্ত বেদনা** ইহার প্রধান প্রদর্শক। অন্যান্য লক্ষণ—আক্ষেপিক তরল কাসি; পুনঃ পুনঃ রক্তের নিষ্ঠীবন; অপরাহ্নিক জর ও প্রাত্যুষিক ঘর্ম্ম; প্রভূত দৌর্ব্বল্য এবং দ্রুত শীর্ণতা।

পিলকার্পিন—তরুণ রোগের প্রচুর নৈশ ঘর্ম্মের উৎকৃষ্ট ঔষধ ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার দ্বিতীয় দশমিক ক্রমের ট্যাবলেট ব্যবহার করেন।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—নিউমনিয়ার পরিণাম যক্ষ্মা; এবং রক্তস্রাবী যক্ষ্মা বা থাইসিস-ফ্লরিডা রোগে ইহা উপকারী; লক্ষণ—অপরাহ্ন ৪টায় প্রলেপক জ্বরের বৃদ্ধি; গণ্ডের সীমাবদ্ধ স্থানে উজ্জ্বল রক্তিমা; স্বর-যন্ত্র ও বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে শুড় শুড় করিয়া শুষ্ক কাসি; **বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে জ্বালা এবং পূর্ণতার অনুভূতি থাকায় তাহা রক্তপূর্ণ বলিয়া অনুমিতি** একটি বিশিষ্ট লক্ষণ; স্তনাগ্রসন্নিহিত প্রদেশীয় দক্ষিণ ফুসফুসে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা এবং বক্ষ-পেশীর টাটানি ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র। ইহা টিউবারকলপরিস্ফুটনপূর্ব্ব অবস্থার রোগের অপ্রকাশিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থার ঔষধ; পুরাতন কাসি শুষ্ক অথবা তরলও হইতে পারে কিন্তু সহজে

banglabooks.in

উঠে না; শয়নে কাসির বৃদ্ধি; রোগের শেষাবস্থায় গয়ার এবং প্রশ্বাসিত বায়ু রোগীর নিকটও দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হইলে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহার ব্যবহারে গয়ারের নিষ্ঠীবন সরলতর এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অধিকতর সহজ হয়। হস্ত-পদাদি অঙ্গের অদম্য শীতলতা এবং বক্ষ-জ্বালা, ইহার প্রয়োগ পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রদর্শক।

বাল্‌সাম পেরু—প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মা-কাসিতে প্রচুর পূয়বৎ গয়ার উঠিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

কক্কাস ক্যাক্টাই—ইহাও প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মার অন্যতম ঔষধ। লক্ষণ—দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা এবং কণ্ঠাস্থি অধঃদেশে তীক্ষ্ণ সূচি-বেধবৎ বেদনা।

যারবা স্যাণ্টা অথবা ইরিয়োডিক্‌শন ক্যালিফর্ণিকাম।—কালিফর্ণিয়ার এক প্রকার চারা গাছ হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়া ব্রংকিয়াল থাইসিস রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা নৈশঘর্ম্ম, শীর্ণতা ও আমাশয়ে খাদ্যের অসহনীয়তা নিবারিত করে এবং ইহা সরলভাবে শ্লেষ্মা-নিষ্ঠুত রাখায় হাঁপের উপশম হয়—বায়ু-নালীর প্রতিশ্যায়ের পরিণাম যক্ষ্মা।

ল্যাকেসিস্—নিউমনিয়ার পরিণাম যক্ষ্মা। নিউমনিয়ার গুরুতর শেষাবস্থায় টুবারকলের অভ্যুদয়ে জন্মিয়া ইহা পচিত বৈকারিক বা টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত করে। তাহাতে নিদ্রাভঙ্গে রোগী কাসিলে বমনের বেগ হইয়া চিম্‌সা, ঈষৎ হরিৎ শ্লেষ্মা-মিশ্রিত পূয়বৎ গয়ার উঠিতে গলরোধের ভাব হওয়ায় নিষ্ঠুত অপেক্ষা গয়ার যেন বমিত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়।

লরসিরেসাস—যক্ষ্মা কাসির রোগীর রজনীর শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসিতে ইহা উপকারী। গয়ারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তাক্ষ থাকে।

কোডি আইন—ইহার শুষ্ক কাসি রোগীকে দিবা-রজনী বিরক্ত করে। ইহা হোমিওপ্যাথির নিয়মের প্রয়োগে এবং বৃহৎ মাত্রায় আশু উপশমকারী রূপেও উপকার করে।

banglabooks.in

ডালকামারা—প্রাতিশ্যায়িক যক্ষ্মা-কাসির ঔষধ মধ্যে ইহা আমাদিগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। সামান্য শৈত্য-সংস্পর্শেই রোগীর পার্শ্ব-বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ সর্দ্দির আক্রমণে রোগীর অতিশয় প্রবণতা থাকায় সিক্ত জল-বায়ু মাত্রই তাহার রোগের কারণ হইয়া থাকে। কাসি সাধারণতঃ আলগা থাকে এবং চিমসা, ঈষৎ হরিৎ ও প্রচুর শ্লেষ্মা-মিশ্রিত পূয়বৎ গয়ার নিষ্ঠুত হয়। বক্ষে প্রচণ্ড যাতনা; গৃহতাপ ও শয়নে কাসির বৃদ্ধি; মুক্ত-বায়ুতে উপশম। হামের পরিণাম কাসিতেও ইহা উপকারী।

সেনেগা—ইহার কাসি সরল—শ্লেষ্মার সিক্ত শব্দ থাকে। হাঁচি হইয়া কাসির নিবৃত্তি, ইহার প্রদর্শক।

ষ্টিক্টা—ডাঃ হেরিঙ্গের মতে ক্ষয় কাসির যন্ত্রণাকর ক্রুপের ন্যায় কাসিতে ইহা উপকারী। ডাঃ ডিউয়ির নূতন ঔষধ গুণ পরীক্ষাতেও ইহার যন্ত্রণাকর অথবা শুষ্ক খর্ খর্ কাসির উপকার প্রমাণিত হইয়াছে।

উপরিলিখিত ঔষধের মধ্যে যে যে ঔষধ রোগের যে যে অবস্থায় অথবা যে যে লক্ষণে বিশেষ উপকার করিতে পারে তাহা নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লিখিত হইল :—

ধাতুসংশোধনকারী।—আর্স, আর্স-আয়, ক্যাল্কে কারব, ক্যাল্কে আয়, ক্যাল্কে ফস, ফেরাম মেট, ফেরাম আয়, আয়ডি, ক্রিয়োজোট, ফস ফরাস, সাল্‌ফ, টুবার্‌কুলিনাম-ব্যাসিলিনাম, হিপার সাল্‌ফ, ষ্টেনাম, কেলি কার্‌ব, সাল্‌ফ এসি, কেলি বাই, কেলি আয়, ব্রমিন, ব্রমিন মিউ, নাইট্রিক এসি, সিলিক।

জ্বরোপশমকারী।—একন, চাইনি আর্স, সিংকোনা, সিংক সাল্‌ফ, আর্স, আর্স আয়, ব্যাপ্টিসিয়া, ফেরাম ফস ইত্যাদি।

কাসির উপশমকারী।—ফসফরাস, হায়সা, বেল, ব্রায়, হিপার সাল্‌ফ, ড্রসিরা, ইপিকা, কোরেলিয়াম রুব, লোবেলিয়া, ষ্টেনাম,

banglabooks.in

কেলি কার্ব, এণ্টী টার্ট, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, স্যাম্বুকাস, ষ্টিক্টা, রুমেকস, সেনেগা, ডাল্কামারা, কোডিয়াইন, লরসিরেসাস প্রভৃতি।

আমাশয়িক বিকারোপশমকারী।—আমাশয় প্রতিশ্যায় দেখ।

নৈশঘর্ম্মোপশমকারী।—এগারিসিন, এট্রপিন, চায়না, চাইনি আর্স, আয়ডিন, ফস এসি, আর্স, স্যাম্বুকাস, পাইলকার্পিন, সাল্ফ এসি, জ্যাবরেণ্ডাই প্রভৃতি।

উদরাময়-নিবারণার্থ।—পুরাতন উদরাময় দেখ।

রক্ত-কাসির নিবারণার্থ।—রক্তকাসি সম্বন্ধীয় লেক্চার দেখ।

পার্শ্ব-বেদনা প্রশমনার্থ।—ব্রায়, আর্নি, সাল্ফ এসি, একন, কেলি কার্ব, সিমিসি, গল্থেরিয়া, গুয়েইয়াকাম, নাক্স্ ভম, রেনাংকু বাল্ব, রাস রেডি প্রভৃতি।

স্বরভঙ্গ।—স্পঞ্জিয়া, কষ্টিক, ফসফরাস, কেলি বাই, হিপার সাল্ফ, বেল, কেলি আয়, রুমেক্স্, ব্রমিন, আয়ডি।

প্রতিষেধক চিকিৎসা।—ব্যাক্টিরিয়া বা বীজাণু-বিশেষ এই রোগের কারণ বলিয়া গৃহীত হইবার পর রোগাক্রমণের বাধাজনক চিকিৎসা এবং উপায়াদির গৌরব সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অতএব রোগীর নিষ্ঠুত গয়ার যথায় তথায় নিক্ষিপ্ত না করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় কোন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে রক্ষিত ও ফেনাইল-কার্-বলিক-এসিড ইত্যাদি দ্বারা নষ্ট করিয়া দূরে ভূমি-প্রোথিত করা সঙ্গত। রোগী গয়ার নিক্ষেপ জন্য যে বস্ত্র খণ্ডাদির ব্যবহার করে অথবা হঠাৎ বস্ত্রাদিতে যদি তাহার সংশ্রব ঘটে অবস্থানুসারে তাহা দগ্ধ অথবা সিদ্ধ ও পরিস্কৃত করা উচিত। গুটিকোৎপত্তি রোগগ্রস্ত রোগী স্বতন্ত্র গৃহে বাস, বিশেষতঃ নিদ্রার্থ শয়ন করিবে। সম্পূর্ণ আলয়ই নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। গুটিকারোগগ্রস্ত জনক-জননীদিগের শিশু-সন্তানাদি বিশেষ যত্নসহকারে পালনীয়। তাহাদিগের

banglabooks.in

রোগ-নিবারণকল্পে শারীরিক পুষ্টির উৎকর্ষ-সাধনার্থ আহারের সুব্যবস্থা, এবং ফুসফুস ও শোণিতের উন্নতিকল্পে মুক্ত ও নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত প্রদেশে আনন্দবর্দ্ধক মৃদু ব্যায়ামাদি অপরিহার্য্য। ইহারা সর্ব্ববিষয়েই স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাধীনে রক্ষণীয়। ফলতঃ বিদ্যাশিক্ষার্থ বহু ছাত্র সমন্বিত বিদ্যালয় এবং ছাত্রাবাসও ইহাদিগের পরিত্যাজ্য। বিদ্যাশিক্ষাপেক্ষা স্বাস্থ্য বা জীবন রক্ষাই ইহাদিগের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর করণীয়। ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক শৈত্যাদির সংস্রব হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অতএব সর্ব্বদা সময়োপযোগী বস্ত্রাদি দ্বারা ইহাদিগের শরীরাবৃত রাখা কর্ত্তব্য। শ্বাস-যন্ত্রোর্দ্ধভাগের প্রাতিশ্যায়িক আক্রমণ ও অন্যান্য সাধারণ রোগ, যে কোন কারণ হইতে নাসিকার রোধ এবং টনসিল-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি জন্মাইলে অচিরাৎ তাহার প্রতিকার আবশ্যক। ফলতঃ গণ্ডমালা ধাতুর জনক-জননীর এবং বংশগত গুটিকোৎপত্তি রোগ বশতঃ বিকৃত ধাতুর সন্তানদিগের ধাতু সংশোধনার্থ অতি শৈশবাবস্থা হইতেই উপযোগী ধাতুগত ঔষধের সেবন করাইয়া ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কার নিবারণের চেষ্টা, রোগ নিবারিত রাখার প্রকৃষ্টতর উপায়।

৩। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মানুযায়ী (Hygienic) চিকিৎসা।—কতিপয় অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়—(ক) নির্ম্মল মুক্ত বায়ু এবং আতপ-সেবন; (খ) মুক্ত ও প্রবহমান বায়ুমধ্যে শক্ত্যনুযায়ী এবং সুনিয়ন্ত্রিত শারীরিক ব্যায়াম—যাহাতে রোগীর সাধারণ শ্রান্তি ব্যতীত অতিশ্রমের অনুভূতি না হয়; (গ) বাত্যা-বর্ষণাদির সংস্পর্শের বর্জ্জন—কিন্তু তদ্ধেতু রোগীর আপাদ মস্তক অনাবশ্যকীয় অতিরিক্ত বস্ত্রাবৃত রাখা অকর্ত্তব্য—তাহাতে রোগীর সামান্য শৈত্যাদির অপরিহার্য্য সংস্পর্শও অসহনীয় হয়। (ঘ) প্রতিষেধক চিকিৎসা বর্ণনা সংশ্রবে লিখিত স্বাস্থ্য-নিয়মাদির মনযোগের সহিত সংরক্ষণ; (ঙ) পরিচ্ছদধঃ পশমী বস্ত্র সময়োচিত ঘনত্ব বিশিষ্ট হওয়া সঙ্গত—বৎসরের আদ্যোপান্ত রোগীকে সমভাবে আপাদমস্তক অত্যুষ্ণ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা অনিষ্টকর; (চ) সুনিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ ব্যায়াম

banglabooks.in

দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস সংসৃষ্ট পেশীমণ্ডলের পুষ্টির উৎকর্ষ এবং ফুসফুসের প্রসার সাধন—এতদর্থে ডাঃ গ্যাচেলের শ্বাস-প্রশ্বাস অভ্যাস প্রণালীর অবলম্বন কর্ত্তব্য—(১) ঔদরিক; এবং (২) বক্ষসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস। (১) ঔদরিক শ্বাস-প্রশ্বাস—পরিহিত বস্ত্রের সম্পূর্ণ শিথিল অবস্থায় চিৎভাবে শয়ন এবং তদবস্থায় পূর্ণ প্রশ্বাসে আমাশয় দেশ সর্ব্বতোভাবে অবণতকরণ, পরে শ্বাস-গ্রহণ দ্বারা আমাশয় দেশের পুনরুত্তোলন; প্রতিবারে দশ বার করিয়া প্রতিদিন অনেকবার ইহার সাধন। (২) বাক্ষসাধ্য শ্বাস-প্রশ্বাস—কড়ি কাষ্ঠে দুইটি কফিকল সংলগ্ন করিয়া তাহার ছিদ্র-পথগামী রজ্জু আবদ্ধ দুইটি মণ্ডলাশ্রয়ে ব্যায়াম; বক্ষ-প্রসারণে উপযোগী—ফুসফুসের বিস্তার ও ধারণাশক্তির এবং বক্ষ-পেশীর পুষ্টির ও শক্তির উৎকর্ষ সাধনরূপ উদ্দেশ্যের বিষয় স্মরণ রাখিয়া মণ্ডলের সাহায্যে ও শরীরের ভিন্ন ভিন্ন উপযোগী অবস্থায় স্বকার্য্য সম্পাদনীয়। এতদর্থে কোন ব্যায়ামাভিজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অভ্যাসে ব্যস্ততা অনিষ্টকর; ধীরে ইহা সুখসাধ্য এবং ফলপ্রদ। ইহার পুনঃ পুনঃ সাধনায় স্থায়ী উপকার দর্শে। উদরের প্রসারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোর্দ্ধ বক্ষস্থল পর্য্যন্ত ক্রমে বায়ু-পূর্ণ করিতে হইবে; পরে বায়ু না ছাড়িয়া আমাশয়-দেশ যতদূর সম্ভব অন্তর্হৃত করিলে বক্ষ এবং ফুসফুস তাহাদিগের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। এই অবস্থায় বেগে ও নিঃশেষে বায়ুর ত্যাগে বক্ষ ও ফুসফুসের স্থায়ী প্রসারণ হইয়া থাকে। ইহা প্রতিদিন বারম্বার কর্ত্তব্য। পাঠককে রোগের কপটতা ও সাংঘাতিকতার বিষয় বলা বাহুল্য; রোগ আরোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও অনেকদিন ধরিয়া উপরিউক্ত ব্যায়ামাদি নিত্য কর্ম্ম স্বরূপ সম্পাদন করা উচিত।

৪। জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন সংসৃষ্ট চিকিৎসা।—গুটিকোৎপত্তি-রোগে জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন দ্বারা চিকিৎসা অতীব গুরুতর এবং অত্যাবশ্যকীয়। ফলতঃ জল-বায়ুর যথোপযোগী পরিবর্ত্তন ব্যতীত

banglabooks.in

ইহার যে কোন প্রকার চিকিৎসাই হউক তাহাতে ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র। অবশ্য রোগের সন্দেহ বা আশঙ্কা মাত্রই ইহা অবলম্বনীয়। রোগমূল দৃঢ় সংবদ্ধ হইলে অথবা রোগ কথঞ্চিৎ প্রসার লাভ করিলে ইহাও অকর্ম্মণ্য হইতে পারে; তথাপি আবহাওয়ার সুপরিবর্ত্তনে এরূপ রোগীরও ফল প্রাপ্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। সুগভীর ও সুবিস্তৃত গহ্বর নির্ম্মিত হইলে আশাহীন রোগীকে স্বগণচ্যুত করিয়া দেশান্তরিত করায় নৃশংসতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয় বলিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করা উচিত।

আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ গুটিকারোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের অন্যান্য আবশ্যকতার বিষয় বিবেচনা করিলে, সাধারণ রোগীর পক্ষে অতীব ব্যয়সাধ্য বলিয়া কষ্টকর হইতে পারে। অপিচ বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে যথোপযোগী স্থানের নির্দ্দেশ করাও সুকঠিন। চিকিৎসক এবং রোগী উভয়েরই জ্ঞাত থাকা উচিত যে, ব্যয়সাধ্য বলিয়া অন্যান্য বিষয়ে কথঞ্চিৎ ত্রুটি ঘটিলেও জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনের উপকারিতার তুলনায় তাহারা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বিবেচিত হয়। জল-বায়ুর গুণ সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে:—(১) স্থানিক বায়ুমণ্ডলের নির্ম্মলতা; (২) অত্যল্প সিক্ততা; (৩) সমভাবাপন্ন এবং মধ্যবিধ উষ্ণতা; (৪) স্থানিক উচ্চতা; এবং (৫) সূর্য্যরশ্মির প্রচুরতা। সাধারণ ভাবে যাহা লিখিত হইল রোগীবিশেষের ধাতু এবং রোগের প্রকৃতানুসারে তাহার কথঞ্চিৎ তারতম্যের আবশ্যকতা জন্মে। তদ্বিষয় নিম্নে কথিত হইতেছে।

সাধারণতঃ সম্ভবিত সর্ব্বোচ্চ তাপ উপকারী। কিন্তু রোগীবিশেষে শীতল বায়ু উপযোগী। অপিচ অধিকাংশ রোগীর পক্ষে শুষ্ক বায়ু অনুকূল হইলেও স্থলবিশেষে সিক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা জন্মে। উচ্চ পার্ব্বতীয় দেশের লঘু বায়ু রোগী সাধারণের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু অনেক স্থলে নিম্নদেশের গুরু বায়ুতেও উপকার পাইতে দেখা যায়। বিশেষতঃ বয়স্থ, দুর্ব্বল, বাত-প্রকৃতি, ক্ষুদ্র বাত অথবা রসবাতগ্রস্ত রোগী এবং যাহাদিগের

banglabooks.in

হৃদ্রোগ থাকে তাহারা নিম্ন প্রদেশের ঘন বায়ুতেই ফলপ্রাপ্ত হয়। জাঙ্গল দেশ, বিশেষতঃ দেবদারু (Pine) বৃক্ষশ্রেণী সজ্জিত জঙ্গলাপথ উপকারী। এবম্বিধ প্রদেশে বায়ু নাতি শীতোষ্ণ এবং নাতি সিক্ত-শুষ্ক থাকে, অপিচ থাইসিস রোগে বিশেষ প্রয়োজনীয় বায়ুর নির্ম্মলতাসাধক ঘনীভূত অম্লজান, অম্লজানসার বা ওজোন বায়ু জন্মে, অপিচ তাহাতে অন্য উপকারী বস্তু—তার্পিণ সংসৃষ্টতা থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তদ্দৃষ্টে পাঠকের অনুমিত হইবে, যক্ষ্মাকাসির রোগীর জলবায়ুর পরিবর্ত্তনার্থ স্থান নির্দ্দেশ অতীব কঠিন সমস্যা। যাহা হউক নিম্নে কতিপয় প্রদেশের উল্লেখ করা যাইতেছে। চিকিৎসক উপরিউক্ত অবস্থাদির বিষয় বিবেচনা করিয়া বিশেষ বিশেষ রোগীর ধাতু, শরীর এবং রোগের প্রকৃত্যানুসারে স্থানের নির্ণয় করিবেন। এ বিষয়ে ধাত্যানুসারে স্থানের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৭ পৃঃ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও দ্রষ্টব্য। এতদ্দেশে রোগীর অবস্থানুসারে দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং, সিম্‌লা প্রভৃতি স্থান বলিষ্ঠ ও সরক্ত যুবক-যুবতীদিগের রোগের প্রথমাবস্থায়, সাঁওতাল পরগণা বা পশ্চিমাঞ্চলের দেবঘর প্রভৃতি স্থান রোগ ও রোগীর মধ্যবিধ অবস্থায়, এবং পুরি ওয়াল্টেয়ার প্রভৃতি স্থান দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীদিগের রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা যায়। এই সকল স্থানে যাইয়া রোগীর শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী ভ্রমণাদি ব্যায়াম, এবং বহির্ব্বায়ু-সেবন কর্ত্তব্য। তাহাতে রোগী স্বয়ং অশক্ত হইলে শয়ন অথবা উপবেশনের উপযুক্ত আসনাদিদ্বারা তাহাকে মুক্ত ও নির্ম্মল বহির্ব্বায়ু মধ্যে চালিত করিতে হইবে। নিতান্ত পক্ষে গৃহবহির্ভাগে সূর্য্যরশ্মি এবং মুক্ত ও প্রবহমান বায়ুমধ্যে অক্ষম রোগীকে উপবিষ্ট অথবা শায়িত রাখিয়াও যতদূর সম্ভব তদ্দেশের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর জল-বায়ুর সম্পূর্ণ উপকারিতা গ্রহণ করাইতে হইবে। ফলতঃ যে দেশেই স্থান পরিবর্ত্তন করা হউক, যতদূর সম্ভব তদ্দেশীয়

banglabooks.in

জল, বায়ু ও উচ্চনিম্নতাদিঘটিত স্বাস্থ্যোৎকর্ষসাধক উপায়ের ফল গ্রহণ উদ্দেশ্য।

পথ্যের ব্যবস্থা।—গুটিকোৎপত্তি রোগে পথ্যের ব্যবস্থা অতীব গুরুতর বিষয়। ইহার পথ্য সহজ, পুষ্টিকর, অনায়াস পরিপাচ্য এবং রোগীর মুখরোচক ও তৃপ্তিকর, কিন্তু তাহার পরিপাকশক্তির অবস্থানুযায়ী হইবে। শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন বহুল খাদ্য—দুগ্ধ, অণ্ড, সুপাচ্য এবং গরম মসলা বর্জ্জিত টাটকা ও নীরোগ এবং কচি ছাগাদি পশু এবং মোরগের মাংস প্রভৃতি, যথোপযুক্ত পরিমাণে, সুপথ্য। ফলতঃ ঘৃত বসাদি উদজান-অঙ্গারিক বস্তু (হাইড্রকারবনস্) এরোগে অত্যাবশ্যকীয়। রোগীর পরিপাক শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অতীব যত্নের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মুখ রোচক আকারে তাহার প্রচুর ব্যবস্থা সঙ্গত। ক্ষুধা এবং আহারে ইচ্ছাহীন রোগীর জন্য নিয়ন্ত্রিত আহার দানের ব্যবস্থা করা উচিত। তাহাতে নিয়মিত কালান্তে রোগীকে অল্প পরিমাণ করিয়া দুগ্ধ, অণ্ড-লালা, মাংস-যূষ এবং তদ্বৎ অন্যান্য খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগীর অতিরিক্ত নৈশ-ঘর্ম্ম হইলে ঘর্ম্মের নিয়মিত কালে রোগীকে জাগ্রত করিয়া এক পিয়ালা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ অথবা মল্টকরা দুগ্ধপান করাইলে উপকার করে। রোগীর পক্ষে নৈশ শয়নের পূর্ব্বেও উপরিউক্তরূপ পানীয়সেবন সুব্যবস্থা। কখন কখন রোগীকে আহার করাইতে কথঞ্চিৎ বলের প্রয়োগের আবশ্যক হইয়া থাকে। অগত্যা তাহাও কর্ত্তব্য। রোগী সহ্য করিতে পারিলে শরীরের আয়তন ও শক্তি রক্ষার্থ কডলিভার অইল অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। অমিশ্র অইল সহ্য না হইলে মল্ট মিশ্রিত করিয়া আমাশয়ে রাখিবার চেষ্টা করা উচিত।

—o—

banglabooks.in

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির রোগ বা ডিজিজেজ অব দি প্লুরা।

লেক্‌চার ১১৯ (LECTURE CXIX).

ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্লুরিসি।

(PLEURISY.)

প্রতিমাম।—ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লৌষ বা প্লুরাইটিস (Pleuritis)।

পরিভাষা।—এক অথবা উভয় ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির অংশ বিশেষের অথবা সম্পূর্ণাংশের প্রদাহ বা ইন্‌ফ্লামেশন।

প্রকার ভেদ।—১। শুষ্ক, তন্তুজানময় ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ড্রাই, ফাইব্রিনাস প্লুরিসি (তরুণ আটাল বা একুট প্ল্যাষ্টিক) (Acute fibrinous Pleurisy.); ২। রস-তন্তুজানময় ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা সেরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসি (Sero-fibrinous Pleurisy.); ৩। পূয়সঞ্চারশীল ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পুরুলেণ্ট প্লুরিসি (Empyema, Pyo-thorax or Purulent Pleurisy); ৪। পুরাতন ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ বা ক্রণিক প্লুরিসি (Chronic Pleurisy)। অপিচ প্লুরিসি—স্থানিক অথবা সাধারণ; এবং তরুণ, নাতি তরুণ, অথবা পুরাতন হইতে পারে। ইহা প্রাথমিক বা প্রাইমেরি অথবা গৌণ বা সেকেণ্ডারিও হইতে পারে। ইহা ব্যতীতও কারণানুসারেও রোগ আখ্যাত হইয়া থাকে, যেমন—গুটিকা সংসৃষ্ট বা টুবারকুলাস, কর্কটীয় বা ক্যান্সারাস অথবা পচনোৎপন্ন জান্তব বিষজ বা সেপ্টিক ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ।

banglabooks.in

১। শুষ্ক, তন্তুজানময় ফুসফুস্-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ড্রাই, ফাইব্রিনাস প্লুরিসি (Acute Plastic pleurisy)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—প্লুরার স্বাভাবিক চাকচিক্য থাকে না এবং তাহা শুষ্ক এবং শোণিত পূর্ণ দেখায়। তাহাতে সূত্রজানময় নির্য্যাস স্রুত হইয়া ন্যূনাধিক ঘনত্ববিশিষ্ট এক স্তর লসীকা-রসের আবরণ পড়ে। ইহা দেখিতে কর্কশ ও লোমশঃ অথবা ঘন এবং স্তরসন্নিবিষ্টবৎ হইতে পারে। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রসাহায্যে নির্য্যাস সূত্রজান, লসীকাকোষ, লোহিত রক্ত-কণিকা এবং রক্তাম্বু দ্বারা গঠিত দৃষ্ট হয়, শেষোক্তের পরিমাণ অত্যল্প থাকায় তাহা শীঘ্র শোষিত হইয়া যায়। রোগের মৃদু আক্রমণ স্থলে নির্য্যাসের শোষণ হয়। কঠিন রোগে ইহা জীবিত পদার্থের অংশরূপে ন্যূনাধিক কঠিন সংযোগোৎপাদন করিয়া ঝিল্লির ঘনত্ব উপস্থিত করে।

কারণ-তত্ত্ব।—তন্তুজানময় প্লুরিসি বা ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহ প্রাথমিক অথবা গৌণ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রাথমিক রোগ অতি বিরল এবং সিক্ততা ও শৈত্য সংস্পর্শ তাহার কারণ। কিন্তু আধুনিক মতানুসারে ইহারা অনুদণ্ডক রোগ-বীজাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়া সংক্রমণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। রোগ অভিঘাত হইতেও জন্মিতে পারে। ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অধিকতর দৃষ্ট হয়। কর্ম্মিষ্ঠ জীবনে শৈত্যাদির অধিকতরস সংস্পর্শ হয় বলিয়া যুবক-যুবতীগণ মধ্যে আক্রমণ সংখ্যা অধিকতর দেখা যায়। শীত ও বসন্ত ঋতুতে ইহার অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয়। ডাঃ এণ্ডারস বলেন, "অনুসন্ধান করিলে প্রায়শঃ স্থলেই এই সকল ব্যক্তির কোন না কোন প্রকার (গুটিকা সংসৃষ্ট, রস-বাতিক অথবা ক্ষুদ্র বাত সংশ্রবীয়) রোগ-প্রবণতা বা ডায়াথিসিস প্রকাশিত হয় এবং তাহা, রোগাক্রমণের অনুকূলতা করে।" সন্নিহিত কোন যন্ত্রের প্রদাহ বিস্তৃত হইয়াও প্লুরিসি জন্মে। রোগ

banglabooks.in

দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলে তাহা যাকৃতিক প্রদাহের প্রসার হইতে পারে। ইহা পশুর্কা অথবা কশেরুকার ক্ষত, অন্ন-নালী-কর্কটের বিদারণ, বায়ু-নালী-গ্রন্থির (Bronchial glands) গুটিকাসংস্পৃষ্ট রোগ, হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট-প্রদাহ অথবা পেরিটনাইটিস হইতেও জন্মিতে পারে; এবং ইহা বক্ষ-প্রাচীরিক বিসর্প বা ইরিসিপেলাসের পরিণামেও হইতে পারে। তরুণ রস-বাতের ভোগকালে এবং অতি সাধারণ উপসর্গ স্বরূপ ইহা ক্ষুদ্রবাত, অথবা পুরাতন ব্রাইটস্ ডিজিজ অথবা সুরাসার-বিষাক্ততার রোগীদিগের মধ্যে উপস্থিত হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—গৌণ রোগের প্রায়শ লক্ষণই প্রাথমিক বা মূল রোগলক্ষণ দ্বারা আবৃত থাকে। কেবল "পার্শ্ব-বেদনা" বা "প্লুরিটিকষ্টিচ্", শুষ্ক কাসি এবং ঘর্ষণ-শব্দ সাধারণতঃ প্রকাশ পায়।

প্রাথমিক রোগ শীত-কম্প দ্বারা আরম্ভ হয়, পরে স্তনাগ্র সন্নিহিত স্থানে অথবা কক্ষ দেশে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা, কাসি ও দ্রুত এবং অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস,—মিনিটে ৩০—৩৫ বার, ক্ষুদ্র, শুষ্ক, খ্যাক্ খ্যাক কাসি, মধ্যবিধ জ্বর—সাধারণতঃ প্রায় ১০০° হইতে ১০২° ফারেন্ হাইট, ক্বচিৎ ১০৩° ফারেন হাইটের থাকে। মৃদুতর রোগে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে, হাঁচিতে অথবা কাসিতে পার্শ্ব-বেদনা মাত্র লক্ষণ থাকিতে পারে, এবং রোগীর দৈনিক কার্য্যে কোনরূপ বাধা ঘটে না। প্রচণ্ড লক্ষণাদি এবং অতি প্রবল জ্বরযুক্ত রোগ অতীব বিরল। এরূপ সংঘটন হইলে রোগীর অনেক সময়েই মৃত্যু হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্ন।—আকর্ণন-পরীক্ষায় শুষ্ক প্লুরিসি-রোগের **ঘর্ষণ-শব্দই** একমাত্র প্রাকৃতিক চিহ্ন। ইহাতে ঘর্ষণ ও **শুষ্ক কাগজ ভগ্নবৎ কির কির** শব্দ সর্ব্বক্ষণই শ্রুত হওয়া যায় এবং শ্বাস-গ্রহণের শেষ ভাগে তাহা বর্দ্ধিত হয়। এই শব্দ উপরিভাগে বা অধিকতর ভাসমান, যেন কর্ণের অব্যবহিত অধঃদেশে থাকা বোধ হওয়ায় ব্রংকাইটিসের গভীর ও অধিকতর সিক্ত কুরকুর বা ক্রিপিটেশন হইতে প্রভেদিত হয়। লসীকা-

banglabooks.in

রস বা লিম্ফ আবৃত প্লুরার পরস্পর ঘর্ষণে শ্লৈষ্মিক শব্দ উত্থিত হয়, এবং কখন কখন ইহাকে বায়ু-নালী-শব্দ হইতে প্রভেদ করা যায় না। নির্য্যাস ক্ষরণের পরে কৌষিক মর্ম্মর (vesicular murmur) ক্ষীণতর হয়, স্বরপ্রতিধ্বনি কমিয়া যায় অথবা নির্য্যাসপূর্ণ স্থানে তাহার অভাব হয়; বিঘাতনোত্থিত নিরেটতার পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল থাকে; ঘর্ষণ-শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস উভয় কালেই স্পষ্টতর থাকিয়া গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তীব্রতায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ডাঃ লক উড বলেন, "ফুস-ফুস-বেষ্ট ঝিল্লির (Pleuritic) শব্দের অভাব, প্লুরিসি-রোগেরও অভাব প্রতিপন্ন করে না, কেননা ইহা আসিয়া অন্তর্দ্ধান করিতে পারে, কেবল গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস-কালেও পাওয়া যাইতে পারে, অপিচ অতি গভীর স্থানে—বক্ষোদর ভেদক পেশী বা ডায়াফ্র্যাগ্‌মেটিক অথবা মধ্যস্থানীয় বা মিডিয়াষ্টিন্যাল প্লুরিসিতে উপস্থিত হইতে পারে।"

রোগ-নির্ব্বাচন।—শুদ্ধ প্লুরিসি রোগের কেবল বক্ষ-শূল বা প্লুরোডিনিয়া সহ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহাতে কেবল কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং কাসিতে বর্দ্ধিত বক্ষ-শূলের পার্শ্ব-বেদনা ব্যতীত প্লুরিসির সম্পূর্ণ লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। এই রোগ কখন কখন প্লুরিসি বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাধারণতঃ তদ্রূপই ধারণা জন্মে।

ভাবীফল।—অধিকাংশ রোগই তিন হইতে দশ দিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়া যায়। অসাধারণ ঘটনাপ্রযুক্ত কোন কোন রোগ দুই তিন সপ্তাহও থাকিতে পারে। ইহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলস্বরূপ প্লুরার ঘনত্ব এবং সংযোগ থাকিয়া যাইতে পারে; ক্বচিৎ এই সংযোগাদি ফুসফুসের স্বাভাবিক প্রসারের বাধা জন্মাইয়া ক্রমশঃ অন্তর্ব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমোনিয়া আনিতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসায় সাধারণতঃ একনাইট,

banglabooks.in

ব্রাইওনিয়া, এস্‌ক্লেপিয়াস, কেলি-কার্ব্বনিকাম্, রিনাঙ্কুলাস বাল্ব, রাসটক্স, এবং সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাদিগের এবং এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য ঔষধের প্রদর্শকের লক্ষণের বিষয় স্বতন্ত্র একটি লেক্‌চারে পরে লিখিত হইবে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—প্লুরিসি-রোগ কখন কখন এতাদৃশ মৃদু প্রকৃতির হয় যে, রোগী তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, পরন্তু কথঞ্চিৎ সাবধানতার জন্য দৈনন্দিন কার্য্যাদি হইতেও বিরত হয় না। ফলতঃ রোগ মৃদু-কঠিন যেরূপই হউক রোগীর সাবধানতার সহিত শয্যাবলম্বন করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করা উচিত। পার্শ্ববেদনা অতীব যন্ত্রণাকর হইলে উষ্ণ পুল্‌টিস অথবা উষ্ণজলপূর্ণ রবারস্থালী বা বোতল দ্বারা উষ্ণ সেকের প্রয়োগ উপশমকারী। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ ভগ্ন পঞ্জরাস্থি থাকিলে, প্লুরায় প্লুরায় যত দূর সম্ভব ঘর্ষণ নিবারণার্থ আটা বা এচিসিভ প্ল্যাষ্টার বা পটি দ্বারা বক্ষ কথঞ্চিত আটা ভাবে জড়িত রাখা উপকারী। ইহার পক্ষে তরল পথ্য সুব্যবস্থা।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২০ (LECTURE CXX)

রক্তাম্বু-তন্তুজানময়-ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসি।

(SERO-FIBRINOUS PLEURISY.)

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—পূর্ব্ব বর্ণিত শুষ্ক প্লুরিসিতে যদ্রূপ আময়িক বিকার চিহ্নাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রোগেও তাহারা তদ্রূপই হইয়া থাকে; তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ তদপেক্ষা গুরুতর ও প্রসার তদপেক্ষা অধিকতর থাকে। রোগের সহিত প্রভূত পরিমাণ ক্ষরিত রক্তাম্বুর যোগ হওয়ায়, সম্পূর্ণ প্লুরা রস তন্তুজানময় বা সেরো-ফাইব্রিনাস নির্য্যাস দ্বারা আবৃত হইলে তাহা মধু-চক্রবৎ দেখায়। রসের পরিমাণ অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল থাকে। সাধারণতঃ তাহা এক হইতে দুই পাইণ্ট্ অথবা তদধিকও হইতে পারে। ইহা রক্তাম্বুর ন্যায় উপাদানে গঠিত। এই কমলালেবুরবর্ণ-বৎ-পীত রস নির্ম্মল থাকিতে পারে, অথবা তাহাতে তন্তুজান-স্তর অথবা লসীকা-কোষ এবং প্লুরার উপরিভাগ হইতে স্খলিত উপত্বক-কোষ থাকায় কথঞ্চিৎ ঘোলাটে দেখাইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে প্লুরাসংযোগ না থাকিলে ক্ষরিত রস, প্লুরা-গহ্বরের সর্ব্বাধঃ দেশে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন সহ ইহার সমতলতার ক্বচিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্ষরিত-রসের গুরুত্বাদি প্রাকৃতিক শক্তিমূলক ফল— "ফুসফুস উর্দ্ধাভিমুখে ভাসিয়া উঠে এবং তাহার মূল রসের উপরিভাগে অবস্থিত হয়। ফুসফুসকে স্থানচ্যুত করিয়া যে পর্য্যন্ত রস শূন্য প্লুরাল বা ফুসফুস-বেষ্টথলির গহ্বরের দুই তৃতীয়াংশ অধিকার না করে সে পর্য্যন্ত ফুসফুস্ তাহার স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপক প্রত্যাহরনীয়তা প্রযুক্ত নির্ব্বাধরূপে

banglabooks.in

প্রত্যাহৃত হয় বা চুপসাইয়া যায়। কথিত পরিমাণ পর্য্যন্ত সংহরণ ঘটিলে ফুস্‌ফুস তাহার স্থিতি-স্থাপকতার সমতা প্রাপ্ত হয়। তদধিকতর পরিমাণ রস-ক্ষরণ হইলে তাহা ফুসফুসোপরি সাক্ষাৎ চাপ প্রদান করে। ক্ষরিত রসের পরিমাণ এতদপেক্ষাও অধিকতর হইলে চাপিত ফুসফুস ঘন, বায়ুহীন মাংসের ন্যায় বস্তুতে পরিণত হয় ও ফুসফুস-বেষ্টক-রস-ঝিল্লির গহ্বরের ঊর্দ্ধ গম্বুজাকার ছাদ নির্ম্মাণ করে। সমগ্র হৃৎপিণ্ড বিপরীত পার্শ্বে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু ইহার অক্ষরেখোপরি কোন মোচড় না পাওয়ায় বৃহৎ রক্তবহা নাড়ীতে কোনরূপ ঘোঁচ দৃষ্ট হয় না। বক্ষোদর ভেদক পেশী নিম্নাভিমুখে থলিবৎ নামিয়া যায় এবং দক্ষিণ পার্শ্বের প্লুরিসিতে যকৃৎ অধঃচাপিত হয়। পর্শুকা মধ্য স্থান সকল, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে ঠেল পাইয়া বাহিরিয়া পড়ে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব সুস্থ পার্শ্বাপেক্ষা এক ইঞ্চ হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

কারণ-তত্ত্ব।—ইহাও শুষ্ক প্লুরিসির সমকারণে জন্মে, কিন্তু সাধারণতঃ রোগীর পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থানুসারে রোগ তদপেক্ষা কঠিনতর হয়। রোগ প্রাথমিকও হইতে পারে কিন্তু অধিকতর সময়েই গৌণভাবে জন্মে। অনেক চিকিৎসকের মতে তিন চতুর্থাংশ রোগ, প্লুরায় গুটিকা সংক্রমিত হওয়ায় আনীত হয় এবং তন্মধ্যে এক তৃতীয়াংশ রোগের পরিণামফলস্বরূপ ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি রোগ জন্মে। নিউমনিয়া, পেরিকার্ডাইটিস্, রস-বাত, বসন্ত, হাম, ব্রাইটস্ ডিজিজ্ অথবা তরুণ সূতিকা জ্বরকালে গৌণ প্লুরিসি জন্মিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ইহার আক্রমণ আকস্মিক হইতে পারে। ইহার মধ্যবিধ প্রকারের কঠিন শীত-কম্প, পরে জ্বর এবং তীব্র পার্শ্ব-বেদনা দ্বারা প্রকাশিত রোগাক্রমণ কোন অংশেই শুষ্ক প্লুরিসির প্রারম্ভিক লক্ষণ হইতে পৃথক বলিয়া বোধ করা যায় না। তিন চারি দিবসের মধ্যে রোগ তাহার সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধি পায়, পরে ধীরে হ্রাস পাইয়া যায়। ছয় হইতে

banglabooks.in

দশ দিবসের মধ্যে রোগী তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। অধিকাংশ স্থলে আক্রমণ ধীরগতি অনুসরণ করে। তাহাতে প্রথমে মৃদু সূচিবেধবৎ পার্শ্ব-বেদনার গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে, হাঁচিতে অথবা যাহাতে বক্ষ-পেশীর কোন প্রকার ক্রিয়োদ্যম হয় তাহাতেই বৃদ্ধি পায়। রস-ক্ষরণের সঙ্গে সঙ্গে বেদনার উপশম হইতে থাকে। কিন্তু শ্বাস-কৃচ্ছ্র বাড়িয়া যায় এবং কখন কখন ক্ষরিত রসের পরিমাণের অনুপাতানুসারে তাহার অতি তীব্র বৃদ্ধি হয়। একাল পর্য্যন্ত রোগী চিৎভাবে থাকিয়া এক্ষণে আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে, কারণ এই যে, তাহাতে রসের চাপ বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং সুস্থ ফুসফুসের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটে না। এই সময়ে রোগীর মুখশ্রী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। কাসি থাকিলে তাহা অধিকতর কষ্টকর হয় এবং সাধারণতঃ তাহাতে সামান্য শ্লেষ্মার গয়ার উঠে, কিন্তু তাহাতে শোণিত রেখা থাকে না। বিশেষতঃ রজনীতে মধ্যবিধ পরিমাণ জ্বর হয় এবং নাড়ী দ্রুত ও কোমল থাকে। আক্রমণ কালীন তাপই রোগের আদ্যোপান্ত সমভাবে থাকিয়া যায় এবং এম্ফিসিমার ন্যায় তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি বা নড়াচড়া হয় না। রোগের কোন নিশ্চিত অবস্থান্তর বা ক্রাইসিস ঘটে না। তাপ যদি বর্দ্ধিত হইয়া ১০৪ ডিগ্রিতে উঠে, অথবা তাহা তিন সপ্তাহের ঊর্দ্ধকাল সমভাবে থাকে, তাহাহত **গুটিকোৎপত্তি** অথবা **এম্ফিসিমার** আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—রস-ক্ষরণের পূর্ব্বে চিহ্নাদি শুষ্ক প্লুরিসির ন্যায় থাকে। রস-ক্ষরণাবস্থায় যে পর্য্যন্ত বয়স্থদিগের দশ হইতে বার আউন্স এবং শিশুদিগের তিন হইতে চারি আউন্স পর্য্যন্ত রস-ক্ষরণ না হয়, কোন প্রাকৃতিক চিহ্ন উপস্থিত হয় না।

পরিদর্শন—বক্ষের আক্রান্ত পার্শ্ব বৃহত্তর হয় অথবা বাহিরিয়া পড়ে, পর্শুকামধ্য স্থানের নিম্নতার অভাব ঘটে এবং হৃৎপিণ্ডোদ্‌ঘাৎ

banglabooks.in

(Impulse) স্থানান্তরিত হয়। আক্রান্ত পার্শ্বে শ্বাস-প্রশ্বাসের চালনা হয় না, কিন্তু সুস্থ পার্শ্বের চালনা অস্বাভাবিক বাড়িয়া যায়।

সংস্পর্শন—স্বর-কম্পন কমিয়া যায় অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। রস-পূর্ণ স্থানের ঊর্দ্ধ প্রদেশ ও সুস্থ পার্শ্বোপরি স্বর-কম্পনের বৃদ্ধি হয়। অত্যধিক পরিমাণে রস-সঞ্চিত হইলে পাতলা ব্যক্তিতে সংস্পর্শনে "স্থিতিস্থাপক নমনীয়তা" বা ফ্লাকচুয়েশন পাওয়া যাইতে পারে; সবলে অঙ্গুলি দ্বারা অন্যতর পার্শ্ব আঘাতিত করিলে রস-মধ্য বাহিয়া বিপরীত পার্শ্বে একটি ঊর্ম্মিবৎ অনুভূতি হয়।

পরিমিতি—উভয় পার্শ্বের বিস্তৃতির প্রভেদ সহজেই বোধগম্য করা যায়। বক্ষোপরি মাপ-যন্ত্র ব্যবহার করিতে, স্মরণ রাখা উচিত যে, বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব যে কোন দিকে স্বাভাবিক অবস্থায় বাম হইতে বৃহত্তর। অধিক পরিমাণ রসের ক্ষরণ হইলে প্রশ্বাসের শেষভাগে উভয় পার্শ্ব মধ্যে অর্দ্ধ হইতে এক অথবা দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত মাপের তারতম্য হইতে পারে, যদিও শ্বাসের শেষাবস্থায় প্রভেদ অতি অল্প থাকে।

বিঘাতন—রোগের প্রথমাবস্থায় বিঘাতনোত্থিত স্বরের অল্পই অপচয় ঘটে এবং ক্ষরিত রসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরেট শব্দের ক্রমিক বৃদ্ধি হয়। সঞ্চিত রসোপরি-দেশে নিরবচ্ছিন্ন নিরেটতা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ঊর্দ্ধদেশোপরি তাহা সামান্যই স্পষ্ট হয়। সাধারণতঃ রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তন সহ নিরেট শব্দের স্থান পরিবর্ত্তিত হয়। রোগীর বসা অবস্থায় ইহা সম্মুখে উচ্চতর স্থানে পাওয়া যায়, এবং শায়িতাবস্থায়, পশ্চাতে অনেক ঊর্দ্ধে থাকে। অত্যধিক ক্ষরণে রোগী ঋজু হইয়া বসিলে নিরেটতা পৃষ্ঠদণ্ড দেশের ঊর্দ্ধতম স্থানে উঠে, এবং সম্মুখের নিম্নতম স্থানে নামে। অন্যপক্ষে ডাঃ ইলিস্ বলেন ক্ষরণের পরিমাণ মধ্যবিধ থাকিলে—"নিরেটতার ঊর্দ্ধরেখা পশ্চাৎ দিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নতরদেশে আরম্ভ হইয়া মেরুদণ্ড হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে যায়; এবং ত্বরিত ঊর্দ্ধাভিমুখে ঘুরিয়া তির্য্যক্ গতিতে

banglabooks.in

পৃষ্ঠের অনুপার্শ্বভাবে কক্ষদেশে ইহার সর্ব্বোচ্চতা পাইবার পর কথঞ্চিৎ নত হইয়া ঋজুভাবে বুক্কাস্থিতে উপস্থিত হয়।" এই বক্র রেখা ইটালিক "S" সদৃশ। (ডাঃ গারল্যাণ্ড.) ফুসফুস-বেষ্টঝিল্লির থলি পরিপূর্ণ থাকিলে, অথবা ক্ষরিত রস ঝিল্লি-সংযোগে আবদ্ধ হইলে উপরি বর্ণিত অবস্থাদি ঘটে না। কোন কোন স্থলে ক্ষরণের সমতল উপরিভাগের উর্দ্ধে **ঢক্কা-ধ্বনীবৎ বা টিম্প্যানিটিক** অথবা কৌষিক ঢক্কাধ্বনিবৎ বা ভেসিকিউলো-টিম্প্যানিটিক শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। কণ্ঠাস্থি নিম্নপ্রদেশে বিশেষ স্পষ্টতা সহ শ্রুত হয় বলিয়া ইহা "স্কোডাজ রেজনেনস্" বা প্রতিধ্বনি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। রস-ক্ষরণ প্রচুর হইলে, শিশুদিগের কণ্ঠাস্থিনিম্ন-দেশে স্বর "ভগ্ন-পাত্রবৎ" বা "ক্র্যাক্ট-পট" সদৃশ হয় এবং আক্রান্ত পার্শ্বে ইহা মেরুদণ্ড সন্নিহিত স্থানেও শ্রুত হওয়া যাইতে পারে।

আকর্ণন—রস-ক্ষরণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত পার্শ্বের উপরি-দেশে **কৌষিক মর্ম্মর বা ভেসিকুলার মার্‌মার** ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে তাহা সম্পূর্ণ শ্রবণাতীত হয়। কিন্তু ক্ষরিত রসের নিরেট প্রদেশের সীমান্ত রেখার উর্দ্ধে তখনও তাহা শ্রোতব্য থাকে। ফুসফুস চাপিত হইয়া, বায়ুনালী বা ব্রংকাই পথে তখনও বায়ুর গতায়াত থাকিলে এবং রস-রাশি অত্যধিক না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস **বায়ুনালীয়** (চোঙ্গে ফুৎকারবৎ) বা **ব্রংকিয়াল প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। কৌষিক বা ভেসিকুলার** প্রকৃতি থাকে না। ফুসফুস চেপ্‌টা হইয়া মেরু-দণ্ড সংলগ্ন হইলে কোন প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দই শ্রোতব্য নহে। এইরূপেই তখনও বায়ু চলনশীল বায়ু-নালী হইতে যেরূপ **বায়ু-নালী বা ব্রংকিয়াল শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ হয়,** তদ্রূপই **বায়ু-নালীর স্বর বা ব্রংকিয়াল ভয়েস অথবা বায়ু-নালী-নাদ বা ব্রংকোফনিও** শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু বায়ু-নালী শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তর্দ্ধানে ইহারাও অন্তর্দ্ধান করে। অতি বিশেষ স্থলে রোগীকে "ওয়াণ্ট" (want) বা

banglabooks.in

"প্ল্যাণ্ট" (plant) বলিয়া কথা উচ্চারণ করাইলে সঞ্চিত রসের ঊর্দ্ধ পার্শ্বে **ছাগনাদ, গোটস্ ভয়েস বা ইগফনি** শ্রুত হওয়া যায়। রস-শোষণের সঙ্গে সঙ্গে উপরি লিখিত প্রাকৃতিক শব্দাদি ধীরে অন্তর্দ্ধান করে এবং অধিকাংশ সময়েই ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির ঘর্ষণ শব্দ পুনরাগত হয়। ইহা ব্যতীতও তরল ক্ষরিত নির্য্যাসের অনুপস্থিতি কালে ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির ঘনীভূত অবস্থা এবং অবশিষ্ট শুষ্ক নির্য্যাসের বৃহৎ বৃহৎ চাপ পরস্পর মধ্যে ঘর্ষণ প্রযুক্ত **স্থূল, করকর, ঘসঘস** (course, creaking, grating) শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। কখন কখন এই সকল শব্দ অবিশ্রান্ত ভাবে মাসের পর মাস থাকিয়া যায়। রস-শোষণ-প্রক্রিয়া কালে বহুদিন চাপিত বায়ু-নালী মুক্ত হওয়ায় কিয়ৎ পরিমাণ স্থূল ও **নাতি বৃহৎ কুরকুর বা সাব-ক্রিপিট্যাণ্ট অথবা সাব-মিউকাস রাল বা** শব্দ শ্রুতি গোচর হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—প্লুরিসি রোগের নির্ব্বাচনে প্রায়শঃ প্রাকৃতিক চিহ্নই আমাদিগের প্রধান সম্বল। প্লুরিসিতে রস-সঞ্চয় ঘটিলে তাহা হইতে অন্যান্য যে সকল অবস্থায় ফুসফুসের নিরেটতা জন্মে তাহাকে, অথবা কোন অর্ব্বুদ, অথবা জলকোষাদি দ্বারা ফুস্‌ফুস্ স্থানান্তরিত হইলে তাহাকে প্রভেদিত করা অত্যন্ত গুরুতর এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফুসফুসের নিরেটাবস্থা মধ্যে **লোবার নিউমোনিয়া** অতি গুরুতর। ইহা এবং প্লুরিসি মধ্যে যে প্রভেদ আছে, তাহা ডাঃ এণ্ডারসের তালিকা উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে দেখান হইল :—

রস-সঞ্চয়যুক্ত প্লুরিসি।	প্রাথমিক লোবার নিউমনিয়া।
জ্ঞানসিদ্ধ (Rational) **লক্ষণ।**	
(১) অল্প অল্প শীত করিয়া রোগের আক্রমণ,—অবিশ্রান্ত ভাবে কতিপয় দিবস স্থায়ী।	(১) কঠিন শীতকম্প, প্রায় এক ঘণ্টা থাকে।

banglabooks.in

রস-সঞ্চয়যুক্ত প্লুরিসি।	প্রাথমিক লোবার নিউমনিয়া।
জ্ঞানসিদ্ধ (Rational) লক্ষণ।	
(২) বেদনা তীব্র, "সূচিবেধবৎ", নিশ্চিত ভাবে স্থান বিশেষে আবদ্ধ।	(২) তীব্র বেদনা, সমপ্রকার কিন্তু টাটানি অধিকতর বিস্তৃত।
(৩) কাসি পুনঃ পুনঃ ও শীঘ্র শীঘ্র এবং উত্তেজনাকর; গয়ার থাকে না।	(৩) কাসির সঙ্গে লৌহমরিচা বা রাষ্টি রঙ্গের অথবা রক্তময় গয়ার উঠে।
(৪) অবিশ্রান্ত প্রকারের মধ্যবিধ জ্বর ধীরে (Lysis) হ্রাস পায়।	(৪) তীব্র জ্বর; পাঁচ হইতে নয়দিনের মধ্যে অবস্থান্তর (crisis) হইয়া কমে।
(৫) মধ্যবিধ কাঠিন্যের সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য।	(৫) সুস্পষ্ট দৌর্ব্বল্য।
(৬) মুখশ্রী পাণ্ডুর ও উৎকণ্ঠাযুক্ত।	(৬) মুখ শ্রী রক্তপূর্ণ; গণ্ডে মেহাগনিবর্ণ উচ্ছ্বাস।
(৭) বিস্বিকোদ্ভেদ হয় না।	(৭) বিস্বিকোদ্ভেদ বিলক্ষণ সাধারণ।

প্রাকৃতিক চিহ্ন।

১। পরিদর্শন—	১। পরিদর্শন—
(ক) বক্ষের সুস্পষ্ট প্রসারণ।	(ক) হয় না।
২। সংস্পর্শন—	২। সংস্পর্শন—
(খ) স্পর্শকম্পনের হ্রাস অথবা অভাব।	(খ) সুস্পষ্ট স্পর্শ-কম্পন (ব্রংকাসের রোধ ঘটিলে তাহার অভাব)।

banglabooks.in

প্রাকৃতিক চিহ্ন।

৩। বিঘাতন—	৩। বিঘাতন—
(গ) অবিশেষতা, তাহার সহিত বিঘাতন-যন্ত্রে বা অঙ্গুলিতেপ্রতিঘাত।	(গ) নিরেটভাব সম্পূর্ণতা পায় না; বর্দ্ধিত প্রতিঘাত; কখন কখন চক্রাবৎ ধ্বনি উঠে।
(ঘ) সন্নিহিত যন্ত্রাদির স্থান-চ্যুতি প্রকাশ করে।	(ঘ) উপসর্গহীন রোগে নিকটস্থ যন্ত্রাদির স্থান-চ্যুতি প্রকাশ করে না।
(ঙ) থলি আংশিক পূর্ণ থাকিলে অবস্থানের পরিবর্ত্তনে উপরিদেশের সমান্তরাল রেখার পরিবর্ত্তন।	(ঙ) অনুপস্থিত।
৪। আকর্ণন—	৪। আকর্ণন—
(চ) শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দের হ্রাস অথবা অভাব; ব্রংকিয়াল শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিস্তৃত এবং দূরবর্ত্তী বোধ হয় এবং তাহার সহিত সাধারণতঃ শব্দ বা রাল্‌স্ থাকে না।	(চ) কর্কশ বায়ু-নালী-শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং প্রথম ও তৃতীয় অবস্থায় কোন বায়ু-নালীর রোধ না হইলে সিক্ত শব্দ বা রাল্‌স্ থাকে।
(ছ) বাকপ্রতিধ্বনির হ্রাস অথবা অভাব।	(ছ) কোন বায়ু-নালীর রোধ না হইলে—ব্রংকোফনি।
(জ) প্রথম ও শেষাবস্থায় ঘর্ষণ শব্দ।	(জ) ঘর্ষণ-শব্দ থাকে না, কেবল প্রথমাবস্থায় ক্রিপিট্যাণ্টরালস্ থাকে।
(ঝ) রক্তাম্বু থাকে।	(ঝ) কতিপয় বিন্দু ঘন রক্ত পাওয়া যায়।

banglabooks.in

৫। নলীকাযন্ত্রে রস-নিষ্কাসন (Aspiration.)।—

যকৃতের পূয়-শোথ অথবা এচিনকক্‌সাস-ক্রিমি-কোষ উপযুক্ত আকারে বৃদ্ধি পাইলে তাহা যক্ষোদর ভেদক পেশী ঠেলিয়া ফুস্‌ফুস্ স্থানান্তরিত করিলে ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলিতে রস-ক্ষরণের প্রাকৃতিক চিহ্নের সাদৃশ্য উপস্থিত করিতে পারে। এবম্বিধ অবস্থায় রোগ বিবরণের আদ্যোপান্ত সযত্ন পর্য্যালোচনায় কেবল রোগ-নির্ণয় সম্ভব হইয়া থাকে। যে হেতু বিবরণে উভয় রোগ সম্পূর্ণ পৃথক্। যকৃতের প্রাচীন প্রাচীন কক্‌সাস্‌সিষ্টস্ বা জল-কোষেরও এইরূপে প্রভেদ করিতে হইবে। বক্ষ-কোটরস্থ কোন অর্ব্বুদ অথবা জল-কোষও (cyst) বিঘাতনে নিরেট শব্দ উৎপন্ন করিয়া থাকে, অপিচ যন্ত্রাদি স্থানচ্যুত করে, এবং ফুস্‌ফুস্ চাপিত করিয়া স্বর ও শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দের তিরোধান করিতে পারে। এই সকল স্থলে—১। রোগ-বিবরণ; ২। আর্ব্বুদিক নিরেট শব্দের বক্ষ-কোটরাভিমুখীন এবং কেন্দ্র অথবা তাহার ঊর্দ্ধাংশের সন্নিহিত স্থানে গতি ৩। অর্ব্বুদের ঠেল কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ এবং অনিয়মিত আকারের স্ফীতি। এবং ৪। স্বর-কম্পনের আধিক্য প্রভৃতি কথিত রোগাদি হইতে ক্ষরণযুক্ত প্লুরিসিকে প্রভেদিত করিতে যথেষ্ট। তথাপি সন্দেহ থাকিলে এণ্টিসেপ্টিক বা "পচননিবারক" উপায়াবলম্বনে নলীকাস্ত্রোপচার করিবে। তাহাতে কেবল রসের বর্ত্তমানতা নহে, রসের প্রকৃতিও, অর্থাৎ তাহা রক্তাম্বু সংসৃষ্ট, ক্ষত রক্ত ঘটিত কি পূয়যুক্ত তাহাও নির্ব্বাচিত হইবে।

ভাবীফল।—সহজ রক্তাম্বু-তন্তুজানময় ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টপ্রদাহের আপাত পরিণাম শুভই বলা যায়। তথাপি অতি বিরল স্থলে দৃশ্যতঃ কারণ-ব্যতীতই হঠাৎ মৃত্যু হয়। ফলতঃ রোগের শুভাশুভ পরিণাম সম্পূর্ণরূপেই তাহার প্রাথমিক কারণ, রোগের ক্রিয়া, রোগীর ধাতুগত অবস্থা এবং পরিণাম রোগ—ফুস্‌ফুসের বাতস্ফীত বা এম্ফিসিমা, প্লুরার ঘনীভূত

banglabooks.in

অবস্থা, এবং তাহার সংযোজনা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। দ্বিপার্শ্বীয় প্লুরিসির পরিণাম সাধারণতঃ অশুভ। রোগের স্থায়িত্ব কাল বড়ই অনিশ্চিত, স্থানবিশেষে রোগ দ্রুতগতিতে শেষ হয় অপিচ অনেক স্থলে বিলক্ষণ ধীর গতি ধরে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্লুরিসি-রোগের চিকিৎসা স্বতন্ত্রভাবে না লিখিয়া কার্য্য সৌকর্য্যার্থ তাহা অবশেষে একযোগে লিখিত হইবে। তথাপি চিকিৎসকের অবগত থাকা প্রয়োজনীয় যে, রোগারম্ভেই অবস্থানুসারে **একনাইট** এবং **ব্রায়নিয়ার** অথবা অন্যতরের প্রয়োগে অনেক রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগের প্রবল অথবা প্রাদাহিক অবস্থায় রোগীর অবশ্যই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ এবং কেবল তরল পথ্যের অবলম্বন করা উচিত। এই সময়ে রোগীর যন্ত্রণা নিবারণে এবং রোগের শান্তি বিধানে উষ্ণ জল সিক্ত ফ্লানেল, উষ্ণ পোল্টিস, অথবা উষ্ণ জলপূর্ণ রবারের নলের কুণ্ডলী বা রবার কয়েলের সিক্ত তাপের প্রয়োগ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য। পার্শ্ববেদনার নিবারণে তিন ইঞ্চি প্রসার এবং কার্য্যোপযুক্ত দৈর্ঘ্যের আটাযুক্ত পটি (Plaster) দ্বারা বক্ষ জড়িত রাখা উপশমপ্রদ। অনেকের মতে ইহা রস-ক্ষরণও সীমা মধ্যে রাখে।

রস-ক্ষরণাবস্থা উপস্থিত হওয়ার পর, রসের দূরীকরণই চিকিৎসার প্রধান বিষয়। রোগীর নির্দ্দোষ ধাতুগত অবস্থা, ক্ষরিত রসের পরিমাণাল্পতা এবং রোগীর বয়সের স্বল্পতা থাকিলে সহজ সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির, বিশেষতঃ শিশু রোগীর, রস-শোষণে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। কিন্তু রোগীর ধাতুগত ও শারীরিক অবস্থাদি ঔষধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিলে নলীকাস্ত্রোপচার বা এস্পিরেটর (Aspirator) দ্বারা রস-নিষ্কাশনই সঙ্গত চিকিৎসা। ডাঃ এণ্ডার্স নিম্নলিখিত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ নলীকাস্ত্রপ্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন :—

banglabooks.in

১। "রোগের জ্বরাবস্থায় যখন প্রদাহের দমনার্থ চিকিৎসা চলিতে থাকে, তখন কেবল রসনিষ্কাশন জন্য নহে, রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করাই নলীকাস্ত্রের ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য। যে অবস্থায় ইহা প্রয়োজনীয় :—(ক) একটি ফুস্‌ফুস্ থলি সম্পূর্ণ রসপূর্ণ হইলে অথবা স্কোডাজ্ প্রতিধ্বনি কণ্ঠাস্থি হইতে দ্বিতীয় পর্শুকমধ্য প্রদেশাপেক্ষা নিম্নতর দেশাভিমুখে বিস্তৃত না হইলে; (খ) ডবল প্লুরিসিতে উভয় থলি অর্দ্ধপূর্ণ হইলেই, যেহেতু দ্রুত অন্যতর থলী পূর্ণ হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে; (গ) যে স্থলে প্রচুর রস-ক্ষরণ হয়, সিক্ত শব্দ, বায়ুনালীকোষীয় শ্বাস-প্রশ্বাস এবং প্রতিধ্বনীর ন্যূনতা প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা রোগহীন সুস্থপার্শ্বের আক্রমণ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই; (ঘ) গুরুতর লক্ষণের উপস্থিতি মাত্রই—শায়িতাবস্থায় প্রাণান্তকর শ্বাস-কৃচ্ছ্র (orthopnea), অথবা দৈহিক নীলিমার সহিত মূর্চ্ছাবৎ আক্রমণাদি; এবং (ঙ) হৃৎপিণ্ডের সুস্পষ্ট স্থান চ্যুতি, বিশেষতঃ যাহাতে যন্ত্রে এক বা একাধিক মর্ম্মর শব্দ উপস্থিত হয়।

২। দ্বিতীয় বা জ্বরহীন অবস্থা, যাহাতে ক্ষরিত নির্য্যাসের বহিঃক্ষরণই নলীকাস্ত্রোপচারের প্রধান উদ্দেশ্য, তাহার প্রদর্শক ঘটনা :—(১) জ্বর ছাড়িয়া, রোগীর স্বাভাবিক অবস্থা হইলে পর এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষরিত নির্য্যাসের তরল ভাগের পরিমাণের হ্রাস না হইলে, (২) নাতিপ্রবল রোগে যদি প্রথম হইতেই তাপের বৃদ্ধি না থাকে অথবা অতি যৎসামান্য থাকে—তাহাতে তিন সপ্তাহের অধিককাল কখনই নলীকাস্ত্রের (Aspirator) ব্যবহার বন্ধ রাখিবে না।

যত্নপূর্ব্বক এণ্টিসেপ্টিক অবস্থায় এই অস্ত্রোপচার করিলে কোনই আশঙ্কার কারণ দৃষ্ট হয় না। রোগীকে অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় রাখিয়া তাহার হস্ত বিপরীত পার্শ্বের স্কন্ধোপরি রক্ষা করিবে এবং তদবস্থায় রসোপরিভাগের নিম্নদেশে, সাধারণতঃ কক্ষের সমলম্বরেখায় অষ্টম পর্শুকামধ্য স্থানে যন্ত্রের সূচিবৎ অগ্র প্রবেশ করাইবে। ধীরে রস নিষ্কাশন

banglabooks.in

করা আশঙ্কাহীন। এক যোগে চল্লিশ বা পঞ্চাশ আউন্সের অধিক রস নিষ্কাশন করিবে না। কঠিন বেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মূর্চ্ছার ভাব অথবা অবিশ্রান্ত কাসি প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ কার্য্য বন্ধ করিবে। অস্ত্রোপচার কালে প্রয়োজন হইতে পারে বলিয়া উপযুক্ত উত্তেজক ঔষধাদি সংগৃহীত রাখা উচিত। রোগারোগ্য পক্ষে কখন কখন এক অস্ত্রোপচারই যথেষ্ট, কখন বা কিয়ৎকাল পর পর আবশ্যকানুসারে একাধিক বারেরও প্রয়োজন হইতে পারে। অতি বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং রোগসহ উপসর্গ স্বরূপ লোবার নিউমনিয়া থাকিলে ইহা নিষিদ্ধ।

এবম্বিধ চিকিৎসাকালে উপযুক্ত পুষ্টিকর পথ্য দ্বারা রোগীর বলরক্ষা করিবে। অপিচ মুক্ত বায়ুতে মৃদু ভ্রমণ দ্বারা বক্ষের বিস্তার সাধন সঙ্গত। ক্ষরিত নির্য্যাসের শোষণের সাহায্যার্থ ঔষধ ঃ—

এপিস, আর্স, আর্স আয়, ক্যাম্থা, কেলি আয়, স্কুইলা, সালফার এবং প্লুরিসির চিকিৎসায় লিখিত অন্যান্য ঔষধ।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২১ (LECTURE CXXI)

পূয়-সঞ্চারশীল ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পুরুলেণ্ট প্লুরিসি।

(PURULENT PLEURISY.)

প্রতিনাম।—পূয়-বক্ষ বা পায়-থোরাক্‌স (Pyothorax); বক্ষ-পূয়-সঞ্চয় বা এম্পায়িমা (Empyema)।

পরিভাষা।—ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির পূয়-সঞ্চারক প্রদাহ বা সাপুরেটিভ ইন্‌ফ্লামেশন অব দি প্লুরা।

আময়িক-বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—এম্পায়িমা বা ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির পূয়-সঞ্চারক প্রদাহেরও প্রাথমিক পরিবর্ত্তনাদি রক্তাম্বু-তন্তুজান-সংসৃষ্ট বা সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসি সদৃশ। অর্থাৎ ইহাতেও প্রথমে রক্তাম্বু-তন্তুজানময় বা সিরো-ফ্রাইব্রিনাস নির্য্যাসের ক্ষরণ হইয়া থাকে। পরে, সাধারণতঃ এক সপ্তাহের পরে, তাহা পূয়াকার ধারণ করে। এই পরিবর্ত্তন রক্তাম্বু-পূযবৎ, অথবা ঘন সরের ন্যায়, কিম্বা ঈষৎ হরিৎ, অথবা ঈষৎ পীতাভ হইতে পারে। ইহা ঈষৎ মিষ্ট ঘ্রাণ ছাড়িতে, অথবা ক্ষত হইতে রোগ জন্মিলে ঘ্রাণ বিকৃত অথবা পচা হইতে পারে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষায় ইহাতে অন্যান্য পূয়ময় নির্য্যাসের প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা প্রতিক্রিয়ায় অম্ল, কিন্তু রক্তাম্বুর তাহা ক্ষার। ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি সর্ব্বস্থলেই ঘনতর এবং তাহার উপরিদেশ দেখিতে পূয়-সঞ্চারশীল বীজকুড়িযুক্ত হওয়ায় তাহা পূয়জননশীল ঝিল্লি বা পায়জেনিক মেম্ব্রেণ নির্ম্মিত করে। ইহাতে অনেক সময়েই বিদারণ থাকে এবং পশুর্কাস্থ প্লুরা সাধারণতঃ ক্ষয়িত হয়। রক্তাম্বু-তন্তুজানময় প্লুরিসি অপেক্ষা

banglabooks.in

ইহাতে অনেক সময়েই প্লুরা যুড়িয়া থলী নির্ম্মিত হয় এবং ইহাতে ফুসফুস অধিকতর চাপিত থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—পূয়-বক্ষ-রোগ রক্তাম্বু-তন্তুজানময় বা সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির পরিণামে জন্মিতে পারে, যদিও ইহা নিঃসন্দেহ যে, কতিপয় রক্তাম্বু তন্তুময় রোগ, পূয়-বিষ সংক্রমণের কারণ অজানিত থাকিলেও প্রথম হইতেই, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে, পূয়সঞ্চারক প্রকৃতি ধারণ করে; কোন কোন স্থলে নলীকাস্ত্রোপচার দ্বারা রক্তাম্বু বহিষ্করণে পূয়-বক্ষ-রোগ জন্মে; কিন্তু ডাঃ অস্‌লারের মতে ইহা অতি বিরল ঘটনা। তরুণ সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বর, নিউমোনিয়া অথবা ফুসফুস কিম্বা অন্ননালীর সাংঘাতিক রোগের গৌণফল স্বরূপও ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলিতে পূয় জন্মিতে পারে। ফুসফুসের পচন বা গ্যাংগ্রিণ, পূয়-শোথ, অথবা ফুসফুসের পচা জান্তব পদার্থের ছিপি বৎ চাপ বা এম্বলাই, কিম্বা ছিন্ন গুটিকা-গহ্বর, অথবা যকৃৎ-পূয় শোথ, কিম্বা পেরিটনাইটিস রোগে বক্ষোদর-ভেদক পেশী বা ডায়াফ্রামের বিদারণ হইতেও ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে। বক্ষভেদকারী আঘাত অথবা ভগ্নপর্শুকা হইতেও ইহা উৎপত্তি হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—আক্রমণ হঠাৎ হইতে পারে, অথবা অধিকতর সময়েই গুপ্তভাবে শনৈঃ শনৈঃই হয়। কার্য্যতঃ এ রোগের লক্ষণ এবং গতি সিরো-ফ্রাইব্রিনাস প্লুরিসি সদৃশ, কিন্তু শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক তাহাতে পচা জান্তব বিষ-সংক্রমণের লক্ষণাদি—শরীরের স্থানে স্থানে অস্থায়ী শীতের ভাব, উচ্চ ও স্বল্প-বিরাম জ্বর, শীতল ঘর্ম্ম, দৌর্ব্বল্য, উদরাময়, শীর্ণতা, এবং পচা জান্তব বিষাক্ততা-ঘটিত বা সেপ্টিসিমিক অথবা সন্নিপাত বা টাইফয়েড বৈকারিক অবস্থা, প্রকাশিত হয়। ডাঃ এণ্ডারস্ দেখিয়াছেন, "একাধিক স্থলে" বেদনা, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, কাসি এবং গয়ার নিষ্ঠীবনের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। "নিউমনিয়ার পরিণাম পূয়-বক্ষ জন্মিলে সাধারণতঃ ভাবান্তর বা ক্রাইসিস সংঘটনের উপক্রম হয়, কিন্তু

banglabooks.in

তাপের পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া তাহা স্বল্প বিরাম মধ্যে যায়, শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, পচনোৎপন্ন জান্তব বিষ-লক্ষণ জন্মে, এবং ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে নির্য্যাস সঞ্চিত হওয়ার প্রাকৃতিক চিহ্নাদি দেখা দেয়।

পূয, বায়ু-নালী বিদীর্ণ করিয়া বহির্নিক্ষিপ্ত হইলে অবিলম্বে উপশম ঘটে, অথবা তদ্বিপরিত সংঘটনে সঞ্চিত পূয় শ্বাস-রোধ, পচা জান্তব বিষজ বা সেপ্টিক ব্রংকনিউমোনিয়া অথবা বাত-বক্ষ বা নিউম-থোরাক্স আনিতে পারে। পূয়ের বহির্বিদারণও ঘটিতে পারে, তাহাতে স্বভাবারোগ্য হয় অথবা নালী-ক্ষত রহিয়া যায়। নালী-ক্ষত জন্মিলে নির্ব্বাধ পূয-নিঃসারিত হয় না এবং কেবল সময়ে সময়ে অস্থায়ী উন্নতি দেখা দেয়। পূয অন্ননালী, হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির থলী, আমাশয় অথবা অন্ত্র-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলীও বিদ্ধ করিতে পারে। ঘটনাক্রমে এই পূয "পেরিটনিয়াম ও সোয়াস্-পেশীর পশ্চাতে মেরু-দণ্ডের সমসূত্রবাহী পথ করিয়া অবশেষে শ্রোণ্যস্থি-কোটরে উপস্থিত হয় এবং সোয়াস অথবা লাম্বার এব্‌সেস বা পূয-শোথের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়।" (এণ্ডারসন্)

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ইহারাও কার্য্যতঃ সিরোফাইব্রিনাস প্লুরিসির প্রাকৃতিক চিহ্নাদি সদৃশ, যদিও সাধারণতঃ ইহাতে পর্শুকা-মধ্য প্রদেশগুলির নিম্নতার অধিকতর অভাব ঘটে, এমন কি তাহাদিগের বহি-স্ফীতিও জন্মিতে পারে, এবং অনেক সময়েই ক্ষরণ-সংশ্রবীয় দেশ কথঞ্চিৎ শোথিত হয়। শিশুদিগের রোগেই অনেক সময়ে এরূপ ঘটনা হয়, এই সকল স্থলে, সাধারণতঃ পঞ্চম পর্শুকামধ্য প্রদেশের সম্মুখভাগে, ক্বচিৎ কখন তৃতীয় অথবা চতুর্থ প্রদেশে, এবং কখন বা পশ্চাদ্দিকে অংশফলকা-স্থির কোণের নিম্ন প্রদেশে পূয়ের বহির্ব্বিদারণের প্রবণতা থাকে। শিশুদিগের মধ্যে ক্ষরিত ও সঞ্চিত পূয়ের আকার বৃহৎ হইলে তাহার উপরিস্থ শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ ক্ষুদ্র এবং টুবুলার বা নালীবাহীবৎ হইতে পারে, এবং ইহা রোগ নির্ণয়ে নিউমোনিয়া বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে। পূয়ের

banglabooks.in

মধ্য বাহিয়া কচিৎ ফুসফুসস্থরের কথা চালিত হয়। ইহাতে হৃৎপিণ্ড সংকোচন-ঘটিত স্পন্দনের সমসাময়িক স্পন্দন থাকিলে ইহা "পাল্‌সেটিং" বা "স্পন্দনযুক্ত" প্লুরিসি বলিয়া কথিত হয়। কচিৎ ইহা সিরোফাইব্রিনাস প্লুরিসিতেও উপস্থিত হয়। এই ঘটনার কারণ এ পর্য্যন্তও নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

রোগ-নির্ব্বাচন।—নলীকাস্ত্র কিম্বা সূক্ষ্মট্রোকার দ্বারা অল্প পরিমাণ ক্ষরিত রসের নিষ্কাশন ব্যতীত ইহার নিশ্চিত পরিচয় সুকঠিন। অণবীক্ষণ-যন্ত্রে পূয়-কণার পরীক্ষার আবশ্যক। বক্ষের রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজ্‌মসহ পুরুলেণ্ট প্লুরিসির ভ্রান্তি হওয়া সম্ভব, কিন্তু স্পন্দন-স্থান বক্ষ বৃহদ্ধমনীর উপরিদেশে না হওয়ায় এরূপ ভ্রান্তির নিরাকরণ হয়। ইহা ব্যতীতও ইহাতে প্লুরিসির লক্ষণ এবং চিহ্নাদি থাকে, এনুরিজ্‌মের লক্ষণাদির অভাব দৃষ্ট হয়।

ভাবীফল।—পূয়-বক্ষরোগ সাধারণতঃই অতীব গুরুতর। কোন কোন স্থলে পূযের শোষণ হওয়ায় রোগারোগ্য হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই অস্ত্রোপচার দ্বারা পূয়-নিষ্কাশন ব্যতীত রোগের আরোগ্যাশা নাই, রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। অনেক দিন স্থায়ী পূয় সঞ্চারের ফলস্বরূপ রোগীর প্রলেপক বা হেক্‌টিক অবস্থার দৌর্ব্বল্য মৃত্যুর কারণ হয়, অথবা পচনোৎপন্ন জান্তব বিষাক্ততা বা সেপ্‌সিস রোগীর মৃত্যু আনয়ন করে। কোন কোন স্থলে পূয়ের নিষ্কাশন করিলেও অনিশ্চিতকাল পূয়ের স্রাব থাকিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। বায়ু-নালীতে পূয়ের বিদারণ হইয়াও যদি শ্বাস-রোধ না ঘটে তাহাতে সাধারণতঃই রোগী আরোগ্য লাভ করে। অন্যান্য স্থানের বিদারণের স্থানানুসারে যে ফল হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অনেক সময়ে প্রাথমিক অথবা আনুষঙ্গিক রোগ হইতে মৃত্যু ঘটে। শিশুদিগের রোগে সাধারণতঃ শুভ পরিণামের আশা করা যায়। ফলতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ইহার পূয়-শোষণ হইয়া রোগীর আরোগ্য

banglabooks.in

লাভ করা অসম্ভবনীয় না হইলেও আমাদিগের বিবেচনায় অতিরিক্ত পূয়-সঞ্চয় হইলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে নলীকাস্ত্রোপচারে পূয়ের নিষ্কাশন অধিকতর ফলাশা প্রদান করে।

অস্ত্র-চিকিৎসা।—পূয়-বক্ষ-রোগে আনুষঙ্গিক অবস্থাদি সুসঙ্গত হইলে অথবা শিশু-রোগী ধাতুগত দোষ বর্জ্জিত এবং সাধারণভাবে সুস্থ থাকিলে নলীকাস্ত্রোপচার দ্বারা পূয়-নিষ্কাশনে আরোগ্যাশা সম্ভবনীয় হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বক্ষ ও ফুসফুসের প্রত্যাহরণ এবং পূয়-গহ্বরের বিলোপ-সাধনে নিয়মিত অস্ত্র-চিকিৎসারই সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। তদর্থে উপযুক্ত অস্ত্র-চিকিৎসক আহুত করাই সঙ্গত। রোগীর কষ্টাদির আশু নিবারণার্থ নিয়মিত অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে কখন কখন নলীকাস্ত্রাদি দ্বারা পূয-রসের নিষ্কাশনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। পূয-বক্ষের পূয়াদি পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে পচন নিবারক মৃদু ধাবন দ্বারা গহ্বর পরিষ্কার রাখিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যথেচ্ছ ধাবনাদির ব্যবহার নিরাপদ নহে। তাহাতে হঠাৎ হিমাঙ্গ আনিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে। পশুকাস্থি-ছেদ ও গহ্বরের লোপ দ্বারা রোগারোগ্য গুরুতর অস্ত্রোপচার। ইহা বহুদর্শী অস্ত্র চিকিৎসকের অধিকারভুক্ত।

পূয-সঞ্চারের সুদীর্ঘ স্থায়ীত্ব প্রযুক্ত দৌর্ব্বল্যে মাংস-যূষ, অণ্ডলাল এবং দুগ্ধাদি দ্বারা রোগীর বলরক্ষা কর্ত্তব্য।

তজ্জন্য লিখিত ঔষধাদিও প্রযোজ্য ঃ—আর্স, আর্স আয়, ক্যাথে কারব, চায়নি আর্স, হিপার সালফ, আয়ডি, ল্যাকে, মার্ক স, সিলিক, সালফ (সাধারণ চিকিৎসাও দ্রষ্টব্য)।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২২ (LECTURE CXXII)

পুরাতন ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রণিক প্লুরিসি।

(CHRONIC PLEURISY).

প্রতিনাম।—ফুস্‌ফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির পুরাতন যোজক প্রদাহ বা ক্রণিক এডিসিভ প্লুরিসি (Chronic Adhesive Pleurisy).

পরিভাষা।—রস-ক্ষরণযুক্ত অথবা ফুস্‌ফুসাবরণীর তদ্বিরহিত পুরাতন প্রদাহ বা প্লুরিসি।

রস-ক্ষরণযুক্ত পুরাতন প্লুরিসি।—ইহা গুপ্তভাবে শনৈঃ শনৈঃ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অধিক সময়েই তরুণ রক্তাম্ব তন্তুজানোৎপাদক ফুস্‌ফুস-বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির পরিণাম ফলস্বরূপ জন্মে। কখন কখন নির্য্যাস অনেক দিন স্থায়ী হয়। তাহাতে যে সকল রোগজ অপায় এবং নিশ্বাসের প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন ঘটে, পূর্ব্বে সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির বর্ণনা উপলক্ষে তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কোন অংশেই ইহাদিগের কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, এই মাত্র যে, সাধারণতঃ ইহার নির্য্যাসে রক্তাম্ব অপেক্ষা তন্তুজান ভাগ অধিকতর থাকে। ইহার লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নেরও তদপেক্ষা সামান্যই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক সময়েই পরিশ্রমে সামান্য শ্বাস-কৃচ্ছ্র মাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়। নির্য্যাসের পূযে পরিবর্ত্তন ঘটিলে প্রলেপক লক্ষণ বা হেক্‌টিক এবং তাহার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ বিকারাদি উপস্থিত হয়; ইহাতে সাংঘাতিক পরিণামও অসাধারণ নহে। শিশুদিগের রোগেই শীঘ্র পূয-পরিবর্ত্তন ঘটে। রোগী শীর্ণ দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া যায় এবং বায়ু-নালীর উত্তেজনাবশতঃ অতীব শ্রান্তিকর কাসি উপস্থিত হয়। মধ্যগত যক্ষ্মাকাসি

banglabooks.in

অথবা তদ্রূপ অন্য কোন রোগ জীবনের শেষ না করিলে কতিপয় মাস হইতে কত কত বৎসর পর্য্যন্ত রোগ স্থায়ী হইতে পারে। নির্য্যাসের শোষণ অথবা তাহার নিষ্কাশন, যে প্রকারেই রোগের আরোগ্য সাধিত হউক, বিশেষতঃ পুয়-বক্ষ-রোগে, ফুস্‌ফুসের স্পষ্টতর সংকোচন থাকিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, পুরু, জীবন্ত এবং আগন্তুক ঝিল্লি দ্বারা ফুস্‌ফুস আটক থাকায় তাহা সম্যক প্রসারের বাধা পায়।

ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির পুরাতন, শুষ্ক অথবা যোজক প্রদাহ (Chronic, Dry or Adhesive Pleurisy)।—এই রোগ সাধারণ রক্তাম্বু-তন্তুজানময় বা সিরোফাইব্রিনাস প্লুরিসির শেষাবস্থায় জন্মিতে পারে, কিন্তু অনেক সময়েই পুয়-বক্ষ বা এম্পায়িমার পরিণাম স্বরূপ দৃষ্ট হয়। পুরাতন যক্ষ্মা রোগের ইহা সাধারণ সহচর। প্লুরার বিপরীত উপরিভাগদ্বয় ন্যূনাধিক যোজিত থাকে, মাত্র এক স্তর সৌত্রিকোপাদান তাহাদিগকে প্রভেদিত করিলে কালে তাহা এক স্তর কঠিন সৌত্রিক ঝিল্লিতে পরিবর্ত্তিত হয়। প্রধানতঃ ফুস্‌ফুসের মূলাংশে এই যোজক প্রক্রিয়ার ক্রম বৃদ্ধি বশতঃ ফুস্‌ফুস্ চাপিত ও সৌত্রিক উপাদানে পরিবর্ত্তিত হয়। পুরাতন প্লুরিসি, বিশেষতঃ পুয়-বক্ষরোগের পরিণামে যে সকল যোজনা ঘটে, তাহাতে ফুস্‌ফুসের প্রত্যাহরণ এবং চ্যাপ্টাভাব বিলক্ষণ স্পষ্টতর হয় এবং প্রস্তরীভূততাও অসাধারণ সংঘটন নহে; অপিচ কখন কখন উভয় অলীক ঝিল্লি-নির্ম্মিত থলীতে আবদ্ধ রসও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা কোন নিশ্চিত লক্ষণ প্রকাশ করে না, অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাবই থাকে, এবং অনেক সময়েই এরূপ রোগী অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আপেক্ষিকরূপে সুস্থাবস্থায় সময় কর্ত্তন করে। এক প্রকার শুষ্ক প্লুরিসির বিষয় উল্লেখিত দেখা যায়। ডাঃ অস্‌লার তাহাকে **মৌলিক শুষ্ক প্লুরিসি** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা আরম্ভ হইতেই শুষ্ক থাকে। ইহা তরুণ আটা বা প্ল্যাষ্টিক প্লুরিসির

banglabooks.in

পরিণাম স্বরূপে অথবা পূর্ব্বগামী তরুণ কোন লক্ষণ ব্যতীত প্রাথমিক রোগ রূপেও জন্মিতে পারে। জীবিতাবস্থায় যাহারা প্লুরিসির কোনই লক্ষণ প্রকাশ করে নাই, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই শব-দেহ-ছেদে প্লুরার মধ্যে সংযোজনা থাকায় বোধগম্য করা যায় যে, এরূপ রোগে সর্ব্ব স্থলেই সংযোগ ঘটিয়া থাকে। এরূপাবস্থা উভয় পার্শ্বেই সাধারণ হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস চালনার স্বল্পতা সম্ভব হয়, কিন্তু অধিকতর স্থলেই তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

"কার্য্য-কারণোপযুক্ত কোন নিশ্চিত লক্ষণ ক্বচিৎ উপস্থিত হয় এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদিও নির্দ্দিষ্ট প্রকারের হয় না, বা তাহার অভাব থাকে। অন্যান্য মৃদু পরিমাণের রোগের প্রকৃতি এই যে, তাহাতে আক্রান্ত পার্শ্বের চালনা কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মর্ম্মর শব্দ ক্ষীণতর হয়। ক্বচিৎ কোন রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ বক্ষের প্রসারিক চালনার অনুপাতে ক্ষীণতর থাকে। অপিচ অন্য পর্য্যায়ভুক্ত অনেকগুলি রোগীতে নির্দ্দিষ্ট কতিপয় প্রাকৃতিক চিহ্ন বিলক্ষণ স্পষ্টভাবে উপস্থিত হয়।

পর্য্যবেক্ষণে বক্ষের রুগ্ন পার্শ্বের সংকোচন ও অচলতা এবং সুস্থ পার্শ্বের কার্য্যপূরক প্রসার প্রকাশ পায়। হৃৎপিণ্ড স্থানভ্রষ্ট এবং চূড়ার স্পন্দন অনুপস্থিত থাকিতে পারে। মেরু-দণ্ড বক্র হইয়া যায়, অংশফলকাস্থি সন্ধিভ্রষ্ট হয়, স্কন্ধ দেখিতে কদাকার এবং অবনত থাকে এবং বক্ষের নিম্নাংশ আকুঞ্চিত হইয়া যায়। অপিচ পর্শুকানিচয় তীর্য্যকভাবে ন্যস্ত হইয়া পরস্পর কাছাকাছিভাবে নিকটস্থ হয়, এমন কি, তাহাদিগের পরস্পর মধ্যে চাপা চাপিও হইতে পারে। বক্ষের অধঃভাগোপরি **স্পর্শ-কম্পনের** স্বল্পতা থাকে, অথবা তাহার অভাবও থাকিতে পারে। উপরিউক্ত পার্শ্বে **বিঘাতন-প্রতিধ্বনি** কম হইতে পারে, অথবা সম্পূর্ণ চাকলা জুড়িয়া **নিরেটতাও** জন্মিতে পারে। **আকর্ণনে** শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অতীব ক্ষীণ শ্রুত হয়, এবং কোন কোন স্থলে শুষ্ক, কোমল, অথবা কড়কড় শব্দযুক্ত (creaking) থাকে।" (ডাঃ এণ্ডারস্)।

banglabooks.in

ডাঃ অস্‌লার এক প্রকার মৌলিক শুষ্ক গুটিকাসংসৃষ্ট প্লুরিসির বর্ণনা করিয়াছেন, যথা :—

"ইহাতে হৃৎপ্রাচীরিক এবং পর্শুকাস্থি সংসৃষ্ট উভয় প্লুরা-স্তরই অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া প্রত্যেকেই দুই হইতে তিন মিলিমিটার পর্য্যন্ত পুরু হইতে পারে, এবং তাহাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকাও কঠিন তন্তুময় পনীরীভূত পদার্থের স্তূপাকারে দেখা যাইতে পারে। অপিচ উপরিউক্ত দুইটি ঘনীভূত স্তরমধ্যে ঈষল্লোহিত-ধূসরাভ তন্তুবৎ পদার্থ থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করে, কখন শেষোক্ত পদার্থ তরল রক্তাম্বু আপ্লুত থাকে। ইহা স্থানিক প্রক্রিয়া ঘটিত বিকার বলিয়া এক প্লুরাতে সীমাবদ্ধ অথবা উভয়েই সংঘটিত হইতে পারে।" এই সকল রোগ অনেক সময়ে হৃদ্বহির্বেষ্টঝিল্লি বা পেরিকার্‌ডিয়াম এবং অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি বা পেরিটনিয়ামের সম অবস্থার রোগসহ সংযোগে জন্মে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সাধারণ প্লুরিসি-রোগে লিখিত বিশেষ বিশেষ ঔষধের প্রদর্শক লক্ষণানুসারে ইহাতেও ঔষধের প্রয়োগ হইবে। ফলতঃ অধিকাংশ রোগেই **হিপার সাল্‌ফ, সিলিসিয়া ও সাল্‌ফারে** কার্য্য পাওয়া যায়, ইহা স্মরণীয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—পুরাতন প্লুরিসি-রোগের চিকিৎসার্থে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম এবং যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপায়ের অবলম্বনই প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। চিকিৎসকের স্মরণীয় যে, উপযুক্ত ব্যায়াম এবং সুখপাচ্য পুষ্টিকর আহার ও স্বাস্থ্যরক্ষার্থ স্থিরীকৃত নিয়মাদি প্রতিপালনের ব্যবস্থা এবং তদনুযায়ী কার্য্য এ রোগের এক মাত্র চিকিৎসা বলিলেও বলা যায়। ব্যায়াম-কার্য্যমধ্যে যাহাতে বক্ষের প্রসার ঘটে তাহা দ্রষ্টব্য। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ গুটিকোৎপত্তির সন্দেহ স্থলে অনতি উচ্চ পার্ব্বত্য দেশই প্রশস্ত। অধিকতর রস-সঞ্চয়ে, নলীকাস্ত্র দ্বারা অল্প পরিমাণ করিয়া রসের দূরীকরণ প্রয়োজন হইতে পারে।

—১—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৩ (LECTURE CXXIII).

ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি প্রদাহ বা প্লুরিসি-রোগের ঔষধ-ব্যবস্থা।

(THERAPEUTICS OF PLEURISY.)

একনাইট—সরক্ত-সবল রোগীদিগের শৈত্য-সংস্পর্শ, বিশেষতঃ **শুষ্ক শৈত্য সংস্পর্শ** ঘটিত তরুণ প্লুরিসিতে—উপযুক্ত লক্ষণে সিক্ত শৈত্যঘটিত রোগেও, প্রযোজ্য। লক্ষণ—শীত অথবা শীতকম্প, জ্বর, শীঘ্র শীঘ্র অধিক জলপান, দ্রুত, কঠিন ও স্থূল নাড়ী, ঘর্ম্মহীনতা, উৎকণ্ঠাযুক্ত অস্থিরতা, যন্ত্রণাত্মক ছটফটি ও মুহুর্ম্মুহু পার্শ্বপরিবর্ত্তন, বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে অক্ষমতা, শুষ্ক খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি। ইহা প্রধানতঃই প্রারম্ভিক অবস্থার ঔষধ।

ব্রায়োনিয়া—**একনাইট** দ্বারা রোগের প্রচণ্ডতার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে অথবা প্রথম হইতেই রোগ নাতি প্রবলতাবিশিষ্ট থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। ফলতঃ যে সকল রোগে আটা নির্য্যাসের ক্ষরণ সম্ভবিত, তাহাতে **ব্রায়ো** এবং যাহাতে ক্ষরণের পূয়-পরিণতির সম্ভাবনা থাকে, তাহাতে **মার্কুরিয়াস, একনের** অনুগামী বলিয়া বিবেচিত। প্রদর্শক লক্ষণ—**পার্শ্বের সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, বিশেষতঃ গভীর শ্বাস-গ্রহণে বৃদ্ধি, এবং রুগ্ন পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহার হ্রাস।** নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মাকাসির আনুষঙ্গিক শুষ্ক প্লুরিসির ইহা সাধারণ ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও বিশিষ্ট তৃষ্ণাদি থাকে।

মার্ক সল—শিশুদিগের পূয়-বক্ষ বা এম্পায়িমা রোগের প্রাথমিক অবস্থাতে নির্য্যাস পূযের আকার পাইলে ইহা উপকার করে। অপিচ

banglabooks.in

উপদংশ ও রস-বাতগ্রস্ত রোগীর পুরাতন প্লুরিসিরও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী গাত্র-চালনায় শীত বোধ করে; প্রচুর ঘর্ম্মেও রোগের উপশম হয় না; এবং স্ব স্ব প্রকৃত্যনুযায়ী লক্ষণাদির সহিত যকৃৎ, অন্ত্র অথবা আমাশয়বিকার উপস্থিত থাকে।

আর্ণিকা—আঘাতবশতঃ রোগে প্রযোজ্য। বক্ষে পিষ্টবৎ বেদনা; ফেনময় রক্তের গয়ার; বাত প্রকৃতির রোগী; শরীর অপেক্ষাকৃত শীতল, মস্তক উষ্ণ। ডাঃ র'এর মতে আভিঘাতিক রোগে ইহার পরে **সাল্‌ফুরিক এসিড** উৎকৃষ্ট ফলপ্রদান করে। রক্তস্রাব ইহার একটি লক্ষণ।

আর্সেনিকাম—নির্য্যাসের ত্বরিত ও প্রচুর ক্ষরণ হইয়া রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতায় পতন বা কোলাপ্‌সের উপক্রম হইলে ব্যবহার্য্য। ইহা দুর্ব্বল, রোগ জীর্ণ এবং ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অথবা উগ্রবীর্য্য মদ্য-সেবনে ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী। **এম্পায়িমা** বা **পূয়-বক্ষরোগের** ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর্স আয়ডি—**প্লুরিসি রোগে,** বিশেষতঃ তাহা গুটিকা-সংসৃষ্ট ব্যক্তির হইলে, ইহা **আর্সেনিক** অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ঔষধ।

এস্‌ক্লেপিয়াস টুবার—ডাঃ হেল বলেন:—"ইহা ক্ষুদ্র **ব্রায়োনিয়া** বলিয়া খ্যাত। ইহা তাহার ন্যায় কঠিন রোগে উপযোগী নহে। জ্বর তাদৃশ উচ্চ হয় না এবং রক্তাম্বুময় ক্ষরণ হয়। **লক্ষণ**:—দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা হইয়া শুষ্ক খ্যাক খ্যাক কাসি এবং অত্যল্প শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন—সম্মুখে নত হইলে তাহার উপশম এবং চালনায় বৃদ্ধি; অপিচ দক্ষিণ পার্শ্বাভিমুখের সূচিবেধের বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত চালনা; উষ্ণ ঘর্ম্ম হইলে পেশী ও সন্ধির কঠিন বেদনার উপশম।

এপিস—রস-ক্ষরণান্তে জ্বরের হ্রাস হইলে ইহা প্রযোজ্য। **লক্ষণ**—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র; রোগী শয়ন করিতে অক্ষম, এবং বোধ করে যেন আর শ্বাস-গ্রহণ করিতে পারিবে না; কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যল্প মূত্র; তৃষ্ণাহীনতা।

banglabooks.in

ডাঃ জুসেট বলেন :—"**ক্যান্থারিস** রস-শোষণে কৃতকার্য্য না হইলে ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়াছে।"

ক্যান্থারিস—রক্তাপ্লু তন্তুজানস্রাবী বা সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসি-রোগে ডাঃ জুসেট ইহার ভারি প্রশংসা করেন। ডাঃ গুড়ো বলেন, "সিরু-ফাইব্রিনাস রোগে **ক্যান্থারিস ব্রায়োনিয়াপেক্ষা** অনেক ভাল, এবং রোগের প্রকৃতি জানা মাত্রই আমি আমার রীতি অনুসারে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকি, অবশ্য প্রকৃষ্টতর অন্য প্রদর্শক পাইলে স্বতন্ত্র কথা। এস্থলে মাত্রার কথঞ্চিৎ গুরুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। চারি আউন্স জলে দশ ফোটা অরিষ্ট মিশ্রিত করিয়া এক চা-চামচ পরিমাণে এক হইতে তিন ঘণ্টা পর পর দেওয়া উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।" ডাঃ জুসেট সাধারণতঃ তৃতীয় ক্রমের ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ত্বরিত উপকার না হইলে আবশ্যক বশতঃ তিনি মূল অরিষ্ট পর্য্যন্তও অবরোহণ করিতেন।

প্রদর্শক—প্রচুর রক্তাপ্লুময় নির্য্যাস; পুনঃ পুনঃ কাসি; শ্বাসকৃচ্ছ্র; হৃৎকম্প; প্রচুর ঘর্ম্মবশতঃ অত্যধিক দৌর্ব্বল্য; অচৈতন্যের উপক্রম; শ্বেতলালা (albumen) যুক্ত অত্যল্প মূত্র।

স্কুইলা—ডাঃ হেল বলেন, "ইহা যে, প্লুরিসির একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক লক্ষণে ইহা **ব্রায়োনিয়া ও ক্যান্থারিস** সহ সাদৃশ্য প্রকাশ করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহার ব্যবহারের এবং প্রদর্শক লক্ষণের অতি বিরল উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি **ক্যান্থারিস** অপেক্ষা ইহার উপরি, বিশেষতঃ শিশুদিগের ত্বরিত আক্রমণ শীল ও সাংঘাতিক রোগে, অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করি। আমি বিবেচনা করি উদ্ভেদক জ্বরের পর শৈত্য অথবা সিক্ততার সংস্পর্শ ঘটিত প্লুরিসির সঙ্গে ক্যাপিলারী ব্রংকাইটিস থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার রক্তাপ্লুময় নির্য্যাসের ত্বরিত ক্ষরণ হয় এবং ইহাতে বৃক্কক অবসাদগ্রস্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ড শক্তির ত্বরিত পতন হইতে থাকে।"

banglabooks.in

সাল্‌ফার—পুরাতন প্লুরিসির রসের ধীরে শোষণ হইলে তাহার উত্তেজনার্থ ইহা প্রযোজ্য। ডাঃ র'এর মতে ইহা **ব্রায়োনিয়া ও রাসের** পরে উৎকৃষ্ট কার্য্য করে। **সাল্‌ফারের** ধাতুর রোগীর বিশিষ্ট ত্বগুদ্ভেদ থাকিলে এবং ওষ্ঠ উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ হইলে ইহা প্রদর্শিত হয়।

ফস্‌ফরাস্—উপসর্গস্বরূপ **লোবার নিউমনিয়া অথবা ব্রংকাইটিস** থাকিলে অনেক সময় উপকার করে। লক্ষণ—বক্ষের অনুপার্শ্বভাবে কসাভাব—সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত অধিক। রোগের শেষাবস্থায় পূয়ান্তর্ব্যাপ্তি (Purulent infilration); হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি; ব্রাইটস ডিজিজ্।

রাসটক্স—সিক্ত সংস্পর্শ এবং ভারি বস্তুর উত্তোলন ও নানাবিধ কার্য্যে টান লাগায় পেশীর বেদনা হইয়া রোগের প্রকাশ এবং অত্যন্ত অস্থিরতা। টাইফয়েড লক্ষণ।

সিনেগা—হৃৎপিণ্ডরোগ অথবা যক্ষ্মাকাসির উপসর্গস্বরূপ নাতি-প্রবল অথবা পুরাতন প্লুরিসিরোগে ত্বকশোথের স্পষ্টতর সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে। ডাঃ হেল বলেন, "অদম্য রোগের চিকিৎসায় **সিনেগার** বিষয় অবশ্য স্মরণীয়।"

রিনাঙ্কু বাল্ব—বক্ষে তীব্র সূচিবেধ বেদনা, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক-তর। অনেক সময়েই ইহা ক্ষরিত রসশোষণে উপকারী।

ষ্টেনাম্—বাম বক্ষে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা।

হিপার সাল্‌ফ—পূযক্ষরণে উপকারী। ইহা ব্রংকাইটিস-উপসর্গের সহিত প্লুরিসিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার প্রদর্শক উপস্থিত থাকিলে ইহা আটাল বা প্ল্যাষ্টিক প্লুরিসিতে ক্বচিৎ নিষ্ফল হয়। ইহা পূযকর প্লুরিসির পূষ বিদূরিত করিয়া যক্ষ্মার বাধা জন্মায়।

বেলাডনা—শিশুদিগের রক্তাধিক্যযুক্ত প্লুরিসি সার্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইয়া আরম্ভ হইলে।

banglabooks.in

ডিজিট্যালিস—রক্তাম্বু-তন্তুজানসংসৃষ্ট প্লুরিসিরোগে অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড। ডাঃ উরম্ব, ফ্লিসম্যান এবং বেয়ার প্রভৃতি সকলেই প্লুরিসি রোগে প্রভূত রক্তাম্বু ক্ষরণে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেলি কার্ব—শুষ্ক প্লুরিসির ভাল ঔষধ, বিশেষতঃ যক্ষ্মাকাসির উপসর্গ থাকিলে; অপিচ সূচিবেধবৎ পার্শ্ববেদনা **ব্রায়োনিয়াতে** উপশম না হইলে; শুষ্ককাসি রাত্রি ৩।৪টা আন্দাজে বাড়ে।

কেলি আয়—পারদ ও উপদংশজীর্ণ এবং ক্ষুদ্র বাতাক্রান্ত রোগীর প্লুরিসির শেষাবস্থা। **ঈষৎ হরিৎ গয়ার** ইহার বিশেষ প্রদর্শক।

সিলিসিয়া—পুরাতন পূয়-বক্ষরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূয়-সঞ্চার নিবারণে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এণ্টিম টার্ট—ডাঃ কাফকার মতে প্লুরো-নিউমনিয়া রোগের প্রারম্ভক অবস্থায় ইহা অমোঘ ঔষধ। শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষ ঘড়ঘড়ি এবং দৈহিক নীলিমা থাকিলে ইহা বিলক্ষণ উপকারী, সন্দেহ নাই।

——o——

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৪ (LECTURE CXXIV)

বাত-বক্ষরোগ বা নিউমোথোরাক্স।

(PNEUMOTHORAX).

পরিভাষা।—ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-গহ্বর বা প্লুরাল ক্যাভিটিতে বায়ুর সঞ্চয়। অতি কচিৎই অবিমিশ্র বায়ু থাকে। সাধারণতঃ বায়ুর সহিত রক্তাম্বু অথবা পূয থাকায় তাহা যথাক্রমে **বারি-বাত-বক্ষ বা হাইড্রো-নিউমোথোরাকস** এবং **পূয-বাত-বক্ষ বা পায়ো-নিউমোথোরাক্স** বলিয়া কথিত হয়। শেষোক্ত রোগই অধিকতর সাধারণ।

আময়িক বিধান-বিকার তত্ত্ব।—ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে বায়ু প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শূন্যতার (vacuum) অভাব হয় এবং আপন স্থিতিস্থাপকতাবশতঃ ফুস্‌ফুস্ আকুঞ্চিত হইয়া যায়; সমগ্র হৃৎপিণ্ডের বিপরীত পার্শ্বাভিমুখে স্থানচ্যুতি ঘটে এবং যকৃৎ, প্লুরায় রস-সঞ্চয়বশতঃ যতদূর তদপেক্ষা অধিকতর নিম্নাভিমুখে দাবিয়া পড়ে। প্লুরার বিদীর্ণ স্থান মুক্ত থাকিলে প্লুরান্তর্ব্বায়ুতে বহির্ব্বায়বীয় চাপের সমতা থাকায় ফুস্‌ফুসের আকুঞ্চন ঘটে না। উপরিউক্ত বিদারণরন্ধ্রে কপাটবৎ ঝিল্লিপত্র থাকিলে (ভেণ্টিলেটিং বা বায়ু গতায়াত বিশিষ্ট বাত-বক্ষ) শ্বাসগ্রহণ কালে বায়ুর প্রবেশ ঘটে, কিন্তু প্রশ্বাসকালে তাহার বহির্গমনের বাধা জন্মে। ইহাতে প্লুরান্তর্ব্বায়ুর চাপের বৃদ্ধি হওয়ায় ফুস্‌ফুস্ আকুঞ্চিত এবং পেশীবৎ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ রোগ অনেক দিনের হইলে, বিদারণ স্থান বৃহত্তর হইতে পারে, তাহাতে প্লুরা-গহ্বর বায়ু-নালী বা ব্রংকাস মধ্য নালী-ক্ষত জন্মে অথবা বিদারণ এতাদৃশ সূক্ষ্ম হইতে পারে যে, শবচ্ছেদান্তেও তাহা পাওয়া ভার হইয়া উঠে।

banglabooks.in

"ক্ষরিতরস প্লুরা-গহ্বরের অধঃদেশে ন্যস্ত হইয়া পড়ে; ইহার ঊর্দ্ধভূমি একটি ঋজু ও সমান্তরাল রেখা বর্ণিত করে (ক্ষরণযুক্ত প্লুরিসির ন্যায় গার্‌ল্যাণ্ডস্ "S" বক্রতা থাকে না) এবং রসের ঊর্দ্ধস্থ ভূমির সমতলতা শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তনে নিয়মিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্বচিৎ কোন স্থলে বিদারণের রন্ধ্র বেষ্টন করিয়া প্লুরা সংযুক্ত থাকায় স্থানিক থলিবদ্ধ পূয়-বাত-বক্ষ উৎপন্ন হয়।" (ডাঃ লকউড)

কারণ তত্ত্ব।—নিউমথোরাকস সাধারণতঃ যৌবন কালের রোগ। ইহা স্ত্রী অপেক্ষা পুংজাতিকে অধিকতর আক্রমণ করে এবং বালকদিগের মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়। ইহা দক্ষিণ পার্শ্ব যতবার আক্রমণ করে বাম পার্শ্ব তাহার দ্বিগুণ আক্রান্ত হয়। ফুসফুসের বিদারণ, বাত-বক্ষ রোগের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ উত্তেজক কারণ বলিয়া গণ্য। অধিকাংশ স্থলেই যক্ষ্মা-রোগের গহ্বরের বিদারণ হইতে ইহা জন্মে। ডাঃ এস্ ওয়েষ্টের মতে শতের মধ্যে নব্বই রোগই এই কারণে হয়। ক্বচিৎ কখন হুক্ শব্দক কাসি ইত্যাদির ন্যায় অতি কঠিন আক্রমণ বশতঃ বায়ু-কোষের প্রচণ্ড প্রসারণে তাহার বিদারণ ঘটিয়া ইহা জন্মিয়া থাকে। এতদপেক্ষাও বিরল স্থলে পচা জান্তববিষজ বা সেপ্টিক ব্রংকো-নিউমোনিয়া, পচন বা গ্যাংগ্রিন, কর্কট অথবা পুরাতন হৃৎপিণ্ড রোগে রক্তস্রাব ঘটিত রক্ত চাপের বিগলন প্রযুক্ত ফুসফুসের বিদারণ ইহার কারণ হইয়া থাকে। পূয়-বক্ষ এবং বক্ষ-প্রাচীরের পূয়-শোথ সংস্রবে প্লুরা হইতে ফুসফুস অভ্যন্তরে বিদারণ ঘটিলে তাহা বাত-বক্ষে পরিণত হইতে পারে। আঘাত বশতঃ বক্ষের বিদারণ ইহার অসাধারণ কারণ নহে। রোগ পরীক্ষার্থ সূচিঅস্ত্রোপচারেও (use of Exploring needle) ইহা সংঘটিত হইয়াছে। ক্বচিৎ পঞ্জরকার অস্থি ভঙ্গেও ইহা জন্মে। কোলন-অন্ত্র, আমাশয় অথবা অন্ননালীর পূয়-শোথ অথবা কর্কট প্লুরা বিদীর্ণ করিয়া প্লুরা-গহ্বর প্রবেশ করাতেও বাতবক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে।

banglabooks.in

লক্ষণ তত্ত্ব।—ইহার আক্রমণ অতীব হঠাৎ হয় এবং অত্যন্ত আশঙ্কা উপস্থিত করে। রোগী প্রথমে বক্ষ পার্শ্বে অতিশয় যন্ত্রণাকর বেদনার প্রকাশ করে এবং তাহাতে "কিছু ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি" জন্মে। ত্বরিত প্রাণান্ত কর শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় ও শীঘ্র দৈহিক নীলিমাদি-লক্ষণ জন্মে এবং পতন বা কল্যাপ্স আগতপ্রায় হয়—দৈহিক নীল লোহিত আভা প্রকাশ পায়, দৌর্ব্বল্য, শীতল চটচটে শরীর এবং দ্রুত ক্ষীণ নাড়ী দেখা দেয়। কতিপয় ঘণ্টা মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময়েই তাহা হয় না, পতন লক্ষণাদি অন্তর্দ্ধান করে, বেদনা পূর্ব্ববৎ থাকে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও অপ্রচুর হয়। শারীরিক নীলাভাও থাকিয়া যায়, রোগী রুগ্নপার্শ্বে হেলিয়া উপবিষ্ট থাকে এবং সাধারণ শোথের লক্ষণ অথবা শিরারক্তাধিক্য দেখা দেয়। পরেই প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর উপস্থিত হয়। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী পতন বা কল্যাপ্স ঘটিত স্বভাবনিম্ন তাপের পরিণাম স্বরূপ। এই অবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌বেষ্ট রসঝিল্লিক্ষরিত রস যোগদান করিয়া বায়ুর অধঃদেশে অবস্থিত হয়। অবশেষে দৌর্ব্বল্য অথবা পচনোৎপন্ন জান্তব বিষাক্ততা বা সেপ্সিস্ মৃত্যু ঘটায়। কোন কোন স্থলে আশঙ্কাজনক লক্ষণ প্রকাশিত হয় না, রোগগুপ্ত এবং অস্পষ্টভাবে চলিতে থাকে। বিশেষ করিয়া ইহা **যক্ষ্মাকাসির** শেষাবস্থায় **বাত-বক্ষরোগে** দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।

১। **পরিদর্শন**—ইহা দ্বারা আক্রান্ত বক্ষপার্শ্বের বিবর্দ্ধন এবং অচলতা, পর্শুকামধ্যপ্রদেশের প্রসার এবং বিলুপ্ততা অথবা তাহার বাহিরিয়া পড়া বা স্ফীতি, যাহাতে বক্ষোপরিদেশ সমতল হইয়া যায়, এই সকল অবস্থা পরিদৃশ্যমান হয়।

২। **সংস্পর্শন**—ইহাতে স্বরকম্পন বা ভোকেল ফ্রিমিটাসের হ্রাস অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব এবং হৃৎপিণ্ডের স্থানচ্যুতি অনুভূত হয়।

banglabooks.in

৩। **বিঘাতন**—বায়ু-পূর্ণ স্থানোপরিদেশে বিঘাতনে অতি বর্দ্ধিত সুরের প্রতিনাদ, অথবা ঢক্কা ধ্বনিবৎ বা টিম্প্যানিটিক কিম্বা বোতলোত্থিত শব্দবৎ বা এম্ফরিক প্রকৃতির শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। প্লুরা-গহ্বর তাহার ধারণাশক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত বায়ুপূর্ণ হইলে, বিঘাতনে নিরেটতার সহিত অত্যধিক প্রতিরোধের ভাব অথবা ঘনত্বের অনুভূতি হয়। প্লুরা-গহ্বরস্থ বায়ুর বহির্বায়ুর সহিত সংযোগ থাকিলে "ভগ্নপাত্র" বা "ক্র্যাক্ট পট" শব্দ উত্থান করে। রক্ত ও পুযের ক্ষরণ হইলে বক্ষের অধঃভাগে **নিরেট শব্দ** এবং ঊর্দ্ধভাগে **অতি পরিষ্কার সুরের প্রতিনাদ** অথবা **চক্কাধ্বনিবৎ বা টিম্প্যানিক সুর** শ্রুত হওয়া যায়। রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তনে ইহাদিগের স্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে। "সাধারণ প্লুরিসি অপেক্ষা বাত-বক্ষ রোগে অতি সহজে **স্থান পরিবর্ত্তনশীল নিরেটতা বা ডাল্‌নেস** প্রাপ্তব্য।" (ডাঃ অস্‌লার)

৪। **আকর্ণন**—শ্বাস-প্রশ্বাস-মর্ম্মর শব্দের হ্রাস অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব প্রদর্শন করে অথবা **বোতলোত্থিত** বা **এম্ফরিক শব্দ** তুল্য সুদূরাগত শ্বাসমর্ম্মর শ্রুত হইতে পারে। বিদারণ-পথে নির্ব্বাধ বায়ু-প্রবেশ করিলে স্বর এবং শ্বাসপ্রশ্বাস আদর্শ **বোতলোত্থিত শব্দবৎ** বা **এম্ফরিক** হইতে পারে এবং তাহার সহিত **ধাতুশব্দবৎ টুং টাং প্রতিধ্বনি** থাকে। কখন কখন শ্বাস-প্রশ্বাস করিতে, কাসিতে ও কথা কহিতে অতি পরিষ্কার **ধাতুর টুং টাং**, অথবা **ঘণ্টার ঘং ঘং শব্দ** উৎপন্ন হয়। অনেক সময়েই সঞ্চিত রসের উপরিভাগে ঊর্দ্ধ হইতে কৌটায় ফোটায় নির্য্যাস পড়িয়া এরূপ ঘটে। **বাক্ প্রতিনাদের** সম্পূর্ণ অভাব হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহা ক্ষীণ ও ধাতুবৎ শব্দযুক্ত থাকে। রোগীকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকাইলে যে, জল ছটকানের শব্দ (splashing sounds) উঠে, তাহাকে "হিপক্রেটিক সাক্কাশন" শব্দ বলে। রোগের ইহা নিশ্চিত প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হয়। সম্মুখের কোন পর্শুকা-

banglabooks.in

মধ্য প্রদেশে দৃঢ় চাপের সহিত একটি মুদ্রা রক্ষা করিয়া অন্য মুদ্রা দ্বারা তাহাতে আঘাত করিলে, পশ্চাৎ বক্ষে স্থাপিত আকর্ণন-যন্ত্রে যে শব্দশ্রুত হয় তাহাকে ডাঃ ট্রোসোঁর "পেনি-ক্লিক্" বা মুদ্রার খট্‌খট্ শব্দ বলে। কোন কোন চিকিৎসক রোগ পরিচয়ে ইহাকে অমোঘ বলিয়া মানেন। এইরূপে "পেনি-ক্লিক্" বা মুদ্রার খট্‌খট্ বা ধাতব শব্দের প্রতিধ্বনি কর্ণে প্রেরিত হইলে প্লুরা-গহ্বরে বায়ুর বর্ত্তমানতা জ্ঞাপন করে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—উপরিউক্ত চিহ্নাদি এবং হৃৎপিণ্ড ও যকৃতের ন্যূনাধিক স্থান চ্যুতির বিষয় বিবেচনা করিলে রোগ-নির্ব্বাচন অতীব সহজ হওয়া উচিত। আকস্মিক প্রাণান্তকর লক্ষণের দ্বারা রোগের আক্রমণ এবং তাহার সহিত "মুদ্রা-শব্দ" ও "ঝাঁকিতে জল-ছিট্‌কানবৎ শব্দ" অন্যবিধ রোগে না থাকায় **বাত-বক্ষ বা নিউমো-থোরাক্‌স্** রোগ, যক্ষ্মা-কাসির সুবৃহৎ গহ্বর, (যাহার সহিত ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে) হইতে সহজেই প্রভেদিত হয়। কঠিন আঘাত ঘটিত বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশী সংসৃষ্ট বা ডায়াফ্রাগ্‌মেটিক হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি, এবং বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশী-অধঃ বা সাব্‌ফ্রেনিক পায়োনিউমো-থোরাক্‌স্ (Pyo-Pneumothorax) বা পুয়-বাত-বক্ষ, অনেক লক্ষণে নিউমো-থোরাক্স রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য প্রকাশ করে, কিন্তু রোগ বিবরণের স্বাতন্ত্র্য এবং উপরিউক্ত বিশেষ লক্ষণের অভাব দ্বারা প্রভেদিত হয়।

ভাবীফল।—প্রদাহবশতঃ নালী-মুখের রোধ সংঘটনে রোগের আরোগ্য অতীব বিরল ঘটনা। বক্ষাভ্যন্তরে পুয়-সঞ্চয় বা এম্পায়িমার পর রোগ জন্মিলে কখন কখন আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহার ভাবীফল নিতান্তই অশুভজনক। ইহা সম্পূর্ণরূপেই পূর্ব্ববর্ত্তী রোগের প্রকৃতি, প্লুরাতে সংক্রমিত রোগ-বিষের পরিমাণ এবং স্নায়বীয় অবসাদের গভীরতা ও প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ডাঃ অস্‌লার বলেন, "**বাত-বক্ষ-রোগ** সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে

banglabooks.in

অনেক সময়েই আরোগ্য হইয়া থাকে।" কোন কোন প্রকার যক্ষ্মা-কাসির প্রথমাবস্থায় **বাত-বক্ষ-রোগ** জন্মিলে তাহা গুটিকোৎপত্তির গতির বাধা দেয় বলিয়া বোধ করা যায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের আক্রমণ কালের কষ্টাদি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক কারণ মূলক। এজন্য অধিকাংশ স্থলেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ফলপ্রদ হয় না। ইহার উপযোগী চিকিৎসা নিম্নে লিখিত হইল। মূলরোগের চিকিৎসা প্রায় সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির চিকিৎসার অনুরূপ। পাঠক তাহাতেই ইহা দৃষ্ট করিবেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—হঠাৎ রোগাক্রমণের প্রথম চিকিৎসায় কথিত ভয়ঙ্কর বেদনা-নিবারণ চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। তদর্থে ত্বগধঃ দেশে মর্ফাইনের পিচকারী (হাইপডার্মিক ইঞ্জেক্শন) করিবে। উষ্ণ সেকের প্রয়োগও কথঞ্চিত উপকারী। স্নায়বীয় অবসাদ-নিবারণার্থ তাহার প্রচলিত চিকিৎসা—উত্তেজক ঔষধ ও তাপাক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৫ (LECTURE CXXV.)

বারিবক্ষঃ বা হাইড্র থোরাক্‌স।

(HYDRO THORAX.)

প্রতিনাম।—বক্ষ-শোথ বা ড্রপ্‌সি অব দি প্লুরা (Dropsy of the Pleura).।

পরিভাষা।—ফুসপ্‌স-বেষ্ট-রস-ঝিল্লির গহ্বরে সহজ ও প্রদাহহীন রক্তাম্বুর সঞ্চয়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—বক্ষ-শোথ সাধারণতঃই বক্ষের দুই পার্শ্ব আক্রমণ করে, কিন্তু হৃদ্রোগ হইতে রোগ জন্মিলে এক পার্শ্বেও হইতে পারে। রোগে ন্যূনাধিক পরিষ্কার স্ফটিকবর্ণ ও তন্তুজান হীন রসের সঞ্চয় হইয়া সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসির সম প্রকার চাপাদি প্রাকৃতিক ফলোৎপন্ন করে। ইহাতে প্রদাহের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, ফুসফুস-বেষ্ট-রস ঝিল্লির উপরিভাগ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং ক্ষরিত রসের পরিমাণও সাধারণতঃ এমন অতিরিক্ত হয় না।

কারণ-তত্ত্ব।—বারিবক্ষঃ সর্ব্বস্থলেই গৌণ প্রক্রিয়া ঘটিত রোগ; অন্যান্য যন্ত্রের শোথ, প্রভূত রক্তহীনতা এবং বৃক্কক অথবা হৃৎপিণ্ডের রোগের সংস্রব ইহার সাধারণ কারণ, অপিচ বক্ষের অভ্যন্তরস্থ কোন শিরাতে অর্ব্বুদ বিশেষের চাপে পার্শ্ববিশেষের শোথ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ফুস্‌ফুসের উপরি রসের প্রাকৃতিক চাপবশতঃ শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং দৈহিক নীলিমা প্রভৃতি ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ইহা কার্য্যতঃ সিরো-ফাইব্রিনাস প্লুরিসি-রোগের ন্যায়ই প্রাকৃতিক চিহ্নাদি উপস্থিত করে। কোন ঘর্ষণ-শব্দ শ্রুত

banglabooks.in

হয় না, এবং প্রাদাহিক যোজনাও থাকে না। এজন্য রোগীর অবস্থানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রসের সমতলতার সহজেই পরিবর্ত্তন হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—হাইড্রথোরাক্স্-রোগ অতি সহজেই স-ক্ষরণ প্লুরিসি হইতে পরিচিত হইয়া থাকে, নির্ব্বাচনের বিষয়—১। বৃক্কক, হৃৎপিণ্ড অথবা শোণিত সংক্রান্ত রোগের বিবরণের বর্ত্তমানতা; ২। জ্বর, বেদনা এবং অন্য কোন প্রকার প্রাদাহিক-লক্ষণের অভাব; এবং ৩। প্লুরার প্রদাহঘটিত রাল্স্ বা শব্দাদির অনুপস্থিতি।

ভাবীফল।—মূল রোগের প্রকৃতি অনুসারে ইহার পরিণাম শুভাশুভ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—মূল রোগানুসারে ইহা ব্যবস্থিত হয়। তথাপি অনেক সময়ে সাময়িক কষ্ট নিবারণ জন্যও ঔষধের প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। যাহা হউক, সাধারণতঃ ইহাতে **এপিস্, এপসাই, আর্স, আয়ডি, ডিজিট্যালিস, এবং স্যাল্ফার** প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নলীকাস্ত্র দ্বারা জল বহিষ্করণ বা এস্পিরেশন দ্বারা কোন স্থায়ী ফলাশা করা যায় না। তথাপি রস-চাপে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলে সাময়িক উপশমনার্থ ইহার ব্যবহার কর্ত্তব্য।

—o—

banglabooks.in

সপ্তম অধ্যায়।

শোণিত-যন্ত্র-মণ্ডলের রোগ।

(DISEASES OF THF CIRCULATORY SYSTEM.)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লির রোগ।

(DISEASFS OF THE PERICARDIUM.)

লেক্‌চার ১২৬ (LECTURE CXXVI.)

১। হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকারডাইটিস।

(PERICARDITIS.)

পরিভাষা।—হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণকারী রসঝিল্লির প্রদাহরোগ।

প্রকার ভেদ।—(১) আটা অথবা তন্তুজানময় বা প্ল্যাষ্টিক অথবা ফাইব্রিনাস (Plastic or fibrinous); (২) নির্য্যাসক্ষরণযুক্ত অথবা রক্তাক্ত তন্তুজানময় বা পেরিকারডাইটিস উইথ্ ইফিউজন অথবা সিরো-ফাইব্রিনাস (Pericarditis with effusion or sero-fibri. nous); (৩) পুষযুক্ত, অথবা পুয়-গর্ভ হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি থলি বা পুরুলেণ্ট, অথবা এম্পায়িমা অব দি পেরিকার্ডিয়াম (Purulent or empyema of the Pericardium); (৪) পুরাতন আটাল বা ক্রনিক এডিসিভ (Chronic adhesive)। ইহা ব্যতীত গুটিকা-সংসৃষ্ট এবং কর্কটীয় বা ক্যান্‌সিরাস পেরিকার্ডাইটিস্ বলিয়াও রোগের দুই শ্রেণী বিভাগ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ রোগ কদাচিৎ প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ ভাবে জন্মে, সাধারণতঃই ইহার নিকটস্থ যন্ত্রের গুটিকা (Tubercl) অথবা কর্কট বা ক্যান্‌সার রোগ সংশ্রবে ইহা গৌণভাবে জন্মে।

banglabooks.in

(১) তরুণ আটা, তন্তুজানময় অথবা শুষ্ক হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা একুট প্ল্যাষ্টিক, ফাইব্রিনাস, অথবা ড্রাই পেরিকার্ডাইটিস্।

আময়িক-বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—এই শ্রেণীর পেরিকারডাইটিস্ রোগই সাধারণ। ইহার বৈধানিক বিকার অনেক সময়েই স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ব্যাপকও হইতে পারে। সীমাবদ্ধ স্থানে হইলে অনেক সময়েই ইহা হৃৎপিণ্ডের মূল ও সম্মুখ ভাগ আক্রান্ত করে। প্রথমে আক্রান্ত ঝিল্লি শুষ্ক, রক্তাধিক্যযুক্ত ও মসৃণতাহীন থাকে এবং তাহার স্থানে স্থানে কালশিরার কলঙ্কও দেখা যাইতে পারে। শীঘ্রই ঝিল্লি তন্তুজানময় নির্য্যাসাবৃত হইয়া ধূসর ও কর্কশ হইয়া যায় এবং তাহার সর্ব্বস্থলই স্বল্প স্বল্প ক্ষরিত রক্তাম্ব জড়িত দৃষ্ট হয়। আস্তব নির্য্যাস পাতলা ও শুষ্ক থাকিতে পারে, মধুচক্রবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খচিত দেখাইতে পারে, অথবা লম্বা লম্বা ছিবড়া ভাবে সংলগ্ন থাকিয়া কেশর বা লোমযুক্ত প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু প্রায়শঃই তন্তুজানের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় পুরু করিয়া নবনীতাক্ত পাউরুটির চাকৃতির ন্যায় দেখায় এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাগে আকৃষ্ট থাকিয়া পৃথক পৃথক ও অনিয়মিত আলির ন্যায় দৃশ্য উপস্থিত করে। রোগের মৃদু আক্রমণে হৃৎপেশী পাণ্ডুর এবং থোলাটে দেখা যায়, কিন্তু কঠিনতর রোগে হৃৎপেশীর-প্রদাহ হইয়া কখন কখন তাহা গুরুতর উপসর্গরূপে কার্য্য করিতে পারে। হৃদন্তরবেষ্ট-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিসও ইহার একটি অসাধারণ উপসর্গ নহে। কখন কখন ঝিল্লি হইতে ঝিল্লান্তরে বিস্তৃত হইয়া রোগ সংঘটিত হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—বর্ণনাধীন শুষ্ক প্রকারের এবং **সিরো-ফাইব্রিনাস পেরিকার্ডাইটিস** রোগের কারণ মধ্যে, এমন কি

banglabooks.in

নির্য্যাসের ক্ষরণ না হওয়া পর্য্যন্ত আময়িক বিকার মধ্যেও, বিলক্ষণ সমতা দৃষ্ট হয়। এজন্য ইহাদিগের কারণ একযোগেই লিখিত হইতে পারে।

তরুণ পেরিকার্ডাইটিস্ বা হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ অতি ক্বচিৎ কখন, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে, প্রাথমিক রোগ রূপে জন্মিতে পারে। আঘাতের ফলস্বরূপ ইহা বহিস্থ ক্ষত, আগন্তুক পদার্থের চালনা—আলপিন, সূচি অথবা মাছের কাঁটার অন্ননালী ভেদ করিয়া হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে প্রবেশ, প্রযুক্ত সংঘটিত হইতে পারে। এবম্বিধ ঘটনা অতীব বিরল। ইহা ব্যতীত তরুণ পেরিকার্ডাইটিস্ সর্ব্বস্থলেই গৌণরূপে জন্মে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রসবাত রোগের উপসর্গস্বরূপ অর্দ্ধাংশ তরুণ পেরিকার্ডাইটিস্ উৎপন্ন হয়। রসবাতের মৃদু ও কঠিন উভয় প্রকার আক্রমণেই এই উপসর্গ জন্মিতে পারে, এবং কোন কোন স্থলে ইহা সন্ধিবাতের পূর্ব্বেও ঘটিতে পারে। ইহা পুরাতন নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্কক-প্রদাহের অথবা স্বল্পতর স্থলে তরুণ সংক্রামক রোগের—আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা, পিউয়ার্পিরেল ফিবার বা সূতিকাজ্বর প্রভৃতির গৌণফল স্বরূপও জন্মিতে পারে।

কখন কখন সন্নিহিত যন্ত্রাদির প্রদাহের, যেমন নিউমনিয়া, প্লুরিসি, পেরিটনাইটিস অথবা যকৃৎপুয়-শোথের প্রসারণও ইহার গৌণ কারণ হইতে দেখা যায়। দ্বি-পার্শ্বিক ও টুবার্কুলাস প্লুরিসি ইহার অসাধারণ কারণ নহে। বৃহদ্ধমনী-কপাট রোগ হইতে ইহা জন্মিতে পারে, এবং হৃৎপেশী-প্রদাহের প্রসারণেও ইহা জন্মে। সকল বয়সেই ইহার আক্রমণ হইতে পারিলেও যুবকদিগেরই অধিক হয়।

শিশুদিগের মধ্যে **পেরিকার্ডাইটিস্ রোগের** সাধারণ কারণ **রস-বাত** অথবা **আরক্ত জ্বর**, কিন্তু অধিকতর বয়সে অনেক সময়েই তাহা অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিসিয়াল বৃক্কক-প্রদাহ সহ সংসৃষ্ট থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—অধিকাংশ স্থলে কোনরূপ নিশ্চিত লক্ষণ দ্বারা রোগ প্রকাশিত হইতে পারে না, প্রাথমিক বা মূল রোগে, বিশেষতঃ

banglabooks.in

তরুণ সন্ধিবাত দ্বারা অস্পষ্টীকৃত থাকে। ফলতঃ রোগ অতীব কঠিন হইলে কেবল স্থানিক লক্ষণাদি উপযুক্ত স্পষ্টতা লাভ করায় চিকিৎসকের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলিয়া অপায়ের প্রকৃতির প্রকাশ সম্ভবে। রসবাত সংসৃষ্ট রোগে তাপের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ মৃদু প্রকৃতির জ্বর হয়, অথবা তাহার অভাব থাকে। নাড়ী সবল থাকে ও তাহার গতির বৃদ্ধি হয়, রোগের শেষাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষতঃ হৃৎপেশী আক্রান্ত হইলে, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত হইতে থাকে। অধিকাংশ রোগেই বেদনা থাকে, যদিও স্থল বিশেষে তাহা অতীব ক্লেশকর হৃৎশূল বা এঞ্জাইনার ন্যায় অনুভূত হয়, রোগী সাধারণতঃ তাহা কেবল অস্বস্তি ও উৎপীড়িত ভাবের অনুভূতি বলিয়া প্রকাশিত করে; রোগী সাধারণতঃ হৃৎসম্মুখস্থ বক্ষাংশ অথবা বুক্কাস্থি বা ষ্টারনামের অধঃসীমা ইহার স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে; বক্ষদেশ কষ্টের স্থান হইলে কখন কখন বাম বাহু অথবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত হয়। ইহার সংস্রবে হৃৎপেশী আক্রান্ত হইলে কেবল স্পষ্টতর শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃৎকম্প দেখা দেয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—সংস্পর্শন—সাধারণতঃ "ঘর্ষণ কম্প" বা ফ্রিক্‌শন ফ্রিমিটাস", দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটর বা ভেণ্ট্রিকল-দেশে স্পষ্টতর; কারণ—শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত ঝিল্লিদ্বয়ের পরস্পর মধ্যে ঘর্ষণ।

আকর্ণন—ইহাতে যে ঘর্ষণ-শব্দ বা ফ্রিক্‌শন সাউণ্ড্ প্রকাশিত হয়, রোগপরিচয়ে তাহা একটি বিশেষ চিহ্ন। ইহার প্রকৃতি কর্‌কর্ (Grating) অথবা ঘর্ষণবৎ, রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় উচ্চ এবং কর্চ্‌কচ্ শব্দ (creaking) "লেদার-চামড়ার" কচ্‌কচে শব্দের অনুরূপ; অনেক সময়েই হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ উভয় সময়েই ইহা থাকে, অপিচ কেবল অন্যতরের সময়েও সংঘটিত হয়। ক্বচিৎ কখন বা ইহাতে ত্রি-লয়ের অনুভূতি জন্মে। ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃৎপিণ্ড-শব্দ সহ সমসাময়িক নহে, সাধারণতঃ তাহা হইতে কথঞ্চিৎ দীর্ঘস্থায়ী। অগভীর

banglabooks.in

উপরিস্থ ঘর্ষণ, কর্ণ সন্নিহিত স্থানে শব্দোৎপাদন করে এবং আকর্ণন যন্ত্রের চাপে তাহার তীব্রতার বৃদ্ধি হয়। দক্ষিণ ভেণ্ট্রিকল দেশে, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্শুকামধ্য স্থানে এবং বুক্কাস্থির নিকটে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। ঘটনাধীনে হৃৎপিণ্ডের চূড়া অথবা তাহার মূলের সীমান্ত প্রদেশ ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রোতব্য স্থান। সাধারণতঃ ইহা স্বল্প স্থানে শ্রুত হয়, কিন্তু বিরল স্থলে সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ডসংসৃষ্ট বক্ষদেশ ব্যাপিয়াও শুনা যায়। হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির মর্ম্মরের ন্যায় ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট রেখা ধরিয়া চালিত হয় না। প্রকাশ্য কোন কারণ ব্যতীতই এই ঘর্ষণ-শব্দ, পরিবর্ত্তনশীলতাপ্রযুক্ত, ক্ষণে আসে ও ক্ষণে যায়, এবং প্রকৃতি ও উচ্চতম তীব্রতার স্থান পরিবর্ত্তন করে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ঘর্ষণ-শব্দ (Friction sound) এ রোগের বিশিষ্ট চিহ্ন হইলেও ইহা অভ্রান্ত রোগ-নির্ণায়ক নহে। কেননা হৃৎপিণ্ড গতি দ্বারা প্লুরার ঘর্ষণ-শব্দ রূপান্তরিত হইয়া অতি নিকটভাবে ইহার অনুরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারে; এবং করণারি-ধমনীর সম্পূর্ণ প্রস্তরীভূত (কাল্‌সিফিকেশন) অবস্থাতেও ইহা উপস্থিত থাকিতে পারে। যাহাই হউক, ইহা যে, হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির মর্ম্মর শব্দ সহ ভ্রান্তি নিবারণে যথেষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাবীফল।—রোগ সর্ব্বস্থলেই মৃত্যুর আশঙ্কা রহিত। কারণ সহজ প্ল্যাষ্টিক পেরিকারডাইটিস কখনই মৃত্যু ঘটায় না। তথাপি ইহা অতীব কঠিন এবং সম্ভবত সাংঘাতিক প্রকারের রোগের প্রথমাবস্থারূপেও উপস্থিত হইতে পারে। নির্য্যাসের সম্পূর্ণ শোষণান্তর আরোগ্য (Resolution) একটি অসাধারণ ঘটনা, যেহেতু নির্য্যাস সজীব উপাদানে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে হৃদ্বেষ্টঝিল্লিস্তর মধ্যে দৃঢ় সংযোগ ঘটায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—একনাইট—হৃৎপিণ্ডের ঝিল্লির তরুণ প্রদাহের প্রথমাবস্থায় যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত (প্রঃ খঃ ভৈষজ্য-বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৬—৩৯)। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন,

banglabooks.in

"আমি বিবেচনা করি, জ্বরের সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও শুষ্ক পেরিকার্ডাইটিস-রোগে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থলে প্রদর্শিত হয়। আমার বহুদর্শিতা, এই যে, ইহা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা শীঘ্র হৃৎসম্মুখীন বক্ষের বেদনা, এবং সঙ্কুচিত ভাবের, বিশেষতঃ বেদনা বাম বাহুতে প্রসারিত হইলে, উপশমিত করে (রাস)।" জ্বর, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং মূর্চ্ছার উপক্রমে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত।

ডাঃ বেয়ার ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে এই লক্ষণ দিয়াছেন, "হৃৎস্পন্দন দুর্ব্বলতর, অনিয়ত ও ক্ষণলোপযুক্ত, অথবা অসম, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও দ্রুততর এবং হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন সমসাময়িক থাকে না; তাপ উচ্চতর, শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি-প্রাপ্ত।"

ডাঃ হেলের মতে, হৃৎপিণ্ডের আসন্ন ক্রিয়ানাশের লক্ষণ শীঘ্র **এক-নাইট** দ্বারা দূরীকৃত না হইলে **ডিজিট্যালিস** অথবা হৃদ্রোগের অন্য কোন ঔষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে। ডাঃ কাউ-পার থ্রায়েটের মতে তরুণ প্ল্যাষ্টিক পেরিকার্ডাইটিস-রোগে **ডিজিট্যালিসের** কোন উপকারিতা নাই। তথাপি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-নাশের উপক্রম লক্ষণ প্রকাশিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা ক্বচিৎ সম্ভবনীয়। আমরাও এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

ভিরেট্রাম ভি—স্বয়ম্ভূত, অথবা রস-বাত যাহার কারণ নহে এরূপ রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে রোগী রক্ত-সম্পন্ন, নাড়ী সবল ও কঠিন এবং হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া প্রচণ্ড থাকে।

কল্‌চিকাম—রস-বাত সংসৃষ্ট হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-প্রদাহে **কল্‌চিকাম** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য—কঠিন হৃৎশূল; হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া দুর্ব্বল ও শব্দ অস্পষ্ট; নাড়ী সূত্রবৎ ও কষ্টে অনুভূত; অত্যন্ত পীড়িতাবস্থা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র।

স্পিজিলিয়া—রস-বাত সংশ্রবীয়, কখন বা সহজ শুষ্ক পেরি-কারডাইটিস-রোগে ইহা অন্যতম উপকারী ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

banglabooks.in

ডাঃ গুড্‌নো বলেন, "ইহাতে যে সকল ঔষধের ব্যবহার উপদিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে স্পিজিলিয়া হইতেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফল পাইয়াছি। অন্য ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে, রোগের নির্ব্বাচন হওয়া মাত্রই আমি অবিলম্বে ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকি। রোগের বেদনার অবস্থা হইতে রস-ক্ষরণের স্পষ্ট চিহ্নের উপস্থিতি পর্য্যন্ত ইহা ঔষধ-রাজ্ঞ বলিয়া খ্যাতির উপযুক্ত।" বেদনার প্রকৃতি সূচিবেধ অথবা খোঁচাবৎ; এবং কখন কখন ইহা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসহ সমসাময়িক। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া দ্রুততর এবং শ্রোতব্য। সর্ব্বসময়েই অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং উৎকণ্ঠা বর্ত্তমান থাকে।

ব্রায়োনিয়া—রোগের প্রাথমিক অবস্থাদিতে ইহার আবশ্যক হইতে পারিলেও, অনেক সময়েই রস-ক্ষরণের পর ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। রসবাত-সংসৃষ্ট রোগই ইহার বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র।

ক্যাল্‌মিয়া—রস-বাতিক পেরিকার্ডাইটিস-রোগের ইহা অত্যুপকারী ঔষধ। হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন অতীব প্রচণ্ড থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা হৃৎপিণ্ড হইতে বাম অংশ-ফলকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাহার সহিত শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও উৎকণ্ঠা থাকে। রস-ক্ষরণের পরে ইহা দ্বারা কার্য্য হয় না।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে এবং সর্ব্বতোভাবে রোগীকে স্থিরভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সহজ পাচ্য ও পাতলা পথ্য উপযোগী।

২। রস-ক্ষরণযুক্ত হৃদ্বহির্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস উইথ্ এফিউজন।

(PERICARDITIS WITH EFFUSION).

প্রতিনাম।—রক্তাম্বু-তান্তব বা সিরো-ফাইব্রিনাস হৃদ্বহির্বেষ্টঝিল্লি প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস (Sero-fibrinous Pericarditis.)।

banglabooks.in

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—রোগের। প্রথমাবস্থার অপায়াদি আটা বা প্ল্যাষ্টিক পেরিকারডাইটিসের তুল্য, কিন্তু তদপেক্ষা স্পষ্টতর দ্বিতীয়াবস্থায় রসের ক্ষরণ হয়। কথিত দ্বিতীয়াবস্থার নির্য্যাসে স্খলিত এবং প্রজনন-বহুলীকৃত (Proliferated) অন্তরোপত্বক-কোষ, সামান্য পুয়কণিকা এবং দুই হইতে দশ আউন্স পর্য্যন্ত স্রোতে ক্ষরিত তন্তুজান পদার্থের ছিবড়া থাকে। রোগজীর্ণাবস্থার রোগীর রক্তাম্বুতে সামান্য রক্তের মিশ্রণ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীতও ইহার একটি তৃতীয় অবস্থার পরিচয় আছে,—শোষণ বা এব্‌সর্‌প্‌শনের (Absorption) অবস্থা,—কিন্তু সহজ রোগে কেবল এরূপাবস্থার আশা করা যায়। এই অবস্থায় রিজলিউশন বা শোষণান্তর রোগারোগ্য হইতে পারে; এবং তাহাতে তন্তুজান এবং রক্তাম্বু উভয় সংসৃষ্ট নির্য্যাসের শোষণ সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ কেবল ক্ষরিত রস বা রক্তাম্বুরই শোষণ হয়। তন্তুজান তান্তবোপাদানরূপ জীবিত গঠনে পরিবর্ত্তিত হইয়া উপাদান সংযোজন করে। ইহাতে ঝিল্লির যান্ত্রিক ও প্রাচীরিক উভয় অংশের সংযোগ ঘটে।

কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ গুটিকাসংসৃষ্ট রোগে, রক্তাম্বুর শোষণ হয় না, রোগ পুরাতন রক্তাম্বু-তন্তুজানময় পেরিকারডাইটিসে পরিণত হয়। ইহার আক্রমণ হৃৎপিণ্ড পেশী পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে পারে। তাহাতে **হৃৎপেশী প্রদাহ** বা **মাইয়কারডাইটিস** জন্মে।

কারণ-তত্ত্ব।—আটা বা প্ল্যাষ্টিক পেরিকারডাইটিস রোগের কারণের বর্ণনা সংস্রবেই রক্তাম্বু-তন্তুজানময় পেরিকারডাইটিসের কারণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—প্রাথমিক রোগে, অন্যান্য রস-ঝিল্লির তরুণ প্রদাহে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রারম্ভিক শীত, জ্বর, বেদনা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, বিবমিষা এবং বমন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

"শিশুদিগের মধ্যে, প্লুরিসির ন্যায় কোন স্থানিক লক্ষণ ব্যতীতই, রোগ উপস্থিত হইতে পারে, এবং এক অথবা দুই সপ্তাহকাল স্বাস্থ্যের সাধারণ অবনতির পর কথঞ্চিৎ জ্বর, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষুদ্রতা এবং ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পাণ্ডুরতার প্রকাশ হয়। চিকিৎসক তখন বক্ষ-পরীক্ষায় পেরিকার্ডিয়ামে প্রভূত রস-সঞ্চয়ের চিহ্নের অনুভূতি প্রযুক্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন।" (ডাঃ অস্‌লার)

ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, গৌণ রোগ প্রথমাবস্থায়, প্লাষ্টিক পেরিকারডাইটিসের তদবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ। রস-ক্ষরণের সহিত যুগপৎ চাপ-লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে শ্বাস-কৃচ্ছ্রই অত্যন্ত গুরুতর এবং অনেক সময়ে ইহাই সর্ব্বাগ্রে উপনীত হইয়া রোগের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত করে। অনেক সময়েই অতি যন্ত্রণাকর শ্বাস-কৃচ্ছ্রের সমকালে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অস্বস্তি ও পীড়িত ভাবের অনুভূতি থাকে। বাম বায়ু-নালীতে চাপ লাগিলে শ্বাস-কৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি হয়। স্বর-যন্ত্রের "রেকারেণ্ট" স্নায়ু যে স্থানে বৃহদ্ধমনি জড়িত করিয়াছে তাহা চাপিত অথবা আকৃষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ অথবা বাক-রোধ, স্বর-যান্ত্রিক কাসি, এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। শ্বাস-কৃচ্ছ্র আক্ষেপিক এবং অতি কষ্টপ্রদ হইতে পারে।

রোগী বড় অস্থির থাকে, বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে, অথবা রস-ক্ষরণের বৃদ্ধি হইলে উপবেশন করিয়া থাকে। অনেক রোগীর শ্বাস-কৃচ্ছ্রের অবস্থায় মুখমণ্ডলে বিশেষ এক প্রকারের কালচে, উৎকণ্ঠিত ভাব থাকে। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, কখন কখন নিয়মিত থাকে; এবং "তাহা কতিপয় সদৃশ ভাব প্রকাশ করিতে পারে "যাহা পালসাস প্যারডক্সাস (Pulsus Paradoxus)" বা "দৃশ্যতঃ অসম্ভব নাড়ী" বলিয়া কথিত। ইহাতে শ্বাস-গ্রহণকালে নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয় অথবা তাহা অনুভূত হয় না। এই সকল লক্ষণ অনেকাংশে পেরিকার্ডিয়ামে সঞ্চিত রসের প্রাকৃতিক শক্তির

banglabooks.in

সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ। ইহাতে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া কষ্টে সাধিত হয়।" (ডাঃ অস্‌লার)

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—পরিদর্শন—হৃৎপিণ্ডসংসৃষ্ট বক্ষোপরি স্থানের, বিশেষতঃ শিশুবক্ষের উপরিদেশের বাহিরিয়া আসা বা স্ফীতভাব। পর্শুকামধ্য চিহ্নের অন্তর্দ্ধান। প্রভূত রস-সঞ্চয়ে এবং কখন কখন সামান্য রসসঞ্চয়েই বক্ষের সম্মুখ-অনুপার্শ্ব প্রদেশ বর্দ্ধিত হইতে পারে। বক্ষের হৃৎপিণ্ড দেশে উদ্গত স্ফীতিতে (Bulging) দৃশ্যমান স্পন্দনের অভাব রস-ক্ষরণযুক্ত পেরিকারডাইটিসের প্রভেদক বলিয়া কথিত। রোগের অগ্রবর্ত্তী অবস্থাদিতে হৃৎচূড়া-স্পন্দন তীব্রতর থাকে, পরে তাহা ঊর্দ্ধ এবং বহির্ম্মুখীন দৃষ্ট হয়, কিন্তু রস-ক্ষরণ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে ক্ষরিত রস-দ্বারা হৃৎপিণ্ড বেষ্টিত এবং অভ্যন্তরাভিমুখে স্থানচ্যুত হইলে হৃৎচূড়া-স্পন্দনের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে।

সংস্পর্শন—চূড়া-স্পন্দনের ঊর্দ্ধ এবং বহির্দ্দিকে স্থানচ্যুতি অনুভূত হয়, অথবা তাহার সম্পূর্ণ অভাব প্রকাশ পায়। চূড়াস্পন্দনের প্রবলতা এবং অবস্থান অনেকাংশেই রোগীর অবস্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় রোগী বাম-পার্শ্বে অথবা সম্মুখে নত হইলে তাহা পুনরাগত হয়। রস-ক্ষরণের পরেও কখন কখন হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে ঘর্ষণ কম্পন বা "ফ্রিক্‌শন-ফ্রিমিটাস" অনুভূত করা যায় এবং রস-শোষণান্তর তাহা সাধারণত সহজানুভূতি সাধ্য হয়।

বিঘাতন—হৃৎপিণ্ড সংসৃষ্ট বক্ষ, নিরেটতার আয়তনের বৃদ্ধি প্রকাশ করে। নিরেট প্রদেশের আকার মঠের ন্যায়, তাহার চূড়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্শুকা স্থান সন্নিহিত দেশে এবং মূল প্রায় পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পর্শুকামধ্যস্থানেও অবস্থিত হইতে পারে। রসের সমতল উপরিভাগের, যকৃৎসহ সমক্ষেত্রতা প্রযুক্ত সকল স্থলেই তাহা সহজে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। রোগী অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া পৃষ্ঠ অথবা

banglabooks.in

অন্তর পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে রস নিম্নগামী হয়, এবং নিরেটতা স্থান পরিবর্ত্তন করে। ডাঃ রচের মতে, **দক্ষিণ পঞ্চম পশু কামধ্যস্থানের নিরেটতা** অতি গুরুতর নির্ব্বাচক চিহ্ন।

আকর্ণন—হৃৎপিণ্ড মূলে ঘর্ষন-শব্দ বা ফ্রিক্‌শন রাল্‌ পাওয়া যায়। রোগীর অর্দ্ধ শায়িত অপেক্ষা ঋজুভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ইহা অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। রসের শোষণান্তর সাধারণ ঘর্ষণ পুনরাগত হয়। হৃৎপিণ্ড শব্দ ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইয়া অবশেষে শ্রুতি-কঠিন হইয়া উঠে। ডাঃ ওয়াক্‌সিন বলেন, রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই অবিশ্রান্ত ভাবে হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় শব্দের তীব্রতার বৃদ্ধি অথবা সুস্পষ্ট ভাব থাকিতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—নিরেটতার ত্রিকোণাকারে বিস্তৃতি এবং ঘর্ষণ-শব্দের উপস্থিতি রোগ-নির্ব্বাচনার্থ যথেষ্ট হইলেও প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলেই ইহা অতীব কঠিন সাধ্য। উপরি উক্ত দুই লক্ষণ মনযোগ আকর্ষণ করিলে রোগ পরিচয় কথঞ্চিৎ সহজ হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তদ্রূপ ঘটে না—রোগ বিষয়ে সন্দেহের উদয় হয় না। রস-বাতগ্রস্ত রোগীদিগের হৃৎপিণ্ড সর্ব্বদাই পরীক্ষাধীন রাখা উচিত। তরুণ ও সরস প্লুরিসিরোগসহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহাতে পার্শ্ব বেদনা থাকে না। প্লুরিসি রোগের ঘর্ষণ শব্দ শ্বাস-প্রশ্বাসের সহগামী থাকে, পেরিকারডাইটিসের তাহা তদ্রূপ থাকে না, হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের সহিত ইহার বিলক্ষণ নিকট সম্বন্ধ থাকে।

পেরিকারডাইটিস রোগ—হৃৎপিণ্ড প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি হার্ট হইতে প্রভেদিত করা সুকঠিন। ডাঃ এণ্ডারস এতদর্থে নিম্ন লিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

banglabooks.in

সরস-পেরিকার্ডাইটিস।	হৃৎপিণ্ড-প্রসারণ।
পূর্ব্ব বিবরণ।	
১। অল্প দিন পূর্ব্বের ক্ষুদ্রবাত, তরুণ রস-বাত, তরুণ সংক্রামক অথবা সেপ্টিক রোগ, শীতাদ বা স্কার্‌ভি, পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহ অথবা টুবার-কুলোসিস প্রভৃতি রোগের বিবরণ।	১। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের ও তাহার কপাট বা ভাল্‌ভের পুরাতন রোগ-বিবরণ।
২। সাধারণতঃ জ্বর ও সামান্য বেদনার সংশ্রব।	২। সাধারণতঃ জ্বর অথবা বেদনার অভাব।
৩। প্রায়শঃই স্নায়বীয় লক্ষণ থাকে।	৩। অভাব।
প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।	
পরিদর্শন।	
৪। অনেক স্থলেই ঠেলিয়া বাহির হওয়া স্ফীতি (অল্প বয়সে স্পষ্টতর)। চূড়া-উদ্‌ঘাৎ-ঊর্দ্ধে নীত, ক্ষীণ, এবং পরে অন্তর্হিত।	৪। সাধারণতঃ চূড়ার স্পন্দন দ্রষ্টব্য, তাহা ঢেউর ন্যায় ও বিস্তৃত।
সংস্পর্শন।	
৫। হৃৎপিণ্ডের উদ্‌ঘাৎ সাধারণতঃ অনুপস্থিত। মূল-দেশে বর্ষণ-শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।	৫। ক্ষীণ হইলেও সংস্পর্শনে উদ্‌ঘাৎ পাওয়া যায়।
বিঘাতন।	
৬। ত্রিকোণাকার সমান্তরাল স্থানের অনুভূতি—তাহার ঊর্দ্ধ	৬। হৃৎকোটরের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নিরেট শব্দের পরিবর্ত্তন

banglabooks.in

সরস-পেরিকার্‌ডাইটিস্। হৃৎপিণ্ড-প্রসারণ। বিঘাতন।

সীমান্ত-রেখা, অবস্থানের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তনশীল। কক্ষ অথবা অংশ-ফলকাস্থি অধঃদেশে মৃদু ঢক্কা বাদনবৎ শব্দ।	শীলতা; সাধারণতঃ ইহা উর্দ্ধ্বং উদ্গাৎ স্থানের সমান বিস্তৃত এবং তাদৃশ উর্দ্ধ-প্রসারযুক্ত নহে (মাইট্রাল ষ্টিনসিস ব্যতীত) এবং অবস্থানের পরিবর্ত্তনসহ পরিবর্ত্তনশীল নহে। মৃদু ঢক্কা নাদবৎ শব্দ থাকে না।

আকর্ণন।

৭। প্রথম হৃৎপিণ্ড শব্দ দূর এবং অস্পষ্ট; অনেক সময় মূলদেশে ঘর্ষণ শব্দ দ্বিগুণ শুনায়।	৭। প্রথম শব্দ স্পষ্টতর, ক্ষুদ্র এবং তীব্র। ঘর্ষণ শব্দ থাকে না, কিন্তু হৃদন্তরবেষ্ট ঝিল্লির এক বা একাধিক মর্ম্মর শ্রুত হয়।

ভাবীফল।—সাধারণতঃ রোগের ভাবীফল শুভজনক। অধিকাংশ রোগই আরোগ্য হয়। হৃদন্তর্ব্বেষ্টঝিল্লি-প্রদাহ অথবা হৃৎপেশীর বিস্তৃত প্রদাহরূপ উপসর্গ থাকিলে রোগের আরোগ্য পক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হয়। জান্তব পদার্থের পচনোৎপন্ন বিষাক্ততা ঘটিত বা সেপ্টিক রোগ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ব্রাইটস্ ডিজিজ বা এলবুমিনুরিয়া সংসৃষ্ট রোগেরও পরিণতি তথাবিধ হয়। চিকিৎসকদিগের ধারণা এই যে, অন্যান্য প্রকার রোগাপেক্ষা নিউমোনিয়ার আনুষঙ্গিক প্রকারের রোগের পরিণাম অধিকতর আশাপ্রদ। প্রভূত রস-ক্ষরণ মৃত্যুর কারণ হইলে রোগের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহের সন্নিহিত সময়ে তাহা জীবনী শক্তির দৌর্ব্বল্য বশতঃ হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—নিম্নলিখিত আনুষঙ্গিক উপায়াদির সহিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পেরিকার্‌ডাইটিস-রোগে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু

banglabooks.in

ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগ ও ঔষধ লক্ষণাদি সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয় ঃ—

একনাইট।—রস-বাত এবং শুষ্ক শীতল বায়ু সংসৃষ্ট তরুণ পেরিকার্ডাইটিসের রস-ক্ষরণের পূর্ব্বাবস্থা—উৎকণ্ঠাদি মানসিক লক্ষণ; নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, আতত ও লম্ফমান। পুরাতন রোগাবস্থায় তরুণাক্রমণেও ইহাতে কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু শোণিত-দোষজ রোগে প্রয়োগ বিপজ্জনক।

বেলাডনা।—শোণিত সম্পন্ন রোগীদিগের শোণিত যন্ত্রমণ্ডলের প্রবল ক্রিয়াসহ তরুণ ও প্রাথমিক রোগে উপযোগী—মুখমণ্ডল-রক্তিমা, কেরটিডের প্রবল ক্রিয়া ও প্রবল জ্বর ইত্যাদি।

ব্রায়োনিয়া।—রস-ঝিল্লি ও রস-বাত সহ ইহা বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত ঔষধ। **একনাইট** দ্বারা রোগের প্রচণ্ডতার লাঘব হইলে রস-ক্ষরণের প্রারম্ভিক বা প্রথমাবস্থায় ইহা উপযোগী। রোগের পক্কাবস্থায় ইহা ঔষধ নহে। রস-স্রাবী এবং প্লাষ্টিক বা শুষ্ক উভয় প্রকার রোগেই ইহা উপকারী—**সূচিবেধবৎ বেদনা এবং চালনায় রোগের বৃদ্ধি** ইহার প্রদর্শক।

ডিজিট্যালিস।—রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা নিষ্ফল। রোগের শেষাবস্থায় উপসর্গ স্বরূপ—উৎকণ্ঠা; পীড়িত ভাব; শ্বাসকৃচ্ছ্র; হঠাৎ অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার রোধ ঘটিয়াছে; নাড়ী ক্ষীণ, অনিয়মিত—বিযোড়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি স্পন্দনে লোপ বিশিষ্ট, তরতরভাবের অথবা অতীব ধীর; এবং চালনায়—বিশেষতঃ শয্যা অথবা চেয়ার হইতে উত্থান করায়, নাড়ীর দ্রুত দুর্ব্বল ও ঝাঁকিমারা স্পন্দন, এবং কখন কখন দৈহিক নীলিমা, এমন কি, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হৃৎপিণ্ড দৌর্ব্বল্য ঘটিত স্থিতিশীল শোণিতগতি রস-ক্ষরণের প্রধান কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে। ডাঃ কাউপার থোয়েট, ১×পুনঃ পুনঃ এবং অন্যান্য অনেক চিকিৎসক ইহার অরিষ্ট

banglabooks.in

মূত্রকর বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার তৃতীয় ক্রম দৈনিক তিনবার প্রয়োগ যথেষ্ট বিবেচনা করা যায়।

আর্সেনিকাম।—রস-ক্ষরণের স্পষ্টতা; রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত, অস্থির ও মৃত্যু-ভীতি কাতর; নাড়ী ক্ষুদ্র দ্রুত এবং উত্তেজনা প্রবণ; অতিশয় দুর্ব্বল রোগী মস্তক উন্নত করিয়া শয়নেও হাঁপাইতে থাকে এবং মুহুর্মুহু অল্প অল্প জলপান করে। এই সকল লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া **আর্সে'র** প্রয়োগ করিলে ইহা শীঘ্র সঞ্চিত রসের হ্রাস করিয়া শান্তি প্রদানে সক্ষম।

কেলি আয়।—এলোপ্যাথগণ রোগের অবস্থা নির্ব্বিশেষে ইহার প্রচুর ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথি মতে ডাঃ হেল ইহার প্রয়োগের যে স্থল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই অনুগমন করিয়া আমরা যথেষ্ট ফললাভ করিয়া থাকি,—"রসক্ষরণ কালে ঘর্ষণ-শব্দ থাকিলে, অথবা দ্রুত রস-ক্ষরণ সময়ে। বায়ুনালীর অত্যধিক চিমসা স্রাব অথবা হৃৎপিণ্ড-দেশে রস-সঞ্চয় বশতঃ প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ ইহার প্রদর্শক। **আয়ডাইডস্ সহ ডিজি-ট্যালিসের** পর্য্যায় ক্রমিক ব্যবহারে আমি উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছি। দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষরিত রসের চাপে পীড়িত হৃৎপেশীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে ইহা উপকারী। **আয়ডাইড অব এমনিয়া** অনেক সময় **পটাসিয়াম লবণাপেক্ষা** অধিকতর কার্য্যক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার বিশেষ কার্য্য পাইতে অন্যূন পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় প্রতি চারি ঘণ্টায় প্রযোজ্য। **সালফার** এ রোগে ইহার প্রতিযোগী ঔষধ—পরে প্রয়োজ্য।"

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—তরুণ প্ল্যাষ্টিক পর্য্যায়ভুক্ত রোগে যে প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার প্রথমাবস্থায় তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। রস-ক্ষরণাবস্থায় রোগীর সম্পূর্ণ স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। শরীর চালনায়, কথায় এবং মানসিক অবস্থা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই স্থৈর্য্যাবলম্বন অত্যাবশ্যকীয়। অব্যবহিত গাত্রোপরি

banglabooks.in

ফ্লানেলের, শয্যায় ও গাত্রবস্ত্রে কম্বলের ব্যবহার এবং হৃৎপিণ্ডোপরিদেশে ফ্লানেল ব্যবধান দিয়া তদুপরি—পোল্টিস ও ফোমেণ্টেশনের প্রয়োগ উপকারী। কেহ কেহ শীতল প্রয়োগের প্রশংসা করেন। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। হৃৎপিণ্ডের অতি দৌর্ব্বল্যে সাবধানতার সহিত উত্তেজকের প্রয়োগ করিয়া হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রক্ষা করা সঙ্গত। ক্ষরিত রসের আধিক্যে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া পীড়িত হইলে নলীকা-যন্ত্র সাহায্যে (Aspiration) রসের দূরীকরণ উৎকৃষ্ট উপায়। শ্বাসপ্রশ্বাসপীড়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র, দৈহিক নীলিমা ও নাড়ীর দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলেও জীবন রক্ষার্থ তাহাই একমাত্র উপায়। সহজপাচ্য পুষ্টিকর পথ্য আবশ্যকীয়।

৩। পূয়-সঞ্চারশীল হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লিপ্রদাহ বা পুরুলেণ্ট পেরিকার্ডাইটিস।

(PURULENT PERICARDITIS).

প্রতিনাম।—হৃদ্বহির্ব্বেষ্টাভ্যন্তরে পূয়-সঞ্চয় বা এম্পায়িমা অব দি পেরিকার্ডিয়াম (Empyema of the Pericardium)

আময়িকবিধান-বিকার-তত্ত্ব।—পেরিকার্ডিয়াম অত্যন্ত ঘনীভূত, পূয় ও তন্তুজালের স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তদধঃপ্রদেশ বীজকুড়ি বীজকুড়ি দানাযুক্ত দেখায়। কখন কখন তাহাতে সুস্পষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত মুখ প্রকাশ পায়। ইহার প্রভূত পরিমাণ নির্য্যাসও সুস্পষ্ট পূযের ন্যায় দেখায়। হৃৎপিণ্ডপেশী সর্ব্বস্থলেই ন্যূনাধিক আক্রান্ত হওয়ায় সাধারণতঃ তাহার রসাপকৃষ্টতা জন্মে এবং তাহা পাণ্ডুর, কোমল এবং ভঙ্গুর হইয়া যায়।

কারণ-তত্ত্ব।—সপূয়-হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লির প্রদাহ বা পিরুলেণ্ট পেরিকার্ডাইটিস সিরো-ফাইব্রিনাস পেরিকার্ডাইটিস প্রকারের রোগের পরিণামে জন্মিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ইহা

banglabooks.in

গুটিকোৎপত্তি বা টুবারকুলোসিস অথবা সেপ্টিক বা উপাদান-পচন-প্রক্রিয়ায় পেরিকার্ডিয়ামের সংসৃষ্টতা থাকিলে তাহার ফল স্বরূপ হয়। কথিত তরুণ সংক্রামক রোগেরও ইহার সহিত সংসৃষ্টতা দৃষ্ট হয়। রোগ-বিষ-দুষ্ট নলীকাস্ত্রোপচার (Aspiration) সংস্রাবে সঞ্চিত রসে রোগ-বিষের সংক্রমণ হইয়াও ইহা সংঘটিত হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব—ইহার লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি মূলতঃ সিরো-কাইব্রিনাস পর্য্যায়ের রোগের তুল্য; প্রভেদ এই যে, ইহাতে পাচনশীল বা সেপ্টিক লক্ষণ—স্থানে স্থানে ঈষৎ শীতের পর তাপের বৃদ্ধি, শীতল ঘর্ম্ম, দ্রুত এবং ক্ষীণনাড়ী, উদরাময়, বলক্ষয়, এবং দুর্ব্বল প্রকৃতির প্রলাপ প্রভৃতি যোগ দান করে।

কোন উপাদান-পচনশীল বা সেপ্টিক রোগের ভোগকালে বর্ত্তমান রোগ উপস্থিত হইলে লক্ষণাদি ইহাতে আরোপিত না হওয়ায় পেরিকার্-ডিয়ামের পূয়জনক অবস্থা মনযোগ আকর্ষণ করিতেও না পারে। ইহাতে হৃৎপিণ্ড-পেশীর আক্রমণ ঘটিত লক্ষণাদি সিরো-ফাইব্রিনাস প্রকারের রোগাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—উপরি লিখিত লক্ষণ এবং রস-ক্ষরণের চিহ্নাদি সহ সেপ্টিস বা পচন সংসৃষ্ট লক্ষণাদি উপস্থিত হইলে রোগ নির্ব্বাচনার্থ অবিলম্বে নলীকাস্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য্য। ফলতঃ ইহা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য উপায়ান্তর দৃষ্টিগোচর হয় না। বলা বাহুল্য উপযুক্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে ইহা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ভাবী ফল—রোগ-পরিণাম সর্ব্বতোভাবেই অশুভ। অনেক সময় প্রাথমিক জান্তব পচন-সংসৃষ্ট বা সেপ্টিক রোগ, অথবা আনুষঙ্গিক হৃৎপেশীর প্রদাহ হইতে মৃত্যু সংঘটিত হয়। এমন কি ক্ষরিত পূয়ের নিঃসারণ করিলে তাহা যদি পুনরাবর্ত্তন না করে, তাহার ফল স্বরূপ পেরি কার্ডিয়ামের সংযোজনা ও পুরাতন যোজক বা এটিসিভ পেরিকার্ডাইটিস

banglabooks.in

জন্মে, অথবা পূষসঞ্চারশীল পুরাতন হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদেশ বক্ষ-প্রাচীরের নালীক্ষত-পথে পূয়নিক্ষিপ্ত করে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইতি পূর্ব্বে রোগসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠকের অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, রোগ অতীব কঠিন সাধ্য। ফলতঃ পূয জন্মিলে, কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধে তাহার নিরাকরণে রোগারোগ্যের নিদর্শনের সম্পূর্ণই অভাব। রোগ সর্ব্বতোভাবেই অস্ত্র চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি পূয-স্রাবের হ্রাস করণে ও রোগীর বল রক্ষায় কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে :—

আর্স-আয়ড, মারকু, হিপার, সিলিক এবং সাল্‌ফার।

৪। পুরাতন যোজক হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রনিক এডিসিভ পেরিকারডাইটিস।

(Chronic Adhesive Pericarditis)

প্রতিনাম।—পুরাতন হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রনিক পেরিকারডাইটিস (Chronic Pericarditis); সংযোজিত হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এডিয়ারেণ্ট পেরিকার্ডাইটিস (Adherent Pericarditis.)।

আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব।—তরুণ যোজক অথবা রক্তাম্বু-তন্তুজাননয় হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার-ডাইটিসের অন্যতর প্রকারের পরিণাম স্বরূপ পুরাতন পেরিকারডাইটিস জন্মিয়া থাকে। ইহা আংশিক অথবা সাধারণ যে কোন প্রকার হইতে পারে। পূয সঞ্চারশীল পর্য্যায়ের রোগও ইহার কারণ হইতে পারে। হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি ঘনতর হয় এবং কথঞ্চিৎ যোজক ঝিল্লি জন্মিয়া পরস্পর বিপরীত প্রাচীরিক হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদেশমধ্যে দৃঢ় সংযোগ ঘটে। উপরি

banglabooks.in

উক্ত ঘনীভূততার পরিমাণ এবং সংযোগের প্রসার প্রাথমিক তরুণ রোগের প্রসার ও কাঠিন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ঝিল্লি পনীরবৎ পদার্থাবৃত এবং চূর্ণ-লবণে (calcareasis) অন্তর্ব্যাপ্ত (infiltrated) হইয়া হৃৎপিণ্ড বেড়িয়া ন্যূনাধিক সম্পূর্ণ একটি অস্থিময় কোটর নির্ম্মাণ করে। সংযোজনা হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার বাধা না জন্মাইলে তাহার গঠনের সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটায় বা নাও ঘটাইতে পারে। কিন্তু তাহার বিপরীত ঘটনায়, অর্থাৎ বাধা জন্মিলে হৃদ্‌বিবৃদ্ধি দ্বারা কার্য্যের সংপূরণ (Compensation) সাধিত হয়। ইহাতে প্রসারণ এবং অপকৃষ্টতা মূলক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া অবশেষে হৃৎক্রিয়ার পতন ঘটে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—পুরাতন পেরিকার্‌ডাইটিস-রোগের নিশ্চিত কোন লক্ষণ থাকে না, অতএব তাহার উপরে কোন নির্ভরও করা যায় না, এবং অনেক স্থলে শেষ জীবন পর্য্যন্ত রোগ অপরিচিত থাকিয়া যায়। কেবল যখন হৃৎপিণ্ড-পেশীতে বিবৃদ্ধিযুক্ত প্রসারণ, এবং বসাপকৃষ্টতা ও তাহার ফল স্বরূপ হৃৎপিণ্ড-শক্তির ক্ষীণতা প্রযুক্ত আংশিক হৃৎক্রিয়া-পতন (Heart-fail) প্রভৃতি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তখনই ইহার নিশ্চিত লক্ষণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও সাধারণতঃ রোগের প্রাথমিক প্রকৃতি বিষয়ক কোন ধারণা সম্ভবে না। নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ এবং অনিয়মিত, এবং "পাল্‌সাস্ প্যারাডক্‌সাস (Pulsus Paradoxus)" বা "দৃশ্যতঃ অসমঞ্জস নাড়ী" দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে ক্বচিৎ হৃৎশূল বা এঞ্জাইনার আক্রমণবশতঃ হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—পরিদর্শন—হৃৎপিণ্ডোপরিস্থ পর্শুকা মধ্য স্থানগুলি নিম্নতা প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং হৃৎসংকোচন (Systole) কালে সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ড, অথবা অধিকাংশ সময়ে কেবল তাহার চূড়ার উপরিস্থ বক্ষ প্রাচীরাংশের প্রত্যাহার দেখা যাইতে পারে। বিস্তৃত সংযোজনা স্থলে তাহা সম্পূর্ণ হৃৎপ্রদেশোপরি হয়। সংকোচন প্রত্যাহারসহ

banglabooks.in

যদি **"প্রসারিক ধাক্কা** (Diastolic shock)" বা সবল প্রসারিক পুনর্লক্ষন (Forcible diastolic rebound) দৃষ্ট হয়,—তাহাকে রোগ নির্ব্বাচনার্থ গুরুতর বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অনেক সময়ে ইহা সহজে দ্রষ্টব্য না হইলেও **সংস্পর্শে** সহজ প্রাপ্তব্য হয়। প্রসারণ বা ডাইলেটেশন কালে গ্রীবাশিরার (cervical veins) হঠাৎ পতন (collapse), রোগ-নির্ব্বাচক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু ডাঃ এণ্ডার্‌স ও অন্যান্য চিকিৎসক সংযোগ রহিত প্রসারণ বা ডাইলেটেশনে ইহা দেখিয়াছেন। রোগী বাম পার্শ্বে ফিরিলে চূড়া-স্পনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থাকা একটি সন্দেহ ভঞ্জক চিহ্ন।

বিঘাতন—হৃৎপিণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার উদ্ধ এবং বাম পার্শ্বাভিমুখীন নিরেটতার পরিমাণের বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, এবং হৃৎপিণ্ডের আবদ্ধ ভাবও প্রমাণিত হয়।

আকর্ণন—ইহাতে কার্য্যোপযোগী কোন বিষয় শ্রুত হওয়া যায় না। অনেক প্রকারের মর্ম্মর থাকিতে বা নাও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা রোগ-নির্ব্বাচনের কোনই সাহায্য করে না। প্রসারণের অধিকতর বৃদ্ধি হইলে তাহার সাধারণ চিহ্নাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রোগ-নির্ব্বাচন—উপরিউক্ত প্রাকৃতিক চিহ্নাদি মনোযোগের সহিত চিন্তা করিলেও সাধারণতঃ রোগ-নির্ব্বাচন অতীব কঠিন সাধ্য। এই ঘটনার সাধারণতঃই যে, পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ এবং বিবর্দ্ধিযুক্ত প্রসারণ সহ সহজে ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ এই উভয় অবস্থাই অনেক সময়ে পুরাতন **পেরিকারডাইটিস** সংশ্রবে জন্মে। উপসর্গরূপে প্রসারণ উপস্থিত থাকিলে **ক্ষরণযুক্ত পেরিকারডাইটিস** বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাতে চূড়া স্পন্দন উচ্চতর স্থানে থাকে; তাহার তরঙ্গায়িতভাব স্বল্পতর হইয়া যায় (ক্ষরিত রস-সঞ্চয় অধিক হইলে অভাব হইতে পারে); হৃৎ-মর্ম্মর অধিকতর আচ্ছন্ন থাকে, সঙ্কোচন সংসৃষ্ট

banglabooks.in

প্রত্যাহার এবং প্রসারণ সংঘাতের অনুপস্থিতি ঘটে, নিরেটতার সীমা পরিবর্ত্তনশীল হয়, কিন্তু তাহার মঠের ন্যায় আকার বর্ত্তমান থাকে।

ভাবীফল।—ভাবীফল অমঙ্গলজনক। হৃৎপিণ্ড-পেশীর অপকৃষ্টতা ঘটিত প্রসারণের ক্ষতিপূরণক্রিয়া (compensation) না হওয়ায় সাধারণতঃ মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহাতে আকস্মিক মৃত্যু অসাধারণ ঘটনা নহে।

চিকিৎসা।—রোগ চিকিৎসা অসাধ্যই বলা যায় এবং তাহার নির্ব্বাচনও অনেক স্থলেই কঠিন অথবা অসাধ্য। এরূপ স্থলে উপস্থিত লক্ষণাদির অনুসরণে হিপার, সিলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া, আয়ডিন ও কার্ব্বে আয় প্রভৃতি ধাতুগত ঔষধ প্রদর্শিত হইতে পারে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৭ (LECTURE CXXVII)

হৃদ্বহির্ব্বেষ্টোদক বা হাইড্রপেরিকারডিয়াম।

(HYDROPERICARDIUM)

প্রতিনাম।—হৃদ্বেষ্ট-রস-ঝিল্লির শোথ বা ড্রপ্‌সি অব দি পেরিকারডিয়াম (Dropsy of the Pericardium)।

পরিভাষা।—হৃদ্বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলির অভ্যন্তরে ক্ষরিত রক্তাম্বু সঞ্চয়। ইহার সহিত কোন প্রকার প্রদাহের লক্ষণ অথবা চিহ্নাদি প্রকাশিত হয় না।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—সঞ্চিত রসের পরিমাণ অর্দ্ধ-ছটাক হইতে এক পোয়া অথবা অর্দ্ধ সের (From an ounce to one or two pints) পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সঞ্চিত রক্তাম্বু পরিষ্কার, ঈষৎ পীত অথবা তৃণ-বর্ণ, সময়ে আবিল অথবা রক্তবর্ণ থাকিতে পারে। প্রতিক্রিয়ায় ক্ষারগুণ। ক্বচিৎ ক্ষরিত রস দুগ্ধবৎ দেখায়—পয়োরসাশ্রিত হৃদ্বেষ্ট-ঝিল্লি-থলি বা কাইলো-পেরিকারডিয়াম (Chylo-pericardium)। রসের পরিমাণ অধিক হইলে থলির প্রসারণ ঘটে, রস-চাপে তাহার প্রাচীর পাতলা হইয়া যায় ও তাহা সমল দেখায়।

কারণ-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ হাইড্রপেরিকারডিয়াম বৃক্কক অথবা হৃদ্রোগ ঘটিত সাধারণ শোথ রোগের অংশ। এরূপ স্থলে ইহা অনেক সময়ে বক্ষ-শোথ সহ উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ব্রাইটস ডিজিজ বা লালা মেহ রোগের ইহা প্রায় অনিবার্য্য ও বিশেষ উপসর্গ বলিয়া কথিত। কখন কখন ইহা আরক্ত জ্বরান্তিক (scarlatina) বৃক্কক প্রদাহের পরিণাম রোগ। কোন ধমনুর্ব্বুদ (aneurysm) অথবা উভয় ফুসফুস-বেষ্ট স্থলি মধ্যস্থ (mediastinum)

banglabooks.in

অর্ব্বুদের চাপ, অথবা হৃৎশিরার রোগ অথবা ছিপি-আটাবৎ অবরোধ বা থ্রম্বোসিস্ (thrombosis) হইতেও জন্মিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-শোথ কোন নিশ্চিৎ লক্ষণ প্রকাশ করে না। সর্ব্ব স্থলেই শ্বাস-কৃচ্ছ বর্ত্তমান থাকে, এবং বিশৃঙ্খলিত হৃৎপিণ্ডক্রিয়া থাকিতে পারে। অনেক সময়ে যেরূপ হয়, রোগ সংশ্রবে, বিশেষ করিয়া বক্ষশোথ থাকিলে, গলাধঃকরণ কষ্ট, শুষ্ক কাসি এবং ক্ষীণ শোণিত-সঞ্চলন হইতে পারে। স-রস হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট প্রদাহ সহ সম প্রকারের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি পাওয়া যায়, প্রভেদ এই যে, ইহাতে কোন বর্ষণ শব্দ এবং পর্শুকা মধ্য স্থানের বাহিরিয়া আসা বা স্ফীতভাব থাকে না।

রোগ নির্ব্বাচন।—রোগের পূর্ব্ব বিবরণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি দ্বারা রোগ-নির্ণয় কর্ত্তব্য। ক্ষরিত রসের প্রকৃতি নির্ণয়ার্থ অতি সাবধানতার সহিত নলীকাস্ত্রের ব্যবহার করা যায়।

ভাবীফল।—ইহার পরিণাম ইহার কারণ স্থানীয় রোগের ফলাফল সাপেক্ষ।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসা মূলতঃ নির্য্যাসের ক্ষরণ যুক্ত হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লি প্রদাহের চিকিৎসার তুল্য। তথাপি ইহার কারণরূপ বৃক্কাদি যন্ত্রের রোগানুসারে চিকিৎসার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৮ (LECTURE CXXVIII)

হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-গহ্বর-বায়ু বা নিউমোপেরিকারডাইটিস্।

(PNEUMOPERICARDIUM.)

পরিভাষা।—হৃদ্বহির্দ্বেষ্ট ঝিল্লির থলি বা পেরিকারডিয়ামে বায়ুর সঞ্চয়। সাধারণতঃ তাহাতে পূয, কখন কখন রক্তও থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—নিউমো-পেরিকারডিয়াম-রোগ বক্ষ প্রাচীর বিদীর্ণকারী আঘাত বশতঃ জন্মে; ফুসফুস, অন্ন-নালী, অথবা আমাশয়ের বিদারণ হইতেও ইহার উৎপত্তি হয়। ক্বচিৎ বা ইহা হৃদ্বহির্বেষ্ট গহ্বরস্থ নির্য্যাস পচিয়াও জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সর্ব্বস্থলেই ইহাতে হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ উৎপন্ন হওয়ার লক্ষণ সকল তাহারই প্রকৃতি পায়, এবং তাহার সহিত অধিকতর তীব্র শ্বাসকৃচ্ছ্র হয়।

"ইহার প্রাকৃতিক চিহ্নাদি বিলক্ষণ আশ্চর্য্য। ক্ষরিত রসের পরিমাণের প্রচুরতা থাকিলে রস এবং বাষ্পের একত্রীভূত বিঘাতন নিরেটতার স্থান সচল থাকে—বাষ্পযুক্ত প্রদেশে স্পষ্টতর ঢক্কানাদবৎ শব্দ পাওয়া যায়। আকর্ণনে জল-প্রক্ষেপবৎ, আলোড়নবৎ এবং ধাতুর টুং টাং বৎ আশ্চর্য্য শব্দাদি শ্রুত হওয়া যায়, এবং তাহার সহিত ঘর্ষণ, এবং সম্ভবতঃ হৃৎপিণ্ডের দূরাগত ক্ষীণ শব্দও পাওয়া যায়। অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। আঘাতঘটিত রোগ ব্যতীত চিকিৎসার অযোগ্য।

—o—

banglabooks.in

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-রোগ।

(DISEASES THE ENDOCARIUM).

লেক্‌চার ১২৯ (LECTURE CXXIX).

তরুণ হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্‌ডাইটিস্‌

(ACUTE ENDOCARDITIS).

পরিভাষা—হৃৎপিণ্ড-প্রাচীরাভ্যন্তরীণ প্রদেশের আবরক ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ। সাধারণতঃ ইহা হৃৎপিণ্ড-কপাটাদি (Valves of the Heart) এবং তাহাদিগের অব্যবহিত সন্নিহিত প্রদেশাদি আক্রমণ করে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—হৃৎপিণ্ডাভ্যন্তরীণ প্রদেশের আবরক ঝিল্লি যোজক উপাদান নির্ম্মিত। ইহা হইতে সামান্যই নির্য্যাসের ক্ষরণ হয়। ইহার প্রদাহ কোষ বা সেলের পুনরুৎপাদন সংসৃষ্ট বলিয়া ইহা কৌষিক প্রদাহ পর্য্যায়ভুক্ত। রোগের তীব্রতার তারতম্যানুসারে এই প্রদাহ তিন শ্রেণী অনুসারে পরিচিত :—(১) কপাট-পত্রাদির সহজ স্ফীতিতে উপরিদেশের স্বাভাবিক মসৃণতা থাকে; (২) কপাট-পত্রাদির স্ফীতি—উপরিদেশ নূতন কোষবৃদ্ধি ঘটিত তৃণবীজবৎ বীজাঙ্কুর দ্বারা ন্যূনাধিক আবৃত—কপাট-পত্রাদি মধ্যে যে স্থানে সংযোগ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর সেই স্থানে নূতন কোষের সংখ্যা বিশেষ প্রচুরতা লাভ করে; এবং (৩) মাংসাঙ্কুরের পরিমাণ অত্যধিক থাকে এবং তাহাতে ধ্বংসজনক

banglabooks.in

পরিবর্ত্তন ঘটিয়া ভালব বা কপাটে ক্ষত, এমন কি ছিদ্রও হইতে পারে। দ্বি-পত্র বা মাইট্রাল কপাটই অধিকতর সময়ে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহার নিম্নেই দ্বি-পত্র ও বৃহদ্ধমনী-কপাট, কিন্তু ক্বচিৎ সঙ্গীহীনরূপে বৃহদ্ধমনীকপাটের আক্রমণ ঘটে।

প্রথম দুই প্রকার অপায় সাধারণতঃ **সহজ এণ্ডোকার্‌ডাইটিস** বলিয়া কথিত, এবং শেষোক্তকে **সাংঘাতিক ক্ষতজনক এণ্ডো-কার্‌ডাইটিস্‌** বলে। রোগ সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বাম পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু ভ্রূণাবস্থায় রোগ জন্মিলে তাহা কেবল দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে। ঝিল্লিঅধস্থ শোণিত-নাড়ীতে রক্তাধিক্যবশতঃ ঝিল্লিতে সবল শোণিত-স্রোত (Hyperemia) বহে। ভাল্‌ভ্‌ বা কপাট ও কর্‌ডি টেণ্ডিনি বা বন্ধনীরজ্জুর ঝিল্লির অধঃ এবং বহিস্থ মুক্ত প্রদেশে রক্তাম্বু বা সিরাম ও লসীকা বা লিম্ফ ক্ষরিত হয়; তাহাতে ঝিল্লির উপরিদেশের "কর্কশতা জন্মে, এবং দ্বি-পত্র-কপাটের পত্র পরম্পরা মধ্যে ও বৃহদ্ধমনী-কপাটাংশনিচয় এবং ধমনীপ্রাচীরে সংযোজনা ঘটে। অথবা হৃদন্তর যোজকোপাদানের কৌষিক পুনরুৎপাদন হইয়া কখন কখন বা ওয়ার্ট বা চর্ম্মকীলবৎ মাংসবৃদ্ধির অঙ্কুরোৎপন্ন করিতে পারে; এবং তদুপরি হৃৎপিণ্ড-কোটরস্থ শোণিতের ফাইব্রিণ বা তন্তু-জান সংস্থিত হইয়া ক্রমশঃ তাহাদিগের আকারের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।"

শোণিত-স্রোতের বেগে উপরিউক্ত মাংস-বৃদ্ধি সকল স্খলিত এবং বহির্গামী ধমনীদ্বারা বাহিত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রের, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের বাম পার্শ্বের, এবং বৃক্কক ও প্লীহার ছিপিবদ্ধ ভাব বা এম্বলিজ্‌ম্‌ উৎপন্ন করিতে পারে। এই সকল ইন্‌ফার্‌ক্টস্‌ বা ছিপিবৎ চাপের সংখ্যা অতি অল্প হইতে অথবা হাজারে হাজারে হইয়া সম্পূর্ণ শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত পূয-শোথ স্থাপিত করিতে পারে। সহজ হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহে ছিপিবৎ চাপে সংক্রামক দোষ থাকে না। ক্ষতজনক প্রকারের রোগে সংস্থিত তন্তুজান

banglabooks.in

পদার্থের কোমলতা ঘটিয়া ক্ষত ও ছিদ্র জন্মে। ক্ষতজনক প্রক্রিয়ার ক্রম বিস্তার প্রবণতা প্রযুক্ত ন্যূনাধিক হৃদন্তর-বেষ্টঝিল্লির ধ্বংস ঘটে। ডাঃ অস্‌লারের মতে, "ছিপিবদ্ধ ভাব বা এম্বলিজ্‌ম জন্য যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহারাই এ রোগসম্বন্ধীয় বিশেষ ঘটনা। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোন কোন স্থলে এণ্ডোকার্‌ডাইটিস সুস্পষ্ট ক্ষতজনক প্রকৃতির হইলেও ছিপিবদ্ধকর বা এম্বলিক ক্রিয়াপ্রকরণ সংসৃষ্ট কোন চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয় না।"

সংকোচন বা ষ্টিনসিস অথবা অপ্রচুরতা বা ইনসাফিশিয়েন্সসি, কিম্বা উভয় হইতে রুগ্ন কপাট-পত্রের অযোগ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি জন্মে। হৃৎপেশীতে মৃদুপ্রদাহ বিস্তৃত হইয়া হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য আনয়ন করিতে পারে। পেরিকার্‌ডাইটিস্‌ ইহার সাধারণ উপসর্গ। পুরাতন পেরিকার্‌ডাইটিসগ্রস্ত রোগীর অনেক সময়ে ইহার তরুণ আক্রমণ ঘটে।

কারণ-তত্ত্ব।—সহজ হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্‌ডাইটিস্‌ কখনই প্রাথমিক ভাবে জন্মে না। সর্ব্বস্থলেই ইহা অন্য কোন রোগ সংশ্রবে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সময়েই সন্ধি-বাত ইহার কারণ। সন্ধি-বাত সহ আনুপাতিক সংখ্যাবিষয়ে নানা চিকিৎসক নানারূপ গণনা প্রদান করিয়াছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, শতকরা চল্লিশ হইতে আশিটি রোগ সন্ধি-বাত হইতে হয়। বিশেষতঃ অল্প বয়সের ব্যক্তিদিগের সন্ধিবাত অধিকতর এণ্ডোকার্‌ডাইটিস-রোগোৎপন্ন করে। সন্ধিবাতের কাঠিন্য সহ এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের উপস্থিতির কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু সন্ধি-বাতের অতি মৃদু আক্রমণ হইতেও রোগ জন্মিয়া থাকে। কখন কখন ইহা আরক্ত জ্বরের (scarlet fever) উপসর্গস্বরূপ জন্মে, কিন্তু ক্বচিৎ অন্যান্য ঔদ্ভেদিক অথবা সংক্রামক রোগসহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে ইহাকে নিউমোনিয়া এবং

banglabooks.in

ফুসফুসের গুটিকোৎপত্তি বা টুবার্কুলোসিস সংশ্রবে দেখা যায়। অন্য রোগ তুলনায় ইহা সাংঘাতিক তাণ্ডব-রোগ বা কোরিয়া সংশ্রবে অনেক সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়। ডাঃ অস্‌লার বলেন, "অন্য কোন রোগের শবচ্ছেদান্তে এতাধিক একুট বা তরুণ এণ্ডোকার্ডাইটিসের প্রমাণ দেখা যায় নাই। সাংঘাতিক হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ, পচাজান্তব বিষোৎপন্ন বা সেপ্টিক, ক্ষতজনক, ডিফ্‌থিরিটিক, ব্যাক্‌টিরিয়াল এবং ভেকছলক বা মাইকোটিক এণ্ডোকার্ডাইটিস ও ধমনী-পূয়-জ্বর বা আটারিয়াল পায়িমিয়া বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। রোগ প্রাথমিকও হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ রোগ তরুণ রস-বাত, নিউমোনিয়া এবং শারীরিক রস-রক্তাদির পচিতাবস্থা, যেমন, যে কোন প্রকার তরুণ সূতিকাজ্বরের (Puerperal) শারীরিক পচিতাবস্থা, পচিত ক্ষত এবং সাধারণ পচা জান্তব বিষোৎপন্ন রোগ বা সেপ্টিক ডিজিজ প্রভৃতি হইতে গৌণ ভাবে জন্মে। কর্ণ-রোগ, বিসর্পিকা বা ইরিসিপেলাস, ডিফ্‌থিরিয়া, পূয়-সঞ্চারক শিরা-প্রদাহ (suppurative phlebitis), অস্থি-মজ্জা-প্রদাহ (osteo myelitis), আমরক্ত-রোগ, পূয়-শোথ এবং পূয়-মেহ বা গণোরিয়া প্রভৃতি রোগের পরিণামেও ইহাকে জন্মিতে দেখা গিয়াছে। অনুমান যে, ব্যাক্‌টিরিয়া রোগ-বীজের হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লিতে সংক্রমণ সাংঘাতিক পেরিকার্ডাইটিসের উত্তেজক বা সাক্ষাৎ কারণ। এই রোগবীজ ষ্ট্রেপ্টোকক্‌সাস পাইরজেন্‌স্ (প্রঃ খঃ চিত্র ; ২৮) বলিয়া অনুমিত হয়। ষ্ট্রেপ্টোকক্‌সাসের অভাব স্থলে ব্যাসিলাস ডিফ্‌থিরিয়াই (প্রঃ খঃ চিত্র, ৩০) এবং ব্যাসিলাস ককসাই, ব্যাসি-লাস এন্থ্রাসিনাই, নিউমো-ককসাই, গণককসাই (প্রঃ খঃ চিত্র, ২৯) এবং অন্যান্য রোগ-বীজাণু দৃষ্ট হইয়াছে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সহজ **এণ্ডোকার্ডাইটিস** ক্বচিৎ কোন নিশ্চিত লক্ষণের অথবা বিশেষ কোন প্রাকৃতিক চিহ্নের উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কোন রোগী হৃৎপিণ্ড দেশে বেদনা অথবা কষ্টের

banglabooks.in

কথা প্রকাশ করে, কখন বা বাহু বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন বেদনার কথাও বলে; এবং স্থলবিশেষে রোগী, বক্ষে গুরুত্ব এবং হৃৎপিণ্ডে নিষ্পীড়িত ভাব অনুভব করে; এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প হইয়া থাকে। ক্বচিৎ তাপের বৃদ্ধি হয়। সহজ এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগে ছিপিবদ্ধ ভাব বা এম্বলিজ্‌ম অতীব বিরল ঘটনা। "অধিকাংশ স্থলেই রোগ অস্পষ্ট থাকে এবং হৃৎপিণ্ড-রোগের পরিচয়ের কোন নির্দ্দেশক থাকে না। আমরা বহুদর্শিতা দ্বারা জ্ঞাত আছি যে, জীবিতকালে যে সকল ব্যক্তির এই রোগ থাকা বলিয়া কোনই সন্দেহ করা যায় নাই, মৃত্যু অন্তে শবচ্ছেদে তাহাদিগের মধ্যে অনেকের এণ্ডোকার্ডাইটিসের আময়িক নিদর্শন দৃষ্ট হইয়াছে।" (অস্‌লার)।

সাংঘাতিক হৃদন্তর বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্ জান্তব পচনোৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গীন, এবং ভালবুলার বা হৃৎপিণ্ড-কপাটিক অপায় অথবা রক্তাদির সংক্রামক ছিপিবৎ চাপ বা এম্বলাইয়ের লক্ষণ ব্যতীত কোনই স্বতন্ত্র অথবা বিশেষক লক্ষণ প্রকাশিত করে না। উপরি উল্লেখিত সহজ এণ্ডোকার্ডাইটিসের লক্ষণাদি ইহাতে অনেক বর্দ্ধিতভাবে উপস্থিত হইতে পারে। অনেক সময়েই পচনলক্ষণাদি বিলক্ষণ স্পষ্টতার সহিত প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রাথমিক পচিত বা সোপ্তক অবস্থার বর্ত্তমানতা এবং হৃৎপিণ্ড লক্ষণের অনুপস্থিতি অনেক সময়েই এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগের সন্দেহ আসিতে দেয় না। এবম্বিধ রোগে পুনঃ পুনঃ শীত-কম্প, অনিয়মিত শরীর-তাপ, ঘর্ম্ম এবং দৌর্ব্বল্য বর্ত্তমান থাকে। সর্ব্ব স্থলেই রোগের স্পষ্টতর সন্নিপাত বৈকারিক বা টাইফইড অবস্থাভিমুখীন গতিবশতঃ শিরঃশূল, অস্থিরতা, পরিবর্ত্তনশীল প্রলাপ, লেপযুক্ত শুষ্ক জিহ্বা, দন্ত এবং ওষ্ঠে মল সঞ্চয়, বিবমিষা, বমন, তরল অথবা অনিয়মিত মলত্যাগ, প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং মূত্রে শ্বেত লালার বর্ত্তমানতা প্রভৃতি টাইফইড

banglabooks.in

লক্ষণ উপস্থিত হয়। সর্ব্বস্থলেই ইহার "তাপ-বক্ররেখা" * অনিয়মিতরূপে সবিরাম দৃষ্ট হয়, কখন কখন তাপের বৃদ্ধির ঊর্দ্ধ বিন্দু কারেন হাইটের তাপমানের ১০৫°—১০৬° পর্য্যন্ত উঠে। কোন কোন রোগীর হঠাৎ-হৃৎ-কপাটের কঠিন আক্রমণ হওয়ায় হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিলক্ষণ প্রাধান্য জন্মে; রুগ্ন কপাটানুসারে কপাটিকমর্ম্মরাদি শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়েই হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া এতাদৃশ অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খলিত যে মর্ম্মর শব্দের কোন ছন্দেরই অনুমান করা যায় না। স্থল বিশেষে, বিশেষতঃ হৃদ্ধমনী-কোটর-ঝিল্লি আক্রান্ত হইলে, মর্ম্মর-শব্দ নাও থাকিতে পারে। প্রায় তিন চতুর্থাংশ রোগে পূর্ব্ব কপাটিক (valvular) রোগের চিহ্ন উপস্থিত থাকে। এই সকল রোগেরও সাধারণতঃ টাইফইড বা সন্নিপাত বিকারাভিমুখীন গতি দৃষ্ট হয়। সাংঘাতিক এণ্ডোকার্‌-ডাইটিস রোগে অনেক সময়েই একটি "বিশেষ মুখ-দৃশ্য (facies) উপস্থিত থাকে, যাহা কোন আশু বিপদাশঙ্কা, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা অথবা ত্রাস প্রকাশ করে। ছিপিবৎ চাপাবরোধ বা এম্বলাই সংঘটনের স্থানানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লক্ষণের উৎপত্তি হয়—আমাশয়ান্ত্রিক পথে ঘটিলে বমন এবং উদরাময় আনয়ন করে; প্লীহা আক্রান্ত হইলে স্থানিক পেরিটনাইটিস সহ শৈলিক পূয়-শোথ-লক্ষণ প্রকাশ পায়; ফুসফুসে আক্রমণ ঘটিলে তাহাতে পূয়-শোথ, পূয়-বক্ষ বা এম্পায়িমা, অথবা পচনশীল বা সেপ্তিক নিউমনিয়া; যকৃতে রোগ হইলে তাহাতে পূয়-শোথ বা এবসেস এবং কিড্‌নিতে স্পর্শসংক্রমণ বা ইন্‌ফেক্‌শন ঘটিলে কটি বেদনা, রক্ত-মূত্র; চিত্রপত্রে বা রেটিনায় রক্তস্রাবে দৃষ্টি বিকার; মস্তিষ্কে এম্বোলাস বা চাপাবরোধ ঘটিলে আক্রান্ত স্থানানুসারে ত্বরিত অবশতা, এবং চৈতন্য বিকারও উপনীত হয়। মস্তিষ্কে পূয়-শোথ অথবা মস্তিষ্ক-বেষ্ট

* তাপের দৈনিক হ্রাস-বৃদ্ধির ক্রম ঊর্দ্ধাধঃগতি যে সকল বিন্দু দ্বারা প্রদর্শিত, একটি রেখা তাহাদিগকে সংলগ্ন করিলে যে বক্ররেখা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে তাপ-বক্রতা বলে।

banglabooks.in

ঝিল্লি প্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিস জন্মিলে সাধারণতঃ প্রচণ্ড ও ভয়াবহ প্রলাপ উপস্থিত হয়। ত্বকে এম্বলাই বা ছিপি আবদ্ধবৎ অবরোধ ঘটিলে নীল লোহিত পীড়কা (Petechial rashes) দেখা দেয়। কোন কোন স্থলে রোগীর ত্বকে গুচ্ছাকারে (multiple) পূয়-শোথ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী যেন রক্তস্রাবযুক্ত বসন্ত-রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—তরুণ হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকরেডাইটিসের সহিত হৃৎকপাট আক্রান্ত না হইলে, স্বতন্ত্রভাবে ইহা অল্পই বিশেষক প্রাকৃতিক চিহ্ন উপস্থিত করে। কিন্তু ইহার সহিত হৃৎকপাটিক বা ভাল্‌ভুলার অপায়ের বর্ত্তমানতা কোন প্রকারেই নিত্য ঘটনা নহে। এরূপ সংঘটনে আক্রান্ত কপাটানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায় এবং অনেক সময়েই ইহারা হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খল ক্রিয়া দ্বারা বিশেষিত হয়। ইহার সহিত ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী-স্পন্দন থাকিলে তাহা এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের প্রকাশক। ডায়াষ্টলিক বা প্রসার সংসৃষ্ট মর্ম্মর ক্বচিৎ উপস্থিত থাকে। সিষ্টলিক বা সংকোচন সংসৃষ্ট মর্ম্মরই ইহার অতি সাধারণ সহযোগী—এই কোমল ফুৎকারবৎ হুস্‌হুস্ শব্দ (blowing sound), দ্বি-পত্রিক কপাট বা মাইট্রাল ভাল্‌ভের অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি হইতে জন্মে; ফলতঃ দ্বি-পত্রিক কপাটের পত্রাদি সহই এ রোগের বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। এই শব্দ হৃৎপিণ্ডের চূড়া দেশে স্পষ্টতর শ্রুত হওয়া যায়। কখন কখন বাম ভেট্রিকল্ বা রমনী-হৃৎকোটরের প্রসারণ উপস্থিত থাকে, তাহার প্রাকৃতিক চিহ্নাদির বিবরণ স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সহজ এণ্ডোকার্‌ডাইটিস-রোগের নির্ব্বাচন তাহার প্রাকৃতিক চিহ্নাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নিতান্তই বিশ্বাসের অনুপযুক্ত। অনেক রোগই রোগীর জীবিত কালে অপ্রকাশিত থাকে। পূর্ব্ব কথিত কোমল ফুৎকারবৎ হুস্ হুস্ শব্দ

banglabooks.in

অন্যান্য রোগে এতই সাধারণ যে, তাহার উপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। কখন কখন এণ্ডোকার্‌ডাইটিস বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কোনরূপ মর্ম্মরই শ্রুত হয় না। এণ্ডোকার্‌ডাইটিস ও পেরিকার্‌ডাইটিস মধ্যে প্রভেদ এই যে, পেরিকার্‌ডাইটিস—ইহাতে মর্ম্মর অথবা ঘর্ষণ শব্দ হৃৎপিণ্ডের উভয় শব্দের সহিত শ্রুত হওয়া যায়, ইহা কর্ণের নিকটতর স্থানে শ্রুত হয়; ষ্টেথস্কোপ-চাপানুসারে শব্দের তারতম্য হইয়া থাকে; ইহা ব্যতীতও হৃৎপিণ্ড ঘটিত নিরেটতার আকার ও গঠনের ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহ এই শব্দ সংসৃষ্ট এবং এই শব্দ স্থানান্তরে চালিত হয় না; এণ্ডোকার্‌ডাইটিস—মর্ম্মর শব্দ হৃৎপিণ্ড শব্দের স্থলাভিসিক্ত, অথবা তাহার সহিত সংশ্রবযুক্ত থাকে; এবং কোন পরিবর্ত্তন ব্যতীত, অথবা বিঘাতনে নিরেটতার বৃদ্ধি ব্যতীতও চালিত হয়। রসবাত সংসৃষ্ট রোগে, কখন কখন যেরূপ সংঘটন হয়, একই রোগীতে এণ্ডোকার্‌ডাইটিস এবং পেরিকার্‌ডাইটিস উভয় রোগ বর্ত্তমান থাকিলে প্রথমে পেরিকার্‌ডাইটিসের ঘর্ষণ শব্দ, পরে তাহার ক্ষরিত রস দ্বারা এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি আচ্ছন্ন থাকে।

সাংঘাতিক এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের নির্ব্বাচন যাহার পর নাই কঠিন সমস্যা। যেহেতু ইহার লক্ষণাদি প্রায় সর্ব্বতোভাবেই প্রাথমিক সেপ্টিক বা পচা জান্তব বিষাক্ততাবস্থার লক্ষণাদি দ্বারা অস্পষ্টীকৃত হয়। সেপ্টিক এবং হৃৎপিণ্ড-রোগের লক্ষণ ও নানাবিধ ছিপিবৎ রক্তচাপাবরোধ বা এম্বলিক ঘটনার মিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমানতা কখন কখন রোগ নির্ব্বাচনে প্রচুর হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে অন্ততমের অভাব হইলে এবং রোগের বৈকারিক বা টাইফয়েড অবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটিলে সর্ব্বস্থলে ইহাকে টাইফয়েড জ্বর হইতে প্রভেদিত করা সম্ভবপর না হইতে পারে। উভয়ের নির্ব্বাচনার্থ ডাঃ এণ্ডারস্‌ নিম্নলিখিত তালিকা প্রদান করিয়াছেন :—

banglabooks.in

ক্ষতোৎপাদক।

এণ্ডোকার্ডাইটিস্।	টাইফয়েড জ্বর।
১। পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সংশ্রবীয় রোগাদি—রসবাত অথবা নিউমোনিয়া ইত্যাদি।	১। আক্রমণের আরম্ভের পূর্ব্বে স্বাস্থ্য ভাল। এপিডেমিক রোগ বিবরণ পাওয়া যায়।
২। অতি কচিৎ প্রাথমিক রোগ। পূর্ব্বগামী লক্ষণের অভাব।	২। রোগ সর্ব্বস্থলেই স্বয়ম্ভূত; পূর্ব্বগামী একটি অবস্থা থাকে।
৩। কঠিন শীতকম্প (rigor) হইয়া হঠাৎ আক্রমণ, শীত-কম্প পুনরাবর্ত্তন করিতে পারে।	৩। আক্রমণ পুনঃপুনঃ ও অত্যল্প শীতানুভূতি দ্বারা বিশেষিত—কচিৎ কঠিন শীতও হয়।
৪। জ্বরের দ্রুত বৃদ্ধি।	৪। ধীরতর গতিতে, ধাপে ধাপে উঠে।
৫। *অতি শীঘ্র, এমন কি, তৃতীয় দিবসে প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য।*	৫। *সপ্তম দিবসের পূর্ব্বে প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য হয় না।*
৬। সাধারণতঃ আক্রমণের সময় হইতেই জ্বর স্পষ্টতররূপে অনিয়মিত।	৬। বিশেষতঃ প্রথম সপ্তাহে এরূপ অল্পই হয়।
৭। এম্বলিক বা ছিপিবৎ চাপাবরোধোৎপন্ন লক্ষণ (অর্দ্ধাঙ্গ প্রভৃতি) উপস্থিত হইতে পারে।	৭। অতি বিরল ঘটনা।
৮। হৃদ্রোগ-লক্ষণ, বিশেষতঃ সংকোচন সংসৃষ্ট (systolic) উচ্চ মর্ম্মর অনেক সময় পাওয়া যায়।	৮। কখন কখন কোমল মর্ম্মর উপস্থিত থাকে।
৯। সাধারণতঃ শোণিতে পচন সংসৃষ্ট বা সেপ্টিক লিক্‌সাইটসিস বা শুভ্র শোণিত-কণিকার বৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায়।	৯। শোণিতে শুভ্র শোণিত কণিকার হ্রাস দেখা যায়।

banglabooks.in

ভাবীফল।—কঠিন পেরিকার্‌ডাইটিস অথবা মাইয়কার্‌ডাইটিস বা হৃৎপেশী-প্রদাহ উপসর্গ রূপে উপস্থিত না হইলে, অথবা পুরাতন এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের রোগীতে ইহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ না ঘটিলে পরিণামে জীবন সম্বন্ধে তরুণ এণ্ডোকার্‌ডাইটিস সর্ব্বস্থলেই আশঙ্কা রহিত। কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে অনেক স্থলেই হৃৎকপাটের স্থায়ী বিকার থাকিয়া যায়। সাংঘাতিক হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লির-প্রদাহ ক্বচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে। তরুণ প্রকৃতির রোগের গতি দ্রুত হইলে দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে তাহা সাংঘাতিক হয়। অন্যান্য স্থলে গতি কথঞ্চিৎ ধীর হওয়ায় রোগ সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমন কি, মাসের পর মাসও স্থায়ী হইতে পারে। এই সকল রোগ, বিশেষতঃ যদি কম্পেন্‌সেশন বা ক্ষতিপূরণ রক্ষিত হয় এবং এম্বলিজম্‌ না ঘটে, সাধারণতঃ আরোগ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—*এণ্ডোকার্‌ডাইটিস রোগ তরুণাবস্থায় বিদূরিত* না হইলে পুরাতনে পরিণত হইয়া নানা প্রকার হৃৎকপাট-রোগের কারন হইতে পারে। তাহা অতীব বিপজ্জনক ও কষ্টপ্রদ। এজন্য অতি যত্ন-পূর্ব্বক ইহার প্রতিবিধানের আবশ্যক :—

একনাইট—তরুণ এণ্ডোকার্‌ডাইটিস রোগ চিকিৎসায় ইহা সর্ব্বতোভাবেই হৃৎপিণ্ড ঔষধের শীর্ষস্থান অধিকার করে। ফলতঃ হৃৎপিণ্ড প্রদাহের সর্ব্বাবস্থাতে, এমন কি, জ্বরের অভাব থাকিলেও ইহা প্রদর্শিত হয়। শোণিত অবিকৃত থাকিলে, তাহার অল্পতা প্রযুক্ত দুর্ব্বল রোগীর রোগেও যে ইহা অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশ করিয়া ইহার অমোঘ ঔষধ হয় তাহা নিঃসন্দেহ। আমরা অনেক রোগীতে ইহার নিদর্শন পাইয়াছি (প্রঃ থঃ ভৈঃ বিজ্ঞান, পৃঃ ৩৪—৩৯)। রোগের সহিত পেরিকার্‌ডাইটিস থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। রোগের প্রথমাবস্থায় প্রযোজিত হইলে ইহা হৃৎকপাট রোগ হইতে রোগীকে রক্ষা করিতে পারে। উচ্চ তাপ; ক্ষুদ্র দ্রুত এবং কঠিনস্পর্শ নাড়ী—হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াপেক্ষাও নাড়ী দ্রুততর; শ্বাসকৃচ্ছ্র; সূচি-

banglabooks.in

বেধবৎ বেদনা; হৃৎপিণ্ডের পীড়িত ভাব এবং অত্যধিক উৎকণ্ঠা প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। রোগের শেষাবস্থায় নাড়ী সূত্রবৎ ও অনিয়মিত; হৃৎস্পন্দন দুর্ব্বোধ্য; শরীর শীতল ও চটচটে থাকে এবং রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়। শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ **একোন-রোগের** প্রধান কারণ হইলেও হৃৎপিণ্ডরোগ সহ ইহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তদ্ব্যতিরিক্ত কারণ ঘটিত রোগেও ইহা হইতে উপকার পাওয়া যায়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি—রোগের সর্ব্ব বিষয়ে প্রচণ্ডতাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক। ইহা **একনাইট** হইতেও প্রচণ্ডতায় শ্রেষ্ঠাধিকার পায় —হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া তদপেক্ষা অধিকতর প্রচণ্ড ও সবল; হৃৎপিণ্ড অতি প্রবলতর ভাবে বক্ষ-প্রাচীরে আঘাত করিতে থাকে; তাপ উচ্চতর; নাড়ী সর্ব্বস্থলেই অতীব স্থূল, কঠিন, লম্ফমান এবং প্রতিরোধক—ইহার প্রমাণ ললাট পার্শ্বের ধমনীর উল্লম্ফনে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্তুত এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগেই **একনাইট** অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠতর। **ভিরেট ভি** মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু-কেন্দ্র প্রভৃতির পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা উৎপাদন করিয়া মস্তিষ্কাদির প্রবল রক্তাধিক্য উপস্থিত করে। একারণ এণ্ডোকার্ডাইটিস রোগে প্রযোজিত হইলে মূল রোগসহ ইহা তাহার উপসর্গ—ফুসফুস, মস্তিষ্ক এবং মেডলা অবলংগেটার প্রচণ্ড রক্তাধিক্যেরও নিবারণ করিতে পারে। কিন্তু নব্য চিকিৎসকের স্মরণ রাখা উচিত যে, অনেক স্থলে মস্তিষ্ক এবং মেডালা অবলংগেটার রক্তাধিক্য রূপ উপসর্গের প্রচণ্ডতায় মূল হৃৎপিণ্ড-রোগ অস্পষ্টতা প্রাপ্ত হয়; অপিচ ইহার ক্রিয়া, মূলে মস্তিষ্কাদির অবশতাকর বলিয়া ইহার অধিকতর মাত্রায় প্রয়োগ বিপজ্জনক। নাড়ী কোমলতর এবং তাপ নিম্নতর হইলেই অধিকতর ব্যবধানে ইহার প্রয়োগ অথবা পরিত্যাগ উচিত।

বেলাডনা—মুখ-রক্তিমা, কেরটিড ধমনীর দপদপানি এবং **লম্ফমান নাড়ী-স্পন্দন** প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ দ্বারা **ভিরেট ভি**

banglabooks.in

হইতে প্রভেদিত হইলে ইহা এণ্ডোকার্‌ডাইটিস রোগের প্রচণ্ড রক্তাধিক্যে প্রযোজিত হয়। অনেক স্থলে ইহাতে যোজক ঝিল্লির (Conjunctiva) রক্তাধিক্য ও কনীণিকার প্রসার বর্ত্তমান থাকে। প্রথমে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইয়া রোগ জন্মিলে **বেলাডনা** বিশেষ উপকার দেয়। (কাউপার থোয়েট)

ব্রায়নিয়া—রস-বাতসংসৃষ্ট এণ্ডোকার্‌ডাইট্রিস-রোগে একনাইট, ভিরেট্রাম ভি, অথবা বেলাডনার পরে ইহার অধিকার। ডাঃ হেল বলেন, "যে শ্রেণীর তরুণ রস-বাতরোগ এণ্ডোকারডিয়ামের প্রদাহ সহ সংসৃষ্ট, তাহাদিগের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নির্ম্মাণ বিষয়ে এণ্ডোকার্‌ডিয়াম রস-ঝিল্লির অনুরূপ, এজন্য **ব্রায়নিয়ার** সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। ইহা রস-ঝিল্লিমাত্রেরই রক্তাপ্লু বা আটা লসীকা-রস-ক্ষরণকারী অথবা তাহাতে মাংসাঙ্কুর-প্রজননশীল প্রদাহ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহা মাংসাঙ্কুর-প্রজননশীল অথবা ঘনত্বজনক হৃৎকপাট-প্রদাহ প্রশমনের ঔষধ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। **লক্ষণ**—উচ্চতাপ; অতি তীব্রতর ললাটিক বা মস্তক-পার্শ্বাটিক শির-শূল; সামান্য চালনায় বেদনার বৃদ্ধি; শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং হৃৎকপাটিক মর্ম্মর শব্দ। উল্লিখিত বিষয় এবং পূর্ব্বগামী অথবা সহগামী রস-বাতের প্রকৃতি **ব্রায়নিয়ার** প্রদর্শক।"

কল্‌চিকাম—তরুণ রস-বাত স্থানান্তরিত হইয়া এণ্ডোকার্‌ডাইটিস উৎপন্ন করিলে ইহা মহোপকারী। **লক্ষণ**—হৃৎপিণ্ড-দেশে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড ক্রিয়া এবং বর্দ্ধিত ও কঠিন অথবা পূর্ণ এবং ধীর নাড়ী-স্পন্দন। অন্য প্রকার রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও অস্পষ্ট; নাড়ী সূত্রবৎ, ক্বচিৎ স্পর্শলভ্য; অত্যন্ত পীড়িত ভাব এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র।

স্পিজিলিয়া—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "আমি মনে করি অধিকতর সময়েই **একনাইটের পর স্পিজিলিয়ার** প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অতি সাধারণতঃই ইহা দ্বারা এণ্ডোকারডাইটিস রোগে

banglabooks.in

অন্য ঔষধ অপেক্ষা উপকার দর্শে।" কোন কোন চিকিৎসক ভেদাভেদ জ্ঞান না করিয়া রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ নিন্দনীয়। রোগের প্রথম ও শেষাবস্থায় এবং পুরাতন রোগেও ইহা উপকারী। লক্ষণ—বিশৃঙ্খলিত হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া দৃষ্টি ও শ্রবণ উভয় গোচর হয়; মণিবন্ধ-নাড়ী-স্পন্দনসহ তরঙ্গায়িত হৃৎপিণ্ডগতি সাময়িক সমতাহীন; হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে রণৎকারের (Purring) অনুভূতি; হৃৎপিণ্ডে গুরু গুরু কম্পান্বিত ভাব; শ্বাস-রোধের আক্রমণ; সামান্য চালনায় অত্যধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র, ইত্যাদি।

ক্যাক্‌টাস গ্র্যাণ্ডি—হৃৎপিণ্ড-রোগের অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার বিখ্যাত প্রদর্শক, "হৃৎপিণ্ড যেন, লৌহ হস্তদ্বারা একবার চাপিয়া ধরিতেছে পুনঃ শিথিল করিতেছে," চিকিৎসকের পক্ষে সর্ব্বথা স্মরণীয়। ইহাতে অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র ও উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়। অন্যান্য গুরুতর লক্ষণ—হৃৎপিণ্ড-চূড়ার তীর-বেগবৎ বেদনা বাম হস্ত বাহিয়া অঙ্গুল্যগ্রে যায়—ক্ষীণ নাড়ী। হৃদন্তর্ব্বেষ্ট মর্ম্মর; প্রবল উদ্ঘাত; হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে নিরেটতার বিস্তারের বৃদ্ধি; ধমনী-কোটর বর্দ্ধিত। অনিয়মিত হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া—কখন দ্রুত, কখন ধীর। মস্তক-পশ্চাৎ-শিরঃশূল।

ডিজিট্যালিস—ডিজিট্যালিস হৃৎপিণ্ড রোগের একটি প্রসিদ্ধ ঔষধ বলিয়া ইহার বহুতর অপব্যবহার হইয়া থাকে। ফলতঃ চিকিৎসক কথঞ্চিৎ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে এরূপ বিসদৃশ ব্যবহারের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। যেহেতু অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ দ্বারাই ইহা প্রদর্শিত হয়। **হৃৎপিণ্ড লক্ষণ**—বোধ হয় যেন, হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া শুরু হইয়াছে—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা; **রোগী ভীত, যেন, শরীর চালনা করিলে হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে,** হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে অব্যক্ত অস্বস্তি অথবা পীড়িত ভাব—হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত প্রদেশে ইহা কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূত হইতে পারে; বাহুর প্রগণ্ডাংশে দুর্ব্বলতা ও অসাড়তা;

banglabooks.in

আমাশয়-স্থানে শূন্যভাব অথবা দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি—অন্য সময়ে আহারের পর নিবৃত্তি, কিন্তু প্রাতরাশের পর বৃদ্ধি; কখন কখন গলাথঃকরণ চেষ্টার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় স্বর-যন্ত্র দ্বারের আক্ষেপে শ্বাস-রোধ; হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে তীব্র সূচি-বেধবৎ বেদনা।

নাড়ী-লক্ষণ—নাড়ী-স্পন্দন বা গতি ধীর, অনেক সময়ে **হৃৎপিণ্ড-গতি অপেক্ষাও ধীর;** ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী স্পন্দনের লোপ, বিশেষতঃ **তিন, পাঁচ, সাত, নয় প্রভৃতি বিযোড় স্পন্দনে লোপ।**

তরুণ এণ্ডোকারডাইটিস-রোগে ডিজিট্যালিস অধিক প্রদর্শিত হয় না। পাঠকের স্মরণার্থ আমরা ইহার অনেকগুলি লক্ষণের উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে—**অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, পীড়িত ভাব, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, হঠাৎ অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়াছে, নাড়ীর ধীরতা ও অসম সংখ্যক স্পন্দনের লোপ** প্রভৃতি বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহার ব্যবহারে স্মরণীয় যে, **মূলে ইহা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলকর,** এবং ইহা **"সঞ্চয়িক" বা কুমুলেটিভ ক্রিয়াপ্রকাশ করিয়া থাকে।** অনেকে ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া-পতনের আশঙ্কা করিয়া ২×ক্রমের নিম্ন ব্যবহারে বিরত থাকেন। কার্য্যতঃও তন্নিম্ন মাত্রায় ইহা দূরের মৃত্যু নিকটে আনিতে পারে। কিন্তু ডাঃ হেল বলেন, "অনেকগুলি রোগ-চিকিৎসার বহুদর্শিতায় আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ১৪ মিনিম এরমেটিক এমনিয়ার অরিষ্টের সহিত ৫ মিনিম ডিজিট্যালিসের অরিষ্টের মিশ্র এক চামচ দুগ্ধ অথবা শর্করা মিশ্র সহ প্রতিক্রিয়া না আশা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর সেবন করাইয়া রোগীর জীবন রক্ষা হইয়াছে।"

সিমিসি ফুগা—পেশীর রসবাত অথবা তাণ্ডব-রোগের পরিণামে রোগ জন্মিলে; বিশেষতঃ ঋতুস্রাব যদি বিলম্ব হয়, অথবা তাহার অভাব

banglabooks.in

থাকে, ঔষধের সাধারণ লক্ষণ সাদৃশ্যে ইহা উপকার করে। রোগ-সংশ্রবে হৃৎপেশী আক্রান্ত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ কার্য্য হয়।

চাইনিনাম-আর্স—সাংঘাতিক এণ্ডোকারডাইটিসের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা হোমিওপ্যাথির নিম্নক্রমে ব্যবহার করা উচিত; অনেকেই ২×ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এলপ্যাথি মতের স্থূল মাত্রায় ইহা বিপজ্জনক—যে হেতু এণ্ডোকারডাইটিস-রোগে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন আশঙ্কাজনক; ইহা সেপ্টিক অবস্থার প্রতিষেধকরূপে এবং হোমিওপ্যাথির লক্ষণসাদৃশ্যানুসারেও উপকার করিয়া থাকে; লক্ষণ—অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়াছে; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুভূত হয় না, হৃৎক্রিয়া অনিয়মিত। নাড়ী—ক্ষুদ্র; অতি দ্রুত; অনিয়মিত; অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত।

আর্সেনিকাম—পচনোৎপন্ন জান্তব-বিষঘটিত বা সেপ্টিক অবস্থার প্রতিষেধক বলিয়া ইহা সাংঘাতিক এণ্ডোকারডাইটিস-রোগে উপকারী। লক্ষণ—দ্রুত ও ক্ষীণতর নাড়ী; অত্যন্ত অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা; প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্য; শ্বাসকৃচ্ছ্র; এবং ইহার অন্যান্য বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ।

সাংঘাতিক এণ্ডোকারডাইটিসের অন্যান্য ঔষধ—ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস, ন্যাজা, ফসফরাস এবং সিকেলি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর রোগোপশন, এমন কি, জীবন-রক্ষার্থও সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বপ্রকারে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম অপরিহার্য্য। রোগকালে, রোগের আরোগ্যাবস্থায় এবং রোগের দৃশ্যতঃ আরোগ্যান্তেও কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক স্থৈর্য্যাবলম্বন বিধেয়। অন্যথাচরণে রোগের পুনরাক্রমণ এবং হৃৎপিণ্ড-পতন অসম্ভবনীয় ঘটনা নহে।

অতএব রোগীকে অবিরত ভাবে শয্যাশায়ী থাকিতে উপদেশ করিবে। শারীরিক, বিশেষতঃ বক্ষের তাপ রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তদর্থে রোগীকে ফ্লানেল পরিহিত রাখা, বিশেষতঃ ফ্লানেলের অঙ্গ রাখা পরিধান

banglabooks.in

করান উৎকৃষ্ট উপায়; তাপ রক্ষায় তুলাপূর্ণ অঙ্গরাখা পরিধান অতীব উপযোগী।

রোগীর পথ্য সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধ ও তদ্বৎ কৃত্রিম পরিপক্ক মাংসযুষাদি উপযোগী। দুগ্ধে মাড়িত অণ্ড-লালা উৎকৃষ্ট পথ্য। চা কাফি প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় নিতান্ত পরিত্যাজ্য। বক্ষ-বেদনার উপশম কল্পে উষ্ণ সেকাদি প্রয়োগের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। হৃৎপিণ্ডের আশংকিত পতনে উত্তেজক ঔষধ—এরমেটিক এমনিয়ার সেবন নির্দ্দোষ। কিন্তু শোচনীয় হৃৎপিণ্ড-দৌর্ব্বল্যে ব্রাণ্ডি, হুইস্কি এবং ষ্ট্রিক নিয়ার ইঞ্জেক্‌শন পর্য্যন্তও ব্যবস্থা করা যায়।

পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা ক্রণিক এণ্ডোকারডাইটিস।

(CHRONIC ENDOCARDITIS.)

রোগ-বিবরণ।—তরুণ হৃদন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহের পরিণাম ফল-স্বরূপ পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ জন্মে। এবম্বিধ প্রদাহের ফল হৃৎপিণ্ড ও তাহার কপাটাদির পরিবর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়। নিম্নে আমরা তাহাদিগকে পৃথক পৃথকরূপে কতিপয় লেক্‌চার ভুক্ত করিয়া বর্ণনা করিতেছি। ইহারা যে প্রাকৃতিক চিহ্নাদি উৎপন্ন করে, তাহা রোগ-নির্ব্বাচনে অতীব গুরুতর। এজন্য প্রথম খণ্ডের ১১৫ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠায় তাহা একযোগে আলোচিত হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ড ও বৃহদ্ধমন্যাদির কপাটের রোগ বা ভালভুলার ডিজিজ।

(VALVULAR DISEASE.)

পরিভাষা।—হৃৎপিণ্ড কপাটের অথবা তাহাদিগের রন্ধ্র-পথ বা অরিফিসের যে সকল নির্ম্মাণ-সংসৃষ্ট পরিবর্ত্তনে হৃদ্বারের যথোপযোগী রোধ

banglabooks.in

হয় না তাহাদিগকে **হৃৎকপাট রোগ বা ভালভুলার ডিজিজ** বলে। এরূপ রোগ দুই প্রকার—**অবরোধক বা অবষ্ট্রাক্টিভ** এবং **পুনর্গ্রাসী বা রিগার্জিট্যাণ্ট**। **অবরোধক রোগে** রন্ধ্র এতদূর সংকুচিত হয় যে, তাহাতে রক্ত গতির বাধা জন্মে।

পুনর্গ্রাসী বা রিগার্জিট্যাণ্ট-রোগে কপাট পত্রাদির এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তাহাদিগের রন্ধ্র-পথে রক্তস্রোতের বিপরীত গতিবশতঃ পুনঃপ্রবেশ বা **পুনর্গ্রাসে** তাহারা কোনরূপ বাধা প্রদান করে না। এরূপ অপায় হৃৎপিণ্ডের চারিস্থানে ঘটে—বামপার্শ্বে অরিকুলো-ভেণ্ট্রিকুলার বা হৃৎশিরা-ধমনী-কোটর-পথে (মাইট্রাল বা দ্বি-পত্রিক) এবং এওরটিক বা বৃহদ্ধমনী রন্ধ্র-পথে (সেমিলুনার বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি); দক্ষিণ পার্শ্বে অরিকুলো-ভেণ্ট্রিকুলার বা হৃৎশিরা-ধমনী-কোটরের রন্ধ্র-পথে (ত্রি-পত্রিক বা ট্রাইকাস্পিড) এবং পালমনারী ধমনী রন্ধ্র-পথে (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, বা সেমিলুনার)।

কারণ-তত্ত্ব।—হৃৎকপাটিক-রোগ অধিকাংশ সময়ে দুইটি সাধারণ কারণ—পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ এবং ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলত্ব (sclerosis) অথবা পত্রোপরিস্থ মণ্ডবৎ পদার্থ পূর্ণ অর্ব্বুদ হইতে জন্মে। ইহাদিগের মধ্যে এণ্ডোকারডাইটিসই অতীব গুরুতর। ইহা সমুদয় কপাটই আক্রমণ করিলেও তন্মধ্যে দ্বি-পত্রিক বা মাইট্রাল কপাট অধিকতর আক্রান্ত হয়। এথারোমা বা মণ্ডবৎ পদার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ সাধারণতঃ বৃহদ্ধমনী রন্ধ্র আক্রমণ করে। অধিকাংশ স্থলে যুবক এবং মধ্য বয়সের ব্যক্তিদিগের এণ্ডোকারডাইটিসরোগেই দ্বি-পত্রিক কপাটের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; এথারোমা বৃদ্ধ বয়সে জন্মে। উপদংশও ইহার কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহাতে গামেটা বলিয়া উপদংশজাত গঁদের ন্যায় পদার্থপূর্ণ অর্ব্বুদ ভাল্‌ভস্ বা কপাট এবং পেশীস্তম্ভোপরি (Collumnœ carni) সংন্যস্ত হয়। গুরুতর পেশীশ্রম, শক্তির অনুপাতাধিক কার্য্য এবং বহুতর টানাটানির কার্য্য

banglabooks.in

ধমনীর আততভাবের বৃদ্ধি করে, তাহাতে হৃৎপিণ্ডের অবিশ্রান্ত টানাটানি হওয়ায় পরিণামে কপাটিক, বিশেষতঃ বৃহদ্ধমনীর কাপাটিক বা ভালভুলার রোগ জন্মে।

এস্থলে কপাটিক রোগ বর্ণনায় প্রত্যেক কপাটের—দ্বি-পত্রিক বৃহদ্ধমনী-কপাটিক, ত্রৈ-পত্রিক এবং ফুসফুসীয় বা পাল্মনারি-ধমনী সংসৃষ্ট কপাটিক রোগ প্রথমে স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণনা করিয়া পরে তাহাদিগের বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হইবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৪ (LECTURE CXXIV)

দ্বি-পত্রিক কপাটরোগ বা ডিজিজেজ অব দি মাই ট্র্যাল ভালভস।

(DISEASFS OF THE MITRAL VALVES).

বিবরণ।—ইহাতে দুই প্রকার রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে; আমরা তাহাদিগকে (১) এবং (২) সংখ্যা বাচক শিরঃনামে বিভক্ত করিয়া নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

১। দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা মাইট্র্যাল ইন্‌কম্পিটেন্সি।

(MITRAL INCOMPETENCY.)

প্রতিনাম।—দ্বি-পত্রিক পুনর্গ্রাস বা মাইট্র্যাল রিগার্‌জিটেশন (Mitral Regurgitation); দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতা বা মাইট্র্যাল ইন্‌সাফি-শিয়েন্সি (Mitral Insufficiency)।

পরিভাষা।—কপাটপত্রের সম্পূর্ণ রোধ না হওয়ায় বা তাহার অকর্ম্মণ্যতা প্রযুক্ত কপাট-পথে বিতাড়িত শোণিতের বিপরীত গতিবশতঃ তাহা দ্বি-পত্রিক রন্ধ্র অতিক্রম করিয়া শিরা-কোটরে পুনঃ প্রবেশ করে। অথবা তাহার পুনর্গ্রাস হয়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনযুক্ত হৃদ্রোগ ঘটিত কপাটিক বা ভাল্‌ভুলার অপায় মধ্যে ইহারই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক —অর্দ্ধাংশেরও অধিক। ইহাতে দ্বি-পত্রিক কপাট সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয় না বা রন্ধ্রের অসম্পূর্ণ রোধ ঘটে। ডাঃ এণ্ডারসের মতে, প্রধান স্থানীয় তিন প্রকার অপায় জন্মে—(ক) তরুণ অথবা পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহের ফলস্বরূপ সংকোচন, এবং গঠন বিকার, বিশেষতঃ কপাট-পত্রের (valves)

banglabooks.in

কিনারার কুঞ্চিত ভাব ;—(খ) বন্ধনী রজ্জু বা করডি টেণ্ডিনির খর্ব্বতা (contraction) ;—এবং (গ) বাম ধমনী-কোটরের অত্যধিক প্রসারণের আনুপাতে কপাট-পত্রের অপ্রচুরতা (কপাট-পত্রাদি অক্ষুণ্ণ থাকে)—বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের প্রাচীর সহ কোন কপাট-পত্রের সংযোগ হইলেও তাহা অপ্রচুরতা জন্মাইতে পারে। কিন্তু ইহা অতি বিরল ঘটনা।

কারণ-তত্ত্ব।—দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা মাইট্র্যাল ইনকম্পিটেন্‌সি যৌবনের প্রথমাবস্থায় এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে কথঞ্চিৎ অধিকতর দেখা যায়। ইহার সাক্ষাৎকারণ—(১) পুরাতন রস-বাতিক এণ্ডোকারডাইটিস ঘটিত **কপাট-পত্রের সংকোচন** অথবা **খর্ব্বতা,** এবং অনেক সময়ে ইহার সহিত বন্ধনী-রজ্জু বা করডি টেণ্ডিনির পরিবর্ত্তন এবং রক্ত-পথের ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ণতা ; (২) এণ্ডোকারডাইটিস, অথবা হৃৎপেশী-প্রদাহ অথবা রক্তহীনতা ও অধিক কালস্থায়ী জ্বরের ফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ড-পেশীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত **পেশী-সংকোচনের দোষ** ;—(৩) বাম ধমনী-কোটরের অত্যধিক প্রসার বশতঃ **দ্বি-পত্রিক বা মাইট্যারাল চক্রের** (ring) **প্রসার** ;—(৪) বাম হৃদগহ্বরে শোণিতের অনিয়মিত আততাবস্থাপ্রযুক্ত **বৃহদ্ধমনী-কপাটের রোগ** বশতঃ ইহা গৌণভাবে জন্মিতে পারে ;—এবং (৫) **ভালভ বা কপাট-মূলে চূর্ণ লবণের** (Calcareous) **সংস্থিতি** ইহা উৎপন্ন করিতে পারে। "অনেক দিন স্থায়ী রোগে সম্পূর্ণ দ্বি-পত্রিক গঠন ও চূর্ণ লবণ পরস্পর দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া চক্র নির্ম্মাণ করে"। (ডাঃ অসলার।)

লক্ষণ-তত্ত্ব।—যে পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়, তাহা অতি দীর্ঘকালের জন্য হইলেও, লক্ষণের সম্পূর্ণ অভাব থাকিতে পারে। তাহাতে ঘটনা বশতঃ কেবল রোগী শ্রম করিলে এবং সিড়ি ভাঙ্গিয়া উপর তলে উঠিলে হৃৎকম্প ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র হয় এবং ওষ্ঠ ও কর্ণ যৎসামান্য নীলাভ দেখা-ইতে পারে। এবম্বিধ ঘটনা ফুসফুসীয় রক্তাধিক্য হইতে জন্মে, এবং তাহাতে

banglabooks.in

কখন কখন ব্রংকাইটিস অথবা রক্তকাসিরও আক্রমণ হইতে পারে। রোগের এরূপাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্রই প্রধান এবং কখন কখন একমাত্র লক্ষণ; পরিশ্রমের তারতম্যানুসারে রোগী শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যূনাধিক খর্ব্বতা অনুভব করে। অপিচ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া রোগী এইরূপ কষ্টের কথা বলিতে পারে তথাপি হৃদ্রোগের সন্দেহ মাত্র হয় না। ডাঃ অস্‌লারের মতে অনেক দিনের স্থায়ী রোগে, বিশেষতঃ শিশুদিগের রোগে হস্তাঙ্গুলির নখের বক্রতা (clubbing) জন্মে।

ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশন (Compensation) অকস্মাৎ হইলে অর্থাৎ দক্ষিণ ধমনী-কোটর বাম হৃৎপিণ্ড-কোটর-পথে নিয়মিত পরিমাণের রক্ত-প্রেরণায় অশক্ত হইলে,—আমরা ফুসফুসীয় রক্তাধিক্যের স্পষ্টতর লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। লক্ষণ—হৃৎকম্প, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বল, অনিয়মিত ক্রিয়া, ন্যূনাধিক অবিশ্রান্ত ভাবের শ্বাসকৃচ্ছ্র—ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ভয়াবহ শ্বাসকৃচ্ছ্র—অর্থপনিয়া বা শয়িতাবস্থায় প্রাণান্তকর শ্বাস (orthopnea), এবং কাসিতে রক্তময় অথবা জলীয় গয়ারের নিষ্ঠীবন। ডাঃ অস্‌লার বিশেষ একটি অবসাদকর লক্ষণের—স্লিপ-ষ্টার্ট (sleep start) বা "নিদ্রা-চমকের" বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতে "নিদ্রাবেশমাত্র খাবি খাওয়ার" (gasping) অবস্থায় রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং অনুভূতি জন্মে যেন হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইতেছে।" সংশ্রবীয় ষ্টিনোসিস বা আকুঞ্চন না থাকিলে ইহাতে সামান্যই বেদনা থাকে। শরীরে মৃদু নীলিমা জন্মে এবং কখন কখন পাণ্ডু দেখা দেয়। সাধারণতঃ মূত্রের পরিমাণ অত্যল্প হয় এবং তাহাতে শ্বেত লালা, নলীর ছাঁচ (Tube-casts) এবং শোণিত-কণিকা থাকে। পরে শোথ দেখা দেয় এবং তাহা পদ হইতে ঊর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া সম্পূর্ণ শরীর এবং রস-গহ্বর (serous sacs) আক্রমণ করে। এই অবস্থায় চিকিৎসায় ফল হইয়া ক্ষতি-পূরণ-কার্য্য বা কম্পেন্‌সেশন পুনঃ স্থাপিত হইলে, রোগী কিয়ৎকালের জন্য অস্থায়ী আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

banglabooks.in

কিন্তু তাহাতে পরবর্ত্তী আক্রমণ কঠিনতর ও অতি শীঘ্র শীঘ্র হইয়া অবশেষে সর্ব্বস্থলেই এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন ক্ষতিপূরণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণ জলশোথ ও শিরা-রক্তাধিক্য অথবা হৃৎপিণ্ড প্রসারণের প্রচলিত পরিণাম—ন্যূনাধিক শীঘ্র রোগী প্রাণত্যাগ করে। ইহাতে ক্বচিৎ হঠাৎ মৃত্যু হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্ন।—পরিদর্শন—চূড়ার স্পন্দন স্থানচ্যুত হইয়া বামে এবং নিম্নাভিমুখে যায়। শিশু এবং অল্প বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বিশেষ করিয়া, হৃৎপ্রদেশে বক্ষের ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ভাব (Bulging) থাকে এবং হৃৎপিণ্ড-চূড়াদেশের স্পন্দনের প্রসারের বৃদ্ধি এবং ঊর্ম্মিবৎ চালনার (undulating) ভাব হইতে পারে।

সংস্পর্শন—রোগের প্রথমাবস্থায় চূড়ার স্পন্দন স্থান-ভ্রষ্ট, প্রবল এবং বিস্তৃত অনুভব করা যায়। কিন্তু ক্ষতিপূরণের ক্রমহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ঊর্ম্মিবৎ (waving) এবং ক্ষীণতর অথবা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত অনুভূত হয়।

বিঘাতন—পাশাপাশি ও লম্বভাবে হৃৎপিণ্ড-নিরেটতার পরিমাণ করিলে তাহা বিশেষ করিয়া অনুপ্রস্থ ভাবে বৃক্কাস্থির দক্ষিণ কিনারা হইতে দক্ষিণ স্তনাগ্রের বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

আকর্ণন—সিস্টলিক বা সংকোচন সংসৃষ্ট ব্লোয়িঙ্গ বা ফুৎকারবৎ শব্দ এবং মন্থনবৎ মর্ম্মর (কখন কখন সঙ্গীত-স্বরবৎ) শ্রুত হয়। ইহার সর্ব্বোচ্চ তীব্রতা চূড়াদেশে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া বামে অংশ ফলকাস্থির কোণে পরিচালিত হয়। কখন কখন ইহা রোগীর শয়িতাবস্থায় শ্রুত হওয়া যায়, দণ্ডায়মানে নহে, এবং কখন ইহার বিপরীত ভাব হয়। কখন কখন ইহার অভাব থাকিলে তাহা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা পরিশ্রম করিলে আইসে। মর্ম্মরের প্রকৃতি দ্বারা **অকর্ম্মণ্যতা বা ইনকম্পিটেন্‌সির** পরিমাণ বিষয়ক কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। **কোন কোন স্থলে সর্ব্বোচ্চ**

banglabooks.in

তীব্রতা দ্বি-পত্রিক প্রদেশে থাকে। ইহার সংশ্রবে **দ্বি-পত্রিক সংকোচন** (mitral stenosis) থাকিলে সংকোচন-পূর্ব্ব বা প্রিসিষ্টলিক গুরুগুরু **রব** (Rumbling) অথবা রণৎকার (Purring) মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়। কখন কখন চূড়াদেশে যে **আকুঞ্চন সংসৃষ্ট** (Systolci) **কম্পিত ভাবের** (Thrill) **অনুভূতি** কর্ণস্থ হয় তাহা উপস্থিত থাকিলে রোগ নির্ব্বাচনে গুরুতর সাহায্য করে। প্রায় সর্ব্বস্থলেই বুক্কাস্থির বামের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্শুকামধ্য স্থানে তীব্রতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (accentuted) ফুসফুস-ধমনী-কপাটের দ্বিতীয় শব্দ (Pulmonic Second sound) শ্রুত হওয়া যায়। হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধির (Hypertrophy) সাধারণ প্রাকৃতিক চিহ্নাদি বর্ত্তমান থাকে। রোগের শেষাবস্থায় দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের গৌণ প্রসারণ বা ডাইলেটেশন ঘটিলে বুকের কড়া-স্থানে ত্রি-পত্রিক অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্সির প্রসিদ্ধ কোমল ও নিম্নস্বরের সংকোচন-মর্ম্মর বা সিষ্টলিক মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়। নাড়ী স্পন্দন স্বাভাবিক অথবা অনিয়মিত থাকিতে পারে। ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের অভাব হইলে নাড়ীর অনিয়মিত থাকাই নিয়ম।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহার নির্ব্বাচন বিশেষ কঠিন নহে। হৃৎপিণ্ড-চূড়া প্রদেশস্থ সিষ্টলিক বা সংকোচন সংসৃষ্ট মর্ম্মর যাহা বাম কক্ষে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় পৃষ্ঠেও শ্রুত হওয়া যায়; ফুসফুসীয় বা পাল্‌মনারি দ্বিতীয় শব্দের স্বরের তীব্রতা; এবং অনুপ্রস্থ নিরেটতার বৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিলে রোগ-নির্ব্বাচন সহজসাধ্য হয়। সর্ব্বস্থলেই রোগের বিবরণ বিশেষ সাহায্যকারী এবং অনেক সময়ে প্রাকৃতিক চিহ্নাপেক্ষাও তাহা অধিকতর মূল্যের। ইহার রোগ-নির্ব্বাচনে প্রধান ভ্রান্তির সম্ভাবনা এই যে অনেক সময়েই ক্রিয়াগত ও অন্যান্য নির্দ্দোষ মর্ম্মরকে **দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতা বা মাইট্র্যাল ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি** বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এরূপস্থলে কার্য্য উদ্ধারে রোগবিবরণ বিশেষ আবশ্যকীয়। এই সকল

banglabooks.in

রোগে রস-বাত-রোগের বিবরণ এবং যন্ত্র-গত হৃৎপিণ্ড-রোগের কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু কোন প্রকার রক্তহীনতা অথবা গ্রেভ্স্ ডিজিজের (enlargement of Thyroid gland) বিবরণ থাকে। আপেক্ষিক অপ্রচুরতা বা ইন্সাফিসিয়েন্সির নির্ব্বাচন কঠিন সাধ্য। ইহার অনুপাতের স্থিরীকরণ প্রধানতঃ রক্ত-হীনতা, বৃক্কক-রোগ, উপদংশ অথবা সুরাসার-বিষাক্ততার বিবরণসাপেক্ষ। ধমনীর ঘনীভূততাপ্রযুক্ত স্থূলতা (Arterio-sclerosis) এবং বৃহদ্ধমনী-কপাটের সঙ্কুচিতভাব (Aortic stenosis) অথবা বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা এয়োরটিক ইন্‌কম্পিটেন্স রোগেও ইহা বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

ভাবী ফল।—কপাটিক অপায় মধ্যে দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা মাইট্যারাল ইন্‌কম্পিটেন্‌সি গুরুত্বে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পতর বলিয়া বিবেচিত। সাধারণতঃ এ রোগ অল্প বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে জন্মে, ইহারা সহজে ক্ষতিপূরণে বা কম্পেন্‌সেশন উৎপাদন এবং রক্ষা করণে সক্ষম। সম্ভবতঃ উপরিউক্ত স্বল্পতার ইহাই কারণ। অধিক সংখ্যক রোগেই প্রকৃতপক্ষে জীবনের খর্ব্বতা হয় না। ক্ষতি-পূরণের অভাব যদি কোন চিকিৎসাতেই পুনঃ সংশোধিত না হয়, স্বভাবতই পরিণাম নিরাশ হইয়া যায়। যদি প্রসারণ উপস্থিত হয়, ফুসফুস-রক্তাধিক্য অথবা জল-শোথ এবং বলক্ষয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

২। দ্বি-পত্রিক সঙ্কোচন বা মাইট্র্যাল ষ্টেনোসিস।
(MITRAL STENOSIS.)

পরিভাষা।—দ্বি-পত্রিক রন্ধ্রের সঙ্কীর্ণতা অথবা সঙ্কোচন। অনেক সময়েই সংস্রবীয় অকর্ম্মণ্যতা বা ইনকম্পিটেন্‌স্ থাকে। ইহাতে প্রধাবিত শোণিতের দ্বি-পত্রিকদ্বার অতিক্রমে বাধা জন্মে।

banglabooks.in

আময়িক বিধান-বিকারতত্ত্ব।—মাইট্র্যাল বা দ্বি-পত্রিক-রন্ধ্র ন্যূনাধিক পরিমাণে নানা প্রকারের ষ্টিনোসিস অথবা সংকোচনের অবস্থায় থাকে, এবং তদবস্থায় তাহা কর্কশ ও তাহার উপরিদেশ অসমান থাকায় তাহা অনিয়মিত আকার বিশিষ্ট ও ঘনতর দেখায়। কপাটোপরি ন্যূনাধিক প্রভূত মাংসাঙ্কুরের বর্ত্তমানতা অধিকাংশ গঠন পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে। কোন কোন স্থলে কপাট পত্রাদি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া চুঙ্গীর ন্যায় রন্ধ্র নির্ম্মাণ করে। এ প্রকারের পরিবর্ত্তন যুবক অপেক্ষা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর দেখা যায়।

কারণ-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ মাইট্র্যাল ষ্টিনোসিস বা সংকোচন পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ এবং তাহার ফলস্বরূপ জন্মে। শিশুদিগের পাঁচ বৎসর বয়সের পর এবং যুবকদিগের যৌবন সমাগমের প্রথমাবস্থায় এই রোগের অধিকতর আক্রমণ হয়। রোগ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই অধিকতর। ডাং অমূলার বিশ্বাস করেন, হুফ্ শব্দক কাসিতে হৃৎকপাটের অধিকতর টানাটানি কোন কোন **মাইট্র্যাল ষ্টিনোসিসের** কারণ। ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা (arterio-scleros is) ঘটিত তান্তব-পরিবর্ত্তন এবং পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহও ইহা উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—মূলতঃ মাইট্র্যাল ষ্টিনোসিসের লক্ষণ মাইট্র্যাল ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি বা অপ্রচুরতার লক্ষণের সমপ্রকার। ধমনীতে রক্তহীনতা এবং শিরা-রক্তাধিক্য তাহাদিগের সংস্রবীয় পরিণাম ঘটনাদি সহ উপস্থিত হয়। ফুসফুসীয় নাড়ীমণ্ডলী প্রথমে আক্রান্ত হয় এবং পরে, যখন দক্ষিণ ধমনীহৃৎকোটরের (Ventricle) ক্রিয়ার দৌর্ব্বল্য ঘটে তখন সর্ব্বাঙ্গীন শিরামণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ফুসফুস রক্তাধিক্য ঘটিত লক্ষণাদি **অপ্রচুরতা** বা **ইন্‌সাফি-সিয়েন্‌সি** অপেক্ষা **সংকোচন** বা **ষ্টিনসিসেই** প্রাধান্য লাভ করে। ফুসফুসের শোথ আনিতে পারে এবং প্রকৃত রক্তকাসি উৎপন্ন হয়।

banglabooks.in

সাধারণ ত্বক-শোথ ক্বচিৎ ঘটে, কিন্তু যকৃদার শিরা বা পোর্ট্যাল রক্তাধিক্যের পরিচয় স্বরূপ উদরী (ascites) এবং অন্যান্য লক্ষণ বর্ত্তমান হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—**পরিদর্শন**—দক্ষিণ হৃদ্ধমনী কোটর বা ভেন্ট্রিকলের বর্দ্ধিতাবস্থা, অথবা সংশ্রবীয় বাম ধমনী-হৃৎকোটরের **বিবৃদ্ধি** (Hypertrophy) উপস্থিত না থাকিলে পরিদর্শনে অস্বাভাবিক বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয় না। উপরিউক্ত হৃৎকোটর-বিকারাদির সংশ্রব থাকিলে—চূড়া-স্পন্দন কথঞ্চিৎ স্থানভ্রষ্ট হয় এবং বাম অরিকল উপরিদেশে গড়ানিয়া ভাবের **উদ্‌ঘাত** (Impulse) দেখা যায়; এরূপস্থলে শিশুদিগের মধ্যে বুক্কাস্থির নিম্নাংশ (sternum) এবং **পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাম-উপ-পশু কাস্থি** অনেকসময় **উচ্চ হইয়া উঠে**। অনেক সময়ে **দ্বিতীয় বাম-পশু কামধ্যস্থানে এবং কখন কখন তৃতীয় ও চতুর্থেও** স্পন্দন দ্রষ্টব্য হয়; ক্ষতিপূরণের (compensation) অভাব হইলে **উদ্‌ঘাতের ক্ষীণতা** এবং **জুগুলার-শিরায় স্পষ্টতর সংকোচন** সংসৃষ্ট বা **সিষ্টলিক পুনর্গ্রাস বা রিগার্‌জিটেশন** ঘটে।

সংস্পর্শন—জি-ফয়েড এপেণ্ডিক্‌স্‌ বা "বুকের কড়া" প্রদেশে হৃদুদ্‌ঘাত সাধারণতঃ অত্যন্ত সমুন্নত, অনেক অংশই সুবিস্তৃত, ক্ষীণ এবং অনিয়মিত প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে। অনেক স্থলেই হৃৎচূড়ার ঊর্দ্ধে এবং অভ্যন্তরে একরূপ সংকোচন-পূর্ব্ব বা প্রি-সিষ্টলিক গুরু গুরু ভাব (Thrill) অনুভূত হয়। ইহার প্রকৃতি কম্পান্বিতভাবের অথবা "বিড়ালের রণৎকার" বৎ (Cats's purr)" এবং অনেক সময়েই হৃদুদ্‌ঘাতের (impulse) সম-সময়ে ইহা একটি হঠাৎ তীব্র আঘাতের সহিত শেষ হয়। কখন কখন ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের অভাবের পূর্ব্বেই ইহা হয়, এবং অধিকতর সময়ে তাহার পরেও থাকে না। কখন শ্রম করাইয়া লইলে অথবা বাহুদ্বয় উত্থিত রাখিয়া

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৫ (LECTURE CXXV.)

বৃহদ্ধমনী কপাট-রোগ বা এওর্‌টিক ভাল্‌ভুলার ডিজিজেস

(AORTIC VALVULAR DISEASES.)

বিবরণ।—বৃহদ্ধমনী কপাটে দুই প্রকার রোগ দেখা যায়—(ক) বৃহদ্ধমনী সংসৃষ্ট অকর্ম্মণ্যতা বা এওর্‌টিক ইন্‌কম্পিটেন্‌সি (Aortic Incompetency); এবং (খ) বৃহদ্ধমনী সংসৃষ্ট সংকোচন বা এওর্‌টিক ষ্টিনোসিস (Aortic stenosis)। আমরা নিম্নে ইহাদিগের স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিতেছি।

(ক) বৃহদ্ধমনীর-অকর্ম্মণ্যতা বা এওরটিক ইন্‌কম্পিটেন্সি।

(AORTIC INCOMPETENCY).

প্রতিনাম।—বৃহদ্ধমনী সংক্রান্ত অপ্রচুরতা বা এওরটিক ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি (Aortic Insufficiency); বৃহদ্ধমনীসংসৃষ্ট-পুনর্গ্রাস বা এওর্‌টিক রিগার্‌জিটেশন (Aortic Regurgitation)।

পরিভাষা।—বৃদ্ধমনী-কোটরের শোণিতের পুনর্গ্রাস (regurgitation) বা হৃৎকোটরে পুনঃ প্রবেশের বাধাপ্রদানে বৃহদ্ধমনী-কপাটের ক্ষমতাভাব। ইহার আক্রমণ সংখ্যা দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সির অব্যবহিত নিম্ন স্থানীয়

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—"বৃহদ্ধমনী-রন্ধ্র বর্দ্ধিত (তাহাতে আনুপাতিক দোষ ঘটে) হওয়ায় কপাট পত্র রন্ধ্র-পথের সম্পূর্ণ রোধ করিতে পারে না। রুগ্ন বৃহদ্ধমনী কপাটের পত্রাদি কখন কখন বৃহদ্ধমনীর অন্তর্ঝিল্লিসহ বুড়িয়া যায়, এবং শবচ্ছেদান্তে তাহা রোগগ্রস্ত, বিশেষতঃ ক্ষতযুক্ত দৃষ্ট হয়; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি (semilunar) কপাট পত্রের কখন কখন যে বিদারণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার রোগোৎপাদনের

banglabooks.in

প্রধান কারণ হইতে পারে। পূর্ব্ব হইতে নীরোগ কপাটে কঠিন টানাটানি হইয়া অতি কচিৎই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। অপিচ ঘটনাক্রমে কপাট-পত্রনিচয়ের আজন্ম গঠন-বিকারও রোগের প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু গঠন-দোষবশতঃ কপাট-পত্র প্রদাহপ্রবণ থাকায় অবস্থানুযায়ী অথবা টানাটানিতে পুরাতন হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার-ডাইটিস রোগগ্রস্ত হয়। ষ্টিনোসিস্ বা সঙ্কোচনোৎপাদক অপায়াদি বৃহদ্ধমনীর সহজ ইন্‌কম্পিটেন্‌সি বা অকর্ম্মণ্যতার সহিত একযোগে উপস্থিত থাকিতে পারে, এবং যদিও অকর্ম্মণ্যতা অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে সংঘটিত হয়, ষ্টিনোসিস তাহার সম সংখ্যায়ই রিগারজিটেশন বা পুনর্প্রবাস সহ, বর্ত্তমান থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষদিগের, বিশেষতঃ শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যদক্ষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট পুরুষদিগের যৌবনের শেষাবস্থায় অধিকতর দেখা যায়, যেহেতু ইহারা সাধারণতঃ রোগ-কারণের সাহায্যকারী বিষয়-কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত থাকে। কোন কোন স্থলে আজন্ম গঠন-বিকারও বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি আনয়ন করে। তরুণ হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ ইহাদিগের সাধারণ কারণ, কিন্তু যদি কপাটের ক্ষয় অথবা ক্ষত না থাকে তাহাতে ইহার উপস্থিতি এওর্‌টিক ইন্‌কম্পিটেন্‌সি উৎপন্ন করে না। এই জন্যই ইহা সাংঘাতিক এণ্ডোকারডাইটিসে অধিকতর দেখা যায়। প্রদাহের কোমলীভূততা ও শোষণ বা রিজলিউশন অসম্পূর্ণ থাকিলে ক্রমে ক্রমে কপাটের জড়সড় অবস্থা, সংকোচন এবং প্রস্তরীভাব হয় এবং তাহার অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌স ঘটে। ক্ষতকর রোগে দুর্ব্বলীকৃত ভাল্‌ভ্ বা কপাটের আবরক ঝিল্লি বা এণ্ডোকারডিয়ামের টানাটানি, অথবা অতীব কচিৎ ঘটনা, ভারি বস্তু উত্তোলনাদি প্রযুক্ত কেবল অত্যধিক টানাটানি বশতঃই কপাটের কোন একটি পত্র ছিন্ন

banglabooks.in

হইয়াও রোগ জন্মিতে পারে। ডাঃ অস্‌লারের মতে, এথারোমা বা কাইবৎ পদার্থ পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল অর্ব্বুদ-রোগযুক্ত কপাটের ধীরতর সংকোচনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থলে এবম্বিধ রোগের কারণ। বলিষ্ট এবং কার্য্যদক্ষ শ্রমজীবিদিগের অত্যধিক পেশীশ্রম এই রোগে অধিকতর প্রবণতা আনয়ন করে। ইহারা মদ্যাসক্ত হইলে প্রবণতার আপেক্ষিক বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ কেবল মদ্যপানই ইহার একটী গুরুতর কারণ বলিয়া পরিগণিত। উপদংশও উপরিউক্ত কারণ সহ মিলিত থাকিতে পারে, অপিচ ইহা স্বতন্ত্র ভাবেও ধমনীর স্ক্লেরোসিস বা ঘনীভূত ভাবসহ স্থূলতা জন্মাইতে পারে। এথারোমা, রোগের কারণ হইলে, বৃহদ্ধমনী, অন্যান্য ধমনী, বৃক্কক, যকৃৎ এবং ফুসফুসে তাহার সংস্রবীয় অপায় দৃষ্ট হয়। শোণিতে, বিশেষতঃ গাউটরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের শোণিতে ইউরিক এসিডের বর্ত্তমানতা এণ্ডোকারডিয়ামের অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল প্রদাহ এবং ঘনীভূত ভাবসহ স্থূলত্ব বা স্ক্লেরোসিস উৎপন্ন করে। বৃহদ্ধমনীতে বিস্তৃত এথারোমা প্রযুক্ত তাহার অব্যবহিত উর্দ্ধে প্রভূত প্রসারণ থাকিলে বৃত্তে (ring) টানাটানির ফলস্বরূপ ক্বচিৎ আপেক্ষিক অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌-কম্পিটেন্সন জন্মিতে পারে।

লক্ষণ তত্ত্ব।—যে পর্য্যন্ত বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি ক্ষতিপূরণ দ্বারা শোণিত সঞ্চালনের সমতা রক্ষা করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত কপাটিক অপায় কোন বিশেষ লক্ষণ উৎপন্ন করে না। অধিক বয়সের রোগীদিগের ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের অভাব, অল্প বয়সের রোগীদিগের অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে হইয়া থাকে। এথারোমেটা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদে ধমনীর আক্রমণবশতঃ পরিবর্ত্তন বিস্তৃতিলাভ করিলে, সাধারণতঃ ধমনীর রক্তহীনতার লক্ষণ—পাণ্ডুরতা, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, চক্ষু সম্মুখে আলোকের ছটা, মূর্চ্ছার উপক্রম, এমন কি, মূর্চ্ছার নিকটাবস্থা, হৃৎকম্প এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। কখন কখন

banglabooks.in

শিরোঘূর্ণন অতিশয় কষ্ট প্রদান করে এবং সর্ব্বস্থলেই শায়িতাবস্থা হইতে উত্থান করিলে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নাড়ীর প্রকৃতি বিশেষতা লাভ করে—তাহা দ্রুত আঘাতী, ঝাঁকিযুক্ত এবং পূর্ণ থাকে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিলে হঠাৎ অনুপস্থিত হইয়া "করিগ্যান" অথবা "ওয়াটার হেমার" বা "জলনির্ম্মিত হাতুড়ি" নাম পায়। হাত খাড়াভাবে রাখিলে ইহা বিলক্ষণ স্পষ্টতা লাভ করে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড প্রদেশে বেদনা থাকে। এই বেদনা হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সংকোচনভাবে অনুভূত হইতে পারে, অথবা তীব্র তীরবেধবৎ বেদনার ভাবে বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে—হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা। কোন সময়ে প্রসারণ বা ডায়াষ্টোলি অনুপযুক্ত রূপে প্রলম্বিত হইলে পুনর্গ্রাসাত্মিকা বা রিগারজিটেটিং শোণিত, বৃহদ্ধমনী ও অন্যান্য বড় বড় ধমনীকে এতদূর রক্তশূন্য করিতে পারে যে, তাহাতে হঠাৎ মস্তিষ্ক রক্তহীনতা উপস্থিত হয়। এই সকল অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যুও ঘটিতে পারে,—ভাবীফল প্রকাশে চিকিৎসকের এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। পদের শোথ এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্রের সহিত ক্রম বর্দ্ধিষ্ণু-শিরা-রক্তাধিক্যের লক্ষণ মৃত্যু আনয়ন করে, এবং অন্যান্য কপাটিক রোগের শিরা-রক্তাধিক্য এবং হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার পতনাপেক্ষা ইহা কোন মৌলিক বিষয়েই প্রভেদ প্রকাশ করে না।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—পরিদর্শন—বিস্তীর্ণ এবং প্রবল হৃদ্দুদ্‌ঘাতের সহিত চূড়াস্পন্দন নিম্নাভিমুখে স্থানচ্যুত হইয়া বাম পার্শ্বের ষষ্ঠ অথবা সপ্তম পর্শুকা-মধ্য প্রদেশে দেখা দেয়।

বিঘাতন—উভয় অনুপার্শ্ব এবং লম্ব ভাবে প্রধানতঃ বাম ও নিম্নাভিমুখে, নিরেটতার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। অন্যান্য প্রকার কপাট-রোগের নিরেটতার আয়তনাপেক্ষা ইহাতে তাহা অধিকতর দেখা যায়।

আকর্ণন—আকর্ণনে মন্থনবৎ, শোঁ শোঁ (rushing) শব্দের ন্যায় অথবা, অনেক সময়েই কথঞ্চিৎ কোমল, প্রলম্বিত ও

banglabooks.in

নিম্নস্বরের ফুৎকার শব্দবৎ একরূপ ডায়াষ্টলিক বা প্রসারণ-মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়। যত প্রকার হৃৎমর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষক ও নির্ভরোপযুক্ত। **বৃহদ্ধমনী হইতে হৃদ্ধমনী-কোটরে শোণিতের পুনঃ প্রবেশ** ইহার উৎপাদক। **দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বিতীয়** পর্শুকা-মধ্য স্থানে ইহা স্পষ্ট থাকে, কিন্তু বাম চতুর্থ পর্শুকা মধ্য স্থানের বুক্কাস্থি সহ সঙ্গম দেশে ইহা তদপেক্ষাও স্পষ্টতর ভাবে শ্রুত হওয়া যায় এবং নিম্ন ও চূড়াভিমুখে এবং অধঃদেশে চালিত হয়। অনেক সময়ে ইহা ষ্টিথস্কোপের সাহায্য ব্যতীত ভাল শুনা যায়। রোগের শেষাবস্থার অতি বৃদ্ধির সময়ে **আনুপাতিক দ্বি-পত্র অকর্ম্মণ্যতা বা মাইট্র্যাল ইন্‌কম্পিটেন্‌সির কোমল সংকোচন-মর্ম্মর** সাধারণতঃ চূড়া-দেশে শ্রুত হয়। ঘটনাধীনে **চূড়া-দেশে গড়ানিয়া** (rolling) প্রকৃতি বিশিষ্ট **একটি দ্বিতীয় মর্ম্মর** কর্ণগোচর হয়। ইহা একটি সংকোচন-পূর্ব্ব বা প্রি-সিষ্টলিক শব্দ। ডাঃ ফ্রিণ্টের মতে, বাম ধমনী হৃৎকোটরের অত্যধিক প্রসারণ প্রযুক্ত দ্বি-পত্রিক কপাটের পত্রদ্বয় ডায়াষ্টোলি বা প্রসারণ কালীন রক্তস্রোতে মুক্ত থাকিয়া বিশেষ প্রকারে (vortiginous) চালিত হওয়ায় এই মর্ম্মর উত্থিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—হৃৎপিণ্ড-কপাটিক রোগ মধ্যে বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সির নির্ব্বাচন সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহার পরিচয়ে প্রসারণ-মর্ম্মর বা ডায়াষ্টলিক মার্‌মার; বাম ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি বা হাইপার্‌ট্রফি এবং পূর্ব্ব কথিত "করিগ্যান" (Corrigan) অথবা "ওয়াটারহেমার পাল্‌স্" (Water hammer) বা নাড়ীর বর্ত্তমানতা নিশ্চয়াত্মক ঘটনা বলিয়া গণ্য।

ভাবীফল।—হৃৎকপাট-রোগ-মধ্যে আকস্মিক মৃত্যু সংঘটনে বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইনকম্পিটেন্‌সি সর্ব্বাগ্রগণ্য, অপিচ সর্ব্বদিক

banglabooks.in

বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই একমাত্র সম্ভবিত হৃৎকপাট-রোগ যাহাতে শুভ পরিণামেরও আশা করা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের ক্ষতি-পূরণশীল বা কম্পেন্‌সেটিং হাইপার্‌ট্রফি রক্ষিত হয়, তদবধি রোগী কোন প্রকার কষ্টানুভব না করিয়া কার্য্যদক্ষতার সহিত দীর্ঘ জীবন-যাপন করিতে পারে। ক্ষতি-পূরণ বা কম্পেনসেশনের অভাব হইলে দ্বি-পত্রিক বা মাইট্র্যাল অকর্ম্মণ্যতাপেক্ষা ইহা ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে অধিকতর নিরাশপ্রদ, যেহেতু ইহাতে ক্ষতি-পূরণ কঠিনতর এবং ক্বচিৎ সাধ্যায়ত্ত থাকে। মদ্যপায়ীদিগের রোগে উপাদানাপকৃষ্টতা এবং প্রায়শঃই বৃক্ক এবং ধমনী রোগ হওয়ায় ভাবীফল সম্পূর্ণই নিরাশাময়। করণারি-ধমনীর শাখা বিশেষের অবরোধবশতঃ তরুণ মস্তিষ্কীয় রক্ত-হীনতা, হঠাৎ মৃত্যুর কারণ।

২। বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা এওর্‌টিক ষ্টিনোসিস।

(AORTIC STENOSIS.)

পরিভাষা।—বৃহদ্ধমনী-রন্ধ্রের সঙ্কীর্ণতা বা সংকোচন। বৃহদ্ধমনী-অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিশিয়েন্‌সি অপেক্ষা তাহার সংকোচন বা ষ্টিনোসিস অধিকতর দেখা যায়। ইহা শীঘ্রই ইন্‌কম্পিটেন্‌সি বা অকর্ম্মণ্যতা উৎপন্ন করে বলিয়া সাধারণতঃ উভয়েই এক সঙ্গে থাকে।

আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব।—বৃহদ্ধমনী-কপাট অভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত থাকিলে বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা এওর্‌টিক ষ্টিনোসিস্‌ জন্মে। উপরিউক্ত প্রক্ষিপ্ত অবস্থাতেই তাহারা কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদাক্রান্ত বা ঘন এবং কঠিন হইলে অথবা এথারোমেটাস এবং চূর্ণ-লবণে প্রস্তরীভূত হওয়ায় রন্ধ্রের সংকীর্ণতা উৎপন্ন হয়। কপাট কঠিন ও স্থূল থাকায় শোণিত কর্ত্তৃক পশ্চাৎ চাপিত হয় না, সর্ব্বদা শোণিত-স্রোত মধ্যে থাকে। এণ্ডোকার্‌ডাইটিস বা হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-

banglabooks.in

প্রদাহ হইতে ইহা জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বস্থলেই ধমনীমণ্ডলের সাধারণ ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা উৎপাদক ক্রিয়া প্রকরণ সংশ্রবে জন্মে বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব অধিক বা শেষ বয়সের ব্যক্তিদিগের ধমনী এথারোমেটাস পরিবর্ত্তন-প্রবণ বলিয়া রোগ তাহাদিগেরই মধ্যে অধিকতর দেখা যায়। কোন কোন স্থলে জিহ্বাকারে জমাট তন্তুজাল গঠিত মাংসাঙ্কুর ন্যূনাধিক সম্পূর্ণতাসহ রন্ধ্র-রোধ করে, অথবা কপাটের ভিন্ন ভিন্ন পত্র পার্শ্বে পার্শ্বে সংযুক্ত হইয়া রন্ধ্রের এতাদৃশ সঙ্কীর্ণতা উৎপাদন করে যে, তাহার কেন্দ্র-স্থানের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে কষ্টে একটি সূচিমাত্র প্রবেশ করিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা ষ্টিনোসিস কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত করে না। যে পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের বা কম্পেনসেশনের অভাব না হয়, তাহা অনেক বৎসর যাবৎও হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত কোন লক্ষণেরই প্রকাশ হয় না। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের গৌণপ্রসারণ জন্মে এবং তাহাতে তাহা বৃহদ্ধমনীর পথে যথোপযুক্ত রক্তসঞ্চালন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ কারণ মস্তিষ্কে অপ্রচুর শোণিত প্রেরিত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে শিরোঘূর্ণন, অজ্ঞানতা এবং মৃগীবৎ আক্রমণ ঘটে। ক্ষতিপূরণ-ক্রিয়া বা কম্পেন্‌সেশনের অভাব হইলে যে ফুসফুসীয় এবং শারীরিক রক্তাধিক্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়, কোন অংশেই অন্যান্য কপাটিক রোগের রক্তাধিক্যের লক্ষণ হইতে তাহার প্রভেদ দেখা যায় না।

প্রাকৃতিক-চিহ্নাদি।—পরিদর্শন—হৃৎপিণ্ড উদ্‌ঘাত ক্ষীণতর; তাহার স্থানের আয়তন স্বল্পতর, বিশেষতঃ সঙ্গে বায়ু-স্ফীতি থাকিলে, সম্পূর্ণ অন্তর্হিতও হইতে পারে। অনেক সময়ে **চূড়ার স্পন্দন** অধঃ ও বহির্ম্মুখে স্থানচ্যুত এবং **উদ্‌ঘাত** কঠিন এবং সবল থাকে।

সংস্পর্শন—বায়ু-স্ফীতি কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন না থাকিলে **উদ্‌ঘাত** বা **ইম্পাল্‌স** ধীর, উৎক্ষেপের ভাবযুক্ত (heaving) এবং সবল। অনেক

banglabooks.in

স্থলে হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে একটি **সুস্পষ্ট সংকোচন বা সিষ্টলিক কম্পান্বিত ভাব** অনুভূত করা যায়। **নাড়ী** আকারে ক্ষুদ্র, ছন্দে নিয়মিত, এবং কথঞ্চিৎ ধীর হইতে পারে।

বিঘাতন—লম্বভাবে হৃৎপিণ্ড-নিরেটতার বৃদ্ধি হয়, অনুপ্রস্থ নিরেটতার অতি সামান্যই বৃদ্ধি ঘটে। বায়ু-স্ফীতি থাকিলে তাহারই আয়তনের পরিমাণের উপর ইহার পরিমাণ নির্ভর করে।

আকর্ণন—সিষ্টলিক বা সংকোচন-মর্ম্মর ইহাতে প্রদর্শক স্থানীয়। ইহার প্রকৃতি **কর্কশ** ও ঘর্ষণবৎ, কখন কখন **বাদ্যাদির সুরের ন্যায়।** বুক্কাস্থি সন্নিহিত দ্বিতীয় দক্ষিণ পঞ্জুকা-মধ্য-স্থানে ইহা তীব্রতর, এবং রক্ত-নাড়ী বাহিয়া চালিত হয়। অনেক সময়ে রোগী হইতে ইহা কথঞ্চিৎ দূরেও শ্রুত হওয়া যায়। এই মর্ম্মর বৃহদ্ধমনীর সংকোচন বা ষ্টিনোসিসের বিশেষক নহে, কিন্তু বৃহদ্ধমনী-কপাটের অথবা বৃহদ্ধমনীর ঊর্দ্ধভাগের অন্তর্ব্বেষ্টক ঝিল্লির সহজ কর্কশভাব ইহার কারণ হইতে পারে, এবং ইহা রক্তহীনতা হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ষ্টিনোসিস বা সংকোচনোৎপন্ন মর্ম্মর প্রায়শঃ অন্যান্য কারণোৎপন্ন মর্ম্মর হইতে কর্কশতর কিন্তু তথাপি বাম ধমনী-হৃৎকোটরের কার্য্যহানি আরম্ভ হইলে ইহা ক্ষীণ এবং দূরাগত বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বৃহদ্ধমনীর অভ্যন্তরীণ শোণিতের আততাবস্থার হ্রাস এবং কপাটিক অপায়ের প্রকৃতি নিবন্ধন দ্বিতীয় শব্দ ক্ষীণতর অথবা অশ্রোতব্য থাকে। বৃহদ্ধমনীর **অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি** থাকিলে **ডবল বা জোড়া মর্ম্মর** ঘটে এবং হৃৎপিণ্ডের মূলদেশে তাহার তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর থাকে—ইহাকে "ইতস্ততঃ" বা "টু এণ্ড ফ্রো" (to and fro) অথবা সি-স বা নাগর-দোলাবৎ চালনা বলে। এই সকল প্রাকৃতিক চিহ্ন সাধারণতঃ বাম ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি এবং তাহার শেষাবস্থার প্রসারণ

banglabooks.in

সংশ্রবে যদি দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধিবশতঃ বর্দ্ধিত অবস্থা থাকে তাহাও প্রকাশিত করে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহার রোগ-পরিচয় সহজ, বিশেষতঃ রোগী যদি বৃদ্ধ বয়সের হয়। সাধারণতঃ **সংকোচন বা সিষ্টলিক** গুরু গুরু ভাবে কম্প হৃৎপিণ্ডমূলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তীব্র; কর্কশ সংকোচন বা সিষ্টলিক মর্ম্মর বৃহদ্ধমনী-প্রদেশে তীব্রতর এবং কেরটিড ধমনী বাহিয়া চালিত; আততভাবের ধীর নাড়ী, এবং বাম ধমনী-হৃৎকোটরের বিবৃদ্ধির চিহ্নাদি রোগ নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য করে। ইহার তীব্রতা এবং কর্কশতা ইহাকে রক্তহীনতার মর্ম্মর, এবং বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশক সংকোচন বা সিষ্টলিক মর্ম্মর হইতে প্রভেদিত করিতে যথেষ্ট।

ভাবী ফল।—উপসর্গহীন সহজ রোগে ভাবিফল শুভ বলা যাইতে পারে; কারণ বাম ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি উপস্থিত হইয়া সহজেই শোণিত সঞ্চালনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ায় ক্ষতি সম্পূরিত হয়। যদি বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বর্ত্তমান থাকে তাহাতে ভাবী ফল তাহারই উপর নির্ভর করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৬ (LECTURE CXXVI.)

ত্রৈপত্রিক কপাট-রোগ বা ডিজিজেস অব দি ট্রাই-কাস্পিড ভাল্‌ভ।

(DISEASES OF THE TRICUSPID VALVES).

বিবরণ।—ত্রৈপত্রিক কপাট-রোগ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে যথা,—

১। ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা ট্রাই-কাস্পিড ইন্‌কম্পিটেন্‌সি।

(TRICUSPID INCOMPETENCY.)

প্রতিনাম।—ত্রৈপত্রিক পুনর্গ্রাস বা ট্রাই-কাস্পিড রিগারজিটেশন (Tricuspid Regurgitation); ত্রৈপত্রিক অপ্রচুরতা বা ট্রাই-কাস্পিড ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি (Tricuspid Insufficiency)।

পরিভাষা।—ত্রৈপত্রিক কপাটের অসম্পূর্ণ রোধ।

আময়িক-বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—এরূপাবস্থা ক্বচিৎ প্রাথমিক রোগরূপে জন্মে। এণ্ডোকার্‌ডাইটিস্‌ বা হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ, বিশেষতঃ তাহার সাংঘাতিক প্রকারের রোগের পরিণাম স্বরূপ ইহা জন্মিতে পারে। শিশু বয়সে ইহা অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতে থাকে। বয়সের শেষাবস্থায়, ফুসফুস এবং ধমনী-কোটরের পুরাতন রোগ হইতে ইহা জন্মিতে পারে। যেহেতু তাহাতে দক্ষিণ ধমনী-কোটরের বর্দ্ধিত আতত (টানটান) ভাব ত্রিপত্রিক কপাট-পত্রাদিতে পুরাতন অন্তর্ব্ব্যাপ্ত (Interstitial) পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-

banglabooks.in

কোটরের প্রসারণ-সংশ্রবে ত্রৈপত্রিক বৃত্ত বা ট্রাইকাস্পিডরিঙ্গের টানাটানি-ঘটিত বিস্তৃতি (stretching) প্রযুক্ত অথবা হৃদ্ধমনী-কোটরপেশীর দুর্ব্বল সংকোচন প্রযুক্ত অনেক সময়ে আপেক্ষিক অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্সি ঘটে। এরূপে ইহা বাম হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার দুর্ব্বলতা এবং যে কোন কারণ পালমনারী বা ফুসফুসীয় শোণিত-সঞ্চলনের অবরোধ ঘটায়, যেমন এম্ফিসিমা বা ফুসফুসের বায়ুস্ফীতি এবং অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল নিউমনিয়া প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই ইহা দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের ক্রিয়া দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত ক্ষতি-পূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের অভাবের ফল। ত্রৈপত্রিক-কপাটের ছিদ্র বাহিয়া রক্ত চুয়াইলে, দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের প্রত্যেক সংকোচনে অরিকল বা হৃৎ-শিরা-কোটরে এবং শিরাভ্যন্তরে শোণিত পুনর্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় শিরা রক্তাধিক্য সংঘটিত হয়। অপিচ ইহার ফলস্বরূপ ফুসফুসীয় ধমনীতে শোণিতের স্বল্পতা জন্মে। ফুসফুসীয় শোণিত-সঞ্চলন রক্ষা করিবার চেষ্টায় দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের অবশেষে ডাইলেটেসন বা প্রসারণ এবং তদনুপাতে প্রাচীরের পাতলা অবস্থা ঘটে এবং পরিণামে হৃৎকোটরায়তন প্রভূত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগী ইহাতে কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ করে না। ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্সির সংশ্রবে যে রোগ থাকে তাহার লক্ষণাদিসহ—শিরা-শোণিতের স্থিতিশীলতা বা ভিনাস-ষ্ট্যাসিস এবং তাহার নানাবিধ উপসর্গ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড-গতির সমসাময়িক জুগুলার শিরা-স্পন্দন এবং অবশেষে সর্ব্বশারীরিক শিরা-স্পন্দন, বিশেষতঃ যকৃতের শিরা-স্পন্দন এবং ফুসফুসের রক্তাধিক্য, কিড্‌নির রক্তপূর্ণতা এবং শোথ বা ড্রপসি উপস্থিত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—পরিদর্শন—ইহাতে হৃৎপিণ্ড-স্পন্দনের সমসময়ে **জুগুলার-শিরা-স্পন্দনের বৃদ্ধি** দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। দক্ষিণ পার্শ্বে ইহা

banglabooks.in

অধিকতর থাকে এবং রোগীর অর্দ্ধ শয়িতাবস্থায় স্পষ্টতর দেখা যায়। গ্রীবার উপরিদেশস্থ শিরা-স্পন্দন দৃষ্ট হয়, অনেক সময়ে যকৃতের স্পন্দন থাকে, এবং সাধারণ শারীরিক শিরা-রক্তাধিক্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংস্পর্শন—হৃৎপিণ্ড উদ্‌ঘাত বিস্তৃত কিন্তু ক্ষীণ। দ্বি-কর বিস্তৃত করিয়া সংস্পর্শনে হৃদ্ধমনী-কোটর বা ভেণ্ট্রিকুলার সংকোচনের সমসাময়িক যকৃৎ স্পন্দন প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের ক্রিয়াধিক্যে যকৃতে দৃশ্যতঃ যে স্পন্দন অনুভূত হয়, পাঠক তাহার সহিত উপরিউক্ত বাস্তব স্পন্দনের ভ্রম করিবেন না।

বিঘাতন—সাধারণতঃ বুক্কাস্থির দক্ষিণ ও অধস্থ দূরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত নিরেটতা বিস্তৃত হয়, কিন্তু নিরেটতার আয়তন আনুষঙ্গিক অবস্থাদির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

আকর্ণন—প্রায় অবিশ্রান্ত সংকোচন বা সিষ্টলিক মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়; ইহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, মৃদু ও কোমল, বুক্কাস্থির অধঃ অংশে ইহার সর্ব্বোচ্চ তীব্রতা শ্রবণগোচর হয়; এবং ইহা দক্ষিণে, অনেক সময়েই কক্ষ পর্য্যন্ত চালিত হয়। সহগামী অপায়াদি ঘটিত দ্বি পত্রিক বা মাইট্র্যাল সংকোচন মর্ম্মর অথবা অন্যান্য মর্ম্মর আনুষঙ্গিকরূপে বর্ত্তমান থাকে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—জুগুলার-শিরা এবং যকৃৎস্পন্দন এই রোগ-পরিচয়ে প্রধান ঘটনা। রোগের সহিত দ্বি-পত্রিক ইনকম্পিটেনসি বা অকর্ম্মণ্যতার সংশ্রব থাকিলে, দ্বি-পত্রিক ব মাইট্র্যাল মর্ম্মর অল্প স্পষ্ট ত্রৈপত্রিক বা ট্রাই-কাস্পিডের স্পন্দন আচ্ছন্ন করে।

২। ত্রৈপত্রিক সংকোচন বা ট্রাই-কাস্পিড ষ্টিনোসিস। (TRICUSPID STENOSIS.)

বিবরণ।—ত্রৈপত্রিক কপাট-সংকোচন বা ষ্টিনোসিস অতীব বিরল। ইহা ক্বচিৎ আজন্ম গঠন বিকাররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু

banglabooks.in

সাধারণতঃ ইহা এণ্ডোকার্ডাইটিসের গৌণ ফলস্বরূপ বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের অপায়, বিশেষতঃ দ্বি-পত্রিক সংকোচন বা মাইট্র্যাল ষ্টিনোসিস সংশ্রবে জন্মে এবং আময়িক পরিবর্ত্তনাদিও তাহারই ন্যায় থাকে। ইহাতে ফলপ্রদ ক্ষতিপূরণ বা কম্পেনসেশন হইতে পারে না, কারণ তাহা দক্ষিণ শিরা-হৃৎকোটরের কার্য্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে দুর্ব্বল শিরা-কোটর শীঘ্র প্রসারিত বা ডাইলেটেড হয়। এরূপাবস্থায় শীঘ্রই শিরঃ-রক্তাধিক্য এবং দৈহিক নীলিমা উপস্থিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতায় কথিত প্রকারের শিরাস্পন্দন দেখা দেয়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৭ (LECTURE CXXVII).

১। ফুস্‌ফুস-ধমনী-অকর্ম্মণ্যতা বা পাল্‌মনারি ইন্‌কম্পিটেন্‌সি।

(PULMONARY INCOMPITENCY)

প্রতিনাম।—ফুসফুস-ধমনী-পুনগ্রাস বা পালমনারি রিগারজিটেশন (Pulmonary Regurgitation); ফুসফুস-ধমনী-অপ্রচুরতা বা পাল্‌মনারি ইন্‌সাফিসিয়েন্সি (Pulmonary Insufficiency.)।

রোগ-বিবরণ।—ইহা অতি বিরল রোগ এবং প্রায় সর্ব্বস্থলেই আজন্ম গঠন-বিকার ইহার কারণ। জন্মের পর ইহা তরুণ সাংঘাতিক অথবা পুরাতন হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ হইতে জন্মিতে পারে। শোণিতের পশ্চাদভিমুখে দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরে পুনর্গ্রাস বা রিগারজিটেশন প্রযুক্ত তাহার বিবৃদ্ধি এবং প্রসারণ ঘটিলে তাহার সংশ্রবে অনেক সময়েই অনুপাতানুসারে ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা জন্মে। সাধারণতঃ ইহাতে যে পরিবর্ত্তনাদি ঘটে তাহা বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতার পরিবর্ত্তনের অতি নিকট অনুরূপ। প্রসারণ-মর্ম্মর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা বৃহদ্ধমনী সংসৃষ্ট পুনর্গ্রাস শব্দ হইতে প্রভেদিত করা যায় না। ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণরূপ রক্ষিত হয় না এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই জীবনের শেষ হয়।

২। ফুসফুস-ধমনী-সংকোচন বা পাল্মনারি ষ্টিনসিস।

(PULMONARY STENOSIS.)

রোগ-বিবরণ।—আজন্ম গঠন বিপর্য্যয়—অধিকাংশ স্থলে উভয় ধমনী কোটরমধ্য বিভাজক প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা অথবা মুক্ত ফোরামেন ওভেলির সংশ্রব ব্যতীত ইহা কচিৎ দৃষ্ট হয়। ইহা সাংঘাতিক হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-

banglabooks.in

ঝিল্লিপ্রদাহের পরিণামেও জন্মিতে পারে। কপাট-পত্রাদির মধ্যে সংযোগ ঘটিলে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও সরু ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। দক্ষিণ ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি দ্বারা ক্ষতি পূরণ বা কম্পেন্সেশন কার্য্য সম্পাদিত হইলেও তাহা যথোপযুক্ত হয় না এবং মধ্যগামী ফুসফুস রোগ কর্ত্তৃক সহজেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সাধারণতঃ দক্ষিণ ধমনী কোটরের প্রসারণ এবং ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা জন্মে।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—বাম দ্বিতীয় পঞ্জরকামধ্য স্থানে একটি সংকোচন বা সিষ্টলিক মর্ম্মর শ্রুত এবং সঙ্গে সঙ্গে কম্পান্বিত ভাব অনুভূত হইতে পারে; ফুসফুস ধমনী সংসৃষ্ট বা পালমনারি দ্বিতীয় শব্দ ক্ষীণ অথবা অনুপস্থিত থাকে; দক্ষিণ হৃদ্ধমনীকোটরের বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ থাকে এবং **দক্ষিণ ত্রৈপত্রিক অকর্ম্মণ্যতা ঘটিত মর্ম্মর থাকিতে পারে।** তাহাতে বহির্দ্দৈহিক, বিশেষতঃ গ্রীবা উপরিস্থ শিরার পূর্ণতা সম্ভব্য ঘটনা। ডাঃ স্থানসম বিশ্বাস করেন যে, পালমনারী ধমনী রোগ (অন্যান্য প্রকার যন্ত্র-গত হৃৎপিণ্ড রোগে যাহা হয় না) সুস্পষ্ট গুটিকোৎপত্তি রোগ প্রবণতা আনয়ন করে।

ভাবীফল।—রোগ অল্পকালই স্থায়ী হয়। কতিপয় দিন অথবা কতিপয় মাসের মধ্যেই রোগী পঞ্চত্ব পায়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২৮ (LECTURE CXXVIII)

সম্মিলিত হৃৎপিণ্ড-কপাটিক্ রোগ।

১। মিলিত কপাটিক রোগ বা কম্পাউণ্ড ভালভুলার ডিজিজ অথবা একত্রিত হৃৎকপাট রোগসম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়—এরূপ রোগ সংমিলন অতি সাধারণ :—

(ক) দ্বি-পত্রিক এবং বৃহদ্ধমনী-কপাট-পত্রাদি একত্র রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

(খ) উপরিউক্ত মিলনের পরেই সংখ্যায় দ্বি-পত্রিক এবং ত্রৈপত্রিক কপাটের মিলিত অপায় অধিকতর দেখা যায়।

(গ) তাহার পরেই বৃহদ্ধমনী, দ্বি-পত্রিক এবং ত্রৈপত্রিক রোগের মিলন দৃষ্ট হয়।

(ঘ) বৃহদ্ধমনীর অপ্রচুরতা অথবা বৃহদ্ধমনীর সংকোচন অধিকতর সংখ্যায় দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা সহ মিলিত হয়; বৃহদ্ধমনী সংকোচন উপরিউক্ত রোগ অপেক্ষা স্বল্পতর সংখ্যায় দ্বি-পত্রিক সংকোচন, অথবা দ্বি-পত্রিক সংকোচন স্বল্পতর সংখ্যায় বৃহদ্ধমনী অপ্রচুরতা সহ মিলিত হয়।

(ঙ) শিশুদিগের মধ্যে বৃহদ্ধমনী এবং দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতার সম্মিলন অতীব সাধারণ।

এবং (চ) যুবকদিগের মধ্যে দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতার সহিত বৃহদ্ধমনী-কপাটের ঘনত্ব এবং সামান্য সংকীর্ণতার মিলন সম্ভবতঃ বিলক্ষণ সাধারণ।

২। হৃৎপিণ্ড কপাটিক রোগের সুস্পষ্ট ধারণা এবং নির্ব্বাচন সৌকর্য্যার্থ তদুত্থিত রোগজ শব্দ বা মর্ম্মরাদি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করা হইল; শোণিত সঞ্চলনের আবিষ্কর্ত্তা ডাঃ হার্‌ভি দ্বারা ইহা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা :—

banglabooks.in

ক্রুয়ি বা ফুৎকারবৎ শব্দ ঃ—সংকোচনকালীন বা সিষ্টলিক এবং উচ্চতম হৃৎপিণ্ড-মূলে—দক্ষিণ দ্বিতীয় পর্শুকা মধ্যদেশে এবং উর্দ্ধে গ্রীবাভিমুখে—

বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা ষ্টিনসিস্ (Aortic obstruction)।

হৃৎপিণ্ডমূলে—বাম তৃতীয় পর্শুকামধ্যদেশে এবং উর্দ্ধে

কণ্ঠাস্থির—(Clavicle) মধ্যাংশাভিমুখে=ফুস্‌ফুস্ ধমনী-সংকোচন (Pulmonary stenosis or obstruction)—সাধারণতঃ শোণিত-সংসৃষ্ট।

হৃৎপিণ্ডচুড়া=দ্বি-পত্রিক অপ্রচুরতা অথবা পুনর্গ্রাস।

বুকের কড়াস্থানে (Ensiform Cartilage)=ত্রৈপত্রিক অপ্রচুরতা (insufficiency.)

ক্রুয়ি বা ফুৎকারবৎ শব্দ ঃ—প্রসারণকালীন (Diastolic) **এবং উচ্চতম হৃৎপিণ্ডমূলে**—দক্ষিণ দ্বিতীয় পর্শুকামধ্যদেশে এবং তির্য্যকভাবে নিম্নাভিমুখে=বৃহদ্ধমনী অপ্রচুরতা।

হৃৎপিণ্ড-চুড়াদেশে (Apex)=দ্বিপত্রিক সংকোচন (Mitral obstruction)।

নাড়ী-স্পন্দন ঃ—নিয়মিত,

ক্ষুদ্র এবং প্রলম্বিত,=বৃহদ্ধমনী-সংকোচন। পূর্ণ, ঝাঁকিযুক্ত এবং পতনশীল (Collapsing),=বৃহদ্ধমনী পুনর্গ্রাস (Regurgitation)। কোমলস্পর্শ, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল=দ্বি-পত্রিক সংকোচন।

নাড়ী-স্পন্দন ঃ—অনিয়মিত, দুর্ব্বল, লোপবিশিষ্ট, অসম=দ্বিপত্রিক পুনর্গ্রাস।

উপরে যাহা দেখান হইল তাহাতে পাঠকের হৃদগম্য হইবে যে, বৃহদ্ধমনী এবং দ্বি-পত্রিক কপাট সংসৃষ্ট পুনর্গ্রাসই (regurgitation) ইহার মধ্যে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

banglabooks.in

৩। হৃৎপিণ্ডকপাটিক রোগের চিকিৎসা।

(TREATMENT OF VALVULAR DISEASES.)

হৃৎপিণ্ড-কপাট-রোগের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা :—(১) প্রতিষেধক ; (২) ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের অবস্থা-সম্বন্ধীয় ; এবং (৩) ক্ষতি-পূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের পতনাবস্থাকালীন (failing) চিকিৎসা।

১। **প্রতিষেধ**—এরূপ চিকিৎসা যে, সর্ব্বস্থলেই সম্ভবনীয় নহে তাহা বলা বাহুল্য। কারণ এতদর্থে রোগীর রোগপ্রবণতা, ধাতু এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও সাক্ষাৎকারণাদি সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য আজন্ম রোগ এবং তদ্বিধ অন্যান্য কারণোৎপন্ন রোগ সম্পূর্ণরূপেই ঔষধের আয়ত্ত বহির্ভূত। ফলতঃ এবম্বিধ চিকিৎসায় সফলকাম হইবার প্রতিকারণস্বরূপ (ক) বংশগত রোগপ্রবণতা এবং রস-বাত-রোগ বা হৃৎকপাটরোগের বিবরণ, (খ) রোগীর ধাতু এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান রোগ বিবরণ—কারণ, এবং (গ) হৃৎকপাটের আক্রমণ আরম্ভ হইয়া থাকিলে তাহার অবধারণ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে আবশ্যকীয়।

(ক) বংশগত রোগ-প্রবণতা এবং বংশগত রস-বাত অথবা হৃৎকপাট-রোগের বিবরণ—পুরাতন হৃৎকপাট-রোগে কপাট-পত্র এবং রন্ধ্রের যে পরিবর্ত্তনাদি ঘটে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। এজন্য রোগের সন্দেহ মাত্র রোগীর ও তাহার বংশগত, উপরিউক্ত ধাত্বাদির বিবরণ জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিলে রোগাক্রমণের এবং সামান্যভাবে তরুণ আক্রমণ ঘটিত নির্য্যাসের নিরাকরণে রোগের বাধা প্রদান হইতে পারে। শ্লেষ্মা-প্রধান রস-বাতিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বংশগত বিবরণে ঐরূপ ধাতু ও রোগাদির বিবরণ প্রাপ্ত হইলে বর্ত্তমান রোগীর রোগ সম্বন্ধীয় সন্দেহ দূরীভূত হয়। এস্থলে রোগীর নাতি প্রবল বা পুরাতন

banglabooks.in

রস-বাত-রোগের চিকিৎসার্থ যথোপযুক্ত-ধাতু-সংশোধক ঔষধপ্রয়োগের দ্বারা হৃদ্রোগের মূলে বাধার সম্ভাবনা হয়। পাঠকের জ্ঞাতব্য যে, শ্লেষ্মা প্রধান, রস-বাতিক ধাতু অজীর্ণরোগপ্রবণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অজীর্ণ দোষ রস-বাতের অন্যতম প্রধান কারণ। অতএব ধাত্বনুযায়ী ঔষধ-প্রয়োগে অজীর্ণের নিবারণ গৌণ প্রতিষেধক।

(খ) রোগীর ধাতু এবং, পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান রোগ-বিবরণ—কারণ—পুরাতন রোগ-বিষ-দুষ্ট ধাতুই আমরা কঠিন কঠিন রোগের মৌলিক কারণ বলিয়া বিবেচনা করি। এজন্য পূর্ব্ব কথিত রূপ ধাতু সংশোধনকারী ঔষধের উপরি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য সম্ভবিত কারণানুযায়ী ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়। এরূপে শৈত্য ও সিক্ততাদির সংস্পর্শ ও তদ্বিধ অন্যান্য কারণানুযায়ী ঔষধাদি দ্বারা রোগীর বর্ত্তমান ও সম্ভব্য হৃদ্রোগের কারণ স্বরূপ রোগের চিকিৎসা কর্ত্তব্য। রোগীর কোন প্রকার পুরাতন রোগবিবরণ থাকিলে এবং তাহার যাপ্যাবস্থা ঘটিত হৃদরোগের আশঙ্কা হইলে তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য এস্থলে বিশেষ বিশেষ ঔষধের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, অপিচ সাধ্যাতীত।

(গ) হৃৎকপাট-রোগের আরম্ভ হইয়া থাকিলে তদনুসারে চিকিৎসা দ্বারা রোগের মূলে নিবারণ চেষ্টা—পুরাতন হৃৎকপাটরোগ, চিকিৎসার অসাধ্য। রস-বাতাদি রোগে হৃৎকপাট আক্রমণ করিলে তাহার প্রথমাবস্থায়—রক্তাধিক্যের অবস্থায় অথবা নির্য্যাস-সংস্থিতির তরুণাবস্থায় ঔষধ দ্বারা প্রতিবিধান সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে এণ্ডোকারডাইটিস্ লিখিত রক্তাধিক্যের কারণানুসারে **একন, ফেরাম ফস, স্পাইজিলিয়া, রাস, ক্যল্‌মিয়া ও কেলি হাই** ইত্যাদি ঔষধ যত্নতঃ প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগীর ধাতুর অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান রোগের নির্য্যাসের দ্রবীকরণ ও শোষনার্থও উপযুক্ত ঔষধের

banglabooks.in

ব্যবস্থায় ফল লাভের আশা করা যায়। ফলতঃ হৃৎকপাটরোগের সন্দেহমাত্র নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামের আবশ্যক; এমন কি মল-মূত্র-ত্যাগেও রোগী শয্যাশায়ি অবস্থা ত্যাগ করিবেন না।

২। ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশন-অবস্থা সম্বন্ধীয় চিকিৎসা—উপযুক্ত স্বাস্থ্য নিয়মাদির প্রতিপালন এবং পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য সুপথ্যের ব্যবস্থা দ্বারা রোগীর স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া যাওয়াই রোগের এবম্বিধ অবস্থায় চিকিৎসার প্রধান নির্ভর। যন্ত্রাদির স্পষ্টতঃ ক্রিয়া বিপর্য্যয় ঘটিলে কেবল তদুপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যস্ততা সহ অধিকতর ঔষধের প্রয়োগ অনিষ্টকারী। ডাঃ গুডনো যথার্থই বলিয়াছেন, "কপাটিক রোগে ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদিগের অতিশয় ঝোঁক দেখা যায়, কিন্তু বাস্তব পক্ষে যে স্থলে স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন নিষ্ফল হয় তাহাতেই ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা কষ্টের নিবারণ করা সঙ্গত।" ঔষধ :—

ডিজিট্যালিস—হৃৎপিণ্ড রোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। এজন্য ইহার অযোগ্য ব্যবহারের অপকারীতাও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ এলপ্যাথিক (Physiological) মাত্রায় তন্মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ দ্বারা বিজ্ঞান বিরুদ্ধরূপে ইহার ব্যবহার এবং সঞ্চিত বিষক্রিয়া (Cumulative effect) যে কি পরিমাণ হৃৎক্রিয়াপতন এবং মৃত্যুর কারণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

ডিজিট্যালিস্ হৃৎপিণ্ডের বলকারী বলিয়া বিবেচিত। প্রকৃতপক্ষে এই বলকারিতা উপযুক্ত স্থলে ও যথোপযুক্ত মাত্রায় এবং সময়ান্তরে ইহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহার—ফলতঃ প্রত্যেক ঔষধেরই—দুইটি ক্রিয়া আছে। ইহার প্রাথমিক বা সাক্ষাৎক্রিয়া উত্তেজক; এবং অন্য বা দ্বিতীয় ক্রিয়া গৌণ বা অবসাদক।

banglabooks.in

অধিক (Physiological) মাত্রায় **ডিজিট্যালিস** প্রথমতঃ অতিরিক্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি ও পরিণামে গৌণ বা প্রতিক্রিয়ার অবসাদে হৃৎপ্রসার বা ডাইলেটেশন আনয়ন করিয়া দূরের মৃত্যু নিকটস্থ করে। অতএব ক্ষতিপূরণাবস্থায় ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু ক্ষতিপূরণ চেষ্টায় হৃৎপিণ্ডের প্রবল ক্রিয়াবশতঃ অতিরিক্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধের প্রয়োগ করা যায় :—

ভিরেট ভি—ক্ষতিপূরণের আবশ্যকের অনুপাতাধিক হৃৎক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের অযথা বিবৃদ্ধি ঘটিলে ১ × —২ × মাত্রায় ইহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত।

গ্লনইন—বৃহদ্ধমনীর অপায় ঘটিত উপরিউক্ত অবস্থায় ৩× ক্রমে ইহা দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

লাইকোপাস—হৃদ্রোগ সম্বন্ধে, বিশেষতঃ রস-বাতিক হৃদ্রোগে ইহাকে একটি "পলিক্রেষ্ট" বা বহুক্রিয় ঔষধ বলা যায়। বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে ইহাদ্বারা আমরা হৃৎপিণ্ডের একাধিক পীড়িতাবস্থায় উপকার পাইতে পারি। তদর্থে পাঠকের ভৈষজ্য-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাদির আলোচনার আবশ্যক। ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার মূল আরকের প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার প্রচণ্ডতা নিবারণ ও শান্তি আনয়ন করিতে দেখিয়াছেন; অপিচ ইহা কোন প্রকার অনিষ্টোৎপাদক প্রতিক্রিয়া রাখিয়া যায় নাই। ডাঃ হেল বলেন, "দ্রুত ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হৃদ্বিবৃদ্ধিবশতঃ ফুসফুস-ধমনীর রক্তস্রাব নিবারণে ইহা অমোঘ ঔষধ।"

ক্যাক্‌টাস—রোগীর অনুভূতি জন্মে, যেন, পুনঃপুনঃ লৌহ-কঠিন হস্তে হৃৎপিণ্ড একবার চাপিয়া ধরিতেছে ও ছাড়িতেছে এবং তাহাতে তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতেছে।" এই বিশেষ এবং অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণ থাকিয়া, দ্রুত হৃদ্বিবৃদ্ধি-ঘটিত প্রবল ক্রিয়া, কপাটিক অপায়ের সামঞ্জস্য অতিক্রম করিলে, ইহা উৎকৃষ্টতর ঔষধ। ইহারও নিম্নক্রমেই (৩) উপকারের সম্ভাবনা।

banglabooks.in

৩। ক্ষতি-পূরণ বা কম্পেন্‌সেশনের ফেইলিং বা অসামর্থ্যের অবস্থা।—স্বাভাবিক আত্মরক্ষিণী শক্তি-প্রভাবে বিবৃদ্ধি ঘটিয়া কম্পেন্‌সেশন অথবা জীবন রক্ষা হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক নিরাময়িক শক্তির সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যয়িত হয় এবং এতন্নিবন্ধন হৃদ্বিবৃদ্ধি তাহার চরম সীমায় যায়। অপিচ তাহাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নিরাময়িক উত্তেজনা-প্রবণতারও অতিক্রম হয়। এরূপাবস্থায় ঔষধের সাক্ষাৎ জনন-প্রাণন বা ফিজিয়লজি সংসৃষ্ট ক্রিয়া অথবা এলপ্যাথিক ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণে হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত বা স্বভাবাতিরিক্ত বিবৃদ্ধি ঘটাইয়া ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশন দ্বারা রোগীর জীবন রক্ষা করার আবশ্যকতা জন্মে। এবম্বিধ সাহায্যাভাবে অতীব শ্রমকাতর হৃৎপেশীর কার্য্যাবসাদে ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়া অচিরাৎ হৃৎপ্রসার ও মৃত্যু সংঘটিত হয়। এস্থলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার স্থৈর্য্য এবং সবলতা সাধনার্থ হৃৎ-পেশীর বলকারী এবং সংকোচনের বৃদ্ধিকর ঔষধের প্রয়োগ কার্য্যোপযোগী। তাহাতে সবল হৃৎসংকোচন, বিশৃঙ্খলিত এবং ছন্দবিপর্য্যস্ত নাড়ী সুশৃঙ্খলিত এবং যথোপযুক্ত ছন্দানুবর্ত্তী করিয়া ঔষধের কার্য্য প্রকাশ করে। ফলতঃ হৃৎপিণ্ড সহ স্বাভাবিক নিরাময়িক সম্বন্ধযুক্ত ঔষধ, বর্ত্তমান হৃদ্রোগলক্ষণের সাদৃশ্যানুসারে নির্ব্বাচন হইলে প্রকৃত ফলাশা করা যায়। কার্য্যতঃ এবম্বিধ ঔষধের সংখ্যা অতীব বিরল। ডাঃ হেল বলেন, "হৃৎকার্য্যাভাব বা ফেলিয়োর এবং অতি-প্রসার প্রভৃতি হৃদ্রোগের গৌণফল, এবং হৃৎপিণ্ডের বলকারী ঔষধ নিচয়েরও ক্রিয়ান্তে প্রতিক্রিয়া বা গৌণফল হৃৎকপাটের গৌণ বিকারবৎ প্রতীয়মান হয়। এইরূপ সাদৃশ্যমূলক ঔষধ নির্ব্বাচনে, এবম্বিধ রোগের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিলে অনেক সময়েই রোগের কষ্টপ্রদ লক্ষণের আশু নিবারণ হইয়া কষ্টের আপাতঃ শান্তি বিধান সম্ভব। কিন্তু তাহাতেও মূল রোগের গতিরোধ হয় না। রোগী যথা-সময়ে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়াভাব ঘটিত মৃত্যুগ্রাসে পড়ে।" ডাঃ কাউপার থোয়েটও

banglabooks.in

এমতে ঔষধ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট, কিন্তু অস্থায়ী ফলের বিষয় স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "রোগ সহ ঔষধের কোন অমোঘ নিরাময়িক সম্বন্ধ না থাকিলে এতদপেক্ষা অধিকতর ফলাশা করা যায় না। আমার বহুদর্শিতায় **একনাইটে** ইহা আশ্চর্য্যরূপে এবং **আর্সেনিকে** তদপেক্ষা কথঞ্চিৎ স্বল্প পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও উপরিউক্তরূপ কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ এই শ্রেণীর ঔষধ মধ্যে বিশেষ বিশেষ ঔষধ দ্বারা বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উপশম হওয়ায় আশ্চর্য্যরূপে শান্তিসম্ভব হয়, কিন্তু তাহাতেও মূল ব্যাধির গতিরোধ অসম্ভব থাকিয়া যায়।"

ডিজিট্যালিস—হৃৎপিণ্ডের শক্তি বা সংকোচন বর্দ্ধনে শীর্ষস্থানীয় ঔষধ। অধিক সংখ্যক রোগীরই হৃৎক্রিয়ার পতনাবস্থার লক্ষণ-সাদৃশ্যে এবং সাক্ষাৎ-জৈব-ক্রিয়ানুসারে বা ফিজিয়লজি-সম্মত শক্তিপ্রদ বা টনিকরূপে ইহা অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা অধিকতর সময়ে প্রদর্শিত হয়। ইহা দ্বারা অধিকাংশ সময়ে যথেষ্ট উপকারও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, ইহার সেবনান্তর প্রথমে গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়ায় নাড়ীস্পন্দনের দ্রুততা জন্মে। কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না। প্রাথমিক উত্তেজনা সংযামক স্নায়ু আশ্রিত হয় এবং তাহাতেই ঔষধের প্রকৃত শক্তি-সঞ্চারক বা টনিক ক্রিয়া প্রকাশ পায়—দমনীকোটরের সংকোচন দৃঢ়তর, শক্তি বর্দ্ধিত এবং গতি ধীরতর, এমন কি মিনিটে ৩০ অথবা ৪০ বারে নীত হয়। ইহার ফিজিয়লজি-সম্মত ক্রিয়া-বৃদ্ধির এই পর্য্যন্তই সীমা এবং তাহা নির্ব্বিঘ্ন। মাত্রাধিক্য বশতঃ এতদপেক্ষাও গভীরতর ক্রিয়া হইলে তাহাকে আশঙ্কাজনক ও মৃত্যুকল্প বিষ-ক্রিয়া বলা যায় এবং তাহাতে—সংকোচন ক্ষণলোপবিশিষ্ট, পরে অনিয়মিত, অপিচ অতিশয় ধীর হইয়া যায়; দমনীমণ্ডল তাহাদিগের ধারণাশক্তির শেষ পর্য্যন্ত শোণিত পূর্ণ হয় এবং শিরা হইতে শোণিত প্রবল বেগে হৃৎপিণ্ড প্রবেশ করে। তখনও বিষক্রিয়া চালিত হইলে সংকোচন সম্পূর্ণতা পায় না, কারণ

banglabooks.in

হৃৎ-পেশী ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপাক্রান্ত হওয়ায়, শীঘ্র ধনুষ্টঙ্কারবৎ স্থায়ী আক্ষেপে হৃৎপিণ্ড দৃঢ়সংবদ্ধ হয়, আর তাহার শিথিলতা জন্মে না এবং শীঘ্র মৃত্যু আগমন করে। কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া শেষ গভীরতায় উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই অন্তর্দ্ধান করিলে, লক্ষণাদি বিপরীত ধারাক্রমে পুনরাবর্ত্তন করে—হৃৎপেশীর সম্পূর্ণ শিথিলতা আসে, ধমনী-কোটরের বিস্তৃতি ঘটে, তাহার স্পন্দন অনিয়মিত, লোপবিশিষ্ট, কখন ধীর, পরে দ্রুত হয়; ধমনীমণ্ডল সম্যক রক্ত-পূর্ণ হয় না, এবং শিরায় রক্তের স্থিতি-শীলতা (stagnation) জন্মে। গতিকেই ঔষধের গৌণক্রিয়ার অবসাদ, হৃৎকপাট-রোগেরও গৌণ অবসাদ লক্ষণের—স্ফীতি, প্রসারণ (dilatation) এবং ক্ষতিপূরণের অভাব (non-compensation) ইত্যাদির—তুল্য।

যেরূপ প্রদর্শিত হইল—ডিজিটালিসের ক্রিয়া দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম সাক্ষাৎ ও দ্বিতীয় গৌণ। অতএব কপাটিক অপায়ে ক্ষতি-পূরণের অভাব গৌণ রোগাবস্থা—ইহার চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ডিজিট্যালিসের উপরি উক্ত গৌণ ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণার্থ ঔষধের হোমিওপ্যাথিক (অল্প) মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। ফলতঃ, অধিকাংশ স্থলে ইহার সাক্ষাৎ জৈব-ক্রিয়ানুসারে (ফিজিয়লজিক্যাল) মাত্রা (১×, ২×, ৩×) ব্যবস্থিত হইলে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। তাহাতে ঔষধের মাত্রা স্বল্পতর হওয়া ও কুমুলেটিভ ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ডাক্তার গুড্‌নো বলেন, "কম্পেন্‌সেশনের অভাব দূরীকরণার্থ চিকিৎসায় মধ্যবিধ মাত্রার ডিজিট্যালিস-অরিষ্টের ক্রিয়া এতই নিশ্চিত ও সুফলপ্রদ যে, কেবল বহু দর্শিতার অভাব এবং কুসংস্কারই ইহার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ মতের মূল কারণ। উৎকৃষ্ট ঔষধাদির সম্বন্ধে সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, ইহারও অনেক অপব্যবহার হয়—অর্থাৎ প্রচলিত ও নির্ব্বিঘ্ন মাত্রায় ফল না পাওয়ায় অজ্ঞতা বশতঃ ক্রমেই মাত্রার বৃদ্ধি পরিণামে অশুভ সংঘটন করে।"

banglabooks.in

ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "আমি ১× এর পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকি এবং প্রয়োজনানুসারে মূল আরকেরও এক হইতে তিন ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রার বৃদ্ধি করিয়াছি। ইহার ঊর্দ্ধে ক্বচিৎ যাইয়া থাকি। কোন কোন স্থলে ইহার ফাণ্ট বা সিক্ত জল কথঞ্চিৎ অধিকতর মাত্রায় ভাল কার্য্য করে।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "ইহাতে রোগী মনে করে যে, সে নড়িলেই হৃৎক্রিয়া বন্ধ হইবে। (ইহার বিপরিত লক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও রোগী বেড়াইতে থাকে, জেল্‌স্)।"

ষ্ট্রোফ্যান্থাস—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "ডিজিট্যালিস নিষ্ফল হইলে কোন কোন স্থলে ইহার ব্যবহার করিয়া আমি কথঞ্চিৎ কাজ পাইয়াছি, কিন্তু ব্রাইটস ডিজিজের পরিণাম স্বরূপ হৃদ্রোগেই অনেক সময় ইহা অধিকতর উপকারী।

ডাঃ গুড্‌নো অন্তর্ব্যাপ্ত (Interstitial) বৃক্ক-প্রদাহে হৃৎপিণ্ড-ধমনীর (cardio-vascular) ঘনীভূত-স্থূলতা প্রযুক্ত, হৃৎপিণ্ড-শক্তির পতনে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। তিনি বলেন, "কপাটিক রোগে অতি প্রচুর মূত্র-স্রাব থাকিলে কখন কখন ইহা সম্পূর্ণ লক্ষণেরই পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া রোগোপশম করে; ঔষধ নিম্ন ক্রমে দিলেও সু-কার্য্যের ব্যাঘাত হয় না। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা এবং ফুসফুসের সংশোধনে কখন কখন ইহা ডিজিট্যালিস অপেক্ষাও ভাল কার্য্য দেখায়। সাধারণতঃ আমি এক ফোঁটা মাত্রায় মূল অরিষ্টের ব্যবহার করিয়া থাকি, অথবা প্রচলিত ক্রমে ব্যবস্থা করি।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "দুর্ব্বল, বিবৃদ্ধ এবং উত্তেজনাপ্রবণ হৃৎপিণ্ডের সহিত আতত ধমনী ও অজস্র মূত্র-স্রাব থাকিলে ইহা উপকার করে।"

কেফিন—অধুনা ইহার ব্যবহার অতীব প্রসার লাভ করিয়াছে। শেষাবস্থার রোগে, যাহাতে ডিজিট্যালিস এবং অন্যান্য কোন ঔষধেই উপকার করে না, ইহাই একমাত্র অবলম্বনীয়। বৃক্ক-রোগের গৌণ ফল

banglabooks.in

স্বরূপ রোগ জন্মিলে ইহার সাইট্রেট উত্তম কার্য্য করে। হৃৎপিণ্ড-পতনের শেষ আশংকিত সময়ে ত্বগধঃ দেশে কেফিনের প্রয়োগ অনেক সময়ে আশ্চর্য্য ফল করিয়াছে। "আমি সাধারণতঃ ১×গুড়িকার ট্যাব্‌লেট ব্যবহার করিয়া থাকি—এক ট্যাব্‌লেট মাত্রায় আবশ্যকানুসারে পাঁচ মিনিট হইতে দুই ঘণ্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করা যায়। অনেক সময়েই ইহা একই সময়ে হৃৎক্রিয়ার উপশম বিধান করে এবং তাহাতে শক্তি-সঞ্চার করিয়া রোগীকে সুস্পষ্ট শান্তি প্রদান করে।" (কাউপার থোয়েট)।

ক্যালমিয়া।—ইহা রস-বাত রোগের পরিণাম-স্বরূপ হৃদ্রোগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। হৃৎপিণ্ড রোগের প্রায় সাধারণ লক্ষণ—"বাম প্রগণ্ডের অসাড়তা"—ইহাতেও প্রকাশিত হয়। **রসবাতোৎপন্ন হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি** ইহার বিশেষ ক্রিয়ার স্থল। ইহার লক্ষণ—হৃৎপিণ্ড-দেশে বেদনা এবং অসহনীয় যন্ত্রণা, কথঞ্চিৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, এবং আমাশয় হইতে-হৃৎপিণ্ডাভিমুখীন চাপ প্রধান। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া অনিয়মিত—প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ। তীর-বেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া অংসকফলকাস্থি অভিমুখে যায়।

বহিঃপ্রয়োগের ঔষধের ব্যবহারে রস-বাত বসিয়া হৃদ্বিকার জন্মিলে **ক্যালমিয়া ল্যাটি ফলিয়া** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার নাড়ী স্পন্দনও ধীর, কিন্তু **ডিজিট্যালিসের** ন্যায় ধীর নহে।

ক্র্যাটিগাস—ইহা অল্পদিন হইতে হৃদ্রোগে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অনেকটা **ষ্ট্রোফ্যান্থাসের** সদৃশ কার্য্য করে, হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া নিশ্চিত কথঞ্চিৎ ধীর ও সবল হয়। সাধারণ জল-শোথ দেখা দিবার পরেও **ক্র্যাটিগাস** পতনোন্মুখ হৃৎপিণ্ডের বলাধান করিয়া জল-শোথের হ্রাস করিতে পারে।

ডাঃ হাল্‌বার্ট বলেন, "প্রসারণের সহিত অত্যধিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুতে ইহার প্রবল ক্রিয়া

banglabooks.in

থাকায়, সহানুভূতিক স্নায়ুর অতি-উত্তেজনা-নিবন্ধন সম্ভবিত হৃৎপতনে ইহা সংযামক (inhibitory) স্নায়ুকে স্থৈর্য্য প্রদানে, উপকার সাধন করে।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "ইহাতে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া ক্ষীণ ও অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। বোধ হয় যেন, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইবে। প্রচলিত মাত্রা মূল আরকের তিন হইতে পাঁচ ফোঁটা; দৈনিক ৩।৪ বার ১× দ্বারাও কার্য্য হইতে পারে।

কনভ্যালেরিয়া—হৃদ্রোগের উপকারিতায় ইহা **ডিজিট্যালিসের** অব্যবহিত নিম্ন স্থানীয় বলিয়া বিবেচিত। ইহার কার্য্যের প্রসার তাদৃশ বিস্তৃত না হইলেও যেস্থলে **ডিজিট্যালিসের** দ্বারা আশানুরূপ ফল হয় না, তাহাতে ইহা ত্বরিত ফল দেয়। **ডিজিট্যালিসের** সহিত প্রভেদ এই যে, দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড ইহার কার্য্যস্থল। এই কারণ বশতঃ **কন্‌ভ্যালেরিয়া দ্বারা ফুসফুসের রক্তাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রের শয়নে ভয়াবহ বৃদ্ধি জন্য শয়নে অপারকতা** বা অর্থোপ্নিয়া প্রভৃতিতে অধিকতর কার্য্য প্রকাশ হয়। **ফলতঃ দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড-রোগে যে ভয়াবহ শ্বাসকৃচ্ছ্র সংঘটিত হয় তাহাতে ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।** "চিকিৎসাক্ষেত্রে কপাটিক সংকোচন বা ষ্টিনোসিস অথবা অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্সি হইতে যে সকল অবস্থায় হৃদ্ধমনী-কোটর বা ভেণ্ট্রিকলের প্রসার বা ডাইলেটেশন আরম্ভ এবং অতি-প্রসার বশতঃ কষ্টাদি হয়, তাহাতে ইহা মহদুপকারী; ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্‌সেশন অসম্পূর্ণতা অথবা অভাব প্রাপ্ত হইলে শরীরে ধমনী-শোণিতের অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন কষ্টাদি এবং শিরা-শোণিতের স্থিতিশীলতার ইহাতে উপশম হয়।

"স্ত্রীলোকদিগের ক্রিয়াগত অথবা উপাদানগত হৃৎপিণ্ড-রোগে অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণতা, ভয়াবহ স্বপ্ন, গুল্মবায়ু-সংসৃষ্ট দৃশ্যাদিতে **কনভ্যালারিয়া** অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা অধিকতর উপশমকারী। হৃদ্রোগোৎপন্ন

banglabooks.in

জল-শোথের অপসারণে ইহা কখন কখন অতীব আশ্চর্য্যক্রিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই তাহা পতনোন্মুখ হৃৎপিণ্ডের পুনঃ শক্তি-সঞ্চারের অনুপাতানুযায়ী থাকে।" (ডাঃ হেল)। প্রয়োজনানুসারে টাটকা ফুলের অরিষ্ট এক হইতে দশ ফোঁটা মাত্রায় দুই হইতে চারি ঘণ্টা পর পর দেয়।

ষ্ট্রীকৃনিয়া।—হৃৎপিণ্ডের অবশতা বশতঃ আশঙ্কিত পতন নিবারণে যে ইহা অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দেয় তাহা সন্দেহাতীত ও সর্ব্ববাদীসম্মত। ইহার এই খ্যাতি জন্যই যথাতথা এবং স্থলে অস্থলে অনাবশ্যকীয় বৃহত্তর মাত্রায় অপব্যবহৃত হইয়া ইহা কতই অনিষ্ট সাধন এবং মৃত্যু আনয়ন করিয়াছে। অনাবশ্যকীয় অধিকতর মাত্রায় ত্বগধঃদেশে প্রয়োগোৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে মৃত্যু হইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। হৃৎপ্রসারণের শেষাবস্থায় ইহাদ্বারা বিশেষ কার্য্য হয়। কাউপার থোয়েট বলিয়াছেন, "আমি রোগের অবস্থা বিশেষে ২ চূর্ণের ট্যাব্লেটের ১, ৩, অথবা ৬ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবহার করিয়া থাকি। হঠাৎ হৃৎপতনের আশঙ্কায় উপরিউক্ত মাত্রাপেক্ষা অনেক অধিকতর মাত্রায় ত্বগধঃ প্রদেশে পিচকারি দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।" এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট হৃদ্বলকর ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

গ্লনইন—বৃহদ্ধমনী বা এওর্টিক রোগে ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত; বৃহদ্ধমনী-রোগে মস্তিষ্ক ও ফুস্‌ফুসের শোণিত-সঞ্চালনের অবস্থার এবং সাধারণ ধমনীমণ্ডলের আতত ভাবের, নাইট্রগ্লিসারিণের ক্রিয়াসহ সাদৃশ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে এই ধারণা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ২ × ক্রম, অথবা ত্বগধঃ ½ গ্রেঃ ব্যবহার্য্য।

এগারিসিন—ডাঃ গুড্‌নো ইহার অতি উচ্চ প্রশংসা করেন, কিন্তু ইহার তাদৃশ বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায় না। হৃদ্রোগের ঔষধের মধ্যে ইনি ইহাকে শীর্ষস্থান প্রদান করেন। তিনি বলেন, "ইহার ক্রিয়ার প্রসার ডিজিট্যালিস অপেক্ষা অনেক সীমাবদ্ধ। দুই কি তিনটি

banglabooks.in

রোগীর দ্বি-পত্রিক কপাটরোগ অথবা ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতির গৌণ রোগ-স্বরূপ দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের চরম প্রসার বা ডাইলেটেশনের চিকিৎসার্থ **ডিজিট্যালিস** এবং অন্যান্য সুখ্যাত হৃৎপিণ্ডোত্তেজক ঔষধে ফল না হওয়ায় রোগীর আসন্ন মৃত্যুকাল উপস্থিত বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছিল। দুই অথবা তিন গ্রেণ মাত্রায় **এগারিসিনের** এক দশমিক চূর্ণ প্রত্যেক এক হইতে তিন ঘণ্টা অন্তর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করায় কেবল যে অস্থায়ী উপশম হয় তাহাই নহে, দুই স্থলে ইহা জীবনকালের বৃদ্ধি এবং কষ্টের জীবনে শান্তি প্রদান করিয়াছিল। হৃৎপিণ্ড অবশতা নিবারণার্থ ঔষধমধ্যে ইহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, এমন কি **ষ্ট্রীকনিয়াও** ইহার সমকক্ষ হয় না। **রোগ সহ বিরক্তিকর ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা,** এ রোগে ইহার প্রথমে প্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছিল।"

স্পারটিন—উপসর্গরূপে বৃক্কক-প্রদাহ যুক্ত রোগে জল-শোথ একটি প্রধান ঘটনা স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা হৃদ্রোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া বিবেচিত। যে সকল বিশুদ্ধ স্নায়বিক বা নার্ভাস, অনেক সময়েই গুল্মবায়ু ঘটিত হৃদ্রোগের, মর্ম্মর অথবা অন্যবিধ প্রভেদক চিহ্নের বর্ত্তমানতা ব্যতীতই, যন্ত্রগত হৃদ্রোগের হৃৎপিণ্ডপতনের সহিত ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণে **স্পারটিন** অতীব উপযোগী ঔষধ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার **সালফেটের ১× চূর্ণের ট্যাবলেট, মাত্রায় এক বা দুইটি করিয়া, দুই হইতে ছয় ঘণ্টা পর পর ব্যবস্থা** করিয়া থাকেন।

এপিস—"রোগী বুঝিতে পারে না কি করিয়া সে পুনঃ-শ্বাস-গ্রহণ করিবে," হৃদ্রোগে এই লক্ষণ থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। (ডাঃ ডিউয়ি)

ফাইটলেক্কা—ইহার হৃদ্রোগে দক্ষিণ প্রগণ্ডে চিনচিনি ও

banglabooks.in

অসাড়তা জন্মে, বাম বাহুর এরূপ লক্ষণ **ক্যালমিয়া, রাস** এবং **একনাইট** প্রদর্শন করে।

ল্যাকেসিস্ ও ল্যাজা টি—সর্প বিষের ক্রিয়ায় অনেক হৃৎপিণ্ড লক্ষণ হয়। তদ্রূপ লক্ষণযুক্ত অনেক হৃৎকপাট রোগে ইহার ব্যবহার করা যায়। **ল্যাকেসিস**—হৃৎকম্প এবং হৃৎপ্রদেশে সংকোচনের ভাব; শ্বাস-রোধের অনুভূতিতে রোগীর নিদ্রাভঙ্গ; বক্ষোপরিদেশে কোন প্রকার চাপের অসহনীয়তা; ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল নাড়ী; **কেলি হাইতেও** শ্বাসরোধ লক্ষণ আছে, কিন্তু তাহাতে রোগী নিদ্রোত্থিত হইয়া শয্যাত্যাগে বাধ্য হয়—**গ্র্যাফাইটিসের** এই লক্ষণসহ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শৈত্যানুভূতি—**পেট্রলিয়াম এবং নেট মিউতেও** এই শৈত্যানুভূতি থাকে। **ল্যাকেসিসের** অন্যতম লক্ষণ—বক্ষের ধারণার পক্ষে হৃৎপিণ্ড অতি বৃহত্তর বলিয়া অনুভূতি; হৃৎপিণ্ড ও শোণিত বহা নাড়ীর এথারোমা (গুটি গুটি কোমল অর্ব্বুদ) রোগে, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে, জলশোথের লক্ষণ দেখা দিলে ইহা উপকারী বলিয়া গণ্য। **ল্যাজা টি পু** বলিয়া অন্য সর্প-বিষ-লক্ষণে হৃৎপিণ্ডের কম্পান্বিত (tremulous) ভাব—হৃৎকপাটরোগে শুষ্ক কাসি হইয়া রোগীকে বিরক্ত করিলে ইহার উপকার স্মরণ পথে আসে।

লাইকোপাস ভারজি—অত্যধিক হৃদ্‌বিবৃদ্ধির সহিত পেশীর দুর্ব্বলতায় হৃৎপিণ্ড শক্তির ক্ষয় হইলে তাহার উত্তেজনা প্রবণতা জন্মে। হৃৎপিণ্ডোত্তেজক অথবা অবসাদক ঔষধের অপব্যবহার ইহার কারণ। "হৃৎশ্বাস" (Cardiac asthma) বলিয়া রোগে **লাইকোপাসের** উপকারিতা বিশেষভাবে পরিচিত। অর্শের রক্তবন্ধ হইয়া এরূপ হইলে **কলিন্‌সোনাইয়া** তাহার ঔষধ।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—হৃৎকপাট-রোগ ও তাহার ফলস্বরূপ অবশ্যম্ভাবী হৃৎপিণ্ড অপায়ের আনুসঙ্গিক চিকিৎসার উপায়াদি নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লিখিত হইল, যথা :—

banglabooks.in

১। পুরাতন হৃৎপিণ্ড-রোগের ব্যাড নহিম (Bad Nauheim) অথবা সট (schott) চিকিৎসা—ডাঃ গ্যাচেলের মেডিক্যাল প্র্যাকটিস হইতে উদ্ধৃত ডাঃ কাউপার থোয়েটের বিবরণের সংক্ষিপ্তসার এস্থলে লিখিত হইল—

ক। লবণাক্ত স্নান বা স্যালাইন বাথস্—

(১) প্রথম শ্রেণীভুক্ত।

(ক) **প্রথম স্নান**—৪০—৫০ গ্যালন জল; ৫ পাউণ্ড সোডিয়াম ক্লোরাইড; এবং অর্দ্ধ পাউণ্ড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্র। স্নান পরম্পরায় বিংশ স্নান পর্য্যন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইডের ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়াইতে হইবে।

তাপ—প্রথম স্নানে জল-তাপ ৯২° ফারেন হাইট। পূর্ব্বোক্ত প্রতি স্নান পরম্পরায় স্নানত্রয়ের পর ১° ডিগ্রি করিয়া তাপ কমাইয়া শেষ স্নানে ৮৩° ফারেন হাইটের নিম্নে কখনই যাইবে না।

স্নানের স্থায়ীত্ব কাল—প্রথম স্নান ৫—৮ মিনিট স্থায়ী। পরে প্রত্যেক স্নানে ১ মিনিট করিয়া বাড়াইয়া ২০ মিনিটে উঠিলে পরের সকল স্নানেই ২০ মিনিট ব্যবহার্য্য।

সাবধানতা—প্রথম কতিপয় স্নান চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হইবে। ১। স্নানে থাকিতে মূর্চ্ছা না হয়, দেখা উচিত; ২। রোগীর শীতকম্প হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান পরিত্যাজ্য; ৩। স্নানে শীতকম্প হইলে পরের স্নানের জলের তাপ বাড়াইতে হইবে; ৪। সম্পূর্ণ অনড়ভাবে স্নান গ্রহণ করিবে; ৫। আহারের অব্যবহিত পরেই স্নান অবিধেয়।

স্নানান্তে কর্ত্তব্য।—স্নানান্তে রোগীর দণ্ডায়মান থাকা নিষেধ। তাহাকে শয্যায় শায়িত করিয়া এবং গা মোছাইয়া শুষ্ক করিবে। উষ্ণ শয্যায় ১।২ ঘণ্টা নিদ্রা।

banglabooks.in

স্নানের সংখ্যা।—একাদিক্রমে তিন দিবস তিন স্নান; পরে একদিন বিলম্বের পর পূর্ব্ববৎ তিন স্নান; এই নিয়মে ২০ অথবা ২৫ স্নান পর্য্যন্ত।

খ। ফেণময় বা ফুটন্ত (EFFEVESCENT) স্নান।

২। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ব্ববৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রের স্নান জল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সোডিয়াম বাইকারব ও হাইড্রক্লোরিক এসিড যোগ করিতে হইবে। মৃদু স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে প্রবল স্নানে যাইতে হইবে।

মৃদু স্নান—সোডিয়াম বাইকার্‌ব ৬ আঃ; হাইড্রক্লোরিক এসিড (২৫%) ৯ আঃ।

মধ্যবিধ শক্তির স্নান—সোডিয়াম বাইকারব ১২ আঃ, হাইড্রক্লোর এসিড (২৫%) ১৮ আঃ।

প্রবল স্নান—সোডিয়াম বাইকারব ২৪ আঃ, হাইড্রক্লোর এসিড (২৫%) ৩৬ আঃ।

এসিড মিশ্রণের ব্যবস্থা—এসিড মিশাইতে প্রথমে বোতলের কাগ ঢিলা করিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ কাগঢিলা বোতল জলের উপরিভাগের অব্যবহিত অধঃদেশে উবুড় করিয়া কাগ মুক্ত করিতে হইবে। এক্ষণে কাগমুক্ত-মুখ বোতলের ইতস্ততঃ চালনা করিলে জলের উপরিভাগে এসিড বিস্তৃত হইবে।

স্নান-প্রয়োগ প্রণালী—রোগী ৫ হইতে ৮ মিনিট স্নানে থাকিবে। ক্রমান্বয়ে পরপর তিন দিনে তিন স্নানের প্রয়োগ। এক দিন বিশ্রাম। পরে ঐরূপে পুনঃ তিন স্নান। মৃদু হইতে ধীরে প্রবলে যাইতে হইবে। প্রথম স্নানের তাপ ৯২ ফারেন হাইট; পরে ক্রমশঃ তাপের

banglabooks.in

হ্রাস কর্ত্তব্য। এই প্রকারে ২০ স্নান দিবার পর, কতিপয় সপ্তাহ (১—৩ সপ্তাহ) বন্ধ। এক্ষণে পূর্ব্ব স্নানের ফল এবং রোগীর অবস্থানুসারে প্রয়োজন বোধ করিলে উপরিউক্ত পর্য্যায় অনুসরণে পুনঃ স্নান।

মন্তব্য।—অবস্থানুসারে সকল নিয়মই পরিবর্ত্তনীয়। স্নানের সময়, জলের তাপ, স্নান-জলের শক্তি এবং বিচ্ছেদ-কাল প্রভৃতি সকলই সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

৩। নিশ্চেষ্ট বা প্যাসিভ ব্যায়াম।

ইহাতে রোগীর শরীর চালনায় মৃদু বাধা প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ রোগী কোন অঙ্গ অথবা শরীরভাগের চালনার চেষ্টা করিলে তাহাতে মৃদু বাধাজনক শক্তির প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, ইহাতে রোগীর শ্রান্তিবিরহিত ব্যায়াম হইবে।

উপরিউক্ত ব্যায়াম সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

সংখ্যা।—প্রতিদিন একবার।

শরীরাংশ।—হস্ত-পদাদি; মস্তক; কাণ্ড ভাগ।

চালনা।—নত করা বা সংকোচন; বিস্তৃত করা; বহির্নায়ন; অন্তর্নায়ন; চক্রবৎ গতি।

পরিণাম।—ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পেশীমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যায়ামাধীন হয়।

বৈঠক।—৩০ হইতে ৪০ মিনিট।

সময়।—একবার চালনার, ৩০ হইতে ৪০ সেকেণ্ড।

বিশ্রাম।—প্রত্যেক চালনাদ্বয় মধ্যে সমকাল বিশ্রাম।

চালনা।—ধীর এবং সাবধ।

সাবধানতা।—কোন অঙ্গ আটিয়া ধরা নিষেধ; রক্তবহা-নাড়ী চাপিত করা নিষেধ; রোগীর অবস্থানুসারে বাধা নিয়মিত করা; শ্বাস-প্রশ্বাস,

banglabooks.in

নাড়ী-স্পন্দন ও হৃৎকম্পের প্রতি দৃষ্টি রাখা। শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ী-স্পন্দনের অধিকতর দ্রুত হওয়া নিরাপদ নহে; যদি এরূপ হয় অথবা রোগীজ্বস্তন উঠায়, ব্যায়াম বন্ধ করা ও বিশ্রাম দেওয়া উচিত; কিয়ৎকাল পরে সাবধানতার সহিত ব্যায়াম পুনঃ চালাইতে হইবে।

ফল।—ব্যাড নহিম চিকিৎসায়—১। হৃৎপিণ্ড আয়তনে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়; ২। নাড়ীর স্পন্দন ধীরতর এবং সবল হয়; ৩। ধমনীমণ্ডল পূর্ণ থাকে; ৪। শিরামণ্ডলীতে শোণিতের স্বল্পতা ঘটে; ৫। মূত্র-পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়; ৬। জলশোথ হ্রাস পাইয়া যায়।

২। সাধারণ আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।

রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই, বিশেষতঃ আশঙ্কিত রোগাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে অবলম্বনীয়। ডাঃ গিব্‌সন রসবাত হইতে এণ্ডোকার্‌ডাইটিস রোগোৎপন্নের সংখ্যা গণনায় দেখাইয়াছেন যে, যে সকল তরুণ রস-বাতগ্রস্ত রোগী রোগকালে বস্ত্রাবৃত দেহে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামাবস্থায় সুরক্ষিত হয়, তাহাদিগের এণ্ডোকার্‌ডাইটিস রোগের শতকরা অনুপাত অতীব অল্প। তরুণ রস-বাত রোগকালে যদি সামান্য ভাবেও এণ্ডোকার্‌ডাইটিসের লক্ষণ দেখা দেয়, উভয় রোগের আরোগ্যের পরেও রোগীকে দুই তিন সপ্তাহ, উপরিউক্ত সাবধানতায় রক্ষা করিয়া সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরাকরণ কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতে হৃদ্রোগপ্রবণতার কারণ বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাদিগের যে, সর্ব্বাবস্থাতেই শৈত্য-সিক্ততাদি নানাবিধ রোগের কারণ হইতে শরীর রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা জ্ঞাত থাকা উচিত। সুরা পান, পেশীর টানাটানি, মানসিক উত্তেজনা, অঙ্গাদির চালনা এবং কদভ্যাস ঘটিত বিবিধ প্রকার অপচার হইতে ইঁহাদিগের শরীর রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্মরণীয়। কারণ তাহাতে রোগ প্রবণতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের আহার বিহারাদি সুনিয়ন্ত্রিত রাখা সঙ্গত।

banglabooks.in

ত্বগুপরি পশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া তদুপরি যথোপযুক্ত বস্ত্রের ব্যবহার উপযোগী। অম্ল-রোগপ্রবণ ধাতুদোষের প্রশ্রয়কারী তাম্রকূট, চা, কাফি, গরম মসলা এবং সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক পানাদির বর্জ্জন করা উচিত। ইহাদিগের পক্ষে শুষ্ক খাদ্য উপকারী। ইহারা মধ্যবিধ শ্রমসাধ্য ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। বৃক্ষারোহণ, দৌড়ান ও ভারি বস্তুর উত্তোলন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়, অপিচ শ্রমহীনতা, আলস্যপরতন্ত্রতাদিও রোগ কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। মধ্যবিধ শ্রমের ব্যায়াম, প্রচুর ও শুষ্ক নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্য রশ্মির সেবন উপকারী। ইহাঁদিগের সিক্ত স্পঞ্জের স্নান বা তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এবং পরে শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বিলক্ষণ গাত্র ঘর্ষণ বিধি সঙ্গত।

—o—

banglabooks.in

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হৃৎপিণ্ড-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি হার্ট।

(DISEASES OF THE HEART.)

লেক্‌চার ১২৯ (LECTURE CXXIX)

হৃদ্বিবৃদ্ধি এবং হৃৎপ্রসার বা হাইপারট্রফি এণ্ড্ ডাইলেটেশন।

(HYPERTROPHY OF THE HEART AND DILATATION.)

বিবরণ।—হৃদ্বিবৃদ্ধি এবং হৃৎপ্রসার দুইটি স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া বিবেচিত হইলেও সাধারণতঃ ইহাদিগের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রী দৃষ্টিগোচর হয় না। যেহেতু অধিকাংশ স্থলেই ইহাদিগের একের অভ্যুদয়েই অপরের সূত্রপাত হইয়া উভয়ে যুগপৎ অবস্থিতি করে। এজন্য উভয় রোগকে আমরা এক লেক্‌চারভুক্ত করিয়া বর্ণনা করাই রোগের সম্যগুপলব্ধি পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়া তদ্রূপই করিলাম।

পরিভাষা।—হৃৎপেশীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধিবশতঃ হৃৎপিণ্ড-বর্দ্ধনকে **হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হৃৎপিণ্ডের হাইপারট্রফি** বলে। ইহাতে হৃৎপিণ্ড প্রাচীরের ন্যূনাধিক ঘনত্ব জন্মে। এক বা একাধিক হৃৎকোটরের আকার বর্দ্ধিত হইলে তাহা **হৃৎপ্রসার বা হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেশন** বলিয়া কথিত। ইহাতে প্রাচীরের ঘনত্ব জন্মিতে অথবা নাও জন্মিতে পারে। শেষোক্ত অবস্থায় অনেক সময়েই স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রাচীর পাতলা হইয়া যায়।

banglabooks.in

প্রকার ভেদ।

১। সহজ বিবৃদ্ধি বা সিম্পল হাইপারট্রফি (Simple Hypertrophy), অথবা প্রসার রহিত বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি উইদাউট ডাইলেটেশন (Hypertrophy without dilatation)।

২। বিবৃদ্ধিসহ প্রসার বা হাইপারট্রফি উইথ্ ডাইলেটেশন (Hypertrophy with dilatation)। ইহাকে "কেন্দ্রভ্রষ্ট বিবৃদ্ধি" বা "একসেণ্ট্রিক হাইপারট্রফি" (Eccentric Hypertrophy) নামে অভিহিত করিয়া "সম-কৈন্দ্রিক বিবৃদ্ধি" বা "কন্‌সেণ্ট্রিক হাইপারট্রফি" (Concentric Hypertrophy), যাহাতে হৃৎকোটরাকারের স্বল্পতা জন্মে, তাহা হইতে প্রভেদিত করা হয়। ফলতঃ অধুনা শেষোক্ত ঘটনা মরণান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

৩। প্রসারণ সহ হৃৎপ্রাচীরের কৃশতা বা ডাইলেটেশন উইথ্ থিনিং অব দি হার্টওয়ালস (Dilatation with thinning of the heart walls)। প্রাচীরের উভয় অনিবিড়তা অথবা ঘনত্ব বিরহিত সহজ প্রসারণ বলিয়া বোধ হয় কোন রোগের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। বিবৃদ্ধি যুক্ত প্রসারণ বলিয়া এক প্রকার হৃদ্রোগের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা প্রসারযুক্ত বিবৃদ্ধির সম রোগ নহে। এই দুই প্রকার রোগ মধ্যে প্রভেদ এই যে, বিবৃদ্ধি রোগে হৃৎপিণ্ড-প্রাচীরে প্রসার যুক্ত বিবৃদ্ধি ঘটিত কার্য্যকরী শক্তি থাকে, কিন্তু বিবৃদ্ধিযুক্ত প্রসারণে, বিবৃদ্ধিবশতঃ কার্য্যকারি-শক্তি অপকৃষ্টতামূলক প্রসারণ সংঘটনে অপব্যয়িত হইয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রেও এবম্বিধ রোগ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। ফলতঃ সর্ব্বস্থলেই ইহার কার্য্য ফল স্বরূপ ইহা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পাদনে যে বাধা প্রদান করে তাহার সহিত তুলনায় রোগের প্রকার যতই হউক না কেন, তাহার কোন গুরুত্ব দেখা যায় না।

banglabooks.in

সাধারণ কারণ।—যে কোন ঘটনা বশতঃ হৃৎপিণ্ড স্বকার্য্য সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাই বিবৃদ্ধি এবং প্রসারের কারণ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের কার্য্য—(১) আধেয় বস্তুপরি সংকোচন; (২) বাধার অতিক্রম করিয়া শোণিত চালনা; (৩) সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হৃৎ-কপাটপথে শোণিতের স্রোত বহিয়া যাওয়ার সুযোগ প্রদান।

১। হৃৎ-পেশীর দৌর্ব্বল্য—ইহাতে আধেয়োপরি হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত সংকোচনের বাধা জন্মে। হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত শক্তি থাকিলেও, অসাধারণ ঘটনাধীনে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে, তাহা প্রচুর না হইতে পারে; যেমন হঠাৎ কঠিন পরিশ্রম. দৌড়ান, ভারি বস্তুর উত্তোলন, সন্তরণ ইত্যাদিতে, অথবা উচ্চ স্থানে স্বল্প পরিশ্রমেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। তথাপি ইহা আনুপাতিক দৌর্ব্বল্য। হৃৎপিণ্ডের প্রকৃত দুর্ব্বলতা থাকিয়া প্রচলিত অবস্থাতেই ইহার নিয়মিত কার্য্যের—আধেয়োপরি সংকোচনের—বাধা জন্মাইতে পারে। সাধারণ অথবা স্থানিক অপ্রচুর পোষণেও হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য ঘটে। করোনারী ধমনীর এথারমা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোমল অর্ব্বুদ রোগেও হৃৎপিণ্ড-পেশীতে উপযুক্ত পরিমাণ শোণিত গতির বাধা প্রযুক্ত স্থানিক পোষণের হানি জন্মিতে পারে। যে কোন কারণে সাধারণ পুষ্টির বিকার ঘটিলেও হৃৎপিণ্ড-পেশীর আনুপাতিক দুর্ব্বলতা ঘটে। পুরাতন অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা, অথবা সৌত্রিক পরিবর্ত্তন, অথবা অপকৃষ্টতা, তরুণ জ্বর অথবা সংক্রামক জ্বরাদি তরুণ অপকৃষ্টতার দৌর্ব্বল্য আনিয়া হৃৎপিণ্ড সংকোচনের স্বল্পতা ঘটাইতে পারে। রস-বাতজ পেরিকারডাইটিস ও এণ্ডোকারডাইটিস এবং তরুণ মায়োকারডাইটিস বা হৃৎপেশী-প্রদাহের পরিণামেও ইহা জন্মিতে পারে।

২। শোণিত স্রোতের অগ্রগতির বাধা—ইহাও হৃদ্বিবৃদ্ধি ও প্রসার আনিতে পারে। এই বাধা সর্ব্বাঙ্গীন

banglabooks.in

শোণিত সঞ্চলন পথে সংঘটিত হইলে বাম হৃৎপিণ্ড বিকারগ্রস্ত হয়। কিন্তু ফুস্‌ফুস নাড়ীর শোণিত সঞ্চলনের বাধায় দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের রোগ আইসে। সাধারণ রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীতে শোণিত-স্রোতের বাধার কারণ—(ক) এণ্ডো-আর্টারাইটিস কর্ত্তৃক শোণিত-পথের পরিসরের সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীপ্রাচীরের অনমনীয়তা; (খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর আক্ষেপ—এণ্ডোকারডাইটিস, ব্রাইটস্ ডিজিজ, ইরিক এসিড সংস্থষ্ট রোগ প্রবণতা, অথবা আবশ্যকাতিরিক্ত আহার ও অত্যধিক সুরাসার যুক্ত মদ্যাদির ব্যবহার প্রযুক্ত ইহা সংঘটিত হইতে পারে।

ফুস্‌ফুস্-শোণিতসঞ্চলনের বাধার কারণ—(ক) হৃৎপেশীর দুর্ব্বলতা, প্রসার অথবা কপাটিক রোগ, বিশেষতঃ দ্বি-পত্রিক কপাট রোগ প্রযুক্ত বাম হৃৎপিণ্ডের অশক্ততা বা ফেলিয়োর; এবং (খ) ফুস্‌ফুস্-রক্ত-বহা নাড়ীর আক্ষেপ, এণ্ডোকারডাইটিস অথবা অবরোধ উপস্থিত থাকিতে পারে।

৩। হৃৎকপাটের অবস্থার এবং তাহার কার্য্যের যে কোন প্রকারে অসম্পূর্ণতা—(ক) কপাটের সংকুচিত ভাব, অথবা (খ) তাহার অপ্রচুরতা। কপাটের ষ্টিনসিস বা সঙ্কুচিত ভাব এবং অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্সির কারণাদির বিষয় তাহাদিগের বর্ণনকালে লিখিত হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশনের পদ্ধতি।—নিয়মিত কার্য্যাতিরিক্ত কার্য্য সম্পাদনের আবশ্যকতাবশতঃ হৃৎশক্তির বর্দ্ধনই কম্পেনসেশন বা ক্ষতিপূরণাত্মক বিষয়; ক্ষতিপূরণের দুইটি প্রথা :—

১। হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার প্রবলতা ও সংখ্যার বর্দ্ধন—"ক্ষতিপূরণার্থ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এবং ইহা বিশেষ ভাবে হঠাৎ আবশ্যকতা সম্পূরণার্থ প্রযোজিত হয়। ইহার উপমা স্থলে অল্প কিয়দ্দূর দৌড়াইলে যে, হৃৎপিণ্ডের প্রবল ও দ্রুত ক্রিয়া হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কম্পেন্‌সেশন বা ক্ষতিপূরণার্থ হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার বৃদ্ধি

banglabooks.in

অনেক সময় হৃদ্বিবৃদ্ধি সংস্রবে সংঘটিত হয়; ইহা অতি গুরুতর বিষয় বলিয়া স্মরণীয়। ইহার উপমা এই যে, বৃহদ্ধমনীর পুনর্গ্রাসে (Aortic regurgitation) বাম ধমনী-কোটরের বৃদ্ধি, স্বকৃত চেষ্টায়, প্রসারণ সংসৃষ্ট শোণিত পুনগ্রাসের ক্ষতিপূরণে ক্বচিৎ প্রচুর হয়। ক্ষতি-পূরণের প্রচুরতা রক্ষা জন্য এস্থলে বাম ধমনীকোটরের সংকোচনের সংখ্যার বৃদ্ধির আবশ্যকতা জন্মে। কেননা ধমনী কোটর রক্তশূন্য করিতে, প্রসারণকালে শিরা কোটর হইতে তাহাতে যে নিয়মিত রক্ত অগ্রসর হয় তাহা, এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি কপাটের অনুপযুক্ততাপ্রযুক্ত বৃহদ্ধমনী হইতে যে রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হয় তাহাও বিতাড়িত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে নাড়ী-স্পন্দন নিয়মিত ৭২ সংখ্যায় হ্রাস করণার্থ চিকিৎসা অজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে। যেহেতু তাহাতে ধমনী-কোটর উভয় সংকোচন মধ্যে প্রচুর সময় পাইয়া তাহার যে শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা, তাহার পরিণাম বিস্তৃতিতে পর্য্যবসিত হইয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। অন্য প্রকারে, বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি দ্বারা—

"হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট (Hypertrophy of the Heart)।—"হৃদ্বিবৃদ্ধিতে প্রকৃত পক্ষেই হৃৎপেশীর পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের শক্তির আবশ্যকতানুরূপ তাহা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবস্থাটি অবিমিশ্র ক্ষতি পূরণাত্মক এবং জনন-প্রাণন-ক্রিয়ানুমোদিত। লৌহকারের বাইসেপস্ পেশীর বৃদ্ধি সহ ইহা তুলনীয়। বিবৃদ্ধির সংঘটন পূর্ব্ববর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী কতিপয় ঘটনা সাপেক্ষ, যথা :—

"১। কিয়ৎপরিমাণ সময়ের প্রয়োজনীয়তা—হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অতীব ধীর ক্রিয়াপ্রকরণ সাপেক্ষরোগ। ইহার প্রজননে নিতান্ত পক্ষে দুই সপ্তাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণতা পাইবার পূর্ব্বে হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার শক্তি এবং সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিত প্রাথমিক

banglabooks.in

ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশন উপস্থিত হইতে পারে। হৃদ্বিবৃদ্ধির ক্রিয়াপ্রকরণ এতই মন্থরতা সহ সম্পাদিত হয় যে, ক্ষতি-পূরণ সম্পূর্ণতা পাওয়ার পূর্ব্বেই বিশৃঙ্খল শোণিত সঞ্চলন বশতঃ অনেক রোগী মৃত্যুগ্রাসে পড়িতে পারে।

"২। অধিকতর অপায়-পরিমাণ নিষ্ফলপ্রদ—সহজেই অনুমিত হইবে যে, পেশী বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফির পরিমাণের যতই বৃদ্ধি হউক, অতীব বিস্তৃত অপায়ে শোণিত-সঞ্চলনের সামঞ্জস্য পুনঃ স্থাপিত হয় না।

"৩। অপায় অতীব দ্রুত বর্দ্ধনশীল হইবে না—কোন অপায়ের বৃদ্ধির গতির প্রথমে অতি স্বল্পতা বশতঃ ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণতা পাইতে পারে, কিন্তু তাহা ক্রমবর্দ্ধনশীল হইলে তাহার সহিত হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফির সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়া অতি কঠিনসাধ্য হইতে পারে।

"৪। হৃৎপেশীর অবস্থা সুস্থ থাকার আবশ্যক—ইহা অত্যাবশ্যকীয় অবস্থা মধ্যে গণ্য। পেশীর দৌর্ব্বল্য হৃদ্বিবৃদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব ঘটাইতে অথবা অসম্পূর্ণ এবং প্রয়োজনের অনুপযুক্ত বিবৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারে। অতএব তাহাতে ক্ষতিপূরণ হইলেও তাহা অসম্পূর্ণ থাকে। হৃৎপেশীর দুর্ব্বলতা যে কোন সময়েই বিবৃদ্ধি রক্ষায় বাধা জন্মাইতে পারে; এমতাবস্থায় ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশনের অভাব হওয়া নিশ্চিত।" (ডাঃ লকউড)

কারণ তত্ত্ব।—বাম হৃদ্ধমনী-কোটর বা ভেণ্ট্রিকলের বিবৃদ্ধির কারণীভূত হৃদপায়াদি:—বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্সি অথবা সংকুচিত ভাব; দ্বি-পত্রিক বা মাইট্র্যাল অকর্ম্মণ্যতা; হৃদ্বহির্বেষ্ট-ঝিল্লির সংযোগ, বিশেষতঃ যুবকদিগের মধ্যে; এবং তান্তব হৃৎপেশী-প্রদাহ। হৃদ্বিবৃদ্ধি—"স্নায়বিক ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটিত ক্রিয়াধিক্য, যেরূপ চক্ষু-গোলকের বহিঃসরণ বা এক্সফথ্যাল্‌মিক গয়েটারে হইয়া থাকে এবং

banglabooks.in

অনেক দিন স্থায়ী স্নায়বিক হৃৎকম্প, এবং চা, সুরাসার ও তাম্রকুট সেবনের ফলেও হইতে দেখা যায়।" (ডাঃ অস্‌লার.) শোণিতবহা-নাড়ীর নিম্নলিখিত অবস্থাদিও ইহার কারণ হইতে পারে: (১) সাধারণ ধমনী মণ্ডলের ঘনীভূত স্থূলতা; (২) বৃহদ্ধমনী-পথের-সংকীর্ণতা—(ক) আজন্ম সংকোচন বা ষ্টিনোসিস, অথবা (খ) বহিরাগত চাপ; (৩) ধমনীমণ্ডলের আততাবস্থা—(ক) সাইট্‌স্ ডিজিজ, ক্ষুদ্রবাত বা গাউট কিম্বা উপদংশ প্রভৃতি কতিপয় রোগ-বিষ, অথবা (খ) সীসকাদি কতিপয় খনিজ বিষোত্তেজনায় ক্ষুদ্রতর নাড়ীবৃন্দের সংকোচন দ্বারা সংঘটিত।

ইতিপূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইয়াছে,—দ্বি-পত্রিক অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌-কম্পিটেন্‌সি অথবা সংকোচন বা ষ্টিনোসিস, চাপ অথবা বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা অথবা সংহৃতি বা সিরোসিস প্রভৃতি যে কোন প্রকার প্রতি-রোধোৎপাদক ঘটনাপ্রযুক্ত পাল্‌মনারি বা ফুস্‌ফুস্-ধমনীতে প্রতিরোধ-শক্তির বৃদ্ধি হয় তাহাতেই দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মে; দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড-কপাটের অপায়, বিশেষতঃ ষ্টিনোসিস বা সংকোচন অথবা ফুসফুসধমনী-রন্ধ্রের অন্যান্য প্রকার অবরোধক ঘটনাও ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে। ডাঃ অস্‌লার বলেন যে, বাম হৃৎ-পিণ্ডের পুরাতন কপাট-রোগ এবং হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লির সংযোগ বা এডিশন শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বে দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফির সংশ্রবে আইসে। অরিকল বা শিরা-কোটরের কখন সহজ বিবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় না, সর্ব্বস্থলেই প্রসারসহ বিবৃদ্ধি দেখা যায়। বাম শিরা-কোটরে এবম্বিধ অবস্থা দ্বি-পত্রিক রন্ধ্রের অপায়, বিশেষতঃ ষ্টিনোসিস্ বা সংকোচন প্রযুক্ত জন্মে। দ্বি-পত্রিক ষ্টিনোসিস বা সংকোচন অথবা ফুসফুস-ধমনীর অপায়বশতঃ ক্ষুদ্রতর বা ফুস্‌ফুসীয় শোণিতসঞ্চলনে অত্যধিক বর্দ্ধিত শোণিত-সঞ্চাপ (blood presure) বশতঃ

banglabooks.in

দক্ষিণ শিরা-কোটর বিবর্দ্ধিত হয়। ত্রিপত্রিক রন্ধ্রের সংকীর্ণতা অতি অল্পই জন্মিয়া থাকে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ইহাতে সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ড (সাধারণ বিবৃদ্ধি), অথবা কেবল এক পার্শ্বে, অথবা প্রতি পার্শ্বে একটি করিয়া অথবা একটি মাত্র কোটর আক্রান্ত হইতে পারে, শেষোক্ত আক্রমণাদির প্রত্যেকেই **আংশিক হৃদ্বিবৃদ্ধি** বলিয়া কথিত। অতীব বিরল ঘটনাস্বরূপ কেবল ক্ষুদ্রাংশমাত্র আক্রান্ত হইলে তাহাকে সীমাবদ্ধ হৃদ্বিবৃদ্ধি বলে। বাম ধমনী-কোটরের আক্রমণের সংখ্যাই অধিকতর; তাহার পরেই দক্ষিণ ধমনী-কোটর; দক্ষিণ শিরা-কোটরের আক্রমণ সংখ্যাই অধিকতর তাহার পরে বাম শিরা-কোটরের স্থান। হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত গুরুত্ব পুংজাতিতে প্রায় নয় এবং স্ত্রীজাতিতে প্রায় আট আউন্স; রোগের অতিবৃদ্ধিতে তাহা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ আউন্স পর্য্যন্ত যাইতে পারে; ফলতঃ সাধারণতঃ বৃদ্ধি কুড়ি আউন্স অতিক্রম করে না। বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফির পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থ তাহার প্রাচীরের ঘনত্বের মাপ লওয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডে বাম ধমনী-কোটর-প্রাচীর এক ইঞ্চের এক তৃতীয়াংশ হইতে অর্দ্ধাংশ; দক্ষিণ ধমনী-কোটর এক পঞ্চমাংশ হইতে এক ইঞ্চের এক চতুর্থাংশ; বাম শিরা-কোটর-প্রাচীর এক ইঞ্চের প্রায় এক অষ্টমাংশ; এবং দক্ষিণ শিরা-কোটর-প্রাচীর এক ইঞ্চের প্রায় এক দ্বাদশাংশ পর্য্যন্ত থাকে। হৃৎপ্রাচীরিক পরিমিতি এতদপেক্ষা অধিকতর হইলে তাহা বিবৃদ্ধি বলিয়া ধর্ত্তব্য। বিবৃদ্ধিরোগে সাধারণতঃ নিয়মিত প্রাচীরিক ঘনত্বের দুই অথবা তিন গুণ বৃদ্ধি হয়, এবং কখন কখন বিরলতর ঘটনায় তাহা চারি গুণ পর্য্যন্ত যায় ডাইলেটেশন বা প্রসারণ অত্যধিক হইলে স্থূলতর প্রাচীরও পাতলা অনুমান হয়। বিবৃদ্ধিতে হৃৎপিণ্ডের আকারের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়; দক্ষিণ ধমনী-কোটর বিবৃদ্ধ হইলে অনুপার্শ্বভাবে হৃৎপিণ্ডের

banglabooks.in

প্রশস্ততার বৃদ্ধি হয় এবং চূড়ার স্থূলতা জন্মে; বিবৃদ্ধি বাম ধমনী-কোটরাশ্রিত হইলে হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি করে এবং সাধারণতঃ তাহাতে গহ্বরের প্রসার হয়; ইহার দ্বারা উভয় হৃদ্ধমনী-কোটর আক্রান্ত হইলে হৃৎপিণ্ড গোলাকার পায়। হৃৎপেশী নিয়মিত অবস্থাপেক্ষা কঠিনতর এবং তাহার বর্ণ উজ্জ্বলতর ও নবীনত্বের স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—অধিকাংশ স্থলে যে পর্য্যন্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাই-পারট্রফি ক্ষতিপূরণে যথেষ্ট বা কম্পেন্সেটরি থাকে, রোগী কোনরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে না। যেহেতু প্রাথমিক অপায় হইতে স্বভাবত যে সকল শোণিত-সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা এবং লক্ষণাদি উপস্থিত হয় হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ডাঃ অসলার বলেন, "এই জন্য প্রায় সর্ব্বস্থলেই ইহা নিরবচ্ছিন্ন উপকার সাধক; তথাপি যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় সাধারণতঃ তাহারা ইহার অকর্ম্মণ্যতা, অথবা যেরূপ কথিত হইয়া থাকে, ক্ষতিপূরণের বিশৃঙ্খলায় আরোপিত করা যায়।" ক্ষতি-পূরণাভাব সহ অস্পষ্ট প্রসারণ আরম্ভ হইলেই উভয় স্থানিক এবং সাধারণ লক্ষণাদি ক্রমানুসারে প্রকাশিত হইতে থাকে। রোগী অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বর্দ্ধনশীল বক্ষাভ্যন্তরীণ অস্বস্তি এবং পূর্ণতার অনুভূতি প্রকাশ করিতে পারে। রোগীর হৃৎস্পন্দনের অনুভূতি হইলেও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত রোগী এবং যাহারা অতিরিক্ত পেশীশ্রম করিয়াছে অথবা তাম্রকুট সেবন দ্বারা রোগ আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত ক্বচিৎ বেদনা অথবা হৃৎকম্পের অনুভব করে। যে কোন প্রকার উত্তেজনা, ভাবাবেশ অথবা অতিরিক্ত ভোজনে রোগের স্পষ্টতর বৃদ্ধি হয়। শিরঃশূল, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, কর্ণনাদ, শ্রমে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, মুখমণ্ডলের রক্তিমা, চক্ষুর সম্মুখে আলোকচ্ছটা এবং কাসি ও নৈশ অস্থিরতাদিও উপস্থিত হইতে পারে। প্রদাহ এবং ধমনীর ঘন-স্থূলত্ব (Sclerosis) সংঘটিত হয়। যে সকল স্থলে, বিশেষতঃ

banglabooks.in

ধমনীতে প্রতিরোধের বৃদ্ধি বশতঃ বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিয়া অনেককাল স্থায়ী হয়, তাহাতে ধমনস্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ এবং ধমনী-ঘন-স্থূলত্ব হইতে পারে। অতি বেগে শোণিত সঞ্চলনের ফলস্বরূপ ঘন-স্থূল ধমনীর বিদারণ ঘটিতে পারে। ইহা সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত ফুস্‌ফুসে (Pulmonary apoplexy) অথবা মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় (apoplexy)।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—বাম হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধি—পরিদর্শনে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের মধ্যে, হৃৎপিণ্ডদেশে পূর্ণতা অথবা উচ্চতা এবং তাহার সহিত বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া স্পষ্টতর হৃদ্‌ঘাত, এবং চূড়াস্পন্দনের অধঃ ও বহির্ম্মুখীন স্থানচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হয়।

সংস্পর্শন—সহজ হৃদ্বিবৃদ্ধিতে অনেক নিম্নে, সপ্তম অথবা অষ্টম পর্শুকামধ্য দেশে এবং স্তনাগ্রের দুই অথবা তিন ইঞ্চি বামে একটি ধীরোৎক্ষিপ্ত স্ফীতিবৎ সংকোচনোদ্‌ঘাত বা সিষ্টলিক ইম্পাস্ অনুভূত হয়। উদ্‌ঘাৎ এতই সবল যে, তাহা পরীক্ষকের অঙ্গুলি স্পষ্টতঃ উৎসারিত করে। অপিচ ইহার সহিত **প্রসারণ** বর্ত্তমান থাকিলে উপরিউক্ত সবল উদ্‌ঘাত বা ইম্পাল্‌স্ অধিকতর ত্বরিত এবং হঠাৎ ভাবের হইয়া থাকে। **উদ্‌ঘাত** অবিশ্রান্ত ভাবে সবল এবং বক্ষোভোলকভাবের থাকে এবং তাহাতে হৃৎ-পেশীর সুস্থ অবস্থা প্রকাশ করে। কখন কখন বৃহদ্ধমনী রন্ধ্রের উপরিদেশে দুর্ব্বলতর **ডায়াষ্টলিক বা প্রসারণ উদ্‌ঘাত** অনুভূত হয়। সহজ বিবৃদ্ধিতে নাড়ী সবল, নিয়মিত এবং অতীব আতত ভাবের থাকে। রোগে প্রসারণের সংশ্রব থাকিলে নাড়ী পূর্ণ, কিন্তু কোমল স্পর্শ এবং কথঞ্চিৎ তরতর বা দ্রুতভাবের হয়। অনিয়মিত লোপবিশিষ্ট নাড়ী ক্ষতিপূরণাভাবের (Failing compensation) এবং প্রসারণের প্রাথমিক লক্ষণাদির অন্যতম।

বিঘাতন—নিরেটতার ক্ষেত্র বুকাস্থির বামে লম্ব এবং অনুপার্শ্ব উভয় প্রকারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার সহিত দক্ষিণ ধমনী কোটরও বিবৃদ্ধ

banglabooks.in

হইলে হৃৎপিণ্ড-নিরেটতা বুক্কাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বেও বাড়িয়া যায়। মধ্যবিধ প্রকারের রোগে বাম পার্শ্বস্থ নিরেটতা উদ্‌ঘাতক্ষেত্রের সীমাসহ অতি নিকট সম্বন্ধিত থাকে। কিন্তু বিবৃদ্ধি অত্যন্ত বিস্তৃত হইলে সংকোচনোদ্‌ঘাত বা নিষ্টলিক ইম্‌পালস্‌ নিরেটতার দেশ অতিক্রম করিয়া অতি দূরবর্ত্তী স্থানে যায়।

আকর্ণন—সহজ বিবৃদ্ধির সংশ্রবে কপাটরোগ না থাকিলে হৃৎপিণ্ড শব্দের কোন পরিবর্ত্তন না হইতে পারে, অথবা চুড়াস্থ প্রথম শব্দ উচ্চ, প্রলম্বিত এবং গম্ভীর গর্জ্জনবৎ অথবা টংটং ধাতু-পাত্রোত্থিত শব্দবৎ হইতে পারে। ইহার দ্বিতীয় শব্দের স্বর তীব্রতর, অর্থাৎ উচ্চ, সুস্পষ্ট এবং মট্‌ শব্দ বিশিষ্ট। এই সকল স্থলে ধমনী প্রতিঘাত অধিকতর থাকায় দ্বিতীয় শব্দ অতীব স্পষ্টীকৃত হয়। বৃক্কক রোগ হইতে হৃদ্বিবৃদ্ধি জন্মিলে সাধারণতঃ দ্বিতীয় শব্দ দ্বিরাবৃত্ত হয়। কপাটিক অপায়, রোগের কারণ হইলে, উপরিউক্ত শব্দাদি পরিবর্ত্তিত এবং মর্ম্মর শব্দ দ্বারা ন্যূনাধিক স্থানান্তরিত অথবা তাহার সংশ্রবযুক্ত থাকে।

দক্ষিণ পার্শ্বের বিবৃদ্ধি।—ফুসফুসীয় শোণিত সঞ্চলনে বর্দ্ধিত প্রতিরোধ প্রযুক্ত সাধারণতঃ দক্ষিণ ধমনী কোটরের বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মে। যতকাল সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশন রক্ষিত হয়, কোন প্রকার লক্ষণ অথবা প্রাকৃতিক চিহ্নাদি উপস্থিত হয় না। এরূপে বহুদিন এমন কি, বৎসরের পর বৎসরও চলিতে পারে। ফলতঃ সর্ব্ব প্রকার হৃৎপিণ্ড অপায় মধ্যে ইহা অতীব অটল প্রকৃতির এবং স্বাস্থ্য রক্ষক। যেহেতু দক্ষিণ হৃদ্ধমনীকোটরের বিবৃদ্ধির সহিত সাধারণতঃ, দ্বি-পত্রিক কপাট রোগ, বিশেষতঃ সংকোচন বা ষ্টিনোসিস সংসৃষ্ট থাকে, তদ্ধেতু দ্বি-পত্রিক কপাট রোগের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি যত্নতঃ বিবেচনার প্রয়োজন।

banglabooks.in

শোণিতসঞ্চলনের বিভ্রাট আনয়ন করে। যদি কোন কঠিন ও আকস্মিক মানসিক ভাবাবেশ অথবা নিয়মাতিরিক্ত শ্রমবশতঃ হঠাৎ ক্ষতিপূরণের অভাব ও তরুণ প্রসারণ ঘটে তাহাতে জীবনাংশ দ্রুততর বেগে শেষ হইয়া যায়। ডাঃ এণ্ডার্‌স্‌ ভাবীফল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন :—

মঙ্গলজনক অবস্থাদি—(১) যদি হাইপারট্রফির উৎপত্তি আকস্মিক কারণ ঘটিত অপায়ের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশনে সমর্থ হয়।

(২) যাহাতে রোগ-কারণাদি অপসারণ সাধ্য থাকে, অথবা ন্যূনাধিক চিকিৎসার আয়ত্তাধীন হয়।

(৩) যেস্থলে বহিরবস্থাদি—বাসস্থান, জলবায়ু ইত্যাদি স্বাস্থ্যানুকূল এবং দৈনন্দিন ব্যবহার ও দৈহিক পুষ্টি যথোপযুক্ত থাকে।

অমঙ্গলজনক অবস্থাদি—(১) যাহাতে হৃৎপিণ্ড-পুষ্টির অসম্পূর্ণতার চিহ্ন উপস্থিত হয়;—(২) যখন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু হৃৎপিণ্ড-প্রসারণের প্রমাণ-স্বরূপ—অজীর্ণ, দ্রুত ও অনিয়মিত নাড়ী এবং জল-শোথ প্রভৃতি দেখা দেয়;—(৩) যখন অর্থহীনতা, অসার আহার্য্য, অসংযত স্বভাব এবং স্বাস্থ্যের প্রতিকূল বহিরবস্থাদির সংমিলন ঘটে; এবং—(৪) যখন দৃশ্যতঃ সবল হৃৎপিণ্ডের হঠাৎ প্রসারণ এবং অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য জন্মে।

৩। হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেশন অব দি হার্ট।

(DILATATION OF THE HEART)

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—ইতিপূর্ব্বে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণে তাহার প্রাচীরের স্থূলতা অথবা বিরলতা বা পাতলা ভাব উভয়ই থাকিতে পারে—বিবৃদ্ধি সংশ্রবীয় প্রসারণে স্থূলত্ব জন্মে। ধমনী-কোটরের সংকোচন বা সিষ্টোলিকালে তাহা সম্পূর্ণ রক্তশূন্য

banglabooks.in

না হইলে তৎক্ষণাৎ প্রসারণের সূত্রপাত হয়। বামাপেক্ষা অধিকতর সময়ে দক্ষিণ হৃদ্ধমনী-কোটরের প্রসারণ জন্মে। সাধারণতঃ একাধিক কোটর ন্যূনাধিক আক্রান্ত হয়, এবং যে স্থল বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্সি, রোগ কারণ, তাহাতে, সমস্ত কোটরেরই প্রসারণ ঘটে। দ্বি-পত্রিক ষ্টিনোসিস্ বা সংকোচনে অনেক সময়েই বাম শিরা-কোটর বা অরিকল অত্যধিক প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সমগ্র কোটরাপেক্ষা বাম ধমনী-কোটরের প্রসারণের সংখ্যা স্বল্পতম। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, হৃদ্বিবৃদ্ধি ক্ষতিপূরণ-প্রক্রিয়া ঘটিত বা কম্পেন্‌সেটরি রোগ, এবং ইহা রক্ষণশীল, ও শোণিত-সঞ্চলনের সামঞ্জস্যের রক্ষক। ইহা হৃৎশক্তির পরিচায়ক, এবং ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া সুসম্পাদিত হয়। অন্য পক্ষে প্রসারণ বা ডাইলেটেশনক্রিয়া ধ্বংসাত্মক, ইহা দুর্ব্বলতার প্রমাণ স্বরূপ, এবং ইহাতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অসম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। হৃৎকপাটরোগের গৌণ অপায়-স্বরূপ **হৃদ্বিবৃদ্ধি সহ প্রসারণ** জন্মে, ইহার মধ্যে বিবৃদ্ধি পূর্ব্বগামী ও ক্ষতিপূরণশীল। ক্ষতিপূরণ বা কম্পেন্সেশনের অভাব হইলে ক্রমে ক্রমে প্রসারণ সংঘটিত হয়। অন্যান্য স্থলে অতি টানাটানির শ্রম ও অন্যান্য কারণবশতঃ হঠাৎ হৃৎপিণ্ড-অপায় সংঘটনে প্রথমে প্রসারণ ঘটে এবং তাহার পরে ক্ষতিপূরক বিবৃদ্ধি আইসে। সর্ব্বস্থলেই হৃৎপিণ্ড স্বকার্য্য সাধনে অপারগ হইলে পরিণামে প্রসারণ হয়। ইহার কারণ—কপাটিক রোগ অথবা অন্যবিধ কারণে নিয়মাতিরিক্ত কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা, অথবা হৃৎপ্রাচীরের পুষ্টিহানিবশতঃ নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনে অক্ষমকর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি। এবম্বিধ ঘটনায় ধমনীপথে রক্তাল্পতা অথবা শিরায় রক্তাধিক্য সংঘটিত হয় এবং হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ শোণিতের বিতাড়নে কোটর রক্তশূন্য করিতে অপারকতাবশতঃ সর্ব্বসময়েই কথঞ্চিৎ তলানিবৎ রক্ত থাকিয়া যায়। এই তলানি রক্ত, বিশেষতঃ হৃৎপ্রাচীর দুর্ব্বল থাকিলে, হৃৎকোটরের আকার এবং প্রসার বর্দ্ধিত করে। শিরা কোটরের

banglabooks.in

প্রসারণ বা ডাইলেটেশন সংঘটিত হইলে তাহাদিগের সংলগ্ন বৃহৎ বৃহৎ শিরা, কপাট (Valves) দ্বারা সংরক্ষিত না থাকায়, সাধারণতঃ প্রসারিত এবং অত্যন্ত বর্দ্ধিতায়তন হইতে পারে। আক্রান্ত হৃৎপিণ্ডাংশ এবং প্রসারণের পরিমাণানুসারে হৃৎপিণ্ডের আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে। হৃৎপেশী-উপাদানে অপকৃষ্টতার চিহ্ন দেখা দেয়। রন্ধ্র নিচয়েরও, বিশেষতঃ শিরা-ধমনী-কোটর-রন্ধ্রেরও সমদশা ঘটে; অপিচ তাহাতে প্রাচীরিক বিস্তৃতি বশতঃ রন্ধ্র হইতে পেশী স্তম্ভের মূল দূরতর-নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, কপাট রন্ধ্র-রোধে অক্ষম হইয়া পড়ে। ধমনী-কোটরের প্রসারণ এবং সংকোচন-শক্তির দৌর্ব্বল্যবশতঃ অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে স্থিতিশীল (Passive) শিরা-শোণিতাধিক্য জন্মে, তাহাতে বিবিধ যন্ত্রে রোগজ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

কারণ-তত্ত্ব।—যে সকল সাধারণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি এবং প্রসারণ সংঘটিত হয়, তাহাদিগের সাধারণ কারণের বর্ণনায় ইতি-পূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যে কোন কারণ হৃদন্তর-বেষ্ট-ঝিল্লির আতত বা টান টান (Tension) ভাবের বৃদ্ধি অথবা হৃৎপ্রাচীরের পুষ্টিহানি উপস্থিত করে তাহারই ফল স্বরূপ হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ জন্মিতে পারে। হঠাৎ অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্য্য, যেমন ভার উত্তোলন, অথবা অত্যুচ্চ পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতি অনেক সময়ে তরুণ প্রাথমিক প্রসারণ আনয়ন করে। হঠাৎ ভীতি এবং মানসিক আবেগও প্রসারণ উৎপন্ন করিয়াছে। বিশেষতঃ রোগ-প্রতিরোধক বা শারীরিক সংরক্ষিণীশক্তি ক্ষীণ থাকিলে উপরিউক্ত কারণাদির সহজে কার্য্য হয়—ডাঃ ডে কষ্টা দ্বারা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, যুবক এবং সৈন্যদিগের মধ্যে এই কারণ থাকায় রোগ সংঘটন হয়। ব্যায়ামের নিয়মাদিতে অজ্ঞ অথবা অসম্পূর্ণ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ব্যায়ামও তরুণ প্রসারণ আনয়ন করিতে পারে। অশ্বের যে রোগ হইলে আমরা "ব্রোক্‌ন্ উইণ্ডেড" বা শ্বাসাল্পতাযুক্ততা বলি, তাহাও কোন

banglabooks.in

প্রকার অসাধারণ অথবা প্রলম্বিত পরিশ্রমবশতঃ জন্মে। যাহাদিগের এই প্রকারে রোগ জন্মে তাহারা কিয়ৎকালের জন্য নিয়মিত কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইতে পারে, অথবা স্থায়ীরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়াও যাইতে পারে, এবং কখন কখন তাহাদিগের কপাট-রোগ জন্মে।

পুষ্টির হানি, এবং তাহার ফলস্বরূপ হৃৎপ্রাচীরের দৌর্ব্বল্য এবং প্রতিরোধশক্তির স্বল্পতা ঘটিত হৃৎপ্রসারণ, হৃৎপেশীর পুরাতন অপকৃষ্টতা প্রযুক্ত সমানীত হইতে পারে; অপিচ বিশেষ জাতীয় জ্বরাদি, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বর হইতে অথবা তাহার গতিকালে উৎপন্ন হৃৎপেশী-প্রদাহ; তরুণ হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ অথবা হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ; রক্তহীনতা, লিউকিমিয়া এবং ক্লোরোসিস্ বা শীতাদ ও সাধারণ পুষ্টি-বিকার; সুরাসার-বিষাক্ততা এবং উপদংশ প্রভৃতিও ইহার কারণ হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—তরুণ প্রসারণের হঠাৎ আক্রমণ হয়। ইহাতে দ্রুত ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং হৃৎকম্প, সম্ভবতঃ কঠিন হৃৎশূল, এবং শিরা-শোণিত সঞ্চলনের অবরোধ ঘটিত সাধারণ প্রাকৃতিক চিহ্ন ও লক্ষণ উপস্থিত হয়।

পুরাতন প্রসারণের লক্ষণ মধ্যে ক্ষীণ শোণিত-সঞ্চলন এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদির সাধারণ শিরা-রক্তাধিক্যের লক্ষণাদিই অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। শিরঃশূল থাকিতে পারে এবং সাধারণতঃ তাহা উপবেশন করিলে বৃদ্ধি পায়, অনেক সময়েই রোগীর অচৈতন্য এবং একরূপ কাসির আক্রমণ হয়; নাড়ী ক্ষীণ, ধমনী রক্তশূন্য এবং শিরা শোণিত প্রসারিত থাকে। বিবিধ যন্ত্রের শিরা-শোণিতাধিক্যই ইহার গুরুতর লক্ষণাদির কারণ :—

(১) মস্তিষ্ক—**তরুণ রোগে** মস্তিষ্কের কোমল আবরক বা পায়ামেটারের রক্তাধিক্য এবং জল-শোথবশতঃ প্রলাপ, ভ্রান্তি, নিদ্রাহীনতা, মানসিক অবসাদ এবং শিরঃশূল জন্মে। **পুরাতন রোগে**

banglabooks.in

উপরিউক্ত লক্ষণাদিই ক্রমে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক কোটরে (ventricles of the brain) ক্ষরিত রসের সঞ্চয় প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে শিরোঘূর্ণনের আক্রমণ হইয়া অনেক সময়ে নাসিকা-রক্তস্রাব দ্বারা প্রশমিত হয়; চক্ষু সম্মুখে কাল কাল বিন্দু দেখা দেয় এবং কর্ণে ভোঁ ভোঁ ও গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়।

(২) **ফুসফুসের সম্ভব্য রোগ**—রক্তাধিক্য এবং ভারাধঃক্ষিপ্ত শোণিত সংসৃষ্ট (hypostatic) নিউমোনিয়াক্রান্ত প্রদেশ; ব্রংকাইটিস বা বায়ু-নালী-প্রদাহঘটিত কাসি এবং গয়ার নিষ্ঠীবণ; এবং অত্যল্প রক্তস্রাব। পুরাতন রোগের পুরাতন রক্তাধিক্য থাকে এবং তাহা "হৃদ্রোগের নিউমোনিয়া" অথবা "কপিস ঘনীভূততা" বলিয়া পরিচিত হয়। শ্বাস-কৃচ্ছ্র ইহার প্রধান লক্ষণ, প্রথমে ইহা শ্রমের পর উপস্থিত হয়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে শয়নের বাধাজনক প্রচণ্ডতায় (orthopnea) যায়।

(৩) **ফুসফুস-বেষ্টক ঝিল্লী বা প্লুরা**—বারিবক্ষ বা হাইড্রথোরাকস্ এবং তাহার লক্ষণ ও প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।

(৪) **আমাশয়**—প্রাতিশ্যায়িক অজীর্ণ।

(৫) **যকৃৎ**—রক্তাধিক্য বশতঃ ক্রিয়াগত বিশৃঙ্খলা এবং প্রাতিশ্যায়িক হ্যাবা। পুরাতন রোগ সংশ্রবে সংহৃতি বা সিরোসিস থাকিতে পারে।

(৬) **অন্ত্র**—অন্ত্রের প্রতিশ্যায় সহ উদরাময় অথবা অনেক সময়েই কোষ্ঠবদ্ধ।

(৭) **অন্ত্রবেষ্টক রস-ঝিল্লী**—উদরী রোগ এবং তাহার সাধারণ লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।

(৮) **বৃক্কক বা কিড্‌নি**—পুরাতন রক্তাধিক্য অথবা পুরাতন ও বিস্তৃত বৃক্কক প্রদাহ। মূত্র স্বল্প, অনেক সময়ে শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন-যুক্ত এবং কোন কোন সময়ে তাহাতে ছাঁচ বা কাষ্টস্‌ও দেখা যায়।

banglabooks.in

"কার্য্যতঃ স্মরণীয় যে, যখনই দিনের পর দিন দিন পথ্য, দৈনন্দিন ব্যবহার, অথবা ব্যায়ামাদির সংশ্রব ব্যতীতই মূত্র আবিলযুক্ত হইতে থাকে এবং তাহাতে ইউরেট লবণের তলানি পড়ে, তাহাতে হৃৎপিণ্ড-পতন নিকটস্থ বলিয়া জানিতে হইবে।" (ডাঃ লক উড)

(৯) ত্বক্—কখন কখন দৈহিক নীলিমা বর্ত্তমান থাকে। ত্বকে রক্তাধিক্য এবং কথঞ্চিৎ শোথ থাকায় শরীরোপরির রেখা ও লোলাবস্থাদির অভাব হয়। শোথ প্রথমতঃ নিম্নাঙ্গে দৃষ্ট হয়, পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ও বিস্তৃত হইয়া সাধারণ শোথে পরিণত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ইহাদিগের প্রকৃতি দ্বারা হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য এবং বর্দ্ধিতাবস্থা প্রকাশিত হয়।

বাম হৃৎপিণ্ড-প্রসারণ।—পরিদর্শন—বহির্দ্দৈহিক শিরা-মণ্ডলী প্রসারিত ও বর্দ্ধিত; হৃৎপিণ্ড উদ্ঘাত অস্পষ্ট, এবং অনেক সময়েই বিস্তৃত ও উত্থিবৎ; ত্রিপত্রিক অপ্রচুরতার সহিত সংশ্রব থাকিলে জাগুলার স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয়।

সংস্পর্শন—ক্ষীণ, বিস্তৃত, অনিয়মিত এবং কম্পান্বিত হৃদুদ্ঘাত। দৃষ্টির বিষয়ীভূত উদ্ঘাত সকল সময়ে স্পর্শের বিষয় হয় না। চূড়া-স্পন্দন দ্রুত ও তীব্র হইতে পারে, কিন্তু দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে, এবং কখন কখন অনুপস্থিত থাকে।

বিঘাতন—নিরেট দেশের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, বিশেষতঃ অনেক সময়ে তাহা অনুপার্শ্বভাবে বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া কক্ষদেশের সম্মুখ সীমান্ত রেখা পর্য্যন্ত যায়। লম্বভাবে ইহা দ্বিতীয় পর্শুকাস্থি হইতে নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া ষষ্ঠ, অথবা, অতি বৃদ্ধির স্থলে সপ্তম অথবা অষ্টম পর্শুকাস্থিও পাইতে পারে।

banglabooks.in

আকর্ণন—প্রথম শব্দ (first sound) ক্ষুদ্র এবং তীব্র, কপাটিক রোগ থাকিলে দ্বিতীয় শব্দের ভ্রান্তি উৎপাদক; এবং ইহার দ্বিতীয় শব্দ দুর্ব্বল অথবা অনুপস্থিত থাকে; কোন কোন স্থলে প্রথম এবং দ্বিতীয় শব্দ সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও সমদূরবর্ত্তী হওয়ায় সিষ্টোলি বা সঙ্কোচনের ক্ষুদ্রতা ও কষ্টে সম্পাদনের ভাব প্রকাশিত করে। ইহা অতি গুরুতর চিহ্ন এবং "এম্ব্রিয়োকারডিয়া" বা "ভ্রূণ-হৃৎপিণ্ডীয়তা" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, কপাটিক অপায় উপস্থিত থাকিলে হৃৎপিণ্ড মর্ম্মরাদি কর্ত্তৃক শব্দনিচয় আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড-প্রসারণ বা ডাইলেটেশন।—দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড-প্রসারণে ধমনী কোটরের প্রসারণ ঘটে, দক্ষিণ ও নিম্নাভিমুখে বর্দ্ধন সংঘটিত হয়, উদ্ঘাত ক্ষীণ ও ঊর্ম্মিবৎ প্রকৃতি ধারণ করে, এবং সাধারণতঃ তাহা "বুকের কড়ার" নিম্নপ্রদেশে, অপিচ উদরের বামে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্শুকামধ্যস্থানে অনুভূত হয়। ইহার সহিত দক্ষিণ শিরা-কোটরেরও প্রসারণ থাকিলে তৃতীয় পর্শুকামধ্য প্রদেশে স্পন্দন থাকে। বিঘাতনে বুক্কাস্থির দক্ষিণে এক ইঞ্চি অথবা তদপেক্ষা অধিকতর, এমন কি চতুর্থ পর্শুকামধ্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নিরেটতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকর্ণনে তীব্রতর দ্বিতীয় ফুসফুস বা পাল্‌মনারী ধমনীর শব্দ দুর্ব্বলতর দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, এই দুর্ব্বলতর শব্দ কখন কখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। প্রথম শব্দ (first sound) পরিবর্ত্তনশীল—প্রথমে ক্ষুদ্র ও তীব্রতর, কিন্তু রোগের বৃদ্ধির সহিত ক্ষীণ ও অনিশ্চিত। সাধারণতঃ ইহাতে অশ্বের প্লুত গতির (কদম) ন্যায় লয় থাকে, এবং তদ্রূপই ইহার অনিয়ম ও মধ্যে মধ্যে লোপ হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—উপরিউল্লিখিত প্রাকৃতিক চিহ্নাদি এবং রোগের যথাযথ পরিষ্কার বিবরণ সাধারণতঃ রোগ-নির্ব্বাচনে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত।

banglabooks.in

বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি এবং **প্রসারণ বা ডাইলেটেশন** মধ্যে প্রভেদ বিষয়েও কোন কাঠিন্য দৃষ্ট হয় না—বিবৃদ্ধ হৃৎপিণ্ডের **প্রবল ক্রিয়া** এবং প্রসারিতের তাহাতে **দুর্ব্বলতা** এবং তদানুষঙ্গিক **শিরারক্তাধিক্য ও শোথের লক্ষণাদি** উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিলক্ষণ সহজ করিয়া দেয়। সকল স্থলেই হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধ অবস্থায় প্রসারণারম্ভের সময় নির্দ্দিষ্ট করা সহজ কার্য্য নহে। বিবৃদ্ধির সবল, পরিষ্কার এবং ক্রম বক্ষস্ফীতকর (heaving) চূড়াস্পন্দন স্থলে দ্বিতীয় একটি ক্ষুদ্র ও আকস্মিক মট করিয়া ভগ্নবৎ স্পন্দন হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী অধিকতর দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত হইয়া প্রসারণ প্রকাশ করে।

ভাবীফল।—হৃৎপিণ্ডের একবার প্রসারণ ঘটিলে নিয়মিত অবস্থায় তাহার পুনরাবর্ত্তনের আশা থাকে না। চিকিৎসায় রোগ-যন্ত্রণার উপশমনদ্বারা ন্যূনাধিক শান্তি আনয়ন এবং জীবনকালের বৃদ্ধি সম্ভব হইলেও অবশেষে অবিশ্রান্ত বিপদাশঙ্কান্বিত রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ক্রমে ক্রমে বলক্ষয় বশতঃ দৌর্ব্বল্য, অথবা কোন প্রকার অতিশ্রম বশতঃ হঠাৎ হৃৎপিণ্ড-পতন মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

চিকিৎসা তত্ত্ব।—ইহার এবং কপাট সংসৃষ্ট রোগের চিকিৎসা মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। চিকিৎসক কপাট-রোগ চিকিৎসা দেখিবেন।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩০ (LECTURE CXXX)

হৃৎপেশী-প্রদাহ বা মায়োকার্‌ডাইটিস।

(MYOCARDITIS.)

প্রতিনাম।—হৃৎপিণ্ড-প্রদাহ বা কার্‌ডাইটিস্ (Carditis)।

পরিভাষা।—হৃৎপিণ্ডের পেশীর প্রদাহ। ইহা ১। তরুণ, অথবা ২। পুরাতন—দুই প্রকার হইতে পারে।

১। তরুণ হৃৎপেশী-প্রদাহ বা একুট কার্‌ডাইটিস।

প্রকারভেদ।—(১) তরুণ সান্তর-বিধান সংসৃষ্ট হৃৎপেশী-প্রদাহ বা একুট প্যারেঙ্কাইমেটাস মায়োকার্‌ডাইটিস্ (Acute parenchymatous myocarditis.); (২) তরুণ বিস্তৃত অন্তর্ব্যাপ্ত হৃৎপেশী-প্রদাহ বা একুট ডিফিউজ ইণ্টার্‌ষ্টিশিয়াল মায়োকার্‌ডাইটিস্ (Acute diffuse-interstitial myocarditis); (৩) তরুণ সীমাবদ্ধ হৃৎপেশী-প্রদাহ বা একুট সার্‌কামস্ক্রাইব্‌ড্ মায়োকার্‌ডাইটিস্ (Acute circumscribed myocarditis); অথবা তরুণ পূয-সঞ্চারশীল হৃৎপেশী-প্রদাহ বা একুট সাপুরেটিভ মায়োকার্‌ডাইটিস্ (Acute suppurative myocarditis)।

আময়িক বিধান-বিকার তত্ত্ব।—(১) **তরুণ সান্তর-বিধান-সংসৃষ্ট হৃৎপেশী প্রদাহ**—এই প্রকার রোগ সান্তর বিধান-সংসৃষ্ট বা প্যারেঙ্কাইমেটাস অথবা শ্বেত-লালাপকৃষ্টতা বা এল্‌বুমিনয়েড ডিজেনারেশন অথবা ধূম্রাভ বা ক্লাউডি স্ফীতি বলিয়াও বিদিত। সান্তর-বিধান-সংসৃষ্ট পেশী সূত্রের দানাকার অপকৃষ্টতা সংঘটিত হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ পেশী পাণ্ডুর ও ঘোলাটে দেখায়, এবং অত্যন্ত কোমল থাকায় ডাঃ লিনেক এবং লুই ইহাকে "কোমলীভূত হৃৎপিণ্ড" বা "সফেন্‌ড্ হার্‌ট"

banglabooks.in

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরিণামে কখন কখন বসাপকৃষ্টতা সংঘটিত হয়।

(২) **তরুণ বিস্তৃত অন্তর্ব্যাপ্ত হৃৎপেশী-প্রদাহ।**—অন্তর্ব্যাপ্ত তান্তবোপাদান গোলাকার কোষপ্লাবিত হয়, এবং পেশী-সূত্রাদির দানাকার অথবা বসাপকৃষ্টতা জন্মে। হৃৎপেশী পাণ্ডুর, কোমল এবং সহজ ভঙ্গুর হয়, এবং সাধারণতঃ তাহার দৃশ্য চিত্রবিচিত্র দেখায়।

(৩) **সীমাবদ্ধ হৃৎপেশী-প্রদাহ**—এপ্রকার রোগ অতি বিরল। ইহাকে **তরুণ পূয-সঞ্চারশীল বা সাপুরেটিভ হৃৎপেশী-প্রদাহ অথবা হৃৎপিণ্ডের পূয-শোথ বা এবসেসও** বলিয়া থাকে। ইহাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূযযুক্ত দেশ দেখিতে কলঙ্ক অথবা রেখাবৎ প্রতীয়মান হয় এবং সাধারণতঃ স্রুত শোণিত-মণ্ডল বেষ্টিত থাকে। পূয-শোথ হৃদ্বহির্বেষ্ট থলি অথবা এক বা একাধিক হৃৎ-কোটরাভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইতে পারে। তাহা হইলে হৃদ্বহির্বেষ্ট-ঝিল্লিতে পূয-সঞ্চারশীল প্রদাহ জন্মে, হৃৎপিণ্ডে ইহার সংঘটনে সাংঘাতিক এণ্ডোকার্ডাটিস্ হয়, অথবা পূয শোণিত-স্রোতে প্রবেশ লাভ করিয়া শরীরের বিবিধ অংশে রোগ সংক্রমণশীল ছিপিবৎ চাপোৎপন্ন করে। অপিচ কখন কখন শোণিত হৃৎকোটর হইতে হৃৎপিণ্ড প্রাচীরে প্রবেশ লাভ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ঘটে এবং কখন কখন বিদারণ উপস্থিত হয়। কোন কোন স্থলে হৃৎপিণ্ডের উভয় পার্শ্ব মধ্যে নালী-ক্ষত-পথ উপস্থিত হইলে ধমনী ও শিরা-শোণিতের পরস্পরের মিশ্রণ ঘটে। ক্বচিৎ কখন পূয-শোথ কোটরাবদ্ধ হইলে পূয-শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রস্তরীভূত হইয়া থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—তরুণ সান্তর-বিধান-সংসৃষ্ট এবং তরুণ অন্তর্ব্যাপ্ত হৃৎপেশী-প্রদাহ সাধারণতঃ সংক্রামক জ্বরাদির ভোগ কালে জন্মে অথবা রসবাতজ হৃদ্বহির্বেষ্ট এবং হৃদন্তর্বেষ্ট ঝিল্লিপ্রদাহ সংশ্রবে উপনীত হয়। হৃদন্তর্বেষ্ট অথবা হৃদ্বহির্বেষ্ট ঝিল্লির আক্রমণ ব্যতীতও রসবাতজ হৃৎ-

banglabooks.in

পেশী-প্রদাহ থাকিতে পারে। অন্তর্ব্যাপ্ত প্রদাহের পরিণামে সীমাবদ্ধ তরুণ হৃৎপেশী-প্রদাহ উৎপন্ন হয় বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা পচাজান্তববিষোৎপন্ন বা সেপ্টিক রোগের ভোগ কালীন হৃৎপিণ্ডপ্রবিষ্ট ছিপিবৎ চাপ বা এম্বলাই, জান্তববিষ-জ্বর বা সেপ্টিসিমিয়া, পূয-জ্বর বা পায়িমিয়া এবং ক্ষতোৎপাদক হৃদন্তর্বেষ্ট-ঝিল্লির-প্রদাহ প্রভৃতি হইতে জন্মে।

লক্ষণ এবং রোগ নির্ব্বাচন।—লক্ষণাদি নিতান্তই অনিশ্চিত এবং প্রাথমিক রোগ-লক্ষণ দ্বারা আচ্ছন্ন। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত থাকে, শ্বাস-কৃচ্ছ্র এবং অচৈতন্য জন্মে। রস-বাত এবং শারীরিক জান্তববিষ প্রক্রিয়ার অবস্থায় (Septic) উপরিউক্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পাইলে তরুণ হৃৎপেশী-প্রদাহের সন্দেহ করা যাইতে পারে। শেষাবস্থায় হৃৎপ্রসারণ সংঘটিত হইতে পারে এবং তাহার সাধারণ দৃশ্যাদি, বিশেষতঃ শিরা-শোণিতাধিক্য উপস্থিত হইতে পারে।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা এবং প্রসারণ ঘটিত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ইহাতে প্রাপ্তব্য এবং হৃৎপ্রসারণ, হৃদন্তর্বেষ্ট-ঝিল্লির পরিবর্ত্তন, অথবা যেরূপ ডাঃ কিয়েল দেখাইয়াছেন, হৃৎপেশীর বিকারগ্রস্ত অবস্থা প্রযুক্ত কপাটের অসম্পূর্ণরোধ হইতে বিবিধ প্রকার মর্ম্মর-শব্দ জন্মে। আপেক্ষিক অকর্ম্মণ্যতা বশতঃ দ্বি-পত্রিক পুনর্গ্রাস বা মাইট্র্যালরিগার্জিটেশন অসাধারণ ঘটনা নহে। সমদূরবর্ত্তী হৃৎপিণ্ড-শব্দ বা "এম্ব্রিয়োকার্ডিয়া (Embryocardia)" বা ভ্রূণ হৃদিপিণ্ডীয়তা কখন কখন শ্রুতিগোচর হইয়া রোগের গুরুত্ব বিজ্ঞাপন করে।

ভাবী ফল।—মৃদু প্রকারের সান্তরবিধান সংসৃষ্ট এবং সীমাবদ্ধ প্রকারের হৃৎপেশী-প্রদাহ আরোগ্য হইতে পারে। এই দুই প্রকারের রোগ ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারেই সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। দুষ্টতঃ মৃদু

banglabooks.in

প্রকার রোগেও অনুপযুক্ত পরিশ্রম হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। ডিফথিরিয়ার পরিণাম রোগেই অধিকাংশ সময়ে এবম্বিধ মৃত্যু দৃষ্টিপথে আইসে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহাতে ডিজিটেলিশ এবং অন্যান্য হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ঔষধের বৃহত্তর মাত্রায় ব্যবহার নিশ্চিত বিপজ্জনক। ঔষধ নির্ব্বাচনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসরণ অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্মরণীয়। এরূপে **একন, আর্স, আর্স আয়, ডিজিট, জেলস্, আয়ড, ল্যাকে, ন্যাজা, ফস, স্পাইজি,** এবং **স্পঞ্জি** প্রভৃতি ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এরোগে সর্ব্বতোভাবে শারীরিক এবং মানসিক বিশ্রাম যে, জীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। অপিচ যতদূর সম্ভব হৃৎক্রিয়ার সাম্যতা প্রদানে ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে। রোগী সর্ব্বদা শায়িত থাকিবে। চিকিৎসকগণ হৃৎক্রিয়া রক্ষার্থ যথেষ্ট সুরাসার পানের উপদেশ করিয়া থাকেন।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩১ (LECTURE CXXXII)

পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ বা ক্রণিক মায়োকার্‌ডাইটিস্‌।

(CHRONIC MYOCARDITIS)

প্রতিনাম।—তান্তব হৃৎপেশী-প্রদাহ বা ফাইব্রোমায়োকার্‌ডাইটিস্‌ (Fibro-myocarditis), তান্তবাপকৃষ্টতা বা ফাইব্রয়েড ডিজেনারেশন (Fibroid heart), পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত হৃৎপেশী-প্রদাহ বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল মায়োকার্‌ডাইটিস (Intestitial myocarditis) করনারি ধমনীর ঘনীভূততাসহ স্থূলতা বা স্ক্লিরোসিস অব দি করনারি আরটারি।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ বিজ্ঞানতঃ প্রকৃত প্রদাহ নহে। ইহাকে হৃৎপিণ্ডের অন্তর্ব্যাপ্ত যোজকোপাদানের দড়কচড়া ভাবরূপ তান্তব পরিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। রোগ বিস্তৃত এবং সীমাবদ্ধ উভয় প্রকারই হইতে পারে, এবং অধিকতর সময়ে বাম ধননী-কোটরের প্রাচীর, হৃৎপিণ্ড-বিভাজক প্রাচীর (Septum) এবং পেশী-স্তম্ভ (papillary museles) আক্রমণ করে। পরীক্ষায় পেশী নানাবিধ প্রকারের বহুতর শুভ্র ও উজ্জ্বল কলঙ্কথচিত দৃষ্ট হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিলে কলঙ্কনিচয় অবিমিশ্র অথবা আংশিক তান্তবোপাদান গঠিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং সংশ্রবীয় স্থানের পেশী-সূত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ধমনীর অন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লির অবরোধক প্রদাহ বশতঃ করনারি-ধমনীতে অনেক সময়ে ঘনীভূত স্থূলতা সংসৃষ্ট (arterio-sclerotic) পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরিউক্ত অবরোধক ধমনী-অন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির প্রদাহই অধিকতর সময়ে হৃৎপিণ্ডের তন্তু-পৈশিক প্রদাহের কারণ। কথিত রোগের এণ্ডোকার্‌ডাইটিস এবং কপাটিক অপায় সহ সংশ্রব থাকিতে পারে, অথবা ইহার সহিত কপাটিক রোগ বিরহিত হৃৎবিবৃদ্ধ থাকিতে পারে। হৃদন্তর্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ করনারি-ধমনী অথবা তাহার শাখার সিপি-আটা-

banglabooks.in

ভাব বা এম্বলিজম উপস্থিত করিয়া শোণিত-যোগানের বাধা জন্মাইতে পারে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডে ছিদ্রবৎ চাপ বা থ্রম্বোসিস জন্মিয়া থাকে, এবং তাহা হইতে স্খলিত চাপ মস্তিষ্কের, বৃক্কের, এবং ফুসফুসের ছিপি-আটাভাব বা এম্বলিজম সংঘটিত করিলে তাহার পরিণাম অপায়াদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হৃৎপ্রসারণ ইহার সাধারণ পরিণতি, কখন কখন তাহা হৃৎশোণিতার্ব্বুদ বা কার্ডিয়াক এনুরিজম বলিয়া রোগানয়ন করে। স্থান বিশেষে তান্তব পরিবর্ত্তন সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহার থলির আকারে প্রসারণ ঘটিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—যে সকল অবস্থা স্থানান্তরে ধমন্যন্তর্বেষ্ট-ঝিল্লিতে প্রদাহ উৎপন্ন করে, তাহারাই করণারি-ধমনীতে ঘনীভূততাসহ স্থূলতা (sclerosis) উপস্থিত করিয়া **পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহের** সাধারণ কারণ হয়। রক্তহীনতাবশতঃ উপাদান ধ্বংসও তুলনায় অনেক রোগের কারণ, এবং তরুণ বিস্তৃত অন্তর্ব্যাপ্ত হৃৎপেশী-প্রদাহ হইতেও নিতান্ত অল্প রোগ উৎপন্ন হয় না। অথবা হৃদ্বহিরন্তর্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহের সাক্ষাৎ বিস্তৃতি হইতেও রোগ জন্মিয়া থাকে। অতিরিক্ত সুরা-সার ও তাম্রকুট সেবন, অথবা রস-বাত, ক্ষুদ্র বাত, অথবা উপদংশের বর্ত্তমানতাও গুরুতর রোগকারণ মধ্যে গণ্য। মধ্যবয়সের পূর্ব্বে কচিৎ রোগ জন্মে; অতিবৃদ্ধদিগের মধ্যে রোগ সংখ্যার আধিক্য দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহারা যদি খাদ্যাদি বিষয়ে অমিতাচারী এবং মুক্ত হস্তে উগ্রবীর্য্য সুরার ব্যবহারাশক্ত অথবা উপদংশ রোগে শারীরিক জীর্ণতা প্রাপ্ত থাকিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে ব্রাইটস্ ডিজিজ অথবা মধু-মেহ-রোগ সাধারণ উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ইহার লক্ষণাদি অনিশ্চিত, এবং অনেক সময়ে প্রাথমিক, অথবা সংশ্রবীয় রোগলক্ষণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে।

banglabooks.in

শবচ্ছেদে অনেক সময়ে, পূর্ব্বে অপ্রকাশিত, অতীব বর্দ্ধিত অবস্থার দড়কচড়াভাবোৎপাদক হৃৎপেশী-প্রদাহ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লক্ষণ ব্যতীতই রোগীর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। এরূপ মৃত্যু হঠাৎ কোন একটি করনারি-ধমনীর অবরোধবশতঃ সংঘটিত হইতে পারে। করনারি ধমনীর ঘণীভূততাযুক্ত স্থূলত্ব (arterio-sclerosis) রোগে এরূপ ঘটনা অসাধারণ নহে। লক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে ক্রমে ক্রমে অথবা হঠাৎই দেখা দেয় এবং তাহারা মূলতঃ হৃৎপ্রসার সদৃশ হয়, যথা—শ্বাস-কৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনিয়মিত নাড়ী, বক্ষের হৃৎপ্রদেশে পীড়িত ভাব অথবা মূর্চ্ছার আক্রমণ, এবং, অবশেষে শিরা-শোণিতের স্থিতিশীলতা (stasis) বশতঃ দৈহিক নীলীমা, শোথ, এবং, যকৃৎ, ও আমাশয়ের রক্তাধিক্য বশতঃ অজীর্ণ. এবং বৃক্কের রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অত্যল্প মূত্র-স্রাব প্রভৃতি। নাড়ী স্পন্দনের ধীরতা অতীব সাধারণ লক্ষণ, এবং অনেক সময়েই তাহার ক্ষণলোপ এবং অসমতা একত্রিত থাকে, কখন কখন একমাত্র হৃৎশূল বা এঞ্জাইনাপেক্টরিস লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। শিরোঘূর্ণন ও অচৈতন্যের আক্রমণও অসাধারণ নহে, এবং কখন কখন তাহারা মৃত্যু আনয়ন করে। ভূরি ভোজন, অথবা কোন প্রকার অসাধারণ মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রম অলীক-সন্ন্যাসের আক্রমণ আনয়ন করিতে এবং মৃত্যুও ঘটাইতে পারে। অথবা এইরূপ অবস্থা অনেক সময় শীঘ্র শীঘ্র, এবং কখন কখন অপেক্ষাকৃত বিলম্বে বিলম্বে পুনরাবর্ত্তন করিয়া অবশেষে মৃত্যুতে শেষ হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ইহারা বিশ্বাসযোগ্য নহে। **বিঘাতনে** বৃহৎ (প্রসারিত) হৃৎপিণ্ড প্রকাশিত হয়। **আকর্ণনে** হৃৎপিণ্ড শব্দাদি ক্ষীণতর থাকে। প্রথম শব্দের পেশী-প্রকৃতির অভাব হয় এবং তাহা দ্বিতীয় বা অবিমিশ্র কপাটিক (valvular) শব্দের ন্যায় ক্ষুদ্রতর থাকে। কিয়ৎকালের জন্য উভয় শব্দই অনেকটা স্পষ্টতর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে,

banglabooks.in

কিন্তু অবশেষে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। ঘটনাধীনে, সম্ভবতঃ ক্রিয়াগত অস্থায়ী, অথবা দ্বি-পত্রিক স্থায়ী মর্ম্মর শ্রুত হইতে পারে। একটী বিশেষক ঘটনা এই যে, লয় এবং তেজ অনিয়মিত থাকে, এক সংকোচন বিলক্ষণ প্রবলতা বিশিষ্ট, অন্যটি দুর্ব্বল ও ক্ষীণ।

রোগ নির্ব্বাচন।—ইহাতে রোগ-নির্ণয় অতীব কঠিন সাধ্য। সাধারণতঃই এতদর্থে কপাটিক বা ভালভুলার অপায়ের প্রাকৃতিক চিহ্ন এবং লক্ষণাদির অনুপস্থিতি, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও পতনের (failing heart) চিহ্ন ও লক্ষণাদির উপস্থিতি, ধমনীর অপকৃষ্টতা মূলক পরিবর্ত্তনের প্রমাণাদি, অবিশ্রান্ত ভাবে নাড়ীর ধীরতা এবং হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টোরিসের বর্ত্তমানতা প্রভৃতির উপর রোগ-নির্ব্বাচন নির্ভর করিয়া থাকে।

রোগীর রোগ-বিবরণ ও বয়স হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। বসাপকৃষ্টতা হইতে প্রভেদ করিয়া রোগ নির্ণয় সর্ব্বস্থলেই অসাধ্য। কিন্তু শেষোক্ত প্রকারের রোগ অনেক সময়েই, বিশেষ করিয়া বসাবহুল লম্বোদর সংশ্রবে থাকে এবং অধিকতর স্থলেই আমোদরত, মদ্যপায়ী এবং আলস্য পরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঘটে।

মর্ম্মর শব্দাদি থাকিলে রোগ-নির্ণয় অধিকতর কঠিন হয়, কারণ ইহারা সহজেই কপাটিক রোগ-চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ভাবী ফল।—পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ পরিণামে নিশ্চিত সাংঘাতিক হইলেও কখন কখন হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস, হৃৎপিণ্ডের অবসন্নতা, অথবা অলীক-সন্ন্যাসের (pseudo-apoplexy) হঠাৎ আক্রমণবশতঃ মৃত্যু সংঘটিত না হইলে, রোগী আপেক্ষিক শান্তিতে বহু দিন জীবনধারণ করিতে পারে। রোগ সংশ্রবে ধমনী-ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা (arterio-sclerosis), পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত (interstitial) বৃক্ক-প্রদাহ অথবা মধুমেহ-রোগের বর্ত্তমানতা অশুভ ঘটনা, এবং অপেক্ষাকৃত

banglabooks.in

নিকটতর সাংঘাতিক পরিণাম সূচিত করে। উপদংশজ হৃৎপেশী-প্রদাহ জীবনের স্থায়িত্ব এবং রোগের আরোগ্য সম্ভাবনা, উভয় বিষয়েই অতীব শুভ পরিণামের আশা প্রদান করে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—অন্যান্য হৃদ্রোগে যে সকল ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে ইহাতেও তদনুরূপ প্রদর্শক লক্ষণানুসারে তাহাদিগেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। উপদংশ ঘটিত রোগে প্রচলিত **মার্কারি-লবণ, কেলি আয়ডি** এবং অন্যান্য ঔষধের যথোপযুক্ত প্রয়োগ ক্বচিৎ নিষ্ফল হয়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মূলতঃ কপাটিক রোগ সম্বন্ধে এবিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে হৃৎপিণ্ডের মূলাংশ রোগাক্রান্ত এবং দুর্ব্বলীকৃত হওয়ায় তাহা অতিরিক্ত ও হঠাৎ উত্তেজন'র প্রতি ক্রিয়া সহনে অনুপযুক্ত থাকে। এজন্য তাহাকে পতন হইতে রক্ষার্থ উত্তেজক ঔষধের আবশ্যক হইলে অতি সাবধানতা সহ কার্য্য করা উচিত। ইহাতে **ডিজিট্যালিসের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।** নিতান্ত প্রয়োজনে অতিসাবধানতা সহ **গ্লোনোইন, এলকোহল** ও **ষ্ট্রীকনিয়া** প্রভৃতির ব্যবহার করা যায়। হৃৎপিণ্ডের আসন্ন ক্রিয়া-নাশের নিবারণ জন্য **এমনিয়ার স্পিরিটের** স্বগধঃ সিরিঞ্জ উৎকৃষ্ট উপায়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩২ (LECTURE CXXXII.)

হৃৎপিণ্ডাপকৃষ্টতা বা ডিজেনারেশন অব্ দি হার্ট।

(DEGENERATION OF THE HEART.)

১। রক্তহীনতাপ্রযুক্ত ধ্বংস বা এনিমিক নিক্রোসিস্।

(ANEMIC NECROSIS.)

প্রতিনাম।—রক্তহীনতাবশতঃ মৃতচাপ বা এনিমিক ইন্‌ফারক্ট (Anemic Infarct); শুভ্র ধ্বংস-চাপ বা হোয়াইট ইন্‌ফারক্ট (White Infarct)।

পরিভাষা এবং কারণ-তত্ত্ব।—শোণিতাদির ছিপিবৎ চাপ, এম্বোলাস্ বা থ্রম্বাস দ্বারা করনারি-ধমনী অথবা তাহার শাখাবিশেষের অবরোধ ঘটিত হৃৎপেশীর স্থানিক অপকৃষ্টতা।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—এণ্টিরিয়ার বা সম্মুখস্থ করনারি-ধমনী সাধারণতঃ আক্রান্ত হয় বলিয়া বাম হৃদ্ধমনী-কোটর (ventricle) এবং বিভাজক প্রাচীর বা সেপ্তাম অধিকাংশ সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানের আয়তন ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ, বর্ণ ঈষৎ শুভ্র অথবা ঈষদ্ধূসর, এবং সাধারণতঃ তাহা একটি অনিয়মিত কীলকের আকারবিশিষ্ট। ইহারা কোমলীভূত ও বিশ্লেষিত হইতে পারে, অথবা জিউলির আটাবৎ অর্দ্ধ স্বচ্ছ পদার্থে (Hyaline) পরিণত হইয়া অবশেষে ঘনীভূততা (Sclerosis)সহ স্থূলতা প্রাপ্তে **তান্তব-হৃৎপেশী-প্রদাহ বা ফাইব্রো-মায়োকারডাইটিস্** উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—লক্ষণাদি অস্পষ্ট এবং নির্ভরের অযোগ্য। পূর্ব্বে কোন প্রকার লক্ষণ উপস্থিত না হইয়াই করনারি-ধমনীর রুদ্ধতাপ্রযুক্ত

banglabooks.in

অনেক সময়ে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। যাহাই হউক, সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া দুর্ব্বল এবং অনিয়মিত থাকে, এবং শোণিত-সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত ন্যূনাধিক কাসি ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র জন্মে। ইহাতে হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস অসাধারণ ঘটনা নহে।

ভাবীফল।—মৃত্যুই ইহার শেষ ফল। রোগের প্রথম আক্রমণেই অথবা পরের যে কোন আক্রমণে তাহা সংঘটিত হইতে পারে, অথবা, তান্তব-হৃৎপেশী-প্রদাহ জন্মিলে ভাবী ফল তাহারই গতির অনুসরণ করে।

২। বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি-ডিজেনারেশন।

(FATTY DEGENERATION.)

বিবরণ।—বসাময় হৃৎপিণ্ড বা "ফ্যাটি হার্ট (Fatty heart)" বলিতে কেবল বসাপকৃষ্টতা, অর্থাৎ যাহাতে হৃৎপেশীর বসায় পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই বুঝায় না। একটি সম্পূর্ণ পৃথক রোগও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে বসান্তর্প্লাবন (Fatty infiltration) অথবা বসার অতিবৃদ্ধিতে ৎপিণ্ডে এবং তাহার সন্নিহিত প্রদেশে তাহা অবস্থিত হয়। শেষোক্ত বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি-ডিজেনারেশন, বসায় রূপান্তরপরিগ্রহণ বা ফ্যাটিমেটামরফসিস্ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে এবং আক্রমণ ব্যাপক অথবা স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ বা স্থানিক হইতে পারে। কিন্তু বাম হৃদ্ধমনী-কোটর, রোগের সাধারণ আক্রমণ স্থান। আক্রান্ত স্থানের বর্ণ ঈষৎ পীত এবং প্রথমে রেখাকারে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগে সজ্জিত থাকে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ তাহা সমগ্র যন্ত্র আক্রমণ করে। ইহাতে উপাদান কোমল হইয়া যায়, সহজে ছিন্ন হয়, স্পর্শে তৈলাক্ত ভাবের অনুভূতি দেয়, এবং চাপিলে তৈল বাহির হয়। মধ্যে

banglabooks.in

মধ্যে কপিস চাকলা থাকিতে পারে—ইহা "কপিস ক্ষয়" বা "ব্রাউন এট্রফি" (Brown atrophy) বলিয়া কথিত। এবম্বিধ অবস্থা, বিশেষ করিয়া ভাল্‌ভুলার বা কপাটিক রোগ অথবা অতি বৃদ্ধবয়সের পরিবর্ত্তন সংস্রবে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে হৃৎকোটরাদি প্রসারিত হইতে এবং রোগের অতি বৃদ্ধিতে তাহাদিগের বিদারণ ঘটিতে পারে। অণুবীক্ষণ পরীক্ষায় মৌলিকসূত্রগুলি তাহার রেখা বাহিয়া মালাবৎ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৈলগুলিকা দ্বারা অধিকৃত দৃষ্ট হয়। (ডাঃ ও মেল্‌চ্) কঠিন রোগে সূত্রাদি তৈলবিন্দু দ্বারা সম্পূর্ণ অধিকৃত বলিয়া অনুমিতি জন্মে।

কারণ-তত্ত্ব।—সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, কোন ক্রিয়া-প্রকরণাধীনে অথবা অবস্থায় হৃৎপিণ্ড-পেশীর উপযুক্ত পোষণ-ক্রিয়ার বাধা, হৃৎপেশীর বসাপকৃষ্টতার কারণ। শারীরিক সাধারণ পুষ্টিহানির ফল স্বরূপও হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা জন্মিতে পারে, যেরূপ বৃদ্ধ বয়সে, রোগ-জীর্ণাবস্থায় এবং সংক্রামক ক্ষয়োৎপাদক রোগ—রক্তহীনতা, কর্কট, যক্ষ্মাকাসি অথবা স্বরাসার বিষাক্ততা, প্রভৃতিতে হইয়া থাকে। অপিচ ইহা হৃৎপিণ্ডের স্থানিক পুষ্টিহানি প্রযুক্তও ঘটিতে পারে, যেমন পুরাতন হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহের সংযোজনা (adhesion), হৃদ্বিবৃদ্ধি, কপাটিক রোগ, প্রসারণ অথবা যে কোন কারণে হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, করনারি-ধমনী-রোগ, এথারোমা (কোমলবস্তুপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদের আক্রমণ) অথবা বৃহদ্ধমনী-অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি প্রভৃতিতে সংঘটিত হয়। সাক্ষাৎ বিষ-ক্রিয়া দ্বারাও হৃৎপেশীর বসাপকৃষ্টতা জন্মে। ফস্‌ফরাস্ অথবা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় এরূপ সংঘটন সম্ভব। চিকিৎসকগণ অনুমান করেন, এস্থলে সংক্রামকরোগ, যেমন—ডিফ্‌থিরিয়া এবং টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বর-বিকারাদি ঘটিত পুষ্টিহানি অপেক্ষা পেশীর সাক্ষাৎ বিষক্ততাই বসাপকৃষ্টতার কারণ। পুরুষদিগের মধ্যে এবং চল্লিশ বৎসর বয়সের পরে সাধারণতঃ অধিকতর রোগাক্রমণ হয়।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—কোন প্রকার লক্ষণ ব্যতীতই বসাপকৃষ্টতা থাকিতে পারে। এই সকল স্থলেই হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি ভাবাবেশ অথবা অসাধারণ পরিশ্রম, অথবা হৃৎপিণ্ড-রোগের কোনই সন্দেহ না থাকাস্থলে ইথার অথবা ক্লোরোফর্ম্মের প্রয়োগ হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়। যাহা হউক, সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড-ক্ষীণতার প্রমাণাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়; যদিও ডাঃ অস্‌লারের মতে, যৎপরোনাস্তি বসাপকৃষ্টতা সংঘটিত হইতে পারে—যেরূপ সাংঘাতিক রক্তহীনতায় ঘটে—তথাপি "তাহা নিয়মিত নাড়ী-স্পন্দন এবং হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত ক্রিয়ায় অসঙ্গত হয় না।" সাধারণতঃ শীঘ্রই প্রসারণ যোগদান করে, এবং ইহা অসম্ভব নহে, যে সকল লক্ষণ বসাপকৃষ্টতায় আরোপ করা যায়, তাহার অধিকাংশই প্রসারণ ঘটিত। এই সকল স্থলে শ্বাস-কৃচ্ছ্র, অবিরত ভাবে থাকে, অথবা কেবল পরিশ্রম করিলে উপস্থিত হয়, হৃৎপিণ্ড-শব্দাদি দুর্ব্বল থাকে এবং দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শৃঙ্খলাহীন হইয়া যায়, হৃৎকম্প দেখা দেয় এবং ক্ষুদ্র নাড়ী-স্পন্দনের নিয়ম থাকে না। কখন কখন সবাধ নাড়ী-স্পন্দন ত্রিশ অথবা চল্লিশ সংখ্যায় নামিয়া যায়, এবং অতি বিরল স্থলে দশ অথবা বার স্পন্দনেও অবনত হয়। কঠিন হৃৎপিণ্ড-শ্বাস বা কারডিয়াক এজমা রোগীকে শেষ রাত্রে নিদ্রোত্থিত করিতে পারে, এবং ঘটনাবশতঃ হৃৎশূলের (angina pectoris) আক্রমণ হওয়াও অসাধারণ নহে। কখন কখন মূর্চ্ছা, অলীক-সন্ন্যাস (Pseudo-apoplexy) এবং মৃগীর আক্রমণও হয়। রোগীর ভ্রান্তি থাকিতে এবং উন্মাদগ্রস্তও হইতে পারে। অন্তিমাবস্থায়, বিশেষতঃ অজ্ঞানাবস্থায়, কিয়ৎকাল করিয়া রুদ্ধ থাকার পর পর একবার করিয়া দীর্ঘশ্বাস বা "চিন্‌ষ্টোক্স ব্রিদিং" (cheyne-stokes breathing) হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ইহাতে কোন প্রাকৃতিক চিহ্ন থাকে না, অথবা থাকিলেও তাহা অনিশ্চিত এবং তাহাদিগের এতদূর অভাব, যে

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতার অনুপাতে তাহার সামঞ্জস্য হয় না,—ইহাই বসাপ-কৃষ্টতার নির্ব্বাচক।

রোগ-বির্ব্বাচন।—ইহার নির্ব্বাচন নিতান্তই অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। অনেক সময়ে রোগের চরম বৃদ্ধিতেও রোগ চিনিতে পারা যায় না। ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার সহিত ধীর নাড়ী-স্পন্দন, হৃৎপিণ্ড রোগ সংসৃষ্ট শ্বাস বা কার্‌ডিয়াক এজ্‌মা এবং উপরিউক্ত বিশেষ প্রকারের শ্বাস-কৃচ্ছ্র দ্বারা রোগনির্ব্বাচন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এস্থলেও তান্তব হৃৎপেশী প্রদাহের সহিত রোগের ভ্রান্তি হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহা চিকিৎসকের স্মরণীয়।

ভাবী ফল।—রোগ অতীব গুরুতর, অধিকাংশ স্থলেই হঠাৎ অথবা ধীরে নিশ্চিত মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তহীনতা, ক্ষয়জনক রোগাদি এবং স্পর্শ-সংক্রামক জ্বরাদি হইতে যে সকল মৃদু প্রকৃতির রোগ জন্মে, রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ধীরে আরোগ্য হইতে পারে। চিকিৎসক মণ্ডলীর সাধারণ মত এই যে, রোগ একবার বদ্ধমূল হইলে পেশী উপাদান আর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই **প্রসারণ** এবং **তান্তব-হৃৎপেশী-প্রদাহ** তুল্য। কিন্তু উত্তেজক ঔষধাদির ব্যবহার অতীব বিপজ্জনক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থানে মাত্রাদি সকল বিষয়েই বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। ডাঃ হালবারটের মতে বৃদ্ধের বসাপকৃষ্টতায় **ক্র্যাটিগাস** নির্ব্বিঘ্ন এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ ঔষধ।

৩। হৃৎপিণ্ড-বসান্তর্ব্যাপ্তি বা ফ্যাটি ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন অব্‌ দি হার্ট।

(Fatty Infiltration of the Heart)

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—হৃৎপিণ্ডের **বসাজ-কাঠিন্য** বা দড়কচড়া ভাব অথবা **বসার বৃদ্ধি** অতি পূর্ব্বকালীন গ্রন্থকর্ত্তাগণের

banglabooks.in

"কর এডিপোসাম" বা বসা-হৃৎপিণ্ড; ইহা প্রকৃত পক্ষে হৃৎপেশীর কোন প্রকার **অপকৃষ্টতা বা ডিজেনারেশন** নহে, কিন্তু শেষাবস্থায় তাহাতে উপনীত হইতে পারে। ইহাতে পেশী-সূত্রাদি মধ্যে বসা প্রবিষ্ট হইয়া তাহা পেশী-উপাদানের গভীরতর দেশে, এমন কি হৃদন্তর্বেষ্ট-ঝিল্লি এবং পেশীকণ্টকের (paillary) পেশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ সর্ব্বাঙ্গীন মেদবৃদ্ধিরোগে হৃৎপিণ্ড বহির্দ্দেশ এরূপ বসাবৃত হয় যে, তাহাতে হৃৎ-পেশী অদৃশ্য হইয়া যায়, এবং বসার স্থূলতার পরিমাণ প্রায় এক ইঞ্চি বা ততোধিকও হয়। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় পেশী-সূত্র ক্ষয় হইয়া যায়, অথবা চাপে পেশীর অপকৃষ্টতা জন্মে। হৃৎ-প্রাচীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় তাহার প্রসারণ ঘটে। ইহাতে হৃৎপেশীর পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, বসাপকৃষ্টতা জন্মে, অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

কারণ-তত্ত্ব।—স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে রোগ অধিকতর দেখা যায়। চল্লিশ হইতে সত্তর বৎসর বয়সের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন মেদ বৃদ্ধির সহিত ইহা সংঘটিত হয়। বৃদ্ধ বয়সের, এবং যক্ষ্মাকাসি ও কর্কটরোগের রোগ-জীর্ণতা বা ক্যাকেক্সিয়া সংস্রবেও রোগ জন্মিতে পারে।

লক্ষণ এবং রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহার লক্ষণের কোন নিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ প্রধানতঃই তাহারা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা সংশ্রবীয়। এই দুর্ব্বলতা সহ সর্ব্বাঙ্গীন মেদ-বৃদ্ধি, স্থূলতা বা ওবেসিটির বর্ত্তমানতা দ্বারা রোগের অনুমান করা যায়। ইহাতে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সর্ব্বাঙ্গীন মেদ-বৃদ্ধি রোগে (obesity) ইহার বিস্তারিত চিকিৎসা বর্ণিত হইবে, পাঠকের তাহাই দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, ফসফরাস ও আর্সেনিকের ক্রিয়ার এই রোগ-সহ বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ইহাতেও সর্ব্বাঙ্গীন রোগে লিখিত উপদেশের অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা পরে দ্রষ্টব্য। ইহা প্রধানতঃ যথা নিয়মিত আহার এবং সুশৃঙ্খলিত ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। ডাঃ ওয়েষ্টেলের অবলম্বিত নিয়মানুযায়ী ইহার একটি আনুষঙ্গিক চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তাহার বিষয় পরে বর্ণিত হইবে। কিন্তু এস্থলে চিকিৎসকের স্মরণীয় যে, অনুপযোগী স্থলে তাহার প্রয়োগের ফল অতীব গুরুতর—**কপাটিক রোগসহ ক্ষতি পূরণের অভাব,** অথবা ধমনীগণের স্পষ্টতর এথারোমা থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৩ (LECTURE CXXXIII)

হৃৎপিণ্ডের রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজ্‌ম অব্‌ দি হার্ট।

(ANEURISM OF THE HEART.)

হৃৎপিণ্ডের রক্তার্ব্বুদ তাহার প্রাচীর আক্রমণ করিতে পারে, অথবা একটি কপাট বা ভাল্‌ভ মাত্র রোগাক্রান্ত হয়।

প্রাচীরিক রক্তার্ব্বুদ।—সাধারণতঃ বাম ধমনী-কোটরে অবস্থিত। ইহার সাধারণ স্থান হৃৎচূড়া সন্নিহিত দেশ, এবং ক্বচিৎ অন্যাংশে থাকে। **পুরাতন হৃৎপেশী-প্রদাহ** এবং **সাংঘাতিক হৃদন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ ঘটিত হৃদন্তর্ব্বেষ্টক ঝিল্লির ক্ষত,** অথবা **আঘাতাদি** প্রযুক্ত হৃৎ-প্রাচীরের দৌর্ব্বল্য ইহার কারণ। আকারে ইহা একটি মটরের আয়তন হইতে সমগ্র হৃৎপিণ্ডের আয়তন পর্য্যন্ত পাইতে পারে। রক্তার্ব্বুদ থলি অথবা কোটরে বিভক্ত, এবং গুচ্ছাকারে সজ্জিতও (Multiple) হইতে পারে। ক্বচিৎ ইহার বিদারণ ঘটে।

ভাল্‌ভ বা কপাটের রক্তার্ব্বুদ।—অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বা সেমিলিউনার অথবা দ্বি-পত্রিক (Mitral) কপাটের পত্র বিশেষের হৃৎকোটর সংশ্রবীয় দেশ হইতে থলিবৎ অর্ব্বুদ উদ্‌গত হয়,—কপাটের অন্তস্তরের ভেদকারী ক্ষত কর্ত্তৃক তাহার দুর্ব্বলতা ঘটিলে রক্ত-নাড়ী অভ্যন্তর অথবা হৃদন্তরস্থ রক্তের বেগের প্রসারক শক্তি ইহার কারণ। রোগ বৃহদ্ধমনী কপাট পত্রেই অধিকতর হয়। তরুণ হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বশতঃ কোমলতা এবং উপাদানের ক্ষয় হওয়ায় কপাটপত্রাচ্ছাদক এণ্ডোকার্‌ডিয়ামের ধ্বংস হইলে হৃদভ্যন্তরীণ শোণিত চাপে প্রসারণ ঘটিয়া ইহা জন্মে। সাধারণতই বিদারণ ঘটে এবং তাহার ফল স্বরূপ বিস্তৃত উপাদানের ধ্বংস ও কপাটিক অকর্ম্মণ্যতা বা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি সাধিত হয়। হৃৎপিণ্ডের রক্তার্ব্বুদ বা

banglabooks.in

এনুরিজমের বর্ত্তমানতার নির্দ্দেশ কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে এরূপ কোন প্রকার লক্ষণ অথবা প্রাকৃতিক চিহ্নাদির সম্পূর্ণ অভাব। ইহার ভাবীফল গভীর নিরাশা পূর্ণ। হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লির থুলির অভ্যন্তরে বিদারণ ঘটিয়া হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময়েই হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ধীরগতিতে তাহা ঘটে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৪ (LECTURE CXXXIV.)

হৃৎপিণ্ডের বিদারণ বা রাপচার অব্ দি হার্ট।

(RUPTURE OF THE HEART.)

বিবরণ।—রোগ বশতঃ হৃৎপিণ্ড-পেশীর দুর্ব্বলতা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের বিদারণ ঘটে না। বসাপকৃষ্টতা ইহার সাধারণ কারণ; করনারি ধমনীর শাখাবিশেষের রক্তচাপ কর্ত্তৃক ছিপি আটা ভাব বা থ্রম্বোসিস, অথবা সংক্রামক বস্তুর স্খলিত চাপ বা এম্বলাস দ্বারা অবরোধ প্রযুক্ত রক্তস্রোতের অবরোধ হওয়ায় রক্তহীন উপাদানের মৃত্যু অনেক সময়ে ইহা সংঘটিত করে। তান্তব-হৃৎপেশী-প্রদাহ, এণ্ডোকার্‌ডিয়াল অথবা হৃদন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লির ক্ষত এবং কর্কটীয় অথবা অন্য প্রকার বিগলিত অর্ব্বুদ এবং উপদংশের স্ফীতি (gummata) হইতেও এরূপ ঘটনা সম্ভবিত। ইহাতে হৃৎপিণ্ড প্রাচীরের সম্পূর্ণ স্থূলতার ভেদ হইতে পারে অথবা তাহার আংশিক চির ঘটিতে পারে। স্থূলতার সম্পূর্ণ ভেদে অধিকাংশ স্থলে কতিপয় মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে, অথবা, অতি বিরল ঘটনা স্বরূপ, কতিপয় ঘণ্টা অথবা কতিপয় দিবস পর্য্যন্তও তাহার বিলম্ব ঘটিতে পারে। স্থূলত্বের আংশিক চিরে কপাটিক অকর্ম্মণ্যতা জন্মে। সর্ব্বত্রই অতীব যন্ত্রণাকর হৃদয়শূল, পীড়িতভাব, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, উৎকণ্ঠা, দ্রুত, ক্ষীণ নাড়ী এবং পতন বা কোল্যাপ্স লক্ষণ উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে কচিৎ রোগের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং আংশিক বিদারণে অতীব বিরল আরোগ্য ব্যতীত মৃত্যুই নিশ্চিত। সাধারণতঃ রোগ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরে হয়। কোন প্রকার অসাধারণ শারীরিক শ্রম ইহার কারণ, কিন্তু রোগীর বিশ্রামের অবস্থাতেও ইহা ঘটিতে পারে। বাম ধমনী-কোটরের সম্মুখের বিভাজক প্রাচীর সন্নিহিত স্থান সহ এই ঘটনার বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা—ঔষধ-সম্বন্ধীয় ও আনুষঙ্গিক।—রোগীর তৎকালীন অবস্থানুযায়ী ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত ইহাতে বিশেষ কোন ঔষধের ব্যবস্থা সম্ভবে না। বিদারণের সন্দেহ উপস্থিত হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ শায়িত করিয়া সম্পূর্ণ ও অবিশ্রান্ত স্থির অবস্থায় স্থাপিত করিবে। হৃৎপেশীর অপকৃষ্টতার বিষয় জ্ঞাত থাকিলে রোগীকে সর্ব্ববিষয়ে পরিমিতাচারী থাকিতে এবং মানসিক উত্তেজনা ও মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ শ্রম হইতে সম্পূর্ণ বিরতির উপদেশ করিবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৫ (LECTURE CXXXV)

হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু-মণ্ডল সম্ভূত রোগ বা নিউরোসেস অব দি হার্ট।

(NEUROSES OF THE HEART.)

বিবরণ।—বিচিত্র ক্রিয়াগত স্নায়ুমণ্ডল রোগ হৃদ্‌পিণ্ডে যে সকল ক্রিয়া বিকার উপস্থিত করিয়া স্বাতন্ত্র্য পাইয়াছে নিম্নে ১, ২, ৩, এবং ৪ সংখ্যা ক্রমে যথোপযুক্ত সংজ্ঞায় তাহাদিগকে অভিহিত করিয়া তাহাদিগের বিষয় লিখিত হইল।

(১) হৃৎকম্প বা প্যাল্‌পিটেশন।

(PALPITATION.)

পরিভাষা।—একরূপ অনিয়মিত দ্রুত হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার শান্তি হীন অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডের পক্ষির পক্ষচালনাবৎ গতি, কম্পিতভাব এবং অন্যান্য অশান্তিপ্রদ অনুভূতিও এই নামে আখ্যাত। অনেক সময়েই অবস্থা কেবল রোগীর অনুভূতির বিষয়, কেননা হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া নিয়মিত থাকে। হৃৎকম্প ক্রিয়াগত অথবা আকস্মিক মর্ম্মর সংশ্রবে থাকিতে পারে, এবং বিরল ঘটনা স্বরূপ যন্ত্রগত রোগের লক্ষণরূপেও দেখা দিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—"ভেগাস স্নায়ু (হৃৎস্নায়ু) ক্রিয়ার (প্রঃ থঃ ভৈঃ বিঃ পৃঃ ৪—৫) প্রক্ষিপ্ত সংযমন বশতঃ গতিদ স্নায়ুর অসংযত ক্রিয়া হৃৎকম্পের কারণ।" (ডাঃ লকউড.) নার্ভাস বা বাত-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ যাহারা গুল্মবায়ু এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত, অথবা, যাহারা কোন গুরুতর রোগের আরোগ্যাবস্থায় দুর্ব্বল এবং বাতিক-

banglabooks.in

গ্রস্ত (nervous) থাকে, তাহাদিগের মধ্যে নানাবিধ কারণে ইহা সংঘটিত হয়। স্ত্রীজাতি, বিশেষতঃ তাহাদিগের যৌবন সমাগমে, অথবা, ঋতু-সন্ধি-কালে, পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর হৃৎকম্পাক্রান্ত হয়। বয়স্থাদিগের মধ্যে ইহা ক্বচিৎ দেখা যায়। অণ্ডাধার-জরায়ু সংসৃষ্ট উত্তেজনার প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়াই (reflex) অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের এবম্বিধ রোগের কারণ। উপরিউক্ত প্রকারেই ইহা আমাশয়িক অথবা আন্ত্রিক উত্তেজনা হইতে জন্মে—বাষ্পোৎপাদক অজীর্ণ ইহার অতি সাধারণ কারণ। সরলান্ত্ররোগ ইহার অসাধারণ কারণ নহে। মানসিক উত্তেজনা, অবসাদ অথবা ভাবাবেশঘটিত স্নায়বিক অবস্থা, এবং চা, কাফি, সুরাসার এবং তাম্রকুট প্রভৃতির অমিত ব্যবহার ইহার অতি সাধারণ সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে গণ্য। অপিচ প্রারব্ধ যৌবনের জননেন্দ্রিয় সংসৃষ্ট অপব্যবহার-ঘটিত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যাত্মক সবলতা বা উত্তেজনা, অধুনা পুং-জাতি মধ্যে ইহার অন্যতম প্রধান ও নিত্য কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। রক্তহীনতা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং উত্তেজক কারণ বলিয়াও ধর্ত্তব্য! তরুণ সংক্রামক রোগের পরিণামে শোণিতস্থ রোগ-বিষক্রিয়ায় হৃদ্‌গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনাও ইহার কারণ হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগের প্রধান লক্ষণ হৃৎকম্প বলিয়া এই নামে ইহা অভিহিত। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা এতাধিক প্রকারের ও সংখ্যার স্নায়বিক এবং প্রতিক্ষিপ্ত লক্ষণ সহ সংসৃষ্ট যে, তাহাদিগকে নাম প্রদান দূরের কথা গণনাই করা যায় না। আক্রমণ সাধারণতঃ থাকিয়া থাকিয়া হওয়ায়, তাহার স্থায়িত্ব কতিপয় মিনিট হইতে কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তাহা অবিশ্রান্তও হইতে পারে, সে স্থলে ইহা ট্যাকিকার্‌ডিয়া বলিয়া কথিত; আমরা ইহাকে "হৃচ্চাঞ্চল্য" বলিতে পারি। অনেকস্থলে হৃৎ-পিণ্ডের কেবল পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনাবৎ ফর্‌ফর্‌ গতি (fluttering) হওয়ায় তাহা শীঘ্র অন্তর্দ্ধান করিতে পারে। সর্ব্বস্থলেই হৃৎপিণ্ডের বর্দ্ধিত ক্রিয়া

banglabooks.in

সম্বন্ধে রোগীর সাক্ষাৎ জ্ঞানই রোগের প্রধান কষ্টের বিষয়, সাধারণতঃই ইহা রোগীর অতিশয় মানসিক উৎকণ্ঠা রাখিয়া যায়। **নাড়ী-স্পন্দন** অত্যন্ত দ্রুত ও সবল হইতে পারে, অথবা তাহার গতি নিয়মিত এবং দুর্ব্বল থাকিতে পারে। অনেক রোগীরই হৃদয় স্থানে "কিছু নাই নাই বা শূন্যভাব"; অনেক সময়ে বিবমিষা; শ্বাস-কৃচ্ছ্র; মুখ-পাণ্ডুত্ব, কখন বা মুখ-রক্তিম; শীতল ঘর্ম্ম; বাষ্পোদ্গার; এবং অবশেষে প্রভূত জলবৎ মূত্র-ত্যাগ হইয়া থাকে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—যে সকল বিরল স্থলে হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত রোগে মধ্যে মধ্যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, অথবা যে স্থলে ক্রিয়াগত অথবা আকস্মিক ঘটনা সম্ভূত মর্ম্মর উপস্থিত থাকে, তাহা ব্যতীত এ রোগে কোনপ্রকার প্রাকৃতিক চিহ্ন প্রাপ্তব্য নহে। উল্লিখিত ক্রিয়াগত মর্ম্মর সর্ব্বস্থলেই সংকোচন সংসৃষ্ট বা সিষ্টলিক, প্রসারণ সংসৃষ্ট বা ডায়াষ্টলিক মর্ম্মর সর্ব্বত্রই যন্ত্রগত রোগ হইতে জন্মে। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত রোগ সংশ্রবে উপস্থিত হইলেও হৃৎকম্প সর্ব্বত্রই অবিমিশ্র স্নায়বিক ক্রিয়া-বিকার ঘটিত। হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত রোগের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমে ইহার বৃদ্ধি অপেক্ষা হ্রাসই হইয়া থাকে। রোগীর বাত-প্রকৃতি অথবা স্নায়বিক স্বভাব থাকার বিবরণ এবং রোগকারণের প্রকৃতি, রোগ-পরিচয়ের বিশেষ সাহায্য করে।

ভাবী ফল।—রোগ সমূলে অর্থাৎ কারণের নিরাকরণ পূর্ব্বক স্থায়ী আরোগ্য কঠিনসাধ্য হইলেও রোগীর জীবন সম্বন্ধে ইহা আশঙ্কা রহিত। অধিকাংশ গ্রন্থকারের মতে পরিণামে ইহা হৃদ্বিবৃদ্ধি আনীত করে।

(২) হৃচ্চাঞ্চল্য বা ট্যাকিকারডিয়া।
(TACHYCARDIA.)

প্রতিনাম।—আকস্মিক হৃদাবেগ বা ট্যাকিকারডিয়া প্যারক্সিস্-

banglabooks.in

ম্যাল (Tachycardia paroxysmal); দ্রুত হৃৎপিণ্ড বা রেপিড হার্ট (Rapid Heart); দ্রুত-ক্রিয়তা।

পরিভাষা।—আকস্মিক অনিয়ত দ্রুত হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া রোগীর আত্মানুভূতিতে আসে। ইহার কোন কারণ-নির্দ্দেশ করা যায় না।

আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব।—পরিশ্রমান্তে, নব-প্রসূত সন্তানের, এবং সর্ব্বতোভাবে সুস্থ কোন কোন ব্যক্তির যে, দ্রুত নাড়ী-স্পন্দন দেখা যায়, তাহা ফিজিয়লজিক্যাল বা জনন-প্রাণন ক্রিয়ার প্রকৃতিগত নিয়ম সঙ্গত। হৃৎপিণ্ডের সংযামক (Inhibitory) স্নায়ুর অবশতা অথবা গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা প্রযুক্ত হৃচ্চাঞ্চল্য বা ট্যাকিকার্‌ডিয়া জন্মে। সাধারণতঃ মিনিটে ২০০ অথবা ততোধিক নাড়ী-স্পন্দন হৃচ্চাঞ্চল্য বা ট্যাকিকারডিয়া নামে অভিহিত। ইহা অবিমিশ্র স্নায়বিক বিকার হইতে পারে এবং পূর্ব্ব বর্ণিত প্রতিক্ষিপ্ত (reflex) অথবা অন্যবিধ কারণ, যাহারা হৃৎকম্পের উত্তেজনা করে, তদ্রূপ ঘটনা হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। অপিচ ইহা লাক্ষণিকরূপেও বহুবিধ রোগের গতিকালে উপস্থিত হইয়া থাকে। ডাঃ এণ্ডার্‌স এই শ্রেণীর কারণাদি নিম্নলিখিতরূপে বিভাগ করিয়াছেন:—"(ক) কৈন্দ্রিক, এবং (খ) পারিধেয়িক। কৈন্দ্রিক কারণ মধ্যে প্রধাণতঃ অর্ব্বুদ, শোণিত-চাপ (রক্তস্রাব ঘটিত), এবং মেডালা ও মেরুমজ্জেয় স্তম্ভের কোমলতা গণ্য করা যায়; এবং পারিধেয়িকের মধ্যে অর্ব্বুদ, ধমন্যর্ব্বুদ (aneurisms), বর্দ্ধিত লসীকা-গ্রন্থি (ইহা গ্রীবা অথবা উদরাভ্যন্তরে নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু চাপিত করিয়া তাহার অবশতা উৎপাদন করে) এবং স্নায়ু-প্রদাহ—নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু আক্রান্ত হইলে, ইহার কারণ বলিয়া পরিগণিত করা যায়। শেষোক্ত অপায় বহু স্নায়বিক প্রদাহ (সুরাপান ঘটিত অথবা সংক্রামক রোগজ) সহ সংসৃষ্ট থাকিতে পারে।"

লক্ষণ-তত্ত্ব।—হৃচ্চাঞ্চল্যের বিশেষতা এই যে, অন্যান্য রোগ,

banglabooks.in

যেমন একসপথাল্‌মিক গয়টার, হৃৎকম্প, হৃৎপিণ্ড-শক্তির পতন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রুতনাড়ী বিশিষ্ট ঘটনা সংস্রবে, দ্রুতনাড়ী প্রভৃতি যে সকল শারীরিক বিকার উপস্থিত করে, ইহাতে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। এই হেতু দ্রুতহৃৎপিণ্ড-ক্রিয়াক্রমণে অতিরিক্ত কোন লক্ষণ হয় না বা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। অনিয়মিত সময়ান্তর আক্রমণ উপস্থিত হইয়া কতিপয় মিনিট অথবা কতিপয় ঘণ্টাও স্থায়ী হইতে পারে। হৃৎস্পন্দন দ্রুততা মিনিটে ১৫০ হইতে ২৫০ অথবা ৩০০ শতেও বাড়িয়া যাইতে পারে। কখন কখন নাড়ী পূর্ণ এবং সবল থাকিলেও সাধারণতঃ তাহা ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, সহজে নমনীয়, এবং সময়ে অনিয়মিত। শ্বাস-কৃচ্ছ্রাদির লক্ষণ, যাহা হৃৎকম্পে অতি সাধারণ, ইহাতে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—হৃৎকম্প সংসৃষ্ট সাধারণ লক্ষণ, এবং যন্ত্রগত হৃৎপিণ্ড-রোগের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি ব্যতীত, আকস্মিক যদি দ্রুত হৃৎ-ক্রিয়াক্রমণ হয়, সঙ্গত কারণেই তাহাকে **হৃচ্চাঞ্চল্য** (Tachycardia) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

ভাবী ফল।—বহুদিন ধরিয়া মধ্যে মধ্যে হৃৎপিণ্ডের এরূপ অবস্থা থাকিয়াও রোগীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। লাক্ষণিক, প্রতিক্ষিপ্ত, কিম্বা অন্য প্রকার আরোগ্যোপযোগী আময়িক বিধান-বিকারের ফলস্বরূপ হৃচ্চাঞ্চল্য (Tachycardia), সর্ব্বস্থলে না হইলেও অনেক স্থলেই আরোগ্য লাভ করে। জীবনের শেষাবস্থায় বার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তন ঘটিত রোগ, যে কোন সময়ে হঠাৎ জীবন শেষ করিতে পারে।

হৃৎকম্প এবং হৃচ্চাঞ্চল্যের চিকিৎসা।

মূলতঃ উভয় রোগের চিকিৎসা সমপ্রকার। রোগাক্রমণ কালে উপস্থিত কষ্টাদির নিবারণার্থ চিকিৎসার পর, সম্ভব হইলে, রোগের মূলোৎ-পাটন কল্পে ঔষধ সেবন, স্বাস্থ্যোন্নতি সংসৃষ্ট নিয়মাবলম্বন, অথবা আবশ্য-কানুসারে অস্ত্র-চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ঔষধ ঃ—

banglabooks.in

একনাইট—ভীতি ইহার রোগের কারণ। অত্যন্ত অস্থির উৎকণ্ঠান্বিত রোগী মৃত্যুর আশঙ্কা করে। শ্বাস-কৃচ্ছ্র; মস্তকে গোলমাল বোধ; মুখমণ্ডলে ক্ষণস্থায়ী তাপ, হৃৎস্থানে পীড়িত ভাব।

গ্লোনইন—প্রচণ্ড হৃৎকম্প অথবা পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ ফর্ ফর্ হৃৎকম্প; সমগ্র শরীরোপরি সুস্পষ্ট স্পন্দন, বিশেষ করিয়া মস্তকে অনুভূত; মস্তিষ্কে উর্ম্মি গড়াইয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি—সূর্য্য-তাপ-সংস্পর্শে অতিশয় তাপিত হইলে; হঠাৎ ভীতি অথবা ভাবাবেশ প্রযুক্ত।

জেলসিমিয়াম—অবসাদকর ভাবাবেশ, হঠাৎ ভীতি অথবা দুঃখ, অসাধারণ কঠিন কার্য্যসম্পাদনের দুশ্চিন্তা; তাম্রকূট সেবন।

ইগ্নেসিয়া—দুঃখ অথবা অপমান, ইত্যাদি প্রবল ভাবাবেশ চাপিত রাখিলে; বিষণ্ণতা; গুল্মবায়ু।

কফিয়া—ভাবাবেশ, বিশেষতঃ অত্যধিক আনন্দ; অত্যধিক মানসিক অথবা শারীরিক উত্তেজনা; অনিদ্রা।

ক্যামমিলা—বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনা প্রবণ; ক্রোধণ স্বভাব ও খিটখিটে; ক্রোধ বা প্রচণ্ড উত্তেজনা ঘটিত রোগ; গুল্মবায়ু।

সিংকোনা—জীবনি রস-ক্ষয় অথবা বহুদিন স্থায়ী রোগ বশতঃ দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতা; এবং উদরাধ্মান হইতে রোগ।

ক্যাফিইন ভ্যালিরিয়েনেট—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "হৃৎকম্প-রোগ-লক্ষণানুসারে অন্য কোন ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে ইহাই আমার প্রিয় ঔষধ—ভ্যালিরিয়েনেট অব এমনিয়া এক গ্রেণ মাত্রায় বারম্বার প্রয়োগে গুল্মবায়ু ঘটিত রোগের বিশেষ উপকার হয়।"

আর্সেনিক—রোগীর অবস্থার নিম্নাভিমুখীন গতি। হৃৎক্রিয়া বিশৃঙ্খলিত; সময়ে হৃৎস্পন্দন শ্রোতব্য; রোগী অস্থির, উৎকণ্ঠাযুক্ত ও মৃত্যু-ভয়ে কাতর—শারীরিক শোচনীয় অবস্থার ফল।

এসাফিটিডা—স্নায়বিক হৃৎকম্প, উপবিষ্টাবস্থায় গুরু গুরু কম্প

banglabooks.in

ভাবের অনুভূতি—ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনিয়মিত নাড়ী ;—গুল্মবায়ুর রোগীদিগের জননেন্দ্রিয় ও শ্বাস-যন্ত্র আক্রান্ত—গলদেশ সাটিয়া ধরে ; উদরের প্রভূত আধ্মান।

নাক্স ভমিকা—অজীর্ণ ; মসলাযুক্ত-খাদ্য, কাফি, মদ্য এবং তাম্রকুট সেবন ; শ্রমশীলতা ; অত্যধিক বিষয়াবিষ্টতা ; এবং পাঠে অতিরিক্ত নিবিষ্টতা ; উদরের গোলমাল—রোগকারণ ; আহারান্তে বৃদ্ধি।

নাক্স মস্কেটা—হৃৎকম্পবশতঃ মূর্চ্ছার পর নিদ্রা ; প্রভূত উদরাধ্মান, অত্যন্ত শব্দ করিয়া বাষ্পোদ্গার ; গুল্মবায়ু।

মস্কাস—অনেক সময়ে উৎকৃষ্ট ফল দেয়—বিশেষতঃ গুল্মবায়ুতে অন্যান্য ঔষধ মধ্যে ক্যাক্টাস, ক্যাম্ফর, ককুলাস, ডিজি, ফেরাম, লিলিয়াম, নেট মিউ, ফস এসি, পালস, ভ্যালেরিয়ান, এবং সিপিয়া দ্বারা উপকার হইতে পারে।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—চিকিৎসক অথবা শুশ্রূষাকারী কিম্বা আত্মীয়স্বজনাদির ব্যবহারে যাহাতে রোগী হতাশ না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজন। রোগীকে আলোকহীন অপেক্ষাকৃত শীতল গৃহে শায়িত রাখিবে। পরিহিত বস্ত্রাদি শিথিল করিয়া দিবে। স্থল বিশেষে বরফ অথবা শীতল জলের পান এবং মেরুদণ্ডে ও হৃদ্দেশে বরফ-ব্যাগের প্রয়োগ উপকারী। স্ত্রীরোগীর অণ্ডাধার-দেশে বরফের প্রয়োগ রোগ-নিবারক। কোন কোন রোগীর পক্ষে ঈষদুষ্ণ ও মৃদু পানীয় উপকারী—উষ্ণ পাতলা ও অবিমিশ্রি কাফি ত্বরিত উপকার দেয়। এমনিয়ার ঘ্রাণ গুল্মবায়ুর রোগীর ত্বরিত ফল দিতে পারে। কখন বা ভেগাস স্নায়ু অথবা অণ্ডাধার বা ওভেরি অথবা গ্রীবাদেশ চাপিলে ফল দর্শে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৬ (LECTURE CXXXVI)

হৃন্মন্থরতা বা ব্র্যাকিকার্‌ডিয়া।

(BRACHYCARDIA)

প্রতিনাম—হৃৎপিণ্ডের ধীরতর গতি বা স্লো-হার্ট (Slow heart.)

পরিভাষা—নাড়ী-স্পন্দনের অস্বাভাবিক ধীরতা।

আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব—হৃন্মন্থরতা বা ব্র্যাকিকারডিয়া হৃচ্চাঞ্চল্য বা ট্যাকিকার্‌ডিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ সম্বন্ধে অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ট্যাকিকার্‌ডিয়ার ন্যায় ইহাও অনেক সময়ে নিয়মিত জৈব-ক্রিয়ান্তর্গত (physiologic); সুস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যেও মিনিটে ৫০ হইতে ৬০ পর্য্যন্ত নাড়ী-স্পন্দন পাওয়া অসাধারণ ঘটনা নহে। "আমি অনেকের মিনিটে ৪০ দেখিয়াছি, ২০ হওয়ার বিষয় শ্রুত হইয়াছি; এমন কি, ১২,৯ ও হইয়া থাকে।" (ডাঃ কাউপার থোয়েট,) নাড়ী-স্পন্দনের এতাদৃশ অধিক ধীরতা সাধারণতঃ স্নায়বিক রোগে—মৃগী এবং নিস্পন্দ বায়ু প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ট্যাকিকার্‌ডিয়া বা হৃচ্চাঞ্চল্যের ন্যায় ইহাও অবিমিশ্র স্নায়ুবিকার ঘটিত হইতে পারে অথবা লাক্ষণিক—অন্যান্য রোগের গৌণ লক্ষণ। হৃৎপিণ্ড সংকোচন বা সিষ্টোলি এবং নাড়ী-স্পন্দন উভয়েরই সংখ্যার অনিয়মিত হ্রাস প্রকৃত হৃন্মন্থরতা বা ব্র্যাকিকার্‌ডিয়া বলিয়া কথিত। হৃৎস্পন্দন নিয়মিত থাকিয়া নাড়ী-স্পন্দনের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে অলীক হৃন্মন্থরতা বলা যায়। হৃৎপ্রসারাবস্থা সহ, অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হৃৎপেশী থাকিলে এরূপ অলীক হৃন্মন্থরতা ঘটে। স্নায়বিক অথবা লাক্ষণিক হৃন্মন্থরতা নিম্নলিখিত কারণাদি হইতে জন্মে :—

banglabooks.in

(১) তরুণ জরাদির আরোগ্যাবস্থায় (Convalescence)—তরুণ রস-বাত ও তদ্রূপ রোগাদি।

(২) পরিপাক-যন্ত্র-রোগ, বিশেষতঃ অজীর্ণ, অপিচ আমাশয়ের ক্ষত এবং কর্কট রোগ।

(৩) ক্বচিৎ শ্বাস-যন্ত্র-মণ্ডলের রোগ।

(৪) শোণিত-সঞ্চলন-যন্ত্র-মণ্ডল-রোগ, অধিকতর স্থলে যে সকল রোগ হৃৎপেশী গঠন আক্রমণ করে, এবং পুষ্টি হানিকর অবস্থা সংস্রবে থাকে, বিশেষতঃ করনারি-ধমনীর অবরোধের পরিণামাবস্থা।

(৫) বৃক্কক-প্রদাহ রোগ (Nephritis)।

(৬) ইউরিয়া-লবণ বা মূত্র-বিষ, সীসক, সুরাসার, কাফি এবং ডিজিটেলিস প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থের ক্রিয়া।

(৭) সন্ন্যাস (Apoplexy), মস্তিষ্কাবৃদ, বিশেষতঃ যাহাতে মেডালা এবং গ্রীবাস্থ মেরুমজ্জা আক্রান্ত হয়, এবম্বিধ নিদ্দিষ্ট কতিপয় স্নায়ু-মণ্ডল রোগ।

(৮) অবশেষে ত্বক এবং জননেন্দ্রিয়-বিকার।

ভাবী ফল—মস্তিষ্কীয় অথবা অতি বর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ড-রোগ হইতে জন্মিলে রোগের ভাবীফল অতীব অমঙ্গলজনক, এবং অনেক সময়েই তাহা অচিরাৎ মৃত্যু সংঘটিত করে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—নাড়ী-স্পন্দনের ধীরতাই ইহাতে একমাত্র প্রদর্শক নহে। ইহার চিকিৎসায় কারণীভূত অবস্থাদি এবং সমগ্র উপস্থিত লক্ষণাদির সাদৃশ্যানুসারে ঔষধের প্রয়োগ করার আবশ্যক। ভৈষজ্য-বিজ্ঞানাদি গ্রন্থে এরূপ বহুতর ঔষধ প্রাপ্তব্য। তন্মধ্যে ধীরতর নাড়ী-স্পন্দন যাহাদিগের বিশেষতঃ এরূপ প্রধান কতিপয়ের বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল।

ক্যানাবিস ইণ্ডি—মদাত্যয় রোগে নাড়ীর ধীরগতি ও রোগীর

banglabooks.in

অবসন্নাবস্থায় প্রযোজ্য হইতে পারে। ইহাতে নাড়ী-গতি মিনিটে ৪৬ পর্য্যন্ত হইয়াছে।

ডিজিট্যালিস—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগেই ইহার অধিকতর প্রয়োগ। যান্ত্রিক অথবা ক্রিয়াগত উভয় প্রকার অবস্থাতেই লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে ইহার ক্রিয়া অতি ত্বরিত। ইহাতে নাড়ী-গতি ৪০ পর্য্যন্ত নামিতে দেখা গিয়াছে,—সঙ্গে বিযোড় স্পন্দনে লোপ থাকা বিশেষ প্রদর্শক।

লরাসিরেসাস—রোগীর অতি আসন্ন অবস্থার ধীর নাড়ী সংশোধনে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কলেরা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে এরূপ সংঘটন হয়। হৃৎস্পন্দন শৃঙ্খলাহীন থাকে এবং হৃদয় স্থানে পক্ষির পক্ষসঞ্চালনবৎ অনুভূতি জন্মে। রোগী "খাবিখায়।"

ওপিয়ম—মস্তিষ্কীয় মৃদুরক্তাধিক্যপ্রযুক্ত রোগীর চেতনাহীন অথবা তামসী নিদ্রাবস্থায় ধীর পূর্ণ এবং কোমল নাড়ী সহ রোগীর "নাসিকাধ্বনি" ইহার প্রদর্শক।

ফেরাম—রক্তহীন রোগীর ধীর, কোমল ও পূর্ণ নাড়ী।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগের কারণ এবং রোগীর অবস্থানুসারে চিকিৎসক ইহার ব্যবস্থা করিবেন। রোগীর জীবন ত্বরিত মৃত্যুর আশঙ্কান্বিত বোধ করিলে ষ্ট্রীকনিয়া, গ্লোনোইন, কেফিইন, এরমেটিক স্পিরিট অব এমোনিয়া এবং এমিল নাইট্রেটাদি উত্তেজকের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। পেয়ালা পূর্ণ ব্ল্যাক কাফি কখন কখন উপকারী, সুরাসার নিষিদ্ধ।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৭ (LECTURE CXXXVII)

হৃচ্ছন্দ-পতন বা এরিথমিয়া।

(ARRHYTHMIA.)

পরিভাষা।—হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী-স্পন্দনের বিশৃঙ্খলা। এই নাম দ্বারা হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার ছন্দাভাব প্রকাশিত করা যায়।

প্রকারভেদ এবং কারণ-তত্ত্ব।—সর্ব্বাপেক্ষা সহজ প্রকারের রোগে স্পন্দনের মধ্যে মধ্যে লোপ ঘটে। ব্যবধানকালে স্পন্দন নিয়মিত থাকে। এরূপ ২০ অথবা তদধিক স্পন্দনকালে মাত্র একবার, অথবা এত শীঘ্র যে, প্রত্যেক দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় স্পন্দনেও পতন হইতে পারে। নিয়মিত ব্যবধানে স্পন্দনের লোপ হইতে পারে, কিন্তু নাড়ীর পূর্ণতা ও শক্তির বিষয়ে অসমতা থাকিতে পারে, অথবা অনিয়মিত ব্যবধানেও লোপ ঘটিতে পারে, অপিচ সর্ব্ববিষয়েই অনিয়ত থাকিতে পারে। শেষোক্ত অবস্থা "হৃদ্ব্যাতায়" বা "ডিলিরিয়াম কর্‌ডিস (Delirium cordis)" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এবং হৃৎপিণ্ডের প্রভূত প্রসারণ বা ডাইলেটেশন এবং এক্‌সফথ্যাল্‌মিক গয়েটারের (exophthalmic goiter) বর্দ্ধিত অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ঘটনাধীন অথবা নিয়মিত ব্যবধানে ইহার সংঘটন হয় তাহাতে সাধারণ অজীর্ণ, বিশেষতঃ প্রভূত বাষ্পের উৎপত্তি সহ অজীর্ণ অথবা অতিরিক্ত তাম্রকূট অথবা কাফির সেবন ইহার কারণ হইতে পারে। কখন কখন ইহা ক্ষুদ্র বাত বা গাউট সংস্রবে দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে ইহা স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ হইতে পারে, কিন্তু তাহার যথার্থ প্রকৃতি সম্যক বিদিত নহে। ইহা হৃৎপিণ্ডের উপাদানগত পরিবর্ত্তন ঘটিতও হইতে পারে, কিন্তু সে স্থলে রোগ গুরুতর বলিয়া বিবেচিত।

ডাঃ কুস্‌মলের প্যারাডক্‌সিক্যাল বা দৃশ্যতঃ অসম্ভব নাড়ী-স্পন্দনে

banglabooks.in

শ্বাস-গ্রহণ কালে স্পন্দনের সংখ্যা অধিকতর, কিন্তু প্রশ্বাস-কালাপেক্ষা তাহার পূর্ণতা স্বল্পতর হয়। দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড, পুরাতন হৃদ্বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ এবং অন্যান্য অবস্থা যাহাতে, হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ-সংকোচন সহ শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত সম্বন্ধের বাধা উপস্থিত হয় তাহাতে, এরূপ সংঘটন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাইজিমিন্যাল (Bigeminal) বা দ্বি-যোড় এবং ট্রাইজিমিন্যাল বা ত্রি-যোড় স্পন্দনে দুই অথবা তিনটি স্পন্দন পরস্পর শীঘ্র শীঘ্র হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সময়ের ব্যবধান ঘটে। দ্বি-পত্রিক রোগ, বিশেষতঃ দ্বি-পত্রিক সংকোচন বা ষ্টিনোসিসে ইহা সাধারণ।

ভ্রূণ-হৃৎস্পন্দন বা এম্ব্রিয়োকার্ডিয়া অথবা ভ্রূণ-হৃচ্ছন্দ—ইহাতে প্রথম শব্দ (First souud) হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকাংশে তাহা দ্বিতীয় শব্দ তুল্য হয়, অর্থাৎ ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের শব্দের ন্যায় হৃৎপিণ্ড শব্দ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড প্রসারণের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় শব্দের প্রকৃতির উপরিউক্ত পরিবর্ত্তন ঘটে। কারণ অতিরিক্ত প্রসারণবশতঃ পেশীর শব্দের পেশীত্ব গুণের অপলাপে দুর্ব্বলতা ঘটায় তাহা কেবল অমিশ্র কপাটিক (Valvular) বা দ্বিতীয় শব্দের তুল্য হয়। জ্বরের শেষাবস্থাতেও এরূপ হইয়া থাকে।

হৃৎস্পন্দনের অশ্বের দৌড় চলনবৎ অথবা কদম-লয়, অশ্বের তদ্বিধ গতির পদক্ষেপ শব্দের লয়ের অনুরূপ। দ্বিতীয় শব্দের (Second sound) দ্বিরাবর্ত্তনের (rednplication) সমসাময়িক বৃহদ্ধমনী এবং ফুস্ ফুস্ ধমনী-কপাটের রোধে ইহা সংঘটিত। অনুমিত হয় যেন, দ্বিতীয় শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম শব্দ সম্বন্ধে অতি ক্বচিৎ এরূপ অনুমান করা যায়। ধমনীর ঘনীভূততাসহ স্থূলতা, বসাপকৃষ্টতাযুক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ, তরুণ হৃৎপেশী-প্রদাহ, ব্রাইট্‌স্‌ডিজিজ প্রভৃতি রোগে, এবং কথিত আছে কখন কখন সুস্থ ব্যক্তিতেও ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।

banglabooks.in

রোগের কারণ সম্বন্ধে ডাঃ বমগার্টেন নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন :—

(১) মস্তিষ্কসংসৃষ্ট কৈন্দ্রিক কারণ—(ক) উপাদান গত-রোগ—রক্তস্রাব অথবা মস্তিষ্ক বিকম্পনাদি ; অথবা (খ) মানসিক ভাবাবেশ।

(২) প্রতিক্ষিপ্ত কারণ—অজীর্ণ, যকৃৎ, ফুসফুস, এবং বৃক্কাদির রোগ, যাহার প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড বিচালিত হয়।

(৩) বিষ-ক্রিয়া—তাম্রকূট এবং কাফি প্রভৃতির পান উপরিউক্ত হৃদ্রোগের সাধারণ কারণ। বিবিধ ঔষধ যেমন, বেলাডনা, একনাইট এবং ডিজিট্যালিস প্রভৃতির ক্রিয়াতেও এইরূপ হইয়া থাকে।

(৪) হৃৎপিণ্ডের স্বয়ম্ভূত পরিবর্ত্তন—(ক) হৃৎস্নায়ু-গ্রন্থিতে পরিবর্ত্তন ; বসাসংসৃষ্ট, রঞ্জন পদার্থ ঘটিত এবং ঘনীভূততাসহ স্থূলতা সংশ্রবীয় পরিবর্ত্তনাদি যাহা এই প্রকারের রোগে বর্ণিত হইয়াছে তাহারা ছন্দের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে গুরুতর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্তও তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে চিকিৎসক মণ্ডলীতে সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। হৃচ্ছন্দ বিকার ব্যতীতও ইহারা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। (খ) হৃৎপ্রাচীরিক পরিবর্ত্তনাদিতে এরূপাবস্থা অতি সাধারণ। সহজ প্রসারণ, বসাপকৃষ্টতা এবং ঘনীভূততাসহ স্থূলতা সাধারণতঃ বর্ত্তমান থাকে, এবং শেষোক্ত অবস্থাদ্বয় সাধারণতঃ কর্ণনারি-ধমনীর ঘনীভূততাসহ স্থূলতা সংশ্রবে দৃষ্ট করা যায়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ক্রিয়াগত এবং যন্ত্র-গত বিকারোৎপন্ন এই উভয় প্রকার হৃচ্ছন্দপাত মধ্যে পরস্পরকে প্রভেদিত করা অতীব আবশ্যকীয়, অপিচ অনেক সময়েই তাহা অতীব কষ্টসাধ্য। যে সকল কারণে ক্রিয়াগত হৃচ্ছন্দপতনের উৎপত্তি হয়, যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রভেদিত করিতে হইবে, এবং বর্ত্তমান লক্ষণ এবং চিহ্নাদির বিষয়ও যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া রোগের নির্দ্দিষ্ট পরিচয় করিতে হইবে।

banglabooks.in

ভাবী ফল।—ইহা সম্পূর্ণ রূপেই রোগের প্রকৃতির অনুগমন করে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগ ক্রিয়াগত হইলে কারণোপযোগী স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মের প্রতিপালন এবং যথোপযুক্ত ঔষধের সেবন বিধেয়। উপাদানগত রোগে ঔষধ-নির্ব্বাচনে সর্ব্বতোভাবে হোমিওপ্যাথির নিয়মাবলম্বনীয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৮ (LECTURE CXXXVIII)

হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস।

(ANGINA PECTORIS.)

প্রতিনাম।—হৃৎসংকোচন বা ষ্টিনোকার্‌ডিয়া (Stenocardia); বক্ষ-যন্ত্রণা বা ব্রেষ্ট্‌-প্যাঙ্গ (Breast Pang.); হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু-শূল বা নিউরেল্‌জিয়া অব দি হার্ট (Neuralgia of the Heart)।

পরিভাষা।—সাধারণতঃ বাম স্কন্ধ এবং বাম বাহু বাহিয়া বিস্তার শীল একরূপ লাক্ষণিক স্নায়ুমণ্ডলোৎপন্ন রোগ। ইহা হৃৎপিণ্ডের অতি তীব্র বেদনা এবং বক্ষের সঙ্কোচন দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং রোগীর অতি গভীর মৃত্যুভীতি উপস্থিত করে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—বক্ষ-শূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিসকে রোগাপেক্ষা রোগের লক্ষণ বলাই সঙ্গত। ইহা সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড অথবা ধমনীমণ্ডলের কোন নির্দ্দিষ্ট এবং পরিচিত উপাদানগত রোগ-কালে উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে কোন প্রকার উপাদানগত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং কোন কোন স্থলে, নিঃসন্দেহ হইলেও, অতীব বিরল, অবিমিশ্র ক্রিয়াগত বিকার হইতে রোগোৎপন্ন হয়। চিকিৎসক মণ্ডলী এঞ্জাইনার প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কল্পিত মতের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা অবিমিশ্র কল্পনা মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বোদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ফ্রেনিক এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর শাখা-প্রশাখা এবং কখন কখন শোণিত সঞ্চালক যন্ত্রাদির গতিদ স্নায়ু-মণ্ডল ইহাতে যে আক্রান্ত থাকে তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। যে স্থলে শোণিত-সঞ্চালক যন্ত্র-মণ্ডলীর গতিদ স্নায়ু-যন্ত্রের আক্রমণ এঞ্জাইনার প্রধান কারণ, ডাঃ নথনজেল তাহাকে এঞ্জাইনা পেক্টরিস ভেসো-

banglabooks.in

মোটরিয়া (Angina pectoris vaso-motoria) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গুরুত্বে এবম্বিধ অবস্থা প্রকৃত এঞ্জাইনাপেক্ষা স্বল্পতর, ইহাতে কখনই মৃত্যু ঘটনা হয় না।

কারণ-তত্ত্ব।—এঞ্জাইনা পেক্টোরিস কেবলই যৌবনে জন্মে, এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে অনেক অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। করনারি ধমনীর প্রস্তরীভূত অবস্থা এবং প্রদাহ সংশ্রবে ইহা অতি সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয়। কখন কখন ইহা বৃহদ্ধমনী-সংকোচন বা ষ্টিনোসিস্, বৃহদ্ধমনীর অপ্রচুরতা বা ইন্‌সাফিসিয়েন্‌সি, হৃৎপিণ্ডের সহজ বিবৃদ্ধি, এবং অন্যান্য অবস্থা যাহাতে ধমনী-মণ্ডলের আতত ভাবের বৃদ্ধি হয়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিক ভাবাবেশ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, অত্যধিক তাম্রকূটের ব্যবহার, অথবা শৈত্য-সংস্পর্শ ইহার উত্তেজক বা সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ন্যূনাধিক ব্যবধানের পরে পরে রোগাক্রমণ উপস্থিত হয়, এবং কতিপয় মুহূর্ত্ত হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। আক্রমণ দিবসে হইতে পারে, কিন্তু কঠিন প্রকারের আক্রমণ প্রায়শই রজনীতে ঘটে। বেদনা ইহার প্রধান লক্ষণ। বেদনার প্রকৃতি স্নায়ু-শূলের ন্যায় এবং অতীব যন্ত্রণাকর। বেদনা হৃৎপিণ্ডে আরম্ভ হয় এবং ঊর্দ্ধে বিস্তৃত হইলে স্কন্ধ ও বাম বাহু বাহিয়া অঙ্গুলিতে যায়, এবং সাধারণতঃ অঙ্গুলিতে অবশতা ও শৈত্যের অনুভূতি জন্মায়। বেদনার সংস্রবে শ্বাসাল্পতা, হৃদয়ের স্থানে পীড়িত ভাব এবং নিকট মৃত্যুর অনুভূতিযুক্ত প্রগাঢ় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। মুখ শীতল, সমল-পাণ্ডুর এবং চটচটে ও অনেক সময় ঘর্ম্মাবৃত থাকে। রোগীর আশু প্রগাঢ় যন্ত্রণা ও ত্রাস প্রকাশ করে। হৃৎক্রিয়া নিয়মিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ বর্দ্ধিত হয়। সময়ে সময়ে নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ এবং অনিয়মিত, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহার অত্যন্ত আততাবস্থা থাকে। সাধারণতঃ উদ্‌গার, বমন, অথবা প্রচুর মূত্রত্যাগ হইয়া

banglabooks.in

কতিপয় সেকেণ্ড অথবা মিনিটের মধ্যে আক্রমণ অন্তর্দ্ধান করিতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্ব্বস্থলে এরূপ শুভসংঘটন হয় না, আক্রমণের অতি বৃদ্ধির সময় কখন কখন রোগীর জীবন শেষ হয়, অথবা রোগী তামসী নিদ্রাগ্রস্ত হইলে জীবনান্তে তাহার শেষ হয়। আরোগ্য স্থলে, এক মাত্র আক্রমণ হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কতিপয় দিবস হইতে অনেক বৎসরের মধ্যেও রোগ পুনরাবর্ত্তন করে। ব্যবধান কালে রোগী অবিশ্রান্ত ভীতিগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত থাকে এবং হতাশ ও অবসাদগ্রস্ত হয়। এঞ্জাইনা পেক্টোরিস ভেসো মোটরিয়া প্রকারের রোগে বেদনার তীব্রতা অনেক স্বল্পতর থাকে, এবং আক্রমণের পূর্ব্বে শোণিত-যন্ত্রের গতিদ স্নায়বিক বিকার—মুখের পাণ্ডুরতা, শীতলতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাঠিন্য প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সর্ব্বস্থলেই আক্রমণের শুভ পরিণতি দেখা যায়।

গুল্মবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী, স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত পুরুষ এবং স্নায়বিক উত্তেজনা-প্রবণ শিশুদিগের থাকিয়া থাকিয়া একরূপ আক্রমণ হয় তাহাকে অলীক এঞ্জাইনা (Pseudo-angina) বলা যায়। আক্রমণ ধীরে উপস্থিত হয়, এবং তাহার উপসর্গ স্বরূপ উদর স্ফীতি, উদ্গার, অত্যন্ত অস্থিরতা, মুখ-রক্তিমা, উত্তেজনাপ্রবণ নাড়ী, হৃদগ্র-প্রদেশে বিস্তৃত বেদনা এবং সাধারণ গুল্মবায়ুর দৃশ্য দেখা যায়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—রোগের ব্যবধানযুক্ত আক্রমণ এবং উপরি বর্ণিত লক্ষণাদির বিষয় চিন্তা করিলে, রোগ-পরিচয়ের নিশ্চয়তা বিষয়ে সন্দিহান হইবার সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত এঞ্জাইনা হইতে অলীক রোগের প্রভেদ করা, কখন কখন বিলক্ষণ কঠিন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীরোগীর যদি বৃহদ্ভ্রমনীর অকর্ম্মণ্যতা (incompetency) থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদিগের এতাদৃশ পরিস্ফুট গুল্মবায়ু ঘটিত স্নায়বিক দৃশ্য থাকে যে, তাহারা রোগপরিচয় সহজ করিয়া দেয়। তথাপি যদি সন্দেহের নিরাকরণ না হয়, প্রকৃত রোগ ধরিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

banglabooks.in

ভাবীফল।—প্রকৃত এঞ্জাইনার পরিণাম সর্ব্বত্রই প্রায় অশুভজনক। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, অধিকাংশস্থলেই ইহার সাংঘাতিক পরিণাম অনিবার্য্য। আক্রমণের উপস্থিতি কালে হঠাৎ, অথবা হৃৎপিণ্ডের পরিবর্ত্তন ঘটিত বলক্ষয় বশতঃ ধীরে মৃত্যু সংঘটিত হয়। যে সকল স্থলে রোগ বৃহদ্ধমনীর রোগ সংসৃষ্ট এবং যাহাতে রোগের উত্তেজক কারণ নিবারণযোগ্য, আশাপ্রদ পরিণাম প্রকাশ করা যায়। প্রথম আক্রমণেই মৃত্যু হইতে পারে, অথবা পরের কোন আক্রমণেও তাহা সম্ভব। ফলতঃ কোন আক্রমণে যে জীবনের শেষ হইবে, বলা কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের আক্রমণকালে প্রায়শঃই কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্ভব হয় না। তখন যে কোন প্রকারে উপস্থিত আক্রমণের নিবারণার্থ সম্ভব্য ঔষধাদির প্রয়োগে রোগীর জীবন রক্ষাই একমাত্র চিকিৎসার বিষয়ীভূত, তাহা নিম্নে লিখিত হইবে। আক্রমণ কালে এবং পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ আক্রমণের ব্যবধানকালে অবলম্বনীয় মূল চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে :—

একনাইট—পূর্ব্ব কথিত ভাসো-মোটর এঞ্জাইনা এবং কখন কখন প্রকৃত রোগের আক্রমণকালেও ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে। (প্রঃ থঃ ভৈঃ বিঃ পৃঃ ৩৫)। শুষ্ক শীতল বায়ু-সংস্পর্শ ইহার উত্তেজক কারণ এবং উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মৃত্যু-ভীতি প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ।

আর্সেনিক—রোগে ইহা বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফলতঃ প্রকৃত এঞ্জাইনা রোগসহ লক্ষণ সাদৃশ্যে ইহার সমকক্ষ আর দ্বিতীয় ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু অন্যান্য সুখ্যাত ঔষধ সম্বন্ধে যেরূপ হইয়া থাকে, ইহারও বহুল অপব্যবহার হয়। বলা বাহুল্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়মানুসারে প্রদর্শিত না হইলে ইহা দ্বারা কোনই উপকারের প্রত্যাশা নাই। স্থলবিশেষে হোমিওপ্যাথির ৩০ অথবা তদূর্দ্ধ ও নিম্ন, এমন কি, এলোপ্যাথির স্থূল প্রয়োগরূপেও ইহা

banglabooks.in

উপকার করিয়াছে। রোগের আক্রমণকালেও ইহার প্রয়োগ হইতে পারে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়াছি ধাতুগত বিশেষ কোন দোষ না থাকিলে কঠিন রোগের আক্রমণ হয় না। এজন্য কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসায় ধাতু-দোষের অনুসন্ধান করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ ঔষধের ব্যবস্থা করার আবশ্যক, যেমন লক্ষণ সাদৃশ্যে **আর্সেনিক** প্রদর্শিত হইলেও রোগী যদি স্পষ্টতর গণ্ডমালার চিহ্ন প্রকাশিত করে, সে স্থলে রোগ লক্ষণ ও রোগীর ধাতু অনুসারে **ক্যাল্কে আর্স** উপযোগী। অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও এই নিয়ম অবলম্বনীয়।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম—বক্ষদেশে গুরুত্বের অনুভূতি এবং শ্বাস-কৃচ্ছ্র; হৃৎ-স্পন্দনে বক্ষ-প্রাচীর ঊর্দ্ধ-নিম্নভাবে চালিত; বক্ষ এবং পৃষ্ঠ-বেদনা গভীর শ্বাস গ্রহণে বর্দ্ধিত; নাড়ী অতি ক্ষীণ এবং কম্পিত ভাবের।

আর্স আয়ডি—বাম হৃদ্ধমনী-কোটর-বিবৃদ্ধি ঘটিত এঞ্জাইনা—হৃৎপ্রদেশের অসহনীয় বেদনা, বক্ষভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়।

কুপ্রাম এসেটী—"বুকের কড়ার" পশ্চাৎ-পার্শ্বস্থ বেদনায় মৃত্যুর অনুভূতি; হঠাৎ শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় শ্বাস-রোধের উপক্রম হইয়া মুখ শীতল, ওষ্ঠ নীল এবং সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া যায়; **নাড়ীস্পন্দন ধীর**; পরিশ্রম ও উত্তেজনা উত্তেজক কারণ।

অরাম—হৃৎপিণ্ডের উপাদানগত রোগ; চিত্তোদ্বেগ; অতিশয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যঘটিত হতাশ; বোধ হয় যেন, হৃৎস্পন্দন স্থগিত হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ ভারি বস্তুর আঘাতবৎ অনুভূতি; স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিলে বৃদ্ধি; দৈহিক চালনা, ভ্রমণ এবং তপ্ত দেহে উপশম; বক্ষের সংকুচিত ভাব হইয়া মধ্যে মধ্যে শ্বাস-রোধের উপক্রম; রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত হয় ও মুখমণ্ডল নীল হইয়া যায়; রোগী চলিবার সময় বোধ করে

banglabooks.in

যেন হৃৎপিণ্ড আলগাভাবে কাঁপিতেছে; কখন কখন হৃৎপিণ্ডের একটিমাত্র অতি প্রচণ্ড স্পন্দন।

চিকিৎসকদিগের মতে অন্যান্য উপকারী ঔষধ :—এমন কার্‌ব; এমিল নাই; আর্জে নাই; আর্‌নিকা; সিমিসি; ডিজি; গ্লনোইন; হিপার সাল্‌ফ; ক্যাল্‌মিয়া; ল্যাকে; ল্যাক্টু ভিরো; লাইক; ন্যাজা; নাক্‌স ভ; অকজ্যালিক এসিড; স্পাইজি; স্পঞ্জি; টেবেকাম। (হৃৎরোগসম্বন্ধীয় চিকিৎসায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দ্রষ্টব্য।)

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—এঞ্জাইনা পেক্টরিসরোগে রোগীকে সর্ব্বদা মৃত্যুজন্য সঙ্কিত থাকিতে হয়, এবং কোন আক্রমণে যে রোগীর জীবন শেষ হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এজন্য ইহাতে আক্রমণের ব্যবধান কালে রোগ-নিবারণের চিকিৎসা অতীব গুরুতর এবং আবশ্যকীয়। আমরা তদর্থে প্রয়োজনীয় ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে আনুষঙ্গিক উপায়াদির অবলম্বনও অভাব প্রয়োজনীয়। রোগীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তব্য। উত্তেজনার কারণ এবং হঠাৎ অতি পরিশ্রম পরিত্যাজ্য। তাম্রকূট, সকল প্রকার উত্তেজক এবং অপাচ্য খাদ্য সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। মেরুদণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠ-কশেরুকা হইতে কটির তৃতীয় কশেরুকা পর্য্যন্ত স্থানে নিত্যকর্ম্ম স্বরূপ প্রতিদিন চল্লিশ মিনিট ধরিয়া বরফ-থলির প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী সর্ব্বদার জন্য **তিন হইতে পাঁচ বিন্দু পূর্ণ এমিল নাইট্রেটের পার্‌ল** সঙ্গে রাখিবে এবং রোগাক্রমণের সূচনাতেই রুমালে ভাঙ্গিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে। কখন কখন **ক্লোরোফরমের ঘ্রাণেরও** আবশ্যক হইতে পারে। মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টার—গ্রীবাপৃষ্ঠ, "পায়ের ডিম" এবং হৃৎপ্রদেশে প্রয়োগ উপকারী। রোগীবিশেষে **১০ বিন্দু করিয়া ক্লোরোডাইনের** পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ফিট নিবারণ করে। **উষ্ণ সেকের** ব্যবহার করা যায়। উপরিউক্ত নানাবিধ চেষ্টাতেও ফল না হইলে যদি ধমনীমণ্ডলের আততভাব থাকে

banglabooks.in

১ গ্রেণ মর্‌ফিয়া সহ ১০ গ্রেণ এট্রপিন মিশ্রের স্বগধঃ পিচকারীর ব্যবহার করা যায়। কেহ কেহ হৃৎপিণ্ডদেশে বরফের, কেহ বা উষ্ণপ্রয়োগের পক্ষপাতী। ফলতঃ যথাকালে চিকিৎসক আহ্বানের সময়াভাব ঘটে। এজন্য উপদিষ্ট গৃহস্থকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৩৯ (LECTURE CXXXIX).

আজন্ম হৃৎপিণ্ড-রোগ বা কঞ্জেনিট্যাল আফেক্‌শন অব দি হার্ট।

(CONGENITAL AFFECTIONS OF THE HEART)

বিবরণ।—আজন্ম হৃদ্বিকার চিকিৎসাসাধ্য না হওয়ায় রোগ-চিকিৎসাবিষয়ক তত্ত্বসম্বন্ধীয় স্থলে ইহার বর্ণনার অত্যল্পই আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। তথাপি চিকিৎসকের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক এবং অনাবশ্যক নহে বলিয়া এস্থলে তাহাদিগের উল্লেখ করা হইল। এই সমস্ত অস্বাভাবিক ঘটনা, হৃৎপিণ্ডের বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষলাভের বাধা, অথবা ভ্রূণ-হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ, অথবা উভয়ের সংযোগে জন্মিতে পারে। হৃৎপিণ্ডে এবং তৎসংসৃষ্ট শোণিত যন্ত্রের বিবিধ অংশে বিকারাদি সংঘটিত হয়—

১। ফুসফুস-ধমনীদ্বারের সংকোচন বা পাল্‌মনারি ষ্টিনোসিস—ইহা অতি সাধারণ। তন্নামরোগে ইতিপূর্ব্বে ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছে। অবিমিশ্র ষ্টিনোসিস জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতিকূল নহে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ধমনী-হৃৎকোটরের বিভাজক প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা সহ সংসৃষ্ট থাকে এবং তজ্জন্য ইহা অধিকতর শঙ্কাজনক বলিয়া গণ্য।

২। ফোরামেন ওভেলির মুক্তভাব অথবা তাহার অসম্পূর্ণরোধ—ইহাও একা থাকিলে কিয়ৎকালের জন্য জীবনধারণ পক্ষে

banglabooks.in

প্রতিকূল নহে, কিন্তু কখন কখন অন্যান্য অপায় সহ সংশ্রব ঘটায় সংসৃষ্ট-দোষের প্রকৃতির পরিমাণানুপাতে গুরুত্ব বাড়িয়া যায়।

৩। শিরা-হৃৎকোটরদ্বয় অথবা ধমনী হৃৎকোটরদ্বয় মধ্যস্থ বিভাজক প্রাচীর-সংক্রান্তদোষ—ভেন্‌ট্রিকলের সেপ্তামে অপেক্ষাকৃত অধিকতর সময়ে দোষ ঘটে। ইহা উপস্থিত থাকিলে বাম হৃদ্ধমনী কোটরের সংকোচনকালে দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডে শোণিতের পশ্চাৎ গমন হয় এবং তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ও শিরাশোণিতাধিক্য ঘটে। উভয় ধমনী কোটর এবং শিরা-কোটর মধ্যস্থ প্রাচীরের দোষ একসঙ্গে সংঘটিত হইলে হৃৎপিণ্ড দুই কোটরে পরিণত হয়, তাহাকে "কর্ বাইলকুলেয়ার," অথবা "রেপ্টাইল হার্ট" বা "সর্প-হৃৎপিণ্ড" বলে।

৪। ষ্টেনোসিস বা সংকোচন অথবা ইন্‌কম্পিটেন্‌সি বা অকর্ম্মণ্যতা—ত্রিপত্র এবং দ্বিপত্র কপাটের—অতি ক্বচিৎ দেখা যায়। মূল রোগ সহ অবস্থা, লক্ষণ এবং প্রাকৃতিক চিহ্নাদি স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

৫। ডাক্টাস্ আর্‌টারিয়োসাসের (বৃহদ্ধমনী ও ফুস ফুস ধমনীর সংমিলন-নালী বা উভয়ের সংযোগ) স্থায়িত্ব—অপিচ বৃহদ্ধমনী ও ভিনা কেভা, অথবা বৃহদ্ধমনী ও দক্ষিণ শিরাকোটর সংসৃষ্ট সংমিলন-নালীর মুক্তাবস্থা—পরস্পর মধ্যস্থ সংমিলননালীর এবম্বিধ মুক্তাবস্থায় সকলেই মর্ম্মর উপস্থিত হয়, অতএব তাহাদিগকে ক্বচিৎ প্রভেদিত করা যায়।

৬। বৃহদ্ধমনী-রন্ধ্রের ষ্টিনোসিস অথবা সংকোচন—ইহা অতি ক্বচিৎ ঘটে এবং সাধারণতঃ কতিপয় সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু ঘটায়। ধমনীর কপাট-পত্রের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই হইতে পারে, বিশেষতঃ বৃহদ্ধমনী এবং ফুসফুস-ধমনীরন্ধ্রের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি কপাট-পত্রে অধিক সময়ে

banglabooks.in

এরূপ সংঘটন হয়। কপাট-পত্রের বৃদ্ধি কোনই গুরুতর ঘটনা নহে। কিন্তু হ্রাস জন্মিলে সাধারণতঃ তাহার সংশ্রবে অন্যান্য গুরুতর ও বিসদৃশ ঘটনা উপস্থিত থাকে।

যাহা উপরে বর্ণিত হইল তাহা ব্যতীতও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, অপিচ অনেক অনিয়ত বিধান বৈকর্যারিক ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগকে কেবল স্বভাবের আশ্চর্য্য খেয়ালরূপে উল্লেখ করা যায়, যেমন—(ক) **একারডিয়া বা হৃদসদ্ভাব**, যাহাতে হৃৎপিণ্ড অনুপস্থিত থাকে; (খ) ডবল বা দ্বিগুণ **হৃৎপিণ্ড**; (গ) **ডেক্‌ট্র-কার্ডিয়া বা দক্ষিণা হৃৎপিণ্ড**, যাহাতে হৃৎপিণ্ড একা অথবা অন্যান্য যন্ত্র সহ দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত; এবং (ঘ) **এক্টপিয়া-কার্ডিস বা হৃৎপিণ্ড স্থান-চ্যুতি**, যাহার সংশ্রবে বক্ষের এবং উদরের প্রাচীর দ্বিধা বিভক্ত থাকিতে এবং হৃৎপিণ্ড গ্রীবা, বক্ষ অথবা উদর দেশে স্থান ভ্রষ্ট হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—হৃৎপিণ্ডের যত প্রকারই আজন্ম বিকার হউক না কেন, সকলেরই স্পষ্টতর নীলিমা লক্ষণ থাকে। সাধারণতঃ জন্মের পর এক সপ্তাহ মধ্যে ইহা উপস্থিত হয়। সীসক বর্ণ হইতে বেগুনি রঙ্গের মধ্যে ইহা পরিবর্ত্তন শীল, এবং সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতে পারে অথবা পরিশ্রম হইলে কিম্বা শিশুক্রন্দন করিলে দেখা দিতে পারে। প্রায় সর্ব্বস্থলেই শিশুর বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ ন্যূনাধিক বাধা প্রাপ্ত হয়। উভয় শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বাধাযুক্ত থাকে। অঙ্গুল্যাদি বিকটাকার হয় এবং নখাদি স্থূল ও কুঞ্চিত হইয়া পশুর থাবার ন্যায় দেখায়। শরীর তাপ স্বভাবনিম্ন এবং শিশু শৈত্য সংস্পর্শে-অসহিষ্ণু থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস, বিশেষতঃ পরিশ্রমে, ন্যূনাধিক কষ্টসাধ্য হয়। অনেক সময় কাসি দেখা দেয় এবং ফুসফুস রোগ হয়—ইহাতেই অনেক মৃত্যু ঘটায়।

ভাবীফল।—ভাবীফল অশুভ। অধিকাংশ স্থলেই মৃত ভ্রূণের প্রসব হয়, অথবা শিশু জন্মিয়া অল্প কতিপয় দিবসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পায়।

banglabooks.in

ঘটনা ক্রমে ফুসফুস ধমনীর সংকোচন (stenosis) এবং বিভাজক প্রাচীরের দোষ স্বল্পতর থাকিলে কতিপয় বৎসর জীবন রক্ষা হইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কপাটিক রোগে যে সকল ঔষধের বিষয় বলা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—পাঠকের সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে মূল রোগ সম্বন্ধে কোন প্রকার ঔষধের ক্রিয়া সম্ভবে না। সম্পূর্ণ ভাবে স্বাস্থ্য সম্মত নিয়মাদির প্রতিপালন এবং যথোপযুক্ত পুষ্টিরক্ষা দ্বারা শিশুর জীবন রক্ষা করিলে শিশু কিয়ৎকাল জীবন ধারণ করিতে পারে। ইহাতে শিশুর তাপ রক্ষা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য।

—o—

banglabooks.in

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধমনী-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি আর্‌টারিজ ।

(DISEASES OF THE ARTERIES.)

লেক্‌চার ১৪০ (LECTURE CXXXX.)

ধমনীর-ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা বা আর্‌টীরিও-স্ক্লেরোসিস ।

(Arterio-Sclerosis)

প্রতিনাম ।—ধমনী-কৈশিকনাড়ী-তন্তবপ্রজনন বা আর্‌টারিও ক্যাপিলারি-ফাইব্রসিস (Arteriocapillary Fibrosis); পুরাতন গঠন-বৈকারিক ধমন্যন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডো-আর্‌টারাইটিস্ ক্রনিকা ডিফরম্যানস্ (Endoarteritis Chronica Deformans); লেইবৎ কোমল পদার্থপূর্ণ ক্ষুদ্রার্ব্বুদ বা এথারমা (Atheroma) ।

পরিভাষা ।—ধমনীর প্রদাহ বিশেষ। ইহা প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ ধমনীর অন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি আক্রমণ করিয়া তথা হইতে তাহার মধ্য এবং আগন্তুকস্তর (adventitious) পর্য্যন্ত যায়। তাহাতে সংযোজক উপাদানের অতি প্রজনন ঘটিলে পরে তাহাতে চূর্ণ লবণ (calcarea) সংস্থিত হয়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব ।—বৃহদ্ধমনীতেই ধমনী-ঘন-স্থূলতা অধিকতর হয় এবং বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করে। তাহার পরেই আক্রমণ সংখ্যা করণারি ধমনীতে অধিকতর দেখা যায়। কিন্তু কেরটিড, সাব-ক্লেভিয়ান, ব্রেকিয়াল, এবং আলনার, ইলিয়াক, ফেমরাল, এবং বিশেষ করিয়া মস্তিষ্কের ধমনীবৃন্দের আক্রমণ সংখ্যাও বহুতর হয়। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রে রক্তবাহী ধমনী-গণের, যেমন যকৃৎ এবং আমাশয়ের ধমনীর আক্রমণ

banglabooks.in

অতীব বিরলতর। অপিচ ফুসফুস-ধমনীর আক্রমণ, সংখ্যায় মধ্যবিধ বলিয়া গণ্য। কিন্তু সাধারণ গণনায় এরূপ হইলেও, কখন কখন ফুসফুস-ধমনীর আক্রমণ বৃহদ্ধমনী আক্রমণের স্থলাভিসিক্ত হয়। যে কোন কারণ ক্ষুদ্রতর শোণিত-সঞ্চলনের আতত ভাবের বৃদ্ধি করে, তাহাই তাহার ধমনীতে ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা (sclerosis) আনয়ন করিতে পারে। ইহাতে যকৃদ্ধার শিরাও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

আর্টীরিয়ো-স্ক্লেরোসিস্ সীমাবদ্ধ অথবা বিস্তৃতিশীল, উভয় প্রকারই হইতে পারে। সীমাবদ্ধ প্রকারের রোগে গুটিকাকার (Nodular) বলিয়াও কথিত। এই প্রকারের রোগে সীমাবদ্ধ স্থানে ঘনীভূততা প্রকাশিত হয়। ইহারা সমানোপরি ভাগযুক্ত ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীত-শুভ্র এবং গোলকার্দ্ধবৎ উৎক্ষেপ প্রকাশ করে। এই উৎক্ষেপ বিশেষ করিয়া ধমনী-শাখার রন্ধ্র সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত। ইহারা আয়তনে ও গভীরতায় বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ইহাদিগের ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতায় বা কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদে পরিবর্ত্তন (atheromatous change) ঘটে। অবশেষে এই রুগ্ন উপাদান কোমলীভূত ও বিগলিত হইয়া গভীরতর উপাদানে কোমল বস্তুপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ সংসৃষ্ট বা এথারোমেটাস এব্‌সেস বা পূয়শোথ নির্ম্মাণ করে, কিন্তু উপরিভাগের নিকটস্থ প্রদেশে এথারোমেটাস ক্ষত বা আল্‌সার নির্ম্মিত হয়। এথারমেটা সংসৃষ্ট চাকলার পার্শ্ব বাহিয়া ধমনস্তর্ব্বেষ্টি ঝিল্লিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট চূর্ণ লবণের শল্কাকার পাত (plates) দৃষ্ট হয় এবং ইহা গভীরতর স্তর মধ্যস্থ কোষে চূর্ণ লবণের সংস্থান বশতঃ জন্মে। এই সকল চূর্ণ সংস্থানের সহিত ক্ষত এবং ধমনী-পথের সংকীর্ণতা ছিপি আটা ভাব বা থ্রম্বাই নির্ম্মাণের সাহায্য করে। কোমলীভূত হওয়ার পরে শীঘ্র ধমনী-প্রসারণের প্রবণতা জন্মে।

বিস্তৃত আর্টীরিয়ো-স্ক্লেরোসিস বা ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতায় এরূপ

banglabooks.in

অবস্থা সম্পূর্ণ ধমনীমণ্ডলে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে। পূর্ব্বকথিত উৎক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে মধ্যে দৃশ্যতঃ মসৃণ, এবং নিয়মিত প্রকারের ধমনীস্তর্ব্বেষ্ট স্তর দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাও অত্যন্ত ঘনীভূত। মধ্য এবং আগন্তুকস্তরও আক্রান্ত হয়, মধ্যস্তর প্রধানতঃ ক্ষয়কর পরিবর্ত্তন এবং সমস্তর অর্দ্ধস্বচ্ছ জিউলির আটাবৎ বা হায়ালাইন অন্তর্ব্ব্যাপ্তি (Infiltrating) প্রদর্শন করে। পরবর্ত্তী অবস্থায়, বিশেষতঃ বৃদ্ধ দিগের মধ্যে, বার্দ্ধক্য সংসৃষ্ট ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতায় (senile-arterio-sclerosis) লাবণিক (calcareous) সংস্থান সংঘটিত হইলে নাড্যাদি অস্থিবৎ কঠিন এবং অনমনীয় হয়। এই অনমনীয়তা এবং নাড়ী পথের সংকীর্ণতা পরিণামে নাড়ীর স্থিতিস্থাপক স্তরের পরিচালনা শক্তির অভাব ঘটাইলে শোণিত-স্রোতের ধারতা এবং শোণিত-যন্ত্র মণ্ডলীর অন্তঃ-প্রচাপ (Intravascular pressure) জন্মে। এতাদৃশ অবস্থা অতিক্রমী করিয়া ক্ষতিপূরণ করা হৃৎপিণ্ড-শক্তির সাধ্যাতীত হওয়ায় বাম ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি সংঘটিত হয়। যতকাল হৃৎপিণ্ডের পুষ্টি রক্ষা হয়, এই ক্ষতিপূরণ ক্রিয়া সচল থাকে ও বিবৃদ্ধি রক্ষিত হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিতে শোণিত-প্রেরণার হ্রাস হইলে তাহার আংশিক গৌণ ফল স্বরূপ তান্তব হৃৎপেশী-প্রদাহ, বৃক্কের সংহৃতি (Cirrhosis) এবং মস্তিষ্ক কোমলতা জন্মে। কিন্তু প্রায় সর্ব্বস্থলেই ঘনীভূততাসহ স্থূলতাপ্রযুক্ত উপরিউক্ত কোমলতা জন্মে বলিয়া তাহা মস্তিষ্কের স্থানে স্থানে সীমাবদ্ধ হয়, অপিচ প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার পূর্ব্বগামীরূপে নাড়ীর ছিপি আটাভাব বা থ্রম্বসিস্ ঘটে। অনেক সময়ে মস্তিষ্কীয় ধমনীতে শস্যবীজবৎ রক্তার্ব্বুদ জন্মিলে তাহারা ছিন্ন হইয়া মস্তিষ্ক-রক্ত-স্রাব এবং পরিণাম অর্দ্ধাঙ্গ উপস্থিত করে। আঘাতাদি ঘটিত রোগ ব্যতীত প্রায় সর্ব্ব স্থলেই ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতারূপ পরিবর্ত্তন জন্য বৃহত্তর ধমনীর রক্তার্ব্বুদ জন্মে। কখন কখন ধমনী-পথের সংকীর্ণতা অথবা তাহার ছিপি আটা ভাব বা থ্রম্বোসিস ইহার

banglabooks.in

কোন এক বা উভয় অবস্থা হইতে শোণিত সঞ্চালনের রোধবশতঃ অঙ্গাদির শুষ্ক বিগলন বা গ্যাংগ্রিন (Dry gangrene) ঘটে।

কারণ-তত্ত্ব।—উত্তেজনার কারণসহ সম্বন্ধ না থাকিলেও বৃদ্ধ দিগের এথারোমা-রোগে ন্যূনাধিক প্রবণতা থাকে। ইহা স্বাভাবিক জনন-প্রাণন ক্রিয়ার একটি ক্রমাভিব্যক্তি স্বরূপ ঘটনা। ইহা একটি বংশগত ঘটনা বলিয়াও অনুমিত হয়, যেহেতু বৃদ্ধ বয়সের এই ঘনীভূততাসহ স্থূলতা কোন কোন স্থলে অন্যাপেক্ষা নিম্নতর বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঘটে এবং কখন কখন ইহা পরিবারবিশেষের সমুদয় ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে। স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষেই অধিকতর আক্রমণ হয়। ইহার উত্তেজক বা সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে—পুরাতন সুরাসার বিষাক্ততা, সীসক-বিষাক্ততা, ক্ষুদ্রবাত, উপদংশ, মধু-মেহ, এবং অতিভোজন, বিশেষত শারীরিক শ্রমহীন নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি পরিগণিত; আক্রমণের পূর্ব্ব ঘটনা স্বরূপ ইউরিক এসিড রোগ-প্রবণতার বিবরণ থাকিতে পারে। কখন কখন সন্ধি-বাতের পরিণামে ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতা জন্মে এবং অনেক সময়ে ইহা আবদ্ধ শারীরিক মলজনিত পুরাতন ব্রাইট্‌স ডিজিজের পূর্ব্বগামী, সহগামী অথবা পশ্চাৎগামী হয়। একই কারণ হইতে আর্টীরিও স্ক্লেরোসিস এবং বৃক্কক-প্রদাহ জন্মিতে পারে। এবম্বিধ কারণেই ইহারা পরস্পর পরস্পরের উত্তেজক হইতে পারে এবং পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে যুগপৎ উপস্থিত থাকিতে পারে। কাল-ব্যাপী-পেশী-শ্রমবশতঃ ধমনীমণ্ডলীর আততাবস্থাও ঘনীভূততাসহ স্থূলতার অন্যতম কারণ। ফুসফুস-ধমনীর স্ক্লেরোসিস-রোগ প্রধানতঃ দ্বি-পত্র কপাট-রোগ অথবা ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি হইতে জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগী স্বয়ং কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি করিতে না পারে এবং করিলেও তাহা প্রধানতঃ যে স্থানের ধমনী আক্রান্ত হয় তদনুসারে নানাবিধ প্রকারের দেখা যায়। যে পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরক হৃদ্‌বৃদ্ধি বর্ত্তমান থাকে, রোগী অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যভোগ করিতে পারে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের

banglabooks.in

অভাব ঘটিলে হৃৎপ্রসারণ এবং দুর্ব্বলতার লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। গাত্রোপরিস্থ নাড়ী ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতাদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের দৃশ্য এবং স্পর্শ দ্বারা তাহা সহজেই অনুভূত করা যায় এবং রোগের সন্দেহ উপস্থিত হইলে তাহার সম্যক পরীক্ষা আবশ্যক। মণিবন্ধস্থ, ললাট পার্শ্বীয়, উরুস্থ এবং বাহুস্থ ধমনী প্রভৃতি সহজে প্রাপ্তব্য। ললাট পার্শ্বস্থ নাড়ীর প্রসারিত, বক্র, স্পন্দনযুক্ত দৃশ্য মনোযোগের সহিত দৃষ্ট করিলে যেরূপ সুস্পষ্ট দেখা যায়, উপরিউক্ত অন্যান্য ধমনীতে তদ্রূপই অনুভূত হইয়া থাকে। এই সকল নাড়ী স্পর্শ করিলে কঠিন বোধ হয় এবং ত্বকাধঃদেশে কঠিন দড়ির ন্যায় গড়াইতে থাকে—নাড়ী চাপে অনমনীয়। অতিশয় আততাবস্থাতেও নাড়ীতে ঘনীভূততাসহ স্থূলতা বা স্ক্লিরোসিস যৎসামান্য থাকে, অথবা নাও থাকিতে পারে। ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতার বর্ত্তমানতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে দুই অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া নাড়ীর পরীক্ষা করা উচিত। এরূপাবস্থায় তর্জ্জনী দ্বারা চাপিত করিলে যদি মধ্যমায় নাড়ীর ঊর্ম্মিবৎ স্পন্দনের অনুভূতি হয়, তাহাতে আর্টারিও স্কিলরোসিসের বর্ত্তমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। হৃৎসঙ্কোচনে ইহার বক্রতার বৃদ্ধি এবং প্রসারণে তাহার হ্রাস হয়। সর্ব্বস্থলেই কোন এক স্থানের ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা অপর স্থানের রোগের অব্যর্থ প্রমাণ নহে। যেহেতু মস্তিষ্কের কোন নাড়ীর সাংঘাতিক বিদারণ হইয়াছে, কিন্তু মণিবন্ধে কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই, অপিচ ইহার বিপরীতও ঘটিয়াছে।

এক বা একাধিক ধমনী-প্রাচীরের কঠিনতা এবং ধমনী-পথের ন্যূনাধিক সঙ্কীর্ণতা শোণিত-সঞ্চলনে অতিরিক্ত বাধা প্রদান করায় প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলস্বরূপ তাহার বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মে। এবম্বিধ অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ—স্ফীত হইয়া উঠার ন্যায় উদ্‌ঘাত, নিম্ন ও বামাভিমুখীন নিরেট ভূমির বিস্তৃতি, এবং দ্বিতীয় শব্দের

banglabooks.in

তীব্রতার বৃদ্ধি উপস্থিত হয়। রোগ বৃহদ্ধমনী হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কপাটে অথবা হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লিতে বিস্তৃত হইলে পুনর্গ্রাস অথবা সংকোচন বা ষ্টেনোসিস, অথবা উভয় হইতেই মর্ম্মর শ্রুত হইতে পারে এবং বৃহদ্ধমনী-প্রদেশে তাহার সর্ব্বোচ্চ তীব্রতা থাকে। করণারি ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা বা এথারমা এবং প্রস্তরীভূততা প্রযুক্ত হৃৎ-পেশীর অপকৃষ্টতা হইতে অবশেষে হৃৎ-প্রসারণ ও তাহার দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং সাধারণ জল-স্ফীতি বা ইডিমা জন্মিতে পারে। করণারি-ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা ধমনীতে "ছিপিবৎ চাপ" বা "থ্রম্বসিস" গঠনের সাহায্য করিয়া হঠাৎ মৃত্যু; হৃৎপিণ্ডের তান্তবাপকৃষ্টতা (Fibroid degeneration); হৃৎশোণিতার্ব্বুদ; বিদারণ এবং হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস সংঘটিত করিতে পারে। এঞ্জাইনা পেক্টরিস ইহার অসাধারণ সংঘটন নহে এবং প্রকৃত এঞ্জাইনা-রোগের প্রায় সর্ব্বস্থলেই ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতা (Arterio-sclerosis) সঙ্গামীরূপে বর্ত্তমান থাকে।" (ডাঃ অস্লার।) মস্তিষ্ক-ধমনীর ঘনীভূততাসহ স্থূলতা মস্তিষ্কের তরুণ অথবা পুরাতন অপকৃষ্টতা; মস্তিষ্কীয় ধমনীর আক্ষেপবশতঃ ক্ষণস্থায়ী অথবা স্থায়ী অবশতা; এবং মস্তিষ্কীয় রক্ত-স্রাব উৎপন্ন করিতে পারে। ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতার শেষাবস্থায় ক্ষণস্থায়ী অর্দ্ধাঙ্গ, একাঙ্গাবশতা, অথবা বাকরোধ ঘটিতে পারে। অনেক স্থলে বৃক্কের ক্ষয়জনক প্রদাহের ফলস্বরূপ রোগী স্বল্পতর আপেক্ষিক গুরুত্বের অধিক পরিমাণের মূত্র-ত্যাগ করিতে পারে, এবং ক্বচিৎ কখন মূত্রের সঙ্গে জিউলীর আটাবৎ বস্তুর ছাঁচ বা হায়ালিন কাষ্টস্ এবং ঈষন্মাত্র এল্বুমেন থাকিতে পারে, এবং মূত্র-বিষাক্ততার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া রোগীর শীঘ্র মৃত্যুও ঘটাইতে পারে। শোণিত-সঞ্চলনের অবরোধপ্রযুক্ত কখন কখন অঙ্গাদির শুষ্ক বিগলনের (dry gangrene) সংঘটন হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস-বিকার, বিশেষতঃ ব্রংকাইটিস লক্ষণ, অথবা আনুষঙ্গিক বায়ু-স্ফীতিও অসাধারণ ঘটনা নহে।

banglabooks.in

রোগ-নির্ব্বাচন।—ধমনীর কাঠিন্য, তাহার আতঙ্কাবস্থার বৃদ্ধি, বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি, বৃহদ্ধমনীর দ্বিতীয় শব্দের সুরের তীব্রতার-বৃদ্ধি, এবং ক্ষুদ্রবাত, উপদংশ প্রভৃতি রোগের বিবরণ, অথবা কোন প্রকার আকস্মিক কারণ প্রভৃতির সম্মিলন নিশ্চিত ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতা নির্ব্বাচিত করে। অনেক সময় কোনরূপ দুর্ঘটনা, যেমন মস্তিষ্কীয় রক্তস্রাব, অথবা রক্তার্ব্বুদ বা এম্বলিজ্‌ম বিশেষের বিদারণ হঠাৎ মৃত্যু না ঘটাইলে রোগের উপলব্ধি হয় না।

ভাবীফল।—রোগের পরিণাম সর্ব্বস্থলেই সাংঘাতিক। কিন্তু চেষ্টা দ্বারা অতীব বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্তও জীবন রক্ষা করা যাইতে পারে। রোগসহ সর্ব্বস্থলেই কোন না কোন প্রকার ন্যূনাধিক গুরুতর উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে, এবং বিশেষতঃ মস্তিষ্কীয় প্রকারের রোগে, বিদারণ সংঘটনে হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা যে এ রোগে বিশেষ ফল হইয়াছে, হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থাদিতে এরূপ কোন নিদর্শনের সম্পূর্ণ অভাব। সাধারণ ভাবে ইহাতে অনেকেই চূর্ণ এবং সোডার নানা-বিধ লবণের উপকারিতার বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন। অপিচ নিম্নলিখিত ঔষধাদিরও উল্লেখ আছে, যথা ঃ—

অরাম মিউ—রোগের লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে উপকারী ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

কেলি আয়—উপদংশ ঘটিত রোগে বিশেষ উপকারী।

প্লাম্বাম, প্লাম্বাম আয়—সংশ্রবে বৃক্ক রোগ থাকিলে মূল ধাতু, বিশেষতঃ তাহার আয়ডাইড অনেক সময়েই প্রদর্শিত হয়।

ডিজিট্যালিস—ইহার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু উচ্চক্রম ব্যতীত ইহার স্থূল মাত্রা বিপজ্জনক।

অন্যান্য ঔষধ মধ্যে—কন্‌ভ্যালেরিয়া, একনাইট, আর্সেনিকাম, হাই-

banglabooks.in

ড্র্যাষ্টিস, জেলসিমিয়াম, ক্যালমিয়া, ল্যাকেসিস, ল্যাজা, সিকেলি, সাল্‌ফার, ভিরেট্ ভি, এবং জিঙ্ক ফস্ প্রভৃতির তুলনা করা যায়।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ইহাতে আমাদিগকে প্রায়শঃই স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপায়াদির উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপস্থলে রোগীর ভঙ্গপ্রবণ রক্ত-নাড়ীর বিষয় স্মরণ রাখিয়া চিকিৎসক রোগীর যথোচিত দৈনন্দিন ব্যবস্থা করিবেন। ভারি বস্তুর উত্তোলন, মল-ত্যাগে অতিরিক্ত বেগ দেওয়া এবং শারীরিক শক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা যুক্ত কার্য্যাদি এবং ব্যায়াম রোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। মদ্য, চা, কাফি ও তাম্রকুট প্রভৃতি উত্তেজক পানীয়ও তদ্রূপ পরিত্যাজ্য।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪১ (LECTURE CXLI.)

ধমন্যর্ব্বুদ বা এনুরিজম্।

(ANEURISM)

পরিভাষা এবং প্রকার ভেদ।—ধমনীর সীমাবদ্ধ অংশের প্রসারণকে ধমন্যর্ব্বুদ বলে। ইহা প্রকৃত এবং অলীক বলিয়া দুই প্রকার হইতে পারে। প্রকৃত ধমন্যর্ব্বুদে ধমনীর তিন স্তরই প্রসারিত হয়, কিন্তু রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক অথবা দুই স্তর অন্তর্হিত হইতে পারে। অলীক অথবা ব্যবচ্ছেদকারী ধমন্যর্ব্বুদে, রোগের আরম্ভেই রক্তনাড়ীর একস্তর, সাধারণতঃ অন্তর স্তর, বিদারিত হয় এবং শোণিত, স্তর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া বহিস্তর ছিন্ন করিতে পারে। অন্য এক প্রকার রোগকে ধমনী-শৈরিক রক্তার্ব্বুদ (Arterio-venous aneurism) বলা যায়, ইহাতে ধমনী এবং শিরা পথের সংযোগ থাকে। উভয়ের ব্যবধানস্থানে থলি জন্মিলে তাহাকে শিরাপ্রসারযুক্ত ধমন্যর্ব্বুদ (varicose aneurism) বলা যায়; সাক্ষাৎ সংযোগ থাকিলে ধমন্যর্ব্বুদীয় শিরাস্ফীতি (aneurysmal varix) নাম পায়।

প্রকৃত ধমন্যর্ব্বুদের আকার থলিবৎ, স্তম্ভাকার অথবা মোচার ন্যায় হইতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ থলি অথবা মোচাকৃতি হয়। নাড়ীর সম্পূর্ণ পরিধি যদি বিস্তৃত হয়, তাহাকে কৈন্দ্রিক (axial) এবং নাড়ীর এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহাকে পারিধেয়িক (peripheral,) রক্তার্ব্বুদ বলা যায়। মস্তিষ্কীয় নাড়ী বাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমন্যর্ব্বুদ জন্মিলে তাহার আকার ক্ষুদ্র হয় বলিয়া তাহাদিগকে শস্যবীজবৎ বা মিলিয়ারি ধমন্যর্ব্বুদ বলে, কিন্তু কচিৎ কখন তাহারা অত্যন্ত বৃহদাকারও হইতে পারে।

banglabooks.in

সাধারণ আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব।—সর্ব্বস্থলেই ধমনী-প্রাচীরাদির দুর্ব্বলতা থাকায় তাহারা অন্তরবাহী শোণিতের চাপে প্রসারপ্রাপ্ত হয়। "অধিকাংশ স্থলেই, সম্ভবতঃ মধ্য স্তরই প্রথমে দুর্ব্বল হয় এবং রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় অন্তর এবং মধ্য, উভয় স্তরেরই যাহার পর নাই ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া অসাধারণ নহে। এরূপাবস্থায় ধমন্যর্ব্বুদ থলীর প্রাচীর অনেক সময়েই কেবল আগন্তুক (adventitious) স্তর দ্বারা নির্ম্মিত থাকে। অন্তর অথবা মধ্য স্তর বিদারিতও হইতে পারে, অবশেষে বহিস্তরও চাপে বিস্তৃত হয় এবং চতুঃপার্শ্বস্থ যন্ত্রাদি সহ সংযোগ ঘটিয়া স্বাভাবিক প্রাচীরের ক্ষতি পূরণ না হইলে তাহাও বিদীর্ণ হইয়া যায়। অনেক সময়েই ধমনীঘনীভূততাসহ স্থূলতা ইহা সংঘটিত করে; যে সকল ঘটনাতে ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতা বা আর্টারিও-স্ক্লেরোসিসের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইতি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহারা ধমন্যর্ব্বুদেরও কারণাংশ, এবং তাহাদিগের মধ্যে উপদংশ ও উগ্রবীর্য্য সুরাপান প্রধান; ছিপিবৎ চাপ বা এম্বলাস নাড়ীর হৃন্নিকটতর পার্শ্বে শিথিল হইতে পারে। নাড়ী-প্রাচীরে এই ছিপিবৎ চাপের ভৌতিক প্রকৃতি সম্ভূত আঘাত, অথবা সংক্রামক ছিপিবৎ চাপ বা এম্বলাস হইতে প্রদাহ এবং কোমলতা, ধমনী-ঘনীভূততাসহ স্থূলতার কারণ হইতে পারে। পেশীর অতি কঠিন টানাটানি হইলেও ধমন্যর্ব্বুদ জন্মিতে পারে, কিন্তু নিতান্তই সম্ভব যে, অতি যৎসামান্য হইলেও, এস্থলে ধমনীঘনীভূততাসহ স্থূলতা ঘটিত ধমনী-প্রাচীরের দুর্ব্বলতা পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে। ডাঃ অসলার এক প্রকার "ছত্রকবৎ" বা "মাইকটিক" (Mycotic) রক্তার্ব্বুদ বা এনুরিজমের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, ইহারা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র এবং গুচ্ছাকারে সন্নিবিষ্ট; ক্ষতকর হৃদন্তর্ব্বেষ্ট ঝিল্লিপ্রদাহে ইহারা সংঘটিত হয়, এবং তিনি ইহাতে অগণ্য মাইক্রককস্ বা রোগাণু জন্মিতে দেখিয়াছেন। রক্তার্ব্বুদ পুরুষদিগের মধ্যে, বিশেষ করিয়া শ্রমজীবি পুরুষদিগের মধ্যে, এবং অতিশয় শারীরিক শ্রমসাধ্য

banglabooks.in

কার্য্যে লিপ্ত জীবনে, পঁচিশ হইতে প্রায় পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন বৎসর বয়স মধ্যে অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যেও উপদংশ এবং সুরাপানই রোগানুপাত বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদের শতকরা পঁচাত্তর সংখ্যক রোগ তাহার বক্ষসংসৃষ্ট অংশে এবং পঁচিশ সংখ্যক রোগ ঔদরিক বৃহদ্ধমনী ও তাহার শাখাদিতে জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—ধমন্যর্ব্বুদ বা এনুরিজম যে স্থানেই অবস্থিত হউক, চারিশ্রেণীর লক্ষণ উৎপন্ন করে, (১) ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু স্পন্দনশীল অর্ব্বুদের বর্ত্তমানতা, (২) সন্নিহিত শরীরাংশে তাহার চাপ, (৩) শোণিত সঞ্চলনোপরি তাহার ক্রিয়া-ফল, এবং (৪) ধমন্যর্ব্বুদের ক্ষয় এবং বিদারণঘটিত লক্ষণ।

(ক) বক্ষ-সংসৃষ্ট বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদ বা এনুরিজম অব দি থোরাসিক এওরটা।

(ANEURISM OF THE THORACIC AORTA.)

বিবরণ।—বক্ষধমন্যর্ব্বুদ বৃহদ্ধমনীর (arch) খিলানে,—তাহার ঊর্দ্ধগ, অনুপ্রস্থ এবং অধঃগ অংশে, এবং খিলানের অধঃস্থ বক্ষবৃহদ্ধমনীতে জন্মিতে পারে। এই প্রকারের ধমন্যর্ব্বুদে রক্ত-নাড়ীর নিয়মিত পরিধি অতি অল্পমাত্র বৃদ্ধি পায়, অথবা তাহার পরিধি চারি ইঞ্চি অথবা তাহার অধিকও হইতে পারে। রোগের প্রায় শতকরা ষাইট সংখ্যা ঊর্দ্ধাংশ এবং ন্যূনাধিক ত্রিশ সংখ্যা খিলানের উপরিভাগ আক্রমণ করে বলিয়া কথিত।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—গুরুত্বে ইহার চাপ ঘটিত লক্ষণই অতীব প্রধান স্থানীয়। রক্তার্ব্বুদ ক্ষুদ্র হইলে কোন প্রকার অনুভবনীয় লক্ষণ অথবা প্রাকৃতিক চিহ্ন উপস্থিত নাও করিতে পারে। কিন্তু তাহারা চাপ উপস্থিত করিবার উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন করে,

banglabooks.in

অর্ব্বুদের অবস্থিতির স্থান, প্রযোজিত চাপের পরিমাণ এবং চাপের গতি অনুসারে তাহারা পরিবর্ত্তনশীল হয়। ডাঃ অসলার অন্তর্ব্বক্ষ ধমন্যর্ব্বুদের অবস্থিতির স্থানানুসারে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন :—

"(১) বৃহদ্ধমনীর খিলানাকার দেশের ঊর্দ্ধগ অংশ—বৃহদ্ধমনীর খিলানাকার ভাগের ঊর্দ্ধগ অংশে "সাইনাস ভালসালভার" অব্যবহিত ঊর্দ্ধে ধমন্যর্ব্বুদ জন্মিলে তাহারা সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকার এবং গুপ্ত থাকে। ইহার প্রকাশ্য প্রথম লক্ষণই বিদারণ হইতে পারে, তাহা সাধারণতঃ হৃদ্বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে হয় এবং আশু মৃত্যু ঘটায়। উপরিউক্ত সাইনাস বা ভাঁজের ঊর্দ্ধে কুক্ষপার্শ্ব বাহিয়া সাধারণতঃ ধমন্যর্ব্বুদ জন্মে এবং বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহাতে তাহা দক্ষিণ ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে যাইতে, অথবা সম্মুখে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্শুকামধ্যস্থানাভিমুখে বৃদ্ধি পাইলে পর্শুকা ও বুক্কাস্থি ক্ষয় করিয়া বহিরর্ব্বুদ রূপে প্রকাশ পাইতে পারে। এই স্থানে স্থলি প্রকৃতপক্ষেই ঊর্দ্ধগামী বা এসেণ্ডিং ভিনাকেভা-শিরা চাপিত করিয়া মস্তক এবং বাহুর শিরাদির রক্তপূর্ণাবস্থা জন্মাইতে পারে; কখন কখন ইহা কেবল কণ্ঠাস্থি-অধঃ বা সাবক্লেভিয়ান শিরা চাপিত করিলে দক্ষিণ বাহু বর্দ্ধিত এবং শোথিত করে। ঊর্দ্ধস্থ বা সুপিরিয়র ভিনা-কেভা-শিরাভ্যন্তরে ইহা বিদীর্ণ হইতে পারে। ডাঃ পিপর এবং গ্রিফিৎ এইরূপ ঊনত্রিশটি দুর্ঘটনা সংগ্রহিত করিয়াছেন। এই স্থানের বৃহৎ এনুরিজম হৃৎপিণ্ডের অত্যধিক স্থানচ্যুতি ঘটায়, তাহাতে হৃৎপিণ্ড অধঃ এবং বামাভিমুখে চালিত হয় এবং তাহাতে কখন কখন ইন্‌ফিরিয়র বা অধঃস্থ ভিনা-কেভা-শিরা চাপিত হইলে পদের জল-স্ফীতি ও উদরী জন্মিতে পারে। অনেক সময়ে স্বর-যন্ত্রের দক্ষিণ রেকারেণ্ট স্নায়ু অর্ব্বুদে জড়িত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ প্লুরা, অথবা সুপিরিয়র ভিনা-কেভা-শিরাভ্যন্তরে, স্বল্পতর সময়ে শরীরের বহির্দ্দেশে, ইহার বিদারণ এবং কখন কখন হৃৎস্তম্ভন, মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

banglabooks.in

"(২) অনুপ্রস্থ খিলানাংশের ধমন্যর্ব্বুদ—এই সকল ধমন্যর্ব্বুদ সম্মুখাভিমুখে বৃদ্ধি পাইলে বুক্কাস্থি ক্ষয়িত করিয়া সুবৃহৎ অর্ব্বুদ নির্ম্মাণ করিতে পারে। অধিকাংশ সময়েই ইহারা ক্ষুদ্র থাকায় বহির্দ্দেশে কোন অর্ব্বুদ নির্ম্মাণ করে না। কিন্তু ইহারা পশ্চাতে মেরুদণ্ডাভিমুখে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু-নালী এবং অন্ননালী আক্রমণ করিলে থাকিয়া থাকিয়া কাসি ও অশনকৃচ্ছ্র প্রভৃতি চাপের চিহ্ন প্রকাশিত হয়। অনেক সময় বাম রেকারেণ্ট স্বর-যান্ত্রিক স্নায়ু খিলান বেড়িয়া গমনকালে আক্রান্ত হয়। খিলানের অধঃ অথবা পশ্চাৎ প্রাচীর হইতে ক্ষুদ্র ধমন্যর্ব্বুদ কোন বায়ু-পথ চাপিত করিয়া শ্লেষ্মা-স্রাবের আধিক্য (Bronchorrhea) আনয়ন করিলে ক্রমে বায়ু-পথ শ্লেষ্মা-গহ্বরে (Bronchietasy) পরিণত, এবং ফুসফুসে পূজ সঞ্চারিত করিতে পারে। এইরূপ পূজ সঞ্চারকালে মৃত্যু হওয়াও বিরল ঘটনা নহে; বিশেষ কোন চিকিৎসক মণ্ডলীতে ইহা "এনুরিজ্‌ম্যাল থাইসিস" বা ধমন্যর্ব্বুদ সংশ্রবীয় যক্ষ্মা-কাশি বলিয়া কথিত। কখন কখন এই স্থানে অতি প্রকাণ্ড ধমন্যর্ব্বুদ জন্মিলে উভয় ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লির থলির অভ্যন্তরে বাড়িয়া যাইয়া বুক্কাস্থির ঊর্দ্ধাংশ এবং মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে বিস্তৃত, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। অর্ব্বুদ থলি বুক্কাস্থির ঊর্দ্ধ খাঁজে পাওয়া যাইতে পারে। ইনমিনেট, ক্বচিৎ কখন বাম কেরটিড এবং সাবক্লেভিয়ান ধমনী ধমন্যর্ব্বুদে আক্রান্ত হইতে পারে, এবং তাহাতে রেডিয়াল অথবা কেরটিড স্পন্দনের অভাব অথবা অবরোধ ঘটিতে পারে। সহানুভূতিক স্নায়ুতে চাপপ্রযুক্ত প্রথমে কণীনিকার প্রসার এবং অবশেষে সংকোচন ঘটিতে পারে। কখন কখন বক্ষস্থ রস-প্রণালী (Thoracic duct) চাপিত হইয়া থাকে।

"(৩) অধোগামী অংশের ধমন্যর্ব্বুদ বা এনুরিজম্—ইহাতে চাপ ঘটিত চিহ্ন তাদৃশ স্পষ্টীকৃত হয় না। অনেক সময়

banglabooks.in

কশেরুকাস্থির ক্ষয়প্রযুক্ত তীব্র বেদনা থাকে। অশন-কৃচ্ছ্র জন্মিতে পারে। ফুসফুস অথবা কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বায়ু-নালীতে চাপ বশতঃ বায়ু-নালী-গহ্বর বা ব্রংকিয়েক্টাসি, স্রাব সঞ্চয় এবং জ্বর হইতে পারে। বাহিরে অংশফলকাস্থি প্রদেশে অবস্থিত অর্ব্বুদ বৃহদায়তন পাইতে পারে। কখন কখন এই স্থানের ধমন্যর্ব্বুদ ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট থাকিয়া অন্ন-নালীর অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইলে সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করে। ডাঃ কাউপারথোয়েট একটি রোগীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন; তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। শবচ্ছেদান্তে আমাশয় রক্তপূর্ণ দেখা যায়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড এবং বৃহদ্ধমনী অক্ষুন্ন পাওয়া যায়। তাহাতে রক্তস্রাবের কারণ বুঝিতে পারা যায় না। অবশেষে অন্ন-নালী ছিন্ন ও মুক্ত করিলে দৃষ্ট হয় যে, বক্ষ-বৃহদ্ধমনীর একটি ক্ষুদ্র রক্তার্ব্বুদ অন্ন-নালীতে বিদীর্ণ হইয়াছে। অর্ব্বুদ-থলী কশেরুকাস্থি ক্ষয়িত করিয়া মেরু-দণ্ডের প্রণালী-অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইলে মেরু-মজ্জাস্তম্ভে চাপ ঘটা তে পারে। ফুসফুস-বেষ্ট-থলির অভ্যন্তরে বিদারণ, মৃত্যুর অসাধারণ কারণ নহে।

ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে (ক) বেদনা—অতীব গুরুতর বলিয়া গণ্য, ইহা সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয় এবং অবিশ্রান্ত প্রকৃতি ধারণ করে। সাক্ষাৎভাবে স্নায়ু আক্রান্ত হইলে ইহা তীক্ষ্ণ এবং তীব্র হইতে পারে, অথবা অস্থ্যুপরি চাপবশতঃ হইলে মৃদু এবং গর্ত্ত করার ন্যায় হয়। এই তীব্র বেদনা স্নায়ু-শূলবৎ, ইহা সমগ্র বক্ষ আক্রমণের সংস্রবে বাহুর নিম্ন পর্য্যন্ত যায় এবং হৃৎশূল বা এঞ্জাইনাবৎ প্রতীয়মান হয়। কখন কখন বেদনা একতর পার্শ্ব আক্রমণ করে। এরূপ বেদনা খিলানের যে কোন অংশের ধমন্যর্ব্বুদে হইতে পারে, কিন্তু অধিকতর সময়েই ঊর্দ্ধগ অংশের ধমন্যর্ব্বুদে হয়; মৃদু প্রকৃতিবিশিষ্ট গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা অর্ব্বুদ-স্থানে আবদ্ধ থাকে।

(খ) কাসি—স্বর-যন্ত্রোপরি চাপবশতঃ কাসি হইলে তাহা সাময়িক

banglabooks.in

প্রকৃতি ধারণ করে। কাসির শব্দ পিত্তলের ঘণ্টাধ্বনিবৎ। শ্বাস-নালী বা ট্রেকিয়া চাপিত হইলে সাময়িক ভাবের শুষ্ক কাসি হয়, অথবা শ্বাস-নালী-বায়ুপথপ্রদাহ বা ট্রেকিয়ো-ব্রংকাইটিসের আক্রমণ হইতে পারে এবং তাহাতে প্রচুর, পাতলা, অথবা শ্লৈষ্মিক, কখন কখন রক্তময় গয়ার নিষ্ঠুত হয়।

(গ) স্বর-বিকার—কাসির আক্রমণ হউক বা না হউক স্বর-ভঙ্গ, বাকরোধ অথবা স্বর-যন্ত্র দ্বারের আক্ষেপবশতঃ আক্ষেপিক স্বর (Stridulous voice) হইতে পারে। স্বর-যন্ত্র অথবা শ্বাস-নালীর উপরি সাক্ষাৎ চাপ এবম্বিধ ঘটনাদির কারণ হইতে পারে, অথবা সঙ্গে সঙ্গে রেকারেণ্ট স্বর-যন্ত্র-স্নায়ুতে চাপবশতঃ নানা পরিমাণের মেরুস্তম্ভ-অবশতাও থাকিতে পারে। কখন কখন অনুভূতি যোগ্য অন্যান্য লক্ষণ ব্যতীতও কেবল অবশতার লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর-যন্ত্র-বীক্ষণে স্বর তন্ত্রীর দ্বি-পার্শ্বের বহির্নায়ক পেশীর পক্ষাঘাত দৃষ্ট হয়।

(ঘ) শ্বাস-কৃচ্ছ্র—অনুপার্শ্ব অংশের ধমনস্বর্ব্বুদের ইহা বিশেষ লক্ষণ। পরিশ্রমে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ইহা স্পষ্টতর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। শ্বাস-নালী অথবা বাম বায়ু-পথ বা ব্রংকাইর উপরি সাক্ষাৎ চাপ অথবা স্বর-যন্ত্রের রেকারেণ্ট স্নায়ুতে আক্রমণ হইলে ইহা জন্মে।

(ঙ) অশন-কৃচ্ছ্র (Dysphagia)—অন্ন-নালীর উপরি অর্ব্বুদের চাপবশতঃ ইহা অনেক সময়ে সংঘটিত হয়। নিম্নগ বক্ষ-বৃহদ্ধমনীর যে কোন অংশের ধমনস্বর্ব্বুদের ইহা একটি বিশেষ ঘটনা।

প্রাকৃতিক চিহ্ন।—পরিদর্শন—সর্ব্বস্থলেই ইহা দ্বারা কোন নিশ্চিত চিহ্ন অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু বক্ষের উৎক্ষেপ ব্যতীতও সাধারণতঃ বক্ষ-ধমনস্বর্ব্বুদের দর্শনযোগ্য একটি প্রথম পরিচারকরূপে স্পন্দন বর্ত্তমান থাকে। এই উৎক্ষেপ সাধারণত বুক্কাস্থির দক্ষিণে এবং তৃতীয় কশেরুকার উর্দ্ধে সংঘটিত হয় ও সচরাচর দৃষ্টি করা যায়। উর্দ্ধগ বৃহদ্ধমনস্বর্ব্বুদ

banglabooks.in

বাম অংশফলকাস্থি-প্রদেশে উদ্‌গত দৃষ্ট হয়। অর্ব্বুদোদ্‌গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তদুপরিস্থ ত্বক মসৃণ, উজ্জ্বল এবং টান টান হইয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পচিত (gangrenous) হইতে পারে। এবম্বিধ অর্ব্বুদে স্পন্দন থাকিতে অথবা নাও থাকিতে পারে। কিন্তু রোগ নির্ব্বাচনে স্পন্দন অতীব গুরুতর উপায়। বর্ত্তমান থাকিলে ইহা হৃদ্ধমনী-কোটর-সংকোচনের সম সাময়িক থাকে। অনেক সময়েই হৃৎপিণ্ডের চুড়ার বামে এবং নিম্নাভিমুখীন স্থানচ্যুতি হয়।

সংস্পর্শন—স্পন্দন দ্রষ্টব্য হউক বা না হউক, ইহাতে তাহা অনুভূত হয় এবং হৃদাঘাতের বিশেষ এক প্রকার প্রসারিক অনুভূতি পওয়া যায়। বহিরুৎক্ষিপ্তাবস্থা (bulging) থাকিলে বহির্গত স্ফীতি (protrusion) স্পর্শে নমনীয় স্থিতিস্থাপক অনুভূতি প্রদান করে। কিন্তু যদি উৎক্ষিপ্ত স্ফীতি উপরিদেশে অবস্থিত হয়, অথবা বক্ষ-প্রাচীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে, তাহাতে স্পর্শে স্থিতিস্থাপক কোমলতা (Fluctuation) জন্মিতে পারে। কখন কখন সংকোচন সংসৃষ্ট কম্পান্বিত ভাব সহ রণৎকার (Purring fremitus) অনুভূত হইতে পারে। কখন কখন যে প্রসারিক (Diastolic shock) ধাক্কা উপস্থিত হয়, তাহা রোগ নির্ব্বাচনে উৎকৃষ্ট সাহায্য করে।—কখন ধমন্যর্ব্বুদোপরিদেশ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকে। ধমন্যর্ব্বুদের পরীক্ষায় তাহা যাহাতে ছিন্ন না হয়, এরূপ ভাবে যত্ন ও কোমলতা সহ হস্তের ব্যবহার করা উচিত।

বিঘাতন—অতি বৃহৎ ধমন্যর্ব্বুদ উপস্থিত থাকিলেও বিঘাতন নিষ্ফল হইতে পারে, অপিচ সময়ান্তরে তাহা অতীব স্পষ্টতর চিহ্ন প্রদান করে। নানাবিধ মর্ম্মর উঠিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অর্ব্বুদের অতি নিকটতম উপরিদেশে শ্রুত বুম্বুম প্রকৃতির সংকোচন সংসৃষ্ট (systolic) মর্ম্মর, শোণিত স্রোত বাহিয়া চালিত হওয়ায় গ্রীবাস্থ শোণিত নাড়ী এবং বৃহদ্ধমনীর গতি পথে স্পষ্টতর ভাবে শ্রুতিগোচর হয়। অতি বিরল

banglabooks.in

স্থলে, কেবল প্রসারিক মর্ম্মর শ্রুত হওয়া যায়। বৃহদ্ধমনী পুনর্গ্রাস উপস্থিত না থাকিলে বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদে (aneurism) বৃহদ্ধমনীর ঘণ্টাধ্বনিবৎ দ্বিতীয় শব্দ ক্বচিৎ অনুপস্থিত থাকে।

নাড়ীস্পন্দন (Pulse)—ধমন্যর্ব্বুদ-দূরস্থ নাড়ী দীরতর হয় এবং মণিবন্ধ-নাড়ীদ্বয় সাময়িকতা ও আয়তন উভয় বিষয়েই সমতাহীন থাকে। খিলানের ঊর্দ্ধগ অংশের একমাত্র ধমন্যর্ব্বুদ যাবতীয় নাড়ীর স্পন্দনের সমভাবে বিলম্ব ঘটায়। দক্ষিণ মণি-বন্ধ-নাড়ীর স্পন্দনের ক্ষীণতা এবং বিলম্ব দক্ষিণ পার্শ্বের ইনমিনেট ধমনীর মূল সংস্রবীয় ধমন্যর্ব্বুদ প্রদর্শন করে। ইনমিনেট ধমনীর পরের অনুপার্শ্ব খিলানাংশ আক্রান্ত হইলে প্রধানতঃ বাম পার্শ্বের নাড়ী অধিকতর বিকারগ্রস্ত হয়।

শ্বাস-নালী-আকৃষ্টতা—(Trachial tugging) গভীরদেশস্থ ধমন্যর্ব্বুদের পশ্চাদভিমুখে শ্বাস-নালী অথবা বাম বায়ু-নালী উপরি চাপ বুঝিতে শ্বাস-নালীর আকর্ষণ একটি প্রধান চিহ্ন। ইহাতে প্রত্যেক হৃৎসংকোচনে স্বর-যন্ত্র (Larynx) টান পাইয়া নিম্নাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ইহার পরীক্ষায় রোগী ঋজু ভাবে বসিয়া মস্তক পশ্চাদ্দিকে কথঞ্চিৎ নত করায় গ্রীবা বিস্তৃত হইবে, এবং চিকিৎসক পশ্চাৎ পার্শ্ব হইতে দৃষ্টি করিবেন। ক্রিকইড উপাস্থির অধঃদেশে কোমলতা সহ অঙ্গুল্যগ্র প্রবিষ্ট করাইয়া শ্বাস-নালী ঊর্দ্ধে স্থির রাখিতে হইবে; ধমন্যর্ব্বুদ বর্ত্তমান থাকিলে, প্রত্যেক স্পন্দনে ট্রেকিয়ার পূর্ব্ব কথিত "নিম্নাভীমুখীন বিশেষক আকৃষ্টতা" ঘটিবে। এই আকৃষ্টতা নিশ্চিত রোগ নির্ণায়ক না হইলেও একটি গুরুতর চিহ্ন। ঘটনাক্রমে শ্বাস-নালী হইতে সংকোচন সংসৃষ্ট ফুৎকার শব্দ শ্রুত হওয়া যায়; হৃৎসংকোচনবশতঃ বলের সহিত শ্বাস-নালী-পথে বায়ুর প্রধাবন ইহার কারণ।

রোগ-নির্ব্বাচন।—আরটারিও-স্ক্লিরোসিস বা ধমনীঘনীভূততাসহ স্থূলতা এবং কারণ বলিয়া যাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষত সুরা,

banglabooks.in

বিষাক্ততা, উপদংশ, অত্যধিক শারীরিক শ্রম এবং বয়স এবং স্ত্রী-পুং সম্বন্ধীয় বিবরণের সহিত স্পন্দনযুক্ত অর্ব্বুদের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি, বিঘাতনে নিরেটতা, বিশেষতাযুক্ত সংকোচনমর্ম্মর, শ্বাস-নালীর বা ট্রেকিয়েল আকৃষ্টতা এবং সহগামীরূপে মণিবন্ধনাড়ীদ্বয়ের আয়তনের এবং উভয় স্পন্দনমধ্য সমসাময়িকতার তারতম্য বর্ত্তমান থাকিলে, বক্ষ সংসৃষ্ট ধমন্যর্ব্বুদের পরিষ্কার নির্ব্বাচন হইতে পারে। অনেক রোগ অস্পষ্ট থাকায় উপরিউক্ত অবস্থা পরিষ্কার হয় না এবং রোগীর জীবিতকালে রোগের নির্ব্বাচন অসম্ভব থাকে।

মিডিয়াষ্টিনাল বা বক্ষবেষ্ট-স্থলিদ্বয়মধ্য নিরেট অর্ব্বুদ, বিশেষতঃ সার্কোমা, অনেক সময়েই ধমন্যর্ব্বুদের এত নিকটতর সাদৃশ্য প্রকাশ করে যে রোগ নির্ব্বাচনে তাহারা অতীব কঠিন অন্তরায় হয়। এরূপ অর্ব্বুদের স্পন্দন, এনুরিজমের ন্যায় প্রসারণযুক্ত হয় না, তদ্রূপ বেগ প্রকাশ করে না, এবং তাহাতে সংকোচন অথবা প্রসারণ সংসৃষ্ট ধাক্কার অভাব থাকে। নিরেট ক্ষেত্রের আয়তন অধিকতর অনিয়মিত। বৃহদ্ধমনীর ঘণ্টাধ্বনিবৎ দ্বিতীয় শব্দ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-নালীর আকৃষ্টতা এবং নাড়ী-স্পন্দনের পরিবর্ত্তন অনুপস্থিত থাকে। যদি রোগজীর্ণাবস্থা উৎপন্ন হয় এবং গৌণ গ্রন্থি-বিবৃদ্ধি দেখা দেয়, তাহাতে মিডিয়াষ্টিনালে বা ফুসফুস-বক্ষবেষ্ট-ঝিল্লির থলিদ্বয় মধ্যস্থ রোগের গুরুতর সম্ভাবনা ঘটে। বৃহদ্ধমনীর অকর্ম্মণ্যতা, মেরু-দণ্ড-বক্রতাসহ বৃহদ্ধমনীর সম্মুখাভিমুখীন স্থানচ্যুতি এবং স্নায়বিক বা বায়ু রোগগ্রস্থ রোগীতে অনিয়মিত স্পন্দন ধমন্যর্ব্বুদের ভ্রান্তি উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে চাপোৎপন্ন লক্ষণাদি, বেদনা, এবং নাড়ী-স্পন্দনের প্রকৃতির ভিন্নতা ও বাধার অভাব থাকে।

স্পন্দন যুক্ত বক্ষপূয় বা এম্পায়িমার বুকাস্থির ঊর্দ্ধাংশের উভয় পার্শ্বের বৃহৎ ধমন্যর্ব্বুদ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। বিস্তারণশীল-স্পন্দন বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ধমন্যর্ব্বুদের অন্যান্য চিহ্নের অনুপস্থিতি এবং জান্তব পচন লক্ষণের বর্ত্তমানতা প্রভেদক।

banglabooks.in

ধমনার্ব্বুদ দ্বারা চাপিত শ্বাস-নালী, বায়ু-পথ, স্বর-যন্ত্র অথবা রেকারেণ্ট স্নায়ু (tuberculossi) ফুসফুস এবং স্বর-যন্ত্র-গুটিকোৎপত্তি সহ কথঞ্চিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু ধমনার্ব্বুদে এই সকল রোগের সাধারণ চিহ্ন এবং লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকে না।

ভাবী ফল।—এমন কি প্রাকৃতিক চিহ্নাদি তাদৃশ স্পষ্টতর এবং লক্ষণাদি তাদৃশ কষ্টদায়ক না হইলেও ধমনার্ব্বুদের পরিণাম নিশ্চিত সাংঘাতিক। রোগ বর্ত্তমানতার সন্দেহের পূর্ব্বেই অনেক সময়ে ধমনার্ব্বুদের বিদারণ ঘটিয়া মৃত্যু হইয়াছে। আরোগ্য সম্ভবনীয় হইলেও তাহা ভরসার অতীত। অর্ব্বুদের বিদারণ ব্যতীতও—হৃৎপিণ্ডের শক্তি-নাশজন্য হঠাৎ, অথবা বলক্ষয়বশতঃ ক্রমে ক্রমে, এবং সাক্ষাৎ চাপ অথবা সংসৃষ্ট রোগাদি হইতে গৌণভাবে মৃত্যু হইতে পারে। বিদারণের স্থান এবং রক্তস্রাবের ফলস্বরূপ রক্ত-গতির কোনই গুরুত্ব লক্ষিত হয় না, কেননা উভয়েই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। কেবল শরীর বহির্দ্দেশে বিদারণ ঘটিলে অল্প পরিমাণ করিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে, এরূপাবস্থায় ধীরে জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—চিকিৎসা হউক বা না হউক এবং চিকিৎসা ব্যতীতও কখন কখন রোগের স্বভাবারোগ্যের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ফলতঃ ধমনার্ব্বুদের আরোগ্যার্থ বহুবিধ চিকিৎসারই কল্পনা হইয়াছে, এবং ন্যূনাধিক প্রয়োগও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইয়াছে এরূপ বলা সুকঠিন। অর্ব্বুদের স্থলীর অভ্যন্তরীণ শোণিত, যাহাতে চাপ বাঁধে তাহাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রযোজিত এবং কতিপয় আনুসঙ্গিক উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে; ফলতঃ শোণিত সংযমনের সাহায্যার্থ-অন্তর-নাড়ী-শোণিত চাপের (Pressure) এবং শোণিত-বেগের খর্ব্বতা সাধনের প্রয়োজন। তদর্থে অভ্যন্তরীণ ঔষধ :——

একনাইট, ডিজিট্যালিস, জেল্‌সিমিয়াম, ভিরেট্রাম ভি, অথবা সিকেলি

banglabooks.in

প্রভৃতি ঔষধ যে স্ব স্ব সাদৃশ্যানুসারে হৃৎপিণ্ড-দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়া নাড়ী-স্পন্দনের ধীরতা সম্পাদন করে তাহা পাঠকমণ্ডলীর অবিদিত নহে। কিন্তু তাহাতে ঔষধের কথঞ্চিৎ স্থূল মাত্রার বা নিম্ন ক্রমের প্রয়োজন। সাধারণতঃ ২ × অবথা ৩ × ক্রম যথেষ্ট হইয়া থাকে। পাঠক ঔষধাদির ক্রিয়ার বিষয় স্মরণ করিয়া, এবং বর্ত্তমান রোগীতে ক্রিয়া দেখিয়া, বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত ইহাদিগের অন্য ক্রমের ব্যবহার করিলে কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। ইহা ব্যতীতও প্রদর্শিত হইলে, কতিপয় ধাতুসংশোধক ঔষধের—আর্সেনিক, আর্স. আয়; সাল্‌ফার, ক্যাল্কে. কার্ব, ক্যাল্কে ফস, এবং কেলি আয়ডি প্রভৃতির প্রচলিত নিয়মে এবং উপযুক্ত মাত্রায় বা ক্রমে ব্যবহার করা যায়।

এলোপ্যাথিক মতে এ রোগের চিকিৎসায়, কেলি আয়ডির বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। ফলতঃ উপদংশের রোগীতে ইহার বিশেষ প্রশংসা। ঔষধ শোণিত চাপের হ্রাস করিতে পারে, এবং উপদংশ দূষিত রক্ত-নাড়ী সহ ইহার অমোঘ নিরাময়িক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বেদনা নিবারণে ইহার স্পষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৫ হইতে ১৫ গ্রেণ মাত্রায় ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ডাঃ সি. এফ. নিকলস্ একটি ধমন্যর্ব্বুদের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে স্পাইজিলিয়ার পর কার্ব্ব ভেজ এবং তাহার অনেক পরে ব্রায়নিয়া এবং স্পাইজিলিয়া প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ আর. হিউজ লাইকোপাস ১২ প্রয়োগে একটি কেরটিড-ধমন্যর্ব্বুদের আরোগ্য-সংবাদ জানাইয়াছেন। ডাঃ টি. সি. ফ্যানিং লিখিয়াছেন ডিসেণ্ডিং বা নিম্নগামী বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদ ঘটিত—শুষ্ক ও শ্বাস-রোধকর কাসির থাকিয়া থাকিয়া, অনিয়মিত ব্যবধানে, বিশেষতঃ শয়নে, অথবা উষ্ণ চা-পানে আক্রমণ, অপিচ আহারান্তে আমাশয়ে কষ্টপ্রদ পূর্ণতার অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণের, স্পঞ্জিয়ার প্রয়োগে উপশম হইয়াছিল। ডাঃ ফ্র্যাংক্লিন

banglabooks.in

তাঁহার সার্‌জারি গ্রন্থে শোণিত স্রোতের বেগের হ্রাসকরণার্থ এবং শোণিত-নাড়ীর উত্তেজনা স্বল্পীকরণার্থ—একন্, এ ষ্টিয়া রেসি., জেলস., ক্যাক্টাস, ডিজি., স্পাইজি. এবং ভিরেট ভির পরে লাইকপোডিয়াম, ল্যাকে., কার্ব-লিক এসিড, ব্রায়., ক্যাল্কে. কার্ব. কার্ব. ভেজ., মার্ক., রাস., সিকেলি এবং সাল্‌ফার, প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন। আর্গটিনও ইহাতে কথঞ্চিৎ প্রশংসালাভ করিয়াছে। (ডাঃ লিলিয়েন্থাল।) ডাঃ হেল্‌মাথ্ তাঁহার সার্‌জারিতে লিখিয়াছেন যে, অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় গ্যালিক এসিডের প্রয়োগ সহ বিশ্রামে তিনি অভ্যন্তরীণ ধমন্যর্ব্বুদের উপকার হইতে দেখিয়াছেন। ডাঃ লরি বলেন, "রক্ত-সঞ্চলনের বেগের হ্রাস করণে **একনাইট** প্রধান ঔষধ। অপিচ ইহা ফুসফুসের শোণিতাধিক্য এবং কখন কখন যে রক্ত-স্রাব হয় তন্নিবারণে অত্যুপকারী। **একনাইট** প্রয়োগের ব্যবধান কালে **লাইকোপাস ভার্জিনিকাস** দ্বারা কার্য্য পাওয়া যায়।" ডাঃ হিউজ. **লাইকপোডিয়াম**-প্রয়োগের উপদেশ করেন; (বক্ষবৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদ।) রোগের সমূল আরোগ্যের বিষয়ে যাহাই হউক, হোমিওপ্যাথিক প্রদর্শিত ঔষধ ইহার উপসর্গ ঘটিত কষ্টাদি নিবারণে সক্ষম।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধমন্যর্ব্বুদের অভ্যন্তরীণ শোণিত সংযত করাই চিকিৎসার প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য। সাধ্যানুসারে সর্ব্বতোভাবে শ্রমের পরিহার, ইহার কার্য্য কারণ ঘটিত, সর্ব্ব-বাদী সম্মত প্রধানতম উপায়। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে স্থৈর্য্যাবলম্বনে ধমন্য-র্ব্বুদান্তর শোণিত চাপের (pressure) হ্রাস জন্মে এবং তাহাতে শোণিত-সংযমনের সাহায্য হয়। কিন্তু তাদৃশ নিরবচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট শায়িতা-বস্থায় বিশ্রাম সম্ভবপর নহে। ইহার সহিত সর্ব্বপ্রকারে জলীয় পদার্থ বর্জ্জিত শুষ্ক আহার এবং মানসিক শ্রম ও ভাবাবিষ্টতাদির পরিহার করিতে হইবে। বহুদর্শী চিকিৎসকমণ্ডলী প্রকাশ করিয়াছেন যে, আট হইতে বার সপ্তাহকাল এইরূপ ব্যবহার করিলে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

banglabooks.in

কখন কখন শীতল প্রয়োগ শান্তিকর এবং তাহা রোগোপশমনেরও সাহায্য করিয়া থাকে।

রোগের শেষাবস্থার ভয়াবহ যন্ত্রণার উপশমনার্থ মর্ফাইনের প্রয়োগও বিধিবিরুদ্ধ নহে। এতদ্ব্যতীতও নানাবিধ স্থানিক প্রয়োগ—অর্ব্বুদ-গর্ভাভ্যন্তরে রৌপ্যতার, ক্যাটগাটতার, হর্সহেয়ার, বিদ্যুৎ-স্রোত প্রভৃতি প্রবিষ্টকরণ এবং আর্গট, অথবা অন্যবিধ সংযামক পদার্থের পিচকারি (Injection) দ্বারাও ন্যূনাধিক সফলতার সহিত শোণিত সংযমনের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফল সন্দেহজনক এবং নিতান্তই আশঙ্কা-জনক।

শরীরবহিস্থ ধমন্যর্ব্বুদের বিদারণের নিবারণার্থ গাটাপার্চাদ্রবের প্রয়োগ, আইসব্যাগের ব্যবহার এবং ধাতু অথবা স্থিতিস্থাপক রক্ষকের ব্যবহারে অস্থায়ী উপকার পাওয়া যায়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪২ (LECTURE CXLII).

ঔদরিক বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদ বা এনুরিজম্ অব্ দি এব্‌ডমিন্যাল এওরটা।

(ANEURISM OF THE ABDOMINAL AORTA.)

বিবরণ।—ঔদরিক বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদ সংখ্যায় বক্ষসংসৃষ্ট বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদাপেক্ষা কথঞ্চিৎ স্বল্পতর। ইহা অধিকাংশ সময়ে উদরাভ্যন্তরীণ সিলিয়াক স্নায়ুজাল সন্নিহিত স্থানে জন্মে এবং অনেক সময়েই তাহা আক্রান্ত হয়। অর্ব্বুদ পশ্চাদ্দিকে বাড়িয়া যাইতে পারে, তাহাতে কশেরুকা ক্ষয়িত হয়। কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সময়েই সম্মুখাভিমুখে বৃদ্ধি পাইয়া কখন কখন অর্ব্বুদ প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। ঔদরিক বৃহদ্ধমনীর বিবিধ শাখাপ্রশাখা, বিশেষতঃ সিলিয়াক এক্‌সিস, অপিচ মিসেণ্টারিক, স্প্লেনিক, হিপেটিক এবং রিনেল ধমনীতেও রোগ জন্মিতে পারে। এই সকল ধমন্যর্ব্বুদ ক্ষুদ্রাকার এবং তাহাদিগের চিকিৎসার্থ বিবরণ এবং নির্ব্বাচন অনির্দ্দিষ্ট। বিদারণ ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু না ও হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বেদনা ইহার প্রধান ও সর্ব্বদা স্থায়ী লক্ষণ। ইহা বিস্তৃত এবং স্নায়ু-শূলের ন্যায়, অথবা অস্থি ধ্বংসজন্য সীমাবদ্ধ। শেষোক্ত ঘটনায় মেরু-মজ্জাও চাপিত এবং নিম্নাঙ্গের দৌর্ব্বল্য ও অবশতা জন্মিতে পারে। বমন এবং আমাশয়-শূল সাধারণ ঘটনা মধ্যে গণ্য। সুপিরিয়র মিসেণ্টারিক ধমনীর ছিপিবৎ চাপে (Embolism) ইহার অবরোধ ঘটিলে অতি কঠিন উদর-শূল উপস্থিত হয়।

প্রাকৃতিক চিহ্নাদি।—ধমন্যর্ব্বুদের আকার অতীব বৃহৎ হইলে আমাশয়োপরিদেশে স্পন্দন দৃষ্টি গোচর হইতে পারে এবং কখন কখন স্ফীতিও থাকিতে পারে। উদরের মধ্য রেখার বামে সংস্পর্শনে একটি

banglabooks.in

স্পন্দনযুক্ত অর্ব্বুদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্পন্দন হৃৎপিণ্ডের প্রথম শব্দের সমসাময়িক, বিস্তারশীল (Corrigan's sign) প্রকৃতি-বিশিষ্ট, এবং ইহার সহিত সংসৃষ্ট কম্পান্বিত ভাবও থাকিতে পারে। ইহাতে সংকোচন (systolic) এবং প্রসারণ (diastolic), সংসৃষ্ট অথবা ডবল মর্ম্মরও শ্রুত হওয়া যাইতে পারে। উরুস্থ ফিমরেল নাড়ী-স্পন্দন অবরোধযুক্ত এবং বিলুপ্তও হইতে পারে। উদর শীর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং অর্ব্বুদ সুবৃহৎ থাকিলে বিষাতনে নিরেট শব্দও পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে আকর্ণনে সংকোচনের সমসাময়িক একটি মর্ম্মর অথবা কোমল ফুৎকারবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়।

রোগ নির্ব্বাচন।—দপদপানিযুক্ত বৃহদ্ধমনীকে এনুরিজম বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। ডাঃ অস্‌লার বলেন—"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন স্পন্দন, যত বেগযুক্তই হউক, তাহাতে কম্পান্বিত অথবা সংকোচন-মর্ম্মর থাকিলেও যদি নির্দ্দিষ্ট অর্ব্বুদ করতলে ধৃত করা না যায় এবং তাহাতে বিস্তার-শীল স্পন্দন না থাকে, কোনমতেই তাহা ঔদরিক ধমন্যর্ব্বুদ বলিয়া নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

ঔদরিক বৃহদ্ধমনীর উপরিদেশে নিরেট মাংসবৃদ্ধি অবস্থিত হইলেও তাহাতে স্পষ্টতঃ স্পন্দন প্রকাশিত হইয়া ধমন্যর্ব্বুদের ভ্রান্তি উৎপাদন করে। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার ঔদরিক স্পন্দন পরীক্ষার নিয়ম এই যে, তাহাতে রোগীকে জানু-বক্ষ অবস্থায় রক্ষা করিতে হইবে; এক্ষণে—অর্ব্বুদ যদি এনুরিজম হয়, তাহাতে বিস্তারশীল স্পন্দন থাকে; যদি ধমন্যর্ব্বুদ না হইয়া ক্যান্‌সার, অবরুদ্ধ বিষ্ঠা অথবা অন্য প্রকার অর্ব্বুদ হয়, তাহাতে মাংস-বৃদ্ধি বৃহদ্ধমনী ছাড়িয়া সম্মুখে নামিয়া পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ স্পন্দন অন্তর্হিত হয়।

banglabooks.in

ভাবীফল।—আরোগ্য অসম্ভব না হইলেও পরিণাম অমঙ্গলজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। "মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ :—(ক) চাপ (pressure) কৃত নির্ম্মার্দ্দ অবশতা ; (খ) শোণিত-চাপ (clots) কর্ত্তৃক ধমনী-পথের সম্পূর্ণ অবরোধ ; (গ) ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি, অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি বহিস্থ উপাদান, অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে—অতি সাধারণতঃ ডুয়োডিনামাভ্যন্তরে বিদারণ ; এবং (ঘ) সুপিরিয়র মিসেণ্টারিক ধমনীর ছিপি-আটা-ভাব (embolism) বশতঃ অন্ত্রের চাপবদ্ধতা (infarction)।" ডাঃ অনলার।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—বক্ষসংসৃষ্ট বৃহদ্ধমন্যর্ব্বুদের চিকিৎসার্থ লিখিত ঔষধাদি ইহাতেও প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—পূর্ব্ব লিখিত উপায়াদিই অবলম্বনীয়। কিন্তু অর্ব্বুদ অনেক নিম্নতর অংশে ঘটিলে ধমনীর পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে অবিশ্রান্ত চাপের প্রয়োগ করিবে। কিন্তু তাহার বিদারণ না হয়। কোন প্রকার চৈতন্যাপহরণকারী ঔষধ ব্যবহারের আবশ্যক।

—o—

banglabooks.in

অষ্টম অধ্যায়।

মূত্র-যন্ত্রাদির রোগ বা ডিজিজেস অব দি ইউরিনারি সিস্টেম্।

(DISEASES OF THE URINARY SYSTEM.)

বৃক্কক-রোগ বা ডিজিজেস অব দি কিড্‌নিজ।

(DISEASES OF THE KIDNEYS).

লেক্‌চার ১৪৩ (LECTURE CXLIII)

গতিশীল বৃক্কক বা মুভেব্‌ল্ কিড্‌নি।

(MOVABLE KIDNEY.)

প্রতিনাম।—বৃক্ককের চলনশীলতা বা মবিলিটি অব দি কিড্‌নি (Mobility of the kidney); ভাসমান বৃক্কক বা ফ্লোটিং কিড্‌নি (Floating kidney); স্পর্শ-গ্রাহ্য বৃক্কক বা প্যাল্পেবল কিড্‌নি (Palpable kidney); ভ্রমণশীল বৃক্কক বা ওয়াণ্ডারিং কিড্‌নি (Wandering kidney); রেন্ মবিলিস নেফ্রপ্‌টোসিস (Ren Mobiilis Nephroptosis)।

পরিভাষা এবং বিবরণ।—বৃক্ককের বসাময় কোষ, অন্ত্র-বেষ্টনী এবং রিন্যাল বা বৃক্ককীয় রক্ত-নাড়ী দ্বারা বৃক্কক স্বস্থানে দৃঢ় আবদ্ধ থাকে। অবস্থাবিশেষে এক বৃক্কক, এবং অতীব বিরল স্থলে উভয় বৃক্ককই গতিশীল হয়। এই গতিশীলতার পরিমাণের বিলক্ষণ তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন স্থলে ইহা এতই সামান্য যে, প্রায় তাহা বুঝিতেই পারা যায়

banglabooks.in

না, বুঝিতে পারিলেও অতি সযত্ন অনুসন্ধানের আবশ্যক। অপিচ স্থলবিশেষে এতই অধিক গতিশীল হইয়া থাকে যে, যন্ত্র উদরাভ্যন্তরে অতি সহজে ধৃত করা যায়। অতি গতিশীল অবস্থায় বৃক্কক-বন্ধনী (Meso-nephron) বা অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-স্তর অতি শিথিলভাবে মেরুদণ্ডসহ বৃক্কক সংলগ্ন করে। এরূপস্থলে বৃক্ককের গতির বৃত্ত বৃহত্তর থাকে, এবং কখন কখন ইহাকেই কেবল "ভাসমান বৃক্কক" বা ফ্লোটিং কিড্‌নি (Floating Kidney) সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, কিন্তু সাধারণতঃ বৃক্কক মুক্তভাবে গতিশীল হইলেই এই নামের ব্যবহার করা যায়। যে স্থলে চেষ্টা করিয়া গভীর প্রদেশে বৃক্ককের নিম্নধার মাত্র করস্পর্শ সম্ভব, সে স্থলে "স্পর্শ-গ্রাহ্য বৃক্কক" বা "প্যাল্পেবল কিডনি" নাম দ্বারা তাহা অভিহিত। রোগ সংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ স্থলে কেবল দক্ষিণ, প্রায় ১৩ স্থলে উভয়, এবং প্রায় ১১ স্থলে কেবল বাম বৃক্ককের উপরিউক্ত দুর্দ্দশা ঘটে।

কারণ-তত্ত্ব।—এরূপ আজন্ম রোগ অতীব বিরল। কিন্তু সম্ভব যে, প্রায়শঃ স্থলেই জন্ম হইতে শিথিল বন্ধন থাকায় কারণাধীনে পর জীবনে বৃক্ককের গতিশীলতা জন্মে। পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এবং স্থূল-কায়াপেক্ষা শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহা অধিকতর দেখা যায়। অধিক সন্তানের মাতা, শ্রমজীবি ব্যক্তি, এবং পঁয়ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহার অধিকতর প্রাদুর্ভাব। পুনঃ পুনঃ গর্ভসঞ্চার, আটিয়া কোমরবন্ধের ব্যবহার, আভিঘাতিক দুর্ঘটনা, যেমন পতন, ভারি বস্তু উত্তোলন, অতি কঠিন শারীরিক শ্রম, অথবা বসাময় কোষের শোষণ প্রভৃতি দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতে পারে। বৃক্ককের ভারি অর্ব্বুদ, অথবা তাহার সন্নিহিত অর্ব্বুদ দ্বারা বৃক্কক নিম্নাভিমুখে স্থানচ্যুত হইতে পারে। যে অবস্থায় অন্ত্রের স্থানচ্যুতি বা আন্ত্রিক পতন, অথবা গ্লেনার্ড্‌স্ রোগ, যাহাতে কিড্‌নি প্রভৃতি সমগ্র উদরযন্ত্রের স্থানচ্যুতি ঘটে, এবং আমাশয়ের প্রসারণ হয় তাহাতেও ইহা সংঘটিত হইতে পারে।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সম্ভব হইতে পারে অধিক সংখ্যক স্থলেই রোগীর জীবিতকালে কোন আকস্মিক ঘটনা ব্যতীত সাক্ষাৎ লক্ষণ দ্বারা রোগ প্রকাশিত হয় না, মৃত্যুর পর শবচ্ছেদান্তে রোগের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহাই হউক, কোন কোন স্থলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে যে কতিপয় স্নায়বিক লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাদিগের অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট, এবং গতিশীলতা মধ্যাবধি থাকিলে এই সকল লক্ষণের স্পষ্টতা জন্মে। অন্য পক্ষে যে সকল স্থানিক লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহারা রোগের যাহার পর নাই বৃদ্ধি হইলে স্পষ্টতা লাভ করে। প্রক্ষিপ্ত লক্ষণাদি মধ্যে প্রত্যেক পরিমাণের অদম্য অজীর্ণ, উদরাধ্মান, হৃৎকম্প, আমাশয় স্নায়ু-শূল, শরীরের প্রায় যে কোন অংশে, বিশেষতঃ উদর এবং হৃৎপ্রদেশে স্নায়ু-শূল প্রকাশিত হয়। তদ্ব্যতীতও মূত্র-স্থালীর উত্তেজনাপ্রবণতা এবং রজোকাঠিন্য জন্মে। অপিচ "বায়ু-লক্ষণ" বা "নার্ভাসনেস্", বায়ু-রোগ (neurasthenia), অথবা হিষ্টিরিয়া, এবং পুরুষ রোগীদিগের মধ্যে রোগোন্মত্ততা বা হাইপ-কণ্ড্রিয়াসিস্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রধান স্থানিক লক্ষণ—নিম্নাভিমুখে আকৃষ্টবৎ বেদনা অথবা গুরুত্ব—বিশেষ করিয়া রোগীর দণ্ডায়মান, ভ্রমণ, অশ্বারোহণ, অথবা নৃত্য করা প্রভৃতি অবস্থায় প্রকাশিত হইলে তাহাতে অন্যান্য বিবিধ পরিমাণ বেদনা যোগদান করিতে পারে। কখন কখন এই কঠিন বেদনা, মূত্রশূলের প্রকৃতি পাইয়া পতন বা কল্যাপ্স্, বিবমিষা, উৎকণ্ঠা, মূত্রের স্বল্পতা ইত্যাদি উপস্থিত করে। বৃক্কের চক্রাকার গতি বশতঃ মূত্র-নালীর মোচড়সহ বৃক্কের রক্তনাড়ী এবং স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ায় অবরোধ এবং মূত্রের পশ্চাৎ গতি হইলে বিশেষ করিয়া এইরূপ লক্ষণাদি জন্মে। উপরিউক্ত মোচড় কর্তৃক ফাঁসবদ্ধতা, অপিচ প্রাদাহিক ঝিল্লি জন্মিয়াও অবরোধ ঘটাইলে তরুণ বৃক্কক-শোথ জন্মিতে পারে। ইহাতে পাইলাইটিস বা বৃক্কের স্থালী (Pelvis) প্রদাহও দেখা যায়।

banglabooks.in

রোগ-নির্ব্বাচন।—অতি যত্নের সহিত সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক পরীক্ষা ব্যতীত ইহার নিশ্চিত পরিচয় সুকঠিন, যদিও স্থানান্তরিত যন্ত্রের একবার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলে, তাহার সহিত অন্যাবস্থার ভ্রান্তির আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। গতিশীল প্লীহা এবং পিত্ত-স্থলী, অণ্ডাধার ও অন্ত্রের অর্ব্বুদের গতিশীল বৃক্কসহ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।

পরীক্ষা জন্য রোগীকে চিৎভাবে শয়ন করাইবে। এক্ষণে করদ্বয় স্পর্শে পরস্পর মধ্যে পরীক্ষিতব্য পদার্থ চাপিত করিতে হইবে। ইহাতে পরীক্ষকের দক্ষিণকর কুক্ষি অধঃদেশের সম্মুখস্থ ত্বগাদি সাক্ষাৎ ভাবে রক্ষিত করিয়া কটিদেশে বাম কর স্থাপন করিতে হইবে। এক্ষণে রোগী নিয়মিত ও গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রশ্বাস কালে শরীর শিথিল করিবে। এই সময় করদ্বয়-মধ্যস্থ প্রদেশ সাবধানতা সহ স্পর্শ করিলে, যদি স্পষ্টতর স্থানচ্যুতি অথবা ঝুলিয়া অবস্থদেশে অবস্থান ঘটিয়া থাকে, তাহাতে একটি চিমসা, মসৃণ এবং অণ্ডাকার বস্তুর অনুভূতি হইবে। ইহা চাপে কথঞ্চিৎ বিবমিষাকর বেদনাযুক্ত। এই অবস্থা রোগের উৎকৃষ্ট বিশেষক। বিরলস্থলে বৃক্কক ধমনীর স্পন্দন অনুভূত করা যায়। রোগী গভীর শ্বাস-গ্রহণ করিলে যকৃৎ নামিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিথিল বৃক্ককও নিম্নাভিমুখে নামিয়া পড়ে এবং তাহাতে গতিশীল বৃক্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কখন কখন হাঁটু-কনুই অবস্থানে বৃক্কক সহজে করগ্রাহ্য হয়।

ভাবীফল।—ইহার ভাবীফল ক্বচিৎ সাংঘাতিক। অতি বিরল স্থলে মোচড় একমাত্র ঘটনা, যাহা আশঙ্কার কারণ উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু তাহাও সহজে অস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য। অনেক সময় প্রক্ষিপ্ত লক্ষণ অদম্য কষ্টদায়ক হওয়াতেও অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রকৃতপক্ষে ইহাকে রোগ বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। ইহাকে প্রকৃতির একটি খেয়াল বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। তথাপি স্থানচ্যুতিবশতঃ বৃক্কক অন্যান্য যন্ত্রের অনিয়মিত সংস্রবে আসায়

banglabooks.in

কখন কখন বিবিধ প্রকারের এবং ন্যূনাধিক কষ্টপ্রদ প্রক্ষিপ্ত লক্ষণ উপস্থিত করিলে ঔষধপ্রয়োগের প্রয়োজন হইতে পারে। এবম্বিধ লক্ষণেরও কোন নিশ্চয়তা না থাকায় কোন প্রকার ঔষধের উল্লেখ করা অসম্ভব। ফলতঃ এই প্রাকৃতিক ঘটনার সংশোধনে প্রাকৃতিক উপায়েরই প্রয়োজন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বৃক্কের স্থানচ্যুতি বশতঃ কখন কখন অতি কঠিন বেদনা উপস্থিত হইলে, বাধ্য হইয়া ওপিয়ামের প্রয়োগাদি অথবা মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত করিতে হয়। রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি ও স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। "বিশ্রামারোগ্য (Rest cure," বলিয়া একপ্রকারের চিকিৎসায় রোগীকে দিবসে চিৎভাবে শয়ান রাখিতে এবং বলের সহিত অধিক আহার করাইয়া (forced feeding) শরীরের বসার বৃদ্ধি করিতে হইবে। রোগী অনিয়মিত বেগের সহিত মল-ত্যাগ ও অনুপযুক্ত শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যাদি হইতে বিরত থাকিবে। কোন কোন স্থলে এক মাস উপরিউক্ত অবস্থায় থাকায় ও ব্যাণ্ডেজ, প্যাড এবং যন্ত্রাদি দ্বারা বৃক্কক স্বস্থানে রক্ষা করায় রোগীর আরোগ্যের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ফলতঃ সাধারণ গদি ও ফিতা ইত্যাদির ব্যবস্থার দ্বারা প্রকৃত পক্ষে ইহার সংশোধন হয় না। ডাঃ এণ্ডার্‌স্‌ ও ডাঃ সাটস্‌ প্রভৃতি কষ্টের নিবারণ জন্য নানারূপ যন্ত্র-নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনেক স্থলে সেলাই দ্বারা কিডনি আবদ্ধ রাখিলে অথবা অস্ত্রচিকিৎসা করিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণে বন্ধনী ছিন্ন হইতে পারে। অপিচ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা কিড্‌নি স্থানান্তরিত করা বড়ই বিপজ্জনক চিকিৎসা।

banglabooks.in

লেক্‌চার্ ১৪৪ (LECTURE CXLIV.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—লালামেহ বা এল্‌বুমিন্যুরিয়া।

(ALBUMINURIA.)

বিবরণ।—বিশেষ বিশেষ ঘটনায় মূত্রের নিয়মিত উপাদান বিশেষের নিয়মিত পরিমাণাধিক্য ঘটে। অপিচ স্থল বিশেষে মূত্রে তাহার নিয়মাতিরিক্ত উপাদানেরও সংযোজনা হয়। যে সকল অবস্থা এবম্বিধ ব্যভিচার সংঘটনের কারণ, কতিপয় স্থলে তাহারা মূত্র-যন্ত্রেই বর্ত্তমান থাকে, অপিচ বিশেষ বিশেষ স্থলে তাহারা মূত্র-যন্ত্রাতিরিক্ত যন্ত্র অথবা সাধারণ দেহ হইতে উপস্থিত হয়। অতএব এই সকল মূত্র-স্রাব ব্যভিচার সম্বন্ধীয় চিকিৎসা তাহার কারণীভূত রোগানুসারে লিখিত হইবে।

পরিভাষা।—মূত্রে-শ্বেত-লালা বা এলবুমিনের বর্ত্তমানতা।

আময়িক বিধান-বিকার এবং কারণ-তত্ত্ব।—বৃক্কক হইতে স্রুত শ্বেত-লালা ব্যতীতও নানাবিধ স্থান হইতে মূত্রে-শ্বেত-লালা বা এল্‌বুমিনের প্রবেশ ঘটিতে পারে। এবম্বিধ স্থান মধ্যে বৃক্কক স্থলী বা পেলভিস (pelvis of kidney), মূত্র-নালী (ureters), মূত্র-স্থালী, মূত্র-পথ (urethra), এবং স্ত্রীলোকদিগের যোনি-পথ ও জরায়ু প্রধান। শ্বেত-লালার পরিমাণ স্বল্পতর হইলে তাহা উপরিউক্ত যন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগের পূয়-সঞ্চারক প্রদাহ হইতেও আসিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থলে যদি নালী-ছাঁচের (tube-casts) বর্ত্তমানতা এবং অধিকপরিমাণে শ্বেত-লালা প্রকাশ পায় তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কক রোগ বর্ত্তমানতার সন্দেহ করা যায়। উপরিউক্ত যন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-পথ হইতে রক্তস্রাব ঘটিলেও শ্বেত-লালা আসিতে পারে। পূর্ব্বের ধারণানুসারে গুরুতর বৃক্কক-রোগ ব্যতীত কিড্‌নির মূত্র-স্রাবী ম্যালপিঘিয়ান-স্তবক হইতে শ্বেত-লালা স্খলিত হইতে

banglabooks.in

পারে না, কিন্তু অধুনা প্রমাণিত যে, তদ্ব্যতীতও অন্যবিধ কারণে সুস্থ ম্যালপিঘিয়ান স্তবক মূত্রে শ্বেত-লালা নিক্ষিপ্ত করিতে পারে। কেবল যে গভীর বৃক্কক প্রদাহে মূত্রে শ্বেত-লালা না থাকিতে পারে তাহাই নহে, সম্পূর্ণ সুস্থ বৃক্কক হইতেও শ্বেত-লালা আসিয়া মূত্রে যোগদান করিতে পারে। বৃক্কক হইতে শ্বেত-লালা আসিয়া মূত্রে উপস্থিত হওয়ার সাক্ষাৎ কারণ—"রক্ত-নাড়ী হইতে রক্তের নিয়মিত পদার্থ, রক্তাম্বু-শ্বেত-লালা এবং রক্ত-গোলকাণুর (serum-globulin.) বৃক্কক প্রণালী অভ্যন্তরে নিক্ষেপ। শ্বেত-লালার এবম্বিধ ক্ষরণ, প্রণালী স্তবকের (glomeuli), অথবা তৎস্থিত কৈশিক রক্ত-নাড়ী-গুচ্ছের অথবা সম্ভবত মূল ঝিল্লির (membrana propria) অথবা মূত্রস্রাবী প্রণালীর (uriniferous tubules) উপত্বকের ক্ষণস্থায়ী এবং যৎসামান্য অথবা স্থায়ী এবং গুরুতর পোষণ-বিপর্য্যয় প্রকাশিত করে। এই সকল পরিবর্ত্তন শোণিত হইতে শ্বেত-লালা-ক্ষরণের পথ নির্ব্বাধ করিয়া দেয়।" (এণ্ডার্‌স্)।

লালা-মেহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(১) বৃক্কক অপায় হইতে লালা-মেহ—বৃক্কের তরুণ অথবা পুরাতন রক্তাধিক্য, এবং যন্ত্র বা উপাদান গত রোগ—তরুণ বৃক্কক প্রদাহ (nephritis), শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতা (Amyloid disease), বসাপকৃষ্টতা, পূয়সঞ্চারশীল বৃক্কক প্রদাহ এবং বৃক্কের অর্ব্বুদ।

(২) স্পষ্টতর বৃক্কক অপায় বিরহিত লালা-মেহ।

(ক) ক্রিয়াগত অথবা নিত্য জনন-প্রাণন-ক্রিয়া সংস্রবীয় লালা-মেহ,—এই নামে প্রকাশিত রোগ কঠিন পেশীশ্রম, অবিশ্রান্ত মানসিক কার্য্য, অত্যধিক শ্বেত-লালাযুক্ত খাদ্যের ব্যবহার, প্রচণ্ড ভাবাবেশ, অথবা অত্যন্ত শীতল স্নান প্রভৃতির ফলস্বরূপ সংঘটিত হইতে পারে। ইহাতে, বিশেষতঃ কঠিন শ্রমঘটিত রোগে, অল্পসংখ্যক অর্দ্ধস্বচ্ছ জিউলির আটাবৎ পদার্থের (hyaline) ছাঁচ বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

banglabooks.in

(খ) আবর্ত্তমান (Cyclic) লালা-মেহ,—ইহাতে সাময়িক রূপে, সাধারণতঃ আহারান্তে, অথবা পরিশ্রম কালে শ্বেত-লালা দেখা দেয়, রজনীতে বিশ্রামকালে অথবা প্রত্যূষে অনুপস্থিত থাকে। যৌবন-স্ফুরণোন্মুখ রক্তহীন পুরুষদিগের পুষ্টিহীনতা, স্নায়ু-শূল, অনেক সময়ে স্নায়বিক বিকার এবং, এমন কি, গুহ্যবায়ু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে ইহা অতি সাধারণ ঘটনা মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ শ্বেত-লালার পরিমাণ স্বল্পতর থাকিলেও ঘটনাক্রমে পরিমাণের বিলক্ষণ আধিক্য হইতে পারে, এবং ক্ষণস্থায়ী মধু-মেহ অথবা সময়ে সময়ে অর্দ্ধস্বচ্ছ জিউলিয় আটাবৎ পদার্থের ছাঁচ উপস্থিত হইতে পারে।

(গ) জ্বর-সংযুক্ত-লালা-মেহ-রোগ,—জ্বরের ভোগকালে, বিশেষতঃ জ্বর অনেক কাল স্থায়ী হইলে—প্রধানতঃ টাইফয়েড জ্বর, বসন্ত, পীতজ্বর এবং ডিফ্‌থিরিয়াতে এরূপ লালা-মেহ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহাতে অল্প পরিমাণ শ্বেত-লালা থাকে এবং জ্বরপ্রক্রিয়া ঘটিত মূত্র-নালী-স্তবকের সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে তাহা জন্মে।

(ঘ) শোণিতের পরিবর্ত্তন হইতে লালা-মেহ।—সুরা-সার, পিত্তের রঞ্জন পদার্থ, শর্করা, সীসক, পারদ অথবা আর্সেনিকের বিষ-ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা উপস্থিত হইতে পারে, ইথার এবং ক্লোরো-ফর্‌মের প্রয়োগান্তে, শীতাদ বা স্কার্‌ভি অথবা পার্‌পুরা প্রভৃতি কোন প্রকার কঠিন রক্তহীনতায় অথবা উপদংশ রোগেও ইহা দেখা দিয়া থাকে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় অথবা মধুমেহ রোগে যে, কখন কখন লালা-মেহ উপস্থিত হয় তাহাও ইহার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

(ঙ) বায়ু-রোগজ বা স্নায়বিক (murotic) বিকার ঘটিত লালা-মেহ,—মৃগী, সন্ন্যাস-রোগ, ধনুষ্টঙ্কার, অথবা মস্তিষ্কের আঘাত হইতে, এবং গলগণ্ডঘটিত চক্ষু গোলকের বহির্নিঃসরণ বা চক্ষুর ঢেলা বাহির হওয়ার (exophthalmic goitre) সহিতও ইহা উপস্থিত হইতে পারে।

banglabooks.in

(চ) অপ্রকৃত লালা-মেহ—মূত্রসহ শোণিত অথবা পূযের মিশ্রণে সংঘটিত। ইহা বৃক্কের প্রকৃত লালা-মেহ নহে, মূত্র-পথ অথবা পূর্ব্বকথিত জননেন্দ্রিয় মণ্ডলের শৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ, অথবা রক্তস্রাব হইতে সংঘটিত হয়, এবম্বিধ স্থলে নালী-ছাঁচ উপস্থিত থাকে না।

লালা-মেহ একাদিক্রমে স্থায়ীভাবে ও অধিক পরিমাণে থাকিলে, বিশেষতঃ রোগীর ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স হইলে, প্রায় সর্ব্বস্থলেই তাহা বৃক্কের উপাদানগত রোগ প্রকাশিত করে। এবম্বিধ রোগের সহিত শারীরিক বিকার, মূত্রসংসৃষ্ট লক্ষণ, বাম হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি, জল-শোথ এবং অন্যান্য নানাবিধ উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে।

শ্বেত-লালা-পরীক্ষার উপায়াদি।

(Tests For Albumin)

প্রাত্যূষিক এবং সান্ধ্য উভয় মূত্রেরই পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। মূত্র সর্ব্বতোভাবে মলশূন্য ও পরিষ্কার হওয়া উচিত, তাহাতে যোনি অথবা মূত্র-পথের স্রাব থাকিবে না, এবং আবিল থাকিলে ছাঁকিয়া, অথবা ইউরেট লবণ থাকিলে তাতাইয়া দূর করিতে হইবে।

তাপ এবং নাইট্রিক এসিড দ্বারা পরীক্ষা—এই পরীক্ষাই সাধারণতঃ অবলম্বিত হয়, এবং যত্নের সহিত পরিচালন করিলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও নির্ভরযোগ্য। কাচ-নলের (Tube) এক তৃতীয়াংশ মূত্র পূর্ণ করিয়া, স্পিরিট্ ল্যাম্পে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। তাপশিখার উপরি নল এরূপ তীর্য্যকভাবে ধরিয়া ঘূর্ণিত করিতে হইবে যে, মূত্রের উর্দ্ধভাগ স্ফুটিত হইবে। মূত্র যদি ঘোলাটে দেখায়, তাহা ফস্‌ফেট-লবণ অথবা শ্বেত-লালা জন্য। এই মূত্রে কতিপয় বিন্দু নাইট্রিক এসিড যোগ করিলে যদি তাহা পরিষ্কার হইয়া যায় তাহাতে ফস্ফেট, কিন্তু ঘোলা ভাব স্থায়ী হইলে শ্বেত লালার বর্ত্তমানতা প্রকাশিত হয়। কখন কখন মূত্রে তাপ প্রয়োগের পূর্ব্বে নাইট্রিক এসিড যোগের

banglabooks.in

উপদেশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্রূপ করা উচিত নহে, যেহেতু অনেক সময়ে মূত্রে অধিক পরিমাণ শ্বেত-লালা থাকিলে তাহার কিয়দংশ অম্লগুণ (Acid albumin) প্রাপ্ত হয়, এবং তাপে থিতিয়া পড়ে (Prsecipitated) না, এবং তদংশ অপ্রকাশিত থাকে।

নাইট্রিক এসিডের সহিত সংস্পর্শ-প্রণালী, অথবা হিলারের পরীক্ষা প্রণালী—কাচ-নলে কিয়ৎ পরিমাণ অমিশ্র ও পরিষ্কার নাইট্রিক এসিড রাখিয়া, তদুপরি বিন্দু বিন্দু করিয়া সম পরিমাণ অমিশ্র ও পরিষ্কার মূত্র ধীরে গড়াইয়া নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে যে, তাহা নাইট্রিক এসিডের উপরি দেশ আবৃত করিবে। মূত্রে শ্বেত-লালা থাকিলে উভয় তরল পদার্থের সংযোগ প্রদেশে একটি শুভ্র ফিতার আকার রেখা উপস্থিত হইবে। মূত্রে অধিক পরিমাণ ইউরেট লবণ থাকিলে, নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়ায় প্রায় সম প্রকারের আর একটি মণ্ডল উপস্থিত হয়, যেহেতু অম্লগুণ ইউরেট অধিকতর অদ্রবনীয় হওয়ায় তাহার অধঃক্ষেপ ঘটে। এই মণ্ডল তাদৃশ সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, উপরিস্থ মূত্রে দ্রব হইয়া বিস্তৃত হইয়া যায় ও তাপ প্রয়োগে অন্তর্হিত হয়। কখন বা শ্বেত-লালার মণ্ডলোপরি মিউসিনের আবিলতা উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা ফলের অস্পষ্টতা জন্মাইতে পারে।

পিক্রিক এসিড পরীক্ষা-প্রণালী—একটি কাচের নলে কিয়ৎ পরিমাণ মূত্র লইয়া তাহাতে ফোটায় ফোটায় পিক্রিক এসিডের দ্রব যোগ করিতে হইবে। মূত্রে শ্বেত-লালা থাকিলে দ্রবের গমন-পথ অনুসরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত-লালার একটি অস্বচ্ছ শুভ্র ও ঘোর কলঙ্ক দৃষ্ট হইবে। এই পরীক্ষাটি বিলক্ষণ মনযোগ আকর্ষক এবং সুদৃশ্য। এই ঘোলাভাব সঙ্গে সঙ্গে না হইয়া কিয়ৎকাল পরে উপস্থিত হইলে, ইহার কোন মূল্য থাকে না। এই পরীক্ষায়, নাইট্রিক এসিড অথবা তাপের ন্যায় স্বল্প পরিমাণ শ্বেত-লালা ধরা না পড়িলেও অন্য পরীক্ষার ফলের

banglabooks.in

নিশ্চয়তার প্রমাণ স্বরূপ। কেহ কেহ বিবেচনা করেন পিক্রিক এসিড-পরীক্ষাতেও সংস্পর্শপ্রণালীর ব্যবহার করিলে ভাল কার্য্য পাওয়া যায়। ইহাতে কাচ-নলে মূত্র লইয়া পিক্রিক এসিডের সম্পৃয়িত (Saturated) দ্রব দ্বারা তাহা আবৃত করিবে। কারণ, সাধারণতঃ পিক্রিক এসিড মূত্রাপেক্ষা গুরুত্বে স্বল্পতর। মূত্রে শ্বেত-লালা উপস্থিত থাকিলে তৎক্ষণাৎ একটি শুভ্র মণ্ডল দেখা দেয়, এবং উভয় তরল পদার্থের সহিত যে একটি ঘোলাটে ভাব থাকে তাহা নিম্নাভিমুখে প্রসারণ করে।

পরিমাণগত পরীক্ষা।—এস্‌ব্যাচের প্রণালী—(উৎকৃষ্ট পরীক্ষা) সমভাগে বিভক্ত একটি কর্ক আটা কাচ-নলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মূত্র এবং ১০ ভাগ পিক্রিক এসিড, ২০ ভাগ সিট্রিক এসিড, এবং মিলিত হইয়া ১০০০ ভাগে দাঁড়াইতে পারে এ পরিমাণ জলের সহিত প্রস্তুত একটি দ্রব, পরীক্ষাকারী যত্ন পূর্ব্বক উলট পালট করিয়া মিশ্রিত করিবেন, এবং এই কাচ-নল প্রায় ২৪ ঘণ্টা স্থির ভাবে রক্ষা করিয়া, পরে তাহাতে থিতিয়া পড়া শ্বেত-লালার উচ্চতা মাপ করিলে হাজার করা অংশের একটি পরিমাণ দণ্ড দ্বারা তাহা পরিমিত হইবে। ইহা এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে, হাজারে ০,৫ অংশের এক অংশও ধরা পড়িবে। রক্ত-মেহ থাকিলে, যদি এসব্যাচের পরীক্ষা প্রণালী দ্বারা স্থিরীকৃত শ্বেত-লালার শতকরা পরিমাণ সংখ্যাকে, এক ঘন সেণ্টিমিটার মূত্রে যত সংখ্যক লোহিত রক্ত কণিকা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে ভাগ করিলে ৩০,০০০, অপেক্ষা স্বল্পতর হয়, তাহা সুস্পষ্ট শোণিত-মেহ সংসৃষ্ট লালা প্রদর্শন করে; অধিকতর হইলে স্বাধীন লালা-মেহ বুঝায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই বৃক্কের প্রদাহের চিকিৎসার তুল্য। অতএব তাহার চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪৫ (LECTURE CXLV.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—রক্ত-মেহ।

(Anomalies of the urinary secretion—Hematuria.)

পরিভাষা।—মূত্রে শোণিতের বর্ত্তমানতা।

কারণ তত্ত্ব।—বৃক্কক, বৃক্কক-স্থালী বা পেল্‌ভিস, মূত্র-নালী, মূত্র-স্থালী, অথবা মূত্র-পথ হইতে মূত্রে শোণিত আসিতে পারে। এই সকল মূত্র-যন্ত্রের রোগ, অথবা রক্তস্রাবী বা হিমরেজিক বসন্ত, অথবা "ব্লাকহাম (Black-Measles)" প্রভৃতি তরুণ ও সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ এবং কতিপয় রক্তস্রাবী-রোগ, যেমন রক্তস্রাবী শীতাদ (Purpura hemorrhagica), হিমফিলিয়া (hemophilia), অথবা শ্বেতকনীকাধিক্য বা লুকিমিয়া (Lukemia) ইত্যাদি হইতে মূত্রে রক্তমিশ্রিত হইতে পারে। কখন কখন ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সংস্রবেও রক্তমেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনুকল্প ঋতু-স্রাবের প্রকাশক রূপেও ইহা সংঘটিত হয়। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদিগের মধ্যে, সময়ে সময়ে অনির্ব্বচনীয় কারণে মূত্রে রক্ত দেখা দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে ফিলেরিয়া স্যাঙ্গুইনিস হমিনিস (Filaria Sanguinis Hominis) (চিত্র, ২৫) এবং ডিষ্টোমা হিমেটবিয়াম (Distoma Himatobium) (বিল্‌হারজ) পরাঙ্গজীবি কীটাণুর বর্ত্তমানতা ইহা সংঘটিত করে। উপরিউক্ত কারণাদি বশতঃই প্রায় সকল স্থলে বৃক্কক হইতে শোণিতস্রাব হয়। বৃক্কক হইতে রক্তস্রাবের সাক্ষাৎ কারণ :—আঘাত, তরুণ রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ; ক্বচিৎ বৃক্ককের ক্ষয়জনক পুরাতন প্রদাহ; বিষাক্ত বস্তু, যেমন ক্যান্থারাইডিস, কারবলিক এসিড এবং টারপেন্টাইন; চাপ কর্ত্তৃক শোণিত নাড়ীর ছিপি আটাভাব বা এম্বলিজম, রক্ত-চাপ বা থ্রম্বসিস অথবা বৃক্ককের রক্ত নাড়ীর-ধমন্যর্ব্বুদ, গুটিকা (Tubercle) সংক্রান্ত প্রদাহ; নূতন মাংসবৃদ্ধি; এবং চূর্ণ পাথরির সঞ্চয় ঘটিত বৃক্কক-স্থালী প্রদাহ, মূত্রনালী বাহিয়া মূত্রশিলার গতি,

banglabooks.in

অথবা উদরাভ্যন্তরীণ অস্ত্রচিকিৎসার আঘাত, মূত্রনালী হইতে স্থানিক রক্তস্রাব। মূত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাবের কারণ মধ্যে আঘাত, ক্ষত, মূত্রস্থালী গ্রীবার শিরার বিদারণ, সাংঘাতিক অর্ব্বুদাদি এবং মূত্র-শিলা প্রধান বলিয়া পরিগণিত। আঘাত, বিশেষতঃ শলা প্রবিষ্ট করণে আঘাত, পাথরি, আগন্তুক পদার্থ, পূয়ধাতুর (Gonorrhoea) ক্ষতাদি, উপদংশক্ষত, এবং পরাঙ্গ-পুষ্টজীব প্রভৃতি মূত্রপথ (Urethra) হইতে রক্তস্রাবের প্রধান কারণ।

রোগ নির্ব্বাচন।—মূত্রে রক্তের বর্ত্তমানতার পরিচয় অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু রক্তস্রাবের কারণ নির্দ্দিষ্ট করা সকল সময়ে তাদৃশ সহজ হয় না। ফলতঃ কার্য্যক্ষেত্রে রোগ নির্ব্বাচন ও রোগ চিকিৎসা উভয়তঃই ইহা সমভাবে প্রয়োজনীয়। রক্তসংযুক্ত মূত্রের দৃশ্য ধূম্রবর্ণ হইতে কপিস অথবা উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার হইতে পারে এবং প্রতিক্রিয়ায় শ্বেত-লালা প্রদর্শন করিতে পারে। কখন কখন স্পষ্ট স্পষ্ট রক্তচাপ মূত্রপাত্রের তলদেশে থাকিতে অথবা মূত্রোপরি ভাসিতে দেখা যায়।

মূত্রে রক্তের পরীক্ষা—অণুবীক্ষণপরীক্ষা ব্যতীত অন্য পরীক্ষার ক্বচিৎ আবশ্যক হয়।

গুয়াইয়াকাম-পরীক্ষা-প্রণালী—মূত্রে এক অথবা দুই বিন্দু গুয়েইয়াকাম অরিষ্ট এবং দুই বিন্দু অজোনিক ইথার নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে। উভয় পদার্থের সংযোগ রেখার স্থানে একটি নীলরেখা উৎপন্ন হইয়া ইথারময় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

হিলারের পরীক্ষা-প্রণালী—ইহাদ্বারা শোণিতের রঞ্জনপদার্থ ধরা পড়ে—মূত্রে লাইকর পটাসি যোগ করিয়া স্ফুটিত করিলে তুষার কণাবৎ ফস্‌ফেট লবণ থিতিয়া পড়িতে দেখা যাইবে। থিতিয়া পড়ার সময় হিম্যাটিণ ক্রিষ্টল হইতে উপরিউক্ত ফস্‌ফেট লবণ ঈষৎ লোহিত-পীত অথবা কপিসাভা প্রাপ্ত হয়। স্পেক্ট্রস্কোপ-পরীক্ষায় সূক্ষ্মীকৃত হিমগ্লবিনের

banglabooks.in

একটি মাত্র, অথবা অক্‌সিহিমগ্লবিনের ডব্‌ল ফিতার আকার উজ্জ্বল বর্ণের আবির্ভাব হইতে পারে।

উপরে যে পরীক্ষা প্রণালীর বিষয় উল্লেখিত হইল, তদ্ব্যতীতও রক্ত-স্রাবের স্থান নির্ণয়ে মূত্রের বর্ণ, রক্ত চাপের বর্ত্তমানতা এবং তাহার গঠন এবং যে সময়ে মাত্র শোণিত দেখা দেয় তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। শোণিত বৃক্কক হইতে আসিলে তাহা মূত্র সহ সম্পূর্ণ মিশ্রিত থাকায় তাহাতে সম ভাবান্বিত ধূম্রবৎ, কপিস অথবা লোহিত বর্ণ প্রদান করে। এই বর্ণ বিশেষত রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ইহার সহিত রক্তের ছাঁচ (Blood cast) থাকিলে নির্ব্বাচন সুনিশ্চিত হয়। মূত্র-নালী হইতে রক্ত আসিলে তাহা দীর্ঘ "ভূ-লতার" আকার বিশিষ্ট হয়, এবং মূত্র মধ্যে তাহা ঐ আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্র-নালীর রক্তস্রাব বৃক্কক রক্তস্রাবের গৌণফল স্বরূপ হইলে, কখন কখন রুগ্ন পার্শ্বের মূত্র-নালীর আবরোধ ঘটে; এই সময়ে পরিষ্কার মূত্রের ত্যাগ হইয়া ন্যূনাধিক কালান্তে পূর্ব্ব কথিত প্রকৃতির চাপ দেখা দেয় এবং তাহার পরেই পুনর্ব্বার যে রক্তস্রাব হয় তাহা উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ ও অনিয়মিত গঠনের থাকে।

মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহা মূত্রের শেষাংশের সহিত থাকে, রক্ত এবং মূত্র সম্যক মিশ্রিত হয় না, এবং কিয়ৎকাল স্থির থাকিলে বড় বড় চাপ বাঁধে। এস্থলে মূত্র-স্থালী ধৌত জল রক্তরঞ্জিত হয়, কিন্তু বৃক্কক হইতে রক্তস্রাবে তাহা পরিষ্কার থাকে।

শোণিত মূত্র-পথ (urethra) হইতে স্রুত হইলে মূত্র-ত্যাগের প্রথমে অথবা মূত্রসহ সম্বন্ধ রহিত ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিকিৎসা তত্ত্ব।—ইহাতে রক্তস্রাবের কারণানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঔষধাদি দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা যায়।

banglabooks.in

একনাইট—সম্পূর্ণ মূত্র পথ, বিশেষতঃ মূত্র-স্থালী এবং, মূত্র-নালীর প্রদাহ বশতঃ রক্ত-মেহে ইহা উপকারী। মূত্র-ত্যাগ অত্যন্ত কষ্টকর, বেদনা যুক্ত, এবং বিন্দু বিন্দু; মূত্র অতাল্প, অগ্নিবৎ বিদাহী, উষ্ণ, লোহিত অথবা কৃষ্ণ বর্ণ। মূত্র-পাত্রে রক্ত থিতিয়া পড়ে। **উৎকণ্ঠা, জ্বর, উজ্জ্বল লোহিত রক্তের স্রাব, এবং রোগের তরুণত্ব** ইহার প্রদর্শক। **মিলিফোলিয়ামেও** প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিত রক্ত থাকে, কিন্তু উৎকণ্ঠা ও জ্বর থাকে না।

কেনাবিস স্যাট—বিশেষতঃ মূত্র-নলীর প্রমেহ জন্য রক্তস্রাব। ক্যান্থারিসের মূত্র-নালীর লক্ষণ সহ ইহার মূত্র-নালীর লক্ষণের অতি নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রভেদ এই যে, ক্যান্থারিসে অধিকতর কুন্থন, কনাবিসে অধিকতর জ্বালা ও চন্‌চনি থাকে।

ক্যান্থারিস—প্রচণ্ড প্রদাহ ঘটিত রক্তস্রাবের ইহা অন্যতম প্রধান স্থানীয় ঔষধ। মূত্র-স্থলীতে প্রচণ্ড কর্ত্তন বৎ, চাপ এবং খল্লীর ন্যায় বেদনা, মূত্র-পথ (urethra) এবং বৃক্কাভ্যন্তরে বিস্তৃত হয় এবং ইহার সহিত মূত্র ছাঁচও (blood casts) থাকিলে, নির্ব্বাচন নিশ্চিত হইয়া যায়, মূত্র-নলী (ureter) হইতে রক্ত আসিলে তাহার চাপ ভূ-লতার আকারবিশিষ্ট হয়, এবং মূত্রেও তাহা ঐ আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মূত্র-নালীর রক্তস্রাব বৃক্কক-রক্তস্রাবের গৌণ ফলস্বরূপ হইলে কখন কখন রুগ্ন পার্শ্বের মূত্র-নালীর অবরোধ ঘটে; এই সময়ে পরিষ্কার মূত্রের ত্যাগ হইয়া ন্যূনাধিক কালান্তে পূর্ব্বকথিত প্রকৃতির চাপ দেখা দেয় এবং তাহার পরেই পুনর্ব্বার যে রক্তস্রাব হয় তাহা উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও অনিয়মিত গঠনের থাকে।

আর্ণিক—আঘাত জন্য রক্তস্রাবে।

মার্ক কর—বৃক্কক প্রদাহ ঘটিত রক্ত-মেহে প্রচণ্ড মূত্র-স্থালী-লক্ষণ। শ্বেত লালা ও মূত্র-নালীর ছাঁচ থাকে। ত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরেও

banglabooks.in

জ্বালা করে এবং অত্যন্ত মূত্র-কৃচ্ছ্র থাকে। মূত্র যেন রক্ত মিশ্রিত থাকার ন্যায় লোহিত বা কখনো কৃষ্ণবর্ণ।

নাইট্রিক এসিড—ডাঃ গুড্‌নোর মতে ইহা বিশেষ করিয়া প্রবল এবং মার্কারি সেবনান্তর রক্তস্রাবে উপকারী।

ইপিক্যাক—অন্যান্য স্থানের ও প্রকারের রক্তস্রাবের ন্যায় উপকারী না হইলেও রক্তস্রাব অতীব প্রচুর থাকিয়া মূর্চ্ছার ভাব, মৃতকল্প পাণ্ডুরতা, বিবমিষা, এবং বক্ষে কষ্টানুভূতি থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া সম্ভব।

টেরিবিন্থ—রক্ত-মেহ চিকিৎসায় ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি এবং বিস্তৃত ব্যবহার আছে। কখন কখন রক্ত-মেহ এবং অন্যান্য প্রকারের রক্তস্রাবের রক্ত নিবারণে ইহার কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ডাঃ র (Rau) প্রদত্ত চিকিৎসার উপযোগী লক্ষণ—"মূত্রসহ রক্ত সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইয়া সমল, ঈষৎ লোহিত-কপিস অথবা ঈষৎ কৃষ্ণাভ তরল পদার্থ উৎপন্ন করে, অথবা কাফিচূর্ণবৎ (Coffee-ground-like) তলানী পড়ে; বৃক্ককে জ্বালাযুক্ত ও আকৃষ্টবৎ বেদনা; মূত্র-স্থালীতে চাপের অনুভূতি, উপবেশন করিলে বৃক্কক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, ভ্রমণ করিলে অন্তর্দ্ধান করে; মূত্র-ত্যাগের পূর্ব্বে বসিলে, মূত্র-স্থালীতে চাপ এবং টানটান বোধ, ভ্রমণের অবস্থায় থাকে না; মূত্র-স্থালীতে জ্বালা, মূত্র-ত্যাগকালে বর্দ্ধিত।"

কল্‌চিকাম—রস-বাত অথবা হৃৎকপাটের রোগসহ সংসৃষ্ট রক্ত-মেহে কুন্থন এবং জ্বালা হইয়া সামান্য পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোলাটে মূত্রের ত্যাগ; কৃষ্ণবর্ণ, রক্ত সংযুক্ত, প্রায়ই কালির ন্যায় মূত্র; অত্যন্ত মূত্রকৃচ্ছ্র।

নাকস্ ভমি—অতিরিক্ত মদ্যসার, গরম মসলায় পাক গরম খাদ্য, অথবা উগ্রবীর্য্য ঔষধের ব্যবহারে রক্ত-মেহ। অজীর্ণসহ কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া অর্শ এবং ঋতু-স্রাবের রোধ হইতে রোগ; উদরে পূর্ণ ও টানটান অনুভূতি, এবং উদরে চাপ, উদর, কটি এবং বৃক্কদেশে স্ফীতি।

banglabooks.in

ব্রিজিরণ—কোন কোন চিকিৎসক, যে কোন যন্ত্রের রক্তস্রাবেই ইহা উপকারী বলিয়া গণ্য করেন। ইহাতে মূত্র-স্থালী ও সরলান্ত্রের উত্তেজনা থাকে, এবং রক্তস্রোত থামথেয়ালি ভাবে বহে, অর্থাৎ একবার বেগের সহিত ত্যাগ, আবার হঠাৎই বন্ধ; রক্তস্রোত চাপযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ। ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহাতে ৫ বিন্দু মাত্রায় অরিষ্ট বা অইলের প্রশংসা করেন।

মিলিফোলিয়াম—বৃক্কক-প্রদেশে বেদনা হইয়া শীতের আক্রমণে শয়নের আবশ্যকতা; রক্ত, মূত্র-পাত্রের তলদেশে রুটির আকারে থিতিয়া পড়ে। রক্তের স্রোতবহনকালে মূত্র-পথে চাপঘটিত বেদনা।

হেমামেলিস—বৃক্কের মৃদুরক্তাধিক্য হইতে রক্ত-মেহ; বৃক্কক দেশোপরি স্পর্শে কাঁচা ক্ষতবৎ বেদনা।

হাইড্রাষ্টিন হাইড্রক্লোরেট—ইহার চূর্ণে বিশেষ ফল হয় বলিয়া কথিত।

আর্সেনিক—অতীব কষ্টে যৎসামান্য করিয়া মূত্রের ত্যাগ; মূত্র-যন্ত্রে জ্বালাযুক্ত বেদনা; মূত্রস্থলির অবশতামূলক লক্ষণ; অত্যন্ত যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা—বিশেষ করিয়া সংক্রামক এবং পচা জান্তব বিষ সংসৃষ্ট (Septic) রোগ।

ফস্‌ফরাস—কিডনি-প্রদেশে তীব্র বেদনা, বেদনাযুক্ত যকৃৎ ও কামল; প্রদর্শক—শোণিতের পচিত অবস্থা। কারণ—কাম-সংসৃষ্ট অমিতব্যবহার; টার্পেন্টাইন বিষাক্ততা; হিমফিলিয়ার বর্ত্তমানতা।

সিকেলী—বৃক্কক-রোগবশতঃ রক্ত-মেহ,—কৃষ্ণবর্ণ বা কাল, দুর্গন্ধ ও ঘন রক্তের বেদনাহীন মৃদু প্রকৃতির স্রাব; একহারা মানুষ; সংকুচিত অবয়ববিশিষ্ট একহারা ধাতুর স্ত্রী-অঙ্গাদিতে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি ও চনচনি এবং শীতল শরীর; ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত ও শরীর দুর্ব্বল, প্রদর্শক—

banglabooks.in

ধীরে ও অবিরত ভাবে কৃষ্ণবর্ণ রক্তের ক্ষরণ—চালনায় বর্দ্ধিত।

ল্যাকেসিস—সংক্রামক রোগ, অথবা পচা জান্তব বিষঘটিত রোগের টাইফয়েড অবস্থার রক্ত-মেহ—মূত্র সফেন, কাল, অথবা দেখিতে কাফির তলানির ন্যায়।

ক্রোটেলাস—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যযুক্ত রোগীর সংক্রামক অথবা পচা জান্তব বিষঘটিত রোগ সংসৃষ্ট রক্ত-মেহ। শীতাদ বা পার্পুরা—শরীরের প্রত্যেক দ্বার হইতে রক্তস্রাব।

ব্রায়োনিয়া—সুন্দর, বলিষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রকারে সুস্থ একটি যুবকের পুরাতন রক্ত-মেহ রোগ। কোন প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় নাই। কিন্তু রোগী যত দিন আমার চিকিৎসাধীনে ছিলেন, বিশেষ কোন শরীর চালনার কার্য্য করিলেই রোগ পুনরাবর্ত্তন করিয়াছে। ফলতঃ শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রদর্শকের সাহায্যেই ব্রায়োনিয়ার নির্ব্বাচনে রোগারোগ্য হয়। ৩০।২০০ ক্রম নির্ব্বিশেষে উপকার করে।

টিলিয়াম—দুর্ব্বল শরীরে প্রচুর রক্তস্রাব।

চায়না, ফেরাম এবং গ্যালিক এসিড—দুর্ব্বলীভূত ধাতু। গ্যালিক এসিড সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার্ ১৪৬ (LECTUR CXLVI.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—রক্তরঞ্জক গোলকাণু-মেহ বা হিমগ্লবিনুরিয়া।

(HEMOGLOBINURIA.)

পরিভাষা, এবং প্রকার ভেদ।—মূত্রে-শোণিতের কণিকার অন্যান্য উপাদান বিরহিত রঞ্জন-গোলকাণু বা হিমগ্লবিনের—শোণিতের রঞ্জন-পদার্থের বর্ত্তমানতা, এবং এইরূপে ও প্রকারে রক্ত-মেহ হইতে প্রভেদিত; রোগর বিভাগ, যথা :—(১) বিষাক্ত বা টক্‌সিক (Toxic), (২) সাময়িক আক্রমণশীল পেরক্‌সিস ম্যাল্ (Paroxysmal)।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—যে কোন সময়ে এবং যে কোন কারণে শোণিতের লোহিত কণিকার বিগলনবশতঃ শোণিতে রঞ্জন-পদার্থ মুক্ত হইলে তাহা মিথিমগ্লবিনরূপে মূত্রে ঈষৎ লোহিত-কপিস বর্ণ প্রদান করে, অপিচ রোগের অতি বৃদ্ধির কালে তাহা "পোর্টার" মদ্যের বর্ণও পাইতে পারে। মূত্রে দানাকার রঞ্জন-পদার্থ উপনীত হয় এবং শ্বেত-লালা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ লোহিত কণিকা দৃষ্ট হয় না, থাকিলেও তাহার সংখ্যার, মূত্রের বর্ণের গাঢ়ত্ব সহ আনুপাতিক সম্বন্ধ থাকে না।

কারণ-তত্ত্ব।—১। বিষাক্ত বা টক্‌সিক—কোন বিষাক্ত বস্তু লোহিত রক্ত-কণিকা বিগলিত করিয়া রঞ্জনগুলিকা মুক্ত করিলে এই প্রকার রোগ জন্মে। সাল্‌ফুরেটেড হাইড্রজেন, আর্সেনুরেটেড্ হাইড্রজেন, কর্ব্বন মনক্‌সাইড, কার্ব্বলিক এসিড, পায়রগ্যালিক এসিড, নেফ্‌থল, নাইট্রবেন্‌জোল, অধিক মাত্রায় পটাসিয়াম ক্লরেট, এবং বিশেষ বিশেষ প্রকার ভেক-ছত্রের (mushrooms) বিষ; অপিচ কখন কখন আরক্ত জ্বর, ডিফ্‌থিরিয়া, পূয়জ্বর (pyemia), পীতজ্বর (yellow fever), টাইফয়েড

banglabooks.in

জ্বর, ম্যালেরিয়া, শীতাদ (scurvy), পার্পুরা বা কালশিরা-রোগ এবং উপদংশ প্রভৃতি কতিপয় সংক্রামক রোগ ইত্যাদি এইরূপ অবস্থা সংঘটিত করিয়া থাকে। কখন কখন শরীরের অথবা শরীরোপরিদেশের বিস্তৃত দাহনের এবং মনুষ্য, বিশেষতঃ মনুষ্যেতর জন্তু হইতে মনুষ্যদেহে রক্ত চালনার (Transfusion) ফল স্বরূপও ইহা জন্মে; অপিচ শৈত্য-সংস্পর্শও ইহার কারণ বলিয়া কথিত। ডাঃ উইঙ্কলের গ্রন্থে প্রকাশিত যে, নব প্রসূত শিশুদিগের মধ্যে হিমগ্লবিনুরিয়া দেশ-ব্যাপকরূপে উপস্থিত হয়, এবং কামল, নীলরোগ এবং স্নায়বিক লক্ষণাদি দ্বারা বিশেষতা পায়।

২। সাময়িক আক্রমণশীল বা পেরক্সিস্ম্যাল।—এ প্রকার রোগ অতি বিরল। রক্ত-রঞ্জন-গোলকাণু বা হিমগ্লবিন সাময়িক রূপে নিক্ষিপ্ত হয়। চিকিৎসক মণ্ডলীতে ইহার কারণ নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত নহে। অত্যধিক পেশী শ্রম, বিশেষতঃ শৈত্য সংশ্রবে পেশী-শ্রম ইহার কারণ বলিয়া বিবেচিত। সম্ভবতঃ কেবল শৈত্য-সংস্পর্শই অধিকতর সংখ্যক রোগের কারণ হইতে পারে। মানসিক ভাবাবেশও কখন কখন ইহার কারণ বলিয়া গণ্য। ঘটনাধীনে ইহা রেনডস্ডিজিজ এবং উপদংশ-রোগে উপস্থিত হয়। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া-বিষ সংস্রবে সংঘটিত হইলে ইহা সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া-সংসৃষ্ট রক্ত-গোল-কাণু-মেহ বা হিমগ্লবিনুরিয়া বলিয়া কথিত। আফ্রিকায় ইহা "ব্ল্যাক ওয়াটার ফিবার" বা "কালাজ্বর" নামে পরিচিত।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগ-কারণীভূত অবস্থাদি অথবা বিষাক্ত বস্তুঘটিত পরিবর্ত্তনাদি সাধারণতঃ বিষাক্ত রক্ত-গোলকাণু-মেহের লক্ষণ। সাময়িক রোগের হঠাৎ আক্রমণ হয়, এবং তাহার পূর্ব্ব লক্ষণস্বরূপ শীত ও জ্বর, শিরঃশূল, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বেদনা উপস্থিত হয়, অনেক সময়েই তাপ ১০৪° ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠে, কিন্তু কখন কখন তাহা স্বভাব নিম্নেও

banglabooks.in

যাইতে পারে। আক্রমণ কচিৎ এক দিনের অধিক থাকে,পরেই অন্তর্হিত হয় এবং অনেক স্থলে পরিণাম ফলস্বরূপ সামান্যাকার কামল বা ন্যাবা থাকিয়া যায়। রোগাক্রমণের পরে আমবাত বা আর্থ্রাইটিকেরিয়ার আক্রমণ অসাধারণ নহে, এবং পাপুরা বা কাল শিরা এবং পাণ্ডুরতা জন্মে বলিয়াও কথিত।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহাতে মূত্র ঈষৎ লোহিত-কপিস ও ঘোলাটে থাকে, এবং তাহার অধঃদেশে ঈষৎ লোহিত-কপিস অথবা ঈষৎ কপিস-কাল তলানি পড়ে। সাধারণতঃ অম্ল প্রতিক্রিয়া হয়, এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব কথঞ্চিত নিম্নতা পায়। রক্ত-মেহ হইতে প্রভেদ এই যে, ইহাতে লোহিত কণিকার অভাব থাকে; কিন্তু কখন কখন এমনিয়া-উৎপাদক পচনকালেও রক্তযুক্ত মূত্রের লোহিত কণিকার অভাব ঘটে, এরূপাবস্থায় হিমগ্লবিন্যুরিয়ার, রক্তযুক্ত মূত্র বা রক্ত-মেহের সহিত ভ্রান্তি না জন্মে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পৃথকীভূত রঞ্জন-গোলকাণু বা হিমগ্লবিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা অথবা দানা দৃষ্ট হয়, এবং তাহারা ঈষৎ কপিস কাল থাকে। মূত্র-মেহে বর্ণিত—হিলারের রঞ্জন-পদার্থের পরীক্ষা-পদ্ধতিতে, মূত্রের প্রতিক্রিয়া জন্মে। স্পেক্ট্রস্কোপ দৃশ্যে লোহিত, হরিৎ এবং পীত শোষণ ফিতাকার চেপ্টা বর্ণ-রশ্মি উপস্থিত হয়।

ভাবীফল।—বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ এবং কারণীভূত প্রাথমিক রোগের সাধারণ প্রকৃতির উপর ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাধারণতঃই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ সাংঘাতিক ম্যালেরিয়াঘটিত রোগে ত্বরিত মৃত্যু ঘটে। সাময়িক প্রকার রোগ যদিও অনেক দিন ধরিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে পারে, তথাপি সাধারণতঃই শুভফলে শেষ হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কারণীভূত প্রাথমিক রোগের লক্ষণানুসারে যে সকল ঔষধ প্রয়োগোপযুক্ত, তদ্ব্যতীতও বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী নিম্ন-লিখিত ঔষধাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে :—

banglabooks.in

চাইনিনাম আর্স—রোগের অবস্থা বিবেচনা করিলে, বিশেষতঃ সাংঘাতিক ম্যালেরিয়াসম্ভূত রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইবার উপযুক্ত। রোগের গভীরতা, রক্তের শোচনীয় হীন ও বিশ্লিষ্ট অবস্থা উভয়তঃই ইহা সুপ্রদর্শিত।

ফেরাম ফস—রক্তের লোহিত কণিকার উৎকর্ষ সাধনকল্পে ইহার ক্ষমতা চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বজনবিদিত।

কেলি ক্লরেটাম।—পটাসাদি লবণ রক্তে যে সাংঘাতিক ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহাতে কেলিক্লরেটাম্ রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সংজ্ঞার উপযুক্ত।

আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস এবং টেরিবিন্থ প্রভৃতি ঔষধ, বিশেষতঃ সর্পবিষ, শোণিতে যে শোচনীয় বিশ্লেষণ ও পচনক্রিয়া উপস্থিত করে পাঠক তাহা ভৈষজ্য-বিজ্ঞানাদি গ্রন্থালোচনায় দেখিবেন।

পিক্রিক এসিড—ডাঃ এস, জোন্‌সের মতে ইহা ফলপ্রদ।

কেলি আয়—উপদংশ রোগকারণ হইলে ইহা উপকার করিতে পারে।

ক্যাম্থারিস্।—প্রদাহিক মূত্র-কৃচ্ছ্রাদি থাকিলে ইহা ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—ইতিপূর্ব্বে ঔষধ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে পাঠক অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, ইহার চিকিৎসা সম্পূর্ণই লক্ষণ সাদৃশ্য মূলক। কিন্তু এরূপ চিকিৎসা সাধারণতঃ সন্তোষ-জনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। রোগীকে, বিশেষতঃ রোগের উপস্থিত কালে, বিশ্রাম দেওয়া ও তাপে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শৈত্য-সংস্পর্শ ও কঠিন পরিশ্রম যত্নতঃ পরিত্যাজ্য। উষ্ণ আবহাওয়াও উপকারী। উগ্র মদ্য ও উত্তেজক খাদ্য বর্জ্জনীয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪৭ (LUCTURE CXLVII.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—পূয়মেহ বা পায়ুরিয়া।

(PYURIA.)

পরিভাষা।—মূত্রে পূয়ের বর্ত্তমানতা।

কারণ-তত্ত্ব।—জনন-মূত্র-যন্ত্রপথের কোন অংশের পূয়-সঞ্চারক প্রদাহ—বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ বা পায়লিটিস, পূয়-সঞ্চারক বৃক্কক প্রদাহ বা পায়িলনেফ্রিটিস, মূত্র-স্থালীর পূয়ে-প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস এবং মূত্র-পথের পূয়ে-প্রদাহ বা য়ুরিথ্রিটিস—অথবা, তন্নিকটস্থ কোন পূয়কোষের বিদারণ ঘটিত মূত্র-পথাভ্যন্তরে পূয়ের প্রবেশ হইতে পূয়-মেহ জন্মিতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—মূত্রের বর্ণ ঈষৎ হরিৎ-পীত অথবা ঈষৎ পীত-শুভ্র। অধঃপতিত অবস্থায় গুরু, ঈষদ্ধূসর তলানি পড়ে এবং তাহার ঊর্দ্ধস্থ রসাংশ সাধারণতঃ ঘোলাটে থাকে। তলানি অনেক সময়েই আটাল ও দড়ি দড়ি থাকে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষায় সহজেই মূত্রে পূয় ধরা পড়ে। সাধারণতঃ শ্বেত-লালা থাকে এবং তাহার পরিমাণ যদি বিলক্ষণ স্পষ্টতর হয়, তাহা বৃক্কক-রোগের প্রমাণ দেয়, নলীকা-ছাঁচের (Tube-casts) বর্ত্তমানতা বৃক্কক-প্রদাহের নিশ্চিত চিহ্ন। "পূয়যুক্ত মূত্রে লিকর পটাসি যোগ করিলে, পূয় পরিষ্কার জিউলির আটাবৎ (Gelatinoid) পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয়; পক্ষান্তরে শ্লেষ্মাকে পূয় হইতে প্রভেদিত করিবার উপায়ান্তর এই যে, শীতল নাট্রিক এসিড সংযোগ করিলে শ্লেষ্মার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় না, কিন্তু পূয়ের শ্বেত-লালা জমিয়া চাপ বাঁধিয়া যায়।" পূয় যদি বৃক্কক-স্থালীর অথবা বৃক্কের পূয়ে-প্রদাহ হইতে আইসে, তাহাতে পূয়মূত্রসহ সমভাবে মিলিত থাকে, এবং মূত্র-স্থালী ধৌত করিলে মূত্রের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মূত্রের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ অম্ল থাকে,

banglabooks.in

কিন্তু উপসর্গরূপে মূত্র-স্থালীর প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে তাহা সচরাচর ক্ষারগুণবিশিষ্ট হয়। বৃক্কের সুবৃহৎ পূয়-কোষ হঠাৎ বিদীর্ণ হইয়া মূত্রে অনেক পরিমাণ পূয়-নিক্ষেপ করিতে পারে, এবং তাহাতে মূত্র পুনঃ পরিষ্কার হইতে অনেক দিন অথবা সপ্তাহও লইতে পারে। মূত্র স্থালীর প্রদাহ পূযের কারণ হইলে, বিশেষ প্রকারের মূত্র-স্থালী-লক্ষণ উপস্থিত থাকে।

মূত্র-পথ-প্রদাহ বা য়ুরিথ্রাইটিস পূযসংযোগ করিলে মূত্রত্যাগে পূয অগ্রগামী হয় অথবা তাহা মূত্রের প্রথমাংশসহ মিশ্রিত থাকে, এবং পুরুষরোগীর মূত্র-পথ চাপিয়া পূয বাহির করা যায়। সাধারণতঃ স্থানিক প্রদাহের লক্ষণাদি পাওয়া যায়, এবং সচরাচরই তাহা পূযেধাতু বা গণরিয়ার বিবরণ সহ সংসৃষ্ট থাকে।

মূত্র-পথাভ্যন্তরে কোন পূয-কোষের বিদারণ ঘটিলে হঠাৎ পূয়োৎক্ষেপ দ্বারা পরিচিত হয়, এবং তাহা পূর্ব্ববৎ হঠাৎই অন্তর্দ্ধান করায় অথবা ধীয়ে ধীরে, অল্প দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করায় বুঝিতে পারা যায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার কারণীভূত রোগই ইহার চিকিৎসার প্রদর্শক।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪৮ (LECTURE CXLVIII.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—পয়োমেহ বা কায়িলুরিয়া।

(CHYLURIA).

পরিভাষা।—মূত্রে পয়োরস বা কায়িলের বর্ত্তমানতা।

কারণ-তত্ত্ব।—পয়োমেহ বা কায়িলুরিয়া পরাঙ্গভোজীকীটজ (Parasitic) অথবা পরাঙ্গ-ভোজী কীটবিরহিত বলিয়া দুই প্রকার হইতে পারে। পরাঙ্গ-ভোজী কীটজ প্রকারের রোগ সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলেরিয়া স্যাঙ্গুইনিস হমিনিস (চিত্র, ২৫ প্রঃ খঃ) বলিয়া পরাঙ্গ-ভোজীকীট কর্ত্তৃক বক্ষ-পয়োনালী (Thoaracic Duct) অথবা তাহার বৃহত্তর শাখাদির অবরোধ ঘটিলে তাহাদিগের অতি রস-পূর্ণতাবশতঃ মূত্র-পথাভ্যন্তরে বিদারণ ঘটিয়া রোগোৎপন্ন হয়। পরাঙ্গ-পুষ্ট কীট বিরহিত শ্রেণীর রোগ কখন কখন নাতিশীতোষ্ণ দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও পয়োরস-নালী এবং মূত্র-নালী মধ্যে কোন প্রকার সংযোগ থাকে, কিন্তু তদ্বিষয়ক যথাযথ বৈধানিক বিকার এ পর্য্যন্তও অজানিত। চিকিৎসকগণ অনুমান করেন যে, পয়োরস-প্রণালীর প্রাচীরিক কোন প্রকার ক্ষত অথবা পরিবর্ত্তনবশতঃ পথের ক্ষতি হইতে ইহা সংঘটিত হয়। কখন কখন গর্ভাবস্থার সহিত ইহার সংস্রব দেখা যায়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—মূত্র দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়, এবং তাহাতে দ্রবীভূত বসা ও রক্তাম্বু-শ্বেতলালা (Serum-albumin) থাকে। কিয়ৎকাল মূত্র স্থিরভাবে রক্ষা করিলে মূত্র-পাত্রের তলদেশে একটি চাপ থিতিয়া পড়ে অথবা দুগ্ধের সরের ন্যায় একখানি বসার পর্দ্দা তাহার উপরিদেশে

banglabooks.in

ভাসিয়া উঠে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে বসাগুলিকা দেখা যায়, এবং তাহা ইথারে গলিত হয়।

ভাবীফল।—সাধারণতঃ পয়োমূত্র-রোগের সবিরাম আক্রমণ হইয়া থাকে; এরূপ আক্রমণ, বহুদিনব্যাপী হইলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ বিরোধী হয় না। কিন্তু কু-অভ্যাসগত ব্যবহারাদি, স্বাস্থ্যহানিকর শীতোষ্ণাদির সংস্পর্শ এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসাদি রোগের প্রতিপোষকতা করিয়া গভীরতর উপসর্গ, বিশেষতঃ ফুসফুস-রোগ আনয়ন করিলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। রোগের স্থায়ী আরোগ্য সুদুষ্পরাহত।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের নিশ্চিত ও স্থায়ী আরোগ্যবিষয়ক কোন বিবরণের অভাব। প্রায় সকল চিকিৎসকই ফস্‌ফরিক এসিড প্রয়োগের পক্ষপাতী।

একটি রোগীর সবিরাম পয়োমূত্র-রোগসহ জ্বর হইত। এলপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক অনেক চিকিৎসার পর সে আমার চিকিৎসাধীন হয়। তখন তাহার পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সবিরাম জ্বর হইত। পয়োমূত্র উপস্থিত ছিল না। তাহার বিরামকালে একমাত্রা কার্ব্বলিক এসিড দেওয়ায় পরবর্ত্তী আক্রমণ অনেক অংশে কম হয়; আর একমাত্রা বিরামকালে দেওয়ায় প্রায় দুই বৎসর জ্বর অথবা পয়োমূত্র কোনটিই দেখা যাইতেছে না।

আমার দ্বিতীয় রোগী—জ্বরহীন পয়োমূত্র; হোমিও-এলপ্যাথি বহু চিকিৎসা হয়; কিন্তু প্রায় বৎসরাবধি ঐরূপ চিকিৎসাতেও ফল হয় না; প্রায় ৪০ বৎসর বয়সের রোগী; রোগ ঠিক সবিরাম ছিল না; তবে সাময়িকরূপে কম বেশী হইত; একমাস আন্দাজ চিকিৎসাধীনে ছিল; তন্মধ্যে আবশ্যকানুসারে তিনমাত্রা কার্ব্বলিক এসিড দেওয়া হয়; প্রায় ৪ মাস সুস্থ আছে।

তৃতীয় রোগী—অনেক দিনের অণ্ডকোষ-ত্বকের অর্ব্বুদ (Scrotal tumour) এবং হস্তপদাদির গোদ-রোগ; প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমাদিযোগে

banglabooks.in

শীত-কম্পপ্রমুখ জ্বর ও স্ফীতির বৃদ্ধি; কিয়দ্দিবস হইতে অণ্ডকোষ-ত্বক হইতে প্রভূত ও অবিশ্রান্ত রসের ক্ষরণ হইয়া জিউলির আটার ঝিল্লিবৎ অণ্ড-কোষাচ্ছাদন করিয়া জমিয়া যায় ও কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষরিত রসে পরিহিত বস্ত্রাদি সমল হয়; সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়; চাকরির উপর জীবনোপায়ের নির্ভর; কিন্তু রোগী সর্ব্বদা সমল থাকায় এবং রোগ ছোঁয়াচে বলিয়া সন্দেহ করায় তাহার মনিব তাহাকে চাকরিতে রাখিতে অস্বীকার করে; এরূপাবস্থায় বিপদগ্রস্ত হইয়া রোগী আমার নিকট উপস্থিত হয়; আমিও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি; অবশেষে উপরিলিখিত দুই রোগীর রোগের সমজাতীয় রোগ মনে করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করি—রোগীর বয়স ৫০ সের উপর; খর্ব্বাকৃতি ও অত্যন্ত কালবর্ণ; কার্ব্বলিক এসিড ৬ একমাত্রার প্রয়োগ; আশ্চর্য্য কথা, সেই দিবসই রস-ঝরা এক-কালীন বন্ধ; ১২।১৪ দিবস পর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাই রস-ক্ষরণ তখনও বন্ধ আছে এবং অর্ব্বুদের স্ফীতি অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইয়াছে; রোগী আরও দুই তিনবার দেখা করে—অবস্থা ভালই চলিতেছে; আর একমাত্রা ঔষধ দেওয়া হয়; প্রায় মাসেক রোগীর সহিত দেখা নাই।

অন্যান্য ঔষধমধ্যে আয়ডি; কেলি বিচ; য়ুভা আর্সাই, চেলিড; সিনা, ফসফরাস, এবং মার্কুরিয়াস প্রভৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৪৯ (LECTURE CXLIX.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—ইক্ষুমেহ বা গ্লাইকসূরিয়া।

(GLYCOSURIA.)

পরিভাষা।—মূত্রে শর্করার বর্ত্তমানতা।

কারণ-তত্ত্ব।—বহুমূত্র সহ ইক্ষু-শর্করার বর্ত্তমানতা বা ডায়াবিটিস মেলটাস অনেক সময়েই মূত্রে দ্রাক্ষা-শর্করার বর্ত্তমানতা বা গ্লাইকসূরিয়ার গুরুতর কারণ। কতিপয় স্পর্শ সংক্রামক রোগ, বিশেষতঃ ডিফথিরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ফিবার এবং দেশব্যাপক মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা-বেষ্ট-রস ঝিল্লি-প্রদাহ বা সেরিব্রো-স্পাইনেল মিনিঞ্জাইটিস সংস্রবে অস্থায়ী গ্লাইক-সূরিয়া জন্মিতে পারে। যদ্রূপ আমাশয়ান্ত্রিক ক্রিয়া-বৈষম্যে শর্করা ও শ্বেত-সার পরিপাকের দোষ ঘটে, এবং যকৃতের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা হয় তাহা হইতেও ইহা সংঘটিত হইতে পারে। কোন প্রকার বিষাক্ত বস্তু—কার্ব্বন মনকাসাইড, মরফাইন, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, এমিল নাইট্রাইট, কিউরেয়ার, ক্লরেল, সুরাসার, মারকারি, আর্সেনিক, টারপেন্টাইন, ফ্লরিড্‌জিন এবং কোল-টার হইতে প্রস্তুত বস্তু, যেমন স্যালিসিলিক এসিড এবং স্যালল প্রভৃতি হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। অনেক সময়ে স্নায়বিক রোগ যেমন, স্নায়ু শূল, মস্তিষ্ক বিকম্পন, মস্তিষ্কীয় রক্তস্রাব, অতিশয় মানসিক ভাবাবেশ, যেমন আতঙ্কিতভাব, দুঃখ এবং ক্লিষ্টভাব প্রভৃতিও ইহার কারণ হইয়া থাকে। অনেক সময় গর্ভাবস্থা এবং মেদ রোগের ফল-স্বরূপ ইহা উপনীত হয়। ক্লোম-গ্রন্থি (Pancreas) রোগ এবং একসফ্‌ থ্যালমিক গয়েটার রোগ হইতে ইহা জন্মে। ক্ষুদ্র বাত বা গাউট রোগাক্রান্ত রোগীর বিস্তৃত বৃক্কক প্রদাহে কখন কখন ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অত্যধিক

banglabooks.in

শ্বেতসারময় বস্তু অথবা শর্করাময় পদার্থের আহারও ইহার কারণ। বংশানুক্রমিকতা সহও ইহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে।

শর্করা-পরীক্ষা-প্রকরণ।— ১। ট্রমারের পরীক্ষা-প্রকরণ—মূত্রে কতিপয় বিন্দু কুপ্রাম সালফেটের দ্রব এবং পরে মূত্রের সমপরিমাণ লিকর পটাস যোগ করিতে হইবে। তাহাতে যদি ঈষৎ নীল-শুভ্র তলানি পড়ে, তাহাকে ফিল্টার অথবা আন্দোলিত করিতে হইবে। তাহাতে ঐ তরল পদার্থ ঈষৎ এবং সমপ্রকার ঘোলাটে ভাব ধারণ করিলে তাহা তাতাইতে হইবে। শর্করা থাকিলে কুপ্রাম অক্সাইডের পীত অথবা লোহিত একটি তলানী পড়িবে। এ প্রকরণে শতকরা দশ অংশ দ্রাক্ষা শর্করা বা গ্লুকস ধরা পড়িতে পারে।

২। ফিলিঙ্গের পরীক্ষা-প্রকরণ—এ প্রকরণে দুইটি দ্রবের প্রয়োজন :—(১) ২০০ গ্রাম পরিশ্রুত জলে, রাসায়নিক মতে বিশুদ্ধ ও স্ফাটিকীভূত সালফেট অব্ কপারের ৩৪·৬৫২ গ্রাম গলিত করিতে হইবে। (২) কষ্টিক এ্যালডের দ্রবের (আপেক্ষিক গুরুত্ব, ১·১৪) ৮৩ গ্রামে নক্ষারাম্ল স্ফাটিকীভূ সাডিক টারট্রেটের ১৭০ গ্রাম যোগ করিতে হইবে। পরিশ্রুত জলে দুইটি দ্রব ধীরে মিশ্রিত ও দ্রব করিয়া পূর্ণ একলিটার করিতে হইবে। একটি পরীক্ষার টিউবে কিয়ৎ পরিমাণ উপরিউক্ত তরল পদার্থ লও, এবং জল মিশ্রিত করিয়া তাহা চারি গুণ কর। দশ সেকেণ্ডের জন্য তাহা তাপে স্ফুটিত কর, তাহাতে ঐ দ্রব যদি পরিষ্কার থাকে (পরিষ্কার না থাকিলে নূতন করিয়া দ্রব প্রস্তুত করিতে হইবে) বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্রযোগ কর; মূত্রে যদি শর্করা থাকে, ঈষৎ পীত অধঃক্ষেপ নির্ম্মিত হইবে। এই পীত প্রতিক্রিয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত না হইলে, ক্রমশঃ মূত্র যোগ করিয়া পরীক্ষা-দ্রবকে দ্বিগুণ করিতে হইবে। মূত্রের যোগকালে মধ্যে মধ্যে দ্রব তপ্ত করিবে। ফিলিঙ্গের দ্রবে এরূপ উপাদানের সন্নিবেশ আছে যে, তাহার

banglabooks.in

অধঃক্ষেপ আনিতে ঠিক সম পরিমাণের মূত্র যোগ করার আবশ্যক হইলে ঐ মূত্রে শতকরা একের অর্দ্ধ ভাগ গ্লুকোজ থাকা বুঝা যায়; অর্দ্ধভাগ মূত্র-যোগের আবশ্যকে—শতকরা এক ভাগ গ্লুকোজ থাকে; ক্রমে এইরূপ করিয়া যাইলে, ইহাদ্বারা মূত্রের শর্করার একটা স্থূল পরিমাণ করা যায়। মূত্রে এতদপেক্ষা অর্থাৎ শতকরা এক অপেক্ষা অধিকতর শর্করা থাকিলে এক ভাগ দ্রবকে দশ গুণে পরিণত করিয়া পরীক্ষার ফলকে দশ দ্বারা গুণ করিলে শর্করার পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

৩। বটজারের বিসমাথ-পরীক্ষা-প্রকরণ—মূত্রে শ্বেত লালা থাকিলে প্রথমেই তাহা বিদূরিত করার আবশ্যক। মূত্রে, তাহার অর্দ্ধ ভাগ লিকর পটাসির যোগ কর। পরে তাহাতে কথঞ্চিৎ বিসমাথ সাবনাইট্রেট প্রক্ষিপ্ত করিয়া ঝাঁকাও এবং বিলক্ষণরূপে স্ফুটিত কর; শর্করা থাকিলে বিসমাথ সাবনাইট্রেট-লবণ ভগ্ন হওয়ায় কাল বিসমাথ ধাতুর, অথবা শর্কর স্বল্পতর থাকিলে ধূসর তলানি পড়িবে।

৪। উচ্ছলন-পরীক্ষা-প্রকরণ—শর্করার এলকহলিক ফারমেণ্টেশন বা সুরার প্রস্তুত সংস্রবীয় উচ্ছলন-প্রক্রিয়া, এই পরীক্ষার মূল। ইহার সম্পাদন-প্রক্রিয়া এইরূপ—দ্রাক্ষা-শর্করা বা গ্লুকসযুক্ত মূত্র একটি কাচ-নল বা টেষ্ট-টিউবে লইয়া তাহাতে মদ্যকরের অথবা চাপিত ও সুরক্ষিত মদ্য তলানী বা গাজলা যোগ করিতে হইবে; পরে তাহা সমপ্রকার মূত্র-পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রোপরি উবুড় করিবে; এই ভাবেই তাহা কোন সুরক্ষিত এবং ৮০ হইতে ১০০ ফারেণ হাইটের তাপযুক্ত স্থানে আবশ্যকানুসারে ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রক্ষা করিবে। শর্করা উচ্ছলনের ফলে বাষ্প জন্মে এবং তাহাতে মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমিয়া যায় ফলতঃ ইহাতে গাজলার অবিমিশ্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার আবশ্যক, তদর্থে—(১) দুই তৃতীয়াংশ মার্কারি পূর্ণ নলে কথঞ্চিত গাজলা

banglabooks.in

এবং অবশিষ্ট নিয়মিত মূত্র দ্বারা কাচ-নল পূর্ণ কর; (২) দ্বিতীয় কাচ-নল পূর্ব্ববৎ সমভাগে মার্কারি এবং পাতলা জলবৎ শর্করা বা গ্লুকজের দ্রব দ্বারা পূর্ণ কর; সন্দেহজনক মূত্রের পরীক্ষা এক সঙ্গেই করা যাইতে পারে। তজ্জন্য তিনটি নলই একটি মার্কারি পাত্রোপরি উবুড় করিয়া রাখ। যদি গাজলায় শর্করা না থাকে পরীক্ষায় প্রথম কাচ-নলে ডায়ক্সাইড থাকা সম্ভব নহে, কিন্তু দ্বিতীয় কাচ-নলে তাহার বাষ্প দেখা যাইবে, অন্যথায় গাজলার নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫০ (LECTURE CL.)

মূত্রাম্ল-মূত্রাম্ল-লবণাক্ত মূত্র বা লিথুরিয়া।

(LITHURIA.)

পরিভাষা।—যেরূপাবস্থায় মূত্রে অবিশ্রান্তভাবে নিয়মাতিরিক্ত মূত্রাম্ল (Lithic acid) অথবা তাহার লবণ উপস্থিত থাকে।

বিবরণ।—আহার্য্যের বিবিধ প্রকার ভেদে সাধারণতঃ মূত্র সহ দৈনিক নিয়মিত য়ুরিক এসিডের পরিমাণ দশ হইতে তের গ্রেণ। য়ুরিয়া সহ ইহার আনুপাতিক সম্বন্ধগত পরিমাণ তেত্রিশের এক। ইহার উৎপত্তি প্রকরণ অজ্ঞাত, কিন্তু অনুমিত যে, ইহা যকৃতে এমোনিয়া এবং ল্যাক্‌টিক এসিড বা দুগ্ধাম্ল হইতে জন্মে। ডাঃ এণ্ডারসন বলেন, য়ুরিক এসিড যে সম্পূর্ণই, অথবা প্রায় সম্পূর্ণতঃ লসীকা-কোষ এবং সাধারণতঃ কোষাণু বা নিউক্লিয়াযুক্ত পদার্থের জৈব রূপান্তর-পরিবর্ত্তন সংসৃষ্ট বা মেটাবলিক দ্রব হইতে জন্মে, ইদানীন্তন পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ এই আধুনিক মতের অনুকূল, এবং পূর্ব্বে যেরূপ মূত্রাম্ল কোন অসম্পূর্ণ নির্ম্মাণাবস্থার বস্তু বলিয়া অনুমিত হইত, আধুনিক মত তাহার বিরুদ্ধ।

"অবস্থাবিশেষে, জৈবরূপান্তর-পরিবর্ত্তন-প্রক্রিয়ায় (Metabolic change) যেরূপ দুষ্ট হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ঘটনাদি লিথুরিয়ার প্রধান কারণ বলিয়া গৃহিত হইতে পারে:—(১) লিথিমিয়া (য়ুরিসিমিয়া, য়ুরিক বা লিথিক এসিড অথবা ক্ষুদ্র বাত বা গাউট রোগপ্রবণ ধাতু-বিকার); (২) গাউট এবং রস-বাত; (৩) জ্বর; (৪) শ্বেত-কণিকাধিক্য অথবা সাংঘাতিক রক্তহীনতা; (৫) ফুসফুস রোগ, যাহাতে বাষ্পীয় বিনিময়ের বিরোধ ঘটে; (৬) অধিকতর যবাক্ষারজানযুক্ত (Nitrogenous) খাদ্য।"

banglabooks.in

য়ুরিক এসিড সাধারণতঃ এমোনিয়া এবং সোডার য়ুরেট লবণরূপে, এবং অল্প পরিমাণে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং লিথিয়ামের য়ুরেট লবণরূপে পরিত্যক্ত হয়। য়ুরিক এসিড ঐ সকল মূল পদার্থ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিশেষতাযুক্ত "ইষ্টক-চূর্ণ" (Brick dust) অথবা "লোহিত বালুকার" (Red sand) তলানিরূপে পড়ে। ডাঃ রবার্‌টের মতে মূত্রাম্ল তলানীর কারণ ঃ—(১) অত্যধিক অম্লত্ব; (২) খনিজ লবণের স্বল্পতা; (৩) রঞ্জন-প্রক্রিয়ার অবসাদাবস্থা; এবং (৪) মূত্রাম্লের শতকরা পরিমাণের আধিক্য।" ডাঃ অন্‌লার বলেন, "সম্ভবতঃ অম্লত্বের ন্যূনাধিক্যই অতীব গুরুতর ঘটনা।

মূত্র শীতল হইলে সাধারণতই যে ঈষৎ পাট্‌কিলে তলানি পড়ে তাহা এমর্‌ফাস্‌ বা চূর্ণ অবস্থার ফস্‌ফেট-লবণ। প্রধানতঃ এসিড সোডিয়াম-য়ুরেট-লবণাদির মিশ্রণে ইহা নির্ম্মিত, এবং সাধারণতঃ অতীব ঘনীভূত, উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্বযুক্ত, এবং অত্যধিকতর অম্লগুণবিশিষ্ট মূত্রে সংঘটিত।

লিথুরিয়া সম্বন্ধে ডাঃ হেগ কতিপয় গুরুতর অনুসন্ধানের কার্য্য করিয়াছেন। শোণিতের ক্ষারত্ব দ্বারা মূত্রাম্ল তাহাতে দ্রবাবস্থায় থাকে বলিয়া একরূপ দৃঢ় স্থাপিত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া, ইনি স্থির করিয়াছেন যে, মূত্রাম্লের নিষ্ক্রমণ অথবা রক্ষণ, শোণিতের ক্ষারত্বের বৃদ্ধি অথবা স্বল্পীকরণ দ্বারা নিয়মিত করা যায়। তাঁহার মত এই যে, বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং ঘটনা শোণিতের ক্ষারত্বের বৃদ্ধি করিলে যকৃৎ, প্লীহা এবং অন্যান্য দেহোপাদানস্থ প্রচুর পরিমাণ মূত্রাম্লের সম্পূর্ণ দ্রবণীয়তার সাহায্য করে, তাহাতে ইহা রক্তাভ্যন্তরে নীত হওয়ায় বৃক্কক দ্বারা নিষ্ক্রামিত হয়। য়ুরিক এসিড বহিনিক্ষেপণে সোডিয়াম স্যালিসিলেট সর্ব্বপ্রধান ঔষধ, এবং শরীরে ইহার সংরক্ষণে এসিড বা অম্ল পদার্থ অতীব গুরুতর। ডাঃ হেগ আরও বলেন, "ঔষধের ক্রিয়া মূত্রাম্লের নিষ্ক্রামণের উপরমাত্র হয়, ইহার নির্ম্মাণে তাহাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না।" (লিথিমিয়া দেখ।)

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫১ (LECTURE CLI.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—জামরুলাদি উদ্ভিজ্জাম্লতা বা অক্‌জ্যালুরিয়া।

(OXALURIA.)

পরিভাষা।—মূত্রে অবিরত ভাবে ক্যাল্‌সিয়াম অক্‌জ্যালেটের বর্ত্তমানতা দ্বারা প্রকাশিত অবস্থা বিশেষ।

বিবরণ।—এসিড কস্‌ফেট অব সোডা দ্বারা শোণিতে ক্যাল্‌সিয়াম বা লাইমের অক্‌জ্যালেট-লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। স্ফাটিকীভূত (Crytaline) অবস্থায় ইহা সহজেই অণুবীক্ষণযন্ত্র-সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করা যায়। স্বাভাবিক মূত্র অনেক দিন রক্ষা করিলেও তাহাতে কখন কখন এই প্রকার লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কতিপয় ফল ও শাক্‌সবজি ভক্ষণেও ইহার বর্ত্তমানতা আরোপিত হয়। এমতে এতদ্দেশীয় নিরামিষ-ভোজীদিগের মূত্রের ইহারা প্রায় সাধারণ উপাদানের মধ্যে গণ্য।

"কোন কোন ইংরাজ চিকিৎসক অক্‌জ্যালুরিয়াকে একটি স্বাধীন রোগ, অথবা সুস্পষ্ট অজীর্ণ এবং রোগোন্মত্ততা অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা (Neurasthenia) সংসৃষ্ট ধাতুগত পুরাতন রোগপ্রবণতা (diathesis) বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এবম্বিধ অবস্থাকে, বিশেষ করিয়া বসা এবং কার্‌ব হাইড্রেটের বিশৃঙ্খলিত জৈব-রূপান্তর-পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া (disturbed metabolism) বলিয়া ধরিয়া লইলে সুখবোধ্য হইতে পারে। এতদনুসারে অক্‌জ্যালুরিয়া এবং স্নায়বিক লক্ষণাদি, লিথুরিয়া বা য়ুরিকাম্লাধিক্য এবং লিথিমিয়ার অনিয়ত ক্ষুদ্র-বাত বা গাউটবৎ লক্ষণের ন্যায় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। "ক্ষুদ্র-বাত বা গাউট রোগ-

banglabooks.in

প্রবণ ব্যক্তিদিগের মূত্রে অনেক সময় অক্‌জ্যালেট এবং য়ুরিক এসিড বা লিথেট-লবণ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়।" (ডাঃ এণ্ডারুস)।

পুরাতন রোগে—গুটিকোৎপত্তি, মধু-মেহ এবং স্বল্প পরিমাণ কর্কট-রোগ-জীর্ণাবস্থা প্রভৃতিতে অত্যন্ত উপাদানের অপচয় ঘটিলে, অক্‌জ্যালুরিয়া বা মূত্রে উদ্ভিজ্জাম্ল বিশেষের বর্ত্তমানতা উপস্থিত হয়। বিরলতর রোগাদিতে, যেমন অতিরিক্ত রেতক্ষরণ বা স্পারমেটরিয়া, প্রাতিস্থায়িক কামল-রোগ, মালবেরি বা তুতফল-গঠনের পাথরি রোগ (Mulberry calculi) এবং বাতুলের সাধারণ অবশতারোগে (paralysis of the insane) ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫২ (LECTURE CLII.)

মূত্রস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম—ফসফেট-মেহ বা ফসফেটুরিয়া।

(PHOSPHATURIA.)

পরিভাষা।—মূত্রে অবিরত ভাবে ফস্‌ফেট লবণের বর্ত্তমানতা। ফস্‌ফেট-লবণাদি সোডিয়াম এবং পটাসিয়ামের ক্ষারত্ব বিশিষ্ট লবণ এবং চূর্ণ বা লাইম এবং ম্যাগ্নেসিয়ামের পার্থিব লবণরূপে মূত্রে উপস্থিত থাকে। যে মূত্রে এমনিয়ামের উচ্ছলন সংঘটিত হয়, তাহাতে এমনিয়-ম্যাগ্নেসিয়াম লবণ অথবা ট্রিপল ফস্‌ফেট লবণ উপস্থিত হইতে পারে।

ফস্‌ফেট-লবণাদি নক্ষারাম্ল বা নিউট্রেল অথবা অম্ল মূত্রে দ্রবণীয়, মূত্র ক্ষারগুণাত্মক হইলেই পৃথকভূত হইয়া থিতিয়া পড়ে। এজন্য যে কোন কারণে মূত্রে ক্ষারোৎপাদক উচ্ছলন ঘটে, তাহাতেই ইহারা উৎপন্ন হয়। ইহারা জলে অদ্রবণীয়, অম্লে নির্ব্বাধঃ দ্রবণীয়, ক্ষার দ্বারা পৃথকভূত হইয়া থিতিয়া পড়ে, এবং ক্ষার গুণ মূত্রে থাকিলে তাপে দ্রব হইয়া যায়। তাপ দ্বারা শ্বেত-লালার পরীক্ষাকালে থিতিয়া পড়া ফস্‌ফেটের শ্বেত-লালা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ মূত্রে এসিটিক এসিড যোগ করিলে তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠে; তাপ দেওয়ার পূর্ব্বে ইহা যোগ করিলে অধঃক্ষেপ নিবারিত হয়।

পার্থিব ফস্‌ফেটের মধ্যে ম্যাগ্নেসিয়াম অপেক্ষা লাইম ফস্‌ফেট লবণের পরিমাণই অনেক অধিক থাকে। এই সকল লবণ, স্নায়বিক অথবা দুর্ব্বলতা মূলক অজীর্ণ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বিষাদ-বায়ু এবং অন্যান্য দুর্ব্বলাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রে সুস্পষ্ট ফসফেট-

banglabooks.in

লবণাদির অধঃক্ষেপ কেবলই স্নায়বিক উপাদানের ক্ষতি প্রকাশ করে কি না তাহা, এপর্য্যন্তও সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাহাই হউক, ইহা স্পষ্টই যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফস্‌ফেট-লবণাংশ খাদ্য এবং সমীকরণ এবং জৈব-রূপান্তর পরিগ্রহণ-প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজমের বিকারবশতঃ মূত্র-যন্ত্রেতর অবশিষ্ট দেহোপাদান হইতে উৎপন্ন হয়। (ডাঃ এণ্ডারস) ডাঃ অসলার বলেন :—"বহুদিন হইতে চিকিৎসকমণ্ডলী জ্ঞাত আছেন যে, স্নায়বিক উপাদানের সক্রিয়ভাব এবং ফসফরিক এসিডের উৎপত্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটি সম্বন্ধ আছে, কিন্তু এখনও যে তাঁহারা তাহার শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এরূপ বলা যায় না।"

যক্ষ্মাকাসি, যকৃতের তরুণ পীত-ক্ষয়, শ্বেত-কণিকাধিক্য বা লুকিমিয়া (Leukemia) এবং গুরুতর রক্তহীনতা ইত্যাদি ক্ষয়-রোগে ফসফেট-লবণের পরিমাণের বৃদ্ধি এবং তরুণ ও প্রবল রোগাদি এবং গর্ভাবস্থায় তাহার হ্রাস হইয়া থাকে। যাহা ফসফেট-লাবণিক বহুমূত্র বলিয়া কথিত, তাহা বহুমূত্র, অত্যধিক ফসফেট-মেহ, তৃষ্ণা, শীর্ণতা এবং স্নায়বিক ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা দ্বারা বিশেষতা লাভ করে। (টেসিয়ার)।

মূত্রস্রাবের অন্যান্য ব্যতিক্রম মধ্যে সিষ্টিন্যুরিয়া বা মূত্র-স্থালীর উত্তেজনা ঘটিত বহুমূত্রের ত্যাগ ও পেপ্‌টোন্যুরিয়া বা অজীর্ণ ঘটিত বহুমূত্র, এল্‌বুমিন্যুরিয়া, লিউসিন্যুরিয়া, ইণ্ডিকান্যুরিয়া, লিপুরিয়া, উরোবিলিন্যুরিয়া, এসেটন্যুরিয়া এবং টাইরোসিন্যুরিয়া প্রভৃতি এতই বিরল ঘটনা যে এস্থলে বর্ণনার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। কলুরিয়া (মূত্রে পিত্তের রঞ্জন-পদার্থ) কামল রোগের অবস্থা বিশেষ এবং লক্ষণ—কামল-রোগ বর্ণনা কালেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫৩ (LECTURE CLIII.)

মূত্রক্ষয়-বিকার বা য়ুরিমিয়া।

(UREMIA.)

পরিভাষা।—বৃক্কক দ্বারা নিয়মিতরূপে নিষ্ক্রমণীয় কতিপয় দূষিত পদার্থ নিষ্ক্রমণাভাবে শোণিত বিষাক্ত করিলে যে লক্ষণাদি উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সমষ্টি এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এবম্বিধ মূত্র বিষাক্তকর পদার্থাদির প্রকৃত স্বভাব এবং কার্য্যের রীতি এ পর্য্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—য়ুরিমিয়া তরুণ অথবা পুরাতন, দুই প্রকার হইতে পারে। ইহা বিশেষ করিয়া মস্তিষ্ক, শ্বাস-যন্ত্র অথবা আমাশয়ান্ত্রমণ্ডলী আক্রমণ করে। এবম্বিধ কারণ বশতঃ ফ্রান্সের গ্রন্থকারগণ ইহাকে মস্তিষ্কীয়, শ্বাসকৃচ্ছ্রকর এবং আমাশয়ান্ত্রিক বলিয়া শ্রেণী বিভক্ত করিয়াছেন। তরুণ ও প্রবল মূত্র-ক্ষয়-বিকার সাধারণতঃ হঠাৎ আক্রমণ করে, কিন্তু শিরঃশূল, নিদ্রালুতা, শারীরিক অস্বস্তি এবং অস্থিরতা প্রভৃতি মৃদু য়ুরিমিয়া-লক্ষণাদি ইহার পূর্ব্বগামীরূপে উপস্থিত হইতে পারে। শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, গভীর তামসী নিদ্রা আসিয়া পড়ে, অথবা অনেক সময়েই মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পরে তামসী নিদ্রা, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার ক্ষীণতা, জ্বর এবং ফুসফুসের শোথিত ভাব জন্মে। শীঘ্রই, সাধারণতঃ দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে।

পুরাতন মূত্রক্ষয় রোগে কেবল উপরিলিখিত মৃদুতর লক্ষণাদি প্রকাশিত হয় এবং তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত অনিয়মিতরূপে চলিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে যে নিদ্রালুতা, ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া, এবং মৃদু শ্বাসকৃচ্ছ্রের সহিত

banglabooks.in

ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি-মালিন্য এবং পেশী-আনর্ত্তন দেখা দেয়, সাধারণতঃ তাহারা কারণীভূত রোগের স্বভাব সম্বন্ধীয় সন্দেহোৎপাদনে যথেষ্ট মনে করা যায়। রোগী ন্যূনাধিক কালান্তে অচেতন হইয়া পড়ে, আর তাহাকে জাগ্রত করা যায় না এবং শীঘ্র মৃত্যুর আগমনে সকলেরই শেষ হয়। তথাপি সাধারণ লক্ষণাদি সমষ্টি ভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। যেহেতু অনেক সময়েই তরুণ ও পুরাতন রোগ মধ্যে প্রভেদ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অনেক সময়েই য়ুরিমিয়ার আক্রমণের পূর্ব্বে শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয়। ন্যূনাধিক কালের মধ্যে নিদ্রালুতা দেখা দেয়। ইহা হঠাৎ অথবা ধীরে এবং সামান্যাকারে অথবা স্পষ্টতর ভাবে আসিতে পারে, রোগী ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ অচৈতন্যাবস্থায় যায় অথবা সম্পূর্ণ তামসী নিদ্রাভিভূত হয়। এইরূপ অবস্থাসহ পর্য্যায়ক্রমিক মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ (uremic eclampsia) হইতে থাকে। সর্ব্বদার জন্য ব্রাইটস্ ডিজিজ বা রোগের বিপজ্জনক এবং ভয়াবহ লক্ষণাদি উপস্থিত থাকে। কখন কখন গুরুতর বৃক্কক রোগের প্রথম লক্ষণ স্বরূপ তামসী নিদ্রার পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অজানিত ভাবে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইতে পারে। ঘটনা ক্রমে একবারের সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপই সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করে, কিন্তু অনেক সময়েই তামসী নিদ্রার ব্যবধানযুক্ত কন্‌ভাল্‌সন পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে, এবং কোন একটি ব্যবধান কালে রোগীর জীবনান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। সামান্য পেশী-আনর্ত্তন হইতে প্রচণ্ড মৃগীবৎ আক্ষেপ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাত্রার আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পরে দৃষ্টির দোষ অথবা সম্পূর্ণ অন্ধত্ব আসিতে পারে—য়ুরিমিক অন্ধত্ব বা এমরোসিস। ইহা কতিপয় দিবস থাকিয়া যাইতে পারে। কোন প্রকার গতিদ স্নায়বিক লক্ষণ ব্যতীতই এই আক্রমণ আসিতে পারে। চক্ষুতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা

banglabooks.in

অবিমিশ্র কৈন্দ্রিক বিকার ঘটিত। য়ুরিমিক বধিরতা, কম সময়ে দেখা যায়, সম্ভবতঃ ইহাও কৈন্দ্রিক বিকার ঘটিত। কখন কখন কন্‌ভাল্‌সনের সময় শরীর তাপ কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হয়, অনেক সময়েই কমিয়া যায়, সম্ভবতঃ আক্রমণের পরে দ্রুতগতিতে পতন হইতে থাকে। অনেক সময়েই কঠিন কঠিন লক্ষণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নাড়ীগতি ধীর, কখন কখন এত ধীর যে মিনিটে ৪০ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত, কিন্তু কঠিন লক্ষণের উপস্থিত কালে ইহা দ্রুত ও ক্ষীণতর হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া শ্রমসাধ্য এবং ক্ষীণ। অন্যান্য মস্তিষ্কীয় অবস্থা উন্মাদ এবং ভ্রমাত্মক বাতুলতা লক্ষণে প্রকাশিত হয়, অপিচ ক্বচিৎ বিষাদ বায়ু এবং অবশতা—পক্ষাঘাত এমন কি একাঙ্গীন অবশতা—সংঘটিত হয়। এই সকল রোগ কন্‌ভালসন হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অথবা তাহার পরিণাম স্বরূপ হইতে পারে। প্রকৃত য়ুরিমিক অবশতা অতীব বিরল, কিন্তু সংঘটিত যে হয় তাহা সন্দেহাতীত।

য়ুরিমিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র—কখন কখন যাহা বৃক্কীয় হাঁপানি বা রিনেল এজ্‌মা বলিয়া কথিত, ডাঃ পামার হাওয়ার্ড দ্বারা তাহা শ্রেণীবিভক্ত হইয়াছে, যথা :—(১) অবিশ্রান্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; (২) আবেশিক (paroxysmal) শ্বাস-কৃচ্ছ্র ; (৩) উভয় প্রকারের পর্য্যায়-ক্রমিকতা ; এবং (৪) চীন-ষ্টোক্‌স্ শ্বাস-প্রশ্বাস (cheyne-stokes breathing)—(দুই চারিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস-প্রশ্বাস হইয়া যাহা কিয়ৎকালের জন্য বন্ধ থাকে ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইলে তাহা চীন-ষ্টোক্‌স্ শ্বাস-প্রশ্বাস বলিয়া কথিত ; ইহা অহিফেন বিষাক্ততায় লক্ষ্য করা যায়।) শ্বাস-কৃচ্ছ্রের আক্রমণ অনেক সময়ই রজনীতে পালা ক্রমে হয়, কিন্তু অধিকতর পুরাতন রোগে অনেক দিন পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক অবিশ্রান্ত ভাব গ্রহণ করিতে পারে। চীন-ষ্টোক্‌স্ শ্বাস-প্রশ্বাস অনেক সপ্তাহ ধরিয়াও থাকিতে পারে, এমন কি তাহাতে কন্‌ভালসন অথবা তামসী নিদ্রা নাও প্রকাশ পাইতে পারে।

য়ুরিমিয়ার আমাশয়ান্ত্রিক লক্ষণ ক্রমে ক্রমে আসিতে পারে, অথবা

banglabooks.in

প্রচণ্ড ও অদম্য বমনের সহিত হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। ইহার সংস্রবে অনেক সময় প্রচণ্ড হিক্কা এবং কখন কখন উদরাময় থাকে। অন্যান্য আমাশয়ান্ত্রিক লক্ষণ ব্যতীতও উদরাময় থাকিতে পারে। এই লক্ষণের সহিত উভয় প্রাতিশ্যায়িক এবং ডিফ্‌থিরিটিক বা সঞ্চিল্লিক আন্ত্রিক প্রদাহের সংস্রব থাকাও বিরল নহে। ডাঃ বারি এক প্রকার মুখ-ক্ষতের (stomatitis) বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অনেক সময়েই দেখা যায়। দুর্গন্ধময় প্রশ্বাস-বায়ু, এবং লোহিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং মাড়ি দ্বারা ইহা বিশেষতা লাভ করে।

মূত্রাঘাত বা সাপপ্রেশন অব য়ুরিন—প্রায় অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, অনেক সময়েই আরম্ভক, নিশ্চিতই রোগের সন্দেহ উপস্থিত করিবার উপযুক্ত। ইহার সহিত মূত্রের ঘ্রাণযুক্ত প্রশ্বাস-বায়ু এবং মূত্রের অত্যল্পতা ও মূত্রাবরোধসহ বমন হইলে, বমিত পদার্থেও কখন কখন মূত্র-ঘ্রাণ থাকে। মূত্রে অত্যধিক শ্বেত-লালা থাকে এবং য়ুরিয়ার (urea) অংশ হ্রাস পাইয়া যায়।

অরনিকা (erythema)—ইহার সহিত কখন কখন অত্যন্ত চুলকনা থাকে। অনেক সময় প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এবং কখন কখন ঘর্ম্ম গ্রন্থি দ্বারা য়ুরিয়ার নিষ্ক্রমণ হইতে পারে। এরূপাবস্থায় ত্বগুপরি সঞ্চিত হইয়া তাহা চক্‌চকে শল্কাকারে অথবা স্ফাটিকীভূত অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন—পুরাতন রোগে, কারণ যে স্থলে বৃক্ককে থাকা পরিচিত না হয়, অবস্থা অনেক দিন অজ্ঞাত থাকিতে পারে। তরুণ রোগে লক্ষণাদি অধিকতর বিশেষতাযুক্ত হয় এবং কারণীভূত অবস্থাদির প্রকৃতির অবিলম্বে ও সহজেই পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শোণিত ভাবের এবং শ্বেত লালা সহ নালী-ছাঁচের (tube casts) বর্ত্তমানতা এবং শারীরিক লক্ষণাদি রোগ নির্ব্বাচনে যথেষ্ট।

য়ুরিমিয়া ঘটিত তামসী নিদ্রার, বিশেষতঃ তাহা হঠাৎ উপস্থিত হইলে—পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত (interstitial) বৃক্কক-প্রদাহে যাহা অতি সাধারণ

banglabooks.in

ঘটনা—সুরা-বিষাক্ততা, মস্তিষ্ক-রক্তস্রাব (apoplexy), মস্তিষ্কীয় অর্ব্বুদ, অথবা মস্তিষ্ক-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ (meningitis) সহ ভ্রান্তি হইতে পারে। ডাঃ এণ্ডারসন্ এই ভ্রান্তির মীমাংসা জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার য়ুরিমিয়ার তামসিক নিদ্রার মস্তিষ্ক রক্তস্রাব ও সুরা-বিষাক্ততা সহ তুলনা করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মস্তিষ্কীয় রক্ত-স্রাব।	সুরা-বিষাক্ততা।	য়ুরিমিয়া।
(১) চক্ষু-মণির অদমতা অথবা প্রসারণ।	(১) চক্ষু-মণি সংকুচিত অথবা প্রসারিত; চক্ষু শোণিত পূর্ণ।	(১) চক্ষু-মণি সাধারণতঃ প্রসারিত; এল্বুমিন-য়ুরিক বা শ্বেত-লালা-মূত্রায় সংসৃষ্ট চিত্র-পত্র-প্রদাহ।
(২) ঘড়ঘড়ি যুক্ত ফুৎকারবৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, এবং পক্ষ-সঞ্চালনের ন্যায় গণ্ডের চালনা।	(২) ঘড়ঘড়িযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুৎকারাদি থাকে না।	(২)কর্কশ হিস্‌হিস শব্দের ফুৎকারবৎ শ্বাস-প্রশ্বাস।
(৩) ঘ্রাণ থাকে না।	(৩) সুরা-সারের ঘ্রাণ।	(৩) মূত্র-ঘ্রাণ ব্যতীত ঘ্রাণহীন।
(৪) অবশতা; অর্দ্ধাঙ্গ।	(৪) সাধারণতঃ অবশতা থাকে না।	(৪)অবশতা জন্মে না।
(৫) সম্পূর্ণ অচৈতন্য।	(৫) জাগাইতে পারা যাইতে পারে।	(৫) জাগান যায় বা যায়ও না।
(৬) নাড়ী ধীর এবং সবল, অথবা অনিয়মিত; ধমনী অনেক সময়ে কোমল পদার্থ পূর্ণ অর্ব্বুদাক্রান্ত বা এথারমেটাস্।	(৬) নাড়ী দ্রুত এবং ক্ষীণ।	(৬) নাড়ী প্রথমে সবল, পরে দুর্ব্বল এবং দ্রুত; প্রবল আততভাব; ধমনী ঘনীভূতা সহ স্থূলতা।
(৭) তামসী নিদ্রা হঠাৎ এবং গভীর।	(৭) তামসী নিদ্রা ধীরে আসে।	(৭) তামসী নিদ্রা ধীরে আসে অথবা হঠাৎ হয়।

banglabooks.in

মস্তিষ্কীয় রক্তস্রাব।	সুরা-বিষাক্ততা।	য়ুরিমিয়া।
(৮) সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বিলম্বাগত; এক পার্শ্বীয় হইতে পারে।	(৮) কোন প্রকার আক্ষেপ হয় না।	(৮) পূর্ব্বগামী—সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, শিরঃশূল ইত্যাদি।
(৯) সাধারণতঃ মূত্র বিশেষত্বহীন।	(৯) সাধারণতঃ মূত্র-লক্ষণ থাকে না।	(৯) মূত্র শ্বেত-লালাযুক্ত।
(১০) সন্ন্যাস-ধাতুর অবয়ব; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি থাকিতে পারে।	(১০) নাসীকা ও মুখ লোহিত, অনেক সময়েই হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল, প্রসারিত, পেশী-প্রদাহ-যুক্ত।	(১০) শোথিত ভাব এবং পাণ্ডুরতা; হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধ।

অহিফেন-বিষাক্ততায় ধীর এবং নাসিকাধ্বনিযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ব্বাচক; ইহাতে চক্ষু-তারকা সংকুচিত এবং আলোকে প্রতিক্রিয়াহীন এবং তামসী নিদ্রা নিরবচ্ছিন্ন গভীরতর হয় না, রোগীকে সহজেই আংশিকরূপে জাগ্রত করা যায়, কিন্তু তখনি পুনরায় নিদ্রালু হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিসের সঙ্গে যদি কথঞ্চিৎ জ্বর ও অচৈতন্য থাকে, এবং স্পষ্টতর লক্ষণ থাকিয়া রোগের স্থান নির্দ্দেশ না করে, য়ুরিমিয়া সহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ প্রলাপের প্রকৃতি, গ্রীবার কাঠিন্য এবং উচ্চ জ্বর ইহাকে প্রভেদিত করে। তরুণ সংক্রামক রোগের ভোগকালে বদ্ধমূলভাবে মূত্রক্ষয়-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া, যন্ত্রের সহিত মূত্রের রসায়নিক এবং অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষা ব্যতীত অপরিচিত থাকিয়া যাইতে পারে। অতএব যে কোন স্থলেই হউক, এবম্বিধ রোগে বৃক্কক রোগের সামান্য সন্দেহ উপস্থিত হইলেও এইরূপ পরীক্ষার বর্জ্জন

ভাবী ফল।—ইহার পরিণাম সর্ব্বত্রই গুরুতর, তথাপি তাহা অনেকাংশে কারণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। যে সকল স্থলে রোগ

banglabooks.in

বৃক্কের পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত প্রদাহ হইতে জন্মে, তাহাতে ভাবীফল প্রায় আশাহীনই বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য কারণ (বৃক্কক প্রদাহ ব্যতীত) ঘটিত রোগের ভাবীফল সম্পূর্ণরূপেই কারণের অপসরণীয়তার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ বৃক্কের তরুণ এবং পুরাতন প্রদাহই য়ুরিমিয়া রোগের প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য। এজন্য উক্ত রোগাদির চিকিৎসাকালেই সুবিধাজনক বলিয়া ইহার চিকিৎসা মূলতঃ উল্লেখিত হইবে। এস্থলে আমরা কতিপয় প্রচণ্ড ও আশু বিপজ্জনক ঘটনার নিরাকরণার্থ, চিকিৎসা প্রণালীর মতামত নিরপেক্ষ কতিপয় উপায়ের উল্লেখ করিলাম। তরুণ য়ুরিমিয়ার সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ অতীব প্রচণ্ড, এবং আশু মৃত্যু সংঘটন করিতে পারে। ইহার নিবারণ এবং বিষের বহিনিক্ষেপার্থ চিকিৎসা :—নাইট্রগ্লিসারিন $\frac{১}{১০০}$ গ্রেণ মাত্রা অর্দ্ধ ঘণ্টা পর পর। কোলনান্ত্রে উষ্ণ জল-স্রোতের (irrigation) এবং কটিদেশে তাপের-প্রয়োগ (fomentation)। সালফেট অব সোডার সম্পূরিত দ্রব, অথবা ২ গ্রেণ মাত্রায় ইলেটিরিয়াম দ্বারা ভেদ করান। কন্‌ভালসন দমন রাখার পক্ষে ক্লোরোফর্‌মের ঘ্রাণ উৎকৃষ্ট। মুখ অথবা সরলান্ত্র-পথে ক্লরেল হাইড্রেটেরও ব্যবহার করা যায়। সরলান্ত্রে ১ ড্রাম, মুখে ১৫ হইতে ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ক্লরেলের সহিত ব্রমাইড অব পট. ১৫ গ্রেণ মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে। য়ুরিমিক বা মূত্র-ক্ষয়-বিষাক্ততার বমনে—ডাঃ লেড্‌ল টিং আয়ডিন আধ ফোঁটা মাত্রায় দিতে বলেন, অথবা দশে এক জলের সহিত হাইপক্লরাইট অব লাইমের দ্রবের ১ ফোঁটা করিয়া, য়ুরিমিক শিরঃশূলে নাইট্রগ্লিসারিণ $\frac{১}{১০০}$ গ্রেণ, অথবা হাইপক্লরাইট অব লাইমের দ্রব ৫ ফোটা প্রতিদিন চারিবার প্রয়োগ করা যায়।

———o———

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫৪ (LECTURE CLIV).

বৃক্কের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন অব দি কিড্‌নিজ।

(CONGESTION OF THE KIDNEYS.)

প্রতিনাম।—বৃক্কের প্রবল রক্তাধিক্য বা রিনেল হাইপারিমিয়া (Renal Hyperæmia); প্রাতিশ্যায়িক বৃক্ককোষ বা ক্যাটারাল নেফ্রাইটিস (Catarrhal Nephritis)।

পরিভাষা।—বৃক্কের রক্ত-নাড়ীতে রক্তের পরিমাণের বৃদ্ধি; ইহা ধমনীতে হইলে সক্রিয় অথবা তরুণ, এবং শিরাতে হইলে মৃদু অথবা পুরাতন রক্তাধিক্য বলিয়া কথিত।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—সক্রিয় অথবা তরুণ রক্তাধিক্যে ধমন্যাদির অস্থায়ী রক্ত পূর্ণতা জন্মিলে, বৃক্কক স্ফীত এবং গভীর লোহিত বর্ণ হয়। কর্ত্তিত করিলে স্বাস্থ্যাবস্থা হইতে বহিরংশ প্রশস্ততর এবং অধিকতর কৃষ্ণাভ, রক্ত-নাড়ী অতি পূর্ণ, ম্যালপিঘিয়ান বডি বা গঠন প্রসারিত দৃষ্ট হয় এবং কোষ নিচয়ে ঘোর বর্ণের স্ফীতি থাকে।

মৃদু অথবা পুরাতন রক্তাধিক্য—ইহাতে বৃক্কক কঠিন, চিমসা এবং বহির্দ্দেশ ঈষৎ নীল-লোহিত থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় কিডনি-নাড়ীতে কেবল অধিক পরিমাণ শোণিত উপস্থিত এবং ধৃত ও রক্ষিত হওয়ায় তাহা বৃহত্তর হয়। নক্ষত্রবৎ সজ্জিত শিরা অসাধারণ স্পষ্টতা লাভ করে।

আবরক ঝিল্লি বা কোষ জুড়িয়া যায় না; উপরিদেশ মসৃণ থাকে। বক্ষ-পয়োনালীর প্রবেশ স্থানে সাবক্লেভিয়ান শিরার ছিপি আটা ভাব বা থ্রম্বসিস হইলে বাম ফুস্‌ফুস্-বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে বা প্লুরেল স্যাকে সঞ্চিত দুগ্ধবৎ তরল পদার্থের এই অবস্থাসহ সংস্রব থাকে। অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি

banglabooks.in

থলিতে অন্যান্য জীবাঙ্গ বিন্যাস-তন্তানুযায়ী (morphologic) বস্তু ব্যতীত কেবল বৃহৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বসা-গুলিকাযুক্ত দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ থাকে বলিয়া ইহা বসা উদরী বা এসাইটিস এডিপোসা নামে অভিহিত।

বিলক্ষণ অধিকসংখ্যক গ্লমিরুলাই বা মূত্র-প্রণালী কুণ্ডলী বড় হইয়া যায়, তাহাদিগের কৈশিক রক্ত-নাড়ী প্রসারিত হয়, এবং কৈশিক নাড়ী আচ্ছাদনকারী কোষাদি স্ফীত হয়। বৃক্কককোষ বা বৃক্ককাচ্ছাদক ঝিল্লির অধস্থ যোজকোপাদানের অতি সামান্য বৃদ্ধি ব্যতীত, যন্ত্র-মূল যোজক তন্তুজাল সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত থাকে। রোগের শেষাবস্থায় যোজক তন্তুসমষ্টির বৃদ্ধি হওয়ায় যন্ত্রের দড়কচড়াভাব, নীল লোহিত কাঠিন্য এবং সংকোচন ঘটে, অথবা এক প্রকার পুরাতন ব্রাইটস্ ডিজিজ বা রোগ জন্মে।

কারণ-তত্ত্ব।—তাপিতাবস্থায় শৈত্য-সংস্পর্শ, অথবা বৃক্ককাভ্যন্তর অথবা বহির্দ্দেশে আঘাত ইহার সক্রিয় রক্তাধিক্যের কারণ। একতর বৃক্ককের অপসারণে অপরের রক্তাধিক্য জন্মিতে পারে। বৃক্কক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বিষাক্ত-বস্তু, বিশেষতঃ টার্পেণ্টাইন এবং ক্যান্থারিসের পরিত্যাগও রক্তাধিক্যের কারণ হইয়া থাকে। সংক্রামক জ্বর, বিশেষতঃ উদ্বেদিক জ্বরকালে ইহা সংঘটিত হয়। যে কারণেই রোগ হউক, ইহা তরুণ বৃক্কক প্রদাহের প্রথমাবস্থার সমান এবং অধিককাল স্থায়ী হইলে তদবস্থাই প্রাপ্ত হয়।

যে কোন অবস্থা, বৃক্কক বাহিয়া রক্তগতির বাধা প্রদান করে, তাহাই মৃদু রক্তাধিক্যের কারণ। বৃক্কক-শিরার উপরি অর্ব্বুদ, গর্ভসঞ্চারিত জরায়ু, অথবা উদরীর জলের চাপবশতঃ ইহা সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকতর সময়ে বৃক্ককের শিরারক্তাধিক্য, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্ অথবা যকৃতের পুরাতন রোগ হইতে জন্মে। হৃৎপিণ্ডের কপাটিক রোগ, এবং অধিকভাগ পুরাতন ফুসফুসের রোগ, যেমন বায়ু-স্ফীতি, অন্তর্ব্যাপ্ত

banglabooks.in

ফুসফুস-প্রদাহ, এবং বিস্তৃত ক্ষয়ণ অথবা স্পষ্টতর যোড়যুক্ত ফুসফুস-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি-প্রদাহে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সময়ে সংঘটিত হইয়া থাকে। "কার্‌ডিয়াক কিডনি" বলিয়া বৃক্কাবস্থা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ শ্রেণী।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—সক্রিয় রক্তাধিক্যে বৃক্ককোপরি বেদনা, মূত্র-নালীর পথ বাহিয়া অণ্ডকোষাভ্যন্তরে এবং লিঙ্গে যাইতে পারে, উত্তেজনাপ্রবণ মূত্রস্থালী, প্রায় অবিশ্রান্ত এবং চাপের সহিত মূত্র ত্যাগেচ্ছা, অত্যন্ত ঘোর বর্ণের অত্যল্প, কখন বা রক্তময় মূত্র এবং কখন বা মূত্রাঘাতঃ (Suppression) হইতে পারে। মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত উচ্চ থাকে এবং তাহা কথঞ্চিৎ শ্বেত-লালা এবং ছাঁচ বা কাষ্টস্‌ও ধারণ করিতে পারে। শরীর তাপ এবং নাড়ী স্পন্দন কথঞ্চিৎ বাড়িতে পারে। এই সকল লক্ষণ কিয়ৎকাল চলিলে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তখন রক্তাধিক্য অন্তর্দ্ধান করিতে পারে, অথবা থাকিয়া যাইলে বৃক্কের প্রদাহে পরিণত হয়।

বৃক্কক এবং মূত্র-স্থালীর অস্ত্র-চিকিৎসার পরে, অথবা পাথরির (calculus) সংঘর্ষণ বশতঃ, বিশেষতঃ ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের রোগ জন্মিলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, টাইফয়েড অবস্থার মধ্যে যায়, প্রলাপ হয়, এবং মৃত্যু আগমন করে।

মৃদু রক্তাধিক্য।—লক্ষণাদি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ প্রাথমিক রোগের, সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড অথবা ফুসফুস-রোগের থাকে। শেষাবস্থায় জল-শোথ এবং অত্যন্ত ঘোর বর্ণের শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্র দেখা দেয়। অত্যন্ত উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্ট মূত্র কতিপয় জিউলির আটাবৎ পদার্থের ছাঁচ বা হায়ালাইন কাষ্টস্‌ ধারণ করে। কখন কখন শ্বেতালালা এবং ছাঁচ উভয়েরই অভাব দেখা যায়। মূত্র-স্থিরভাবে রাখিলে মূত্রাম্ল-লবণ বা য়ুরেটের তলানি পড়িতে পারে। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় হৃৎপিণ্ড এবং

banglabooks.in

ফুস্‌ফুসের পরীক্ষার প্রয়োজন। জল-সঞ্চয় প্রথমতঃ অঙ্গের জল-স্ফীতি বা ইডিমায় প্রকাশ পায়। পরের অবস্থায় ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-থলী এবং অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-থলিতে ক্ষরণ হইতে পারে, এবং সম্ভবতঃ কর ও প্রগণ্ডাদিও শোথযুক্ত হয়। মূত্র-ক্ষয়-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া ক্বচিৎ হইয়া থাকে এবং তদপেক্ষাও ক্বচিৎ অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল বৃক্কক প্রদাহ জন্মে।

ভাবীফল।—উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে সাধারণতঃ তরুণ রোগে শুভ ফলের আশা করা যায়। অস্ত্র-চিকিৎসার ফল এবং উত্তেজক বিষ, রোগ-কারণ হইলে, এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা ক্ষীণ থাকিলে বৃক্ককের প্রদাহ জন্মিতে পারে। মৃদু-রক্তাধিক্যের ভাবীফল সম্পূর্ণরূপেই তাহার কারণ এবং কারণের আরোগ্যোপযোগীতার উপর নির্ভর করে। অনেক সময় রোগকে অস্থায়ী আরোগ্য-পথে আনা যায়, এবং উপযুক্ত চিকিৎসা দৃশ্যত সফল হয়। জল-শোথ হ্রাস পায় অথবা সম্পূর্ণই অন্তর্দ্ধান করে, শ্বেত-লালা ও কাষ্ট্‌স্ বা ছাঁচের অভাব হয়, এবং রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু এরূপাবস্থাতেও মূল রোগ থাকিয়া যায়, এবং সামান্য উত্তেজক কারণ ঘটিলেই সম্পূর্ণ লক্ষণই পুনরাগত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—বৃক্ককের তরুণ এবং পুরাতন প্রদাহে উল্লেখিত ঔষধই অবস্থানুসারে ইহাতে প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগ তরুণই হউক অথবা পুরাতনই হউক তাহার সর্ব্বাবস্থাতেই নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম, তরল পথ্য, প্রচুর ও নির্ম্মল জলপান, এবং স্নানান্তে গাত্রের ঘর্ষণ অত্যুপকারী। পুরাতন রোগে স্থূল আহার্য্য দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সহজপাক ও সুপাচ্য হওয়া আবশ্যক।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫৫ (LECTURE CLV.)

তরুণ-বৃক্কক-প্রদাহ বা একুট নেফ্রাইটিস্‌।
(ACUTE NEPHRITIS.)

প্রতিনাম।—একুট ব্রাইটস্‌ ডিজিজ্‌ (Acute Bright's Disease); তরুণ বিস্তারশীল বৃক্কক প্রদাহ বা একুট ডিফুজ নেফ্রাইটিস (Acute Diffuse Nephritis); তরুণ সান্তর বিধানিক বৃক্ককোষ বা একুট প্যারেঙ্কাইমেটাস নেফ্রাইটিস (Acute Parenchymatous Nephritis); নির্য্যাস-ক্ষরণশীল, প্রাতিশ্যায়িক, নালী সংস্থষ্ট, শল্কপাতিক এবং নালী-কুণ্ডলী সংস্থষ্ট বৃক্ককোষ বা একজুডেটিভ, ক্যাটারেল, টিউবাল, ডিস্‌কোয়ামেটিভ এবং গ্লমিরুলো-নেফ্রাইটিস্‌ (Exsudative, Catarrhal, Tubal, Desquamative and Glomerulo-nephritis)।

পরিভাষা।—বৃক্কের তরুণ প্রদাহে ইহার নালী ও রক্ত-নাড়ী সংস্থষ্ট এবং অন্তর্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল প্রভৃতি উপাদান ভিন্ন ভিন্ন রোগীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে যুগপৎ আক্রান্ত হইলে, অব স্থানুসারে রোগ মৃদু, কঠিন এবং গুরুতর প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। ডাঃ ডিলাফিল্ড্‌ তরুণ ব্রাইটস্‌ ডিজিজ বলিয়া সাধারণ নামে রোগ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, যথা :—(১) বৃক্ককের তরুণ অপকৃষ্টতা বা একুট ডিজেনারেশন অব দি কিড্‌নিজ (Acute degeneration of the kidneys), (২) তরুণ নির্য্যাস-ক্ষরণশীল বৃক্কক-প্রদাহ বা একুট একজুডেটিভ নেফ্রাইটিস্‌ (Acute exndative-nephrtis), এবং (৩) তরুণ প্রসূ-বৃক্ককোষ বা একুট প্রডাক্টিভ নেফ্রাইটিস্‌ (Acute Productive nephritis)। ফলতঃ এরূপ শ্রেণী বিভাগে কার্য্যতঃ বিশেষ সুবিধা দৃষ্ট হয় না।

banglabooks.in

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—রোগের অবস্থা এবং গভীরতানুসারে বৃক্ককের উপাদান-সংস্থান এবং দৃশ্যের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ যেরূপ সংঘটন হইয়া থাকে, প্রথমতঃ উভয় বৃক্কই সম-প্রকারে আক্রান্ত হয় এবং সর্ব্ববিষয়ে সমান থাকে। এতদ্ব্যতীত সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে যে তাহা সহজ চক্ষুতে দ্রষ্টব্য হয় না। যাহাই হউক, সাধারণতঃ বৃক্কদ্বয় কথঞ্চিত বৃহত্তর, স্ফীত এবং অল্প কোমল, অন্তর্ব্ব্যাপ্ত নির্য্যাস-ক্ষরণ অতিরিক্ত এবং প্রদাহিক জল-স্ফীতি স্পষ্টতর হইলে উপরিউক্ত অবস্থাদি পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। খোলোস বা আবরক থলী সংযোজিত থাকে না; উপরিদেশ মসৃণ, বহিরংশ বা করটেক্স্ সাধারণতঃ ঘনীভূত, এবং পাণ্ডুর ও চিত্র বিচিত্র অথবা রক্ত পূর্ণ থাকে, কিন্তু স্তম্ভাকার গঠন বা পিরামিড্স্ তীব্র লোহিত বর্ণ দেখায়। উপাদান সংস্থান ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ডাঃ অনুলার এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা :—"(১) গ্লমিরুলার বা নালী-কুণ্ডলী সংসৃষ্ট পরিবর্ত্তন। বিষ-বস্তু ঘটিত বৃক্কক-প্রদাহের অধিকতর স্থলে বিষ রক্তনাড়ীপথে বৃক্কক প্রবেশ করে বলিয়া গুচ্ছাকার নালী উপাদান বা টাফ্টস্ প্রথমে আক্রান্ত হয়। এবম্বিধ ঘটনায় নালী-কুণ্ডলী বা গ্লমিরুলাইর (glomeruli) কৈশিক রক্ত-নাড়ীর তরুণ প্রদাহ হইয়া কৈশিক রক্ত-নাড়ী বৃন্দ, কোষ এবং ছিপিবৎ চাপ বা থ্রম্বাই পূর্ণ হয়, অথবা টাফ্টস্ বা গুচ্ছাকারে সংন্যস্ত নালী এবং বোম্যানস্ ক্যাপ্সুলের (মূত্র-নালীর ঊর্দ্ধসীমা বিস্তৃত হইয়া যাহা ম্যালপিথিয়ান বডি আবৃত করে) উপত্বক আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের কোটর লসীকা-কোষ ও শ্বেত এবং লোহিত রক্তকণিকা ধারণ করে। কোটরস্থ বস্তুর এবং কৈশিক রক্ত-নাড়ী-প্রাচীরের হায়ালাইন ডিজেনারেশন বা জিউলির আটাবৎ পদার্থাপকৃষ্টতা অতীব সাধারণ ঘটনা। এই সকল ঘটনাপ্রকরণ সম্ভবতঃ আরক্ত জ্বর (scarlatina) সংসৃষ্ট বৃক্কক-প্রদাহেই স্পষ্টতর দৃষ্ট হয়। উপরিউক্ত বোম্যানস্ ক্যাপ্সুল্ বা কোটর সন্নিহিত স্থানে কোষপ্রজনন হইতে পারে।

banglabooks.in

এই সকল পরিবর্ত্তন টাফ্‌টস্‌ বা গুচ্ছাকারে সংন্যস্ত-মূত্র-নালীতে শোণিত-সঞ্চলনের বাধা দেয় এবং ইহার পরের নালী সকলের পুষ্টি ক্রিয়ায় গুরুতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

"(২) মূত্র-নালীর উপত্বকের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহার ঘোলাটে স্ফীতি, বসাময় পরিবর্ত্তন এবং জিউলির আটাবৎ অপকৃষ্টতা ঘটে। কুণ্ডলীভূত সূক্ষ্ম মূত্র-নালীতে পরিবর্ত্তিত কোষাদিসহ পয়োকোষ বা লুকসাইটস্‌ এবং রক্ত-কণিকার সঞ্চয়, যন্ত্রের বর্দ্ধন ও স্ফীতি উৎপন্ন করে। উপত্বকের রেখাঙ্কিতাবস্থার অভাব হয়, কোষাঙ্কুরের অস্পষ্টতা জন্মে এবং অনেক সময়েই তাহাতে জিউলির আটাবৎ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু সঞ্চিত হয়।

"(৩) অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল পরিবর্ত্তন। মৃদু প্রকারের রোগে একরূপ সহজ প্রাদাহিক নির্য্যাস—রক্তাম্বুর সহিত লসীকা-কোষ এবং লোহিত রক্ত-কণিকা মিশ্রিত—মূত্র-নালী-মধ্যস্থানে অবস্থিত হয়। কঠিনতর রোগে খোলোসের নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং কুণ্ডলীভূত মূত্র-নালীমধ্য প্রদেশে চাকলায় চাকলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষান্তরর্ব্ব্যাপ্ত স্থান দৃষ্ট হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ যন্ত্র ব্যাপিয়া অতি বিস্তৃত ভাবে এবং একই রূপে সংঘটিত হইতে পারে, অথবা স্থান বিশেষে গভীরতরও থাকিতে পারে।"

কারণ-তত্ত্ব।—শৈত্য-সংস্পর্শ এবং সিক্ততা ইহার অন্যতম প্রধান কারণ, বিশেষতঃ মত্ততার অবস্থায় অথবা তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার কালে যদি ইহা সংঘটিত হয়। দৈনন্দিন অভ্যস্ত উগ্র সুরা পান এই রোগ-প্রবণতা আনয়ন করে। ইহার পরেই সংক্রামক রোগ-বিষ ইহার প্রধান কারণ রূপে গণ্য। এই পর্য্যায়ের কারণ মধ্যে আরক্ত-জ্বরই প্রধান; ইহাতে এত শীঘ্র, যে, দশম দিবসেই তরুণ বৃক্কক-প্রদাহ যোগদান করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগ অথবা তৃতীয় সপ্তাহের পূর্ব্বে দেখা দেয় না। অন্যান্য সংক্রামক রোগ—বসন্ত, তরুণ

banglabooks.in

হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ এবং তরুণ সন্ধি-বাত, টাইফাস এবং টাইফয়েড জ্বর, তরুণ ফুস্‌ফুস্-গোলক (লোব) প্রদাহ, ম্যালেরিয়া এবং পীত জ্বর প্রভৃতি দ্বারাও ইহা কখন কখন সংঘটিত হয়। হাম, বিসর্পিকা, পূয়জ্বর বা পায়িমিয়া, কামল-রোগ এবং মধুমেহ প্রভৃতিও রোগ জন্মাইয়াছে, অপিচ গুটিকোৎপত্তি এবং উপদংশও ক্বচিৎ ইহার কারণ বলিয়া জ্ঞাত। পচনোৎপন্ন জান্তব বিষ-জ্বর বা সেপ্টিসিমিয়া হইতেও ইহা জন্মিতে দেখা যায়; ত্বকরোগ, এবং ত্বকের বিস্তৃত দাহনও বৃক্কের তরুণ প্রদাহের কারণ বলিয়া গণ্য; ত্বকরোগ হইতে ক্বচিৎ, কিন্তু দাহন হইতে প্রায় সর্ব্বস্থলেই—যদি দাহন তদুপযুক্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অন্তঃসত্ত্বাবস্থা কখন কখন ইহা উৎপন্ন করে, বিশেষতঃ আদ্য গর্ভ এবং গর্ভের শেষাবস্থা। অধিকাংশ সূতিকাক্ষেপই তরুণ বৃক্কক্ষোভ হইতে জন্মে। আর্সেনিক, মার্‌কারি, সীসক বা লেড, ফসফরাস, এবং খনিজ অম্ল ও ক্যান্থারাইডিস, টারপেন্টাইন এবং কার্‌বলিক এসিড প্রভৃতি কতিপয় খনিজ এবং উদ্ভিজ্জাত বিষ হইতেও রোগ জন্মিয়া থাকে। অত্যধিক পরিমাণ সুরাবীজ গলাধঃকরণও রোগের কারণ। দৃশ্যতঃ কোন কারণ ব্যতীতও প্রাথমিক রোগরূপে ইহা জন্মিতে পারে। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে, এবং যৌবনের প্রথমাবস্থায় ইহা অধিকতর দেখা যায়। আরক্ত জ্বরের গৌণফল স্বরূপ রোগ অবশ্যই শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর হয়।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—তরুণ বৃক্কক-প্রদাহ সর্ব্বস্থলে একই নিয়মানুসারে আরম্ভ হয় না, কিন্তু সাধারণতঃই হঠাৎ দেখা দেয়। ইহার সর্ব্বপ্রথম লক্ষণে মুখে ও চক্ষুর অধঃদেশে যৎ সামান্য জল-শোথের স্ফীতি অথবা ফুলোভাব দৃষ্টিগোচর হয়। অনেকস্থলে এই স্ফীতির পূর্ব্বলক্ষণরূপে শীতভাব, জ্বরের সহিত বিবমিষা এবং প্রচণ্ড ও অদম্য বমন, বৃক্কের উপরি হইতে মূত্র-নালী বাহিয়া মৃদু বেদনা, পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগেচ্ছা এবং উদরাময়; ত্বক শুষ্ক এবং কর্কশ থাকিতে পারে, এবং নাড়ী দ্রুত,

banglabooks.in

আতত এবং পূর্ণ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়া অথবা বাম ধমনীকোটরের বিবৃদ্ধি থাকে। অতি শীঘ্রই রক্তহীনতা স্পষ্টতর হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই পেশী-আনর্ত্তন, এমন কি সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপও থাকিতে পারে। অন্যান্য মূত্রাম্লবিষাক্ততা সংসৃষ্ট বা য়ুরিমিক লক্ষণেরও প্রকাশ সম্ভব। ঊর্দ্ধাঙ্গে এবং শরীরে শীঘ্র জল-স্ফীতি বিস্তৃত হয়, এবং রোগের যদি হ্রাস না হয়, তথা হইতে নিম্নাঙ্গ এবং উদর-প্রাচীরাভ্যন্তরে যায়। পুরুষদিগের মধ্যে অণ্ডকোষাবরক ত্বক ও লিঙ্গাগ্র-ত্বক এবং স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভগৌষ্ঠ এই শোথের বিশেষ আক্রমণ স্থান। তরুণ বৃক্কক-প্রদাহে বৃহৎ বৃহৎ রস-ঝিল্লি-থলিই সর্ব্বশেষে রস-পূর্ণ হয়, যদিও কঠিন রোগে উদরীর আক্রমণ অতি বিরল ঘটনা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস বেষ্ট এবং হৃৎপিণ্ড বেষ্ট-রস-ঝিল্লির থলির অভ্যন্তরেও রস-নিঃসারিত হইতে পারে। স্পষ্টতর রোগে সম্পূর্ণ শরীরই শোথযুক্ত হয় এবং চাপে গর্ত্ত হইয়া যায়। আরক্ত জ্বরের পরিণাম শোথ একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। অন্যান্য সংক্রামক রোগের পরে ইহা অনেক সময়েই অনুপস্থিত থাকে। মূত্রাম্লবিষাক্ততা সংসৃষ্ট বা য়ুরিমিক লক্ষণাদিও আরক্ত জ্বর-সংসৃষ্ট রোগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হয়। শিশুদিগের মধ্যে কখন কখন রোগ অতীব ধীর গতিতে উপস্থিত হয়, তাহাতে অতি সামান্যই অথবা ক্ষণস্থায়ী শোথ দেখা দেয়, এবং এই শোথ ও লক্ষণাদি যেন, পরিপাক যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক রোগেরই প্রকাশ করে।

মূত্র-পরিবর্ত্তন—পরিমাণের হ্রাস এবং মূত্রের গুণসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন—পরিমাণ অত্যল্প, এমন কি তাহার সম্পূর্ণ অভাব বা সাপ্রেশনও হইয়া থাকে। মূত্রের বর্ণ ধূমল অথবা রক্তবৎ, এবং তাহাতে বিলক্ষণ পরিমাণ এল্বুমিন এবং কাষ্ট্স বা ছাঁচের সহিত বৃক্কোপত্বক, রক্ত-কণিকা, দানার আকার বসা-কোষ, এবং কখন কখন পূয-কোষ থাকে। আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া শীঘ্রই ১০২৫ অথবা অধিকতর হয়, পরে তাহা নামিয়া

banglabooks.in

১০১০ অথবা ১০১৫তে যাইতে পারে। নিঃসারিত য়ুরিয়ার সমষ্টি স্বল্পতর থাকে, কিন্তু শতকরা পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ইহার নিশ্চিত নির্ব্বাচনার্থ রাসায়নিক এবং অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-পরীক্ষার আবশ্যক। রোগীর ত্বক দেখিতে মোমের ন্যায় হইলে এবং চক্ষু-পত্র সামান্যাকারেও শোথিত থাকিলে এরূপ পরীক্ষা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায়, বিশেষতঃ তাহার শেষের কতিপয় মাস, পুনঃ পুনঃ মূত্রের পরীক্ষা করা উচিত, যে হেতু কেবল এইরূপেই সূতিকাক্ষেপের অনুমান, সম্ভবতঃ তাহার নিবারণও করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ নেফ্রিটিস বা বৃক্কক-প্রদাহ সহজেই পরিচিত হয়। হঠাৎ রোগের আক্রমণ, অত্যল্প এবং রক্তময় মূত্রের উচ্চ আপেক্ষিক গুরুতা, প্রচুর শ্বেত-লালা-মেহ, শোণিত এবং উপত্বক সংসৃষ্ট ও কৃষ্টবর্ণ দানাময়-নালীছাঁচ, শোণিত কণিকা, মুক্ত উপত্বক কোষ এবং দানাময় বসা-কোষ—প্রভৃতি লক্ষণের একত্র সংযোগ ঘটিলে ক্বচিৎ ভ্রান্তির সম্ভাবনা। উপরিউক্ত কাষ্টস্ বা ছাঁচের বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা রোগের বিশেষ শ্রেণী বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, কিন্তু রোগের চিকিৎসায় তাহার কোন মূল্য দেখা যায় না।

চিকিৎসকের স্মরণীয় যে, নানাবিধ কারণে মৃদু শ্বেত-লালা-মেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহাতে ছাঁচের অভাব থাকে, এবং ইহা প্রকৃত বৃক্কক-প্রদাহের ফল নহে।

ভাবীফল।—রোগের পরিণাম যে, গভীর আশঙ্কাজনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। তথাপি অবিলম্বে সুচিকিৎসা হইলে বহুতর রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অনেকই প্রাথমিক বা কারণীভূত রোগের প্রকৃতি সাপেক্ষ। অধিকাংশ আরক্ত জর সংসৃষ্ট বিস্তারশীল বা ডিফিউজড প্রকারের বৃক্কক-প্রদাহের রোগীরই মৃত্যু ঘটে, অথবা রোগ পুরাতনে যাইয়া অবশেষে সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করে। শৈত্যাদির সংস্পর্শ ঘটিত রোগই শুভ-ভাবীফলের উৎকৃষ্ট আশাস্থল। তরুণ বৃক্কক-প্রদাহের স্থায়িত্বকাল

banglabooks.in

কতিপয় দিবস হইতে পাঁচ অথবা ছয় সপ্তাহ পরিগণিত। যে রোগের কতিপয় দিবস মাত্র স্থায়িত্ব তাহা মৃত্যুতে শেষ হয়। পাঁচ অথবা ছয় সপ্তাহ স্থায়ী রোগের মধ্যেই শুভ ফলের আশা করা যায়, যেহেতু রোগ আরোগ্য হইতে প্রায় ঐ পরিমাণ সময়ের আবশ্যক। শেষোক্ত প্রকারের রোগে লালা-মেহ ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাচও কমিয়া অবশেষে উভয়েই অন্তর্দ্ধান করে, অপিচ প্রাত্যহিক বর্দ্ধনশীল, অধিকতর পাতলা মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রোগের যতই অধিকতর কাল স্থায়িত্বের বৃদ্ধি, তদনুপাতেই আরোগ্যাশার হ্রাস। মূত্রনাশই (Suppression) সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অশুভ লক্ষণ, ইহার অব্যবহিত পরেই মূত্রাম্ল-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়ার স্থান। ফুস্‌ফুস্ শোথ হঠাৎ মৃত্যুর অসাধারণ কারণ নহে। স্মরণ রাখা উচিত যে, এরূপ মৃত্যু অন্যান্য কারণেও সংঘটিত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব—একনাইট—শৈত্য-সংস্পর্শ ঘটিত, অপিচ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎকের মতে অন্যান্য কারণোৎপন্ন, বিশেষতঃ আরক্ত জ্বরের পরিণাম রোগে, সম্ভবতঃ স্বল্পতর স্থানে, ইহার আবশ্যক। একনাইটের প্রবল জ্বরাদি লক্ষণ থাকিলে ইহার প্রযোজ্যতার বৃদ্ধি হয়।

বেলাডনা—ইহা সহজ ও তরুণ এবং প্রবল বৃক্কক প্রদাহের ঔষধ। আস্য ও চক্ষুর লোহিতাভাসহ ইহার বিশেষ ও প্রচণ্ড প্রলাপ ইহাকে প্রদর্শন করে। কেরটিডের দপদপানি হয়, কঠিন ও স্থূল নাড়ীর উল্লম্ফন ঘটে। বৃক্ককের তীরবেধবৎ বেদনা মূত্র-স্থালীতে বিস্তৃত। ইহার বৃক্কক প্রদাহ সহ উদর-শূল এবং আমাশয়ের আক্ষেপ ও শরীরের উচ্চ তাপ থাকে, এবং কমলালেবু-পীত, অথবা কখন কখন উজ্জ্বল লোহিত মূত্রে লালবর্ণ অথবা ঘন ও ঈষৎ শুভ্র তলানি পড়ে। উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থির রোগীর রোগের সাময়িক বৃদ্ধি হয়।

ভিরেট্রাম ভি—তরুণ এবং অতি প্রবল বৃক্কক প্রদাহে অতীব আতত ও অনমনীয় নাড়ী এবং দ্রুত বর্দ্ধিষ্ণু জ্বর থাকিলে ইহা উপকার করিতে পারে।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস কর—ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "ইহা তরুণ বৃক্কক প্রদাহের প্রথমাবস্থার ঔষধ—অত্যল্প ও শ্বেত লালাযুক্ত মূত্রসহ প্রচণ্ড মূত্রস্থালী লক্ষণ, অত্যন্ত অন্ত্র-শূল ও কুন্থনযুক্ত উদরাময় এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে; রোগীর মুখে ও পদে জলস্ফীতি।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "মার্কুরিয়াল ঔষধ মধ্যে তরুণ বৃক্কক প্রদাহে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু শেষাবস্থায় উপযোগী। উপদংশ সংসৃষ্টতা ইহার অন্যতর প্রদর্শক। ইহা বৃহৎ শুভ্র বৃক্ককের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; লক্ষণ—এলবুমেনযুক্ত, অত্যল্প, লোহিত মূত্র; মোমবৎ ফেকাসে শুভ্র শরীর; ইহার সহিত কটি বেদনা, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং অত্যন্ত মূত্র-কৃচ্ছ্র থাকে।" ডাঃ ম্যাকক্লিণ্ড বলিয়াছেন, "তরুণ নালীসংসৃষ্ট বৃক্কক-প্রদাহের ইহা অতি প্রধান ঔষধ, ইহা অনেক স্থলে রোগারোগ্য করিয়াছে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার লক্ষণস্বরূপ বৃক্ককের, বিশেষতঃ কুণ্ডলীভূত নালী বা গ্লমরুলাহর রক্তাধিক্য ও প্রদাহ দেখা গিয়াছে। পুরাতন বিষাক্ততায় বৃক্ককের যে সকল অপায় দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে অধিকাংশই বৃক্ককের সান্তর বিধান সংসৃষ্ট প্রদাহ ঘটিত অপায় সহ সাদৃশ্য প্রকাশ করে—আকারের বৃদ্ধি, উপত্বকধ্বংস, এবং আটা নির্য্যাসের স্ফরণ।" ফুসফুসে জল-স্ফীতি থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। ডাঃ লাড্‌লামের মতে গর্ভাবস্থার শ্বেত-লালাযুক্ত বৃক্কক প্রদাহের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ বেয়ার পূয়সঞ্চারশীল বৃক্ককপ্রদাহে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এপিস—ডাঃ কাউপার থোয়েটের মতে আদর্শ তরুণ বৃক্কক প্রদাহে ইহা দ্বারা অনেক সময়েই কার্য্য পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন অতীব গুরুতর স্থলে ইহা উপযোগী নহে। তিনি বলেন, "ইহার বিষক্রিয়োদ্ভূত লক্ষণ বৃক্কক প্রদাহের লক্ষণের প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রকাশ করে। জল-স্ফীতি বা ইডিমা ইহার বিশেষ প্রদর্শক স্থানীয়, এবং তাহার সহিত ত্বকে মোমের ন্যায় শাদাটে স্বচ্ছ ভাব, তৃষ্ণার অভাব, অত্যল্প মূত্র-ত্যাগের সহিত শ্বেতলালা এবং ছাঁচের বর্ত্তমানতা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে

banglabooks.in

বৃক্কক প্রদাহের এতদপেক্ষা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন প্রতিরূপ আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, কথঞ্চিৎ তরুণত্বের সংস্রব না থাকিলে পুরাতনে ইহা কার্য্যকারী নহে। কিডনিতে মৃদু বেদনা, অত্যল্প মূত্র এবং পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ থাকিলে যে কোন স্থলে ইহা উপকারী। রোগী নিদ্রালু, উদাসীন এবং শারীরিক পিষ্টবৎ বেদনাযুক্ত। এপিসে শ্বাস-রোধের অনুভূতি হওয়ায় রোগী বুঝিতে পারে না কি করিয়া সে পুনঃ শ্বাস গ্রহণ করিবে।'

ক্যান্থারিস—ইহা মূত্র-কৃচ্ছ্র বা বেদনাযুক্ত মূত্র-ত্যাগে, অথবা তাহার অভাবেও অত্যল্প, কৃষ্ণবর্ণ মূত্রে নালী ছাচ (Casts) ও শোণিত থাকিলে, এবং মূত্রাম্ল বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া জন্মিলে প্রদর্শিত হয়। নালী-ছাচ থাকিলে সর্ব্বস্থলেই, বিশেষতঃ দাহনের রোগীতে ইহা উপকারী। ডাঃ গুডনো বলেন, "ইহার লক্ষণে এবং বিষাক্ততায় বিস্তারশীল বৃক্কক প্রদাহের সকলগুলি মৌলিক বিষয়ই প্রকাশ পায়।" ডাঃ ডিউয়ি বলেন, "ক্যান্থারিসের বৃক্কক প্রদাহের লক্ষণে কটিদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। স্পেন দেশীয় মক্ষিকা দ্বারা ফোস্কা তোলায় তাহার বিষাক্ততা জন্মিলে ক্যাম্ফর তাহার প্রতিষেধক।"

টেরিবিন্থ—ডাঃ হিউজ বলেন, "শৈত্য সংস্পর্শ ঘটিত বৃক্কক প্রদাহেই ইহা অধিকতর উপকারী।" ডাঃ বেয়ার বলিয়াছেন, ইহা রোগের প্রথম, সান্তর বিধানিক, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় শ্বেতসারবৎ (Amyloid) অবস্থাতেও উপকারী, কিন্তু তৃতীয়, সংহৃতির (Cirrhosis) অবস্থাতে নহে। ইহার প্রথম কার্য্যে মূত্র পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার হয়, পরিমাণে বাড়ে, জলশোথ কমে এবং ম্যালপিঘিয়ান কৈশিক নাড়ীরক্তাধিক্য হইতে মুক্ত হওয়ায় মূত্রের জলীয়াংশের নির্ব্বাধ নিষ্ক্রমণ হয় এবং ইহার ফল স্বরূপ নালী হইতে ছিবড়া দূর হওয়ায় তাহারা উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদন করে।" ডাঃ হিউজ বিবেচনা করেন বৃক্ককের শোণিত-সঞ্চলনের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া, এবং

banglabooks.in

অত্যল্প, রক্তময় এবং শ্বেতলালাযুক্ত মূত্র ইহার প্রদর্শক। যুরিমিয়াতে ইহার বিশেষ কার্য্য হয় না।" কথিত যে, সংক্রামক রোগের গৌণ রোগে ইহা উপকারী। বৃক্কক-প্রদাহের প্রথমাবস্থায় ইহা অতি বিশ্বস্ত ঔষধ। রক্তাধিক্য বশতঃ পৃষ্ঠে ও কটিদেশে মৃদুভাবের বেদনা থাকে এবং তাহা মূত্র নালী বাহিয়া যায়—ইহার প্রধান বিশেষতা ধূমবর্ণ মূত্র।

রাসটকস্—প্রাথমিক প্রবল রক্তাধিক্যের পর যে সকল স্থলে জল-শোথ হয় না তাহাতে ডাঃ গুড্‌নোর মতে ইহা উপকারী—"উপত্বক আবৃত দেশ এবং যোজকোপাদানোপরি ইহার অমোঘ শক্তির পরিচয়ে রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার হয়। শৈত্য এবং সিক্ততা সংস্পর্শ ঘটিত স্বয়ম্ভূত রোগে, বিশেষতঃ বৃষ্টির ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়া রোগ হইলে যে সকল রোগ পৃষ্ঠের বেদনা এবং শারীরিক ক্ষতভাব অথবা কনকনানি হইয়া আরম্ভ হয় তাহাতে, অপিচ আরক্ত জ্বরের পরিণাম স্বরূপ কোন কোন রোগে; এইরূপ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলেও ইহা উপকারী।

ফস্‌ফরাস্—ইহার বিষাক্ততায় বৃক্কক-প্রদাহের উৎকৃষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ অনেক সময়েই মূত্র উপত্বক, বসা অথবা মোমবৎ পদার্থের ছাঁচ বা কাষ্ট্‌স্ ধারণ করিলে, বিশেষতঃ, রোগসহ যদি বিশেষতাযুক্ত ও অপকৃষ্টতামূলক হৃৎপিণ্ড পরিবর্ত্তন এবং ফুস্‌ফুসে রক্ত-পূর্ণতা ও জল-স্ফীতি থাকে, তাহাতে ইহা উপকারী। ডাঃ বেয়ারের মতানুসারে রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই, আরক্ত জ্বরের পরিণাম বৃক্কক-প্রদাহে, এবং রোগ অস্থির পূয়সঞ্চারের উপর নির্ভর করিলে, অথবা নিউমনিয়া, ফুস্‌ফুসের সাংঘাতিক প্রতিশ্যায়, অথবা তাহার শোথিতভাব বা ইডিমা সংস্রবীয় রোগে ফস্‌ফরাস্ ফলপ্রদ। ব্রাইট্‌স ডিজিজের ফলস্বরূপ তিমির দৃষ্টিতেও (Amaurosis) ইহা উপকারী। সাধারণ ক্ষয়ের অবস্থা এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও অস্থি-ক্ষত, এবং দক্ষিণ

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড এবং জলবৎ প্রচুর দুর্ব্বলকর উদরাময় এবং গুটিকোৎপত্তি (Tuberculosis), ফুস্‌ফুস্‌-ধমনীর রোগ বর্ত্তমানতা ইহার অন্যতর প্রদর্শক।

ডিজিট্যালিস—ক্রিয়ায় বৃক্কের উত্তেজনা সাধিত হয়। দানাকার (granular) বৃক্ককাপকৃষ্টতায় ইহা হোমিওপ্যাথিক। ইহার বিশেষ প্রকারের নাড়ী-স্পন্দনের সহিত অত্যল্প, কৃষ্ণ, ঘোলাটে মূত্র, আমাশয় স্থানে মূর্চ্ছার ভাব, রসবাতিক বেদনা এবং হৃদ্রোগের লক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

প্লনইন—ইহাতে লালা-মেহ জন্মে এবং কখন কখন তরুণ এবং রক্তস্রাব সংসৃষ্ট বৃক্কক-প্রদাহে ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—ব্রাইটস ডিজিজের সর্ব্বাবস্থা সহই ইহা অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশ করে। রোগের শেষাবস্থায় যখন জল-স্ফীতি আসে, পাণ্ডুর ত্বক মোমের ন্যায় দেখায় এবং জলবৎ উদরাময় ও অত্যন্ত তৃষ্ণা দেখা দেয়, ইহা উপকার করে। ইহার কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভূত ছাঁচ বা কাষ্ট্‌স ধারণ করে এবং তাহাতে প্রচুর শ্বেত-লালা থাকে। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে এবং দ্বিতীয় প্রহর রজনীর পরে শ্বাস-কৃচ্ছ্র হইয়া শ্লেষ্মা উঠিলে নিবৃত্তি পায়। ইহা একনাইটের পরেও প্রদর্শিত হইতে পারে। ডাঃ পোপ তরুণ বৃক্কক-প্রদাহে, আর্সেনিক ৩x উপযোগী দেখিয়াছেন। "শোণিত যেন ফুটিতে থাকে" একটি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ডাঃ বেয়ার, মিলাড্‌ড এবং হেল বৃক্কক্‌রোগে আর্সেনিকের উপকারিতা বিষয়ে সন্দেহ করেন। সে যাহাই হউক, ইহা হোয়াইট্‌ কিড্‌নির পক্ষে হোমিওপ্যাথিক; ফলতঃ এতদপেক্ষা নিকটতর সাদৃশ্য পাওয়া কঠিন। আরক্ত জরান্তিক বৃক্কক-প্রদাহের চিকিৎসায় ডাঃ হিউজ ইহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করেন। য়ুরিমিক বিষাক্ততাবস্থায় উৎকণ্ঠা এবং জীবনী শক্তির দুর্ব্বলতা থাকিলে

banglabooks.in

আর্সেনিক বিশেষ উপকারী। টেরিবিন্থ এবং আর্স উভয়েই জৈবশক্তির দুর্ব্বলতা থাকে, কিন্তু প্রথমে অস্থিরতার অভাব।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স—বৃক্কক-প্রদাহের রক্তহীনতা, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শীর্ণতা এবং দুর্ব্বলতায় ইহা ফলোৎপত্তি করিয়াছে।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম—বৃক্কক-প্রদাহে য়ুরিমিক লক্ষণ দেখা দিলে ডাঃ গুডনো ইহার ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন। তিনি ২× অথবা ৩× ট্রিটুরেশনের ৩ গ্রেণ মাত্রায়, যে পর্য্যন্ত লক্ষণ অন্তর্দ্ধান না করে, দেড় হইতে আড়াই ঘণ্টা পর পর দিয়াছেন। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "য়ুরিমিক আক্ষেপে ইহার প্রভূত ক্ষমতা আছে। অনেক স্থলে ইহার ব্যবহারের কতিপয় ঘণ্টার মধ্যেই ফল হইয়াছে; ইহার মধ্যে কতিপয় আশাহীন পুরাতন অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহও ছিল। অনেক স্থলেই ২ হইতে ৪ ঘণ্টার মধ্যে ফল দেখা দেয়।

কনভ্যালেরিয়া—হৃদ্রোগের সংসর্গ থাকিলে।

কেলি ক্লরিকাম—ইহা প্রচণ্ড বৃক্কক-প্রদাহ উৎপন্ন করে। সর্ব্বাপেক্ষা ইহা ব্রাইট্'স ডিজিজে নিকটতর সাদৃশ্য দেখায়। লক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণ, অত্যল্প ও শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্রে ছাঁচ থাকে।

প্লাম্বাম—দানাময় বা গ্রানুলার অপকৃষ্টতাযুক্ত বৃক্কক। লক্ষণ—আক্ষেপ প্রবণতা, জল-শোথ, পাণ্ডুর মুখ, শীর্ণতা এবং গুল্‌ফ-সন্ধি সান্নিধ্য-শোথ। পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহে যেরূপ আর্স ও মার্কারির সম্বন্ধ, সংহতিতে তদ্রূপ প্লাম্বাম সম্বন্ধ প্রকাশ করে।

কুপ্রাম—সর্ব্বাঙ্গীন য়ুরিমিক আক্ষেপের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অরাম—ক্ষুদ্রবাত, প্রভূত ও বহুকাল স্থায়ী পূয়-নিঃসারণ এবং উপদংশজ ব্রাইটস ডিজিজে ইহা উপকারী।

এপসাইনাম—মূত্রের স্বল্পতাসহ জল-শোথে ইহা সাময়িক উপশম আনে। গর্ভবতীদিগের বৃক্কক-প্রদাহ ঘটিত তামসী নিদ্রা এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বিশ্রাম, স্থৈর্য্য—শারীরিক এবং মানসিক, এবং তাপ রোগীর পক্ষে নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে অবলম্বনীয় এবং রোগারোগ্যের প্রধান সহায় বলিয়া ধর্ত্তব্য। রোগী উষ্ণ গৃহে, উষ্ণ শয্যায় ফ্লানেলোপরি কম্বল জড়াইয়া স্থিরভাবে শয়ান থাকিবে। মসলাদিহীন তরল স্নিগ্ধ পথ্যের ব্যবহার করিবে। দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, কিন্তু ঘোল, ছদ নষ্ট করা জল বা হোয়ে এবং সাগু, বার্লি অথবা যবের মণ্ডাদি দেওয়া যাইতে পারে। রোগের কথঞ্চিৎ মৃদুভাব উপস্থিত হইলে এবং আরোগ্যাবস্থায়, ক্রমশঃ পূর্ব্বকথিত কুমাসি, এরোরুট, ভাত, শাক সবজির যূষ এবং আঙ্গুরযূষাদি সাবধানপূর্ব্বক দিবে। পিঁয়াজ ও রসুনাদি সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। রোগী ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে সহজ পরিষ্কার অথবা পরিশ্রুত জল এবং সোডা ও লিমনেডের জলও সেবন করিতে পারেন। উষ্ণ পানীয় বিশেষ উপকারী। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তজ্জন্য বিসদৃশমতে লবণ মিশ্র অথবা স্বাভাবিক উৎসাদির জলও ব্যবহার করা যায়। ঘর্ম্ম-গ্রন্থি পরিষ্কার রাখার জন্য ত্বক নির্ম্মল রাখিয়া মৃদু দ্বার গ্রন্থির ক্রিয়োত্তেজনা করিবে। তাহাতে রক্তাধিক্য-যুক্ত বৃক্কের ক্রিয়ার বাধা প্রযুক্ত শোণিতে সঞ্চিত বিষাক্ত বস্তু ঘর্ম্মপথে নিষ্ক্রান্ত হইবে। এজন্য উষ্ণ আবরণের (hotpack) ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে উষ্ণ জলসিক্ত কম্বল হইতে জল নিঙ্গড়াইয়া তদ্দ্বারা প্রথমে রোগীর সম্পূর্ণ শরীর জড়াইবে, পরে তদুপরি ঐ ভাবে শুষ্ক কম্বল জড়াইবে। অবশেষে রবার-চাদর (rubber-cloth) এবং তদভাবে যতদূর সম্ভব তৎসদৃশ অন্য কোন স্থূল বস্ত্রাবৃত করিবে। ইহাতে যে ঘর্ম্ম হয় তাহা নির্ব্বাধরূপে প্রায় এক ঘণ্টা চলিতে দিবে। পরে রোগীর শরীর মোক্ষণে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রাবৃত করিবে। শিশুদিগের জন্য উষ্ণ স্নানই উপযোগী। মধ্যবিধ উষ্ণ জলে শিশুকে নিমজ্জিত করিয়া ১৫ অথবা ২০ মিনিট রাখিবে, পরে মৃদুভাবে গাত্রমোক্ষণে শুষ্ক করিয়া কম্বলাবরণে শয়ান

banglabooks.in

করাইবে। স্নানাদি উপরিউক্তকার্য্য এরূপ সাবধানতার সহিত করাইবে যাহাতে বহমান বাতাসের ঝাপ্টা অথবা শৈত্য সংস্রব না হইতে পারে। যদি কোন কারণে উষ্ণ জলাপেক্ষা উষ্ণ বাতাস ব্যবহারের আবশ্যক হয়, তাহাতে স্পিরিট ল্যাম্পে বাতাস উষ্ণ করিয়া ফানেল অথবা নল দ্বারা রোগীর গাত্রাবরণের অধঃদেশে তাহার চালনা করা যায়। "ট্রায়াম্ফ" বলিয়া উষ্ণ বায়ুর চালক যন্ত্র ইহাতে বিশেষ উপযোগী।

একনাইট।—অথবা অন্যান্য উপযোগী ঔষধে ঘর্ম্মাদি আনয়ন করিয়া উপশম না করিলে বিন্দু মাত্রায় জ্যাবরেণ্ডাই অথবা পিল-কার্পিণ ২ ঘণ্টা পর পর ব্যবহার করা যায়। স্যাম্বুকাস নাইগার টিংচারও প্রশংসা পাইয়াছে। ডাঃ হেল ইহার পুষ্প সিক্ত জল উষ্ণ থাকিতে পান করিলে উপকারের বিষয় বলিয়াছেন। সকলই ব্যর্থ হইলে জল-নিঃসারক কোষ্ঠপরিষ্কারের ঔষধ—ইলেটেরিয়ামও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিডনিদেশে ড্রাই কাপিং দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। আরোগ্যাবস্থায় শৈত্য সংস্পর্শ বিশেষ অনিষ্টকারী। অতি বিবেচনার সহিত ক্রমে ক্রমে তরল পথ্যের ব্যবহার করিবে। এই সময়ে উষ্ণ ও তাপের পরিবর্ত্তন হীন স্থানে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন কর্ত্তব্য।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৫৬ (LECTURE CLVI.)

পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্‌।
(CHRONIC BRIGHT'S DISEASE.)

ক্রণিক ব্রাইটস্ ডিজিজ্‌ বলিয়া পরিচিত পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহ-প্রক্রিয়া সর্ব্বস্থলেই অতীব বিস্তারশীল, ইহা যন্ত্রের উপত্বক বা এপিথিলিয়াল, অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বা ইণ্টারষ্টিশিয়াল এবং কুণ্ডলীভূত নালী বা গ্লমিরুলাই উপাদান আক্রমণ করে। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, এক শ্রেণীতে রক্তনাড়ী হইতে নির্য্যাস ক্ষরিত হয় অপরে তদ্রূপ হয় না, কিন্তু কার্য্যতঃ উভয় মধ্যে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না, উভয়ে একই প্রকার অপায় উপস্থিত করে। বৃক্কের আময়িক বিধানের বিকারতত্ত্বানুসারে ক্ষরণশীল-রোগ বৃহৎ শুভ্র বৃক্কক বা লার্জ্‌ হোয়াইট কিড্‌নি, এবং ক্ষরণ-হীনপ্রকারের রোগ সংকুচিত বৃক্কের প্রাথমিক বা আরম্ভক অবস্থা বলিয়া ইহাকে বৃহৎ শুভ্র বৃক্কের গৌণ সংকুচিত বৃক্কক হইতে প্রভেদিত করা যায়।

১। পুরাতন ক্ষরণ-শীল বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক একজুডেটিভ নেফ্রাইটিস্‌।
(CHRONIC EXUDATIVE NEPHRITIS.)

প্রতিনাম।—পুরাতন ব্রাইটের রোগ বা ক্রণিক ব্রাইট'স্ ডিজিজ্‌ (chronic Bright's-disease), পুরাতন সান্তর বিধানিক বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক প্যারেঙ্কাইমেটাস নেফ্রাইটিস (Chronic-Parenchymatous Nephritis), পুরাতন প্রসূ-বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক প্রডাক্টিভ নেফ্রাইটিস্‌ (Chronic-Productive Nephritis), পুরাতন ঘুংরি-কাসির ঝিল্লিবৎ সঝিল্লিক বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক ক্রুপাস নেফ্রাইটিস্‌ (Chronic Croupous)

banglabooks.in

Nephritis), নির্য্যাসযুক্ত, পুরাতন বিস্তারশীল বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক ডিফিউজ নেফ্রাইটিস উইথ এক্সুডেশন (Chronic Diffuse Nephitis with Exudation), পুরাতন নালী সংসৃষ্ট এবং পুরাতন শল্কপাতিক বৃক্ককোষ বা ক্রণিক টুবাল এবং ক্রণিক ডিস্কোয়ামেটিভ নেফ্রাইটিস (Chronic Tubal and Chronic Desquamative Nephritis), পুরাতন নালী-কুণ্ডলী সংসৃষ্ট-বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রণিক গ্লমিরুলো-নেফ্রাইটিস (Chronic Glomerulo-Nephritis), বৃহৎ শুভ্র বৃক্কক বা লার্জ হোয়াইট কিড্নি (Large White Kidney), গৌণ অথবা বসাময় এবং সংকুচিত বৃক্কক বা সেকেণ্ডারি অর ফ্যাটি এণ্ড কন্ট্র্যাক্টেড কিড্নি (Secondary or Fatty and Contracted Kidney)।

পরিভাষা।—বৃক্ককের এক প্রকার পুরাতন বিস্তৃত প্রদাহ, যাহা তাহার উপত্বক, নালী-কুণ্ডলী, এবং অন্তর্ব্ব্যাপ্ত উপাদান আক্রমণ করে, এবং রক্ত-নাড়ী হইতে নির্য্যাসের ক্ষরণ ঘটায়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—"এই শ্রেণীর রোগও নানা প্রকার বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ডাঃ উলকের বৃহৎ শুভ্র বা লার্জ হোয়াইট বৃক্ককই অতীব সাধারণ। ইহাতে বৃক্কক বর্দ্ধিত, তাহার থোলোস পাতলা, এবং উপরিদেশ শোণিত পূর্ণ নক্ষত্রবৎ শিরা কর্ত্তৃক সজ্জিত হয়, কর্ত্তিত হইলে বহিরংশ বা করটেক্স স্ফীত ও পীত-শুভ্র দেখায়, এবং অনেক সময়ে চাকলায় চাকলায় অস্বচ্ছ দেশ উপস্থিত হয়। স্তম্ভাদি গভীররূপে রক্তাধিক্যযুক্ত থাকিতে পারে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র পরীক্ষায় উপত্বক দানাকার বা গ্র্যানুলার এবং বসাময় দেখায় এবং বহিরংশের প্রণালী স্ফীত দৃষ্ট হয় ও ছাঁচ বা কাষ্টস্ ধারণ করে। উপত্বক কোষে জিউলির আটাবৎ বা হায়ালাইন পরিবর্ত্তনও থাকিতে পারে। নালী-কুণ্ডলী বৃহৎ ও থোলোস ঘনীভূত থাকে, কৈশিক রক্তবহা-নাড়ীতে জিউলির আটাবৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়, এবং গুচ্ছাকারে সজ্জিত প্রণালী ও

banglabooks.in

খোলোসের উপত্বক বিস্তৃত রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। অন্তর্ব্ব্যাপ্ত উপাদান সর্ব্বস্থলেই যৎপরোনাস্তি পরিমাণে না হইলেও বর্দ্ধিত থাকে।

"এই শ্রেণীর রোগের দ্বিতীয় প্রকারে যোজকোপাদান ধীরে ও ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত এবং পরে সংকুচিত হইয়া ক্ষুদ্র শুভ্র বৃক্কক (Small white kidney) অথবা ফেকাসে দানাযুক্ত বৃক্কক (Pale white kidney) বলিয়া অবস্থা জন্মায়। কিন্তু সর্ব্বস্থলেই যে ইহার পূর্ব্বে বৃহৎ শুভ্র বৃক্কক থাকে এ বিষয়ে চিকিৎসকমণ্ডলীতে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কোন কোন গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন ইহা প্রাথমিক ও স্বাধীন প্রকারের রোগ হইতে পারে। খোলোস ঘনীভূত এবং উপরিভাগ দানাযুক্ত ও কর্কশ থাকে। কর্ত্তনে প্রতিরোধকতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, বহিরংশ বা করটেক্স কমিয়া যায় এবং তাহাতে বসাময় উপত্বকপূর্ণ কুণ্ডলীভূতপ্রণালীনিচয় বহুতর অস্বচ্ছ শুভ্র অথবা ঈষৎ শুভ্র-পীত কেন্দ্রস্থল উপস্থিত করে। সংকুচিত বৃক্কের সুস্পষ্ট বসাপকৃষ্টতাযুক্ত স্থানের সহিত এবম্বিধ সংমিলনের ফলে এই প্রকার রোগের ক্ষুদ্র দানাযুক্ত বা স্মল গ্র্যানুলার ও বসাময় বৃক্কক নামের কারণ। অন্তর্ব্ব্যাপ্ত উপাদানের স্পষ্টতর পরিবর্ত্তন হয়, অনেক কুণ্ডলিত প্রণালী বা গ্লমিরুলাইর ধ্বংস হইয়া যায়, কুণ্ডলীভূত প্রণালীতে বহু বিস্তৃত অপকৃষ্ট উপত্বক দেখা যায়,এবং ধমনীনিচয় অত্যন্ত ঘনীভূত হয়।

"এইরূপ নালীসংস্পৃষ্ট পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহ সংশ্রবীয় এক প্রকার পুরাতন রক্তস্রাবী বৃক্কক-প্রদাহ দেখা যায়; ইহাতে, যন্ত্র প্রবর্দ্ধিত হয়, তাহার বর্ণ ঈষৎ পীত-শুভ্র থাকে, এবং করটেক্স বা বহিরংশে, প্রণালী অভ্যন্তরে অথবা তাহার উর্দ্ধে রক্তস্রাবঘটিত অনেক ঈষৎ কপিস-লোহিত-দেশ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্যান্য সম্বন্ধে ইহার পরিবর্ত্তন বৃহৎ শুভ্র বৃক্ককের পরিবর্ত্তন তুল্য।

"অন্যান্য যন্ত্রসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন মধ্যে শোণিত-নাড়ীর ঘনীভূততা এবং বাম হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর।" (ডাঃ অস্‌লার)

banglabooks.in

কারণ-তত্ত্ব।—এই প্রকারের পুরাতন বৃক্কক-প্রদাহ প্রথম যৌবনাবস্থার রোগ; ইহা ক্বচিৎ চল্লিশের পরে দেখা যায়। স্ত্রীলোকাপেক্ষা পুরুষদিগের মধ্যে ইহা কথঞ্চিৎ অধিকতর। শৈত্যসংস্পর্শ, আরক্ত জ্বর, অথবা গর্ভাবস্থা প্রভৃতি যে কোন কারণোৎপন্ন তরুণ বিস্তারশীল বৃক্কক-প্রদাহের পরিণাম, অথবা বৃক্ককের পুরাতন রক্তাধিক্য, এবং পুরাতন অপকৃষ্টতাও ইহার কারণ হইতে পারে। অধিকাংশস্থলে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন তরুণ আক্রমণ ব্যতীত, অজ্ঞানিতরূপে এবং নাতিপ্রবলভাবে উপস্থিত হয়। যবমদ্য এবং সুরা-সারের অতিরিক্ত ব্যবহার রোগপ্রবণতা জন্মায়। নিয়মিতরূপে শৈত্য ও সিক্ততার সংস্পর্শ, যেমন সেঁতা, শীতল গৃহে বাস, রোগোৎপন্ন করে বলিয়া অনুমিত। ম্যালেরিয়া ইহার কারণ বলিয়া জর্ম্মণচিকিৎসকগণের বিশ্বাস। বাস্তবপক্ষেও ম্যালেরিয়া পূর্ণ জলাদেশেই রোগ অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। "অসম্ভব নহে যে, অপ্রকাশিত ভাবে যে সকল রোগ জন্মে, কোনরূপ বিষাক্ত অথবা সংক্রামক রোগবাহকের ধীর ও স্থায়ীক্রিয়া, তাহাদিগের কারণ, যদিও অন্যান্য স্থানে ইহা প্রকাশিত থাকে না।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—পুরাতন নির্য্যাস-ক্ষরণশীলবৃক্কক-প্রদাহের প্রায়শঃই কোন প্রভেদ প্রকাশক লক্ষণ হয় না। রোগ তরুণ বৃক্কক-প্রদাহের পরিণাম স্বরূপ জন্মিলে, তাহারই ভোগকালে উপস্থিত লক্ষণাদি, সাধারণতঃ ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ইহাতেও চলিতে থাকে। বিশেষতঃ রক্তহীনতা, জল-শোথ এবং শ্বেত-লালা-মেহসম্বন্ধে নিশ্চিতই এইরূপ ঘটে। যাহাই হউক, অধিকাংশ স্থলে রোগ শনৈঃ শনৈঃ অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয়, এবং ন্যূনাধিক কালব্যাপী অজীর্ণ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অপ্রকাশিতব্য অসুস্থতার পরে মুখের ফুলোভাব এবং পদের স্ফীতির সহিত রক্তহীন, মোমবৎ দৃশ্য ক্রমে পরিস্ফুটিত হয়। সম্ভবতঃ অবশেষে বহিস্থ জল-শোথ সাধারণ হইয়া যায়, এবং মুখ, কর, পদ, জঙ্ঘা, উরু এবং দেহের কাণ্ডভাগে জলশোথ দেখা

banglabooks.in

দেয়। বিশেষতঃ রক্তাম্বু-থলি বা সিরাস স্যাকাদিতে, প্রায়শঃ কঠিন রোগে, অনেক সময়ে জলসঞ্চিত হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। ইহা অণ্ডাদিতে, অথবা মুখে, এবং যেরূপ স্থানে সাধারণতঃ দেখা যায় না, যেমন অণ্ডত্বগাদিতেও সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। কখন কখন, বিশেষতঃ রক্তস্রাবী-প্রকারের রোগে জল-শোথের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে। সাধারণ ত্বক্-শোথ বা এনাসারুকার সহিত ফেকাসে মোমবৎ বর্ণ, পুরাতন ক্ষরণশীল বৃক্কক-প্রদাহের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিচিত এবং অনেক সময়ে এই কতিপয় লক্ষণই রোগের প্রতি মনযোগ আকর্ষণে যথেষ্ট। জল-শোথ মধ্যবিধ পরিমাণে অনেক দিন এক অবস্থায় থাকিতে পারে, এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে বা ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া কতিপয় সপ্তাহ মধ্যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে। সিরাস স্যাক বা রক্তাম্বু-থলির অভ্যন্তরে জল-সঞ্চিত হইলে, অতীব কষ্টপ্রদ আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি হয়, এবং স্বর-যন্ত্রে অথবা ফুসফুসে, অথবা উভয়েই হঠাৎ জল-শোথ জন্মিলে, জীবনের ত্বরিতাবসান ঘটে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ইহার প্রায় নিত্য লক্ষণ। সাধারণ দৌর্ব্বল্য ইহার কারণ হইতে পারে, কিন্তু কঠিনাক্রমণে, ইহাকে বক্ষ-শোথ, ফুসফুস-জল-স্ফীতি বা পাল্‌মনারি ইডিমা, হৃৎক্রিয়াহানি, অথবা ধমনী-সংকোচনে আরোপিত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ নাড়ীর আততাবস্থা বৃদ্ধি প্রাপ্ত থাকে, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। বামহৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি অথবা প্রসারণ, হৃৎপেশীর প্রদাহ, অথবা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড থাকিতে পারে। তরুণ অথবা পুরাতন প্রকৃতির য়ুরিমিক বা মূত্রবিষাক্ততার লক্ষণের উপস্থিতিও অসম্ভবনীয় নহে, কিন্তু ইহারা নির্য্যাস-ক্ষরণহীন রোগেরই অধিকতর বিশেষক, মূত্রবিষাক্ততা ঘটিত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ (Uremic convulsion) অতীব বিরল ঘটনা। পুরাতন য়ুরিমিক লক্ষণ—শিরঃশূল, অনিদ্রা, ক্ষুধামান্দ্য, বিবমিষা ও বমন, উদরাময়, প্রলাপ এবং নিদ্রালুতা প্রভৃতি, রোগের চরমাবস্থার সাধারণ ঘটনা। চিত্রপত্র বা রেটিনার স্নায়বিক প্রদাহ এবং বৃক্কক-

banglabooks.in

প্রদাহ ঘটিত চিত্র-পত্রোষ, ইহাতে নির্য্যাসহীন বুক্কক-প্রদাহের ন্যায় সাধারণ ঘটনা নহে।

মূত্র—মূত্রের পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল। সাধারণতঃ ইহাতে পরিমাণের হ্রাসের সহিত আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সর্ব্বস্থলে নহে। নিয়ম এই যে, আপেক্ষিক গুরুত্বের ধীরে হ্রাস হইয়া সাধারণতঃ ১০০১ এবং ১০১২র মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল থাকে। মূত্র অনেক সময়েই ঘোলাটে, ঈষৎ লোহিত-পীত, এবং কখন কখন ধূমল বর্ণ ও অতিশয় শ্বেত-লালাযুক্ত থাকে, এবং অনেক সময়েই, কিন্তু সর্ব্বদা নহে, স্তূপাকার ধূমল বর্ণের তলানি নিক্ষিপ্ত করে; এই তলানিতে বহুবিধ গঠন ও আয়তনের অনেক নালী-ছাঁচ দেখা যায়; তাহারা জিউলির আটাবৎ বা হায়ালাইন, উভয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, উপত্বক সংস্পৃষ্ট, দানাময় এবং বসাময়। প্রচুর পরিমাণে লসীকাকোষ, লোহিত শোণিত-কণিকা অধিকাংশ সময়েই দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদিগের সহিত বুক্কক ও বুক্কক-থলি বা পেল্‌ভিস হইতে উপত্বকও যোগদান করে। পরীক্ষিত মূত্রের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ হইতে তিন চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত শ্বেত-লালার পরিমাণ পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে। রোগের তরুণ বৃদ্ধির সময়ে উভয় শ্বেত-লালা এবং নালী-ছাঁচ বৃদ্ধি পায়, অন্য সময়ে, যখন অপায় নিষ্ক্রীয় থাকে, তাহাদিগের হ্রাস, এমন কি অল্পকালের জন্য অভাবও হইতে পারে। সাধারণতঃ মূত্রের নিয়মিত উপাদানের, পরিমাণের হ্রাস হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে য়ুরিয়াই (মূত্রাম্ল-যবক্ষারজান-লবণ) অতীব গুরুতর। মূত্রের স্থূল উপাদানের, বিশেষতঃ য়ুরিয়া বা "মূত্রাম্ল-যবক্ষারজান লবণের" পরিমাণের হ্রাসের উপরেই আপেক্ষিক গুরুত্বের স্বল্পতা নির্ভর করে।

রোগের গতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। কোন কোন স্থলে রোগ অবিশ্রান্তভাবে চলে, এবং রোগী পুরাতন মূত্রাম্লবিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া অথবা জল-শোথ হইয়া এক হইতে দুই বৎসরের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করে।

banglabooks.in

কতিপয় রোগী, কেবল ত্বকের পাণ্ডুরতা এবং মূত্রে শ্বেত-লালা ব্যতীত অন্য পক্ষে সুস্থ বোধ করিয়া বৎসরের পর বৎসর-বৎসর বাঁচিয়া যায়। কোন কোন স্থলে রোগাক্রমণ কতিপয় সপ্তাহ অথবা কতিপয় মাসের ব্যবধানে হয়, এবং বিরতিকালে মূত্রে শ্বেত-লালা দৃষ্ট হইলেও রোগী ভাল বোধ করে। অন্যান্য পরিবর্ত্তনও দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণতঃ রোগের স্থায়িত্বকাল এক হইতে তিন বৎসর। ডাঃ টাইসনের চিকিৎসাধীনে একটি রোগী বার বৎসর জীবিত আছেন। তিনি রোগীর বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণকালে তাহা লিখিয়াছেন।

রোগ নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ পুরাতন ব্রাইটস ডিজিজ বা বৃক্কক প্রদাহের নির্ব্বাচন বিলক্ষণ সহজ। রোগীর মোমবৎ পাণ্ডুরতা, সাধারণ জল-স্ফীতি (Edema) এবং মূত্রে প্রভূত পরিমাণ শ্বেত-লালার সহিত নালী-ছাঁচ, দানাময় (Granular) এবং বসাসংসৃষ্ট উপত্বকীয় ছাঁচ বা কাষ্টস্ প্রভৃতি পুরাতন নির্য্যাস ক্ষরণশীল বৃক্কক প্রদাহ নির্ব্বাচনে যথেষ্ট। ইহার সহিত যদি পূর্ব্ববর্ত্তী আরক্ত জ্বর, অথবা শৈত্য-সংস্পর্শ, গর্ভ-সঞ্চার, অথবা বহু দিন ব্যাপী সিক্ততাদির সংস্রবের বিবরণ থাকে তাহাতে রোগ নির্ব্বাচন নিঃসন্দেহ হয়। অনেক সময়ে রোগের প্রকার ভেদ করিয়া উপস্থিত রোগের পরিচয় করা, অথবা পুরাতন ব্রাইটস ডিজিজ বা বৃক্কক প্রদাহ তাহার এমিলইড বা শ্বেত-সারবৎ পরিবর্ত্তন হইতে প্রভেদিত করা অসম্ভব। কোন কোন সময়ে দুই অবস্থা যুগপৎ অবস্থিতি করে—উভয় রোগ একই কারণের ফল হইতে পারে, অথবা বহুদিন স্থায়ী সান্তরবিধানসংসৃষ্ট বা প্যারেঙ্কাইমেটাস বৃক্কক-প্রদাহ হইতে এমিলয়েড রোগ জন্মিতে পারে। অনেক সময়েই সংকোচনের গৌণ অবস্থার নির্ব্বাচনে রোগীকে কিয়ৎকাল ক্রমাগত পরিদর্শনে রাখার আবশ্যক; যেহেতু তাহাতে রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গতি লক্ষিত করা যায়, অন্যথাচরণে তাহা অসম্ভব।

ডাঃ এণ্ডারসের মতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি দ্বারা পুরাতন সান্তরবিধানিক বৃক্কক প্রদাহকে অন্তর্ব্ব্যাপ্ত প্রদাহ হইতে প্রভেদিত করা যায়:—

banglabooks.in

পুরাতন সান্তরবিধানিক বৃক্কক-প্রদাহ।

(১) প্রথম বা মধ্য বয়সে ঘটে।

(২) তরুণ আরক্ত জ্বরের, অথবা সন্তবত তরুণ সুরাসার-বিষাক্ততার পূর্ব্ব বিবরণ থাকে।

(৩) আক্রমণ ক্রমে ক্রমে হয়, অথবা স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশিত।

(৪) জল-শোথ নিত্য লক্ষণ।

(৫) শোণিত-যন্ত্র-পরিবর্ত্তন এবং মস্তিষ্কীয় লক্ষণ আপেক্ষিকরূপে অসাধারণ।

(৬) স্পষ্টতর শ্বেত-লালা-মেহের সহিত নালীছাঁচ।

(৭) মূত্র পরিমাণে অল্পই বৃদ্ধি হয়, অনেক সময়েই কমে; আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে অথবা যৎকিঞ্চিৎ কমে।

(৮) প্রথমাবস্থাতেই রক্তহীনতা জন্মে, এবং বিলক্ষণ স্পষ্টতর থাকে।

(৯) যুরিমিক লক্ষণাদি সাধারণতঃ তীব্র নহে—তিমির দৃষ্টি, বমন, উদরাময়, শিরঃশূল।

(১০) স্বল্পতর কালব্যাপী গতি—দুই হইতে ছয় অথবা সাত বৎসর।

পুরাতন অন্তর্ব্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহ।

(১) শেষ জীবনের রোগ।

(২) ক্ষুদ্র-বাত, পুরাতন সীস-বিষাক্ততা, উপদংশ, অতি ভোজন এবং সুরাপান, স্নায়বিক টানাটানি প্রভৃতির পূর্ব্ববিবরণ; কখন বা পূর্ব্ব বিবরণের অভাব।

(৩) আক্রমণ অতীব ধীর, অপ্রকাশিত এবং অনিশ্চিত।

(৪) জল-শোথ অতি বিরল।

(৫) ধমনীঘনস্থূলতা, হৃৎবিবৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কীয় লক্ষণাদি সাধারণ।

(৬) অকিঞ্চিৎকর শ্বেত লালা-মেহ, এবং অল্পই নালীছাঁচ।

(৭) মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অতিনিম্ন থাকে এবং পরিমাণ অত্যধিক বাড়ে।

(৮) রক্তহীনতা ধীরে ও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, এবং স্বল্পতর স্পষ্ট হয়।

(৯) যুরিমিক লক্ষণাদি সাধারণত তীব্র—তামসী নিদ্রা এবং কন্‌ভাল্‌সন্‌স্, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র।

(১০) অতীব পুরাতন গতিশীলতা—সাত হইতে ত্রিশ বৎসর।

banglabooks.in

ভাবী ফল।—সম্পূর্ণ আরোগ্য বিষয়ে পরিণাম অতীব অশুভজনক। সে যাহাই হউক, যথোপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা বহুতর রোগের স্থায়িত্ব অনেক প্রলম্বিত করা যাইতে পারে, এবং যদি সংকোচনের অবস্থা পর্য্যন্ত রোগ প্রলম্বিত হয়, রোগী তাহাতে অনেক দিবস আপেক্ষিক শান্তি ভোগ করিতে পারে। কিন্তু শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, জল-শোথ পুনরাগত হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অভাব ঘটে, এবং রোগী বলক্ষয়, অথবা কোন উপসর্গ প্রযুক্ত পঞ্চত্ব পায়, অথবা মধ্যগামীরূপে য়ুরিমিয়া উপস্থিত হইয়া শেষ ক্রিয়া সম্পাদন করে। শিশুদিগের মধ্যে আরক্তজ্বরের পরিণাম রোগে সুচিকিৎসা হইলে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ রোগ আরোগ্য হয়, এমন কি, ইহাতে এক অথবা দুই বৎসর থাকার পরেও রোগ আরোগ্য হইয়াছে; কিন্তু দৃশ্যতঃ আরোগ্যপথারূঢ় এবং শুভপরিণতি প্রত্যাশিত স্থলেও রোগের পুনরাবর্ত্তন ও হৃৎপিণ্ডের পতন হইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের ঔষধের বিষয় উল্লেখের প্রয়োজনাভাব। আমরা ইতিপূর্ব্বে কিডনি রোগ ও মূত্র-কৃচ্ছ্র, বিশেষতঃ তরুণ ও পুরাতন নির্য্যাসের ক্ষরণহীন বৃক্কক-প্রদাহ সম্বন্ধে যে সকল ঔষধের বিষয় লিখিয়াছি অবস্থাবিশেষে তাহারাই ইহাতেও প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর শয্যা গ্রহণ ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম, উষ্ণ ও শুষ্ক গৃহে বাস, উপযুক্ত পথ্য এবং স্নানাদি, যাহা তরুণ বৃক্কক প্রদাহের চিকিৎসায় উল্লেখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রোগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এস্থলেও তাহাই প্রযোজ্য। পাঠকের স্মরণীয় যে, মূত্রের অবস্থা অনেকাংশে ভুক্ত বস্তুর অবস্থার উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ শারীরিক মলাংশ এবং শরীর পোষণে প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং অনুপযুক্ত অনেক বস্তু খাদ্যসহ দেহ প্রবেশ করে ও বৃক্কদ্বারা বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় রুগ্ন বৃক্কের বিশ্রামার্থ পথ্যের সুব্যবস্থাই প্রধান স্থান অধিকার করে। চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এ রোগে দুগ্ধই আমরা উৎকৃষ্ট-

banglabooks.in

পথ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। ফলতঃ এতদপেক্ষা মৃদু এবং উত্তেজক উপাদান বিরহিত আহার্য্য আমাদিগের ধারণাতীত। যাহা হউক, আমরা বৃক্কক-রোগের এল্‌বুমিনুরিয়া, মূত্র-কৃচ্ছ্র, মূত্রাম্লতা, মূত্রত্যাগে জ্বালা এবং তাহার ঘনত্ব প্রভৃতি এবং জল-শোথে দুগ্ধ ব্যবহারেই অধিকতর স্থলে ফললাভ করিয়াছি (হোমিও প্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ২২৭—২২৮ পৃষ্ঠায় দুগ্ধের ব্যবহার সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয় যথাযথ ভাবে লিখিত হইয়াছে)। জল-শোথবিহীনদের রোগে লিখিতপ্রণালীর এই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে যে, দুগ্ধ পানের তিন ঘণ্টা পরে, মূত্রের উপযুক্ত তারল্য রক্ষার্থ, রোগী প্রচুর জল পান করিবে। জল-শোথের বর্ত্তমানতায় ভৈষজ্য-বিজ্ঞান লিখিত নিয়ম সর্ব্বতোভাবেই প্রতিপাল্য। বলা বাহুল্য এরূপ পথ্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। তদর্থে চেষ্টার প্রয়োজন হইলে কোন কোন চিকিৎসক দুগ্ধসহ উপযুক্ত পরিমাণ সাল্‌ফেট অব সোডা ব্যতীত অন্যৌষধ নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা অবিমিশ্র সাবান উষ্ণ জলে দ্রব করিয়া ডুযের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। অম্লতাহীন বেদানাদি ফলের রস দেওয়া যায়। পিঁয়াজ, রসুন, গরম মসলাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শীতল জলে অবগাহনস্নান অনুপকারী। ত্বক পরিষ্কারার্থ ৯৫° ফারেণ হাইটের জলে গাত্রমোক্ষণ এবং শুষ্ক বস্ত্রে গাত্র পুঁছিয়া শুষ্ক, ও উষ্ণ বস্ত্রাবৃত করা উচিত। রোগীর পক্ষে উষ্ণ স্থানে বাস সমীচীন।

২। নির্য্যাস-ক্ষরণহীন পুরাতন বৃক্কক প্রদাহ বা ক্রনিক নন-একুজুডেটিভ নেফ্রাইটিস।

(CHRONIC NON-EXUDATIVE NEPHRITIS).

প্রতিনাম।—পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্ককোষ বা ক্রনিক ইণ্টারস্‌টিশিয়াল-নেফ্রাইটিস (Chronic Interstitial Nephritis); পুরাতন

banglabooks.in

ব্রাইটিস ডিজিজ (Chronic Bright's, Disease); প্রাথমিক, অথবা অবিমিশ্র সংকুচিত বৃক্কক বা প্রাইমারী, অথবা জেন্যুইন কণ্ট্র্যাক্টেড কিডনি (Primary, or Genuine contracted kidney); সংহৃত বৃক্কক বা সিরটিক কিডনি (Cirrhotic kidney); লোহিত দানাময় বৃক্কক বা রেড গ্র্যানুলার কিড্‌নি (Red granular kidney); বৃক্কীয় ধমনী-ঘনীভূততা সহ স্থূলতা বা রি-ন্যাল আরটারিয়-স্ক্লিরোসিস (Renal Arterio-sclerosis); পুরাতন ক্ষরণহীন প্রস্থ-বৃক্কক্লোষ বা ক্রনিক প্রডাক্টিভ-নেফ্রাইটিস উইদাউট একজুডেশন (Chronic productive Nephritis without Exudation); পুরাতন বিস্তারশীল বৃক্কক-প্রদাহ বা ক্রনিক ডিফিউজ নেফ্রাইটিস (Chronic diffuse Nephritis); পাদগণ্ডি সংসৃষ্ট বৃক্কক বা গাউটি কিডনি (Gouty kidney).

পরিভাষা।—রোগ পুরাতন ও বিস্তৃত বৃক্কক্লোষ বলিয়া কথিত। ইহার বিশেষতা এই যে, ইহাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত নালী-প্রণালীমধ্য যোজকোপাদান জন্মে, এবং বৃক্কক্স সান্তর বিধানের অপকৃষ্টতা এবং ক্ষয় সংঘটিত হয়, এবং তাহাতে যে অবস্থা সমানীত হয় তাহাকে "চুপশান" অথবা "সংকুচিত" (Contracted) বৃক্কক বলে।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ বৃক্কক অতি ক্ষুদ্রাকার যন্ত্র। দুইটি একত্র তৌল করিলে প্রায় দেড় আউন্সের উর্দ্ধ হয় না। ইহার কোষ, খোলোষ বা ক্যাপ্‌সুল স্থূল ও সংযুক্ত, যন্ত্রের উপরিদেশ অনিয়মিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকাচ্ছাদিত, এবং এই সকল দানাকার গুটিকাই দানাযুক্ত বা গ্র্যানুলার বৃক্কক নামের কারণ। কোষের উন্মোচনে মূল বৃক্ককের কিয়দংশ করিয়া স্থানান্তরিত হয়। অনেক সময়েই উপরিদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসকোষ (Cysts) দৃষ্ট হয়। ইহার বর্ণ সাধারণতঃ ঈষৎ লোহিত, অনেক সময়ে অত্যন্ত ঘোর লোহিত। কর্ত্তনে মূল পদার্থ চিমসা কঠিন, এবং প্রতিরোধক, বহিরংশ বা কর্‌টেক্‌স্ পাতলা এবং

banglabooks.in

সম্ভবতঃ মাপে দুই মিলিমিটারের উর্দ্ধ হইবে না। স্তম্ভ বা পিরামিডগুলির বিশেষ ক্ষয় হয় না। স্থূলতাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীনিচয় উচ্চ ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। বৃক্কক-থলি বা পেল্‌ভিস সন্নিহিত বসার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

"অণুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষায় যোজকোপাদানের স্পষ্টতর বৃদ্ধি এবং উভয় কুণ্ডলীভূত (glomerular) ও নলীকাসংসৃষ্ট (Tubal) স্রাবক যন্ত্রোপকরণাদির অপকৃষ্টতা এবং ক্ষয় দৃষ্টিগোচর হয়—রোগে কুণ্ডলীভূত উপদানের প্রাধান্য থাকে এবং তাহারই বিশেষত্ব প্রদান করে।

নিম্নে গুরুতর পরিবর্ত্তন-বিষয়ক বিবরণ লিখিত হইল :—

(১) "যন্ত্রের আদ্যোপান্ত বিস্তৃত তান্তবোপাদনের বৃদ্ধি থাকে, কিন্তু তাহা করটেক্‌স বা বহিরংশে, বিশেষতঃ স্তম্ভাকার (pyrmadal) গঠন পরম্পরা মধ্য উপাদানে অধিকতর উন্নত। উপরিউক্ত জননপ্রক্রিয়ার আরম্ভক অবস্থায় কুণ্ডলীভূত নালী-অংশচতুঃপার্শ্বে এবং নালী মধ্য প্রদেশে ক্ষুদ্র কোষযুক্ত অন্তর্ব্ব্যাপ্ত ক্ষরণ দৃষ্ট হয়, এবং অবশেষে তাহাই সূত্রীভূত হইলে প্রণালী এবং বোম্যানের ক্যাপ্‌সুল্ বেষ্টন করিতে দেখা যায়, এবং বোম্যানের ক্যাপ্‌সুল বা খোলোস বেষ্টন করিয়া তাহা সমকৈন্দ্রিক স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত দেখা যায়।

(২) কুণ্ডলীত-নালীতে অতীব স্পষ্টতর পরিবর্ত্তন হয়। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় অনেকগুলি কুণ্ডলিত-নালী সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের স্থানে হায়ালাইন বা জিউলির আটাবৎ গঠন ঘনীভূত প্রাচীরবেষ্টিত কোষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কৈশিক নাড়ীর প্রাচীরে আংশিক পরিবর্ত্তন এবং তাহাদিগের ভাঁজ মধ্যে কোষের গুণন, আংশিকরূপে প্রভূত জিউলির আটাবৎ পদার্থাকার অপকৃষ্টতা, এবং কিয়দংশে অন্তর্ব্বাহী-নাড়ীতে পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বশতঃ এই ক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নিয়মিত নালীকুণ্ডলীকোষের (Capsules) কথঞ্চিৎ ঘনীভূত অবস্থা এবং গুচ্ছাবদ্ধ নালীর কোষের (Cells) বৃদ্ধি প্রদর্শিত করে।

banglabooks.in

(৩) "প্রণালীর উপত্বকে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, এবং তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিলক্ষণ ভিন্নতাযুক্ত থাকে। যে স্থানে যোজকোপাদানের উৎপত্তি অনেক উন্নত, তাহারা বিলক্ষণ ক্ষয়িত হইয়া যায়, এবং উপত্বগাদির স্থানে ঘনক্ষেত্র যুক্ত কোষ থাকিতে পারে। অন্যান্য স্থলে উপত্বকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়া যায়। অন্যপক্ষে, যে সকল স্থান উৎক্ষিপ্ত দানা বা গ্রানুল দ্বারা চিহ্নিত, তাহাতে প্রণালী সকল সাধারণতঃ প্রসারিত এবং কোষাদি জিউলির আটাবৎ বা হায়ালাইন পদার্থে, বসায় এবং দানাকারে পরিবর্ত্তিত দেখা যায়। ঐরূপ অনেক স্থানে ঘোরবর্ণ উপত্বক-ছিবড়া এবং নালী-ছাঁচ দৃষ্ট হয়। অন্তর্ব্ব্যাপ্ত উপাদানে এবং প্রণালীতে শোণিত স্রাববশতঃ রঞ্জন-পরিবর্ত্তন থাকিতে পারে। প্রণালী-গণের যৎপরোনাস্তি প্রসারণ হইলে তাহারা সসীম রস-কোষ বা সিষ্টস্ নির্ম্মাণ করিতে পারে।

(৪) "ধমনীতে উন্নত অবস্থার ঘনীভূতাসহ স্থূলতা দেখা যায়। অন্তর স্তর অত্যন্ত স্থূলতা প্রাপ্ত হয়, আগন্তুক উপাদানে এবং মধ্যস্তরে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন স্বরূপ পেশী উপাদানের বিনিময়ে যোজকোপাদানের প্রজনন ঘটিত স্থূলতার বৃদ্ধি সংঘটিত হয়।

"চিকিৎসকগণের অধুনাতন সাধারণ মত এই যে, প্রণালী এবং তাহার কুণ্ডলিত অংশের (Glomeruli) স্রাবকোপাদানে মৌলিক অপায় ঘটে, এবং যোজকোপাদানের অতি প্রজনন তাহার গৌণ প্রক্রিয়া স্বরূপ। ডাঃ গ্রিনফিল্ড বলেন, "অধিকাংশস্থলে কুণ্ডলিত নালা-অংশে প্রাথমিক পরিবর্ত্তন হয়, এবং উভয় কুণ্ডলীভূত প্রণালীর উপত্বকাপকৃষ্টতা এবং প্রণালী মধ্য যোজকোপাদানের বৃদ্ধি তাহারই গৌণ ফল স্বরূপ সংঘটিত"।

"সংকুচিত বৃক্কক সংশ্রবে সাধারণ ধমনী-ঘনীভূততা সহ স্থূলত্ব ও হৃদ্বিবৃদ্ধি থাকে। ধমনী-ঘন-স্থূলতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে তাহার বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে। হৃদ্বিবৃদ্ধি ইহার চিরসঙ্গীও বলা যায়। বাম হৃদ্ধমনী

banglabooks.in

কোটরের বিবৃদ্ধি তাহার সীমান্ত পর্য্যন্ত যাইতে পারে; ফলতঃ হৃৎপিণ্ডের অতি সামান্য বৃদ্ধি ব্যতীতও বৃক্কের সুস্পষ্ট সংকোচন হইতে পারে কি না সন্দেহ। নিঃসন্দেহ যে, ধমন্যপকৃষ্টতার বিস্তৃতির দূরত্বের উপরি বৃদ্ধির বিভিন্নতা নির্ভর করিয়া থাকে, এবং এরূপ রোগও দেখা গিয়াছে যাহাতে হৃৎপিণ্ডের এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে তাহা "বৃষের হৃৎপিণ্ড (Cor bovinum)" বলিয়া নামের উপযুক্ত হইতে পারে। এরূপ স্থলে বিবৃদ্ধি বামধমনীকোটরে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে." (ডাঃ অস্‌লার)।

কারণ-তত্ত্ব।—অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্কক প্রদাহের কারণ বলিয়া কতিপয় নিশ্চিত ঘটনার বিলক্ষণ পরিচয় থাকিলেও অনেক স্থলে কোন প্রকার কারণেরই অবধারণ করা যায় না। ডাঃ অস্‌লার বলেন "অতিশয় বৃদ্ধ বয়সে কতিপয় স্থলে যন্ত্রে ক্রমে ক্রমে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাস্তব গঠনাদি তাহাদিগের পূর্ব্বগামী ঘটনা বলিয়া অনুমিত মাত্র"—জরাগ্রস্ত বৃক্কক। বিংশ বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধে রোগ জন্মে, কিন্তু অধিক সংখ্যক রোগ মধ্য বয়সের ঊর্দ্ধে, এবং স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে দ্বিগুণ হয়। কৌলিকতাও যে ইহার অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। অনেক সময়ে ইহাকে পারিবারিক রোগরূপে চলিতে দেখা যায়, বিশেষতঃ যে সকল পরিবার ধমনীর ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলাপকৃষ্টতা প্রবণ। যে কোন কারণ ধমনীর এই অবস্থা উৎপন্ন করে, তাহাকেই ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ বা পুরাতন ক্ষরণহীন বৃক্কক-প্রদাহের কারণ মধ্যে গণনা করা যায়। ইহার সংস্রবে হৃৎপিণ্ডের বাম ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি অথবা প্রসারণ থাকিতে পারে, এবং হৃৎপেশী-প্রদাহ অথবা হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতাও সম্ভবে। ডাঃ মার্‌চিসনের মতে, খাদ্যে অত্যধিক লোহিত মাংসের ব্যবহার যকৃতের ক্রিয়া বিকার জন্মাইলে তাহাতে মূত্রাম্ল বা য়ুরিক এসিড উৎপন্ন হয়, তাহাই বৃক্কক-রোগ (য়ুরিসিমিয়া-

banglabooks.in

লিথিমিয়া) আনয়ন করে। ক্ষুদ্রবাত, পাদগণ্ডি বা গাউট, অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহের একটি সাধারণ কারণ। এতাদৃশ অধিক সংখ্যক সংকুচিত বৃক্কক্ষরোগের সংস্রবে ইহা উপস্থিত থাকে যে, ইহা পাদ গণ্ডি সংসৃষ্ট বা "গাউটি বৃক্কক" বলিয়া সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ প্রতিনামে পরিচিত। ডাঃ টাইসন বিবেচনা করেন যে, "এরূপ কোন গাউট বা পাদ-গণ্ডি যোগ সম্ভবতঃ নাই, কিঞ্চিদধিকতর কাল স্থায়ী হইলে, যাহার সহিত অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহের সংশ্রব ঘটে না। শোণিতে য়ুরিক এসিডের বর্ত্তমানতা সম্ভবতঃ ইহার উত্তেজক কারণ।" ডাঃ ষ্টামেলের মতে কঠিন সন্ধিবাতের পরিণামে কখন কখন সংকুচিত বৃক্কের উৎপত্তি হয়। দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বৈষয়িক দুর্ভাবনা, ক্লান্তি, অধুনাতন সামাজিক কর্ত্তব্যাদির পালনে বাধ্যতা,—সর্ব্বদার জন্য স্নায়বিক আততভাব,—যে রোগের কারণ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, অপিচ বিলাসিতা সহ মসলাদার মাংসাদির ভোজন ও মদ্যাদির পান তাহার বৃদ্ধির কারণ। ডাঃ পারড্রির মতে সিক্ত-শীতল বায়ু রোগপ্রবণতা আনয়ন করে। বৃক্ককের পুরাতন রক্তাধিক্য, বৃক্ককের শোথ বা হাইড্রনেফ্রসিস এবং ক্রনিক্ক পাইলাইটিস বা বৃক্কক-থলি প্রদাহের পরিণাম ফল স্বরূপও ইহা জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—রোগের বিশেষতা এই যে, ইহার আক্রমণ অজ্ঞানিত রূপে আরম্ভ হয় এবং লক্ষণাদি অস্পষ্ট থাকে। ইহা নিশ্চিতই যে, রোগের আরম্ভে কোনই প্রভেদক লক্ষণ থাকে না, এবং রোগের ক্রম বৃদ্ধি কালেও কোন স্পষ্টতর লক্ষণের প্রকাশ না হইতে পারে। য়ুরিমিয়া বা মূত্র-বিষাক্ততার স্পষ্টতা পর্য্যন্ত এইরূপ থাকে, তখন ইহার সাংঘাতিকতা প্রথম প্রকাশিত হয়। অনেক অময়ে অনেক কাল ধরিয়া বৃক্কে প্রজননশীল পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, কিন্তু জীবনের শেষাবস্থায়, যখন অপকৃষ্টতা অতি বৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কেবল তখনই স্পষ্টতর লক্ষণ জন্মে। কখন কখন কোন প্রকার মধ্যগামী রোগ, যেমন

banglabooks.in

নিউমনিয়া অথবা পেরিকার্ডাইটিস, অপকৃষ্টতার বৃদ্ধি করিলে লক্ষণের স্পষ্টতা দেখা দেয়। ঘটনা ক্রমে কোন সূক্ষ্ম দর্শীচিকিৎসক কোন অস্পষ্ট লক্ষণ ধরিয়া মূত্রের পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ রোগীর শোচনীয় অবস্থার প্রকাশ হইয়া পড়ে। কখন কখন বাম হৃদ্ধমনী কোটরের বৃদ্ধি ঘটিত বিশেষতাযুক্ত আতত এবং লম্ফমান-নাড়ী, অথবা রজনীতে, গুলফ্ অথবা পদের সামান্য শোথ, অথবা অসম্ভাবিতরূপে আটিয়া ধরা বিনামা মূত্রের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত করিতে পারে। সে যাহাই হউক, অধিকাংশ স্থলেই মূত্র-বিষাক্ততার আক্রমণ হয়, তাহার সহিত শিরঃশূল, অজ্ঞানতা, অথবা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, শ্বাস-কৃচ্ছ্র, বিবমিষা, এবং নাড়ীর আততাবস্থা থাকে। রোগী ইহা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কিন্তু তাহার উপলব্ধি জন্মে যে সে স্বাস্থ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং অজীর্ণ, শিরঃশূল এবং দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য দেখা দেয়। ন্যূনাধিক কালান্তে পুনঃ য়ুরিমিয়া বা মূত্রাম্লবিষাক্ততা উপস্থিত হয়, এবং এবারেও যদি রোগী রক্ষা পায়, তাহার স্বাস্থ্যের অধিকতর ভগ্নদশা ঘটে ও তাহাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া যায়। এই প্রকার অবস্থা ক্রমবৃদ্ধির সহিত রোগের শেষ পর্য্যন্ত চলে। অন্যান্য স্থলে আক্ষেপিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র দ্বারা বৃক্কক-সংকোচনের প্রথম প্রকাশ হয়। অপিচ কোন কোন স্থলে অর্দ্ধাঙ্গ, রোগের প্রথম প্রকাশ করে। কখন কখন রোগী বলক্ষয় এবং শীর্ণতা প্রযুক্ত মৃত্যুগ্রাসে পড়ে, কোন বিশেষক লক্ষণ কখনই দেখা দেয় না।

মূত্র-পরিবর্ত্তন—মূত্র কতিপয় প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, এবং তাহাদিগের ন্যূনাধিক বিশেষত্ব দ্বারা সহজে রোগের পরিচয় পাওয়া যায়। সদা স্রুত মূত্রে অম্লপ্রতিক্রিয়া হয়, মূত্র পরিমাণ প্রচুর, অনেক সময়ে তাহা নিয়মিত অপেক্ষাও অধিকতর, রোগের শেষাবস্থায় ব্যতীত কখনই তাহা স্বল্পতর থাকে না। পরিমাণ ৯০ আউন্স পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। সাধারণতঃ রোগীকে রজনীতে এক অথবা দুইবার মূত্র ত্যাগ করিতে

banglabooks.in

উঠিতে হয়। মূত্র পরিমাণের অনুপাতে তৃষ্ণাও থাকিতে পারে। মূত্রের বর্ণ পাতলা এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব,—১০০৫ হইতে ১০১৫,—এবং তাহতে সামান্য অথবা মধ্যবিধ পরিমাণের স্তরসন্নিবিষ্ট তলানিও থাকিতে পারে। সাধারণত মূত্র শ্বেত-লালা বা এল্‌বুমিনযুক্ত, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প, এবং অস্থায়ীরূপে অনুপস্থিত থাকিতে পারে, অথবা আহারের পূর্ব্বে অভাব থাকিলে তাহার পরে দেখা দিতে পারে। বৃক্কক-প্রদাহের তরুণ বৃদ্ধির সময়, অথবা রোগের শেষাবস্থায় যখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হানি আরম্ভ হয়, তখন প্রচুর পরিমাণ শ্বেতলালা ও ছাঁচ থাকিতে পারে। যে সকল ছাঁচ দেখা দেয় তাহারা প্রায়শই জিউলির আটাবৎ অথবা দানাকার। সকল প্রকার ব্রাইট্‌স্ ডিজিজের ন্যায় ইহাতেও য়ুরিয়া বা মূত্র-লবণ কমিয়া যায়, এবং সামন্য তলানি থাকে বা থাকে না। রোগের শেষাভিমুখে মূত্রাম্ল-বিষাক্ততার বা য়ুরিমিক আক্রমণ ঘটে, মূত্র-পরিমাণ কমিয়া যায়, শ্বেতলালার বৃদ্ধি হয় এবং ছাঁচ-সংখ্যায় অনেক এবং বিবিধ প্রকার দৃষ্ট হয়। বিরল স্থলে শোণিত-মণ্ডল (Disc) দৃষ্ট হয় এবং কখন কখন রক্তমেহ দেখা যায়।

মস্তিষ্ক-লক্ষণ—অধিকাংশ স্থলেই মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এবং তাহার বিবিধ কারণ থাকে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ য়ুরিমিক বা মূত্র-লবণ বিষাক্ততা দেখা যায়। অনেক সময় অতিশয় তীব্র শিরঃশূল, সাধারণতঃ ললাটিক শিরঃশূল সাধারণ লক্ষণ। শরীরের বিবিধস্থানে স্নায়ু-শূল, এবং নিদ্রাহীনতা অনেক সময় ঘটে। পেশী-আনর্ত্তন এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ অতীব গুরুতর লক্ষণ। নিদ্রালুতা, অচৈতন্য এবং তামসী নিদ্রা, অথবা প্রলাপ, মৃদু অথবা ভয়াবহ, মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়ার প্রকাশক। রক্ত-নাড়ীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদ বা এথারোমা বশতঃ মস্তিষ্কে শোণিতস্রাব এবং পরে অর্দ্ধাঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ বৃক্কক-রোগের প্রথম প্রকাশক হইতে পারে।

banglabooks.in

মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া—উপরে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল তাহারা মূত্র-বিষাক্ততা হইতে জন্মে। ইহারা ব্যতীতও অন্যান্য এবং বহুতর ন্যূনাধিক বিশেষক লক্ষণ অন্যান্য প্রকার রোগাপেক্ষা এই প্রকারে অনেক সময়েই উপস্থিত হয়। অধিকাংশ ক্ষরণহীন বৃক্কক-প্রদাহ কোন না কোন আকারে প্রকাশিত পুরাতন মূত্র-বিষাক্ততায় পরিণত হয়, এবং ইহা নিতান্ত অসাধারণ নহে যে, এইরূপ অবস্থাই রোগের বিশেষত্ব প্রথম প্রকাশিত করে।

শোণিত-সঞ্চলন-যন্ত্রমণ্ডল—কপাটিক রোগ-বিরহিত বাম ধমনী-হৃৎকোটরের বিবৃদ্ধির সহিত ইহার এতই অভিন্ন ঘনিষ্ঠতা যে, কেবল ইহারই বর্ত্তমানতা রোগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিতে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। নিঃসন্দেহ যে বহু দিন স্থায়ী প্রত্যেক পুরাতন রোগেই ইহা উপস্থিত থাকে এবং রোগের প্রথম প্রকাশেই ইহার প্রকাশ হয়। বাম ধমনী হৃৎকোটরের প্রাকৃতিক চিহ্নাদি, যাহা আমরা স্থানান্তরে বর্ণিত করিয়াছি, ন্যূনাধিক তাহাও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে, তন্মধ্যে বৃহদ্ধমনীর দ্বিতীয় শব্দের তীব্রতা (Accentuation) স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রসারণ এবং স্পন্দৌর্ব্বল্য না থাকিলে সাধারণ হৃদ্রোগ-লক্ষণের অভাব হয়, কিন্তু তাহা থাকিলে নাড়ীর আততাবস্থার হ্রাস এবং শিরা-রক্তাধিক্যের চিহ্নাদি উপস্থিত থাকে। তাহাতে অবস্থাদি পুরাতন হৃদপায়বৎ প্রতীয়মান হয় এবং তাহার সহিত হৃৎশ্বাস-কৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প এবং কপাটিক ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের অন্যান্য সাধারণ প্রাকৃতিক চিহ্নাদি প্রকাশ পায়; কিন্তু কপাটিক রোগের অভাবেও মর্ম্মর থাকিতে পারে। এরূপাবস্থার অভাবে নাড়ী কঠিন এবং প্রতিরোধক থাকিয়া উচ্চ আততভাব এবং ধমন্যন্তর প্রদাহ প্রযুক্ত ঘনত্ব প্রকাশ করে, ইহা ব্যতীতও মণিবন্ধ-নাড়ীতে ইহা বক্রতা আনয়ন করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস—হৃদ্রোগ সংসৃষ্ট অথবা মূত্র-বিষাক্ততার বা য়ুরিমিক শ্বাস-কৃচ্ছ্র সাধারণ ঘটনা। অনেক সময়ে এই লক্ষণই প্রথমে

banglabooks.in

উপস্থিত হয়। ইহা আক্ষেপিক আক্রমণরূপে উপস্থিত হয়, পরিশ্রম অথবা নত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়, এবং সাধারণতঃ রজনীতে অধিকতর কষ্ট দেয়। রোগের শেষাবস্থায় "চিন ষ্টোকস" বা "ন্যূনাধিক কাল রুদ্ধ থাকিয়া মধ্যে মধ্যে" শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে পারে, ইহা বিশেষ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ। যে কোন সময়ে, বিশেষতঃ মূত্র-বিষাক্ততার আক্রমণাবস্থায় স্বর-যন্ত্রকপাটিক এবং ফুস্‌ফুসীয় জল-শোথ জন্মিতে পারে। বারি-বক্ষ এবং ফুস্‌ফুসের বায়ু-স্ফীতি মৃত্যুর পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে পারে।

আমাশয়ান্ত্রাদি—আমাশয়িক প্রতিশ্যায়, অথবা মূত্র-বিষাক্ততা হইতে প্রধানতঃ বিবমিষা এবং বমন। ক্ষুধামান্দ্য এবং অজীর্ণ ইহার সাধারণ সহযোগী নহে, উদরাময় অসাধারণ নহে, রোগের শেষাবস্থায় ইহা যোগদান করে এবং সহজে বিতাড়িত করা যায় না।

বিশিষ্টেন্দ্রিয়াদি—শ্বেতলালা সংসৃষ্ট দৃষ্টিমালিন্য ইহার বিশেষক লক্ষণ। অনেক সময়েই ইহা প্রথমে দেখা দেয়, এবং এই জন্যই অনেক সময়ে রোগনির্ব্বাচন নেত্র-বীক্ষণ-যন্ত্রবিদের আয়ত্তাধীন। রোগের ইহা বদ্ধিতাবস্থার লক্ষণ। এ লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী ক্বচিৎ দুই বৎসরের উর্দ্ধকাল জীবিত থাকে। অপিচ এই সকল রোগী ধমনী-ঘন-স্থূলত্ব হইতে মস্তিষ্কীয় রক্ত-স্রাব প্রবণ থাকে। ঘটনাক্রমে কোন কোন রোগীর হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অন্ধত্ব ঘটে,—তিমির দৃষ্টি বা এমরসিস,—সর্ব্ব-স্থলেই ইহা একটি গুরুতর লক্ষণ। শ্রবণবিকারও হয়, যেমন শিরোঘূর্ণনের সহিত কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি এবং ন্যূনাধিক বধিরতা।

ত্বক—এ প্রকার বৃক্কক-প্রদাহে ক্বচিৎ জলস্ফীতি জন্মে, তথাপি রোগের অতি শেষাবস্থায় প্রসারিত এবং পতনোন্মুখ হৃৎপিণ্ডের ফল-স্বরূপ গুল্‌ফ-সন্ধি এবং অঙ্গাদির জলস্ফীতি বা ইডিমা সংঘটিত হয়। সাধারণতঃ ত্বক শুষ্ক, এবং ঘর্ম্ম অসাধারণ। কোন কোন স্থলে মূত্রাম্ল-লবণ বা য়ুরিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে ত্বগুপরি তুষারবৎ সূক্ষ্ম শুভ্রস্তর ন্যস্ত দৃষ্ট হয়।

banglabooks.in

পাণ্ডুরতা তাদৃশ স্পষ্ট হয় না। অনেক সময় নীলিমা দেখা দেয়। কখন কখন পার্পুরা বা শীতাদ উপস্থিত হয়।

সাধারণ লক্ষণাদি—ইহাতে কথঞ্চিত রক্তহীনতা থাকিলেও তাহা নির্য্যাসের ক্ষরণশীল রোগসদৃশ স্পষ্টতর নহে। পুষ্টির হানি জন্মে, দৌর্ব্বল্য ও শীর্ণতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া রোগের শেষাবস্থায় তাহারা চরম সীমায় যায়। "পায়ের ডিম" সংশ্রবীয় পেশী-খল্লী, বিশেষতঃ রজনীতে, পুনঃ পুনঃ হয়। ডাঃ ডুলাফয়ের মতে কীট-বিচরণবৎ অনুভূতি, অসাড়তা, এবং এক বা একাধিক অঙ্গুলীর পাণ্ডুরতা (কথিত "ডেড্-ফিঙ্গার") প্রভৃতি কখন কখন ব্রাইটস্ ডিজিজের প্রাথমিক লক্ষণরূপে উপস্থিত হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—কোন কারণে মূত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে যদি তাহার পরীক্ষা হয়, সে স্থলে অতি সহজেই রোগের নির্ব্বাচন হইয়া যায়। অন্যথা রোগের অনেক বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ার পর তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাও নিঃসন্দেহ যে কোন কোন স্থলে কখনই রোগ নির্ব্বাচিত হয় না। মূত্র-পরীক্ষায় মনোযোগ আকর্ষণের অবস্থাদি,—অবিশ্রান্ত অলসভাব, পদের সামান্য স্ফীতি, নিদ্রালুতা, পুনঃ পুনঃ শিরঃশূল, নাসিকা-রক্ত-স্রাবের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন, শিরোঘূর্ণন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অজীর্ণ-লক্ষণাদি, অদম্য বিবমিষা, নাড়ীর বর্দ্ধনশীল আততভাব, প্রলাপ, তামসী নিদ্রা এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ।

অণুবীক্ষণ-যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকারে বারম্বার প্রাতঃ, সন্ধ্যায় মূত্র-পরীক্ষা করা উচিত। স্মরণীয় যে, কখন কখন শ্বেত-লালার সম্পূর্ণ অভাব থাকে, অপিচ তাহার সামান্য চিহ্ন অথবা কতিপয় কাষ্টসের বা ছাঁচের বর্ত্তমানতা, পুরাতন ব্রাইট্স্ ডিজিজের নিশ্চিত প্রমাণ নহে। অন্য লক্ষণ ব্যতীতও লিখিত লক্ষণাদি উপস্থিত থাকিলে পুরাতন ব্রাইট্সের রোগ বর্ত্তমানতার সন্তোষজনক কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যথা :—

banglabooks.in

মূত্র-পরিমাণের বৃদ্ধি, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্বের নিম্নতা, সামান্য পরিমাণ, কিন্তু অদম্য লালা-মেহের বর্ত্তমানতা, কোমল জিউলির আটাবৎ, ফেকাসে দানাকার (Granular) ছাঁচ, এবং বাম হৃদ্ধমনী-কোটরের বিবৃদ্ধি।

ভাবী ফল।—রোগ সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য হইলেও যথোপযুক্ত চিকিৎসায় অনেক সময়েই জীবিতকালের আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা যায়। তথাপি ইহা স্মরণীয় যে, মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার মধ্যগামী রোগ জন্মিয়া সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করিতে পারে। হৃৎপ্রসারণ এবং হৃদ্দৌর্ব্বল্য জীবনান্তের সামীপ্য সূচিত করে। স্থলবিশেষে পুরাতন ব্রাইট্‌সের রোগের রোগীর বিশ এমন কি ত্রিশ বৎসরও বাঁচিতে শুনা গিয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বে মৃত্যু নিঃসংশয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—যে সকল ঔষধ তরুণ বৃক্কক-প্রদাহ-চিকিৎসার্থ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ঔষধই পুরাতন ব্রাইট্‌সের রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা :—এপিস, এপসাই, আর্স এল, কুপ্রাম আর্স, কুপ্রাম, ক্যাল্কে আর্স, প্লাম্বাম, মার্কুরিয়াস, ফস্‌ফরাস্, ক্যাম্ফারিন্, টেরিবিন্থ, ডিজিট্, রাস এবং কন্‌ভ্যালেরিয়া। আমরা এই সকল ঔষধের পুনঃবিবরণে বিরত হইলাম, যেহেতু তাহার প্রয়োজনাভাব। ইহারা ব্যতীতও নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় : —

একন—পুরাতন রোগে শৈত্যসংস্পর্শ বশতঃ জ্বরের প্রকাশ হইলে।

ফাইটলেক্কা—বৃক্কের স্রাব-ক্রিয়া এবং তাহার উপত্বকে ইহার অমোঘ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। রজনীতে পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ দ্বারা প্রকাশিত শ্বেত-লালা মেহের আক্রমণের প্রথমেই ইহার প্রয়োগে উপকারের আশা করা যায়।

চিমাফিলা।—ইহাও শ্বেত-লালার প্রথম প্রকাশেই প্রযুক্ত-করা যায়। গণ্ডমালীয় ধাতুতে উপযোগী। লক্ষণাদি—দৌর্ব্বল্যের ক্রম বৃদ্ধি; দিবসে পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের চেষ্টা, রজনীতে তাহা প্রায়

banglabooks.in

অবিশ্রান্ত ভাবে হয়; কখন কখন মূত্রসহ শোণিত নির্গত হইতে পারে; সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

চেলিডনিয়াম এবং এপসাইনাম—উভয় ঔষধই বৃক্ককরোগ ঘটিত জল-শোথে বিশেষ উপকারী। রোগ স্রাব-নালী আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যদি যকৃতের রক্তাধিক্য বশতঃ অংশফলকাস্থিঅধঃকোণে বেদনা ও নিউমনিয়া থাকে, তাহাতে চেলিডনিয়াম। মূত্র-পরিমাণের হ্রাস এবং গভীরস্থার আক্ষেপ নিবন্ধন তামসী নিদ্রা, নিম্নাঙ্গ এবং সাধারণ শরীরে বিলক্ষণ জল-শোথ থাকিলে এপসাই।

এস্কে্পিয়াস—য়ুরিয়া বা মূত্রের যবক্ষারজানযুক্ত উপাদান বহি-নিক্ষেপে ইহা উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী। প্রচণ্ড শিরঃশূল এবং বিবমিষা ও বমন নিবারণেও ইহা বিশেষ উপকার করে। প্রদর্শক—শরীর বিলক্ষণ শিথিল এবং দুর্ব্বল, নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ; মূত্র-পরিমাণ অত্যল্প; তাহার ত্যাগে জ্বালা; বিবমিষার সহিত কখন কখন বমন এবং উদরাময়; অথবা প্রচণ্ড শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, মস্তকে জড়ভাবযুক্ত বিষণ্ণতা, কটিদেশে বেদনা, কর-পদের স্ফীতি। ফুস্ফুস-বেষ্ঠ-ঝিল্লি প্রদাহ উপ-সর্গেরও ইহা উপকার করে।

ডালকামারা—দানাকার (Granular) অপকৃষ্টতায় শোথ-লক্ষণ, শ্বেত-লালামেহ, অপিচ বারিবক্ষ জন্মিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কেলি আয়ডি।—ইহা অনেক সময়েই উপদংশজঘটিত রোগে উপকার করে। বোধ হয় যেন বৃক্ককের অপায়ে ইহার বিশেষ কার্য্যগত সম্বন্ধও আছে; অপিচ ইহা দ্বারা ধমনীর আতত ভাবের প্রশমন হইতে পারে।

ফস্ফরিক এসিড।—পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, জলবৎ-মূত্র-ত্যাগ; তলানি পড়ে; দুগ্ধের ন্যায় মূত্র, এমন কি জমাট বাঁধে; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য এবং শীর্ণতা, মানসিক বলক্ষয়; ধমনীর আতত ভাবের হ্রাস।

banglabooks.in

অরাম মিউরিয়েট—অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহের চিকিৎসায় ইহা বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ডাঃ মিলার্ডের মতে স্নায়বিক লক্ষণ—রোগোন্মত্ততা, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং শিরোঘূর্ণনসহ রোগের সংস্রব থাকিলে ইহা উপকার করে। ডাঃ গুড্‌নো বিবেচনা করেন, "প্রথমে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় ইহা তাহাদিগের অত্যুপকার করে। বহু সংখ্যক পুরাতন অন্তর্ব্যাপ্ত বৃক্কক-প্রদাহ দেখা যায়, যাহারা মূত্রে সাধারণের জ্ঞাতব্য প্রমাণ উপস্থিত করার বহু পূর্ব্ব হইতে লক্ষণোৎপন্ন করিতে থাকে। এই সকল রোগীর অজীর্ণ-লক্ষণ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি হয়, কিন্তু মূত্র-পরীক্ষা দ্বারা নালী-ছাঁচ দৃষ্ট করা ব্যতীত মূত্রের কোন অবস্থাতেই সন্দেহ জনক প্রকৃতি প্রকাশ পায় না। রোগের এই অবস্থাই চিকিৎসায় ফল লাভের অনুকূল এবং ইহাই ক্লোরাইড অব গোল্ড হইতে উপকার পাইবার পক্ষে মূল্যবান সময়।

প্রদর্শক লক্ষণ—"প্রচুর পরিষ্কার মূত্র; কঠিন নাড়ী; সম্ভবতঃ অল্পশ্বাস-কৃচ্ছ্র; অথবা হৃৎকম্প; এবং বিবিধ পরিপাক সংসৃষ্ট এবং স্নায়বিক লক্ষণ। এই সকল রোগী স্নায়ুবিকারগ্রস্ত বা বাতিকাচ্ছন্ন বলিয়া অনুমিত। দ্বিতীয় দশমিকের দশ বিন্দুমাত্রায় প্রতিদিন দুই হইতে চারি বার করিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে এই মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিংশ বিন্দু মাত্রায় উঠিলে ভাল কাজ করে। ট্রিটুরেষণ এবং পেলেট শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োগ হইতে পারে এবং কোন মধ্যগামী ঔষধের প্রয়োগ হইলে যত শীঘ্র সম্ভব ইহার পুনঃ প্রয়োগারম্ভ করিতে হয়।"

প্লাম্বাম।—ইহার ক্রিয়ায় মূত্রে শ্বেত-লালা উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ককের অপকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাঃ ফ্যারিংটনের বহুদর্শিতায় যে সকল পুরাতন ব্রাইটসের ডিজিজ বা রোগে অতি সামান্যই জল-শোথ অথবা শ্বেত-লালা থাকে, কিন্তু য়ুরিমিক বা মূত্রের যবক্ষারজান বিশিষ্ট

banglabooks.in

উপাদান বিষাক্ততা ঘটিত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের স্পষ্টতর প্রবণতা দৃষ্ট হয়, তাহাতে ইহা উপকারী। ডাঃ লিলিয়েন্থাল লিখিত প্রদর্শক :—"দানাকারে অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত বৃক্কক; ক্ষুধারনাশ; ললাটিক শিরঃ-শূলের মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি। শ্বাস-কৃচ্ছ্রের রজনীতে বৃদ্ধি; গুল্‌ফ-সন্ধির জলশোথ; ত্বকের শুষ্কতা, পরিশ্রমান্তেও তদ্রূপ; অন্ত্র-শূল; অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; মেরুদণ্ডাভিমুখে উদরের আকৃষ্টতা। চিত্র-পত্রের স্নায়ুর ক্ষয়বশতঃ অন্ধত্ব (রক্ত-স্রাববশতঃ ফস)। মৃগীর ন্যায় অবস্থা, অবশতা; ত্বকের অসাড়তার সহিত লালামেহ। ফেকাসে শরীরের শীর্ণতা এবং দুর্ব্বলতা।"

এই রোগ অনেক দিন স্থায়ী হয়; এজন্য অনেক ঔষধেরই প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে লক্ষণ দ্বারা চালিত হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—সুনিয়ন্ত্রিত এবং যথোপযোগী পথ্যের সুব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য-নীতি সম্মত অবস্থা ও উপায়াদির অবলম্বন রোগের দ্রুত বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া রোগীকে শান্তি প্রদানে এবং তাহার জীবিত কালের বৃদ্ধি করণে প্রধানতম উপায়। পথ্য সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা-প্রদান সুকঠিন। যেহেতু সকলের পক্ষে উপযোগী কোন পথ্যের ব্যবস্থা অসম্ভব। এ বিষয়ে উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখিত করা যাইতে পারে, যথা :—

শোণিত নির্ম্মল এবং অক্ষুণ্ণ উপাদান পূর্ণরক্ষা করিবার চেষ্টা। শোণিতে য়ুরিয়া ও তদ্বৎ কোন অনিষ্টকর বস্তু থাকিবে না—পথ্য সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর, কিন্তু পরিমাণে অতিরিক্ত হওয়া অনিষ্টকর। মাংসাদি খাদ্য যবক্ষার জান প্রধান, য়ুরিয়ারও প্রধান উপাদান যবক্ষারজান। এজন্য মাংসাদির পরিবর্ত্তে অন্যান্য বসা উপাদান প্রধান বস্তু সুপথ্য। এদেশের পক্ষে, বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের পক্ষে মাংস প্রচলিত ও নিত্য অভ্যস্ত আহার্য্য নহে। গতিকেই এতদ্দেশীয়দিগের জন্য দুগ্ধ এবং নানাপ্রকার উদ্ভিজ্জাত খাদ্যের মধ্যে আমাদিগের পথ্যব্যবস্থা সীমাবদ্ধ। মাংসের মধ্যে সাবধানতার সহিত যকৃৎ, শূকর মাংসাশীদিগের পক্ষে শূকর মাংস, অন্ত্রাংশ,

banglabooks.in

কুক্কুট-মাংস এবং মৎস্য ব্যবস্থেয়। দুগ্ধ আমরা নির্দ্দোষ বিবেচনা করি। কিন্তু ডাঃ কাউপার থোয়েট ইহার অধিক ব্যবহার নিষেধ করেন। যাহা হউক দুগ্ধের সর, নবনী, অণ্ড-লালা, তরকারী এবং ফলাদি ভাল পথ্য। মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিহার্য্য। চা এবং কাফি পরিত্যাগ বা যতদূর সম্ভব হ্রাস করিবে। ডাঃ সণ্ডবিসের পথ্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট, "ক্ষুধা রাখিয়া আহার করিবে। মদ্যাদি উচ্ছলনশীল বস্তু পরিত্যাজ্য; মূত্র-স্রাব নির্ব্বাধ ও সরল রাখিবার জন্য যথেচ্ছা পরিশ্রুত অথবা স্বাভাবিক খনিজ জলের ব্যবহার করিবে; কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে—নিতান্ত আবশ্যক স্থলে তজ্জন্য ফস্‌ফেট অব সোডার ব্যবস্থা করা যায়; ত্বক সুস্থ রাখিতে প্রতিদিন ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও গাত্র মুছাইয়া শুষ্ক ও ঘর্ষিত করিবে; শৈত্য ও শেঁতা গৃহাদি পরিত্যাজ্য; গাত্রের অব্যবহিত উপরিদেশে ফ্লানেলের পরিধান উপকারী। হঠাৎ পরিবর্ত্তনশীল জলবায়ু অপকারী; মধ্যবিধ শীতোষ্ণাদি-বিশিষ্ট জলবায়ু স্থায়ী উপকার করে; শারীরিক ও মানসিক কোন অত্যাচার ও ক্রোধ পরিত্যাজ্য।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৬৩ (LECTURE CLXIII.)

(ভ্রান্তিক্রমে ১৩৩ লেক্‌চার স্থলে ১২৪ ক্রমে চলিয়া আসার পর সংশোধন।)

বৃক্কের শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতা বা এমিলয়েড কিড্‌নি।

(AMYLOID KIDNEY.)

পরিভাষা।—বৃক্কের শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতা বা এমিলইড কিড্‌নি, মোমবৎ বা ওয়াক্‌সি (waxy), বসাবৎ বা লার্‌ডেসাস (Lardaceous) অথবা শ্বেত-লালাবৎ বা এল্‌বুমিনইড (Albuminoid) অপকৃষ্টতা নামেও বিদিত। ইহাতে বৃক্কের আময়িক বিধানে যে বিকার জন্মে, তাহাতে তাহার গঠনোপাদান এক প্রকার শ্বেত-লালাবৎ পদার্থে অন্তর্প্লাবিত হয়। ইহা সাধারণতঃ মনুষ্য দেহের অন্যান্য স্থানের সমপ্রকারের বিকার সংস্রবে যুগপৎ দেখা দেয়, এবং অনেক সময়েই ইহার সহিত পুরাতন নির্য্যাস-ক্ষরণশীল বৃক্ককৌষের সংসৃষ্টতা প্রকাশ পায়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—"শরীর-সংস্থান-তত্ত্বানুসারে" শ্বেত-সারবৎ বা এমিলইড্‌ বৃক্কক একটি বৃহত্তর এবং পাণ্ডুর ও মসৃণ উপরিদেশযুক্ত যন্ত্র; ইহার শিরানাক্ষত্রিক চিহ্ন সুস্পষ্ট। কর্ত্তিত হইলে ইহার বহিরংশ বা কর্‌টেক্‌স্‌ বৃহত্তর দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে বিশেষ প্রকারের উজ্জ্বল অন্তর্ব্যাপ্ত দৃশ্য প্রকাশ পায়, এবং কুণ্ডলীভূত নালী স্পষ্টতর দেখায়। স্তম্ভাকারে সজ্জিত নালী সকল বহিরংশের তুলনায় গভীরতর-লোহিতাভা উপস্থিত করে। ইহার এক খণ্ড পাতলা আয়ডিনের অরিষ্টে সিক্ত করিলে তাহাতে আখ্‌রোট অথবা মেহাগনি-কপিস বর্ণের দাগ দেখা দেয়। ইহার শোণিত-নাড়ীপূর্ণ থলিবৎ বিস্তৃত মূত্র-নালী-গুচ্ছ বা ম্যাল্‌পিঘিয়ান টাফ্‌টস্‌ এবং ঋজু রক্ত-নাড়ীবৃন্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হইতে পারে। বসাপকৃষ্টতাযুক্ত বা লার্‌ডেসাস বৃক্কক সর্ব্বত্রই আকারে বর্দ্ধিত হয়

banglabooks.in

না। তাহারা আকারে নিয়মিত থাকিতে, অথবা ক্ষুদ্রতর, পাণ্ডুর এবং দানাময়ও হইতে পারে। শ্বেত-সারবৎ পরিবর্ত্তন প্রথমে ম্যালপিঘিয়ান টাফট্‌স্ বা গুচ্ছে দেখা দেয়, পরে বহিরন্তর রক্তসঞ্চালক নাড়ী আক্রমণ করে এবং তাহাতেই সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। রোগের শেষাবস্থায় মূত্র-প্রণাল্যাদি আক্রান্ত হয়—প্রধানতঃ ঝিল্লি, ক্বচিৎ, অধিকতর হইলে কোষাদির আক্রমণ হইয়া থাকে। ইহার সংস্রবে সর্ব্বস্থলেই বৃক্ককে বিস্তৃত প্রদাহের লক্ষণ দেখা দেয়। বোম্যান'স ক্যাপ্সুলাদি ঘনীভূত হয়, কুণ্ডলীভূত নালী প্রদাহিত হইতে পারে, এবং নালীর উপত্বক স্ফীত, দানাকার বা গ্র্যানুলার, এবং বসাময় হইয়া থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—বহুদিনব্যাপী পূয-সঞ্চার, বিশেষতঃ তাহা গুটিকোৎপত্তি, উপদংশ, অথবা আঘাতবশতঃ অস্থিক্ষত হইতে হইলে সম্ভবতঃ অনেক সময়ে বৃক্ককে শ্বেত-সারবৎ বা এমিলইড অপকৃষ্টতা জন্মে। গৌণভাবে ইহা অন্যান্য ক্ষয়-রোগ, বিশেষতঃ গুটিকোৎপত্তি (Tuberculosis) এবং অধিকতর বিশেষতা সহ ফুসফুস-গুটিকোৎপত্তি,—পুরাতন ক্ষতোৎপাদক যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস, হইতে সংঘটিত হয়। পুরাতন পূয-বক্ষ (Empyema), আন্ত্রিক ক্ষত, মূত্র-স্থালী-যোনি মধ্য নালীক্ষত, এবং অন্যান্য পূয-সঞ্চারক রোগ পুরাতন হইলে সমপ্রকারের ফলোৎপাদন করে। অনেক সময়েই উপদংশ তৃতীয়াবস্থায় উপস্থিত হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতার কারণ হয়। রোগজীর্ণাবস্থা (cachectic states)—পুরাতন আমরক্ত, অন্ত্রের ক্ষত, এবং পুরাতন লালামেহ প্রভৃতিও রোগের সম্ভব্য কারণ বলিয়া গণ্য। প্লীহা, যকৃৎ এবং অন্ত্রের শ্বেত-সারাপকৃষ্টতার সংস্রবেও ইহা জন্মে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—যাহাতে বৃক্ককের শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতা জন্মে, এরূপ কোন একটি রোগে—যক্ষ্মাকাসি অথবা অস্থিক্ষত—কোন ব্যক্তি আক্রান্ত থাকিলে এই রোগ উপস্থিত হইতে পারে, অপিচ তাহাতে

banglabooks.in

মূত্র-ত্যাগের সংখ্যার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আধিক্য ব্যতীত দৃশ্যতঃ অধিকতর লক্ষণ যোগদান করে না, এরূপও সর্ব্বস্থলে দেখা যায় না। সাধারণতঃ মূত্র প্রভূত পরিমাণ, ফেকাসে, এবং নিম্ন আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট। প্রথমে নালী-ছাঁচ দেখা যায় না, অথবা তাহাদিগের সংখ্যা অতীব স্বল্প এবং জিউলির আটাবৎ অথবা ক্ষীণরূপে দানাকার থাকে। জিউলির আটাবৎ পদার্থের ছাঁচ হইতে শ্বেত-সারবৎ পদার্থের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। পরে ক্রমশঃ মোমবৎ পদার্থের ছাঁচ, বসাময় ছাঁচ এবং বৃক্ককের মূত্র-প্রণালী হইতে মুক্ত বসাময় উপত্বক, অপিচ মুক্ত তৈলবিন্দু মূত্রোপরিভাগে যোগদান করিতে পারে। শ্বেত-লালার পরিমাণ বিলক্ষণ অধিক থাকে, এবং রক্ত-রঞ্জন-গোলকাণু (globulin)ও থাকিতে পারে। জল-শোথ সর্ব্বদা হয় না। রোগী চলাফেরা করিলে পায়ে জল-শোথ দেখা দিতে পারে, কিন্তু রজনীতে রোগী শুইয়া থাকায় তাহা অন্তর্দ্ধান করে। রোগ-জীর্ণ এবং রক্তহীন অবস্থা জন্মে, এবং তাহার সহিত শরীর ও বলের ক্ষয় হয়। এবম্বিধ অবস্থাতে সংস্রবীয় নেফ্রাইটিস বা বৃক্ককৌষের সাধারণ লক্ষণাদি, অথবা মৌলিক পূয়-সঞ্চারশীল অথবা শারীরিক জীর্ণতা উৎপাদক রোগের গৌণ ফল এমিলইড পরিবর্ত্তন যোগদান করে। রোগ প্রায় সর্ব্বস্থলেই যকৃৎ, প্লীহা অথবা অন্ত্রের শ্বেত-সারবৎ পরিবর্ত্তনের সহিত উপস্থিত হয়, এবং এই সকল যন্ত্রের রোগের সাধারণ লক্ষণের সহজে পরিচয় পাওয়া যায়, এবং ইহারা রোগ-নির্ব্বাচনের বিশেষ সাহায্য করে। যকৃৎ এবং প্লীহা সকল স্থলেই বর্দ্ধিত এবং আমাশয় ও অন্ত্রের রক্ত-বহা নাড়ী অনেক সময়েই আক্রান্ত হয়। আমাশয়াক্রমণ ঘটিলে অদম্য বমন, এবং অন্ত্রের আক্রমণে সমান ভাবের উদরাময় সংঘটিত হয়, শেষোক্তই অধিকতর সময়ে ঘটে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—মূত্র-পরীক্ষা করিলে পুরাতন ব্রাইট্‌সডিজিজ বা রোগের নির্ব্বাচন, যেরূপ সহজে হয়, বৃক্ককের শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতার তদ্রূপ হয় না। কোন কোন স্থলে ইহা পুরাতন নির্য্যাস-ক্ষয়ণশীল

banglabooks.in

বৃক্কপ্রদাহসহ সংসৃষ্ট থাকে, এবং স্থলান্তরাদিতে ইহা উপরিউক্ত রোগের সহিত এরূপ ভ্রান্ত একত্ব প্রকাশিত করে যে, ইহাদিগের প্রভেদক নির্ব্বাচন অসম্ভব। ফলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়াদির একত্র সমাবেশ হইলে এই রোগ-নির্ব্বাচন সহজসাধ্য হয়, যথা :—গুটিকোৎপত্তি, পুরাতন অস্থিক্ষত সংসৃষ্ট পূয-সঞ্চার, অথবা উপদংশ, ইহাদিগের সহিত যুগপৎ যকৃৎ এবং প্লীহার বর্দ্ধন, এবং ক্ষয়-লক্ষণ এবং রোগ-জীর্ণতাদির সঙ্গে সঙ্গে ফেকাসে, পরিষ্কার, নিম্নতর আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট এবং সাধারণতঃ অধিক পরিমাণ শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্রের পরিমাণাধিক্য। এমিলইড রোগের পুরাতন নির্য্যাস-ক্ষরণহীন (অন্তর্ব্ব্যাপ্ত = interstitial) বৃক্ককৌষের সহিত ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভব, কিন্তু শেষোক্ত রোগে জল-শোথের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব, যৎসামান্য লালামেহ, এবং অত্যল্প তলানিতে জিউলির আটাবৎ পদার্থ নির্শ্মিত এবং দানাকার ছাঁচের বর্ত্তমানতা, ধমনী-বন-স্থূলত্বের, হৃৎবিবৃদ্ধির, এবং য়ুরিমিক বা মূত্র-বিষাক্ততার আক্রমণের সুস্পষ্ট প্রবণতা প্রভৃতি থাকিয়া উভয় রোগের প্রভেদ নিরূপণ করে।

ভাবীফল।—যে সকল রোগের ইহা গৌণফল তাহাদিগেরই চিকিৎসার ফলাফলের উপরি ইহার ভাবীফল নির্ভর করে। মূল রোগাদি যদি আরোগ্যোপযোগী হয়, এবং রোগীর বয়স যদি অধিক না থাকে শ্বেত-সারাপকৃষ্টতা এতদূর বিদূরিত হইতে পারে যে, কার্য্যতঃ রোগের একরূপ আরোগ্যই বলা যাইতে পারে; কিন্তু রুগ্ন উপাদানাদি তাহাদিগের নিয়মিত অবস্থায় পুনঃ স্থাপিত হইতে পারে কিনা তাহা নিতান্তই সন্দেহ জনক। কারণীভূত রোগ আরোগ্যসাধ্য না হইলে, শ্বেত-সারবৎ অপকৃষ্টতা কেবল মৃত্যু নিকটস্থ করে। রোগের স্থায়িত্বও কারণীভূত রোগের গতির উপরি নির্ভর করে, এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া রোগ কতিপয় মাস, অথবা বৎসর পর্য্যন্তও স্থায়ী হইতে পারে। ইহার সহিত যদি অদম্য বমন এবং উদরাময় যোগদান করে, তাহাতে জীবনের শেষ অতি দূরবর্ত্তী নহে।

banglabooks.in

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার চিকিৎসা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কারণীভূত প্রাথমিক রোগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ফলতঃ তাহাদিগকেই চিকিৎসার আয়ত্তাধীন করণার্থ সবিশেষ চেষ্টান্বিত হওয়া উচিত। গুটিকোৎপত্তি, অস্থি-পূয়সঞ্চার, এবং উপদংশরোগ প্রভৃতি থাকিলে স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত করিয়া ঔষধ-প্রয়োগের প্রদর্শক প্রদান করে। এবম্বিধ প্রদর্শকের অভাব ঘটিলে চিকিৎসা মূলতঃ পুরাতন নির্য্যাসক্ষরণযুক্ত বৃক্কক-প্রদাহের ন্যায় হইবে, ঔষধ—আর্স-আয়, অরাম-মিউ, কেলি-আয়, মার্ক-সল, মার্ক-বিন-আয়, হিপার-সাল্‌ফ, হাইড্রিয়ডিক-এসিড, নাইট্রিক-এসিড, এবং ফস্‌ফরিক-এসিড প্রভৃতি।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৬৪ (LECTURE CLXIV.)

বৃক্কক-থলিপ্রদাহ বা পায়িলাইটিস্‌।

(PYELITIS.)

প্রতিনাম।—ক্রম-আগত বৃক্ককোষ বা কন্‌সিকিউটিভ নেফ্রাইটিস্‌ (Consecutive Nephritis); বৃক্কক বৃক্ককথলিপ্রদাহ বা পায়িল-নেফ্রাইটিস্‌ (Pyelo Nephritis); পুয়সঞ্চারী বৃক্কক-প্রদাহ বা পায়ো নেফ্রাইটিস্‌ (Pyo-Nephrosis)।

পরিভাষা।—বৃক্কক থলি বা পেল্‌ভিসের প্রদাহ এবং তাহা হইতে উপরিলিখিত প্রতিনামাদি দ্বারা প্রকাশিত অবস্থাদি।

আময়িক বিধান-বিকার তত্ত্ব।—"বৃক্কক-স্থালি" প্রদাহের প্রথমাবস্থায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লি সমল বা ঘোলাটে, কথঞ্চিত স্ফীত এবং তাহাতে কালশিরা অথবা ঈষদ্ধূসর, অলীক ঝিল্লি দেখা দিতে পারে। বৃক্কক স্থালীতে আবিল মূত্র থাকে, এবং পরীক্ষা করিলে তাহাতে বহু সংখ্যক উপত্বক-কোষ দৃষ্ট হয়।

"পাথরি জনিত বৃক্কক স্থালী বা পেল্‌ভিস প্রদাহে শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে অল্প মাত্র আবিলতা থাকিতে পারে। ইহাকে কোন কোন গ্রন্থকার প্রাতিস্থায়িক বৃক্কক্কস্থালীপ্রদাহ বলিয়াছেন। সাধারণতঃ ঝিল্লি কর্কশ, বর্ণে ঈষৎ ধূসর এবং ঘনতর। এবম্বিধ অবস্থায় অধিকাংশ সময়েই প্রায় ক্যালিসেস বা বৃক্কক-স্থালীর ঊর্দ্ধ কুণ্ডাকারে বিভক্ত অংশাদি প্রসারিত এবং প্যাপিলি বা স্তম্ভাকার বৃক্ককোপাদানের চূড়া চেপ্টা হইয়া যায়। এই অবস্থার পরে (ক) পুয়সঞ্চার প্রক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া মূল বৃক্ককে যাইলে বৃক্কক-স্থালী-বৃক্কক-প্রদাহ জন্মে; (খ) ক্রমশঃ ক্যালিসেস বা কুণ্ডাদির প্রসারণের সহিত বৃক্ককোপাদানের ক্ষয় হইয়া অবশেষে পায়নেফ্রসিস্‌ বা পুয়সঞ্চারশীল বৃক্কক

banglabooks.in

প্রদাহ উৎপন্ন হইলে সম্পূর্ণ যন্ত্র একটি পূয়পূর্ণ থলিতে পরিবর্ত্তিত হয়; তাহার সহিত পাতলা খোলসের আকারে সামান্য বৃক্ককোপাদান থাকিতে অথবা নাও থাকিতে পারে; (গ) পূয়-সঞ্চার হইয়া বৃক্কক-বিধানের ধ্বংস হইলে, এবং বৃক্কক-স্থলির রন্ধ্রের অবরোধ থাকিয়া যাইলে, পূয়ের তরলভাগ শোষিত হইতে পারে। তাহাতে পূয় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় এবং যন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঈষদ্ধূসর, পুডিং (আটা, Putty)বৎ বস্তুপূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ কতিপয় সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলি থাকিয়া যায়, এবং তাহারা চূর্ণ-লবণে অন্তর্প্লাবিত (calcified) হইতে পারে।

"গুটিকাসংসৃষ্ট (Tuberculous) বৃক্কক-স্থালীপ্রদাহ সাধারণতঃ বৃক্ককের স্তম্ভের চূড়ায় আরম্ভ হয়, এবং প্রথমে সীমাবদ্ধ আয়তনে থাকিতে পারে। অবশেষে ইহা পাথরি (Calculous) সংসৃষ্ট বৃক্কক-স্থালীপ্রদাহের সম অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে পারে। পূয়-সঞ্চারশীল বৃক্ককোষও ইহাদিগের ন্যায় অধিকতর সংখ্যায় হয়, এবং রোগের সর্ব্বশেষাবস্থায় পূয়ের পুডিং (আটা) বৎ বস্তুতে পরিবর্ত্তন এবং চূর্ণ-লবণে অন্তর্প্লাবিন এবং তথা কথিত গণ্ডমালীয় বৃক্কক অধিকতর সাধারণ।

"মূত্র-স্থলী বা মূত্রাশয়ের প্রদাহ বৃক্কক-স্থালী বা পেল্‌ভিসে বিস্তৃত হইলে, তাহা সাধারণতঃ দ্বি-পার্শ্বিক প্রদাহে পরিণত হয় এবং তাহাতে বৃক্কক আক্রান্ত হইয়া কথিত সার্জিকেল বা অস্ত্র-চিকিৎসা সাধ্য বৃক্কক জন্মে—তরুণ পূয়-সঞ্চারশীল বৃক্কক-প্রদাহ। স্তম্ভাকার অংশ নিচয়ের চূড়াদেশে রেখায় রেখায় পূয-সঞ্চারিত হয়, অথবা বহিরংশে (cortex), অনেক সময়ে ঠিক খোলোসের অধঃপ্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়-কোষ জন্মে। অথবা অর্গলাকার পূয়-কোষ থাকিতে পারে। পূয়-কীট মূত্র-নলী-পথে ঊর্দ্ধে গমন করে অথবা যেরূপ ডাঃ ষ্টিফন্ দেখাইয়াছেন, লিম্ফ্যাটীক্‌স্ বা পয়োপ্রণালী দ্বারা ঊর্দ্ধগামী হয়।" (ডাঃ অস্‌লার।)

কারণ-তত্ত্ব।—রোগজপ্রক্রিয়া সাধারণতঃ মূত্র-স্থালী হইতে মূত্র-নালী বা য়ুরেটার-পথে ঊর্দ্ধ বিস্তৃত হইলে বৃক্কক-স্থালী বা পেল্‌ভিসের প্রদাহ

banglabooks.in

জন্মে। অপিচ ইহা য়ুরিথ্রাইটিস বা মূত্র-পথ-প্রদাহ, সিস্‌ষ্টাইটিস বা মূত্র-স্থালী-প্রদাহ অথবা য়ুরিট্রাইটিস বা মূত্র-নালী-প্রদাহের ঊর্দ্ধবিস্তার দ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে, অথবা অন্য প্রকারেও জন্মিতে পারে। অনেক সময় মূত্র আটকা থাকিলে তাহা পচিয়া মূত্র-স্থালীতে প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে, এবং তাহা বৃক্কক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে তাহারও প্রদাহ উপস্থিত হয়।

কোন কোন স্থলে বৃক্কক-স্থালীতে আটকা মূত্র পরিচয়া তাহাতে স্থানিক প্রদাহ উৎপন্ন করে। মূত্র-পথ বা য়ুরিথ্রার সংকোচন (Stricture), অথবা মুদা-রোগ, (Phymos is) এবং মূত্র স্থালী অথবা মূত্র-নালী বা য়ুরিটার অথবা বৃক্কক-স্থালী বা পেল্‌ভিসে অশ্মরী বা মূত্রষ্ঠীলার বর্ত্তমানতা মূত্রের অবরোধ ঘটাইতে পারে। বৃক্কক-স্থালীতে অশ্মরী অথবা অন্যবিধ আগন্তুক বস্তুর বর্ত্তমানতা, তাহার উপাদানের সাক্ষাৎ-উত্তেজনা দ্বারা অনেক সময়ে পায়িলাইটিস্‌ বা বৃক্কক-স্থালীর প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা উত্তেজক মূত্রকর ঔষধের—কোপেবা, টারপেণ্টাইন এবং ক্যাম্থারাইডিস প্রভৃতির—ক্রিয়া-বশতঃও হইতে পারে।

অন্যান্য বৃক্কক-রোগ—গুটিকোৎপত্তি, কর্কট-রোগ এবং তরুণ বৃক্কক-প্রদাহ সংস্রবেও ইহা জন্মিতে পারে। ইহা সংক্রামক রোগের—পূষ-জ্বর (pyemia), তরুণ সূতিকা (puerperal) জ্বর এবং উদ্ভেদিক (exanthematous) জ্বর—গতিকালেও ঘটিতে পারে। পরাঙ্গপুষ্ট জীবাদি, যেমন এচিনকক্কাস (hydatids-জল-কোষ), ডিষ্টোমা, ষ্ট্রঙ্গাইলাস এবং ফাইলেরিয়াও বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ আনিতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—অনেক সময়েই বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ বা পায়িলাই-টিসের লক্ষণের পূর্ব্বে এবং তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার কারণীভূত অবস্থার লক্ষণ প্রকাশমান থাকে। উপমাস্বরূপ,—যদি মূত্র-স্থালীর প্রদাহ রোগ কারণ হয়, এই অবস্থার বিশেষ লক্ষণেরই পূর্ব্বে সংঘটন হইয়া থাকে; রোগ যদি বৃক্ককের অশ্মরী হইতে জন্মে, তাহারই বিশেষ লক্ষণাদি উপস্থিত

banglabooks.in

রোগ-লক্ষণাদির পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে। উত্তেজক কারণের প্রকৃতি অনুসারেও রোগ-লক্ষণাদির পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। মৃদু-প্রকৃতির প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহে বৃক্কক-প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও বেদনা। সাধারণতঃ স্পর্শাসহিষ্ণুতাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী এবং বিশেষতার প্রকাশক। বেদনা বর্ত্তমান থাকিলে, সাধারণতঃ বৃক্কক-প্রদেশে কঠিনতর থাকে, এবং তথা হইতে মূত্র-নালী বা যুরেটার বাহিয়া উদর এবং কুচকির সম্মুখাভিমুখে বিকিরীত। আবদ্ধ অশ্মরী রোগের কারণ হইলে আটকার স্থানই প্রাথমিক বেদনার মূলস্থান। সর্ব্ব সময়েই বেদনা কথঞ্চিত পরিমাণে সবিরাম, কখন কখন সম্পূর্ণই তদ্রূপ, কিন্তু সাধারণতঃ ন্যূনাধিক অবিরাম এবং সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত। অনেক সময়েই রোগারম্ভ, শীত, মৃদুজ্বর, এবং পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগ দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়—ত্যাগকালে মূত্রের দৃশ্য দুগ্ধবৎ, প্রতিক্রিয়া অম্ল অথবা নক্ষারাম্ল, এবং তাহাতে ঈষৎ শুভ্র অথবা ঈষৎ পীত-শুভ্রবর্ণের এবং পূয়ের পরিমাণানুযায়ী অল্প পরিমাণ শ্বেত-লালার প্রচুর তলানি নিক্ষিপ্ত। বৃক্কের অশ্মরী হইতে যে সকল রোগোৎপন্ন হয় তাহাতে সাধারণতঃ বৃক্কশূল উপস্থিত থাকে, এবং মূত্রে কখন কখন প্রচুর পরিমাণে শোণিত এবং পূয় দেখা দেয়। বৃক্কক-বৃক্কক-স্থালী প্রদাহ বা পায়িল-নেফ্রাইটিস্ রোগে লক্ষণাদি পূয়-লক্ষণের বা পায়িমিয়ার প্রকৃতিবিশিষ্ট; জ্বরের স্বভাব প্রলেপক বা হেক্টিক অথবা টাইফয়েড, রোগী বিড় বিড় প্রলাপ কহে, পেশী-কম্পন বা সাবসাল্টাস টেণ্ডিনাম দেখা দেয়, নিদ্রালুভাব, শক্তিহানি এবং শীর্ণতার সহিত কখন কখন কটিদেশে অর্ব্বুদাকার স্ফীতি দৃষ্ট হয়। উভয় বৃক্কক আক্রান্ত হইলে অথবা পুরাতন রোগে, বৃক্কের ক্ষয়, এবং মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিক লক্ষণাদি অসাধারণ নহে। দীর্ঘস্থায়ী পুরাতন রোগে বৃক্কের শ্বেতসারবৎ বা এমিলয়েড পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্কক-প্রদাহ, সিস্টাইটিস বা মূত্রস্থালী-প্রদাহ, এবং য়ুরিথ্রাইটিস বা মূত্র-পথ-প্রদাহ গণনারমধ্যে না আনিয়া

banglabooks.in

রোগ-নির্ণয় অনেক সময়েই অসম্ভব। যদি কোন প্রকার অবরোধক ঘটনাবশতঃ মূত্র বিশ্লিষ্ট হওয়ায় (পচয়) মূত্রে পূয় দেখা দেয় এবং বৃক্কক-প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে এবং বেদনা বৃক্কক-প্রদেশ হইতে য়ুরেটার বা মূত্র-নালী-পথ বাহিয়া নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হয়, তাহাতে অনেক পরিমাণ নিশ্চয়তার সহিত রোগ পায়িলাইটিস বা বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। বৃক্কক-স্থালীপ্রদাহের পূয়যুক্ত মূত্র সর্ব্বস্থলেই অম্ল-প্রতিক্রিয়া, পক্ষান্তরে মূত্র-স্থালীপ্রদাহে তাহা সর্ব্বত্রই ক্ষার-প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট।

ভাবীফল।—প্রাতিস্থায়িক রোগের পরিণাম শুভ। এ প্রকার রোগ এক হইতে দুই সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। যে সকল রোগ সংক্রামক রোগের ভোগাবস্থায় সংঘটিত, সংসৃষ্ট রোগসহই সাধারণতঃ তাহাদিগের শেষ হইয়া যায়। অবরোধ ঘটিত রোগের ভাবীফল উপযুক্ত সময়ে অবরোধ-নিরাকরণের সম্ভাবনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অশ্মরীঘটিত রোগ সাধারণতঃ পুরাতনে যায়। পূয়-সঞ্চারক বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ এবং বৃক্কক-স্থালী-বৃক্কক-প্রদাহের স্থায়িত্ব-কাল অনিশ্চিত। ইহা মাসের পর মাস মাস এমন কি, বৎসর বৎসরও স্থায়ী হইতে পারে, এবং অবশেষে বলক্ষয় অথবা মূত্র বিষাক্ততাই প্রায়শঃ সাংঘাতিক পরিণাম সংঘটন করে। কখন কখন মৃত্যুর পূর্ব্বে বিদারণ ঘটিলে নিক্ষিপ্ত পূয়, সন্নিহিত যন্ত্র অথবা কোটরাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অস্ত্র-চিকিৎসোপযুক্ত বৃক্কক-রোগে উভয় পার্শ্বের বৃক্কক আক্রান্ত হইলে, রোগ সাংঘাতিক; কিন্তু এক বৃক্ককের রোগে কারণের নিরাকরণ করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য-সাধ্য।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—অধিকাংশ বৃক্কক-রোগ পুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে অতীব কঠিনসাধ্য, অসাধ্য অথবা অবশেষে সাংঘাতিক হয়। এজন্য কোন প্রকার বৃক্কক্করোগের আরম্ভমাত্রই, অর্থাৎ তাহার বিস্তৃতি ও পুষ্টিলাভের পূর্ব্বেই, সযত্ন চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ফলতঃ কারণীভূত অবস্থার উপর

banglabooks.in

অধিকতররূপে ইহাদিগের চিকিৎসা নির্ভর করে। এতদর্থে ঔষধ নির্ব্বাচনে লাক্ষণিক প্রদর্শনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়; তাহাতে প্রায়শঃ নিম্নলিখিত ঔষধাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা :—

একন, এপিস, ক্যাম্থারিস, ক্যানাবিস স্যাট, ব্রায়,বেল, চিমাফি, বেঞ্জোইক এসিড, বার্বেরি, হাইড্রাষ্টিস, নাক্স ভম, পালস, রাস টক্স, টেরিবিন্থ, আর্স, চাইনি আর্স, মার্ক কর, মার্ক-প্রোটো-আয়, ধাতুগত—সাল্ফার, সিলিক এবং ক্যাল্কেরিয়া সল্টস ইত্যাদি।

হাতুড়ে মতে অনেকে পাঁচ হইতে দশ গ্রেঃ মাত্রায় দিন তিনবার করিয়া বোরিক এসিডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; স্যাণ্ডাল অইল, বকু এবং কোপেবাও এই পর্য্যায়ের ঔষধ। অন্যান্য বৃক্কক-রোগ সংস্রবে, এই সকল ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে যথেষ্ট কথিত হইয়াছে, পাঠক তাহাতে এবং ভৈষজ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থালোচনায় তদ্বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—বৃক্কক-স্থালী-রোগে রোগীর শয্যাগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বিশ্রাম রোগারোগ্যের বিশেষ সাহায্যকারী। স্থানিক চিকিৎসায় বৃক্কক-প্রদেশে উষ্ণ পোল্টিস, উষ্ণ-জল-পূর্ণ-থলি, অন্যান্য উপায়ে সেক এবং ড্রাই কাপিং প্রভৃতির প্রয়োগ অত্যুপকারী। যতদূর সম্ভব মূত্র উত্তেজনাহীন ও স্নিগ্ধ রাখা কর্ত্তব্য; তদর্থে ক্ষারগুণ খনিজ জল এবং স্নিগ্ধ পানীয় প্রচুর পরিমাণে দেয়। দুগ্ধ এবং মাখনতোলা দুগ্ধ, ইহাতে প্রধান পথ্য মধ্যে গণ্য। স্থূল খাদ্য মাত্রই পরিবর্জ্জনীয়। বোরিক এসিডের দ্রব দ্বারা প্রতিদিন একবার করিয়া মূত্র-স্থালী ধৌত করা উপকারী। পূয়-সঞ্চারক কঠিন বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহে, বৃক্কক-স্থালী-বৃক্কক-প্রদাহে এবং পূয়সঞ্চারশীল বৃক্কক-প্রদাহে অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৬৫ (LECTURE CLXV.)

বৃক্কক-শোথ বা হাইড্রনেফ্রসিস্‌।

(HYDRONEPHROSIS.)

পরিভাষা।—অবরোধ সংঘটনে বৃক্কক-স্থালী বা পেল্‌ভিস্‌ এবং বৃক্কের কেলিক্স বা কুণ্ডে মূত্রের সঞ্চয় বশতঃ তাহাদিগের প্রসারণ এবং ক্ষয়।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ এক বৃক্কমাত্র আক্রান্ত হয়। ইহাতে বৃক্কস্থালী প্রসারিত হওয়ায় তরল পদার্থের চাপে বৃক্কক উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায়; কখন কখন এই ক্ষয়ের পরিমাণ এতাদৃশ অধিক হয় যে, বৃক্কক-পদার্থের সামান্যাংশমাত্র তাহার প্রাচীর সংলগ্ন থাকিয়া রসবেষ্টন করে, এবং তাহা একটি সিষ্ট বা রস-কোষে পরিবর্ত্তিত হয়। কথিত হইয়া থাকে, যে যে স্থলে সবিরাম অথবা অসম্পূর্ণ অবরোধ থাকে সেই সকল স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসারণ সংঘটিত হয়। প্রসারিত বৃক্কস্থালী অবিমিশ্র জলীয় পদার্থ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অধিকতর সময়ে কথঞ্চিত ঘোলাটে রসে পূয়-কোষ, অপিচ মূত্রাম্ল বা য়ুরিক এসিড, মূত্র-লবণ এবং শ্বেত-লালা থাকে। অনেক দিনের রোগে মূত্র-লবণাদি অদৃশ্য হইলে জলীয় পদার্থের বিশেষত্ব অন্তর্হিত হয়। যৎপরোনাস্তি বর্দ্ধিত রোগে জল-কোষ অত্যন্ত বৃহদায়তন হইলে তাহা কতিপয় সের পর্য্যন্ত জলীয় পদার্থ ধারণ করিতে পারে।

কারণ-তত্ত্ব।—প্রায়শঃ স্থলেই কোন প্রকার আজন্ম অথবা স্বোপার্জ্জিত রোগ মূত্র-নালী বা য়ুরেটারের অবরোধ ঘটাইলে হাইড্রনেফ্রসিস জন্মে। ডাঃ রবার্টসের মতে আজন্ম রোগের শতকরা সংখ্যা

banglabooks.in

২০ হইতে ৩৫ পর্য্যন্ত। এবম্বিধ ঘটনা মূত্র-নালীর আজন্ম গঠন-বিকার, অথবা সংকোচন, অথবা মোচড়বশতঃ ঘটে, অথবা এরূপ তীর্য্যক্‌ভাবে এবং কোণাকারে বক্রতাসহ মূত্র নালীর সংযোগ সংঘটিত হয়, যাহা সহজে স্রাব বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ার বাধা প্রদান করে। যে সকল স্বোপার্জ্জিত রোগ মূত্র-নালীর অবরোধ সংঘটন করিতে পারে তাহা ক্ষত-কলঙ্কের সংকোচন, অশ্মরীর উৎপত্তি, মূত্র-নালীতে গুটিকোৎপত্তি, মূত্র-নালীর উপরে অর্ব্বুদাদির, অথবা পশ্চাদ্বক্র অথবা বহিস্থলিত (Prolapsed) জরায়ুর চাপ, অন্ত্রবেষ্টক রস-ঝিল্লি-প্রদাহ ক্ষরিত জমাট লিম্ফ বা লসীকা-রসের ফিতা (Bands of lymph) এবং গতিশীল মূত্রনালীর মোচড়। অবশেষে মূত্র-স্থালী-কর্কট, প্রষ্টেট-বিবৃদ্ধি, এবং মূত্র-পথের (Urethra) সংকোচনও ইহার কারণ হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—প্রায়শঃ স্থলেই কোন প্রকার লক্ষণ থাকে না। রোগের প্রথম পরিচয়স্বরূপ বৃক্কক-দেশে একটি অর্ব্বুদ উপস্থিত হইয়া কুক্ষি এবং মধ্য-রেখাভিমুখে বাড়িয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই রোগ এক পার্শ্বের বৃক্কক-আক্রমণ করে, এবং কোন কোন স্থলে যে পর্য্যন্ত অবশিষ্ট বৃক্ককের মূত্রনালীর অবরোধ ঘটিয়া মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত না হয় সে পর্য্যন্ত অর্ব্বুদের বর্ত্তমানতা অদৃশ্য থাকে। উভয় পার্শ্বের বৃক্কক যুগপৎ আক্রান্ত হইলে মূত্র-বিষাক্ততা শীঘ্রই জন্মে। সাধারণতঃ গুরুত্ব এবং টানিয়া নামানের ন্যায় অনুভূতি হয়, এবং কখন কখন কুচকি দেশে তীব্র তীরবেধবৎ বেদনা উঠিয়া উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখে যায়। অর্ব্বুদের সাক্ষাৎ চাপের ফলস্বরূপ অন্যান্য লক্ষণ, বিশেষতঃ বিবমিষা, বমন এবং কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে।

অর্ব্বুদ কঠিন, কথঞ্চিত স্থিতিস্থাপক এবং গোলত্ববিশিষ্ট। কোন কোন স্থলে রস-প্রত্যুত্থান বা ফ্লাকচুয়েশন অনুভূত হয়। বৃক্কক-অর্ব্বুদের একটি বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহার উপরি কোলনান্ত্র থাকায় বিঘাতনে চক্কা

banglabooks.in

শব্দবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। একরূপ সবিরাম বৃক্কক-শোথ দেখা যায়, তাহা বিলক্ষণ বিশেষতাযুক্ত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মূত্র-স্থালী হইতে প্রভূত পরিমাণ তরল পদার্থ বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কক অর্ব্বুদ অন্তর্দ্ধান করে, এবং তাহার পরেই ক্রমে ক্রমে কোটর পুনঃ পূর্ণ হওয়ায় অর্ব্বুদের পুনরুদয় হয়। এইরূপ কিয়ৎকাল পরপর তরল পদার্থের বহির্নিক্ষেপ বহুদিন থাকিতে পারে। এবম্বিধ ঘটনা মূত্র-নালী বা য়ুরেটারের কপাটবৎ অবরোধকের উপরি সাধারণতঃ আরোপিত। এস্থলে সঞ্চিত তরল পদার্থের চাপে সময়ে সময়ে কপাট উন্মুক্ত হইয়া যায়; অথবা ইহা ভাসমান বৃক্ককের য়ুরেটারের মোচড় ছাড়িয়া গিয়াও হইতে পারে। শীত, জ্বর এবং ঘর্ম্ম, বিবমিষা, বমন এবং দ্রুত নাড়ী পূয়-সঞ্চার প্রকাশিত করে, এবং তাহার ফলস্বরূপ পূয়-বৃক্কক বা পায়োনেফ্রসিস রোগ সংঘটিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে সহজে নিক্ষিপ্ত অথবা এস্পিরেটর যন্ত্রবহিষ্কৃত তরল পদার্থ ঘোলাটে এবং সহজ চক্ষেই পূয়যুক্ত দৃষ্ট হয়।

রোগ-নির্ব্বাচন।—ক্ষুদ্র রস-কোষ বা সিষ্ট থাকিলে তাহার পরিচয় সাধারণতঃই কঠিন। মূত্র-স্থালী হইতে প্রচুর তরল পদার্থের বহির্নিক্ষেপের সহিত যুগপৎ অর্ব্বুদের অন্তর্দ্ধান ইহার প্রধান নির্ব্বাচক। অনেক সময়েই অণ্ডাধার বা ওভারির অর্ব্বুদ বলিয়া এই অবস্থার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু অণ্ডাধারার্ব্বুদ অধিকতর চালনাশীল, ইহা হইতে চক্কাবৎ ধ্বনি উঠে না, কেননা ইহার উপর কোলন অন্ত্র অবস্থিত হয় না, এবং অর্ব্বুদ বৃক্কক প্রদেশে দেখা দেয় না, এবং ইহা সম্পূর্ণ বৃক্কক-দেশও পূর্ণ করে না। সন্দেহ স্থলে এস্পিরেটার যন্ত্র দ্বারা রস-নিষ্কাশিত করিয়া পরীক্ষা করিলে সন্দেহ দূর হইতে পারে; যেহেতু উভয়ের রসের মধ্যে প্রভূত প্রভেদ দৃষ্ট হয়। নানা প্রকার নিরেট বা স্থূল গঠন, এবং যকৃত, পিত্ত-স্থালী, মূত্র-স্থালী, ও প্লীহার অর্ব্বুদ, অপিচ উদরীয় জল হইতেও এস্পিরেশন দ্বারা বৃক্কক জল প্রভেদিত করা যায়।

banglabooks.in

ভাবী ফল।—প্রায়শঃই পরিণাম অশুভ। এক পার্শ্বের বৃক্কক রুগ্ন হইলে সুস্থ বৃক্কক রুগ্ন বৃক্ককের কার্য্যের অনেকাংশ সম্পাদন করায় ভাবীফল অপেক্ষাকৃত শুভজনক। উভয় পার্শ্বের বৃক্ককের আক্রমণ প্রায়শঃই সাংঘাতিক; সাধারণতঃ মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া মৃত্যু আনয়ন করে। জল-কোষে পূয়-সঞ্চার হইলেও সাধারণতঃ মৃত্যুর সংঘটন হয়। অস্ত্র-চিকিৎসা অথবা অন্য কোন উপায়ে অবরোধের কারণ দূর করিতে পারিলে আরোগ্যাশা করা যায়; সহজে জল বহির্নিক্ষিপ্ত হইলে, যদি তাহার পুনঃ সঞ্চয় না হয় তাহা হইলে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতীব বিরল।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কোন গ্রন্থকারই ধারাবাহিক অভ্যন্তরীণ ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা বৃক্কক-জল-রোগের চিকিৎসার বিষয় উল্লেখ করেন নাই। ফলতঃ এরূপ চিকিৎসার কোন উপযোগিতাও দৃষ্ট হয় না। মূত্র-নালীর অবরোধ জনিত রোগের অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। তদতিরিক্ত স্থলে আমরা এণ্টিসোরিক প্রভৃতি ধাতু সংশোধক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সাময়িক উপসর্গের ঔষধ দ্বারাও রোগীর শান্তি বিধান করা উচিত। ফলতঃ প্রায় সর্ব্বস্থলেই পাংচার বা বিদ্ধ করণ, কর্ত্তন, ড্রেনিং, এস্পিরেশন, নেফ্রটমি এবং নালী-ক্ষত-প্রস্তুত প্রভৃতি অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন।

—000—

banglabooks.in

লেক্‌চার্ ১৬৬ (LECTURE CLXVI.)

বৃক্কক-শীলা বা নেফ্‌রলিথিয়াসিস্।

(NEPHROLITHIASIS.)

প্রতিনাম।—বৃক্কীয় পাথরি বা রিন্যাল কাল্কুলাই (Renal calculi); বৃক্কক-স্থালী-অশ্মরিকপ্রদাহ বা পায়িলাইটিস ক্যালকুলোসা (Pyelitis calculosa); বৃক্কক-শূল বা রিন্যাল কলিক (Renal colic); বৃক্ককে মূত্র রেণু-শীলা বা গ্র্যাভেল ষ্টোন ইন্ দি কিডনি (Gravel stone in the kidney)।

পরিভাষা।—মূত্রোপকরণ হইতে নিরেট বা স্থূল বস্তুবিশেষের অধঃক্ষেপ হওয়ায় বৃক্কক অথবা বৃক্কক-স্থালীতে সূক্ষ্ম অথবা স্থূল পিণ্ডের গঠন।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—নেফ্রলিথিয়াসিস বা "বৃক্কক শীলা" বলিলে যে কেবল শীলা নাম পাইবার উপযুক্ত বৃহৎ পিণ্ডই সূচিত করে তাহা নহে; ইহা দ্বারা আমরা ক্ষুদ্রতর পিণ্ড যাহা "গ্র্যাভেলস" বা "অশ্মরি" অথবা, "পাথরি," এবং সূক্ষ্ম গুঁড়িকা যাহা "স্যাণ্ড" বা "বালুকা" অথবা "রেণু" বলিয়া কথিত, তাহাদিগকেও বুঝিয়া থাকি। বৃহত্তর কন্‌ক্রিশন্‌স্ বা পিণ্ড অথবা ক্যাল্কুলাই বা পাথরি কেবল বৃক্কক-স্থালীতে থাকে। স্যাণ্ড বা বালুকা অথবা গ্র্যাভেল্‌স বা রেণু বৃক্ককের নির্ম্মামক পদার্থ এবং স্থালীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রাম্ল বা য়ুরিক এসিড এবং অকজেলেট অব লাইমের কণিকা দ্বারা মূত্রে স্যাণ্ডস বা বালুকা গঠিত হয়। অকজ্যালেট অব লাইম মধ্য বিধ আকারের শীলার গঠন করিতে পারে, কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার

banglabooks.in

বৃক্কক শীলাই আমরা এক মাত্র বস্তুদ্বারা গঠিত হইতে দেখিতে পাই না। কেবল আক্‌জ্যালেট অব লাইম নির্ম্মিত পাথরিই "মালবেরি কাল্‌কুলাই" বা "তুত ফলসদৃশ পাথরি" নামে অভিহিত। ইহারা কখন কখন য়ুরিক এসিড বা মূত্রাম্ল কোষাঙ্কুরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে জন্মে। ইহারই চতুঃপার্শ্বে সমকৈন্দ্রিক স্তর-সন্নিবেশে ফস্‌ফেট লবণের সংস্থিতি হয়, এবং তাহাই বৃহৎ বৃহৎ শীলার অধিকভাগ, ও কোন কোন শীলার সম্পূর্ণাংশই পূর্ণ করে। কেবল ফসফেট লবণের পাথরি বৃক্কক অপেক্ষা মূত্র-স্থালীতেই অধিকতর জন্মে। কোন কোন স্থলে শ্লেষ্মা, ক্ষুদ্র রক্ত-চাপ অথবা অন্য কোন বস্তুর খণ্ড, যাহা অকস্মাৎ মূত্র-পথাদিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তদ্দ্বারা, কৈন্দ্রিক অঙ্কুর নির্ম্মিত হয়। মূত্রাম্ল-শীলাদি সাধারণতঃ মসৃণ গঠনের, অত্যন্ত কঠিন, এবং বর্ণে ঘোর লোহিত অথবা ঈষৎ লোহিত-কপিস। ইহাদিগের ব্যাস ক্বচিৎ এক ইঞ্চির চতুর্থাংশের অধিকতর, এবং অনেক সময়েই তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর। অকজ্যালেট অব লাইম বা চূর্ণের পাথরি অত্যন্ত কঠিন ও অসমান কোণযুক্ত এবং কণ্টকাকার প্রবর্দ্ধনে খচিত এবং সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা আয়তনে প্রায়ই মূত্রাম্ল শীলার তুল্য এবং দেখিতে তুত-ফলের ন্যায়। বৃক্কক হইতে মূত্র-নালী বাহিয়া মূত্র-স্থালী-গর্ভে শীলা যাইতে তাহাদিগের কঠিন ও সূক্ষ্মাগ্র প্রবর্দ্ধনাদি দুর্দ্দমনীয় বেদনা উৎপন্ন করে। ফস্‌ফেট লবণের পাথরির বর্ণ ঈষদ্ধূসর-শুভ্র এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত কোমল, এজন্য তাহারা অনেক সময়েই অঙ্গুলি চাপে সহজেই চূর্ণ হইয়া যায়। যাহাকে ডেণ্ড্রিটিক অথবা প্রবালিক বা কোরাল (Coral) পাথরি বলে, তাহারা বৃক্কক-স্থালী বা পেলভিস এবং তাহাদিগের কেলাইসেস বা কুণ্ডের সম্পূর্ণ আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করে এবং অনিয়মিত শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট আকৃতি প্রাপ্ত হয়। অতীব বিরলতর পাথরি জ্যোস্থাইন (Xanthine), কার্‌বনেট অব লাইম এবং য়ুরোষ্টেলিথ (Urostelith) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

পাথরির সাধারণ গৌণফলে বৃক্কক স্থালীর এবং বৃক্ককের পূয়-সঞ্চারক প্রদাহ জন্মে, কিন্তু সর্ব্বত্রই এরূপ হয় না; কোন কোন স্থলে পাথরি নির্ম্মিত এবং বহু বৎসর ধরিয়া বহির্নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তথাপিও কোন প্রকার গুরুতর অপায় অথবা বিশেষ স্পষ্ট কোনরূপ স্বাস্থ্যহানি উপস্থিত করে না।

কারণ তত্ত্ব।—প্রকৃত পক্ষে বৃক্কক পাথরির কারণ এবং তাহাদিগের গঠন-প্রক্রিয়া চিকিৎসক মণ্ডলীতে নিশ্চিতরূপে বিদিত নহে। অত্যন্ত অম্লাক্ত মূত্রে য়ুরিক এসিড বা মূত্রাম্লের বর্ত্তমানতার ফল স্বরূপ তাহার অধঃক্ষেপ হইয়া মূত্রাম্ল শীলা নির্ম্মিত হয়। ডাঃ রবার্টসের মতে নিম্নলিখিত মূত্রাবস্থাদি মূত্রাম্লের অধোক্ষেপনে সাহায্যকারী:—১। অত্যধিক অম্লাক্ততা; ২। লাবণিক পদার্থের স্বল্পতা; ৩। স্বল্পতর রঞ্জনীভূততা; ৪। মূত্রাম্লের শতকরা অংশের বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র বাত বা পাদগণ্ডি (Gout) সদৃশ শারীরিক অবস্থাদি এবং যকৃতের ক্রিয়াগত বিকারাদি মূত্রাম্ল পাথরি অথবা অকজ্যালেট অব লাইমের পাথরির সংঘটনের সাহায্য করিয়া থাকে।

য়ুরিক এসিড বা মূত্রাম্ল-শীলা অধিকতর স্থলে বয়স্থদিগের রোগ, এবং য়ুরেট গঠিত শীলা বিশেষ করিয়া শিশুদিগের মধ্যে ঘটে। ফস্‌ফেট লবণের পাথরি সাধারণতঃই বৃক্কক স্থালীর প্রদাহ সহ সংসৃষ্ট এবং সম্ভবতঃ ইহা তাহার উত্তেজক কারণ। শ্লেষ্মা, শোণিত ছাঁচ, অথবা অন্য কোন প্রকার বস্তুখণ্ডের মূত্র-পথে উপস্থিতি, পাথরি-পিণ্ড নির্ম্মাণের অঙ্কুর স্বরূপ, অনেকস্থলে প্রাথমিক কারণরূপে কার্য্য করে, এবং সম্ভবতঃ ইহার বর্ত্তমানতা ব্যতীত পাথরি নির্ম্মিত হইতে নাও পারে। কঠিন জল (Hard-water), যাহাতে সাবান গুলিলে ফেনা হয় না এবং যাহাতে চূর্ণ-লবণ থাকে, তাহার পান সহ ইহার স্পষ্টতঃ কোন সম্বন্ধ অনুমান করা যায় না। (অক্‌জ্যালুরিয়া দেখ)। আলস্য পরতন্ত্রতা ইহার প্রবণতার বৃদ্ধি করে বলিয়া অনুমিত, এবং এরূপ ঘটনা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষে অধিকতর দেখা যায়।

banglabooks.in

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বালুকা বা স্যাণ্ড্ এবং পাথরি-রোগ লইয়া কোন কোন রোগী অনেক দিন কর্ত্তন করিতে পারে, তথাপি স্পষ্টতর কোন লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। কোন কোন স্থলে স্তর সন্নিবিষ্টশীলা (Layer Stones) বৃক্কস্থালীতে, অথবা তাহার উপাদানে থাকে, কিন্তু রোগের যথাযথ প্রকৃতি বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক করিতে পারে এরূপ কোন লক্ষণ উৎপন্ন করে না। সাধারণতঃ রোগী বৃক্কক-প্রদেশে বেদনা বোধ করে, তাহার সহিত ন্যূনাধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে। শরীর-চালনায়, বিশেষতঃ অসম শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়, এবং এরূপ কোন কোন শরীরাবস্থান আছে, যাহাতে রোগী ন্যূনাধিক অশান্তি অনুভব করে। অন্যতর মূত্র-নালীর হঠাৎ অবরোধ, অথবা সাধারণতঃই মূত্র-নালীর পথ বাহিয়া শীলার গতিকালে বৃক্কক-শীলার প্রধান লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র অথবা মসৃণ পিণ্ডের গতিতে সামান্যই বেদনা হয় অথবা হয় না, কিন্তু সাধারণতঃই গতিকালে অতীব কঠিন যন্ত্রণাকর মূত্র-শূল অথবা রিন্যাল কলিক বলিয়া বেদনা জন্মে। কোন দৃশ্যতঃ কারণ ব্যতীত হঠাৎ, অথবা হঠাৎ-পেশী-শ্রমের পরেও বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। অতি তীব্র ও অবিরাম বেদনার থাকিয়া থাকিয়া কর্ত্তন অথবা ছিন্নবৎ বৃদ্ধি ঘটে। ইহা নিম্নাভিমুখে বিকীর্ণ হইয়া কুচকি অভ্যন্তর এবং মূত্র-স্থালী সন্নিহিত দেশে, উরুর অভ্যন্তর দেশ বাহিয়া নিম্নাভিমুখে অণ্ড-কোষাভ্যন্তরদেশে যায়, এবং অনেক সময় অণ্ডকোষ তাহাতে প্রত্যাহৃত হয়। কখন কখন বেদনা কটি এবং উদর দেশে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হয়, স্বল্পাধিক কাল থাকে এবং মূত্র-স্থালী অভ্যন্তরে শীলার পতন মাত্র হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করে। অনেক সময়েই বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়, এবং অত্যন্ত কঠিন রোগে ঘর্ম্ম, দ্রুত, ক্ষীণ নাড়ী, উৎকণ্ঠা, মূর্চ্ছার সহিত পতন বা কোল্যাপ্স্ এবং অপিচ, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ দেখা দেয়। কোন কোন স্থলে আক্রান্ত অবস্থায় অল্প শীতানুভূতির সহিত

banglabooks.in

মধ্যবিধ জ্বর থাকে। সাধারণতঃ পুনঃ পুনঃ বেদনাযুক্ত মূত্র-স্রাব হয়, এবং সম্ভবতঃ মূত্র-স্থালী-গলদেশে প্রক্ষিপ্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহা ঘটে। সাধারণতঃ মূত্র অত্যল্প ও শোণিত যুক্ত। মূত্রে পূয় এবং বৃক্কক-স্থালীর উপত্বক থাকিলে বৃক্কক-স্থালীর প্রদাহ প্রকাশিত হয়। বিরলতর স্থলে মূত্র প্রচুর ও স্বচ্ছ। কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণ মূত্রাঘাত ঘটে, এমন কি, বিপরীত পার্শ্বের বৃক্কক সুস্থ থাকিলেও, মূত্র-বিষাক্ততা বা য়ুরিমিয়া সংঘটনে রোগী পঞ্চত্ব পায়, যদিও অধিকতর সময়ে তাহা রুগ্ন থাকিলে এরূপ ঘটে। আক্রমণের পর রোগী ত্বরিত সুস্থ হইতে পারে, কিন্তু অধিকতর সময়েই কতিপয় দিবস বৃক্ককদেশে মৃদু কনকনানি এবং কথঞ্চিত স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকিয়া যায়।

যে সকল স্থলে মূত্র-নালীতে শীলা আটকাইয়া পথের রোধ ঘটায়, তাহাতে প্রথমে মূত্র-শূলবৎ লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রবল বেদনার আক্রমণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া মৃদু কনকনানি অবশিষ্ট থাকে, পরে তাহাও চলিয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে শীলা নির্গত হইয়া আটকার অপনয়ন হইলে প্রভূত পরিমাণ মূত্র-ত্যাগ হয়, বিশেষতঃ যদি পূর্ব্বে পাথরি কর্ত্তৃক অবরোধ বশতঃ অন্য বৃক্ককের ক্ষয় থাকিয়া থাকে। যদি মূত্র-নালীর সম্পূর্ণ অবরোধ করিয়া পাথরি থাকিয়া যায়, তাহাতে বৃক্ককের ক্ষয় জন্মে। এরূপ ঘটনায় এক বৃক্কক সুস্থ থাকিয়া রুগ্ন বৃক্ককের কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইলে কোন লক্ষণের উৎপত্তি না হইতে পারে। উভয় বৃক্ককই রোগ-গ্রস্ত হইলে এক অথবা দুই সপ্তাহ মধ্যে মূত্র বিষাক্ততা বা য়ুরিমিক লক্ষণ জন্মে, এবং রোগীর মৃত্যু ঘটে। হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অবরোধে বারি-বৃক্কক বা হাইড্রনেফ্রসিস্ সংঘটিত হয় না, কিন্তু কেবল অসম্পূর্ণ অবরোধ হেতু বৃক্কক-স্থালীর উপরি ধীর চাপে এরূপ ঘটনা সম্ভবে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—পূর্ব্ব কথিত বৃক্কক-শূল হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করার পরে যে মূত্র স্রুত হয় তাহাতে পাথরি দেখিতে পাইলে রোগ নির্ণয় সহজ

banglabooks.in

এবং নিশ্চিত হইতে পারে। সন্দেহ উপস্থিত হইলে সর্ব্বস্থলেই মূত্র-শূলের পরের মূত্রের যত্নের সহিত পরীক্ষা করা উচিত। মূত্র-শূলের কখন কখন পিত্ত-শূল অথবা উদর-শূল বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহাদিগের লক্ষণ পরম্পরা এত বিশেষতাযুক্ত যে, এরূপ ভ্রান্তি অসম্ভবই বলা যায়। পিত্তশূলের অব্যবহিত পরেই ন্যূনাধার উপস্থিতি. ছেয়ে রঙ্গের বিষ্ঠা ও পিত্ত-বর্ণ মূত্র দেখা দেয় এবং বেদনার কেন্দ্র অনেকটা আমাশয়ের উপরি দেশাভিমুখীন থাকিয়া তথা হইতে ঊর্দ্ধোদর ভেদ করে, এবং সম্ভব হইতে পারে, দক্ষিণ অংশফলকাস্থিতে যায়। উদর বা অন্ত্র-শূলে সর্ব্বপ্রকার পিত্ত এবং মূত্র-লক্ষণের অভাব থাকে; সাধারণতঃ পথ্যের ব্যভিচারে রোগ জন্মে এবং উদরের বেদনার বিশেষতা বর্ত্তমান থাকে। মূত্র-শীলা ব্যতীত অন্যবিধ কারণেও মূত্র-শূল জন্মিতে পারে। রক্তের চাপ অথবা অন্য কোন বস্তুর টুকরা মূত্র-নালীর অস্থায়ী অবরোধ সংঘটিত করিতে পারে; অপিচ কোন প্রকার মাংস-বৃদ্ধির চাপ অথবা ভাসমান বৃক্ককের মূত্র-নালীতে মোচড় খাইলেও এরূপ ঘটনা সম্ভবিত হয়।

ভাবীফল।—ইহার ভাবীফল প্রকাশে বিলক্ষণ সাবধানতার প্রয়োজন, যে হেতু নানাপ্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে; তথাপি আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসা, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বের অশুভজনক রোগকে অনেকটা শুভপরিণতির পর্য্যায়ে আনিয়াছে। মূত্র-শূলের কোন আক্রমণ স্বয়ংই মৃত্যু ঘটাইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার ঘটনা অতীব বিরল। বৃহৎ শীলা, বিশেষতঃ ডেণ্ড্রিটিক বা প্রবালবৎ প্রকারের শীলা অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত আরোগ্য অসম্ভব। ইহাদিগের চিকিৎসা না করিলে ইহারা অবশেষে বৃক্কক-স্থালী-বৃক্ককের পূয়-সঞ্চারক প্রদাহ বা সাপুরেটিভ-পায়িল-নেফ্রাইটিস, পূয়-বৃক্কক বা পায়-নেফ্রসিস, বৃক্কক-শোথ বা হাইড্রনেফ্রসিস অথবা বৃক্কক-বহির্ব্বেষ্ট ঝিল্লি-পূয়-শোথ বা পেরি-নেফ্রাইটিক এবসেস, এবং পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থাদি অনুসারে সাংঘাতিক মূত্র-বিষাক্ততা ঘটাইতে পারে।

banglabooks.in

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—শারীরিক যে সকল অবস্থায় বৃক্কক-পাথরি জন্মে, তাহাদিগের সংশোধনার্থ কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ যে সকল ঔষধের ব্যবহার করিয়া ন্যূনাধিক ফল পাইয়াছেন, তাহাদিগের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

লিথিয়াম কার্ব—এলপ্যাথি মতে বিশেষ কোন প্রদর্শক ব্যতীতই পাদগণ্ডি এবং রস-বাত রোগে পাথরি গলিত করণার্থ ইহা "লিথিয়া ওয়াটার" বলিয়া প্রয়োগ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিমতে ইহার প্রদর্শক স্বরূপ—অত্যল্প, কৃষ্ণবর্ণ ও তীব্র মূত্র, ঈষৎ লোহিত-কপিস অধঃক্ষেপ; ঘোলাটে মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি; প্রচুর মূত্রে মূত্রাম্লের অধঃক্ষেপ। মূত্রাশয় এবং উদরের বেদনা। অঙ্গাদিতে রস-বাত সংসৃষ্ট কাঠিন্য।

লাইক পোডিয়াম—অম্ল-রোগের ও উদরস্ফীতির অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

অন্যান্য লক্ষণ —কটিদেশের বেদনা উদর ও কুচকির রন্ধ্র পথাভ্যন্তরে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং মূত্র-শূলের সাদৃশ্য প্রকাশ করে। কৃষ্ণবর্ণ ও এমনিয়ার ঘ্রাণযুক্ত মূত্রের সহিত ঈষৎ লোহিত বালুকাবৎ তলানি। মূত্রাশয়িক মূত্র-কৃচ্ছ্র।

নাকস ভমিকা—ইহা মূত্র-শীলার অন্যতম কারণ, সমীকরণের ত্রুটির সংশোধন দ্বারা গৌণ উপকার সাধক। চিকিৎসকগণ মধ্যে ইহার প্রদর্শক লক্ষণাদি সর্ব্বজন বিদিত। মূত্র-শূলের আক্রমণ পূর্ব্বাহ্ণে হইলে এবং অজীর্ণ উত্তেজক কারণ থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

সার্সা-পেরিলা—শ্লেষ্মা, পূয, পাথরি এবং রেণুযুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত। ত্যাগান্তেই মূত্র পাণ্ডর থাকে, কিন্তু স্থির রাখিলে ঘোলাটে হয়, এবং বালুকাবৎ অধঃক্ষেপ পড়ে।

সিপিয়া—ঘোলাটে মূত্রে লোহিত বালুকার অধঃক্ষেপ। ঈষৎলোহিত মূত্রের সহিত শুভ্র তলানি, এবং উপরিভাগে সর, দুর্গন্ধ মূত্রে শুভ্র অধঃক্ষেপ।

banglabooks.in

টেবেকাম—আমাশয়ের লগ্ন ও মৃত্যুকল্প বিষমিষা এবং বমনের চেষ্টার সহিৎ শীতল ঘর্ম্ম; দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বের মূত্র-নালী দেশে প্রচণ্ড উদর-শূল।

য়ুভা আর্সাই—মূত্র-স্থালী এবং মূত্র-পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহা প্রাদাহিক উত্তেজনা উপস্থিত করায় স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে, এবং রক্ত ও পূয় সংযুক্ত মূত্র-ত্যাগ হয়। পাথরির অবস্থান বশতঃ এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

অসিনাম কেনাম—ঘোলাটে মূত্রে শুভ্র ও শ্বেত-লালার তলানি। বৃক্ককে আক্ষেপিক বেদনা, বৃক্কক-শূলে বমন, লোহিত মূত্রে ইষ্টক চূর্ণবৎ তলানি, অথবা অধিক পরিমাণে রক্তময় মূত্র-স্রাব, অথবা ঘন, পূয়যুক্ত মূত্র।

অক্জ্যালিক এসিড—অম্লাক্ত মূত্রে স্ফাটিকীভূত মূত্রাম্ল এবং অক্জ্যালেট অব লাইমের অধঃক্ষেপ। মূত্রের ত্যাগকালে জ্বালার অনুভূতি, তাহাতে দুগ্ধবৎ শুভ্র অধঃক্ষেপ। বৃক্কক-দেশে বেদনা।

প্যারিরা ব্র্যাভা—মূত্র-কৃচ্ছ্র সহ কষ্টে মূত্র-ত্যাগ—প্রত্যেক বারে কতিপয় ফোঁটা করিয়া। মূত্রস্থালী এবং পৃষ্ঠে প্রচণ্ড বেদনাকালে বাম অণ্ডকোষের প্রত্যাহরণ। উরু হইতে তীরবেধবৎ বেদনা পদের অভ্যন্তরে যায়।

ফসফরাস—অত্যল্প পরিমাণ ঘোলাটে মূত্র দেখিতে ছানা কাটা দুগ্ধের ন্যায়। তাহাতে ইষ্টক-চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ, এবং তাহার উপরি চিত্র বিচিত্র সর। (Phosphaturia.)

আর্সেনিকাম—মধ্যে মধ্যে বৃক্ককে বেদনা হইয়া পাথরি নির্গত, বেদনা মূত্র-নালী বাহিয়া বিস্তৃত। মূত্রাম্লের তলানি; মূত্র-ত্যাগে কষ্ট। ক্ষারগুণ মূত্রে শ্লেষ্মা এবং য়ুরেট অব লাইমের তলানি।

এস্পারেগাস—বৃক্কক-শূল হইয়া মূত্র-ত্যাগকালে পাথরি নির্গত। মূত্রের অপ্রীতিকর ঘ্রাণ; রক্তময় মূত্র; মূত্র-পাত্রে ঈষৎ লোহিত অধঃক্ষেপ।

banglabooks.in

বেলাডনা—মূত্র-নালী বহিয়া আক্ষেপিক, থল্লীবৎ বেদনা। ঘোর বর্ণের মূত্রে ইষ্টক-চূর্ণবৎ অধঃক্ষেপ। স্বর্ণবর্ণের মূত্র লোহিত তলানি ফেলে; রজনীতে মূত্রস্থালীর উপরি চাপ, এবং পাথরি বা মূত্র-রেণু থাকিলে বৃক্কক-দেশে তীব্রবেধবৎ, জ্বালাযুক্ত বেদনা।

বেঞ্জোইক এসিড—অম্ল ও উত্তেজক মূত্র; অপ্রীতিকর ঘ্রাণের মূত্রের ধোঁয়াটে আভা এবং ক্ষার গুণ; মূত্রে য়ুরেট অব এমনিয়া; মূত্রে ফসফেট এবং কার্ব্বনেট অব লাইমের ঈষৎ শুভ্র অধঃক্ষেপ। ঘোরবর্ণের মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি; উচ্চ আপেক্ষিক গুরুত্ববিশিষ্ট মূত্র; মূত্রে দানা দানা ফস্‌ফেটের অধঃক্ষেপ। ক্ষুদ্র-বাতের লক্ষণের সহিত মূত্র-স্থালীর প্রতিশ্যায় এবং আমাশয়-রোগের উপসর্গ। উপরিলিখিত লক্ষণে ইহা প্রযোজ্য। এমনিয়াযুক্ত এবং ফসফেট লবণাদিপূর্ণ মূত্র থাকিলে ডাঃ বার্থলমিউ বেঞ্জোয়েট অব এমোনিয়ার প্রশংসা করেন।

বারবেরিস ভাল্‌গারিস—ঘোর লোহিত অথবা পীতবর্ণের মূত্র ঘোলা হইলে শ্লেষ্মা, অথবা ঈষৎ লোহিত শস্যের বীজের ন্যায় তলানি পড়ে। পিত্ত-নালী এবং মূত্র-পথে বেদনা, ক্ষতবৎ বেদনা এবং জ্বালা, বিশেষতঃ বঙ্ক্ষনসন্ধিতে কঠিন বেদনা থাকিলে।

ডাঃ লরির মতে—য়ুরিক এসিড-ধাতুর সংশোধনে—নাক্‌স্ ভমিকা, পাল্‌সেটিলা, ক্যামমিলা, সার্সাপেরিলা, য়ুপেটরিয়াম পার্পু অথবা কল্‌চিকাম উপকারী।

ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন—১৫ ফোঁটা নাইট্রিক এসিড এক গেলাস জলের সঙ্গে ভোজনের পূর্ব্বে পান করিলে ইহার উপকার হইতে পারে।

ডাঃ লরির মতে,—ফস্‌ফেটিক ধাতু সংশোধনে—এলেট্রিস, হেলোনিয়াস, চায়না, অথবা ইগ্নেসিয়া উপকারী।

ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন—ম্যাগ্নেসিয়া ফস, ফসফরাস এবং ফস্‌ফরিক এসিড ফস্‌ফেটিক ধাতু সংশোধনে উপকার করে।

banglabooks.in

ডাঃ লরির মতে,—অকৃজ্যালুরিয়া সংসৃষ্ট ধাতু সংশোধনে—নাইট্রেট্ অব য়ুরেনিয়াম, অথবা মিচেলা (Mitchella) উপকারী।

ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন,—"ভোজনের পূর্ব্বে এক গেলাস জলের সহিত ১৫ ফোঁটা ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক, অথবা নাইট্রিক এসিড সেবন করিলেও উপকার হয়।"

অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে,—বেলাডনা, নাক্স্ ভমিকা, লাইক পোডিয়াম, বার্বেরিস, প্যারিরা ব্রাভা এবং অন্যান্য ঔষধ মূত্র-শূলের আশু নিবারণে উপযোগী। আমরাও অনেক সময়ে ইহাদিগের অন্যতমের দ্বারা এরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, "বেদনা মৃদুতর হইলে ফলাশা করা যায়; প্রচণ্ড বেদনা নিবারণে ইহারা নিষ্ফল।

ডাঃ লরি নিম্নলিখিত ব্যবস্থায় বেদনার আশু নিবারণে ফল পাইয়াছেন,—

"১। একনাইট এবং ক্যামমিলা—পর্য্যায়ক্রমে, প্রত্যেক পাঁচ, দশ, অথবা পোনের মিনিট অন্তর অন্তর।

"২। ক্যানাবিস স্যাট এবং ক্যান্থারিস—উপরিউক্ত নিয়মে; "অথবা ৩× জেল্সিমিয়াম—প্রত্যেক পাঁচ অথবা দশ মিনিট অন্তর অন্তর এক মাত্রা।

"৪। নাক্স্ ভমিকা অথবা লোবেলিয়াও উপরিউক্ত নিয়মে প্রযোজ্য।"

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—প্রচণ্ড মূত্র-শূল অতীব আশঙ্কাজনক রোগ। রোগের তীব্রতায় পতন বা কোলাপ্সস্ অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় হৃৎক্রিয়ার অভাববশতঃ ত্বরিত মৃত্যু ঘটিতে পারে। এজন্য চিকিৎসার মত বিষয়ে বিচার না করিয়া যে কোন প্রকারে অবিলম্বে বেদনার রোধ করা সঙ্গত। মর্ফাইন সহ এট পিয়ার মিশ্রের ত্বগধঃ প্রয়োগে ত্বরিত ফল দর্শে।

banglabooks.in

যে প্রকার চিকিৎসাই হউক তাহার সাহায্যার্থ উষ্ণ স্নান এবং উষ্ণ বহিঃ প্রয়োগ—উদর এবং কটিদেশে—স্পষ্ট উপকার করে। উষ্ণ জল-পান এবং উষ্ণ জলের এনিমা দ্বারা উদর পরিষ্কার করিলেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অদম্য রোগের অসহনীয় কষ্টে ক্লোরোফরমের ঘ্রাণ দেয়।

রোগ যেরূপ কষ্টপ্রদ এবং বেদনার আক্রমণের আশু নিবারণ যেরূপ কষ্টসাধ্য তাহাতে ধাতু-দোষ-সংশোধনের চিকিৎসা দ্বারা রোগের মূলোৎপাটন ব্যতীত ভবিষৎ কষ্ট নিবারণের উপায়ান্তর নাই। উপযুক্ত ঔষধ সেবন এবং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদির যথানিয়ন্ত্রিত প্রতিপালন এই উভয়বিধ উপায়াবলম্বনে, যেরূপ শারীরিক অবস্থা রোগানয়ন করে, তাহার অপনয়ন সাধ্য হইতে পারে। এতদর্থে ঔষধের বিষয় আমরা উপরে লিখিয়াছি।

স্বাস্থ্য-রক্ষার্থ যে সকল নিয়মের প্রতিপালন এবং পথ্যের ব্যবহার বহুদর্শী চিকিৎসকগণের অনুমোদিত, এবং আমাদিগের নিকটও সুফলপ্রদ বোধ হইয়াছে, এস্থলে তাহা উল্লেখিত হইল। শারীরিক পরিশ্রম বা প্রচুর ব্যায়াম এবং পরিষ্কার বায়ুসেবন পরিপাকযন্ত্র ক্রিয়ার উন্নতি সাধন করে, এবং শরীরের অপক্ক উপাদান ও বসা পদার্থের সঞ্চয় নিবারণ রাখে। খাদ্যের প্রকৃতি অপেক্ষা তাহার অপাকের সহিতই রোগের বিশেষ সম্বন্ধ। তথাপি য়ুরিক এসিড পাথরির রোগীদিগের পক্ষে মাংসাহার বর্জ্জনীয়। বসাযুক্ত খাদ্য, শর্করা এবং মদ্যাদির ব্যবহার রোগোৎপত্তির সাহায্যকারী। নানা প্রকার ফল, শাক-সবজি এবং প্রচুর দুগ্ধ উপকারী। ফসফেট পাথরিতে মাংসভক্ষণ সুপথ্য; শাক-সবজি তাহাতে সুপথ্য নহে, বিশেষতঃ যে সকল শাকসবজির উপাদানে অক্‌জ্যালিক এসিড থাকে। সর্ব্বপ্রকার রোগেই প্রচুর পরিশ্রুত জলপান করিবে।

য়ুরিক এসিড পাথরিতে ক্ষার-গুণ খনিজ জল—সর্ব্বপ্রকার কার্ব্বনেটেড জলই উপকারী। ডাঃ হেগ বলেন, "লিথিয়া ওয়াটার নিষ্ফল।"

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৬৭ (LECTURE CLXVII.)

বৃক্কক-পারিধেয় পুয-শোথ বা পেরিনেফ্রাইটিক এবসেস।

(PERINEPHRITIC ABSCESS.)

প্রতিনাম।—বৃক্ককবহির্দ্দেশ-পূয-শোথ বা পেরিনেফ্রাইটিস্ (Perinephritis); বৃক্কক-বহির্বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা প্যারানেফ্রাইটিস (Paranephrltis)।

পরিভাষা।—বৃক্কবেষ্টক তান্তবোপাদানের পূযসঞ্চার শীল প্রদাহ।

আময়িক-বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—শবচ্ছেদান্তে বৃক্কক পূয-বেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণতঃ পূয বৃক্ককের পশ্চাৎ পার্শ্বে, ক্বচিৎ তাহার সম্মুখে, বৃক্কক এবং অন্ত্র-বেষ্ট-রস-ঝিল্লি, এই উভয়ের মধ্যে থাকে। অনেক সময়েই বৃহদন্ত্রসহ সংস্রববশতঃ পূয়ে বিষ্ঠার ঘ্রাণ হয়। সাধারণতঃ পূয়-শোথ অত্যন্ত বৃহদায়তন। পূয় নানা দিকে গর্ত্ত করিয়া যাইতে পারে, এমন কি ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-থলিতে বিদীর্ণ হইয়া ফুসফুস-পথে বহির্নিক্ষিপ্ত হইতে পারে; কিন্তু এতদপেক্ষাও অধিকতর সময়ে পূয কুচকি অভিমুখে পথ পরিষ্কার করিয়া পুপারটের বন্ধনীর অধঃদেশে উপস্থিত হইতে পারে। অন্য পক্ষে ইহা অন্ত্রও বিদ্ধ করিতে পারে, অথবা অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-থলি, মূত্র-স্থালী অথবা যোনি অভ্যন্তরে বিদীর্ণ হইতে পারে। কখন কখন বৃক্ককের বসা-স্তর তান্তব আবরণে পরিবর্ত্তিত এবং ন্যূনাধিক ঘনিষ্ঠভাবে বৃক্ককের প্রকৃত আবরণে দ্রব হইয়া মিশিয়া যায়।

কারণ-তত্ত্ব।—আঘাত অথবা পূয-সঞ্চারক বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহ অথবা পূয়-বৃক্কক হইতে গৌণ পারিধেয়িক পূয-শোথ জন্মিতে পারে। অপিচ অন্ত্রের, বিশেষতঃ এপেণ্ডিক্‌সের বিদার, মেরুদণ্ডের বিস্তৃত পূয-সঞ্চার, যকৃৎ-পূয-শোথ এবং যক্ষ-পূয়-শোথ হইতেও ইহার উৎপত্তি হইতে

banglabooks.in

পারে। টাইফাস জ্বর, বসন্ত এবং পূয-বিষজ্বর বা পায়িমিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের পরিণামফলস্বরূপও ইহা সংঘটিত হইতে পারে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—বৃক্কক-প্রদেশে মৃদু দপদপানি বেদনা এবং স্পর্শ-সহিষ্ণুতা ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী লক্ষণ। কখন কখন এই বেদনা এবং গভীর দেশে পূয়-সঞ্চারের প্রথম চিহ্নের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লক্ষণই থাকে না। বৃহৎ পূয়শোথ বৃহৎ বৃহৎ স্নায়ু-কাণ্ড চাপিত করিলে আক্রান্ত পার্শ্বে অসাড়তা এবং জঙ্ঘায় তীরবেধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। শরীরের চালনা করিলে এবং উরু সংকুচিত রাখিলে বেদনার কথঞ্চিত নিবৃত্তি থাকে। বিরলতর স্থলে, বঙ্ক্ষন-সন্ধি অথবা জানু-সন্ধিতে রোগী সম্পূর্ণ বেদনা আরোপিত করিতে পারে। রোগী দুর্ব্বল ও শয্যাগত হয় এবং সর্ব্বদা নহে, কিন্তু অনেক সময়েই, অভ্যন্তরীণ পূয়-শোথের ধাতুগত লক্ষণ,—শীত শীত ভাব, জ্বর এবং ধীরে পচাজাতীয় বিষাক্ততা বা সেপ্‌সিস প্রভৃতি—প্রকাশ পায়। শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, বৃক্কক-প্রদেশে বিশেষ এক প্রকার শোথিত অথবা তলতলে (জলাভূমির ন্যায়) অবস্থা উপস্থিত হইলে চাপে তাহা গর্ত্ত হইয়া থাকে। পূয়-শোথ বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইতে পারে, অথবা অভ্যন্তরে যে কোন দিকে বিদীর্ণ হইতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—বৃক্কক-প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু, দড়কচড়াভাবের, শোথিত এবং কখন চাপতরঙ্গায়িত (Fluctuating) একটি চাপের বর্ত্তমানতার সমকালে উপরি বর্ণিত লক্ষণাদির উপস্থিতি রোগ-নির্ণয়ে যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পূয-শোথ পথ করিয়া কথঞ্চিত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইলে তাহার প্রাথমিক উৎপত্তি স্থান সর্ব্বস্থলে নির্ণয় করা যায় না। বৃক্ককের পূয-সঞ্চারসহ ইহার সংস্রব থাকিলে মূত্রে পূয থাকিতে পারে, নতুবা থাকে না। হিপ-জইণ্ট বা বঙ্ক্ষন-সন্ধিরোগ হইতে ইহাকে প্রভেদ করা অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু রোগের প্রারম্ভসূচক বেদনা উচ্চতর

banglabooks.in

স্থানে থাকায়, এবং পরীক্ষায় স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা বঙ্ক্ষনসন্ধির উর্দ্ধে থাকায় এবং তাহার উপরি দেশে না পাওয়ায়, রোগের নির্ণয়ের সাহায্য হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে কিছুতেই সন্দেহের অপনয়ন হয় না, এস্পিরেটরের সাহায্য লইতে হইবে।

ভাবী ফল।—পূয়-শোথ কটিদেশ ভেদ করিয়া বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিলে সাধারণতঃ শুভ ফলের আশা করা যায়। যে কোন পার্শ্বাভিমুখে অভ্যন্তরীণ বিদারণ গুরুতর ঘটনা।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—রোগের তরুণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ তরুণ প্রদাহের ন্যায় লক্ষণ সাদৃশ্যানুসারে বেলাডনা, মার্ক সল, হিপার সাল্‌ফ এবং সম্ভবতঃ আর্ণিকা এবং রাসটক্স দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে।

আনুষঙ্গিক।—শোথে পূয়-সঞ্চার বিষয়ে নিশ্চিত হইলেই অবিলম্বে এস্পিরেশন অথবা অস্ত্রচিকিৎসা এবং ড্রেনেজের ব্যবহার করিবে। বলা বাহুল্য অন্যান্য পূয-শোথের ন্যায় ইহাতেও উষ্ণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায়।

—o—

banglabooks.in

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মূত্র-স্থালীর রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ব্ল্যাডার।

(DISEASES OF THE BLADDER).

লেক্‌চার ১৬৮ (LECTURE CLXVIII.)

তরুণ মূত্র-স্থালী-প্রদাহ বা একুট সিস্টাইটিস্।

(ACUTE CYSTITS.)

প্রতিনাম।—মূত্র-স্থালীর তরুণ প্রতিশ্যায় বা একুট ক্যাটার অব দি ব্ল্যাডার (Acute Catarrh of the Bladder) ; তরুণ মূত্র-স্থলি প্রতিশ্যায় বা একুট ভেসিক্যাল ক্যাটার (Acute vesical catarrh)।

পরিভাষা।—মূত্রস্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির তরুণ প্রদাহ।

আময়িক বিধান-বিকার-তত্ত্ব।—প্রথমে মূত্রস্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সমগ্র প্রদেশের অথবা অংশ বিশেষের ধমনীরক্তের বৃদ্ধি (Hyperemia), লোহিতবর্ণ, স্ফীতি এবং শোণিতভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই অবস্থার পরে ঘন আটা শ্লেষ্মল পূযস্রাবের বৃদ্ধি এবং মূত্রস্থালীর উপত্বক স্খলনবশতঃ চাকলা চাকলা অনাবৃত স্থান দেখা দেয়। অনেক সময় মূত্র-স্থালীর প্রাচীর হইতে উপরিউক্ত স্খলিত উপত্বকের ছিবড়া ঝুলিয়া থাকে। এই সকল স্থানে কৈশিক শোণিত নাড়ীর বিদারণ বশতঃ শোণিতস্রাব ঘটিত শোণিতের-বহিঃপ্লাবন ঘটে। কঠিনতর রোগে শ্লৈষ্মিকঝিল্লিঅধঃ তান্তবোপাদানে পূযসঞ্চার হওয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্ষত জন্মিলে তাহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিঅধঃ পূয়শোথের, মূত্রস্থালীর অভ্যন্তরে, পূয-নিক্ষেপের পথ প্রদান করে। এই সকল অবস্থান্বিত রোগকেই মূত্র-

banglabooks.in

স্থালীর দাহিকা বা ফ্লেগ্‌মনাস প্রদাহ বলা যায়। বিরল স্থলে সমগ্র মূত্রা-লীই পূযজনক প্রদাহাক্রান্ত হয়। ঘূংরিকাসি অথবা ডিফ্‌থিরিয়ার ন্যায় স-ঝিল্লিক মূত্রস্থালী-প্রদাহ সংঘটিত হইতে পারে, এবং এই প্রকার রোগের আময়িকবিধানবিকার, অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপই হইয়া থাকে।

প্রকার ভেদ এবং কারণ-তত্ত্ব।—উৎপত্তির মৌলিক কারণা-নুসারে তরুণ বৃক্কক-প্রদাহকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(১) প্রাতিশ্যায়িক—সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই সাধারণ প্রকারের রোগ, এবং অন্যান্য শৈষ্মিক ঝিল্লি-প্রদেশের প্রদাহ হইতে কারণ বিষয়ে ইহার প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। অত্যধিক শৈত্য-সংস্পর্শ অথবা সিক্ততা, বিশেষতঃ শরীরের অত্যুষ্ণ অবস্থায় অথবা হঠাৎ তাপের পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কারণ। সন্নিহিত যন্ত্রাদি হইতে প্রাদাহিক প্রক্রিয়া বিস্তৃত হইয়াও ইহা জন্মিতে পারে, অথবা বিবর্দ্ধিত প্রষ্টেট-গ্রন্থির অথবা অন্য প্রকার অর্ব্বুদের চাপও ইহার উৎপত্তির সম্ভব্য কারণ। মূত্র-রোধবশতঃও ইহা সংঘটিত হইতে পারে—মূত্রকর্ত্তৃক মূত্রস্থালীর অতি প্রসারণ, অথবা অধিককাল ব্যাপী পচিত মূত্রের উত্তেজনা।

২। পচিত জান্তব পদার্থোৎপন্ন বিষ ঘটিত বা সেপ্টিক—সাক্ষাৎ অথবা গৌণভাবে মূত্র-স্থালীতে পূয়োৎপাদক বীজের প্রবেশ বশতঃ এই প্রকার রোগ জন্মে। অনেক সময়েই পচা জান্তব বিষ দূরীভূত বা এসেপ্টিক না করিয়া সাউণ্ড বা রোগ পরীক্ষনীয় শলা, বুজি অথবা ক্যাথিটারের ব্যবহার রোগোৎপত্তির কারণ। এই প্রকারের রোগের মধ্যে পূয়-মেহ বা গণরিয়াজনিত মূত্র-স্থালী প্রদাহ, অপিচ, সংক্রামক রোগাদির গতি কালে যে সকল রোগ জন্মে, তাহারাও ধর্ত্তব্য। ডাঃ ফিট্‌জের মতে, শোষোক্ত স্থলে, মূত্রে কারণীভূত যে ব্যাসিলাই বা রোগ বীজাণু অথবা তাহাদিগের বিষ উপস্থিত থাকে,

banglabooks.in

সম্ভবতঃ তাহাদিগেরই সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় মূত্র-স্থালীর প্রদাহ সংঘটিত। গাউট, রস-বাত এবং গুটিকোৎপত্তি রোগেও এইরূপ ঘটে।

৩। টক্‌সিক বা বিষোৎপন্ন।—কতিপয় উত্তেজক ঔষধ-বস্তুর মূত্র-স্থালী সহ বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় কেবল তাহাদিগের সেবনেই এই প্রকার রোগ জন্মে। ক্যান্থারিস্, কোপেবা, কিউবেব এবং টেরিবিন্থ ইহাদিগের মধ্যে প্রধান।

৪। ট্রমেটিক বা আঘাতজ।—বহিরাঘাত হইতেও আঘাতজ মূত্র-স্থালীপ্রদাহ জন্মিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই মূত্র-স্থালীতে যন্ত্রাদির, অতি বিশেষ করিয়া সাউণ্ড অথবা ক্যাথিটারের, অনুপযুক্ত ব্যবহার বশতঃ সাক্ষাৎ আঘাতে ইহা সংঘটিত। অপিচ মূত্র-স্থালীর অভ্যন্তরীণ পাথরি অথবা অন্যান্য আগন্তুক পদার্থ অথবা মূত্র-স্থালী অভ্যন্তরীণ রোগজ মাংস বৃদ্ধির উত্তেজনা হইতেও ইহা জন্মিতে পারে।

লক্ষণ তত্ত্ব।—অনেক স্থলে পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগেচ্ছা প্রথম লক্ষণ বলিয়া জানিতে পারা যায়। শীঘ্রই ইহা বেদনাযুক্ত হয়, রোগী ফোটায় ফোটায় মূত্র-ত্যাগ করে এবং মূত্র-ত্যাগান্তে মূত্র-স্থালীর আক্ষেপ বশতঃ যন্ত্রের কষ্টদায়ক বেগ হইতে থাকে। পিউবিস বা বিটপ-দেশোপরি এবং শ্রোণি দেশস্থ, তীব্র বেদনা অনেক সময়েই লিঙ্গ-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রকৃতি মৃদুতর, কিন্তু সময়ে অতীব তীব্র এবং যন্ত্রণাপ্রদ। মূত্র-পথ বাহী জ্বালাও রোগীর রোগ যন্ত্রণার বৃদ্ধি করে। ইহার সংস্রবে অনেক সময় সরলান্ত্রকুন্থন বর্ত্তমান থাকে। উল্লেখিত বেদনা সাধারণতঃ মূত্র-ত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার পরে উপশমিত হয়। সাধারণতঃ শায়িতাবস্থায় ইহার হ্রাস এবং চাপে বৃদ্ধি। অনেক সময়েই জ্বর থাকে না, থাকিলেও মধ্যবিধ পরিমাণের, কিন্তু অতি কঠিন রোগে, বিশেষতঃ পচাজাস্তব বিষোৎপন্ন এবং ডিফথিরিয়া সংসৃষ্ট রোগে কম্প এবং অতি উচ্চ তাপ হইতে পারে।

banglabooks.in

সাধারণতঃ মূত্র ঘোলাটে এবং অতীব রঙ্গিন, অনেক সময়েই তাহাতে শোণিত, শ্লেষ্মা, পূয়, উপত্বকের ছিবড়া এবং নানাবিধ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্রষ্টব্য বীজাণু পরিলক্ষিত হয়। শ্লেষ্মা এবং পূয় একত্র হইয়া মূত্রে অণ্ড লালাবৎ আটা প্রকৃতি প্রদান করে, এরূপাবস্থায় মূত্র-স্থালী হইতে মূত্র নির্গমনের কষ্টের বৃদ্ধি হয়। মূত্র-ত্যাগ মাত্র তাহার প্রতিক্রিয়া ক্ষার অথবা ক্ষীণাম্ল থাকে, এবং অম্ল থাকিলে শীঘ্র ক্ষারত্ব প্রাপ্ত হয়। ন্যূনাধিক শ্বেতলালা বা এলবুমেন থাকে এবং মূত্র রাখিয়া দিলে মূত্র পাত্রের তলদেশে ঘন তলানি পড়ে। রোগের অতি বৃদ্ধির অবস্থায় মূত্র-স্থালীর অভ্যন্তরে আটকা পচিত পদার্থ অথবা তাহা হইতে সঞ্চারিত পূয়ের শোষণ হইতে পচা জান্তব বিষাক্ততা বা সেপ্‌সিস ঘটিতে পারে। পূয়-শোথ জন্মিয়া মূত্র-পথে (urethra) নির্গত হইতে পারে, অথবা তাহা অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লির থলিতে প্রবিষ্ট হইয়া পচা জান্তব বিষাক্ততা-ঘটিত পেরিটনাইটিস উৎপন্ন করিতে পারে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্খলন ঘটিলে, টাইফয়েড এবং মূত্রাম্লবিষাক্ততা বা য়ুরিমিক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে পারে।

রোগ নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ সহজেই রোগ-নির্ব্বাচিত হয়। অন্য কোন রোগই বিটপি দেশের উর্দ্ধের বা সুপ্রা-পিউবিক লগ্ন বেদনা এবং মূত্র-স্থালী কুন্থন প্রকাশ করে না। মূত্র-স্থালী প্রদাহের অনেক সময়েই পায়িলাইটিস বা বৃক্কক-স্থালী প্রদাহের সহিত ভ্রান্তি সম্ভব। কিন্তু পায়িলাইটিসে কটি বেদনা মূত্র-নালীপথ বাহিয়া যায়, বৃক্কক-প্রদেশোপরি স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে, মূত্রস্থালীর কঠিন কুন্থন ব্যতীত পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ হয়। মূত্র যদিও ঘোলাটে, তাহার প্রতিক্রিয়া অম্ল অথবা ক্ষারাম্ল।

ভাবীফল।—ভাবীফল প্রায়শঃই শুভ। ডিফ্‌থিরিয়া সংসৃষ্ট এবং পচা জান্তব বিষোৎপন্ন বা সেপটিক মূত্রস্থালীপ্রদাহ গভীর নিরাশা প্রকাশ করে। রোগের উর্দ্ধে,বৃক্ককাভিমুখে বিস্তার সর্ব্বস্থলেই গুরুতর ঘটনা। রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন অনেক সময়েই পুরাতন মূত্রস্থালী প্রদাহ আনয়ন করে।

banglabooks.in

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—সাধারণতঃ তরুণ প্রদাহের এবং মূত্র-লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তাহার ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে। তদনুসারে ঔষধ :—

একনাইট।—রোগের অতি প্রথমাবস্থার ঔষধ—শীত, অত্যুচ্চ তাপ, পূর্ণ, কঠিন নাড়ী, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা। মূত্রস্রাব—বেদনাযুক্ত, কঠিন, ফোটায় ফোটায়; মূত্রপরিমাণ অত্যল্প; বিদাহী, উষ্ণ, লোহিত অথবা কৃষ্ণবর্ণ মূত্র।

বেলাডনা।—চাপে নিম্নোদর বেদনাযুক্ত; পুনঃ পুনঃ বেদনাযুক্ত মূত্র-ত্যাগ; মূত্র উষ্ণ, অত্যল্প এবং ঘোর লোহিত; প্রথমে মূত্র পরিষ্কার, কিন্তু স্থির রাখিলে শীঘ্রই ঘোলাটে; এবং লোহিত তুঁষের ন্যায় তলানি।

ক্যানাবিস স্যাট—পূয়-ধাতু বা পূয়মেহজ মূত্রস্থালী-প্রদাহে উপকারী। লিঙ্গমুখ (meatus) হইতে মূত্রপথ বাহিয়া পশ্চাদভিমুখে জ্বালা ও চনচনি; মূত্রত্যাগকালে পশ্চাদ্দিকে সূচিবেধবৎ অনুভূতি, চাপে মূত্রপথের সম্পূর্ণাংশেই প্রদাহিক ক্ষতবৎ অনুভূতি; এবং মূত্রত্যাগকালে, কিন্তু বিশেষ করিয়া তাহার অব্যবহিত পরে তাহাতে জ্বালা।

এপিস—মূত্রত্যাগকালে জ্বালাযুক্ত ক্ষতভাবের অনুভূতি। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা, কিন্তু সামান্য কতিপয় ফোটার মাত্র ত্যাগ। মূত্র অত্যল্প এবং ঘোরবর্ণ। মূত্রাঘাত। অনেকেরই ধারণা, কেবল ক্যাম্থারাইডিস ব্যতীত ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ক্যাম্থারিস।—সর্ব্বজন সমাদৃত ঔষধ।

অধিকাংশ স্থলেই যে, ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা দ্বারা বহুতর স্থানে উপকার পাওয়া যায় বলিয়া বহুতর অযোগ্য স্থলেও ইহার অপপ্রয়োগ দেখা যায়।

প্রদর্শক—মূত্র-স্থালীতে প্রচণ্ড বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ বেগ; অসহনীয় কুন্থন; মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রস্থালী গলদেশস্থ প্রচণ্ড জ্বালাযুক্ত ও কর্ত্তনবৎ

banglabooks.in

বেদনার, মূত্র পথের নেভিকুলার ফসা বা কোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। মূত্রপথ হইতে রক্তস্রাব। মূত্র-ত্যাগের অগ্রে, সময়ে এবং পরে মূত্রপথে প্রচণ্ড জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। বিদাহি মূত্রের ফোটায় ফোটায় নির্গমন।

টেরিবিন্থ—মূত্র-স্থালীর উত্তেজনাপ্রবণতায় ইহা উপকারী—যাহাতে ক্যান্থারিসের দ্বারা কার্য্য হয় না। মূত্র-কৃচ্ছ্র হইয়া রক্তময় মূত্র-ত্যাগ; মূত্র-স্থালী এবং মূত্র পথে বা যুরিথ্রায় প্রচণ্ড জ্বালা।

মার্ক কর্—রোগসহ সরলান্ত্রের কুন্থন থাকিলে এবং প্রদাহ উপাদান-ধ্বংসপ্রবণতাবিশিষ্ট হইলে অনেক সময়েই ইহা কঠিন রোগে উপকারী; অপিচ পূয়-মেহ ঘটিত রোগেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। মূত্র-স্থালীর কুন্থন। মূত্রাঘাত। অত্যন্ত বেদনার সহিত পুনঃ পুনঃ ফোটায় ফোটায় মূত্রত্যাগ। মূত্র অতাল্প, রক্তময়; মূত্রে শ্বেত আঁইশ আঁইশ পদার্থের গুচ্ছ অথবা ঘোরবর্ণ মাংস খণ্ডের ন্যায় শ্লেষ্মা।

নাক্স ভমিকা—অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, শারীরিক শ্রমহীন, কোষ্টবদ্ধের ব্যক্তিদিগের রোগে উপযোগী,—বেদনাযুক্ত নিষ্ফল মূত্রবেগ। ফোটায় ফোটায় মূত্র ত্যাগ, তাহাতে মূত্র-পথ ও মূত্র-স্থালীর গলদেশে জ্বালা ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। মূত্র ফেকাসে; পরে ঘন, ঈষৎশুভ্র, পূয়ময়; মূত্র ঈষৎ লোহিত এবং তাহার সহিত ইষ্টকের চূর্ণবৎ অধঃপেক্ষ।

চিমাফিলা—বিশেষতঃ ইহা পুরাতন রোগের ঔষধ। কিন্তু ডাঃ কাউপার থোয়েট বলেন, তিনি তরুণ রোগেও ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ফল পাইয়াছেন। অনুমান এই যে, যেস্থলে ক্যান্থারিস প্রয়োজিত হইয়াও নিষ্ফল হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। মূত্র ঘোর বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, ঘোলাটে; এবং তাহাতে অনেক দড়িদড়ি রক্তময় শ্লেষ্মা, প্রচুর শ্লেষ্মার তলানি; মূত্র-ত্যাগকালে জ্বালা ও ঝলসানবোধ; মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কুন্থন।

ইকুইসিটাম—য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণে ইহা প্রসিদ্ধ। তথায় মূত্র-ত্যাগের কষ্ট নিবারণ জন্য ইহা ঘরোয়া ঔষধরূপে

banglabooks.in

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূত্রস্থালী প্রসারিত হওয়ার ন্যায় বেদনা,—মূত্রত্যাগে উপশম হয় না। মূত্র-স্থালী প্রদেশে বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে অত্যধিক জ্বালা। মূত্র-পথে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। অবিশ্রান্ত ভাবের মূত্র-ত্যাগেচ্ছা। লগ্ন বেগ, কিন্তু অল্প মূত্র! ঘোরবর্ণের অল্প মূত্র। মূত্র অল্প সময় স্থির রাখিলেই অত্যধিক শ্লেষ্মার তলানি।

জেলসিমিয়াম—রোগারম্ভে লক্ষণের অভাববশতঃ সাদৃশ্য হীন হইলে, ধাতুর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ডিজিট্যালিস—ইহাতে মূত্র-স্থালীর গলদেশ আক্রান্ত হওয়ায় সংকোচক বেদনা, মূত্র-স্রোতের রোধ অথবা বেদনাযুক্ত মূত্র-ত্যাগেচ্ছার সহিত মাত্র অল্প কতিপয় ফোটা মূত্রত্যাগ!

পালসেটিলা—ঋতু-রোধ বশতঃ রোগে উপযোগী।

ডালকামারা—সিক্তশৈত্যের সংস্পর্শ বশতঃ পুরাতন রোগের তরুণ বৃদ্ধিতে উপযোগী। মূত্রে ক্লেদযুক্ত তলানি।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—মূত্র-স্থালীর কুন্থন বর্ত্তমানে শয্যাবলম্বন অপরিহার্য্য। প্রচুর পরিশ্রুত জল এবং অন্যান্য স্নিগ্ধ পান উপকারী। পথ্য আমিষ, গরম মসলা এবং মসলাদার গুরুপাক বস্তু বর্জ্জিত। সর্ব্বোপরি দুগ্ধই সুপথ্য, এবং তাহাই সম্পূর্ণ নির্ভর যোগ্য। মূত্র-স্থালীর উপরিদেশে উষ্ণ-সিক্ত-সেক উপকারী। বসা-স্নানে শান্তি আনয়ন করে। মূত্রস্থালীর অভ্যন্তরে কোন প্রকার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সরলান্ত্রের আনুষঙ্গিক কুন্থনের শান্তিকরণার্থ সেক-তাপাদি নিষ্ফল স্থলে অনিবার্য্য প্রয়োজনে অহিফেন যুক্তবর্ত্তী অথবা শ্বেতসার ও অহিফেন পিচকারী ব্যবহার্য্য। সরলান্ত্রে বরফের টুকরা শান্তিপ্রদ। রোগীকে উষ্ণ বস্ত্রাবৃত রাখিবে।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৬৯ (LECTURE CLXIX.)

পুরাতন মূত্রস্থালী-প্রদাহ বা ক্রনিক সিস্টাইটিস।

আময়িক বিধান-বিকার তত্ত্ব।—মূত্র-স্থালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দেখিতে কর্দ্দম অথবা শ্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। তাহার সহিত বিন্দু বিন্দু অথবা রেখায় রেখায় ঈষৎ কাল রক্ত এবং চাকলায় চাকলায় ছাল উঠা অথবা ক্ষত থাকায় অনেক সময়ে পেশীস্তর অনাবৃত দেখা যায়। সাধারণতঃ এই সকল পরিবর্ত্তন মূত্রস্থালীর গলদেশ বা মূলে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু অতীব কঠিনতর রোগে সম্পূর্ণ যন্ত্রের অভ্যন্তরীণ প্রদেশ আক্রমণ করিতে পারে। প্রাচীরের স্থায়ী ঘনত্ব জন্মিতে পারে। ক্রনাগত কুন্থন ক্রিয়ায় ক্রিয়াতিশয্য প্রযুক্ত পেশী সূত্রাদির বিবৃদ্ধি সংঘটনে প্রাচীরের "পঙ্‌ক্তিকা সজ্জিতবৎ (ribbed) দৃশ্য উপস্থিত হয়। ইহার সহিত ঘনত্বের যোগে মূত্র স্থালীর আয়তনের সংকোচন ও সঙ্কীর্ণতা জন্মে এবং তাহার ধারণাশক্তি হ্রাস পাইয়া যায়। অন্যান্য স্থল, যাহাতে ঘনত্ব জন্মে না এবং কেন্দ্রভ্রষ্ট পেশী বিবৃদ্ধি ঘটে, তাহাতে বস্ত্র প্রসারিত হয়, এবং কখন কখন তাহার ধারণা শক্তির প্রভূত বৃদ্ধি দেখা যায়। পেশীসূত্র মধ্যবর্ত্তী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বহুপাদাক্তবৎ (Polypoid) প্রবর্দ্ধন অথবা থলি গঠন (Sacculation) হইতে পারে। য়ুরিটার বা মূত্রনালী-মুখের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অবরোধ ঘটিতে পারে, এবং তাহার ফলস্বরূপ, মূত্রনালী এবং বৃক্কক-স্থালীর প্রসারণ জন্মিয়া থাকে। ইহাতে তরুণ রোগাপেক্ষা মূত্রে অধিকতর পূয এবং শ্লেষ্মা থাকে, এবং সর্ব্বস্থলেই তাহা ক্ষারগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে ইহা এবং তরুণ রোগ মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না।

কারণ তত্ত্ব।—তরুণ রোগের এক বা একাধিক আক্রমণের পর পুরাতন মূত্র-স্থালী-প্রদাহ জন্মিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা প্রথম

banglabooks.in

হইতেই পুরাতন প্রকৃতি বিশিষ্ট। মূত্রস্থালীর অভ্যন্তরে পাথরি অথবা অন্য কোন প্রকার উদ্ভেজক পদার্থের বর্ত্তমানতা, অথবা মূত্র-পথ বা য়ুরিথ্রার সঙ্কোচন, প্রষ্টেট-গ্রন্থির বর্দ্ধন, অর্ব্বুদ, অথবা অন্য কোন প্রকার অবস্থা মূত্র-স্রোতের অবরোধ ঘটাইয়া, অথবা মূত্রস্থালী মূত্র শূন্য হওয়ার ব্যাঘাত জন্মাইয়া ইহা উৎপন্ন করে। জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা মূত্র-স্থালীতে চাপ দিয়া অথবা তাহাকে টানিয়া স্থানান্তরিত করিয়া তাহার পুরাতন প্রদাহ উপস্থিত করিতে পারে, অপিচ স্থানভ্রষ্ট জরায়ুর স্থানিক প্রদাহও ইহার কারণ হইয়া থাকে। যে কোন কারণ হইতেই হউক, মূত্রস্থালীতে মূত্রের অবশিষ্টাংশের অবিশ্রান্ত বর্ত্তমানতা ইহা সংঘটিত করে। অপিচ পুরাতন ব্রাইট্‌স রোগ এবং মূত্রস্থালীর অন্যান্য যন্ত্রগতরোগ সংস্রবে এবং তাহাদিগের ফলস্বরূপ ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লক্ষণ-তত্ত্ব।—অন্যান্য রোগ হইতে গৌণভাবে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাতে প্রাথমিক রোগের সম্ভবিত লক্ষণ ব্যতীত উভয়ের প্রভেদক কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। অন্যান্যস্থলে অনেক সময় আক্রমণ প্রথমে অস্পষ্ট ভাবে থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত রোগ বিলক্ষণ স্পষ্টতর হইয়া না উঠে, লক্ষণাদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। সাধারণতঃ প্রথমে মূত্রত্যাগের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় ও তাহার সহিত মূত্রপথ কথঞ্চিত বেদনা করিতে থাকে, অথবা মূত্র-স্থালী প্রদেশে মধ্যবিধ প্রকারের বেদনা অথবা অস্বস্তি এবং বিটপদেশে (Perineam) গুরুত্ব অথবা চাপের অনুভূতি হয়। রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে লক্ষণাদি কঠিনতর, প্রায় তরুণের সমান হয়, এবং কেবল প্রাবল্যের পরিমাণ দ্বারা উভয়কে প্রভেদিত করা যায়। বেদনা এবং কুন্থন থাকে, কিন্তু তাদৃশ তীব্রতর নহে, মৃদু ও গুরু কনকনানি বেদনা এবং নিম্নোদরে চাপে বেদনা প্রভৃতি বিষয়েই রোগী প্রধানতঃ কষ্ট প্রকাশ করে। মূত্র ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট, তাহাতে তরুণাপেক্ষা অধিকতর শ্বেতলালা এবং অধিক পরিমাণ শ্লেষ্মল-পূয় অথবা পূয় থাকে; মূত্র কিয়ৎকাল স্থিরভাবে রাখিলে, তাহাতে

banglabooks.in

ঘন, চক্‌চকে ও আটাল তলানি পড়ে, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষায় যাহাতে টিপ্‌ল-ফস্‌ফেট্‌স্ এবং অনিয়মিত আকার এবং আধেয়যুক্ত বৃহৎ বৃহৎ পুষ-কোষ প্রকাশিত হয়। রোগী ক্রমে শীর্ণ এবং দুর্ব্বল হয়। নানাবিধ কারণে, যেমন, পথ্যের অনিয়মিত ব্যবহার, শৈত্য-সংস্পর্শ, অত্যধিক সঙ্গম অথবা যন্ত্রাদির ব্যবহার প্রভৃতি তরুণ বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে।

রোগ-নির্ব্বাচন।—সাধারণতঃ রোগ-নির্ব্বাচন সহজ হইলেও কখন কখন কারণীভূত অবস্থাদির সম্যক ধারণা কঠিন সাধ্য। অনেক সময়ে বৃক্কক-স্থালী-প্রদাহসংশ্রবে পুরাতন মূত্র-স্থালী-প্রদাহ থাকে, এবং কখন কখন ইহার বর্ত্তমানতার নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বৃক্কক-দেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং অর্ব্বুদের বর্ত্তমানতাই প্রায় কেবল বৃক্কস্থালীপ্রদাহের নিশ্চিত চিহ্ন বলিয়া গণ্য। মধ্যে মধ্যে পুয-স্রাবের স্পষ্টতর বিরাম, বিশেষতঃ তাহার সংস্রবে মূত্র-শূল থাকিলে, বৃক্কস্থালী রোগ প্রকাশিত হয়। তীব্র স্থানিক বেদনা, শারীরিক শীর্ণতা এবং মধ্যে মধ্যে রক্তময় মূত্র বৃক্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষত প্রকাশ করে।

ভাবীফল।—রোগের গতি সর্ব্বস্থলেই অতীব ধীর, এবং পরিণাম গভীর নিরাশা পূর্ণ; যদিও অনেকই কারণের প্রকৃতি এবং অত্যধিক যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংঘটনের পূর্ব্বে তাহার অপনয়নের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ক্ষত থাকিলে এবং রোগ য়ুরেটার বা মূত্র-নালী এবং বৃক্কক আক্রান্ত করিলে, রোগী সাধারণতঃ বলক্ষয় বশতঃ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। অনেক স্থলে যথোপযোগী সুচিকিৎসা দ্বারা রোগীর শান্তি-বিধানে ও জীবন-কাল প্রলম্বনে অনেক সাহায্য করা যায়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইতিপূর্ব্বে তরুণ রোগের বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, অধিকাংশ লক্ষণেরই তীব্রতার তারতম্য ব্যতীত তরুণ এবং পুরাতন রোগের লক্ষণাদি মধ্যে মূলতঃ বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। অতএব যথোপযুক্ত

banglabooks.in

সাবধানতার সহিত ব্যবহৃত হইলে লক্ষণ সাদৃশ্যানুসারে তরুণ রোগোপলক্ষে বর্ণিত ঔষধাদি ইহাতেও ফলদ হইবে। লক্ষণাদির স্বল্পতর তীব্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুরাতন রোগে উচ্চ ক্রমের ব্যবহার করিবে। অন্যান্য ঔষধ :—

এস্পারেগাস (য়ুরোপের শাক বিশেষ)—ইহার দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রে প্রভূত পূয় ও শ্লেষ্মা থাকে—পুরাতন মূত্র-স্থালী-প্রদাহ। বৃক্কক-রোগজনিত ক্রিয়াগত হৃদ্রোগ, রস-বাত এবং জল-শোথ রোগে ইহা উপকারী। ইহার মূত্রসহ অশ্মরি ও মূত্র-রেণু নিগত হয়।

বেনজোইক এসিড—ইহার মূত্রে অশ্ব-মূত্রের ন্যায়—ভায়লা ওডারেটার মূত্রে বিড়াল মূত্রের ন্যায়, দুর্গন্ধ থাকে। টেরিবিন্থতেও একরূপ বিশেষ ঘ্রাণ আছে তাহা, য়ুরোপদেশস্থ 'ভায়োলেট পুষ্পের ঘ্রাণের সহিত তুলনীয়। এস্পারেগাসমূত্রে তীব্র কষ্টপ্রদ দুর্গন্ধ, এসাফিটিডায় মূত্র-ঘ্রাণ কটু, এমিনার ন্যায়; নাইট্রিক এসিডে তাহা অশ্বের মূত্রবৎ অনহনস্য; এব্‌সিন্থাম—মূত্র-ঘ্রাণ অশ্ব-মূত্রবৎ। এই সকল ঔষধের স্ব স্ব বিশেষতাযুক্ত মূত্র-ঘ্রাণে ঔষধ-নির্ব্বাচনের প্রকৃষ্ট সাহায্য হয়। ভৈষজ্য-বিজ্ঞানাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

য়ুক্যালিপ্‌টাস—সেবন করিলে শারীরিক সর্ব্বপ্রকার স্রাবেই ইহার বিশেষতাযুক্ত ঘ্রাণ প্রদান করে বলিয়া রোগবশতঃ মূত্র-স্রাবে এইরূপ ঘ্রাণ ইহার প্রদর্শক। ইহার ব্যাক্‌টিরিয়া ও জীবাণু নষ্টকারী বা এণ্টিসেপ্টিক গুণপ্রযুক্ত ইহার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপ্রয়োগও হয়।

নাইট্রিক এসিড—পুনঃ পুনঃ বেগ হইয়া মূত্র-ত্যাগে মূত্র-পথের কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং চনচনি ও জ্বালা—মূত্রত্যাগের সময়ে ও পরে। মূত্রসহ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা এবং পূয় থাকে।

প্যারিরা ব্রাভা—মূত্র-ত্যাগের লম্ববেগ; লিঙ্গ-মূলে প্রচণ্ড বেদনা; কুন্থন; বেদনায় রোগী চীৎকার করিয়া উঠে; মূত্রে

banglabooks.in

অনেক আটা, ঘন ও শুভ্র শ্লেষ্মা, অথবা লোহিত বর্ণের বালুকার তলানি থাকে। মূত্রে এমনিয়াবৎ তীব্র ঘ্রাণ। অনেক সময় মূত্র-ত্যাগের চেষ্টায় উরু বাহিয়া বেদনা। ইহা পুরাতন মূত্র-স্থালী-প্রদাহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সার্সা—ইহা মূত্র-স্থালী-প্রদাহের প্রধান ঔষধ। রক্তময় মূত্র-স্রাব; মূত্রে পাথরি—বিশেষতঃ শিশুমূত্রে; মূত্র-ত্যাগে বায়ু নির্গত হওয়ায় উচ্ছলন বা ফার্মেণ্টেশন বুঝায়। অন্যান্য লক্ষণজন্য ভৈষজ্য-বিজ্ঞানাদি দ্রষ্টব্য।

সাল্‌ফার—বাত-পৈত্তিক বা নার্ভো-বিলিয়াস ধাতুর (ভৈঃ বিঃ সাল্‌ফ দেখ) ব্যক্তিদিগের চিকিৎসায় অন্যান্য ঔষধের ব্যবহারের পরে আরোগ্য স্থায়ী করিবার জন্য ব্যবহার্য্য। এবম্বিধ উদ্দেশ্য সাধনার্থ গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত (ভৈঃ বিঃ) ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া উপযোগী।

থুয়া, যুভা আর্সাই এবং কোপেবাও ইহাতে উপকারী। (লক্ষণজন্য ভৈষজ্য বিজ্ঞানাদি গ্রন্থ দেখ।)

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা।—অভ্যন্তরীণ ঔষধের প্রয়োগে ইহার উপকারের আশা সুদূরপরাহত বলা যাইতে পারে। যেহেতু, প্রদাহযুক্ত মূত্র-স্থালী, প্রদাহিক স্রাবপূর্ণ উগ্রগুণ মূত্রদ্বারা সর্ব্বদার জন্য উত্তেজিত থাকে; অপিচ এবম্বিধ তীব্রতাবিশিষ্ট মূত্র, যাহা মূত্র-স্থালীতে অবস্থিত হয় তাহা, এবং তদন্তরস্থ প্রাদাহিক স্রাবাদি পচিয়া যে এমনিয়াদি জন্মে, তাহা মূত্রের অধিকতর উগ্রতা সাধক। এই সকল কারণেই পুরাতন মূত্র-স্থালী-প্রদাহের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফলেচ্ছা করিলে, চিকিৎসায় উভয় অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রয়োগের অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। এজন্য তরুণ রোগের ন্যায় ইহাতেও সমপ্রকার প্রচুর স্নিগ্ধপানীয় দ্বারা মূত্রের উগ্রতার হ্রাস কর্ত্তব্য। তাহার সঙ্গে মূত্র-স্থালীর সিঞ্চন দ্বারা যতদূর সম্ভব তাহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সিঞ্চনার্থ সাধারণ কাঁচ-ফানেল সহ সংলগ্ন সংক্রামক পচা বস্তু রহিত (Asceptic) কোমল রবারের নল

banglabooks.in

ব্যবহৃত করিবে। কাচ ফানেল ডিগ্রি বা অংশে বিভাগ করিয়া লইতে হয়। ডাঃ কাউপার থোয়েট পচা দুর্গন্ধবিষয়ে সাবধানতার জন্য সাধারণ ফাউন্টেন সিরিঞ্জ বা পিচকারীর ব্যবহার করিতে বলেন। সিঞ্চনার্থ নিম্নলিখিত জল অথবা ঔষধ দ্রব ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—(১) ষ্টিরিলাইজ্‌ড জল; (২) সাধারণ লবণের দ্রব; (৩) এক ড্রাম বোরিক এসিডের এক পিণ্ট ষ্টিরিলাইজ্‌ড জলসহ দ্রব; (৪) অন্যান্য ঔষধের দ্রব—(ক) বাইক্লরাইড অব মার্কারি—$\frac{1}{5000}$; (খ) পটাস পার্মাঙ্গ—$\frac{1}{5000}$; (গ) কার্ব্বলিক এসিড—$\frac{1}{100}$। যে পর্য্যন্ত মূত্র-স্থালী হইতে পরিষ্কার জল নির্গত না হয়, সিঞ্চন করিতে হইবে। রোগের অবস্থানুসারে প্রতিদিন দুইবার, একবার, দুই দিন অথবা তিন দিন পর পর সিঞ্চনের আবশ্যক। সিঞ্চনের পর শতকরা দশ অথবা বার শক্তির বর্ণহীন ক্লরাইড হাইড্র্যাষ্টিসের দ্রব উপরিউক্ত সিরিঞ্জ দ্বারা প্রবেশ করাইয়া কিয়ৎকাল মূত্রস্থালীতে রাখিয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার্ ১৭০ (LECTURE CLXX.)

মূত্র-স্থালী-রক্তস্রাব বা ভেসিক্যাল হিমরেজ।

(VESICAL HEMORRHAGE.)

প্রতিনাম।—মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি ব্লাডার (Hemorrhage from the Bladder.)

কারণ-তত্ত্ব।—মূত্র-স্থালীর বা পাথরি, ক্যান্সার এবং মূত্র-স্থালীর গুটিকোৎপত্তি (tuberculosis) ইহার কারণ হইতে পারে, এবং ইহা লুকিমিয়া বা শ্বেত-কণিকাধিক্য এবং ম্যালেরিয়ার ভোগকালেও দেখা দিতে পারে। বৃদ্ধবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিরা, অর্শরোগের শিরার অবস্থান্বিত হইলেও রক্তস্রাব সাধারণ, কিন্তু নিম্নবয়সের ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা বিরল। এরূপ স্থলে রক্তস্রাব অতি প্রচুর, কিন্তু ক্বচিৎ সাংঘাতিক।

রোগ-নির্ব্বাচন।—মূত্র-স্থালীর রক্তস্রাবের নির্ব্বাচন উপরি লিখিত কারণাদির বর্ত্তমানতার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া থাকে। এণ্ডোস্কোপ যন্ত্রে পরীক্ষা ব্যতীত শিরার অর্শশিরাবৎ পরিবর্ত্তন বশতঃ রক্তস্রাব নিশ্চিত উপলব্ধি করা যায় না। ভাবীফল, কারণের উপর নির্ভর করে। শিরার অর্শবৎ প্রকৃতি হইতে রক্তস্রাব ক্বচিৎ সাংঘাতিক।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—কারণানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচিত হয়। অর্শবৎ শিরা হইতে রক্তস্রাব হইলে অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃপ্রয়োগে হেমামেলিস ব্যবহার্য্য। বহিঃপ্রয়োগার্থ ইহার পরিশ্রুত এক্সট্র্যাক্ট বিলক্ষণ জলমিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত করিবে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৭১ (LECTURE CLXXI.)

অসাড়ে মূত্র-স্রাব বা ইন্‌য়ুরিসিস্‌।

(ENURESIS.)

প্রতিনাম।—অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব বা ইন্‌কণ্টিনেন্‌স অব দি য়ুরিন (Incontinence of the Urine.)

পরিভাষা।—মূত্র-ধারণে অক্ষমতা। সাধারণতঃ কেবল অবিমিশ্র স্বয়ম্ভূত, অথবা ক্রিয়াগত রোগ এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কারণ-তত্ত্ব।—অসাড়ে মূত্র-স্রাব কোন স্বাধীন রোগ নহে। অনেক রোগের লক্ষণ স্বরূপ ইহা উপস্থিত হয়। শিশুদিগের মধ্যে ইহা সর্ব্বদা দ্রষ্টব্য। অনেক সময়ে যে ইহা তাহাদিগের অভ্যাসের ফল, তাহাতে সন্দেহ না থাকিলেও, অধিকাংশস্থলেই জননেন্দ্রিয়-মূত্র-যন্ত্রের কোন স্থানিক উত্তেজনা হইতে ঘটে, তাহা নিশ্চিত। প্রলম্বিত লিঙ্গ-মুণ্ড-ত্বক্‌, মূদারোগ, যোড়, মহিলতাবৎ কৃমি বা এস্কারিস, লিঙ্গমুণ্ড অথবা ভগাঙ্কুরসন্নিহিত স্থানে মাংসবর্দ্ধন, মূত্র-পথ মুখের সংকোচন এবং হস্ত-মৈথুনাদি উপরিউক্ত স্থানিক উত্তেজনার কারণ; এই সকল কারণীভূত অসাড় মূত্র-স্রাব প্রধানতঃ রজনীতে হয়, এজন্য ইহাকে "বিছানায় মূতা" বা নৈশ অসাড় মূত্র-স্রাব বলে। এবম্বিধ মূত্র-স্রাব নৈশ মৃগী অথবা অপ্রকাশিত মস্তিষ্কীয় অথবা মেরু-মজ্জেয় রোগের বহিঃপ্রকাশও হইতে পারে। (ফিটজ।) অনেকস্থলে রোগ, উভয় শিশু এবং যুবক, বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে সরলান্ত্রের উত্তেজনা, মলদ্বারের চির (fissure), সূতা কৃমি, এবং অর্শ হইতে জন্মে। অন্যান্য স্থলে রোগ আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্ত্তন দোষ এবং পেশীসংকোচন অসমতায় দৃষ্টি-ভ্রমপ্রযুক্ত ঘটে। নৈশ-অসাড় মূত্রস্রাব সর্ব্বস্থলেই স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা ঘটিত রোগ, এবং অত্যন্ত উত্তেজিত স্নায়বিক প্রকৃতি বিশিষ্ট বা অত্যন্ত বাত প্রকৃতির ব্যক্তিদিগের

banglabooks.in

মধ্যে ঘটে। অবশতা সংসৃষ্ট অসাড়ে মূত্র-স্রাব কোন প্রকার মেরুমজ্জের অপায় বশতঃ জন্মে। এরূপাবস্থায় মূত্র বিন্দু বিন্দু করিয়া গড়ায়, এবং ঐচ্ছিক অথবা অনৈচ্ছিক পেশী-ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে মধ্যে মধ্যে ফিনকির সহিত বাহির হয়, যেমন কাসিলে, হাঁচিলে, অথবা শরীর সম্মুখ পার্শ্বে নত করিলে। এরূপ ফিন্‌কির সহিত মূত্র-স্রাব, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদিগের মূত্র-স্থালীর কোন প্রকার স্থানিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ ঘটে, এবং আঘাত লাগিয়া, অথবা কোন প্রকার প্রক্ষিপ্ত উত্তেজনা, অথবা ঋতু-স্রাব কালে, কিম্বা জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতাদিপ্রযুক্ত হইতে পারে। আঘাত জনিত রোগের মধ্যে প্রলম্বিত প্রসব-বেদনায় ভ্রূণ-মস্তকের চাপ অতি সাধারণ কারণ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যথাসময়ে মূত্র-ত্যাগ না করা একরূপ অভ্যাসগত, তাহাতে মূত্র-স্থালীর অতিবিস্তৃতি বশতঃ অবশতায় ইহা সাধারণতঃ ঘটে, কথিত আক্ষেপযুক্ত অনৈচ্ছিক মূত্র-স্রাব, মূত্র-স্থালীর সংকোচক পেশীর অতি সংকোচন বশতঃ জন্মে, এবম্বিধ ঘটনা স্থলেই মূত্র-স্থালীর ধারণাশক্তির হ্রাস হইয়া যায়, এবং অনিয়মিত ব্যবধানে বেগের সহিত অনৈচ্ছিকরূপে মূত্র বহিঃনিক্ষিপ্ত হয়।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ইহার ঔষধ প্রয়োগ রোগের কারণের উপর নির্ভর করে। তদনুসারে নিম্নলিখিত ঔষধাদিপ্রযুক্ত হয়—

জেলসিমিয়াম—ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকারী ঔষধ। ইহা বালিকাপেক্ষা বালকদিগের পক্ষে উৎকৃষ্টতর এবং কোন প্রকার প্রক্ষিপ্ত কারণ উপস্থিত না থাকিলে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। অপিচ বয়স্থ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে, রোগ যদি মেরুমজ্জার অপায় হইতে জন্মিয়া না থাকে, যে স্থলে কাসিলে, হাঁচিলে, অথবা নাক ঝাড়িলে মূত্রের ফিন্‌কি বাহির হয়, তাহাতে উপকারী। বাতিকগ্রস্ত বা নার্ভাস স্ত্রীলোক এবং বালক। মূত্র-স্থালীর গলদেশের চক্রাকার সংকোচক পেশীর অবশতা।

banglabooks.in

পালসেটিলা—বালিকাদিগের নৈশ-অসাড় মূত্র-স্রাব—স্ত্রীলোকের পক্ষেও উপকারী, উপবেশন অথবা গমন কালে ফোঁটায় ফোঁটায় স্রাব হয়।

ইকুইসিটাম—শিশু এবং বালকবালিকাদিগের নৈশশয্যাসিক্ততার পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। অপিচ মূত্র-স্থালীর দুর্ব্বলতা, অসাড়ে মূত্র-স্রাব, ফোঁটায় ফোঁটায় মূত্র-ঝরা—বিশেষতঃ বৃদ্ধ এবং উন্মাদ ব্যক্তিদিগের।

বেলাডনা—যে সকল শিশু নিদ্রা মধ্যে চমকিয়া উঠে—অস্থিরতা; বিলাপের স্বরে ক্রন্দন করে এবং ঘুমের ঘোরে চীৎকার করিয়া উঠে। ইহা প্রায় এলোপ্যাথদিগের একমাত্র ঔষধ।

ইগ্নেসিয়া—গুহ্যবায়ু রোগের স্ত্রীলোক এবং বালকদিগের।

সিনা—বালকদিগের আন্ত্রিক উত্তেজনা, বিশেষতঃ কৃমিজন্য হইলে। কখন কখন স্যাণ্টনাইন উৎকৃষ্টতর।

সাল্‌ফার—অনেকদিনের পুরাতন রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। পাণ্ডুর, এবং শীর্ণ শিশুদিগের বৃহৎ উদর, মিষ্ট এবং পাকা রন্ধনের নামে লালসা, এবং স্নানে অনিচ্ছা।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা।—সম্ভব্যস্থলে যাহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রক্ষিপ্ত কারণ ঘটিত উত্তেজনা নিরাকৃত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের শরীরে উপরিউক্ত কারণাদির সহজে ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদির সংরক্ষণ এবং যথোপযুক্ত পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্যের ব্যবহার দ্বারা স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শারীরিক বলাধান করা আবশ্যক। নিয়মিত ব্যবহার, পরিষ্কার বায়ুর সেবন ও নিয়মিত ব্যায়াম, যথাকালে মল-মূত্রের ত্যাগ এবং প্রাতঃকালে সিক্ত-শীতল বস্ত্রে গা পোঁছাইয়া পরে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গাত্র-ঘর্ষণ করিবে। শয়নের পূর্ব্বে এনিমার ব্যবহার উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৭২ (LECTURE CLXXII.)

মূত্র-স্তম্ভ বা রিটেন্‌সন অব য়ুরিন।

(RETENTION OF URINE.)

বিবরণ।—নানাবিধ যন্ত্রগত এবং কৃত্রিম বাধাপ্রযুক্ত মূত্র-স্তম্ভ ঘটিতে পারে, যেমন, পাথরি, সংকোচন (Stricture), অর্ব্বুদ প্রভৃতি। কিন্তু, এইরূপ কারণীভূত রোগসংস্রবে, কেবল স্নায়বিক বিকার সংসৃষ্ট রোগ এবং যাহা বাতিকগ্রস্ত (Neurotic) ব্যক্তিদিগের, বিশেষতঃ যাহারা গুল্মবায়ুগ্রস্ত তাহাদিগের বিষয়ই উল্লেখ করা যায়। অনেক রোগীর কেবল কাহারও সাক্ষাতে মূত্র-ত্যাগে অপারকতা থাকে। অনেক সময়ে প্রলম্বিত প্রসব বেদনাকালে শিশুর মস্তকের চাপবশতঃ মূত্রস্থালীর প্রাচীরের অবশতাপ্রযুক্ত তাহাদিগের সংকোচনাভাবে প্রসূতির মূত্র-রোধ ঘটে। দুর্ব্বলকর প্রসববেদনার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া-বশতঃ ইহা সংঘটিত হইতে পারে। যে সকল কারণে অসাড়ে মূত্রস্রাব ঘটে, তাহাতে মূত্রস্থালীর আক্ষেপ আনিয়া মূত্র-রোধ ঘটাইতে পারে।

চিকিৎসা-তত্ত্ব।—ভিন্ন ভিন্ন কারণানুযায়ী ঔষধ :—

একনাইট—শৈত্য-সংস্পর্শ ঘটিত মূত্র-রোধ, বিশেষতঃ শিশুদিগের—শিশু অস্থির থাকে ও ক্রন্দন করে।

এম্ব্র।—বিশেষ করিয়া বাতিকগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ সূতিকা-গৃহে অন্য লোক উপস্থিত থাকিলে প্রসূতি মূত্র-ত্যাগে অক্ষম।

এপিস—নিম্নক্রমে ব্যবহার করিলে অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ মূত্রাঘাতে (Suppressed urine)। (কাউপার থোয়েট)।

হিলেবোরাস—মূত্র-স্থালীর অতি বিস্তৃতি; মূত্র-স্থালীর পেশী-স্তরের দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন মূত্র-রোধ।

banglabooks.in

হায়সায়ামাস—অত্যুপকারী ঔষধ, বিশেষতঃ প্রসবের পরে—মূত্র-ত্যাগে ইচ্ছা থাকে না।

বেলাডনা—রক্তাধিক্যযুক্ত ব্যক্তি, বিশেষতঃ বালক-বালিকা—মূত্র-স্থালী-গলদেশের চক্রাকার সংকোচক পেশীর আক্ষেপবশতঃ ফোটায় ফোটায় মূত্র আসে।

ক্যান্থারিস—মূত্র-রোধে অত্যন্ত বেদনা, নিষ্ফল মূত্র-ত্যাগের চেষ্টা, অসহনীয় বেগ এবং কুন্থন।

ষ্ট্র্যামনিয়াম্—মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ মূত্র-রোধ অথবা মূত্রাঘাতে ইহার বিশেষত্বযুক্ত মস্তিষ্ক লক্ষণ থাকে।

ওপিয়াম্—মস্তিষ্কে মৃদুরক্তাধিক্যবশতঃ মূত্র-স্থালীর অবশতায় মূত্র-রোধ—রোগী তামসী নিদ্রাগ্রস্ত থাকে এবং নাসিকাধ্বনী হয়।

আনুষঙ্গিক-চিকিৎসা—যে কোন কারণেই হউক অনেক সময় মূত্ররোধ থাকিয়া মূত্রস্থালীর অতি বিস্তৃতি ঘটিলে আবশ্যকানুসারে ক্যাথিটারের ব্যবহার করিয়া মূত্র-থলির বিস্তৃতি নিবারণ রাখিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে বৈদ্যুতিক স্রোতের প্রয়োগ উপকারী। ইহার এক সীমা কটিদেশে এবং অপর বিটপস্থানে প্রযোজ্য। অবিমিশ্র স্নায়বিক রোগ জলস্রোত শ্রবণে প্রশমিত হয়। প্রক্ষিপ্ত কারণোৎপন্ন রোগের কারণাদির নিরাকরণ প্রয়োজনীয়। স্নায়বিক রোগে স্নায়বিক অবস্থা দূরীকরণ চেষ্টার আবশ্যক।

---

banglabooks.in

ডাক্তার শ্রীজগচ্চন্দ্র রায় এল, এম, এস প্রণীত

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে।

১ম ও ২য় খণ্ড (১২২৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) প্রকাশিত হইয়াছে।
তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

সুন্দর কাপড়ে বাঁধা প্রত্যেক খণ্ডের
মূল্য ৩৷৷০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় এম, এ
৪নং বিডন রো, কলিকাতা।

ইহাতে কি কি আছে ?

এক কথায় বলিতে গেলে ইহাতে হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ চিকিৎসার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সবই আছে। ইহাতে গ্রন্থকার সরল ভাষায় ও নিপুণ ভাবে প্রত্যেক রোগের উদ্ভব লক্ষণ, পরীক্ষা, নির্ণয় উপায়, ভাবিফল, চিকিৎস ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসা প্রভৃতির সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাতে আছে, বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থকারের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় এবং বিয়াল্লিশ বর্ষাধিক ব্যাপী গভীর গবেষণা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফল। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এই পুস্তকখানি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিলে পাঠক সমস্ত প্রকার রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সম্যক্ পারদর্শী হইবেন। আর দ্বিতীয় পুস্তক পড়িবার আবশ্যক হইবে না।

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের কতিপয় অভিমত।

"We congratulate the author on the publication of the above-noted volume on Homœopathic Practice of Medicine (Brihat Homœopathic Chikitsa Bijnan Part 1) for it supplies a want acutely felt by a wide circle of admirers of Dr. Roy's method. We have been greatly interested by the masterly introduction in which a

banglabooks.in

reconciliation has been sought between the Auyrvedic and the European ideas about the human constitution and the work has been done with much thoroughness and charity. The subject of reading the patient's pulse has received great attention and we hope it will quicken the interest of the readers of this treatise in this much-neglected branch of the doctor's art. The pathology, symptoms, diagnosis, prognosis and treatment of diseases have been treated with great skill and knowledge and the value of the treatise has been greatly enhanced by the addition of the fruits of the author's varied experience. "We are sure the book will command a wide and rapid circulation." *The Bengalee*, Sunday, May 4, 1919.

"The author has already acquired a very high place among Bengali writers on Homœopathy through his well-known treatises on Materia Medica and Domestic Treatment and requires no introduction at our hands. The present exhaustive treatise on Practice of Medicine, if anything, heightens that reputation and vouchsafes its readers frequent glimpses into the author's learning and experience. The book opens with a masterly introduction in which the constitution and functions of the healthy human body, their various changes in sickness, the examination of the pulse, the organs and the numerous secretions, as also other useful matters have been clearly and exhaustively explained. Each disease dealt with, and not the least one is neglected, has been treated with detailed reference to its diagnosis, prognosis, pathology, treatment and all other points of interest and importance and nothing, in short, that might make the task of the student or the practitioner smooth or sure has been lost sight of. In conclusion, we must express our entire satisfaction with the clearness and chastity of the author's language and congratulate him on his fruitful labours in the cause of Homœopathic learning and practice. The publisher also is to be congratulated on the excellent get-up of the volume and yet the price being not at all excessive." *The Amrita Bazar Patrika*, May 14, 1919

banglabooks.in

Bogra.
24th April, 1919.

"My dear friend Jagat Babu,

Notwithstanding the appreciation of Homœopathy by older physicians and men of culture and intelligence, in view of the constant attempts to discredit it by the school dominant and in the favour of the authorities, a lucid explanation of Homœopathic principles and treatment in easy and popular language is a great neccesity. Every old physician has seen cases in the way of convalescence relapse on account of the rowdiness and uncalled for injections and other acts of-indiscretion of these so-called scientific physicians. The public should be convinced that cure requies no royal road but proper selection of medicines according to symptomatic indications.

I have read your first instalment of the Brihat Homœopathic Chikitsa Bijnan. It is in keeping with your other works and will certainly do something to popularise Homœopathy in the eyes of the public. I am anxious to see your other volumes. I hope the public will welcome this work as your other productions."

Yours sincerely,
(Sd) PYARI SANKAR DAS GUPTA.
(L. M. S.)

34 Theatre Road,
Calcutta.

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরূপ গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহাও সাদরে পঠিত হইবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ভরসা করি আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ আরও পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। ইতি ১৯শে শ্রাবণ।

বিনীত বন্ধু,
(Sd.) শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার" (এম, ডি)

banglabooks.in

S. K. NAG,
M. D. (Chicago, U. S. A.)
L. M. S. (Cal. Uni.)

18 Beadon Street
Calcutta,

Many thanks for kindly presenting me with a copy of first volume of Chikitsa Bijnan. It goes without saying that I liked the book very very much. The subject matter has been well-arranged under separate heads, the symptomatology is precise and up-to-date. The therapeutical portion at the end of each subject is of special interest as it comes from an experienced hand and a man of your repute. I am sure the book will find a ready sale among students and lay public interested in Homœopathy.

Yours sincerely,
(sd) S. K. NAG.

To
Dr. J. C. RAY.

গ্রন্থকারের লিখিত অন্যান্য পুস্তক।

১। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞান। ৩টী নির্ঘণ্ট সহ ২৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেটিরিয়া মেডিকা। সমস্ত সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের দ্বারা একবাক্যে উচ্চ প্রশংসিত। সমধর্ম্মী ঔষধের পার্থক্য-বিচার ইহার প্রধান বিশেষত্ব। ঔষধ নির্ব্বাচনের জন্য কোনও কষ্ট পাইতে হইবে না। মূল্য ১২৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

২। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। নির্ঘণ্ট সহ ছয়শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট গৃহ-চিকিৎসার পুস্তক। ইহাতে পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য গৃহ-চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় এনাটমি ও ফিজিওলজি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই একখানি পুস্তকে সুস্থ ও অসুস্থের প্রতিপাল্য নিয়মাদি, শিশুপালন, বি চিকিৎসা, আকস্মিক দুর্ঘটনাদির চিকিৎসা ও গৃহে চিকিৎসার উপযোগী রোগাদির চিকিৎসা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা একখানি ঘরে থাকিলে সহজে ডাক্তার ডাকিয়া খরচান্ত হইতে হইবে না। এরূপ সহজ সরল ভা লিখিত যে, অশিক্ষিতাগণও স্বচ্ছন্দে ইহার সাহায্যে ঔষধ দিতে পারিবেন। মূল্য ৩৲। ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম
বিডন রো. কলিকাতা।

banglabooks.in

banglabooks.in

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

পঞ্চম খণ্ড।

(পরিশিষ্ট)

শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্,
প্রফেসার অফ মেটিরিয়া মেডিকা, হানিমান মেডিকেল কলেজ ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম. এ.
পাবনা।
১৩৩৭

All rights reserved

Price Rs 4/-

banglabooks.in

কলিকাতা

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

banglabooks.in

নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ড প্রকাশিত হইল, পুস্তকও সমাপ্ত হইল। কল্পনায় পঞ্চম খণ্ডের কলেবরের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম কার্য্যতঃ গ্রন্থ-কলেবর তাহার দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় ও স্থানসংক্ষেপের অনুরোধে গ্রন্থের কার্য্যকারিতার হানী করা সঙ্গত বোধ না হওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় পঞ্চম খণ্ডের আকার প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পুস্তক সমাপ্ত করিতে বিলম্ব হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ। পুস্তকের শেষে যে ঔষধের ও চিকিৎসার নির্ঘণ্ট (Index) সংযোজিত হইয়াছে তাহার সঙ্কলন যে কিরূপ শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ তাহা উক্ত নির্ঘণ্টগুলি একবার নিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিলম্বের জন্য মুদ্রাকরও বিশেষরূপে দায়ী। যে কারণেই হউক যখন বিলম্ব হইয়াছে তখন গ্রাহকগণের নিকট তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সঙ্কল্প ছিল, পূর্ব্ব চারিখণ্ডের ন্যায় এ খণ্ডেরও মূল্য ২।০ স্থির করিব; এ খণ্ডের কলেবর যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে মুদ্রাঙ্কনব্যয় ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ লাগিয়াছে। এরূপ হওয়ায় পূর্ব্ব সংকল্পের কিছু ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনটি বিস্তৃত নির্ঘণ্টের (Index) সংযোজনাই তার কারণ। সংক্ষেপে একটি নির্ঘণ্ট দিলে মূল্য না বাড়াইলেও চলিত। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থপাঠে বিশেষ অসুবিধা হইবে জানিয়া এইরূপ বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সংযোজিত হইল। ইহা বহু ব্যয় ও শ্রম সাপেক্ষ হইলেও প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্রে বাঁধাই এবং পঞ্চম খণ্ডের সহিত নির্ঘণ্ট সংযোজনা করায় কিঞ্চিৎ ব্যয়সংক্ষেপ

banglabooks.in

হইয়াছে এবং তজ্জন্যই নির্ঘণ্ট সহ পঞ্চম খণ্ডের মূল্য মাত্র ৸০ আনা বাড়াইয়া ৩৲ টাকা ধার্য্য করা সম্ভব হইয়াছে। ভরসা করি ইহাতে গ্রাহকগণের অভিযোগের সঙ্গত কারণ থাকিবে না।

গ্রন্থসঙ্কলনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে ভেষজগুলি বহুল প্রযুক্ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন কথাই পরিত্যক্ত হয় নাই; বরং পরস্পর তুলনা-সৌকর্য্যার্থে একই বিষয় কোন কোন স্থলে পুনরুক্ত হইয়াছে। তাহাও উদ্দেশ্যমূলক। কারণ কোন ঔষধের বিষয় লিখিতে যদি স্থানান্তরে তাহার আংশিক বর্ণনায় নির্দ্দেশ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় তাহা হইলে পাঠকের অবকাশের অভাব বা প্রবৃত্তির শৈথিল্য বশতঃ তাহা হয়ত অপঠিত থাকিয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য ঔষধটির সম্যক পরিচয়ের বিঘ্ন হওয়ার সম্ভব; ঔষধবর্ণনারও পূর্ণাঙ্গত্বের হানী হয়। পাঠকালে স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য বিষয় খুঁজিয়া লইতে জ্ঞানের ধারাবাহিকতার যে বিচ্ছেদ ঘটে তাহা বিষয়ের সম্যক উপলব্ধির হানিকর। এই বিবেচনায় গ্রন্থবাহুল্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া কোন কোন স্থলে বিষয়-বিশেষের পুনর্ভাষণও স্বীকার করিয়াছি। বহুল প্রযুক্ত ঔষধগুলি যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা ইংরাজিতে একটি মাত্র ঔষধ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তিকা (Monograph) আছে তদ্রূপ সবিস্তার। বস্তুতঃ তত্তৎ ঔষধ সম্বন্ধে ভিষকপ্রবরগণ যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সমস্তই যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিজের অভিজ্ঞতার ফলও যথাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সাফল্যের নিদান স্বরূপ ভেষজসমূহের সাদৃশ্য ও প্রে বিচার অতি বিস্তৃত ও বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গভা লিখিত হোমিওপ্যাথিক ভেষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলির মধ্যে ইহাই গ্রন্থের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

banglabooks.in

বহুল প্রযুক্ত ঔষধ ব্যতীত অন্য যে সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় তাহার অধিকাংশই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিও প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত এরূপভাবে লিখিত যে কোন একটি ভেষজবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলে উক্ত ঔষধের একটি সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি মানস-চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে; অন্য ঔষধের প্রতিকৃতির সহিত তুলনায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ইংরাজিতে যাহাকে ইণ্ডিভিডুয়েলিজেশন (Individualisation) বলে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, কোন রোগ চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইলে তাহার সম্পূর্ণ অনুরূপ ঔষধটি চিনিয়া লইতে ভ্রম না হয়। তবে যদি ভ্রম হয় তাহা প্রায়শঃ রোগীর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ত্রুটি বশতঃ।

অবশ্য স্বীকার করি যে ভৈষজ্যবিজ্ঞান আয়ত্ত করা অতীব শ্রমসাধ্য; কিন্তু বিনা আয়াসে কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ সম্ভব নহে। হোমিওপ্যাথির ত কথাই নাই; ইহা দুস্তর সাগরবিশেষ। হোমিওপ্যাথিকে সুখগ্রাহ্য শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করা নিজের অজ্ঞতারই পরিচয়। বিলাতের ডাক্তার বর্ণেট্ (Barnett) বলিয়াছেন ইহা "disgustingly difficult"। তথাপি এই হোমিওপ্যাথিগহনে প্রবেশের নির্দ্দিষ্ট, ভ্রান্তিহীন, ও বিজ্ঞানসম্মত পথ আছে। ইহাতে নৈপুণ্যলাভ করিতে হইলে ধৈর্য্য, ঐকান্তিকতা, শ্রমশীলতা, সত্যানুসন্ধিৎসা ও অকপট শ্রদ্ধাদি গুণ থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যিনি ভৈষজ্যবিজ্ঞান (Materia Medica) নিরন্তর আলোচনায় কাতর তাঁহার পক্ষে হোমিওপ্যাথির প্রকৃত জ্ঞানলাভ অসম্ভব। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যজ্ঞান যাহাতে যথাসম্ভব সুলভ হয় তাহাই এই গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

এক্ষণে গ্রন্থসন্নিবেশিত সুবিস্তৃত নির্ঘণ্টটির (Index) বিষয়ে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। এই নির্ঘণ্ট তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

banglabooks.in

১ম ঔষধের সংজ্ঞানুসারে, ২য় রোগের নামানুযায়ী, ৩য় রোগের নির্ঘণ্টের পরিচায়করূপে। এই নির্ঘণ্টত্রয় এরূপ বিস্তৃত ও বিশদভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে ইহাদ্বারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Therapeutics) কার্য্যও বহুল পরিমাণে সাধিত হইবে।

১ম ভাগ। কোন একটি ঔষধ কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হয় ও তাহার গুণ এবং ক্রিয়াদি পুস্তকের কোন্ স্থলে বিবৃত আছে তাহা এই ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় ভাগ। কোন একটী রোগ চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় ঔষধ কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে তাহা এই দ্বিতীয় ভাগে দেখান হইয়াছে।

৩য় ভাগ। রোগের নাম দ্বিতীয় ভাগে স্বজাতীয়তা অনুসারে পুঞ্জক্রমে উল্লিখিত থাকায় স্থলবিশেষে কোন্ কোন্ জাতীয়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, তজ্জন্য রোগনিচয় তৃতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়া তাহা দ্বিতীয় ভাগের কোন্ জাতীয়বর্গের অন্তর্গত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে নির্ঘণ্টমধ্যে স্বল্পপ্রয়োজনীয়, বোধে কোন কোন রোগের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত না হইলেও ঐ রোগগুলি যে সকল যন্ত্র আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগের রোগের সাধারণ নির্ঘণ্ট মধ্যে ঐ রোগের ঔষধগুলিও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ঔষধের বিষয় পাঠ করিলেই ঐ বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি জানা যাইবে।

এই গ্রন্থের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডসকল মুদ্রণকালে সুহৃদ্‌প্রবর পরম শ্রদ্ধাভাজন ৺অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা বিষয়ে আমার প্রধান সহায় থাকিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান খণ্ড প্রণয়নের প্রারম্ভে তিনি অকস্মাৎ আমাদিগের

banglabooks.in

মায়ামমতা ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করায় তাঁহার দুলভ সাহায্যে বঞ্চিত হই। ইহাও বর্ত্তমান খণ্ড প্রকাশের বিলম্বের অন্যতম কারণ। আমার পরম হিতৈষী বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মৈত্র মহাশয়দ্বয়ও আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডগুলির ন্যায় এই খণ্ড প্রণয়নেও বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি; তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন-চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে, যাঁহাদিগের জন্য ইহা লিখিত হইল তাঁহারা এতদ্দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থে বহু ভ্রমপ্রমাদ থাকারই সম্ভব। অতএব সুধীজন-সমীপে সানুনয় প্রার্থনা যে ভ্রমাদি দৃষ্ট হইলে তাঁহারা যেন কৃপা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে তৎসংশোধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব। অলমতি বিস্তরেণ। ইতি

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
১৯শে জুলাই ১৯১৫ সাল।

নিবেদক
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

দ্বিতীয় বারের নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের পঞ্চম বা পরিশিষ্ট খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহাও প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রন মাত্র, তবে প্রয়োজনানুসারে প্রথম সংস্করণের বর্ণনাদির ভাষা সংশোধিত করিয়া বিষয়াদি সুখবোধ্য করিবার যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অপিচ প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ এবং অন্যান্য দোষও সংশোধনের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই, কারণ পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন অধুনা পুস্তক মুদ্রনের ব্যয় চতুর্গুণাপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্যের চারি টাকা মাত্র বৃদ্ধি বোধ হয় অসঙ্গত হয় নাই। এজন্য আশা করা যায় সহৃদয় পাঠক মহোদয়-গণ পূর্ব্ববৎ কৃপা বিতরণে বিমুখ হইবেন না।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
১২ই বৈশাখ, ১৩২৯ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫১ (LECTURE LI).

১। একটিয়া রেসিমোসা। ২। একটিয়া স্পাইকেটা।
৩। ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা। ৪। এডনিস্ ভার্ণেলিস্।
৫। রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বোসাস্। ৬। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলরেটাস্। ৮। হাইড্র্যাষ্টিস্।
৯। হেলিবোরাস্।

একনাইট্ ও পাল্‌সেটিলা প্রভৃতি **রেণাঙ্কুলেসি** জাতিভুক্ত প্রধান প্রধান ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উপরি উক্ত জাতীয় অন্য কতিপয় ঔষধের বিবরণ আমরা বর্ত্তমান লেক্‌চারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মনুষ্য শরীরে ইহাদিগের ক্রিয়াগত বিশেষত্ব অপেক্ষা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় কার্য্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতাই ইহাদিগকে এক লেক্‌চারে সন্নিবেশিত করিবার বিশেষ কারণ। তথাপি ঔষধ পরস্পরামধ্যে ক্রিয়াগত বিশেষ কোন সম্বন্ধ থাকিলেও এরূপ বর্ণনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও এই প্রথা অবলম্বন করিব।

১। এক্টিয়া রেসিমোসা (Actæa Racemosa)।

সাধারণ নাম।—সিমিসিফিউগা, ব্ল্যাক কোহশ।

প্রয়োগরূপ।—টাট্‌কা মূলের টিংচার বা অরিষ্ট।

তুলনীয় ঔষধ।—পাল্‌স্, সিপিয়া, নেট্ মিউ, লিলি টাই, ইগ্নে।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—সিমিসিফিউগা মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার উর্দ্ধাংশের স্নায়ুতে কার্য্য প্রকাশ করায় মেরুমজ্জাবেষ্ট ও স্নায়ুবেষ্টের উত্তেজনা ও প্রদাহ, স্নায়ুশূল এবং পেশীর আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। কার্য্যক্ষেত্রে জরায়ু ও অণ্ডাধারের নানাবিধ রোগ, স্নায়ুশূল এবং প্রদাহ নিবারণ দ্বারা ইহার কার্য্যের কথঞ্চিৎ ব্যাপকতা প্রকটিত হয়।

লক্ষণ।

মন। প্রলাপ, পঠিত বিষয় রোগীর পুনঃপুনঃ পাঠ করিবার প্রবৃত্তি। মদাত্যয়বৎ প্রলাপ। রোগী বিলাপ করে, কষ্ট প্রকাশ করে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। পর দিবস আনন্দে শরীর শিহরিয়া উঠে, ক্রীড়াশীলতা জন্মে এবং মানসিক অবস্থা পরিষ্কার হইয়া যায়। অপরাহ্ণে দুঃখিত, অবসাদিত এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়।

মস্তক।—মূর্দ্ধাদেশে অবিশ্রান্ত অবসাদভাব। মস্তক গুরু ও বৃহত্তর বোধ; নত হইলে এবং প্রাতঃকালে উত্থান করিলে শিরোঘূর্ণন; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে বিবমিষা; মস্তকে ঢেউ খেলার ভাব। চাপে ললাটের মৃদুবেদনার উপশম। মস্তক এবং চক্ষু-গোলকে অত্যন্ত বেদনা, সামান্য চালনায় তাহার বৃদ্ধি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ও চক্ষুগোলকের পশ্চাতে তীক্ষ্ণ বেদনা। মূর্দ্ধা, অক্ষিপাট, ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে, চক্ষু এবং কর্ণে কনকনানি ও তীরবেধবৎ বেদনার শয়নে বৃদ্ধি ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ক্রন্দন। মূর্দ্ধা ফাটিয়া যাওয়ার অনুভূতি।

নিদ্রা।—অচৈতন্যের ভাব। মস্তিষ্কের উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা-হীনতা। নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠা, অস্থিরতা। সর্ব্বশরীরের অসাড়তা বোধ জন্য নিদ্রা হয় না। নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না।

banglabooks.in

স্নায়ু।—জঙ্ঘার কম্প, আকুঞ্চক পেশীর আনর্ত্তন। অঙ্গের অনিয়মিত গতি,—বামদিকে অধিক; জঙ্ঘার অস্থৈর্য্য। পর্য্যায়ক্রমিক প্রবল ও ক্ষণিক আক্ষেপ। সম্পূর্ণ শরীরে বেঁধা বোধ। স্থানে স্থানে বৈদ্যুতিক আঘাতবৎ অনুভূতি। নানাস্থানে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা। সর্ব্বশরীরে ক্ষত হওয়ার ন্যায় ঘৃষ্টবোধ। সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ হস্তের অসাড়তা।

চক্ষু।—চক্ষুগোলকে তীব্র বেদনা, মস্তক কিম্বা চক্ষু নাড়িলে ও সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুগোলকের কেন্দ্রস্থানে ভয়ানক বেদনা, প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া সকল দিন থাকে এবং উপর তলায় উঠিতে তাহার বৃদ্ধি হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—বামবক্ষের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থির নিম্নে ভয়ানক বেদনা। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় রোগী চিতভাবে শুইতে ও বক্ষ চাপিতে বাধ্য হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা ও অল্প কাসি জন্মে।

আমাশয়।—তৃষ্ণাহীনতা, অল্প ক্ষুধা। মধ্যাহ্ন ভোজনের স্পৃহা থাকে না। আমাশয়ে প্রবল বেদনা, বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূল হইলে উদ্‌গার উঠে। সবুজ বস্তুর বমন, রোগী গোঁ গোঁ করে, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করে এবং উপশমের জন্য দুই হস্তদ্বারা মস্তক চাপিয়া ধরে। আমাশয় স্থান দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অথবা তথায় "কিছুই নাই নাই ভাবের" অনুভূতি।

উদর।—সাময়িক উদরশূল, সম্মুখে বক্র হইলে, শরীর দ্বিভাঁজ করিলে ও মলত্যাগান্তে উপশম। উদরের স্ফীতি নিবন্ধন পূর্ণতাবোধ। অন্ত্রে, কটিতে এবং নিম্নাঙ্গ বাহিয়া প্রবল বেদনা। অন্ত্রে ভয়ানক যন্ত্রণাকর বেদনা; ডাক; বায়ু জন্মে। নিম্নোদরে পাশাপাশিভাবে তীক্ষ্ণ বেদনা। উদরপেশীর টাটানি।

জননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। দক্ষিণ

banglabooks.in

অণ্ডকোষরজ্জুতে বেদনা এবং সঙ্কোচন। দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা।

যোনিপথে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। ঋতুকালে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা বেদনা। রজোবাহুল্য; রজোরোধ।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ হইতে সমস্ত বক্ষোপরি বিস্তৃত বেদনা, বাম বাহু বাহিয়া ধাবিত, হৃৎকম্প, অচৈতন্য, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্র; কাল্‌চে মুখ, হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম ও শরীরের অসাড়তা; বামবাহু অসাড় এবং তাহা শরীর পার্শ্বে আবদ্ধ থাকার অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হঠাৎ রোধ, শ্বাসরোধের উপক্রম।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—মস্তকচালনায় গ্রীবা পেশীতে খল্লী। মেরুমজ্জাবেষ্টের পশ্চাদংশের ঘনত্ব জন্মিলে বিদ্যুতাঘাতবৎ প্রচণ্ড বেদনা। শীতল বায়ুসংস্পর্শ বশতঃ গ্রীবার কাঠিন্যে হস্তচালনায় বেদনা। মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশের স্পর্শাসহিষ্ণুতা; তাহাতে চাপ দিলে বমনবেগ ও বিবমিষা, সমুদয় পেশীর ক্ষতভাব। আক্ষেপকালে মস্তকপশ্চাতের টান পৃষ্ঠের নিম্নপর্য্যন্ত যায়, পরে গ্রীবা ও পৃষ্ঠের পেশীতে ক্ষতবৎ বেদনা হয়। অংশফলকাস্থির অভ্যন্তর প্রদেশে বেদনা। মস্তক ও গ্রীবার সঙ্কোচন। পৃষ্ঠে, উরু বাহিয়া নিম্নে এবং হিপসন্ধিভেদ করিয়া গুরুচাপসহ কঠিন বেদনা; কটিদেশে প্রচণ্ড কনকনানি।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—পেশীবেদনা, চালনায় বৃদ্ধি। বোধ যেন বাম বাহু শরীরের কাণ্ডভাগে সংবদ্ধ আছে। বাম বাহুর অবিশ্রান্ত অনিয়মিত চালনা; হস্ত অব্যবহার্য্য। হস্তোপরি শীতল ঘর্ম্ম। লিখিবার সময় অঙ্গুল্যাদির কম্প।

নিম্নাঙ্গ।—সন্ধিনিচয় স্ফীত ও তাপযুক্ত। নিম্নাঙ্গ ভেদ করিয়া ভয়াবহ বেদনা, যেন ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—অঙ্গনিচয়ের কনকনানি, পেশীর অত্যধিক

banglabooks.in

টাটানি। পেশীর স্থূল অংশে রসবাতবৎ খল্লী ও সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গনিচয়ে অস্বস্তি নিবন্ধন অস্থিরতা।

সর্ব্বগাত্রে চুলকনা, তাপ এবং কাঁটাবেধার ন্যায় বোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।—সিমিসিফিউগার অনেক রোগ, বিশেষতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগসহ পেশীআনর্ত্তন, আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং বহুভাষিতা ও দুঃখপ্রভৃতি **গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক ও মানসিক লক্ষণের** বর্ত্তমানতা প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহার রোগাদি অধিকাংশস্থলে **জরায়ু-রোগের সহানুভূতি** প্রযুক্ত জন্মে বলিয়া তাহাও প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—গুল্মবায়ু প্রকৃতির স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে **একটিয়া রেসি** অন্যতম প্রধান ঔষধ। ইহার অনেক বেদনা মস্তক পশ্চাতে উৎপন্ন হইয়া তীরবেগে মেরুদণ্ডের নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং কোন কোন বেদনা জরায়ুরোগসহ সম্বন্ধযুক্ত থাকে। পূর্ব্বকথিত বেদনায় মস্তক সম্মুখদিকে নত হইবার, উপক্রম হয় এবং তাহাতে রোগী বেদনার উপশম পায়। অধিকাংশ সময়ে পরিশ্রমক্লান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার শিরঃশূল দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী প্রথমে বোধ করে যেন তাহার মাথার চাঁদী উড়িয়া যাইবে। চক্ষুর ঊর্দ্ধে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা হইলে তীরবেগে তাহা মস্তকের শীর্ষদেশে যায়। বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক ঢেউর ন্যায় চালিত হইতেছে। মস্তক পশ্চাৎ হইতে তীক্ষ্ণ বেদনা উঠিয়া ললাটদেশেও যাইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় যেন মস্তক মধ্যে পেরেক ঠুকিয়া বসান হইতেছে। **শিরঃশূলে রোগীর বাতুল হইবে বলিয়া আশঙ্কা** জন্মে, ইহা একটী প্রধানতম প্রদর্শক।

banglabooks.in

সিপিয়া—যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর শ্বেতপ্রদর থাকে তাহাদিগের বহু দিনের পুরাতন **আধকপালি মাথাব্যথা** বাম চক্ষু ও বাম ললাটপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া পশ্চাৎ দিকে বিস্তার করিলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

মানসিক বিকার—বিষাদোন্মত্ততা; সূতিকোন্মাদ; মদাত্যয়।—মানসিক অবসাদগ্রস্ত রোগিদিগের রোগে **সিমিসিফিউগা** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। রোগী দুর্ব্বল এবং বিষণ্ণচিত্ত; তাহার মানসক্ষেত্র অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখভারাক্রান্ত, রোগী বড়ই সন্দেহযুক্ত; রোগী যাহা দেখে, অপরিচিত ও অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বোধ করে যেন মস্তিষ্ক বৃহত্তর হইয়াছে। অহরহঃ উপরি উক্ত রূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত ও ভয়াবহ দুঃখভারাক্রান্ত থাকার অনুভূতি ঘটে। অনেক সময় রোগী মনে করে কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, সে ক্ষিপ্ত হইবে বা মরিবে। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মানসিক অশান্তির অসহনীয় আতিশয্য বোধ করায় তাহার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। ন্যূনাধিক উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত **আত্মহত্যার প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট বিষাদোন্মত্ততা ও সূতিকোন্মাদ এবং ইন্দুরাদির ভ্রমদৃষ্টিবিশিষ্ট মদাত্যয়-রোগের** ইহাদ্বারা উপশম হয়। **মদ্যপান** অথবা **জরায়ু-রোগ নিবন্ধন প্রলাপ** ইহা উপশম করিয়া থাকে।

কাক্কে কা—চক্ষু মুদ্রিত করিলেই রোগী নানাবিধ দৃশ্য দেখে এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই তাহা অন্তর্দ্ধান করে; **সিমিসির** ন্যায় ইহাতেও মন আশঙ্কান্বিত থাকায় রোগী মনে করে সে উন্মাদ হইবে ও লোকে তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিবে।

এলুমিনা—অবসাদগ্রস্ত এবং আশঙ্কান্বিত রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত।

banglabooks.in

আমড়িন্—উন্মাদ হইবে বলিয়া ভীতি, রোগী চিকিৎসকের নিকটে যায় না, মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, প্রত্যেক ঘটনাতেই বিপদাশঙ্কা করে।

ক্যাক্কে ফস্—অল্পবয়স্কদিগের হস্তমৈথুন নিবন্ধন এবং বৃদ্ধদিগের **একবিষয়াত্মক উন্মাদরোগারোগ্যে** ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা।—জরায়ু রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেষণে **এক্টিয়া রেসি** কার্য্যকারী ঔষধ। ইহাতে কটিদেশের মেরুদণ্ডাংশ আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা ও কটিদেশে বেদনা জন্মে। গ্রীবামেরুদণ্ডাংশের বিশেষ আক্রমণে গ্রীবাস্থ ঊর্দ্ধ ও অধঃ কশেরুকাদি স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে এবং রোগী চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতে পারে না; বেদনা স্থান-পরিবর্ত্তনশীল। রুগ্ন মেরুদণ্ডে চাপ দিলে অনেক সময় বমনোদ্রেক হয়। উপরি উক্ত রোগসহ আর্ত্তবাভাব বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

সাল্‌ফার—ঋতুরোধ নিবন্ধন স্পাইন্যাল ইরিটেষণরোগ জন্মে, ঝাঁকি লাগিলে মেরুদণ্ড বেদনা করে। মেরুদণ্ডে ঘর্ম্মহীন তাপ।

বেলাডনা—মেরুদণ্ডে জ্বালাযুক্ত তাপ। অণ্ডাধারের সূচিবেধবৎ বেদনা ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, এবং অবিশ্রান্ত পৃষ্ঠবেদনা।

জেল্‌স—গ্রীবা এবং গ্রীবাপশ্চাতে সূচিবেধবৎ বেদনা, ক্লান্তির ভাব, এবং মানসিক অবসাদ। গভীর দেশের পেশীশূল এবং অসাড়তা জন্মে, বোধ হয় যেন পায়ে ঝিন্‌ঝিনি লাগিবে।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—তাণ্ডবরোগে শরীরের বাম পার্শ্বে চালনা থাকিলে এবং পেশীবাত অথবা রসবাত সংস্রবে রোগ জন্মিলে, কিম্বা জরায়ু বিকারের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ রোগ হইলে

banglabooks.in

সিমিসিফিউগা উপকারী। যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবিকার ঘটিত রোগে ইহা বিশিষ্ট ফলপ্রদ। **মানসিক অবসাদের বর্ত্তমানতাও** ইহার প্রদর্শক। মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ পেশীমণ্ডলী বেদনাযুক্ত। ভীতি বশতঃ রোগে এবং যে রোগে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার অভাব ঘটে তাহাতেও ইহা উপকারী।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—জরায়ু এবং অণ্ডাধার-রোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ যে কোন শরীরাংশের স্নায়ুশূলরোগে **এক্টিয়া** উপকারী। **মূর্দ্ধার কথঞ্চিত পশ্চাতে তাপানুভূতি** ইহার প্রধান সহকারী লক্ষণরূপে গণ্য। জরায়ু ও অণ্ডাধারের রোগ বশতঃ বাম চক্ষুর অধঃদেশের স্নায়ুশূল অধিকাংশ সময়ে ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বক্ষরোগ—কাসি, যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্।—**এক্টিয়া** বংশানুক্রমিক যক্ষ্মাকাশের ঔষধ নহে। শৈত্যসংস্রব প্রভৃতি আগন্তুক কারণ ঘটিত রোগের প্রথমাবস্থার শুষ্ক ও বিরক্তিকর এবং রজনীতে বৃদ্ধিপাওয়ার প্রকৃতিযুক্ত কাসিতে ইহা প্রযোজ্য। ইহার সহিত সাধারণতঃ বক্ষশূল বর্ত্তমান থাকে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—গুল্মবায়ু অথবা জরায়ুরোগগ্রস্ত রোগিণীর বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হইলে **এক্টিয়া** ফলপ্রদ। রোগিণী প্রায়শঃ আমাশয়-স্থলে মূর্চ্ছার ভাব বোধ করে।

গুয়েইয়াকাম্—টুবার্কুলার থাইসিস্ রোগের (গুটিকা-জনিত যক্ষ্মা) পার্শ্ববেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—কষ্টরজঃ, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া; জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেণ্ট অব ইউটারাস্; শ্বেতপ্রদর বা লিউকিরিয়া; অণ্ডাধার-প্রদাহ

banglabooks.in

ও অণ্ডাধারের স্নায়ুশূল।—**একটিয়া রেসিমোসা** মূলতঃ রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী। ইহার প্রায় **অধিকাংশ রোগের মূলেই রসবাতসংস্রব বর্ত্তমান** থাকে এবং ইহার সর্ব্বপ্রকার রোগেই প্রগাঢ় মানসিক বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য অতি পরিস্ফুট লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ইহার রোগচিকিৎসায় এই সকল বিষয় স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ ইহার স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে মানসিক লক্ষণনিচয় অসাধারণরূপে পরিস্ফুট হয়। দুর্ব্বলতাসহ রোগী অসহিষ্ণুভাবাপন্ন থাকে এবং মনে করে সে পাগল হইবে। শিরঃশূল জন্মে। **সিমিসিফ্** ঋতুস্রাব শীঘ্রাগত ও স্থানপরিবর্ত্তনশীল পৃষ্ঠবেদনাযুক্ত। ফলতঃ উপরি উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট **রজঃকৃচ্ছ্র**, বিশেষতঃ **রসবাতিকরজঃকৃচ্ছ্র** রোগে উত্তেজনাপ্রবণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু জরায়ুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকিলে এবং তাহা দ্রুতবেগে নিম্নোদরের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে ধাবিত হইলে ইহা উপকার করিয়া থাকে। বস্তিদেশের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে ইহা **জরায়ুর স্থানচ্যুতি** দোষ সংশোধন করিতে সক্ষম। উপরি উক্ত মানসিক লক্ষণ এবং স্নায়ুশূল, উত্তেজনাপ্রবণতা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি স্নায়বিক লক্ষণ এবং **সিমিসিফ্** ধাতুগত বিশিষ্টতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা **শ্বেতপ্রদর** রোগও আরোগ্য করিতে পারে। জরায়ুতে শোণিতাধিক্য জন্মে এবং তাহা ও অন্যান্য বস্তিযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত ও গুরুভারাক্রান্ত বোধ হয়।

স্থানান্তরিত রসবাত নিবন্ধন **অণ্ডাধারপ্রদাহ** এবং **অণ্ডাধারস্নায়ুশূল** রোগে তীক্ষ্ণ বেদনা তীব্রবেগে বস্তিপার্শ্ব ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলে এবং তাহাতে ঠেলমাল্লা ভাব থাকিলে **সিমিসিফিউগা** উপযোগী।

banglabooks.in

কলফাইলাম—অনেকাংশেই ইহা **সিমিসিফিউগার** তুল্য, কিন্তু ইহাতে **সিমিসিফ্লর** শিরঃশূলের অভাব ও রসবাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে সীমাবদ্ধ থাকা, ইহার প্রভেদক। **সিমিসিফ্লর** রসবাত, পেশীর স্থূলাংশ আক্রমণ করে। **আভ্যন্তরীণ কম্পভাবের বর্ত্তমানতা কলফার** একটি বিশেষ লক্ষণ।

গর্ভপাত বা এবর্ষণ।—রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অভ্যাসগত গর্ভপাত নিবারণে **সিমিসিফিউগা** অতি ক্ষমতাশালী ঔষধ। তীরবেগে বেদনা উদরের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায় এবং রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে।

একনাইট্ ও ক্যামমিলা—ক্রোধ বশতঃ আশঙ্কিত গর্ভপাত নিবারণে সমর্থ। ইহারা পরস্পরের মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রভেদিত। বেদনাকালে অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা জন্মে।

কলফাইলাম—প্রসব বেদনার ভ্রান্তি উৎপাদক জরায়ু বেদনা এবং আশঙ্কিত গর্ভপাত নিবারণে ইহা উপকারী। পৃষ্ঠ এবং উদরের উভয় পার্শ্বে কঠিন বেদনা, জরায়ুর মৃদু সঙ্কোচন ও অত্যল্প স্রাব। এরূপ স্থলে ডাং ম্যাডেন ইহাকে ফলপ্রদ ঔষধ বলেন।

প্রসববেদনা বা লেবর; প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্‌টার পেনস্।—আশঙ্কিত গর্ভপাত অথবা প্রসবসংস্রবীয় বেদনা যখন তীরবেগে উদরের এক পার্শ্ব হইতে আড়াআড়ি ভাবে অন্য পার্শ্বে যায়, রোগী যাহাতে দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা এতাদৃশ প্রবল হয় যে রোগী তাহাতে মূর্চ্ছা যায়, তদবস্থায় অপর কোন ঔষধে ফল না হইলে **সিমিসি** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জরায়ুমুখ সম্যক বিস্তৃত হয় না। গর্ভের প্রাথমিক অবস্থায় উদরপ্রাচীরে বেদনা হইলে ইহা তাহা নিবারণ করে। জরায়ুর রসবাতিক ও অলীক প্রসব বেদনায় ইহা উপকারী। ইহা এবং **কলফা** পূর্ব্ব হইতে সেবন

banglabooks.in

করাইলে প্রসবের সাহায্য হয়। **প্রসবান্তিক** বেদনা ইহাদ্বারা উপশম হইয়া থাকে।

লাইকো এবং ইপিকা—প্রথমের বেদনা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম এবং দ্বিতীয়ের বেদনা বাম হইতে দক্ষিণে যায় ও তাহাতে বিবমিষা থাকে।

হেমামেলিস্—উপরি উক্ত অবস্থায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ উপকারী। উদর পেশীতে টাটানি থাকে।

একনাইট—বেদনা অতি প্রবল, শীঘ্র শীঘ্র ও অসহনীয় এবং তাহার সহিত অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভীতি বর্ত্তমান থাকে। প্রসব-পথ শুষ্ক, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং প্রসারিত হওয়ার অনুপযুক্ত।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম; পেশীবাত বা মাস্কাল্‌জিয়া।—এক্টিয়া রেসিমোসা রেণাঙ্কুলাস শ্রেণির ঔষধ নিচয়ের জাতিগত ধর্ম্মানুসারে রসবাত রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহাতে আক্রান্ত পেশীর মাংসল বা স্থূল অংশে কন্‌কনানি বেদনা হয়, ইহা পেশীর সীমাংশ আক্রমণ করে না। **নাক্স ভমিকার** ন্যায় ইহা অঙ্গনিচয়ের ক্ষুদ্র পেশী অপেক্ষা শরীরের কাণ্ডভাগের বৃহৎ পেশীই অধিকতর আক্রমণ করিয়া থাকে। **রাসের** ন্যায় ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ না করায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয়; ইহা পেশীবাতের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। যে পেশী-বাত হঠাৎ হয় ও অতি প্রবল বেদনাযুক্ত থাকে **সিমিসি** তাহার ঔষধ। ইহাতে অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মিলেও অঙ্গচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়।

একনাইট, পালসেটিলা, রেণাঙ্কুলাস বাল্বো-সাস্ এবং এক্টিয়া স্পাইকেটা—রসাবাত রোগে ইহারাও **সিমিসি**সহ তুলনীয়,—**একন্** তরুণ রসবাতজ প্রাথমিক জ্বরের ঔষধ। রসবাত রোগে **পালসের** উপকারিতার

banglabooks.in

বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। **রেণাঙ্কু বাম্বো** বিশেষরূপে শরীরের কাণ্ডভাগ ও বক্ষের পেশীর রসবাত রোগে উপকারী, ইহার রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল। আক্রান্ত পেশীতে অত্যন্ত টাটানি ও সুষ্টবৎ বেদনার সেঁতা বায়ুতে বৃদ্ধি। **এক্টিয়া স্পাই** হস্ত এবং পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে; সন্ধিনিচয় কন্ কন্ করে ও ভ্রমণ-কালে স্ফীত হয়।

কলফাইলাম—অনেক বিষয়ে **সিমিসিফ** তুল্য। প্রভেদ এই যে ইহা করের এবং হস্তাঙ্গুলির সন্ধি আক্রমণ করে।

২। একটিয়া স্পাইকেটা (Actœa Spicata)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, কলফা, সিমিসি, লিডাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার ক্রিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাতবৎ রোগোৎপন্ন হওয়ায় ইহা তাহার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আহার করিলে, মুক্তবায়ুতে ভ্রমণ করিলে অথবা অধিক কথা বলিলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অলস হইয়া পড়ে। ইহাতে আকৃষ্টতাসহ ছিন্নবৎ বেদনা হয়।

লক্ষণ।—রোগী ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। মুখমণ্ডলে রসবাতবৎ বেদনা। অম্ল বমন। সামান্য ক্লান্তিতেই সন্ধির স্ফীতি। হস্তে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতাবৎ বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। মণিবন্ধ বা অঙ্গুলিসন্ধিতে ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। নিম্নাঙ্গে স্ফীতি, বেদনা ও দুর্ব্বলতা। উরু উত্তোলন করিলে তাহার কম্প। জানুসন্ধিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ।

চিকিৎসা।

একটিয়া স্পাইকেটায় হস্ত-পদ প্রভৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির **রসবাত** অথবা **গাউট বা ক্ষুদ্র বাতরোগ**

banglabooks.in

জন্মিতে দেখা যায়। আমাশয়ে অম্ল জন্মে। রোগী প্রায় সুস্থাবস্থাতেই ভ্রমণ করিতে যায়, কিন্তু ভ্রমণ-আরম্ভেই সন্ধি-বেদনা হয়।

৩। ক্লিমেটিস ইরেক্টা (Clematis Erecta)।

সম্বন্ধ।—ইহা **ব্রায়নিয়ার** দন্তশূলের ও **ক্যাম্ফরের** কার্য্যের প্রতিষেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বার্ব্বেরিস, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, সিমিসি, কনায়াম, গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রল, পালস্, রেণাঙ্কু, রড, রাস, সিলিক ও সাল্ফ্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার সমজাতীয় অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহাও নানাপ্রকার বেদনা উপস্থিত করে। ক্লিমেটিস্ লসিকা বা লিম্ফ্যাটিক গ্রন্থি মণ্ডলীতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রদাহ, ও স্ফীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করে। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়াই ইহার বিশেষ পরিচয়ের বিষয়, তাহাতে ইহা অতি যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ত্বকেও ইহার রোগজনক ক্ষমতা আছে।

লক্ষণ।

মন।—একা থাকিতে ভীতি, কিন্তু ভাল লোকের সহবাসও ভাল-বাসে না। মানসিক অবসাদ, অমঙ্গল নিকটস্থ বলিয়া ভীতি। উত্তেজনা-প্রবণ, মৌন, গৃহের বাহিরে যাইতে অনিচ্ছা।

চক্ষু।—চক্ষুর প্রদাহ, চনচনিযুক্ত জ্বালা এবং অবদারণভাব। চক্ষু লোহিত, চাকচিক্যযুক্ত, তপ্ত এবং শুষ্ক। চক্ষুর শুক্লাংশের প্রদাহ ও অশ্রুস্রাব। চক্ষু হইতে অগ্নিস্রোত নির্গত হওয়ার ন্যায় কামড় ও জ্বালা-যুক্ত বেদনা। চক্ষুর তাপ ও শুষ্কতা নিবন্ধন রোগী চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিতে বাধ্য। কনীণিকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর সম্মুখে ঝিল্লি থাকার অনু-

banglabooks.in

ভূতি। বাম চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বেদনা। চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরে চাপ।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগে বাধা ও জ্বালা এবং তাহার আরম্ভে অথবা স্রোতের বাধা জন্মিলেই বিশেষ জ্বালা হয়। মূত্রনালীতে অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ও সঙ্কুচিত অবস্থা। এক উদ্যমে সম্পূর্ণ মূত্রত্যাগ হয় না।

পুংজননেন্দ্রিয়। অণ্ডকোষবেষ্টের দক্ষিণার্দ্ধের স্ফীতি। অণ্ডকোষ শিথিলবন্ধন হয় ও ঝুলিয়া পড়ে। অণ্ডকোষ বেদনাযুক্ত, প্রদাহিত এবং স্ফীত। অণ্ডকোষের বেদনায় অণ্ডকোষরজ্জুর আকৃষ্টতা। দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জু স্পর্শাসহিষ্ণু এবং অণ্ডকোষ উদ্ধদিকে আকৃষ্ট।

ত্বক।—গ্রন্থিনিচয়ের বেদনাযুক্ত স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব। শীতল জলে ধৌত করিলে, শয্যার তাপে এবং আর্দ্র পোল্‌টিস প্রয়োগে আর্দ্র ও চুলকনাযুক্ত কাউর বা একজিমার বৃদ্ধি।

চিকিৎসা।

গৃহবিরহাতুরতা বা হোম সিক্‌নেস্।—গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য রোগীর বাতুলের ন্যায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা জন্মিলে অস্থিরতা, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা এবং শরীরাভ্যন্তরে কম্পভার প্রভৃতি যে সকল অসুস্থতা উপস্থিত হয় তন্নিবারণে **ক্লিমেটিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আইরাইটিস্ বা উপতারাপ্রদাহ। এই রোগে **মার্ককরের** পর **ক্লিমেটিস্** উপকারী। উপদংশজ রোগে ডাং হিউজ ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শৈত্যসংস্পর্শ জনিত উপতারাপ্রদাহে চক্ষুতে চাপ লাগার ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক, চক্ষুর তাপ এবং জলস্রাব ও শৈত্য সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। ফলতঃ **শৈত্যসংস্পর্শের অসহিষ্ণু-**

banglabooks.in

তাই ইহার অন্যতম প্রধান প্রদর্শক। উত্তেজনা-হীন, জড়ভাবাপন্ন চক্ষুপ্রদাহ আলোকাতঙ্কহীন থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থানের লোহিত বর্ণাদি অতি অকিঞ্চিৎকর হইলে ইহা ফলপ্রদ। ইহাতে প্রতিশ্যায়িক এবং গণ্ডমালীয় চক্ষু-প্রদাহ, অবস্থা বিশেষে, আরোগ্য হইয়া থাকে। দানার বা গ্র্যানুলের উৎপত্তিপ্রবণতাবিশিষ্ট চক্ষুপত্রপ্রদাহে স্ফীত চক্ষুপত্র প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে।

অর্কাইটিস্ বা একশিরা।—পূয়ধাতুর স্রাবরোধ অথবা শৈত্য সংস্পর্শ জনিত একশিরা রোগে অণ্ডকোষ প্রস্তরবৎ কঠিন ও স্ফীত এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইলে **ক্লিমেটিস্** উপকার করে। ইহা বিশেষরূপে দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই অধিকতর ফলপ্রদ। অণ্ডকোষের উদ্ধে আকৃষ্টতা এবং অণ্ডকোষরজ্জুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও চাপবৎ বেদনা। মূত্রনালীর অত্যন্ত উত্তেজনা হয় এবং বেদনা রজনীতে শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়। অণ্ডকোষের স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও স্ফীতি হ্রাস করিতে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। একশিরার উপসর্গ স্বরূপে অথবা তাহা বসিয়া যাইয়া কর্ণমূল গ্রন্থি প্রদাহ বা "মাম্পস্" জন্মিলে **ক্লিমেটিস**ও **অরাম** উপকারী।

কাউহ, পামা বা একজিমা।—রসবাত প্রভৃতি ও সোরাদোষযুক্ত রোগীর মস্তক পশ্চাতে রসবিম্বিকা জন্মিলে, চুলকায় এবং তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে। শরীরের অন্যান্য স্থানের রোগও ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। উদ্ভেদ, বিশেষতঃ অক্ষিপাট প্রদেশের উদ্ভেদ কখন কখন পূয়গুটিকায় পরিণত হয়। জলধৌত করিলে রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় কথঞ্চিত প্রদাহ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪। এডনিস ভার্ণেলিস্ (Adonis Vernalis)।

তুলনীয় ঔষধ।—ডিজিট; ক্র্যাটিগাস, কনভ্যালে।

banglabooks.in

লক্ষণ।—হৃৎপিণ্ডের দ্বি-পত্র কপাট (Mitral Valve) ও হৃদ্ধমনীর কপাটের অসম্পূর্ণতা বশতঃ শোণিতের পশ্চাৎগতি। হৃদগ্র প্রদেশে বেদনা, হৃৎকম্প এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র। স্পষ্টতর শিরাশোণিতাধিক্য। হৃৎরোগজ শ্বাসকৃচ্ছ্র। অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন।

চিকিৎসা।—অতীব ক্ষীণ হৃৎপিণ্ড এবং ধীর ও দুর্ব্বল নাড়ী বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জীবনীশক্তির অতি নিস্তেজাবস্থায়, বিশেষতঃ তাহাদিগের বৃক্কের বিকার বশতঃ অত্যল্প মূত্রত্যাগ হইলে **হৃৎকপাট রোগে** ও হৃৎরোগ জনিত **জলশোথে এডনিস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ তাহা শোণিত গতির বাধা অতিক্রম করিয়া শোণিত সঞ্চালনের সম্পূর্ণতা রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে যদি **ডিজিট্যালিসে** ক্রিয়া না হয়, কিম্বা তাহা প্রয়োগের বাধা থাকে, তাহাতে আমরা ইহাদ্বারা ফলাশা করিতে পারি। ডাং ব্ল্যাকউড ইহার প্রয়োগে হৃদ্ধমনীর সঙ্কোচন ও দ্বি-পত্র হৃৎকপাটের দোষে শোণিতের পশ্চাৎ গমন জন্য শোণিত সঞ্চালনের অসম্পূর্ণতা শোধনের সাহায্য কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে নিম্নাঙ্গে জলশোথ, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, অত্যল্প মূত্রস্রাব এবং অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌রোগে হৃৎপিণ্ডের প্রসার বা ডাইলেটেষণ আরম্ভ হওয়ার লক্ষণস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বশতঃ কিড্‌নিতে রক্তাধিক্য, মূত্রাল্পতা ও জলশোথ উৎপন্ন হইলেও তিনি ইহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উপাদানগত-রোগহীন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবৈকারিক দুর্ব্বলতা, অনিয়মিত গতি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র উপশমিত করিয়া হৃৎপিণ্ডের শক্তি পুনঃস্থাপন দ্বারা তাহার সঙ্কোচনের ও নাড়ীস্পন্দনের সুবিধান করিতে **এডনিস্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **কিড্‌নির ক্রিয়াবিকার জনিত মূত্রাল্পতা** ইহার প্রদর্শক।

banglabooks.in

৫। রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বোসাস্ (Ranunculus Balbosus)।

উপচয়।—বায়ুর তাপপরিবর্ত্তনে; প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; স্পর্শে; শরীরচালনায়; অবস্থানের পরিবর্ত্তনে; উগ্র সুরাপানে।

সম্বন্ধ।—ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, পাল্‌স ও রাসটক্‌স্।

প্রতিযোগী ঔষধ—এল্‌কহল, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিনিগার, ওয়াইন মদ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—অনুভূতিদ স্নায়ু, পেশীউপাদান এবং ত্বকে রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বোসাসের ক্রিয়ার ফলে বক্ষপ্রাচীরেই বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। বক্ষে ইহা যে বেদনা উৎপন্ন করে তাহাই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ মধ্যে গণ্য এবং তাহার প্রকৃতি বক্ষশূল বা প্লুরোডাইনিয়া-রোগের প্রায় তুল্য।

লক্ষণ।

মন।—চিন্তা করিতে চিন্তার বিষয় ভুলিয়া যায়। বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব। রোগী উত্তেজনাপ্রবণ এবং কলহপ্রিয়।

মস্তক।—মস্তকের রক্তাধিক্য। মস্তকে এবং চক্ষুতে বেদনা। সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধের শিরঃশূলের, শয়নে বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মানে বা ভ্রমণে হ্রাস। ললাট ও মূর্দ্ধাদেশের স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ যেন তাহা বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। সন্ধ্যাকালে অথবা উষ্ণ গৃহ প্রবেশে তাহার বৃদ্ধি। ললাটের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা। উষ্ণস্থান হইতে শীতল স্থানে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহারে শিরঃশূল জন্মে অথবা বর্দ্ধিত হয়।

স্নায়ু।—পেশীর আনর্ত্তন। মৃগীবৎ আক্ষেপ। হঠাৎ দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মূর্চ্ছার ভাব। হঠাৎ ভীতি অথবা ক্রোধ জন্মিলে অঙ্গনিচয়ের কম্প

banglabooks.in

ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, সন্ধ্যাকালে, বায়ুর পরিবর্ত্তনে এবং বিশেষতঃ উষ্ণবায়ু শীতল হইলে বর্দ্ধিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র ও বক্ষ।—বক্ষে জ্বালা ও সূক্ষ্ম সূচিবেধবৎ বেদনা বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস খর্ব্বতর ও কষ্টজনক। রোগী অনেক ক্রন্দন করে ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে চাহে। নিম্ন বক্ষের পাশাপাশি ভাবে চাপ ও কসাভাব হইলে বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায়, নত হইলে, শ্বাসগ্রহণে এবং স্পর্শে বৃদ্ধি। বক্ষে রসবাতবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন ত্বগধঃদেশে ক্ষত হইয়াছে। জ্বালাযুক্ত বেদনা। বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎবেদনা, স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি।

ত্বক্।—ত্বক্ দগ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ, তাহাতে রসবিস্ফিকাবৎ উদ্‌ভেদ জন্মে। দলে দলে কৃষ্ণ-নীল, স্বচ্ছ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জ্বালা করে ও চুলকায় এবং শুষ্কবৎ কঠিন মামড়িতে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ শরীরে দদ্রুবৎ উদ্ভেদ।

চিকিৎসা।

মদ্যাত্যয় বা ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেনস।—অবস্থানুসারে **রেণাঙ্কুলাস** প্রায় সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যেরই কুফল দূর করণে সক্ষম।

শিরঃশূল।—মূর্দ্ধাদেশে **রেণাঙ্কুলাস্**-চিকিৎসিতব্য স্নায়বিক শিরঃশূলে বোধ হয় যেন চাঁদি বেগে বিদীর্ণ হইতেছে। সন্ধ্যাকালে ও উষ্ণ বায়ুর মধ্য হইতে শীতল বায়ুতে যাইলে অথবা তাহার বিপরীত ব্যবহার করিলেও তাহা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর তাপ পরিবর্ত্তন নিবন্ধন শিরঃশূলেও ইহা উপকারী। ললাটদেশের বিসর্পিকায় চক্ষুর ঊর্দ্ধে প্রচণ্ড বেদনা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—**রেণাঙ্কুলাস**

banglabooks.in

পঞ্জরাস্থিমধ্য স্নায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। এই স্নায়ুশূলের বেদনা কথিত স্নায়ুর পথ বাহিয়া যায় এবং বায়ুর পরিবর্ত্তন হইলেই বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে; বক্ষের স্থানে স্থানে ক্ষতবৎ বেদনা থাকে।

গল্‌থেরিয়ার বেদনা বক্ষগহ্বরের সম্মুখে ও মধ্যস্থলে থাকে; **আণিকাতে** বক্ষে ক্ষত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়; **ব্লাস্ রেডিক্যানসের** বেদনা তীরবেগে অংশফলকাস্থিতে যায়; **সেনেগাস্** বক্ষে বেদনা ও টাটানি হয়।

হে ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর।—এরোগে **রেণাঙ্কুলাসের** বহুল প্রয়োগ না থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা ফল পাওয়া যায়। চক্ষুতে চনচনিযুক্ত জ্বালা, চক্ষুপত্রের জ্বালা ও টাটানি, সন্ধ্যাকালে নাসিকার রোধ এবং তাহার মূলে চাপ ও গহ্বরে চনচনি এবং কীট বিচরণবৎ অনুভূতি থাকিলে ইহা ফলদ। পেশীর ঘৃষ্টবৎবেদনা ও স্বরভঙ্গ ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

সিলিসিয়া।—নাসারন্ধ্রে এবং পশ্চাৎ নাসাপথের সন্নিহিত ইউষ্টেকিয়াননালীমুখে চুলকনা ও চনচনিতে ভয়ানক হাঁচি এবং বিদাহী জল স্রাব।

এরাম ট্রাই—জ্বর ও নাসামূলে ভয়াবহ বেদনা এবং নাসা ও গলমধ্যে কাঁচা ভাব ও হাঁচি।

মার্ক-প্রাটো-আই—হে-ফিবারের পূর্ব্বগামী লক্ষণ প্রশমনে।

সোরিণাম—ডাং ক্লার্কের মতে শৈত্যে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা থাকায় ইহার ৩০ ক্রম বহুতর রোগ আরোগ্য করিয়াছে।

বক্ষশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া।—বক্ষে **রেণাঙ্কুলাসের** বিশেষ ক্রিয়া থাকায় ইহা বক্ষশূল, বা

banglabooks.in

প্লুরোডাইনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে ইহার রোগ বৃদ্ধি পায়। ডাং হিউজের মতে বেদনার অত্যধিক তীব্রতা বশতঃ রোগী শরীর চালনায় সাহসী না হইলে ইহা আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে; অনেকানেক চিকিৎসক ইহার সত্যতা বিষয়ে প্রমাণ পাইয়াছেন। বাম অংশফলকাস্থির সম্পূর্ণ অভ্যন্তর পার্শ্বে বিস্তৃত বেদনা, যাহা কখন কখন তাহার নিম্ন কোণ আক্রমণ করিয়া বাম বক্ষ মধ্যে যায় তাহা, এবং বামবক্ষের স্তননিম্নপ্রদেশের বেদনা ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন বেদনা **একনাইটের** ক্রিয়াস্থল।

নিউমনিয়া।—রোগ আরোগ্যান্তে বক্ষের নানাস্থানে টাটানি ও ত্বগধদেশে ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **রেণাঙ্কু-বাল্বো** দ্বারা উপকার হয়। **পাল্‌সেটিলা**ও ইহার ঔষধ।

প্লুরিসি বা বক্ষের অন্তর্বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ।—রসঝিল্লীতে **রেণাঙ্কুলাসের** ক্রিয়া থাকায় প্লুরিসি ও **পেরিটনাইটিস্** রোগে, বিশেষতঃ প্লুরিসিরোগে আক্রান্ত বক্ষের অন্তর্বেষ্টঝিল্লি গহ্বরে বা প্লুরেল ক্যাভিটিতে রসসঞ্চয় হইলে ইহা তাহা শোষণের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা অধিকতররূপে বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত পার্শ্বে তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ ও তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। বক্ষে সঞ্চিত রসের চাপ এবং বেদনার তীব্রতা নিবন্ধন রোগীর উৎকণ্ঠা, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এস্থলে ইহা **এপিস্, ব্রায়** এবং **সাল্‌ফার**সহ তুলনীয়। বেদনায় পূর্ব্ব কথিত বিশেষতা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ফল প্রদান করে। প্লুরিসিরোগান্তে **রসঝিল্লি ফুস্‌ফুস্‌সহ সংলগ্নাবস্থায় থাকিলে** যে বেদনা থাকিয়া যায় তাহাতেও **রেণাঙ্কু** উপকারী।

banglabooks.in

ডায়াফ্র্যাম্যাইটিস্ (বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ)।—তীক্ষ্ণ, তীরবেধবৎ বেদনা উভয় কুক্ষি এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশ হইতে ছুটিয়া পৃষ্ঠাভিমুখে ধাবিত হইলে **রেণাঙ্কুলাস** তাহা আরোগ্য করে। ডায়াফ্র্যামে তীব্র বেদনা এবং কটি বেড়িয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি বর্ত্তমান থাকিলে **ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি** উপকারী।

ত্বক্‌রোগ—হার্পিস জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা এবং পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাঙ্গা প্রভৃতি।—রেণাঙ্কুলাস হার্পিস জষ্টার বা জোনার পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। রসবিম্বিকানিচয় জ্বালা করে, এবং কখন কখন বর্ণ নীল-কৃষ্ণ হইয়া যায়। চক্ষুর ঊর্দ্ধের ও পর্শুকামধ্য স্নায়ুপথবাহী তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনায় ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে। ইহা **রাস, আর্সেনিক ও মেজিরিয়াম্** সহ তুলনীয়।

রেণাঙ্কুলাস বাল্বোসাস্ পেম্ফিগাস্ বা পোড়া নারাঙ্গা, বিশেষতঃ শিশুদিগের পোড়ানারাঙ্গা আরোগ্য করিয়া থাকে। বড় বড় ফোস্কা বিদীর্ণ হইলে ছাল উঠিয়া যাওয়ায় কাঁচা ত্বক্‌স্থান অবশিষ্ট থাকে। ইঁহার **কাউন্ন** বা **একজিমা** রোগে আক্রান্ত ত্বক্‌স্থান ঘনীভূত ও স্থূল হয় এবং তাহাতে কঠিন, শৃঙ্গবৎ মামড়ি জন্মে। **এণ্টিম্ ক্রুড** পদতলে কঠিন, শৃঙ্গবৎ ত্বক্‌প্রবর্দ্ধন উৎপন্ন করে। ইহার ক্ষত সমতল এবং তাহাতে হুলবেধবৎ বেদনা ও কল্‌তানির ন্যায় নিঃসরণ থাকে।

৬। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া (Staphisagria)।

উপচয়।—রজনীতে এবং প্রাতঃকালে ; রসাপচয়ে ; কামবিষয়ক অমিতাচারে ; হস্তমৈথুনে ; স্পর্শে ও শরীর চালনায়।

banglabooks.in

সম্বন্ধে।—ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ও থুজা। ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এম্ব্রা, ক্যাল্কে কা, কষ্টি, সিমিসি, সিঙ্ক, ক্লিমে, ককু, কফিয়া, কলসি, ক্রিয়াজোট, লাইক, মার্ক, ফস এসি, থুজা, সাল্‌ফ। কলোসির পূর্ব্বে বা পরে ষ্ট্যাফি সুফলপ্রদ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রে, বিশেষতঃ তাহাদিগের প্রষ্টেটিক অংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার কার্য্য। ইহা উপরি উক্ত যন্ত্রাংশে উত্তেজনা ও পুরাতন প্রদাহিক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তাহা রেতঃপ্রণালী বা সেমিন্যাল ডাক্ট এবং মূত্রপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহাতে যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা শুক্রমেহ রোগের প্রতিকৃতি স্বরূপ এবং কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা এই রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় মস্তিষ্কে বা সেরিব্রামে, পরিপাকযন্ত্রপথে এবং ত্বকে যে লক্ষণাদি উপস্থিত হয় তাহা উপদংশ, গণ্ডমালা ও পূয়মেহ বা সাইকোসিস্ বিষবাষ্পোৎপন্ন লক্ষণের সহিত কথঞ্চিৎ তুলনীয় বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাতে অস্থির, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির অস্থির পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে ; অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লি স্ফীত হয় ও পাকে।

লক্ষণ।

মন।—প্রাতঃকালে রোগী বড় খিটখিট করে, জিনিস পত্র ছুড়িয়া অথবা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলে। মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্তিহীন, ঔদাস্য ও বিষণ্ণতা। সামান্য উত্তেজনাতেই অসহিষ্ণু; সামান্য কথা অযৌক্তিক বোধ হইলেই রোগী কষ্ট বোধ করে। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন জন্য ঐরূপ হইয়া থাকে।

নিদ্রা।—রোগী সকল দিনই নিদ্রালু থাকে এবং পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

হাই তোলে; রজনীতে নিদ্রা হয় না, সম্পূর্ণ শরীর কনকন করে।

স্নায়ু।—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। ক্রোধ বশতঃ অন্যতর শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত। রজনীতে পেশী আনর্ত্তন। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে বাহ্যজ্ঞান শূন্য থাকে, বৃদ্ধাঙ্গুলি আকৃষ্ট হয় এবং মুখে ফেন উঠে।

মুখমণ্ডল।—মুখাকৃতি বসা, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র এবং চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্বযুক্ত। মুখের অস্থি নিচয়ে প্রদাহ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। ক্রোধ জন্মিলে মুখের বর্ণ কটা ও নীলাভ। মুখের শুষ্ক উদ্‌ভেদ চুলকায় এবং বেদনা করে, ত্বক্ কর্কশ।

চক্ষু।—চক্ষু বসিয়া যায় এবং তাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ ও উন্নত রেখা থাকে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপত্র শুষ্ক ও চাপান্নভূতিযুক্ত। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটে বেদনা, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার বৃদ্ধি। বেদনায় বোধ যেন বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধপুটের অভ্যন্তরে কোন কঠিন বস্তু আছে। চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthus) কামড়ানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি। চক্ষুপত্র-কিনারার চুলকানি। চক্ষুপত্রপার্শ্বের প্রদাহজন্য রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে; চক্ষুপুটের প্রদাহ। কনীণিকার বিস্তৃতি।

হৃৎপিণ্ড।—সামান্য শরীরচালনায়, মানসিক শ্রমে এবং গীতবাদ্যে ও আহারান্তে নিদ্রা যাইলে হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের কম্পযুক্ত স্পন্দন।

নাড়ীস্পন্দন দ্রুত ও ক্ষুদ্র; অনেক সময়ে তাহা কম্পান্বিত।

মুখগহ্বর।—হনুঅধঃগ্রন্থিতে বেদনা; স্ফীতি থাকে না। দন্ত কাল হইয়া যায়, ধ্বংস হয় ও গুঁড়া হইতে থাকে। তাহাতে পাশাপাশি ভাবে কাল রেখা পড়ে। কোন শীতল বস্তু পান করিলে, মুক্ত বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং চর্ব্বণে ধ্বংস প্রাপ্ত দন্তের ছিন্নবৎ

banglabooks.in

বেদনার বৃদ্ধি; দন্তের স্পর্শাসহিষ্ণুতা, বিশেষতঃ রজনীতে ও প্রাতঃকালে উপস্থিত হয়। কঠিন চাপ দিলে অধিকাংশ সময়ে দন্তশূলের উপশম। মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। দন্তমাড়ি স্ফীত, ক্ষতযুক্ত ও স্পঞ্জের ন্যায়, এবং স্পর্শ মাত্রই রক্তস্রাবযুক্ত। নিম্নের ছেদনদন্তের মাড়িতে ছিন্নবৎ বেদনা থাকে এবং আহার কালে তাহার মূলও ঐরূপ বেদনা করে। দন্তমাড়ির মাংস বৃদ্ধি হয় ও তাহাতে গুটিকা জন্মে।

উদর।—উদরে দুর্ব্বলতা বোধ হওয়ায় তাহা স্খলিত হইবে বলিয়া অনুভূতি। তপ্ত বাতকর্ম্ম। কুচকির গ্রন্থিতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি। উদরের স্থানে স্থানে বায়ু আটকাইয়া থাকায় তাহার সর্ব্বত্রই কামড়ানি ও মোচড়ানি বেদনা। নাভির নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন চাপ বোধ। বাম উদরযন্ত্রে চিম্‌টি কাটার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা। শিশুদিগের স্ফীত উদরে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালাযুক্ত চনচনি ও টাটানি। উপবেশনাবস্থায় মলদ্বার চুলকায়। অত্যল্প ও কঠিন বিষ্ঠায় কোষ্ঠবদ্ধ। তরল মল হইলে প্রভূত বায়ুর নিঃসরণ।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে সরু ধারে অত্যল্প মূত্রস্রাব অথবা ফোঁটায় ফোঁটায় কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা, মূত্রত্যাগান্তে যেন মূত্রস্থালী শূন্য না হওয়ায় মূত্রবেগ আসে ও বিন্দু বিন্দু মূত্র ক্ষরণ হয়। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্রত্যাগ।

পুং-জননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছার বৃদ্ধি। হস্তমৈথুনের ফলস্বরূপ মুখমণ্ডলের বসাপদার্থের অভাব ও লজ্জাব্যঞ্জকদৃশ্য, বিষণ্ণতা, রজনীতে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠের কনকনানি, পদের দুর্ব্বলতা এবং জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা। অস্বাভাবিক বীর্য্যস্খলনে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। ভ্রমণকালে ও ঘর্ষণে বাম অণ্ডকোষে চাপবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। কসিয়া

banglabooks.in

রাখার ন্যায় দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ কুচ-কির গোল ছিদ্র (Inguinal ring) হইতে আকৃষ্টবৎ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ অণ্ডকোষে বিস্তৃত হয়, কিন্তু বোধ হয় যেন তাহা অণ্ড-রজ্জুতে হইয়াছে। লিঙ্গমূলের উপরে ও অধঃদেশে কোমল ও আর্দ্র মাংসবিবৃদ্ধি জন্মে। স্ত্রীসঙ্গমের শেষভাগে শ্বাসকৃচ্ছ্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু অণ্ডাধারে তীব্র তীর-বেধবৎ বেদনা। অনিয়মিত, বিলম্বাগত ও প্রচুর ঋতুস্রাব, কখন বা আর্ত্তবাভাব, ঋতুশোণিত প্রথমে ফেকাসে, পরে কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ ; কখন বা জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন। যোনির দানাময় মাংসবৃদ্ধি। জননেন্দ্রিয়ের বেদনাযুক্তস্পর্শাসহিষ্ণুতা উপবেশনাবস্থাতেই অধিকতর। যোনিকপাট এবং যোনিতে আক্ষেপিক বেদনা। যোনি-কপাটে হুলবেধভাবযুক্ত চুলকনা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গলমধ্যের, গ্রীবাবহির্দ্দেশের এবং বগোলের গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি। নিম্নপৃষ্ঠে ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বা মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ রজনীতে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে ও শরীর ফিরাইতে বৃদ্ধি। বৃক্কদেশে চুলকনাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে ও চালনায় বৃদ্ধি। বাহুর পক্ষাঘাতিক বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি ; হস্তাঙ্গুলির ও বৃদ্ধাঙ্গুলির পেশীতে ঝাঁকি এবং ছিন্নবৎ বেদনা, অঙ্গুলির অগ্রভাগে অধিকতর। বামবৃদ্ধাঙ্গুলিতে জ্বালাযুক্ত চুলকানি। করভাস্থিসন্ধিতে (Metacarpal joints) পক্ষাঘাতিক আকৃষ্টতার চালনায় বৃদ্ধি। হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগে অসাড়তা। অঙ্গুলির উপরিভাগে রসবাতজ গুটিকা। অঙ্গুলির পংক্তি-অস্থির প্রদাহ।

নিম্নাঙ্গ।—উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বোপরি চুলকনা, ভ্রমণ করিতে

banglabooks.in

উরু বেদনা করে। জানুসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বিশ্রামকালে দক্ষিণ টিবিয়াস্থিতে গর্ত্ত করা ও সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। উপবেশন ও দণ্ডায়মানাবস্থায় জঙ্ঘা-পেশীতে ছিন্নবৎ বেদনা। দক্ষিণ পায়ের ডিমে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। উপবেশনাবস্থায় নিতম্ব কনকন করে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—অঙ্গনিচয়ে আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় ও সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। অধিক ভ্রমণ করিলে স্কন্ধের ও হিপসন্ধির অধঃভাগে যেরূপ বেদনা হয় অঙ্গনিচয় সেইরূপ আঘাতপ্রাপ্ত ও বেদনা-যুক্ত বোধ।

ত্বক্।—দদ্রু। সন্ধ্যাকালে ত্বক্ চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা করে। দানাবৎ পুরাতন ত্বগুদ্ভেদ। গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগীর মানসিক লক্ষণের, বিশেষতঃ ইহার শিশুরোগীর মানসিক লক্ষণের বিশেষতা দেখা যায়; কিন্তু ক্যামমিলা ও নাক্স ভ সহ ইহার তুলনা দ্বারা পরিস্ফুরণ ব্যতীত তাহার কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রোধোৎপন্ন রোগে ইহা ক্যাম ও কলসি সহ তুলনীয়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ারোগী বড়ই খিটখিটে ও উত্তেজনা প্রবণ, যেন "কিম্ভূত-কিমাকার" স্বভাবের। এই লক্ষণ বিষয়ে ইহাকে ক্যাম, কলসি, সিনা ও নাক্স সহ তুলনা না করিলে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। ইহার অন্যান্য বিশিষ্টতা রোগবর্ণনাকালে উল্লিখিত হইবে।

চিকিৎসা।

চিত্তোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্।—হস্ত-মৈথুন, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়পরিতুষ্টিবিষয়কচিন্তা এই রোগের সাধারণ কারণ বলিয়া বিবেচিত। অতিরিক্ত হস্তমৈথুনে

banglabooks.in

বালক উদাসীন ও বিষণ্ণচিত্ত হয়, তাহার মুখ ও চক্ষু বসিয়া যায়, নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র হয় এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কালিমা পড়ে। শিশুর মানসিক অবস্থা **ক্যামন্ন** ন্যায় ক্রোধপ্রবণতা ও অসহিষ্ণুতাদি দ্বারা প্রকটিত। শিশু শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের পাণ্ডুরতা ও মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার দুর্ব্বলতা জন্মে।

চক্ষুরোগ।—বাতজ চক্ষুপ্রদাহ বা আর্থ্রাইটিক অফথ্যাল্মিয়া; অঞ্জনিকা বা ষ্টাই।—সন্ধিবাতজ ধাতুর ব্যক্তিদিগের বাতজ চক্ষুপ্রদাহে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী ঔষধ। চক্ষু জ্বালা করে এবং শুষ্ক বোধ হইলেও অত্যন্ত জলস্রাব হয় ও জ্বালাসহ চন চন করে। বেদনা চক্ষু হইতে দন্তে যায়। এস্থলে ইহা **কলসি** সহ তুলনীয়। শিশুদিগের চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের প্রদাহে কঠিন অঞ্জনিকা ও গুটিকা জন্মিলেও ইহা দ্বারা ফল হয়। তাহা পাকে না, কঠিন হইয়া যায় ও চক্ষুপুটপার্শ্ব চুলকায়।

দন্তরোগ।—**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়াতে** উপদংশ ও সাইকসিস্ ধাতুর শিশুদিগের দুগ্ধদন্ত অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে কাল কাল দাগ জন্মে ও আক্রান্ত দন্তাংশ গুঁড়া হইয়া স্খলিত হয়। বৃদ্ধদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তপংক্তির মূলে চর্ব্বণবৎ বেদনা জন্মে।

ক্রিয়াজোউ।—ইহাও অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুগ্ধদন্তের কনকনানি নিবারণে সক্ষম। দন্ত প্রথমে হরিদ্রাভ এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পরিশেষে ধ্বংস হইয়া যায়। এস্থলে **ষ্ট্যাফি সহ এণ্টিক্রু,** বিশেষতঃ **ক্যাম** ও **কফিয়া** তুলনীয়।

উদরশূল।—ক্রোধজনিত অথবা উদরের অস্ত্র চিকিৎসার পর উদরশূল জন্মিলে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী।

উদরাময়।—অবস্থাবিশেষে শিশুর উদরাময়রোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** ফলদ। এই উদরাময় সহ বিশেষ প্রকারের মুখক্ষত

banglabooks.in

বর্ত্তমান থাকে এবং শিশুর জিহ্বা ও দন্তমাড়ি শুভ্র এবং স্পঞ্জের ন্যায় হয়। মলত্যাগের আগে ও পরে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে। মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে কুন্থন হইলে বিষ্ঠাসহ যে বায়ু নির্গত হয় তাহা সাধারণতঃ **ক্যাম্মিলার** ন্যায় গরম ও পচা ডিম্বের গন্ধযুক্ত থাকে। কিছু আহারের বা পানের চেষ্টা করিলেই মলত্যাগ হয়।

শুক্রমেহ।—হস্তমৈথুন নিবন্ধন রোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপকারী। ইহার শীর্ণ চক্ষুর অধঃদেশে কালিমা পড়ে, মুখমণ্ডল মলিন হয় এবং রোগী খিটখিটে ও অত্যন্ত লজ্জাশীল থাকে। স্ত্রী, পুরুষ কেহই কাহারও সঙ্গ ইচ্ছা করে না। বিষণ্ণ রোগী অধিকাংশ সময় কাম বিষয়ক চিন্তারত থাকে। বালক রোগী উদাস ও বিষণ্ণ ভাব ধারণ করে, তাহার মুখ বসিয়া যায় এবং সে সর্ব্বদা তাহার স্বাস্থ্যের দুরবস্থা সম্বন্ধীয় চিন্তাগ্রস্ত থাকে। কখন কখন মূত্রনালীর প্রথমাংশ উত্তেজনা প্রবণ হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অতি পুরাতন ও বর্দ্ধিত উত্তেজনা জন্য যে ভয়ানক অশান্তি জন্মে তাহা দূর করিতে **ষ্ট্যাফি** সক্ষম। উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাস্থ্যের দুরবস্থা নিবন্ধন শান্তিহীন থাকিলে ইহা উপকারী।

প্ল্যাটিনা—ডাং গ্রভলের মতে যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকালীন জননেন্দ্রিয়ের অযথা ব্যবহারপ্রযুক্ত আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, শীর্ণতা এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি নিবারণে ইহা উপকারী।

ক্যালাডিয়াম—হস্তমৈথুনের কুফল স্বরূপ লিঙ্গমুণ্ড নেকড়ার ন্যায় শিথিল; এবং লিঙ্গমুণ্ড বেষ্টত্বক্ লিঙ্গমুণ্ড অনাবৃত করিয়া তাহার গ্রীবায় আনিলে, স্থিতিস্থাপকতাবিহীন ত্বক্ শিথিলভাবে নিশ্চেষ্ট থাকে। স্বপ্ন না হইয়া অথবা কামবিষয়ক স্বপ্ন ব্যতীত অন্যপ্রকার স্বপ্ন হইয়া রজনীতে রেতঃপাত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুভ্রংশ, শ্বেত-

banglabooks.in

প্রদর।—**প্রেমনৈরাশ্য** পীড়িত ও অধিকাংশ সময় কামবিষয়ক চিন্তারত দুর্ব্বল স্ত্রীলোকদিগের শিথিল আমাশয়, উদর ও বস্তিযন্ত্রনিচয়ের শিথিলতর অবস্থা উৎপন্ন হইলে জরায়ুভ্রংশ ঘটে। ইহার সহিত যে শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হয় তাহার স্রাব হরিদ্রাবর্ণ ও বিদাহী। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** উপরিলিখিত উদর ও অন্ত্রাদির বলাধান সাধন করিয়া রোগারোগ্যে সক্ষম।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।—**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** তরুণ অপেক্ষা পুরাতন ধাতুগত গাউটের পক্ষে বিশেষ উপকারী। রোগের উক্ত অবস্থায় ইউরেট অব্ সোডা (লবণ) মূলযন্ত্র দ্বারা নিঃসারিত না হওয়ায় তাহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন সন্ধি ও যন্ত্রে নোড্ বা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয়। **এমন ফসেরও** পুরাতন গাউট্‌রোগে সন্ধিতে ইউরেট অব্ সোডা বর্ত্তুলাকারে সঞ্চিত হয় এবং হস্ত বাঁকা চুরা হইয়া কদাকার ধারণ করে। এরোগে মূত্রের দুর্গন্ধ এবং তাহার লোহিতবর্ণ বালুকাবৎ তলানি যথাক্রমে **বেন্‌জোইক এসিড ও লাইক** নির্ব্বাচিত করে।

অস্থিরোগ, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরি-অষ্টাইটিস্ প্রভৃতি।—উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহারঘটিত অস্থিরোগে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** কার্য্যকারী। রুগ্ন অস্থির উপরিভাগের ত্বকে যে ক্ষত জন্মে তাহার স্রাব পাতলা ও তীব্র।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—ইহা ফিমার, টিবিয়া ও হিউমারাস্ প্রভৃতি দীর্ঘাস্থির এবং অস্থিবেষ্টের উপদংশজ প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। ইহার বেদনা রজনীতে ও **সেঁতা** বাতাসে বৃদ্ধি পায়। রোগ সহ উপদংশজ পিনসের ক্ষতকর স্রাব থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহাও অস্থিরোগের অন্যতম ঔষধ। উপদংশ বিষ ও পারদ মিশ্রণে যে রোগোৎপন্ন হয় তাহাতে **ক্যালি হাই**

banglabooks.in

উপকারী। গণ্ডমালা জনিত অস্থিরোগে **ষ্ট্রেন্‌সিস্নানা কার্ব্ব** ফলপ্রদ। অস্থিরোগে, বিশেষতঃ ফিমার অস্থিরোগে ন্যূনাধিক বিগলিত অস্থিক্ষত হইতে স্রাব নির্গত হইলে ইহা প্রযোজ্য। **ক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড** এবং **প্ল্যাটিনাম্** মৃত অস্থি রোগে বা অস্থিতে ক্ষত হইলে উপযোগী।

ত্বক্‌রোগ—উৎকুণ বা পেডিকুলাস; দুগ্ধ-পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া; কাউর বা একজিমা।—মস্তকের কিম্বা শরীরের কোন স্থানের উৎকুণ **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** ধাবন ব্যবহারে দূরীকৃত হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে শরীরের, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের ও মুখের কাউর বা একজিমা আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহার উদ্ভেদ শুষ্ক থাকে এবং স্থূল মামড়ি উৎপন্ন করে। এই সকল উদ্ভেদ চুলকায় কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এই যে **চুলকাইলে তৎস্থানের চুলকানি নিবৃত্তি পায় কিন্তু অন্য স্থান চুলকাইয়া উঠে।** মামড়ি হরিদ্রাবর্ণ। শিশুদিগের দুগ্ধ পীড়কার ইহা ঔষধ। ইহা পৃষ্ঠযুক্ত চর্ম্মকীল ও শ্লেষ্মা গুটিকা আরোগ্য করায় ইহার সাইকোটিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; ফলতঃ পারদের অপব্যবহারদুষ্ট শিশুদিগের ত্বক্‌রোগের পক্ষে ইহা বিশিষ্ট উপকারী।

৭। রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্।

(Rananculas Sceleratus)

সাধারণ ক্রিয়া।—স্নায়ুমণ্ডল এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং উপরিউক্ত পেশীসংকোচনে মুখের অলীক হাস্যভাব (Risus sardonicus) প্রকাশিত হয়। ইহাতে মুখপেশীর, উদরের পার্শ্বের

banglabooks.in

এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসিকা ও অন্ননালীর উত্তেজনা নিবন্ধন রোগীর শ্লেষ্মা ও জলবৎ স্রাবের বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে এবং রোগী মূর্চ্ছার ভাব বোধ করে। ইহা ত্বকে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে পাতলা হরিদ্রাভ ও তীব্র ক্ষতকর স্রাব হয়।

চিকিৎসা।

রেণাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের সচরাচর ব্যবহারস্থল অতি সঙ্কীর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি কোন কোন স্থলে **রেণাঙ্কুলাস স্কিলিরেটাসের** ক্রিয়া তাহার নিকটতম সম্বন্ধযুক্ত ও সমজাতীয় **রেণাঙ্কুলাস বাল্বো** হইতে প্রবলতা-বিশিষ্ট হওয়ায় যে যে স্থলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইতেছে। মুখগহ্বরে **রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্** উগ্রতর ক্রিয়া প্রকাশ করে বলিয়া জিহ্বার সাধারণ ক্ষতে এবং **ডিফ্‌থিরিয়া ও টাইফয়েড** প্রভৃতি রোগের লেপযুক্ত জিহ্বার স্থানে স্থানে দূষিত ক্ষত (diphtheria) থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। অনেক রোগে ইহার **মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা প্রদর্শক স্থানীয়। নেট মিউ; আর্স, ব্লাস্ ও ট্যারাক্সেকামেও** উপরি উক্ত জিহ্বা-লক্ষণ আছে, কিন্তু কোন ঔষধেই **রেণাঙ্কু স্কিলির** ন্যায় ক্ষতের তীব্র জ্বালা ও আবদারণ ভাব দেখা যায় না। ইহার **তীব্রতা ও ক্ষতকারিতা** ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

স্রাবযুক্ত সাধারণ **সর্দ্দিরোগে** হাঁচি, সন্ধিবেদনা এবং জ্বালাযুক্ত **মূত্রস্রাব** থাকিলে **রেণাঙ্কু স্কিলি রেণাঙ্কু বাল্বোর** ন্যায় কার্য্য করে।

banglabooks.in

ইহা ত্বকে একৈকভাবে **রসবিস্ফিকোদ্‌ভেদ** উৎপন্ন করিলে তাহা হইতে প্রায় **রেণাঙ্কু বাম্বোন** ন্যায়ই পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ এবং ক্ষতকর স্রাব নির্গত হয়। ত্বকের **বৃহদান্ত্রতন ফোক্ষা** বা **পেম্ফিগাস** রোগে ইহা প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। উদ্‌ভেদ বিদীর্ণ হওয়ায় তীব্র স্রাব নিঃসৃত হইলে ক্ষতপার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত ও টাটানি জন্মে।

যকৃৎরোগে বেদনা ও ক্ষত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে যদি রোগীর উদরাময় হইবে বলিয়া বোধ হয় তাহাতে **রেণা স্কিলি** উপকারী।

বক্ষে ঘৃষ্টবৎ বেদনা ও দুর্ব্বলতা—প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি হইলে যদি বক্ষের বহিঃপ্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতাযুক্ত বেদনা হয় তাহাতে ইহা উপকার করে।

পদাঙ্গুলির কড়া রোগ—জ্বালা ও টাটানি থাকিলে, বিশেষতঃ পদ ঝুলাইয়া রাখিলে যদি তাহার বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

৮। হাইড্রাষ্টিস্ (Hydrastis canadensis)

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফার ইহার কার্য্যপ্রতিষেধক। ইহা মার্ক এবং কেলি ক্লরিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এমন মিউ, এন্টি ক্রু, বোরাক্স, চেলি, কোনাই, কেলি বাই, মার্ক কর, ফাইটল, পাল্‌স্, সিপি, ষ্ট্র্যাম, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, নাসিকা, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, সরলান্ত্র, যোনি, জরায়ুগ্রীবা এবং মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি স্রাবনির্গমন পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ কার্য্য প্রকাশ করে।

banglabooks.in

প্রথমেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক স্রাবের বৃদ্ধি করিলে ইহা **পাল্‌সস** সহ তুলনীয় হইতে পারে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া পাল্‌স্ অপেক্ষা গভীরতর; ইহার স্রাব শীঘ্রই বিকৃতি-প্রাপ্ত হয় ও পরিমাণে বাড়িয়া যায়। প্রথমাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার, শুভ্র-স্বচ্ছ এবং আটাল থাকে, কিন্তু ক্রমে তাহা পীতবর্ণ, ঘন, সবুজ এবং শোণিত-মিশ্রিতও হইতে পারে এবং টানিলে সুদীর্ঘ সূত্রাকার ধারণ করায় **কেলি বাই** সহ তুলনীয় হয়। ইহার প্রাথমিক স্রাব ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পূয়মিশ্রিত হইলে ঝিল্লির উপস্থক্ উঠিয়া যায় অথবা তাহাতে ক্ষত জন্মিতেও পারে। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির রক্তাধিক্য ও উত্তেজনা প্রকাশিত করিলেও অবশেষে তাহার দুর্ব্বলতা বশতঃ জড়তা উপস্থিত হওয়ায় স্রাবের অভাব ঘটে ও ঝিল্লি শুষ্ক, চকচকে, ক্ষতযুক্ত এবং ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। গ্রন্থিমণ্ডল ও ত্বকেও ইহা প্রায় উপরি উক্ত রূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে তাহাদিগের রক্তাধিক্য এবং ক্রিয়োত্তেজনা ঘটিলে পরে তাহাদিগের জড়ত্ব ও অবসাদ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত অবস্থায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিকৃতিপ্রাপ্ত হওয়ায় দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। **হাইড্রাষ্টিসের** ক্রিয়ার তাদৃশ ব্যাপকতা না থাকিলেও কক্কট বা ক্যান্‌সারাদি রোগে ইহার ক্রিয়া দেখিলে ইহা যে একটি গভীর ক্রিয়াশীল এণ্টিসোরিক ঔষধ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং বহিঃপ্রয়োগে ইহা অধিকতর ফলপ্রদ।

লক্ষণ।

কর্ণ।—কর্ণের প্রতিশ্যায়; ঘন শ্লেষ্মাস্রাব; মধ্যকর্ণের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ এবং আরক্ত জ্বরান্তে বধিরতা।

নাসিকা।—ললাট দেশে শিরঃশূল এবং নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মার স্রাব। পশ্চাৎনাসাপথ হইতে ঘন এবং

banglabooks.in

আটা স্রাবের স্রোত বহে। নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির বিবৃদ্ধি (*Hypertrophy*) বশতঃ সর্দ্দিতে পীত বা সবুজ বর্ণ এবং দুর্গন্ধ স্রাব। নাসিকা সর্দ্দির স্রাব জলবৎ ও হাজাকর; নাসিকায় জ্বালা, চনচনি এবং অবদারণ; স্রাব গৃহমধ্যে স্বল্পতর, বহির্দ্দেশে প্রচুর; কণ্ঠা এবং বক্ষে অবদারণ ভাব জন্মে। চক্ষুর ঊর্দ্ধে পূর্ণতা নিবন্ধন ললাটদেশে মৃদু শিরঃশূল। পিনসরোগে নাসিকায় ক্ষত জন্মে এবং রক্তযুক্ত পূয়াকার স্রাব নির্গত। নাসিকারন্ধ্রে বাতাস শীতল বোধ হয়।

হৃৎপিণ্ড।—প্রাতঃকালে হৃৎকম্প।

মুখগহ্বর।—প্রসূতি ও দুর্ব্বল শিশুদিগের, বিশেষতঃ পারদ অথবা ক্লরেট অব পটাস সেবনান্তর মুখের ক্ষত। অত্যধিক পরিমাণ, ঘন ও আটাল শ্লেষ্মা স্রাব।

গলাভ্যন্তর।—গলা খাঁকর দিলে নাসিকাপশ্চাৎ ও গলগহ্বর হইতে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে ও গলগহ্বরে অবদারণ ভাব থাকে; পারদসেবনান্তর প্রায়শঃ গলায় ক্ষত জন্মে। প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে গলায় কর্কশভাব, গলাধঃকরণক্রিয়ায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় টাটানি।

আমাশয়।—মৃদু কনকনানি বেদনা হওয়ার পর আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার অনুভূতি, মূর্চ্ছার ভাব, এবং কিছু নাই নাই বোধ ও হৃৎকম্প। আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যঘটিত অম্লাজীর্ণে।

উদর।—মলত্যাগের পর নিম্নোদরে কঠিন কর্ত্তনবৎ বেদনা হইলে তাহা অণ্ডকোষে যাওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। যকৃৎপ্রদেশের সবিরাম ও তীব্র বেদনা অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নোদরের দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র বেদনা এবং জ্বালা। মলত্যাগে কামড়ানি বেদনা থাকে। আমাশয় ও ডুয়োডিনামের সর্দ্দি। বাতজ উদরশূলে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে।

মল।—প্রচুর, সাদাটে ও উগ্র মলত্যাগ। অন্ত্রের প্রতিশ্যায়িক ক্ষত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত মলত্যাগ। কোষ্ঠবদ্ধে অর্শ।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রে পচা গন্ধ। মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায় রোগে মূত্রনিম্নে ঘন ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার তলানি পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—পূয-মেহরোগের দ্বিতীয়াবস্থার ন্যায় ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পুরাতন পূয়মেহবৎ স্রাব। শুক্রমেহের পর দৌর্ব্বল্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—আটা, দড়ি দড়ি, ঘন এবং পীতবর্ণ শ্বেত-প্রদরের ন্যায় স্রাব। যোনি, জরায়ুমুখ ও তাহার গ্রীবায় ক্ষত। যোনি-কপাটের চুলকনা হইলে প্রচুর শ্বেতপ্রদর জন্মে; কামবিষয়ক উত্তেজনা।

ত্বক্।—মুখ, গ্রীবা, করতল, হস্তাঙ্গুলি এবং মণিবন্ধে বিসর্পবৎ পীড়কা জন্মিলে উন্মাদকর চুলকনা ও জ্বালাযুক্ত তাপ এবং পরে ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়—রজনীতে রোগের বৃদ্ধি।

চিকিৎসা।

অজীর্ণ রোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।—প্রতিশ্যায়-বশতঃ **হাইড্রাষ্টিসের** অজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত শ্লেষ্মা জন্মে, গলাবাহিয়া অম্ল জল উঠে এবং ক্ষুধার অভাব হয়। "জিহ্বার অগ্রভাগ ও পার্শ্ব পরিষ্কার এবং মধ্য ভাগ পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকা" ডাং ডাইস্ ব্রাউনের মতে, এই রোগে, **হাইড্রাষ্টিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক। আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়া ও শূন্য বোধের সহিত মূর্চ্ছার অনুভূতিও থাকিতে পারে। জরায়ু রোগে **সিপিয়াতে** এবং গুল্ম বায়ু রোগে **ইগ্নেসিয়াতে** আমাশয় স্থানে উপরি উক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

আলস্য, অস্বস্তি ও মানসিক অবসাদ; বিশেষ প্রকার জিহ্বা লক্ষণ; আমাশয় প্রদেশে দমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ক্লেশ; ক্ষুধা-হীনতা; এ রোগে যকৃৎ **বিকার** সংশ্রব এবং **কোষ্ঠবদ্ধ হাইড্রা-ষ্টিসের** উচ্চতম প্রদর্শক। এই সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে

banglabooks.in

ইহা দ্বারা আশ্চর্য্য ফললাভ হয়। ইহার **যকৃৎবিকারের** পরিচায়ক লক্ষণস্বরূপ তিক্তস্বাদ এবং পুরাতন কোষ্ঠবৎ বর্ত্তমান থাকে। **পিত্তশিলার** ইহা অন্যতম ঔষধ। ইহার **কোষ্ঠবদ্ধে আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব ও শূন্যবোধ** প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

গ্লিট বা পুরাতন পূয়মেহ।—কোন যন্ত্রণা না থাকিয়াও মূত্রনালীর জড়তা ও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ঘন এবং আটা স্রাব থাকিয়া যাইলে **হাইড্রাষ্টিস** দ্বারা উপকার হয়।

শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া।—হাইড্রাষ্টিসের রোগে জরায়ু গ্রীবার উপত্বক্ উঠিয়া যায় এবং তাহা হইতে আটা, ঘন ও দড়ি দড়ি স্রাব হয়; প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত ও দুর্ব্বলকর শ্বেতপ্রদরেও ইহা উপকারী।

ক্যান্সার বা কর্কট রোগ।—এপিথিলিওমা এবং **জরায়ুর** কর্কট রোগারোগ্যে **হাইড্রাষ্টিস্** বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ডের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ, স্তন-গ্রন্থির অর্ব্বুদ আরোগ্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন; ইহা বেদনা উপশম করিয়া ও রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। **বিশেষ প্রকারের অজীর্ণ** লক্ষণ ইহার প্রদর্শক। ক্যান্সারের চিকিৎসার পক্ষে **হাইড্রাষ্টিস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী শীর্ণকায়, ভগ্নাবশেষ ও পিঙ্গলবর্ণ হইয়া যায়, এবং ত্বকের আতত ভাব জন্মে। ক্যান্সারে ক্ষত জন্মিলেও ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। আমাশয় ও পাইলোরাসের অর্ব্বুদও ইহার ব্যবহারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

৯। হেলিবোরাস (Helleborus Niger)।

সম্বন্ধ।—হেলিবোরাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, সিঙ্ক।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রাইও, ক্যাম্ফা, কল্‌চি, কুপ্রাম, ডিজি, হায়সা, মার্ক, লাইক, নাক্‌স্ ভ, ওপি, ফস্, পাল্‌স, রাস, ষ্ট্র্যামো, সাল্‌ফ।

সাধারণক্রিয়া।—হেলিবোরাসের প্রধান কার্য্য বৃক্ককে হওয়ায় মূত্রের স্বল্পতা জন্মে, এবং রসঝিল্লি বা সিরাস্‌মেম্ব্রেণের আক্রমণের ফলস্বরূপ মস্তিষ্কে, বক্ষগহ্বরে, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিতে ও কৌষিকবিধান বা সেলুলার টিস্যুতে জলশোথ বা ড্রপ্সি উৎপন্ন হয়। ইহা পরিপাকযন্ত্রপথের প্রভূত উত্তেজনা উপস্থিত করিলে তাহা প্রদাহে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে আমাশয় ও অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহা নিউমোগাষ্ট্রিক স্নায়ু আক্রমণ করায় শ্বাসপ্রশ্বাস বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত জন্মে; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা ইহা মস্তিষ্কীয় ও সর্ব্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় গভীর রক্তহীনতা এবং পেশীর শীর্ণতা জন্মে। গণ্ডমালাগ্রস্ত দুর্ব্বল শিশুর রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মন।—চৈতন্যাভাব, রোগী ধীরে ধীরে প্রশ্নের উত্তর দেয়, স্পর্শজ্ঞান-রহিত হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণাবোধ। অপ্রকাশিত বিষণ্ণতা। গৃহবিরহাতুরতা। অতিশয় মনঃসংযোগের সহিত কার্য্য না করিলে পেশীর সম্যক কার্য্য হয় না।

মস্তক।—মস্তকের গুরুত্ব ও জড়তা। বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকের গভীরদেশে তাপ। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎ পার্শ্বে, ঘুষ্ট হওয়ার ন্যায় টাটানিতে অচৈতন্যের ভাব জন্মে ও মস্তক নত করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়। মস্তকপশ্চাতে বেদনা।

banglabooks.in

অচৈতন্যাবস্থা; মস্তক তপ্ত ও গুরু; উপাধানোপরি মস্তক আবর্ত্তন বা শিরোলুণ্ঠন; দিবা রজনী কেঁকানি এবং শিরোলুণ্ঠন।

স্নায়ু।—পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন। শয্যার পদপার্শ্বে নামিয়া পড়ে। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপকালে শরীরের অতিশয় শীতলতা। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। অঙ্গাদির ঊর্দ্ধাকৃষ্টাবস্থায় চিতভাবে অবস্থান।

মুখমণ্ডল।—পাণ্ডুর, শোথযুক্ত, কদাকার, বসা এবং লোহিতবর্ণ।

চক্ষু।—প্রদাহ ব্যতীতই আলোকাতঙ্ক। কণীনিকার বিস্তৃতি এবং আলোকানুভূতিহীনতা। চক্ষুগোলক ঊর্দ্ধে ঘূর্ণিত; বক্রদৃষ্টি।

নাসিকা।—নাসিকারন্ধ্র, দেখিতে ধূম্রবর্ণ, ঝুলযুক্তবৎ, শুষ্ক ও সমল। রোগী বারম্বার নাসিকা ঘর্ষণ করে।

হৃৎকম্প ও নাড়ীস্পন্দন।—অনেক সময় নাড়ীস্পন্দন হৃৎ-স্পন্দনাপেক্ষা ধীরতর। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র ও কম্পান্বিত এবং ক্ষণ-লোপযুক্ত।

মল।—কেবল পরিষ্কার, আটা, বর্ণহীন শ্লেষ্মার বিষ্ঠা। শুষ্ক জিউলির আটা বা জিলাটিনবৎ বিষ্ঠা দেখিতে ভেকডিম্বের ন্যায়; ত্যাগে কুন্থন। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ বেগ, কিন্তু অত্যল্প মূত্রত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও কৃষ্ণবর্ণ; কাফির গুঁড়ার ন্যায়; প্রচুর। পেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্রের রোধ ঘটিলে মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বিস্তৃতি জন্মে।

চিকিৎসা।

সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।—সন্ন্যাসরোগান্তে বুদ্ধির জড়তা জন্মিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী।

banglabooks.in

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ—সাধারণ ও টুবার্কুলার বা গুটিকা-সংসৃষ্ট।—হেলিবোরাস্ রোগ মানসিক জড়তাদ্বারা খ্যাতি লাভ করে; চৈতন্যের অবসাদ ও প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব। ফলতঃ রোগের শেষাবস্থায় মস্তিষ্কে রসসঞ্চয়বশতঃ ললাটের কুঞ্চিতভাব, কণীনিকা-বিস্তৃতি এবং অন্যতর হস্ত ও পদের স্বতঃই চালনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **হেলিবোরাস** প্রদর্শিত হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মস্তকে তীরবেধবৎ বেদনা, হঠাৎ চীৎকার স্বরে ক্রন্দন ও শিরোলুণ্ঠন প্রভৃতি প্রধান। রোগী অতি বিলাপের সুরে ক্রন্দন করে।

ডাং ও'কনর এ রোগে **আম্রডফ্লম** ৬× ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন। মস্তকত্বকে ইহার মলমের মালিস ব্যবহার দ্বারা কতিপয় রোগীর আরোগ্যের বিষয় নর্থ আমেরিকান জর্ণাল অব্ হোমিওপ্যাথিতে উল্লিখিত আছে।

অপিস্থোটনস—উচ্চ স্বরে শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকা ধ্বনি এবং মুখের কৃষ্ণাভা অথবা কটাবর্ণ ইহাকে **হেলিবো** হইতে প্রভেদিত করে। শেষোক্ত ঔষধে উপরি উক্তরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস থাকে না এবং মুখ পাণ্ডুর ও শীতল হয়। প্রথমের নাড়ী পূর্ণ ও ধীরগতি, দ্বিতীয়ের তাহা ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং প্রায় দুর্ব্বোধ্য।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও জড় ভাবাপন্ন রোগী মধ্যে মধ্যে অচৈতন্যাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠিলে **হেলিবোরাস** উপযোগী; মূত্র রোধ এবং চক্ষু আলোকে প্রতিক্রিয়াহীন। স্বতঃই শরীরের অন্যতর পার্শ্ব চালিত হয়, ললাট, পেশী কুঞ্চিত থাকে, মুখের অবিশ্রান্ত চর্ব্বণবৎ চালনা হয় এবং জল পান করিতে দিলে অতি আগ্রহের সহিত পান করে। ফলতঃ মস্তিষ্কে জলসঞ্চয়ের অবস্থায় ইহার কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; রোগী

banglabooks.in

অজ্ঞানবৎ গভীর নিদ্রাগ্রস্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান অবসাদিত থাকিলে অথবা পক্ষাঘাত আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়।

ডিজিট্যালিস্—অত্যল্প ও শ্বেতলালাযুক্ত মূত্র, নাড়ীর ধীরগতি এবং শীতল ঘর্ম্ম ইহা প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ।

শক্ বা হঠাৎ স্নায়বিক অবসাদ।—মস্তকে আঘাত লাগিলে পূর্ব্বে **আর্নিকার** প্রয়োগ সত্ত্বেও স্নায়বিক অভিভূতি বশতঃ গভীর নিদ্রা, একতর কণীনিকার বিস্তৃতি, বোধশক্তির অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ধীরে প্রশ্নের উত্তর, একপদ টানিয়া চলা এবং নাড়ীর অতি ধীর গতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাং ফ্যারিংটন **হেলিবোরাস** দ্বারা তাহা আরোগ্য করিয়াছেন। রোগলক্ষণের উপচয় অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টার মধ্যে হইয়াছিল।

জলশোথ বা ড্রপসি।—নানাপ্রকার ড্রপসিরোগে **হেলিবোরাসের** প্রভূত ক্ষমতা দেখা যায়। ত্বকের জলশোথ, উদরী, আরক্ত জরান্তিক শোথ এবং আচম্বিত ও তরুণ শোথের আক্রমণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলশোথরোগেই অবস্থানুসারে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। ইহার লক্ষণ মধ্যে **জিউনির আটা বা জেলির ন্যায় আমযুক্ত উদরাময়** এবং **কৃষ্ণবর্ণ অত্যল্প মূত্রের বর্ত্তমানতা** প্রধান। বলা বাহুল্য ঔষধ নির্ব্বাচনে তাহার সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সাফল্যের মূল। ইহার মস্তিষ্কশোথের বিষয় ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ল্যাকেসিস্—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত-লালাযুক্ত মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভত্বক্, সাধারণ জলশোথ, এবং মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ প্রভৃতি, আরক্ত জরান্তিক শোথে ও বক্ষঃশোথে ইহার প্রদর্শক।

ট্রৈলিবিয়ম—কিডনির রক্তাধিক্য বশতঃ কিডনিদেশে মৃদু

banglabooks.in

কনকনানি এবং কৃষ্ণাভ ও ধূম্রের বর্ণ মূত্র প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য।

কল্‌চিকাম—রসবাতরোগের উপসর্গ স্বরূপ শোথরোগে কৃষ্ণবর্ণ মূত্র থাকিলে।

লাইক—যকৃৎরোগোৎপন্ন শোথ শরীরের নিম্নার্দ্ধ আক্রমণ করে, উদর বিস্তৃত হয় এবং নিম্নাঙ্গে ক্ষত জন্মে।

সবিরামজ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—পেশীমণ্ডলের শিথিলতা এবং শারীরিক শীতলতা, ললাটে শীতল ঘর্ম্ম ও ধীর গতি নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত রোগী হঠাৎ ভূপতিত হইলে **হেলিবো** প্রযোজ্য। শরীরের চরম শীলতা সহ ভয়াবহ আক্ষেপ এবং জানুসন্ধিতে রসবাতিক বেদনা।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫২ (LECTURE LII).

হেলজেনস্ (Halogens)।

১। ব্রমিণ্ (Bromine)। ২। ক্লরিণ্ (Chlorine)।
৩। ফ্লুওরিকাম্ এসিডাম্ (Fluoricum Acidum)।
৪। আয়ডিন্ (Iodine)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমাত্রেরই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিশেষ ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উত্তেজনা ও প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করায় তাহার কাঁচা ও হাজাভাব জন্মে। সকল ঔষধেই শ্বাসনলীদ্বারের বা গ্লটিসের আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ক্লরিণেই তাহা বিশিষ্টতা প্রাপ্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগে আগন্তুক ঝিল্লি সংস্থাপিত করাও ইহাদিগের সাধারণ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ক্লরিণ ব্যতীত অন্য সকলেই ক্রুপ বা দুংরিকাসির আগন্তুক ঝিল্লি নির্ম্মাণ করে। ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ঝিল্লি নির্ম্মাণপ্রবণতা ক্লরিণেই অধিকতর। গ্রন্থিনিচয়ে ইহারা স্ফীতি, দড়কচড়াভাব, কাঠিন্য এবং পূয়শোথ পর্য্যন্তও উৎপন্ন করিতে পারে। এজন্য ইহারা সকলেই সোরিক ধাতুবিশিষ্ট রোগীর গণ্ডমালার ঔষধ শ্রেণীভুক্ত।

১। ব্রমিয়াম (Bromium)

উপচয়। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত; বাম পার্শ্ব অধিকতর আক্রান্ত হয়।

উপশম।—শরীর চালনায়; ভ্রমণে; অশ্বারোহণে; আহারান্তে ও এমনিয়ার বাষ্পে।

সম্বন্ধ।—ব্রমিণের কার্য্যপ্রতিষেধক—বমন ও পরে শ্বেতসার,

banglabooks.in

গোধূমচূর্ণ, আরারুট প্রভৃতি স্নিগ্ধকর দ্রব্যের সেবন। এমনিয়ার বাষ্পাঘ্রাণ ব্রমিণবাষ্পাঘ্রাণের কুফলের প্রতিষেধক।

শ্বাসযন্ত্ররোগে ব্রমিণের পরে আয়ডিন অথবা স্পঞ্জিয়ার প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—আয়ডি, স্পঞ্জি, কেলি বাই।

লক্ষণ।

মন।—রোগী মনে করে গৃহতল হইতে কোন দ্রব্য বা জন্তু লম্ফ প্রদান করিয়া উত্থান করিবে। গলাভাঙ্গা স্বরে ক্রন্দন ও বিলাপ। অত্যন্ত মানসিক অবসাদ। মেজাজ ভাল থাকে না—বিমর্ষ।

মস্তক।—বামপার্শ্বে সাময়িক শিরঃশূল, মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি এবং অনেক সময় দুগ্ধপানে শিরঃশূল।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও অবসাদ। শীতকম্প, জৃম্ভণ ও গাত্রপ্রসারণ; পদ শীতল হইলে প্রতিদিন জ্বরের শীতের ন্যায় শীত প্রত্যাবর্ত্তন করে। হস্ত শীতল ও আর্দ্র।

মুখ।—ধূসর ও মৃৎবর্ণ মুখ বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়! বোধ হয় যেন মুখমণ্ডলের উপরি ভাগে মাকড়সার জাল। শরীরে, বিশেষতঃ কণ্ঠা ও নিম্ন চুয়ালের উপর ঘন কঠিন ও স্ফীত গ্রন্থি।

চক্ষু।—দক্ষিণ চক্ষুর ল্যাক্রিম্যাল বা অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির স্ফীতি এবং জলস্রাব। বাম চক্ষু ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা।

কর্ণ।—বাম পেরটিড গ্রন্থির দৃঢ় স্ফীতি, স্পর্শে উষ্ণ বোধ। বাম পেরটিড গ্রন্থি পাকিয়া যায়, পূযনির্গমছিদ্রের চতুঃপার্শ্ব মসৃণ থাকে; স্রাব জলবৎ ও হাজাকর; স্ফীতি কঠিন ও অনমনীয় থাকিয়া যায়।

নাসিকা।—ভয়ানক সর্দ্দির আক্রমণে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ও

banglabooks.in

মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ক্ষতযুক্ত, পরে বাম নাসারন্ধ্রেও ঐরূপ। হাঁচি ও স্রাবযুক্ত সর্দ্দি, অনেক দিন অদম্য থাকে; নাসাপার্শ্ব ও নাসিকাধঃ-প্রদেশ হাজিয়া যায়। নাসিকা ক্ষতযুক্ত ও স্ফীত, তাহাতে মামড়ি জন্মে, বেদনা হয় ও তাহা পুছিলে রক্ত পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রে শৈত্যের অনুভূতি; শ্বাসগ্রহণে শীতল বোধ। স্বরযন্ত্রের সঙ্কোচন, তাহাতে শুড়শুড়ি বশতঃ কাসি। গিলিতে স্বরযন্ত্রের পশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা নিবন্ধন সঙ্কোচনের অনুভূতি। স্বরযন্ত্রে চাঁছা ও অবদারণভাব, কাসি হইলে বোধ যেন কণ্ঠার কোটরবৎ স্থান চাপিয়া ট্রেকিয়া বা শ্বাসনালী সহ সংযুক্ত করা হইয়াছে। স্বরভঙ্গ পরিষ্কার কথা বলা যায় না; স্বরলোপ। গলাধঃকরণক্রিয়ায় হঠাৎ কাসির আক্রমণ বশতঃ শ্বাসরোধ; শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা; শ্বাসপ্রশ্বাসের চেষ্টা করিতে হয়। নিঃশ্বাস টানিলে শ্বাসনলীতে শুড়শুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্রেক। স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপিক রোধ। বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচি-বেধবৎ বেদনা। মধ্যে মধ্যে বলপ্রয়োগে গভীর শ্বাস টানিতে হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্র; উপযুক্ত পরিমাণ শ্বাস টানিতে অক্ষম, তাহাতে উৎকণ্ঠা। বোধ হয় যেন শ্বাসযন্ত্রপথ ধূমপূর্ণ। দক্ষিণ ফুসফুস অধিকতর আক্রান্ত।

গলাভ্যন্তর।—গলাভ্যন্তরে চাঁছা বোধ। গলাভ্যন্তরে ও তন্নিম্নের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্ফীতি।

উদর।—উদরাধ্মান এবং প্রচুর বায়ু নিঃসরণ।

মল ও মলদ্বার।—অস্রাবী এবং তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত অর্শ ও কাল বর্ণের মলত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনি হইতে সশব্দে বায়ুনিঃসরণ। ঋতু অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, উজ্জ্বল লোহিত শোণিতের মৃদু স্রাব নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ঘটে অথবা ঝিল্লির ছিবড়া বা মেম্ব্রেনাস্ শ্রেড্স্ নির্গত হয়। ঋতুস্রাবের সময়ে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে প্রচণ্ড সঙ্কোচনবৎ আক্ষেপ

banglabooks.in

হইলে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয় এবং পরে উদরের টাটানি থাকিয়া যায়। রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধকবেদনায় ঝিল্লি নির্গত হয়।

ত্বক্।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ থাইরয়েড, অণ্ডকোষ, হনুনিম্ন এবং পেরটিড গ্রন্থির স্ফীতি দড়িকচড়াভাব। বাহু এবং মুখে স্ফোটক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—ব্রমিণ গণ্ডমালা রোগ প্রশমনকারী অন্যতম ঔষধ। ইহা এবং এই পর্য্যায়ের অনেক ঔষধ বর্ণাদিও শরীরাকৃতি দ্বারা পরিচিত। শরীরাকার দ্বারা ইহা হেলজেন শ্রেণীভুক্ত আয়ডিন হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত। ব্রমিণ—**ভাসা নীলচক্ষু, শণসূত্রবৎ কেশ, পাতলা ভ্রূ, সুন্দর গাত্রবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং লোহিতাভ গণ্ড**। আইওডিন—**কাল কেশ ও কাল চক্ষু এবং কুৎসিৎ ঈষৎ পীতাভ গাত্র**। "মুখমণ্ডলে মাকড়সার জালের অনুভূতি" ও কখন কখন ইহার প্রদর্শক হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ লক্ষণ দ্বারা এস্থলে ইহাকে **ব্যারাইটা, গ্রাফা এবং বোরাক্স্** হইতে প্রভেদিত করিতে হয়।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি।—কখন কখন **ব্রমিণ** দ্বারা গণ্ডমালীয় শিশুদিগের সর্দ্দিরোগের উপকার হইয়া থাকে। নাসিকা হইতে প্রচুর জলবৎ ও বিদাহী স্রাব। নাসিকারন্ধ্র পর্য্যায়ক্রমে মুক্ত ও রুদ্ধ বোধ; বিশেষ প্রকারের **শিরঃশূলে ললাটপ্রদেশে গুরু চাপ** বশতঃ বোধ হয় যেন মস্তিষ্ক নাসামূল ভেদ করিয়া ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। নাসিকাভ্যন্তর ও নাসাপুটের চতুর্দ্দিকে অবদারণ ভাব জন্মিয়া **ব্রমিণ** বাষ্প সংস্পর্শবৎ চনচন করে। পরে নাসারন্ধ্রে ক্ষত ও মামড়ি জন্মে এবং নাক ঝাড়িলেই রক্ত ও মামড়ি নির্গত হয়।

banglabooks.in

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ষ্ট্রাইডুলাস্‌ বা স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ।—রোগ বড়ই কৃচ্ছ্রসাধ্য। অনেক সময় ইহা স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ জন্মে। দন্তোদ্গম, অজীর্ণ ও থাইমাস্‌ গ্রন্থির বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণোৎপন্ন উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াও ইহার কারণ হইতে পারে। প্রথমে আক্ষেপ বশতঃ হঠাৎ স্বরযন্ত্রদ্বারের রোধ ঘটে, শিশুর মুখ নীল হইয়া যায় ও শারীরিক আক্ষেপ হয়। এইরূপে ফিটের পর ফিট্‌ হইতে থাকে। রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় আক্ষেপ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং শিশু শীর্ণ হইয়া যায়। থাইমাস্‌গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রোগের কারণ হইলে **আইওডিন**, এবং দন্তোদ্গমের বাধা জন্য রোগ জন্মিলে **ক্যাল্‌কে ফস্‌** প্রদর্শিত। এ রোগে **ব্রমিনের** কোন বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না থাকিলেও ইহা স্বরযন্ত্রদ্বারের ভয়াবহ আক্ষেপ উৎপন্ন করে বলিয়া কোন ঔষধে ফললাভ না হইলে অনেক স্থলে ইহা দ্বারা ফললাভ করা যায়। কিন্তু **ক্লরিণাই** এ রোগে হেলজেন শ্রেণীর ঔষধমধ্যে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ল্যাকেসিস্‌—নিদ্রাবস্থায় রোগ হওয়ায় শিশু জাগ্রত হইলে।

ইগ্নেসিয়া—শিশুকে তিরস্কার বা শাসন করিলেই যদি রোগের আক্রমণ হয়।

কুপ্রাম—রোগে সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ কালে বৃদ্ধাঙ্গুলি আকুঞ্চিত হইলে।

কেহ কেহ **ইপিকা** ও **স্যাম্বুকাস্‌** প্রয়োগের উপদেশ দিয়া থাকেন। **বেলাডনা** শোণিতপ্রধান রোগীর ঔষধ।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ্‌।—ব্রমিণ ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ-মধ্যে গণ্য। ইহাতে শিশুর স্বর গভীর ও গলাভাঙ্গা থাকে এবং শ্বাস টানিবার চেষ্টা করিলেই কাসি হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস কর্কশ এবং করাতের শব্দের ও বাঁশীর স্বরের ন্যায় থাকে এবং গলার মধ্যে ঘড়ঘড় করে; শিশু

banglabooks.in

কাসিলে স্বরযন্ত্র শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। **ব্রমিণ** রোগে বোধ হয় যেন শ্বাসরোধবশতঃ শিশু হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠে। **এক ঢোক জল পান করিলে আক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। স্বরযন্ত্রমধ্যে ঝিল্লি অংশ বিশেষ আল্‌গা থাকায় ঘড়ঘড়ি হওয়ার অনুভূতি ব্রমিণের** প্রদর্শক। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **এণ্টিম্ টার্টের** ঘড়ঘড়ি ইহার নিম্নতর স্থানে হয়।

হিপার সংস্থাপিত ঝিল্লি দূরীকরণে অসমর্থ হইলে **ব্রমিণ** প্রযোজ্য। **অত্যন্ত শ্বাসরোধের ভাব হওয়ায় শিশুকে কোলে করিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাতায়াত করার আবশ্যকতা** এস্থলে ইহার প্রদর্শক। **আয়ডিনের** পর **ব্রমিণ** উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ছয় আউন্স জলে এক ফোঁটা বিশুদ্ধ **ব্রমিণের** টাট্‌কা দ্রব প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, কেননা ইহার প্রয়োগরূপ কিয়ৎকাল থাকিলে নষ্ট হইয়া যায়।

নিউমনিয়া।—দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের নিম্ন উপখণ্ড আক্রান্ত হইলে যদি **নাসিকা হইতে রক্তস্রাব** হয় তাহাতে **ব্রমিণ** উপযোগী ঔষধ। "রোগী বোধ করে যেন সে ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু লইতে পারিতেছে না" এ লক্ষণও ইহার প্রদর্শক।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সন্নিল্লিক দুষিত গলক্ষত।—ইহার রোগ প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র আক্রমণ করে এবং তথা হইতে উর্দ্ধগামীও হইতে পারে। ইহাকে "ক্রুপয়েড্ ফরম্" বা ঘুরিংকাসি জাতীয় ডিফ্‌থিরিয়া বলা যায়। পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইলে **ব্রমিণ** দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। স্বরযন্ত্রে অত্যন্ত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি হয় এবং গলাভাঙ্গাস্বরে হুস্‌হুস্ করিয়া ও ক্রুপের ন্যায় কাসি হইতে থাকে; তাহাতে শ্বাসরোধ ঘটে।

banglabooks.in

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলোসিস্—গ্রন্থিরোগ; ক্যান্সার বা কর্কট রোগ প্রভৃতি।—হেলজেন শ্রেণী-ভুক্ত ঔষধ মাত্রই **লসীকাগ্রন্থিমণ্ডল** আক্রমণ করায় তাহা-দিগের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মে ও অবস্থানুসারে তাহাতে পূয়ও জন্মিতে পারে। এজন্য ইহারা গণ্ডমালারোগঘ্ন ঔষধ বলিয়া খ্যাত। নীলচক্ষু, শণের ন্যায় কেশ, মসৃণ ও কোমলগাত্র এবং গৌরবর্ণের গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তির, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থিরোগে **ব্রমিণ** উপযোগী। ইহাদিগের **পেরটিড বা কর্ণমূল গ্রন্থি** আক্রান্ত হইলে তাহাতে দড়িকচড়াভাব ও পূয়জনন প্রবণতা জন্মে। গ্রন্থিতে অত্যন্ত তাপ থাকে ও তাহা হইতে উগ্র ও হাজাকর পূয়স্রাব হয়, এবং ছিদ্রমুখের চতুঃপার্শ্বীয় স্থানে অদম্য কাঠিন্য দৃষ্ট হয়। **ব্রমিনের** গ্রন্থিরোগ মাত্রেই উপরিউক্তরূপ অবস্থা ঘটে। **স্তনের কর্কটরোগে** ইহাদ্বারা উপকার হইয়াছে। **কার্ব্ব এনিমালিস** সহ ইহার সাদৃশ্য আছে। উভয় ঔষধেই **কক্ষতলের গ্রন্থির** কাঠিন্য, দড়িকচড়াভাব ও জ্বালাযুক্ত বেদনা হয়। প্রভেদ এই যে **ব্রমিনে** কর্ত্তন বা আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে ও তাহার বৃদ্ধি হইলে বোধ হয় যেন সূত্রদ্বারা গ্রন্থি কক্ষমধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে। **অণ্ডকোষ-রোগেও** অবস্থাবিশেষে **ব্রমিণ** উপকারী। গ্রন্থি স্ফীত, কঠিন ও সম্পূর্ণ মসৃণ থাকে। ঝাঁকি লাগিলে বেদনার বৃদ্ধি। গ্রন্থি অত্যন্ত গরম। ফলতঃ রোগীর গৌরবর্ণ, কোমল ত্বক্ এবং ফেকাসে নীলচক্ষু ইহাকে অন্যান্য হেলজেন পর্য্যায়ের ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। **গলগণ্ড বা গয়টার** রোগ এতদ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ক্ষত বা আল্‌সার।—ব্রমিণক্ষতের চতুঃপার্শ্ব সবুজাভ পীতবর্ণ। ইহার পচনোন্মুখ ক্ষতে গলিত মাংসের গন্ধ থাকে।

banglabooks.in

আম্বুডিনেল গণ্ডমালীয় ক্ষতের কিনারা স্পঞ্জবৎ এবং স্রাব রক্তসংযুক্ত, ক্ষতকর, এমন কি পূয়ের ন্যায়ও হইতে পারে।

২। ক্লরিণ (CHLORINE)।

ইহা প্রচলিত ঔষধমধ্যে গণ্য নহে। তথাপি কখন কখন রোগ-চিকিৎসায় **ক্লরিণের বাষ্প** বরফের ন্যায় শীতল জলে শোষিত করাইয়া তাহার আঘ্রাণ ও পান দ্বারা কেহ কেহ কোন কোন স্থলে ফল পাইয়াছেন। তাহাই এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার বিষয় চিকিৎসক মণ্ডলীতে বিদিত। এজন্য ইহা নিম্নলিখিত রোগে সুফলপ্রদ বলিয়া খ্যাত।

ল্যারিঞ্জিস্মাস ষ্ট্রাইডুলাস্।—পূর্ব্ব লিখিতরূপে প্রস্তুত জলের সেবন ও আঘ্রাণ স্থলবিশেষে কার্য্য করিয়াছে।

নাসিকা সর্দ্দি।—সর্দ্দিতে নাসিকা হইতে জলবৎ পাতলা ও হাজাকর স্রাব নির্গত হইয়া নাসিকারন্ধ্র, নাসাপুট ও তন্নিকটস্থ স্থানের অবদারণ জন্মাইলে ইহা উপকারী।

মুখক্ষত।—মুখগহ্বরে মৃদু প্রকৃতির প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "জাড়ি ঘায়ের" ন্যায় ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়।

সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর।—টাইফয়েড জ্বরে রোগীর ভয়াবহ দুর্ব্বলতা সহ সাব্‌সাল্টাস্ টেণ্ডিনাম বা পেশীকম্প এবং জিহ্বার অত্যধিক শুষ্কতা থাকিলে **ক্লরিণের** দ্রব প্রয়োগে উপকার হয়।

ক্লরিণ সাল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রজেনের বিষাক্ততার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

banglabooks.in

৩। আয়ডিন (IODINE)।

উপচয়।—তাপে ; মস্তক আবৃত করিলে।

সম্বন্ধ।—আইওডিনের কার্য্যপ্রতিষেধক—এণ্টি টার্ট, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, সিঙ্কনা, সিঙ্ক সাল্‌ফ, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফ, ওপি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্‌ফ। বিষমাত্রায় শ্বেতসার বা ময়দার দ্রব।

আয়ডিন যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সের কুফলের ; এবং আর্জে নাই, ক্যাল্কে কার্ব্ব এবং মার্কারির।

আয়ডিন যাহার পরে প্রযোজ্য—হিপার, মার্ক।

আয়ডিনের পরে প্রযোজ্য—ক্রুপরোগে কেলি বাই।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, ব্রমিণ, কষ্টি, কনায়াম, ডিজি, হিপার সাল্‌ফ, কেলি বাই, মার্ক, নাই এসি, ফস্, স্পঞ্জ, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—হেলজেনশ্রেণির ঔষধ মধ্যে ক্রিয়ার ব্যাপকতায় আয়ডিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ দেহোপাদান, বিশেষতঃ লসাকাগ্রন্থি এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের অবসাদ ও সজীবতার হানি উৎপন্ন করায় তাহারা পুনরুৎপাদিকাশক্তিহীন হইয়া যায় এবং তাহাদিগের বাধাপ্রাপ্ত ক্রিয়ার ফলে আক্রান্ত শরীরাংশের ক্ষয়, এমন কি, ধ্বংস ও সর্ব্বাঙ্গীন শীর্ণতা উৎপন্ন হয়। আয়ডিন গ্রন্থির পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার হ্রাস করার ফল স্বরূপ স্বাভাবিক উপাদানের বিনিময়ে সৌত্রিকোপাদানের অতি বৃদ্ধি বশতঃ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে, এবং থাইরয়েড্ গ্রন্থির এরূপ বর্দ্ধন গলগণ্ড রোগোৎপন্ন করে। এবম্বিধ কারণেই অবস্থানুসারে গ্রন্থির ক্ষয় জন্মিলে তাহা শুষ্ক ও প্রায় অদৃশ্য হইতে পারে। গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে ইহা থাইরয়েড্ গ্রন্থি, অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিগ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্লাণ্ড, স্তন, অণ্ডাধার এবং অণ্ডকোষ বিশেষ ও প্রধানরূপে আক্রমণ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মধ্যে চক্ষু, নাসিকা এবং সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রের

banglabooks.in

শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ইহা বিশেষরূপে আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহা ফুস্‌ফুস্ এবং অন্যান্য যন্ত্রের মূল উপাদানেরও প্রদাহ জন্মাইতে পারে। আয়ডিনক্রিয়ার বিশেষতা এই যে, ইহার প্রায় সর্ব্ববিধ রোগজ অবস্থাতেই আক্রান্ত শরীরাংশের ও সর্ব্বাঙ্গের শীর্ণতা, প্রধান লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ।

মন।—দুঃখিত ভাব; বিষণ্ণতাগ্রস্ত মানসিক বৃত্তি। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন; মস্তকে এবং সম্পূর্ণ শরীরে স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডস্থানে কম্প ও মূর্চ্ছার ভাব; এই সকল লক্ষণ উপবিষ্ট বা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানের পরেই, অথবা সামান্য পরিশ্রমের পর উপবেশন বা শয়ন মাত্রই বৃদ্ধি পায়। মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব বশতঃ কার্য্যে মনঃসংযোগ করায় অনিচ্ছা জন্মে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা বাঁধা থাকার ন্যায় শিরঃশূল। নাসিকামূলের ঊর্দ্ধে অল্প স্থান ব্যাপিয়া বেদনা। সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ঊর্দ্ধে বেদনা, গোলমালে অথবা গল্পে বৃদ্ধি পায়। ললাটের বাম পার্শ্বের ঊর্দ্ধে তীব্র বেদনা। পূর্ব্বাহ্ণ ১১ টার পূর্ব্বের মস্তকপশ্চাতের বেদনার বিশ্রামে হ্রাস ও শরীরচালনায় বৃদ্ধি এবং অপরাহ্ণ ৪ টার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাবে পরিণত।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান। শ্রবণশক্তির হ্রাস।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। পেশী-আনর্ত্তন। প্রচুর নৈশঘর্ম্ম। দ্রুত শরীরক্ষয়। সম্পূর্ণ শরীরে কম্প।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাণ্ডুর, ঈষৎ পীতাভ অথবা ঈষৎ সবুজ, সমল পীতবর্ণ ও ক্লেশব্যঞ্জক। ওষ্ঠ নীলাভ ও তদুপরি শিরানিচয়ের স্পষ্টতা। হনুনিম্নগ্রন্থি স্ফীত।

banglabooks.in

চক্ষু।—সমল পীতবর্ণ শুভ্রাংশ। বহির্নিষ্ক্রান্ত চক্ষুগোলকে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত প্রদাহ। চক্ষুতে অবদারণবৎ বেদনা। শোথ জন্য চক্ষুপুটের স্ফীতি।

শ্বাসযন্ত্র—নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দি সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত ও মুক্ত বায়ুতে স্রাবযুক্ত। সরল সর্দ্দিতে অনেক হাঁচি এবং হঠাৎ প্রচণ্ড সর্দ্দি হইলে চক্ষুতে বেদনা ও অশ্রুস্রাব; পরে প্রচণ্ড কাসি, বিবমিষা এবং কষ্টকর, প্রায় সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাস প্রশ্বাসে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের বহির্দ্দেশ সঙ্কুচিত। নাক ঝাড়িলে প্রচুর হল্‌দে শ্লেষ্মা পড়ে।

অন্যান্য শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র বেদনায় কাসির প্রবৃত্তি; স্বরযন্ত্রে ও জিহ্বানিম্নগ্রন্থিতে বারম্বার বেদনা ও সূচিবেধ বোধ। শ্বাসনলী প্রদেশে চনচনি ও পুনঃ পুনঃ ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। ঘুংরি-কাসিবৎ কাসি। শ্বাসপ্রশ্বাস, বিশেষতঃ, শ্বাস কষা ভাবের ও কষ্টকর। কাসির সহিত শোঁ শোঁ শব্দের ও করাৎ চালনাবৎ শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং সঞ্চিল্লিক ঘুংরি কাসি। কাসিলে প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা উঠে ও তাহা অনেক সময় শোণিতরেখাযুক্ত থাকে। বক্ষের দুর্ব্বলতা বোধ। বক্ষের সঙ্কুচিত ভাব। বিদ্ধ করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। বায়ুনলী ও ফুস্‌ফুস্ রক্তাধিক্যপ্রবণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত। নিরেটাবস্থা দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধাংশে অধিকতর; কখন কখন অতি শীঘ্র এরূপ ঘটে; বক্ষের আড়া আড়ি ভাবে কসাভাব।

হৃৎপিণ্ড—প্রচণ্ড হৃৎকম্প; সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত গুরু কষ্টপ্রদ বেদনাসহ তীক্ষ্ণ, দ্রুত, বিদ্ধ করার ন্যায়, চলনশীল বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা বশতঃ রোগী অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য। দ্রুত, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল নাড়ীসহ শৃঙ্খলাশূন্য ও অনিয়মিত এবং সময়ে সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডক্রিয়া।

banglabooks.in

মুখ-মণ্ডল। মুখপাণ্ডুর, ঈষৎ পীত, অথবা ঈষৎ হরিৎ। মুখমণ্ডল দৃশ্য মলিন ও কষ্টব্যঞ্জক। ঈষৎ নীল ওষ্ঠসহ উপরি দেশের শিরাস্ফীতি। চুয়াল নিম্নগ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর।—দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব। দন্তমাড়ির কোমলতা। প্রাতঃকালে দন্ত অনেক শ্লেষ্মাবৃত থাকে; পীতাভ দন্ত উদ্‌ভিজ্জাম্ল সংশ্রবে সহজেই অসাড় হইয়া যায়। মুখে জাড়ি ঘা। মুখের দুর্গন্ধ। লালাস্রাব। পারদ সেবনান্তর লালাস্রাব। জিহ্বায় পুরু লেপ।

গলাভ্যন্তর।—কণ্ঠায় সঙ্কোচন বশতঃ গেলার ব্যাঘাত। গল-ক্ষতের সহিত গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি। অন্ননলীর প্রদাহ ও ক্ষত।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ন্যায় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধার হ্রাস এবং অভাব; বিবমিষা; আহারান্তে বমনের পুনরাবর্ত্তন। তৃষ্ণা। অপরিপাচ্য বস্তু আহারে বুকজ্বালা।

উদর।—আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ ও নাভির মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। যকৃতের প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, স্ফীতি ও কাঠিন্য। দক্ষিণ কুক্ষিদেশে চাপ ও স্পর্শে বেদনা। বাম কুক্ষি কঠিন ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। উদরের স্ফীতি ও বিস্তৃতি। অন্ত্রে বায়ুর অবরোধ। কুচকির গ্রন্থি স্ফীত।

মল ও মলদ্বার।—সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে জ্বালা। পর্য্যায়-ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ। বিষ্ঠা জলবৎ; সাদাটে আমের বিষ্ঠায় ফেন উঠে; পুনঃপুনঃ কোমল মলত্যাগ।

মূত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ু এবং অণ্ডাধারের স্ফীতি ও দড়-কচড়া ভাব। দক্ষিণ অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত একখণ্ড কাষ্ঠ আবদ্ধ থাকার ন্যায় বেদনা। স্তন ক্রমশঃ ক্ষয় শুষ্ক হইয়া যায় ও শিথিল হইয়া পড়ে;

banglabooks.in

ক্ষয়রোগ। প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর জরায়ুর রক্তস্রাবের পুনরাবর্ত্তন। শ্বেতপ্রদর তীব্র এবং অঙ্গাদির ক্ষতকর এবং ঋতুকালে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা।—স্পষ্টতঃ কঠিন গলগণ্ড। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।—হস্ত, পদ উভয়েরই পেশীকম্প বা সাব্‌সাল্টাস্ টেণ্ডিনাম। অঙ্গ নিচয়ের কম্প। বাম-কনুই-সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা। জলসঞ্চয় বশতঃ পদের স্ফীতি। তীব্র, ক্ষয়কারী পদঘর্ম্ম।

ত্বক্।—ত্বক্ সমল পীতবর্ণ চট্‌চটে ও আর্দ্র, কখন কর্কশ ও শুষ্ক।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রায় প্রত্যেক রোগেই আইওডিন তাহার কোন না কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। ইহার রোগবর্ণনা কালে যথাস্থানে আমরা তাহার উল্লেখ করিব। তীব্র অস্বাভাবিক ক্ষুধায় অত্যধিক আহার, আহারকালে এবং পরে কিছুকালের জন্য তৃপ্তিবোধ; শরীরায়তন তুলনায় অধিকতর ভক্ষণ এবং ক্রমশঃ শরীর শীর্ণতা ইহার প্রায় সাধারণ রোগেরই প্রথমস্থানীয় প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

গণ্ডমালীয় রোগীর গ্রন্থি, বিশেষতঃ অন্ত্রবেষ্টনী ঝিল্লির গ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্রন্থি এবং থাইরয়েড গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব এবং তাহার সহিত স্ত্রীরোগীদিগের স্তনের ক্ষয় প্রভৃতি লক্ষণও আয়োডিনের প্রদর্শক।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের শরীরাকারের বিভিন্নতা ও বিশেষতানুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। আয়োডিন-রোগীর কৃষ্ণবর্ণ অথবা কাল কেশ এবং চক্ষু এবং তাহার বিশেষ প্রকারের রোগ জীর্ণ,

banglabooks.in

অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং **শীর্ণদেহ** প্রভৃতি আয়ডিনকে **অন্যান্য** গণ্ডমালীয় ঔষধ হইতে, বিশেষতঃ হেলজেন শ্রেণীভুক্ত ঔষধ হইতে প্রভেদ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ।—আয়ডিনের ঔষধগুণ পরীক্ষায় স্বরভঙ্গ, শুষ্ক, কর্কশ ও গভীর কাসি, স্বরযন্ত্রের বেদনা, সাঁই সাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, স্বরযন্ত্রে বাধ বাধ বোধ প্রভৃতি লক্ষণ; অপিচ ইহার বিষাক্ত রোগীর স্বরযন্ত্রদ্বারে (স্বতন্ত্রী, vocal cords) এবং তদবস্থ স্বরযন্ত্রাংশে আগন্তুক ঝিল্লির সংস্থিতি প্রভৃতি অতি স্পষ্টতর ঘুংরিকাসিবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হওয়ায় ইহা ঘুংরিকাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কার্য্যক্ষেত্রেও কঠিনতর সঝিল্লিক রোগে ইহার উপকারিতা ভূয়ঃ প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাতিশ্যায়িক রোগাপেক্ষা ঝিল্লিজনক রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হইলে ইহা তাহার গতি রোধ করিতে সমর্থ। ঝিল্লি সংস্থিতির পরে প্রয়োগ করিলে ইহা ঝিল্লির শোষণ বা দ্রবীকরণ দ্বারা রোগারোগ্য করে। ফলতঃ ইহা রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই সুফলপ্রদ। রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ শীঘ্র আরোগ্য চিহ্ন প্রকাশ না করিলে নিরাময়িক শক্তি উত্তেজিত করিয়া ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে।

শুষ্ক, ক্ষুদ্র, খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি, শোঁ শোঁ ও খর খর শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং শ্বাসরোধের উপক্রম ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। কাসির ধাতুপাত্রবৎ খ্যান্‌খেনে স্বরের পরিবর্ত্তে আচ্ছাদিত ধাতুপাত্র হইতে যেরূপ অস্পষ্ট শব্দ বাহির হয়, তদ্রূপ শব্দ হইলেও ইহার কার্য্যকারিতার অভাব হয় না। রোগী ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে চাহে; এবং ইহা কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

banglabooks.in

ডাং ডিউই শতকরা এক অংশ ঔষধ দ্রবের ৩ ফোটা করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে বলেন। অধিককাল ব্যাপিয়া সেঁতা আবহাওয়ার মধ্যে থাকায় রোগ জন্মিলে যদি **ব্রমিণ** জরাপেক্ষা জ্বর অধিকতর থাকে, তাহাতে ইহার ব্যবহার সুফলপ্রদ। **হিপার** প্রয়োগান্তেও যদি রোগনিঃসারণ ঝিল্লির আকার ধারণ করে, তাহাতেও **আয়ডিন** সুফল দেয়। রোগ কঠিন হইলে কোন কোন চিকিৎসক ১×ক্রমের ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

নিউমনিয়া।—রোগের প্রথম ও দ্বিতীয়, উভয় অবস্থাতেই **আয়ডিন** প্রযুক্ত হইতে পারে; ক্রুপাস্ বা ঘুংরিকাসিবৎ ঝিল্লি-উৎপাদক রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে **একনেয়** ন্যায় প্রবল জ্বর ও অস্থিরতা থাকে এবং রোগ সঞ্চারিত হইয়া দ্রুত ফুস্‌ফুসের নিরেটাবস্থা (হিপ্যাটিজেষণ) উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। নিউমনিয়ার পরিচায়ক সুস্পষ্ট কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকায় বোধ হয় যেন বক্ষ প্রসারিত হইবে না; শোণিতরেখাযুক্ত গয়ার যদি রোগের শেষাবস্থায় সহজে আরোগ্য (Resolution) না হয় এবং ফুস্‌ফুসের ধ্বংস, প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর এবং পূয়সঞ্চারের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেও **আয়ডিন** উপকার করিতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ ডাং কাফকা নিউমোনিয়ার বহির্লক্ষণ উপস্থিত হইলেই প্রতি ঘণ্টায় ১×, ২× অথবা ৩× ক্রমের **আয়ডিন** এক ফোটা মাত্রায় প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন এবং তিনি বলিতেন "২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফুস্‌ফুসের নিরেটাবস্থা সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ হইয়া থাকে।" তিনি **একনাইট্** ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। ডাং টি, এফ, এলেন্‌ও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ—হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব্ দি হার্ট।—হৃৎপিণ্ডকপাটরোগ বা

banglabooks.in

ভাল্‌ভুলার ডিজিজ্‌ থাকুক বা না থাকুক, হৃৎপিণ্ড বিবৃদ্ধির অবস্থানুসারে **আয়ডিন** ফলপ্রদ। হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে হৃৎকম্প জন্মে। **কৃষ্ণবর্ণ** ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা উপযোগী। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হস্তদ্বারা সবলে চাপিত হইতেছে। কখন বা বক্ষের দুর্ব্বলতা বশতঃ তথায় "কিছু নাই নাই" (Goneness) ভাব উপস্থিত হয়, এবং দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী কষ্টে কথা কহিতে বা শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে পারে। হৃৎকপাটের যান্ত্রিক রোগে বক্ষোপরি কর স্থাপন করিলে রণৎকার বা পারিং (Purring tremor) অনুভূত হয়। **স্পাইজিলিয়াতেও** বক্ষের হৃৎপ্রদেশে কর স্থাপনে রণৎকার বা মৃদুকম্পভাব অনুভব করা যায়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**আয়ডিনের** উদরাময়ে বিষ্ঠা সাদাটে এবং কখন কখন খইলের ন্যায়। সাদাটে বিষ্ঠা থাকিলে কোন প্রকার যকৃৎরোগ এবং তাহা খইলবৎ হইলে কোন অপ্রকাশিত প্যান্‌ক্রিয়াগ্রন্থির রোগ সূচিত হয়। ইহাতে প্লীহা বিলক্ষণ কঠিন ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয় এবং **অতিক্ষুধা** প্রভৃতি **আয়ডিনের** প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকে।

গণ্ডমালারোগ বা ক্ষুদ্রফুলা—গ্রন্থিরোগ।—**আয়ডিনের** গণ্ডমালাঘটিত গ্রন্থিরোগে গ্রন্থি বিবৃদ্ধ, কঠিন, জড়-ভাবাপন্ন এবং বেদনাহীন থাকে। ফলতঃ তাহাতে কোন প্রকার ক্রিয়োত্তেজনার চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থিরোগের উপরি উক্ত প্রকৃতি, যে কোন গ্রন্থির রোগে সম্ভব্য হইলেও গ্রীবাগ্রন্থিতেই বিশেষ পরিস্ফুট।

গলগণ্ডরোগে শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মিলে অনেক সময়ে ইহার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে; কিন্তু ডাং বেজ বলেন "অন্য ঔষধের সাহায্য ব্যতীত ইহা ক্বচিৎ ফলপ্রদ।" বায়ুনলীগ্রন্থি ও অন্ত্রবেষ্টনিল্লি-গ্রন্থি বা মেসেণ্টারিক গ্রন্থি প্রভৃতির বিবৃদ্ধি-রোগে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। **আয়ডিনের** অন্যান্য যৌগিক

banglabooks.in

ঔষধ স্থলবিশেষে বিশেষ ফল প্রদান করে। টন্‌সিলগ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে **ব্যারা আয়** এবং রক্তশূন্য রোগীর গ্রন্থিবিবৃদ্ধিতে **আর্স আয়** ও **ফেরাম আয়** মহদুপকার করিয়াছে। গ্রন্থির **বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি** এবং **রক্তাধিক্য** জন্মিলে অনেক সময়ে **ক্যাল্কে আয়** অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। **কৃষ্ণবর্ণ শরীর ও চক্ষু বিশিষ্ট শীর্ণকায় এবং অতিক্ষুধাপীড়িত** রোগীদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। **রুগ্ন গ্রন্থির জড়ভাব** ইহার বিশেষ প্রদর্শক।

শিশুক্ষয়রোগ বা মারেস্‌মাস্।—এ রোগের চিকিৎসায় **আয়োডিন** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং তদনুরূপই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। ন্যূনাধিক জ্বরযুক্ত তরুণ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। গ্রন্থিমণ্ডলী জড় প্রকৃতি ধারণ করে ও ক্রিয়াহীন হয়, এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও সঙ্কুচিত থাকে। ইহা **নেট মিউ** সহ তুলনীয় হইলেও তাহার **গ্রীবা দেশের অধিকতর শীর্ণতা** অতি সুস্পষ্ট প্রভেদক বলিয়া বিদিত।

ক্যান্‌সার বা কর্কটরোগ।—**আয়োডিন** ধাতুর স্ত্রীরোগীর অতিক্ষুধা ও শীর্ণতা প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ঈষৎ পীতবর্ণ, উগ্র ও ক্ষয়কর শ্বেতপ্রদর এবং অত্যন্ত শোণিতস্রাবযুক্ত জরায়ুর কর্কটরোগে **আয়োডিন** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এডিসন্‌স্ ডিজিজ।—ইহা এক প্রকার অনির্ণীত ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য রোগ। এডিসন্ ইহার সহিত অনির্ণীত লক্ষণবিশিষ্ট সুপ্রারিন্যাল্ ক্যাপ্‌সুলের বা গ্রন্থির ক্ষয় লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুস্পষ্ট রক্তহীনতা, ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পেশীদুর্ব্বলতা এবং ত্বকের ঈষৎ কালিমা বা পীতবর্ণ ইহার প্রধান লক্ষণ। এই মূল রোগ সহ উপসর্গ

banglabooks.in

রূপে যে সকল লক্ষণ উপস্থিত থাকে তদ্দ্বারা ঔষধের নির্ব্বাচন করিলে মূল রোগ আরোগ্য না হইলেও তাহার উপসর্গের কথঞ্চিৎ প্রশমন দ্বারা রোগযন্ত্রণার শান্তি বিধান করা যায়।

অবসন্নভাব, পেশীদুর্ব্বলতা, অজীর্ণ এবং বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময়ে **আয়োডিন্** রোগের প্রথমাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের রোগে উপরিউক্ত প্রাথমিক লক্ষণ সহ অতিক্ষুধা এবং যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা উপস্থিত হইলে ইহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে এরূপ স্থলে ব্যবহারোপযুক্ত অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **খুজা, নেট্ মিউ, বেল, ক্যাল্কে কার্ব্ব** এবং **ফস্** প্রধান। স্নায়বিক অবসাদ, আমাশয়িক উত্তেজনা, সাধারণ দৌর্ব্বল্য, হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার ক্ষীণতা এবং বমন-প্রবণতাদি লক্ষণযুক্ত রোগে **আর্সেনিক** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ত্বকের জ্বালা ও বিবর্ণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য **আর্সেনিক** এ রোগের অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু **আর্স** অপেক্ষা **আর্স আয়ডাইড্**কে ঐস্থলে উৎকৃষ্টতর বলা যাইতে পারে। ডাং বনিংহসেন **এণ্টি ক্রু, নাই এসি, সিকেলি** এবং **স্পাইজিলিয়ার** বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। **আর্জে নাই**ও বিশেষ উপযোগী ঔষধ হওয়াই সম্ভব। তদ্দ্বারা একটী রোগীর আরোগ্য হওয়ার বিষয়েরও উল্লেখ আছে।

৪। স্পঞ্জিয়া (Spongia)।

প্রতিনাম।—স্পঞ্জিয়া অফিসিন্যালিস্। স্পঞ্জিয়া টষ্টা।

সাধারণ নাম।—স্পঞ্জ্।

banglabooks.in

উপচয়।—রজনীতে; উপাধান নিম্নে মস্তক রাখিয়া শয়নে; গৃহমধ্যে; ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময়ে।

উপশম।—অবতরণকালে; আহার ও পানান্তে, বিশেষতঃ কাসির সময় সটানভাবে শয়ন করিলে।

সম্বন্ধ।—স্পঞ্জিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

স্পঞ্জিয়া যাহার পরে প্রযোজ্য—কাসি এবং ক্রুপ রোগে শ্লেষ্মার শুষ্কতা লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে **একন ও হিপারেল**।

স্পঞ্জিয়ার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ির আরম্ভ হইলে হিপার।

তুলনীয় ঔষধ।—একন্, বেল্, ব্রম্, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভে, কনায়, ড্রসে, হিপার, ইগ্নে, আয়ডি, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, নাক্স্ ভ, ফস্, পাল্স্, রাস্, সিপি, স্পাইজি, ষ্টেনাম্, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ স্বরযন্ত্র, শ্বাসনলী, থাইরয়েড-গ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড এবং অণ্ডকোষে স্পঞ্জিয়ার ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহা তাহাদিগের উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে কখন কখন তদুপরি তন্তুজান পদার্থ ক্ষরিত হয়। গ্রন্থি উপাদানে ইহার ক্রিয়ার ফল স্বরূপ তাহাদিগের স্ফীতি ও দৃঢ়কচড়া ভাব প্রভৃতি, এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলীতে ইহার ক্রিয়া প্রদাহিক পরিবর্ত্তন আয়ডিনের ক্রিয়ার সহিত অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশিত করে। ফলতঃ আয়ডিনই ইহার প্রধান নির্ম্মাণোপাদান বলিয়া বিবেচিত!

লক্ষণ।

মণ।—অতিশয় আনন্দ হওয়ায় গান করিবার অদম্য ইচ্ছা, পরে অন্যমনস্কতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা।

মস্তক।—মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণগৃহে আসিলে মস্তিষ্কের দক্ষিণ-

banglabooks.in

পার্শ্বে মৃদু শিরঃশূল। ললাটের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিকাবেধবৎ বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকের রক্তাধিক্য।

স্নায়ু।—শরীরনিম্নার্দ্ধে অসাড়তার অনুভূতি। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ববোধ।

মুখমণ্ডল।—মুখ স্ফীত, লোহিত, অথবা ঈষৎ নীল এবং তাহাতে উৎকণ্ঠাভাব। মুখের তাপ। নিম্নচুয়ালের বামপার্শ্বের নিম্নের স্ফীত গ্রন্থি চাপিলে বেদনা। পাশাপাশিভাবে বাম ঊর্দ্ধ চুয়ালে সূচি-বেধবৎ ভেদকারী বেদনা। সন্ধ্যাকালে আহার করিতে খল্লীবৎ বেদনা বাম চুয়ালের সন্ধি হইতে গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত যায়।

চক্ষু।—বাম ভ্রূদেশের পীতবর্ণ, মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ স্পর্শে বেদনা-যুক্ত।

নাসিকা।—স্রাবযুক্ত-সর্দ্দি হইলে অনেক হাঁচি হয়। শুষ্ক সর্দ্দি হওয়ায় নাসিকার রোধ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বর রুক্ষ ও ভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শুষ্কতা, গলা খাঁকর দিলে বর্দ্ধিত। স্পর্শ করিলে, মস্তক ফিরাইলে এবং গান করিলে স্বরযন্ত্রের বেদনা। স্বরযন্ত্রে চাঁছাভাব হইলে তাহার জ্বালা ও সঙ্কুচিত ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে অনুভূতি জন্মে যেন থাই-রয়েড্‌গ্রন্থি এবং গ্রীবাগ্রন্থি বেগের সহিত একবার বাহিরে ও একবার ভিতরে যাইতেছে। অনুভূতি জন্মে যেন ছিপি দ্বারা স্বরযন্ত্রের রোধ ঘটাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা হইতেছে। বক্ষাভ্যন্তরের নিম্নতম ও টাটানিবেদনা-যুক্ত প্রদেশ হইতে অবিশ্রান্ত কাসির উৎপত্তি। শুষ্ক, খক্‌খকে ও ফাঁপা শব্দের বা ঘুংরি কাসির শব্দের ন্যায় কাসি, অথবা হুস্‌হুস্ ও খর্‌খর্ শব্দযুক্ত এবং হাঁপের ন্যায় টানবিশিষ্ট কাসি। দিবা, রজনী শুষ্ক কাসি ও বক্ষের জ্বালা। ঠাণ্ডা বাতাস বহিলে যে শুষ্ক কাসি হয় তাহা আহার বা পানে উপশম পায়। শোঁ শোঁ খর্‌ খর্ ও কুঁ কুঁ শব্দের উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক

banglabooks.in

উপস্থিত হইলে ইহা উপযোগী হয়। কাসিতে যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। গভীর শ্বাসগ্রহণ ও মানসিক উত্তেজনাতেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কাসিলে কিছু উঠে না।

স্যাম্বুকাস—শিশুদিগের শ্বাসরোধকর হুস্‌হুস্ শব্দের কর্কশ কাসি ও শ্বাসকৃচ্ছ্রে ইহা উপকারী। শিশু মুখব্যাদান করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতে থাকে।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ্।—একনাইটের পর স্পঞ্জিয়াই ক্রুপরোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে **শ্বাস প্রশ্বাস কর্কশ এবং খর্‌ খর্‌ শব্দের** ও অতি কঠিন হওয়ায় বোধ হয় যেন রোগী **স্পঞ্জের মধ্য দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস টানিতেছে।** রোগী খ্যাক্ খ্যাক্ ও খ্যান্ খ্যান্ করিয়া কাসিতে থাকে কিন্তু তাহাতে যৎসামান্য কিছু গয়ার উঠে। ফলতঃ মিনিটে মিনিটে শ্বাসরন্ধ্র সঙ্কুচিত হওয়ায় শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। মধ্য রজনীর পূর্ব্বে রোগের বৃদ্ধি। **গাত্রের পাতলা রং ও নীলবর্ণ চক্ষু-বিশিষ্ট** শিশুদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সঞ্চিল্লিক রোগাপেক্ষা আক্ষেপিক রোগের পক্ষেই অধিকতর উপকারী।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্—স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মা রোগ বা ল্যারিঞ্জিয়েল থাইসিস্। তরুণ স্বরযন্ত্রপ্রদাহে **স্পঞ্জিয়া একনাইটের** পরে প্রযোজ্য। কর্কশ, খ্যাক্ খ্যাকে কাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রম হওয়ায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বরযন্ত্র অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। মস্তক ফিরাইতে মস্তক চালনা হওয়ায় কাসির উদ্রেক হয়। ইহার তরুণ রোগ অচিরাৎ পুরাতনে বা **ল্যারিঞ্জিয়েল থাইসিসে** পরিণত হইলে উপরি উক্ত **শুষ্ক কর্কশ কাসির সহিত**

banglabooks.in

স্বরযন্ত্রের **জ্বালা ও শূলবেঁধার ন্যায় বেদনা** উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে রোগী বোধ করে যেন স্বরযন্ত্রমধ্যে **একটা ছিপি আঁটা রহিয়াছে।** স্বরযন্ত্র চাপে বেদনাযুক্ত। স্বরযন্ত্রপ্রদাহে স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ হইলে **স্যাম্বুকাস্,** এবং তাহাতে শোথের বর্ত্তমানতায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট, এমন কি তাহা অচল হইয়া পড়িলে **এপিস** মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু স্বরযন্ত্র কপাটের শোথে মৃত্যু নিকট বলিয়া অনুমিত হইলে **ব্রুরিণ** তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

টুবার্কুলোসিস্ বা গুটিকোৎপত্তি রোগ—থাইসিস্ বা যক্ষ্মাকাশ।—রোগের প্রথমাবস্থায় ফুস্‌ফুসে গুটিকোৎপত্তি হওয়ায় তাহার নিরেটাবস্থার (Solidification) আরম্ভে **স্পঞ্জিয়া** উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। এক বা উভয় ফুস্‌ফুস্ চূড়াতে (Apices) বিঘাতনে (Percussion) নিরেট শব্দ উত্থিত হইতে পারে। গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে, কথা কহনে এবং শুষ্ক শীতলবায়ু সংস্পর্শে **কর্কশ, ঘণ্টাধ্বনিবৎ ও খ্যান্ খ্যান্** শব্দবিশিষ্ট কাসি উদ্রিক্ত হয়; সামান্য উত্তেজনায় বা সেঁতা বায়ুতেও কখন কখন ইহার কাসি হইয়া থাকে। আহার ও পানে ইহার কাসি কিয়ৎকাল উপশমিত থাকে। **এনাকার্ডিয়ামের** কাসিও আহারে উপশম পায়। কিন্তু ফুসফুসে রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ ভ্রমণাদি শরীরচালনায় অধিকতর রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতা জন্মিলে রোগী পতনোন্মুখ হয়। রোগের অতি প্রথমাবস্থায় এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে **স্পঞ্জিয়া** দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে।

উপরিউক্ত কাসিতে ক্রমে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি উপস্থিত হওয়ায় রক্তরেখাযুক্ত বা রক্তহীন গয়ারের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে **স্পঞ্জিয়ার**

banglabooks.in

স্থলে হিপার সালফ প্রদর্শিত হয়। হিপাররোগ শেষ রজনীতে ও স্পঞ্জিয়ার রোগ মধ্য রজনীর পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায়। মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ রোগী যখন রোগ বিষয়ক চিন্তা করে, তখন স্পঞ্জিয়ারোগীর তাপোচ্ছ্বাস ঘটে। পৃষ্ঠ হইতে শীত উত্থিত হইলে অগ্নির তাপেও কম্পের নিবারণ হয় না। সম্পূর্ণ শরীর তপ্ত হয় কিন্তু উরুতে শীত ও অাড়ষ্টতা থাকে।

যান্ত্রিক হৃদ্‌রোগ বা অর্গানিক হার্ট ডিজিজ।—স্পঞ্জিয়ার যন্ত্রগত হৃৎপিণ্ড রোগে মস্তক উপাধানশূন্যে রাখিয়া রোগী সটান চিত হইয়া শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে। শ্বাস-রোধের উপক্রম হওয়ায় রোগীর পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ হয়। রোগীর মুখ উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং রক্তিমাভাবিশিষ্ট এবং সে উপবেশন করিয়া কষ্টের সহিত ঘন ঘন হাঁপাইতে থাকে।

হৃৎবেষ্টপ্রদাহের প্রথমে বা রক্তাধিক্যের অবস্থায়, বক্ষে রক্তসঞ্চয় হইলে একনাইট্‌ প্রযুক্ত হয়। তাহার তরুণাবস্থায় যে কোন হৃৎকপাটের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হউক না কেন, ফুৎকারবৎ শব্দ (Blowing Sound) শ্রুত হইলেই স্পঞ্জিয়া প্রয়োগ করা উচিত। কেননা ইহা প্রদাহিক রস দূরীকরণে অসমর্থ হইলেও রোগের গতি রোধ করিয়া উপকার করিয়া থাকে। শিক্ষার্থীদিগের বিদিত থাকা আবশ্যক যে হৃদ্‌রোগের প্রথমাবস্থায় কোন নিশ্চিত লক্ষণের অভাবে অতি শীঘ্র একন, স্পঞ্জি, স্পাইজি, ব্রায় অথবা ফস্‌ প্রভৃতি ঔষধকে উপেক্ষা করিয়া ল্যাকেসিস্‌, হাইড্রাসা এসি অথবা আর্স প্রভৃতি রোগের শেষাবস্থার ঔষধ প্রয়োগ অবিধেয়, কেননা, শেষোক্ত ঔষধাদি রোগীর দুর্ব্বলতা দ্রুত আনয়ন করিয়া অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী মৃত্যুকে নিকটতর করিতে পারে।

banglabooks.in

গ্রন্থিরোগ—গলগণ্ড বা গয়েটার; অণ্ডকোষ বা মূত্রপ্রদাহ, একশিরা বা আর্বাইটিস্ ;—গ্রন্থিমণ্ডলের বিবৃদ্ধি, দড়কচড়া অবস্থা এবং কাঠিন্য জন্মিলে হেলজেন পর্য্যায়ের ঔষধের ন্যায় স্পঞ্জিয়াও ফলপ্রদ। ইহার গলগণ্ড রোগে উভয় বা একতর পার্শ্বের গ্রন্থির স্ফীতি, কাঠিন্য ও অত্যন্ত বৃহদায়তন হয়। স্ফীতি অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া চিবুকের সমসূত্রে আসিলে কখন কখন রজনীতে বারম্বার শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা উপস্থিত করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা কেবল ইহার বৃহৎ আয়তনের উপরেই নির্ভর করে না। কেননা কখন কখন অতি ক্ষুদ্র স্ফীতিও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। গলগণ্ডের স্ফীতি সর্ব্বদা সমান থাকে না। সময়ে সময়ে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কথিত আছে, অমাবস্যার পর চন্দ্রকলার বৃদ্ধির সহিত গলগণ্ডের স্ফীতির বৃদ্ধি ও পূর্ণিমার পর হ্রাস হইতে থাকে। এ বিষয়ে আমাদিগের বহুদর্শিতা আছে। পূর্ণিমার পর রোগের ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তি কালে স্পঞ্জিয়া অথবা যে কোন নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

হেলজেন পর্য্যায়ের ঔষধের ন্যায় ইহাও অণ্ডকোষে ক্রিয়া প্রকাশ করে। অণ্ডকোষের সহজ স্ফীতি ও কাঠিন্য অপেক্ষা অপ চিকিৎসিত গণরিয়া অথবা প্রদাহ অন্তর্দ্ধাবিত হইলে যে রোগ জন্মে স্পঞ্জিয়া তাহার বিশেষ ঔষধ। অণ্ডকোষ ও অণ্ডকোষরজ্জুতে চাপিত করার ন্যায় বিশেষ প্রকারের বেদনা, যাহা শরীরচালনা ও বস্ত্রসংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়, স্পঞ্জিয়ার পরে তাহাতে পাল্‌স্ ও হেমামেলিস্ প্রযোজ্য।

৫। ফ্লুয়রিকাম্ এসিডাম (Fluoricum Acidum)।

সাধারণ নাম ;—হাইড্রফ্লুয়রিক এসিড।

banglabooks.in

উপচয়।—প্রাতঃকালে; বিশ্রামাবস্থায়; উত্থান করিতে; দণ্ডায়মানাবস্থায়। উপবেশনাবস্থা অপেক্ষা দণ্ডায়মানাবস্থায় ভাল থাকে।

উপশম।—শরীরচালনায়; ভ্রমণাবস্থায়।

সম্বন্ধ।—কার্য্যপূরক—কোকা, সিলিক।

যাহার পরে প্রযোজ্য—মদ্যপায়ীদিগের উদরি রোগে আর্সে, হিপ-সন্ধিরোগে কেলি কার, স্পর্শাসহিষ্ণু দন্তরোগের চিকিৎসায় কফিয়া ও ষ্ট্যাফির; অস্থিরোগে সিলিক ও সিম্ফাইটামের; গলগণ্ডরোগে স্পঞ্জিয়ার।

তুলনীয় ঔষধ।—এন্টি ক্রু, আর্স, বোরাক্স, বরিক এসি, ক্যাল্কে কা, কাল্কে ফস্, কেলি ফস্, মার্ক, সিলিক ও সাল্ফার।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ পরিপোষণ যন্ত্রমণ্ডলই ক্রুয়রিন্ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। গ্রন্থি ও অস্থি উপাদানে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা পুষ্টিহানি জন্য রোগসহ তুলনীয়।

লক্ষণ।

মন।—অসাধারণ মানসিক উৎফুল্লতা; কিছুতেই ভীত হয় না এবং আপনাতে আপনি আনন্দিত থাকে। মানসিক উৎকণ্ঠা প্রবণতা; আশঙ্কান্বিত।

মস্তক।—ললাটপার্শ্বে, অভ্যন্তর হইতে বহির্মুখীন প্রবল চাপবৎ বেদনা। মস্তকপশ্চাতে জড়ভাব এবং চাপ। কেশের স্খলন। মস্তকাস্থির, বিশেষতঃ ললাটপার্শ্বস্থ ক্ষত। মস্তকাস্থিনিচয়ের সংযোগ-রেখা বাহিয়া বেদনা।

স্নায়ু।—কি গ্রীষ্ম কালের অত্যধিক তাপ, কি শীত ঋতুর অতিশয় শীত কিছুতেই রোগী পেশীশ্রমে ক্লান্ত হয় না। বলক্ষয়। রোগী যে পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে না তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি ধরার অনুভূতি।

banglabooks.in

মুখমণ্ডল ;—শুষ্ক, শল্কাবৃত এবং অত্যন্ত চুলকণাযুক্ত দুগ্ধপীড়কা। ললাট ও মুখের ত্বকে পূয়সঞ্চারশীল গুটিকা; শৈশবোপদংশ।

চক্ষু ;—অনুভূতি যেন সবলে চক্ষুপুট উন্মুক্ত রহিয়াছে এবং তদুপরি পরিষ্কার বায়ু বহিতেছে। চক্ষুতে বালুকা থাকার অনুভূতি।

কর্ণ ;—উভয় কর্ণাভ্যন্তরে অসহনীয় চুলকণা।

নাসিকা।—স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। নাসিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত।

মুখগহ্বর ;—দন্তে তাপের অনুভূতি। মুখলালার বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে মুখ এবং দন্ত শ্লেষ্মাজড়িত থাকে। দন্তে দ্রুত ক্ষত জন্মে। জিহ্বায় গভীর, প্রশস্ত ও তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যাপকতাবিশিষ্ট বিদারণ, মধ্যস্থলে গভীর এবং পচাটে দৃশ্যের ক্ষত।

গলাভ্যন্তর ;—শৈত্যে গলদেশ বিশেষরূপ অসহিষ্ণু সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই তাহার প্রদাহ এবং বেদনার বৃদ্ধি, তজ্জন্য গেলার বাধা জন্মে। গলদেশে সঙ্কোচন হওয়ায় গিলিতে কষ্ট; প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে।

আমাশয় ;—ক্ষুধার আতিশয্য থাকে কিন্তু অল্পাহারেই তৃপ্তি জন্মে। পিপাসায় স্নিগ্ধকর পানীয়ে লালসা। বারম্বার উদ্‌গার—শারীরিক তাপ ও বিবমিষা এবং আহারের সামান্য দোষেই পিত্তবমন এবং পেট কামড়াইয়া উদরাময়। আমাশয় দেশে পূর্ণতা ও চাপ। নিয়মিত আহারের ব্যবধান কালমধ্যে আমাশয়ে গুরুত্ব বোধ।

উদর ;—পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম ও উদ্গারে শান্তিবোধ। উদরের অত্যন্ত আততাবস্থা ও জলশোথ জন্য স্ফীতি।

মল ;—কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় পুনঃপুনঃ কঠিন মলত্যাগ।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—পাতলা রঙ্গের মূত্রের নির্ব্বাধ ত্যাগে শান্তিবোধ; মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রস্থলীতে অসহ্য জ্বালা।

পুং জননেন্দ্রিয়।—রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি হওয়ায় প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান ঘটে। রমণকালে অত্যধিক উপভোগানন্দ ও সুখানুভূতি। বিলম্বে, কিন্তু অবাধ রেতঃক্ষরণের পরে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্রাগত; অতি প্রচুর; স্রাব ঘন এবং জমাট বাঁধা। শ্বেতপ্রদর তীব্র ও কণ্ডূয়নকর। স্তনাগ্র চুলকায়, টাটায় ও ফাটিয়া যায়।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—দক্ষিণ স্কন্ধসন্ধিতে বেদনা হইলে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং বোধ হয় যেন তথা হইতে নিম্নভিমুখে বায়ু বহিয়া যাইতেছে। বাম তর্জ্জনীতে বেদনা; সমুদয় অঙ্গুলিরই অভ্যন্তর পার্শ্ব বেদনাযুক্ত থাকে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের অধস্থ প্রদাহযুক্ত প্রদেশের কোষময় উপাদানে গোঁজ ফুটিয়া থাকার অনুভূতি, স্পর্শ করিলে হস্তে দপ্‌দপানি বেদনা, এই বেদনা বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগে অধিকতর থাকে; সম্পূর্ণ হস্ত ফুলিয়া যায়, তপ্ত হয় ও পাকে; **আঙ্গুলবাঁড়া রোগ।** নখাদি ভঙ্গপ্রবণ।

নিম্নাঙ্গ।—উদর পর্য্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি। পদতলে জ্বালাযুক্ত চুলকনা; পদ উষ্ণ থাকে ও জ্বালা করে। পদাঙ্গুলি মধ্য স্থানে ক্ষতভাব। পায়ের কড়া টাটায়। শিরা প্রসারিত।

জ্বর।—সমস্ত গাত্রে তাপ এবং বিবমিষা। অপরাহ্নে প্রচুর অম্ল ও দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

প্রাদর্শক লক্ষণ।—ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া ধর্ত্তব্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তবে বৃদ্ধ এবং অকালবৃদ্ধদিগের রোগে এবং অস্থি-রোগের মধ্যে দীর্ঘাস্থির ক্ষত এবং ধ্বংস বা নিক্রোসিস্ রোগে অন্যান্য

banglabooks.in

ঔষধের মধ্যে ফ্লুয়রিক এসিডের প্রতি আমাদিগের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

দন্তের নালী ক্ষত বা ডেণ্টাল ফিশ্চুলা।—ফ্লুয়রিক এসিডে দন্তের নালীক্ষত হইতে রক্তসংযুক্ত ও লবণাক্ত পচাটে স্বাদের পূয়-স্রাবে মুখের অতি বিস্বাদ জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে শরীর জীর্ণ হইতে থাকে। এ রোগে ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

অস্থিক্ষত বা কেরিজ্ অব্ বোনস্।—অস্থি, বিশেষতঃ দীর্ঘাস্থি হইতে তীব্র, ক্ষতকর, স্রাব হইলে ফ্লুয়রিক এসিড প্রযোজ্য। ইহা ললাটপার্শ্বস্থ শঙ্খাস্থি বা টেম্পরেল বোন এবং শঙ্খাস্থির চুচুকপ্রবর্দ্ধন বা ম্যাষ্টইড প্রসেসের ক্ষত রোগেও উপকার করিয়া থাকে। ইহাতে পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং পাতলা ক্ষতকর তীব্র স্রাব হয়। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহারঘটিত অস্থিক্ষত রোগের পক্ষেও ইহা অন্যতম ফলপ্রদ ঔষধ। সিলিসিয়ার পরে ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং শৈত্য প্রয়োগে ইহার রোগের হ্রাস ও সিলিকেরর রোগের বৃদ্ধি উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন করে। স্থূল বিশেষে, বিশেষতঃ অস্থির অর্ব্বুদ সহ ক্ষত থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়রিকাই শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ফলতঃ ক্ষত থাকুক বা না থাকুক ক্যাল্‌কে ফ্লু অস্থিঅর্ব্বুদের বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ফ্লুয়রিক এসিড সাইলিসিয়ার অপব্যবহারের কুফল নষ্ট করে।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেইনস্; জটুল বা নিভাস।—ফ্লুয়রিক এসিডের পরী-

banglabooks.in

ক্ষায় শিরা-প্রসারণ জন্মিয়াছিল। অতএব ইহা ঐ রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। জটুল প্রকৃত পক্ষে কোন রোগশ্রেণীভুক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ইহা আজন্মসম্ভূত, স্বাভাবিক ও স্থলবিশেষে দৃশ্যতঃ শারীরিক চিহ্নমাত্র। শ্রুত হওয়া যায়, ইহাও **ফ্লুয়ারিক এসিড** প্রয়োগে আরোগ্য করা যায়।

ত্বক্‌রোগ—কণ্ডূ; ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স্ প্রভৃতি:—ফ্লুয়ারিক এসিড্ ত্বকে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এজন্য নানাপ্রকার ত্বক্‌রোগে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা ত্বকের কর্কশতা দূর হয়। সকল গাত্রে অবিশ্রান্ত ও অদম্য চুলকনির পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে উপশম ইহার রোগের বিশিষ্টতা। ইহা দ্বারা ক্ষতের কলঙ্ক দূর হইতে পারে। উপদংশ রোগঘটিত **টাকরোগ** বা **এলপেসিয়া** ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। নখরোগেও ইহার ব্যবহার হইতে পারে। কেননা ইহার ক্রিয়ার কর্কশতা, ভঙ্গপ্রবণতা, বিবর্ণ প্রভৃতি নানাপ্রকার নখ-বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৩ (LECTURE LIII).

এলুমিনা (Alumina)।

প্রতিনাম ঃ—এলুমিনিয়াম্ ট্রাই-হাইড্রেট। আজিলা পিয়ূরা। পিয়োর ক্লে।

প্রয়োগরূপ ঃ—টিটুরেষণ।

উপচয় ঃ—শীতল বায়ুতে ; শীত ঋতুতে ; উপবেশনাবস্থায়; (Potato) আলু ভক্ষণে ; কাথ ভক্ষণে ; পর্য্যায়ক্রমিক দিবসে ; অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতিথিতে।

উপশম ঃ—অল্প গ্রীষ্মে ; উষ্ণ বস্তু পানে ; আহারকালে (সোরি) ; আর্দ্র দিবসে (কষ্টি)।

সম্বন্ধ ঃ—এলুমিনার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর, ক্যাম, ইপিকা।

এলুমিনা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড ক্রিয়াঘটিত (সীসকবিষ ঘটিত) রোগের।

কার্য্যপূরক—ব্রায়র।

যাহার পরে প্রযোজ্য—ব্রায়, ল্যাকেসি এবং সল্‌ফারের।

যে রোগের তরুণাবস্থায় ব্রায়, অবস্থা বিশেষে তাহার পুরাতন অবস্থায় এলুমিনা প্রযোজ্য।

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—অরাম্, ব্যারা কা, কষ্টি, ফেরাম, গ্র্যাফা, কেলি কা, ম্যাগ্নে কা, মার্ক, নেট মি, নাক্স ভ, ফস্, প্লাম্বাম্, রাস্, সিলিক, সাল্‌ফ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—এলুমিনা সাক্ষাৎভাবে গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করায় অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ

banglabooks.in

শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ অধিকতর (specific action) থাকায় ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ তাহার আন্ত্রিক অংশে এবং যোনিপ্রদেশে গভীরতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উপরি উক্ত ক্রিয়ার ফলে তাহার কথঞ্চিৎ উত্তেজনা, স্রাবাভাব এবং অত্যন্ত শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।

মনঃ—মনোমধ্যে উৎকণ্ঠার ভাব; মানসিক অশান্তি জন্মিলে রোগী বোধ করে যেন কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মনোভাব, কখন সাহসিকতা কখন ভীরুতা। রোগী খিট খিট করে এবং নাকিসুরে ক্রন্দন করে; একগুঁয়ে ও বিষণ্ণ-চিত্ত; আশু অমঙ্গল বিষয়ক ভীতি।

স্নায়ুঃ—অত্যধিক মূর্চ্ছার ভাব এবং ক্লান্তি, রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। সহজেই সর্দ্দি লাগে। কঠিন রোগের ভোগান্তে যেরূপ হয়, রোগী তদ্রূপ ধীরে ধীরে ও কাঁপিতে কাঁপিতে চলে। শরীরের ঈষৎ কম্পান্বিত অলসভাব ও দুর্ব্বলতা। মেরুমজ্জারোগে পক্ষাঘাত; রোগী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতে পারে না।

চক্ষুঃ—বক্রদৃষ্টি। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুতে চাপ ও জ্বালা। দৃষ্টিমালিন্য; চক্ষুপুটদ্বয়ের কোন অংশ পরস্পর জুড়িয়া যাইবে বলিয়া রোগী বারম্বার চক্ষু মুছিতে বাধ্য। চক্ষু-কোণ বা ক্যান্থাই ও চক্ষুপুটে চুলকনা। প্রাতঃকালে আলোকাতঙ্ক। জাগরিত হইলে চক্ষু জুড়িয়া থাকে; উন্মীলিত করিলে আলোকাতঙ্ক জন্মে ও চক্ষু জ্বালা করে। চক্ষুপত্র স্থূলতা প্রাপ্ত; তাহা শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে।

নাসিকাঃ—নাসারন্ধ্রের বিভাজক উপাস্থির স্ফীতি, রক্তিমা এবং স্পর্শে বেদনা। বাম নাসাপুটের স্ফীতি এবং কাঠিন্য; নাসাগ্র বিদীর্ণ ও

banglabooks.in

নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত এবং রুদ্ধ। পুরাতন সর্দ্দি থাকায় নাসারন্ধ্র খুস্কিযুক্ত ও তাহাতে ক্ষতভাব। ঘন ও হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—অবিশ্রান্ত খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের শুষ্ক কাসি হওয়ায় বমন ও শ্বাসরোধ। স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ কাসি। বোধ যেন স্বরযন্ত্রে আঁটা ভাবে শ্লেষ্মা লাগিয়া আছে, গলা খাঁকর দিলেও স্খলিত হয় না। শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। জাগরিত হইলে স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব; হঠাৎ সম্পূর্ণ স্বরলোপ। সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। নাকি স্বর। স্বর কর্কশ এবং স্থূল। গলার শুষ্কতা বশতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি। কাসিলে অনেক শ্লেষ্মা উঠে রজনীতে বক্ষে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনার বৃদ্ধি।

মুখগহ্বর।—দন্ত শিথিল ও প্রলম্বিত বোধ। মুখে ক্ষত থাকে। দন্তমাড়ির স্ফীতি ও রক্তস্রাব। মুখলালার বৃদ্ধি হইলেও মুখ শুষ্ক বোধ।

গলাভ্যন্তর।—গলদেশ লোহিতাভ। গলাভ্যন্তরে অত্যন্ত শুষ্কতা, সন্ধ্যাকালে বারম্বার গলা পরিষ্কার করিবার প্রবৃত্তি। গলাভ্যন্তরে সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড থাকার অনুভূতি এবং খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ সময়ে গলনিম্নস্থ অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ। গলাভ্যন্তরে কোন বস্তুখণ্ডের চাপের অনুভূতির সহিত ক্ষতভাব, কর্কশতা, শুষ্কতা এবং অবদারণ ও চাঁছাভাব জন্মে।

আমাশয়।—সম্পূর্ণ ক্ষুধাহানি; স্বাদহীনতা; মাংসে ঘৃণা; শ্বেতসারময় বস্তু, চা খড়ি, অঙ্গার এবং অন্যান্য অপরিপাচ্য বস্তু আহার করিবার ইচ্ছা। বিবমিষায় মূর্চ্ছার ভাব এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা হইলে শিরোঘূর্ণন। আমাশয় জ্বালা করে। অম্লোদ্গার উঠে ও বুক জ্বালা করে। আমাশয়ে সঙ্কোচন এবং মোচড়ানি হইলে তাহা অন্ননালী দ্বারা গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

banglabooks.in

উদর।—উদরাধ্মান। উদরের গোল ছিদ্র প্রদেশে (Region of Abdominal ring) খোঁচাযুক্ত চাপ হওয়ায় অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের (Hernia) উপলব্ধি জন্মে।

মল এবং মলদ্বার।—বোধ যেন সরলান্ত্রে পক্ষাঘাত হইয়াছে। অত্যল্প, কঠিন মলত্যাগের পর সরলান্ত্রে চাপ ও অবদারণ ভাবের অনুভূতি। তরল মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের কুন্থন। সরলান্ত্রের ক্রিয়াবসাদ ঘটায় কোমল মলত্যাগেও অত্যন্ত বেগের আবশ্যকতা জন্মে। অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয় না হইলে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না এবং তাহার ক্ষমতাও থাকে না। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে হাজাভাব জন্মে, সরলান্ত্র আকুঞ্চিত এবং মলদ্বার সঙ্কুচিত। ছাগলের নাদির ন্যায় কঠিন ও গিট গিট মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার হইতে রক্ত স্রাব। অত্যল্প কঠিন মল কষ্টে নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—মলত্যাগের বেগ দেওয়া কালে প্রস্রাব হয়, অথবা অত্যন্ত বেগ না দিলে প্রস্রাব হয় না। মূত্রস্থালীতে এবং জননেন্দ্রিয়ে দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—প্রচুর, স্বচ্ছ এবং তীব্র শ্বেতপ্রদর দিবসে স্রোত বহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। তীব্র ও হাজাকর শ্বেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয় জ্বালা করে; জননেন্দ্রিয়দেশে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মিলে চলিতে কষ্ট এবং শীতল জলে ধৌত করিলে উপশম বোধ। ঋতুস্রাবের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার বাম পার্শ্বের গ্রন্থি স্ফীত। পৃষ্ঠ এবং কটিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন নিম্ন কশেরুকানিচয় ভেদ করিয়া তপ্ত লৌহ খণ্ড প্রবিষ্ট হইতেছে।

banglabooks.in

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—সন্ধিতে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন তাহা চাপিয়া তাহার পরিসর স্বল্পতর করা হইতেছে।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধদেশে, বিশেষতঃ হস্ত উত্তোলন করিলে, বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে। হস্তাঙ্গুলি ও নখের নিম্নে চর্ব্বণবৎ বেদনার অনুভূতি।

নিম্নাঙ্গ।—সন্ধ্যাকালে নিম্নাঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে তাহা চালনা করিতে পারে, চলিবার সময় উলে ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়; না দেখিয়া এবং দিবসে ভিন্ন, চলিতে পারে না; কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়। উপবেশনাবস্থায় নিতম্বের ঝিন্‌ঝিনি এবং জঙ্ঘার অত্যধিক ক্লান্তি। উরু এবং জঙ্ঘায় অধিককালস্থায়ী খল্লীর ন্যায় আততভাব নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত। জানুসন্ধিতে কম্প, জঙ্ঘার পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ খল্লী অর্থাৎ খালধরা। পাদ-নিক্ষেপ করিলে পদতলে বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা অতীব কোমল ও স্ফীত হইয়াছে।

ত্বক্।—শয্যার তাপে বিশেষতঃ শরীর গরম হইলে, সম্পূর্ণ শরীরে অসহনীয় চুলকনা, চুলকাইয়া রোগী রক্ত বাহির করে, পরে চুলকান স্থানে বেদনা। এরূপাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ বিশেষ রূপে বর্ত্তমান থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পাতলা একহারা, শীর্ণ ও শুষ্ককায় ব্যক্তির অথবা বৃদ্ধ বয়সের রোগ।—এলুমিনার রোগের সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণ অতীব বিরল। তথাপি উপরি উক্ত শরীরাকারবিশিষ্ট এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের রোগ হইলে ইহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি

banglabooks.in

আকর্ষিত হয়। শরীরাকার বিষয়ে ইহাকে নাক্স্ ভ প্রভৃতি এবং বয়স বিষয়ে ইহাকে এম্ব্রা গ্রিসিয়া হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদ করা আবশ্যক।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা ও ন্যূনাধিক উত্তেজনার ভাব।—ইহা এলুমিনা রোগের সাধারণ প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। শুষ্ক কাসি, কোষ্ঠবদ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি এলুমিনাচিকিৎস্য যে কোন রোগে উপস্থিত থাকিয়া এলুমিনা প্রদর্শন করে। এস্থলে অনেকাংশে ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয়।

মলত্যাগের বেগ দেওয়া ভিন্ন প্রস্রাব ত্যাগ করার ক্ষমতাহীনতা।—ইহাও এলুমিনা রোগের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যায়; কেননা ইহার অধিকাংশ রোগে এ লক্ষণ উপস্থিত থাকে। অন্য কোন ঔষধে এরূপ লক্ষণ বিরল।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—বিষাদোন্মত্ততা; শুল্ম-বায়ু রোগ।—এলুমিনা রোগী মাত্রই কথঞ্চিৎ বিষণ্ণচিত্ত। উপরি উক্ত বিষণ্ণতার লক্ষণনিচয় অতি বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী বাতুল প্রায় হইয়া উঠিলে রোগীকে বিষণ্ণবায়ুগ্রস্ত বা বিষাদোন্মত্ত বলা যায়। এলুমিনা রোগীর ক্রোধন ও খিটখিটে স্বভাবে ইহা নাক্স্ ভ সহ, মানসিক অবসাদ ও ক্রন্দনপ্রবণতা থাকায় ইহা সাল্ফ সহ, এবং নিদ্রাভঙ্গে উপরি উক্ত মানসিক অবসাদের বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা ল্যাকেসিস্, পাল্‌স, এবং সিপিয়া প্রভৃতি সহ তুলনীয়। কখন কখন ক্যাম্ফে কা ও আয়ডিন প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় রোগী বাতুল হইবে বলিয়া ভীত হওয়ায় মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে থাকে। রক্ত অথবা ছুরিকা কিম্বা সেইরূপ

banglabooks.in

কোন বস্তু দেখিলে ইহার গুল্মবায়ু রোগগ্রস্ত রোগীর আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি জন্মে।

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়।—লোকোমটর এটাক্সিরোগ চিকিৎসার প্রধানতম ঔষধ আর্জেণ্টাম নাই। সিকেলি হইতে এলুমিনা প্রায় কোন অংশেই ন্যূন নহে। বিদ্যুচ্চমকবৎ বেদনা তীব্রবেগে পৃষ্ঠ ও উদর ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ যাওয়া, জঙ্ঘায় কীটবিচরণবৎ অনুভূতি, অঙ্গের ঝিন্ ঝিনি, মুখ যেন মাকড়সার জালে আবৃত থাকার অনুভূতি অথবা তাহার উপরে ডিম্বের সুভ্রাংশের প্রলেপ শুষ্ক হইয়া লাগিয়া থাকা বোধ এবং পৃষ্ঠ ও নিম্নাঙ্গ লক্ষণ বর্ণনে বর্ণিত অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদ করা যায়। এ রোগে ডাঃ বনিং হসেন প্রথমে ইহাই প্রয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং তদবধি ইহা ইহার সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

নাসিকার বা নেজাল সর্দ্দি বা ক্যাটার।—শিশুদিগের নাসিকার সর্দ্দিরোগে এলুমিনা উপকারী। নাসিকা শুষ্ক থাকে এবং তাহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরে মামড়ি জন্মে। কখন বা নাসিকামধ্যে ঘন, আটাল ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় কষ্টে তাহা বিদূরিত করা যায়।

কাসি বা কাফ।—শুষ্ক ও আক্ষেপযুক্ত কাসিতে এলুমিনা উপকারী। প্রাতঃকালে কাসি উপস্থিত হয়। রোগী কাসিয়া কাসিয়া যে পর্য্যন্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সহ কঠিন ভাবে সংলগ্ন, অল্প পরিমাণ গয়ার স্খলিত করিয়া নিষ্ঠীবিত করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কাসির নিবৃত্তি হয় না। কাসি উঠিলে কিয়ৎকালের জন্য উপশম থাকে।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—এলুমিনার গলক্ষত রোগে গলাভ্যন্তরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। গলদেশ গ্লোর

banglabooks.in

লোহিত থাকে এবং উপজিহ্বা বা আলাজিব ঝুলিয়া পড়ে। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় এবং গলাধঃকরণ চেষ্টায় বোধ হয় যে গলদেশে কাষ্ঠখণ্ড রহিয়াছে। **হিপার, আর্জেণ্টাম নাই** এবং **নাই এসিডে**ও গলায় কাঁটা বেঁধার অনুভূতি থাকে। **গলদেশের শুষ্কতা** ইহার একটি পরিস্ফুট লক্ষণ; গলদেশ চক চক করে; **ক্লার্জিম্যান্‌স্‌ সোর থ্রোট** বা পাদড়িদিগের গলক্ষত রোগে এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাক্‌স্‌ ভ—বক্তা এবং ধূম্র ও মদ্যপায়ীদিগের পুরাতন গলক্ষত রোগে ইহা উপকারী। গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির কোষগ্রন্থি নিচয়ের (mucous follicles) কাঁচা বা অবদারণভাব ও গলার চাঁছাবৎ অনুভূতি জন্মে। কোষগ্রন্থির ক্ষয় বশতঃ গলার স্থানে স্থানে শুভ্র কলঙ্ক। ষ্টার্ণাম বুক্কাস্থির ঊর্দ্ধস্থ কোটরস্থানে স্পর্শাসহিষ্ণুবেদনা থাকে ও শুষ্ক কাসি হয়।

ফেরাম্‌ ফস্‌—গলমধ্য শুষ্ক, লোহিত ও প্রদাহযুক্ত থাকে এবং বেদনা করে। ইহা গায়ক ও বক্তাদিগের রোগে উপকারী।

জেলসিমিয়াম্‌—গলগহ্বর (Fauces) শুষ্ক, উত্তেজিত এবং জ্বালাযুক্ত থাকে; টন্‌সিলগ্রন্থির প্রদাহ।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—আমাশয় হইতে পরিপাক রসাদির স্রাব না হইলে আমাশয়ের শুষ্কতা হওয়ায় **এলুমিনার** অজীর্ণ রোগ জন্মে। এস্থলে ইহা **ব্রায়নিয়ার** তুল্য। প্রভেদ এই যে **এলুমিনায়** আহার কালে অন্ননালী বাহিয়া সঙ্কোচনের অনুভূতি, আলু (Potatoes) **আহারে রোগের বৃদ্ধি,** মাংসাহারে ঘৃণা এবং চা খড়ি প্রভৃতি অপরিপাচ্য বস্তুতে প্রবল লিপ্সার **ব্রায়নিয়াতে** অভাব থাকে। যকৃৎ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং **ব্রায়র** ন্যায় তাহাতে সূচীবেধবৎ বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শ।

banglabooks.in

উদররোগ—লেড কলিক বা সীসকশূল; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ;—অন্ত্রপথের শুষ্কতানিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধের ঔষধ-মধ্যে **এলুমিনা** সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। সরলান্ত্রের শক্তি-হীনতা বশতঃ তাহার অনুলোম (Peristaltic) ক্রিয়া দুর্ব্বল থাকায় **এলুমিনা** রোগী কোমল বিষ্ঠা ও কষ্টে ত্যাগ করে। মলত্যাগের বেগ-মাত্রও হয় না। বিষ্ঠা কখন শক্ত, ছাগলের নাদির ন্যায়, কখন কোমল থাকে। শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে সারলান্ত্র শুষ্ক ও প্রদাহযুক্ত থাকিলে এবং মলদ্বারসন্নিহিত স্থান হইতে রক্ত পড়িলে ইহা আমাদিগের প্রধান সম্বল! ব্রাম্ব এবং **এলুমিনা** উভয়েই সরলান্ত্র শুষ্ক ও ক্রিয়াহীন থাকিলেও শেষোক্তের নিষ্ক্রিয়তার এতই আধিক্য যে কোমল বিষ্ঠাও কষ্টে ত্যাগ হয়, মুখের শুষ্কতা ও জিহ্বার উত্তেজিত ভাব থাকে, এবং অনেক কোথানিতে খণ্ডাকারে মলত্যাগ হইয়া ইহাকে ব্রাম্ব এবং অন্যান্য তুল্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধের রোগীর অর্শ জ্বালা করিলে ও সিক্ত থাকিলে **এলুমিনা** দ্বারা উপকার হয়।

লেডকলিক অর্থাৎ সীসক দ্বারা বিষাক্ত হওয়ায় উদরশূল জন্মিলে **এলুমিনা** তাহার অন্যতম ঔষধ।

গ্রন্থিরোগ—বার্ষী বা বিম্বুবো।—গ্রন্থিরোগমধ্যে বার্ষীর চিকিৎসায় কখন কখন **এলুমিনা** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পীতবর্ণ পূয়স্রাব এবং মূত্রনালী বহিয়া, বিশেষতঃ মূত্রদ্বার পশ্চাতের বিস্তৃত নালী স্থানে (Meatus urinarius), জ্বালা ও চুলকনা থাকিলে যদি পূয়মেহ-জনিত বার্ষী হয়, তাহাতে **এলুমিনা** উপকারী।

রক্তহীনতা; ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগ; শ্বেত প্রদর;—**এলুমিনা** শোণিতের বিশেষ প্রকারের অপকর্ষ সাধন করিলে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীনতা ও মৃতপাণ্ডুরোগ

banglabooks.in

জন্মে। তাহাদিগের ঋতুস্রাব পরিমাণে অত্যল্প ও ফেকাসে থাকে এবং শ্লেট্ পেন্‌সিল, চা খড়ি ও গৃহের দেয়ালের আস্তর প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুতে অত্যন্ত লালসা জন্মে। মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত যুবতীগণ শ্বেতপ্রদর-রোগপ্রবণ হয়। ইহার স্রাব স্বচ্ছ অথবা পীত বর্ণ ও দড়ি দড়ি থাকে। প্রভূত পরিমাণ এল্বুমেন্ বা শ্বেতলালাপূর্ণ স্রাব, এতই প্রচুর যে রোগী দণ্ডায়মান থাকিলে কখন কখন তাহা উরু প্রভৃতি অঙ্গ বাহিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। রোগ দিবসে বৃদ্ধি পায়; এবং তাহার স্রাবের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য এলুমিনার প্রদর্শক।

ত্বক্‌রোগ।—এলুমিনার ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লির ন্যায় ত্বক্‌ও শুষ্কতা ও কর্কশতা প্রাপ্ত হয়। এই ক্রিয়ার ফলে ত্বকে শুষ্ক ও কর্কশ উদ্‌ভেদ জন্মিলে তাহা ফাটে এবং তাহা হইতে কখন কখন রক্তস্রাবও হইতে পারে। শয্যায় দেহ গরম হইলে এই সকল উদ্‌ভেদের অসহনীয় চুলকনা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৪ (LECTURE LIV.)

১। এমনিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্। ২। এমনিয়াম্ কষ্টিকাম্।
৩। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্।
৪। এমনিয়াম্ ফস্‌ফরিকাম্। ৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্।

মনুষ্যশরীরে এমনিয়াম্ সল্টগুলির মূলাক্রিয়াবিষয়ে বিলক্ষণ একতা আছে। এমনিয়া-ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীরাকারাদিও প্রায় সমপ্রকার। ইহারা স্থূলকায়, শিথিলশরীর, আলস্যপরতন্ত্র এবং পরিশ্রমকাতর। পরিশ্রমহানতা নাক্‌স্ ভ ও সাল্‌ফারেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের আকার ও গঠনে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। স্থূলকায় ও আলস্য পরতন্ত্র **এমন কার্ব্বরোগীর** শরীরের কাণ্ডভাগ অতিরিক্ত বসাপূর্ণ ও স্থূল, পদ সামঞ্জস্যহীন বা শীর্ণ এবং জড়বৎ; **এমন মিউরোগী** শরীরাকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবাপন্ন।

ইহারা সকলেই শোণিতের বিশ্লেষণাদি প্রভৃত পরিবর্ত্তন সাধিত করে এবং শরীরে শীতাদ বা স্কার্ভির ন্যায় লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাতে মুখ, নাসিকা এবং অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব ঘটে। পেশীমণ্ডলী কোমল ও থস্‌থসে এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সল্টাদ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রথমে অতি মৃদুভাবে তাহার সূত্রপাত হইলে ক্রমে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপত্বকের স্খলন ও তাহাতে জ্বালা আরম্ভ হয়। প্রদাহ অত্যধিক তীক্ষ্ণতাপ্রাপ্ত হইলে প্রভূত উপত্বক্ স্খলিত হওয়ায় শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে জ্বালাযুক্ত কাঁচাভাবের ক্ষত থাকিয়া যায়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এমন-সল্টের এবম্বিধ কার্য্য থাকায় ইহারা নাসিকা, গলমধ্য, শ্বসযন্ত্র

banglabooks.in

এবং কথঞ্চিৎরূপে ফুসফুস্ প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত শরীরস্থানের রোগ চিকিৎসায় বিলক্ষণ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

এমনিয়াম্-সল্টমাত্রই ত্বকে মৃদু প্রদাহ, লোহিত বর্ণ ও কথঞ্চিৎ স্ফীতি উৎপন্ন করে। কিন্তু শীঘ্রই তাহাতে উদ্‌ভেদ দেখা দেয়; এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সল্টের মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও প্রথমে পূয়হীন ফুস্‌কুড়ি জন্মিলে ক্রমে তাহা রসবিস্ফিকায় ও অবশেষে ক্ষতে পরিণত হওয়া সকলেরই সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।

এমনিয়াম্ কার্ব্ব গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডলের ক্ষণিক উত্তেজনা এবং প্রায় সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্রেরই কথঞ্চিৎ ক্রিয়োত্তেজনা বৃদ্ধি করে। ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করে না।

১। এমনিয়াম কার্ব্বনিকাম্।

প্রতিনাম—সেস্কুই কার্ব্বনেট্ অব্ এমনিয়া।

সাধারণ নাম:—স্মেলিং সল্ট। স্যাল ভলাটাইল।

উপচয়:—আর্দ্র-শীতল বাতাসে; সিক্ত পোল্টিসে; শরীর ধৌত করিতে; ঋতুস্রাবকালে।

উপশম:—উদর চাপিয়া শয়নে (এসেটিক এসি); বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (পাল্‌স্); শুষ্ক দিবসে।

সম্বন্ধ:—এমন কার্ব্বের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্ণিকা, ক্যাম্ফর, হিপার, উদ্‌ভিজ্জাম্ল, সাধারণ তৈল, (যেমন তিলের, বাদামের, জলপাইয়ের তৈল) এবং ক্যাষ্টর অইল। ইহা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—রাস বিষের এবং কীটদংশনের। ইহা ল্যাকেসিসের প্রতিযোগী ঔষধ। ইহা প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

তুলনীয় ঔষধ:—এপিস, এমন মিউ, বেল. ক্যাম্ফর, কেলি কার্ব্ব, ল্যাকেসিস, হিপার সালফ, ফস্।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মনঃ—ঔদাস্য এবং জড়ভাব; সম্পূর্ণ নৈরাশ্য; বিস্মৃতিশীল। লিখিতে এবং কথা বলিতে ভুল হয়।

নাসিকা।—প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিতে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকা হইতে স্রোত বহিয়া তীব্র স্রাব নির্গত হয়। নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে। নাসিকার সর্দ্দি; ঋতুস্রাবকালীন নাসিকা সর্দ্দি কখন শুষ্ক থাকিয়া নাসিকা রুদ্ধ করে ও রজনীতে বর্দ্ধিত হয়, কখন বা তাহা তরল থাকে এবং ঝরে। সর্দ্দি ব্যতীতই অধিকাংশ সময়ে রজনীতে নাসিকার রোধ ঘটে এবং রোগী মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস টানিতে বাধ্য হয়। মস্তক নত করিলে নাসাগ্রে রক্ত ধাবিত হয়।

শ্বাসযন্ত্রঃ—স্বরযন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় এবং কর্কশ স্বর। স্বরভঙ্গ। সামান্য কতিপয় সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র। রোগের ভোগকালমধ্যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা। ধূলার কণিকা গলদেশে থাকার ন্যায় শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রজনীতে। প্রত্যহ রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় প্রচণ্ড কাসি। বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ বেদনার অনুভূতি জন্মিলে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। নত হইলে দক্ষিণ বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীস্পন্দনঃ—অতিশয় উৎকণ্ঠার আবেশ এবং শ্রবণযোগ্য হৃৎকম্প হওয়ায় বোধ যেন রোগীর মৃত্যু-কাল উপস্থিত; শীতল ঘর্ম্ম, উচ্চ শব্দযুক্ত ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; হস্তের কম্প; রোগী কথা কহিতে পারে না। নাড়ীস্পন্দন দ্রুত আঘাতিক।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রস্থালীর ভয়ানক বেগ। নিদ্রাকালে অনৈচ্ছিক মূত্রনিঃসরণ।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বহিস্থ স্ত্রী অঙ্গের স্ফীতি, চুলকনা এবং জ্বালা। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। উপবেশন এবং গাড়ীতে চলার অবস্থায়, বিশেষতঃ রজনীতে, অতি প্রচুর ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার ন্যায় লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঋতুশোণিত কালচে ও চাপ চাপ। কখন বা তীব্র থাকায় উরুদেশ ছাজিয়া যায়। ঋতুস্রাবকালে সমস্ত শরীরের, বিশেষতঃ উরুর ক্লান্তি জন্মে ও হাই উঠে; দন্তশূল, কটিতে বেদনা ও শীতভাব। বিদাহী ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদর।

ত্বক।—ভয়ানক চুলকনা, চুলকাইলে জ্বালাযুক্ত ফোস্কা উৎপন্ন হয়। শরীরের উর্দ্ধাংশ লাল থাকে। উপত্বক্ স্থলিত হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

মাংসল এবং বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমকীনতা বশতঃ নানাবিধ রোগ; এবং কোমলাঙ্গী ও কোমল হৃদয়ের স্ত্রীলোকদিগের রোগ। ঘ্রাণ লইবার জন্য স্মেলিং সল্টের (কার্ব্বনেট অব এমনিয়া) বোতল, অথবা ক্যাম্ফর ও মাস্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ যাহাদিগের সর্ব্বক্ষণ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন।—এমন কার্ব্বের সাধারণ রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে উপরে যাহা লিখিত হইল স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ রোগে তাহা এমন কার্ব্বের প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু রোগবিশেষে ইহার লক্ষণ বিশেষ স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইলে প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, যেমন মুখধৌত করণকালে নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব; নাসিকাসর্দ্দি, "স্নাফলস্" বা শিশুদিগের নাসিকারোধকর সর্দ্দি এবং ডিফ্‌থিরিয়া রোগে

banglabooks.in

বিশেষতঃ রজনীতে, নাসিকার রোধবশতঃ মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস করিবার আবশ্যকতা, ঋতুস্রাবের আরম্ভে কলেরার ন্যায় লক্ষণের উপস্থিতি ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

সেরিব্রো-স্পাইনেল মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবেষ্ট প্রদাহ।—এই রোগের প্রথমাবস্থায়, রোগবিষের প্রবল আক্রমণে কখন কখন রোগী জড়বৎ অভিভূত ও প্রতিক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। তাহার শরীর শীতল ও নীল হইয়া যায়। নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়। এমনিয়াম্ কার্ব্ব প্রয়োগে এই সকল রোগীর প্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত হওয়ায় অন্য উপযোগী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার আরোগ্য সাধন করা যায়।

নাসিকা সর্দ্দি ও কাস বা কাফ্; ক্রণিক ব্রঙ্কাইটিস্ বা পুরাতন নলৌষ ও এম্ফিসিমা বা ফুস্‌ফুসের কোষময় ঝিল্লির বায়ুস্ফীতি।—এমনিয়াম্ কার্ব্বের নাসিকাসর্দ্দিরোগে রজনীতে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া যায় এবং রজনী ৩টা অথবা ৪টার সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত ও অবদারণভাব জন্মে এবং কখন কখন শিশুদিগের নাসিকা হইতে কোলিবাই ও এস্ত্রাগ্রিসিয়ার ন্যায় নীলাভ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। সময়ে সময়ে স্রাব বিদাহী প্রকৃতির হওয়ায় উদ্ধৌষ্ঠ হাজিয়া যায় এবং কণ্ঠনলী ও বায়ুনলী বহিয়া জ্বালা করে। অনুভূতি জন্মে যেন গলমধ্যে কোন বস্তু আছে। সুড়সুড়িযুক্ত শুষ্ক কাসি, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষে শ্লেষ্মাসঞ্চয় হওয়ায় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট থাকে। অবশেষে রজনীতে শ্বাসরোধকর শুষ্ক কাসি এবং মুখ হইতে প্রচুর লালার নিঃসরণ হইতে থাকে। বক্ষে নাড়ীস্পর্শনের

banglabooks.in

আঘাত হয়। ইহা শীতকালের কাসির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্লেদবৎ গয়ারে শোণিত অঙ্ক থাকে। ৩টা রজনীতে রোগের বৃদ্ধিতে ইহা **কেলি সল্ট** নিচয় সহ তুলনীয়।

নাসিকা সর্দ্দিতে নাসারন্ধ্রের রোধ, বিদারীস্রাব ও ষ্টার্ণাম বা বৃক্কাস্থি বাহিয়া অবদারণ বা কাঁচাভাব থাকিলে **এমন কার্ব্ব** সহ তুলনীয় ঔষধ, যথা—

(১) **এমন কষ্টি**—গলমধ্যে জ্বালাযুক্ত কাঁচাভাবের অনুভূতি সহ স্বরবন্ধ থাকিলে ইহা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(২) **কার্ব্বো ভেজ**—ষ্টার্ণামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কাঁচা-ভাবের অনুভূতি ও জ্বালায় ইহা উপরিউক্ত দুই ঔষধের তুল্য।

(৩) **লরসিরেসাস্**—ইহার গয়ারেও রক্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলঙ্ক থাকে।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবের শক্তিহীনতা নিবন্ধন ফুসফুস্-কোষনিচয়ের **বায়ুস্ফীতি** বা **এম্ফিসিমা** রোগ জন্মে। ফুসফুসে প্রভূত শ্লেষ্মাসঞ্চয় হয় এবং **বায়ুনলীর বিস্তৃতি ও ইডিমা পাল্মোনাম** বা **ফুসফুসের শোথ জন্মে।** এই সকল রোগে রোগী অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও জড়তা প্রাপ্ত হয়, অবিরত কাসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র গয়ার উঠে না অথবা কষ্টে সামান্য কিছু উঠে। নিদ্রালুতা, বিড়বিড় করিয়া অল্প প্রলাপও থাকিতে পারে। ইহাতে **এমন কার্ব্ব** প্রয়োজ্য।

নিউমনিয়া বা ফুসফুসপ্রদাহ।—নিউমনিয়া- রোগে রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎপিণ্ডগহ্বরে রক্তচাপ জন্মিলে **এমন কার্ব্ব** উপকারী।

য়ুরিমিয়া বা মূত্রক্ষয়বিকার।—মূত্রস্রাবের রোধ

banglabooks.in

হইলে তাহার বিষাক্ত বস্তু শোণিত দূষিত করায় মস্তিষ্কীয় বিকারাদি নিম্নলিখিত নানাবিধ লক্ষণে এমনিয়াম্ কার্ব্ব উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ স্কার্লেটিনা বা আরক্তজ্বর, হৃদ্রোগ, নিউমনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, এক্সিসিমা ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত প্রভৃতি যে কোন রোগের চরমাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ অক্সিজেন বা অম্লজানাভাব হওয়ায় কার্ব্বনিক এসিড প্রভৃতি কর্তৃক বিষাক্ত শোণিতের পচনাবস্থা ঘটিলে যে সকল বৈকারিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে তৎপ্রতিকারের পক্ষে এমন কার্ব্ব অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। লক্ষণ—রোগীর নিদ্রালু অবস্থায় বক্ষে সঞ্চিত শ্লেষ্মায় বৃহৎ বৃহৎ বুদ্ বুদ্ জন্মিলে শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে, প্রলাপে রোগী পতঙ্গ ধরার (Grasping at flocks) চেষ্টায় ন্যায় শূন্যে হস্তপ্রসারণ করে ও তাহার ওষ্ঠ নীল অথবা নীললোহিত এবং জিহ্বা কটাসে বর্ণ হয়। এস্থলে এণ্টিম টার্ট ইহার অতি নিকটসম্বন্ধযুক্ত ঔষধ। অবস্থাবিশেষে আর্স এবং কার্ব্ব ভেজ ও তুলনীয়।

আর্ণিকা—টাইফয়েড্ অবস্থাযিত আর্ণিকা রোগীতে ন্যূনাধিক উপরিউক্ত প্রকৃতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী নিদ্রালু ও জড়বৎ অবস্থায় থাকে এবং প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগ্রস্ত হয়।

এমনিয়াম কার্ব্বের ধূম অঙ্গারবাষ্পের বিষক্রিয়ার কুফল নষ্ট করিতে সক্ষম। আর্ণিকা এবং বভিষ্টাও কখন কখন ইহাতে সুফল প্রদান করিয়াছে।

স্প্রেণ বা মচকান ;—আঘাতপ্রাপ্ত সন্ধি তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে এমন কার্ব্ব ব্যবহার করা যায়। এরোগে ইহা আর্ণিকা, সালফুরিক এসিড এবং এমন মিউ সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেট ফিবার। এমনিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্ এরোগের অন্যতম উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গলদেশের বহিরাভ্যন্তর স্ফীত, তাহার গ্রন্থিনিচয় বিবৃদ্ধ এবং উভয় টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত ও ঈষৎ নীলাভ হয় এবং শিশু নিদ্রালু থাকে। এই নিদ্রালুতা, তৃণবীজবৎ উদ্‌ভেদ, এবং কৃষ্ণবর্ণ গলমধ্য ইহাকে বেলন হইতে প্রভেদ করে।

২। এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্।

প্রতিনাম।—এমনিয়াম্ ক্লোরাইড্।

সম্বন্ধ।—উষ্ণ জলে স্নান এমন মিউ সেবনের কুফল নষ্ট করে। এমন মিউরের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, হিপার সাল্‌ফ, নাক্‌স্ ভ এবং বিটার এমণ্ড্‌স্। বিষমাত্রার পক্ষে ভিনিগার অথবা উদ্ভিজ্জাম্ল। এমন মিউরের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—এণ্টি ক্রু, ফস্, পাল্‌স্ ট্যানিক।

তুলনীয় ঔষধ।—এলুমি, এমন কার্ব্ব, এমন কষ্টি, আর্স, আর্জে নাই, কষ্টি, কোলি কার্ব্ব, নিউ এসি, নেট্ মিউ, ফস্, সিলিক্, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এমনিয়াম্ মিউরিয়েটিকাম্ শোণিতের সংযামকশক্তির হ্রাস ও গ্রন্থিস্রাবের এবং সূত্রজান পদার্থ বা ফাইব্রিণ নিঃসরণের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা যুরিয়া পরিত্যাগেরও সাহায্য করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া বশতঃ তাহার স্রাব বৃদ্ধি পায়। শোণিত সহ মিশ্রিত হইলে ইহা হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক রূপে কার্য্য করে।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—বোধ যেন তাপে শোণিত অবিশ্রান্ত ভাবে স্ফীত হইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পরে সম্পূর্ণ শরীরে ঘুষ্টবৎ

banglabooks.in

বেদনা। শরীরাভ্যন্তরে তাপে বুদ্‌বুদ্ উঠার ন্যায় বোধ হওয়ায় দুর্ব্বলতা বশতঃ পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে। মধ্যাহ্নভোজনের পর মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে হঠাৎ অতিশয় দুর্ব্বলতা ঘটে। প্রাতঃকালে অত্যধিক দুর্ব্বলতা।

নাসিকা ঃ—সর্দ্দি হইলে নাসিকার রোধ ঘটে ও ঘ্রাণশক্তির অভাব হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত টাটানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। জলবৎ, তীব্র সর্দ্দিস্রাবে ঊর্দ্ধোষ্ঠে ক্ষত জন্মে। গলমধ্যে বিড় বিড় করায় হাঁচি হইতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র ঃ—স্বরযন্ত্রে জ্বালা ও স্বরভঙ্গ। কণ্ঠাতে শুড় শুড় করিলে শুষ্ক কাসি। রজনীতে চীৎভাবে শয়ন করিলে কাসি হওয়ায় নিদ্রার ব্যাঘাত। বক্ষে ঘড় ঘড়ি। বক্ষে চাপ এবং সূচিবেধবৎ বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহাতে এক গোস খাদ্য আটকাইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে বক্ষে কষ্টবোধ।

মুখগহ্বর ঃ—জিহ্বাগ্রে জ্বালাযুক্ত রসবিম্বিকা।

গলমধ্য ঃ—গলক্ষত হইলে গলমধ্যের আঠাবৎ শ্লেষ্মা এত কঠিন হয় যে তাহা শুধু খাঁকর দিয়া উঠান যায় না। টন্‌সিল্‌গ্রন্থিতে দপদপানি। শৈত্যসংস্পর্শ জন্য টন্‌সিল গ্রন্থি স্ফীত হওয়ায় গিলিতে কষ্ট।

আমাশয় ঃ—আমাশয়ে চর্ব্বণবৎ বেদনা; হিক্কা; উদ্‌গার; বিবমিষা; মুখ হইতে জল উঠা।

কুক্ষিপ্রদেশ ঃ—উভয় কুক্ষিদেশেই সবিরাম বেদনা। অপরাহ্ণে ও ভ্রমণকালে দক্ষিণ কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং জ্বালা। উপবেশনাবস্থায় প্লীহায় সূচিবেধবোধ।

উদর ঃ—নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ানি বেদনা।

মল এবং মলদ্বার ঃ—মলত্যাগকালে এবং তাহার পরেও

banglabooks.in

কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে অত্যন্ত জ্বালা। সরলান্ত্রের চুলকনাযুক্ত টাটানি; ইহার পার্শ্বে অনেকগুলি পূয়গুটিকা জন্মে। সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণের সময় মলদ্বার হইতে শিশ্নমূল পর্য্যন্ত প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও ঝুরঝুরে থাকে এবং তাহা অনেক চেষ্টা দ্বারা নিঃসারিত করিতে হয়। উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজ ক্লেদযুক্ত, এবং আম চকচকে ও চিমসে থাকে। কঠিন বিষ্ঠা আমজড়িত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়;—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে ও মাজায় বেদনা হয় এবং রজনীতে স্রাব অধিকতর হইলেও বেদনা থাকে। ঋতুস্রাবকালে অন্ত্র হইতে রক্তযুক্ত স্রাব। নাভির চতুর্দ্দিকে চিমটি কাটার ন্যায় বোধ হইলে অণ্ডলালার ন্যায় এবং মূত্রত্যাগান্তে কটা ক্লেদময় ও বেদনাযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

ঊর্দ্ধাঙ্গ;—দক্ষিণপ্রকোষ্ঠ অবশ হওয়ার ন্যায় ভারি বোধ।

নিম্নাঙ্গ;—বাম বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধিতে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন কণ্ডরানিচয় অতীব খর্ব্ব হইয়াছে, রোগী চলিতে ও লম্ফ দিতে বাধ্য এবং উপবিষ্টাবস্থায় অস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা। উপবেশনাবস্থায় উরুর সম্মুখাংশে ছিন্নবৎ বেদনা। উপবেশন বা শয়নাবস্থায় জঙ্ঘাদেশে আকৃষ্টতা সহ আততভাব। ভ্রমণকালে জঙ্ঘাপেশীর (Hamstring) বেদনা হওয়ায় বোধ যেন তাহা অতীব খর্ব্ব। পেশীর খর্ব্বতা হওয়ার ন্যায় সন্ধির আততভাব বশতঃ রোগী বক্র হইয়া ভ্রমণ করিতে বাধ্য। কুঁচকিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা হওয়ায় রোগী ঋজু হইয়া ভ্রমণ করিতে পারে না। দক্ষিণ গুল্‌ফে ক্ষতবৎ বেদনা।

জ্বর;—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শীতভাব এবং যত বার জাগরিত হয় ততবারই শীতের অনুভূতি।

banglabooks.in

ত্বক ;—সম্পূর্ণ শরীরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্‌ভেদ। হাম ও বসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পৃষ্ঠে উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শৈত্যানুভূতি ;—ইহা সাধারণতঃ কাসি অথবা কাসিহীন বেদনাদিতে ও বক্ষরোগে উপস্থিত হয় এবং ঐ সকল রোগ অথবা বক্ষরোগ উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিলে অন্যান্য রোগেও **এমন মিউ** প্রদর্শন করে। **লাইক** অথবা **ফসের** উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালার ন্যায় ইহাও অতি নির্ভরযোগ্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া ;—মস্তক, ললাট এবং মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল অথবা "ক্লেভাস মাইগ্রেণ" এবং প্রসপ্যাল্‌জিয়া প্রভৃতি স্নায়ুশূল **এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম** আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া ইহার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি আছে।

ইহার হিপ্ বা নিম্নদেশ সন্ধির বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তৎসংসৃষ্ট কণ্ডরানিচয় সঙ্কুচিত হইয়াছে, রোগী খোঁড়াইয়া চলে ও উপবেশনাবস্থায় অস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা অনুভব করে।

সাইয়াটিকা বা গৃধ্রসী ;—এ রোগের বেদনার উপবেশনাবস্থায় বৃদ্ধি, ভ্রমণকালে কখন কখন উপশম এবং শয়ন করিলে সম্পূর্ণ উপশম হইলে **এমন মিউ**দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। জঙ্ঘা সঙ্কুচিত বোধ। পদের ঝাঁকি হওয়ায় রোগী বেদনা পায় এবং পদে ঝিন্‌ঝিনি ধরে।

শস্ত্রছিন্ন অঙ্গের অবশিষ্টাংশের স্নায়ুশূলেও **এমন মিউ** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

banglabooks.in

নাসিকাসর্দ্দি ; গলক্ষত বা সোর থ্রোট এবং টন্‌সিলাইটিস বা টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ ;—নাসিকা-সর্দ্দিতে দিবস অপেক্ষা রজনীতে অধিকতর নাসিকারোধ ঘটে। এক এক সময়ে অন্যতর নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং নাসিকা হইতে হাজা-কর জলবৎ স্রাব হওয়ায় নাসারন্ধ্র ও উদ্ধৌষ্ঠের ক্ষতভাব জন্মে। গলমধ্য ক্ষীত হওয়ায় রোগী মুখ খুলিতে পারে না। মুখ এবং গলমধ্য আটা শ্লেষ্মাপূর্ণ হইলে তাহা অতি কষ্টে নিষ্ঠীত হয়। টন্‌সিল গ্রন্থি দপ দপ করে ; ইহাই এমন মিউকের বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহে এবং আরক্ত জ্বরের অতীব কঠিন গলগহ্বররোগনিবন্ধন ন্যূনাধিক শ্বাসরোধে এমন মিউকে আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে।

কাসি ; ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ এবং সাঙ্ঘাকাস বা থাইসিস্‌ ;—উপরিউক্ত সর্দ্দিতে বা স্বতন্ত্রভাবে এমন মিউকের কাসি উপস্থিত হইতে পারে। প্রচণ্ড কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হওয়ায় মুখ লালাপূর্ণ হইয়া উঠে। স্বরভঙ্গ হয় এবং অতি তীব্র স্রাব হওয়ায় স্বরযন্ত্রে অবদারণ জন্মে ও তাহা জ্বালা করে। থাইসিস্‌, ব্রঙ্কাইটিস্‌ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বক্ষরোগেই অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থানে শৈত্যা-নুভূতি জন্মে। বক্ষের গুরুত্বানুভূতি জন্য রোগী কষ্টবোধ করে। এমন কার্ব্বের এই গুরুত্ব সহ জ্বালা থাকে। কখন কখন রোগী বক্ষের কষ্টানুভূতির সময়ে তাহাতে একখণ্ড আগন্তুক বস্তু থাকা অনুভব করে। অনেক সময় রোগী বলে বক্ষের কোন ক্ষুদ্র স্থানবিশেষ নাড়ী স্পন্দনের সমসাময়িকরূপে জ্বালা, দপ দপ ও বেদনা করে।

যকৃৎরোগ—পুরাতন শোণিতাধিক্য ;—অতি-রিক্ত মদ্যপান, কুইনাইন্‌ সেবন প্রভৃতি বশতঃ যকৃতের পুরাতন শোণিতা-

banglabooks.in

ধিক্য এবং বিবৃদ্ধি জন্মিলে এমন মিউ অন্যতম উপকারী ঔষধ। রোগী বিষণ্ণ হয় এবং তাহার বিষ্ঠা আমজড়িত থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ।—এমন মিউয়ের কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন শুষ্ক ও ঝুর ঝুরে থাকে এবং তাহা অতি কষ্টের সহিত ত্যাগ করিতে হয়। কখন কখন বিষ্ঠা শ্লেষ্মাবৃত থাকে; কষ্টিকামের বিষ্ঠাও আমমাখা থাকে এবং চর্ব্বি মাখার ন্যায় চক চক করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুর স্থানচ্যুতি; অণ্ডাধাররোগ; শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে এমন কার্ব্ব অপেক্ষা এমন মিউ লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট হওয়ায় ইহা অধিকতর কার্য্যকারী। কুচকিদেশে প্রবল আকৃষ্ট ভাবের অনুভূতিতে রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া চলিতে বাধ্য হওয়াই ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। রোগী অভ্যন্তর কুচকিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। কখন কখন রোগী বোধ করে যেন তাহার কুচকিতে প্রবল টান লাগিতেছে। কুচকিদেশে সূচিবেধ ও কর্ত্তনবৎ এবং টাটানি বেদনা হয়। এই সকল লক্ষণ জরায়ুর স্থানভ্রষ্টতা ও অণ্ডাধারের রোগপ্রকাশক এবং এমন মিউয়ের নির্দ্দেশক। এমন মিউসদৃশ কোষ্ঠবদ্ধ ইহার সহানুবর্ত্তী লক্ষণ। কটা, চাপ চাপ অথবা পরিষ্কার ও অণ্ডলালা বা এল্বুমেনবৎ শ্বেতপ্রদর উপরিউক্ত রোগের অন্যতম লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণিকা—ইহারও স্ত্রীরোগে কুচকিতে টান লাগার ন্যায় আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে।

এপিস্—ইহাতে তলপেটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং ত্বকের টান টান বা আততভাব থাকে।

banglabooks.in

রজোবাহুল্য বা মেনরেজিয়া।—এমন মিউ-য়ের রজোবাহুল্য রোগে রজনীতে ঋতু অথবা রক্তস্রাব হয়। বভিষ্টার ঋতুস্রাবাধিক্যেও রজনীতে বা রজ-নীতে শয়নাবস্থায় রক্ত স্রাব হয়।

ক্রিয়াজোট—শয়ানাবস্থায় ঋতুস্রাব হয়, উঠিয়া বসিলে অথবা ভ্রমণকালে তাহা বন্ধ থাকে।

লিলিয়াম টাই—চলাফেরা করিলে ঋতুস্রাব হয়, স্থির হইলে বন্ধ থাকে।

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—কেবল রজনী অথবা শয়ানাবস্থায় রজঃস্রাব হয়, ভ্রমণ কালে বন্ধ থাকে।

পুরাতন রসবাত বা রিউম্যাটিজম্; অঙ্গাদি মচকান বা স্প্রেণের পুরাতন ফল।—এমন মিউয়ের ক্রিয়ার সন্ধিদেশ সঙ্কুচিত বোধ হয়। ইহা তান্তব উপাদান আক্রমণ করিলে উরুপশ্চাতের পেশীকণ্ডরার সঙ্কোচন উৎপন্ন হওয়ায় ভ্রমণকালে রোগী তাহা কঠিনরূপে আকৃষ্ট বোধ করে। কালব্যাপী অঙ্গচালনায় এই লক্ষণের উপশম। অঙ্গাদিতে মোচড় লাগার পুরাতন কুফলসংশোধনের ইহা অন্যতম ঔষধ।

গুল্‌ফ বা পাদমূলের ক্ষত।—পাদমূলে ক্ষত হওয়ায় তাহাই ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি ও ঘর্ষণে উপশম হইলে এমন মিউ উপকারী।

ম্যাঙ্গ্যানাম্—রসবাতিকধাতুর রোগীদিগের গুলফ রসবাতা-ক্রান্ত হইলে ইহা উপকারী। রোগী পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে না। ইহার বাতজ লক্ষণ গুল্‌ফের কৃষ্ণ বর্ণ প্রায় নীলাভ স্থান প্রকাশ পায়।

স্যাবাইনা—শোণিত সম্পন্না স্ত্রীলোকদিগের গুল্‌ফের যে রোগকে বাতজ প্রদাহ বলা যায় ইহা তৎপক্ষে উপযোগী।

banglabooks.in

এণ্টিমক্রু—গুল্‌ফদেশের টাটানি বেদনায় উপকারী।

লিডাম পা, গ্র্যাফা এবং নেট কার্ব্ব—পাদমূলের ফোস্কা আরোগ্য করে।

এলিয়াম সিপা—পাদুকা অথবা ষ্টকিনের ঘর্ষণে পাদমূলে ক্ষত জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

পাল্‌স এবং কষ্টিকাম্ গুল্‌ফ রোগের অন্যতম ঔষধ।

৩। এমনিয়াম কষ্টিকাম।

তুলনীয় ঔষধ:—এমনিয়া-সল্টনিচয়, এরাম ট্রি, কেলি কষ্টিকাম্।

সাধারণ ক্রিয়া:—এমনিয়াম্ কষ্টিকামের অধিকাংশ লক্ষণই ইহার বিষক্রিয়া হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাষ্পাকারে ইহার শ্বাস গ্রহণেই হউক আর সেবন করাতেই হউক ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজক-রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রগাঢ় উদ্দীপনা উপস্থিত করায় নাসিকা হইতে বিদাহী, জ্বালাযুক্ত ও ক্ষতকর স্রাব হয় এবং ষ্টার্ণাম্ বা বুক্কাস্থির পশ্চাদ্দেশ দাহিয়া জ্বালাযুক্ত অবদারণ ভাব জন্মে। শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লিতে ইহা শোথ ও ক্ষত উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ায় রোগী অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইহা বায়ুনালী আক্রমণ করায় তাহার প্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস্ জন্মিলে প্রচুর গয়ার নিষ্কৃত হয় এবং শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় প্রায় শ্বাস রোধের উপক্রম দেখা যায়।

চিকিৎসা।

ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত:—নাসিকা-গহ্বরের ডিফথিরিয়া রোগে **নাসিকা হইতে জ্বালাযুক্ত ও হাজাকর স্রাব জন্মিলে** এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে **এমনিয়াম কষ্টিকাম** উপকারী।

banglabooks.in

এফনিয়া বা স্বরলোপ।—স্বরযন্ত্র ও ষ্টার্ণামের পশ্চাদ্দেশ বাহিয়া জ্বালা ও অবদারণভাব থাকিলে এফনিয়ারোগে এমন কষ্টি উপকারী। স্বরলোপের চিকিৎসায় ডাঃ ফারিংটন ইহাকে প্রথম স্থানীয় ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ বা সন্নিল্লিক ব্রুংব্রিকাসি।—কোন কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক এ রোগে এমন কষ্টিকে অমোঘ ফলদায়ক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগ।—এণ্টিম টার্টের ন্যায় বক্ষে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইলে, এবং স্কার্লেটিনারোগে পূর্ব্বকথিতরূপ নাসিকাস্রাব থাকিলে, এবং অবস্থাবিশেষে স্বরযন্ত্র-দ্বারের আক্ষেপে ও স্কন্ধ-পেশীর রসবাতরোগে এমন কষ্টি দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৪। এমনিয়াম্ ফস্ফরিকাম্।

চিকিৎসা।

রসবাত রোগে হস্তাঙ্গুলির সন্ধিস্থানে ও হস্তপৃষ্ঠে গুটিকা জন্মিলে স্থলবিশেষে এমন ফস্ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। পুরাতন রস-বাতিক বা রিউম্যাটিক গাউটরোগগ্রস্ত রোগীদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ইহা কখন কখন কার্য্যকারী। ইহা মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত আরোগ্য করিয়াছে।

৫। এমনিয়াম্ ব্রমেটাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—অধিক মাত্রায় ব্রমাইড্ অব এমনিয়াম্ সেবন করিলে মানসিক জড়তা এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে। ইহার বহিঃ প্রয়োগে শরীরস্থানের অসাড়তা উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ব্রমাইড

banglabooks.in

সর্দ্দি মাত্রেরই প্রায় এইরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। গলমধ্য-রোগেও ইহার কাসির লক্ষণ অতীব আবশ্যকীয় বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।

স্বরযন্ত্ররোগ—প্রতিশ্যায়।—বক্ষাদিগের স্বরযন্ত্রের সর্দ্দি রোগের পক্ষে এমনিয়াম ব্রমেটাম্ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আনুষঙ্গিকরূপে আক্ষেপিক কাস থাকিতে পারে; স্বরযন্ত্র মধ্যে শুড় শুড়ি, তাপ এবং জ্বালা থাকায় কাসি দিবারজনী, বিশেষতঃ রজনীতে, অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার্‌ ৫৫ (LECTURE. LV.)

কম্পজিটি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। আর্‌টিমিসিয়া ভাল্‌গারিস্‌। ২। এব্রটেনাম্‌। ৩। এব্‌সিন্থিয়াম্‌। ৪। কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস্‌। ৫। ন্যাফালিয়াম্‌। ৬। ল্যাক্‌টুকা ভিরসা। ৭। মিলিফলিয়াম্‌। ৮। সিনিসিয় অরাস। ৯। ইরিজিরণ। ১০। য়ুপেটরিয়াম্‌ পার্‌ফলিয়েটাম্‌। ১১। য়ুপেটরিয়াম্‌ পার্‌পূরিয়াম্‌। ১২। ট্যারাক্‌সেকাম।

১। আর্‌টিমিসিয়া ভাল্‌গারিস্‌।—(Artemesia vulgaris)।

সাধারণ ক্রিয়া—স্নায়ুমণ্ডলেই ইহার প্রাথমিক ও প্রায় একমাত্র ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, অথবা স্নায়বিক ক্রিয়া জন্যই ইহা রোগচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গতিদ স্নায়ুর উত্তেজনারূপ ক্রিয়ার ফলে মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং চক্ষুর ইণ্টার্ণাল রেক্টাস্‌ ও সিলিয়ারিপেশীর স্নায়বিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়াঘটিত দুর্ব্বলতায় ইহা বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াগত দৃষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে। কম্পজিটি জাতিভুক্ত প্রায় সকল ঔষধই, বিশেষতঃ সিনা, চক্ষুতে ন্যূনাধিক ক্রিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

মৃগী বা এপিলেপ্‌সি।—কোন প্রকার মানসিক ভাববিপর্য্যয়, বিশেষতঃ ভীতিপ্রযুক্ত মৃগীর আক্রমণ নিবারণে **আর্‌টিমিসিয়া** উপকারী। ইহার রোগাক্রমণের কতিপয় আবেশ অতি শীঘ্র শীঘ্র হইলে, পরে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিশ্রাম থাকে এবং

banglabooks.in

সাধরণতঃ রোগী নিদ্রাভিভূত হয়। ইহাকে "বৃহৎ-মৃগী" বা "গ্র্যাণ্ড মল" (ফ্রেঞ্চ) বলে। ইহাতে অন্য যে এক প্রকার মৃগীর আক্রমণ হয় তাহাকে "ক্ষুদ্র মৃগী" বা "পেটিট্ মল্" (ফ্রেঞ্চ) বলিয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকারের আক্রমণে "অরা"দি কোন সতর্ককারী পূর্ব্বলক্ষণ উপস্থিত হয় না; সম্ভবতঃ রোগী পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হয়, লক্ষহীনভাবে তাকায়, দুইচারিটী অস্পষ্ট কথা বলিতেও পারে, পরেই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা পুনরাবৃত্ত হওয়ায় পূর্ব্ববৎ পথ চলিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বঘটনা স্মরণ থাকে না।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া ঃ— আব্‌টিমিসিয়া-চক্ষুরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে "রঙ্গিণ আলোকের দিকে তাকাইলে রোগীর মাথা ঘুরিয়া উঠে"। রোগী যদি কোন রঙ্গিণ কাচযুক্ত বাতায়ানের নিকটে উপবেশন করিয়া থাকে তাহাতে তাহার শিরোঘূর্ণন হয়। **চক্ষুদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া** রোগেও ইহা উপকারী। চক্ষু কার্য্যলিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুতে বেদনা হয় এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। চক্ষু রগড়াইলে এই দৃষ্টিমালিন্য ক্ষণকালের জন্য উপশম পায়। চক্ষুপেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন চক্ষুদ্বয়ের পরস্পরের সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া না হওয়ায় (Defective accommodation) এইরূপ দৃষ্টিদোষ ঘটে।

২। এব্রটেনাম্ (Abrotanum.)।

তুলনীয় ঔষধ ঃ— এগারি, ব্যারাইটা, ব্রায়, কনা, সিমিসি, জেল্‌স্, ফস্, রাস্, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ— মূলতঃ ইহা স্নায়ুকেন্দ্র আক্রমণ করিয়া তাহাতে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করে এবং ফলস্বরূপ শরীরাংশে স্নায়ুশূলযুক্ত অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

স্নায়ুশূল বশতঃ রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং শরীরচালনায় তাহার উপশম হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পুনরুৎপাদিকাশক্তি প্রভৃতরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় পুষ্টিক্রিয়ার প্রগাঢ় অবসাদ বশতঃ পরিপাকবিকার জন্মিলে অত্যধিক শারীরিক শীর্ণতা এবং শিশুক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়। শিশুদিগের ক্ষয়রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তান্তবোপাদান ও রসঝিল্লিতেও ইহা ক্রিয়া প্রকাশ করে।

চিকিৎসা।—হঠাৎ উদরাময়ের রোধ বশতঃ যদি প্রবল জ্বর ও রসবাতরোগে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা প্রযুক্ত বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ ও কঠিন বেদনা হয় তাহাতে এব্রটেনাম্ উপকারী। এরূপ উদরাময়ে শিশুদিগের নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয় (এপিষ্ট্যাক্সিস), মূত্রে শোণিত মিশ্রিত থাকে এবং রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত ও কম্পভাববিশিষ্ট হয়। সন্ধির রসবাতরোগ হঠাৎ বসিয়া যাওয়ায় ভয়াবহ হৃৎলক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা লিডাম, অব্রাম, এবং ক্যালেণ্ডিউলা সহ তুলনীয়। ফলতঃ রোগ স্থানান্তরিত হওয়া অথবা একস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া স্থানান্তর বা যন্ত্রান্তর আক্রমণ করা এব্রটেনামের একটি বিশেষ প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। হঠাৎ কর্ণমূলগ্রন্থির প্রদাহ স্থানচ্যুত হইয়া অণ্ডকোষ বা সন্ধিতে যাইলে কার্ব্ব ভেজ কিম্বা পালসে তাহা আরোগ্য না হইলে এব্রটে আরোগ্য হইয়াছে। উদরাময়ের হঠাৎ অন্তর্দ্ধান বশতঃ রসবাত ও রক্তস্রাব উৎপন্ন হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; ইহা কখন কখন অর্শরোগের কারণ হইয়া থাকে।

প্লুরিসি বা ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ।—ব্রায়নিয়ার প্রকৃত প্রদর্শক লক্ষণ উপস্থিত থাকিলেও যদি তাহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয় এবং বক্ষপার্শ্বে চাপবৎ অনুভূতি

banglabooks.in

বর্ত্তমান থাকে ও শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা জন্মে, তদবস্থায় **এব্রটে** ফলপ্রদ। ডাঃ কেণ্ট কোন মুমূর্ষুরোগীকে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকণ্ঠা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎশূল প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণযুক্ত শয্যাগত রোগিণীর আত্মীয়স্বজনগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রোগিণীর রসবাত রোগ কোন উগ্র প্রলেপ দ্বারা হঠাৎ আরোগ্য হওয়ার পর ব্যাধির আক্রমণ হয়, ডাঃ কেণ্ট ইহা শ্রবণ করিয়া **এব্রটে** প্রয়োগ করায় রোগিণী ত্বরিত প্রকৃতিস্থ হয়েন।

এব্রটেনাম রোগী শৈত্য এবং আর্দ্রশীতল বায়ু সহ্য করিতে পারে না। তাহাতে **পৃষ্টবেদনা** জন্মে এবং লক্ষণাদির রজনীতে বৃদ্ধি হয়।

আমাশয় শূল বা প্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া।—রোগের অবস্থা-বিশেষে **এব্রটেনাম** দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। আমাশয়ে জ্বালাযুক্ত ও টাটানি বেদনা হয়, এবং আমাশয় যেন জলমধ্যে ঝুলিয়া কিম্বা জলোপরি ভাসমান থাকার ন্যায় শীতল বোধ হয়। বমনের প্রকৃতিতে ক্যান্‌সারাদি কঠিন রোগের সন্দেহ জন্মে। ইহার উদরলক্ষণস্বরূপ কখন উদরাময় ও কখন কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন হয়, অথবা **পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ** থাকে। **নেট্রাম সাল্‌ফ্‌ ও জিঙ্কাম্** রোগীর ন্যায় ইহার রোগীও উদরাময়ের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে **রসবাত, রক্তস্রাব ও অর্শ** প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে।

শিশুদিগের **নাভি হইতে রক্তস্রাব** এবং বালকদিগের **হাইড্রসিল বা জলদোষরোগ এব্রট** আরোগ্য করিয়াছে।

শিশুক্ষয় বা ম্যারেস্‌মাসরোগের এব্রটেনাম অন্যতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য। ইহাতে শরীরের ক্ষয় বা শীর্ণতা অধঃ অঙ্গে

banglabooks.in

আরম্ভ হইয়া শরীরোর্দ্ধে বিস্তৃত হয়, অথবা শরীরোর্দ্ধাংশ সর্ব্বশেষে শুষ্কতা পায়; লাইক, নেট মি এবং সোরির শীর্ণতা শরীরোর্দ্ধে আরম্ভ হইয়া ক্রমে অধঃ অঙ্গে যায় এবং অনেক সময়ে উদরাময়ের হঠাৎ রোধ ঘটিয়া পীড়া জন্মে এবং রোগীর পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় থাকে, এবং অতি ক্ষুধায় উদরের কামড়ানি হয়, রোগী যাহা পায় হাম হাম করিয়া খায় এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মলসহ নির্গত হওয়ায় শীর্ণ হইয়া যায়। শিশু বড় অবসাদগ্রস্ত। অস্বাভাবিক ক্ষুধা থাকে এবং খায় কিন্তু শীর্ণ হইয়া যায়—এসেটিক এসি, এব্রটে, আয়ডিন, স্যানিক্ এবং টুবার্কু। এব্রটে, এমন মি এবং আর্জ্জে নাইতে জঙ্ঘার অধিকতর এবং নেট মি ও সারজ্জাপ্যারিলায় গ্রীবার অধিকতর শীর্ণতা জন্মে।

৩। এব্‌সিন্থিয়াম্ (Absinthium)।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্‌টি মল্‌গভা, এব্রটে, এল্‌কহল, বেল, ক্যাম, হায়সা, ষ্ট্র্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার মাদক ও সাধারণ স্নায়ুবিক এবং যান্ত্রিক ক্রিয়োত্তেজক গুণের বশবর্ত্তী হইয়া য়ুরপথণ্ডের অনেকে ইহা নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা সেবনের প্রাথমিক ফল স্বরূপ মানসিক স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত মাত্রা অতিক্রম করিলে শীঘ্রই অতি ভয়াবহ প্রলাপলক্ষণ দেখা দেয়। প্রলাপকালে অনবরতঃ ভ্রমণ করা এই পর্য্যায়ভুক্ত সকল ঔষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। এব্‌সিন্থিয়াম্‌রোগী নানাপ্রকার ভ্রান্তিপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করে, এবং যন্ত্রণা বশতঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। ক্যামমিলা ও সিনা যন্ত্রণার উপশম হয় বলিয়া শরীর চালনা করে; আর্‌টিমিশিয়া

banglabooks.in

ইচ্ছা করিয়া চলিয়া বেড়ায়। ফলতঃ ইহা মূলতঃ মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ মেডুলা অবলঙ্গেটাপ্রদেশে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার শেষোক্ত ক্রিয়াফলে পেশীকম্প, প্রবল ও ক্ষণিক (Tonic and Clonic) আক্ষেপ, মুখে ফেণোচ্ছলন, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ ও রেত-স্খলন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ও প্রলাপকথন প্রভৃতি মৃগীবৎ লক্ষণ উপস্থিত হয়। গৌণভাবে ইহা পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করায় প্রথমে ক্ষুধার বৃদ্ধি, পরিপাক শক্তির উন্নতি, শোণিতগতির বৃদ্ধি এবং স্রাবাদির কিঞ্চিৎ আধিক্য উপস্থিত করে। কিন্তু ন্যূনাধিক কাল পরেই ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াবশতঃ পরিপাকবিকার এবং তদানুষঙ্গিক লক্ষণপরম্পরা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ার মন্থর ক্রিয়াসহ সৌসাদৃশ্য থাকিলেও তদপেক্ষা ইহা গুরুতর ফল উৎপাদন করে। যুবা ব্যক্তিদিগের রোগে ইহার অধিকতর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—টাইফয়েড্ জ্বর প্রভৃতিতে মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য বশতঃ ভয়াবহ প্রলাপ ও অস্থিরতা সহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ, এবং মস্তিষ্কের অধদেশে রক্তাধিক্য হওয়ায় অনিদ্রা লক্ষণে এব্‌সিন্থ ফলপ্রদ হইয়াছে। ইহা মেরুমজ্জার শোণিতাধিক্য ও উত্তেজনা উৎপন্ন করিলে মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হওয়ায় বৃদ্ধদিগের মৃগীরোগা-বেশের অন্তে বুদ্ধির জড়তা ঘটিলে এবং শিশুদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন অধিককাল স্থায়ী হইলে প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়াছে।

৪। কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস্ (Carduus Marianus)।

তুলনীয় ঔষধ।—চেলি, সিঙ্ক, আয়ডি, মার্কু, পড।

সাধারণ ক্রিয়া।—কার্‌ডুয়াস মেরিয়নাস যকৃৎ এবং পোর্টাল বা যকৃদ্দার শিরা আক্রমণ করায় হ্যাবা বা জণ্ডিস্ এবং অন্যান্য পিত্ত-

banglabooks.in

বিকার উৎপন্ন হয়। এবং এই সকল লক্ষণ দূরীকরণ জন্য প্রযুক্ত হইলে ইহা অতি স্পষ্ট সুফল প্রদান করে।

লক্ষণ।

মন।—মস্তকের অবসাদভাব। মানসিক বিশৃঙ্খলভাবযুক্ত শিরো-ঘূর্ণন।

আস্যাশয়াদি।—তিক্তাস্বাদ এবং ক্ষুধাহীনতা। বিবমিষা; উদ্গার; লালাস্রাবের বৃদ্ধি এবং আমাশয়ের স্ফীতি।

উদর।—যকৃতের স্ফীতি ও বেদনা; যকৃদ্দেশে পূর্ণতার অনুভূতি এবং ন্যাবা। দক্ষিণপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে যকৃতের আততভাব এবং চাপ।

মল।—পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। বিষ্ঠায় পিত্তের স্বল্পতা।

মূত্র।—মূত্রে পিত্তের রঞ্জকপদার্থের বর্ত্তমানতা। মূত্র অত্যল্প, ঈষৎ কটা এবং ঘোলাটে।

চিকিৎসা।

যকৃৎ রোগ—যকৃতের প্রবল রক্তাধিক্য বা হাইপারিমিয়া; ন্যাবা বা জণ্ডিস।—ন্যাবালক্ষণযুক্ত যকৃৎ-রোগে মৃদু শিরঃশূল, তিক্তাস্বাদ, লোহিত পার্শ্ব ও অগ্রযুক্ত শুভ্র জিহ্বা এবং ঈষৎ সবুজ ও তরল পদার্থের বমন থাকিলে **কার্ডুয়াস্** প্রযোজ্য। যকৃদ্দেশ অস্বস্তিকর পূর্ণতা বিশিষ্ট, বিষ্ঠা পিত্তসংযুক্ত এবং মূত্র স্বর্ণাভ; দক্ষিণ কুক্ষি ও আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশ স্পর্শে বেদনা। ডাঃ বার্ণেটের মতে "ষ্টার্ণাম বা সম্মুখ ও মধ্য বক্ষের নিম্নাংশের উপরিভাগে ঘোর কটাসে ত্বকস্থানের বর্ত্তমানতা" **কার্ডুয়াস মেরিয়ানাসের** উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য; তিনি বলেন "ইহা যকৃৎ এবং হৃৎপিণ্ড

banglabooks.in

উভয়ের বিকার প্রদর্শন করে।" শরীরোপরে পিত্তকলঙ্ক ইহার একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাস্তিক পিত্তবিকার ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। হাইড্র্যাষ্টিসে তিক্তাস্বাদ, অন্ত্রের পুরাতন জড়ত্ব নিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ, লেপযুক্ত জিহ্বা এবং হরিদ্রাবর্ণ মূত্র দৃষ্ট হয়। কার্ডুয়াস, এলো সহ তুলনীয়। ডাঃ হেল বলেন "শিরাবিকারে ইহা এলো ও হেমার মধ্যস্থান অধিকার করে। পিত্তশীলা রোগেও ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর।—উপরি উক্ত ন্যাবালক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে শীতকম্পাদির অবস্থাযুক্ত সবিরাম জ্বর ইহা যে আরোগ্য করিতে পারে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

৫। ন্যাফ্যালিয়াম্ (Gnaphalium)।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যাম, কলসি, জ্যাণ্থক্স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহার আদি ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে হওয়ায় মুখ এবং অধঃঅঙ্গে ইহা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। গৌণভাবে ইহার ক্রিয়ায় ঋতুবিকার উপস্থিত হয়। পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিকার লক্ষণস্বরূপ ইহাতে ত্বগধঃ গুটিকা এবং মুখে বিশেষ প্রকারের বয়োব্রণ ও চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা।—অবস্থাবিশেষে সায়াটিকা বা অধঃঅঙ্গের স্নায়ুশূলরোগে ন্যাফ্যালিয়াম্ দ্বারা ফল পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ স্নায়ুশূল সায়াটিক স্নায়ুর শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়। বেদনায় আক্রান্ত শরীরাংশের অসাড়তা জন্মে অথবা অসাড়তা ও বেদনা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। ইহা কলসিন্থ্ সহ তুলনীয়। বেদনা পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইহা পদাঙ্গুলির রসবাভবৎ বেদনা আরোগ্য করিয়াছে। উপরিউক্ত সায়াটিকা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা স্বল্প

banglabooks.in

ও লালচে কটাবর্ণের স্রাবযুক্ত রজোকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। বস্তিকোটরে অত্যন্ত কষ্ট থাকে। রজোকৃচ্ছ্র রোগে সছিদ্র বয়োব্রণ, ত্বগধঃ গুটিকা এবং মুখে চিত্রবিচিত্র কলঙ্ক থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৬। ল্যাক্টুকা ভিরসা (Lactuca Virosa)।

তুলনীয় ঔষধ ;—কফিয়া, ড্রসিরা, ওপিয়াম্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া নাড়ীস্পন্দনের শক্তি ও সংখ্যার হ্রাস করে এবং রোগীর নিদ্রায় প্রবৃত্তি জন্মে। ক্রিয়ার কোন অবস্থাতেই ইহা অহিফেনের ন্যায় মস্তিষ্ক ও শোণিতসঞ্চলনের উত্তেজনা আনয়ন করে না। ইহার পরোক্ষ ক্রিয়ায় পুনরুৎপাদিকাশক্তি ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়। শরীরের অত্যন্ত ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা জন্মে; শরীরে অনভ্যস্ত আততভাব উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা ;—"স্বরযন্ত্রের উত্তেজনাবশতঃ শ্বাসরোধের অনুভূতি ও গলাধঃ গহ্বরে শুড়শুড়ি হইলে যে প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসিতে বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় আশঙ্কা জন্মে" তাহাতে ল্যাক্টুকা উপকারী। প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হইলে কাসির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে ইহা ড্রসিরা সহ তুলনীয়।

মস্তিষ্কলক্ষণস্বরূপ "বিরক্তি ও খিটখিটে ভাব এবং চিন্তাশক্তির বিশৃঙ্খলা ও দৌর্ব্বল্য; মস্তকে মৃদু বেদনা এবং দক্ষিণ কুক্ষির পূর্ণতা" প্রভৃতি ঔষধ-পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণপরম্পরামধ্যে নিকট সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় ডাঃ হিউজ অনুমান করেন যে, ইহা দ্বারা গুল্মবায়ুঘটিত শিরঃশূল, মস্তিষ্কীয় দৌর্ব্বল্যঘটিত নিদ্রালুতা এবং কোন বিশেষ প্রকারের শোণিতসঞ্চয়িক যকৃতরোগ আরোগ্য হইতে পারে।

banglabooks.in

৭। মিলিফলিয়াম্ (Millefolium)।

উপচয় :—অস্থি এবং সন্ধিসন্নিহিত প্রদেশে ধীরগতির সূচি-বেধবৎ অথবা দপদপানি বেদনা, শরীরের বামপার্শ্বে এবং হস্ত ও পদে অধিকতর থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে।

উপশম :—ওয়াইন মদ্য পানে। সিবসে।

সম্বন্ধ :—মিলিফলিয়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম মিউ। মিলিফলিয়াম মস্তকে রক্তাধিক্য জন্মাইলে কাফিপানে তাহার উপশম।

ইহা যাহার পরে প্রযোজ্য—রক্তস্রাবে একন ও আর্ণিকার।

তুলনীয় :—আর্ণিকা, কার্ব্ব ভেজ, ইরিজি, হেমা, ইপিকা, সিনিসি অরি, ট্রিলি।

সাপ্রারণ ক্রিয়া :—মেরুমজ্জেয় স্নায়ুর প্রাথমিক আক্রমণদ্বারা ইহা কৈশিক শিরামণ্ডলী, বিশেষতঃ বস্তিকোটরস্থ কৈশিক শিরামণ্ডলী বিকারগ্রস্ত করিলে বস্তিকোটরযন্ত্র, নাসিকা ও ফুস্‌ফুস্ হইতে শোণিতস্রাব হয়। ইহার শোণিতস্রাব হেমামেলিসের স্রাব হইতে প্রবলতর।

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব; মস্তক এবং বক্ষে রক্তাধিক্য হইলেও ঐরূপ।

শ্বাসযন্ত্র।—অর্শের শোণিতের ও ঋতুস্রাবের রোধ নিবন্ধন কাসি হইলে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল শোণিত নিষ্ঠূত হয়, বক্ষে কষ্ট জন্মে এবং যক্ষ্মাকাশের রোগীর হৃৎকম্প হয়। বায়ুনলীতে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। ফুস্‌ফুসে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা এবং হুল্‌বেধ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর রোধ অথবা অতি প্রচুরতা। অত্যধিক পরিশ্রম প্রযুক্ত জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ও মস্তকে রক্তাধিক্য। শ্বেতপ্রদর।

banglabooks.in

সাধারণ লক্ষণ।—অঙ্গাদিতে বিদ্ধ, আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও রক্তাধিক্য। রক্তস্রাব; শ্লৈষ্মিকঝিল্লির নির্জ্জীবতাবশতঃ শ্লেষ্মাস্রাব। ক্ষত হইতে, বিশেষতঃ রোগী পতিত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব। অঙ্গাদির অত্যুচ্চে উত্তোলনের অথবা অতি পরিশ্রমের কুফল।

চিকিৎসা।—অধিকাংশ সময়ে যান্ত্রিক নির্জ্জীবতা অথবা অত্যধিক শ্রম নিবন্ধন নাসিকা, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় হইতে উজ্জ্বল শোণিতস্রাবে মিলিফলিয়াম দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। শোণিতস্রাবে ইহা একনাইট সহ তুলনীয় হইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত হয় না। অন্যান্য রোগমধ্যে রক্তস্রাব, অর্শ, নাসিকাকাশ, শ্লৈষ্মিকঝিল্লির নির্জ্জীবতা বশতঃ প্রতিশ্যায় এবং গর্ভাবস্থার ভেরিকজ ভেইনস্ বা শিরাবিস্তৃতির চিকিৎসায় ইহা ফলপ্রদ।

৮। সিনিসিয় অরিয়াস্ (Senecio Aureus)।

উপচয়।—সাধারণতঃ অপরাহ্ণে।

তুলনীয় ঔষধ।—ক্যাল্কে কা, হেলনি, ফস্, পাল্স্, স্যাঙ্গুই, সিপি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা জন্মে এবং তাহা হইতে অধিকতর শ্লেষ্মাস্রাব হয়। জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র সহ ইহার বিশেষ এবং বায়ুনালী ও অন্ত্রপথ সহ স্বল্পতর ক্রিয়াসম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। গুহ্যবায়ু এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য রোগের প্রক্ষিপ্তক্রিয়া নিবন্ধন স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতার ন্যায় স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতাও ইহা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লক্ষণ।—হাঁচি এবং নাসিকার পূর্ণতা ও জ্বালা। সর্দ্দিরোগ। সরল প্রতিশ্যায়িক কাসি, বিশেষতঃ আনুষঙ্গিকরূপে যদি ঋতুস্রাবের অনিয়ম বা রোধ ঘটে। বায়ুনলীর শ্লেষ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইলে বায়ুনলী এবং ফুস্‌ফুস্ শ্লেষ্মাপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু কিছু উঠে না।

মূত্রযন্ত্র বিকারবশতঃ মূত্রস্থালীর তাপ ও বেগ হওয়ায় কুন্থন হইতে থাকে; কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। শীতভাবের পর মূত্রবেগ এবং শোণিতরঞ্জিত মূত্র ত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও অতিশয় রঞ্জিত থাকে। বারম্বার প্রচুর মূত্রের স্রোত বহিয়া নির্গমণ। কিড্‌নিপ্রদেশে অল্প বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুরোধ। বাধক বেদনায় মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট। পৃষ্ঠের বেদনা হইলে অতি শীঘ্র প্রচুর ঋতুস্রাব। বাধাপ্রাপ্ত অত্যল্প ঋতুস্রাব। অনিয়মিত ঋতুস্রাব; সময়ে অতি শীঘ্র, সময়ে বিলম্বাগত। ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর অথবা শ্বেত-প্রদরকালে মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট।

সাধারণতঃ রোগী বাতপ্রকৃতি ও অসহিষ্ণু। নিদ্রাহীনতা ও গুল্মবায়ুবৎ মানসিক ভাব। গভীর অনিদ্রায় জাজ্বল্যমান ও অসন্তুষ্টিকর স্বপ্নদর্শন।

প্রদর্শক লক্ষণ।—অধিকাংশ রোগসহ **স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারের বর্ত্তমানতা** ইহার প্রদর্শক।

চিকিৎসা।—জরায়ুর উত্তেজনাবশতঃ **অনিদ্রা** ঘটিলে **সিমিসি** জরায়ুর শান্তি বিধান করিয়া নিদ্রানয়ন করে।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের **নাসিকাসর্দ্দিতে** অবস্থা বিশেষে ইহা-দ্বারা কার্য্য হয়।

যুবতী স্ত্রীলোকদিগের অনেকদিন পর্য্যন্ত ঋতু বন্ধ থাকিলে ক্রমশঃ তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও রক্তহীনতা জন্মে। তাহারা খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া

banglabooks.in

কাসে এবং অনুকল্প রক্তঃস্রাব স্বরূপ রক্ত নিষ্ঠূত হয়। তাহারা প্রথমে প্রতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাশ বা ক্যাটারেল থাইসিস্ রোগগ্রস্ত হইলে অবশেষে ফুস্‌ফুসে গুটিকোৎপত্তি (Tubercle in lungs) হয়। রোগী সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে কাসির বৃদ্ধি হয় ও ক্রমেই অধিক পরিমাণে গয়ার উঠিতে থাকে। রোগের প্রথমাবস্থায় সিনিসিয়া প্রযুক্ত হইলে ঋতুস্রাব পুনরানয়ন করিয়া ইহা রোগারোগ্য করিতে পারে।

মূত্রযন্ত্ররোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু বিকার সংস্রবীয় মূত্রযন্ত্ররোগে সিনিসিয়া দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়। মূত্রত্যাগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। মূত্রস্থালীগ্রীবায় অশান্তিকর তাপানুভূতি জন্মে। কিড্‌নি, বিশেষতঃ দক্ষিণ কিডনিপ্রদেশে অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় বিবমিষার উদ্রেক হয়। এই সকল লক্ষণ থাকায় সিনিসিয়া কিড্‌নির পাথরি, মূত্রশিলা বা অশ্মরি রোগের উদরশূল উপশম করিয়াছে। সম্পূর্ণ মূত্রপথ হইতে রক্তস্রাব, বিশেষতঃ তাহা ঋতুরোধবশতঃ হইলে এবং অবস্থাবিশেষে বৃক্ক রোগ নিবন্ধন উদরী প্রভৃতি জলশোথের পক্ষে ইহা উপকারী।

রজোকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনরিয়া রোগে মূত্রবিকার এবং কটি ও আমাশয় প্রদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে রোগী রজনীতে যদি হক্ হক্ করিয়া কাসিতে থাকে সিনিসিয়া তাহার ঔষধ। সিক্ততা বা পদ সিক্ত করা প্রভৃতি শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়ারোগে স্নায়ুর উত্তেজনা প্রবণতা, আলস্য এবং জলশোথ জন্মিলে সিনিসিয়া প্রযুক্ত হয়। রক্তহীন বা মৃৎপাণ্ডুরোগগ্রস্ত (Chlorotic) বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদররোগের ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহাদিগের গাত্রবর্ণ সবুজাভ হওয়ায় ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই রোগে গ্রিণসিকনেস বলে।

banglabooks.in

৯। ইরিজিরন্— (Erigeron)

ভুলনীয় ঔষধ :—একন, সিনামম্, ইপিকা, স্যাবাই, সিকেলি, টেরিবি, টিলিয়াম্।

সাধারণ ক্রিয়া :—ধমনীমণ্ডলের পেশীর (unstripped muscular fibre) আক্রমণ দ্বারা ইহা শিথিলতা উৎপন্ন করায় নাসিকা, অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র এবং বিশেষরূপে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হয়। শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ এবং সামান্য গাত্রচালনায় রক্তস্রাবের বৃদ্ধি ইহার বিশেষতা। মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ায় ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন করে।

চিকিৎসা।

পুরাতন গণরিয়া বা পূয়প্রাভুরোগে দুর্গন্ধ ও জ্বালা-যুক্ত মূত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া নির্গমনকালে মূত্রপথ জ্বালা ও চন্ চন্ করিলে **ইরিজিরন্** দ্বারা উপকার হয়। **শোণিত স্রাব**—কোন কোন চিকিৎসক প্রায় সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবের পক্ষেই **ইরিজিরন্‌কে** অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। জরায়ুর রক্তস্রাবকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র থাকিলে ইহা উপকারী। ইহার শোণিতস্রোত থাকিয়া থাকিয়া বহে ; প্রবল স্রোত বহিতে বহিতে হঠাৎ রোধ ঘটে, পুনঃ বহিতে থাকে ; শোণিত সহ কৃষ্ণবর্ণ শোণিতচাপ মিশ্রিত থাকে। **প্রসবান্তিক রক্তস্রাব** এবং মূত্রস্থালীতে মূত্রশিলার বর্ত্তমানতা নিবন্ধন **মূত্রস্থালী হইতে অদমনীয় শোণিত স্রাব** নিবারণেও ইহা সক্ষম।

১০। য়ুপেটোরিয়াম পার্‌ফলিয়েটাম্।

(Eupatorium perfoliatum)

সম্বন্ধ :—য়ুপে পার্ফর পরে প্রযোজ্য—নেট মিউ, সিপিয়া।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ ;—চেলিড, পড, লাইক (ব্যাবারোগে)। ব্রায়নিয়া ইহার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত সমক্রিয় ঔষধ। ব্রায় রোগীর প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ও সে বেদনার বৃদ্ধি জন্য স্থিরাবস্থায় থাকে ; যুপের ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু বেদনা জন্য সে অস্থির থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—আমাশয়, যকৃৎ, তান্তবোপাদান এবং বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দর্শিয়া থাকে। আমাশয়-যকৃৎমণ্ডলের রোগলক্ষণে ইহা পিত্তবমনাদি, তান্তবোপাদান আক্রমণ-লক্ষণস্বরূপ অঙ্গাদির বহুতর স্থানে বেদনা ও টাটানি এবং বায়ুনলীতে ক্রিয়া ফলে কাসি ও স্বরভঙ্গ উৎপন্ন করে। ফলতঃ, শরীরে ইহা যে অবস্থা উৎপন্ন করে ম্যালেরিয়ারোগলক্ষণ সহ তাহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ এবং মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ ;—শ্বাসযন্ত্র বিকারবশতঃ নাসিকাসন্দিতে হাঁচি হয় ও প্রত্যেক অস্থি কন্ কন্ করে। স্বরযন্ত্রে সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ। সন্ধ্যাকালে খ্যাক খ্যাক করিয়া কাসি। বায়ুনলীর টাটানি ও তাপ। কাসি হইলে চক্ষু জলপূর্ণ হয় এবং মুখের রক্তিমা জন্মে। সবিরাম জ্বরের রোধ প্রযুক্ত প্রলাপকজ্বরসংযুক্ত কাসি। বক্ষে টাটানি থাকিলে শ্বাস টানিতে বর্দ্ধিত হয় এবং দাঁড়াইতে, বসিতে বা শুইতে রোগী শরীর বাঁকাইতে পারে না।

রসবাতরোগপ্রবণতা বিশিষ্ট রোগীর বেদনা, অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে যায় এবং রোগ সহ পিত্তমিশ্রিত উদরাময় জন্মে। রসবাত এবং পিত্তজ্বরে রোগী অস্থিরতা সহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে, কেঁকায় এবং ক্লান্তি ও মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ করে।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—**সম্পূর্ণ শরীরে দৃষ্টিবৎ বেদনায় অস্থি ভঙ্গের অনুভূতি**—শরীরের টাটানি ও কনকনানি আর্ণিকাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তীক্ষ্ণতায় তাহা

banglabooks.in

য়ুপেটোরিয়ামের কনকনানি বেদনা সহ তুলনীয় নহে। ইহার ঘষ্টানুভূতি এতাদৃশ প্রবল যে, রোগী বোধ করে যেন তাহার সম্পূর্ণ শরীরের অস্থি ভগ্ন হইয়াছে অথবা সন্ধিনিচয় হইতে অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে।

চিকিৎসা।

সর্দ্দিরোগ—নাসিকাসর্দ্দি; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশ ব্যাপক প্রতিশ্যায়; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র সর্দ্দি; এফনিয়া বা স্বরলোপ; কাসি।—য়ুপেটোরিয়াম্ পার্ফলিয়েটামের উপরিউক্ত সাধারণ সর্দ্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি সর্দ্দিরোগ মাত্রেই সম্পূর্ণ শরীরের ঘষ্টবৎ কনকনানি বেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহার অস্থিনিচয় ভগ্ন হইয়াছে। স্বরযন্ত্র প্রভৃতি ঊর্দ্ধ শ্বাসযন্ত্রপথের অত্যন্ত টাটানি, স্বরবন্ধ এবং কাসি হয়। সাধারণ নাসিকা সর্দ্দিতে অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু রোগী জলপান করিলে বমন হইয়া যায়। কঠিন কাসিতে বোধ হয় যেন শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, মস্তক এবং বক্ষে আঘাত লাগায় রোগী ড্রসিরার ন্যায় মস্তক ও বক্ষ হস্ত দ্বারা ধারণ করে। সাধারণ সর্দ্দি রোগে ইহা অনেক বিষয়ে ব্রায় সহ তুলনীয়। "হাড় ভাঙ্গা বেদনার" বর্ত্তমানতাই ইহার বিশেষতা। এই সকল রোগলক্ষণ সহ তরুণ পিত্তবিকারের উপস্থিতি ইহার অধিকতর নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক ইনফ্লুয়েঞ্জারোগের প্রথমাবস্থার চিকিৎসায় কেবল য়ুপেপার্‌ফর উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন।

সবিরাম জ্বর এবং প্রাতিশ্যায়িক জ্বর বা ক্যাটারেল ফিবার।—"অস্থিবেদনা এবং শীতকম্পের অন্তর্দ্ধানের

banglabooks.in

সঙ্গে সঙ্গে বমনের বিরতি" ষ্টুপে পার্ফর্ব সবিরাম জ্বরের প্রদর্শক। এই জ্বরে ইপিকা জ্বরের ন্যায় আমাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়, সম্পূর্ণ শরীরে আর্ণিকার ন্যায় পেশীর বেদনা থাকে এবং শীতকম্প পর্য্যায়-ক্রমে এক দিবস সকালে ও পর দিবস সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে এবং শীতের পূর্ব্বে তৃষ্ণা হওয়ায় জল পান করিলে তাহা ও তিক্ত পিত্ত বমন হইয়া যায়। ফলতঃ তৃষ্ণা, জলপান এবং তিক্ত বমনের উপস্থিতি প্রযুক্ত রোগী বুঝিতে পারে শীতকম্প আসিতেছে, কেননা সে "যথেষ্ট জল পান করিতে পারে না।" কটিতে শীত আরম্ভ হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মস্তকে চাপানুভূতি জন্মে। ডাং বেজ "মস্তকে চাপ এবং ললাটে গুরুত্বানুভূতিকে" এ জ্বরে ষ্টুপে পার্ফর্ব নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচনা করেন। তাপের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বেদনার বৃদ্ধি হয়। ঘর্ম্ম অত্যল্প, অথবা হয় না। কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকিলে প্রচুর ঘর্ম্মেও ইহার ক্রিয়ার বাধা জন্মে না। ষ্টুপেটোরিয়াম-জ্বরের আক্রমণের অনিয়মিত পরিস্ফুরণ হয়। যকৃতের বিকার থাকে এবং গাত্রে পীতাভা জন্মে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরে পিত্তের বমন, বক্ষ, পেশী ও অস্থির বেদনা, নাসিকা হইতে সর্দ্দিস্রাব, চক্ষু হইতে জল স্রাব এবং চক্ষুগোলকে টাটানি এবং মস্তকে কনকনানি থাকিলে, ইহা অব্যর্থ ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

এপিস্—ডাং উল্‌ফ্ ইহাকে সবিরাম জ্বরের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঘর্ম্মে তৃষ্ণা থাকে না। অপরাহ্ণ ৩ বা ৪ টার সময় শীত হয় ও তাহাতে তৃষ্ণা থাকে। রোগ অধিককাল স্থায়ী হইলে আম বাতের উদ্ভেদ দেখা দেয়।

রাসটেক্স্—উরুদেশে শীতের আরম্ভ হয় ও সাধারণতঃ জ্বরের সহিত শুষ্ক কাসি থাকে।

banglabooks.in

১১। য়ুপেটোরিয়াম পার্‌পূরিয়াম্‌।

(Eupatorium purpurium.)

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্‌, এপসাই, ক্যানা স্যাট, য়ুপে পার্‌ফ সিনিসিয়।

সাধারণ ক্রিয়া।—মূত্রযন্ত্র এবং পেশীমণ্ডলই ইহার ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়া দ্বারা ইহা মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং মূত্রস্থালীর অত্যধিক উত্তেজনা উৎপন্ন করে। পেশীমণ্ডলে ক্রিয়া বশতঃ ইহা রসবাত সদৃশ রোগ উৎপন্ন করে। স্নায়ুমণ্ডলে গৌণ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা স্থল-বিশেষে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী স্নায়ুশূল, শ্রবণ ও দৃষ্টিভ্রম এবং চিন্তাবিভ্রাট উপস্থিত করে।

লক্ষণ।—পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কর্ত্তনবৎ বেদনা। বৃক্ককের গভীরদেশে মৃদু এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালীতে এবং মূত্রপথে তীব্র চনচনি ও জ্বালা। মূত্রের পরিমাণের অত্যন্ত বৃদ্ধি। নির্ব্বাধ মূত্রক্ষরণ, বিশেষতঃ শিশুদিগের। অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগেচ্ছা; বারম্বার মূত্রত্যাগের পরেও মূত্রস্থালী পূর্ণ বোধ। মূত্রস্থালীতে টাটানি, বেদনা, গভীর কনকনানি অস্বস্তি এবং সর্দ্দি।

রোগী রসবাতরোগপ্রবণ; বেদনা শরীরাধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয় ও পিত্ত সংযুক্ত উদরাময় জন্মে। রসবাত রোগে ও পৈত্তিক জ্বরে রোগী অস্থির থাকে, এপাশ ওপাশ করে, কেঁকায় এবং ক্লান্ত ও মূর্চ্ছার ন্যায় বোধ করে।

চিকিৎসা।

বৃক্কক বা কিড্‌নি এবং মূত্রস্থালীর প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্‌।—পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল মূত্রস্থালীপ্রদাহরোগে য়ুপে পার্‌পূ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূত্রকৃচ্ছ্রই তাহার প্রধান লক্ষণ

banglabooks.in

রূপে বর্ত্তমান থাকে। বৃক্কক ও মূত্রস্থালী কনকন করে এবং অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা মূত্র শিলা ও সবিরাম জ্বররোগেও প্রযোজ্য।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন পুরাতন অথবা নাতিপ্রবল কিড্‌নি-প্রদাহেও য়ুপে পারপূ প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ। এস্থলে কটিন পৃষ্ঠবেদনা ইহার প্রদর্শক। মূত্রত্যাগে ন্যূনাধিক কষ্ট হয় অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটে। এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহ রোগে জলশোথ জন্মিলে ইহা তাহার নিবারক। রোগী অত্যল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ করে, বহিস্থশোথ বা ইডিমা জন্মে এবং হস্ত পদ শীতল থাকে।

সায়াটিকা বা গৃধ্রসী এবং রসবাত বা রুম্যাটিজম্।—অতি কঠিন বেদনাযুক্ত দক্ষিণ পার্শ্বের সায়াটিকা রোগের য়ুপে পারপূ দ্বারা উপকার হইয়াছে। বৃদ্ধদিগের রসবাতরোগে অস্থির টাটানি এবং গুল্‌ফ বা পাদমূলসন্ধির স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—শীতকম্প পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া বিস্তৃত হইলে য়ুপে পারপূ সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিতে পারে। ইহা এবং য়ুপে পারক উভয়েই অস্থিবেদনা নিবারণে সক্ষম। অনেক লক্ষণেই উভয় ঔষধ তুল্য। ইহাদিগের প্রভেদ স্থিরীকৃত হয় নাই।

১২। ট্যারাকসেকাম্ (Taraxacum)।

উপচয়।—ইহার প্রায় সমুদয় লক্ষণই উপবেশন এবং শয়নাবস্থায় ও বিশ্রামে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (কাউপারথোয়েট—নানাপ্রকারে শরীর চালনায়)।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলি, হাইড্রাস্, নাক্স্ ভ, পাল্‌স্, স্পিজি।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথ এবং যকৃতে ক্রিয়াপ্রকাশ করে।

লক্ষণ।—শুভ্রলেপাবৃত জিহ্বার লেপ ছালের ন্যায় উঠিতে থাকে এবং জিহ্বোপরে লোহিতবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কলঙ্কযুক্ত স্থান থাকিয়া যায়—জিহ্বা দেখিতে চিত্রবিচিত্র মানচিত্রবৎ আকৃতিপ্রাপ্ত হয়। আহারান্তে মুখের তিক্তস্বাদ।

তিক্ত উদ্‌গার; হিক্কা। বিবমিষা নিবন্ধন শিরঃশূল ও উৎকণ্ঠা; বসাপদার্থ আহার করার ন্যায় বমন। উদরের উভয় পার্শ্বে ও আমাশয়াধঃ উদরপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। যকৃতের বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়া ভাব। প্লীহাস্থানে বেদনা। উদরের চালনায় তদভ্যন্তরে জলবিম্ব গঠিত ও ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে ও চাপের সহিত নিষ্ফল মলবেগ হইলে অত্যল্প কঠিন মলত্যাগ হয়। বিষ্ঠা কঠিন না থাকিলেও তাহা ত্যাগে কষ্ট।

চিকিৎসা।

উদরাময়।—পিত্তযুক্ত বিষ্ঠার উদরাময় এবং যকৃদ্দেশে টাটানি বেদনা হইলে, তিক্ত আস্বাদ ও **মানচিত্রবৎ কলঙ্কযুক্ত জিহ্বা** এবং আহার বা পানান্তে শীতের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ট্যারাক্‌সেকাম্** উপকারী।

জ্বর।—**ট্যারাক্‌সেকামের টাইফয়েড্ প্রভৃতি জ্বরে** রোগী স্থিরভাবে থাকিলে জঙ্ঘার বেদনা অসহনীয় বৃদ্ধি পায়, এজন্য অস্থিরতাসহ ছটফট করিতে থাকে, অবিশ্রান্তভাবে বিড় বিড় করিয়া প্রলাপ কহে, তাহার মস্তকপশ্চাতে ৎচণ্ড, ছিন্নবৎ বেদনা হয়, এবং আহার বা পানান্তে শীত বোধ করে ও **জিহ্বা মানচিত্রবৎ** কলঙ্কযুক্ত থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৬ (LECTURE LVI).

কেলি-সল্ট্‌স্‌।

১। কেলি আয়ডেটাম্‌। ২। কেলি কার্‌ব্ব-নিকাম্‌। ৩। কেলি ক্লরিকাম্‌। ৪। কেলি নাইট্রিকাম্‌। ৫। কেলি পার্ম্যাঙ্গানেটাম্‌। ৬। কেলি ফস্‌ফরিকাম্‌। ৭। কেলি ফেরসাইয়ানি-কান্‌। ৮। কেলি ব্রমেটাম্‌। ৯। কেলি মিউ-রিয়েটিকাম্‌। ১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্‌।

সাধারণ ক্রিয়া।—পটাস্‌ সল্ট বা লবন মাত্রেরই, জলসহ অতি প্রগাঢ় আকর্ষণের সম্বন্ধ থাকায় ইহারা, বিশেষতঃ ইহাদিগের মধ্যে কেলি বাইক্রমিকামাদি কোন কোন সল্ট জৈব পদার্থ সংস্পর্শে আসিলে অতি গভীর দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার ধ্বংস সাধন করে। এই জন্য এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ভূতপূর্ব্বে কষ্টিক পটাসের বহিঃপ্রয়োগদ্বারা কার্ব্বাংকল ইত্যাদি রোগের মৃত মাংসাদি দূর করিতে ইহার বহুল ব্যবহার করিতেন। ইহারা উদরস্থ হইলেও অতি সাংঘাতিক ধ্বংসকর বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। বহুযন্ত্রণাকর বিদাহী ধ্বংসক্রিয়া হইতে রোগীর জীবন রক্ষা হইলেও উপরিউক্ত বিষক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ দগ্ধ গলদেশ ও অন্ননালী প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্রপথের প্রভূত সঙ্কোচন ঘটায় রোগীর ভবিষ্যৎ জীবিতকাল ভয়াবহ কষ্টসাধ্য এবং রোগজীর্ণ হইয়া থাকে।

উগ্র পটাস্‌ সল্টের তরুণ ও প্রবল বিষক্রিয়ার উপশমনার্থ ভিনিগার, লেবুর রস ও অধিক পরিমাণে স্নিগ্ধ বা স্নেহ পদার্থের পান ব্যবহৃত হয়।

banglabooks.in

১। কেলি আয়ডেটাম্ (Kali Iadatum)

প্রতিনাম ঃ কেলি হাইড্রিয়ডিকাম্। সাধারণ নাম—আয়ডাইড্ অব পটাস্।

উপচয় ঃ—রজনীতে ; শীতল বায়ুতে ; বিশ্রামে।

উপশম ঃ—গাত্র চালনায়।

সম্বন্ধ। কেলি আয় যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক। যাহা ইহার কার্য্য প্রতিষেধক—হিপার সা।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—অরাম, য়ুফ্রে, কেলি বাই, হিপার সালফ, আয়ডি, মার্ক, মিজিরি।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—কেলি আয়ডেটাম্ শ্লৈষ্মিক উপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই ক্রিয়া মার্কারির ক্রিয়ার প্রায় তুল্য। ইহা তাহারই ন্যায় শারীরিক রস রক্তাদি তরল পদার্থের বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য কঠিনতর দেহোপাদানের ধ্বংসোৎপন্ন করে। লসীকাগ্রন্থি ও সাধারণ গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে আয়ডিনের সমান। তাহারই ন্যায় ইহা উপরিউক্ত গ্রন্থিমণ্ডলীর বিবৃদ্ধি ঘটায় এবং ক্রিয়ানাশ করে। ইহার প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহে অজস্র স্রাব হয়, কিন্তু তাহাতে জ্বরের বিশেষ প্রাধান্য থাকে না। আয়ডিনের ন্যায়ই ইহা মুখলালা ও মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি এবং কিড্‌নির প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ার অস্থিবেষ্টঝিল্লির ঘনত্ব জন্মে বলিয়া উপদংশজ গুটি বা নোড রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে।

লক্ষণ।

মন ঃ—দুঃখ এবং ব্যাকুলতা।

মস্তক ঃ—মূর্দ্ধাদেশোপরে তাপ নিবন্ধন মস্তকের উপরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন মস্তক সবেগে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

banglabooks.in

মস্তক নত করিলে ললাটে সূচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে ললাটের বামপার্শ্বের বেদনার চাপে উপশম। মস্তকের শৈরিকসীতা বা সাইনাসে এবং ইথ্‌ময়েড্-অস্থিকোষে কনকনানি বেদনা। মস্তকপার্শে স্ক্রু বসানের ন্যায় বেদনা। বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধাংশে ছিন্নবৎ অথবা ঝাঁকির সহিত সূচিবেধবৎ বেদনা। মস্তকত্বক চুলকাইলে ক্ষত থাকার ন্যায় অনুভূতি।

স্নায়ু।—পেশীকম্পন বা সাবসাল্টাস টেণ্ডিনাম। অস্থিরতাসহ শরীরচালনা। পক্ষাঘাত।

মুখ।—মুখ পাণ্ডুর ও বর্ণহীন। মুখের এবং জিহ্বার স্ফীতি (বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে)।

চক্ষু।—কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ বৃত্ত। যোজক-ঝিল্লির শোণিতপূর্ণতা ও স্ফীতি। রক্তপূর্ণ স্ফীতঝিল্লি বা কিমোসিস্। চক্ষুর জ্বালা এবং পূয়বৎ শ্লেষ্মার স্রাব। ঘোরদৃষ্টি। চক্ষুপুটের শোথ। চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কনিয়ার উপরে পূয়গুটিকা; আলোকাতঙ্ক এবং বেদনা রক্তিমা থাকে না।

নাসিকা।—তরুণ সর্দ্দিতে ঘ্রাণশক্তির অভাব। চক্ষু, নাসিকা গলাভ্যন্তর এবং তালুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি অত্যন্ত লোহিতবর্ণ হইলে চক্ষু হইতে প্রচুর জল স্রাব পুনঃ পুনঃ কাসির উদ্রেক এবং ঊর্দ্ধ চক্ষু পুটের স্ফীতি হয়। প্রচণ্ড হাঁচি এবং নাসিকা হইতে তীব্র ও কখন কখন পরিষ্কার জলস্রাব। নাসিকারন্ধ্রে অত্যন্ত আটাল শ্লেষ্মার সঞ্চয়। নাসিকা হইতে ঈষৎ সবুজাভ, কাল অথবা পীতবর্ণ এবং পচাটে ও দুর্গন্ধজনক বস্তু কিম্বা পচা, ঈষৎ সবুজাভলোহিত রক্তস্রাব। নাসিকা-মূলে পূর্ণতা ও কশাভাবের অনুভূতি। নাসিকা এবং ললাটাস্থিতে দিপদিপানি ও জ্বালাকর বেদনা এবং স্ফীতি। নাসিকাস্থিতে চর্ব্বণবৎ বেদনার সঙ্গে ছুরিকাঘাত ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্র ।—স্বরযন্ত্রে মাংসাঙ্কুরের (Granulation) বেদনার ন্যায় অবদারণবৎ বেদনা ; প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং শুষ্ক কাসি। স্বরযন্ত্রে অবদারণভাব হওয়ায় হক্ হক্ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে স্বরভঙ্গ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশের বেদনায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা। কষ্টবোধ। অস্বস্তি। সন্ধ্যাকালে শ্বাসযন্ত্রের বেদনায় বোধ যেন তাহা খণ্ডে খণ্ডে কর্ত্তিত হইতেছে। বামবক্ষের বেদনায় বোধ যেন তাহার বহির্দ্দেশে ক্ষত আছে ; স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। গভীর, ফাঁপা শব্দের কাসি হইলে ঈষৎ সবুজ গয়ার উঠে এবং বুকের কড়া হইতে ছিন্নবৎ বেদনা বিস্তৃত হয়। ভ্রমণ করিতে ষ্টার্ণাম অস্থি ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ অথবা বক্ষের গভীরদেশ পর্য্যন্ত ছিন্নবৎ বেদনা। প্রতিশ্যায়িক যক্ষ্মাকাসিতে পূয়াকার গয়ার উঠে এবং রজনীঘর্ম্ম ও উদরাময় বশতঃ দুর্ব্বলতা জন্মে। নিউমনিয়া অথবা লালামেহরোগের শেষফল স্বরূপ ফুসফুসের শোথ জন্মিলে সবুজবর্ণ ও সাবানের ফেণার ন্যায় গয়ার উঠে।

হৃৎপিণ্ড ।—হৃৎকম্পের ভ্রমণে বৃদ্ধি ; গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি।

মুখগহ্বর ।—জিহ্বাগ্রের জ্বালা ও তদুপরি রসবিম্বিকা। মুখের শুষ্কতা। দন্তমাড়ির, বিশেষতঃ ক্ষয়িত দন্তের চতুষ্পার্শ্বের দন্তমাড়ির স্ফীতি। মুখ হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। প্রচুর লালাস্রাব। হনুঅধঃগ্রন্থির স্ফীতি ও পূয়সঞ্চার।

গলাভ্যন্তর ।—সন্দিলক্ষণে গলার শুষ্কতা এবং চুলকানি। থাইরইড গ্রন্থির স্পর্শাসহিষ্ণু স্ফীতি। উপজিহ্বা এবং টন্‌সিল গ্রন্থির লোহিতবর্ণ এবং স্ফীতি জন্মিলে গিলিতে বেদনা ও কষ্ট হয়। উপজিহ্বা স্ফীত ও প্রলম্বিত ; শ্লৈষ্মিকঝিল্লি শোথযুক্ত।

banglabooks.in

আমাশয়।—অত্যন্ত তৃষ্ণা। বিবমিষা ও বমন। অত্যধিক মুখলালার সঞ্চয় ও ভয়ঙ্কর বমন।

উদর।—হঠাৎ উদরের বেদনাযুক্ত স্ফীতি নিবন্ধন উদর যেন ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, বায়ুনিঃসরণে নিবৃত্তি।

মল।—অত্যল্প, কঠিন মলের কষ্টে ত্যাগ। পাতলা সবুজ এবং হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ উদরাময়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গের বিস্তৃত স্ফীতি ও প্রদাহ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাবকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। পাতলা, জলবৎ ও তীব্র শ্বেতপ্রদর। স্তনের ক্ষয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—চালনা করিলে কটিদেশের বেদনায় বোধ যেন তাহা সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে।

অঙ্গনিচয়।—পারদের অপব্যবহারে এবং উপদংশ, রসবাত অথবা ক্ষুদ্রবাত বা গাউট রোগ অস্থিবেষ্ট পর্য্যন্ত আক্রমণ করিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছিন্নবৎ, তীব্র বেঁধার ন্যায় অথবা চর্ব্বণবৎ বেদনা হয়।

ত্বক।—মুখে চুলকনাযুক্ত দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক অথবা পূয়গুটিকা মুখ, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও বক্ষোপরে অধিকতর।

প্রদর্শক লক্ষণ।—কেলি আয়ডেটামরোগের সংখ্যা অধিক নহে এবং ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণও বিরল। উপদংশ ও পারদের অপব্যবহারের জন্য শরীরোপাদানাভ্যন্তরে রসসঞ্চয় এবং অস্থির অর্ব্বুদ ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগে ইহার বিষয় আমাদিগের বিশেষরূপে স্মরণ হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—ললাট হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পেশীর সৌত্রিক ঝিল্লিতে গুটিকাবৎ পদার্থ জন্মিলে মস্তকবহিস্থ উপরিউক্ত

banglabooks.in

গুটিকাতে এই বেদনা হয়। সম্ভবতঃ উপদংশ রোগে অবৈধ পারদসেবন অথবা রসবাত নিবন্ধন ধাতুদোষ এই রোগ উৎপত্তির কারণ এবং তজ্জন্যই কেলি আয়ু ইহার একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য।

মস্তিকোদক বা হাইড্রকেফেলাস।—ডাং কাফকা কেলি আয়ুকে এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মস্তকে তীরবেঁধার ন্যায় বেদনা, মুখের রক্তিমা, শুষ্ক হক্ হক্ শব্দের কাসির রজনীতে বৃদ্ধি এবং রোগীর গণ্ডমালাধাতু ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। গুটিকারোগগ্রস্ত (Tubarcular) গ্রন্থিযুক্ত ব্যক্তিদিগের রোগে আয়ুডিন প্রযুক্ত হয়।

সায়াটিকা বা গৃধ্রসী।—কেলি আয়ু রোগে বেদনার রজনীতে এবং আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি ও শরীর-চালনায় হ্রাস। উপদংশ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেলি বাই—বাম উরুতে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইলে।

ফাইটল্যাক্সা—তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি।

কলচিকাম—দক্ষিণ পার্শ্বের তীক্ষ্ণ বিদ্ধবৎ বেদনা জানু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি নিবন্ধন রোগী স্থির থাকিতে বাধ্য হয়। অসহনীয় বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া লগ্ন থাকে।

চক্ষুরোগ।—আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ করই-ডাইটিস্ বা কৃষ্ণঝিল্লিপ্রদাহ; কিরাইটিস্ বা স্বচ্ছত্বক-প্রদাহ।—উপদংশরোগ নিবন্ধন আইরাইটিস্ অথবা আইরিস এবং করইড ঝিল্লির যুগপৎ উপদংশ ঘটিত প্রদাহে যদি পারদের অবৈধ ব্যবহার হইয়া থাকে, কেলি আয়ু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত; অন্যথায় মার্ক কর ইহার অমোঘ ঔষধ। লক্ষণনিচয়ের

banglabooks.in

প্রচণ্ডতা, বিশেষতঃ উপদংশজ রোগে পারদের অপব্যবহার ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। স্বচ্ছাবরকের উপদংশ ঘটিত প্রদাহরোগও পারদের ব্যবহারদূষিত হইলে উপকার করে।

নাসিকাসর্দ্দি ও পূতিনস্যরোগ বা অজিনা।—পারদ-জীর্ণ শরীর ও গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পৌনঃপুনিক সর্দ্দি রোগে লোহিতবর্ণ ও স্ফীত নাসিকা হইতে অতি প্রচুর, পাতলা, তীব্র ও হাজাকর শ্লেষ্মা স্রাব হইলে কেলি আয়ডেটাম প্রযোজ্য। ইহাতে চক্ষু লাল, স্ফীত ও জলস্রাবযুক্ত থাকে, চন্ চন্ করিয়া জ্বালা করে, এবং গলাভ্যন্তরে অবদারণ ভাব জন্মে। রোগী ক্ষণে শীত ক্ষণে গ্রীষ্ম অনুভব করে, তাহার মূত্র অত্যল্প ও অত্যন্ত রঞ্জিত। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ ও সেঁতা বাতাস রোগের পুনরাক্রমণের কারণ। উপদংশ, পারদের অপব্যবহার ও গণ্ডমালারোগে, অথবা তিনের সংযোগোৎপন্নরোগে কিম্বা উপরিউক্ত কারণে জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের সন্তানে, রোগ পুরাতনে বা পূতিনস্য রোগে পরিণত হয় এবং পাতলা ও তীব্র অথবা ঘন, সবুজ ও দুর্গন্ধ স্রাব দেখা দেয়, ও নাসিকায় জ্বালা ও নাসিকাস্থিতে ছিদ্রও হইতে পারে। ইহাতেও কেলি আয়ু উপকারী।

কেলি বাই—স্রুত শ্লেষ্মা চিমসা ও সূত্রবৎ, এবং সর্দ্দি কখন কখন গলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্বাস উপস্থিত করে। সর্দ্দি সম্পূর্ণ শ্বাসযন্ত্রে বিস্তৃত হইলে অনেক সময় ইহা একনেয়র পরে প্রযোজ্য।

ফুস্‌ফুস্‌রোগ—নিউমোনিয়া; জলশোথ বা ইডিমা-পাল্মনাম্; থাইসিস্ বা যক্ষ্মাকাশ।—নিউমোনিয়া রোগে ফুস্‌ফুসের ঘনীভূত অবস্থার আরম্ভে বিধাতনে যদি স্পষ্ট নিরেট শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে ব্রায় ফস অথবা সাল্‌ফারের সুস্পষ্ট লক্ষণের অভাবে ডাং ফ্যারিংটন আয়ডিন অথবা

banglabooks.in

কেলি আয়ু প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ফুস্‌ফুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূততা অথবা হিপ্যাটিজেষণ বশতঃ তাহাতে শোণিত-গতির বাধা জন্মিলে মস্তিষ্কাদি যন্ত্রে রক্তাধিক্য ঘটে এবং অবশেষে মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় নিবন্ধন রোগী মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া উঠে। মুখের রক্তিমা, চক্ষুতারকার ন্যূনাধিক বিস্তৃতি এবং নিদ্রালুতা প্রভৃতি ইহার প্রাথমিক লক্ষণে বেলাডনাই আমাদিগের স্মরণপথে আইসে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার রোগজনন লক্ষণে ফুস্‌ফুসের ঘনীভূততার অভাব থাকায় তৎপরিবর্ত্তে এস্থলে কেলি আয়ুই প্রযুজ্য হইয়া থাকে। ইহা রোগের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ফুস্‌ফুসের জলশোথরোগেও ইহা উপকারী ঔষধ। ঈষৎ পীত ও সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ার ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

উপরিউক্তরূপ গয়ারনিষ্ঠীবন, রজনীঘর্ম্ম এবং প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিলে গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন যক্ষ্মারোগেও ইহা উপকারী। শেষ রজনীতে যেন বক্ষভগ্নকর কাসি উপস্থিত হয়। ফলতঃ পটাস সল্ট বা লবণ মাত্রই রজনী শেষে ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত, কাসির বৃদ্ধি করে। অনেক সময়ে এল্‌বুমিনুরিয়ারোগান্তে ফুস্‌ফুসের এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৃক্কক বা কিড্‌নির ক্ষয়রোগ।—ইহা যদি পারদের অপ-ব্যবহার ঘটিত হয় তাহা হইলে কেলি আয়ু উপকার করিবে।

পুরাতন লালামেহ বা গ্লিট।—ডাং ফ্রাংক্লিন এ রোগে কেলি আয়ুকে প্রশংসা করিয়াছেন। নেট্ মিউ, থুজা, নাই এসি ও নাকস ভ সহ এস্থলে ইহা অতুলনীয়।

উপদংশ বা সিফিলিস্—অস্থিরোগ—গামেটা প্রভৃতি।—তরুণ বা প্রাথমিক উপদংশরোগে কেলি আয়ুর

banglabooks.in

কোন কার্য্য হয় না। ইহা পুতরান উপদংশ রোগজীর্ণ শরীরের বা উপদংশ রোগের তৃতীয়াবস্থার অস্থির ধ্বংসমূলক প্রাথমিক লক্ষণজ্ঞাপক ললাট-গহ্বরাস্থি এবং নাসিকাস্থির জ্বালাকর চর্ব্বণবৎ বেদনায় ও উপদংশজ ক্ষতপ্রবণ ঘনবটিকাদির (Papule) পক্ষে উপকারী ঔষধ। যে ঘনবটিকা ক্ষত হইলে তাহার অধস্থ উপাদানের ক্ষয় হইয়া যায় অথবা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার বাধা জন্মাইয়া ইহা রোগীকে সুস্থ করিতে পারে। ত্বকের উপরিভাগের ক্ষতাঙ্ক এবং চক্রাকার রূপিয়া (Rupia) নামক উদ্ভেদও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। জ্ঞাত থাকা উচিত উপদংশরোগজীর্ণ শরীরের উপরিউক্ত রোগ প্রভৃতির পক্ষেই ইহা প্রধান ঔষধ ; অন্যথা এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা বৃথা। ইহা পারদের অপব্যবহার ঘটিত কুফল নষ্ট করিতে সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

কেলি বাই—ইহার মুখের এবং গলাভ্যন্তরের উপদংশ-জাত ক্ষত তদধস্থ উপাদান ধ্বংস করিয়া ক্রমশঃ গভীর হইয়া যায়।

ত্বকরোগ—পূয়গুটিকা ; ক্ষত।—কেলি আয়োডির পূয়গুটিকা বা পাষ্টুল অধিকাংশ সময়ে মস্তকত্বক হইতে পৃষ্ঠের অধঃ পর্য্যন্ত স্থানে জন্মে এবং আরোগ্য হইলে. ক্ষতাঙ্ক থাকিয়া যায়। গণ্ডমালীয় অথবা উপদংশজ ক্ষতরোগে ইহা উপকারী।

২। কেলি কার্ব্বনিকাম্ (Kali Carbonicum)

সম্বন্ধ।—কেলি কার্ব্বনিকামের কার্য্য প্রতি-ষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, স্পি. নাই, ডাল। **কেলি কার্ব্বের কার্য্যপুরক**—কাব্ব ভেজ।

কেলি কার্ব্ব যাহার পরে সুখফলপ্রদ—কেলি সাল্‌ফ, ফস্, ষ্টেনাম্ (সরল ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাসিতে)।

আর্ত্তবাভাব রোগে নেট্ মিউ প্রদর্শিত হইলেও তাহাতে যদি ফল না হয় **কেলি কার্ব্ব** ঋতুস্রাব আনয়ন করিবে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, একন, বেল্, ব্রায়, কার্ব্ব ভেজ্, ক্যাম, সিঙ্ক, কনায়, জেল্স্, কেলি বাই, ল্যাকেসি, লাইক, মার্ক, নেট্ মিউ, নাই এসি, নাক্স্ ভ, ওপি, ফস, পাল্স, রাস, সিপি, ষ্ট্রাম, সাল্ফ।

ক্রিয়া।—কেলি কার্ব্বনিকামের প্রধান ক্রিয়ার স্থান শ্বাস-যন্ত্রশ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং অণ্ডাধার-জরায়ুযন্ত্রমণ্ডল। ইহা উপরি উক্ত শরীরস্থানে যে উদ্দীপনা উপস্থিত করে, তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত না হইলেও যে তাহার অতি নিকটবর্ত্তী অবস্থায় উপনীত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার ক্রিয়াফলে তদ্দেশের ঝিল্লি অতীব শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাতে যে তীব্র, সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে তাহা কেলি কার্ব্বনিকামের বিশেষ লক্ষণ।

লক্ষণ।

মন।—রোগী সহজেই ভীতিচকিত, খিট্ খিটে, কোপনস্বভাব। রোগবিষয়ক ভীতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা। খিট্ খিটে ও উত্তেজনাপ্রবণ।

স্নায়ু।—পেশী আনর্ত্তন। শরীরাবস্থাপনে চাপিত শরীরাংশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং ঝিন্‌ঝিনি বোধ; ঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছার ভাব। বোধ যেন বারম্বার উদ্গার উঠায় আক্ষেপ অন্তর্দ্ধান করে। আক্ষেপাবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে। আংশিক পক্ষাঘাত; কম্প। সম্পূর্ণ শরীরে শূন্যবোধ যেন শরীর শূন্যগর্ভ হইয়াছে।

মুখমণ্ডল।—মুখ পাণ্ডুর ও মলিন এবং স্ফীত। মুখের আকৃতি বসা; কদাকার। মৃতবৎ আকৃতি। গণ্ডে ছিন্নবৎ কিম্বা সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ঊর্দ্ধ ওষ্ঠোপরি শুষ্ক ছাল ওঠা।

চক্ষু।—ভ্রূ এবং চক্ষুপত্রমধ্যবর্ত্তী স্থানে থলির ন্যায় স্ফীতি। চক্ষুপত্র স্ফীত এবং প্রদাহযুক্ত; প্রায়শঃ প্রাতঃকালে জুড়িয়া

banglabooks.in

থাকে। পাঠকালে চক্ষু-বেদনা। আলোকাতঙ্ক ও জলস্রাব; দৃষ্টির দুর্ব্বলতা; চক্ষুসম্মুখে কোয়াসার ভাব। চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল দাগ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ দৃশ্য।

নাসিকা।—নাসিকা স্ফীত ও লোহিতবর্ণ; নাসারন্ধ্র ক্ষত ও মামড়িযুক্ত। শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকার রোধ। প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব। স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। নাসিকার জ্বালা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—আহারকালে সহজেই শ্বাসরোধ ঘটে। প্রাতঃকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। সম্পূর্ণ স্বরভঙ্গ ও বাকরোধ। কাসিলে স্বরযন্ত্রে কাঁচা ক্ষতের ন্যায় বেদনা। শেষ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে কাসির বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে কাসির আক্রমণ; কণ্ঠায় সুড়সুড়ি হওয়ায় আবেশে আবেশে কাসি; আক্ষেপিক কাসিতে গলরোধ ও বমন এবং স্বরযন্ত্রে শ্বাস রোধকর শুষ্কতার উপস্থিতি। কণ্ঠায় সুড়সুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি। রজনীতে শুষ্ক কাসি হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ এবং কাসিলে বক্ষে তীক্ষ্ণ বেদনা, দিবসে ক্বচিৎ কাসি থাকে। কাসিলে পূয়বৎ গয়ার নিষ্ঠূত। গলমধ্য হইতে ক্ষুদ্র ও গোল গোল বস্তুখণ্ড নিষ্ঠূত। দ্রুত ভ্রমণে বক্ষের দুর্ব্বলতা এবং কশাভাব ও কষ্টও হইয়া থাকে। ভ্রমণকালে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে বক্ষের আড়া আড়িভাবে টান টান বোধ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বক্ষের কর্ত্তনবৎ বেদনা বামকুক্ষি পর্য্যন্ত যায়। শ্বাস টানিলে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। কথা কহিলে, শ্বাসপ্রশ্বাসে, ও কোন বস্তু উত্তোলন করিলে বক্ষে টাটানি বেদনা। বক্ষে চাপ বোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—সামান্য শ্রমেই দ্রুত ও প্রচণ্ড হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে হৃৎস্পন্দনের লোপ।

banglabooks.in

নাড়ীস্পন্দন প্রাতঃকালে অধিকতর দ্রুত, সন্ধ্যাকালে তদপেক্ষা স্বল্পতর। নাড়ীস্পন্দন অসম, অনিয়মিত; ক্ষণলোপবিশিষ্ট; ধীর এবং দুর্ব্বল।

গলাভ্যন্তর:—প্রাতঃকালে গলার পশ্চাৎ অংশে অনেক আঠা শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলা খাঁকর দিলেও সম্পূর্ণ উঠে না, অপিচ সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করিতেও পারা যায় না। শরীর শীতল হইলে গলাগ্রভাগে বেঁধার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মাছের কাঁটা বিঁধিয়া রহিয়াছে। গলমধ্যে চাঁছাভাব, শুষ্কতা এবং কর্কশভাবশ গলমধ্যে বিড় বিড় করায় গলাখাঁকর দিতে ও কাশিতে হয়। গলাধঃকরণের কষ্ট হওয়ায় অন্ননালী পথে খাদ্য অতি ধীরে নামিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ ও বমন হয়। গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি।

আমাশয়:—আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধা জন্য আমাশয়ের শূন্যভাবাপেক্ষা অস্বাভাবিক শূন্যগর্ভভাবের অনুভূতিই অধিকতর থাকে; আহারান্তে, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ সূপ পান করিলেও অত্যন্ত উদরস্ফীতি জন্মে। আহারান্তে মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হইলেই বিবমিষা হয়। সর্ব্বদাই বোধ যেন আমাশয় জলপূর্ণ। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থান আতত ও স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং তাহাতে প্রচণ্ড দপদপানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। অম্লোদ্গার এবং ভুক্তবস্তু ও জলের উদ্গীরণ।

উদর:—যকৃৎ স্থানে তাপ এবং জ্বালা অথবা সূচিবেধবৎ বেদনা; তাহা স্পর্শ করিলে ক্ষতবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে যকৃতে বেদনা হইলে তাহা গুরুত্বে পরিণত হয়; যকৃতে আকৃষ্টতা সহ ক্ষতবৎ বেদনা থাকে। সামান্য কিছু আহার করিলেই উদরে পূর্ণতা, তাপ এবং অতিশয় স্ফীতি জন্মে।

banglabooks.in

অঙ্গাদি ঃ—সন্ধ্যাকালে শয্যায় অঙ্গাদির অস্বস্তি বোধ। অঙ্গে গুরুত্ব জন্মিলে রোগী কষ্টে পদ উত্তলোন করিতে পারে। সন্ধি এবং কণ্ডরাতে সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গে আকৃষ্টবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সূচিবেধবৎ বেদনা ঃ—সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনালক্ষণে ইহা এই লক্ষণযুক্ত অন্যান্য ঔষধের অগ্রগামী। ব্রায়নিয়াতেও ঐ লক্ষণের প্রাধান্য আছে। কিন্তু প্রভেদ এই যে ব্রায়তে তাহা অধিকাংশ সময়ে গাত্র চালনাতে, ক্বচিৎ স্থিরভাবে থাকিলেও বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায়শঃ রসঝিল্লিসহ সংসৃষ্ট থাকে; কেলিকার্ব্ব-বেদনার শরীর চালনা সহ সম্বন্ধ নাই, এবং তাহা শরীরের যে কোন অংশে ও যে কোন উপাদানে হইতে পারে।

ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্ত্তমানতা।—ইহা কেলি কার্ব্বের অনেক রোগে উপস্থিত থাকে এবং অন্যান্য ঔষধে ইহার বিরলতা নিবন্ধন ইহা কেলি কার্ব্বের প্রদর্শক স্থলাভিষিক্ত হয়। রজনী ৩টার পর ৪টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধিও ইহার অন্যতম প্রদর্শক। অত্যধিক স্পর্শ-সহিষ্ণুতাও ইহার একটি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল।—জরায়ুরোগসংস্রবে পৃষ্ঠে বা মেরুদণ্ডপ্রদেশে বেদনা উপস্থিত হইলে কেলি কার্ব্ব উপকার করিয়া থাকে। পৃষ্ঠের অধঃদেশে কোন ভারি বস্তুর ঠেলমারা এবং ঋতুকালে জরায়ুতে ঠেলমারা, ও মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণপার্শ্ব বাহিয়া জ্বালা থাকে।

banglabooks.in

ভ্রমণকালে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলে, বসিয়া পড়িতে অথবা কোন প্রকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য। কখন কখন প্রাতঃকালে পৃষ্ঠের অধঃদেশে দপ দপ করে। সিপিয়া এবং সিমিসিফেও এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকৃষ্টতা ও স্পন্দনের শয়নে উপশম হয়। শরীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিয়া চিতভাবে শয়নে নেট্রাম মিউ বেদনার হ্রাস হয়। আর্ত্তবাভাবরোগে নেট্রমিউ প্রদর্শিত হইয়াও উপকার না করিলে কেলি কার্ব্ব প্রযোজ্য। কোন বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক আহার করিলেই অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা হওয়ায় কষ্ট পাইত; ডাঃ ফ্যারিংটন তাঁহাকে কেলি কার্ব্ব দ্বারা আরোগ্য করেন।

ষ্টীক্‌নিয়া ফ্রস—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং উর্দ্ধাধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

টেরেণ্টুলা—মেরুমজ্জার রক্তহীনতা বশতঃ মেরুদণ্ডে আক্ষেপিক বেদনা, সঙ্কোচন এবং শীতের উপস্থিতি প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে জ্বালা ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—স্থূলকায় এবং শিথিল শরীর ব্যক্তি, যাহাদিগের প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শ হইলেই সর্দ্দির আক্রমণবশতঃ স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয় তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব্ব উপকারী। সর্দ্দিকালে গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী তাহা গলাধঃকরণের আবশ্যকতা বোধ করে। গ্রীবা অনমনীয় এবং উপজিহ্বা প্রলম্বিত হয়। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় এপিসের ন্যায় ইহাতেও গলায় হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা থাকে।

কাসি বা কফ্; হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—কেলি কার্ব্বনিকামের কাসির আক্রমণ আবেশে আবেশে

banglabooks.in

হয় এবং কাসিলে রোগী অম্ল, শ্লেষ্মা ও ভুক্তবস্তু বমন করে। এইরূপ লক্ষণযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। ডাং বনিং-হসেন আবিষ্কৃত কেলি কার্ব্বের প্রদর্শক লক্ষণ "ঊর্দ্ধ চক্ষুপত্রোপরি জলপূর্ণ থলিবৎ স্ফীতির বর্ত্তমানতা" এ রোগেও উপস্থিত থাকে।

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা টুবার্কুলসিস—যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—কেলি কার্ব্বের যক্ষ্মাকাসরোগে ব্রায়নিয়ার ন্যায় বক্ষভেদকারী সূচিবেধবৎ বেদনা এবং শুষ্ক কাসি থাকে; রোগী অত্যন্ত কষ্টের সহিত কিছু গয়ার উঠাইলে বোধ হয় যেন তাহা কিয়দ্দূর উঠিয়া বক্ষে ফিরিয়া যায়, অথবা কাসিবার সময় ঢিলের ন্যায় গয়ার মুখ হইতে ছুটিয়া পড়ে। মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন "ফুসফুসের ক্ষতরোগ কদাচিৎ এই এন্টিসোরিক ব্যতীত আরোগ্য হইয়া থাকে।" গয়ার প্রচুর ও পূয়াকার হয় এবং রক্তযুক্তও থাকিতে পারে; রজনী ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কাসির বৃদ্ধি হয়। প্রধানতঃ মধ্যাহ্নকালে শীত বোধ, নিদ্রার ব্যাঘাতকারী শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষের স্পষ্টতর দুর্ব্বলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। রোগের উপসর্গ স্বরূপ হৃৎপিণ্ড বিকার অথবা শরীরের জল স্ফীতি, ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটে জলপূর্ণ থলির ন্যায় স্ফীতি প্রভৃতি শোথলক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী। অপরিমিত স্তন্যদান প্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত স্ত্রীলোকদিগের অপরিস্ফুট যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা উপকার করিতে পারে। রোগের শেষাবস্থাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ডাঃ জকি তাঁহার ৬০ বৎসরের বহুদর্শিতায় যক্ষ্মাকাসরোগে কেলি হাই ও ক্যানাবিস্ স্যাটির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। থাইসিস্ রোগে অনেক সময় ক্যাল্কে কার্ব্ব ও কেলি কার্ব্বের পরে নাই এসি উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

সূতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিরাল এক্ল্যাম্সিয়া।—সজ্ঞানাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় বলিয়া ডাঃ ফ্যারিংটন অনুমান করেন যে কেলি কার্ব্ব দ্বারা সুতিকাক্ষেপ রোগে ফল পাওয়া যাইতে পারে। উদ্‌গার উঠিলে যেন এই ফিটের নিবৃত্তি হয়।

দ্রৌর্ব্বল্য—পেশীদৌর্ব্বল্য।—কেলি কার্ব্বনিকাম্ অত্যন্ত পেশীদৌর্ব্বল্য উৎপন্নকারী বস্তু। এজন্য ইহা কেবল শারীরিক নহে, হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলেও উপকার করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডদুর্ব্বলতা বশতঃ নাড়ীর গতি অনিয়মিত, অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট, কিম্বা দ্রুত ও অতিশয় দুর্ব্বল হয়। ফলতঃ পটাস সল্ট মাত্রই অত্যন্ত পেশী দুর্ব্বলকারী বস্তু। হৃৎপিণ্ড পেশীর দুর্ব্বলতা,ইহাদিগের, বিশেষতঃ কেলি কার্ব্বের সকল রোগেই বর্ত্তমান থাকে বলিয়া পূর্ণ ও গোলাকার নাড়ী বর্ত্তমান থাকিলে ইহা কখনই প্রযুক্ত হইতে পারে না।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।—কেলি কার্ব্ব শোণিতের পরিমাণের হ্রাস এবং গুণের অপকৃষ্টতা সাধন করায় শরীরোপাদনের, বিশেষতঃ পেশীমণ্ডলের, পোষণবিকার ও ক্ষয় বশতঃ মূত্র য়ুরেট সল্ট পূর্ণ হয়। এজন্য ইহা কঠিন ও বহুকালস্থায়ী রোগ এবং প্রসব বা গর্ভপাত জনিত রক্তহীনতা এবং দুর্ব্বলতা প্রভৃতি নিবারণে সক্ষম। ইহার শোণিতহীন রোগী বড়ই শীতার্ত্ত থাকে এবং সামান্য শীতল বায়ুসংস্পর্শেও শীত বোধ করে। তাহার সম্পূর্ণ শরীরাভ্যন্তরে রক্তহীনতাঘটিত দপদপানি উপস্থিত হয়। রক্তহীনতা জন্য শোণিতগতির মন্থরতা প্রযুক্ত শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য জন্মে। মস্তকের রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণে গুণ গুণ শব্দ, মস্তক ফিরাইতে অথবা গাড়ীতে ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন এবং দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য—বিশেষতঃ অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা রক্তহীনতার কারণ হইলে—ইহা জন্মে।

banglabooks.in

গর্ভপাত বা প্রসবান্তিক রক্তহীনতায় কষ্টপ্রদ পৃষ্ঠবেদনা, মাজার দুর্ব্বলতা ও খঞ্জতা নিবন্ধন চলায় কষ্ট, জরায়ু হইতে অদমনীয় শোণিতস্রাব এবং কাসি ও পুনঃ পুনঃ রজনীঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়।

৩। কেলি ক্লরিকাম্ (Kali Chloricum)।

সম্বন্ধ ;—কেলি ক্লরিকাম যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—মার্কারির। বিষমাত্রায় পারদ সেবন প্রযুক্ত মুখক্ষতাদির ইহা ত্বরিত উপশম করিয়া থাকে।

তুলনীয় ঔষধ ;—বেল, বরাক্স, ক্যাল্কে কা, ক্যান্থা, হাই-ড্র্যাষ্টিস, মার্ক আয়, নাই এসি, ফাইটল।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ক্লরেট অব্ পটাস্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির প্রচণ্ড উদ্দীপনা উপস্থিত করে। ইহা মুখগহ্বরে ক্ষতোৎপাদক প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহার সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হয়। এবং গণ্ডের অভ্যন্তর প্রদেশ এবং ওষ্ঠ প্রভৃতিতে ধূসরবর্ণতলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। লালাস্রাবী গ্রন্থি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় প্রচুর, উগ্র লালা স্রাব হয়। আমাশয়ে ইহা ক্ষতোৎপন্ন করে এবং অন্ত্রে ইহার ক্ষতোৎপাদক শক্তি থাকায় পচা ক্ষত উৎপন্নকারী ও প্রভূত দুর্ব্বলতাজনক আমরক্ত রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা বৃক্কক আক্রমণ করিয়া প্রথমে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি করে এবং পরে প্রদাহোৎপন্ন করায় মূত্রাঘাত জন্মে। অন্যান্য পটাস্ সল্ট অপেক্ষা ইহা হৃৎপিণ্ডকে অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহার দুর্ব্বলতা পক্ষাঘাতেও পর্য্যবসিত হইতে পারে, শরীরতাপ হ্রাস হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মুখমণ্ডল ;—পাণ্ডুর এবং নীলাভ। কাল্‌চে। মুখের আকৃতি যন্ত্রণাব্যঞ্জক। চক্ষুপার্শ্ব সন্নিহিত বামগণ্ডপ্রদেশে আততভাবযুক্ত

banglabooks.in

আকৃষ্টতা। মুখের বাম পার্শ্বে বৈদ্যুতিক আঘাতবৎ স্নায়ুশূল কথা কহিলে, আহারকালে অথবা সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি পায় এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। প্রচণ্ড প্রাতিশ্যায়িক কাসি। গন্ধকবাষ্পের ঘ্রাণযুক্ত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের ন্যায় বক্ষে সংকোচন ভাব।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃদগ্রপ্রদেশে উৎকণ্ঠা। হৃৎস্পন্দন অনুভূত হয়, কিন্তু তাহা দ্রুততর হয় না এবং হৃৎপ্রদেশ শীতল থাকে। হৃৎকম্পকালে বক্ষের সংকোচন।

নাড়ী।—দ্রুত, কোমলস্পর্শ, ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল। পূর্ণতার স্বল্পতা এবং শক্তির হ্রাস।

মুখগহ্বর।—জিহ্বার উভয় পার্শ্বে একই প্রকারের ক্ষত। মুখের ক্ষতকরপ্রদাহে এবং তাহার কোষগ্রন্থির (Folicular) প্রদাহে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরিভাগ লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু স্ফীতিযুক্ত হয় এবং গণ্ডাভ্যন্তর ও ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে ধূসরবর্ণ তলদেশযুক্ত ক্ষত জন্মে। মুখ-লালার বৃদ্ধি ও উগ্রতা।

গলাভ্যন্তর।—চাঁছাবৎ। কাঁচা ক্ষতের ন্যায় অনুভূতিযুক্ত। শুষ্কতা। গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর। গলগহ্বর, টন্‌সিলগ্রন্থি এবং অন্ননালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতিশ্যায় হইলে শুভ্র নির্য্যাস থাকে। ডিফ্‌থিরিয়াবৎ আটা নির্য্যাস। হনুঅধঃগ্রন্থি স্ফীত এবং গলমধ্য লোহিতবর্ণ ও শোথযুক্ত।

আমাশয়।—বিবমিষা এবং বমন। তরুণ আমাশয়প্রদাহ। আমাশয়শূল। আমাশয়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মল।—উদরাময়। আমরক্তরোগ জন্মিলে অনেক রক্ত ও ক্লেদ নির্গত হয়। প্রথমে বিষ্ঠা কঠিন থাকে, পরে তাহা আম ও রক্তমিশ্রিত হয়।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—বৃক্কের প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস। বারম্বার মূত্রবেগ। রোগী কেবল কতিপয় বিন্দু শোণিতযুক্ত মূত্র নির্গত করিতে পারে। রক্তমেহ। মূত্র অত্যল্প, কাল এবং শ্বেতলালাযুক্ত। গর্ভাবস্থার লালা-মেহরোগ।

ত্বক্ ;—নীলরোগ (শিরাশোণিতপ্রাধান্যে শরীরের নীলবর্ণ) ওষ্ঠে ও শরীরসামান্তে অধিকতর থাকে। পূয়গুটিকা। চুলকানিযুক্ত রসবিস্ফিকা।

চিকিৎসা ;—আভ্যন্তর বিষক্রিয়ায় পটাসসল্টমধ্যে **কেলি ক্লরিকাম** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহা অতি সত্বর হৃৎপিণ্ডের অবসাদ ও পক্ষাঘাত এবং জৈবতাপের হ্রাস উৎপন্ন করে; কিন্তু চিকিৎসাকার্য্যে ইহার তদনুরূপ কোন বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বের স্নায়ুশূলরোগে কোন কোন চিকিৎসক ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন। হঠাৎ বিদ্যুতাঘাতের ন্যায় বেদনার, কথা কহিতে, আহার কালে এবং সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি এবং বেদনার শেষে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

"জাড়ী ঘা", মুখের পচা ক্ষত, মুখের এবং গলাগ্রপ্রদেশের (Pharynx) অতি দুরারোগ্য কোষগ্রন্থি-সংস্পৃষ্ট প্রদাহ (Follicular stomatitis and pharyngitis) কেলি ক্লরিকাম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। মুখের অসহনীয় দুর্গন্ধ থাকে এবং চিমসা সূত্রবৎ লালা স্রাব হয়। শিশুদিগের পচা (Gangrenous) মুখক্ষতরোগে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

স্তন্যপায়ী শিশুর এবং স্তন্যদাত্রী প্রসূতির মুখক্ষত এতদ্বারা আরোগ্য হয়। এই সকল রোগে, ইহার উপযুক্ত বহিরাভ্যন্তরীণ

banglabooks.in

উভয় প্রকার প্রয়োগরূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুখে এবং গলায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত থাকিলে লালামেহ, রক্তমেহ, কাসি এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে ইহা উপকারী ঔষধ। অবস্থানুসারে ডিফ্থিরিয়া রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমরক্তরোগে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা; ক্ষণে ক্ষণে অতি স্বল্প-পরিমাণ, প্রায় পরিষ্কার রক্তময় মলত্যাগের কুন্থনে রোগী চীৎকার করিয়া উঠিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। এস্থলে ইহা ক্যান্থারিস ও মার্ক কর সহ তুলনীয়।

মুখমণ্ডল ও পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের এপিথিলিওমা (মারাত্মক অর্ব্বুদ) ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

কেলি নাইট্রিকাম্ (Kali Nitricum)।

প্রতিনাম।—সল্টপিটার। সোরা।

সম্বন্ধ।—বিষম গুণ—নাই, স্পি, ডাল। ক্যাম্ফরে বেদনার বৃদ্ধি। ক্যান্থারিস, টার্পেণ্টাইন্ ও মসল্লার অপব্যবহারে মূত্রকৃচ্ছ্রের নাইটার (সোরা) শান্তি জন্মায়।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, ক্যান্থা, টেরিবিন্থ।

সাধারণ ক্রিয়া।—মেরুমজ্জা এবং মেরুমজ্জার স্নায়ুমণ্ডলে কেলি নাইট্রিকামের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় মেরুমজ্জার এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতাবস্থায় ক্রিয়ারোধ ঘটে। ইহা শোণিতের অপকর্ষ ও জমাট বাঁধার শক্তির হানি উৎপন্ন করে। ইহা কিড্নি আক্রমণ করিলে উত্তেজনা ও ক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রের পরিমাণাধিক্য সহ স্থূল উপকরণও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার উত্তেজক ক্রিয়া রক্তাধিক্য ও প্রদাহে পর্য্যবসিত হয়।

banglabooks.in

লক্ষণ।

নাসিকা।—নাসিকার সদ্দিবশতঃ ঘ্রাণশক্তির অভাব; হাঁচি; নাসিকা রন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে গলগহ্বরমধ্যে শ্লেষ্মার ক্ষরণ। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের ঊর্দ্ধাংশে ক্ষতবৎ বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাসিকার শুষ্কতা এবং রোধ। নাসারন্ধ্র স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত। স্পর্শে নাসিকাস্থিতে বেদনা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে স্ফীতির অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বররোধ; স্বরযন্ত্রের কর্কশতা, চাঁছাবোধ ও স্বরভঙ্গ। শ্বাসাভাববশতঃ রোগী জল পান করিতে পারে না; অল্প অল্প করিয়া জল পান করিতে হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু দুই হাতে পানপাত্র ধরিয়া আগ্রহের সহিত ঢোকে ঢোকে জলপান করে। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে বক্ষের সঙ্কোচন। বক্ষের সম্মুখ পার্শ্বে জ্বালা। প্রাতঃকালে কণ্ঠা পর্য্যন্ত জ্বালা বিস্তৃত হয় ও আলগা গয়ার থাকে। সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্রুততা; প্রাতঃকালে কম থাকে, রোগী সিঁড়িতে উঠিতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট। প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর শিরঃশূল, রাত্রি ৩টার সময় কাসিতে কাসিতে নিদ্রাভঙ্গ; মুক্তবায়ুমধ্যে কাসি; উচ্চে উত্থান করিতে অথবা শ্বাসরোধ করিলে কাসির বৃদ্ধি; কাসিতে বক্ষে কর্ত্তন ও সূচিবেধবৎ বেদনা; গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে কাসি; কাসিলে জমাট রক্তের নিষ্ঠীবন। বক্ষের মৃদু আততভাব ও সঙ্কোচন হওয়ায় বোধ যেন পৃষ্ঠ হইতে ফুসফুস আকুঞ্চিত হইতেছে। দীর্ঘশ্বাস টানিতে অথবা কাসিতে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। বক্ষের রক্তাধিক্য। অত্যন্ত ভারি বস্তুর চাপ হওয়ার ন্যায় বক্ষের গুরুত্ব; আততভাব হইলে বক্ষপ্রাচীর একত্র চাপিত হওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্য যে

banglabooks.in

শ্বাসরোধ ঘটে তাহা রক্তাধিক্যের বা ফুসফুসের নিরেটাবস্থার অনুপাতাপেক্ষা অধিকতর। ফুসফুসে পূয়সঞ্চার ও বলক্ষয়কর ঘর্ম্ম।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী :—দ্রুত উত্থান বা শরীরচালনা করিলে হৃৎকম্প হওয়ার মুখের তাপ ও বক্ষের কষ্ট। প্রচণ্ড হৃৎস্পন্দনশব্দ শ্রুত হয়, এবং তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও উৎকণ্ঠা জন্মিলে রোগী শয্যায় উঠিয়া বসিতে বাধ্য। নাড়ী প্রায়শঃ পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত; প্রাতঃকালে ধীর, দুর্ব্বল, ও সূত্রবৎ।

মূত্র :—ঈষৎ লোহিতাভ, আবিলযুক্ত এবং অধিক পরিমাণ ফেকাসে মূত্রের বারম্বার ত্যাগ। মূত্রে শ্লেষ্মার তলানি এবং লবণের বৃদ্ধি। মূত্রকৃচ্ছ্র।

মল :—জলবৎ, পাতলা ও মলসংযুক্ত উদরাময়; উদরশূল সহ কোমল মলত্যাগ। কুন্থন সহ রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ। অন্ত্রের ঝিল্লির অংশ ও রক্ত মিশ্রিত মলত্যাগ। অত্যন্ত চাপ দিলে মলত্যাগ। গো বৎসের মাংসাহার নিবন্ধন উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ।

ত্বক :—চুলকনাযুক্ত ফুস্‌কুরি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়গুটিকা, ত্বকে সূচি বেঁধার ন্যায় খোঁচা, পরে জ্বালা। ত্বগুপরি পীতবর্ণ রসপূর্ণ ও জ্বালাযুক্ত রসবিম্বিকার চুলকানিতে বিদারণ।

চিকিৎসা :—পলিপাস্ বা বহুপাদার্ব্বুদ; হাপানি নিউমোনিয়া, থাইসিস্ প্রভৃতি বক্ষরোগ; উদরাময়, আমরক্ত রোগ; ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র।—কেলি নাইট্রিকামের ঔষধগুণ পরীক্ষায় নানাবিধ যন্ত্রাক্রমণের ফলস্বরূপ বহুবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রোগচিকিৎসায় ইহার প্রয়োগের তাদৃশ প্রচুরতা অথবা নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণের বর্ত্তমানতা দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য আমরা যে যে রোগে ইহা প্রয়োগের বিধেয়

banglabooks.in

উল্লেখ করিব তাহা চিকিৎসকের এতদ্বিষয়ক লক্ষণের সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ রোগ সম্পূর্ণ নাসিকা পূর্ণ করিলে কেলি নাইট্র ৩× ডাইলিউষণ তাহা সম্পূর্ণ আরোগ্য করে (ডাং এলেন)। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, মূর্চ্ছাভাব এবং বক্ষে মৃদু সূচিবেধ অথবা জ্বালাযুক্ত বেদনা প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট হাঁপানিরোগে গয়ার অপেক্ষাকৃত সরলভাবে নিষ্কৃত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। নিউমোনিয়ারোগের অত্যধিক তাপ ও তৃষ্ণায় এবং যক্ষ্মাকাশের সর্ব্বাবস্থাতেই, বিশেষতঃ সাময়িক বৃদ্ধিকালে, অত্যন্ত কাসি, বেদনা এই শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি তরুণাক্রমণের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। এণ্ডোকার্ডাইটিস্ ও রুসবাত রোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেলি নাই গোবৎসমাংস ভক্ষণ বশতঃ উদরাময়ের আরোগ্য করে। ইহার আমরক্তরোগে অবিশ্রান্ত বেগ হইলে রজনীতে ক্লেদ ও রক্তযুক্ত মলত্যাগ হইতে থাকে। ফলতঃ, তরুণ আম রক্তরোগে একনাইট প্রয়োগে কর্ত্তনবৎ বেদনা, অত্যধিক তৃষ্ণা এবং হস্তপদের শীতলতা বিদূরিত না হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্র-মেহ এবং শয্যামূত্রত্যাগাদিরোগে অবস্থানুসারে কেলি নাইট্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৫। কেলি পার্‌ম্যাঙ্গ্যানিকাম্ (Kali Permanganicum)।

কেলি পার্‌ম্যাঙ্গ্যানামের ঔষধগুণপরীক্ষাবিষয়ে কোন নিদর্শন পাওয়া না যাইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার কিঞ্চিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আমরা নিম্নে উল্লিখিত করিতেছি।

banglabooks.in

চিকিৎসা—ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত; স্কার্লেটিনা ব আরক্তজ্বর।—ডিফ্‌থিরিয়ার পচা ক্ষত হইতে পচা ও পুতিগন্ধযুক্ত পূয়স্রাবে কেলি পার্‌ম্যাঙ্গ্যানাম্ কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না। ইহা দ্বারা ফলাশা করিলে নিম্ন ক্রমে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের আবশ্যক। ইহার রোগে গলদেশের বহিরভ্যন্তর উভয়ই স্ফীত হয় এবং তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। গলদেশ শোথযুক্ত এবং ঝিল্লি ভয়াবহ পুতিগন্ধবিশিষ্ট হয়। ল্যাকেসিসের ন্যায় ইহাতেও আহার্য্য গলাধঃকরণে কষ্ট এবং ভুক্তদ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া থাকে। অনেক বিষয়ে ইহা এপিসের তুল্য হইলেও ইহার ভয়াবহ দুর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে। ডাং ভ্যান্‌লেনেপ্ এ রোগে ইহাকে মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

আরক্তজ্বরের গললক্ষণে ইহার প্রয়োগ স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

৬। কেলি ফস্‌ফরিকাম্ (Kali Phosphoricum.)।

উপচয়।—আহারে; শৈত্যসংস্পর্শে; প্রাতঃকালে।

উপশম।—তাপে।

তুলনীয় ঔষধ।—আস, কষ্টি, ল্যাকেসি, জেল্‌স, মিউ এসি।

সাধারণ ক্রিয়া।—কেলি ফসের ঔষধগুণপরীক্ষার কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ডাং সুস্‌লারের অন্যতম টিস্যুরেমিডি। তাঁহারই মতানুসরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্যলব্ধ লক্ষণ এস্থলে প্রদত্ত হইল। ইহার ক্রিয়ার পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে ইহা সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে প্রভূত ক্ষমতা প্রকাশ করে।

banglabooks.in

এই ক্রিয়াফলে মানসিক অবসাদ ও অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়জ্ঞানদৌর্ব্বল্য, গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি এবং পুনরুৎপাদিকা-শক্তিদ স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া বিদ্ধস্ত হওয়ায় রসরক্ত প্রভৃতি যাবতীয় শরীরোপাদানের ধ্বংসলক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা যুবক ও বৃদ্ধদিগের রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।—মানসিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত, ভীত এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে না। অত্যন্ত অবসাদ। অসহিষ্ণু। রজনীতে ভীতিশঙ্কিত। সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য অত্যন্ত শ্রমসাধ্য বলিয়া বোধ। লাজুক। মস্তকে রক্তহীনতা জন্মে। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য। অনুভূতির অভাব। চক্ষুপত্র ঝুলিয়া পড়ে। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ শ্রুত হয়। দুর্গন্ধ নাসিকাস্রাব। মুখমণ্ডল ঘোরবর্ণ এবং চক্ষু বসিয়া যায়। মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। প্রাতঃকালে মুখ শুষ্ক থাকে। দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায় থাকে এবং দন্ত হইতে অপসৃত হয়। গলাভ্যন্তরে পচা ক্ষত। স্বরতন্ত্রীর পক্ষাঘাত। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে "কিছু নাই" ভাবের অনুভূতি। ভীতিপ্রযুক্ত উদরাময়; বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধ; রোগী দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত। আহারকালে উদরাময়। আমরক্তরোগে কেবল পরিষ্কার শোণিত নির্গত হয়; রোগী প্রলাপ কহে এবং উদর স্ফীত থাকে। কলেরায় তণ্ডুলধৌতজলবৎ মলত্যাগ। হারিস জন্মে। পাণ্ডুবর্ণ, উত্তেজনাপ্রবণ এবং ক্রন্দনশীল স্ত্রীলোকদিগের ঋতুস্রাব অত্যল্প ও বিলম্বাগত। কখন বা ঋতুশোণিত অতি প্রচুর, ঘোর লোহিত বা কৃষ্ণাভলোহিত, পাতলা এবং কখন কখন দুর্গন্ধযুক্ত; শোণিত জমাট বাঁধে না। মূত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ। অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। কাসিতে হরিদ্রাবর্ণ গয়ার উঠে। পৃষ্ঠ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা ও পক্ষাঘাতিক অবস্থা।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—হোমিওপ্যাথিমতে **কেলি ফস্‌ফরিকাম** গুল্মবায়ুরোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। বায়ুপ্রধান ও উত্তেজনাপূর্ণ রোগীদিগের অকস্মাৎ ভাবাবিষ্টতা অথবা ক্রোধাবিষ্টতা জন্মিলে ইহার রোগাক্রমণ হয়। রোগে "গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস্‌" বা গুল্মবায়ুর "অলীক গুল্ম" বর্ত্তমান থাকে। রোগীর ক্ষণে কান্না ক্ষণে হাসি এবং মধ্যে মধ্যে জৃম্ভণ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপও হইতে পারে। উদর স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। **কেলি ফস্‌** রোগী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি স্মরণীয়:—কারণাভাবে ভীতি; রোগী সকল বিষয়েই অমঙ্গল আশঙ্কা করে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এবং হতাশ হয়; কম্প হয় ও চঞ্চল থাকে।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস্‌—গুল্মবায়ুরোগে কামাতুরতা বর্ত্তমান থাকিলে।

এনাকার্ডিয়াম—পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্ত্তমানতায়।

ক্যাক্‌টাস্‌—দুঃখ, কারণাভাবে ক্রন্দনের সান্ত্বনা করিলে বৃদ্ধি, বিরলে থাকিবার প্রবল ইচ্ছা, মৃত্যুভীতি এবং সম্পূর্ণ শরীর তারগঠিত পিঞ্জরাবদ্ধ থাকার অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া রোগে এই ঔষধ প্রদর্শিত।

কক্যুলাস—স্পর্শজ্ঞানাধিক্য ও মূর্চ্ছার ভাব।

আর্সেনিকাম্‌—গুল্মবায়ু ঘটিত হাঁপানি।

কলফাইলাস—গুল্মবায়ু ও রজোকৃচ্ছ্র।

ষ্টিক্টা—রক্তের অপচয় ও গঞ্জিকাসেবন প্রযুক্ত গুল্মবায়ুরোগ। ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিচিত।

banglabooks.in

টাইফয়েড্ ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বর-বিকার।—সুস্রুতের টিসুরেমিডির নিয়মানুসরণে টাইফয়েড জ্বরে **কেলিফস্** প্রযুক্ত হইয়া এ রোগ চিকিৎসাতেও ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপিচ হোমিওপ্যাথির প্রচলিত নিয়মে প্রযুক্ত হইয়াও বহুতর টাইফয়েড জ্বর চিকিৎসায় ফললাভ হওয়ায় নিম্নলিখিত লক্ষণনিচয় ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে:—শুষ্ক ও কটা জিহ্বা; কদাকার ও পুতিগন্ধ উদরাময়; প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা; নাড়ীর ক্ষীণাবস্থা; প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ; দন্তের উপরে মল (sordes) সঞ্চয়; প্রলাপ এবং উল্লিখিত অবস্থা সহ প্রভূত মানসিক অবসাদ। শোণিত অত্যন্ত অপকৃষ্ট এবং টাইফয়েড বিষ মিশ্রিত থাকে। সর্ব্বপ্রকার স্রাবই অতিশয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

ফলতঃ **কেলি ফস্ফস্ব্রিকাম্** যে অবস্থাবিশেষে পচা বা টাইফয়েড দশাগ্রস্ত **ক্ষত** (gangrene), **ক্ষতস্রাব** এবং **উদরাময়** প্রভৃতি দূষিত রোগে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মূলক **শারীরিক দৌর্ব্বল্য, পেশীক্ষয়, আক্ষেপ** এবং **পক্ষাঘাতাদি** নানাবিধ রোগে উপকার করিতে পারে তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছে। এই সকল রোগেও ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত রোগারোগ্যলব্ধ লক্ষণই প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

৭। কেলি ফেরসায়ানিকাম্ (Kali Ferrocyanicum)।

চিকিৎসা।—**শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া** রোগে প্রচুর, কিন্তু অবিদাহী পূয়বৎ স্রাব এবং জরায়ুর ঠেলমারা ভাব থাকিলে এবং মানসিক দুঃখের আতিশয্যে রোগী ক্রন্দন করিলে **কেলি ফেরসায়ানাইডাম্** প্রযুক্ত হয়। জরায়ু হইতে মৃদু রক্তস্রাব হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

banglabooks.in

সিপিয়ার ন্যায় ইহাতেও আমাশয়োর্দ্ধকোটরপ্রদেশে "দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি" বর্ত্তমান থাকে। প্রভেদ এই যে, সিপিয়াতে উপরিউক্ত অনুভূতি জরায়ুর সহানুভূতি ও আমাশয়ের কিঞ্চিৎ প্রকৃত স্থানচ্যুতি জন্য, কেলি সাইয়ার ভয়াবহ বিষক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডপেশীর প্রভূত দৌর্ব্বল্য জন্মে, এজন্য উপরিউক্ত দমিয়া যাওয়ার ভাব দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড—যাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনসংখ্যার ও শক্তির হ্রাস নিবন্ধন শারীরিক শীতলতা, পতনাবস্থা, শিরোঘূর্ণন, অসাড়তা এবং কম্পভাব উৎপন্ন হয়—সংস্রবে জন্মে। ফলতঃ যে রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াহানির আশঙ্কা বর্ত্তমান থাকে তাহাতেই ইহা উপযোগী। ইহা কেলি কার্ব্ব সহ তুলনীয়।

৮। কেলি ব্রমেটাম্ (Kali Bromatum.)

সম্বন্ধ ;—কেলি ব্রমিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্ পইজনিং বা সীসকবিষক্রিয়ার।

য়ুজিনিয়া জ্যাম্বসের পরে ইহা বয়োস্ফোটক রোগে সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন্, এম্ব্রা গ্রি, বেল্, ক্যাম্ফর, জেল্স্, হায়সা, নাক্স ভ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কেলি ব্রমিকামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মেরুমজ্জার প্রক্ষিপ্তক্রিয়া (Reflex action) বিধায়িনী অংশ আক্রান্ত হয়। এই ক্রিয়াফলে তাহার প্রক্ষিপ্তক্রিয়ার হ্রাস জন্মে। পরে ইহা কেন্দ্রাপসারী স্নায়ুর বহিঃসীমার পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। অবশেষে ইহা দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি, মাদকতা, মানসিক দৌর্ব্বল্য এবং ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি "ব্রমিজম" বা ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের নাতিপ্রবল বিষক্রিয়ালক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা সাক্ষাৎ ভাবে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার পক্ষাঘাত, এবং রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলী আক্রমণ করিলে প্রথমে তাহাদিগের আক্ষেপিক

banglabooks.in

সংকোচন এবং অব্যবহিত পরে বিস্তৃতি উপস্থিত হয়। অতএব ইহার আদি ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তক এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোণিত সঞ্চালনের অবনতি হওয়ায় উপযুক্ত পরিমাণ শোণিতাভাবে স্নায়বিক অবসাদ প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীর-যন্ত্র ও শরীরোপাদানের ক্রিয়ানাশ ঘটে। ইহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় শোণিত-বহা নাড়ীমণ্ডলী বিস্তৃত হওয়ায় গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্রে রক্তাধিক্য হইলে অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুকেন্দ্রের রোগজ ক্রিয়াবৃদ্ধির ফলস্বরূপ স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ডাং হেল বলেন "এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ যে সকল রোগে কেলি ব্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন আমরাও শেষোক্ত প্রতিক্রিয়াঘটিত আক্ষেপাদি রোগে তজ্জন্যই ইহা হইতে ফল পাইয়া থাকি"। ত্বকে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা ত্বকলক্ষণে বিবৃত হইবে।

লক্ষণ।

মন:—শিশুদিগের রজনী-ভীতি, নিদ্রাবস্থায় শিশুর চীৎকার এবং কম্প। প্রলাপে ভ্রান্তদৃশ্য; রোগী মনে করে তাহাকে কেহ অনুসরণ করিতেছে, তাহাকে বিষ খাওয়াইবে; সে যেন ভগবানের প্রতিহিংসার পাত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সে মনে করে যেন তাহার সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের অদম্য ঝোঁক উপস্থিত হয়। মদাত্যয়বৎ লক্ষণে মুখমণ্ডল শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত হয় ও ভয়াবহ ভ্রমাত্মকদৃশ্য দর্শন করে। বিষাদোন্মত্ততায় ভ্রমদৃষ্টি ঘটে। মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতাহীনতা। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল; কথা কহিতে বাক্যের কথা-বিশেষের ভ্রান্তি অথবা বাক্যাংশের স্খলন; মস্তিষ্কের রক্তহীনতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব। লিখিত বিষয় বুঝিতে পারা যায় না, কেননা বাক্যের কথাবিশেষ বা কথার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়, এক কথারই পুনরাবৃত্তি করে অথবা কথাবিশেষ অসঙ্গত স্থানে লেখে।

banglabooks.in

মস্তক ঃ—মস্তিষ্ক উত্তেজিত থাকায় মুখমণ্ডলের শোণিতাভা, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং চক্ষুর বসিয়া যাওয়ার ভাব। রোগী শিরোলুণ্ঠন করিতে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিতে থাকে, হস্তপদ শীতল, এবং মস্তিষ্কে রসস্রাবের পূর্ব্বে প্রবল রক্তাধিক্য। দৃষ্টির মলিনতা, চক্ষু তারকার বিস্তৃতি, চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার উজ্জ্বলাহীনতা জন্মে।

মুখমণ্ডল ঃ—মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে মত্তব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগী ভ্রম দেখিতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র ঃ—প্রত্যেক দুই অথবা তিন ঘণ্টা অন্তর হুপশব্দক কাসির ন্যায় শুষ্ক কাসির আক্রমণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় শ্লেষ্মা অথবা ভুক্তবস্তুর বমন এবং রজনীতে শয়ন করিলে তাহার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ঃ—হৃৎপিণ্ডের শক্তিহীনতা জন্মে; তাহার স্পন্দনশব্দ দুর্ব্বলতার অনুপাতাপেক্ষাও ক্ষীণতর, ও দূরাগত বলিয়া বোধ হয়; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া ধীর এবং পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দবিশিষ্ট থাকে। নাড়ী প্রথমে দ্রুতগতি থাকে, ক্রমশঃ ধীরতর হয়; ধীরগতি, ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল নাড়ী।

মুখগহ্বর ঃ—জিহ্বা বিবর্দ্ধিত, শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ; পরে লোহিতবর্ণ শুষ্ক ও কটা; জিহ্বাপৃষ্ঠ এবং জিহ্বা পার্শ্ব শুভ্র, কথা কহিতে কষ্ট; জিহ্বার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা; তোতলা কথা। শুভ্র লেপযুক্ত জিহ্বা থাকিলে রোগীর প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ বাহির হয়।

গলাভ্যন্তর ঃ—মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর এবং গলগহ্বরস্থানের (Pharynx) অসাড়তা (মদ্যপায়ীদিগের হইয়া থাকে)।

আমাশয় ঃ—শুষ্ক জিহ্বা থাকিলে তীব্র পিপাসা জন্মে। বিবমিষা হয়, এবং মাথা ঘোরে; পুনঃ পুনঃ বমির বেগ এবং বমন।

মল ঃ—জলবৎ মলত্যাগ; বায়ুপ্রযুক্ত উদরশূল।

banglabooks.in

মূত্র।—মধুমেহ জন্মিলে মূত্র শর্করাপূর্ণ। অবস্থা বিশেষে প্রচুর ফেকাসে ও জলবৎ মূত্রত্যাগ। প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে অনেক ফস্‌ফেট্ পাওয়া যায়। মলত্যাগ করিতে বসিলে প্রথমে বিন্দু বিন্দু মূত্র পড়িতে থাকে। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। কখন কখন ক্ষীণ ধারে ঈষৎ পীত মূত্রত্যাগ।

পুং জননেন্দ্রিয়।——সঙ্গমেচ্ছার হ্রাস হইলে ধ্বজভঙ্গ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। রেতস্খলন হইলে মানসিক অবসাদ, চিন্তাশক্তির জড়তা ও পৃষ্ঠবেদনা হয় এবং চলিতে গা টলে; রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুসন্ধিকালে মস্তকে বেদনাযুক্ত রক্তোচ্ছ্বাস এবং রক্তাধিক্য। কামেচ্ছার পরিতৃপ্তি না হওয়ায় অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে রোগী অস্থিরতা প্রকাশ করে। অণ্ডাধার এবং ভগকপাটের উত্তেজনা হওয়ায় স্ত্রী-অঙ্গের চুলকনা জন্মে।

ত্বক্।—মাংসল এবং কদাচারী ব্যক্তিদিগের মুখে, স্কন্ধে ও বক্ষে বয়োব্রণ। আরোগ্যচিহ্নরহিত, বৃহৎ এবং বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকা; স্ফোটক।

ব্রমাইডরোগী বড় বায়ু প্রধান; ইহারা কোন না কোন প্রকার কার্য্য অবলম্বন না করিয়া থাকিতেই পারে না।

প্রদর্শক লক্ষণ।—**হস্তের চঞ্চলতা** (Fidgetiness)।—স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ রোগী সর্ব্বদাই কোন প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য, যেমন নিদ্রাহীনতা জন্মিলে রোগী অবিশ্রান্তভাবে শয্যা-বস্ত্রোপরি হস্ত বুলাইয়া, ঘড়ির চেইন নাড়িয়া, কিম্বা যে কোন বস্তু পায় তাহাতেই তদুপযুক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীর ব্যবহার করিয়া উপরিউক্ত লক্ষণের পরিচয় দেয়। এইরূপ কার্য্যে রোগীর মন নিযুক্ত থাকায় তাহার কষ্টের কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকে। জিঙ্কাম রোগী চঞ্চলতা জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাহা তাহার পদসঞ্চালনে প্রকাশ পায়। ফস্‌ফরাসের চঞ্চলতা সর্ব্বশরীর-

banglabooks.in

ব্যাপী, রোগী স্থির হইয়া বসিয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে না, অবিরত স্থানপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। ইহা রাসের বেদনার কিঞ্চিৎ শান্তিপ্রদ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি, অস্থিরতালক্ষণ নহে।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বা ব্রেণফ্যাগ।—কালব্যাপী, অপরিমিত এবং কঠিন মানসিক শ্রম প্রযুক্ত মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা জন্মিলে **কেলি ব্রেমিকাম্** দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চলিতে রোগীর মাথা ঘোরে ও গা টলে, এবং তাহার মস্তিষ্ক অসাড় বোধ হয়।

হাইসাইামাস—মস্তিষ্কপ্রদাহরোগে রোগী মস্তিষ্ক মধ্যে স্পন্দনযুক্ত জল হিল্লোলের ন্যায় অনুভব করে। মস্তকে ঝাঁকি দিলে তাহার উপশম হয়।

উন্মাদরোগ বা এক্কিউট মেনিয়া।—শিশুদিগের প্রবল, প্রচণ্ড লক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগের **কেলি ব্রমেটাম্** উপযোগী ঔষধ। শিশু মনে করে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা সকলেই তাহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এস্থলে ইহা **হাইসাইামাস** সহ তুলনীয়।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি।—**কেলি ব্রমিকামের** মৃগীরোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা নাই; তবে আশঙ্কিত আক্রমণের (ফিটের) অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইলে ইহা তাহার বাধা জন্মাইয়া থাকে এবং আবেশকালে প্রয়োগ করিলে তাহা নিবৃত্তি পায়। এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণই এ রোগে প্রথমে ইহার ব্যবহার প্রচলন করেন এবং এককালে তাঁহারা ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা উপরিউক্ত প্রশংসার উপযুক্ত নহে, এবং সাময়িক আবেশ নিবারণ জন্যও ইহার

banglabooks.in

কালব্যাপী ব্যবহার নির্ব্বিঘ্ন নহে। ফলতঃ মৃগীরোগে ইহার উপশমকারী শক্তির সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে উভয় মতের চিকিৎসককেই স্থূল মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে ও তাহার ক্রমে বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু অধিককাল ব্যবহারে প্রথমে তাহাতে মাদকতা, মানসিক দৌর্ব্বল্য, ভ্রমদৃষ্টি প্রভৃতি ব্রমিজম্ বা ব্রমিণ বিষলক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে মস্তিষ্কের ক্রিয়াহানি বশতঃ রোগী জড়রোগগ্রস্ত হয়।

স্বপ্ন-ভীতি বা নাইট মেয়ার্স।—দন্তোদ্গম ও কৃমি প্রভৃতির সহানুভূতি বশতঃ অথবা মস্তিষ্কেরই রোগনিবন্ধন মস্তিষ্ক অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজনাগ্রস্ত থাকিলে অনেক শিশু নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে। বয়স্থ শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে স্বপ্নে ভূত, প্রেত ও "ছেলে ধরা" প্রভৃতি দেখার কথা প্রকাশ করে। উপরিউক্ত মস্তিষ্কবিকারে **কেলি ব্রমিকাম** একটি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লোকমোটর এটাক্সি বা কশেরুকামাজ্জ্বা ক্ষয়রোগ।—ব্রমাইড অব পটাসিয়ামের স্নায়ুবিকারে কিঞ্চিৎ লোকমোটর এটাক্সিরোগলক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগী তাহার অধোঅঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, চলিতে গা টলে। পদে ও পৃষ্ঠদণ্ডে চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে। উপরি উক্ত লক্ষণের প্রথমাবস্থায় কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা হয় এবং রোগ ক্রমশঃ গভীরতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লিঙ্গের উত্থানশক্তি অন্তর্দ্ধান করে, কিন্তু রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন হইতে থাকে। এতদবস্থায় পূর্ব্ব হইতে বিষণ্ণ রোগী অধিকতর বিষণ্ণচিত্ত হয়।

শিশুকলেরা বা সামার ডায়ারিয়া।—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, গাত্রের শীতলতা, এবং মস্তিষ্কোদরোগের উপক্রম লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় **কেলি ব্রমিকাম্** দ্বারা একাধিক রোগীর উপকার হইয়াছে। **ইহা সিঙ্ক, ক্যাল্‌কে ফস্** প্রভৃতি সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

ত্বক্‌রোগ—বয়োব্রণ বা একনি ; আমবাত বা আর্টিকেরিয়া ; কাউর বা একজিমা ;—হস্তমৈথুন নিবন্ধন বয়োব্রণরোগের অবস্থানুসারে কেলি ব্রমেটাম দ্বারা উপকার হয়। ইহাতে ব্রণাদি কৃষ্ণাভ লোহিত, কঠিনস্পর্শ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকাবেষ্টিত থাকে এবং অবশেষে পাকিলে পূয় নির্গত হইয়া অন্তর্দ্ধান করে। স্নায়বিক লক্ষণযুক্ত আমবাতের ইহা ঔষধ। কেলি ব্রমিকামের লক্ষণযুক্ত রোগীর কাউরও ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

৯। কেলি মিউরেয়েটিকাম (Kali Muriaticum)।

ইহা সুসলারের বারটি টিস্যুরেমিডিমধ্যে অন্যতম। হোমিওপ্যাথিমতে কেলি মিউর ঔষধগুণ পরীক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ সুস্‌লার হইতেই এতদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগদ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুস্‌লারের মতে কেলি মিউ তন্তুজান্ পদার্থ বা ফাইব্রিন সহ রাসায়নিক সম্বন্ধযুক্ত সল্ট। তন্তুজাল বা কনেক্‌টিভ টিস্যুর জালের বুনট মধ্যস্থ শূন্য স্থানমধ্যে তন্তুজান পদার্থ ক্ষরিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ রোগারোগ্যলব্ধ জ্ঞানদ্বারা শুভ্র অথবা ধূসরবর্ণ নিঃস্রাব, শরীরযন্ত্রাদির শ্লৈষ্মিকঝিল্লি হইতে ঘন ও শুভ্র তন্তুজানপদার্থমিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং জিহ্বামূলে শুভ্র অথবা ধূসর বর্ণ লেপ ইহার প্রধান প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উপরিউক্ত নির্দ্ধারণানুসারে কেলি মিউরিয়েটিকাম্ প্রতিশ্যায়িক রোগ (Catarrhal diseases), নাতিপ্রবল প্রদাহিক রোগ ও

banglabooks.in

ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি যে সকল রোগে তন্তুজানপদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে এবং গ্রন্থি স্ফীতিতে প্রয়োগে ফললাভ হইয়া থাকে।

১০। কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ (Kali Sulphuricum)।

বর্ত্তমান ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানও আমরা সুস্‌লারের নিয়মানুসারে ইহার প্রয়োগ দ্বারা লাভ করিয়াছি। প্রদাহিক রোগের শেষাবস্থায় এবং যে সকল রোগে প্রচুর উপত্বকস্খলন বা শল্কপাত হয় তাহাতে কেলি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "পীতবর্ণ শ্লেষ্মাস্রাব" ইহার প্রদর্শক। ইহার রোগের সন্ধ্যাকালীন বৃদ্ধি এবং শীতল ও মুক্ত বায়ুতে উপশমও অন্যতর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় যে সকল রোগ জন্মে তাহাতে এবং অক্‌জ্যালিউরিয়ারোগে (এক প্রকার মূত্রবালুকা) স্থলবিশেষে ইহা উপকারী। যে রোগের তরুণ অবস্থায় পাল্‌সেটিলা তাহারই পুরাতনে ক্যালি সাল্‌ফুরিকাম্ উপযোগী। আমরা নিম্নে কেলি সাল্‌ফের যে প্রধান কতিপয় লক্ষণের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই এ বিষয়ের সার্থকতার উপলব্ধি হইবে যথা :—

১। সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি।

২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে পীতবর্ণ অথবা সবুজাভ স্রাব।

৩। মুক্ত বায়ুতে উপশম (সাধারণ লক্ষণের)।

৪। সন্ধিতে অথবা শরীরের যে কোন অংশে রসবাতিক বেদনা।

৫। উষ্ণ গৃহে রোগের বৃদ্ধি।

৬। সরল কাসিতে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৭ (LECTURE LVI.)

মিলান্থিসিজাতীয় ঔষধনিচয়।

১। হেলনিয়াস্। ২। স্যাবাডিলা।
৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি।

১। হেলনিয়াস্ ডায়ইকা (Helnias Dioica)

তুলনীয় ঔষধ ;—এলেটি, সিমিসি, সিঙ্ক, ফেরাম্, লিলি টাই, ফস্ এসি. সিপিয়া, টেরিবিন্থ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—হেলনিয়াস পরিপোষণযন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া শোণিতজননের বাধা উপস্থিত করে। ইহাতে শরীরে শোণিতের অল্পতা বা এনিমিয়া এবং তাহার বিশ্লেষণ ও অপকৃষ্টতা জন্মে ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়। এজন্য ইহা রক্তহীনতা ও ক্লরসিস্ রোগের ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে কিড্‌নি ও জরায়ু ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইলে তাহাদিগের উত্তেজনা হওয়ায় ক্রিয়াধিক্য জন্মে এবং অবশেষে গৌণভাবে তাহাদিগের অবসাদাবস্থা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।

মন ;—কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মনের নিবিষ্টতা জন্য রোগী ভাল বোধ করে। একা থাকিতে ইচ্ছা করে, কাহারও তাহার নিকটে যাওয়া ভাল বাসেনা ; আলাপে অসন্তুষ্ট হয় ; মানসিক অবসাদ।

স্নায়ু ;—ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং নিদ্রালু। রোগী অলস এবং অসাধারণ ক্লান্তি বোধ করে, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারে না। দুর্ব্বলতা।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ;—কিড্‌নির বেদনায় মূত্রে শ্বেতলালা বা এল্‌বুমেন। কিড্‌নিতে জ্বালা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথে জ্বালা ও ঝল্‌সানবৎ অনুভূতি। মূত্রস্থালী মূত্রশূন্য বোধ হইলেও অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব। প্রচুর এবং পাতলা রঙ্গের মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—বন্ধ্যা হউক বা না হউক কামেচ্ছার এবং তদ্বিষয়ক ক্ষমতার অভাব। জরায়ুর গুরুত্ব ও টাটানি বেদনায় প্রভূত বিষণ্ণতা এবং গভীর ও সুস্পষ্ট অবসন্নতা—"জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি"। জরায়ুভ্রংশ হইলে বস্তিদেশে কিছু ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি ও দুর্ব্বলতা ; ঋতুসন্ধিকালে দুর্ব্বল রোগীরও ঐরূপ। ক্ষতযুক্ত জরায়ুর স্খলন, এবং প্রসবান্তে অবিরত কৃষ্ণবর্ণ, পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও রক্তময় স্রাব। যোনির উত্তেজনা বশতঃ পৃষ্ঠে বেদনা। জরায়ু হইতে অত্যধিক রক্তস্রাব। রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্বেতপ্রদর। তীক্ষ্ণ কণ্ডূয়ন প্রযুক্ত স্ত্রীঅঙ্গ তপ্ত, রাঙ্গা ও স্ফীত এবং তাহার উপত্বকের স্খলন। যোনি এবং যোনিকপাটের ক্ষতকর প্রদাহে ঘোলা নিঃস্রাব জন্মে। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ গর্ভপাতের আশঙ্কা। স্তন স্ফীত এবং স্তনাগ্র স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত।

পৃষ্ঠ ;—বিশেষতঃ স্ক্যাপুলা বা অংসফলকাস্থিদ্বয়ের নিম্নার্দ্ধমধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠপ্রদেশে জ্বালা এবং তাপ। কটি ও বস্তিপশ্চাদ্দেশে জ্বালা ও ক্লান্তিবোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—স্ত্রীরোগে প্রভূত রক্তহীনতা, দৌর্ব্বল্য ও আলস্য এবং গভীর বিষাদ প্রভৃতি—যাহা অন্যমনস্ক থাকিলে ক্ষণকালের জন্য উপশম—সাধারণ প্রদর্শক ব্যতীত ইহার বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্টিগোচর হয় না।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিস্থিনাইয়া—অতিশয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রোগারোগ্য হেলনিয়াস্ ডায়ইকা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের পৃষ্ঠে দুর্ব্বলতাবোধক বেদনা হইলে ক্লান্তিভাব কটি বাহিয়া নিম্নাঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সকল রোগী কার্য্যারম্ভকাল হইতে কার্য্যে লিপ্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করে। কিন্তু তাহা শ্রমের কার্য্যকালীন স্বস্তিবোধ নহে; কেননা শ্রমে তাহা সন্ধির কাঠিন্যহ্রাস দ্বারা প্রকটিত।

লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়া;—দুর্ব্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকালীন কিড্‌নি বা বৃক্কের শোণিতাধিক্য হেলনিয়াস লালা-মেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়ার কারণ। মূত্র অত্যল্প ও ঘোলাটে থাকে। এ রোগে ইহা পাল্‌সস সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; যোনিপ্রদাহ বা ভ্যাজাইনাইটিস্; গর্ভস্রাব বা এবর্ষণ; জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌প্লেসমেণ্ট অব ইউটারাস্।—অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের স্ত্রীরোগে হেলনিয়াস্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের নির্জ্জীবতা (Atony) এবং পৃষ্ঠ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা এই সকল রোগের প্রধান এবং সাধারণ লক্ষণ। "বস্তিমধ্যে জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি" ইহার সর্ব্ববাদীসম্মত প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। সুস্থাবস্থায় যকৃৎ প্রভৃতি কোন যন্ত্র যে আমাদিগের উদরাদি কোন শরীরগহ্বরে আছে তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না। যখনই

banglabooks.in

শরীর গহ্বরের যন্ত্রবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে তখনই ঐ যন্ত্র রোগাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবে। কেননা শরীরাভ্যন্তরে কোন যন্ত্রের অবস্থিতির উপলব্ধিই অস্বস্তিপ্রদ; তদ্ব্যতীতও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য রোগজ ও কষ্টপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত থাকায় তাহা অধিকতর কষ্টের কারণ। এস্থলে জরায়ুর অস্তিত্বের অনুভূতি তাহার রুগ্নাবস্থা প্রকটিত করিলে হেলনিয়াস্ প্রদর্শিত হয়। অন্যান্য ঔষধেও জরায়ুর বর্ত্তমানতার অনুভূতি আছে, কিন্তু হেলনিয়াসে তাহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত টাটানি ও গুরুত্ব দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় স্বাতন্ত্র্য লাভ করে; ইহার আনুষঙ্গিক পৃষ্ঠের এবং অঙ্গাদির ক্লান্তি ও কনকনানি অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণ।

শ্বেতপ্রদর রোগে কোন সামান্য পরিশ্রমেই অবিশ্রান্ত, কৃষ্ণ-বর্ণ ও দুর্গন্ধ স্রাবের বৃদ্ধি হইলে হেলনিয়াস তাহাতে ফল প্রদ। অত্যধিক দুর্ব্বলতা এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু ক্ষত ও ফোস্কা সর্ব্বস্থলে দৃষ্ট হয় না।

যোনি ও যোনিকপাটের প্রদাহ হেলনিয়াসের সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। যোনি হইতে পূয়স্রাব হয় এবং তাহার সহিত জরায়ুগ্রীবার ক্ষতও থাকিতে পারে। পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের মৃদু স্রাব ঘটে।

জরায়ুর অতিশয় নির্জ্জীবতা ও শিথিলতা বশতঃ বন্ধ্যাত্ব জন্মে; অথবা গর্ভ সঞ্চার হইলেও কিঞ্চিদধিক পরিশ্রম করিলেই এবম্বিধ দুর্ব্বল জরায়ু ভ্রূণ ধারণে অশক্ত হওয়ায় গর্ভস্রাব ঘটিলে হেলনিয়াস্ জরায়ুর শক্তিবিধান করিয়া বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে এবং ভবিষ্যৎ গর্ভপাতের সম্ভাবনা নিবারণ রাখিতে সক্ষম। গর্ভাবস্থাতেও উপযুক্ত সময়ে প্রযোজিত হইলে ইহা গর্ভপাতের আশঙ্কা নিরাকরণ করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

জরায়ুভ্রংশ ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রভৃতি জরায়ুর নানাপ্রকার অস্বাভাবিক অবস্থাসংশোধনেও স্থলবিশেষে **হেলনিয়াস্** আমাদিগের সাহায্যকারী। স্ত্রীলোকদিগের রক্তহীন, দুর্ব্বল এবং নির্জ্জীব শারীরিক অবস্থায়, বিশেষতঃ প্রসবান্তে শারীরিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা প্রভৃতি নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি বশতঃ যথাসময়ে জরায়ু প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় রক্তসংযুক্ত, ক্লেদবৎ প্রসবান্তিক স্রাব থাকিলে জরায়ুভ্রংশ এবং তাহার নানাপ্রকার স্থানচ্যুতি জন্মে। অধোদরে গুরুত্ব এবং পৃষ্ঠে ক্লান্তি ও টানিয়া নামানের ন্যায় বোধ হইলে সামান্য পরিশ্রমে সমগ্র শরীরে বিস্তৃত হয়। রোগী জরায়ুর গুরুত্ব এবং বর্ত্তমানতা অনুভব করে। রোগী অত্যন্ত বিষাদ এবং অবসাদগ্রস্ত থাকে। **হেলনিয়াস্** জরায়ুরোগে **সিপিয়া, লিলিয়াম্** এবং **নেট মিউ** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়।

বেলিস্ পেরিনিস—ডাং বার্ণেটের মতে "পরিশ্রান্ত" ("Fagged") জরায়ুর বলাধান করিতে **বেলিস পেরিনিস** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে রোগীর শরীরিক অবস্থানুসারে অধিক বা অল্প সংখ্যক ভ্রূণ ধারণে অতিশ্রমপ্রযুক্ত জরায়ু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে শোণিতগতির মন্থরতা জন্য রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ; মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিস্ ;—রক্তহীনতা এবং মৃৎপাণ্ডুরোগের **হেলনিয়াস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। আলস্য এবং বিলাসিতা নিবন্ধন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবিশিষ্ট অথবা কঠিন পরিশ্রম বশতঃ ভগ্নস্বাস্থ্য স্ত্রীলোকদিগের কালব্যাপী শোণিতস্রাবই এ রোগের বিশেষ কারণমধ্যে পরিগণিত। এই সকল স্ত্রীলোকের অতিক্লান্তির অসোয়াস্তি বশতঃ নিদ্রাহীনতা জন্মে এবং অধিকন্তু শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম

banglabooks.in

প্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত পেশীনিচয় জ্বালা ও কন কন করে। ইহার একটি বিশেষ লক্ষণপ্রকৃতি এই যে, **বিষয়ান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে রোগযন্ত্রণা** উপশম থাকে; এজন্য চিকিৎসক আসিলে রোগী ভাল বোধ করে অর্থাৎ যন্ত্রণা প্রকাশ করে না। উপরি উক্ত রক্তহীনতা সহ আনুষঙ্গিক রূপে মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়বিকার বর্ত্তমান থাকে।

২। স্যাবাডিলা (Sabadilla)

উপচয়:—ইহার সাধারণ রোগলক্ষণের প্রতিদিন একই সময়ে বৃদ্ধি হয়।

উপশম:—অধিকাংশ রোগলক্ষণেরই শয়নে এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।

সম্বন্ধ:—স্যাবাডিলার কার্য্যপ্রতিষেধক—পালস্।

তুলনীয় ঔষধ:—একন, ব্রায়, সিঙ্ক, নেট মিউ, পালস্, সিপি, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া:—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা স্যাবাডিলা পরিপোষণক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার বিশেষ কার্য্য হইয়া থাকে; এবং মানসিক লক্ষণের গুরুত্ব জন্য ইহা রোগ চিকিৎসায় প্রযুক্ত হয়। পাতলাকেশ ও শিথিলপেশী ব্যক্তি এবং শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগচিকিৎসায় ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ:—**মন**—কোন প্রশ্নের উত্তর করে না, অচৈতন্যাবস্থায় থাকে, পরে লম্ফপ্রদানে উত্থিত হয় ও গৃহমধ্যে অসাবধানভাবে দৌড়াদৌড়ি করে। মনে করে সে পীড়িত; তাহার শরীরাংশ সঙ্কুচিত হইয়াছে। সবিরাম জ্বরকালে প্রলাপ। উন্মাদরোগে কেবল শীতল

banglabooks.in

জলে মস্তক ধৌত করিলে ক্রোধের শান্তি। উদরের গভীরদেশের উত্তেজনা বশতঃ বিষণ্ণতা। বিবমিষা প্রযুক্ত উৎকণ্ঠার অনুভূতি। রোগী সামান্য কারণেই ভীত।

মস্তক ঃ—চিন্তা করিলে শিরঃশূল জন্মে। মানসিক শ্রম শিরঃশূলের বৃদ্ধি করে এবং নিদ্রা আনয়ন করে। ভীতি নিবন্ধন গুল্মবায়ুর আবেশ। অতিশয় চিন্তায় অথবা অবিশ্রান্ত মনঃসংযোগে শিরঃশূল।

স্নায়ু ঃ—অবসন্নতা ও দৌর্ব্বল্য। শরীরের নানা স্থানে তীক্ষ্ণ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ঘুষ্টবৎ বেদনা। সমুদায় অস্থিতে, বিশেষতঃ সন্ধিতে, তীব্র বেদনায় বোধ যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা অস্থির সম্মুখ ভাগ কাটা এবং চাঁছা হইতেছে। শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগের বৃদ্ধি। রোগের প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ এবং বাম পার্শ্বে গতি।

নাসিকা ঃ—নাসিকাতে চুলকনা এবং চনচনি। নাসিকার ঊর্দ্ধাংশের স্পর্শাসহিষ্ণু শুষ্কতা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। প্রচণ্ড আক্ষেপিক হাঁচিতে উদর কম্পিত হইলে পরে চক্ষু হইতে জলস্রাব। স্রাবযুক্ত নাসিকা সর্দ্দি। অন্যতর নাসারন্ধ্রের রোধ; শ্বাসগ্রহণ কষ্টসাধ্য; নাসিকার ডাক।

শ্বাসযন্ত্র ঃ—শ্বাসকষ্ট নিবন্ধন উৎকণ্ঠা। রজনীতে শুষ্ক কাসি। কণ্ঠনালীতে চাঁছাভাব নিবন্ধন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসি। অধিকাংশ সময়ে শ্বাস গ্রহণকালে অথবা কাসিতে বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

উদর ঃ—অন্ত্রে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। অন্ত্রে জ্বালা। শূন্য উদরের ডাক।

মল এবং মলদ্বার ঃ—সরলান্ত্র ও মলদ্বারে মহীলতার ন্যায় কৃমির বিচরণবৎ বিড়-বিড়ি। উদরাময়ের বিষ্ঠার উচ্ছলিত ভাব ও কটাবর্ণ।

banglabooks.in

ত্বক্।—ত্বকের লোহিত বর্ণ এবং রেথাকার কলঙ্ক রোগী শীতল বায়ু মধ্যে থাকিলে স্পষ্টতর হয়।

চিকিৎসা।

মনমেনিয়া বা একাগ্রয়োন্মাদ।—কল্পনাবৈকারিক বা কোন এক বিষয়ের ভ্রান্তিমূলক উন্মাদ রোগে **স্যাবাডিলা** উপকারী ঔষধ। বায়ু কর্ত্তৃক উদর স্ফীত হইলে রোগিনীর ভ্রান্তি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে; অথবা গলমধ্যে কোন সাংঘাতিক রোগ হওয়ার অলীক ভীতি জন্মিতে পারে। এই রূপ বহুবিধ ভ্রান্ত কল্পনার উদয় হইতে পারে।

খুজারোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মে যে, সে দুই বা তিন ব্যক্তি, অথবা সে কাচনির্ম্মিত, স্পর্শ করিলে সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্যায়।—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে **অতি কষ্টকর হাঁচির বর্ত্তমানতা স্যাবাডিলার** প্রদর্শক। রোগী মুক্ত বায়ু মধ্যে গমন করিলেই হাঁচি হয় এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। গলাভ্যন্তর স্ফীত হয় এবং শূন্য গলাধঃকরণ চেষ্টায় বেদনা করে; অত্যধিক হাঁচিতে সম্পূর্ণ শরীর ঝাঁকি হইতে থাকে। লোমাঞ্চ; শীত গাত্রোর্দ্ধ বাহিয়া উঠার অবস্থায় শরীরের থর থর কম্পও ইহার প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য। ললাট প্রদেশে শিরঃশূল, তৃষ্ণাহীন মুখশোষ এবং শয়ন করিলে যাহা বৃদ্ধি পায় এরূপ কাসি ইহার অন্যান্য লক্ষণ। হাঁচির প্রাধান্যযুক্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **সাইক্লেমেন্** ও **য়ুফর্‌বিয়া** প্রধান।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধ জ্বর।—হে-ফিবারের নাসিকা সন্দিতে প্রচুর জলবৎ শ্রাব এবং ললাটদেশে বেদনা থাকিলে **স্যাবাডিলা** মহোপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। অবিশ্রান্ত আক্ষেপিক হাঁচি হইলেও

banglabooks.in

সামান্য সর্দ্দি স্রাব হয়। রোগের উপশম করিতে সক্ষম হইলেও ইহার ক্রিয়ায় গভীরতা না থাকায় ইহা সর্ব্বস্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে ক্ষমবান নহে। সম্পূর্ণ আরোগ্য প্রত্যাশা করিলে ইহার উচ্চ ক্রমের ব্যবহার করিয়া দেখার আবশ্যক।

কৃমিরোগ বা ওয়ার্ম্‌স্ ;—কৃমি রোগে বিবমিষা, বমন এবং বিশেষ প্রকারের উদর শূল (যাহাতে বোধ হয় যেন অন্ত্র চক্রের ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতেছে) থাকিলে স্যাবাডিলা উপকারী।

হাম বা মিজল্‌স্ ;—হামের সর্দ্দি উপসর্গে প্রচণ্ড হাঁচি ও ললাট প্রদেশে শিরঃশূল বর্ত্তমান থাকিলে স্যাবাডিলার প্রযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন দেশব্যাপক হামরোগে ইহার উপযোগী বহুতর রোগী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। ভিরেট্রাম্ ভিরিডি (Veratrum Viride)।

উপাচয় ; উত্থান করিলে; ভ্রমণকালে; সন্ধ্যাকালে; শরীর চালনায়।

উপশম ;—উষ্ণ এবং উগ্র কাফি পানে।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, এন্টি টার্ট, বেল্, ককুলাস, ডিজিট, ফেরাম্, জেল্‌স্, হেলিবো, হায়সা, ফস্, টেবেক, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা, বিশেষতঃ তাহার নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুকেন্দ্রাংশ, এবং প্রক্ষিপ্তক্রিয়াসাধক গতিদ স্নায়ু-কেন্দ্র বা রিফ্লেক্স-মোটর নার্ভ-সেন্টার ভিরাট্রাম ভিরিডি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা ঐ সকল স্নায়ুকেন্দ্র এবং সমগ্র শোণিতসঞ্চলন-যন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করিলে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য যন্ত্রের, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুশাখাপরম্পরার কার্য্যাধীন যন্ত্রের এবং তন্মধ্যেও বিশেষরূপে আমাশয় ও ফুস্‌ফুসের প্রগাঢ় রক্তাধিক্য এবং

banglabooks.in

প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেলাডনা এবং তাহার সমক্রিয় অন্যান্য ঔষধের রক্তাধিক্য হইতে ইহার রক্তাধিক্যের প্রভেদ এই যে বেলাডনাদির রক্তাধিক্য স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা এবং ভিরেট্রামের তাহা স্নায়ুকেন্দ্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ও তাহার ফলস্বরূপ শোণিতগতির বাধা এবং মন্থরতা উপস্থিত করে। গতিদ স্নায়ুর দুর্ব্বলতা সাধন করিলেও ইহা প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) এবং অধিকাংশ স্থলেই ক্ষণস্থায়ী ভাবের (clonic) অর্থাৎ তাণ্ডবরোগবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম। ভিরেট্রাম্ ভিরিডির ক্রিয়ার প্রধান লক্ষ্য হৃদপিণ্ডের শোণিত সঞ্চালনে দৃষ্ট হইয়া থাকে; হৃৎপিণ্ডের উচ্চ শব্দায়মান, সবল স্পন্দন, নাড়ীর সবল ত্বরিৎ গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি ধীর সঞ্চার ইহার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মন:—কলহপ্রিয় এবং প্রলাপবিশিষ্ট। অতি ভয়াবহ প্রলাপ বশতঃ রোগী চীৎকার করে, হাউ হাউ করে এবং প্রহার করে। রোগীর চক্ষুতারকা প্রসারিত থাকে এবং সে অস্পষ্ট বিড় বিড় স্বরে অবিশ্রান্ত প্রলাপ কহে।

মস্তক:—প্রাতে গাত্রোত্থানের পর শিরোঘূর্ণন, চক্ষুমুদ্রিত করিলে এবং মস্তক স্থিরভাবে রাখিলে উপশম; শয্যা অথবা আসন হইতে উত্থানের পর শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত বিবমিষা ও বমন। শিরঃশূলের সহিত শিরোঘূর্ণন। প্রাতঃকালে গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে শিরঃশূল উত্থিত হয় এবং মস্তকের গুরুত্ব ও পূর্ণতার অনুভূতি জন্মে। মস্তকের প্রবল রক্তাধিক্য। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে চক্ষুর নিকটস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত স্নায়ুশূল। ললাটদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল নিবন্ধন বমন।

banglabooks.in

স্নায়ু ঃ—মুখমণ্ডল, গ্রীবা এবং হস্ত ও পদাঙ্গুলির পেশীর আনর্ত্তন এবং আকুঞ্চন। তাণ্ডবরোগবৎ স্নায়বিক আক্ষেপ। শিশু ভীত হওয়ার ন্যায় কাঁপিতে থাকে এবং বোধ হয় যেন অচিরাৎ তাহার আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন হইবে। পক্ষাঘাত হইলে অঙ্গাদিতে চন্‌চনি এবং মস্তিষ্কে শোণিতগতির বৃদ্ধি। বিশেষতঃ মস্তিষ্কতলদেশ, মেরুমজ্জা, বক্ষ ও আমাশয়ে রক্তাধিক্য।

মুখমণ্ডল ঃ—অবস্থানুসারে মুখ শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত, কখন পাণ্ডুর, শীতল, নীলাভ এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক সূচিবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র ঃ—শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর, ধীর এবং শ্রমসাধ্য (নিউমোনিয়া রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ৪৯ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়)। আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস হইলে প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম। বক্ষের কষ্টানুভূতি। বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ঃ—হৃৎপ্রদেশে অবিশ্রান্ত, মৃদু ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। হৃৎপিণ্ডস্পন্দন উচ্চতর শব্দবিশিষ্ট এবং প্রবল ; ধমনী মণ্ডলের অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঃ—শোণিতসম্পন্ন স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর অত্যধিক রক্তাধিক্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র হওয়ার পর ঋতুসংশ্রবীয় উদরশূল। ঋতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের শোণিতাধিক্য ; শরীর শোণিতসঞ্চয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল বাহিয়া লম্বভাবে সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্ত্তমানতা।

চিকিৎসা।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ ঃ—ডাং ইলিয়ট ভিরেট্রাম ভিরিডির নিম্নক্রম মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহের পক্ষে

banglabooks.in

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য, দ্রুত নাড়ী এবং আক্ষেপের বা কন্‌ভালসনের উপক্রম হইলে পরে প্রভূত দুর্ব্বলতা জন্মে।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্।—সর্ব্বাঙ্গী ধনুষ্টঙ্কার রোগে **ভিরেট্রাম ভিরিডির** বিশেষ কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। অবস্থাবিশেষ রোগাক্রমণের উপক্রমলক্ষণের আরম্ভে প্রদত্ত হইলে রোগের বাধা জন্মাইয়া ইহা মহদুপকার সাধন করে। অভিঘাতিক রোগের ক্ষত স্থানে অসহনীয় যন্ত্রণাকর বেদনা হইলে ধনুষ্টঙ্কারের উপক্রমলক্ষণ দৃষ্ট হইতে পারে; এ অবস্থায় **ভিরেট্রামের** প্রয়োগে রোগাক্রমণ নিবারিত হয়। এস্থলে ইহা **হাইপেরিকাম্** সহ তুলনীয়। অন্যান্য কতিপয় ঔষধেরও অবস্থানুসারে উপরিউক্তরূপ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়—জ্বর, উৎকণ্ঠা, পেশীনিচয়ের আততভাব, চন্‌চনি এবং অসাড়তা থাকিলে **একনাইট,** এবং ক্ষতে পূয়সঞ্চার হইলে অথবা হঠাৎ পূয়স্রাব রুদ্ধ হইলে **বেল, সিকুটা** এবং সম্ভবতঃ **এক্সাষ্টুরা** রোগের বাধা জন্মাইতে পারে।

সূতিকাক্ষেপ বা পিয়রপিরেল কন্‌ভালসন।—**ভিরেট্রাম ভিরিডির** সূতিকাক্ষেপরোগে মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন রোগী সন্ন্যাসরোগবৎ অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং তদবস্থাতেই তাহার আক্ষেপ হয়। আক্ষেপের বিরতিকালেও জ্ঞান হয় না, রোগী গভীর নিদ্রামগ্ন থাকে। রোগীর মুখমণ্ডল আরক্ত ও চক্ষু রক্তপূর্ণ, এবং তাহার অঙ্গাদির প্রচণ্ড আক্ষেপিক সঙ্কোচন হয়।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ; ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ; নিউমোনিয়া।—এই সকল রোগের প্রথম বা রক্তাধিক্যের অবস্থায় **ভিরেট্রাম ভিরিডি** অনেক স্থলে রোগ অঙ্কুরে বিনাশ

banglabooks.in

করিতে সক্ষম। একনাইটের ন্যায়ই সবল, রক্তসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা উপযোগী। অত্যধিক তীব্র শরীরতাপ, এবং পূর্ণ, কঠিন, লম্ফমান ও দ্রুত নাড়ী ইহার প্রদর্শক। শরীরতাপ ও নাড়ীর উপরিউক্ত অবস্থার প্রশমন হইলে ইহার কার্য্যকারিতার অভাব হয়। একনাইটের মৃত্যুভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা ইহাতে না থাকায় উভয়ের প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ফেরাম ফস্‌ও এই সকল রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যাবস্থার ঔষধ। উৎকণ্ঠা প্রভৃতি না থাকায় এক হইতে, এবং স্থূল ও কোমল নাড়ীর বর্ত্তমানতা এবং শরীরোপরি স্থানে স্থানে অলীক শোণিতপ্রাধান্যের চিহ্নের উপস্থিতিতে উভয় হইতে ফেরাম ফস্‌ প্রভেদিত হয়।

ভিরেট্রাম ভিরিডি নিউমোনিয়ারোগে বক্ষের অতি প্রবল রক্তাধিক্য জন্মে, এবং ধমনীমণ্ডলের অত্যধিক উত্তেজনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষের কষ্ট এবং বিবমিষা ও বমন প্রভৃতি আমাশয়লক্ষণ উপস্থিত হয়। এরোগে বক্ষের প্রগাঢ় রক্তাধিক্যের বর্ত্তমানতায় ইহা স্যাঙ্গুই-নেরিয়া সহ তুলনীয়; প্রভেদ এই যে, রোগের প্রাথমিক রক্তাধিক্যের অবস্থা শেষ হওয়ার পর ফুসফুসের ঘনীভূততা বা হিপেটিজেষণ উৎপন্ন হইলে ভিরেট্রাম নিষ্ক্রিয় হয়, অপরের তাহাতে কার্য্য-কারিতার শেষ হয় না। ফলতঃ ভিরেট্রাম, স্যাঙ্গুইনে-রিয়ার ন্যায় টাইফয়েড আদি পরিবর্ত্তনকর ঔষধ নহে। ইহার জ্বর অত্যন্ত প্রবল, হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি প্রচণ্ড এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন, লম্ফমান ও দ্রুত থাকে। জিহ্বোপরির ঠিক মধ্য বাহিয়া লম্বভাবের সূক্ষ্ম ও লোহিতবর্ণ রেখার বর্ত্তমানতা ইহার অতি স্পষ্টতর প্রদর্শক। ইহার রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের অধঃঅংশের বায়ুকোষনিচয় বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ হইতে থাকে। ইহার নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ;

banglabooks.in

একনের নাড়ী কঠিনস্পর্শ ক্ষুদ্র, ত্বরিৎ গতিবিশিষ্ট এবং ক্ষণস্থায়ী স্পন্দনযুক্ত ও দ্রুত।

হৃৎপিণ্ড বিকার—বিবৃদ্ধিসহ প্রসারণ বা হাইপার-ট্রফি উইথ্ ডাইলেটেষণ; হৃৎপিণ্ড ও তদ্বেষ্ট প্রদাহ।—**ভিরেট্রাম্ ভিরিডি** মস্তিষ্কের তলভাগ এবং মেরুমজ্জার ঊর্দ্ধাংশের শোণিতাধিক্য উৎপন্ন করায় নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ডশাখা সংস্রবে হৃৎপিণ্ডের প্রবল উত্তেজনা হয়। পরে তাহার প্রতিক্রিয়াবস্থায় উপবেশনের চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছার ভাব, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হৃৎপিণ্ড দৌর্ব্বল্য জন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের প্রগাঢ় শক্তিহানির লক্ষণ উপস্থিত হইলে অবশেষে রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। শোণিত সঞ্চলনযন্ত্রমণ্ডলের প্রথমোক্ত উত্তেজনার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে হৃৎ-বিবৃদ্ধি ও সহকারী হৃৎপ্রসারণ রোগও উপযুক্ত সাবধানতা সহ অনেক কাল ব্যাপিয়া **ভিরেট্রাম্** প্রয়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে। রক্তসঞ্চলনযন্ত্রের উপরিউক্ত রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎবেষ্টের প্রদাহরোগেও ফলপ্রদ।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৮ (LECTURE. LVIII.)

১। ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। ২। ব্যারাইটা এসেটিকা। ৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা।

১। ব্যারাইটা কার্ব্বনিকাম্ (Baryta Carbonicum)।

উপচয় :—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে; আহারান্তে; রুগ্ন শরীরস্থান ধৌত করিলে; প্রাতঃকালে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশম :—মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণকালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; শরীর-চালনায়।

সম্বন্ধ :—ব্যারাইটা কার্ব্বনিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—এন্টি টা, বেল, ক্যাম্ফ, ডাল্কা, জিঙ্ক। স্থূল মাত্রার—সাল্‌ফেট অব সোডা অথবা ম্যাগ্নেসিয়া।

যাহার পূর্ব্বে অথবা পরে প্রযোজ্য—সরি, সাল্‌ফ, টুবার্কু।

অসম্মিলন—গণ্ডমালা ধাতুতে ক্যাল্কের পর।

তুলনীয় ঔষধ :—এলুমি, বেল, ক্যাল্কে কা, ক্যাল্কে আই, কষ্টি, জেল্‌স্, আয়ডি, মার্ক, মার্ক-বিন-আয়, লাইক, ফস্, সিপি. সিলিক, সাল্‌ফ।

ক্রিয়া :—ব্যারাইটা কার্ব্ব একটি প্রভূত পোষণবিভ্রাটকারী বস্তু। দেহোপাদানের, বিশেষতঃ গলদেশের বহিরাভ্যন্তরগ্রন্থির উপাদানের পোষণের বিশৃংখলা জন্মাইয়া ইহা তাহার বিশেষ প্রকারের পোষণাপকৃষ্টতা উৎপন্ন করে। বৃহৎ মস্তিষ্কের (cerebrum) ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের

banglabooks.in

ইহা প্রথমে উত্তেজনা এবং পরে অবসাদ উপস্থিত করায় রোগীর যে অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা মানসিক ও শারীরিক জড়ত্বের তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইহা জড়প্রায় অতি বৃদ্ধদিগের এবং গণ্ডমালাধাতুর জড়ভাবাপন্ন শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ।

লক্ষণ।

মনঃ—বিস্মৃতিশীল; এখনই কি করিয়াছে তাহা স্মরণ থাকে না। অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য; শিশুস্বভাব বৃদ্ধব্যক্তি। স্মরণ-শক্তির হ্রাস; শিশু কিছু স্মরণ রাখিতে বা শিক্ষা করিতে পারে না। আত্মবিশ্বাসহীনতা। অপরিচিত লোক দেখিলে ভীতি, স্ত্রীলোকেরা মনে করে তাহাদিগের দোষ ধরিতেছে ও তাহাদিগকে দেখিয়া হাস্য করিতেছে। শিশুর খেলায় মন যায় না। ভীতি এবং কাপুরুষতা।

মস্তকঃ—শিশুস্বভাব বৃদ্ধদিগের সন্ন্যাস ও শিরোঘূর্ণন। গোল-মাল শব্দে, বিশেষতঃ মানুষের কথায় সন্ধ্যাকালীন শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

জাগ্রৎ হইলে মূর্দ্ধাধঃদেশে ও মস্তিষ্কে মস্তকপশ্চাৎ অভিমুখীন চাপ ও গ্রীবাকাঠিন্য। মূর্দ্ধাদেশে চাপের সহিত খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা সূর্য্যতাপে দাঁড়াইলে সম্পূর্ণ মস্তক ভেদ করিয়া বিস্তৃত। মস্তক-শীর্ষে টাক। মস্তকের শায়িতপার্শ্বের ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণুতা চুলকাইলে বর্দ্ধিত। শুষ্ক বা আর্দ্র ছালযুক্ত পুষ্পপীড়কা। মস্তকত্বকে কোষগর্ভ অর্ব্বুদ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানঃ—আহারান্তে ও প্রাতঃকালে দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য এবং চক্ষুসম্মুখে জালদৃষ্টি। সন্ধ্যাকালে কর্ণে প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ ও ঘণ্টাধ্বনিবৎ এবং গুণ গুণ ও রুণু রুণু শব্দ। শ্রবণশক্তির হ্রাস। হাঁচিলে, গলাধঃকরণ-

banglabooks.in

ক্রিয়ায় এবং দ্রুত ভ্রমণে কর্ণমধ্যে কিছু বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় কর্ কর্ শব্দ। সবলে নাসিকা ঝাড়িলে কর্ণে শব্দের প্রতিধ্বনি।

স্নায়ুঃ—স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা, সম্পূর্ণ স্নায়ুরই উত্তেজনা। দিবসে শরীরের ঝাঁকি ও চমক্। অত্যন্ত বলক্ষয়; রোগী দাঁড়াইতে পারে না, হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়ে; ক্লান্ত বোধ করায় সর্ব্বদাই শয়নের ইচ্ছা। সম্পূর্ণ শরীরের গুরুত্ব, শরীরোপরি ত্বক কঠিনরূপে আটা থাকার অনুভূতি ও তাহার আততভাব।

মুখমণ্ডলঃ—মুখ পাণ্ডুর ও স্ফীত। মুখোপরি মাকড়সার জাল বিস্তৃত থাকার ন্যায় তাহার আততভাব। মুখ বন্ধ করিতে চুয়ালের সন্ধিতে বেদনা।

চক্ষুঃ—চক্ষুর প্রদাহ ও শুষ্ক বোধ। আলোকে চক্ষু ঝল্-সিয়া যায় ও বেদনা করে এবং অন্ধকারে চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়।

কর্ণঃ—দক্ষিণ কর্ণাধঃদেশের গ্রন্থি স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। কর্ণে আকৃষ্ট ও বিদ্ধবৎ বেদনা। দক্ষিণ কর্ণাস্থিতে বিদ্ধ ও আকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা; কর্ণে চুলকনা।

নাসিকাঃ—নাসিকার অদম্য শুষ্কতা; ঘন ও পীতবর্ণ শ্লেষ্মার স্রাব। স্থূলোদর শিশুদিগের সর্দ্দিতে নাসিকা ও ঊর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত। নাসিকা হইতে বারম্বার রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্রঃ—অনুভূত হয় যেন স্বরযন্ত্রে ধূম অথবা আলকাতরার শ্বাস গৃহীত হইতেছে। ফুস্ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে বৃদ্ধদিগের শ্বাসরোধকর সর্দ্দি। কাসিলে বক্ষের টাটানি।

মুখগহ্বরঃ—বিদীর্ণ ও ক্ষতযুক্ত জিহ্বায় চন্‌চনি ও জ্বালাযুক্ত বেদনা। বৃদ্ধদিগের জিহ্বার পক্ষাঘাত; কথা কহিতে পারে না। মুখগহ্বর রসবিম্বপূর্ণ, তালু ও গণ্ডাভ্যন্তরে তাহার আধিক্য। মুখে অনেক

banglabooks.in

কঠিন শ্লেষ্মা। মুখ শুষ্ক; অতিশয় তৃষ্ণা। জিহ্বা লেপযুক্ত হইলে মুখের বিস্বাদ অথবা অম্লাস্বাদ। দন্তমাড়ি হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব।

গলাভ্যন্তর:—কোন বস্তু গলাধঃ করিতে গলাভ্যন্তরে চনচন করে, শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার অধিকতর চনচনি। টনসিলগ্রন্থির পুরাতন দড়কচড়াভাব; শৈত্যসংস্পর্শ হইলেই তাহার প্রদাহ জন্মে এবং তাহা পাকিবার উপক্রম হয়। গলার সঙ্কোচন; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বোধ যেন গলাভ্যন্তরে একটা ছিপি আছে। আহারান্তে, উপবেশনাবস্থায় এবং লিখিবার সময় মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন থাইরইড্ গ্রন্থি অভ্যন্তর পার্শ্বে চাপিত হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাসের রোধ হইতেছে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বোধ যেন পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের সম্মুখে একটা অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লি রহিয়াছে। হনুঅধঃ বা সাবম্যাক্সিলারি গ্রন্থির বেদনাযুক্ত দড়কচড়াভাবের স্ফীতি।

উদর:—উদর স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং বেদনাযুক্ত। শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ:—গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত। গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। কটিদেশে বিস্তৃতভাবের বেদনা।

ত্বক:—গ্রীবাদেশে বসাময় অর্ব্বুদ (ফ্যাটী টিউমার)। ত্বকের স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব। ত্বক আর্দ্র ও ক্ষতযুক্ত; চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট্।

প্রদর্শক লক্ষণ।— শরীরের আকার বা গঠন এবং মানসিক লক্ষণের বিশেষতা।—ব্যারাইটা কার্ব্ব গণ্ডমালাধাতু সংশোধনকারী প্রধান ঔষধ মধ্যে অন্যতম। শিশুরোগে ইহা ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব ও সিলিসিয়া সহ তুলনার যোগ্য। কেননা শারীরাকৃতি ও মানসিক লক্ষণ বিষয়ে ইহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ব্যারা কার্ব্বের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার বিশেষতাসম্বন্ধীয় জ্ঞান

banglabooks.in

জন্মিলেই রোগচিকিৎসায় আমরা অনায়াসে ইহার যথোপযুক্ত স্থান নিরূপণে সমর্থ হইতে পারি।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—গণ্ডমালাধাতুর খর্ব্বাকৃতি শিশু, যাহাদিগকে শরীরায়তনের শীঘ্র বৃদ্ধি হয় না; স্থূলোদর ও বৃহৎ মস্তক; শীর্ণশরীর; স্ফীত মুখমণ্ডল; পদে ঘর্ম্ম; গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা; মানসিক জড়তা; কিছুই স্মরণ থাকে না; শিশুসুলভ ক্রীড়ায় প্রবৃত্তিহীন; বিলম্বে কথা কহিতে শিখে।

ব্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব—স্থূল ও স্ফীত শরীরবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশু; শরীরায়তনের স্থূলত্বের দ্রুত বৃদ্ধি; গামলার পিঠের ন্যায় ন্যুব্জ ও স্থূল উদর; বৃহৎ মস্তক; ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা; মস্তক ও গ্রীবায় অম্ল মম্ল; পদ আর্দ্র ও শীতল। মানসিক প্রকৃতিতে ভীরু, আলস্যপরবশ ও জড়বুদ্ধি। ক্রোড়বিষয়ে উদাসীনতা।

সিলিসিয়া—গণ্ডমালা ধাতুর ক্ষুদ্র ও শুষ্কশরীর শিশু; বৃহৎ মস্তক; বিশেষতঃ সম্মুখমস্তকরন্ধ্র অসম্পূর্ণ; স্থূল ও গোলাকার উদর; বৃহৎ ও কদাকার জানু; হাঁটা শিখিতে বিলম্ব হয়; ক্যাঙ্কে হইতে মস্তক ও মস্তকত্বকের নিম্নতর অংশ, গ্রীবা ও মুখ দুর্গন্ধ ঘর্ম্মাবৃত ও শীতল, তাহা **বস্ত্রাবৃত করিলে সহজেই** উষ্ণ হয়; পদ দুর্গন্ধঘর্ম্মযুক্ত। গ্রন্থি বিবৃদ্ধ ও পূযযুক্ত।

মানসিক অসহিষ্ণুতা; একগুঁয়ে, খামখেয়ালি; ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে; চঞ্চল, অস্থির, সহজেই চমকিয়া উঠে; লেখাপড়ায় সহজে ক্লান্তি জন্মে, চিন্তা করা সহ্য করিতে পারে না।

বৃদ্ধগণ মানসিক ও শারীরিক জড়তাবশতঃ শিশুবৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে শিশুর ন্যায় আচরণ করে; বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিহীন; মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ দুর্ব্বলতা; টলিতে টলিতে চলে। বৃদ্ধের রোগে এই লক্ষণ ব্যারাইটার প্রদর্শক।

banglabooks.in

সামান্য সিক্ত ও শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন সর্দ্দি হইলেই পুরাতন টন্‌সিলবিবৃদ্ধির স্ফীতি অধিকতর হওয়া ব্যারাইটা কার্ব্বরোগ চিকিৎসায় তাহার প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—জড়তা ;—যুবা ও বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের অকালে বুদ্ধিহানি বা শিশুভাব জন্মিলে **ব্যারা কার্ব্ব** উপকারী ঔষধ। মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূত অবস্থা ইহার কারণ। মস্তিষ্কে অর্ব্বুদ জন্মিলেও এবম্বিধ অবস্থা ঘটিতে পারে। স্নায়ুমাত্রই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী অত্যন্ত ভীরু স্বভাব হয়। অচেনা লোক বা মুখ দেখিলে স্থান পরিত্যাগ করে। সে মনে করে তাহাকে দেখিয়া লোক হাসিতেছে। সহজেই রাগ করে। ডাঃ ট্যালকট বলেন "রোগী মনে করে তাহার জঙ্ঘা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সে হাঁটুর উপর হাটিতেছে"; **ব্যারাইটা** রোগীতে এইরূপ লক্ষণ তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন।

শিরঃশূল ;—বৃদ্ধদিগের শিরঃশূলরোগে **ব্যারা কার্ব্ব** উপকারী। নিদ্রাভঙ্গে, আহারান্তে এবং অগ্নির তাপে ইহা জন্মে ও বর্দ্ধিত হয়। রোগী প্রায় হতজ্ঞান থাকে। **ব্যারাইটাপ্রাভুর** বৃদ্ধদিগের শিরঃশূল ও হতজ্ঞানভাব সন্ন্যাসরোগের পূর্ব্বলক্ষণও হইতে পারে।

সন্ন্যাসরোগ বা এপ্লেক্‌সি ;—**ব্যারা কার্ব্ব** মদ্যপায়ীদিগের সন্ন্যাস রোগের অন্যতম ঔষধ।

মাল্টিপল স্ক্লিরোসিস্ অব ব্রেণ এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড বা মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার গুচ্ছাকার ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলতা।—**ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা** এবং **কার্ব্বনিকা** উভয় ঔষধই এরোগে ব্যবহৃত হইতে পারে। দুগ্ধপোষ্য

banglabooks.in

শিশু ও বালকদিগের মধ্যে এরোগ তাদৃশ বিরল নহে। ইহা তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির জড়ভাব ও তদানুষঙ্গিক পূর্ব্ববর্ণিত অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। বৃদ্ধদিগেরও এবম্বিধ রোগে উপরি উক্ত শিশুরোগবৎ লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগে যে শরীরকম্প জন্মে তাহাতে হায়সায়ামাস্ স্মরণ পথে আইসে।

শিশুমস্তিষ্কের আজীবন ক্রমোৎকর্ষ-হীনতা এবং তাহার ফল স্বরূপ বুদ্ধির জড়ত্বাদি লক্ষণ থাকিলেও **ব্যারাইটা** তাহার উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা **কষ্টিকাম্** সহ তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ ;—অবস্থাবিশেষে শিশু কিম্বা বৃদ্ধ উভয়েরই পক্ষাঘাতরোগে **ব্যারা কার্ব্ব** প্রয়োগ হইতে পারে। জড়ভাবাপন্ন শিশু দেখিতে অতি নির্ব্বোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জিহ্বাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত মুখব্যাদান থাকে এবং বক্ষ ও উদর বাহিয়া অবিরত মুখলালা ঝরে। শিশুর মুখ ভাবহীন। কখন কখন শরীরের কম্প হয় এবং আমরা একাধিক রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইতে দেখিয়াছি। বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের ক্ষয় ও সঙ্কোচন হওয়ায় তাহারা প্রায় শিশুপ্রকৃতি পায় এবং তাহাদিগের উপরি উক্ত বুদ্ধিহানি ও জিহ্বাদির পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃদ্ধদিগের রক্তবহা নাড়ীর উপাদানগত বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। ইহাদিগের উপরি উক্ত ধমনীরোগ **ধমনীপ্রসার বা এনুরিজমে** পরিণত হইলেও ইহা প্রযোজ্য।

দৃষ্টিমালিন্য বা এম্ব্লিয় পাইয়া ;—মস্তিষ্কের পূর্ব্বকথিত বিকার বশতঃ বৃদ্ধদিগের রোগে **ব্যারাইটা** ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ ;—বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতিক অবস্থায় বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে ; কিন্তু রোগী তাহা উঠাইতে না পারায় শয়ন করিলে মৃত্যুকালোপযোগী শ্বাসকৃচ্ছ্র

banglabooks.in

উপস্থিত হয়। ইহাতে **এণ্টি টার্ট** প্রয়োগে সম্পূর্ণ ফল না পাইলে **ব্যারা কা** তাহার কার্য্যসম্পূরকরূপে ফলপ্রদ।

টন্‌সিলাইটিস্ বা টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ।—**ব্যারাইটা কার্ব্ব** ধাতুবিশিষ্ট শিশুদিগের টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহপ্রবণতা থাকিলে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে **ব্যারাইটা** দ্বারা শিশুর ধাতু সংশোধিত ও উপস্থিত রোগ আরোগ্য হয়। এই সকল শিশুর মস্তকে শুষ্ক মামড়ি জন্মে। **ব্যারা কার্ব্ব** ও **মিউ** কনেক্‌টিভ বা যোজকোপাদানের প্রজনন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে; এজন্য সৌত্রিকোপাদানের উপদাহ এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বশতঃ টন্‌সিলাইটিস্ ও অন্যান্য গ্রন্থির স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব জন্মিলে তাহার নিবারণ ও দূরীকরণ দ্বারা ইহা রোগ আরোগ্য করে। সামান্য সিক্ত বায়ু সংস্পর্শ হইলেই এবং ঠাণ্ডা দিনে রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। সহজেই টন্‌সিলে পূয় জন্মে। হনুঅধঃ ও কর্ণের পশ্চাতের গ্রন্থি স্ফীত হয়। **বেলের** ন্যায় গলার দক্ষিণপার্শ্বে ইহার আক্রমণ অধিকতর এবং শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। ডাং ফ্যারিংটন ইহাতে সুরাসার ও জল মিশ্রিত 'ধোবন' ব্যবহার করিতে বলেন। এই রোগ সহ **নাসিকাপশ্চাতের সর্দ্দি** ও তথায় ও উপজিহ্বামূলে মামড়ি জন্মিলে এবং ঊর্দ্ধৌষ্ঠ ও নাসিকা স্ফীত হইলে ইহা উপকারী।

ডাং গুড্‌নো এ রোগে **ব্যারা আয়র** প্রশংসা করেন। রোগ পুরাতন হইলে ডাং টাকারের মতে **ককুলাস্ ভেসিকুলোসাস** উপযোগী হয়।

ক্যাল্‌কে কা—স্থূলকায়, শ্লৈষ্মিক ধাতুর শিশুর রোগে।

ক্যাল্‌কে ফস—পুরাতন রোগ; অস্থিবিকার থাকে।

ইগ্নেসিয়া—অত্যন্ত বৃহৎ টন্‌সিলোপরি অগভীর, প্রশস্ত ক্ষত থাকিলে।

banglabooks.in

হিপার—গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; শ্রবণকষ্ট ; গলদেশে মাছের কাঁটা ফুটিয়া থাকার অনুভূতি।

লাইক—বৃহৎ টন্‌সিলোপরি দড়কচড়াভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত।

ক্যাল্‌কে আই—কোন কোন গ্রন্থিবিবৃদ্ধিরোগে ব্যারাইটার—তুল্য লক্ষণে, বিশেষতঃ স্ফীত টন্‌সিলাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরবৎ গহ্বর থাকিলে।

কোনাম্—বিবৃদ্ধ টন্‌সিল পূয়জননপ্রবণ না হইলে।

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলা ;—গণ্ডমালারোগের অন্যান্য ঔষধ হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ব্যারাইটা রোগ প্রভেদিত করা যায় :—শরীরের শীর্ণতা, উদরের স্থূলতা ; অতিক্ষুধা এবং শরীরের শুষ্কতা ; মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা ; ত্বকে ফুসকুড়ি, সিক্ত ক্ষত এবং অন্য প্রকারের উদ্ভেদ ; শরীরের স্থানে স্থানে ও গ্রন্থিতে প্রস্তরবৎ কঠিন স্ফীতির বর্ত্তমানতা।

গ্রন্থিরোগ বা গ্ল্যাণ্ডুলার অ্যাফেক্‌সন ;—ব্যারা মিউ ও ব্যারা আয়ডির শোষক নাড়ীতে (Absorbent Vessels) বিশেষ ক্রিয়া হয়। ব্যারা মিউ গ্রন্থির প্রস্তরবৎ কাঠিন্য দূরীকরণে সমর্থ। সাল্‌ফার প্রকৃতিবিশিষ্ট গণ্ডমালারোগীর কুচকি, কক্ষ, চোয়ালাধঃ এবং ত্বগধঃ দেশ প্রভৃতির গ্রন্থিস্ফীতি ইত্যাদি রোগ সাল্‌ফার আরোগ্য করিয়া থাকে।

অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লির বা মিসেণ্টারিক গ্রন্থিরোগ প্রযুক্ত ক্ষয় বা টেব্‌স মেসেণ্টারিকা ;—অন্ত্রবেষ্ট ঝিল্লির গ্রন্থির গণ্ডমালারোগ নিবন্ধন শিশুক্ষয়রোগে ব্যারাইটা ফলপ্রদ। শিশুর ভুক্ত বস্তু অন্ননালীপথে নামিয়া যাইবার সময় ক্ষত থাকার ন্যায় বেদনা হয়। আহারান্তে আমাশয়ে অবিশ্রান্ত বেদনা হইতে থাকে। কখন

banglabooks.in

কখন অজীর্ণ ভুক্ত-বস্তুপূর্ণ মলত্যাগ হয়। উদর স্ফীত ও কঠিন এবং পদ সিলিসিয়ার ন্যায় ঘর্ম্মযুক্ত থাকে।

আয়ডিন—ব্যারাইটার ন্যায় ইহাও জড়ভাবের রোগীর পক্ষে উপযোগী। গাত্রবর্ণাদিবিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। আয়ডিন রোগীর ত্বক ঈষৎ পীতাভ এবং কেশ ও চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ; রোগীর ভয়ানক ক্ষুধা হয়, যে পর্য্যন্ত না খায় খিট্‌খিট ও ক্রন্দন করে এবং যতই আহার করুক, কিছুকালের জন্য মাত্র তৃপ্ত থাকে; আহার গায় লাগে না, রোগী শীর্ণ হইতে থাকে। "অসহনীয় খিট্‌খিটে স্বভাব" এরোগে ইহার বিশেষ লক্ষণ।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্—খর্ব্বাকৃতি, জড়-প্রায় অলস এবং দুর্ব্বল স্মরণশক্তিবিশিষ্ট শিশু। ইহাদিগের গ্রীবাগ্রন্থি স্ফীত, উদর বড় ও গোলাকার এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা থাকে। এই সকল ব্যারাইটা রোগী সর্ব্বদা খাই খাই করে; মিষ্ট বস্তু কিম্বা ফল ভালবাসে না এবং সামান্য আহারে তৃপ্ত হয়।

আর্‌টিমিসিয়া এব্রটেনাম—রোগী অনেক খায় অনেক মলত্যাগ করে; আমাশয় ও উদর বেদনা করে এবং উদর স্ফীত থাকে।

ত্বক্‌রোগ—পামা বা একজিমা; দদ্রু বা হার্‌পিজ্।—হস্তপৃষ্ঠে ব্যারাইটার পামারোগ জন্মিলে তাহার ত্বক কর্কশ, শুষ্ক ও বিদারণবিশিষ্ট হয়। ইহা অবস্থাবিশেষে দদ্রুরোগ আরোগ্য করে।

২। ব্যারাইটা এসেটিকা (Baryta Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া—স্থূলতঃ ব্যারাইটা কার্ব্ব হইতে ব্যারাইটা এসেটিকার ক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তথাপি শেষোক্ত ঔষধসহ এসেটিক এসিড থাকায় যে সামান্য কিঞ্চিৎ প্রভেদ ঘটে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া ;—দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের স্নায়ুশূলরোগে ব্যারা এসেট্ প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

৩। ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (Baryta Muriatica)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকার ক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যারাইটা কার্ব্বের তুল্য।

চিকিৎসা।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস্ অরিয়াম্ ;—কর্ণে হুস্‌হুস্, গুণ-গুণ প্রভৃতি শব্দ হইলে ব্যারা মিউ নিবারণ করিতে পারে। রোগী ব্যারাইটার গণ্ডমালালক্ষণযুক্ত থাকে। চর্ব্বণ করিতে ও গলাধঃকরণকার্য্যে কর্ণে শব্দ হয়।

টন্‌সিল গ্রন্থির পুরাতন বিবৃদ্ধি বা ক্রনিক হাইপারট্রফি অফ দি টন্‌সিল এবং তৎসন্নিহিত যন্ত্রের পক্ষাঘাত ;—ব্যারাইটা কার্ব্বের ন্যায়ই ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা টন্‌সিল গ্রন্থির পুরাতন বিবৃদ্ধি-রোগে ফলপ্রদ। ফ্যারিংস্ ও য়ুষ্টেকিয়ান টিউবের পক্ষাঘাতরোগে গলাধঃকরণক্রিয়ায় অথবা হাঁচিতে যদি 'ক্লক্' 'ক্লক্' শব্দ হয় তাহাতে ইহা উপকারী। ইহাতে বেগে মধ্যকর্ণে বায়ু প্রবেশ করে।

এনুরিজম বা রক্তনাড়ীর স্ফীতি ;—কতিপয় এনুরিজম্ রোগ আরোগ্য করায় ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫৯ (LECTURE LIX.)

১। ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা। ২। ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা। ৩। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকা। ৪। ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা। ৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্‌ফরিকা। ৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা।

১। ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা (Calcarea Phosphorica)।

উপচয় :—প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; শরীরচালনায়; প্রদীপাদির কৃত্রিম আলোকে; শৈত্যে; আহারান্তে; রসাল ফলাহারে; বায়ুর পরিবর্ত্তনে অথবা বর্ষণ-সিক্ত হইলে।

উপশম :—শয়নে।

সম্বন্ধ :—কার্য্যপূরক—রুটার। যাহার পূর্ব্বে প্রযোজ্য—আয়, সরি, স্যানিকু, সাল্‌ফার। যাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, আয়, টুবার্কু।

ভুলনীয় ঔষধ :—ব্যারা কা, বার্ব্বেরিস, ক্যাল্‌কে কা, ফ্লুয় এসি, আয়, নাই এসি, ফস, রুটা, সিলিক, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জীবশরীর গঠন সংসৃষ্ট যন্ত্রমণ্ডলে ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকার একমাত্র ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাকে "টিস্যু রেমিডি" বা শরীরযন্ত্রের গঠনবিকার সংশোধনকারী ঔষধ বলা যায়; কেননা ইহা শরীরোপাদাননিচয়ের, বিশেষতঃ অস্থি ও গ্রন্থিমণ্ডলের অসম্যক পরিপোষণ প্রযুক্ত ও অসম্পূর্ণ কোষিক স্ফুরণ ক্ষয় এবং ধ্বংস নিবারণে সক্ষম হইয়া থাকে। শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা উপযোগী। পুষ্টিহীন, পাতলা এবং শীর্ণকায় শিশুর উদর বসিয়া যায় ও শিথিল

banglabooks.in

হইয়া পড়ে এবং সে গ্রন্থি ও অস্থিরোগপ্রবণ হয়। মস্তক বৃহত্তর হয় এবং মস্তকের উভয় রন্ধ্র, বিশেষতঃ মস্তক-পশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধ্র, অসম্পূরিত থাকে। মস্তকাস্থিনিচয় অস্বাভাবিক পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ হয়। শিশু যথাকালে হাঁটিতে শিখে না; দুর্ব্বলতা বশতঃ মেরুদণ্ড দেহবহনে অসমর্থ হয়; দুর্ব্বল ও কৃশ গ্রীবা মস্তকধারণে অক্ষম থাকে। ফলতঃ শিশু কদাকার এবং খঞ্জত্ব প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

মন।—শিশু ক্রোধী ও খিটখিটে। অমনোযোগী, চিন্তাসাধ্য কার্য্যে অক্ষম।

মস্তক।—পশ্চাৎ মস্তকোর্দ্ধে বরফ সংলগ্ন থাকার ন্যায় ও মস্তকোর্দ্ধে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি; মস্তক তপ্ত; কেশমূলের চন্‌চনি। মস্তকের অস্থায়ী রন্ধ্র বিলম্বে সম্পূরিত হয় অথবা সম্পূরিত রন্ধ্রের পুনরায় অসম্পূর্ণতা জন্মে। মস্তকের, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাতের অস্থি কোমল ও পাতলা থাকে এবং চাপিলে কাগজের ন্যায় কর্‌কর্ করে।

নিদ্রা।—অদম্য নিদ্রাবেশে মুখব্যাদন করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গ হয় না।

স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা; অবসাদ; ক্লান্তি; শিশু চলিতে শিখে না অথবা তাহাতে অক্ষম থাকে। হস্ত ও পদের কম্প। শিশু চিতভাবে শয়ন করিলে চমকিয়া উঠে, পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহা নিবারিত হয়। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শরীরস্থানে স্পর্শজ্ঞান থাকে।

মুখমণ্ডল।—মুখে, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধ চুয়ালাস্থির দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত স্থান বাহিয়া বেদনা; বেদনা অন্যান্য স্থান হইতে মুখে আইসে অথবা মুখ হইতে অন্য স্থানে যায়। ঊর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত, কথন বা বেদনাযুক্ত ও কঠিন থাকে এবং জ্বালা করে।

banglabooks.in

চক্ষু ;—আলোকে, বিশেষতঃ বাতির এবং গ্যাসের আলোকে চক্ষু-বেদনা।

কর্ণ ;—কর্ণে শোঁ শোঁ প্রভৃতি শব্দ। মধ্য ও বহিষ্কর্ণ স্ফীত, লাল, টাটানি ও চুলকণাযুক্ত এবং তপ্ত। কর্ণ হইতে ক্ষতকর স্রাব।

নাসিকা ;—শীতল গৃহে সর্দ্দি ঝরে ; উষ্ণ বায়ুতে ও গৃহের বাহিরে শুষ্ক হয়। অপরাহ্ণকালে রক্তস্রাব।

মুখগহ্বর ;—জিহ্বাগ্রে ক্ষত, জ্বালা ও অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা। শিরঃশূলে প্রাতঃকালে মুখ তিক্ত থাকে।

গলাভ্যন্তর ;— ক্ষতভাবের টাটানি ; গলাধঃকরণক্রিয়ায় বৃদ্ধি।

আমাশয় ;—অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে আহারের অভ্যাস না থাকিলেও অস্বাভাবিক ক্ষুধা ; শিশু সর্ব্বদাই দুগ্ধপান করিতে চাহে। আহারের চেষ্টা করিলেই উদরে বেদনা। পূর্ণ ভোজনের পর বুকজ্বালা ও অন্যান্য কষ্ট।—উদ্গার উঠিলে আমাশয়োপরি জ্বালা। আমাশয় স্থানে খালি খালি ও দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ। গলা পাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা উঠাইলে বমন। শিশুদিগের বমন করিতে কোন কষ্ট হয় না। আমাশয়োপরি জ্বালা ও মুখে জল ওঠা। আমাশয়-প্রসারিত বোধ।

উদর ;—নাভির চতুঃপার্শ্বে কনকনানিযুক্ত টাটানি, দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণে নিবৃত্তি। উদরে জ্বালা। কর্ত্তন ও চিমটি কাটার ন্যায় তীক্ষ্ণ উদরশূলের পর উদরাময়।

মল ও মলদ্বার ;—অতি দুর্গন্ধ উদরাময়। রসাল ফল ও আপেলের মদ্যপানে ও বিরক্ত হইলে উদরাময়; বিষ্ঠায় পূয়ের ন্যায় শুভ্র ও বিন্দু বিন্দু পদার্থ অথবা ছিবড়া থাকে এবং অল্প পরিমাণ বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয়। মলদ্বারের ক্ষতভাব তাহার বাহিরে

banglabooks.in

অধিক থাকে এবং তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা, জ্বালা ও দপ্‌দপানি হয়। মলদ্বারে চুলকনা।

মূত্রযন্ত্র।—কোন বস্তু উত্তোলন করিলে এবং নাক ঝাড়িলে কিড্‌নি-প্রদেশে ভয়ানক বেদনা। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

পুংজননেন্দ্রিয়।—গাড়ীতে ভ্রমণকালে কামেচ্ছাহীন লিঙ্গোত্থান। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল মধ্যস্থ প্রদেশ ভেদ করিয়া তীরবেধবৎ বেদনা লিঙ্গমধ্যে যায়। অণ্ডকোষ স্ফীত, অণ্ডকোষবেষ্টক ত্বক ক্ষতযুক্ত থাকে ও তাহা হইতে রস নিঃসৃত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুপ্রদেশে দুর্ব্বলতা ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি, মলমূত্রের নির্গমনকালে অধিকতর। কেশমুক্ত স্থানের ঊর্দ্ধাভিমুখে চাপ। কামোদ্দীপনার অনুভূতিবশতঃ বোধ যেন জননেন্দ্রিয়াংশনিচয় রক্তপূর্ণ হইতেছে, তাহার সকল স্থানই দিপ দিপ করে এবং কামেচ্ছার বৃদ্ধি হয়। যুবতীদিগের অতি শীঘ্র উজ্জ্বল এবং লোহিত, বয়স্কাদিগের অতি বিলম্বে কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রথমে উজ্জ্বল লোহিত পরে কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব। লবণাক্ত বলিয়া শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করে না। অণ্ডের শুক্লাংশের ন্যায় শ্বেতপ্রদরের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গ। স্বর পরিষ্কার করিবার জন্য গলা খাঁকর দেওয়ার বা কাসিবার আবশ্যকতা। অনৈচ্ছিক দীর্ঘশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস অধিকতর দ্রুত, খর্ব্ব এবং কষ্টকর। বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ রজনী ১০টা পর্য্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, শয়নে উপশমিত এবং উত্থানে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—সামান্য বায়ুসংস্পর্শেই গ্রীবার রসবাতিক বেদনা ও কাঠিন্য জন্মিলে মস্তকের জড়ভাব গ্রীবাতে থল্লীবৎ বেদনা, প্রথমে এক পার্শ্বে পরে অন্য পার্শ্বে হয়। পৃষ্ঠশূল ও জরায়ুর বেদনা।

banglabooks.in

কটির টাটানি নিবন্ধন বোধ যেন সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট ও ভগ্ন। অংস-ফলকাস্থির অধঃদেশে দপ্‌দপানি বা হঠাৎ আকৃষ্টতা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—স্কন্ধ এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা। হস্তের নখের চতুঃপার্শ্বে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন ক্ষত হইয়াছে।

নিম্নাঙ্গ।—নিম্নাঙ্গে ঝিন্‌ঝিনি ধরে এবং রোগী অস্থির ও উৎ-কণ্ঠাযুক্ত হওয়ায় তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয়। ক্লান্ত, দুর্ব্বল এবং অস্থির পদের বিড়্‌বিড়ি ও চন্‌চনি। ভ্রমণ করিতে জানুসন্ধির ঊর্দ্ধে বেদনা। জঙ্ঘাপশ্চাতে খল্লীবৎ বেদনা।

অঙ্গসাধারণ।—বর্ষণ জলে সিক্ত হইলে নিতম্ব এবং অঙ্গাদির সর্ব্বস্থানেরই চতুঃপার্শ্বে বেদনা ছুটিয়া বেড়ায়। অঙ্গাদির কনকনানি ও ক্লান্তি।

জ্বর।—শরীরে বারম্বার কম্প বিচরণ করে। রজনীতে শরীরাংশ বিশেষে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—শিশুদিগের বিশেষপ্রকারের শরীরাকৃতি ও পোষণ-বিকার ইহার প্রধান প্রদর্শক। ক্যাল্কেরিয়া সহ ফস্‌ফরাসের রাসায়নিক সংমিলনে এই ঔষধ গঠিত; এজন্য ইহার রোগীতে উভয় ঔষধের-মিশ্রিত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। শিশুতে ক্যাল্কে কার্ব্বের পোষণবিকার দৃষ্ট হইলেও তাহার ন্যায় ইহাতে রোগী স্থূলকায় হয় না। রোগী ফস্‌ফরাসবৎ একহারা গঠনের ও শীর্ণ থাকে। উদর সারি-ন্দার গহ্বর (খোলের) বৎ ও শিথিল হয়। অধি-কাংশ সময়ে মস্তকপশ্চাতের অথবা সম্মুখের অস্থায়ী রন্ধ্র অসম্পূর্ণ থাকে বা সম্পূরিত রন্ধ্র পুনরায় মুক্তভাব ধারণ করে। ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব রোগী ডিমের ভক্ত হয়; ক্যাল্কে ফস্ লবণ ও রন্ধিত মাংস খাইতে চাহে। ইহার শিশুরোগী উদরাময়প্রবণ হওয়ায় তাহার অধিকাংশ

banglabooks.in

রোগ সহ উদরাময় থাকে। ইহার **সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও উষ্ণ মলত্যাগ সহ পট পট শব্দে প্রচুর বায়ু নিঃসরণ হওয়া** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শিরঃশূলে **ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌** উপযোগী। বালকদিগের বর্দ্ধমান শারীরিক অবস্থায় রক্তহীনতা জন্মিলে মস্তকশীর্ষে ইহার শিরঃশূল হয়।

হাইড্রকেফেলাস্‌ বা মস্তিষ্কোদক।—পাণ্ডুর অথবা ঈষৎ পীতাভ মুখাবয়ববিশিষ্ট শিশুদিগের মস্তিষ্কোদকরোগে **ক্যাল্‌কেফস্‌** উপকারী। ইহাদিগের কর্ণ ও নাসিকাগ্রের শীতলতা এবং সবুজবর্ণ, ক্লেদযুক্ত ও পাতলা উদরাময় থাকে; শিশু সর্ব্বদাই খাই খাই করে এবং আলু (Patato), শ্বেতসারময় খাদ্য ও লোনা মৎস ভক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করে; শীঘ্র দন্তোদ্গম হয় না। তরুণ ও প্রবল মিনিঞ্জাইটিসরোগাস্তিক মস্তিষ্কোদকরোগের প্রথমাবস্থায় কন্‌ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রবল লক্ষণের বর্ত্তমানতায় **বেল** প্রয়োগে রোগ নিবারিত না হইয়া উপরি লিখিত অবস্থায় নীত হইলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। কলেরা প্রভৃতিতে জৈবরসক্ষয়রোগের কারণ হইলে **সিঙ্কোনার** প্রয়োগে রোগের শান্তি না হইলেও ইহাই প্রায় একমাত্র জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। কলেরা রোগাস্তিক মস্তিষ্কোদকরোগে **জিঞ্জাম্‌** ইহার তুল্য হইলেও তাহার পদের সুস্পষ্ট চঞ্চলতা (Fidgety motion) প্রভেদক থাকে।

দন্তরোগ।—দন্ত যথাসময়ে পরিপুষ্ট হয় না ও বিলম্বে দন্তোদ্গম ঘটে। থস্‌থসে শরীর, শীর্ণ শিশু, যাহাদিগের মস্তকপশ্চাতের অস্থায়ী রন্ধ্র (Fontanelles) অসম্পূর্ণ থাকে এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে **ক্যাল্‌কেফ্‌** সুতাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

banglabooks.in

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূল। ডাং লিভেট্ এস্থলে সিপিয়াকে অব্যর্থ মনে করেন।

টন্‌সিলাইটিস্।—গণ্ডমালাশিশুদিগের পুরাতন টন্‌সিলাইটিসরোগে গ্রন্থি থস্‌থসে ও ফেকাসে হইলে এবং কোষগ্রন্থি বা ফলিকলের পুরাতন প্রদাহ, ও বধিরতা থাকিলে **ক্যাল্‌কে ফস্** অমোঘ ঔষধ। **ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োডিতে** গ্রন্থি ব্যারাইটার ন্যায় কঠিন, লোহিত বর্ণ এবং গিট পূর্ণ থাকে। **ব্রমিণের** গ্রন্থি লাল, স্ফীত এবং কৈশিক ধমনীজালে আবৃত দেখা যায়। **লাইকর** পুরাতন প্রদাহযুক্ত গ্রন্থির উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়। **ফেরাম ফস্‌ের** রক্তপূর্ণ বৃহত্তর গ্রন্থির স্ফীতি দেখিতে ও স্পর্শে মসৃণ থাকে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—শরীরের অত্যন্ত শীর্ণতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং শুষ্ক ও লবণাক্ত মাংস (শূকরের) আহারে প্রবল লালসা প্রভৃতি থাকিলে শিশুকলেরারোগে **ক্যাল্‌কে ফস্** প্রদর্শিত হয়। অতিরিক্ত শর্করা ভোজন প্রযুক্ত শিশুকলেরায় **আর্জ্জেনাই** প্রযোজ্য। **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** শিশুকলেরায় অণ্ডভোজনে প্রবল ইচ্ছা, বড় বড় চাপবাঁধা ছানার বমন এবং ঈষৎ সবুজ অজীর্ণ, জলবৎ ও অম্লগন্ধের উদরাময় থাকে এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়।

ফেরাম ফস্—গ্রীষ্মকালীন উদরাময় বা কলেরারোগে অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত মলত্যাগ হইলে শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রুবসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগ এবং রক্তহীনতা।—অল্পবয়স্কা যুবতীদিগের এই রোগে **ক্যাল্‌কে ফস্** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহা সাধারণতঃ "গ্রিণ সিকনেস্" নামে খ্যাত। যুবতীদিগের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গীদিগের, বর্ণ শাদাটে, ওষ্ঠ ও

banglabooks.in

কর্ণ প্রায় শুভ্র থাকে এবং চক্ষু অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়; ইহাদিগের বিকৃত হাঁসি রুগ্নভাব প্রকাশ করে। মুখ কখন কখন ঈষৎ হরিদ্রাভ থাকে। ঋতু অতি শীঘ্রাগত হয়। ক্যাল্‌কেরিয়া সল্‌ফ মাত্রই রক্তহীনতার অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য।

গণ্ডমালাধাতুদোষযুক্ত রোগীর উদরের স্ফীতি এবং শিরোঘূর্ণন থাকিলে, উপর তলায় উঠিতে হৃৎকম্প হইলে, মাংসে ঘৃণা এবং অম্ল ও গুরুপাক বস্তুতে লালসা জন্মিলে ক্যাল্‌কেরিয়া প্রদর্শিত হয়। এই প্রকার ধাতুদোষযুক্ত ক্রুরসিস্‌রোগীর এলুমিনা অন্যতর ঔষধ। স্তন্যপানাভাবে অসম্যক পোষণ নিবন্ধন শিশুরোগেও এলুমিনা উপযোগী। আমাশয়ান্ত্রিক রোগ নিবন্ধন পুষ্টিহানি ও রক্তহীনতা জন্মিলে নাক্স ভ তাহার ঔষধ। অদম্য ক্রুরসিস্ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে গ্রাফাইটিস কার্য্য করিয়া থাকে। সরিক ধাতুর যুবতীদিগের শ্লেটপেনসিল, খাপরোল (পাৎখোলা) ও চাখড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তু আহারের প্রবৃত্তিও এলুমিনা দ্বারা নিবারিত হয়।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্।—শিশুক্ষয়রোগে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ই আমাদিগের প্রধানতম সহায়। পূর্ব্ব বর্ণিত অসম্পূর্ণ ও বিকৃত গঠন, শীর্ণকায়, লোল চর্ম্ম এবং বৃদ্ধের ন্যায় আকার বিশিষ্ট শিশুর দুর্ব্বল মেরুদণ্ড দেহভারবহনে অশক্ত হওয়ায় মস্তক ঝুলিয়া পড়ে এবং দেহ বক্রতা প্রাপ্ত হয়। শিশু অবিরতভাবে বমন করে, এবং সবুজ, ক্লেদময় এবং অপক্ক ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা সহ প্রভূত বায়ুনিঃসরণ হয়। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও টন্‌সিলের স্ফীতিযুক্ত শিশুর সুস্পষ্ট গণ্ডমালাদোষ থাকিলে ক্যাল্‌কে আই উপকারী।

রসবাত, বা রিউম্যাটিজম্।—ক্যাল্‌কে ফস্‌-প্রাভু বিশিষ্ট পুষ্টিহীন শিশুর বয়সের বৃদ্ধির সহিত অস্থিবিকারলক্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সামান্য আর্দ্রবায়ু সংস্পর্শেই তাহাদিগের সর্ব্বশরীরে

banglabooks.in

কনকনানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়। সামান্য শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় এমন কি শিশুকে কোলে লইতেও ক্রন্দন করিয়া উঠে। ঠাণ্ডা লাগিলেই শিশু শরীরে তাপ বোধ করে এবং অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি ও সন্ধি-নিচয়ের মৃদু প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ক্যাল্‌কে ফস্ ইহার প্রধান ঔষধ। ইহাতে ফল না হইলে সিলিসিয়া প্রয়োগোপযুক্ত। আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শে যদি স্ত্রীলোকদিগের সন্ধির বেদনা উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা উপকারী।

অস্থিরোগ।—অস্থির পোষণবিকার সংশোধনে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌কে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। উপরি উক্ত বিকারগ্রস্ত অস্থি ভগ্ন হইলে তাহার সংযোগ হয় না। অস্থির পুষ্টিসাধন দ্বারা তাহার মিলনের সাহায্য করিতে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা স্থূলকায় শিশুদিগের অস্থি বিকার সংশোধনে সক্ষম।

সিস্ফাইটাস্—অস্থির ভগ্নসীমায় অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা থাকিলেই ইহা উপকারী।

সাল্‌ফার—অস্থিবিকাররোগে শিশু খাই খাই করে, ভুক্তবস্তুর সমীকরণ হয় না বা তাহা "গায় লাগে না"; শরীর শীর্ণ হইয়া যায়।

২। ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটিকা (Calcarea Acetica)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপরে অলীকঝিল্লিকর প্রদাহ উৎপন্ন করায় ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটিকা চিকিৎসাজগতে সুপরিচিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও সঝিল্লিক বা মেম্ব্রেনাস্ ব্রঙ্কাইটিস্ এবং সঝিল্লিক বাধক বেদনা বা রজঃকৃচ্ছ্র আরোগ্য করায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

banglabooks.in

৩। ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়রিকা (Calcarea Fluorica)

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়রিকার সাধারণ ক্রিয়া এই যে ইহা শরীরস্থ স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা উৎপন্ন করিলে রক্তবহানাড়ীর বিস্তৃতি নিবন্ধন ভেরিকজ ভেইনস্ বা শিরা-প্রসারণ ও শোণিতার্ব্বুদ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় গ্রন্থিবিবৃদ্ধি ও অস্থির পুষ্টিহানি উৎপন্ন হওয়ায় গ্রন্থির স্ফীতি ও অস্থির, বিশেষতঃ দন্তের, ক্ষত এবং অস্থির অর্ব্বুদ উৎপন্ন হয়। উপদংশ ও পারদ ঘটিত অস্থিরোগের ইহা অন্যতম মহৌষধ।

অস্থিক্ষত—বস্তিকোটরাস্থি ক্ষত ও বস্তিকোটরের পূয় শোথ; নাসিকাস্থি ক্ষত।—উপদংশ বা পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন বস্তিকোটরাস্থির ক্ষত হইয়া পেল্‌ভিক এবসেস্ বা পূয়শোথ জন্মিলে এবং নাসিকাস্থির ক্ষত ও ধ্বংস হইলে ক্যাল্‌কে ফ্লু দ্বারা উপকার হয়। অস্থির কাঠিন্য, তাহাতে কোঁকড়ানভাবের উচ্চতা এবং খোঁতলানবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক। অস্থির অর্ব্বুদ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—মেনরেজিয়া বা আর্ত্তবাধিক্য; জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুভ্রংশ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থিতিস্থাপক তন্তুবিধানের শিথিলতা বশতঃ জরায়ুর শোণিতবহা নাড়ীর প্রসারণ ও শিথিলতা জন্মিলে ঋতুর আধিক্য, জরায়ুর রক্তস্রাব, এবং শোণিতভারাক্রান্ত জরায়ু শ্লথবন্ধনী হওয়ায় তাহার স্থানচ্যুতি ও স্খলন উৎপন্ন হইলে ক্যাল্‌কে ফ্লু উপকার করিয়া থাকে; বস্তিযন্ত্রে ঠেল মারা ও টানিয়া নামানের ন্যায় বেদনা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

banglabooks.in

পৃষ্ঠশূল ; কটিবাত বা ল্যাম্বেগ।—ক্যালেক্ষ্লুর পৃষ্ঠের কনকনানি বেদনায় মেরুদণ্ডের উত্তেজনার ভ্রম জন্মে। পৃষ্ঠের অধোঅংশে বেদনা হইলে তাহাতে পূর্ণতা ও জ্বালাবোধ হয়। ইহার **কটিবাতে** শরীর চালনার প্রারম্ভে বেদনার বৃদ্ধি ও কিছু কাল চালনার পর তাহার হ্রাস হইয়া যায়। কটিতে টান লাগিয়া **বাত** জন্মিলেও ইহা উপকার করে। **ক্যাল্‌কেরিয়া** ধাতুর বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

অর্ব্বুদ ও স্ফীতি।—ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়রিকার্ অর্ব্বুদ বা স্ফীতির **প্রস্তরবৎ কাঠিন্যই** প্রদর্শক। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের স্তনে অতি কঠিন গিটগিট, কুলের আঠির ন্যায় স্ফীতি ও চাপ জন্মিলে এবং পেশীবেষ্ট ও সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্টে কঠিন স্ফীতি উৎপন্ন হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

৪।—ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা (Calcarea Iodata)।—সাবম্যাক্‌জিলারি বা হনুঅধঃগ্রন্থিপ্রদাহ ; টুবার্কুলার মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ ; কর্ণের পলিপাস্ বা বহু পাদার্ব্বুদ ; জরায়ুর ফ্রাইব্রইড বা তান্তবার্ব্বুদ ; প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর, রজনী ঘর্ম্ম ও সবুজ, পূয়াকার গয়ারের নিষ্ঠীবন হওয়া প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত, দিবারজনীস্থায়ী কাসি প্রভৃতি রোগারোগ্যে ইহা কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

৫। ক্যাল্কেরিয়া হাইপফস্‌ফরিকা (Calcarea Hypophosphorica)।—ডাং ন্যাস ইহাদ্বারা ৮ বৎসর বয়সের একটি বালকের জানুসন্ধির চতুঃপার্শ্ব ব্যাপী একটি অতি বৃহৎ **এব্‌সেস্ বা পূয়শোথ** আরোগ্য করিয়াছেন। তাহাতে টিবিয়াস্থির প্রায় অর্দ্ধাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং বালক জীর্ণ, শীর্ণ ও ক্ষুধাহীন হওয়ায় অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। ট্রিটুরেষণ ১ প্রতি দিন একবার প্রদত্ত হয়। ইনি ইহা দ্বারা অনেক বৃহৎ বৃহৎ পূয়শোথের শোষণ সম্পাদন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। পূয় নিষ্ক্রান্ত হয় নাই।

banglabooks.in

৬। ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা (Calcarea Sulphurica)।

সাধারণ ক্রিয়া।—হিপার সালফার হইতে ইহার ক্রিয়া গভীরতর। পূয় নিবারণে হিপারের কার্য্যশেষ হইলে অর্থাৎ উহা দ্বারা আর যখন কার্য্য পাওয়া যায় না তখন সিলিসিয়ার পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্যাল্কে সাল্‌ফুরিকার ক্রিয়া প্রভূত পূয়জননে পর্য্যবসিত হয়।

চিকিৎসা—স্বতঃই হউক আর অস্ত্র চিকিৎসার ফলস্বরূপই হউক এব্‌সেস্ বা পূয়শোথ হইতে পূয়স্রাব আরম্ভ হইলে যদি তাহা শীঘ্র আরোগ্য না হয় তাহাতে ক্যাল্‌কে সালফ উপকারী। পূয়শোথের ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত পূয় নির্গত হইতে থাকা ইহার প্রদর্শক। টনসিল গ্রন্থি ও কর্ণিয়ার পূয়শোথরোগে, ফুস্‌ফুসের পূয়স্রাবে এবং স্ফোটক অথবা ক্ষত প্রভৃতি হইতে পূয়স্রাব হইলে ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬০ (LECTURE LX.)

লিলিয়েসি জাতীয় ঔষধ।

১। এলিয়াম সেপা। ২। এলোজ।
৩। কন্‌ভ্যালেরিয়া। ৪। লিলিয়াম টিগ্রিণাম্।
৫। প্যারিস্ কোয়াড্রিফলিয়া। ৬। স্কুইলা।

১। এলিয়াম সেপা (Allium Cepa, Onion)।

উপাদেয় :—প্রধানতঃ সন্ধ্যাকালে এবং উষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে।

উপশম :—শীতল গৃহাভ্যন্তরে ও মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ :—কার্য্যপূরক—ফস্, পাল্‌স্ ও থুজার।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্স, এরাম্, ব্রমি, য়ুফ্রে, ইপিকা, পাল্‌স্, স্কুইলা।

সাধারণ ক্রিয়া :—চক্ষুর যোজক ঝিল্লি বা কঞ্জাংটাইভা এবং শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এলিয়াম সেপা প্রধানতঃ কার্য্য প্রকাশ করায় ঐ সকল শৈষ্মিক ঝিল্লি উত্তেজিত হইলে অবিকল সর্দ্দির ন্যায় লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহা আন্ত্রিক শৈষ্মিক ঝিল্লিরও ন্যূনাধিক প্রতিশ্যায় উৎপন্ন করিয়া থাকে।

সাধারণ লক্ষণে রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করে ও শয়ন করিতে বাধ্য হয়। সম্পূর্ণ শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষণস্থায়ী তাপ এবং তৃষ্ণা হয়। সর্দ্দি লাগিলে পর্য্যায়ক্রমে তাপ ও শীতলতা উপস্থিত হইতে থাকে। সম্পূর্ণ শরীর কন কন করে। মুখ, মস্তক, গ্রীবা এবং অন্যান্য স্থানে দীর্ঘ ও সূত্রাকার স্নায়ু ব্যাপিয়া স্নায়ুশূল উপস্থিত হইলে তাহা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মস্তক।—সর্দ্দি হইলে সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে শিরঃশূল জন্মে, উষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়। ললাট পার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ললাট পার্শ্বের শিরঃশূল ললাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চক্ষু মিট মিট করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং বাম পার্শ্বে অধিকতর থাকে।

চক্ষু।—লোহিতবর্ণ চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু থাকে ও তাহা হইতে অত্যধিক অনুগ্র জল নিঃসৃত হয়; বাম চক্ষুতে রোগ অধিকতর থাকে এবং সন্ধ্যাকালে তাহার বৃদ্ধি হয়। চক্ষু চুলকায়, কামড়ায় ও জ্বালা করে। বেদনায় বোধ হয় যেন চক্ষুর পশ্চাৎ পার্শ্ব সূত্র হইতে আল্‌গাভাবে ঝুলিতেছে।

নাসিকা।—নাসিকা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর, জলবৎ স্রাব। উষ্ণ গৃহে প্রবেশকালে অবিশ্রান্ত হাঁচি ও প্রচুর এবং তীব্র সর্দ্দিস্রাব। স্রাবযুক্ত সর্দ্দি, শিরঃশূল, চক্ষুর জলস্রাব, কাসি, তাপ, তৃষ্ণা এবং হস্তের কম্প প্রভৃতির সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে হ্রাস।

শ্বাসযন্ত্র।—সর্দ্দি জন্য স্বরভঙ্গ। গলদেশে শুড় শুড়ি এবং স্বরযন্ত্রে কনকনানি। শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি। স্বরযন্ত্রে দপদপানি ও সঙ্কোচন বোধ। অনবরত থ্যাক্ থ্যাক্ করিতে ইচ্ছা। স্বরযন্ত্রের ভয়ানক প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ নিবন্ধন স্বরভঙ্গ; কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। বক্ষের মধ্যভাগে চাপ হওয়ায় শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট।

গলমধ্য।—গলার বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গলার সম্মুখভাগে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালীন শরীর তাপ নিবন্ধন তৃষ্ণা।

banglabooks.in

উদর।—উদরের ডাক। অতি দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ। অধোদরের পার্শ্ব হইতে হঠাৎ সূত্রবৎ সূক্ষ্ম স্থান ব্যাপিয়া জ্বালা অথবা শীতলতার ভাবযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা ঊর্দ্ধ ও অভ্যন্তরাভিমুখে যায়।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা।—এলিয়াম্ সেপা-সর্দ্দির হাঁচি হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া যায়। নাসিকা ও চক্ষু হইতে অজস্র জল নিঃসরণ। নাসিকার জলের তীব্রতাপ্রযুক্ত নাসিকাদি দেশের অগ্নিদগ্ধবৎ জ্বালায়, ঊর্দ্ধৌষ্ঠ ও নাসাপুট হাজিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের লোহিতবর্ণ ও কাঁচাভাব জন্মে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে ইহার নাসিকাস্রাব তীব্র ও হাজাকর এবং চক্ষুজল অনুগ্র ও স্নিগ্ধ এবং য়ুফ্রেসিয়ার চক্ষুজল তীব্র ও হাজাকর এবং নাসিকাস্রাব অনুগ্র ও স্নিগ্ধ। নাসিকায় পূর্ণবোধ, দপ্‌দপানি ও জ্বালা এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ললাট এবং মস্তক পশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল নিবন্ধন রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে পারে না। মস্তকে বিদারণবৎ অনুভূতি। রোগীর মুক্ত বায়ুমধ্যে গমনে ইহার সর্দ্দিস্রাবের রোধ এবং গৃহ প্রবেশে পুনরাবর্ত্তন। সর্দ্দিকালে স্বরযন্ত্রকাসি থাকিলে, স্বরযন্ত্র ভেদ হওয়ার ন্যায় বেদনায় রোগী যদি পশ্চাৎদিকে হঠিয়া যায় ও জড়সড় হয় তাহাতে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ডাং ফ্যারিংটনের মতে এলিয়াম্ সেপা কর্ত্তৃক সর্দ্দি নাসিকা হইতে বক্ষে বিতাড়িত হইলে ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগের প্রয়োজন। যাহাই হউক সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় ইহা কার্য্যকরী বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার সর্দ্দি বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। আর্সেনিক ইহার সহিত তুলনীয় হইলেও তাহাতে উষ্ণ গৃহ হইতে শীতল বায়ুতে

banglabooks.in

যাইলে হাঁচি হইতে থাকে এবং এলিয়ামের ন্যায় স্বরযন্ত্র লক্ষণ থাকে না। মার্কুরিয়াসের স্রাব তীব্র ও হাজাকর হইলেও তাহা এলিয়ামের ন্যায় পাতলা নহে। এলিয়াম্ সহ য়ুফ্রেসিয়া, এরাম টি, এবং আর্সের তুলনা শিক্ষা প্রদ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপী প্রতিশ্যায়:—এলিয়াম্ সেপার ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর, হাজাকর ও জলবৎ সর্দ্দিস্রাব হয়। নাসিকা হইতে নির্ব্বাধ জলস্রাব ও উত্তেজনা-যুক্ত কাসি হইতে থাকে এবং স্ফীত মুখ প্রদাহিত বলিয়া বোধ হয়।

ক্যাম্ফরা—সর্দ্দির সূচনামাত্রই ক্যাম্ফর প্রদত্ত হইলে ইহা অঙ্কুরেই রোগ নিবারণ করিতে পারে অথবা প্রকোপের হ্রাস করিতে সক্ষম হয়।

২। এলো (Aloe)।

প্রতিনাম:—এলো সক্কট্রিনা।

উপচয়:—প্রত্যূষকালে; ব্যায়ামহীনতায়; উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুতে; আহার ও পানান্তে; দণ্ডায়মান বা ভ্রমণের অবস্থায়।

উপশম:—শীতল জলে; শীতল বায়ুতে; মল অথবা বায়ু নিঃসরণে।

সম্বন্ধ:—উদরে শোণিত প্রাচুর্য্য ও পোর্টাল শিরায় রক্তাধিক্য থাকিলে সাল্ফারের ন্যায় এলো অনেক পুরাতন রোগে কার্য্যকরী; ইহাও অন্তর্প্রবিষ্ট উদ্ভেদ পুনরানয়নে সমর্থ। এলোর কার্য্যপ্রতিষেধক—সাল্ফার এবং মাষ্টার্ড।

তুলনীয় ঔষধ:—ইস্কু, বার্ব্বে, কলিন্স, ক্রটন, টি, আইরিস্, লাইক, নাক্স্ ভ, পড, পাল্স্, সাল্ফ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া ;—প্রধানতঃ যকৃৎ আক্রমণ করিয়া এলো পোর্টাল শিরা অথবা উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে, তাহাতে পিত্তস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। গৌণভাবে ইহা বৃহদন্ত্রের পেশী এবং সরলান্ত্র আক্রমণ করায় শেষোক্তের প্রগাঢ়তর রক্তাধিক্য প্রযুক্ত অর্শ উৎপন্ন হয়। যন্ত্রনিচয়ের পরস্পর সংশ্রব নিবন্ধন উপরি উক্ত বস্তিকোটরস্থ অন্যান্য যন্ত্র মধ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়েই রক্তাধিক্যের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সরলান্ত্রই ইহার প্রধানতম ক্রিয়াক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মস্তক ;—ললাটের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত মৃদু শিরঃশূল নিবন্ধন মস্তকে এবং চক্ষুতে গুরুত্ব এবং বিবমিষা। চক্ষূর্দ্ধ ও ললাট প্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা। মূর্দ্ধায় গুরুত্বানুভূতি। শিরঃশূলের তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যপ্রয়োগে উপশম। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এবং আমাশয়ান্ত্রপ্রদেশের উত্তেজনা হইলে শিরঃশূল জন্মে।

উদর ;—যকৃৎ প্রদেশে অস্বস্তি, তাপ, চাপ, এবং আতত-ভাব। দক্ষিণ পার্শ্বের পর্শুকাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে মৃদু বেদনা। নাভির চতুঃপার্শ্বস্থ উদরপ্রদেশ বেদনাযুক্ত; তাহাতে মোচড়ানি ও কামড়ানি বেদনা থাকিলে রোগী সম্মুখে নত হইয়া বসিতে বাধ্য; এবং মলত্যাগের বেগ হইলে কেবলমাত্র বায়ু নিঃসরণ হয়। উদর, বিশেষতঃ তাহার আমাশয়োপরিস্থান, বায়ু কর্ত্তৃক বিস্তৃত হয় ও বায়ু চলিয়া বেড়ায়। প্রচুর, জ্বালাকর ও দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরবেদনার উপশম। মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে কামড়ানি বেদনা ও বিষ্ঠাসহ উচ্চ শব্দে বায়ুর নিঃসরণ। উদরের বিশেষ দুর্ব্বলতায় বোধ

banglabooks.in

যেন উদরাময় হইবে। আমশয়াধঃ প্রদেশে ও সরলান্ত্রে ভার বোধ। স্পর্শে, মলবেগে অথবা শায়িতাবস্থা হইতে উত্থানে উদরের পেশীতে বেদনা।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে তাপ, টাটানি ও ভারিবোধ। সরলান্ত্রে তাপ ও জ্বালার অনুভূতি। মলদ্বারে চুলকনা ও জ্বালা এবং তাহার সংকোচক পেশীর দুর্ব্বলতা। মলত্যাগান্তে মলদ্বারে খোঁচা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা। দিবসে অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকে; রাত্রিতে জাগ্রৎ হয় ও প্রাতে ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠে। মলত্যাগের বেগে মূত্রের নিঃসরণ। উদরাময়ের ন্যায় তাড়াতাড়ির সহিত মলত্যাগের বেগ কেবলমাত্র উষ্ণ বায়ু নিঃসরণে উপশম; কিন্তু তাহা শীঘ্রই পুনরাগত হওয়ায় বোধ যেন সরলান্ত্রের পশ্চাতস্থ ককসিক্স অস্থি ও সম্মুখের পিউবিস্ অস্থির সংযোগস্থান এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একটা ছিপিবৎ কঠিন বস্তু প্রবিষ্ট আছে। মলত্যাগান্তেও বোধ যেন সরলান্ত্রে মল রহিয়া গিয়াছে। বায়ুর নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক মল ত্যাগ। কিছু পান অথবা আহার মাত্রই তাড়াতাড়ির সহিত মলত্যাগ করিতে যাইতে হয়। কোন চেষ্টা ব্যতীত মলত্যাগ হওয়ায় বোধ যেন বিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্ব বশতঃ অন্ত্রের বাহিরে স্খলিত হয়। মলমূত্র একযোগে নিঃসরণ হইয়া যায়। মলত্যাগকালে দুর্ব্বলতা। বিষ্ঠা অল্প, কটাসে, ক্লেদযুক্ত, অর্দ্ধ তরল ও উজ্জ্বল হরিদ্রবর্ণ এবং কাদার ন্যায় কোমল; বিষ্ঠা চাপ চাপ, জলবৎ, এবং জিউলির আটার ন্যায় আমযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুর পূর্ব্বের ন্যায় তলপেটে বেদনা। জরায়ুপ্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্ব হওয়ায় কটি এবং কুঁচকিতে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনার দাঁড়াইলে বৃদ্ধি। শীঘ্রাগত ও প্রচুর ঋতুস্রাব। রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদরের পূর্ব্বে উদরশূল।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—নাক্স ভমিকার ন্যায় এলোজ চক্ষু উর্দ্ধের শিরঃশূলে উপকারী। রোগী বোধ করে যেন তাহার চক্ষুপত্র ভারাক্রান্ত রইয়াছে। আংশিকরূপে চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার উপশম হয়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—এলোজের ক্রিয়া প্রধানতঃ সরলান্ত্রে প্রকাশ পায়। ইহা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা উৎপন্ন করে এবং মলত্যাগকালে প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয়। সরলান্ত্রে অশান্তি ও ভারিবোধ, তাহার দুর্ব্বলতা এবং অসামালভাব ইহার উদরাময়ের বিশেষতা; সর্ব্বদাই বিষ্ঠা নির্গত হওয়ার অনুভূতি থাকায় মল নিঃসরণ হইবার অশঙ্কাপ্রযুক্ত রোগী বাতকর্ম্ম করিতেও ভীত। উদরের বাম পার্শ্বে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া উঠিলে মলবেগ হয়। অনেক সময়ে বায়ু নিঃসরণ করিতে শিশুর মল নির্গত হইয়া যায়। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে ইহা সাল্‌ফার, হাজা এবং ব্রায় সহ তুলনীয়। সাল্‌ফারের ন্যায় ইহার রোগীও প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায়। আহারে ইহার রোগের বৃদ্ধি হইলেও দিবসে রোগী মলত্যাগ করে না। ফসফরিক এসিডেও মলদ্বারের দুর্ব্বলতা আছে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে বিষ্ঠা বাহির হইয়া পড়ে। মূত্র ত্যাগ করিতেও এলোজের রোগীর মল নিঃসরণ হয় এবং মলত্যাগের সঙ্গে অর্শের বলি বাহিরে আইসে। ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ, কাদার ন্যায়, থানা থানা এবং জলবৎ; মলত্যাগের পূর্ব্বে অধোদরের পাশাপাশি ভাবে এবং নাভির চতুঃপার্শ্বে কামড়ানি বেদনা হয়; মলত্যাগকালে বেদনা থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ মলত্যাগের পরে তাহার উপশম হয়। পিপার মুখ হইতে অতি বেগের

banglabooks.in

সহিত জল পড়ার ন্যায় নির্ব্বাধস্রাবী খুজ্‌লার উদরাময় গো-বীজের টীকা বা গনরিয়ার পর জন্মিয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্।—এলোজ অর্শ-রোগের অন্যতম প্রধান ঔষধ। আঙ্গুরগুচ্ছের ন্যায় থোলো থোলো অর্শগুটির বহির্নিঃসরণ ইহার প্রদর্শক। অনেক সময়েই ইহার অর্শ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হয় এবং ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে; মিউ এসিড্‌ তাহা উষ্ণ জলে হ্রাস পায়। মলদ্বারে স্পষ্ট জ্বালা থাকে এবং অন্ত্র যেন চাঁছা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে উদরাময় পবণতা সহ মলদ্বারের প্রসিদ্ধ অসামালভাব বর্ত্তমান থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকায় কলিনসনিয়া ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রেটানিয়া—মলদ্বার জ্বালা করে এবং কঠিন মলত্যাগে অর্শের বলি নির্গত হয়। মলদ্বারের জ্বালা, বিদারণ, এবং সরলান্ত্রের বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্‌সিকাম্—রক্তস্রাবযুক্ত অর্শরোগে মলত্যাগকালে মলদ্বারে জ্বালাময় বেদনা, চুলকনা, চন্‌চনি এবং হুল-বেঁধাবোধ ইহার প্রদর্শক।

যকৃৎ রোগ।—এলোজে যকৃতের স্রাববৃদ্ধি হওয়ায় প্রভূত পরিমাণ পিত্ত নিঃসৃত হইলে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় জন্মে ও উদরে কামড়ানি বেদনা হয়। ইহাতেও সিপিয়ার ন্যায় উদর যন্ত্রনিচয়ে রক্ত ধাবিত হওয়ায় তথাকার শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হয় এবং যান্ত্রিক উত্তেজনা জন্মে। কিন্তু সিপিয়ার যান্ত্রিক শিথিলতা ও দমিয়া যাওয়াভাবের পরিবর্ত্তে ইহাতে সরলান্ত্রাদির সম্পূর্ণ অবশতা থাকে। জরায়ু ও সরলান্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রে গুরুত্বের ও ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মে এবং মলদ্বার দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

banglabooks.in

৩। কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজাস্ (Convallaria Majus)।

তুলনীয় ঔষধ ;—ডিজিট্যালিস্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কনভ্যালেরিয়া প্রগাঢ়রূপে হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করায় তাহার ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা ও নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস হইলে ফল স্বরূপ বমন ও পতন বা কোলাপ্স্ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ইহার ঔষধ গুণপরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড শব্দের ক্ষীণতা, জাগুলার শিরা হইতে রক্তহীনতার মর্ম্মর শব্দ, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, এবং তাহাতে যেন থর থর কম্প ভাব জন্য (Fluttering) একরূপ অস্বস্তির অনুভূতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; কিছু শ্রমের কার্য্য করিলে হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ এবং তাহার পুনরারম্ভে মূর্চ্ছা ও বিবমিষার অনুভূতিও ইহার পরীক্ষোৎপন্ন লক্ষণ।

চিকিৎসা।

হৃদ্রোগ—ক্রিয়াগত বা ফাংসন্যাল হৃৎপিণ্ড রোগ এবং যন্ত্রগত বা অর্গ্যানিক হৃৎকপাটরোগ।—অধুনা হৃদ্রোগের অনেকগুলি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকেরই হোমিওপ্যাথিসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষা হয় নাই ; শোণিত-যন্ত্রে তাহাদিগের স্বাভাবিক বা ফিজিয়লজিক্যাল ক্রিয়ানুসারে তাহারা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলী এ রোগে তাহাদিগের ব্যবহার করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা নিম্নে তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ করিলাম।

আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য ঔষধ কনভ্যালেরিয়ার হোমিওপ্যাথিমতে পরীক্ষোৎপন্ন হৃৎপিণ্ড লক্ষণের বিষয় আমরা উপরে

banglabooks.in

উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তদনুসারেই হৃদ্রোগচিকিৎসায় ইহা প্রযোজিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত মূত্রস্রাব, উদরী প্রভৃতি শোথ এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকিলে হৃৎকপাটরোগে **কন্‌ভ্যালেরিয়া** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হৃদ্রোগঘটিত ফুস্‌ফুসের শোথরোগের অনেক রোগী ইহার সেবনে উপশম পাইয়া বহুকাল পরে শয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মাইট্রেল বা দ্বিপক্ষহৃৎকপাটের রোগ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃদ্‌কম্প এবং শোথরোগগ্রস্ত রোগী ইহা দ্বারা অনেক উপকার লাভ করিয়াছে। **কন্‌ভ্যালেরিয়া** লক্ষণে হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উপরি উক্ত অস্বস্তি জন্মে বলিয়া ইহা তামাক বা সিগারেট সেবন জন্য হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে।

এডনিস্‌ ভার্ণ্যালিস্‌—ইহা ধমনীমণ্ডলের আততভাবের বৃদ্ধি করে এবং নাড়ীস্পন্দনসংখ্যার হ্রাস এবং হৃৎপিণ্ডসংকোচনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া হৃদস্পন্দন নিয়মিত করে। হৃদ্রোগে ইহার প্রয়োগ জন্য এ পর্য্যন্ত কোন কুফল দৃষ্ট হয় নাই। ইহা অতি শীঘ্র মূত্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধীয় অন্যান্য ক্রিয়ায় ইহা **ডিজিটালিসের** তুল্য।

লাইকপাস্‌ ভার্জিনিকাস্‌—অবসাদক অথবা উত্তেজক ঔষধের অপব্যবহার বশতঃ হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা সহ দৌর্ব্বল্যে, এবং অত্যন্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি রোগে এবং পেশীদুর্ব্বলতায় **লাইকোপাস্‌** উপকারী। হৃদ্রোগ ঘটিত হাঁপরোগের ইহা বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কলিন্‌সনিয়া—ইহাও হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতার ঔষধ এবং **ডিজিটালিস্‌** ও **লাইকপাসের** ন্যায়ই ফললাভ হয়।

banglabooks.in

ষ্ট্রোপেন্থাস্—দুর্ব্বলতা, হৃদ্‌বিবৃদ্ধি এবং উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ড-রোগে ধমনীমণ্ডলের আতত অবস্থা এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব থাকিলে **ষ্ট্রোপেন্থাস্** উপকার করে। সম্ভবতঃ কিড্‌নি বা বৃক্ককরোগ নিবন্ধন হৃৎপিণ্ড বিকারে ইহা উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

ক্র্যাটিগাস্ অক্‌সিয়া ক্যান্থা—হৃৎপিণ্ডক্রিয়া ক্ষীণ ও অনিয়মিত এবং নাড়ী ক্ষুদ্র ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইলে **ক্র্যাটিগাস্** উপকার করিয়া থাকে। রোগী বোধ করে যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

স্পার্টিন্ সাল্‌ফেট—ইহা ক্ষীণ হৃৎপিণ্ডবিশিষ্ট বাতপ্রকৃতির ও গুল্মবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির ঋতুসন্ধিকালীন রোগে উপযোগী।

কিড্‌নি বা বৃক্ককরোগ—হৃৎপিণ্ডরোগের ফলস্বরূপ কিড্‌নিরোগ জন্মিলে **কন্‌ভ্যালেরিয়া** দ্বারা উপকার হয়। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও অনিয়মিত থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিপক্ষ-কপাট বা মাইটাল ভাল্‌ভের অসম্পূর্ণতা বশতঃ ত্বক্ শোথ বা এনাসার্কা এবং উদরী জন্মে।

এপসাইনাম্—মূত্রের অল্পতা থাকিলে **এপসাই** জলশোথ-রোগের দমন রাখিতে পারে। ইহা অন্তঃসত্ত্বাবস্থার অচৈতন্য বা কোমা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর করিতে সক্ষম।

৪। লিলিয়াম্ টিগ্রিণাম্ (Lilium Tigrinum)।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; আত্মসংযমহীনতা বশতঃ রজনীতে।

banglabooks.in

উপশম :—দিবসে; বিশুদ্ধ বায়ুতে; কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে; উষ্ণ গৃহে।

সম্বন্ধ :—লিলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—হেলনিয়াস্ (এটিভার্সন), নাক্স্ (উদরশূল)।

তুলনীয় ঔষধ :—এলো, এপিস্, বেল, ক্যাক্টাস, ক্যাম্থা, সিমিসি, হেলনি, ইগ্নে, নাক্স্ ভ, প্লাটি, পড, পাল্স্, সিপি, স্পাইজি, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া :—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় এবং হৃদ্‌পিণ্ডে লিলিয়াম্ টিগ্রিণামের প্রভূত আক্রমণ হয়; প্রথমোক্ত যন্ত্রের ইহা উত্তেজনা ও নাতিপ্রবল প্রদাহ এবং ফলস্বরূপ জরায়ুর নানাবিধ স্থানচ্যুতিদোষ ঘটায়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রক্ষিপ্ত (Reflex) ক্রিয়া দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ, উত্তেজনাপ্রবণতা এবং হৃৎকম্প প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত করে। **জরায়ুপ্রদেশে শৈলমালা ও সকলই যেন চাপিয়া বাহির করিয়া দেওয়ার অনুভূতি** ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন।—মানসিক অবসাদ; ভীরুতা, বিপদাশঙ্কা এবং ক্রন্দন-প্রবৃত্তি। জরায়ুরোগে রোগিণী আত্মার উদ্ধার বিষয়ক চিন্তায় যন্ত্রণা ভোগ করে। কামোত্তেজনাকালে রোগী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ হইবে বলিয়া অবিশ্রান্ত ব্যস্ততা বোধ করে। রোগীর শাপ দিতে, প্রহার করিতে এবং অশ্লীল বিষয়ের চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং এইরূপ মানসিক অবস্থা উপস্থিত হইলে কামোত্তেজনার হ্রাস হয়।

banglabooks.in

মস্তক।—অধিকাংশ সময়ে জরায়ু বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূল জন্মে। চক্ষূর্দ্ধ ললাটপ্রদেশে মৃদু বেদনা।

চক্ষু।—দূরদৃষ্টি এবং নিকটদৃষ্টি। দৃষ্টির গোলমাল হওয়ায় রোগীর চক্ষু ঢাকিতে ও তাহাতে চাপ দিতে ইচ্ছা হয়।

বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে মৃদু চাপবৎ বেদনা। রজনীতে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডবেদনার বৃদ্ধি। বাম বক্ষে অবিশ্রান্ত গুরু চাপের অনুভূতি। হৃদপিণ্ডে থর থর কম্পভাব (Fluttering)। বাম বক্ষে তীব্র ও ত্বরিৎ আক্রমণকারী বেদনা; বোধ যেন হৃৎপিণ্ড সাঁড়াসীর মধ্যে নিষ্পীড়িত হইতেছে, অথবা পর্য্যায়ক্রমে হস্তদ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে ধৃত করা ও মুষ্টি শিথিল করা হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের থরথরভাব (Fluttering) অথবা স্পন্দন।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্রে চাপ থাকায় অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছা।—প্রাতকালীন উদরাময়ে পাতলা, পিত্তসংযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ মলত্যাগের অসহনীয় বেগ হইলে রোগী এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারে না; মলত্যাগের পূর্ব্বে সরলান্ত্রে ঝামড়ানি বেদনা অথবা চাপ হওয়ায় অত্যধিক কুন্থন এবং মলত্যাগান্তে মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চনচনি ও জ্বালা। কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—দিবসে বারম্বার মূত্রত্যাগ ও মূত্রনলীতে জ্বালাযুক্ত চনচনি। মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত চাপ। অবিরত মূত্রত্যাগেচ্ছা থাকিলে অত্যল্প মূত্রত্যাগ এবং মূত্রনালীর জ্বালা ও চন্‌চনি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুপ্রদেশে গুরুভার, চাপের অনুভূতি এবং ঠেলমারা উপস্থিত হইলে বোধ হয় যেন বস্তি কোটরস্থ সকল যন্ত্রই চাপসহ যোনি পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে; যোনি কপাটে হস্তের চাপ দিলে তাহার উপশম হয়। অণ্ডাধারপ্রদেশে তীব্র বেদনা। পৃষ্ঠ

banglabooks.in

এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারে বেদনা। অণ্ডাধার চাপিত করিলে টাটানি বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর। দক্ষিণ অণ্ডাধারে চর্ব্বণ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ভ্রমণ করিলে বর্দ্ধিত। জরায়ু সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়িলে রোগী স্নায়ু-শূল প্রযুক্ত স্পর্শ এমন কি তাহাতে শয্যাবস্ত্রের চাপ এবং সামান্য ঝাঁকি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। জরায়ু শরীর ঝুলিয়া পড়ায় মূত্রস্থালীর অভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং তাহার গ্রীবা সরলান্ত্র চাপিত করে। জরায়ু ঠেলমারিলে বাম অণ্ডাধার ও স্তনে বেদনা হয়। যোনিতে পূর্ণতা বোধ হইলে তন্মধ্যে শুড়শুড়িযুক্ত কামানুভূতি জন্মে এবং বাম অণ্ডাধারে হুলবেধবৎ বেদনা হয়। কামেচ্ছার বৃদ্ধি হইলে তাহা শোণিতোচ্ছ্বাসে শেষ হয়। উজ্জ্বল পীতবর্ণ, তীব্র ও ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরে কটা দাগ লাগে।

চিকিৎসা।

ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগ বা ফ্রাংসনেল হার্ট ডিজিজ।—লিলিয়াম্ ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে কতিপয় বিশেষ লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় কোন কোন ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহার হৃৎপিণ্ডবেদনায় রোগী বোধ করে যেন তাহা 'সাঁড়াসী দ্বারা দৃঢ়তাসহ ধৃত হইয়াছে এবং তাহাতে রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়! হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অনুভূতি বা থরথরভাব এবং রোগীর মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড দৃঢ়তাসহ চাপিত হইতেছে ও মুক্তি পাইতেছে। ইহা যন্ত্রবিকারী রোগের ঔষধ নহে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতানিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা ও স্নায়বিক হৃৎকম্প থাকে এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে উপরি উক্ত রোগযন্ত্রণার উপশম হয়। শরীরচালনায়

banglabooks.in

কষ্টের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ুরোগ প্রযুক্ত স্নায়বিক হৃৎকম্প এবং ক্রিয়াবিকারী হৃদ্রোগের ইহা ঔষধ।

সালফার—হৃৎপিণ্ডমধ্যে অধিকতর শোণিত প্রবেশের অনুভূতি সহ হৃৎকম্প, খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস এবং বক্ষকোটরাপেক্ষা হৃৎপিণ্ড যেন অতি বৃহৎ বলিয়া স্থানাভাবের অনুভূতি হইলে সালফার উপযোগী।

উদরাময়।—লিলিয়াম টিগ্রিনাম্ অবস্থা বিশেষে প্রাতঃকালীন উদরাময় আরোগ্য করিয়া থাকে। মলত্যাগের বেগ হইলে রোগী তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং পীত বর্ণ, কোমল বিষ্ঠা ত্যাগ করায় মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ করে। এস্থলে ইহা প্রাতঃকালীন উদরাময়ের প্রধান ঔষধ সালফার সহ তুলনীয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—শ্বেত প্রদর বা ল্যুকরিয়া; সাবইনভলিউশন; রেট্রভার্সন ও এণ্টিভার্সন বা পশ্চাৎ ও সম্মুখপার্শ্বে জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ু ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্সাস্।—ঋতুস্রাবে লিলিয়ামের বিশেষ কোন ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। ইহার শ্বেতপ্রদররোগ সিপিয়ার শ্বেতপ্রদর সহ তুলনা করা যাইতে পারে। লিলিয়ামের শ্বেতপ্রদর জলবৎ, পীত, অথবা ঈষৎ পীত কপিশ এবং বিশেষ প্রকারের তীব্র ও হাজাকর। হাজা বা ক্ষতকর শ্বেতপ্রদরচিকিৎসায় ক্রিয়াজোট প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়াছে। সিপিয়া-শ্বেতপ্রদর ক্বচিৎ তীব্র ও হাজাকর হয়। লিলিয়ামের জরায়ুরোগে রোগী বড় বাত্যাচ্ছন্ন থাকে। তাহার উদ্দেশ্যবিহীন ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রকারিতা দৃষ্ট হয়। আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন

banglabooks.in

চাঞ্চল্য ইহার বিশেষ মানসিক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য। অন্তঃসত্তাবস্থায় এবং প্রসবান্তিক জরায়ুরোগে ইহা মহৌষধরূপে বিবেচিত। ইহাতে প্রসবান্তে জরায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অন্তঃসত্তাবস্থার পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না (subinvolution); বৃহত্তর, গুরু এবং শিথিল বন্ধনীযুক্ত থাকে। অধোদরে বা বস্তিকোটরাভ্যন্তরে কিছু ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ পার্শ্বে স্থানচ্যুতি হওয়ায় জরায়ু ঝুঁকিয়া পড়িতে পারে (Retroversion and Antiversion)। কখন কখন তাহার উপরি উক্ত অবস্থায় জরায়ুর ভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ উৎপন্ন হইলে বস্তি-কোটরাভ্যন্তরে ঠেলমারা ও যোনিপথে জরায়ু নামিয়া আসার অনুভূতি জন্মে এবং রোগিণী যোনি কপাটাদি স্থানে হস্তের চাপ দ্বারা তাহার বাধা দিতে চেষ্টা করে; সিপিয়া রোগিণী উভয় উরু পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া এবং নেট্রমিউ রোগিণী উপবেশন করিয়া তাহার বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। এ রোগে অনেক সময়েই উপরি উক্ত লিলিয়াম্‌রোগীর মূত্রস্থালীর ও বস্তি কোটরস্থ অন্যান্য যন্ত্রের উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রস্থালীর কুন্থন এবং মূত্রবেগ ও মলবেগ বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনা নিবন্ধন রোগী অতি অশ্লীল ব্যবহার করে, সিপিয়া রোগীর পুংসংসর্গে বেদনা হয় বলিয়া তাহাতে ভীতি প্রকাশ করে; নেট মিউ রোগীর যোনিপথ শুষ্ক থাকায় সঙ্গমে বেদনা পায়, এবং তজ্জন্যই সে সঙ্গমে অনিচ্ছুক থাকে। মিউরেক্স ঔষধেও কামেচ্ছা অতীব প্রবল হয়, কিন্তু তাহাতে বস্তিকোটরের কোন এক স্থানে বেদনা অথবা বেদনার অনুভূতি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদ জ্ঞাপন করে। লিলিয়াম্ রোগযন্ত্রণার অপরাহ্ণকালে বৃদ্ধি হয়, সিপিয়ার তাহা ঐ সময়ে উপশম পায়।

banglabooks.in

অণ্ডাধারশূল ঃ—লিলিয়ামে অণ্ডাধারে বেদনা হইয়া থাকে; এই বেদনা স্পিগিলিয়ার বেদনা হইতে তীব্রতায় অধিকতর। ইহাতে বাম অণ্ডাধারই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় এবং তথা হইতে তীব্র বেঁধার ন্যায় বেদনা উরুর সম্মুখ ও অভ্যন্তর ভাগ বাহিয়া অধাভিমুখে যায়, রোগীর গুল্ম বায়ুর আক্ষেপ হইতে পারে।

৫। প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া (Paris quadrifolia)।

সম্বন্ধ ঃ—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—লিডাম, লাইক, রাস্।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—প্যারিস্ কয়াড্রিফলিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে স্নায়ুশূল এবং অন্যান্য স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া শ্বাসযন্ত্রপথে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন ঃ—বহুভাষিতা, বিশেষপ্রকারের উন্মাদরোগ; নির্ব্বোধের ন্যায় আলাপ এবং মূর্খের ন্যায় ব্যবহার।

মস্তক ঃ—শিরোঘূর্ণন ও মস্তকে জড়ভাব। মস্তকে এবং মস্তক পার্শ্বে বিদ্ধ করার ন্যায় ও একেক সূচিবেধবৎ বেদনা; পরে ললাটের সম্মুখের গুরুত্ব সম্মুখে নত হইলে বর্দ্ধিত হয়। ললাট এবং ললাটপার্শ্বে সংকোচনকারী চাপ; মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং ত্বকের আততভাব এবং অস্থি চাঁছা হওয়ার ন্যায় টাটানিযুক্ত ভাব শরীর চালনায়, উত্তেজিত হইলে অথবা চক্ষুর ব্যবহার করিলে এবং সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। দক্ষিণ ললাটপার্শ্বে চাপবৎ বেদনার করতল চাপে উপশম। স্পর্শে মস্তকের বাম পার্শ্বের অস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

banglabooks.in

স্নায়ু ;—সম্পূর্ণ অঙ্গে সূচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধিতে সংকোচনবৎ চাপ। সম্পূর্ণ অঙ্গেই গুরুত্ব বোধ।

শ্বাসযন্ত্র ;—বেদনাহীন সাময়িক স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ ও স্বর ক্ষীণ থাকে, অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর দ্বারা শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন এবং স্বরযন্ত্রে জ্বালা। ঈষৎ পীত ও আটা শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে আটা শ্লেষ্মা থাকায় অবিশ্রান্ত গলা খাঁকর এবং শ্বাসরোধ। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা ;—প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া একটি নবাবিষ্কৃত ঔষধ। রোগ চিকিৎসায় ইহার প্রয়োগস্থল অতি সঙ্কীর্ণ, বিশেষতঃ অন্যান্য প্রচলিত ঔষধ সহ তুলনা দ্বারা প্রয়োগোপযোগিতা নির্ণয় করা ব্যতীত রোগ চিকিৎসায় ইহার সম্যক উপলব্ধি করা কঠিন। স্থানান্তরে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ও হইবে।

৬। স্কুইলা, সিলা ম্যারিটিমা (Squila, Scilla Maritima)।

সম্বন্ধ ;—স্কুইলা, ব্রায়নিয়ার পরে সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—এন্টি টার্ট, ব্রায়, কষ্টি, সেপা, কেলি কার্ব্ব, নাক্স্ ভ, রাস্, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রপথে স্কুইলার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহাদিগের উত্তেজনা, এমন কি প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারে। কিডনি বা বৃক্ককেও ইহার ক্রিয়া আছে; তজ্জন্য অত্যধিক মূত্রস্রাব, রক্তসংযুক্ত মূত্রস্রাব এবং মূত্ররোধ হয়।

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র ;—থাইরইড উপাস্থির নিম্নপ্রদেশে শুড় শুড়ি হইলে প্রচণ্ড কাসি হওয়ায় বক্ষপার্শ্বে বেদনা ও শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন হয় এবং শ্বাস

banglabooks.in

টানিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি আসে। প্রাতঃকালে কাসি হওয়ায় প্রচুর ক্লেদবৎ গয়ার উঠে। কাসিতে বমনের বেগ। শুষ্ক ও প্রচণ্ড কাসিতে উদর যেন বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং কণ্ঠার শুষ্কতা জন্মে। শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ রোগী গভীর শ্বাস গ্রহণে বাধ্য, কিন্তু তাহাতে কাসির উদ্রেক। বক্ষে কষ্ট ও কশাভাব। শ্বাস-কষ্ট জন্য বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে শ্বাস টানিলে তাহা অধিকতর হয়। প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টঝিল্লির প্রদাহ নিবন্ধন বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনা শ্বাস গ্রহণকালে বর্দ্ধিত।

উদরঃ—উদরে এবং মূত্রস্থালীপ্রদেশে বেদনাযুক্ত স্পর্শ-সহিষ্ণুতা।

মূত্রযন্ত্রঃ—মূত্রস্থালীতে অবিশ্রান্ত বেদনাযুক্ত চাপ। মূত্র-ত্যাগের প্রবল ইচ্ছায় প্রচুর জলবৎ মূত্র-স্রাব। মূত্র লোহিত বর্ণ ও ঘোর। অত্যল্প মূত্র-স্রাব। মূত্রস্রাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি।

চিকিৎসাঃ—কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্, প্লীহারোগ, মূত্রমেহ এবং অন্যান্য মূত্রবিকারাদি স্কুইলা চিকিৎস্য রোগের বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি ও প্রয়োজন বোধ করিলে বর্ণনা করিব।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬১ (LECTURE LXI.)

আম্বেলিফেরি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম। ২। ইন্যান্থি ক্রকেটা। ৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্। ৪। এসাফিটিডা। ৫। কনায়াম্ মেকুলেটাম। ৬। পেট্রসিলিনাম্। ৭। ফেলাণ্ড্রিয়াম্ একয়াটিকাম্। ৮। সিকুটা ভিরোসা। ৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা।

১। ইথুসা সিনেপিয়াম (Æthusa Cynapium.)

সম্বন্ধ :—ইথুসা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—ওপিয়াম্। ইথুসার কার্য্য প্রতিষেধক—উদ্ভিজ্জায়নিচয়।

তুলনীয় ঔষধ :—এণ্টি টার্ট, ক্যাল্কে কার্ব্ব, সিকুটা, ইপিকা, গ্র্যাটি, গ্যাম্বোজ্, নাক্‌স্ ম, সাল্‌ফ, সাল্‌ফ এসি।

সাধারণ ক্রিয়া :—পূর্ব্বকালীন চিকিৎসকগণ ইথুসাকে অতি সাংঘাতিক বিষগুণবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া গণনা করিতেন, কিন্তু অধুনা ইহা অতি নির্দ্দোষ, বিষগুণহীন বস্তু বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তথাপি ইহার উপাদানসহ যে উগ্রগুণবিশিষ্ট তৈল আছে তাহা আমাশয়ান্ত্রিক উত্তেজনা উৎপন্ন করিয়া বিবমিষা এবং বমন ও বিরেচনাদি নানাবিধ লক্ষণ উৎপন্ন করিতে পারে। ইথুসা ত্বগুপরি কালশিরা ও সম্পূর্ণ শরীরে কাল এবং নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মাইয়া থাকে। শিশুদিগের দন্তোদ্‌গমকালের রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

লক্ষণ।

স্নায়ু।—মৃগীবৎ আক্ষেপে রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলি দৃঢ়রূপে করতল-সংন্যস্ত, এবং মুখ লাল, চক্ষু নিম্নদিকে ঘূর্ণিত এবং চক্ষুতারকা বিস্তৃত ও গতিহীন; চক্ষু স্থিরদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ ও তরতর গতিবিশিষ্ট; মুখে গেজলা উঠে এবং দন্তে দন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। অজ্ঞান অথবা প্রলাপাবস্থায় আক্ষেপ হইতে থাকে। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ রোগী অস্থির হয়। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য; শিশু দণ্ডায়মান হইতে এবং মস্তক উন্নীত রাখিতে পারে না।

মুখমণ্ডল।—মুখের আকুঞ্চিত অবস্থা, ইহা নাসাপুটে আরম্ভ হইয়া মুখকোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণাব্যঞ্জক থাকে।

দন্ত।—দন্তমাড়িতে হুলবেঁধা অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

আমাশয়।—খাদ্য বস্তু দৃষ্টি মাত্র বিবমিষার উদ্রেক। বমনের বেগে শ্লেষ্মা উঠে। স্তন্যপায়ী শিশু স্তন্য সহ্য করিতে পারে না, পান মাত্র বেগের সহিত উঠিয়া যায় এবং পরে শিশু দুর্ব্বলতা বশতঃ নিদ্রালু হয়। প্রচণ্ড বেগে ছানা বাঁধা দুগ্ধ ও পনীরবৎ পদার্থের বমন।

উদর।—উদরশূলে বমন ও শিরোঘূর্ণন হয় এবং দৌর্ব্বল্য জন্মে।

চিকিৎসা।

বমন বা ভমিটিং।—শিশুদিগের বমন নিবারণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে শিশু বেগের সহিত সবুজ বর্ণের অতি বৃহৎ দুগ্ধচাপের বমনান্তর দুর্ব্বলতা বশতঃ নিদ্রিত হইয়া

banglabooks.in

পড়ে কিন্তু কিছুকাল পরেই ক্ষুধায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং দুগ্ধ পান করিলেই পূর্ব্ববৎ বমন হইয়া যায়। বিবমিষা বর্ত্তমান থাকায় শিশুর মুখাকৃতির আকৃষ্টবৎ দৃশ্য।

দন্তোদ্গমবিকারেও ইথুসা অবস্থাবিশেষে আমাদিগের সাহায্যকারী ঔষধ। দন্তমাড়ি স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হইলে যদি উপরি উক্ত বৃহৎ দুগ্ধ চাপের বমন হয়, তাহাতে ইহা অতি শীঘ্র শিশুর রোগারোগ্য সাধনে সমর্থ।

২। ইন্যান্থি ক্রকেটা (Œnanthe Crocata)।

উপাচয়ঃ—জলসংস্পর্শে ইহার সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি।

তুলনীয় ঔষধঃ—এগারি, সিকু, ষ্ট্রাম, হাইড্রসা এসি।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—আম্বেলিফেরি জাতীয় অধিকাংশ ঔষধই বিষগুণ বিশিষ্ট হইলেও ইন্যান্থি ক্রকেটা ক্ষীণতর বিষ গুণযুক্ত বস্তু। ইহা মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করায় মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা ও তৎসন্নিহিত স্নায়ু পদার্থের প্রদাহ এবং কোমলতা উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মনঃ—অতিশয় মত্ততা বশতঃ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ড প্রলাপ; উন্মাদ রোগ। হঠাৎ এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য।

স্নায়ুঃ—মৃগীবৎ আক্ষেপ। ভয়াবহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপান্তে অচৈতন্য অথবা গভীর নিদ্রা। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সনকালে শিরোঘূর্ণন, উন্মত্ততা, বিবমিষা, বমন, অজ্ঞানতা ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ বশতঃ মুখের অনীক হাস্যভাব বা "রাইসাস্ সার্ডনিকাস্" এবং চক্ষুগোলক ঊর্দ্ধঘূর্ণিত ও তারা বিস্তৃত। হঠাৎ কন্‌ভাল্‌সন্,

banglabooks.in

হনুস্তম্ভ এবং জিহ্বা দংশনের পর সম্পূর্ণ অচৈতন্যাবস্থা। আক্ষেপ কালে মুখ স্ফীত ও নীলাভ; মুখ এবং নাসারন্ধ্র হইতে শোণিত মিশ্রিত বুদ বুদ নির্গত; আক্ষেপিক শ্বাসপ্রশ্বাস; অজ্ঞানতা; নাড়ীর ক্ষীণতা এবং প্রভূত দুর্ব্বলতা।

চিকিৎসা।

কাসি:—বক্ষের নিম্নভাগে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি ও গুড়গুড়িযুক্ত খুক্‌খুক্ কাসি ইন্যান্থি দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় ডাং এলেন্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে ঘন এবং বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইয়াছিল।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি:—ইন্যান্থি ক্রুকেটা লক্ষণে যেরূপ সুস্পষ্ট মৃগীরোগের প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্রূপ অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার বিষলক্ষণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বহুবিধ মৃগীরোগে প্রযোজ্য হইতে পারে। সম্পূর্ণ চৈতন্যের লোপ, মুখের স্ফীতি এবং বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত এবং ঘোর বর্ণ মুখ এবং চক্ষুতারকার অসম পার্শ্ব বিস্তৃতি, এবং আক্ষেপাবস্থায় হনুস্তম্ভ ও অঙ্গসীমার শীতলতা প্রভৃতি ইহার পরিচায়ক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

ডাং ট্যাল্‌কট্ ইহার বহুল ব্যবহারে যেরূপ উপকার দর্শন করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

১। শতকরা ৪০ হইতে ৫০ সংখ্যক রোগীর ফিটের প্রবলতার হ্রাস হয়।

২। কন্‌ভাল্‌সনের গুরুত্ব কমিয়া যায়।

৩। ফিটের পূর্ব্বের উন্মাদবৎ লক্ষণের হ্রাস হয়।

banglabooks.in

৪। ফিটের পরের নিদ্রাহীনতা, অজ্ঞানতা এবং **অবসাদ-ভাবের হ্রাস হয়** এবং দুর্ব্বলতার লক্ষণ অধিককাল স্থায়ী হয় না।

৫। **ইন্যান্থি** দ্বারা চিকিৎসিত রোগী পূর্ব্ববৎ উত্তেজনাপ্রবণ, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং দোষ অনুসন্ধিৎসু থাকে না।

৬। রোগীকে সহজে শুশ্রূষাদি যত্ন করা যায়।

ডাং ডিউই মৃগী রোগে **ইন্যান্থি ক্রোকেটার** সম্বন্ধে যে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফল এই যে ইহার ৩ˣ অথবা ৬ˣ ক্রম মূল অরিষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ এবং ইহা দ্বারা আরোগ্য রোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভীতি অথবা অন্যবিধ মানসিকভাববৈপরীত্য জনিত মৃগীরোগে ফিট্‌পরম্পরার আক্রমণ দ্রুত গতিতে হইলে, এবং "পেটিট মল" বা মৃদু অপস্মার, যাহাতে রোগী মুহূর্ত্তকালের জন্য চেতনাহীন থাকিয়া অচিরাৎ অবলম্বিত কার্য্য দ্বারা পুনরারম্ভ করে, তাহাতে **আর্টিমিসিয়া ভল্‌গারিস্** দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয়। **আর্টিমিসিয়া এবসিন্থিয়াম্** এবং **সোলেনাম্ কেরলিনেন্‌স্** দ্বারাও কতিপয় মৃগীরোগ আরোগ্য হইয়াছে। ডাং ইমন্‌স্ পেমের মতে **সোলেনাম্** দ্বারা মৃগীরোগের ফিটের সংখ্যার আশ্চর্য্য হ্রাস হইয়া থাকে। ডাং হেল্‌বার্টও ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। **বিষাদলক্ষণ** ইহার প্রদর্শক।

ভার্ব্বিণা হেষ্টেটা—ইহাও মৃগীরোগে উপকারী, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

ইণ্ডিগো—বোষ্টনের ডাং কব্বি ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

৩। ইরিঞ্জিয়াম্ একয়াটিকাম্ (Eryngium Aquaticum)।

সাধারণ ক্রিয়া:—জননেন্দ্রিয়ে ইরিঞ্জিয়াম একয়াটিকামের প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা কামেচ্ছার অবসাদ এবং সঙ্গমশক্তির দুর্ব্বলতা

banglabooks.in

উৎপন্ন করে। ইহা শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করায় তাহাদিগের উত্তেজনা ও প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে।

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থ্যাক্‌থেকে কাসি হইলে সাদাটে পীত বর্ণের ঘন ও সূত্রাকার ও অত্যল্প শ্লেষ্মা উঠে।

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত অত্যল্প পরিমাণে মূত্র-ত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি।

জননেন্দ্রিয়।—কামেচ্ছার লোপের পর তাহা পুনরুত্তেজিত হইলে রোগী অশ্লীল স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নদোষ হয়; সামান্য কারণেই রেতস্খলন হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্যাটরিয়া।—রেতঃ সম্বন্ধীয় দৌর্ব্বল্যেই ইরিজিঞায়াম্ একস্যাটিকামের প্রধান প্রয়োগিতা। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন জন্য রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া গণ্য। দিবস এবং রজনী যে কোন সময়ে লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই সামান্য কারণে শুক্রস্খলন।

মূত্রস্থালী এবং বায়ুনালীর (Bronchi) **প্রতিশ্যায় রোগেও** ইহার ফলবত্তা শ্রুত হওয়া যায়।

৪। এসাফিটিডা (Asafœtida)।

সম্বন্ধ।—এসাফিটিডার কার্য্যপ্রতিষেধক—কষ্টিক, ক্যাম্ফ, সিঙ্ক, মার্ক, পাল্‌স্। ইহার অপব্যবহার হইলে বৈদ্যুতিক

banglabooks.in

স্রোত বা ইলেক্‌ট্রিক কারেণ্ট প্রয়োগ তাহার কুফল সংশোধন করিতে পারে।

এসাফিটিডা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—এসাফিটিডার ক্রিয়া বিশেষভাবে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় এবং শ্বাসযন্ত্র সংসৃষ্ট স্নায়ুমণ্ডলে প্রকাশিত হওয়ায় যে সকল রোগলক্ষণ জন্মে তাহা অণ্ডাধারের উত্তেজনা, গুল্মবায়ু, তাণ্ডব এবং এজমা বা হাঁপানি প্রভৃতি রোগের ছায়া স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহা গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত, শ্লেষ্মাপূর্ণ, স্থূলকায় এবং অসাবধান শিশুদিগের রোগের পক্ষে উপযোগী এবং অবস্থাবিশেষে গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, স্নায়ুশূল এবং অস্থিরোগ প্রভৃতি আরোগ্য করে।

লক্ষণ।

মন ঃ— দুর্ম্মতি বা বদ্‌খেয়াল ; খিট্‌খিটে ; আশঙ্কান্বিত।

মস্তক ঃ—ললাটপ্রদেশ অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশাভিমুখে চাপিত করার ন্যায় বেদনা। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চতর স্থানের গভীর দেশে একটি মাত্র সূচি বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা। মস্তক বা ললাট পার্শ্বে আকৃষ্টতাসহ ছিপি বসানের ন্যায় বেদনা ; অধিকাংশ স্থলে বাম পার্শ্বে। দক্ষিণ কর্ণের ঊর্দ্ধের আকৃষ্টতা, সূচিবেধের ন্যায় বেদনায় পরিবর্ত্তিত।

স্নায়ু ঃ—গুল্মবায়ুবৎ লক্ষণ জন্মিলে গলাভ্যন্তর ও অন্ননালী প্রদেশে অত্যন্ত কষ্ট। পেশীর আনর্ত্তন ও ঝাঁকি। তাণ্ডব রোগবৎ লক্ষণ। শরীরাকার কুৎসিৎ।

বেদনায় অসাড়তা জন্মে। পেশীতে জ্বালাযুক্ত, চাপবৎ ও খোঁচার ন্যায় বেদনা। শরীর চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি। সম্পূর্ণ শরীরেই অত্যধিক গুরুত্ব। সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড বেঁধার ন্যায় বেদনা।

banglabooks.in

চক্ষু ;—উপদংশ জন্য উপতারার প্রদাহ জন্মিলে রজনীতে মস্তকের চতুর্দ্দিকে দপ্‌দপানি বেদনা। চক্ষুর কালা ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার উপরি ভাগে অতি বিস্তৃত ক্ষত হওয়ায় জ্বালা, খোঁচানি অথবা অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিগাভিমুখীন চাপবৎ বেদনার বিশ্রামে এবং চাপে উপশম। দক্ষিণ চক্ষু চুলকায়। চক্ষুগোলক জ্বালা করে। চক্ষুর ঊর্দ্ধপ্রদেশে পাশাপাশি ভাবে চিমটি কাটা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। ভ্রূর-ঊর্দ্ধে গর্ত্ত করার ন্যায় কঠিন বেদনা।

নাসিকা ;—নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাবের নিঃসরণ, নাসিকাস্থি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত ; অস্থিক্ষত জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র ;—বক্ষের আক্ষেপিক আকৃষ্টতা থাকায় বোধ হয় যেন ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত করা যাইবে না। বক্ষের যন্ত্রণাদায়ক চাপবৎ এবং কন্‌কনানি বেদনা। বক্ষের অভ্যন্তর হইতে বাহিরাভিমুখীন চাপবোধ।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ;—উপবেশনকালে থর থর হৃৎকম্প এবং ক্ষুদ্র নাড়ী, ত্বরিত গতিবিশিষ্ট ও অনিয়মিত থাকে।

গলাভ্যন্তর ;—মুখ, গলাভ্যন্তর এবং অন্ননালীর শুষ্কতা। আমাশয় হইতে গলাভ্যন্তরে একটি গোলাকার পিণ্ড উত্থিত হওয়ার অনুভূতি হইলে রোগী বারম্বার গলাধঃকরণ ক্রিয়া দ্বারা তাহা অধঃ রাখিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য এবং সময়ে সময়ে তাহাতে শ্বাসকষ্ট জন্মে ; অপস্মার বায়ুর গুল্ম। অন্ননালীতে অনুভূতি জন্মে যেন তাহার তরঙ্গায়িতগতি (Peristaltic motion) অধঃ হইতে ঊর্দ্ধদিকে হইতেছে।

আমাশয় ;—আমাশয়োর্দ্ধের কোটরস্থানে স্পন্দন। আমাশয় ও অন্ত্রের স্ফীতি জন্মিলে বোধ হয় যেন অন্ননালীর আক্ষেপিক ক্রিয়া বশতঃ তরঙ্গায়িতগতি উল্টা দিকে হইতেছে। উদ্‌গার রশুনের ঘ্রাণযুক্ত এবং কটু, তীব্র অথবা পচা আস্বাদযুক্ত। উদ্গার উঠে কিন্তু বাতকর্ম্ম মোটেই হয় না।

banglabooks.in

উদর ;—অত্যন্ত উদরস্ফীতি। আমাশয়প্রদেশে ও সমগ্র উদরে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় পূর্ণতা বোধ হইলে আমাশয়ে পূর্ণতা থাকে এবং উদ্‌গার উঠে। উদরপেশী অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট হইলে উদরপার্শ্বে কন্‌কন্ করে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইলে বায়ু নির্গত হয়। শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় উদরে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন উদরাময় জন্মিবে এবং তাহাতে কাকের ন্যায় অতি ক্ষুধার উৎপত্তি।

মূত্রযন্ত্র ;—মূত্র উষ্ণ এবং নাসিকায় জ্বালাযুক্ত চন্‌চনিভাব-উৎপাদক ঘ্রাণবিশিষ্ট।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—জরায়ু প্রদেশে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হইলে তাহা কর্ত্তন করা ও ঠেলামারার প্রকৃতি ধারণ করে। প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর। জননেন্দ্রিয়ের স্ফীতি এবং প্রদাহ।

ত্বক্ ;—উচ্চ ও কঠিন পার্শ্ববিশিষ্ট, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং সহজেই রক্তস্রাবের প্রকৃতিযুক্ত ক্ষতবিশিষ্ট এবং তাহা হইতে প্রচুর, ঈষৎ সবুজ, পাতলা, দুর্গন্ধ এবং কল্‌তানির ন্যায় স্রাবও নিঃসৃত হইতে পারে।

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ুরোগ বা হিষ্টিরিয়া ;—এসাফিটিডার গুল্মবায়ুরোগেও অন্যান্য কতিপয় ঔষধের ন্যায় **গুল্ম বা বাত-প্লীহার উৎপত্তি,** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে। অভ্যন্তর গলদেশে উপরি উক্তরূপ বায়ুর গোলার বর্ত্তমানতার অনুভূতিই **এসাফিটিডার** প্রধান লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। অন্নের কোন প্রকার অভ্যন্ত স্রাব রোধ ঘটিলেও যে, এইরূপ বায়ুরোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা উচিত। উদরে বায়ুসঞ্চিত হওয়া ইহার অন্যতর প্রধান লক্ষণ; তাহার ঊর্দ্ধ গতিতে

banglabooks.in

শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলতঃ আমাশয় হইতে এই ঊর্দ্ধগামী বায়ু গলদেশে উত্থিত হওয়াতেই উপরি উক্ত গুল্মের অনুভূতি, এবং অধিকতর আহার ও শরীর চালনায় তাহার বৃদ্ধি। ইহা একরূপ ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, বোধ হয় যেন সকলই বেগে ফাটিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। উপরিউক্ত কারণেই গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে এসাফিটিডা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিক—উপরি উক্ত ঔষধের কোন কোন লক্ষণ ম্যাগ্নে মিউভেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতেও বায়ু সঞ্চিত হয় এবং বলের আকারে তাহা গলদেশে উঠিলে শ্বাসরোধের উপক্রমের উদ্গারে উপশম থাকে। এসাফিরোগী অনবরত গিলিয়া গোলা নিম্নে রাখিবার চেষ্টা করে এবং তাহাতেই তাহার শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায়। এসাফি রোগী অত্যন্ত অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং তাহার মানসিক লক্ষণ পরিবর্ত্তনশীল। ইহাতে পেশীর ঝাঁকি ও আনর্ত্তন দৃষ্ট হয় এবং সম্পূর্ণ শরীর অস্বাভাবিকরূপে স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। কোন প্রকার স্রাবরোধ বশতঃ গুল্মবায়ু রোগে প্রায়শঃ এসাফি প্রদর্শিত হয়। গলদেশের লক্ষণের প্রাধান্য সর্ব্ব স্থলেই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চক্ষু প্রদাহ—আইরাইটিস্ বা উপতারা-প্রদাহ ;—এসাফিটিডা চক্ষুর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে। পারদের অপব্যবহার, বিশেষতঃ উপদংশরোগে পারদের অপব্যবহার জন্য আইরাইটিস্‌রোগ সহ চক্ষুর চতুর্দ্দিকের অস্থিতে জ্বালা, দপ্‌দপানি বেদনা এবং টাটানি থাকিলে এসাফি দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এস্থলে অরাম ইহার সহিত তুলনার যোগ্য। তাপে অরামের এবং চক্ষুগোলকে চাপ দিলে এসাফির রোগের উপশম হয়।

banglabooks.in

অস্থিরোগ—অস্থিক্ষয় বা কেরিজ্।—অস্থিক্ষত-রোগে দুর্গন্ধস্রাব এবং ক্ষতের চতুর্দ্দিকে অসহনীয় টাটানি থাকিলে **এসাফিটিডা** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে টিবিয়া বা জঙ্ঘার বৃহত্তর অস্থির ক্ষতের এতাদৃশ টাটানি হয় যে, রোগী তদুপরি ঔষধাদির প্রয়োগও সহ্য করিতে পারে না।

ষ্ট্রনশিয়ানা কার্ব্বনিকা—লঙ্গ বোন্‌স্ বা দীর্ঘাস্থির ক্ষতরোগে ক্ষয়োৎপাদক উদরাময় জন্মিলে **ষ্ট্রন্‌শিয়ানা** উপকারী। ইহার অস্থিক্ষতের স্রাব সহ অস্থিখণ্ড নির্গত হয়।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—দীর্ঘাস্থির উপদংশজ অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি এবং অস্থি-প্রদাহরোগে যন্ত্রণাদির রজনীতে এবং সিক্ত দিনে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা সুফল দর্শে। নাতিপুরাতন বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশজ আব বা নোড রোগ (node) আরোগ্যে ইহা মহৌষধ।

উপদংশ রোগ বা সিফিলিস্।—পায়ের নলির বা শিন্‌বোনের (shin bone) উপদংশ রোগে রজনীতে বেদনা হইলে **এসাফিটিডা** উপকারী। পায়ের নলিতে ক্ষত হইলে স্পর্শা-সহিষ্ণু বেদনা জন্মে এবং তাহা হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ পূয়নিঃসরণ হয়। উপদংশজ অস্থিক্ষত ও অস্থিমৃত্যু বা নিক্রোসিস্‌রোগে রজ-নীতে অত্যধিক বেদনা থাকিলে **এসাফি** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে।

মেজিরিয়াম—উপদংশরোগে রজনীতে অস্থির বেদনা হইলে তন্নিবারণে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ; পায়ের নলীর অস্থিবেষ্ট-ঝিল্লির উপদংশজ প্রদাহে, আক্রান্ত স্থান স্ফীত হয় ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ সামান্য স্পর্শেই অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকে। উপদংশজ স্নায়ুশূল এবং পূয়গুটিকাতেও ইহা উপকারী।

ষ্টিলিঞ্জিয়া—অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘাস্থির অতি কঠিন বেদনায়

banglabooks.in

এবং পায়ের নলীর ও মস্তকের অস্থির অর্ব্বুদ বা নোডের ভয়াবহ যন্ত্রণায় ইহা উপকারী।

৫। কানায়াম্ (Conium)।

প্রতিনাম ;—কনায়াম্ ম্যাকুলেটাম্।

প্রয়োগরূপ ;—টাটকা চারাগাছের অরিষ্ট বা টিংচার।

সম্বন্ধ ;—কনায়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—নাই এসি। কনায়ামের যাহা কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া, নাই এসি, নাই স্পিডাল্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কনায়াম গতিপ্রদ স্নায়ুসূত্র, বিশেষতঃ তাহাদিগের সীমান্ত প্রদেশের, আক্রমণ দ্বারা পক্ষাঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কের অসাড়তা উৎপন্ন করায় শিরোঘূর্ণন, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে ইহার বিশেষ কার্য্য হওয়ায় তাহার রক্তপূর্ণতা, দড়কচড়াভাব এবং গ্রন্থির উপাদানের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। গ্রন্থিতে শেষোক্ত প্রকার কার্য্য হওয়ায় গ্রন্থির গণ্ডমালাবিকারে এবং কর্কট বা ক্যান্সার রোগে ইহাদ্বারা আমরা মহদুপকার পাইয়া থাকি। কনায়াম্ ঔষধের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বৃদ্ধ, বিশেষতঃ বৃদ্ধ পুরুষ, কঠিনশরীর এবং গণ্ডমালা ও কর্কটরোগগ্রস্ত ব্যক্তির এবং যে সকল শিশুর অকালবৃদ্ধত্ব জন্মিয়াছে তাহাদিগের রোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

মন ;—প্রলাপ। কুস্বভাববিশিষ্ট বা বদ্ মেজাজী এবং দুঃখিত মানসিক ভাব। চিত্তোন্মত্ততা ঘটিত অবসাদ এবং ঔদাসীন্য। মানসিক চেষ্টা রক্ষা করিয়া যাওয়ার অসামর্থ্য। স্মরণশক্তিহীনতা। কার্য্যে প্রবৃত্তি-

banglabooks.in

হীনতা। বুদ্ধিহীনতা; পঠিত বিষয় বুঝিতে কষ্ট। মনুষ্যসঙ্গ করিতে অথবা তাহাদিগের কথা শুনিতে অনিচ্ছা। তাহাদিগকে ভৎসনা করার প্রবৃত্তি।

মস্তক।—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানে, ভ্রমণ কালে, বিশেষতঃ শয়নে ও শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালেও শিরোঘূর্ণন। মস্তকে গুরুত্ব। ভ্রূপ্রদেশে ও নাসিকামূলে অবিশ্রান্ত বিশৃঙ্খলভাব। মস্তকে সূচিবেঁধার ন্যায়, ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় এবং ছুরিকাঘাতাদির ন্যায় নানাবিধ বেদনা।

স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গীন কম্প। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে শ্বাসরোধের আশঙ্কা। সহজেই শ্রান্তি। ভ্রমণকালে হঠাৎ শক্তিহানি ঘটিলে উপবেশনের ইচ্ছা। আক্ষেপ ব্যতীতই পেশীর পক্ষাঘাত। রোগী শক্তিহীন ও মূর্চ্ছার ভাবযুক্ত, অল্প ভ্রমণেই যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। প্রত্যূষে শয্যায় থাকিতে পীড়িত ও মূর্চ্ছার ভাব বিশিষ্ট; মূর্চ্ছার আক্রমণ।

মুখমণ্ডল।—মৃদ্বর্ণ ও শীতাভ; পাণ্ডুর; ঘোর লোহিত ও স্ফীত। রজনীতে মুখে হুলবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা। মুখমণ্ডলোপরি সিক্ত এবং বিস্তারশীল দদ্রু। ওষ্ঠে জ্বালা ও তীরবেধবৎ বেদনা, হনুনিম্ন বা সাবম্যাক্যুলারিগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন।

চক্ষু।—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য। চক্ষুর দুর্ব্বলতা ও ঝলসান ভাব হইলে শিরোঘূর্ণন এবং দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ হস্ত এবং পদের দুর্ব্বলতা, রোগী চলিতে মাতালের ন্যায় টলে। চক্ষুতে জ্বালা। কনীনিকার বিস্তৃতি। চক্ষুপত্রের ঊর্দ্ধপ্রদেশ জ্বালা করে। চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্র পীতাভ। চক্ষুপত্র ভার বস্তু দ্বারা চাপিত হওয়ায় যেন কষ্টে উত্তোলন করিতে পারা যায় এবং নিদ্রা যাইবার আবশ্যকতা জন্মে। রোগী ধীরতা সহ চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের জন্য উপযোগী করিয়া লয়।

banglabooks.in

কর্ণ।—কর্ণে টং টং, গুণ গুণ এবং উচ্চ রব প্রভৃতি। কর্ণে এবং কর্ণের চতুর্দ্দিকে সূচিবেধবৎ বেদনা। নাক ঝাড়িলে তাহা বন্ধ থাকার ন্যায় বোধ। কর্ণমল রক্তের ন্যায় লাল।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন শুষ্ক স্থান বিড়বিড় করায় প্রায় অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাসির উত্তেজনা। প্রচণ্ড, আক্ষেপিক শুষ্ক কাসি প্রায়ই কেবল দিবসে অথবা রজনীতে প্রথম শয়নকালে হইয়া থাকে। উপবিষ্টাবস্থায় ষ্টার্ণাম বা বুক্কাস্থি হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন ধারাল অস্ত্র ঋজুভাবে বক্ষভেদ করিয়া সবলে প্রবেশ করার ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে প্রত্যেক শ্বাসগ্রহণে দক্ষিণ বক্ষের স্তন সন্নিহিত স্থানে প্রচণ্ড সূচিবেধবৎ বেদনার হস্ত দ্বারা গুরু চাপ দিলে উপশম।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎকম্প; স্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট। কিছু পান করিলে প্রচণ্ড হৃৎকম্প। নাড়ীস্পন্দন পরস্পর অসমশক্তিবিশিষ্ট এবং কখন কখন তাহার স্পন্দনের নিয়মও ভঙ্গ হয়; দ্বি-পত্র বা মাইট্র্যাল হৃৎকপাটের অসম্পূর্ণতা।

মুখাভ্যন্তর।—টন্‌সিলগ্রন্থির প্রদাহ। জিহ্বার পক্ষাঘাত হওয়ায় কথা কহিতে কষ্ট।

গলাভ্যন্তর।—গলা চুলকাইলে কাসির উদ্রেক।

উদর।—বাম কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। নিম্নোদরে প্রসবাস্তিক বা ভাদালির বেদনার ন্যায় সংকোচক বেদনা হওয়ায় মলবেগ উপস্থিত হয়।

মলত্যাগ।—পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ। কোষ্ঠবদ্ধ। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর সকম্প দৌর্ব্বল্য।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র ঃ—রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব। মূত্রত্যাগান্তে মূত্র ঝরিতে থাকে। মূত্রত্যাগকালে ও তাহার পরে জ্বালা হয়। মূত্রস্রোতের হঠাৎ অবরোধ ঘটে এবং অল্পকাল রুদ্ধ থাকার পর তাহা পুনরায় বহিতে আরম্ভ করে।

পুংজননেন্দ্রিয় ঃ—লিঙ্গোত্থানরহিত কামেচ্ছা স্ত্রীলোকের সঙ্গে কৌতুক করিতে করিতেও রেতঃক্ষরণ। লিঙ্গাগ্রত্বকের চুলকনা হইলে কামবিষয়ক চিন্তা ব্যতীতই শরীরাবস্থাপনের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে শুক্রস্খলন হয়। অণ্ডকোষের স্ফীতি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঃ—যোনির গভীর স্থানে কঠিন চুলকনা। শ্বেতপ্রদরস্রাবের পূর্ব্বে কটিদেশের দুর্ব্বলতা এবং পক্ষাঘাতের অনুভূতি; কটির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রসববেদনার ন্যায় সংকোচক বেদনা আসিলে ঘন দুগ্ধের ন্যায় স্রাব; শুভ্র ও তীব্র শ্লেষ্মাস্রাবে জ্বালা উপস্থিত করে। ঋতুরোধ ঘটে অথবা ঋতু বিলম্বে হয়। জরায়ু, অণ্ডাধার এবং স্তনের দড়কচড়াভাব। ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে স্তনের টাটানি ও স্ফীতি। কামেচ্ছার প্রবলতা জন্মিলে স্তন কুঁচকিয়া যায়। বাম স্তনে সূচিবেধবৎ বেদনা। অপুঃসত্ত্বাবস্থায় ভয়াবহ বিবমিষা ও বমন। স্তনে অর্ব্বুদ জন্মিলে বিদ্ধবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং গ্রন্থি স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে।

পৃষ্ঠ ঃ—অংসফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় কটিপশ্চাদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটিকশেরুকাস্থির মধ্য দিয়া আকৃষ্টতা বোধ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঃ—সকল অঙ্গেরই কম্প। হস্তাঙ্গুলিপৃষ্ঠের চুলকনা। অঙ্গাদি চালনা করিতে কষ্ট; রোগী চলিতে পারে না। দৌর্ব্বল্যের অনুভূতি হওয়ায় ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর কম্পও হইতে পারে। প্রথমে নিম্নাঙ্গের এবং পরে উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস;—কাম-প্রবৃত্তির অপরিমিত পরিতৃপ্তি সাধন অথবা অবিবাহিতাবস্থায় শুক্রধারণের চেষ্টা **কনায়ামের** বিষাদোন্মত্ততা বা মানসিক অবসাদবায়ুর কারণ। ইহার ক্রিয়ায় আমরা অবসাদবায়ুর সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। রোগী যাহার পর নাই দুঃখভারাক্রান্ত বোধ করে।

জিঙ্ক অক্সাইড—ইহা **কনায়ামের** তুল্য ঔষধ। প্রভেদ এই যে **কনাই** সম্পূর্ণরূপ অবসাদকর, **জিঙ্কাম** উত্তেজনা-মিশ্রিত অবসাদকর ভাবের ঔষধ।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো;—বৃদ্ধ এবং অত্যধিক তাম্র-কুটসেবী ব্যক্তিদিগের শিরোঘূর্ণনরোগে **কনায়াম** উপযোগী ঔষধ। মস্তিষ্কের রক্তহীনতা জন্য রোগ হইলেও স্থলবিশেষে ইহাদ্বারা উপকার হয়। এরূপ শিরোঘূর্ণনরোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দিকে অনিমেষ তাকাইয়া থাকিলে বোধ করে যেন তাহা চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। গাত্রোত্থান করিতে অথবা সিঁড়ি দিয়া নামিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি জন্মে। মস্তিষ্কে অসাড়তা বোধ হওয়ায় অজ্ঞানবৎ অনুভূতির **শয়নাবস্থায় অথবা শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে** বৃদ্ধি হয়।

এস্ব্রা প্রিসিয়া—বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনে ইহা উপকারী।

আইওডিন—ইহাও বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তাধিক্য নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন নিবারণ করিতে সমর্থ।

কাসি বা কফ;—ক্ষয়কাসের রোগী গয়ার উঠাইয়া ফেলিতে না পারায় গিলিতে বাধ্য হইলে **কনায়াম্** উপকারী। ডাং ফ্যারিংটন

banglabooks.in

বলেন "দিবাভাগের অতি যন্ত্রণাকর কাশিতে ইহা ফলপ্রদ"। ডাং ডিউইর মতে অতি যন্ত্রণাকর শুষ্ক কাসির শয়নে, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি হইলে ইহা উপযোগী।

হৃদ্রোগ—হৃৎপিণ্ডদৌর্ব্বল্য।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ নাড়ী ক্ষণে পূর্ণ ও নিয়মিত এবং পরক্ষণেই অতি কোমলস্পর্শ, দুর্ব্বল এবং অনিয়মগতি হইলে **কনায়াম্** হৃৎপিণ্ডপেশীর বলাধান করিয়া তাহার সংশোধন করিতে পারে। বৃদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ ঘটনা অনেক সময় দৃষ্ট হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডদেশে হঠাৎ ঝাঁকি অথবা ধাক্কা (Shock) উপস্থিত হইলে **কনায়াম্, জিঙ্কাম** ও **অরাম্** সহ তুলনীয় হয়।

কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহ বা মাম্পস্, প্যারটাইটিস্।—কর্ণমূলগ্রন্থিপ্রদাহে স্ফীত গ্রন্থি অত্যধিক কঠিনস্পর্শ হইলে **কনায়াম** প্রযোজ্য। রোগের উপসর্গ স্বরূপ একশিরা বর্ত্তমান থাকিলে **অরাম্** ও **ক্লিমেটিস্** তাহার ঔষধ।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেষণ।—কোষ্ঠবদ্ধরোগে **নাক্স্ ভ** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে **কনায়াম্** তাহার সম্পূর্ণতা সাধন করে।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটরিয়া।—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত শুক্রমেহরোগ চিকিৎসায় **কনায়াম্** সদৃশ মানসিক লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহা অতি পরিস্ফুট চিত্তোদ্বেগলক্ষণ উৎপন্ন করে। স্বভাবতঃ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী শুক্রদৌর্ব্বল্য বশতঃ অতিবিষণ্ণতাগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক কামেচ্ছার রোধ জন্য স্বপ্নদোষ হইলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ; অণ্ডকোষে বেদনা থাকে, সামান্য উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই রেতঃক্ষরণ হয়। **জিঙ্কামের** ন্যায় ইহাতে কোন স্থানিক উত্তেজনা হয় না;

banglabooks.in

সিপিয়ার্ভে শারীরিক উন্মাভাব (Erethism) জন্মিলে সহজেই শুক্র স্খলিত হয়।

মূত্রস্থলীপ্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্।—মূত্রস্থলীর পুরাতন প্রদাহরোগে সবিরাম মূত্রনিঃসরণ হইলে কনায়াম্ উপকার করিয়া থাকে। মূত্রস্রোত চলিতে চলিতে বন্ধ হয়, আবার চলে। ডাং ক্যারিংটন বৃদ্ধদিগের প্রষ্টেটগ্রন্থিবিবৃদ্ধি বশতঃ রোগে ইহা দ্বারা ফললাভ করিয়াছেন।

স্ত্রীরোগ—স্তনের রক্তাধিক্য; প্রদাহ; অর্ব্বুদ; কর্কট বা ক্যান্‌সার; আভিঘাতিক রোগ ইত্যাদি।—স্তন সহ কনায়ামের বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে। এজন্য ইহা স্তনের শোণিতপূর্ণতা অতি শীঘ্র বিদূরিত করিয়া থাকে। প্রত্যেক শৈত্যসংস্রব নিবন্ধন গ্রন্থিপ্রদাহ জন্মিলেও ইহা তন্নিবারণে উপযোগী। স্তনাভ্যন্তরে কর্কটরোগের সন্দেহযুক্ত অর্ব্বুদ ইহার ব্যবহারে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। ইহাতে স্তনে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হয় এবং স্তন স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। ডাং ডিউই এস্থলে ঔষধের ৩০ ক্রমের উপর নির্ভর করিতে বলেন। স্তনে হস্তমুষ্ট্যাদি দ্বারা প্রহার অথবা গুরুতর চাপ বশতঃ বিশেষ প্রকৃতির কাঠিন্য এবং যাহার পর নাই স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মিলেও কনায়াম্ অধিকাংশ স্থলে তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। স্তন এতই বেদনাযুক্ত হয় যে রোগী তাহাতে বস্ত্রসংস্পর্শ অথবা সামান্য ঝাঁকিও সহ্য করিতে পারে না। এই সকল রোগে স্তনে চুলকনা হওয়া কনায়ামের অন্যতম প্রদর্শক।

গ্রন্থিরোগ—গ্রন্থিবিবৃদ্ধি; গ্রন্থির অর্ব্বুদ, কর্কট; গ্রন্থির আঘাতজ রোগ প্রভৃতি।—কনায়ামের

banglabooks.in

ক্রিয়ার গ্রন্থির বিবৃদ্ধি একটি সাধারণ লক্ষণ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় রোগজ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি বা এডিনমেটা, কর্কট বা ক্যান্সার প্রভৃতি দূষিত অর্ব্বুদ এবং পেষণ, ঘর্ষণাদি আঘাত প্রযুক্ত গ্রন্থিবিশেষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি গ্রন্থিরোগে প্রযোজিত হইয়া ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। আক্রান্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিনস্পর্শ হয়। এইরূপ স্ফীতি ও কাঠিন্য সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনে ও জরায়ুতে এবং অণ্ডকোষে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও কখন কখন উহাতে তীব্রবেধার ন্যায় বেদনা হইতে পারে, কিন্তু প্রায়শঃ উহা বেদনাহীন থাকে। স্কিরাস-অর্ব্বুদের প্রথমাবস্থায় ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। আঘাতপ্রাপ্ত গ্রন্থি প্রস্তরবৎ কঠিন হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের কোষময় বা সেলুলার ঝিল্লির দড়কচড়াভাব, শরীর দগ্ধ হওয়ার পর গ্রন্থির স্ফীতি, বিশেষতঃ স্তনগ্রন্থির বেদনাহীন অথবা ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনাযুক্ত স্ফীতি প্রভৃতিতেও ইহা উপকারী। ডাং ডিউক ইহার ৩০ ক্রমেরই বিশেষ পক্ষপাতী কিন্তু তাঁহার মতে ২০০ ক্রমেও কার্য্য হইতে পারে।

অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থির উপরি উক্ত স্ফীতি ও অর্ব্বুদাদি রোগ বেদনাহীন থাকে এবং বেদনাযুক্ত হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং স্থান-পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় ও রজনীতে বৃদ্ধি পায়। রোগীর উত্তেজনা-প্রবণতার ভাব ইহার প্রদর্শক। এপিথিলিওমা শ্রেণির ক্যান্সারেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কাণ্ডুরেঙ্গো—ইহা আমাশয়ের ক্যান্সাররোগে বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং নানাপ্রকার কার্সিনমা বা কর্কট-রোগেও ইহার ১× ক্রমে ব্যবহার উপকার করিয়াছে। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সারের ও দূষিত ক্ষতের ইহা বেদনার হ্রাসকারী ঔষধ।

banglabooks.in

ব্যারাইটা কার্ব্ব—শরীরের স্থানে স্থানে বসাময় অর্ব্বুদ বা ফ্যাটি টিউমার জন্মিলে ব্যারাইটা কার্ব্ব তাহার ঔষধ।

ফাইটলেক্কা—ইহাতে শরীরের বসা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকায় ইহা বসাময় অর্ব্বুদ এবং স্তনের কঠিন ও বেদনাযুক্ত গুটিকাও আরোগ্য করিতে পারে।

৬। পেট্রসিলিনাম (Petroselinum.)

তুলনীয় ঔষধ :—ক্যান্থ', ক্যানা স্যাট, কপেবা।

সাধারণ ক্রিয়া :—মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে পেট্রোসিলিনাম অতি পরিস্ফুট ক্রিয়া প্রকাশ করায় তাহার উত্তেজনা এবং নাতি প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহা নাতিপ্রবল পূয়মেহ বা সাব একিউট গনরিয়া এবং পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিটরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মূত্রযন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়।—মূত্রনালী হইতে দুগ্ধবৎ তরল পদার্থের স্রাব। মূত্রনালীমুখ শ্লেষ্মায় জুড়িয়া থাকে। মূত্রনালী হইতে পীতবর্ণের স্রাব হয়। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলী মুখসন্নিহিত নেভিকিউলার ফসা বা কোটরস্থান জ্বালা করে। মূত্রনালীর মুখসন্নিহিত নেভিকুলার ফসাতে আকৃষ্টতা ও খোঁচানি হইলে মূত্রত্যাগান্তে তাহা কর্ত্তনবৎ কামড়ানিতে পরিবর্ত্তিত হয়। সম্পূর্ণ মূত্রনালীপথে বিড়বিড়ি ও শড়শড়ি। নেভিকুলার ফসার ঠিক পশ্চাতে চাপবোধ। নেভিকুলার ফসাতে পুনঃ পুনঃ কামোদ্দীপক সুড়সুড়ি। নেভিকুলার ফসা বা মূত্রনলীমুখের নিকটস্থ বিস্তৃত প্রদেশের পশ্চাতে বিড়বিড় করিলে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে। লিঙ্গোত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায়। প্রায়শঃই শেষ রজনীতে শুক্রক্ষরণ হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

পূয়মেহ বা গনরিয়া।—সাব একুট বা নাতিপ্রবল পূয়মেহ এবং পুরাতন পূয়মেহ বা ষ্ট্রিটরোগ মূত্রনালীর নেভিকিলার ফসা (Navicular fossa) হইতে মূত্রস্থালীর গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করায় লিঙ্গমূলে বেদনা ও উপরি উক্ত অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি জন্মিলে পেট্রসিলিনাম প্রযুক্ত হয়। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অদমনীয় মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

৭। ফেলাণ্ড্রিয়াম একয়াটিকাম।

(Phelandrium Aquaticum.)

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—যে সকল স্নায়ু মস্তক হইতে চক্ষু মধ্যে যায় তাহাদিগের আক্রমণকারী মস্তক বেদনায় ফেলাণ্ড্রিয়ামের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তকশীর্ষোপরি বিদীর্ণবৎ অনুভূতি জন্মে এবং চক্ষুর জ্বালা ও জলস্রাব হয়।

৮। সিকুটা ভিরসা (Cicuta Virosa.)

সম্বন্ধ।—সিকুটা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপিয়াম।

যাহা সিকুটার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্ণি, ওপিয়াম্। অধিক মাত্রায় টুবাক।

তুলনীয় ঔষধ।—এব্‌সিন্থ, একন, বেল, কনায়, কুপ্রাম্, ল্যাকেসি, হাইড্রকট।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিকুটা ভিরসা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক মেরুমজ্জায় উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশ করায় ধনুষ্টঙ্কার এবং মৃগীবৎ

banglabooks.in

আক্ষেপ, হনুস্তম্ভ ও স্থানিক, প্রবল ও স্থায়ী এবং ক্ষণিক বা অস্থায়ী আক্ষেপ উপস্থিত করে। ইহার ও নাক্স ভমিকার ক্রিয়ামধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও শেষোক্তের চৈতন্য অক্ষুণ্ণ থাকায় এবং প্রথমোক্তের মস্তিষ্কক্রিয়ার পক্ষাঘাত বশতঃ চৈতন্যের সম্পূর্ণ অভাব হওয়ায় উভয় ঔষধ সমাকরূপে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ।

মন।—ক্রন্দন, কেঁকানি এবং বিকট স্বরে চীৎকার। উদ্‌ভ্রান্ত মানসিক অবস্থা, গীত গাওয়া, হাস্যোদ্দীপক পদবিক্ষেপ এবং চীৎকারে গোলমালের উপস্থিতি। মানসিক স্থৈর্য্য, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ। মানসিক অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা, কল্পনার অভাব এবং চৈতন্যের লোপ। দুঃখ বিষয়ক গল্পে অত্যন্ত অভিভূতি, উৎকণ্ঠার ভাব। উত্তেজিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য আশঙ্কান্বিত অবস্থা।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন, শরীরঘূর্ণন এবং মৃত্তিকায় পতন। মস্তকের ঝাঁকি এবং আনর্ত্তন। মস্তকপশ্চাতে কঠিন শিরঃশূল। ললাটের বহির্দ্দেশে অজ্ঞানকর বেদনার বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্‌কাসন নিবন্ধন রোগ; আক্ষেপ।

স্নায়ু।—সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন হইলে রোগী অচেতন হয় এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সম্পূর্ণ শরীর ভয়াবহরূপে বক্র হইতে থাকে। কন্‌ভাল্‌সনে শরীর পশ্চাদ্দিকে বক্র হয়। মৃগীবৎ আক্ষেপ হইলে ডায়াফ্রামপেশীর প্রচণ্ড আক্ষেপ হওয়ার ন্যায় আমাশয়ের স্ফীতি, হিক্কা এবং হৃদয়বিদারক চীৎকার, মুখের রক্তিমা, হনুস্তম্ভ, জ্ঞানের অভাব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মোচড় ও অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। হঠাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনমনীয় ও চালনার অযোগ্য অবস্থা জন্মে। সামান্য স্পর্শে, দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা বলায় প্রবল ও স্থায়ী

banglabooks.in

আক্ষেপ। স্বপ্নসঞ্চরণ (Somnambulism), স্থির দৃষ্টি এবং জ্ঞানের আংশিক অভাব। কৃমির উপদ্রবকালে হঠাৎ শরীরের কাঠিন্য ঝাঁকি হইলে পরে শরীরের অত্যন্ত শিথিলতা এবং দৌর্ব্বল্য জন্মে। অত্যন্ত বলক্ষয় হয়।

মুখমণ্ডল।—মুখ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং মৃতবৎ দৃশ্যযুক্ত। মুখের ভয়াবহ অথবা হাস্যজনক ভঙ্গি। মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ।

চক্ষু।—কোন বস্তুর প্রতি একদৃষ্টে চাহনি। কণীনিকার বিস্তৃতি ও চেতনারাহিত্য। কণীনিকা প্রথমে সঙ্কুচিত পরে বিস্তৃত। দৃষ্ট-বস্তু দুইটি দেখায়। দৃষ্টবস্তু পর্য্যায়ক্রমে নিকটে আইসে ও দূরে যায়।

মুখগহ্বর।—দন্তে দন্তে সংবদ্ধতা, হনুস্তম্ভ, দন্ত কিড়িমিড়ি। মুখে বুদবুদ উঠে।

গলাভ্যন্তর।—বোধ যেন গলার ছিদ্র জুড়িয়া গিয়াছে, গলাধঃ-করণের ক্ষমতা থাকে না। গলাভ্যন্তরে শুষ্কতা।

আমাশয়।—অত্যন্ত তৃষ্ণা। প্রচণ্ড হিক্কা। কন্‌ভালসন হইলে বমন। আমাশয়ের হঠাৎ অবসাদিত ভাব (Shock) জন্মিলে রোগী পশ্চাৎ-পার্শ্বে বক্র হয়।

উদর।—উদরে গড়গড়, হড়হড় ডাক। উদরের স্ফীতি ও বেদনা।

মল।—পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। প্রত্যূষে উদরাময় হইলে অদম্য মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে।

ত্বক্।—মুখমণ্ডল ও হস্তোপরি মটরের ন্যায় বড় বড় উদ্ভেদ স্পর্শে জ্বালাযুক্ত থাকে এবং পরে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায়। পূয়জননশীল উদ্ভেদ জ্বালা করে। দক্ষিণ অংসফলকাস্থির উপরিভাগে লোহিত রসবিম্বিকা জন্মে এবং তাহা স্পর্শ করিলে জ্বালা হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি।—সিকুটার মৃগীরোগে শরীর হঠাৎ শক্ত হওয়ার পর ঝাঁকি এবং প্রচণ্ড বক্রতা ও অবশেষে সম্পূর্ণ বলহানি জন্মে। এই বলহানি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে কেবল চাইনিনাম আর্সেনিকোসাম ইহার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রবল ও স্থায়ী (Tonic) আক্ষেপে ষ্ট্রিক্‌নিয়ার আক্ষেপের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে; কিন্তু সিকুটার আক্ষেপকালে রোগীর চৈতন্যের অভাব ঘটিয়া মৃগীর আক্ষেপের সাদৃশ্য প্রকাশ করে; অপরে তদ্রূপ হয় না। ইহার রোগে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, হনুস্তম্ভ, মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিমা, মুখে গেঁজলা উঠা এবং দেহের পশ্চাদ্দিকে বক্রতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। স্পর্শ প্রভৃতি আগন্তুক উত্তেজনায় অসহিষ্ণুতাপ্রবণতা ষ্ট্রিক্‌নিয়া অপেক্ষা ইহাতে স্বল্পতর বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থির চক্ষুর একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকা ইহার অন্যতর প্রদর্শক; আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে শরীরের কম্প এবং আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে মস্তকে অদ্ভুত প্রকারের অনুভূতি ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ। ডাং বেজ্‌ পেশীর আক্ষেপকে কুপ্রামের বিশেষ ও প্রধানতম লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্‌।—ধনুষ্টঙ্কারে আক্ষেপকালে শরীরের হঠাৎ কাঠিন্য এবং ঝাঁকি হওয়ার পর অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মিলে সিকুটা বিশেষ উপকারী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হনুস্তম্ভ জন্মে এবং স্পর্শ করিলে ফিট পুনরাগত হওয়ায় রোগী পশ্চাদ্দিকে বক্র হইয়া যায়। অন্ননালীর আক্ষেপ হয় এবং রোগী কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকে।

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালসন্‌স্—সূতিকাক্ষেপ ; কৃমিআক্ষেপ ইত্যাদি।—আমরা ইতিপূর্ব্বে মৃগী এবং ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে সিকুটার যে প্রকৃতির আক্ষেপ এবং তদানুসঙ্গিক লক্ষণের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি কৃমিরোগ, জ্বর, সূতিকাবস্থা কিম্বা অন্য যে কোন কারণে কি অবস্থায় উপরি উক্তরূপ আক্ষেপাদি উপস্থিত হইলে সিকুটা দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

ত্বকরোগ—অর্ব্বুদরোগ—এপিথিলিয়মা।—এপিথিলিয়মাক্যান্‌সার বা মারাত্মক কর্ক্কটরোগের অর্ব্বুদ মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মামড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে সিকুটা আরোগ্য করিতে পারে। ফলতঃ ডাং ফ্যারিংটন দুইটি এই প্রকারের ক্যান্‌সাররোগ প্রকৃত পক্ষেই ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

মুখের চতুঃপার্শ্বের উদ্ভেদ মধুর ন্যায় হরিদ্রাভ মামড়িতে পরিণত হওয়ায় তাহার সহিত শ্মশ্রু জুড়িয়া যাইলে সিকুটা তাহা দূর করিতে সমর্থ।

৯। হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা (Hydrocotyle.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—আর্স, সিলিক, লাইক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—হাইড্রকটাইল ত্বকে অতীব গুরুতর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বিশেষতা লাভ করিয়াছে। ইহা ত্বকে নানাপ্রকার কুষ্ঠ, মহাব্যাধি বা লেপ্রসি, লুপাস নামক কঠিন ক্ষত এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের ন্যায় উদ্ভেদাদি লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

ইহার রোগে রোগীর অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ও বিষণ্ণতা জন্মে। যেন একটা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ ও অবসন্নতার ভাব উপস্থিত হয়। রোগী ক্লান্ত বোধ করে এবং তাহার পেশীমণ্ডলীতে দুষ্টভাব জন্মে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মূত্রযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—মূত্রস্থালীর গ্রীবার উত্তেজনা; জরায়ুর গ্রীবা লোহিতবর্ণ হইলে তাহাতে তাপ এবং যোনিতে চুলকনা হয়।

ত্বক।—বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ। প্রায় সম্পূর্ণ চক্রাকার ত্বককলঙ্কের শল্কযুক্ত পার্শ্ব কিঞ্চিৎ উন্নত থাকে। উভয় জঙ্ঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতবর্ণ স্থানে এবং মুখে পীড়কা জন্মে। বক্ষে পূয়গুটিকা। ভিন্ন ভিন্ন শরীর স্থানে চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি। অনেক স্থানে অসহনীয় চুলকনা। প্রচুর ঘর্ম্ম।

চিকিৎসা।

লেপ্রসি বা মহাব্যাধি; টুবার্কুলার বা গুটিকাসংসৃষ্ট লেপ্রসি বা কুষ্ঠরোগ; গোদ; লুপাস এক্‌জুডেনস বা মারাত্মক ক্ষত বিশেষ; পুরাতন কাউর প্রভৃতি নানাপ্রকার ত্বকরোগ এবং উপত্বকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা প্রভৃতি **হাইড্রকটাইল** দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। ফলতঃ উপত্বকের বিবৃদ্ধি ও ঘনীভূত অবস্থা এবং তাহার স্খলনই ইহার প্রদর্শক।

আমি কোন পরিবারস্থ দুইটি ভ্রাতার টিউবার্কুলার লেপ্রসি রোগের চিকিৎসা করি। জ্যেষ্ঠকে **এনকার্ডিয়াম** প্রয়োগ করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার কোন ফল হয় না। অবশেষে তাঁহার ক্ষয় কাসিতে মৃত্যু ঘটে। কনিষ্ঠের শরীরের নানা স্থানে ক্ষত হইয়াছিল এবং হস্তাঙ্গুলিতেও ক্ষত ও তাহার বক্রতা জন্মিয়াছিল। **হাইড্রকোটাইল** ৩০ প্রয়োগে উক্ত বক্রতা ব্যতীত তাঁহার সম্পূর্ণ গাত্রেরই ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত ও সুস্থবোধ করিয়া-

banglabooks.in

ছিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়, মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই এবং কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। অন্য একটি প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স্ক রোগীর সম্পূর্ণ শরীরের, বিশেষতঃ মুখ, কর্ণাদি এবং জঙ্ঘা ও পদের ত্বক কর্কশ, স্থূল ও বিদারণযুক্ত হইয়াছিল। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বকেরও স্খলন হইত। জঙ্ঘা ও পদে শোথবৎ স্ফীতি ছিল। হাইড্রকটাইলের প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একটি ভদ্রলোকের প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে জ্বর হইত ও তাঁহার কোরন্দ বা ক্রটাল টিউমারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। হাইড্রকট দ্বারা জ্বর বন্ধ এবং উক্ত টিউমারলক্ষণও বিদূরিত হইয়াছিল। ২।৩ টি বেরিবেরির রোগীর পদের স্ফীতি জন্য আমি ইহার প্রয়োগ করায় তাঁহারা ফল পাইয়াছিলেন। অতএব আমি বিবেচনা করি, এই প্রকার রোগে হাইড্রকটাইলের যথেষ্ট ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬২ (LECTURE LXII.)

লেগুমিনসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। ডলিকস্। ২। ফাইজষ্টিগ্‌মা ৩। মেলিলটাস্।

১। ডলিকস্ (Dolichos Pruriens.)

ভুলনীয় ঔষধ ;—ক্যাল্কে কা ; চেলি, হিপার সা, রেনাঙ্কু বা, পড, রাস, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ডলিকস্ যকৃৎ আক্রমণ করে এবং তাহার ফলস্বরূপ ন্যাবা বা জণ্ডিস্, কোষ্ঠবদ্ধ এবং শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা দৃষ্টিগোচর হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—রসবিস্ফিকাযুক্ত বিসর্পিকা রোগান্তে স্নায়ুশূল।

চক্ষু ;—পীতাভ চক্ষু।

মল ;—দন্তোদ্‌গম অথবা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ। শুভ্রবর্ণ বিষ্ঠা।

শ্বাসযন্ত্র ;—রজনীতে শয়ন করিলে কাসি হয়।

ত্বক ;—দ্রষ্টব্য কোন উদ্ভেদ ব্যতীতই সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড চুলকনা। অঙ্গে ও বাহুতে শুষ্ক, বিসর্পিকাবৎ চুলকনা।

চিকিৎসা।

দন্তোদ্‌গম রোগ—আক্ষেপ ; জ্বর ;—ডাং ফ্যারিংটন বলিয়াছেন যে "দন্তোদ্‌গমকালে জ্বর হইলে প্রথমে একমাত্রা এক

banglabooks.in

নাইউ প্রয়োগের পরে ডলিকস ব্যবস্থা করা উচিত; যে স্থলে এইরূপ সাবধানতার অবলম্বন করা না হইয়াছে তথায়ই পরে সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ হইয়াছে"। কৃমিসংসৃষ্ট আক্ষেপেও ইহা ফলপ্রদ।

ন্যাবা বা জণ্ডিস্।—ন্যাবারোগে শুভ্রবর্ণ মলত্যাগ হইলে এবং গাত্রে কঠিন চুলকনা জন্মিলে ডলিকস্ উপকারী।

রসবিস্ফিকাযুক্ত বিসর্পিকা বা হার্পিস্ জষ্টার।—এ রোগে চুলকনা, জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি থাকিলে ডলিকস্ প্রযোজ্য। রোগাবসানে যে স্নায়ুশূল জন্মে তাহাও ইহাদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

২। ফাইজষ্টিগ্‌মা (Physostigma Benenosum)।

উপচয়।—বিশেষতঃ প্রাতঃকালে; শ্রম করিলে; মানসিক কার্য্যে।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে এবং ভ্রমণে; চক্ষু মুদ্রিত করিলে নিরুপদ্রব শান্তির অবস্থায় থাকিলে; উষ্ণ গৃহে বাস করিলে; ক্যাম্ফরের ঘ্রাণ লইলে; আর্শিকা সেবনে।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, এট্রপিয়াম, জেল্‌স্, জ্যাব, নাকস্ ভ, ওপিয়াম্, ষ্ট্র্যাম, টেবেকা।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফাইজষ্টিগ্‌মা মেরুমজ্জা আক্রমণ করায় শরীর সাধারণের পক্ষাঘাত হয় এবং অনুভব শক্তির অভাব ঘটে। শ্বাস-ক্রিয়ার পক্ষাঘাত অথবা হৃৎক্রিয়োত্তেজক হৃৎস্নায়ুগ্রন্থির পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার হ্রাস—মৃত্যুর কারণ হয়; জীবনের শেষসীমা পর্য্যন্ত স্পর্শানুভূতি এবং জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ইহা প্রথমে ক্ষুদ্রতর রক্তবহানাড়ীর সঙ্কোচন এবং পরে প্রসারণ উৎপন্ন করে। সেবন করাই হউক অথবা চক্ষুতে বহিঃপ্রয়োগই হউক ইহা

banglabooks.in

উপতারাপেশীর আক্ষেপ উৎপন্ন করিলে ক্ষুদ্র ও ঘন ঘন ঝাঁকি কিম্বা আনর্ত্তন হওয়ায় কণীনিকা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত কারণ বশতঃই ইহার ক্রিয়ায় চক্ষুর দূর ও নিকট দৃষ্টিবিষয়ক ক্রিয়া সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে। গতিদায়ুসীমার পক্ষাঘাত বশতঃ স্থানিক উত্তেজনায় পেশীসূত্রের অবিশ্রান্ত আনর্ত্তন হয়। উপরিউক্ত কারণেই অনৈচ্ছিক পেশীর (Involuntary muscles) ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপিক অবস্থা হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রস্রাব বমন এবং বিরেচন হইতে থাকে এবং অন্ত্রে পাকলাগায় তাহা গিট বন্ধ হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার স্রাবেরই কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও চক্ষুজল এবং মুখলালার বৃদ্ধিই বিশেষতা লাভ করে। চক্ষুতেই ফাইজষ্টিগ্‌মার ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কণীনিকার সংকোচন ও দৃষ্টির উপযোগী পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা হয় এবং কাণীনিকার স্থায়ী সংকোচন ইহাতে ও ওপিয়ামে মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।

মনঃ—অসাধারণ মানসিক ক্রিয়োত্তেজনা। একাগ্রতার অভাবে চিন্তা করা কঠিন। আবশ্যকের অধিক বস্তু গৃহে থাকে, কিন্তু কিছুই ঠিক মত থাকে না, রোগী অনবরত তাহার গণনা করে।

মস্তকঃ—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব; শিরোঘূর্ণন। মস্তকের অবসন্নতা, গুরুত্ব, নির্ব্বোধের ন্যায় ভাব। মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়।

স্নায়ুঃ—অত্যন্ত ক্লান্তি এবং অবসন্নতার অনুভূতি; দুর্ব্বলতা। আক্ষেপিক আনর্ত্তন, সম্পূর্ণ শরীরে প্রচণ্ড কম্প, পেশীমণ্ডলীর অত্যন্ত বলক্ষয়। শীতল জলের ভয়ে রোগী স্নান করে না। সম্পূর্ণ শরীরেই ঠাণ্ডা লাগার ন্যায় আড়ষ্টতা ও টাটানি। শরীরের নানাস্থানে কঠিন ও তীক্ষ্ণ বেদনা।

banglabooks.in

মুখমণ্ডল;—মুখ পাণ্ডুর; মুখে শোণিতাভা। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বে স্নায়ুশূল। মুখপার্শ্বে সংকুচিতবোধ।

চক্ষু;—প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম চক্ষুর প্রদাহ; চক্ষুর শুভ্র ঝিল্লি শুষ্ক, লাল এবং স্ফীত; চক্ষুগোলকে বেদনা ও জ্বালাযুক্ত চনচনি; চক্ষুপত্র ক্ষতযুক্ত বোধ। চক্ষুতে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ, বেদনা, আকৃষ্টতা ও মোচড়ানিবৎ অনুভূতি। চক্ষু পাশাপাশি ভাবে চালনা করিলে টাটায় ও বেদনা করে। বোধ হয় যেন চক্ষুর ইন্টার্ণাল রেক্টাস্‌পেশী ঠিকভাবে কার্য্য না করায় উভয় চক্ষুর অক্ষরেখার সামঞ্জস্য থাকিতেছে না; জলস্রাব জন্য চক্ষুতে দুর্ব্বলতা বোধ। দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত ও ঘোর. চক্ষুপরি জাল জাল ভাব; দৃষ্ট বস্তুনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায়; অবশেষে চক্ষুর উপরিভাগে ও উভয় চক্ষুর ব্যবধান স্থানে মৃদু বেদনা। চক্ষুন্মুখে শুভ্র ও কাল কীটবৎ পদার্থের দৃষ্টি। অক্ষিকোটরের পশ্চাৎ অংশের কনকনানি পশ্চাতে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হয় এবং পাঠ কালে তাহার বৃদ্ধি হইয়া বিবমিষা উৎপন্ন করে। চক্ষুপত্র ভারি বোধ করায় রোগী তাহা উত্তোলন করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষুপত্রের আনর্ত্তন। কণীনিকার সংকোচন। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা। চক্ষুর ক্রিয়োপযোগিতার ব্যতিক্রম; দূরের বস্তু নিকটে দৃষ্টি হয়। দৃষ্টির অস্বাভাবিক তেজস্বিতা; দ্বিত্বদৃষ্টি; দৃষ্টি মলিন এবং অপরিষ্কার, ধূম্রাকার, অস্বচ্ছ ও কোয়াসাবৃত।

চিকিৎসা।

স্পাইন্যাল ইরিটেষণ বা পৃষ্ঠবেদনা;—ফাইজষ্টিগমাতে স্পাইন্যাল ইরিটেষণের সম্পূর্ণ আদর্শ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ডের জ্বালা ও চিড়িক মারা থাকে; প্রত্যেক মেরুমাজ্জেয় স্নায়ুই উত্তেজিত হওয়ার ন্যায় বোধ; হস্ত ও পদের অসাড়তা; খল্লীবৎ বেদনা;—পৃষ্ঠের পেশীনিচয়

banglabooks.in

অনমনীয় ও কশেরুকামধ্যবর্ত্তী স্থান চাপিত হইলে **সালফারের** রোগের ন্যায় বেদনা। অনেক সময়ে নিদ্রাকর্ষণ হইলে হস্ত ও পদাদিতে হঠাৎ ঝাঁকি।

থেরিডিয়ন্—মেরুদণ্ডে বেদনা থাকায় আঘাত লাগিবার ভয়ে রোগী কাইতভাবে বসিতে বাধ্য।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্;—**ফাইজষ্টিগ্‌মার** ধনুষ্টঙ্কার রোগে অনুভূতিদ স্নায়ু উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় আগন্তুক উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ায় আক্ষেপ উপস্থিত হয়; মেরুদণ্ড ও পদের কাঠিন্য জন্মে, এবং কর্ণনিকা পর্য্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সংকুচিত হইতে থাকে। বর্ণিত লক্ষণনিচয়ই ইহার প্রদর্শক বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত হনুস্তম্ভাদি ন্যূনাধিক সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

চক্ষুরোগ;—**ফাইজষ্টিগ্‌মার** চক্ষুলক্ষণ বিষয়ে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, ইহা যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত নানাপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য করিতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে **নিকটদৃষ্টি বিষমদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি, সিলিয়ারিপেশীর আক্ষেপ, উপতারার নানাপ্রকার বিকার** এবং **চক্ষুর কাল-ক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার প্রদাহ, ক্ষত ও অস্বচ্ছতা** প্রভৃতি ইহা যে আরোগ্য অথবা উপশম করিয়াছে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপতারার সংকোচন জন্মাইবার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় কর্ণিয়া সহ সংযুক্ততা ছিন্ন করিতে ব্যবহার সফল হইয়াছে।

৩। মেলিলোটাস্ (Melilotus Officinalis)।

উপচয়;—আগতপ্রায় ঝটিকাগম কালে; পরিবর্ত্তনশীল বায়ুতে; বর্ষণযুক্ত দিবসে।

উপশম;—মুক্ত বায়ুমধ্যে; ভ্রমণে; শরীরাবস্থাপনের পরিবর্ত্তনে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—এমিল নাই, এণ্টি ক্রু, বেল্, ক্যাক্টাস্, গ্লন, ফেরাম্, স্যাঙ্গুই।

সাধারণ ক্রিয়া।—মেলিলোটাস্ স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা শোণিতযন্ত্রের উত্তেজনা উপস্থিত করে। তাহার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, মুখের রক্তিমা, তীক্ষ্ণ শিরঃশূল এবং কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব পর্য্যন্ত হয়। ইহার ক্রিয়াবীজ "কুমেরিণ" বিষ মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, শিরোঘূর্ণন, বমন, অনিদ্রা, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলভাব এবং তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদ উপস্থিত করায় হস্ত পদাদি শীতল হইয়া যায়।

লক্ষণ।

মন।—রোগী কোপনস্বভাব, অধৈর্য্য, অসন্তুষ্ট এবং দোষানুসন্ধিৎসু। রোগী অলস, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ, বুদ্ধিহীন এবং উদাসীন। রোগী অধ্যয়ন করিতে অশক্ত, কিছুই মনে রাখিতে পারে না; লিখিতে কথা বা অক্ষর পড়িয়া যায়।

মস্তক।—শরীর চালনায় শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কে আন্দোলিতবৎ অনুভূতি ও ক্লান্ত ভাবের বেদনা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম। শিরঃশূল হওয়ায় মুখের রক্তিমা ও চক্ষুর রক্তপূর্ণতা জন্মে এবং অবশেষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহার উপশম হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব অথবা ঋতুস্রাব হইলে বমনযুক্ত শিরঃশূলের হ্রাস। সাময়িক স্নায়ুবিক শিরঃশূল প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি চতুর্থ সপ্তাহে একবার করিয়া হয় এবং শীত ঋতুতে সংখ্যায় অধিকতর দেখা যায়। প্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের গুরুত্ব, পূর্ণতা এবং দপ্‌দপানি জন্মিলে বোধ হয় যেন নাসিকা, চক্ষু এবং কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে রক্ত ছুটিয়া বাহির হইবে, তাহার সহিত শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত

banglabooks.in

বিবমিষার শরীর চালনায় বৃদ্ধি হয়। ললাটপ্রদেশে দপ্‌দপানি শিরঃশূল হওয়ার পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে এবং তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হওয়ার পূর্ব্বে মুখের তাপ ও রক্তিমা এবং জ্বরভাব উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ললাটের উন্নত স্থানে দপ্‌দপানি শিরঃশূল।

নাসিকা ;—নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রচুর রক্তস্রাব হইলে সাধারণ রোগের উপশম হয়।

শ্বাসযন্ত্র ;—বক্ষের পূর্ণতা নিবন্ধন কাসি। কাসিলে উজ্জ্বল রক্ত উঠে। শ্বাসরোধবৎ বোধ, রোগী যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অক্ষম। বক্ষোপরি গুরুত্বানুভূতিবশতঃ শ্বাসকষ্ট; বক্ষে ও মস্তকে পূর্ণতা। বক্ষে প্রবল রক্তাধিক্য।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক ;—শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে মেলিলোটাসের দ্বারা অনেকেই বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন ললাট বিদীর্ণ হওয়ায় মস্তিষ্ক বাহির হইয়া যাইবে, শিরঃশূলের তীক্ষ্ণতা এবং দপদপানিতে রোগী প্রায় উন্মত্তবৎ হয়, চক্ষু শোণিতপূর্ণ থাকে এবং শিরঃশূল প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে পুনরাবর্ত্তন করে। কখন কখন নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইলে শিরঃশূল উপশম পায়। ইহাতে মস্তিষ্কে সিমিসিফুগার ন্যায় আন্দোলিতবৎ অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে।

ব্রায়নিয়া—রসবাতগ্রস্ত রোগীদিগের মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অনুভূতিযুক্ত শিরঃশূল।

ধর্ম্মোন্মাদ, চিত্তোন্মাদ, ফুস্‌ফুসের প্রদাহ, শিশুর দন্তোদ্গম নিবন্ধন আক্ষেপ এবং সূতিকা-ক্ষেপ প্রভৃতি রোগ ও অবস্থাবিশেষে মেলিলোটাস দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৩ (LECTURE LXIII)।

স্ক্রফুলেরিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধনিচয়।

১। য়ুফ্রেসিয়া। ২। গ্রাটিয়লা।
৩। ভার্ব্বেস্কাম্। ৪। লেপ্টেণ্ড্রা।

১। য়ুফ্রেসিয়া।

(Euphrasia Officinalis.)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে ; গৃহমধ্যে ; সন্ধ্যাকালে।

উপশম ;—শয্যাত্যাগ করিলে ; আহারে ; কাফি পানে।

সম্বন্ধ ;—য়ুফ্রেসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফ, পাল্‌স্।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, আর্জে নাই, আর্স, সেপা, কনায়, হিপার সা, কেলি বাই, মার্ক কর, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্ ফস্, সাল্‌ফ্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা য়ুফ্রেসিয়া শরীরস্থ প্রায় সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, বিশেষতঃ চক্ষু, চক্ষুপুট এবং শ্বাসযন্ত্র পথের উর্দ্ধাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে, যে প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ (Catarrhal inflammation) উৎপন্ন করে, তাহা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের তুল্য ; এবং তাহাতে যে অত্যধিক, জলবৎ স্রাব হয় তাহা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ।

মস্তক ;—মস্তকে বিশৃঙ্খলভাব এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা। ললাটে মৃদু শিরঃশূল।

banglabooks.in

চক্ষু।—চক্ষুতে জ্বালা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুতে চাপ সহ জলস্রাব। চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জ্বালা ও কামড়ানি, এবং তাহা হইতে কামড়ানি উৎপাদক জলের স্রোত বহে। চক্ষুতে চুলকণা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও ধৌত করিতে বাধ্য। চক্ষুপুটের কিনারায় রক্তিমা, জ্বালা এবং স্ফীতি। বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি। চক্ষুপত্র স্পর্শাসহিষ্ণু ও স্ফীত। চক্ষু হইতে প্রভূত জলস্রাব হওয়ায় দৃষ্টির প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে। সন্ধ্যাকালে পর্দ্দার মধ্য দিয়া দেখার ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। বোধ যেন চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কর্ণিয়া শ্লেষ্মা-বৃত আছে এবং তাহাতে রোগীর দৃষ্টিমালিন্য উৎপন্ন হওয়ায় সে বারম্বার চক্ষুমুদ্রিত করিতে ও চক্ষু পত্রে পত্রে চাপিতে বাধ্য হয়। অত্যধিক আলোকাতঙ্ক। কর্ণিয়ায় কলঙ্ক, রসবিম্বিকা এবং ক্ষত। চক্ষুর উপরিভাগে একগাছি কেশ ঝুলিতেছে বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহা পুছিয়া ফেলিবার আবশ্যকতা জন্মে।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর ও স্নিগ্ধ সর্দ্দিস্রাব কালে চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয় এবং আলোকে বিদ্বেষ জন্মে, সকলই সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে বর্দ্ধিত হয়। শৈত্যসংস্পর্শ অথবা কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীতই প্রচণ্ড হাঁচির উত্তেজনা জন্মে। প্রাতঃকালে প্রচুর সর্দ্দিস্রাব এবং অত্যন্ত কাসি হইলে গয়ার নিষ্ঠীবিত হয়।

শ্বাস যন্ত্র।—সর্দ্দি জন্য প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে কাসি হওয়ায় অনেক শ্লেষ্মা উঠে। ইচ্ছা করিয়া খ্যাক্ খ্যাক্ কাসিলে প্রচুর শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয়। ষ্টার্ণাম অস্থির অধোভাগের বা সম্মুখ বক্ষের নিম্নে চাপবৎ বেদনা হইলে বক্ষের স্থানে স্থানে খোঁচা লাগার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বেদনা।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়:—আর্ত্তবাভাব হইলে চক্ষুপদাহ ও নাসিকায় ক্ষত থাকে। বেদনাযুক্ত ঋতুস্রাব এক ঘণ্টা মাত্র স্থায়ী হয়; ঋতুস্রাবের সময় অনিয়মিত। স্ত্রীঅঙ্গে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলোমেটা জন্মে।

ত্বক্:—ত্বকে চর্ম্মকীল (Warts) জন্মে।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ—যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ; অক্ষিপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্; দানাযুক্ত বা গ্রাণুলার চক্ষুপুটপ্রদাহ; চক্ষুপুটপতন বা টসিস্; আইরাইটিস্ বা চক্ষুতারাপ্রদাহ।—আঘাতজ এবং গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে নিম্নলিখিত লক্ষণের বর্ত্তমানতায় য়ুফ্রেসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে:—চক্ষুর কালক্ষেত্রে বা কণিয়োপরি অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন রসবিম্বিকানিচয় জন্মে; চক্ষুর স্রাব তীব্র ও পুয়াকার থাকে এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব উৎপন্ন হওয়ায় বোধ হয় যেন সঞ্চিত শ্লেষ্মা পর্দ্দাকারে কণিয়ার উপরিভাগে পতিত হইয়াছে। চক্ষু পুছিলে অথবা মিটি মিটি করিলে অস্পষ্ট দৃষ্টির উপশম হওয়া য়ুফ্রেসিয়ার প্রদর্শক। পাঠ করিলেও চক্ষু বেদনা করে।

ইহার চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ লোহিত বর্ণ, রক্তপূর্ণ এবং স্ফীত ও কালচে লোহিত থাকে, তাহাতে ক্ষত জন্মিতে পারে এবং তাহা হইতে ঘন ও বিদাহী স্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায়; আলোকাতঙ্ক উৎপন্ন হইলে রোগীর পক্ষে সূর্য্যালোকাপেক্ষা কৃত্রিম আলোক অধিকতর অসহনীয় হয়।

banglabooks.in

দানাযুক্ত বা গ্র্যানুলার পুরাতন চক্ষুপ্রদাহ তরুণ-ভাব ধারণ করিলে ইহা তাহা নিবারণ করিতে সক্ষম।

বেলেডনা—কৃত্রিম আলোকে অসহিষ্ণু।

একনাইট—সূর্য্যালোক সহ্য করিতে পারে না।

ক্রিয়াজোট—ইহার চক্ষুপুট প্রদাহে উষ্ণ জলস্রাব হয়।

রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগীর শৈত্যসংস্পর্শ চক্ষুপুট পতন বা টসিস্‌রোগে ব্লাস্ এবং কষ্টির ন্যায় য়ুফ্রেসিয়াও ফলপ্রদ। তৃতীয় স্নায়ুযুগ্মের পক্ষাঘাত ইহার রোগের কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকে।

য়ুফ্রেসিয়া ও আর্ণিকা—আঘাতজ কঞ্জাংটিভাইটিস্ রোগের আর্ণিকা মুখ্য ঔষধ হইলেও স্রাব যদি বিদাহী থাকে এবং চক্ষুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা জন্মে, সে স্থলে য়ুফ্রেসিয়াই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত।

আইরাইটিস্ বা উপতারৌষরোগ রসবাত্যোৎপন্ন হইলে য়ুফ্রেসিয়া তাহার ঔষধ। আলোকে উপতারার প্রতিক্রিয়া হয় না এবং প্রদাহোৎপন্ন স্রাব মিশ্রিত হওয়ায় একুয়াসহিউমার (চক্ষু মধ্যস্থ স্বচ্ছ জলভাগ) সমল হইয়া যায়। চক্ষু হইতে তীব্র জলস্রাব এবং আহাতে জ্বালাযুক্ত ও সূচি এবং তীরবেধার ন্যায় বেদনা থাকে।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা।—য়ুফ্রেসিয়ার সর্দ্দিতে নাসিকা এবং শ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধ ভাগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রান্ত হয়। সর্দ্দিরোগে ইহার নাসিকাস্রাব সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও উগ্রতাহীন, কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক চক্ষুজলস্রাব অত্যন্ত তীব্র ও হাজাকর। সেপার ন্যায় ইহাতেও নাসিকা ও চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়, কিন্তু সেপার নাসিকাস্রাব তীব্র ও

banglabooks.in

চক্ষুজল স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট। ইহার চক্ষুজলে গণ্ডস্থল সর্ব্বদা সিক্ত থাকে ও হাজিয়া যায়। হামরোগের পূর্ব্বের নাসিকা সর্দ্দিতে হামের কাসির ন্যায় বিশেষ শব্দযুক্ত কাসি উপস্থিত হইলে **য়ুফ্রেসিয়া** তাহার উপশম করে।

সর্দ্দির জলবৎ স্রাবে **য়ুফ্রেসিয়া এলিয়াম্ সেপা, এরাম ট্রাই** এবং **আস** সহ তুলনীয়।

কণ্ডিলমেটা বা শ্লেষ্মাগুটী।—সাইকসিস্ বা পূয়মেহ রোগ প্রযুক্ত মলদ্বারের শ্লেষ্মাগুটিকা **য়ুফ্রেসিয়া** আরোগ্য করিয়া থাকে। **য়ুফ্রেসিয়ার** কণ্ডিলমেটা আকারে প্রশস্ত এবং চেপ্টা হইয়া যায়। গুটিকাসন্নিহিত স্থান সাধারণতঃ স্রাবসিক্ত থাকে।

হাম বা মিজলস্।—হামরোগে সর্দ্দি লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে **য়ুফ্রেসিয়া** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লোহিতবর্ণ ও স্ফীত চক্ষু হইতে বিদাহী ও জলবৎ স্রাব স্রোত বহিয়া পড়ে এবং গলাভাঙ্গা শুষ্ক কাসি ও তীব্র দপদপানি শিরঃশূল উদ্‌ভেদ বহির্নিক্রান্ত হইলে উপশম পায়। চক্ষুর ঘাজাকর স্রাব ইহাকে **এলিয়াম সেপা** হইতে প্রভেদিত করে। কৃত্রিম আলোকে আলোকাতঙ্কের বৃদ্ধি এবং সর্দ্দির আক্রমণ থাকা সত্ত্বেও চক্ষুর বিশেষ প্রকারের ঔজ্জ্বল্যের বর্ত্তমানতা **য়ুফ্রেসিয়ার** প্রদর্শক।

২। গ্র্যাটিয়লা (Gratiola Officinalis)

তুলনীয় ঔষধ।—ক্রটন টি, কল্‌চি, আইরিস, ম্যাগ্নি কা, নেট কা, সাল্‌ফ এসি. থুজা, ভেরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাটিয়লা পরিপাকপথের শৈষ্মিক ঝিল্লির বিশেষ উত্তেজনা দ্বারা বমন এবং বিরেচন উৎপন্ন করে। পরিপাকপথের

banglabooks.in

প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহা বস্তিযন্ত্র পর্য্যন্ত ধাবিত হয় এবং মূত্রযন্ত্রের বিশেষ আক্রমণ সংঘটিত হয়।

লক্ষণ।

আমাশয়।—খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা; উদ্গার। পিত্ত মিশ্রিত বস্তুর বমন এবং পীতবর্ণ, তিক্ত ও অম্লজলের অনায়াসসাধ্য বমন। বিবমিষা হইলে আমাশয়ে শৈত্যানুভূতি জন্মে এবং তাহা জলপূর্ণ বোধ হয়।

উদর।—উদরে অত্যন্ত ডাক ও গড়গড় শব্দ। উদরে কামড়ানি বেদনা এবং অস্বস্তি বোধ।

মল ও মলদ্বার।—মলদ্বারের সংকোচন এবং তাহাতে চুলকণা কেবল পীতবর্ণ ঈষৎ সবুজাভ জলবৎ উদরাময়ের পরে মলদ্বার জ্বালা করে। অবস্থানুসারে বেগে সবুজবর্ণ, বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত জলবৎ মলত্যাগ; বেদনাহীন মলত্যাগ; কখন বা উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ বিষ্ঠাযুক্ত মলত্যাগান্তে শীতের অনুভূতি এবং কখনও বা পাতলা, তরল ও হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার উদরাময় হয়। পূতিগন্ধযুক্ত আম নির্গত হইলে সরলান্ত্র এবং মলদ্বারের উত্তেজনা জন্মে।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা। মূত্র অত্যল্প এবং ঈষৎ লাল থাকে এবং কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিলে ঘোলা হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

উদরাময়।—প্রচুর ঈষৎ পীত জলবৎ মল কলের নল হইতে নির্গত হওয়ার ন্যায় প্রবল বেগে নির্গত হইলে **গ্র্যাটিয়লা** তাহার ঔষধ। উষ্ণ হউক বা না হউক, **অতিরিক্ত জলপানই** ইহার উদরা-

banglabooks.in

ময়ের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালেই এই উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রধানতঃ ক্রটন টি, ইলেটে এবং পডর সমক্রিয়া ঔষধ। অনেকের মতে উদরে শীতের অনুভূতি ইহার প্রদর্শক।

৩। ভার্ব্বেস্কাম (Verbascum Thapsus.)

সম্বন্ধ।—ভার্ব্বেস্কামের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

ভুলনীয় ঔষধ।—নাক্স্ ভ, প্ল্যাটি, ষ্টেনাম্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ভার্ব্বেস্কাম্ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া শিরঃশূল এবং মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল উৎপন্ন করে। চিকিৎসা কার্য্যে ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের গলাভাঙ্গা ও শুষ্ক কাশি বিশেষে প্রদর্শিত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। রোগী অত্যন্ত গা মোড়ামুড়ী দেয় ও হাই তোলে। আহার করিলে অত্যন্ত নিদ্রালুতা জন্মে। সম্পূর্ণ শরীর শীতল থাকে।

মুখমণ্ডল।—বাম গণ্ডাস্থি ও গণ্ডের অন্যান্য অস্থিতে প্রচণ্ড, অজ্ঞানকর এবং চাপ হওয়ার ন্যায় অথবা আতত ভাবের বেদনার চাপে, মুক্ত বায়ুতে, দমকা বাতাসে, বায়ুর তাপের পরিবর্ত্তনে অথবা মুখপেশীর চালনায় বৃদ্ধি। চিবুকের ত্বকে, ম্যাসিটার পেশীতে এবং কণ্ঠায় প্রচণ্ড আতত বা টান টান ভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কালে স্বরভঙ্গ। সর্দ্দি হইলে স্বরভঙ্গ ও বক্ষের কষ্ট উপস্থিত হয়। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে গভীর, গলাভাঙ্গা, শুষ্ক অথবা ফাঁপা শব্দের কাসি।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রস্রাব হইবার পরে তাহার পরিমাণ অল্প হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিয়া।—জাইগম্যাটিক বা গণ্ডের অস্থিতে চাপ ও আততবৎ বেদনা চাপে, চর্ব্বণে এবং শীতল বায়ু সংস্পর্শে বর্দ্ধিত হইলে **ভার্ব্বেস্কাম্** ফলপ্রদ। বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা পেষণ করা হইতেছে; কথা বলিলে ও হাঁচিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

ক্যালমিয়া—শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন স্নায়ুশূল উর্দ্ধচুয়ালের দন্তনিচয় আক্রমণ করিলে **ক্যালমিয়া** উপকারী। বিদীর্ণবৎ বেদনার, ক্লান্তি ও মানসিক উত্তেজনায় বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক থাকে।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল।—আক্রান্ত শরীরাংশ সাঁড়াসির চাপে ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা কথা কহিলে, হাঁচিলে, বায়ুর তাপ পরিবর্ত্তনে এবং প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সময়ে বর্দ্ধিত হইলে **ভার্ব্বেস্কাম্** উপকার করে।

কাসি বা কফ্।—স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার রোগবশতঃ কর্কশ, কঠিন, এবং খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দের কাসিতে রোগীর স্বর ভঙ্গ ও গভীর কর্কশ স্বর জন্মিলে **ভার্ব্বেস্কাম্** উপযোগী। ইহার সর্দ্দিরোগে মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল জন্মে।

৪। লেপ্ট্যাণ্ড্রা (Leptandra Virginica.)

সাধারণ ক্রিয়া।—যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে লেপ্ট্যাণ্ড্রার প্রধান কার্য্য হওয়ায় ইহা তাহাদিগের স্রাবণক্রিয়ার বৃদ্ধি করে। **প্রচুর**

banglabooks.in

আলকাতরার ন্যায় কাল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ মলত্যাগ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন।—যকৃৎরোগ জন্মিলে রোগী নিরুৎসাহ ও নিদ্রালু থাকে।

মস্তক।—ললাটদেশে অবিশ্রান্ত, মৃদু শিরঃশূল; শিরোঘূর্ণন; উদরে বেদনা।

মুখগহ্বর।—প্রাতঃকালে জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ লেপযুক্ত। প্রাতঃকালে বিশেষতা হীন ও অপ্রীতিকর স্বাদ জন্মে।

আমাশয়।—পিত্ত বমন, হরিদ্রাভ জিহ্বা, যকৃদ্দেশে তীরবেধবৎ বেদনা এবং কাল বিষ্ঠা।

উদর।—যকৃতের কনকনানি মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং পিত্তকোষপ্রদেশে অধিকতর। নাভি দেশে কনকনানি এবং উদরের ডাক ও মলত্যাগের বেগ, প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং পূতিগন্ধ মলত্যাগ করিলে উপশমিত হয়। প্রাতঃকালে নিম্নোদরে কষ্টপ্রদ ডাক হইলে ইহার বিশেষতাযুক্ত মলত্যাগ হয়।

মল।—স্রোত বহিয়া প্রচুর, কাল এবং দুর্গন্ধ মলত্যাগ। বিষ্ঠার প্রথমাংশ কঠিন, কাল এবং থানা থানা থাকে, পরে নরম ও থস্‌থসে মলত্যাগ হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—**কাল ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা** ইহার শ্রেষ্ঠতম বিশেষতা।

চিকিৎসা।

যকৃৎরোগ।—**লেপ্টাণ্ড্রার** যকৃতরোগে দক্ষিণ কুক্ষিদেশে, বিশেষতঃ তাহার পিত্তকোষস্থানে, মৃদু কনকনানি বেদনা

banglabooks.in

হয় এবং তাহা যকৃতের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করে। অনেক সময়েই যকৃতের কনকনানি বেদনাকালে তাহাতে টাটানিও থাকে, কখন, বা রক্তাধিক্য অধিকতর হইলে যকৃতে ও তৎসন্নিহিত স্থানে জ্বালাযুক্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই এই জ্বালা ও কষ্ট আমাশয় ও উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। যকৃৎরোগের অবশ্যম্ভাবী উপসর্গ স্বরূপ উপরি-উক্ত নিদ্রালুতা ও উৎসাহহীনতা উপস্থিত হয় এবং রোগী কাল ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে। ইহা সহরবাসী আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের জন্য বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

উদরাময়।—যকৃৎরোগের আনুসঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ কাল, প্রায় আলকাতরার ন্যায় বিষ্ঠার উদরাময় হইলে **লেপ্ট্যাণ্ড্রা** প্রযোজ্য হয়। ইহার সহিত নাভিদেশে জ্বালা ও অতি যন্ত্রণাপ্রদ উদর শূল থাকে। অবস্থা বিশেষে কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা, নাভিদেশে জ্বালা এবং পিত্তের বমন হইয়া থাকে। জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ অথবা অধিকাংশ স্থলে কাল লেপযুক্ত হয় কিম্বা তাহার মধ্যাংশ বাহিয়া কৃষ্ণাভ কটা এবং কাল থাকে। উপরি উক্ত লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা **পিত্তজ্বর** এবং **টাইফয়েড** ফিবারেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৪ (LECTURE LXIV.)

কনিফেরি জাতীয় ঔষধনিচয়।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্। ২। এবিস্ নাইগ্রা। ৩। স্যাবাইনা।

১। এবিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্ (Abies Canadensis)।

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—ইস্কু, কপেবা, নাক্‌স্ ভ, ইগ্নে, টেরিবি।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এবিস ক্যানাডেনসিসের ক্রিয়া হওয়ায় তাহার প্রতিশ্যায়িক অবস্থা জন্মে।

লক্ষণ।

আমাশয় ঃ—মুখের শুষ্কতা। আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশে চর্ব্বণবৎ বেদনা, অতি ক্ষুধার অনুভূতি এবং মূর্চ্ছার ভাব। মাংস, লোনাবস্তু এবং অন্যান্য স্থূল খাদ্যে লালসা। পরিপাকশক্তি অপেক্ষা আহারের ঝোঁক অধিকতর থাকে। অন্ত্রের মোচড় হইয়া বিবমিষা। আমাশয় এবং আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশে স্ফীতি ও জ্বালা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঃ—চিন্তা হয় যেন "জরায়ু কোমল ও দুর্ব্বল" বোধ হইতেছে। জরায়ুশরীরোপরি (Fundus) টাটানি বেদনার চাপে উপশম।

চিকিৎসা ঃ—উপরি লিখিত লক্ষণানুসারে এবিস্ কেনা আমাশয়াজীর্ণ ও তদানুষঙ্গিক জ্বর প্রভৃতি এবং জরায়ুভ্রংশরোগ আরোগ্য করিয়াছে।

banglabooks.in

২। এবিস নাইগ্রা (Abies Nigra)।

তুলনীয় ঔষধ ;—ব্রায়, ক্যাম, ইগ্নে, নাক্স ভ, ল্যাক্‌টিক এসি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এবিস নাইগ্রা প্রধানতঃ আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করায় পরিপাক বিশৃঙ্খলা এবং তৎফল স্বরূপ অনেক লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।

মন ;—অত্যন্ত অবসাদিত এবং বিষণ্ণতাগ্রস্ত ; বাত প্রকৃতি বিশিষ্ট রোগী চিন্তা করিতে কিম্বা পাঠ করিতে অশক্ত।

আমাশয় ;—অস্বাভাবিক ক্ষুধা এবং রজনীতে নিদ্রাহীনতা। প্রাতঃকালে ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু অপরাহ্ণে ও রজনীতে খাদ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। পূর্ণ ভোজন করিলে বেদনা হয় ; আমাশয়ের চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত কষ্টানুভূতী বশতঃ বোধ যেন সকলই গিট দ্বারা আবদ্ধ আছে ; রোগী দুর্ব্বল হইলেই তাহার বৃদ্ধি। বোধ যেন আমাশয়ে একটা অজীর্ণ, অভিসিদ্ধ কঠিন ডিম রহিয়াছে ;

মল ;—কোষ্ঠ বদ্ধ ;

প্রদর্শক লক্ষণ ;—রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন কোন দুষ্পাচ্য বস্তু আহার করায় আমাশয়ের হৃৎপিণ্ড সীমায় (বক্ষদেশে) আটকাইয়া রহিয়াছে ; অনেক চিকিৎসকই এবিস্ নাইগ্রার এই প্রদর্শক লক্ষণ প্রমাণিত করিয়াছেন।

banglabooks.in

চিকিৎসা ঃ—রোগীর বুকের নিম্নাংশে অজীর্ণ, অভিসিক্ত কঠিন ডিম অথবা কোন কঠিন দ্রব্যখণ্ড আটকাইয়া থাকার অনুভূতিরূপ উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে এবং আহারান্তেই আমাশয়ে বেদনা উপস্থিত হইলে **এবিস নাই** অজীর্ণ রোগে উপকারী। ইহা তামাক ও চা পান জনিত অজীর্ণ রোগেও ফলপ্রদ হয়।

৩। স্যাবাইনা (Juniperus Sabina.)

উপচয় ঃ—সামান্য শরীর চালনাতে ও উষ্ণ বায়ুতে অথবা গৃহপ্রবেশে।

উপশম ঃ—শীতল, মুক্ত এবং বিশুদ্ধ বায়ুতে।

সম্বন্ধ ঃ—স্যাবাইনার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, পাল্‌স্।

স্যাবাইনা যাহার পরে সুফলপ্রদ—কণ্ডিলোমেটা এবং সাইকোটিক রোগে থুজার পরে।

কার্য্যপূরক ঃ—থুজার।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—আণি, বেল্, ক্যাল্কে কা, ক্রোকাস্, ককুল্, ইপিকা, মিলিফ, পাল্‌স্, রাস্, রুটা, সাল্‌ফ, ট্রিলি।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় স্যাবাইনার প্রধানতম কার্য্যক্ষেত্র হইলেও মূত্রযন্ত্র এবং আমাশয়-অন্ত্রপ্রণালীও ইহা গভীররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে। উপরিউক্ত যন্ত্রসাধারণে ইহা অতি প্রখর উত্তেজনা উৎপন্ন করায় তাহা রক্তাধিক্যে এবং প্রদাহে পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহার ফলস্বরূপ জরায়ুর রক্তস্রাব ও গর্ভপাত, মূত্রযন্ত্র বিকারে মূত্রকৃচ্ছ্র, এবং অন্ত্রের রোগবশতঃ উদরাময় ও রক্তভেদ হয়। ইহায় ক্রিয়ায় হস্তপদ স্ফীত ও নীলবর্ণ হইয়া যায়; শরীরে জলশোথ জন্মে। ইহা রসবাতগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন ঃ—অবিশ্রান্ত খিটখিটে ভাব; অতি সামান্য কারণেই চমকিয়া উঠা; কম্প, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা।

স্নায়ু ঃ—শরীরে অত্যন্ত আলস্যের ভাব এবং গুরুত্ব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর, অতি শীঘ্রাগত এবং অত্যধিক কাল স্থায়ী হয়। উত্থান করিলে রক্তের চাপ নির্গত হইতে থাকে। প্রায় অতৃপ্তব্য সঙ্গমের ইচ্ছা জন্মিলে তদনুরূপই তাহাতে সন্তুষ্টি লাভ হয়। জরায়ুপ্রদেশে সংকোচনকারী বেদনা। গর্ভপাত কিম্বা প্রস্রাবের পরে জরায়ুর দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা জন্মিলে তাহা হইতে থাকিয়া থাকিয়া কখন কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ, কখন বা লোহিতবর্ণ ও প্রচুর রক্তস্রাবকালে পৃষ্ঠ হইতে বিটপস্থান বা পিউবিস্ (Pubes) পর্য্যন্ত বেদনা থাকে এবং সকল শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় মাসে গর্ভপাত হইয়া থাকে। ঋতুরোধ হওয়ার পর ঘন, হরিদ্রাভ এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর হয়।

পুংজননেন্দ্রিয় ঃ—লিঙ্গমুণ্ডে এবং তাহার শ্লেষ্মাগুটি বা কণ্ডিলোমেটাতে জ্বালাযুক্ত টাটানি।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ ঃ—কটি পশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং টানিয়া নামানের ন্যায় অনুভূতি বিটপদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পৃষ্ঠ বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য হয়। পৃষ্ঠে পক্ষাঘাতিক শূল।

অঙ্গনিচয় ঃ—অধিকাংশস্থলে স্ফীত, লোহিতবর্ণ ও চক্‌চকে মণিবন্ধ এবং পদাঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ রজনীতে, আকৃষ্টতা এবং ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি হয়। উরুসম্মুখের মধ্যস্থল ঘৃষ্ট

banglabooks.in

ও বেদনাযুক্ত বোধ হয়। কনুইসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনা; গুল্‌ফ সন্ধির বেদনা বাহ্যদিকে বিস্তৃত হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—স্যাবাইনার মানসিক লক্ষণ—**গীতবাদ্যের অসহিষ্ণুতা**—ইহার সাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; কেননা সকল রোগেই এইরূপ মানসিক প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে। উহাতে এতই স্নায়বীয় উত্তেজনা ঘটে যে, বোধ হয় যেন গীতবাদ্যের ধ্বনি রোগীর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে। গীতবাদ্যে থুজারোগী ক্রন্দন করে।

চিকিৎসা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজঃকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনোরিয়া; জরায়ুর রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম ইউটারাস।—স্যাবাইনার রজঃকৃচ্ছ্ররোগে উদরশূল এবং কটিপশ্চাৎ হইতে বিটপদেশ বা পিউবিস্ পর্য্যন্ত প্রসববেদনাবৎ বেদনা হয়; ঋতুর উপযুক্ত সময়াপেক্ষা অতি শীঘ্র এবং কখন বা থাকিয়া থাকিয়া অতি প্রচুর, আংশিক তরল ও আংশিক চাপ চাপ, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। রোগীর প্রায় অতৃপ্তব্য কামেচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। **জরায়ুর রক্তস্রাবে** রোগিণীর বস্তিপশ্চাৎ হইতে পিউবিস্ পর্য্যন্ত বেদনা অথবা অস্বস্তিভাব থাকে। কখন কখন জরায়ু হইতে কৃষ্ণবর্ণ চাপ মিশ্রিত প্রচুর উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব সামান্য শরীর চালনায় বর্দ্ধিত বা পুনরারম্ভ হয় কিন্তু অধিকতর ভ্রমণে তাহা হ্রাস পাইয়া থাকে। অনেক সময়েই রোগের উপসর্গ রূপে সন্ধিবেদনা, উদরের আক্ষেপ এবং গভীর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়।

গর্ভাবস্থার রোগ এবং প্রসবান্তিক রোগ; গর্ভপাত বা মিস্‌ক্যারেজ; প্রসবান্তিক রক্তস্রাব বা পোষ্ট পার্টাম

banglabooks.in

হিমরেজ ; ভ্যাদালব্যথা বা আফ্‌টার পেন্‌স্‌।—অন্তঃসত্ত্বার তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে তন্নিবারণে **স্যাবাইনা** শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক সময়ে তাহার প্রথম লক্ষণে ন্যূনাধিক শোণিতস্রাব উৎপন্ন হইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকে। পরে পৃষ্ঠবেদনা বস্তি ভেদ বা বেষ্টন করিয়া সম্মুখে বিটপদেশে যায়। সেক্রাম অস্থি বা বস্তিপশ্চাৎ হইতে তাহার সম্মুখ পর্য্যন্ত বেগে ঠেল মারা এবং টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা থাকে। চাপ চাপ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হয়। গর্ভস্রাবান্তিক জরায়ুপ্রদাহে রক্তস্রাব থাকিলেও ইহা উপকার করে।

সিনামমাম্‌—বস্তিতে টান লাগা অথবা পদস্খলন জন্য প্রচুর রক্তস্রাব ও অল্প বেদনা হওয়ায় গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা জন্মিলে **সিনামন** উপকারী।

আর্ণিকা—অভিঘাত জন্য গর্ভপাতের উপক্রম হইলে। শরীরে বৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

প্রসবান্তে জরায়ুকুসুম জরায়ুমধ্যে আবদ্ধ থাকিলে যদি পূর্ব্ববর্ণিত জরায়ুর রক্তস্রাবের আনুষঙ্গিক লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকে এবং শোণিত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও চাপ মিশ্রিত হয় তবে **স্যাবাইনা** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। **প্রসবান্তিক বা ভ্যাদালব্যথাতে** বস্তিপশ্চাৎ হইতে বস্তিকোটর ভেদ করিয়া তীব্রবেগে বেদনা তাহার সম্মুখদিকে ধাবিত হইলে **স্যাবাইনা** উপযোগী হয়। **সিম্পিহ্যার** বেদনা তীরের ন্যায় ঊর্দ্ধে ধাবিত হয় এবং তাহাতে সরলান্ত্রে গুরুত্ব জন্মে।

স্যাবাইনার জরায়ুবেগে সেক্রাম বা নিম্নপৃষ্ঠ হইতে তীব্রবেগে বস্তিভেদ করিয়া বেদনার সম্মুখ দিকে বা বিটপদেশে (Pubes) ধাবিত হওয়া ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

banglabooks.in

রজঃকৃচ্ছ্র ও জরায়ুর রক্তস্রাব প্রভৃতি নানাপ্রকার স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় স্যাবাইনা সহ তুলনীয়—

ইরিজিরণ—ইহা স্যাবাইনার প্রায় তুল্য ঔষধ। ইহাতে মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রে উত্তেজনা থাকে এবং হঠাৎ রক্তস্রাব হওয়ায় কিছু-কালের জন্য তাহার নিবৃত্তি হয়। রক্ত কাল্‌চে ও চাপ চাপ থাকে।

ক্রোকাস—গুল্মবায়ুগ্রস্ত রোগীদিগের মৃদু রক্তস্রাবে উপযোগী। কৃষ্ণবর্ণ, আটা এবং আলকাতরার ন্যায় কাল এবং বিশিষ্ট রূপ প্রচুর রক্তস্রাব শরীরের চালনা হইলেই বর্দ্ধিত হয়।

ট্রিলিয়াম্—মৃদু অথবা প্রবল রক্তস্রাব শরীর চালনা করিলেই বর্দ্ধিত হয়। বোধ হয় যেন নিম্নপৃষ্ঠ এবং শ্রোণি বা বঙ্কণসন্ধি দ্বিধা হইতেছে, ফিতা বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে তাহার উপশম হয়।

আষ্টিলেগো—সামান্য কারণে, যেমন জরায়ুর পরীক্ষা জন্য তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেই যদি মৃদু অথবা প্রবল রক্তাধিক্যযুক্ত জরায়ু হইতে উজ্জ্বল এবং আংশিকরূপে চাপবাঁধা রক্তস্রাব হয় তাহাতে ইহা উপকারী।

কণ্ডিলোমেটা বা শ্লেষ্মাণ্ডটিকা;—কণ্ডিলোমেটা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের কণ্ডিলোমেটা জ্বালা করিলে ও চুলকাইলে স্যাবাইনা প্রযুক্ত হয়।

রসবাতিক প্রদাহ;—অস্বাভাবিক পরিমাণ রক্তসম্পন্ন বা প্লেথরিক স্ত্রীলোকদিগের গুল্‌ফসন্ধির রসবাতজ প্রদাহ চিকিৎসায় স্যাবাইনা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৫ (LECTURE LXV)।

সোলেনেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যাপ্‌সিকাম। ২। টেবেকাম।

১। ক্যাপ্‌সিকাম্।

(Capsicum Annum)।

সম্বন্ধ :—ক্যাপ্‌সিকাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যালাডি, সিঙ্কো, কফিয়া।

ক্যাপ্‌সিকামের পরে প্রযোজ্য—সবিরাম জ্বরে সিনা।

ভুলনীয় ঔষধ :—আর্জে নাই, আর্স, বেল, ক্যালাডি, ক্যান্থা, সিঙ্কো, ক্রোটন, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক কর, নেট মিউ, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, রাস্, ভেরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাপ্‌সিকাম কেবল মাত্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে তৎফলস্বরূপ তাহার তীব্র উত্তেজনা, রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতেও প্রায় এইরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা যে জ্বরোৎপাদন করে তাহা ম্যালেরিয়া জ্বর সদৃশ প্রতীয়মান হয়। ক্যাপ্‌সিকামের প্রদাহ শরীরোপাদান বা টিস্যুধ্বংসপ্রবণ হওয়ায় তাহা ক্ষত, পূয়শোথ এবং গভীরোপাদান ধ্বংসকারিতায় পর্য্যবসিত হয়। ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহাও মূত্রযন্ত্রপথ দ্বারা নিঃসারিত হওয়ায় তাহার উত্তেজনা এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রবেগ প্রভৃতি জন্মে।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্রপথে মরিচ সংস্পর্শবৎ অত্যন্ত জ্বালা, ও চনচনি উৎপন্ন করা ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

আলস্যপরতন্ত্র এবং শিথিলশরীর ব্যক্তিদিগের ঔষধের **প্রতিক্রিয়া-শক্তির অভাব** হইলে **ক্যাপ্‌সিকাম** তাহা পুনরুদ্দীপিত করিতে সক্ষম।

লক্ষণ।

মনঃ—রোগী মৌন, একগুঁয়ে এবং সামান্যেই ক্রোধপ্রবণ থাকে গৃহবিরহাতুরতা জন্মিলে গণ্ডের রক্তিমা, অনিদ্রা এবং গলনিম্ন গহ্বরে তাপানুভূতি হয়।

মস্তকঃ—শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে; কাসিলে মস্তক চালনা করিলে অথবা ভ্রমণে তাহার বৃদ্ধি হয়।

স্নায়ুঃ—প্রতিক্রিয়াহীনতা, বিশেষতঃ স্থূল ব্যক্তিদিগের; জীবনী শক্তির পতনাবস্থা। বলক্ষয়। শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে প্রবল ইচ্ছা; রোগী এককালীন শ্রম করিতে চাহে না। কখন এক স্থানে, কখন বা স্থানান্তরে, এইরূপ শরীরের নানা স্থানে প্রচণ্ড বেদনা; শিশুদিগের স্নায়ুশূল। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উপরিভাগে আকৃষ্টবৎ বেদনা। জ্বালা ও জ্বালাযুক্ত চনচনির অনুভূতি। শরীরাংশে ঝিন্‌ঝিনি লাগার ন্যায় বোধ।

কর্ণঃ—কর্ণপশ্চাতে বেদনাযুক্ত স্ফীতি; ম্যাষ্টইড্ প্রসেসের (চুচুক প্রবর্দ্ধন) ক্ষত বা কেরিজ। বামকর্ণের পশ্চাতে ছিন্নবৎ বেদনা। কর্ণে চাপ লাগার ন্যায় বেদনা, কাসিলেই অধিকতর হয় এবং তাহাতে বোধ হয় যেন ক্ষত ফুটিয়া বাহির হইবে।

শ্বাসযন্ত্রঃ—সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীতে বিড় বিড়, শুড় শুড় করায় শুষ্ক ও থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি হয়। **কাসিলে**

banglabooks.in

ফুস্ ফুস্ হইতে দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বাহির হয়। বোধ হয় যেন আমাশয় হইতে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিতেছে। পৃষ্ঠের অনমনীয়তা সহ শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে মুখ লোহিত বর্ণ অথবা পর্য্যায়ক্রমে লোহিত ও পাণ্ডুর হয়; উদ্গার উঠে; বক্ষ বিস্তৃত বোধ হয়; শ্বাস টানিলে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে এবং তাহা শরীর চালনাকালে, ঊর্দ্ধে উত্থানকালে অথবা ভ্রমণে বর্দ্ধিত হয়।

মুখগহ্বর।—মুখে পচা গন্ধ। মুখে চিম্‌সে শ্লেষ্মা। মুখে জলবৎ স্বাদহীনতা জন্মিলে পরে বুকজ্বালা করে।

গলাভ্যন্তর।—গলার জ্বালা ও বেদনা গলাধঃকরণক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে অধিকতর হয়। কাসিলে গলায় বেদনা লাগায় বোধ হয় যেন তাহা গলার বেদনাযুক্ত স্ফীতি অথবা ক্ষত হইতে হইতেছে। গল-দেশের আক্ষেপিক সংকোচন।

আমাশয়।—আমাশয়ে জ্বালা, বিশেষতঃ আহারান্তে। বুকজ্বালা; মুখে জল উঠা। শিরঃশূলে বিবমিষা ও বমন হয়; স্নায়বীয় আক্ষেপিক বমন। শীতকম্পকালে শ্লেষ্মা বমন; সাংঘাতিক প্রকৃতির জ্বরে বমন হয়। আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতা জন্মিলে পরে তাহাতে কম্প অথবা জ্বালার অনুভূতি হয় ও মধ্যে কটু উদ্গার উঠে।

উদর।—উদর স্ফীত হওয়ার ন্যায় উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত আতত ভাবের বেদনা। বায়ুশূলে আকৃষ্টবৎ ও মোচড়ানির ন্যায় বেদনা হয়। উদর স্ফীত; শ্বাস প্রশ্বাস বাধা পাওয়ায় শ্বাসরোধ ঘটে। প্লীহা স্ফীত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

মল এবং মলদ্বার।—কুন্থন; মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত বেদনা। অর্শ জ্বালা করে ও চুলকায়। জল পান করিলে পুনঃ পুনঃ রক্ত সংযুক্ত আম নির্গত হওয়ায় কুন্থন জন্মে; শ্লেষ্মাময়

banglabooks.in

মল। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পরেই তৃষ্ণা এবং প্রত্যেকবার জলপানের পরেই কম্প হয়।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা, কামড়ানি এবং জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে, এবং তাহার পরে মূত্রনালীর মুখে জ্বালা হয়। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রনালীর সম্মুখ ভাগে ও তাহার মুখে সূচিবেধবৎ বেদনা। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীর কুন্থন হয়। জ্বালাযুক্ত মূত্র।

প্রদর্শক লক্ষণ।—গলাভ্যন্তরে ও শরীরের অন্যান্য অংশে মরিচের জ্বালার ন্যায় জ্বালা ও জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি, তাপে তাহার উপশম হয় না।

চিকিৎসা।

গৃহবিরহাতুরতা বা হোম-সিকনেস্।—এই মানসিক বিকারাবস্থা ক্যাপ্‌সিকামের প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই উপস্থিত থাকে। রোগী বড়ই বিষণ্ণচিত্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। তাহার গণ্ডদেশ লোহিতবর্ণ থাকে এবং অনিদ্রা হয় ও গলমধ্যগহ্বরে (Fauces) তাপের অনুভূতি জন্মে।

কর্ণরোগ।—মধ্যকর্ণাংশ বা পটাহপ্রদাহ, কাণপাকা; ম্যাষ্টইড প্রসেস বা কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চ অংশের প্রদাহ; ইউষ্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহ।—কর্ণের মধ্যাংশ বা পটহে প্রদাহ ও পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা বিদীর্ণ হইলে ক্যাপ্‌সিকাম্ প্রযুক্ত হয়; ইহাতে কর্ণাস্থিপশ্চাতের উচ্চতর অংশের প্রদাহ বা টাটানি জন্মে। পুরাতন কাণপাকা রোগে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং শীতের ভাব থাকিলে ইহা উপকারী। কর্ণ উষ্ণ থাকে, বেদনা

banglabooks.in

গলাভান্তরে যায়, পটাহ ছিদ্র হয় এবং কর্ণ হইতে হরিদ্রাবর্ণ পূয়াকার পদার্থের স্রাব হইতে থাকে। হিপার সাল্‌ফারে কর্ণবেদনা স্পর্শাসহিষ্ণুতায়, ক্যাপ্‌সিকামে তাহা ব্যাপকতায় অধিকতর থাকে এবং ইহাতে রোগ মার্কুরিয়াসের ন্যায় রজনীতে বর্দ্ধিত হয় না। ইউষ্টেকিয়ান নালীর নাতিপ্রবল প্রদাহে অত্যন্ত বেদনা এবং গলমধ্যে শুষ্কতা ও তাপের অনুভূতি জন্মিলে ক্যাপ্‌সিকাম উপযোগী হয়।

কর্ণের মধ্যভাগ বা পটাহ পাকিলে তাহার পুরাতন অবস্থায় সাইলিসিয়া শ্রেষ্ঠতর ঔষধ। ম্যাষ্টইড্ প্রসেসের পূয়শোথ জন্মিলে অরাম এবং নাই এসি অগ্রগণ্য ঔষধ।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌মা।—ক্যাপ্‌সিকাম্ রোগীর হাঁপানি হইলে তাহার মুখ লাল হয় এবং বক্ষমধ্যে হিস্ হিস্ শব্দ থাকে। রোগী কাসিয়া শ্লেষ্মা উঠাইতে পারিলে হাঁপের উপশম হয়।

প্লীহারোগ।—ডাঃ জারের মতে স্ফীত, বিবর্দ্ধিত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু প্লীহার পক্ষে ক্যাপ্‌সিকাম শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া গণ্য।

আর্ণিকা—আঘাতজ প্লীহাপ্রদাহে রোগী অবসাদগ্রস্ত এবং উদাসীন থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়। পচনশীলতা বা টাইফয়েড অবস্থার দিকে রোগের গতি হইলে বেদনা মৃদুই হউক আর তীব্রই হউক ইহা যে তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ তদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেলিসে প্লীহাপ্রদেশে স্ফীতি জন্মে; নেট মিউ এবং ফেরাম্ মেট প্লীহাবিবৃদ্ধির ঔষধ মধ্যে গণ্য।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টার্ম্মিটেণ্ট ফিবার।—ক্যাপ্‌সিকামের সবিরাম জ্বর বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে। ইহার রোগী স্থূলকায় ও শিথিলশরীর হয়। ইহাতে শীতের প্রাধান্য

banglabooks.in

থাকে, এবং তাহা পৃষ্ঠে আরম্ভ হয়; পৃষ্ঠে তাপ প্রয়োগে রোগী তাহার উপশম পায়। শীতে তৃষ্ণা থাকে, তাপকালে থাকিলেও তাহার প্রথম অবস্থায় থাকিতে পারে। ক্লেদযুক্ত মলত্যাগে মলদ্বার জ্বালা করে। শীতের অবস্থায় প্লীহার স্ফীতি ও বেদনা জন্মে।

২। টেবেকাম (Nicotiana Tabacum)।

উপচয় ঃ—অতিশয় তাপে অথবা শৈত্যে, বিশেষতঃ ঝটিকাময় দিবসে; ভ্রমণে, গাড়িতে চলিলে, এবং রেলগাড়ির ঝাঁকিতে।

উপশম ঃ—মুক্ত বায়ুতে; বমনে।

সম্বন্ধ ঃ—টেবেকাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সাইকুটা, ষ্ট্রামো। যাহা টেবেকামের কার্য্য প্রতিষেধ করে—আর্স, ক্যামো, ইগ্নে, ইপিকা, নাক্‌স্ ভ, পালস্।

তাম্রকূট সেবনের কুফল সংশোধনের ঔষধ।—অত্যন্ত বিবমিষা ও বমন জন্য ইপিকা। তামাকের পাতা খাওয়াতে রোগ জন্মিলে আর্স। অতিরিক্ত ধূমপান প্রাতঃকালের অসুখ জন্য নাক্‌স্ ভ। তাম্রকূট সেবনে হৃৎকম্প ও জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা জন্মিলে ফস্। হিক্কা নিবারণে ইগ্নে। দন্তশূল হইলে ক্লিমেটিস্ ও প্ল্যাণ্টেগো। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের স্নায়ুশূলে, অজীর্ণে এবং বায়ুরোগে, বিশেষতঃ তাহা আলস্য পরায়ণ ব্যক্তিদিগের হইলে সিপিয়া। অতিরিক্ত ধূমপান জন্য ধ্বজভঙ্গ, আক্ষেপ এবং শীতল ঘর্ম্ম হইলে লাইকো। ধূমপায়ীর মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ও শিরোঘূর্ণনে জেল্‌স্। টেবেকাম্ ২০০ অথবা ১০০০ ক্রম, তামাক সেবন পরিত্যাগ জনিত অদম্য মুখলালাস্রাব নিবারণ করে।

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—এণ্টি টা, আর্স, বেল, ককুল, ভিজিট, লোবে, ইপিকা, নাক্‌স্ ভ, ওপি, ফস্, ষ্ট্রামো, ভেরেট এ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া ;—টেবেকাম মেডুলা অবলেঙ্গটা এবং নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু আক্রমণ করিলে অনৈচ্ছিক পেশীমণ্ডলীর (Involuntary muscles) সম্পূর্ণ শিথিলতা ও পক্ষাঘাত হওয়ায় বিবমিষা, বমন, হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা, শরীরে তাপের হ্রাস, শিরোঘূর্ণন, প্রলাপ এবং পতন বা কোল্যাপ্‌স্‌লক্ষণ উৎপন্ন হয়। অধিক কালব্যাপী তাম্রকুট সেবনের কুফল স্বরূপ স্নায়ু পদার্থের অপকৃষ্টতা জন্মিলে পেশীর ক্ষয় ও পক্ষাঘাত জন্মে। ইহা দ্বারা নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর পরিপাকযন্ত্রশাখা আক্রান্ত হওয়ায় আমাশয়ান্ত্রিক বিকার, এমন কি তাহার প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। ডাং বার্থোলোর মতে ইহা কর্তৃক মস্তিষ্ক আক্রমণ ও আমাশয়ের উত্তেজনা এবং ইহার বস্তুগত স্বাভাবিক গুণ এই ত্রিবিধ কারণই নিশ্চিতরূপে বমন উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ার আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি স্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত্রের পেশীস্তর ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপাক্রান্ত হওয়ায় বিরেচন হইয়া থাকে। মৃত্যুকল্প বিবমিষা এবং তাহার আনুষঙ্গিক পাণ্ডুরতা, শিরোঘূর্ণন, শীতল ঘর্ম্ম ও ঘনলোপবিশিষ্ট নাড়ী ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

মন ;—উৎকণ্ঠা ; ক্রন্দন করিলে রোগী ভাল থাকে। মনঃসংযোগ করা কঠিন হয়।

মস্তক ;—আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা বশতঃ শিরোঘূর্ণন জন্মিলে গৃহমধ্যে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস হয়। স্নায়বীয় শিরঃশূলে বোধ হয় যেন হঠাৎ মস্তকে হাতুড়ির আঘাত লাগে। ললাটের এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত শিরঃশূলে চক্ষুকোটর আক্রান্ত হয় অথবা শিরঃশূল তীব্রবেগে বাম চক্ষুতে যায় এবং শৈত্যপ্রয়োগে তাহার

banglabooks.in

হ্রাস হয়; মস্তকে গুরুত্ব জন্মে। বহুকাল তাম্রকূট সেবনে সন্ন্যাসরোগ জন্মিতে পারে।

স্নায়ু:—ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত; কম্প। ভয়ঙ্কর বেদনার আনুষঙ্গিক লক্ষণে অনৈচ্ছিক পেশীসংকোচন হয়। পেশীর আক্ষেপিক সংকোচন, আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন অচৈতন্যের ভাব, শরীরের শিথিলতা।

মুখমণ্ডল:—আমাশয় মোচড়াইয়া বিবমিষা জন্মিলে মুখের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা হয়। মুখ পাণ্ডুর, বসা এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত। সন্ধ্যাকালে মুখের অস্থি ও গণ্ডে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা।

মুখপহ্বর:—মুখে গেঁজলা উঠে। প্রচুর মুখলালাস্রাব। মুখ এবং গলমধ্যে শুভ্র ও আটা শ্লেষ্মা সংগ্রহ হইলে বারম্বার তাহা নিষ্ঠুত করিতে হয়।

আমাশয়:—অতিশয় তৃষ্ণা; রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। বিবমিষা ও বমন শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া মৃতকল্প বিবমিষা হওয়ায় শিরোঘূর্ণন ও শরীরে শীতল ঘর্ম্ম হয়। প্রচণ্ড বমন; অম্ল ও তরল পদার্থের সহজে বমন হয়। প্রাতঃকালে জলবৎ, বিস্বাদ ও কখন কখন তিক্ত বমন হয়। বিবমিষা হইলে আমাশয় শীতল বোধ হয়। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব; তাহাতে শিথিলতার অনুভূতি জন্মে।

উদর:—নাভি অভ্যন্তরদিকে বেদনাসহ আকৃষ্ট হয়; উদর পেশীর সংকোচন। ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।

মল:—কুন্থন এবং জ্বালাযুক্ত নরম মলত্যাগকালে কটিপশ্চাতে প্রচণ্ড বেদনা হয়। উদরাময় হইলে রোগী ঈষৎ পীতের আভাযুক্ত সবুজবর্ণ ক্লেদবৎ মলত্যাগ করে। কলেরার ন্যায় মলত্যাগ; জলবৎ, বেগশীল ও বেদনাহীন উদরাময়।

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—প্রচণ্ড হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল। রজনীতে থাকিয়া থাকিয়া হৃৎকম্প হওয়ায় হৃদগ্রের কষ্ট এবং উভয় স্কন্ধ মধ্যস্থ স্থানে বেদনা হয়। নাড়ী ক্ষীণ, কোমলস্পর্শ এবং ধীরগতি; দুর্ব্বোধ্য, ক্ষুদ্র এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

প্রদর্শক লক্ষণ।—প্রচণ্ড ও মৃত্যুকল্প বিবমিষা, মৃতবৎ পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা প্রভৃতির শরীর চালনায় বৃদ্ধি ও তাহার আনুষঙ্গিক শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ ইহার সাধারণ রোগের প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস্।—গ্রীবা এবং পৃষ্ঠপেশীর অনমনীয়তা ও পশ্চাৎদিকে মস্তকের আকৃষ্টভাব, চক্ষুপুট ও চর্ব্বণক্রিয়াসাধক পেশীর (Masseter muscle) সংকোচন, স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালীপেশীর আক্ষেপ বশতঃ হিস্ হিস্ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস, পর্য্যায়ক্রমিক, প্রবল ও ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপের পর সম্পূর্ণ শরীরের শিথিলতা ও কম্পান্বিত ভাব, অন্ত্র ও মূত্রপথাদির সংকোচন, অভ্যন্তর দিকে উদর পেশীর আকৃষ্টতা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ জনিত আনুষঙ্গিক তীব্র বেদনা, বিবমিষা, শীতল ঘর্ম্ম ও শ্বাসরোধ বশতঃ ত্বরিৎ পতনাবস্থা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে ধনুষ্টঙ্কাররোগে **টেবেকাম** ও **নিকোটিনাম** উপযোগী হয়। ইহার শ্বাসরোধকর আক্ষেপবিশিষ্ট ধনুষ্টঙ্কার আক্ষেপের **ষ্ট্রীক্‌নিয়ার** আক্ষেপ অপেক্ষা **হাইড্র সাইয়ানিক এসিডের** আক্ষেপের সহিতই অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সি-সিক্‌নেস্ বা আর্ণব বমন।—টেবেকামের বিবমিষা ও বমনের আর্ণব বমন এবং শকটারোহণ জন্য বমন সহ অতি আশ্চর্য্য

banglabooks.in

সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কার্য্যক্ষেত্রেও উচ্চ ক্রমের **টেবেকাম্** এ রোগের অবস্থাবিশেষে যথেষ্ট উপকার দর্শাইয়া থাকে।

কলেরা বা ওলাওঠা।—ভেরেট্রাম এ, সিকেলি অথবা **ক্যাম্ফর** প্রয়োগ কলেরার উদরাময় বন্ধ হওয়ার পরেও যদি বিবমিষা এবং শীতল ঘর্ম্ম থাকিয়া যায় তাহাতে **টেবেকাম্** উপকার করিয়া থাকে। এই বিবমিষার আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে উদরপ্রদেশে জ্বালাময় তাপ এবং তদ্ব্যতীত শরীরাংশে শীতল ঘর্ম্ম থাকে। রোগী ক্রমাগত উদর অনাবৃত করে। এস্থলে ইহা **হাইড্রসা এসি, ভেরেট্ এ, ক্যাম্ফর** সহ তুলনীয় হয়।

মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।—মৃত্যুকল্প বিবমিষা, বমন ও ক্লেদবৎ উদরাময় থাকিলে **টেবেকাম্** মূত্রশূল ও ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে উপকারী হয়।

উপরে **টেবেকামের** যে সকল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ইহা **মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এঞ্জাইমা পেকটরিস্ বা হৃদ্‌শূল** এবং **অজীর্ণ** প্রভৃতি রোগে উপকার করিতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই **মৃত্যুকল্প বিবমিষা ও বমন, সর্ব্বাঙ্গীন শীতল ঘর্ম্ম** এবং **শারীরিক শিথিলতাদি** প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৬ (LECTURE LXVI)।

জান্তব ঔষধ—অফিডিয়া জাতি।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্। ২। ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানস্। ৩। ইল্যাপ্‌স্ কেরোলিনাস্।

১। ক্রোটেলাস্ হরিডাস্ (Crotalus Horridus.)।

সম্বন্ধ।—ক্রোটেলাসের কার্য্য প্রতিষেধক—এমনিয়া, ক্যাম্ফর, এল্‌কোহল, বিকীর্ণ তাপ।

ল্যাকেসিসে ত্বক্ শীতল ও চটচটে, ক্রোটেলাসে তাহা শীতল ও শুষ্ক থাকে। ইল্যাপস্ দক্ষিণ ফুস্‌ফুস্ আক্রমণ করিলে কাল রক্ত নির্গত হয়।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, আর্স, ক্যান্থা, কার্ব্ব ভে, চেলি, ইল্যাপ্‌স্, ল্যাকেসি, ন্যাজা, টেরেণ্ট্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি সর্পবিষের ন্যায় ক্রোটেলাসেরও প্রাথমিক বা মৌলিক ক্রিয়া মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুকেন্দ্রে প্রকাশ হইয়া থাকে। ল্যাকেসিসের ক্রিয়া বর্ণনায় যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে ইহা তদনুরূপই পরোক্ষভাবে শোণিতের বিশ্লেষণ, তাহার তন্তুজান বা ফাইব্রিণ পদার্থের ধ্বংস, শোণিত স্রাব এবং কালশিরা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া সর্পবিষ মাত্রেরই ক্রিয়ার সাধারণ ঐক্যতার পরিচয় দেয়। ক্রোটেলাসের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার বিষলক্ষণের পীতজ্বরলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকায় উক্ত রোগের চিকিৎসায় প্রযোজিত হইলে ইহা সুফলপ্রদান করে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

চক্ষু।—চক্ষুতে এবং সম্পূর্ণ শরীরে হরিদ্রাবর্ণ। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে নীলবর্ণ চক্র। চক্ষু হইতে শোণিতের নিঃসরণ। অস্পষ্ট দৃষ্টি। চক্ষুতে জ্বালা। চক্ষুর একুয়াস্ হিউমার বা সম্মুখগহ্বরস্থ স্বচ্ছ রসভাগ ঘোলাটে। চক্ষূর্দ্ধে চাপ ও কষ্ট।

কর্ণ।—উচ্চ শব্দে অসহিষ্ণু। উচ্চ শব্দের অনুভূতিহীনতা। স্নায়বিক বধিরতা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরভঙ্গে স্বর দুর্ব্বল এবং কর্কশ। নাতি-প্রবল কাসিতে রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। হুপশব্দক কাসি নিবন্ধন দুর্ব্বলতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও মুখের স্ফীতি, মুখের নীলাভা অথবা পাণ্ডুরতা, আক্রমণের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়; বৃদ্ধদিগের বক্ষ শোথ এবং জ্বর ও প্লাহাজ্বর বা এণ্ড জন্য শ্বাসকষ্ট।

মুখগহ্বর।—**জিহ্বার স্ফীতি ও প্রদাহ।**—জিহ্বা এবং গলাভ্যন্তরে সংকোচন নিবন্ধন বাক্‌রোধ।

গলাভ্যন্তর।—গলা শুষ্কতা প্রযুক্ত তৃষ্ণা। কোন কঠিন বস্তু গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব। পিত্তমিশ্রিত মূত্রের পীত অথবা ঈষৎ লোহিতাভ পীত বর্ণ। টাইফয়েড জ্বর, ডিফথিরিয়া প্রভৃতি রোগে লালামেহ জন্মে এবং শোণিতমিশ্রিত হওয়ায় মূত্র ধূম্রাকার থাকে।

ত্বক।—ত্বক হরিদ্রাবর্ণ; ন্যাবা বা জণ্ডিস্; সেপ্টিসিমিয়া বা রক্তবিষাক্ততা। ত্বকের নানাপ্রকার টাইফয়েড বা পচনলক্ষণযুক্ত উদ্‌ভেদ।

চিকিৎসা।

রসরক্ত প্রভৃতি শারীরিক উপাদানের পচনশীলতাবিশিষ্ট সাংঘাতিক জ্বরবিকার ও ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ রোগে সম্পূর্ণ শরীর অথবা

banglabooks.in

ব্যাধিগ্রস্ত যন্ত্রবিশেষের শোণিতস্রাবপ্রবণতা দৃষ্ট হইলে **ক্রোটেলাস** প্রযুক্ত হয়। শোণিত রসাদির ধ্বংসকারী বহুব্যাপক অথবা স্বল্পব্যাপক যে কোন রোগে **ল্যাকেসিস** প্রভৃতি ইহার সমশ্রেণীর অন্যান্য সর্পবিষও প্রযোজ্য, মূলতঃ তাহাতেই ইহারও প্রয়োগ হইয়া থাকে। তুলনাসৌকর্য্যার্থে আমরা **ল্যাকেসিস**-রোগ বর্ণনকালে ইহারও অধিকাংশ রোগের আলোচনা করিয়াছি। তাহা তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য। ফলতঃ সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর, বিশেষতঃ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং কৃষ্ণলোহিত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত অথবা পচা ক্ষতবিশিষ্ট (Gangrenous) টনসিল গ্রন্থি থাকিলে; ডিফ্‌থিরিয়া; রক্তস্রাবযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লেপা হাম; টাইফয়েড ও রক্তস্রাবযুক্ত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নানাবিধ সাংঘাতিক জ্বর; বিষাক্ত ক্ষত নিবন্ধন পায়িমিয়া, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি রক্তদোষযুক্ত সাংঘাতিক জ্বর, এবং দূষিত স্যাবা রোগ এবং শরীরের নানা স্থান হইতে পচা রক্তস্রাববিশিষ্ট বহুবিধ রোগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ।

সাংঘাতিক পীতজ্বর বা ইয়ালফিবারের লক্ষণ সহ **ক্রটেলাস্** লক্ষণের বিশেষ ঐক্যতা থাকায় তাহার চিকিৎসাতেও ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কাল বস্তুর বমন, দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক মৃদু প্রলাপ; পীতবর্ণ ত্বক এবং শরীরের সর্ব্ববিধ বাহ্য দ্বার হইতে রক্তস্রাব, এমন কি সম্পূর্ণ ত্বকের ঘর্ম্মগ্রন্থি হইতে রক্তস্রাব বা রক্তময় ঘর্ম্ম প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী। এ রোগ শরীরে যে হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন করে তাহা স্যাবারোগাপেক্ষা রক্তের শোচনীয় ও সাংঘাতিক বিষাক্ত অবস্থারই অধিকতর পরিচয় দেয়। **ক্যাডমিয়াম্ সালফেও** কাল বমন হয় বলিয়া তাহা **ক্রটেলাস** সহ তুলনীয়।

শোণিতস্রাবপ্রবণতা; শারীরিক উপাদাননিচয়ের পচিতাবস্থা

banglabooks.in

(Putrescence); প্রভূত দুর্ব্বলতাদি টাইফয়েড লক্ষণ; রক্ত অথবা পিত্তের বমন; জিহ্বার শুষ্ক, কটা ও বিদীর্ণ অবস্থা অথবা তাহার মধ্য বাহিয়া পীত ও কটা বর্ণ এবং পার্শ্বে লোহিতাভার বর্ত্তমানতা এবং মূত্রের স্বল্পতা ও প্রায় গভীর কাল বর্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভা অথবা কখন মূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

২। ন্যাজা (Naja Tripudians.)

সম্বন্ধ ঃ—ন্যাজার কার্য্যপ্রতিষেধক—তাপ, এলকহল, সল্ট।

ভুলনীয় ঔষধ ঃ—এপিস্, আর্স, ক্যাক্টাস্, ক্রটন টি, হিপার সা, ল্যাকেসি, মার্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সর্পবিষের ন্যায় ন্যাজা মেরুমজ্জা-মস্তিষ্কীয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলেও নিউমোগ্যাষ্ট্রিক এবং গ্লসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুতেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। এজন্য শোণিতের পচন ও অধিকতর তারল্য নিবন্ধন কালশিরা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি সর্পবিষের সাধারণ লক্ষণ ব্যতীতও ইহা বিশেষ শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডযন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন ঃ—আত্মহত্যার প্রবৃত্তিসূচক উন্মাদ রোগ। প্রলাপ। রোগী দুঃখিত এবং চিন্তান্বিত; মানসিক অস্থৈর্য্য; বিষণ্ণতা; রোগী কাল্পনিক ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্য-বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনাকে অসুখী করে।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী ঃ—হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবসাদ এবং অস্বস্তির অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীব্র বেদনা। হৃৎপিণ্ডের থর থর বা পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ গতি এবং হৃৎকম্প। হৃৎস্পন্দন শ্রুত হওয়া যায়।

নাড়ী ধীরগতি, তাহার ছন্দ এবং বেগ অনিয়মিত; দুর্ব্বল, সূত্রবৎ; ক্বচিৎ বোধ্য।

banglabooks.in

গলাভ্যন্তর ;—গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মার সঞ্চয়। গলমধ্যে চাপ ও গলরোধ। গলমধ্যে কর্কশ ও চাঁছা ভাব। শ্বাসরোধের অনুভূতি প্রযুক্ত রোগীর গলা চাপিত বোধ। গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও সংকোচন। গলার বাম পার্শ্বে টাটানি ও চিমটি কাটার ভাব। অন্ননালীর সঙ্কোচন বশতঃ গেলা কষ্টকর অথবা অসম্ভব। গলগহ্বরের কৃষ্ণলোহিতবর্ণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;—বাম অণ্ডাধারে খল্লীবৎ বেদনা। পাতলা ও শুভ্র শ্বেতপ্রদর। স্তন্যদুগ্ধের হ্রাস।

জ্বর ;—শরীর শীতল এবং পতন বা কোল্যাপ্‌সলক্ষণযুক্ত। অঙ্গনিচয় শীতল, পদ বরফবৎ শীতল। মুখমণ্ডলে জ্বালাযুক্ত তাপ। রোগী অত্যন্ত অসুস্থ, উষ্ণ থাকে এবং জ্বরভাবযুক্ত বোধ করে।

চিকিৎসা।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত ;—গলগহ্বরের কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ, পূতিগন্ধ প্রশ্বাস এবং গলাভাঙ্গা কাসি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা **ল্যাকেসিসাদি** সর্পবিষের তুল্য। **ল্যাকেসিসে** কণ্ঠার অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা; শূন্য গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় ও কঠিনাপেক্ষা তরল বস্তু গলাধঃকরণে বেদনার আধিক্য এবং নিদ্রায় রোগের বৃদ্ধি; **ল্যাকাস** রোগের স্বরযন্ত্র আক্রমণ, তজ্জন্য শ্বাসরোধের অনুভূতি নিবন্ধন রোগীর কণ্ঠা চাপিত বোধ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীতে কাঁচা বা অবদরণভাবের অনুভূতি এবং হৃৎপিণ্ড আক্রমণে তাহার পক্ষাঘাতের উপক্রম প্রভৃতি উভয় ঔষধের প্রভেদক। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইলে রোগীর শরীর নীলবর্ণ হইয়া যায়; সে খাবি খাওয়ার ন্যায় অবস্থায় নিদ্রোত্থিত হয়; এবং তাহার নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট ও সূত্রবৎ থাকে। ডিফ্‌থিরিয়া রোগে হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হওয়ায় উপরি উক্ত

banglabooks.in

লক্ষণনিচয় উপস্থিত হইলে ডাং পেষ্টন ন্যাজার প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

ফলতঃ হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্‌, হৃৎকম্প, হৃৎকপাটবিকার, হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতিক অবস্থা প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডের নানাবিধ ক্রিয়াগত ও উপাদানগত রোগে অন্যান্য সর্পবিষাপেক্ষা ন্যাজার অধিকতর সম্বন্ধ থাকাই অনুমিত হয় এবং কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা অধিকতররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম, হাঁপানিলক্ষণের উপস্থিতি, হৃৎপিণ্ডের কম্পান্বিতভাব এবং অধিকন্তু যকৃৎগত রোগে খুক্‌খুক্‌ কাসির আক্রমণ ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। রোগীর শ্বাসরোধের ভাব শয়ন করিলে অথবা নিদ্রান্তে বর্দ্ধিত হয়।

৩। ইল্যাপ্‌স্‌ (Elaps Corallinus)।

সম্বন্ধ ;—সাধারণভাবে ইল্যাপ্‌স্‌ সমশ্রেণীর সর্পবিষ সহ প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই তুল্য।

সাধারণ ক্রিয়া ;—অন্যান্য সর্পবিষক্রিয়া সহ ইল্যাপ্‌স্‌ ক্রিয়ার সাধারণ সাদৃশ্য থাকা ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার বিশেষতা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জ্ঞাত নহি। তবে রোগচিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল তাহা ইহার রোগারোগ্যলব্ধ বহুদর্শিতার ফল।

চিকিৎসা কর্ণরোগ—প্রতিশ্যায় ; কাণপাকা।—ইল্যাপ্‌সের কর্ণসন্দি রোগে কর্ণে কাল খইল জন্মে, কর্ণনাদ হয় ও কর্ণ পাকিয়া উঠে। ইহার তরল পূয়ের বর্ণ পীতাভসবুজ এবং রক্তমিশ্রিত। ইহা ল্যাকেসিস এবং ক্রটেলাস সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

লেকচার ৬৭ (LECTURE LXVII.)

জান্তব ঔষধশ্রেণী।

ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী জীবোৎপন্ন ঔষধ।

১। ক্যাষ্টরিয়াম্। ২। হিপ্‌মেন্‌স্। ৩। ক্যাষ্টর ইকুই। ৪। মস্কাস্। ৫। মেফিটিস্। ৬। ল্যাক্ কেনিনাম্। ৭। ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয়ের পরীক্ষা আশানুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খতা সহ না হইলেও রোগচিকিৎসায় তাহাদিগের উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অজ্ঞ নহি। চিকিৎসক বিশেষের বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের উপর আমাদিগের এই সকল ঔষধ বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। অতএব নিম্নে এই সকল ঔষধের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত হইল, চিকিৎসক-মণ্ডলের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের উপরে যে তাহার উৎকর্ষ নির্ভর করে তাহা বলা বাহুল্য।

১। কাষ্টরিয়াম্ (Castorium.)।

(বিভার নামক সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের লিঙ্গত্বকের শুষ্কীভূত স্রাব)।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কাষ্টরিয়মের যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক, যাহারা কোন কঠিন রোগাক্রমণের পর প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব বশতঃ স্নায়ুরোগাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। নিম্নে ইহার লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

লক্ষণ ;—কাষ্টরিয়ামের লক্ষণ—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, আশঙ্কান্বিত এবং বিমর্ষ রোগিণী ঋতুস্রাবকালে চঞ্চলতাগ্রস্ত হয়। ছিন্নবৎ বেদনার

banglabooks.in

ঘর্ষণে বা চাপে উপশম। ঋতুকালে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ছিন্নবৎ চাপ। বায়ু কর্ত্তৃক উদরস্ফীতি, ঋতুকালে কুঁচকিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং মলত্যাগেচ্ছা। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা। রক্তসংযুক্ত আমের মলত্যাগ, অথবা সাদাটে জলবৎ উদরাময়ে মলদ্বারের জ্বালা। মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ উদরশূলের চাপে অথবা রোগী দ্বিভাঁজ হইলে উপশম।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল;—বাতপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের টাইফয়েড জ্বরান্তে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি পুনরাগত না হওয়ায় শিরঃশূল-প্রবণতা জন্মে। শিরঃশূলে মস্তক ঝন্ ঝন্ করে। মস্তকত্বক্ স্পর্শাসহিষ্ণু এবং কীট বিচরণবৎ অনুভূতিযুক্ত থাকিলে **কাষ্টরিয়াম্** প্রযুক্ত হয়।

উদরশূল;—ভাবপ্রণতা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বিক উদরশূলে শরীরের পাণ্ডুরতা, শীতল ঘর্ম্ম এবং হঠাৎ দৈহিক শক্তির অভাব বশতঃ পদ শীতল হইলে ডাং ট্রোঘোঁ **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগ করিতেন।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া;—আর্ত্তবাভাবরোগে বেদনাযুক্ত উদরস্ফীতি জন্মিলে এবং জরায়ুর সংকোচন সহ কুন্থন বশতঃ ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তস্রাব হইলে ডাং ট্রোষোঁর **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগের ডাং টিষ্ট্ অনুমোদন করিয়াছেন।

উদরাময়;—দুর্ব্বল ও বাতপ্রকৃতির শিশু, যাহারা গ্রীষ্মতাপে অথবা দন্তোদ্গমকালে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহাদিগের জলবৎ অথবা সবুজ আমযুক্ত উদরাময়ের যদি প্রচলিত ঔষধদ্বারা কোন উপকার না হয়, **কাষ্টরিয়াম্** প্রয়োগোপযুক্ত।

banglabooks.in

২। হিপমেন্‌স্‌ (Hippomanes Mancinelle.)।

লক্ষণ ঃ—প্রলাপ; গলক্ষত রোগে গলায় এবং অন্ননলীতে সংকোচন নিবন্ধন রোগী কিছু গলাধঃকরণ অসমর্থ; চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলে চক্ষুজ্বালার বৃদ্ধি। ত্বকে রসবিম্বিকা জন্মে।

চিকিৎসা ঃ—উপরিউক্ত লক্ষণানুসারে **স্কার্লেটিনা** বা **আরক্ত জ্বরের হিপমেনস্‌** দ্বারা উপকার হইয়াছে।

৩। ক্যাষ্টর ইকুই (Castor equi)।

চিকিৎসা ঃ—ঘোটকের ক্ষুরের অভ্যন্তর ভাগে যে লোহিতবর্ণ পদার্থ জন্মে তাহাকে **ক্যাষ্টর ইকুই** বলা যায়। ইহা **স্তনাগ্রের ক্ষত রোগে** ব্যবহৃত হওয়ায় ফল দর্শাইয়াছে। স্তনের বোঁটা ফাটিয়া যায়, কর্কশ হয়, এমন কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোঁটা ঝুলিয়া পড়ে।

৪। মস্কাস্‌, মৃগনাভি, কস্তুরী (Moschus, Musk.)।

সম্বন্ধ ঃ—মস্কাস্‌ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—থিয়িডিয়ন (শিরঃশূল জন্মাইলে)।

লক্ষণ।

মন এবং স্নায়ু ঃ—রোগী সুরাপানোন্মত্তবৎ উত্তেজিত; নাড়ী পূর্ণ এবং দ্রুত; শরীরতাপ কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত; মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য; উন্মত্তবৎ প্রলাপ, শৃঙ্খলাহীন দ্রুত কথা; ওষ্ঠ নীলবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া যেপর্য্যন্ত রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত না হয় কটুবাক্য বলিয়া থাকে; কোন প্রকার শব্দ হইলেই রোগী চমকিয়া উঠে; মৃত্যু সম্বন্ধীয় উৎকণ্ঠা; উৎকণ্ঠা জন্মিলে মূর্চ্ছার ভাব; মূর্চ্ছায় শরীরের শীতলতা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য; গুল্মবায়ু-রোগবৎ লক্ষণ; পানোন্মত্তবৎ প্রলাপ কথন; নিদ্রাহীনতা; পেশীর

banglabooks.in

আনর্ত্তন; শারীরিক ক্রিয়াবৈষম্য বা এট্যাক্সিয়া; মুখের আশ্চর্য্যান্বিত ভাব; ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী আক্ষেপ অপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী আক্ষেপ অধিকতর।

চিকিৎসা।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—মস্কাস্‌গুল্মবায়ু রোগের লক্ষণমধ্যে মূর্চ্ছাই প্রধান। এসাফিটিডা, ককুলাস, ইপ্রোসিয়া, এবং নাকস মস্কেটা প্রভৃতি ঔষধের গুল্ম-বায়ুতেও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু রোগলক্ষণের মধ্যে মূর্চ্ছা প্রধান স্থানীয় হইলে অধিকাংশ স্থলে, মস্কাস্ লক্ষণসহ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় রোগের উপস্থিত কালে ইহা উপযোগী। **প্রনুষ্টঙ্কার-বৎ আক্ষেপ, অজ্ঞানতা এবং পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার আক্রমণ** ইহার প্রদর্শক স্থানীয় লক্ষণ। কথিত লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে ডাং হিউজের মতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ডাং হেবারম্মিথের মতে গুল্মবায়ু রোগে ইহা অত্যাজ্য ঔষধ বলিয়া গণ্য। পেশীর আনর্ত্তন এবং বক্ষের প্রচণ্ড আক্ষেপ অথবা সংকোচন বর্ত্তমান থাকে। মুখে গেঁজলা উঠে, রোগী শীত বোধ করে এবং তাহার মুখ নীলবর্ণ হইতে পারে। মস্কাস্ রোগী প্রচুর ও ফেকাসে মূত্রত্যাগ করে, তাহার "গ্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্ম", শিরঃশূল এবং উদর স্ফীতির লক্ষণ উপস্থিত হয়। অনেক সময়েই সহানুভূতিশীল বা সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুমণ্ডলের উদরস্থ সোলার প্লেক্সাস্ বা স্নায়ুজালের উপর বায়ুর চাপ ইহার মূর্চ্ছা এবং অচৈতন্যের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়; এই সকল রোগীর বেগে উদ্গার উঠিলে রোগের উপশম হয়। অদম্য হাস্য এবং মনভাবের পর্য্যায়ক্রমিক পরিবর্ত্তনে পর্য্যায়ক্রমে আনন্দ ও দুঃখের উপস্থিতিও ইহার লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

banglabooks.in

কামপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় **কামোন্মাদের লক্ষণ** উপস্থিত থাকিতে পারে। গুল্মবায়ু ঘটিত হিক্কা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে এবং গুল্ম-বায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উচ্চ শব্দের উদ্গারের পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। **মস্কাস্** গুল্মবায়ুরোগী বড় কলহপ্রিয় বা কটুভাষী, এবং কলহ করিতে করিতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। **প্যালাডিয়াম** ঔষধও কটুভাষিতা এবং তিরস্কার করার জন্য খ্যাত। সংক্ষেপতঃ **আক্রমণ, পর্য্যায়-ক্রমিক ক্রন্দন ও হাস্য, গ্লবাস হিষ্টিরিকাস্ বা গুল্মের বর্ত্তমানতা, প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ এবং হঠাৎ অজ্ঞানতার উপস্থিতি** প্রভৃতি গুল্মবায়ু-রোগলক্ষণ মস্কাসের পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। জান্তব পদার্থোৎপন্ন অন্যান্য ঔষধমধ্যে **ক্যাষ্টরিয়াম ও মস্কাসের** ন্যায় বহুতর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিত অসহিষ্ণুতাদি গুল্মবায়ুর পূর্ব্বরূপ লক্ষণ পক্ষে উপযোগী। যাহাদিগের শরীরের অবস্থা গুল্মবায়ুরোগাক্রমণের আশঙ্কাযুক্ত বলিয়া অনুমিত হয় তাহাদিগের সেই অবস্থার সংশোধনে ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ল্যারিঞ্জিস্‌মাস ষ্ট্রাইডুলাস্; আক্ষেপিক হাঁপানি; ফুস্‌ফুসের আশঙ্কিত পক্ষাঘাত; এঞ্জাইনা পেক্টরিস্ বা হৃৎশূল; হুপ-শব্দক কাসি; হৃৎকম্প।—এই সকল স্নায়ু বৈকারিক রোগেও অবস্থাবিশেষে **মস্কাস্** উপকারী। এই সকল রোগের সহিত অনেক সময়েই গুল্মবায়ু লক্ষণের আভাস থাকে। খর্ খর্ শব্দবিশিষ্ট নিঃশ্বাস থাকিলে এবং আহারে ও হাস্যে রোগের আক্রমণ হইলে ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্ ষ্ট্রাইডুলাস রোগে (ইহার অধিকাংশ রোগে স্বরযন্ত্র ও বক্ষের সংকোচন থাকায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়), আক্রমণ হঠাৎ হইলে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ শ্লেষ্মাপূর্ণ বক্ষে ঘড়ঘড়ি

banglabooks.in

থাকিলে ও বক্ষের থল্লীবৎ অবস্থায় তাহার সংকোচন বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে হাঁপানিরোগে, বক্ষে সংগৃহীত অত্যধিক শ্লেষ্মা, নিষ্ঠূত করিবার কষ্টজনক ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রমে, বক্ষের অতিশয় কশাভাব উপস্থিত হওয়ায় অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তিযুক্ত হৃৎশূল রোগে, যৎপরোনাস্তি শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়িযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মৃত্যুকল্প উৎকণ্ঠা প্রকাশক হৃৎকম্পরোগে মস্কাস্ উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

৫। মেফিটিস্ (Me phitis Americana.)।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—এম্ব্রা, আর্স, ককাস্, করেলরুব্রা, ড্রসিরা।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—মেফিটিস্ প্রধানতঃ মস্তিষ্কমেরুমজ্জা আক্রমণ করায় নিউমোগাষ্ট্রীক্ স্নায়ু আক্রান্ত হইলে শ্বাসযন্ত্রের আক্ষেপিক অবস্থা উৎপন্ন হয়। এজন্য ইহা হাঁপানি এবং হুপশব্দক কাসি প্রভৃতি রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভূমেরু দেশীয় বিড়ালবৎ জন্তু বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ঃ—শ্বাসযন্ত্র—পান করিতে জল স্বরযন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। মদ্যপায়ীদিগের হাঁপানি এবং নিদ্রাকালে গন্ধকের বাষ্পাঘ্রাণের ন্যায় হাঁপানি। শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর, শ্বাসত্যাগ প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে অথবা তাহাতে খ্যাক্ খ্যাক্ শব্দ উৎপন্ন হয়। বক্ষের অবদরণভাব, স্বরভঙ্গ এবং বক্ষভেদকারী বেদনা থাকায় জলপান করিলে, কথা কহিলে অথবা উচ্চ স্বরে পাঠ করিলে, ফাঁপা স্বরের আক্ষেপিক অথবা গভীর কাসির অবস্থায় শ্বাস টানিলে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে; রোগী নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, আহারের কতিপয় ঘণ্টা পর ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া

banglabooks.in

ফেলে ; রোগ লক্ষণ রজনীতে ও শয়ন করিলে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রাতঃকালে কাসি সরল হইলে কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে।

চিকিৎসা।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ্।—স্বরযন্ত্রের অতি সুস্পষ্ট আক্ষেপযুক্ত হুপশব্দক কাসিতে **মেফিটিস্** উপকারী ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মিলে শিশু শ্বাস ফেলিতে পারে না। ডাং ফ্যারিংটন বলেন বহির্দৃষ্টিতে ঔষধ রোগের বৃদ্ধি করে বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতে ভোগকালের খর্ব্বতা জন্মাইয়া থাকে। **মেফিটিস্** রোগে প্রতিশ্যায়িক অবস্থাপেক্ষা হুপশব্দেরই প্রাধান্য থাকে। ইহার শ্বাসরোধকর অবস্থা কাসির সঙ্গে সঙ্গে এবং **করেলিহ্যাম রুব্রামের** তাহা কাসির পূর্ব্বে উপস্থিত হয় এবং তাহার পরে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **মেফিটিসের** কাসিতে অধিক গয়ার থাকে না। ডাং ফিসার তাঁহার শিশু চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকে হুপিংকাসিতে **মেফিটিস্** অপেক্ষা **ন্যাপ্থ্যালিন্** অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অত্যন্ত শুষ্ক কাসিতে প্রতিশ্যায়িক লক্ষণ সুস্পষ্ট না থাকিলে, কাসির আবেশের স্থায়িত্ব কাল অত্যধিক হইলে এবং তাহাতে বক্ষের সংকুচিতভাব বর্ত্তমান থাকিলে ডাং ডিউইও **ন্যাপ্থ্যালিনের** উপকারিতা লক্ষ্য করিয়াছেন। অতি যন্ত্রণাপ্রদ হুপিংকাসিতে মহাত্মা হ্যানিমান **লিডামের** বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌মা।—মদ্যপায়ীদিগের হাঁপানিরোগে **মেফিটিস্** কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ক্ষয়কাশরোগের শ্বাসকৃচ্ছ্র, **ড্রসিরা** দ্বারা প্রশমিত না হইলে ইহার ব্যবহার করা

banglabooks.in

যাইতে পারে। রুমেক্স এবং ষ্টিক্টাও এস্থলে দ্রষ্টব্য। রজনী ২ টার সময় রোগের বৃদ্ধি হইলে রুমেক্স্ এবং ডাং ব্লেকের মতে বিদীর্ণবৎ শিরঃশূল-উপসর্গযুক্ত রোগে ষ্টিক্টা উপযোগী। মেফিটিস রোগী বিলক্ষণ শৈত্যসহিষ্ণু। বরফবৎ শীতল জলে গাত্র ধৌত করিলেও রোগী আনন্দানুভব করে।

৩। ল্যাক্ কেনিমাম, শ্ব-দুগ্ধ (Lac caninum)

সম্বন্ধ—ল্যাক্ কেনিমামের সমক্রিয় ঔষধাবলী—এপিস্, কনায়, মিউরেক্স্, ল্যাকেসি, কেলি বাই. পাল্স্ সিপি. সাল্ফ।

সাধারণতঃ ইহার একমাত্র ঔষধে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে।

সাপ্রারণ ক্রিয়া।—ল্যাক কেনিনাম বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার যথেষ্ট পরীক্ষা না হইলেও উপরি উক্ত স্নায়বিক এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্রলক্ষণের যে বিশেষতা দৃষ্ট হয় তাহাতে রোগচিকিৎসায় ইহার নির্ব্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য বলিয়া অনুমিত হয় না। নিম্নে আমরা ইহার বিশেষ বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণের উল্লেখ করিয়া রোগ বর্ণন কালে অন্যান্য লক্ষণের যথাযথ বিবরণ করিব।

মানসিক লক্ষণে রোগীকে অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল দৃষ্ট হয়, রোগী কোন বস্তু ক্রয় করিলে তাহা ফেলিয়া চলিয়া যায়, কোন বিষয় লিখিতে অনেক অনাবশ্যক কথা লিখে অথবা আবশ্যক কথা লিখে না; শেষের কথা পরিত্যাগ করে; লিখিতে বা পড়িতে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; অত্যন্ত বাতিকগ্রস্ত থাকে।

বিষণ্ণ এবং ভরসাহীন রোগী মনে করে তাহার রোগ অসাধ্য; তাহার বন্ধু বান্ধব কেহ জীবিত নাই; বাঁচিয়া ফল নাই; যে কোন সময়ে ক্রন্দন করিতে পারে।

banglabooks.in

অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজনাপ্রবণ ; সকল সময়েই, বিশেষতঃ রজনীতে, শিশু ক্রন্দন করে ও চীৎকার করে।

মৃত্যু ভয়ে, উন্মাদ হইবে বলিয়া, সিঁড়ি হইতে পতিত হইবার আশঙ্কায় এবং একা থাকিতে রোগী ভীত হয়।

শরীর অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ, অস্থির এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

রোগ লক্ষণ এক স্থানে স্থির থাকে না, ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করে, ত্বরিত শরীরের একাংশ হইতে অন্যাংশে ধাবিত হয়, কতিপয় ঘণ্টা অথবা দিবসের পর পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে যায়।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো।—ল্যাক কেনিস শিরোঘূর্ণন অতি আশ্চর্য্য প্রকারের। ভ্রমণকালে রোগীর অনুভূতি জন্মে যে, সে উচ্চে বায়ুসাগরে ভাসমান হইতেছে; শয়ানাবস্থায় বোধ করে যেন সে শয্যোপরি নাই। ল্যাকেসিস রোগী শয়ন করিলে বোধ করে যেন সে বায়ুমধ্যে ভাসিতেছে, তাহার শরীরে শয্যা সংস্পর্শ হইতেছে না, অথবা সে নিম্নে নামিয়া পড়িতেছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহার পরীক্ষোদ্ভূত লক্ষণের তাদৃশ প্রাচুর্য্য নাই অথবা রোগচিকিৎসায় ভূয়ো ব্যবহৃত হইয়া তাহারা চিকিৎসকমণ্ডলীতে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীতও হয় নাই। তথাপি লক্ষণ নিচয়ের অবিরত স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা—যাহাতে রোগ প্রাথমিক আক্রমণ স্থান হইতে অন্যাংশে যায় এবং পরেই পূর্ব্ব বা তৎসন্নিহিত স্থানে পুনরাবর্ত্তন করে—এবিষয়ে চিকিৎসক মণ্ডলীত ঐকমত্য আছে। ফলতঃ বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি রোগ লক্ষণের আড়াআড়ি ভাবে পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

স্থান পরিবর্ত্তন ল্যাক্ কেনির অকাট্য ও অনন্যসাধারণ প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উপরি উক্ত রূপ লক্ষণপ্রকৃতি বর্ত্তমান থাকিলে **পিনস** বা অজীনারোগে পর্য্যায়ক্রমে এক নাসিকার রোধ ও অন্যতর হইতে স্রাব, **রসবাত** বা রিউম্যাটিজম্, **গলক্ষত, মারাত্মক গলক্ষত** বা ডিফথিরিয়া (ক্ষত কাচের ন্যায় মসৃণ ও চক্‌চকে থাকে), **ম্যাস্টাইটিস** বা স্তনপ্রদাহ প্রভৃতি প্রদাহিক রোগ এবং এমন কি **গুল্মবায়ু** প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন তাহার **আনুষঙ্গিক বেদনাদি লক্ষণের যদি আড়া আড়ি ভাবের স্থান পরিবর্ত্তন** শীলতা বর্ত্তমান থাকে ল্যাক্ কেনিনাম্ তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

রজোবাহুল্য বা **মেনরেজিয়া**।—উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চটচটে এবং সূতা সূতাভাবের ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর হইলে ল্যাক্ কেনি উপকারী। ঋতুর পূর্ব্বে ও ঋতুকালে স্তন স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। ক্রকাসের ঋতুশোণিত ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ এবং সূতা সূতা ভাবের হয়। স্তনের স্ফীতি প্রভৃতিতে ইহা কনায়াম সহ তুলনীয়।

ফাইসমেট্রা বা যোনির স্ফীতি ও যোনি হইতে বায়ু নিঃসরণরোগ—ল্যাক্ কেনি আরোগ্য করিতে সক্ষম। এ রোগে ইহা ব্রমিণ, লাইক, নাক্স ভ স্যাঙ্গুই সহ তুলনীয়।

সহজ ও উপদংশজ ক্ষতের আকৃতি কাচবৎ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী হইলে ল্যাক্ কেনি উপকার করে।

স্তন্য রোধ করিবার আবশ্যক হইলে ল্যাক্ কেনি দ্বারা তাহা প্রায় নিশ্চিতরূপে সংসাধিত হয়। রুদ্ধ দুগ্ধ পুনরা-

banglabooks.in

নয়নে ল্যাক ডিফ্লু এবং এসাফি শ্রেষ্ঠ। ভ্যারেন্দা-পাতার উষ্ণ পোল্টিসও রুদ্ধ দুগ্ধ পুনরানয়ন করিতে পারে। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ল্যাক কেনিনাম গলাভ্যন্তরে অনেক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে; এজন্য ইহা তাহার রোগারোগ্যের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত।

৪। ল্যাক্ ডিফ্লুরেটাম (Lac Defloratum.)

(শক্তিতে পরিণত দুগ্ধ বা ঘোল)

সাধারণ ক্রিয়া:—ডাং ডন্‌কিন ঘোল দ্বারা বহুমূত্র ও লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়ারোগ চিকিৎসায় আশাতীত ফল লাভ করায় ডাং সোয়ান ইহাকে হোমিওপ্যাথি প্রথানুসারে শক্তিতে পরিণত করেন। তদবধি বহুতর কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক অতি কঠিন কঠিন রোগে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপযুক্ত স্থলে ইহার অমোঘ রোগারোগ্য শক্তির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি কোন কোন ব্যক্তি স্বভাবতঃই দুগ্ধবিদ্বেষী থাকে অথবা যে কোন প্রকার আকারে দুগ্ধ পান করিতে, এমন কি ছানা, মাখন প্রভৃতি দুগ্ধের অংশ বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত সামগ্রী তাহারা আহার করিতে পারে না, কিম্বা আহার করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে। এই সকল ব্যক্তি দুগ্ধে বড়ই অসহিষ্ণু থাকে; দুগ্ধের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ইহারাই উপযুক্ত পাত্র। ইহারা দুগ্ধ, ঘোলাদি যে কোন প্রকার দুগ্ধ, হইতে প্রস্তুতপদার্থ আহার করিলে যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমরা ইহার রোগারোগ্যকর ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

দুগ্ধে অসহিষ্ণু ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শরীর অত্যন্ত শীতল ও রক্তহীন থাকে। উষ্ণ গৃহপ্রবেশ অথবা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করা, ইহারা কিছুতেই

banglabooks.in

ইহাদিগের শরীর উষ্ণ হয় না। ইহারা এতদূর শীতকাতর যে নির্ব্বাত গৃহেও বোধ করে যেন গাত্রে পাখার বাতাস লাগিতেছে। ইহারা সিক্ত বায়ুতে বা আর্দ্র হাওয়াতেও অসহিষ্ণু। ইহাদিগের সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে, রসবাতজ বেদনা ও স্নায়ুশূল হয়। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে দুগ্ধে বিদ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি, "দুগ্ধ পান করিলেই যাহাদিগের উদরাময় এবং বিবমিষা, বমন, বমনযুক্ত শিরঃশূল ও উদ্গার প্রভৃতি আমাশয় লক্ষণ উপস্থিত হয়" তাহারাই ল্যাক্ ডিফ্লুর উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ।

মনঃ—ভগ্নোৎসাহ, জীবন রক্ষার্থ চেষ্টাহীনতা; মৃত্যু হওয়ার নিশ্চিত ধারণা থাকিলেও রোগী তজ্জন্য ভীত হয় না।

মস্তকঃ—বমনযুক্ত শিরঃশূল (আমেরিকার) প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে ললাটদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তকপশ্চাতে বিস্তৃত হয় (ব্রায়); ঋতুস্রাবকালীন তীক্ষ্ণ দপদপানি শিরঃশূলে বিবমিষা, বমন, অন্ধত্ব, অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে; গোলমাল শব্দে, আলোকে ও শরীরচালনায় বর্দ্ধিত হয়; মস্তকে কশিয়া ফিতা বাঁধিলে তাহার উপশম হয়; শিরঃশূল হইলে রোগী প্রচুর ফেকাসে মূত্রত্যাগ করে।

স্নায়ুঃ—গুল্মবায়ু রোগে বোধ হয় যেন একটি বৃহৎ গোলা বা গুল্ম (Globus hystericus) আমাশয় হইতে উত্থিত হইয়া গলদেশে যাওয়ায় শ্বাসরোধ করিতেছে (এসাফি)। নিদ্রাহীনতা বশতঃ বহুকালস্থায়ী এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট (ককু, নাই এসি) ও অত্যন্ত অস্থিরতা জন্মে এবং কোন কার্য্য করুক বা না করুক রোগিণী

banglabooks.in

অত্যন্ত শক্তিহীন বোধ করে, ভ্রমণকালে ক্লান্ত হয়। রোগিণী বস্ত্রাবৃত থাকিলেও বোধ করে যেন শরীরোপরি শীতল বাতাস বহিতেছে; যেন তাহার শয্যাবস্ত্র সিক্ত আছে।

মল এবং মলদ্বার:—নিষ্ফল মলবেগ; বিষ্ঠা শুষ্ক এবং কঠিন; বিষ্ঠা বৃহদায়তন ও কঠিন থাকে এবং অত্যন্ত বেগ দিয়া তাহা ত্যাগ করিতে মলদ্বার ক্ষত হয় ও রোগী বেদনায় চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়:—ঋতুস্রাব বিলম্বে হয়; শীতল জলে হস্ত ডুবাইলে ঋতুরোধ ঘটে (কনায়); ঋতুস্রাবকালে এক পেয়ালা দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ ঋতুরোধ ঘটিয়া পরের ঋতু কাল পর্য্যন্ত তাহা বন্ধ থাকে (ফস্)।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক:—ললাট প্রদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল আরোগ্য ল্যাক ডিফ্লরেটাম্ কিঞ্চিত সুখ্যাতি (লাভ) করিয়াছে। শিরঃশূল দপদপানি প্রকৃতিবিশিষ্ট। রক্তহীন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগিণীর কঠিন কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এবং বিবমিষা ও বমন হয়।

বহুমূত্র, মধুমেহ বা ডাইয়াবিটিস্ মেলিটাস্:—মধুমেহ চিকিৎসায় ননি তোলা (টানা) দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমে রোগীর অবস্থা বিশেষে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক সাধারণ পেয়ালার এক পেয়ালা (অঃ ৬-৮) করিয়া দুগ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, এবং রজনীতে পানের ব্যবস্থা করিয়া তাহা সহ্য হইলে এবং রোগীর অবস্থা ক্রমে উন্নতি লাভ করিলে তাহার মাত্রার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এরূপে রোগী

banglabooks.in

দৈনিক ৪।৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পান করিতে পারে। ফলতঃ আমরা রোগীকে উপরি উক্ত পরিমাণ দুগ্ধ পান করাইয়াছি। শর্করাযুক্ত খাদ্য রহিত করিতে হয়।

জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ ইউটারাই।—রক্তাল্পতাবিশিষ্ট, পুষ্টিহীন, দুর্ব্বল এবং শীর্ণকায় স্ত্রীলোকদিগের জরায়ুর রক্তাধিক্য ব্যতীতও যদি শিথিল জরায়ু স্থানচ্যুত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে ল্যাক ডিফ্লুরেটাম তাহা আরোগ্য করিতে পারে। এলেটিস্, কলফা, এবিস্ কেনা, ক্যাল্কে ফস্, নেট্ মিউ, সেলনিয়াস্ এবং নেট্রাম হাইপক্লর প্রভৃতি ইহার অন্যান্য ঔষধ।

রজঃরোধ বা সাপ্রেসন অব মেন্সস্।—শীতল জলমধ্যে হস্ত ডুবাইলে অথবা ন্যূনাধিক এক বাটি ঠাণ্ডা ও কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে ল্যাক ডিফ্লুর ঋতুরোধ ঘটে। ঔষধের ব্যবহার না করিলে, তৎপরে শীতল জলমধ্যে হস্ত রাখিলে কোনায়ামেও ঋতুরোধ ঘটে। ইহা এ রোগে ফসফরাস সহও তুলনীয় হয়।

জলশোথ বা ড্রপসি।—উপাদানগত হৃৎরোগ, পুরাতন যকৃৎবিকার ও বহুকালের লালামেহ বা এল্বুমিনুরিয়া প্রভৃতি রোগ জন্য এবং সবিরাম জ্বরান্তিক জলশোথরোগ ল্যাক ডিফ্লুরেটাম্ দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

অদম্য কোষ্ঠবদ্ধরোগে বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন থাকিয়া পুনঃপুনঃ নিষ্ফল মলবেগ হইলে এবং বেগ দ্বারা অতি কষ্টে মলত্যাগ করিতে মলদ্বার ছিন্ন হওয়ায় যন্ত্রণা বশতঃ রোগী চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলে ল্যাক ডিফ্লু তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

ফলতঃ ননী বিবর্জ্জিত অথবা নির্জ্জলা বা অমিশ্র গো-দুগ্ধ রোগীর অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ব্যবস্থা করিয়া আমরা বহুতর অদম্য **কোষ্ঠবদ্ধ, পুরাতন উদরাময়, পুরাতন আমরক্ত** এবং **জলশোথ-রোগ** আরোগ্য করিয়াছি। রসাপকৃষ্টতারোগেও এরূপ চিকিৎসায় উপকার পাওয়া যায়; মেদরোগ বা শরীরে বসাধিক্য জন্য স্থূলতা নিবারণের ইহা অতি প্রকৃষ্ট উপায়। তাহাতে ননী তোলা দুগ্ধই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা। এরূপ চিকিৎসায় আমরা জল একরূপ বন্ধ করাই শ্রেয় মনে করি, তবে রোগীর নির্ব্বন্ধাতিশয় জন্য অল্প পরিমাণ জল দেওয়া যাইতে পারে। জলের পরিবর্ত্তে বেদানার রস উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

রুসিয়া এবং মধ্য এসিয়া দেশে **মধুমেহ, লালামেহ, যক্ষ্মাকাশ** এবং নানাপ্রকার **জলশোথ** রোগাদির জন্য একরূপ চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তাহা "কুমিস্ চিকিৎসা" নামে খ্যাত। ঘোটক অথবা গাভীর দুগ্ধ হইতে "কুমিস্" প্রস্তুত হয়। রুসিয়া দেশে ইহার এইরূপ প্রস্তুত প্রণালী—দুই চা-চামচপূর্ণ গোধূমের ময়দা, ঐরূপ এক চামচ মধু, এক চামচ বিয়ার মদ্যের গাঁজলা ও যথোপযুক্ত দুগ্ধ একত্র মিশ্রিত ও কাদার ন্যায় প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিলে তাহা ফাঁপিয়া উঠে বা উচ্ছলিত হয়। এই বস্তু বস্ত্রের থলিতে পুরিয়া ৭।৮ সের দুগ্ধ পূর্ণপাত্রের উপর ১৬ হইতে ২৪ ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখিলে থলি হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ পদার্থ দুগ্ধে পতিত হওয়ায় দুগ্ধ পরিবর্ত্তিত হইলে "কুমিস্" প্রস্তুত হয়। রোগীর অবস্থানুসারে ইহা প্রতিদিন ৪।৫।৬ সের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৮ (LECTURE LXVIII)

বাট্র্যাচিয়া জাতিভুক্ত ঔষধ।

বাফ রেণা (Bufo Rana.)।

সাধারণ নাম ;—কটকটে ব্যাঙ্গ বা টোড (Toad.)।

তুলনীয় ঔষধ ;—এগ্নাস্ ক্যা, কনায়, ল্যাকেসি, ফস্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—বাফের পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাসযোগ্য কোন লক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহার অধিকাংশই চিকিৎসালব্ধ বহুদর্শিতা ও কিঞ্চিৎ উপরি-উক্ত পরীক্ষা হইতে সংগৃহীত লক্ষণ মাত্র। ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি এবং গতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানের বিকার বশতঃ রোগীর কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে রোগী পশুবৎ আচরণ করে। তাহার মাদক দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা জন্মে এবং হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় সে নিভৃত স্থানের অন্বেষণ করে। প্রবাদ আছে ইহাতে ধ্বজভঙ্গ উৎপন্ন হয় বলিয়া কোন কোন অসতী স্ত্রীলোক স্বকার্য্য সাধন মানসে স্বামীর ধ্বজভঙ্গ উৎপাদন জন্য ইহা প্রযোগ করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ইহা অতি সত্বর লসীকামণ্ডলী আক্রমণ করায় রস প্রণালী বাহিয়া নীলবর্ণ স্ফীতি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ সময়ে এই স্ফীতি কোন ক্ষত হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। ত্বকে ইহার প্রগাঢ় ক্রিয়া আছে।

চিকিৎসা।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি ;—ভীতি ও হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন মৃগীরোগের বাফ অন্যতম প্রধান

banglabooks.in

ঔষধ রূপে গণ্য। ইহার "অরা" অথবা রোগাক্রমণের পূর্ব্ব সতর্ককারী লক্ষণ জননেন্দ্রিয় হইতে উত্থিত হয়, এবং সঙ্গমের অবস্থাতেও রোগের আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। ইহার রোগের প্রকারভেদে "অরা" সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরাভ্যন্তরীণ সহানুভূতিক স্নায়ুজালবিশেষ হইতেও বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রমণের পূর্ব্বে রোগী উত্তেজনা প্রবণ থাকে, অনেক সময় অসংলগ্ন কথা কহে, এবং অল্পেই ক্রোধান্ধ হয়। কিন্তু অযথা ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ চিকিৎসাতেই **বাফ্ রেণার** প্রকৃষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগের আক্ষেপকালে মস্তক পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট হইলেও ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং লিপি বলেন "ঋতুস্রাবের অবস্থার এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত মৃরীরোগে ইহা উপকারী।"

কৃমির উত্তেজনা বশতঃ মৃগীবৎ আক্ষেপকালে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত রোগী যদি "নীলবর্ণ" হইয়া যায় তাহাতে **ইণ্ডিগো** ফলপ্রদ। **নাকস ভমিকার** ন্যায় **বাফ্**ও অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ও উত্তেজনা-প্রবণ থাকে। এই দুই ঔষধ এবং **সিলিসিয়া** ও **ক্যাঙ্কে-রিয়ার** "অরা" সোলার প্লেক্সাস হইতে উত্থিত হয়। **ষ্টেনামের** মৃগীও কৃমি আদির প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া এবং জননেন্দ্রিয় সংসৃষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়।

বাফ্ চিকিৎস্য অন্যান্য রোগমধ্যে মারাত্মক (Malignant) ক্ষত এবং তৎসংসৃষ্ট **লসীকাপ্রণালীর নীলবর্ণ স্ফীতি, স্তনের দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি বা কর্কট রোগ** সংসৃষ্ট স্ফীতি ও **মস্তিষ্ককোমলতা** প্রধান।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৬৯ (LECTURE LXIX.)

মেলাস্কা শ্রেণীর জান্তব ঔষধ।

মুরেক্‌স্ (Murex.)।

কোমল শরীরবিশিষ্ট সামুদ্রিক জন্তুবিশেষের রঞ্জক পদার্থের থলির রস।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মুরেক্‌স্ সিপিয়ার অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত বস্তু। বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষিত না হইলেও রোগচিকিৎসায় ইহার ক্রিয়াবিষয়ে যতদূর স্থিরীভূত হইয়াছে তাহাতে নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে সিপিয়ার ন্যায় ইহাও জরায়ুর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে এবং সিপিয়ার ক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার লক্ষণগত অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাশয় স্থানে "দমিয়া যাওয়া" বা "কিছু নাই নাই ভাব" এবং অভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ের যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে উপবেশন ও আড়া-আড়িভাবে উরুদ্বয় সবলে সংলগ্ন করিয়া তাহার বাধা দেওয়ার চেষ্টা উভয় ঔষধেই বিদ্যমান আছে। প্রভেদ এই যে মুরেক্‌স্‌রোগীর অতিশয় ও প্রায় অদম্য সঙ্গমেচ্ছা এবং সিপিয়াতে তাহার অভাব অথবা তাহাতে ঘৃণা বর্ত্তমান থাকে। জননেন্দ্রিয় সংস্পর্শে মুরেক্‌সের সঙ্গমেচ্ছা প্রবলতর হয়। ইহার স্রাবাদি সিপিয়ার স্রাবাপেক্ষা অধিকতর থাকে। ইহার ঋতুস্রাব অধিকতর প্রচুর। রজনীতে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয় এবং তাহার প্রচণ্ড মূত্রবেগ হইলে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। সিপিয়াতে এরূপ দৃষ্ট হয় না। উভয় ঔষধেই থাকিয়া থাকিয়া ঋতুস্রাব হয়, এবং উভয়ই জরায়ুর গ্রীবার রোগে উপকার করে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মূত্রমেহ বা পলি য়ুরিয়া:—আমরা উপরে **মুরেকসের** যে মূত্রাধিক্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে রোগী রজনীতে প্রভূত পরিমাণ ফেকাসে মূত্র ত্যাগ করে। ডাং এলেন অন্য প্রকার মূত্রাধিক্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে কোন রোগী রজনীতে **ভ্যালেরিয়ানের** ন্যায় পুনঃ পুনঃ অত্যল্প পরিমাণ দুর্গন্ধযুক্ত মূত্রত্যাগ করিয়াছিল। তবে বিদিত থাকা উচিত যে প্রচুর মূত্রস্রাবই **মুরেকসের** নিয়মিত ক্রিয়া এবং তাহারই অনেক রোগী ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

স্তনার্ব্বুদ বা ম্যামারি টিউমার:—ডাং জসেট্ **মুরেকস** দ্বারা বহুতর রোগীর ম্যামারি টিউমারের বেদনা, বিশেষতঃ তাহা ঋতুস্রাবকালে বর্দ্ধিত হইলে, উপশম করিয়াছেন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—মেনরেজিয়া; শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া; জরায়ুভ্রংশ বা প্রলাপ্সাস্ য়ুটারাই; প্রসবান্তিক অসংযত জরায়ু বা সাব ইনভলুশন্ অব্ য়ুটারাস; এবং কামোন্মাদ প্রভৃতি:—**মুরেকসের** রজাধিক্য বা মেনরেজিয়ার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং **সিপিয়া** সহ তাহার প্রভেদও বলিয়াছি।

ফলতঃ **জরায়ুভ্রংশ** রোগেই **মুরেকস্** বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার সর্ব্বপ্রধান বা প্রায় এক মাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহাতে বস্তিকোটরমধ্যে গুরুত্বানুভূতি জন্মে এবং বোধ হয় যেন উদরযন্ত্রাদির যোনিপথে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; রোগী তাহার বাধা জন্মাইবার জন্য বসিয়া আড়াআড়ি ভাবে উরুদ্বয়

banglabooks.in

কঠিনরূপে সংবদ্ধ করে; আমাশয়স্থানে থালি বোধ হয় এবং তীক্ষ্ণ বেদনা ঊর্দ্ধে স্তন পর্য্যন্ত যায়; কোন কোন রোগীর বেদনা শয়নে বৃদ্ধি হয় এবং সেক্‌রাম বা বস্তিপশ্চাতের অস্থি কন্‌কন্‌ করে; কাহার বা প্রচুর ও সবুজ অথবা রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর দৃষ্ট হয়, রোগী অস্বাভাবিক-রূপে কামাতুর থাকে এবং তাহার জরায়ু বিবৃদ্ধ, কঠিন ও দড় কচড়া ভাবযুক্ত হয়; অধিকাংশ রোগিণীরই উপবেশনাবস্থায় জরায়ুতে টাটানি বোধ হওয়ায় বস্তিকোটরমধ্যে তাহারা জরায়ুর অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে। জরায়ুভ্রংশ হইলে **রজোকৃচ্ছ্র** বা **বাধক বেদনা** হয়। গর্ভস্রাব অথবা কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রসবের পর **জরায়ুর পুরাতন প্রদাহে** জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশের টাটানি দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত হইলে **মুরেক্‌স্‌** উপকারী।

প্রসবান্তে জরায়ু সংকুচিত হইয়া স্বাভাবিক আকারাদিতে পরিণত বা সংঘত না হওয়ায় (Sub involution) সরলান্ত্রোপরি গুরু চাপ, অর্শের স্ফীতি, ঈষৎ সবুজাভ-পীতবর্ণ, কখন কখন রক্তসংযুক্ত শ্বেতপ্রদর, কখন বা মলত্যাগকালে যোনি-দ্বার হইতে রক্তস্রাব এবং কটিদেশে অত্যন্ত ক্লান্তি, নিম্নাঙ্গে বেদনা ও জরায়ুতে ছুরিকাঘাতবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি, জন্মিলে **মুরেক্সেস্‌** দ্বারা মহদুপকার হয়। ইহাতে জরায়ুগ্রীবা দপ্‌দপ্‌ করে।

জরায়ুরোগে **মুরেকসের সিপিয়া, লিলিয়াম, প্ল্যাটিনাম** এবং **ক্রিয়াজোট** সহ তুলনার আবশ্যক। **সিপিয়া** অনেকাংশে **মুরেক্‌সের** তুল্য হইলেও স্রাবের আপেক্ষিক স্বল্পতা ও কামেচ্ছার অভাব স্পষ্ট প্রভেদক থাকে। জরায়ুগ্রীবারোগেও উভয় ঔষধমধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু রুগ্ন স্থানের টাটানির অথবা বস্তিকোটরের ক্ষত স্থানের উপরিভাগে কোন বস্তুর চাপ লাগার অনুভূতি থাকায়, তাহা হইতে

banglabooks.in

ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা উদরে ও বক্ষে ধাবিত হওয়ায় পূর্ব্বকথিত রূপ ঘন পীত অথবা রক্তযুক্ত শ্বেতপ্রদরের বর্ত্তমানতায় **মুরেকস** সিম্পিহ্না হইতে প্রভেদিত হয়।

মূত্রাধিক্যে **মুরেকস্** **ক্রিয়াজোটের** সমকক্ষ; উভয়েই রজনীতে পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয়; প্রথম ঔষধে মূত্রের প্রচণ্ড বেগ হইলে রোগী চমকিয়া জাগ্রত হয়, শেষোক্তে তাড়াতাড়ির সহিত প্রচুর ও দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ হয়।

মুরেকস্, সিম্পিহ্না এবং **ক্রিয়াজোট,** তিন ঔষধেই সবিরাম ঋতুস্রাব হয় এবং উদরযন্ত্রের ঠেলমারাও ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ থাকে; সিম্পিহ্না এবং **ক্রিয়াজোটের** সঙ্গম কষ্টপ্রদ, **মুরেকসে** তাহা অদম্য; **মুরেকস্** এবং **ক্রিয়াজোটে** আক্ষেপিক ঋতুস্রাবের প্রচুরতা থাকে। **ক্রিয়াজোটের** শ্বেত-প্রদর উভয়াপেক্ষাই উগ্রতর ও ক্ষতকর থাকে, এবং সংস্পৃষ্ট স্থানে তাহা হাজা উৎপন্ন করে।

কামোন্মত্ততায় ইহা **লিলিয়াম** এবং **প্লাটিনামের** সহিত তুলনা করা যায়।

---

banglabooks.in

লেকচার ৭০ (LECTURE LXX.)

রেডিয়েটা জাতিয় জান্তব ঔষধ।

১। করেলিয়াম্ রুব্রাম্। ২। মেডুসা। ৩। ব্যাডিয়াগা।

১। করেলিয়াম্ (Corallium Rubrum)।

সাধারণ নাম।—রেড করাল, রক্ত প্রবাল।

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, ককাস ক্যাক্টরি, ড্রসিরা, মার্ক, নাই এসি, নাক্স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—করেলিয়াম গ্রন্থির স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া শ্বাসযন্ত্রপথের প্রতিশ্যায়িক অবস্থা উৎপন্ন করিলে অত্যন্ত শ্বাস-কৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় এবং বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে।

ইহা ত্বকে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহাতে সরা ও সিফিলিস বা উপদংশ বিষ-বাষ্পের মিশ্রিত ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়; প্রকৃত পক্ষেও কার্য্য ক্ষেত্রে ইহা তৎ বিষয়ক পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

লক্ষণ।

নাসিকা।—শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকা রুদ্ধ থাকে; নাসারন্ধ্র ক্ষত-যুক্ত। স্রাবযুক্ত প্রচণ্ড সর্দ্দিতে গলিত মোমের ন্যায় গন্ধহীন শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রজনীতেই অধিক।

পুং জননেন্দ্রিয়।—লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টকের অভ্য-ন্তর প্রদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু, লোহিতবর্ণ ও স্ফীত; তাহা হইতে ঈষৎ

banglabooks.in

পীতাভসবুজ ও দুর্গন্ধ স্রাব। লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টকের অভ্যন্তর প্রদেশে লোহিত ও সমতল ক্ষত জন্মিলে ঈষৎ পীত রস নিঃসৃত হইতে থাকে।

শ্বাসযন্ত্র:—প্রাতঃকালে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে বোধ হয় যেন বায়ুনলীপথে বরফবৎ শীতল বায়ুর স্রোত বহিতেছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ কাসির উদ্রেক হইলে শ্বাসনলী হইতে অনেক কষ্টে গয়ার তোলা যায়। কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক শ্বাসপ্রশ্বাস। থাকিয়া থাকিয়া প্রবল আক্ষেপিক কাসি।

ত্বক:—ত্বগুপরি, বিশেষতঃ করতলোপরি মসৃণ কলঙ্ক। প্রথমে তাহা প্রবালবৎ লোহিত বর্ণ থাকে এবং ক্রমে কৃষ্ণাভা হইলে তাহা উপদংশের ন্যায় বিশেষ পরিচিত তাম্রবর্ণ ধারণ করে (ফ্যারিংটন)।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি:—ডাং হ্যাস্ বলেন—"আমি বহুদর্শিতা দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি যে, **কক্রাল** পশ্চাৎ নাসিকারন্ধ্রের সর্দ্দিরোগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ; পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে বিন্দু বিন্দু শ্লেষ্মা গলমধ্যে পতিত হয়। অন্য কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ না পাইলে আমি অধিকাংশ রোগীকেই এই ঔষধ ব্যবস্থা করি। ইহা নিষ্ফল হওয়ার সংবাদ আমি ক্বচিৎ পাইয়া থাকি।" এস্থলে **নেট্রাম কার্ব্ব** তুলনীয় ঔষধ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং কফ্।—কঠিন হুপিংকাসির পক্ষে **কক্রাল** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। কাসির আক্রমণ হইবার পূর্ব্বে শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। শিশু থাবি খাওয়ার ন্যায় করিলে তাহার মুখ কাল হইয়া যায়। ইহাতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী ও ঘন্টাধ্বনিবৎ কাসি অতি শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে তাহাকে

banglabooks.in

"মিনিট গান্" কাসি বলে। থাবি খাওয়ার ন্যায় ও কর্কশ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা ইহার শ্বাসরোধের অবস্থা প্রকাশিত হয়। বোধ হয় কাসির আক্রমণের পর শিশু নিস্তেজ হওয়ায় ঢলিয়া পড়ে। সম্ভবতঃ ইহা অনেক সময়েই রোগের শেষাবস্থায় উপযোগী, কিন্তু রোগে স্নায়বিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা এবং রোগাক্রমণের পূর্ব্বে বক্ষের সংকোচন ইহার অতি আবশ্যকীয় নির্দ্দেশক লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার কাকরববৎ নিঃশ্বাসশব্দ বা হুপ্ মেফিটিসের ন্যায় সুস্পষ্ট নহে। ডাং টিষ্ট করেলিয়াম এবং চেলিডনিয়ামকে হুপ শব্দক কাসির চিকিৎসার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ বলিয়া উপদেশ দিতেন এবং ডাং ডান্‌হাম করালকে প্রচণ্ড রোগের ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিতেন।

শ্যাঙ্কার বা উপদংশজ ক্ষত।—প্রবালের ন্যায় লোহিতবর্ণ, সমতল এবং অতিশয় জড়ভাববিশিষ্ট ও কখন কখন বেদনাযুক্ত উপদংশের ক্ষত চিকিৎসায় করাল অতি উপকারী ঔষধমধ্যে ধর্ত্তব্য। উপদংশজ কোমল ক্ষত বা শ্যাঙ্ক্রইড কিম্বা সফ্‌ট শ্যাঙ্কার ইহা অতি শীঘ্র ও নিশ্চিত আরোগ্য করিয়া থাকে।

২। মেডুসা বা জেলিফিস (Medusa or Jellyfish.)।

চিকিৎসা।—মেডুসা আর্টিকা য়ুরেন্‌সের ন্যায় আমবাত আরোগ্যকারী ঔষধ। কিড্‌নিতেও ইহা কিঞ্চিৎ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

৩। ব্যাডিয়াগা (Badiaga.)

সাধারণ নাম।—ফ্রেশ ওয়াটার স্পঞ্জ।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্যারা কা, আয়ডি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল, সিলিক, স্পাইজি, স্পঞ্জি, সাল্‌ফার।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—রুশিয়াদেশের নির্ম্মল জলমধ্যস্থ স্পঞ্জ ব্যাডিয়াগা নামে খ্যাত। ইহার উপাদান বিশ্লেষণ করিলে লাইম (চূর্ণ), সিলিকা (বালুকা) ও এলুমিনা (কর্দ্দম) প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সকল বস্তুর উপরেই ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে বলিয়া হানিমান ইহাকে এন্টিসোরিক ঔষধ শ্রেণীভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা শোণিতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা গণ্ডমালা ঘটিত শারীরিক অবস্থার সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার ক্রিয়ায় মুখ-মণ্ডলে যে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ উঠে তাহা এবং ইহার উপদংশজ ব্যাধি আরোগ্যের ক্ষমতা ইহাকে এন্টিসিফিলিটিক বা উপদংশবিষ প্রতিষেধক ঔষধ বলিয়াও প্রতিপন্ন করে। ইহা অনেকাংশে স্পঞ্জিয়ার সমক্রিয়া ঔষধ।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—সম্পূর্ণ শরীরের পেশীর এবং ত্বকের ক্ষুষ্টবৎ বেদনা; স্পর্শে এমন কি বস্ত্র স্পর্শেও পেশী টাটায়; আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় টাটানি।

হৃৎপিণ্ড।—হৃৎপিণ্ডের কঠিন থর থর কম্প; উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায়, বিশেষতঃ হঠাৎ মানসিক উল্লাস বা ভাবোত্তেজনা জন্মিলে, শঙ্কান্বিত ভাবের হৃৎকম্প।

চিকিৎসা।—আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্যাডিয়াগার হৃৎপিণ্ড লক্ষণ বিবৃত করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রেও হঠাৎ উল্লাস প্রভৃতি মানসিক ভাবোত্তেজনা বশতঃ হৃৎকম্প হইলে কফিয়া এবং ফসফরা-সের ন্যায় ইহা দ্বারাও উপকার হইয়া থাকে। উপদংশ অথবা পূয়-মেহ নিবন্ধন বাগী বা বিউবোর কুচিকিৎসা হওয়ায় তাহা দড়কচড়া ভাব ধারণ করিলে কার্ব্ব এনিম্যালিলের ন্যায় কার্য্য করিয়া ব্যাডিয়াগাও তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭১ (LECTURE LXXI).

কীট ও পতঙ্গ পর্য্যায়ের জান্তব ঔষধশ্রেণী।

১। কক্কাস্ ক্যাক্টাই। ২। সিমেক্‌স্। ৩। ভেস্পা। ৪। ফর্ম্মিকা। ৫। ডরিফরা। ৬। র‍্যাটা।

১। কক্কাস্ ক্যাক্টাই (Coccus Cacti.)।

তুলনীয় ঔষধ :—ক্যান্থারিস, আয়ডি, কেলি বাই, কেলি আয়।

সাধারণ ক্রিয়া :—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা কক্কাস কিড্‌নি এবং পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়াফলে আক্রান্ত যন্ত্রাংশের উত্তেজনা এবং প্রদাহ হইলে তাহা হইতে, বিশেষতঃ গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্র হইতে, প্রভূত পরিমাণ আটা এবং দড়ি দড়ি শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

লক্ষণ।

নাসিকা :—পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি। নাসিকা হইতে অত্যধিক শ্লেষ্মার নিঃসরণ। নাসিকার শুষ্কতা। নাসারন্ধ্রের পার্শ্বে পীতবর্ণ মামড়ি।

শ্বাসযন্ত্র :—বায়ুনলীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। বায়ুনলীতে অবদরণ-ভাব বশতঃ কাসি। স্বরযন্ত্রপশ্চাতে আখ্‌রোট ফলের ন্যায় বস্তু খণ্ড আবদ্ধ থাকা বোধ হওয়ায় বারম্বার রোগী তাহা গলাধঃকরণ চেষ্টা করিতে বাধ্য। স্বরযন্ত্রে প্রচণ্ড শুড়শুড়ি হওয়ায় রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী কাসিয়া অনেক আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত করে। শুড়শুড়িযুক্ত কাসির

banglabooks.in

আক্রমণ শ্লেষ্মা উঠিলে শেষ হয়। দন্ত মাজিলে অথবা মুখ ধৌত করিলে কাসি পায়। কাসিলে অনেক আটা ও শ্বেতলালাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষে কষ্ট ও টাটানি। বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধার ও খোঁচালাগার ন্যায় বেদনা।

গলমধ্য।—গলমধ্যে ও গলগহ্বরে শুষ্কতা ও জ্বালা। গলমধ্যে কাঁচা ও ছাঁচা বোধ হইলে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয়। উপজিহ্বা প্রলম্বিত বোধ হওয়ায় অবিশ্রান্ত গলাখাঁকর। অবিরত গলাশুড়শুড়ি। গলমধ্যের রোগ লক্ষণ তাপে, বিশেষতঃ শয্যাতাপে, বর্দ্ধিত। গেলার কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র।—উভয় কিডনিপ্রদেশে মৃদু চাপবৎ ও টাটানি বেদনা। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা, মূত্রনলীতে সূচিবেধবৎ বেদনা ও চুলকনা। পুনঃ পুনঃ ও অত্যধিক মূত্রবেগ। বারম্বার ও প্রচুর পরিষ্কার মূত্রস্রাব করিলে সত্বর তাহা আবিল যুক্ত ও অপরিষ্কার হইয়া যায়। মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে।

চিকিৎসা।

শ্বাসযন্ত্র রোগ—নাসিকাসর্দ্দি; হুপ শব্দক কাসি; স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস; বায়ু-নলীর প্রতিশ্যায় বা ক্যাটার; যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্।—শ্বাসযন্ত্র রোগ, বিশেষতঃ হুপিংকাসির চিকিৎসাতেই **কক্কাস্ ক্যাক্টাইর** অধিকতর প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই সকল রোগের বিশেষ লক্ষণমধ্যে প্রভূত আটা ও দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা উঠা প্রধান স্থানীয়। শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত করিতে তাহা সূত্রাকার ধারণ করিলে তাহার এক সীমা মুখসংলগ্ন থাকে ও অপর সীমা মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

banglabooks.in

কক্কাসের—হুপিং কাসির আবেশে রোগী কাসিয়া পরিষ্কার, দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত করিলে পূর্ব্ববৎ স্থূল ও দীর্ঘ সূত্রের ন্যায় মুখ হইতে গৃহতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, সহজে মুখ হইতে স্খলিত হয় না। শিশুদিগের এইরূপ কাসি হইলে দেখা যায় যে শিশু কাসিয়া কাসিয়া আটা ও সূত্রবৎ শ্লেষ্মা ভুলিলে নাসিকা ও মুখ হইতে স্থূল সূত্রের আকারে মেজে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে ও কিছুকাল দোদুল্যমান থাকিয়া পরে ছিন্ন হইয়া যায়। শেষ রজনী বা প্রাতঃকালে কাসির আক্রমণ হইলে অনেক সময়েই স্বচ্ছ ও দড়িদড়ি শ্লেষ্মার বমন হইয়া থাকে।

কাসির পরে উদ্গার উহা এম্ফা গ্রিসিয়ার প্রদর্শক। হুপিং কাসির পরে যে ব্রঙ্কাইর ক্যাটার বা শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায় অনেকদিন থাকিয়া যায় তাহাতেও **কক্কাস্** উপকারী। কক্কাস্ কাসিতে অত্যধিক শ্লেষ্মার স্রাব হওয়ায় শিশুর শ্বাসরোধ ঘটে।

প্রতিশ্যায়িক বা ক্যাটারেল যক্ষ্মাকাসি বা থাইসিস্ রোগেও দড়ি দড়ি গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইলে এবং কণ্ঠাস্থির অভ্যন্তরপার্শ্বে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা থাকিলে **কক্কাস্** প্রযোজ্য।

২। সিমেক্স্ ল্যাক্টুলেরিয়াস্ (Cemex Lectularius).

চিকিৎসা।

সিমেকস ল্যাক্টুর রোগ চিকিৎসার বিবরণ অতীব বিরল। তবে ইহার একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ এই যে, অনুভূতি জন্যে যেন কণ্ডারনিচয় খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

banglabooks.in

এই প্রদর্শক লক্ষণ থাকাতেই ইহার রোগ নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া অনুমিত হয়। উপরি উক্ত কণ্ডারলক্ষণ (সঙ্কোচনের অনুভূতি অথবা প্রকৃত সঙ্কোচন) নেট্ মিউ, কষ্টিকাম্ এবং গুয়েইয়াকামেও ন্যূনাধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় সিমেকস্ প্রয়োগ করিতে হইলে ইহাকে যে নেট্মিউ প্রভৃতি ঔষধ হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদ করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কখন কখন উপরি উক্ত রোগীর (সিমেক্স্ নেট্ মিউ প্রভৃতি) অঙ্গাদির সঙ্কোচন পার্শ্বের কণ্ডার (flexor side) স্থূল দড়ির ন্যায় কণ্ডারনিচয়ের বেদনাযুক্ত আভতভাব উৎপন্ন হয়; এবং তাহাতে রোগী প্রকৃত পক্ষেই ন্যূনাধিক খঞ্জতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

সিরাকুসের ডাং ব্রুষ্টার উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় দুষ্ট ক্ষত ও অঙ্গাদির মচ্কান প্রভৃতি ইহা দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছেন। কণ্ডারার খর্ব্বতার অনুভূতি-যুক্ত সবিরাম জ্বর সিমেক্স দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিবরণ তাদৃশ বিরল নহে।

৩। ভেস্পা (Vespa).

৪। ফর্ম্মিকা রুফা (Formica Rufa).

ভেস্পা এবং ফর্ম্মিকা কীটোৎপন্ন ঔষধ। ইহাদিগের বিষ ত্বক সংস্পর্শে আসিলে ত্বকস্থান স্ফীত ও লোহিত বর্ণ হয়, জ্বালা করে এবং তাহাতে গলিত ক্ষতও জন্মিতে পারে। অধিক পরিমাণ বিষ শোধিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিলে মূর্চ্ছার ভাব, দুর্ব্বলতা, শীত, শরীরের শীতলতা, অত্যন্ত অস্থিরতা অথবা অচৈতন্য এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

জরায়ুগ্রীবার চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষত ভেস্পা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে।

লালামেহরোগে মূত্র শোণিতযুক্ত হইলে এবং অত্যধিক মূত্রবেগ থাকিলে **ফর্ম্মিকা** উপকারী।

ত্বকরোগে ত্বকের প্রদাহিক লোহিতবর্ণ, চুলকনা ও জ্বালা থাকিলে এবং অতি সামান্য নির্য্যাস (Exudation) ক্ষরিত হইলে **ফর্ম্মিকা** ফলপ্রদ। আক্রান্ত ত্বকস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উপত্বক স্খলিত হইয়া থাকে।

৫। ডরিফরা (Doryphora).

চিকিৎসা।—আগন্তুক কারণ ঘটিত স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনালীপ্রদাহ উৎপন্ন হইলে **ডরিফরা** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। এস্থলে ইহা **হাব্রসা** সহ তুলনীয়।

৬। ব্ল্যাটা ওরিয়েণ্টেলিস্ (Blatta Orientalis).

চিকিৎসা।—**পুরাতন হাঁপানি বা এজমা রোগে ব্ল্যাটা** কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কৃচ্ছ্র সাধ্য পুরাতন হাঁপরোগে ইহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক। ইহার প্রদর্শক লক্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭২ (LECTURE LXXII.)।

মাকড়সা শ্রেণীর জান্তব ঔষধাবলী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা এবং ট্যারেণ্টুলা ক্রুবেন্‌সিস।

২। মাইগেল। ৩। থিরিডিয়ন। ৪। এরানিয়া।

উপরি উক্ত ঔষধনিচয় শোণিত এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়েই ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারা শোণিত বিষাক্ত করে এবং স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণদ্বারা তাণ্ডব ও গুল্মবায়ু প্রভৃতি রোগলক্ষণবৎ শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে। ইহাদিগের অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণ মধ্যে উৎকণ্ঠা, কম্প, অত্যন্ত অস্থিরতা, অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রধান। ইহাদিগের ক্রিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাতে ইহারা অনেকানেক গভীরতাবিশিষ্ট পুরাতন রোগ চিকিৎসায় উপকারী।

১। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা (Tarentula Hispanica.)।

প্রতিনাম ঃ—লাইকসা ট্যারেণ্টুলা।

সাধারণ নাম ঃ—ট্যারেণ্টুলা।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—এগারি, সিমিসি, মাইগেল, ষ্ট্রাম।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—লক্ষণের স্থায়িত্ব এবং প্রবলতার কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার মাকড়সার বিষই প্রায় সমক্রিয়। ট্যারেণ্টুলাক্রিয়ার প্রভেদ এই যে অন্যাপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী। ট্যারেণ্টুলা মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে রোগীর অস্থিরতা ও মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ জন্মে; অপরঞ্চ ইহার ↓ওবরোগবৎ লক্ষণ এতাদৃশ সুস্পষ্ট হয় যে কামোন্মত্ততার উত্তেজনা

banglabooks.in

ঘটিত কম্প অপেক্ষা তাহা অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ দৃশ্য প্রকটিত করে।

ট্যারেণ্টুলাক্রিয়ার প্রধান বিশেষতা এই যে সঙ্গীত বা তানলয় মিলিত সুস্বর ইহার আক্রমণোপরি আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া প্রায়শঃ তাঁহার উপশম, কখন কখন তাহার সম্পূর্ণ আরোগ্য সাধনও করিয়া থাকে। কথিত আছে সঙ্গীতের তালে তালে রোগী অঙ্গ চালনা করে এবং অনেক সময়ে তাহা তাহাকে একপ্রকার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত করে। ইহা জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

তাণ্ডবরোগ বা ক্রিয়া।—হঠাৎ ভীতি এবং প্রগাঢ় দুঃখ প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য **ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকার** তাণ্ডবরোগের অঙ্গচালনার উদ্রেক করিয়া থাকে। তাহাতে দক্ষিণ হস্ত ও পদের চালনা হয় এবং রোগাবেশ রজনীতেও চলিতে থাকে। রোগী অস্থির থাকে এবং অবিশ্রান্ত শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়। তাহার মেরুদণ্ড স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং কম্প থাকে। রোগী হাঁটা অপেক্ষা ভাল দৌড়াইতে পারে। **বৃহৎ ক্রিয়ারোগে** (grand petit) **অঙ্গাদির কাঠিন্য থাকিলে, সঙ্গীত যদি অন্যমনস্কতা, বিশেষতঃ ফ্রিটের উপশম** আনয়ন করে তাহাতে **ট্যারেণ্টুলা** অব্যর্থ ঔষধ।

কোমল ও উত্তেজনাপ্রবণ যুবতীদিগের ভাবুকতা প্রণোদিত তাণ্ডবাবেশ নিবারণে **ইগ্নেসিয়া** ঔষধ; কঠিন এবং অনিবার্য্য রোগপ্রশমনে **আর্সেনিক** উপকার করিয়া থাকে; রোগী তাহার পদে অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করায় শান্তি মানসে শরীরাবস্থাপনের পরিবর্ত্তন করিতে ও চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য; দুর্ব্বল বালকবালিকাদিগের মধ্যেই ইহার রোগ অধিকতর দেখা যায়। **জিঙ্কিয়া রোগের অস্থিরতা**

banglabooks.in

সহ শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায়। **সিপ্রিপিডিয়াভেও** তাণ্ডবরোগের ন্যায় লক্ষণের উপশম হইয়াছে। হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন ভাবাবেশোৎপন্ন রোগে **লরসি** ফলপ্রদ; জাগ্রত অবস্থায় অঙ্গাদির ভয়াবহ বক্রতা হইতে থাকে; অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় অবিশ্রান্ত অঙ্গচালনা নিবন্ধন রোগী শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া কিম্বা দণ্ডায়মান হইয়া কিছুতেই শান্তি পায় না। কথা অস্পষ্ট থাকে।

ক্রকাস—ইহার তাণ্ডবরোগ সহ গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে এবং ইহাতে একৈক পেশীর আনর্ত্তন হয়। ইহার লক্ষণের গুল্মবায়ুর লক্ষণ সহ বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—জান্তব ঔষধ মাত্রই প্রায় স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে মাকড়সা শ্রেণীর **ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা** গুল্মবায়ু সদৃশ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপাদনে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে উপকারী। অনেক সময়ে রোগীর গুল্মবায়ু আবেশের ভাণ করার ইচ্ছা জন্মে, এজন্য মনুষ্য নিকটে না থাকিলে অথবা রোগের বিষয় স্মরণ না হইলে রোগাবেশ হয় না; রোগীর **অপরিমিত** ও **অদম্য** হাস্য হয়। অস্থিরতা এবং অঙ্গাদির কম্পই ইহার প্রধান লক্ষণ; রোগী বাধ্য হইয়া অবিরতভাবে অঙ্গচালনা করিতে থাকে। ইহার রোগে স্নায়বিক বোধাধিক্য, মেরুদণ্ডে ও অণ্ডাধারে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং কামোন্মত্ততা বর্ত্তমান থাকে। মাকড়সা শ্রেণীর **থিরিডিয়ন** এবং **মাইগেলের** গুল্মবায়ুরোগে উপকারিতা দৃষ্ট হইয়াছে। উচ্চ শব্দে রোগের অসহিষ্ণুতা লক্ষণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে **থিরিডিয়ন** এবং তাহাতে তাণ্ডববৎ পেশী আনর্ত্তন থাকিলে **মাইগেল** প্রদর্শন করে। অবিশ্রান্ত হস্তপদ-চালনা, সম্ভবতঃ সঙ্গীতে রোগের উপশম, সঙ্কুচিত করার ন্যায় শিরঃশূল এবং অপরিমিত ও অদম্য কৃত্রিম হাস্যভাবের আক্রমণ **ট্যারেণ্টুলা**-

banglabooks.in

রোগের অতি সহজ পরিচায়ক হয়। অত্যধিক পদচালনা (Fidgetiness) জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেট্ প্রদর্শন করে; গুল্মবায়ুরোগের অবস্থায় পুরাতন জরায়ুবিকার থাকিলে এই লক্ষণ সাধারণতঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা পৃষ্ঠবেদনা।—ট্যারেণ্টুলারোগে মেরুমজ্জার রক্তহীনতা ও আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অঙ্গাদির সংকোচন থাকে। সম্পূর্ণ শরীরের শীতভাব সহ জ্বালা এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন্ হয়।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফসফরিকা—মেরুদণ্ড বাহিয়া কনকনানি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে; অঙ্গাদিতে ক্লান্তি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—কামোন্মত্ততা; রজোকৃচ্ছ্র বা বাধক; অণ্ডাধারবিবৃদ্ধি প্রভৃতি।—এই সকল রোগ সহ ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকার বিশেষ স্নায়বিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও রোগী যথেষ্ট উপশম পায়। কামোন্মত্ততারোগে ক্ষিপ্তপ্রায় রোগীর নৃর্ত্তনবৎ অঙ্গচালনা থাকিলে ট্যারেণ্টুলা তাহার উপশম করে। ইহা জরায়ু ও অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধি নিবন্ধন কষ্টের হ্রাস উৎপন্ন করে। এই সকল রোগে জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং সঙ্কুচিতবৎ শিরঃশূল থাকে। নিম্নোদরে ও হিপ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিতে জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বস্তিকোটরে অত্যন্ত গুরুত্বের অনুভূতি হয়। প্রচুর ঋতুস্রাবের পর যোনিকপাটের উপরে চুলকনা থাকে। রোগী সম্পূর্ণ শরীরে বিশেষতঃ শরীর চালনা করিলে, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা বোধ করে। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে।

banglabooks.in

২। মাইগেল ল্যাসিয়ডরা (Mygale Lasiodora)

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ ;—মাইগেলও ইহার সমশ্রেণীর ঔষধের ন্যায় মস্তিষ্ক মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করায় প্রলাপ ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতামূলক আক্ষেপিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয়।

রোগী কার্য্য কর্ম্মবিষয়ক প্রলাপ কথা কহে; সম্পূর্ণ রজনী অস্থির থাকে; উৎকণ্ঠাজনক দৃশ্য দেখে, মৃত্যুভীতি হয় এবং নৈরাশ্য জন্মে; বিবমিষাকালে প্রবল হৃৎকম্প, দৃষ্টিমালিন্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন দৌর্ব্বল্য ঘটে; সন্ধ্যাকালে আশঙ্কা প্রযুক্ত সম্পূর্ণ শরীরে কম্পের ন্যায় ভাব জন্মে; ৩০ মিনিটের জন্য প্রবল শীত, পরে জ্বরতাপ সহ কম্প দেখা দেয়; প্রাতঃকালের শিরঃশূল চক্ষুতে এবং ললাটের একপার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত স্থানে অধিকতর থাকে।

স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন হয়, মুখ এবং চক্ষু শীঘ্র শীঘ্র উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হইতে থাকে; রোগী মুখের উপরে হস্ত লইতে পারে না, অর্দ্ধ পথ হইতে হস্ত ঝাঁকির সহিত নিম্নে আইসে। রোগী চলিতে টলে; সম্পূর্ণ শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা। আক্ষেপিক উত্থান হইলে লিঙ্গ বক্র হইয়া যায়।

চিকিৎসা ;—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে **মাইগেল ভাণ্ডব** প্রভৃতি কতিপয় স্নায়বিক রোগে এবং **লিকোপ্যোডিয়ম** বা **কর্ডিভে** ব্যবহৃত হইয়া ফল প্রদান করিয়াছে।

ভাণ্ডবরোগ বা কম্বিয়া ;—মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন, শরীরের অন্যতর পার্শ্বের আক্ষেপ, ঝাঁকির সহিত কথা বলা, নিদ্রাকালে শরীর চালনার বিরতি এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে তাহার পুনরাবর্ত্তন প্রভৃতি নিবন্ধন **মাইগেলরোগ** খ্যাত হইয়াছে।

banglabooks.in

৩। থিরিডিয়ন কুরেসাভিকাম্ (Theridion Curassavicum)।

সম্বন্ধ ;—থিরিডিয়নের কার্য্যপ্রতিষেধক—শব্দে অসহিষ্ণুতা ও বিষলক্ষণের আতিশয্যে, একন ; বিবমিষায়, মস্কাস্, গ্র্যাফা। লাইক এবং ক্যাক্টেরিয়ার পরে থিরিডিয়ন সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—একন, এরানি, বেল, ক্যাক্টে কা, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লাইক, স্পিজি, সিপি।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ দ্বারা থিরিডিয়ন শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং স্নায়ুশূল, উৎপন্ন করিলে তাহার সহানুভূতিক ক্রিয়া বশতঃ আমাশয়বিকার উপস্থিত হইতে পারে। ইহা একটি গভীর ক্রিয়াবিশিষ্ট সরিক ঔষধ। পুনরুৎপাদিকা শক্তির বিকৃতি জন্মাইয়া পুষ্টিবিভ্রাটের ফল স্বরূপ ইহা গ্রন্থির গণ্ডমালীয় পরিবর্ত্তন এবং অস্থিকোমলতা, অস্থিক্ষত ও অস্থির ধ্বংস উৎপন্ন করে। ইহার "এন্টিসরিক বা সরানাশক ক্রিয়া" রোগের মূলে প্রবেশ করিয়া তাহার কারণের অপনয়ন করিয়া থাকে।"

লক্ষণ।

মন ;—সময় যেন অধিকতর দ্রুতগামী হয়। সহজেই রোগী চমকিয়া উঠে। কার্য্যে ঘৃণা জন্মে।

মস্তক।—শিরোঘূর্ণন বশতঃ বিবমিষা বমনও হইতে পারে, শীতল ঘর্ম্ম থাকে এবং শরীর নত করিলে, সামান্য চালনাতে, চক্ষু নিমিলিত করিলে এবং নৌকারোহণে রোগ বর্দ্ধিত। মস্তকের স্থূলত্ব বোধ, রোগী মনে করে মস্তক যেন অন্য ব্যক্তির, সে তাহা উত্তোলন করিতে পারে না। মস্তক চালনার আরম্ভে শিরঃশূল। ললাটপ্রদেশে প্রচণ্ড শিরঃশূলের মস্তকের দপদপানি তাহার পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগিণী তাহার শিরঃশূলের প্রকৃতি নিজেও বুঝিতে পারে না, বুঝাইয়া

banglabooks.in

বলিতেও তাহা তাহার বোধগম্য হয় না। বামচক্ষুর ঊর্দ্ধের ও পাশাপাশি ভাবে ললাটের দপদপানি শয়নাবস্থা হইতে উত্থিত হইলে, কোন ব্যক্তি গৃহতলে ভ্রমণ করিলে এবং সামান্য উচ্চ শব্দে বর্দ্ধিত। চক্ষুর পশ্চাতে শিরঃশূল এবং কঠিন, গুরু ও মৃদু চাপবৎ বেদনা।

স্নায়ু।—দুর্ব্বলতা; অঙ্গের কম্প; ঘর্ম্ম। প্রত্যেক পরিশ্রমের পরই মূর্চ্ছা। শব্দ এবং প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ শরীরমধ্যে, বিশেষতঃ দন্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় বিবমিষা জন্মে। নিদ্রাকালে দন্তাগ্রে দন্তাগ্র চাপিত হয়।

নাসিকা।—পুরাতন প্রতিশ্যায়; দুর্গন্ধ, ঘন, পীতবর্ণ অথবা ঈষৎ পীতাভসবুজ স্রাব।

শ্বাসযন্ত্র।—দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা। প্রচণ্ড সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে হয় এবং বাম স্কন্ধের নিম্নে হইলে তাহা স্কন্ধ ভেঁদ করিয়া গলমধ্যে যায়। প্রচণ্ড কাসি হইলে আক্ষেপিক হাঁকি সহ মস্তক সম্মুখদিকে এবং জানু ঊর্দ্ধদিকে যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—সামান্য উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা; শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল এবং আমাশয়-বিকার থিরিডিয়নের সর্ব্ববিধ রোগই যুগপৎ উপস্থিত থাকিয়া প্রভেদক বলিয়া গণ্য হয়। প্রত্যেক শব্দই যেন সম্পূর্ণ শরীর ও দন্ত মধ্যে প্রবেশ করে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল, বমনযুক্ত শিরঃশূল বা সিক্-হেডেক।—দপদপানিশিরঃশূল, অর্দ্ধশিরঃশূল, বিশেষতঃ বমনযুক্ত শিরঃ-শূলাদি সামান্য উচ্চ শব্দে, এমন কি কেহ গৃহতলে ভ্রমণ করিলে তাহার শব্দে এবং মস্তক চালনায় বর্দ্ধিত হইলে থিরিডিয়ন তাহা আরোগ্য করিতে

banglabooks.in

সক্ষম। শিরঃশূল হইলে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় বমন হইতে থাকে। উপরিউক্ত শিরঃশূলের এবং তাহার আনুষঙ্গিক স্নায়বিক লক্ষণের সহিত মাকড়সা পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধের, বিশেষতঃ ট্যারেণ্টুলার রোগের, বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা ইহাকে অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ ট্যারেণ্টুলা হইতে অতি স্পষ্টতঃ প্রভেদ করিয়া থাকে।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগ।—সামান্য উচ্চ শব্দে, শরীর চালনায় এবং চক্ষু মুদ্রিত করায় শিরোঘূর্ণন বর্দ্ধিত হইলে এবং শিরোঘূর্ণনকালে যে বিবমিষার উদ্রেক হয় তাহারও উপরিউক্ত কারণে বৃদ্ধি হইলে থিরিডিয়ন আরোগ্য করিয়া থাকে। ইহার শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই দুর্ব্বলতা, কম্প, শীতলতা এবং উৎকণ্ঠা বর্ত্তমান থাকে।

আর্ণব বমন বা সি-সিকনেস্।—বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের সামুদ্রিক বিবমিষায় থিরিডিয়ন উপকারী। স্ত্রীলোকগণ জাহাজের ভয়াবহ দোলায়মান অবস্থায় ভীতি প্রযুক্ত চক্ষু নিমিলিত করিলেই মূর্চ্ছাকল্প বিবমিষাক্রান্ত হয়।

এপমর্ফিয়া।—সামুদ্রিক বিবমিষা নিবারণে ইহা বিলক্ষণ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফলতঃ মস্তিষ্কীয় বিকারঘটিত বমন উৎপন্ন করা ভিন্ন অন্য কোন রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—থাইসিস রোগে বাম বক্ষের অতিঊর্দ্ধ অংশ ভেদ করিয়া প্রচণ্ড বেদনা পৃষ্ঠে যাওয়া থিরিডিয়নের প্রদর্শক। ডাং বেরুচ এই লক্ষণের উপরে নির্ভর করিয়া উক্ত ঔষধে রোগারোগ্য করিয়াছেন এবং ডাং ফ্যারিংটনও সফলকাম হইয়াছেন। থিরিডিয়ন উপরি উক্ত লক্ষণের নিরাকরণ দ্বারা রোগের গতিরোধ অথবা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

বাম বক্ষোর্দ্ধের বেদনায় **মারটাস্ কমুনিস** এবং **পিক্স্ লিকুইডা থিরিডিয়নের** তুল্য ঔষধ। প্রথমের বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া অংশফলকাস্থিতে যায় এবং তাহা যক্ষ্মাকাস সংসৃষ্ট হইলেও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে। **পিক্সের** বেদনা বামবক্ষের তৃতীয় পর্শুকা সহ তাহার উপাস্থির সংযোগ স্থানে হয়, ইহা নিষ্ফল হইলে **এনিসাম ষ্টিলেটাম্** বক্ষের বিপরীত পার্শ্বের তৃতীয় পর্শুকাক্রমণের ঔষধ হইলেও নির্ভর যোগ্য।

অস্থির ক্ষত প্রভৃতি রোগ বা ডিজিজেস্ অব দি বোনস্:—গণ্ডমালীয় অস্থিরোগ, বিশেষতঃ **সালফার**; **ক্যাল্‌কেরিয়া**, **লাইকপোডিয়াম্** এবং অন্যান্য প্রচলিত ঔষধ নিষ্ফল হইলে, ডাং বেরুচ্ থিরিডিয়ন প্রয়োগে ফল পাইয়াছেন। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, "**পিনস বা অজিনারোগের নাসিকাস্থি ক্ষতও** সম্ভব ইহা আরোগ্য করিতে পারে"—নাসিকাস্রাব ঈষৎ পীত অথবা ঈষৎ পীতাভ সবুজ, ঘন এবং দুর্গন্ধ।

৪। এরানিয়া ডায়াডেমা (Aranea Diadema)।

তুলনীয় ঔষধ:—আর্ণি, আর্স, আর্জে মেট, সিড্রন, য়ুকেলি, য়ুপে পার্ফো, সিকেলি, ট্যারেণ্ট্।

সাধারণ ক্রিয়া:—মনুষ্যশরীরে এরানিয়ার বিষক্রিয়া জনিত যে লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা ম্যালেরিয়া বিষক্রিয়ালক্ষণের তুল্য হওয়ায় হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাজগতে ইহা ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। **শীতাবস্থার প্রাধান্য** এবং **প্রত্যেক দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরলক্ষণের পুনরাবর্ত্তন ইহার** জ্বরের বিশেষত্ব প্রকটিত করে। ডাং ভন গ্রভেল্ এরানিয়াধাতুকে তাঁহার "হাইড্রজিনইড বা রস জনক" ধাতুর আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

banglabooks.in

এই ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে জলের অত্যাধিক্য এবং তাপের অত্যল্পতা থাকে। ইহারা আর্দ্রতা ও সিক্তবায়ু অথবা স্থানাদিতে অসহিষ্ণু এবং এবম্বিধ ধাতু বিশিষ্ট শরীর সহজেই ম্যালেরিয়ার ক্রিয়াক্ষেত্র হয়। অসক্যাল্‌সিস্ অস্থিক্ষত আরোগ্য করায় ইহার এন্টিসরিক এবং পোষণ বৈকারিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষণ।—অত্যন্ত অবসাদ ও আলস্য। সুনিদ্রার অভাবে পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ। সিক্ত স্থানে অথবা আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি। আর্দ্র বাতাস বহিলেই বা আর্দ্র স্থানে যাইলেই শীতের আক্রমণ হওয়ায় অস্থিতে পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি জন্মে। শীতেরই প্রাধান্য থাকে, তাপ হয় না। সাময়িক রোগ, প্রত্যেক আক্রমণ নির্দ্দিষ্ট একই সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

রজনীতে শয়নের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ সমস্ত দন্তেরই প্রচণ্ড বেদনা।

উদরে বেদনা হইলে জলবৎ তরল মলত্যাগ হয় এবং উদরের ডাক থাকে। প্লীহা বর্দ্ধিত হয়।

অস্থিতে, বিশেষতঃ দক্ষিণ জঙ্ঘার বৃহৎ বা টিবিয়াস্থি, গুল্‌ফাস্থি বা অসক্যাল্‌সিস্ এবং দক্ষিণ প্রগণ্ড ও প্রকোষ্ঠাস্থিতে, ছিদ্র করা এবং খনন করার ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।—আর্দ্রতা অথবা আর্দ্র আবহাওয়া বা স্থানের অসহিষ্ণুতা, তাহাতে রোগাক্রমণ কিম্বা রোগের বৃদ্ধি এরানিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব লক্ষণ না হইলেও নেট্রাম্ সাল্‌ফ, ডাল্কা, নাক্স্ ম, রাস্ এবং রডডেণ্ড্ প্রভৃতি যে অল্প সংখ্যক ঔষধে এই লক্ষণের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাদিগের সহিত তুলনা দ্বারা এরানিয়ার প্রয়োগিতা নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

দন্তশূল।—রজনীতে শয়ন মাত্রই, বিশেষতঃ সিক্ত বায়ু বহিলে অথবা সিক্ত দিনে যে দন্তশূলের বৃদ্ধি হয় তাহাতে **এরানিয়া** উপকারী। এস্থলে ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**এরানিয়া**রোগীর উদরাময় সাধারণ রোগমধ্যে গণ্য। জলবৎ তরল বিষ্ঠার উদরাময়ের আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে অন্ত্রমধ্যে বায়ু বা গ্যাসের উচ্ছলনবৎ শব্দ (পেট ভুট ভাট করা) থাকিলে **এরানিয়া** তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—এরানিয়া প্রধানতঃ অস্‌ক্যাল্‌সিস্‌ বা গুল্‌ফ্‌সন্ধির অস্থি-আবরক ঝিল্লি বা পেরিঅষ্টিয়মের প্রদাহ, অথবা তন্নিবন্ধন অস্থিক্ষত বা কেরিজরোগে প্রযোজ্য। কখন কখন রোগী পীড়িত অস্থি বরফের ন্যায় শীতল বোধ করে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৩ (LECTURE LXXIII.)

নসোডস্ (Nosodes) বা রোগবীজোৎপন্ন জান্তব ঔষধাবলী।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া। ২। এম্ব্রাসিনাম। ৩। টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম। ৪। মেডরাইনাম। ৫। সিফিলিনাম। ৬। হাইড্রফবাইনাম।

১। এম্ব্রাগ্রিসিয়া (Ambra grisia).

উপচয়ঃ—উষ্ণ পানীয় পানে; উষ্ণ গৃহে; সঙ্গীতে; শয়নে; পাঠ কালে অথবা উচ্চস্বরে কথা বলায়; বহু লোকসমাগমে; ভ্রমণে।

উপশমঃ—আহারান্তে; শীতল বায়ুতে; শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে; শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে।

সম্বন্ধঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়ার কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, ষ্ট্যাফি। এম্ব্রা যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—নাক্‌স্ ভ, ষ্ট্যাফি।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, আর্স, এসাফি, ক্যাম্ফর, সিঙ্কনা, ককুল, কফিয়া, ইগ্নে, লাইক, মস্ক, ফস, ষ্ট্যাফি, ভ্যালেরি, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়াঃ—এম্ব্রাগ্রিসিয়া সাক্ষাৎ ভাবে স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গভীরতাহীন যান্ত্রিক ক্রিয়াবিভ্রাট উৎপন্ন করে। তাহাতে প্রধানতঃ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের অংশ পরম্পরায় উত্তেজনা উপস্থিত হওয়ায় নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ু রোগলক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অবসন্নতা উৎপন্ন করে; এজন্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ

banglabooks.in

প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হওয়ায় নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে ইহা তাহা পরিস্ফুরিত করিতে সক্ষম। এন্থ্রাগ্রিসিয়া প্রধানতঃ পাতলা, একহারা এবং স্পষ্টতঃ বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের স্নায়বিক উত্তেজনা শারীরিক পোষণের বিনিময়ে অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদিগের এবং বায়ুরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী। ফলতঃ রোগীর কোন প্রকার স্নায়বিক লক্ষণ বর্ত্তমান না থাকিলে রোগ চিকিৎসায় ইহা দ্বারা ফলাশা সুদূরপরাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

লক্ষণ।

মন।—সন্ধ্যাকালে অবক্তব্য মানসিক যন্ত্রণা।

মস্তক।—রোগী শিরোঘূর্ণন বশতঃ শয়ন করিতে বাধ্য হয় এবং আমাশয়ে দুর্ব্বলতা বোধ করে। ললাটের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ বেদনা মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; এই বেদনা ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের উচ্চ স্থানে এবং বাম কর্ণপশ্চাতেও থাকে। মস্তকের উপরিভাগের অত্যন্ত বেদনা-যুক্ত ছিন্নভাব মস্তিষ্কের উপরিভাগের সম্পূর্ণ স্থানে বিস্তৃত বলিয়া বোধ হয় এবং মুখ পাণ্ডুর ও বাম হস্ত শীতল থাকে। মস্তকপশ্চাতে জড়-ভাব ও বিশৃঙ্খলা। কেশ স্খলিত হয়।

নিদ্রা।—রোগী রজনীতে নিদ্রা যাইতে পারে না, কিন্তু কেন তাহা বুঝিতে পারে না। অশান্তিপ্রদ নিদ্রায় রোগী উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন দেখে। বিরক্তিকর ও উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন; রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে।

স্নায়ু।—মাংসল শরীরাংশে আক্ষেপ ও আনর্ত্তন স্নায়বিক রোগেই অধিকতর দেখা যায়। বাহু এবং অঙ্গনিচয়ের সহজেই ঝিন্‌ঝিনি ধরে। অত্যন্ত অবসন্নতা। বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত। সম্পূর্ণ শরীরের দৌর্ব্বল্য। জানুর দৌর্ব্বল্যে বোধ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে; পদের দৌর্ব্বল্যে

banglabooks.in

তাহাতে অসাড়তা জন্মে; আমাশয়ের দৌর্ব্বল্যে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

শ্বাসযন্ত্র।—প্রচণ্ড আক্ষেপিক কাসির সময় পুনঃ পুনঃ উদ্‌গার এবং স্বরভঙ্গ। গলদেশের উত্তেজনা বশতঃ কেবল রজনীতে কাসি। বাম পঞ্জরাস্থির অভ্যন্তর পার্শ্বে বেদনায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে কাসিতে বোধ যেন তথায় কিছু ছিন্ন হইয়া আল্‌গা হইয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া হুপশব্দক কাসি, কিন্তু তাহাতে কাকরবৎ শব্দ হয় না। নিষ্ঠীত গয়ার অত্যন্ত লবণাক্ত। বক্ষে চাপবৎ অনুভূতির ন্যায় কিম্বা বাধ বাধ বোধ। বক্ষে অবদারণ ভাব। বক্ষাভ্যন্তরে শাঁই শাঁই শব্দ। বামবক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা।

মল ও মূত্র।—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট (nervous) স্ত্রীলোক, কোন ব্যক্তি গৃহে থাকিলে মল মূত্রত্যাগে অক্ষম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—স্ত্রীঅঙ্গের প্রচণ্ড চুলকনা তাহা ঘর্ষণ করিতে হয়। স্ফীত স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও টাটায়। উদর অভ্যন্তর দিকে আকৃষ্ট করিলে অথবা চাপিলে অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। ঋতুর ব্যবধানকালে সামান্য কারণেই, যেমন, কঠিন মলত্যাগে বেগ দিলে বা অভ্যাসের কিছু অধিক ভ্রমণ করিলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জার কোমলতা বা সফ্‌নিং অব দি ব্রেণ এণ্ড্ স্পাইন।—রোগ বৃদ্ধ বয়সের হউক আর অন্য প্রকার হউক স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে উপরি উক্ত রূপ কঠিন ও সাংঘাতিক রোগেও এম্ব্রা-গ্রিসিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

banglabooks.in

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো।—অত্যন্ত বাতপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ও স্মরণশক্তিহীন বৃদ্ধদিগের স্নায়বিক শিরোঘূর্ণনরোগে **এস্ক্রা প্রিসিয়া** উপকারী। রোগী শরীর চালনা করিলে মাথা ঘোরে, পদ অস্থির হয় এবং চলিতে টলে।

হাঁপানিরোগ বা এজ্‌মা।—হাঁপরোগে হৃৎপিণ্ডবিকার, শ্বাসকষ্ট, বাম বক্ষে গুরুত্ব অথবা পিণ্ডাকার বস্তুর বর্ত্তমানতার এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে থরথর কম্পভাবের অনুভূতি প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে **এস্ক্রা প্রিসিয়া** উপযোগী। রোগ সহ সাধারণতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত থাকে।

কাসি বা কফ; হুপশব্দক কাসি।—সাধারণ অথবা হুপিং কাসিতে, কাসির পর উদ্‌গারে যদি আমাশয় হইতে প্রচুর বায়ু উত্থিত হয় তাহাতে **এস্ক্রা** প্রযোজ্য। এরূপ কাসির ঔষধ বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার, এ যাবৎ আবিষ্কৃত **এস্ক্রা প্রিসিয়া, সাল্‌ফুরিক এসিড** এবং **ভেরেট্রাম এল্বাম,** এই তিনটি মাত্র ঔষধের মধ্যে **এস্ক্রা** শীর্ষস্থান অধিকার করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য বা মেনরেজিয়া; শ্বেতপ্রদর বা লিউকরিয়া; সূতিকা রোগ—কোষ্ঠবদ্ধ।—**এস্ক্রা প্রিসিয়ার** রজোবাহুল্যরোগ কখন কখন শীঘ্রাগত হইলেও সাধারণতঃ ঋতুর নিয়মিত কালের ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু প্রচুর রক্ত স্রাব হয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও অবস্থানুসারে পদের শিরার স্ফীতি (পদের ভেরিকোজ ভেইন রোগ বর্ত্তমান থাকিলে) উপস্থিত হয়। ঋতুস্রাবের নিয়মিত ব্যবধান কালেও শোণিত স্রাব দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ ইহা জরায়ুর নির্জ্জীবতা ও শিথিলতা উৎপন্ন করে। সামান্য

banglabooks.in

উত্তেজনা কিম্বা মলত্যাগে কিঞ্চিদধিকতর বেগ দেওয়ার আবশ্যক হইলেই নির্জ্জীব, শিথিল ও শোণিতপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হওয়ায় তাহা যোনিদ্বারমুখে নিঃসৃত হইতে থাকে। **এন্থ্রা শ্বেত-প্রদররোগে** প্রধানতঃ ঈষৎ-নীল অথবা ঈষৎ সবুজাভ ধূসর শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

সূতিকা গৃহস্থ পাতলা, শীর্ণকায় এবং বাত প্রকৃতির **প্রসূতিদিগের কোষ্ঠবদ্ধ রোগে, রোগিনী** উৎকণ্ঠা-যুক্ত ও অস্থির থাকিলে, এবং ধাত্রী অথবা কোন ব্যক্তি সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইলে, তাহার সাক্ষাতে, মলত্যাগ যদি বিশেষ কষ্টকর হয় তাহাতে **এন্থ্রা** উপযোগী ঔষধ।

২। এন্থ্রাসিনাম্ (Anthracinum).

সম্বন্ধ ঃ—সমক্রিয় ঔষধ—আর্স, কার্ব্বল এসি, ল্যাকেসি, সিকেলি, পাইরোজি—দূষিত এবং পচা রক্তযুক্ত রোগ।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—কর্কট বা ক্যান্সারের ভয়াবহ বেদনায়, দগ্ধ ব্রণরোগ বা কার্ব্বাঙ্কল অথবা বিসর্প বা ইরিসিপেলাসে আর্স অথবা এন্থ্রাসিন ফলপ্রদ না হইলে ইউফর্ব্বিয়াম প্রযোজ্য।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—এন্থ্রাসিন মনুষ্যশরীরে (গো, অশ্ব এবং ছাগলেও ইহা ভয়াবহ বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।) অতি ভয়াবহ বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। পুনরুৎপাদিকাশক্তির গভীরতম বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় পুষ্টিহানি চরম দশা প্রাপ্ত হয়। শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাব ও নিঃসরণ প্রভৃতি তরলোপাদান এবং পেশী, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, তন্তুবিধান প্রভৃতি অধিকাংশ কঠিনতর দৈহিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পাচিতাবস্থা হয়। দ্রুত পচ্যমান শোণিত কাল, ঘন এবং আলকাতরাবৎ অবস্থাপিত হইলে তাহা মুখ, নাসিকা, মলদ্বার অথবা

banglabooks.in

জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি বহির্দ্বার হইতে ক্ষরিত হইতে থাকে। শরীরের স্থান স্থানে পচা, শড়া, কাল ও নীলবর্ণ ফোস্কা ও ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে তাহা হইতে ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হয়। এই সকল ক্ষতের অগ্নিদাহবৎ অতি ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনা ইহার অতি প্রকৃষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। উপরি উক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোণিতের বর্ত্তমানতা এবং বিগলিত ক্ষতাদি হইতে ক্লেদের শোষণ, রোগীর পূয়জ্বর ও সেপ্টিসিমিয়ার কারণ।

চিকিৎসা।

পৃষ্টব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল; মারাত্মক Malignant) ক্ষত; পচা, শড়া (Gangrenous) ক্ষত; আঙ্গুল হাঁড়া বা হুইট্‌লো; মারাত্মক পূয় ব্রণ, ডিসেক্‌টিং উণ্ডস্ বা শবচ্ছেদোৎপন্ন ক্ষত এবং বিষধর কীট দংশনের ফল প্রভৃতি কঠিন, ও অনেক সময়ে সাঙ্ঘাতিক অবস্থান্বিত রোগে অতি ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনা হইলে এস্থ্রাসিন্ প্রযোজ্য। ফলতঃ উপরি উক্ত অসহনীয় ও ভয়াবহ জ্বালাযুক্ত বেদনাই এস্থ্রাসিনের অতি শ্রেষ্ঠতম প্রদর্শক। অতি কঠিন অবস্থার ক্ষতাদির বর্ণ কাল অথবা নীলাভ। তাহা হইতে পচা ও পূতিগন্ধ ক্লেদবৎ নিঃসরণ নির্গত হয় এবং অধিকাংশ সময়ে ক্ষতস্থান হইতে পচা রস, রক্ত ও বিগলিত মাংসাদি শোষিত হইয়া এবং শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া পূয়জ্বর ও পচা জান্তব বিষজ্বর বা সেপ্টিসিমিয়া ও তদানুষঙ্গিক লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। এই সকল রোগের ভয়াবহ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা নিবারণে আর্সেনিক্ আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া বিদিত ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হইলে এক্ষণে আমরা

banglabooks.in

তাহার পরিবর্ত্তে **এন্থ্রাসিন** দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সফলকাম হইতে পারি। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসক **ট্যারেণ্টুলাকে** ইহার অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। পচা ক্ষতাদি হইতে পূয়জ্বর বা সেপ্টিক ফিবার উৎপন্ন হইলে **আস** ও **পাইরোজিন**, বিষধর কীট দংশনে **ল্যাকেসি** ও **পাইরোজিন**, এবং পচা বা টাইফইড্ প্রভৃতি সাংঘাতিক জ্বরে অথবা শবচ্ছেদ গৃহের কিম্বা পচনশীল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রশ্বাস বায়ুর দুর্গন্ধ আঘ্রাণের কুফল সংশোধনে **পাইরোজিন**, এবং **আঙ্গুলহাঁড়া রোগের** অতি ভয়বাহ অবস্থায় পচন, বিগলন ও অসহনীয় জ্বালাযুক্ত বেদনা নিবারণে **আস**, **কার্ব্বলিক এসি** এবং **ল্যাকেসি** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

শোণিতস্রাব ;—কাল, পচা, ঘন ও আল্‌কাতরাবৎ রক্ত, মুখ, নাসিকা, মলদ্বার এবং জননেন্দ্রিয় প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বার হইতে নিঃসরণে **এন্থ্রাক্স্** মহৌষধ ; কাল, তরল ও অসংযমিত শোণিত-স্রাবে **ক্রোটেলাস্** উপকার করিয়া থাকে।

৩। টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনাম্।

(Tuberculinum, Bacilinum.)

সম্বন্ধ ;—কার্য্যপূরক—সোরি, সাল্‌ফ।

যে স্থলে **সোরিনাম**, **সাল্‌ফার** অথবা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত অন্য কোন ঔষধ দ্বারা রোগের উপশম অথবা আরোগ্য না হয়, তাহাতে **টুবার্কু** প্রযোজ্য ; হে-ফিবার এবং এজ্‌মারোগে **সোরিনামের** পরে ইহা ধাতু সংশোধনকারী ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহার চিকিৎস্য গুটিকোৎপত্তি রোগের রক্তাধিক্যের অথবা তরুণ ও প্রবল প্রদাহের অবস্থায় **বেল** কার্য্যকারী। **টুবার্কুলিনাম** দ্বারা আরোগ্য রোগীর মেদবৃদ্ধি হইলে **হাইড্রাষ্টিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—টুবার্কুলিনাম, ব্যাসিলিনাম এবং ডাং কোশের লিম্ফ এই তিন প্রকার ঔষধই মূলতঃ একই বস্তু হইতে উৎপন্ন এবং সাধারণতঃ ইহারা সমক্রিয় বলিয়াই বিবেচিত। ইহাদিগের পরস্পরের ক্রিয়ার যদি কিছু প্রভেদ থাকে তাহা বোধগম্য করা সুদূর পরাহত বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ডাং স্যামুয়েল সোম্যান ফুসফুসের টুবার্কল রোগের শুষ্কীকৃত গয়ারের ট্রিটুরেষণকে "টুবার্কুলিন," ডাং জে কমটন বার্ণেট টুবার্কল রোগগ্রস্ত ফুস্‌ফুসের শুষ্কীকৃত অংশের ট্রিটুরেষণকে "ব্যাসিলিনাম" বলিয়াছেন এবং ডাং কোশ গোমাংস-প্রস্তুত লেই বা জেলিমধ্যে টুবার্কলকীটাণুর (রোগ বীজ) কর্ষণ করিয়া ঐ কীটাণু সম্বলিত রসকে "টুবার্কল লিম্ফ" বলিয়াছেন। সাধারণে ইহাকে "কোশেজ্ লিম্ফ" বলে। ইহা অতি স্থূল প্রয়োগরূপ ও বিপদসঙ্কুল বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় না।

টুবার্কলরোগবীজ পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি শোচনীয় দুরবস্থা উৎপন্ন করিলে পুষ্টিহানি তাহার চরম সীমায় উপনীত হয়। ইহার পুষ্টি-হানিক্রিয়া কোন শরীরোপাদানে সীমাবদ্ধ থাকে না শরীরস্থ রস, রক্ত প্রভৃতি তরলোপাদান, সম্পূর্ণ কোমলোপাদান, এমন কি অতীব কঠিন এবং স্থায়ী অস্থি পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়াধীন হইলে তাহারও পুষ্টিহানি বশতঃ তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উপরি উক্ত টুবার্কুলাস্ রোগবিষাক্রান্ত শরীরে অবস্থাবিশেষে যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ হোমিওপ্যাথির নিয়মে তাহারই অনুসরণ করিয়া টুবার্কুলিনাদির প্রয়োগ দ্বারা রোগারোগ্য করিয়া থাকেন। এরূপ ঔষধ "নসোড" শ্রেণীভুক্ত হইলেও যে ইহাদিগকে "আইসপ্যাথিক ঔষধ" বলা হইয়া থাকে তাহা সোরিনাম বর্ণনে আমরা বিবৃত করিয়াছি। আমরা নিম্নে টুবার্কুলিনাম বা ব্যাসিলিনামের কতিপয় সাধারণ ও প্রদর্শক লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংক্ষেপে তাহার রোগের বিষয় উল্লেখ করিব।

banglabooks.in

পাতলা বর্ণের মনুষ্য ; নীল চক্ষু, সুন্দরী স্ত্রীলোক ; দীর্ঘাকার, কৃশ, চেপ্টা শরীর ও অপ্রশস্ত বক্ষ ব্যক্তি ; এবং বয়সানুপাতে অধিকতর বুদ্ধি সম্পন্ন এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগের ধাতু টুবার্কলরোগ-প্রবণ তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। রোগ যাহাই হউক, বংশে টুবার্কলরোগ সংস্রব থাকার বিবরণ থাকিলে যদি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হয় সে স্থলে ইহা প্রযোজ্য।

প্রধান প্রধান লক্ষণ ঃ—

রোগলক্ষণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল—ক্রমাগত যন্ত্র হইতে যন্ত্রান্তরে যায় ; রোগ হঠাৎই আরম্ভ হয়, হঠাৎই অন্তর্দ্ধান করে ;

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই সর্দ্দি—এবং তাহার এক আক্রমণের শেষ না হইতেই পুনরাক্রমণ যে কি প্রকারে হয় তাহা রোগী জানিতেও পারে না।

অতি ত্বরিৎ গতিতে অতি স্পষ্টভর শীর্ণতা জন্মে—রোগী যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার করে, তথাপি শরীর শুষ্ক হইতে থাকে।

রোগী এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে ভালবাসে না ; স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে চাহে।

অঙ্গে এবং সন্ধিতে স্থানপরিবর্ত্তনশীল বেদনা ; চলিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে অঙ্গাদি অনমনীয় থাকে, চলিতে চলিতে পরে তাহা প্রকৃতিস্থ হয়।

মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা হয়, গৃহদ্বার ও বাতায়ন খুলিয়া দিতে বলে, অথবা অশ্বারোহণে প্রবল বায়ুতে ভ্রমণ করিতে চাহে।

বেদনা বাম ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায় ; ঐস্থানের ফুসফুসে গুটিকার (Tubercle) সংস্থিতি হয়।

banglabooks.in

রোগীর বংশে গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবার্কুলোসিসের বিবরণ পাওয়া যায়।

রোগচিকিৎসায় টুবার্কুলিনাম এপর্য্যন্তও সাধারণ ও প্রচলিত ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় না, চিকিৎসকমণ্ডলীতে অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহার লক্ষণাদি এবং প্রয়োগ বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত। ফলতঃ গভীর সোরা-বিষ-বাষ্প দূষিত ব্যক্তিতে ঐ বিষ-বাষ্প গুটিকোৎপাদনোন্মুখ হইলে অথবা গুটিকাবিষদূষিত ধাতুর ব্যক্তি যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ প্রকাশিত করে তাহাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। টুবার্কল যেরূপ কোন বিশেষ যন্ত্র বা উপাদান আক্রমণ করে না, ইহার রোগও তদ্রূপ কোন যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকে না।

শিরঃশূল।—টুবার্কুলিন শিরঃশূলে চক্ষুর ঊর্দ্ধপ্রদেশ হইতে মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ এবং মস্তক বেড়িয়া লৌহপতর আটা থাকার ন্যায় বেদনা, পাঠ অথবা সামান্য শ্রমে তাহা বৃদ্ধি পায় এবং চক্ষুর ব্যবহারে বৃদ্ধি পাইলে চসমাতেও তাহার উপশম হয় না। এই প্রকার শিরঃশূল গুটিকারোগ বিষদুষ্ট ধাতুর স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্তিষ্কবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিস।—মস্তিষ্ক অথবা মস্তিষ্কতলবেষ্টঝিল্লির তরুণ প্রদাহে রসস্রাবের উপক্রমে রজনীতে ভ্রমদর্শন এবং ভীতিপ্রযুক্ত চীৎকারসহ নিদ্রোত্থিত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত এপিস্, হেলিবো অথবা সাল্‌ফারে যদি উপকার না হয় তাহাতে টুবার্কু প্রযোজ্য।

banglabooks.in

উদরাময়।—যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শীর্ণতা প্রাপ্ত রোগী প্রত্যূষকালে হঠাৎ অদম্য মলবেগ হইয়া সবলে কৃষ্ণবর্ণ, কটা, জলবৎ এবং দুর্গন্ধ মল পরিত্যাগ করিলে **টুবার্কুলিন** তাহার ঔষধ। রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায় ও তাহার রজনীঘর্ম্ম হয়।

রজোবাহুল্য বা বাধ্রক।—অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অত্যধিক কালস্থায়ী ঋতুশোণিত ভয়াবহ বেদনা সহ মন্থর গতিতে নির্গত হয় এবং রোগিণী গুটিকোৎপত্তি রোগপ্রবণ থাকে।

ত্বকরোগ—পামা বা একৃজিমা।—টুবার্কুলার পামারোগে **টুবার্কুলিনাম** উপকারী। ইহার প্রচণ্ড চুলকানি রজনীতে গাত্রবস্ত্র মোচনে এবং স্নানে বর্দ্ধিত। মামড়ি হইতে প্রভূত পরিমাণ শুভ্র ভূষির ন্যায় শল্ক স্খলিত হইতে থাকে। কর্ণপৃষ্ঠে, কেশযুক্ত শরীরাংশে এবং ঘোঁচযুক্ত ত্বকস্থানে অবদারণভাব ও টাটানি জন্মে এবং তাহা হইতে রস ঝরিতে থাকে; ত্বক অগ্নিবর্ণবৎ লোহিত। টুবর্কল-বিষদুষ্ট রোগীর দদ্রু ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

যক্ষ্মাকাশ ও নিউমনিয়ারোগে টুবার্কুলিনামের প্রয়োগিতা স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

টুবার্কুলিনাম সাধারণতঃ নিম্নক্রমে ফলপ্রদ নহে, বরং তাহাতে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায়। কোন কোন রোগে চিকিৎসক-বিশেষ ৩০ ক্রমের ব্যবহার করিতে উপদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলতঃ ইহার ১০০০ (m) হইতে ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ক্রমই প্রায় সর্ব্বজন অনুমোদিত।

মেডরাইনাম্। (Medorrhinum.)

উপচয়।—রোগের বিষয় চিন্তা করিলে (হেলনি, অকজ্যাল এসি); তাপে; গাত্র আবৃত করিলে; গাত্র বিস্তার করিলে; বিদ্যুৎযুক্ত

banglabooks.in

ঝটিকায়; সামান্য চালনায়; মিষ্ট ভক্ষণে; সকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত।

উপশম।—সমুদ্রতীরে (নেট্রামের বিপরীত); আমাশয় চাপিয়া শয়নে; সিক্ত বায়ুতে (কষ্টি, নাকস ভ)।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফারের পদতলের জ্বালা এবং জিঙ্কামের জঙ্ঘার অস্থিরতা ও চঞ্চলতা মেডরাইনামে যুগপৎ উপস্থিত থাকে।

তুলনীয় ঔষধ।—ইপিকা (শুষ্ক কাসি). ক্যাম্ফর, সিকেলি, টেবেকাম. ভেরেট এ, (পতন লক্ষণ বা কল্যাপ্‌স্); পিক্রিক এসি, জেল্‌স (ভ্রমণের অপারগতা); এলোজ, সাল্ক (প্রাতঃকালীন উদরাময়)।

সাধারণ ক্রিয়া। মেডরাইনাম পূয়-মেহ বা গণোরিয়ার স্রাব বা রোগবীজ হইতে প্রচলিত হোমিওপ্যাথিক প্রথানুসারে প্রস্তুত। পূয়-মেহরোগবিষবাষ্পই যে সাইকোসিসরূপ পুরাতন রোগপর্য্যায়ের মূলীভূত কারণ তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য পুরাতন রোগবিষবাষ্পের ন্যায় গণোরিয়া বিষবাষ্পও শরীরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরুৎপাদিকা শক্তির অতি গভীর রোগজ পরিবর্ত্তন সাধিত করে এবং পুষ্টিক্রিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এবম্বিধ অবস্থায় রসবাত, ক্ষুদ্রবাত, স্নায়ুশূল, চক্ষুরোগ, চর্ম্মকীল, শ্লেষ্মাগুটিকা এবং অন্যান্য নানা প্রকার কঠিন রোগের ইহা যে আকর স্বরূপ তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে রোগ চিকিৎসা প্রসঙ্গতঃ উপযুক্ত স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলে আমরা স্থূলভাবে ইহার কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ এবং রোগের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। ফলতঃ শরীরে ইহার ক্রিয়া এতই বহু বিস্তৃত এবং ইহার রোগ এতই বহুবিধ ও বিচিত্র যে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত করা অসম্ভব বলিয়াই জানিতে হইবে। পূয়ধাতু নিবন্ধন পুরুষানুক্রমিক ধাতুগত পুরাতন শিশুরোগে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সকল শিশুরোগ

banglabooks.in

অত্যন্ত কঠিনসাধ্য। শিশুর ক্ষয়রোগ জন্মে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। তাহার হাঁপানি অথবা নাসিকার, কখন চক্ষুপত্রের কদর্য্য প্রতিশ্যায় এবং কখন বা মস্তকত্বকে অথবা মুখমণ্ডলে দদ্রু জন্মে এবং শিশু খর্ব্বাকৃতি হয়।

কুচিকিৎসিত এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়মেহ নিবন্ধন ধাতুগত বিকার বশতঃ রোগের যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধে উপশম অথবা আরোগ্যের স্থায়িত্ব না হইলে ইহা ফলপ্রদ।

সোরিনাম যেরূপ গভীর সোরিক্ ত্বক্‌রোগ ও শ্লৈষ্মিকঝিল্লিবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত, মেডরাইনাম তদ্রূপ গভীর সাইকোটিক মেরুমজ্জারোগ ও সহানুভূতিক স্নায়ুবিকার সহ সম্বন্ধযুক্ত।

লক্ষণ।

মন।—মানসিক দুর্ব্বলতা; নাম, কথা অথবা তাহার আদি অক্ষর স্মরণ থাকে না; অতি নিগূঢ় বন্ধুরও নাম জিজ্ঞাসা করিতে হয়; আত্ম নামেরও বিস্মৃতি জন্মে। রোগী শুদ্ধ বানান করিতে পারে না; বিশেষরূপে জ্ঞাত নামও কি করিয়া বানান করিবে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়। প্রায়ই গল্পের খেই হারায়। রোগলক্ষণ বলা অত্যন্ত কঠিন, প্রশ্ন ভুলিয়া যায় বলিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ বলিতে হয়। কথা কহিতে না কাঁদিয়াই পারে না। মৃত্যুর আশঙ্কা করে; সর্ব্বদাই আশঙ্কান্বিত, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কষ্টের সহিত তদ্‌বিষয়ক অনুভূতি জন্মে এবং সাধারণতঃ তদনুরূপই কার্য্য হয়।

সামান্যেই উত্তেজিত হয়; দিবসে খিট্ খিটে থাকে, রজনীতে উল্লাস জন্মে। অত্যন্ত অসহিষ্ণু; খিট্‌খিটে; উৎকণ্ঠান্বিত, বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অসহিষ্ণু; সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠে।

banglabooks.in

সময় যেন কাটিতে চাহে না। রোগী সর্ব্বদাই ত্রস্ত থাকে; কোন কার্য্য করিতে এত তাড়াতাড়ি করে যে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

অনেক রোগই তৎসম্বন্ধে চিন্তায় বর্দ্ধিত (বেদনার বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার পুনরাবৃত্তি, অক্‌জ্যালিক এসিড)।

মস্তক।—মস্তিষ্কে তীক্ষ্ণ ও জ্বালাকর বেদনা, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামে অধিকতর থাকে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া বিস্তৃত হয়। মস্তকে গুরুত্বানুভূতি এবং মস্তক পশ্চাৎ পার্শ্বে আকৃষ্ট।

মস্তকের কশাভাব এবং সংকোচন বোধ, সম্পূর্ণ মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নে যায়। গাড়ির ঝাঁকিতে শিরঃশূল ও উদরাময় জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র।—হাঁপানি; উপজিহ্বার দুর্ব্বলতা ও আক্ষেপ বশতঃ গলরোধ; স্বরযন্ত্র এরূপভাবে রুদ্ধ যে, তন্মধ্যে বায়ু এককালীন প্রবেশ করিতে পারে না, কেবল মুখ চাপিয়া (উবুড় হইয়া) শয়নে এবং জিহ্বা বহিরানয়নে তাহার উপশম। স্বরযন্ত্রের টাটানিতে বোধ যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বক্ষের সঙ্কোচ বোধ; সহজে শ্বাস টানিতে পারে কিন্তু শ্বাস নিক্ষেপের ক্ষমতা থাকে না। অবিশ্রান্ত, কঠিন, শুষ্ক এবং কখন কখন বেদনাযুক্ত কাসিতে বোধ যেন স্বরযন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ছিন্ন হইয়াছে; হাঁড়ির মধ্যে কাসার ন্যায় গভীর ও ফাঁপা শব্দের কাসি রজনীতে, মিষ্টহারে এবং শয়নে বর্দ্ধিত ও আমাশয় চাপিয়া শয়নে হ্রাস। শ্বেতলালাবৎ, বুদ্‌বুদযুক্ত; ক্ষুদ্র, সবুজ ও তিক্ত, গোল বস্ত্রখণ্ডের ন্যায়; আটা এবং তুলিতে কষ্টকর গয়ার।

স্ফুরণোন্মুখ যক্ষ্মাকাশ; ফুসফুসের অংশবিশেষে কঠিন বেদনা।

গলাভ্যন্তর।—গলদেশে অত্যন্ত শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ার অনুভূতি এবং কষ্টদায়ক অস্থি কনকনানি হইলে গলদেশ টাটায় এবং স্ফীতি থাকে এবং তাহাতে তরল কিম্বা কঠিন যে কোন প্রকার বস্তু

banglabooks.in

গলাধঃ করা অসাধ্য। নাসিকার পশ্চাৎ হইতে নিঃসৃত ঘন, ধূসর অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মায় গলাভ্যন্তর সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে (হাইড্র্যাষ্ট)।

ক্ষুধা:—আহারের অব্যবহিত পরেই কাকবৎ ক্ষুধা (সিনা, লাইক, সোরি)।

অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, স্বপ্নেও জলপান করে। রোগিণী পূর্ব্বে যে মদ্য ঘৃণা করিত (এসেরাম) তাহা, লবণ (ক্যাল, নেট্রাম), মিষ্টদ্রব্য (সাক্ক), এলমদ্য, বরফ, অম্লবস্তু, কমলালেবু ও কাঁচাফলের জন্য অতৃপ্তবা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে।

অন্ত্র ও বিষ্ঠা:—আটা এবং কর্দ্দমবৎ বিষ্ঠার অল্পে অল্পে ত্যাগ, সরলান্ত্রভ্রংশের অনুভূতি হওয়ায় রোগী কোঁথ দিতে পারে না (এলাম্)। অন্ত্রের সংকোচন এবং জড়ভাব হওয়ায় গোল গোল বলের ন্যায় মল ত্যাগ (ল্যাকেসি)। মলত্যাগ করিতে পশ্চাৎপার্শ্বে অনেক বক্র হইতে হয়; মলত্যাগ অতিশয় বেদনাযুক্ত, বোধ যেন মলদ্বারের পশ্চাৎপ্রদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে; এতই কষ্ট যে রোগী ক্রন্দন করে।

সরলান্ত্রে তীব্র ও সূচিবেধবৎ বেদনা। মলদ্বার হইতে লোনা মাছের জলের ন্যায় দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ।

মূত্রযন্ত্র:—বৃক্কপ্রদেশে কঠিন বেদনা (পৃষ্ঠশূল), প্রচুর মূত্রস্রাবে উপশমিত (লাইকো)। মূত্রশূলে মূত্রপথের তীক্ষ্ণ বেদনায় বোধ যেন পাথরী নির্গত হইতেছে (বার্ব্বে, লাইকঅক্সি); রোগী বরফের আকাঙ্ক্ষা করে। মূত্রত্যাগকালে মূত্রস্থলী এবং অন্ত্রের বেদনাযুক্ত কুন্থন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়:—অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, জমাট ও প্রচুর ঋতু-স্রাব; ধৌত করিলেও তাহার কলঙ্ক দূর করা কঠিন হইয়া পড়ে (ম্যাগ্নে

banglabooks.in

কা)। ঋতুকালে স্তন, বিশেষতঃ স্তনাগ্র, স্পর্শে বরফের ন্যায় শীতল এবং অবশিষ্ট শরীর উষ্ণ।

যোনি এবং ভগৌষ্ঠের তীব্র চুলকনা, তদ্‌বিষয় চিন্তা করিলে বর্দ্ধিত। স্তন এবং স্তনাগ্রের টাটানি এবং স্পর্শে বেদনা।

পৃষ্ঠ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ;—অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পৃষ্ঠ দেশে বেদনা; সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদণ্ড স্পর্শে টাটানিযুক্ত (সিংকো সা); গ্রীবা পশ্চাৎ হইতে মেরুদণ্ডের নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীব্র জ্বালাযুক্ত তাপ সহ আকৃষ্টবৎ কাঠিন্য, গাত্র বিস্তার করিলে বর্দ্ধিত।

কটিস্থ কশেরুকা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। সেকরাম্, কক্‌সিক্‌স্ এবং হিপ-সন্ধিপশ্চাতের বেদনা দ্রুতগতিতে চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হয় এবং অঙ্গ বাহিয়া নিম্নে যায়। ভ্রমণকালে কেবল জঙ্ঘায় এবং হিপ্ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানে বেদনা। জঙ্ঘায় গুরুত্ব, তাহা সিসকের ন্যায় বোধ; জঙ্ঘা এতাদৃশ ভারি যে, চলিতে কষ্ট; পদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। নিম্নাঙ্গ সম্পূর্ণ রজনী কনকন করায় নিদ্রার ব্যাঘাত। **জঙ্ঘা এবং পদ অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল** (জিঙ্ক)। বিদ্যুদ্ঘাটিকার সময় জঙ্ঘা এবং বাহুতে ভয়াবহ কষ্ট।

জঙ্ঘার বেদনায় তাহা শয্যায় স্থির রাখা যায় না এবং আয়ত্তাধীন না রাখিলে, শিথিল করিয়া দিলে এবং নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলে বৃদ্ধি হয়।

জঙ্ঘা ও পদের এবং প্রকোষ্ঠ ও করের শীতলতা। উরু ও গুল্‌ফ-পশ্চাতের রজ্জুবৎ পেশীতে আকৃষ্টতা ও সংকোচনের অনুভূতি; জঙ্ঘা পশ্চাতে ও পদতলে খল্লী। ভ্রমণকালে গুল্‌ফ সহজেই বাঁকিয়া যায় (কার্ব্ব এ, লিডাম)।

হস্তপদের জ্বালা; হস্ত-পদের জ্বালায় তাহা অনাবৃত করার এবং তাহাতে বাতাস দেওয়ার প্রয়োজন হয় (ল্যাকেসি, সাল্‌ফ)। জঙ্ঘা এবং

banglabooks.in

বাহুতে স্নায়ুশক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব; সামান্য শ্রমেই বলহানি ঘটে।

শরীরের প্রত্যেক সন্ধিরই বেদনাযুক্ত কাঠিন্য। হস্তাঙ্গুলিসন্ধির বৈকল্য, বিবৃদ্ধি ও স্ফীতি; গুল্‌ফসন্ধির স্ফীতি ও বেদনাযুক্ত কাঠিন্য; গুল্ফ এবং পদতল উচ্চ স্থান স্পর্শ করাইলে বেদনা করে।

চিকিৎসা।

উপরে মেডরাইনামের সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে ও তাহার বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণবিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, রোগ যে নামেই অভিহিত হউক না কেন তাহার মূলে পূয়-মেহের কুচিকিৎসার ও তাহা অন্তর্ম্মুখী হওয়ার বা বসিয়া যাওয়ার বিবরণ থাকিলে এবং রোগের স্ফুরিত অবস্থায় ন্যূনাধিক পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে মেডরাইনাম তথায় উপযোগী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ "সাইকোটিক" রোগের বহু বিস্তৃতি, গভীরতা, বংশানুক্রমিকতা এবং তাহার রূপের বিচিত্রতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিলে অনায়াসেই বোধগম্য হইবে যে, রোগের নামাপেক্ষা তাহার পূর্ব্ব বিবরণ, বর্ত্তমান লক্ষণ এবং রোগীর বংশগত রোগ বিষয়ক বিবরণই ঔষধ নির্ব্বাচন পক্ষে অধিকতর সাহায্যকারী। রোগীর ত্বকে চর্ম্মকীলের এবং জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদ্বার প্রভৃতি শরীর-বহির্দ্বারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেষ্মাগুটিকার (Condylomata) বর্ত্তমানতা ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক; ইহাও টুবার্কুলিনামের ন্যায় উচ্চ ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থীদিগের স্মরণের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থ এস্থলে মেডরাইনাম চিকিৎস্য কতিপয় রোগের উল্লেখ করা যাইতেছে :—

banglabooks.in

অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং অপ্রকাশিত পূয়মেহ নিবন্ধন রসবাত ক্ষুদ্রবাত বা গাউট্, স্নায়ুশূল এবং মেরুমজ্জা ও তদ্বেষ্ট ঝিল্লিরোগ যাহা মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া পক্ষাঘাতও উৎপন্ন করিতে পারে তাহা মেডরাইনাম আরোগ্য করিতে সক্ষম।

রোগমূলে সাইকসিস্ বা অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়মেহ থাকিলে পুরাতন অণ্ডাধারপ্রদাহ, বস্তিকোটরস্থ কোষময় ঝিল্লির প্রদাহ বা পেল্‌ভিক সেলুলাইটিস্, জরায়ুর এবং অণ্ডাধারের সূত্রবৎ পদার্থ গঠিত অর্ব্বুদ বা ফাইব্রইড্‌স্, কোষগর্ভ অর্ব্বুদ বা সিষ্টস্ এবং উপরিউক্ত রূপ অন্যান্য রোগে মেডরাই উপযোগী।

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে এবং পূর্ব্ববৎ পূয়মেহবিষ রোগের কারণ হইলে ক্কিরাস্, কার্সিনামা অথবা ক্যান্‌সার বা কর্কট প্রভৃতি দুরারোগ্য ও সাঙ্ঘাতিক রোগেও মেডরাইর প্রয়োগ দ্বারা রোগের উপশম এবং অবস্থানুসারে আরোগ্যের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

বংশগত পূয়মেহদুষিত ব্যক্তিদিগের শিশু সন্তানের শিশু ক্ষয়রোগ; রোগমূলে পূয়মেহবিষদোষ অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিলে লসীকা গ্রন্থি বিবৃদ্ধি; যক্ষ্মাকাশরোগীর ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য এবং জীবনীশক্তির অবসাদ প্রভৃতি; সন্ধিবাতিক ও রসবাতিক বেদনা; কশিয়া বাঁধার ন্যায় শরীরের সঙ্কুচিতভাব; এবং সম্পূর্ণ শরীরে ঘৃষ্টবৎ টাটানি প্রভৃতিতে মেডরাই উপকার করিয়া থাকে।

উপরি উক্ত ধাতুদোষযুক্ত ব্যক্তিদিগের কোন সাঙ্ঘাতিক রোগের চরমাবস্থায় শরীরের শীতলতা, প্রচুর শীতল ঘর্ম্ম (গাত্রাবরণ দূরে

banglabooks.in

নিক্ষেপ—ক্যাম্ফ, সিকেলি) প্রভৃতি পতন বা কোল্যাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় রোগী সর্ব্বদা পাখার বাতাস চাহিলে (কার্ব্ব ভে) এবং পরিষ্কার বায়ুর আকাঙ্ক্ষা করিলে **মেডরাইনাম** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া গণ্য।

শয্যামূত্রস্রাবরোগে রোগী রজনীতে শয্যায় এমনিয়ার গন্ধযুক্ত প্রভূত পরিমাণ এবং অতিরঞ্জিত মূত্রত্যাগ যদি অপরিমিত কার্য্যাদি অথবা খেলা এবং দৈনিক তাপ অথবা শৈত্যের অত্যধিক বর্দ্ধিত অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের মূলে সাইকসিস্ ধাতুদোষ থাকায় যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ নিষ্ফল হয় তাহাতে **মেডরাইনাম** উপকার করিয়া থাকে।

পূয়ধাতুর পুরাতন বিকারগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের **ঋতুরোগে, বিশেষতঃ জরায়ুর রক্তস্রাবে** এবং বয়ঃসন্ধির ঋতুরোধকালে সপ্তাহ হইতে সপ্তাহান্তর পর্য্যন্ত প্রচুর কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ এবং দুর্গন্ধ শোণিতের হড়্ হড়্ করিয়া স্রাব যদি শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয় তাহাতে **মেডরাইনাম** ফলপ্রদ; রোগীর জরায়ু মারাত্মক (Malignant) রোগগ্রস্ত থাকে।

এস্থলে বক্তব্য যে, রোগীতে পুরাতন ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়ধাতুর বিবরণ থাকুক বা না থাকুক রোগলক্ষণ সহ ঔষধলক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইলেই **মেডরাইনাম** দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রভেদ এই যে পূয়ধাতুদোষের অবর্ত্তমানে ঔষধ হোমিওপ্যাথিক মূল ও সাধারণ ক্রিয়ার এবং তাহার বর্ত্তমানে আইসপ্যাথির ক্রিয়ার বশবর্ত্তী হইয়া রোগারোগ্য করে।

৫। সিফিলিনাম (Syphilinum.)।

উপচয়।—গোধূলি হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত রজনীতে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ ঃ—অরাম্, এসাফি, কেলি আয়, মার্ক, ফাইটল (অস্থি রোগে ও উপদংশ)।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—মেডরাইনাম যেরূপ পূয়ধাতুর এবং টুবার্কুলিনাম যেমন টুবার্কুলার যক্ষ্মাকাসের রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ, সিফিলিনামও সেইরূপ উপদংশরোগবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যশরীরে ইহাদিগের ক্রিয়ার এবং উৎপন্ন রোগলক্ষণের বিভিন্নতা থাকিলেও ক্রিয়ার ও রোগের গভীরতা, ব্যাপকতা, এবং গুরুত্ব প্রায় তুল্য। এলোপ্যাথি এবং হাতুড়িয়া মতে অপরিমিত পারদ এবং আয়ডাইড্ অব পটাসিয়ামের প্রয়োগ এবং অন্য প্রকার কুচিকিৎসা বশতঃ তরুণ উপদংশ রোগের স্থানিক ক্ষত এবং ত্বগুদ্‌ভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে শরীরস্থ রস, রক্ত, স্রাবাদি, পেশী, ঝিল্লি ইত্যাদি ও অস্থি, উপাস্থি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার তরল ও কঠিন উপাদান পর্য্যন্ত রোগবিষ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। উপরি উক্ত অন্তঃপ্রবিষ্ট উপদংশ এবং পারদো-পদংশ ঘটিত যৌগিক বিষের ক্রিয়া বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি ও পোষণ-ক্রিয়া বিধ্বস্ত হইলে জীর্ণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে ও যন্ত্রে যে ক্ষত ইত্যাদি পুরাতন রোগ ও রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা এবং পুরুষানুক্রমিক উপদংশরোগজীর্ণ শিশুর শৈশবোপদংশ বা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল সিফিলিস ঘটিত যে রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্ববর্ণিত মেডরাইনাম ইত্যাদি ঔষধের ন্যায় ইহাও উপদংশজ রোগচিকিৎসায় হোমিওপ্যাথির শাখা স্বরূপ "আইসপ্যাথি" মতে রোগারোগ্য করে; এবং উপদংশ রোগকারণ না হইলে, অপিচ রোগলক্ষণের পুরাতন উপদংশরোগলক্ষণ সহ সাদৃশ্য থাকিলে ইহা সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতানুসারে প্রযুক্ত ও ফলপ্রদ হয়। কিন্তু ডাং ন্যাস উপরিউক্ত নসোড বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধ-নিচয়ের আইসপ্যাথিক ক্রিয়া হওয়া বিষয়ে বিশেষ সন্দেহই করিয়াছেন।

banglabooks.in

তিনি বলেন "আমি নসোড ঔষধ আইসপ্যাথি মতে ব্যবহার করিয়া বিশেষ কোন ফল পাই নাই। কিন্তু যে সকল রোগীর গণরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতির কোন বিবরণ নাই, তাহাদিগের রোগে লক্ষণসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণ হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাইয়াছি"। প্রচলিত মতে উপদংশরোগে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়া না হইলে সে স্থলেও ইহা দ্বারা ফললাভ করা যাইতে পারে। এই পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধের ন্যায় সিফিলিনামও অতি উচ্চ ক্রমে প্রায়শঃ ১০০০ (m) ১০০০০০ (cm), ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ ;—অন্ধকারের আরম্ভ হইতে সূর্য্যালোকের প্রকাশ পর্য্যন্ত বেদনার বৃদ্ধি ; সকল লক্ষণেরই রজনীতে বৃদ্ধি (মার্ক) ; কেশের স্খলন ; যে কোন প্রকার মদ্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ; ইহা রোগীর বংশগত ধর্ম্ম (এসেরাম, সরি, টুবার্কু, সালফ, সাল্‌ফ এ)।

রোগ এবং বিশেষ রোগলক্ষণ।

বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং তদ্রূপেই হ্রাস (ষ্টেনাম); বেদনা স্থান পরিবর্ত্তন করায় পুনঃ পুনঃ শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তাম্রবর্ণ ও লাল ত্বগুদ্‌ভেদ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে নীলবর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ শরীরের চরম শীর্ণতা (এব্রটে, আয়ডি)।

রজনীতে হৃৎপিণ্ডের মূল হইতে চূড়া পর্য্যন্ত ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা (চূড়া হইতে মূল পর্য্যন্ত, মেডরাই ; হৃৎপিণ্ড মূল হইতে ক্ল্যাভিকল অস্থি অথবা স্কন্ধ পর্য্যন্ত, স্পিজি)।

স্মরণশক্তির হানি ; পুস্তকের, ব্যক্তিবিশেষের অথবা স্থানের নাম স্মরণ রাখা যায় না ; সংখ্যা গণনা করা কঠিন। রোগী বোধ করে সে

banglabooks.in

উন্মাদ; যেন তাহার অর্দ্ধাঙ্গ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে; ঔদাস্য এবং অমনোযোগ। রোগী রজনীকে অত্যন্ত ভয় করে কেননা জাগিলেই শারীরিক এবং মানসিক বলহানি অসহনীয় হওয়ায় মৃত্যুই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রত হইলে বলক্ষয়ের ভয়াবহ যন্ত্রণা বশতঃ যে কষ্ট পায়, তজ্জন্য ভীতি (ল্যাকেসিস্)।

স্নায়বিক শিরঃশূল রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত করে এবং প্রলাপ হয়; ও অপরাহ্ণ ৪টার সময় আরম্ভ হইলে রজনী ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি, এবং রজনী প্রভাতে নিবৃত্তি।

নবজাত শিশুর তরুণ চক্ষুপ্রদাহ (Acute ophthalmia neonatorum); চক্ষুপত্র স্ফীত হয় ও নিদ্রাকালে জুড়িয়া থাকে; রজনীতে তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে ২টা হইতে ৫টা রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি; প্রচুর পূয়স্রাব; এবং শীতল জলে চক্ষু ধৌত করিলে রোগের উপশম। "সুপিরিয়র অব্লিক পেশীর" পক্ষাঘাত বশতঃ চক্ষুপুটপতনরোগে চক্ষুপুট ঝুলিয়া পড়ায় রোগীর নিদ্রালু দৃশ্য জন্মে। দ্বিত্বদৃষ্টিতে একটী পুত্তলির নিম্নে অন্যপুত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়।

দন্তমাড়ির কিনারায় দন্তের ক্ষয় জন্মে ও তাহা ভাঙ্গিয়া যায়; দন্তের সম্মুখদেশ কোটরবৎ (cupped) এবং পার্শ্ব করাতের ন্যায় কাটা কাটা। দন্ত খর্ব্বাকৃতি ও তাহাদিগের অগ্রভাগ পরস্পর নিকটতর থাকে।

বহুকালব্যাপী অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; সরলান্ত্র উপাদানগত (organic) সংকোচনে আবদ্ধ বলিয়া বোধ; পিচকারি ব্যবহার করায় মল নির্গত হইতে প্রসবের ন্যায় কষ্ট (ল্যাক ডি, টুবাকু)।

মলদ্বার ও সরলান্ত্রের বিদারণ (Fissure—খুজা); সরলান্ত্রের হারিস বা গুদ্‌ভ্রংশরোগ; উপদংশের সংশ্রব থাকায় রোগ কষ্টসাধ্য।

স্কন্ধের অথবা ডেল্টইড্‌পেশীর সংযোগস্থলের রসবাতরোগের বেদনা পার্শ্বের দিকে হাত উঠাইলে বৃদ্ধি পায়।

banglabooks.in

অনিদ্রা; অস্থিক্ষত; মেরুদণ্ডবক্রতা বা কার্ভেচার অব স্পাইন; অস্থিবেষ্টঝিল্লি, স্নায়ু এবং সন্ধিতে বেদনা; ব্রণশোথ; অঙ্গের পক্ষাঘাত; অস্থিবেষ্টঝিল্লির অর্ব্বুদ বা গামেটা; অস্থির অর্ব্বুদ; মুখ, গলমধ্য, তালু, চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া এবং পদের ক্ষত; বিষাদবায়ু, উন্মাদরোগ এবং মানসিক জড়ত্ব; জরায়ুগ্রীবা ও জরায়ুমুখের ক্ষত এবং পীতবর্ণ প্রদর; স্বরযন্ত্রের ক্ষত ও স্বরলোপ প্রভৃতি।

৬। হাইড্রফবাইনাম বা লাইসিন।

(Hydrophobinum or Lyssin)

চিকিৎসা।—হাইড্রফবাইনামের শিরঃশূলরোগী জলস্রোতের শব্দ সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে তাহার বেদনার বৃদ্ধি হয়। জলের শব্দে গর্ভবতী রমণীর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন হইলে হাইড্রফবাইনাম উপকার করিয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৪ (LECTURE LXXIV.)

ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌টস্‌।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা। ২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা। ৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা।

১। ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা (Magnesia Carbonica.)।

উপশম :—শরীরচালনায়; মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ :—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, পাল্‌স্‌, মার্কুরিয়াস, নাকস্‌ ভ, রিয়াম্‌।

কার্য্যপূরক—ক্যামমিলার।

ভুলনীয় ঔষধ :—আস, এলো, ক্যাল্কে কা, ক্যাম, গ্র্যাফা, লাইক, নাই এসি, নাক্‌স্‌ ভ, ফস্‌, সিপি, সিলিক।

সাধারণ ক্রিয়া :—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনিকা প্রধানতঃ অন্ত্রনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আক্রমণ করায় তাহার উত্তেজনা ও প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয় আক্রমণ করিলে ঋতুস্রাব সম্বন্ধীয় বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। ইহার রোগী বাতপ্রকৃতি এবং উত্তেজনাপ্রবণ। শিশু রোগেই ইহার অধিকতর ব্যবহার দেখা যায়।

লক্ষণ।

মস্তক :—চাপিত করার ন্যায় শিরঃশূল। মস্তকাভিমুখে শোণিত-ধাবন। কেশের স্খলন। মস্তকের উপরি ত্বগুদ্ভেদ জন্মিলে বর্ষাকালীন সিক্ত আব হাওয়ায় চুলকায়।

banglabooks.in

স্নায়ু।—বিদ্যুৎঝলকবৎ স্নায়ুশূল। মৃগীবৎ আবেশ হইলে সজ্ঞানাবস্থায় পুনঃ পুনঃ অকস্মাৎ পতন। দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি, বিশেষতঃ পদে অধিকতর এবং উপবেশনাবস্থায় বর্দ্ধিত। সন্ধ্যাকালে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে অঙ্গের অস্থিরতা জন্মে।

চক্ষু।—প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুসম্মুখে কাল কাল বিন্দু। কালক্ষেত্র বা কণিয়ার অস্বচ্ছতা। চক্ষুগোলকের স্ফীতি। চক্ষুর শুষ্কতা অথবা অশ্রুস্রাব। চক্ষুর প্রদাহ ঘটিত লোহিতবর্ণ, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং দৃষ্টির ঘোরত্ব।

মুখগহ্বর।—রজনীতে দন্তশূল হইলে রোগী গাত্রোত্থান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য; স্থিরভাবে থাকিলে বেদনা অসহনীয় হইয়া উঠে; শৈত্যে বৃদ্ধি হয় এবং গর্ভাবস্থায় উপস্থিত থাকে। মুখলালা রক্ত মিশ্রিত। মুখাস্বাদ তিক্ত অথবা অম্ল।

আমাশয়।—ফল এবং অম্ল বস্তুতে ইচ্ছা; মাংস খাইতে চাহে; শাকসব্জীতে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড তৃষ্ণা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে। আমাশয়ে কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। আমাশয়ে ক্ষতবৎ বেদনা হইলে চাপে অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে।

উদর।—আমাশয়ের স্ফীতি প্রচুর বায়ু নিঃসরণে উপশম। সম্পূর্ণ উদরে কামড়ানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং গড় গড় ডাক হইলে পাতলা ও সবুজবর্ণ মলত্যাগ, কুন্থন থাকে না।

মল ও মলদ্বার।—সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ বেদনা। ভেকের আবাস পুষ্করিণীর উপরিভাগে ভাসমান সবুজ এবং বুদবুদযুক্ত ময়লা বা গাঁজলা অথবা ভাসমান মোমখণ্ডের ন্যায় পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা প্রত্যেক বার ত্যাগের পূর্ব্বেই উদরের কামড়ানি তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি বিলম্বে অত্যল্প পরিমাণ ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাব দিবসাপেক্ষা রজনীতে প্রচুরতর হয় এবং আনুসঙ্গিক আকৃষ্টবৎ জরায়ু বেদনা উদরোপরি চাপে এবং নত হইলে উপশম থাকে। বেদনার সময় ঋতুস্রাব হয় না তাহার পরে হয়। ঋতু শোণিত, গঁদের ন্যায়, ঘন, উগ্র, কাল এবং আলকাতরার ন্যায়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।—স্কন্ধে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিতে রসবাতিক বেদনা।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ।—**মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট**।—ডাং ফ্যারিংটন **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** দ্বারা দুইটি মতিয়াবিন্দু রোগীর আরোগ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি রোগীর পূর্ব্ব হইতে শিরঃশূল প্রবণতা ছিল এবং তাহার স্ফোটক হইত। এস্থলে ইহা **সিলিসিয়া, কনায়াম্, নেট মিউ** এবং **কষ্টিকাম** সহ তুলনীয়।

দন্তশূল।—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলরোগে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** উপকারী। বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী-শয্যাত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে বাধ্য।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।—শিশু ও যুবক উভয়ের অজীর্ণরোগেই অবস্থাবিশেষে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** প্রযোজ্য। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না এবং তাহা পরিপাকও করিতে পারে না। দুগ্ধ পান করিলেই আমাশয়ের বেদনা হয় এবং অজীর্ণাবস্থায় তাহা মলসহ নির্গত হইয়া যায়। উদরাময় জন্মিলে শিশু অম্লঘ্রাণ, সবুজ ও ক্লেদযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করে। উদরাময় না হইলে বিষ্ঠাসহ থানা থানা জিউলির আঠার ন্যায় আম থাকে। উদরাময়ের পূর্ব্বে পেট কামড়ানি হইলে

banglabooks.in

মলত্যাগান্তে তাহার উপশম হয়। পুষ্টিহানি বশতঃ শিশু ক্রমে রোগজীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

যুবা ব্যক্তদিগের অম্লাজীর্ণরোগে (Acid dyspepsia) যকৃৎবিকার প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগী সাধারণতঃ কফিশাক, গোল আলু এবং শ্বেতসারময় বস্তু পরিপাক করিতে পারে না। আহারকালে রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং গরম বোধ করে ও গরম হওয়ায় নিদ্রা যাইতে পারে না, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিবে বলিয়া শরীর অনাচ্ছাদিত করিতে ভীত হয়।

উদরশূল বা কলিক।—পূর্ব্ব কথিত দুগ্ধাজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুর বারম্বার উদরশূল। বয়স্থদিগের ফল এবং শাকসব্জি আহারে অজীর্ণ জন্য উদরশূল জন্মে। শিশুর উদরে কামড়ানি হয় এবং শিশু হস্তপদ ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া বেদনার উপশম পাইতে চেষ্টা করে। ফলতঃ **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** উদরশূল অনেকাংশে **কলসিন্থ** রোগসহ তুলনীয়। বিশেষ প্রকারের অম্লাক্ত সবুজ এবং ক্লেদমিশ্রিত মল ত্যাগ হইলে উদরশূলের উপশম হয় অথবা উপরি উক্ত উদরাময়ের পূর্ব্বের পেট-কামড়ানি বেদনার উপশম জন্য শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** উদরাময়ের বিষ্ঠার বিলক্ষণ বিশেষতা দৃষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠা অম্লাক্ত, সবুজবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত থাকায় **রিয়াম ও ক্যামমিলার** বিষ্ঠার সহিত সাদৃশ্য প্রকাশ করে। যে পুষ্করিণীতে বহুতর ভেক বাস করে তাহার জলোপরি ভাসমান বুদবুদযুক্ত ময়লা বা **"ব্যাঙ্ পুকুরের" জলের উপরের গাঁজলার** ন্যায় বিষ্ঠা ইহার উদরাময়ের প্রদর্শক। মলত্যাগের পূর্ব্বে অত্যন্ত পেটকামড়ানি এবং পেটের ডাক উপস্থিত হয়। শিশু ক্রমে ক্ষীণ ও শীর্ণ হইয়া যায়।

banglabooks.in

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন ;—উপরি উক্ত অজীর্ণরোগ-গ্রস্ত এবং জীর্ণ, শীর্ণ শিশুর কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়। অত্যন্ত উদরশূল হইলে শিশু দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ কঠিন বিষ্ঠা সহ জিউলির আটার ন্যায় চাপ চাপ আম নির্গত হইলে উদরশূলের নিবৃত্তি হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার ; গর্ভাবস্থার রোগ ;—**ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ফ** মাত্রেরই ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ অথবা প্রায় আলকাতরার ন্যায় কাল। **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** ঋতুস্রাব সাধারণতঃ বিলম্বাগত এবং অত্যল্প। ইহার বিশেষতা-এই যে, শোণিতস্রাব রজনীতে, শয়নাবস্থায় অথবা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিবামাত্রই অধিকতর হয় এবং ভ্রমণকালে রক্ত-স্রোত বন্ধ হইয়া যায় ; ঋতুস্রাব স্বল্পাধিক যাহাই হউক স্রাবকালে বেদনা থাকে না অথবা বেদনার বিরতিকালে অধিকতর স্রাব হয়। শোণিত পূর্ব্বকথিত রূপ কৃষ্ণবর্ণ থাকে এবং তাহা উগ্রতা বিশিষ্ট হয়।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল রোগের পক্ষে **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব** অন্যতম প্রধান ঔষধ। এই দন্তশূলের রজনীতে বৃদ্ধি হইলে রোগিণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। **রেট্যানিয়াতেও** রজনীতে দন্তশূলের বৃদ্ধি হইলে রোগী গৃহের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ভ্রমণ করে। **ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বের** কার্য্যপূরক **ক্যামমিলার** কথাও এস্থলে আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে।

নাক্স ভমিকা—বিষাদগ্রস্ত ও খিটখিটে স্ত্রীলোকদিগের দন্তশূলে উপকারী।

banglabooks.in

সিপিয়া—গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। অধিকাংশ সময়ে ২০০ ক্রমে ইহা কার্য্য করিয়া থাকে। সিপিয়া নিষ্ফল হইলে **ওপিয়াম** প্রযোজ্য।

হেমামেলিস—ইহ "মিল্কলেগ" বা গর্ভাবস্থার পদস্ফীতির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস্‌:—ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব শিশুক্ষয়রোগের পক্ষে **ক্যাল্কেরিয়ার** ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। দুর্ব্বল ও পুষ্টিহীন এবং রোগজীর্ণ শিশুদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। শিশু দুগ্ধ পান করিতে চাহে না, করিলেও আমাশয়ে বেদনা হওয়ায় সে তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং অচিরাৎ অজীর্ণ ও অম্লগন্ধ দুগ্ধের বমন করিয়া ফেলে; দুগ্ধের পানের ন্যূনাধিক কাল পরে কামড়ানি প্রকৃতির উদরশূল জন্মে; এবং অম্লাক্ত ও ঘাসের ন্যায় সবুজ বর্ণের মল ত্যাগ হয়। শিশুর আকৃতি জাজ্বল্যমান পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকটিত করে। শিশুর সম্পূর্ণ মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত দৃষ্ট হয়, গ্রন্থির স্ফীতি জন্মে এবং উদর বৃহদায়তন থাকে।

মাকুরিয়াস্‌—রোগী শীর্ণ হইয়া যায়, গ্রন্থিনিচয় স্ফীত হয় ও পাকে এবং শরীরাকৃতি ন্যাবারোগবৎ পীত বর্ণ ধারণ করে। **কুন্থন সহ সবুজবর্ণ অম্ল অথবা জলবৎ মলত্যাগ হওয়ায়** ইহা ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব হইতে প্রভেদিত হয়।

২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা (Magnesia phosphorica.)।

উপচয়:—শীতল বায়ুতে; দমকা ও ঠাণ্ডা বাতাস অথবা প্রবহমান শীতল বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলে স্নান অথবা গাত্র ধৌত করিলে; স্পর্শে।

উপশম:—দ্বিভাঁজ হইলে; তাপে; চাপে।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, ফলফা, কলসি, লাইক, ল্যাক কেনি, পালস্, ক্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া।—ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ভাণ্ডারের আধুনিক সংগৃহীত রত্নবিশেষ। ইহার ঔষধগুণ পরীক্ষার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া না যাইলেও রোগ চিকিৎসায় ইহা যে গুণবত্তার নিদর্শন প্রদান করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত পক্ষেই ইহাকে হোমিওপেথির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন নামে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহা স্নায়বিক উপাদানের একটি প্রধান উপকরণ। এ কারণ ডাং সুসলারের গৃহীত মতানুসারে ম্যাগ্নি ফসের অভাব নিবন্ধন স্নায়ু-পদার্থের পুষ্টিহানি বশতঃ রোগাৎপন্ন হইলে ইহা তাহার পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক রোগারোগ্য করে। ফলতঃ সুসলারের উপরি উক্ত মতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও হোমিওপ্যাথি মতানুসারে ইহার ক্রিয়ার বিষয়ে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে নিম্নে আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম।

একহারা, শীর্ণকায়, কৃষ্ণ বর্ণ এবং অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা বিশেষ উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগী অবসন্ন, ক্লান্ত এবং হৃতশক্তি থাকায় ঋজুভাবে উপবেশন করিতে অক্ষম হয়।

স্নায়বিক বিকার জন্য বেদনাদি নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি ও আরোগ্য দ্বারা ইহার প্রধানতম ক্রিয়া প্রকটিত হয়। ফলতঃ ভেষজ ভাণ্ডারের কোন ঔষধই ইহার ন্যায় বহুধা স্নায়ুশূল এবং স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন করে না। বেদনার প্রকৃতি তীক্ষ্ণ, কর্ত্তনবৎ, ছুরিকাঘাতের ন্যায় এবং তীব্র ও সূচিবেধবৎ; বেদনার আক্রমণ এবং তিরোধান বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আসা যাওয়া করে; বেদনার অসহনীয় সবিরাম আক্রমণে রোগী ক্ষিপ্তপ্রায় হয়; সংকুচিতবৎ অনুভূতি

banglabooks.in

উৎপাদক বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তন করে; আমাশয়, উদর এবং বস্তিকোটরের স্নায়ুশূলরোগে থল্লীবৎ বেদনা থাকে।

উপরি উক্ত উপচয় ও উপশমের কারণ, রোগীর ধাতুর ও শরীরাকারের বিশেষতা এবং বেদনার প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে যে যে রোগে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ প্রদত্ত হইয়া থাকে নিম্নে আমরা তন্মধ্য হইতে কতিপয় রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম। শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, অতি যন্ত্রণাপ্রদ, অনেকানেক, প্রায় নিত্য ঘটনীয় রোগ চিকিৎসায় আশু ফলপ্রদ হোমিওপ্যাথি ঔষধমধ্যে ইহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক;—বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিরঃশূল রোগে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌ফরিকা** উপকারী ঔষধ। মানসিক ভাবোচ্ছ্বাস, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা কঠিন পাঠাভ্যাস এই শিরঃশূলের কারণ,; ইহা **স্যাঙ্গ্‌**, ও **সিলিকনের** ন্যায় মস্তক পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সম্পূর্ণ মস্তকে বিস্তৃত হয়; রোগীর মুখ লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছ্বাসযুক্ত থাকে এবং পূর্ব্বাহ্ণ ১০ হইতে ১৯টা অথবা অপরাহ্ণ ৪ হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং চাপে ও —বাহ্যতাপ প্রয়োগে তাহার হ্রাস হয়।

প্রনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস;—ডাং সি, এস্‌ **ম্যাগ্নিসিয়া ফসের** ৩×ক্রম প্রয়োগে অতি সত্বর একটি ধনুষ্টঙ্কাররোগে ফললাভ করিয়াছিলেন।

ষ্ট্র্যামনিয়াম—ধনুষ্টঙ্কারের সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপকালে শ্বাসনলীদ্বারের ও বক্ষের আক্ষেপ হইলে এবং আক্ষেপ **আলোক** ও স্পর্শে বৃদ্ধি পাইলে ইহাদ্বারা উপকার হয়।

banglabooks.in

হাইপেরিকাম্—স্নায়বিক অভিঘাত জন্য হনুস্তম্ভের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ; করতল ও পদতলের ক্ষতের প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করিয়া ইহা ধনুষ্টঙ্কারের বাধা জন্মাইয়া থাকে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া:—স্নায়ুশূলরোগারোগ্যে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্** বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মুখের দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ইহার সবিরাম, তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা মুখ এবং চক্ষুকোটরের নিম্ন অথবা ঊর্দ্ধাংশ আক্রমণ করে; স্পর্শে, শীতল বায়ুতে এবং চাপে তাহার বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়। যে কোন মস্তক পার্শ্ব ও গ্রীবার পার্শ্বের স্নায়ুশূলেও ইহা উপকারী।

এলিয়াম্ সেপা ও হাইপেরিকাম্—অঙ্গচ্ছেদান্তর ছিন্ন অঙ্গের অগ্রভাগের স্নায়ুশূলে ফলপ্রদ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং কফ:—ডাং সুস্‌লারের টিসু রেমিডির মধ্যে হুপিং কাসির পক্ষে **ম্যাগ্নিসিয়া ফস্** প্রধানতম ঔষধ; রোগ সাধারণ সর্দ্দির ন্যায় আরম্ভ হয়। স্নায়বিক কাসি আক্ষেপ সহ আরম্ভ হইয়া হুপ্ শব্দে শেষ হয়। কোন কোন দেশব্যাপক রোগে ইহা ৩০ ক্রমে কার্য্যকরী হইয়াছে। **কঠিন হুপশব্দ সহ কঠিন কাসির আক্রমণ জন্য মুখের স্ফীতি ও নীল বর্ণ** ইহার প্রদর্শক।

কেলিসাল্‌ফুরিকাম—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে কখন কখন ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

সাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট—হুপিংকাসির স্বরভঙ্গে, গলমধ্যে ও স্বরযন্ত্রে কাঁচাভাব এবং শিরঃশূল থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—দন্তোদ্গমরোগ; দন্তশূল; আমাশয়শূল; উদরশূল:—শিশুদিগের দন্তোদ্গম-

banglabooks.in

কালের জ্বরহীন আক্ষেপ ম্যাগ্নিসি ফসের প্রদর্শক। বেলাডনার দন্তোদ্‌গমকালীন আক্ষেপে জ্বর, মস্তক ও গাত্রের তাপ এবং মুখের রক্তিমা থাকে।

ম্যাগ্নি ফসের দন্তশূল বা টুথেক রজনীতে হয় এবং ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তন করে; আহারে ও পানে, বিশেষতঃ শীতল বস্তু ভক্ষণ করিলে, তাহার বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস হয়।

ম্যাগ্নি ফসের আমাশয়শূলে আক্ষেপিক অথবা খল্লীবৎ বেদনা হয়; তাহাতে রোগী বোধ করে যেন শরীরের চতুঃপার্শ্বে কশাভাবে বা কঠিন চাপের সহিত হস্ত টানিয়া লওয়া হইতেছে; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে।

ম্যাগ্নিসিয়া ফসের বাতজ উদরশূলের বেদনা সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে; তাহাতে রোগী কলসিন্থের ন্যায় দ্বিভাঁজ হইলে এবং কলসি ও প্লাম্বামের উদর কঠিনরূপে চাপিত করিলে, ঘর্ষণে, বিশেষতঃ উদরে তাপ সেক করিলে উপশম পায়। বাতজ উদরশূলে শিশু পদ টানিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে উত্তোলন করিলে ইহা তাহার মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশুর উদরশূল আরোগ্যে ড্যাং মর্গ্যান ইহার ৩০ ক্রমকে অকাট্য ও ত্বরিত ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। যে উদরশূলে শিশু দিনের অর্দ্ধেক সময় কান্দিয়া কাটায় ইহা দ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, "তাপ প্রয়োগে উপশম" ইহার প্রদর্শক।

রজোকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া।—বাধকের চিকিৎসায় ম্যাগ্নি ফস প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে স্নায়ুশূল ও খল্লীবৎ বেদনা হয় এবং তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম ও শরীর চালনায়

banglabooks.in

ভাহার বৃদ্ধি ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। জরায়ুর স্নায়ুশূলে ম্যাগ্নি ফস সিমিসিফুগার প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ। জরায়ুর রক্তপূর্ণাবস্থায় খল্লীবৎ বেদনা ম্যাগ্নি ফসের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। পর্দ্দা বিশিষ্ট (Membranous) রজোকৃচ্ছ্র রোগেও ইহা দ্বারা ফল পাওয়া গিয়াছে। এবম্বিধ রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ঔষধের সংখ্যা অতীব সঙ্কীর্ণ। বরাক্স্ কোন কোন রোগীকে আরোগ্য করিলেও অনেক স্থলেই তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে এবং কোন কোন রোগীর অবরোহণ প্রভৃতি জন্য "নিম্নাভিমুখে শরীর চালনায় ভীতি", ব্যতীত ইহার অন্য উৎকৃষ্টতর প্রদর্শকও দৃষ্টিগোচর হয় না। ঝিল্লি-যুক্ত রজোকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা জন্য ডাঃ হেল্ ভাইবার্ণাম্, ওয়েইয়াকাম্ এবং আষ্টিলেগোর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদিগের বিশেষ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। রজোকৃচ্ছ্র রোগে কলসি সহ ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তাহাতে বাম অণ্ডাধারে কঠিন বেদনা হওয়ায় রোগী দ্বিভাঁজ হইতে থাকে এবং বেদনা নাভি হইতে জননেন্দ্রিয়ে যায়।

ইহার ঋতু শোণিত কৃষ্ণবর্ণ সূত্রবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং স্রাব শীঘ্রগত হয়। ম্যাগ্নিসিয়া ফস খল্লীপ্রধান ঔষধ বলিয়া ইহা যোনির আক্ষেপ বা ভ্যাজাইনিস্মাসরোগও অবস্থা বিশেষে আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ক্যাথিটার দ্বারা মূত্রস্রাব করাইবার পর স্নায়বিক উত্তেজনা প্রযুক্ত মূত্রাধিক্য জন্মিলে এবং রজনীমূত্রস্রাব-দোষ সংশোধনে ইহা স্থলবিশেষ উপকার করিয়া থাকে। অন্যান্য রোগ মধ্যে পদের এবং গর্ভবতীর, লেখকের এবং পিয়নো ও ভায়লিন বাদকদিগের খল্লীতে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

৩। ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা। (Magnesia Muriatica.)।

সম্বন্ধ।—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম।

তুলনীয় ঔষধ।—ব্যারা কা, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্যাম, কনায়, গ্র্যাফা, কেলি কা, লাইক, ম্যাগ্নি কা, মিউ এসি, নেট্ কা, নেট্ মিউ, নাই এসি, নাক্স্ ভ, পাল্স্, সিলিক, সাল্ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপথে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ বহুকালের গুল্মবায়ু ও জরায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের এবং শিশুগণের, বিশেষতঃ তাহাদিগের দন্তোদ্গমকালীন রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

লক্ষণ।

মস্তক।—ললাটদেশে কশাভাব ও চাপ। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে উভয় ললাটপার্শ্বে নিষ্পেষিতবৎ ও কামড়ানি বেদনায় বোধ যেন অচিরাৎ শিরোঘূর্ণন ও জ্ঞানের অভাব হইবে; হস্ত দ্বারা প্রবল চাপ প্রয়োগ করিলে তাহার উপশম। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ বেদনা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং চক্ষুদ্বয় এক সঙ্গে চাপিত করিবার আবশ্যকতা জন্মে। মস্তক আবৃত করিলে শিরঃশূলের উপশম হইয়া থাকে।

স্নায়ু।—গুল্মবায়ুবৎ ও আক্ষেপিক রোগ। অত্যন্ত অনিদ্রাবস্থায় দিবা ও রজনীতে অনেক বার আক্ষেপ হয়। সমুদ্রজলে স্নান করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। শরীরের দুর্ব্বলতা যেন আমাশয় হইতে বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। মধ্যাহ্নের আহার কালে মূর্চ্ছার আক্রমণ, বিবমিষা এবং কম্পের উদ্গারে উপশম।

banglabooks.in

নাসিকা।—দুর্গন্ধ, পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার অথবা নাসাপুটের লোহিতাভা ও স্ফীত স্পর্শে বেদনাযুক্ত। নাসারন্ধ্রে টাটানি বেদনা ও জ্বালা। নাসারন্ধ্রের মামড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে, নাসারন্ধ্রে ক্ষত দৃষ্ট হয়।

হৃৎপিণ্ড।—উপবেশন করিলে হৃৎকম্প হয়; শরীর চালনায় তাহা নিবৃত্তি পায়।

উদর।—যকৃৎপ্রদেশে তীক্ষ্ণ আকৃষ্টতা এবং আততভাব সহ জ্বালাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনার চাপে বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে অথবা স্পর্শ করিলে যকৃতে চাপযুক্ত বেদনা ও দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি; যকৃৎ কঠিন ও বিবর্দ্ধিত। অবিশ্রান্ত বায়ু নিঃসরণ।

মল ও মলদ্বার।—অতি কষ্টে এবং ধীরে কঠিন ও অপ্রচুর মলত্যাগ—বিষ্ঠা ছাগলের নাদির ন্যায় গিট গিট; দগ্ধবৎ বিষ্ঠা ছড়াইয়া পড়ে এবং কঠিন বিষ্ঠা আম ও শোণিতরেখা জড়িত থাকে। বিষ্ঠা মলদ্বার পার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পুরাতন উদরাময় দেখা দেয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর; কাল ও চাপ চাপ রক্তস্রাব উপবেশনাবস্থায় অধিক এবং ভ্রমণকালে স্বল্পতর। ঋতুকালে মুখ পাণ্ডুর ও কুচকি বেদনাযুক্ত থাকে এবং মানসিক অবসাদ জন্মে। জরায়ুর থল্লী উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শ্বেতপ্রদর হইলে উদরে থল্লী থাকে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—স্নায়বিক এবং শোণিতসঞ্চয়ী উভয় প্রকার শিরঃশূলেই অবস্থাবিশেষে **ম্যাগ্নিসিয়া মিউ** দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে বোধ হয় যেন মস্তক

banglabooks.in

মধ্যে জল ফুটিতেছে অথবা ললাট দেশ অসাড় হইয়া গিয়াছে। ইহার শিরঃশূল কখন কখন ছয় সপ্তাহ পর পর পুনরাবর্ত্তন করে এবং তাহাতে ললাট ও চক্ষুচতুষ্পার্শ্বে বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইবে। চালনায় এবং মুক্ত বায়ুতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শয়নে, কঠিন চাপে ও বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে তাহার হ্রাস, ম্যাগ্নি মিউ শিরঃশূলের বিশেষ প্রকৃতি। রোগীর গুল্মবায়ুপ্রকৃতি এবং পূর্ব্ববর্ণিত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। কঠিন চাপে প্যালসেস এবং বস্ত্রাবরণে মস্তক উষ্ণ রাখিলে সিলিক ও ষ্টেনশিয়ানার শিরঃশূলের উপশম হয়।

পিনসরোগ বা অজিনা।—অস্থিবিকার ও যকৃৎরোগ-গ্রস্ত পুষ্টিহীন এবং খর্ব্বাকৃতি শিশুদিগের পিত্তদোষ বশতঃ শরীরে বিশেষতঃ অক্ষপুট, মস্তকত্বক প্রভৃতি কেশযুক্ত শরীরাংশের কেশমূলে শল্কযুক্ত উদ্ভেদ জন্মিলে নাসারন্ধ্র হইতে তীব্র স্রাব নির্গত হইতে থাকে। ম্যাগ্নি মিউ পিনসরোগে নাসিকা লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং শল্কাচ্ছাদিত হয়। শিশুর পদঘর্ম্ম হয় কিন্তু ঘর্ম্মে সিলিসিয়ার ন্যায় দুর্গন্ধ থাকে না।

যকৃৎরোগ—যকৃৎবিবৃদ্ধি বা এনলার্জমেণ্ট অব দি লিভার।—যকৃৎরোগচিকিৎসায় ম্যাগ্নিসিয়া মিউ অন্যতম প্রধান ঔষধমধ্যে গণ্য হইয়াছে। যকৃৎ বিবৃদ্ধ এবং উদর স্ফীত হয়। যকৃৎ বেদনা করে এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ও যকৃৎ স্পর্শে তাহার বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা বৃহত্তর ও পীতবর্ণ লেপযুক্ত এবং তাহার পার্শ্বে দন্তের ছাপ লাগে। জিহ্বার আয়তনের বৃদ্ধি ও তাহার পার্শ্বে দন্তাগ্রের ছাপের বর্ত্তমানতায় এবং দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বেদনার বৃদ্ধিতে ইহা মার্কারিয়াসের তুল্য হইলেও বিষ্ঠার প্রকৃতিতে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখা যায়। ম্যাগ্নিসিয়ার

banglabooks.in

বিষ্টা মলদ্বারপার্শ্ব হইতে ছড়াইয়া পড়ে। পুরাতন যকৃৎরোগে **ম্যাগ্নি মিউ** এবং তরুণে **মার্কাস** উপযোগী। **টিলিয়ার** (ptelea) যকৃৎবেদনা **বাম পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি হয়।** যকৃচ্ছিরায় শোণিতগতির মন্থরতা বশতঃ কখন কখন পদের শোথ জন্মে। যকৃৎরোগ সহ **বিশ্রামাবস্থায় হৃৎকম্পের উপস্থিতি** এবং **শরীরচালনায় তাহার উপশম** একটি বিশেষ পরিচিত লক্ষণ। যকৃৎরোগ বশতঃ আমাশয়ে সঞ্চিত বায়ুর ঊর্দ্ধাভিমুখে চাপ জন্য উপরি উক্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

রজোকৃচ্ছ্র বা ডিস্‌মেনরিয়া।—রোগিণীর জরায়ুদেশে ঠেল মারা এবং জরায়ুতে আক্ষেপিক বেদনা থাকে। ঋতুশোণিত কাল এবং প্রায় আলকাতরার ন্যায় হয় এবং হাঁটিলে পৃষ্ঠ ও বসিলে উরু বেদনা করে। জরায়ুর আক্ষেপ এবং মলত্যাগে কষ্ট হইলে **শ্বেতপ্রদরের** স্রাব দেখা দেয়। কোষ্ঠবদ্ধ ও ন্যূনাধিক গুল্মবায়ু লক্ষণ উপস্থিত থাকে। কোন কোন রোগীর যকৃৎবিকার দৃষ্ট হয়।

শিশুর দন্তোদ্গমকালীন রোগ।—পুষ্টিহীন, অস্থিবিকারযুক্ত এবং খর্ব্বাকৃতি শিশু কষ্টকর দন্তোদ্গমকালে **দুগ্ধ পরিপাকে অক্ষম** হয়; দুগ্ধপানে তাহাদিগের আমাশয় বেদনা করে ও অপরিপক্ক দুগ্ধ মল সহ নির্গত হইয়া যায়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৫ (LECTURE LXXV).

ফাঙ্গাস্ (ব্যাঙের ছাতা) শ্রেণীর ঔষধ।

১। এগারিকাস্ মাস্কেরিয়াম্। ২। বভিষ্টা।
৩। আষ্টিলাগা। ৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম্।

১। এগারিকাস মাস্কেরিয়াস্ (Agaricus Muscarias)।

উপচয় ;—আহারান্তে ; সঙ্গমান্তে ; শীতল বায়ুতে ; একাগ্রচিত্ত হইলে ; বিদ্যুৎময় ঝটিকার পূর্ব্বে (ফস্, সরি)।

সম্বন্ধ ;—এগারিকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, পাল্‌স্, ভাইনাম, চার্কোল, রাস্, বসা অথবা তৈল।

তুলনীয় ঔষধ ;—ক্যানা ইণ্ডি, সিকু, সিমিসি, কনায়, হায়সা, ল্যাকেসি, জ্যাবরেণ্ড, নাক্‌স্ ভ, ফস্, ফাইজ, সিকে ক, পাল্‌স্, ট্যারেণ্ট্, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া ;—এগারিকাসের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা এস্থলে ডাং টি, এফ্, এলেন্ লিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। "শোণিত, শ্বাসপ্রশ্বাস, আন্ত্রিক গতিক্রিয়া এবং স্রাব-ক্রিয়া এগারিকাস্ দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর হৃৎপিণ্ড-সূত্রনিচয়ের উত্তেজনা ও ক্রিয়াশক্তির বৃদ্ধি করে, কৈশিক ধমনীনিচয়ের প্রবল সংকোচন উপস্থিত করে, এবং অন্ত্র, মূত্রস্থলী ও উপতারার পেশীসূত্রনিচয়ের ঋজুভাব এবং মসৃণতা উৎপন্ন করে। লালাগ্রন্থি, যকৃৎ, প্যান্‌ক্রিয়াজ্ এবং আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্রাব ইহা দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা কণীনিকার

banglabooks.in

সংকোচন ও স্বাভাবিক দৃষ্টি উৎপাদনোপযুক্ত সামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়ার আক্ষেপ উৎপন্ন করে। অধিককাল স্থায়ী আক্ষেপের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ অথবা অধিক মাত্রায় সেবনের সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ ইহা পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। ইহাতে শোণিতবহা নাড়ীর স্থায়ী আক্ষেপ বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের রক্তহীনতা জন্মিলে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ু সম্বন্ধীয় নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং শিরা বা ভেইনস্ স্ফীত হয়; শরীর শীতল থাকে। পেশীনিচয় ঘৃষ্ট বোধ হইলে ভ্রমণে তাহার উপশম হয়। শরীর চালনা করিলে দার্ঘাস্থি, বাম জঙ্ঘার বৃহত্তর অস্থি ও বাম-কনুইয়ের অস্থিপ্রবর্দ্ধন (condyle) ঘৃষ্টবৎ বেদনা করে; এই বেদনা উপদংশ ঘটিত রোগের বেদনার ন্যায় হইলেও তাহার ন্যায় শয্যাতাপে ইহার বৃদ্ধি না হইয়া বরং উপশম হইয়া থাকে। সন্ধির অস্থি স্থানভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। রোগীর মেদবৃদ্ধি জন্মে। গতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় পেশীর আনর্ত্তন, তাণ্ডবলক্ষণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ প্রভৃতি এবং অনুভূতিদ স্নায়ুকেন্দ্র আক্রান্ত হওয়ায় মেরুমজ্জা ও তদুত্থিত স্নায়ুতে বেদনা এবং স্পর্শে মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ তাহার কটিদেশাংশের বেদনা উৎপন্ন হয়।

বিরলকেশ এবং শিথিলত্বক ও পেশীযুক্ত ব্যক্তি এবং দুর্ব্বল ও মন্থর-গতির শোণিতসঞ্চালনবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। মদ্য-পায়ীদিগের রোগে, বিশেষতঃ তাহাদিগের শিরঃশূল, এবং মদ্য-মাংসাদি সহযোগে আমোদের পরে যে অসুস্থতা জন্মে তাহাতেও স্থলবিশেষে ইহা উপকারী (লোবে, নাক্স্, রেণা)। ইহার রোগ একই সময়ে শরীরোর্দ্ধের বাম এবং শরীরাধঃদেশের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মন।—ঔদাস্য; প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্তিহীন। উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না, রোগী ভ্রান্ত কথা ব্যবহার করে; রজনীতে নিদ্রা না হইলে ও শ্রমে ইহার বৃদ্ধি হয়। প্রলাপে রোগী বাতুলের ন্যায় অবিরত ভুল কথা বলে; শয্যা হইতে পলায়নের চেষ্টা এবং অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অত্যন্ত বাকপ্রিয়তা জন্মে এবং মুখ ও গ্রীবাপেশীর আক্ষেপিক গতি দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকায় মস্তক দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়; রোগী আমোদজনক অসংলগ্ন কথা বলে; পরে শারীরিক অবসন্নভাব জন্মে। রোগী বদ্‌মেজাজী, একগুঁয়ে, দুঃখিত, দুর্দ্দান্ত ও অদমনীয়।

মস্তক।—ললাটাস্থির উভয় পার্শ্ব হইতে নাসিকামূল পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। জ্বর অথবা বেদনা হইলে রোগী সহজেই প্রলাপ বলে এবং মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ তাণ্ডববৎ লক্ষণ, পেশীর আনর্ত্তন অথবা পেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন মুখের নানাবিধ ভঙ্গি হয় এবং শিরঃশূল থাকে।

স্নায়ু।—মজ্জাস্থে দুর্ব্বলতা। সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে বাহুর সামান্য আক্ষেপ। শরীরের আক্ষেপিক গতি, সামান্য অনৈচ্ছিক শরীর চালনা এবং একটি মাত্র পেশীর ঝাঁক হইতে সম্পূর্ণ শরীরের নৃত্যবৎ চালনা জন্মিয়া থাকে। চক্ষুপুট এবং চক্ষুগোলকের আনর্ত্তন; দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত জঙ্ঘা এবং হস্তের কম্প; মেরুদণ্ডে টাটানি; এই সকল লক্ষণ বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকা নিকটবর্ত্তী হইলে অধিকতর হয়। জাগ্রতাবস্থার অনৈচ্ছিক শরীর চালনা নিদ্রাবস্থায় নিবৃত্তি পায়। দন্তোদ্গম-জ্বরের উত্তেজনার পরে অজ্ঞানতা বশতঃ চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত থাকিলে তাহার শুভ্রাংশ দৃষ্ট হয়; শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হয় না কিন্তু অনেক সময়েই

banglabooks.in

প্রশ্বাস গভীর হইলে পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং অঙ্গের অত্যল্প আক্ষেপিক আনর্ত্তন হয়। হস্ত এবং পদের খল্লী; সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে বোধ যেন মেরুদণ্ডে গ্যাল্‌ভ্যানিক ব্যাটারি প্রয়োগ করা হইতেছে।

কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হস্ত এবং পদ প্রভৃতি নানাস্থানে জ্বালা, চুলকনা ও রক্তিমাভা; শরীরাংশনিচয় লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং তপ্ত। অনুভূতি জন্মে যেন ত্বকে বরফের সংস্পর্শ অথবা বরফের ন্যায় শীতল সূচি এবং তপ্ত সূচি বিদ্ধ হইতেছে। ত্বকে কীটবিচরণের ন্যায় বোধ।

মেরুদণ্ড ও মেরুমজ্জা;—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত, প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত মেরুমজ্জার উত্তেজনা। শরীরের প্রত্যেক চালনা এবং প্রত্যেক বার পার্শ্বপরিবর্ত্তন মেরুদণ্ডের বেদনা উৎপন্ন করে। স্পর্শে মেরুদণ্ড বেদনাযুক্ত। রোগী চলিতে স্থির থাকিতে পারে না, কোনরূপ বাধা পাইলেই হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যায়; দণ্ডায়মান হইলে গুল্‌ফে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা।

চক্ষু;—জ্বালা এবং চুলকনা। কনীনিকা বিস্তৃত। চক্ষুপুটের ও চক্ষুগোলকের আনর্ত্তন। বাম চক্ষুগোলকে আক্ষেপ এবং কন্‌কনানি। চক্ষুর শ্রম ব্যতীতই তাহাতে দুর্ব্বলতা বোধ। আটা ও পীতবর্ণ পিচুটিতে চক্ষুকোণ জুড়িয়া থাকে। পাঠকালে, কোন বস্তুর দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুকোণে জ্বালা এবং চুলকনা; সূচিবেধবৎ বেদনা; কোয়াসার মধ্যে দেখার ন্যায় ঘোর দৃষ্টি। নিকট দৃষ্টি। পাঠের সময় অক্ষর যেন সরিয়া যায় এবং চক্ষু চুলকায় ও জ্বালা করে। লিখিবার সময় কখন কখন চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্যের দৃষ্টি। শিরোঘূর্ণন হইলে চক্ষু-সম্মুখে উড্ডীয়মান মক্ষিকাবৎ পদার্থের দৃষ্টি; এবং কম্পমান ও বিবিধবর্ণের ছত্রাকার পদার্থের দৃষ্টি। চক্ষুসম্মুখে কাল কলঙ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু অথবা কোয়াসার ন্যায় দৃষ্টি।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।—টাইফইড্ বা সন্নিপাত জ্বর-বিকারের প্রলাপাবস্থায় রোগী অবিরত শয্যাত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে এবং সম্পূর্ণ শরীরের কম্প থাকিলে, ডাং বেজ **এগারিকাসের** বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। রোগীর বাক্‌প্রিয়তা জন্মে।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন।—এ রোগে **মেরুদণ্ডে বরফ সংস্পর্শ হওয়ার ন্যায় চন্‌চনি ও জ্বালা এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের, বিশেষতঃ চক্ষুপুটের পেশীর আনর্ত্তন এগারিকসের** বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। রোগী বোধ করে যেন শরীরে বরফের সূচি বিদ্ধ হইতেছে। মেরুমজ্জের স্নায়ু যে সকল শরীরস্থানে বিস্তৃত তাহাতে মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বেদনা প্রভৃতি, স্নায়ুলক্ষণে লিখিত, এই প্রকৃতির প্রায় সম্পূর্ণ লক্ষণই উপস্থিত হওয়ায় তাহারা মেরুমজ্জার উত্তেজনা প্রকাশ করে। মেরুদণ্ডের বেদনা স্পর্শে এবং কটির স্নায়ুশূল ভ্রমণে বর্দ্ধিত।

তাণ্ডবরোগ বা করিয়া।—এ রোগ চিকিৎসায় **এগারিকাস্** অন্যান্য ঔষধের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। চক্ষুগোলক এবং চক্ষুপুট প্রভৃতি শরীরের বহুতর স্থানে ইহা পেশী-আনর্ত্তন উৎপন্ন করিয়াছে। ইহার ক্রিয়ায় অঙ্গনিচয়ের তাণ্ডববৎ সঞ্চালনে অঙ্গ-সন্ধিস্থানে যে কোণের ন্যায় আকৃতি এবং অঙ্গাদির যে আক্ষেপিক গতি উপস্থিত হয় তাহা শরীরের এক পার্শ্বে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাহাতে শরীরের এক পার্শ্বের উর্দ্ধার্দ্ধ এবং অপর পার্শ্বের নিম্নার্দ্ধ আক্রান্ত হয়। **ট্যারেণ্টুলার** তাণ্ডবরোগ দক্ষিণ বাহু এবং দক্ষিণ জঙ্ঘা আক্রমণ করে। **এগারিকাসের** তাণ্ডবরোগে

banglabooks.in

মেরুদণ্ড, বিশেষতঃ তাহার কটিস্থ অংশ, চাপে বেদনাযুক্ত থাকে; অঙ্গাদি শীতল ও দুর্ব্বল হয় এবং রোগী স্থির ভাবে পদক্ষেপ করিতে পারে না; রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী শীর্ণ হইতে থাকে এবং তাহার মুখের ভাব জড়ত্ব ব্যঞ্জক হয়। বামপার্শ্বের তাণ্ডবরোগ সহ রসবাত ও পেশীশূলের সংস্রব থাকিলে অথবা জরায়ুর প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া রোগের কারণ হইলে **সিমিসিফুগা** প্রযোজ্য। **এগারিকাসের** পেশী-আনর্ত্তন নিদ্রাবস্থায় হওয়া সম্ভব হইলেও জাগ্রত্‌াবস্থাতেই তাহার অতি কঠিন আক্রমণ হয়। ইহার রোগে মস্তক বিলক্ষণ রক্তাধিক্যযুক্ত, কণীনিকা বিস্তৃত এবং মুখ শোণিতাভা-বিশিষ্ট থাকে এবং কথিত আছে বজ্রনাদযুক্ত ঝটিকার সময় পেশীর আনর্ত্তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ডাং বার্টলেট্ এ রোগে **এগারিসিনা** (ক্রিয়াবীজ ২×) প্রয়োগের উপদেশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে **এগারিকাস্** কার্য্যতঃ ফলপ্রদ নহে। চক্ষু এবং চক্ষুপুটের আক্ষে-পিক আনর্ত্তন অনেক সময়েই **এগারিকাস** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। অল্পদিন পূর্ব্বে আমার নিকট একটী হিক্কার রোগী আসিয়াছিল। সে এ স্থানের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে **সিঙ্কোনা** প্রভৃতি হিক্কার প্রচলিত ঔষধ সেবন করায় কিঞ্চিৎকাল করিয়া ভাল থাকিত। অবশেষে আমার চিকিৎসাধীনে আসায় মধ্যে মধ্যে তাহার ঘাড়ের ও বাহুর অল্প ঝাঁকিও দৃষ্ট হয়। শ্রবণ করিয়া আমি রোগ স্থানিক তাণ্ডব বলিয়া স্থির করিলাম। **এগারিকাস্** ৩০ ব্যবস্থা করায় রোগী অচিরাৎ স্থায়ী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ত্বগুপরি পাঁকুই বা শীতস্ফোটকের (chilblain) ন্যায় চুলকনাযুক্ত স্থান থাকিলে অথবা শিশুর মুখ জড়ত্ব ব্যঞ্জক হইলে **এগারিকাসের** উপযোগিতা অধিকতর নিশ্চয়াত্মক। **এগারিকাস** মৃদু ও দেশব্যাপক (Epidemic) রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ।

banglabooks.in

দন্তোদ্‌গমবিকার ;—শিশুদিগের দন্তোদ্‌গমকালীন সহজ উত্তেজনাপ্রবণতা, খিট্‌খিটে ভাব এবং অস্থিরতা প্রভৃতি উপশম পক্ষে **এগারিকাস্** ১× ও ২× বিশেষ উপকারী ঔষধ; চুলকনা ইহার অন্যতম লক্ষণ।

২। বভিষ্টা (Bovista)।

সম্বন্ধ ;—বভিষ্টার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

আমবাতে রাস প্রদর্শিত হইয়া নিষ্ফল হইলে বভিষ্টা প্রযোজ্য।

বভিষ্টা আল্‌কাতরার বাহ্য প্রয়োগের কুফল নষ্ট করে।

ক্যাম্ফর বভিষ্টাক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করে।

হাঁপের পরের রসবাতিক বেদনায় বভিষ্টা প্রয়োগের পর এলাম সুফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ ;—এলো, কার্ব্ব ভে, ক্যাল্কে কা, সিকু. ম্যাগ্নি কা, মর্ক, ফস রাস্, পালস্, সিকেলি, ষ্ট্যাফি, সালফ, ভেরেট এ, আষ্টিলেগ।

সাধারণ ক্রিয়া ;—বভিষ্টা মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলেও প্রধানতঃ ত্বক এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বিশিষ্ট ক্রিয়া প্রকাশ করে। ডাঃ এলেনের মতে ইহা দ্বারা শোণিত সঞ্চালনের বিকার সাধিত হওয়ায় রোগীর শোণিতস্রাবপ্রবণতা জন্মে। ডাঃ কাউপার থোরেট বলেন "সম্ভবতঃ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতাই শোণিত স্রাবের কারণ।

বৃদ্ধা ও কুমারীদিগের হৃৎকম্প এবং বালকদিগের তোতলামরোগে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

মন ;—অন্যমনস্কতা, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা কঠিন। কিম্ভূত কিমাকার ভাব, তজ্জন্য হস্ত হইতে বস্তু স্খলিত হইয়া পড়িয়া

banglabooks.in

যায়। উত্তেজনাপ্রবণতা, কিছুতেই সন্তুষ্টি হয় না। দুঃখিত, বদমেজাজ, সকল বিষয়েই ঘৃণা, পাঠকালে তোতলা কথা হয়।

স্নায়ু।—বাতজ খঞ্জতা। সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ, স্নায়বিক বলক্ষয়, বিশেষতঃ সন্ধিতে এরূপ ঘটে। কশিয়া বস্ত্র পরিধানে অশক্ততা।

নাসিকা।—প্রাতঃকালীন রক্তস্রাব; হাঁচিলে অথবা নাক ঝাড়িলে ফোটায় ফোটায় রক্ত পড়ে। মামড়িযুক্ত নাসারন্ধ্র।

শ্বাসযন্ত্র।—হস্তের যে কোন শ্রমে শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা। বক্ষে কষ্ট হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ শিথিল করিতে চাহে। হাঁপরোগে মুখ লাল থাকে এবং আক্ষেপিক হাসি ও কান্না হয়।

উদর।—কর্ত্তনবৎ উদরশূলে শীত এবং দন্তের ঠক ঠক শব্দ ও অঙ্গের কম্পের অপরাহ্ণে বৃদ্ধি। উজ্জ্বল লোহিত মূত্র সহ উদর-শূলের আহার করিলে উপশম। নাভির চতুষ্পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুকালে ও তৎপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উদরাময়। ঋতু অতি শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর। কেবলই প্রাতঃকালে অথবা কেবলই রজনীতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া থাকে। স্ত্রী-অঙ্গাভিমুখে বেগ এবং কটি পশ্চাতে গুরুত্ব। ঋতুর ব্যবধান কালে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব। ঋতুর কতিপয় দিবস পূর্ব্বে ও পরে ভ্রমণ কালে ঈষৎ পীত, সবুজ এবং উগ্র ও অণ্ডলালার ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

ত্বক।—প্রায় সম্পূর্ণ শরীরে আমবাতের উদ্ভেদ, তাহার কোন কোনটির বিস্তার প্রায় দুই ইঞ্চ পরিমাণ; আলকাতরার সংস্পর্শ বশতঃ আমবাত সহ উদরাময়। হস্তপৃষ্ঠের চুলকনা; উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ ফুস্‌কুড়ি জন্মিলে কর্কশ, কালচে লোহিত ও সিক্ত স্থান থাকিয়া যায়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক।—আহারান্তে ও রোগী দ্বিভাঁজ হইলে **বভিষ্টার** উদরশূল উপশমিত হয় এবং তাহার সহিত লোহিত-বর্ণ মূত্র থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজঃবাহুল্য বা মেন-রেজিয়া।—**বভিষ্টায়** প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর পর ঋতুস্রাব হয় এবং সামান্য শ্রমেই জরায়ু হইতে শোণিত স্রোত বহে। জরায়ুর শোণিত-স্রাবে **সিকেলি, স্যাবাইনা, ট্রিলিয়াম, আষ্টিলেগ, মিলিফলিয়াম, ফেরাম, ইরিজিরণ** এবং **কার্ব্ব ভেজ বভিষ্টা** সহ তুলনায় এবং অধিকাংশ স্থলে ইহারাই রোগ নিবারণে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানের ঠিক মধ্য সময়ে জরায়ুর বেদনা অথবা রক্তস্রাবে **হেমামেলিস্** উপকারী। প্রসবাস্তিক জরায়ুর স্থানচ্যুতিতে **সিকেলির** অন্য প্রযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে ইহা জরায়ুর **অর্ব্বুদ** বা টিউমাররোগে প্রয়োগোপযুক্ত।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ—নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্সিস্; জরায়ুরক্তস্রাব বা মেট্র-রেজিয়া।—সম্পূর্ণ কৈশিক শিরামণ্ডলীর শিথিলতা বশতঃ **বভি-ষ্টার** রক্তস্রাবের সংঘটন হয়। ইহা নাসিকা এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে। ঋতুর ব্যবধান কালে সামান্য শ্রমেই রক্তপূর্ণ জরায়ু হইতে রক্তের স্রোত বহে। ইহাতে "প্রধানতঃ অথবা কেবলই রজনীতে অথবা প্রত্যূষকালে রক্তস্রাব হওয়া" ডাং ফ্যারিংটনের মতে বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। শরীর বাহের **শোথ ভাব** থাকে।

banglabooks.in

প—ইহাতে আংশিক তরল ও আংশিক চাপ বাঁধা উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে। জরায়ুর পরীক্ষাকালে অঙ্গুলির স্পর্শেও রক্ত পড়ে। ঔষধের ৬ ক্রম উপকারী বলিয়া বিবেচিত।

থ্লাস্পি বার্সা পাষ্টরিস—ইহা দ্বারাও জরায়ুর রক্তস্রাবে উপকার হইয়াছে।

মিচেলা—মূত্রকৃচ্ছ্র সহ জরায়ু হইতে উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব হইলে।

প্লাটিনাম্—বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; আলকাতরার পিণ্ডের ন্যায় আকারে কঠিন, কৃষ্ণবর্ণ চাপ ও তরল রক্ত নির্গত হয়। ইহাতে শরীরাভ্যন্তর বৃহত্তর হওয়ার অনুভূতি জন্মিতে পারে।

আমবাত, শীত-পিত্ত বা আর্টিকেরিয়া।—আমবাত রোগকালে উদরাময় উপস্থিত থাকিলে **রভিষ্টা** উপকারী। মলত্যাগান্তে কুন্থন ও জ্বালা।

৩। আষ্টিলেগ (Astilago.)।

উপচয়।—শরীর চালনায়। **উপশম**।—বিশ্রামে।

তুলনীয় ঔষধ। কলফা, সিঙ্ক, ক্রকাস্, সাইক্লে, হেমামেল, ইগ্নে, স্যাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া অষ্টিলেগ সাক্ষাৎ ভাবে শোণিত সঞ্চালন যন্ত্রমণ্ডল আক্রমণ করিলে ধমনী ও কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর কালস্থায়ী সংকোচন, এবং শিরা-কৈশিক-রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর প্রসারণ বশতঃ ধমনী-শোণিত-সঞ্চালনের বাধা, এবং শিরা-শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়মণ্ডলেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; ইহা জরায়ুর সঙ্কোচন, শোণিত-স্রাব ও গর্ভপাত এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়নিচয়ের সজীবতার হানি উৎপন্ন করে। ইহা

banglabooks.in

পরিষ্কার, গৌরাঙ্গী, দীর্ঘচ্ছন্দ এবং এক হারা স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধি-কালীন রোগে বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জরায়ুমুখে অবিশ্রান্ত কনকনানি। আর্ত্তবাধিক্য এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি; জরায়ুগ্রীবা স্ফীত; তাহার স্পর্শে রক্তস্রাব। বিবর্দ্ধিত জরায়ুর স্ফীত অথবা প্রশস্ত গ্রীবা হইতে অনেক দিন ধরিয়া কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপ পড়ে। অত্যল্প ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের উত্তেজনা হয়। তাহাতে ঠেল মারা থাকিলে বোধ হয় যেন সকলই জননেন্দ্রিয় পথে বাহির হইয়া যাইবে। তীক্ষ্ণ বেদনা স্ফীত বাম অণ্ডাধারে অধিক থাকে; বেদনা সবিরাম প্রকৃতির হয় এবং তীব্রবেগে পদ বাহিয়া দ্রুত তাহার নিম্নদিকে যায়। অণ্ডাধারে জ্বালাময় যন্ত্রণা। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং পুনঃ পুনঃ হয়, রক্তচাপ পড়ে। দুই ঋতুস্রাবের ব্যবধান কালে বামস্তনের নিম্নে এবং পঞ্জরাস্থিপার্শ্ব স্থানে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণার অনুভূতি।

চিকিৎসা।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুসন্ধিবিকার; শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া; অর্ব্বুদ বা টিউমার; জরায়ু রক্তস্রাব, অণ্ডাধারশূল এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্যে।—ঋতুসন্ধিকালীন শোণিতস্রাবে আষ্টিলেগস ল্যাকেসিসের প্রতিদ্বন্দ্বী ঔষধ। শোণিতস্রাব কালে শিরোঘূর্ণন ইহার প্রদর্শক। ইহার পীত বর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর সহ অণ্ডাধারশূল থাকে। জরায়ুর ভস্তুময় অর্ব্বুদ বা ফাইব্রইড্ টিউমার-রোগের শোণিতস্রাব নিবারণার্থ কিয়দ্দিবস আষ্টিলেগস ব্যবহারে অর্ব্বুদ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। প্রচুর ঋতুস্রাব এবং পীতবর্ণ ও দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর থাকিলে বাম অণ্ডাধারের

banglabooks.in

স্নায়ুশূলরোগে আষ্টিলেগ উপকারী ঔষধ। অণ্ডাধারের মৃদু রক্তাধিক্যও অবস্থাবিশেষে ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে।

আষ্টিলেগ শোণিতস্রাবে, বিশেষতঃ জরায়ুর নানাপ্রকার শোণিতস্রাবেই সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সিকেলির রক্তস্রাব হইতে ইহার রক্তস্রাবের প্রভেদ এই যে, ইহাতে স্রাব উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, কিয়দংশ তরল এবং কিয়দংশ চাপ চাপ থাকে। রক্তের উপরিউক্ত প্রকৃতি থাকিলে ঋতুসন্ধিকালীন এবং প্রসব কালীন বেদনা, গর্ভপাত অথবা ঋতুকালীন ও প্রসবাত্তিক রক্তস্রাবে আষ্টিলেগ ফলপ্রদ হয়। ফলতঃ এইরূপ রক্তস্রাব থাকিলে জরায়ুর অর্ব্বুদ প্রভৃতি যে কোন রোগসংস্রবে তাহা হউক না কেন আষ্টিলেগ তাহার ঔষধ বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। জরায়ুর মৃদু শোণিতাধিক্য ইহার রক্তস্রাবের কারণ, সিকেলির রক্তস্রাব রক্তের বিশ্লিষ্টাবস্থা এবং জমাট বাঁধার শক্তিহানি প্রযুক্ত হয়। পরীক্ষা জন্য জরায়ুমধ্যে অতি কোমলতার সহিত হস্তাঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেও যদি রক্তস্রাব হয় তাহা আষ্টিলেগের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। জরায়ুর পশ্চাদ্বক্রতা বা রিট্রভার্সন রক্তস্রাবের কারণ হইলে ইহা তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় জরায়ুর সজীবতা ও শক্তি স্থাপিত হইলে পরীক্ষার্থ অঙ্গুলস্পর্শে জরায়ুর পূর্ব্বতন অস্বাভাবিক কোমলতা এবং স্পঞ্জের ন্যায় ভাব অনুভূত হয় না। জরায়ুর শোণিত সঞ্চালনের সুশৃঙ্খলা বশতঃ রক্তস্রাবের উপশম হয়। ফুস্‌ফুসের মৃদু রক্তস্রাবেও ইহা উপকার করিয়াছে।

৪। সিকেলি কর্ণুয়েটাম (Secale cornuatum.)।

প্রতিনাম।—আর্গট।

banglabooks.in

উপচয়।—ঋতুস্রাবকালে; তাপে; যে কোন শরীরাংশে তাপ প্রয়োগ করিলে।

উপশম।—শীতল বায়ুতে; শৈত্য সংস্পর্শে; আক্রান্ত শরীরাংশ অনাবৃত করিলে; ঘর্ষণ করিলে; ঘর্ম্ম হইলে।

সম্বন্ধ।—সিকেলির কার্য্য-প্রতিষেধক—ক্যাম্ফ, ওপি। সাংঘাতিক কলেরা রোগে সিকেলি কল্‌চিকামের তুল্য। সিকেলি আর্সেনিকের তুল্য, কিন্তু শৈত্য ও তাপের ক্রিয়া বিষয়ে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট। সিকেলির পরে সিংকনা সুফলপ্রদ। সিনামমাই প্রসব বেদনা বর্দ্ধিত করে, প্রচুর রক্তস্রাব নিবারণ করে, এজন্য সিকেলির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল্, ক্যাম, কার্ব্ব ভে, কলফা, কল্‌চি, লাইক, ফস্, প্লাম্ব, পাল্‌স্, রাস্, স্যাবাই, সাল্‌ফ, টেবেক্, অষ্টিলেগ, ভেরেট্ এ।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিকেলি সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করায় সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ ও পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়ুকেন্দ্রে সাক্ষাৎ বিষক্রিয়া অথবা কৈশিক রক্তবহা নাড়ীর আক্ষেপিক সংকোচন বশতঃ কৈন্দ্রিক রক্তহীনতা প্রযুক্ত উপরি উক্ত আক্ষেপাদি স্নায়বিক লক্ষণ জন্মিতে পারে। ফলতঃ আনষ্ট্রাইপ্‌ড্ বা আড়াআড়ি ভাবে রেখাঙ্কহীন ও চক্রাকারে বিন্যস্ত পেশীসূত্রে, বিশেষতঃ কৈশিক ধমনীর এবং জরায়ুর উপরি উক্ত রূপ পেশীসূত্রে, আর্গট অর রাইর বিশেষ আক্ষেপিক সঙ্কোচনক্রিয়া প্রকাশিত হয়। ইহার গৌণ ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লিষ্টতা উৎপন্ন হইলে রক্ত-কণিকা গলিতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় শোণিত তরলতর এবং কাল্‌চে বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপ খণ্ডের, বিশেষতঃ জর্ম্মণি প্রদেশের কৃষকগণ রাই নামক শস্য বিশেষের বহুল রূপে বপনাদি কৃষি কার্য্য করায় তাহাদিগের মধ্যে

banglabooks.in

প্রায়শঃ ইহার অতি পরিস্ফুট বিষক্রিয়ালক্ষণ বা "আর্গটিজম্" দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ বিষের তরুণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের বিশেষ প্রকারের প্রবল আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার পুরাতন বিষলক্ষণই অতি পরিস্ফুট রূপ ধারণ করে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে রোগীর কন্‌ভালশন হয় এবং প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে পেশী আনর্ত্তন, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও নৃত্যরোগবৎ লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকে। কৈশিক ধমনী মণ্ডলীর চক্রাকার পেশীর স্থায়ী সংকোচন বশতঃ শরীরাংশ বিশেষে, বিশেষতঃ অঙ্গসামায় শোণিতের অভাব বশতঃ পুষ্টিহানি ঘটিলে অথবা বিশ্লিষ্ট ও পোষণক্রিয়া রক্ষায় অনুপযুক্ত শোণিত দ্বারা পুষ্টি রক্ষা না হইলে কিম্বা উভয় কারণের সমবায়ে তাহাতে বিজাতীয় ক্ষত, অবশেষে টিস্যুধ্বংস বা গ্যাংগ্রিণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা জরায়ুর চক্রাকারে ও তীর্য্যক ভাবে সন্নিবিষ্ট আনষ্ট্রাইপ্‌ড্ পেশীসূত্রে সংকোচন ক্রিয়া প্রকাশিত করিলে তাহাতে আক্ষেপিক বেদনাদি উপস্থিত হয়।

ইহা একহারা, কঙ্কালাবশিষ্ট, দুর্ব্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, পাণ্ডুর এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং অত্যন্ত জরাগ্রস্ত ও ক্ষীণ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণ।

মস্তিষ্কঃ—বুদ্ধিহীন, নিদ্রালু অবস্থা। সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই অবসন্নভাব। অস্পষ্ট কেঁকানি। মৃদু অথবা উন্মাদবৎ প্রলাপ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি।

স্নায়ুঃ—আক্ষেপিক পেশীআনর্ত্তন। সম্পূর্ণ শরীরের বিশৃঙ্খল চালনা। আক্ষেপে হস্তাঙ্গুলিনিচয় বহির্দ্দিকে আকৃষ্ট ও বিস্তৃত। পক্ষাঘাতযুক্ত অঙ্গে আক্ষেপিক ঝাঁকি ও চমক। আকুঞ্চক পেশীর বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন। সম্পূর্ণ সজ্ঞানাবস্থায় ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ হইলে

banglabooks.in

অত্যন্ত বলহীনতা জন্মে। হঠাৎ অত্যধিক শক্তিলোপ ঘটে। ঐচ্ছিক গতিশক্তির অভাব। রোগী বোধ করে যেন সে মকমলের গদির উপরে হাঁটিতেছে; মেরু মজ্জার নিম্নাংশের রোগ নিবন্ধন প্রথমে অনুভূতিদ পরে গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাত হয়। রজনী ৩টার সময় শরীর দমিয়া যাওয়ার অথবা অবসন্ন হওয়ার ভাব।

ত্বগধঃদেশে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি। দেহের সর্ব্বাংশেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হওয়ার ন্যায় জ্বালা।

চক্ষু:—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং নীলবর্ণ রেখাবেষ্টিত। চক্ষু দেখিতে স্থির, প্রচণ্ড এবং কট মট দৃষ্টিযুক্ত। দৃষ্টিমালিন্য। কনীনিকা সাধারণতঃ বিস্তৃত। শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণরব সহ কঠিন এবং কোমল মতিয়া বিন্দু জন্মে।

নাসিকা:—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। **মুখমণ্ডল**:—পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া, মৃতের ন্যায় এবং উৎকণ্ঠার ভাবযুক্ত। ওষ্ঠ ঈষৎ নীল অথবা মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর। মিথ্যা হাস্যভাববাঞ্জক।

গলমধ্য:—শুষ্কতাযুক্ত। **আমাশয়**:—অতি ক্ষুধা। প্রচণ্ড, অতর্পণীয় তৃষ্ণা। হিক্কা। বিবমিষা। পিত্তময় বস্তু, শ্লেষ্মা, ঘোর কটা ও কাফির গুঁড়ার বর্ণযুক্ত তরল পদার্থ এবং ভুক্ত বস্তু ও জলের বমন। রক্ত বমন। **মল ও মলদ্বার**:—সরলান্ত্র এবং মলদ্বারের পক্ষাঘাত। মলদ্বার সম্পূর্ণ ফাঁক। কটা ও ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলপাইর ন্যায় সবুজ, অনৈচ্ছিক, অত্যন্ত শক্তি হানিকর এবং দূষিত উদরাময়ে বারম্বার মলত্যাগ হয়। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব। কোষ্ঠবদ্ধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়:—ঋতুস্রাব অতি প্রচুর এবং অধিক কাল স্থায়ী। জরায়ু হইতে কাল, তরল এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ রক্তস্রাবের সামান্য শরীর চালনায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা। জরায়ুর ভয়ানক

banglabooks.in

বিশৃঙ্খল সংকোচন। জরায়ু এবং দক্ষিণ অণ্ডাধার রক্তাধিক্যযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনাবিশিষ্ট। জরায়ু এবং অণ্ডাধারে বেদনা। অধিকাংশ সময়ে তৃতীয় মাসে গর্ভস্রাবের উপক্রম। গর্ভস্রাবান্তে জরায়ুর সংকোচন হয় না এবং পাতলা, কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব হয়। যোনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে শ্লেটের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ। প্রসবান্তিক স্রাবের রোধ হওয়ায় জ্বর ও জরায়ুর প্রদাহ। স্তন্যের রোধ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

১। গাত্র স্পর্শে অত্যন্ত শীতল বোধ হইলেও গাত্রাবরণ সহ্য করিতে পারে না (আর্সের বিপরীত)।

২। অসাড়তা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত; শরীরের সর্ব্বাংশেই ইন্দুর বিচরণের ন্যায় অনুভূতি! সর্ব্বাঙ্গই জ্বালা করে এবং বোধ হয় যেন তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইতেছে।

চিকিৎসা।

মেরুমজ্জার উত্তেজনা বা স্পাইনেল ইরিটেশন।—পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাকেক্; সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌শন; মৃগী রোগ বা এপিলেপ্‌সি; কশেরুকামজ্জেয় ক্ষয় বা লোকোমোটর এটাক্‌সি; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—সিকেলিত্রিহ্যাস্ যে, মেরুমজ্জের উত্তেজনা উৎপন্ন হয় আমরা ইতিপূর্ব্বে তৎবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ফলতঃ এই উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এবং তাহার প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু মেরুমজ্জের ক্ষয়বশতঃ উপরিউক্ত বিবিধ প্রকার রোগলক্ষণ অথবা

banglabooks.in

রোগ উৎপন্ন হয়। মেরুমজ্জেয় উত্তেজনায় **মেরুদণ্ডে,** বিশেষতঃ **কটিঅংশে,** অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা হয় এবং হঠাৎ "কট্" করিয়া উঠে।

সিকেলির সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ বা কন্‌ভালশনে কখন শরীর কঠিন অথবা অনমনীয় হইয়া উঠে, কখন বা শরীরের কাঠিন্য এবং শিথিলতা পর্য্যায়ক্রমে হইতে পারে; উপরিউক্ত অবস্থা হস্তাঙ্গুলিতেই অধিকতর লক্ষিত হইয়া থাকে। হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হয় অথবা হস্তাঙ্গুলিপরম্পরা প্রসারিত হইয়া অত্যন্ত ফাঁক হইয়া যায়। মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন হইতে থাকে। পেশী-আনর্ত্তন মুখে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হয়। উদরের পেশীর সংকোচনবশতঃ উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে থাকে। মূত্রস্থালীগ্রীবার সংকোচন হওয়ায় মূত্ররোধ ঘটে। বমনের বিলক্ষণ বেগ হয় কিন্তু অধিক বমন হয় না। আমাশয়ের প্রচণ্ড সংকোচন।

সিকেলির মৃগীরোগের আক্ষেপ হঠাৎ আরম্ভ হইয়া অতি ত্বরিত গতিতে আবর্ত্তন করিতে থাকে। তাহাতে অতি শীঘ্র রোগীর শক্তির ক্ষয় ও মেরুমজ্জেয় স্নায়ুর পক্ষাঘাত ঘটে।

আর্গট অব রাইর বিষক্রিয়ালক্ষণে **লোকোমোটার এটাক্সিরোগের** অতি সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের প্রধান তিন লক্ষণ "১। জানু সন্ধিতে ঝাঁকির অভাব; ২। বেদনাকালে অঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়ার ন্যায় জ্বালা; ৩। অনৈচ্ছিক অঙ্গচালনা" প্রভৃতি ইহার বিষলক্ষণেও উপস্থিত হইয়া থাকে।

সিকেলিরোগী টলিতে টলিতে চলে অথবা হস্তপদের লঘুতা না থাকায় সে চলিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। নিম্নাঙ্গ সংকুচিত থাকায় রোগী চলিতে টলে। গতিক্রিয়া রোগীর আয়ত্তাধীন থাকে না। অঙ্গের কম্প হয়, কখন বা কম্পসহ বেদনাও থাকে। হস্তপদে কীটবিচরণবৎ

banglabooks.in

অনুভূতি জন্মে। অঙ্গসীমায় অসাড়তা হয়। শরীরে অত্যধিক তাপের অনুভূতি হওয়ায় রোগী গাত্রাবরণ রাখিতে চাহে না। উপরিউক্ত লক্ষণ-নিচয় সর্ব্বাঙ্গীণ ক্ষয়রোগেও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে **সিকেলি** মেরুমজ্জার শীর্ণতা নিবারণ দ্বারা রোগ আরোগ্যক্ষম হয়।

উপরে আমরা মেরুমজ্জেয় উত্তেজনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে সকল লক্ষণ বিবৃত করিলাম, মেরুমজ্জার সম্পূর্ণ ক্ষয়ে তাহারা **পক্ষাঘাতে,** বিশেষতঃ **মূত্রস্থালী এবং সরলান্ত্রের পক্ষাঘাতে,** পর্য্যবসিত হয়; এই অবস্থায় শরীরের শীর্ণতা (Tabse) ঘটে এবং তাহার স্থানবিশেষে পচা ক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ উপস্থিত হয়।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ;—কলেরা রোগের পতন বা কোল্যাপ্‌স্ অবস্থায় **সিকেলির** প্রযোগিতা উপস্থিত হয়। রোগীর শারীরিক শীতলতা থাকিলেও শৈত্যব্যবহারে অদম্য ইচ্ছা জন্মে এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ শান্তি পায়; **আর্সেনিক** রোগীর তাপ উপশমপ্রদ। শিশু-কলেরায় রোগী জলবৎ, প্রচুর, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ ভুক্তবস্তুযুক্ত বিষ্ঠা ত্যাগ করায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; প্রভূত পরিমাণ মল ফিন্‌কি দিয়া বা সরু ধারে বেগে নির্গত হয়; ত্বক্ সঙ্কুচিত, শুষ্ক এবং শীতল থাকে; রোগীর নাড়ী থাকে না, গাত্র শীতল হয়, কিন্তু সে গাত্রবস্ত্র রাখিতে চাহে না; আক্ষেপিক পেশীআনর্ত্তন, হস্তাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁক হইয়া যাওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ এবং মুখাকৃতির বসা ও সঙ্কুচিতভাব প্রভৃতি এ রোগে **সিকেলির** প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুর শোণিতস্রাব বা ইউটেরাইন হিমরেজ; শ্বেতপ্রদর বা লুকোরিয়া;—জরায়ুর শোণিতস্রাবের ঔষধনিচয়মধ্যে **সিকেলি ক্রুণ্ডেটাম** শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। ইহার বেদনাহীন, কৃষ্ণবর্ণ,

banglabooks.in

তরল রক্তের মৃদু (passive) স্রাব শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু রোগিণী পূর্ব্বকথিতরূপ সঙ্কুচিতত্বক ও শীর্ণকায় হইলে এবং সহজে শীতল হইয়া যাইলে ও ত্বকে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকিলে ইহার অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত শরীরাকৃতি এবং ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের রজাধিক্য ও জরায়ুভ্রংশরোগ থাকিলে যদি কটাসে, দুর্গন্ধ এবং রক্তস্রাবযুক্ত শ্বেতপ্রদর জন্মে তাহাতে সিকেলি উপকারী।

আর্সেনিক—দুর্ব্বল এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতাজনক পুরাতন শ্বেতপ্রদর রোগের স্রাব উগ্র, হাজাকর এবং পীতবর্ণ থাকিলে আর্সেনিক উপযোগী। কর্কট বা ক্যানসার প্রভৃতি রোগ জন্য বলাপহারক শ্বেতপ্রদর।

ডিক্টেমাস—ইহা লুকরিয়া রোগের হানিম্যানব্যবহৃত অন্যতম ঔষধ। ইহার আঠা ও শ্লেষ্মাযুক্ত স্রাব স্ত্রীঅঙ্গে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং মলদ্বারে চুলকনা উৎপন্ন করে।

গর্ভাবস্থার ও প্রসবান্তিক বিকার—গর্ভপাত বা মিস্‌ক্যারেজ; প্রসব বেদনা বা লেবর; আবদ্ধ জরায়ুকুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেণ্টা;—ক্ষীণ এবং রোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাবস্থার প্রথমাংশে গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে সিকেলি দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। জরায়ুপেশীর অত্যধিক বৃদ্ধিজন্য গর্ভের শেষাবস্থায় গর্ভপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও ইহা তাহার বাধা জন্মাইতে সক্ষম। শীঘ্র শীঘ্র প্রসব বেদনার আক্রমণ, প্রভূত পরিমাণ কাল ও তরল রক্তস্রাব, রোগিণীর ফেকাসে ও বসিয়া যাওয়া মুখশ্রী, অঙ্গসীমায় চনচনি ও কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং বায়ুর আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি এ স্থলে সিকেলির প্রদর্শক।

banglabooks.in

দুর্ব্বল, রক্তহীন ও রোগজীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের অতি ক্ষীণ প্রসব-বেদনাবশতঃ অথবা তাহার অভাবে প্রসবের বাধা জন্মিলে সিকেলি প্রসবের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদিগের জরায়ু অত্যন্ত শিথিল, থসথসে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিবৎ পাতলা প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেক বেদনাকালে মূর্চ্ছার ভাব ও নাড়ীর দুর্ব্বলতা বা লোপ ঘটে।

জরায়ুর আউয়ার গ্লাস্ কণ্ট্র্যাক্শন (Hourglass contraction, ডামরিক সংকোচন) বশতঃ জরায়ু-কুসুম নির্গমনের বাধা জন্মিলে সংকোচন প্রকৃতিস্থ করিয়া সিকেলি ফুলনির্গমনের সাহায্য করে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ :—রোগজীর্ণ, শীর্ণ এবং সংকুচিত-ত্বক বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু অথবা যে কোন শরীরগহ্বর হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ শোণিতের মৃদু স্রাব হইলে সিকেলি তাহার ঔষধ। ইহাদিগের অঙ্গ চন্ চন্ করে, তাহাতে কীটবিচরণবৎ অনুভূতি থাকে এবং গাত্র শীতল থাকিলেও ইহারা গাত্রাবরণ মোচন করিতে চাহে। কৃষ্ণবর্ণ, পাতলা শোণিত অনবরত চুয়াইয়া পড়ে।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া :—সিকেলির পুরাতন বিষক্রিয়ায় ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু রক্তহীনতা জন্মে। ইহার বিশেষ প্রকারের রোগজীর্ণ অবস্থায় রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা এবং শরীরে ন্যাবার ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। সিকেলির রক্তকণিকার অবস্থা নিরূপণ বিশ্লিষ্ট ও গলিত রোগীর রক্তহীনতায় শরীরাংশবিশেষের মৃত্যু বা গ্যাংগ্রিণ হইতে পারে এবং সম্পূর্ণ শারীরিক জীবনীশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

ক্ষত বা আল্‌সার :—সিকেলির জ্বালাযুক্ত ক্ষত শৈত্যে এবং আর্সের তাপে উপশমিত হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৬ (LECTURE LXXVI.)

বার্বেরিডেসি শ্রেণীর ঔষধ।

১। বার্বেরিস্। ২। কলফাইলাম।

৩। পডফাইলাম।

১। বার্বেরিস ভল্গারিস (Berberis vulgaris)

সম্বন্ধ।—বার্বেরিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন। বার্বেরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—কাম্ফর।

তুলনীয় ঔষধ।—এলো, আর্স, ব্রায়, ক্যাপ্‌সি, চেলিড, সিমিসি, সিঙ্ক, ক্রিম্যাট, ডাইয়স্ক, আইরিস্, নাক্স ভ, পাল্‌স্, পড, সিলিক, জিঙ্ক্।

সাধারণ ক্রিয়া।—বার্বেরিস্ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ কৈশিক শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ হইলে কিড্‌নি বা বৃক্কক ও মূত্রস্থলী, পরে যকৃৎ এবং অবশেষে ইহাদিগের ও অন্যান্য শরীরাংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং পেশীমণ্ডলী বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নলিখিত রোগলক্ষণ উৎপন্ন হয়। কিড্‌নিপ্রদেশে বেদনার উৎপত্তি ইহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ; ইহা পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ।

চক্ষু।—চক্ষুতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, রক্তিমা এবং শুষ্কতা; চক্ষু কামড়াইয়া উঠে।

উদর।—পিত্তকোষস্থানে ভয়ঙ্কর খোঁচানি এবং চাপযুক্ত বেদনা। উদরের বাম পার্শ্বে খোঁচানি বেদনা হইলে প্রায়শঃ

banglabooks.in

কটিদেশ, অথবা কুচকি, যকৃৎ, প্লীহা কিম্বা আমাশয় পর্য্যন্ত, বিস্তৃত হয়। গভীর দেশে খোঁচানি অথবা ছিন্নবৎ বেদনা হইলে মেরুদণ্ডের নিকটস্থ কটির অস্থি অথবা ইলিয়াম হইতে তির্য্যকভাবে অভ্যন্তরাভিমুখে তৃকাস্থি বা সেক্‌রাম্ পর্য্যন্ত যায়। বাম কটিদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে কটি বাহিয়া যাইয়া অধাভিমুখে তীরবেগে বহির্দ্দিকে স্ত্রীমূত্রনলীপার্শ্বে যায়।

মল ও মলদ্বার।—ছাগলের নাদির অনুভূতি কঠিন ও অত্যল্প বিষ্ঠা। জলবৎ উদরাময়। মলদ্বারের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে ক্ষত থাকার ন্যায় প্রচণ্ড জ্বালাযুক্ত বেদনা। অর্শ থাকিলে মলত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

মূত্রযন্ত্র।—অন্যতর কিড্‌নিতে খোঁচা ও খননের অনুভূতি এবং ছিন্ন করার ন্যায় অথবা দপদপানি বেদনা। মূত্রস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা। কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী ও মূত্রপথ (urethra) পর্য্যন্ত প্রচণ্ড খোঁচানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রত্যাগকালে ও পরে মূত্রপথে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং জ্বালা। মূত্রত্যাগান্তে কিঞ্চিৎ মূত্র থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি। স্ত্রীমূত্রপথের সূচিবেধবৎ বেদনা মূত্রস্থলীতে আরম্ভ। মূত্রত্যাগ করিতে কোমর ও হিপসন্ধিস্থানে বেদনা। ফেকাসে ও হরিদ্রাবর্ণ মূত্রে ঈষৎ স্বচ্ছ জিউলির আঠার ন্যায় তলানি, তলানিহীন অথবা ঘোলা, স্তরে স্তরে সংলগ্ন, কর্দ্দমবৎ, প্রচুর, শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র, অথবা মূত্রে সাদাটে ধূসর এবং কিছুকাল পরে ঈষৎ লাল ময়দার ন্যায় তলানি। মূত্র উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ; রক্তের ন্যায় লোহিত এবং প্রচুর শ্লেষ্মাময় তলানিযুক্ত মূত্র।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—যোনিতে জ্বালা এবং টাটানি বেদনা ও তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত। অত্যল্প ঋতুস্রাবে বেদনা থাকে এবং তাহা শ্লেষ্মা অথবা রক্তসংযুক্ত হয়।

banglabooks.in

পৃষ্ঠ ;—অধঃ পৃষ্ঠে ঘৃষ্টবৎ বেদনা, কাঠিন্য এবং খঞ্জতা জন্মে ; রোগী আসন হইতে কষ্টে উত্থিত হয়। উপবেশন অথবা শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার বৃদ্ধি।

অংস ;—দক্ষিণ স্কন্ধের বাতজ, অবশকর বেদনাকালে বাম অক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। নিম্নাঙ্গে ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ অথবা দপদপানি কিম্বা ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

যকৃৎরোগ—পিত্তশিলা ;—দক্ষিণ পার্শ্বের উপপর্শুকার কিনারা হইতে বিশেষ প্রকারের বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা তীব্রবেগে উদর-মধ্যে যাইলে পিত্তশিলা বা গলষ্টোনরোগে **বার্বেরিস্** উপযোগী। রোগসহ পূর্ব্বকথিত কিড্‌লি ও মূত্রপথের বেদনা এবং মূত্রত্যাগে জ্বালা ও মূত্রের তলানি প্রভৃতি থাকা **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

ভগন্দর বা ফিষ্টুলা ইন্ এনো ;—পুনঃ পুনঃ অথবা অবিশ্রান্ত মলত্যাগেচ্ছাসহ মলত্যাগে মলদ্বার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষত থাকার ন্যায় প্রচণ্ড জ্বালা হইলে ভগন্দর রোগে **বার্বেরিস্** দ্বারা উপকার হইতে পারে।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রবেণু ও মূত্রশিলা অথবা ইউরিনারি প্রেভেল ও ষ্টোন ;—মূত্রযন্ত্রলক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রের রোগে **বার্বেরিসের** প্রয়োগ অতীব বিরল বলিয়াই অনুমিত হয়। ফলতঃ অন্য কোন রোগেও উপসর্গরূপে মূত্রযন্ত্র-রোগলক্ষণের বর্ত্তমানতাই প্রায় স্থলেই **বার্বেরিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহার উপরিউক্ত মূত্রযন্ত্ররোগে পৃষ্ঠে এবং কিডনির গভীরদেশে স্পষ্ট কনকনানি ও কঠিন ছিন্নবৎ

banglabooks.in

বেদনা হইলে পৃষ্ঠ এবং মূত্রনালী বা. য়ুরেটার বাহিয়া নিম্নাভিমুখে মূত্রস্থলীতে যায় এবং মূত্রস্থলীতেই আবদ্ধ না থাকিয়া তথা হইতে কর্ত্তনবৎ বেদনা বিস্তৃত হইয়া মূত্রপথ বা য়ুরিথ্রাতে উপস্থিত হয়। পৃষ্ঠ হইতে মূত্রনলীবাহিত বেদনা অতি প্রচণ্ড হইয়া থাকে এবং রোগী নত হইলে ও শয়ন অথবা উপবেশন করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং দণ্ডায়মান হইলে উপশম হয়। বেদনা প্রযুক্ত মূত্রস্থলীতে মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী অনবরত মূত্রত্যাগ করে, কিন্তু তথাপি মূত্রস্থলী সম্পূর্ণ খালি বোধ হয় না। মূত্রস্থলী কনকন করে। মূত্র ঈষৎ লোহিতবর্ণ থাকে এবং তাহাতে শ্লেষ্মা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপত্বক বা এপিথিলিয়ান এবং লিথেট সল্টের ঈষৎ লাল তলানি পড়ে। প্যারা ব্র্যাভার মূত্র অপেক্ষা ইহার মূত্র অধিকতর ক্লেদযুক্ত। মূত্রত্যাগকালে হিপ্‌সন্ধিপ্রদেশে বেদনা হওয়াও বার্বেরিসের একটি বিশেষ লক্ষণ। কক্কাস্ ক্যাক্টাইর কতিপয় লক্ষণ, বিশেষতঃ কিড্‌নিপ্রদেশ হইতে বিস্তৃত ছিন্নবৎ বেদনা, বারম্বার মূত্রবেগ, মূত্রে য়ূরিক এসিডের তলানি এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভৃতি বার্বেরিস-লক্ষণসহ তুলনীয়। জননেন্দ্রিয়রোগের ও মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক ঔষধের লক্ষণ পরস্পর অতীব ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রকাশ করায় অতি যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। বার্বেরিসের পৃষ্ঠবেদনা যেন অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা অধিকতর এবং কিড্‌নির গভীরতর দেশ আক্রমণ করে বলিয়া অনুমিত হয়। যান্ত্রিক নির্জ্জীবতা বা "এটনি" ইহার রোগের কারণ।

লিথিমিয়া বা মূত্ররেণুরোগ (Lithæmia)।—অনেকানেক মূত্ররেণু রোগগ্রস্ত রোগীর মূত্রাকৃতি বার্বেরিসের মূত্রতুল্য হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত কর্ত্তন এবং ছিন্নবৎ ও বিশেষত্বযুক্ত পৃষ্ঠবেদনা বর্ত্তমান না থাকিলে ইহা কদাচিৎ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই বেদনা কিড্‌নি প্রদেশে

banglabooks.in

জন্মে এবং তথা হইতে মূত্রনলী বাহিয়া মূত্রস্থলী অথবা বস্তিকোটর এবং শ্রোণিসন্ধিতে বিস্তৃত হয়। ইহাতে মূত্র তপ্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ অথবা উজ্জ্বল পীত কিম্বা শোণিতের বর্ণবিশিষ্ট থাকে এবং তাহাতে শুভ্র, ঈষৎ ধূসর-বর্ণ, অথবা উজ্জ্বল লোহিত ময়দার ন্যায় তলানি, কিম্বা লোহিতবর্ণ রেণু বা ঈষৎ পীত-লোহিত দানা পড়ে।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টিঝিল্লি প্রদাহ; অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্; জরায়ুপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্; শ্লেত প্রদর।—ডিজিট্যালিসের আদি ও বিশেষ ক্রিয়া হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডলে হওয়ায় তৎ-ফলস্বরূপ অথবা তৎসংসৃষ্ট কতিপয় রোগে ডিজিট্যালিস্ প্রযুক্ত হইয়া উপকার করিয়া থাকে। বার্বেরিসেরও মৌলিক আক্রমণ কিড্‌নি এবং মূত্রস্থলীতে হওয়ায় ইহা তৎসংসৃষ্ট উপরি উক্ত রোগনিচয় আরোগ্য করিতে সক্ষম। হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শোণিতসঞ্চালক যন্ত্ররোগের বিশেষ লক্ষণ যেরূপ ডিজিট্যালিস্ চিকিৎসা রোগের প্রদর্শক, বার্বেরিস্ চিকিৎসা রোগে তদ্রূপ মূত্রযন্ত্রের বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শক হইয়া থাকে।

স্ফোটক বা বইল্‌স্।—বার্বেরিসের ক্রিয়ায় স্ফোটকে ত্বরিত পূয় উৎপন্ন হওয়ায় তাহা সত্বর আরোগ্য হয়। ইহাতে স্ফোটকের পুনরাবর্ত্তন হয় না।

সাল্‌ফার।—ইহা গণ্ডমালাদোষযুক্ত রোগীর স্ফোটকের ঔষধ।

ফাইটল্যাক্কা—স্ফোটকের অমোঘ ঔষধ বলিয়া প্রশংসিত।

লাইকপোডিয়াম—ডাং আইভ্যানসের মতে **বেল, আর্ণিকা ও লাইকা** স্ফোটকের প্রধান ঔষধ।

এস্থ্রাসিনাম—ডাং ক্লার্কের মতে ইহা ধারাবাহিক স্ফোটক উৎপত্তি নিবারণের ঔষধ।

banglabooks.in

২। কলফাইলাম থ্যালিক্‌ট্রইডিস।

(Caulopyllum Thalictroides)।

তুলনীয় ঔষধ।—এ ষ্টিয়া স্পাই, সিমিসি, পাল্‌স্, স্যাবাডি, সিকেলি।

সাধারণক্রিয়া।—কলফাইলাম স্ত্রীজনেনন্দ্রিয়ের পেশী-উপাদানে, বিশেষতঃ তাহার গতিদ স্নায়ুতে, এবং তদ্ব্যতীতও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশী এবং সন্ধিতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের রোগেই বিশেষ উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—যৌবনকালীন তাণ্ডব রোগ। স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের যৌবনাবস্থায় ঋতুস্রাব-সম্বন্ধীয় অনিয়ম ঘটিলে গুল্মবায়ু অথবা মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ হয়। প্রসবের পর জরায়ুর রক্তাধিক্য এবং পশ্চাৎপার্শ্বে স্খলন বা রিট্রভার্সন নিবন্ধন শরীরনিম্নার্দ্ধের অর্দ্ধাঙ্গ হইলে তাহাতে আংশিক অসাড়তা জন্মে, এবং রোগীর শীর্ণতা, রক্তহীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্ব্বলতা, উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বোধ হয় যেন জরায়ুতে রক্তাধিক্য জন্মিয়াছে, তন্নিবন্ধন আমাশয়নিম্ন উদরপ্রদেশে পূর্ণতা এবং আততভাব থাকে। জরায়ু এবং আমাশয়ের নিম্নপ্রদেশের নানা অংশে আক্ষেপিক বেদনা হয়। জরায়ুর পশ্চাৎপার্শ্বে স্খলন বা রিট্রভার্সন হইলে ঋতুকালীন উদরশূল জন্মে। ঋতুস্রাবের রোধ হইলে জরায়ুর আক্ষেপ অথবা নির্জ্জীবতা জন্মে। গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকের বাধক বা রজঃকচ্ছ্র থাকিলে আক্ষেপ এবং যোনিতে উপক্ষত হয়। আশঙ্কিত গর্ভপাতে জরায়ুতে মৃদু, অনিয়মিত এবং আক্ষেপিক বেদনা জন্মে। অসম্পূর্ণ ও আক্ষেপিক প্রসববেদনা

banglabooks.in

সর্ব্বদিকেই ছুটিয়া যায়, কিন্তু নিম্নাভিমুখীন চাপ হয় না। জরায়ুগ্রীবার আক্ষেপিক কাঠিন্যবশতঃ অসম্পূর্ণ প্রসববেদনায় সামান্যচিমটান প্রকৃতির বেদনা হয়। গর্ভস্রাবের পরে অথবা সূতিকাবস্থায় মৃদু শোণিতস্রাব হইতে থাকে। জরায়ুর নির্জ্জীবতাবশতঃ প্রসবান্তিক স্রাব অধিক-কালস্থায়ী হয়। জরায়ুর সবিরাম সঙ্কোচন। দুর্ব্বল ও প্রলম্বিত প্রসব বেদনার পর ভাদালির ব্যথা। গর্ভস্রাব অথবা প্রসবের পর জরায়ুর স্বাভাবিক পূর্ব্বাবস্থা হয় না।

অঙ্গ ;—মণিবন্ধে এবং অঙ্গুলিসন্ধিতে কঠিন বেদনা। অঙ্গুলি-নিচয় অত্যন্ত অনম্য থাকে, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে অঙ্গুলিসন্ধিতে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। বাহু এবং জঙ্ঘায় অবিশ্রান্ত ভাবের চঞ্চল বেদনা, কতিপয় মুহূর্ত্তে মাত্র কোন এক স্থানে স্থির থাকে। বাহু, জঙ্ঘা, হস্ত এবং পদের সন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

আমরা স্থানান্তরে অন্যান্য ঔষধ উপলক্ষে **কলফাইলামের** রোগসম্বন্ধে বক্তব্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি না করিয়া তৎবিষয়ের অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করিলাম। অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও আমরা অনেকাংশে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি এবং করিব।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনোরিয়া ;—**কলফাইলামের** আক্ষেপিক রজঃকৃচ্ছ্র বা বাধকে ঠেলমারা প্রকৃতির বেদনা হয়। প্রসববেদনার প্রথমাবস্থার ন্যায় ইহা জরায়ুর অবিশ্রান্ত আক্ষেপ উৎপন্ন করে; ঋতুর স্রাবের পরিমাণ প্রায়শঃ স্বাভাবিক থাকে। **কলফাইলামের** সবিরাম আক্ষেপিক বেদনা কুচকিতে, তন্নিকটস্থ স্থানে অথবা বক্ষে এবং সময়ে অঙ্গনিচয়ে যায়। উভয় ঋতুস্রাবের ব্যবধানকালে প্রদত্ত হইলে ইহা উপরিউক্ত আক্ষেপিক বেদনার

banglabooks.in

উপকার করিয়া থাকে। রজঃকৃচ্ছ্র নিবন্ধন গুল্মবায়ুরোগে শরীরের নানা-দিকে বেদনা তীব্রবেগে ছুটিয়া যায়।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা—ইহাও জরায়ু-আক্ষেপের অন্যতম ঔষধ।

অন্তঃসত্তাবস্থার বিকার;—গর্ভাবস্থায় কষ্টদায়ক ও বিরক্তিকর বেদনার উপশমে এবং জরায়ুর অসহিষ্ণুতাব্যঞ্জক আক্ষেপাদির দূরীকরণ দ্বারা কষ্টনিবারণে এবং ভাবী প্রসবের সৌকর্য্যার্থে **পাল্‌সে** ও **সিমিসির** ন্যায় **কলফাইলামও** আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী ঔষধ। সবিরাম বেদনা নিবারণে ইহা উপযোগী। জরায়ুরোগের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া বশতঃ স্নায়ুশূল যদি সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে তাহাতে আমরা **কলফাইলাম্** হইতে উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। ইহার তীক্ষ্ণ ও খল্লীবৎ বেদনা মূত্রস্থলী, কুচকি এবং নিম্নাঙ্গে উপস্থিত হয়। প্রসবের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতে গর্ভিণী **ফল্‌স পেইন্‌স্** অথবা **পালোট কিম্বা অলীক প্রসববেদনায়** অস্বস্তি ও অনিদ্রাদির ক্লেশ সহ নিম্নোদর হইতে নিম্নাভিমুখে বেদনাযুক্ত ঠেলমারা থাকিলে **কলফাই** তাহাতে ফলপ্রদ। ফলতঃ ফল্‌স্ পেইনের পক্ষে ইহা অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়াই জানিতে হইবে।

প্রসববেদনা বা লেবর এবং প্রসবান্তিক বেদনা, ভাদালির ব্যথা বা আফ্‌টার পেইন্‌স্;—বেদনার সবিরাম প্রকৃতিবশতঃ প্রসবের বিরক্তিকর এবং অস্বাভাবিক বিলম্ব **কলফাইলাম** সংশোধন করিয়া থাকে। ইহার বেদনা তীব্র ও খল্লীবৎ এবং মূত্রস্থলী, কুঁচকি ও দেহের নিম্নসীমা আক্রমণ করে। বাত-প্রকৃতির অসহিষ্ণু স্ত্রীলোক বেদনায় নিতান্তই অধৈর্য্য হইয়া উঠিলে এবং জরায়ুর অত্যধিক নির্জ্জীবতা বশতঃ মোটেই প্রসববেগ না

banglabooks.in

হইলে ইহা উপযোগী। ইহার আক্ষেপিক বেদনা শীঘ্র শীঘ্র স্থানপরিবর্ত্তন করে এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে।

৩। পডফাইলাম পেল্টেটাম (Podophylum Peltatum)

উপচয়।—আমাশয়প্রদেশের দুর্ব্বলতা ব্যতীত সকল লক্ষণেরই শেষ রজনী ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। **উপশম।**—সন্ধ্যাকালে।

সম্বন্ধ।—পডফাইলাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক। পডফাইলামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ল্যাক্টিক এসি, নাক্স ভ। সল্ট বা লবণ ইহার কার্য্য বৃদ্ধি করে।

সাধারণ ক্রিয়া।—যকৃৎ এবং পরিপাকযন্ত্রই পডফাইলামের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ ডুয়ডিনাম এবং সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এবং গ্রন্থিল উপাদানেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা দ্বারা উপরি উক্ত শরীরোপাদানের উত্তেজনা, স্রাবাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন হয়। এই উত্তেজনা ও প্রদাহের শেষফলস্বরূপ আক্রান্ত টিস্যুতে পূয় এবং ক্ষত পর্য্যন্তও জন্মিতে পারে। ইহার ক্রিয়ায় শরীরবহিস্থ শিরার পূর্ণতা জন্মে, শিশু দুর্ব্বল ও কোমলশরীর হয় এবং শরীর-বাহ্যদ্বাররক্ষক সংকোচক পেশী শিথিল হইয়া যায়। পৈত্তিক ধাতুর, বিশেষতঃ পারদ সেবন প্রযুক্ত পিত্তবিকারগ্রস্তধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—শরীরের সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের ঈষৎ অবশভাব। ঝাঁকিযুক্ত বেদনার হঠাৎ আক্রমণ। দক্ষিণ অংশফলকাস্থির অভ্যন্তরদেশে বেদনা। প্রাতঃকালে উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বেদনা।

মুখপহ্বর।—রজনীতে, বিশেষতঃ দন্তোদ্গমকালে দন্তঘর্ষণ মুখ হইতে দুর্গন্ধের নির্গমন। শুভ্রলেপযুক্ত জিহ্বা এবং বিস্বাদ মুখ। মুখে

banglabooks.in

অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে। তিক্ত ও অম্ল আস্বাদ। শুভ্র ও সিক্ত জিহ্বার পার্শ্বে দন্তের ছাপ। পীতবর্ণ জিহ্বা।

উদরঃ—দক্ষিণ কুক্ষিতে পূর্ণতাসহ টাটানি ও বেদনা। ৩টা রজনীর সময় উদরের আড়াআড়িভাবে স্থিত কোলনান্ত্রাভ্যন্তরে (Transverse colon) গড় গড় শব্দ ও বেদনা, পরে উদরাময়। উদরের খল্লীবৎ বেদনায় উদরপেশীর আকৃষ্টতা। উদর গরম বোধ করার সহিত মলত্যাগেচ্ছা।

অম্ল ও মলদ্বারঃ—মলত্যাগান্তে উদর শূন্য বোধ হওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব। প্রত্যূষকালের সবুজ অম্লগুণবিশিষ্ট বিষ্ঠার উদরাময়ে অত্যন্ত বায়ু থাকে, এবং অপরিমিত আহার ও পান নিবন্ধন উদরাময়। বিষ্ঠা স্বাভাবিক, কিন্তু দিবসে অনেকবার মলত্যাগ হওয়ায় শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে। পর্য্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়। উদরাময় পৌনঃপুনিক, বেদনাহীন, জলবৎ, প্রভূত পরিমাণ বেগে নির্গত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, হরিদ্রাবর্ণ এবং তরল; বিষ্ঠা ময়দার ন্যায় তলানিযুক্ত; সবুজ, অম্লাক্ত ও জলবৎ; পীতবর্ণ ও অজীর্ণমলসংযুক্ত; শ্লেষ্মামিশ্রিত এবং দুর্গন্ধ; শোণিতরেখাযুক্ত ও কৃমিযুক্ত; কেবল প্রাতঃকালে কাল রঙ্গের মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরে কামড়ানি এবং উদরশূল ও তৎকালে মলদ্বারে তাপ ও বেদনা। বিষ্ঠা কর্দ্দমবর্ণ এবং চা খড়ির ন্যায়। অর্শ থাকিলে মলত্যাগ করিতে অথবা সামান্য শরীরচালনায় হালিশের নির্গমন। মলত্যাগের পরে অথবা হাঁচি, এবং মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি প্রযুক্ত হঠাৎ শরীরচালনায়ও সরলান্ত্রের স্খলন হইলে কখন কখন তাহা রক্তপূর্ণ ও স্ফীত হওয়ায় কতিপয় দিবস তদবস্থাতেই থাকে।

মূত্রযন্ত্রঃ—অসাড়ে মূত্রত্যাগ, পুনঃ পুনঃ রজনীমূত্রস্রাব। মূত্রাঘাত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ঃ—অণ্ডাধারপ্রদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে বেদনা, তাহার সহিত জরায়ুও বেদনাযুক্ত। কখন কখন

banglabooks.in

বোধ যেন মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া আসিবে। কনকনানি ও ঠেলমারা বেদনা হইলে জরায়ুভ্রংশ সংঘটিত হয়। ঘন এবং স্বচ্ছ আমযুক্ত শ্বেতপ্রদর।

চিকিৎসা।

দন্তোদ্গমকালীন রোগ:—স্থলবিশেষে দন্তোদ্গমবিকার চিকিৎসায় **পডফাইলাম্** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধমধ্যে গণ্য। মস্তিষ্কে ইহার কোন কার্য্য না থাকিলেও দন্তোদ্গমের অথবা উদরের কিম্বা উভয়েরই বিকারের সহিত সহানুভূতিপ্রযুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় বিলাপবৎ স্বরে কেঁকানি এবং আবদারের স্বরে মৃদু ক্রন্দন প্রভৃতি মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার লক্ষণ **পডফাইলাম্** প্রদর্শন করে। বিশেষ প্রকৃতির উদরাময় ইহার অন্যতম প্রদর্শক; রোগী দন্ত কিড়িমিড়ি করে এবং পশ্চাদ্দিকে নিক্ষিপ্ত মস্তক লুণ্ঠিত হইতে থাকে। উপরি উক্ত প্রতিক্ষিপ্তক্রিয়া বশতঃ মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলস্বরূপ **সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ** বা **কনভাল্‌শন** এবং ক্লেদযুক্ত ও চিত্রবিচিত্র উদরাময়ে **পডফাইলাম্ কলচি** সহ তুলনীয় হয়।

যকৃৎ-রোগ:—যকৃৎরোগচিকিৎসায় **পডফাইলাম্** অন্যতম মহৌষধ। ইহার ক্রিয়ায় প্রথমতঃ যকৃৎ উত্তেজিত হইলে প্রভূত পিত্তস্রাব হয় এবং শেষাবস্থায় প্রতিক্রিয়াবশতঃ যকৃতের জড়ত্ব এবং তদানুসঙ্গিক ন্যাবালক্ষণ জন্মে। উপরি উক্ত গৌণক্রিয়ানিবন্ধন ক্রিয়াবসাদ অথবা পুরাতন রক্তাধিক্যবিশিষ্ট, বিবৃদ্ধ যকৃৎ ও উদরাময়রোগে **পডফাইলাম্** উপযোগী। স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত যকৃৎ, পীতবর্ণ মুখমণ্ডল ও চক্ষু এবং বিস্বাদ মুখ ইহার প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। জিহ্বা শুভ্র অথবা পীতবর্ণ লেপযুক্ত থাকে এবং পিত্ত জমাট বাঁধায় পিত্তশিলা উৎপন্ন হইতে পারে। উদরাময় হয় কিন্তু

banglabooks.in

কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হইলে বিষ্ঠা কর্দ্দমবর্ণ থাকে। অনেক বিষয়ে **মার্কুরিয়াস্** সহ ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য ইহা "উদ্ভিদ্ পারদ বা ভেজিটেবল মার্কারি" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে **মার্কারি, যাকৃকা, ষ্ট্রাম, রাস্** এবং **আর্সেনিকের** ন্যায় জিহ্বাপার্শ্বে দন্তের ছাপ লাগে। ইহার রোগী হস্ত দ্বারা অনবরত যকৃদ্দেশ ঘর্ষণ করে। ফলতঃ পোর্টালশিরা সংসৃষ্ট উদরযন্ত্রমণ্ডলের ও শিরার জড়ত্বনিবন্ধন রোগনিচয়ে **পডফাইলাম্** প্রদর্শিত হয়। ইহার লক্ষণমধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ, কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা, ন্যাবা এবং আলস্য প্রধান বলিয়া গণ্য।

উদরাময়।—**পডফাইলাম্** প্রাত্যূষিক উদরাময়ের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার জলবৎ, পীতবর্ণ, প্রচুর এবং বেদনাহীন উদরাময় রজনী **৩টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা পর্য্যন্ত** সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে রোগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং দিবসের অবশিষ্টাংশ রোগী স্বাভাবিক মলত্যাগ করে। আহারান্তেই মলত্যাগ হওয়ায় ইহা **সিংকনা** এবং **কলসিন্থ** সহ তুলনীয়; এবং উদরশূল থাকিলে তাহা তাপে ও সম্মুখে বক্র হইলে উপশম হওয়াতেও ইহা **কলসিন্থের** সমকক্ষতা প্রকাশ করে। উদরাময়ের ফলস্বরূপ উদর ও সরলান্ত্রের, বিশেষতঃ **সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতার অনুভূতি** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। **হালিশ বাহির** বা **গুদভ্রংশ** হওয়ায় ইহা **ইগ্নেসিয়া কার্ব্ব ভেজ** এবং **হেমামেলিস** সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে মলত্যাগের পূর্ব্বে তাহার সংঘটন প্রভেদক রূপে বর্ত্তমান থাকে। **পডফাইলাম্** এবং **এলোর** উদরাময় কখন কখন শিরঃশূলসহ পর্য্যায়ক্রমে হয়। অনেক সময়ে উদরাময়ে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হওয়ায় ইহা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ **চায়না** এবং **ফেরামের** অনুকরণ করে।

banglabooks.in

শিশুদিগের উদরাময়ে মলপাত্রের অধোদেশে ময়দার ন্যায় পদার্থ থিতিয়া পড়াও ইহার অন্যতম প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

পডফাইলাম্ কোন কোন বিষয়ে, যেমন যকৃৎ বিকারে ও জিহ্বায় দন্তছাপের বর্ত্তমানতায় মার্কুরিয়াসের সহিত তুলনীয় হইলেও শেষোক্তের মলত্যাগে কুন্থনের উপস্থিতি, এবং প্রথমোক্তের উদরাময়ের প্রত্যূষে বৃদ্ধি, জলবৎ, লেইর ন্যায় হরিদ্রাভ অথবা অজীর্ণ মলের বেগে নিঃসরণ, বেদনাহীনতা এবং মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা উভয়কে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

পডফাইলাম শিশুউদরাময়ে বিশেষরূপে উপযোগী; কিন্তু তাহার অন্যতর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকার ধাতু এবং শরীরের নির্দ্দিষ্ট আকারাদি, ও ফসফরিক এসিড রোগে পডর ন্যায় ত্বরিত দুর্ব্বলতার অভাব ইহাদিগের প্রভেদ জ্ঞাপন করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—কলেরা মর্ব্বাস্ বা সাংঘাতিক কলেরা রোগে, বিশেষতঃ শিশুকলেরারোগে অনেক সময়ে আমরা পডফাইলাম দ্বারা বিশেষ উপকার পাই। ইহাতে বেদনাহীন জলবৎ মল বেগের সহিত হড়্ হড়্ করিয়া নির্গত হয় এবং আহার্য্যে ঘৃণা জন্মে। ইহাতে প্রত্যূষে অজীর্ণভুক্তবস্তুর মলত্যাগ হইতে পারে। শিশুকলেরার পতনাবস্থায় রোগীর ঘর্ম্মসিক্ত দেহের পেশীর শিথিলতা এবং রোগের আনুষঙ্গিক মস্তিষ্কলক্ষণে শিরঃলুণ্ঠনাদি হইতে পারে।

আইরিস ভার্সি—শেষ রজনী ২টা হইতে ৩টার মধ্যে জলবৎ, ঈষৎ পীতাভ সবুজ মলত্যাগ হয় এবং রোগী ভুক্তবস্তু ও অম্ল পদার্থ বমন করে। মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত জ্বালা ইহার অন্যতর প্রদর্শক।

banglabooks.in

ইলেটেরিয়াম্—শিশুকলেরায় জলপাইর ন্যায় সবুজ রঙ্গের জলবৎ উদরাময় ত্বরিতবেগে নির্গত হয়।

ক্রটন টি—প্রচুর, পীতবর্ণ অথবা জলবৎ উদরাময় আহার অথবা পানে বর্দ্ধিত।

ইপিকা—বমন ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। জলবৎ, ঈষৎ পীত উদরাময়ে উদরশূল থাকে এবং বমন ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌ষ্টিপেশন।—শিশুদিগের পূর্ব্ববর্ণিত যকৃদ্বিকারনিবন্ধন কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ১২ ক্রমের **পডফাইলাম** উপকার করিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহা **ভেরেট এ, ওপি** এবং **ব্রায়** সহ তুলনার উপযুক্ত।

জ্বর—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার।—জ্বর রোগে সাধারণতঃ **পডফাইলামের** প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে স্বল্পবিরাম জ্বরে পিত্ত লক্ষণের প্রাধান্যসহ উদরাময়াদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহাদ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। শীতের পূর্ব্বে পৃষ্ঠশূল ও তাপাবস্থায় ঘর্ম্ম এবং বহুভাষিতাযুক্ত প্রলাপের জ্বরান্তেও বিস্মৃতি, প্রচণ্ড শিরঃশূলসহ অত্যধিক তৃষ্ণা এবং পাণ্ডুরতা, পর্য্যায়-ক্রমিক শিরঃশূল ও উদরাময়, পচাটে আস্বাদ, যকৃৎস্থানে পূর্ণতা ও মোচড়ানি বেদনা এবং পিত্তসংযুক্ত উদরাময় ইহার সাধারণ লক্ষণ। আমি এইরূপ একটি রোগীকে পডফাইলাম দ্বারা অতি সহজে আরোগ্য করিয়াছি।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৭ (LECTURE LXXVII.)

ইরিডেসি জাতীয় ঔষধ শ্রেণী।

১। ক্রকাস। ২। আইরিস ভার্সিকোলার।

১। ক্রকাস্ স্যাটিভাস (Crocus sativus)।

উপচয়।—প্রাতঃকালে। **উপশম।**—মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ—ক্রকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, বেল, ওপি।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, বেল, ক্যাম্ফে কা, ইগ্নে, ইপিকা, নাক্‌স্ ভ, ওপি, প্ল্যাটি, পাল্‌স্, রাস্ রুটা, স্যাবাডি, সিপি, সাল্‌ফ, জিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্রকাস্ মস্তিষ্কমেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলের আক্রমণদ্বারা মস্তিষ্কে উত্তেজনা এবং রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে গুল্ম-বায়ুলক্ষণযুক্ত উন্মাদরোগ জন্মে। ইহার অন্যতর ক্রিয়ার জরায়ুতে শিরা-শোণিতাধিক্য জন্মিলে যে শোণিতস্রাব হয় তাহার কৃষ্ণবর্ণ এবং তন্তু-জানোৎপন্নসূত্র পূর্ণতা ও জমাট বাঁধার প্রকৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। শরীরের বহু স্থান হইতে কাল, আটা ও চাপ চাপ রক্তস্রাব হয়।

।

মন।—দোলায়মান মানসিক ভাব; রোগী ক্রোধান্ধ, তখনই অনুতাপগ্রস্ত; অবসাদ এবং আনন্দ; খিটখিটে এবং উৎসাহ-পূর্ণ। শান্তিহীন, উৎকণ্ঠাপূর্ণ এবং দুঃখিত। আমোদ এবং উল্লাসসহ উন্মত্ততা, গীত গাহিবার প্রবল ইচ্ছা, অসাধারণ হাস্যপরিহাস, প্রত্যেক

banglabooks.in

ব্যক্তিকেই চুম্বন করিতে চাহে। লিখিতে চেষ্টা করিলে ভাবের অভাব হয়।

স্নায়ু।—অনুভূতি জন্মে যেন কোন জীবন্ত পদার্থ শরীরের নানাস্থানে লক্ষ প্রদান করিতেছে। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার ন্যায় সন্ধ্যাকালে অত্যধিক বলক্ষয় এবং আলস্য হইলে অত্যন্ত নিদ্রালুতাসহ বোধ যেন চক্ষুপত্র স্ফীত হইয়াছে; সাহিত্য সম্বন্ধীয় কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহার উপশম হয়। পেশীনিচয়ে ঝাঁকি; একৈক পেশীগুচ্ছে ঝাঁকি।

চক্ষু।—চক্ষুপরি শ্লেষ্মার জাল থাকার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগী পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে ও মুছিতে বাধ্য। চক্ষুতারকার অত্যন্ত বিস্তৃতি। বোধ হয় যেন চক্ষুতে কামড়ানিকর ধূম রহিয়াছে। পর্দ্দা কর্ত্তৃক চক্ষু আবৃত থাকার ন্যায় সচরাচর অপেক্ষা আলোক অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়। অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষুতে অবিশ্রান্ত জল আসিতেছে। অনেক ক্রন্দন করিলে যেরূপ হয় চক্ষুতে তদ্রূপ অনুভূতি। অধিক পাঠের পর চক্ষুতে টাটানিযুক্ত জ্বালা; তাহাতে ঘোর দৃষ্টি জন্মিলে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মিটি মিটি করিতে হয়। মধ্যে মধ্যে চক্ষুপুটদ্বয় পরস্পর দৃঢ়রূপে চাপিত করার প্রবৃত্তি। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের আনর্ত্তন। বেদনা চক্ষু হইতে মস্তকশীর্ষে যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—বেদনা এবং জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ হওয়ায় বোধ যেন ঋতুস্রাব হইবে। সামান্য শরীরচালনাতেই জরায়ু হইতে কাল, আটা ও তন্তুযুক্ত রক্তচাপের স্রাব।

চিকিৎসা

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—ক্রকাস্ তাণ্ডবরোগলক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়া উৎপন্ন করে অথবা ইহার গুল্মবায়ুতে উন্মাদবৎ

banglabooks.in

মানসিক লক্ষণ ও তাণ্ডববৎ শারীরিক চালনা যুগপৎ উপস্থিত হয়। রোগী তাণ্ডববৎ লম্ফপ্রদান ও নৃত্য করে এবং গুল্মবায়ু অথবা উন্মাদরোগগ্রস্ত রোগীর ন্যায় হাস্য ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করে; একৈকভাবে তাহার পেশীগুচ্ছনিচয়ের সংকোচন হয়। রোগিণী এক মুহূর্ত্তে রাগত হয়, পর মুহূর্ত্তেই তজ্জন্য অনুতাপ করে; অথবা তাহার ক্রোধ, বাগ্মিতা এবং হাস্য পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে। টেরেণ্টুলার ন্যায় ইহার রোগীতেও সঙ্গীতের ক্ষমতা প্রকাশ হয়। কাহাকেও গান করিতে শুনিলে ইহার রোগীও অজ্ঞাতসারে তাহাতে যোগদান করে; কিন্তু মাকড়সা-বিষের (tarantula) ন্যায় তাহাতে রোগের উপশম হয় না। লম্ফ প্রদান করিবার ইচ্ছায় ক্রকাস্ টেরেণ্টুলা, ষ্ট্যামনিয়াম, এপারিকাস, সিক্যু, হায়সা এবং নেট্রাম মিউ সহ তুলনীয়।

পেশী আনর্ত্তন বা মাস্কুলার টুইচিং।—অক্ষিপুটআনর্ত্তন (চোক্‌নাচা) ক্রকাস্ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে; কিন্তু কডিন তদপেক্ষাও অধিকতর নিশ্চয়াত্মক ঔষধ।

চক্ষুরোগ—অস্ত্রচিকিৎসান্তর চক্ষুবিকার।—ক্রকাসের কতিপয় চক্ষুবিকারের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। চক্ষুতে অস্ত্রচিকিৎসান্তে যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত হইলে যে সকল ঔষধ দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ক্রকাস্ অন্যতম। আমরা নিম্নে ঐ সকল ঔষধের বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথা :—

একন তাহার প্রধান ঔষধ; ললাটপার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনার অনুতাপাধিক যন্ত্রণায় রোগী অধীর হইলে ইগ্নে; বেদনা চক্ষু হইতে তীরবেগে মস্তকে যাইলে ব্রাস্; মস্তকবেদনায় বমন হইলে ব্রায়; ঝাঁকির সহিত বেদনায় বমন ও বিবেচন হইলে এসে-

banglabooks.in

ব্লাম; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা হইলে ক্রকাস; এবং ললাটপার্শ্বে ছুরিবেধবৎ বেদনায় থুজা প্রযোজ্য হয়। সেনেগা শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমুকুরের ভগ্নাবশেষ করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে ষ্ট্রন্‌শিয়ামের প্রয়োগ হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া।—কৃষ্ণবর্ণ, তন্তুযুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ক্রকাস্ প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি জন্মে যেন উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে।

২। আইরিস্ ভার্সিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ।—আইরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—নাক্স ভ।

তুলনীয় ঔষধ।—এলো, এণ্টি ক্রু, আর্স, ব্রায়, কলচি, আয়ডি, ইপিকা, মার্ক, পাল্‌স্, পড, ফাইটল, ভেরেট্ এ, স্যাঙ্গু, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্রন্থিমণ্ডল এবং আমাশয়ান্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আইরিস ভার্সিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা। ফলে তাহাদিগে[illegible] বৃদ্ধি হই[illegible] [illegible]তের [illegible]ত[illegible] [illegible]য়।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মস্তক।—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃদু দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মৃদু এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুপরি সপূয় ফুসকুড়ি।

আমাশয়।—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূন্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্‌গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অম্ল ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্তু, পিত্ত এবং দুগ্ধের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর।—অন্ত্রে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্য রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময়; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুন্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুন্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, 'আধকপালি' ব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যকৃৎ বা পিত্তের

banglabooks.in

ব্রাম; চক্ষুতে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা হইলে ক্রকাস; এবং ললাটপার্শ্বে ছুলবেধবৎ বেদনায় থুজা প্রযোজ্য হয়। সেনেগা শোষণ ক্রিয়ার সাহায্যদ্বারা অক্ষিমুকুরের ভগ্নাবশেষ করিয়া থাকে এবং দৃষ্ট পদার্থ শোণিতরঞ্জিত প্রতীয়মান হইলে ষ্ট্রেন্‌শিয়ামের প্রয়োগ হয়।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া:—কৃষ্ণবর্ণ, ভন্তযুক্ত, চাপ চাপ শোণিতস্রাববিশিষ্ট রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ক্রকাস্‌ প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর অনুভূতি জন্মে যেন উদরে জীবন্ত পদার্থ চলিয়া বেড়াইতেছে:

২। আইরিস্‌ ভার্সিকোলর (Iris Versicolor)

সম্বন্ধ:—আইরিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—নাক্স ভ।

তুলনীয় ঔষধ:—এলো, এণ্টি ক্রু, আর্স, ব্রায়, কল্‌চি, আয়ডি, ইপিকা, মার্ক, পাল্‌স্‌, পড, ফাইটল, ভেরেট্‌ এ, স্যাঙ্গু, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া:—গ্রন্থিমণ্ডল এবং আমাশয়ান্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে আইরিস ভার্সিকোলরের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা জন্মে। উপরি উক্ত ক্রিয়োত্তেজনার ফলে তাহাদিগের স্রাব বৃদ্ধি হইলে তাহা উগ্রগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার যকৃতের উত্তেজনায় পিত্তস্রাবের এবং কিড্‌নির উত্তেজনায় মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন প্যান্‌ক্রিয়াজে (Pancreas) ইহার জাতিগত সম্বন্ধ জন্য অতি প্রবল ক্রিয়া হইয়া থাকে। ত্বকে ইহা রসবিম্বিকার ও পূয়গুটিকার উদ্‌ভেদ উৎপন্ন করে। আমাশয় ও যকৃদ্বিকার নিবন্ধন "সিক্‌ হেডেক" বা বমনযুক্ত শিরঃশূল ইহার বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

banglabooks.in

।

মস্তক।—সন্ধ্যাগমে, বিশ্রামে এবং শীতল বায়ুতে অথবা কাসিলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে মৃদু দপ্‌দপানি অথবা তীরবেধবৎ বেদনা ও বিবমিষার বৃদ্ধি, এবং পরিমিত শরীরচালনায় তাহার হ্রাস হয়। মৃদু এবং ললাটের গুরুত্ববোধক শিরঃশূলসহ চক্ষুর জড়তা ও ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশে বেদনা থাকে। ললাট এবং মূর্দ্ধায় কনকনানি হওয়ায় বোধ হয় যেন মস্তকোর্দ্ধভাগ বিচ্ছিন্ন হইবে। ললাটপার্শ্বে, অধিকতররূপে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীরবেধবৎ বেদনা, এবং মস্তকত্বকে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। মস্তকত্বগুপরি সপূয় ফুসকুড়ি।

আমাশয়।—ক্ষুধার অভাব। পুনঃ পুনঃ শূন্য অথবা স্বাদহীন বায়ুর উদ্‌গার। বিবমিষা এবং অত্যন্ত অম্ল ও তরল পদার্থের বমন। শিশুদিগের ভুক্ত বস্তু, পিত্ত এবং দুগ্ধের বমন। আমাশয়স্থানে অত্যন্ত জ্বালাময় কষ্ট।

উদর।—অন্ত্রে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা। বায়ুনিঃসরণে উদরবেদনার উপশম। উদরশূলের, উপশম জন্য রোগীর সম্মুখে বক্র হইতে বাধা।

মল ও মলদ্বার।—পাতলা এবং জলবৎ উদরাময়; কোমল, পীতবর্ণ উদরাময়ের উদর ডাকে, কিন্তু বেদনা থাকে না; কুন্থনে শোণিত এবং আমের নিঃসরণ। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ হইলে মলদ্বার জ্বালা করে এবং কুন্থন দিতে ও নিম্ন দিকে ঠেল মারিতে প্রবৃত্তি হয়। মলত্যাগান্তে মলদ্বার অগ্নিদগ্ধ হইতেছে বলিয়া বোধ। প্রাতঃকালে মলদ্বারের টাটানি থাকায় বোধ যেন তন্মধ্যে কাঁটা ফুটিয়া আছে। মলদ্বারে কষ্ট থাকায় বোধ হয় যেন মলদ্বারভ্রংশ ঘটিয়াছে। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক এবং অর্দ্ধশিরঃশূল, 'আধকপালি' মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আমাশয়, যকৃৎ বা পিত্তের

banglabooks.in

বিকার আইরিস শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে শিরঃশূলের সঙ্গে সঙ্গে আংশিক দৃষ্টিলোপ বা দৃষ্টিমান্দ্য হওয়া প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য; এই লক্ষণে ইহা জেল্‌স্‌ শিরঃশূল সহ তুলনার যোগ্য। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কলেজের প্রফেসার বা অধ্যাপকদিগের ছয় দিবসের মানসিক পরিশ্রমের জন্য মস্তিষ্কীয় শ্রান্তি বশতঃ প্রত্যেক রবিবারের সাময়িক শিরঃশূল রোগে ইহা উপকারী। বেদনা চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশের উচ্চস্থান বা সুপ্রা অর্বিটালপ্রদেশে, বিশেষতঃ এক এক সময়ে চক্ষুর এক এক পার্শ্বে এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ চক্ষূর্দ্ধ-প্রদেশে হয়। দপদপানি অথবা তীক্ষ্ণপ্রকৃতিবিশিষ্ট বেদনার অতিবৃদ্ধিসময়ে প্রচুর পরিমাণ তিক্ত অথবা অম্ল বমন। ফলতঃ যাহাতে দাঁত টকিয়া যায় এরূপ অম্ল পদার্থের বমনই ইহার বিশেষতা। ইহার শিরঃশূল শরীরচালনা, শীতল বায়ু এবং কাসিতে বর্দ্ধিত এবং মুক্তবায়ুমধ্যে অল্প-ব্যায়ামসাধ্য কার্য্যে উপশমিত হয়। অবিশ্রান্ত বিবমিষাযুক্ত "সিক্‌হেডেক" বা সবমন শিরঃশূলের আইরিস অন্যতম মহৌষধ।

পলিমিয়া—সবমন শিরঃশূল সম্পূর্ণ মস্তক আক্রমণ করে এবং তাহার সহিত বিবমিষা অথবা বমন থাকিতে পারে।

বমনরোগ বা ভমিটিং।—দন্তের অম্লতাকারক অতিশয় অম্ল পদার্থের বমনের সাময়িক আক্রমণে আইরিস ভার্স উপকারী।

যকৃৎ রোগ;—যকৃদ্দেশে টাটানি, পিত্তবমন, চক্ষু এবং ত্বকের পীতবর্ণ বা ন্যাবা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যকৃৎ রোগে আইরিস্‌ উপকারী। অপরিমিত আহার বশতঃ রোগ জন্মিলে ইহা নাক্স্‌ ভ, পাল্স্‌ এবং চায়না সহ তুলনীয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৮ (LECTURE LXXVIII.)

স্পিজিলিয়া (Spigelia) ।

প্রতিনাম :—স্পিজিলিয়া এন্থেল্‌মিয়া ?

জাতি :—লোগ্যানেসি ।

উপচয় :—শরীরচালনায় ; উচ্চ শব্দে ; শ্বাস টানিলে ; স্পর্শে ; চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে ; পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত ।

উপশম :—অপরাহ্ণ ৩টা অথবা ৪টার সময় ।

সম্বন্ধ :—স্পিজিলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, ককুল, ক্যাম্ফ, পাল্‌স্‌ । স্পিজিলিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্ণি, বেল, ব্রায়, ক্যাক্টাস্‌, ক্যাল্কে কা, সিমিসি, সিঙ্ক, সিনা, ডিজিট, কেলি কা, ক্যাম্ফিয়া, লরসি, লাইক, মার্ক, নাক্‌স্‌ ভ, ফস্‌, পাল্‌স্‌, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, জিঙ্ক । স্পিজির পরে প্রযোজ্য—আর্স, ডিজি, কেলি কা । (হৃৎপিণ্ডরোগে) সিমিসি, জিঙ্ক । একনের পরে (এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌) স্পিজি ।

সাধারণ ক্রিয়া :—জৈবকার্য্যবিধায়িনীশক্তিপ্রদ (Nerves of animal life) এবং অনুভূতিদ স্নায়ু এবং চক্ষু ও হৃৎপিণ্ডের তাণ্ডব এবং পৈশিক উপাদানে স্পিজিলিয়ার প্রধান ক্রিয়া । ইহা স্নায়বিক উত্তেজনা উৎপন্ন করায় গতিদ্‌ স্নায়ুর কার্য্যক্ষেত্রে মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপিক গতি, পেশীকম্পন বা "সাবসণ্টাস্‌ টেণ্ডনাম্‌" এবং সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুরাজ্যে বিশেষতঃ পঞ্চম স্নায়ুতে স্নায়ুশূল জন্মে । উপরি উক্ত স্নায়বিক আক্ষেপিক গতি, স্নায়ুশূল এবং চক্ষুতে ও হৃৎপিণ্ডে

banglabooks.in

ইহা দ্বারা উৎপাদিত রসবাতিক অবস্থা ইহার প্রধান ক্রিয়ামধ্যে পরিগণিত।

লক্ষণ।

মস্তকঃ—ললাটদেশের অভ্যন্তর হইতে বহিরাভিমুখে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় সম্পূর্ণ মস্তকের জড়তা। মস্তকের চতুষ্পার্শ্বে, বিশেষতঃ সম্মুখে, নত হইলে কশিয়া ফিতা বাঁধা থাকার অনুভূতি। ললাটে, মস্তকের পশ্চাতে এবং মূর্দ্ধার বাম পার্শ্বে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা শরীরচালনায় ও উচ্চ শব্দে বর্দ্ধিত এবং শয়নে উপশমিত হয়। ললাটপার্শ্বের ও ললাটের ছিন্নবৎ বেদনা চক্ষুরাভিমুখে বিস্তৃত এবং শরীরচালনায়, বিশেষতঃ পদস্খলন হইলে বর্দ্ধিত হয়। মস্তক ঘূর্ণিত করিলে মস্তিষ্ক আল্‌গা বোধ হয়। চাপিতবৎ শিরঃশূল ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে, চক্ষু পর্য্যন্ত আক্রমণ করে, এবং শরীরচালনা, গোলমাল শব্দ, ঝাঁকি অথবা মলত্যাগের কোঁথানিতে বর্দ্ধিত হয়। ললাটের দক্ষিণের উচ্চ প্রদেশের অভ্যন্তরে ও ঊর্দ্ধে ললাটগহ্বর ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা। স্নায়ুশূলের বেদনা মস্তকের অংশ হইতে অংশান্তরে যায়। বোধ হয় যেন মস্তক বেগে ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। সাময়িক শিরঃশূল। মস্তিষ্কের কম্প চালনায় ও সবল পদনিক্ষেপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; জল পতনের অনুভূতি। মস্তকত্বকের টাটানি ও চালনায় স্পর্শাসহিষ্ণুতার বৃদ্ধি।

স্নায়ুঃ—অস্থির; রজনীতে রোগী অঙ্গনিচয় স্থির রাখিতে পারে না। স্পর্শে শরীরে বেদনার অনুভূতি; শরীরাংশ স্পর্শ করিলে শীতল বোধ; অথবা শরীরের মধ্য দিয়া চন্‌চন্ করিতে থাকে। গাত্রোত্থান করিতে শরীর ভারী বোধ হয় ও টাটায়।

চক্ষুঃ—চক্ষুর চালনায় তাহাতে বেদনার অনুভূতি যেন

banglabooks.in

তাহা চক্ষুকোটরাপেক্ষা বৃহত্তর। চক্ষু হইতে তীব্র, তীরবেধবৎ এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রত্যেক পার্শ্বে বিকীর্ণ হয়। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চুলকনা ঐ চক্ষু ঘর্ষণ করিলে পুনরাবর্ত্তন করে। চক্ষুগোলকে, বিশেষতঃ তাহা ঘূর্ণিত করিলে, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর দেশে চক্ষুশূল। ঘোর দৃষ্টি।

নাসিকা ;—পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর শ্লেষ্মা বহিয়া পড়ায় রজনীতে শ্বাসরোধ হয়; শ্লেষ্মা কখন শুভ্র কখন বা হরিদ্রাভ থাকে। নাসিকার পশ্চাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা কেশ দ্বারা স্পর্শ করা হইতেছে, অথবা তাহার পাশাপাশি ভাবে মৃদু বাতাস বহিতেছে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী ;—সম্মুখে নত হইতে, উপবেশন করিতে, অথবা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করার পরে, গভীর শ্বাসগ্রহণে, অথবা শ্বাসরোধ করিলে হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড, দ্রষ্টব্য, এবং শ্রবণযোগ্য স্পন্দন হইলে মানসিক উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক বক্ষঃকম্প হয়। হৃৎকম্প। ফুস্‌ফুস্-চূড়া-প্রদেশে গুরুত্বসহ কনকন করিলে বোধ হয় যেন তাহা ভেদ করিয়া ধারে স্থূলাগ্র ছুরিকা বসান হইতেছে। কখন কখন হৃৎপিণ্ডে নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িকরূপে সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, অনিয়মিত এবং কম্পান্বিত থাকে।

উদর ;—উদরে সংকুচিত হওয়ার ন্যায় কামড়ানি হইলে উৎকণ্ঠা ও শ্বাসকষ্ট। উদরে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা। বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় উদরবেদনার সন্ধ্যাকালে মলত্যাগের পূর্ব্বে বৃদ্ধি; তাহার পরে কিঞ্চিৎ হ্রাস।

মলদ্বার ;—মলদ্বার ও সরলান্ত্রে চুলকনা এবং শুড়শুড়ি। মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বা পেরিনিয়ামে গর্ত্ত করার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—মস্তকের স্নায়ুশূলরোগে **স্পিজি লিয়া** এবং **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রথমোক্ত মস্তকের বাম এবং শেষোক্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ জন্য প্রসিদ্ধ। ইহার স্নায়ুশূল বামচক্ষূর্দ্ধপ্রদেশ আক্রমণ করে এবং সূর্য্যের গতির অনুগামী হয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ, মধ্যাহ্নে সর্ব্বোচ্চ তীক্ষ্ণতায় উত্থিত এবং সূর্য্যাস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকের শীর্ষ মুক্ত বা ফাঁক রহিয়াছে; **বেলাডনার** ন্যায় ইহাতেও উচ্চ শব্দে ও শয্যায় ঝাঁকিতে বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং তদ্ব্যতীতও সম্মুখে নত হওয়া ও বায়ুর পরিবর্ত্তন (change of weather) ইহার বেদনাবৃদ্ধির কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। **বেলাডনার সম্পূর্ণ স্নায়ুশূল প্রকৃতি এবং বামপার্শ্ব আক্রমণ** ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। সূর্য্যের গতিসহ সম্বন্ধ থাকায় ইহা **নেট মিউ, জেল্‌স্** এবং **গ্লনইন** সহ তুলনীয়।

স্নায়ুশূল বা নিউরেলজিয়া।—ডাঃ বেয়ার **মুখমণ্ডল স্নায়ুশূলের (প্রসপলজিয়ার)** চিকিৎসায় **স্পিজিলিয়াকে** শীর্ষস্থান প্রদান করেন। ইহার রসবাতিক স্নায়ুশূল হেঁচকাটানের ন্যায় ও ছিন্নবৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট; এবং সিক্ততা, চাপ, চালনা এবং সংস্পর্শ প্রভৃতিতে বর্দ্ধিত হইলে শরীরাভ্যন্তর দিয়া ভীতিকম্পের ন্যায় থরথর ভাব প্রেরিত হয়। ইহার আক্রমণ সাময়িক এবং তাহাতে হৃৎপিণ্ডস্থানে ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা জন্মে, অথবা আক্রমণের পূর্ব্বে হৃৎকম্প হয়। ললাটের, চক্ষুকোটরের এবং ঊর্দ্ধ চুয়ালের ও দন্তের স্নায়ু বেদনার আক্রমণস্থান থাকে। অনেক সময়েই অনুভূতি জন্মে যেন চক্ষু অতি বৃহৎ হইয়াছে। ভ্রূ-স্নায়ুশূল অথবা বামপার্শ্বস্থ মুখমণ্ডল-

banglabooks.in

স্নায়ুশূলের, বিশেষতঃ প্রসপেলজিয়ার বেদনা মস্তকপশ্চাৎ হইতে মস্তকোর্দ্ধ বাহিয়া আসিলে ও বেদনার প্রকৃতি জ্বালাযুক্ত ও খোঁচার ন্যায় হইলে এবং তাহা বায়ুর পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি পাইলে **স্পাইজি** দ্বারা উপকার হইতে পারে। সাধারণতঃ পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হয় না।

কলচিকাম্—ইহার বেদনাও বাম পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তাহাতে এক প্রকার পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা জন্মে, কিন্তু **স্পাইজিলিয়ার** ন্যায় উগ্রতা থাকে না।

সিমিসিফিউগা—জরায়ুরোগের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া নিবন্ধন চক্ষূর্দ্ধস্নায়ুশূল; রজনীতে বেদনার বৃদ্ধির প্রকৃতিবিশিষ্ট পেশীশূলে এবং রসবাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপেলজিয়াতে (যাহা অপরাহ্ণে উপস্থিত হয় ও রজনীতে অন্তর্দ্ধান করে) **সিমিসি** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। বাম স্তনাধঃ বেদনা অধিকাংশ সময় অণ্ডাধাররোগ বশতঃ জন্মে এবং **সিমি** তাহার উপকার করে।

হৃদ্রোগ—হৃদ্বহির্ব্বেষ্টপ্রদাহ; হৃদন্তরবেষ্টপ্রদাহ; হৃদ্ঝিল্লি; হৃৎকম্প প্রভৃতি।—হৃৎপিণ্ডের নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণার উপশমনার্থ **স্পাইজি** উপযোগী। প্রবল হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ বা একিউট কার্‌ডাইটিস্ এবং হৃদ্বহির্ব্বেষ্টপ্রদাহ বা পেরিকার্‌ডাইটিস্‌রোগের ঔষধমধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হৃৎপিণ্ড হইতে তীব্র বেদনা তীরবেধবৎ ছুটিয়া পৃষ্ঠে এবং হৃৎপিণ্ড হইতে বিকীর্ণ বেদনা হস্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া নিম্নাভিমুখে এবং বক্ষোপরি যায়। হস্ত কিম্বা শরীরের কোন প্রকার চালনা হইলেই হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে করতল স্থাপনে রণৎকার বা পারিং শব্দের উপলব্ধি। নাড়ীস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক; হস্তের যৎসামান্য গতি হইলেই রোগের বৃদ্ধি। স্নায়ুশূলের উপসর্গরূপে হৃৎপিণ্ডলক্ষণ উপস্থিত হইলে তন্নিবারণেও **স্পাইজির** আবশ্যকতা জন্মে। অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার

banglabooks.in

শান্তিবিধানেও ইহা উপযোগী। কখন কখন ইহার হৃৎস্পন্দন শ্রবণগোচর হয়; দীর্ঘকাল ব্যাপী পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণ নিবন্ধন হৃদ্‌বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফিতে স্পন্দনের উচ্চশব্দ শ্রুতিগোচর হইলে আর্স তাহার ঔষধ। হৃৎরোগের তরুণাবস্থায় স্পাইজি প্রদত্ত হয়।

রসবাতজ হৃদন্তরবেষ্টপ্রদাহে অনেক সময়েই স্পাইজি কার্য্য করিয়া থাকে। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্‌রোগেরও ইহা উপশমকারী। হৃৎপিণ্ডপ্রদাহে একর পর ইহা প্রয়োজ্য। হৃৎপিণ্ডরোগের, বিশেষতঃ তাহার কপাটের যান্ত্রিক রোগের (Valvular disease), এবং হৃদ্‌বিবৃদ্ধির পুরাতন অবস্থায় ইহা ফলপ্রদ।

কৃমিরোগ;—উদরে কৃমির বর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত উত্তেজনাঘটিত বক্রদৃষ্টি, শরীরের ঝাঁকি, মুখের পাণ্ডুরতা, চক্ষু বেড়িয়া নীল বর্ণমণ্ডল এবং নাভির চতুর্দ্দিকস্থ উদরশূল জন্য মূর্চ্ছার ও বিবমিষার ভাব প্রভৃতি কৃমিরোগলক্ষণে স্পাইজি উপকারী। ইহার মলে আম, বিষ্ঠা ও কৃমি থাকে। ইহার মূল আরকে নেকড়া ভিজাইয়া তাহার আঘ্রাণ দিলে কৃমি জন্য সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপ দূর হইতে পারে।

ইগ্নেসিয়া—মলদ্বারে কীটবিচরণের অনুভূতি ও বিড় বিড়ির জন্য শিশু অস্থির হইলে প্রযোজ্য।

ইণ্ডিগো—সূত্রবৎ কৃমি থাকায় শিশু বিষাদবায়ুগ্রস্ত হইলে এবং নাভিদেশে তীব্র বেদনা থাকিলে যদি শিশুর কন্‌ভাল্‌সন হয়।

স্যাবাডিলা—বিবমিষা, বমন এবং উদরশূলযুক্ত কৃমিরোগে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৭৯ (LECTURE LXXIX.)

জাতি—ভার্ব্বিনেসি।

এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্ (Agnus Castus.)

সাধারণ ক্রিয়া ;—এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্ জননেন্দ্রিয় সহ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত বস্তু। প্রাথমিক উত্তেজনা ব্যতীতই ইহা জননেন্দ্রিয়-ক্রিয়ার অবসাদ ঘটায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ ধ্বজভঙ্গ ঘটে। এজন্য পূর্ব্বকালে কামেচ্ছার দমন জন্য স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে ইহা ব্যবহৃত হইত।

লক্ষণ।

মন ;—অন্যমনস্কতা ; কিছুই মনে থাকে না। পাঠে মনঃযোগ হয় না। ঔদাসিন্য ; দুঃখ ; মৃত্যু নিকট বলিয়া ভীতি ; সাহসহীনতা। **স্নায়ু ;**—বিষাদবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির আক্ষেপিক রোগ। যন্ত্রণাঘটিত দুর্ব্বলতাবৎ প্রচণ্ড দৌর্ব্বল্যে মানসিক অবসাদবশতঃ স্তন্যের রোধ। শরীর ঘৃষ্টবৎ বোধ। **পুংজননেন্দ্রিয় ;**—কামেচ্ছার হ্রাস, প্রায় অভাব। লিঙ্গ এতাদৃশ শিথিল যে কামবিষয়ক চিন্তার উত্তেজনায় তাহা উত্থিত হয় না। অণ্ডকোষ শীতল, স্ফীত, কঠিন এবং বেদনাযুক্ত। লিঙ্গ ক্ষুদ্র ও থস্‌থসে। কামেচ্ছা ব্যতীতই লিঙ্গের ক্ষীণ উত্থান। রজনীতে স্ত্রীসঙ্গমের পরে অত্যল্প ও প্রায় গন্ধহীন শুক্র স্রোত বহিয়া পড়ে ; তাহা বলে নিক্ষিপ্ত হয় না। পুরাতন পূয়মেহ বশতঃ ধ্বজভঙ্গ। পীত বর্ণ মূত্রনালীস্রাব। পুরাতন পূয়মেহ থাকায় কামেচ্ছা অথবা লিঙ্গোত্থান হয় না। মলবেগের সহিত প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাবের নির্গমন। **স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ;**—স্বচ্ছ শ্বেতপ্রদর হইলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল থাকে। সঙ্গমে অনিচ্ছা। স্তন্যের অত্যল্পতা ; অথবা তাহার রোধ।

চিকিৎসা—পুংজননেন্দ্রিয়রোগ—নাভি

banglabooks.in

প্রবল এবং পুরাতন পূয়মেহ,

ধ্বজভঙ্গ।—বৃদ্ধ এবং অপরিমিত কামসেবা বশতঃ অকালবৃদ্ধ ব্যক্তি (যাহারা অতিরিক্ত কামসেবায় রত থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে) **এগ্রাস ক্যাষ্টাস্** রোগের কার্য্যক্ষেত্র। পুনঃ পুনঃ পূয়মেহ বা গণরিয়ার আক্রমণও ইহাদিগের শুক্রমেহরোগের অন্যতর কারণ। পূয়মেহরোগের প্রবল ও তরুণাবস্থায় ইহা উপকারী নহে। তাহার কথঞ্চিৎ পুরাতন বা নাতিপ্রবল অবস্থায় স্রাব পীতবর্ণ পূয়বৎ আকার ধারণ করিলে এবং **ক্যান্থারিস্** সদৃশ কামোত্তেজনার অভাব হইলে **এগ্রাস্ ক্যাষ্টাস্** উপযোগী।

সিপিয়া—স্ত্রীলোকদিগের পূয়মেহ রোগের প্রবল লক্ষণ প্রশমিত হইলে ডাঃ হিউজ্ **সিপিয়া** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাঃ র'র মতে ইহা অনেক স্থলেই প্রদর্শিত।

টুসিলেগো—পূয়মেহ রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

অপরিমিত কামসেবা এবং তদানুসঙ্গিক আমোদাদির উপভোগ নিবন্ধন অকালবৃদ্ধ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি শুক্রমেহরোগগ্রস্ত হইলে অত্যন্ত বিষণ্ণ-চিত্ত, উদাসীন, অনন্যোযোগী এবং আত্মসম্মানহীন হইয়া পড়ে ও অতিরিক্ত রেতঃক্ষয় হেতু দুর্ব্বলতা জন্মে। এই সকল ব্যক্তির কামেচ্ছা ১৮ বৎসরে যদ্রূপ প্রবল, ৬০ বৎসর বয়সেও তদ্রূপই থাকে; কিন্তু তখন শক্তির অভাব হইয়া যায়। **এগ্রাসের পক্ষাঘাতিক ধ্বজভঙ্গে** সঙ্গমের ইচ্ছা এবং শক্তি উভয়েরই অভাব হয় এবং জননেন্দ্রিয় শীতল হইয়া যায়।

নাফার নুটিয়া—ইহাতে কামেচ্ছার অভাব থাকে; কাম বিষয়ের চিন্তা করিলেও লিঙ্গোত্থান হয় না। নিদ্রাবস্থায় এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ শুক্রক্ষরণ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮০ (LECTURE LXXX.)

রুটেসি জাতীয় ঔষধ নিচয়।

১। রুটা। ২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা।

৩। জ্যান্থক্‌সাইলাম্। ৪। জ্যাবরেণ্ডাই।

১। রুটা গ্র্যাভিয়লেন্‌স্ (Ruta Graveolens.)

উপচয় ঃ—শীতল এবং সিক্ত বায়ুতে সাধারণতঃ বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম ঃ—শরীরচালনায়।

সম্বন্ধ ঃ—রুটার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর। রুটা যাহার কার্য্য-প্রতিষেধক—মার্ক।

তুলনীয় ঔষধ ঃ—এমন কার্ব্ব, আর্ণি, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ইউফ্রে, লাইক, মার্ক, মেজি, ফস্ এসি, ফাইটল্, পাল্‌স, রাস্, সিপি, সিলিক্, সাল্‌ফ।

সাধারণ. ক্রিয়া ঃ—অস্থিবেষ্ট, অস্থি, সন্ধি এবং উপাস্থিতে রুটার প্রধান ক্রিয়া হওয়ায় ইহা উপরি উক্ত দেহোপাদানে রসবাতসদৃশ রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে। চক্ষু সহও ইহার বিশেষ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় ইহা তাহাতেও রসবাতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া থাকে। ইহা জরায়ুও অতি গভীররূপে আক্রমণ করায় তাহাতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও পেশীর সংকোচন হইলে জরায়ু হইতে শোণিতস্রাব হয়। উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে ইহা গর্ভপাত উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ।

চক্ষু ঃ—চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে এবং নিম্ন চক্ষুপত্রের উপরিভাগে চুলকনা; চক্ষু ঘর্ষণ করিলে চন্‌চন্ করে; চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুর

banglabooks.in

উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুকোটরের গভীর প্রদেশে চাপ। নিম্ন চক্ষুপুটে থল্লী হওয়ার পর প্রচুর জলস্রাব। সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম অথবা অত্যধিক পাঠ করিলে, কিম্বা অন্য প্রকারে চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রম হইলে চক্ষু জ্বালা করে, কনকন করে, তাহার ক্লান্তিবোধ হয় এবং দৃষ্টির মালিন্য ঘটে; সন্ধ্যাকালে চক্ষুর ব্যবহার করিলে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি। বাম চক্ষু-নিম্নে শীতলতা।

স্নায়ু;—উরু দুর্ব্বল থাকার ন্যায় রোগী চলিতে টলে; ভ্রমণকালে অঙ্গাদি বেদনা করে। আছাড় পড়া অথবা আঘাত লাগার ন্যায় সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্ট বোধ হয় এবং তাহা অঙ্গসন্ধিতে অধিক থাকে। স্থির থাকিলেও জ্বালাযুক্ত এবং চর্ব্বণবৎ অস্থিবেদনা সিক্ত বায়ু বহিলে বর্দ্ধিত।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ;—গ্রীবা এবং স্কন্ধে মোচড় লাগা বা ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার ন্যায় বেদনা এবং তাহার খঞ্জতা; কটিবাতের ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন সীমায় বা কক্‌সিক্‌স্ অস্থিতে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা কটিপশ্চাৎ বা তৃকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধিক ভ্রমণের পর উপবেশন করিতে পশ্চাৎ কটির ঊর্দ্ধে খননবৎ বেদনায় বোধ যেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে; ভ্রমণ করিতে থাকিলে ভাল বোধ, দণ্ডায়মান এবং উপবেশনাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন। মেরুদণ্ড বাহিয়া তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত শীতল।

অঙ্গনিচয়;—অঙ্গনিচয়ে, সন্ধিতে এবং অস্থিতে বেদনা হওয়ায় আঘাত পাওয়ার ন্যায় অথবা আছাড় পড়ার ন্যায় বোধ। ভ্রমণ করিতে একবার এপাশে একবার ওপাশে পড়িয়া যায়; জঙ্ঘা ভার বহিতে পারে না, উরুতে স্থিরতা বা শক্তি থাকে না। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে বা নামিতে পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড় লাগার ন্যায়, কিম্বা তাহার অস্থির স্থানচ্যুতিবৎ (Dislocation)

banglabooks.in

অথবা তাহাতে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা। পদের অস্থিতে বেদনা হওয়ায় রোগী সবলে পদক্ষেপ করিতে পারে না।

চিকিৎসা।—চক্ষুরোগ—দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া।—সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম প্রভৃতিতে চক্ষুর অতিপরিশ্রম, বস্তু-বিশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে দুর্ব্বল চক্ষু পেশীর সমঞ্জসীভূত ক্রিয়া উৎপাদনে টানাটানি হওয়ায় চক্ষুর জ্বালা, কনকনানি ও তাহার নিম্নপুটে আক্ষেপ এবং দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য নানা প্রকার ক্রিয়াবিকারী চক্ষুরোগ আরোগ্যে রুটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরী।—মোচড় লাগার পুরাতন ফলস্বরূপ অস্থির সন্ধি এবং উপাস্থিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপশম করিতে রুটা উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড় লাগার কুফলসংশোধনে ইহার বহিরাভ্যন্তরীণ উভয়বিধ প্রয়োগই উপকারী চিকিৎসা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছে। আর্ণিকা যেরূপ পেশী এবং অন্যান্য কোন কোন উপাদানের, রুটা তদ্রূপ কণ্ডুরা, স্নেহস্রাবী কোষ (Bursa) এবং সন্ধির আঘাতজ রোগের পক্ষে উপকারী। মণিবন্ধসন্ধির উপরিস্থ গ্রন্থির প্রদাহ, কণ্ডুরায় মোচড় লাগায় অঙ্গ বিশেষের দুর্ব্বলতা ও চলৎশক্তির অভাব ইহা আরোগ্য করিয়া থাকে এবং এই সকল রোগ-লক্ষণের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বা তাহার সিক্ততায় বৃদ্ধি রুটার অন্যতম প্রদর্শক হয়।

২। টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা (Ptelea Trifoliata.)।

উপচয়।—দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (কাউপার থোয়েট্); শরীরচালনায়; উষ্ণগৃহমধ্যে ভ্রমণে; প্রাতঃকালে; জাগ্রত হইলে; আহারান্তে। **উপশম**।—মুক্তবায়ুমধ্যে; দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে (হেরিং)।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—বার্বেরিস্, হাইড্র্যাস্ট, মার্ক, নাক্স্ ভ, পড।

সাধারণ ক্রিয়া।—টিলিয়ার প্রধান ও প্রাথমিক ক্রিয়া পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে হওয়ায় ইহা অজীর্ণ এবং পিত্তলক্ষণ উৎপন্ন করে। যকৃৎ, আমাশয় এবং অন্ত্রপথের রক্তাধিক্য জন্মে। গৌণ ক্রিয়ায় ইহা ফুসফুসের রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রবলতা নাই। অতীব মন্থর গতিতে ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হইয়া নানা প্রকার পুরাতন রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব; শিরোঘূর্ণন; মস্তক ফিরাইতে, অথবা হঠাৎ চালনায় উহার বৃদ্ধি। ললাট চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সময় মুখ লোহিতবর্ণ হয় এবং স্বভাব ত্রস্ত ভাব ধারণ করে। অবিশ্রান্ত ও মৃদু শিরঃশূল ভ্রমণে বর্দ্ধিত। মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূল ললাটের চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে যায়। মস্তিষ্কমূলে চাপ ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি।

উদর।—স্ফীত যকৃৎ চাপিলে টাটায় এবং তাহার মৃদু কনকনানি বেদনা। যকৃদ্দেশে ভার চাপা বোধ; কনকনানি, কষ্ট এবং মৃদু বেদনা ও গুরুত্বের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নে উপশম; বাম পার্শ্বে ফিরিতে আকৃষ্টতার অনুভূতি। যকৃতে তীব্র কর্ত্তনবৎ বেদনা গভীর শ্বাসগ্রহণে বর্দ্ধিত। উদরে টাটানি এবং কনকনানি বেদনা। নাভিদেশের স্পন্দন হৃৎস্পন্দনের সমসাময়িক। উদর গড়গড় করে, কামড়ায়, তাহাতে শূল হয় এবং বায়ু সরে।

মল।—অল্প, কঠিন বিষ্ঠা অত্যন্ত বেগ দ্বারা নির্গত করিতে হয়। উদরাময় পিত্তসংযুক্ত, পাতলা ও কৃষ্ণবর্ণ এবং মলসংযুক্ত।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—ডাঃ কপ্ ললাটদেশের শিরঃশূলে টিলি-

banglabooks.in

ন্যাকে অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া মনে করেন। এস্থলে ইহা নাক্‌স্ ভমিকা সহ তুলনীয়। ইহার ললাটবিদীর্ণকরার ন্যায় মস্তকবেদনা ইপিকাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার প্রভেদকরূপে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়।

যকৃদ্রোগ—রক্তাধিক্য; বিবৃদ্ধি।—যকৃতের রক্তাধিক্য এবং বিবৃদ্ধি রোগে টিলিয়া অতি স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা নির্ব্বাচিত। কিন্তু নবাবিষ্কৃত এবং স্বল্পপ্রয়োজনীয় ঔষধের তালিকাভুক্ত হওয়ায় ইহা চিকিৎসকমণ্ডলীর যথাযোগ্য মনযোগ আকর্ষণে অক্ষম হইয়াছে। যকৃদ্দেশের কনকনানি ও গুরুত্বের বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি এবং বাম পার্শ্বে ফিরিতে গুরুবস্তু টানিয়া নামানের ন্যায় বা আকৃষ্টভার অনুভূতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। ব্রায়নিয়াতেও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কষ্টের বৃদ্ধি ও আকৃষ্টভাবের অনুভূতি হয়; কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে রোগী তাহার উপশম বোধ করে। ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকাতেও যকৃদ্বিকার জন্য পিত্তলক্ষণ আছে, কিন্তু রোগী মার্কুরিয়াসের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার কষ্টকর লক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ম্যাগ্নেসিয়া কোষ্ঠবদ্ধে, মার্ক উদরাময়ে বিশেষতা লাভ করে। নাক্‌স্ ভর ন্যায় টিলিয়াতেও পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরাময় থাকিতে পারে।

৩। জ্যান্থক্‌সাইলাম (Xanthoxylum.)

তুলনীয় ঔষধ।—বেল, সিমিসি, জেল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—জ্যান্থক্‌সাইলাম স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর উত্তেজনা ও কার্য্যতৎপরতার বৃদ্ধি

banglabooks.in

হয়। ইহা গতিপ্রদ স্নায়ুতে স্বল্পতর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার গৌণ-ক্রিয়াফলস্বরূপ গতিপ্রদ এবং অনুভূতিপ্রদ উভয়বিধ স্নায়ুর পক্ষাঘাত অথবা নিশ্চেষ্ট ভাব উপস্থিত হইলে জীবনিশক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, পেশী এবং গ্রন্থিল উপাদান সকলই ইহার বিশেষ ও উত্তেজক কার্য্যাধীন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে, ইহার ক্রিয়ার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়মধ্যে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়লক্ষণ স্মরণীয় বলিয়া বিবেচনা করা যায়। কেননা ইহা স্ত্রীলোকের অতি শীঘ্র এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাব সহ কঠিন স্নায়ুশূল উপস্থিত করায় রোগ বাধক বা রজোকৃচ্ছ্র রোগের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—সূক্ষ্ম খোঁচার ন্যায় বেদনা; শরীরে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবেশের ন্যায় ঝাঁকি বা শক্ (Shock); শরীরের বাম পার্শ্বে অধিকতর অসাড়তা থাকে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুতে ঔষধের বিশেষ ক্রিয়া হইলেও ইহা জীবনিশক্তির সুস্পষ্ট অবসাদ উৎপন্ন করায় প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব ঘটে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডাধারের (ovary) বেদনা জননেন্দ্রিয়ের ক্রুরেল স্নায়ু (genitocrural nerves) বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হয়। স্নায়ুশূল প্রকৃতির রজঃকৃচ্ছ্র রোগে ভয়াবহ কষ্ট ও বেদনা সহ ঋতুস্রাব, অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর, এবং শিরশূল ও উরুর সম্মুখে নিম্নবাহী বেদনা; রোগী গুল্মবায়ুলক্ষণযুক্ত, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং সহজেই চমকিয়া উঠে। উপরিউক্ত প্রকারের প্রসবান্তিক বেদনায় প্রচুর প্রসবান্তিক বা লোকিয়ার স্রাব।

চিকিৎসা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে **জ্যাক্কাস সাইলাম** একমাত্র **রজঃকৃচ্ছ্র রোগ** বা **বাধক**

banglabooks.in

বেদনায় বিশেষ উপকার প্রদর্শন করিয়াছে। বেদনা অতি ভয়াবহরূপে যন্ত্রণাপ্রদ ও জ্বালাযুক্ত এবং তাহা ক্রুরেল স্নায়ু দ্বারা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখীন হইলে উরু যেন অবশ হইয়াছে বলিয়া অনুভূতি জন্মে। সাধারণতঃ ঋতুস্রাব প্রচুর থাকে এবং জরায়ুতে অতি যন্ত্রণাপ্রদ ঠেলমারা বেদনা হয়। **জ্যাম্বুক্‌সাইলামের** বেদনা সাধারণতঃ শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলেও ইহা দক্ষিণ অণ্ডাধার আক্রমণ করিয়া থাকে। বাধকের বেদনা স্নায়ুশূলপ্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং হেল বলেন যে ইহা দ্বারা উপকার পাইতে হইলে বেদনার স্নায়বিক প্রকৃতি অধিকতর থাকার প্রয়োজন। ইহার রোগাক্রমণের পূর্ব্বদিন বামচক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে শিরঃশূল হইতে পারে। একহারা, কোমলাঙ্গী ও বাত প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

৪। জ্যাবরেণ্ডাই (Jaborandi)।

তুলনীয় ঔষধ।—এগারি, এট্রপি, এমিল নাই, ফাইজ।

সাধারণ ক্রিয়া—ঔষধপরীক্ষার্থ জ্যাবরেণ্ডাই সেবন করাইলে অচিরাৎ মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং মুখলালার স্রাব ও ঘর্ম্ম আরম্ভ হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকিলেও এক ঘণ্টার মধ্যেই স্তন্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুজলের অতিশয় বৃদ্ধি ও নাসিকা হইতে প্রচুর স্রাব হয়; এবং গলগহ্বর, শ্বাসনলী এবং বায়ুনালী বা ব্রঙ্কাইরও শ্লেষ্মাস্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কণীনিকা সংকুচিত এবং দৃষ্টিসামঞ্জস্যকারী পেশী ক্রিয়ার অক্ষেপ। লালাস্রাব ও ঘর্ম্ম নিবৃত্তি হওয়ার পরে শরীরাংশনিচয়, বিশেষতঃ মুখ এবং গলগহ্বর অত্যন্ত শুষ্ক হওয়ায় প্রভূত তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। শোণিতগতির বৃদ্ধি হইলেও ধমনীর আততভাবের খর্ব্বতা এবং শরীরতাপের হ্রাস জন্মে।

চিকিৎসা—অনেক সময়ে **কলেরা** প্রভৃতি তরুণ রোগের

banglabooks.in

পতনাবস্থার এবং থাইসিস্ প্রভৃতি সাংঘাতিক পুরাতন রোগের ঘর্ম্ম জ্যাবরেণ্ডাই দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে। অন্তঃসত্তাবস্থায় কষ্টপ্রদ মুখলালাস্রাবের ইহা অন্যতম ঔষধ। মর্ফিয়া দ্বারা পিত্তশিলা জনিত উদরশূল নিবারণের পর কোন রোগীর প্রভূত মুখলালার স্রাব জন্য প্রগাঢ় বিবমিষা ও ভয়াবহ বমন হওয়ায় তাঁহার অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে এক মাত্রা জ্যাবরেণ্ডাই ৩০ ব্যবস্থা করায় প্রায় ২ মিনিটের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সুনিদ্রাগত হইয়াছিলেন। ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিতোচ্ছ্বাস এবং তাহার আনুষঙ্গিক প্রচুর ঘর্ম্ম, শরীরসীমার শীতলতা, বিবমিষা ও বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে; কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি ও প্রদাহ, বিশেষতঃ তাহা অণ্ডকোষে স্থানান্তরিত হইলে, ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। ফলতঃ নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট সংশোধনেই ডাং এলেনের মতে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, যথা—চক্ষুর সিলিয়ারী পেশীর আক্ষেপ; মতিয়াবিন্দুঘটিত দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; চক্ষু গোলকাদির গঠন বিকার জন্য দৃষ্টিসম্পাদনীয় সামঞ্জস্যের অভাব বশতঃ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; বক্রদৃষ্টি—যাহাতে সুস্থ চক্ষু দ্বারা বস্তুবিশেষ দর্শনকালে টেরা চক্ষু অভ্যন্তর দিকে ঘূর্ণিত হয়; বিশেষ করিয়া বক্রদৃষ্টির অস্ত্রচিকিৎসার পর।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮১ (LXXXI.)

ইরিকেসি জাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। রডডেণ্ড্রণ। ২। চিমাফিলা।
৩। ক্যাল্মিয়া। ৪। লিডাম।

১। রডডেণ্ড্রণ (Rhododendron Chrysanthemum.)।

উপচয় :—প্রাতঃকালে; বিশ্রামকালে; বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকার পূর্ব্বে; সিক্ত এবং শীতল বায়ুতে; ঝটিকাবিশিষ্ট এবং শীতল দিবসে।

উপশম :—শয্যার উর্দ্ধে অঙ্গ আকৃষ্ট রাখিলে।

সম্বন্ধ :—রডডেণ্ড্রণের কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস্।

তুলনীয় ঔষধ :—অরাম, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্লিমে, কনা, ক্যাল্‌মিয়া, লিডাম, লাইক, মার্ক, নাক্‌স্ ভ, পাল্‌স্, রেনাঙ্কু, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্‌ফ।

সাধারণ ক্রিয়া :—তান্তব এবং পৈশিক উপাদানে রডডেণ্ড্রণের ক্রিয়া হওয়ায় ইহা শরীরের সন্ধিবাতিক এবং রসবাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে। অণ্ডকোষ এবং উপকোষের (Epididymis) আক্রমণ দ্বারা ইহা তাহাদিগের প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়া ভাব উপস্থিত করে।

লক্ষণ।

পুংজননেন্দ্রিয় :—মলদ্বার হইতে অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ উর্দ্ধে আকৃষ্ট, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। অণ্ডকোষ, বিশেষতঃ উপকোষ স্পর্শে তীব্র বেদনাযুক্ত। অণ্ডকোষ নিষ্পেষিতবৎ বেদনা সহ পর্য্যায়ক্রমিক আকৃষ্টতা। অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডকোষের স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব সহ প্রচণ্ড আকৃষ্টবৎ বেদনা উদর

banglabooks.in

এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণ অণ্ডকোষে খোঁচা ও সূচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডকোষবেষ্টত্বকে চুলকনা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে তাপ।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—প্রত্যূষে শয্যায় থাকিতে অথবা গাত্রোত্থান করিলে গ্রীবাপশ্চাতে রসবাতিক বেদনা এবং কাঠিন্য। কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনার রজনীতে ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি। পৃষ্ঠে মোচড়লাগার ন্যায় অথবা বক্র হইয়া বসিয়া থাকার ন্যায় বা অনেকক্ষণ পৃষ্ঠ চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকার ন্যায় বেদনা। উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনার শরীর-চালনায় হ্রাস এবং নত করায় বৃদ্ধি।

অঙ্গাদি।—সমুদয় অঙ্গেই রসবাতিক, আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার বিশ্রামে এবং ঝটিকা ও বর্ষণযুক্ত দিবসে বৃদ্ধি। সন্ধিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা এবং ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ বেদনাও হয়। অধিকাংশ সময়ে প্রগণ্ড ও জঙ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে, বিশ্রামে এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি। হস্তের তাপ; দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা এবং অনামিকা অঙ্গুলিতে চুলকনা সহ বিসর্পবৎ রক্তিমা।

প্রদর্শক লক্ষণ।—রডডেণ্ড্রণের প্রধান প্রকৃতি এই যে **সিক্ত, শীতল ও ঝটিকাযুক্ত দিবসে,** বিশেষতঃ **ঝটিকার সময়াপেক্ষা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে,** যখন বায়ু বিদ্যুৎপূর্ণ বা বিদ্যুৎ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে তখন রোগের বৃদ্ধি হয়। বায়ুর বৈদ্যুতিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইহা ফস, নেট্ কা এবং সিলিসিয়া সহ তুলনীয়। বিশ্রামকালে রোগ-যন্ত্রণার বৃদ্ধি এবং শরীর চালনার অবস্থায় তাহার হ্রাস হওয়ায় ইহা রাস সহ তুলনীয়। কিন্তু রডডেণ্ড্রণের রোগ গভীরতর উপাদান আক্রমণ করায় ও বিদ্যুৎযুক্ত ঝটিকা সহ তাহার বৃদ্ধির সম্বন্ধ থাকায় রাস হইতে প্রভেদিত হয়।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মুক্ষপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্।—পুরাতন একশিরা রোগে স্ফীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত অণ্ডকোষ ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং শীর্ণ হইতে থাকিলে রডডেণ্ড্রণ দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। অণ্ডকোষে পেষিত হওয়ার অথবা ছেঁচা লাগার ন্যায় বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণ।

অন্ত্রাম—পুরাতন একশিরা রোগে অণ্ডকোষরজ্জুতে স্নায়ুশূল হইলে এবং রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে ইহা উপযোগী।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—দক্ষিণ অণ্ডকোষরজ্জুতে জ্বালাযুক্ত ও সূচি বেধবৎ বেদনা এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা হইলে ইহা প্রয়োগযোগ্য।

২। চিমাফিলা (Chimaphila Umbellata.)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এপিস, এপসাই, ক্যানা, স্যাট, ক্যান্থা, ইকুইসি।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ।—চিমাফিলা, মূত্রযন্ত্র আক্রমণ করায় তাহার, বিশেষতঃ মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত প্রদাহ জন্য মূত্রের বর্ণের অতীব গভীরতা জন্মে এবং দুর্গন্ধ মূত্রে অধিক পরিমাণে দড়ি দড়ি শ্লেষ্মার অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মার এবং প্রচুর শ্লেষ্মার তলানির বর্ত্তমানতা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা হয় ও মূত্রপথ ঝল্‌সিয়া যায় এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে অত্যন্ত কুন্থন থাকে।

চিকিৎসা।—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে চিমাফিলা অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মূত্র-রোধ (Retention of urine); শিশুদিগের মূত্রাঘাত

banglabooks.in

(Suppression of urine); এবং মূত্ররোধকারী প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের ইহা প্রশংসিত ঔষধ।

৩। কাল্মিয়া ল্যাটিফলিয়া (Kalmia Latifolia.)

সম্বন্ধ :—ক্যাল্মিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, বেল।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, বেল, সিমিসি, ডিজি, হিপার সা, কেলি সল্টস্, স্পাইজি, রাস্। হৃৎপিণ্ড রোগে স্পাইজিলিয়ার পর ক্যাল্মিয়া সুফলপ্রদ (হেরিং)।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাল্মিয়ার প্রধান আক্রমণফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের শক্তির ও সঙ্খ্যার হ্রাস জন্মে এবং নাড়ী ধীর গতি ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। স্নায়ু এবং পেশীমণ্ডলে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় ইহা স্নায়ুশূল এবং রসবাতিক বেদনা, চন্‌চনি, অসাড়তা ও অস্থিরতা উৎপন্ন করে। ইহার রসবাতিক বেদনার বিশেষতা এই যে তাহা সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায়, অতি তীব্র বেদনা গুল্‌ফ সন্ধি অধিকতর আক্রমণ করে এবং সামান্য চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু :—পেশীনিচয়ের দুর্ব্বলতা। রোগী সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য-কার্য্যই পরিত্যাগ করে, কষ্টে উপর তলায় যাইতে পারে। স্নায়ুশূলে দুর্ব্বলতাই এক মাত্র সাধারণ লক্ষণ থাকে। উদরাময়ে শ্রান্তি ও শিরো-ঘূর্ণন জন্মে। হৃৎকম্প হইলে শরীরের কম্প ও লোমহর্ষণ হয়। বেদ-নায় দক্ষিণ বাহুর অত্যন্ত কাঠিন্য জন্মে। খোঁচার ন্যায়, ছিন্নবৎ, চাপিত করার ন্যায় অথবা নিম্নাভিমুখীন তীরবেধবৎ বেদনা। বেদনায় আক্রান্ত অংশে অসাড়তা জন্মে অথবা বেদনা অন্তর্হিত হইলে অসাড়তা থাকিয়া যায়।

চক্ষু :—চক্ষু সম্মুখে মিটি মিটি আলোকের দৃশ্য। অসম্পূর্ণ দৃষ্টি।

banglabooks.in

চক্ষুতে বেদনা, চক্ষু ঘূর্ণিত করিলে বর্দ্ধিত। চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে এবং চক্ষু-পুটে কাঠিন্যের অনুভূতি। চক্ষুতে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ী।—হৃৎকম্প হইলে উৎকণ্ঠা, শ্বাসকষ্ট এবং মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। ধীরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতেও হৃৎপিণ্ডের থরথর কম্পভাব। হৃৎপিণ্ডদেশে রসবাতিক বেদনা। নাড়ী ধীরগতি এবং ক্ষীণ; অনিয়মিত; দ্রুত আঘাতকারী, কিন্তু দুর্ব্বল।

হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি এবং রসবাতের পর হৃৎকপাটের অকর্ম্মণ্যতা অথবা ঘনীভূত অবস্থা। হৃৎপিণ্ডের রসবাত নিবন্ধন তীরবেধ ও ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা, হৃৎপিণ্ড হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাস্থি পর্য্যন্ত যাওয়ায় হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত হইতে থাকে।

পৃষ্ঠ।—রজনীতে শয়নাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা। মেরুদণ্ডে অতিশয় তাপ ও জ্বালাযুক্ত ও অবিশ্রান্ত বেদনা, কখন কখন কটিদেশে অধিকতর। শ্রোণিতে তীব্র অথবা আকৃষ্টবৎ বেদনার শরীর চালনায় ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় কটিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা এবং খঞ্জতা।

অঙ্গনিচয়।—বাম বাহুতে বেদনা। বাম বাহুতে চাপবোধ। সন্ধিনিচয় তপ্ত, লোহিত এবং স্ফীত। বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গে রসবাতিক বেদনা। স্নায়ুশূলবৎ বেদনা গ্রীবা হইতে দক্ষিণ বাহু বহিয়া কনিষ্ঠা অথবা অনামিকা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যায়।

জ্বর। শীত ও তাপের ত্বরিত পরিবর্ত্তনশীলতা। কম্পে শরীরের শীতলতা কখন থাকে, কখন বা থাকে না।

চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—শৈত্যসংস্পর্শ জনিত স্নায়ুশূলরোগে **ক্যাম্মিয়া** উপকারী। ইহার বিদীর্ণকারী বেদনা

banglabooks.in

ঊর্দ্ধ চুয়ালের দন্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এবং তাহা দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর থাকে; মানসিক শ্রান্তি এবং উত্তেজনায় বর্দ্ধিত। ক্যাল্‌মিয়া ও ক্রিয়োজোটের স্নায়ুশূলে জ্বালা থাকে।

ভার্বেঙ্কাম্—ইহার গণ্ডাস্থির স্নায়ুশূলে চাপ ও আততভাব থাকে এবং চাপে, চর্ব্বণে ও শীতলবায়ুসংস্রবে তাহার বৃদ্ধি হয়।

রোগী বোধ করে যেন আক্রান্ত শরীরাংশ চূর্ণবিচূর্ণ এবং সাঁড়াশির মধ্যে পিষ্ট হইয়াছে; হাঁচিলে ও কথা বলিলে তাহার বৃদ্ধি।

হৃৎরোগ বা হার্টডিজিজ—হাইপারট্রফি অব দি হার্ট বা হৃদ্বিবৃদ্ধি।—হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধিরোগে, বিশেষতঃ তাহা রসবাত ঘটিত হইলে ক্যাল্‌মিয়া ফলপ্রদ। ইহাতেও হৃদ্‌রোগের সাধারণ লক্ষণ, "বাম হস্তের অসাড়তা" বর্ত্তমান থাকে। ক্যাল্‌মিয়ারোগে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা ও অবক্তব্য যন্ত্রণা, কথঞ্চিৎ শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্প, এবং আমাশয়প্রদেশ হইতে হৃৎপিণ্ড অভিমুখে চাপ থাকে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক তৃতীয় অথবা চতুর্থ আঘাতের লোপ ঘটে। বক্ষঃ ভেদ করিয়া অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত তীব্র বেঁধার ন্যায় বেদনা। বক্ষিঃ-প্রয়োগ দ্বারা স্থানিক রসবাত রোগ বসাইয়া দিলে যে হৃৎরোগ জন্মে তাহার পক্ষে ক্যাল্‌মিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ক্যাল্‌মিয়ার নাড়ীস্পন্দন মন্থর হইলেও ডিজিটালিসের তুল্য নহে।

ফাইটল্যাক্কার হৃৎপিণ্ডরোগে দক্ষিণ বাহুর চন্‌চনি ও অসাড়তা জন্মে, কিন্তু বাম বাহুর ঐরূপ লক্ষণে ক্যাল্‌মিয়া, ব্লাস এবং একনাইট প্রধান স্থান অধিকার করে।

রসবাত নিবন্ধন তরুণ হৃৎবেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস্‌রোগে তীব্র বেদনায় শ্বাসাভাব উৎপন্ন করিলে ক্যাল্‌মিয়া তাহার ঔষধ।

banglabooks.in

ডাং হেরিং বলেন, হৃৎস্পন্দনের অতি বৃদ্ধি নিবারণে ক্যাল্মিয়া বিশেষ সাহায্য করে।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম।—স্থানপরিবর্ত্তনশীল রসবাতরোগের ঔষধমধ্যে ক্যাল্মিয়া অন্যতম। বক্ষের রসবাতরোগের, অথবা সন্ধির রসবাত বা গাউটরোগ, সম্ভবতঃ বহিঃ প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া বা বসিয়া যাইয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে, ইহা তাহার বিশেষ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ছিন্নবৎ জঙ্ঘার বেদনায় স্ফীতি ও জ্বর থাকে না, কিন্তু অতিশয় দৌর্ব্বল্য থাকায় ইহাকে কল্‌চিকাম সহ তুলনা করা যায়। ক্যাল্‌মিয়ার বক্ষদেশের বেদনা তীর বেঁধার ন্যায় নিম্নাভিমুখী হইয়া আমাশয় ও উদরে প্রবেশ করে। গ্রীবাপেশী টাটায় এবং পৃষ্ঠ খঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। হেরিং বলেন "ক্যাল্মিয়ার রসবাত শরীরের উর্দ্ধাংশ হইতে নিম্নাংশে যায়," কিন্তু ডাং ফ্যারিংটনের মতে লিডামের ন্যায় সর্ব্বাবস্থাতেই এই বেদনা নিম্ন হইতে উর্দ্ধগামী হয়। যাহাই হউক, ইহার রসবাতিক বেদনা হস্তের উর্দ্ধাংশে ও পদের নিম্নাংশে অধিকতর থাকে এবং নিদ্রার প্রারম্ভে তাহা বর্দ্ধিত হয়। ক্যাল্মিয়ার প্রদাহিক রসবাতরোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীলতা বশতঃ সন্ধি হইতে সন্ধি অন্তরে যায় এবং তাহাতে প্রবল জ্বর, অসহনীয় বেদনা ও হৃৎপিণ্ড আক্রমণের প্রবণতা থাকে এবং অঙ্গচালনায় বর্দ্ধিত হয়। হৃৎকপাটে সঞ্চিত পদার্থ (deposit) সম্বন্ধে ক্যাল্মিয়া এবং লিথিয়াম কার্ব্বনিকাম আমাদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য ঔষধ। লিডাম এবং ক্যাল্মিয়া ব্যতীতও রসবাতরোগে রডডেণ্ড্রণ আমাদিগের অন্যতম উপকারী ঔষধ। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রোগের হ্রাসবৃদ্ধি রডর বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ;

banglabooks.in

রাসের ন্যায় ইহারও বেদনার বিশ্রামে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। লিডামের ন্যায় রডর রোগও বিশেষরূপে ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে। ক্যালমিয়াও ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে, কিন্তু লিডাম অথবা রডর ন্যায় তাহার কোন বিশেষ প্রভেদক নাই। ডাল-কামারাও রসবাতরোগের একটি প্রধান ঔষধ, হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তন ইহার বেদনার বৃদ্ধির কারণ।

৪। লিডাম্ (Ledum pafustre)

সম্বন্ধ।—লিডাম্ যাহার কার্য্যের প্রতিষেধক—আল্‌কহল, এপিস, সিংক। লিডামের কার্য্যের প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া।—রসঝিল্লি শৈষ্মিকঝিল্লি ও তান্তবোপাদন এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বক্ লিডাম দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় উপরিউক্ত উপাদানাদির যে প্রদাহ জন্মে, তাহা সন্ধিবাত অথবা রসবাতিক প্রকৃতি ধারণ করে। তাহাতে স্রাবের বৃদ্ধি এবং ঘনত্ব জন্মিলে উপাদানে নিরেট পার্থিববস্তুস্তূপের সংস্থাপনা হয়। রুগ্ন শরীরাংশের শীর্ণতা এবং সম্পূর্ণ শরীরে শোথবৎ স্ফীতি জন্মে। রসবাত ও ক্ষুদ্রবাত বা গাউটরোগ প্রবণতাবিশিষ্ট এবং অমিত-সুরাপান-ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—উৎকণ্ঠার ভাব এবং মূর্চ্ছার ফিট্। অঙ্গনিচয় এবং সম্পূর্ণ শরীর ক্ষুব্ধ বা আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনাযুক্ত। অঙ্গাদি জ্বালা করে বলিয়া ও তাহার তাপ জন্য শয্যার তাপ সহ্য হয় না, রোগী অনাবৃত হইতে চাহে। বেদনা আক্রান্ত শরীরাংশ হঠাৎ পরিবর্ত্তন করে। বেদনার প্রকৃতি খোঁচার ন্যায়, ছিন্ন, এবং দপ্‌দপানিবৎ।

banglabooks.in

চক্ষু। আলোকাসহিষ্ণুতা; কনীনিকার বিস্তৃতি। জ্বালাযুক্ত ও হাজাকর জলস্রাব। কঞ্জাংটাইভা বা যোজক ঝিল্লিতে কালশিরা।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রের শুড়শুড়ি বশতঃ ফাঁপা শব্দযুক্ত, যন্ত্রণাকর এবং আক্ষেপিক কাসি; কাসির পূর্ব্বে রোগীর শ্বাসাভাব ঘটে, পরে মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় রোগী টলিতে টলিতে চলে; দুইবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ শ্বাস গৃহীত হয়; অপরাহ্ণ ১২ টার পরে ও প্রাতঃকালে দুর্গন্ধ, পূয়বৎ অথবা রক্ত ও বুদ্‌বুদযুক্ত রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থানকালে পৃষ্ঠ এবং কটির বেদনাযুক্ত অনমনীয়তা; অংসফলকাস্থিদেশেও ঐরূপ বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গ।—অঙ্গের রসবাতিক ও ছিন্নবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। বৃদ্ধাবস্থায় হস্তচালনায় অথবা কিছু ধারণে যেরূপ কম্প হয়, হস্তের তদ্রূপ কম্প। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথম সন্ধিতে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। হস্তাঙ্গুলির পংক্তিঅস্থি (phalanges) বেষ্ঠঝিল্লি বেদনাযুক্ত।

নিম্নাঙ্গ।—বাম হিপসন্ধিপশ্চাতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনায় বোধ যেন পেশীনিচয় স্থানচ্যুত; চলিতে অথবা স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে জানুসন্ধিতে স্ফীতি এবং টানটান ভাব ও থোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা। জানুসন্ধির কড়কড়ানি। টনটনে বেদনা ও স্ফীতি পায়ের ডিমের উর্দ্ধে বিস্তৃত ও সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত প্রাতঃকালে জংঘার কাঠিন্য। ভ্রমণকালে জানুর দুর্ব্বলতা ও কম্প। জানু-সন্ধিতে টাটানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড় লাগার বা পদস্খলন হওয়ার ন্যায় বেদনা, চালনায় বর্দ্ধিত। পদের এবং তাহা হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানের স্ফীতি। পদ ভারি ও ক্লান্ত এবং অনমনীয় ও কঠিন। ভ্রমণে পদতলের বেদনায় যেন তাহা ঘৃষ্ট হইয়াছে।

banglabooks.in

পদ নিক্ষেপ করিলে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ স্ফীত, কোমল ও ঘৃষ্টবৎ বোধ। পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সূচিবেধবৎ বেদনা।

অঙ্গসন্ধিচয়। সন্ধির উপরে বেদনাযুক্ত ও কঠিন গুটিকা বা নোড ও চূর্ণ কঙ্করবৎ পিণ্ডাকার পদার্থ। জানু এবং মনিবন্ধসন্ধিতে চাপযুক্ত বেদনা। ক্ষুদ্র সন্ধির রসবাত। রসবাত নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে যায়। রজনীতে শয্যায় গাত্রচালনা করিলে সমস্ত সন্ধিতে পক্ষাঘাতিক বেদনা। অঙ্গাদি অসাড় ও তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি। শরীরের নানা বিধ স্থান ও সন্ধির বেদনার ওয়াইনমদ্যপানে বৃদ্ধি।

ত্বক্।—ত্বগুদ্ভেদে কীটদংশনবৎ জ্বালা ও হুল বিদ্ধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম এবং গাউট বা ক্ষুদ্র বাত।—রসবাত ও গাউটরোগের, বিশেষতঃ গাউটের, **লিডাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। **শরীরের নিম্ন হইতে বেদনার শরীরোর্দ্ধে যাওয়া** ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। **কলফাইলাম্** এবং অন্যান্য কতিপয় ঔষধের এবং ইহারও ক্ষুদ্র সন্ধি সহ বিশেষ আকর্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাতে গুটিকা জন্মে এবং বেদনা ঊর্দ্ধগামী হয়। শয্যাতাপে বেদনার বৃদ্ধি। সন্ধিমধ্যে অল্প রসক্ষরণ হয় এবং তাহা শুষ্ক ও কঠিন হওয়ায় পূর্ব্ব কথিত বর্ত্তুল (Nodosities) জন্মে। **লিডাম, কলচিকামের** ন্যায়ই, সন্ধিতে প্রবল ও ছিন্নবৎ বেদনা উৎপন্ন করে; আক্রান্ত অঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং উপরিভাগে শীতলতা ও অসাড়তা জন্মে। কোন প্রকার উদ্ভেদ কিম্বা স্ফীতি অথবা জ্বর ব্যতীত রসবাতিক রক্তিমা (Erythema Nodosum) জন্মিলে **লিডাম** তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। পদের এক প্রকার কঠিন ও অদম্য স্ফীতি **লিডাম** দ্বারা আরোগ্য হয়। ফলতঃ নিম্নলিখিত কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা এ রোগে **লিডাম**

banglabooks.in

পরিচিত হইয়া থাকে, যথাঃ—১। বেদনার ঊর্দ্ধগতি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে "বর্ত্তুল" বা নোডের সংস্থাপনা। ৩। শয্যাতাপে রোগের বৃদ্ধি। ৪। চালনায় বেদনার বৃদ্ধি। অধিক মাত্রায় **কল্‌চিকাম** প্রয়োগ নিবন্ধন কুফল নষ্ট করিতে ইহা সক্ষম।

সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিস্।—**লিডাম** গাউটের ন্যায় নানা প্রকার সন্ধিরোগও আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাতে পদ নিক্ষেপ করিলে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্ফীত হয়, টাটায় এবং বেদনা করে ও তাহার আকৃষ্টবৎ বেদনা তাপে, চাপে ও চালনায় বর্দ্ধিত হয়। **ব্রায়ুনিয়া** সহ ইহার প্রভেদ এই যে তাহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে ইহা অপেক্ষা অধিকতর রসক্ষরণ হয়; হিপ্‌সন্ধির তাপযুক্ত স্ফীতিতে ইহা **ব্রায়ুনি** অপেক্ষা অধিকতর উপকারী। **লিডামের** সর্ব্বপ্রকার বেদনারই ঊর্দ্ধদিকে গতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহা **কল্‌চির** কুফল নষ্টকারী। এজন্য এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসিত রোগীর প্রথম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লিডাম হওয়া সঙ্গত, কেননা এলপ্যাথগণ **কল্‌চির** বহুল ব্যবহার করাই সম্ভব। ইহা স্মরণীয় যে, শীতলতা সহ **লিডামের** অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কেননা **ইহার সর্ব্ববিধ রোগলক্ষণ-সহই শীতলতা বর্ত্তমান থাকে।** **গুয়েইয়াকামেও** সন্ধিতে বর্ত্তুল জন্মে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গসীমায় ছিন্নবৎ বেদনা এবং পেশীর সংকোচন হয়। জানুসন্ধিতে গাউট প্রকৃতির প্রদাহেও ইহা উপকারী।

মাস্তুকপ্রদাহ (শিবামুণ্ড, স্নেহস্রাবী ঝিল্লিপ্রদাহ।) **বা সাইনভাইটিস।**—অভিঘাত বশতঃ তরুণ সাইনভাইটিস্ রোগে সন্ধিঅভ্যন্তরে রসক্ষরণ হইলে **লিডাম** প্রযুক্ত হয়; আক্রান্ত শরীরাংশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে, তাহাতে কনকনানি ও ছিন্নবৎ বেদনা হয়, কিন্তু জ্বর প্রায় থাকে না। নাতিপ্রবল জানুসন্ধিরোগের ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

banglabooks.in

কলচিকাম—চাপে স্পষ্টতর স্থিতিস্থাপক-কোমলতা (Fluctuation) বিশিষ্ট এবং জড় প্রকৃতির সন্ধিস্ফীতিতে ইহা উপকারী। সন্ধির কাঠিন্য জন্মে এবং সন্ধিতে জলশোথ (Hydrathrosis) প্রবণতা থাকে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ।—জরায়ুর বহুপদার্ব্বুদ বা পলিপাস হইতে রক্তস্রাব হইলে **লিডাম** উপকারী। এস্থলে ইহা **ভিঙ্কা মাইনর** ও **ফস্** সহ তুলনীয়। মদ্যপায়ী এবং রসবাতধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রক্তকাসিতে উজ্জ্বল লোহিত ও সফেন রক্ত নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায়। মদ্যপায়ীর রোগে **ওপিয়াম** ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ।— সূক্ষ্মাগ্র, অস্ত্রবিদ্ধ ক্ষত এবং কোষময় ঝিল্লিহীন শরীরাংশের ক্ষত আরোগ্যে **লিডাম** উপযোগী। বৃহজ্জাতীয় মশা (Mosquito) এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের দংশন ও হুলবেধ বশতঃ পীড়ার উপশমেও ইহা উপকারী। **আর্ণি, ক্যালেণ্ডুলা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** এবং **হাইপিরিকাম্** প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার অনুপযোগী স্থলে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ছেঁচালাগা ক্ষতে **আর্ণি**, ছিন্ন ক্ষতে **হাইপিরিকাম্** এবং **ক্যালেণ্ডু**, ছুরিকাদি ধারাল অস্ত্রের কর্ত্তনে **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া**; তদ্রূপ সড়কি, পেরেক প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের বেঁধা জন্য ক্ষতে **লিডাম** দ্বারা প্রকৃষ্টতর উপকার হয়। ক্ষুরের ক্ষত এবং তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে। জ্বরের তাপকালেও শীতলতার বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক হইতে পারে। সূচির খোঁচা ও নেকড়ে ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তুর দংশন নিবন্ধন কঠিন বিষাক্ত ক্ষত ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে।

ডাং ন্যাস্ বলেন—"মুষ্ট্যাঘাত জন্য চক্ষুর কালশিরা "ব্ল্যাক আই" আরোগ্যে কোন ঔষধই **লিডাম** ২০০র সমকক্ষ নহে।"

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮২ (LECTURE LXXXII.)

উফর্ব্বিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধশ্রেণী।

১। ক্রোটন। ২। উফর্ব্বিয়াম্ রেজিনিফেরা।
৩। উফর্ব্বিয়া করলেটা। ৪। ষ্টিলিঞ্জিয়া।
৫। এক্যালিফা ইণ্ডিকা।

১। ক্রোটন টিগ্‌লিয়াম (Croton Tiglium)।

সম্বন্ধ।—ক্রোটন কার্য্যপ্রতিষেধ করে—রাস বিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্রোটনের সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া অন্ত্রপথে ও ত্বকে লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্ত্রপথ হইতে প্রভূত রক্তাম্বু নিঃসারণ দ্বারা ইহা প্রচুর, জলবৎ উদরাময় এবং ত্বকে ইহা সুস্পষ্ট পামা বা একজিমার উদ্‌ভেদবৎ উদ্‌ভেদ উৎপন্ন করে।

উদর, বিষ্ঠা এবং মলদ্বার।—পূর্ণ এবং স্ফীত উদরের নাভির চতুষ্পার্শ্বে কামড়ানি বেদনা। উদরে অস্বস্তিপ্রদ শূন্যতা ও অতি ক্ষুধাবোধ; উদরের ডাক। অন্ত্রে, বিশেষতঃ উদরের বাম পার্শ্বে, গড়গড় করায় বোধ যেন অন্ত্রে কেবলই জল রহিয়াছে। অন্ত্রমধ্যে জলপতনবৎ শব্দ। অনেক বায়ু সহ হঠাৎ বিষ্ঠার নিঃসরণ। নাভিতে চাপ দিলে নিম্নে মলদ্বার পর্য্যন্ত একরূপ বেদনার অনুভব এবং মলদ্বারে একরূপ অবিশ্রান্ত বহিরাভিমুখীন চাপ। অবিশ্রান্ত মলবেগ থাকার পরে দুর্গন্ধ ও মলিন সবুজ বর্ণের লেইর ন্যায় মল হঠাৎ বেগের সহিত সরলান্ত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। অতিশয় পাতলা ও ঈষৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা বেগে নির্গত। বেদনাহীন জলবৎ উদরাময়।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—কঠিন এবং স্ফীত স্তনাগ্রবেদনা অংশ-ফলকাস্থিতে যায়। স্তনাগ্র স্পর্শে টাটানিযুক্ত স্তনদানকালে স্তনাগ্র ভেদ করিয়া যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা ঐ পার্শ্বেরই অসংফলকাস্থিতে যায়।

ত্বক্।—অণ্ডকোষবেষ্টের বাম পার্শ্বের বিপরীত উরুতে স্পর্শে ও ভ্রমণে বেদনা ও টাটানিযুক্ত, লোহিত বর্ণ এবং সিক্ত ত্বকস্থান হইতে দুর্গন্ধ রসের নিঃসরণ। রক্তিমাবিশিষ্ট ত্বকে চুলকনা ও বেদনাযুক্ত জ্বালা এবং রসবিস্ফিকা ও পূয়গুটিকা জন্মে; পূয়গুটিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহা হইতে উপত্বকস্খলন হয়। কণ্ডূযুক্ত পূয়গুটিকা।

চিকিৎসা।

উদরাময়; উদরশূল;—হোমিওপ্যাথি মতে ক্রোটন উদরাময়ের সদ্যোফলপ্রদ এবং প্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধমধ্যে গণ্য। ঈষৎ পীতবর্ণ জলবৎ মল কলের মুখ হইতে সবেগে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায় সরলান্ত্র হইতে দূরে নিক্ষেপ হওয়া, ইহার বিশেষ প্রকারের উপসর্গ স্বরূপ বিবমিষা ও বমনের বর্ত্তমানতা এবং আহারে ও পানান্তেই মল-ত্যাগের বৃদ্ধি, এ রোগে ক্রোটনের প্রদর্শক। উদরশূল বর্ত্তমান থাকিলে তাহা কলসিন্ উদরশূল সহ তুলনীয়। উদরাময়ে ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করিতে হইলে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কতিপয় ঔষধ সহ ইহার তুলনা করা আবশ্যক। তাহাতে প্রথমেই ইলেটেরি আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। এই ঔষধের বুদবুদযুক্ত প্রচুর অতি-সারের বিষ্ঠা অতি বেগের সহিত নির্গত হয় এবং তাহার পূর্ব্বে উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতভাব, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও উদরশূল উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উদরাময় সর্ব্বদাই বেগে নিঃসরণশীল এবং কখন

banglabooks.in

কখন জলপাইর বর্ণের ন্যায় সবুজ। দ্বিতীয় ঔষধ প্র্যাটিয়ালার বেগে নিঃসরণশীল জলবৎ উদরাময়ের বিষ্ঠা কলের মুখ হইতে জল পড়ার ন্যায় সরলান্ত্র হইতে হড়হড় করিয়া পড়ে, বিষ্ঠা পীতাভসবুজ ও বুদবুদযুক্ত থাকে এবং আনুষঙ্গিকরূপে উদরমধ্যে শৈত্যের অনুভূতি জন্মে। তৃতীয় জ্যাট্রফার জলবৎ উদরাময়ে জলবৎ বিষ্ঠা ও প্রভূত বায়ু বেগে নিঃসরণ হয় এবং তাহার সহিত উদর স্ফীতি এবং দুর্ব্বলতা থাকে। চতুর্থ স্থানীয় প্যাম্বোজবিষ্ঠা বেগের সহিত এককালীন বা এক দমে নিঃসরণ হওয়ার পরে রোগীর কষ্টের বিলক্ষণ উপশম বোধ হয়। বিষ্ঠা পাতলা ও জলবৎ।

সংক্ষেপতঃ পীতবর্ণ জলবৎ বিষ্ঠা হঠাৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং আহারে ও পানে রোগের বৃদ্ধি ক্রোটনের; উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, শীতের অনুভূতি এবং দুর্ব্বলতা ও উদরশূল হওয়ার পর বুদ-বুদযুক্ত ও প্রভূত তরল বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ ইলেটেরর; পীতাভ-সবুজ, জলবৎ ও বুদবুদযুক্ত বিষ্ঠা যেন কলের মুখ হইতে বেগে ত্যাগ হওয়া, উদর মধ্যে শীতল বোধ এবং অত্যধিক পরিমাণ, অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলপান রোগের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকা প্র্যাটিয়োর; অতি বেগবান্ জলস্রোতের ন্যায় মলনিঃসরণ, জলবৎ ও শ্বেত লালার ন্যায় প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন এবং বোতল হইতে উদর মধ্যে জল ঢালার ন্যায় শব্দ জ্যাট্রফার; এবং কথঞ্চিৎ প্রলম্বিত একমাত্র চেষ্টায় এক যোগে সম্পূর্ণ বিষ্ঠার নিঃসরণ এবং নিঃসরণের পরে উদর হইতে কোন কষ্টদায়ক বস্তু বহির্নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার অনুভূতি প্যাম্বোজের প্রদর্শক।

ত্বকরোগ—কাউর, পামা বা একজিমা; দুগ্ধপীড়কা বা মিল্‌ক্‌ক্রাষ্টস্;—লোহিত বর্ণ ত্বক্‌ভূমির উপরি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা উৎপন্ন হইলে ও তাহাতে ভয়ঙ্কর

banglabooks.in

চুলকনা থাকিলে ক্রোটন দ্বারা উপকার হয়। এই সকল উদ্‌ভেদ অণ্ডকোষবেষ্ট ত্বক ও উরুমধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন হইলে মূত্রসম্বন্ধীয় কষ্ট থাকে। ক্রোটনের রসবিম্বিকার কোন কোনটি বৃহদায়তন হয়, অপরগুলি গলিয়া যাওয়ায় ত্বকস্থান লোহিতবর্ণ ও আর্দ্র থাকিয়া যায়। ক্বচিৎ রসবিম্বিকা পূয়গুটিকায় পরিণত হইলে অবশেষে তাহাতে ধূসরবর্ণ মামড়ি জন্মে। ক্রোটন সদৃশ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে ঈষৎ পীত মামড়িযুক্ত দুগ্ধপীড়কা ইহা আরোগ্য করিতে পারে।

উফর্ব্বিয়াম রেজিনিফেরা।

(Euphorbium Resinifera)

সাধারণ ক্রিয়া—ইহার সমক্রিয় ক্রোটন ও জ্যাট্রফা প্রভৃতি প্রভূত অতিসারোৎপাদক বস্তুর ন্যায় উফর্ব্বিয়াম্ রেজিনিফেরাও পরিপাকপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বমন ও বিরেচনাদি যাবতীয় কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে প্রবল উন্মাদলক্ষণ উপস্থিত হয়। ডাং হেম্পেলের মতে আমাশয় ও অন্ত্রের যতই উত্তেজনা থাকুক না কেন উপরি উক্ত প্রকৃতির মস্তিষ্ক লক্ষণ এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অথবা উত্তেজনার অভাবে ইহা রোগ-চিকিৎসায় ফলপ্রদ হয় না। ইহা শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে প্রবল উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে হাম, বসন্তাদি এবং বিসর্পিকাবৎ উদ্ভেদ জন্মে।

লক্ষণ।

মন—বিষাদবায়ু; উৎকণ্ঠা; আশঙ্কা। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড রক্তাধিক্য বশতঃ প্রবল উন্মাদবৎ লক্ষণ উৎপন্ন হয়: এবং নাড়ী অনিয়মিত ও দ্রুত থাকে।

নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্র।—পুনঃ পুনঃ হাঁচি; স্রাবযুক্ত নাসিকা-

banglabooks.in

সর্দ্দি। কণ্ঠা অথবা বক্ষের গুড়গুড়ি জন্য হক্ হক্ করিয়া শুষ্ক কাসি। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

মুখগহ্বরাদি পরিপাকযন্ত্র;—শূন্যগর্ভ দন্তে যেন ক্রু বসানের ও ঝাঁকির ন্যায় বেদনায় তাহা উৎপাটিত হওয়ার অনুভূতি। শীতল জলের তৃষ্ণা। উদ্গার; পুনঃ পুনঃ হিক্কা। বিবমিষা ও বমন। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়ে আক্ষেপিক সংকোচন এবং কামড়ানি। উদর বসিয়া যায়। পেট ডাকিলে বায়ুনিঃসরণ। বায়ু কর্ত্তৃক প্রচণ্ড ও আক্ষেপিক উদরশূল। প্রচুর উদরাময় ও বমন। বিষ্ঠা প্রচুর, উদরাময়ের ন্যায়, আমরক্তরোগের ন্যায়, উচ্ছলিত এবং পাতলা ও জলবৎ; বিষ্ঠা লেইর ন্যায়, ঈষৎ পীত এবং কর্দ্দমাকার।

ত্বক্;—বিসর্পবৎ প্রদাহ; বৃহৎ ফোস্কা ঈষৎ পীত রসপূর্ণ। ত্বক ও তদধঃকোষময় ঝিল্লির প্রচণ্ড প্রদাহ। ত্বকে পূয়গুটিকা ও পামা প্রভৃতির ন্যায় উদ্ভেদ; তাহাতে পচাক্ষত বা গ্যাংগ্রিণ। জ্বালাযুক্ত চুলকনা হইতে নিঃসৃত রসে ত্বক খাইয়া যায়।

চিকিৎসা;—আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ; অভিসার ও অব্যাপক (Sporadic) কলেরা প্রভৃতি রোগে উপসর্গ স্বরূপ মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও প্রবল রক্তাধিক্য, এবং প্রচণ্ড প্রলাপ ও উন্মাদবৎ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে উফর্ব্বিয়াম দ্বারা তাহার উপকার হয়। দেশব্যাপী সর্দ্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জারোগে অত্যন্ত হাঁচি, চক্ষুর জলস্রাব, হাজাকর নাসিকাস্রাব এবং হক্ হক্ শব্দের কাসি হইলে ইহা তাহার ঔষধ। পূর্ব্ববিবৃত লক্ষণযুক্ত দন্তশূল ইহা আরোগ্য করিয়াছে। গণ্ডস্থলের বিসর্পরোগে রসবিম্বিকা জন্মিলে ও অত্যন্ত জ্বরতাপ থাকিলে তাহার পক্ষে ইহা উপকারী বলিয়া কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পূয়শোথ, বিসর্প-

banglabooks.in

জাতীয় প্রদাহ, পুরাতন ও জড়ভাবাপন্ন ক্ষত এবং পচাক্ষত বা গ্যাংগ্রিণেও ইহা কার্য্যকারী। কর্ক্কট বা ক্যান্‌সাররোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী। কথিত আছে ইহা বিশেষ প্রকারের এপিথিলিয়োমা বা কর্ক্কটরোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়াছে।

৩। উফর্ব্বিয়া কর্‌লেটা (Euphorbia Corolata)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং লক্ষণ ঃ—উফর্ব্বিয়া করলেটা প্রধানতঃ পরিপাক যন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে এবং ত্বকেও ন্যূনাধিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রথমে ভুক্ত বস্তু এবং আমাশয়স্থ অন্যান্য বস্তু, পরে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মামিশ্রিত জল এবং কলেরার বিষ্ঠার ন্যায় পরিষ্কার (তণ্ডুল ধৌত) জলের ন্যায় পদার্থের প্রবল বমন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই অল্প সময় ব্যবধানবিশিষ্ট পর্য্যায়ক্রমিক প্রভূত উদরাময় ও বমন হইয়া থাকে; তাহার আনুষঙ্গিক লক্ষণস্বরূপ অন্ত্রের বেদনাযুক্ত আক্ষেপ, প্রভূত উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুর অনুভূতিপ্রযুক্ত মূর্চ্ছা ও দৌর্ব্বল্যের ভার উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা ঃ—উপরি উক্ত লক্ষণ থাকায় উফর্ব্বিয়া অব্যাপক বা স্থানিক ও ব্যক্তিবিশেষের কলেরা, বিশেষতঃ শিশু-কলেরা আরোগ্য করিয়াছে। ইহা আমাশয়ে খামচানির অনুভূতি এবং শীতল ঘর্ম্মযুক্ত ও মৃত্যুকল্প বমনোদ্বেগ, এবং বমন আরোগ্য করে। ঈষৎ নীলাভ ক্ষত শোষাবস্থায় কাল অথবা পচা ক্ষতে পরিণত হইলে লক্ষণানুসারে তাহার উফর্ব্ব কর, আর্স, সিকেলি, সিলিক, প্লাম্ব, এবং কার্ব্ব ভে প্রভৃতির অন্যতম দ্বারা উপকার হয়।

৪। ষ্টিলিঞ্জিয়া সিল্‌ভ্যাটিকা (Stilingia Sylvatica.)।

উপচয় ঃ—অপরাহ্ণকালে; সিক্ত বায়ুতে; শরীর চালনায়।

সাধারণ ক্রিয়া ঃ—অস্থিবেষ্টঝিল্লি এবং তাণ্ডবোপাদান ষ্টিলি-

banglabooks.in

ক্রিয়া দ্বারা অতি গুরুতর রূপে আক্রান্ত হওয়ায় যে বেদনাযুক্ত কঠিন গুটিকা (Node), অস্থিবেদনা এবং রসবাত লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা পুরাতন উপদংশ এবং রসবাত সংশ্রবীয় লক্ষণসহ তুল্য এবং এই উভয় প্রকার রোগে ইহা উপকার প্রদান করিয়াছে। স্বরযন্ত্রের উপাস্থি এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেও ইহার ক্রিয়া আছে এবং তৎ ফল স্বরূপ ইহা স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনলীর উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা লসীকাগ্রন্থি আক্রমণ করিলে তাহার আকার এবং স্রাব বর্দ্ধিত হয় ও স্রাবের গুণের কলুষতা জন্মে। ত্বক কাউরবৎ উদ্‌ভেদযুক্ত হয় এবং তাহাতে যে ক্ষত জন্মে তাহা হইতে প্রভূত স্রাব নির্গত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু ;—শারীরিক অস্বস্তির ভাব; নিদ্রালুতা; সাধারণ কষ্টানুভূতি। স্নায়ুশূল।

শ্বাস যন্ত্র ;—স্বরযন্ত্রপ্রদেশের সংকোচনে গলগহ্বরে হুল বেধবৎ বেদনা ও জ্বালা। শ্বাসনলীর শুড়শুড়ি জন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালে অত্যন্ত শুষ্ক কাসি। বোধ যেন শ্বাসনলীর উপাস্থিতে অকর্ম্মণ্যতার অনুভূতি হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, হক্ হক্ শব্দবিশিষ্ট, গভীর, সরল এবং আক্ষেপিক কাসি।

মূত্রযন্ত্র ;—কিড্‌নিপ্রদেশে কঠিন ও অনুগ্র বেদনা। আমূল মূত্রনালীতে প্রচণ্ড ও তীব্র চন্‌চনি সহ জ্বালাময় এবং জ্বালাকর বেদনার মূত্রত্যাগে বৃদ্ধি, মূত্র-ত্যাগ কঠিন হইয়া পড়ে এবং কিড্‌নিতে মৃদু বেদনা উপস্থিত হয়; মূত্রনালীর বেদনা এতাদৃশ কঠিন যে, তাহাতে রোগীর ঘর্ম্ম বাহির হইয়া পড়ে।

অঙ্গাদি ;—সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ কনুইসন্ধিতে এবং দক্ষিণ জঙ্ঘায় কন্‌কনানি এবং দপদপানি প্রকৃতির বেদনা ও টাটানি। হস্তে হস্তাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তারশীল তীব্র তীরবেধবৎ বেদনা। প্রগণ্ডের

banglabooks.in

উপরিভাগে এবং আভ্যন্তরীণ একতৃতীয়াংশে তীরবেধবৎ বদনা। হিপ্ বা বঙ্ক্ষণসন্ধি, জঙ্ঘা এবং পদে ও অধিকাংশরূপে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে কন্‌কনানি বেদনা। জানুসন্ধি নিম্নস্থ জঙ্ঘায় জ্বালা ও চুলকনা। অঙ্গাদিতে উদ্‌ভেদ, ক্ষত এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লি হইতে প্রবর্দ্ধন।

চিকিৎসা ;—দ্বিতীয়াবস্থায় বা সেকেণ্ডারি উপদংশ জনিত দীর্ঘাস্থির রোগের চিকিৎসায় ষ্টিলিঞ্জিয়া সিলভ্যাটিকা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার বেদনা রজনীতে এবং সিক্ত দিবসে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। লক্ষণগত সাদৃশ্যানুসারে সেকেণ্ডারি সিফিলিস বা দ্বিতীয়াবস্থার উপদংশ এবং তৎফল স্বরূপ অস্থিবেষ্টের উপদংশ রসবাত, অস্থিগুটিকা বা নোড্, পুরাতন রসবাত, উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্, বিশেষতঃ তাহা যদি উপদংশ দোষসংসৃষ্ট হয়, পারদ ঘটিত অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং পূয়মেহ প্রভৃতি রোগ ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

৪। একেলিফা ইণ্ডিক (Acalypha Indica)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ এবং চিকিৎসা ;—শ্বাসযন্ত্রই একেলিফার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষণ। এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শুষ্ক কাসি হইলে তাহাতে শোণিত নিষ্ঠ্যূত হয় এবং তাহাই ইহার একমাত্র প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

ডাং আর্থার ক্লিফোর্ডের মতে রক্তকাসি বা ফুসফুসের রক্তস্রাবে কোন ঔষধই একেলিফা সহ তুলনীয় নহে ; শুষ্ক কাসির আক্রমণের পরে বেগে রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘন ঘন বহে এবং রক্ত উজ্জ্বল থাকে। ডাং হেলের মতে প্রাতঃকালে পরিষ্কার এবং সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্ত নিষ্ঠ্যূত হইলে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৩ (LECTURE LXXXIII.)

ক্যাপ্রিফলিয়েসি জাতিভুক্ত ঔষধ।

১। স্যাম্বুকাস। ২। ভাইবার্ণাম্ অপুলাস্।

১। স্যাম্বুকাস নাইগ্রা (Sambucus Nigra)

উপচয় :—বিশ্রামকালে। **উপশম :**—শরীর চালনায়; শয্যা হইতে উত্থান করিয়া উপবেশন করিতে।

সম্বন্ধ :—স্যাম্বুকাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর। স্যাম্বুকাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিকের অপব্যবহারের। স্যাম্বু যাহার পরে সুফলপ্রদ—ওপিয়ামের।

সাপ্তাহিক ক্রিয়া :—স্যাম্বুকাস বিশেষরূপে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, শ্বাস-যন্ত্র এবং ত্বকে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে শ্বাসযন্ত্রে অবরোধক প্রতিশ্যায় এবং ত্বকে প্রচুর এবং দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ :—শ্বাসযন্ত্র-ক্রিয়াতে স্বরযন্ত্রে অনেক আটা ও গঁদের ন্যায় শ্লেষ্মা জন্মিলে স্বরভঙ্গ। আমাশয়ের চাপ, বিবমিষা ও দুর্ব্বলতা জন্য বক্ষের কষ্ট। বাম বক্ষের স্তনাগ্রনিম্নে কষ্ট ও সূচিবেধবৎ বেদনা। মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হইলে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় রোগী উপবেশন করে, নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং খাবিখাওয়ার ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস হয়। শিশুদিগের ঘন ঘন শাঁই শাঁই শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস ও শ্বাসরোধকর কাসি হওয়ায় তাহারা ক্রন্দন করিতে থাকে। স্যাম্বুকাসের মূত্রযন্ত্রক্রিয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা হইলে প্রচুর মূত্র-ত্যাগ হয়। মূত্রের অধঃদেশে গুরু তলানি পড়ে।

banglabooks.in

চিকিৎসা ;—শ্বাসযন্ত্ররোগই স্যাম্বুকাসের প্রধান কার্য্য-স্থল। ইহার প্রকৃতিবিশিষ্ট শ্বাসরোধক কাসির মধ্য রজনীর পরে এবং মস্তক নত অবস্থায় রক্ষা করিয়া শয়নে বৃদ্ধি। উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত স্বর-যন্ত্রপ্রদাহরোগে আক্ষেপ হইলে স্যাম্বুকাস উপ-কারী। কিন্তু রোগে স্বরযন্ত্রের জলশোথ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, এমন কি শ্বাসরোধের উপক্রম হইলে এপিসের প্রয়োজনীয়তা জন্মে। ফলতঃ স্বরযন্ত্রে শোথ জন্য সাংঘাতিক শ্বাসরোধের ক্লোরিণ একমাত্র অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। স্বরযন্ত্রের যক্ষ্মারোগে স্বরভঙ্গ, চিম্‌সে শ্লেষ্মাস্রাব এবং রজনীর শেষভাগে কাসির আক্রমণ থাকিলে ড্রসেরা তাহার ঔষধ। কাসির প্রকৃতি এবং তাহার বৃদ্ধির কাল উপরি লিখিত রূপ থাকিলে ক্রুপ বা ঘুংরী কাসি ও হুপশব্দক কাসি প্রভৃতি নানাবিধ শ্বাসযন্ত্ররোগে এবং বিশেষ প্রকৃতির মূত্র ও ঘর্ম্ম থাকিলে কিড্‌নি বা বৃক্কের তরুণ প্রদাহ ঘটিত জলশোথ বা ড্রপসিরোগে স্যাম্বুকাস ফলপ্রদ।

২। ভাইবার্ণাম্ অপুলাস (Viburnum Opulus.)

উপচয় ;—সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে ; উষ্ণ গৃহে ; আক্রমণ বাম পার্শ্বে অধিকতর। **উপশম ;**—মুক্ত বায়ুতে ; গাত্র চালনায় ; চাপিত করিলে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা স্ত্রীজন-নেন্দ্রিয়ে ভাইবার্ণাম গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিলে জরায়ুতে শোণিত সঞ্চয় বশতঃ, অথবা তাহার স্নায়ুশূল জন্য রজঃকৃচ্ছ্রবৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ ;—ঋতুস্রাবকালে শিরঃশূল এবং পুনঃপুনঃ প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগান্তেও রোগীর বোধ হয় যেন মূত্রস্রোত বহিতেছে।

banglabooks.in

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে জরায়ুতে কঠিন ঠেলমারাবেদনা, উরুর সমুখের পেশীতে আকৃষ্টতা ও কটিদেশে এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের কেশযুক্ত স্থানের উর্দ্ধে কনকনানি; অণ্ডাধারে কখন কখন তীব্র বেঁধার ন্যায় তীব্র বেদনা; বেদনার জন্য রোগিণী এতদূর উত্তেজিত হয় যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; নিম্নোদরে এবং জরায়ু ভেদ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাকর, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ন্যায় বেদনা; বেদনা পৃষ্ঠে আরম্ভ হইলে পৃষ্ঠ বেড়িয়া যায় ও জরায়ুতে খল্লী হইয়া শেষ হয়; সন্ধ্যার প্রথম ভাগে এবং গুম্‌সা গৃহে বেদনার বৃদ্ধি ও মুক্ত বায়ুতে এবং শরীর চালনাকালে হ্রাস।

ঋতুস্রাবকালে বিবমিষা। খল্লীবৎ বেদনা এবং অত্যন্ত স্নায়বিক অস্থিরতা; বোধ যেন প্রাণবায়ু শরীর পরিত্যাগ করিবে ও হৃৎস্পন্দনের রোধ ঘটিবে; বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে; ঋতুস্রাব অনেক সময় বন্ধ থাকে ও চাপের আকারে পুনরারম্ভ হয়; অত্যল্প, পাতলা এবং সাদাটে ঋতুস্রাব হইলে মস্তক শূন্য বোধ। উপবেশন করিবার চেষ্টা করিলে মূর্চ্ছা। বস্তিযন্ত্রে রক্তাধিক্য হওয়ার অনুভূতি জন্মিলে বোধ যেন ঋতুস্রাব উপস্থিত হইবে। শ্বেতপ্রদর সাধারণতঃ পাতলা, পীতশুভ্র অথবা বর্ণহীন, মলত্যাগকালে নিঃসৃত হইলে ঘন, শুভ্র এবং শোণিত-রেখাযুক্ত।

চিকিৎসা।

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধকবেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া:— ভাইবার্ণামের রোগে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে হঠাৎ জরায়ুপ্রদেশে বেদনা এবং ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠ বেদনা হয়। স্নায়ুশূলঘটিত এবং আক্ষেপিক বাধকবেদনায় ইহা সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, এজন্য চিকিৎসকদিগের মনোযোগ আকর্ষণযোগ্য। ডাং হেল উপরি উক্ত রজঃকৃচ্ছ্ররোগে ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

banglabooks.in

আক্ষেপিক প্রকৃতির বেদনাই ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। গুল্মবায়ুর রোগীর **আক্ষেপিক** মূত্রকৃচ্ছ্র, জন্মিলেও ইহা ফলপ্রদ।

কটিতে এবং কটিসম্মুখে ঠেলমারা এবং কনকনানি বেদনা, আমাশয়াধঃপ্রদেশে যন্ত্রণাপ্রদ, খল্লীবৎ এবং উদরশূলের ন্যায় বেদনা, অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব এবং মধ্যে মধ্যে অণ্ডাধারে তীব্রবেধবৎ বেদনার আক্রমণ, এ রোগে ইহার প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত।

সিপিয়ার ন্যায় **ভাইবার্ণামের** বেদনাও বস্তিদেশ বেড়িয়া যায়, ইহাতেও আমাশয়ে শূন্য ও খালি খালি বোধ আছে, কিন্তু ইহার ঠেলমারা অধিকতর প্রচণ্ডতাযুক্ত, এবং তাহার চরম বৃদ্ধিতে জরায়ুর তীব্র খল্লী হইয়া থাকে। রোগচিকিৎসায় বহুদর্শিতাই ইহার প্রয়োগসম্বন্ধে প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানিতে হইবে।

গর্ভপাত বা মিস্‌ক্যারেজ্‌—গর্ভস্রাবের উপক্রমে যদি বেদনা পৃষ্ঠ বেড়িয়া ও নিম্নোদর ভেদ করিয়া উরুমধ্যে যায় তাহাতে **ভাইবার্ণাম** অনেক সময়েই বেদনা নিবারণ করিয়া গর্ভস্রাবের রোধ করে। যাহাদিগের অন্তঃসত্ত্বার প্রথমাবস্থায় পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয় ইহা তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিপিয়া—রোগিণীর উত্তেজনাপ্রবণ প্রকৃতি, স্ত্রীজননেন্দ্রিয়োপাদানের শিথিলতা এবং মলদ্বারে গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে গর্ভপাত নিবারণে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বেলেডনা—গর্ভপাতের উপক্রমে প্রচুর, উজ্জ্বল ও উষ্ণ রক্তস্রাব, পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শরীরের প্রচণ্ড কনকনানি এবং এই ঔষধিতে জরায়ুর যে, বিশেষ প্রকারের কুন্থন, তাহার বর্ত্তমানতায় ইহা গর্ভপাতের বাধা জন্মাইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৪ (LECTURE LXXXIV.)

পলিগণেসিজাতীয় ঔষধ।

১। রিয়াম। ২। রুমেক্‌স্‌।

১। রিয়াম অফিসিনেলিস (Rheum officinalis)

সম্বন্ধ। রিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, ক্যাম্ফ, কলসি, মার্ক, নাক্‌স্‌ ভ, পাল্‌স্‌। রিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্থা, ম্যাগ্নে কা।

সাধারণ ক্রিয়া।—রিয়াম প্রধানতঃ যকৃৎ এবং অন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে পিত্তস্রাবের ও অন্ত্রপেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি হওয়ায় বিষ্ঠাসংযুক্ত উদরাময় জন্মে, তাহাতে প্রদাহলক্ষণ উৎপন্ন হয় না। অত্যধিক অম্লঘ্রাণযুক্ত মলের উদরাময় ইহার প্রদর্শক।

লক্ষণ।—রোগী বহুবিধ বস্তু চাহে কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিতে পারে না, দেখিলে ঘৃণা জন্মে। প্রচণ্ড উদরশূলে রোগী দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য। উদরের আতত ভাব। উদরে কামড়ানি বশতঃ অত্যন্ত মলবেগ হইলে মলত্যাগে তাহার নিবৃত্তি এবং আহার করিলে বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগের শরীরচালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পূর্ব্বে উদরশূল। আহারের পর মলত্যাগেচ্ছা। পাতলা লেইর ন্যায় এবং অম্লঘ্রাণযুক্ত মলত্যাগের পূর্ব্বে কুন্থন, মলত্যাগকালে কম্প এবং তাহার পরে উদরশূলবৎ এবং সংকোচনযুক্ত কর্ত্তন-বৎ বেদনা। পুনঃ পুনঃ বেগের সহিত অর্দ্ধতরল বিষ্ঠার নির্গমন;

banglabooks.in

কটা মল সহ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে ; মলত্যাগের পরে কুন্থন হয় এবং সরলান্ত্র ও মলদ্বার অত্যন্ত জ্বালা করে।

চিকিৎসা।—উদরাময়ই একমাত্র রোগ যাহাতে আমরা রিয়ামের প্রয়োগ দেখিতে পাই এবং তাহাতেও ইহার "বিষ্ঠার এবং সম্পূর্ণ শরীরের অত্যন্ত অম্লঘ্রাণ" এই মাত্র লক্ষণ দ্বারা আমরা পরিচালিত হই। রিয়াম উদরাময়ের অন্যান্য লক্ষণমধ্যে কামড়ানি উদরশূলের পরে কুন্থন ও বুদ্‌বুদ্‌-যুক্ত, কটাবর্ণ এবং অম্ল বিষ্ঠাত্যাগের শরীর চালনায় ও আহারান্তে বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রধান। মলত্যাগ-কালে শীতবোধ এবং তাহার পরে উদরশূলের নিবৃত্তি না হওয়া ইহার প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। রিয়াম বিষ্ঠায় অম্লঘ্রাণ থাকে, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ক্যাল্কে কা, ম্যাগ্নে কা এবং হিপার সাল্‌ফ উল্লেখযোগ্য। ম্যাগ্নে কা রিয়ামের পরে সুফলপ্রদ। তাহার অম্লবিষ্ঠার উপরে ব্যাঙ্গপুকুরের জলের উপরি ভাসমান বুদ্‌-বুদ্‌যুক্ত সবুজ পাজলার ন্যায় থাকে। দুর্ব্বলতা তাহার অন্য প্রধান লক্ষণ।

২। রুমেক্‌স্ ক্রুস্পাস্ (Rumex crispus)

উপচয়। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে ; শীতল বায়ুতে ; অপক্ক, শীতল আবহাওয়ায়।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, লসীকাগ্রন্থি এবং ত্বকে রুমেক্‌সের ক্রিয়া হইলেও স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লির আক্রমণদ্বারাই ইহা পরিচয় লাভ করিয়াছে। ইহা তাহার স্রাবের হ্রাস জন্মায় এবং চৈতন্যের অস্বাভাবিক প্রাখর্য্য উৎপন্ন করিলেও তাহা প্রদাহে পরিণত হয় না।

banglabooks.in

লক্ষণ।

শ্বাসযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে আটা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী অবিশ্রান্ত হক্ হক্ করে, কিন্তু তাহাতে উপশম পায় না, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি। আহারকালে স্বরযন্ত্রের উত্তেজনা হওয়ায় কাসি পায়। স্বরযন্ত্রে বেদনা ও স্বরভঙ্গ। বারম্বার অনুভব যেন রোগিণী আর শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে না; যেন বক্ষে বায়ু প্রবেশ করে নাই। কণ্ঠার কোটরবৎ স্থানে শুড়শুড়ি হওয়ায় অবিশ্রান্ত শুষ্ক ও শ্রান্তিজনক কাসির, চাপে শয়নে সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। গলায় শুড়শুড়ি হইলে হুপ্‌শব্দক কাসির প্রথমাবস্থার কাসির ন্যায় শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি। স্বরযন্ত্রে এবং বুকের মধ্যে (Behind the Sternum) টাটানি ও কাঁচা ভাব। বাম ফুসফুসের উপাদানাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় ফুস্‌ফুসের সম্মুখেই কনকন করে। হৃৎপিণ্ডসন্নিহিত বক্ষস্থানে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা অথবা জ্বালা গভীর শ্বাস গ্রহণে এবং রজনীতে শয়নে বর্দ্ধিত।

আমাশয়।—আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়দেশে গুরুত্ব। পুরচার ভোজনের অনুভূতি। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপ দিলে পূর্ণতার অনুভূতি কণ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, গলাধঃকরণের চেষ্টায় অধঃ হইলেও তখনই পুনরাবর্ত্তন করে। আমাশয়োর্দ্ধের কোটর হইতে বেদনা তীব্র বেগে বক্ষে ধাবিত হয়।

মল।—প্রাতঃকালে উদরের বেদনার সহিত পুনঃপুনঃ বেগের পর কটা ও জলবৎ উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা।—গলনলী অধঃ কোটর অথবা সুপ্রাষ্টার্ণাল ফসায় শুড়শুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি হইলে **রুমেক্স্ ক্রুস্পাস** উপকার করিয়া থাকে। স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী এই কাসির উৎপত্তি স্থান;

banglabooks.in

ইহা অদম্য ভাবের উৎপাতিক কাসি; শীতল বায়ুতে ইহার বৃদ্ধি। গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ আবৃত করায় বায়ু উষ্ণ হইলে কাসির নিবৃত্তি। গভীর শ্বাসগ্রহণেও কাসির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বুকের মধ্যে টাটানি থাকিলে যে অবিশ্রান্ত কাসি হয় এবং যাহাতে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরীণ আটা শ্লেষ্মা গলা খাঁকর দিয়া উঠাইতে পারা যায় না, তাহাতে ইহা উপযোগী। ক্ষয়কাশের রোগীর প্রথমাবস্থার ফুস্‌ফুস্‌ভেদকারী সূচিবেধবৎ বেদনা সহ কাসির ইহা উপযোগী ঔষধ। উপযুক্ত-লক্ষণ থাকিলে ইহা ক্ষয়কাসির রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র বা হাঁপানির উপশম করে। সিলি-সিয়াভেও এইরূপ কাসি হয় এবং তাহা কথা কহিলে ও রজনীতে শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়।

উপরি লিখিত লক্ষণ সাদৃশ্য থাকিলে আমাশয়িক কাসি, সর্দ্দিজস্বরভঙ্গ এবং আমাশয়শূল বেদনা বক্ষ অথবা পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ব্রুমেক্টস্ তাহা আরোগ্য করিতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৫ (LECTURE LXXXV.)

লরেসিজাতীয় ঔষধ।

১। ক্যাম্ফর। ২। সিনামমাম্।

১। ক্যাম্ফরা (Camphora.)।

উপচয় :—রজনীতে; অন্ধকারে; শরীর চালনায়; শৈত্যে অথবা শীতল বায়ুতে। **উপশম।**—মুক্ত বায়ুতে; প্রচুর ঘর্ম্মে; বেদনার বিষয় চিন্তা করিলে তাহা অন্তর্দ্ধান করে।

সম্বন্ধ :—ক্যাম্ফরের কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি, স্পিরিট অব নাইট্রিক ইথর। ক্যাম্ফর যাহার কার্য্যপ্রতিষেধ করে—ক্যাম্থা, কুপ্রাম্ স্থইলা, এবং উদ্‌ভিদ্ বিষ মাত্রই।—চা, কাফি এবং লেমনেড ক্যাম্ফরের কার্য্যের বাধা জন্মায় না।

তুলনীয় ঔষধ :—একন, আর্স, বেল, ক্যাম্থা, কুপ্রাম, ককুল, কার্ব্ব ভে, হায়সা, ওপি, টেরিবি, সিকেলি, ষ্ট্রাম, ভিরেট এ।

সাধারণ ক্রিয়া :—ক্যাম্ফর মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে প্রভূত ক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং তাহার ফলস্বরূপ গতিপ্রদ স্নায়ুকেন্দ্র এবং জ্ঞানশক্তির উৎসস্বরূপ স্নায়ুমূলের অবসাদ বশতঃ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও দৌর্ব্বল্য ঘটিত উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণ, শিরোঘূর্ণন, এবং মস্তিষ্কের কষ্ট প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ইহার মস্তিষ্কাদি আক্রমণের সমবায় লক্ষণের ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, গুল্মবায়ু ও মৃগীবৎ আক্ষেপ এবং অন্যান্য বিষলক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করিলে নাসিকা

banglabooks.in

সর্দ্দি ও সর্দ্দিজ উদরাময় উৎপন্ন হয়। মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে ইহার আক্রমণ হওয়ায় তাহার জড়তা ও শীতলতা জন্মে এবং তাহারই গৌণ ফলস্বরূপ ত্বকের বরফবৎ শীতলতা, স্বরবন্ধ এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন বা কোলাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হয়। জননেন্দ্রিয় এবং মূত্রযন্ত্রও গৌণভাবে ইহার ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল প্রকাশ করায় জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল হইয়া যায় এবং মূত্রযন্ত্র লক্ষণে মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ইহা একটি উদ্ভিয়নশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়াও ক্ষণস্থায়ী। শৈত্য সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ও কলেরার ন্যায় উদররোগেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মনঃ—অত্যন্ত উৎকণ্ঠা এবং যাহার পর নাই অস্থিরতা। চৈতন্যের লোপ। একা থাকিতে, বিশেষতঃ রজনীতে অন্ধকারে একা থাকিতে ভীত। বর্ণনার অতীত দুরবস্থা। ত্রাস। কম্পিতভাব। ত্বরান্বিতভাব।

স্নায়ুঃ—আক্ষেপের সহিত চক্রাকার গতি (হস্তের চক্রবৎগতি)। পেশী কম্প। সাধারণ অস্বস্তির ভাব। অস্থিরতা। রোগী নিদ্রাভঙ্গে চমকিয়া উঠে এবং পরে হৃৎপিণ্ডের কম্প ও দপদপানি অনুভব করে। অত্যন্ত বলক্ষয়। হঠাৎ অত্যন্ত শক্তিহানি। সম্পূর্ণ শরীর বরফের ন্যায় শীতল। রোগী বোধ করে যেন গাত্রোপরি শীতল বায়ু বহিতেছে। মৃগীবৎ এবং অন্যান্য প্রকারের আক্ষেপ। শারীরিক প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব, স্পর্শে চেতনাহীনতা। শীতল, চটচটে ও দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ খল্লী।

নাসিকাঃ—হঠাৎ বায়ুর পরিবর্ত্তনে স্রাবযুক্ত সর্দ্দি। হাঁচি। নাসিকার রোধ। ভ্রমণকালে গৃহের বায়ু নাসিকায় শীতলতর বোধ হয়।

শ্বাসযন্ত্রঃ—বায়ুপথে শ্লেষ্মা থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রায়

banglabooks.in

সম্পূর্ণ রোধ। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপ নিবন্ধন যেন শ্বাসরোধকর শ্বাসকৃচ্ছ্র। কণ্ঠায় চাঁছা বোধ হওয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। হক্‌হক্ করিয়া শুষ্ক কাসি এবং ভ্রমণকালে বাম বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

পরিপাকযন্ত্র এবং মল।—জিহ্বা শীতল। স্বর ক্ষীণ, ভগ্ন ও বসা। আহারান্তে উদ্‌গার। গলগহ্বরে ও আমাশয়ে জ্বালা, আমাশয়ে শীতলতা। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে চাপবৎ বেদনা। ঊর্দ্ধ ও নিম্নোদরে শীতলতার পরে জ্বালাযুক্ত তাপ। শৈত্যসংস্পর্শ জন্য উদরশূল ও উদরাময়। কলেরারোগে বিরেচনের অভাব। সরলান্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ।

মূত্রযন্ত্র।—মূত্রের হ্রাস। মূত্ররোধ জন্য মূত্রস্থালী পরিপূর্ণ; মূত্রকৃচ্ছ্র। জ্বালাযুক্ত মূত্র। অত্যল্প মূত্র।

জননেন্দ্রিয়।—পুংরোগীর কামেচ্ছার অভাব হয় ও অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়ে। ধ্বজভঙ্গ। স্ত্রীরোগীর সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি।

ত্বক।—হামের ন্যায় উদ্ভেদ্। উদ্ভেদে বেদনাযুক্ত টাটানি ও হুলবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।

নাসিকা সর্দ্দি বা কন্‌রাইডা।—সর্দ্দিরোগের পক্ষে ক্যাম্ফর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ ও শুষ্ক থাকিলে এবং শ্বাসগ্রহণে নাসিকায় বায়ু শীতলতর বোধ হইলে ইহা উপযোগী। প্রথমেই শীত বোধ হইলে ইহা সর্দ্দি অঙ্কুরেই দূর করিতে পারে। ইহা পুরাতন সর্দ্দি যাহা প্রত্যেক বায়ুর পরিবর্ত্তনেই কাঁচা হইয়া উঠে তাহার ঔষধ; ক্যাম্ফরের ঘ্রাণ লইলেও চলিতে পারে। রোগী শীত বোধ করে, তাহার ললাটগহ্বর আক্রান্ত হওয়ায় মৃদু শিরঃশূল জন্মে; হাঁচি থাকুক বা না থাকুক জলবৎ

banglabooks.in

শ্লেষ্মা স্রাবেও ইহা উপকারী। ইহা একর সমকক্ষ ঔষধ, তাহার পূর্ব্বেও ব্যবহৃত হইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে শরীর শীতল হইলেও মুখ এবং চক্ষু বসিয়া যাইলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা কার্ব্ব ভেজ ও মার্ক সাল্লা সহ তুলনীয়।

কলেরা বা ওলাউঠা।—অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির বা এসিয়াটিক কলেরার প্রথমাবস্থায় ডাং হানিমান স্বয়ং ক্যাম্ফর ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ও তাহার উপকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ক্যাম্ফরের মূল অরিষ্টের সেবন ও মালিস রূপে বহিঃ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার রোগে বমন ও বিরেচন হয় না অথবা কখন কখন অতি অল্প মাত্রায় হয় বলিয়া তাহাকে "ড্রাই কলেরা" বলিয়াও অভিহিত করা হয়। ফলতঃ ইহার কলেরার সাংঘাতিক ও প্রবল বিষাঘাতে স্নায়ুশক্তির অভিভূতি ঘটায় শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। বমন রেচনাদি হয় না, যাহা কিছু স্রাব হয় তাহা উদরে থাকিয়া যায় এবং হঠাৎ দেহ ও জিহ্বার বরফবৎ শীতলতা, দুর্ব্বলতা, পেশীকাঠিন্য এবং স্বর বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং অম্লনলী ও আমাশয়ে জ্বালা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শীতলতা স্রাবাদির শুষ্কতা এবং শরীরের নীলাভা ইহার প্রদর্শক বলিয়া বিবেচিত। ডাং এলেন ঘর্ম্ম থাকিলে অথবা ঘর্ম্ম আরম্ভ হইলে ইহার প্রয়োগ নিষেধ করেন। তাপে উপশম ইহার অন্যতম প্রদর্শক।

হাইড্রসা এসি—স্পষ্টতর পতন বা কল্যাপ্‌স্‌লক্ষণ এবং হঠাৎ বিরেচনের অভাব। কলেরার শেষাবস্থার মূর্চ্ছা ও ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ।

সাল্‌ফার—কলেরার প্রতিষেধক রূপে ফ্লাউয়ার অব সাল্‌ফার (গুড়িকা) ষ্টকিং মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

banglabooks.in

লক্ষণসাদৃশ্য থাকিলে হাঁপানি, শুষ্ক কাসি, ফুসফুসের রক্তাধিক্য ও বায়ুস্ফীতি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র রোগে পতন বা কল্যাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে, প্রলাপ, উন্মাদ-রোগ ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে এবং হামাদি বসিয়া যাওয়ায় কল্যাপ্‌স লক্ষণে ক্যাম্ফর সুফলপ্রদ। কলেরা ও অন্যান্য কারণ ঘটিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ক্যাম্ফর প্রতিক্রিয়া পুনরানয়নে সক্ষম বলিয়া যে কোন কারণেই হঠাৎ পতন বা কল্যাপ্‌সলক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যদি উপযুক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহাতে ক্যাম্ফর প্রয়োগের উপযুক্ত।

২। সিনামমাম্, (Cinnamomum), সিনামন।

তুলনীয় ঔষধ ;—ইরিজিরণ, ইপিকা, মিলিফ, স্যাবাই।

সাধারণ ক্রিয়া ;—মস্তিষ্ক মেরুমজ্জেয় স্নায়ু দ্বারা সিনামন ধমনীপেশীর শিথিলতা উৎপন্ন করায় প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল ও লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব ;

চিকিৎসা ;—পদস্খলন প্রভৃতি সামান্য কারণে জরায়ু হইতে প্রচুর এবং উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ও গর্ভপাত হইলে হোমিওপ্যাথি মতে সিনামন উপকারী; এলপ্যাথি মতে ইহা দ্বারা গর্ভপাত সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৬ (LECTURE LXXXVI.)

আর্টিকেসি জাতীয় ঔষধ।

১। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা। ২। ক্যানাবিস স্যাটিভা।

১। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা (Cannabis Indica)।

উপাচয় ;—কফিয়ায় ; আহারকালে ; মদ্যে এবং তাম্রকুটে। রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে। **উপশম ;**—নির্ম্মল বায়ুতে ; শীতল জলে ; বিশ্রামে।

সাধারণ ক্রিয়া ;—ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা বা গঞ্জিকা স্নায়ু-মণ্ডলের প্রবল উত্তেজনাকারী বস্তু। মস্তিষ্কক্রিয়ার বিভ্রাট ঘটাইয়া ইহা মানসিক বৃত্তি এবং গতিশক্তি উভয়েরই ক্রিয়োত্তেজনা উৎপন্ন করিলে যে মানসিক স্ফূর্ত্তি, উল্লাস ও আনন্দানুভূতি জন্মে, তজ্জন্যই গঞ্জিকার জন্মভূমি ভারতবর্ষে অধিকাংশ মত্ততাপ্রিয় ব্যক্তি গঞ্জিকাসেবক হয়। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতানুসারে ইহার ক্রিয়ার তারতম্য এবং অবস্থা-ভেদ হইয়া থাকে। উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে ইহার সম্পূর্ণ উল্লাস ভাবের স্ফূর্ত্তি পাইলে রোগী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে ভাসমান হয়, অশেষ সুখস্বপ্ন দেখে এবং দূরত্ব ও সময় বিষয়ে তাহার অসীমত্বের অনুভূতি জন্মে। স্থল বিশেষে রোগীর মানসিক ভাবের অবস্থানুসারে সে অতল-স্পর্শ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। ফলতঃ রোগীর সুস্থাবস্থার সদসৎ মানসিক বৃত্তিরই অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি জন্মে। কোন ব্যক্তি ভয়াবহ উন্মত্তবৎ প্রচণ্ডতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, কেহ বা দুঃখ এবং অবসাদের গভীরতমদেশে নিমজ্জিত হয়। কালব্যাপী গঞ্জিকাসেবীদিগের মধ্যে ইহার প্রতিক্রিয়া বশতঃ বুদ্ধিহীনতা ও জড়ভাব উৎপন্ন হয়। কখন কখন আক্ষেপ হইয়া থাকে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মনঃ—মানসিক বৃত্তিনিচয়ের উত্তেজনা, রোগী অত্যধিক কথা বলে। ভ্রমদৃষ্টি এবং বহু বিধ কল্পনা। রোগী কল্পনায় গীতবাদ্য শ্রবণ করে, চক্ষু মুদ্রিত করে এবং অসীম সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকে। রোগী মনে করে সে স্থূল হইতেছে। অবক্তব্য যন্ত্রণা ও অত্যন্ত কষ্টের মুক্ত বায়ুতে উপশম। রোগী উন্মত্ত হইবে বলিয়া সর্ব্বদাই ভীত। দূরত্ব ও সময়ের অসীমতা বোধ। স্থির কল্পনা। দূর দৃষ্টি। প্রচণ্ডতা ও উন্মাদবৎ ব্যবহার।

মস্তকঃ—মস্তক পশ্চাতে অজ্ঞানকর শিরঃশূলে গাত্রোত্থান করিতে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী পতিত হয়। মস্তকের পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক কম্প; মস্তিষ্কের মধ্য দিয়া প্রচণ্ড ধাক্কা। ললাটে, বিশেষতঃ চক্ষূর্দ্ধপ্রদেশে মৃদু ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। ললাটে দপদপানি ও কন্‌কনানি বেদনা। ললাটের উভয় পার্শ্বেই কন্‌কনানি বেদনা থাকিলেও দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর।

স্নায়ুঃ—অল্প দূর ভ্রমণেই সম্পূর্ণ দুর্ব্বলতা। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করায় প্রায় কথা কহিতে অশক্ত এবং শীঘ্রই গভীর নিদ্রাগ্রস্ত। নিস্পন্দবায়ুরোগবৎ লক্ষণ (Hysterical catalepsy)। অজ্ঞানাবস্থায় আক্ষেপে সম্মুখদিকে শরীরের বক্রতা।

মূত্রযন্ত্রঃ—হাঁসিতে কিড্‌নিতে বেদনা এবং জ্বালা, কন্‌কনানি ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি। চাপ দিলে, মূত্রনালী হইতে শুভ্র, চক্‌চকে শ্লেষ্মা নির্গত হইতে পারে। প্রচণ্ড ও বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। মূত্রস্রাবের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনলীতে জ্বালা এবং ঝলসান বোধ অথবা হুলবেধবৎ বেদনা। কুন্থন, কিন্তু এক ফোঁটা মূত্রস্রাবও হয় না। প্রচুর ও বর্ণহীন মূত্র। কিয়ৎকাল বিলম্বে মূত্রস্রাব। হস্তের

banglabooks.in

চাপ দিয়া শেষ কতিপয় ফোঁটা মূত্র বাহির করিতে হয়। মূত্রস্রোতের শেষ হইলে মূত্র ঝরিতে থাকে।

পৃষ্ঠ ;—স্কন্ধ এবং মেরুদণ্ডের আড়াআড়ি ভাবের বেদনায় রোগী ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, সম্মুখে নত হইতে বাধ্য।

অঙ্গনিচয় ;—দক্ষিণ হস্তের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা ;—হোমিওপ্যাথিক মতে ক্যানাবিস ইণ্ডিকার অধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। মানসিক রোগমধ্যে কখন কখন উন্মাদ ও মদাত্যয়রোগে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। এই সকল রোগের লক্ষণ উপরে বিবৃত হইয়াছে। মদাত্যয়রোগে অত্যধিক বাগ্মিতা এবং দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে অসীমভাবের অনুভূতিই ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ।

অনিদ্রা বা স্লিপ্‌লেসনেস্ ;—অদম্য নিদ্রাহীনতার পক্ষে ক্যানাবিস ইণ্ডিকা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। অবস্থা বিশেষে ৫ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট জলের সহিত প্রয়োগ করিলে স্নায়বিক উত্তেজনা এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতির উপশম করিয়া ইহা অতি শীঘ্র শান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে। নিদ্রাভঙ্গে কোন অস্বস্তি থাকিয়া যায় না।

প্যাসিফ্লরা ইন্‌কার্ণে টা—৩০ হইতে ৬০ ফোঁটা মূল অরিষ্ট মানসিক উত্তেজনা অথবা বেদনা নিবারণ করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে। প্রয়োজন হইলে ঔষধ পুনঃ প্রদান করা যায়।

কাফ্‌রা মন ব্রোমেটা—অতিরিক্ত চা পান জন্য অনিদ্রায়।

কোকা—মানসিক দৌর্ব্বল্য বা রক্তহীনতা নিবন্ধন অনিদ্রা; অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং রাত্রিজাগরণ বশতঃ অনিদ্রা।

এভিনা স্যাটিভা—বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও দুর্ব্বলীভূত ব্যক্তিদিগের অনিদ্রায় ১০ হইতে ১৫ ফোঁটা মূল অরিষ্ট প্রয়োগে শান্তি

banglabooks.in

জনক ও স্বপ্নহীন নিদ্রা আনয়ন করে। আর্ণিকা এবং জেল্‌সিমিয়ামও নিদ্রাকারক ঔষধ।

২। ক্যানাবিস স্যাটিভা (Cannabis Sativa.)।

সম্বন্ধ।—ক্যানাবিস স্যাটিভার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর। অধিক মাত্রায় লেবুর রস।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যানাবিস্ স্যাটিভা প্রধানতঃ মূত্রপথ এবং লিঙ্গাগ্রেষ্টত্বকের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করিলে অত্যধিক উত্তেজনা বশতঃ তাহাতে প্রদাহ জন্মে ও তাহার সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিপথ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব হয়। উপরি উক্ত লক্ষণাদি পূয়মেহরোগের অতি নিকট সাদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত। ইহার মস্তিষ্কলক্ষণের ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকার মস্তিষ্ক লক্ষণের ন্যায় কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না।

লক্ষণ—মূত্রযন্ত্র।—কিড্‌নি বা বৃক্কপ্রদেশ হইতে কুচকির গ্রন্থি পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে বিবমিষার ভাব সহ উৎকণ্ঠা বোধ। মূত্রপথের সম্মুখ হইতে পশ্চাদভিমুখে জ্বালা এবং জ্বালাযুক্ত চনচনি; মূত্রত্যাগকালে মূত্রপথের পশ্চাদংশে সূচিবেধবৎ বেদনা। সম্পূর্ণ মূত্রপথ প্রদাহিত বোধ হয় এবং তাহা স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে; লিঙ্গোত্থান হইলে তাহাতে আততভাবের বেদনা। মূত্রত্যাগকালে, বিশেষতঃ তাহার অব্যবহিত পরে মূত্রপথে জ্বালা। মূত্রত্যাগের প্রথমে এবং শেষে মূত্রপথ বাহিয়া জ্বালা। মূত্র-ত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে জ্বালাযুক্ত বেদনায় রোগী ক্রমাগত মূত্রত্যাগে বাধ্য। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথের অগ্রভাগে মূত্রত্যাগেচ্ছার ন্যায় চাপবোধ। মূত্রত্যাগ না করার সময়ে মূত্রপথ বাহিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় মূত্রপথের পশ্চাৎভাগে ঝাঁকিযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। মূত্রস্রোত ছড়াইয়া পড়ে, লিঙ্গ স্ফীত থাকে, কিন্তু লিঙ্গোত্থান হওয়া বুঝিতে পারা যায় না। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান

banglabooks.in

হওয়ার পর মূত্রপথে সূচিবেধবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে লিঙ্গের ক্ষত অথবা দগ্ধবৎ বেদনা, এবং লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টত্বকের কাল্‌চে লোহিতবর্ণ। দণ্ডায়মানাবস্থায় অণ্ডকোষে চাপের ও আকৃষ্টতার অনুভূতি।

চিকিৎসা।—পূয়মেহ বা গণোরিয়ার চিকিৎসা জন্যই ক্যানাবিস্ স্যাটিভার সুখ্যাতি। কোন কোন চিকিৎসক এ রোগে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। ডাং ন্যাস রোগের তরুণাবস্থার প্রথম হইতেই ইহার ব্যবস্থা করেন এবং ন্যূনাধিক ৪ দিবসে রোগের প্রবলতার হ্রাস হওয়ায় স্রাব ঘন ও ঈষৎ সবুজ হইয়া আসিলে মার্ক সল৩×ট্রিটু দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ করেন। ব্যবসার প্রথমাবস্থায় তিনি মূল অরিষ্ট ব্যবস্থা করিতেন, এক্ষণে ১০০০০০ (cm.) ক্রমই অধিকতর উপকারী বলিয়া বোধ করেন। ডাং ফ্রষ্ট ইহার ৩ হইতে ৬ ক্রম ব্যবস্থা করেন এবং তাহাই অনেকে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। একর পরে ইহা প্রযোজ্য। ক্যানা সাটে স্রাব স্বল্পতর এবং আর্জ্জে নাইট্রে অধিকতর থাকে। রোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় স্রাবের বর্ত্তমানতা, অত্যন্ত জ্বালা, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথ বাহিয়া চাপিলে বেদনা এবং লিঙ্গমুণ্ডের কাল্‌চে লোহিত বর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ইহার প্রদর্শক।

পেট্রসিলিনাম—হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা, লিঙ্গমূলে বেদনা এবং মূত্রপথে তীব্র চুলকনা হওয়ায় তাহা ঘর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি।

ইহাতে "মস্তকোপরি এবং মলদ্বার ও হৃৎপিণ্ড হইতে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল জল পড়ার অনুভূতি" লক্ষণ থাকায় ডাং ন্যাস হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে ফোঁটায় ফোঁটায় জলপড়ারূপ বিরক্তিকর লক্ষণ ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৭ (LECTURE LXXXVII.)।

এপসাইনেসিজাতীয় ঔষধশ্রেণী।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্। ২। ওলিয়েণ্ডার।

১। এপসাইনাম্ কেনাবিনাম্।

(Apocynum Cannabinum.)

সাধারণ ক্রিয়া।—এপসাইনাম্ কিড্‌নি বা বৃক্ক, রসঝিল্লি এবং ত্বক আক্রমণ করায় নানাবিধ জলশোথরোগ উৎপন্ন হয়। পরিপাকযন্ত্রপথের, বিশেষতঃ অন্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার ন্যূনাধিক আক্রমণ বশতঃ তাহার স্রাবের বৃদ্ধি হইলে জলবৎ উদরাময় জন্মে। ইহা সরলান্ত্রের ও মূত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর দুর্ব্বলতা এবং অর্শ সংস্রবীয় রক্তবহানাড়ীর রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। হৃৎপিণ্ডে ইহার দুর্ব্বলতা জনক ক্রিয়াফলে নাড়ীস্পন্দনের দুর্ব্বলতা ও অনিয়ম হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রায় স্রাবমাত্রেরই স্বল্পতা ঘটে।

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে জলশোথ—সুপ্তি; অন্যতর চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ও আংশিক দৃষ্টি; এক হাত ও এক পদের ক্রমাগত অনৈচ্ছিক চালনা হইতে থাকে; মস্তকমধ্যে স্রাব আরম্ভ হইলে ললাটদেশ উচ্চতর হয় এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের জোড় ফাঁক হইয়া যায়।

শ্বাসযন্ত্র।—কাসি কখন কখন ক্ষুদ্র ও শুষ্ক এবং কখন তরল ও ঘড়ঘড়িযুক্ত হইলে শ্বাসকষ্ট হয়। অল্প আহারেও আমাশয়দেশে ও বক্ষে কষ্টানুভূতি জন্মে। ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বস্তি হয় না। **হৃৎপিণ্ডের** দুর্ব্বলতা। নাড়ীর মন্থর গতি।

banglabooks.in

আমাশয়।—অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপান করিলে আমাশয়ের বেদনা, অথবা জলের তৎক্ষণাৎ বমন। নিদ্রাভঙ্গে তৃষ্ণা। আমাশয়োর্দ্ধকোটর-স্থানে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ।

মল ও মূত্র।—জলবৎ উদরাময়। অল্প মূত্রত্যাগ, কিন্তু রোগী তাহাতে কষ্ট বোধ করে না। কখন কখন পাতলা রঙ্গের প্রচুর মূত্রত্যাগ, কোন তলানি পড়ে না।

অঙ্গ।—উভয় জানুসন্ধিতে কঠিন কনকনানি বেদনা।

চিকিৎসা।—**উদরী, বক্ষঃশোথ, মস্তিষ্কোদক, ব্রকশোথ বা এনাসার্কা** এবং যান্ত্রিক রোগ ভিন্ন অন্য যে কোন কারণোদ্ভূত এবং শরীরের যে কোন স্থানের জলশোথে নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **এপসাইনাম** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ—১। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানে শূন্যভাবের অনুভূতি; ২। আহারান্তে কষ্ট, ভুক্ত বস্তুর বমনও হইতে পারে; ৩। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে কষ্ট হয় বা বমনে জল উঠিয়া যায়; ৪। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও অনিয়মিত ক্রিয়া এবং নাড়ীগতির মন্থরতা।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস্।—রসঝিল্লি হইতে রসের স্রাবাবস্থায় ইহা উপযোগী। মস্তক বৃহত্তর ও ললাট উচ্চ হইয়া উঠে; শিশুর মস্তকের রন্ধ্রাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; বক্রদৃষ্টি, কিন্তু **এপিসের** ন্যায় কর্কশ চীৎকার থাকে না। ইহা সহজ প্রকারের রোগের ঔষধ; মূত্রাঘাত (Suppression of urine) থাকে। এক হস্তে ও এক পদের অবিশ্রান্ত অনৈচ্ছিক গতি।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল ও অনিয়মিত, এবং নাড়ীর স্পন্দন ধীর থাকায় জলশোথ জন্মিলে **হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াগতরোগে** ইহা উপকারী। মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা স্বল্পতা জন্মে।

banglabooks.in

কিড্‌নি বা বৃক্কের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বশতঃ মূত্রের হ্রাস হওয়ায় জলশোথ জন্মিলে এপসা উপকারী। এপসার ঔষধ পরীক্ষায় প্রথমে মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই মূত্র স্বল্পতর ও তাহার বর্ণ ঈষৎ পীত বা শেরিমদ্য-বৎ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল ও অনিয়মিত ক্রিয়াযুক্ত এবং নাড়ী ধীরগতি ও বিশৃঙ্খল থাকে। আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানের "খালি খালি ভাব" ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইতে দুই প্রকারে ইহার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বল্প মাত্রায় ব্যবহারে ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেজনা দ্বারা মূত্রের বৃদ্ধি করিলে জলশোথের যে উপকার হয় তাহা হোমিওপ্যাথি সম্মত নহে এবং তাহাতে ইহার রোগজ লক্ষণের (Pathogenitic symptoms) প্রতি লক্ষ্য রাখাও আবশ্যক হয় না। এই প্রণালীরই অনেকে অনুসরণ করিয়া থাকেন বলা বাহুল্য হোমিও নিয়মানুসারে ইহা দ্বারা ফল কামনা করিলে ইহার রোগজ লক্ষণানুসরণ করা অপরিহার্য্য বলিয়াই জানিতে হইবে। ইহাতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা থাকে ও রোগী এক যোগে অধিক পরিমাণ জল পান করে; আর্সের অতর্পণীয় পিপাসায় রোগী অল্প অল্প জল বারে বারে পান করে। এপিসে তৃষ্ণা থাকে না।

২। ওলিয়েণ্ডার (Oleander.)।

সম্বন্ধ।—ওলিয়েণ্ডারের কার্য্য প্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া।—ওলিয়েণ্ডার মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিলে শারীরিক পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা এবং দুর্ব্বল ও অনিয়মিত নাড়ীস্পন্দন হয়; কিন্তু ত্বকের, বিশেষতঃ মস্তকত্বকের, রোগ আরোগ্য জন্যই ইহা হোমিওপ্যাথিতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে।

banglabooks.in

লক্ষণ।

মস্তক।—মস্তকে উৎকুণ থাকার ন্যায় চর্ব্বণযুক্ত প্রচণ্ড চুলকথা; চুলকাইলে প্রথমে স্বস্তি, কিন্তু পরে জ্বালাযুক্ত চন্‌চনি এবং অবদারণবৎ ক্ষতের অনুভূতি হয়। মাথার খোলোস উঠিতে থাকে। মস্তকত্বকে সিক্ত ও কামড়ানিযুক্ত শুষ্ক এবং চুলকনাযুক্ত উদ্‌ভেদ; মস্তকপশ্চাতেই উদ্‌ভেদ অধিকতর জন্মে।

আমাশয়।—কাকের ক্ষুধার ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা হইলে আহার কালে হস্তের কম্প। ভুক্ত বস্তু এবং ঈষৎ সবুজ জল বমন করার পর পুনঃ ক্ষুধা এবং দুর্ব্বলতা জন্মে। আমাশয়োর্দ্ধকোটর প্রদেশে স্পন্দন হইলে তথায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইতেছে বলিয়া বোধ।

বিষ্ঠা এবং মলদ্বার।—মলত্যাগের পূর্ব্বে, পরে ও তদতিরিক্ত সময়েও মলদ্বার জ্বালা করে। পূর্ব্বদিনের ভুক্তবস্তু পর দিন প্রাতে অজীর্ণাবস্থায় বিষ্ঠা সহ নির্গত হয়।—তরল, নরম এবং পীতবর্ণ বিষ্ঠা। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। শিশুর বাতকর্ম্ম সহ মলের নিঃসরণ।

ত্বক।—শরীরের অনেকানেক স্থানে প্রচণ্ড চুলকনা; উদ্‌ভেদ হইতে রক্ত পড়ে, রস ঝরে এবং তাহাতে মামড়ি জন্মে। অনাবৃত করিলে গাত্র কামড়ায়।

চিকিৎসা।—শিরোঘূর্ণন সহ স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা জন্য রোগীর কিছুই মনে না থাকিলে এবং সে সহজে প্রশ্নের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে ওলিয়েণ্ডার তাহার উপকার করে। উপরি উক্ত রূপ স্মরণশক্তির বিকার ও শিরোঘূর্ণনলক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতরোগ ইহা আরোগ্য করিতে পারে। পার্শ্বের দিকে তাকাইলে যে শিরঃশূলের উপশম হয়, এরূপ শিরঃশূলের একটি স্ত্রীরোগীকে ওলিয়েণ্ডার আরোগ্য করিয়াছে।

banglabooks.in

শিশুকলেরা, উদরাময় এবং শিশুক্ষয়রোগে শিশু পূর্ব্ব দিন যাহা আহার করে পরদিন অজীর্ণাবস্থায় তাহাই যদি মল সহ নির্গত এবং প্রত্যেকবার বায়ু নিঃসরণের সঙ্গে যদি মল নিঃসরণ হয় তাহাতে ওলিয়েণ্ডার উপযোগী। ফলতঃ রোগ ওলাউঠাই হউক আর উদরাময় অথবা শিশুক্ষয়রোগই হউক উপরি উক্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ওলিয়েণ্ডার তাহার উপকার করিবে। ফেরাম, আর্স, আর্জে নাই এবং সিঙ্কভেও বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু ওলিয়েণ্ডারের ন্যায় অধিকতর পূর্ব্বের ভুক্ত বস্তুর মলত্যাগের সিংকোর সহিত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোন ঔষধে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ত্বক্‌রোগ—আমবাত বা আর্টিকেরিয়া, দুগ্ধ পীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্‌টিয়া।—আমাশয়াস্ত্রিক বিকার নিবন্ধন আমবাত প্রভৃতি ত্বগুদ্‌ভেদ আরোগ্যে ওলিয়েণ্ডার উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ত্বক অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে, অল্প চুলকাইলেই গরম হইয়া উঠে এবং বেদনা করে। গ্রীবা, অণ্ডকোষবেষ্টক এবং উরু প্রভৃতি স্থানেই ইহার বিশেষ আক্রমণ দৃষ্ট হয়। মস্তকের এবং কর্ণপৃষ্ঠের ত্বকে ইহার দুগ্ধপীড়কা জন্মে।

ভিক্ষা মাইনর—মুখমণ্ডল ও মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে কেশ জুড়িয়া চাপ বাঁধে এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মামড়ির নিম্নে স্রাব আটক থাকে, কেশ স্খলিত হয় অথবা তাহাতে চাপ বাঁধে (Plica polonica)।

ভায়লা টিকলর—ডাং হিউজের মতে শিশুদিগের দুগ্ধপীড়কা এবং চর্ম্মদল বা ইম্পিটিগোর ইহা ঔষধ। ইহার মামড়ি হইতে প্রচুর রস ঝরে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণে রোগী দুর্গন্ধ মূত্রত্যাগ করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৮ (LECTURE LXXXVIII.)

গ্র্যামিনেসিজাতিভুক্ত ঔষধ।

১। এভিনা স্যাটিভা। ২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস।

১। এভিনা স্যাটিভা (Avena Sativa)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—এভিনা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে পুষ্টিক্রিয়ার বৃদ্ধি হওয়ায় স্নায়ুশক্তির উৎকর্ষ এবং সম্পূর্ণ শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়। ইহা একটি ত্বরিত ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং অন্যান্য উত্তেজক বস্তু অপেক্ষা ইহার ক্রিয়ার স্থায়িত্ব অধিকতর। স্নায়বিক শক্তির ক্ষয় নিবন্ধন রোগে সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ২ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিলে ইহার সাক্ষাৎ বা প্রাথমিক ক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা দুশ্চিন্তা এবং মানসিক ক্লেশ বশতঃ মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা (Brain fag) ও অত্যধিক কামসেবা অথবা হস্তমৈথুন প্রভৃতি হইতে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অপনয়নে উপরি উক্ত মাত্রায় প্রয়োগে ইহা অতি আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। বহুদিন স্থায়ী কামবিষয়ক অপরিমিত অত্যাচার ঘটিত ধ্বজভঙ্গ রোগে ইহা উপকারী; মদ্যপায়ীদিগের স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব এবং অনিদ্রা প্রভৃতি আশঙ্কিত মদাত্যয়লক্ষণ নিরাকরণেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মর্ফিয়া, অহিফেণ এবং তাম্রকুটাদির অভ্যস্ত সেবীদিগের পক্ষেও ইহা উপকারী ঔষধ।

২। ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস (Stigmata Maydis)।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা।—মূত্রপথে ষ্টিগমেটার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা তাহার উত্তেজনা ও প্রতি-

banglabooks.in

শ্যায়িক প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহা সেবনে মূত্রের অত্যধিক ক্ষারদোষের সমতা জন্মে। মূত্রস্রাবের ইহা পরিমাণাধিক্য জন্মায়। রোগ চিকিৎসায় আমরা ইহার উপরি উক্ত স্থূল ক্রিয়ারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপে স্থূল মাত্রায় ইহার প্রয়োগ দ্বারা মূত্রের পরিমাণের বৃদ্ধি, ক্ষারদোষের প্রশমন এবং তাহার ফলস্বরূপ মূত্রের উগ্রতার দূরীকরণ ও স্নিগ্ধতা আনয়ন করিয়া আমরা ষ্টিগ্‌মেটা দ্বারা নিম্নলিখিত রোগের শান্তি করিয়া থাকি, যথা—মূত্রের লিথিক এসিড ও ফস্‌ফেটিক রেণু—পাথরিরোগ; মূত্রস্থালী প্রদাহ; মূত্রাঘাত মূত্ররোধ (Retention), মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্র শূল এবং পূয়মেহ প্রভৃতি। জলশোথরোগেরও সাময়িক উপকার প্রত্যাশায় ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৮৯ (LECTURE LXXXIX.)।

ব্যাপ্টিসিয়া (Baptisia Tinctoria.)।

(লেগুমিনসি জাতি)

সাধারণ ক্রিয়া।—শোণিতে ব্যাপ্টিসিয়ার অতি গভীর ও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই ক্রিয়াকালে শোণিতের যে বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা ঘটে, দৌর্ব্বল্যপ্রধান ও সাংঘাতিক জ্বরাদি এবং টাইফইড্ অবস্থাপন্ন রোগীদিগের শোণিতে আমরা তদ্রূপ দুরবস্থাই লক্ষ্য করিয়া থাকি। উপরি উক্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত শোণিত পোষিত শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, বিশেষতঃ মুখ, গলা এবং অন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার রোগজ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারা গতিদ এবং অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির অপচয় বশতঃ উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তিরই দুর্ব্বলতা ও হানি ঘটায়, উভয় প্রকার পক্ষাঘাত জন্মে। ইহাতে পরোক্ষ ভাবে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ায় অতীব দুর্ব্বল ও বিশেষ প্রকারের প্রলাপলক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শরীরস্থ যাবতীয় তরল পদার্থের পচনশীলতা জন্মে এবং অত্যন্ত বল-ক্ষয় ঘটে। সন্ধিনিচয়ের টানটান ভাব হওয়ার ন্যায় কাঠিন্য জন্মে। সর্ব্ব শরীর টাটায়। স্রাব এবং শরীরোত্থিত বাষ্প পূতিগন্ধযুক্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে, ক্ষত জন্মে এবং তাহার দুর্গন্ধ হইতে থাকে।

লক্ষণ।

মন।—চিন্তায় অপ্রবৃত্তি ও শক্তিহীনতা; মানসিক দৌর্ব্বল্য ও বিশৃঙ্খলভাব; মদ্যপানবৎ মানসিক অস্থৈর্য্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; মনে এক রূপ বৈষম্যের ভাব জন্মে,

banglabooks.in

মানসিক অসংযত ভাব। শরীরাংশাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্য অস্থির-ভাবে চতুর্দ্দিকে শরীর চালনা করে; রোগী শরীরাংশগুলি একত্রিত করিতে পারে না বলিয়া নিদ্রা হয় না।

নিদ্রা।—প্রলাপসংযুক্ত সুপ্তি; রোগী কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়, অথবা তাহাকে কিছু বলিতে বলিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। শেষ রজনী ২।৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, পরে সকাল পর্য্যন্ত অস্থির থাকে। রোগী নিদ্রালু, জড়বৎ ও ক্লান্ত বোধ করে; চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিতভাবযুক্ত হয়। ভয়াবহ স্বপ্ন দেখায় অস্থির থাকে।

স্নায়ু।—রোগী অস্থির ও সুপ্তিহীন থাকে; কোন বিষয়েই মন আকৃষ্ট রাখিতে পারে না; সন্ধ্যাকালে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শরীর চালনা করিতে চাহে। সম্পূর্ণ শরীরে, অধিকতর নিম্নাঙ্গে, দুর্ব্বলতা থাকে। অবসাদ, শয়নে প্রবৃত্তি। সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত; বাম হস্ত এবং বাহু শক্তিহীন। রোগী শয্যার নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়, বোধ করে যেন শরীরের শক্তি লোপ হইয়া যাইতেছে। সম্পূর্ণ শরীরে অবক্তব্য রুগ্নভাব।

শ্বাসযন্ত্র।—দক্ষিণ ফুসফুসে টাটানি। বক্ষের সংকোচন ও কষ্ট।

পরিপাকযন্ত্র, মল ও মলদ্বার।—ওষ্ঠ ও দন্তে মল (sordes) সঞ্চয়। জিহ্বার মধ্য বাহিয়া হরিদ্রাবর্ণ; জিহ্বা প্রথমে শুভ্র থাকে এবং শুভ্র লেপের মধ্যে মধ্যে লোহিতবর্ণ জিহ্বাকণ্টক (papillae) দৃষ্ট হয়, পরে তাহার মধ্যভাগে হলদেকটা লেপ জন্মে, পার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও চক্ চকে হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া শুষ্ক ও কটাবর্ণ। কটা, টাটানিযুক্ত ও ক্ষত জিহ্বা। মুখের দুর্গন্ধ। মুখে পচা ক্ষত ও মুখ হইতে লালা স্রাব। মুখে মামুরকির ঘা এবং মুখ হইতে লালাস্রাব। মুখ ও জিহ্বা শুষ্ক। মুখলালার যেন বৃদ্ধি, আটাভাব ও স্বাদহীনতা।

banglabooks.in

ক্ষত জন্য গলাভ্যন্তরে সংকুচিত বোধ, বারম্বার গেলার চেষ্টা। গলগহ্বর কাল্‌চে লাল; তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ পচা ক্ষত; টনসিল ও হনুনিম্নগ্রন্থি স্ফীত; অসাধারণ বেদনাহীনতা। গলায় শুড়শুড়ি হইলে কাসির উদ্রেক হয়; উপজিহ্বা প্রলম্বিত থাকে। কেবল তরল বস্তু পান করিতে পারে, কঠিন বস্তু আহারের চেষ্টায় গলরোধ ঘটে। গলমধ্যে অনেক আটা শ্লেষ্মা থাকে, তাহা উঠাইতে বা গিলিতে পারে না। অন্ননালী হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত অত্যন্ত সংকুচিত বোধ; কেবল জল গিলিতে পারে।

আমাশয়স্থলে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অথবা তদভ্যন্তরে কিছু না থাকার অনুভূতি; উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে (Iliac region) স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। উদরপেশী চাপে বেদনাযুক্ত। পুনঃ পুনঃ অল্প, পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ এবং উগ্র মলত্যাগ। অত্যন্ত পূতিগন্ধযুক্ত ও দুর্ব্বলকর উদরাময়। বেদনাহীন, লেইর ন্যায় বিষ্ঠা সহ প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। কৃষ্ণাভ কটা শ্লেষ্মা ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগে কুন্থন থাকে এবং মলের পচনশীলতা দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালীন উদরাময়।

ত্বক।—ত্বকে অতিশয় তাপ ও জ্বালা। হাম ও আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ। সম্পূর্ণ শরীর এবং অঙ্গের উপরিভাগে কাল্‌চেলোহিত কলঙ্ক, শরীরোপরি তাহা স্থূলতর থাকে।

চিকিৎসা।

মুখক্ষত, জাড়ি বা বা এফ্‌থি।—শরীরের অতি শোচনীয় দুর্ব্বল অবস্থায় এই মুখক্ষত জন্মে। দন্তমাড়ি শিথিল ও তাহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি রুগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে কৃষ্ণলোহিত ও দুর্গন্ধ রক্ত ক্ষরিত হয়; মুখে পূতিগন্ধ থাকে এবং মুখ হইতে লালা ঝরে। দন্তমাড়ি ক্ষতযুক্ত ও জিহ্বা ফাটা। উপরি উক্ত রূপ অবস্থান্বিত পারদ ঘটিত

banglabooks.in

সাধারণ ও প্রসূতিদিগের এবং যক্ষ্মাকাশ ও মূত্রমেহ প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত রোগীর মুখক্ষতও ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়।

হাইড্রাষ্টিস্—পুষ্টিহীনতা বশতঃ মুখক্ষতের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি উন্নত ও ক্ষতনিচয় দ্বারা খচিত এবং জিহ্বা লেপ-যুক্ত থাকে; পচা ক্ষত।

যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্।—যক্ষ্মাকাশের শেষাবস্থায় জ্বরের, বিশেষতঃ তাহার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হইলে এবং তাহাতে অল্প নিদ্রালুতা, জড়িত কথা, এবং মানসিক বিহ্বলভাব থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া দ্বারা উপকার হয়।

টাইফয়েড জ্বর।—আমরা ইতিপূর্ব্বে ব্যাপ্টিসিয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে, টাইফয়েড জ্বরলক্ষণ সহ ইহার বিশেষ ও ঘনিষ্ট সাদৃশ্য আছে। তথাপি এই জ্বর চিকিৎসায় ইহার প্রকৃত স্থান নিরূপণ করিতে হইলে তাহার অন্যান্য ঔষধ সহ ইহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করার আবশ্যক। ইহার নিদ্রালু ও বুদ্ধির জড়তা আর্ণিকার্ন্ন এবং কাল অথবা ঈষৎ কটা জিহ্বালেপ ব্রাসটক্সে আছে। আর্ণিকার ন্যায়ই ইহার রোগী প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রাগত হয় ও শয্যা অতি কঠিন বোধ করে। ফলতঃ উপরি উক্ত দুই ঔষধ সহই ইহার বিশেষ তুলনার প্রয়োজন। শোণিতের বিষাক্ত ও পচিত অবস্থার ঔষধ হইলেও যথোপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে রোগের প্রথমাবস্থাতেও ব্যাপ্টিসিয়া রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে সক্ষম। ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—বুদ্ধির জড়তাব্যঞ্জক এবং মদ্যপান প্রযুক্ত মত্তবৎ ও কৃষ্ণবর্ণ মুখাকৃতি (ইহাকে ব্যাপ্টিসিয়ারোগীর অতি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে); রোগী অতীব ক্লান্ত এবং সম্পূর্ণ শরীর ঘৃষ্টবৎ অনুভূত; আর্ণিকার

banglabooks.in

ন্যায় রোগী অস্থির থাকে এবং কোন কোমল স্থানের অনুসন্ধানে শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। চক্ষু নিদ্রার ভাবযুক্ত ও বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। প্রলাপ উপস্থিত থাকিলে তাহার প্রকৃতি বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করে; তাহাতে রোগী মনে করে যেন তাহার শরীরাংশ নিচয় শয্যাময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে তাহা একত্র করিবার জন্য শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে; রোগীর প্রভূত বলক্ষয় হয়; জিহ্বার মধ্য বাহিয়া কটাবর্ণের রেখা থাকিতে পারে ও দন্ত কালচে মল বা "সর্ডিস" আবৃত থাকে; প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং শরীরোত্থিত সর্ব্বপ্রকার বাষ্প এবং স্রাব পূতিগন্ধযুক্ত থাকে। জ্বর তাপ অধিক এবং নাড়ী দ্রুত; উদরের দক্ষিণ ও নিম্নতর পার্শ্ব বা "ইলিয়-সিকেল" প্রদেশে চাপ দিলে বেদনা করে। ফলতঃ স্রাবাদির পচা ঘ্রাণ, রোগীর মত্তভাবের মুখাকৃতি এবং তাহার মানসিক অবসাদ উপস্থিত থাকিলেও অধিকাংশরূপে ইহার প্রলাপলক্ষণের বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে ব্যাপ্টিসিয়ার রোগ নির্ব্বাচনে ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর বলিয়াই বোধ হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯০ (LECTURE XC)

হেমামেলিস।

(হেমামিলেসি জাতি)।

হেমামেলিস ভার্জিনিকা (Hemamelis varginica)।

সম্বন্ধ।—হেমামেলিস্ যাহার কার্য্য প্রতিষেধ করে—পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—ব্যবহারদুষ্ট শোণিতবাহী নাড়ী বা শিরা-মণ্ডলে, বিশেষতঃ সরলান্ত্র এবং জননেন্দ্রিয়শিরামণ্ডলে বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া হেমামেলিস্ শিরার বিস্তৃতি, শিরাশোণিতাধিক্য, শোণিতস্রাব এবং পরোক্ষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে। ডাং হেলের মতে হেমামেলিস্ শিরামণ্ডলের **একনাইট** স্বরূপ; অর্থাৎ **একনাইট** ধমনীমণ্ডলে যে প্রকৃতির ক্রিয়া প্রকাশ করে ইহাদ্বারা শিরামণ্ডলে তজ্জাতীয় ক্রিয়াই হইয়া থাকে। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় শিরামণ্ডলের গতিদ স্নায়ুর আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইহা উপরি উক্ত রক্তবহা নাড়িতে যে উত্তেজনা উপস্থিত করে কার্য্যতঃ তাহা প্রদাহ উৎপন্ন না করিলেও তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ার গৌণ ফলস্বরূপ (প্রতিক্রিয়ায়) উপরি উক্ত গতিদ স্নায়ুর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ শিরার ঝিল্লিস্তরাদির পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শিথিলতা হওয়ায় শিরাশোণিতাধিক্য, শিরাশোণিতস্রাব এবং তাহার উপাদানগত পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শরীরের যে কোন অংশ হইতে **শিরাশোণিতস্রাব** ইহার প্রদর্শক।

।

স্নায়ু।—শিরা, পেশী ও ত্বকে চিমটিকাটা এবং হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। ঘৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনা।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকোপরি কশাভাব এবং চক্ষুদ্বয়মধ্যস্থ ললাট স্থানে চাপ হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মৃদু রক্তস্রাব। শুড়শুড়ি যুক্ত কাসিতে শোণিত অথবা গন্ধকের স্বাদ, রক্তের নিষ্ঠীবনের পূর্ব্বগমী।

পরিপাকযন্ত্র এবং বিষ্ঠা।—কাল রক্ত বমন হইলে রোগী কম্পান্বিত, দুর্ব্বল, শীতল এবং প্রচুর ঘর্ম্মসিক্ত হয়; দ্রুত নাড়ীস্পন্দন হইতে থাকে। আমরক্তের বিষ্ঠায় অসাধারণরূপ অধিক পরিমাণ কাল কাল রক্তের চাপ থাকে। অন্ত্র হইতে অত্যধিক পরিমাণ আল্‌কাতরার ন্যায় কাল রক্ত নির্গত। বেদনাযুক্ত অর্শ হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মলদ্বার চুলকায়।

পুংজননেন্দ্রিয়।—অণ্ডকোষে তীব্র স্নায়ুশূল। বেদনা দ্রুত-বেগে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া অণ্ডকোষাভ্যন্তরে যায়; একশিরা জন্মে; আক্রান্ত অংশ টাটায় ও স্ফীত হয়। শিরাস্ফীতি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়। জরায়ু হইতে প্রবল, উজ্জ্বললোহিত শোণিতস্রাব; শোণিত জমাট বাঁধে না। জরায়ুর রক্তস্রাবে শিরাশোণিতের মৃদু প্রবাহ। যোনির আক্ষেপ হইলে তাহাতে তীব্র টাটানি থাকে এবং যোনিকপাটে চুলকনা জন্মে। **অন্ত্রকক্ষ ঋতুস্রাব,** অণ্ডাধারে বেদনা ও টাটানি। **সূতিকাতন্ত্র।**

প্রদর্শক লক্ষণ।—**দ্রষ্টব্য হওয়ার ন্যায় টাটানি-বেদনার বর্ত্তমানতা** ইহার প্রদর্শক হওয়ায় ইহা আর্ণিকা সহ তুলনীয়।

চিকিৎসা।

অর্শরোগ বা পাইলস্।—অত্যধিক রক্তস্রাবযুক্ত অর্শরোগে **হেমামেলিস্** বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছে। ডাং হিউজ ইহাকে অর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন; কার্য্য ক্ষেত্রেও তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি ইহার দ্বিতীয় ক্রমের ব্যবস্থা

banglabooks.in

করেন। ফলতঃ তপ্তই হউক আর শীতলই হউক ইহার নির্য্যাসের বহিঃপ্রয়োগ অতি শীঘ্র অর্শের প্রদাহ এবং টাটানিবেদনার উপশম করে। অর্শে **অত্যধিক টাটানিবেদনা হেমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ** প্রদর্শক।

সাল্‌ফার—কোষ্ঠবদ্ধলক্ষণযুক্ত অর্শরোগে মলদ্বারের চুলকনা ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। তাহা রজনাতে বর্দ্ধিত হয়।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থার এবং প্রসবান্তিক রোগ—**গর্ভপাত বা এবর্ষণ; প্রসববেদনা; প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাদালির ব্যথা বা আফ্‌টার পেইন্‌স্; সূতিকাস্তম্ভ বা ফ্লেগ্‌ম্যাশিয়া ডলেন্‌স্**।—অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় উদরে টাটানিবেদনা, অলীক প্রসববেদনায় (False labour pains) উদরে টাটানি, টাটানি-বেদনাযুক্ত জরায়ুরসবাতরোগে এবং সূতিকাস্তম্ভরোগেও উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা রোগিণীর বিশেষ কষ্টের কারণ হইলে **হেমামেলিস্** তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার ঈষদুষ্ণ অরিষ্টের বহিঃপ্রয়োগ অতি সত্বর বেদনার নিবারণ করে। ফলতঃ **আক্রান্ত শরীরাংশে অত্যন্ত টাটানি বেদনার বর্ত্তমানতা** এই সকল স্থলে ইহার প্রকৃষ্টতর প্রদর্শক।

শোণিতস্রাব বা হিমরেজ।—শিরারক্তের মৃদু স্রাবে **রুগ্ন শরীরাংশে টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা** থাকিলে এবং রোগীর অত্যন্ত বলহানি ঘটিলে **হেমামেলিস্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং ডাইস্ ব্রাউন জরায়ুর রক্তস্রাবে ইহাকে অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া মনে করেন এবং রোগারোগ্যেও তাহার ভূয়ো নিদর্শন আছে। **শীতাদ বা পার্পুরা** (উপত্বক অধঃদেশে রক্তস্রাব জনিত ত্বকে ক্ষুদ্র ও লোহিত কলঙ্ক) এবং

banglabooks.in

রক্ত-মেহ বা **হিমেটুরিয়া**রোগে ইহা বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। নাসিকার মধ্যাংশে চাপবোধ সহ **নাসিকার রক্তস্রাবে** ইহা বিশেষ উপকারী। রক্ত সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ।

পাল্‌সেটিলা—নাসিকা হইতে মৃদু রক্তস্রাব এবং নাসিকা হইতে অনুকল্প ঋতুস্রাব।

মার্কুরিয়াস—নাসিকারক্তস্রাব; প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ রক্তের চাপ বাঁধে।

আর্ণিকা—আঘাত জন্য রক্তস্রাব ব্যতীতও ইহা বর্দ্ধমান শিশুদিগের নাসিকার রক্তস্রাবে উপকারী।

বসন্তরোগ বা **স্মলপক্‌স্**।—রক্তস্রাবী বসন্তরোগে **হেমা** উপকারী ঔষধ।

শিরাপ্রসারণ বা **ভেরিকোজ ভেইন্‌স্‌রোগ**।—আক্রান্ত শরীরাংশ অত্যন্ত **টাটানিবেদনাযুক্ত** থাকিলে **হেমা** দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়; এস্থলে ইহার বহিঃপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯১ (LECTURE XCI.)

এরাম্ ট্রিফিলাম্ (Arum Triphilum.)

(এরাকেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—মাখনতোলা দুগ্ধ বা ঘোল ইহার বিষক্রিয়ার প্রতিষেধক।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, বিশেষতঃ মুখ, গলগহ্বর এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বরযন্ত্র এবং বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লি আক্রমণ করায় এরাম ট্রিফিলাম তাহাদিগের প্রদাহ, ক্ষীতি এবং ক্ষত জন্মাইয়া থাকে।

লক্ষণ।

মন।—প্রলাপের অবস্থায় রোগী নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়; এবং কোন শরীরাংশ অথবা নাসিকা খোঁটায় তাহা হইতে রক্তও বাহির হইতে পারে। উত্তেজনা প্রবণতা।

নাসিকা।—অপরাহ্ণে স্রাবযুক্ত সর্দ্দি হইলে মস্তক এবং মুখের তাপ। বাম নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত সর্দ্দিস্রাব। প্রাতঃকালের সর্দ্দিতে শোণিতরেখা এবং শ্লেষ্মার কঠিন চাপ; দিবসে পীতবর্ণ ও ঘন; জলবৎ অথবা নাসিকার রোধকারী সর্দ্দি প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। জ্বালাযুক্ত, উগ্র ও তরল নাসিকাস্রাব নাসারন্ধ্র ও ঊর্দ্ধোষ্ঠে ক্ষত উৎপন্ন করে। নাসিকা রুদ্ধ থাকায় মুখদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইতে হয়। জলপান করিতে তাহা নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। নাসারন্ধ্র টাটানিযুক্ত ও ফাটা। রোগী অনবরত নাসিকা খোঁটে।

banglabooks.in

স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনলী।—অত্যধিক গীত করায় অথবা কথা বলায় স্বরভঙ্গ ঘটে। স্বরের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন। শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মার সঞ্চয়। চিমসা শ্লেষ্মা উঠে। ফুস্‌ফুস্ টাটায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর।—ওষ্ঠ ফাটে। ওষ্ঠ খুঁটিতে খুঁটিতে রক্ত বাহির হয়। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত পড়ে। জিহ্বামূল ও তালু অবদারিত বোধ। অবদরণভাব ও টাটানিযুক্ত মুখগহ্বর হইতে রক্তস্রাব। মুখ জ্বালা করে ও টাটায় বলিয়া শিশু কিছু পান করিতে চাহে না এবং কিছু পান করিতে দিলেও ক্রন্দন করিতে থাকে। প্রচুর ও উগ্র মুখলালাস্রাব। মুখের শুষ্কতা। হনুনিম্নগ্রন্থি, বিশেষতঃ বাম পার্শ্বের গ্রন্থি স্ফীত। কণ্ঠায় সংকোচন বশতঃ হাঁচি। গলাধঃকরণ ক্রিয়াকালে তালুর বাম পার্শ্বে স্ফীত বোধ। তালু এবং গলমধ্যে টাটানি, শুষ্কভাব, জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং ক্ষত।

ত্বক্।—(Exanthema) আরক্তজ্বরবৎ জ্বরসংযুক্ত উদ্ভেদ চুলকায়; পরে তাহার উপত্বক স্খলন হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।—নাসিকা অথবা ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে পুনঃ পুনঃ চিমটাইয়া বা খুঁটিয়া অধিকাংশ সময়ে রক্ত বাহির করা ইহার অনেক রোগে দেখা যায় বলিয়া তাহা এরামের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কপ্রদাহ এবং মূত্রক্ষয় বা উব্রিমিয়া-রোগ।—এরাম ট্রিফিলাম এই সকল রোগের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ঔষধ নহে; তবে নাসিকাদিতে চিমটিকাটা প্রভৃতি উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণের স্পষ্ট প্রকাশ থাকিলে ইহা নিশ্চিত উপকার করে।

banglabooks.in

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজ।—**এরাম ট্রিফিলাম** সর্দ্দিতে নাসিকা হইতে উগ্র স্রাব নির্গত হওয়ায় নাসিকারন্ধ্র ও ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে এবং রোগীর সর্ব্বদাই নাসিকারন্ধ্রমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা হয়। কখন কখন চক্ষু এবং নাসিকা উভয় হইতেই পীতবর্ণ ও উগ্র স্রাব প্রবাহিত হয়। তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে বেদনা লাগে। উগ্র ও তরল স্রাব প্রবাহিত হইলেও নাসিকার সম্পূর্ণ রোধ ঘটিতে পারে। আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ নিদ্রালুতা এবং হাঁচিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত থাকে। **লাইকপে** দিবারাত্রি নাসিকার রোধ সহ সামান্য ও হাজাকর স্রাব হয়। নাসারন্ধ্রের পশ্চাতের শুষ্কতা এবং অগ্রভাগের স্রাব থাকাও **লাইকর** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরভঙ্গ।—গায়ক এবং বক্তাদিগের স্বরভঙ্গ হইলে **এরাম ট্রি** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হঠাৎ স্বরের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা উচ্চ মাত্রায় উঠে। অধিকতর ব্যবহারে স্বর ছিন্ন হয় ও বসিয়া যায়। **সিলিনিয়াম**েরও সর্ব্বদা স্বর পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইয়া থাকে; গীতের আরম্ভেই অথবা বহুক্ষণ স্বরের ব্যবহারের পরেও স্বরভঙ্গ হয়; প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্র হইতে প্রচুর ও স্বচ্ছ শ্লেষ্মা নিষ্কৃত হওয়া **সিলিনিয়র** বিশেষ প্রকৃতি।

প্র্যাক্ষাইটিস্—স্বর আয়ত্তাধীন থাকে না, গান করিতে আরম্ভ করিলেই স্বর ছিন্ন হইয়া ও গলা বসিয়া যায়।

আর্জেণ্ট মেট।—স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও কাঁচাভাব, কথা কহিলে ও স্বরের অন্যবিধ ব্যবহার করিলে বর্দ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের সুরের পরিবর্ত্তন হইলে ইহা উপকারী। স্বরযন্ত্রে প্রচুর ও সিদ্ধ করা শ্বেতসারবৎ নির্য্যাস থাকে ও তাহা সহজে উঠে।

ব্যারা কার্ব্ব—কণ্ঠার পেশীউপাদানের শিথিলতা বশতঃ স্বরভঙ্গ।

———

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯২ (LECTURE XCII.)

এলান্থাস্ (Ailanthus glandulosa.)

(সিমারুবেসিজাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুকেন্দ্রে এলান্থাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় ইহা যে, দুর্ব্বল ও সাংঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা অনেকাংশে দুর্ব্বলতামূলক নানাপ্রকার জ্বর ও আরক্ত জ্বরের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট। ত্বক্ সহও ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তাহাতে ইহা আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনাবৎ উদ্ভেদ উৎপন্ন করে।

লক্ষণ।

মন।—অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থা; রোগীকে কিছু বলিলে সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুষুপ্তি, প্রলাপ এবং চৈতন্যহীনতা। নিদ্রাহীন ও অস্থির রোগীর অবিশ্রান্ত ও অস্ফুট প্রলাপ কথন।

নাসিকা।—নাসিকা হইতে প্রচুর, পাতলা, উগ্র এবং রক্ত সংযুক্ত স্রাব। নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য; স্রাব বসিয়া যায়।

মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর।—ওষ্ঠ কালচেলোহিত। দন্তে মল বা সর্ডিস সঞ্চয়। জিহ্বা শুষ্ক, পার্চমেণ্টকাগজের ন্যায় ও ফাটা। গলমধ্য কৃষ্ণাভলোহিত, প্রায় বেগুনে; স্ফীত; টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত এবং বহুতর, গভীর ও উগ্রলোহিত ক্ষত দ্বারা খচিত এবং তাহা হইতে অত্যল্প দুর্গন্ধ নিঃসরণ; গলবহির্দ্দেশ স্ফীত ও স্পর্শে অসহিষ্ণু। গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে।

চিকিৎসা।—সাধারণতঃ অতিশয় দুর্ব্বলতা জনক ও সাংঘাতিক প্রকৃতির তরুণ রোগে রোগী হঠাৎ ভয়াবহ দুর্ব্বল ও চৈতন্যহীন হইয়া

banglabooks.in

পড়িলে **এলান্থাস্** প্রযুক্ত হইতে পারে; রোগীর গাত্র কৃষ্ণাভ-লোহিত। লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে ডাং ফ্যারিংটন ইহা হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বরে প্রয়োগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

ফলতঃ অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির **আরক্তজ্বর** বা **স্কার্লেট ফিবারের** চিকিৎসা জন্যই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অতীব সাংঘাতিক আরক্তজ্বরের অতি কঠিন অবস্থায় ইহা উপযোগী। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে, উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং যাহা বাহির হয় তাহাও কৃষ্ণবর্ণ অথবা কৃষ্ণাভলোহিত; গলাভ্যন্তর স্ফীত ও কৃষ্ণলোহিত এবং গ্রীবাদেশের কোষময় ঝিল্লি প্রদাহিক রসপূর্ণ ও স্ফীত। নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাবের নির্গম হয়। চরম দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত এবং নিদ্রালু রোগী পাতলা, রক্তসংযুক্ত ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে এবং তাহার সর্ব্ববিধ স্রাব নিঃসরণেই পূতিগন্ধ ছাড়ে। উপরি উক্ত রূপ লক্ষণ থাকিলে ইহা **দোষযুক্ত গলক্ষত** বা **ডিফথিরিয়া রোগেরও** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৩ (LECTURE XCIII.)

স্যাঙ্গুইনেরিয়া (Sanguinaria Canadensis)

(প্যাপাভিরেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—স্যাঙ্গুইনেরিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি, রাস্।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্রধানতঃ শ্বাসযন্ত্রশ্লৈষ্মিকঝিল্লির আক্রমণ দ্বারা স্যাঙ্গুইনেরিয়া তাহার উত্তেজনা এবং প্রতিশ্যায়িক অবস্থা প্রকাশ করে। নিউমগ্যাষ্ট্রিকস্নায়ুতে ইহার সুস্পষ্ট ক্রিয়া বশতঃ ইহাদ্বারা যকৃৎ ও পরিপাকপথ বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়াফল স্বরূপ শোণিত গতির মন্থরতা প্রযুক্ত অঙ্গনিচয় শীতল, ত্বক রক্তহীন ফেকাসে হইলে তাহা পরিবর্ত্তনশীল বায়ুতে অসহিষ্ণু হইয়া থাকে। শিরা প্রসারিত ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূত হয়।

লক্ষণ।

মন।—উৎকণ্ঠা এবং ভীতি। ক্রোধ বশতঃ উত্তেজনাপ্রবণতা; বিষাদ।

মস্তক।—প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা নত অবস্থা হইতে উত্থান করিতে এবং ত্বরিত মস্তক ফিরাইলে অথবা ঊর্দ্ধে তাকাইলে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় কর্ণে হুস্ হুস্ শব্দ এবং শোণিতোচ্ছ্বাস। থাকিয়া থাকিয়া মাথার ব্যথা। শিরঃশূল মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ হইলে ঊর্দ্ধে বিস্তৃত এবং দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধে স্থায়ী হয়। অধিকাংশ সময়ে ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে মস্তক ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় শিরঃশূলের মুক্ত বায়ুতে উপশম। অপরাহ্ণকালে মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাতে বেদনা। শিরঃশূল, বিবমিষা এবং শীতানুভূতি হওয়ার পর

banglabooks.in

তাপোচ্ছ্বাস হইলে তাহা মস্তক হইতে আমাশয়ে বিস্তার করে। দপ দপানি শিরঃশূলের তিক্ত বমনে, শরীর চালনায় অথবা নত অবস্থায় বৃদ্ধি।

স্নায়ু।—দক্ষিণ বাহুর খঞ্জতা। দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত। আলস্য, জড়ভাব ও ক্লান্তি; মানসিক অথবা শারীরিক শ্রমবিমুখতা, সিক্ত বায়ুতে বর্দ্ধিত। মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতায় রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উদরে তপ্ত জল প্রবাহিত হইতেছে।

কর্ণ।—কর্ণশূলে কর্ণে হুল বেধবৎ বেদনা, শিরঃশূল এবং শিরোঘূর্ণন। ঋতুসন্ধিকালে কর্ণে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ এবং আকস্মিক শব্দে কর্ণ অসহিষ্ণু।

নাসিকা।—সর্দ্দিতে পুনঃ পুনঃ হাঁচি, নাসিকা হইতে জলবৎ ও তীব্র সর্দ্দি নিঃসরণ, নাসিকামূলে ভারিবোধ সহ বেদনা এবং নাসিকা রন্ধ্রে চন্‌চান ও হুলবেধবৎ বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র।—সন্ধ্যাকালে শয়নের পর শুষ্ক কণ্ঠায় শুড়শুড়ি হইলে শুষ্ক, থ্যাক্ থ্যাক্ কাসি এবং কীটবিচরণবৎ অনুভূতি নিম্নাভিমুখী হইয়া বক্ষাভ্যন্তরে যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর শুষ্ক কাসি উঠিয়া না বসিলে এবং ঊর্দ্ধাধপথে বায়ু নিঃসরণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না। সর্দ্দি সহ কাসি হইলে গণ্ডদেশ লোহিত এবং বক্ষ বেদনাযুক্ত কঠিন শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সংকোচনে গভীর শ্বাসগ্রহণের ইচ্ছা। বক্ষের ঊর্দ্ধভাগে অবিশ্রান্ত চাপ ও গুরুত্ব বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট। বুকাস্থি বা ষ্টার্ণম এবং দক্ষিণ স্তনাগ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তীব্র, চিমটিকাটার ন্যায় এবং পেশীশূলবৎ বেদনা। মধ্যবক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে কঠিন বেদনা ও জ্বালা। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় দক্ষিণ বাহু এবং কণ্ঠাস্থির নিম্ন হইতে জ্বালা নিম্নাভিমুখে স্রোত বহিয়া

banglabooks.in

যকৃৎ প্রদেশে যায়। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্রের নিম্নে তীব্র সূচিবেধবৎ বেদনা। চিমসা গন্ধার কষ্টে নিষ্ঠ্যূত; লৌহমরিচার বর্ণযুক্ত গন্ধার ও অত্যধিক শ্বাসকৃচ্ছ্র। দক্ষিণ বক্ষ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বেদনায় হস্ত কষ্টে মস্তকোপরি লইতে পারা যায়; অপরাহ্ণে উভয় স্তনের ব্যবধানস্থলে জ্বালাযুক্ত বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে অধিক। প্রশ্বাস বায়ু ও গন্ধার যাহার পর নাই দুর্গন্ধযুক্ত।

গলাভ্যন্তর;—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলমধ্য স্ফীত বোধ হওয়ায় যেন শ্বাস রোধের উপক্রম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা অধিকতর থাকে। গিলিতে বেদনা লাগে। কণ্ঠদেশ শুষ্ক বোধ হইলে জল পানেও তাহার উপশম হয় না। কণ্ঠার ছাল ওঠা ও অবদারভাব জন্য তাহাতে টাটানি বেদনা।

অঙ্গনিচয়;—দক্ষিণ বাহু ও স্কন্ধে রসবাতজ বেদনা নিবন্ধন রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

ত্বক;—যুবতী স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ তাহাদিগের ঋতুস্রাব অত্যল্প হইলে মুখে উদ্ভেদ জন্মে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক;—বমনযুক্ত শিরঃশূল বা "সিক্ হেডেকের" **স্যাঙ্গুইনেরিয়া** অন্যতম প্রধান ঔষধ। ইহার বেদনা প্রাতঃকালে মস্তকপশ্চাতে আরম্ভ এবং মস্তকোপরি দেশ বাহিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে স্থায়ী হয়। যে পর্য্যন্ত ভুক্ত বস্তু এবং পিত্তের বমন না হয় বেদনার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং বমন হইলে কখন কখন তাহার উপশম হইয়া যায়। গোলমালে ও আলোকে বেদনার বৃদ্ধি এবং নিদ্রায় উপশম। বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে উপশম জন্য রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় উপাধানমধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করে। যে সকল

banglabooks.in

স্ত্রীলোকের অত্যধিক ঋতুস্রাব হয় তাহাদিগের শিরঃশূলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মস্তকে তাপ ও অধিকতর দপদপানি, মুখের রক্তিমা এবং পদের শীতলতা এবং বেদনা, মস্তক পশ্চাৎ হইতে উর্দ্ধগামী হইয়া চক্ষুতে স্থায়ী হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ বেলাডনাতে সুস্পষ্ট না থাকায় তাহা স্যাঙ্গু হইতে বিলক্ষণ প্রভেদিত হয়। স্যাঙ্গুশিরঃশূল শয়নে এবং বেলের তাহা রোগীকে শয্যায় উঠাইয়া বসাইলে উপশমিত হয়; মস্তকে রক্তাধিক্য জন্য বেলের এবং আমাশয়বিকার জন্য স্যাঙ্গুর শিরঃশূল জন্মে। অনেক সময় স্যাঙ্গু, জেলস্ ও ইপ্রোর এবং ন্যূনাধিক রূপে অন্য কতিপয় ঔষধের শিরঃশূলের প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম।

ঘুংরিকাসি বা ক্রুপ;—স্যাঙ্গুইনেরিয়ার ক্রুপ রোগে স্বরযন্ত্রমধ্যে অলীক ঝিল্লি (False membrane) জন্মে এবং স্বরযন্ত্র শুষ্ক, জ্বালাযুক্ত ও স্ফীত বোধ হয় এবং তাহাতে সাঁই সাঁই, হুস্‌হুস্ শব্দযুক্ত কাসি থাকে। শুষ্কতা ও জ্বালাই ইহার প্রদর্শক;

নিউমনিয়া;—জ্বর, বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে জ্বালা এবং পূর্ণতা, শুষ্ককাসি ও বক্ষে এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে তীব্র খোঁচানিবেদনা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, এবং ফসফরাসের ন্যায় লৌহ মরিচার বর্ণের গয়ার থাকিলে নিউমনিয়া রোগে স্যাঙ্গুইনেরিয়া উপযোগী। ইহাতে, বিশেষতঃ অপরাহ্ণে গণ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ ও রক্তিমা থাকে। হস্তপদ অত্যন্ত তপ্ত অথবা অত্যন্ত শীতল এবং হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অনিয়মিত স্পন্দনবিশিষ্ট। ফুস্‌ফুসের স্ফীতি ও রক্তাধিক্যে ইহা ভেরেট্রাম ভিরিডির সমান হইলেও নাড়ীর উত্তেজনা শেষোক্ত ঔষধে অধিকতর থাকে। রোগ সহজে আরোগ্য না হইলে সাল্‌ফারের ন্যায় স্যাঙ্গুতেও

banglabooks.in

পূয়যুক্ত গয়ার নিষ্ঠীত হয়, কিন্তু ইহার গয়ার অধিকতর দুর্গন্ধ থাকায় রোগী তাহা স্বয়ংও অনুভব করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—স্যাঙ্গুইনেরিয়ার যক্ষ্মাকাসরোগের প্রলেপক বা হেক্‌টিক্ জ্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময় বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে গণ্ডদেশের সীমাবদ্ধ স্থানে রক্তিমা, স্বরযন্ত্র ও বক্ষের উর্দ্ধাংশের শুড়শুড়ি জন্য শুষ্ক কাসি এবং ইহার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ যেন শোণিত পূর্ণতা বশতঃ বক্ষের উর্দ্ধাংশে জ্বালা ও পূর্ণভাব (Phthisis florida) থাকে। দক্ষিণ বক্ষের স্তনাগ্র সন্নিহিত স্থানে তীব্র, সূচিবেধবৎ বেদনার বর্ত্তমানতা এবং বক্ষপেশীর টাটানি ও শ্বাসকৃচ্ছ্র ইহার অন্যতর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। টুবার্কল বা গুটিকা সংস্থাপনের পূর্ব্ববর্ত্তী রোগারম্ভকালে এবং রোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহা উপযোগী; পুরাতন শুষ্ক কাসি থাকে এবং কাসি সরলও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার নিষ্ঠীবন কষ্টকর; শয়নে কাসি বৃদ্ধি পায়। রোগের পরিণত অবস্থায় গয়ার এবং প্রশ্বাসবায়ু দুর্গন্ধযুক্ত, এমন কি রোগীর নিজের নিকটেও দুর্গন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে ইহার প্রয়োগের সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে ইহার প্রয়োগে গয়ার নিষ্ঠীবন ও শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া থাকে। **অঙ্গসীমায় অদম্য শীতলতা** এবং **বক্ষমধ্যে জ্বালা** ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ফেরাম মেট—যক্ষ্মাকাসের (Phthisis florida) প্রারম্ভিক অবস্থার রক্তস্রাব।

ল্যাকেসিস্—নিউমনিয়া হইতে যক্ষ্মাকাস জন্মিলে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্।—স্যাঙ্গুইনেরিয়া পেশীর প্রদাহ উৎপন্ন করায় তাহাতে যে বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি জন্মে তাহা রসবাতরোগবৎ প্রতীয়মান হয়। টাটানিযুক্ত ও কঠিন পেশীতে চঞ্চল অথবা সূচিবেধবৎ বেদনা জন্মে। ইহাতে গ্রীবা এবং পৃষ্ঠের

banglabooks.in

পেশী বিশেষরূপে আক্রান্ত। স্কন্ধের ডেল্টইড-পেশীর রসবাতরোগে ইহার বিশেষ আরোগ্যশক্তি প্রকাশিত। এই বেদনার রজনীতে ও শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বৃদ্ধি। বেদনা এতই কঠিন যে, রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না।

ম্যাগ্নে কার্ব্ব—ইহার দক্ষিণ স্কন্ধের বেদনার তাপে উপশম এবং শয্যায় বৃদ্ধি।

ফেরাম—স্কন্ধ এবং হস্তের উর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পেশীর ছিন্নবৎ বেদনায় রোগী হস্ত উত্তোলন করিতে পারে না; কিন্তু হস্তের মৃদু চালনায় বেদনা ক্রমে অন্তর্দ্ধান করে।

ফেরাম ফস—স্কন্ধের, বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের রসবাতরোগে ইহা ফলপ্রদ।

নাক্স্ মস্কেটা—বাম স্কন্ধপেশীর আক্রমণ।

বয়োব্রণ বা একনি;—বয়োব্রণরোগের, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোকের অত্যল্প ঋতুস্রাব এবং শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা থাকে তাহাদিগের বয়োব্রণরোগে স্যাঙ্গুইনেরিয়া উপকার করে।

আমরা উপরে স্যাঙ্গুইনেরিয়ার যে কতিপয় প্রধান রোগের বিষয় উল্লেখ করিলাম অবস্থানুসারে তৎব্যতীতও অনেক রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কতিপয় রোগের বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইল।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধিকালীন শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন **বেদনাদি কর্ণ বিকারে** ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা **গ্লনইনের** তুল্য। **গুল্মবায়ুরোগে** ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা থাকিলে ইহা তাহার ঔষধ। তাহাতে স্যাঙ্গু সহ **ফস, ইগ্নে, ভ্যালেরি** এবং **নাক্স্ ভ** তুলনীয়। উপরি উক্ত শোণিত সঞ্চলনবিশৃঙ্খলা বশতঃ মস্তকের বিশৃঙ্খলভাব সহ শিরোঘূর্ণনে রোগী

banglabooks.in

উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে বিবমিষা ও মূর্চ্ছা যাওয়ার ন্যায় বোধ করে। ঋতুসন্ধিকালীন নানা প্রকার **শোণিত-স্রাবেও স্যাঙ্গুইনেরিয়া** উপযোগী ঔষধ, তন্মধ্যে **জরায়ু রক্তস্রাবই** প্রধান। শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ মুখের রক্তিমা ও তাপোচ্ছ্বাস। ইহার সহিত বমনযুক্ত শিরঃশূল বর্ত্তমান থাকে এবং **রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, চাপ চাপ** ও কখন বা **দুর্গন্ধযুক্ত। প্লনইন, এমিল নাই** এবং **ল্যাকে-সিস** তুলনীয় ঔষধ। শোণিতসঞ্চলন বিশৃঙ্খলাই ইহাদিগের অধিকাংশ রোগের কারণ। এজন্য শরীরযন্ত্রবিশেষে রক্তাধিক্য ঘটিলে বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে। তরুণ **নাসিকাসর্দ্দিতে** পুনঃ পুনঃ হাঁচি, চক্ষুর উপরি, চক্ষু অভ্যন্তরে এবং নাসিকামূলে বেদনা হইলে এবং **কাসিতে** রজনীতে রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হইলে এবং ঊর্দ্ধাধ পথে বায়ু নির্গত হওয়ায় কাসির উপশম হইলে ইহা উপকারী। এই সকল রোগে রোগী বোধ করে যেন বক্ষ হইতে উষ্ণ স্রোত উদরে যাইতেছে। **ইনফ্লুয়েঞ্জা** রোগেরও অবস্থানুরে ইহা ঔষধ।

স্বরযন্ত্রে রক্তাধিক্য বশতঃ **স্বরলোপ** জন্মিলে, ইহা দ্বারা তাহা আরোগ্য হইতে পারে। কর্ণের এবং জরায়ুর **বহুপাদার্ব্বুদ** বা **পলিপাস্** ইহা আরোগ্য করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৪ (LECTURE XCIV.)

গুয়াইয়াকাম (Guaiacum offinale.)।

(জাইগোফিলিজাতি।)

সাম্প্রাপ্তিক ক্রিয়া :—গুয়াইয়াকামের ক্রিয়ায় ঘর্ম্ম, মূত্র এবং ঋতু-স্রাবের বৃদ্ধি হয় এবং তান্তবোপাদানে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা রস-বাতিক ও সন্ধিবাতিক বেদনা উৎপন্ন করে। রসবাতাক্রান্ত ও বেদনা-যুক্ত অঙ্গে তাপের অনুভূতি হয়। রোগী শীর্ণ হইয়া যায়। রসবাতরোগ নিবন্ধন স্ফীত ও বেদনাযুক্ত সন্ধিতে তাপ সহ্য হয় না। স্রাবমাত্রই দুর্গন্ধযুক্ত থাকে।

লক্ষণ :—অত্যধিক পরিশ্রম করার ন্যায় রোগীর, বিশেষতঃ উরু ও বাহুতে বলক্ষয় ঘটে। সংকুচিত অঙ্গের কাঠিন্য বশতঃ তাহা চালনার অনুপযুক্ত হইয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ এবং অনেক সময়েই তাহা, বিশেষতঃ মস্তক বেদনা, সূচিবেঁধার ন্যায় বেদনায় পর্য্যবসিত হয়।

বোধ হয় যেন চক্ষু স্ফীত হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুপুট ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা আবৃত করিতে পারিতেছে না। বাম বক্ষের বস্নঝিল্লিতে বেঁধাবৎ বেদনার (Pluritic stitches) দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি এবং যক্ষ্মাকাসরোগে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে। মস্তক চালনা করিলে ফুসফুসে তীব্র বেদনা এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ পূয় নিষ্ঠ্যূত হয়। মুখে প্রদাহ জন্মে এবং গলদেশ জ্বালা করে ও টন্‌সিল গ্রন্থির আশঙ্কিত প্রদাহভাব লক্ষিত হয়।

রসবাতরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের অণ্ডাধারপ্রদাহ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে।

banglabooks.in

অঙ্গনিচয়ে ছিন্ন ও হুলবেধবৎ বেদনা সামান্য চালনায় বর্দ্ধিত। সন্ধিবাতে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনায় অঙ্গ সঙ্কুচিত অবস্থা প্রাপ্ত। উপবেশন করিলে উরুতে চুলকণার, তাহা চাপিত করার এবং তাহাতে কীট বিচরণবৎ কষ্টের অনুভূতি। বাহু এবং উরুতে ক্লান্তি জন্য বেদনার ন্যায় বেদনা হওয়ায় রোগী তাহা চালনা করিতে ভীত।

চিকিৎসা।

টনসিলাইটিস বা টনসিলগ্রন্থিপ্রদাহ।—প্রতিশ্যায়িক টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহের আরম্ভক অবস্থায় **গুয়াইয়াকাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। প্রচণ্ড জ্বালা, শিরঃশূল, গলদেশের তাপ, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গে শীত ও কনকনানি ইহার প্রধান লক্ষণ; গ্রন্থিতে অতি শীঘ্র পূয় জন্মে। শীঘ্র শীঘ্র **গুয়াইয়াকাম** ১× প্রয়োগ করিলে রোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে।

গলক্ষত বা সোরথ্রোট।—গলাধঃগহ্বরদেশের সাধারণ প্রদাহ বা ফ্যারিঞ্জাইটিসরোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকিলে **গুয়াইয়াকাম** প্রায় অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে টনসিলগ্রন্থির স্ফীতি এবং কণ্ঠার শুষ্কতা বশতঃ গেলার কষ্ট হওয়ায় তাহার সাহায্য জন্য জলপানের আবশ্যকতা বর্ত্তমান থাকে; কণ্ঠায় হুলবেধবৎ বেদনা অথবা মরিচসংস্পর্শবৎ জ্বালা উষ্ণ ও সিক্ত বায়ুতে বর্দ্ধিত।

পাল্‌সেটিলা—কাল্‌চেলোহিত অথবা ঈষৎ নীলকৃষ্ণের আভাযুক্ত হওয়ায় গলগহ্বর দেখিতে বিস্তৃত শিরাবৃত বলিয়া বোধ; গলগহ্বরে চাঁছা, কাঁচা ও শুষ্কভাব থাকে কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্।—**গুয়াইয়াকামে** বহুতর রসবাতিক লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্ধির পুরাতন রসবাতে

banglabooks.in

সন্ধিতে পিণ্ড বা বর্ত্তুলের সংস্থাপন বশতঃ তাহার বক্রতাদি আকার-ভ্রষ্টতা জন্মিলে **গুয়েইয়াকাম** অত্যুপকারী; রোগের প্রথমাবস্থায় প্রয়োজিত হইলে ইহা উপরি উক্ত বর্ত্তুলাদি জমাট পদার্থ উৎপন্নের বাধা জন্মাইয়া থাকে। **কষ্টিকামের** পরে প্রথমেই ইহার নির্দ্দিষ্ট স্থান। ইহার অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ স্বরূপ কণ্ডরা বা টেণ্ডনের সংকোচন বশতঃ আকৃষ্ট অঙ্গের আকার ভ্রষ্টতা জন্মে এবং কোন প্রকার চালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও সন্ধিতে ঘনীভূত রস জন্য গুটিকার সঞ্চয় হয়, কিন্তু তাহাদিগের কোনটিতেই ইহার ন্যায় অঙ্গের সংকোচনাবস্থা ঘটে না। সন্ধিতে কাঠিন্য ও টাটানি এবং পেশীতে টাটানি ও পারদ এবং উপদংশ ঘটিত রসবাতেও ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। পূয়মেহের রসবাতে বহু সন্ধি আক্রান্ত হইলে তাহারা কঠিন, তপ্ত, স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং সংকুচিত হয় এবং সন্ধি সংসৃষ্ট পেশীবৃন্দ খর্ব্ব হইয়া যায়।

ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টনিক্ষিপ্রদাহ বা প্লুরিসি।—যক্ষ্মাকাদির দ্বিতীয়াবস্থায় পূয়যুক্ত শ্লেষ্মার গয়ার থাকিলে যদি প্লুরিসি হয় তাহাতে **গুয়েইয়াকাম** উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৫ (XCV.)

সার্সা পেরিলা (Sarsa Parila)।

(স্মিলেসি জাতি।)

সম্বন্ধ :—সার্সা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, মার্ক।

সাধারণ ক্রিয়া :—সার্সা পেরিলা শোণিতে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে ত্বকে দদ্রুবৎ এবং অন্যান্য নানাবিধ উদ্‌ভেদ উৎপন্ন হয়। মূত্রযন্ত্রে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ মূত্ররেণুরোগের লক্ষণের ন্যায় লক্ষণ দেখা দেয়। বস্তুতঃও ইহা শেষোক্ত রোগের অন্যতম ঔষধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে ; ইহার ক্রিয়ায় রোগী বড় শীর্ণ হইয়া যায় এবং লোল ও সংকুচিত ত্বক জন্য অকালবৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়। রোগী গণ্ডমালা ও পূয়ধাতু প্রকৃতি বিশিষ্ট থাকে। কৃষ্ণকেশ ব্যক্তি ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ :—প্রত্যেক বক্ষচালনায় পৃষ্ঠ হইতে সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া যায়। বক্ষের আক্ষেপিক কষ্ট। পুনঃ পুনঃ মূত্র-ত্যাগের ইচ্ছার সহিত অল্প মূত্রত্যাগে জ্বালা। দিবস এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর এবং ফেকাসে মূত্রত্যাগ। মূত্রে মূত্ররেণু অথবা ক্ষুদ্র মূত্রশিলা। অত্যল্প এবং ঘোলাটে মূত্রত্যাগ মাত্র কর্দ্দম মিশ্রিত জলের ন্যায় হইয়া যায়। মূত্রস্রাব শেষ হওয়ার পর কঠিন বেদনা এবং মূত্রের শেষ অংশে রক্ত। কামবিষয়ক স্বপ্ন হইলে রেতঃক্ষরণ, পৃষ্ঠবেদনা, দৌর্ব্বল্য এবং শিরোঘূর্ণন হয়। কামের অনুভূতি ব্যতীত সামান্য উত্তেজনাতেই শুক্রস্খলন। স্বপ্নদোষে শোণিতক্ষরণ হয়। লিঙ্গ-মুণ্ডত্বকে দদ্রুবৎ উদ্‌ভেদ।

সম্পূর্ণ গাত্রেই দদ্রুবৎ উদ্‌ভেদ। ত্বকে গভীর জ্বালা ও বেদনাযুক্ত বিদারণ। কখন কখন, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয্যায় এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানে সম্পূর্ণ শরীরে চুলকনা। সিক্ত উদ্‌ভেদ হইতে হাজাকর

banglabooks.in

স্রাব। শুষ্ক এবং লোহিতবর্ণ কুস্কুড়ি কেবল তাপের সংস্রব হইলে চুলকায়। কোঁচকান ত্বক।

চিকিৎসা।—মূত্রযন্ত্ররোগের চিকিৎসায় সার্সা পেরিলা কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিড্‌নির স্নায়ুশূলরোগের ইহা অন্যতম ঔষধ। বৃক্ককে মূত্ররেণু জন্মিলে অথবা তাহা হইতে ক্ষুদ্র মূত্রশিলার গমনকালে বৃক্কশূল হয়। ডাং হেরিং উপরি উক্ত রোগে, বিশেষতঃ রোগী রসবাতরোগগ্রস্ত থাকিলে, ইহা দ্বারা অনেক স্থলে উপকার পাওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লাইকর পরিষ্কার মূত্রে লোহিত মূত্ররেণু এবং সার্সার অত্যল্প ও ক্লেদযুক্ত অথবা স্তরবিশিষ্ট শুভ্র মূত্ররেণু থাকে। কথিত মূত্রলক্ষণ থাকিলে উভয় ঔষধই পুরাতন রসবাত আরোগ্যে সক্ষম। মূত্রত্যাগ শেষ হইলে অত্যন্ত, প্রায় অসহনীয় বেদনার আক্রমণ সার্সার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। এই বেদনা সহ অনেক সময়েই যে প্রচণ্ড কুন্থন হয় তদ্বৎ প্রবলকুন্থন অন্য ঔষধে বিরল। কখন কখন উপরি উক্ত লক্ষণ সহ রক্তযুক্ত মূত্রস্রাব হয়। লিঙ্গবেষ্টত্বকের দদ্রুরোগে ইহা উপকারী। গ্রীষ্মের দিনে ইহার উদ্‌ভেদ ক্ষতে পরিণত হয়। পারদ ঘটিত অস্থিবেদনা সিফিলায় বর্দ্ধিত হইলে এবং পারদ, উপদংশ ও অন্তঃপ্রবিষ্ট পূয়ধাতু হইতে উৎপন্ন শিরঃশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে চক্ষুতে বিস্তৃত হইলে সার্সা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। উল্লেখিত মূত্রপ্রকৃতি, শারীরিক, বিশেষতঃ গ্রীবার শীর্ণতা এবং ত্বকের কুঞ্চিতভাব থাকিলে শিশুক্ষয়রোগে ইহা উপকার করিতে পারে। এস্থলে ইহা আয়ডিন, নেট মিউ এবং এব্রটে সহ তুলনীয়। কামোত্তেজনা অথবা রজনীতে রেতঃক্ষরণ জন্য অণ্ডকোষরজ্জুর স্ফীতি ও নিম্নপৃষ্ঠ হইতে অণ্ডকোষরজ্জু বাহিয়া নিম্নগামী বেদনা সার্সা আরোগ্য করিয়া থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৬ (LECTURE XCVI.)

ভ্যালেরিয়ানা (Valeriana.)।

(ভ্যালেরিয়ানেসিজাতি।)

সম্বন্ধ।—ভ্যালেরিয়ানের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফার, কফিয়া, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্কমেরুমজ্জায় ক্রিয়া দ্বারা ভ্যালেরিয়ান সাক্ষাৎভাবে স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় আক্রমণ করিলে প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়। এই ক্রিয়ার ফল স্বরূপ যে স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা, বেদনা এবং আক্ষেপ উৎপন্ন হয় তাহাতে ভ্যালেরিয়ান-ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ গুল্মবায়ুরোগলক্ষণের আভাস পাওয়া যায়।

লক্ষণ।—অসাধারণ আনন্দানুভূতি। বুদ্ধির অস্পষ্টভাব। ভ্রান্তি-মূলক চিন্তা বশতঃ রোগী মনে করে সে অন্য কোন ব্যক্তি, তাহার স্থান করিবার জন্য শয্যার পার্শ্বে সরিয়া যায়; রোগিণী মনে করে তাহার নিকট কোন জন্তু শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে আঘাত করিতে পারে। মৃদু প্রলাপকালে অত্যন্ত উত্তেজনা ও কম্প উপস্থিত হয়। সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলের কম্পান্বিতভাব, ঝাঁকি, আনর্ত্তন ও কম্প। শরীরের অনেক স্থানে ক্ষণস্থায়ী ঝাঁকির ন্যায় আকৃষ্টতা।

চিকিৎসা।—গুল্মবায়ুরোগেই ভ্যালেরিয়ানের প্রধান প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এলোপ্যাথিমতে এরোগ চিকিৎসায় ইহা প্রধান অবলম্বন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। হোমিওপ্যাথি মতে স্থলবিশেষে ইহা বিলক্ষণ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাশয় হইতে কোন উষ্ণবস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতি

banglabooks.in

ইহার রোগের একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতালক্ষণে ইহা ট্যারেণ্টুলা সহ তুলনীয়। ট্যারেণ্টুলার ন্যায়ই ভালেরিয়ানরোগী সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে বা শরীর চালনা করে; কিন্তু এই শ্রম বশতঃ শিরঃশূল জন্মে ও সামান্য বেদনাতেই রোগী মূর্চ্ছা যায়। উপরিউক্ত "আমাশয় হইতে কোন উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতি" লক্ষণে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়; ভীতি, কম্পভাব এবং হৃৎ-কম্পও বর্ত্তমান থাকে। ভ্যালেরিয়ানরোগীর স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত উত্তেজিত থাকায় রোগীর মনোভাবের আনন্দময়তা, উল্লাস এবং গল্প-প্রিয়তার দিকে গতি থাকে। ইহাতে গুল্মবায়ুরোগের "গুল্ম বা গ্লোবাস হিষ্টেরিকাস" এবং রসবাতিক বেদনার প্রতিকৃতিবৎ নানাবিধ বেদনা উপস্থিত হয়। সুস্পষ্ট স্নায়বিক চাঞ্চল্য বা কম্পান্বিত ভাব এবং আমাশয় হইতে উষ্ণ বস্তু উত্থিত হওয়ার অনুভূতিই ইহার বিশেষ প্রভেদক লক্ষণ। মানসিক ভাবের পর্য্যায়ক্রমিকতাও ইহার প্রধান স্থানীয় লক্ষণমধ্যে গণ্য। আক্ষেপ অপেক্ষা গুল্মবায়ু ঘটিত অভ্যাসগত মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। কখন কখন রোগীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ঘ্রাণে অস্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা থাকায় ঘ্রাণে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে। স্যাঙ্গু, ফস, ইগ্নে এবং নাক্স ভ তুলনীয়।

লাম্বেগ বা গৃধ্রসী রোগবৎ লক্ষণও ভ্যালেরিয়ানায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রচণ্ড, আকৃষ্টবৎ, তীরবিদ্ধবৎ এবং ঝাঁক লাগার ন্যায় অঙ্গবেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইলে উপবেশনে বর্দ্ধিত ও চালনায় উপশমিত হয়! রোগীর কটিদেশে টান লাগার অনুভূতি থাকে। ইহার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণও অন্যান্য অঙ্গবেদনার অনুরূপ। ফলতঃ এই সকল বেদনা গুল্মবায়ু লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৭ (LECTURE XCVII.)

ককুলাস ইণ্ডিকাস্ (Cocculus Indicus.)।

(মিন্‌স্‌পার্মেসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—ককুলাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ক্যাম, কুপ্রাম্, ইগ্নে, নাক্‌স্ ভ। ককুলাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এল্‌কহল, ক্যাম, কুপ্রাম, ইগ্নে, নাক্‌স ভ।

সাধারণ ক্রিয়া।—জৈবক্রিয়াসাধক যন্ত্রমণ্ডলে ককুলাস প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিলে গতিদ-স্নায়ুমণ্ডলের বিকার বশতঃ প্রথমে ইচ্ছানুগ পেশীমণ্ডলী এবং পরে চৈতন্যবিধায়িনী স্নায়ুশক্তি আক্রান্ত হইয়া থাকে। উপরি উক্ত উভয় প্রকার স্নায়ুশক্তির বিকলতার ফলস্বরূপ যথাক্রমে পক্ষাঘাত ও ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ এবং শিরোঘূর্ণন ও মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ যে বিশেষ প্রকারের বিবমিষা ও মূর্চ্ছার ভাব উপস্থিত হয়, উপরি উক্ত শিরোঘূর্ণন সহ তাহা "আর্ণব-বমন বা সামুদ্রিক বিবমিষার" সাদৃশ্য প্রকাশ করে এবং তাহার সহিত শিরোঘূর্ণন থাকুক বা না থাকুক তাহা নানাবিধ স্নায়বিক এবং গুল্মবায়ুলক্ষণের প্রতিকৃতি স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; ককুলাসক্রিয়ার ইহাই বিশেষতা বলিয়া জানিতে হইবে। ইহা অধিকাংশ সময়ে স্ত্রীলোক ও শিশুরোগে উপযোগী।

লক্ষণ।

মন। অবিশ্রান্ত দুঃখবিষয়ক চিন্তা, গীত গাহিতে অদম্য ইচ্ছা। স্মরণশক্তির অভাব। উৎকণ্ঠা, রোগী যেন কোন পাপকার্য্য করিয়াছে। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে।

মস্তক।—মত্ততাবৎ শিরোঘূর্ণন; অথবা শয্যা হইতে উত্থান-

banglabooks.in

কালে বমনেচ্ছাযুক্ত শিরোঘূর্ণন ; শিরোঘূর্ণনকালে মস্তকের জড়তা নিবন্ধন বোধ যেন ললাটদেশের পাশাপাশিভাবে এক খানি তক্তা রহিয়াছে. তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে শূন্য ও ফাঁপাভাবের অনুভূতি। মস্তকের বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞানভাব। বমনেচ্ছাযুক্ত শিরঃশূল।

চাপবৎ শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক ফিতা দ্বারা চাপিয়া বাঁধা অথবা স্ক্রু বসাইয়া কশা হইতেছে। শিরঃশূলে বোধ যেন চক্ষু ছিঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে।

নিদ্রা ;—রাত্রি পাহারা, কার্য্যসম্বন্ধীয় চিন্তা, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা প্রযুক্ত অনিদ্রা। শান্তিহীন নিদ্রা।

স্নায়ু।—সামান্য শ্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কষ্টে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলে রোগীর দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম। রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে ও কম্পনে প্রবণতা জন্মে। অস্থিরতা। উষ্ণই হউক, শীতলই হউক মুক্তবায়ুতে অসহিষ্ণুতা। রোগী এতই দুর্ব্বল যে, বড় করিয়া কথা কহিতে পারে না। শরীরের বাম পার্শ্বের অর্দ্ধাঙ্গ। অস্থিতে আঘাতিত হওয়ার ন্যায়, ছিন্নবৎ ও গর্ত্ত করার ন্যায় পক্ষাঘাতিক বেদনা। শরীরের চালনায় মূর্চ্ছার ভাব এবং মুখমণ্ডলপেশীর আকারভ্রষ্টতা।

গ্রীবাপেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মস্তক ধারণের অক্ষমতা। পদের এবং হস্তের পর্য্যায়ক্রমিক ঝিন্‌ঝিনি। আহারকালে হস্তের কম্প। জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে বলিয়া রোগী হাঁটিতে টলে। উপবেশনকালে পদতলের ঝিন্‌ঝিনি।

পরিপাকযন্ত্র।—অত্যধিক উদর স্ফীতি। আমাশয়স্থানে সংকুচিতবৎ খোঁচানিতে শ্বাসাভাব ঘটে। প্রায় মধ্য রজনীতে বায়ু জন্য আক্ষেপিক উদরশূলের বায়ুনিঃসরণে উপশম হয় না, এবং কাসিলে বৃদ্ধি। কুচকিদেশে অন্ত্রবৃদ্ধি হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত ঠেলমারা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—অতি শীঘ্রাগত ঋতুস্রাবকালে উদরে খল্লী, স্ফীতি এবং শূল। ঋতুরোধ বশতঃ বক্ষে খল্লী এবং মূর্চ্ছাজনক বিবমিষা।

banglabooks.in

ঋতুস্রাবকালে এত দূর দুর্ব্বলতা জন্মে যে রোগিণী কষ্টে দাঁড়াইতে বা কথা কহিতে পারে। ঋতুস্রাবের স্থলে সিরামরসের ন্যায় শ্বেতপ্রদরে পূয়বৎ, হাজাকর ও তরল পদার্থ মিশ্রিত।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে **ককুলাস্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই শিরঃশূলের কণকণানি অতি তীক্ষ্ণ, ইহার সহিত প্রায়ই **শিরোঘূর্ণন** থাকে এবং ইহা মস্তক-পশ্চাতের নিম্নাংশে আরম্ভ হইয়া গ্রীবাপশ্চাতে যায়। মস্তক অসাড়, শূন্য এবং জড়ভাবাপন্ন বোধ হয় ও শিরোঘূর্ণন সহ অবিশ্রান্ত **বিবমিষা** থাকে। কোন প্রকার শকটারোহণ এই শিরঃশূলের কারণ। **ককুলাস্ শিরঃশূলের** একটি বিশেষ লক্ষণ "মস্তকপশ্চাতের অস্থি বা অক্‌সিপাট উন্মুক্ত ও বদ্ধ হওয়ার অনুভূতি" **ক্যান্নাবিস্ ইণ্ডিকা**ও প্রদর্শক, কিন্তু **ক্যান্নাবিস ইণ্ডিকার** শিরঃশূলের উপস্থিত-কালের অবিশ্রান্ত ভাবপ্রবণতাদি মানসিক লক্ষণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। ইহার শিরঃশূল প্রায় অবিশ্রান্তভাব ধারণ করে এবং তাহাতে বামচক্ষু ও ললাটের উচ্চতর স্থানে বেদনা থাকে। **ককুলাস** শিরঃশূলের মানসিক শ্রমে বৃদ্ধি এবং গৃহমধ্যে ও বিশ্রামে উপশম হয়; রোগী অনবরত পশ্চাদ্দিকে মস্তক টানটান করে।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুমজ্জেয় উত্তেজনা।—**ককুলাস্ রোগে** কটিদেশে পক্ষাঘাতিক কণকণানি হয়; রোগী উদরে শূন্য ও কিছু নাই নাই ভাব বোধ করে। ইহার অন্যান্য লক্ষণমধ্যে গ্রীবার কাঠিন্য, মস্তকে বেদনা, অনিদ্রা, ইন্দ্রিয়গ্রামের চৈতন্যাধিক্য, পুনঃ পুনঃ শিরোঘূর্ণন, অঙ্গনিচয়ের কম্প এবং চাপে মেরুদণ্ডের বেদনা প্রভৃতি প্রধান বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

সিকেলি—ইহাতে মেরুদণ্ড বা তাহার কণ্টকপ্রবর্দ্ধন চাপিলে বেদনা হয়।

দুর্ব্বলতা (Debility)।—অনিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ বশতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতায় **ককুলাস** উপকার করিয়া থাকে। নিদ্রার অভাবে রোগী অবসাদগ্রস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। রোগীর শুশ্রূষার জন্য রাত্রিজাগরণের সহিত দুশ্চিন্তা থাকায় যে সকল ব্যক্তির দুর্ব্বলতা জন্মে তাহাদিগের পক্ষেই **ককুলাস** বিশেষ উপযোগী।

কলচিকাম—দুর্ব্বলতা সহ অজীর্ণ থাকিলে।

সিলিনিয়াম—অপরিমিত কামসেবা জন্য ক্লান্তি ও বলহানি জন্মে, রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রমে অশক্ত হয়। ত্বরিত বলহানি ঘটে।

এনাকার্ড—অপরিমিত কামসেবা ও পাঠ জন্য স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য। শরীর চালনা করিলেই রোগীর কম্প হয়, সে শয়ন করিয়া অথবা সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতে চাহে, এক খানি হাত নাড়িতেও কষ্ট বোধ করে।

সি-সিকনেস্ বা আর্ণব-বমন।—অত্যন্ত বিবমিষা **ককুলাস** বমনের অন্যতম বিশেষতা। শরীর চালনা, শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন, বিশেষতঃ শকট অথবা নৌ-আরোহণে ভ্রমণ ইহার বমনের উত্তেজক। বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন থাকে ও মূর্চ্ছার উপক্রম হয়।

উদরশূল বা কলিক্।—**উদর স্ফীত** হইলে রজনীতে যে স্নায়বিক উদরশূল জন্মে তাহাতে **ককুলাস** উপকারী। ইহার ঋতুসংশ্রবীয় উদরশূল নিয়োদর আক্রমণ করে এবং তাহাতে পুনরাক্রমণের প্রবণতা থাকে। গুল্মবায়ু ঘটিত উদরশূলেও ইহা ফলপ্রদ।

ইপ্রেসিয়া—গুল্মবায়ুরোগীর উদরশূলে নিদ্রা ভঙ্গ হয়; মানসিক দুঃখ জন্য উদরশূল।

banglabooks.in

রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া ;—অত্যল্প, অনিয়মিত এবং কষ্টকর ঋতুস্রাবে **ককুলাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। জরায়ুর খল্লী। প্রচুর ও চাপ চাপ রক্তস্রাবকালে কঠিন শিরঃশূল হইলে এবং সমুদ্রবিবমিষার ন্যায় আমাশয় স্ফীত ও সংকুচিত হইতে থাকিলে ইহা উপকারী। এই রজোকৃচ্ছ্ররোগে কিঞ্চিৎ স্নায়ুশূল ও রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আক্ষেপিক রজঃশূলে **জেলস** ১× ফলপ্রদ। **ইগ্নেসিয়ার** বাধকবেদনা সহ রজোকৃচ্ছ্র ঘটিত উদরশূল হয় অথবা নিম্নোদরে ঠেলমারা থাকে এবং ইহার গুল্মবায়ু ঘটিত প্রসববেদনাবৎ বেদনা চাপে উপশম পায়।

প্রসবান্তিক বেদনা, ভ্যাদালির ব্যথা বা আফ্‌টার পেইন্‌স ;—বেদনা জরায়ু অপেক্ষা উদরে অধিকতর থাকিলে **ককুলাস্‌**, বেদনাকালে সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীতে চাপ হওয়ায় নিষ্ফল মলমূত্রবেগ হইলে **নাক্‌স্‌**, জরায়ুর টাটানির নিবারণ জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে **আর্ণিকা** এবং আরোগ্যলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এ রোগে **জ্যাল্ট্রুকসিলন** প্রদত্ত হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৮ (LECTURE XCVIII).

ডায়স্কোরিয়া (Dioscoria.)।

(ডায়স্কোরিয়েসি জাতি।)

সাপ্রারণ ক্রিয়া ঃ—গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা নাভিদেশ আক্রমণ করিয়া ডায়স্কোরিয়া তাহাতে পিত্তশূলবৎ কঠিন উদরশূল উৎপন্ন করে। এই বেদনায় রোগীর দ্বিভাঁজ হইবার প্রবৃত্তি এবং চাপে উপশমনের ধারণা থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাতে বেদনার বৃদ্ধি এবং শরীর অধিকতর রূপে প্রসারিত করিলে তাহার বিশেষ উপশম হওয়ায় ইহা ইহার সমক্রিয় **কলসিন্থ** হইতে প্রভেদিত হয়।

লক্ষণ ঃ—মুখ হইতে জল স্রাব। অম্ল ও তিক্ত উদ্‌গার। প্রভূত পরিমাণ স্বাদহীন উদ্‌গার উঠিলে আমাশয়ের কষ্টের উপশম। বিবমিষা। আমাশয়ের অস্বস্তি প্রযুক্ত মূর্চ্ছার ভাব। আমাশয়ে পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে হয়। আমাশয়ে জ্বালা। আমাশয়স্থানে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা।

যকৃৎ স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা। যকৃৎপ্রদেশে মৃদু ও গুরুত্ববোধক চূর্ণ করার ন্যায় বেদনার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পিত্তকোষপ্রদেশে মৃদু ও কঠিন বেদনা। নাভি ও আমাশয়নিম্নদেশে অবিশ্রান্ত কষ্ট হইলে আমাশয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে কতিপয় মিনিট পর পর কঠিন কর্ত্তনবৎ ও উদরশূলের ন্যায় বেদনা। নাভিদেশে কামড়ানি এবং খল্লীবৎ বেদনা। অন্ত্রাভ্যন্তরে গড়গড় করিয়া ডাকিয়া প্রভূত পরিমাণ বায়ুনিঃসরণ। আহারান্তে উদরের বায়ুশূল জন্মে, কিন্তু প্রায় যকৃৎবিকার হয় না দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। অন্ত্রে মোচড়ানি ও তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা। অন্ত্র চাপে

banglabooks.in

বেদনাযুক্ত থাকে এবং টাটায়। কুচকির বেদনা অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাতঃকালীন উদরাময়ে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। প্রাতঃকালে অত্যধিক পাতলা এবং পীতবর্ণ মলত্যাগ।

অবিশ্রান্ত উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান। পুংজননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল। অণ্ডবেষ্টত্বকে ও জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। কামেচ্ছার হ্রাস। নিদ্রাকালে শুক্রক্ষরণ।

চিকিৎসা।

উদরশূল বা কলিক;—নাভিদেশের ও তৎসন্নিহিত স্থানের অবিশ্রান্ত বেদনার আবেশে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ প্রকোপে **ডায়স্করিয়া** উপকারী; বায়ুর সঞ্চয় নিবন্ধন এই আক্ষেপিক উদরশূল জন্মে এবং **দেহ কঠিন রূপে বিস্তৃত করিলে তাহার উপশম হয়; কলসিন্থ উদরশূল শরীর দ্বিভাঁজ করিলে** উপশমিত হইয়া থাকে। বেদনার উপরি উক্ত প্রকৃতি থাকিলে **পিত্তশূল, রসবাভিক শূল এবং স্নায়ুশূল** প্রভৃতি উদরের সর্ব্ব প্রকার শূলেই ইহা ফলপ্রদ। বেদনা বিকীর্ণ হইয়া বক্ষ এবং পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত যায়। অত্যধিক উদরশূল বর্ত্তমান থাকিলে ইহা বিশেষ প্রকারের **উদরাময়ও** আরোগ্য করিয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৯৯ (LECTURE XCIX.)

লবেলিয়া ইন্‌ফ্লেটা (Lobelia Inflata.)। ইণ্ডিয়ান টুব্যাক।

(লবেলিয়েসি জাতি।)

সম্বন্ধ।—লবেলিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ইপিকা।

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডলে, বিশেষতঃ নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া লবেলিয়া প্রগাঢ় শক্তি-হীনতা, বিশেষ প্রকারের সর্ব্বাঙ্গীণ শিথিলতা, বক্ষের কষ্ট, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ও গলাধঃকরণক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা উৎপন্ন করে। উপরি উক্ত লক্ষণ-নিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাশয়স্থানে কষ্টানুভূতি, বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয়; অবশেষে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর পক্ষাঘাত বশতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শ্বাস ক্রিয়ার অভাব ঘটিলে কোল্যাপ্‌স্ বা পতনলক্ষণ এবং মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বল্পমাত্রায় সেবন করিলে স্বরযন্ত্র ও বায়ুনলীর আক্ষেপ উৎপন্ন হয় বলিয়া উপরি উক্ত যন্ত্রের আক্ষেপিক রোগে, বিশেষতঃ তাহার সহিত বিবমিষা বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রয়োগোপযুক্ত।

লক্ষণ।—বক্ষের সংকোচন বশতঃ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। শ্বাস-কৃচ্ছ্র। আমাশয়দেশে দুর্ব্বলতা ও চাপের অনুভূতির সহানুভূতি প্রযুক্ত হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ কষ্ট। হৃৎপিণ্ডদেশের গভীর স্থানে সামান্য বেদনা। ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ঘটিবে, হৃৎপিণ্ডের উদ্ধাংশের গভীর দেশে বেদনা। সন্ধ্যাকালে নাড়ী দ্রুত, কিন্তু ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; নাড়ী স্বাভাবিক হইতে ধীরতর।

অবিশ্রান্ত ও প্রচণ্ড বিবমিষা। প্রাতঃকালীন বিবমিষা এক ঢোক জলপানেই দমন। বিবমিষাকালে মস্তকোপরি শীতল ঘর্ম্ম।

banglabooks.in

আমাশয়ে অম্ল জন্মে এবং আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থান কশিয়া ধরে। বুক-জ্বালা করে ও মুখে জল উঠে।

চিকিৎসা।—নানা প্রকার **আক্ষেপিক শ্বাসযন্ত্র-রোগে,** বিশেষতঃ **হাঁপানিতে** বিবমিষা, বমন, অত্যন্ত বল-হীনতা এবং বক্ষের কষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে **লবেলিয়া** ফলপ্রদ। ইহার **হাঁপানি রোগ** অনেক বিষয়ে **ইপিকারোগের** তুল্য। ইহাতে বক্ষে যে কষ্ট ও দুর্ব্বলতা থাকে আমাশয়োর্দ্ধকোটরস্থানের চাপানু-ভূতি তাহার মূল বলিয়া অনুমিত। বিবমিষা ও প্রচুর মুখলালার স্রাব। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ শরীরের মধ্যদিয়া এক প্রকার বেঁধাবৎ অনু-ভূতি। ইহা বায়ুনলীসম্বন্ধীয় বা ব্রংকিয়াল পচা-শ্লেষ্মাযুক্ত বা **সেপ্টিক** (Septic) **হাঁপানিরোগের** বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার অতিশয় কষ্টজনক শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর চালনায় উপশমিত হয়। **ইপিকার** প্রশ্বাস অতীব কষ্টকর থাকে এবং বমন হইলে তাহার উপশম হয়। **আর্সেনিকের** হাঁপানি রজনী দ্বিতীয় প্রহরের পরে আক্রমণ করে।

অতি কঠিন প্রকৃতির **বমনরোগে লবেলিয়া** আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। বমনকালে মুখমণ্ডল প্রচুর ও শীতল ঘর্ম্মসিক্ত হয় ও প্রভূত মুখলালা ঝরে। গর্ভাবস্থার কথিত প্রকারের বমন ইহা আরোগ্য করিয়াছে। বিবমিষা, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং সুস্পষ্ট দুর্ব্বলতা সহ পুরাতন বমন-রোগে ক্ষুধা ভাল থাকিলে ইহা উক্ত বমন আরোগ্য করিয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০০ (LECTURE C.)

ফাইটলেক্কা ডিকেণ্ড্রা (Phytolacca Decandra.)।

(ফাইটল্যাক্কেসি জাতি।)

উপচয়।—সর্ব্বস্থলেই রজনীতে ও সিক্তদিনে বেদনার বৃদ্ধি।

উপশম।—অধিকাংশ লক্ষণেরই শয়নাবস্থায় উপশম; মুক্ত বায়ুতে বেদনার হ্রাস হয়। **সম্বন্ধ।**—ফাইটলেক্কার কার্য্যপ্রতিষেধক—দুগ্ধ এবং লবণ; ইগ্নে, সালফ। বিষমাত্রার—ওপিয়াম ও কাফি।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফাইটলেক্কার প্রধান ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ গলাভ্যন্তরের গ্রন্থি ও স্তনে এবং রসঝিল্লি, তন্তু এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লি-উপাদানে হইয়া থাকে। কিডনিতে ইহার ক্রিয়া হওয়ায় শরীরে লিথিক এসিডের বৃদ্ধি হয়। অস্থিবেষ্টঝিল্লি ও ত্বকে ইহা যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহার ফল পারদ, আয়ডাইড অব পট্যাসিয়াম এবং উপদংশ ক্রিয়াফলের সমান। উপরিউক্ত ক্রিয়া মূলতঃ প্রদাহিক অবস্থা উৎপন্ন করে; এই প্রদাহ তন্তুউপাদানে রসবাতের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং গ্রন্থিউপাদানে ক্ষত ও পূয়োৎপাদনপ্রবণতা বিশিষ্ট হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রে ইহার গভীর ক্রিয়া নিবন্ধন বমন এবং বিরেচন হইয়া থাকে। ইহাতে শরীরের বসাউপাদানের ক্ষয় হয়, পূয়জননক্রিয়া দ্রুত হইতে থাকে এবং পূয় জলবৎ, দুর্গন্ধময় ও রসানির ভাব ধারণ করে; অস্থি প্রদাহযুক্ত এবং স্ফীত হয়।

লক্ষণ।

স্নায়ু।—পেশীর পক্ষাঘাতিক অবস্থা নিবন্ধন অত্যন্ত বলক্ষয় ও শয্যাগতভাব। জঙ্ঘার দৌর্ব্বল্য ও গুরুত্ব জন্মিলে রোগী চলিতে টলে।

banglabooks.in

পর্য্যায়ক্রমিক ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ এবং শিথিলতা পেশীমণ্ডল অনমনীয়।

নাসিকা।—নাসারন্ধ্র রুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত জলবৎ তরল স্রাবের ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। উগ্র স্রাবে হাজা জন্মে।

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎশূলে হৃৎপিণ্ড প্রদেশে হঠাৎ বেদনার আক্রমণ; বেদনা দক্ষিণ বাহুমধ্যে যায়। হৃৎপিণ্ড সন্নিহিত স্থানের চালনাশক্তির অভাব বশতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হয়, আর নিদ্রা হয় না। বক্ষে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা হওয়ায় নাড়ী ক্ষুদ্র, অনিয়মিত, কখন বা পূর্ণ কিন্তু কোমল থাকে।

মুখগহ্বর ও গলমধ্য।—জিহ্বা অত্যন্ত কর্কশ; শুভ্র এবং রসবিম্বিকাযুক্ত পার্শ্ববিশিষ্ট; তাহার অগ্রভাগ লাল থাকে। গলাধঃকরণক্রিয়াকালে জিহ্বামূলে অত্যন্ত বেদনা। প্রচুর লালস্রাব; লালা আটা ঈষৎ পীত, দড়ি দড়ি ও ধাতুবৎ স্বাদবিশিষ্ট থাকে। গলা ক্ষতবিশিষ্ট, গলগহ্বর রক্তাধিক্যযুক্ত, কৃষ্ণলোহিত ও শুষ্ক; টন্‌সিল-গ্রন্থি স্ফীত। গলক্ষত জন্মিলে প্রাতঃকালে উপজিহ্বা স্ফীত হয় এবং গলগহ্বরে ঘন, শুভ্র এবং পীতবর্ণ শ্লেষ্মা জমে। গিলিবার সময় বোধ হয় যেন গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড আছে, মস্তক বামপার্শ্বে ফিরাইতেও ঐ রূপ বোধ। গলদেশ ও টন্‌সিলগ্রন্থিতে কাঁচা ও চাঁছাবোধ। গলমধ্যে শুষ্কতা, টাটানি ও জ্বালা সহ চন্‌চনি এবং কর্কশভাব। গলমধ্যে কর্কশভাব বশতঃ কাসির উদ্রেক ও গলা পরিষ্কার করার জন্য গলাখাঁকর দিবার ইচ্ছা। গিলিতে কষ্ট হয় এবং প্রত্যেক বার গিলিবার চেষ্টাকালে অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীরবেগে উভয় কর্ণ ভেদ করিয়া ধাবিত হয়।

গ্রীবা ও পৃষ্ঠ।—গ্রীবার দক্ষিণ পার্শ্বের গ্রন্থিতে কাঠিন্য। রজনী দুই প্রহরের পর গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে দক্ষিণ পার্শ্বে তাহা

banglabooks.in

অধিকতর থাকে এবং শয্যায় তাহা বর্দ্ধিত হয়। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই পৃষ্ঠ অত্যন্ত অনমনীয় থাকে। কটি এবং কটিপশ্চাতে অবিশ্রান্ত, মৃদু ও গুরু বেদনা। কটিপশ্চাৎ হইতে তীরবেধবৎ বেদনা দুই হিপসন্ধি বহিয়া নিম্নে যায়।

অঙ্গাদি।—বাহু এবং হস্তে রসবাতিক বেদনা। উভয় উরুর বহিঃপার্শ্বে স্নায়ুশূলের বেদনা। নিম্নাঙ্গে রসবাতিক বেদনা। জঙ্ঘায় ক্ষত ও গুটি বা নোড। প্রত্যেক রজনীতে জঙ্ঘার বৃহদস্থি বা টিবিয়ার অস্থিবেষ্টঝিল্লিতে বেদনা। শরীরের নানা অংশে সূচিবেধবৎ বেদনা সকল সময়েই বাহ্য হইতে অভ্যন্তর পার্শ্বে যায় ও বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করে। বেদনা সর্ব্বদাই বহিরাংশে থাকে।

ত্বক।—অনতিপুরাতন ও পুরাতন (সেকেণ্ডারি ও টার্শিয়ারি) উপদংশজ উদ্ভেদ এবং ক্ষত। শল্কযুক্ত উদ্ভেদ; মস্তকত্বকে কীটজ উদ্ভেদ; লুপাস্ বা বিশেষপ্রকারের দূষিত ক্ষত; ক্ষত।

চিকিৎসা।

প্রনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস।—**ফাইটলেক্কার** ধনুষ্টঙ্কাররোগে হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত হয়; ওষ্ঠ উল্টাইয়া যায় এবং তাহার কোণ ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হওয়ায় দন্ত বাহির হইয়া পড়ে; এ লক্ষণে ইহা **ক্যাম্ফর** ও **ষ্ট্রীক্নিয়া** সহ তুলনীয়। মুখমণ্ডলপেশীর পর্য্যায়ক্রমিক আক্ষেপ ও শিথিলতা।

টন্‌সিল্‌গ্রন্থিপ্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্।—কৌষিক বা ফলিকুলার টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহে **ফাইটলেক্কা** বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহাতে জিহ্বামূলে বেদনা থাকে অথবা গিলিবার সময় তাহা কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। টন্‌সিল্‌গ্রন্থি বিবর্দ্ধিত ও নীলবর্ণ সন্নিহিত শরীরাংশ

banglabooks.in

কৃষ্ণনীল এবং গলমধ্য অত্যন্ত শুষ্ক, জ্বালাময় চন্‌চনিযুক্ত ও জ্বালা-বিশিষ্ট থাকে।

ইগ্নেসিয়া।—ডাং র ইগ্নেশিয়াকে কৌষিক টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে টন্‌সিলের উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ঈষৎ পীতাভশুভ্র ক্ষত জন্মে এবং গলমধ্যে ছিপি থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণাতিরিক্ত সময়ে বর্দ্ধিত হয়।

গলক্ষত বা সোরথ্রোট।—ফাইটলেক্কার গলক্ষতে গলা কাল্‌চেবর্ণ ও টনসিল কৃষ্ণলোহিত হয়, গলা টাটায় এবং গলাধঃকরণে জিহ্বামূলে বেদনা লাগে; আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পৃষ্ঠ এবং অঙ্গনিচয় কনকন করে। অনেক সময়েই ইহাতে গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রান্ত হয়। গলনলীর পুরাতন কৌষিক প্রদাহ বা ফলিকুলার ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌রোগে সর্ব্বদা গলা খাঁকর দিয়া গলা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইলে অথবা গলায় উষ্ণ পিণ্ড থাকার অনুভূতি তপ্ত পানীয় পানে বর্দ্ধিত হইলে ইহা উপকারী। তরুণ গলক্ষত রোগে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে গলমধ্যে অগ্নির গোলা প্রবেশের অনুভূতি থাকায় আমরা রোগ ফাইটল দ্বারা আরোগ্য করিয়াছি।

গ্র্যাফাইটিস্‌।—পুরাতন গলক্ষতরোগে গলমধ্যে পিণ্ড থাকার অনুভূতি।

ব্যাপ্টিসিয়া।—ক্ষতযুক্ত গলপ্রদাহের রুগ্ন স্থান হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে। ক্ষতের অত্যন্ত পচিতাবস্থাই ইহার প্রদর্শক।

নেট্রাম্‌ আর্স।—শবচ্ছেদগৃহের বাষ্প ঘটিত গলক্ষত।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষত।—নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ফাইটলেক্কা ফলপ্রদান করে,—গলমধ্য অত্যন্ত প্রদাহযুক্ত ও স্ফীত; গলদেশ এতাদৃশ টাটানিযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু যে, কোন বস্তু গলাধঃ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; বেদনা তীব্রবেগে কর্ণে

banglabooks.in

প্রবেশ করে; জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত থাকে ; দুর্গন্ধ প্রশ্বাস বায়ু ; স্ফীত গ্রন্থি; নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও উষ্ণতাযুক্ত ; এবং গলদেশে ঈষৎ ধূরসবর্ণের ঝিল্লি। পৃষ্ঠবেদনা, সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি এবং প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা ইহার আনুষঙ্গিক ও বিশেষ লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগের আরম্ভে ঈষৎ শীত এবং গলমধ্যে জ্বালা ইহার প্রদর্শক। ডাং বার্ট ও ডাং বেজ্ ইহার মূল অরিষ্ট আভ্যন্তরীণ এবং কুলকুচারূপে বাহ্য প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করিতে বলেন। উপরি উক্ত লক্ষণ থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্তনরোগ বা ম্যামারি ডিজিজ্।—স্তনের উত্তেজনা-প্রবণ অর্ব্বুদ রোগে ফাইটল উপকারী ; স্তন্য পান করাইতে স্তন অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, এবং অত্যধিক দুগ্ধের ক্ষরণ। সহজেই স্তন চাপ বাঁধিয়া কঠিন (cake) হইয়া যায় ও পাকে ; এরূপাবস্থায় কোন ঔষধই ইহার সমকক্ষ নহে ; স্তনাগ্র হইতে বেদনা সম্পূর্ণ শরীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে। স্তনাগ্রের টাটানিযুক্ত ফাটা রোগে ইহা প্র্যাক্সা ও হিপার সহ তুলনীয়। স্তনের রোগে সম্পূর্ণ শরীরের কনকনানি ইহার প্রদর্শক স্থানীয়।

ক্রউন টি—স্তনাগ্র হইতে বেদনা স্কন্ধমধ্যে যায়।

ফেলান্ড্রিয়াম্—স্তনাগ্রে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং দুগ্ধবহা নলী বহিয়া বেদনা।

মিউরেক্স্—ডাং জসেট্ ইহা দ্বারা স্তনের অর্ব্বুদের বেদনা, বিশেষতঃ তাহার ঋতুস্রাবকালে বৃদ্ধি হইলে আরোগ্য করিয়াছেন।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্।—উপদংশদোষযুক্ত রসবাতরোগেই ফাইটলের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। জানুসন্ধি ও কনুইসন্ধির অধঃদেশের বেদনাতেই ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। পেশী

banglabooks.in

কঠিন ও অকর্ম্মণ্য; বেদনা ছুটিয়া বেড়ায় এবং রজনীতে, বিশেষতঃ আর্দ্র দিবসে বর্দ্ধিত হয়। স্নায়ুবেষ্টঝিল্লির এবং অস্থিবেষ্টঝিল্লির, ফলতঃ তন্তুউপাদান মাত্রেরই রসবাতরোগে **ফাইটল** ফলপ্রদ ঔষধ। স্কন্ধ এবং বাহুর রসবাতরোগে, বিশেষতঃ তাহা উপদংশ সংসৃষ্ট হইলে ইহা উপযোগী।

কেলি হাই—ইহাও সন্ধির, বিশেষতঃ জানুসন্ধির রসবাতরোগে উপকারী। জানু স্ফীত হয়, টিপিলে লেইর ন্যায় অনুভূতি দেয় এবং বেদনা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ রোগসহ উপদংশ অথবা পারদের সংসৃষ্টতা থাকে।

মার্কুরিয়াস্—ইহার রসবাতরোগে প্রচুর ঘর্ম্ম হয় এবং তজ্জন্য এবং রজনীতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

সিলিসিয়া—ইহা বংশানুক্রমিক রসবাতরোগের ঔষধ। বেদনার রজনীতে ও রুগ্ন শরীরস্থান অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হয়।

উপদংশ বা সিফিলিস্—অনেক লক্ষণ দ্বারা **ফাইটলের** উপদংশ সংশ্রব প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপদংশজ রসবাতরোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; অস্থি সহ পেশীর সংযোগস্থান বেদনাক্রান্ত হয় ও বেদনার রজনীতে এবং আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি হয়। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** উপদংশলক্ষণ জননেন্দ্রিয় সন্নিহিত স্থানে কোমল ও সিক্ত উপমাংস এবং শুষ্ক চর্ম্মকীল দ্বারা, **সিলিসিয়ার** তাহা জননেন্দ্রিয়দেশে পূয়জনক রোগ দ্বারা, এবং **থুজা** পূয়মেহনাশক ঔষধ হইলেও উপদংশরোগগ্রস্ত লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গবেষ্টত্বকে স্রাবী উপমাংস অথবা শুভ্র ও কোমল ক্ষত দ্বারা প্রকাশিত হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০১ (LECTURE CI.)

ইস্কুলাস্ হাইপক্যাষ্টেনাম (Æsculus Hypocastanum.)

(স্যাপিণ্ড্যাসি জাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া।—ইস্কুলাসের মৌলিক ক্রিয়ায় যকৃৎ এবং যকৃচ্ছিরা বা পোর্টালশিরামণ্ডলী আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদিগের রক্তাধিক্য উৎপন্ন হয়। গৌণভাবে ইহাতে কোলন, সরলান্ত্রপথ এবং মলদ্বারের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ জন্মে। অর্শ সংক্রান্ত রক্তবহানাড়ী অতিশয় রক্তপূর্ণ হইলে অতীব গুরুতর অবস্থার অর্শের উৎপত্তি হয়। **নিম্নপৃষ্ঠ এবং কটিপশ্চাতে কঠিন কনকনানি বেদনা** ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

লক্ষণ।

স্নায়ু। বাহু, জঙ্ঘা এবং মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতিক অনুভূতি। রোগী মূর্চ্ছার ভাব এবং দুর্ব্বলতা বোধ করে; ক্লান্তি এবং আমাশয়ে মূর্চ্ছার ভাব। স্নায়ুশূলের বেদনা ত্বরিত স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা প্রকাশ করে।

স্বরযন্ত্র।—স্বরযন্ত্রদ্বারের এবং স্বরযন্ত্র-গলগহ্বরের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির শুষ্কতা বোধ। স্বরভঙ্গ।

গলমধ্য।—গলমধ্যে শৈত্যসংস্পর্শবৎ শুষ্কতা ও কর্কশতা বা অবদারণভাব এবং জ্বালা। গলগহ্বরে সংকোচন বোধ। গলাধঃকরণ কষ্টকর; গলমধ্যে শুষ্কতা জন্মিলে গেলার ইচ্ছা হয়।

মল এবং মলদ্বার।—সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকাপূর্ণবৎ এবং শুষ্কভাবের অস্বস্তি। সরলান্ত্রে টাটানি এবং তাহাতে ও মলদ্বারে জ্বালা, চুলকনা এবং পূর্ণতা বোধ। অর্শ চীনেবাদামের ন্যায় ও বেগুণে রঙের; অর্শে জ্বালাযুক্ত বেদনা; তাহা সাধারণতঃ অস্রাবী; পৃষ্ঠে কনকনানি এবং খঞ্জতা বা তীরবেধবৎ বেদনা; মলদ্বার স্খলিত বোধ।

banglabooks.in

মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রে জ্বালা। নিষ্ফল মলবেগ। স্থূল, কঠিন এবং শুষ্ক বিষ্ঠার কষ্টে ত্যাগ; মলত্যাগান্তে মলদ্বার স্খলিত বোধ।

পৃষ্ঠ:—পৃষ্ঠের অবিশ্রান্ত কনকনানি, কটিপশ্চাৎ এবং হিপসন্ধি আক্রমণ করে, ভ্রমণে ও সম্মুখে নত হইলে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং রোগী উপবেশন করিলে ক্বচিৎ উঠিতে পারে। ভ্রমণকালে পৃষ্ঠ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ভ্রমণকালে নিম্নপৃষ্ঠে এবং হিপ্‌সন্ধিতে ছিন্নবৎ বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কনকনানি।

চিকিৎসা:—**অর্শ**—যকৃৎ শিরার অথবা উদরের শোণিতাধিক্য বশতঃ অর্শরোগে **ইস্কুলাস** বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই অর্শ হইতে রক্তস্রাব হউক বা না হউক **সরলান্ত্রে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা থাকার অনুভূতি** সর্ব্বস্থলেই প্রদর্শক স্থানীয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে কটিদেশের কনকনানি, বহির্নিক্রান্ত, বেগুণে রঙ্গের অর্শ সহ নিম্নপৃষ্ঠ ও কটিপশ্চাতে বেদনা এবং যকৃৎপ্রদেশে পূর্ণতা প্রধান স্থান অধিকার করে। পোর্টালশিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য নিবন্ধন অর্শরোগ-চিকিৎসায় ডাং হিউজ **ন্যাক্স ভ** এবং **সাল্‌ফারের** পক্ষপাতী।

পাল্‌স—**ইস্কুলাসের** পরে প্রযোজ্য। **মৃদু রক্তাধিক্য ও অজীর্ণ** ইহার অস্রাবী অর্শের কারণ। উচ্চ ক্রমে ফলপ্রদ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ জন্য অর্শ **ইস্কুলাস** আরোগ্য করিতে পারে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাকেক:—অনেক সময় **ইস্কুলাস** দ্বারা পৃষ্ঠবেদনার উপকার হইয়া থাকে। ইহার বেদনারও **সিপির** বেদনার ন্যায় ভ্রমণে বৃদ্ধি হয়। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পৃষ্ঠবেদনাও ভ্রমণে এবং দেহ সম্মুখে নত করায় বর্দ্ধিত হইলে অনেক সময়ে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

লক্ষণানুসারে **ইস্কুলাস স্বরযন্ত্রের প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ** এবং **গলনলীপ্রদাহে** উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০২ (LECTURE CII.)

ড্রসিরা রটাণ্ডিফলিয়া (Drosera Rotandifolia.)।

(ড্রসিরেসি জাতি।)

সম্বন্ধ :—কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর।

সাধারণ ক্রিয়া :—নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুতে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা ড্রসিরা অতি প্রবলরূপে শ্বাসযন্ত্র আক্রমণ করিলে বিশেষ ফলস্বরূপ যে, আক্ষেপিক কাসি উৎপন্ন হয় তাহা হুপ্‌শব্দককাসির প্রতিকৃতি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ইতর জন্তুতে ইহা গুটিকোৎপাদক-রোগ বা টুবার্কুলসিস্ উৎপন্ন করিয়াছে।

লক্ষণ—শ্বাসযন্ত্র :—স্রাবী অথবা অস্রাবী নাসিকাসদ্দিতে বারম্বার হাঁচি ; শ্বাসপ্রশ্বাসকালে স্বরযন্ত্রে ঘৃষ্টবোধ। স্বরভঙ্গ এবং অতি মৃদু স্বর। শ্বাসযন্ত্রে কণ্ঠানুভূতি ; কথা কহিলেই কণ্ঠার সংকুচিতভাব ; ভ্রমণকালে শ্বাসকচ্ছ্র হয় না। কথা কহিলে বক্ষ ও কণ্ঠ লক্ষণের বৃদ্ধি। **কাসির আক্রমণপরম্পরা এত প্রচণ্ডতা সহ হইতে থাকে যে রোগী ক্বচিৎ শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয় :** স্বরযন্ত্রে বিড়্‌বিড়্‌ বশতঃ কাসির উদ্রেক হইলে স্বরযন্ত্রে কোন কোমল বস্তু থাকার অনুভূতি হয় এবং খোঁচার ন্যায় বেদনা গলনিম্নগহ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। সন্ধ্যাকালে শয়নের অব্যবহিত পরে এবং রজনীতে কাসি হওয়ায় ২টা রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ। শুষ্ক আক্ষেপিক কাসিতে বমনের ইচ্ছা। কাসির সময়ে এবং পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। কাসিলে পূয়বৎ অথবা রক্তময় গয়ার উঠে।

গলগহ্বরের গভীর দেশে এবং উপজিহ্বায় কর্কশ ও শুষ্ক বোধ জন্য

banglabooks.in

হক্ হক্ কাসি হইলে পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয় এবং স্বরভঙ্গ থাকিলে, গভীর স্বরে কথা কহিলে এবং কাসিলে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে বায়ু বন্ধ হওয়ায় নিশ্বাস ফেলিতে পারা যাইতেছে না। কাসিলে ও শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষপেশীতে সূচিবেধবৎ বেদনার চাপে উপশম। রক্ত কাসি।

চিকিৎসা—হুপ্ শব্দককাসি বা হুপিং কফ্।—ড্রসিরা হুপশব্দককাসির অন্যতম প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহাতে খেউ খেউ করিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র কাসি হইতে থাকে যে রোগী শ্বাস গ্রহণের সময় পায় না। সন্ধ্যাকালে কাসির বৃদ্ধি। রোগী গয়ার উঠাইবার যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহা বমনবেগ ও বমনে পর্য্যবসিত হয়। বিশেষ করিয়া মধ্যরজনীর পরে কাসির বৃদ্ধি হইলে শিশু কাসির সময় আমাশয়দেশ চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন, "হুপিংকাসির চিকিৎসোপযোগী আমাদিগের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ড্রসিরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারী।" মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, "ড্রসিরা ৩০ দ্বারাই প্রায় প্রত্যেক হুপিংকাসিরোগ আরোগ্য হইতে পারে।" ফলতঃ তাহা প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু ডাং বেজের মতানুসারে ইহার ১× প্রয়োগে আমরা সর্ব্বোচ্চ ফল পাইতে পারি। উপসর্গহীন রোগে ইহা কার্য্যকরী। ইহা দেশব্যাপী (epidemic) রোগে সর্ব্বত্র ফলপ্রদ নহে।

যক্ষ্মাকাসির রোগীদিগের আক্ষেপিক কাসির সন্ধ্যাকালে, সম্ভবতঃ পুনর্ব্বার মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি হইলে এবং গয়ার তুলিবার চেষ্টা করিলেই তাহা বমনের বেগে ও বমনে শেষ হইলে ড্রসিরা উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৩ (LECTURE CIII.)

আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্ (Argentum Metalicum.)

সম্বন্ধ :—আর্জেণ্টাম্ যাহার কার্য্যের প্রতিষেধক—মার্কারির। আর্জেণ্টামের কার্য্যের প্রতিষেধক—মার্ক, পাল্‌স্।

সাধারণ ক্রিয়া :—পরিপাকযন্ত্রপথ, শ্বাসযন্ত্রপথ এবং জননেন্দ্রিয়-মূত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি, ও সন্ধিতে এবং তাহাদিগের গঠনোপাদান—অস্থি, উপাস্থি ও বন্ধনী প্রভৃতিতে, উপাস্থির উপরিভাগে, কর্ণের উপাস্থিতে এবং ইউষ্টেচিয়ান টিউব বা নলী, নাসিকা ও উপপর্ণ্ডকা প্রভৃতিতে আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্ প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা মেরুমজ্জেয় স্নায়ু আক্রমণ করায় শরীরের বহুবিধ স্থানে বেদনা এবং পেশীর আক্ষেপপ্রবণতা উৎপন্ন হয়। ইহা গ্রন্থিল যন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডেও ক্রিয়া প্রকাশ করে।

লক্ষণ :—ভ্রমণের পর শক্তিহানি ঘটে; অসাধারণ ক্লান্তি জন্মে। অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে ও নিদ্রা যাইতে বাধ্য। শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ে টাটানি ও আবদারণভাব। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে দৌর্ব্বল্য বোধ। রোগী রজনীতে অস্থির থাকে। মৃগীবৎ সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপের পর প্রলাপযুক্ত ক্রোধ, লক্ষঝম্প, এবং নিকটস্থ ব্যক্তিকে প্রহার। রোগাক্রমণ প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পদের ক্ষুদ্রাস্থিনিচয়ে ছিন্নবৎ বেদনা।

কাসিলে স্বরযন্ত্রের ঊর্দ্ধাংশে অবদারণভাব এবং টাটানি, গলাধঃকরণ কালে তদ্রূপ হয় না। ইহার স্বরভঙ্গ প্রধানতঃ গীতব্যবসায়ী ও বক্তা প্রভৃতির মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরযন্ত্রে শ্বেতসার

banglabooks.in

(এরারুট আদি) সিদ্ধবৎ প্রচুর স্রাব থাকিলে সহজে উঠান যায়। শ্বাস-নলীদ্বিশাখাস্থলে (at the bifurcation of the trachea) অবদারণভাব এবং স্বরভঙ্গ, স্বরের ব্যবহারে বর্দ্ধিত।

পুনঃপুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছার সহিত প্রচুর, ঘোলাটে ও মিষ্টঘ্রাণযুক্ত মূত্রস্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি।

বাম অণ্ডাধার ও কটিতে যষ্টিবৎ বেদনা; বোধ যেন বাম অণ্ডাধার বৃহত্তর হইতেছে; পীতবর্ণ, হাজাকর, কল্‌তানির ন্যায় এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত জরায়ু নিম্নাভিমুখে ঠেল মারিলে ও বাম অণ্ডাধারে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে জরায়ুস্খলন জন্মে। জরায়ুরোগে সম্পূর্ণ উদরে ক্ষত থাকার ন্যায় টাটানির শকটারোহণে বৃদ্ধি।

চিকিৎসা;—উপরি লিখিত লক্ষণ অনুসারে মৃগী, স্নায়ুশূল (বেদনা যে স্থানেই হউক তাহার সহিত হৃৎপিণ্ডের পেশীতে আক্ষেপিক নর্ত্তন থাকিলে), স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ ও স্বরভঙ্গ, বহুমূত্র এবং অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য ও বেদনা এবং তাহার সহিত জরায়ুস্খলন প্রভৃতি রোগে আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম্ উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৪ (LECTURE CIV.)

কার্ব্ব এনিমেলিস (Carbo Animalis.)।

সম্বন্ধ ;—কার্ব্ব এনিম্যালিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর, নাক্‌স্ ভ, ভাইনাম্।

সাধারণ ক্রিয়া ;—কার্ব্ব এনিমেলিস্ প্রধানতঃ গ্রন্থিমণ্ডল আক্রমণ করায় তাহাদিগের বেদনাযুক্ত স্ফীতি, প্রদাহ, দড়কচড়াভাব ও ক্ষত এবং পরিপাকযন্ত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিলে অজীর্ণলক্ষণ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থি-মণ্ডলে ইহার ক্রিয়ায় অধিকাংশ সময়ে তাহাদিগের যে স্কিরাস্ ক্যান্‌সার-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় তাহাই কার্ব্ব এনিমেলিসের বিশেষতা বলিয়া পরিগণিত।

লক্ষণ ;—**দৌর্ব্বল্য এবং কার্য্যকরী শক্তির অভাব ;** শিরোদেশে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন মাথার খুলি ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গিয়াছে ; রজনীতেও ঐরূপ হয় এবং রোগী হস্ত দ্বারা মস্তক ধারণ করে ; সিক্ত দিবসে তাহার বৃদ্ধি।

শ্রবণশক্তির বিশৃঙ্খলা ঘটে ; কোন্ দিক হইতে শব্দ আইসে রোগী তাহা বুঝিতে পারে না ; বধিরতা।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর স্বরযন্ত্রের কাঁচাভাব ও স্বরভঙ্গ। স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। বক্ষ ও স্বরযন্ত্রের সংকোচন প্রযুক্ত শুড়্‌শুড়িযুক্ত কাসি। সকালবেলা গাত্রোত্থান করিলে এবং প্রায় সম্পূর্ণ দিন কঠিন কাসি হইলে উদরে ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন উদর স্খলিত হইবে, রোগী তাহা ধারণ করিতে বাধ্য হয় এবং যে পর্য্যন্ত কিছু নিষ্ঠ্যূত না হয়, আল্‌গা শ্লেষ্মার শব্দ হইতে থাকে। বক্ষে জ্বালা ও

banglabooks.in

চাপবৎ বেদনা। বক্ষে শৈত্যানুভূতি। সবুজ; পূয়বৎ এবং ভয়ানক দুর্গন্ধ গয়ার। শ্বাসরোধকারী গলা ভাঙ্গা। কাসিতে মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগায় বোধ হয় যেন মস্তকমধ্যে মস্তিষ্ক শিথিলভাবে রহিয়াছে।

উদ্গারে বহুক্ষণ পূর্ব্বের ভুক্ত বস্তুর আস্বাদ পাওয়া যায়। বুকজ্বালা। মাংস ভক্ষণ করিলে অনেক সময় পর্য্যন্ত বিবমিষা থাকে। আমাশয়োর্দ্ধ্ব কোটরস্থানে "কিছু নাই নাই ভাবের অনুভূতির" আহার করিলেও উপশম হয় না।

সরলান্ত্র এবং মলদ্বারে জ্বালা ও টাটানি। মলদ্বার হইতে আটা রস ঝরে। অর্শ অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং ভ্রমণকালে জ্বালা করে। বিলম্বে অতাল্প বিষ্ঠাত্যাগ। কোমল বিষ্ঠা। মলত্যাগকালে রক্তের নির্গমন।

মূত্রস্রাবকালে মূত্রনলীতে জ্বালাযুক্ত টাটানি। রজনীতে বারম্বার মূত্রস্রাব।

রেতঃক্ষরণ; জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা; মানসিক ও শারীরিক শক্তিহানি। উপদংশ; বাঘি। অণ্ডকোষবেষ্টত্বকের পশ্চাতে আটা ও গন্ধহীন আদ্রতা।

অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাবকালে রোগিণী এতাদৃশ দুর্ব্বল যে কষ্টে কথা কহিতে পারে। জরায়ুগ্রীবার দড়কচড়াভাব ও ক্ষত হইলে জ্বালা করে। জ্বালা উরুমধ্যে যায়; বস্তিদেশে ও কটিপশ্চাতে প্রসববেদনাবৎ বেদনা হইলে ক্লেদবৎ ও রক্ত সংযুক্ত স্রাব; কর্কটরোগ। স্তনের স্কিরাস্‌ক্যান্‌সার বা কর্কট।

চিকিৎসা—ব্রংকাইটিস বা নলৌষ; নিউমোনিয়া; এবং যক্ষ্মাকাস প্রভৃতি বক্ষরোগের শেষাবস্থায় ফুস্‌ফুস্‌উপাদানের ধ্বংস এবং গয়ারের পচন আরম্ভ হইলে কার্ব্ব এনি এবং

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ, অবস্থাভেদে এই উভয় ঔষধেরই উপযোগিতা দৃষ্ট হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভেদ নিরূপণের আবশ্যক। **শ্বাসরোধ-কর গলাভাঙ্গাকাসিতে মস্তিষ্ক আন্দোলিত হওয়ায় শিথিল থাকার অনুভূতি, বক্ষ মধ্যে শীতল বোধ** (ভ্রমিণ) এবং সাধারণতঃ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের ধ্বংসাবশেষ গহ্বর হইতে **সবুজ, পূয়বৎ ও ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ নিষ্ঠীবন কার্ব্ব এনির,** এবং আক্ষেপিক কাসি ও গভীর, কর্কশ অথবা বসা স্বর, বক্ষে স্পষ্টতর জ্বালা, প্রচুর, পীতবর্ণ এবং **কার্ব্ব এনি** হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন (বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের ব্রংকাইটিসে), ও রোগীর পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে এবং নিদ্রাবেশে বর্দ্ধিষ্ণু শ্বাসকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতা **কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের** প্রভেদক। চক্ষু মুদ্রিত করিলেই **কার্ব্ব এনি** রোগীর শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে।

অজীর্ণ এবং অর্শ।—স্তন্যদাত্রী স্ত্রীলোকদিগের দুর্ব্বলতা ঘটিত অজীর্ণরোগে রোগিণী কিছু মাত্র আহারেই আমাশয়ের কষ্ট হইলে উভয় **কার্ব্বই** প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু এই অজীর্ণের উপসর্গ "আমাশয় সন্নিহিত স্থানে শৈত্যানুভূতি হস্তের চাপে বা ঘর্ষণে উপশমিত হইলে" **কার্ব্ব এনি**; এবং "আমাশয় সন্নিহিত স্থানে গুরুত্ব নিবন্ধন ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি" থাকিলে **কার্ব্ব ভেজি** উপযোগী। আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে "কিছু না থাকার অনুভূতি আহারে উপশমিত না হওয়া" **কার্ব্ব এনির** বিশেষ লক্ষণ সিপিয়া সহ তুলনীয়।

উপরি উক্ত দুর্ব্বল ও জীর্ণশক্তি রোগীর **অর্শরোগে** সরলান্ত্র হইতে গন্ধহীন রস ঝরিলে **কার্ব্ব এনি** এবং রসস্রাবের অভাব থাকিলে **কার্ব্ব ভেজি** প্রযোজ্য।

banglabooks.in

উপদংশ বা সিফিলিস; বাঘী বা বিউবো; এবং অন্যান্য প্রকার গ্রন্থিরোগ।—পারদের অপব্যবহার বশতঃ উপদংশরোগ ধাতুগত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্থল বিশেষে **কার্ব্ব এনি** উপযোগী। শরীরে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাম্রবর্ণ কলঙ্ক এবং কুচকি ও বগলে দড়কচড়াভাবযুক্ত এবং প্রস্তরবৎ কঠিন গ্রন্থির বর্ত্তমানতা ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য। উপরি উক্ত কাঠিন্য রুগ্ন গ্রন্থির চতুষ্পার্শ্বস্থ উপাদানেও বিস্তৃত হয়। এরূপ কাঠিন্যযুক্ত পুয়মেহজ বাঘীতেও ইহা উপকারী। কাঁচা বাঘী কাটিলেও তাহার এই রূপ দূরবস্থা হয় ও তাহার ক্ষত স্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। এস্থলেও **কার্ব্ব এনি** উপকারী।

ক্যান্‌সার, কর্কট বা মারাত্মক অর্ব্বুদ।—স্তনের স্কিরাসক্যান্‌সাররোগে স্তনমধ্যে কঠিন গুটিকা উৎপন্ন হওয়ায় তাহার দড়কচড়াভাব ও প্রস্তরবৎ কাঠিন্য হইলে এবং ত্বক ঈষৎ নীল ও বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট থাকিলে **কার্ব্ব এনি** দ্বারা উপকার দর্শে। বগলের গ্রন্থি স্ফীত হয় এবং স্তনে আকৃষ্টবৎ বেদনা থাকে। **জরায়ুগ্রীবার ক্যান্‌সাররোগে** তাহা দড়কচড়াভাব ও জ্বালাময় বেদনা যুক্ত থাকিলে এবং যোনি হইতে পাতলা ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে ইহা প্রয়োজ্য।

কার্ব্বলিক এসিড—ক্যান্‌সাররোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ রূপে প্রশংসিত হইয়াছে।

সিড্রন—ক্যান্‌সারের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় ডাং হেল্‌মাথ ইহার সুখ্যাতি করেন।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৫ (LECTURE CV.)।

আইয়ারণসল্টস্।

১। ফেরাম মেটালিকাম। ২। ফেরাম আয়-ডেটাম্। ৩। ফেরাম্ ফসফরিকাম।

১। ফেরাম্ মেটালিকাম্ (Ferrum Metalicum.)।

সম্বন্ধ।—ফেরামের কার্য্য প্রতিষেধক—আর্স, সিংক, হিপার সা, ইপিকা, পাল্‌স্, ভিরেট এ, থিয়া। ফেরাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কপার, মার্কারি, প্রাসিক এসিড, আর্স, আয়ডি, সিংক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফেরামের প্রাথমিক ক্রিয়ায় শোণিতের সজীবতার ও লোহিত কণিকার বৃদ্ধি হইলেও ইহা অচিরাৎ শোণিত নির্ম্মাপক যন্ত্রমণ্ডলে এরূপ বৈকারিক শক্তি প্রকাশ করে যে, তাহাতে তাহার লৌহ সমীকরণক্রিয়া (Assimilation of Iron.) বিধ্বস্ত হইয়া যায়। তাহার ফলস্বরূপ. সম্পূর্ণ শরীরযন্ত্র এবং শরীরোপাদানের পুষ্টিহানি হওয়ায় শরীরোপাদানের বিশ্লেষিত অবস্থা বশতঃ শোণিতের জলীয়াংশের বৃদ্ধি এবং তাহার শ্বেতলালা বা এল্‌বুমেনের ও লোহিত কণিকার সঙ্খ্যার হ্রাস হইলে রক্তহীনতা এবং তদানুষঙ্গিক দৌর্ব্বল্যাদি নিম্নবর্ণিত লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

শোণিতের উপরি উক্ত অবস্থায় শরীর শীর্ণ হইয়া যায়। লোহিত-বর্ণ শরীর স্থান পাণ্ডুর হয়। যন্ত্রাদি হইতে ফেকাসে আকারে শোণিত-স্রাব হইলে তাহা সহজেই থানা থানা জমাট বাঁধে। শোণিতবহা নাড়ী, বিশেষতঃ মস্তক, মুখ এবং পদের শোণিতবহা নাড়ী স্ফীত হয়। রোগী প্রকৃত পক্ষে রক্তহীন থাকিলেও অসমান শোণিতসঞ্চালন হেতুয়ায় শারীর

banglabooks.in

যন্ত্রবিশেষে অলীক রক্তাধিক্য চিহ্ন জন্মে। শোণিতপূর্ণ ধাতু বিশিষ্ট, উগ্রস্বভাব এবং ব্যগ্র ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডল লোহিতাভ থাকে, কিন্তু স্নায়ু শক্তি দুর্ব্বল হয়।

লক্ষণ।

মন।—আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থানে দপদপানি হওয়ায় উৎকণ্ঠা; কার্য্যাদিতে সামান্য বাধা পাইলেই রোগী উত্তেজিত; প্রত্যেক ঘটনাই তাহাকে উত্তেজিত অথবা অবসাদিত করে। মানসিক বিশৃঙ্খলা।

মস্তক।—নিম্নে নামিতে; স্রোত জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে; এবং ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে রক্ত ধাবিত হওয়ায় শিরার স্ফীতি এবং মুখে তাপোচ্ছ্বাস। মস্তকে হাতুড়ির আঘাতবৎ ও দপদপানি বেদনায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

স্নায়ু।—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, রোগী সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শারীরিক উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ রোগী অসহিষ্ণু থাকে। অস্থিরতা; রোগী ধীরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য। রসক্ষয় হইতে পক্ষাঘাত। বেদনার সাময়িক আক্রমণ।

শ্বাসযন্ত্র।—নাসিকাস্রাব রক্তময়, পূয়বৎ, ঈষৎ সবুজ, ক্লেদের ন্যায় এবং উগ্রতাবিশিষ্ট। রক্তহীন রোগী প্রাতঃকালে মস্তক নত করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস এবং বক্ষে কষ্ট বোধ যেন কেহ হস্ত দ্বারা বক্ষ চাপিয়া ধরিয়াছে। বক্ষের আড়াআড়ি ভাবে বেদনা থাকায় অস্বস্তিকর শ্বাসপ্রশ্বাস। প্রাতঃকালে শয্যোত্থিত রোগীর কাসিতে রক্ত উঠে। অত্যল্প, পাতলা ও বুদ্বুদযুক্ত গয়ারে শোণিত রেখা থাকে; অথবা প্রভূত, পূয়বৎ, পচা, ঈষৎ সবুজ কিম্বা বুদবুদ যুক্ত গয়ারের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী।—হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া। পরম্পরাগত হৃৎরোগ। সমস্ত শোণিতবহা নাড়ীতেই দপদপানি; হৃৎপিণ্ডের চূড়াস্থানে ফুৎকারবৎ শব্দ। নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল এবং ধীরগতি।

পরিপাক যন্ত্র।—কখন কখন পেটুকের ন্যায় ক্ষুধা, অধিকাংশ সময়ে অরুচি; সর্ব্বদাই উদরের পূর্ণভাব, সর্ব্বপ্রকার খাদ্যেই অনিচ্ছা। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে অথবা প্রাতরাশের পরে ভুক্ত বস্তুর বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ **উদরাময়ে** কুন্থন হয় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনা থাকিতেও পারে নাও পারে, কিন্তু উদরের ফাঁপ সর্ব্বদাই থাকে; আহারে অথবা পানে উদরাময়ের বৃদ্ধি। হঠাৎ বেদনা ও গন্ধহীন উদরাময়। আহারকালে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বেদনাহীন ও অনৈচ্ছিক উদরাময়। সরলান্ত্রে সূত্রবৎ কৃমি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রচুর। উদরে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা হইলে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব এবং মুখে শোণিতাভাযুক্ত তাপ। কামেচ্ছার হ্রাস; বন্ধ্যাত্ব। যোনি অত্যন্ত শুষ্ক; তাহাতে সঙ্গমে অত্যন্ত বেদনা। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে মস্তকে হুলবেধবৎ বেদনা ও কর্ণে ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ হইলে জরায়ু হইতে দীর্ঘাকার শ্লেষ্মাসূত্রের নির্গমন। ঋতুস্রাবের পরে এবং ঋতুরোধ ঘটিলে গুল্মবায়ুলক্ষণ। শ্বেতপ্রদর দুগ্ধবৎ ও স্নিগ্ধ থাকে অথবা স্ত্রীঅঙ্গে টাটানিযুক্ত চুলকনার উৎপন্ন করে।

অঙ্গনিচয়।—হস্তের এবং জঙ্ঘার জানুপর্য্যন্ত স্ফীতি। প্রতি রজনীতেই হস্তে ও পদে ছিন্নবৎ বেদনা। স্কন্ধ এবং বাহুর পেশীতে অবশকর ও ছিন্নবৎ বেদনায় হস্তোত্তোলন অসাধ্য, কিন্তু মৃদু চালনায় ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া যায়।

চিকিৎসা।—**শিরঃশূল—ফেরামের** রোগীর পুনঃ পুনঃ শোণিতসঞ্চয়িক শিরঃশূল হইলে মস্তকে **দপ্‌দপানিবেদনা**

banglabooks.in

সাধারণতঃ **রক্তনীতে বর্দ্ধিত**। আক্রান্তাবস্থায় মুখ অগ্নিবৎ লোহিতাভ হয় এবং পদ শীতল থাকে। এস্থলে ইহা **বেল্** সহ তুলনীয় হইলেও তাহা প্রকৃত শোণিতসম্পন্ন রোগীর এবং **ফেরাম্** মিথ্যা শোণিতাধিক্যব্যঞ্জক রক্তহীন রোগীর পক্ষে উপযোগী। রক্তহীন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগীর **উপবেশনাবস্থা হইতে হঠাৎ গাত্রোত্থান, জলস্রোত দর্শন** এবং শকটারোহণ প্রযুক্ত **শিরোঘূর্ণনের ফেরাম** উপকার করে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিসসৃষ্টিকারিডারোগে **ফেরাম্ মেট** অনেক বিষয়ে **ফস্‌ফরাসের** তুল্য বলিয়া বিবেচিত। **ফেরামের** শোণিতহীনতায় শোণিতের উত্তপ্ত ও ফুটন্তভাব (Ebulition) রূপ বিশেষতা থাকে এবং তাহার অসম সঞ্চলন বশতঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত যুবক যুবতীর সামান্য শ্রমেই বক্ষে শোণিত গতির বৃদ্ধি ও কষ্ট হয়। কঠিন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রযুক্ত নাসাপুটের বিস্তৃতি ও দ্রুত ক্রিয়া হইতে থাকে। **নাসিকা হইতে পুনঃ পুনঃ উজ্জ্বল-লোহিত ও জমাট রক্তস্রাব** এবং **রক্তকাসি** হয়। ইহার শুষ্ক ও বিরক্তিকর **কাসি উষ্ণ বস্তু পানে বৃদ্ধি পায়**; রোগের অন্যান্য লক্ষণমধ্যে **বক্ষে ঘৃষ্টবৎ ও টাটানি বেদনার** অনুভূতি প্রধানতম বলিয়া গণ্য। রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় পূয়ের ন্যায়, ঈষৎ সবুজ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতমিশ্রিত গয়ার নিষ্ঠীবন হইলেও **ফেরাম** উপকার করে।

ঋতুরোধরোগের অবস্থাবিশেষে **ফেরাম** উপকারী। রক্তহীন ও মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিসরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধের অবস্থায় দুর্ব্বলতা, অবসাদ, হৃৎকম্প, শারীরিক বিবর্ণতা এবং গুল্‌ফ-দেশের শোথিতভাবাদি লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়। রোগিণীর মুখমণ্ডল শোণিচ্ছটাযুক্ত বা পাণ্ডুর ও কাল্‌চেলোহিত এবং চক্ষুপার্শ্ব

banglabooks.in

নীলাভ। অধিক পরিমাণ কুইনাইন ও স্নায়বিক বলকারক ঔষধ সেবনে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ঔষধ।

রক্তহীনতা ও মৃৎপাণ্ডুরোগেরও অবস্থাবিশেষে **ফেরাম্ মেট্** বিশেষ উপকারী ঔষধ। এলপ্যাথিমতে রোগের অবস্থা নির্ব্বিশেষে রক্তহীনতায় প্রভূত পরিমাণ আইয়ারণের ব্যবস্থা করায় যে সর্ব্বস্থলে রোগের উপকার হয় না কেবল তাহাই নহে; পরে ঐ সকল রোগে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও কিঞ্চিৎ কঠিন সাধ্য হয়। যাহা হউক যে সকল বিশেষ লক্ষণ থাকিলে হোমিওপ্যাথিমতে **ফেরাম** সুব্যবস্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতেছি, যথা,—রোগীর আকারে ক্ষণিক ও অলীক রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয়; পরেই উপরিউক্ত শোণিতপূর্ণ আকৃতির পরিবর্ত্তে মুখের পাণ্ডুরতা, মৃৎবর্ণ এবং অঙ্গের শোথবৎ স্ফীতি প্রভৃতি রোগীর প্রকৃত রক্তশূন্য অবস্থা প্রকটিত করে। **রক্তপূর্ণ স্থান বিশেষে চাপ দিলে তাহা রক্তশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পুনঃ রক্তপূর্ণ হয়।** চায়না এবং নেট মিউর ন্যায় ইহা শুক্র, শোণিতাদি রসাপচয় নিবন্ধন রক্তহীনতার ঔষধ নহে। ইহার রোগীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লি পাণ্ডুর থাকে, রোগী সহজেই ক্লান্তি ও অবিশ্রান্ত ভাবে ঈষৎ শীত বোধ করে, আহারান্তে বমন করিতে পারে এবং অপরাহ্ণ অথবা সন্ধ্যাকালে প্রলেপক জ্বরবৎ জ্বর (Hectic fever) হয় ও গ্রীবাশিরায় রক্তাল্পতার ফুৎকারবৎ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। রোগ অত্যন্ত কঠিনসাধ্য হইলে **ফেরাম্ ফস** তাহার উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং সুস্‌লার প্রথমে **ক্যাল্কে ফস্**, পরে **ফেরাম ফস** ব্যবস্থা করেন। ডাং হ্যাস সহজ ও উপসর্গহীন রোগে **ফেরাম মেটের** প্রশংসা করেন। ডাং হিউজ **ফেরাম ব্লিডাকট** ট্রি ১× বা ২× পক্ষপাতী। ডাং লেড্‌লামের মতে **ফেরম্ এট্ ষ্টীর্কনিয়া সাইট্রেট** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাং জসেট্

banglabooks.in

ফেরাম্ এসেট অথবা ফেরাম প্রটক্‌ক্‌জ্যালেটের এবং ডাং হল্‌ক্‌ম্ব্‌ ফেরাম ফসের ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ হোমিওপ্যাথিকমতে এরূপ কোন স্থির ঔষধ থাকিতে পারে না। কেননা সাক্ষাৎভাবে আবশ্যকীয় পরিমাণ লৌহ পূরণ করা চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে। লক্ষণানুসারে স্থলবিশেষে ইহার যে কোনটি প্রদর্শিত হইতে পারে।

কুইনাইনের অপব্যবহার নিবন্ধন সবিরাম জ্বরের তাপের অবস্থায় শোণিতবহা নাড়ীর, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও ললাটপার্শ্বের শোণিতবহা নাড়ীর স্ফীতি ও দপ্‌দপানি শিরঃশূল এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি, এমন কি জলশোথ পর্য্যন্ত থাকিলেও ফেরাম মেট উপকারী।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।—ফেরাম আয়ডেটাম রোগীতে ফেরামের শোণিতাপকৃষ্টতা ও দুর্ব্বলতা এবং আয়ডিনের বিশেষ গণ্ডমালা ও শীর্ণতা প্রভৃতির মিশ্র লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। রোগীর মুখ শোণিতপূর্ণ ও লোহিতবর্ণ থাকে; অথবা তাহার মুখাকৃতি মৃৎপাণ্ডুরোগবৎ দৃশ্যযুক্ত হয়; ফেরাম আয় রোগীর মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, এবং ঘন ও শুভ্র তলানিযুক্ত। মূত্রের বিদাহী গুণ ইহার বিশেষ লক্ষণ এজন্য হাম ও আরক্তজ্বর ইত্যাদি উত্তেদিক জ্বরের পরিণাম প্রবল বৃক্কপ্রদাহ বা নেফ্রাইটিস্‌রোগে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ফেরাম আয় শক্তিহীন ও শোণিতাধিক্যযুক্ত জরায়ুর স্থানচ্যুতি, শ্বেতপ্রদর, রজোলোপ এবং স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা প্রভৃতি রোগে উপকার করিয়া থাকে। লক্ষণ:—নিম্নাভিমুখে অবিশ্রান্ত ঠেলমারার অনুভূতি প্রযুক্ত রোগিণী মনে করে যেন বস্তিকোটর হইতে কিছু বাহির হইতেছে এবং উপবেশন করিলে বোধ হয় যেন জরায়ুর ঊর্দ্ধে কিছু চালিত হইতেছে; রোগিণী জরায়ু-

banglabooks.in

গ্রীবা স্পর্শ করিতে পারে। জরায়ুর পশ্চাৎবক্রতা; সিদ্ধ শ্বেত-সারবৎ শ্বেতপ্রদর ও মলত্যাগকালে তন্তুবৎ স্রাব। যোনি এবং যোনিকপাটের চুলকনা ও টাটানি। স্ত্রীঅঙ্গের স্ফীতি। গণ্ডমালা ধাতুর স্ত্রীলোকদিগের মৎপাণ্ডুরোগে, পূয় জন্মিলে গুটিকোৎপাদক রোগে, এবং সাধারণ গণ্ডমালা রোগেও ইহা উপকারী।

৩। ফেরাম ফস্ফরিকাম্ (Ferrum Phosphoricum.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ, ও চিকিৎসা।—ফেরাম ফস্ একটি যৌগিক পদার্থ। ফেরাম এবং ফস্ফরাস্ এই উভয় মূল পদার্থের রাসায়নিক সংমিলনে ইহা উৎপন্ন। মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়ায় এই উভয় ঔষধেরই কিঞ্চিৎ নিদর্শন দৃষ্ট হইলেও সাধারণতঃ ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়াই অনুমিত, অথবা ইহাদিগের ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য সহজে বোধগম্য করা যায় না। এই ঔষধকে সুস্লার তাঁহার টিস্যুরেমিডিভুক্ত করিয়াই হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার স্থান নির্ণয়ের এবং প্রতিপত্তি স্থাপনের কারণ হইয়াছেন। ডাং সুস্লার প্রদাহিক রোগের চিকিৎসায় ইহাকে 'একনাইটের স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ তরুণ প্রদাহিক রোগে ইহার আরোগ্যশক্তি স্বীকার করিলেও তাহার প্রকৃত অধিকারানুসারে প্রয়োগ দ্বারা যথাযোগ্য ফললাভ করিয়া থাকেন।

ফেরাম ফসের প্রদাহিক জ্বরও এক জ্বরের ন্যায় শৈত্য, বিশেষতঃ ঘর্ম্মাক্ত শরীরে শৈত্য সংস্পর্শে হয়; একনরোগী সবল, শোণিতসম্পন্ন এবং সুস্থ ও অল্পবয়স্ক, এবং জ্বরাক্রমণে অস্থির, উৎকণ্ঠাযুক্ত ও মৃত্যুভীতিকাতর। নাড়ী সবল, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ। প্রদাহিক জ্বরের প্রথম রক্তাধিক্যের অবস্থায় ইহা ঔষধ। ফেরাম ফস্ও প্রদাহিক রোগের প্রথম ও রক্তস্রাবাবস্থার পূর্ব্বের ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগীতে

banglabooks.in

আইয়ারণের রক্তহীনতা ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্বরকালে **শিথিল, কোমলস্পর্শ এবং দ্রুত নাড়ীর বর্ত্তমানতা** এবং **একর** ন্যায় **উৎকণ্ঠাদির অভাব** ইহার বিশেষ লক্ষণ ; সাধারণ লক্ষণমধ্যে জ্বরকালে ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু বেদনাদির উপশম হয় না এবং তৃষ্ণা ইহার প্রধান লক্ষণ। **ফেরাম ফসের** শ্লৈষ্মিকঝিল্লি প্রদাহে শিথিল কৈশিকধমনী হইতে সহজে শোণিত ক্ষরণ হেতু ও **একনের** প্রদাহে প্রবল শোণিতসঞ্চলনের চাপে কঠিন কৈশিক ধমনীর বিদারণ বশতঃ শ্লেষ্মা শোণিতচিহ্নযুক্ত হয়।

তরুণ, প্রাতিস্যায়িক যোজকঝিল্লিপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস।—রোগের প্রথমাবস্থায় যোজকঝিল্লির শিথিলতা, রক্তপূর্ণতা, লোহিতবর্ণ, জ্বালা এবং স্রাবাভাব থাকিলে ও চক্ষু চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি হইলে **একে** অপেক্ষা **ফেরাম ফস্** উৎকৃষ্টতর।

অধিকাংশ সময়ে রক্তহীন ব্যক্তিদিগের **কর্ণরোগে,** বিশেষতঃ কর্ণের **রক্তাধিক্য ও প্রদাহে, ফেরাম ফস** উপকারী। কর্ণের প্রবল কনকনানি হয়। ডাং কোপ্‌ল্যাণ্ডের মতে আর্দ্রতাসংস্রব নিবন্ধন কর্ণবেদনার ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে **পাল্‌সের** ন্যায় কর্ণনাদ থাকে, কিন্তু বধিরতা থাকে না। **বোরাক্সের** ন্যায় শব্দে অসহিষ্ণুতা থাকে। দপ্‌দপানি ও তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা আবেশে আবেশে হয়। ডাং ওয়ান্‌স্‌টলের সংক্ষিপ্ত প্রদর্শক লক্ষণ :—১। প্রদাহের বিস্তারপ্রবণতা। ২। আক্রান্ত স্থানের গোমাংসবৎ বর্ণ। ৩। স্রাবে কষ্টের উপশমাভাব। ৪। পূয়বৎ শ্লেষ্মা ও রক্তস্রাবপ্রবণতা। ৫। আবেশে আবেশে বেদনার প্রকোপ।

কেলি মিউরিয়েটিকাম :—**য়ুষ্টেচিয়ান নলীর ও কর্ণমধ্যের সর্দ্দিরোগে** ইহা উপকারী। নলী পরিষ্কার করিয়া ইহা বধিরতা, কর্ণনাদ এবং পটহের আকৃষ্টতা দূর করে ও পুরাতন কানপাকা

banglabooks.in

আরোগ্য করে। ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বহ্নিরক্তাল্প ইহা ঔষধ। আমাশয়-বিকার সংশ্রবীয় কর্ণের পামা বা একজিমারোগে ইহা ফলপ্রদ।

ম্যাগ্নি ফস—স্নায়বিক কর্ণশূলের শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি এবং তাপে হ্রাস হইলে।

কেলি ফস—মধ্যকর্ণ পাকার ঔষধ।

নাসিকাসর্দ্দিতে ফেরাম ফস একনাইটের তুল্য হইলেও ইহার আক্রমণ তাদৃশ হঠাৎ এবং প্রবল হয় না এবং তাহার ন্যায় ইহাতে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা জন্মে না। নাকস ভ ও ক্যাম্ফে কার্ব্বের ন্যায় ইহা সর্দ্দিপ্রবণতা দূর করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকথিত রূপ জ্বর ও নাড়ীর অবস্থাদি থাকিলে এবং রোগের প্রাথমিক রক্তসঞ্চয়িক অবস্থাতেই রক্তরেখাকলঙ্কিত শ্লেষ্মাস্রাব হইলে ফেরাম ফস ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ, ক্রূপ বা ঘুংরিকাসি, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ এবং নিউমোনিয়া প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্ররোগে উপকার করে।

অন্ত্রের ইলিয়সিক্যালপ্রদেশ ও অন্ধান্ত্রের প্রদাহরোগে ফেরাম্ ফস্ এবং কেলি মিউ বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের প্রয়োগ কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত অন্ত্রবেষ্টঝিল্লিরপ্রদাহেও ইহা উপকারী।

গ্রীষ্মকালে শিশুর হঠাৎ শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঘর্ম্মরোধ বশতঃ প্রদাহিক উদরাময়ে, এবং শিশু কলেরারোগে জলবৎ বিষ্ঠা সহ অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু ও শোণিতযুক্ত মলত্যাগে একনের অস্থিরতাদি ও মার্কের কুন্থন না থাকিলে ফেরাম ফস প্রযোজ্য। তরুণ প্রদাহিক আমরক্তরোগে একনাইটের অপেক্ষা অধিক রক্ত থাকিলে ও কুন্থন না থাকিলে ইহা উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৬ (LECTURE CVI.)

প্ল্যাটিনাম্ (Platinum.)।

সম্বন্ধ। প্ল্যাটিনামের কার্য্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্ স্পি, নাই, ডাল। প্ল্যাটিনাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্ বা সীসক বিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্ল্যাটিনাম প্রধানতঃ স্নায়ুকেন্দ্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানস্থানের অবসাদ, সর্ব্বাঙ্গীণ স্পর্শজ্ঞানের লোপপ্রবণতা, জড়ত্ব এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। উপরি উক্ত ক্রিয়াবশতঃ অধিকাংশ স্থলে স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয় বিকার, গুল্মবায়ুলক্ষণ এবং বিষাদবায়ু জন্মে।

লক্ষণ।

মন।—ভ্রান্তি; রোগিণী সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র দেখে এবং সকল ব্যক্তিকেই কি বুদ্ধি কি শরীর উভয়তঃ তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে করে; সকলকেই নীচ মনে করিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞাসূচক দয়ার চক্ষে দেখে। রোগিণী মনে করে পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই এবং জীবন ভারবহ, কিন্তু তথাপি **মৃত্যু নিকট বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য ভীত হয়।** সামান্য কারণেও অসহিষ্ণুতা থাকে। পর্য্যায়-ক্রমিক আনন্দ ও বিমর্ষভাব।

মস্তক।—মস্তকে, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশে, অসাড়তার অনুভূতিতে বোধ যেন থাকিয়া থাকিয়া থল্লীবৎ সংকোচন হইতেছে। ললাটপার্শ্বে, গণ্ডে এবং কর্ণপশ্চাদ্দেশে আততভাব ও অসাড়তার অনুভূতি প্রযুক্ত বোধ যেন ক্রুর পাক দ্বারা মস্তক চাপিয়া একত্র করা অথবা কশিয়া বাঁধা হইতেছে। মস্তকশীর্ষে অসাড়তা উৎপাদক বেদনা।

banglabooks.in

অন্যতর ললাটপার্শ্বে শীতলতার অনুভূতি সহ বিড়বিড়ি নিম্নচুয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্নায়ু।—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার আক্ষেপ। চীৎকার সহ ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ ও নিষ্পন্দবায়ুলক্ষণ (catalepsy) পর্য্যায়ক্রমে হয়। আক্ষেপ এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র পর্য্যায়ক্রমে হইলে শ্বাসরোধের উপক্রম। একৈক পেশীর আনর্ত্তন ও কম্প। সবল ও স্থায়ী আক্ষেপে জ্ঞানের অভাব হয় না। পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার বিশ্রামে বৃদ্ধি; অসাড়তা, অনমনীয়তা এবং শীতলতা। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও তদ্রূপেই হ্রাস; বেদনা সহ আক্রান্ত শরীরাংশের অসাড়তা। রোগী বোধ করে যেন শরীর প্রত্যেক দিকেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

শ্বসনযন্ত্র।—শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং হৃৎকম্প জন্মে।

পরিপাক যন্ত্র।—অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ অবজ্ঞাসূচক মানসিক ভাব সহ রাক্ষসের ন্যায় দ্রুত আহার করিলে আমাশয়দেশে বায়ু জন্মে। উদরে চাপিতবৎ এবং ঠেলামারার ন্যায় অনুভূতি বস্তিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

মল ও মলদ্বার।—কোষ্ঠবদ্ধে উদরে দুর্ব্বলতাবোধ সহ পুনঃ পুনঃ মল বেগ নিবন্ধন অল্প বিষ্ঠার ত্যাগ। দড়কচড়াভাবের, যেন দগ্ধবৎ বিষ্ঠা। নরম কাদার ন্যায় বিষ্ঠা মলদ্বারে লাগিয়া যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—জননেন্দ্রিয়ে ও তাহার কেশযুক্ত স্থানে বেদনাযুক্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্রান্ত চাপ হইলে শরীরাভ্যন্তরে শীতভাব ও মুখ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য বহির্দ্দেশে শীতলতা থাকে। বারম্বার ঋতুস্রাবের অনুভূতি। অতি প্রচুর এবং কৃষ্ণবর্ণ ও চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হইলে উদরে অত্যন্ত ঠেলমারা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। দক্ষিণ অণ্ডাধারপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা। অণ্ডলালার (Albumen) ন্যায় শ্বেতপ্রদর।

banglabooks.in

বিশেষ লক্ষণ।—১। অহঙ্কার ও আত্মগরিমা; রোগিণী অন্য ব্যক্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে; তাহার নিকট বস্তু সকল অতি ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হয়।

২। রোগিণীর জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু হইলেও অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা জন্মে; অণ্ডাধাররোগ প্রযুক্ত কামোন্মত্ততা, জরায়ুভ্রংশ অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব।

৩। বেদনার যে রূপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি সেইরূপেই হ্রাস (ষ্ট্র্যাম); কখন কখন বেদনা সহ অসাড়তা (ক্যাম)।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—কামোন্মত্ততা; গুল্মবায়ু।—প্ল্যাটিনাম রোগীর মানসিক অবস্থা বড়ই আশ্চর্য্য প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার অহঙ্কারাদি মানসিক ভাবের বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার অতি বৃদ্ধিতে রোগী যখন মনুষ্যের প্রতি কার্য্যতঃও তদনুরূপ ব্যবহার করে তখন তাহাকে এক রূপ উন্মাদগ্রস্তই বলা যাইতে পারে। রোগীর অত্যন্ত মৃত্যুভীতি জন্মে এবং সে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করে। ইহাকে গুল্মবায়ু ঘটিত উন্মাদরোগ বলা যায়। ইহাতে রোগীর নিকট সকলই ভয়াবহ প্রতীয়মান হয় এবং সে কোন গুরুতর বিষয়ে চিন্তা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে করে।

ইহার গুল্মবায়ুরোগী আত্মশ্লাঘার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তাহার দর্পের সীমা থাকে না, সর্ব্ববিষয়েই সে সকলকে নীচ বলিয়া মনে করে। রোগিণীর চলাফেরাতেও তাহাই প্রকাশ পায়, যেন মহারাজ্ঞীর ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ করে। এ বিষয়ে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কখন কখন

banglabooks.in

রোগী হো হা প্রভৃতি গোলমালের সহিত অতি উচ্চ হাস্য করে। জননেন্দ্রিয় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকিলেও তাহাতে শুড়শুড়ি হওয়ায় কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উত্তেজনা হইলে রোগিণী উন্মত্তবৎ হইয়া অতি অশ্লীল ব্যবহার করিতে পারে। তাহার **কামোন্মাদরোগ** জন্মে। **হায়সায়ামাসের** কামোন্মাদের রোগীর উলঙ্গ হইবার প্রবল ইচ্ছা হয়, **প্ল্যাটিনা** রোগীর অহঙ্কার প্রভেদক থাকে। ইহার সহিত **প্যালাডিয়াম** রোগীর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও দাম্ভিকতার অভাব, তাহাকে অবজ্ঞা করিতেছে বলিয়া সহজেই মনে করা, সহজেই দোষগ্রহণ ও ভৎর্সনা করা এবং গীতবাদ্যে উত্তেজিত হওয়া প্রভৃতি তাহাকে প্রভেদ করিয়া থাকে।

প্ল্যাটিনামের অপস্মাররোগে স্নায়বিক উত্তেজনা হইলে অন্ননলীর আক্ষেপ এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি জন্মে। **ইগ্নেসিয়া**-রোগী সাদাসিদে এবং **প্ল্যাটিনাম** রোগী অত্যন্ত গর্ব্বিত থাকে। **টিনামের** রোগ, সময়ে বিষাদ বায়ুর প্রকৃতি ধারণ করিলে রোগী দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকে এবং ক্রন্দন করে। স্নায়বিক উত্তেজনার অতি বৃদ্ধিতে রোগীর **নিদ্রাহীনতা** জন্মে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া;—খল্লীর ন্যায় ও সংকুচিতবৎ বেদনায় আক্রান্ত শরীরাংশে অসাড়তা এবং চন্‌চনি জন্মিলে **প্ল্যাটিনাম্** উপকারী; রোগীর চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। নাসিকামূলে অথবা শরীরের যে কোন অংশে বেদনা হইলে বোধ হয় যেন আক্রান্ত শরীরস্থান সাঁড়াসি দ্বারা চাপিত হইতেছে। বেদনার রজনীতে ও বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং **ষ্টেনামের** বেদনার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি ও ক্রমে ক্রমেই উপশম হয়। পারদমিশ্রিত ধাতু (Amalgum.) দ্বারা ক্ষত দন্ত পূরণ করিলে **মার্কুরিয়াসের** স্নায়ুশূল জন্মে এবং তাহা রজনীতে বর্দ্ধিত হয়। গর্ত্তযুক্ত দন্তের, বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের

banglabooks.in

বহু গর্ভযুক্ত দন্তের স্নায়ুশূল সময়ে অতি প্রচণ্ড হইলে **ষ্ট্যাফি-সেগ্রিয়া** তাহার ঔষধ। গুল্মবায়ুরোগিণীর প্রচুর, ঘন, কাল এবং দুর্ব্বলকর ঋতুস্রাব থাকিলে স্নায়ুশূলরোগে **প্ল্যাটিনাম** উপযোগী হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ।—সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের জড়ত্ব নিবন্ধন বৃথা মলবেগ ও সরলান্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতা জন্মিলে **প্ল্যাটিনাম** উপকারী। বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সরলান্ত্রে গাঁদের ন্যায় লাগিয়া থাকে। দুর্ব্বল উদরে ভারি চাপিয়া থাকার ন্যায় বোধ হয়, তাহা দূর করা যায় না। ইহা দেশান্তরিত ব্যক্তি ও পথিকদিগের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচিত হয়; এজন্য অনুমান করা যাইতে পারে স্বস্থান ত্যাগে যাহাদিগের দৈনন্দিন অভ্যস্ত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটে ইহা তাহাদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ফলপ্রদ। সীসকবিষ কর্ত্তৃক কোষ্ঠবদ্ধ ইহা আরোগ্য করে। উদরের দুর্ব্বলতা, পুনঃ পুনঃ মলবেগ এবং শুষ্ক ও অত্যল্প মলত্যাগ ইহার লক্ষণ। **ইগ্নেসিয়ার** ন্যায় ইহাতেও সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—আর্ত্তবাধিক্য; রজোকৃচ্ছ্র; সঙ্গমে বেদনা; অণ্ডাধারের প্রদাহ, পুরাতন স্ফীতি ও কাঠিন্য—**প্ল্যাটিনামের** গর্ব্বিত মানসিক ভাব সর্ব্বস্থলেই এবং এস্থলেও বিশেষ প্রভেদক বলিয়া স্মরণ থাকিলে অনায়াসেই ইহার স্ত্রীরোগ নির্ণয় করা যায়। ইহার আর্ত্তবাধিক্যে প্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ এবং চাপ চাপ ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হয় ও জননেন্দ্রিয়ে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। জননেন্দ্রিয়ের বহিরাভ্যন্তরে অবিশ্রান্ত উত্তেজনা হওয়ায় অনেক সময়ে কামোন্মত্ততা উপস্থিত হইলেও **সিপিয়া, বেল, ক্রিয়জোট** এবং **এপিসের** ন্যায় পুরুষসংসর্গ বেদনাযুক্ত হয়। ঋতুস্রাবকালে জরায়ুপ্রদেশে ঠেলমারা উপস্থিত থাকে।

banglabooks.in

ক্যামমিলার ঋতুস্রাবও . ইহারই ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু মানসিক লক্ষণে উভয়কে প্রভেদ করিয়া দেয়। প্ল্যাটিনামে জরায়ুর দড়কচড়াভাব ও জরায়ু ভ্রংশরোগ জন্মে এবং কুচকি ও পৃষ্ঠে অবিশ্রান্ত চাপ এবং স্ত্রীঅঙ্গে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। সিপিয়া ও প্ল্যাটিনামের রজোকৃচ্ছ্রের বেদনা বস্তি বেড়িয়া হয়, বেলাডনার তাহা বস্তি ভেদ করিয়া যায়। স্ত্রীঅঙ্গ শুষ্ক ও বেদনাযুক্ত থাকে। অণ্ডাধারের প্রদাহে জ্বালাযুক্ত বেদনা ও নিম্নাঙ্গে অসাড়তা জন্মিলে প্ল্যাটিনাম উপকারী; ইহা অণ্ডাধারের পুরাতন দড়কচড়াভাবেরও অন্যতম ঔষধ।

প্ল্যাটিনামের শিরঃশূলরোগে ট্যারেণ্টুলার ন্যায় মস্তক সংকুচিত বোধ হয়; কিন্তু অধিকন্তু ইহাতে মস্তক নিষ্পেষিতবৎ বোধ হয় এবং খল্লীবৎ বেদনা এবং অসাড়তা থাকে। বেদনার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি এবং ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হয়।

প্ল্যাটিনামের ফিসার অব দি এনাস্ বা মলদ্বারবিদারণরোগে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মলদ্বারে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি এবং চুলকনা জন্মে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৭ (LECTURE CVII.)

জিঙ্কাম্ মেটালিকাম (Zincum Metallicum.)।

সম্বন্ধ।—জিঙ্কামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, হিপার সা, ইগ্নে। জিঙ্কাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্যারা কা, ক্যাম, নাক্‌স্ ভ।

সাধারণক্রিয়া।—জিঙ্কাম দ্বারা মস্তিষ্কমেরুমজ্জেয় স্নায়ুমণ্ডলে অতি গভীর ক্রিয়া হইলে মস্তিষ্ক, মেডুলাঅবলঙ্গেটা এবং মেরুমজ্জায় উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার ফলস্বরূপ প্রলাপ, নানা প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ, স্নায়ুশূল এবং অত্যন্ত চৈতন্যাধিক্য জন্মিলে প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অবসন্নতা এবং অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্রের বলক্ষয় [পক্ষাঘাত] হয়। এই শেষোক্ত ক্রিয়া থাকাতেই জিঙ্কাম হোমিও প্যাথি চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় রক্তহীনতা (লোহিত রক্ত কণিকার হ্রাস) জন্মে।

লক্ষণ।—স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা। উৎকণ্ঠা। মানসিক ক্রিয়ার কাঠিন্য ; চিন্তার অভাব ঘটে এবং মন যেন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। অধিকাংশ সময়ে সন্ধ্যাকালে খিটখিটে ভাব, বিষণ্ণতা ও রুষ্টভাব জন্মে। শিশুকে যাহা বলা যায় সে পুনর্ব্বার বলে। অর্দ্ধশিরঃশূল হইলে মস্তকের ছিন্ন ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা মধ্যাহ্ন আহারের পর বর্দ্ধিত হয়। মস্তকশীর্ষের অথবা ললাটদেশের বেদনা চক্ষুপর্য্যন্ত বিস্তৃত। মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ, সবিরাম কিন্তু অদম্য শিরঃশূল। মস্তকশীর্ষে চাপের মধ্যাহ্নভোজনান্তে বৃদ্ধি হয় এবং রোগী বিষাদোন্মত্তভাব ধারণ করে। মস্তক-

banglabooks.in

পশ্চাতে শূন্যত্ব ও জড়ত্ব। সর্ব্বপ্রকার শিরঃশূলই অল্প ওয়াইন মদ্য পানেই বর্দ্ধিত হয়।

স্নায়ু।—মস্তিষ্কীয় ও স্নায়বিক বলক্ষয়; **জীবনীশক্তির অসম্পূর্ণতা**; রোগী এতাদৃশ দুর্ব্বল থাকে যে হাম, বসন্তাদি উদ্ভেদ পুষ্ট হয় না, ঋতুস্রাবের রোধ ঘটে, মূত্র আসে না এবং কিছু বুঝিতে অথবা স্মরণ রাখিতে পারে না। স্নায়বিক অস্থিরতা বশতঃ **পদের বা নিম্নাঙ্গের চাঞ্চল্য** (Fidgetiness); **রোগী অবিরত তাহার চালনা করিতে বাধ্য হয়।** আক্ষেপ-কালে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়, মস্তকপশ্চাদ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন শরীরাংশ তপ্ত হয় না, শারীরিক তাপেরও বৃদ্ধি হয় না, চক্ষুর ঘূর্ণন এবং দন্তকিড়ি-মিড়ি থাকে। হস্তদ্বয় এবং মস্তকের অথবা এক হস্ত ও মস্তকের গতি-শীলতা। সম্পূর্ণ মেরুদণ্ডের জ্বালা; পৃষ্ঠে বেদনা। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। রোগী পৃষ্ঠ স্পর্শ করা সহ্য করিতে পারে না। একৈক পেশীর আনর্ত্তন ও ঝাঁকি। অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতা ও কম্প; ঋতুকালে এবং লিখিতে হস্তের কম্প।

নিদ্রা।—শিশু নিদ্রাকালে চীৎকার করিয়া উঠে; তাহার সমুদয় শরীরের ঝাঁকি হয়; ভীত অবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে চমকিয়া উঠে; **মস্তক এ পার্শ্বে ও পার্শ্বে গড়াইতে থাকে** এবং মুখ পর্য্যায়ক্রমে পাণ্ডুর ও লাল হয়।

চক্ষু।—যোজকঝিল্লির (Conjunctiva) প্রদাহ এবং রক্তিমা চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর থাকে, চক্ষুতে বালুকা পড়ার ন্যায় বেদনা ও তাহার জলস্রাব সন্ধ্যায় এবং রজনীতে বৃদ্ধি পায়; ঋতুস্রাবসময়েও ঐ রূপ হয়।

শ্বাসযন্ত্র।—শুষ্ক এবং আক্ষেপিক কাসিতে শোণিতযুক্ত গয়ারের

banglabooks.in

নিষ্ঠীবন সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয় এবং শ্লেষ্মস্রাবের পূর্ব্বে এবং সময়ে কাসির আক্রমণ দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে উদরে বায়ু জন্মিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় গয়ার উঠা বন্ধ হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং গয়ার উঠিতে আরম্ভ হইলে হ্রাস হয়।

পরিপাকযন্ত্র।—জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ দন্তোদ্ভেদ না হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা ও পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি আক্ষেপলক্ষণ দেখা দেয়। কাকের ক্ষুধার ন্যায় অতি ক্ষুধায় পেটুকের ন্যায় আহার করে তথাপি যেন শীঘ্র শীঘ্র আহার করা হয় না। বায়ু জন্য উদরশূল, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে অধিক হয়, উদর ডাকে ও গড় গড় করে এবং পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়। অনৈচ্ছিক উদরাময় ও অচৈতন্য। উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র।—ভ্রমণ করিতে, কাসিতে এবং হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। রোগী কেবল বসিয়া পশ্চাদ্দিকে বক্র হইলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে।

পুংজননেন্দ্রিয়।—সহজে কামোত্তেজনা ঘটে; স্ত্রীসঙ্গমকালে অতি শীঘ্র শুক্রক্ষরণ হয় অথবা অতি কষ্টে হয় অথবা প্রায় হয় না। কোন কারণ ব্যতীতই অতি প্রচুর শুক্রস্রাব হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বশতঃ অণ্ডকোষ আকৃষ্ট থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—রজোরোধ অথবা রজোকৃচ্ছ্র। ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্রই রোগিণী সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ বোধ করে; কিন্তু ঋতুস্রাব বন্ধ হইলে সকল অসুস্থতাই পুনরাবর্ত্তন করে। ঋতুস্রাবকালে ভ্রমণ করিলে বৃহৎ শোণিতচাপ নির্গত হয়। ঋতুস্রাব হইলে অণ্ডাধারের বেদনা উপশম পায়।

নিম্নাঙ্গ।—পদ ঘর্ম্মসিক্ত এবং পদাঙ্গুলী হাজাবিশিষ্ট থাকে; পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের রোধ হইলে স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মে।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।—পদের অথবা নিম্নাঙ্গের অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের অনুভূতি এবং রোগীর অবিরত পদচালনা।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল;—পূর্ব্ববর্ণিত নানাপ্রকার শিরঃশূলে **জিঙ্কাম** দ্বারা উপকার হয়। কিন্তু ইহার শিরঃশূল অতীব বিরল। **সামান্য ওয়াইনমদ্যপানে তাহার বৃদ্ধি ইহার প্রদর্শক।**

মস্তিষ্করোগ—পুরাতন রক্তহীনতা; মস্তিষ্কের কোমলতা।—মস্তিষ্কের পুরাতন রক্তহীনতা, বিশেষতঃ তাহা অপরিমিত ব্রোমাইড অব পটাসিয়াম্ সেবন জন্য হইলে **জিঙ্কাম মেট** ফলপ্রদ ঔষধ। **আরক্তজ্বর ও শিশুকলেরাকালীন** মস্তিষ্ক বিকারেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন **পক্ষাঘাতিক অবস্থাতে জিঙ্কাম** কার্য্যকারী।

ব্রাসউক্স্—বৃদ্ধদিগের মস্তিষ্কের উপাদানগতবিকারে উপকারী। মস্তক চালনা করিলে মস্তিষ্কে জলপতনবৎ অনুভূতি। মস্তিষ্করোগ বশতঃ পক্ষাঘাতিক কষ্টেও ইহা ফলপ্রদ।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফালাস্।—অধিকাংশ সময়ে শিশুকলেরারোগাস্তিক মস্তিষ্কোদকরোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে **জিঙ্কাম** প্রযুক্ত হয়ঃ—শিশুর শিরোলুণ্ঠন এবং যেন ভীতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গ; মস্তকপশ্চাদ্দেশ তপ্ত ও ললাটের শীতলতা; দন্তকিড়িমিড়ি; চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু ও স্থির দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং পলকহীন; নাসিকার শুষ্কতা; নিদ্রাকালে পেশীর ঝাঁকি এবং **পদের চঞ্চল গতি**; বিবর্দ্ধিত মস্তকে অত্যন্ত বাহ্যাভিমুখীন চাপের অনুভূতি; শিশু দুর্ব্বল এবং শীতল, মস্তক আবর্ত্তিত করিয়া বালিসের মধ্যে প্রবেশ করায় এবং মধ্যে

banglabooks.in

মধ্যে চীৎকার করে। ইহা ক্যাল্‌কে ফস সহ তুলনীয়। ত্বগুত্তেদের অন্তঃপ্রবেশ প্রযুক্ত রোগ।

স্পাইন্যাল ইরিটেশন বা মেরুমজ্জেয় উত্তেজনা।—জিঙ্কামের মেরুদণ্ডের উত্তেজনা প্রসূত লক্ষণের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। তাহাতে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের সর্ব্বনিম্ন কশেরুকা কনকন করিয়া বেদনা করে এবং ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনেই রোগের বৃদ্ধি হয়। মেরুদণ্ড বাহিয়া জ্বালা ও অঙ্গের কম্প থাকে। প্রতিক্ষিপ্ত কারণে মেরুমজ্জার উত্তেজনা হইলে জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেট তাহার ঔষধ।

সিপিয়া—ইহাতেও সর্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাতে বেদনা হয়, কিন্তু উপচয় কারণ বিভিন্ন থাকে।

ফসফরাস্—মেরুদণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তাহার দুর্ব্বলতা; অঙ্গাদি দুর্ব্বল; রোগী হাঁটিতে ঠোকর লাগিয়া পড়ে।

চাইনি সাল্‌ফ—মেরুদণ্ডের পৃষ্ঠাংশে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। গ্রীবার সর্ব্বনিম্ন এবং পৃষ্ঠের প্রথম কশেরুকায় চাপ দিলে বেদনা।

তাণ্ডবরোগ বা করিয়া।—তণ্ডুলেদ বসিয়া যাইয়া অথবা ভীতি নিবন্ধন তাণ্ডবরোগে যদি সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং পদের অবিশ্রান্ত চঞ্চল গতি থাকে তাহাতে জিঙ্কাম মেট উপকারী। ইহার পদচাঞ্চল্য নিদ্রাবস্থাতেও থাকিতে পারে, রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বই অধিকতর আক্রমণ করে এবং রোগীর মানসিক অবসাদ ও উত্তেজনাপ্রবণতা ওয়াইনমদ্য পানে বর্দ্ধিত হয়। রোগ পুরাতন হইলে ইহা অধিকতর কার্য্যকারী। জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানেটও ইহার ঔষধ। মানসিক ভাববিকারপ্রযুক্ত রোগে ওপিয়াম ফলপ্রদ; তাহাতে শরীরের কম্প ও আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হওয়ায় বাহু বহির্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে শরীর সহ সমকোণ নির্ম্মাণ করে।

banglabooks.in

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিস্থিনিয়া।—অতিশয় দুর্ব্বলকর রোগ বশতঃ অবসন্ন জীবনীশক্তি প্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় স্বাস্থ্য পুনঃস্থাপনে অশক্ত হইলে **জিঙ্কাম** উপকার করে। সর্ব্বনিম্ন পৃষ্ঠকশেরুকাদেশে পৃষ্টবেদনা দ্বারা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রকটিত হয় এবং **পদের অত্যন্ত চঞ্চল গতি** ইহার প্রদর্শক থাকে। মেরুদণ্ডে জ্বালা, জঙ্ঘাপশ্চাতে কীটবিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গাদির দৌর্ব্বল্য ইহার অন্যান্য লক্ষণ। মেরুদণ্ডলক্ষণ ও দৌর্ব্বল্যের প্রাধান্য থাকিলে **জিঙ্কাম পাইক্রেটাম** অধিকতর উপযোগী। বিষয়ী ব্যক্তিদিগের মস্তিষ্ক-দুর্ব্বলতায় (Brain fag) রোগীর রোগজীর্ণ আকৃতি, পাণ্ডুরতা এবং নিদ্রাহীনতা, মানসিক অবসাদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাব থাকিলে **জিঙ্কাম ফসফাইড** তাহার ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—পদের ঘর্ম্মরোধ বশতঃ মস্তিষ্ককোমলতা নিবন্ধন পক্ষাঘাতরোগে শিরোঘূর্ণন ও আক্রান্ত অঙ্গের কম্প, অসাড়তা এবং বিড়বিড়ি জন্মিলে **জিঙ্কাম** প্রযোজ্য হইয়া থাকে। ঘর্ষণে রোগ লক্ষণের উপশম এবং ওয়াইনমদ্য পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগ সহ স্পষ্ট **চক্ষুপুটপাতন থাকিতে** পারে।

ইহার রোগে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মস্তিষ্ককোমলতা এবং কম্প থাকায় ইহা **ফসের** তুল্য হইলেও তাহার রোগ ওয়াইনমদ্যে বৃদ্ধি পায় না। **প্লাম্বাম** সহও ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে। **প্লাম্বামে** রুগ্ন অঙ্গ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্যান্য লক্ষণ **জিঙ্কামের** সমান দেখা যায়। **প্লাম্বামে** ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গের বেদনা ও উদরশূল পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে।

কাসি বা কফ।—**জিঙ্কামের** আক্ষেপিক কাসিতে বোধ হয় যেন বক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া জড়সড় হইতেছে। গয়ার রক্তময় থাকিতে পারে। এরূপ কাসি প্রায়শঃই ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বা সময়ে দেখিতে

banglabooks.in

পাওয়া যায়। মিষ্ট বস্তু আহারে কাসির বৃদ্ধি হয়। শিশুদিগের **জিঙ্কাম** কাসির প্রত্যেক আক্রমণে তাহারা **জননেন্দ্রিয়ে হস্ত প্রদান করে।**

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য বা এম্বিয়পাইয়া; কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; টেরিজিয়াম্ বা মাংসবৃদ্ধি; অঙ্গপক্ষরোগ বা গ্র্যানুলার অফ্‌থ্যাল্মিয়া প্রভৃতি।—তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, চক্ষুতারকার সংকোচন এবং প্রত্যেক চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে অধিকতর তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট বেদনায় এবং **এম্ব্লিয়পাইয়ারোগে জিঙ্ক মেট** উপকারী। চক্ষুর পুনঃ পুনঃ প্রদাহ হওয়ায় **কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা** জন্মিলে **জিঙ্কাম্ সাল্‌ফ** অধিকতর উপযোগী ঔষধ। চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে জ্বালাযুক্ত চনচনি ও হুলবেধবৎ বেদনা থাকিলে **জিঙ্ক মেট** টেরিজিয়াম আরোগ্য করিতে পারে। চক্ষুপত্রের **দানাযুক্ত** প্রদাহে **জিঙ্কাম মেট্** অপেক্ষা তাহার **সাল্‌ফেটই** উৎকৃষ্টতর ঔষধ।

মুখমণ্ডলস্নায়ুশূল বা প্রসপ্যাল্‌জিয়া।—ইহার অতি তীক্ষ্ণ বেদনাকালে চক্ষুপত্রের নীলাভা জন্মিলে **জিঙ্কাম** উপকার করিয়া থাকে।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—উদরশূল; শিশুকলেরা।—**জিঙ্কামের** উদররোগ অনেকাংশে **ক্যাম্বামের** তুল্য। উভয়েই নাভিদেশে কামড়ানি ও অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করে। **ক্যাম্বামের** উদর-শূলের প্রচণ্ড বেদনা চতুষ্পার্শ্বে বিকীরিত, এবং উদরপ্রাচীর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট হয়; **জিঙ্কামের** ঐরূপ বেদনা ও আকৃষ্টতা **উদরের উভয় পার্শ্বে থাকে।** অনেক রোগীর মূত্রে রক্ত দেখা যায়; কখন বা মূত্র ঘোলাটে, পচা ও মৃৎবর্ণ হয় এবং তাহাতে ঈষৎ পীত তলানি পড়ে। মূত্রস্থলী পূর্ণ

banglabooks.in

থাকিলেও রোগী দাঁড়াইয়া পায়ে চাপ না দিলে মূত্রত্যাগ করিতে পারে না। পূর্ব্ববর্ণিত মস্তিষ্কলক্ষণ থাকিলে **শিশুকলেরার** পরিণাম মস্তিষ্কোদকরোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে **শিশু তাড়াতাড়ি জল পান করে।**

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটরিয়া।—বহুকালব্যাপী অপরিমিত ও অযথা কামসেবা নিবন্ধন শুক্রমেহ ও বিষাদোন্মত্ততায় **জিঙ্কাম** উপকারী। রোগীর পাণ্ডুবর্ণ মুখ বসিয়া যায়, চক্ষু বেড়িয়া নীলবর্ণ রেখা পড়ে এবং জননেন্দ্রিয়প্রদেশে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকায় অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। **কনাইয়ামে** স্থানিক উত্তেজনা থাকে না, অবসন্নরোগী অধিকতর বিমর্ষ থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—ঋতুবিকার; জরায়ু প্রাবাক্ষভ; অণ্ডাধারশূল।—জরায়ুর গ্রীবাক্ষত সহ ঋতুস্রাবের বিশৃঙ্খলা ও বাম অণ্ডাধারের বেদনায় **জিঙ্কাম** উপকারী। **ঋতুস্রাবের আরম্ভে সকল লক্ষণেরই উপশম হয়।** অণ্ডাধার ও জরায়ুর উত্তেজনা, বহু দিন ব্যাপী দুশ্চিন্তা, শিশুপালন জন্য বিশ্রামাভাব বশতঃ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অস্থিরতা প্রশমনে **জিঙ্কাম্ ভ্যালেরিয়ানেট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। বেদনাহীন জরায়ুর গুরুত্ব জন্মে। অণ্ডাধার স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত থাকে। সম্ভবতঃ জরায়ু ও অণ্ডাধার উভয়েরই স্খলন হয় এবং উদরাময় জন্মে। মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা এবং অঙ্গচাঞ্চল্য প্রভৃতি দেখা যায়। ইহার ২× এবং ৩× ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৮ (LECTURE CVIII.)

ক্রিয়জোট (Kreosotum.)

সম্বন্ধ :—ক্রিয়জোটের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, আর্স, সিংক, ইপিকা, নাক্‌স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া :—লসীকামণ্ডলে ক্রিয়জোটের ক্রিয়া হইলেও পরিপাকযন্ত্র ও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং ত্বকে ক্রিয়ার প্রাধান্য প্রকাশ পায়। শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে ইহার বিশেষ ক্রিয়ার ফল স্বরূপ আক্রান্ত শরীরাংশের প্রাতিশ্যায়িক অবস্থা ঘটিলে তাহার বিশ্লেষণপ্রবণতা ও ধ্বংসের পরিণাম স্বরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহাতে যে **উগ্র ও ক্ষতকর স্রাব** জন্মে তাহাই ইহার বিশেষতা বলিয়া গণ্য। ইহার রোগী ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট; মৃদু রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ :—বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং দীর্ঘাকার, ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রিয়জোট উপযোগী ঔষধ। রোগীর সাধারণ দুর্ব্বলতা থাকে। প্রাতঃকালে অভ্যস্ত সময়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিলে মূর্চ্ছার ভাব হয়। অসাড়তা; স্পর্শজ্ঞানের অভাব। দ্রুত শরীরক্ষয়।

চক্ষু :—চক্ষুতে জ্বালা এবং তাপ; প্রাতঃকালে চক্ষু হইতে তপ্তজল স্রাব।

পরিপাকযন্ত্র।—দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনা। আহারের তিন বা চারি ঘণ্টা পরে অজীর্ণাবস্থায় সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন বশতঃ দৃষ্টিমালিন্য। গর্ভাবস্থায় যেরূপ হয় তদ্রূপ বিবমিষা। তাহাতে মুখ জ্বালা করে, থু থু উঠে এবং সম্পূর্ণ শরীরের শীতকম্প হয়, কিন্তু তাপ ও তৃষ্ণা হয় না।

banglabooks.in

মূত্রযন্ত্র।—রোগীর মূত্রবেগে নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিন্তু মূত্র ধারণ করিতে না পারায় শয্যায় মূত্রত্যাগ হয়; অথবা মূত্রত্যাগ করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়।—ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত, অতি প্রচুর এবং অতি দীর্ঘস্থায়ী। অতীব দুর্ব্বলকর, বিশেষতঃ জঙ্ঘার দুর্ব্বলকর, পীতবর্ণের এবং শ্বেতপ্রদর থাকায় বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ লাগে এবং তাহার উগ্রতা নিবন্ধন বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ চুলকায় ও কামড়াইয়া উঠে। শুভ্র শ্বেতপ্রদরে কাঁচা শস্যের ঘ্রাণ থাকে। বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গের উভয়ার্দ্ধ মধ্যবর্ত্তী স্থানে টাটানি; বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ ও উরুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে টাটানি সহ জ্বালা ও কামড়ানি বেদনা। যোনিকপাটের এবং যোনির প্রচণ্ড চুলকনায় রোগিণী শরীরাংশ ঘর্ষণ করিতে বাধ্য হয়, বাহ্য স্ত্রীঅঙ্গ স্ফীত এবং উষ্ণ, কঠিন ও টাটানিযুক্ত। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ ও যোনিকপাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, টাটানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি।

ত্বক।—চুলকনা হইলে সন্ধ্যাগমে তাহা অতি প্রচণ্ডভাব ধারণ করে। সম্পূর্ণ গাত্রোপরি পূয়পূর্ণ উদ্ভেদ।

চিকিৎসা।—**দন্তোদ্গমবিকার** উপশম করিতে **ক্রিয়জোট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অতিশয় বেদনাদায়ক এবং কষ্টকর দন্তোদ্গম দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায় ও বেদনাযুক্ত; শিশুর দন্তোদ্ভেদ অত্যন্ত কষ্টকর হয় এবং শিশু সম্পূর্ণ রজনী ছটফট ও এ পাশ ও পাশ করে; দন্ত কাটিয়া বাহির হইলে তদুপরি ধ্বংস চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে অথবা শিশু অজীর্ণ মলত্যাগ করে॥ **জিহ্বাম**রোগী দন্তোদ্গমকালে নিদ্রালু থাকে ও তাহার মুখ পাণ্ডুর দেখায়; মস্তিষ্কলক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্যান্য যন্ত্রের উত্তেজনা বশতঃ বা সহানুভূতি প্রতিক্ষিপ্ত প্রযুক্ত বমনে **ক্রিয়জোট** উপকার করে।

banglabooks.in

আহারান্তে অনেক সময় পরে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বমন হয়। যক্ষ্মাকাসি, কর্কটরোগ বা ক্যান্‌সার এবং কিডনিরোগ ও গুল্মবায়ুর বমনে ইহা ফলপ্রদ। ক্রিয়জোটের শয্যামূত্রস্রাবে রোগী প্রস্রাব করিতেছে বলিয়া স্বপ্ন দেখে এবং শয্যায় মূত্রস্রাব করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—রজোবাহুল্য; শ্বেতপ্রদর জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি; জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত ও ক্যানসারক্ষত;—ক্রিয়জোটরোগীর সাধারণতঃ প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এবং তজ্জন্য মস্তকে গুনগুন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে, স্রাবের পূর্ব্বে উদরের স্ফীতি জন্মে। শোণিতস্রাব সবিরাম হইতে থাকে এবং তাহার সহিত পৃষ্ঠের অধোভাগে আকৃষ্টভাব থাকিতে পারে। ইহার স্রাব শীঘ্রাগত ও প্রচুর, সিপিয়ার তাহা বিলম্বাগত ও অত্যল্প। ঋতুস্রাবের পরে ঘোর কটা এবং দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর দেখা দেয়। ক্রিয়জোট শ্বেতপ্রদরের বিশেষতা এই যে, তাহার অত্যন্ত দুর্গন্ধ এবং উগ্রগুণ স্রাব সংস্পর্শে স্ত্রীঅঙ্গপ্রদেশে হাজা ক্ষত জন্মে; ইহার পূর্ব্বকথিত পীতবর্ণ স্রাব পূর্ব্বোক্ত রূপ চুলকনা প্রভৃতি উৎপন্ন করে এবং তাহাতে আক্রান্ত শরীরাংশ স্ফীত, তপ্ত, কঠিন ও টাটানিযুক্ত হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায়। এ প্রকার রোগারোগ্যে ইহা বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্রাব অনেক দিন থাকিলে তাহাতে কাঁচা শস্যের গন্ধ হয়। স্রাবের উগ্রতা থাকায় ক্রিয়জোট সিপিয়া ও মিউরেক্স হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতির, বিশেষতঃ জরায়ুভ্রংশের, ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। পৃষ্ঠে আকৃষ্টতা থাকে এবং ইহার নিম্নাভিমুখীন আকৃষ্টতার শরীর চালনায় উপশম হওয়ায় ইহা সিপিয়া এবং নাক্স্ ভ হইতে প্রভেদিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত রোগে দুর্গন্ধ ও ক্ষতকর স্রাব

banglabooks.in

হইলে এবং জননেন্দ্রিয়ে তাপ, জ্বালাযুক্ত বেদনা ও টাটানি জন্মিলে ক্রিয়জোট তাহার ঔষধ।

ক্রিয়জোটের ত্বকরোগে সন্ধির প্রসারণপার্শ্বে (Extensor side) **পূয়গুটিকা** জন্মে।

সিলিনিয়াম্—ত্বকের ভাঁজে ও গুল্‌ফ সন্ধিদেশে চুলকনা। কাউরোড্ডেদযুক্ত স্থানের কেশস্খলন।

বল্লাক্স্—ডাং ম্যাকক্ল্যাচ ইহাকে বিচর্চ্চিকা বা সরায়াসিস্‌রোগের নিরাময়িক ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

পেট্রলিয়াম্—ইহা অমিশ্র পামা বা একজিমার ঔষধ। স্থূল বিস্ফিকা জন্মে। পূয় ঝরে। ত্বক ও হস্তাঙ্গুলির মস্তক ফাটে। ত্বক কর্কশ ও শুষ্ক থাকে, করতল পার্চমেণ্টের ন্যায় হয়। ইহা কাণের পিঠের উদ্ভেদে বিশেষ উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১০৯ (LECTURE CIX.)

প্লাম্বাম মেটালিকাম্ (Plumbum Metalicum.)।

সম্বন্ধ।—সিসকবিষক্রিয়ার প্রতিষেধক—এলাম্, এলুমিনা, বেল্, ককুল, হায়সা, নাক্‌স্ ভ, ওপি, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যাম, জিঙ্ক, বিদ্যুৎস্রোতের প্রয়োগ, এল্‌কহল, দুগ্ধ।

সাধারণ ক্রিয়া।—প্লাম্বাম্ মেরুমজ্জাতে অতি প্রবল এবং বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় মেরুমজ্জার উত্তেজনা বশতঃ চৈতন্যাধিক্য, স্নায়ুশূলঘটিত আক্ষেপ এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন উৎপন্ন হয়। স্নায়ু-কেন্দ্রের এইরূপ অবস্থার ফল স্বরূপ মেরুমজ্জার ও মস্তিষ্কের ক্রমশঃ ঘনীভূততা এবং কোমলতা জন্মে, অথবা এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্যাভাব, পক্ষাঘাত, পেশীক্ষয় এবং মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়াজড়ত্ব ঘটে, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্পাধিক সময় অন্তর অন্তর স্নায়ুশূল এবং মৃগী বা তাহাদিগের ন্যায় অন্যবিধ স্নায়ুবিকারলক্ষণ উপস্থিত হয়। কিড্‌নিতেও ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হওয়ায় তাহাদিগের দানাযুক্ত পরিবর্ত্তন উৎপাদক অপকৃষ্টতা (Granular degeneration.) উৎপন্ন করিলে ফল স্বরূপ লালামেহ প্রভৃতি কিড্‌নিরোগ উৎপন্ন হয়। হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রেরও ইহা অপকৃষ্টতা জন্মাইতে পারে। ডাং এলেন বলেন, "ইহা যন্ত্রের উপাদান মধ্যবর্ত্তী তান্তব পদার্থের প্রদাহ উৎপন্ন এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

লক্ষণ।—**মন**—অনুভূতির ধীরতা; ঔদাস্য। স্মরণশক্তির অভাব হওয়ায় রোগী কোন বিষয় বলিতে উপযুক্ত কথা সংগ্রহ করিতে

banglabooks.in

পারে না। প্রচণ্ড প্রলাপকালে মুখের বিকৃতভাব। গোপনে বিষদানে তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া প্রলাপকালে ভীতি; রোগী তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে হত্যাকারী বলিয়া মনে করে। **মস্তক**—শিরোঘূর্ণন; কনকনানি। মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার নিম্নাংশে গুরুত্ব। **স্নায়ু**।—পক্ষাঘাত হইবার পূর্ব্বে মানসিক বিকার, কম্প, আক্ষেপ, অথবা বৃহৎ বৃহৎ স্নায়ুপথে তীরবেধবৎ, তীক্ষ্ণ এবং ছিন্নবৎ বেদনা হয়; রোগাক্রান্ত শরীরাংশ শীর্ণ হইয়া যায়; মণিবন্ধপতন (Wrist-drop—মণিবন্ধের পক্ষাঘাত বশতঃ কর ঝুলিয়া পড়ে)। পুরাতন মৃগীবৎ আক্ষেপ; ফিটের পূর্ব্বে জঙ্ঘার গুরুত্ব এবং অসাড়তা জন্মে, জিহ্বা স্ফীত হয়। ফিটের পরে মস্তকে অনেক সময় স্থায়ী জড়ভাব জন্মে। **চক্ষু**—পীতাভ যোজক ঝিল্লি। **মুখমণ্ডল**—মৃত ব্যক্তির ন্যায় মলিন ও ফেকাসে বর্ণ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও ক্লেশব্যঞ্জক মুখাকৃতি। হনুস্তম্ভ। **গলমধ্য**—গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলার সংকোচন। **পরিপাকযন্ত্র**—মিষ্টস্বাদ। ক্ষুধার অভাব। হিক্কা। বিবমিষা। ভুক্ত বস্তু, বিষ্ঠা এবং ঈষৎ কটা অথবা ঈষৎ কাল পদার্থের অবিশ্রান্ত বমন; বমিত পদার্থে শোণিতরেখা থাকিতে পারে। **উদর**—প্রচণ্ড উদরশূল; উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় বোধ যেন তাহা দড়ি দ্বারা টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে। নাভিদেশের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা তীরবেগে উদরের ও শরীরের অন্যাংশে যায় এবং চাপে তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। **মল ও মলদ্বার**—মলদ্বারের সংকোচন হওয়ায় তাহার ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যল্প, কঠিন, চাপ চাপ অথবা বলের ন্যায় এবং ছাগলের নাদির ন্যায় থাকে; তাহার বর্ণ কালচে অথবা সবুজ হয় এবং তাহা কষ্টে ত্যাগ করা যায়। **মূত্রযন্ত্র**—মূত্রকৃচ্ছ্র; কেবল বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ; নিষ্ফল মূত্রবেগ; কষ্টে মূত্রত্যাগ। ঘোরবর্ণ ও অত্যল্প মূত্র; মূত্রে শ্বেতলালা বা এল্বমেন

banglabooks.in

থাকে এবং তাহা কটাসে, লাল ও ঘোলাটে হয়; অম্লাক্ত মূত্রে রক্তের লোহিত কণিকা এবং দীর্ঘ জমাট পদার্থের তলানি থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—যোনির আক্ষেপ। স্তন্যদুগ্ধ অত্যল্প হইয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ;—উদর মেরুদণ্ডাভিমুখে আকৃষ্ট থাকায় রোগী এবং দর্শক উভয়ের নিকটেই বোধ হয় যেন তাহা দড়ি দিয়া টানিয়া মেরুদণ্ডে আবদ্ধ করা হইয়াছে। প্লাম্বামের অধিকাংশ রোগে এই লক্ষণ উপস্থিত থাকায় ইহা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। দন্তমাড়ির পার্শ্ব বাহিয়া স্পষ্ট নীলবর্ণ রেখাকার কলঙ্ক। "মণিবন্ধ-পতন," প্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত।

চিকিৎসা;—কখন কখন পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রচণ্ড প্রলাপ উপস্থিত হইলে প্লাম্বাম দ্বারা তাহার উপশম পাওয়া যায়। ইহার প্রলাপ বেলাডনার ন্যায়ই প্রবলতা বিশিষ্ট এবং নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার ও দংশন করিতে চাহে। প্রভেদ এই যে ইহাতে মস্তক এবং হস্তের কম্প থাকে, মুখ ও দন্ত প্রভৃতিতে হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় এবং প্রলাপ ও উদরশূল পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে। প্লাম্বামের ক্রিয়ায় মৃগীর লক্ষণ উৎপন্ন হয়। তাহাতে প্রথমে পদের প্রায় পক্ষাঘাতিক গুরুত্ব হইলে রোগের আক্রমণ হয় এবং আবেশের পরে পদের পক্ষাঘাত ও নাসিকাধ্বনি সহ নিদ্রা অনেক সময় থাকিয়া যায়। মস্তিষ্কপদার্থের ঘনীভূততা নিবন্ধন স্থূলত্ব ও মস্তিষ্কের অর্ব্বুদ ইহার রোগের কারণ। ইহা পুরাতন মৃগীরোগের ঔষধ। প্রীরে জ্ঞানের পুনঃ সঞ্চার হওয়া অন্যতম প্রদর্শক। কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরশূল থাকে। কশেরুকামজ্জেয় ক্ষয় বা লোকোমটর এটাক্সিয়ারোগের মেরুমজ্জেয় রোগজ পরিবর্ত্তনে আমরা প্লাম্বাম লক্ষণের অতি স্পষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহাতে অঙ্গের

banglabooks.in

পক্ষাঘাতের আনুসঙ্গিক রূপে তাহার ক্ষয়, সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ার অভাব ও চৈতন্যহানি এবং ধ্বজভঙ্গ হয়। ইহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংস্পর্শানুভূতিবৎ বেদনার রজনীতে বৃদ্ধি হইলে কখন কখন এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা জন্মে যে, রোগী চীৎকার করিয়া উঠে। ডাং লিলিয়েন্থাল এ রোগে **প্লাম্বাম ফস্‌ফরিকাম** অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। **পক্ষাঘাতরোগে** আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ **অঙ্গের ক্ষয় বা শীর্ণতা** থাকাই **প্লাম্বামের** প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

মণিবন্ধ-পতন, অঙ্গ-সংকোচন সহ পক্ষাঘাত, চক্ষুপুট-পতন, জিহ্বার গুরুত্ব বা পক্ষাঘাত, অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং ত্বকের পাণ্ডুর, শুষ্ক ও শীতল অবস্থা উৎপাদক **সন্ন্যাসরোগ নিবন্ধন পক্ষাঘাত** প্রভৃতি নানাবিধ ও নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডাং বেজ বলেন নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত-রোগে ইহা দ্বারা তিনি কোন উপকার হইতে দেখেন নাই। ফলতঃও ইহা অধিকতর সময়েই উর্দ্ধাঙ্গেরই পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। **সকম্প-পক্ষাঘাতে** ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য। **প্লাম্বাম** এবং **হায়সায়ামাস্** এ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। মেরুমজ্জার ঘনীভূততাযুক্ত স্থূলতা অথবা বসাপকৃষ্টতা **প্লাম্বামের** পক্ষাঘাতের কারণ। **কুপ্রামের** পক্ষাঘাত অনেক বিষয়ে **প্লাম্বাম-পক্ষাঘাতের** তুল্য হইলেও তাহার রোগে অধিকতর খল্লী থাকে।

প্লাম্বামের কোষ্ঠবদ্ধরোগ অতি স্পষ্টতর লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত হয়। লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ মলবেগ সহ উদরশূল, উদরের আকুষ্টতা বশতঃ শারিন্দার পেটের ন্যায় খোল হইয়া যাওয়া, মলদ্বার-সংকোচক পেশীর বেদনাযুক্ত আক্ষেপ বশতঃ তাহার **ঊর্দ্ধ আকুষ্টতা**

banglabooks.in

এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কাল, শুষ্ক এবং কঠিন বিষ্ঠার গোলা অতিকষ্টে ত্যাগ হওয়া প্রভৃতি। ইহার রোগে পেশীশক্তি ও অন্ত্রের স্রাবের অভাব ঘটিত হয়।

নেফ্রাইটিস বা **বৃক্কপ্রদাহরোগেও** অবস্থা বিশেষে **প্লাম্বাম** উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার বৃক্কক বা কিডনিতে দানাযুক্ত অবস্থা উৎপন্নকারী প্রদাহ জন্মে। মূত্ররোধ বশতঃ কন্‌ভালসন হয়। অন্যান্য লক্ষণমধ্যে জলশোথ, মলিনতাযুক্ত ফেকাসে মুখ এবং গুল্‌ফ-সন্ধিদেশের শোথিতভাব প্রধান। এইরূপ পুরাতন রোগে **আর্স** এবং **মার্কারি** ও প্রযোজ্য। ডাং গুড্‌নো মূত্রাঘাত ঘটিত লক্ষণে **কুপ্রাম আর্সের** বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। মূত্ররোধ নিবন্ধন আক্ষেপের **কুপ্রাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। **গাউট** বা **ক্ষুদ্রবাত, পুরস্রাব** অথবা **উপদংশরোগ** নিবন্ধন **লালামেহ-রোগের অরাম** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। অবস্থাবিশেষে **গর্ভপাত** নিবারণে **প্লাম্বাম** সাহায্যকারী ঔষধ। কোন কোন স্থলে ভ্রূণের আয়তনের বৃদ্ধি সহ জরায়ু শরীরের বৃদ্ধি না হওয়ার জরায়ু ভ্রূণধারণে অক্ষম হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোকের ইহা অভ্যাস-গত দোষ রূপে উপস্থিত হয় পূর্ব্ব হইতে **প্লাম্বাম** ব্যবহারে তাহার সংশোধন হইতে পারে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১০ (LECTURE CX.)

টিলিয়াম (Trillium.)

(ট্রিলিয়েসি জাতি।)

সাধারণ ক্রিয়া। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা ট্রিলিয়াম্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং কৈশিক রক্তবহা নাড়ী, বিশেষতঃ জরায়ুর উপরি-উক্ত নাড়ী, আক্রমণ করিলে শরীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র হইতে প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার রক্তস্রাব হয়।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। ট্রিলিয়ামে নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্র এবং শ্বাসযন্ত্র, বিশেষতঃ জরায়ু হইতে সাধারণতঃ প্রচুর ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব হয়। রক্তস্রাবে বোধ হয় যেন কটির উভয় পার্শ্বের সংযোগের (Sacro-iliac synchondrosses) অস্থিদ্বয় সংযোগচ্যুত হওয়ার ফাঁক হইয়া যাইতেছে, রোগী তাহা কশিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। প্রচুর রক্তস্রাব হইলে অস্থিনিচয় ভগ্ন হওয়ার অনুভূতি জন্মে। আক্রান্ত শরীরাংশ কশিয়া বাঁধার ন্যায় শিরাতে রাশিকৃত শোণিত সঞ্চিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং তাহা জঙ্ঘা ও গুল্‌ফসন্ধিতে অধিকতর থাকে।

প্রবল এবং মৃদু উভয় প্রকার শোণিতস্রাব নাসিকা, দন্তমাড়ি, আমাশয়, অন্ত্রপথ এবং বিশেষরূপে জরায়ু প্রভৃতি যে কোন শরীরগর্ভ হইতেই হউক বহুতর চিকিৎসকের মতেই ট্রিলিয়াম তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ডাং হেল এবং ডাং বাট্ ইহাকে স্যাবাইনা, সিকেলি এবং হেমামেলিস অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রবল নাসিকাশোণিতস্রাবে এবং

banglabooks.in

রুগ্ন দন্তমাড়ি অথবা **দন্তোৎপাটন জনিত ক্ষত দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাবে** ইহার মূল অরিষ্ট দ্বারা সিক্ত তুলার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। **আমরক্তরোগ** বশতঃ প্রভূত শোণিত স্রাবে এবং **রক্তসংযুক্ত উদরাময়ে** ইহা উপকারী। সুস্পষ্ট ধাতুগত দোষ ব্যতীতই **নিয়মিত ঋতুস্রাব অত্যধিক পরিমাণ হইলে** ডাং ফ্যারিংটনের মতে ইহা তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাবেই ৬ ক্রমের ঔষধ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন। **ট্রিলিয়ামের** রোগ নির্ণয়ার্থ কোন প্রদর্শক দৃষ্ট হয় না। আরোগ্যলব্ধ বহুদর্শিতাই ইহা প্রয়োগের মূল ভিত্তি। প্রসবান্তিক অভ্যস্ত জরায়ু রক্তস্রাবে, পরিশ্রম এবং সৌত্রিক অর্ব্বুদ (fibroid) জনিত জরায়ু হইতে রক্তস্রাবে পূর্ব্বকথিত কটিসন্ধি বিকার বর্ত্তমান থাকিলে ইহা ফলপ্রদ। রোগীর আমাশয়ের ভাবান্তর হেতু মূর্চ্ছার ভাব অঙ্গসীমার শীতলতা এবং নাড়ীর দৌর্ব্বল্য থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১১ (LECTURE CXI.)

সাল্‌ফুরিকাম্ এসিডাম্ (Sulphuricum Acidum.)।

সাল্‌ফুরিক এসিড।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফুরিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—পাল্‌স্। সাল্‌ফুরিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—লেড্ ওয়াটারের।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি মাত্রই সাল্‌ফুরিক এসিডের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, পরিপাকযন্ত্রপথ এবং শ্বাসযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেই ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ত্বকও আক্রমণ করে। ইহা দ্বারা শক্তির অত্যন্ত অপচয় সংঘটিত হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দৃষ্টতঃ কম্প না থাকিলেও রোগীর আভ্যন্তরীণ কম্পভাব জন্মে। বৃদ্ধব্যক্তি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক এবং তাহাদিগের ঋতুসন্ধিকাল ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

দৌর্ব্বল্য।—উপরিউক্ত লক্ষণযুক্ত দৌর্ব্বল্য রোগে **সাল্‌ফ এসি** উপকারী।

মদ্যাভ্যয়।—বহুকালের অভ্যস্ত মদ্যপায়ীদিগের রোগে বারম্বার **নাক্‌স ভ** দ্বারা উপকার হওয়ার পর অবশেষে তাহার আর ক্রিয়া হয় না। রোগীর শোচনীয় স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ লোলচর্ম্ম, রক্তহীনতা, শীর্ণতা এবং জৈবতাপাল্পতা বশতঃ শরীরের শীতলতা উপস্থিত হয়। ইহাতে **সাল্‌ফ এসি** আমাদিগের প্রায় এক মাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ। রোগী সম্পূর্ণ ভুক্ত বস্তু বমন করে এবং হুইস্কিমদ্য মিশ্রিত না করিলে জল পর্য্যন্তও পান করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত ত্রস্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং **সাল্‌ফ, নাক্‌স ভ** ও **আর্সেন্ন** রোগীর ন্যায় ব্রাণ্ডিমদ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়।

এণ্টিম টার্ট—আমাশয়ের শ্লৈষ্মিকঝিল্লির বিকারের প্রাধান্য

banglabooks.in

এবং নিউমনিয়ারোগপ্রবণতা থাকিলে; প্রধানতঃ বিয়ারমদ্যপানজনিত রোগে; শীতল ঘর্ম্ম হয়।

ক্যাম্‌সিকাম—ইহার মূল অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রাতঃকালীন বমন, আমাশয়স্থানে দমিয়া যাওয়ার ভাব এবং মদ্যে অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণের দমন দ্বারা ইহা ক্ষুধার বৃদ্ধি করে। ত্রাসিতভাব ও কম্পের উপশম করিয়া ইহা সুনিদ্রা আনয়ন করে।

এফ্‌থাস্‌ সোর মাউথ্‌ বা 'জাড়ী ঘা'।—কঠিন ও স্থায়ী রোগ জন্য জীর্ণদেহ এবং দুর্ব্বল রোগীর অথবা ক্ষয় বা কলেরারোগজীর্ণ দুর্ব্বলীকৃত শিশুদিগের মুখের জাড়ী ঘা ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। ক্ষতের বর্ণ ঈষৎ পীত থাকে এবং মুখ হইতে প্রচুর লালা ঝরে। শিশুর গাত্র হইতে অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। ভগ্ন অণ্ডের ন্যায় ঈষৎ পীত বা ক্লেদময় মল-ত্যাগ হয়; অনেক সময় শিশুর কাসি থাকে ও উদ্‌গারে তাহার উপশম হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা দূষিত গলক্ষত।—ঝিল্লির প্রাচুর্য্যহেতু শিশুর কণ্ঠে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে, সে কথা কহিতে কি কোন শব্দ করিতে পারে না। টন্‌সিলগ্রন্থি স্ফীত ও উজ্জ্বললোহিত এবং শিশু মৃতবৎ পাণ্ডুর হয় এবং কিছু আহার করিলে তাহার নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর।—অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত রোগী ফস্‌ এসি রোগীর ন্যায় ধীরে ও কষ্টে প্রশ্নের উত্তর করে; কম্প থাকে না, কিন্তু কম্পের অনুভূতি থাকে; মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুর এবং চক্ষু নীলরেখাবেষ্টিত; আমাশয়ে শীতলতা ও শিথিলতার অনুভূতিতে উগ্রমদ্যে ইচ্ছা যায়। এইরূপ লক্ষণে সাল্‌ফ এসির উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

শোণিতস্রাব।—রক্তস্রাব নিবারণে সাল্‌ফ এসি অন্যান্য এসিড হইতে উৎকৃষ্টতর। ইহা প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতে রক্তস্রাব উৎপন্ন করে; রক্ত তরল ও কৃষ্ণাভ থাকে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১২ (LECTURE CXII.)

ক্যাক্‌টাস্‌ (Cactus Grandi florus.)।

(ক্যাক্‌টাসিজাতি।)

সম্বন্ধ।—ক্যাক্‌টাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, সিঙ্ক।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাক্‌টাস বিশেষরূপে হৃৎপিণ্ড এবং ধমনীর চক্রাকার পেশীসূত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করায় হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা-প্রবণতা, স্নায়ুশূল, আক্ষেপ, এবং কম্প উপস্থিত হয়। নিউমগ্যাষ্ট্রীক্‌স্নায়ু দ্বারা ইহা হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ এবং আমাশয় আক্রমণ করিলে ফুস্‌ফুসের সংকোচনে এবং আমাশয় লক্ষণে অজীর্ণ ও অম্ল জন্মে। ইহার সবিরাম জ্বরাক্রমণে সাময়িকতার অনিয়ম ঘটে (বিপরীত—সিড্রণ)। দেহের বিভিন্ন অংশে **সংকুচিত ভাবের**, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশ **লৌহ-পত্তর দ্বারা আবদ্ধ থাকার অনুভূতি** ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

লক্ষণ ও চিকিৎসা।

স্নায়ুশূল।—ইহা এবং ম্যালেরিয়া ঘটিত যে কোন প্রকারের বেদনা অভ্যন্তকালে আহার না করিলে যদি বৃদ্ধি পায় **ক্যাক্‌টাস্‌** তাহার ঔষধ।

হৃৎরোগ- হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস; হৃৎবিবৃদ্ধি; হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ; হৃৎবহির্ব্বেষ্টনিল্লিপ্রদাহ; হৃৎপিণ্ডের থরথরকম্পভাব (Fluttering.)।—**ক্যাক্টাস্‌**, লক্ষণ হৃৎপিণ্ডরোগের বিশেষ প্রকাশক। "হৃৎপিণ্ড যেন লৌহহস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধৃত থাকার অনুভূতি"

banglabooks.in

শীতলতা এবং মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ থাকে। **হাইড্রোসায়ানিক এসিডের** মৃগীরোগে জ্ঞানের লোপ, মুষ্টিবদ্ধ কর, হনুস্তম্ভ, মুখে ফেন উঠা ও গলাধঃকরণক্রিয়ার অসামর্থ্য থাকিলে এবং ফিটের পরে অত্যন্ত নিদ্রালুতা ও দৌর্ব্বল্য আসিলে ডাং হিউজ ইহাকে অমোঘ ঔষধ বলিয়া গণ্য করেন। শিশু খেলা করিতে চাহে না এবং তাহার কিছুই ভাল লাগে না। **প্রনুষ্টঙ্কারের** অবিশ্রান্ত ও প্রবল আক্রমণে **হাইড্র এসি** উপকারী। মুখমণ্ডল, চুয়াল এবং পৃষ্ঠের পেশীতে আক্ষেপ। হনুস্তম্ভ, মুখের অলীক হাস্যভাব এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধা জন্য শরীরের নীলাভা এবং মুখে ফেনোদ্গীরণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। হঠাৎ শরীরের কাঠিন্য জন্মিলে তাহা পশ্চাৎ দিকে বক্র হয়। **ষ্ট্রীক্‌নিয়ার** ন্যায় ইহাতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা বা প্রক্ষিপ্ত কারণের উত্তেজনাপ্রবণতা থাকে না। ফুস্‌ফুস্‌রোগনিবন্ধন অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে **লরসিরেসাস্** তাহা পুনরুত্তেজিত করিতে সক্ষম। **ফ্লুকাসরোগের** শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসির পক্ষে ইহা উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৪ (LECTURE CXIV.)

কফিয়া ক্রুডা (Coffea Cruda.)।

(রুবিয়েসিজাতি।)

সম্বন্ধ ;—কফিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম, ইগ্নে, নাকস্ ভম, পাল্‌স্। কাফির অপব্যবহার নিবন্ধন পুরাতন রোগে ক্যাম, ইগ্নে, মার্ক, নাকস্ ভ, সাল্‌ফ্। কফি যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, কলসি, নাক্‌স্ ভ।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা ;—কফিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জের স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত করে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এবং জৈব ক্রিয়োদ্দীপনা হওয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা এবং অসহিষ্ণুভাব এবং জৈবক্রিয়াশক্তির রোগজ উত্তেজনা সংঘটিত হয়। এ কারণ রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা এবং তাহার মস্তিষ্কীয় এবং দৈহিক কার্য্যকারিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ও উন্নত ভাব ধারণ করে। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও রোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—

১। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই তীক্ষ্ণতা ; রোগী সহজে ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করিতে পারে ; ঘ্রাণ, রসনা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা জন্মে ; মানসিক এবং শারীরিক ক্রিয়োত্তেজনা ঘটে ; রোগী কল্পনাপূর্ণ থাকে, ত্বরিত-কর্ম্মা হয় এবং উপরিউক্ত উত্তেজনা বশতঃ তাহার নিদ্রা হয় না।

২। রোগী অত্যন্ত মানসিক ভাবোত্তেজনাপ্রবণ থাকে ; হঠাৎ কোন আশ্চর্য্য সংবাদে, বিশেষতঃ হঠাৎ আনন্দোৎপাদক সংবাদে সে রোগগ্রস্ত হয়।

banglabooks.in

৩। রোগী বেদনা সহ্য করিতে পারে না, তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে; বেদনায় অসহনীয় হইয়া পড়ে; ক্রন্দন করে; যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দেয়; অত্যন্ত **নিদ্রাহীনতা** জন্মে।

৪। অত্যন্ত মানসিক শ্রম, চিন্তা ও গল্প করা প্রভৃতি নিবন্ধন **শিরঃশূল**; বোধ যেন মস্তক ছিন্ন অথবা ঠোক্কর লাগিয়া টুকরা টুকরা হইতেছে; **অর্দ্ধশিরঃশূলে** মস্তিষ্কাভ্যন্তরে পেরেক বসানের ন্যায় বোধ; মুক্ত বায়ুতে শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

৫। ঝাঁকি লাগার ন্যায় **দন্তশূল**; বরফ দেওয়া শীতল জল মুখে রাখিলে তাহার উপশম এবং মুখে ঐ জল তপ্ত হইয়া উঠিলে বৃদ্ধি।

৬। **কফিয়ার গুল্মবায়ুরোগে** মস্তক পশ্চাতে পেরেক ঠুকিয়া দেওয়ার ন্যায় বেদনা (Clavus Hystericus) থাকে। **থুজা** সহ তুলনীয়।

৭। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধাধিক্য এবং দৌর্ব্বল্য থাকিলে **সায়াটিকা বা গৃধ্রসীরোগে কফিয়া** প্রদর্শিত হয়। রোগ সহ রোগীর যন্ত্রণায় সামঞ্জস্য থাকে না, সে অসহনশীল হইয়া পড়ে।

৮। উত্তেজনাপ্রবণ ও বাসপ্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের **প্রসব বেদনা** অসহনীয় হইলে **কফিয়া** উপকারী। প্রসব বেদনা হয়, কিন্তু কোন ফল হয় না।

মানসিক লক্ষণে ইহ **একন, ক্যাম, ইগ্নে** এবং **নাক্সভ** সহ তুলনীয়।

মস্তকে পেরেক ঠুকিয়া বসানের ন্যায় শিরঃশূলে **কফিয়া, থুজা** এবং **ইগ্নে**; গুল্মবায়ুর "ক্লেভাস" বা পেরেক বসানের ন্যায় বেদনা মস্তকপশ্চাতে থাকিলে **থুজা**; এবং প্রসববেদনার অসহনীয়তায় ইহা **ক্যাম** সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৫ (LECTURE CXV.)

নাকস্‌ মস্কেটা (Nux Moschata.)।

সম্বন্ধ :—নাক্‌স্‌ মস্কেটার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, জেল্‌স্‌, নাক্‌স্‌ ভ। ইহা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, রড, লর।

সাধারণ ক্রিয়া :—নাক্‌স্‌ মস্কেটা স্নায়ুমণ্ডলের দ্বারা বিশেষ রূপে পরিপাকযন্ত্রপথ, অণ্ডাধার এবং জরায়ু আক্রমণ করিলে কেবল কতিপয় অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কথঞ্চিৎ রক্তাধিক্য ব্যতীত ইহার ক্রিয়ার যন্ত্রনিচয়ে কোন প্রকার উপাদানগত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না; কিন্তু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-নাশ বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। সর্ব্ববিধরোগ সহই আলস্য এবং **নিদ্রালুভাব বর্ত্তমানতা** ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহা বাত প্রকৃতির ও গুল্মবায়ুরোগপ্রবণ স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী।

লক্ষণ :—মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনশীল। এই মুহূর্ত্তেই হাস্য এবং পর মুহূর্ত্তেই ক্রন্দন। সকল বিষয়েই হাস্যপ্রবণতা। স্মরণশক্তি হীনতা, চিন্তার অক্ষমতা, নিদ্রার ভাব। ক্ষণিক অচৈতন্য। বাম ললাটের উচ্চতর স্থানে অল্প স্থল ব্যাপক চাপবৎ শিরঃশূল। দৃষ্ট বস্তু বৃহত্তর প্রতীয়মান হয়। বস্তুনিচয় অতি বৃহৎ অথবা অতি দূরবর্ত্তী বা অতি ক্ষুদ্র দেখায়। মুখ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বার শুষ্কতা থাকে, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। মুখলালা তুলার ন্যায়। জিহ্বার পক্ষাঘাত। অতিশয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হীনতা। উদরের অত্যধিক স্ফীতি ও ডাক। বিষ্ঠা কোমল থাকিলেও সহজে ত্যাগ হয় না। সিক্ত শীতল বায়ুতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেদনা।

banglabooks.in

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে ও ক্লান্ত বোধ করে; সামান্য পরিশ্রম করিলেই নিদ্রালুতা বশতঃ শয়ন করার আবশ্যকতা বোধ করে। পেশী-কম্প; সোয়াস্তি হীনতা; মূর্চ্ছার উপক্রম; সামান্য বেদনাতেও ঐরূপ। স্থানে স্থানে, চঞ্চল, সবিরাম ও খনন করার ন্যায় বেদনা। গুল্মবায়ুবৎ এবং মৃগীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে জ্ঞান থাকে; শিশু-দিগের উদরাময়ে আক্ষেপ; নিস্পন্দবায়ু বা ক্যাটালেপসি। ত্বক শীতল বায়ুতে অসহিষ্ণু। রক্তহীনতা।

চিকিৎসা।—**নাক্স মস্কেটার** স্বরযন্ত্ররোগ ও অজীর্ণ প্রভৃতির বিষয় আমরা স্থানান্তরে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু **গুল্ম-বায়ু** রোগ চিকিৎসাতেই ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যে সকল অপস্মাররোগগ্রস্ত রোগী ত্বরিৎ গাম্ভীর্য্য হইতে আনন্দের ভাব প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী। **নিদ্রালুতা, অত্যন্ত উদর স্ফীতি এবং মুখের শুষ্কতা** ইহার প্রদর্শক। রোগীর মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং সে অল্প শ্রমেই ক্লান্ত বোধ করে। সাধারণতঃ আহারান্তে উদরাধ্মান হইলে **লাইক** এবং **কার্ব্ব ভেজ** আমাদিগের স্মরণ পথে আইসে, কিন্তু শেষোক্ত ঔষধদ্বয়ে গুল্মবায়ুর লক্ষণ না থাকায় তাহারা প্রভেদিত হয়। **নাক্স্ মস্কেটার** শুষ্ক ও স্নায়বিক কাসিতে বক্ষের কষ্ট এবং মূর্চ্ছার উপক্রম হয় এবং গুল্মবায়ুর সংশ্রব থাকে। **মূর্চ্ছার উপক্রম** হওয়া ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। ডাং বেজ বলেন "গুল্মবায়ু, বিশেষতঃ তাহার গুল্ম বা **প্লোবাস হিষ্টিরিকাস্** নিবারণে অল্প ঔষধই **নাক্স্ মসের** ন্যায় আশু ফলপ্রদ।" তিনি ৩ হইতে ৬ ক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন "১০ কি ৫ মিনিট পর পর ডাং রুবিনির ক্যাম্ফর চিনির সঙ্গে সেবন করাইলে প্রবল গুল্মবায়ুর ফিট নিবারণ হয়"।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৬ (LECTURE CXVI.)

টেরিবিন্থিনা (Terebinthina.)।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা।—সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে টেরিবিন্থিনার ক্রিয়া হইলেও, মূত্রযন্ত্রের, বিশেষতঃ কিড্‌নির শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতেই তাহার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ক্রিয়ার অগভীরতা বশতঃ উপাদান ধ্বংসকরা তরুণ বা পুরাতন রোগে ইহা ফলপ্রদ হয় না। কিড্‌নিপ্রমুখ মূত্র যন্ত্রের ইহা প্রভূত উত্তেজনা ও প্রদাহ উৎপন্ন করিলে **কিড্‌নিদেশে প্রচণ্ড জ্বালা ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, ক্লেশকর মূত্রকৃচ্ছ্রের পর মূত্রযন্ত্রের টাটানি, রক্ত মেহ, অত্যল্প মূত্রত্যাগ এবং যন্ত্রণাপ্রদ লিঙ্গোত্থান** প্রভৃতি ইহার মৌলিক এবং অতি শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক উপস্থিত থাকে। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার রোগেই উপরি-উক্ত মূত্রযন্ত্রলক্ষণের বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণের প্রাধান্য থাকিলে **নেফ্রাইটিস্, ঔপসর্গিক লালা-মেহ, মূত্রস্থলীপ্রদাহ** এবং **মূত্রনালীপ্রদাহ** প্রভৃতি মূত্রযন্ত্ররোগে এবং **জলশোথে** ইহা প্রয়োজ্য। ইহার শ্বাসযন্ত্র পথের রক্তাধিক্য ও শ্লৈষ্মিক প্রদাহে তাহার শুষ্কতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হয় এবং শোণিতরেখাযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। পরিপাক যন্ত্রপথ আক্রান্ত হইলে জিহ্বার উপত্বক স্খলন হওয়ায় তাহা মসৃণতা প্রাপ্ত হয় এবং অতি প্রধান লক্ষণ স্বরূপ **প্রভূত উদরাধ্মান** জন্মে। ক্ষুধা থাকে না। মধ্যে মধ্যে পেশী আনর্ত্তন হয়। শরীর শীতল ও চটচটে ঘর্ম্মসিক্ত এবং নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, সূত্রবৎ ও দুর্ব্বোধ্য থাকে। উপরিউক্ত উদরাধ্মান ও মূত্র-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা **পেরিটনাইটিস ও টাইফয়েড্ জ্বর** প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। অন্ত্রের **রক্তস্রাবের** ইহা অতি প্রধান ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনা লক্ষণ না থাকিলে, কলেরার মূত্রাঘাতে ইহার ২ × ক্রম দ্বারা মূত্র আনয়নে আমরা কখনই নিষ্ফল হই নাই।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৭ (LECTURE CXVII.)

বোরাক্‌স্ (Borax)।

সম্বন্ধ।—বোরাক্‌সের কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া, ক্যাম।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সম্পূর্ণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিপথে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর, অন্ত্র, জরায়ু এবং যোনিপথের শ্লৈষ্মিকঝিল্লিতে উপক্ষত উৎপন্ন করাই বোরাক্‌সের প্রধান কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শ্বাস-যন্ত্রপথ এবং ত্বকেও ইহার ক্রিয়া বিস্তৃত হয়।

"দোল খেলার ন্যায় অথবা শিঁড়ি বাহিয়া অবতরণের ন্যায় নিম্নাভিমুখে গতি হইলে উৎকণ্ঠা সহ ভীতিব্যঞ্জকতা" বোরাক্‌সের অতি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য; কেননা এরূপ লক্ষণ অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে প্রধান গুলির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—জিহ্বা, মুখগহ্বর এবং গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বে উপক্ষত বা "জাড়ী ঘা" থাকায় মুখগহ্বরে অত্যন্ত তাপ ও শুষ্কতা। শিশু স্তন্য পান করিতে ক্রন্দন করে। আহার করিতে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হয়। কোমল, ফেকাসে পীত ও শ্লেষ্মাময় বিষ্ঠাত্যাগ করিলে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। শিশু তপ্ত মূত্রত্যাগ করে। মূত্রে তীব্র ও কটু গন্ধ থাকে। শিশু প্রায় ১০।১২ মিনিট পরে পরেই মূত্রত্যাগ করে। এবং তাহার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন ও চীৎকার করে। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে অণ্ডলালাবৎ শ্বেতপ্রদরস্রাবকালে তপ্ত জলের স্রোত বহিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি। ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও অতি প্রচুর এবং তাহার পূর্ব্বে আমাশয় হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনা। প্রচণ্ড ও খ্যাক্‌খ্যাকে কাসিতে

banglabooks.in

পচাটে আস্বাদ ও গন্ধযুক্ত গয়ারের নিষ্ঠীবন। প্রত্যেক কাসি ও গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

চিকিৎসা।—ট্রিকিয়েসিস্ বা বক্র চক্ষু-পক্ষ্ম-কেশ বা পক্ষ্মের সংশোধনে **বোরাক্স্** গ্র্যাফা সহ তুলনীয়। **নাসারন্ধ্রের ক্ষতরোগে** নাসিকাগ্র স্ফীত ও বেদনাযুক্ত থাকিলে **বোরাক্স্** উপকারী। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনাযুক্ত **কাসিতে** ইহা ঔষধ। দক্ষিণ বক্ষের ঊর্দ্ধাংশে বেদনা অধিকতর থাকে। এরূপ লক্ষণ থাকিলে যক্ষ্মাকাসেও **বোরাক্সের** প্রয়োগ হইতে পারে।

শিশুদিগের **মুখের উপক্ষত** বা "জাড়ী ঘা'র **বোরাক্স** অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য। জিহ্বা প্রভৃতি মুখের অন্যান্য অংশে ক্ষত থাকিলেও গণ্ডাভ্যন্তরপার্শ্বেই তাহার অধিকতর আক্রমণ। মুখ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে এবং ক্ষত হইতে সহজেই রক্ত পড়ে। শিশু শীর্ণ, পাণ্ডুর ও কালচে বর্ণ হইয়া যায় এবং নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠে ও হাত ছোড়ে। স্তন্যপায়ী শিশুদিগের জাড়ী ঘায় মুখের শুষ্কতা জন্য মুখ সিক্ত না করিলে শিশু স্তনে মুখ দিতে চাহে না—**ব্রাস্; এরাম ট্রির মুখক্ষতে** মুখের প্রচণ্ড প্রদাহ হয়, নাসারন্ধ্রের চতুষ্পার্শ্বে টাটানি, মামড়ি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। **প্রভি-শ্যায়িক মুখক্ষত।** ইহার **উদরাময়ে** শিশু সবুজ অথবা হরিদ্রাভ ও নরম মলত্যাগ করে এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে **উদর-শূল** হয়।

মুখমণ্ডলের, বিশেষতঃ গণ্ডের **বিসর্প** বা **ইরিসিপেলাস রোগে** মুখোপরি মাকড়সার জালের অনুভূতি থাকিলে **বোরাক্স** ফলপ্রদ। বিচর্চ্চিকা বা সোরায়াসিস্‌রোগে ডাং ম্যাক্‌ক্ল্যাচি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৮ (LECTURE CXVIII.)

সিড্রন (Cedron.)।

(সিমারুবেসিজাতি)।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা।—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জের এবং সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ু মণ্ডলের আক্রমণ দ্বারা সিড্রন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য উৎপন্ন করিলে যে জ্বরাক্রমণ হয় কার্য্য-ক্ষেত্রে সবিরাম জ্বরে আমরা তাহার প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। এই জ্বর অতি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং সিড্রন তাহাতে অমোঘ রূপে কার্য্য করে। নিম্ন ও জলাভূমির সিক্তোষ্ণবায়ু এই জ্বরের উৎপত্তির কারণ এবং ঘড়ির কাঁটার নিয়মানুযায়ী জ্বরাক্রমণের সাময়িকতা ইহার প্রদর্শক। এই জ্বর বড়ই অদম্য প্রকৃতির, শীঘ্র শীঘ্র পুনরাবর্ত্তন করে এবং ইহাতে প্রচণ্ড মস্তিষ্করক্তাধিক্য থাকে। রোগী অত্যন্ত রক্তহীন হয় এবং তাহার যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি জন্মে। সবিরাম স্নায়ুশূল, গুল্মবায়ু এবং ভাণ্ডবরোগ চিকিৎসাতেও ইহা কথঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ১১৯ (LECTURE CXIX.)

পেট্রলিয়াম (Petroleum.)।

সম্বন্ধ।—পেট্রলিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—ককুল, নাক্‌স্ ভ। পেট্রলিয়াম যাহার কার্য্য প্রতিষেধক—সিসকবিষক্রিয়ার।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং ত্বকে পেট্রলিয়ামের মূল ক্রিয়া। ইহা তাহাদিগের উদ্দীপনা উপস্থিত করে এবং তাহার ফল স্বরূপ যে সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, যথা,—রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ ও প্রচণ্ড, সহজে দোষ গ্রহণ করে এবং কলহ করে। প্রলাপ বশতঃ মনে করে তাহার পার্শ্বে অন্য কোন ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে অথবা সে দুই ব্যক্তি কিম্বা তাহার এক অঙ্গ দুইটা হইয়াছে। মস্তকপশ্চাতে সিসকের চাপের ন্যায় চাপ ও গুরুত্বের অনুভূতি। চক্ষুপত্রপার্শ্বের এবং ল্যাক্রিম্যালকোষের প্রদাহ ও তাহাতে পূয় সঞ্চার। আমাশয়লক্ষণে প্রাতঃকালে অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং মুখে জল সঞ্চয়; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা নৌকার চালনায় তাহার বৃদ্ধি। প্রচণ্ড বমন। মলত্যাগান্তে অতি ক্ষুধার নিবৃত্তি। কেবল দিবসে উদরাময় থাকে ও তাহার পূর্ব্বে উদরশূল হয়। স্বরবদ্ধ। রজনীতে শুষ্ক কাসি। হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শীতলতার অনুভূতি। হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ কর্কশ, বিদীর্ণ ও ফাটযুক্ত; তাহাতে খোঁচা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

সামান্য আঘাতেই ত্বকে ক্ষত জন্মে ও তাহা বিস্তৃত হইতে থাকে। পুরাতন ও সিক্ত কাউর, আক্রান্ত শরীরাংশের হাজাভাব। সম্পূর্ণ ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, বস্ত্রাবৃত হইলেও বেদনা লাগে। ক্ষত হুলবেধবৎ বেদনা করে ও তাহাতে মাংস বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে গভীর ক্ষত জন্মে ও তাহার পার্শ্ব উচ্চ থাকে।

সাধারণ লক্ষণে অঙ্গ নিচয়ের ঝিন্‌ঝিনি এবং কাঠিন্য। সন্ধি কড়্‌ কড়্‌

banglabooks.in

করে ও তাহাতে সন্ধিবাতের কাঠিন্য জন্মে। মুক্তবায়ুতে অনিচ্ছা। সহজেই সর্দ্দির আক্রমণ। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে দুর্ব্বলতা বোধ।

চিকিৎসা।—চক্ষুপুটপার্শ্বপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস এবং ল্যাক্রিম্যালকোষপ্রদাহরোগে পূয় সঞ্চার ও তাহাতে নালীক্ষত জন্মিলে পেট্রলিয়াম দ্বারা উপকার হয়। মস্তকপশ্চাতে দপদপানি বেদনায় ইহা উপকারী। রোগী রজনীতে শয়ন করিলে পেট্রলিয়ামের শুষ্ক কাসির আক্রমণ। ইহা শিশুদিগের মধ্যে অধিকতর।

আর্ণব-বমন বা সি-সিক্‌নেসরোগের পেট্রলিয়াম অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ডাং বেঙ্ এ রোগে ইহাকে একমাত্র উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার ৩× ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাং ডিউই এবং ডাং হিউজের মতেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ—ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি; শকট ও অশ্বারোহণে রোগ বর্দ্ধিত এবং যদিও কখন কখন পিত্তের বমন হইতে পারে কিন্তু অবিশ্রান্ত বিবমিষা ও মুখ হইতে জলোদ্গীরণই ইহার বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। সমুদ্রযাত্রার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ইহার প্রয়োগ আরম্ভ করিলে ইহা রোগের প্রতিষেধকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। উপরি উক্তরূপ বিশেষ লক্ষণ থাকিলে ইহা গর্ভাবস্থার প্রাতঃকালীন বমনেও উপকারী। রসবাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্ধি মচ্‌কাইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জানুসন্ধির রসবাতরোগে সন্ধির কাঠিন্য ও সংশ্রবীয় থোঁচানিবৎ বেদনা, গ্রীবার অনমনীয়তা এবং মস্তক চালনায় কড়্‌কড়্ ভাবের অনুভূতির পক্ষে ইহা উপকারী। সহজে নিম্ন চুয়ালের সন্ধিভ্রষ্টতায় ইহা ফলপ্রদ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ১২০ (LECTURE CXX.)

রিসিনাস্ কমুনিস্।

প্রতিনাম ;—পামা ক্রিষ্টাই, এরণ্ড।

সাধারণ নাম ;—ভারেণ্ডা।

প্রয়োগরূপ।—তৈলজ অরিষ্ট বা "ওলিয়াম্ রিসিনি" এবং বীজসারোৎপন্ন অরিষ্ট বা "রিসিনাস"।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ;—সাধারণতঃ ৩×, ৬× এবং ৩০।

তুলনীয় ঔষধ ;—জ্যাট্রফা, ক্রটন টিগ্, আইরিস্, ভিরেট্রাম, আর্স, য়ুফর্ব্ব।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ ;—ক্যাষ্টর অইল বা রেড়ির তৈল আমাদিগের বিশেষ পরিচিত বস্তু। কেননা বেদনাদি ক্লেশরহিত মৃদু বিরেচক বলিয়া অনেকেই ইহা সহজ কোষ্ঠবদ্ধরোগে সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরণ্ডবীজ নিষ্পেষণ দ্বারাই এই স্থায়ী তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহা হইতেই "ওলিয়াম রিসিনি" প্রস্তুত হয়। "রিসিনাস" এরণ্ডবীজের শাস হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এরণ্ডবীজ-সার হইতে "রিসিনিন্" বলিয়া একটি উপক্ষার এবং "রিসিনিক, ইলায়ডিক ও মার্গারিষ্টিক এসিড" নামে তিনটী অতি উগ্রগুণ অম্ল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শেষোক্ত তিনটী এসিড-উপাদান-বিশিষ্ট হওয়াতেই এরণ্ডবীজ সেবনে বিষলক্ষণ প্রকাশ পায়। উপরি উক্ত বিষের স্থানিক ক্রিয়া বশতঃ কখন কখন আমাশয়ান্ত্রিক উদ্দীপনা ও

banglabooks.in

রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইলে তদানুষঙ্গিকরূপে প্রাদাহিক উদরাময়রোগবৎ লক্ষণ এবং বমন ও উদরশূলাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়োর্দ্ধ-বেদনা বিকীর্ণ হইয়া নাভি ও কুক্ষিদেশে যায়। উদরোপরি বেদনা চাপে বৃদ্ধি হয়।

ফলতঃ পরিপাক-যন্ত্র-পথ সহ এরণ্ডবিষের কলেরাবিষবৎ নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বশতঃ যে কলেরা সদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তজ্জন্যই ইহা হোমিওপ্যাথি মতে কলেরা চিকিৎসায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ডাং এলেন-উদ্ধৃত এরণ্ড-বীজের বিষ-লক্ষণ হইতে নিম্নে আবশ্যকানুসারে কতিপয় লক্ষণ বিবৃত হইল :—জ্বালাযুক্ত তৃষ্ণা ও মুখলালাস্রাব। গলমধ্যে ও আমাশয়ে জ্বালা। প্রথমে পরিমাণে ও সংখ্যায় অল্প থাকিয়া ক্রমে আমমিশ্রিত সিরামরসের প্রচণ্ড ও প্রচুর ভেদ বমন। পুনঃ পুনঃ জলবৎ মলত্যাগ। বমন এবং বিরেচনে বেদনাহীনতা। অবশেষে ভেদ অবিশ্রান্ত ভাব ধারণ করে এবং কলেরা সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হয়। মূত্রাঘাত (suppression of urine)। অতিরঞ্জিত, স্বল্প, গাঢ় ও প্রচুর এলবুমেনপূর্ণ মূত্র। স্বরবন্ধ। নাড়ী স্বাভাবিক গতিবিশিষ্ট কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং মণিবন্ধদেশে কখন কখন দুর্ব্বোধ্য। বিষ্ঠা রক্তময় হইতে পারে। ভেদ ও বমনকালে গভীর পতন-লক্ষণ বা কোল্যাপ্স। দেহের অঙ্গ ও কাণ্ডভাগের পেশীর খল্লী। চক্ষু আক্ষেপযুক্ত ও ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট। শীতলতা; ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও বসা। রিসিনাসের যকৃতাক্রমণের লক্ষণ স্বরূপ ভেদ ও বমন কালে কখন কখন পাণ্ডুরোগচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদর্শক লক্ষণ :—ভেদ এবং বমনকালে উদরশূলের অভাব রিসিনাসের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক। পতনাবস্থা বা কোল্যাপস্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ভেদ ও বমনের স্বল্পতা বা অভাব ঘটে; কিন্তু রিসিনাসরোগীর তাহা সমভাবে চলিতে থাকে অথবা বর্দ্ধিত হয়। এজন্য **হীমাঙ্গ বা কোল্যাপস্ অব-**

banglabooks.in

স্থায় ভেদ ও বমন পূর্ব্ববৎ সমভাবে হইতে থাকা অথবা বর্দ্ধিত হওয়া অনেক স্থলেই রিসিনাসের অন্যতর প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

চিকিৎসা।—উদরাময়; প্রাদাহিক উদরাময় এবং কলেরা বা ওলাউঠা।—আমরা ইতিপূর্ব্বে ক্যাষ্টর অইলের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে বোধগম্য হইবে যে বেদনাহীন উদরাময়ে ওলিয়াম রিসিনি দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। ফলতঃ উদরাময়ে বেদনার অভাব ও বিষ্ঠার প্রাচুর্য্যই ইহার প্রদর্শক স্থানীয়।

প্রাদাহিক উদরাময়ে স্থলবিশেষে রিসিনাস আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। মৃত্যুভীতি ও অস্থিরতাদি লক্ষণ দ্বারা একনাইট, এবং ভয়াবহ কুন্থনের বর্ত্তমানতায় মার্ক কর ইহা হইতে প্রভেদিত হয়।

রিসিনাসের প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে কলেরার সকল অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগোপযুক্ত। ফলতঃ রোগের "পূর্ব্বরূপ অবস্থায়" অন্য কোন ঔষধ প্রদর্শিত না হইলে অনেক চিকিৎসকই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কলেরার "বিকাশ" ও "হিমাঙ্গাবস্থায়" ও বেদনার অভাব, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য এবং ক্রমে ক্রমে ভেদ ও বমনের পরিমাণ ও সংখ্যার বৃদ্ধি এবং রোগের শেষ বা পতনাবস্থায় তাহাদিগের অত্যাধিক্য বা অবিরাম ভাব ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। জ্যাট্রফার উদরের প্রচণ্ড ডাক এবং প্রভূত পরিমাণ এলবুমেন সদৃশ তরল পদার্থের বমন, আইরিসের অত্যন্ত অম্ল পদার্থের বমন ও পরিপাক-

banglabooks.in

পথের অগ্নিদাহবৎ জ্বালা, ভিরেট্রামের উদর বেদনার বর্ত্তমানতা এবং য়ুফর্ব্বিয়মের হঠাৎ এক-যোগে প্রভূত পরিমাণ ভেদ ও বমন রিসিনাস হইতে যথেষ্ট প্রভেদক বলিয়া গণ্য।

রক্তভেদযুক্ত বা ব্লাডি কলেরায় এবং কলেরায় ন্যাবা (Jaundice) লক্ষণ উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

প্লাম্বাম—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত চক্ষু আদিতে ন্যাবারোগ লক্ষণ উৎপন্ন হইলে যদি প্লাম্বামবৎ উদরশূলাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহাতে ইহা ফলপ্রদ। পিত্তশিলারোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপরিউক্ত ন্যাবা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং উদরশূলাদি থাকিলে প্লাম্বাম দ্বারা তাহার স্থায়ী উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

ভ্যারেণ্ডাপত্র ২।৩ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারা কতিপয় বার স্তন প্রক্ষালন এবং অবশেষে সিদ্ধ পত্র পুলটিসের আকারে স্তনে প্রয়োগ করিলে রুদ্ধ স্তন্য পুনরানয়ন করিয়া থাকে। উভয়ই ঈষদুষ্ণ থাকিতে প্রযোজ্য।

---

banglabooks.in

হানিম্যান ব্যবহৃত ঔষধ ও তাহার মাত্রা।

অরাম মেট। ১২, ৩০
আয়ডিয়ন। ৩০
আর্জেণ্টাম। ২৪
আর্ণিকা মণ্ট। ৬, ১২, ৩০।
আর্সেনিকাম এল। ৯, ১৮, ৩০
ইগ্নেসিয়া। ১২
ইণ্ডিগো। ৩০
ইপিক্যাক। ১২
একনাইট। ১২, ৩০
এগারিকাস। ৩০
এগ্নাস। ১৮
এঙ্গাষ্টুরা। ৩০
এনাকার্ডিয়াম। ১৮
এণ্টিম ক্রু। ২৪
এণ্টিম টার্ট। ১২
এমন কার্ব্ব। ২৪
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। ২৪
এরানিয়া ডায়া। ৩০
এস্পমিনা। ৩০
এসাফিটিডা। ৩০
এসিডাম নাই। ৩০
এসিডাম ফস। ৩০
এসিডাম মিউ। ৩০
এসেরাম ইউ। ৩০
ওর্পিয়াম। ১২, ৩০
ওলিয়াম এনি। ৩০
ওলিয়াম টেরি। ৩০
ওলিয়েণ্ডার। ২৪
ককুলাস। ১২
কনায়াম মেকু। ২৪
কফিয়া ক্রু। ৩০
কল্‌চিকাম্‌। ১৮
কলসিন্থ। ৩০
কার্ব্ব এনি। ২৪
কার্ব্ব ভেজ। ১২, ৩০
কুপ্রাম মেট। ৩০
কপেবা। ২৪
করেলিয়াম। ৩০
ক্যানাবিস স্যাট। ১২, ৩০
ক্যান্থারিস। ৩০
ক্যান্স ফ্লুভা। ১২
ক্যাপ্‌সিকাম। ৩০
ক্যামমিলা। ১২
ক্যাম্ফর। ৬, ২৪
ক্যালাডি সেণ্ড। ২৪
কেলি কার্ব্ব। ৩০
কেলি হাই। ২৪
ক্যাল্কেরিয়া এসেট। ২৪
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। ৩০
ক্যাষ্টরিয়াম। ২৪
ক্রকাস স্যাট। ১৮
ক্লিমেটিস। ১২
গুয়েইয়াকাম। ৩০
গ্র্যাটিয়লা। ২৪
গ্রাফাইটিস। ২৪
চায়না। ৩০
চেলিডন মেজ। ৩০
জিঙ্কাম মেট। ৩০
জ্যাসিয়া। ২৪
টিং সালফ। ২৪
টুক্রিয়াম মে। ১৮
টেবেকাম। ১২
ডালকামারা। ২৪
ডিজিট্যালিস। ২৪
ড্রসিরা। ১৮
থুজা। ১২।
নাইট্রাম। ২৪
নাক্স ভমিকা। ১২, ৩০

banglabooks.in

নিকলাম। ২৪
নেট্রাম কার্ব্ব। ২৪
নেট্রাম মিউ। ৩০
পাল্‌সেটিলা। ৯, ৩০
পেট্রলিয়াম। ২৪
পেট্রসিলিনাম। ১৮
প্যাস্লিস কোয়া। ২৪
প্লাম্বাম্ মেট। ২৪
প্ল্যাটিনাম। ২৪
ফস্‌ফরাস। ১৮
ফিলিক্স মাস। ১৮
ফেরাম মেট। ২৪
ফ্যালাণ্ড্রিয়াম। ২৪
বভিষ্টা। ২৪
বিসমাথ। ১৮
বেলাডনা। ১২, ৩০
বরাক্স্। ১৮
ব্যারাইটা এসেট। ৩০
ব্যারাইটা কার্ব্ব। ৩০
ব্রায়নিয়া। ৬, ১৮, ৩০
ভায়লা ওড। ১৮
ভার্ব্বেস্কাম। ১৮
ভিরেট্রাম। ৩০
ভ্যালেরিয়ানা। ১৮
মস্কাস। ২৪
মাকুরিয়াস কর। ২৪
মাকুরিয়াস ভাই। ২৪
মাকুরিয়াস সল। ৩০
মিনিয়েন্থিস ট্রিফ। ২৪
মিলিফলিয়াম। ১২
মিলেপ। ২৪
মিজিরিয়াম। ২৪
ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্ব। ২৪
ম্যাগ্নিসিয়া মিউ। ২৪
যুফর্ব্বিয়াম। ২৪
যুফ্রেসিয়া। ১২
যুভা আর্স। ৩০
রাস্‌টক্স্। ১২
রিয়াম। ১৮
রুটা। ১২
রেনাঙ্কুলাস বাল্। ১৮
লাইকপোড। ৩০
লিডাম। ২৪
ল্যাকেসিস্। ৩০
ল্যামিয়াম এল্। ২৪
ষ্টেনাম। ৩০
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। ২৪
ষ্ট্রনসিয়ানা। ৩০
ষ্ট্র্যামনিয়াম। ২৪
সাইক্লেমেন। ২৪
সার্সাপেরিলা। ২৪
সালফার। ৩০
সিকুটা। ২৪
সিকেলি কার্ণ্। ১৮
সিনা। ৩০
সিনাবার। ২৪
সিপিয়া। ৩০
সিলিকা। ৩০
সিলিনিয়াম। ১৮
স্কুইলা। ৩০
স্পঞ্জিয়া। ৩০
স্পিজিলিয়া। ২৪
স্যাবাইনা। ২৪
স্যাবাডিলা। ১৮
স্যাম্বুকাস। ১৮
হায়সায়ামাস। ১২
হিপার সাল্‌ফ। ১৮
হেলিবারাস নাই। ২৪

banglabooks.in

ভৈষজ্য-সূচীপত্র

স্থান সঙ্কেপার্থ সূচীপত্রে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং পরিশিষ্ট খণ্ড যথাক্রমে (১), (২), (৩), (৪) ও (৫) সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

অক্‌জ্যালিক এসিড।

অণ্ডকোষপ্রদাহ অর্কাইটিস্। (২)

অরাম। (৪) ৪৪৮

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪৫০, ৪৫১।
চিকিৎসা। (১) ৩৬ ২২৭। (২) ৪৯, ২১০, ২৫৩, ৩০৩। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬১—৪৬৮। (৫) ১৫, ১০২, ২২০, ২২৭, ২৬৬, ৪১৫, ৫৩৩, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪৫২, ৪৬০।
রোগকারণ। (৪) ৪৫১, ৪৫২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪৪৮, ৪৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪৫২।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪২। ৫০

চিকিৎসা। (১) ১৭, ২২৮, ২৩৯। (৩) ৪৫৭। (৪) ১১৬, ১১৯, ২৭৯, ৩১০, ৪১৯। (৫) ৭, ৪৭, ৫৫—৫৯, ৭৮, ১৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৫) ৫৪, ৫৫।
লক্ষণ। (৫) ৫১—৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০, ৫১।

আয়ডফরম্।

চিকিৎসা। (৪) ১১৯। (৫) ৩৯।

আইরিস ভার্সিকলার।

(৫) ৩৯১। ৩৯৪।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮। (৪) ১৪৮, ৩৭১। (৫) ৩৮৯, ৩৯৫, ৩৯৬।
লক্ষণ। (৫) ৩৯৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৪।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্। (৪) ৪২১

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪২২—৪২৫।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ১৬৯। (২) ৫৬, ৫৭, ৯২, ২০০, ২০৮। (৩) ৪০, ২১২, ২১৮, ২১৯। (৪) ৫৯, ৮১, ৮৫, ২০১, ৩৩৩, ৪৩৮—৪৪৭। (৫) ৫৯, ৭৯, ৮০, ১০৪, ১৮৬, ৪৫০, ৪৫৫
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ৪৩৬—৪৩৮।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪২৫—৪৩৬।
রোগকারণ। (৪) ৪২৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৪২১, ৪২২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪২৫।

আর্জেণ্টাম্ মেটালিকাম।

(৫) ৫০৫।

চিকিৎসা। (৪) ৫৮। (৫) ৪৬৯, ৫০৬।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৫০৫, ৫০৬।
সংজ্ঞাদি। (৫) ৫০৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৫।

আর্টিকা ইয়ুরেন্‌স।

চিকিৎসা। (২) ২১৬। (৫) ৩০১।

আর্টিমিসিয়া ভালগারিস।

(৫) ১০০।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০০, ১০১, ২১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০০।

আর্ণিকা। (৩) ১০৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১১২, ১১৩।
চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২, ১৬৭।
(২) ৭৮। (৩) ৭০, ১০৪, ১২৫—১৩৮, ২১৫, ৩২০, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৭৩, ৪৩৯। (৪) ২৭, ৩৯, ৫১, ৫২, ১২৩, ৩০৫, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৫। (৫) ১৯, ৪০, ৮৯, ৯৫, ২৫৭, ২৬০, ৪০৭, ৪৪৯, ৪৯১, ৪৬৬, ৪৯০, ৫৪৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২২। (৩) ৯১, ১২৩—১২৫।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১১৪—১২৩।
রোগকারণ। (৩) ১১৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১০৯—১১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১১৩—১১৪।
(৪) ২৯৭, ৩৩১।

আর্সেনিকাম আয়ডটাম।

চিকিৎসা। (২) ৯০। (৫) ৫৮, ৫৯।
বিশেষ ক্রিয়া। (২) ৮।

আর্সেনিকাম এলবাম্‌। (২) ১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৪—৬।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৮২, ৯৯, ১০৭, ২২৯, ২৪২, ২৯৯, ৩৩৮, ৩৫৪। (২) ৪৮—৯৪, ১৪৪, ১৪৪, ১৫৬, ২০৫, ২০৭, ২৯৯, ৩১৪, ৩০৯, ৩৬৮, ৩৯১, ৩৯২। (৩) ৯৩, ৯৮, ১০৩, ১০৫, ১১০, ১৩০, ১৯২, ২৪৭, ২৫৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩৭৮, ৪০১, ৪০৬—৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৩। (৪) ৩৫, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫২—৫৫, ৬০, ৬২, ৭৩, ৬৪, ৯১, ১২২, ১৪৪—১৪৭, ১৭১, ১৮৪, ১৮৬, ২০৭, ২৫৪, ২৫৭, ২৭৮, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৮, ৩১১, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯২, ৩৯৫, ৪১৪, ৪৪৫, ৪৬২। (৫) ২১, ৫৯, ৬৬, ১৪৫, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৯, ৩০৯, ৩২৪, ৩২৫, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৮, ৪০২, ৪৩০, ৫৫৩, ৬৯৩, ৫৪২, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯, ২৩১, ২৩২, ৩৭০। (২) ৩৯—৪৮, ১৩৬, ১৮৮, ২৪৪, ২৫১, ৩৬৬, ৪৪২। (৩) ২৭, ৬৩, ৬৫, ৩১৬, ২৯১, ২০, ৩৯, ৪১, ৩৯৬, ৩৯৮। (৪) ৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ২২৭, ২২৮, ২১৬।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৮—৩৯।
রোগকারণ। (২) ৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১—৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৬—৮।

আষ্টিলেগ। (৫) ৩৫৭। ৩৬৬।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ২৬১, ৩৫২, ৩৬৭, ৩৬৮।
লক্ষণ। (৫) ৩৫৯, ৩৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি—(৫) ৩৬৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৬।

ইউ (য়ু)পেটেরিয়াম পার্পুরিয়াম।

(৫) ১০০। ১১৭।

চিকিৎসা। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ৩১৫। (৫) ১১৭, ১১৮।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১
লক্ষণ। (৫) ১১৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৭।

ইউ(য়ূ পেটরিয়াম্ পার্ফলিয়েটাম্।
(৫) ১০০। ১১৩।

চিকিৎসা। (৩) ১০৩, ৪০০। (৪) ৩৩৯, ৩৫০। (৫) ১১৫, ১১৬, ১১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৩, ১১৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৪।

ইউ(য়ূ)ফর্ব্বিয়া করনেটা।
(৫) ৪২৫। ৪৩০।

চিকিৎসা। (৫) ৪৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩০।

ইউ(য়ূ ফর্ব্বিয়াম রেজিনিফেরা।
(৫) ৪২৫। ৪২৮।

চিকিৎসা। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪। (৫) ১৬২, ৪২৯, ৪৩০।
লক্ষণ। (৫) ৪২৮, ৪২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২৮।

ইউ(য়ু)ফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস।
(৫) ২৪৫।

চিকিৎসা। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮। (৪) ৩৭৬, ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৭—২৪৯।
লক্ষণ। (৫) ২৪৫—২৪৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৫।

ইউ(য়ূ)ভা আসাই।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রশিলাদি। (৩) ৩১৮।

ইকুইসিটাম হাইমেল।

মূত্রযন্ত্ররোগ—মূত্রপথের উদ্দীপনাদি। (৩) ৩১৫।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৬।

উপযোগী ধাতুআদি। (২) ৩১৮—৩২০।
চিকিৎসা। (২) ১৪৪, ১৪৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৬, ৩০৫, ৩৩৪—৩৪৮। (৪) ৪৯, ১১২, ২০০, ২৪০, ২৪১, ২৭৪, ২৭৫, ৩৪৯, ৪৪০, ৪৪৫। (৫) ৩৫, ৪৬, ২৮১, ৩০৯, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪৭৭, ৪৮৫, ৪৮৯, ৪৯০, ৫২৩, ৫২৪, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১। (২) ১৩২, ১৮৭, ২৪৬, ৩২৫—৩২৮। (৪) ১৯৯, ২২৮, ২২৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩১৫—৩২৫। (৩) ২৪।
রোগকারণ। (২) ৩১৪।
সংজ্ঞাদি। (২) ৩১০—৩১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩১৪, ৩২৫।

ইণ্ডিগো।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৮। (৫) ২১৫, ২৯৪, ৪০২।

ইথুসা সাইনেপিয়াম। (৫) ২১১।

চিকিৎসা। (২) ২৫২, ৩৮৮। (৩) ১৫৪, ২৯৪, ২৯৬। (৫) ২১২, ২১৩।
লক্ষণ। (৫) ২১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১১।

ইন্যাস্থি ক্রকেটা।
(৫) ২১১। ২১৩।

চিকিৎসা। (৩) ২১২। (৫) ২১৪, ২১৫।

banglabooks.in

ইপিক্যাকুয়ান্হা। (২) ৩৭৭।

উপযোগী ধাতুআদি। (২) ৩৭৯, ৩৮০।
চিকিৎসা। (১) ১১৪, ১৫০, ২৬৮। (২) ৭৮, ৮০, ৮১, ১৪৮, ১৫৫, ৩৮৮—৩৯৩। (৩) ৪০, ৪২, ৯৬-গ, ৯৭, ১৫৪, ১৭০, ১৭১, ১৭৪, ৩৭৩, ৪১২, ৪৫৮। (৪) ৯২, ৩০৩। (৫) ১১, ৪৬, ৩৯০, ৪০৯, ৪৯৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৮১—৩৮৬।
রোগকারণ। (২) ৩৭২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৬৯—৩৭১।
সাধারণ ক্রিয়া॥ (২) ৩৮১।

ইপমিয়া নিল্।

মূত্রশূল। (৩) ৩১৮।

ইরিজিরণ। (৫) ১০০। ১১৩।

চিকিৎসা। (৫) ১১৩, ২৬১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৩।

ইরিজিয়াম একোয়াটিকাম।
(৫) ২১১। ২১৫।

চিকিৎসা। (৫) ২১৬।
লক্ষণ। (৫) ২১৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৫, ২১৬।

ইলেটেরিয়াম।

চিকিৎসা। (২) ৩৯২। (৪) ১৪৮। (৫) ২৫১, ৩৮৯, ৪২৬, ৪২৭।

ইল্যাপ্‌স্ করেলিনাস্।
(৫) ২৭২। ২৭৭।

চিকিৎসা। (৪) ৩১। (৫) ২৭৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৭।

ইস্কুলাস হাইপক্যাষ্টেনাম।
(৫) ৫০১।

চিকিৎসা। (১) ১০৯। (২) ২০৭, ২৬১ (৪) ৪৪১। (৫) ৫০২।
লক্ষণ। (৫) ৫০১, ৫০২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০১।

একনাইটাম। (১) ১।

উপযোগী ধাতুআদি। (১) ৩, ৪।
চিকিৎসা। (১) ২২—৪৮, ৫৭, ৫৮, ৭৫, ৭৭, ১০৯ ১১ ১৩৬, ১৩৭, ১৫৮, ১৭১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ৩২৬, ৩৪৮, ৩৫৪। (২) ৪৯, ৬৩, ৭৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৯৮, ২১৯, ২৬৪, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭৪। (৩) ২৮, ৩২, ৩৬, ৪৯, ৪৩, ১০৬, ১২৬, ১৯৪, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩৮, ৪০৭, ৪৫৮। (৪) ৫৭, ৮২—৮৬, ৮৮, ৯০, ৯২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ৩০৪, ৩১১, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৯৪, ৪১৪, ৪৪৫। (৫ ১০, ১১, ২০, ৫৬, ৬৪, ৬৬, ১১০, ১২৬, ১৪২, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৮, ৩৯৩, ৪০২, ৪১৮, ৪৪৪, ৪৫০, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫৪৮, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬—২২, (২) ৪০, ৪১, ৪২, ৪৫, ৩৩১, ৩৬৪, ৩৬৬। (৩) ১২৪, ১৪৯; ৪৩৫, ৪৫২। (৪) ১৩৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৪—১৬।
রোগ কারণ। (১) ৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১—৩।

banglabooks.in

একালিফা ইণ্ডিকা।

(৫) ৪২৫। ৪৩২।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৩২।
সাধারণ ক্রিয়া লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫) ৪৩২।

একটিয়া রেসিমসা (সিমিসিফিউগা। (৫) ১।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৮২, ৩৫০। (২) ১৪৮, ২৩৫, ২৬৪। (৩) ২৮৩। (৪) ২৭, ৮৭, ৩৯১। (৫) ৫—১০, ১৩৩, ২৪৪, ৩৫২, ৩৬২, ৩৮৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫।
লক্ষণ। (৫) ২—৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১।
সাধারণ ক্রিয়া (৫) ২।

একটিয়া স্পাইকেটা।

(৫) ১। ১২।

চিকিৎসা। (১) ১৪৬। (২) ৭০, ৭১, ২৮৭। (৫) ১২, ১৩।
লক্ষণ। (৫) ১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১২।

এগারিকাস মাস্কেরিকাস।

(৫) ৩৫৭।

চিকিৎসা। (১) ২৯৬, ৩৩০। (২) ১৪৮, ১৫৫। (৪) ২৭। (৫) ৩৬১—৩৬৩, ৩৯৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৩২। (২) ১৩৬। (৪) ২১।
লক্ষণ। (৫) ৩৫৯, ৩৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৫৭, ৩৫৮

এগ্রাস ক্যাষ্টাস। (৫) ৪০৩।

চিকিৎসা। (১) ৩৪৬। (২) ২১৭। (৪) ৮৭। (৫) ১৪৫, ৪০৩, ৪০৪।
লক্ষণ। (৫) ৪০৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৩।

এঙ্গাষ্টিউরা।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস। (৫) ১৬৬।

এট্রোপিয়া।

চিকিৎসা। (১) ৫৯, ৯৫। (৪) ৮৬।

এডনিস ভার্ণেলিস্। (৫) ১। ১৬।

চিকিৎসা। (৫) ১৬, ২০১।
লক্ষণ। (৫) ১৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। ১৫।

এনাকার্ডিয়াম ওরিএণ্টাল।

(১) ৩৮৩।

উপযোগী ধাতুআদি। (১) ৩৮৫—৩৮৭।
চিকিৎসা। (১) ১৮২, ১৮৩, ৩৮২, ৩৯৩—৪০০। (২) ১৩৬, ২০৪।
(৪) ২৭, ১৬৫, ২২৯, ২৩৮, ৩৪৭, ৮১৬। (৫) ৬৫, ১৪৫, ৪৮৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯১—৩৯৩। (২) ১৩৬, ২৯২। (৪) ২২৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩৮৭—৩৯১।
রোগকারণ। (১) ৩৮৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৩৮৩—৩৮৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩৮৭।

এনিসাম ষ্টিলেটাম।

যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্। (৫) ৩১৬

banglabooks.in

এণ্টিমনিয়াম ক্রুডাম

(৩) ১৩৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৪১, ১৪২।
চিকিৎসা। (২) ২০৫, ৩৯০, ৩৯১। (৩) ১৫০—১৫৬, ২৮৩, ২৮৪, ৪৫৯। (৪) ৪১৫। (৫) ২১, ২৭, ৫৯, ৯৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩০। (২) ২৪৮, ৪০২, ৪০৩। (৩) ২৫, ১৪৯, ১৫০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১৪৩—১৪৯।
রোগকারণ। (৩) ১৪২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৩৯—১৪১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১৪২, ১৪৩।

এণ্টিমনিয়াম টার্টারিকাম।

(৩) ১৫৭।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৫৯, ১৬০।
চিকিৎসা। (১) ১১০, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ১৫০, ১৭২, ৩৮০, ৩৮১। (২) ৩৮৮, ৩৯০। (৩) ১৫৬, ১৬৯—১৭৭, ৩৭১, ৩৭২। (৪) ৩৩৬। (৫) ৪৭, ৮৯, ৯৮, ১৭৬, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭। (২) ১৬৭—১৬৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১৬১—১৬৭।
রোগকারণ। (৩) ১৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৫৭—১৫৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১৬০, ১৬১।

এস্ট্রাসিনাম। (৫) ৩১৯। ৩২৩।

চিকিৎসা। (২) ৮৯, ৯১। (৪) ১২৩। (৫) ৩২৪, ৩২৫, ৩৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২৩, ৩২৪।

এপমফিয়া।

আর্ণব বমন (Sea-sickness).

(৫) ৩১৫

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭।

এপসাইনাম কেনাবিনাম।

(৫) ৪৫১।

চিকিৎসা। (২) ৮৬। (৪) ৩০৪, ৩৫৮। (৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। ৪৫২।
লক্ষণ। (৫) ৪৫১, ৪৫২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৫১।

এপিস্ মেলিফিকা।

(৪) ২৮১।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ২৮৩, ২৮৪।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ২৯, ৮৩, ৮৫, ৯৮, ১০৭, ১২৩, ১৩৭, ১৩৯, ২৪৭। (২) ৮৬, ২৫২। (৩) ৩৬, ২৮৯, ৩০৮, ৩১৩, ৩৭০, ৩৮০। (৪) ৩৯, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ২৫০, ২৯৭—৩১৪, ৩৩৯, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৯৪, ৪১৯। (৫) ২০, ৯৫, ১১৬, ১৩৩, ১৪৩, ৩২৮, ৪৩৪, ৪৫৩, ৫২৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৮৭, ১৯১, ৪০৩। (৩) ১৬৯। (৪) ২০, ৭৭, ২৯৫—২৯৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৮৫—২৯৫
রোগকারণ। (৪) ২৮৪, ২৮৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ২৮১—২৮৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ২৮৫।

banglabooks.in

এবিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্।
(৫) ২৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ২৫৫, ২৯১।
লক্ষণ। (৫) ২৫৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৫।

এবিস্ নাইগ্রা। (৫) ২৫৫। ২৫৬।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৬। (৫) ২৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৬।
লক্ষণ। (৫) ২৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৬।

এব্রটেনাম্ (৫) ১০০। ১০১।

চিকিৎসা। (৫) ১০২—১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০২, ১০২।

এব্‌সিন্থিয়াম্ (৫)
১০০। ১০৪।

চিকিৎসা। (৫) ১০৫, ২১৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৪, ১০৫।

এভিনা স্যাটিভা।
(৫) ৪৫৬।

সাধারণ ক্রিয়া এবং চিকিৎসা। (৫) ৫৬।

এমনিয়াম কষ্টিকাম। (৫) ৮৩।৯৭।

চিকিৎসা। (৫) ৮৮, ৯৭, ৯৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৭।

এমনিয়াম কার্ব্বনিকাম
(৫) ৮৩। ৮৪।

চিকিৎসা। (২) ২০৭। (৩) ৪১০, ৪৫৭। (৪) ৪৬৬। (৫) ৮৭—৯০, ৯৪, ৯৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৮৬, ৮৭।
লক্ষণ। (৫) ৮৫, ৮৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৮৪।

এমনিয়াম গামাই।

চক্ষুরোগ। (২) ২৫৮, ৪০৭।

এমনিয়াম ফসফরিকাম।

চিকিৎসা। (৫) ২৯, ৯৮।

এমনিয়াম বেঞ্জোইকাম।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৪) ৫২।

এমনিয়াম ব্রোমেটাম।
(৫) ৮৩। ৯৮।

চিকিৎসা। (৫) ৯৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯৮, ৯৯।

এমনিয়াম মিউরিয়েটিকাম।
(৫) ৮৩। ৯০।

চিকিৎসা। (১) ১৩৪। (২) ২৬২। (৩) ২৪৮, ৩৭৬, ৪৪১। (৫) ৮৯, ৯৩—৯৭, ১০৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৯। (৫) ৯৩।
লক্ষণ। (৫) ৯০—৯৩
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৯০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৯০।

এমিল নাইট্রাস।

চিকিৎসা। (১) ৯৬। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮

এম্ব্রা গ্রিসিয়া (৫) ৩১৯।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৫। (৩) ৩৭৮। (৪) ৮০, ২০৬। (৫) ৮৭, ২২৬, ৩২১—৩২৩।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭৮।
লক্ষণ। (৫) ৩২০, ৩২১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩১৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩১৯, ৩২০।

এরানিয়া ডায়াডেমা।
(৫) ৩০৮। ৩১৬।

চিকিৎসা। (৩) ১০৪। (৪) ৩৪৫। (৫) ৩১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৪। (৫) ৩১৭।
লক্ষণ। ৩১৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩১৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩১৬, ৩১৭।

এরাম ট্রিফিলাম।
(৫) ৪৬৭।

চিকিৎসা। (৩) ১৫১, ৩০৯। (৪) ১৬৮, ৩১৬, ৪১৫। (৫) ১৯, ১৯৫, ২৪৯, ৭৬৮, ৪৬৯, ৫৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৬৮।
লক্ষণ। (৫) ৪৬৭, ৪৬৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৬৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৬৭।

এরালিয়া রেসিমসা।

শ্বাসযন্ত্ররোগ। (৩) ৩৭২।

এরিজিরণ।

চিকিৎসা। (৩) ৯৭, ৩১৭।

এলান্থাস গ্ল্যাণ্ডুলোসা।
(৫) ৪৭০।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৫, ৩৫৬। (৫) ৪৭০, ৪৭১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৪৯।
লক্ষণ। (৫) ৪৭০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭০।

এলাম।

চিকিৎসা। (৩) ২৪, ২৬১।

এলিয়াম সেপা।
(৫) ১৯২।

চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২। (২) ৫৪। (৪) ২৪২। (৫) ৯৭, ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯, ৩৫০।
লক্ষণ। (৫) ১৯৩, ১৯৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৯২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯২।

এলুমিনা। (৫) ৭৩।

চিকিৎসা। (১) ১৬৯। (২) ৩০১। ৪০৭। (৩) ২১৬, ২৯০, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১০, ৪১৩, ৪৪০। (৪) ২৭, ১৪২, ১৪৯, ২০১, ২৩৬, ৪১৫। (৫) ৬, ৭৮, —৮২, ১৮৭
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭৭, ৭৮।
লক্ষণ। (৪) ৭৪—৭৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৭৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৭) ৭৩, ৭৪।

এলেষ্ট্রিস্ ফ্যারিনসা

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ। (৫) ২৯১।

এলো। (৫) ১৯২। ১৯৫।

চিকিৎসা। (৩) ৪২, ৬৬, ৪৪০। (৪) ২০৩, ২৫০। (৫) ১০৭, ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৩৭৬।
লক্ষণ। (৫) ১৯৬, ১৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯৬।

এসাফিটিডা। (৫) ২১১। ২১৬।

চিকিৎসা। (২) ২১৭। (৩) ২৪। (৪)

banglabooks.in

১২২, ১৭১। (৫) ২১৯—২২২, ২৮১, ২৮৮।
লক্ষণ। (৫) ২১৭—২১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২১৬, ২১৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২১৭।

এসেটিক এসিড।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪
শিশুক্ষয়রোগ। (৫) ১০৪।

এসেরাম।

অস্ত্র চিকিৎসান্তিক চক্ষুবেদনা। (২) ৩৪৪ (৫) ৩৯৩।

এস্পারেগাস্।

ৎপিণ্ডরোগ। (৪) ৩০৫।

ওপিয়াম। (৩) ৩৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৪৮—৩৫০।
চিকিৎসা। (১) ৭২, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫৪। (২) ১৪২, ১৬০, ১৬১, ৩০০, ৩৩৭, ৩৩৯। (৩) ১২৬, ১৩৮, ২০৪, ২১৬, ৩৬৫—৩৮০—৪০৮। (৪) ৫২, ৫৯, ৮৫, ১৪৩, ১৪৯, ৪৪৬। (৫) ৩৯, ৩৪৭, ৩৯০, ৫৩০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ২৯৪, ৩৩৩, ৩৩৪। (৩) ১৬৮, ১৬৯, ৩৬৪—৩৬৫।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩৫১—৩৬৩।
রোগ কারণ। (৩) ৩৫০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৪৬—৩৪৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৫১।

ও(অ)নস্‌মডিয়ম।

শিরঃশূল। (৪) ৭৮

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫১।৪৫৩।

চিকিৎসা। (৩) ৯৬৭। (৫) ৪৫৪, ৪৫৫।

ওসাইনাম।

পূয়ধাতু বা গণোরিয়া। (৩) ৩১৮।

ককুলাস্ ইণ্ডিকাস। (৫) ৪৮৬।

চিকিৎসা। (২) ১৬০, ১৯৩, ২১১, ২৫৫, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৪০। (৩) ৩০, ১৯৫, ২১৩। (৪) ৪৫, ৭৮, ২৩৪, ৫৩৪। (৫) ১৪৫, ২৮১, ৪৮৮—৪৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৪, ২১০।
লক্ষণ। (৫) ৪৮৬—৪৮৮
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৬।

ককুলাস ভিসিকুলোসা।

মুখ ও গল গহ্বরে রোগ। (৫) ১৭৬।

ককুলিয়ারিয়া আর্মো।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ। (৩) ৩১৮।

কনভ্যালেরিয়া মেজাস্। (৫) ১৯২।

২০০।

চিকিৎসা। (৫) ২০০—২০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০০।

কফিয়া ক্রুডা। (৫) ৫৫১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৩৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫১।
সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ৩২, ৩৫৪। (২) ২১৫, ৩৩৪, ৩৭৪। (৪) ৪৪০। (৫) ২৭, ৩০২, ৫৫১, ৫৫২।

banglabooks.in

কর্ণাস ফ্লরিডা।

জ্বররোগ। (৩) ১০২।

কলফাইলাম। (৫) ৩। ৭। ৩৮২।

চিকিৎসা। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১, ২৮৮। (৪) ৮৭। (৫) ১০, ১২, ১৪৫, ২৯১, ৩৮৩—৩৮৫, ৪২২।
লক্ষণ। (৫) ৩৮২, ৩৮৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮২।

কলসিন্থ। (৩) ১৭৮।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৮০।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ২৬৮। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯০—১৯৬, ৩১০, ৩৪৫। (৪) ২৭৮, ৩৪৩, ৩৯৭। (৫) ২৭, ১০৭, ৩৪৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৮৮, ৪২৬, ৪৯২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ১৮১—১৮৮।
রোগ কারণ। (৩) ১৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৭৮—১৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ১৮১।

কলিন্সনিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২৬১, ৩৪২। (৫) ১৯৯, ২০১।

কল্‌চিকাম। (৩) ৫৩।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৫৫।
চিকিৎসা। (১) ১৪৪, ১৪৫। (২) ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৪, ২২০, ৩০৮। (৩) ৬৪—৭২, ৯৫, ৯৬ ক, ৩১০। (৪) ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫১, ৫২, ১৪২, ২০৭, ৩৪৮। (৫) ৪১, ১২৫, ৪০১, ৪১৯, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৮৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৬৩, ৬৪। (৪) ১৮০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৫৬—৬২।
রোগ কারণ। (৩) ৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৫৩—৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৫৬।

কষ্টিকাম (৩) ৩২১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩২৩, ৩২৪।
চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ৩৫৪। (২) ১৪০, ২১৭, ২৫৯। (৩) ৩৫, ১৯৪, ২৮৯, ২১৯, ২১৫, ৩৩৫—৩৪৫, ৩৭৮। (৪) ৪৯, ৫৪, ১১৮, ২০৮, ২৪০, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯। (৫) ৯৫, ৯৭, ১৭৫, ২৪৮, ৩০৬, ৩৩৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০। (২) ১৩৬, ১৩৭। (৩) ৩৩৪, ৩৩৫। (৪) ২৭৩।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৩২৫—৩৩৩।
রোগকারণ। (৩) ৩২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩২১,—৩২৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩২৫।

কাণ্ডুরেঞ্জ।

কর্কট বা ক্যান্‌সার। (৫) ২২৬।

কার্ডাস্‌ মেরিয়ানাস্‌। (৫) ১০০।১০৫।

চিকিৎসা। (৫) ১০৬, ১০৭।
লক্ষণ। (৫) ১০৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৫।
সাধারণ ক্রিয়া (৫) ১০৫, ১০৬।

কার্ব্ব এনিমেলিস্‌। (৫) ৫০৭।

চিকিৎসা (১) ২৪৯। (২) ১৯৩। (৩) ২৪। ৪১২। (৪) ৩৩৩। (৫) ৪৮, ৩০২, ৫০৮—৫১০।
লক্ষণ। (৫) ৫০৭—৫০৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৭।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস। (৩) ৩৮১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩৮৩—৩৮৫।
চিকিৎসা। (১) ৪৬, ১০০। (২) ৫৬, ৫৭, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮৯, ১৫৯, ২০৪। (৩) ৩৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬-ক, ৩৯৮—৪১৪। (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭. ৫২, ৫৫, ৬০, ৬৩. ৬৪, ১২২, ২৫৭, ৩৫৩, ৩৫৬, ৪১৫। (৫) ৮৮, ৮৯, ৩৩৭, ৩৮৮, ৫০৯, ৫৫৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৯২। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৪—৩৯৮, ৪৩০। (৪) ১৮০, ২২৯, ৪৩৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০৪, ৩৮৫—৩৯৪।
রোগকারণ। (৩) ৩৮৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৩৮১—৩৮৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৩৮৫।

কার্ব্বন বাইসাল্‌ফাইড।

কর্ণরোগ। (৩) ৩৩৯।

কার্ব্বলিক এসিড।

চিকিৎসা। (৩) ৩১, ৩২০। (৪) ৩৯, ৫২ (৫) ৩২৫, ৫১০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩।

কিউবেবা।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্ররোগ। (৩) ৩১৬।

কিউরেয়ার।

ত্বক্‌রোগ। (২) ৩১৫।

কুইলারিয়া।

নাসিকারোগ। (৪) ৮৩।

কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম

চিকিৎসা। (৩) ২১৩, ২১৬, ২১৮।

কুপ্রাম এসেটিকাম।

পরিপাকযন্ত্রসংসৃষ্ট রোগ। (৩) ২১৮

কুপ্রাম মেটালিকাম। (৩) ১৯৭

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ১৯৯, ২০০
চিকিৎসা। (১) ৭৭, ৮২, ১৫০, ৩০৩। (২) ১৪৭, ৩৩৯, ৩৮৯। (৩) ১৭৫, ২১০,—২২০, ২৪১, ২৫৩, ৩৪১। (৪) ১৪২, ১৪৪। (৫) ৪৬, ২৩৪, ৫৪১, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২০৯, ২১০, ৩৪৫, ৪০০, ৪০১। (৪) ১৩৯, ১৪০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০১—২০৯।
রোগকারণ। (৩) ২০০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১৯৭—১৯৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২০০, ২০১।

কুপ্রাম সাল্‌ফেট।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২০২।

কেঞ্চালাগুয়া।

জ্বররোগ। (৩) ১০৩।

ককা

চিকিৎসা। (৪) ২৩৮। (৫) ৪৪৮।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৩।

চিকিৎসা। (৩) ২৫৩। (৪) ৩৭৫। (৫) ৩০৪, ৩০৫, ৩৮০।
লক্ষণ। (৫) ৩০৩, ৩০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৩।

banglabooks.in

কডিন।

অক্ষিপুটআনর্ত্তন। (৫) ৩৯৩।

কোনায়াম ম্যাকুলেটাম।

(৫) ২১১। ২২২।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২৬৪, ৩০৮। (৩) ১০৫, ৩১৬, ৩৭২, ৪৫৭। (৪) ২৮, ৮১, ২৮০, ২৫৩, ৩৪৭। (৫) ২২৬—২৩০, ৩৪৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭।
লক্ষণ। (৫) ২২২—২২৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২২২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২২২।

কোপেবা।

পুয়মেহ বা গনোরিয়া। (৩) ৩১৬।

কোব্যাণ্ট।

চিকিৎসা। (২) ১৪৮, ১৬২, ১৯৭।

কোব্রা।

কলেরা বা ওলাউঠা। (৩) ৪০৭।

কোরেলিয়াম রুব্রাম। (৫) ২৯৯।

চিকিৎসা। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০০, ৩০১।
লক্ষণ। (৫) ২৯৯, ৩০০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৯।

ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (৫) ৫৪৭।
লক্ষণ ও চিকিৎসা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০. ২১৫, ২৪৮। (৫) ২১, ১৪৫, ৫৪৭, ৫৪৮.
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৪৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৭।

ক্যাড্‌মিয়াম্।

চিকিৎসা। (৪) ৪৪। (৫) ২৭৪।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (৫) ৪৪৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৪। (২) ১৯৭। (৩) ৩২২। (৫) ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৮৮।
লক্ষণ। (৫) ৪৪৭, ৪৪৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৬।

ক্যানাবিস্ স্যাটিভা।

(৫) ৪৪৬। ৪৪৯।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪) ৪৪৭। (৫) ১৩৪, ৪৫০।
লক্ষণ। (৫) ৪৪৯, ৪৫০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৯।

ক্যান্থারিস্। (৩) ২৯৩।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২৯৫, ২৯৬।
চিকিৎসা। (১) ৩০৬, ৩২৬, ৩৪৭, ৩৪৯। (২) ৫৬, ২১৫, ২৬৪। (৩) ৬৭. ১৯৬, ৩০৪—৩২০। (৪) ১৪২, ৩০৭-০৮, ৩১৪, ৩৫৭। (৫) ১৩৯, ৪০৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩০৩, ৩০৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৯৬—৩০৩।
রোগকারণ। (৩) ২৯৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৯৩—২৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৯৬।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬২।

চিকিৎসা। (২) ৫২। (৩) ৯৪, ১০৩, ১০৩০৮, ৩১০, ৩১৬, ৩৭১।

banglabooks.in

(৪) ১১৬, ৪৬৪। (৫) ১৯৯, ২৬৫—২৬৬, ৫৪৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৯১। (৫) ২৬৫।
লক্ষণ। (৫) ২৬৩—২৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৬২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬২, ২৬৩।

ক্যামোমিলা (২) ৩৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (২) ৩৫১—৩৫৩।
চিকিৎসা। (১) ৯৪, ১০৩, ১৬৬, ২৫৫। (২) ১৫৩, ১৫২, ১৫৬, ১৯৮, ২১৫, ২১৬, ৩৩৯, ৩৬৬—৩৭৬। (৩) ১৯০, ১৯৩, ১৯৫। (৪) ৩০৫। (৫) ১০, ২৭, ২৮, ৩৪৫, ৩৪৬, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৯। (২) ১২৯, ১৩১, ২৯৫, ৩৩১, ৩৬৩—৩৬৬, ৪০২, ৪০৩। (৩) ২৭, ৯০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৫৩—৩৬৩।
রোগকারণ। (২) ৩৫৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৩৪৯—৩৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৫৩।

ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪১।

চিকিৎসা। (১) ৪৩, ৪৫। (২) ৫৯, ১৫৭। (৩) ২১৮, ৩১২। (৪) ৬১, ৯২, ১৪৪, ১৪৫। (৫) ১৯৫, ২৭১, ৩৩৭, ৪৪৩—৪৪৫, ৪৯৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৯৩। (৪) ১৩৯, ১৪০।
লক্ষণ। (৫) ৪৪২, ৪৪৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪১, ৪৪২।

ক্যালাডিয়াম।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ৪৫। (৪) ৫৭, ৮৭। (৫) ২৮।

ক্যাকেলি আয়ডেটাম।

(৫) ১২০। ১২১।

চিকিৎসা। (৩) ৪, ১৭। (৪) ৩৩, ১৬৬, ১৭১, ৩১০। (৫) ৩০, ১২৪—১২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ১২১—১২৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১২১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১২১।

ক্যাকেলি কার্ব্বনিকাম।

(৫) ১২০। ১২৮।

চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৪৬, ৩৮১। (২) ৩০২, ৩৪৬। (৩) ৯৬, ১৭৪, ৩৪২, ৩৪৩, ৪০৩। (৪) ৫২, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৭৪। (৫) ১৩০—১৩৬, ১৪৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮। (২) ২৪০। (৫) ১৩১।
লক্ষণ। (৫) ১২৯—১৩২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১২৮, ১২৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১২৯।

ক্যাকেলি ক্লরিকাম।

(৫) ১২০। ১৩৬।

চিকিৎসা। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
লক্ষণ। (৫) ১৩৬—১৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩৬।

ক্যাকেলি নাইট্রিকাম।

(৫) ১২০। ১৩৯।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৩। (৫) ১৪১, ১৪২।
লক্ষণ। (৫) ১৪০, ১৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩৯।

banglabooks.in

ক্যাকেলি পার্শ্ব্যাঙ্গ্যানিকাম।

(৫) ১২০। ১৪২।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৬। (৫) ১৪৩।

ক্যাকেলি ফস্‌ফরিকাম।

(৫) ১২০। ১৪৩।

চিকিৎসা। (২) ২৫৪। (৪) ৩৭৫।
(৫) ১৪৫, ১৪৬, ৫১৯।
লক্ষণ। (৫) ১৪৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৪৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৪৩, ১৪৪।

ক্যাকেলি ফেরোসাইয়ানিকাম।

(৫) ১২০। ১৪৬।

চিকিৎসা। (৫) ১৪৬, ১৪৭।

ক্যাকেলি বাইক্রমিকাম।

(৪) ৩৫৮।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৫) ৩৫৮—৩৬০।
চিকিৎসা। (২) ৫৬, ৫৮, ১৫৯, ২১৯, ২২০, ২৫, ২৫৪, ৩০৮। (৩) ৪১, ৬৭, ১, ৭৫, ২, ৭৬, ৩, ৪। (৪) ২৯। ৩৭, ৪৭, ৭৮, ৩০২, ৩৭০—৩৭৮, ৪৬৪। (৫) ১২৫, ১২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৪, ২৮৬। (৪) ৩৬৯—৩৭০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৬১—৩৬৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৫৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৬০, ৩৬১।

ক্যাকেলি ব্রোমেটাম।

(৫) ১২০। ১৪৭।

চিকিৎসা। (৩) ৪৫৯। (৫) ১৫১—১৫৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫০, ১৫১।
লক্ষণ। (৫) ১৪৮—১৫০
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৪৭
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৪৭, ১৪৮

ক্যাকেলি মিউরিয়েটিকাম।

(৫) ১২০। ১৫৩।

বিবরণ ও চিকিৎসা। (৩) ৩৩৬। (৫) ১৫৩, ৫১৮, ৫১৯

ক্যাকেলি সাল্‌ফরিকাম

(৫) ১২০। ১৫৪।

বিবরণ ও চিকিৎসা। (২) ২২০। (৫

ক্যালেণ্ডুলা।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২২, ৩৫৫
(৫) ৪২৪।

ক্যাল্কেরিয়া আইওডেটাম।

(৫) ১৮০। ১৯০।

চিকিৎসা। (৩) ২৮১। (৪) ১২২, ১৯১।
(৫) ৫৮, ১৭৭, ১৮৭, ১৯০, ৫০০।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকোসাম।

বিশেষ ক্রিয়াদি। (২) ৮।

ক্যাল্কেরিয়া এসেটিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৮।

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (৩)। ২৮৩।
(৫) ১৮৮।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা। (৩) ২৫৬।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২৫৭—২৫৯।
চিকিৎসা। (১) ৭৪, ৮০, ৮৫, ১০০, ১০৪, ১১০, ১১২, ১১৫, ১১৮, ১৮৫, ২৩৯, ২৪৬, ২৬৩, ২৯৯। (২) ১৪৬, ১৬২,

banglabooks.in

২১৩, ২৬৫, ৩৭১, ৪০৯। (৩) ৩০, ৩২, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ১৫১, ২৭২—২৯২, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ১১৩, ১১০, ১২২, ১২৩, ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭, ২৫০, ২৫৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৪১৫, ৪১৯, ৪৬৪। (৫) ৬, ৫৯, ৭৮, ১৩৪, ১৭৬. ১৮৬, ১৮৭, ২৯৪, ৩১৬, ৩৪৭, ৩৮৯, ৫১৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭। (৩) ২৬৯—২৭২। (৪) ১০৯, ২২৬, ২২৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২৬০—২৬৯।

রোগকারণ। (৩) ২৫৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২৫৬, ২৫৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২৫৯, ২৬০।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা।

(৫) ১৮০।

চিকিৎসা। (৩) ৯, ১, ২৮১, ২, ২৩৮, ২, ২, ৪। (৪) ১৭১, ৩৭৭, ৪৪৫। (৫) ১৫, ৫৩০

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭০। (৫) ১৮৪, ১৮৫।

লক্ষণ। (৫) ১৮১—১৮৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮০, ১৮১

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োরিকা।

(৫) ১৮০। ১৮৯।

চিকিৎসা। (৩) ২৯১। (৪) ১১৭, ৩৪৯ (৫) ৭১, ১৮৯, ১৯০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৮৯।

ক্যাল্কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯১।

চিকিৎসা। (৫) ১৯১।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৯১।

ক্যাল্কেরিয়া হাইপোফস্‌ফরিকা।

(৫) ১৮০। ১৯০।

পুয়শোথ বা এব্‌সেস। (৫) ১৯০।

ক্যাল্মিয়া ল্যাটিফোলিয়া।

(৫) ৪১৩। ৪১৬।

চিকিৎসা। (১) ৩৬। (২) ২১৫। (৩) ৭০, ৭১, ২। (৪) ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৮, ৩৯৪। (৫) ২৫২, ৪১৭—৪২০।

লক্ষণ। (৫) ৪১৬, ৪১৭।

সংজ্ঞাদি। (৫) ৪১৬।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৬।

ক্যাষ্টার ইকুই। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।

ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৮।

চিকিৎসা। (৫) ২৭৯, ২৮২।

লক্ষণ। (৫) ২৭৮, ২৭৯।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৮।

ক্যাস্কারিয়া।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১।

ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৪।

চিকিৎসা। (১) ২৫৫। (২) ১৫৫। (৩) ২৮৩, ২৮৪। (৪) ৩৬, ৪৪২। (৫) ২৭, ৯৬, ২০৬. ২৪৮, ১৯৭, ২৯৮, ৪১৮, ৫২৪, ৫৩৫—৫৩৭।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৫৭।
লক্ষণ। (৫) ৫৩৪, ৫৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৩৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৩৪।

ক্রোকাস্ স্যাটিভাস্। (৫) ৩৯১।
চিকিৎসা। (২) ৩৩৭, ৩৩৮। (৪) ৪১৫। (৫) ২৬১, ২৮৭, ৩৯২—৩৯৪।
লক্ষণ। (৫) ৩৯১, ৩৯২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯১।

ক্রোটন টিগ্লিয়াম্। (৫) ৪২৫।
চিকিৎসা। (৪) ১৪৮, ৩৫৭। (৫) ২৫১, ৪২৫, ৪২৬।
লক্ষণ। (৫) ৪২৫, ৪২৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২৫।

ক্রোটেলাস্ হরিডাস্। (৫) ২৭২।
চিকিৎসা। (২) ৮৯। (৪) ২৭, ২৮, ৩৯, ৫২, ৬২। (৫) ২৭৩—২৭৫, ২৭৭, ৩২৫।
লক্ষণ। (৫) ২৭৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭২।

ক্র্যাটিগাস অক্সিরিয়াক্যান্থা।
হৃৎপিণ্ডরোগ। (৫) ২০২।

ক্লিমেটিস্ ইরেক্টা। (৫) ১। ১৩।
চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ১৪—১৬, ২২৭।
লক্ষণ। (৫) ১৩, ১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৩।

ক্লোরিণ। (৫) ৪২। ৪৯।
চিকিৎসা ও বিবরণ। (৪) ৩০২। (৫) ৯৬, ৪৯, ৪৩৪।

গল্থেরিয়া।
বক্ষশূল। (৩) ১২৭। (৫) ১৯।

গুয়েইয়াকাম। (৫) ৪৭৯
চিকিৎসা। (৩) ১৯৬, ৩৫৯। (৪) ৩২৯। (৫) ৮, ৩০৬, ৩৫২, ৪৮০—৪৮১।
লক্ষণ। (৫) ৪৭৯, ৪৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭৯।

গ্যাম্বোজিয়া।
উদরাময়। (৫) ৪২৭।

গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা
হৃৎপিণ্ড রোগ। (৪) ৮৪।

গ্র্যাটিয়োলা। (৫) ২৪৫। ২৪৯।
চিকিৎসা। (৫) ২৫০, ২৫১, ৪২৭
লক্ষণ। (৫) ২৫০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৯, ২৫০।

গ্র্যাফাইটিস্ (৪) ৩৯৯।
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৪—৪০২।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ৩৮২, ৩৯৭। (২) ১৩৮, ১৯২, ২০৯, ২১০। ৩০২, ৩০৩, ৩০৫। (৩) ২৮, ৩, ৩, ৪, ৪, ৪। (৪) ৩৩, ৫৮, ১১৮, ১২৩, ৩৭৬, ৪২৩, —৪২০। (৫) ৯৭, ৪৬৯, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৫, ২৩৯, ২৪০। (৩) ৪৪৯, ৪৫০। (৪) ১১১, ৪১১—৪১৩।

banglabooks.in

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৪০২—৪১১।
রোগকারণ। (৪) ৪০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৯৯, ৪০০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৪০২।

গ্লনইন্।

চিকিৎসা। (১) ৩১, ৭০। (২) ২৫৩, ৩৩৯। (৩) ১২৬, ২৮৭। (৪) ৫৭, ৭৯, ৩০০, ৩৯৫, ৪৬৩। (৫) ৪০০, ৪৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৪৯।

চাইনিনাম আর্সেনিকোসান।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৩৪।

চাইনিনাম সাল্‌ফুরিকাম (কুইনাইন)।

চিকিৎসা। (২) ৫১, ৫২, ৭৬—৮০। (৩) ৭৮, ৯৩, ১০০—১০৪। (৪) ২৩৬, ৩৩। (৫) ৫৩০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮।

চিমাফিলা। (৫) ৪১৩। **৪১৫**

চিকিৎসা। (৩) ৩১৭। (৫) ৪১৫, ৪১৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৫।

চেনপোডিয়াম।

কর্ণরোগ। (৩) ৩৩৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৮।

চেলিডনিয়াম। (১) **৩৫৬।**

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩৫৮—৩৬০।
চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪৬, ২৬৯, ২৭০, ৩৭৪—৩৮২, ৩৯৭। (৩) ১০৫, ২১৪, ২৪৯। (৫) ৩০১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১, ৩৬৭—৩৭৪। (২) ১৯১।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩৬১—৩৬৭
রোগকারণ। (১) ৩৬০।
সংজ্ঞাদি। (১) ৩৫৬, ৩৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩৬০, ৩৬১।

জিঙ্কাম। (৫) **৫২৬।**

চিকিৎসা। (১) ৮২, ১০৭, ১৫০, ৩০৩, ৩০৪। (২) ১৯৭, ৩০৮। (৩) ২৪১, ২৫৩। (৪) ৫৮, ২০১, ২৩৭, ২৮০, ৩০০। (৫) ১০৩, ১৮৫, ২২৬, ২২৭, ৫২৯—৫৩৩, ৫৩৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৮১। (৫) ৫২৯।
লক্ষণ। (৫) ৩২৬-৩২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫২৬।

জিঙ্কাম পাইক্রেটাম্

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ফস্‌ফাইড।

স্নায়ুশূল। (৫) ৫৩১।

জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানাস্।

চিকিৎসা। (৫) ৩১১, ৫৩০।

জিঙ্কাম সাল্‌ফুরিকাম।

চিকিৎসা। (৩) ৩১১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৩৮৭

জিজিয়া।

তাণ্ডব রোগবা কোরিয়া। (৫) ৩০৯—৩১০

জিঞ্জিবেরিস্।

মূত্রাঘাত (Suppression of urine)। (৩) ৩৭৮।

জেল্‌সিমিয়াম্। (৪) **৬৫।**

উপযোগী ধাতুআদি। (৪) ৬৬, ৬৭

banglabooks.in

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ২৯, ১১১, ২৪২, ৩৫৪। (২) ২১০, ২৫৩, ৩০২, ৩৩৬, ৩৬৮। (৩) ৩১, ৪৪, ১৭০, ২৮৭, ৪০০। (৪) ২৩, ৬০, ৭৭—৯২, ১১২, ১৪৩, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৯৩, ৪৪৬। (৫) ৩৯৬, ৪০০, ৪৭৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৮। (৩) ১৪৯ (৪) ৭৫—৭৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৬৮—৭৯।
রোগকারণ। (৪) ৬৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৬৫, ৬৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬৮।

জ্যাট্রফা।

পরিপাক-যন্ত্র-সংসৃষ্ট রোগ। (৪) ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭। (৫) ৪২৭।

জ্যাম্থক্সাইলাম্। ৫) ৪০৫। ৪০৯।

চিকিৎসা। (৫) ৪১০, ৪১১, ৪৯০।
লক্ষণ। (৫) ৪১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৯, ৪১০।

জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪০৫। ৪১১।

চিকিৎসা। (২) ৩০২। (৫) ৪১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১১।

টুক্রিয়াম্।

চিকিৎসা। (২) ৪০৯। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।

টিটেনিয়াম্।

অর্দ্ধ দৃষ্টি। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।

টিলিয়া ট্রিফলিয়েটা। (৫) ৪০৫। ৪০৭।

চিকিৎসা। (৫) ৩৫৬, ৪০৯।

টুবার্কুলিনাম—ব্যাসিলিনাম। (৫) ৩১৯। ৩২৫।

চিকিৎসা। (১) ১৮০। (৩) ৩২, ২৮১ (৪) ২৪৫। (৫) ১০৪, ৩২৮, ৩২৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬১।
বিবরণ। (৫) ৩২৫।
লক্ষণ। (৫) ৩২৭, ৩২৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২৬, ৩২৭।

টুসিলেগো।

পূয়মেহ বা গণোরিয়া। (৫) ৪০৪।

টেবেকাম্। (৫) ২৬২। ২৬৭।

চিকিৎসা। (৩) ২১৫। (৫) ২৭০ ২৭১।
তাম্রকুট-কুফল-প্রতিষেধক। (৫) ২৬৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৬৮। (৫) ২৭০।
লক্ষণ। (৫) ২৬৮—২৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি (৫) ২৬৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৬৮।

টেরাপাইনি।

গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা। (৩) ১৯৩।

টেরিবিন্থিনা। (৫) ৫৫৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৩) ১৯৩, ২৯৫, ৩৭৭, ৪৫৯। (৪) ৫২, ৫৩, ১৮৫, ৩৩৯, ৩৪৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।

টেলুরিয়াম্।

চিকিৎসা। (১) ৯৪। (২) ৩১৫।

ট্যারাক্সেকাম্। (৫) ১০০। ১১৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৪। (৫) ১১৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৫১।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ১১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৮৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১৯।

ট্যারেণ্টুলা। (৫) ৩০৮।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৩। (৪) ৬৩, ১২৩। (৫) ১৩৩, ৩০৯—৩১১, ৩১৫, ৩২৫, ৩৬১, ৩৯৩, ৪৮৫, ৫২৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ২২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০৮, ৩০৯।

ট্রাইফলিয়াম প্রাটেন্স্।

পাখবেদনা (Plurodynia.)। (৩) ১২৭।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

লক্ষণ এবং চিকিৎসা। (৩) ৯৭, ২৮৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩, ৫৪৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৩।

ডরিফোরা। (৫) ৩০৩। ৩০৭।

চিকিৎসা। (৩) ৩১৬। (৫) ৩০৭।

ডলিকস্। (৫) ২৩৮।

চিকিৎসা। (৪) ৩৫৭। (৫) ২৩৮, ২৩৯
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২।
লক্ষণ। (৫) ২৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৮।

ডাইওস্করিয়া। (৫) ৪৯১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১, ৪৪, ১৯৪। (৪) ৮৬, ৪৪৫। (৫) ৪৯২।
লক্ষণ। (৫) ৪৯১, ৪৯২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৯১।

ডল্‌কামারা। (৩) ৪৪২।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৪৪৩—৪৪৪।
চিকিৎসা। (২) ২১২, ৩৬৯। (৩) ৩৩৮। ৪০২, ৪৫২—৪৫৯। (৪) ৩০, ৮৯, ৩৩৪। (৫) ৪২০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১,—৪৫২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৪৪৫—৪৫১।
রোগকারণ। (৩) ৪৪৪, ৪৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪৪২, ৪৪৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪৪৫।

ডিক্টেমাস।

শ্বেতপ্রদর। (৫) ৩৭৫।

ডিজিট্যালিস্। (৪) ৩৭৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩৮০, ৩৮১।
চিকিৎসা। (২) ৩০৬। (৩) ২৫৩, ৩১৮। (৪) ৫২, ৫৩, ৮৪, ৮৬, ২৭৮, ৩৯১—৩৯৮। (৫) ৪১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২—৩৮৮।
রোগকারণ। (৪) ৩৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩৭৯, ৩৮০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩৮১, ৩৮২।

ডিফেনবেকিয়া।

ডিফ্‌থিরিয়া। (৩) ৩০৯।

ড্রসিরা। (৫) ৫০৩।

চিকিৎসা। (২) ২০২। (৩) ১৭৭, ২১৩, ২১৫, ৩৪২। (৪) ২৫৮। (৫) ১০৮, ১১৫, ২৮৪, ৪৩৪, ৫০৪।
লক্ষণ। (৫) ৫০৩, ৫০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫০৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫০৩।

থিরিডিয়ন্। (৫) ৩০৮। ৩১৩।

চিকিৎসা। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৪) ৩৩৩। (৫) ২৪২, ৩১০, ৩১৪—৩১৬।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৩১৩, ৩১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩১৩।

থুজা (৪) ২৫৯।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ২৬১—২৬৩।
চিকিৎসা। (১) ১০৭, ৩০৪। (২) ২২১, ৩০৩, ৩৪৪। (৩) ৪৬, ৩১৭, ৪৪০। (৪) ৩৬, ১২১, ১৬৯, ২৭৪—২৮০, ৩৩৯, ৩৭৮, ৪৪০। (৫) ৫৯, ১২৭, ১৬২, ১৯৮, ৩৪০, ৩৯৪, ৫০০, ৫৫২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯২। (৪) ১১১, ২৭৩, ২৭৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২৬৪—২৭৩।
রোগকারণ। (৪) ২৬৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ২৫৯—২৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ২৬৩, ২৬৪।

থ্যাম্পিবার্সী প্যাষ্টরিস।

।।য়ু রক্তস্রাব। (৫) ৩৬৬।

নাইট্রি কাম এসিডাম। (৪) ১৫০।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ১৫২—১৫৪
চিকিৎসা। (১) ১৬৯, ২২৬, ২৫৩, ২৫৪ (২) ৩৪৬। (৩) ৪৬, ২৭৬, ২৭৮, ৪১০। (৪) ২৯, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫৬, ১২৩, ১৬৫—১৭১, ১৮৫, ২৮০, ৩০ ৪১৭, ৪৪৬, ৪৬৪। (৫) ৫৯, ৮ ১২৭, ১৩৪, ২৬৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯২। (২) ২৪৮, ২৪৯ (৪) ১৬৩—১৬৫, ১৮২, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৫৫—১৬৩।
রোগ কারণ। (৪) ১৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৫০—১৫২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৫৪।

নাইট্র-মিউ এসিড।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৩।

নাক্স ভমিকা। (২) ৯৫।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১০১—১০৪।
চিকিৎসা। (১) ৪৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৯, ১৪৫—১৪৮, ১৮৩, ২৫২, ২৬৮, ৩৫৪, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ৫০, ৯২, ১৩৯—১৬৩, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২৫৩, ২৬০, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০—৩০৩, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৭০, ৩৭২। (৩) ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৬৫, ৭০, ৯৩-গ, ১৯১, ১৯৩, ১৯৬, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২৪১, ২৪৬, ২৫০, ২৯০, ৩৩৭, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪০৯, ৪১০। (৪) ৮১, ১১৩, ১৬৯, ২০৫, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৭২, ৩০৫, ৩৩৯, ৩৭৫, ৪১৬, ৪৪৫। (৫) ১১, ৭৮, ৮০, ১২৭, ১৮৭, ২২৭, ২৮৭, ২৯৪, ৩৪৬, ৪০৯, ৪৭৭, ৪৮৫, ৪৯০, ৫০২, ৫১৯, ৫৩৬, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৩০। (২) ১২৯—১৩৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৯, ২৪৭, ৩৩০, ৩৩১, ৩৬৪। (৩) ১৪৯, ২১০, ২৩৮। (৪) ২২৮, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১০৬—১২৯।
রোগকারণ। (২) ১০৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ৯৫—১০
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ১০৪—১০৬।

নাক্স্ মস্কেটা। (৫) ৫৫৩

চিকিৎসা। (২) ১৫৮। (৩) ৪০০, ৪০৩, ৪৪০। (৫) ২৮১, ৪৭৭, ৫৫৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৮৮, ১৯১, ২৪৬, ৩৩৩। (৫) ৫৫৩।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৫৫৩, ৫৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৫৩।

নাফার লুটিয়া।

শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটোরিয়া। (৫) ৪০৪।

নিকোটিনাম।

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস। (৫) ২৭০।

নেট্রাম্ আর্সেনিকোসাম।

চিকিৎসা। (৪) ১৮৭। (৫) ৪৯৮।

নেট্রাম্ কার্ব্বনিকাম্।

চিকিৎসা। (২) ২৫৩। (৩) ৪০। (৪) ৪১৫। (৫) ৯৭, ৩০০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৩। (৩) ১৪৯

নেট্রাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

শুক্রমেহ। (২) ২৬২।

নেট্রাম্ মিউরিয়েটিকাম্ (২)। ২২২।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২২৬—২২৮।
চিকিৎসা। (১) ১৪৮, ১৪৯। (২) ৫২, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮২, ৮৮, ১৪০, ১৪৪, ২৫১—২৬৭, ২৬২, ৩০২, ৩১২, ৩১৩, ৩৪২, ৩৪৬। (৩) ১০৫, ১০৬, ২৫২, ৩৪২, ৪১০, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩, ১৯, ৮১, ২৪৯, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭১, ৪১৫, ৪৬৩। (৫) ৫৮, ৫৯, ১০৪, ১২৫, ১৩৩, ১৫৯, ২০৭, ২৬৬, ২৯১, ৩০২, ৩৪৪, ৩৯৩, ৪০০, ৪৮৩, ৫১৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩৭—১৩৮, ১৮৮ ২৪৩—২৫১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২২৯—২৪৩
রোগকারণ। (২) ২২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২২২—২২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২২৮, ২২৯।

নেট্রাম্ সাল্‌ফুরিকাম্।

চিকিৎসা। (১) ১৪২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬।
(৩) ৪১, ২৫০। (৪) ২৭৮, ৪১৫। (৫) ১০৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৯১। (৪) ৩৭০

নেট্রাম্ স্যালিসিলিকাম্

শিরোঘূর্ণন। (৪) ৩৩৩

নেট্রাম্ হাইপক্লরিকাম।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬। (৫) ২৯১।

ন্যাজা টি্‌পুডিয়ানস্। (৫) ২৭২। ২৭৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (৩) ৪০৭। (৪) (৫) ২৭৬, ২৭৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৪৬১।
লক্ষণ। (৫) ২৭৫, ২৭৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৭৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৭৫।

ন্যাপ্‌থ্যালিন্।

হুপ্ শব্দক কাসি। (৫) ২৮৪।

ন্যাফালিয়াম্। (৫) ১০০। ১০৭।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৫) ১০৭, ১০৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৭।

পডফাইলাম। (৫) ৩৭৭। ৩৮৫।

চিকিৎসা। (১) ১০৭। (২) ৩৯২। (৩) ৪১, ৬৮, ৯৬—ক, ১৯৬। (৪) ১৪৭, ১৪৮, ২০৩, ২৭৯। (৫) ২৫১, ৩৮৭—৩৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩১।
লক্ষণ। (৫) ৩৮৫—৩৮৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৮৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৮৫।

banglabooks.in

পলিনিয়া।

বমনযুক্ত শিরঃশূল। (৫) ৩৯৬।

পিক্রিক এসিড।

চিকিৎসা। (৪) ২০০, ২০৫, ২৩৫।

পাইনাস্ সিল্‌ভেষ্ট্রিজ্।

পদের বক্রতা। (৩) ২৯১।

পাইরজিনিয়াম্।

চিকিৎসা। (৫) ৩২৫।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৬৪।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ১৬৮—১৭২।
চিকিৎসা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৬, ১৮৪, ২৫২, ৩৯৮। (২) ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৩, ১৯২—২২১, ২৫২, ২৫৬, ২৫৮, ২৯৮, ৩৯০, ৩৯১। (৩) ৩০, ৪৬, ৪৭, ৭০, ৯৫, ১৫৫, ২৪৬, ৩১৭, ৩৭৮, ৪৫৭, ৪৫৮। (৪) ২৩, ২৭, ৮৫, ৮৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৬৭, ১৭১, ৩৪৮, ৩৯৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪৪২, ৪৬৩। (৫) ১১, ২০, ৬৭, ৭৮, ৯৭, ১০২, ১৫৪, ১৫৭, ৩৫৫, ৩৮৪, ৪৬৬, ৪৮০, ৫০২, ৫১৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৯, ২৩২, ৩৭৩। (২) ১৮৫—১৯১, ২৪৫, ২৪৭, ৩৮৭। (৪) ৭৭, ১১০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১৭৩—১৮৫।
রোগকারণ। (২) ১৭২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ১৬৪—১৬৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ১৭২, ১৭৩।

পিওনিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২০৭। (৪) ৪১৭।

পিক্‌স্ লিকুইডা।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্। (৫) ৩১৬।

পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা।

প্লীহারোগ। (৩) ১০৪।

পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৫৯।

চিকিৎসা। (১) ৩০৪, ৩৮২, ৩৯৭। (৩) ৪১। (৪) ৩৩, ৩৩৬, ৩৪৯, ৪১৪, ৪১৬। (৫) ৫৩৭, ৫৬০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৯।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৫৯, ৫৬০

পেট্রোসিলিনাম। (৫) ২১১। ২৩০

চিকিৎসা। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭। (৫) ২৩১, ৪৫০।
লক্ষণ। (৫) ২৩০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩০।

পেন্থরাম সিডইড্।

নাসিকাসর্দ্দি। (৩) ২০১।

প্যারিরা ব্রাভা।

মূত্ররোগ। (৩) ৩১৯। (৫) ৩৮০।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফোলিয়া। (৫) ১৯২। ২০৮।

চিকিৎসা। (৪) ২৭, ১১২, ৪৪৩। (৫) ২০
লক্ষণ। (৫) ২০৮, ২০৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৮।

প্যালাডিয়াম্।

চিকিৎসা। (৫) ২৮২, ৫২৩।

প্যাসিফ্লোরা।

অনিদ্রা। (৫) ৪৪৮।

banglabooks.in

প্লাম্বাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

লোকোমোটর এট্যাক্সি। (৫) ৫৪১।

প্লাম্বাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫৩৮।

চিকিৎসা। (৩) ২১৬, ৩৭৫। (৪) ৪৯, ২০৪, ২৩৭, ৪৬৭। (৫) ১৮৭, ৩৫১, ৫৩১, ৫৩২, ৫৪০—৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৪০।
লক্ষণ। (৫) ৫৩৮—৫৪০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৩৮।

প্ল্যাটিনাম্। (৫) ৫২০।

চিকিৎসা। (১) ৩৪৭, ৩৫১। (২) ২৬৪, ৩১২, ৩১৩, ৩৪০, ৩৭৩। (৩) ২৪১, ৩৭৩, ৪০০, ৪৫৭। (৪) ১৪২। (৫) ২৮, ১০, ২৯৭, ২৯৮, ৩৬৬, ৫২১—৫২৫।
বিশিষ্ট লক্ষণ। (৫) ৫২১।
লক্ষণ। (৫) ৫২০—৫২১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫২০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫২০।

প্ল্যান্টেগো মেজর।

চিকিৎসা। (২) ১৯৮।

ফর্ম্মিকা রুফা ও ভেস্পা।

(৫) ৩০৩। ৩০৬।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।
বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ফস্‌ফরাস্। (৪) ২০৮।

উপযোগী ধাতু আদি। (৪) ২১০—২১২।
চিকিৎসা। (১) ১০৮, ১১০, ১১২, ১৪০, ১৪৯, ২৩৯, ৩৪৭। (২) ৫৪, ৮৫, ১৪২, ১৪৮, ১৫৬, ২১২, ২৫৪, ৩১০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৯০। (৩) ৪১, ৪৮, ১০৮, ১৭৭, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯, ২৯০, ৩৪১, ৩৯৯, ৪৫৪, ৪৫৭। (৪) ২৭, ১৭১, ২০৫, ২০৭, ২৩১—২৫৮, ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ৫৯, ৬৬, ১৯৪, ২৯১, ৩০২, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫১৪, ৫৩০, ৫৩১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৫, ৪৭। (৩) ২৭, ২৭১। (৪) ২২৬—২৩১, ২৯৬।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ২১৩—২২৬।
রোগকারণ। (৪) ২১২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ২০৮—২১০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ২১২, ২১৩।

ফস্‌ফরিকাম্ এসিডাম্। (৪) ২৮৭।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১৮৮—১৯০।
চিকিৎসা। (২) ৬৮, ৭১, ৭৪। (৩) ৯৬—ক, ৯৬—গ, ১০৮, ২৮৩। (৪) ১২০, ১৮৪, ১৯৯—২০৭, ২৫৭, ৩৫৪। (৫) ১৯৮, ৩৮৯, ৫৪৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৫, ২৯৬। (৪) ১৯৮, ১৯৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৯১—১৯৭।
রোগকারণ। (৪) ১৯১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৮৭, ১৮৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৯১।

ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৩৮। ২৩৯।

চিকিৎসা। (৫) ২৪১, ২৪২।
লক্ষণ। (৫) ২৪০, ২৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৯, ২৪০

ফাইটলেক্কা ডিকেণ্ড্রা। (৫) ৪৯৫।

চিকিৎসা। (৪) ৩৬, ১২৩। (৫) ১২৫, ৩৮১, ৪১৮, ৪৯৭, ৫০০।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৯৫—৪৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। ৪৯৫।

ফেরাম আয়ডেটাম।

(৫) ৫১১। ৫৩৬।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা। (৫) ৫১৬, ৫১৭।

ফেরাম্ আর্সেনিকোসাম্।

উদরাময়। (৩) ৯৬—খ।

ফেরাম্ এট্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া সাইট্রেট।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেরাম্ এসেটিকাম্।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম্ প্রোট্যাক্‌জ্যালেট।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।

ফেরাম্ ফস্‌ফরিকাম্।

(৫) ৫১১। ৫৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া, লক্ষণ ও চিকিৎসা (১) ২৫, ২৬, ১০৯, ১১০, ১১১, ১৩৬, ১৩৮। (২) ৩৭০, ৩৭১। (৩) ১০৭, ৩১৭, ৩৪৩। (৪) ৮৩। (৫) ৮০, ১৬৭, ১৮৬, ৫১৬, ৫১৭—৫১৯।

ফেরাম্ মেটালিকাম্। (৫) ৫১১।

চিকিৎসা। (১) ৭০। (২) ৫৮, ৮৮, ১৯৭, ২২১, ৩৭৬। (৩) ৯৬—খ, ১০৩, ১০৫, ১০৭। (৪) ৩৪৮, ৪১৯। (৫) ৩৮৮, ৪৫৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫১৬—৫১৬।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৪।
লক্ষণ। (৫) ৫১২, ৫১৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫১১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫১১, ৫১২।

ফেরাম্ রিডাক্টাম।

রক্তহীনতা। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।

ফেলাণ্ড্রিয়াম্। (৫) ২১১। ২৩৮।

চিকিৎসা। (৪) ১১৬। (৫) ২৩১, ৪৯৯।

ফ্লুয়োরিকাম এসিডাম। (৫) ৪০। ৬৭।

চিকিৎসা। (২) ২৮০। (৪) ১২২। (৫) ৭১, ৭২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৭০—৭১।
লক্ষণ। (৫) ৬৮—৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৬৭, ৬৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬৮।

বভিষ্টা। (৫) ৩৫৭। ৩৬৩।

চিকিৎসা। (১) ৩০৫। (২) ২৫২। (৩) ১৯৬, ৩৭৩, ৪৫৯। (৪) ৩০৯। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯।
লক্ষণ। (৫) ৩৬৩, ৩৬৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৩।

বাফ রেণা। (৫) ২৯৩।

চিকিৎসা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৩, ২৯৪
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৯৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৩।

বার্ব্বেরিস্ ভল্‌গারিস। (৫) ৩৭৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৩) ৪০, ৯৬—গ, ৩১৯। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৭৯—৩৮১

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৯৫।
লক্ষণ। (৫) ৩৭৭—৩৭৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭৭।

বালসাম পেরু।

রঙ্কাইটিস্। (৩) ৩৬।

বিসমাথ্।

চিকিৎসা। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯, ২৫০, ৪৯৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৪৫, ৪৬।

বেঞ্জইকাম এসিডাম।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২। (৪) ৫২। (৫) ২৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৬৪।

বেলাডনা। (১) ৪৯।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ৫১—৫৪।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৪৫, ৪৮, ৬৮—১২০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৮, ১৬১, ১৬৬, ১৮৭, ২৩৬, ২৪০, ২৪২, ২৪৭, ২৬৪, ২৬৫, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩৩৫, ৩৩৯—৩৪৪, ৩৪৮—৩৫১, ৩৫৪। (২) ১৯৭, ১৯৮, ২৬৪, ৩১১, ৩১২, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৭১, ৩৭৬, ৪০৭। (৩) ৩২, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১২৬, ২১০, ২৪১, ২৫৩, ২৯১, ৩০৮, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৮, ৪৫৮। (৪) ২৩, ২৪, ৪৮, ৪৯, ৭৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ১৪০, ১৮৫, ২৪৩, ২৫৫, ২৯৯, ৩০৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৭৫, ৪১৪, ৪৬৪। (৫) ৭, ৪৬, ৫৯, ১২৭, ১৬৬, ১৭৬, ২৪৮, ৩৫১, ৪০০, ৪৩৬, ৪৭৫, ৫১৪, ৫২৪, ৫২৫, ৫৪০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৬৫—৬৮, ১২৮, ১২৯, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩৩১, ৩৩২, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৩, ১৯০। (৩) ৬৪, ৯২, ২৩৮, ২৩৯, ৩৭৮। (৪) ২০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৫৬—৬৫। (৩) ২০৪।
রোগকারণ। (১) ৫৪
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৪৯—৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৫৪—৫৬।

বেলিস পেরিনিস।

চিকিৎসা। (৩) ১০৫। (৫) ১৫৯, ২৬৬।

বোরাক্স্। (৫) ৫৫৬।

চিকিৎসা। (২) ৩৬৯। (৪) ৪১৪। (৫) ৩৫২, ৫১৮, ৫৩৭, ৫৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৫৬।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৫৬, ৫৫৭।

ব্যাডিয়াগা। (৫) ২৯৯। ৩০১।

চিকিৎসা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।
লক্ষণ। (৫) ৩০২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩০১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০২।

ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৫৮।

চিকিৎসা। (১) ৩০৪। (৩) ৪২, ১৩৬, ১৩৭, ৪৩৯। (৪) ৩৪, ৪০, ৮৩, ৯২, ২০৭, ২৭৬, ৩৫৩। (৫) ৪৩০—৪৬২, ৪৯৮
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯২, ২৯৩। (৩) ৯১, ১২৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৫৮—৪৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৫৮।

banglabooks.in

ব্যারাইটা আয়ডেটা।
চিকিৎসা। (৫) ৫৮, ১৭৬, ১৭৭।
ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৬৯।
১৭৮।
চিকিৎসা। (৫) ১৭৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৮।
ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। (৫) ১৬৯।
ক্রিয়া। (৫) ১৬৯, ১৭০।
চিকিৎসা। (৩) ২৭৮, ৩৯৯। (৪) ১১৩, ৪৬৪। (৫) ১৭৪—১৭৮, ১৮৬, ২৩০, ৪৬৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৪৫১। (৪) ১১১। (৫) ১৭২—১৭৪।
লক্ষণ। (৫) ১৭০—১৭২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৯।
ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা (৫) ১৬৯। ১৭৯।
চিকিৎসা। (৫) ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২১।
উপযোগী ধাতু আদি। (১) ১২৩—১৩৫।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৮, ৪৬, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৯১, ১০১, ১০২, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১২, ১৩০—১৫০, ২৪২, ২৪৭, ৩৩৬। (২) ১৪০, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৬০. ২০৭, ২১৩, ২২০, ২৫৯, ৩১০, ৩৭২। (৩) ৩৬, ৪১, ৪৩, ৭০, ৯৬, ১২৭, ১৭৬, ৪৫৪। (৪) ২৩, ৮০, ৯২, ১৪৩, ১৮৫, ২৩৪, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৮, ৩০৩১০, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৭৫। (৫) ২০, ৬৬, ৮০, ৮১, ১১৫, ১২৬, ১৩৪. ২৪৪, ৩৯০, ২৯৩, ৪০৯, ৪২৩, ৫৫৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১২৮—১৩০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪। (২) ১৩৮, ১৩২, ১৯০, ২৪৮, ২৯৫, ৩৬৩, ৩৬৪ ৩৩, ১৪৯, ১৮৯। (৪) ৩৩৮।
বিশেষ ক্রিয়া। (১) ১২৬—১২৮।
রোগকারণ। (১) ১২৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১২১—১২৩
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১২৬
ব্রমিয়াম। (৫) ৪২
চিকিৎসা। (১) ১৭০। (৩) ১৩১। ২১ ৩০২, ৩০৩, ৩৪১। (৫) ৮৫—৯৯, ৫৬, ১৮৬, ২৮৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (৫) ৪৫
লক্ষণ। (৫) ৪৩—৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২, ৪৩।
ব্ল্যাটা অরিয়েণ্টেলিস। (৫) ৩০৩।
৩০৭।
চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।
ভায়লা ওডরেটা।
সন্ধিবাত। (১) ১৪৪।
ভাইবার্ণাম অপুলাস। (৫) ৪৩৩।
৪৩৪।
চিকিৎসা। (২) ৩১১, ৩৭৪। (৫) ৩৫২, ৪৩৫, ৪৩৬।
লক্ষণ। (৫) ৪৩৪, ৪৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৪।
ভায়লা ট্রিকলর।
ত্বক রোগ। (৫) ৪৫৫।

banglabooks.in

ভার্ব্বিনা হেষ্টেটা

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি। (৫) ২১৫।

। (৫) ২৪৫। **২৫১।**

চিকিৎসা। (৫) ২৫২, ৪১৮।
লক্ষণ। (৫) ২৫১, ২৫২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫১।

ভিস্কা মাইনর।

চিকিৎসা। (৫) ৪২৪, ৪৫৫।

ভেরি ওলিনাম।

বসন্ত রোগ। (৪) ২৮০।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম। (৪) **১২৪।**

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১২৬—১২৮।
চিকিৎসা। (১) ২৯৭, ২৯৮, ৩২৫, ৩৩৮, ৩৪৭। (২) ৪৯, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১৮০, ১৯৩, ৩৩৭, ৩৭৬। (৩) ১৭৫, ১৭৬, ১৯৪, ২১৯, ২৪১, ২৮৭। (৪) ৬০, ৮৫, ১৪০—১৪৯, ১৮৬, ৪৪৬। (৫) ২৭১, ৩২২, ৩৯০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২১, ৩৩৪। (২) ৪০২। (৩) ১৮৯। (৪) ১৩৮—১৪০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১২৯—১৩৮।
রোগ কারণ। (৪) ১২৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১২৪—১২৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১২৯।

ভিরেট্রাম ভিরিডি।

(৫) **১৫৫, ১৬৩।**

চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৭, ৮০, ৮১, ৯৯, ১১০, ১১১, ৩৫৩। (৪) ৫৭, ৬৩, ৮৪। (৫) ১৬৫—১৬৮, ৪৭৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৬৫।
লক্ষণ। (৫) ১৬৪, ১৬৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৬৩, ১৬৪।

ভেম্পা।

(৫) **৩০৩। ৩০৬।**

চিকিৎসা। (৫) ৩০৭।
বিবরণ। (৫) ৩০৬।

ভ্যালেরিয়ানা। (৫) **৪৮৪।**

চিকিৎসা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৩) ৩৭৮ (৪) ২৪১। (৫) ২৯৬, ৪৭৭, ৪৮৪—৪৮৫।
লক্ষণ। (৫) ৪৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮৪।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮৪

ভ্যালেরিয়ানেট অব্‌ জিঙ্ক।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া। (২) ৩৪২, (৫) ৩১১।

মস্কাস্‌। (৫) ২৭৮। **২৮০।**

চিকিৎসা। (২) ৩৪১। (৩) ১৭২, ৩৭৩। (৫) ২৮১—২৮৩
লক্ষণ। (৫) ২৮০, ২৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮০।

মাইগেল। (৫) ৩০৮। **৩১২।**

চিকিৎসা। (৫) ৩১০, ৩১২।
সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩১২।

মার্কুরিয়াস্‌ করসাইভাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১০২, ২৫০, ২৫২, ২৫৬, ২৬১, ২৬৩—২৬৭, ২৭৩। (২) ২০০। (৩) ৩০৯, ৩১৭। (৪) ৩৯৭। (৫) ১৪, ১২৫, ১৩৯।

মার্কুরিয়াস্‌ ডালসিস্‌।

চিকিৎসা। (১) ২৪২, ২৫০, ২৬৩, ২৭৩।

মার্কুরিয়াস্‌ প্রোটো-আইওডেটাস্‌।

চিকিৎসা। (১) ১৭৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮,

banglabooks.in

২৫৯, ২৬০, ২৭১, ২৭২। (৪) ৩৭৪। (৫) ১৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৩৯। (৪) ৩৭০।

মার্কুরিয়াস্ বিন্-আয়ডেটাস্।
চিকিৎসা। (১) ২৫০, ২৫৬—২৬০, ২৭১,

মার্কুরিয়াস্ ভাইবাস্।
চিকিৎসা। (১) ১৩৮, ১৭৭, ২৪৬, ২৫১, ২৬০, ২৬৩, ২৬৭, ২৭০।

মার্কুরিয়াস্ সলুবিলিস। (১) ১৮৮।
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৯৩—১৯৭
চিকিৎসা। (১) ৪১, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৮, ১৩৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৯, ২৩৩—২৭৩, ৩০৮, ৩৮০, ৩৮১। (২) ৫৪ ৮৬, ১৪৪, ১৫৬, ২০৮, ২৬৪, ৩৭১ ২৭৬, ৩১১, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭, ৪৩৮। (৪) ২৯, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৩, ৪৮, ২৮০, ৩৭৫, ৩৯৭, ৪১৪, ৪৪২, ৪৬৪। (৫) ২৯, ১৯৫, ২৬৬, ৩১৮, ৩৪৭, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৯, ৪৫০, ৪৬৬, ৫০০, ৫২৩, ৫৪১, ৫৪২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৩০—২৩৩। (২) ১৮৮, ১৯১। (৩) ১৪৯। (৪) ১৮২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৯৮—২১০।
মার্কারির প্রতিষেধক। (১) ২২২—২৩০।
রোগকারণ। (১) ১৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি—(১) ১৮৮ ১৯১।
সাধারণ ক্রিয়া—(১) ১৯৭, ১৯৮।

মার্টাস্ কমুনিস্।
যক্ষ্মাকাস। (৫) ৩১৬।

মিউরিয়েটিকাম্ এসিডাম্।
(৪) ১৭২।
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ১৭২—১৭৪।
চিকিৎসা। (১) ২৪২, ৩৩৮। (৪) ৩৫, ৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৮২—১৮৬, ৩১৩, ৩৫৩, ৩৯৮, ৪৬৩। (৫) ১৯৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ৩৯৬। (৪) ১৮০—১৮২।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ১৭৪—১৮০।
রোগকারণ। (৪) ১৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ১৭৪।

মিডরেক্স্ পার্পুরিয়া। (৫) ২৯৫।
চিকিৎসা। (২) ৩০৫। (৫) ২০৭, ২৯৬—২৯৮, ৪৯৯, ৫৩৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৯৫।

মিশ্চলা।
জরায়ু-রক্তস্রাব। (৫) ৩৬৬।

মিনিয়ান্থিস্ (Menyanthes tri.)
চিকিৎসা। (২) ১৯৩, ২১৮। (৩) ১০২। (৪) ৬০, ১১২।

মেলিফোলিয়াম। ৫ ১০০। ১০৯।
চিকিৎসা। (১) ৪০। (২) ২১৩। (৩) ৯৭। (৪) ১৮৫। (৫) ১১০।
লক্ষণ। (৫) ১০৯, ১১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৯।

মেজিরিয়াম।
চিকিৎসা। (১) ২২৮। (২) ৩১৫। (৪) ৪৯, ১৬৮। (৫) ২২১।

banglabooks.in

মেডুসা। (৫) ২৯৯। **৩০১।**
চিকিৎসা। (৫) ৩০১।

মেডোরাইনাম। (৫) ৩১৯। **৩২৯।**
চিকিৎসা। (৫) ৩২৫—৩২৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ২৭।
লক্ষণ। (৫) ৩২১—৩২৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২৯, ৩৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩০, ৩৩১।

মেফিটিস্। (৫) ২৭৮। **২৮৩।**
চিকিৎসা। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ২৮৫, ৩০১।
লক্ষণ। (৫) ২৮৩, ২৮৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৮৩।

মেলিলোটাস্। (৫) ২৩৮। **২৪২।**
চিকিৎসা। (৫) ২৪৪।
লক্ষণ। (৫) ২৪৩, ২৪৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৪২, ২৪৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৪৩।

মার্গ্রিসিয়া কার্ব্বনিকা। (৫) **৩৪২।**
চিকিৎসা। (১) ১৮৫। (৩) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৯৬, ১৮৬, ৩৪৪—৩৪৭, ৪৩৮, ৪৭৭।
লক্ষণ। (৫) ৩৪২—৩৪৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৪২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৪২।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ফরিকা। (৫) ৩৪৭।
চিকিৎসা। (২) ২৫৪। (৩) ১৯৪। (৫) ৩৪৯—৩৫২, ৫১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৪৭, ৩৪৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৪৮, ৩৪৯।

ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা। (৫) ৩৪২। **৩৫৩।**
চিকিৎসা। (২) ২৬১। (৪) ১১৯। (৫) ২২০, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৮৪, ৪০৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১১০।
লক্ষণ। (৫) ৩৫৩, ৩৫৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৫৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৫৩।

ম্যাঙ্গ্যানাম্।
চিকিৎসা। (৪) ১৭১, ৪৪৩। (৫) ৯৬।

যাকা ফিলামেণ্টোসা।
চিকিৎসা। (১) ১৪৭। (৫) ৩৮৮।

রডডেণ্ড্রন। (৫) **৪১৩।**
চিকিৎসা। (২) ১৪৮। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৩৬, ৩৪৬। (৫) ৪১৫, ৪১৯, ৪২০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৪৭। (৫) ৪১৪।
লক্ষণ। (৫) ৪১৩, ৪১৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪১৩।

রাকেনাস্।
উদরাধ্মান। (৩) ২৪৯, ৩৭৭।

রাস্‌টক্‌সিকোডেণ্ড্রন। (৪) **৩১৫।**
উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩১৮, ৩১৯।
চিকিৎসা। (১) ২৫, ২৯, ৩০, ৩৬, ৪৬, ৯০, ৯৯, ১০০, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১৩৩—১৩৬, ১৪৪, ২৪২, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৮। (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২, ৮৯, ১৯৯, ৩৪৪, ৩৭৬। (৩) ৩৩, ৩৫, ৪২,

banglabooks.in

১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৯১, ২৫৫, ২৭৭, ২৯১, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৪৫, ৪৫৩, ৪৫৯। (৪) ৪০, ৪৮, ৫০, ৬১, ৬৪, ১৮৪, ১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩০১, ৩১৩, ৩১৪, ৩৩২—৩৫৭, ৩৯৪, ৪৪২। (৫) --, ২১, ৩১, ১১৬, ১৫৭, ২৪৮, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪১৮, ৪২০, ৪৬১, ৫২৯।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩১, ৩৭৩। (২) ১৯০, ২৪৭, ৩৬৬। (৩) ২৪, ১৩৬, ১৫০, ৪৫১। (৪) ২০, ৩৩১, ৩৩২। (৫) ৪১৪।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১২৭। (৪) ৩২০—৩৩০।

রোগকারণ। (৪) ৩১৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৩১৫—৩১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৩১৯—৩২০।

রাস্ ভেনিক্যান্‌স্।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩২

রাস্ রেডিক্যান্‌স্।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩৯, ৩৪৮। (৫) ১৯।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৩২০।

রিয়াম। (৫) ৪৩৭।

চিকিৎসা। (৩) ২৮৪। (৫) ৩৪৫, ৪৩৮।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৭।

রিসিনাস্ কমুনিস্। (৫) ৫৬১।

চিকিৎসা। (৫) ৫৬৩, ৫৬৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৫৬২, ৫৬৩।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৬১।

সাধারণ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৫) ৫৬১, ৫৬২।

রুটা গ্র্যাভিয়লেন্‌স্। (৫) ৪০৫।

চিকিৎসা। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ৩৩৫, ৩৩৬, ৪১৫। (৬) ৪০৭।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪০৫—৪০৭

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪০৫।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪০৫।

রুমেক্‌স্ ক্রি। (৫) ৪৩৭, ৪৩৮।

চিকিৎসা। (১) ১১০, ১১২, ১৪১, ১৪২ (৩) ৪১, ১৭৭। (৪) ১১৫, ১১৬, ২৫৮। (৫) ২৮৫, ৪৩৯, ৪৪০।

লক্ষণ। (৫) ৪৩৯।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৮।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৮।

রেটানিয়া।

চিকিৎসা। (২) ২৬১। (৪) ১৬৯, ২১ ৪১৭। (৫) ১৯৯, ৩৪৬।

রেড সাল্‌ফুরেট অব মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫১। (৪) ৩৯৮।

রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বসাস্। (৫) ১। ১৭।

চিকিৎসা। (১) ১৪১। (২) ১৯৩। (৩) ১২৭, ৩৭১। (৫) ১২, ১৮—২১।

লক্ষণ। (৫) ১৭, ১৮

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৭।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৭, ৩৫৮

রেণাঙ্কুলাস্ স্কিলিরেটাস্। (৫) ১। ৩০।

চিকিৎসা। (২) ১৯৩। (৫) ৩১, ৩২।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩০, ৩১।

banglabooks.in

লরসিরেসাস্।

(হাইড্রোসায়ানিক এসিড।)

চিকিৎসা। (১) ৭৮, ৭৯, ৮০। (২) ১৪৭, ১৪৩। (৩) ১৭১, ৩৭২। (৪) ৬১, ১৮৬, ২০৬। (৫) ৬৬, ৮৮, ২৭০, ২৭১, ৩১০, ৪৪৪।

লাইকপাস ভার্জিনিকাস।

চিকিৎসা। (৫) ২০১।

লাইকপোডিয়াম। (৩) ২২১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ২২৪—২২৬।

চিকিৎসা। (১) ৯৯, ১০০, ১৭৮, ১৮৩ ৩৭৯। (২) ৫৬, ১৪৪, ১৫৮, ১৬০, ২০৩, ২০৮, ২২১, ২৫৮, ৩০৬, ৩১৫। (৩) ৩৭, ৩৯, ৪৫, ৯৫, ২৪০— ৪০৩, ৪৫৫। (৪) ৩৬, ৩৯, ৫৬, ৬১, ১১৬, ১৬৭, ১৭০, ২৩৬, ৩৪২, ৩৪৮, ৪৯৬, ৪১৬, ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ১১, ২৯, ৪১, ১০৪, ১৭৭, ১৮৬, ২৮৭, ৩১৬, ৩৮১, ৪৬৯, ৪৮৩, ৫৫৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৩। (২) ১৩৯, ২৪৮, ৪০৪। (৩) ২৭, ৬৪, ১৬৮, ২৩৬—২৪০, ৩৯৭। (৪) ২০, ৪৩৭। (৫) ৯৩।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ২২৭—২৩৬।

রোগকারণ। (৩) ২২৬।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ২২১—২২৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ২২৬, ২২৭।

লাইনেরিয়া।

প্রমেহ বা গণরিয়া। (৩) ৩১৫।

লাইসিন।

(৫) ৩৪১।

চিকিৎসা। (৫) ৩৪১।

প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৩৭০।

লিডাম। (৫) ৪১৩। ৪২০।

চিকিৎসা। (১) ৪০, ১৪৪। (৩) ৭০, ১২৮, ১৩৪, ১৯৬, ৩৪৫। (৪) ১২০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪৮। (৫) ১০২, ২৮৪, ৪১৯, ৪২০, ৪২২—৪২৪।

লক্ষণ। (৫) ৪২০—৪২২।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪২০।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪২০।

লিথিয়াম্ কার্ব্বনিকাম্।

চিকিৎসা। (৪) ৪৬৩। (৫) ৪১৯।

লিলিয়াম্ টাইগ্রিণাম্

(৫) ১৯২। ২০২।

চিকিৎসা। (২) ২৬৪, ৩০২, ৩১২, ৩১৩। (৩) ২১৬। (৫) ৯৬, ১৫৯, ১৯২, ২০৫—২০৮, ২৯৭, ২৯৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (২) ১৮৪।

লক্ষণ। (৫) ২০৩—২০৫।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০২, ২০৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৩।

লেপ্টাণ্ড্র। (৫) ২৪৫। ২৫২।

চিকিৎসা। (১) ২৬১। (৫) ২৫৩, ২৫৪।

লক্ষণ। (৫) ২৫৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫২, ২৫৩।

লবেলিয়া ইন্‌ফ্লেটা।

(৫) ৪৯৩।

চিকিৎসা। (২) ৩৮৯। (৫) ৪৯৪।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ৩৮৭।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৩৮২। (৫) ৪৯৩, ৪৯৪।

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৯৩।

সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৫৮, ৪৯৩।

লবেলিয়া সিফিলিটিকা

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৬৮।

banglabooks.in

ল্যাক্ কেনিনাম্।

(৫) ২৭৮। **২৮৫।**

চিকিৎসা। (১) ১৭৮। (২) ২১৭। (৩) ৩০৯। (৪) ২৯, ৩৯, ৩০৬, ৩০৭। (৫) ২৮৬—২৮৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৮৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৮৫, ২৮৬।

ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম্।

(৫) ২৭৮। **২৮৮।**

চিকিৎসা। (১) ২১৭। (৫) ২৮৮, ২৯০—২৯১, ৩৪০।
লক্ষণ। (৫) ২৮৯, ২৯০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৮৮, ২৮৯।

ল্যাকেসিস্। (৪) **১।**

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৩—৫।
চিকিৎসা। (১) ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৭, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৬, ১৩৯, ১৭৮, ২৯৬, ২৯৯, ৩৩৮। (২) ৫৬, ৫৭, ৭৮, ৮১, ৮৯, ৯১, ২১৮, ২৬০। (৩) ৪০, ৪২, ১০৩, ১৩০, ১৩৬, ১৩৭, ১৭২, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৫, ৩৪২, ৩৭০, ৩৮০, ৪০১। (৪) ২১—৬৪, ৮৩, ১১৩, ১৪২, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৯২। (৫) ৪০, ৬৬, ৭৮, ১৪৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৬, ৩২৫, ৩১৭, ৪৭৬, ৪৭৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯৩, ৩৩৩। (২) ১৩৯, ২৮৯, ২৯০। (৩) ৯১, ৪৩৪। (৪) ১৮—২১, ১৮১, ১৯৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ২২৮। (৪) ৬-১৮।
রোগকারণ। (৪) ৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ১—৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৬।

ল্যাক্ট্রিকা ভিরোসা।

(৫) ১০০। **১০৮।**

চিকিৎসা। (৪) ৩৭৬। (৫) ১০৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১০৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১০৮।

ষ্টিক্টা পালমনেরিয়া।

চিকিৎসা। (১) ২৫৬, ৩৪৫, ৩৭০। (৩) ১৭৬, ৪০৫। (৪) ২৫৮। (৫) ১৪৫, ২৮৫।

ষ্টিগ্‌মেটা মেডিস্। (৫) **৪৫৬।**

সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (৫) ৪৫৬, ৪৫৭।

ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪২৫। **৪৩০।**

চিকিৎসা। (৫) ২৯, ১২১। (১) ২২৯।
লক্ষণ। (৫) ৪৩১, ৪৩২।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩০, ৪৩১।

ষ্টেনাম।

চিকিৎসা। (২) ৩৪২, ৪০৬। (৩) ৩৮, ১৯১, ২১৬। (৫) ২৯৪, ৫২৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৩) ১৮৯। (৪) ২২৯।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ১। **২১।**

চিকিৎসা। (১) ৩৪। (২) ১৪৮, ১৬২, ২১০। (৩) ৪৫, ১৩৪, ১৯৫, ২১৫, ৪৩৯। (৪) ৩৫, ২৮০, ৩৩৬। (৫) ২৬—৩০, ৯১৫, ৪২৪, ৫০০, ৫২৪।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩০, ৩৫৭, ৩৯৪। (৩) ১৩০। (৫) ২৬।
লক্ষণ। (৫) ২২—২৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২২।

banglabooks.in

ষ্ট্রেন্‌সিয়ানা কার্ব্বনিকাম্।

চিকিৎসা। (২) ৩৪৪। (৪) ৫৭, ১১২। (৫) ৩০, ২২১, ৩৯৪।

ষ্ট্রফ্যান্থাস্।

চিকিৎসা। (৪) ২০৪। (৫) ২০২।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া।

চিকিৎসা। (২) ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৬২। (৫) ২৩৪, ২৭০, ৪৯৭, ৫৫০।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ১০৯।

ষ্ট্রীক্‌নিয়া ফস্‌ফরিকাম্।

চিকিৎসা। (৫) ১৩৩, ৩১১।

ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ২৭৭—২৮১।
চিকিৎসা। (১) ৭৩, ৭৪, ৭৮—৮২, ২৯৪—৩০৯, ৩৩২—৩৩৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১—৩৩৩, ৩৩৫, ৩৫৯—৩৪৪, ৩৪৭—৩৫০, ৩৫৩, ৩৯১, ৩৯৫। (২) ৫০, ৩৩২। (৩) ২১১, ২৪১, ২৫৩, ৩৭৮, ৩৮০। (৪) ২৭, ৬৩, ১৪২, ২০৭, ২৭৬। (৫) ৩৪৯, ৩৮৮, ৩৯৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯১—২৯৪, ৩৪১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৯১। (২) ১৩৩। (৩) ৩৬৪। (৪) ২১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ২৮২—২৯০।
রোগকারণ। (১) ২৮১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ২৭৪—২৭৬।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ২৮১, ২৮২।

সাইকুটা ভিরোসা। (৫) ২১১। ২৩১।

চিকিৎসা। (১) ৩৫৮। (২) ১৪১, ৩৪৭। ৪০৬। (৩) ২১২। (৪) ৩০০। (৫) ১৬৩, ২৩৪, ২৩৫, ৩৬২, ৩৯৩।
লক্ষণ। ২৩২, ২৩৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩১।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩১, ২৩২।

সাইক্লেমেন।

চিকিৎসা। (২) ২০১, ২১১, ৩০২। (৩) ৯৭, ১০৬।

সায়ানাইড অব্ মার্কারি।

চিকিৎসা। (১) ২৫৮। (৪) ১৮৬। (৫) ৪৪৪।

সিলিসিয়া। (৪) ৯৩।

(সিলিকন্।)

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৪) ৯৫—৯৭।
চিকিৎসা। (১) ১৬১, ১৬৮, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৬৩, ৩০৮। (২) ১৪৪, ২৯৯, ৩৩০। (৩) ২৪, ২৫০, ২৭৬, ২৮৩, ২৮৯, ৩৪৪, ৪৩৮, ৪৫৭। (৪) ৩৩, ১১১—১২৩, ২৫৪, ২৫৫, ৩৭১, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯। (৫) ১৯, ৭১, ১৭৮, ১৮৮, ২৬৩, ২৯৪, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৫, ৪৩০, ৪৪০, ৫০০।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯২। (৪) ১০৮—১১১। (৫) ৪১৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৪) ৯৮—১০৮।
রোগকারণ। (৪) ৯৭।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৪) ৯৩—৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৪) ৯৭, ৯৮।

সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮২।

চিকিৎসা। (৩) ২৫২, ৩১৮। (৪) ৩৭৮। (৫) ১০৪, ৪৮৩।

banglabooks.in

লক্ষণ। (৫) ৪৮২, ৪৮৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৮২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৮২।

সালফার। (৩) ১।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৩—৭।
চিকিৎসা। (১) ৩০, ৩১, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৯৮, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১৩৭, ১৩৯, ১৫৮, ১৬১, ১৭৩—১৭৬, ২৪৬, ৩০৮। (২) ৫০, ৮৪, ৯০, ১৪২, ১৪৬, ১৫৬—১৫৯, ১৯২, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২৪৯, ৩০০, ৩০৯, ৩৬৪। (৩) ২৮—৫২, ১০৫, ১৭০, ২০৩, ২৪১, ২৪৭, ২৪৯, ২৭২—২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮২, ২৮৩, ২৮৮, ২৮৯, ৩১০, ৩১৮, ৩২৬, ৩৩৬, ৩৪৪, ৩৬৫, ৪০০, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪১। (৪) ৩১, ৬৩, ৭৯, ১২১, ১২৩, ১৭০, ২১৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫৪, ২৮৩, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৫০, ৩৭৩, ৩৯৭, ৪১৪, ৪১৯। (৫) ৭, ৭৮, ১৭৭, ১৮৮, ১৯৮, ২০৬, ২১৬, ৩২৮, ৩৮১, ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৭৫, ৫০২, ৫৪৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৯৩। (২) ৪৭, ১৩৮, ২৮৯, ২৯৪। (৩) ২৪—২৭, ১৪৯, ১৫০, ২৭১, ৩৬৫, ৪৩০—৪৩৪। (৪) ১১১, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৯৬, ৪১২। (৫) ৩৩৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৮। (৩) ৯—২৪, ৪৩৬।
রোগকারণ। (৩) ৭, ৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ১—৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৮, ৯।

সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৫।

প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৯।
লক্ষণ ও চিকিৎসা। (২) ৩৩৫। (৩) ১৩৫, ৩৪৪, ৩৭১, ৪০৩। (৪) ৩৬, ৫৯, ১৮৬, ৩৩৩, ৩৪৫। (৫) ৮৯, ৩২২, ৩৩৯, ৫৪৫, ৫৪৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৫৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৫৪৫।

সিকেলি কর্ণুয়েটাম্। (৫) ৩৫৭ ; ৩৬৮।

চিকিৎসা। (১) ৬৩, ৬৪, ৯১। (৩) ৯৭, ২১৮, ২১৯। (৪) ৫৫, ১৪৫, ২৩৬। (৫) ৫৯, ৭৯, ২৭১, ৩৩৭, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২—৩৭৬, ৪৩০, ৪৮৯, ৫৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৪৭। (৫) ৩৭২।
লক্ষণ। (৫) ৩৭০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৬৮, ৩৬৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৬৯, ৩৭০।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৩।

(চায়না।)

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৭।
চিকিৎসা। (১) ৪৮, ৭০, ১০০, ২২৬। (২) ৫২, ৫৮, ৬০, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৮, ৯২। (৩) ৪০, ৭৮—৮১, ৯২—১০৮, ২০৩, ২০৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৭৫, ৩৩৯, ৪০৩, ৪১১, ৪৩৫, । (৪) ২৩, ৪১, ৪২, ৫৫, ১৮৫, ১৯১, ২০২, ২০৫, ২৩৪, ২৯৭, ৩৩৩, ৩৫০, ৩৯১, ৪১৬, ৪৩৭। (৫) ১৫২, ১৮৫, ৩৮৮, ৪৫৫, ৫১৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬০। (২) ১৩৩, ১৩৪, ২৪৫। (৩) ৮৯—৯১, ১২৫, ৩৯৭। (৪) ২৯৭, ৪৩৭।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (৩) ৭৮—৮৯।
রোগকারণ। (৩) ৭৭।

banglabooks.in

সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৭৩—৭৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৭৭, ৭৮।

সিড্রন। (৫) ৫৫৮।

প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ৫৫৮।
সাধারণ ক্রিয়া ও চিকিৎসা। (২) ৫২ (৩) ৯৩, ১৯৩। (৫) ৫১০, ৫৪৭, ৫৫৮।

সিনা—স্যাণ্টোনাইন্। (২) ৩৯৪।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। ৩৯৬।
চিকিৎসা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৫৪, ২৫৭, ২৫৮, ৩৪৮, ৩৮৯, ৪০৪, ৪১০। (৪) ৩৯১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ১৩১, ৩৬৪, ৪০২, ৪০৪।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ৩৯৭—৪০২।
রোগ কারণ। (২) ৩৯৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। ৩৯৪, ৩৯৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ৩৯৬, ৩৯৭।

সিনাবেরিস্। (১) ২৫৩, ২৭৩। (৪) ২৬৬।

সিনামমাম্। (৫) ৪৪১, ৪৪৫।

চিকিৎসা। (৩) ১০৬। (৫) ২৬০, ৪৪৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৪৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৪৫।

সিনিসিয় অরিয়াস্। (৫) ১০০, ১১০।

চিকিৎসা। (২) ২১৩। (৫) ১১১, ১১২।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১১১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১১০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১১০।

সিপিয়া। (২) ২৬৮।

উপযোগী ধাতু আদি। (২) ২৭০, ২৭৪।
চিকিৎসা। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১৪২, ১৬৩, ১৯৫, ১৯৭, ২০৯, ২৫৮, ২৬১, ২৬৪, ২৯৬—৩১৫। (৩) ৪৬, ৫২, ২৫১, ২৫২, ২৫৭, ৩৪২, ৩৭০, ৩৯৯, ৪৪০। (৪) ২৭, ৮৩, ১৬৪, ২৪৯, ৩১৪, ৩৩৯, ৩৯৫, ৪৬২। (৫) ৬, ৩৫, ৭৮, ১৩৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫৯, ১৯৯, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২২৮, ২৬০, ২৯৭, ২৯৮, ৩১০, ৩৪৭, ৪০৪, ৪৩৬, ৫০২, ৫২৪, ৫২৫, ৫৩০, ৫৩৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (২) ২৮৮—২৯৬। (৩) ২৭, ৯০। (৪) ১৯, ১৬৪, ২২৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (২) ২৭৫—২৮৮।
রোগ কারণ। ২৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (২) ২৬৮—২৭০।
সাধারণ ক্রিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৫।

সিফিলিনাম্। (৫) ৩১৯, ৩৩৭

প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩৩৯।
রোগ ইত্যাদি। (৫) ৩৩৯—৩৪১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৩৭, ৩৩৮।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৩৮, ৩৩৯।

সিমেক্স্ ল্যাক্টুলেরিয়াস্। (৫) ৩০৩। ৩০৫।

চিকিৎসা। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৩০৫।

সিল্ফাইটাম্। চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।

সিয়ানথাস্ আমেরিকানাস। প্লীহারোগ। (৩) ১০৫।

banglabooks.in

সিলিনিয়াম্।

চিকিৎসা। (৩) ৩০, ৪০, ৪৫, ৩৪১। (৪) ৪৪৩। (৫) ৪৬৯, ৪৮৯, ৫৩৭।

সিলেপিস্ নাইগ্রো।

কৃমিরোগ। (২) ৪১০।

স্যুইট্ স্পিরিট অব্ নাইটার।

টাইফয়েড ফিবার। (৪) ২০৭।

সেনেগা।

চিকিৎসা। (১) ১৪১, ১৪২। (২) ৩৪৪। (৩) ৪০০, ৪০১, ৪৫৫। (৫) ১৯, ৩৯৪।

সোরিনাম। (৩ ৪১৫।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (৩) ৪১৫—৪১৮।
চিকিৎসা। (৩) ৩০, ৩৪, ২০৩, ২০৪, ২৭৫, ৩৭৮, ৪৩৫—৪৫১। (৪) ২০৬, ৩৭১। (৫) ১৯, ১০৪, ৩৩১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ১৬২, ১৩২। (৩) ২৫, ২৬, ৪৩০—৪৩৫। (৪) ১১১। (৫) ৩৩৯।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ (১) ১৫৯। (৩) ২০৩, ২০৪, ৪২১—৪৩০।
রোগকারণ। (৩) ৪১৮, ৪১৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৩) ৪১৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৩) ৪১৯।

সোলেনাম কেরো।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি। (৫) ৪১৫।

স্কুইলা, সিলা ম্যারিটীমা।

(৫) ১৯২, ২০৯।

চিকিৎসা। (৩) ১৭১, ৪০১। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।
লক্ষণ। (৫) ২০৯, ২১০।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২০৯।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২০৯।

স্পঞ্জিয়া। (৫) ৫৯।

চিকিৎসা। (১) ৪০, ১৭১। (২) ২১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৬৩।
লক্ষণ। (৫) ৬০—৬৩।
। (৫) ৫৯, ৬০।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৬০

স্পাইজিলিয়া। (৫) ৩৯৭।

চিকিৎসা। (১) ৯৬। (২) ১৯৩, ২০২, ৪১০। (৩) ৬৫, ১৯০। (৪) ২৭৫, ৩৩৩। (৫) ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৪০০—৪০২।
লক্ষণ। (৫) ৩৯৮, ৩৯৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৯৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৯৭, ৩৯৮।

স্পার্টিন সাল্‌ফেট।

হৃদ্রোগ। (৫) ২০২।

স্যাকেরাম অফিসিন্যালিস্।

চক্ষুরোগ। (৩) ২৭৭।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫ ৪৭২।

চিকিৎসা। (১) ৭০, ৭১, ১৪১। (২) ২৯৮, ৩৩৬। (৩) ৩৭, ৯৪, ১৭৫, ২৯০, ৩৩৯, ৪৫৪। (৫) ১৬৭, ২৮৭, ৩৪৯, ৪০০, ৪৭৪—৪৭৮, ৪৮৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ১৯।
লক্ষণ। (৫) ৪৭২—৪৭৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৭২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৭২।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট্।

চিকিৎসা। (৪) ১৬৯। (৫) ৩৫০।

banglabooks.in

স্যানিকুলা।

চিকিৎসা। (৪) ১১১। (৫) ১০৪।

স্যাবাইনা। (৫) ২৫৭। ২৫৮।

চিকিৎসা। (৩) ৯৭। (৫) ৯৬, ২৫৯—২৬১, ৩৬৫, ৩৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ২৫৭।
লক্ষণ। (৫) ২৫৮, ২৫৯।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৫৭।

স্যাবাডিলা। (৫) ১৫৫। ১৬০।

চিকিৎসা। (২) ৪১০। (৫) ১৬২, ১৬৩, ৪০২।
লক্ষণ। (৫) ১৫৫।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

স্যাম্বুকাস্। (৫) ৪৩৩।

চিকিৎসা। (১) ৪০৭। (২) ৩৭০। (৪) ৩০২। (৫) ৪৬, ৬৪, ৪৩৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৩৩।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৩৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৩৩।

স্যালিসিলিক এসিড।

চিকিৎসা। (৩) ৩৩৯। (৪) ৩৬।

হাইড্রকোটাইল।

(৫) ২১১। ২৩৫।

লক্ষণ। (৫) ২৩৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ২৩৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ২৩৫।

হাইড্রফবিনাম।

(৫) ৩১৯। ৩৪১।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া।

পূয়মেহ। (৩) ৩১৮।

হাইড্র্যাষ্টিস্ ক্যানাডেন্‌সিস্।

(৫) ১। ৩২।

চিকিৎসা। (২) ১৫৯, ১৯৮, ২০২, ৩০৫। (৩) ২৪, ৪০, ৪৬, ৯৬—গ। (৪) ২৮০। (৫) ৩৫, ৩৬, ১০৭, ৪৬১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৪) ৩৬৯।
লক্ষণ। (৫) ৩৩—৩৫।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩২।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩২, ৩৩।

হাইপেরিকাম্।

চিকিৎসা। (৩) ১৩৫। (৪) ৩৩৬। (৫) ১৬৬, ৩৫০, ৪২৪।

হায়সায়ামাস্। (১) ৩১০।

উপযোগী ধাতু আদি। (১) ৩১৩—৩১৫।
চিকিৎসা। (১) ৪৬, ৭৪, ৭৬—৮০, ৮২, ৯০, ১১৫, ১১৭, ১৩৪, ১৭৯, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩৩৪—৩৩৫। (২) ৩৩৮, ৩৩৯। (৩) ১৩৭, ৩১৬, ৩৮০,। (৪) ২৭, ৫৯, ১৪২, ২৪৫, ৩৫২। (৫) ১৫১, ১৭৫, ৩০৭, ৩৯৩, ৫২৩, ৫৪১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৯১, ৩৩১—৩৩৪। (৩) ৩৬৪। (৪) ২১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ৩১৫—৩৩১।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ৩১০—৩১৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ৩১৫।

banglabooks.in

হিপমেন্স। (৫) ২৭৮। ২৮০।

চিকিৎসা। (৫) ২৮০।
লক্ষণ। (৫) ২৮০।

হিপার সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু ইত্যাদি। (১) ১৫৩—১৫৬।
চিকিৎসা। (১) ২৩, ৪০, ৯৩, ৯৪, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১৬১—১৮৭, ২২৩,—২২৫, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮, ২৫৭, ৩০৮। (২) ২৬০, ৩৪৫। (৩) ১৭১, ২৭৬, ৩৩৬, ৪৩৮। (৪) ২৮, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫৬, ১১৭, ১২২, ১২৩, ১৬৮, ৩০৪, ৩৭৩, ৩৭৫, ৪১৪। (৫) ৪৭, ৫৬, ৬৬, ৮০, ১৭৭, ২৬৬, ৪৩৮, ৪৯৯।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২০, ১৬০, ১৬১, ৩৯২। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪। (৪) ১১০, ৪৬১।
বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ। (১) ১৫৭—১৬০। (৩) ২৪।
রোগকারণ। (১) ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (১) ১৫৬, ১৫৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (১) ১৫৬, ১৫৭।

হেমমেলিস্‌। (৫) ৪৬৩।

চিকিৎসা। (২) ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৬। (৩) ৪২, ৯৭, ১২৮, ১২৯। (৪) ৬২, ১৮৫, ২৭৮, ২৭৯। (৫) ১১, ৬৭, ১০৭, ৩৪৭, ৩৬৫, ৩৮৮, ৪৬৪—৪৬৬ ৫৪৩।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ৪৬৪।
লক্ষণ। (৫) ৪৬৩, ৪৬৪।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৪৬৩।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৪৬৩।

হেলিবোরাস্‌। (৫) ১। ৩৬।

চিকিৎসা। (১) ১৩৭। (৪) ৩৬, ৫২, ২৯৯। (৫) ৩৮—৪১, ৩২৮।
প্রদর্শক লক্ষণ। (১) ২৪৭।
লক্ষণ। (৫) ৩৭, ৩৮।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ৩৭।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ৩৭।

হেলোনিয়াস্‌। (৫) ১৫৫।

চিকিৎসা। (৫) ১৫৭—১৬০, ২৯১।
প্রদর্শক লক্ষণ। (৫) ১৫৬।
লক্ষণ। (৫) ১৫৫, ১৫৬।
সংজ্ঞা ইত্যাদি। (৫) ১৫৫।
সাধারণ ক্রিয়া। (৫) ১৫৫।

banglabooks.in

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট

১। অস্থি এবং অস্থি-সংসৃষ্ট রোগ।

১। অস্থি-অর্ব্বুদ বা এক্‌জষ্টসিস্ অব দি বোন্‌স্।

অরাম (৪) ৪৬৮।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
কেলি আয়ডি। (৫) ১২৭।
ক্যাল্কে ফ্লুয়রিকা। (৫) ৭১।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

২। অস্থি ও অস্থিবেষ্ট ঝিল্লিসংসৃষ্ট নানাবিধ রোগ।—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস্ ইত্যাদি, অস্থিবেষ্ট প্রদাহ বা পেরিঅষ্টাইটিস্, অস্থিক্ষত বা কেরিজ এবং অস্থিধ্বংস বা মিক্রোসিস্ অব দি বোন্‌স্ প্রভৃতি।

অরাম (৪) ৪৬৫, ৪৬৮। (৫) ২৬৬।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৮।
এরানিয়া ডায়াডেমা। (৫) ৩১৮।
এসাফিটিডা। (৫) ২২১।
কেলি হাই। (৫) ২৯, ১২৭।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১। (৪) ১২০। (৫) ৩১৬।
ক্যাক্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৮।
ক্যাক্কেরিয়া ফ্লুয়া। (৩) ২৯১। (৫) ১৮৯।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ২৬৬।
পাইনাস সিল্। (৩) ২৯১।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৩০।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫৪, ২৫৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১২০, ২০৫, ২০৬।
ফ্লুয়রিক এসিড। (৫) ৭১।
মার্কুরিয়াস্। (৫) ২৯।
লাইকপোডিয়াম। (৫) ৩১৬।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ২৯, ২২১, ৪৩২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
ষ্ট্রন্‌সিয়ানা কার্ব্ব। (৫) ৩০, ২২১।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৯, ১২০, ২৫৪, ২৫৫। (৫) ৭১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (৪) ২৫৫। (৫) ১৮৮, ৩১৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিম্ফাইটাম। (৫) ১৮৮।

২। কর্ণ এবং কর্ণ-সংসৃষ্ট রোগ।

১। ইউষ্টেচিয়ান টিউব্ ও কর্ণের সর্দ্দি। (৫) ৫১৮।

২। কর্ণশূল, কর্ণ-প্রদাহ এবং অটরিয়া বা কানপাকা প্রভৃতি।

অরাম্। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
আয়ডিয়াম। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্সেনিকাম্। (২) ৫৩, ৭৮।
ইল্যাপস্। (৫) ২৭৭।
একনাইট। (২) ১৯৮, ৩৬৯।
কার্ব্ব এনি। (১) ২৪৯।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ। (১) ২৪৮। (৪) ৪১৫।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৫, ২৬৬।
ক্যামমিলা। (১) ৯৪, ১৬৬। (২) ১৯৮, ৩৬৯।
কেলি ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
কেলি বাই-ক্রমিকাম। (৩) ২৭৬। (৪) ৩৭২, ৪৬৪
ক্যাক্কেরিয়া আয়। (৫) ১৯০।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৫, ২৭৬। (৪) ৪৬৪
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
ক্রটেলাস্‌। (৫) ২৭৭।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৫।
টেলুরিয়াম্‌। (১) ৯৪।
ডাল্‌কামরা। (২) ৩৬৯। (৩) ৪৫৪।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৬। (৪) ৪৬৪।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৬৬। (২) ১৯৭। (৫) ৫১৮।
প্ল্যাণ্টেগো। (২) ১৯৮।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম্‌। (৫) ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৯৩, ৯৪, ১৬৬। (২) ১৯৮।
ব্যাক্‌স্‌। (২) ৩৬৯। (৫) ৫১৮।
ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা। (৪) ৪৬৪।
মাকু রিয়াস্‌। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।
ম্যাগ্নিসিয়া ফস্‌। (৫) ৫১৯।
ল্যাকেসিস্‌। (৫) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৮। (৩) ২৭৬। (৪) ১১৫। (৫) ২৬৬।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৪৩৮।
সরিণাম। (৩) ৩৪।
স্ট্যাফাইসেরিয়া। (৩) ৪৫৪। (৫) ৪৭৮।
হাইড্র্যাষ্টিস্‌। (২) ১৯৮।
হিপার সাল্‌ফার। (১) ৯৪, ১৬৬, ২৪৮। (৩) ২৭৬, ৪৩৮। (৪) ৪৬৪। (৫) ২৬৬।

৩। কর্ণ থইল।

কনায়াম। (৪) ২৮।

৪। কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম।

আর্ণিকা। (৩) ৩৩৯।
কনায়াম। (৪) ২৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯।
কার্ব্বন বাইসাল্‌ফ। (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস্‌। (৪) ২৮।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ২৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৩৩৯।
স্ট্যাফাইনেরিয়া। (৩) ৩৩৯।
স্যালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।
হিপার সাল্‌ফার। (৪) ২৮।

৫। বধিরতা, ডেফ্‌নেস্‌ অব হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ।

আয়ডিন। (৩) ২৭৬। (৪) ৪১৫।
আর্ণিকা। (৩) ৩৩৯।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪০।
কার্ব্বন বাই-সাল্‌ফ।' (৩) ৩৩৯।
ক্রটেলাস। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৫।
চেনোপোডিয়াম। (৩) ৩৩৯।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪০।
স্যালিসিলিক এসিড। (৩) ৩৩৯।

৩। গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংসৃষ্ট রোগ।

১। অণ্ডকোষ গ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

২। ওভারি-গ্রন্থি-রোগ

(স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ।)

banglabooks.in

৩। কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ড-প্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাম্পস্

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ১৫, ২২৭।
কনায়াম। (৫) ২২৭।
কাল্কে কার্ব্ব। (৪) ৩৪২।
ক্লিমেটিস ইরেক্টা। (৫) ২২৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৩। (৫) ১০২।
বেল্যাডনা। (১) ৯৬।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৫৫।
রাস্‌টকস। (৪) ৩৪১, ৩৪২।
লাইকপোডিয়াম। (৪) ৩৪২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪২।

৪। গণ্ডমালা-রোগ বা স্ক্রফুলা।

আয়ডিন। (৪) ১১৯। (৪) ৫৭, ৫৮।
আয়ডফরম্। (৪) ১১৯।
আর্সেনিকাম আয়। (৫) ৫৮।
কষ্টিকাম। (৩) ২৮৯, ৩৪৩।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৪৮।
ক্যাল্কে আয়ডেটাম। (৫) ৫৮।
কাল্কে কার্ব্ব। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৮। (৪) ৪১৯।
ক্যাল্কে ফস্। (৩) ২৮৯।
গ্রাফাইটিস। (৩) ২৮৯। (৪) ৪১৯।
থুজা। (৪) ২৭৯।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৩০১।
ফেরাম। (৪) ৪১৯।
ফেরাম আই। (৫) ৫৮, ৫১৭।
ব্যারাইটা আই। (৫) ৫৮। (৫) ১৭৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ব্রোমিন। (৪) ১১৯। (৫) ৪৮।
মার্ক সল। (১) ২১৭।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৩) ২৮৯। (৪) ১১৯।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯, ৩৪৪। (৪) ১১৮, ১১৯, ৪১৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৭, ৪৮, ২৮৯, ৩৪৪। (৪) ৪১৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৪৪।

৫। গলগণ্ডরোগ বা গয়টার।

আয়ডিন। (৫) ৫৭।
এপিস। (৩) ২৮৯।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ব্রোমিন। (৫) ৪৮।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৬। গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেস্ অব দি গ্ল্যাণ্ডস্।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।
কার্ব্ব এনি। (৩) ৪১৩। (৫) ৪৮, ৩০২, ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
কনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।
ক্যাকেরিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ৪১৯।
ক্যাল্কে আই। (৫) ১৯০।
ক্লিমেটিস্। (৫) ২২৭।
গ্রাফাইটিস। (৪) ৪১৯।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৭, ৪৯৮।
ফেরাম। (৪) ৪১৯।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।
ব্যারইটা আই। (৫) ১৭৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৬, ১৭৭।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৭।
ব্রোমিন। (৫) ৪৮।

banglabooks.in

মার্ক ভাইভাস। (১) ২৪৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৬, ২৪৭।
সাইলিসিয়া। (১) ২৪৬। (৪) ১১৯, ৪১৯।
সাল্‌ফার। (১) ২৪৬, ২৪৭। (৪) ৪১৯। (৫) ১৭৭।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৭।

৭। টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ১৭৬, ৪৯৮।
এপিস মেল। (১) ৯৮। (৪) ৩০৫।
এমন মিউ। (৫) ৯৪।
ককুলাস ভিসি। (৫) ১৭৬।
কনায়াম। (৫) ১৭৭।
ক্যাঙ্কেরিয়া আই। (৫) ১৭৭, ১৮৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৭৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৭৬, ১৮৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৭, ৪৯৮।
ফেরাম ফস। (৫) ১৮৬।
বেলাডোনা। (১) ৯৬—৯৯, ২৫৬, ২৫৭। (৪) ৩০৬। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা আই। (৫) ১৭৬।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৬, ১৭৭, ১৮৬।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৬, ১৭৯।
ব্রোমিন। (৫) ১৮৬
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৭। (৪) ৩৭।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ৯৯। (৫) ১৭৭, ১৮৬।
ল্যাকেসিস্। (১) ৯৯। (৪) ৩৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৭।
সাল্‌ফার। (১) ৯৮।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৭। (৪) ১১৭। (৫) ১৭৭।

৮। টেব্‌স মেসেণ্টারিকা বা অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি-গণ্ডমালা।

আইওডিন। (৫) ১৭৮।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৭, ১৭৮।
সাইলিসিয়া। (৫) ১৭৮।

৯। প্রষ্টেটগ্রন্থিরোগ।

(পুং জননেন্দ্রিয় রোগ দেখ।)

১০। বাঘী বা বিউবো।

(রতিজ বা ভিনিরিয়েল রোগ দেখ।)

১১। লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ।

এপিস। (৩) ২৮৯।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
বাফোরেনা। (৫) ২৯৪।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সাইলিসিয়া। (৩) ২৮৯
সাল্‌ফার। (৩) ২৮৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২২৭
সাল্‌ফুরেটেড্ হাইড্রজেন। (৫) ৪৯

৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ্ অব্ দি আইজ্।

১। অঞ্জনিকা, আজনাই বা ষ্টাই।

ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৮, ১৯৯
ফস্‌ফরাস্। (১) ১৬৬।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬।
লাইকোপডা। (৪) ৪৬৪।
ষ্ট্র্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
হিপার সাল্‌ফার। (১) ১৬৬।

২। অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম।
জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
রেট্যানিয়া। (৪) ২৪০।

৩। অন্ধত্বাদি বিবিধ দৃষ্টিবিপর্য্যয়।
—অন্ধত্ব, দৃষ্টিমালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি বা গ্লকোমা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এম্বেনপাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অর্দ্ধদৃষ্টি, দ্বিদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেস্‌বাইওপাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া প্রভৃতি।
অরাম। (১) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।
আর্জ্জেণ্ট নাই। (৪) ৪৪৩।
আটিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০২।
আর্সেনিক। (২) ৫২, ৫৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৮।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৩৯।
এমন গাম। (২) ২৫৮, ৪০০।
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
কনায়াম। (৪) ২৪০।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৫) ৮০।
জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২। (৫) ৪১২।
টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩।
থুজা। (২) ৩০৩।
নাক্‌স্ ভমিকা। (১) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২। (৪) ৪১৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৯।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
বারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫।
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৪৬৩।
রাস্‌টক্‌স্। (৪) ৩৩৭।
রুটা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
লিলিয়াম কার্ব্ব। (৪) ৪৬৩।
লিলিয়াম। (২) ২৫৮, ২৩২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৭।
সাইক্লেমেন। (২) ৩০২।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

৪। অফথ্যালমিয়া কঞ্জাংটিভাইটিস্। বা যোজকঝিল্লি প্রদাহ—সহজ
বা সিম্পল, পূয়ধাতুজ বা গণোরিয়েল, গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যানুলার, পূয়জনক বা পুরুলেণ্ট, পূয়গুটিকাযুক্ত বা পাশ্‌চুলার এবং যোজক ঝিল্লিসহ রসবিম্বিকাযুক্ত বা ফ্লাক্‌টিনিউলার প্রভৃতি।
অরাম। (৪) ৪৬৩।
আর্জেণ্টাম নাই। (২) ২০০। (৪) ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩।

banglabooks.in

আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
আর্সেনিক। (২) ৫২, ৫৩। (৪) ৩০১।
ইউফ্রেসিয়া। (১) ১৬৬। (৩) ১২৮। (৪) ৪১৪, ৪৪৩। (৫) ২৪৭, ২৪৮
একোনাইট। (১) ৩০, ৯৫। (৫) ২৪৮, ৫১৮।
এন্টিম ক্রু। (৩) ১৫১।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩৩৯
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৩৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩০২, ৩৭১, ৩৭২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৬, ২৭৭।
ক্রিয়োজোট। (৪) ৪৪২।
ক্রোটেলাস। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৩।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জিঙ্কাম সাল্‌ফ। (৫) ৫৩২।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইটি্‌ক-এসিড। (৩) ২৭৮।
নাকস ভম। (২) ১৫৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ৩০১। (৪) ৪১৫।
পালসেটিলা। (২) ১৯৯, ২০০, ২৫৮। (৪) ৪৪২, ৪৬৩।
ফস্‌ফরাস। (১) ১৬৬।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৮।
বেলাডোনা। (১) ৯৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৬, ২৪৯। (৩) ১৫১। (৪) ২৮০, ৪৪২।
মার্কুরিয়াস কর। (২) ২০০।
র‍্যানাকুস। (২) ১৯৯। (৪) ৩০১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪৪২।
রুটা। (৪) ৪১৫।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সাল্‌ফার। (১) ৩০। (২) ১৯৯। (৩) ৩৪, ৩৫
সিপিয়া। (২) ২৫৮, ৩০১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৬।

৫। অফথ্যাল্মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুঃপ্রদাহ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪১, ৪৪২
পালসেটিলা। (২) ২০০। (৪) ৪৪২
মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৪২।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

৬। অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব্‌ দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস্‌।

পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
বেলাডোনা। (১) ৯৫।

৭। অস্ত্র চিকিৎসান্তে বেদনাদি চক্ষু বিকার।

আর্ণিকা। (৩) ১২৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
একোনাইট। (১) ৩০। (৫) ৩৯৩।
এসেরাম। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
থুজা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
ব্রাইওনিয়া। (৫) ৩৯৩।
রাসটক্স। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।
ষ্টেন্‌সিয়ানা কার্ব্ব। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।
সেনেগা। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৪।

৮। আগন্তুক বস্তু বা ফরেন বডি সংস্রবে চক্ষুঃপ্রদাহ।

একোনাইট। (১) ৩০। (৩) ৩৪।
ফেরাম ফস। (৩) ৩৪।
সাল্‌ফার। (১) ৩০। (৩) ৩৪।

banglabooks.in

৯। আঘাতজ চক্ষুপ্রদাহ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৮। (৫) ২৪৮
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।

১০। উপতারারোগ বা ডিজিজেজ্ অব্ দি আইরিস।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪। (৫) ২২০।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এট্রপিয়া। (১) ৫৯, ৯৫, ২৫১।
এসাফিটিডা। (৪) ৪৬৪। (৫) ২২০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
টেরিবিন্থ। (৪) ৩৩৯।
থুজা। (৪) ২৭৬, ৩৩৯।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
বেলাডোনা। (১) ৫৯, ৬৭, ৯৬।
মার্ক কর। (১) ২৫০। (৫) ১৪, ১২৫।
মার্ক ডাল বা ক্যালমেল। (১) ২৫০।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫০।
মার্করিস্-বিন আই। (১) ২৫০
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৪৯, ২৫০, ২৫১।
রাস্‌টক্স্। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রেড্ সাল্‌ফুরেট অব্ মার্কারি বা সিনাবেরিস্। (১) ২৫১।
হেমামেলিস। (৩) ১২৮, ১৭৯।

১১। করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাড়ীময়-ঝিল্লিপ্রদাহ।

ক্যালি আই। (৫) ১২৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৩৮।

১২। কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা বা ওপেসিটি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০২।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৪) ২৪০। (৫) ৫৩২।
জিঙ্কাম সাল্‌ফ। (৫) ৫৩২।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।

১৩। কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা কিরাটাইটিস্ ও ক্ষত।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্সেনিক। (২) ৫৩।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪০।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬।
ক্রোটেলাস্। (৪) ২৮।
গ্রাফাইটিস্। (৪) ৪১৩।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০০।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
মার্কুরিয়াস কর। (২) ২০০।
রাস্‌টক্স্। (৩) ৩৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ৪৬৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৪, ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

banglabooks.in

১৪। কর্ণিয়ার এব্‌সেস্‌, হাইপপিয়ন বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎনিম্নে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে পূয়সংগ্রহ।

ক্যাঙ্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৫০।

১৫। গ্লকোমা বা চক্ষু-রসের অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোরদৃষ্টি।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮২।
ব্রাইওনিয়া। (১) ১৪৯।
রাস্‌টক্‌স। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।

১৬। চক্ষুপুট আনর্ত্তন (Twitching) বা চোক নাচা, চক্ষু মিটিমিটি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
এগারিকাস্‌। (১) ৮২। (২) ১৫৫, ২৫৮।
এগারিসিন। (৫) ৩৬২।
কোডিন। (৫) ৩৯৩।
ক্রোকাস। (৫) ৩৯৩।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
ফাইজষ্টিগ্‌মা। (৫) ২৪২।
সিপিয়া। (২) ৩০০।

১৭। চক্ষুপুট পতন বা টোসিস।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
এলুমিনা। (২) ৩০১।
কষ্টিকাম। (২) ৩০১। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮।
ক্যাম্ফিয়া। (৩) ৩৩৮। (৪) ৩৩৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩১, ৫৩২।
জেলসিমিয়াম। (২) ৩০১। (৪) ৮১, ৩৩৭।
নাক্স ভমিকা। (৪) ৩৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩০১।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৩৭। (৫) ২৪৮
সিপিয়া। (২) ৩০০। (৪) ৩৩৭, ৩
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।

১৮। চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্‌।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪২, ৪৪২।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭, ২
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৪৮।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৩।
গুজা। (৪) ২৭৬।
পালসেটিলা। (২) ১৯৮।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪। (৫) ---
বোরাক্স্‌। (৪) ৪১৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৯। (৪) ৪৪২।
সালফার। (৪) ৪১৪।

১৯। চক্ষুপুটবিপর্য্যাস বা এক্ট্রোপিয়াম ও ট্রিকইয়াসিস্‌ চক্ষুপুট বক্র হওয়া ও চক্ষুকেশ উল্টান।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
বোরাক্স্‌। (৫) ৫৫৭।
মার্ক সল। (৩) ৪৩৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩৮।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
সরিণাম। (৩) ৪৩৮।
হিপার সাল্‌ফ। (৩) ৪৩৮।

banglabooks.in

২০। চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ।

আর্সেনিক। (৪) ৪১৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
থুজা। (২) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স্। (৪) ৪১৪।
সাল্ফার। (৪) ৪১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০১।

২১। চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলেটেশন বা প্রসারণ।

বেলাডোনা। (১) ৬৭, ২৯৩।
ষ্ট্রামোনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

২২। চক্ষুর কালশিরা বা একিমোসিস্।

আর্ণিকা। (৩) ১২৮।
লিডাম। (৩) ১২৮। (৫) ৪২৪।
হেমামেলিস্। (৩) ১২৮।

২৩। চক্ষুর স্নায়ুশূল।

এমিল নাইট্রাস। (১) ৯৬।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৮।
বেলাডোনা। (১) ৯৬।
স্পাইজিলিয়া। (১) ৯৬।

২৪। চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি আইজ্।

অরাম। (৪) ৪৬৩।
আর্টিমিসিয়া। (৫) ১০১।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮, ১২৯।
আর্সেনিক। (২) ৫২। (৪) ৪১৪।
ইউফ্রেসিয়া। (৪) ৪১৪। (৫) ২৪৭, ২৪৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৩, ৩৪৪।
একোনাইট। (৪) ৪১৪।
এপিস। (৪) ৩০০, ৩০১, ৩০২।
এলুমিনা। (৪) ৪১৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৯, ৩৪০।
কনায়াম। (৪) ৪১৫
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭১, ৩৭২
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৩৫, ২৭৬—২৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৩৮
ক্রোকাস। (৪) ৪১৫। (৫) ৩৯৩, ৩৯৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৩, ৪১৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৭, ৩৭৮।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১, ৮২।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
থুজা। (৪) ২৭৬।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৭৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৪, ১৫৫।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৪) ৪১৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬—২৫৮। (৪) ৪১৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৮—২০০।
পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৪।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯, ২৪০।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪২।
বার্বেরিস। (৪) ৪১৫।
বেলাডোনা। (১) ৯৪—৯৬। (৪) ৪১৪।
বোরাক্স্। (৪) ৪১৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৪৯—২৫১। (৩) ৪৩৮। (৪) ৪১৪।

banglabooks.in

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪।
রাস্‌টক্স্। (২) ১৯৯। (৩) ৩৫, ২৭৭। (৪) ৩৩৭, ৩৩৮।
রুটা। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
ষ্ট্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সালফার। (৩) ৩৪, ৩৫, ২৭৭, ৪৩৮। (৪) ৪১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০০—৩০৩।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮।
স্যাকেরাম অফি। (৩) ২৭৭।
হিপার সালফ। (৪) ৪১৪।
হেমামেলিস। (৩) ১২৯।

২৫। দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এম্ব্লেনোপাইয়া।

অরাম। (২) ২৫৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্টিমিসিয়া। (২) ২৫৭, ৪০৭। (৫) ১০১।
এগারিকাস। (২) ২৫৮।
এপিস। (৪) ৩০২, ৩৩৯।
এমনিয়াম গামাই। (২) ২৫৮, ৪০৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩০২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
জ্যাবরেণ্ডাই। (২) ৩০২।
টিটেনিয়াম। (২) ২৫৮।
থুজা। (২) ৩০৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৩০৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৫৮, ৩০২। (৪) ৪১৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ৩০২।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৩৯।
রুটা। (২) ৪০৭। (৪) ৪১৫। (৫) ৪০৭।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২৫৮।
লিলি ?) কার্ব্ব। (২) ২৫৮
লিলিয়াম টাই। (২) ৩০২।
সাইক্লেমেন। (২) ৩০ ।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
সিনা। (২) ২৫৭, ৪০৭।
সিপিয়া। (২) ৩০২, ৩০৩।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ২৫৮, ৪০৭।

২৬। বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্রাবিস্‌মাস।

এলুমিনা। (২) ৪০৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
[illegible]মা। (৫) ২৪২।
বেলাডোনা। (২) ৪০৭।
সাইক্লেমেন। (২) ৪০৭।
সিনা। (২) ৪০৭।
স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ৪০৭।

২৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট

[illegible]াম। (৩) ৩৪০। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
কনায়াম। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৫) ৩৪৪।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩৮, ২৪০
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪
সাইলিসিয়া। (৪) ২৪০। (৫) ৩৪৪।
সিকেলি। (৪) ২৪০।

২৮। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষুরোগের অস্ত্র-চিকিৎসান্তিক জ্বর।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
একনাইট। (১) ৩০। (২) ৩৪৪। (৫) ৩৯৩।

banglabooks.in

এসেরাম। (২) ৩৪৪।
ক্রোকাস। (২) ৩৪৪।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৮।
থুজা। (২) ৩৪৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩০। (৪) ২৪০।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৪৪।
রাস্‌টক্‌স্‌। (২) ৩৪৪।
ষ্টেফিসিয়ানা। (২) ৩৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩০০।
সেনেগা। (২) ৩৪৪।
স্যাণ্টনাইন। (২) ২৫৮।

রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্রপত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিন্যাল এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিন্যাল এপপ্লেকসি বা চিত্রপত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের খলন বা ডিট্যাচ্‌মেণ্ট প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৩, ৪৬৪।
আর্ণিকা। (৩) ১২৮, ১২৯। (৪) ২৭।
ক্যাক্টেরিয়া ফস। (৪) ২৭।
ক্রোটেলাস্‌। (৪) ২৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৫৫।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৭, ২৩৮, ২৩৯।
বেলাডোনা। (১) ৯৫, ৯৬। (৪) ৪৬৪।
মার্কুরিয়াস্‌ কর। (১) ১৫১।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ২৭।
সাল্‌ফার। (৪) ৪৬৪।
হেমামেলিস্‌। (৩) ১৩৫।

৫। ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব দি স্কিন।

১। অরণিকা, ত্বক্‌রক্তিমা বা ইরিথিমা

বেলাডোনা। (১) ১১৩।

২। আঙ্গুলহাঁড়া বা হুইট্‌লো, প্যানারিটাম।

আর্সেনিক। (৫) ৩২৫।
এনথ্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
এপিস। (৪) ৩১০।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ল্যাকেসিস্‌। (৫) ৩২৫।
সিলিসিয়া। (৪) ১২১।

৩। আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস, হাইডস্‌ নেটলরেস।

আর্টিকা ইউরেনস। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩০১।
আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।
ইপিকাক। (৩) ৪৫৮।
একোনাইট। (৩) ৪৫৮।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ৪৫৯।
এপিস। (৪) ৩২৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৩) ৪৫৯। (৫) ১৫৩।
ক্যাক্টেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২, ৪৫৯।
ক্রোকাস। (৫)
ক্লোরাল। (৩) ৪৫৯।
টেরিবিন্থ। (৩) ৪৫৯।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৭।
পালসেটিলা। (৩) ৪৫৮।
বভিষ্টা। (৩) ৪৫৯। (৫) ৩৬৬।
বেলাডোনা। (৩) ৪৫৮।
মেড়ুসা। (৫) ৩০১।
রাস্‌টক্‌স। (৩) ৪৫৯।
সাল্‌ফার। (৪) ৩১৪।
সিপিয়া। (২) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩১৪।

banglabooks.in

৪। ইম্পেটিগো বা চর্ম্মদল—গোলাকার ও চেপ্টা পূয়পূর্ণ উদ্ভেদ।

এণ্টিম টার্টা। (৩) ১৭৭।
নেট্রামমিউ। (২) ২৬৭।
ভায়োলা ট্রিক্। (৫)। ৪৫৫।
সিপিয়া। (৩) ৫১, ৫২।

৫। এডিসন্স ভিজিজ—ত্বক্‌কলঙ্ক বিশেষ দ্বারা স্পষ্টীকৃত স্নায়বীয় ও যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগবিশেষ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৫) ৫৮, ৫৯।
আর্স আইওডেটাম। (৫) ৫৯।
আর্সেনিকাম। (৫) ৫৯।
এণ্টিম ক্রু। (৫) ৫৯।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৫৯।
(৫) ৫৯।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৯
নেট্রাম মিউ। (৫) ৫৯।
ফরফরাস। (৫) ৫৯।
বেলাডোনা। (৫) ৫৯।
সিকেলি। (৫) ৫৯।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৯।

৬। কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ্, ইচ্, সোরা।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
সালফার। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫৩।
সিপিয়া। (২) ৩০৯। (৩) ৫১, ৫২।
সোরিনাম। (৩) ৪৪১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

৭। কণ্ডু, সাধারণ চুলকনা বা প্রুরাইটিস্।

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৫৭।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।

৮। কাউর, পামা বা একজিমা।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১, ৩০৯।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্রোটোন টিগ্। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৫২৮
ক্লিমেটিস। (৫) ১৫, ১৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৬৭।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৪।
পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৩৭।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪৫৫
মার্ক সল। (৩) ৫১।
মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।
রাস্‌টক্স। (৪) ৩৫৭।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৩) ১৫৬।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।
সরিনাম। (৩) ৪৪১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

৯। কেশস্খলন; টাক বা এলোপেসিয়া, বল্ডনেস।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬৫।

banglabooks.in

ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২২৭।
সিপিয়া। (২) ২২৭।

১০। চর্ম্মকীলক বা ওয়ার্টস্

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০।
মার্কুরিয়াস্। (৪) ২৮০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

১১। ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি স্কিন।

আর্সেনিকাম। (২) ৯২, ৯২, ৯৪, ৩১৪।
ইউ ফর্ব্বিয়াম্ রেজি। (৫) ৪২৯।
এনাকার্ডিয়াম্। (১) ৪০০। (৪) ৩৫৭।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৪২, ১৫৬।
এপিস। (৪) ৩৫৭।
এলুমিনা। (৫) ৮২।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
ক্যান্থারিস। (৪) ৩৫৭।
ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
ক্যালি ব্রোমেটা। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
ক্রোটন টিগ। (৪) ৩৫৭। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২০।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
টেলুরিয়াম। (২) ৩৭৯।
ডলিকস। (৪) ৩৫৭।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৮।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮, ২৬৭।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
পেট্রোলিয়াম। (২) ২২৮।
ফর্ম্মিকা রুফা। (৫) ৩০৭।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
বেলাডোনা। (১) ৫৪, ১১৩।
বোরাকস। (২) ৩১৪।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
মেজিরিয়াম। (২) ৩১৫।
রাসটক্স। (৪) ৩৫৭।
রোণাঙ্ক বাল্বো। (৫) ২১।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।
সাইকুটা। (৫) ২৩৫
সাইলিসিয়া। (৪) ১২১।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৫, ৩১৫। (৩) ৬, ৭, ৫১, ৫২।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩১৩, ৩১৪ (৩) ৫১, ৫২।
সিলিনিয়াম। (৫) ৫৩৭।
সরিণাম। (৩) ৪৪১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৬, ২৩৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬।

১২। ত্বকের কড়া বা করণ, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং পূয়গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্ররোগ।

এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬। (৫) ২১।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৭।
থুজা। (৪) ২৮০।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
হাইড্রোকোটাইল। (৫) ২৩৬।

banglabooks.in

১৩। দদ্রু বা রিংওয়ারম, হার্পিস্ । সার্সিনেটাস।

কষ্টিকাম। (৩) ৫২।
টুবার্কুলিণাম। (৫) ৩২৯।
টেলুরিয়াম। (২) ৩১৫।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মার্কুরিয়াস। (৩) ৫১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্ফার। (৩) ৫১, ৫২।
সিপিয়া। (২) ৩১৩, ৩১৪। (৩) ৫১, ৫২।
সরিণাম। (৩) ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৪১।

১৪। দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া।

ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্রোটোন টিগ্। (৫) ৪২৭, ৪২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪২ ।
ভায়োলা ট্রিক। (৫) ৪৫৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৩০।

১৫। নখরোগ বা ডিজিজেজ অব দি নেল্স্।

এণ্টিম ক্রু। (০) ১৫৬।
ক্লুরোরিক এসিড। (৫) ৭২।

১৬। পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি।

এণ্টিম ক্রু। (৫) ৯৭।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬, ৯৭।
এরানিয়া ডাই। (৫) ৩১৮।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৯৭।
কষ্টিকাম। (৫) ৯৭।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৫) ৯৭।
পালসেটিলা। (৫) ৯৭।
ম্যাঙ্গ্যানাম। (৫) ৯৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাবাইনা। (৫) ৯৬।

১৭। পাকুই, শীতস্ফোটক বা চিল্‌ব্লেন।

এমারিকাস। (৫) ৩৬২।

১৮। পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল; আঙ্গুলহাঁড়া বা হুইট্‌লো, প্যানারিটাম, প্যানারিস; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগনাণ্ট পাস্চুল; শবচ্ছেদ-সংস্রবীয় বা ডিসেক্‌টিং উণ্ডস্ বা ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশন জনিত ক্ষত প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
এন্থ্রাসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩। (৫) ৩২৪।
এপিস। (৪) ৩১০।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৩।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
টারেণ্টুলা কু। (৪) ৬৩, ১২৩। (৫) ৩২৫।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
রাস্‌টক্স্। (২) ৮৯।
ল্যাকেসিস। (২) ৮৯। (৪) ৬৩, ৬৪, ১২৩। (৫) ৩২৫।
ষ্ট্র্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।

১৯। পোড়া নারাঙ্গা বা পেশ্চিগাস।

রাস্‌টক্স্। (৪) ৩৫৭।
রেণাঙ্কুলাস্ বাল্বো। (৫) ২১।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩২।

banglabooks.in

২০। বয়োব্রণ, বয়সফোড়া বা একনি।

এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৬।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৫৬, ১৭৭।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫৩।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
থুজা। (৫) ১৫৬।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
ন্যাক্সুইনেরিয়া। (৪) ৪৭৭।

২১। বিচর্চ্চিকা বা সোরিয়াসিস্।

আর্সেনিকাম। (২) ৩১৪।
আর্সেনিকাম আই। (২) ৩১৪।
বোরাক্স্। (২) ৩১৪। (৫) ৫৩৭, ৫৫৭।
সিপিয়া।। (২) ৩১৪।

২২। বিসর্প বা ইরিসিপেলাস।

আইওডিয়াম। (৪) ৪১৯।
আর্ণিকা। (৪) ৩৫৫।
আর্সেনিকাম। (৪) ৬৩।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪। (৫) ৪২৯।
এপিস। (১) ১২০। (৪) ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪, ৪১৯।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩২০। (৪) ৩১৪।
ক্যাম্ফর। (৪) ৩৫৫।
ক্যালেণ্ডুলা। (৪) ৩৫৫।
গ্রাফাইটিস। (৩) ৩২০। (৪) ৪১৯।
বেলাডোনা। (১) ৯৩, ১১৯, ১২০, ৩০৮। (৪) ৩১৩। (৫) ৯০।
বোরাক্স্। (৫) ৫৫৭।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৪) ৬৩।
রাসটক্স্। (১) ১১৯, ১২০, ৩০৮। (৪) ৩১৩, ৩১৪, ৩৫৪।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ২১।
ল্যাকেসিস। (৪) ৬২, ৩১৪।
ষ্ট্রামোনিয়াম। (১) ৩০৮। (৪) ৩২, ৬০।
সাল্ফার। (৩) ৫০। (৪) ৬৩।

২৩। মেছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক।

কিউরেয়ার। (২) ৩১৫।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩১৫।
ন্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ৩১৫।
সাল্ফার। (২) ৩১৫।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।

২৪। স্ফোটক বা বয়েল্স্।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৮।
আর্সেনিকাম। (৪) ১২২।
একোনাইট। (১) ৯১, ৯২।
এন্থ্রাসিনাম। (৫) ৩৮১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ১২২।
ক্যাল্কে সাল্ফুরিকা।(৪) ১২২। (৫) ১৯১।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৩৮১
বার্বেরিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডোনা। (১) ৯১, ৯২।
লাইকোপোডিয়াম। (৫) ৩৮১
সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২১, ১২২, ২৫৪।
সাল্ফার। (৩) ৩৪। (৫) ৩৮১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬। (৪) ১২২।

২৫। হার্পিস্ জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা।

আর্সেনিকাম। (৫) ২১।
ডলিকস। (৫) ২০৯।
মিনিয়াম্বিস। (৫) ২১।
রাসটক্স। (৫) ২১।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৫) ২১।

banglabooks.in

২৬। ক্ষতরোগ বা আল্‌সার।
আর্সেনিকাম। (৫) ১৭৬, ৪৩০।
ইউফর্ব্বিয়া কর। (৪) ৪০০।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৪) ৪৩০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১২। (৫) ৪৩০।
ক্যাক্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
বাফো রেণা। (৫) ২৯৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৬।
সাইলিসিয়া। (৫) ৪৩০।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬, ৪৩০।
সিপিয়া। (২) ৩১৪।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমেক্স ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৬, ১৮৭।

২৭। ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স।
ক্যালি আই। (৫) ১২৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১২৩।
ষ্যাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭২।
ব্রোমিয়াম। (৫) ৪৮, ৪৯।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২৩।
সাল্‌ফার। (৪) ১২৩।

৬। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ।
১। ইডিমা গ্ল্যাটিডিস্ বা স্বর যন্ত্র দ্বার-শোথ।
এপিস। (৪) ৩০২।
ক্লোরিণ। (৪) ৩০২।

২। ইডিমা পাল্মনাম বা ফুস্‌ফুসের শোথ।
ক্যালি আয়ওডিয়াম। (৫) ২২৬, ২২৭।

৩। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায়।
আর্সেনিকাম। (২) ৯১।
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ। (৪) ৩৩৯। (৫) ১১৫।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ১৬২, ৪২৯।
এলিয়াম সেপা। (৫) ১৯৫।
কার্ডাস মোর। (৫) ১০৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৩।
ডাঙ্কামারা। (৩) ৪৫৪।
ফস্‌ফরাস্। (৩) ৪৫৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৮৩।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৪৫৪।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪২
রাসটক্স্। (৪) ৩৩৯।
সাইক্লেমেন। (৫) ১৬২।
ষ্টাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮
ষ্টাবাডিলা। (৫) ১৬২।

৪। এম্ফিসিমা বা ফুস্‌ফুসের বায়ুস্ফীতি।
এমনিয়াম্ কার্ব্ব। (৩) ৮৭, ৮৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০০।
ক্যাম্ফর। (৪) ৪৪৫।
লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৫। এস্ফিক্‌সিয়া এবং স্প্যাজ্‌ম অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্‌ফুস ও অন্ননালীর আক্ষেপ।
আর্ণিকা। (৩) ৩৭৩।
ইপিকাক। (৩) ৩৭৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
প্ল্যাটিনাম্। (৫) ৫২৩।
বভিষ্ট। (৩) ৩৭৩।
মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

banglabooks.in

৬। কাসি বা কফ।

আর্ণিকা। (৩) ৩৪২।
আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৫।
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২০, ৩২৮, ৩৪৫।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৭২।
ইস্যাণ্ডি ক্রো। (৫) ২৮০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮০। (৩) ১৭০।
একটিয়া রেসি। (৫) ৮।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭০।
এপিস। (৪) ৩০
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এম্ব্রোগ্রিসিয়া। (২) ৩৪৫। (৫) ৩২২।
এরালিয়া রেসি। (৩) ৩৭২।
এলিয়াম সেপা। (৪) ২৪২।
এলুমিনা। (৫) ৭৯।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
কষ্টিকাম। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪১, ৩৪২।
কুপ্রাম। (৩) ৩৪১।
কনায়াম। (৩) ৩৭২। (৫) ২২৬, ২২৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৯। (৪) ৩০৫।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৩) ৩৪২। (৪) ৩৭৪। (৫) ১৩৩, ১৩৪।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৪।
ক্যাম্থে আই। (৫) ১৯০।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২, ৫৩১।
টুবার্কুলিনাম। (২) ৩৮০।
ডাঙ্কামারা। (৩) ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৮। (৪)
ড্রসিরা। (৩) ৩৪২। (৫) ১০৮, ১১৫।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৭৪।
নাক্স ভমিকা। (৪) ২৪২, ৩০৫, ৩
নাক্স মস। (৫) ৫৫৪
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৯। (৩) ৩৪২
পেট্রোলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফসফরাস। (৪) ১১৬, ২৪২।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
বেলাডোনা। (৪) ২৪২, ৩৭৪।
বোরাক্স। (৫) ৫৫৭।
ব্রায়নিয়া। (২) ২৫৯। (৪) ৩৭৫।
ব্লার্কেস্কাম। (৫) ২৫২।
ভেরেট্রাম এল্। (৫) ৩২২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫। (৪) ৩৭৫।
রুমেক্স ক্রি। (৪) ১১৫,১১৬। (৫) ৪৩৯,৪৪০।
লরসিরেসাস। (৩) ৩৭২।
লাইকোপোডিয়াম। (৪) ১১৬।
ল্যাক কেনিনাম। (২) ৩৮০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৩৫৬। (৪) ২৯।
ল্যাক্টুকা। (৫) ১০৮।
ষ্টিক্টা। (২) ৩৪৫।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ৪৪০।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৩২২।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (৩) ৩৪২।
সিলা। (২) ২৫৯। (৩) ১৭১,৩৪২। (৫) ২১০।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৩, ৬৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাম্বুকাস্। (৫) ৬৪, ৪৩৪।
হায়োসায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৫।
হিপার সাল্ফ। (৩) ১৭১।

৭। ঘুংরিকাশি বা ক্রুপ্—সহজ ও পর্দ্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস্।

আইওডিয়াম। (৫) ৪৭, ৫৫, ৫৬।
একোনাইট। (১) ৩৯, ৪০, ১৬৯, ১৭০, ১৭১। (৫) ৬৪, ১৬৭।

banglabooks.in

এণ্টিম টার্ট। (১) ১৭২। (৩) ১৭১। (৫) ৪৭।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
কষ্টিকাম। (১) ১৭২।
ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭।
ফস্ফরাস। (৪) ২৪১, ২৪২।
ফেরাম্ ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।
ব্রোমিয়াম। (১) ১৭০। (৫) ৪৬, ৪৭, ৫৬।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬, ১৬৭
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৯, ২৬০। (৪) ৩৭৪
মার্ক বিণ-আই। (১) ২৫৯, ২৬০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৭৪।
সাইয়ানাইড অব মার্কারি। (১) ২৫৯।
স্পঞ্জিয়া। (১) ৪০, ১৭০, ১৭১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৫।
স্যাম্বুকাস। (১) ৪০। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্ফ। (১) ৪০, ১৬৯, ১৭ (৫) ৪৭, ৫৬।

৮। ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ও মূর্চ্ছার ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
ফস্ফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৫৮।

৯। নাসিকাগ্রের স্ফীতি।

অরাম। (৪) ৪৬৪।

১০। নাসিকাপ্রদাহ ও ক্ষত।

বোরাকস্। (৫) ৫৫৭
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৮।

১১। নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্সিস্।

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৪৪৪
টিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯০। (৫) ৪৬৬।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩১০। (৪) ২৫৩।
মার্কুরিয়াস্। (৫) ৪৬৬।
সায়ানাইড অব মার্কারি। (৫) ৪৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩১০।
হেমামেলিস্। (৫) ৪৬৬।

১২। নাসিকার নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৪।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৪।
ক্যাঙ্কে ফ্লুয়োরিকা। (৫) ১৮৯

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।

আর্জ্জেন্টাম নাই। (১) ১৬৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৩, ৫৪, ১৫৬। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৯।
ইউপে পার্ফ। (৫) ১১৫।
। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২৪১।
একোনাইট। (১) ৪৮। (২) ১৫৭।
এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।
এপিস। (৫) ১৩৩।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৮৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।

banglabooks.in

এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৮৭।
এরাম ট্রি। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫। (৫) ১৯৫, ২৪৯, ৪৬৯।
এলিয়াম সেপা। (২) ৫৪। (৫) ১৯৪, ১৯৫, ২৪৮, ২৪৯।
এলুমিনা। (১) ১৬৯। (৫) ৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৯। (৫) ৮৮।
কুইলেরিয়া। (৪) ৮৩।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪।
কেরেলিয়াম রুব্। (৫) ৩০০।
ক্যামমিলা। (২) ১৫৬, ৩৬৯।
ক্যাম্ফর। (২) ১৫৭। (৫) ১৯৫, ৪৪৩, ৪৪৪
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ৮৭, ১২৬।
ক্যালি মিউ। (৫) ৫১৮।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৩) ১৫১, ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ৪১৫। (৫) ৫১৯।
ক্লোরিণ। (৪) ৪৯।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ১৫১। (৪) ৪১৫।
চায়না। (১) ৪৮।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮২, ৮৩।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৪।
ড্রসিরা। (২) ২০২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ৪৮, ১৩৯, ১৪০, ২৫২। (২) ১৫৫, ১৫৬, ৩৭০। (৩) ২৭৮, ৪৫৪। (৪) ২৪১। (৫) ৫১৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৫) ৩০০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৮, ২৫৯।
পাল্সেটিলা। (১) ২৫২। (২) ১৫৬, ২০০।
পেন্থোরাম সিড। (২) ২০১।
ফস্ফরাস। (২) ৫৩, ১৫৬। (৪) ২৪১। (৫) ১৯৪।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ৪৮, ১০৯, ১৬৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৮৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ২৭৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯। (৫) ১১৫।
ব্রমিয়াম্। (৫) ৪৫।
ভ্যালেরিয়ান। (৪) ২৪১।
মার্ক কর। (১) ২৫২।
মার্ক ভাইভাস। (১) ২৫১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৭, ১৬৯, ২৫১। (২) ৫৩, ১৫৬। (৫) ১৯৫।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৩৯।
রেণাঙ্কুস্কি। (৫) ৩২।
লরসিরেসাস। (৫) ৮৮।
লাইকোপোডি। (৩) ২৪১। (৫) ৪৬৯।
ল্যাকেসিস্। (১) ১৩৯। (৪) ২৮, ২৯, ৮৩।
ষ্টিক্টা। (২) ২৫৯. ৩৭০
সাইক্লেমেন। (২) ২০১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৫।
সাল্ফার। (৩) ৩৫।
সিনাবেরিস। (১) ২৫৩।
(রেড-আই মার্ক।)
সিনিসিও অরি। (৫) ১১১।
সিপিয়া। (২) ৩০৩। (৪) ৮৩।
স্পাইজিলিয়া। (২) ২০২।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৪) ২৪১। (৫) ৪৭৮
স্যাম্বুকাস। (২) ৩৬৯।
হাইড্রাষ্টিস্। (২) ২০২।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৬৭, ১৬৯।

banglabooks.in

১৪। নিউমোনিয়া, প্লুরো-নিউমোনিয়া, বিলিয়াস নিউমোনিয়া, ব্রংকো-নিউমোনিয়া প্রভৃতি।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৬।
ইপিক্যাক। (৩) ১৭৪।
ইলাপ্‌স্‌। (৪) ৩১।
একনাইট। (১) ৩৯, ১৪০। (৫) ৫৬, ১৬৭, ১৬৮।
এন্টিম টার্ট। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৫।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৮।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।
কুপ্রাম। (৩) ২১৫।
ক্যালি আই। (৫) ১২৬, ১২৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ৩৮০, ৩৮১। (৩) ১৭৪।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি বাই। (৩) ১৭৫।
চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ২৬৯, ২৭০, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৮০।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪।
টুবার্কুলিনাম। (৪) ২৪৫।
পাল্‌সেটিলা। (৫) ২০।
ফস্‌ফরাস। (১) ১৪০। (৪) ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫। (৫) ৪৭৫।
ফেরাম ফস। (৫) ১৬৭, ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ৩৭৪। (৫) ১২৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪০, ১৪১, ৩৭৪। (৩) ১৭৪। (৪) ২৪৩, ২৪৪।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
ভেরেট্রাম ভিরি। (৫) ১৬৬, ১৬৭, ৪৭৫।
মার্কুরিয়াস। ১৯৬, ২৬৯, ৩৮০, ৩৮১।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩।
রেণাকুলাস্‌ বাল্বো। (৫) ২০।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ১৪১, ৩৮০। (৩) ৩৭, ২৪২, ২৪৩।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৩০, ৩১।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৬, ৩৭। (৪) ৩১। (৫) ৪৭৫।
। (১) ১৭২।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ১৪১। (৩) ৩৭, ১৭৫। (৫) ১৬৭, ৪৭৫।
হায়সায়ামাস। (৪) ২৪৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

১৫। পিনস, পূতিনস্ত, পুরাতন সর্দ্দিরোগ বা অজিনা।

অরাম। (৪) ৪৬৪, ৪৬৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৪।
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৬।
ক্যালি বাই। (৪) ২৯, ৩৭২। (৫) ১২৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৬।
থুজা। (৪) ২৭৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৯।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪১।
মার্ক কর। (১) ২৫২।
মার্কুরিয়াস। (৪) ২৯।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫।
ল্যাক্‌ কেনিনাম। (৪) ২৯। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ২৮, ২৯।
সাইলিসিয়া। (৫) ৩৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৩।

১৬। প্লুরিসি, প্লুরাইটাস বা ফুস্‌ফুস্‌-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৯।
আর্সআয়ডেটাম। (২) ৯০।

banglabooks.in

আর্সেনিকাম। (২) ৮৯।
একোনাইট। (১) ৩৯, ১৩৮। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৩। (৫) ২০।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২, ১০৩।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৬।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩।
ফেরাম ফস্। (১) ১৩৮।
বেলাডনা। (১) ৩৭৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৬, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৪। (৫) ২০, ২০২।
রেণাকুলাস বাল্বো। (৫) ২০, ২১।
সাল্ফার। (৩) ৩৬। (৪) ৩০৩।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৩০৪।

১৭। ফুস্ফুস্ প্রদাহ বা ইন্ফ্লামেশন অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম। (৩) ৩০৭।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৭।
মেলিলোটাস্। (৫) ২৪৪।

১৮। ফুস্ফুস্ হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি লাঙ্গ্স্।

আষ্টিলেগো। (৫) ৪৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ৪১২।
একালিফা ইণ্ডি। (৫) ৪৩২।

১৯। ফুস্ফুসে গুটিকাজনন বা টুবার্কুলোসিস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
ক্যাল্কে আই। (৩) ২৮১।

২০। ফুস্ফুসে পূয়সঞ্চার বা সাপুরেশন অব দি লাঙ্গ্স্।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৯৪।
কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্। (৩) ৯৩।
চাইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩।
লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৩।
স্ট্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৯৪।

২১। ফুস্ফুসে আক্ষেপ বা স্প্যাজ্ম অব দি লাঙ্গ্স্।

ইপিক্যাক। (৩) ৩৭৩।
মস্কাস। (৩) ৩৭৩।

২২। ফুস্ফুসের পচন, ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিণ অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম্। (২) ৯০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৯০।

২৩। ফুস্ফুসে পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

ইপিক্যাক। (৩) ১৭১।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১, ১৭২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ১৭২। (৫) ৮৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১৭২, ৪০১।
ক্যালি আয়ড্। (৩) ১৭২।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৬।
মস্কাস্। (৩) ১৭২। (৫) ২৮২, ২৮৩।
ল্যাকেসিস্ (৩) ১৭২।

২৪। ফুস্ফুসে পূয় বা ব্রণ-শোথ বা এব্সেস্ অব দি লাঙ্গ্স্।

আর্সেনিকাম। (৩) ৯৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৩।
কুইনি সাল্ফ। (৩) ৯৩।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ৯৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৯৬।
ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফ। (৫) ১৯১।
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৬।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস্। (৪) ৩১।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৩।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ৯৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২।

২৫। ফুস্‌ফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাঙ্গ্‌স্।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

২৬। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন।

ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
সাল্‌ফার। (৬) ৩৫, ৩৮।

২৭। বক্ষরোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি চেষ্ট্।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪২, ২৪৩।
সিমিসিফুগা। (৫) ৮।

২৮। বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা

আর্ণিকা। (১) ১৪১, ১৪২। (৩) ১২৭। (৫) ১৯।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৯৫।
গল্‌থেরিয়া। (৩) ১২৭।
গুয়েইয়াকাম। (৪) ৩৩৯।
চেলিডোনিয়াম। (১) ১৪১, ১৯৫।
ট্রিফোলিয়াম প্রাটেন্‌স্। (৩) ১২৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮, ১৪১। (৩) ১২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫।
রাসটক্‌স। (৩) ৩৩৯।
রাস্ রেডি। (১) ১৪১, ১৪২। (৪) ৩৩৯। (৫) ১৯।
রুমেক্স্। (১) ১৪১, ১৪২।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (১) ১৪১। (৩) ১২৭। (৫) ২০।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩২।
সিমিসিফুগা। (১) ১৪১, ১৪২। (৫) ৮।
সেনেগা। (১) ১৪১, ১৪২। (৫) ১৯।

২৯। বক্ষ-সন্ধি বা ক্যাটার্ অব দি চেষ্ট্।

সিপিয়া। (২) ৩০৪।

৩০। বায়ুনালী-প্রতিশ্যায় বা ক্যাটার্ অব দি ব্রংকাই।

ইরিজিয়াম। (৫) ২১৬।
কোকাস ক্যাক্‌টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।

৩১। ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপালারি-ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (৩) ৪০১।
ইপিক্যাক্। (১) ১১০, ১১২, ১৫০। (২) ৩৮১। (৩) ১৭৪।
একোনাইট। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৩, ৮৪। (৫) ১৬৭।
টার্ট। (১) ১১০, ১১১। (২) ৩৯০। (৩) ১৭৩, ১৭৪। (৫) ৯৮, ১৭৬।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৭, ৮৮।
এমনিয়াম ফস্। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪।
এলিয়াম সেপা। (১) ১১০, ১১২।
এলুমিনা। (৪) ১৪২।

banglabooks.in

কল্‌চিকাম। (৪) ১৪২।
কষ্টিকাম। (১) ১১০, ১১২। (৩) ৩৪১, ৩৪২। (৪) ১৪২।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১৭৩, ৪০০। (৫) ৫০৯।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
ক্যাল্কে এসেট। (৫) ১৮৮।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (১) ১১০, ১১২।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ১১১। (৪) ৮৩, ৮৪।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪০১, ৪৫৪।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৪২।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২।
পিক্‌স্ লিকুইডা। (৩) ৩৬।
ফস্‌ফরাস্। (১) ১১০, ১১২। (২) ৩৯৯। (৪) ২৪৩।
ফেরাম ফস। (৪) ১১০, ১১১। (৪) ৮০। (৪) ১৬৭, ৫১৯।
বাল্‌সাম পেরু। (৩) ৩৬।
বেলাডোনা। (১) ১০৪, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৩। (৪) ২৪৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫, ১৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ১১০, ১১১, ১৪২।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ১১০, ১১১। (৪) ৮৪। (৫) ১৬৬, ১৬৭।
রিউমেক্স্। (১) ১১০, ১১২।
লাইকোপোডিয়াম। (১) ৩৭৯। (২) ৩০৩। (৩) ২৪২, ২৪৩।
ল্যাকেসিস্। (১) ১১০, ১১৩। (৩) ৪০১। (৪) ৩০।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৬।
সিলা। (৩) ৪০১। (৫) ২১০।
সেনেগা। (৩) ৪০১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।

৩২। ব্রঙ্কোরিয়া বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা-স্রাবাধিক্য।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০১

৩৩। যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।

আয়ডিয়াম। (৫) ১১৭
আর্সেনিকাম। (৪) ২৪৬।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
এরিক্টিয়া রেসি। (৫) ৮।
এনাকার্ডিয়াম। (৫) ৬৫।
এনিসাম ষ্টিল। (৫) ৩১৬।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ২৪৮। (৫) ৯৪
কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৮, ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৫০৯।
কোকাস ক্যাক্টি। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যানাবিস স্যাটি। (৫) ১৩৪।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৪) ১১৬।
ক্যালি আই। (৫) ১২৫, ১২৭, ১৩৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৪।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যাল্কেরিয়া। (২) ২১৩, (৩) ২৭৮, ২৭৯, ২৮০। (৪) ১৬৭, ২৪৬, ২৪৭।
ক্যাল্কে আই। (৩) ২৮১।
ক্যাল্কে ফস। (৩) ২৮১।
টুবাকুলিনাম। (৩) ২৮১। (৫) ৩২৯।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৫।
ড্রসিরা। (৪) ১১৭। (৫) ৫০৪।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫, ৩১৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬, ১৬৭। (৫) ১৩৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২, ২১৩। (৩) ১৬৭।
পিক্‌স্ লিকুইডা। (৫) (ক্ষয়কাস)। ৫৫০।
ফস্‌ফরাস। (৩) ২৭৯, ২৮০, ২৮১। (৪) ২০২, ২৪৫—২৪৮।

banglabooks.in

ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৬, ৫১৪।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৪) ১১৬।
বোরাক্‌স্‌। (৪) ৫৫৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬১।
ব্রায়নিয়া। (৫) ১৩৪।
মার্টাস্‌ কমু। (৫) ৩১৬।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
লাইকোপোডিয়াম। (২) ২০২। (৩) ২৪৩, ৪৫৫। (৪) ১৬৭।
ল্যাক্‌ ডিফ্লো। (৫) ২৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩১, ৩২। (৫) ৪৭৬।
রুমেক্‌স্‌ কু। (৫) (ক্ষয়কাস।) ৪৪০। । (৩) ৪৫৫।
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৬, ১১৭। (৫) ৪৪০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৭৯, ২৮০। (৪) ২৪৬, ২৪৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ২৯৮, ২৯৯, ৩০৪।
সেনেগা। (৩) ৪৫৫।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৫, ৬৬।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭২। (৫) ১৬৫।

৩৪। রক্তকাস বা হিমপ্টিসিস্‌

একালিফা ইণ্ডি। (৫) ৪৩২।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭২।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১১।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
ফস্‌ফরাস। (২) ২১৩, ৩১০। (৪) ২৪৩।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮।

৩৫। ল্যারিঞ্জিস্‌মাস্‌ ষ্ট্রাইডুলাস বা কণ্ঠনালী-দ্বার-আক্ষেপ।

আয়ডিয়াম। (৫) ৪৬।
ইণ্ড্রেসিয়া। (৫) ৪৬।
ইপিক্যাক। (৫) ৪৬।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৪৬।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৫)
ফ্লোরিণ। (৫) ৪৬, ৪৯।
বেলাডোনা। (৫) ৪৬।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৩।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৬।

৩৬। শ্বাসকৃচ্ছ্র বা ডিফিকাল্ট রেস্পিরেশন।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৫।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
সাল্‌ফার। (৩) ৭।

৩৭। শ্বাস-যন্ত্র-রক্ত-স্রাব।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

৩৮। শ্বাসযন্ত্ররোগ।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪, ৩০৫।
চেলিডোনিয়াম। (১) ৩৭৮, ৩৭৯।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২০২।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০২।
বেলাডোনা। (১) ১০৯।
লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।
স্পঞ্জিয়া। (১) ১৭১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৮।

৩৯। শ্বাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর (এস্‌ফিকসিয়া নিয়োনেটোরাম।

আর্ণিকা। (৩) ৩৭৩।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭১।

banglabooks.in

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
বভিষ্টা। (৩) ৩৭৩।
লরসিরেসাস্। (৩) ১৭১।

৪০। সেনাইল ক্যাটার্ বা বৃদ্ধদিগের বায়ুনালীর সর্দ্দি।

লাইকোপোডিয়াম। (৩) ২৪৩।

৪১। স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্।

আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৪৭৯, ৫০৬।
আণিকা। (৩) ৩৪১।
ইউপে পার্ফোলি। (৩) ৪০০।
এরাম ট্রি। (৫) ৪৬৯।
ওপিয়াম। (৩) ৪০০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৫, ৩০০, ৩৪০, ৪৪১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৯, ৪০০।
গ্রাফাইটিস। (৩) ৩৪১।
জেল্সিমিয়াম্। (৩) ৪০০।
নাক্স্ মস্কেটা। (৩) ৪০০।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪০০।
ফস্ফরাস্। (৩) ৩৪১, ৩৯৯। (৪) ২৪১।
রুমেক্স্ কৃস্পা। (৫) ৪৪০।
সালফার। (৩) ৩৫, ৩৪১, ৪০০।
সিলিনিয়াম। (৩) ৩৪১। (৫) ৪৬৯।
সেনেগা। (৩) ৪০০।

৪২। স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্—তরুণ ও পুরাতন; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বর-যন্ত্র-প্রতিশ্যায় এবং স্বর-যন্ত্র-যক্ষ্মা।

আর্জেণ্ট নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৪৬৯, ৫৩৬।
আর্সেনিকাম। (৪) ৩৭৩।
ইউপে পার্ফো। (৫) ১১৫।
ইস্কুলাস হাই। (১) ১০৯। (৫) ৫০২।
একোনাইট। (১) ১০৯। (৫) ৬৪।
এপিস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
এমনিয়াম ব্রোম। (৫) ৯৯।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩০৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৩।
ক্লোরিন। (৫) ৪৩৪।
টুবাকু। (১) ১৮০। (৫) ৩২৯।
ডাল্কামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৫৪।
ড্রসিরা। (৫) ৪৩৪।
প্যারিস কোয়া। (৪) ৪৪৩।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৪১।
ফেরাম ফস। (১) ১০৯। (৫) ৫১৯।
বেলাডোনা। (১) ১০৯।
ব্রমিয়াম। (৪) ৩০২।
ম্যাঙ্গানিস। (৪) ৪৪৩।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ৪৩২।
সালফার। (৪) ৩৭৩।
সিলিনিয়াম। (৪) ৪৪৩।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪, ৬৫।
স্যাম্বুকাস। (৪) ৩০২। (৫) ৪৩৪।
হিপার সালফ। (১) ১৬৮। (৪) ৩৭৩।

৪৩। স্বরযন্ত্র (ল্যারিঙ্স্) রোগ।

আর্জেণ্টাম। (৪) ৪৪৩।
এরাম ট্রি। (৫) ৪৬৯।
টুবাকু লিনাম। (১) ১৮০। (৫) ৩২৯।
ড্রসিরা। (ক্ষত) (৫) ৪৩৪।
ফসফরাস। (৪) ২৪১, ২৪২
সিফিলিনাম। (ক্ষত) (৫) ৩৪১।
স্যাম্বুকাস্। (যক্ষ্মা) (৫) ৪৩৪।

banglabooks.in

৪৪। স্বর লোপ (পক্ষাঘাতিক), এফনিয়া।
ইউপে পার্ফো। (৫) ১১৫।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৩৯।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮১।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৮১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৪১।
সালফার। (৩) ৩৫।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।

৪৫। হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এজ্‌মা।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৫, ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (৫) ৩৭৫। (৫) ৪৯৪।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৯। (৪) ৩০৩। (৫) ৪৯৪।
এপিস। (৪) ৩০৩।
এম্বাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০১।
কুপ্রাম। (২) ৩৮৯।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৬।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি ফস্‌। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
ড্রসিরা। (৫) ২৮৪।
নাক্স ভমিকা। (৩) ৪০২।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।
ব্রমিয়াম। (৪) ৩০৩।
ব্ল্যাটা অরি। (৫) ৩০৭।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
মেফিটিস্‌। (৫) ২৮৪, ২৮৫।
রুমেক্স কু। (৫) ২৮৫।
লাইকোপাস। (৫) ২০১।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৯। (৫) ৪৯৪।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৩০।
ষ্টিক্টা। (৫) ২৮৫।
ষ্ট্যামোনিয়াম। (১) ৩০৮।
সালফার। (১) ১৭৩—১৭৬।
হিপার সালফ। (১) ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬।

৪৬। হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।
আর্ণিকা। (৩) ১২৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
কুপ্রাম। (২) ৩৮৪। (৩) ২১৩।
কোকাস ক্যাক্টি। (৪) ৩৭৫। (৫) ০৫।
কোরেলিয়াম রুব্‌। (৩) ২১৪, ২৮৫, ৩০
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৩, ১৩৪
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৫।
ক্যালি সাল্‌ফ। (৫) ৩৫০। (৩) ২১৪। (৫) ৩০১।
ড্রসিরা। (৩) ২১৩, ২১৫। (৫) ৫০৪।
ন্যাফ্‌থ্যালিন। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪।
ব্রায়নিয়া। (৪) ১৪৩।
ভেরেট্রাম্‌ এল্‌। (৪) ১৪৩।
মস্কাস্‌। (৫) ২৮২, ৩৮৩।
মেফিটিস্‌। (৩) ২১৪। (৫) ২৮৪, ৩০১।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্‌। (৫) ৩৫০।
লিডাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৮৪।
সিনা। (২) ৩৮৮, ৪০৭।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট। (৫) ৩৫০।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ। (৪) ৩৭৫।

banglabooks.in

৭। পরিপাক-যন্ত্র এবং মুখ-গহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-রোগ।

১। অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্‌-পেপ্‌সিয়া, ইণ্ডিজেশ্চন।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৩) ৪০। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫
আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
আর্সেনিকাম। (২) ২০৫, ৩৯১। (৩) ২৪৭।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩০৫, ৩৪৬। (৪) ৪৪৫। (৫) ৩৫।
ইপিক্যাক। (২) ২০৫, ৩৯১।
এণ্টিম ক্রুড। (২) ৩৯১। (৩) ১৪১, ১৫২, ১৫৩।
এবিস্‌ কেনাডেন্‌সিস। (৫) ২৫৫।
এবিস্‌ নাইগ্রা। (২) ১৫৮, ২০৫। (৩) ৯৫, ৯৬। (৫) ২৫৭।
এলুমিনা। (৫) ৮৩।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫, ৯৫।
কার্ব্ব-এনিমেলিস। (৫) ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯, ৯৪, ৯৫, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪। (৪) ৪১৬। (৫) ৫০৯।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড্‌। (৩) ২৪৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২।
ক্যালি কার্ব্ব। (৩) ৯৬, ৪০৩।
ক্যালি ক্লোর। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (২) ১৫৯। (৪) ৩৭৭।
ক্যাম্ফে কার্ব্ব। (৩) ২৮২—২৮৪।
ক্রিয়োজোট। (২) ১৫৮।
চেলিডনিয়াম। (৪) ৪১৬।
টেবেকাম। (২) ৩৯০।
ধেইন্‌। (২) ৩৯৬।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৮৩। (২) ১৫৮, ১৫৯, ২০৫। (৩) ৩৯, ২০৪, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
নাক্স মস্কেটা। (২) ১৫৮। (৩) ২৪৬, ৪০৩।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৩) ৪০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬০। (৪) ২৪৯।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪০।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৪৫, ১৮৩, ১৮৪। (২) ২০৪, ২০৫, ৩৯১। (৩) ৯৫, ২৪৬।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৪৯।
ফেরাম। (৪) ৪১৬।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (২) ২৬০।
বিস্‌মাথ্‌। (২) ১৫৮। (৪) ২৪৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫। (৪) ২৪৯। (৫) ৮০।
মিউরেক্‌স্‌। (২) ৩০৫।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৫।
লাইকপডিয়াম। (১) ১৮৩। (২) ১৫৮, ৩০৬। (৩) ৩৯, ৯৫, ২৪৫—২৪৮, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
লোবেলিয়া। (২) ৩৯০।
ল্যাকেসিস্‌। (২) ২৬০। (৩) ২৪৭। (৪) ৪০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ৩৯০।
সাল্‌ফার। (২) ১৫৯, ৩০৫, ৩০৬। (৩) ৩৮, ৩৯, ৪০, ২৪৭। (৪) ২৪৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৪০৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৪, ৯৫, ২৪৭, ৪০৩। (৪) ৪১৬।
সিপিয়া। (২) ৩০৪, ৩০৫। (৩) ২৪৭। (৪) ২৪৯। (৫) ৩৫।
হাইড্র্যাষ্টিস্‌। (২) ৩০৫। (৫) ৩৬, ৩৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৩, ১৮৫। (২) ২৬০।

banglabooks.in

২। অন্ত্র-প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।
কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮।
বার্বেরিস ভল্গারিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডোনা। (৪) ৪৮।
মার্কুরিয়াস। (৪) ৪৮।
রাস্‌টক্স্। (৪) ৪৮।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৪৮।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৮।

৩। অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস।
আর্ণিকা। (৪) ৫১।
একনাইট। (১) ১০১। (৩) ৪৩।
কল্‌চিকাম। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
টেরিবিন্থ। (৪) ১৪৩। (৫) ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস্। (৫) ৩৮১।
প্লাম্বাম। (৪) ৫০।
ফেরাম ফস্। (৫) ৫১৯।
বার্বেরিস ভল্গারিস। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০১, ১১২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০২, ১০২, ১৩৮। (৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০১, ১০২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ১০১, ১০২।
রাস্‌টক্স্। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২।
রেনাকুলাস বাল্বো। (৫) ২০।
ল্যাকেসিস। (১) ১০১, ১০২। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩।

৪। অন্ত্র-রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি বায়ুয়েলস্।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ট্রিলিয়াম। (১) ৫৪৩।

৫। অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাক্‌শন অব্ দি বায়ুয়েল্‌স্।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬।

৬। অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা প্যারালিটিক উইকনেস্ অব দি বায়ুয়েল্‌স্।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।

৭। অন্ধান্ত্রাদি-প্রদাহ বা টাইফি-লাইটিস্ ও পেরিটাইফিলাইটিস্ প্রভৃতি।
ক্যালি মিউরিয়েটিকাম। (৫) ৫১৯।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
রাস্‌টক্সিকোডেণ্ড্রন। (৪) ৩৪৩।

৮। অন্ন-নালী-প্রদাহ বা ইস্‌ফেগাইটিস্।
আর্সেনিকাম। (১) ৯৯।
বেলাডনা। (১) ৯৯।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ৯৯।
রাস্‌টক্স্। (১) ৯৯।

৯। অর্শ-রোগ বা হিমরয়েডস্, পাইল্‌স্।
আর্সেনিকাম। (২) ২০৭।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০।
ইস্কুলাস হাইপ। (২) ২০৩। (৫) ৫০২।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
এণ্টিম ক্রুডাম। (৩) ১৫৫।
এটেনাম (৫) ১০২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (২) ২০৭। (৩) ৪১০।
এলুমিনা। (৩) ৪১০। (৫) ৮১।
এলো। (৫) ১৯৯।
কলিন্‌সনিয়া। (৫) ১৯৯।

banglabooks.in

কার্ব্ব এনি। (৫) ৫০৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৯, ৪১০। (৫) ৫০৯।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ১৯৯।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০।
নাক্সভমিকা। (২) ১৬০, ১৬১। (৩) ৪১০। (৫) ৫০২।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪১০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৭। (৫) ৫০২।
পিওনি। (২) ২০৭, ২০৮।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৫) ১৮৩। (৫) ১৯৯।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ১১০।
রেটানিয়া। (৫) ১৯৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১।
সাল্‌ফার। (২) ১৫৯। (৩) ৪৩, ৪৪।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।
হেমামেলিস্‌। (৫) ৪৬৪, ৪৬৫।

১০। অসাড় ও অনৈচ্ছিক বা ইন্‌ভলাণ্টারি মল-ত্যাগ।

আয়ডিনাম। (২) ২২৭।
এলো। (২) ২২৭।
ওলিয়েণ্ডার। (২) ২২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
পডফাইলাম। (২) ২২৭।
মিউরেয়েটিক এসিড। (২) ২২৭।
হায়সায়মাস। (১) ৩৫৪।

১১। আমরক্তরোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টারি—তরুণ ও প্রবল বা একুট, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট। পুরাতন বা ক্রনিক সন্নিপাতিক বা টাইফইড।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৭। (৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫।
ইপিক্যাক। (১) ২৬৮। (২) ৩৯২। (৩) ৪২।
একনাইট। (৪) ৪১, ২৬৪, ১৬৫, ২৬৭। (৫) ১৪২, ৫১৯।
এলো। (৩) ৪২, ৬৬।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (৪) ৪৭।
কলসিন্থ। (১) ২৬৮। (৩) ১৯৬। ৩১০।
কলচিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৬৬, ৬৭, ৩১০। (৫) ৪৭।
। (১) ২৬৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৮, ৪০৯। (৪) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
ক্যাড্‌মিয়াম। (৪) ৪৪।
ক্যাম্থারিস। (১) ২৬৫। (৩) ৬৭, ১৯৬, ৩১০, ৩১১।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩১০।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৬৭, ৩১১। (৪) ৪৭।
ক্যাক্টেরিয়া। (১) ২৬৩।
জিঙ্কাম্‌ সাল্‌ফ। (৩) ৩১১।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ২৬৮। (৩) ৪২, ১৯৬।
পডফাইলাম। (৩) ১৯৬।
ফেরাম ফস্‌ফরিকাম। (৫) ৫১৯।
বেলাডনা। (১) ২৬৪, ২৬৫।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৪২।
মার্কুরিয়াস্‌। (১) ৪১, ১০৪, ১৯৪, ২৬২—২৬৮। (২) ৩৯২। (৪) ৪৩।

banglabooks.in

মাকুরিয়াস্ কর। (১) ২৬৩—২৬৭। (৫) ১৩৯।
মাকুরিয়াস্ ডাল্সিস্। (১) ২৬৩।
মাকুরিয়াস ভাইভাস। (১) ২৬৩, ২৬৭।
মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
রাসটক্স। (১) ২৬৪,২৬৬,২৬৮। (৩) ৪২। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪। (৫) ৪৬১।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪২। (৪) ৪১—৪৭।
সিলিসিয়া। (১) ২৬৩।
সালফার। (৩) ৪২, ৩১০।
সিঙ্কনা। (৪) ৪১, ৪২।
সিপিয়া। (২) ৩০৮।
হিপার সালফ। (৪) ৪১, ১৬৮।
হেমামেলিস। (৩) ৪২।

১২। আমাশয়-কর্কট রোগ বা ক্যান্সার অব দি ষ্টম্যাক্।

কাণ্ডুরেঙ্গো। (৫) ২২৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ফসফরাস। (৫) ২৪৯।

১৩। আমাশয়-প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রাইটিস্ ও গ্যাষ্টিক্ আল্সার।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ১৪, ১৫, ৫৫, ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৭৮।
একনাইট। (১) ৪১।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৫৬, ৫৭।
ক্যান্থারিস। (২) ৫৬, ৫৭। (৩) ৩০৯। (৫) ১৩৯।
ক্যালি বাই। (২) ৫৬, ৫৭। (৪) ৩৭৭।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৪৯।
লাইকপডিয়াম। (২) ৫৬।
ল্যাকেসিস। (২) ৫৬, ৫৭।

১৪। আমাশয় রোগ বা গ্যাষ্ট্রিক্ ডিরেঞ্জমেণ্টস্।

আয়ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৪, ৪৪৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৬, ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮২, ৩৮৬। (২) ১৮৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ২০০।
গ্র্যাফাইটিস। (১) ৩৮২।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮১, ৩৮২।
ডায়স্কোরিয়া। (৪) ৪৪৫।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৮৬। (২) ৩৪৭। (৪) ৪৪৫।
পাল্সেটিলা। (২) ২০৩, ২০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩৮২।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৪৯।
বিস্মাথ। (৪) ২৪৯, ৪৪৫।
বেলাডনা। (১) ৯৯।
ব্রায়নিয়া। (৪) ২৪৯।

১৫। আমাশয়শুষ্কতা বা ড্রাইনেস্ অব দি ষ্টম্যাক।

নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫।
পালসেটিলা। (১) ১৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।

১৬। আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি ষ্টম্যাক্।

ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৩।

১৭। আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্র-ইণ্টেষ্টাইন্যাল ইন্ফ্লামেশন।

ইউফর্ব্বিয়াম্ রেজি। (৫) ৪২৯।

banglabooks.in

১৮। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বা উইক্‌নেস্ অব দি ষ্টম্যাক্।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৬, ৩৯৮।
গ্র্যাফাইটিস। (১) ৩৯৭।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৯৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩৯৮।
পেট্রলিয়াম্। (১) ৩৯৭।

১৯। আমাশয়ের শূল বা গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া।

আর্জেণ্টাম্ নাই। (৪) ৪৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (১) ৩৪০।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭২।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪১৫।
চেলিডনিয়াম্। (৪) ৪১৬।
পেট্রলিয়াম্। (৪) ৪১৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫১।
রুমেক্স্। (৫) ৪৪০।

২০। উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস, ডাইয়াফ্রামাইটিস এবং অন্ধান্ত্রাদি প্রদাহ বা টিফ্‌লাইটিস প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (৪) ৫১।
কলচিকাম। (৪) ৪৮, ৪৯, ৫১।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ২১।
টেরিবিন্থ। (৪) ৩৪৩। (৫) ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস। (৫) ৩৮১।
প্লাম্বাম। (৪) ৫০।
বার্ব্বেরিস ভল্। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (১) ১০০, ১০২। (৪) ৪৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০১, ১০২, ১৩৮, ১৪৬। (৩) ৪৩। (৪) ৩৪২।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০২, ২৬৮। (৪) ৪৮।
মার্ক কর। (১) ১০২।
রাসটক্স। (৪) ৪৮, ৫০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫১।
রেনাঙ্কু বাল্বো। (৫) ২১।
ল্যাকেসিস। (১) ১০২। (৪) ৪৮, ৫০, ৫১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৩, ৪৪

২১। উদর-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি এব্‌ডমেন।

ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৮৯।
একনাইট। (১) ৪০।
এলুমিনা। (৫) ৮১।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৬।
প্লাম্বাম্। (৫) ৫৩২

২২। উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭। (৫) ৪৮৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯১।
একনাইট। (৩) ১৯৪।
এলাম। (৩) ৩৭৩।
এলুমিনা। (৩) ২১৭। (৫) ৮১।
ওপিয়াম্। (৩) ২১৬, ৩৭৩।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ৩৪১। (৩) ১৯৫। (৫) ৪৮৯।
কলসিন্থ। (১) ১০৩। (৩) ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫। (৪) ২৭৮, ৩৪৩। (৫) ৩৭৫, ৩৪১, ৪২৬, ৪৯২।
কষ্টিকাম্। (৩) ১৯৪।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৬।
কুপ্রাম মেট। ২১৬।
ক্যাম্‌মিলা। (২) ৩৬১। (৩) ১৯৫।
ক্যাষ্টরিয়াম্। (৫) ২৭৯।
ক্রোটন্ টিগ্। (৫) ৪২৬, ৪২৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২।
ডায়স্কোরিয়া। (৩) ১৯৪। (৫) ৪৯২।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৬।

banglabooks.in

নাক্স্ ভমিকা। (৩) ২১৬, ৩৭৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৬।
প্লাম্বাম। (৩) ২১৬। (৫) ৩৫১, ৫৪০।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৩৭৩
ভষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (৫) ১০৩। (৩) ১৯৪, ২১৬, ৩৭৩।
বয়াক্স্। (৫) ৫৫৭।
ভেরেট্রাম এল্। (৩) ১৯৪।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৩) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৩৪৫।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৩) ১৯৪। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্‌টক্স্। (৪) ৩৪৩।
ষ্টেনাম। (৩) ২১৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ১৯৫। (৫) ২৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৬।
হায়সা। (১) ৩২৯।

২৩। উদরাধ্মান, উদর-স্ফীতি বা টিম্প্যানাইটিস।

ওপিয়াম। (৩) ৩৭৩, ৩৭৬।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৫, ৩৭৭।
কার্ব ভেজ। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ২৪৮, ৩৭৭। (৫) ৪৫৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৩) ২৪৮।
চায়না। (১) ১০০।
টেরিবিন্থ। (৩) ৩৭৭। (৫) ৫৫৫।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ৫৫৪।
নাক্স্ মস্কেটা। (৫) ৫৫৪।
বেলাডনা। (১) ১০০, ১০৪।
রাফেনাস। (৩) ২৪৯, ৩৭৭।
রাস্‌টক্স্। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৮, ২৪৮, ৩৭৭। (৫) ৫৫৪।
সাল্‌ফার। (৩) ২৪৯।
হায়সা। (১) ৩২৯।

২৪। উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া—তরুণ এবং পুরাতন।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৭।
আইরিস্ ভাস। (৩) ৯৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৮৫, ৪৪৫। (৫)
আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২, ৪৩৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৫৯, ১৬৮। (৩) ৯৬-খ। (৪) ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১৪৩, ৪৪৫। (৫) ৪৫৫।
ইউফর্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
ইথুসা সাই। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ইলেটেরিয়াম। (৫) ২৫১, ৪২৬, ৪২৭।
ইল্যাপ্‌স কর। (৪) ৪৭।
একনাইট। (৪) ৪৪৫।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৩, ১৫৪, ২৮৩, ২৮৪।
এপিস। (৪) ২৫০।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৩।
এরানিয়া ডাই। (৫) ৩১৮।
এলুমিনা। (৩) ৪৪০।
এলো। (৩) ৪১, ৪৪০। (৪) ২০৩, ২৫০। (৬) ১৯৮, ১৯৯, ৩৮৮।
ওপিয়ামণ (৩) ৩৭৭। (৪) ৮৫, ১৪৩।
ওলিয়াম রিসিনি। (৫) ৫৬৩।
ওলিয়েণ্ডার। (৩) ৯৬-খ, ৪৪০।
ককুলাস্ ইণ্ড। (৪) ৪৭।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৫, ১৯৬। (৫) ৩৮৮।
কল্‌চিকাম। (২) ৩০৮। (৩) ৯৬-ক। (৪) ৪৭।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৬-ক, ৪০৮, ৪০৯। (৫) ৪৫, ৪৬, ৪৭।
কুপ্রাম। (৪) ১৪৪।
ক্যাড্‌মিয়াম। (৪) ৪৪।
ক্যামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬১। (৫) ২৮, ৩৪৫।
ক্যাম্ফরা। (২) ১৭২।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্যালি বাই। (২) ৩০৮। (৩) ৪১, (৪) ৪৭।
ক্যাক্কেরিয়া। (২) ১৭১। (৩) ২৮২, ২৮৩, ২৮৪। (৪) ২০৩। (৫) ৩৮৯, ৪৩৮।
ক্যাক্কেরিয়া এসেট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌। (৩) ২৮৩। (৪) ৪৪৫।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৩, ২৮৪।
ক্রোটন টিগ্‌। (৫) ২৫১, ৪১৬, ৪২৭।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯, ৩৬৭।
জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ১৪৩, ৪৪৬।
জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৪। (৫) ৪২৭।
টুবাকুলিনাম। (৫) ৩২৯।
টেরিবিন্থ। (৩) ৯৬-ক।
ট্যারাক্‌সেকাম। (৫) ১১৯।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
ডায়স্কোরিয়া। (৩) ৪১। (৫) ৪৯২।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৬।
থুজা। (৫) ১৯৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮।
নাক্‌স ভমিকা। (১) ১৪৭। (৩) ১৯৬, ৩৭৭।
নাক্‌স মস্কেটা। (৩) ৪৪০।
নিকোটিনা। (২) ১৭১।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ১৭১।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪১। (৫) ১০৩।
পডফিলাম। (৩) ৪১, ৯৬-ক, ১৯৬। (৪) ২০৩। (৫) ২৫১, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১৪৩। (২) ২০৬, ২০২। (৪) ৮৫, ১৪৩।
পেট্রলিয়াম। (৩) ৪১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ৪১। (৪) ২৫০।
ফসফরিক এসিড। (৩) ৯৬-ক, ২৮৩। (৪) ১৯৯, ২০২, ২০৩। (৫) ৩৮৯।
ফেরাম। (২) ৫৮। (৩) ৯৬-খ।
ফেরাম আর্স। (৩) ৯৬-খ।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ফেরাম মেট। (২) ৫৮। (৫) ৩৮৮, ৪৫৫।
বেলাডনা। (১) ১০৩, ১০৪।
বরাক্‌স। (৫) ৫৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১, ৩৫৭। (৩) ৪১, ৯৬, ৯৬-ক। (৫) ১৯৮।
ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ১৭১। (৪) ৮৫, ১৪৩, ১৪৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬১। (২) ৩৭২। (৫) ৩৮৯।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৬১।
মার্কুরিয়াস্‌ কর। (১) ২৬১। (২) ৩৭২। (৫) ৩৮৯।
মেজিরিয়াম। (৪) ১৬৮।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৫।
রাসটক্‌স। (৪) ৩৪৩, ৩৪৪।
রিয়াম। (৬) ২৮৪। (৫) ৪৩৮, ৩৪৫।
রুমেক্‌স কৃ। (৩) ৪১।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৭১।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।

banglabooks.in

লেপ্টাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪
ল্যাক্‌ডিফ্লো। (৫) ২৯২
ল্যাকেসিস। (৪) ৪১—৪৭।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৩) ৪৩৯। (৫) ২৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিলিসিয়া। (৩) ২৮৩। (৪) ১১৭, ১১৮।
সালফার। (২) ১৭২, ৩৭২। (৩) ৪১, ২৮২, ২৮৩, ৪৪০। (৫) ১৯৮, ২০৬।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬, ৯৬-ক, ৯৬-খ, ১৯৬। (৪) ৪১, ৪২, ২০২। (৫) ৩০৮, ৪৫৫।
সিনা। (২) ৪০৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৭।
সরিনাম। (৩) ৪৩৯, ৪৪০
হাইড্রফবিনাম। (১) ৩৪৯।
হিপার সাল্‌ফ। (৪) ৪১,১৬৮। (৫) ৪৩৮।

২৫। উদরাময়—প্রাত্যূষিক বা মর্ণিং ডাইয়ারিয়া।

এলো। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।
ক্যালি বাই। (৩) ৪১।
ডায়স্করিয়া। (৩) ৪১।
থুজা। (৫) ১৯৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ৪১।
পডফিলাম। (৩) ৪১।
পেট্রলিয়াম। (৩) ৪১।
ফস্‌ফরাস্। (৩) ৪১।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৪১।
রুমেক্স ক্রু। (৩) ৪১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪১। (৫) ১৯৮।

২৬। উদরাময়—মানসিক বিকার বশতঃ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৮৫।
ওপিয়াম। (৪) ৮৫, ১৪৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৮৫, ১৪৩।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৮৫, ১৪৩।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ৮৫, ১৪৩।

২৭। কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিকা প্রভৃতি।

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৮৯।
আর্জেণ্টাম নাই। (৩) ২১৮, ২১৯।
আর্ণিকা। (৩) ৪০৮।
আর্সেনিকাম। (১) ৪৩, ৪৪, ৪৬। (২) ৫৮—৬৫, ৩৯২। (৩) ২১৮, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮। (৫) ১৪৪—১৪৭। (৫) ৩৭৪।
ইউফর্বিয়া কর। (৫) ৪৩০।
ইউফর্বিয়ান রেজি। (৫) ৪২৯।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯২। (৫) ৩৯০।
ইলেটেরিয়াম। (২) ৩৯২। (৫) ৩৮৯।
একনাইট। (১) ৪২—৪৬। (২) ৬২, ৬৩। (৩) ৪০৭। (৪) ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬।
এন্টিম টার্ট। (৩) ১৮২, ১৮৩।
এম্বা-গ্রিসিয়া।
ওপিয়াম। (৩) ৪০৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যাম্ফারিস্। (৩) ৩১২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৭, ৬৮। (৪) ৪৮।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ৪৬। (৩) ৯৬-খ, ৪০৪, ৪০৮।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৮।
কুপ্রাম এসেট। (৩) ২১৬।
কুপ্রাম মেট। (৩) ১৭৫, ২১৬—২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৪।
কোবরা বা ন্যাজা। (৩) ৪০৭।
ক্যাম্ফরা। (২) ৫৯। (৩) ২১৮,৪০৬,৪০৭। (৪) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ২৭১, ৪৪৪।

banglabooks.in

ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৬।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৬।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৩৯০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
জ্যাট্রফা। (৪) ১৪৫, ১৪৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
পডফিলাম। (২) ৩৯২। (৩) ৬৮। (৪) ১৪৭। (৫) ৩৮৯।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৬২, ৬৩, ৬৫। (৩) ১৭৫, ১৭৬, ২১৮, ২১৯, ৪০৬। (৪) ১৪৪—১৪৭। (৫) ২৭১।
রাস্‌টক্স্। (১) ৪৬।
রিসিনাস কম্। (৫) ৫৬৩।
ল্যাকেসিস। (৪) ৪৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৪২, ৪৩। (৫) ৪৪৪।
সিকেলি। (২) ৬২, ৬৩, ৬৪। (৩) ২১৮, ২১৯, ২২০, ৪০৬। (৪) ১৪৫। (৫) ২৭১, ৩৭৪।
সিঙ্কনা। (২) ৬০। (৩) ৯৬-খ। (৫) ১৫২।
হাইড্রনা এসি। (৩) ৪০৭। (৫) ২৭১, ৪৪৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৪৬।

২৮। কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫, ৪০৬।

২৯। কুচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ ইঙ্গুইন্যাল হার্ণিয়া।

নাক্স ভমিকা। (২) ১৬০।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৩০। কৃমিরোগ বা ওয়ারম্‌স্।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩০, ৩৪৭। (৫) ৪০২।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৪৮। (৫) ৪০২
ক্যালাডিয়াম। (২) ৪০৯।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ৪০৯
টিউক্রিয়াম। (২) ৪০৯।
ডলিকস্। (৫) ২৩৯।
সাইকুটা। (৫) ২৩৫।
সিনা। (২) ৪০৮, ৪০৯।
সিলেপিস নাইগ্রা। (২) ৪১০।
স্পাইজিলিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৪০২।
স্যাণ্টনাইন। (২) ৪০৮, ৪০৯।
স্যাবাইনা। (৫) ৪০২।
স্যাবাডিলা। (২) ৪১০। (৫) ১৬৩।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩।

৩১। কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯। (৫) ৫২৪।
ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৮, ৩৯৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৪।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৪।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪১০।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
এলুমিনা। (৩) ৩৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ৮১।
ওপিয়াম। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫। (৪) ১৪৯। (৫) ৩৪৭, ৩৯০।
কষ্টিকাম। (৪) ১১৮। (৫) ৯৫।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ১৫৯। (৩) ৪০৯, ৪১০।
কোনায়াম। (৫) ২২৭।
গ্র্যাফাইটিস্। (২) ৩০৮। (৪) ১১৮, ৪১৬, ৪১৭।

banglabooks.in

জিঙ্কাম। (৫) ১০৩।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩৪০
থুজা। (৪) ১১১।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪১০। (৪) ৪১৭।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৪৫, ১৪৬, ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ১০৩, ১৫৯, ১৬৭, ২০৭, ২৬০, ৩০৭। (৩) ৪৩, ২৫০, ৪০৯, ৪১০। (৪) ১৪৯। (৫) ৪২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬০। (৩) ৪১০।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৫) ১০৩।
পডফিলাম। (৫) ৩৯০।
পালসেটিলা। (১) ১৪৬। (২) ২০৭।
পিওনি। (৪) ৪১৭।
প্লাম্বাম। (৩) ৩৭৫। (৫) ৫৪১, ৫৪২।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৩৭৫। (৪) ২৫১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫, ১৪৬। (২) ১০৩, ১৬০, ২৯৭। (৩) ৩৭৫। (৪) ১৪৮।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ১৬০। (৪) ১০৮। (৫) ৩৯০।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (২) ২৬১। (৫) ৪০৯।
রেট্যানিয়া। (৪) ৪১৭।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০। (৩) ২৫০।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২, ৩৪০।
ল্যাকেসিস। (২) ৪১—৪৭।
সিলিসিয়া। (৩) ২৫০। (৪) ১১১, ১১৮, ৪১৮।
সাল্‌ফার। (২) ১০৩, ১৬০। (৩) ৪৩, ৩৭৫।
সিপিয়া। (১) ৩৯৮, ৩৯৯। (২) ২৭১, ৩০৭, ৩০৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।
হাইড্র্যাষ্টিস। (২) ১৫৯। (৫) ৩৬।
হিপার সালফ। (১) ১৮২। (৪) ৪১।

৩২। ক্যাঙ্ক্রাম-অরিস বা পচিত মুখ ক্ষত, মামুরকির ঘা।

আর্সেনিকাম। (২) ৯১। (৪) ৩৫।
ক্রিয়োজোট। (৪) ৩৬।
থুজা। (৪) ৩৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৩৫, ৩৬।
নেট্রাম হাইপক্লোর। (৪) ২৬।
ফাইটলেক্কা ((৪) ৩৬।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৩৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৩৫।
লাইকপডিয়াম। (৪) ৩৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪, ৩৫, ৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ৩৬।
স্যালিসিলিক এসিড। (৪) ৩৬।
হেলিবোরাস। (৪) ৩৬।

৩৩। গল প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর থ্রোট।

অরাম। (৪) ৪৬৫।
আয়ডিয়াম। (১) ২৪৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৫) ৮০।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
এপিস। (১) ৯৮। (২) ২০৩। (৩) ৩০৮।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ৩৭৬। (৫) ৯৪।
এলুমিনা। (৫) ৭৯, ৮০।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৭।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩০৮।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩৪৫।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭, ৩৭৬। (৫) ১২৮।

banglabooks.in

ক্যাঙ্কে ফস। (৪) ৩৭৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৫) ৮০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ৩৪৬। (৫) ৮০।
নাক্স ভমিকা। (৫) ৮০।
নেট্রাম আর্স। (৫) ৪৯৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।
পালসেটিলা। (২) ২০৩। (৫) ৪৮০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৮।
ফেরাম ফস্। (৫) ৮০।
বেলাডনা। (১) ৯৭, ৯৮, ১৭৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৯৮।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪৬।
মার্ক কর। (১) ২৫৬।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
মার্ক বিন-আই (১) ২৫৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ৯৮, ৯৯, ২৫৫। (৪) ৩৭।
লাইকপডিয়াম। ৯৯, ১৭৮।
ল্যাক কেলিয়াম। (১) ১৭৮। (৫) ২৮৮।
ল্যাকেসিস। (১) ৯৯, ১৭৮। (৪) ৩৭।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৬।
সালফার। (১) ৯৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাম্বুইনেরিয়া নাই। (৪) ৩৭৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৯৮, ৯৯, ১৬৮।
(২) ৩৪৫। (৪) ৩৭। (৫) ৮০।

৩৪। গলক্ষত বা কুইঞ্জি, সাইয়ানাঙ্কি টন্‌সিলারিজ্।

বেলাডনা। (১) ১৭৭।
মার্ক প্রোটো-আই (১) ১৭৮।
মার্ক ভাইবাস। (১) ১৭৭।
লাইকপডিয়াম। (১) ১৭৮।
ল্যাক্ কেনিনাম। (১) ১৭৮। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস। (১) ১৭৮।
হিপার সালফ। (১) ১৭৭, ১৭৮।

৩৫। গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রোল্যাপ্‌সাস রেক্টাই।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৮। (৫) ৩৮৮।
ইস্কুলাস হাই। (২) ২৬১।
এলুমিনা (এলাম?)। (২) ২৬১।
কলিন্সনিয়া। (২) ২৬১।
কার্ব্ব ভেজ। (৫) ৩৮৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।
পডফিলাম। (৫) ৩৮৮।
রেট্যানিয়া। (২) ২৬১।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭।
হেমামেলিস। (৫) ৩৮৮।

৩৬। গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন বা কনষ্ট্রীক্‌শন অব দি এনাস্।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ৪৯।
ওপিয়াম। (৪) ৪৯।
কষ্টিকাম। ৫৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৪৯।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৪৯।
প্লাম্বাম। (৪) ৪৯।
বেলাডনা। (৪) ৪৯।
মেজিরিয়াম। (৪) ৫৯।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৪৮, ৪৯।

৩৭। ডিফ্‌থিরিয়া বা দুষ্ট-গল-ক্ষত

আর্সেনিকাম। (২) ৫৫। (৩) ৩০৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।

banglabooks.in

এপিস। (৪) ৩৯, ৩০৬, ৩০৭। (৫) ১৪৩।
এমনিয়াম কষ্ট। (৫) ৯৭।
এরাম ট্রাই। (৩) ৩০৯। (৫) ১৬৮।
এলাস্টাস। (৫) ৪৭১।
কার্ব্বলিক এসিড। (৪) ৩৯।
ক্যাম্থারিস। (৩) ৩০৮, ৩০৯। (৪) ৩০৭।
ক্যাম্‌ফ্‌সিকাম। (৩) ৩০৮।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি পার্মাঙ্গা। (৫) ১৪০।
ক্যালি বাই। (১) ২৫৯। (৪) ৩৭৭।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৪।
ক্রোটেলাস। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৪।
ডিফেনবেকিয়া। (৩) ৩০৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৭, ১৬৮।
ন্যাজা টি। (৪) ৩৯। (৫) ২৭৬, ২৭৭।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৮, ৪৯৯।
বেলাডনা। (১) ৯৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪)
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৭।
মার্ক কর। (৩) ৩০৯।
মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
মার্ক বিন-আই। (১) ২৫৮, ২৫৯, ২৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৫৭—২৬০।
মিউ এসিড। (৪) ১৬৮, ১৮২।
রাস্‌টক্‌স্। (৪) ৪০, ৩৫১।
রেনাঙ্কু স্কি। (৫) ৩১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৩—২৪৫। (৪) ৩৯।
ল্যাক্ কেনিনাম। (৩) ৩০৯। (৪) ৩৯, ৩০৬ ৩০৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস্। (৩) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ৩৭, ৩৮, ৪৯। (৫) ১৪৩, ২৭৬।
সায়ানাইড অব মার্কারি। (১) ২৫৮, ২৫৯।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
হাইড্রসায়া এসিড। (১) ২৫৮।

৩৮। ডিস্‌ফেজিয়া বা গল-রোধ।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮
জেলসিমিয়াম্। (৪) ৮৩।

৩৯। দন্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ অব দি গাম্‌স্।

(৫) ৫৪৩।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩০।

৪০। দন্তরোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
কফিয়া ক্রু। (৫) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫, ১৮৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৪) ১১৭। (৫) ১৭১।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৭।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৪, ২৫৪। (৪) ৩৩, ৩৪। (৫) ৩১৮।
মেজিরিয়াম। (১) ১৯৪।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩, ৩৪।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭
সিলিসিয়া। (৪) ৩৩, ১১৭।
সিফিলিনাম্। (৫) ৩৪০।
হিপার সাল্‌ফ। (৪) ৩৩।

৪১। দন্তশূল বা টুথ্-এক্।

আর্সেনিকাম্। (২) ৭৮।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
একনাইটাম্। (১) ৩৩।
এরানিয়া ডায়া। (৫) ৩১৮।
কফিয়া ক্রু। (৫) ৫৫২।
ক্যামমিলা। (১) ২৫৫। (২) ৩৭০, ৩৭১। (৫) ২৭, ৩৪৬।

banglabooks.in

ক্রিয়োজোট। (১) ২৫৫। (৫) ২৭।
থুজা। (৪) ২৭৭।
নাক্স ভমিকা। (৫) ৩৪৬।
প্ল্যাণ্টেগো মেজর। (২) ১৯৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২৫৪। (৪) ৩৩। (৫) ৫২৩।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪, ৩৪৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্টক্স। (৪) ৩৪২।
রেটানিয়া। (৫) ৩৪৬।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৩।
হায়সা। (১) ৩২৯।

৪২। দন্তের ক্ষত বা কেরিজ, নালীক্ষত বা ফিশ্চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে প্রভৃতি রোগ।

এণ্টিম ক্রু। (৩) ১৫১।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।
থুজা। (৪) ২৭৭।
সিফিলিনাম। (৫)

৪৩। দন্তোৎপাটন জন্য শোণিত-স্রাব।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১।
ট্রিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।

৪৪। দন্তোদ্ভেদ (শিশুর) বিকার ও তদ্ঘটিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি রোগ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।
ইথুসা সাই। (৫) ২১৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
একনাইট। (২) ৩৭০। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
এগারিকাস। (৫) ৩৬৩।
ক্যামমিলা। (১) ১০৩। (২) ৩৬৮, ৩৭০। (৫) ২৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১০৪। (২) ৩৭১। (৩) ২৯৩।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ২৮২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৫।
ডলিকস্। (৫) ২৩৮, ২৩৯।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
ফেরাম ফস। (২) ৩৭০।
বেলাডনা। (১) ৭৬, ৯০, ১০৩, ১০৪। (২) ৩৭১। (৩) ২৮১। (৫) ৩৫১।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১০৪। (২) ৩৭১।
মিলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৪) ৩৫০, ৩৫১।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।

৪৫। ন্যাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জণ্ডিস্।

কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।
ক্যামমিলা। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৪৬।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
চেলিডনিয়াম। (১) ১৪৬, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৭৪
ডলিকস। (৫) ২৩৯।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩৯৪।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৩৭২। (৩) ৯৬-গ।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৬৪।
ফস্ফরাস। (৪) ২৫১।
বার্বেরিস ভল্গা। (১) ১৪৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৬। (২) ৩৭২।
মার্ক ভাইভাস। (১) ২৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬০, ২৬১। (৫) ৩৮৮,

banglabooks.in

যাকাফিলা। (১) ১৪৭।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (১) ২৬১।
ল্যাকেসিস। (৪) ৪০।
সাল্‌ফার। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৬। পরিপাক যন্ত্র-রোগ।

এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫২।
ক্যাষ্টারিস। (৩) ৩০৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩০, ৫৩৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৫।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। ৩৫০, ৩৫১
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭৭।

৪৭। পিত্ত-শিলা বা গল্‌ষ্টোন্, বিলিয়ারি কাল্‌কুলাই এবং পিত্ত-শূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি।

ক। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
কার্ডাস মেরি। (৩) ৭৬, ১০৭।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৪।
। (৫) ৪৯২।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৬৪।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৩) ৪০, ৯৬—গ।
(২) ৩৭৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪৯।
সাল্‌ফার। (৪) ৪০।
সিঙ্কনা। (৩) ৪০, ৭৬, ৯৬-গ।
হাইড্রাষ্টিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ।

৪৮। প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ।

ফসফরাস। (৪) ২৫১।

৪৯। প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্লামেটরি কলিক।

একনাইটাম। (১) ৪১।

৫০। প্রদাহিক উদরাময় বা ইনফ্লামেটরি বা সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ কলেরা।

একনাইটাম। (১) ৪১, ৪২।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
মার্ক করসাইভাস্। (৫) ৫৬৩।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬১।
রিসিমাস কম্। (৫) ৫৬৩।

৫১। প্লীহারোগ বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব স্প্লীন।

আর্ণিকা। (৩) ১০৪। (৫) ২৬৬।
এরানিয়া ডায়া। (৩) ১০৪।
কোনায়াম। (৩) ১০৫।
ক্যাপসিকাম। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
চাইনিনাম সাল্‌ফ। (৩) ১০৪।
চেলিডনিয়া। (৩) ১০৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৬। (৩) ১০৫।
পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা। (৩) ১০৫।
ফেরাম মেট। (৩) ১০৬। (৫) ২৬৬।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৩) ১০৫।
বেলিস। (৩) ১০৫। (৫) ২৬৬।
সাল্‌ফার। (৩) ১০৫।
সিঙ্কনা। (৩) ১০৪।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিয়ানোথাস। (৩) ১০৫।
সিনা। (৫) ২১০।

banglabooks.in

৫২। ফাঁসবদ্ধ-অন্ত্র-বৃদ্ধি-রোগ বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া।

একনাইটাম। (১) ৪৬।
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ১৬০।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬০।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬০।

৫৩। ফিসার অব দি এনাস্ বা মলদ্বারের বিদারণ এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাস্ ও রেক্টাম বা মলদ্বার এবং সরলান্ত্রের নালীক্ষত।

গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৬, ৪১৭।
থুজা। (৫) ৩৪০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৮, ৪১৭।
পিওনি। (৪) ৪১৭।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।
বার্ব্বেরিস্ ভল্গা। (৫) ৩৭৯।
রেট্যানিয়া। (৪) ১৬৯, ৪১৭।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৮, ৪১৭, ৪১৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
স্যাঙ্গু নাইট্রেট্। (৪) ১৬৯।

৫৪। ফ্যারিঞ্জাইটিস্ বা গলকোষপ্রদাহ।

ইস্কুলাস্ হাই। (৫) ৫০২।

৫৫। বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যূষিক ও অন্যান্য নানাবিধ বমন।

আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬।
আর্সেনিকাম। (২) ২৭৪।
করু। (৫) ৪৩০।
ইথুসা। (৩) ২৮৪। (৫) ২১২, ২১৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫২, ২৮৪।
কল্‌চিকাম। (২) ২৭৪।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৭।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮২। (৪) ২৫০।
ক্রিয়োজোট। (৩) ২৮৪। (৫) ৫৩০, ৫৩৬।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯, ২৭৪।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫০।
বিসমাথ। (৪) ২৫০।
লোবেলিয়া। (৫) ৪৯৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
সিপিয়া। (২) ২৭৪।

৫৬। মুখ-গহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোরমাউথ, এফথি বা জাড়ী ঘা এবং লালাস্রাব বা স্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ।

এরাম ট্রাই। (৫) ৫৫৭।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
ক্যালি বাই। (৫) ১২৮।
কুরিণ। (৫) ৪৯।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ২৫৩, ২৫৪। (৪) ১৬৭।
বরাক্স্। (৫) ৫৫৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৫) ৪৬০, ৪৬১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (৫) ৫৫৭।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস্। (১) ১৯৪, ১৯৬, ২০২, ২০৩, ২৩১, ২৩৩, ২৫৩, ২৫৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৬৭।
রেনাঙ্কু স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৩৪।
সাল ফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হাইড্র্যাষ্টিস কেনা। (৫) ৪৬১।

৫৭। যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতা-রোগ বা ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৮। যকৃতের পীতক্ষয় বা ইয়োলো এট্রফি অব দি লিভার।

ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫১।

৫৯। যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি, ব্রণশোথ বা পূয়শোথ বা এবসেস এবং ন্যাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
আইরিস ভার্স। (৫) ৩৯৬।
আর্সেনিকাম। (২) ১৮৮। ই। (৩) ১৫৪।
ইপিক্যাক। (৩) ৪০, ১৫৪।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৪, ১৫৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৪, ৯৫।
এলো। (৫) ১০৭, ১৯৯।
কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৬, ১০৭।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮১। (৩) ২৪৯।
টিলিয়া ট্রিফো। (৫) ৩৫৬, ৪০৯
ডিজিট্যালিস। (২) ৩০৬। (৪) ৩৯৪, ৩৯৫।
নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ২০৮। (৩) ৪০ ৯৬-গ। (৫) ৪০৯।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ২৫০।
পডফাইলাম। (৫) ৩৮৭।
পালসেটিলা। (২) ২০৮। (৩) ১৫৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫১।
বার্ব্বেরিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ। (৫) ৩৭৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩। (৩) ১৫৪। (৫) ৪০৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৬০। (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৮৮, ৪০৯।
মার্কুরিয়াস ভাই। (১) ২৬০।
মিউরি এসিড। (৪) ১৮৩।
ন্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৫, ৩৫৬, ৪০৯।
রেণাঙ্কু স্কি। (৫) ৩২।
লাইকপড। (২) ২০৮। (৩) ২৪৯, ২৫০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪০। (৪) ৪১।
ল্যাক্টিকা। (৫) ১০৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৪০, ৪১, ৯৬-গ।
সিঙ্কনা। (২) ২০৮। (৩) ৪০, ৯৬-গ।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিপিয়া। (২) ৩০০, ৩০৬। (৪) ৩৯৫। (৫) ১৯৯।
সিলিনিয়াম। (৩) ৪০।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৩) ৪০, ৯৬-গ। (৫) ৩৬, ১০৭।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।

৬০। যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস অব দি লিভার।

অরাম। (৪) ৪৬৬।
চেলিডনিয়াম। (৪) ২৪৯।

banglabooks.in

নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৩) ২৪৯।
ফসফরাস। (৪) ২৫১।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ২৮৩।
লাইকপড। (৩) ২৪৯।

৬১। রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া।

আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫।

৬২। শিশু-কলেরা।

আইরিস ভার্স। (৪) ১৪৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৫।
আর্ণিকা। (৩) ১৩১, ১৩২।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।
ইলেটেরিয়াম। (৪) ১৪৮।
একনাইট। (৫) ৫১৯।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩৭৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩, ৩। (৪) ৪৪৬।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৭৭।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫২।
ক্যাম্ফে কার্ব্ব। (৩) ২৮৩।
ক্যাম্ফে ফস। (৫) ১৫২।
ক্রোটন টিগ। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৯০।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯, ৫৩২।
জেল্‌ সিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
পলফাইলাম। (৪) ১৪৮। (৫) ৩৮৯।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ১৪৮।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৪৫৬।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৮, ।। (৩) ৩৭৮।
সিঙ্কনা। (৫) ১৫২।
সরিনাম। (৩) ৩৭৮, ৪৫৫।
হিপার সালফ। (৩) ৪৩৮।

৬৩। সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্‌।

এপমর্ফিয়া। (৫) ৩১৫।
ককুলাস ইণ্ড। (৫) ৪৮৯।
টেবেকাম। (৫) ২৭০, ২৭১।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৫।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।

৬৪। হিক্কা বা হিকাফ, সিঙ্গ্যাণ্টাস্‌।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭।
মস্কাস। (৫) ২৮২।

৬৫। হিমেটিমিসিন্‌ বা রক্ত-বমন।

আষ্টিলেগো। (২) ২১৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
ফসফরাস। (২) ২১৩, ৩১০।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।

৮। পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অণ্ডকোষ বা মুষ্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস এবং অণ্ডকোষ-সংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

অরাম। (২) ২১০। (৪) ৪৬৭। (৫) ১, ৪১৫।
এব্রটেনাম। (৫) ১০২।
কোনায়াম। (২) ২১০।
ক্রিমেটিস্‌। (৫) ১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৫, ৪১৬।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১০। (৪) ৮৬। ।। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৯, ২১ (৪) ৪১৬। (৫) ৬৭, ৪০২

banglabooks.in

পেট্রোলিয়াম। (৪) ৪১৬।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৪৬৭। (৫) ৪১৫।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ২১০। (৫) ৪১৫।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।
স্পঞ্জিয়া। (২) ৪১০। (৫) ৬৬, ৬৭।
হেমামেলিস। (২) ২, ১০। (৫) ৬৭।

২। জলদোষ বা হাইড্রসিল।
(জলশোথরোগ দেখ)।

৩। ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পোটেন্‌স্‌।
এগ্নাস ক্যাষ্টাস্‌। (৫) ৪০৪।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।
কোনায়াম। (৪) ২৫৩।
ক্যাক্টেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৫।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১৮।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফসফরাস। (৪) ২৫৩।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৫৬।
সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৪। পুংজননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগ।
অরাম। (৪) ৫৬৭।
এগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌। (৫) ৫০৪।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৪৬৭।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৫৬।
সরিনাম। (৩) ৪৪০।

৫। প্যারাফাইমোসিস্‌ বা উল্টামুদা।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৩।
মার্কুরিয়াস্‌ সল। (১) ২৭৩।

৬। প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহাদিরোগ।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
থুজা। (৪) ২৭৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।

৭। ফাইমোসিস্‌ বা মুদারোগ।
কলসিন্থ। (৪) ৩৯৭।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (৪) ৩৯৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৬।

৮। ভেরিকোসিল বা অণ্ডশিরার্ব্বুদ।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১০।
হেমামেলিস্‌। (২) ২১০।

৯। শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটোর্হিয়া—স্বপ্নদোষ।
অরাম। (২) ৩০৮। (৩) ৪৬৭।
ইরিজিয়াম। (৫) ২১৬।
এগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৫) ৪০৪।
কোনায়াম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ২২৮, ৫৩৩।
কোবাল্‌ট। (২) ১৬২।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১১।
ক্যালাডিয়াম। (৩) ৪৫। (৪) ৮৭। (৬) ২৮।
ক্যাক্টেরিয়া কার্ব্ব। (২) ১৬২। (৩) ৪৪, ২৮৪
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৯।
জিঙ্কাম। (২) ৩০৮। (৫) ২২৭, ৫৩৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
ডায়স্কোরিয়া। (৩) ৪৪। (৪) ৮৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৮৬, ৩৯৭।

banglabooks.in

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬২। (৩) ৪৪। (৪) ২০৫।
নাফার লুটিয়া। (৫) ৪০৪।
নেট্রাম ফস্। (২) ২৬২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।
পিক্রিক এসিড। (৪) ২০৫।
প্লাটিনাম। (৫) ২৮।
ফস্ফরাস্। (৪) ২০৫।
ফস্ফরিক এসিড। (৩) ৯৬-গ। (৪) ২০৪, ২০৫।
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৬। (৩) ৩২৪।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৬২। (৩) ৪৫, ২৫৩।
লিডাম। (১) ১৯৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৬২। (৩) ৪৫। (৫) ২৮।
ষ্ট্রাক্নিয়া। (২) ১৬২।
সাল্ফার। (২) ১৬২। (৩) ৪৪।
সাসাপেরিলা। (১) ১৯৬।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬-গ। (৪) ২০৫।
সিপিয়া। (২) ৩০৮। (৫) ২২৮।
সিলিনিয়াম। (৩) ৪৫।

৯। প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থ অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

১। অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৬৬।
একনাইটাম। (২) ৩৬৬।
এপিস। (২) ৪০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৫।
রাসটক্স্। (২) ৩৬৬।
সিনা। (২) ৪০৩।
স্যাণ্টনাইন। (২) ৪০৩।

২। আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগ-কারণ।

আর্ণিকা। (১) ২২। (৩) ১১৩, ১২৩।
একনাইটাম। (১) ২২।
রাসটক্স্। (৪) ৩৩১।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।

৩। অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য ইচ্ছা।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯১।
নাইট্রিক এসিড। (১) ৩৯২।
লিলিয়াম টাই। (১) ৩৯২।
ল্যাকে কেনিনাম্। (১) ৩৯২।

৪। অম্লাতিশয্য এবং অম্লবিষ্ঠা।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১৮৫। (৩) ২৭১।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (১) ১৮৫।
রিয়াম। (১) ১৮৫।
হিপার সাল্ফ্। (১) ১৮৫।

৫। অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা—মানসিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং স্নায়বীয়।

আর্ণিকা। (৩) ৯০, ৯১।
আর্সেনিকাম। (২) ৪১, ৩৬৬।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৩২, ৩১৯, ৩৩১। (৪) ২২৮।
একনাইটাম। (২) ৪১, ৩৩১, ৩৬৬।
এণ্টিম ক্রুড। (২) ৪০৩। (৩) ১৪১, ১৪২, ১৫০।
এপিস। (৪) ২০, ২৯৬।
কফিয়া। (২) ১৩৩, ১৩৪, ৩৫২।

banglabooks.in

কলচিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাপসিকাম। (৩) ৯১।
ক্যামমিলা। (২) ১৩১, ১৩৩, ২৯৫, ৩৫১, ৩৫২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৪০৩। (৩) ৯০।
ক্রিয়োজোটাম। (২) ৩৫২, ৩৬৪।
ট্যারেণ্টলা। (৪) ২২৮।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ৩৩১, ৩৬৩। (৩) ৫৫। (৪) ২২৮।
প্লাম্বাম। (৩) ৯১।
ফস্ফরাস। (৪) ২২৮।
ফস্ফরিক এসিড। (২) ২৯৬।
বার্ব্বেরিস। (২) ২৯৫।
বেলাডনা। (১) ৬৬। (২) ১৩৩। (৩) ৯০। (৪) ২০।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৯১।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩২, ২৯৫, ৩৫১, ৩৬৩।
রাস্ টকস্। (২) ৩৬৬।
ল্যাকেসিস। (৩) ৯১। (৪) ২০।
ষ্ট্র্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২, ৪০৪। (৩) ৫৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (২) ১৩৩।
সিঙ্কনা। (২) ১৩৩, ১৩৪। (৩) ৯০, ৯১।
সিনা। (২) ১৩১, ৩৫২, ৩৬৪, ৪০৪।
সিপিয়া। (২) ২৯৫। (৩) ৯০।
স্যাণ্টনাইন। (২) ১৩১, ৪০৪।
হিপার সাল্ফার। (১) ১৬০।

৬। অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠাদি।

আর্সেনিকাম। (১) ১৭। (২) ৪০, ৪১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭। (২) ৪১।
রাস্ টক্স্। (১) ১৬। (৪) ৩৩১।

৭। আত্মহত্যা করণেচ্ছা।

অরাম। (৪) ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২।
আর্সেনিক। (৪) ৪৬২।
নাইট্রিক এসিড। (২) ১১৪, ১১৫। (৪) ৪৬১।
নাক্স ভমিকা। (২) ১১৪। (৪) ৪৩১।
নেট্রাম সাল্ফ। (২) ১১৪, ১১৫।
স্যাঙ্গা। (৪) ৪৬১।
হিপার সাল্ফ। (৪) ৪৬১।

৮। আমাশয়মধ্যে কখন ভয়ঙ্কর জ্বালা, কখন বরফবৎ শীতলতা।

কল্চিকাম। (৩) ৬৩।

৯। আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৩।
ক্যালি বাই। (২) ১৩৯।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ১৩৯।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৮৯।
নাক্স মস্কেটা। (২) ১৩৯।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৯।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৩৯।
ল্যাকেসিস। (২) ১৩৯।

১০। ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাস্বাদ ও মুখ এবং নিশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি।

আর্জ্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৫।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৬৯।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।
এলো। (৩) ১৬৯।
ককুলাস। (৩) ৬৪।
কল্চিকাম। (২) ৫। (৩) ৫৫, ৬১, ৬৪।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫০, ২৬৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩১।
সিপিয়া। (২) ৫।

banglabooks.in

১১। উদর অথবা বস্তি-কোটর-যন্ত্রের কিম্বা উভয়ের ঠেলামারা বা ঝুলিয়া পড়া।

এগারিকাস। (২) ২৭৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ২৬৪।
প্ল্যাটিনাম। (২) ২৬৪।
বেলাডনা। (১) ১০৩। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
লিলিয়াম। (২) ২৬৪, ২৭৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ২৭৩, ২৯১, ২৯২।

১২। উদরাদিমধ্যে ভ্রূণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্ত্তমানতা বা সঞ্চালনের অনুভূতি।

ক্রোকাস। (৩) ৭।
। (৩) ৭। (৪) ২৭৪।
সাল্‌ফার। (৩)

১৩। উদরাদি যন্ত্রাভ্যন্তরে খালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্য বোধ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩২।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ২৯২, ২৯৩।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ২৯২।
চেলিডনিয়াম। (২) ২৭২।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ২৯৩।
ফস্‌ফরাস। (২) ২৭২, ২৯৩। (৪) ২২৯।
মিউরেক্স। (২) ২৭৩।
ষ্টেনাম। (৪) ২২৯।
সাল্‌ফার। (২) ২৯৪। (৩) ২৭।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ২৯২, ২৯৪।
সরিনাম। (৩) ২৭।

১৪। উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৪। (৩) ৬৪।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ১০০। (২) ৭৪। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৬, ৩৯৭।
চায়না। (১) ১০০। (৩) ২৩৬, ২৩৭, ৩৯৭।
ফস্‌ফরাস। (৪) ১৯৯।
বেলাডনা। (১) ১০০। (৩) ৬৪।
রাস্‌টক্স্। (১) ১০০।
লাইকপডিয়াম। (১) ১০০। (৩) ৬৪, ২৩৬, ৩৯৭।

১৫। উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তর্ম্মুখী হইলে এবং স্রাব বসিলে রোগ।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
থুজা। (৪) ২৭৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সাল্‌ফার। (৩) ৪। (৪) ১১১।
সরিনাম। (৪) ১১১।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

১৬। ঋতু সন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিত-স্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তঘর্ম্ম এবং মূর্দ্ধার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি।

ক্যালি বাই। (২) ২৯০।
নাইট্রেট্ অব এমিল। (২) ২৯০।
মেডরাইনাম। (৩) ৫।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস। (২) ২৯০। (৪) ১৮, ১৯।
সাল্‌ফার। (২) ২৮৯। (৩) ৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৮৯। (৪) ১৯।
স্যাম্বুইনেরিয়া। (৩) ৫। (৪) ১৯।
স্যানিকুলা। (৩) ৫।

১৭। ঔষধ ও তাম্রকুট, মদ্য এবং অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যাদির অপব্যবহার এবং অন্যান্য বিবিধ কারণজনিত বিষক্রিয়া।

আর্ণিকা। (৫) ৮৯।
আর্সেনিকাম। (২) ৬। (৫) ২৬৭।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ২৬৭।
ইপিকাক। (৫) ২৬৭।
এন্টিমক্রুড। (৩) ১৪২।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
ক্লিমেটিস। (৫) ২৬৭।
কুরিণ। (৫) ৪৯।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬০।
জেলসিমিয়াম। (৫) ২৬৭।
টুবার্কুলিনাম। (৩) ৭।
টেবেকাম। (৫) ২৬৭।
নাক্স ভমিকা। (২) ১০৪। (৫) ২৬৭।
প্লাণ্টেগো। (৫) ২৬৭।
ফস্‌ফরাস। (৫) ২৬৭।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
বভিষ্টা। (৫) ৮৯।
লাইকপডিয়াম। (৫) ২৬৭।
লিডাম। (৫) ৪২৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১।
সাল্‌ফার। (৩) ৭, ৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সিপিয়া। (৫) ২৬৭।
সরিনাম। (৩) ৭।

১৮। কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ২৪৪।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেটিক এসিড। (২) ২৪৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (২) ২৪৪, ২৪৫।
চায়না। (২) ২৪৫।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২৪৫
ফস্‌ফরাস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (২) ২৪৫।
ফেরাম। (২) ২৪৪।

১৯। "কোমাভিজিল বা টাইফমেনিয়া", অচৈতন্যাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষু সহ অস্পষ্ট কথন।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৪।
ভেরেট্রাম এল্‌। (১) ৩৩৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭।

২০। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-একশন।

একনাইটাম। (১) ১৪, ২৭, ৪৫।
ওপিয়াম। (১) ১৪৩।
বেলাডনা। (১) ৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪২।
ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ২৭।

২১। ক্রোধ, শোক, দুঃখ, ভীতি অথবা নৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক উপঘাত—রোগ-কারণ।

ইগ্নেসিয়া। (১) ২১। (২) ৩২০, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪, ৩৮০।

banglabooks.in

একনাইট। (১) ২১। (২) ৩৬৪। (৪) ১২৮।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭।
ওপিয়াম। (১) ২১। (২) ৩৩৭, ৩৩৯। (৩) ৩৫০, ৩৭১, ৩৭২। (৪) ১২৮।
কুপ্রাম। (২) ৩৩৯।
ক্যামমিলা। (২) ৩৩৯, ৩৫২, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৫।
গ্লোনোইন। (২) ৩৩৯।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৬৭।
নাক্স ভমিকা। (২) ৩৫২, ৩৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৭। (২) ৩৩৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১২৪, ১৪৬। (২) ৩৬৪, ৩৭২।
ভেরেট্রাম এল্‌। (১) ২১। (২) ৩৩৯। (৪) ১২৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ৩৬৪
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬। (২) ৩৩৯।

২২। গলমধ্যে "ক্লক্ ক্লক্" শব্দ।

সিনা। (২) ৪০৪।
স্যাণ্টনাইন্। (২) ৪০৪।

২৩। গীতি-বাদ্য সহ রোগসম্বন্ধ।

একনাইটাম। (১) ৩।
ট্যারেণ্টলা। (৫) ৩০৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (১) ৩।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।
স্যাবাইনা। (১) ৩।

২৪। গ্লোবাস হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া পিণ্ডাকার বস্তু উঠা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪০।
এসাফটিডা। (২) ৩৪১।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১।

২৫। ঘর্ম্মের স্থান ও ঘর্ম্মপ্রকৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৩২।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৭৩। (৩) ৩৯৫।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৩) ২৭০।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ১১১।
নাইট্রাম। (১) ২৩২।
বেলাডনা। (১) ৬৮।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১১।
ভেরেট এল। (১) ২৩২। (৪) ১৩৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩২, ২৪০।
সিলিসিয়া। (৪) ১১০, ১১১।
সরিণাম। (১) ২৩২। (৪) ১১১।
স্যানিকুলা। (৪) ১১১।

২৬। ঘ্রাণশক্তির অভাব।

(গুল্ম-বায়ু দেখ।)

২৭। ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর প্রখরতাদি।

ককুলাস ইণ্ডি। (৩) ৬৪।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪।

২৮। ঘ্রাণ অসহিষ্ণুতা।

(গুল্ম-বায়ু দেখ।)

২৯। চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউপিলের বিস্তৃতি

বেলাডনা। (১) ৬৭, ২৯৩, ২৯৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৩, ২৯৪।

৩০। চাপে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

ক্যাল্লি কার্ব্বনিকাম। (১) ১২৮।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৮।

banglabooks.in

ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৩০।
বেলাডনা। (১) ১২৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।

৩১। চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৪।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫, ৩৬৯।
নাক্‌স ভমিকা। (২) ১২৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৫।
সিনা। (২) ৪০৪।
সরিণাম। (৩) ৪৩৫।
স্যাণ্টনাইন্‌। (২) ৪০৪।

৩২। ছিপি, গোঁজ, কাঁটা, গোলা বা গুল্ম, লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ আগন্তুক বস্তু শরীরের স্থানবিশেষে থাকার ন্যায় কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎপাদনের অনুভূতি।

আর্জেণ্টাম নাই। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৩।
এলুমিনা। (১) ১৬৯।
কার্ব্বলিক এসিড। (১) ৩৯২।
ক্যাষ্টাস। (১) ৩৯২, ৩৯৩।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ৩৪৬।
ডলিকস। (১) ১৭৭, ৩৯২।
নাইট্রিক এসিড। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২। (২) ৩৪৬। (৪) ১৬৩, ১৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ৩৪৬।
ন্যাট্রেরিয়াসা। (২) ৩৪৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৯।
সিলিসিয়া। (১) ৩৯২।
সাল্‌ফার। (১) ৩৯৩।
সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ২৯১, ২৯৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬৯, ১৭৭, ৩৯২। (২) ৩৪৫।

৩৩। জলশোথ বা ইডিমার বর্ত্তমানতা।

এপিস। (৪) ২৯৭।

৩৪। জলাতঙ্ক এবং স্রোত-জল-শব্দ-শ্রবণ ও জল বা তদ্বৎ চাকচিক্য-শালী বস্তু-দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯।
বেলাডনা। (১) ২৯৪, ৩৪৯।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৪, ৩০১।
হাইড্রফবিনাম। (১) ৩৪৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৬৮, ৩৪৯।

৩৫। জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৮।
আর্সেনিকাম এল। (২) ২৫১। (৫) ৩১৭, ৩৮৮।
একনাইটাম। (৩) ১৪৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।
এলান্থাস। (৩) ১৪৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৩১, ৩৭৫।
ট্যারাক্‌সেকাম। (২) ২৫১। (৫) ৩১।
নাক্‌স ভমিকা। (২) ১১৭। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৫০। (২) ৩১।
পডফাইলাম। (১) ১৯৫, ২০২, ২৩১। (৫) ৩৮৮।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

banglabooks.in

মার্ক প্রোটো-আই। (১) ২৫৬।
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩১। (৩) ১৪৯। (৫) ৩৮৮।
যাক্কা ফিলামেণ্টসা। (৫) ৩৮৮।
রাসটক্স। (১) ১৯৬, ২০২, ২৩১। (৫) ৩১, ৩৮৮।
রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস্। (৪) ১১৪।
ষ্ট্যামনিয়াম। (৫) ৩৮৮।
সাল্‌ফ। (৩) ১৪৯।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৩৬। জৈববস্তুপাল্লতা ও শীতানুভূতি।

ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭১।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯০।
সিলিসিয়া। (৪) ১১০।

৩৭। জৈববস্তুসঞ্চয়—রোগকারণ।

সিঙ্কনা। (৩) ৭৬, ৮৯।
সিঙ্কনা সাল্‌ফ। (৩) ৭৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১৯৮।

৩৮। জ্বালা বা বার্ণিং।

এম্ব্রাসিনাম। (৫) ৩২৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৬, ৪৭। (৩) ২৭, ৩০৩, ৩৯৮। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৮।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ক্যাম্থারিস্। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যামমিলা। (৩) ২৭।
ফসফরাস। (২) ৪৭। (৩) ২৭। (৪) ২২৭।
মেডরাইনাম। (৩) ২৭।
টেরেণ্টুলা কু। (৫) ৩২৫।
লাইকপড। (৩) ২৭।
ল্যাকেসিস। (৫) ৩২৫।
সাল্‌ফার। (২) ৪৭। (৩) ২৭।
সিকেলি। (২) ৪৭।

৩৯। ডিস্‌ক্রেশিয়া, ডায়াথিসিস্ এবং ক্যাকেক্‌শিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ২৫।
কোকাস ক্যাক্টি। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৩২।
মাকুরিয়াস্। (১) ১৯৯।
লাইকপড। (৩) ২৫১।

৪০। তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার ভাব।

এমিল নাই। (২) ২৮৯, ২৯০।
ক্যালি বাই। (২) ২৮৯, ২৯০।
ল্যাকেসিস। (২) ২৮৯, ২৯০।
সাল্‌ফার। (২) ২৮৯। (৩) ২৭।
সাল্‌ফ এসি। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৮৯।

৪১। তৃষ্ণা এবং জলপান।

আর্সেনিকাম। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১। (২) ৫, ৪৪, ৪৫।
ইউপে পার্পু। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১২৯। (২) ৪৫।
এপিস। (২) ১৯১। (৪) ৭৭।
ক্যাম্ফর। (১) ৩৫৯।
ক্যাম্কারিলা। (১) ৩৭০, ৩৭১।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭০।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৭।
নাক্‌স্ মস্কেটা। (২) ১৯১।
পাল্‌সেটিলা। (১) ২২, ১৯৬। (২) ৭১, ৯১। (৪) ৭৭।
ফসফরাস। (২) ৪৫।
বিস্‌মাথ। (২) ৪৫, ৪৬।
বেলাডনা। (১) ১২৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯।
মাকুরিয়াস। (১) ৩২, ১৯৬। (২) ১৮২। (১) ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭১।

banglabooks.in

৪২। ত্বগুদ্ভেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডূয়ন-প্রকৃতি।

ইগ্নেসিয়া। (৩) ২৪।
এলুমিনা (এলাম)। (৩) ২৪।
এসাফিটিডা। (৩) ২৪।
কার্ব্ব এনি। (৩) ২৪।
ক্যামমিলা। (৩) ২৪।
ক্রোটন টিগ্। (৩) ২৪।
গ্র্যাফাইটিস্। (৩) ২৪, ৪৩২, ৪৩৩। (৪) ৪১২, ৪১৩।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯০।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ২৪।
বোরাক্‌স। (৩) ২৪।
মার্কুরিয়াস। (৩) ২৪।
মেজিরিয়াম। (৩) ২৪।
রাস্‌টক্‌স। (৩) ২৪।
লাইকপড। (৩) ২৪।
সাল্‌ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩২, ৫৩৩।
সিলিকন। (৩) ২৪।
সরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩২, ৪৩৩।
হাইড্র্যাষ্টিস্। (৩) ১৪।
হিপার সাল্‌ফ। (৩) ২৪।

৪৩। দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন-চুরাল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি।

আয়ডিয়াম। (২) ২৪৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৪১, ৪২, ২৪৪। (৩) ৬৩, ৩৯৬। (৪) ১৮১।
এব্রটেনাম। (২) ২৪৪, ২৪৫।
এসেট এসিডাম। (২) ২৪৪।
ওপিয়াম্। (৪) ১৮১।
কলচিকাম। (৩) ৬৩।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৬।
ক্যালি কার্ব্ব। (২) ২৪৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২৪৪, ২৪৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৬, ৭৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৪, ২৪৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২৪৫।
ফস্‌ফরাস্। (২) ২৪৪, ২৪৫। (৪) ২২৭।
ফস্‌ফরিক এসিড। (২) ২৪৫
ফেরাম। (২) ২৪৪।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৩) ৩৯৬। (৪) ১৮০ ১৮১।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৮১।
সিঙ্কনা। (২) ২৪৫। (৩) ৮৯।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫।

৪৪। ধাতু বা কন্‌ষ্টিটিউশন্।

আর্ণিকা। (৩) ১১২।
আর্সেনিক। (২) ৪, ১৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৮, ৩১৯।
একনাইট। (১) ৩, ৪, ৪৩, ৪৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৫।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৫।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৬৯
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮।
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ৪০০—৪০২, ৪১১, ৪১২
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৬৮, ১৬৯, ১৭০।
ফস্‌ফরাস্। (৫) ২১০, ২২৬, ২২৭।
নাক্‌স-ভমিকা। (২) ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৮।
বেলাডনা। (১) ৫১, ৫২, ৬৩।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭২, ১৭৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৫, ১০৮, ১০৯, ১১
সাল্‌ফার। (৩) ৩, ৪, ৪৩১।
সিকেলি। (৫) ৩৭০।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৫।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৭০।

banglabooks.in

সোরিনাম। (৩) ৪৩২।
হায়সায়ামাস্। (১) ৩১৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৩, ১৫৪।

৪৫। নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
চেলিডনিয়াম্। (১) ৩৮০।
লাইকপডিয়াম। (১) ৩৮০। (৩) ২৪৯।

৪৬। নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৯।
এপিস। (৩) ১৬৯।
ওপিয়াম। (৩) ১৬৯, ৩৬৪।
নাক্স্ মস্কেটা। (৩) ১৬৯। (৫) ৫৫৪।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ১৯৮।
বেলাডনা। (৩) ৩৬৪।
ল্যাকেসিস্। (৩) ২০।
ষ্ট্যামনিয়াম। (৩) ৩৬৪।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৬৪।

৪৭। পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্স্-লক্ষণাদি।

আর্সেনিকাম। (৪) ১৩৯।
একনাইটাম্। (১) ৪৫। (৪) ১৪০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০৫। (৫) ৩৩৭।
কুপ্রাম মেট। (৪) ১৩৯, ১৪০।
ক্যাম্ফরা। (১) ৪৫। (৪) ১৩৯, ১৪০। (৫) ৩৩৭, ৪৪২, ৪৪৪।
ক্যালি ফেরো-সায়া। (৫) ১৪৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৩৯, ১৪০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬, ৩৩৭।
সিকেলি। (৫) ৩৩৭।

৪৮। পুরাতন রোগ-বিষ-বাষ্প বা ক্রণিক-ডিজিজ-মায়াজম—সোরা, সাইকোসিস্ এবং সিফিলিস্।

একনাইটাম। (১) ২৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (১) ১৫৯।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৩, ৩৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ১৫৮, ১৫৯।
টুবার্কুলিনাম। (১) ১৮০।
ডাল্কামারা। (১) ১৮১। (৩) ৪৪৫।
থুজা। (৪) ১৫৬, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০, ৩৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪, ২৮০
পাল্সেটিলা। (৪) ৩৭৮।
মার্কুরিয়াস্। (১) ১৫৮। (৪) ১৫৬, ২৮০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩১।
রাস্টক্স্। (৩) ৪৪৫।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ১৮০।
সার্সা পেরিলা। (৪) ৩৭৮।
সাল্ফার। (১) ১৫৮, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫। (৩) ৭, ৯—১২। (৪) ২১৪।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ২৭৭।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭। (৫) ৩৩১।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৫৮, ১৬৭, ১৭২—১৮০

৪৯। প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১২৯, ১৮৫, ১৮৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৩।
পাল্সেটিলা। (২) ১৮৫, ১৮৬।

banglabooks.in

সাল্‌ফার। (৩) ২৪।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৯।
সিনা। (২) ৪০২।

৫০। প্রদাহের অভাবাদি।

বেলাডনা। (১) ২৯১, ৩৩২।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩৩২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

৫১। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯২।
কুপ্রাম। (৩) ২০৪।
থুজা। (৪) ২৭৪।
বেলাডনা। (১) ৬৬, ২৯১। (৩) ২০৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯১, ২৯৩।
হায়সায়ামাস। (১) ২৯১, ৩৩৩। (৩) ২০৪।

৫২। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের বৃদ্ধি।

আর্সেনিক। (২) ১৩৬।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ৩৬১, ১৩৭।
কষ্টিকাম। (২) ১৩০, ১৩৭।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৩৫—১৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৩৮।

৫৩। প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্য ও দ্বেষাদি।

ফস্‌ফরিক এসিড। (১) ৩৩৪।
হায়সায়ামাস্। (৪) ১৯৯।

৫৪। বস্তুবিশেষ ভক্ষণে রোগোৎপত্তি।

আর্সেনিকাম। (২) ৬, ১৭১।
ক্যাম্ফর। (২) ১৭২।
ক্যাল্‌কেরিয়া। (২) ১৭১।
চায়না। (২) ১৭১। (৩) ৯৪।
থুজা। (২) ১৭১।
নিকোটিনা। (২) ১৭১।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ১৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৭১, ২৬০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭১, ১৭২, ১৮৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭। (২) ১৭১।
ব্রমিয়াম। (২) ১৭১।
লাইকপড। (২) ১৭১, ১৭২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৭২।
সাল্‌ফার। (২) ১৭২।

৫৫। বহুভাষিতা, অত্যধিক কথাবলা বা লোকোয়াসিটি।

এগারিকাস। (৪) ২১।
ক্যানাবিস ইণ্ডিকা। (৫) ৪৪৮।
বেলাডনা। (১) ৬৬।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৩, ২৯৬, ৩৩৩। (৪) ২০, ২১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৭৭, ২৭৮, ২৯৩, ২৯৬, ৩৩৩। (৪) ২১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৩। (৪) ২১।

৫৬। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দাদি।

এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৭, ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ১৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮০।

৫৭। বিবমিষা বা নসিয়া ও বমন।

ইপিক্যাক। (২) ৩৭৯, ৩৮৭।
এণ্টিম টার্ট। (২) ৩৮৭।

banglabooks.in

এপোমার্ফিয়া। (২) ৩৮৭।
জিঙ্ক। (২) ৩৮৭।
ডিজিট্যালিস। (২) ৩৮৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ৩৮৭।
লোবেলিয়া। (২) ৩৮৭।
সাল্‌ফার। (২) ৩৮৭।

৫৮। বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩০।
ইপিক্যাক্। (২) ৩৭৯।
ইস্কুলাস। (২) ২৬১।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬।
এমনিয়াম মিউ। (২) ২৪৯।
এলুমিনা। (২) ২৬১।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৯। (২) ১০৩।
কলিন্‌সনিয়া। (২) ২৬১।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬১।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৯।
থুজা। (৪) ১১১, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৯।
নাক্‌স্ ভমিকা। (১) ১৩০, ৩৮৭। (২) ১০৩, ১২৩, ১৩৪, ১৩৫। (৩) ১৪১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৪৮, ২৪৯, ২৬১।
প্লাম্বাম। (১) ৩৫৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯, ১৩০। (২) ১০৩, ২৪৮।
রিয়াম। (১) ১৮৫। (৫) ৪৩৮।
রেটানিয়া। (২) ২৬১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ১৪৭, ১৪৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১১।
সাল্‌ফার। (২) ১০৩। (৩) ৬, ১৯, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৮৭।
সিপিয়া। (২) ২৬১, ৩০৭, ৩০৮।
স্যানিকুলা। (১) ৩৫৯। (৪) ১১১।

৫৯। বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩, ১২৫।
আর্সেনিক। (১) ১৯। (৩) ৩০৩। (৪) ২, ২৯৬।
একনাইট। (১) ১৮, ১৯। (৩) ১২৪।
এপিস। (৪) ২৯৫, ২৯৬।
ওপিয়াম। (১) ২৯৪। (৩) ৩৬৪।
কফিয়া। (১) ১৯।
কলসিন্থ। (১) ৩৬৯। (৩) ১৮৮, ১৮৯।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৩, ৩০৪।
ক্যামমিলা। (১) ১৯। (২) ৩৫২, ৩৫৭, ৩৬৪, ৩৬৫
চেলপডিয়াম। (১) ৩৬৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯।
নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ১০২।
পালসেটিলা। (২) ১৭১।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৯৫, ২৯৬।
ফাইটলেক্কা। (৩) ১২৪।
বভিষ্টা। (৩) ১৮৯।
বেলাডনা। (১) ৬৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ৩৬৮, ৩৬৯। (৩) ১৮৯।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৩) ১৮৯।
রাস্‌টকস। (১) ১৯। (৩) ১২৪।
রুটা। (৩) ১২৪।
রেণাঙ্কু বাব। (১) ৩৬৮।
লাইকপড। (১) ৩৬৯।

banglabooks.in

লোবেলিয়া। (১) ৩৬৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (১) ১৩০।
ষ্ট্রামনিয়া। (১) ২৯৪। (৩) ৩৬৪।
সালফার। (৪) ২৯৬।
সিঙ্কনা। (১) ১৫৯। (৩) ৭৫, ৯৫।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৫৯।

৬০। ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা তাহার আঘ্রাণে বমনোদ্রেক।

আর্সেনিকাম। (২) ২৭৪।
কল্‌চিকাম। (২) ২৭৪।
নাক্স ভমিকা। (২) ২৭৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭১।
সিপিয়া। (২) ২৭৪।

৬১। ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতি বশতঃ রোগ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৮। (২) ৪২,৪৩,৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (১) ২১।
একনাইটাম। (১) ১৬, ১৭, ১৮, ২১, ৩৪। (২) ৪২।
ওপিয়াম। (১) ২১
কফিয়া। (১) ১৮।
ভেরেট্রাম এল্‌। (১) ২১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭৯, ৩০২।
সরিনাম। (৩) ৪৩৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩, ৩১৪।

৬২। ভূতপূর্ব্ব কারণসম্ভূত রোগ।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৪।

৬৩। মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা।

ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৩।

৬৪। মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৬৫। মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর-বাহ্য-দ্বারের রক্তিমা ও ক্ষতাদি।

নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৪।
সাল্‌ফার। (৩) ২৬।

৬৬। মলদ্বারের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ।

এপিস। (৪) ২৯৩।
এলো। (৩) ৪২। (৪) ২০৩, ২৫০ (৫) ১৯৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৩) ৯৬, খ। (৫) ৪৫৫
চায়না। (৩) ৪৪০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২২৯, ২৩০, ৪৫০।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫, ১৪৭।

৬৭। মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৩২।
ক্যামিলা। (১) ১৪৭, ১৪৮,। (২) ১৩১, ৩৬৩—৩৬৬।
নাক্স্‌ ভমিকা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১, ৩৬৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩২, ৩৬৩।

banglabooks.in

ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৩২।
সিনা। (১) ১৪৭, ১৪৮। (২) ১৩১।

৬৮। মস্তিষ্কে জলপতন (swashing) বৎ অনুভূতি।

কার্ব্ব এনি। (৪) ৩৩৩।
বেলাডনা। (৪) ৩৩৩।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৩৩।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ৩৩৩।
সিঙ্কনা। (৪) ৩৩৩।
স্পাইজিলিয়া। (৪) ৩৩৩।

৬৯। মানসিক দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক লক্ষণ —অবসাদ, বিষণ্ণতা, কোমলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৮৭, ২৪৬, ২৪৭, ৩৩১।
এপিস। (২) ১৮৭।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (২) ২৪৭।
নাক্‌স্‌ মস্কেটা। (২) ১৪৮, ২৪৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৮৮, ২৪৬, ২৪৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৬, ১৮৭, ২৪৭।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
রাস্‌টকস্‌। (২) ২৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ১৮৭।
সরিনাম। (৩) ৪৩৪।

৭০। মানসিক ভাবোত্তেজনা (ভীতি প্রভৃতি) বশতঃ রোগ।

আর্জেন্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
ইগ্নেসিয়া। ২১। (২) ৩২০।
ইপিক্যাক। (২) ৩৬৪।
একনাইটাম। (১) ২১। (২) ৩৬৪।
ওপিয়াম। (১) ২১। (৪) ৪৪৬
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৪৪৬।
নাক্‌স ভমিকা। (২) ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (২) ৩৬৪।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ৩৩৯। (৪) ৪৪৬।

৭১। মুক্ত বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৯।
রাস্‌টক্‌স্‌। (২) ১৯০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৫।

৭২। মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৭০।
চেলিডনিয়াম। (১) ২৩১।
থুজা। (৪) ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৮২।
পডফাইলাম। (১) ২৩১।
মার্ক প্রোটো-আই। (৪) ৩৭০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩০, ২৩১। (৪) ১৮২।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮১, ১৮২।
রাস্‌টকস্‌। (১) ২৩১। (৪) ৩৩২।

৭৩। মুখমণ্ডল, নাসিকা ও ওষ্ঠাদি স্থানে রক্তিমা, কলঙ্ক এবং রস-বিম্বিকা প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪০২।
এণ্টিম ক্রুড। (২) ২৪৮।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৬৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৫।
কোনায়াম। (২) ২৪৭।

banglabooks.in

ক্যামমিলা। (২) ৩৫২, ৪০৩।
ক্যাম্ফর। (২) ৪০২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৫।
টেবেকাম। (৩) ১৬৮।
টেলুরিয়াম। (২) ২৭২।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২৪৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪৭, ২৪৭।
বেলাডনা। (১) ৬৫।
ভেরেট্রাম এল্‌। (২) ৪০২।
রডডেণ্ড্রন। (২) ২৪৭।
লাইকপড। (২) ২৪৮। (৩) ১৬৮।
সাল্‌ফার। (৩) ২৬।
সিনা। (২) ৪০২।
সিপিয়া। (২) ২৭২, ১৯৪।
স্যাল্টনাইন। (২) ৪০২।
হেলিবোরাস। (২) ২৪৭।

৭৪। মূত্র-লক্ষণের বিশিষ্টতা।

ক্যান্থারিস। (৩) ৩০৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৪।
বেঞ্জোইক এসিড। (৪) ৫২, ১৬৪।
লাইকপড। (৩) ২৪০।
সাল্‌ফার। (৩) ৬।
সিপিয়া। (৪) ১৬৪।

৭৫। যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না কেন তাহার অসহনীয় কাঠিন্যানুভূতি প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের অনুসন্ধানে রোগীর অনবরত শয্যার চতুর্দ্দিকে স্থান পরিবর্ত্তন।

আর্ণিকা। (৩) ১২৩।
একনাইট। (৩) ১২৪।
চায়না। (৩) ১২৫।
ফাইটলেক্কা। (৩) ১২৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১২৪।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৩) ১২৪।
রুটা। (৩) ১২৪।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ১২৪।

৭৬। রস বা লসীকাগ্রন্থির স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০

৭৭। রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকতা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩২
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।

৭৮। রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতা।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৮৭, ৩১৮, ৩৩৩।
একনাইটাম। (২) ৩৩৩।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (২) ৩১৮।
কফিয়া ক্রু। (২) ৩৩৪।
নাক্‌স্‌ মস্কেটা। (২) ১৮৮, ৩৩৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭১, ১৮৭
সাল্‌ফার। (৪) ৪১।

৭৯। রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাব।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৮, ৩২৬।

৮০। রোগের পক্ষাঘাতিক বা রস-বাতিক মৌলিকতা।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৪।
রাসটকস্‌। (৩) ৩৩১।

banglabooks.in

৮১। রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন

সাল্‌ফার। (৩) ২৬।

৮২। রোগের প্রাদুর্ভাব কাল।

একনাইটাম। (১) ২০, ৪১, ১৭০।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।
ডাল্‌কামারা। (১) ২১। (৩) ৪৪৪, ৪৫১
নেট্রাম সাল্‌ফ। (১) ১৭৫।
মাকুরিয়াস। (১) ১৯৭, ২৬৭।
রাস্‌টক্স্‌। (১) ২১। (৪) ৩১৯।
ল্যাকেসিস। (২) ৮১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২০, ১৭০।

৮৩। শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি।

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩, ৩৭৪।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০।
বেলাডনা। (১) ২৭৩, ৩৬৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮, ৩৭৩। (৩) ৬৩। (৪) ৩৩২।
রাসটক্স্‌। (১) ৩৭৩। (২) ১৯০। (৪) ৩৩২।

৮৪। শরীর বা শরীরাংশবিশেষের গঠনবিশিষ্টতা এবং শরীরাবয়ব সম্বন্ধে রোগীর অদ্ভুত কল্পনা।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৭, ৪৩৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭০। (৪) ১০৯, ২২৬।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌। (৩) ২৭০।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৪) ৪১১, ৪১২।
। (১) ২৯২, ২৯৩। (৪) ২৭৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২২৬।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ২৯২, ২৯৩।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯২।
সাইলিসিয়া। (৪) ১০৮, ১০৯।
সাল্‌ফার। (৪) ২২৬।

৮৫। শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শয়নোপবেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রোগের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ৯।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৮।
বেলাডনা। (১) ৬৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৮।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৪।

৮৬। শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ অথবা আক্রমণের পর রোগের পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি।

চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭১, ৩৭২।
ফসফরাস। (৪) ২৩০।
বেলাডনা। (১) ৬৮। (৩) ২৩৯।
ব্রমিয়াম। (৩) ২৩৯।
মার্ক প্রোটো-আই। (৩) ২৩৯।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ২০।
লাইকপড। (১) ৩৭১, ৩৭২। (৩) ২৩৯। (৪) ২০।
ল্যাকেসিস। (৪) ১৯, ২০, ৩০৯।

৮৭। শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা।

সাল্‌ফার। (৩) ২৪, ২৫, ৪৩৪।
সোরিনাম। (৩) ২৫, ৪৩৩।

banglabooks.in

৮৮। শৈত্য, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ।

আর্সেনিকাম। (১) ১৫৯। (২) ৪৫।
একনাইটাম। (১) ২০, ২২, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪১, ৭৭, ১২৫, ১৫৬। (৩) ৩৩৪, ৪৫১, ৪৫২।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৫৬।
কষ্টিকাম। (১) ২০, ১৫৬। (৩) ৩৩৪
ক্যামমিলা। (২) ৩৫০।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৫৮, ৩৬০।
টুবার্কুলিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১।
ডাল্‌কামারা। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১, ৪৫২।
নাক্স ভমিকা। (১) ১৫৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ্‌। (১) ১৭৪, ১৭৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১।
বেলাডনা। (১) ৫৪।
ব্যারাইটা। (৩) ৪৫১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৭।
রাস্‌টক্স্‌। (১) ২০, ২১। (৩) ৪৫১। (৪) ৩৩১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৩৯।
সাইলিসিয়া। (১) ১৫৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৭।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সিনাম। (১) ১৫৯, ১৬০, ১৬১। (৩) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ২০, ১২৫, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৭১। (৩) ৩৩৪, ৪৩৪।

৮৯। শোণিতস্রাব এবং শোণিত-সঞ্চালন বিশৃঙ্খলা।

ক্যালিবাই। (২) ২৯০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।
নাইট্রেট্‌ অব এমিল। (২) ২৯০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩০।
সাল্‌ফার। (২) ২৮৯।
সিপিয়া। (২) ২৯০।

৯০। শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পাখার বাতাসের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি।

কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৩।
ল্যাকেসিস। (৪) ২১।

৯১। শ্লেষ্মাগুটিকা ও চর্ম্মকীলের বর্ত্তমানতা।

কষ্টিকাম। (৪) ২৭৩।
থুজা। (৪) ২৭৩, ২৭৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।

৯২। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শুষ্কতা।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৩৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ১২৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৯।

৯৩। সন্দিগ্ধতাদি।

হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৪।

৯৪। সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা।

আর্সেনিকাম। (১) ৯, ৪৯। (২) ৭১, ৭২।
কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭৩।

banglabooks.in

কার্ব্ব ডেজ। (১) ৪৬। (২) ৭২, ৭৩।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৩, ২৭৪।
ফসফরিক এসিড। (২) ৭১, ৭৪।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০।
ব্রায়নিয়া। (১) ৪৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০।
রাস্‌টক্‌স্‌। (১) ৪৬। (২) ৬৯। (৪)

রেণাঙ্কুলাস স্কি। (৫) ৩১।
ল্যাকেসিস। (৫) ২৭৪।
ষ্ট্যামনিয়াম। (১) ৩০৯।
সিঙ্কনা। ৭০, ৭৪।
হায়সায়ামাস। (১) ১০, ৪৬।

৯৫। সময়ানুসারে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪৭, ১৩৫।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এগারিকাস। (২) ১৩৬।
এনাকার্ডিয়াম। (২) ১৩৬, ১৩৭।
কষ্টিকাম। (২) ১৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৩৭।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (২) ১৩৫, ১৩৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৩৭, ১৩৮, ২৫১।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৮৮।
ব্রায়নিয়া। (২) ১৩৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩২, ২৩৩।
লাইকপডিয়াম। (২) ১৮৮। (৩) ২৩৯।
সাল্‌ফার। (২) ১৩৮। (৩) ৫, ৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৪০।

৯৬। সরলান্ত্র বা রেক্টামমধ্যে বিবিধ ক্লেশানুভূতি।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২০, ৩৩০।
নাইট্রিক এসিড। (২) ২২৭, ২৭৩, ৩২০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
রেটানিয়া। (২) ২৭৩, ৩২০।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৩, ৩২০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।

৯৭। সাংঘাতিকতা।

আর্সেনিক। (২) ৪২।

৯৮। সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি।

আর্সেনিকাম। (২) ৪৭, ৪৮।
এরানিয়া। (২) ৪৮।
কুইনাইন। (২) ৪৮।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ৪৮।
সিঙ্কনা। (৩) ৯১।

৯৯। সূর্য্যতাপ রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ।

একনাইটাম। (১) ২২।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪৯।
গ্লোনোইন্‌। (৩) ১৪৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (৩) ১৪৯।
নেট্রাম কার্ব্ব। (৩) ১৪৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৪৯।

১০০। স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ।

এণ্টিম ক্রুড। (৩) ২৫, ১৫০।
ডাল্কামারা। (১) ২১।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৩) ১৫০।
সাল্‌ফার। (৩) ২৫, ১৫০।

১০১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক।

একনাইটাম। (১) ২২।

banglabooks.in

১০২। স্মরণশক্তির হ্রাস বা অভাব।

এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৯১।

১০৩। স্রাব অথবা স্ফুটিত উদ্ভেদের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের অনুদ্‌গম বা অসম্পূর্ণ উদ্‌গম বশতঃ রোগ।

আর্সেনিক। (২) ৮৪।
ইপিক্যাক। (১) ১৫০। (২) ৩৮
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৪২।
এণ্টিম টার্ট। (১) ১৫০।
এপিস। (৪) ২৮৪।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৮৫।
কুপ্রাম। (১) ১৫০। (৩) ১৯৯, ২০৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪০২।
জিঙ্কাম। (১) ১৫০।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৪৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২১২।
ফসফরিক এসিড। (৪) ১৯১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৭৪।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩১৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২২৬।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ৯৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৮, ২০৩।
সিঙ্কনা। (৩) ৭৭।
সিপিয়া। (২) ৩০৪।
সরিণাম। (৩) ২০৩।

১০৪। স্রাবের প্রকৃতি।

ক্যালি বাই। (৪) ৩৬৯।
গ্র্যাফাইটিস্‌। (৩) ৪৩৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯১।
লাইসিন। (৪) ৩৭০।
ল্যাকেসিস। (৩) ৪৩৪।
সাল্‌ফার। (৩) ২৬।
সরিণাম। (৩) ৪৩৪।

১০৫। হাস্য এবং ক্রন্দন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৩।
একনাইট। (২) ৩৩৩।
একনাইট। ৩৩৩।
কফিয়া। (২) ৩৩৪।
নাক্‌স্‌ মস্কেটা। (২) ৩৩৩।

১০৬। হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী-লক্ষণ।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৮৯, ৩৯০।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৭।

১০৭। ক্ষিপ্রতা অথবা মন্থরতা।

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯০।
বেলাডনা। (২) ১৯০।

১০৮। ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-আনর্ত্তন এবং সাবসাণ্টাস টেণ্ডিনামাদি।

এগারিকাস। (১) ৩৩২।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (৩) ২১০
কুপ্রাম। (৩) ২১০।
ক্রুরিন। (৫) ৪৯।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৩) ২১০
বেলাডনা। (১) ৬৬, ৩৩২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

banglabooks.in

১০। বিবিধ সাধারণ রোগ।

১। অগ্নিদাহ বা বার্ণিং।

আর্ণিকা। (৩) ৩২০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪।
কার্ব্বলিক এসিড। (৩) ৩২০।
ক্যান্থারিস্। (৩) ৩২০।

২। অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার।

ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৯।
ক্যাক্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ২৮৯,
প্রাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ২৩০।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ২৩০।
মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সিকুটা ভিয়ো। (৫) ২৩৫।
সাল্ফার। (৩) ২৮৯।
স্যাবাইনা। (৫) ২৬১।
হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।

৩। অস্ত্রচিকিৎসান্তিক রোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১২০।
একনাইট। (১) ৩০।
এলিয়াম সেপা। (৫)
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।

৪। অভিঘাতিক রোগ বা ইঞ্জুরিজ্—স্প্রেন্ বা মচ্‌কান প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭। (৩) ১৩২—১৩৫। (৪) ৩৪৫। (৫) ৮৯, ৪০৭, ৪২৪
আর্সেনিকাম। (৪) ৩৪৫।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩০।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৮৯, ৯৬।
এরানিয়া ডায়া। (৪) ৩৪৫।
কোনায়াম। (৩) ১২২। (৪) ৩৪৫।
ক্যালেণ্ডুলা। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৩) ১২২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৬।
রাস্ টক্স্। (৩) ১৩৪। (৪) ৩৪৪, ৩৪৫।
রুটা গ্রাভি। (৩) ১৩৫। (৫) ৪০৭।
লিডাম। (৩) ১২১। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৪৫।
সাল্ফুরিক এসিড। (৩) ১২২। (৫) ৩৪৫। (৪) ৮৯।
সিনেক্স্ ল্যাক্টু। (৫) ৩০৬।
সিম্ফাইটাম। (৩) ১৩৫। (৫) ১৮৮।
হাইপোরিকাম। (৩) ১৩৫। (৪) ১৬৬, ৪২৪।

৫। উদ্বেদিক জ্বর বা এক্‌ম্যাটিক ফিবার।

১। আরক্তজ্বর বা স্ক্যার্লেটিনা।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২, ১৮৬।
ইপিক্যাক। (১) ১১৪।
একনাইটাম। (১) ২২, ৪৮। (৪) ৯০।
এপিস্। (৪) ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৬।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৯০।
এরাম ট্রাই। (৪) ৩৫৬।
এলান্থাস। (৪) ৩৫৫। (৫) ৪৭১।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
ক্যালি পার্ম্যাঙ্গ্যানিকাম। (৪) ১৮৬। (৫) ১৪৩।
ক্যাক্কেরিয়া। (১) ১১৫, ১১৮।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।

banglabooks.in

জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
জেল্‌সিমিয়াম্‌। (৪) ৯০।
নেট্রাম আর্সেনিকাম। (৪) ১৮৬।
বেলাডনা। (১) ১১৩—১১৮, ৩৩৯, ৩৪০। (৪) ৯০, ৩১৩।
মার্ক সায়ানেটাস্‌। (৪) ১৮৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ৬১, ১৮৫, ১৮৬।
রাসটক্স্‌। (১) ১১৫, ১১৭। (৪) ৬১, ১৮৫, ৩৫৫, ৩৫৬।
ল্যাকেসিস। (১) ১১৫, ১১৬। (৪) ৬১, ১৮৫, ৩৫৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩৯, ৩৪০।
সাল্‌ফার। (১) ১১৫, ১১৭, ১১৮। (৪) ১৮৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬।
হাইড্রসা এসিড। (৪) ৬১, ১৮৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১১৫, ১১৭, ৩৩৯, ৩৪০।
হিপমেন্‌স্‌। (৫) ২৮০।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।

২। উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্থিমেটা।

কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৩। উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অনুদ্গম বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া) বশতঃ রোগ।

ইপিক্যাক। (১) ১৫০।
কুপ্রাম। (১) ৩০৩।
জিঙ্কাম। (১) ৩০৪।
বেলাডনা। (১) ৩০৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০২, ৩০৩, ৩৩৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৯।

৪। পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌ পক্‌স্‌।

ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৮।

৫। বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, স্মল পক্‌স্‌।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪। (৪) ৮৯, ৯০।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪, ৪০০।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭৭।
এপিস্‌। (৪) ৩১৪।
ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৯, ৯০।
থুজা। (৪) ২৭৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ৬২।
ভেরিয়োলিনাম। (৪) ২৮০।
ল্যাকেসিস। (৪) ৬২।
সাল্‌ফার। (৩) ৫০।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৪) ২৮০।
হেমামেলিস। (৪) ৬২। (৫) ৪৬৬।

৬। হামজ্বর বা মিজলস্‌।

আর্সেনিকাম। (৪) ৬২।
ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৩, ২৪, ৪৮। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ১৭৬।
এলিয়াম সেপা। (৫) ২৪৯।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২০।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।

banglabooks.in

ক্যালি বাই। (২) ২১৯।
ক্রোটেলাস হরি। (৪) ৬২।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২১৯। (৪) ৮৮, ৮৯।
ডাল্কামারা। (৪) ৮৯।
ড্রসেরা। (৩) ১৭৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯। (৪) ৮৯।
ফস্‌ফরাস। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
বেলাডনা। (৪) ৮৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ১৭৬। (৪) ২৫৮।
রুমেক্‌স্‌ ক্রিস্প্‌। (৩) ১৭৭। (৪) ২৫৮।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬২।
ষ্টিক্টা। (৩) ১৭৬।
সাল্‌ফার। (৩) ৫১।
স্যাবাডিলা। (৪) ২৫৮। (৫) ১৬৩।
হেমামেলিস। (৪) ৬২।

৬। কলিফ্লায়ুয়ারগ্রোথ্‌ বা ফুল-কপিবৎ উপমাংস, কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটী এবং তজ্জাতীয় অন্যবিধ মাংসবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ বা টিউমার।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
থুজা। (৪) ২৮০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ২৮০
ফস্‌ফরাস। (১) ১০৮।
মার্কুরিয়াস। (৪) ২৮০।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ২৮০।

৭। ক্যান্সার বা কর্কটরোগ। (এপিথিলিয়োমা)।

আয়ডিয়াম। (৫) ৫৮।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
কাণ্ডরেঙ্গো। (৫) ২২৯।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৮, ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৫১০।
কোনায়াম। (৫) ২২৮, ২২৯।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
ব্রমিয়াম। (৫) ৪৮।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস্‌। (৪) ৬৪।
সিকুটা ভিরো। (৫) ২৩৫।
সিড্রন। (৫) ৫১০।
হাইড্রাষ্টিস্‌। (৫) ৩৬।

৮। কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা, দগ্ধ-ব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৪। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৫) ৩২৪।
এন্থ্রাসিনাম। (২) ৮৯। (৪) ১২৩। (৫) ৩২৪।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৮৯। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৩।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্‌। (৪) ১২৩।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১২৩।
ফাইটলেক্কা। (৪) ১২৩।
রাস্‌টক্স। (২) ৮৯।
ল্যাকেসিস্‌। (২) ৮৯। (৪) ১২৩।
সিলিসিয়া। (৪) ১২৩।

৯। কোষময়-ঝিল্লি-প্রদাহ বা সেলুলাইটিস্‌।

এপিস। (৪) ৩৪৯।
রাস্‌টক্স্‌। (৪) ৩৪৯।
সিলিসিয়া। (৪) ৯৯, ১০০।

banglabooks.in

১০। ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ।

ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
পাইনাস্ সিল্। (৩) ২৯১।

১১। গ্যাংগ্রিন বা ন্যূনাধিক শরীরাংশের মৃত্যু বা পচন ও বিগলন।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৯১।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪৩০।
এন্থ্রাসিনাম। (২) ৯১।
ক্রোটেলাস হরি। (২) ৯১।
ল্যাকেসিস্। (২) ৯১।
সিকেলি। (২) ৯১। (৫) ৩৭৬।

১২। জড়-রোগ বা ইম্বেসিলিটি।

কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ২৩৯।
ফস্ফরাস্। (১) ২৩৯।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬—২৩৯।

১৩। জলশোথ বা ড্রপ্সি।

১। উদরি বা এসাইটিস্।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫।
এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
রাস্টক্স্। (৩) ২৫৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।
সাল্ফার। (৩) ৪০।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭১।

২। এনাসার্কা বা ত্বকশোথ, বাহুশোথ।

এপসাইনাম। (৫) ৪৫২।

৩। জলদোষ বা হাইড্রসিল্।

ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২১০।

৪। জলশোথ বা ড্রপ্সি।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪, ৮৫। (৩) ২৫৫। (৪) ৫২, ৫৪, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।
ইউপেটরি পার্পু। (৫) ১১৮।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এডনিস ভার্ণেলিস। (৫) ১৬।
এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ২০২, ৪৫২, ৪৫
এপিস। (৩) ৩২। (৪) ৫৩, ৫৪, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩১১। (৫) ৪৫৩।
এস্পারেগাস্। (৪) ৩০৫।
কল্চিকাম। (৩) ৭১। (৪) ৫২। (৫) ৪১।
কষ্টিকাম। (৪) ৫৪।
ক্যাম্থারিস্। (৩) ৩১২।
ক্যালি আয়। (৫) ১২৫।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭২। (৫) ১৫৩।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস্। (৩) ৯৩। (৫) ৫৩০। (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০
টেরিবিন্থ। (৪) ৫৩। (৫) ৪০, ৫৫৫।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৫৩, ৩৯৮।
নাই-মিউ এসিড। (৪) ১৮৩।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১৩।
মার্ক সাল্ফুরেট। (৪) ৩৯৮।
মিউরিয়েটিক এসিড। (৪) ১৮৩, ৩৯৮।
রাস্টক্স্। (৩) ২৫৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫। (৫) ৪১।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাম। (৫) ২৯১, ২৯২।

banglabooks.in

ল্যাকেসিস। (৪) ৫২, ৫৩, ৫৪। (৫) ৪০।
ষ্টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩২, ৪০, ২৭২।
সিঙ্কনা। (৩) ৯২। (৫) ১৮৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
স্যাম্বুকাস। (৫) ৪৩৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।
হেলিবোরাস। (৪) ৫২। (৫) ৩৯, ৪০।

৫। হাইড্রকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক।

এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২।
এপিস। (৩) ৩২। (৪) ২৯৭, ২৯৮।
ক্যালি আয়ডি। (৫) ১২৫।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭২। (৫) ১৮৫, ৫৩০।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ৯৩। (৫) ১৮৫, ৫৩০।
জিঙ্কাম। (৫) ১৮৫, ৫২৯, ৫৩০।
বেলাডনা। (৩) ৩২, ২৭২।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৪) ১১৩।
সিলিসিয়া। (৪) ১১২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩২, ২৭২।
সিঙ্কনা। (৩) ৯২, ৯৬-গ। (৫) ১৮৫।
হেলিবোরাস। (৫) ৩৯, ৪০।

৬। হাইড্রথোরাক্‌স্ বা বক্ষ-শোথ।

আর্সিনিকাম। (৪) ৩১১।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপসাইনাম কেনা। (৫) ৪৫২
এপিস। (৪) ৩১১।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭১।

৭। হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্বেষ্ট-শোথ।

আর্সেনিকাম। (৩) ২৫৫। (৪) ৩০৪।
এপসাইনাম কেনা। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৪) ৩০৪।
এস্পারেগাস্। (৪) ৩০৫।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৫।

১৪। জ্বর-রোগ বা ফিবার

১। অভিঘাতিক এবং অস্ত্র-চিকিৎসান্তিক জ্বর।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭।
একনাইট। (১) ২২, ৭৭, ২৩৪।
ক্যামমিলা। (২) ১৫০, ১৫২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

২। কুইনাইন-রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি-জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্কড্ ফিবার প্রভৃতি।

আর্ণিকা। (২) ৭৮।
আর্সেনিক। (১) ৭৬, ৭৭।
ইপিক্যাক। (২) ৭৮, ৮০, ৮১।
এপিস। (২) ৭৮, ৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। ৭৮, ৭৯।
চাইনি সাল্‌ফ। (২) ৭৬—৮২। (৩) ১০২
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৭৮, ৮১, ৮২, ২৬৬।
মিনিয়াম্থিস। (৩) ১০২।
ল্যাকেসিস। (২) ৭৮, ৮১।

banglabooks.in

৩। জ্বর-রোগ—অজীর্ণ-জ্বর, আম-জ্বর বা গ্যাষ্ট্রীক ফিবার, পিত্ত-জ্বর বা বিলিয়াস ফিবার, পিত্ত শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৈত্তিকজ্বর বা নার্ভো-বিলিয়াস্ ফিবার প্রভৃতি।

আর্সেনিকাম। (১) ২৫, ২৯,
ইউপেটরি পার্ফ। (৫) ১১৫, ১১৬।
ইপিক্যাক। (২) ১৫০, ১৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২—৩০, ৪৬, ৫৮, ৮৮, ১৩০, ১৩১। (২) ১৫০, ১৫১, ৩৭৬। (৩) ৪৯।
এণ্টিম টার্ট। (১) ১৩০।
এপিস। (১) ২৫, ২৮, ২৯।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।
ক্যামমিলা। (২) ১৫০, ১৫২, ৩৭৫।
জেল্সিমিয়াম। (১) ২৫, ২৮, ২৯। (৪) ৯০, ৯১, ৯২।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ১৩০, ১৩২। (২) ১৫০—১৫৪, ৩৭৬।
পডফাইলাম। (৫) ৩৯০।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৫০, ১৫৩, ৩৭৬।
ফেরাম ফস। (১) ২৫, ২৬।
বেলাডনা। (১) ২৫, ২৬, [২৭, ৫৮, ৭৬, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১০৬, ২৪১। (২) ৩৭৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৫, ২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬। (২) ১৫০, ১৫১, ১৫২।
ভেরেট্রাম ভি। (১) ২৫, ২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪১।
রাসটক্স্। (১) ২৯, ৩০।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪।
সাল্ফার। (৩) ৪৯, ৫০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৫।
হিপার সাল্ফ। (১) ২৩।

৪। পীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৫৯।
ইপিক্যাক। (৪) ৯২।
একনাইট। (৪) ৯২।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৪।
ক্যাড্মিয়াম। (৫) ২৭৪।
ক্যাম্ফর। (৪) ৯২।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৯২।
বেলাডনা। (৪) ৯২।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৯।
সাল্ফুরিক এসিড। (৪) ৫৯।

৫। প্রদাহিক জ্বর বা ইন্ফ্লামেটরি ফিবার।

একনাইটাম। (১) ২৭, ৪৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬।
ফেরাম ফস। (১) ১৩৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৫৮, ১৩৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ২৮, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (১) ২৭।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৩৬।

৬। ভ্যাক্সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিতজ্ব ও অন্যান্য রোগ।

থুজা। (৪) ১২১।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০, ১২১।
সাল্ফার। (৪) ১২১।

banglabooks.in

৭। মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারক্ট প্রভৃতির অস্ত্র-চিকিৎসা জন্য জ্বর।

(চক্ষু রোগ দেখ।)

৮। ম্যালেরিয়া-জ্বর।

আর্সেনিকাম। (১) ২৪৪। (২) ৭৪—৮০।
ক্যাঙ্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ২৪৪।
ক্রোটেলাস হরি। (৫) ২৭৪।
নেট্রাম মিউ। (১) ২৪৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৪।
ল্যাকেসিস্। (১) ২৪৪।

৯। রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার।

ক্যাঙ্কেরিয়া। (৩) ২৯১।
ক্যাঙ্কেরিয়া ফস। (৩) ২৯১।
বেলাডনা। (৩) ২৯১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।

১০। শিশুর সবিরাম জ্বর।

(শিশুরোগ দেখ।)

১১। শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ সবিরাম জ্বর।

ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ৩৭৯।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ৩৭৯।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮।
ষ্ট্যামনিয়াম। (৩) ৩৭৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।

১২। সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড, টাইফাস, রেমিটেণ্ট এবং লো-রেমিটেণ্ট প্রভৃতি জ্বর।

আর্ণিকা। (৩) ১৩৫—১৩৮। (৫) ২৬১।
আর্সেনিকাম। (১) ২৯, ২৪২, ৩৩৮। (২) ৬৬—৭৪। (৪) ১৭১, ১৮৪, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৩।
একনাইটাম। (১) ২২, ২৮, ২৯, ১৩৪, ১৩৫। (৪) ৩৫১।
এপিস। (৩) ৩৮০। (৪) ৫৯, ৩১২, ৩১৩।
এব্ সিস্থিয়াম। (৫) ১০৫।
ওপিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ১৩৮, ৩৮০। (৪) ৫৮।
কল্‌চিকাম। (২) ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪। (৩) ৭২। (৪) ২০৭।
কার্ব্ব ভেজ। (২) ৬৮, ৭২, ৭৩। (৩) ৪১৪। (৪) ২৫৭, ৩৫৩।
ক্যাঙ্কে-কার্ব্ব। (৩) ২৯২।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৬।
কুরিণ। (৫) ৪৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (১) ২৪২। (৪) ৯২।
টেরিবিন্থ। (৪) ১৮৫। (৫) ৫৫৫।
ট্যারাকসেকাম। (৪) ৩৫৪। (৫) ১৯৯।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭০, ১৮৫।
নাকস্ ভমিকা। (২) ১৪৯।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
ফসফরাস। (৪) ২০৭, ২৫৬, ২৫৭, ৩৫৩।
ফসফরিক এসিড। (২) ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩। (৪) ১৮৪, ২০৬, ২০৭, ২৫৭, ৩৫৪। (৫) ৫৪৬।
বেলাডনা। (১) ৮৯, ৯০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ২৪২, ৩০৭, ৩৩৫। (৪) ১৮৫, ৩৫১।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ৯২, ২০৭, ৩৫৩। (৫) ৪৬১, ৪৬২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০, ১৩২—১৩৬, ২৪২, ৩৩৬। (৬) ১৮৪।
ভেরেট এল্। (৩) ৭২।
মার্ক ডাল্‌সিস। (১) ২৪২, ২৪৩।

banglabooks.in

মার্কুরিয়াস। (১) ২৪২, ২৪৩।
মিউরি এসিড। (১) ২৪২, ৩৩৮। (৪) ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ৩১৩, ৩৫৩।
মিলিফলিয়াম। (৪) ১৮৫।
রাস্টক্স্। (১) ২৯, ৯০, ১৩৩—১৩৬, ২৪২। (২) ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭২। (৩) ১৩৬, ১৩৭। (৪) ১৮৪, ১৮৫, ২০৭, ২৫৭, ৩৫০—৩৫৪।
লাইকপডিয়াম। (১) ৩৩৮। (৩) ২৫৪ ২৫৫, ২৯২।
লেপ্ট্যাণ্ড্রা। (৫) ২৫৪।
ল্যাকেসিস। (১) ৯০, ৩৩৮। (৩) ১৩৬, ১৩৭, ২৫৫, ৩৮০। (৪) ৫৮, ৫৯, ৩১৩।
ষ্ট্রামনিয়াম। (২) ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩৩৫। (৩) ৩৮০। (৪) ৩০৭।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিঙ্কনা। (২) ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৪। (৪) ১৮৫।
সুইট্ স্পিরিট্ অব নাইটার। (৪) ২০৭।
হায়সায়ামাস। (১) ৯০, ১৭৯, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮। (৩) ১৩৭, ৩৮০। (৪) ৫৯, ৩৫২।
হেমামেলিস। (৪) ১৮৫।

১৩। সবিরাম জ্বর ইণ্টার-মিটেণ্ট ফিবার।

আর্সেনিকাম। (২) ৭৫—৮০, ১৫৪, ২৬৭। (৩) ১০৩।। (৪) ৩০, ৭১
ইউক্যালিপ্টাস। (৩) ১০৩।
ইউপে পার্পু। (৫) ১১৮।
ইউপে পার্ফ। (৩) ১০৩। (৪) ৩৫০। (৫) ১১৫, ১১৬, ১১৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ২১৮, ৩৪৮। (৩) ১০৩।
ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
একনাইটাম। (১) ২৩, ২৮।
এপিস। (৪) ৩১১, ৩১২। (৫) ১১৬।
ওপিয়াম। (১) ৩৩৮, ৩৯৪।
কর্ণাস ফ্লরিডা। (৩) ১০২।
কার্ডাস মেরি। (৫) ১০৭।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৩, ৪১৪। (৪) ৬০।
কুইনাইন। (২) ৭৬—৮২। (৩) ১০০—১০৩।
কেঞ্চালাগুয়া। (৩) ১০৩।
ক্যাপ্সিকাম। (৩) ১০৩। (৫) ২২৬, ২৬৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৭।
ক্যাম্ফর। (৪) ৬১।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১, ২৯২।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৬০, ৯০, ৯১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৫৪।
নেট্রাম মিউ। ২৬৬, ২৬৭। (৪) ৩৫০।
পাল্সেটিলা। (২) ২১৭।
ফসফরাস। (৪) ২৫৭।
ফেরাম। (৩) ১০৩।
বেলাডনা। (৪) ৩২২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ৩৩৮। (৪) ৬০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৪৩।
মিনিয়ান্থিস। (২) ১৮২। (৪) ৩০।
রাস্টক্স্। (৪) ৩৪৯। (৫) ১১৬।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৪। (৪) ৬১।
ল্যাকেসিস। (৩) ১০৩। (৪) ৫৯, ৬ ৬১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (৩) ৩৭৯।
সাল্ফার। (৪) ৩৫০।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০২। (৪) ৩৫০।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিনা। (২) ১৫৪, ৪১।
সিমেকস ল্যাক্ট। (৫) ৩০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৮।
হেলিবোরাস। (৫) ৪১।

banglabooks.in

১৪। সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরাল ফিবার।

(গর্ভিণীরোগ দেখ।)

১৫। সেপ্টিক ফিবার এবং পায়িমিয়া—দুষ্ট, পচা ক্ষত হইতে ক্লেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেক্‌টিং উণ্ড্‌স্‌) হইলে শব ক্লেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে প্রবেশ ও পূয় শোষণাদি জন্য জ্বর।

আর্সেনিকাম। (৫) ৩২৪, ৩২৫।
এস্থাসিনাম। (৫) ৩২৪।
কার্ব্বলিক এসিড। (৫) ৩২৫।
ক্রোটেলাস। (৫) ২৭৪।
ট্যারেণ্টলা। (৫) ৩২৫।
পাইরজিনিয়াম। (৫) ৩২৫।
ল্যাকেসিস্‌। (৫) ৩২৫।

১৬। স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার।

আর্সেনিকাম। (২) ৭৪।
একনাইটাম। (১) ২৮, ১৩৪, ১৩৫। (২) ৭৪।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩০।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩৫।

১৭। হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ জ্বর।

এরাম ট্রাই। (৫) ১৯।
এলান্থাস্‌। (৫) ৪৭১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭।
মার্ক প্রোটো আই। (৫) ২০।
রেণাঙ্কুলাস্‌ বাল্ব। (৫) ১৯।
সিলিসিয়া। (৪) ১১৫। (৫) ১৯।
সোরিনাম। (৫) ২০।
স্যাবাডিলা। (৫) ১৬২, ১৬৩।

১৮। হেক্টিক ফিবার বা প্রলেপক জ্বর।

আর্সেনিকাম। (৩) ৯৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৯৮, ৪১৪।
ফসফরাস। (৪) ২৫৭।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ১৯, ২০।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৮।
সোরিনাম। (৫) ২০।

১৯। টুবার্কুলোসিস বা গুটিকোৎপাদক রোগ।

একনাইটাম। (১) ২৪।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৯। (৫) ১৩৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৪।
ক্যাল্‌কে ফস্‌। (৩) ২৮১।
টুবার্কুলিনাম। (৩) ২৮১।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০২।
ফসফরাস। (৩) ২৭৯। (৪) ২৪৫। (৫) ৫১৪।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৭।
ষ্টেনাম। (৩) ৩৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৭, ৩৮, ২৭৯। (৫) ৬৫, ৬৬।

২০। পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ।

ক্যালি আয়ডি। (৫) ১৯০।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪১, ১৪২।

banglabooks.in

ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৬, ২৯০ (৪) ২৫৬।
টিউ ক্রিয়াম। (৩) ২৯০। (৪) ২৫৬।
ফস্‌ফরাস্। (৩) ২৯০। (৪) ২৪১, ২৫৬। (৫) ৪২৪।
ভিস্কা মাইনর। (৫) ৪২৪।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ৪৭৮।

১৭। পারদ ঘটিত রোগ বা মার্কুরিয়েল ডিজিজ্ (মার্কুরিয়েল ট্রেমর ও মার্কুরিয়েল পল্‌জি প্রভৃতি), ইল্ এফেক্টস্ অব মার্কারি।

অরাম। (১) ১২৭।
আয়ডিয়াম। (১) ২২৮।
আর্সেনিকাম। (১) ২২৮।
এসাফিটিডা। (১) ২২৮।
ক্যালি আয়ডি। (১) ২২৬।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (১) ২২৭।
ডাল্কামারা। (১) ২২৬।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৬৮, ২২২, ২২৫
মেজিরিয়াম। (১) ২২৮।
ল্যাকেসিস্। (১) ২২৮।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (১) ২২৯।
ষ্ট্যাফিগ্রেসিয়া। (১) ২২৮।
সিঙ্কনা। (১) ২২৬।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬০, ১৬৮, ১৮৪, ১৮৫, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২৩০।

১৮। পূয়-শোথ, ব্রণ-শোথ বা এব্‌সেস্।

অরাম। (৪) ১৭১।
আর্ণিকা। (৩) ১৩৮। (৪) ১২৩।
আর্সেনিকাম। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ইউফর্ব্বিয়াম রেজি। (৫) ৪২৯।
একনাইটাম। (১) ৯১।
এসাফিটিডা। (৪) ১২২, ১৭১।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১৩। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৬।
ক্যালি আয়ডি। (৪) ১৭১।
ক্যালেণ্ডুলা। (৪) ১২২।
ক্যাক্কেরিয়া আই। (৪) ১২২, ১৭১।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৪) ১২২, ১২৩।
ক্যাক্কেরিয়া ফস্। (৪) ১৭১।
ক্যাক্কেরিয়া ফ্লুয়ো। ১৮৯
ক্যাক্কেরিয়া সাল্‌ফ। (৫) ১৯১।
ক্যাক্কেরিয়া হাইপ-ফস। (৫) ১৯০
গ্র্যাফাইটিস্। (৪) ১২৩।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৭১। (৫) ২৬৬।
পালসেটিলা। (৪) ১৭১।
ফস্‌ফরাস। (৪) ১৭১।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৪) ১২২।
বেলাডনা। (১) ৯১, ৯৩।
মার্কুরিয়াস সল্। (১) ১০৮, ১৯৪।
ম্যাঙ্গানাম। (৪) ১৭১।
রাস্ টক্স। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৬৪, ৩৫৬।
ষ্ট্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৩) ৩৪। (৪) ১২২, ১২৩।
সালফার। (৩) ৩৪।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১০৮। (২) ৩৭৬। (৪) ১২৩।

১৯। পেশী প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস্।

ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩।

banglabooks.in

২০। প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াভাব।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৩) ৩০৪, ৩৭৮। (৫) ৩২০।
ওপিয়াম। (৩) ২০৪, ৩৬৫, ৩৭৮।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ২০৪, ৩৭৮, ৪৩০।
কুপ্রাম। (৩) ২০৩, ২০৪, ২০৫, ৩৬৫, ৪৩০।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭, ৫৩১।
ড্রসনাস্ স্পাই। (৫) ৫৫০।
ভ্যালেরিয়ানা। (৩) ২০৪, ৩৭৮।
লরসিরেসাস। (৩) ২০৪।
সাল্‌ফার। (১) ১৭৫। (৩) ২৬, ২০৩, ৩৬৫, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।
সিঙ্কনা। (৩) ২০৩, ৪৩০।
সিনাম। (৩) ২৬, ২০৩, ২০৪, ৩৭৮, ৪১৬, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২।

২১। প্রতিশ্যায়, সর্দ্দি বা ক্যাটার।

ইউপেটরিয়াম পার্ফো। (৩) ৪০০।
কষ্টিকাম। (৩) ৪০০।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪০০।
ক্যালি মিউরিয়েট। (৫) ১৫৩।
ফসফরাস। (৩) ৩৯৯।
মিলিফলিয়াম। (৫) ১১০।
সাল্‌ফার। (৩) ৪০০।
সেনেগা। (৩) ৪০০।

২২। প্রদাহ ও পূয়জনন বা ইন্‌ফ্লামেশন।

আর্ণিকা। (১) ১৬৭।
আর্সেনিকাম। (১) ১২৭।
একনাইটাম। (১) ৬, ৯২, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭। (৩) ৩২৬। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
এপিস। (১) ১২৭।
কার্ব্ব ভেজ। (১) ১২৭।
ক্যালি মিউ। (৫) ১৫৩।
ক্যালি সাল্‌ফ। (৫) ১৫৪।
ফস্‌ফরাস্। (১) ৬, ১২৬, ১২৭।
ফেরাম ফস। (৫) ৫১৭, ৫১৮।
বেলাডনা। (১) ৬, ১৪, ৯০—৯২, ১২৬, ১২৭, ১৫৮, ১৬৭, ২৪৪, ২৪৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ৬, ১৪, ৯১, ১২৬, ১২৭, ১৫৮। (৩) ৩২৬।
মার্কুরিয়াস্। (১) ৯৩, ১২৬, ১৫৮, ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ৩০৮।
রাস্‌টক্স্। (১) ১২৭।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯১, ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (১) ১৬৮, ২৪৫, ৩০৮। (৩) ৩৪।
সাল্‌ফার। (১) ৩০৮। (৩) ৩৪, ৩২৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩, ৩৩০, ৩৩২।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ৯৩, ১৫৮, ১৬০, ১৬২—১৬৮, ২৪৪, ২৪৫, ৩০৮। (৩) ৩২৬।
হেলিবোরাস। (১) ১২৭।

২৩। ফিশ্‌চুলা বা নালীক্ষত।

ক্যাক্টেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ৭১।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৫।
ফ্লুয়োরিক এসিড। (৫) ৭১।
বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৫) ৩৭৯।
বেলাডনা। (৪) ২৫৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৫।

২৪। বেরিবেরিরোগ।

হাইড্রকোটাইল। (৫) ২৩৭।

banglabooks.in

২৫। রতিজ রোগ বা ভিনিরিয়েল ডিজিজ।

১। উপদংশরোগ বা সিফিলিস—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতি তরুণ বা সেকেণ্ডারি এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি।

আসে নিকাম। (৪) ৫৫।
এসাফিটিডা। (৫) ২২১, ২২২।
কার্ব্ব এনিম্যালিস্। (৫) ৫১০।
কার্ব্ব ভেজ। (৪) ৫৫।
কোরেলিরাম রুব্। (৫) ৩০১।
ক্যালি আই। (৫) ১২৭।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
থুজা। (৫) ৫০০।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ৫৬, ১৭০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৫০০।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৮, ২৭০—২৭৩।
মার্কুরিয়াস্ কর। (১) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস্ ডাল (শিশু)। (১) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস প্রোটো-আই। (১) ২৭১, ২৭২।
মার্কুরিয়াস বিন-আই। (১) ২৭১, ২৭২।
মার্কুরিয়াস ভাইভাস। (১) ২৭০।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭০, ২৭১। ২) ৫৪।
মেজিরিয়াম। (৫) ২২১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫৩। (৪) ৫৬, ১৭০।
ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক্ ডিফো। (২) ২১৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৪, ৫৫, ৫৬।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৫) ২২২, ৪৩২।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ৫০০।
সাইলিসিয়া। (৫) ৫০০।
সাল্ফার। (৪) ১৭০।
সিকোল। (৪) ৫৫।
সিঙ্কনা। (৪) ৫৫।
সিনেবেরিস। (১) ২৭৩।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৮, ১৭৯। (৪) ৫৬।

২। কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টস্।

ইউফ্রেসিয়া। (৫) ২৪৯।
কষ্টিকাম। (৩) ৩২৪, ৩৪৫।
থুজা। (৪) ৩৭৮।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৫৩, ১৬৯, ১৭০।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।
পাল্সেটিলা। (৪) ৩৭৮।
সার্সাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।

৩। কডি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস

ক্যান্থারিস। (৩) ২৯৫, ৩১৫।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ২৯৫।
মাইগেল। (৫) ৩২২।
মার্ক সল। (১) ২৭৩।

৪। গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ

ইরিজিরন। (৫) ১১৩।
এলুমিনা। (৩) ৪৪০।
ক্যালি আয়ডি। (২) ২৭৩। (৩) ৪ (৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।

banglabooks.in

টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।
থুজা। (৩) ৪৬, ৪৪০। (৪) ১৬৯, ৩৭৮। (৫) ১২৭।
নাইট্রিক এসিড। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
নাক্স্ ভমিকা। (৩) ৪৬। (৪) ১৬৯। (৫) ১২৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬১।
পাল্সেটিলা। (৩) ৪৬। (৪) ৩৭৮।
পেট্রসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
মাকুরিয়াস। (৩) ৪৬।
সার্সাপেরিলা। (৪) ৩৭৮।
সাল্ফার। (৩) ৪০, ৪৪০।
সিপিয়া। (২) ২৭৩। (৩) ৪৪০।
সোরিনাম। (৩) ৪৪০।
হাইড্রাষ্টিস। (৫) ৩৬।

৫। পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ।

ক্যালি আইওডি। (১) ২২৬।
নাইট্রিক এসিড। (১) ২২৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১৭৯।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৭৯, ২২৩, ২২৪।

৬। পূয়মেহ বা গনরিয়া।

আর্জেণ্টাম নাই। (২) ২০৮। (৪) ৪৪৬। (৫) ৪৫০।
ইউপে পার্পু। (৩) ৩১৫।
ইউভা আর্সাই। (৩) ৩১৮।
ইকুইসিটাম হাই। (৩) ৩১৫।
ইপোমিয়া নিল। (৩) ৩১৮।
ইরিজিরন (এরি)। (৩) ৩১৭।
একনাইট। (৩) ৩১৯। (৪) ৮৫, ৮৬।
একনাইটিন্। (৪) ৮৬। (৫) ৪৫০।
এগ্নাস্ ক্যাষ্ট। (৫) ৪০৪।
ওসাইনাম। (৩) ৩১৮।
কক্লিয়ারিয়া আর্মো। (৩) ৩১৮।
কলসিন্থ। (৪) ৩৯৭।
কিউবেবা। (৩) ৩১৬।
কোনায়াম। (৩) ৩১৬।
কোপেবা। (৩) ৩১৬।
ক্যানাবিস ইণ্ড্। (৩) ৩১৫।
ক্যানাবিস স্যাট। (৩) ৩১৪, ৩১৫। (৪) ৪৪৭। (৫) ৪৫০।
ক্যাম্থারিস। (৩) ৩১৪—৩১৯। (৫) ৪০৪।
ক্লিমেটিস ইরেক্টা। (৩) ৩১৬।
চিমাফিলা। (৩) ৩১৭।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৮৫, ৮৬।
টুসিলেগো। (৫) ৪০৪।
টেরিবিন্থ। (৩) ৩১৮।
ডরিফোরা। (৩) ৩১৬।
ডিজিটালিস। (৩) ৩১৮। (৪) ২৭৮, ৩৯৬, ৩৯৭।
থুজা। (৩) ৩১৭। (৪) ২৭৭, ২৭৮।
নেট্রাম সাল্ফ। (৪) ২৭৮।
পাল্সেটিলা। (২) ২০৮। (৩) ৩১৭।
পেট্রসিলিয়াম। (৩) ৩১৫। (৪) ৩৯৭। (৫) ২৩১, ৪৫০।
প্যারিস ব্রাভা। (৩) ৩১৮।
ফেরাম ফস। (৩) ৩১৭।
বার্বেরিস ভল্গা। (৩) ৩১৯।
মার্কুরিয়াস। (৫) ৪৫০।
মার্কুরিয়াস কর। (১) ২৭৩। (৩) ৩১৭। (৪) ৩৯৭।
মার্কুরিয়াস সল। (১) ২৭৩। (২) ২০৮। (৩) ৩১৬, ৩১৭। (৪) ৩৯৭।
লাইনেরিয়া। (৩) ৩১৫।
ষ্টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
ষ্টিলিঞ্জিয়া। (৪) ৪৩২।

banglabooks.in

সার্সাপেরিলা। (৩) ৩১৮।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৬, ৩১৮। (৪) ৩৯৭।
সিপিয়া। (৫) ৪০৪।
হাইড্রাঞ্জিয়া। (৩) ৩১৮।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩১৬।

৭। বাধী, ব্রণ বা বিউবো, বিউবন।

এলুমিনা। (৩) ৪১৩। (৫) ৮১।
কার্ব্ব এনি। (৫) ৩০২, ৫১০।
ব্যাডিয়াগা। (৩) ৪১৩। (৫) ৩০২।
মার্ক কর। (১) ২৭৩।
মার্ক বিন-আই। (১) ২৭২।

২৬। রসবাতাদি রোগ।

১। গাউট বা ক্ষুদ্রবাত।

আর্ণিকা। (৩) ৭০।
একটিয়া স্পাই। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১৩।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫
এমনিয়াম ফস। (৫) ২৯।
কলফাইলাম। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ৪২২
কলসিস্থ। (৩) ১৯৬।
কল্‌চিকাম। (২) ২২০। (৩) ৬৮, ৭১ (৪) ৩৪৮। (৫) ৪২২।
কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬।
ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
ক্যাম্পিয়া ল্যাটি। (৩) ৭০, ৭১।
গুয়েইয়াকাম। (৩) ১৯৬।
নাক্‌স ভমিকা। (৩) ৭০।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৭০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৫) ২৯।
ব্রায়নিয়া। (৩) ৭০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
রডডেণ্ড্রন। (৩) ৭০, ৭১।
রাসটক্‌স। (৩) ২৯১।
লাইকোপড। (৫) ২৯।
লিডাম। (৩) ৭০, ৭১, ১৯৬। (৫) ৪২২, ৪২৩।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সিপিয়া। (২) ২৯৯।

২। গ্রীবাস্তম্ভ বা টর্টিকলিস।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৪) ৩৪৮।
ডাল্‌কামরা। (৩) ৪৫৭।
নাক্‌স ভমিকা। (৩) ৩৩৭।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
বেলাডনা। (৩) ২৯১, ৩৩৭।
রাস্‌টকস্‌। (৪) ৩৪৮।

৩। জানুসন্ধিরোগ বা ডিজিজেজ অব দি নি-জইণ্ট—সাইনভাইটিস বা শিবামুণ্ড প্রভৃতি।

এনয়াডিয়াম। (১) ৪০০।
এপিস। (১) ১৩৯।
কল্‌চিকাম। (৫) ৪২৪।
ক্যাল্‌কে হাইপ-ফস। (৫) ১৯০।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৪০০।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৫।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮।

৪। পৃষ্ঠ-শূল, পৃষ্ঠ-বেদনা বা ব্যাক-এক।

ইস্কুলাস হাইপ। (৫) ৫০২।
একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।

banglabooks.in

এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
ক্যালি কার্ব্ব। (৪) ৩৩৬।
ক্যাল্‌কে ফ্লুয়োরিকা। (৫) ১৮৯, ১৯০।
চাইনি সাল্‌ফ। (৪) ২৩৬।
নাক্‌স ভমিকা। (৪) ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (৪) ২৩৬।
পালসেটিলা। (১) ৪০০। (২) ১৯৭।
পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৩৬।
ফসফরাস। (৪) ২৩৫, ২৩৬।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৩৩৬।
র‍্যানটক্‌স। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।
রুটা গ্র্যাভি। (৪) ৩৩৬।
লাইকোপড। (৪) ২৩৬।
লিডাম। (৪) ৩৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।
সিকেলি। (৪) ২৩৬।
সিপিয়া। (২) ৩০০।
হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৫। পেশীবাত এবং পেশীশূল।

একটিয়া রেসি। (৫) ১১, ১২।
নাক্‌স ভমিকা। (৫) ১১।
ব্রায়ণ্ডনিয়া। (১) ১৪৩।

৬। রসবাত বা রিউম্যাটিজম—তরুণ এবং পুরাতন (কণ্ডুরা সংকোচনাদি।)

আর্ণিকা। (৩) ৭০, ২৯১। (৪) ৩৪৭।
একনাইটাম। (১) ৩৬, ৩৮, ৩৯। (৫) ১২।
একটিয়া রেসি। (৫) ১১, ১২।
একটিয়া স্পাই। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ১৩।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ৩৪৭।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩১০।
এমনিয়াম কষ্টি। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম ফস। (৫) ৯৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬।
কলফাইলাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২, ৪২২।
কলসিন্থ। (৩) ১৯২, ১৯৬, ৩৪৪।
কল্‌চিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (২) ২২০। (৩) ৬৮—৭১। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪১৬, ৪১৯, ৪২২।
কষ্টিকাম। (৩) ১৯৬, ৩৪৪, ৩৪৫। (৫) ৩০৬, ৪৮১।
কোনায়াম। (৪) ৩৪৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৬।
ক্যালি নাই। (৫) ১৪২।
ক্যালি বাই। (২) ২২০।
ক্যালি সাল্‌ফ। (২) ২২০।
ক্যাল্‌কেরিয়া আই। (৫) ৫০
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৯১। (৪) ৩৪৮।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭, ১৮৮।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৪) ৩৪৯।
ক্যাম্পিয়া ল্যাটি। (২) ২২০। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০।
গুয়েইয়াকাম। (৩) ৩৪২। (৫) ৩০৬।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৮২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৬।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৭। (৫) ৪২০।
থুজা। (২) ২২১।
নাক্স্‌ ভমিকা। (৩) ৭০, ৭১
নাক্‌স মস্কেটা। (৫) ৪৭৭।
নেট্রাম মিউ। (৫) ৩০৬।
ষ্ট্যাফালিয়াম। (৫) ১০৭।

banglabooks.in

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৯, ২২০। (৩) ৭০, ৭১। (৫) ১২।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৯, ৫০০।
ফেরাম। (২) ২২১, ৩৭৬। (৪) ৩৪৮। (৫) ৪৭৭।
ফেরাম ফস। (৫) ৪৭৭।
ফেরাম মেট। (৫) ৪৭৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৩, ১৪৪। (২) ২২০। (৩) ৭০। (৪) ৩৪৫, ৩৪৬।
ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।
ভেরেট এল্‌। (২) ৩৭৬।
মার্কুরিয়াস। (৫) ৫০০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৪৭৭।
রডডেণ্ড্রন। (৩) ৭০, ৭১। (৪) ৩৪৬। (৫) ৪১৯, ৪২০।
রাস্‌টক্‌স্‌। (১) ১৪৪। (২) ৩৫৩, ৩৭৬। (৩) ২৯১, ৩৪৪। (৪) ৩৪৫—৩৪৯। (৫) ১১, ৪১৯।
রাস্‌ রেডি। (৪) ৩৪৮।
রেণাকুল বাল্‌। (৫) ১২।
লাইকোপড। (২) ২২১। (৪) ৩৪৮।
লিডাম। (১) ১৪৪। (৩) ৭০, ১৯৬। (৪) ১২০, ৩৪৮। (৫) ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩।
লিথি কার্ব্ব। (৫) ৪১৯।
ল্যাক্‌ কেনি। (৫) ২৮৭।
ষ্টিলিঙ্গিয়া। (৫) ৪৩২।
সাইলিসিয়া। (৪) ১২০। (৫) ১৮৮, ৫০০।
সার্সা পেরিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (২) ২২০। (৩) ৪৯।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।
সিমেক্‌স্‌ ল্যাক্ট। (৫) ৩০৫, ৩০৬।
সাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৬, ৪৭৭।

৭। লাম্বেগো বা কটিবাত।

আর্ণিকা। (৪) ৩৩৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৮।
একনাইটাম। (৪) ৩৩৬।
এণ্টিম টার্ট। (৪) ৩৩৬।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৪) ৩৩৬।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯, ১৯০।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩৬।
বেলাডনা। (১) ৭৫।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৩৩৭।
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ৪৮৫।
রডডেণ্ড্রন। (৪) ৩৩৬।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৩) ২৯১। (৪) ৩৩৫, ৩৩৬।
লিডাম। (৪) ৩৩৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৪) ৩৩৬।
সাল্‌ফার। (৪) ৩৩৬।
হাইপেরিকাম। (৪) ৩৩৬।

৮। সন্ধি-বাত বা আর্থ্রাইটিক ইনফ্লামেশন-হিপ্‌ ডিজিজ ও নি-ডিজিজ্‌ প্রভৃতি।

এপিস। (১) ১৩৯।
কলসিন্থ। (৩) ১৯২।
কল্‌চিকাম। (১) ১৪৪, ১৪৫। (৫) ৪২৩
পাল্‌সেটিলা। (২) ২২০।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৯, ১৪৩, ১৪৪। (৫ ৪২৩।
ভায়লা ওড। (১) ১৪৪।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
লিডাম। (১) ১৪৪। (৫) ৪২৩।

banglabooks.in

ষ্ট্যামনিয়াম। (১) ৩০৮।
সাইলিসিয়া। (৪) ২৫৫।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০, ৩৪১।

৯। সন্ধিরোগ—সন্ধির দুর্ব্বলতা এবং নিম্নচুয়াল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধিস্খলন।

ইগ্নেসিয়া। (৪) ৩৪৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৪৯। (৫) ৫৬০।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
র‍্যানটক্‌স। (৪) ৩৪৯।

১০। সাইনভাইটিস বা মাস্তক-প্রদাহ।

আইওডিয়াম। (৪) ৩১০।
একনাইটাম। (৪) ৩১১।
এপিস। (১) ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩
কল্‌চিকাম। (৫) ৪২৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৫।
ক্যালি আই। (৪) ৩১০।
ক্যাক্কে কার্ব্ব। (৩) ২৯১।
ক্যাক্কে হাইপ-ফস। (৫) ১৯০।
পালসেটিলা। (১) ৪০০।
বেলাডনা। (৪) ৩১১।
ব্রায়নিয়া। (১) ১২৭, ১৩৬, ১৩৯। (৪) ৩১০, ৩১১।
লিডাম। (৩) ৩৪৫। (৫) ৪২৩, ৪২৪।
সাল্‌ফার। (১) ১৩৯। (৩) ৪৯।

২৭। ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ্‌।

আইওডিন। (৫) ১০৪।
আর্জেণ্ট নাই। (৫) ১০৪।
এক্রোটেনাম। (৫) ১০৩, ১০৪, ১৭৮, ৪৮৩।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
ক্যালি ফস্‌ফরিকা। (৫) ১৪৬।
ক্যাক্কেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৮। (৫) ৩৪৭
ক্যাক্কেরিয়া ফস্‌। (৫) ১৮৭।
টুবাকুলিনাম। (৫) ১০৪।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১০৪।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ৪৮।
লাইকপডিয়াম। (৫) ১০৪।
সার্সাপেরিলা। (৫) ১৪০।
সালফার। (৩) ৪৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৩, ৬৭৪।
সেনিকুলা। (৫) ১০৪।

১১। মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয়রোগ।

১। মানসিক রোগ বা মেণ্টাল ডিরেঞ্জমেণ্ট

১। অবসাদবায়ু, চিত্তোদ্‌বেগ বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস।

আর্সেনিকাম। (২) ১৪৪।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৪৪, ১৪৬।
ইথুসা সাই। (২) ২৫২।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬, ৭।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫, ৩৯৬।
এপিস। (২) ২৫২।
এলুমিনা। (৪) ২৭। (৫) ৭।
ক্যামোমিলা। (৫) ২৭।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।

banglabooks.in

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৩, ১৪৪, ২৫৩।
নেট্রাম কার্ব্ব। (২) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ১৪৪, ২৫২।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৪১।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৩৩।
। (২) ২৫২।
বেলাডনা। (৩) ২৪১।
ভিরেট্রাম এল্‌। (৩) ২৪১।
মার্কুরিয়াস। (২) ১৪৪।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
লাইকোপডিয়াম। (২) ১৪৪। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪, ২৫, ২৬। (৫) ৭৮।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৭।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৪। (৩) ২৮, ২৪১, ২৭৩, ৪৩৬। (৫) ৭৮।
সিপিয়া। (৪) ২৭।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৬।

২। আত্মহত্যাকরণেচ্ছা বা সুইসাইড্যাল মেনিয়া।

অরাম। (১) ২২৭। (২) ৪৯। (৪) ৪৬১, ৪৬২।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬১।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৯। (৪) ৪৬২।
এণ্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এণ্টিম ক্রু। (৪) ১৬৫।
নাইট্রিক এসিড। (২) ১১৫। (৪) ১৬৫, ৪৬১।
নাক্স্‌ ভমিকা। (২) ১১৪। (৪) ৪৬১।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (২) ১১৪।
স্ত্রাজা টিপু। (৪) ৪৬১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২২৩।
সিপিয়া। (৪) ৪৬২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৪৪।
হপার সাল্‌ফ। (১) ১৫৯। (৪) ৪৬১।

৩। উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটি—একুট মেনিয়া, মনোমেনিয়া বা একাশ্রয়োন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ, কামোন্মাদ এবং ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধি-হ্রাসতা প্রভৃতি।

অরাম। (২) ৪৯।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৪৮।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৯৪। (৪) ২৭৫।
একনাইট। (১) ১৮। (২) ৪৯।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ২৯৬। (৪) ২৭, (৫) ৩৯৩।
এগ্রাস ক্যাষ্ট। (১) ৩৪৬।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৬। (৪) ২৭, ১৬৫।
এণ্টিম ক্রু। (৪) ১৬৫।
ওপিয়াম। (৩) ৩৬৯।
কুপ্রাম। (৪) ১৪২।
ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (৫) ৪৪৮।
ক্যাম্ফারিস। (১) ৩২৬, ৩৪৭। (৩) ৩০৪, ৩০৫। (৪) ১৪২।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি ব্রোম। (৫) ১৫১।
ক্যাক্কেরিয়া ফস্‌। (৫) ৭।
ট্যারেণ্টক কুবেন্‌স্‌। (৫) ৩১১।
থুজা। (৪) ২৭৫। (৫) ১৬২।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৫।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।

banglabooks.in

পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৩, ১৯৪।
প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৪৭। (৪) ১৪২। (৫) ২৯৮, ৫২২, ৫২৩।
ফস্‌ফরাস্। (১) ৩৪৭। (৪) ২৩২, ২৩৩, ২৭৬।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।
বেলাডোনা। (১) ৭৩, ২৩৬, ২৯৫, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩। (৪) ১৪৯, ১৪২।
ব্যাপ্টিসিয়া। (৪) ২৭৬।
ভেরেট্রাম এল্। (১) ১৯৭, ৩২৫, ৩৪৭। (২) ৪৯। (৪) ১৪০, ১৪১, ১৪২।
মস্কাস। (৫) ২৮১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬, ২৯৮।
মিলিফোলিয়াম। (৫) ২৪৪।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২৯৮।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৬। (৪) ২৪, ২৫, ২৬, ১৪২।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৫৭, ৭৩, ২৮৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩২৫, ৩৪০—৩৪৩, ৩৪৭। (৪) ২৬, ১৪০, ১৪২, ২৭৬।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৮, ২৯।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্যাবাডিলা। (৫) ১৬২।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৩, ২৯৭, ৩৩২, ৩৪০—৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮। (৪) ২৭, ১৪২। (৫) ১৫১, ৫২৩।

৪। গুল্ম-বায়ু, মূর্চ্ছাবায়ু, অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া।

আর্সেনিকাম। (৫) ১৪৫।
ইগ্নেসিয়া। (২) ১৯৫, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৭। (৫) ২৮১, ৩০৯, ৪৭৭, ৪৮৫, ৫২৩, ৫৫২।
একনাইট্। (১) ১৮, ৩২, ৩৩।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ২৭।
এগারি মাস্ক। (৪) ২৭।
এগ্রাস ক্যাষ্ট। (৫) ১৪৫।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫। (৫) ১৪৫।
এপিস। (৪) ৩০০।
এলুমিনা। (৫) ৭৮, ৭৯।
এসাফিটিডা। (২) ৩৪১। (৫) ২১৯, ২২০, ২৮১।
ককুলাস ইণ্ড। (৫) ১৪৫, ২৮১।
কফিয়া। (১) ৩২। (৫) ৫৫২।
কলফাইলাম। (৫) ১৪৫।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ১৪৫।
ক্যালি ফস্। (৫) ১৪৫।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৮১।
ক্রোকাস স্যাট। (৫) ৩৯২, ৩৯৩।
জিঙ্ক ভ্যালেরি। (৫) ৩১১।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৭৯।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্। (৫) ৩১০ ৩৯৩, ৪৮৫।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১০।
থুজা। (৫) ৫৫২।
নাক্‌স্ ভম। (২) ১৪৪। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
নাক্‌স্ মস্ক। (২) ৩৪২। (৫) ২৮১, ৫৫৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৪, ১৯৫। (৫) ৭৮।
প্যারিস কোয়া। (৪) ২৭।
প্যালাডিয়াম। (৫) ২৮২।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৫২। (৫) ৫২২, ৫২৩।
ফসফরাস। (২) ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৫।
ব্রুনাস স্পাই। (৫) ৫৪৯।

banglabooks.in

বেলাডনা। (১) ৭৪। (২) ৩৪২।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪২।
ভ্যালেরিয়ানা। (২) ৩৪১, ৩৪৫। (৫) ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৫।
ভ্যালেরিয়ানেট অব জিঙ্ক। (২) ৩৪২।
মস্কাস। (২) ৩৪১। (৫) ২৮১, ২৮২।
মাইগেল। (৫) ৩১০।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ২২০।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
লিট্টা। (৫) ১৪৫।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৮৪, ৩০২, ৩৪৮, ৩৯৫। (৪) ২৭।
সাইকুটা ভি। (৫) ৩৯৩।
সাল্ফার। (৩) ২৯। (৪) ৭৯। (৫) ৭৮।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিপিয়া। (২) ১৯৫, ২৯৬, ২৯৭। (৫) ৭৮।
স্তাফুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৮৫।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৪, ৩৫২। (২) ৩৩৮। (৪) ২৭।

৫। গৃহবিরহাতুরতা বা হোম-সিক্‌নেস।

ক্যাপ্‌সিকাম। (৫) ২৬৫।
ক্লিমেটিসাই। (৫) ১৪।
ফস্‌ফরাস। (৬) ৪৭৭, ৪৮৫।
ফস্‌ফরিক এসিড। (২) ২৯৬। (৪) ২০০।
বেলাডনা। (১) ২৩৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৬।

৬। জলাতঙ্করোগ বা হাইড্রফবিয়া।

ক্যান্থারিস। (১) ৩৪৯। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
বেলাডনা। (১) ৭৪, ২৮০, ২৯৪, ৩০০, ৩৪৯।
লাইমিন (খেপাকুকুরের মুখের লাল।) (১) ২৮৫।
ল্যাকেসিস। (৪) ২৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৮০, ২৮৪, ২৯৪, ৩০০, ৩০১, ৩৪৯।
। (১) ৩৪৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৩২১, ৩৪৮, ৩৪৯। (৪) ২৭।

৭। প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ২৯৬। (৫) ৩৬১।
কুপ্রাম। (৩) ২০৪।
ক্যাম্ফর। (৫) ৪৪৫।
থুজা। (১) ৩০৪।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩০
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪০।
বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৬, ৭১, ১৩৩, ১৩৪, ২৭৭, ২৯১, ৩১৪। (৩) ২০৪। (৫) ৫৪০।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।
ল্যাকেসিস। (১) ২৯৬।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৪, ৩১৪, ৩৩৩।
সিকেলি। (১) ২৭৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৭১, ১৩৪, ২৭৭, ২৯১, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫। (৩) ২০৪।

৮। বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া।

অরাম। (৪) ৪৬১, ৪৬২।
আইওডিয়াম। (৫) ৭৮।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৮, ৪৬২।

banglabooks.in

আর্সেনিকাম। (২) ৪৯। (৪) ৪৬২।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ২০০।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৩।
এণ্টিক ক্রু। (৩) ১৫১।
এলুমিনা। (৫) ৭৮, ৭৯।
কোনায়াম। (৫) ২২৬।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩। (৫) ৫৮।
গ্লোনোইন। (৪) ৪৬৩।
জিঙ্কাম অক্সাইড। (৫) ২২৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৪। (৫) ৭৮।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৫০। (৫) ৫২৩।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০০।
বেলাডনা। (৩) ২৫০।
ভেরেট্রাম এ। (৩) ২৫০। (৪) ১৪১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪। (৫) ৭৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৪। (৩) ২৮, ২৯, ২৫১, ২৭৩।
সিপিয়া। (৪) ৪৬২। (৫) ৭৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সোরিণাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭।

৯। মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্‌স্।

আর্সেনিকাম। (১) ২৯৯। (২) ৫০ (৫) ৫৪৫।
একনাইট। (১) ৭৪।
এগারিকাস মাস্ক। (৪) ২৭।
এণ্টিম টার্ট। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬।
এভিনা স্যাট। (৫) ৪৫৬।
ওপিয়াম। (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৫০ (৩) ৩৭০। (৪) ২৭।
ক্যানাবিস ইণ্ড্। (৫) ৪৪৮।
ক্যাপ্‌সিকাম। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৬।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ৭৪, ২৯৯। (৩) ২৭৩।
নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ৫০, ১৪৫। (৫) ৫৪৫।
বেলাডনা। (১) ৭৩, ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (৩) ২৭৩।
মার্কুরিয়াস্। (১) ২১৪।
রেণাঙ্কু বাল্বো। (৩) ৩৭১। (৫) ১৮।
ল্যাকেসিস্। (১) ২৯৯। (৩) ৩৭০। (৪) ২৪।
ষ্ট্রিক্‌নিয়া। (১) ১৪৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৭৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০। ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (২) ৫০। (৩) ২৭৩।
সাল্‌ফার। (২) ৫০। (৫) ৫৪৫।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (৩) ৩৭১। (৫) ৫৪৫, ৫৫৩।
সিফিলিয়াম। (৫) ৩৩৯।
সিমিসিফুগা। (১) ৩৫০। (৫) ৬।
সোরিণাম। (৫) ২৩৯।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৪, ২৯৯, ৩০০, ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০। (৪) ২৭।

১০। মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট।

আয়ডিয়াম। (৫) ৭, ৭৮।
ইগ্নেসিয়া। (৪) ২০০। (৫) ৫৫২।
একনাইট। (৩) ২৮।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ২৭। (৫) ৬, ৭।
এগারিকাস মাস্ক। (৪) ২৭।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ২৭।
এলুমিনাম। (৪) ২৭। (৫) ৭, ৭৮, ৭৯।
ওপিয়াম। (৪) ২৭।
কাল্কারিস। (৩) ৩০৪, ৩০৫।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৬, ৩৬৭। (৫) ৫৫২।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৬, ৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া ফস্। (৫) ৭।
ক্রোকাস স্যাট। (৫) ৩৯৩।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স্। (৫) ৩৯৩।
নাইট্রিক এসিড। (৫) ৫৫১।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ৭৮।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২০০।
পাল্সেটিলা। (৪) ২৭।
প্যারিস কোয়াড্রি। (৪) ২৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ২৪১। (৫) ৫২২, ৫২৩।
ফস্ফরাস্। (৪) ২৩২।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০০, ২০১।
বেলাডনা। (৩) ২৪১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৪১।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৪০।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪—২৭। (৫) ৭৮।
ষ্ট্রামনিয়াম। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।
সাল্ফার। (৩) ২৮, ২৯, ২৪১। (৫) ৪৮।
সিপিয়া। (৪) ২৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (৪) ২৭। (৫) ৩৯৩।

১১। স্মৃতিকোন্মাদ বা পিয়র্পিরাল-মেনিয়া।

একনাইট। (১) ৩৪৮।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৬।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৩৪৭।
বেলাডনা। (১) ৩৪৪, ৩৪৮।
ভেরেট্রাম এল। (১) ২৯৮। (৪) ১৪২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ২৪, ২৫।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ২৯৮, ৩৪৪, ৩৪৮।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৮।

১২। স্মরণশক্তির হানি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।

২। স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস্ ডিরেঞ্জমেণ্ট।

১। আতপাঘাত বা সান্ষ্ট্রোক।

একনাইট। (১) ৩১।
গ্লোনোইন্। (৪) ৭৯।
জেল্সিমিয়াম। (৪) ৭৮, ৭৯।
বেলাডোনা। (৪) ৭৮।

২। খল্লী, খাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস্।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৪।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪২।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।

৩। তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া।

আর্সেনিকাম। (২) ৩৯। (৫) ৩০৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২, ৩৪৩। (৫) ৩০৫।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৮, ৩৬২।
এগারিকাস মাস্ক। (১) ৮২।
এগারিসিন। (৫) ৩৬১, ৩৬২।
এসাফিটিডা। (২) ৪০৭।
ওপিয়াম। (৫) ৫৩০।
ককুলাস ইণ্ড। (৩) ২১৩।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৬।
কুপ্রাম। (৩) ২১৩।
ক্যামমিলা। (২) ৪০৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (১) ৮০। (৩) ২৭৫
ক্রোকাস্। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।

banglabooks.in

চায়না। (৩) ২৭৫।
জিঙ্কাম। (১) ৮২। (৫) ৫৩০।
জিঙ্কাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০।
জিজিয়া। (৫) ৩০৯, ৩১০।
ট্যারেন্টুলা কুবেন্‌স্‌। (২) ৩৪৩। (৫) ৩০৯, ৩১০, ৩৬১।
নাক্‌স ভমিকা। (৩) ২১৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৬।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২৫৬।
ফস্‌ফরাস্‌। (৩) ২৭৫।
বেলাডনা। (১) ৮০, ৮১, ৩০৪।
ভেরেট্রাম ভিরি। (১) ৮১, ৮১, ৩৫৩।
মাইগেল। (৫) ৩১২।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
লরসিরেসাস। (২) ৩৪৩। (৫) ৩১০।
স্কটিলেরিয়া। (২) ৩৪৩।
ষ্টিক্টা। (২) ২৫৬।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৮০, ৮১, ৮২, ৩০৪, ৩৫৩।
সাইকুটা। (৩) ২১৩। (৫) ৩৬২।
সালফার। (১) ৮০। (৩) ২৭৫।
সিড্রন। (৫) ৫৫৮।
সিনা। (২) ৪০৬, ৪০৭।
সিপিয়া। (৫) ৩১০।
সোরিনাম। (৩) ২৭৫।
স্যাণ্টোনাইন। (২) ৪০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৮০, ৮২, ৩৫৩।

৪। তোতলামী বা ষ্ট্যামারিং।

ইগ্নেসিয়া। (১) ২৮১।
বভিষ্টা। (১) ২৮১, ৩০৫।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৮১, ৩০৪, ৩০৫।
স্পাইজিলিয়া। (১) ২৮১।

৫। দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং পেশীদৌর্ব্বল্য।

আর্সেনিকাম। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৪। (৫) ৪৮৯।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৫৬।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৪) ২০৬।
এলাষ্টাস ম্যাণ্ড। (৫) ৪৭০।
ককুলাস ইণ্ডি। (৫) ৪৮৯।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৪। (৪) ১৮০। (৫) ৪৮৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৮। (৪) ১৮০।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যালি ফস্‌। (৫) ১৪৬।
নাক্‌স ভমিকা। (৩) ৬৫।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ১০।
ফস্‌ফরাস। (৩) ১০৮।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৩) ১০৮। (৪) ২০৬।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৮৬।
মিউরিয়েটিক এসিড। (১) ১০। (৪) ১৮০, ১৮১, ১৮৬।
লরসিরেসাস। (৪) ২০৬।
সালফুরিক এসিড। (৪) ১৮৬। (৫) ৫৪৫।
সিঙ্কনা। (৩) ১০৮, ৪৩৫। (৪) ১৯১।
সিলিনিয়াম। (৫) ৪৮৯।
সোরিনাম। (৫) ২০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ১০।

৬। ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস।

ইগ্নেসিয়া। (২) ১৪৭।
একনাইট। (১) ৭৭। (৫) ১৬৬।
এঙ্গাষ্টুরা। (৫) ১৬৬।
কুপ্রাম। (১) ৭৭। (২) ১৪৭।
ক্যাম্ফোরা। (৫) ৪৯৭।
টেবেকাম। (৫) ২৭০।

banglabooks.in

নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৬।
নিকটিনা। (৫) ২৭০।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ২৭০, ৫৪৯, ৫৫০।
ফাইজষ্টিগমা। (৫) ২৪২।
ফাইটলেক্কা। (৫) ৪৯৭।
বেলাডনা। (১) ৬০, ৬১, ৭৭, ৭৮। (৫) ১৬৬।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬।
ম্যাগ্নেনিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯, ৩৫০।
ষ্ট্রিক্মিয়া। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০, ৪৯৭, ৫৫০।
ষ্ট্র্যামনিয়া। (১) ৩০২। (৫) ৩৪৯।
সাইকুটা ভিরোসা। (২) ১৪৭। (৫) ১৬৬, ২৩৪।
হাইড্রসা এসিড। (২) ১৪৭। (৫) ২৭০।
হাইপেরিকাম। (৫) ১৬৬, ৩৫০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩২৮, ৩৫১।

৭। নিউরেস্থিনিয়া বা স্নায়বীয় ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ২০১।
এনাকার্ডিয়াম। (৪) ২৩৮।
এলুমিনা। (৪) ২০১।
কাকা। (৪) ২৩৮।
জিঙ্কাম। (৫) ২০১। (৫) ৫৩১।
জিঙ্কাম পাইক্রেট। (৫) ৫৩১।
জিঙ্কাম ফস। (৫) ৫৩১।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৯৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৬।
ফস্ফরাস। (৪) ২৩৭, ২৩৮।
ফস্ফরিক এসিড। (৪) ২০১।
রাস্টক্স্। (৫) ১৫৭।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৩।
সিপিয়া। (২) ১৯৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭।

৮। নিদ্রাহীনতা বা শ্লিপ্লেস্নেস্ এবং নিদ্রাবিকার।

আর্ণিকা। (৫) ৪৪৯।
ইগ্নেসিয়া। (৩) ৩২০, ৩৩০, ৩৩১।
একনাইট। (১) ৩৫৪।
এভিনা স্যাটিভা। (৫) ৪৪৮।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৪) ৮০।
ওপিয়াম। (২) ৩৩৭, ৩৫৩।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ৩৩৭। (৩) ৩০।
কফিয়া। (১) ৩৫৫। (২) ৩৩৭। (৪) ৫৫১, ৫৫২।
কল্চিকাম। (৩) ৫৯।
কষ্টিকাম। (২) ৩৫৩।
কুপ্রাম। (৩) ২০৫, ২৪১।
কোকা। (৫) ৪৪৮।
ক্যানাবিস্ ইণ্ড। (৫) ৪৪৮, ৪৪৯।
ক্যামমিলা। (২) ৩৫৩, ৩৬৮।
ক্যাম্ফর মনব্রোম। (৫) ৪৪৮।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৩।
জিঙ্কাম। (৩) ২৪১।
জেল্সিমিয়াম। (১) ৩৫৪। (৪) ৭৯। (৫) ৪৪৯।
নাক্স ভমিকা। (১) ৩৫৪। (২) ১০২, ১১৬। (৩) ২৪১।
নাক্স মস্কেটা। (৫) ৫৫৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৮।
পাল্সেটিলা। (২) ১৭২, ১৯৫। (৩) ৩০।
প্যাসিফ্লোরা। (৫) ৪৪৮।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৩।
বেলাডনা। (১) ৩৫৪। (২) ৩৫৩।
ব্রাইওনিয়া। (৪) ৮০।

banglabooks.in

লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৪১।
ল্যাকটুকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (৩) ২৪১।
সাল্‌ফার। (৩) ৭, ৩০।
সিঙ্কোনা। (৩) ৭৬, ৮৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিলিনিয়াম। (৩) ৩০।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৫, ৩৫৪।

৯। নিস্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটালেপ্‌সি।

ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (৫) ৪৪৭।

১০। পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্‌।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৮১।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২।
একোনাইট। (১) ৩৩। (৩) ৩৩৮।
এপিস। (৪) ৩০০।
এলুমিনা। (৪) ২৩৬।
এমনিয়াম ফস্‌। (৫) ৯৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ড্‌। (২) ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৩৩৪।
কলিন্‌সোনিয়া। (২) ৩৪২।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯। (৪) ৩৩৪।
কুপ্রাম মেট। (৫) ৫৪১।
কোনায়াম। (৪) ৮১।
ক্যানাবিস ইণ্ড্‌। (১) ৩৪।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্যাম্মিয়া ল্যাটি। (৩) ৩৩৮।
চাইনি সাল্‌ফ। (৪) ২৩৬।
জিঙ্কাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫২৯, ৫৩১।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮০, ৮১।
ডাল্কামারা। (৩) ৩৩৮, ৪৫৩। (৪) ৩৩৪।
নাক্স ভমিকা। (৪) ৮১, ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫, ২৫৬, ৩৪২। (৪) ৮১, ৩৩৪।
প্লাম্বাম। (৪) ২৩৭। (৫) ৫৩১, ৫৪০, ৫৪১।
ফস্‌ফরাস। (২) ৩৪২। (৪) ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭। (৫) ৫৩১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৫।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৭, ২৩৮।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
রাস্‌টক্‌স। (৩) ৩৩, ৩৩৮, ৪৭০। (৪) ৩৩৩, ৩৩৪। (৫) ৫২৯।
ষ্টেনাম। (২) ৩৪২।
ষ্টাফিসেগ্রিয়া। (১) ৩৪।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৩।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৩, ৩৩৮। (৪) ৩০০, ৩৩৪।
সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৫৩।

১১। পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন।

(চক্ষুরোগ দেখ।)

১২। পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ গলদেশ প্রভৃতির স্থানিক।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮০।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৩।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪১।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯।

banglabooks.in

ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫১, ১৫২।
ক্যালি মিউ। (৩) ৩৩৬।
ক্যাম্ফোরিয়া। (২) ১৪৬। (৩) ৩০, ২৭৪, ৩৩৬, ১১৩। (৪) ২৯৪।
চাইনিনাম আর্স। (৫) ২৩৪।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৪।
প্রুনাস। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৫০।
বাফো রেনা। (২) ১৪৬। (৪) ১১৩। (৫) ২৯৩, ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ৭৮, ৭৯।
ভার্ব্বিনা। (৫) ২১৫।
ষ্টেনাম। (৫) ২৯৪।
। (২) ১৪৬। (৫) ২৩৪।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৭৮, ৮৯, ৩০২।
সাইকুটা ভি। (১) ৩৫২। (৩) ২১২। (৫) ২৬৪, ২৩৫।
সাইলিসিয়া। (২) ১৪৬। (৫) ১১৩। (৫) ২৯৪।
সাল্ফার। (৩) ৩০, ২৭৪।
সিকেলি। (৫) ৩৭২, ৩৭৩।
সরিনাম। (৩) ৩০।
সোলেনাম কেরো। (৫) ২১৫।
হাইড্রসা এসিড। (১) ৭৮, ৭৯, ৮০।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৮, ৭৯, ৩৫১, ৩৫২।
হিপার সাল্ফ। (৩) ৩৩৬।

২৫। মেরুমজ্জা ও তৎসংসৃষ্ট রোগ—প্রদাহ ও দৌর্ব্বল্যাদি।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৪০০।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৩।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
সাল্ফার। (৩) ৩৩।

২৬। মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলত বা সফ্‌নিং

এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২১।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪২। (৪) ২৫
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।
ফস্ফরাস্। (২) ১৪২। (৪) ২৩৫।
বাফো রেনা। (৫) ২৯৪।

২৭। মেরুমজ্জেয় উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪২।
এগারিকাস মাস্ক। (২) ১৪৮। (৫) ৩৬১
ককুলাস ইণ্ড্। (২) ২৫৫। (৫) ৪৮৮ ৪৮৯
কোবাল্ট। (২) ১৪৮, ১৯৭।
ক্যানাবিস্ ইণ্ড্। (২) ১৯৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩২, ১৩৩।
চাইনিনাম সাল্ফ। (৪) ২৩৬। (৫) ৫৩০
জিঙ্কাম। (২) ১৯৭। (৫) ৫৩০।
জিঙ্কাম ভ্যালেরি। (৫) ৫৩০।
জেলসিমিয়াম। (৫) ৭।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্স্। (৫) ১৩৩, ৩১১।
থিরিডিয়ন। (৫) ২৪২।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪৮। (৪) ২৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৫। (৩) ৩৩৬। (৫ ১৬৭।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯৭।
ফসফরাস্। (২) ১৪৮। (৪) ২৩৫, ২৩৬ (৫) ৫৩০।
ফাইজষ্টিগ্মা। (৫) ২৪১, ২৪২।
বেলাডনা। (৫) ৭।
রডডেণ্ড্রন। (২) ১৪৮। (৪) ৩৩৬।

banglabooks.in

লাইকোপডিয়াম। (৪) ২৩৬।
ষ্ট্রিক্‌নিয়া ফস্‌ফরিকা। (৫) ১৩৩, ৩১১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (২) ১৪৮।
সাল্‌ফার। (২) ১৪৮। (৩) ৩২। (৫) ৭।
সিকেলি। (৪) ২৩৬। (৫) ৩৭২, ৪৮৯।
সিপিয়া। (২) ১৯৭। (৫) ১৩৩, ৫০২, ৫৩০।
সিমিসিফুগা। (২) ১৪৮, ২৫৫। (৫) ৭, ১৩৩।

২৮। রাইটার্স ক্র্যাম্প বা লেখকের হস্ত-কম্প।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৫।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৭।

২৯। লোকো-মোটর-এট্যাক্‌সিয়া বা কশেরুকা মজ্জেয় ক্ষয়-রোগ।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪০, ৪৪১। (৫) ৭৯।
ইস্কুলাস হাইপ। (৪) ৪৪১।
এমনিয়াম মিউ। (৪) ৪৪১।
এলুমিনা। (৫) ৭৯।
ক্যালি ব্রোমেটাম। (৫) ১৫২।
ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম। (৪) ১৬৬।
জিঙ্কাম। (৪) ৪৪১।
থুজা। (১) ৩০৪।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৬।
নাক্‌স ভমিকা। (৪) ২৩৭।
পাল্‌সেটিলা। (১) ৩০৪।
পেট্রলিয়াম। (১) ৩০৪।
ব্রাম্বাম। (৫) ৫৪০।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৩৭।
ব্যাপ্টিসিয়া। (১) ৩০৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৪।
সাইলিসিয়া। (৪) ১১৪।
সাল্‌ফার। (৪) ৪৪১।
সিকেলি। (৫) ৭৯, ৩৭২, ৩৭৩।

৩০। শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দ্দিজ শোণিতসঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয়।

আইরিস ভার্স। (২) ২৫৩, ২৯৮। (৩) ৪৩৮। (৫) ৩৯৫, ৩৯৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (১) ৩৮৬। (৪) ৪৩৯, ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫০, ৫১, ৭৮, ২৯৯।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩১৯, ৩৩৫, ৩৪০। (৪) ১১২, ২৭৪, ৪৪০। (৫) ৫৫২।
থুসা সাই। (২) ৩৮৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৫) ৪০৯।
একনাইট। (২) ৩৩৬।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৫, ৬, ২৪৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৮৬, ৩৯৩।
এণ্টিম টার্ট। (২) ৩৮৮। (৩) ৩১, ১৬৯।
এলো। (৫) ১৯৮।
ওমোস্‌মডিয়া। (৪) ৭৮।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ড। (২) ১৯৩। (৪) ৭৮। (৫) ৪৮৮।
কফিয়া। (৪) ৪৪০। (৫) ৫৫২।
কলসিন্থ। (৩) ১৯০, ১৯১।
কষ্টিকাম। (২) ১৪০, ২৫৪।
কার্ব্ব এনি। (২) ১৯৩।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৩৯৮।
কার্ব্বলিক এসিড। (৩) ৩১।

banglabooks.in

কুইনাইন। (১) ৫১।
(চাইনি সাল্‌ফ।)
ক্যানাবিস্ ইণ্ডি। (৫) ৪৮৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৭। (৩) ১৯০।
ক্যালি আইওডেটাম। (৩) ৩৯৯। (৫) ১২৪, ১২৫।
ক্যালি বাইক্রম। (২) ২৫৪। (৩) ৩৯৯, ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৭।
ক্যাক্কেরিয়া ফস্। (৫) ১৮৫।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৪০।
গ্লোনোইন। (১) ৭০। (২) ২৫৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৩।
জিঙ্কাম। (৫) ৫২৯।
জেল্‌সিমিয়াম। (২) ২৫৩, ৩৩৬। (৩) ৩১, ১৭০। (৪) ২৩, ৭৭, ৭৮, ১১২। (৫) ৩৯৬, ৪০০।
টিলিয়া টুিফোলি। (৫) ৪০৯।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৮।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্। (৫) ৩১৫, ৩২৫।
থিরিডিয়ন। (২) ২৯৮, ২৯৯। (৫) ৩১৪, ৩১৫।
থুজা। (৪) ২৭৪, ২৭৫, ৪৪০। (৫) ৫৪২।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ২৫৩, ২৯৭, ২৯৮। (৩) ৩৯৮। (৫) ০৯
নেট্রাম মিউ। (১) ১৪৮। (২) ১৪০ ২২৬, ২৫৩। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১ (৫) ৪০০।
পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।
পালসেটিলা। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮, ২৯৯। (৪) ২৩। (৫) ৩৫৫।
পাইক্রিক এসিড। (৪) ২৩৫।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
প্যারিস কায়ড্রি। (৪) ১১২।
প্রুনাস স্পাই। (৩) ১৯১।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৫।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৩১।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ১৯৯।
ফেরাম মেট। (১) ৭০। (৫) ৫১৩, ৫১৪।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৫) ২৩১।
বেলাডনা। (১) ৫৩, ৬৮, ৬৯, ৭০, ২০৩, ২৯৫। (২) ২৯৮, ৩৩৫। (৩) ৯২। (৫) ৪০০, ৪৭৫, ৫১৪।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৪।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৮, ১৮৬। (২) ১৪০। (৪) ২৩। (৪) ২৪৪।
ভেরেট্রাম এল। (২) ১৯৩, ৩৩৬।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৩, ২৩৪। (৩) ৩১, ১৭০
মার্কুরিয়াস আই। (১) ২৩৪।
মিনিয়াম্থিস। (২) ১৯৩। (৪) ১১২।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্। (৫) ৩৪৯।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৪) ৩৫৪, ৩৫৫।
রেনাকুলাস বাল্বো। (২) ১৯৩। (৫) ১৯।
রেণাকুলাস স্কিলা। (২) ১৯৩।
ল্যাক্ ডিফ্লোরেটাস। (৫) ২৯০।
ল্যাকেসিস। (৫) ২১, ২২।
ল্যাক্টিকা ভিরোসা। (৫) ১০৮।
ষ্টুন্‌সিয়ানা কার্ব্ব। (৪) ১১২।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৯৪।
সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৩) ৪৩৮। (৪) ১১১, ১১২, ৩৭১। (৫) ৩৪৯, ৩৫৫।
সার্সাপ্যারিলা। (৫) ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (৩) ৫, ৩১, ১৭০।
সাল্‌ফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
সিঙ্কনা। (১) ৭০। (৩) ৭৬, ৯২। (৪) ২৩।
সিডন। (৩) ১৯০।

banglabooks.in

সিনা। (২) ৪০৫, ৪০৬।
সিপিয়া। (২) ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯। (৩) ৩৯৯। (৫) ৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪০।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৬, ৪৩৭। (৪) ৩৭১।
স্পাইজিলিয়া। (২) ১৯৩। (৩) ১৯০। (৪) ২৭৫। (৫) ৪০০।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২৯৮, ৩৩৬। (৪) ৭৮। (৫) ৩৪৯, ৪০০, ৪৭৪, ৪৭৫।
হাইড্রফবিনাম। (৫) ৩৪১।

৩১। শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা মেগ্রিম।

আইরিস ভার্স। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৫, ৩৯৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৩৯, ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৭৮, ২৯৯।
ইথুসা সাই। (২) ৩৮৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮। (৪) ৪০৯।
কফিয়া। (৫) ৫৫২।
থিরিডিয়ন। (২) ২৯৭।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪৫, ২৯৭।
পাল্সেটিলা। (২) ১৯২, ১৯৩, ২৯৮।
প্ল্যাটিনাম। (১) ৭১।
বেলাডনা। (২) ৬৯, ৭০, ৭১। (২) ২৯৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ৭১, ২৩৩।
সাইলিসিয়া। (১) ৭১।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (১) ৭০, ৭১। (২) ২৯৮। (৫) ৩৪৯।
সিপিয়া। (১) ৭১। (২) ২৯৭, ২৯৮, (৫) ৬।
হিপার সালফ্। (১) ৭১।

৩২। শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে উপশম।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৫। (৪) ১১২। (৫) ৪৭৫।
একনাইট। (২) ৩৩৬।
জেল্সিমিয়াম। (২) ৩৩৬। (৪) ৭৮, ১১২। (৫) ৪৭৫।
বেলাডনা। (২) ৩৩৫।
ভেরেট্রাম এল্। (২) ৩৩৬।
সাইলিসিয়া। (২) ৩৩৬। (৪) ১১২।
সালফুরিক এসিড। (২) ৩৩৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (২) ৩৩৬। (৫) ৪৭৫।

৩৩। শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক।

আইরিস ভার্স। (২) ২৯৮। (৫) ৩৯৬।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
থিরিডিয়ন। (৫) ৩১৪, ৩১৫।
পলিনিয়া। (৫) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৯৭।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৪) ৪৪৭, ৪৭৮।

৩৪। শিরঃশূলসংস্রবে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব।

আইরিস ভার্স। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১। (৫) ৩৯৬।
ক্যালি বাই। (৩) ৪৩৮। (৪) ৭৮, ৩৭১।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
জেল্সিমিয়াম। (৩) ১৭০। (৪) ৭৮। (৫) ৩৯৬।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।
সিলিকন। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৮১।
সোরিনাম। (৩) ৪৩৮। (৪) ৩৭১।

banglabooks.in

৩৫। শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো।

আইওডিয়াম্। (৫) ২২৬।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৩৩৩।
এথ্রাক্রিসিয়া। (৫) ২২৬, ৩২২।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৪।
ককুলাস ইণ্ডি। (৪) ২৩৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৫। (৪) ৩৩২, ৩৩৩।
কোনায়াম। (৫) ২২৬।
চাইনিনাম সাল্ফ। (৪) ৩৩৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৬।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৩৩৩।
থিরিডিয়ন। (৪) ৩৩৩। (৫) ৩১৫।
নাক্স্ ভমিকা। (৪) ২৩৪।
নেট্রাম স্যালিসিলিকাম। (৪) ৩৩৩।
পালসেটিলা। (৪) ২৩৪।
ফসফরাস। (৪) ২৩৩, ২৩৪।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (১) ৫৩।
ব্রায়নিয়া। (৪) ২৩৪।
রাসটক্স্। (৪) ৩৩২।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ২৮৬।
সিঙ্কনা। (৪) ২৩৪।
স্যাম্বুনেরিয়া। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৩৬। শিরোলুণ্ঠন বা রোলিং অব দি হেড।

বেলাডনা। (১) ৮৪, ১৩৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮।

৩৭। সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস এজিট্যান্স্।

কুপ্রাম। (৫) ৫৪১।
জ্যাবাস। (৫) ৫৪১।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৪, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১। (৫) ৫৪১।
হায়সায়ামাস। (৫) ৫৪১।

৩৮। সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।

আর্ণিকা। (৩) ১২৫, ১২৬।
একনাইট। (৩) ১২৬।
এপিস। (৩) ৩৭০।
ওপিয়াম। (১) ৭৩। (২) ১৪২, ৩০০, (৩) ১২৬, ৩৬৯, ৩৭০।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৭।
গ্লোনোইন। (৩) ১২৬।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৪১, ১৪২, ৩০০। (৩) ৩৭০।
প্রুনাস স্পাই। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
বেলাডনা। (১) ৭২, ৭৩, ২৩৪। (৩) ১২৬, ৩৭০।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ৩৩৯। (৫) ১৭৪।
মার্কুরিয়াস। (১) ২৩৫।
সিপিয়া। (২) ১৪২, ২৯৯, ৩০০। (৩) ৩৭০।
হেলিবোরাস। (৫) ৩৮।

৩৯। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভালশন (বিবিধ প্রকার)।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৮।
ইণ্ডিগো। (২) ৩৪৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮।
এথ্সিম্বিয়াম। (৫) ১০৫।
ওপিয়াম। (১) ২৭৯। (২) ৩৩৯, ৩৫২। (৩) ৩৭১, ৩৭২।
কুপ্রাম। (১) ৩০৩। (২) ৩৩৯। (৩) ২২০। (৫) ৫৪২।

banglabooks.in

ক্যাম্থারিস। (১) ২৭৯।
ক্যামমিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯। ৩৫২, ৩৬৮, ৩৭০।
ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যাল্কে কার্ব্ব। (৬) ২৭৫।
গোনোইন। (২) ৩৩৯।
জিঙ্কাম। (১) ৩০৩, ৩০৪।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৮৮।
নাক্স ভমিকা। (১) ২৭৯। (২) ১০৩, ৩৫২।
পডফিলাম। ৩৮৭।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (১) ৪৫, ৬১, ৩৬, ১০৪, ১০৬, ২৭৯, ৩০৩, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯। (৩) ২৭৫।
ভেরেট্রাম এল। (২) ৩৩৯।
মেলিলোটাস। (৫) ২৪৪।
ষ্ট্রেনাম। (২) ৪০৬।
ষ্ট্রীকনিয়া। (২) ১০৩।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ২৭৯, ৩০২, ৩০৩, ৩২৬। (২) ৩৩৮।
সাইকুটা। (৪) ২৭৯। (২) ৪০৬। (৫) ২৩৫।
সিকেলি। (৫) ৩৭২।
সিনা। (২) ৪০৬।
হাইড্রুফবিনাম। (৫) ৩৪১।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭, ২৭৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৬, ৩৫১। (২) ৩৩৮, ৩৩৯।

৪০। সাইয়াটীকা বা গৃধ্রসী।

আর্ণিকা। (৫) ৩৩৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৭৮, ৩৬৮। (৩) ১৯২।
ইউপেটোরিয়াম পার্প্। (৫) ১১৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।
এলো। (৩) ১৯৩।
কফিয়া। (৫) ৫৫২।
কলসিন্থ। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯১, ১৯২, ১৯৩। (৫) ১০৭।
কলচিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ১২৫।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩।
ক্যালি আইওডেটাম। (৫) ১২৫।
ক্যালি ফসফরিকাম। (২) ২৫৪।
ক্যালি বাই। (৪) ১২৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ১৯৭।
জেলসিমিয়াম। (২) ৩৬৮।
টেরাপাইনি। (৩) ১৯৩।
টেরিবিন্থ। (৩) ১৯৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৪৮। (৩) ১৯৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৪।
ন্যাফালিয়াম। (২) ৩৬৮। (৩) ১৯৩। (৫) ১০৭।
পালসেটিলা। (২) ১৯৬।
ফস্ফরাস্। (২) ২৫৪।
ফাইটলেক্কা। (২) ১২৫।
ফেরাম। (২) ১৯৭।
বেলাডনা। (১) ৭৫। (২) ১৯৭।
ব্রায়নিয়া। (৪) ৩০৫।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ১৯৩।
মাকুরিয়াস। (২) ১৯৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (২) ২৫৪।
রাস্টক্স্। (৫) ৩৩৪।
রুটা গ্র্যাভি। (৪) ৩৬৫।
লিডাম। (৪) ৩৩৫।
লিলিফিয়াম। (৫) ৪৩২।
সাইলিসিয়া। (২) ২৫৪।
সালফার। (২) ১৯৭, ২৫৪। (৩) ৩৩।

banglabooks.in

সিপিয়া। (২) ১৯৭।
হিপার সাল্‌ফ্‌। (১) ১৮৫।

৪১। স্নায়বীয় আঘাত বা শক্‌।

আর্ণিকা। (৫) ৪০।
একনাইট। (১) ২২।
হেলিবোরাস। (৫) ৪০।

৪২। স্নায়বীয় রোগ।

ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৩।
এসাস স্পাইনোসা। (৫) ৫৪৯, ৫৫০।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৩) ৪৫৩।

৪৩। স্নায়ু-শূল বা নিউরেল্‌জিয়া।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্জেণ্টোম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১, ৫২। (৩) ৩৩, ৯৩।
একনাইটাম। (১) ৩৩, ৭৫।
এফ্‌টিয়া রেসি। (৫) ৮।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৩।
এলিয়াম সেপা। (৫) ৩৫০।
কলকাইলাস। (৫) ৩৮৪।
ফলসিস্থ। (৩) ১৯১।
কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫। (৫) ৪০১।
কুপ্রাম আর্স। (৩) ২১৩।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৩।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭।
ক্যাপ্‌সিকাম। (২) ৫২।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৮।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
ক্যাম্ফেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৭৫।
ক্যাম্ফিরা ম্যাটি। (৫) ২৫২, ৪১৭, ৪১৮।
চাইনি সাল্‌ফ্‌। (২) ৫২।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কাম। (৬) ৫৩২, ৫৩৬।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
ডলিকস্‌। (৫) ২৩৯।
নাক্স ভমিকা। (৩) ১৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ৫২, ২৫৪
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৬।
প্ল্যাটিনাম। (৪) ৫২৩, ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ৭৫, ১৬১, ২৪০। (৩) ৯৩।
ব্যারাইটা এসেটিকা। (৫) ১৭৯।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২, ৪১৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ২১৯, ২৪০। (৫) ৫২৩।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্‌। (৫) ৩৫০, ৩৫১।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৩) ১৯১।
রেণাঙ্কুলাস বাল্বো। (৫) ১৯১।
ষ্টেনাম। (৩) ১৯১। (৫) ৫২৩।
সাইলিসিয়া। (১) ১৬১।
সালফার। (১) ১৬১। (২) ৫২। (৩) ৩৩।
সিঙ্কনা। (৫) ৫২। (৩) ৯৩।
সিডন। (২) ৫২। (৩) ৯৩। (৫) ৫৫৮।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (১) ৯৬। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হাইপেরিকাম। (৫) ৩৫০।
হিপার সালফ্‌। (১) ১৬১।

৪৪। স্নায়ু-শূল, মুখমণ্ডলের বা প্রোসোপ্যাল্‌জিয়া, ফেসিয়াম নিউরেল্‌জিয়া।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪০।
আর্সেনিকাম। (২) ৫১।

banglabooks.in

কল্‌চিকাম। (৩) ৬৫।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৭৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩২, ৫৩৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮১।
টেবেকাম। (৫) ২৭১।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৯৬।
ভার্বেকাম। (৫) ২৫২।
ল্যাকেসিস। (৪) ২২।
সাল্‌ফার। (৩) ৩৩।
স্পাইজিলিয়া। (৩) ৬৫। (৫) ৪০০, ৪০১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৬১।

১২। মূত্র ও মূত্র-যন্ত্র-রোগ।

১। অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব বা ইন্‌ভলাণ্টারি ইউরিনেশন এবং ইমকণ্টিনেন্‌স্ অব ইউরিণ।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
আর্সেনিকাম (১) ৩৫৪।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩৫৪।
কষ্টিকাম। (১) ৩৫৪। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
জিঙ্কাম। (৩) ৩৪২।
নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
নাইট্রিক মিউ। (২) ২২৭। (৩) ৩৪২।
পাল্‌সেটিলা। ২০৯।
পেট্রসিলিয়াম। (৫) ২৩১।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২। আক্ষেপিক মূত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন।

নাক্‌স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
ষ্ট্রামনিয়াম। (১) ৩০৫।

৩। ইউরিমিয়া বা মূত্র-বিষ-ক্রিয়া।

আর্ণিকা। (৫) ৮৯।
এণ্টিম টার্ট। (৫) ৮৯।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৮, ৮৯।
এরামাটি। (৫) ৪৬৮।

৪। এলবুমিনুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লালা-মেহ।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭। (৫) ৫৪৫।
আর্সেনিক। (২) ৮৪, ৮৫।
ইউপে পার্পু। (৫) ১১৮।
এপিস। (২) ৩১৩। (৪) ৩০৭।
ক্যাম্ফারিস। (৩) ৩১২।
ক্যাম্ফরা। (৩) ৩১২।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৯।
ক্যালি নাই। (৩) ৩১৩।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
পাল্‌সেটিলা। (৫) ১৫৭।
ফর্ম্মিকা রুফা। (৫) ৩০৭।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫২।
ল্যাক্ ডিফ্লো। (৫) ২৯২।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৭১।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭।

৫। কিড্‌নি বা বৃক্কক রোগ

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
আর্সেনিকাম। (৯) ৩৯৫।
এণ্ডনিস ভার্ণালিস। (৫) ১৭।

banglabooks.in

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ২০২।
এপিস। (৪) ৩০৭।
কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজাস। (৫) ২০২।
গ্লোনোইন। (৪) ৩৯৫।
ডিজিট্যালিস্‌। (৪) ৩৯৫।
মেডুসা। (৫) ৩০১।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

৬। কিড্‌নি বা বৃক্কের দানাযুক্ত ক্ষয় বা গ্র্যানুলার ডিজেনারেশন।

অরাম। (৪) ৪৬৬, ৪৬৭।
ক্যালি আইওডি। (৫) ১২৭।
ডিজিট্যালিস্‌। (৪) ৩৯৫।
গ্লাম্বাম। (৪) ৪৬৭।

৭। কিডনি বা বৃক্কের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা বসাশকৃষ্টতা।

অরাম। (৪) ৪৬৬।

৮। নেফ্রাইটিস্‌ বা বৃক্কক প্রদাহ।

আর্সেনিকাম্‌। (২) ৮৪। (৫) ৫৪২।
ইউপেটোরিয়াম পার্পু। (৫) ১১৭, ১১৮।
ক্যান্থারিস্‌। (৩) ৩১২।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
গ্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫২।
ফেরাম আইওডি। (৫) ৫১৬।
মার্ক সল। (৩) ৩১২। (৫) ৫৪২।

৯। নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্কক-শূল।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৬।
নাইট্রিক্‌ এসিড। (৪) ৪৪৬।
লাইকপডিয়াম। (৫) ৪৮৩।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

১০। বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্‌ মেলিটাস্‌; মূত্র-মেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস ইন্‌সিপিডাস্‌।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
আর্সেনিকাম। (৪) ২৫৪।
কষ্টিকাম। (৪) ২০৪।
ক্যালি নাইট্রিক। (৫) ১৪১, ১৪২।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৯৮।
নেট্রাম সাল্‌ফ। (৪) ২৫৪।
গ্লাম্বাম। (৪) ২০৪।
ফস্‌ফরাস্‌। (৪) ২৫৪।
ফস্‌ফরিক এসিড। (৪) ২০৩ ২০৪।
বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
ভ্যালেরিয়ানা। (৫) ২৯৬।
মিউরেক্‌স। (৫) ২৯৬, ২৯৮।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস্‌। (৫) ৩৫২।
ল্যাক্‌ ডিক্লো। (৫) ২৯০, ২৯১, ২৯২।
ষ্ট্রোফ্যান্থাস। (৪) ২০৪।
সিলা। (৪) ২০৪। (৫) ২১০।

১১। মূত্রকৃচ্ছ্র বা ডাইসুরিয়া।

আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৮।
এপসাইনাম ক্যানা। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ক্যান্থারিস। (৪) ৩০৮।
ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪৫।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।

banglabooks.in

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১
ভাইবার্ণম। (৫) ৪৩৬।
ষ্টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।

১২। মূত্র-নালীর প্রতিশ্যায়, (ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাট্যার এণ্ড ইনফ্লামেশন অব দি ইউরিথ্রা।

ইরিজিয়াম। (৫) ২১৬।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ডরিফোরা। (৫) ৩০৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬, ৩৯৭।
সাল্‌ফার। (৪) ৩৯৭
হায়সায়ামাস। (৫) ৩০৭।

১৩। মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব।

সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

১৪। মূত্র-পথে বেদনাদি কষ্ট।

ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৪১, ২৫২।
সার্সাপেরিলা। (২) ২২৭। (৩) ২৫২।

১৫। মূত্র-যন্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ইউরিনারি অর্গ্যান্‌স্।

এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।
ওপিয়াম। (২) ১৬১।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৪৩।
কুপ্রাম। (৩) ২৫৩।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩।
জিঙ্কাম। (৩) ২৫৩, ৩৪২।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
নেট্রাম মিউ। (৩) ২২৫, ৩৪২।
ফেরাম ফস। (৩) ৩৪৩।
বার্বেরিস। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৫৩।
মার্ক সল। (১) ১৯৬।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৫১, ২৫২, ২৫৩।
ল্যাকেসিস। (৩) ২৫২। (৪) ৫১, ৫২।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ২৫৩।
সার্সাপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (৩) ২৫১, ২৫২।
সিলা। (৩) ৩৪২।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪।

১৬। মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোন্‌স্, গ্র্যাভেল্‌স্ এবং কাল্কুলাই।

ইউপেটোরিয়াম পার্পু। (৫) ১১৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৩।
কোকাস ক্যাক্টাই। (৩) ২৫৩। (৫) ৩৮০।
ক্যাম্ফারিস। (৩) ৩১৩।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৩) ৩৪৩।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
প্যারা ব্রাভা। (৫) ৩৮০।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৩৮০।
বার্বেরিস ভল্‌গা। (৫) ৩৭৯, ৩৮০।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ২৫১। (৫) ৪৮৩।
ষ্টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।
সার্সাপেরিলা। (৩) ২৫২। (৫) ৪৮৩।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১, ২৫২।

banglabooks.in

১৭। মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক।

টেবেকাম। (৫) ২৭১।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১।
ষ্টিগ্ মেটা। (৫) ৪৫৭।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।

১৮। মূত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের উত্তেজনা বা ইরিটেশন।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৯।

১৯। মূত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা।

আর্ণিকা। (১) ৩১৪।
ওপিয়াম। (১) ৩১৪।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৩৮, ৩৪২।
নাক্স্ ভমিকা। (৪) ৮১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৫৫, ১৮৬।

২০। মূত্র-স্থালী-প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস্।

ইউপেটরিয়াম পার্পু। (৫) ১১৭, ১১৮।
কোনায়াম। (৫) ২২৮।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
ডাকামারা। (৩) ৪৫৬।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৬।
বেলাডনা। (১) ১০৪।
লাইকোপডিয়াম। (৪) ৩৯৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫১।
ষ্টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।

২১। মূত্র-স্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ্ ফ্রম্ দি ব্ল্যাডার।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।

২২। মূত্রাঘাত বা সাপ্রেশন অব ইউরিন।

আর্সেনিকাম। (৪) ৩০৮।
একনাইটাম। (১) ৪৫।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৮।
এপিস। (৪) ৩০৮।
ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।
ক্যান্থারিস। (১) ৩০৬। (৩) ৩১৩। (৪) ৩০৮।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
জিল্সিবেরিস। (৩) ৩৭৮।
টেরিবিন্থ। (৫) ৫৫৫।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৩৭৮।
ষ্ট্রামোনিয়াম। (৫) ৪৪২।
বেলাডনা (১) ৪৫, ৩০৫।
লাইকোপডিয়াম। (৩) ৩৭৮।
ষ্টিগ্‌মেটা। (৫) ৪৫৭।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩০৫। (৩) ৩৭৮।

২৩। মূত্রাল্পতাজনিত শোথ বা ড্রপসি।

আর্সেনিক। (৫) ৪৫৩।
এপসাইনাম ক্যানা। (৫) ৪৫৩।
এপিস। (৫) ৪৫৩।

২৪। মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন।

আর্ণিকা। (৩) ১১৩।
এপিস। (৪) ৩০৮।

banglabooks.in

ওপিয়াম। (১) ৩০৫। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।
ক্যাম্ফরা। (৫) ৪৪৫।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬১। (৩) ৩৭৮।
ষ্টিগমেটা। (৫) ৪৫৭।
হায়সায়ামাস। (১) ৩১৪, ৩৫৩।

২৫। মূত্রের ঘ্রাণ ও বর্ণের বিকার।

আর্ণিকা। (৪) ৫২।
আর্সেনিকাম। (৪) ৫২।
ইণ্ডিয়াম। (২) ২৭৩।
এপিস। (৪) ৫২।
ওপিয়াম। (৪) ৫২।
কলচিকাম। (৪) ৫২।
কার্ব্ব ভেজ। (৪) ৫২।
কার্ব্বলিক এসিড। (৪) ৫২।
ক্যালি কার্ব্বনিকাম। (৪) ৫২।
টেরিবিন্থ। (৪) ৫২।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৫২।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৫২।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২। (৪) ৫২।
বেঞ্জোয়েট অব এমন। (৪) ৫২।
লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫২
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩০৬, ৩১০।
হেলিবোরাস। (৪) ৫২।

২৬। মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট।

কোকাস ক্যাক্টাই। (৫) ৩৮০।
ডিজিট্যালিস। (৩) ২৫৩।
নেট্রাম মিউ। (৩) ২৫২।
বেঞ্জোইক এসিড। (৩) ২৫২।
লাইকোপডিয়াম। (২) ৩০৬। (৩) ২৫১।
সার্সাপ্যারিলা। (৩) ২৫২।
সিনা। (২) ৩৯৬।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১০। (৩) ২৫১।

২৭। লিথিয়িয়া।

বার্ব্বেরিস ভলগা। (৫) ৩৮০, ৩৮১।

২৮। শয্যা-প্রস্রাব, রজনী-প্রস্রাব বা ওয়েটিং দি বেড।

কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৪।
ক্রিয়োজোট। (২) ২৮৪। (৫) ৫৩৬।
পালসেটিলা। (২) ২০৯।
বেলাডনা। (১) ১০৫। (৩) ২৮৪।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫২।
সিনা। (২) ৪১০।
সিপিয়া। (২) ২০৯, ২৭৩। (৩) ২৫২।
হিপার সাল্ফ। (১) ১৮৬।

২৯। হিমেটুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্ত-প্রস্রাব।

ইপিক্যাক। (২) ৩৯৩।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
ক্যান্থারিস। (৩) ৩১৩।
ক্যালি ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৯।
ক্রোটেলাস। (৪) ৫২।
ল্যাকেসিস্। (৪) ৫১, ৫২।
সার্সাপেরিলা। (৫) ৪৮৩।

banglabooks.in

১৩। শিশু-রোগ।

১। অফথ্যাল্‌মিয়া নিয়োনেটোরাম।

(চক্ষুরোগ দেখ)।

২। নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ।

(শ্বাসযন্ত্ররোগ দেখ)।

৩। বিবিধ শিশুরোগ।

আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
ইউফর্ব্বিয়া কর। (৫) ৪৩০।
ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৪৭।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৮, ৩৯২।
এবসিন্থিয়াম। (৫) ১০৫।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
ওলিয়েণ্ডার। (৫) ৪৫৫।
কষ্টিকাম। (৫) ১৭৫।
ক্যালি ক্লোরি। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
ক্যাক্কেরিয়া আই। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৮৯।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৫) ১৫২, ১৮৭।
চিমাফিলা। (৫) ৪১৫।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ১০৪।
ডলিকস। (৫) ৩০৭।
পডফিলাম। (৫) ৩৮৯।
ফসফরিক এসিড। (৫) ৩৮৯।
ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৫।

৪। শিশু-আক্ষেপ বা কন-ভালশন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭১, ৩৭২।
কুপ্রাম। (১) ৩৩৯।
ক্যামমিলা। (১) ৭৬, ৭৭। (২) ৩৩৯, ৩৬৮, ৩৭০।
বেলাডনা। (১) ৭৬।
ষ্টেনাম। (২) ৪০৬।
সাইকুটা। (২) ৪০৬।
সিনা। (২) ৪০৬।
স্ট্রাণ্টনাইন। (২) ৪০৬।
হায়সায়ামাস। (১) ৭৬, ৭৭

৫। শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

(পরিপাকযন্ত্রাদির রোগে কোষ্ঠবদ্ধ দেখ)।

৬। শিশুর সবিরাম জ্বর।

আসেনিকাম। (২) ৮৩। (৪) ৯১।
জেলসিমিয়াম। (৪) ৯১।
সিনা। (২) ৪১০।

৭। শিশু-ক্ষয়-রোগ।

আইওডিয়াম। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।
আর্জেণ্টাম নাই। (২) ৯২। (৫) ১০৪।
আর্সেনিকাম। (২) ৯২।
এব্রটেনাম। (৫) ১০৪।
এমন মিউ। (৫) ১০৪।
এসেটিক এসিড। (৫) ১০৪।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (২) ২৬৫। (৩) ৪৮।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৫) ১৮৭।
চায়না। (২) ৯২।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ১০৪।
থুজা। (৪) ২৭৯।
নাক্স্ ভমিকা। (২) ৯২।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫। (৫) ৫৮, ১০৪, ৪৮৩।
ফসফরাস। (৩) ৪৮।

banglabooks.in

ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৫) ১৭৮।
মাকুরিয়াস। (৫) ৩৪৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৭।
লাইকোপডিয়াম। (৫) ১০৪।
সার্সাপেরিলা। (৫) ১০৪, ৪৮৩।
সাল্‌ফার। (২) ৯২। (৩) ৪৮, ৪৪১।
সোরিনাম। (৩) ৪৪১। (৫) ১০৪।
স্থানিকুলা। (৫) ১০৪।
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১৮৫।

১৪। স্ত্রীরোগ বা ডিজিজেজ অব দি উইমেন—স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ এবং গর্ভিণী, প্রসব ও প্রসবান্ত রোগ।

১। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়রোগ।

১। অণ্ডাধাররোগ বা ডিজিজেজ অব দি ওভারিজ্‌।

আর্জেণ্টাম মেট। (৪) ৫৮। (৫) ৫০৬।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
এপিস। (৪) ৩০৯।
এমনিয়াম্‌ মিউ। (৫) ৯৫।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬। (৪) ২৭৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৫৮, ৪১৮।
জিঙ্কাম। (৪) ৫৮। (৫) ৫৩৩।
ষ্ট্রাজা। (৪) ৫৮।
পডফাইলাম। (৪) ২৭৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
বভিষ্টা। (৩) ১৯৬। (৪) ৩০৯।
মাকুরিয়াস। (৪) ৩০৯।
ল্যাকেসিস। (৩) ৫৮, ৩০৯।

২। অণ্ডাধার-শূল বা ওভারেল্‌জিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৯, ১০।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
ভাইবার্ণাম। (৫) ৪৩৬।
মাকুরিয়াস কর। (৪) ৩০৯।
মিউরেকস্‌। (৫) ২৯৭।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৮।
সিপিয়া। (৫) ২০৮।

৩। অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা ওভেরিয়ান টিউমার।

এপিস। (৪) ৩০৯।
কলসিন্থ। (৩) ১৯৬।
জিঙ্কাম। (৪) ৫৮।
বভিষ্টা। (৩) ১৯৬। (৪) ৩০৯।
মাকুরিয়াস। (৪) ৩০৯।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৮, ৩০৯।

৪। অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আইওডিয়াম। (১) ১০৭। (৪) ২৭৯।
আর্জেণ্টাম নাই। (১) ১০৭।
আর্সেনিকাম। (৪) ২৭৮।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ৯, ১০।
এপিস। (১) ১০৭। (৪) ৩০৯।
কলসিন্থ। (১) ১০৭। (৩) ১৯৬। (৪) ২৭৮।

banglabooks.in

গ্র্যাফাইটিস। (১) ১০৭।
জিঙ্কাম। (১) ১০৭। (৪) ৫৮।
ট্যারেণ্টুলা কুবেন্‌স্‌। (৫) ৩১১।
থুজা। (১) ১০৭।
ন্যাজা। (১) ১০৭।
পডফাইলাম। (১) ১০৭। (৫) ২৭৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৮।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মার্কুরিয়াস্‌। (৪) ৩০৯।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ল্যাকেসিস। (৫) ৫৮, ৩০৯।
হেমামেলিস। (৪) ২৭৮, ২৭৯।

৫। অনুকল্প ঋতুস্রাব বা ভাইকেরিয়াস মেনষ্ট্রুয়েশন।

অষ্টিলেগো। (২) ২১৩।
ক্যাম্থারিস্‌। (৩) ৩৩২।
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। (৫) ৪৬৬।
ফস্‌ফরাস্‌। (১) ১৪৯। (২) ২১৩। (৪) ২৫০, ২৫৩।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ২১৩, ৩০৪। (৪) ২৫৩।
মিলিফোলিয়াম। (২) ২১৩।
সিনিসিয়ো অরি। (২) ২১৩। (৫) ১১২।
হেমামেলিস। (২) ২১৩।

৬। আর্ত্তবাভাব, রজোলোপ এবং আর্ত্তবাঘাত বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেস্‌ড মেনসেস্‌।

আয়ডিয়াম। (৩) ৪৫৭।
একনাইটাম। (২) ২৬৪। (৩) ২৮৭।
এক্টিয়া স্পাই। (৩) ২৮৭।
এপিস। (৪) ৩০৮।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ওপিয়াম। (৩) ২৯৮, ৩৯৪।
ককুলাস ইণ্ডি। (২) ২০৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৩) ৪৫৭। (৫) ২৯১।
ক্যাম্থারিস। (২) ২৬৪।
ক্যাষ্টরিয়াম। (৫) ২৭৯।
ক্যাম্ফেরিয়া। (২) ২০৮। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ৩০৫। (৪) ৪১৮।
গ্লোনোইন। (৩) ২৯৮।
জেলসিমিয়াম। (৩) ২৯৮। (৪) ৮৭।
ডাফ্‌নাায়া। (২) ২০৭। (৩) ৪৭৩, ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৫৭, ২৬৪। (৩) ৪৫৭।
পালসেটিলা। (২) ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২৬৪, ৩০৪। (৩) ৪৭, ৪৮, ৪৫৭, ৪৭৩। (৪) ৪১৮।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (২) ৩০৫। (৩) ৪৫৭। (৪) ২৫৩। (৫) ২৯১।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬।
ফেরাম মেট। (৫) ৫১৪।
বেলাডনা। (৩) ২৯৮, ৪৫৭।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯। (২) ৩০৪।
ভেরেট্রাম এল। (৩) ২৯৮। (৪) ১৪৯।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৯৮।
ল্যাক্‌ ডিফ্লো। (৫) ২৯১।
সাইক্লেমেন। (২) ২০৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌ফার। (২) ২০৭। (৩) ৬, ৪৭, ৪৫৭।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১১, ১১২।
সিপিয়া। (২) ২৬৭, ৩০৪, ৩০৫।
সিমিসিফুগা। (২) ২৬৪।

banglabooks.in

৭। ঋতুরোগ অথবা স্বল্পঋতু।

আয়ডিন। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাল্‌কামারা। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পালসেটিলা। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৫৭।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৫৭।

৮। ঋতু সন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্লাইম্যাক্টারিক পিরিয়ড্‌ এবং ক্লাইম্যাক্টারিক ডিজিজেজ্‌।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একনাইটাম। (৪) ৫৭।
এমিল নাইট্রাস। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৮।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ক্যালাডিয়াম। (৪) ৫৭।
গ্লোনোইন। (৪) ৫৭।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
টুবাকুলিনাম। (২) ২৭৪।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৪১৮।
ভেরেট্রাম ভিরি। (৪) ৫৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ল্যাকেসিস। (২) ২৭৪। (৪) ৫৬, ৫৭। (৫) ৩৬৭, ৪৭৮।
ট্রনসিরানা কার্ব্ব। (৪) ৫৭।
সাল্‌ফার। (২) ২৭৪।
সিপিয়া। (২) ২৭৪, ৩০৯, ৩১১।
স্ট্যাফাইসেগ্রিয়া। (২) ২৭৪। (৪) ৫৭। (৫) ৪৭৭, ৪৭৮।

৯। ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা।

এলুমিনা। (৩) ২৯০। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২২৯।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
ক্যাক্কেরিয়া। (৩) ২৯০। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৩) ১১৩, ২৯০। (৫) ১৮৬, ৫১৫।
গ্র্যাফাইটিস। (২) ২০৯, ২১০। (৪) ৪১৯।
নাক্‌স্‌ ভমিকা। (৩) ২৯০।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২০৯, ২১০।
প্লাম্বাম। (৩) ২৯০। (৫) ১৮৭।
ফেরাম। (৪) ৪১৬।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৪।
সিঙ্কনা। (৪) ৪১৬।
সিনিসিও অরি। (৫) ১১২।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৯, ১৬০।

১০। জরায়ু মুখ ও গ্রীবা বা অস্‌ ও সার্ভিক্‌স্‌ ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত।

আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৭।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
ডেম্পা। (৫) ৩০৭।
সিপিয়া। (২) ৩১২। (৫) ২৯৭।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।

banglabooks.in

১১। জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্ত্তন ও বক্রতা বা ভার্শন ও ফ্লেক্‌শন।

একটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোট। (৫) ৫৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৬১৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নেট্রাম মিউ। (৫) ১৫৯।
পালসেটিলা। (৪) ৪১৯।
ফস্‌ফরাস। (৫) ৪২৫।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫৯, ২০৬, ২০৭।
সিকেলি। (৫) ৩৬৫।
সিপিয়া। (২) ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫৯।
হেলোনিয়াস। (৪) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৪।

১২। জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ্ ফ্রম দি ইউটারাস্।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।
আর্সেনিকাম। (৩) ৪১১।
অষ্টিলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (৩) ৯৭, ৪১২।
ইরিজিরন। (৩) ৯৭।
একনাইটাম। (৩) ৯৭।
ওপিয়াম। (৫) ৪২৪।
কার্ব্ব ভেজ। ৩৯৭, ৪১১, ৪১২।
ক্যালি ফেরি-সায়া। (৫) ১৪৬।
ক্রোকাস। (৫) ২৬১।
টিলিয়াম। (৩) ৯৭। (৫) ২৬১, ৫৪৩।
থ্যাস্পিবার্সা। (৫) ৩৬৬।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৩৬৬।
ফস্‌ফরাস। (৫) ৪২৪।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (৩) ৯৭।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪২৪।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ৯৭।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
সাইক্লেমেন। (৩) ৯৭।
সিকেলি। (৩) ৯৭। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ৯৬—ঘ, ৪১১।
সিনামন। (৪) ৪৪৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯।
হেমামেলিস। (৩) ৯৭। (৪) ৩৬৫, ৪৬৫।

১৩। জরায়ুর যাব-ইন্‌ভলিউশন, ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৭।
আর্জেন্টাম। (৪) ৪৪৭।
ক্যাল্কেরিয়া আই। (৫) ১৯০।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২৯৭, ২৯৮।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ২৮৭।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ২৯৭, ৫২৫।
বেলিস। (৫) ১৫৯।
ব্রোমিয়াম। (৫) ২৮৭।
মিউরেকস্। (৫) ২৯৬, ২৯৭।

banglabooks.in

লাইকপডিয়াম। (৫) ২৮৭।
লিলিয়াম টাই। (৫) ১৫৯, ২০ ২৯৭।
ল্যাক কেনিনাম। (৫) ২৮৭।
সিপিয়া। (৫) ১৫৯, ২৯৭, ২৯৮।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ২৮৭, ৪৭৮।
স্যাবাইনা। (৫) ২৬০।

১৪। জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ক্যান্‌সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ।

সগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮।
ক্যাম্থারিস। (৩) ৩২০।
ক্যাল্কেরিয়া আয়। (৫) ১৯০।

টিলিয়াম। (৫) ৫৪৪।
বেলাডনা। (১) ১০৫।
লিডাম। (৫) ৪২৪।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬।

১৫। জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোল্যাপ্‌সাস্ অব দি ইউটারাস্ ও যোনি প্রভৃতির রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্জেণ্টাম মেট। (৫) ৫০৬।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এবিস কেনা। (৫) ২৫৫, ২৯১।
এলেটিস। (৫) ২৯১।
কলফাইলাম। (৫) ২৯১।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৫) ২৯১।
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুরো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩। (৫) ৫৩৬।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৭, ২৯১।
নেট্রাম হাইপক্লোর। (৫) ২৯১।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৪১৯।
প্ল্যাটিনাম। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ৫২৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ২৬৩, ৩১২।
মিউরেক্স পার্পু। (৫) ২০৭, ২৯৬, ২৯৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ২৬৩, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৬, ২০৭।
ল্যাক ডিফ্লো। (৫) ২৯১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ১৬৩, ২৬৩, ২৭৩, ৩১১, ৩১২, ৩১৩। (৫) ১৫৯, ২০৭, ৫৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ২৯১।

১৬। জরায়ুপ্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা মেট্রাইটিস্, ইন্‌ফ্লামেশন অব দি ইউটারাস।

বার্ব্বেরিস ভল্গা। (৫) ৩৮১।
বেলাডনা। (৫) ১০৫।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।

১৭। বন্ধ্যাত্ব বা ষ্ট্রেরিলিটি।

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৩।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৮।

১৭। যোনি-ভ্রংশ বা ভ্যাজাইন্যাল প্রোল্যাপ্‌সাস্।

কলফাইলাম। (৫) ২৯১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২।
সিপিয়া। (২) ২৭৩, ৩১১।

banglabooks.in

১৮। যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাইনিস্‌মাস্‌।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫২।

১৯। যোনিপ্রদাহ বা ইন্‌ফ্লামেশন অব দি ভ্যাজাইনা।

হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২০। রজোবাহুল্য, আর্ত্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া।

আর্সেনিকাম। (৩) ৪১১, ৪১২।
ইপিক্যাক। (৩) ৪১২।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৬।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২৩।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮, ২৭৯।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ৪১১, ৪১২।
কোনায়াম। (৫) ২৮৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৯৬, ৫৩৬।
ক্রোকাস স্যাটি। (৫) ২৮৭।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
ট্রিলিয়াম পেণ্ডু। (৩) ২৮৭। (৫) ৫৪৪।
নাক্স ভমিকা। (২) ১৬৩, ২৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬২, ২৬৩।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৫৩।
বড়িষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (৩) ৩৭৮।
ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৯৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ৯৬।
ল্যাক্ কেনি। (৫) ২৮৭।
সাল্‌ফার। (৩) ৬।
সিকেলি। (৫) ৩৬৫, ৩৭৫।
সিঙ্কনা। (৩) ৪১১, ৪১২।
সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
স্তাবাইনা। (৫) ৩৬৫।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।
হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫।

২১। রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনোরিয়া।

অষ্টিলেগো। (৫) ৩৫২।
ইগ্নেসিয়া। (৫) ৪৯০।
একনাইট। (১) ৪৬।
একটিয়া রেসি। (৪) ৮৭। (৫) ৯।
ককুলাস ইণ্ডি। (৫) ৪৯০।
কলকাইলাম। (৪) ৮৭। (৫) ৩৮৩।
কলসিন্থ। (৫) ৩৫২।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪৩।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩, ৩৭৪।
ক্যাক্কেরিয়া এসেট। (৫) ১৮৮।
ক্রোকাস। (৫) ৫৯৪।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭। (৫) ৪৯০।
জ্যাম্বুকসিলন। (৫) ৪১১।
টুবার্কুলিনাম। (৫) ৩২৯।
ট্যারেণ্ট কুবেন্‌স। (৫) ৩১১।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
স্তাফালিয়াম। (৫) ১০৮।
প্ল্যাটিনাম। (২) ৩৭৩। (৫) ৫২৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬। (২) ৩১১। (৫) ৫২৫।
বরাক্স। (৫) ৩৫২।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
ভাইবার্ণাম অপু। (২) ৩১১। (৫) ৩৫২, ৪৩৫।

banglabooks.in

ভেরেট্রাম এল। (৪) ১৪৯।
মিউরেক্স। (৫) ২৯৭।
ম্যাগ্নেসিয়া ফস। (৫) ৩৫১, ৩৫২।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬, ৩৮৪।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
সিপিয়া। (২) ৩১০। (৫) ৪৩৬, ৫২৫।
স্যাবাইনা। (৫) ১৫৯, ২৬১।

২২। রজোদোষ বা মেনষ্ট্রুয়েল ডিজর্ডার।

ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬।
সিপিয়া। (২) ২৭৩।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৫২।

২৩। রজ-বিকার সম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা।

আয়ডিয়াম্‌। (৩) ৪৫৭।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
কষ্টিকাম। (৩) ৪৫৭।
কোনায়াম। (৩) ৪৫৭।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৫৭।
ডাল্কামারা। (৩) ৪৫৭।
নেট্রাম মিউ। (৩) ৪৫৭।
পাল্‌সেটিলা। (৩) ৪৫৭।
প্ল্যাটিনাম। (৩) ৪৫৭।
ফস্‌ফরাস। (৩) ৪৭৫।
বেলাডনা। (৩) ৪৫৭।
সাইলিসিয়া। (৩) ৪৫৭।
সালফার। (৩) ৪৫৭।

২৪। শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া অথবা জরায়ুর অন্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ বা মেট্রাইটিস্‌।

আর্সেনিকাম। (৫) ৩৭৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭।
একটিয়া রেসি। (৫) ৯।
এণ্টিম ক্রুড। (৩) ১৫৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এষ্ট্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
এলুমিনা। (৫) ৮১, ৮২।
কলফাইলাম। (৩) ২৮৮।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৪৭।
ক্যালি ফেরোসা। (৫) ১৪৬।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৮।
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ৪৮, ২৮৭।
ক্যাল্কেরিয়া ফস। (৩) ৪৮, ২৮৮।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ২০৬, ২৯৮, ৫৩৬।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮।
ডিক্টেমাস। (৫) ৩৭৫।
থুজা। (৪) ২৭৮।
নাইট্রিক এসিড। (৪) ১৬৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৩।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
বার্ব্বেরিস। (৫) ৩৮১।
মার্কুরিয়াস। (১) ১৯৫।
মিউরেকস। (৫) ২৯৬, ৫৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৬।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৮, ২৮৮।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিনিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।

banglabooks.in

সিপিয়া। (২) ৩০৯, ৩১১, ৩১২। (৫) ১৪৬, ১৪৭, ২০৬, ৫৩৬।
সিফিলিনাম। (৫) ৩৪১।
সিমিসিফুগা। (৩) ২৮৮।
হাইড্র্যাষ্টিস। (৫) ৩৬।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৫। সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং সঙ্গমে বেদনা।

এপিস। (৫) ৫২৪।
ক্রিয়োজোট। (৫) ২৯৮, ৫২৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
প্ল্যাটিনাম। (২) ৩১৩। (৫) ৫২৪।
বেলাডনা। (৫) ৫২৪।
মিউরেক্স্। (২) ৩০৫। (৫) ২৮৯।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (১) ৩৩৩।
সিপিয়া। (২) ২৬৪, ৩১৩। (৫) ২৯৮, ৫২৪।
হায়সায়ামাস। (১) ৩৩২।

২৬। স্তনরোগ বা ডিজিজেজ অব দি ম্যামারি গ্ল্যাণ্ড—স্তন প্রদাহ, স্তনশূল ও স্তনাগ্রের ক্ষত প্রভৃতি।

কোনায়াম। (১) ১৯৪। (৫) ২২৮।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্রোটন টিগ। (৫) ৪৯৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
ফস্ফরাস। (১) ১০৮।
ফাইটলেক্কা। (৫) ২৩০, ৪৯৯।
ফেলাণ্ড্রিয়াম। (৫) ৪৯৯।
বাফো রেনা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮।
মার্কুরিয়াস। (১) ১০৮, ১৯৪।
মিউরেক্স্। (৫) ৪৯৯।
ল্যাক্ কেনিনাম। (১) ১৯৪। (৫) ৩৮৭
হিপার সাল্ফ। (১) ১০৮। (৫) ২৯৯।

২৭। স্তনের ক্যান্সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ বা টিউমার।

কোনায়াম। (৫) ২২৮।
বাফো রেণা। (৫) ২৯৪।
বেলাডনা। (১) ১০৭।
মিউরেক্স্। (৫) ২৯৬।
হাইড্র্যাষ্টিস্। (৫) ৩৬।

২৮। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস্।

অরাম। (৪) ৪৬৭।
আর্ণিকা। (৩) ১৩২। (৫) ৯৫।
অষ্টিলেগো। (৫) ৩৬৭, ৩৬৮
একনাইটাম। (১) ৪৬।
এষ্টিম ক্রু। (৩) ১৫৫।
এপিস। (৪) ৩০৮। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৯৫।
এমনিয়াম মিউ। (৫) ৯৫।
এম্ব্রাগ্রিসিয়া। (৫) ৩২২।
কলফাইলাম। (৪) ৮৭।
কষ্টিকাম। (৩) (২) ৩৪৩।
কোনায়াম। (২) ২৬৪। (৫) ২২৮।

banglabooks.in

ক্যাম্থারিস। (২) ২৬৪। (৩) ৩২০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৩।
ক্যাম্ফেরিয়া কার্ব্ব। (৩) ২৮৫, ২৮৬।
ক্যাম্ফেরিয়া ফ্লুয়ো। (৫) ১৮৯।
ক্রিয়োজোটাম। (৫) ৫৩৬, ৫৩৭।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৪১৮, ৪১৯।
জিঙ্কাম। (৫) ৫৩৩।
জিঙ্কাম ভ্যালোর। (৫) ৫৩৩।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭।
ট্যারেণ্টুলা কুবে। (৫) ৩১১।
ডাঙ্কামারা। (৩) ৪৫৬, ৪৫৭।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।
থুজা। (৪) ২৭৮।
নাক্স্ ভমিকা। (১) ১৩৩।
নেট্রাম মিউ। (২) ২২৭, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪।
পালসেটিলা। (১) ১৪৯। (২) ২১১। (৪) ৪১৮।
প্যালাডিয়াম। (৫) ৫২৩।
প্ল্যাটিনাম। (৫) ৫২৪, ৫২৫।
ফস্‌ফরাস। (১) ১৪৯। (৪) ২৫৩।
ফেরাম আই। (৫) ৫১৬, ৫১৭।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫।
বেলাডনা। (১) ৫৪, ১০৫, ১০৬।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৪৯।
ভেরেট্রাম এল্। (৪) ১৪৯।
মার্কুরিয়াস। (২) ২৬৪।
মিউরেক্স্। (২) ২২৭। (৫) ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮।
মেডোরাইনাম। (৫) ৩৩৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
লিলিয়াম টাই। (২) ২২৭। (৫) ২০৬, ২০৭।
ল্যাকেসিস। (৪) ৫৬, ৫৭।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৫) ২৯।
সাল্‌ফার। (৩) ৪৭।
সিকেলি। (৫) ৩৭৪, ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২২৭, ৩০৯। (৩) ৪৭।
সিমিসিফিউগা। (৪) ৮৭। (৫) ৯, ১০।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯।
হেলোনিয়াস্। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

২৯। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

কোনায়াম। (২) ২৬৪।
ক্যান্থারিস। (২) ২৬৪।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
মার্কুরিয়াস। (২) ২৬৪।

২। গর্ভিনী, প্রসব এবং প্রসবান্ত বা সূতিকারোগ।

১। অলীক প্রসব-বেদনা বা ফল্‌স্ পেন্‌স্।

এক্টিয়া রেসি। (৫) ১১, ৩৮৪।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
পাল্‌স্। (৫) ৩৮৪।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

২। আউয়ার-গ্ল্যাস-কণ্ট্র্যাক্‌শন বা জরায়ুর ডামরিক সঙ্কোচন।

বেলাডনা। (১) ১০৬।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬।

৩। আফ্‌টার-পেন্‌স, প্রসবান্তিক শূল বা ভ্যাদাল ব্যথা।

আর্ণিকা। (৫) ৪৯০।
ইপিক্যাক। (৫) ১১।
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।

banglabooks.in

এন্থ্রাকসিনাম। (২) ২১৬।
কক্যুলাস ইণ্ডি। (৫) ৪৯০।
।। (২) ৩৭৪।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪, ৩৮৫।
কুপ্রাম। (২) ২১৬।
ক্যামমিলা। (২) ৩৬৬, ৭৪
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৮।
জ্যাম্বুক্স্। (৫) ৪৯০।
নাক্স্ ভমিকা। (৫) ৪৯০।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।
সিপিয়া। (৫) ২৬০।
স্যাবাইনা। (৫) ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

৪। আক্ষেপিক প্রসববেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর-পেন্‌স্।

নাক্স্ ভমিকা। (২) ১৬৩।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৬৩, ২১৫।

আবদ্ধ জরায়ু-কুসুম বা রিটেণ্ড প্ল্যাসেণ্টা।

ইপিক্যাক। (৩) ৯৭।
ইরিজিরণ। (৩) ৯৭।
একনাইট। (৩) ৯৭।
কার্ব ভেজ। (৩) ৯৭।
ক্যাম্ফারিস। (২) ২১৫। (৩) ৯৬-ঘ, ২০।
ট্রিলিয়াম। (৩) ৯৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৫, (৩) ৯৬-ঘ।
বেলাডনা। (১) ১০৫, ১০৬। (৩) ৯৭।
মিলিফোলিয়াম। (৩) ৯৭।
সাইক্লেমেন। (৩) ৯৭।
সিকেলি। (৩) ৯৭। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
সিঙ্কোনা। (৩) ৯৭।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৩) ৯৭।

৬। গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিসক্যারেজ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২। (৫) ২৬০।
একনাইটাম। (২) ৩৭৪। (৫) ১০
এক্টিয়া রেসি। (৫) ১০।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
ডিজিট্যালিস। (৪) ৩৯৭।
পাল্‌সেটিলা। (২) ১৭২।
প্লাম্বাম। (৫) ৫৪২।
বেলাডনা। (৫) ৪৩৬।
ভাইবার্ণাম। (২) ৩৭৪। (৫) ৪৩৬
সিনামন। (৫) ২৬০, ৪৪৫
সিপিয়া। (৫) ৪৩৬।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৭, ১৫৮।

৭। গর্ভাবস্থায় রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুবেদনা, শিরা-স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্ প্রভৃতি বিবিধ রোগ।

ইস্কুলাস হাই। (৫) ৫০২।
একনাইটাম। (১) ৪৬, ৪৭।
এলুমিনা। (২) ২৭৩।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।
জ্যাবরেণ্ডাই। (৫) ৪১২।
ডায়স্কোরিয়া। (৪) ৪৪৫।

banglabooks.in

নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৪।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৪, ২১৫। (৫) ৩৮৪।
পেট্রলিয়াম। (৫) ৫৬০।
মিলিফলিয়াম। (৫) ১১০।
মাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৬, ৩৪৭।
লাইকপডিয়াম। (৩) ২৬০, ২৬৩।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২৭১, ২৭৩, ৩০৭। (৫) ৩৪৭।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হাইড্রফবিন। (৫) ৩৪১।
হেমামেলিস। (২) ২১৫। (৫) ৪৬৫, ৪৬৬।

৮। দুগ্ধ-জ্বর, ঠুন্‌কো বা মিল্ক ফিবার, ফেব্রিস ল্যাক্‌টিয়া; স্তন্য-ভাব বা স্তন্য-রোধ ও তৎসংসৃষ্ট প্রদাহ এবং পূয়-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ; স্তন্যাধিক্য।

আর্টিকা ইউরেন্‌স্। (২) ২১৬।
একনাইট। (১) ৪৭।
এসাফিটিডা। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
কোনায়াম। (৫) ২২৮।
কষ্টিকাম। (২) ২১৭। (৩) ৩৫৭।
ক্যাষ্টর ইকুই। (৫) ২৮০।
ক্যামমিলা। (২) ২১৬, ৩৭৫।
চেলিডনিয়াম। (১) ৩৬৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।
ফস্‌ফরাস্। (৪) ২৫৩।
বেলাডনা। (১) ১০৭, ১০৮।
ব্রায়নিয়া। (১) ১০৮, ১৪৯।
মাকু রিয়াস্। (১) ১০৮।
রিসিনাস। (২) ২১৬। (৫) ৫৬৪।
ল্যাক্ কেনিনাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৭।
ল্যাক্ ডিক্লোরেটাম। (২) ২১৭। (৫) ২৮৮।
সিলিসিয়া। (১) ১০৮। (৪) ২৫৪
হিপার সাল্‌ফ। (১) ১০৮।

৯। প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট

ইপিক্যাক। (৫) ১১।
একনাইট। (৫) ১১।
এষ্টিয়া রেসি। (৫) ১০, ১১।
কফিয়া। (২) ২১৫, ৩৭৪। (৫) ৫৫২।
কলফাইলাম। (৫) ৩৮৪।
ক্যামমিলা। (২) ২১১, ৩৭৪। (৫) ৫৪২।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৭, ৮৮।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৫।
বেলাডনা। (১) ১০৬।
লাইকপডিয়াম। (৫) ১১।
সিকেলি। (৫) ৩৭৫, ৩৭৬।
হেমামেলিস। (৫) ১১, ৪৬৫।

১০। প্রসববেদনাকালীন কন্‌ভাল্‌সন বা আক্ষেপ।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৮।
বেলাডনা। (২) ৩৩৮।
ষ্ট্র্যামনিয়াম। (২) ৩৩৮।
হায়সায়ামাস। (২) ৩৩৮।

১১। প্রসবাস্তিক ক্লেদ বা লোকিয়াস্রাবসংসৃষ্ট রোগ।

একনাইট। (১) ৪৭।
ক্যামমিলা। (২) ৩৭৪।

banglabooks.in

বেলাডনা। (১) ১০৫।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৫০।

১২। প্রসবান্তিক চিকিৎসা।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।

১৩। প্রসবান্তিক মূত্র রোধ বা রিটেন্‌শন অব ইউরিন।

আসে নিক। (৩) ৩৭৮।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৮।
কষ্টিকাম। (৩) ৩৪২, ৩৭৮।
হায়সায়ামাস। (৩) ৩৭৮।

১৪। প্রসবান্তিক রক্তস্রাব।

ইরিজিরণ। (৫) ১১৩।
ট্রিলিয়াম। (৪) ৫৪৪।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।

১৫। ভমিটিং অব প্রেগ্‌ন্যান্‌সি বা অন্তঃসত্ত্বার বমন।

এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৮।
ডিজিট্যালিস্‌। (৪) ৩৯৭।
নাক্‌স ভমিকা। (১) ৩৯৮। (২) ১৫৯।

১৬। সূতিকাজ্বর বা পিয়ার্পিরাল ফিবার।

একনাইট। (১) ৪৭।
ওপিয়াম। (৩) ৩৭৯।
কাম্ফারিস্‌। (৩) ৩২০।

১৭। সূতিকা (প্রসবান্তিক) রোগ।

আর্ণিকা। (৩) ১৩২।
এষ্থা গ্রিসিয়া। (৫) ৩২২, ৩২৩।
ক্যালি-ক্লোরিকাম। (৫) ১৩৮, ১৩৯।
নেট্রাম মিউ। (২) ২৬৫।
সিকেলি। (৩) ৩৬৫, ৩৭৫।
সিপিয়া। (২) ২৭১।
স্যাবাইনা। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

১৮। সূতিকাস্তম্ভ বা মিল্কলেগ, ফ্লেগ্‌মাসিয়া ডলেন্‌স্‌।

পাল্‌সেটিলা। (২) ২১৬।
ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্ব। (৫) ৩৪৪।
হেমামেলিস। (২) ২১৬। (৫) ৩৪৭, ৪৬৫।

১৯। সূতিকাক্ষেপ বা পিয়ার্পিরাল কন্‌ভাল্‌শন।

ইগ্নেসিয়া। (২) ৩৩৭, ৩৩৮।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৮।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৬
মেলিলোটাস্‌। (৫) ২৪৪।
সিকুটা। (৫) ২৩৫।

২০। সূতিকোন্মাদ বা পিয়ার্পিরাল্‌ মেনিয়া।

(মানসিক রোগ বা মেণ্টাল ডিজিজ্‌ দেখ)

১৫। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত-যন্ত্র এবং শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

১। শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ।

১। নীলরোগ বা সায়ানোসিস্‌।

ডিজিট্যালিস্‌। (৪) ৩৯৮।

২। পার্পুরা হিমরেজিকা বা শীতাদরোগ।

হেমামেলিস। (৫) ৪৬৫।

banglabooks.in

৩। রক্তস্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং।
আর্ণিকা। (৫) ৪৬৬।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৫। ইলেগো। (৫) ২৬১, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮।
ইপিক্যাক। (২) ৩৮০, ৩৯৩।
ইরিজিরণ। (২) ৩৮০। (৫) ১১৩।
একনাইটাম। (১) ৪০। (৩) ১০৬। ১১০, ৫৪৮।
একালিফা ইণ্ড। (৩) ১০৬।
এণ্ট্রাসিনাম। (৫) ৩২৫।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০৩।
এমিল নাইট্রাস। (৫) ৪৭৮।
ওপিয়াম। (৫) ৪২৫।
কার্ব্ব ভেজ। (৩) ১০৫, ৪১০
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৮।
ক্যালি ফস। (৫) ১৪৬।
ক্রোটেলাস্ হরি। (৫) ৩২৫।
ট্রিলিয়াম। (৪) ৫৪৩, ৫৪৪।
ফসফরাস। (৪) ২৫৪। (৫) ৪২৪।
ফেরাম। (৩) ১০৫।
ফেরাম ফস। (৩) ৭৮।
বভিষ্টা। (৫) ৩৬৫, ৩৬৬।
ভিঙ্কা মাইনর। (৫) ৪২৫।
মিচেলা। (৫) ৩৬৬।
মিলিফোলিয়াম। (১) ৪০। (২) ৩৮০। (৫) ১১০।
মেডরাইনাম। (৫) ৩৩৭।
লাইকপডিয়াম। (২) ৩৮০।
লিডাম। (১) ৪০। (৫) ৪২৪।
ল্যাকেসিস্। (৫) ৪৭৮।
সাইক্লেমেন। (৩) ১০৬।
সালফুরিক এসিড। (৫) ৫৪৬।
সিকেলি। (৫) ৩৬৮, ৩৭৬, ৫৪৩।
সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ৭৬, ১০৫।
সিনামনাম। (৩) ১০৬। (৫) ৪৪৫।
স্যাঙ্গুইনেরিয়া। (৫) ৪৭৮।
স্যাবাইনা। (৩) ৯৭। (৫) ২৫৯, ২৬০।
হেমামেলিস। (৫) ৩৬৫, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫৪৩।

৪। রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৬, ৮৭, ৮৮।
এলুমিনাম। (৫) ৮১, ৮২, ১৮৭।
এসেটিক এসিড। (৩) ১০৭।
ক্যালি কার্ব্ব। (৫) ১৩৫, ১৩৬।
ক্যালি ফের-সায়া। (৫) ১৪৬।
ক্যাক্কেরিয়া কার্ব্ব। (৫) ১৮৭।
ক্যাক্কেরিয়া ফস। (৩) ১০৭। (৫) ১৮৬, ১৮৭, ৫১৫।
চাইনিনাম আর্স। (৩) ১০৬।
নাকস ভমিকা। (৩) ৩০২। (৫) ১৮৭।
নেট্রাম মিউ। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫
ফেরাম। (২) ৮৮। (৩) ১০৬। (৫) ৫১৫, ৫১৬।
ফেরাম এসেট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৬।
ফেরাম প্রোটো-অক। (৩) ১০৫। (৫) ৫১৬।
ফেরাম ফস্। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫, ৫১৬।
ফেরাম রিডাক্ট। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।
ফেরাম এট-ট্রিক-সাই। (৩) ১০৭। (৫) ৫১৫।
সিকেলি। (৫) ৩৭৬।
সিঙ্কনা। (২) ৮৮। (৩) ১০৬, ১০৭, ১১৩। (৫) ৫১৫।
সিসিসিয়ো অরি। (৫) ১১২।
হেলোনিয়াস। (৫) ১৫৯, ১৬০।

৫। রক্তাধিক্য বা কঞ্জেস্সন।
একোনাইট। (১) ৫, ১৫।
বেলাডনা। (১) ৬৫।

banglabooks.in

২। হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত-যন্ত্ররোগ।

১। অণ্ড-শিরার্ব্বুদ বা ভেরিকোসিল।

(পুংজননেন্দ্রিয় রোগ দেখ।)

২। এওর্টাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী-প্রদাহ।

এণ্ডনিস ভার্ণ্যালিস্। (৫) ১৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৩। এন্যুরিজম বা ধমনী-স্ফীতি এবং এথারোমা প্রভৃতি ধমনীরোগ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব। (৩) ১৭৫।
ব্যারাইটা মিউ। (৫) ১৭৯।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩৩।

৪। জটুল বা নিভাস (Nævus.)

ক্লুয়োরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১, ৭২।
লাইকপড। (৩) ২৫৩।

৫। শিরা-প্রসারণ বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্।

কার্ব্ব ভেজ্। (৩) ৪১২।
ক্লুয়োরিক এসিড। (৩) ২৫৩। (৫) ৭১।
লাইকোপড। (৩) ২৫৩।
হেমামেলিস। (৫) ৪৬৭।

৬। হৃৎকম্প, হৃদ্বেপন বা প্যালপিটেশন অব দি হার্ট।

একনাইটাম। (১) ৩৪।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
কফিয়া। (৫) ৩০২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
গ্রাজা টুপু। (৫) ২৭৭।
ফসফরাস। (৫) ৩০২।
ব্যাডিয়াগা। (৫) ৩০২।
মস্কাস। (৫) ২৮২, ২৮৩।
ম্যাগ্নেসিয়া মিউ। (৫) ৩৫৬।
রাসটক্স্। (৪) ৩৪০, ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

৭। হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট।

অরাম। (১) ৩৬। (৪) ৪৬৫, ৪৬৬।
অরাম মিউ। (৪) ৪৬৬।
আইওডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭
আর্ণিকা। (১) ৩৬। (৩) ১৩০।
আর্সেনিকাম। (৩) ১৩০। (৫) ৪০২।
একনাইটাম। (১) ৩৫, ৩৬।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৪) ৪৬৬।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ড। (১) ৩৬। (৩) ১৫ (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যাল্‌মিয়া। (১) ৩৬। (৫) ৪১৮।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৩৪১।
ব্রমিয়াম। (৩) ১৩১। (৪) ৩৪১।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
রাসটক্স। (১) ৩৬। (৩) ১৩০। (৪) ৩৪০, ৩৪১। (৫) ৪১৮।
ল্যাকেসিস। (৩) ১৩০।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৫৭, ৪০১।

৮। হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট-ডিজিজ্—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নির্ম্মাণবিকারী বা ফাংশন্যাল ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ।

অরাম। (৪) ৪৬৫। (৫) ২২৭।
আয়ডিয়াম। (৫) ৫৬, ৫৭।

banglabooks.in

আর্ণিকা। (৫) ৫৪৮।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৩, ৮৪। (৪) ৩০৪, ৩৯২। (৫) ৬৬।
ইউফ্রেসিয়া। (৪) ৩৭৬।
একনাইটাম। (১) ৩৪, ৩৬—৩৯। (৪) ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৬৬, ৪১৮।
এক্টিয়া রেসি। (৪) ৩৪১।
এডনিস ভার্ণ্যা। (৫) ১৬, ১৭, ২০১।
এপসাইনম্ কেনা। (৪) ৩০৪। (৫) ৪৫২।
এপিস। (৪) ৩০৪, ৩৯৪।
এমনিয়াম কার্ব্ব। (৫) ৮৯।
এস্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
কন্‌ভ্যালেরিয়া মেজ। (৫) ২০০, ২০১, ২০২।
কলিন্‌সনিয়া। (৫) ২০১, ২০২।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭১।
কোনায়াম। (৫) ২২৭।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যানাবিস স্যাট। (৫) ৪৫০।
ক্যালি বাই। (৪) ৩৭৬।
ক্যালি হাই। (৪) ৩৩।
ক্যাল্মিয়া ল্যাটি। (৪) ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
ক্র্যাটিগাস্ অক্‌সি। (৫) ২০২।
গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা। (৪) ৮৪।
গ্র্যাফাইটিস। (৪) ৩৩, ৩৭৬।
জিঙ্কাম। (৫) ২২৭।
জেল্‌সিমিয়াম। (৪) ৮৪, ৩৯৩।
ডিজিট্যালিস্। (৪) ৮৪, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
নেট্রাম মিউ। (৪) ৩৩।
ন্যাজা টি্‌পু। (৪) ৩৩। (৫) ২৭৭।
পাল্‌সেটিলা। (৪) ৩৪১, ৩৯৪।
পেট্রলিয়াম। (৪) ৩৩।
প্রুনাস্ স্পাই। (৫) ৬৬।
ফস্‌ফরাস। (৫) ৬৬।
ফাইটলেক্কা। (৪) ৩৪১। (৫) ৪১৮।
ব্রায়নিয়া। (৫) ৬৬।
ভেরেট্রাম ভি। (৫) ১৬৮।
রাস্‌টক্‌স। (৪) ৩৪০, ৩৪১, ৩৯৪। (৫) ৪১৮।
লাইকপডিয়াম। (৫) ২০১।
লিডাম। (৫) ২০১।
লিলিয়াম টাই। (৫) ২০৫, ২০৬।
ল্যাকেসিস। (৪) ৩২, ৩৭৬, ৩৯২। (৫) ৬৬।
ল্যাক্টিয়া। (৫) ৩৭৬।
ষ্ট্রোপেন্থাস্। (৫) ২০২।
সাল্‌ফার। (৫) ২০৬।
স্পঞ্জিয়া। (৫) ৬৪।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৬৬, ৪০১, ৪০২।
স্পার্ট সাল্‌ফ। (৫) ২০২।
হাইড্রসা এসিড। (৫) ৬৬।

৯। হৃৎপিণ্ড-শূল বা এঞ্জাইনা পেক্টরিস্।

অরাম। (৫) ১০২।
আর্জেণ্টাম নাই। (৪) ৪৪৪।
আর্ণিকা। (৩) ২১৫।
আর্সেনিকাম। (২) ৮৬।
এব্রোটেনাম। (৫) ১০২।
কুপ্রাম মেট। (৩) ২১৫।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৩) ২১৫। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যাল্মিয়া। (৩) ২১৬।
টেবেকাম। (৩) ২১৫। (৫) ২৭১।
নাক্স ভম। (২) ২১৫।
ন্যাজা টি্‌পু। (৫) ২৭৭।
মস্কাস্। (৫) ২৮২, ২৮৩।

banglabooks.in

লিলিয়াম টাই। ২১৬।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০, ৩৪১।
ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। (৩) ২২৪।

১০। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা কার্ডিয়াক ডিবিলিটি, প্যারালিটিক উইকনেস।

কোনায়াম। (৫) ২২৭।
স্ত্রাজা টি্‌পু। (৫) ২৭৭।
ভেরেট্রাম এল্‌। (৪) ১৪৩।

১১। হৃৎপিণ্ডের রসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেশন।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৫, ৮৬।
এপসাইনাম। (২) ৮৬।
এপিস। (২) ৮৬।
ফস্‌ফরাস। (২) ৮৫।
মার্কুরিয়াস। (২) ৮৬।
সাল্‌ফার। (২) ৮৬।

১২। হৃৎপেশী-প্রদাহ বা মায়াকার্ডাইটিস্‌।

একনাইটাম। (৫) ৪০২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
স্ত্রাজা টি্‌পু। ২৭৭।
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৩। হৃদ্বাহ্যবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিকার্ডাইটিস।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪। (৪) ৩০৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এনাকার্ডিয়াম। (১) ৩৯৯।
এপসাইনাম। (৪) ৩০৪।
এপিস। (৪) ৩০৪।
এস্পারেগাস। (৪) ৩০৫।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যাক্টাস গ্র্যাণ্ডি। (৫) ৫৪৭, ৫৪৮।
ক্যালিয়া ল্যাটি। (৫) ৪১৮, ৪১৯।
ব্রায়নিয়া। (১) ১৩৮। (৪) ৩৪০।
ভেরেট্রাম ভিরিডি। (৫) ১৬৮।
রাস্‌টক্‌স্‌। (৪) ৩৪০।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

১৪। হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ বা এণ্ডোকার্ডাইটিস্‌।

আর্সেনিকাম। (২) ৮৪।
একনাইটাম। (১) ৩৯।
এডনিস ভার্ণ্যাল। (৫) ১৬।
কল্‌চিকাম। (৩) ৭২।
ক্যালি নাইট্রিকাম। (৫) ১৪২
ফস্‌ফরাস। (৪) ২৪৮।
রাস্‌টক্‌স্‌। ৩৪০, ৩৪১।
স্পাইজিলিয়া। (৫) ৪০১।

banglabooks.in

চিকিৎসা-নির্ঘণ্ট-নির্দ্দেশ।

অগ্নিদাহ বা বার্ণিং ৬।৹
অঞ্জনিকা, আজনাই বা ষ্টাই ২৷৵৹
অজীর্ণ, আমাশয়াজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, ইণ্ডিজেশ্চন ৪৹
অণ্ডকোষ-গ্রন্থিরোগ ২৷৹
(পুংজননেন্দ্রিয়রোগ দেখ)
অণ্ডকোষ বা মুষ্ক-প্রদাহ বা অর্কাইটিস এবং অণ্ডকোষসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৫৹
অণ্ড-শিরার্ব্বুদ বা ভেরিকোসিল ৯৷৵৹
অণ্ডাধার বা ওভারির প্রদাহ, স্ফীতি ও দড়কচড়াভাব প্রভৃতি ৮৸৹
অণ্ডাধারোগ বা ডিজিজেজ্‌ অব দি ওভারিজ ৮৸৹
অণ্ডাধারশূল বা ওভারেল্‌জিয়া ৮৸৹
অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা ওভারিয়ান্‌ টিউমার ৮৸৹
অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি ৫৸৹
অন্যকল্প ঋতুস্রাব বা ভাইকেরিয়াস্‌ মেনষ্ট্রয়েশন .. ৮৸৹
অনুপেক্ষরোগ বা টেরিজিয়াম ২৷৸৹
অনৈচ্ছিক, অসাড় এবং নির্ব্বাধ মূত্রস্রাব বা ইন্‌ভলাণ্টারি ইউরিনেশন এবং ইন্‌কণ্টিনেন্স্‌ অব ইউরিন্‌ ৮।৸
অন্ত্র প্রদাহ বা এণ্টারাইটিস ৪৵
অন্ত্র-বেষ্ট ঝিল্লি-প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্‌ ৪৵
অন্ত্র-রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি বায়ুয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাকশন্‌ অব দি বায়ুয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ত্রের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বা প্যারালিটিক উইকনেস্‌ অব দি বায়ুয়েল্‌স্‌ ৪৵
অন্ধত্বাদি বিবিধ দৃষ্টি বিপর্য্যয়—অন্ধত্ব, দৃষ্টিমালিন্য বা ঘোরদৃষ্টি বা, ম্ল্যকমা, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া, বিষমদৃষ্টি, অর্দ্ধ-দৃষ্টি, দ্বিতদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি বা প্রেসবাইওপাইয়া, নিকটদৃষ্টি বা মাইওপাইয়া প্রভৃতি ২৷৵৹
অন্ধান্ত্রাদি-প্রদাহ বা টাইফিলাইটিস ও পেরিটাইফিলাইটিস প্রভৃতি ৪৵৹
অন্ননালী-প্রদাহ বা ইসফেগাইটিস ৪৵৹
অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া, কঞ্জাংটিভাইটিস বা যোজকঝিল্লিপ্রদাহ—সহজ বা সিম্পল্‌, পূয়ধাতুজ বা গণরিয়েল, গণ্ডমালিয় বা স্ক্রফুলাস, দানাযুক্ত বা গ্র্যান্যুলার, পূয়জনক বা পুরুলেণ্ট, পুয়বা পাশ্চুলার এবং যোজকঝিল্লি সহ রসবিষ্ফিকাযুক্ত বা ফ্লুক্‌টিনিউলার প্রভৃতি ২৷৵৹
অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া নিওনেটোরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ ২৸৹ । ৮৸৹
অবসাদবায়ু চিত্তোদ্বেগ বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস ৭।৹
আঘাত বা ইঞ্জুরি—রোগকারণ ৫৸৹
অভিঘাতিক এবং অন্ত্রচিকিৎসান্তিক জ্বর ৬৷৵৹
অভিঘাতিক, রোগ বা ইঞ্জুরিজ—স্প্রেণ বা মচকান প্রভৃতি ৬।৹
অভিসম্পাত ও শপথ করিবার অদম্য ইচ্ছা ৫৸৹
অম্লাতিশয্য এবং অম্লবিষ্ঠা ৫৸৹
অরণিকা, ত্বকরক্তিমা বা ইরিথিমা ৩।৹
অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার ৬।৹
অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্‌, পাইল্‌স ৪৵৹

banglabooks.in

অলীক প্রসব-বেদনা বা ফলস পেনস ৯।৶০
অশ্রু-যন্ত্র-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ল্যাক্রিম্যাল এপারেটাস ২৸০
অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা—মানসিক, ঐন্দ্রিয়ক এবং স্নায়বীয় ৫৶০
অসাঢ় ও অনৈচ্ছিক বা ইনভলাণ্টারি মলত্যাগ ৪৶০
অস্ত্রচিকিৎসাস্তিক রোগ ৬।৶০
অস্ত্রচিকিৎসান্তে বেদনাদি চক্ষু-বিকার ২৸০
অস্থি-অর্ব্বুদ বা একজষ্টোসিস অব্ দি বোন ২।৶০
অস্থি ও অস্থিবেষ্টঝিল্লিসংসৃষ্ট নানাবিধ রোগ—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস আদি, অস্থিবেষ্টপ্রদাহ বা পেরিঅষ্টি-ইটিস, অস্থিক্ষত বা কেরিজ এবং অস্থিধ্বংস বা নিক্রোসিস প্রভৃতি ২।৶০
অস্থি ও অস্থিসংসৃষ্ট রোগ ২।৶০
অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা ৫।০
আউয়ার-গ্ল্যাস-কণ্ট্রাকশন বা জরায়ুর ডামরিক সংকোচন ৯।৶০
আগন্তুক বস্তু বা ফরেন বডিসংস্রবে চক্ষু-প্রদাহ ২৸০
আঘাতজ চক্ষু-প্রদাহ ২৸০
আঙ্গুলহাঁড়া বা হুইটলো, প্যানারিটাম ৩৶০
আতপাঘাত বা সান্‌ষ্ট্রোক ৭৷৶০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা ৫।০
আত্মহত্যা করণেচ্ছা বা সুইসাইড্যাল মেনিয়া ৭।৶০
আফ্‌টার পেন্‌স, প্রসবান্তিক শূল বা ড্যাদাল ব্যথা ৯।৶০
আবদ্ধ-জরায়ু-কুসুম বা রিটেণ্ডপ্লাসেণ্টা ৯।৶০
আমবাত, শীতপিত্ত বা হুইলস্, হাইড্‌স, নেটল রেস ৩৶০
আমরক্ত-রোগ, রক্তামাশয় বা ডিসেণ্টারি—তরুণ ও প্রবল বা একুটি, নাতিপ্রবল বা সাব-একুট, পুরাতন বা ক্রনিক, সান্নিপাতিক বা টাইফইড ৪৶০
আমাশয়-কর্কট-রোগ বা ক্যানসার অব দি ষ্টমাক্ ৪।০
আমাশয়প্রদাহ ও ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রাইটিস ও গ্যাষ্ট্রীক আল্‌সার ৪।০
আমাশয়মধ্যে কখনও ভয়ঙ্কর জ্বালা, কখনও বরফবৎ শীতলতা ৫।০
আমাশয়-রোগ বা গ্যাষ্ট্রিক ডিরেঞ্জমেণ্ট ৪।০
আমাশয়শুষ্কতা বা ড্রাইনেস অব দি ষ্টমাক ৪।০
আমাশয় হইতে রক্তস্রাব বা ব্লিডিং ফ্রম দি ষ্টম্যাক
আমাশয়ান্ত্রিক প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্র-ইন্‌টেষ্টাইন্যাল ইনফ্লামেশন ৪।০
আমাশয়দুর্ব্বলতা বা উইকনেস অব দি ষ্টম্যাক ৪।৶০
আমাশয়ের শূল বা গ্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া
আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা ৬।৶০
আর্ত্তবাভাব, রজোলোপ এবং আর্ত্তবাঘাত বা এমেনোরিয়া এবং সাপ্রেসড মেন্‌সেস ৮৸৶০
আহারান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৫।০
আক্ষেপিক প্রসব-বেদনা বা স্প্যাজমডিক লেবর পেন্‌স ৯।৶০
আক্ষেপিক মূত্র-নিঃসরণ বা স্প্যাজমডিক ইউরিনেশন ৮।৶০
ইউরিমিয়া বা মূত্রবিষক্রিয়া ৮।৶০
ইউরেচিয়ান টিউব ও কর্ণসর্দ্দি ২।৶০
ইচ্ছা ও ঘৃণা এবং মুখাস্বাদ ও মুখ এবং নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ প্রভৃতি ৫।০
ইডিমাগ্লটিডিস বা স্বরযন্ত্রদ্বারশোথ ৩।৶০
ইডিমাপাল্‌মনাম বা ফুসফুসের শোথ ৩।০

banglabooks.in

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায় ৩৷৵০
ইম্পেটিগো বা চর্ম্মদল—গোলাকার ও চেপ্টা, পূয়পূর্ণ উদ্ভেদ ৩৵০
উদর অথবা বস্তিকোটর-যন্ত্রের কিম্বা উভয়ের ঠেলমারা বা ঝুলিয়া পড়া ৫৷৵০
উদরযন্ত্রাদিপ্রদাহ—অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্, ডায়াক্রামাইটিস্ এবং অন্ধান্ত্রাদিপ্রদাহ বা টিফিলাইটিস্ প্রভৃতি ৪৷৵০
উদররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি এব্ডমেন ৪৷৵০
উদরশূল, অন্ত্রশূল, শূলবেদনা বা কলিক্ ৪৷৵০
উদরাদিমধ্যে ভ্রূণাদি জীবন্ত পদার্থের বা কোন আগন্তুক পদার্থের বর্ত্তমানতা বা সঞ্চলনের অনুভূতি ৪৷৵০
উদরাদি যন্ত্রমধ্যে খালি, কিছু না থাকা অথবা শূন্যবোধ ৪৷৵০
উদরাধ্মান, উদরস্ফীতি বা টিম্পানাইটিস ৪৷৵০
উদরাধ্মান বা পেটফাঁপা ৫৷৵০
উদরাময়—প্রাত্যুষিক বা মর্ণিং ডাইরিয়া ৪৷০
উদরাময় বা ডাইয়ারিয়া—তরুণ এবং পুরাতন ৪৷৵০
উদরাময়—মানসিকবিকারবশতঃ ৫৷৷০
উদরি বা এসাইটিস ৬৷৷০
উদ্ভেদ বসিলে বা অন্তর্ম্মুখী হইলে এবং স্রাব বসিলে রোগ ৫৷৵০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্থিমেটা ৬৷৵০
উদ্ভেদিক জ্বর বা একজ্যান্থিম্যাটিক ফিবার ৬৷৵০
উদ্ভেদিক জ্বরে উদ্ভেদের অনুদ্‌গম বা অন্তর্গমন (বসিয়া যাওয়া) বশতঃ রোগ ৬৷৵০
উন্মাদ-রোগ বা ইন্‌স্যানিটি—একুটমেনিয়া, মনমেনিয়া বা একাগ্রয়োন্মাদ, ধর্ম্মোন্মাদ, কামোন্মাদ, এবং ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাসতা প্রভৃতি ৭৷৵০
উপতারা-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি আইরিস্ ২৸৵০
উপদংশ-রোগ বা সিফিলিস্—তরুণ বা প্রাইমেরি, নাতিতরুণ বা সেকেণ্ডারি এবং পুরাতন বা টার্শিয়ারি ৭৲
ঋতুরোধ অথবা স্বল্পঋতু ৮৸৵০
ঋতুসন্ধিকাল ও ঋতুসন্ধিকালীন রোগ বা ক্লাইম্যাক্টারিক পিরিয়ড এবং ক্লাইম্যাক্টারিক ডিজিজেজ ৮৸৵০
ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষীয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধকালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপোচ্ছ্বাস তপ্তঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছার জ্বালা ও শিরঃশূল প্রভৃতি ৫৷৵০
এণ্ডার্টাইটিস্ বা বৃহদ্ধমনী প্রদাহ ৯৷৷৵০
একুট, পুরাতন বা ক্রনিক এবং সাব্রিপাতিক বা টাইফইড ৪৵০
এডিসন্স ডিজিজ—ত্বককলঙ্ক বিশেষ দ্বারা সূচিকৃত স্নায়বীয় ও যান্ত্রিক ক্রিয়াবসাদঘটিত দুশ্চিকিৎস্য রোগ বিশেষ ৩৵০
এনাসার্কা বা ত্বকশোথ বা বাহ্য শোথ ৬৷৷০
এনুরিজম বা ধমনী-স্ফীতি এবং এথারমা প্রভৃতি ধমনীরোগ ৯৷৷৵০
এম্ফিসিয়া বা ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি ৩৷৵০
এলবুমিনুরিয়া, ব্রাইটস্ ডিজিজ বা লালা মেহ ৮৷৵০
এস্ফিক্‌সিয়া এবং স্প্যাজম অব দি লাঙ্গস্ বা শ্বাসরোধ এবং ফুস্‌ফুস ও অন্ননালীর আক্ষেপ ৬৷৵০
ওস্তারিগ্রন্থিরোগ ২৷৷০

banglabooks.in

ঔষধ ও তাম্রকুট, মদ্য এবং অহিফেন প্রভৃতি মাদকদ্রব্যাদির অপব্যবহার এবং অন্যান্য বিবিধ কারণজনিত বিষ-ক্রিয়া ৫।৶০
কচ্ছুরোগ, পাঁচড়া বা স্কেবিজ, ইচ, সোরা ৩৶০
কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টস্ ৭৲
কণ্ড, সাধারণ চুলকনা বা প্রুরাইটিস্ ৩৶০
করইডাইটিস বা চক্ষুর রক্তনাড়ীময়-ঝিল্লি প্রদাহ ২৸৶০
কর্ডি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস ৭৲

কর্ণ এবং কর্ণ সংসৃষ্ট-রোগ ২।৶০

কর্ণ খইল ২॥০
কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম ২॥০
কর্ণমূলগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ডপ্রদাহ, প্যারটাইটিস বা মাম্পস ২৲০
কর্ণশূল, কর্ণপ্রদাহ এবং অটরিয়া এবং কানপাকা প্রভৃতি ২।৶০
কর্ণিয়া বা চক্ষুর কালক্ষেত্রের অসচ্ছতা বা ওপেসিটি ২৸৶০
কর্ণিয়া বা চক্ষুর স্বচ্ছাবরকের প্রদাহ বা কিরাটাইটিস ও ক্ষত ২৸৶০
কর্ণিয়ার এবসেস, হাইপপিয়ন বা কর্ণিয়ার পশ্চাৎ নিম্নে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পূয় সংগ্রহ ২৸৵০
কলিফ্লাযুয়ারগ্রোথ বা ফুলকপিবৎ উপমাংস, কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটি এবং তজ্জাতীয় অল্প বিষ মাংস বৃদ্ধি, অর্ব্বুদ বা টিউমার ৬।৶০
কলেরা বা ওলাউঠা—এসিয়াটিক প্রভৃতি ৪॥০
কলেরা—রক্তময় বা ব্লাডি কলেরা ৪॥৶০
কাউর, পামা বা একজিমা ৩৵০
কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা, দগ্ধব্রণ, পৃষ্ঠব্রণ ৬।৶০
কাসি বা কফ ৩।৶০
কিড্‌নি বা বৃক্কক রোগ ৮।৶০
কিডনি বা বৃক্ককের দানাযুক্ত ক্ষয় বা গ্র্যানুলার ডিজেনারেশন ৮॥০
কিডনি বা বৃক্ককের ফ্যাটি ডিজেনারেশন বা বসাপকৃষ্টতা ৮॥০
কুইনাইন্ রুদ্ধ ম্যালেরিয়াদি জ্বর এবং ছদ্মজ্বর বা মাস্কড ফিবার প্রভৃতি ৬॥৶০
কুঁচকির ফাঁসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ বা ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড ইইঙ্গুন্যাল হার্ণিয়া ৪॥৶০
কৃমিরোগ বা ওয়ার্ম্‌স ৪॥৶০
কৃশতা এবং রক্তহীনতাদি ৫।৶০
কেশস্খলন, টাক বা এলপেসিয়া বল্ডনেস ৩৵০
"কোমা ভিজিল বা টাইফমেনিয়া" অচৈতন্যাবস্থায় উন্মীলিত চক্ষুসহ অস্পষ্ট কথন ৫।৶০
কোষময়-ঝিল্লি প্রদাহ বা সেলুলাইটিস ৬।৶০
কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন ৪॥৶০
ক্যাংক্রাম আরস বা পচিত মৃণক্ষত, মামুরকির ঘা ৪॥৶০
ক্যানসার বা কর্কটরোগ ৬।৶০
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা একশন ও রি-একশন ৫।৶০
ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মানসিক উপঘাত রোগকারণ ৬॥০
ক্লাব-ফুট বা বক্র-পদ ৩।০
ক্লোরোসিস ও এনিমিয়া বা মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা ৮৸৶০
খল্লী, খাইল, স্থানিক আক্ষেপ বা ক্র্যাম্পস্ ৭॥৶০
গণ্ডমালা-রোগ বা স্ক্রফুলা ২৷৶০
গর্ভস্রাব, গর্ভপাত বা এবর্শন, মিস্-ক্যারেজ ৯।৶০

banglabooks.in

গর্ভাবস্থার রোগ—ফাইব্রিনাস ফিবার, মৃত্যু-ভীতি, জরায়ুর-বেদনা শিরা স্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেন্‌স্ প্রভৃতি বিবিধ রোগ ৯৶০

গর্ভিণী, প্রসব এবং প্রসবান্তিক বা সূতিকারোগ ৯১/০

গলগণ্ডরোগ বা গয়টার ২৷৷/০
গল-প্রদাহ ও গল-ক্ষত বা সোর-থ্রোট ৪৷৷৶০
গলমধ্যে কুকুরকুক্ শব্দ ৫।৶০
গল-ক্ষত বা কুইঞ্জি সায়ানাঙ্কি টন্‌সিলারিজ ৪৷৷৶০
গাউট বা ক্ষুদ্রবাত ৭৶০
গীতি-বাদ্য সহ রোগসম্বন্ধ ৫।৶০
গুদভ্রংশ, হালিশ বা প্রল্যাপ্‌সাস্ রেক্টাই ৪৷৷৶০
গুল্ম-বায়ু, মূর্চ্ছা-বায়ু, অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া ৭।৶০
গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন বা কনষ্ট্রিক্‌শন অব দি এনাস ৪৷৷৶০
গৃহবিরহাতুরতা বা হোমসিক্‌নেস্ ৭৷৷০
গ্যাংগ্রিন বা ন্যূনাধিক শরীরাংশের মৃত্যু বা পচন ও বিগলন ৬৷৷০

গ্রন্থি এবং গ্রন্থি-সংসৃষ্ট রোগ ২৷৷০

গ্রন্থি-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি গ্ল্যাণ্ডস্ ২৷৷/
গ্রীবাস্তম্ভ বা টার্টিকলিস্ ৭৶০
গ্লকমা বা চক্ষুরসের অস্বচ্ছতা বশতঃ ঘোর-দৃষ্টি ২৮৶০
গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ ৭৲
গ্লোবাস্ হিষ্টিরিকাস বা গলা বাহিয়া পিণ্ডাকার বস্তু উঠা ৫।৶০
ঘর্ম্মের স্থান ও ঘর্ম্ম-প্রকৃতি ৫।৶০
ঘুংরিকাশি বা ক্রুপ—সহজ ও পর্দ্দাজনক বা মেম্ব্রেনাস ৩।৶০

ঘ্রাণশক্তির অভাব ৫।৶০
ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর প্রখরতা ৫।৶০
ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ৫।৶০
ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতা ও মূর্চ্ছার ভাব ৩৷৷০
চর্ম্মকীলক বা ওয়ার্টস ৩৶০
চক্ষু ও চক্ষুমণির বা পিউপিলের বিস্তৃতি ৫।৶০
চক্ষুপুট আনর্ত্তন (Twitching) বা চোক্-নাচা চক্ষু মিটিমিটি ২৮৶০
চক্ষুপুট পতন বা টোসিস্ ২৮৶০
চক্ষুপুট-প্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্ ২৮৶০
চক্ষুপুটবিপর্য্যয় বা একট্রোপিয়াম ও ট্রিকইয়াসিস্, চক্ষুপুট বক্র হওয়া বা চক্ষুকেশ উল্টান ২৮৶০
চক্ষুপুটের বিবিধ রোগ ২৮৶০
চক্ষুমণি, তারা বা পিউপিলের ডাইলেটেশন বা প্রসারণ ২৮৶০
চক্ষুর কালশিরা একিমোসিস্ ২৮৶০
চক্ষুর স্নায়ুশূল ২৮৶০
চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দি আইজ ২৮৶০

চক্ষুরোগ বা ডিজিজেজ অব দি আইজ ২৷৷৶০

চাপে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৫।৶০
চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ৫৷৷০
ছিপি, গোঁজ, কাঁটা, গোলা বা গুল্ম, লোহার পতর, ব্যাণ্ডেজ্ বা ফিতা এবং জীবন্ত জন্তু প্রভৃতি নানাবিধ আগন্তুক বস্তু শরীরের স্থানবিশেষে থাকার ন্যায় কষ্টপ্রদ লক্ষণ উৎপাদনের অনুভূতি ৫৷৷০
জটুল বা নিভাস ৯৷৷৶০

জড়রোগ বা ইম্বেসিলিটি ৬৷৷০

জরায়ু প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ক্যান্‌সার বা কর্কট প্রভৃতি অর্ব্বুদ

banglabooks.in

জরায়ু ও যোনি প্রভৃতি স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর আবর্ত্তন ও বক্রতা বা ভাশন ও ফ্লেক্‌শন ৯৲
জরায়ু-প্রদাহ (তরুণ ও পুরাতন) বা মেট্রাইটিস, ইনফ্ল্যামেশন অব দি ইউটারাস্ ৯৲০
জরায়ু-ভ্রংশ বা প্রোল্যাপ্‌সাস্ অব দি ইউটারাস ও যোনি প্রভৃতি রোগ ৯৲০
জরায়ু-মুখ ও গ্রীবা বা অস্ ও সার্ভিক্‌স্ ইউটারাইর প্রদাহ ও ক্ষত ৮৸৵০
জরায়ু-রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি ইউটারাস্ ৯৲
জরায়ুর সাব ইন্‌ভলিউশন, ফাইসমেট্রা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ৯
জলদোষ বা হাইড্রসিল ৫৵০।৬॥০
জলশোথ বা ইডিমার বর্ত্তমানতা ৫॥০
জলশোথ বা ড্রপ্‌সি
জলাতঙ্ক এবং স্রোত-জলশব্দশ্রবণ ও জল বা তৎবৎ চাকচিক্যশালী বস্তু দর্শন রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ ৫॥০
জলাতঙ্ক-রোগ বা হাইড্রফবিয়া ৭॥০
জানু-সন্ধি-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি নি-জইণ্ট—সাইনভাইটিস্ বা শিরা-মুণ্ড প্রভৃতি ৭৵০
জিহ্বালক্ষণের বিশেষত্ব ৫॥০
জৈবতাপাল্পতা ও শীতানুভূতি ৫॥৵০
জৈবরসক্ষয়—রোগ-কারণ ৫॥৵০
জ্বর-রোগ — অজীর্ণজ্বর, কাম-জ্বর বা গ্যাষ্ট্রীক্ ফিবার, পিত্ত-জ্বর বা মিলিয়াস্ ফিবার, পিত্ত-শ্লেষ্মা-জ্বর বা বিলিয়াস রেমিটেণ্ট ফিবার, বাত-জ্বর বা নার্ভাস ফিবার, বাত-পৈত্তিক জ্বর বা নার্ভাস-বিলিয়াস ফিবার প্রভৃতি ৬॥৵০
জ্বর-রোগ বা ফিবার ৬৸৵০
জ্বালা বা বার্ণিং ৫॥৵০
টন্‌সিল-গ্রন্থি-প্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস ২॥৵০
টুবাকু লোসিস বা গুটিকোৎপাদক রোগ ৬৸৵
টেব্‌স্ মেসেণ্টারিকা বা অন্ত্র-বেষ্ট-ঝিল্লি-গণ্ডমালারোগ ২॥৵০
ডিফ্‌থিরিয়া বা দুষ্ট-গল-ক্ষত ৪॥৵০
ডিস্‌ক্রেশিয়া, ডায়াথিসিস্ এবং ক্যাকেক্‌শিয়া ৫॥৵০
ডিস্‌ফেজিয়া বা গল-রোধ ৪৸০
তাণ্ডব, নৃত্যরোগ বা কোরিয়া ৭॥৵০
তাপোচ্ছ্বাস, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছার ভাব ৫॥৵০
তৃষ্ণা এবং জলপান ৫॥৵০
তোতলামী বা ষ্ট্যামারিং ৭॥৵০
ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ অব দি স্কিন ৩৵০
ত্বক্‌রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি স্কিন্
ত্বকের কড়া বা কর্ন, কাঠিন্য, কর্কশতা এবং পূয়-গুটিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র-রোগ ৩৵০
ত্বগুদ্ভেদ-বিশিষ্টতা এবং কণ্ডূয়ন প্রভৃতি ৫॥৵০
দদ্রু বা রিং ওয়ার্ম, হার্পিস্ সার্সিনেটাস ৩।০
দন্তমাড়িরোগ বা ডিজিজেজ অব দি গাম্‌স্ ৪৸০
দন্ত-রোগ ৪৸০
দন্ত-শূল ৪৸০
দন্তের ক্ষত বা করিজ্, নালীক্ষত বা ফিশ্‌চুলা এবং ক্ষয় বা ডিকে প্রভৃতি রোগ ৪৸৵০
দন্তোৎপাটন জন্য শোণিতস্রাব ৪৸৵০
দন্তোদ্ভেদ বিকার (শিশুর) ও তদ্‌ঘটিত জ্বর এবং আক্ষেপাদি রোগ ৪৸৵০

banglabooks.in

দুগ্ধ-জ্বর, চুন্‌কো বা মিল্ক ফিবার, ফেব্রিস্ ল্যাক্টিয়া ; স্তন্যাভাব বা স্তন্যরোধ ও তৎসংসৃষ্ট প্রদাহ এবং পূয-সঞ্চার প্রভৃতি রোগ ; স্তন্যাধিক্য ৯৷৶৹

দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া ৩৷৹

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়া ৫৷৷৶৹

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি এবং পেশী-দৌর্ব্বল্য ৭৷৷৶৹

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এম্বেনোপাইয়া ৬

ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস ৭৷৷৶৹

ধাতু বা কন্‌ষ্টিটিউশন ৫৷৷৶৹

ধ্বজ-ভঙ্গ বা ইম্পোটেন্‌স্ ৫৶৹

নখ-রোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি নেল্‌স ৩৷৹

নবজাত শিশুর শ্বাসরোধ ৮৶৹

নাসাপুটের পক্ষবৎ চালনা ও বিস্তার ৫৷৷৶৹

নাসিকাগ্রের প্রদাহ ও ক্ষত ৩৷৷৹

নাসিকাগ্রের স্ফীতি ৩৷৷৹

নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্ররোগ ৩৷৶৹

নাসিকারক্তস্রাব বা এপিষ্ট্যাক্‌সিস্ ৩৷৷৹

নাসিকাস্থ নানাবিধ ক্ষুদ্র রোগ ৩৷৷৹

নাসিকা-সর্দ্দি বা করাইজা ৩৷৷৹

নিউমোনিয়া প্লুরো-নিউমোনিয়া, বিলিয়াস-নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউ-মোনিয়া প্রভৃতি ৩৷৶৹

নিউরেস্থিনিয়া বা স্নায়বীয় ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য ৭৶৹

নিদ্রা, তামসী নিদ্রা ও নিদ্রালুতাদি এবং নিদ্রান্তে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৫৷৷৶৹

নিদ্রাহীনতা বা সিপলেস্‌নেস এবং নিদ্রাবিকার ৭৶৹

নিষ্পন্দ-বায়ু বা ক্যাটালেপ্‌সি ৭৶৶৹

নীলরোগ বা সায়ানোসিস্ ৯৷৷৹

নেফ্রাইটিস্ বা বৃক্কক-প্রদাহ ৮৷৷৹

নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্কক-শূল ৮৷৹

ন্যাবা, পাণ্ডু, কামলা বা জণ্ডিস্ ৪৶৹

পতন, হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্‌স-লক্ষণাদি ৫৷৷৶৹

পরিপাক যন্ত্র এবং মুখগহ্বরাদি উদর-যন্ত্র-রোগ ৪৶৹

পরিপাক-যন্ত্র-রোগ ৪৶৶৹

পলিপাস্ বা বহুপাদার্ব্বুদ ৬৶৹

পক্ষাঘাত—চক্ষু-পুট-পতন ৭৶৹

পক্ষাঘাত—জিহ্বা, ওষ্ঠ, গলদেশ প্রভৃতি স্থানিক ৭৶৹

পক্ষাঘাত—ডিফ্‌থিরিয়া-রোগান্তিক বা পোষ্ট-ডিফ্‌থিরিটীক ৭৶৹

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ ৭৶৹

পাঁকুই, শীতস্ফোটক বা চিল্‌ব্লেন্ ৩৷৹

পাদমূলের (Heels) ক্ষতাদি ৩৷৹

পানিবসন্ত বা ভেরিসিলা, চিকেন্‌পক্‌স্ ৬৷৶৹

পারদঘটিত রোগ বা মার্কুরিয়েল ডিজিজ্ (মার্কুরিয়েল পল্‌জি প্রভৃতি) ইল্ এফেক্টস্ অব মার্কারি ৬৶৶৹

পারদোপদংশজ যৌগিক বিষোৎপন্ন রোগ ৭৷৹

পাপুরা হিমরেজিকা শীতাদরোগ ৯৷৷৹

পিত্ত-শিলা বা গলষ্টোন, বিলিয়ারি কাকলাই এবং পিত্তশূল বা বিলিয়ারি কলিক প্রভৃতি ৪৶৶৹

পিনস, পূতিনস্য, পুরাতন সর্দ্দিরোগ বা অজিনা ৩৷৶৹

পীত-জ্বর বা ইয়োলো ফিবার ৬৷৶৹

পুং-জননেন্দ্রিয়রোগ ৫৷৹

পুং-জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগ ৫৶৹

পুরাতনরোগ-বিষ-বাষ্প বা ক্রনিক ডিজিজ্-মায়াজ্‌ম্—সোরা, সাইকোসিস্, সিফিলিস্ ৫৷৷৶৹

পূয-মেহ বা গণরিয়া ৭৷৹

banglabooks.in

পূয়শোথ, ব্রণশোথ বা এবসেস্ ৬৸৵০
পৃষ্ঠব্রণ, দাহিকা বা কার্ব্বাঙ্কল, আঙ্গুল হাঁড়া বা হুইলো, প্যানারিটাম, প্যানারিস ; দুষ্টব্রণ বা ম্যালিগন্যাণ্ট পাস্চুল ; শ্বাবচ্ছেদ সংস্রবীয় বা ডিসেক্টিং উণ্ড বা ক্ষত এবং বিষধর কীটদংশনজনিত ক্ষত প্রভৃতি ৩।০
পৃষ্ঠশূল, পৃষ্ঠবেদনা বা ব্যাক-এক ৭৵০
পেশীআনর্ত্তন বা টুইচিংস অব দি মাস্‌লস ৭৸৵০
পেশী-প্রদাহ বা মায়ি-আইটিস ৬৸৵০
পেশীবাত এবং পেশী শূল ৭৶০
পোড়ানারাঙ্গা বা পেশ্চিগাস ৩।০
প্যাংক্রিয়াসগ্রন্থি-রোগ ৪৸৵০
প্যারা ফাইমোসিস বা উণ্টামুদ্রা ৫৵০
প্যারালিসিস অব দি ইনসেন্ বা বাতুলের পক্ষাঘাত ৭৸৵০
প্রতিক্রিয়াহীনতা বা ঔষধের ক্রিয়াভাব ৬৸৶০
প্রতিশ্যায়, সর্দ্দি বা ক্যাটার ৬৸৶০

প্রদর্শক লক্ষণ এবং চিকিৎসা-সৌকর্য্যার্থ অন্যান্য বিষয় ৫৶০

প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ ৫॥৶০
প্রদাহ ও পূয়জনন বা ইনফ্লামেশন ৬৸৶০
প্রদাহিক উদরশূল বা ইনফ্লামেটরি কলিক ৪৸৵০
প্রদাহিক উদরাময় বা ইনফ্লামেটরি বা সামার ডাইয়ারিয়া বা ইংলিশ কলেরা ৪৸৵০
প্রদাহিক জ্বর বা ইনফ্লামেটরি ফিবার ৬॥৵০
প্রদাহের অভাব ৫৸০
প্রলাপ বা ডিলিরিয়াম ৫৸০ | ৭॥০
প্রষ্টেট-গ্রন্থি-প্রদাহাদি রোগ ৫৵০
প্রষ্টেট-গ্রন্থি-রোগ ২॥৵০
প্রসব বা লেবর—কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট ৯৶০

প্রসববেদনাকালীন কনভালশন বা আক্ষেপ ৯৶০
প্রসবাস্তিক ক্লেদ বা লোকিয়া-স্রাব-সংসৃষ্ট রোগ ৯৶০
প্রসবাস্তিক চিকিৎসা ৯॥০
প্রসবাস্তিক মূত্র রোধ বা রিটেন্‌শন অব ইউরিন্ ৯॥০
প্রসবাস্তিক রক্তস্রাব ৯॥০
প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর রোগের বৃদ্ধি
প্রেমবিষয়ক নৈরাশ্য এবং দ্বেষাদি ৫৸
প্লীহারোগ বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব স্প্লীন ৪৸৵০
প্লুরিসি, প্লুরাইটাস বা ফুসফুস-বেষ্ট-ঝিল্লি-প্রদাহ ৩॥৵০
ফাইমোসিস্ বা মুদ্রারোগ
ফাঁসবদ্ধ-অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ বা ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্ণিয়া ৪৸৵০
ফিশ্চুলা বা নালিক্ষত ৬৸৶০
ফিসার এবং ফিশ্চুলা অব দি এনাস ও রেক্টাম বা মলদ্বারবিদারণ ও মলদ্বার এবং সরলান্ত্রের নালীক্ষত ৪৸৶০
ফুসফুস-প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুসে গুটিকাজনন বা টুবার্কুলোসিস অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুসে পূয়-সঞ্চার বা সাপুরেশন অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুসের আক্ষেপ বা স্প্যাজেম অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০
ফুসফুসের পচন, ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিন অব দি লাঙ্গস্ ৩॥৶০
ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস অব দি লাঙ্গস ৩॥৶০

banglabooks.in

ফুসফুসের পূয় বা ব্রণ-শোথ বা এবসেস অব দি লাঙ্গস ৩৷৷৵০
ফুসফুসের প্রসারণ বা ডাইলেটেশন অব দি লাঙ্গস ৩৸০
ফুসফুসের রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন ৩৸০
ফ্যারিঞ্জাইটিস বা গলকোষপ্রদাহ ৪৸৵০
বক্রদৃষ্টি বা ষ্ট্রাবিসমাস ৺
বধিরতা, ডেফনেস বা হার্ডনেস অব হিয়ারিং এবং কর্ণরোধ ২৷৷০
বন্ধ্যাত্ব বা ষ্টেরিলিটি ৯৵০
বমন বা ভমিটিং এবং বিবমিষা বা নসিয়া—মদ্যপায়ী এবং গর্ভিণীর প্রাত্যুষিক ও অন্যান্য নানাবিধ বমন ৪৸৵০
বয়োব্রণ, বয়সফোঁড়া বা একনি ৩৷৵০
বসন্তজ্বর বা ভেরিয়োলা, স্মল পক্স ৬৷৵০
বস্তু বিশেষ ভক্ষণে রোগোৎপত্তি ৫৸০
বহুভাষিত্ব ; অত্যধিক কথা বলা বা লোকোয়াসিটি ৫৸০
বহুমূত্র বা মূত্রমেহরোগ—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস মেলিটাস ও মূত্রমেহ, মূত্রাধিক্য বা ডায়াবিটিস ইন্‌সিপিডাস ৮৷৷০
বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড় শব্দাদি ৫৸০
বক্ষরোগ বা ডিজিজেজ অব দি চেষ্ট ৩৸০
বক্ষ-শূল, বক্ষের বেদনা বা প্লুরোডাইনিয়া ৩৸০
বক্ষ-সর্দ্দি বা ক্যাটার অব দি চেষ্ট ৩৸০
বাঘী, ব্রণ্ণ বা বিউবো. বিউবন ২৷৷৵০ । ৭৵০
বায়ুনালীপ্রতিশ্যায় বা ক্যাটার অব দি ব্রংকাই ৩৸০
বিচর্চ্চিকা বা সোরিয়াসিস ৩।৵০
বিবমিষা বা নসিয়া ও বমন ৫৸০
বিবিধ শিশুরোগ ৮৸০
বিবিধ সাধারণ রোগ ৬।৵০
বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া ৭৷৷০
বিষ্ঠা ও মলত্যাগের বিশিষ্টতা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনাদি ৫৸৵০
বিসর্প বা ইরিসিপেলাস ৩।৵০
বেদনা বা পেন্‌স ৭৸৵০
বেদনার প্রকৃতি, তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং তাহার অভাব ৫৸৵০
বেরিবেরি রোগ ৬৸৷৵০
ব্রঙ্কাইটিস্ এবং ক্যাপিলারি-ব্রঙ্কাইটিস্—তরুণ ও প্রবল ; পুরাতন এবং বৃদ্ধের বা সিনাইল প্রভৃতি ৩৸০
ব্রঙ্কোরিয়া, বা বায়ু-নালীর শ্লেষ্মা-স্রাবাধিক্য ৩৸৵০
ব্রেনফ্যাগ বা মস্তিষ্ক ক্লান্তি ৭৸৵০
ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি বা অন্তঃসত্ত্বার বমন ৯৷৷০
ভক্ষ্যবস্তু দর্শনে অথবা তাহার আঘ্রাণে বমনোদ্রেক ৫৸৵০
ভীতি ও মৃত্যুভীতি এবং ভীতিবশতঃ রোগ ৫৸৵০
ভূতপূর্ব্ব কারণসম্ভূত রোগ ৫৸৵০
ভেরিকোসিল বা অণ্ডশিরার্ব্বুদ ৫৵০
ভ্যাক্‌সিনেশন বা গো-বীজটিকা জনিত জ্বর ও অন্যান্য রোগ ৬৷৷৵০
মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট ৺
মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট প্রভৃতি চক্ষু রোগের অস্ত্র চিকিৎসাজনিত জ্বর ৺ । ৬৷৷৵০
মদাত্যয়রোগ বা ডিলিরিয়াম ট্রিমেন্স ৭৷৷০
মনুষ্যসঙ্গ এবং আলোক ভালবাসা ৫৸৵০
মলদ্বার, গলদেশ এবং উদর প্রভৃতিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি ৫৸৵০
মলদ্বার, নাসিকারন্ধ্র এবং কর্ণকুহর প্রভৃতি শরীর বাহ্যদ্বারের রক্তিমা ও ক্ষতাদি ৫৸৵০

banglabooks.in

মলদ্বারের শিথিলতা এবং অনৈচ্ছিক-রূপে বা অসাড়ে মলত্যাগ ৫৸৹
মস্তিষ্ক ও তদাবরণীপ্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি ব্রেন এণ্ড ইটস মেম্ব্রেনস ৭৸৹
মস্তিষ্ক ও মানসিক লক্ষণের তুলনা ৫৸৹

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি স্নায়বীয় রোগ ৭।৹

মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা-বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ বা সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মিনিঞ্জাইটিস ৭৸৹
মস্তিষ্কমেরুমজ্জের রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ব্রেন এণ্ড স্পাইন্যাল কর্ড ৭৸৹
মস্তিষ্কে জলপতন (Swashing) বৎ অনুভূতি ৫৸৹
মাছেতা, ছল্লি প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্ কলঙ্ক ৩।৹
মানসিক জড়ত্বাদি বিকার বা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭॥৹
মানসিক দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক লক্ষণ—অবসাদ, বিষণ্ণতা, কোমলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা এবং ক্রন্দনাদি ৫৸৹
মানসিক ভাবোত্তেজনাবশতঃ রোগ ৫৸৹
মানসিক রোগবা মেণ্ট্যাল ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭।৹
মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ—সহজ এবং টুবার্কুলার বা গুটিকা যুক্ত ৭৸৹
মুক্তবায়ুর প্রয়োজনীয়তা ৫৸৹
মুখগহ্বর—দন্ত, দন্তমাড়ি ও জিহ্বাদির লক্ষণ ৫৸৹
মুখগহ্বরের প্রদাহ ও ক্ষত বা সোরমাউথ, এফথি বা জাড়ী ঘা এবং লালাস্রাব বা স্যালিভেশন প্রভৃতি রোগ ৪৸৹
মুখমণ্ডল, নাসিকা ও ওষ্ঠাদি স্থানে রক্তিমা কলঙ্ক এবং রসবিদ্বিকা প্রভৃতি ৫৸৹
মুখমণ্ডল-পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারালিসিস ৭৸৹
মূর্চ্ছারোগ ফেন্‌টিং ফিট ৭৸৹

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র রোগ ৮।৵০

মূত্রকৃচ্ছ্র বা ডাইসুরিয়া ৮॥০
মূত্রনালীর প্রতিশ্যায়, (ব্যালানোরিয়া) ও প্রদাহ বা ক্যাটার এণ্ড ইনফ্লামেশন অব দি ইউরিথ্রা ৮॥৵০
মূত্র-পথ হইতে রক্তস্রাব ৮॥৵০
মূত্রপথে বেদনাদি কষ্ট ৮॥৵০
মূত্রযন্ত্ররোগ বা ডিজিজেজ্ অব দি ইউরিনারি অর্গ্যানস্ ৮॥৵০
মূত্রলক্ষণের বিশিষ্টতা ৬৲
মূত্র-শিলা ও মূত্র-রেণু প্রভৃতি বা ইউরিনারি ষ্টোনস, গ্র্যাভেলস এবং কাঙ্কলাই ৮॥৵০
মূত্র-শূল বা ইউরিনারি কলিক ৮॥৵০
মূত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা ৮॥৵০
মূত্রস্থালী প্রদাহ বা সিষ্টাইটিস ৮॥৵০
মূত্রস্থালী বা ব্ল্যাডারের উত্তেজনা বা ইরিটেশন ৮॥৵০
মূত্রস্থালী হইতে রক্তস্রাব বা হিমরেজ ফ্রম্ দি ব্ল্যাডার ৮॥৵০
মূত্রাঘাত বা সাপ্রেশন অব ইউরিন ৮॥৵০
মূত্রাবরোধ বা রিটেনশন অব ইউরিন ৮॥৵০
মূত্রাল্পতাজনিত শোথ বা ড্রপসি ৮॥৵০
মূত্রের ঘ্রাণ ও বর্ণের বিকার ৮॥৵০
মূত্রের তলানী বা সেডিমেণ্ট ৮॥৵০
মৃগীরোগ বা এপিলেপসি ৭৸৹
মেরুমজ্জা ও তৎসংসৃষ্ট রোগ—প্রদাহ ও দৌর্ব্বল্যাদি ৮৲
মেরুমজ্জা ও মস্তিষ্ক-কোমলতা বা সফনিং ৮৲

banglabooks.in

মেরুমজ্জের, উত্তেজনা বা স্পাইন্যাল ইরিটেশন ৮৵
ম্যালেরিয়া-জ্বর ৩৷৵০
যকৃতের অপকৃষ্টতা—বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি অপকৃষ্টতারোগ বা ডিজেনারেশন ৫৵
যকৃতের পীতক্ষয় বা ইয়োলো এট্রফি অব দি লিভার ৫৵
যকৃতের প্রদাহ, রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি ৫৵
ব্রণশোথ বা পূয়শোথ বা এবসেস এবং স্যাবা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ
যকৃতের ক্ষয়রোগ বা সিরোসিস অব দি লিভার ৫৵
যক্ষ্মাকাশ বা থাইসিস্ ৩৸৵০
যে কোন প্রকার শয্যায় শয়ন করুক না কেন তাহার অসহনীয় কাঠিন্যানু-প্রযুক্ত কোমল শয্যাংশের অনুসন্ধানে রোগীর অনবরত শয্যার চতুর্দ্দিকে স্থান পরিবর্ত্তন ৬৵
যোনিপ্রদাহ বা ইনফ্লামেশন অব দি ভ্যাজাইনা ৯৵০
যোনিভ্রংশ বা ভ্যাজাইন্যাল প্রোল্যাপ্‌সাস্ ৯৵০
যোনির আক্ষেপিক সঙ্কোচন বা ভ্যাজাই-নিসমাস্ ৯৵০
রক্তকাশ বা হিমপ্টিসিস ৩৸৵০
রক্তস্রাব বা হিমরেজ, ব্লিডিং ৯৷৵০
রক্তহীনতা বা এনিমিয়া ৯৷৵০
রক্তাতিসার বা ব্লাডি ডাইয়ারিয়া ৫৵০
রক্তাধিক্য বা কঞ্জেশ্চন ৯৷৵০
রজঃকৃচ্ছ্র, বাধক বা ডিস্‌মেনরিয়া ৯৵০
রজদোষ বা মেন্‌ষ্ট্রয়েল ডিজর্ডার ৯৵০
রজঃবিকারসম্বন্ধীয় ঔষধের তুলনা ৯৵০
রজোবাহুল্য, আর্ত্তবাধিক্য বা মেনরেজিয়া ৯৵০

রতিজ রোগ বা ভিনিরিয়েল ডিজিজ ৭৵০
রসবাত বা রিউম্যাটিজম—তরুণ এবং পুরাতন (কণ্ড বা সংকোচনাদি) ৭৵০

রসবাতাদি রোগ ৭৵০
রসবাতিক জ্বর বা রিউম্যাটিক ফিবার ৬৷৵০
রস বা লসীকাগ্রন্থির স্ফীতি এবং বিবৃদ্ধি ৬৵
রাইটার্স ক্র্যাম্প বা লেখকের হস্ত-কম্প ৮৵০
রেটিনা বা চিত্রপত্ররোগ—রেটিনাইটিস বা চিত্রপত্রপ্রদাহ, রেটিনার বা চিত্র-পত্রের শোণিতাধিক্য, রেটিন্যাল এট্রফি বা চিত্রপত্রের ক্ষয়, রেটিন্যাল এপপ্লেকসি বা চিত্রপত্রে রক্তস্রাব এবং রেটিনা বা চিত্রপত্রের স্খলন বা ডিট্যাচ্‌মেণ্ট প্রভৃতি ৩৵০
রোগলক্ষণের বিভিন্ন পরিবর্ত্তনশীলতা ৬৵
রোগলক্ষণের পর্য্যায়ক্রমিকতা ৬৵
রোগলক্ষণের রোগজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাব ৬৵
রোগের পক্ষঘাতিক বা রসবাতিক মৌলিকতা ৬৵
রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন ৬৵০
রোগের প্রাদুর্ভাব কাল ৬৵০
লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের প্রদাহ ২৷৵০
লাম্বেগো বা কটিবাত ৭৷০
লিথিমিয়া ৮৷৵০
লোকো-মোটর-এট্যাক্‌সিয়া বা কশেরুকা-মজ্জের ক্ষয়রোগ ৮৵০
ল্যারিঙ্গিস্‌মাস্ ষ্ট্রাইডুলাস্ বা কণ্ঠনালী-দ্বার-আক্ষেপ ৩৸৵০
শয্যা-প্রস্রাব রজনীপ্রস্রাব, বা ওয়েটিং দি বেড ৮৷৵০
শরীর চালনায় অথবা বিশ্রামে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি ৬৵০
শরীর বা শরীরাংশবিশেষের গঠন-বিশিষ্টতা এবং শরীরবৈরূপ্য সম্বন্ধে রোগীর অদ্ভুত কল্পনা ৬৵০

banglabooks.in

শরীরাবস্থাপন-বিশিষ্টতা বা শয়নোপ-
বেশনাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, রোগের
হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ ৬/০
শরীরের এক পার্শ্ব বা স্থান আক্রমণ
অথবা আক্রমণের পর রোগের
পার্শ্বান্তরে বা স্থানান্তরে গতি ৬/০
শারীরিক সমলতা, দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতা ৬/০
শিরঃশূল—অর্দ্ধশিরঃশূল, আধকপালি
মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া বা
মেগ্রিম ৮৶০
শিরঃশূল—বমন বা প্রস্রাব হইলে
উপশম ৮৶০
শিরঃশূল—বমনযুক্ত বা সিক-হেডেক ৮৶০
শিরঃশূল বা হেডেক—সর্দ্দিজ, শোণিত-
সঞ্চয়ী এবং স্নায়বীয় ৮/০
শিরঃশূলসংস্রবে দৃষ্টিবিকার বা অন্ধত্ব ৮৶০
শিরাপ্রসরণ বা ভেরিকোজ্ ভেন্‌স্ ৯৷৷৶০
শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো ৮৷০
শিরোলুণ্ঠন বা রোলিং অব দি হেড ৮৷০
শিশু-কলেরা ৫/০
শিশু-ক্ষয়রোগ ৮৸০
শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ ৮৸০

শিশু-রোগ ৮৸০

শিশুর সবিরাম জ্বর ৬৷৷৶০ । ৮৸০
শুক্র-মেহ বা স্পার্ম্মাটোহিয়া—স্বপ্নদোষ ৫৶০
শৈত্য, তাপ, সিক্ততা এবং আবহাওয়ার
পরিবর্ত্তন প্রভৃতি রোগের অথবা রোগের
হ্রাস বা বৃদ্ধির কারণ ৬৶০
শোণিতসংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৯৷৷০
শোণিতসঞ্চয়ী বা কঞ্জেষ্টিভ সবিরাম জ্বর ৬৷৷৶০
শোণিতস্রাব এবং শোণিতসঞ্চালন
বিশৃঙ্খলা ৬৶০
শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং পাখার বাতাসের
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ৬৶০
শ্বাসকৃচ্ছ্র বা ডিফিকাল্‌ট রেস্পিরেশন ৩৸৶
শ্বাস-যন্ত্র-রক্তস্রাব ৩৸৶০
শ্বাসযন্ত্ররোগ ৩৸৶০
শ্বাসরোধ—সাধারণ এবং নবজাত শিশুর
(এস্ ফিক্‌সিয়া নিয়োনেটোরাম) ৩৸৶০
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া অথবা জরায়ুর
অন্তর্ব্বেষ্টঝিল্লি প্রদাহ বা মেটাইটিস ৯/০
শ্লেষ্মাগুটি চর্ম্মকীলকের বর্ত্তমানতা ৬৶০
শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লির শুষ্কতা ৬৶০
সকম্প পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস
এজিট্যান্‌স্ ৮৷০
সঙ্গম-বৈকারিকভাব—সঙ্গমে প্রবল ইচ্ছা
এবং অনিচ্ছা বা সঙ্গমে বেদনা ৯৷০
সন্দিগ্ধতাদি ৬৶০
সন্ধিবাত বা আর্থ্রাইটিক ইন্‌ফ্লামেশন—
হিপ্-ডিজিজ্ ও নি-ডিজিজ্
প্রভৃতি ৭৷০
সন্ধিরোগ—সন্ধির দুর্ব্বলতা এবং নিম্ন
চুয়াল ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি সন্ধি-
স্খলন ৭৷/০
সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড্, টাই-
ফাস, রেমিটেণ্ট এবং লো-রেমিটেণ্ট
প্রভৃতি জ্বর ৬৷৷৶০
সন্নিপাত বা টাইফয়েড অবস্থা ৬৶০
সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্‌সি ৮৷০
সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার ৬৸০
সময়ানুসারে রোগের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ৬/০
সরলান্ত্র বা রেক্টাম মধ্যে বিবিধ
ক্লেশানুভূতি ৬/০
সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভালশন
সাইনভাইটিস বা শ্লৈষ্মকপ্রদাহ ৭৷/০
সাইয়াটিকা বা গৃধ্রসী ৮৷/০
সাংঘাতিকতা ৬/০
সামুদ্রিক বমন বা সি-সিকনেস্ ৫/০
সাময়িকতা বা পিরিয়ডিসিটি ৬/০

banglabooks.in

সূতিকা জ্বর বা পিয়র্পিরেল ফিবার ৯৷৷০
সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরাল ফিবার ৬৸/০
সূতিকা (প্রসবান্তিক) রোগ ৯৷৷০
সূতিকাস্তম্ভ বা মিল্ক লেগ, ফ্লেগম্যাসিয়া ডলেন্‌স্ ৯৷৷০
সূতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিরাল কন্‌ভাল-শন্ ৯৷৷০
সূতিকোন্মাদ বা পিয়র্পিরালমেনিয়া ৭৷৷৵০ । ৯৷৷০
সূর্য্যতাপ—রোগের বা রোগ বৃদ্ধির কারণ ৬৵০
সেনাইল ক্যাটার বা বৃদ্ধদিগের বায়ু-নালীর সর্দ্দি ৩৸৵০
সেপ্টিক ফিবার এবং পায়িমিয়া—দুষ্ট, পচা ক্ষত হইতে ব্লেদ, শবচ্ছেদ করিতে হস্তাদির ক্ষত (ডিসেকটিং উণ্ড্স) হইলে শব-ব্লেদ এবং বিষধর-কীট-দংশন বশতঃ বিষ শরীরে প্রবেশ ও পুয় শোষণাদি জন্য জ্বর ৬৸/-
স্তনরোগ বা ডিজিজেজ অব দি ম্যামারি-য়্যাণ্ড—স্তনপ্রদাহ, স্তনশূল এবং স্তনাগ্রের ক্ষত প্রভৃতি ৯৷০
স্তনের ক্যান্‌সার বা কর্কটাদি অর্ব্বুদ বা টিউমার ৯৷০
স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-রোগ ৮৸/০
স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়-রোগ বা ডিজিজেজ অব দি ফিমেল জেনারেটিভ অর্গ্যানস্ ৯৷০
স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা ৯৷/০
স্ত্রী-রোগ ডিজিজেজ্ অব দি উইমেন—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ এবং গর্ভিনী, প্রসব ও প্রসবান্ত রোগ ৮৸/০
স্নান অথবা গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা অথবা তাহা রোগের বা রোগবৃদ্ধির কারণ ৬৵০
স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৬৵
স্নায়বীয় আঘাত বা শক ৮৷৵
স্নায়বীয় রোগ ৮৷৵

স্নায়বীয় রোগ বা নার্ভাস ডিরেঞ্জমেণ্ট ৭৷৵০
স্নায়ু-শূল বা নিউরেলজিয়া ৮৷৵০
স্নায়ু-শূল, মুখমণ্ডলের বা প্রসোপ্যাল-জিয়া. ফেসিয়াল নিউরেলজিয়া ৮৷৵০
স্ফোটক বা বয়েল্‌স ৩/০
স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস ৩৸৵০
স্বর-যন্ত্র-প্রদাহ বা লারিঞ্জাইটিস—তরুণ ও পুরাতন ; ল্যারিঞ্জিয়াল ক্যাটার বা স্বরযন্ত্র-প্রতিশ্যায় এবং স্বরযন্ত্রযক্ষ্মা ৩৸৵০
স্বরযন্ত্র (ল্যারিঞ্জস্) রোগ ৩৸৵
স্বরলোপ (পক্ষাঘাতিক) এফনিয়া ১৲
স্বল্পবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফিবার ৬৸/০
স্মরণশক্তির হ্রাস বা অভাব ৬৷০
স্মরণশক্তির হানি ৭৷৵০
স্রাবের প্রকৃতি ৬৷০
স্রাব অথবা স্ফুটিত উদ্ভেদের হঠাৎ লোপ কিম্বা উদ্ভেদের অনুদ্গম বা অসম্পূর্ণ উদ্গমবশতঃ রোগ ৬৷০
হাইড্রকেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক ৬৷৷০
হাইড্রথোরাক্‌স বা বক্ষ-শোথ ৬৷৷০
হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্বেষ্ট-শোথ ৬৷৷
হাঁপানি, হাঁপ-রোগ বা এজ্‌মা ১৲
হামজ্বর বা মিজল্‌স ৬৷৵০
হার্পিস জষ্টার বা বর্ত্তুলাকার বিসর্পিকা ৩৷/০
হাস্য এবং ক্রন্দন ৬৷০
হিক্কা বা হিকাফ, সিঙ্গাল্টাস ৫/০
হিমেটিমিসিস বা রক্তবমন ৫/০

banglabooks.in

হিমেটুরিয়া বা রক্তমেহ বা রক্তস্রাব ৮৷৵০
হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ ৪৲
হৃৎকম্প, হৃদ্বেপন বা প্যাল্‌পিটেশন অব দি হার্ট ৯৷৵০
হৃৎপিণ্ড বা নাড়ী-লক্ষণ ৬৷০
হৃৎপিণ্ড-বিবৃদ্ধি বা হাইপরট্রফি অব দি হার্ট ৯৷৵০
হৃৎপিণ্ড-রোগ বা হার্ট ডিজিজ্‌—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও নির্ম্মাণবিকারী বা ফাংশন্যাল ও অর্গ্যানিক বিবিধ রোগ ৯৷৵০
হৃৎপিণ্ডশূল বা এঞ্জাইনাপেক্টরিস ৯৷৵০
হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত যন্ত্র এবং শোণিত সংসৃষ্ট বিবিধ রোগ ৯৷০ । ৯৷৵০
হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ৯৸
হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি ৯৸
হৃৎপেশী প্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হৃৎবাহবেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হৃদন্তরবেষ্ট-ঝিল্লিপ্রদাহ প্রভৃতি ৯৸
হেক্টিক ফিবার বা প্রলেপক জ্বর ৬৸৵
হে-ফিবার বা ওষধি-গন্ধজ জ্বর ৬৸৵
ক্ষতরোগ বা আল্‌সার ৩৷৵
ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স ৩৷৵
ক্ষয়রোগ বা ওয়েষ্টিং ডিজিজ্‌ ৭৷৵
ক্ষিপ্রতা অথবা মন্থরতা ৬৷
ক্ষুদ্রাক্ষেপ, খল্লী, পেশী-আনর্ত্তন এবং সাবসাল্‌টাস টেণ্ডিনামাদি ৬৷০

banglabooks.in

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংবাদপত্র, খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অভিজ্ঞ মহাত্মাগণের মত।

* * * The unique claim of the book to the attention of those interested in the progress of Homœopathy in this country lies in the fact that it is, to our knowledge, the only book of its kind in Bengali in which the comparison of cognate medicines is given its due prominence and full recognition. * * *

The Bengalee, 12-2-12

---

* * * The impression left upon us by a close perusal of the volume is that it is a successful attempt at producing a Homœopathic Materia Medica eminently fitted for the use of the professional men as well as of the student and a distinct gain to the list of Homœopathic treatises in Bengali. In conclusion, we have no hesitation in recommending the book to the notice of all persons interested in Homœopathy and trust that it will speedily gain its proper place in the estimation of the public. * * *

The Amrita Bazar Patrika, 27.3.12

* * * Homœopathic principle of cure and the exhaustive treatment of the subject of Materia Medica will well repay perusal by all. With its aid a good many ordinary ailments can be successfully treated without the help of a physician. * * *

The Statesman, Sept. 6, 1912.

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয় একোনাইট, বেলেডোনা ব্রাইওনিয়া হিপার সালফার প্রভৃতি ৯টি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ ও ব্যবহার প্রণালী সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা লেখাপড়া কম জানেন, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২১শে শ্রাবণ, ১৩১৯।

* * * কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে বহু ঔষধের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক ঔষধ তাহা নির্ণয় করিতে অনেক সময় অকূলে ভাসিতে হয়, এই অকূলে কূল মিলাইয়া দেওয়াই জগৎ বাবুর এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমরা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রথিতনাম প্রায় সকল হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যবিষয়ক পুস্তকগুলিই দেখিয়াছি, কিন্তু এপ্রকার বিশদ ও বিস্তীর্ণভাবে ঔষধের গুণ ও পরস্পরের পার্থক্যবিচার কোন গ্রন্থেই দেখি নাই। * * *

পাবনা হিতৈষী, ৭ই আগষ্ট, ১৯১২।

banglabooks.in

৩২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ২৯-৫-১২।

প্রিয় বন্ধু জগৎ বাবু,

আপনার ভৈষজ্যবিজ্ঞান পাঠ করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হইলাম। ইহা বঙ্গভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে যুগান্তর করিবে।

আপনার স্নেহের—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল্, এম্, এস্।

I have gone through the first volume of Bhaishajya Bijnan, written by my colleague Dr. J. C. Ray. The book is a very learned treatise no doubt, and it will be immense benefit to those who can take the trouble of carefully going through it.

Calcutta, SD. BIPIN BEHARI CHATTERJEE M. B.
2nd June, 1912. *Homœopathic Practitioner.*

34 THEATRE ROAD.
Calcutta.

27th July, 1912.

* * * This is a work on Materia Medica. It is a very usefull work for practitioners and medical students. * * * * *

Yours SINCERELY,
SD. PRATAP CHANDRA MOJUMDER. M. D.

My Dear Jagat Babu,

পাবনা, ২৬শে মার্চ্চ, ১৯১২।

* * * আমার বিশ্বাস ইহা নিজগুণে শিক্ষার্থিগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে।

অনুগত,
শ্রীযাদবচন্দ্র গোস্বামী।

প্রিয় জগৎ বাবু,

*

প্রায় একমাস পূর্ব্বে একটি ৫ মাস বয়স্ক শিশুর কঠিন প্রকার Bronchitis চিকিৎসার জন্য আমি আহুত হই। পীড়া দেখিয়া Chelidonium কি Lycopodium উপযোগী তাহা Farrington ও

banglabooks.in

ash এর আমার যে বাঙ্গালা অনুবাদ আছে তাহা দেখিয়া স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তিত হইলাম। তখন আপনার পুস্তকের কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাতে এই দুই ঔষধের প্রভেদ স্পষ্টরূপে বুঝিয়া Chelidonium দেওয়ায় শিশুটির জীবনরক্ষা ও আমার মুখ রক্ষা হইল। ইতি।

শ্রীআনন্দগোপাল গুই। ৬ই আগষ্ট, ১৯১২।

---

* * * প্রত্যেক ঔষধের ক্রিয়া, প্রয়োগ, লক্ষণ ও সমতুল্য ঔষধের সহিত তুলনা অতি বিশদ ও সুন্দরভাবে আলোচিত হইতেছে। এই পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের একটি অমূল্য রত্ন হইবে। * * *

সুরাজ, পাবনা—২২শে বৈশাখ, ১৩২০ সাল, ৫ই মে, ১৯১৩।

* * * We are glad to welcome the second volume of this highly useful publication. It is, like the first volume, a successful attempt at presenting to the students of Homœopathy in a compendious from all the important characteristics of some largely used Homœopathic medicines on the comparative basis.

But the aspect of the book which pleases us most is, that the author does not rest satisfied with recording the views of most of the eminent Homœopaths of the world but has an opinion of his own, which he enforces with vigour and scholarly moderation. In fine we must say that the sections headed "Pradarsak Lakshan" and "Chiktsa" have been, if any thing, made more useful for persons who resort to Homœopathy for ordinary domestic treatment. * *

Amrita Bazar Patrika, Saturday, May 3, 1913.

* * * I have gone through the second part of 'Bhaisajya Bijnan" and find it an admirable Materia Medica like its predecessor and it is full of masterly touches, so that I have no hesitation to say that of all similar books which now flood the market it carries the palm. * * *

1st May, 1913
Calcutta.

BEPIN B. CHATTERJEE M. B.
83, Harrison Road.

* * * Although there are many treatises extent on this self same subject but the mode of treatment of the subject in this book is peculiarly original. The symptoms are minutely des-

banglabooks.in

cribed and the remedies are so clearly given that even laymen have no difficulty in following the author. These Volumes ought to be the "vademecum" of the students and the professional men alike. * * *

National Magazine, May, 19

* * * The present Volume fully sustains the high standard of the first one in every respect. The most happy feature of the book under review is, that the author has the courage and capacity to think for himself. * * *

The Bengalee, Sunday, 13 July, 19.

74, Amherst St
5—7—13

My Dear Jagat Babu.

* * * Sometimes I prescribed for my patients by the hel, of your book, and I found it very lucid and explicit, and the indications are very clear. The patient was benefited by the medicines.

It will remove a great want in Bengali medical literature.

Yours Sincerely

PYARI SUNKAR DAS GUPTA L. M.

গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের মত।

34, THEATRE ROAD, CALCUTTA.
10 August, 1912.

My dear Jagat Babu,

আপনার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এরূপ পুস্তক হোমিওপ্যাথিক উন্নতি ও বিস্তারপক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহার মধ্যে এনাটমি ও ফিজিওলজি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া খুব ভালই করিয়াছেন। আমার চিকিৎসাতত্ত্ব পুস্তকে এনাটমি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি। আপনি ফিজিওলজিও দিয়াছেন এবং তাহার কতকগুলি ছবি দিয়া পুস্তকের উপকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভরসা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে। ইতি

নিঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি)

banglabooks.in

My Dear Jagat Babu,

I owe an apology to you for being late in acknowledging your work গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক চিকিৎসা। It contains all useful knowledge necessary for a layman in a nutshell. It contains anatomical, physiological and Hygiene chapter just enough for a layman householder. The chapter on disease and treatment contains your long experience and practical observations, which every house-holder will welcome with thanks. In full it has served a great want of a householder who takes recourse to all sorts of quack advices to free himself or his family members from disease. I deeply recommend your valuable work to every householder and also your advice to take recourse to expert medicine when it fails not succeed.

Yours Sincerely,

SD. PEARI SANKAR DAS GUPTA, L. M. S.

Late Professor, Homœopathic College, Calcutta.

19th April, 1917.

I have taken a bird's eye view of the book, and I find it quite worthy of his name and merit.

SD. B. B. CHATTERJEE, M. B.

This is a Bengalee treatise on Homœopathic domestic treatment. The anatomical and physiological sketch with which the book begins will give the reader just that much insight into the secrets of the human system without which it is very difficult to diagnose diseases and prescribe medicines accordingly. Indeed it is one of the best of its kind, we hope, it will be helpful to the lay public.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

We find that the author has dealt clearly, as was to be expected from a man of his learning and experience, with the needs of the average Bengali householder and has met them all in the clearest possible way. The illustrated and simple-worded chapters on Anatomy and Physiology will give the lay Physician just that insight into the constitution and workings of the human system without which no treatment of it is possible while the rest of the book deals with diagnosis, treatment, dietics and hygiene in an easy and expressive style. Laymen as well as rural practitioners will find it eminently helpful. We congratulate Dr. Roy on his useful publication.

THE BENGALEE.

banglabooks.in

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই সুবৃহৎ হোমিওপ্যাথিক 'ভৈষজ্য বিজ্ঞান' প্রণয়ন করিয়া সুধী সমাজে যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার সেই যশঃ আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র গ্রন্থখানিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। ইহার প্রথম ভাগে মনুষ্যের দেহসংস্থানতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রন্থ এতাবৎ যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই দেহ সংস্থানের ও দৈহিক যন্ত্রনিচয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। জগৎবাবুর এই গ্রন্থ এই হিসাবে সম্পূর্ণ অভিনব প্রকারের—অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইয়াছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্থূলভাবে নিহিত রহিয়াছে। আলোচ্য পুস্তক একাধারে যেমন চিকিৎসার্থিগণের উপযোগী হইয়াছে, এই অংশের সন্নিবেশ দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার্থী প্রত্যেক গৃহীর পক্ষেই ইহা মহামূল্য রত্নবিশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে এই পুস্তক সাধারণ ভাবে গৃহস্থ লোকের পক্ষেই বিশেষরূপে উদ্দিষ্ট।

ইহার তৃতীয় ভাগে চিকিৎসাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বিবৃত রহিয়াছে। সাধারণভাবে শিক্ষিত গৃহস্থের পক্ষে ইহাকে উপযোগী করিবার জন্য যাহা সুসাধ্য ও প্রকৃত কাজে লাগিতে পারে, তাহাই সবিস্তার এবং বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ইহা দ্বারা প্রভূত উপকার ত পাইবেনই পরন্তু দরিদ্র পল্লীবাসীদের পক্ষে চিকিৎসা যেরূপ সাধ্যাতীত, তাহাতে এরূপ একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রত্যেক ঘরে রক্ষিত হইলে অসময়ে ইহা দ্বারা যে অশেষ উপকার হইবে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।—সুরাজ

আষাঢ়, ১৩২৪।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, এমন বহুদর্শী চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত হইবে—ভারতবর্ষ

banglabooks.in

. কলিকাতা, ১৭ই আষাঢ়, রবিবার।

গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা-বিষয়ক।

পুস্তকের প্রথমেই সহজ সরল ভাষায় ও চিত্রের সাহায্যে এনাটমি ও ফিজিওলজির প্রধান বিষয়গুলি সুস্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে। ইহাতে যে চিকিৎসা কার্য্য অনেকাংশে সহজ হইবে ইহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, পথ্য ব্যবস্থা, আঘাত ও বিষ-চিকিৎসা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

এক কথায় সমস্ত গৃহ চিকিৎসা কার্য্য ইহা দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।—বাঙ্গালী

বৃহৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড সম্বন্ধে সংবাদপত্র ও খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের কতিপয় অভিমত।

The congratulate the author on the publication of the above noted volume on Homœopathic practice of Medicine (Brihat Homœpathic chikitsa Bijnan part I) for it supplies a want acutely felt by a wide circle of admirers of Dr. Ray's method, we have been greatly interested by the masterly introduction in which a reconciliaton has been sought between the Ayurvedic and the European ideas about the human constitution and the work has been done with much thoroughness and charity. The subject of reading the patent's pulse has received great attention and we hope it will quicken the interest of the readers of this treatise in this much neglected branch of the doctor's art. The pathology, symptoms, diagnosis and treatment of diseases have been treated with great skill and knowledge and the value of the treatise has been greatly enhanced by the addition of the fruits of the author's varied experience. We are sure, the book will command a wide and rapid circulation."

The Bengalee, Sunday
May 4.1919

* * * The book opens with a masterly introduction in which the constitution and functions of the healthy human body their various changes in sickness, the examination of the pulse, the organs and the numerous secretions as also other useful matters have been clearly and exhaustively explained. Each disease dealt with, and not the least one is neglected, has been treated with detailed reference to its diagnosis, prognosis,

banglabooks.in

pathology, treatment and all other points of interest and importance and nothing, in short, that might make the task of the student or the practitioner smooth or sure has been lost sight of. In conclusion, we must express our entire satisfaction with the clearness and chastity of the author's language and congratulate him on his fruitful labours in the cause of Homœopathic learning and practice. * *

The Amrita Bazar Patrika, May. 14.1919

BOGRA.
24th April, 1919.

My dear friend Jagat Babu,

I have read your first instalment of the Brihat Homœopathi chikitsa Bijnan. It is in keeping with your other works and wi certainly do something to popularise Homœopathy in the eyes of the public. I am anxious to see your other volumes. I hope the public will welcome this work as your other productions."

Yours sincerely,
(Sd) Pyari Sankar Das Gupta (L. M. S.)
34, THEATRE ROAD
Calcutta.

"সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রণীত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইহা গৃহস্থ ও ছাত্র উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইবে। এরূপ গ্রন্থের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় ইহা সাদরে পঠিত হইবে ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ইতি ১৯শে শ্রাবণ।

বিনীত বন্ধু,
(Sd.) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, (এম, ডি,)

S. K. Nag,
M. D. (Chicago, U. S. A.)
L. M. S. (Cal. Univ.)

18, Beadon Street
Calcutta.

Many thanks for kindly presenting me with a copy of first volume of Chikitsa Bijnan. It goes without saying that I like the book very much. The subject-matter has been well-arranged under separate heads, the symptomatology is precise and up to date. The therapeutical portion at the end of each subject is of special interest as it comes from an experienced hand and a mar of your repute. I am sure the book will find a ready sale among students and lay public interested in Homœopthy.

To Dr. J. C. Ray.

Yours sincerely
(Sd.) S. K. Nag.

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞান।

চতুর্থ খণ্ড।



শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্,

প্রফেসার অফ মেটিরিয়া মেডিকা, হানিমান মেডিকেল কলেজ

ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজ।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, এম্, এ,

৪নং, বিডন রো, কলিকাতা।

১৯২০

All rights reserved.

Price Rs. 6-0-0

banglabooks.in

চতুর্থ খণ্ড।

banglabooks.in

কলিকাতা,
৩৮।১ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টরী প্রেসে
শ্রীকিশোরী মোহন বাক্‌চি দ্বারা মুদ্রিত।

banglabooks.in

নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যবিজ্ঞানের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল। ৩য় খণ্ডের ন্যায় ইহাতেও ৩০ ফর্ম্মায় ১৬টী ঔষধ আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় ইহাও অনন্যসাপেক্ষ ও স্বাধীন। চারি খণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০টী প্রধান প্রধান ঔষধ ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনীয় অপর বহুতর ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিচিকিৎসায় এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঔষধের সচরাচর প্রয়োজন হয় না। এই ৫০টী ও তৎপ্রসঙ্গে আলোচিত অন্যান্য ঔষধের সাহায্যে সর্ব্বপ্রকার রোগচিকিৎসাই চলিতে পারে। তথাপি পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য পরিশিষ্ট খণ্ডে সংক্ষেপে হোমিওপ্যাথিমতের ব্যবহার্য্য অপর যাবতীয় ঔষধের আলোচনা করা যাইবে। ঐ খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ।

রোগনিদান, রোগীর ধাতুপ্রকৃতি ও ঔষধের বিশেষ বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে হোমিওপ্যাথিচিকিৎসায় সাফল্য লাভ করা অতীব দুরূহ। ঐ জ্ঞান লাভ করা বহু গবেষণা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও বহুকালের অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। পাঠকগণ যাহাতে স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্পকালমধ্যে ঐ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন তাহাই এই পুস্তক প্রণয়ণের মূল উদ্দেশ্য। কেবল নিজের কালব্যাপী অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা চিকিৎসকের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ পরম্পরার তুলনা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রোগে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োগস্থল নির্ব্বাচন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছি। এই পুস্তকের ভৈষজ্যবিজ্ঞান নামকরণ করিলেও ইহা একাধারে ভৈষজ্যবিজ্ঞান ও

banglabooks.in

ৎসাবিজ্ঞান। শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠে
ৎমাত্র উপকার লাভ করিলেও শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রথম তিন খণ্ড পাঠকগণ যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন
াতে আশা করিতে পারি এই খণ্ড তাঁহারা সেই ভাবে গ্রহণ
বেন।

আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত
ন্দগোপাল গুই মহাশয়দ্বয়ের নিকট এবারও প্রচুর সাহায্য
য়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয়বারের নিবেদন

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য বিজ্ঞানের ২য় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ
াশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এই খণ্ডটী প্রথম সংস্করণের
ুদ্রণ মাত্র, তবে ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণে যে সকল মুদ্রাকরপ্রমাদ ও
র সামান্য সামান্য দোষ ছিল তাহারই সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা
য়াছি। বিষয়গত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বড়ই গুরুতর কার্য্য,
বতঃ খণ্ডবিশেষের বিষয়গত পরিবর্ত্তনাদি করিতে হইলে সমগ্র
র সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে;
কারণে ঐরূপ পরিবর্ত্তনাদির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। সমগ্র
খানিকে নূতন সংস্করণ কালপর্য্যন্ত জগদীশ্বর জীবিত রাখিলে সেই
য় বিষয়গত আবশ্যক পরিবর্ত্তনাদি করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
রবার ইচ্ছা রহিল।

. বিডন রো, কলিকাতা।
২৫শে পৌষ, ১৩২০।

নিবেদক
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

সূচীপত্র।

১।	ল্যাকেসিস্	১
২।	জেল্‌সিমিয়াম্	৬৫
৩।	সিলিসিয়া	৯৩
৪।	ভিরেট্রাম এল্‌বাম্	১২৪
৫।	নাইট্রিকাম্ এসিডাম্	১৫০
৬।	মিউরিয়েটিকাম্ এসিডাম্	১৭২
৭।	ফস্‌ফরিকাম্ এসিডাম্	১৮৭
৮।	ফস্‌ফরাস্	২০৮
৯।	থুজা	২৫৯
১০।	এপিস্	২৮১
১১।	রাস্‌টক্সিকডেন্ড্রেন	৩১৫
১২।	কেলি বাইক্রমিকাম্	৩৫৮
১৩।	ডিজিট্যালিস্	৩৭৯
১৪।	গ্র্যাফাইটিস্	৩৯৯
১৫।	আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্	৪২১
১৬।	অরাম্	৪৪৮

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৫ (LECTURE XXXV) ।

ল্যাকেসিস্ (Lachesis)

প্রতিনাম ।—ট্রাইগণোকেফেলাস্ ল্যাকেসিস্ ।

সাধারণনাম ।—স্যান্‌স-হেডেড্ ভাইপার অব্ ব্রেজিল ।

জাতি ।—অফিডিয়া ।

প্রয়োগরূপ ।—টিংচার বা অরিষ্ট ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—এক মাস ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—সাধারণতঃ ৬।৩০।২০৩।৫০০ ক্রম, ১০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইতেছে ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ গ্রস—অত্যধিক পাঠ জন্য কোন যুবা ব্যক্তির মানসিক বিকার জন্মে, তাহার স্বভাববিরুদ্ধ হইলেও অত্যন্ত বাকপ্রিয় হয় ; অতি বিশুদ্ধ ভাষায় অবিশ্রান্ত বক্তৃতা করিতে থাকে, কিন্তু বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায় ও অতি বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ের আলোচনা করে ; সে বড় অবিশ্বাসী ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি গর্ব্বিতভাববিশিষ্ট ছিল, ৩০, আরোগ্য। ডাঃ গার্ণসি—রোগী বিবাহিতা স্ত্রীলোক, দুর্ব্বল এবং অসুখী, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আপনাকে বন্ধুহীন, পরিত্যক্ত এবং অসুখী বোধ করিতেন ; রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হইলেও ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইত ; ক্ষুধামান্দ্য ; কোষ্ঠবদ্ধে মলদ্বারের সঙ্কোচন-বোধ ; মূত্র অত্যল্প পরিমাণ ও কৃষ্ণবর্ণ ; তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সাংসারিক কষ্টাদিই তাঁহার রোগের কারণ ; ৪০০০০ (40m), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—কোন বালিকা অত্যধিক পাঠের পর উন্নত ভাষা ব্যবহার করিত ; ভাষার ব্যবহার বিষয়ে সে অত্যন্ত সাবধান ছিল, অনেক সময় একটী কথা ব্যবহার করিয়া পুনর্ব্বার তৎস্থলে অন্য উৎকৃষ্টতর কথার ব্যবহার করিয়া তাহা সংশোধন করিত ;

banglabooks.in

উপচয়।—নিদ্রার পর; প্রাতঃকালে; সন্ধ্যাকালে; আবহাওয়ার অত্যুষ্ণ অথবা অতি শীতল অবস্থায়; সূর্য্যতাপে; বসন্তকালে; গ্রীষ্ম-কালে; সংস্পর্শে; অম্ল, উগ্রবীর্য্য মদ্য, সিঙ্কনা এবং পারদ ব্যবহারে।

উপশম।—পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিলে; উদ্‌গারে; তাপ-সেবনে।

সম্বন্ধ।—ল্যাকেসিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, বেল, মার্কু, নাক্স ভ, ফস এসি; তাপ, এল্‌কোহল, সল্ট বা লবণ। অম্ল ইহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়।

ল্যাকেসিসের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—আর্স, বেল, কার্ব্ব ভেজ, কষ্টিক কোণায়াম, মার্কারি, লাইকো।

ভয়াবহ বেদনা থাকিলে, কার্ব্বাঙ্কল বা দগ্ধব্রণ রোগে, ইহার সহিত টেরেণ্টুলা কুবেণের তুলনা করা আবশ্যক।

ল্যাকেসিস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—আর্স, বেল, মার্কু, নাই এসি, হিপার।

সে মনে করিত যে সে কোন অতিমানুষ শক্তির ক্ষমতাধীনে আছে; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ফুট—অহিফেন ও মদ্যসেবননিবন্ধন ধাতুদুর্ব্বলতা বা বুদ্ধির হ্রাস: স্নায়বিক উত্তেজনা প্রবণতা ও অস্থিরতা; সময়ে নির্ব্বোধের ন্যায় ও সময়ে বিহ্বল; জিহ্বা শুষ্ক ও লোহিত; অত্যন্ত তৃষ্ণা এবং উত্তেজক বস্তুর জন্য অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা; আমাশয়ে এবং বাম অণ্ডাধারদেশে স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা; ক্ষুধার অভাব হেতু কতিপয় দিবস অনশনাবস্থা: অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধি; পদ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকট স্ফীতি ও তাহাতে গভীর ফাটা এবং রসস্রাবী ক্ষত; কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ; অনিয়মিত ঋতু; ২০০, এক মাস ব্যবহারের পর ফস্ ও সাল্ফ দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ। ডাঃ মার্টিন—ডিফ্‌থিরিয়ার পরিণাম দৃষ্টিবিকার; রোগী বালক; ডিফ্‌থিরিয়া আরোগ্যান্তে দৃষ্টি-দোষ ঘটিয়া দৃষ্টি বৃদ্ধের ন্যায় হওয়ায়, তাহার বৃদ্ধা পিতামহীর চশমা লাগাইলে দেখিতে পাইত; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—আরক্ত-জ্বরের পর গলক্ষত, তাহাতে রোগীর প্রাণ-সংশয় হইয়াছিল, গলাধঃকরণ প্রায় বন্ধ হইয়াছিল; শক্ত বস্তু অপেক্ষা তরল বস্তু খাইতে অধিক কষ্ট হইত; ৩০০০০ (40m) আরোগ্য। ডাঃ গুড্‌নো—অসুখা

banglabooks.in

কার্য্যপূরক।—লাইকো ও নাই এসিডের।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, আর্স, বেল, কষ্টি, সিঙ্ক, হিপার, লাইকো, মার্কু, ন্যাজা, নাই এসি, ফস্, পাল্স্, রাস, সালফার ও টেরেণ্টুলা। গলদেশে পূর্ণবোধ বা তথায় বায়ুর পিণ্ড (Puff ball) থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণের চেষ্টায় অন্তর্হিত না হইলে ও ক্রমাগত ফেনময় শ্লেষ্মা গিলিতে থাকিলে এবং গলার নিম্নে সঙ্কোচন-বোধ সহ বিবমিষা থাকিলে ইহা ল্যাক্টিক এসিড সহ তুলনীয়।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণ-চক্ষু, ক্রোধপ্রবণ, বিমর্ষ এবং মানসিক-অবসাদপ্রবণ ও অলস স্বভাবের ব্যক্তি। কটা কেশ ও কলঙ্কময় মুখবিশিষ্ট ক্রোধনস্বভাবের নারী। স্থূলকায় অপেক্ষা, একহারা, শীর্ণ ব্যক্তি এবং রোগ কর্ত্তৃক যাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে

বালিকা, ২৬ বৎসর বয়স; নাড়ীস্পন্দন ১৩০, ত্বক উষ্ণ এবং শুষ্ক, মুখ অত্যন্ত লোহিত বর্ণ; নিদ্রালু; বিড়বিড় প্রলাপ কহে; গলদেশে বাম হইতে দক্ষিণ দিক ব্যাপী ডিফ্থিরিয়ার ধূসরবর্ণ ঝিল্লী; ৫০০, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ—গলদেশে সঙ্কোচন-বোধ; প্রথমে দক্ষিণ পার্শ্বে পরে সমুদয় স্থানে, আহারে বাধার অনুভূতি; ৩।৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত গলদেশের বাম দিকে তাপ ও চনচনি সহ স্বরভঙ্গ। একদিন রজনী ১১ টার সময় কষ্ট আরম্ভ হইয়া, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি হয় এবং পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা পর্য্যন্ত থাকে; ১০০০০০ (cm), আরোগ্য। ডাঃ ইয়ম্যান—পচনশীল বা গ্যাংগ্রিনাস নিউমোনিয়া; প্রশ্বাসবায়ু ও গয়ারের ভয়াবহ দুর্গন্ধ; নাড়ীস্পন্দন ১১০, প্রচুর শ্লেষ্মা-নিষ্ঠীবন; রোগীর বোধ যেন দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্যের অংশ হইতে উষ্ণ বায়ু নির্গত হয় ও তখনই দুর্গন্ধ গয়ার উঠে; ৬, আরোগ্য। ডাঃ ক্রুষ্টার—রোগীর বয়স ৪০; কতিপয় মাসের আমাশয়শূল; রোগী পাণ্ডুর, শীর্ণ; অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা আমাশয় প্রদেশে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে সমস্ত বক্ষে ও নিম্নে সমস্ত অন্ত্রে বিস্তার করে, আহার করিলে উপশম হয় ও তাহার এক হইতে তিন ঘণ্টা মধ্যে অত্যন্ত বর্দ্ধিত অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করে; ১২ আরোগ্য।

banglabooks.in

অধিকতর উপযোগী। রজোদয় হইতে যে নারী সুস্থ থাকিতে পারে নাই এবং প্রকাশ করে তখন হইতে আর কখন সুস্থ বোধ করে নাই।

ঋতুসন্ধি-রোগ (বিশেষতঃ ঋতুরোধকালের অথবা তাহার পরের)।—অর্শ, রক্তস্রাব, **তাপোচ্ছাস, তপ্তঘর্ম্ম** এবং মূর্দ্ধার জ্বালাসহ শিরঃশূল।

অধিক কালস্থায়ী দুঃখ, শোক প্রভৃতি মনোবেদনা এবং ভীতি, বিরক্তি, দ্বেষ, প্রেমনৈরাশ্য (অরাম, ইগ্নে, ফস্ এসি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ।

শিরঃশূলে ললাটপার্শ্বের চাপ অথবা তাহা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি, মস্তকচালনায়, চাপে, মস্তক নত করিলে, শয়নে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি; অতি ভয়ানক শিরঃশূলে নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া রোগিণী নিদ্রা যাইতে ভীত।

সুরাসারপান; মানসিক উত্তেজনা; ঋতুরোধ অথবা তাহার অনিয়মঘটিত ও ঋতুসন্ধিকালের রোগ; বাম পার্শ্বের সন্ন্যাস রোগ; মস্তকে রক্তোচ্ছাস জন্য মূর্দ্ধাদেশে চাপ ও গুরুত্বের (সিপিয়া) এবং মস্তক পশ্চাদ্দেশে সীসক-চাপের (পেট্রো) অনুভূতি; রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূল ও অর্শ-রোগগ্রস্ত মদ্যপায়ী, যাহারা বিসর্প ও সন্ন্যাস রোগ-প্রবণ।

তাপ এবং শৈত্যের অতিবৃদ্ধিতে দৌর্ব্বল্য।

মস্তিষ্কের উত্তেজনায়, মানসিক উল্লাস বশতঃ প্রায় ভবিষ্যৎ-জ্ঞানীর ন্যায় অনুভূতি-শক্তির স্ফুরণ, কল্পনার জীবন্ত স্ফূর্ত্তি ও **বাগ্মিতার প্রাচুর্য্য** হইয়া সর্ব্বদাই কথা কহিবার প্রবৃত্তি, এক বিষয় হইতে হঠাৎ বিষয়ান্তরে যায় এবং **এক প্রসঙ্গ হইতে অনেক সময়ে অন্য প্রসঙ্গে নীত হয়।**

কোষ্ঠবদ্ধে, ক্রিয়াবসাদ নিবন্ধন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা জমিয়া থাকে, বেগ হয় না; মলদ্বার সঙ্কুচিত থাকার অনুভূতি (কষ্টি, নাই এসি)।

banglabooks.in

নিয়মিত সময়ান্তর, কিন্তু স্বল্পকালস্থায়ী, অপ্রচুর ও দুর্ব্বল ঋতুস্রাব; **ঋতুস্রাবে সর্ব্বপ্রকার বেদনার উপশম; সর্ব্বাবস্থাতেই ঋতুস্রাবকালে ভাল** থাকে (জিঙ্ক)। অত্যল্প ঋতুস্রাবে ও রজোনিবৃত্তিকালে অর্শ জন্মে ও তাহা ফাঁসবদ্ধ হয়; অর্শের সূচিবেধবৎ অনুভূতি তীরবেগে ঊর্দ্ধাভিমুখে যায় (নাই এসি)।

সামান্য কোন বস্তুও নাসিকারন্ধ্রের নিকটস্থ হইলে শ্বাসের বাধা জন্মায়; **দূর হইতে, মৃদুবেগে পাখার বাতাস দিতে বলে** (দ্রুতবেগে, কার্ব্ব ভেজ)।

নিদ্রাবেশমাত্রই শ্বাসপ্রশ্বাসের বোধ ঘটে (এমন কার্ব্ব, গ্রিণ্ডে, ল্যাক কেনি, ওপি)।

অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয়ে সমুদয় শরীরের কম্প এবং দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত রোগী পুনঃ পুনঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালে এই অবস্থার বৃদ্ধি হয়। (সাল্‌ফার, টুবার্কু)।

নিদ্রাবস্থায় (বাফো); ঋতুস্রাবকালে (সিড্র); এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন জীবনীরসক্ষয়ে ও প্রেমবিষয়ক দ্বেষ বশতঃ মৃগীর ফিট।

রক্তস্রাববিশিষ্ট ধাতুদোষ, সামান্য ক্ষত হইতে সহজে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব (ক্রোটোন, ক্রিয়োজোট, ফস); কৃষ্ণবর্ণ ও অসংযমনীয় শোণিত (ক্রোটন, সিকেলি); টাইফয়েড অবস্থায় ও ইয়ালা ফিবারে প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা (ক্রিয়োজোট)।

তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত স্ফোটক, দগ্ধব্রণ বা কার্ব্বাঙ্কল ও ক্ষত; দুষ্টব্রণ এবং শয্যাক্ষত প্রভৃতির **কৃষ্ণবর্ণ, নীলাভ ও কালচে-লোহিত** বর্ণ এবং সাংঘাতিক অবস্থাভিমুখে গতিপ্রবণতা।

বিষজনিত ক্ষতের ও শবসংস্রবোৎপন্ন বিকারের (পাইরজেন) কুফল।

banglabooks.in

রোগকারণ।—জৈবরসাপচয়,মানসিক উদ্বেগও শ্রম, অভ্যাসগত অত্যধিক পরিমাণ, উগ্রবীর্য্য মদ্যপাননিবন্ধন মত্ততা এবং অতিরিক্ত শৈত্যসংস্রববশতঃ শরীরের আড়ষ্ট ভাব ইহার সাধারণ রোগকারণ। অতিশয় সূর্য্যতাপসংস্পর্শ ও অভিঘাতপ্রযুক্ত রোগেও ইহা কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—ইহা মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ও ভ্রমবেদনাশীল স্নায়ুমণ্ডলে গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। স্নায়ুকেন্দ্রে বিষক্রিয়া দ্বারা প্রভূত বলহানি, স্থানিক ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত করে। নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্রশাখা আক্রমণ করিয়া ইহা গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনালী এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনাপ্রবণতা উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রনিচয়ের প্রদাহোৎপাদক নহে। ইহা কেবল শোণিতকে বিষাক্ত করিয়া তাহার পচনশীলতা ও উগ্রতা আনয়ন করে ও তজ্জন্য শোণিতের ফাইব্রিণ বা সূত্রজান পদার্থ ধ্বংস হইয়া যায়। শোণিতের সংযামকশক্তি নষ্ট ও তাহা ক্লেদময় হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এবম্বিধ দূষিত শোণিত সহজে স্রুত হওয়ায় ত্বকের স্থানে স্থানে কালশিরা, দুর্ব্বলকর প্রদাহ, পূয়শোথ, পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন, এবং পূয়-বিষ-জ্বর বা পায়িমিয়া প্রভৃতি দূষিতপ্রকৃতিবিশিষ্ট রোগনিচয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন পচনশীল বা টাইফয়েড অবস্থা উপস্থিত হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার্থ চারি প্রকার সর্পবিষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ল্যাকেসিসের ঔষধগুণ প্রথমে ডাঃ হেরিং এবং তৎপরে কতিপয় কৃতবিদ্য চিকিৎসক দ্বারা অতি বিশদরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ পাঠে এবং ডাঃ হেরিংয়ের উদ্ধৃত,ডাঃ কুইনপ্রদত্ত ট্রাইগণোকেফেলাস্-ল্যাকেসিস্-সর্পদষ্ট কোন রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ হইতে মনুষ্যশরীরে ইহার ক্রিয়াবিষয়ে

banglabooks.in

আমরা যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। ফলতঃ, ল্যাকেসিস্ বা ল্যান্স হেডেড্ ভাইপার নামক সর্পের বিষক্রিয়া ও লক্ষণসহ ইহার স্বজাতি ন্যাজা ট্রিপুডিয়ান্স বা "গোক্ষুরা", ক্রোটেলাস্ বা আমেরিকার রেটল্‌স্নেক এবং ইলাপ্স কোরেলিনাস্, এমন কি প্রায় সর্ব্বপ্রকার বিষধর সর্পের বিষের ক্রিয়া ও লক্ষণেরই সাধারণ সাদৃশ্য আছে। ইহাদিগের ক্রিয়াদির যে প্রভেদ আছে তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

"ট্রাইগণোকেফেলাস-ল্যাকেসিস্-সর্পদষ্ট কোন যুবক সৈনিক দংশন-মাত্র বজ্রাঘাতের অনুভূতি সহ অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত হয়। এই অবস্থায় বমন ও বিরেচন হইতে থাকে; অনুমান এক ঘণ্টার পর রোগী চৈতন্য লাভ করিয়া অবক্তব্য শারীরিক যন্ত্রণা, বক্ষস্থলে ব্যাকুলতা এবং অবিশ্রান্ত বমনোদ্‌বেগের বিষয় প্রকাশ করে। ক্রমে হস্ত এবং বাহুর প্রদাহ ও স্ফীতি, মুখের শোষ, অবিশ্রান্ত তৃষ্ণা, বাহুর অত্যধিক বেদনা, লঘুজ্বর এবং ত্বকের শুষ্কতা উপস্থিত হয়। সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত মলমূত্রের সম্পূর্ণ রোধ ঘটিয়াছিল। মুখমণ্ডল শোথিত ও স্ফীত, চক্ষু মলিন ও ঔজ্জ্বল্যহীন, নাড়ীস্পন্দন ক্ষুদ্র ও দ্রুত, ত্বক্ শুষ্ক ও জ্বালাময়, জিহ্বা সমল এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা ছিল। হস্ত হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত অসহনীয় বেদনা এবং হস্ত ও অঙ্গুলিনিচয়ের অত্যধিক স্ফীতি এবং অসাড়তা জন্মে। হস্তের দষ্টস্থানের পচনশীল অবস্থা, বাহু হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত শরীরাংশের প্রদাহ ও স্ফীতি এবং বাহুর ভিন্ন ভিন্ন স্থান পচনশীল-ফোস্কাবৃত হওয়ায় অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা বাহুচ্ছেদ করিয়া তাহা বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

উপরিউক্ত বিবরণে সর্পবিষক্রিয়ার সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না হইলেও তাহার গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতা যথেষ্ট উপলব্ধি হয়। সর্পবহুল দেশে আমাদিগের বাস, আমরাও অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবিত-কালের

banglabooks.in

লক্ষণ ও মৃত্যুর পর শবচিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। এই সকল বিবরণ হইতে সর্পদংশনাদি-বিষয়ক তথ্য নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে সর্পের জাতি, দংশনকালে সর্পের শারীরিক শক্তি প্রভৃতি এবং দংশনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা, নিক্ষিপ্ত বিষের পরিমাণ, মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্র হইতে দষ্টস্থানের দূরত্ব এবং দংশনের কাল (বৎসরের ঋতু) প্রভৃতি অনুসারে বিষক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে।

বসন্তাদিকালের ক্ষুধিত, তেজস্বী ও ক্রুদ্ধ সর্প ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞাতসারে তাহাকে দংশন করিয়া দষ্টস্থানে যথোপযুক্ত পরিমাণে সতেজ বিষ নিক্ষেপ করিলে, রোগীর স্নায়ুকেন্দ্রে বজ্রাঘাতের ন্যায় প্রবল বিষাঘাত বা "শক্" উপস্থিত হয় ও তাহাতে রোগী অকস্মাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে। বিষহীন সর্প এবং ভেকাদি জন্তুর অলক্ষিত দংশনে বিষধর সর্প দংশনের অলীক ভীতিতেও আমরা ব্যক্তিবিশেষকে অজ্ঞান মৃতবৎ অবস্থায় ভূপতিত হইতে দেখিয়াছি।

সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিলম্বে মৃত্যু হইলে অথবা বহু যন্ত্রণা ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে অবস্থানুসারে আংশিক অথবা ন্যূনাধিক সম্পূর্ণতাবিশিষ্ট বিষক্রিয়ালক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্পদংশনমাত্রই মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাদি সাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলে এবং শোণিতে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আমাশয়-শ্বাসযন্ত্র-শাখায় প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ইহা শ্বাসযন্ত্র ও আমাশয়ের ক্রিয়াবিভ্রাট ঘটায়। দংশনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দষ্টস্থান স্ফীত ও কৃষ্ণলোহিত হয় এবং তথা হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হইতে থাকে ও দষ্টশরীরাংশ কৃষ্ণবর্ণ ও সংযমিত-রক্তাবৃত হয়। ন্যূনাধিক কালবিলম্বে জান্তবপচনোৎপন্নবিষাক্ততা বা সেপ্টিসিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। অধিকাংশ রোগী অর্দ্ধ হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কখন দশ মিনিট মধ্যেই কখন বা ন্যূনাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া দুই দিবস পরেও রোগীর মৃত্যু

banglabooks.in

হইতে দেখা গিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র, গাত্রদাহ, অস্থিরতা ও বমন প্রভৃতি হইয়া শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর পেশী-আনর্ত্তন, স্বল্পাধিক আক্ষেপ ও মুখে গেঁজলা দৃষ্ট হয়; শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। রোগী অধিককাল জীবিত থাকিলে অথবা কষ্ট ভোগের পর জীবন রক্ষা পাইলে পূর্ব্বকথিতরূপ সেপ্টিসিমিয়া এবং অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক টাইফয়েড্ বা পচনশীল লক্ষণাদি উৎপন্ন হয়। দুর্ব্বলীভূত হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয় এবং তাহার শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা উৎপন্ন হইয়া ত্বকে পচনশীল, তরলীভূত ও কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবের পরিচয় দেয়। ফলতঃ বিষক্রিয়ায় শোণিতের অতি গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া তাহার তন্তুজান বা ফাইব্রিন উপাদানের ও রক্তকণিকার বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়,শোণিত কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ও তাহা জমাট বাঁধে না। দেহোপাদান এবম্বিধ শোচনীয় দশাগ্রস্ত শোণিত-পোষিত ও টাই ফয়েড অবস্থান্বিত হওয়ায় সর্পের জাতিগত প্রকৃতি অনুসারে শরীর ও শরীরগহ্বর হইতে ন্যূনাধিক রক্তস্রাব, কালশিরা, পূয়শোথ এবং শরীরের স্থানে স্থানে দূষিত, পচা, সড়া বা গ্যাংগ্রিনাস্ ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অবস্থানুসারে অনেক স্থলে ন্যূনাধিক গভীরতা-বিশিষ্ট জণ্ডিস (Jaundice) লক্ষণ জন্মে। বিষক্রিয়ার চরমাবস্থায় প্রগাঢ়-টাইফয়েড বা সন্নিপাতরোগগ্রস্ত হইয়া রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বহু ক্লেশের পর জীবন রক্ষা হইলেও রোগীর ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীর্ণদেহ থাকিয়া যায় ও তাহা নানা রোগের আকরস্বরূপ হয়। নিম্নে ল্যাকেসিসের যন্ত্রগত সূক্ষ্ম লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

ইহার মস্তিষ্কক্রিয়ায় স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে; লিখিতে বর্ণাশুদ্ধি হয়। সময়ের ধারণাবিষয়ে গোলমাল হয়। কার্য্যবিষয়ে অত্যন্ত মানসিক স্ফূর্ত্তির ভাব উপস্থিত হওয়ায় মস্তিষ্কে একযোগে বহুবিধ

banglabooks.in

কল্পনায় উদয় হয়। অনুভূতিশক্তির তীক্ষ্ণতা জন্মে; মানসিক উদ্দীপনায় ভবিষ্যৎবক্তার ন্যায় অনুমিতিশক্তি বৃদ্ধি পায়; মানসিক উল্লাস। সন্ধ্যাকালে অত্যধিক কথা বলিতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক দ্বেষ, ব্যাঙ্গোক্তি, উপহসনীয় কল্পনা, ভয়াবহ আকৃতি প্রভৃতি মূলক বক্তৃতার বিষয়ের অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন। ঔদাস্য। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে রোগী অত্যন্ত বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠাযুক্ত, অতিশয় ঈর্ষান্বিত, অহঙ্কারী এবং সন্দিগ্ধচিত্ত। রোগিনী বিশ্বাস করে সে দৈব-ক্ষমতাধীনে আছে এবং মনে করে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার সৎকারের আয়োজন হইতেছে, তাহার পশ্চাতে শত্রু লাগিয়াছে; ঔষধকে বিষ জ্ঞানে ভীত। রোগী বক্তৃতা করে, গীত গায়, শিশ দেয় এবং বিসদৃশ ভাবে অঙ্গচালনা করে। খিট খিটে, বিষণ্ণ ও কলহপ্রিয়। জীবন ভার বোধ হয়, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে। মৃত্যুভীতি, শয্যায় নিদ্রা যাইতে ভীত। কেহ বিষ পান করাইবে বলিয়া ভীতি।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিলে ক্ষণিক শিরোঘূর্ণন। একই বস্তুর দিকে তাকাইয়া থাকিলে, ঋতুসন্ধিকালে মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণে, বিসর্পরোগ অন্তর্মুখী হইলে, শিরোঘূর্ণন। শিরোঘূর্ণনবশতঃ মুখের পাণ্ডুরতা। অর্দ্ধ-শিরঃশূল সহ শিরোঘূর্ণন। মস্তকে সীসক-চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি; মস্তকপশ্চাতে অধিক থাকে।

অনুভূতিপ্রদ-স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ হৃৎস্পন্দনসহ স্থান পরিবর্ত্তনশীল স্নায়ুশূল। ছিন্ন করার ন্যায়, চিমটি কাটার ন্যায় এবং দপদপানি বেদনা। শরীরের স্থানবিশেষ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

গতিদ-স্নায়ুর ক্রিয়া বিদ্ধস্ত হইয়া রোগী মেজের উপর হামাগুড়ি দেয়, পুনঃপুনঃ থুথু ফেলে, হাস্য করে অথবা ক্রোধ প্রকাশ করে; আক্ষেপ

banglabooks.in

হইতে পারে। জ্বর আক্ষেপ। বিকট ভঙ্গীতে পাদবিক্ষেপ; শরীরের বাম পার্শ্ব দুর্ব্বল। বামপার্শ্বের পক্ষাঘাত। সর্ব্বশরীরের কম্প; বলক্ষয় ও মূর্চ্ছা। হৃৎশূল, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা এবং শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছার ভাব।

রোগী নিদ্রালু, কিন্তু সুনিদ্রা হয় না। নিদ্রাকালে এ পাশ ওপাশ ও অঙ্গচালনা করে। সন্ধ্যাকালে ঔৎসুক্যভাব, চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জাগ্রত থাকে। অশান্তিপ্রদ নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ স্বপ্ন ও নিদ্রা-ভঙ্গ। সামান্য কারণেই ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রাভঙ্গ। কামবিষয়ক স্বপ্ন। স্বপ্নাবস্থায় গাঢ় চিন্তা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যয়ে দৃষ্টিশক্তির মলিনতা; চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণ-বর্ণ ছায়ার কম্পমান গতি; অনেক সময় তাহাতে পাঠ করা কঠিন হইয়া পড়ে। চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা। প্রদীপের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৎ রশ্মিপূর্ণ ও উজ্জ্বল নীলবর্ণ চক্র এবং আঁকাবাঁকা আকৃতি দৃষ্ট হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়বিকারে শ্রবণশক্তির হ্রাস। কর্ণমধ্যে কীটের ন্যায় শন শন শব্দ হয়। রসনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে মুখে অম্লাস্বাদ।

শিরঃশূল নাসিকামূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শিরঃ-শূল নিবন্ধন চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃশ্য। মস্তকমধ্যে বেগে রক্তস্রোত বহে। মস্তকের তাপ। চাপবৎ শিরঃশূলে বিবমিষা। বাম ললাটের উচ্চ প্রদেশের গভীর স্থানে বেদনা। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে চক্ষুর উর্দ্ধে ও মস্তকের পশ্চাতে শিরঃশূল। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধে দপদপানি শিরঃশূল। মস্তকের অন্যতর পার্শ্বের তীক্ষ্ণ শিরঃশূল পেশীর টানটান ভাব উৎপন্ন করিয়া গ্রীবা ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গ্রীবা অনমনীয় ও জিহ্বা অবশ থাকে। ললাটপার্শ্বে চাপিত করার ন্যায় ও বেগে বিদারণবৎ বেদনার শয়নে উপশম। মূর্দ্ধায় খোঁচানি ও গর্ত্ত করার ন্যায় অনুভূতি। শিরোঘূর্ণন-সহ মস্তক-

banglabooks.in

পশ্চাতে সীসক-চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি। মুখের বামপার্শ্বের পেশীর চালনায় অথবা স্পর্শে, সূর্য্যতাপে ঝলসিতবৎ অনুভূতিসহ মূর্দ্ধা হইতে নিম্নে সলাটের বামপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। মস্তকের বামপার্শ্বে অসাড়তা ও বিড়বিড়ির অনুভূতি এবং সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে স্পর্শে অথবা পেশী-চালনায় তথায় বিড়বিড়িসহ অসাড়তা। কেশ স্খলিত হয়; সূর্য্য রশ্মি ভাল লাগে না।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃদ্‌বর্ণ ও ধূসরাভ। মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ। পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয় ও ললাটপার্শ্বের সংযোগাস্থির (Zygoma) ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তার করে। মুখের বাম-পার্শ্ব এবং অধ-চুয়াল স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের বেদনা মুখমণ্ডলের বামপার্শ্ব ও চক্ষু আক্রমণ করে; তাপ মস্তক পর্য্যন্ত ধাবিত। গ্রীবাগ্রন্থির কাঠিন্য গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত অনুভূত। মুখমণ্ডলের চুলকণা। অধ-চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

চক্ষুর জলস্রাব এবং আলোকাসহিষ্ণুতা। গলদেশ চাপিত করিলে চক্ষু ছুটিয়া বহিষ্কৃত হওয়ার অনুভূতি। চক্ষুর শুভ্রাংশের পীতাভা। চক্ষুর রক্তিমা; কালক্ষেত্রে ক্ষত। চক্ষুমধ্যে ও তাহার উপরে তীক্ষ্ণ বেদনা।

কর্ণের শুষ্কতা; বাম-কর্ণপ্রদেশের ও গণ্ডস্থলের অসাড়তা। গলক্ষত নিবন্ধন কর্ণ বেদনা।

নাসিকার অনেক উপদ্রবের পরিণামে সর্দ্দি হয়। মাথার ব্যথা ও গ্রীবাতে কাঠিন্য জন্মিয়া নাসিকার সর্দ্দি ও জলবৎ স্রাব, পশ্চাৎনাসারন্ধ্র লোহিতবর্ণ ও হাজাযুক্ত এবং তাহাতে মামড়ির উৎপত্তি। নাসিকা হইতে ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। মধ্যে মধ্যে হাঁচির আক্রমণ।

স্বরযন্ত্র-রোগে স্বরভঙ্গ; স্বর-যন্ত্রের শুষ্কতা, কাঁচা ও চাঁছা ভাবের অনুভূতি থাকে; তাহার স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং রোগীর ঢোক গেলার ও অনবরত গলা খাঁকর দিবার প্রয়োজন। স্বর বাহির

banglabooks.in

হয় না, কেননা কোন বস্তু স্বরযন্ত্রমধ্যে থাকিয়া তাহার বাধা জন্মায়, গলা খাঁকর দিলে তাহা আল্‌গা করা যায় না, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে। হঠাৎ কোন বস্তু গ্রীবা হইতে স্বরযন্ত্রমধ্যে ছুটিয়া যাইয়া শ্বাসরোধ করে, তাহাতে নিদ্রাভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ। পশ্চাদ্দিকে মস্তক নত করিলে স্বরযন্ত্র ও গলদেশ বেদনা করে। হৃৎপিণ্ডের বাম-পার্শ্বের পশ্চাতে বক্ষমধ্যে জ্বালা হইয়া ষ্টার্ণাম-অস্থির মধ্যে বা সম্মুখ-বক্ষের মধ্যভাগে বেদনা। স্বরযন্ত্রে অসহনীয় বেদনা থাকায় তৎ-প্রদেশে কিছু লাগা সহ্য করিতে পারে না, শ্বাসরোধ ঘটে।

স্বরযন্ত্রে চাপ লাগায় ও গলদেশস্পর্শে, মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে এবং ধূমপানে, গলমধ্যে শুড়্‌শুড়ি ও তাহার ক্ষতের বিড়্‌বিড়ির অনুভূতিতে সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে শুষ্ক ও খ্যাকখেকে কাসির, নিদ্রাভঙ্গে বৃদ্ধি।

অবিশ্রান্ত গভীর-শ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা, উপবেশনাবস্থায় অধিকতর। মুখ অথবা নাসারন্ধ্র আবৃত করিলে, অথবা গল-দেশ স্পর্শ করিলে; হস্ত চালনায়; জাগ্রত হইলে, আহারান্তে, অথবা কথা কহিলে, শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে; উপবেশনাবস্থায় সম্মুখে নত হইয়া থাকিলে তাহার উপশম। বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ। প্রাতঃকালে এবং ত্বরিতোপবেশনে ধীর, কষ্টকর এবং শাঁই শাঁই রবে শ্বাসপ্রশ্বাস।

বক্ষ পূর্ণ থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি হইয়া কষ্টে সামান্য কিছু গয়ার উঠে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শাঁ শাঁ শব্দে কাসি হইয়া হঠাৎ প্রচুর পরি-মাণ, ফেনময়, আটা শ্লেষার নিষ্ঠীবন। নিদ্রাকালে বক্ষের কষ্ট। থু থু করিয়া অত্যধিক পরিমাণ দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা ফেলে। অত্যধিক পরিম'ণ জলবৎ, লবণাক্ত গয়ার কষ্টে উঠে, কিন্তু রোগী তাহা গিলিতে বাধ্য হইলে অনেক বেগের সহিত বমনে উঠিয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে সঙ্কোচন-বোধ। হৃৎপিণ্ডের অগ্রভাগের নিকটস্থ

banglabooks.in

বক্ষপ্রদেশের আক্ষেপবৎ বেদনায় হৃৎকম্প ও উৎকণ্ঠা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনানুভূতিসহ দুর্ব্বলতা। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন। হৃৎপ্রদেশে অস্থিরতা ও কম্পসহ ব্যাকুলভাব; শয়ন করিলে শ্বাসরোধের উপক্রম; বক্ষে ভারি বোধ; হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত বোধ। হৃৎপিণ্ডের বেদনায় মূর্চ্ছার ভাব, বিবমিষা, মুখের পাণ্ডুরতা ও বমন।

নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত ও ত্বরিতগতি, অসম, ক্ষণলোপযুক্ত এবং পর্য্যায়ক্রমে পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র।

শুষ্ক ও ফাটা ওষ্ঠ হইতে রক্তস্রাব। অধ ওষ্ঠ স্ফীত। নিদ্রার পর ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তে দন্তে চাপিলে বেদনা। নষ্টদন্ত টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। দন্তাবরক-ঝিল্লীর প্রদাহে গণ্ডস্থল স্ফীত এবং তাহার চর্ম্ম টান-টান, তপ্ত ও ভঙ্গুর থাকায়, বোধ হয় যেন ফাটিয়া যাইবে। দন্তমাড়ি নীলাভ, স্ফীত ও রক্তস্রাবযুক্ত; উষ্ণজলপানে তাহার বৃদ্ধি। ছিন্ন করার ন্যায়, ঝাঁকিসহ টানের ও খোঁচার ন্যায় সাময়িক দন্তবেদনা চুয়াল বাহিয়া কর্ণে যায়; নিদ্রান্তে, ভ্রমণ করার পর এবং উষ্ণ ও শীতল পানীয় পানে তাহার বৃদ্ধি।

জিহ্বা কখন শুষ্ক, লোহিতবর্ণ, কৃষ্ণাভ, কঠিন ও ফাটা; কখন স্ফীত ও ফোস্কাবৃত। জিহ্বার গুরুত্ব নিবন্ধন কথা কহা কঠিন, রোগী মুখ খুলিতে পারে না। জিহ্বা বাহির করিতে কাঁপে অথবা দন্তের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়।

মুখ হইতে দুর্গন্ধ নির্গত। অত্যধিক আঠাল লালাস্রাব। মুখের জ্বালাময় বেদনা ও কাঁচাভাব হইয়া ছাল উঠিয়া যায় ও তাহাতে জাড়ি-ঘা হয়। মুখ টাটানিযুক্ত, ঝলসান, শুষ্ক এবং জাড়ি-ঘা-ময়।

গলদেশের কাঁচাভাব হইয়া গলা খাঁকর দিলে শ্লেষ্মা উঠে। রজনীতে নিদ্রাভঙ্গে গলদেশ শুষ্ক থাকে, পিপাসা থাকে না। খালি খালি গেলার ভাব করিলে গলা স্ফীত ও তথায় দুইটি পিণ্ড মিলিত হইয়া গলা

banglabooks.in

রুদ্ধ হওয়ার অনুভূতি, খাদ্যবস্তু গিলিবার সময় অনেকটা তাল বোধ হয়। এক টুক্‌রা রুটি গলায় আবদ্ধ থাকার অনুভূতিবশতঃ রোগিনা সর্ব্বদা তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। বাম টন্‌সিলের স্ফীতি অধিকতর; গেলার উদ্যমে গলা বন্ধ হয়, অথবা তাহাতে গলা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বেদনা করে; গ্রীবাদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু। গলমধ্যের বেদনা ও টটানি বামদিকে আরম্ভ। কঠিন অপেক্ষা তরল পদার্থ গিলিতে অধিকতর কষ্ট।

গলার বহিঃপ্রদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু; ইহা প্রকৃত বেদনা নহে, এক প্রকার অস্বস্তির ভাব মাত্র; সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে বা গলায় গাত্রবস্ত্র স্পর্শ করিলেই শ্বাসরোধের অনুভূতি।

ক্ষুধার অভাব। অতৃপনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু পানীয়ে অশ্রদ্ধা; শম্বুকাদি পদার্থে, ওয়াইন ও উগ্রবীর্য্য মদ্যে স্পৃহা; কাফিপানের আকাঙ্ক্ষা এবং তাহা সহ্য হয়।

আহারান্তে আমাশয়ের চর্ব্বণবৎ বেদনার উপশম, কিন্তু কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে পুনর্বৃত্ত। আহারান্তে শিরোঘূর্ণন ও অবসাদ, গলদেশের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, আমাশয়ের স্ফীতি, উদ্‌গার এবং তাপোচ্ছ্বাস। অন্নবস্তুভক্ষণে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি। সর্পদংশনলক্ষণ ব্যতীত উগ্র মদ্যে সকল রোগই বৃদ্ধি পায়।

উদ্‌গারে উপশম। সকল বস্তুই অম্লে পরিণত হয় ও বুক জ্বালা করে। পানান্তে বিবমিষা। মধ্যে মধ্যে বিবমিষার আক্রমণ হইয়া দুর্ব্বলতা, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প এবং শীতল ঘর্ম্ম। বমনে ভুক্তবস্তু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সহিত প্রচুর লালা উদ্‌গীর্ণ হয়।

স্পর্শে আমাশয় বেদনাযুক্ত। আহারমাত্রই অজীর্ণ-লক্ষণের উপস্থিতি এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। চর্ব্বণসহ আমাশয়ের চাপানুভূতি আহারে উপশম, কিন্তু আমাশয় খালি হইলেই পুনরাবর্ত্তন করে।

banglabooks.in

যকৃতের তীক্ষ্ণ বেদনা আমাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোন বস্তু উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত থাকার ও হুলবেঁধার অনুভূতি। কুক্ষি-প্রদেশে কোন প্রকার চাপই সহ্য হয় না। যকৃৎ-প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ বেদনা। যকৃতের সান্নিধ্যে ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনা। যকৃতের প্রদাহ ও পূযশোথ।

উদরে বায়ু জন্মে ও উদর স্ফীত হয়, তাহাতে কোনপ্রকার চাপ সহ্য হয় না। নিম্নোদর ও কটিদেশ অগ্নিদাহবৎ জ্বালা করে। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি জন্মিয়া মূর্চ্ছার আক্রমণ। উদরের দক্ষিণাংশে অন্ধান্ত্র প্রদেশে শোথবৎ স্ফীতি বশতঃ রোগী পদ ঊর্দ্ধে গুটাইয়া চিৎভাবে শয়ন করিতে বাধ্য। পুষ জন্মিয়া উদর উষ্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে এবং কুঁচকি হইতে উরুর নিম্নাভিমুখে বেদনাযুক্ত কাঠিন্য উৎপন্ন হয়।

মলত্যাগকালে ও তাহার পরে মলদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্র ও গুহ্য-দ্বারের সঙ্কোচন। মলত্যাগান্তে হালিস নির্গত। মলদ্বারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতের অনুভূতি। মলদ্বারের নিকটে বিঠা থাকে, কিন্তু মলবেগ অথবা বিষ্ঠার ত্যাগ হয় না। মলত্যাগের পূর্ব্বে ও পরে গুহ্যদ্বারে আক্ষেপিক বেদনা। গুহ্যদ্বার রুদ্ধ থাকার অনুভূতি। মলত্যাগেচ্ছা ব্যতীতই সরলান্ত্রমধ্যে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণাপ্রদ বেগ হইতে থাকে। জলবৎ, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠার ত্যাগ। মধ্য রজনীর নিকটবর্ত্তী সময়ে পুনঃ পুনঃ অথবা হঠাৎ জলবৎ, দুর্গন্ধ অথবা উগ্র মূত্রের ঘ্রাণবিশিষ্ট, নরম, উজ্জ্বল-পীতবর্ণ অথবা পচা ধস্-ধসে মলত্যাগ। অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ। মলত্যাগের সময় অর্শের গুটিকা নিষ্ক্রান্ত ও প্রত্যেক কাসি ও হাঁচির বেগে তাহাতে সূচিবেধের অনুভূতি।

পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ, ফেনোচ্ছলনকর মূত্র ত্যাগ। মূত্রনালীর চাপ হইয়া বারম্বার মূত্রবেগ। মূত্রনালীর পুরোভাগে খোঁচা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা অথবা টাটানি। অদম্য মূত্রবেগ। পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে

banglabooks.in

উদর অথবা মূত্রনালীর অভ্যন্তরে একটি পিণ্ডাকার বস্তু গড়াইয়া যাওয়ার অনুভূতি। মূত্রনালীর প্রতিশ্যায়; মূত্রত্যাগকালে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মার নিঃসরণ।

পুরুষ রোগীর অত্যন্ত কামোদ্দীপনা। বাঘি (Buboe) কঠিন ও দড়কচড়া ভাবের, তাহাতে নালীকৃত এবং প্রমেপক জ্বর; শিস্নাগ্রত্বগের দড়কচড়া ভাব।

স্ত্রীলোকদিগের কামেচ্ছার বৃদ্ধি; বাম অণ্ডাধার বা ওভারির দড়কচড়াভাব, স্নায়ুশূল ও পূঁয সঞ্চয় প্রভৃতি। অন্ত্রায় প্রদেশে স্ফীতির অনুভূতি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত বস্ত্র-সংস্পর্শও অসহনীয় এবং ঠেল মারা বেদনা। শোণিত নির্গত হইলে অন্ত্রায় ও অণ্ডাধারের বেদনার উপশম। উদরে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা। রোগিনী বোধ করে যেন জরায়ুর মুখ উন্মুক্ত। নিয়মিত কালে, কিন্তু মৃদুবেগে, অত্যল্প ঋতুস্রাব; রক্ত চাপ চাপ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা তীব্র।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে—মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা; শিরোঘূর্ণন ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; বাম অণ্ডাধার প্রদেশে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা—অধিকতর; হিপসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি; ঋতুস্রাব আরম্ভ হইলে সকলেরই উপশম।

প্রচুর শ্বেতপ্রদর সংস্পর্শে বহিস্থজননেন্দ্রিয় চনচন্ করে এবং সবুজ কলঙ্কযুক্ত পরিহিত বস্ত্রাংশ শুষ্ক হইয়া কঠিন হয়। শ্লেষ্মার স্রাবসহ বহিস্থজননেন্দ্রিয় লোহিতবর্ণ ও স্ফীত।

গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা এবং চাপে বেদনার অসহিষ্ণুতা। কটিবেদনায় খঞ্জতা ও দুর্ব্বলতার অনুভূতি। কটিপশ্চাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা হিপসন্ধি ও জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

বাহু এবং জঙ্ঘার অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। জঙ্ঘাস্থির সম্মুখে কনকনানি বেদনা, আহারান্তে জানুর দুর্ব্বলতা। ক্ষত পদের ঘর্ম্ম। লোহিত বর্ণ

banglabooks.in

জঙ্ঘা এবং পদের নীলাভ ও বেদনাযুক্ত স্ফীতি। জঙ্ঘার উপরিস্থ গভীরতাহীন সমতল ক্ষত হইতে পাতলা, দুর্গন্ধ স্রাব, এবং ক্ষত নীলাভ মণ্ডলবেষ্টিত। নিদ্রামাত্রই জঙ্ঘার ঝাঁকিসহ খেতলানবৎ বেদনা।

ত্বগুপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতস্থান ভেকের ছাতার ন্যায় ফাঁপিয়া উঠে, কাল্‌চে লোহিত অথবা কটাসে বর্ণ ধারণ করে, তদুপরি বিন্দু বিন্দু শুভ্র দাগ থাকে এবং মুহূর্হুঃ জ্বালা করে। অগভীর ক্ষতের তলদেশ বিকৃত ও নীলকৃষ্ণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজবৎ উদ্ভেদ ধীরে জন্মে, কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা নীলাভ হইয়া যায়। বিসর্পবৎ উদ্ভেদ। দগ্ধব্রণের চতুঃপার্শ্ব নীললোহিত। পুরাতন ক্ষতাঙ্ক বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রাব এবং তাহার ক্ষতমুখ কাল্‌চে লোহিত ও দেখিতে চেপ্টা স্পঞ্জের ন্যায়। সম্পূর্ণ গাত্রই চুলকায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ঋতুসন্ধি, বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের শেষ ঋতুরোধ কালের অথবা তৎপরের অর্শ, শোণিতস্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্ত ঘর্ম্ম এবং মূর্দ্ধার জ্বালা, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ।—

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি সর্পবিষ শোণিতের অতি প্রগাঢ় উপাদানগত পরিবর্ত্তন সাধিত করে, ইহা তাহার সঞ্চলন ক্রিয়ারও বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত করিয়া মধ্যে মধ্যে শরীরোর্দ্ধাভিমুখে হঠাৎ রক্তগতির বৃদ্ধি করায় মুখমণ্ডলের ঘোর রক্তিমা, মস্তক ও তৎসন্নিহিত যন্ত্রাদিতে শোণিতাধিক্যের লক্ষণস্বরূপ দপদপানি শিরঃশূল, কর্ণ ও চক্ষুর শব্দালোকে অসহ্য ভাব, কর্ণমধ্যে মেঘগর্জ্জনবৎ উচ্চ শব্দ এবং বক্ষ ও হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণাকর লক্ষণাদি উৎপন্ন করে। শরীরোর্দ্ধে এই শোণিতোচ্ছ্বাসের অনুভাবী সহকার লক্ষণ স্বরূপ তৎপ্রদেশে তাপোচ্ছ্বাস বশতঃ মূর্দ্ধাদেশে জ্বালা, মানসিব

banglabooks.in

উত্তেজনা, শরীরের, বিশেষতঃ বক্ষের জ্বালা এবং পদের শীতলতা প্রভৃতি জন্মে।

ভগ্নস্বাস্থ্য বালিকাদিগের রজোদয় কালে, বিশেষতঃ বহু সন্তানের প্রসব ও অন্যান্য রোগনিবন্ধন জীর্ণস্বাস্থ্য বর্ষিয়সীদিগের উপযুক্ত রজোশোণিত স্রাব না হইলে, ন্যূনাধিক শোণিত পূর্ব্বকথিত রূপ বিকৃত অবস্থায় শরীরাভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। এবম্বিধ কারণেই বালিকা ও বর্ষিয়সীদিগের সম্ভবিত ঋতুস্রাব কালে বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হইয়া ঋতুস্রাবের আরম্ভে হ্রাস পাইয়া যায়! ঋতুস্রাবের নিবৃত্তি হইতে পুনরুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্তকালে বালিকাদিগের এবং শেষঋতুবন্ধের পরবর্ত্তী কালে বর্ষিয়সীদিগের উপরিউক্ত রোগলক্ষণ বর্দ্ধিত অবস্থায় থাকে। অতএব **ঋতুসন্ধিবিকার সম্বন্ধীয় রোগনিচয়—অর্শ, শোণিত স্রাব, তাপোচ্ছ্বাস, তপ্তঘর্ম্ম**, এবং **মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা ও শিরঃশূল** প্রভৃতি—বিশেষতঃ বর্ষিয়সীদিগের পক্ষে, **ল্যাকেসিস্** ঔষধের প্রধান প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। এ বিষয়ে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ নিচয়ের প্রভেদ **সিপিয়ার** বর্ণনকালে বিবৃত হইয়াছে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া ও ঋতুসন্ধিকালের তাপোচ্ছাস সহ করতল ও পদতলের জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণের উপযুক্ত ঔষধ।

গণ্ডস্থলের সীমাবদ্ধ রক্তিমাও ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের স্থলাভিষিক্ত।

প্রধানতঃ শরীরের বামপার্শ্বে রোগের আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে গমন।—শরীরের বামপার্শ্বে আক্রমণ এবং বামপার্শ্বে আরম্ভের পর দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তার **ল্যাকেসিসের** একটি বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। শরীরের বামপার্শ্ব আক্রমণ করা অথবা বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে

banglabooks.in

যাওয়া **ব্রাস** প্রভৃতি কোন কোন ঔষধেও লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু **ল্যাকেসিসের** ন্যায় তাহার ব্যাপকতা নাই, কেবল রোগবিশেষে পরিলক্ষিত হয়। **শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আক্রমণ হইয়া বামপার্শ্বে বিস্তৃত হওয়ায় লাইকোপডিয়ম** ইহার প্রতিযোগী ঔষধ। অণ্ডাধার, অণ্ডকোষ, বক্ষ, মুখমণ্ডল প্রভৃতির রোগে **ল্যাকেসিসের** উপরিউক্ত প্রকৃতি বিশেষ প্রকাশ পায়।

অত্যধিক স্পর্শাসীহষ্ণুতা।—এই স্পর্শাসহিষ্ণুতা এতাদৃশ তীক্ষ্ণ এবং বিশেষ প্রকৃতির যে আক্রান্ত স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা দূরের কথা, পরিচ্ছিত বস্ত্রের সংস্পর্শ পর্য্যন্তও অসহনীয় (এগারি)। ইহার বিশেষ প্রকৃতি এই যে **বেলাডোনা** অথবা **এপিসের** ন্যায় রোগী এই স্পর্শে বা চাপে আক্রান্ত স্থানে প্রকৃত বেদনা পায় না, ইহা একরূপ বিশেষপ্রকৃতির অস্বস্তিপ্রদ অনুভূতি মাত্র। গলদেশ, আমাশয়, গ্রীবা, উদর ও কটিদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা বিশেষ প্রকাশ পায়।

নিদ্রাভঙ্গে রোগের বৃদ্ধি অথবা কষ্টের বৃদ্ধিতেই নিদ্রা-ভঙ্গ, অথবা নিদ্রা মাত্রই রোগের বৃদ্ধি।—**ল্যাকেসিস্** রোগের একটি প্রধান প্রকৃতি এই যে সম্ভবতঃ রোগী নিদ্রা যাইলেই রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া অচিরাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয় ও রোগী অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে থাকে। নিদ্রার পর সর্ব্বপ্রকার রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলেও মানসিক যন্ত্রণারই অধিকতর বৃদ্ধি হয়। তাহাতে রোগী আপনাকে বড়ই হতভাগ্য, ক্লিষ্ট ও দুঃখিত বোধ করে এবং উৎকণ্ঠান্বিত হয়।

অত্যধিক বাক্‌প্রিয়তা, বিষয় বিশেষের গল্প করিতে করিতে প্রসঙ্গাধীন বিষয়ান্তরে গমন।—রোগীর মানবিক উল্লাসের ভাব উপস্থিত হওয়ায় ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় অনুভূতি ও জাজ্বল্যমান কল্প-

banglabooks.in

নার উদয় হইয়া বড়ই গল্পপ্রিয় হয়। এই প্রবৃত্তি এতাদৃশ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় যে রোগী এক বিষয় সম্বন্ধে বলিতে বলিতে যখনই বিষয়ান্তরের সংস্রব উপস্থিত হয় তখনই পূর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া নূতন বিষয় সম্বন্ধে বলিতে থাকে। বারম্বার এইরূপ হওয়াই **ল্যাকেসিস** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি। **এগারিকাস** রোগী প্রফুল্লতা সহ হাস্যোদ্দীপক, অসংলগ্ন কথা বলে; **ষ্ট্র্যামনিয়াম** ক্রমাগত নানা বিষয়ের কথা বলিতে থাকে; **হায়সায়ামাস** একই বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে।

উপরে **ল্যাকেসিসের** যে সমুদয় প্রধান প্রধান প্রদর্শক লক্ষণের বিষয় উল্লিখিত হইল তদ্ব্যতীতও রোগবিশেষে ইহার অনেক বিশেষ প্রকারের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা অন্য কোন ঔষধে তদ্রূপ প্রাধান্য লাভ না করায় **ল্যাকেসিসের** প্রদর্শকরূপে গৃহীত হয়। এরূপ বিশেষ প্রকৃতির লক্ষনাদি মধ্যে গলদেশ, বক্ষ, উদর ও মলদ্বার প্রভৃতি স্থানের রোগ-বিশেষে **সঙ্কোচনের অনুভূতি**; বাতাসের আবশ্যকতা বশতঃ রোগী পাখার বাতাস দিতে বলে, কিন্তু সামান্য বাতাস বা সঞ্চালিত বায়ু নাসিকা ও মুখের নিকটে আসিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের বাধা জন্মে বলিয়া **দূর হইতে ধীরভাবে বাতাস করিতে বলে**; যে কোন প্রকার রোগেই **স্রাবারম্ভে** ও **স্রাবহওয়ার পরে রোগের উপশম** প্রধান প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—সর্দ্দিজ, স্নায়বিক বা বাতজ এবং শোণিতসঞ্চয়িক প্রভৃতি নানাপ্রকার শিরঃশূলের অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** আমাদিগের সাহায্যকারী ঔষধ। শীতান্তে গ্রীষ্ম সমাগম, অথবা শীতল আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তন, সূর্য্যতাপ, মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা,

banglabooks.in

শোক দুঃখাদিনিবন্ধন মানসিক অবসাদ, অজীর্ণাদি উদররোগ এবং ঋতু-সন্ধিকালীন শোণিত ও শোণিতসঞ্চলনের বিকার প্রভৃতি ইহার শিরঃ-শূলের কারণ। ইহাতে মস্তকের নানা স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। মুখ-মণ্ডলের স্নায়ুশূলে (Prosopalgia) মস্তকের পার্শ্ব আক্রমণ করিলে বাম চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদেশ অধিকতর আক্রান্ত হয়। বেদনা ও দপদপানি প্রভৃতি অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রবল হইয়া থাকে। সর্দ্দি কালীন বেদনায় গ্রীবাপশ্চা-তের কাঠিন্য জন্মে এবং সর্দ্দিস্রাব আরম্ভ হইলে বেদনার উপশম হয়।

ল্যাকেসিস্ শিরঃশূলে সাধারণতঃ রোগিনী শয়ন করিতে পারে না। শয়নে বেদনার বৃদ্ধি হয়। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিত মুখ ও চক্ষুপত্র স্ফীত এবং স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। শরীরচালনায় বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি। তরঙ্গবৎ অনুভূতিসহ বেদনা গ্রীবা ও মস্তকপশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকোপরি বিস্তৃত, ইহাই ল্যাকেসিস্ বেদনার সাধারণ প্রকৃতি। উপরি উক্ত ত ঙ্গে তরঙ্গে বেদনার আক্রমণ নাড়ীস্পন্দনের সমসাময়িক না হইলে তাহাকে স্নায়বিক বেদনা বলিয়া জানিতে হইবে। ঋতুসন্ধি কালের অথবা অন্যান্য কারণে শোণিত সঞ্চ-লনের বিশৃঙ্খলাপ্রযুক্ত বেদনাতরঙ্গ নাড়ী স্পন্দনের সহিত সমসাময়িক হইয়া বেদনার শোণিতসঞ্চয়িক প্রকৃতি প্রকাশ করে। শরীরচালনা সহ বেদনাবৃদ্ধির সংস্রব থাকিলেও চালনাকালে তাহার বৃদ্ধি হয় না। ভ্রমণ অথবা স্থান পরিবর্ত্তনান্তর রোগী উপবেশন করিলে বেদনাতরঙ্গ প্রবলতর বেগে উঠিতে থাকে এবং কিছুকাল ঐ ভাবে থাকিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ও স্থায়ী তরঙ্গে পুনরাগত হয়। ইহাদিগের সাধারণ শিঃশূল প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আরম্ভ হইয়া কিছুকাল পরে নিবৃত্তি পায়। শিরঃ-শূল কালে মধ্যে মধ্যে চিন্তার অন্তর্দ্ধান এবং দৃষ্টিমালিন্য ঘটে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিরোঘূর্ণন, বমন ও বিবমিষা উপস্থিত হয়। শিরোঘূর্ণনে রোগী বামদিকে পতনোন্মুখ হয়।

banglabooks.in

সিঙ্কনা—সর্দ্দি বসিয়া শিরঃশূলে ইহা উপকারী। দমকা বাতাসের সামান্য সংস্পর্শেও বেদনার বৃদ্ধি হয়।

ব্রায়নি এবং পাল্‌স—বসা সর্দ্দির শ্লেষ্মা ঘন ও পীতবর্ণ থাকিলে প্রথম ঔষধে, শ্লেষ্মা সবুজবর্ণ থাকিলে দ্বিতীয় ঔষধে উপকার করে।

জেল্‌স—রোগী নিশ্চল ও আবিল্যগ্রস্ত থাকে এবং স্নায়ুশূল মস্তক পশ্চাৎ হইতে ললাট দেশ ও মুখমণ্ডল আইসে।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কবেষ্ট ঝিল্লীপ্রদাহ—মস্তিষ্কের অতি তীক্ষ্ণ বেদনা হইলে রোগী মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠে, জিহ্বায় বীজগুড়ি বাজগুড়ি লোহিত প্যাপিলিনিচয় উন্নত হইয়া উঠে এবং জিহ্বা আবৃত করে; শিরোলুণ্ঠন হয় ও রোগী উপাধান মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইবার ন্যায় মস্তক ঘূর্ণিত করে। আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা এবং বিসর্প প্রভৃতির উদ্‌ভেদ সম্যক বাহির না হইয়া অথবা বহিষ্কৃত হইবার পর পুনঃ বসিয়া রোগ জন্মিলে **ল্যাকেসিস্** বিশেষ কার্য্যকারী। প্রথমতঃ রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু থাকে ও হৃৎকম্প হয়, অবশেষে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে কষ্টে চেতন করা যায়।

বিসর্প, স্কালেটিনা বা আরক্ত জ্বর প্রভৃতির শিরঃশূলে অথবা সন্ন্যাস বা এপপ্লেক্‌সি ঘটিত মস্তিষ্কঝিল্লীপ্রদাহের শিরঃশূলে **বেলাডেনা** ও **ল্যাকেসিস্** মধ্যে বেদনার তীক্ষ্ণতার কথঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হইলেও যথেষ্ট প্রভেদও আছে। **বেলেডেনা** রোগের প্রাথমিক অবস্থার ঔষধ। এ অবস্থায় রোগীর সংজ্ঞাহীনতা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার সম্পূর্ণ অবসাদ ঘটে না। চমকিয়া উঠা, উচ্চ চীৎকার ও দন্ত কিড়িমিড়ি এবং ভীতি প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠা প্রভৃতি উদ্দীপনার লক্ষণ বর্ত্তমান

banglabooks.in

থাকিয়া মস্তিষ্কীয় প্রদাহের প্রবলাবস্থা প্রকটীত করে। নাড়ী প্রায়শঃ সবল থাকে, গভীরতর রক্তাধিক্য বশতঃ মুখরক্তিমাদি উজ্জ্বল ও অবস্থা বিশেষে ঘোরাল হয়। স্থালেটিনাদি ঘটিত রোগে উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বহির্গত না হইলেও স্থানে স্থানে যাহা দৃষ্ট হয় তাহা লোহিত বর্ণ থাকে। **ল্যাকেসিস** রোগীর ন্যায় ইহার রোগীর শোণিতসিকার এবং জীবনীশক্তির অবসাদনিবন্ধন উদ্ভেভেদের নীলাভা ক্রমশঃ কৈশিক ঝিল্লীর স্রাবাল্পতা ও তাহাতে পূয় সঞ্চারের আশঙ্কা অথবা পূঁযের উৎপত্তি এবং অঙ্গসীমার শীতলতা বর্ত্তমান থাকে না। অনেক সময় **বেলাডনা** প্রয়োগের পরেও মস্তিষ্কীয় বলক্ষয়, শোণিতবিকার এবং পক্ষাঘাতের উপক্রমাদি লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ল্যাকেসিস্** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। এ অবস্থাতেও নিদ্রাবস্থায় চীৎকার প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** পূর্ব্বকথিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে; নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বলতর হয়, শরীরে তাপের অসমতা ঘটে, মানসিক অবসাদ ও তন্দ্রাদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং রোগাবস্থার পরিবর্ত্তন প্রকটিত করে।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ, অবসাদবায়ু বা চিত্তোদ্‌বেগ, বিষাদোন্মত্ততা, গুল্মবায়ু, মদাত্যয়, সূতিকোন্মাদ, কামোন্মাদ এবং জলাতঙ্ক প্রভৃতি।—**ল্যাকেসিসের** মানসিক ক্রিয়াবিপ্লব এতাদৃশ বিপরীত ভাবাপন্ন ও বৈচিত্রবিশিষ্ট যে অবস্থাবিশেষে এতদ্দ্বারা আমরা সর্ব্ব প্রকার মানসিক রোগেই উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি, ইহা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ইহার অধিকাংশ মানসিক রোগ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখা গিয়া থাকে। সর্পবিষের ক্রিয়া যেরূপ দুর্ব্বলতামূলক এবং সহজে পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল, ইহার

banglabooks.in

উন্মাদাদি মানসিক বিকার লক্ষণও তদনুরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতির। কখন কখন ক্রোধাদি উগ্রলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহা মূলে দুর্ব্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহার মানসিক বিকারোৎপন্ন ভ্রান্তি, আত্মগ্লাঘা, সন্দেহ, ঈর্ষা, অলিক ধর্ম্মভীতি ও ব্যাকুলতা প্রভৃতি দুর্ব্বল মানসিক বৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করে।

উন্মাদ রোগে রোগী বড়ই তাত্মম্ভরী, হিংসা, দ্বেষ, বৈর-নির্য্যাতন এবংনিষ্ঠুরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিরত থাকে। মানসিক শক্তি ক্লান্ত হইয়া কখন কখন লক্ষণাদি মদ্যপায়ীর মত্ততার ভাব ধারণ করে। রোগীর হাবভাব, চালচলন তদনুরূপই হয়। মুখ ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ ও স্ফীত এবং মস্তক তপ্ত থাকে, রোগী চলিতে টলে ও তাহার পদস্খলন হয়। জিহ্বার গুরুত্ব ও কথার জড়তাসহ নানাপ্রকার ভুল কথা বলে এবং বাক্‌প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হওয়ায় রোগী অনবরত গল্প করিতে থাকে; কোন গল্পই শেষ হয় না, গল্পের বিশেষ কোন কথার সংস্রবে অন্য গল্প আরম্ভ করে। ফলতঃ **ল্যাকেসিসের** মানসিক বিকার মাত্রেই উপরি উক্ত বাক্‌পটুতা দেখা যায়। গলনলীর রোধভাব এবং গ্রীবাদেশে অসোয়াস্তির অনুভূতিতে তথায় গাত্র-বস্ত্র সংস্পর্শে অসহিষ্ণুতা এবং অঙ্গসীমান্তের শীতলতাদি দুর্ব্বলতার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় গভীর অচৈতন্য উপস্থিত হয় এবং অধঃচুয়ালের ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ দেখা দেয়।

ল্যাকেসিসের অধিকাংশ রোগের ন্যায় ইহার সর্ব্ববিধ মানসিক রোগও বসন্তকালে, শীতল আব হাওয়ার পর গ্রীষ্মাগমে, বর্ষাকালে, উষ্ণ জলে স্নান করিলে এবং নিদ্রান্তে বৃদ্ধি পায়।

চিত্তোদ্বেগ, বিষাদোন্মত্ততা ও গুল্মবায়ু রোগ লক্ষণ অধিকাংশ সময়ে যুবতী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত

banglabooks.in

হইয়া থাকে। তাহারা বড় সন্দেহগ্রস্ত হয়, আপনার বয়স্যদিগের প্রতিও নানা বিষয়ে অলীক সন্দেহযুক্ত ও দ্বেষপরবশ থাকে। কখন কখন রোগের অতি বৃদ্ধিতে স্বামী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা প্রভৃতি অতি নিকট আত্মীয়ের ঔপরও সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। সকল ব্যক্তিই যেন তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ চিন্তাভিভূত থাকিয়া যৎপরোনাস্তি মানসিক অশান্তি ভোগ করে। কল্পনায় নানা প্রকার রোগের আশঙ্কা করে। ল্যাকেসিস্ রোগীর কল্পনার ইয়ত্তা থাকে না, মনে করে সে উন্মাদ হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইবে অথবা সত্যই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সৎকারের চেষ্টা হইতেছে।

ল্যাকেসিসের প্রমেহোন্মাদ ও গুল্মবায়ু প্রভৃতি অতি আশ্চর্য্য ভাব ধারণ করে। রোগিনী মনে করে তাহার উপর দৈব দৃষ্টি পড়িয়াছে, সে দৈবাধীনে থাকিয়া দৈবজ্ঞানানুসারে কার্য্য করিতেছে। বিশ্বাস করে সে দৈবাদেশ শ্রবণ করে, অথবা তাহার স্বপ্নাদেশ হয়। কখন চুরি, ডাকাইতি ও হত্যা করা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যের আদেশের কথাও প্রকাশ করে। কখন বা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে সে কোন দুষ্কার্য্য করিয়াছে, তজ্জন্য অনুশোচনা এবং প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অনেক সময়ে ল্যাকেসিস্ রোগীর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীব তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগিনীর নিদ্রা হয় না, সমস্ত দিবা ও রজনী চক্ষু তাকাইয়া জাগত থাকে, সামান্য শব্দ, দূরস্থ ঘড়ি বাজার শব্দ, এমন কি প্রাচীরে মক্ষিকা বিচরণের শব্দ পর্য্যন্তও তাহার অশান্তির কারণ হয়। অনেক রোগীতে উপরি উক্ত মানসিক বিকারসহ কষ্টপ্রদ হৃৎপিণ্ড লক্ষণ উপস্থিত হইয়া অধিকতর কষ্টের কারণ হয়। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেরই অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। ল্যাকেসিসের মানসিক লক্ষণ বহুভাষিতার জন্য প্রসিদ্ধ,

banglabooks.in

এজন্য ইহার সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেই তৎপ্রতি লক্ষ রাখিয়া অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রভেদ স্থিরীকরণের প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্ব্বে **ষ্ট্রাম, হাস্সা** এবং **এগারিকাস** সহ ইহার প্রভেদ দেখাইয়াছি।

এক্‌টিয়া রেসিমোসা—ঋতুরোধনিবন্ধন মানসিক বিকার, সূতিকোন্মাদ এবং মদাত্যয় রোগে ইহার বহুভাষিতা লক্ষিত হয়। রোগী নিদ্রাহীন থাকে, কল্পনায় ইন্দুর প্রভৃতি দৃষ্ট করে ও নানা বিষয়ক কথা বলিতে থাকে এবং গল্পের এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায়। রোগী ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্ত্তন করে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর ন্যায় হস্তকম্পন, উদরাময় এবং দুর্ব্বলতা সহ গল্প ও ভ্রমদৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে।

প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া—রোগিনী অত্যন্ত মানসিক উৎফুল্লতা সহ প্রেম বিষয়ক গল্প করিতে থাকে।

মদাত্যয় রোগে **ওপিয়াম**, ধর্ম্মোন্মাদে দৈব ক্ষমতাধীনে থাকা বিষয়ে **এনাকার্ডিয়াম**, নিদ্রান্তে মানসিক অবসাদের বৃদ্ধিতে **এলুমিনা, পাল্‌স** এবং **সিপিয়া**, এবং কামোন্মাদে ইহা **হাস্সা** সহ তুলনীয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব বা রেটিনাল্ এপপ্লেক্‌সি।—**ল্যাকেসিস্** রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় যখন মস্তিষ্কবিকার নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি এবং হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তদবস্থায় হৃৎকম্পসহ রোগীর শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছারভাব, দৃষ্টিলোপ, দৃষ্টিমালিন্য, চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের উপস্থিতি প্রভৃতি দৃষ্টিবিকার জন্মে। চিত্রপত্রের স্রুত রক্ত শোষণেও ইহার খ্যাতি আছে; চিত্রপত্রের এই রোগে ইহা **এসটেলাস, ফস্** ও **আর্ণিকা** সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

স্ক্রফুলাস্ অফ্থাল্‌মিয়া (গণ্ডমালা ঘটিত চক্ষুপ্রদাহ)।—চক্ষুতে জ্বালাকর এবং সূচি ও তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা হইয়া মস্তক-পার্শ্বের পশ্চাতে এবং উপরিভাগে বিস্তৃত হয়। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মে। চক্ষু এবং চক্ষুপুটের স্পর্শে চুলকণা ও হুলবেধবৎ অনুভূতির এবং অন্য সকল লক্ষণেরই নিদ্রান্তে বৃদ্ধি হয়। দৃষ্টিমালিন্য থাকে এবং চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ কৃষ্ণবর্ণ ছায়া দৃষ্ট হয়।

ব্রুটৈলাস্—কনীনিকাপ্রদাহ বা কর্ণিয়াইটিস্ রোগে চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা, প্রাতঃকালে চক্ষুপুটের স্ফীতি এবং ভ্রূ-শূল প্রভৃতি ঋতুকালে বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম:—কর্ণ মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া চালনা করিলে যদি শোর, গুন্‌গুন্ প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ণরব উপশমিত হয়, তাহা হইলে কর্ণের সর্দ্দি, রোগের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। কর্ণমল বা থৈল পরিবর্ত্তিত হইয়া কাইয়ের ন্যায় ও দুর্গন্ধযুক্ত। কর্ণপশ্চাতে স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মিয়া দপ্‌দপানি বেদনা। ইহাতে **ল্যাকেসিস্** উপকারী। অবস্থাবিশেষে নিম্নলিখিত ঔষধও প্রযোজ্য।

হিপার সাল্‌ফ—কাণ পাকার উপক্রমে দমকা বায়ু সংস্পর্শ বশতঃ বেদনার বৃদ্ধিতে, বেদনার অসহিষ্ণু ভাব জন্মিলে এবং রোগ বিশেষরূপে আরক্ত জ্বরসংস্রবে হইলে **হিপার** উপকারী।

ব্রুটৈলাস্—বস্ত্র খণ্ডাদি বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা কাণ রুদ্ধ থাকার ও কাণ হইতে কর্ণমল বাহিয়া পড়ার অনুভূতি জন্মিলে উপকারী।

কনায়াম—কর্ণরোগে অধিক পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ কর্ণমল থাকিয়া যায়।

নাসিকাসর্দ্দি ও পিনাস বা পূতিনস্যরোগ।—নাসিকার তরুণ সর্দ্দিরোগের স্রাব জলবৎ তরল থাকে। **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দির

banglabooks.in

স্রাবারম্ভের পূর্ব্বে অথবা স্রাব বসিয়া যাইয়া মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার বাম পার্শ্বে ও ললাটদেশে দপ্‌দপানি বেদনা হইলে এবং গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে স্রাবারম্ভে তাহার উপশম হয়। কখন কখন **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দিতে নাসিকা-সান্নিধ্যে রসবিম্বিকা জন্মে, মুখ এবং অক্ষিপুটের রক্তিমা ও স্ফীতি থাকে; গাত্রে শীত হাঁটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয় এবং সমস্ত শরীরের শিথিলতা জন্মে। শারীরিক শিথিলতা-উৎপাদক আবহাওয়াযুক্ত বসন্তকাল **ল্যাকেসিস্** সর্দ্দির আক্রমণের অনুকূল।

পারদের অপব্যবহার ও পুরাতন উপদংশ ঘটিত পুরাতন পিনাস-রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। এরোগে ইহা **ক্যালি বাই, নাই এসি, মার্কুরিয়াস** ও **ল্যাক্ কেনি** সহ তুলনীয়।

ক্যালি বাই—কঠিন, আটা ও টানিলে সূত্রবৎ স্রাব বিশিষ্ট রোগ কখন কখন গলমধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গলরোধ করে।

নাই এসি—নাসিকারন্ধ্রে ক্ষত এবং দুর্গন্ধ, পীতবর্ণ স্রাব। কৃষ্ণবর্ণ চাপ মিশ্রিত রক্তস্রাব।

মার্কুরিয়াস—নাসিকা হইতে সবুজাভ ও পুতিগন্ধ পুয় স্রাব। নাসিকাস্থির স্ফীতি।

ল্যাক্ কেনি—উপদংশঘটিত পিনাস রোগে মুখের কোণ ও নাসিকা পক্ষ ফাটা থাকে।

কাসি বা কফ।—ল্যাকেসিসের কাসি শুষ্ক, আক্ষেপিক ও শ্বাসরোধকর এবং রজনীতে গুড়গুড়িযুক্ত। শ্লৈষ্মিকঝিল্লী প্রায় স্রাবহীন ও বোধাধিক্যযুক্ত। স্বরযন্ত্রে চাপ দিলে, এমন কি সামান্য বস্ত্রসংস্পর্শে, মুক্ত বায়ুতে এবং নিদ্রান্তে কাসির বৃদ্ধি। আটাল শ্লেষ্মা স্বরযন্ত্রসহ সংলগ্ন থাকায় উঠাইতে পারা যায় না।

banglabooks.in

ডাসকামরা—অনেক সময় ধরিয়া আক্ষেপিক কাসি এবং স্বরযন্ত্র ও শ্বাসনালী হইতে সহজেই প্রচুর শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। সিক্ত আব হওয়ায় কাসির বৃদ্ধি।

হাঁপানি বা এজ্‌মা।—নিদ্রান্তে বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইলেই **ল্যাকেসিসেরু** হাঁপানির বৃদ্ধি। ইহার হাঁপানির ফিটের কালে নাসিকা ও মুখের নিকট বস্ত্রাদি লইলে, স্বরযন্ত্র সামান্য স্পর্শ করিলে এবং হস্ত নাড়িলে রোগ অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। অবশেষে প্রচুর জলীয় শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইয়া কষ্টের শান্তি হয়। বক্ষের সঙ্কোচনানুভূতি ও হৃৎকম্প উপস্থিত থাকায় রোগ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ।—কখন কখন নাসিকার সর্দ্দি অধঃপ্রসারিত হইয়া বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করিলে তাহার শুষ্কশুড়ি হইয়া অতি উদ্‌বেগকর ও কষ্টপ্রদ কাসির উৎপত্তি হয়; নিদ্রাবেশ হইলেই কাসির উদ্‌বেগ উপস্থিত হইয়া গলার রোধ ঘটে এবং নিদ্রা ভঙ্গ হয়। ইহাতে পূর্ব্ববর্ণিত হাঁপানি রোগের প্রায় সমস্ত লক্ষণই উপস্থিত থাকে। গলদেশ, চক্ষু, কর্ণ এবং মস্তকের বেদনা হয়।

নিউমোনিয়া।—**ল্যাকেসিসেরু** ঔষধগুণ পরীক্ষায় তরুণ নিউমোনিয়ার চিহ্ন স্বরূপ ফুসফুসের রক্তাধিক্য, তন্তুজান বা ফাইব্রিণের সঞ্চয় প্রভৃতি কোন বিকারাবস্থা উৎপন্ন হওয়া দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একারণ প্রকৃত নিউমোনিয়া রোগে ইহার প্রয়োগিতা সম্ভবে না। তবে যে সকল রোগীর বক্ষ পূর্ব্ব হইতে গুটিকা বা টিউবার্কল্ সংস্থিতিনিবন্ধন রুগ্ন থাকার অবস্থায় নিউমোনিয়া হয় অথবা স্বাস্থ্যভঙ্গকারী নানা প্রকার পুরাতন রোগাক্রমণে যাহাদিগের পূর্ব্ব সঞ্চিত ধাতুগত টিউবার্কল্ বীজ অবয়ব ধারণ ও ফুসফুস

banglabooks.in

আক্রমণ করিয়া তাহার প্রদাহ উপস্থিত করে, তাহাদিগেরই রোগের শেষাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয়। রোগের এই অবস্থায় ফুসফুসের ধ্বংস-মূলক পরিবর্ত্তনে তাহার পচনশীল ক্ষত, গ্যাংগ্রিণ, বিশেষতঃ পূয়শোথ প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক রোগ জন্মে ও রোগী টাইফয়েড অবস্থাগ্রস্ত হয়। শ্বাসরোধের উপক্রম হয় ও কাসিতে শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা জন্মে। রক্তময় ও ফেনিল শ্লেষ্মা, পূয় এবং অবস্থা বিশেষে ধ্বংসাবশেষ ফুসফুসাংশপূর্ণ গয়ার নিষ্ঠুত হয়। প্রশ্বাস বায়ুতে ও মুখে ভয়ঙ্কর পূতিগন্ধ। রোগের তৃতীয় অবস্থায় ফুসফুসের উপরিউক্ত শোচনীয় অবস্থা, মৃদু ও অস্পষ্ট প্রলাপ, ঘর্ম্ম এবং অবসাদ প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ল্যাকেসিস্** প্রয়োগের আবশ্যকতা জন্মে। রোগ বাম ফুসফুস আক্রমণ করে।

উপরিউক্ত অবস্থা, অর্থাৎ ফুসফুসে পূয়সঞ্চার প্রভৃতি ও রোগীর টাইফয়েড লক্ষণাদি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সঞ্চিত প্রাদাহিক রসাদি শোষণ করে **সাল্‌ফার** প্রয়োগের আবশ্যক হইলেও পূয়জনন্যাদি ধ্বংসক্রিয়া আরম্ভ হইলে তাহার প্রয়োগে রোগের বৃদ্ধিরই সাহায্য করিয়া থাকে। বক্ষরোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন **ইলাপ্‌স্** দ্বারাও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে উভয় ফুসফুসচূড়া আক্রান্ত হইলেও বিশেষ আক্রমণ দক্ষিণ ফুসফুসে হয়। প্রাতঃকালে বেদনার অতিবৃদ্ধিতে রোগী শয্যোত্থিত হইতে পারে না। জলপানান্তর বক্ষমধ্যে শৈত্যানুভূতি জন্মে। কাসিলে বক্ষমধ্যে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ফুসফুসের চূড়ায় তীক্ষ্ণ বেদনা হইয়া বোধ হয় যেন তাহা ছিন্ন হইল। কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় গয়ায় নিষ্ঠুত হয়। অনুভূতি জন্মে যেন হৃৎপিণ্ড নিষ্পীড়িত হইতেছে।

যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—টিবার্কুলার বা গুটিকাসংসৃষ্ট থাইসিস্ রোগ নিরাকরণে **ল্যাকেসিস** প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাহীন।

banglabooks.in

টাইফয়েড জ্বর,নিউমোনিয়া প্রভৃতি দূষিতরোগ কর্ত্তৃক নিশ্চেষ্ট টুবার্কল-বীজের ক্রিয়া ক্ষুর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া সাবয়বে ফুসফুস আক্রমণ করিলে নিম্ন প্রদর্শিত সাংঘাতিক লক্ষণে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ফুসফুসের ধ্বংসমূলক ভগ্নাবস্থা বলিয়া জানিতে হইবে। বমনের ভাবযুক্ত কাসির জন্য রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয়; রবারের ন্যায় কাঠিন্যযুক্ত, সবুজাভ, পূয়াকার শ্লেষ্মাময় গয়ার, গলরোধকর বমনের ন্যায় চেষ্টা দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হয়; নিদ্রাকালে বিশেষরূপে রোগীর গ্রীবা, স্কন্ধ ও বক্ষদেশে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়, এবং রোগীর নাড়ী ও শরীর দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপস্থিত হয়। ফলতঃ এ অবস্থায় **ল্যাকেসিস** আমাদিগের শেষ ভরসা স্থল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগ বা হার্টডিজিজ্।—ইতিপূর্ব্বে হৃৎপিণ্ডে, শোণিতে ও শোণিতসঞ্চলন ক্রিয়ায় সর্পবিষের প্রভূত ক্রিয়া থাকার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। শোণিতসঞ্চলনের অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ায় ইহা মস্তকাভিমুখে শোণিতস্রোতের বৃদ্ধি করে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মস্তকাদি শরীরোর্দ্ধাংশে তাপোচ্ছ্বাস বশতঃ তদ্দেশের তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি এবং পদের শীতলতা উপস্থিত হয়। মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলকর বস্তু। যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডকপাটাদির রোগে ইহার কোন কার্য্য নাই। যান্ত্রিক রোগ জন্যই হউক, সাধারণ দুর্ব্বলতা বশতঃই হউক, আর হৃৎকপাটের যান্ত্রিক বিকৃতি বশতঃ ফুসফুস ও হৃৎবেষ্টমধ্যে রসসঞ্চয় বা শোথের চাপাদি জন্যই হউক, ইহা হৃৎপিণ্ডের বলাধান ও শোথশোষণের সাহায্য করিয়া শ্বাসকষ্টাদি নানা প্রকার যন্ত্রণার উপশম করিতে সক্ষম।

হৃৎকম্প হয় এবং হৃৎপিণ্ড প্রদেশে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি জন্মে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শ্বাসবরোধের ভয়াবহ যন্ত্রণায় রোগী বোবায় ধরার ন্যায় নিদ্রোত্থিত হয়। বক্ষদেশে কোন প্রকার চাপ সহ্য করিতে পারে

banglabooks.in

না। শ্বাসরোধাদি বক্ষকষ্টের বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী শয়ন করিতে অক্ষম। পুরাতন **এওর্টাইটিস্** বা বৃহদ্ধমনীপ্রদাহে রক্তহীনতা ও শোথের উৎপত্তি হইলে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর কোমল বস্তুপূর্ণ অর্ব্বুদ বা "এথারোমা" রোগের ইহা উপশমকারী।

ক্যালি হাইড্রিয়ডিকাম—ইহাতেও নিদ্রাবস্থায় হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ নিদ্রাভঙ্গে রোগী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য।

গ্র্যাফাইটিস—উপরিউক্ত রূপ লক্ষণ সহ হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে শৈত্যাভূতি জন্মে। শেষোক্ত লক্ষণ **পেট্রলিয়াম** এবং **নেট্রাম মিউরিয়েটিকামেও** দৃষ্টিগোচর হয়।

ন্যাজা ট্রিপুডিয়ানাম—হৃৎপিণ্ডকপাটের রোগ নিবন্ধন শুষ্ক কাসি এবং হৃৎপিণ্ডের ভীতিকম্পান্বিত অবস্থার ন্যায় ভাব ইহা দূরীকরণে সমর্থ।

দন্তরোগ।—ধ্বংসিত দন্ত গুঁড়ার আকারে স্খলিত হইলে **ল্যাকেসিস্** তাহার ঔষধ। দন্তবেষ্টনিঝিল্লীর প্রদাহ এবং দন্তমূলের পূয়শোথেও ইহা প্রযোজ্য—দন্তমাড়ী স্ফীত, নীলাভ এবং দপদপানি-বেদনাদ্যক্ত। ইহাতে **মার্ক, হিপার** এবং **সিলিকন** ও কার্য্যকারী।

মার্কুরিয়াস ও **ল্যাকেসিস্**—দন্তশূলের পক্ষে **ল্যাকেসিসেরও** সমক্রিয়াশীল ঔষধমধ্যে **মার্কুরিয়াস্** সর্ব্বোচ্চ পদের অধিকারী। **ল্যাকেসিসের** ন্যায় দন্তমাড়িপ্রদাহ, দন্তধ্বংস এবং তজ্জনিত দন্তমূলের পূয়শোথ প্রভৃতিরও ইহা উপশমকারী। ডেণ্টাইন (dentine) দন্তোপাদানের রোগেও ইহা কার্য্যকারী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। **মার্কুরিয়াসের** দন্তে ছিন্নবৎ দিপদিপ

banglabooks.in

দন্তবেদনা তীরবেগে মুখমণ্ডল ও কর্ণে যায়, **ল্যাকেসিসের** দন্ত মাড়ি স্ফীত, কালচেলোহিত এবং নীলাভ হয়, অথবা এতই টান টান ও তপ্ত থাকে যে দেখিলে বোধ হয় যেন এখনই ফাটিয়া যাইবে। শয্যা-তাপে **মার্কের** দন্তকষ্টের বৃদ্ধি হয়। অনেক সময়ে **মার্কের** কার্য্যপূরকরূপে এবং যে স্থলে **মার্কারির** অপব্যবহার রোগের কারণ, তথায় প্রথমেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। শুভ্র কিনারাযুক্ত সমল দন্তমাড়ি মার্কের প্রদর্শক।

মুখক্ষত—জাঁড়াঘা, পচা ক্ষত বা ক্যাংক্রাম অরিস্ প্রভৃতি।—সাধারণ মুখক্ষত রোগে জিহ্বা, মুখ, গলগহ্বর এবং তালু প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইয়া ন্যূনাধিক স্ফীতি, লোহিতাভা, বেদনা ও স্থানে স্থানে ন্যূনাধিক ক্ষুদ্র, বৃহৎ ক্ষত জন্মে। মুখ হইতে লালা নির্গত হয় এবং তাহাতে দুর্গন্ধ থাকিতে পারে। পরিপাকাবকার, শৈত্যসংস্পর্শ এবং হামাদি রোগ ইহার সাধারণ কারণ। পারদের অপব্যবহারও রোগের অন্যতম কারণ।

এতদপেক্ষা গুরুতর কারণসম্ভূত দুষিত বা পচা ক্ষত দ্বারা দন্তমাড়ি, গণ্ড ও গলদেশ আক্রান্ত হইলে যে বিবর্ণ, পচা ও দুর্গন্ধ ক্ষত জন্মে, তাহাতে আক্রান্ত শরীরস্থানের ন্যূনাধিক অংশ খসিয়া পড়িতে পারে, দন্ত শিথিল ও স্খলিত হয়। প্লীহা প্রভৃতি রোগ ও মার্কারির অপব্যবহার নিবন্ধন শোণিতের অপকৃষ্টতা এবং হীনাবস্থা এইরূপ রোগের কারণ। ইহাতে নিম্নলিখিত ঔষধাদি তুলনীয়।

ব্যাপ্টিসিয়া এবং ল্যাকেসিস্—উভয় ঔষধেরই কালচেলোহিত অথবা নীলাভ দন্তমাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। মুখ-লালার বৃদ্ধি ও দুর্গন্ধ হয় এবং পচা উদরাময় জন্মে। যক্ষ্মা রোগের চরম অবস্থার মুখক্ষত প্রশমনে উভয় ঔষধই কার্য্যকারী। পরস্পরের সাধারণ লক্ষণের প্রভেদ না থাকিলেও প্রথম ঔষধে জিহ্বার

banglabooks.in

মধ্যস্থলের ঊর্দ্ধাধভাবে হরিদ্রা অথবা কটা কলঙ্ক ও কিনারার উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং দ্বিতীয়ে জিহ্বার, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগের লালবর্ণ, শুষ্কতা ও ঔজ্জ্বল্য এবং কিনারা ও অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার আচ্ছাদন উভয় ঔষধকে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

নাইট্রিক এসিড—উগ্র মুখলালার ক্ষতকর গুণ, মুখে সূক্ষ্মাগ্র শলাকা দ্বারা খোঁচানিবৎ বেদনা, ক্ষতের ও মাড়ির শুভ্রতা এবং মুখের অবদারণযুক্ত স্থানে বেঁধার ন্যায় বেদনা ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

মিউরিয়েটিক এসিড—ইহার ক্ষতনিচয় গভীর, নীলাভ ও কৃষ্ণবর্ণ কিনারাযুক্ত। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে ছাল উঠা থাকে এবং তাজা ক্ষতময় হয়।

আর্সেনিক এবং **ল্যাকেসিস্**—অনেক বিষয়েই উভয় ঔষধ তুল্যলক্ষণযুক্ত। মাড়ির কালচেলোহিতবর্ণ, রক্তস্রাব, জিহ্বাপার্শ্বের ফোস্কাবৎ দৃশ্য এবং অন্ত্রের ক্ষতসহ উদরাময় উভয় ঔষধেই প্রায় সমভাবে থাকে। **আর্সেনিকে** অপর ঔষধাপেক্ষা আক্রান্ত স্থানে অধিকতর জ্বালা থাকে, অস্থিরতাবশতঃ রোগী অস্থির ভাবে ছটফট করে এবং অত্যধিক দুর্ব্বল হয়। **দূষিত ক্ষত** বা **ক্যাংক্রাম অরিস্** রোগেও উভয় ঔষধেই পচা, ধসা ক্ষত একই প্রকার নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু **আর্সে** বেদনা ও জ্বালার অধিকতর তীব্রতা থাকায় রোগীর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা জন্মে এবং রোগী মৃত্যু আশঙ্কাযুক্ত ও অধিকতর বলহীন হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ইহার মুখক্ষত নীলাভাযুক্ত লোহিত অথবা কালচেলোহিত। **মার্কারির** অপব্যবহার অথবা উপদংশঘটিত মুখক্ষত হইলে ও অত্যধিক শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মুখ বসিয়া যাইলে এবং চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা পড়িলে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

সালফুরিক এসিড—ইহাতে অত্যধিক দুর্ব্বলতা, ঈষৎ পীতাভ মাড়ি ও গাঢ় পীতবর্ণ ত্বক্ থাকে। রোগী, অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ হয়, দ্রুত কথা বলে এবং কম্প হওয়ায় কষ্ট প্রকাশ করে। কিন্তু কম্পের বহিঃপ্রকাশ হয় না।

স্যালিসিলিক এসিড—বিগলনবিশিষ্ট সাধারণ ক্ষতে জ্বালা ও নিঃশ্বাসে পচাগন্ধ থাকিলে উপকারী।

ল্যাইকপোডিয়াম—**লাইক** জিহ্বার নিম্নে বল্গাবৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা ফ্রিনামের নিকটের ক্ষত, **ল্যাকেসিস্** জিহ্বাগ্রের ক্ষত এবং **নাই এসি, ফাইটল** ও **নেট্রাম হাইপক্লর** গণ্ডাভ্যন্তর ক্ষতের আরোগ্যে প্রশংসিত।

ফাইটলাক্কা—শারীরিক ও ক্ষতের লক্ষণে উভয় ঔষধ মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, দৃষ্টিমালিন্য, মুখের বসাভাব, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা, মুখের টাটানি বেদনা এবং প্রচুর লালাস্রাব উভয় ঔষধেই ন্যূনাধিক আছে। গলাধঃকরণকালে **ফাইটলের** জিহ্বামূলে অত্যধিক বেদনা **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদক।

হেলিবরাস—ইহার মুখের গলিত ক্ষত হরিদ্রাভ ও উচ্চ কিনারাযুক্ত।

ক্রিয়োজোট—ধ্বংসপ্রাপ্ত দন্তের শূলে মুখের বামপার্শ্বে বেদনা। দন্ত দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় মাড়ি হইতে রক্ত পড়ে। রক্ত কৃষ্ণ-বর্ণ থাকে। সংসৃষ্ট বেদনা জ্বালাময় এবং রোগী উত্তেজনাপ্রবণ। শিশুদিগের ন্যায় আক্ষেপও হইতে পারে।

থুজা—মাড়ির সংলগ্ন স্থানে দন্ত ক্ষয়িত হয়, দৃশ্যতঃ চূড়া সুস্থ থাকে। দন্তমাড়িতে রেখাকার কালচেলোহিত কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। পীতবর্ণ দন্ত গুঁড়া হইয়া পড়িতে থাকে।

banglabooks.in

গলক্ষত—টনসিলগ্রন্থি-প্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্ প্রভৃতি।—গলমধ্যে পিণ্ডের ন্যায় পদার্থের অনুভূতি গেলার চেষ্টা করিলে অধঃ অভিমুখে যায় ও পরেই স্বস্থানে আইসে। গলার সঙ্কোচন নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে নিদ্রাভঙ্গহয়, অথবা নিদ্রার পর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। কঠিন বস্তু অপেক্ষা তরল বস্তু গেলায় অথবা ফাকা গেলার চেষ্টায় অধিকতর কষ্ট, তরলবস্তু নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। গলার বহির্দ্দেশ অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও গলমধ্য নীলাভলোহিত। প্রকৃত রোগেরতুলনায় গলার কষ্টানুভূতি অধিকতর, ফলতঃ গলার প্রকৃত বেদনাপেক্ষা অবক্তব্য অস্বস্তি ভাবই অধিক। ইহা বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট উত্তেজনাপ্রবণ গলক্ষতের পক্ষেও উপকারী। ডাঃ গুলচাম বলেন, **ল্যাকেসিস্**রোগে গলা এবং গলনলীর গভীর দেশে এরূপ পুরাতন প্রদাহাক্রান্ত গ্রন্থি দৃষ্ট হয় না, যাহার রোগারোগ্যে **ক্যালি বাই, মার্কুরিয়াস.** এবং **হিপারের** প্রয়োজন হইতে পারে।

টন্‌সিলগ্রন্থি প্রদাহ বামপার্শ্ব আক্রমণ করিলে অথবা বামপার্শ্বের রোগ দক্ষিণপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে **ল্যাকেসিস** দ্বারা উপকার হয়। ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ মধ্যে সময়ে সময়ে শ্বাসরোধের উপক্রম, কঠিন অপেক্ষা তরলবস্তু গেলায় অধিকতর কষ্টানুভূতি ও তাহার নাসিকাপথে নিঃসরণ, গলাধঃকরণ কালে গলার বেদনার তীব্র-বেগে বামকর্ণাভ্যন্তরে গমন ও গলার বহির্দ্দেশে অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রধান। ইহাতে স্ফীতির অত্যধিক ঘোরবর্ণ, ও উদ্দীপ্ত ভাব থাকে এবং ইহার পূয় বিকৃত, পাতলা ও দুর্গন্ধ। মুখক্ষত, গলক্ষত এবং টন্‌সিলাইটিস্ প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে যুগপৎ উপস্থিত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সর্ঘিল্লিক দুষিত গলক্ষত।—ইতিপূর্ব্বে সাধারণ গলক্ষত সম্বন্ধে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে,

banglabooks.in

ডিফ্‌থিরিয়াতেও তৎসদৃশ লক্ষনই উপস্থিত হয়। প্রভেদ এই যে, বর্ত্তমান রোগের প্রকৃতি যেরূপ দুষিত ও সাঙ্ঘাতিক, লক্ষণ-নিচয়ও তদ্রূপ দুষিত, ধ্বংসাত্মক এবং সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির। অতি দ্রুত পচনশীল (Gangrenous) ও সাঙ্ঘাতিক রোগে সর্পবিষ মাত্রই অতি ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ফলতঃ রোগবিষ ও সর্পবিষ উভয়ের মধ্যে যে অতীব নিকট সাদৃশ্য এবং নিশ্চিত ক্রিয়া-সমতা বর্ত্তমান, কিঞ্চিদনুধাবনেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। ডাং গিল্‌মান বলিয়াছেন, ডিফ্‌থিরিয়া রোগে "ল্যাকেসিস্‌ অপেক্ষা কোন ঔষধের অধিকতর ব্যবহার হয় না।"

ল্যাকেসিস্‌রোগ স্ফীতি, ব্যাপ্তি, গভীরতা, পচনশীলতা (Gangrene) এবং সাঙ্ঘাতিকতাদি সর্ব্ব বিষয়েই অন্যান্য ঔষধের শীর্ষ-স্থান অধিকার করে। রোগ অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গলদেশ নাসিকা-রন্ধ্রপশ্চাৎ, জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্র প্রভৃতির অতি গভীরতর আক্রমণে ইহার ব্যাপকতাপ্রকাশিত হয়। গলাভ্যন্তর ও গলবহির্দ্দেশস্থ রসগ্রন্থি প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রান্ত ও স্ফীত হইয়া কখন কখন চিবুক, গলদেশ ও বক্ষ সমতল হইয়া যায়, গলার চিহ্নমাত্র থাকে না। অতি দুষিত, পচনশীলতার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে গলাভ্যন্তরের কৃষ্ণনীলাভলোহিত বর্ণ, পাতলা ক্লেদময়, ক্ষতকর নিঃসরণ, স্ফীত গলদেশের পচা সড়া দৃশ্য, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, নাড়ীর ক্ষীণতা ও দ্রুতগতি, মুখের ও প্রশ্বাসের পচা দুর্গন্ধ এবং অতি শীঘ্র মস্তিষ্কের অবসন্নতা ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগের ভয়াবহ এবং শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দেয়। "রোগের **বামপার্শ্ব আক্রমণ** অথবা **বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে গতি, গলদেশের অত্যা-ধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং কঠিন অপেক্ষা তরলতর বস্তু গলাধঃকরণে অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টানুভূতি ও তাহার**

banglabooks.in

নাসিকাপথে নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

ক্রুউেলাস্—অধিকতর রক্তস্রাব ইহার প্রদর্শক। মুখগহ্বর ও নাসারন্ধ্র প্রভৃতি সর্ব্বস্থান হইতেই শোণিত ক্ষরণ হয়।

স্যাঙ্গা—স্বরযন্ত্র অধিকতর আক্রান্ত হইলে ইহা প্রয়োজ্য। কালচেলোহিত গলদেশ, পুতিগন্ধযুক্ত প্রশ্বাস, থুক থুক গলাভাঙ্গা কাসি, স্বরযন্ত্রের ও শ্বাসনলীর কাঁচা ভাবের (raw) এবং শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ রোগীর গলদেশ চাপিয়া ধরা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ল্যাক্ কেনাইনাম, লাইকে এবং **এপিস্**—গলদেশের বাহরভ্যন্তরের স্ফীতি ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে **ল্যাক কেনা, ল্যাকেসিসের** সদৃশ। **লাইকের** অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত **রোগের** বৃদ্ধি, দক্ষিণ **পার্শ্বে আক্রমণ** এবং ভীত, অসন্তুষ্ট অথবা ক্রুদ্ধ অবস্থায় শিশুর নিদ্রাভঙ্গ এবং **এপিসের** গলদেশে **শোথবৎ** স্ফীতি, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ও জিহ্বাপার্শ্বের রসবিম্বিকা প্রভৃতি উভয় ঔষধের **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদক।

কার্ব্বলিক এসিড—প্রবল দূষিত প্রকৃতির জ্বর, বেদনার অভাব, অত্যধিক স্রাবসঞ্চয়, মুখের পুতিগন্ধ, শিরঃশূল, সূত্রবৎ নাড়ী, বিষমিয়া এবং দুর্ব্বলতা ইহার বিশেষ লক্ষণ। উপরিউক্তরূপ রোগে **কার্ব্বলিক এসিডের** আরোগ্যশক্তি দর্শনে ডাং ডিউয়ি অনুমান করেন যে **এলিওপ্যাথি** মতের **এণ্টিটক্সিন** বা রোগবিষঘ্ন চিকিৎসার সাফল্য এণ্টিটক্সিনের কার্ব্বলিক এসিডের উপর নির্ভর করা অসম্ভব নহে।

banglabooks.in

ব্যাপ্‌টিসিয়া—পচনশীল রোগনিবারণ পক্ষে ইহাও একটি ক্ষমতাশালী ঔষধ। দুর্গন্ধ উষ্ণ প্রশ্বাস, কালচেলোহিত বর্ণ গলদেশে গ্রন্থিস্ফীতি, পৃষ্ঠ, অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রভৃতি ও শরীরের থেৎলানবৎ কনকনানি বেদনা, বিষের মাদকতার ন্যায় মুখের কৃষ্ণাভ শোণিতপ্রভা এবং জিহ্বার লোহিতবর্ণ এবং শুষ্কতা প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি প্রতিপাদন করে।

ব্লাস্—ব্যাপ্‌টিসিয়ার ন্যায় রোগের পচনশীলতা এবং গ্রন্থির স্ফীতি ও জিহ্বার শুষ্কতা অথবা বিদীর্ণাবস্থা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

অজীর্ণরোগ বা ডিস্পেপ্‌সিয়া।—পারদ ও কুইনাইনের অপব্যবহারে এবং অতিরিক্ত মদ্যপানে **ল্যাকেসিসের** অজীর্ণ রোগ জন্মে। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী নিতান্ত সাদা সিদে খাদ্যও পরিপাকে অক্ষম। সামান্য খাদ্য আহার করিলেই আমাশয়ের গুরুত্বানুভূতি জন্মে। অম্লবস্তু আদৌ সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়ের চর্ব্বণবৎ বেদনা থাকিলে আহারকালে অথবা তাহার অব্যহিত পরেই তাহার উপশম হয়, কিন্তু গুরু আমাশয়ের টানিয়া নামাইবার ন্যায় অনুভূতি এবং অন্যান্য অজীর্ণ লক্ষণ অচিরাৎ দেখা দেয়। শুষ্ক জাতীয় বস্তুতে রোগীর লালসা জন্মে এবং অনেক সময়ে রোগী তাহা পরিপাক করিতে পারে।

যকৃৎরোগ—ন্যাবা, পূয়শোথ।—**ল্যাকেসিসের** যকৃৎ রোগের প্রধান কারণ মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপানই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ফলতঃ উল্লিখিত বস্তু ঘটিত অমিতাচারই ইহার সর্ব্বপ্রকার উদররোগের কারণ। সর্পবিষ মাত্রই ন্যাবা লক্ষণ উৎপন্নকারী। মদ্যপায়িদিগের পূয়শোথ রোগেও যকৃৎ বর্দ্ধিত, চাপে বেদনাযুক্ত হইলে ও তাহাতে দপদপানি বেদনা থাকিলে **ল্যাকেসিস্**

banglabooks.in

উপশমকারী। পরিহিত বস্ত্র-সংস্পর্শের অসহনীয়তা এস্থলেও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

উদরাময়, আমরক্তরোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ।—অন্ত্ররোগে **ল্যাকেসিসের** বিশেষ প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সাধারণতঃ মদ্য-পায়িদিগের কোষ্ঠবদ্ধে এবং কখন কখন আমরক্তরোগের অতি চরমাবস্থায় যখন অন্ত্রের পচা অবস্থা উপস্থিত হইয়া বিষ্ঠা মড়ি পচার ন্যায় দুর্গন্ধবিশিষ্ট হয় এবং বিষ্ঠা ক্লেদ, দগ্ধ বিচালিবৎ কৃষ্ণবর্ণ পচা রক্ত ও স্খলিত পচা অন্ত্রাংশ মিশ্রিত থাকিয়া টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ইহার কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠাও অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত। মলদ্বারের **সঙ্কোচন** অথবা **ছিপি আঁটা ভাবের** অনুভূতি জন্মে। নিষ্ফল মলবেগ থাকে। মলনিঃসরণান্তে সরলান্ত্রে **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতবৎ অনুভূতি** ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ। অর্শ জন্মে এবং মলবেগে **সরলান্ত্র বহির্নিষ্ক্রান্ত** হয়। কখন কখন পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় দেখা দেয়। উদরাময়ের বিষ্ঠা জলবৎ ও অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট থাকে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ পুরাতন উদরাময় প্রত্যেক বসন্তাগমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অথবা বৃদ্ধি পাইলে ইহা মহৌষধ। জিহ্বা মসৃণ ও লোহিতবর্ণ এবং উদর স্ফীত। মদ্য ও অম্ল বস্তু রোগ বৃদ্ধি করে এবং রোগীর কটিদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে।

হিপার—অনেক লক্ষণে **ল্যাকেসিস্** সদৃশ হইলেও লালসাদ্বারা প্রভেদিত হয়। রোগীর ওয়াইন মদ্যে ও আচারে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। আমাশয়ের শিথিলতা নিবন্ধন কষ্টানুভূতি আহারে উপশম হয়, কিন্তু পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই নানা প্রকার উদর-যন্ত্রণা দেখা দেয়। নরম বিষ্ঠাও সহজে নির্গত হয় না।

সিঙ্কনা ও ল্যাকেসিস—সিঙ্কনার পরিপাক-

banglabooks.in

বিকার আহারান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য উপস্থিত করে। ইহাতে কাফিবীজ খাইতে ইচ্ছা হয়। ফল আহারে ইহার উদরাময় ও উদরে বায়ু জন্মে। আহারান্তে উভয় ঔষধেই উদরের পূর্ণতার অনুভূতি হয়, কিন্তু **সিঙ্কোনায়** যে বেদনা জন্মে উদ্‌গারে তাহার উপশম হয় না। তিক্তাস্বাদ ও তিক্তোদ্‌গার উভয় ঔষধে থাকিলেও **ল্যাকেসিস্**রোগী খাদ্যের চর্ব্বণকালে স্বাভাবিক আস্বাদ পায়, কিন্তু গলাধঃকরণের পরে মুখে অপকৃষ্ট আস্বাদ জন্মে।

পীতবর্ণ জলবৎ, অজীর্ণ ও দুর্গন্ধ বিষ্ঠা এবং বাতকর্ম্ম উভয় ঔষধে থাকিলেও **চায়নার** রজনীতে ও আহারান্তে রোগের বৃদ্ধি অপর ঔষধে নাই এবং **সিঙ্কোনায়** রোগীর শক্তির অধিকতর অপচয় ঘটে। আমরক্তরোগে পচা মাংসের দুর্গন্ধযুক্তবিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ ও শরীরের শীতলতা ও প্রভূত দুর্ব্বলতা উভয় ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয়। রোগের কারণ মালেরিয়া হইলে যদিও অনেক সময়ে **সিঙ্কোনা** দ্বারাই ফল প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু রোগের উল্লিখিত শোচনীয় অবস্থায় **ল্যাকেসিস্**ও পরিত্যাজ্য নহে। স্নায়বিক স্পর্শাসহিষ্ণুতাও উভয় ঔষধে দৃষ্টতঃ সমপ্রকার বলিয়াই বোধ হয়। কোমল স্পর্শে কষ্টানুভূতি, উর্দ্ধোদরের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং পরিহিতবস্ত্র সংস্পর্শেও অস্বস্তিরভাব উভয় ঔষধেই সমান। কিন্তু **সিঙ্কোনার** স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা বা উত্তেজনাপ্রবণতা সর্ব্বাঙ্গীন বা সাধারণ, **ল্যাকেসিসের** তাহা কেবল ত্বকের অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুসীমান্তে থাকে, সাধারণ অনুভূতির জড় ভাব দৃষ্ট হয়। যদি কোন প্রবল ও দ্রুত বলক্ষয়কারী প্রদাহে অথবা শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জীবনী শক্তির ক্ষয় প্রযুক্ত টিসুবিশ্লেষনাদি টাইফয়েড লক্ষণের ফলস্বরূপ দুর্গন্ধ উদরাময় জন্মে, বিশেষতঃ যদি প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর উপস্থিত থাকে, তাহাতে **চায়না** অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহার প্রসিদ্ধ রক্তহীনতার লক্ষণ

banglabooks.in

স্বরূপ পাণ্ডুরতা, কর্ণে ঘণ্টা ধ্বনিবৎশব্দ এবং সহজে মূর্চ্ছা যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণও বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়াস—ইহা অনেক লক্ষণে **ল্যাকেসিসের** তুল্য হইলেও ইহার ক্ষুধানাশ, জিহ্বালেপ, বিবমিষার কষ্ট, আমাশয়ের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎ স্থানে চাপ দেওয়ায় মৃত্যুকল্প মূর্চ্ছারভাব, আমাশয়ের গুরুত্ব বশতঃ সামান্য আহারেও ঝুলিয়া পড়ার অনুভূতি এবং **ল্যাকেসিসের** আমাশয়োপরি পরিহিত বস্ত্র সংস্পর্শের অসহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে ইহার উভয় কুক্ষি প্রদেশের সমপ্রকার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, পূর্ণতার অনুভূতি এবং উদর হইতে উর্দ্ধদিকে চাপ ও রোগীর দক্ষিণ পার্শ্বে চাপিয়া শয়নের অক্ষমতা ইহাকে যথেষ্টরূপে অপর হইতে প্রভেদ করে। **মার্কের** চিত্তোদ্বেগ বর্ত্তমান থাকিলে রোগী সন্দিগ্ধচিত্ত, উৎকণ্ঠান্বিত হয় এবং রজনীতে শোণিতের চাঞ্চল্যোৎপন্ন উত্তেজনায় অস্থির হইয়া পড়ে। শেষোক্ত উত্তেজনা **ল্যাকেসিসের** জড়ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরক্তরোগে **মার্কের** পরে অনেক সময়ে তাহার কুফল সংশোধনার্থ **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিস্—উদররোগে **আর্স** রোগীরও উদর ও শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, কিন্তু **আর্সের** মানসিক ও উপাদানগত অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকায় তাহার বহিঃপ্রকাশ হয় না এবং রোগীও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত এবং অস্থির থাকিয়া এ পাশ ও পাশ করে ও কখন কখন তাহাতে মূর্চ্ছা যায়। **ল্যাকেসিস্** রোগী জীবনীশক্তির ক্ষয়ে অবসন্ন ও জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহাতেও স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা থাকে, কিন্তু তাহা ইহার পেশীর সঙ্কোচনে এবং ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণুতায় প্রকটিত হয়।

banglabooks.in

প্রথম ঔষধে মুখের আস্বাদের অভাব অথবা তিক্ত, অম্ল এবং পচাটে ভাব থাকে। আমাশয় যেন জলপূর্ণবৎ স্ফীত বোধ হয়। অন্ন ও কাঞ্জিতে লালসা জন্মে এবং **ল্যাকেসিসের** ন্যায় কাঞ্জি সহ্য হয়। রোগী জ্বালা বোধ করে। জিহ্বা কর্কশ ও লাল এবং আমাশয়ের মৃদু প্রদাহে আহারান্তে উৎকণ্ঠা ও কষ্ট বোধ। মধ্যে মধ্যে, কখন বা সাময়িক ভাবে (রাত্রি ১২টা) বিবমিষা হইয়া রোগী অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ঔষধের ন্যায় ইহাতেও নানাপ্রকার পদার্থের বমন হয়, কিন্তু ইহার অমাশয়িক উত্তেজনাপ্রবণতা ঘটিত অনিয়মিত ও আক্ষেপিক বমন ইহাকে অপর হইতে প্রভেদিত করে। মদ্যপায়িদিগের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও কম্পনের নিবারণে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী। ইহার আমাশয়ের আক্ষেপিক সঙ্কোচন আহারে ক্ষণিক নিবৃত্তি পায়; রোগী আম ও পিত্ত বমন করে। **আর্সেনিক** রোগীর আমাশয়ে সাময়িক জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং বিদাহী অম্ল ও ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা থাকায় জলপান মাত্রই বমন হইয়া যায়।

ক্যাড্‌মিয়াম—ইহাতে বিবমিষা, পীতাভ অথবা কৃষ্ণবর্ণ বমন, পচা ও লবণাক্ত উদ্‌গার, মুখের শীতল ঘর্ম্ম, আমাশয়ের জ্বালাযুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা, নিম্নান্ত্রের কামড়ানি বেদনা এবং বিয়ার মদ্যপানান্তে খল্লী উপস্থিত হয়। উভয় ঔষধেই আমাশয় অথবা উদর স্পর্শে স্পষ্ট স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহনিবন্ধন স্ফীত উদরের স্থানে স্থানে জ্বালাযুক্ত টাটানি বেদনা, এবং আমরক্তরোগের ন্যায় দুর্গন্ধ, রক্তময়, কৃষ্ণ বর্ণ অন্ত্রস্রাব ও অন্ত্রের সঙ্কোচন এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। **আর্সেনিকের** খেদ ও যন্ত্রণা ব্যঞ্জক অবয়ব, বেদনা থাকিলেও অস্থিরতাসহ শরীর চালনার বর্ত্তমানতা, যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া গড়া গড়ি দেওয়া এবং মৃত্যুভীতির উপস্থিতি ইহাকে উভয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

অন্ত্রে ক্ষতের বিগলন ও খসিয়া পড়ার ভাব এবং দুর্গন্ধ, পূয়াকার

banglabooks.in

ক্লেদের নিঃসরণ ও শোণিতস্রাব **আর্স** ও **ল্যাকেসিস্** উভয় ঔষধেই প্রায় তুল্য এবং উভয় ঔষধেই জীবনীশক্তির অন্তিম দশা, বিদীর্ণ ওষ্ঠ, জিহ্বা হইতে রক্তক্ষরণ এবং হস্তপদাদির সীমাংশের শীতলতা উপস্থিত হয়। কিন্তু এরূপ শোচনীয় অবস্থাতেও উভয় ঔষধই আপন আপন বস্তুগত ধর্ম্মানুবন্ধক্রিয়া প্রকাশে বিরত না হওয়ায় **আর্সেনিকের** মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা এবং **ল্যাকেসিসের** স্পর্শে ও চাপে অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ের স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্—ইহা এবং **ল্যাকেসিস্** উভয় ঔষধই মদ্যপায়ীর পরিপাক দুর্ব্বলতায় উপকারী। ইহার উদরস্ফীতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র, অন্ননালীর সঙ্কুচিত ভাব, পরিহিত বস্ত্র সংস্পর্শে কটি দেশের অস্বস্তি, পুতিগন্ধ, রক্তময়, পচা ও পূয়াকার বিষ্ঠা এবং সাধারণ পতনাবস্থা বা কোলাপস্ প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** তুল্য।

ইহাতে কাফির আকাঙ্ক্ষা থাকে কিন্তু অপরের ন্যায় তাহাতে কষ্টের লাঘব হয় না। দুগ্ধ উভয়েরই সহ্য হয় না, কিন্তু সর্পবিষে তাহা পানের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বসাময় পদার্থ, দূষিত মাংস, অথবা মৎস্য, শম্বুক শ্রেণীর বস্তু, বায়ুজননশীল খাদ্য, বরফ অথবা তৎসংশ্রবীয় বস্তু, ভিনিগার এবং অম্ল ও বাষ্পোৎপাদক শাক সবজি **কার্ব্ব ভেজের** রোগ বৃদ্ধি করে। ইহার উদ্গার অম্লাস্বাদ ও পচা, ঢেকুর উভয় ঔষধেই উদরস্ফীতির উপশমকারী, ইহা **ল্যাকেসিসের** অন্য এক প্রকার অবক্তব্য অশান্তিরও শান্তিবিধায়ী। উদ্গারান্তে উভয়েরই শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাধ হয়। উদরোর্দ্ধ প্রদেশ হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে টান টান ও আকৃষ্ট ভাবের অপনোদনে **কার্ব্বের** এবং উদরস্ফীতিনিবন্ধন শ্বাসাবরোধ ভাবের উপশমদ্বারা **ল্যাকেসিসের** এই উদ্গারের উপকারিতা প্রকাশিত হয়।

banglabooks.in

কার্ব্বভেজে আহারান্তে নিদ্রালুতা এবং পূর্ণতাপ্রযুক্ত উদর হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। ইহাতে আহারান্তে গুরুত্বানুভূতি অতি ব্যাপক; ইহা আমাশয়ে থাকে, মস্তকে সীসক চাপের ন্যায় অনুভূতি দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং গুরু উদর যেন টানিয়া নামায়। আহারান্তে আমাশয়ের জ্বালার বৃদ্ধি হইয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিড় বিড় করিয়া উঠিতে থাকে।

ল্যাকেসিসের আমাশয় এবং উদরে পূর্ণতা ও চাপে কোন ভারি বস্তু থাকার অনুভূতি জন্মে। পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি বশতঃ মানসিক অবসাদ উপস্থিত হয়। রোগীর আমাশয় ও অন্ত্রে যেন কোন পিণ্ডাকার বস্তু থাকার অনুভূতি জন্মে। উদরের জ্বালাসহ কঠিন স্ফীতিতে বোধ যেন অধাভিমুখে প্রস্তর খণ্ড নামিতেছে, তজ্জন্য রোগী স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে, অথবা সাবধানের সহিত পাদক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। ইহা **ল্যাকেসিসের প্রদর্শক** সঙ্কোচনানুভূতিরই প্রকার ভেদ বলিয়া অনুমিত।

কার্ব্বের নিঃসারিত বায়ু অধিকতর পচা ও দুর্গন্ধময় এবং বাতকর্ম্ম হইলে তাহা আর্দ্র ও মলদ্বারের জ্বালাকর। অন্ত্রে অধিকতর বায়ু আটকাইয়া (incarcerated) অধিকতর জ্বালা হয়। ইহার বায়ু মূত্রস্থলীতে ও কটিমধ্যে ঠেল মারে। **ল্যাকেসিস্** রোগীর আহার কালে আমাশয়ের চর্ব্বনবৎ অনুভূতি ও বেদনার উপশম থাকে; আহারে আমাশয়ের জ্বালা, রোগীকে সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য করে, এরূপ সঙ্কোচনবৎ বেদনা, এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্বাসরোধকারী বেদনা **কার্ব্বে** নিবারিত হয়। ইহার জ্বালা আমাশয় হইতে ঊর্দ্ধে বক্ষ ও অধঃদেশে উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।

সরলান্ত্রের ক্রিয়ায় **কার্ব্বে** কুন্থন ও **ল্যাকেসিসে** সঙ্কোচন অধিকতর থাকে; বায়ুর চাপজন্য প্রথম ঔষধের সরলান্ত্রের সঙ্কোচন

banglabooks.in

এবং দ্বিতীয়ের নিষ্ফল মলবেগ উপস্থিত হয়। মদ্য মাংসাদির অমিতাচারে উভয়েরই মীলাভ অর্শগুটিকা বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়। **ল্যাকেসিসের** সঙ্কোচনানুভূতি এবং শিরঃশূলের অধিকতর দপদপানি প্রকৃতি ও **কার্ব্বেল** শিরঃশূলের অধিকতর গুরুত্বানুভূতি এবং অন্যাপেক্ষা উদরাময়ের অধিকতর তরলতা উভয়কে বিলক্ষণ প্রভেদিত করে।

কলচিকাম এবং **ল্যাকেসিসস**—আমাশয়ের শৈত্যানুভূতি (ইলাপ্‌স্) ও জ্বালা, পরিহিত বস্ত্রের অসহিষ্ণুতা, বমন এবং অতিসার, **মলদ্বারের আক্ষেপ**, মলত্যাগে কুন্থন, দুর্গন্ধ বায়ুনিঃসরণ ও বিষ্ঠা ত্যাগ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অত্যন্ত বলক্ষয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরতা এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে উভয় ঔষধই ন্যূনাধিক সমতা প্রকাশ করে। কিন্তু **কলচিকামে** খাদ্য বস্তুর ঘ্রাণে বিবমিষার বৃদ্ধি, রোগী স্থির ভাবে থাকিলে বমনের নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়াদির অসহিষ্ণুতার বশতঃ উজ্জ্বল আলোক, স্পর্শ অথবা উগ্র ঘ্রাণ প্রভৃতিতে রোগীর উত্তেজনাপ্রবণতা, সাংঘাতিক ওলাউঠার ন্যায় অতিসার ও বমন এবং ইহার প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর নিষ্ফল মলবেগসহ গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন ইহাকে অপর হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

ক্যাম্পি বাই এবং **ল্যাকেসিস্**—আমরক্তরোগে ইহারা অতি নিকট সমন্ধযুক্ত। উভয়েরই জিহ্বা লোহিতবর্ণ, ফাটা ও মসৃণ এবং বিষ্ঠা কৃষ্ণাভাযুক্ত। রোগের অতি প্রগাঢ় অবস্থায় লক্ষণানুসারে ইহারা পরস্পর অন্যতরের পরে প্রযোজ্য। প্রথম ঔষধের জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় ও কখন কখন টানিলে সুত্রবৎ শ্লেষ্মাময় বিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ের ভয়াবহ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

কক্কুলাসের আন্ত্রিক অনুলোম গতির (Peristalsis) স্বল্পতা, মলত্যাগান্তে সরলান্ত্রের কুন্থনের বর্ত্তমানতা (ইগ্নে) যথেষ্ট প্রভেদক।

banglabooks.in

কলেরারোগের বিবমিষায় মুখলালার অত্যন্ত বৃদ্ধিসহ সামান্য শরীরচালনাতেই বমনের প্রত্যাবর্ত্তনে **কলচিচ** ল্যাকেসিসের তুল্য হইলেও অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা উভয়কে অতি সহজেই প্রভেদিত করা যায়।

উদরযন্ত্রপ্রদাহ—অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, অন্ত্রপ্রদাহ বা এণ্টারাইটিস্।— এই সকল রোগে ল্যাকেসিস্, বেল, মার্ক, ব্লাস এবং কলচিকাম প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে কথঞ্চিৎ লক্ষণগত সাদৃশ্য আছে, এ কারণ ইহাদিগকে তুলনা করিলে ল্যাকেসিসের প্রয়োগস্থল বোধগম্য হইবে। বেলের সহিত ইহার প্রভেদ পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে।

রোগের প্রবল অবস্থায় জ্বরাদি লক্ষণের প্রবলতা থাকিলে বেলাডনার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়াস্ ও ল্যাকেসিস্—এই সকল রোগে মার্কের পরে ল্যাকেসিসের অধিকার কাল। প্রথম ঔষধের শান্তিহীন ঘর্ম্ম ও ক্লেদময় বিষ্ঠা (ত্যাগ হউক বা না হউক), অনিবার্য্য কুন্থনের বর্ত্তমানতা, দ্বিতীয়ের ন্যূনধিক টাইফয়েড লক্ষণের উপস্থিতি, জানু উচ্চ করিয়া চিতভাবে শয়ন এবং বাম পার্শ্বে অবস্থানপরিবর্ত্তনে দক্ষিন পার্শ্ব হইতে তদ্দিকে পিণ্ডবৎ পদার্থ গড়াইয়া যাওয়ার অনুভূতি, উভয়ের প্রভেদক।

সরলান্ত্র এবং গুহ্যদ্বারে উভয় ঔষধের ক্রিয়ার প্রভেদ এই যে, মার্কুরিয়াসে অধিকতর লম্নভাবের কুন্থন থাকে ; দেখিতে প্রদাহযুক্ত ও কৃষ্ণাভ সরলান্ত্রের বহিস্খলন হয় বা হালিস জন্মে। ল্যাকেসিসের কুন্থন আক্ষেপিক প্রকৃতির, থাকিয়া থাকিয়া হয়, এবং তাহার সহিত মলদ্বারের সঙ্কোচন বর্ত্তমান থাকিয়া স্খলিত সরলান্ত্রাংশ ফাঁসবদ্ধ করিয়া রাখে। উভয় ঔষধেই পুরাতন কেষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হয়। প্রথম

banglabooks.in

ঔষধের মলত্যাগে অত্যন্ত কষ্টন থাকে ও বিষ্ঠা আটাবৎ অথবা ঝুরঝুরে হয় এবং মলত্যাগ কালে গাত্রে শীতের ভাব উপস্থিত হয়।

গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচনকারী ঔষধের মধ্যে নিম্নলিখিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য—

বেল—মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়াভিমুখে চাপ ও ঠেলামারা বেগ এবং পর্য্যায়ক্রমে গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন; আমরক্তরোগে গুহ্যদ্বারের সঙ্কুচিত অবস্থা।

কষ্টিকাম—মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচনসহ নিষ্ফল মলবেগ, উৎকণ্ঠা ও মুখরক্তিমা।

নাই এসি—সরলান্ত্রে কাঠখণ্ড ফুটিয়া থাকা এবং সরলান্ত্র ছিন্ন হওয়ার অনুভূতিসহ মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরেও অনেক সময় পর্য্যন্ত মলদ্বারের সঙ্কোচন।

নেট মিউ—মলত্যাগকালে সরলান্ত্রের সঙ্কোচনের অনুভূতি, বিষ্ঠা ত্যাগে মলদ্বারের বিদারণ, বারম্বার নিষ্ফল মলবেগ এবং গুহ্যদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

ইগ্নে—সরলান্ত্রের স্নায়ুশূল; সঙ্কোচনসহ কর্ত্তন ও তীরবেধবৎ বেদনা; গুহ্যদ্বারের সঙ্কোচন মলত্যাগান্তেও বর্ত্তমান থাকে। ইহার লক্ষণাদি শুষ্ক বায়ু লক্ষণের ন্যায় অসামঞ্জস্যীভূত, নিয়মহীন ও খামখেয়ালী ভাবের।

ওপিয়াম—উদরশূলে কোষ্ঠবদ্ধসহ মলদ্বারের আক্ষেপযুক্ত সঙ্কোচন। **প্লাম্বামেও** এইরূপ।

উপরিলিখিত ঔষধনিচয় হইতে **ল্যাকেসিসকে** প্রভেদ করিতে হইলে ইহার বিশেষ লক্ষণের—সরলান্ত্রের অতি যন্ত্রণাপ্রদ বেগ, কিন্তু তাহার সঙ্কোচনাবস্থা বর্ত্তমান থাকায় বেগ দিতে এতাদৃশ কষ্ট, যে রোগী বেগ দিতে নিরস্ত থাকে—বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। অর্শ বহির্নিক্রান্ত ও সঙ্কুচিত থাকে। **মেজিরিয়ামে**

banglabooks.in

মলত্যাগের পর বহির্নিষ্ক্রান্ত সরলান্ত্রের সঙ্কোচন ও শুষ্কদ্বারের চাপ।

পুয়লক্ষার, পচন বা গ্যাংগ্রিণ আরম্ভ হইয়া রোগ দুর্ব্বলপ্রকৃতি ও টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে প্রধানতঃ যথাক্রমে **ব্লাম্স** প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগ কাল উপস্থিত হয়। তন্দ্রাগ্রস্ত **ব্লাম্স** রোগীর জ্বর ক্রমে প্রবলতা প্রাপ্ত অথবা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কটাবর্ণ জিহ্বার শুষ্কত্বকবৎ অবস্থা এবং জিহ্বাগ্রে ত্রিকোণাকার লোহিতবর্ণ স্থান। জলবৎ, পচা, ক্লেদময়, হরিদ্রাবর্ণ এবং রক্তযুক্ত উদরাময় সহ প্রায়শঃ উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ বেদনা; রোগী নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মল ত্যাগ করে—**ল্যাকেসিসে** কটি হইতে উরু পর্য্যন্ত কাঠিন্য উপস্থিত হয়। **ডিফিলাইটীস** রোগের স্ফীত স্থান চাপিলে **ব্লাম্স** রোগী উপশম পায়, **ল্যাকেসিস্** রোগীর তাহা স্পর্শাসহিষ্ণু। **সরলান্ত্রসন্নিহিত কৌষিকোপাদানপ্রদাহ** (periproctitis) আঘাত বশতঃ হইলে **ব্লাম্স**ই তাহার ঔষধ, কিন্তু তাহাতে পুযসঞ্চারের পর নিঃসরনের চিহ্ন দেখা না দিয়া সন্নিহিত প্রদেশ নীলকৃষ্ণবর্ণ উপস্থিত করিলে **ল্যাকেসিস্** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

ল্যাকেসিসের বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উদরের স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রদাহযুক্ত উদরাংশের সঙ্কোচন এবং সূচিবেধানুভূতির কটিদেশ ও উরুর অভিমুখে বিস্তার এবং জানুসন্ধি উচ্চে রাখিয়া রোগীর চিতভাবে শয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্লাম্বাম—ইহার অধোদরের দক্ষিণ কটিদেশের (ইলিওসিকাল প্রদেশ) টান টান ভাব ও স্ফীতির স্পর্শে ও চালনায় বেদনা। উদর-প্রাচীরের সংহরণ। বিষ্ঠার ঘ্রাণযুক্ত বমন ও উদ্গার।

ফলচিকম ও **ল্যাকেসিসস**—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বলহানি, নিদ্রালুতা, উদরের তাপ এবং অঙ্গপ্রত্যাদির শীতলতা উপ-

banglabooks.in

স্থিত হয়; নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষীণ হইয়া যায়; রোগীকে উত্তোলন করিলে মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে ও নিম্ন চুয়াল অধঃদিকে ঝুলিয়া পড়ে; মুখ বিকটাকার হয়, রোগী কষ্টে জিহ্বা বাহির করিতে পারে এবং অসাড়ে মলত্যাগ হইতে থাকে। কিন্তু **কলচিকম**—উদরফীতি অন্যাপেক্ষা অধিকতর। শুভ্র আঁইসের ন্যায় অথবা ছিবড়া (Shreddy) পদার্থযুক্ত বিষ্ঠা; জিহ্বা পুরু কটা লেপযুক্ত অথবা তাহার মূলদেশ সলেপ এবং অবশিষ্টাংশ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং অধোদর স্পর্শাসহিষ্ণু থাকায় ইহা **ল্যাকে** হইতে প্রভেদ প্রদর্শন করে।

আর্জিকা—লক্ষণ—প্রগাঢ় সুপ্তিভাব ও ফুৎকারসহ শ্বাস-প্রশ্বাস, জিহ্বা শুষ্ক এবং তাহার মধ্যাংশ ঊর্দ্ধাধভাবে কটাবর্ণ, ও উদর স্ফীত এবং রোগীর অনৈচ্ছিক মলমূত্রত্যাগ। ইহার প্রভেদক লক্ষণ এই যে, রোগীর গাত্রে কালশিরা দেখা দেয় এবং শরীরের সুষ্টবৎ বেদনা নিবন্ধন রোগী অস্থির থাকে, কিন্তু শয্যোপকরণ সমান এবং অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে উপশম বোধ করে।

মূত্রযন্ত্র রোগ—লালামেহ বা **এলবুমিনুরিয়া, রক্তমেহ** বা **হিমেটুরিয়া** এবং **মূত্রস্থালীপ্রদাহ** বা **সিস্টাইটিস**।—এস্থলেও প্রকৃত রোগাপেক্ষা রোগীর সাধারণ অবস্থার উপর **ল্যাকে সিসের** প্রয়োগ নির্ভর করে। **এলবুমিনুরিয়া** রোগে মূত্রের লক্ষণ অপেক্ষা শ্বাসপ্রশ্বাসবিকার, নিদ্রার পরে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি ও শরীরের নীলাভা, এবং **মূত্রস্থালীপ্রদাহ** রোগে তল্লক্ষণাপেক্ষা মূত্রের পচিতাবস্থা (মূত্র মূত্রস্থালী অভ্যন্তরে অধিক কাল থাকার উপর নির্ভর করে না, সর্ব্বাঙ্গীন রসরক্তাদির দূষিত ও পচিতাবস্থা প্রকাশ করে মাত্র) **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগের উপযুক্ত প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

রক্তমেহ রোগেও ইহার সমশ্রেণীর ও সমকক্ষ **ক্রটে-**

banglabooks.in

ল্যাসেক্স দূষিত, টাইফয়েড জ্বরাদির ন্যায় শোনিতের পচা শড়া অবস্থা প্রকাশক লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস্ প্রযোজ্য। একারণ এই রোগে মূত্রের অধঃদেশে বিশ্লেষিত শোণিতকণিকা ও পচিত সূত্রজান পদার্থ বা কাইব্রিণের থিতিয়া পড়া এবং মূত্রের দগ্ধবিচালির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অবয়ব ল্যাকেসিসেক্স বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

জলশোথরোগ বা ড্রপ্‌সি।—আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা উপরিউক্ত লালামেহরোগের একটি বিশেষ কারণ বলিয়া পরিচিত। আরক্ত জ্বরে লালামেহরোগ উৎপন্ন হইয়া শুষ্ক স্খলনের বিলম্ব হইলে সর্ব্বাঙ্গীন জলশোথ জন্মে এবং তাহাতে সম্পূর্ণ মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় অথবা তাহার স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ অংশ থাকে। বহুকাল ধরিয়া অমিত মদ্য পানাশক্ত ভগ্নস্বাস্থ্য রোগিদিগের জলশোথে ল্যাকেসিস্ ফলপ্রদ। শোথিত শরীরস্থানের ত্বক্ নীলকৃষ্ণাভ থাকে।

উপরিউক্ত কৃষ্ণঅংশযুক্ত মূত্র হেলিবরাসেও দেখিতে পাওয়া যায় কল্‌চি, নেট মিউ, এসিড কার্ব্বলিক এবং ডিজিটেলিসেও কৃষ্ণবর্ণ মূত্র দেখা যায়। এপিস, এমন্স বেন্‌জোয়েট, আর্স, এসিড, বেঞ্জো, আর্ণি, গুপি, কার্ব্ব ভেজ, কেলি কার্ব্ব এবং টেরিবিন্থের মূত্র কৃষ্ণাভ আবিলময়। ল্যাকেসিসের মূত্র বুদ্বুদ উচ্ছলন বিশিষ্ট। কিন্তু উল্লিখিত অপর কোন মূত্রেই তদ্রূপ হয় না।

হেলিবরাস—ইহার জলশোথে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অবসাদ, পেশীর দৌর্ব্বল্য, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও স্ফীতি এবং জিউলিয় আটা বা জেলির ন্যায় আমযুক্ত বিষ্টার বর্ত্তমানতা প্রভেদক। শয়ানাবস্থায় ইহার রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্টের উপশম ল্যাকেসিস্ ও আর্সেক্স বিপরীত।

ডিজিটেলিস্—ইহার কাল্‌চে, ঘোলা ও অপ্রচুর মূত্রসহ হৃৎ-

banglabooks.in

পিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ মূর্চ্ছার ভাব ও নীলাভ মুখ **ল্যাকেসিসের** লক্ষণে দৃষ্ট হইলেও **ল্যাকেসিসের** স্বরযন্ত্র ও বক্ষের সঙ্কোচনপ্রযুক্ত কষ্ট এবং **ডিজিটর** বক্ষমধ্যে শ্বাসরোধক সঙ্কোচনে যেন বক্ষযন্ত্রাদির একত্র জড়ীভূত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি উভয়কে প্রভেদিত করে। **ডিজিট্যালিসে** আমাশয়প্রদেশ দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে।

টেরিবিন্থ—ইহার ঘোলা মূত্র ধুমের ন্যায় বর্ণযুক্ত ও কাফিচুর্ণবৎ তলানিবিশিষ্ট। ইহাও আরক্ত জরান্তের জলশোথে উপকারী। শ্বাসকষ্ট বশতঃ রোগীকে ধরিয়া বসাইয়া রাখিতে হয়। জিহ্বা শুষ্ক ও চক্‌চকে, রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। কিড্‌নিরোগের প্রথম রক্তাধিক্যাবস্থায় ইহা উপযোগী। **ল্যাকেসিস্** অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর উদরস্ফীতি, মূত্রত্যাগে জ্বালা ও পৃষ্ঠবেদনা থাকে।

এপিস—ইহাও **ল্যাকেসিসের** ন্যায় আরক্তজরান্তিক জলশোথে উপকারী। উভয় ঔষধেই লালামেহ, পচা রক্ত মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ অপ্রচুর মূত্র এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র থাকে। কিন্তু **এপিসে** প্রায়শঃ তৃষ্ণাহীনতা, সাদাটে ত্বকের স্থানে স্থানে আমবাতের উদ্‌ভেদ, শোথযুক্ত অঙ্গে লোহিতবর্ণ ফুস্‌কুড়ি অথবা গোলাপী রঙ্গের বিসর্পবৎ আবরণ থাকে। কিড্‌নিরোগ নিবন্ধন এল্‌বুমেনযুক্ত অপ্রচুর মূত্রে শোণিত না থাকিলেও **এপিসের** সুস্পষ্ট হৃৎবিকার লক্ষণ ও মানসিক অস্থৈর্য্য ইহার নির্ব্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু উপরিউক্ত মূত্র শোণিতমিশ্রিত থাকিয়া কৃষ্ণবর্ণ, আবিলময় ও কাফিচুর্ণবৎ তলানিযুক্ত হইলে, দণ্ডায়মানাবস্থায় রোগীর পদের শীতলতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে, শ্বাসনালীর প্রতিশ্যায় বশতঃ যে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইয়া তাহা উপশম পাইলে এবং স্বরযন্ত্রের আক্ষেপিক সঙ্কোচন হইলে ইহাকে অন্যান্য ঔষধসহ তুলনা করার আবশ্যক।

banglabooks.in

অ্যাসেনিক—মূত্র দেখিতে গোময়মিশ্রিতবৎ হইলে এবং সন্ধ্যাকালে শয়নের চেষ্টায় শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি ও ১২টা রজনীতে তজ্জন্য নিদ্রাভঙ্গ এবং শ্লেষ্মা নিষ্ঠ্যূত হইয়া তাহার হ্রাস পাইলে ইহা **এপিস** এবং **ল্যাকেসিস্** হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে।

ল্যাকেসিস্—নিদ্রাবেশ মাত্র শ্বাসকৃচ্ছ্রের বৃদ্ধি এবং অত্যল্প পরিমাণ ঘন, আটাল ও ঝিল্লীসংলগ্ন শ্লেষ্মা কাসিয়া উঠাইলে তাহার উপশম ইহাকে **এপিস** এবং **আর্স** হইতে প্রভেদিত করে। **আর্স** অপেক্ষা ইহাতে পরিহিত বস্ত্রসংস্পর্শের অসহিষ্ণুতা অধিকতর থাকে। উভয় ঔষধেই দম আটকাইবার ভীতিপ্রযুক্ত ত্বরিত পরিহিত বস্ত্র ছিন্ন করিয়া শিথিল করে। অধিকন্তু ত্বগানুভূতির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার বর্ত্তমানতায় **ল্যাকেসিস্** অন্য ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্যলাভ করে।

কষ্টিকাম—ইহা আমাশয়, অন্ত্র এবং কিডনীর শৈষ্মিক ঝিল্লীর অতি প্রগাঢ় রক্তাধিক্য উপস্থিত করে। ইহার ঘোলাটে ও এল্‌বুমেনযুক্ত (লালা) মূত্র নিরবচ্ছিন্ন মসীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। জলশোথ থাকে। কিন্তু ইহার মূত্রস্থালী গ্রীবার সঙ্কোচক পেশীর উত্তেজনার প্রাধান্যসহ মূত্রত্যাগান্তে মূত্রস্থলীর কুন্থন এবং বিশেষতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ তাহার বোধাধিক্য থাকায় গাউটরোগগ্রস্ত রোগিদিগের পক্ষে ইহার উপযোগিতা ইহাকে সম্যক প্রকারে **ল্যাকেসিস্** হইতে প্রভেদিত করে।

উপদংশরোগ বা সিফিলিস্।—**মার্কারিয়স** অপব্যবহারের কুফল সংশোধন করিতে ও ক্ষতের পচা, সড়া অবস্থা থাকিলে তাহা দূর করিতে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ প্রকৃতির গলক্ষত, ক্ষতের চতুর্দ্দিকে নীলাভার বর্ত্তমানতা, রজনীতে অস্থিবেদনার উপস্থিতি, প্রবল শিরঃশূল এবং ক্ষতের গলিত অবস্থা প্রভৃতি **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগের উপযুক্ত লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

অযথা পরিমাণ পারদ সেবনে জন্মায় নীলাভ ত্বক্‌বেষ্টিত অগভীর

banglabooks.in

ক্ষত, টিবিয়া অস্থির ক্ষত (caries), আক্রান্ত জঙ্ঘা অংশের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং কালচে লোহিত বর্ণ, গলাভ্যন্তরের ক্ষত এবং রজনীতে অস্থিবেদনা প্রভৃতি লক্ষণেও **ল্যাকেসিস্** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** ক্ষতরোগে নিম্নলিখিত প্রকৃতিও প্রকাশ করে।

১। ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানে ফুস্কুড়ি, ফোস্কা ও পূয়গুটিকা। ২। ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানের জ্বালা। ৩। পুতিগন্ধবিশিষ্ট স্রাব। ৪। ক্ষতের অগভীরতা। ৫। কৃষ্ণবর্ণ ক্ষতের গলিতাবস্থা।

ল্যাকেসিস্ ক্ষত স্পর্শ করিলে অধিকতর জ্বালা হয়; চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ কলঙ্ক থাকে। ইহার জঙ্ঘার ক্ষত অগভীর ও বিস্তৃত এবং তাহা হইতে অত্যল্পস্রাব নির্গত হয়; ক্ষতের চতুর্দ্দিকস্থ ত্বকে কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কা জন্মিলে ত্বক্ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কখন বা ক্ষতের স্রাব হঠাৎ বন্ধ হইলে রোগীর বুদ্ধির জড়তা ও গাত্রের শীতলতা জন্মে, জঙ্ঘা শোথিত হয় এবং শিরাপ্রদাহের (Phlebitis) চিহ্ন স্বরূপ শিরার গতিপথের সমসূত্রে নীললোহিত স্ফীতি দেখা দেয়। **ল্যাকেসিসের** এই সকল লক্ষণ **আর্স, কার্ব্ব ভেজ, সিকেলি** ও **সিঙ্কোনা** সহ তুলনা করা যাইতে পারে। **আর্স** রোগীর প্রভূত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিত অস্থিরতা; **কার্ব্ব ভেজ** দুর্ব্বলতায় শারীরিক শীতলতা ও নিশ্চেষ্টভাব, শীতল ঘর্ম্ম এবং শীতল প্রশ্বাস প্রভৃতি পতন লক্ষণ; **সিকেলি** যন্ত্রণার শৈত্যপ্রয়োগে উপশমন এবং অত্যধিক স্রাব নিবন্ধন জীবনীশক্তির ক্ষয়; **শোণিতাপচয়** প্রযুক্ত **চায়নার** প্রভূত দুর্ব্বলতা এবং রক্তহীনতার লক্ষণাদি; **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের মড়ি পচা দুর্গন্ধ ও বিশেষ প্রকারের স্পর্শাসহিষ্ণুতা প্রভৃতি উপরি উক্ত নানাবিধ লক্ষণ, পরস্পরকে প্রভেদিত করে।

banglabooks.in

হিপার সলফার ও **ল্যাকেসিস**,—উভয়েই সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদের কুফল সংশোধনেই ইহাদিগের সমগুণবত্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের চতুর্দ্দিকের ন্যূনাধিক নীলাভা এবং **হিপারের** ক্ষতের স্পর্শা-সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসিসের** ন্যায় জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা **হিপারে** দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিয়াম** সর্প-বিষেরক্রিয়ার সম্পূরণকারী ঔষধ। **লাইকর** কালচে ধূসরাভ পীত বর্ণের উপদংশঘটিত গলক্ষতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ, ললাটদেশের তাম্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাত্রেরই নিরাময়োত্তেজক শক্তি-হীনতা বশতঃ জড়ভাব, রজনীতে ছিন্নবৎ জ্বালাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং পূয়ের স্বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্ত্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিড**ও **ল্যাকেসিসের** ন্যায় জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের পচা সড়া ও গলিত ক্ষতের ঔষধ। কিন্তু ইহার ক্ষতের কিনারার অসমতা ও ক্ষতের অতিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলক্ষতের খোঁচাবৎ বেদনা ও ঊর্দ্ধাধঃ ওষ্ঠের সংযোগ কোণের ফাটাভাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মদ্যপানাদি-ঘটিত অমিতাচার **ল্যাকেসিস** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য। রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না এবং রেতঃস্খলনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন বালিকা সোরাদোষাদি বশতঃ এরূপ হীনস্বাস্থ্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ধাতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

banglabooks.in

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অপরন্তু বর্ষীয়সীদিগের বহু সন্তান প্রসবাদি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেষ জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে গোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষীয়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে সকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী ঔষধ। এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ। তদ্ব্যতীত বর্ষীয়সীদিগের মধ্যেই **ল্যাকেসিস্** রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কম্পান্বিত নাড়ী, দপ্‌দপানি শিরঃশূল, মস্তকাভিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন।

ষ্ট্রনসিয়ানা কার্ব্বনিকা।—বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল।

ক্যালাডিয়াম—বর্ষীয়সীর ঋতুরোধ কালের যোনিকণ্ডুয়ন।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ **একনাইটের** প্রসিদ্ধলক্ষণের আবির্ভাবে উপযোগী। ডাং হিউজ এস্থলে লক্ষণানুসারে **গ্রনইন** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন।

banglabooks.in

হিপার সলফার ও **ল্যাকেসিস**,—উভয়েই সমগুণ-বিশিষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উপদংশ রোগে পারদের কুফল সংশোধনেই ইহাদিগের সমগুণবত্তার বিশেষ প্রকটন। **ল্যাকেসিসের** ক্ষতের চতুর্দ্দিকের ন্যূনাধিক নীলাভা এবং **হিপারের** ক্ষতের স্পর্শা-সহিষ্ণুতা থাকিলেও, **ল্যাকেসিসের** ন্যায় জীবনীশক্তির ক্ষয়িতাবস্থা **হিপারে** দৃষ্টিগোচর হয় না। **লাইকপোডিয়াম** সর্প-বিষেরক্রিয়ার সম্পূরণকারী ঔষধ। **লাইকর** কালচে ধূসরাভ পীত বর্ণের উপদংশঘটিত গলক্ষতের গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ, ললাটদেশের তাম্রবর্ণ পীড়কা, ক্ষত মাত্রেরই নিরাময়োত্তেজক শক্তি-হীনতা বশতঃ জড়ভাব, রজনীতে ছিন্নবৎ জ্বালাকর বেদনার বৃদ্ধি এবং পূয়ের স্বর্ণপ্রতিম পীতবর্ণের বর্ত্তমানতা ইহাকে **ল্যাকেসিস** হইতে প্রভেদিত করে। **নাইট্রিক এসিডও ল্যাকেসিসের** ন্যায় জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের পচা সড়া ও গলিত ক্ষতের ঔষধ। কিন্তু ইহার ক্ষতের কিনারার অসমতা ও ক্ষতের অতিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজে রক্তস্রাব এবং ইহার গলক্ষতের খোঁচাবৎ বেদনা ও ঊর্দ্ধাধঃ ওষ্ঠের সংযোগ কোণের কাটাভাব ইহাকে অপরাপর ঔষধ হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ, ধ্বজভঙ্গ।—অতিরিক্ত মদ্যপানাদি-ঘটিত অমিতাচার **ল্যাকেসিস** রোগের প্রকৃষ্ট কারণ মধ্যে গণ্য। রোগীর কামেচ্ছার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু যন্ত্রগত শক্তির অভাবে উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না এবং রেতঃস্খলনের অসম্পূর্ণতা বশতঃ সুখো-দয়ের অভাবে রোগীর মানসিক অশান্তি জন্মে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকার—ঋতুসন্ধিরোগ।—কোন কোন বালিকা সোরাদোষাদি বশতঃ এরূপ হীনস্বাস্থ্য থাকে যে তাহাদিগের ঋতু সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইরূপ ধাতুদোষ প্রযুক্ত তাহারা প্রথম

banglabooks.in

ঋতু হইতেই নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অপরন্তু বর্ষীয়সীদিগের বহু সন্তান প্রসবাদি কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে শেষ জীবনে উপযুক্ত সময়ে ঋতু বন্ধ না হওয়ায় তাহারাও নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হয়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতুর আগমে গোণিতস্রাবের অপ্রচুরতা এবং বর্ষীয়সীদিগের ঋতুস্রাবের হঠাৎ রোধ নিবন্ধন যে সকল রোগ জন্মে তাহার পক্ষে **ল্যাকেসিস্** উপযোগী ঔষধ। এই সমুদয় রোগের মধ্যে অর্শ, রক্তস্রাব, মূর্দ্ধাদেশের জ্বালা এবং শিরঃশূল প্রভৃতি অধিকাংশ সময়ে বিশেষ কষ্টপ্রদ। তগ্নস্বাস্থ্য বর্ষীয়সীদিগের মধ্যেই **ল্যাকেসিস্** রোগের অধিকতর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কম্পান্বিত নাড়ী, দপ্‌দপানি শিরঃশূল, মস্তকাভিমুখে শোণিতোচ্ছ্বাস, তাপ ও পদের শীতলতা এবং স্বৎপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রভৃতি ইহাদিগের প্রায় চিরসহচর হইয়া পড়ে।

এমিল নাইট্রাস্—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহার ৩০ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন।

ষ্ট্রেনসিয়ানা কার্ব্বনিকা।—বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক গরম রাখিলে বয়ঃসন্ধিকালের মস্তকের তাপোচ্ছ্বাস প্রযুক্ত কষ্টের উপশম।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাস, এবং প্রচুর ঋতুস্রাবসহ শিরঃশূল।

ক্যালাডিয়াম—বর্ষীয়সীর ঋতুরোধ কালের যোনিকণ্ডুয়ন।

একনাইট—ঋতুরোধকালে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা বশতঃ **একনাইটের** প্রসিদ্ধলক্ষণের আবির্ভাবে উপযোগী। ডাং হিউজ এস্থলে লক্ষণানুসারে **গ্রনইন** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—বয়ঃসন্ধিকালের তাপোচ্ছ্বাসে ডাং ডিয়ুই ইহাকে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রদান করিয়াছেন।

banglabooks.in

অণ্ডাধার বা ওভারিরোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভারাইটিস্ এবং অণ্ডাধারের অর্ব্বুদরোগ বা টিউমার।—বাম অণ্ডাধারের রোগে **ল্যাকেসিসেরই** বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ইহা তাহার প্রদাহ ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগারোগ্য করিতে সক্ষম। রোগ দক্ষিণ অণ্ডাধার অক্রমণ করিলেও বামযন্ত্রে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ যন্ত্রে যায়। অণ্ডাধারের তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ, পূয়সঞ্চার, সাধারণ-বিবৃদ্ধি, অর্ব্বুদরোগ এবং স্নায়ুশূল প্রভৃতি যে কোন রোগে আক্রান্ত ওভারিপ্রদেশে বস্ত্রাদির স্পর্শে অসহিষ্ণুতা এবং জরায়ুস্রাবে বেদনার উপশম প্রভৃতি **ল্যাকেসিসেরই** প্রসিদ্ধ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অপ্রচুর, কৃষ্ণবর্ণ, চাপ চাপ ও দুর্গন্ধ ঋতুশোণিতের ক্ষীণভাবে নির্গমণ, হিপ বা বঙ্কন সন্ধির বেদনা এবং বাম ওভারির অধোভাগে ঠেল মারার অনুভূতি প্রভৃতি ইহার রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

জিঙ্কাম—বাম অণ্ডাধারে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা, ঋতুস্রাবে এবং স্বল্পচাপে উপশম; পদের অস্থীর ভাবে চালনা ইহার অন্যতম লক্ষণ।

গ্র্যাফাইটিস্—ইহাতে বাম অণ্ডাধারের স্ফীতি ও কাঠিন্য এবং ঋতুস্রাবের বিলম্বে অথবা অপ্রচুরতায় দক্ষিণ অণ্ডাধারেরও বেদনা হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাম নেট—বাম ওভারির ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং অনুভূতি যেন ওভারি বর্দ্ধিত হইতেছে।

ন্যাজা—বাম ওভারির প্রবল খল্লীবৎ বেদনা।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাত জ্বরবিকার।—এই জ্বরের শেষভাগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায় **ল্যাকেসিস্** প্রযুক্ত হয়। রোগী অজ্ঞানাভিভূত থাকে, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে এবং মৃদুমন্দ স্বরে অসংলগ্ন প্রলাপ কথন অথবা বহুভাষিতা বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এই সমুদয় লক্ষণ রোগীর মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতের উপক্রমাবস্থা সূচিত করে। অতি

banglabooks.in

অসহনীয় পুতিগন্ধময় উদরাময় থাকে। **এপিসের** ন্যায় কম্পমান ও শুষ্ক জিহ্বা বাহির করিতে দন্তের পশ্চাতে আটকাইয়া যায়। **ওপি-য়ামেও** মস্তিষ্কের অবশতার সূচনা হইয়া নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, কিন্তু এই অবস্থায় ঘোরলোহিতবর্ণ মুখশ্রী এবং নাসিকাধ্বনি বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করে। পেশীআনর্ত্তনে **হায়সায়া-মাসের** স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। রক্তস্রাবের প্রধানবিশিষ্ট রোগের **ল্যাকেসিস** প্রধান ঔষধ; অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব হয়; ফলতঃ প্রত্যেক শরীরদ্বার হইতেই রক্তস্রাব হইতে পারে, স্পর্শাসহিষ্ণুতা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহা ইহার নিশ্চিত প্রদর্শক মধ্যে গণ্য।

পীতজ্বর বা ইয়াল ফিবার।—ইহা অতি সংঘাতিক প্রকৃতির রোগ। ইহার চিকিৎসায় **ল্যাকেসিস** বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বমন, উদরের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, কটাবর্ণ জিহ্বা, প্রলাপে ধীরে ধীরে কথাবলা, বিবমিষা, দুর্গন্ধ অতিসারাদি শারীরিক নিঃস্রব এবং কৃষ্ণবর্ণ মূত্র প্রভৃতি এবং বিষক্রিয়া প্রযুক্ত দূষিত স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক।

সালফুরিক এসিড—কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, অত্যধিক ঘর্ম্ম বশতঃ বলক্ষয়, পচা গন্ধযুক্ত উদারাময় এবং মূত্রের অপ্রচুরতা দ্বারা ইহা নির্ব্বাচিত হয়।

আর্জেণ্টাম নাই—ইহাও পীতজ্বরের অন্যতম প্রশংসনীয় ঔষধ। বমন ইহার প্রয়োগোপযোগী লক্ষণ। বিশেষতঃ বমন অতি সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতি ধারণ করিয়া রোগীর পতনাবস্থা উপস্থিত করিলে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়।

সবিরামজ্বর।—শরৎকালের কুইনাইন আবদ্ধ সবিরাম জ্বর বসন্ত কালে পুনরাবর্ত্তন করিলে **ল্যাকেসিস** দ্বারা উপকার হয়। অপরাহ্ণ ১টা অথবা ২টার সময় শীতকম্পের আক্রমণ। শীতের সময় রোগী

banglabooks.in

গাত্রে উপর্য্যুপরি বহু শীতবস্ত্রের চাপা দিতে কহে। ফলতঃ শীত নিবারণ করা অপেক্ষা কম্পের ঝাঁকি হইতে শরীর স্থির রাখাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং **ল্যাকেসিস্**, নির্ব্বাচনের প্রদর্শক। (**জেল্‌সিমিয়াম**ও এই উদ্দেশ্যে শরীর চাপিয়া রাখিতে বলে।) জ্বরের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে জ্বালার তীব্রতা, ও হৃৎপিণ্ডের কষ্টানুভূতি এবং তন্দ্রা অথবা বহুভাষিতা প্রধান।

কার্ব্ব ভেজ—ইহার জ্বরও বৎসরে বৎসরে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং **ল্যাকেসিস**এর ন্যায় তাপকালে বহুভাষিতা, তৃষ্ণাহীনতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট থাকে। **কুইনাইনে**র অপব্যবহার বশতঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও দুর্ব্বল রোগীর শীতের অবস্থায় তৃষ্ণার আধিক্য এবং অনেক সময় শীতল প্রশ্বাস ও জিহ্বার শীতলতা থাকে। সন্ধ্যাকালের আক্রমণে তৃষ্ণার অভাব ও জ্বালাযুক্ত তাপোচ্ছ্বাস হয়। উদরস্ফীতি, একতর পার্শ্বের—সাধারণতঃ বামপার্শ্বের—শীত ও অধিকতর পতন বা কোলাপস্ লক্ষণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

মিনিস্যান্থিস ও **ল্যাকেসিস**—শরীরসীমাদির শীতলতায় প্রায় উভয়েই সমতুল্য। কিন্তু **ল্যাকেসিস** নীললোহিত ত্বক্, সূত্রবৎ নাড়ী ও প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা দ্বারা স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হয়।

ভেরেট্রাম এল্‌বাম—ইহার শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, ত্বকের নীলাভা, শীতলতা ও স্থিতিস্থাপকতার অভাব, হস্তের নীলাভা এবং মুখ, মুখগহ্বর ও জিহ্বার শীতলতা, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং ললাটদেশে শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহাকে **ল্যাকে**র হইতে প্রভেদিত করে। তাপ প্রয়োগে ইহার কোন লক্ষণের উপশম হয় না।

আর্সেনিক—তাপের বহির্প্রয়োগে রোগোপশম, মুখ ও জিহ্বার শীতলতা, মুখমণ্ডলের নীলাভা এবং শরীরের বিশেষ বিশেষ

banglabooks.in

অংশের নীলবর্ণ ইহার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক। প্রভূত দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও রোগী উৎকণ্ঠাসহ অস্থির থাকে এবং গাত্রে শীতল চটচটে ঘর্ম্ম হয়। মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হইতে থাকে।

ক্যাম্ফর—ত্বক্ বরফবৎ শীতল হইলেও অভ্যন্তরীণ তাপ থাকায় রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। মুখ মৃতের ন্যায় পাণ্ডুর, অঙ্গাদি নীলাভ এবং সাধারণতঃ প্রশ্বাস বায়ু তপ্ত থাকে। আক্ষেপ হয়, স্বর বসিয়া যায় এবং অবশেষে সংজ্ঞালোপ ঘটে।

লাইকপোডিয়াম—ল্যাকেসিসের পরে ইহার প্রয়োগ। যে সময় রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত অথবা হতভম্বের ন্যায় হইয়া যায় এবং বরফোপরি শয়নের ন্যায় গাত্রের শীতলতা জন্মে তখন ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। **একপদ উষ্ণ ও অপর পদ শীতল থাকা** ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগী বোধ করে যেন তাহার শোণিত সঞ্চলনক্রিয়ার রোধ হইতেছে।

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেটিনা।—মারাত্মক আরক্ত জ্বরের পক্ষে ল্যাকেসিস্ উপযোগী ঔষধ। পীড়কার অসম্পূর্ণ ও ধীর উদ্ভেদে শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত হয়। পীড়কা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা সমল ও পীতাভ, গলদেশ প্রদাহযুক্ত এবং গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত। **ব্লাস** অপেক্ষা ইহার রোগী অধিকতর দুর্ব্বল এবং রোগ মারাত্মক প্রকৃতির। রোগ অতি সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতি ধারণ করিলে অবস্থাবিশেষে ল্যাকেসিস্ ও ব্লাস অপেক্ষা কখন কখন **হাইড্রসাইয়ানিক এসিড** ও অধিকাংশ সময়ে **মিউরিয়েটিক এসিড** অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। **মিউ এসিড** পীড়কা বিরল থাকে এবং তাহাদিগের ব্যবধান স্থানে কালশিরা অথবা নীলবর্ণ কলঙ্ক জন্মে এবং অস্থির শিশু গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে।

banglabooks.in

ত্বক্ নীল লোহিতাভ হইয়া যায়। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী, দুর্গন্ধ প্রশ্বাস, নাসিকার বিদাহী স্রাব, রক্তস্রাব ও বেদনাযুক্ত মুখক্ষত প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় প্রদান করে। **আর্সেনিক** রোগীর পীড়কার অসম্পূর্ণ উদ্ভেদ বশতঃ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইয়া পরে সংজ্ঞানাশ ঘটে।

হামজ্বর (মিজল্‌স্)।—দূষিত, সাংঘাতিক প্রকৃতির রক্তস্রাবী অথবা কালা হামজ্বরে সাধারণতঃ **ল্যাকেসিস্, ব্রুটেলাস্** এবং **আর্সেনিক** সাহায্যকারী। শক্তির অত্যধিক অপচয়ে দুর্ব্বলীকৃত অপিচ অস্থির রোগীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট ও অধিকতর দুর্ব্বলতা উৎপাদক উদরাময়, কালশিরা এবং অন্যান্য টাইফয়েড লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **আর্স**; কালা হামরোগে **ব্রুটেলাস** এবং পূর্ব্ববর্ণিত প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণের প্রকাশ হইলে **ল্যাকেসিস্** প্রযোজিত হয়। ডাং গডি **আর্সেনিককে** অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ইহার প্রতিষেধক এবং নিরাময়িক উভয়বিধ গুণই স্বীকার করেন। দেশব্যাপক ও অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির হাম রোগের পূর্ব্বরূপাবস্থার অস্পষ্ট লক্ষণাদিও ইহাতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত প্রকৃতির টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে **বসন্ত রোগেও ল্যাকে, আর্স** এবং **ব্রুটেলাস্** প্রযোজ্য। ইহাতে **ব্যাপিডিসিন্যান্স** লক্ষণও উপস্থিত হইতে পারে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবসহ আক্রান্ত স্থানে ঘৃষ্টবৎ বেদনায় **হেমামেলিস্** দ্বারা কার্য্য হইতে পারে।

বিসর্পরোগ (ইরিসিপেলাস্)।—**ল্যাকেসিস্** রোগ শরীরের বাম পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

banglabooks.in

আক্রান্ত শরীরস্থান প্রথমে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকিয়া পরে নীললোহিত হইয়া যায়। কৌষিক উপাদান (সেলুলার টিসু) বিশেষরূপে আক্রান্ত ও প্রদাহিক রসপূর্ণ হয়। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে, প্রলাপে বহুভাষিতা থাকিতে পারে এবং আক্রান্ত শরীরাংশের ত্বরিত পচা সড়া অবস্থায় পরিণতি (গ্যাংগ্রীণ) হইবার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

ষ্ট্র্যামনিয়াম—প্রচণ্ড প্রলাপ লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

আর্সেনিকাম—হঠাৎ আক্রমণশীল ও দ্রুত বর্দ্ধিষ্ণু রোগ। গভীর শারীরিক লক্ষণ—শোথ, অস্থিরতা, বমন এবং উদরাময়—উৎপন্ন করিলে ইহা প্রযোজ্য। রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল।

সালফার—কালব্যাপী ও স্থান পরিবর্ত্তনশীল রোগ। অনেক স্থলে ইহাকে মধ্যগামীরূপে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

ভেরেট্রাম ভিরিডি—কৌষিকোপাদানের অতি প্রবল ও তরুণ প্রদাহের বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দাহিকা (পৃষ্ঠব্রণ, কার্ব্বাঙ্কল)।—এ রোগে **ল্যাকেসিস্** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। আক্রান্ত স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ত্বক্ অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে ও অতি ধীর গতিতে অল্প অল্প পূয় জন্মে। স্ফীতির নীলাভলোহিত বর্ণ প্রভৃতি রক্তদোষের লক্ষণ দেখা দেয়। ক্ষত স্থান শীতল জল দ্বারা ধৌত করিলে জ্বালার উপশম হয়। **ক্ষতস্থানের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি** ইহার বিশেষ প্রদর্শক। পচা, ধসা ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট পৃষ্ঠব্রণের অবস্থাবিশেষে **ল্যাকেসিস্** অথবা **কার্ব্ব ভেজেটেবল** প্রয়োজন হয়। পচা, ধসা পৃষ্ঠাঘাতের রোগীর চরম দুর্ব্বলাবস্থার ভয়াবহ বেদনা নিবারণে **টেরেবিন্থিনা ক্লুথেনসিস্** মহোপকারী ঔষধ। স্ফীতির কেন্দ্রস্থানে শীঘ্র কালা বীজ অর্থাৎ **শাঁসের** উৎপত্তি ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

কর্কটিকা বা ক্যান্‌সার।—**ল্যাকেসিস** রোগে কৃত্ত শরীরাংশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান স্ফীত ও নীললোহিতাভ হয় এবং ক্ষত হইতে অত্যল্প পূয়স্রাব হইতে থাকে। ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ ঔষধ নির্ব্বাচনে সাহায্যকারী।

মারাত্মক ব্রণ (ম্যালিগন্যাণ্ট পাশ্চুল)।—ইহাতেও শোণিতের উপরিলিখিত বিষদূষিত অবস্থা ও তদানুসঙ্গিক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হয়। ডাং ডান্‌হাম ইহার সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেন। ডাং ফ্যারিং-টনও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন।

পূয়শোথ (এব্‌সেস)।—পূয়শোথের অতি দূষিত ও জড়-ভাবাপন্ন অবস্থায় পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, উগ্র, ক্লেদযুক্ত এবং দুর্গন্ধ স্রাব হইলে **ল্যাকেসিসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। শোথযুক্ত স্থান ঈষৎ নীল-লোহিতাভ হয়। কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোণিতরসাদি দেহোপাদান বিকৃত করিলে যে রোগ জন্মে তন্নিরাকরণে ইহা উপযোগী। অধিক কাল ব্যাপী দূষিত পূয়স্রাব নিবন্ধন প্রলেপক জ্বরের (হেক্‌ট্রিক) চিকিৎসায় **কার্ব্ব ভেজ** হইতে উপকার প্রত্যাশা করা যায়। পেরটিড গ্রন্থি ও কক্ষতলস্থ গ্রন্থির পূয়শোথ রোগে রক্তরঞ্জিত জলীয় পূয়স্রাব হইলে **ব্লাস টক্‌সে** উপকার হয়। বিষদূষিত শোণি-তের বর্ত্তমানতা এবং পূয়শোথের দন্ধব্রণবৎ (Carbuncuious) প্রকৃতি **ব্লাস্** প্রয়োগের বিশেষ প্রদর্শক। **ল্যাকেসিসে** পাতলা ও উগ্র ক্লেদময় পূয় স্রাব হয়। উপরিউক্ত দূষিত, ও আরোগ্যচিহ্নরহিত পূয়শোথের অন্যতম ঔষধ **আর্সে নিকাম্**। অত্যধিক দুর্ব্বলতা, জলীয় ও উগ্র ক্লেদযুক্ত পূয়স্রাব, আক্রান্ত শরীরাংশের পচা, সড়া ও গলিত (Gangrenous) অবস্থাপ্রাপ্তির উপক্রম এবং **অসহনীয় জ্বালাময় বেদনার** বর্ত্তমানতা অধিলম্বে **আর্সে নিক** প্রদর্শন করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৬ (LECTURE XXXVI) ।

জেল্‌সিমিয়াম্ (gelsemium) ।

প্রতিনাম ।—জেলসিমিয়াম্ সেম্পার্ভাইরেন্‌স্ ।

সাধারণ নাম ।—ইয়াল জেসামাইন্ ।

জাতি ।—লগেনিয়েসি ।

জন্মস্থান ।—আমেরিকার দক্ষিন প্রদেশোৎপন্ন লতাবিশেষ ।

প্রয়োগরূপ ।—টাট্‌কা মূলের অরিষ্ট বা টিংচার ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় ঘণ্টা ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ মূল অরিষ্ট ও ১× প্রভৃতি নিম্ন ক্রমে, ১০০০ ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় । *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং হইন—ভদ্র মহিলা, বয়স ৫৫, ভ্রান্তি বশতঃ বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন থাকা বিশ্বাসে ঝটিকার সময় বাতায়নের নিকটস্থ হইত না ও কল্পনায় সর্ব্বদা মনুষ্যের কথা শুনিত ; ক্ষুধা ও নিদ্রার হ্রাস হইয়াছিল ; ৬. উপশম । ডাং মর্গ্যাণ—ভ্রাতার মৃত্যুতে হৃৎস্পন্দন, মানসিক অবসাদ ও নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি ; হৃতপিণ্ডে টাটানির অনুভূতি, কাল্পিতে পারিত না ; ১০০০, আরোগ্য । ডাং স্মল—ভদ্র মহিলার শিরোঘূর্ণনসহ দৃষ্টিমালিন্য এবং জ্বরকালে মত্তবৎ হইত ; ৩, আরোগ্য । ডাং মর্টন—শ্রীলোক, বয়স ৩৫ ; ২০ দিন স্থায়ী মস্তক পশ্চাতের জ্বালাযুক্ত মৃদু বেদনা পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত হইয়া চলিতে কষ্ট হইত ; একেক পেশীর আনর্ত্তন ; নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা ; পরে দ্বিদৃষ্টি ঘটিয়া অক্‌সিপাট এদেশের জ্বালাকর বেদনা । গ্রীবায় কোন বস্ত্রাদি কশা থাকিলে বৃদ্ধি ; মূর্দ্ধায় চাপ দিলে হ্রাস, ৩০, আরোগ্য ।

banglabooks.in

উপচয়।—আর্দ্র আবহাওয়ায়, বিদ্যুৎময় ঝটিকার পূর্ব্বে, কুসংবাদে, বিশ্রামে, ধূম পানে, আত্ম রোগ বিষয়ক চিন্তায়, রোগীর যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে এরূপ বিষয় বলিলে, চালনায় বা স্পর্শে, তরল পদার্থে ভীতি থাকায় তাহার উল্লেখে।

উপশম।—মুক্ত ও শীতল বাতাসে।

সম্বন্ধ।—জেল্‌সিমিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা, কফিয়া, সল্ট বা লবণ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, ইগ্নে, নাক্‌স্ ভ, আর্জে নাই, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রায়, কষ্টি, সিমিসি, কনা, সিঙ্ক, ওপি, রাস, ষ্ট্র্যাম, ভেরেট্ ভি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—উত্তেজনাপ্রবণ, স্পর্শাসহিষ্ণু এবং অসহনশীল ব্যক্তি, হস্তমৈথুনরত স্ত্রী পুরুষ (কেলি ফস্), শিশু, অল্পবয়স্ক ব্যক্তি ও বাত্যাচ্ছন্ন ওল্মবায়ুধাতুর (ক্রকাস্, ইগ্নে) স্ত্রীলোক।

রোগিনী চুপ করিয়া ও একা থাকিতে ভালবাসে, কথা শুনিতে ভাল বাসে না, কিম্বা কোন কথা না কহিলেও (ইগ্নে) তাহার নিকটে কাহারও থাকা ইচ্ছা করে না।

মৃত্যুভীতি (আর্স), রোগী সম্পূর্ণ সাহসহীন।

সমুদয় শরীরের, জিহ্বার, হস্তের এবং পদের **দুর্ব্বলতা ও কম্প**।

ডাঃ বায়ই—কোন বিধবা স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধ হওয়ার অনুভূতিতে দুই প্রহর রজনীতে নিদ্রোত্থিত হইয়া পাইচারি করিতে বাধ্য হইত; ২০, আরোগ্য। ডাঃ, পেজ—৩৪ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের প্রথম প্রসবকালে ভয়াবহ কন্‌ভালসন; জরায়ুমুখ অত্যন্ত কঠিন; জরায়ুতে অধিক এমনিয়ান রস ছিল; ১, প্রসব। ডাঃ পেজ—১৬ বৎসরের বালিকার প্রথম প্রসবকালে জরায়ুমুখ ও যোনিদ্বারাদি সঙ্কুচিত ও কঠিন; ১, প্রসব।

banglabooks.in

মনশ্চাঞ্চল্যকর অথবা অমঙ্গলসূচক সংবাদ (আনন্দ বিহ্বলতা, কফিয়া), ও আকস্মিক ভাবোত্তেজনা নিবন্ধন রোগ, অসাধারণ আসন্ন বিপদচিন্তায় উদরাময়, রঙ্গভূমিতে ভীতি, সভাস্থলে উপস্থিত হইলে ভীতি ও শঙ্কা (আর্জে নাই), সূর্য্যতাপ অথবা গ্রীষ্মতাপ বশতঃ অবসাদ।

শিরোঘূর্ণন—মস্তক পশ্চাৎ হইতে বিস্তৃত (সিলিক), তাহতে দ্বিত্বদৃষ্টি, দৃষ্টিমালিন্য ও দৃষ্টিলোপ ; গাত্রচালনার চেষ্টায় মত্ত ভাবের অনুভূতি।

পতিত হইবার ভীতি প্রযুক্ত শিশু রক্ষয়িত্রীকে ধারণ করে অথবা শয্যা আঁকড়াইয়া ধরে (বরাক্‌স্, স্যানি)।

পেশীপরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ার অভাব (কেলি ব্র); মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত ও বিশৃঙ্খল, মস্তকের পেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় না।

গ্রীবা-মেরুদণ্ডে আরম্ভ শিরঃশূল বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুগোলক ও ললাট ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, (স্যাঙ্গু, সিলিক ও উপরিউক্ত রূপে আরম্ভ, কিন্তু অর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত); শিরঃশূলের পূর্ব্বে অন্ধত্ব (আইরিল্, কেলি বাই, ল্যাক ডি); ধূমপানে বেদনার বৃদ্ধি এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে নিবৃত্তি।

চক্ষুর উর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া পটি জড়ান থাকার অনুভূতি (কার্ব্বলিক এসি, প্লাটি, সাল্‌ফ); মস্তকত্বকের টাটানি। বৃদ্ধ বয়সে নাড়ী ধীরগতি।

চক্ষুপুটের অত্যন্ত গুরুত্ব, চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায় না (কষ্টি, গ্র্যাফা, সিপি)।

শরীরের অবিশ্রান্ত চালনা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইবে বলিয়া ভীতি।

রোগকারণ।—মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা, কুসংবাদ বা মানসিক অস্বস্তি উৎপাদক সংবাদ ইহার রোগের সাধারণ ও সাক্ষাৎ কারণ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক এবং মেরু-মজ্জার মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ গতিদ স্নায়ুমণ্ডলে জেলসের প্রবল ক্রিয়ার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, সাধারণ বলহানি এবং ইচ্ছানুবর্ত্তী ও স্বাধীন সর্ব্ব-প্রকার পেশীরই পক্ষাঘাত ঘটে; অবশেষে শ্বাসযন্ত্র পেশীর পক্ষাঘাত হয়। জেলসের ক্রিয়ায় শোণিত সঞ্চলনের বৃদ্ধি এবং মানসিক শক্তির অবসাদ ঘটে। ইহা যাবতীয় শ্লৈষ্মিকঝিল্লীরই উত্তেজনা ও প্রদাহ উপস্থিত করিলে শরীরের যে অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা স্বল্পবিরাম ও প্রাতিশায়িক বা ক্যাটারেল জ্বরের সদৃশ। রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতাঘটিত নিদ্রালুতা, অবসাদ, স্থিরভাবে থাকার প্রবৃত্তি এবং স্নায়বিক উত্তেজনার ভাব দ্বারা জেলসের ক্রিয়ার বিশেষ প্রকৃতি প্রকটিত হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—জেলসিমিয়াম একটি প্রভূত স্নায়বিক দুর্ব্বলতাকর বস্তু। কি বিষক্রিয়া, কি ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন ক্রিয়া সর্ব্ব স্থলেই ইহাতে প্রথমে এবং প্রধানতঃ প্রগাঢ় স্নায়বিক শক্তিহানির ফলস্বরূপ পেশীমণ্ডলীর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা ও ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়। মস্তিষ্ক-মেরু মজ্জার মৃদু শোণিতাধিক্যই এই স্নায়বিক শক্তিহানির মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। এই শোণিতাধিক্য কখন প্রদাহে পরিণত হয় না বা সাক্ষাৎ ভাবে মস্তিষ্কের জ্ঞান-স্থানেও কোন গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে না, মৃদু শোণিতাধিক্য ও প্রভূত দুর্ব্বলতানিবন্ধন মৃদু প্রলাপাদি লক্ষণ উৎপন্ন হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শোণিতের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন বা শরীরোপাদানের কোন টাইফয়েড বিকারও উৎপন্ন করে না। ফলতঃ সম্পূর্ণ রূপেই ইহা একটি প্রভূত ক্রিয়াবিকারী বস্তু। উপরিউক্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতার গৌণক্রিয়া ফলেই ইহার অন্যান্য রোগলক্ষণ জন্মে। ইহার বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণে চক্ষুপুট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী চক্ষু উন্মুক্ত রাখিতে পারে না এবং কনীনিকার বিস্তৃতি ঘটে। রেক্টাস্

banglabooks.in

পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিয়া দ্বিত্বদৃষ্টি ও দৃষ্টি মালিন্য প্রভৃতি উপস্থিত হয়। ফলতঃ ক্রমশঃ রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন অবসাদ এবং দুর্ব্বলতা ঘটে। সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত সহনশীলতার অভাব হয় এবং স্নায়ুকেন্দ্রের সামান্য আগন্তুক উত্তেজনার প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া পেশীআনর্ত্তন এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন করে। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার ধীরতা নিবন্ধন মস্তিষ্কাদি স্নায়ুকেন্দ্রে ধমণী বা শিরাশোণিতের আধিক্য ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঘটে, রোগী নিশ্চেষ্ট ও তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে। মুখমণ্ডল ঘোর লোহিত ও নিষ্ক্রিয়ভাব ব্যঞ্জক। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মূলক শিথিলতা ঘটিলে জলবৎ শ্লেষ্মার ক্ষরণ হইয়া মৃদু প্রাতিস্থায়িক অবস্থা প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ রোগেই এই শ্লৈষ্মিক বিকার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা কখন পূয়াকার ধারণ করে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত যন্ত্রগতরোগ লক্ষণে জেলসিমিয়ামের উপরিউক্ত ক্রিয়া প্রকৃতি সম্যক পরিস্ফুটিত ভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।

মস্তিষ্ক বিকার বশতঃ রোগী চিন্তা করিতে কিম্বা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অক্ষম। মানসিক বৃত্তি সকলের অবসাদ ঘটে এবং প্রচুর মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হয়। রোগী বড় উত্তেজনাপ্রবণ এবং অসহ্য প্রকৃতির হওয়ায় একা থাকিতে ইচ্ছা করে। অচৈতন্য, নিদ্রিতাবস্থায় প্রলাপ এবং অর্দ্ধ জাগ্রতাবস্থায় অসংলগ্ন কথা। সজ্ঞানাবস্থায় স্নায়বিক ক্রিয়া স্তব্ধ (catalepsy) হইয়া শরীরের অনমনীয়তা এবং মুদ্রিত চক্ষুর কনীণিকার বিস্তৃতি। বর্ত্তমান অবস্থাবিষয়ক উদ্বেগ, মৃত্যুভীতি।

মস্তক ঘূর্ণনে দৃষ্টিমালিন্য। মস্তকের শূন্য ভাব ও ঘূর্ণন, হঠাৎ মস্তক চালনায় এবং ভ্রমণে বৃদ্ধি।

banglabooks.in

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় শেষ রজনীতে অস্থির ভাবের নিদ্রা; মধ্য রজনীর পর অশান্তিময় স্বপ্ন। স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ নিদ্রা হয় না। রোগী অলস ও নিদ্রালু থাকে। কিন্তু মন স্থির করিতে না পারায় নিদ্রা আসে না।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকার বশতঃ শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা। আকস্মিক তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট তীরবেধবৎ অনুভূতি; আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে স্নায়ুপথ বাহিয়া তীরবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনার বিশেষ বৃদ্ধি।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিপ্লব ঘটায় প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়ার উত্তেজনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন এবং এক পদের আক্ষেপ; ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ; হনুস্তম্ভ। শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং কম্প, নিষ্ক্রিয়তা এবং অবসাদ; সহজেই শরীরের, বিশেষতঃ অধঃঅঙ্গের ক্লান্তিভাব। পেশী মাত্রেরই সম্পূর্ণ শিথিলতা, বলক্ষয় এবং গতিশক্তির অবশতা ঘটে।

মস্তকের গুরুত্ব, প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশম। মস্তকে ভারি চাপা থাকার ও চাপের অনুভূতি। মস্তকের পূর্ণভাব সহ মুখের তাপ ও শৈত্যানুভূতি।

মস্তিষ্ক ঘুষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ। মস্তকপশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গ্রীবার ঊর্দ্ধে মৃদুভাবের আকুষ্টবৎ বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রজনীতে মস্তক পশ্চাতে বেদনা হইয়া কখন কখন ললাট প্রদেশে যায়। কর্ণের ঊর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া পটি আটা থাকার অনুভূতি; কেরটিড ধমনীর স্পন্দন; কথার গুরুত্ব; মস্তিষ্কের ঘুষ্টভাব; চালনায় চক্ষু-গোলকের টাটানি; মূর্দ্ধাদেশের চাপ এতাদৃশ অধিক যে স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তার করে; মস্তকের অত্যন্ত গুরুত্বানুভূতি।

মুখমণ্ডলের মত্তবৎ দৃশ্য; শোণিতাভাবিশিষ্ট এবং স্পর্শে উষ্ণ মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলপেশীর কাঠিন্যানুভূতি।

চক্ষুপুটের গুরুত্বানুভূতি, তাহা ঝুলিয়া পড়ে, কদাচিৎ উন্মুক্ত

banglabooks.in

করিতে বা উন্মুক্ত রাখিতে পারা যায়। কনীণিকা বিস্তৃত থাকে। দৃষ্টি ও শিরোঘূর্ণন। চক্ষুর ঊর্দ্ধে বেদনা প্রযুক্ত চক্ষুর সম্মুখে ধূম্রাকার দৃশ্য। দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা; অন্ধত্ব, বিষম দৃষ্টি (Astigmatism)। স্কন্ধাভিমুখে মস্তক নত করিলে দ্বিত্ব দৃষ্টি, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে রোগী তাহা নিবারণ রাখিতে পারে। চক্ষুর ব্যবহার কালে চক্ষুগোলক পাশাপাশি ভাবে দুলিতে থাকে।

কর্ণমধ্যে প্রবল রব এবং হঠাৎ ক্ষণস্থায়ী শ্রবণাভাব। গলদেশ হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত সর্দ্দিজ বধিরতা।

নাসারন্ধ্রের উত্তেজনা বশতঃ হাঁচি, চনচনি, ও সর্দ্দি। নাসিকা মূলে পূর্ণতা, তাহার বেদনা গ্রীবা ও ক্লাভিকল অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

গলদেশ শুষ্ক ও কর্কশ, মধ্যে মধ্যে স্বরভঙ্গের আক্রমণ; বক্ষে কাঁচা ভাবের অনুভূতি এবং প্রতিশ্যায়। স্বরযন্ত্র দ্বারের পক্ষাঘাত। গলাথাঁকর দিলে রক্তযুক্ত জল উঠে।

বক্ষে রক্তাধিক্য; শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ীস্পন্দন ধীরতর; শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর। কর্কশ স্বরবিশিষ্ট শ্বাসগ্রহণ এবং বেগের সহিত প্রশ্বাস ত্যাগ। নাসিকার সর্দ্দি ও বায়ুনলীর প্রতিশ্যায় বশতঃ বক্ষের কাঁচাভাব, ঘৃষ্টবৎ বেদনাসহ গলদেশের কর্কশতা এবং শুড়শুড়ি হইয়া কাসি ও স্বরভঙ্গ।

গভীর শ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশে ক্ষণস্থায়ী বেদনার আক্রমণ। নাড়ী ধীর এবং পূর্ণ।

হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডের বিশৃঙ্খলিত স্পন্দন। রোগিনীর অনুভূতি জন্মে যেন সে চলাফেরা না করিলে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হইবে। বোধ যেন হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম হয় না, প্রত্যেক বার নাড়ীর লোপ ঘটে; শয়নে, বিশেষতঃ বামপার্শ্ব

banglabooks.in

চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল, ধীর ও অবসাদ-গ্রস্ত; হস্ত এবং পদ শীতল।

নাড়ী দ্রুত, কোমল, দুর্ব্বল, প্রায় অবোধ্য, কখন ধীর এবং পূর্ণ।

পরিপাকযন্ত্র রোগে ওষ্ঠ শুষ্ক এবং কৃষ্ণবর্ণ শ্লেষ্মাবৃত।

দন্তশূল; দন্তের বেদনা ললাটপার্শ্বে যায়। মুখে রক্তবর্ণ লালা থাকে ও স্বাদ বিকৃত ও তিক্ত হয়। জ্বরের ঘর্ম্মাবস্থায় ক্লেদবৎ স্বাদ। জিহ্বা পীতাভশুভ্র এবং প্রশ্বাস পচাগন্ধযুক্ত; পুরু, কটা লেপাবৃত; কখন জিহ্বা প্রায় পরিষ্কার থাকে, কখন তাহার কিনারা লাল ও মধ্যভাগ শুভ্র হয়। মস্তিষ্কের অধোভাগের রক্তাধিক্য প্রযুক্ত জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রদ্বার আংশিকরূপে পক্ষাঘাতযুক্ত হওয়ায় কথা মদ্য-পায়ীর ন্যায় ভার। জিহ্বার কম্পন বশতঃ কষ্টে বাহির করা যায়; জিহ্বা লোহিতবর্ণ, বেদনা ও টাটানিযুক্ত এবং তাহার মধ্যভাগ প্রদাহযুক্ত থাকে।

গলাধঃকররণক্রিয়োপযোগী যন্ত্রসমূহের পক্ষাঘাত বশতঃ গলাধঃকরণ-ক্ষমতার লোপ, এবং গলাধঃকরণে কর্ণমধ্যে বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। গলার আক্ষেপ ও হৃল্লীবৎ বেদনা। অন্ননালীতে পিণ্ড থাকার ন্যায় বেদনা।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাব থাকিলেও রোগী আহার বা পান করিতে পারে। ওয়াইন মদ্য কষ্টের, বিশেষতঃ শিরঃশূল ও চক্ষুরোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি করে। তৃষ্ণা থাকে না বা সামান্য থাকে। অম্লোদ্গার, বিবমিষা, শিরো-ঘূর্ণন এবং শিরঃশূল।

আমাশয় এবং অন্ত্রের দুর্ব্বলতা ও শূন্য বোধ। আমাশয়ের কষ্ট ও পূর্ণবৎ অনুভূতি পরিহিত বস্ত্রের চাপে বৃদ্ধি। আমাশয়ের পূর্ণভাব। যকৃতের মৃদু রক্তাধিক্যবশতঃ শিরোঘূর্ণন, দৃষ্টিমালিন্য এবং মস্তকের পূর্ণতার অনুভূতি।

banglabooks.in

উদরোর্দ্ধ ভাগের হঠাৎ আক্ষেপিক বেদনার পর সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি থাকিয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিয়া উঠে। উদরের পাশাপাশী ভাবে অবস্থিত বা ট্র্যানসভার্স কোলন-অন্ত্রে চর্ব্বণবৎ বেদনা। বায়ুর সঞ্চয়নিবন্ধন চিমটিকাটার ন্যায় উদরশূল স্থানে স্থানে চলা ফেরা করে, ঋজুভাবে বসিলে উপশম হয়। প্রচুর পিত্তময় মলত্যাগে অধোদরের কামড়ানি দূর হয়। পেট ডাকিয়া উর্দ্ধাধঃপথে বায়ুনিঃসরণ। উদরপ্রাচীরে টাটানি।

আকস্মিক মানসিক উত্তেজনা, দুঃখ, ভীতি, দুঃসংবাদ এবং ভবিষ্যৎ কোন অসাধারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রযুক্ত উদরাময়। ভাবোত্তেজক সংবাদ শ্রবণ নিবন্ধন মলবেগ হওয়ায় লেইর ন্যায় ঘোর পীতবর্ণ মল-ত্যাগ। বিষ্ঠা কখন পীতবর্ণ, মলসংযুক্ত, দুগ্ধের সরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কখন কর্দ্দম বর্ণ এবং কখন বা সবুজাভ।

প্রচুর পরিমাণ, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মূত্রত্যাগে শিরঃশূলের উপশম। বাতপ্রকৃতির শিশুদিগের মূত্রস্থলীগ্রীবার পক্ষাঘাত বশতঃ অবাধ মূত্রক্ষরণ। মূত্রত্যাগকালে অনুভূত যেন কথঞ্চিত শেষ থাকিয়া যায়, মূত্রস্রোত সবিরাম ভাবের। মূত্রস্থলীর কুন্থন। মূত্রস্থলীর আক্ষেপ বশতঃ পর্য্যায়ক্রমিক মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মূত্রাধিক্য।

পুংজননেন্দ্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ ও দুর্ব্বল; লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন। মলত্যাগকালে রেতঃস্খলন। জননেন্দ্রিয় শীতল ও শিথিল এবং অণ্ডকোষে আকৃষ্টবৎ বেদনা। অণ্ডকোষ-বেষ্টনকে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

জরায়ুপ্রদেশের তীক্ষ্ণ এবং প্রবল প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা পৃষ্ঠ এবং হিপসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আক্ষেপিক অথবা স্নায়ুশূল ঘটিত রজোকৃচ্ছ্র। জরায়ু সম্মুখে বক্র থাকায় হস্ত দ্বারা চাপিত

banglabooks.in

করার ন্যায় বেদনা। বিশেষ প্রকারের শিরঃশূল সহ অণ্ডাধারের উদ্দীপনা। ঋতুরোধবশতঃ মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখে এবং মস্তকে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ ও আনর্ত্তনবৎ বেদনা এবং প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন। রজঃকৃচ্ছ্রের পূর্ব্বে বিবমিষা, শিরঃশূল বমন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রগাঢ় মুখরক্তিমা, এবং উদরে ঠেল মারার উপস্থিতি। শুভ্র শ্বেতপ্রদর স্রাবকালে পৃষ্ঠের অধঃঅংশের পাশাপাশি ভাবে কনকনানি; জরায়ুদেশের গুরুত্বসহ পূর্ণভাব জন্মে এবং ঋতুবন্ধ থাকে।

গ্রীবাদেশের পেশীর, বিশেষতঃ ষ্টার্ণক্লিড পেশীর এবং প্যারটিড গ্রন্থির পশ্চাৎপার্শ্বের পেশীর শূল। মেরুদণ্ড হইতে স্কন্ধ এবং মস্তক পর্য্যন্ত বেদনা। মেরুদণ্ডে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দুর্ব্বলতা, অবসাদ এবং পেশীতে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি; পেশী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয় না। কটি ও তৃকাস্থি প্রদেশে মৃদু কনকনানি, রোগী চলা ফেরা করিতে পারে না, পেশী রোগীর ইচ্ছামত কার্য্য করে না।

উভয় বাহুর পেশীর গভীর দেশে বেদনা। করতল উষ্ণ ও শুষ্ক; মণিবন্ধ ও করের শীতলতা, বাহুদ্বয় দুর্ব্বল এবং অসাড়।

অল্প শ্রমেই অঃঅঙ্গের ক্লান্তিবোধ। জঙ্ঘাপেশীর বলহানি, তাহা ইচ্ছাশক্তির অনুগামী হয় না; রোগী দোলায়মান ভাবে চলে। মধ্যে মধ্যে অঙ্গে তীরবেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘায় ও উরু হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্থানে আকৃষ্টবৎ ও খল্লীর ন্যায় বেদনার চালনায় ও ভ্রমণে বৃদ্ধি।

অঙ্গাদির শীতলতাসহ কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস এবং হস্তপদের শীতল ভাব।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন প্রায় সকল অঙ্গ এবং সন্ধিরই গভীর দেশের কনকনানিতে চলৎশক্তির অভাব।

ত্বকে, বিশেষতঃ মুখের ত্বকে হামের ন্যায় উদ্ভেদ। মুখের রক্তিমা ৮

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

মস্তিষ্কাদি সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলের মৃদু রক্তাধিক্য এবং বিশেষতঃ প্রভূত দুর্ব্বলতাই **জেল্‌সিমিয়ামের** একমাত্র মৌলিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কীয় অবসাদনিবন্ধন নিদ্রালুতা প্রভৃতি এবং পেশীর বলহানি প্রযুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন এবং বিশেষ বিশেষ শরীরস্থানের পক্ষাতিক দুর্ব্বলতা জন্মে। অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুমণ্ডল অবিকৃত থাকে। ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখ যোগ্য কোন প্রকার টিসুপরিবর্ত্তন ঘটে না। এ কারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে সকল বিশেষ বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহারাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ঐ সকল মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের যুগপৎ উপস্থিতি দ্বারাই ইহার প্রদর্শক [লক্ষণাদি স্পষ্টীকৃত হয়।

মুখমণ্ডলের ন্যূনাধিক ঘোর রক্তিমা ও নিমীলিত চক্ষুসহ মানসিক অবসাদ, নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীনভাব, কথা বলিবার অথবা লোকসহবাসের অনিচ্ছা।—**জেল্‌সিমিয়াম্** ক্রিয়ায় মস্তিষ্কের মৃদু রক্তাধিক্য থাকিলেও মস্তিষ্কটিসুর প্রভূত শক্তিহীনতাই উপরিলিখিত মানসিক অবসাদাদির কারণ। ইহার ক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য জ্ঞান বিপর্য্যয় ঘটে না, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ মানসিক বৃত্তি সকল অবসাদিত ও ম্রিয়মান হইয়া যায়। রোগী ঘোর সংজ্ঞাহীনবৎ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার জ্ঞানের লোপ ঘটে না, তাহাকে প্রশ্ন করিলে আলস্যবশতঃ চক্ষুপত্র টানিয়া তুলিয়া তাকাইতে, কিম্বা কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, বিরক্তি বোধ করে। ইহাই **জেল্‌স্‌মানসিক** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং এই জন্যই উপরিউক্ত মস্তিষ্কীয় ও মানসিক অবস্থা ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

শারীরিক ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা, শয়ান থাকিবার অদম্য ইচ্ছা প্রভৃতি।—দুর্ব্বলকর বস্তুমাত্রেরই বিষক্রিয়ায় ন্যূনাধিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন আমরা **জেল্‌সের** প্রভৃত দুর্ব্বলতায় **আর্স** প্রভৃতি ঔষধের দুর্ব্বলতার কারণীভূত শারীরিক য়স, রক্ত ও টিস্যু প্রভৃতির কোন প্রকার দূষিত পরিবর্ত্তনের অভাব দেখিতে পাই তখনই উপলব্ধি করিতে পারি যে **জেল্‌সের** দুর্ব্বলতা কেবল অবিমিশ্র স্নায়বিক লক্ষণ। এজন্য আমরা ইহার এই দুর্ব্বলতাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়া প্রদর্শকরূপে গণ্য করি। উপরি উক্ত সাধারণ দুর্ব্বলতাসহ কতিপয় স্থানিক ও বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপক শক্তিহানির চিহ্ন উপস্থিত থাকে; এই সকল স্থানিক দুর্ব্বলতাকে আমরা অন্যান্য ঔষধের দৌর্ব্বল্য হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করি, তৎবিষয় নিম্নে বিবৃত হইল।

ক। রোগীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পেশীমণ্ডলীর কার্য্য না করা।—পেশীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অঙ্গাদি যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত অবস্থাবশতঃ শীর্ণাবস্থাদি পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাবৎকাল অন্যান্য ঔষধের রোগী ইচ্ছা করিলে ন্যূনাধিক অঙ্গচালনা করিতেসক্ষম থাকে। কিন্তু **জেল্‌স্** ক্রিয়ায় অঙ্গাদির পুষ্টিহানি ও পক্ষাঘাত উৎপন্ন না হইলেও স্নায়ু শক্তি দুর্ব্বল থাকায় স্নায়ু দ্বারা ইচ্ছাশক্তি বাহিত হয় না এবং অঙ্গেরও গতি হয় না। ইহাই ইহার বিশেষ প্রকৃতি।

খ। চক্ষুপুটের পতন ও চক্ষুর নিমীলিত অবস্থা।—**কষ্টিকাম** প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহা স্থানিক পক্ষাঘাতের ফল নহে, **জেল্‌সের** সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার স্থানিক প্রকাশ মাত্র। **জেল্‌সের** প্রায় সর্ব্ববিধ রোগেই ইহা ন্যূনাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকা ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শকরূপে পরিগণিত।

banglabooks.in

গ। হস্ত উত্তোলন করিতে হস্তের, দণ্ডায়মান হইতে বা পদ উত্তোলনে জঙ্ঘার এবং জিহ্বা বাহির করিতে জিহ্বার কম্প।—এই সকল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রকাশক লক্ষণ টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী অন্যান্য ঔষধের "সাবসাল্টাস টেণ্ডিনাম" প্রকৃতির নহে। ইহা সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফল, এজন্য অন্যান্য লক্ষণসহ ইহাও জেল্‌সের প্রদর্শকস্থানীয়।

তৃষ্ণাহীনতা।—জেল্‌সের অধিকাংশ রোগে তৃষ্ণার অভাব থাকায় তৃষ্ণাহীনতাও ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অন্যান্য ঔষধ মধ্যে এপিস্ এবং পাল্‌স তৃষ্ণাহীনতার জন্য খ্যাত। কিন্তু এপিসের তন্দ্রা অজ্ঞানতামূলক হওয়ায় এবং তাহার সহিত কর্কশ চীৎকার থাকায় এবং পাল্‌সের লক্ষণের সাধারণ বিভিন্নতা ও তন্দ্রাদির অভাব পরস্পর সম্যক্‌রূপে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—মাস্তিষ্কের মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ জেল্‌সিমিয়ামের শিরঃশূল জন্মে। ক্ষুদ্রাক্ষরের গ্রন্থপাঠ এবং সূক্ষ্ম সূচিকর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যে অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত ব্যক্তিদিগের চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহার নিবন্ধন সাধারণতঃ জেল্‌সের শিরঃশূল জন্মে। শিরঃপশ্চাতে বা অক্‌সিপাট প্রদেশে অতি প্রচণ্ড বেদনা হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহাতে হাতুড়ির আঘাত হইতেছে; প্রত্যেক নাড়ি স্পন্দনে যেন মস্তিষ্কের তলদেশে হাতুড়ির আঘাত পড়িতেছে। বেদনার প্রাবল্য বশতঃ রোগী বলহীন ও প্রায় হতজ্ঞান হইয়া যায়। মস্তক বা গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে শিরোপরি বিস্তৃত বেদনা চক্ষু আক্রমণ করে। মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লোহিতবর্ণ এবং কনীণিকা বিস্তৃত, মস্তক তপ্ত ও ঊর্দ্ধাধঃ অঙ্গ শীতল। কর্ণের ঊর্দ্ধে মস্তক বেড়িয়া

banglabooks.in

ফিতা জড়ান থাকার অনুভূতি। বেদনার তীব্রতায় রোগী দাঁড়াইতে পারে না, উচ্চ উপাধানে মস্তক রাখিয়া স্থির থাকিতে বাধ্য। শিরঃশূলের প্রথম হইতেই অন্ধত্ব জন্মে এবং প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি এবং প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগে তাহার উপশম হইয়া থাকে। ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূলে মস্তক পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লওয়ার ন্যায় মৃদু বেদনা হয়। এস্থলে ইহা **ককুলাস** সহ তুলনীয়।

প্রচুর মূত্রত্যাগান্তে শিরঃশূলের উপশম, দ্বিত্বদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এবং দৃষ্টি মান্দ্যাদি দৃষ্টিবিকারসহ রোগের সংস্রব **জেল্‌স্** রোগের বিশেষ প্রদর্শক। নিদ্রায় ইহার শিরঃশূলের শান্তি। ইহার রোগসহ শিরোঘূর্ণন থাকিতে পারে। মস্তক বেড়িয়া ফিতা জড়ান থাকার অনুভূতি থাকায় ইহা "তাম্রকুট" সেবন প্রযুক্ত শিরঃশূল আরোগ্যে সক্ষম।

চক্ষুর অতিপরিশ্রম প্রযুক্ত শিরঃশূলে **জেল্‌স্, ওম-ব্রেডিয়াম** সহ অতুলনীয়। ইহার মৃদু কনকনানি শিরঃশূল গ্রীবাপৃষ্ঠ অথবা তাহার এক পার্শ্ব, সাধারণতঃ বাম পার্শ্ব বাহিয়া অধঃ অভিমুখে যায়, আক্রান্ত পার্শ্বের চক্ষুতে আকৃষ্ট ভাবের কাঠিন্যের অনুভূতি জন্মে। **কেলি বাইতে**ও অন্ধত্বসহ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া মস্তকের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে এবং তাহার অতি তীক্ষ্ণাবস্থায় অন্ধত্ব অন্তর্হিত হয়। **সাঙ্গুইনেরিয়ার** শিরঃশূল **জেলসেমের** ন্যায় গ্রীবাপশ্চাৎ বা অক্‌সিপাট প্রদেশে আরম্ভ হইয়া মস্তক বাহিয়া চক্ষুতে স্থায়ী হয়।

আতপাঘাত বা **সান্‌স্ট্রোক**।—মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য, প্রলাপ, শিরঃশূল, প্রবল তাপ এবং সংজ্ঞাহীনতার উপক্রম হইলে এ রোগে **জেল্‌স্মের** প্রয়োগ হয়। **বেলাডনার** এতদপেক্ষা সুপ্রবলতর রক্তাধিক্য, তন্দ্রাতা, সংজ্ঞাহানি, বামকর্ণে সোঁ সোঁ

banglabooks.in

শব্দ এবং বক্ষের সঙ্কোচন জন্মে। ইহা অনেকাংশে **গ্লনইনের** সমান। **জেল্‌সেম্‌র** মুখরক্তিমা ঘোরতর, **গ্লনর** উজ্জ্বলতর।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা গুল্মবায়ুরোগে **জেল্‌সিমিয়াম** প্রদর্শিত হয়। স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপসহ গুল্মবায়ুঘটীত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শোণিতসঞ্চলনের অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মিলে রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত অসহিষ্ণু-ভাব ধারণ করে এবং রোগী অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন, অলস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রোগী গলমধ্যে পিণ্ড থাকার ন্যায় বোধ করে, কিন্তু গলাধঃ করিতে পারে না, এবং বাতিকগ্রস্ত রোগীর ন্যায় প্রচুর, জলবৎ মূত্রত্যাগ করে। স্ত্রী, পুং উভয়েরই, বিশেষতঃ পুরুষ দিগের হস্ত মৈথুনপ্রযুক্ত গুল্মবায়ুরোগে ইহা প্রযুক্ত হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাবিশিষ্ট স্ত্রীলোক-দিগের গুল্মবায়ুঘটিত জরায়ুমুখের (os) কাঠিন্য এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা এবং ভীতি ও আতঙ্ক বর্ত্তমান থাকিতে পারে; অলসতা এবং সাধারণ অশান্তি ইহার চিরসঙ্গীও বলা যায়। আক্ষেপের অবসানকালে **সাল্‌ফার** রোগী জলবৎ মূত্রত্যাগ করে; গুল্ম বায়ুরোগীর মূত্রস্থালীর উত্তেজনাবশতঃ অবিশ্রান্ত মূত্রবেগের **জেল্‌স** অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

অনিদ্রা বা স্লিপলেস্‌নেস্‌।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রমনিবন্ধন নিদ্রাহীনতার পক্ষে **জেল্‌সিমিয়াম** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ব্যবসায় ইত্যাদি কার্য্যলিপ্ত ব্যক্তি, যাহারা সর্ব্বদা কার্য্যচিন্তারত থাকায় রজনীতে ভাল নিদ্রা হয় না এবং প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গেই কার্য্য চিন্তায় মানসিক স্থৈর্য্যহীন থাকে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপযোগী ঔষধ। পর্য্যায় ক্রমিক মানসিক উত্তেজনা ও অবসাদ অনিদ্রার কারণ হইলেও ইহা দ্বারা

banglabooks.in

উপকার পাওয়া যায়। মানসিক অশান্তি এবং প্রথম রজনীতে সভা, সমিতিতে যোগদান অনিদ্রার কারণ হইলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মনিস্থা—দিবসের কার্য্য সংসৃষ্ট মানসিক অশান্তি, অনিদ্রার কারণ হইলে!

এম্ব্রাগ্রিসস্থা—কার্য্যে ব্যতিব্যস্ততা জন্য অনিদ্রায় ইহাও উপযোগী। রোগী ক্লান্ত অবস্থায় শয়ন করে, নিদ্রা হয় না। ইহা বাত প্রকৃতির পাতলা ও একহারা ব্যক্তি, যাহাদিগের মধ্যে মধ্যে বায়ুর কম্প হয় তাহাদিগের ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্—দ্বিত্বদৃষ্টি বা ডিপ্লপাইয়া; চক্ষু পুটপতন বা টসিস্; ডিস্ফেজাইয়া বা গলাধঃকরণকষ্ট; স্বরলোপ বা এফনাইয়া; পোষ্টডিপ্থিরিটিক পক্ষাঘাত; শিশু-পক্ষাঘাত বা ইন্‌ফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস্; জিহ্বার পক্ষাঘাত; এবং মানসিক উত্তেজনাঘটিত পক্ষাঘাত।—গতিদ স্নায়ুর উপরিলিখিত বিবিধ প্রকার ক্রিয়াগত পক্ষাঘাত রোগে **জেল্‌সিমিয়াম** উপকারী। ডাং ফ্যারিংটন পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে ইহা কখনই স্নায়ু কেন্দ্রের অথবা স্নায়ুর বিশ্লেষণাদি উপাদানগত পরিবর্ত্তনবশতঃ পক্ষাঘাতরোগে কার্য্যকারী নহে এবং ইহা অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর শক্তিনাশেও উপকার করে না।

চক্ষুপেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়ায় দ্বিত্বদৃষ্টি জন্মিলে **জেল্‌স্** উপকার করে।

চক্ষুপুট-পতনরোগে কথা জড়িত ও ভার এবং মুখমণ্ডল শোণিত-পূর্ণ ও আরক্ত হইলে **জেল্‌স্** উপকারী।

গলাধঃকরণ সংসৃষ্ট পেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতায় **গেলার কষ্ট বা ডিস্‌ফেজাইয়া রোগ জেল্‌স্** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

banglabooks.in

স্বরযন্ত্রপেশীর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বরলোপ হইলে **জেল্‌সস্‌** প্রয়োজ্য। গুরুবায়ুরোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের মানসিক ভাববিকার বশতঃ স্বরলোপ, বিশেষতঃ বিকার অবসাদকর হইলে ইহা উপকারী। ক্রোধবশতঃ স্বরলোপে **নেট মিউ** ফলপ্রদ।

কনাইস্রাম—স্নায়ুর কেন্দ্রগতবিকারঘটিত পক্ষাঘাত রোগের ইহা ঔষধ। অনুভূতিশক্তি নির্ব্বিকার থাকে। রোগের গতি অধঃ হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখীন হয়। তরুণ ঊর্দ্ধগামী পক্ষাঘাতেও ইহা উপকারী। বৃদ্ধদিগের রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—ইহা ডিফ্‌থিরিয়ার পরিণাম পক্ষাঘাতের ও শরীরার্দ্ধঃ অর্দ্ধের পক্ষাঘাতের পক্ষে উপযোগী।

নাক্স্‌ ভমিকা—অধঃ অঙ্গের পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত অঙ্গে সঙ্কোচন ও গুরুত্বের অনুভূতি থাকিলে ইহা উপকার করে। বৃদ্ধদিগের মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতেও ইহা প্রযোজ্য।

প্রসপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—**জেল্‌সেমি** সবিরাম স্নায়ুশূল মুখের একতর পার্শ্ব আক্রমণ করে। ইহাতে সপ্তম স্নায়ুযুগ্ম আক্রান্ত হয় ও রোগী নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করে।

চক্ষুরোগ।—চক্ষুর নানাবিধ রোগে **জেল্‌সিমিয়াম** দ্বারা আমরা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা চক্ষুর নানা প্রকার পক্ষাঘাতিক রোগোৎপন্ন করে। **দ্বিত্বদৃষ্টি** ও **চক্ষুপুটপাতন** প্রভৃতি পক্ষাঘাতিক রোগে চক্ষুগোলকে টাটানি, মুখের ঘোর লোহিতবর্ণ এবং ঔষধের অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। শিরোঘূর্ণন ও চক্ষুগোলকের বেদনা থাকিলে দ্বিত্বদৃষ্টি রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহরোগে রসস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর মৃদু বেদনা, দ্বিত্বদৃষ্টি এবং শিরোঘূর্ণন জন্মিলে **জেল্‌সস্‌** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

banglabooks.in

রসস্রাবী উপতারাপ্রদাহ বা সিক্রাস আইরাইটিস এবং **করণ্ডাইটিস্** বা রক্তনাড়ীময় ঝিল্লীপ্রদাহ—যাহাতে ধীরে ধীরে দৃষ্টির দৌর্ব্বল্য ও চক্ষুপুটের গুরুত্ব জন্মিতে থাকে, ইহা দ্বারা উপকার হয়। **অসামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়া** (defective accommodation) বশতঃ দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলেও ইহা উপকার করে। **চিত্রপত্রের** (Retina) স্খলন, **দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য** এবং **বিষমদৃষ্টি** বা এষ্টিগ্ ম্যাটিজ্ম্ প্রভৃতি রোগেও ইহা উপকার করিয়াছে। পেশীর দুর্ব্বলতানিবন্ধন বিষমদৃষ্টিও ইহার প্রদর্শক; **ভিফ্থিরিয়া** রোগে এরূপ ঘটিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গ্লকমা বা অস্বচ্ছদৃষ্টিরোগের তীক্ষ্ণ বেদনার উপশম করিয়া ইহা যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করে।

নাসিকার সর্দ্দি বা ক্যাটার:—তরুণ নাসিকাসর্দ্দির পক্ষে **জেলসিমিয়াম্** অতি উৎকৃষ্ট অন্যতম উপকারী ঔষধ হইলেও তদুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। **একনাইটের** ন্যায় শীতকালের তীক্ষ্ণ শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের কারণ নহে। বসন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আর্দ্রোষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শে ও শরীরের শিথিলতা বা অবসাদ উৎপাদক এবং পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ার সময় ইহার রোগ জন্মে। মস্তকের পূর্ণতা, সর্দ্দি আক্রমণের পূর্ব্বলক্ষণবৎ শরীরে শীত শীত ভাব, গাত্রবেদনা এবং শরীরের শুষ্ক তাপ থাকিলে ইহা দ্বারা সর্দ্দি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইতে পারে। সর্দ্দি পরিস্ফুট হইলে রোগী নিস্তেজ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধাধভাবে শীত সঞ্চরণ করে, মধ্যে মধ্যে হাঁচি হয় এবং নাসিকা হইতে জলবৎ, বিদাহী অথবা কখন কখন অগ্রস্রাব নির্গত হইয়া অবস্থানুসারে নাসিকাপক্ষের অবদারণ ও টাটানি উৎপন্ন করে। রোগী অগ্নির নিকট থাকিতে ভালবাসে। কোন কোন দেশব্যাপী সর্দ্দিরোগের ইহা সাময়িক ঔষধ। **জ্বরযুক্ত**

banglabooks.in

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের ইহা ঔষধ। ইহার সর্দ্দিসহ ন্যূনাধিক গলক্ষত, গলাধঃকরণের কষ্ট, টন্‌সিলের লোহিতাভা এবং শুড়শুড়ি-যুক্ত, বিরক্তিকর ও শুষ্ক কাসি থাকে।

ল্যাকেসিস্—গলার স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকিলে বসন্ত-কালের সর্দ্দি-কাসির পক্ষে ইহা উপকারী।

কুইলাজিয়া—সর্দ্দির উপক্রম কালে অত্যধিক গলার বেদনা থাকিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সিপিয়া—ঋতু হইবার উপক্রমে সর্দ্দি হইলে উপকারী।

একনাইট—ইহাও **জেল্‌সেন্** ন্যায় ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রথমাবস্থার ঔষধ। **একন** কখন কখন শিশুদিগের রোগের উৎকৃষ্টতর ঔষধ হইলেও পরিস্ফুট রোগে ইহার বিশেষ কোন কার্য্য নাই। অনেক সময়ে ইহা পরিস্ফুট রোগের যন্ত্রণার কথঞ্চিত লাঘব করে মাত্র।

ব্যাপ্টিসিয়া—উদরবিকারযুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে, বিশেষতঃ উদরাময়ের বিষ্ঠা পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত থাকিলে ইহা উপকারী। ডাং ক্লার্ক ইহাকে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের একমাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ৩০ ক্রমের ঔষধের পক্ষপাতী।

একিউট ব্রঙ্কাইটিস্ বা তরুণ নলৌষ।— রোগের প্রথমাবস্থায় স্থলবিশেষে **জেলস্, একনাইটের** পদাভিষিক্ত হয়। ডাং পোপ বলেন, **একন** তরুণ ব্রঙ্কাইটিসের বৃদ্ধির বাধা জন্মাইয়া থাকে। **একন** অস্থিরতা এবং পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ ও লম্ফমান নাড়ীর স্থলে রোগীর আলস্য, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং মেজ-মেজেভাব ও পূর্ণ, প্রশান্ত স্রোতবিশিষ্ট নাড়ী এবং মৃদু ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর রক্তাধিক্য থাকিলে **জেলস্** প্রযোজ্য। কখন কখন এই দুই ঔষধের মধ্যে কোনটির সহিতই রোগ লক্ষণের সাদৃশ্য বোধগম্য হয় না; সেস্থলে **ফেরাম ফস্** স্মরণপথে আইসে। বিশেষত

banglabooks.in

শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করায় ইহা এ রোগে অগ্রগণ্য। ইহা **একন** এবং **জেলসেম** মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে একদিকে **একনের** অস্থিরতা, নাড়ীর পূর্ণতা এবং লম্ফমান গতি, অপরদিকে **জেলসেম** অবসাদ, নিদ্রালুতা ও নাড়ীর প্রশান্তপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। যেস্থলে সামান্য শৈত্যসংস্রবেই কণ্ঠের বৃদ্ধি, শুষ্ক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি, ফুসফুসের কাঁচাভাবও টাটানি এবং কথঞ্চিৎ শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপযোগী। উপরিউক্ত অবস্থায় নিউমোনিয়া রোগেও **জেলস্** **একনের** স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে।

ভেরেট্রাম ভি—অতি প্রবল রোগে প্রবল জ্বর, এবং নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও দ্রুত থাকিলে প্রযোজ্য। ইহাতে **একনের** ন্যায় অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার অভাব থাকে।

হৃদ্রোগে বা হার্টডিজিজ।—**জেলসিমিয়ামের** হৃদ্রোগে নিদ্রাবেশ হইবামাত্র হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ হইবার অনুভূতি বশতঃ রোগীর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়। রোগী বোধ করে সে শরীর চালনা না করিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে। হৃৎপিণ্ডপেশী দুর্ব্বল থাকায় রোগীর যেন স্বতঃ অনুভূতি জন্মে যে শরীরের চালনা দ্বারা তাহাকে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজিত রাখিতে হইবে।

ডিজিট্যালিস—রোগী মনে করে সে গাত্র চালনা করিলেই তাহার হৃদপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।

গ্রিণ্ডেলিয়া রোবা—ইহাতে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস দুর্ব্বল থাকে। রোগীর নিদ্রাবেশ হইলেই শ্বাস প্রশ্বাস রোধবৎ অনুভূতি হওয়ায় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া রোগী উঠিয়া বইসে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—মানসিক উত্তেজনা, বিশেষতঃ ও আকস্মিক আশঙ্কা বশতঃ উদরাময়ে **জেলস্** উপকারী।

banglabooks.in

রোগী হঠাৎ প্রভূত পরিমাণ, পীতবর্ণ ও থলথলে মলত্যাগ করে। জিহ্বালেপ শুভ্র এবং পীতাভ থাকে। আমি একটি ভদ্র লোককে জানিতাম, তিনি গৃহের নিম্নতলে থাকিলে উপরতল হইতে তাঁহার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির জ্বরাদি রোগ হওয়ার সংবাদ আসিলেই চিকিৎসক ডাকিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি পাইখানায় দৌড়াইতেন, কখন কখন পাইখানা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও পারিতেন না, অসামাল হইতেন। কখন বা তিনি বমনও করিতেন। আমি তাঁহাকে **জেলস্‌** দিতাম, আর বিরেচন হইত না। অনেক বার এরূপ ঘটিয়াছে।

ওপিয়াম—হঠাৎ ভীতিচকিত হওয়ায় উদরাময় জন্মে।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—ভীতিপ্রযুক্ত উদরাময়ে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম।

আজেণ্ট নাই—অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার পর, বিশেষতঃ কল্পনার আতিশয্য বশতঃ তাহা ঘটিলে, যে উদরাময় হয় তাহাতে উপকারী। **পাল্‌সেটিলা**—ভীতিনিবন্ধন উদরাময়ের বিষ্ঠা সবুজাভ পীত এবং ক্লেদযুক্ত অথবা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল।

পূয়মেহ বা গনরিয়া।—রোগের প্রথমাবস্থায় **জেলসিমিয়াম** উপকারী। **একনাইটম** রোগের প্রথম প্রদাহিক অবস্থায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু উভয়ের উপযোগিতা বিষয়ে যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়। **জেল্‌সিমিয়াম**ে মূত্রনালীর টাটানি এবং মূত্র নালীর মুখের ও মূত্রপথের জ্বালা হয় এবং স্রাব অল্প ও শ্লেষ্মাময় থাকে, পূয়ে পরিবর্ত্তিত হয় না। **একনাইটমে**র রোগ অত্যন্ত প্রবলতর। মূত্র তপ্ত, জ্বালাকর ও অত্যল্প এবং ত্যাগ অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ। মূত্রনালীমুখ স্ফীত ও লোহিতবর্ণ এবং মূত্রপথ শুষ্ক ও শুড়শুড়িযুক্ত। রোগী ন্যূনাধিক উৎকণ্ঠাযুক্ত। এই অবস্থায় ইহা কর্‌ডি বা লিঙ্গ কাঠিন্যের পক্ষেও উপকারী।

banglabooks.in

এলপ্যাথিক মতের পিচকারী প্রয়োগে স্রাবের বসিয়া যাওয়া অথবা শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন **উপকোষপ্রদাহ** (Epididymitis) এবং পূয়-মেহসংসৃষ্ট বা গনরিয়াল রসবাতরোগ জন্মিলেও **জেলসৃ** উপকারী। ডাং হেলমাথ্ উপকোষপ্রদাহরোগে ইহার সুখ্যাতি করিয়াছেন।

ডাং ডিয়ুয়ি গনরিয়ায় **একনাইটিন** প্রয়োগেও উপকার পাইয়াছেন, কিন্তু তদপেক্ষা তিনি **একনাইটকেই** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। গনরিয়াঘটিত মূত্রপথের প্রদাহে অনেক চিকিৎসক **এট্রপিনের** বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

শুক্রমেহরোগ বা স্পার্ম্যাটরিয়া।—শুক্রমেহ রোগের অতি শোচনীয় অবস্থায় **জেল্‌সিমিয়াম** প্রদত্ত হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন বশতঃ রোগেই ইহার বিশেষ প্রযোগিতা দৃষ্ট হয়। রোগীর শরীর, বিশেষতঃ তাহার জননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় ও কখন কখন জননেন্দ্রিয়দেশে শীতল ঘর্ম্ম থাকে। ইহার লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, কামবিষয়ক কোনপ্রকার স্বপ্ন না হইয়াই শুক্রস্খলন হয়। রজনীতে সামান্য শ্রম এবং উত্তেজনাতেই অনৈচ্ছিক রেতঃপাত ঘটে! ফলতঃ রোগ প্রায় ধ্বজভঙ্গের প্রকৃতি ধারণ করে।

ডাস্কুরিয়া—ইহাতে দুর্ব্বল ভাবে রেতস্খলন হয়, জননেন্দ্রিয়ের অতি নিস্তেজাবস্থা থাকে এবং রজনীতে দুই তিন বার স্বপ্ন হইয়া শুক্র স্খলন নিবন্ধন পর দিবস রোগী শারীরিক, বিশেষতঃ জানুসন্ধির দুর্ব্বলতা বোধ করে। ডাং ফ্যারিংটন প্রথমে ১২ ক্রমে ও পরে ৩০ ক্রমে ইহার প্রয়োগ করিতে বলেন।

ভিজিট্যালিস্—ইহাতেও স্বপ্ন না হইয়া রজনীতে নিদ্রা-বস্থায় অনৈচ্ছিক শুক্রস্খলন হয় এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ডাং বেয়ার বলেন ইহার ট্রিটুরেষণ অধিকাংশ স্থলে সুফল-প্রদ। ইহা প্রাতঃকালে সেবন বিধেয়। ডাং ডিকিন্‌সন অন্যান্য

banglabooks.in

সর্ব্বপ্রকার ঔষধাপেক্ষা ইহাকে অধিকতর ফলপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করেন।

ক্যালাডিয়াম্, সিগুইনাম—কামবিষয়ক যথেচ্ছাচারের কুফল সংশোধনে ইহা উপকারী। ইহাতে কোন কামচিন্তা অথবা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ব্যতীত স্বপ্ন দোষ ঘটে।

এগ্নাস ক্যাষ্টাস্—পুরাতন অত্যাচারীর ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া, রজোকৃচ্ছ্র, বাধক বেদনা বা ডিস্‌মেনরিয়া।—জেল্‌সিমিয়ামের ঋতুরোধরোগে রোগিণী নিদ্রালু ও উদাসীন থাকে এবং তাহার মস্তকে ও মুখমণ্ডলে স্নায়ুশূল জন্মে।

রজোকৃচ্ছ্র বা বাধক বেদনায় জরায়ু সম্মুখ দিকে বক্র হওয়ায় হস্ত দ্বারা চাপিত করার ন্যায় বেদনা হয়। ললাট দেশের বেদনা ও দৃষ্টিমালিন্য ইহার সঙ্গীরূপে বর্ত্তমান থাকে। মস্তক অত্যন্ত বর্দ্ধিত এবং উৎকট গোলমেলে ভাবযুক্ত বলিয়া বোধ। এই সকল লক্ষণ এবং হিপসন্ধি, পৃষ্ঠ, এমন কি উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রসববেদনাবৎ জরায়ুর বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে উপস্থিত হইতে থাকে। জরায়ুর স্নায়ুশূল ও রক্তাধিক্য নিবন্ধন রজোকৃচ্ছ্ররোগেও **জেল্‌স্** উপকারী।

কলফাইলাম—ইহা **জেল্‌স্** সহ সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ। **জেল্‌সেমের** পরে প্রযোজ্য।

এক্টিয়া রেসি—জরায়ুর সমবেদনা বশতঃ শিরঃশূল।

প্রসববেদনা বা লেবরপেন্‌স্।—প্রসববেদনা অনেক কাল স্থায়ী হইয়াও যে স্থলে প্রসব না হয়, অবস্থানুসারে তাহাতে **জেল্‌সিমিয়াম্** বিশেষ উপকারী ঔষধ। জরায়ুপেশীর দুর্ব্বল, শিথিল ভাবই ইহার কারণ, জরায়ু মোটেই সঙ্কুচিত হয় না বলিয়া জরায়ুমুখ খোলে না। যে সকল স্ত্রীলোকের অভ্যন্তরূপে প্রত্যেক প্রসবই

banglabooks.in

বিলম্বে হয়, জরায়ুর বলকারকরূপে কার্য্য করিয়া জেল্‌স্‌ তাহাদিগের ভবিষ্যৎ প্রসবের সাহায্যকরণে সক্ষম। ইহার বিলম্বিত প্রসবে বেদনা উর্দ্ধে পৃষ্ঠে অথবা বক্ষে যায়, কিন্তু তাহাতে প্রসবের কোন সাহায্য হয় না। ডাং জর্জ রয়াল অযথা স্থলে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন, কেননা তাহাতে ইহা প্রসবের বিলম্ব ঘটাইতে, এমন কি অস্ত্র দ্বারা প্রসবের প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত করিতে পারে।

জরায়ুর ও তাহার গ্রীবাদির সম্পূর্ণ শিথিলতা ও কোমল থস্‌ থসে ভাব বর্ত্তমান থাকায় জরায়ুর সঙ্কোচনের সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ কখন কখন প্রসবের বিলম্ব ঘটিলেও ইহা দ্বারা প্রসবের সাহায্য হয়।

উত্তেজনাপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রসূতির প্রসবান্তিক বেদনা বা আফ্‌টার পেন্‌স্‌বশতঃ নিদ্রা না হইলে ও অস্থিরতা থাকিলে ইহা শান্তি আনয়ন করে।

পায়ুপিরাল কন্‌ভাল্‌সন বা সূতিকাক্ষেপ।—সূতিকা ক্ষেপের উপক্রম কালে জেল্‌সিমিয়াম্‌ প্রদত্ত হইলে অবস্থানুসারে আক্ষেপ নিবারণে সক্ষম। প্রসবের কষ্ট ও বিলম্বই ইহার আশু কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। রোগিণীর এবমিনুরিয়া থাকিতে পারে। রোগিণী প্রায়শঃ তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে এবং শরীরের স্থানে স্থানে পেশী আনর্ত্তন বা টুইচিংস্‌ হয়। জরায়ুর মুখ কঠিন অথবা পূর্ব্বকথিতরূপ জরায়ুর সর্ব্বাংশই শিথিল ও নিশ্চেষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ, স্থূল কিন্তু কোমল থাকে। তীক্ষ্ণ কৃর্ত্তনবৎ বেদনা হয় ও তাহা জরায়ুগ্রীবা হইতে উর্দ্ধে আমাশয় ভেদ করিয়া পশ্চাৎদিকে যায়। বেদনাকালে মুখমণ্ডলের রক্তিমা জন্মে। ইহাই জেল্‌স্‌ প্রয়োগের উপযুক্ত অবস্থা।

হামজ্বর বা মিজল্‌স্‌।—হামজ্বরের প্রাথমিক অবস্থায় একন অপেক্ষা জেল্‌সস্‌ উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। ইহার ব্যবহারও অধিকতর স্থানে হইয়া থাকে।

banglabooks.in

ইহার জ্বরের তাপই প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ শীত মিশ্রিত থাকে। শিশুর অতি বিষণ্ণ, অবসাদগ্রস্ত ও নির্লিপ্ত অবস্থা হয়, সে কাহারও সংশ্রব ভাল বাসে না। জলবৎ ও বিদাহী সর্দ্দি স্রাবে নাসিকা এবং উর্দ্ধৌষ্ঠ হাজিয়া যায়। বক্ষের টাটানি এবং স্বরভঙ্গ হইয়া কর্কশ, খ্যাক খ্যাক ও ক্রুপশব্দ বিশিষ্ট কাসি হয়। **জেল্‌সেম** ঔষধগুণ পরীক্ষায় চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ গাত্রে, হামের ন্যায় একরূপ উদ্ভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এজন্য রোগের অবস্থাবিশেষে উদ্ভেদ বাহির হইলেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে; লোহিত বর্ণ ত্বকের হাম সদৃশ উদ্ভেদে এবং অঙ্গাদির কনকনানিতে ইহার সহিত **ডাক্ষার** কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় ঔষধ মধ্যে ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কেননা **জেল্‌সেম** অধিকতর সর্দ্দি এবং **ডাক্ষার** অধিকতর কনকনানি পরস্পরকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। উদ্ভেদের অপরিস্ফুট অবস্থায় উভয় ঔষধই উপযোগী। মস্তিষ্কের তলদেশের (Base of the brain) বেদনা, প্রবল জ্বর এবং মৃদু মস্তিষ্ক লক্ষণের বর্ত্তমানতা **জেল্‌সেম**, আর্দ্র ও শীতল বায়ু এবং বর্ষণযুক্ত আবহাওয়া অথবা বাতাসের আকস্মিক পরিবর্ত্তন **ডাক্ষার** রোগের কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়ের প্রয়োগস্থলের ভিন্নতা প্রদর্শন করে।

মস্তিষ্কের প্রবলতর লক্ষণ এবং প্রবল জ্বরকালে মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্মের উৎপত্তি গলক্ষতরোগে **বেলাডনার** উপযোগিতার নির্দ্দেশক। জ্বরের উপস্থিতকালে **পাল্‌স্‌** নিষিদ্ধ।

বসন্তজ্বরের প্রথমাবস্থাতেও **একনাইট** অপেক্ষা **জেল্‌সেম** অধিকতর উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমের প্রবল জ্বরসহ অত্যধিক তৃষ্ণা ও অস্থিরতা অপেক্ষা দ্বিতীয়ের পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদির কনকনানি, মস্তক বেড়িয়া ফিতা আটার অনুভূতি এবং অবসাদ ও ঔদাস্যই এ রোগের সাধারণ লক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। ডাং

banglabooks.in

কিলার বসন্ত রোগের প্রাথমিক অবস্থায় **একনাইটেল** ব্যবহারে বিফলমনোরথ হইয়া **জেলস্** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন।

আরক্তজ্বর বা স্কার্লেট ফিবার।—আরক্ত জ্বরের প্রথমাবস্থায় **একন** এবং **বেলেরু** প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন না হইয়া রোগী স্থির, অলস, দুর্ব্বল ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইলে এবং নাড়ী কোমল অথচ অধিকতর দ্রুত থাকিলে **জেলস্সেরু** উপযোগী। সাধারণতঃ পুষ্টিহীন শিশুদিগের মধ্যে প্রথম হইতেই রোগের এইরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি দেখা যায় ও এইজন্য তাহাদিগের চিকিৎসাতেই অধিকাংশ সময় ইহার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। ফলতঃ টাইফয়েড প্রভৃতি কোন দূষিত লক্ষণ উৎপন্ন হইলে আর ইহার উপযোগিতা থাকে না।

জ্বররোগ।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **জেলস্সেরু** ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া বোধগম্য করিয়াছি যে ইহা একটি মৃদুরক্তাধিক্যোৎপাদক ও প্রভূত স্নায়বিক বলহানিকর বস্তু। ইহার এই উভয়, বিশেষতঃ স্নায়বিক শক্তি-নাশক ক্রিয়া যতই প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হউক না, তাহা কখন উপাদান-বিশ্লেষণ বা টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন করে না। এজন্য এতদ্দ্বারা যে কোন প্রকার জ্বর চিকিৎসা হউক, টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিতির সূচনা মাত্র কার্য্যকারিতার অভাব ঘটে, তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। **জেলস্সেরু** লক্ষণে উপরিউক্ত রক্তাধিক্য এবং প্রভূত স্নায়বিক অবসাদাদি বর্ত্তমান থাকায় স্বল্পবিরাম বা রেমিটেণ্ট এবং সন্নিপাতিক বিকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরেরই প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহাদ্বারা কার্য্য না হইলে অচিরাৎ ইহা পরিত্যাজ্য। সবিরাম জ্বরে ইহার প্রয়োগ অতি বিরল।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।— জেলস্ ম্যালেরিয়া জ্বরের অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইলেও সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া দোষহীন সহজ সবিরাম জ্বরেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

banglabooks.in

অবস্থানুসারে কুইনাইনরুদ্ধ জ্বরেও ইহা ফলপ্রদ। শিশুদিগের ম্যালেরিয়া-ঘটিত সবিরাম জ্বরচিকিৎসাতেই ইহা কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এস্থলে ইহাকে **আর্সেনিক** প্রতিযোগী ঔষধ বলা যাইতে পারে, কেন না ইহারাই অধিকাংশ শিশুরোগে ব্যবহৃত হয়।

জেল্‌সেমিয়াম্ সবিরামজ্বর অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাকালে আক্রমণ করে। পদ হইতে পৃষ্ঠ বাহিয়া শীত ঊর্দ্ধে যাইতে থাকে। শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনা হয়, এবং কম্প নিবারণ জন্য শিশু তাহাকে চাপিয়া রাখিতে বলে। শীতাবস্থায় কখন কখন শিশু অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ করে। তাপকালে মুখের রক্তিমা জন্মে। **তন্দ্রা, শিরোঘূর্ণন** এবং **অবসন্নতা** ইহার প্রদর্শক। ইহার জ্বর যকৃৎ ও উদরের বিশেষ কোন উপসর্গ উৎপন্ন করে না। তৃষ্ণা থাকে না, থাকিলে তাহা কেবল ঘর্ম্মকালে দৃষ্ট হয়।

জেল্‌সেমের জ্বরের নিয়মিত কালে আক্রমণ, তৃষ্ণার অভাব, অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা, এবং **আর্সের অনির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্বরাক্রমণ, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা** এবং **অতর্পণীয় তৃষ্ণা,** উভয়কে যথেষ্ট প্রভেদিত করে।

পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর বা বিলিয়াস্ রেমিটেণ্ট ফিবার।—**জেল্‌সিমিয়াম** শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার অতিশয় মন্থরতা উৎপন্ন করায় যকৃতের রক্তাধিক্য হয় ও পিত্তস্রাবক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য পিত্তপ্রধান স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয়। এ জ্বরেও স্নায়বিক লক্ষণাদি ইহার প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে। সম্পূর্ণ পেশীদুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কীয় মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ রোগী অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট, তাহার মুখ ঘোর রক্তিমাবিশিষ্ট, চক্ষু নিমীলিত এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। রজনীতে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতঃকালে হ্রাস। দৃষ্টিমালিন্য, ক্ষুধাহীনতা, মুখের তিক্তাস্বাদ

banglabooks.in

এবং প্রচুর পরিমাণ পিত্তসংযুক্ত মলত্যাগ ইহার জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরবিকার বা টাইফয়েড ফিবার।—**জেল-সিমিয়াম** টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃত টাইফয়েড জ্বরের ঔষধ নহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সহজ প্রকৃতির জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহার পূর্ব্বকথিত স্নায়বিক ও মস্তিষ্কলক্ষণে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ শরীর-টাটায় এবং ঘৃষ্টবৎ অনুভূতিতে রোগী বোধ করে যেন সে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। রোগী কিঞ্চিন্মাত্রও শরীরচালনা করিতে ভীত হয়। শিরঃশূল, নিদ্রালুতা এবং স্নায়বিক লক্ষণের প্রাধান্যই ইহার প্রদর্শক। রোগী অবসন্ন ও নিলিপ্ত থাকে এবং তাহার মুখাবয়ব দেখিলে বোধ হয় যেন সে বমন করিবে। শীতভাব লগ্ন থাকে ও পূর্ণ এবং কোমল নাড়ীর নির্ব্বাধ স্রোত বহিয়া যায়। **ব্যাপিটিসিয়ার** পূর্ব্বে ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয় এবং ইহার লক্ষণ অনেকাংশে তাহার তুল্য হইলেও অপেক্ষাকৃত উগ্রতাহীন ও মৃদুতর থাকে।

পীত জ্বর বা ইয়লো ফিবার।—পীতজ্বরেরও প্রারম্ভিক অবস্থায় যখন রোগী অবসাদগ্রস্ত ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন থাকে তখনই **জেলস্** আমাদিগের সাহায্যকারী। জ্বরের এই প্রথমাবস্থায় যখন রোগ টিস্যুপরিবর্ত্তনাদি কোন গভীরতা প্রাপ্ত না হয়, তদবস্থার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **একনা**, **বেল**, **ব্রায়া**, **ক্যাম্ফর** এবং **ইপিকা** বিবেচ্য। প্রবল জ্বর, শীতভাব, শুষ্ক ত্বক্ এবং লম্ফমান কঠিন নাড়ী **একনের**, প্রবল জ্বর, কঠিন, লম্ফমান নাড়ী এবং প্রবল মস্তিষ্কীয় বিকার **বেলের**, স্থিরভাব কিন্তু **জেলসের** তন্দ্রা ও অবসন্নতাদির অভাব **ব্রায়ার**, শরীরের শীতলতা ও কলাপ্সের অভিমুখীন গতি **ক্যাম্ফরের**, এবং বমন ও বিবমিষা **ইপিকার**—এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদিগের প্রয়োগস্থল সুনিশ্চিত করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৭ (LECTURE XXXVII).

সিলিসিয়া (Silicea)।

প্রতিনাম।—এসিডাম্ সিলিকাম্। সিলেক্‌স্।

সাধারণনাম।—ফ্লিণ্ট্, সিলিকা।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে অবিমিশ্র সিলিকার ট্রিটুরেষন; উচ্চক্রমে টীংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—প্রায়শঃ ৩০ হইতে ২০০ ক্রম, উচ্চ ১০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং গুলন—মস্তকত্বকের শোণিতার্ব্বুদ বা সিফ্যালহিমাটমা দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ প্যরাইটাল অস্থি আবৃত, অর্ব্বুদ কোমল ও চাপে স্থিতিস্থাপক. ৩০, আরোগ্য; ডাং পোপ—রোগীর বয়স ২৫, অনেক দিনের শিরঃশূল, কনকনানি বেদনা ও চক্ষুতে চাপের অনুভূতি, ললাটের নিম্নার্দ্ধ ও নাসিকার ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঘন ও হরিদ্রাভ নাসিকাস্রাবে ও শয়নে বেদনার উপশম, ৬, আরোগ্য। ডাং এলেন্—কোন যুবতীর এক প্রকার স্নায়ুশূলে বোধ হইত যেন তাহার গদির ন্যায় বস্তুকে কোন ব্যক্তি আল্‌পিনের অনুসন্ধানে দুইটী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইতেছে, মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্যুজ্ঝলক হইয়া যেন দৃষ্টি-মালিন্য উৎপন্ন হওয়ার ন্যায় বোধ হইত; শীতল আবহাওয়ায় অথবা দমকা বাতাসে ইহার বৃদ্ধি ও বস্ত্র জড়িত করিয়া, মস্তক উষ্ণ রাখিলে উপশম হইত ৭২০০০(72 m). এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ষ্টেন্‌স্—চক্ষুপুটের এক বৎসর স্থায়ী কোষগর্ভঅর্ব্বুদ, ৩০, এক মাত্রায় ১৪ দিনে আরোগ্য। ডাং চেম্বার্লেন—আরক্ত জ্বরান্তে দক্ষিণ কর্ণ হইতে অবিশ্রান্ত জলবৎ, ছানা ছানা ভাবের বিদাহী স্রাব নির্গত হইয়া বধিরতা, সন্দি না

banglabooks.in

উপচয়।—পূর্ণিমাযোগে (কষ্টি); গাত্রচালনায়; রজনীতে; প্রাতঃকালে; মস্তক অনাবৃত করিলে; মুক্ত বায়ুতে; শৈত্যে এবং আর্দ্রতায়; বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়নে; ওয়াইন মদ্যপানে ও ঋতুস্রাবকালে।

উপশম।—মস্তক আবৃত করিলে; তাপে ও গৃহমধ্যে।

সম্বন্ধ।—সিলিসিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, ফ্লুয়রিক এসিড ও হিপার সাল্‌ফ।

সিলিসিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সাল্‌ফার।

মার্কারির অপব্যবহারের দোষ নষ্ট করে, কিন্তু শক্তিতে-পরিণত মার্কারির পরে ব্যবহার সুফলপ্রদ নহে।

কার্য্যপূরক।—থুজা এবং স্যানিকিউলার।

সিলিসিয়ার পরে প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, ফ্লুয়রিক এসিড ও হিপার। পাল্‌স্ যে রোগের তরুণাবস্থায় প্রযোজ্য, তাহারই পুরাতন অবস্থায় সিলিসিয়া উপযোগী।

তুলনায় ঔষধ।—আর্ণি, বেল, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভেজ,

হইলে বেদনা থাকে না, ৩০০০ আরোগ্য। ডাং গুলন—২০ বৎসরের যুবতীর মুখের এক পার্শ্বের কোমময় ঝিল্লীর দড়কচড়াভাব হইয়াছিল, ৩, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—একটি বালকের তিন দিনের মধ্যে একটি স্ফীতি গ্রীবার সম্মুখের বাম পার্শ্বে জন্মিয়া দক্ষিণ পার্শ্বের প্যারটিড গ্রন্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ১০০০০০ (cm) আরোগ্য। ডাং ষ্টেন—একজন প্রস্তরকর্ত্তনব্যবসায়ীর সন্ধির ক্রমবিস্তার হওয়ায়, ফুস্‌ফুসে কতিপয় গর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রচুর গয়ার নিষ্ঠীবন হইত ও রোগীর গাত্রে জল লাগিয়াছিল, প্রথমে ২০, পরে ২০৭, আরোগ্য। ডাং ষ্টো—কটিদেশে আঘাতবৎ ও দপ্‌দপানি বেদনা হইয়া মধ্যে মধ্যে জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান স্ফীত ও রক্তযুক্ত পূয়স্রাব হইত; মলত্যাগ করিতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠা সরলান্ত্রে ফিরিয়া যাইত, ৫০০০ (5m) আরোগ্য। ডাং বেল্—৭০ বৎসরের বৃদ্ধার দক্ষিণ স্তনের স্কিরাস্ ক্যান্সারে "স্ফীত গ্রন্থির অতিশয় চুলকণা", এই লক্ষণ অনুসরণে সিলিসিয়া প্রদত্ত হয়। প্রথমে ২০০, পরে ৬০০০, অনেক উপশম।

banglabooks.in

ক্লুয়রিক এ, গ্র্যাফা, হিপার, হাইপার, কেলি কা, ল্যাকে, লাইক, মার্ক, মিউ এ, নাই এ, নাক্স ভ, ফস, ফস এ, পিক্রি এ, পাল্‌স, রাম, রুটা, সিপি, সাল্‌ফার ও থুজা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শোণিত ও বায়ুপ্রধান এবং উত্তেজনাপ্রবণ গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

যে সকল ব্যক্তি পুষ্টিকর বস্তু আহার করিয়াও সমীকরণাভাবে পুষ্টিহানি নিবন্ধন কষ্ট পায় (ব্যারা কা, ক্যাল্কে); মানসিক ও শারিরীক অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

বৃহৎ মস্তক ও উদর, ফণ্টানেলি বা মস্তকোপরিস্থ উন্মুক্ত স্থানের অসম্পূর্ণতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম, শীতল মস্তক উষ্ণ রাখিবার জন্য আবৃত করিবার প্রয়োজনীয়তাবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর অস্থিরোগাক্রান্ত শিশু, জানুর দুর্ব্বলতা বশতঃ যাহারা বিলম্বে হাটিতে শিখে।

ফেকাসে বর্ণ, সুন্দর এবং শুষ্কত্বক্, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও শিথিল-পেশীবিশিষ্ট দুর্ব্বল ব্যক্তি।

পদের ঘর্ম্মরোধ, মস্তক অথবা পৃষ্ঠে সামান্য দমকা বায়ুসংস্পর্শ এবং ভ্যাক্‌সিনেষণ (গো-বীজের টিকা) ঘটিত রোগ; প্রস্তরকর্ত্তন-কারিদিগের সম্পূর্ণ শক্তিহানিকর বক্ষরোগ।

জৈবতাপহীনতা এবং অবিশ্রান্ত শীত ভাব; ব্যায়াম কালেও তদ্রূপ থাকে (লিডাম, সিপিয়া)।

শ্রমসাধ্য কার্য্য করায়, এবং সঙ্কীর্ণ স্থানে অবরুদ্ধ থাকায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনার ভাবসহ বলক্ষয়; ক্লান্তি বশতঃ শয়নের প্রবৃত্তি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে দমন করিতে পারে।

পূয়সঞ্চারের দমনে ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ইচ্ছানুসারে ইহা দ্বারা ব্রণশোথ পাকাইতে অথবা তাহাতে অধিক পূয় জন্মাইতে

banglabooks.in

হ্রাস করিতে পারা যায় (প্রধানতঃ কোমলোপাদান আক্রান্ত হইলে, ক্যালাণ্ডুলা, হিপার)।

শিশুগণ একগুয়ে ও খামখেয়ালি, ভাল কথা বলিলেও চীৎকার করে (এণ্টি টা, আনি, আয়ডি)।

অস্থির ও চঞ্চল ব্যক্তি, সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে। উৎকণ্ঠাযুক্ত, নম্র এবং দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তি। মানসিক শ্রম করা অতি কঠিন; পাঠ করায় ও লেখায় অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মে, রোগী চিন্তা ক ৷ সহ্য করিতে পারে না।

মেরুমজ্জা হইতে উত্থিত শিরোঘূর্ণন গ্রীবাপশ্চাৎ বাহিয়া মস্তকে যায় ও রোগী সম্মুখে পতনোন্মুখ হয়; ঊর্দ্ধাভিমুখে দৃষ্টি করিলে শিরোঘূর্ণন (পালস্—নিম্নদিকে তাকাইলে কাম্মিয়া, স্পাইজি, সোরি)

যৌবন কালের কোন কঠিন পীড়া বশতঃ (সোরি) বমনযুক্ত পুরাতন শিরঃশূল বা সিক্‌হেডেক গ্রীবা হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধাদেশে যাওয়ার বোধ যেন তাহা মেরুদণ্ড হইতে আসিয়া অন্যতর, বিশেষতঃ দক্ষিণ চক্ষুতে (স্পাইজি, বাম) স্থায়ী হয় এবং দমকা বায়ু সংস্পর্শে ও মস্তক অনাবৃত করিলে তাহার বৃদ্ধি এবং মস্তক চাপিলে, উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত করিলে (ম্যাগ্নে মিউ, ষ্ট্রন্) ও প্রচুর মূত্রত্যাগ হইলে উপশম।

সকল ঋতুস্রাবেরই পূর্ব্বে ও সময়ে কোষ্ঠবদ্ধ থাকে (উদরাময়, এমন কা, বোরাক্স্); সরলান্ত্রের ক্রিয়াবসাদ হওয়ায় মলত্যাগের কষ্ট ও সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত বশতঃ যেন অত্যন্ত কোথানি, মল অনেক সময় সরলান্ত্রে থাকে, আংশিক রূপে বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া যায় (থুজা)।

শিশু স্তন্য পান করিলেই প্রসূতির যোনিদ্বার হইতে রক্ত নিঃসারিত হয় (ক্রটন টি তুলনীয়)।

banglabooks.in

স্তনের বোঁট অভ্যন্তরে আকৃষ্ট হওয়ায় স্তনাগ্রে গর্ত্ত হইয়া যায় (সার্সা)।

নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ ; নিদ্রাবস্থায় গাত্রোত্থান এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং পুনঃ শয়ন (কেলি ব্র)।

অসুস্থত্বক্ ; সামান্য আঘাতেই পূয় সঞ্চার (গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক)। হস্ত ও পদের নখ কোঁকড়াইয়া ও বিদীর্ণ হইয়া যায় (এণ্টি ক্রু)। পদে শৈত্য সংস্পর্শে সর্দ্দির আক্রমণ (কোনা, কুপ্রা)। হস্তে, পদাঙ্গুলিতে পদে এবং কক্ষদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

ঘর্ম্ম ব্যতীতই প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে পদের অসহনীয়, অম্ল ও পচা শবের ন্যায় দুর্গন্ধ।

শরীরে ম্যাগ্নেটিকশক্তি প্রয়োগের ইচ্ছা ফস্ফরাস সেবনে বিদূরিত।

ইহা শরীরোপাদন হইতে আগন্তুক বস্তু, যথা মাছের কাঁটা, সূচি, অস্থিটুকরা প্রভৃতি. বিদূরিত করাইবার সাহায্য করে।

রোগকারণ।—কামবিষয়ক অমিতাচার ও অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম ইহার প্রধান রোগকারণ ; প্রস্তরকর্ত্তনব্যবসায়িদিগের শ্বাসবায়ুসহ ফুসফুসে প্রস্তর গুড়িকা প্রবেশ করায় উদ্দীপনা জন্মে এবং তাহাই এই সকল ব্যক্তির বক্ষরোগের কারণ ; মানসিক শ্রম, আমাশয়-বিকার, জৈবরসাপচয়, অভ্যস্তরূপে মদ্য পান, অভ্যাসগত স্রাব এবং ত্বগুদ্ভেদের অন্তঃপ্রবেশ, সত্যসংস্পর্শ এবং আঘাত ইহার সাধারণ রোগের কারণ ; হস্তমৈথুন এবং শকটারোহণেও ইহার বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিলিসিয়ার ক্রিয়ায় টিসুর পুনরুৎপাদিকা শক্তি অতি প্রগাঢ়রূপে বিচলিত হয়। ইহা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিউপাদান, অস্থি এবং সন্ধিনিচয়ের বিশেষ বিকারোৎপন্ন করে। ইহার ক্রিয়ায় পোষণবিকার বশতঃ শরীরের যে সাধারণ রোগজ অবস্থা

banglabooks.in

উৎপন্ন হয়, তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা এবং রেকাইটিস্ বা অস্থিবৈকারিক ধাতুদোষের তুল্য। **সিলিসিয়ার** ক্রিয়া উপরিউক্ত দুই রোগের, ন্যায় ধীর, গভীর ও বহুকাল স্থায়ী। কোমলোপাদান, অস্থিবেষ্ট ঝিল্লি অথবা অস্থিতে পুযোৎপাদনে ইহার প্রচুর ক্ষমতা। সিলিসিয়ার গৌণ রোগোৎপাদক ক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলের বৈকারিক পরিবর্ত্তন নিবন্ধন দুর্ব্বলতামিশ্রিত উত্তেজনার সূত্রপাত হয়, এবং মেরুমজ্জার উদ্দীপনা ও ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অসহিষ্ণুতা জন্মে; এবং পরে অবসাদ ও পক্ষাঘাতে পর্য্যবসিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সোরিক ঔষধের মধ্যে **সিলিসিয়া** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। ইহার কার্য্য অতীব গভীর, ব্যাপক এবং ধীর। পুনরুৎপাদিকাশক্তিমূলে আঘাত করিয়া ইহা মনুষ্য-জীবনের প্রারম্ভ হইতেই স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার বিকারগ্রস্ত পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৈকারিক ক্রিয়াফলে মনুষ্যশরীরের রসাদি পুষ্টিকর বস্তুর রোগজ পরিবর্ত্তন বশতঃ স্বাস্থ্যের যে অপকৃষ্টতা সংঘটিত হয় তাহা গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা এবং রেকাইটীস্ বা অস্থিবিকার বলিয়া খ্যাত। শৈশবের প্রথমাবস্থাতেই উপরিউক্ত রুগ্নাবস্থা শিশুর গঠনাদিতে অতীব নিগুঢ় পরিবর্ত্তন সাধিত করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব না থাকিলেও পরিপাকবিকার ও সমীকরণাভাবে (Want of assimilation) শিশু শীর্ণ হইতে থাকে। সর্ব্বশরীরের পুষ্টির পরিবর্ত্তে তাহার মস্তক ও উদর যেন অধিকতর পুষ্ট ও বৃহত্তর হয়। ফলতঃ মস্তকাস্থির পুষ্টিহীনতা বশতঃ যথাকালে অস্থিপরম্পরার দৃঢ় সংযোগ হয় না, বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র বা এণ্টিরিয়র ফণ্টানেলি অসম্পূর্ণ থাকে। মস্তকাস্থিপরম্পরার শিথিলতর সংযোগ থাকায় মস্তিষ্কের চাপে মস্তক বৃহত্তর হয়; উদরস্থ লসীকাগ্রন্থি বা মিসেণ্টারিক গ্রন্থির বিবৃদ্ধি নিবন্ধন ও যন্ত্রাদির চাপে স্বভাবতঃ শিথিল উদর বৃহত্তর হইয়া পড়ে।

banglabooks.in

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মৃৎবর্ণ অথবা পীতাভ থাকে এবং শিথিল পেশী ও ত্বক্ লোল হওয়ায় শিশু অকালবার্দ্ধক্যের অবয়ব প্রাপ্ত হয়। গণ্ডমালার অন্যান্য লক্ষণ স্বরূপ মস্তকে অম্লগন্ধ কখন বা পদে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং পুষ্টি-হীন কোমল অস্থির বক্রতাদি জন্মে ও অঙ্গাদির গঠনবিকার উপস্থিত হয়। **ক্যাক্কেরিয়া** শিশুর সহিত অনেক বিষয়ে ইহার মূলতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও শরীরাবয়বে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক। **ক্যাক্কেরিয়া** শিশু অলীক স্বাস্থ্যের এবং **সিলিসিয়া** রোগজীর্ণ শিশুর অকালবৃদ্ধত্বের পরিচয় দেয়।

সিলিসিয়া শরীরোপাদাননির্ব্বিশেষে গভীরতম পোষণবিকার এবং রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করিলেও তন্তুবিধান বা ফাইব্রাস্ টিসু ও কোষময় ঝিল্লী বা সেলুলার টিসুই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় উপরিউক্ত টিসুর মৃদু প্রদাহ, স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মে এবং অবশেষে তাহাতে পুয়সঞ্চার হইয়া ধ্বংস সংঘটন হয়। শরীরের সম্পূর্ণ তন্তুবিধানেই ইহার ক্রিয়া প্রকাশ হইলেও বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি পায়। জানুসন্ধির বন্ধনী প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি আক্রমণ করিলে ইহা তাহাদিগের স্ফীতি উপস্থিত করে এবং অবশেষে তাহাতে বিবর্ণ, পাতলা ও দুর্গন্ধ ক্লেদবৎ পুয়সঞ্চার এবং একাধিক নালীক্ষত হওয়ায় সন্ধি কদাকার, অকর্ম্মণ্য ও সাংঘাতিক ভাব ধারণ করে। এইরূপে পুরাতন ক্ষতাঙ্কের, ত্বকের, এবং ফুসফুসের গুটিকা বা টুবার্কল সংসৃষ্ট তন্তু ও কোষময় উপাদানের উদ্দীপনা, স্ফীতি ও পূয়সঞ্চার করিয়া ইহাতাহাদিগের বিগলিত অবস্থা উৎপন্ন এবং ফুসফুসের ধ্বংস সাধন করে; লসীকাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বিবৃদ্ধ হইয়া পাকিয়া উঠে। ফলতঃ বিকৃত ও ক্লেদবৎ দুর্গন্ধ পূযোৎপাদন ইহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ইহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীপথের মৃদু প্রদাহ জন্মিলে পুয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। কোষময় উপাদানে ইহার প্রাদাহিক

banglabooks.in

ক্রিয়া থাকায় স্ফোটক, পূয়শোথ এবং নানাবিধ ক্ষতের দুর্গন্ধ ক্লেদময় পুয়সঞ্চার হইলে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা মল, মূত্র, পূয় প্রভৃতি যাবতীয় স্রাবেরই বিকার এবং দুর্গন্ধ উৎপন্ন করে। গৌণ ভাবে ইহা স্নায়ুমণ্ডলের রোগজ পরিবর্ত্তন ঘটাইলে তাহার দুর্ব্বলতা মূলক উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়াদির এবং অনুভূতিদ ও গতিদ স্নায়ুর অসহিষ্ণুতা ও দুর্ব্বলতা বশতঃ জ্ঞান, চিন্তা, ইন্দ্রিয়চৈতন্য এবং গতিক্রিয়া প্রভৃতি ও অন্যান্য শরীর-যন্ত্রের এবং উপাদানের উপাদানগত ও ক্রিয়াগত যে সকল বৈকারিক লক্ষণাদি উৎপন্ন হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিশৃঙ্খলা ঘটায় রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে; অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় সামান্য শব্দেই রোগী চমকিয়া উঠে ও উৎকণ্ঠান্বিত হয়। রোগী হতাশ, বিমর্ষ এবং জীবনে ক্লান্ত বোধ করে ও অশ্রুপূর্ণ থাকে। উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। সহজেই রক্ত গরম হইয়া প্রচণ্ড চীৎকার করে। সামান্য বিষয়েই অনুতাপ উপস্থিত হয়। জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা করে। ঔদাস্য জন্মে।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিবিকার বশতঃ শিরোঘূর্ণন পৃষ্ঠ হইতে গ্রীবা বাহিয়া মস্তকে যাওয়ায় বিবমিষা ও সম্মুখে পতনের উপক্রম, মস্তকচালনায়, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টিতে, চক্ষুর অপরিমিত পরিশ্রমে, যানারোহণে এবং অত্যাধিক চা পানে তাহার বৃদ্ধি। মস্তক নত করিয়া কার্য্য করিলে দিবসের যে কোন সময়ে এই শিরোঘূর্ণন হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া ক্ষণিক অন্ধত্ব জন্মে। পাঠকালে অক্ষর সকল পরস্পর মিলিত ও ফেকাসে হইয়া যায়; দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে বিদ্যুৎবৎ আলোকপ্রভা উপস্থিত হইয়া কোন বস্তু

banglabooks.in

দ্বারা দৃষ্টিরোধের অনুভূতি জন্মে। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু ও দক্ষিণ চক্ষুর সম্মুখে অবিশ্রান্ত ভাবে কলঙ্কচিহ্নের বর্ত্তমানতায় ঘোরদৃষ্টি উপস্থিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে ঘণ্টাধ্বনি অথবা উচ্চ শব্দ, ছিন্ন পটহবিশিষ্ট কর্ণে হুস্ হুস্ শব্দ, শ্রবণ রোধ হইয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চ ধ্বনি, পূর্ণিমা যোগে, বিশেষতঃ মনুষ্যের স্বর শ্রবণে কষ্ট ও ঘ্রাণশক্তির লোপ, প্রাতঃকালে শোণিতাস্বাদ, অনেক সময় পচা অণ্ডের এবং স্থল বিশেষে সাবানের ফেনার ন্যায় স্বাদ অথবা গলমধ্যে ঘন শ্লেষা জমিয়া তিক্তাস্বাদ, আস্বাদ এবং ক্ষুধার অভাব ঘটে।

নিদ্রাবিকারে আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত নিদ্রালুতা। হাই উঠে। সমস্ত দিবাসই নিদ্রালুতা। শান্তিহীন নিদ্রা, ভীতিপ্রযুক্ত নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠায় সম্পূর্ণ শরীরের কম্প। রোগী নিদ্রাবস্থায় কথা কহে। রজনী দুইটার পর নিদ্রালু অবস্থায় মস্তিষ্কে বেগের সহিত বহু চিন্তার সমাগম। যৌবন কালের ভূতপূর্ব্ব ঘটনার ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাকুলতা এবং প্রেমবিষয়ক স্বপ্নে শুক্রস্খলন।

অনুভূতিদস্নায়ুর বিকার বশতঃ স্ত্রীরোগীর অনুভূতি যেন সে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, এবং শরীরের বামার্দ্ধ যেন তাহার নহে। রোগী স্নায়বিক উত্তেজনা এবং ম্যাগ্নেটিজম্ প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। সঞ্চরণশীল বেদনা; অকস্মাৎ বেদনা হইয়া ত্বরিৎ শরীর বাহিয়া যায়। শরীরের নানাস্থানে সূচিবেধসহ চন্‌চনি।

গতিদ স্নায়ুরোগে রোগী অস্থির ও চঞ্চল থাকে এবং সামান্য শব্দে চমকিয়া উঠে। সম্পূর্ণ অঙ্গের, বিশেষতঃ হস্তের কম্প, কখন কখন স্ত্রীরোগী চা'র বাটি তুলিতে অশক্ত। গুল্মবায়ুলক্ষণ, পক্ষাঘাত এবং অদম্য স্নায়ুশূল। রজনীতে অথবা পূর্ণিমাযোগে প্রথমে শরীরের বামপার্শ্ব শীতল এবং বামহস্তের কম্প ও মোচড়ানি পরে মৃগীবৎ তড়কার আক্ষেপ উদরের সোলারস্নায়ুজাল হইতে মস্তিষ্কে বিস্তৃত হইতে থাকে।

banglabooks.in

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করায় শয়ন করিবার আবশ্যকতা। কশেরু-কামজ্জার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ক্ষয়।

মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মুখের রক্তিমা ও জ্বালা। মস্তক ঋজু রাখা যায় না। মস্তকের তাপ। মস্তকের চাপ ও বিদারণবৎ বেদনায় বোধ যেন চক্ষু এবং মস্তিষ্ক বেগে ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। শিরঃশূল গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে উত্থিত হইয়া মূর্দ্ধাদেশে যায়। প্রচণ্ড শিরঃশূলে চিন্তাশক্তি ও সংজ্ঞার লোপ। রজনীতে শিরঃশূল হইয়া মানসিক বিশৃঙ্খলা। বেগে পদ নিক্ষেপ করিলে এবং হুচট খাইলে মস্তিষ্কে গর্জ্জন ও মস্তিষ্ক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতি। প্রাতঃকালে বিবমিষা ও শীতের অনুভূতি। চাপবৎ ভয়াবহ শিরঃশূল। অনেক সময়েই মস্তকের একতর পার্শ্বে প্রচণ্ড, ছিন্নবৎ শিরঃশূল মস্তক পশ্চাতের উচ্চস্থানে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধে এবং সম্মুখে বিস্তৃত। শিরঃশূলে চক্ষুর ঊর্দ্ধে বৃন্তবৎ বেদনা হওয়ায় রোগী কচিৎ চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারে। ঝাঁকার ন্যায় শিরঃশূল মস্তিষ্কের গভীর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দপদপানি এবং শীত-ভাবসহ মূর্দ্ধার ছিন্নবৎ বেদনায় বিদীর্ণ হওয়ায় ন্যায় অনুভূতি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া বিস্তৃত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে এবং শয্যায় ছটফট করিতে বাধ্য, মস্তক কসিয়া বাঁধিলে উপশম। ললাটে ও ললাটপার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। চক্ষুতে ভারি বস্তুর চাপ বোধ। ললাটমধ্যদেশের ঝাঁকি সহ বেদনা হঠাৎ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলে, নত হইলে ও কথা কহিলে পুনরাবৃত্ত। মস্তকপশ্চাতে চাপবৎ বেদনা। মানসিক শ্রমে, মস্তক চালনায়, গোলমেলে শব্দে, শব্দকম্পে, আলোকে, মস্তক নত করিলে ও শীতল বায়ুসংস্পর্শে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং মস্তক কসিয়া বাঁধিলে, বস্ত্রাবরণ দ্বারা মস্তক উষ্ণ রাখিলে, উষ্ণ বস্ত্রের চাপ দিলে এবং উষ্ণ গৃহে থাকিলে তাহার উপশম। রজনীতে মস্তক প্রচুররূপে ঘর্ম্মসিক্ত হওয়ায় আবৃত রাখার ইচ্ছা।

banglabooks.in

মস্তকত্বক্ অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু, টুপিও অসহ্য। মস্তকপশ্চাতে আর্দ্র, শুষ্ক অথবা দুর্গন্ধ উদ্ভেদে মামড়ি জন্মে, তাহা জ্বালা করে, চুলকায় এবং তাহা হইতে পুজ পড়ে। মস্তকত্বকের কণ্ডু চুলকাইলে বেদনাযুক্ত হয় ও টাটায়। মস্তকত্বক এবং গ্রীবাপশ্চাতের পূয়গুটিকা বস্ত্র জড়াইয়া গরম রাখিলে উপশম।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের যন্ত্রণাব্যঞ্জক দৃশ্য। মুখের ত্বক্ বিদারণযুক্ত। মুখের দড়কচড়া ভাব। ললাটে বয়োব্রণ। চুয়ালসন্ধিতে আক্ষেপের অনুভূতি।

চক্ষুপ্রদাহে চক্ষুর লোহিতবর্ণ, চনচনি, জ্বালা এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব। রজনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। প্রাতঃকালে বালুকাপূর্ণ থাকার ন্যায় বেদনাযুক্ত শুষ্কতা। চক্ষুদ্বয় পরস্পরের দিকে চাপিত করিলে তীরবেধবৎ ছিন্নকরার অনুভূতি। চক্ষুর দুর্ব্বলতা। চক্ষুর তাপ ও আনর্ত্তন। দক্ষিণ চক্ষুর অশ্রুস্থালীর (Lachrymal Sac) স্ফীতি এবং সন্নিহিত ত্বকের প্রদাহ। চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার ক্ষত, কলঙ্ক এবং অস্বচ্ছতা।

বহিষ্কর্ণের স্ফীতি ও কর্ণরন্ধ্র হইতে পাতলা স্রাব হওয়ায় কর্ণে হুস হুস শব্দ। আকৃষ্টবৎ ও সূচিবেধের ন্যায় কর্ণশূল। গিলিবার সময় প্রায়ই কর্ণরন্ধ্র চুলকায়। কর্ণ উচ্চশব্দে অসহিষ্ণু।

শ্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড হাঁচি অথবা নিষ্ফল হাঁচির চেষ্টা। নাসিকা হইতে উগ্র ও বিদাহী স্রাব। সর্দ্দি ব্যতীতই নাসিকা হইতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। শুষ্ক সর্দ্দিতে নাসিকার সম্পূর্ণ অবরোধ। পর্য্যায়ক্রমিক স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দ্দি। নাসারন্ধ্র বিভাজক উপাস্থির অধঃঅংশে বেদনা এবং টাটানিযুক্ত স্থানাদি স্পর্শে খোঁচার অনুভূতি। নাসিকারন্ধ্র শুষ্ক, বেদনাযুক্ত, ছাগওঠা এবং মামড়ি আবৃত। নাসিকামূল ও দক্ষিণ গণ্ডাস্থিতে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। নাসিকার রক্তস্রাব।

banglabooks.in

সন্ধ্যাকালে নাসিকাসন্নিহিত স্থানে সুখবোধক চুলকনা। আঘাত লাগার ন্যায় নাসিকাস্থির টাটানি।

স্বরযন্ত্রের কর্কশভাব এবং স্বরভঙ্গ। প্রাতঃকালে গলাভাঙ্গার বৃদ্ধি।

হস্তের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে অথবা বেগে চলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাসে রোগী হাঁপাইতে থাকে। কাসিলে, দৌড়াইলে অথবা তাহার পরে নত হইলে এবং চীৎভাবে শয়ন করিলে শ্বাসরোধ ঘটে। বক্ষের কষ্টে রোগী দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে অক্ষম।

বক্ষের টাটানি ও শুড়শুড়ি নিবন্ধন গলার উত্তেজনায় শুষ্ক, খ্যাক খ্যাকে ও গলাভাঙ্গা কাসি। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে, রজনীতে এবং প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কাসি।

ঘন, হরিদ্রাভ এবং থানা থানা, পূয়াকার, আঠা শ্লেষ্মাময়, সবুজাভ, প্রচুর নিষ্ঠীবণ।

উপবেশনাবস্থায় হৃৎকম্প এবং সম্পূর্ণ শরীরে দপদপানি। প্রত্যেক শরীর চালনাতেই প্রবল হৃৎকম্প।

নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত; অনেক সময় অনিয়মিত, কখন ধীরগতি।

গলক্ষত গলাধকরণকালে, বিশেষতঃ গলার বামপার্শ্বে, বোধ যেন কোন পিণ্ডের অথবা হাজাস্থানের উপর দিয়া বস্তু যাইতেছে। উপজিহ্বার স্ফীতি। গলাধঃকরণে গলায় খোঁচা লাগে ও সংস্পর্শ নিবন্ধন গলা বেদনা। গলাধঃকরণে গলায় চাপবৎ বেদনা অথবা কাঁটা বেঁধার অনুভূতি। গলদেশের পক্ষাঘাত বশতঃ খাদ্য বস্তু নাসিকারন্ধ্র-পথদ্বারা নিক্ষিপ্ত।

স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অস্বাভাবিক ক্ষুধা। ক্ষুধার অভাব; তৃষ্ণার বৃদ্ধি। রোগী রন্ধন করা গরম বস্তু ভালবাসে না

banglabooks.in

কেবল শীতল বস্তু চাহে, মাংসে বিতৃষ্ণা জন্মে। সামান্য ওয়াইন মদ্য পানেও রক্ত গরম ও তৃষ্ণা।

আমাশয় বিকার বশতঃ আহারান্তে গলার জ্বালা, অম্লোদ্গার। জল বিস্বাদ, পানান্তে বমন। ভাল ক্ষুধা ও বস্তুর স্বাভাবিক আস্বাদ থাকিলেও বিবমিষা। আহারান্তে আমাশয়ের চাপ ও গুরুত্ব। আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালা, আমাশয়োর্দ্ধের অধঃদেশে চাপ দিলে বেদনা। আমাশয়োর্দ্ধের অধঃদেশে নিষ্পীড়ন ও খামচানিবৎ অনুভূতি, বিশেষতঃ আহারান্তে তাহার বৃদ্ধি।

শরীরচালনায়, ভ্রমণে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে যকৃতের আঘাতবৎ টাটানির বৃদ্ধি। স্পর্শে এবং ভ্রমণে যকৃতপ্রদেশের দপদপানি ও ক্ষতকর বেদনার বৃদ্ধি। যকৃতের কাঠিন্য ও বিবৃদ্ধি।

উদর স্ফীত, কঠিন এবং টান টান। উদরে বায়ু সঞ্চারবৎ গড় গড় ডাক। অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায় উদরে কর্ত্তনবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা। প্রদাহ বশতঃ কুঁচকির গ্রন্থি মটরের ন্যায় বর্দ্ধিত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

সরলান্ত্রে কর্ত্তন ও ভলবেধবৎ বেদনা। মলত্যাগ কালে সরলান্ত্রে জ্বালা অথবা হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা। মলদ্বার রসসিক্ত, বিশেষতঃ শুষ্ক ও কঠিন মলত্যাগের পর মলদ্বারের জ্বালা। মলত্যাগ কালে মলদ্বারের সঙ্কোচন। অবিশ্রান্ত কিন্তু নিষ্ফল মলবেগ। বিষ্ঠা অনেক সময় পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে থাকে। কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠা সাদাটে, অত্যল্প অথবা কঠিন পিণ্ডাকার; যেন সরলান্ত্রের ক্রিয়া না থাকায় মল ত্যাগ করা কঠিন; বিষ্ঠা আংশিকরূপে বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া যায়। মলত্যাগ কালে বেদনাযুক্ত অর্শের বহির্নিঃসরণ। উদরাময়ের বিষ্ঠা ভয়াবহ দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও লেইর ন্যায় নরম।

মূত্রযন্ত্র রোগে মূত্রস্থালীগ্রীবার উত্তেজনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ যন্ত্রণাকর

banglabooks.in

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস; সঙ্গমশক্তির দৌর্ব্বল্য কিন্তু কামেচ্ছার বৃদ্ধি; অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পুর্ব্বে বারম্বার বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের ঈষৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিষ্পীড়িতবৎ বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনাযুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট; অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের ঘর্ম্ম।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বারম্বার শীতের আক্রমণ। আর্ত্তবাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি নিস্তেজ, কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতাল্প, কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর; কখন অনিয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রঘ্রাণবিশিষ্ট। পদের সর্দ্দি রোধ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর সাধারণকালে রক্তস্রাব। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও তীব্র, ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ প্রদর। যোনিতে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা; স্ত্রী-অঙ্গস্পর্শে বেদনাযুক্ত। বহিস্থজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি এবং কড়কড়া ভাব। শিরঃশূল ও গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা এবং অঙ্গাদির পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পারে না। শরীর উষ্ণ হইলে এবং [illegible] করিলে পৃষ্ঠের জ্বালা। কটি ও ত্রিকাস্থিদেশে ভার অনুভূতি, জ্বালা এবং দপদপানি। উভয় সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাস্থির [illegible]দেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে [illegible]কটির কাঠিন্য ও বেদনা। কটি এবং

banglabooks.in

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেকক্ষণ শকটারোহণের ন্যায় মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং হুলবেধবৎ অনুভূতি; তাহা চাপিলে বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের ঊর্দ্ধে মামড়িবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প। গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে (ball of the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে ঝিন্ ঝিনি। বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রমেই হস্তের খল্লীবৎ বেদনা ও খঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ম্ম। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে। হস্তের নখ কর্কশ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক পেশীর কণ্ডরা সঙ্কোচন; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়তা নিবন্ধন বোধ যেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্লান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও হুল বেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা। হিপসন্ধিতে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জানুর ছিন্নবৎ অনুভূতি চালনায় অন্তর্দ্ধান করে। জঙ্ঘাপশ্চাতের পেশীর খল্লীবৎ আতত ভাব ও সঙ্কোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিমা। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের ঘর্ম্ম ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদতলের খল্লী গুল্‌ফের চুলকানিযুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা। পদাঙ্গুলিতে চুলকনাযুক্ত ও পূয়জনক মামড়ি। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনখের কার্ণি দাবিয়া দুর্গন্ধ স্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns) সূচিবেধবৎ বেদনা।

banglabooks.in

মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ বারম্বার মূত্রত্যাগেচ্ছা। মূত্র ফেকাসে, ঘোলাটে, এবং লাল অথবা পীতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানিযুক্ত। মূত্রাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে কামেচ্ছার বৃদ্ধি বা হ্রাস; সঙ্গমশক্তির দৌর্ব্বল্য কিন্তু কামেচ্ছার বৃদ্ধি; অতি শীঘ্র রেতঃস্খলন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে বারম্বার বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গ ও অণ্ডকোষের ঈষৎস্ফীতি। অণ্ডকোষে নিষ্পীড়িতবৎ বেদনা। জননেন্দ্রিয়ের, বিশেষতঃ অণ্ডকোষ-ত্বকের কোন কোন স্থান চুলকনাযুক্ত এবং স্রাববিশিষ্ট; অণ্ডকোষ-বেষ্টত্বকের ঘর্ম্ম।

ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণ শরীরে বারম্বার শীতের আক্রমণ। আর্ত্তবাঘাত। ঋতুস্রাব কখন অতি শীঘ্রাগত ও অতি নিস্তেজ, কখন অতি শীঘ্রাগত ও অত্যল্প; কখন অতি বিলম্বাগত ও প্রচুর; কখন অনিয়মিত, দুই, তিন মাসান্তর হয়। ঋতুশোণিত তীব্র ও উগ্রঘ্রাণবিশিষ্ট। পদের ঘর্ম্ম রোধ বশতঃ ঋতু বন্ধ ও উদরে বেদনা। ঋতুর ব্যাবধানকালে রক্তস্রাব। নাভির চতুঃপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও তীব্র, ক্ষতকর এবং দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ প্রদর। যোনিতে ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা; স্ত্রী-অঙ্গস্পর্শে বেদনাযুক্ত। বহিস্থজননেন্দ্রিয়ের চুলকনা।

গ্রীবা এবং প্যারটিড গ্রন্থির স্ফীতি এবং কড়কচড়া ভাব। শিরঃশূল ও গ্রীবাপশ্চাত্তের কাঠিন্য। পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা এবং অঙ্গাদির পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি প্রযুক্ত রোগী প্রায় হাটিতে পারে না। শরীর উষ্ণ হইলে এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিলে পৃষ্ঠের জ্বালা। কটি ও ত্রিকাস্থিদেশে কনকনানি, তীব্র বেঁধার অনুভূতি, জ্বালা এবং দপদপানি। উভয় ত্রিপসন্ধির ব্যবধান স্থানে সূচিবেধবৎ বেদনা। উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও তাহার অধঃদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। উত্থান করিতে অথবা প্রাতঃকালে শয্যোত্থিত হইতে কটির কাঠিন্য ও বেদনা। কটি এবং

banglabooks.in

হিপসন্ধিতে আঘাতপ্রাপ্তিবৎ বেদনা। অনেকক্ষণ শকটারোহণের ন্যায় মেরুদণ্ডের অধঃসীমায় বেদনা এবং হুলবেধবৎ অনুভূতি; তাহা চাপিলে বেদনা। উভয় নিতম্বের সংযোগের ঊর্দ্ধে মামড়িবৎ উচ্চতা।

বাহুর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ হস্তের কম্প। গ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি। মণিবন্ধে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে (ball of the thumb) ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু চাপিয়া অবস্থানে ঝিন্ ঝিনি। বাহুর এবং হস্তের ত্বক্ ফাটে। সামান্য শ্রমেই হস্তের খল্লীবৎ বেদনা ও খঞ্জতা। হস্তের অত্যধিক ঘর্ম্ম। রজনীতে হস্ত অবশ হইয়া থাকে। হস্তের নখ কর্কশ এবং পীতবর্ণ। হস্তাঙ্গুলির সীমা শুষ্ক। আকুঞ্চক পেশীর কণ্ডরা সঙ্কোচন; হস্তাঙ্গুলি চালনায় অত্যন্ত বেদনা। হস্তাঙ্গুলির আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং অসাড়তা নিবন্ধন বোধ যেন পূয় অথবা আঙ্গুলহাড়া জন্মিতেছে।

অধঃঅঙ্গের গুরুত্ব ও ক্লান্তি। হিপসন্ধি এবং উরুতে ছিন্ন ও হুল বেধবৎ বেদনা। জঙ্ঘার ক্ষতে খোঁচা লাগা এবং জ্বালাকর বেদনা। হিপসন্ধিতে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানুতে কসিয়া বাঁধার ন্যায় বেদনা। উপবেশনে জানুর ছিন্নবৎ অনুভূতি চালনায় অন্তর্দ্ধান করে। জঙ্ঘাপশ্চাতের পেশীর খল্লীবৎ আতত ভাব ও সঙ্কোচন। পদের স্ফীতি এবং রক্তিমা। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘর্ম্ম ব্যতীতই পদের অসহনীয় পচা শবের গন্ধ। পদের ঘর্ম্ম ও পদাঙ্গুলি নিচয়ের ফাঁকের ছালওঠাভাব। পদের জ্বালা। পদতলের খল্লী গুল্‌ফের চুলকানিযুক্ত ক্ষত, পদতলের টাটানি ও জ্বালা। পদাঙ্গুলিতে চুলকনামুক্ত ও পূয়জনক মামড়ি। পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অবিশ্রান্ত এবং প্রচণ্ড বেঁধাবৎ অথবা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। পদনখের কার্ণি দাবিয়া দুর্গন্ধ স্রাব। পদাঙ্গুলি অধঃদেশের এবং কড়ার (Corns) সূচিবেধবৎ বেদনা।

banglabooks.in

অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী ক্বচিৎ ভ্রমণ করিতে পারে। সহজেই অঙ্গানির ঝিন্ ঝিনি ধরে। জঙ্ঘা এবং পদ বরফবৎ শীতল অঙ্গের টাটানি ও খঞ্জভাব। দিবা রজনী অঙ্গের আনর্ত্তন।

নখ সমল ও পীতবর্ণ, বক্রতা নিবন্ধন অকর্ম্মণ্য ও ভঙ্গুর।

পামা অথবা রসবিস্ফিকার উদ্ভেদ। সামান্য ক্ষতও কষ্টে আরোগ্য হয়। প্রচুর পূয় জন্মে। ললাটে, মস্তকপশ্চাতে, ষ্টার্ণাম্‌অস্থিতে, এবং মেরুদণ্ডে বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকার উদ্ভেদ জন্মিয়া অবশেষে পূয়স্রাবী ক্ষতে পরিণত হয়। বিস্ফোটকজননপ্রবণতাবিশিষ্ট ত্বকের নানা স্থানের স্ফোটকস্পর্শে হুলবেঁধাবৎ বেদনা। ক্ষতাদিতে হুল বেঁধার ন্যায়, খোচার ন্যায় এবং জ্বালাযুক্ত বেদনা এবং মাংসস্ফাতি নিবন্ধন কলুতানির নিঃস্রব। ত্বকের নানা স্থানের চুলকনার রজরীতে বৃদ্ধি, এবং খোঁচার ন্যায় বেদনা। বেদনাহীন ও স্ফাত গ্রন্থি কখন কখন পাকে। নালীক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব এবং তাহার মুখের চতুর্দ্দিক স্ফীত ও নীললোহিত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সিলিসিয়ার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণের তাদৃশ প্রচুর্য্য না থাকিলেও মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা করিলে ইহার সাধারণ প্রকৃতি এবং ক্রিয়া ও লক্ষণের এরূপ বিশেষ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় যে রোগ বিশেষে ঔষধ নির্ব্বাচন পক্ষে তদ্দ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাই। ঔষধের সাধারণ প্রকৃতি এবং লক্ষণবিশেষের বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা ইহা যে যে রোগে প্রযোজিত তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মস্তক এবং উদরের বৃহদায়তন, অপর শরীরাংশের শীর্ণতা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা এবং মস্তকের প্রচুর অম্ল ঘর্ম্ম।—গণ্ডমালারোগ, অজীর্ণ ও পোষণরসের সম্যক সমীকরণাভবই উপাদানাদির বিশেষপ্রকৃতির বৈকারিক পুনরুৎপাদন, জনন ও গঠনের কারণ। গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্ত শিশুজীবনের প্রথম হইতেই উপরিউক্ত

banglabooks.in

গঠনবিকারাদির সূত্রপাত হওয়ায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নানাপ্রকার রোগের আকর হয়। এজন্য শৈশবাবস্থাতেই উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতুদোষ সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। অধিক বয়সে সম্যক্ পরিস্ফুট গণ্ডমালা ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগারোগ্য এবং ধাতুসংশোধন অধিকাংশ স্থলে একরূপ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। শিশু-কালের গণ্ডমালাসংসৃষ্ট রোগ চিকিৎসার ঔষধ মধ্যে **সিলিসিয়া** ও **ক্যাল্কেরিয়া** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। গণ্ডমালীয় শিশুর এই সময়ের শারীরিক যে বিশেষপ্রকৃতি লক্ষিত হয় তাহা ঔষধ নির্ব্বা-চনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যকারী। ইতিপূর্ব্বে আমরা **ক্যাল্কেরিয়ার** গণ্ডমালাধাতুর শিশুর গঠনাদির যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে **সিলিসিয়া**ও **ক্যাল্কেরিয়ার** প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা যাইতেছে। **মস্তক** এবং উদরের আয়তনের অসামঞ্জস্যীভূত বৃদ্ধি, মস্তকের ঘর্ম্ম এবং ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূর্ণতা উভয় ঔষধেই বর্ত্তমান। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্কে-রিয়া** রোগীর উপরিউক্ত লক্ষণ সহ অপরিপক্ক ও ক্ষণভঙ্গুর উপাদান কর্ত্তৃক অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির মিথ্যা পুষ্টিলাভে শিশু স্থূলতা লাভ করে; সিলিসিয়া-শিশু পুষ্টিহানি বশতঃ শীর্ণকায়, লোলচর্ম্ম ও অকালবৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। ক্যাল্কেরিয়ার শিরোঘর্ম্ম রজনীতে, নিদ্রাকালে এবং মস্তকের পশ্চাদ্দিকে অধিকতর; সিলিসিয়ার অম্ল ঘর্ম্ম মস্তকের সর্ব্বস্থানব্যাপী। ইহা ললাটের শীতলতা উৎপাদন করিলেও আবরণে তাপের অনুভূতি জন্মে। সাধারণতঃ ক্যাল্কেরিয়া উদরাময়প্রধান, সিলি-সিয়া কোষ্ঠবদ্ধ প্রধান ঔষধ। ইহাতে উদরাময় থাকিলে বিষ্ঠা পরিবর্ত্তনশীল, দুর্গন্ধ এবং অজীর্ণ মল সংযুক্ত। উভয় ঔষধের শিশুরই

banglabooks.in

মানসিক অবস্থার ও শরীর গঠনের তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং বয়সবৃদ্ধির সহিত শিশুসুলভ প্রকৃতির আভাস থাকিয়া যায়। **সিলিসিয়াশিশু** এক গুঁয়ে এবং উগ্রস্বভাব, **ক্যাল্কেরিয়া শিশুর** মানসিক বৃত্তি দুর্ব্বল ও অবসাদিত।

জৈবতাপাল্পতা ও মস্তক আবৃত রাখা।—**সিলিসিয়া-রোগী** বড়ই শারীরিক তাপের অভাব বোধ করে, তাহার গাত্রে যেন শীত লাগিয়াই থাকে, কোন প্রকার শৈত্যই সে সহ্য করিতে পারে না এবং স্পর্শেও গাত্র শীতল বোধ হয়। **বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিলে শরীরের তাপরক্ষা হওয়ায় অল্পেই মস্তক উষ্ণ হইয়া উঠে এবং রোগী শীতেরও উপশম বোধ করে।** স্নায়বিক দুর্ব্বলতাই উপরিউক্ত তাপহীনতার কারণ। গাত্রে, বিশেষতঃ মস্তকে শৈত্যের অনুভূতি এবং তাপরক্ষা প্রযুক্ত **মস্তক আবৃত রাখার প্রবৃত্তি অথবা তদ্রূপ রাখা সিলিসিয়াধাতুর** এবং তাহার বিশেষ বিশেষ রোগের **প্রদর্শক** বলিয়া জানিতে হইবে। **হিপারসাল্‌ফার** রোগীও অত্যন্ত শীতক্লিষ্ট, সর্ব্বগাত্র বস্ত্রাবৃত রাখে; নিকটস্থগৃহের বাতায়নও উন্মুক্ত রাখা সহ্য করিতে পারে না। **পাল্‌স্ রোগীও** বড় শীতভীত, জ্বরতাপ, বেদনা প্রভৃতি ইহার অনেক লক্ষণই শীতযুক্ত, রোগী বস্ত্রাবৃত হইয়া মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণ করিলে শীতের উপশম হয়। ফলতঃ **পাল্‌স্‌সহ সিলিকের** অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। যে রোগের তরুণাবস্থায় **পাল্‌স্** তাহার পুরাতনাবস্থায় **সিলিকা** উপযোগী। **ন্যাগ্রে মিউ** শিরঃশূলের উপশমার্থ মস্তক আবৃত করে।

পদের দুর্গন্ধ ও শীতল ঘর্ম্ম এবং তাহা বসিয়া যাওয়া।—পদে দুর্গন্ধ ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতায় **সিলিসিয়াধাতু প্রদর্শিত** হয়। এই ঘর্ম্ম নির্ব্বাধরূপে বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর স্পষ্টতঃ কোন রোগ থাকে

banglabooks.in

না। কিন্তু পদে শৈত্যসংস্পর্শাদি ঘটিলেই অতি সহজে ঐ ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ায়, **সাল্‌ফার** প্রভৃতি সোরিফ ঔষধের ত্বগুদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া যেরূপ কঠিন কঠিন রোগ হয়, তদ্রূপ ইহার রোগীরও আক্ষেপ, মেরুদণ্ড রোগ প্রভৃতি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ জন্মে। অতএব অনেক রোগে অভ্যস্ত পদঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়া **সিলিসিয়ার** প্রদর্শক। গ্র্যাফাইটিস্, স্যাবি, সোরি প্রভৃতি অনেক ঔষধের পদঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা এবং তাহার হঠাৎ লোপে রোগের আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এই সকল ঔষধের **সিলিকা** হইতে অধিকাংশ বিষয়েই প্রভেদ থাকায় কোন প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। **ব্যারাইটা কার্ব্ব** মস্তকের আপেক্ষিক বৃহদায়তন প্রভৃতি নানা বিষয়ে **সিলিসিয়ার** সমান হইলেও **সিলিসিয়াতে** পদ ও মস্তক উভয় শরীরাংশের ঘর্ম্ম, **ব্যারাইটাতে** কেবল পদের ঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠার আংশিক বহিরাগমনের পর পুনঃ সরলান্ত্রে প্রবেশ।—গণ্ডমালাশিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে অতিশয় কুন্থনের পর কঠিন বিষ্ঠা মলদ্বার বহির্দ্দেশে কথঞ্চিৎ নির্গত হওয়ার পর হঠাৎ সরলান্ত্রে প্রবেশ উপরিউক্ত শিশু এবং বয়স্থদিগেরও চিকিৎসায় **সিলিসিয়ার** প্রয়োগিতার নিশ্চিত প্রদর্শক। **থুজার** কৃষ্ণবর্ণ বিষ্ঠাপিণ্ড এবং **স্যাবিনার** অতি কঠিন ও বৃহদাকার বিষ্ঠা (যাহা অঙ্গুলি প্রভৃতির অস্বাভাবিক সাহায্য ব্যতিত নির্গত হয় না) আংশিকরূপে বাহির হইয়া সরলান্ত্রে ফিরিয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে **সিলিসিয়ার** সহ ইহাদিগের কোন সাদৃশ্য নাই।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—স্নায়বিক শিরঃশূলে **সিলিসিয়া** উপকারী। ইহার রোগ তাদৃশ সাধারণ নহে। অতিরিক্ত

banglabooks.in

মানসিক শ্রম ইহার কারণ। শিরঃশূলের রোগী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মস্তক জড়িত করিয়া রাখিলে সিলিসিয়া আমাদের স্মরণ পথে আইসে। কিন্তু বস্ত্রের চাপ ইহার যন্ত্রণার উপশম করিতে পারে না, ঐ প্রকারে মস্তকের তাপরক্ষা ইহার উপশমের কারণ। চক্ষুর বিশেষতঃ দক্ষির চক্ষুর ঊর্দ্ধে অধিকতর শিরঃশূল হয়। কোন প্রকারে মস্তক চালনা এবং গোলমালে বেদনা বৃদ্ধি পায়। ছিন্নবৎ বেদনা মেরুদণ্ড হইতে মস্তকে যায়। বেদনার অতি বৃদ্ধির সময় বিবমিসা ও বমন হইতে পারে।

মিনিয়াম্ফিস্—ইহার শিরঃশূলও কোন কোন লক্ষণে সিলিসিয়ার তুল্য, কিন্তু মস্তকবন্ধন জন্য তাপে উপশম ইহার প্রভেদক। ইহাতে উপর তলায় উঠিতে মূর্দ্ধাদেশে চাপ থাকার ন্যায় অনুভূতি জন্মে।

সিলিসিয়া, ইগ্রেসিয়া এবং জেলসিমিয়ামের শিরঃশূল প্রচুর মূত্রত্যাগে উপশমিত হয়। মস্তকত্বকের অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা সিলিসিয়ার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ষ্ট্রেনসিয়াম কার্ব্ব—ইহার রোগ সহ সিলিসিয়া রোগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার বেদনা ধীর গতিতে বৃদ্ধির চরম সীমায় উঠিয়া হ্রাস হইতে থাকে।

প্যারিস্ কোয়াড্রিফলিয়া—গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে বেদনা উঠে এবং অনুভূতি হয় যেন মস্তক অতি বৃহৎ হইয়াছে।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফেলাস।—স্থলবিশেষে এ রোগে সিলিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়। মস্তক বৃহত্তর এবং সম্পূর্ণ মস্তকে দুর্গন্ধ ও অম্ল ঘর্ম্ম। রোগী নিদ্রাবস্থায় চমকিয়া উঠে। অম্লোদ্গার, মুখমণ্ডলের রক্তিমা এবং হস্তপদের শীতলতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

banglabooks.in

ব্যাক্সাইটা কার্ব্ব—বৃহৎমস্তক, শীর্ণ ও ধর্ব্ব গ্রীবাবিশিষ্ট গণ্ডমালাধাতুর শিশুর গ্রন্থিবিবৃদ্ধি জন্মে। ইহারা শিশুসুলভ ক্রীড়াদিতে বিরত থাকে, খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া কাসে এবং শীর্ণ হইয়া যায়।

মৃগী রোগ বা এপিলেপ্‌সি।—গণ্ডমালা এবং অস্থিরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মৃগীর পক্ষে **সিলিসিয়া** অন্যতম উপকারী ঔষধ। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা উত্তেজনা রোগাক্রমণের আশু কারণ বলিয়া অনুমিত। অমাবস্যার অব্যবহিত পরেই ইহার রোগের অধিকতর আক্রমণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। **বাফো** এবং **ল্যাক্‌স-ভমিকার** ন্যায় ইহার "অরা" বা রোগোৎপত্তির স্থান উদরস্থ সোলার প্লেক্‌সাস্ বা স্নায়ুজালবিশেষ। আক্রমণের পূর্ব্বে শৈত্যানুভূতি এবং রজনীতে রোগাক্রমণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ফিট শেষ হইলে তপ্ত ঘর্ম্ম হয়। ইহা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের ঔষধ এবং সাধারণতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়ার** পর সুফলপ্রদ। **আক্রমণের পূর্ব্বে শরীরের বামপার্শ্বের শীতলতা** ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত।

নিউরিস্থ্যানিয়া বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।—স্নায়বিক বলক্ষয় বশতঃ রোগী শারীরিক বা মানসিক শ্রম করিতে ভীত। কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে কার্য্যে উৎসাহিত করিতে পারিলে সে কার্য্য করিয়া যায়। রোগীর স্নায়ুশক্তি দুর্ব্বল হইলেও অসহিষ্ণু ভাব থাকে। **সিলিসিয়ার** বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধের বর্ত্তমানতা এবং পৃষ্ঠ ও হস্তপদাঙ্গুলির অসাড়তা যথাক্রমে গতিদ ও অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির হীনতা প্রকাশ করে। কোন কারণে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটিলে যে সকল ব্যক্তি কথঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কিন্তু তাহার অভাব ঘটিলেই বিষাদিত ও অবসাদগ্রস্ত হয় তাহাদিগের পক্ষে ইহা অতি উপযোগী বলিয়া গণ্য।

লোকোমটর এটাক্‌সি বা কশেরুকমাজ্জেয় ক্ষয়-

banglabooks.in

রোগ।—**সিলিসিস্রা** মূল স্নায়ু পদার্থের আধার মৌত্রিক ও কোষময় উপাদানের রোগজ বিবৃদ্ধি ও পরে সঙ্কোচন ঘটাইলে স্নায়ুর মূল পদার্থের ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ স্বরূপ পদপেশীর বেদনা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন পেশীর ক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকে না। দুর্ব্বল স্নায়ুশক্তির অসহিষ্ণুভাব জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় উপাদানধ্বংসপ্রবণতা থাকায় আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে পদনখসন্নিহিত স্থানে বিশেষ প্রকৃতির ক্ষত বর্ত্তমান থাকে। রোগারোগ্যে কালব্যাপী ঔষধ সেবনের প্রয়োজন।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—পক্ষাঘাত রোগের প্রারম্ভাবস্থায় অথবা পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতায় **সিলিসিস্রা** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। কেননা ইহার ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা উভয় স্নায়ু পদার্থেরই পুষ্টিহানি উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডরোগে পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। এইরূপ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ অনেক সময়ে **সিলিসিস্রার** বিশেষ কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত থাকিয়া সরলান্ত্রসহ রোগের সংসৃষ্টতা প্রকাশ করে। ইহাতে আগন্তুক উত্তেজনায় স্নায়ুমণ্ডল অত্যন্ত অসহিষ্ণু থাকে এবং ইন্দ্রিয়শক্তির রোগজ তীক্ষ্ণতা জন্মে। রোগী মস্তক ও মেরুদণ্ডের সামান্য চালনাও সহ্য করিতে পারে না। চাপে গাত্র বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু। রোগ শৈত্যসংস্রবে বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

কর্ণিয়াইটিস্, কিরাটাইটিস্ বা কনীণিকা প্রদাহ—কর্ণিয়াল আল্‌সার বা কনীণিকা ক্ষত।—**সিলিসিস্রার** কর্ণিয়া প্রদাহে কর্ণিয়ার বা চক্ষুর কালকেত্রের উপর পচলা বা বিগলনশীল (sloughing) ক্ষত জন্মে এবং অতি শীঘ্র কর্ণিয়ার ছিদ্র নিবন্ধন হাইপপিয়ন (কনীণিকার পশ্চাতে ও অধঃদেশে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পূয় সঞ্চয়) দেখা দেয়। ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদানে প্রাদাহিক স্রাব ক্ষরিত রহে চক্ষুপুট স্ফীত এবং পূযস্রাবী অঞ্জনিকা দ্বারা আচ্ছাদিত।

banglabooks.in

কর্ণপ্রদাহ বা অটাইটিস্—কাণপাকা বা অটরিয়া।—কাণ পাকিয়া কর্ণপটাহের ছিদ্র এবং কর্ণ হইতে পাতলা, বিদাহী এবং দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত হইলে **সিলিসিয়া** অতি উপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। কর্ণাস্থির ধ্বংসনিবন্ধন স্রাবসহ খোইলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাপ ও অস্থিখণ্ড নির্গত হইলে ইহা আমাদিগের একমাত্র ভরসা স্থল। গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালীর সন্নিহিত স্থানের চুলকনা ও চন্‌চনি ইহার বিশেষ লক্ষণ। কর্ণ ভেদ করিয়া তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা, প্রচুর ঘর্ম্ম, হঠাৎ হাঁচি এবং কর্ণমধ্যে পট্‌কার স্ফুটনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দও ইহার প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—নাসিকাসর্দ্দিতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত হইয়া পাতলা, রক্তযুক্ত, তীব্র ও হাজাকর স্রাব জন্মিলে, অথবা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা নিবন্ধন নাসারন্ধ্রের বিরক্তিকর অনুভূতি নিবারণে **সিলিসিয়া** উপকারী। সর্দ্দি নাসিকা হইতে বিস্তৃত হইয়া গলাভ্যন্তরে ইউষ্টেকিয়ান নালী আক্রমণ করিলে যে চুলকণা ও চন্‌চনি উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা ফলপ্রদ।

হে-ফিবার বা ওষধিগন্ধজ জ্বর।—সিলিসিয়ার রোগে সর্দ্দির গলাভ্যন্তরে বিস্তৃতি বশতঃ ইউষ্টেকিয়ান প্রণালীমুখ, সন্নিকটস্থ গলদেশ ও নাসিকারন্ধ্রে চনচনি ও চুলকানি এবং ভয়ানক হাঁচি হইতে থাকে। নাসিকা হইতে তীব্র হাজাকর স্রাবের ক্ষরণ।

কাসি বা কফ।—সিলিসিয়ার কাসিতে ষ্টার্ণাম অস্থি ঊর্দ্ধ কোটরে (Suprasternal fossa) বা স্বরযন্ত্রের অংশ বিশেষে গুড়গুড়ি হইয়া কাসি হয়; স্বরযন্ত্র শুষ্ক ও কর্কশ থাকে এবং স্বরভঙ্গ জন্মে। **রুমেক্সের** কাসিও সুপ্রা ষ্টার্ণাল্ ফসায় গুড়গুড়ির ফল। গলদেশ, স্বরযন্ত্র অথবা শ্বাসনালীতে কেশ থাকার অনুভূতি জন্মে। ইহাতেও **রুমেক্সের** ন্যায় শীতল পানীয় পানে এবং ক্ষুস,

banglabooks.in

ব্রুমেকস এবং লাইকস ন্যায় কথা কহিলে কাসি হয়। কখন কখন বমন হইয়া কাসির শেষ হয়।

যক্ষ্মাকাসি বা টুবার্কুলার থাইসস্।—ফুসফুসের উপাদান ধ্বংস নিবন্ধন পূয জন্মিলে অবস্থানুসারে **সিলিসিয়া** দ্বারা উপকার হয়। রোগীর জৈব তাপের হ্রাস হয়, সে কিছুতেই শরীর উষ্ণ রাখিতে পারে না। ইহা অতি ধীরক্রিয়াশীল ঔষধ। বৃদ্ধদিগের অতি দীর্ঘকালের পুরাতন কাসি বা থাইসিস্-মিউকসা রোগে ধাতুসংশোধন দ্বারা ইহা উপকার করিয়া থাকে। প্রথমে শুষ্ক কাসি হইয়া বক্ষ ভগ্ন হওয়ার ন্যায় কষ্ট, পরে শ্লেষ্মার স্খলন; বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে এবং দুর্গন্ধ পুয়মিশ্রিত শ্লেষ্ম নিষ্ঠূত হয়। ফলতঃ বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাসিতে বায়ুনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরাভ্যন্তরে শ্লেষ্মা ও পূয সঞ্চিত হইলে রোগী তাহা সহজে নির্গত করিতে পারে না, পচিয়া দুর্গন্ধ জন্মে। অতি প্রবল থাইসিস রোগে ফুসফুসের ধ্বংসোৎপন্ন গহ্বর পূয়কোষে পরিণত হয়। বহু চেষ্টায় অধিকতর গয়ার নিষ্ঠূত হয়। ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বরের বর্ত্তমানতা, প্রচুর রজনীঘর্ম্ম এবং প্রলেপক জ্বর ইহার প্রদর্শক।

ক্যাপ্সিকাম—ইহাও বৃদ্ধদিগের থাইসিস মিউকসারোগে উপকারী। ইহারও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌রোগে শ্বাসনালীর বিস্তৃতি নিবন্ধন গহ্বরাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া পচিয়া উঠে। ইহার প্রশ্বাসবায়ুতে সাধারণতঃ দুর্গন্ধ থাকে না। কিন্তু ফুসফুসের গভীর দেশ হইতে কষ্টের সহিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করিলে স্পষ্ট দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। ইহার রোগী শিথিলশরীর।

ফেরাম্‌ফস্—ইহার থাইসিসের গয়ার ভয়াবহ দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট। **সিলিসিয়া**র অধিকতর পূয থাকে।

আয়োডিন—গণ্ডমালা রোগের পরিণাম ফল স্বরূপ গুটিকোৎ-

banglabooks.in

পাস্তি নিবন্ধন থাইসিস রোগে পূয় জন্মিলে ইহা অধিকতর উপযোগী। উদরাময় উপস্থিত থাকিলে তাদৃশ ফলকারী নহে।

প্রস্তরকর্ত্তন ও ঘর্ষণকারীর ক্ষয়কাস রোগে প্রভূত রজনীঘর্ম্ম ও দেহের পাণ্ডুরতা থাকিলে **সিলিসিয়া** দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ঘর্ম্মের দুর্গন্ধ ইহারও বিশেষ লক্ষণ। **ড্রসিরা** ন্যায় ইহাতে আক্ষেপিক কাসি থাকিলেও ইহার কাসির উত্তেজনার স্থান স্বরযন্ত্র ও সুপ্রা ষ্টার্ণাল ফসা; কিন্তু **ড্রসিরা** তাহা স্বরযন্ত্রের উর্দ্ধ ভাগে ও গলায় থাকে, ইহাই প্রভেদক। ডাং জসেট ৩০ ক্রম ব্যবহারের উপদেশ করিয়াছেন।

দন্তরোগ দন্তমূলপূয়শোথ বা **এব্‌সেস্** এবং দন্তের নালীকৃত বা **ফিশ্‌চুলা**।—এই সকল রোগে **সিলিসিয়া** বিশেষ উপকারী ঔষধ। দন্তের মূলদেশের এব্‌সেসের পূয নির্গত হইয়া তথায় নালীকৃত থাকিয়া যায়। উক্ত খাদ্য আহারে, মুখে ঠাণ্ডা বায়ু প্রবেশে এবং রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি; রোগী দন্ত শিথিল বোধ করে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়রিকা—ইহা দন্তের কর্কশতা এবং তাহার উপরের কঠিন আবরণ বা এনেমেলের ধ্বংস উৎপন্ন করে। ডাং কপল্যাণ্ড এই ঔষধ দ্বারা কোন রোগীর মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্‌ট রোগ চিকিৎসাকালে তাহার দন্তের এইরূপ অবস্থা জন্মিতে দেখিয়াছিলেন।

টন্‌সিলাইটিস্ বা কর্ণমূল গ্রন্থি-প্রদাহ।—টন্‌সিল গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার হইলে **হিপার** দ্বারা পূয় নিষ্ক্রান্ত করার পর পূয স্রাব বন্ধ না হইয়া পাতলা, তীব্র ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে **সিলিসিয়া** তাহা আরোগ্য করে। অস্থিরোগপ্রবণ শিশুদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপকারী।

banglabooks.in

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**সিলিসিয়া** ধাতুর পরিস্ফুট শারীরিকগঠন ও ত্বক্‌রোগবিশিষ্ট গণ্ডমালা ধাতুর শিশুর আনুসঙ্গিক লক্ষণরূপে এই উদরাময় থাকে।

সিলিসিয়ার উদরাময়ের বিষ্ঠা অজীর্ণপদার্থমিশ্রিত ও দুর্গন্ধময়; বেদনা থাকে; ভুক্ত বস্তুর বমন হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কন্‌স্টিপেসন।—সরলান্ত্রের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ বিষ্ঠা অধিককাল সরলান্ত্রে থাকায় শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়। অতি কষ্টকর বেগের পর বিষ্ঠার ন্যাড় মলদ্বারের কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিলে বেগ অন্তর্দ্ধান করে এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ আংশিক-রূপে নির্গত বিষ্ঠা পুনঃ সরলান্ত্র প্রবেশ করে। ইহাই **সিলিকা** কোষ্ঠবদ্ধের প্রদর্শক।

কষ্টিকামেন্স কোষ্ঠবদ্ধের কারণও সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতা। রোগী প্রায়ই দণ্ডায়মান অবস্থায় মলত্যাগে বাধ্য। ইহাতে **সিলি-সিয়ার** ন্যায় মলদ্বারের সঙ্কোচন থাকে না। **সিলিসিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিসের** মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি ও রসস্রাব থাকে, কিন্তু প্রথমের বিষ্ঠার সরলান্ত্রে ফিরিয়া যাওয়া দ্বিতীয়ে থাকে না।

ফিসার অব দি এনাস বা মলদ্বার বিদারণ।—ফাটা মল-দ্বারের বড়ই উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মে এবং তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকায় আংশিক রূপে বহির্নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠা মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ করে। ইহাই এ রোগে **সিলি-সিয়ার** বিশেষ প্রদর্শক। ইহাতে মলত্যাগের অর্দ্ধঘণ্টা পরে মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা হইয়া কতিপয় ঘণ্টা থাকে।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রফুলা।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশেষতঃ শিশুদিগের গ্রন্থির স্ফীতি ও তাহাতে পূয় সঞ্চার, উপযুক্ত আহারের অভাব ব্যতীতও সমীকরণ দোষে (Malassimilation)

banglabooks.in

পুষ্টিহানি, মস্তকের ও পদের দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম এবং স্ফোটক, উপাদানাদির দড়কচড়াভাব (Induration), দাহিকা ও অস্থিরোগপ্রবণতা প্রভৃতি পক্ষে **সিলিসিয়া** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউ—পদঘর্ম্ম, যকৃৎবিবৃদ্ধি এবং ত্বগুদ্ভেদ রোগে **সিলিসিয়া** অপেক্ষা ইহা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে কেবল পদঘর্ম্মের, কিন্তু **সিলিসিয়ার** পদ ও মস্তক উভয় স্থানের ঘর্ম্মেরই দুর্গন্ধ থাকে।

ব্রমিন—কঠিন ও দড়কচড়াভাবযুক্ত গ্রন্থির পূয়জননপ্রবণতায়।

আব্রডিন—অবসন্ন ও আলস্যপরতন্ত্র রোগী অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ সর্ব্বদাই আহার করে, তথাপি শীর্ণ হইয়া যায়। সম্পূর্ণ রসগ্রন্থিমণ্ডলই রোগাক্রান্ত হওয়ায় আরোগ্যোপযুক্ত উত্তেজনা-বিহীন, স্ফীত ও কাঠিন্যবিশিষ্ট।

আব্রডফল্‌ম্—ডাং সি, এস, রসগ্রন্থির স্ফীতি নিবারণে ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। হাতুড়ে নিয়মে ইহার ব্যবহার করিয়া তিনি বহুতর রোগীর উপকার করিয়াছেন।

গ্রন্থিরোগ বা ডিজিজেজ্‌অব্‌ দি গ্ল্যাণ্ডস্‌।—লসীকা-গ্রন্থি, স্তন ও ত্বকের রসস্রাবী গ্রন্থি প্রভৃতির পূয়সঞ্চারক প্রদাহের অবস্থাবিশেষে **সিলিসিয়া** মহৌষধ। গ্রন্থিসংসৃষ্ট নালীক্ষতের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অস্থিরোগ—বালাস্থিবিকার বা রেকাইটিস্‌, অস্থিক্ষত বা কেরিজ্‌, অস্থিধ্বংস বা নিক্রসিস্‌।—অস্থির পুষ্টিহীনতা, অস্থিক্ষত এবং অস্থির ন্যূনাধিক অংশের ধ্বংস প্রভৃতি নানাপ্রকার অস্থি-রোগের **সিলিসিয়া** অতি প্রধান ঔষধ। মূলতঃ যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও সম্যক্‌করণাভাবে শিশুর অস্থির এবং পেশীমণ্ডলীর পুষ্টিহানি ও দুর্ব্বলতা ঘটিয়া শিশু সহজে এবং শীঘ্র হাঁটিতে পারে না। সন্ধ্যাদির,

banglabooks.in

বিশেষতঃ জানুসন্ধির তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্থর প্রদাহ ও স্ফীতি জন্মিয়া সন্ধি বৃহত্তর এবং কদাকার হইয়া যায়। অনেক স্থলে মেরুদণ্ডের ন্যূনাধিক বক্রতা জন্মে। এই সকল শিশুরোগে পূর্ব্ব-বর্ণিত গঠনবিকার ও ধর্ম্মাদি প্রদর্শক লক্ষণের অতি পরিস্ফুট অবস্থার বর্ত্তমানতা শিশুর গণ্ডমালা রোগের অতি প্রকৃষ্ট পরিচয়। কশেরুকাস্থির ক্ষত, কর্ণের ম্যাষ্টইড প্রসেস্ বা চুচুক-প্রবর্দ্ধন এবং হিপসন্ধি ও জানুসন্ধি প্রভৃতির অস্থির ক্ষত ও ধ্বংস বা নিক্রসিস্ ও নালীক্ষতের ইহা অন্যতম মহৌষধ। আক্রান্ত শরীরাংশের অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা শৈত্যসংস্পর্শে বর্দ্ধিত হয়। **সিলিসিসিয়া** অতীব ধীর ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইহা দ্বারা রোগ চিকিৎসায় চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই ধৈর্য্যাবলম্বনের প্রয়োজন।

ক্যাল্‌কে কার্ব্ব—ডাং বেয়ার মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষতরোগে ইহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। মেরুদণ্ডের বক্রতা, অস্থিবিকার এবং অল্প ঘর্ম্ম প্রভৃতি ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়।

ফস্ এসি—হিপ সন্ধিরোগ ও অস্থিক্ষতরোগে ইহা উপকারী। অনুভূতি জন্মে যেন আক্রান্ত অস্থি ছুরিকা দ্বারা চাঁছা হইতেছে। অত্যন্ত দুর্ব্বলতাসহ অস্থিবিকার বা রিকেট রোগের ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসবাত রোগ বা রুম্যাটিজম্।—পুরাতন বংশগত রস-বাত রোগে **সিলিসিসিয়া** আমাদিগের অন্যতম নির্ভরস্থল। স্কন্ধের এবং সন্ধিনিচয়ের বেদনায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করা যায়; রজনীতে এবং আক্রান্ত স্থান অনাবৃত করিলে বেদনার বৃদ্ধি ও তাপে উপশম হয়। **সিডাম্বেল্লা** বেদনার প্রকৃতি ইহার বিপরীত, বেদনার স্থান আবৃত করিলে বৃদ্ধি। রোগ পদ হইতে ঊর্দ্ধে যায়।

ভ্যাক্‌সিনেষণ (গো-বীজের টিকা) বশতঃ রোগ।—অতি নির্দ্দোষ বীজ দ্বারা টিকা দেওয়া হইলেও অনেক সময়ে তাহার

banglabooks.in

কুফল স্বরূপ বিসর্পাদি ত্বগুদ্ভেদ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও উদরাময় প্রভৃতি রোগোৎপন্ন হয়। এই সকল অবস্থায় **সিলিসিয়া** রোগীর ধাতু দোষ প্রশমন দ্বারা উপরিউক্ত রোগ নিবারণে সক্ষম। ফ্রান্সের প্যারি নগরে কোন সময়ে প্রায় ৩০ কি ৪০ হাজার বালককে টিকা দিবার পূর্ব্বে এক মাত্রা করিয়া **সালফার্** সেবন করান হইয়াছিল। টিকা দেওয়ার পর এই সকল বালকের কোন প্রকার রোগ জন্মে নাই।

খুজা—ইহা **সিলিসিয়ার** কার্য্য সম্পূরক। টিকার পরের উদরাময়ে এবং জ্বরতাপ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ডাং গ্রভলের মতে হাইড্রজিনইড (রসোৎপাদক) ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে টিকা অতিশয় অনিষ্টকারী। **সিলিসিয়া** ইহার প্রায় সকল প্রকার কুফল সংশোধনেই সমর্থ। **খুজা** উদরাময়ের আরোগ্য দ্বারা ইহার কার্য্যের পূরণকরে। **খুজার** ক্রিয়ায় বৃহৎ পূযগুটিকা উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। এজন্য অত্যধিক পূয সঞ্চয়বশতঃ টিকা বৃহদাকার ধারণ করিলে ইহা উপকারী। বসন্ত গুটিকায় অত্যধিক পূয জন্মিয়া বৃহদায়তন হইলে ডাং বনিংহসেন খুজা ব্যবস্থা করেন।

ত্বকরোগ।—**সিলিসিয়া** শরীরস্থ সম্পূর্ণ কৌষিকোপাদান বা সেলুলার টিসু আক্রমণ করিয়া প্রদাহ, কাঠিন্য, দৃঢ়কচড়া ভাব ও পূয উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহার এই ক্রিয়া ত্বকসংসৃষ্ট কৌষিকোপাদানে বিশেষ প্রকাশ পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত রোগোৎপন্ন হয়। **আঙ্গুলহাড়া** ইহার অন্যতম কষ্টপ্রদরোগ। **সিলিসিয়া** ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্ফোটক বা বইল্‌স্।—**সিলিসিয়া** যোজকোপাদান বা কনেক্টিভ টিসুর প্রদাহ, স্ফীতি, দৃঢ়কচড়াভাব ও পূয উৎপাদক বস্তু। সেলুলার টিসু বা কোষময় উপাদানের প্রদাহ, স্ফীতি ও কাঠিন্যই

banglabooks.in

স্ফোটকের প্রারম্ভিক অবস্থা, একারণ এই অবস্থায় **সিলিসিয়া** প্রদত্ত হইলে পূয়জনন নিবারণ দ্বারা ইহা স্ফোটক আরোগ্য করিতে সক্ষম। স্ফোটক পাকিলেও যদি তাহা হইতে পাতলা জলবৎ, এমন কি কল্‌তানির ন্যায় এবং দুর্গন্ধ অথবা ঘন পূযও স্রাব হয় এবং তাহা সহজে আরোগ্য না হয়, **সিলিসিয়া** তাহার আরোগ্য বিধানে সক্ষম। ইহার স্ফোটক দলে দলে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ **হিপাক্সের** পরে ইহা প্রযোজ্য।

ক্যাল্‌কেরিয়া সাল্‌ফুরিকা—স্ফোটকের ক্ষীতি দূর করিতে সক্ষম। **আর্সেনিক** এবং **কার্ব্ব ভেজ** পচনশীল দুর্ব্বলকর (Adynamic) স্ফোটকে উপকারী।

পূয়কোষ বা এব্‌সেস্‌।—সহজে আরোগ্য না হইয়া ক্রমাগত পাতলা, জলবৎ পূয নিঃসরণ করিতে থাকিলে **সিলিকা** প্রযোজ্য। ফলতঃ ঔষধ যদ্রূপ ধীরক্রিয়াশীল, ইহার রোগও তদ্রূপ নিরাময়িক উত্তেজনাবিহীন ও মন্থরগতি। ইহার ক্রিয়ায় ক্ষতের সুস্থভাব হয় এবং সুজাত (Laudable) পূয ও সুস্থ মাংসাঙ্কুর জন্মে। এরূপ ক্রিয়ার উপস্থিতিতে ঔষধ বন্ধ করা উচিত, অন্যথা উপকারের অন্তর্দ্ধানে ব্যাধির পুনরাবর্ত্তন হয়। ইহার প্রতিষেধকল্পে **হাইড্রো এসিড** উপকারী। **সিলিকা** রোগে তাপের প্রয়োগ শাস্তিপ্রদ। ক্ষতস্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ কোষময় উপাদানে পূয প্রবেশ করায় একাধিক নালীক্ষত জন্মিলেও ইহা উপকারী। সরলান্ত্রের নালীক্ষতে, বিশেষতঃ রোগীর যদি স্নায়বিক উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে, ইহা বিশেষ উপকারী। **সিলিকার** স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। গণ্ডমালীয় ও টুবার্কুলার এব্‌সেসরোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী।

গ্রীবা রসগ্রন্থির গণ্ডমালাঘটিত পূযশোথ রোগে **ক্যাল্কে কার্ব্ব** এবং **ক্যাল্কে আয়ো** উপকারী। **এসাফি** ও **ক্যালেণ্ডু**

banglabooks.in

অভিঘাতজ পূযসঞ্চারের ঔষধ। **ক্যালেণ্ডু** রোগে প্রবল প্রদাহ হয় না এবং ঘন ও হরিদ্রাভ পূয থাকে। যাহাদিগের ত্বক্ এতদূর দূরবস্থ যে সামান্য ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয় না ও পূয জন্মে, **হিপার, সিলিকা, ক্যাল্‌কেরিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিস্** আরোগ্য করে। পূয সঞ্চার এবং শোষণ নিবন্ধন পূয-বিষ-জ্বরে ডাং গ্রভেল **আর্ণিকার** প্রশংসা করিয়াছেন।

কার্ব্বাঙ্কল বা দাহিকা।—উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানের কার্ব্বাঙ্কল বা পৃষ্ঠাঘাতে **সিলিকা** প্রযোজ্য। রুগ্নস্থানের পচা সড়া ও মৃত উপাদান দূর করিয়া ইহা সুজাত পূয এবং সুস্থ মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন করে। **নাই এসিড** এবং **ফাইটলা**ও এ রোগে উপযোগী। ডাং গ্রভেল **আর্ণিকার** প্রশংসা করিয়াছেন।

টেরাণ্টুলা কুবেন্‌স—দাহিকার একটী বিশেষ উপকারী ঔষধ। অত্যন্ত বলক্ষয় এবং উদারাময় যুক্ত সবিরাম জ্বরের সন্ধ্যাকালে আক্রমণ হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। রোগের অতি ভয়াবহ বেদনার নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। ইহার বেদনা **ল্যাকেসিস্, এন্থ্রাসিনাম** এবং **সিলিসিয়া** বেদনাসহ তুলনীয়।

ক্ষতাঙ্ক বা সিকেট্রিক্স্ প্রভৃতি।—স্ফোটক, পূযশোথ প্রভৃতির আরোগ্যান্তে অনেক সময়েই ত্বকে অথবা যন্ত্রাদির গঠনোপাদানে কাঠিন্য, দড়কচড়া ভাব অথবা কদাকার ও কখন কখন অসুবিধা জনক ক্ষতাঙ্ক থাকিয়া যায়। **সিলিসিয়া** তাহার নিরাকরণে সমর্থ। এস্থলে ইহা **গ্র্যাফাইটিস**সহ তুলনীয়। ক্ষতাঙ্কের বিলোপ করিতে পারে বলিয়া ইহার খ্যাতি আছে। **ফাইটলক্কা**ও এই ক্ষমতা আছে বলিয়া কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধির বিষয় শ্রুত হয়া যায়। উপরি-উক্ত দড়কচড়াভাব (Induration) দূরীকরণে **সিলিসিয়া** অক্ষম হইলে মধ্যগামী রূপে **সালফার** প্রয়োগে ফলের আশা করা যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৮ (LECTURE XXXVIII).

ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম (Veratrum Album)।

প্রতিনাম।—হেলিবরাস এল্‌বাস।

সাধারণনাম।—হোয়াইট হেলিবর। য়ুরোপিয়ান হেলিবর।

জাতি।—মেলাম্থেসি। (লিলিএসি)।

জন্মস্থান।—মধ্য য়ুরোপ হইতে আসিয়া খণ্ডের রুসিয়া দেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতময় ভূমিতে শাক জাতীয় বাৎসরিক উদ্ভেদ।

প্রয়োগরূপ।—শুষ্কীকৃত মূলের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় সপ্তাহ

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—অধিকাংশ সময়ে—১, ৩০ ও ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ হইতে ১০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্ত অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়াথাকে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাং ব্যারোজ—পুরাতন শিরঃশূল; অপরাহ্ণে আক্রমণের আরম্ভ ও রাত্রি পর্য্যন্ত স্থিতি; উভয় বাহুতে আকৃষ্টবৎ বেদনা; বারম্বার মূত্রত্যাগ; প্রাতঃকালে বেদনার উপশম; ৪০০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—স্তন্যপায়ী শিশুর উষ্ণ গাত্র ও কাসিবার সময় ললাটে শীতল ঘর্ম্ম হইত এবং নিদ্রাকালে তাহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত থাকিত; ২০০, আরোগ্য। ডাং লিপি—১৮ মাসের শিশু পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় ভয়ানক কাসিতে অবিশ্রান্ত শ্লেষ্মা বমন হইয়া নিম্নোত্থিত হইত; ললাট এবং মুখমণ্ডল শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকিত; মুখমণ্ডল দেখিতে ও চাপিলে শ্বেত বর্ণ প্রতীয়মান হইত; হস্ত ও পদ শীতল থাকিত; এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা জন্মিত; ৩৩০০০ (34 m.), আরোগ্য।

banglabooks.in

উপচয়।—সামান্য শরীরচালনায়; গাত্রোত্থানে; জলপানে; মলত্যাগকালে ও তৎপূর্ব্বে; ঋতুস্রাব কালে ও তৎপূর্ব্বে; ঘর্ম্মাবস্থায়; হঠাৎ ভীতিগ্রস্থ হইলে।

উপশম।—উপবিষ্ট ও শয়নাবস্থায় (দুর্ব্বলতার পক্ষে নহে)।

সম্বন্ধ।—ভিরেট্রাম এল্‌বামের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন্, ক্যাম্ফর, ও কফিয়া ক্রু।

ভিরেট্রাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, সিঙ্ক, ফেরাম্, ওপিয়াম্ ও টেবেকাম।

ভিরেট্রাম যাহার পরে প্রয়োজ্য—আর্স, সিঙ্ক, কুপ্রাম, ইপিকা ও ফস্ এসি।

ভিরেট্রামের পরে যাহা প্রযোজ্য—আর্ণি, সিঙ্ক, কুপ্রাম ও ইপিকা।

ভিরেট্রামের সহক্রিয় ঔষধ—কুপ্রাম (শীতল জল পানে কুপ্রাম

ডাং বেরিজ—পুরুষ রোগী; এক সপ্তাহ হইতে অংশফলকাস্থি দ্বারা আবৃত শরীরস্থানের বেদনা; দৃষ্টিহানি ও শিরোঘূর্ণন; ক্যালমেল ও কুবার্ব্ব সেবনে উপরিউক্ত লক্ষণ তিরোহিত হইয়া নিম্নলিখিত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে—ত্যাগ কালে মূত্র ঘোরবর্ণ, কখন প্রায় কৃষ্ণবর্ণ; কখন শীতল ঘর্ম্ম; খাদ্য আস্বাদহীন; তাম্রকূট সেবনে গলা শুষ্ক হয় ও রোগীর তামকূট ভাল লাগে না—৭ দিবস এই লক্ষণ ছিল। এক দিবস আহারে ইচ্ছা জন্মে; আহার করিতে বিবমিষা হওয়ায় বমনের বেগ যাতীত তাহা গলাধঃ করিতে পারে না; জিহ্বা শুভ্র, ২০০, আরোগ্য। ডাং বেজ—৫৪ বৎসর বয়সের রোগী; এক বৎসর হইতে আমাশয় প্রদেশে বেদনা ক্রমে ক্রমে আক্রমণ করিয়া প্রথমে আমাশয় দেশে থাকে, পরে তথা হইতে দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া পৃষ্ঠের অংশফলকাস্থির নিম্নতম সীমা পর্য্যন্ত যায়; বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদান করে, পরে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে; বেদনার আরম্ভ হইতেই রোগিণী শীতে কাঁপিতে থাকে এবং হস্ত ও পদ শীতল হয়; ৩, আরোগ্য। ডাং চামার্স—৫৫ বৎসর বয়সের রোগী; জলসিক্ত হইবার পর রজনীতে ৪ বার মলত্যাগ হয়, মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের বেদনা, ডাক ও শীতকম্প ছিল; কোলন অন্ত্রের আধ্মান ও স্পর্শে সামান্য বেদনা; নাড়ী স্পন্দন ১০৮ কিন্তু ক্ষুদ্র;

banglabooks.in

কাশির উপশম; ইহাতে অধিকতর খল্লী এবং উদরাময় ও বমনাদি স্বল্পতর); ব্রায় (কোষ্ঠবদ্ধ); জ্যাট্রিকা কার্ব (শ্বেতলালাবৎ বমন; জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণ; খল্লীতে উদর ও পায়ের ডিম চেপ্‌টা); রিসিনাস্ কমু (বমন ও বিরেচন থাকার অবস্থাতেই পতন লক্ষণ)।

ভিরেট্রামের কর্য্যকারিতার স্থল—অবস্থাবিশেষে সুরাসারঘটিত সংজ্ঞাহীনতা; সিঙ্কোনার অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ; বা কুপার-বিষক্রিয়া প্রযুক্ত উদরশূল; অহিফেন ও তাম্রকুট সেবন নিবন্ধন কুফলজাত রোগ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এণ্টিম টার্ট, আর্শি, আর্স, সিঙ্ক, কল্‌চি, কফিয়া, কুপ্রাম, ডিজিট, ড্রসিরা, ফেরাম, ইপিকা, আইরিস, গুপি, ফস এসি, রাসটক্স, সিকে ক ও জিঙ্ক।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি একা থাকা সহ্য করিতে পারে না তথাপি কাহারও সহিত কথা কহিতে অস্বীকার করে, তহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

জিহ্বা কটাসে ও শুষ্ক; বিষ্ঠা সবুজাভ কটা; পদ শীতল; পায়ের ডিম অসাড়; সামান্য বিবমিষা; ১, আরোগ্য। ডাং পেইন—রোগীর বয়ঃক্রম ৩৭; ভোরে বমন ও বিরেচন, তণ্ডুল ধৌত জলের ন্যায় বিষ্ঠা; বমন প্রচুর ও জলবৎ; দুর্ব্বলতায় উঠিয়া মলত্যাগ করিতে অশক্ত, অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। বেদনাহীন; রোগী উদাসভাবযুক্ত ও মৌন; চক্ষু বসা; নাড়ী ধীর, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস; হস্ত নীলাভ ও চটচটে ঘর্ম্মযুক্ত, প্রথমে ক্যাম্ফর পরে ভিরেট ৩০ আরোগ্য করে। ডাং সেণ্টিন—জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ, ৩ মাসের রোগ; অত্যন্ত দুর্ব্বল; মুখ পাণ্ডুর; চক্ষু বসা; অঙ্গসীমান্ত শীতল, জরায়ুর প্রচণ্ড বেদনা ও গুরুত্বানুভূতি এবং বিশেষরূপে তাহার পশ্চাৎপ্রাচীরে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা; জরায়ু বর্দ্ধিতায়তন, কঠিন এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; জরায়ুগ্রীবায় রক্তাধিক্য; সামান্য চাপ দিলে রোগিণী চীৎকার করিয়া উঠে; বেদনা প্রযুক্ত রোগী গাত্রোত্থান করিতে অশক্ত; সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা; শ্লেষ্মযুক্ত অতিসার; শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সর্ব্বদার জন্য শীতল; ৩, আরোগ্য।

banglabooks.in

যে সকল রোগে ত্বরিত জীবনীশক্তির অবসাদ ঘটে, সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় এবং পতন বা কলাপ্‌স্ অবস্থা জন্মে।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই ললাট দেশে শীতল ঘর্ম্ম (সর্ব্বশরীর ময় ঘর্ম্মে টেবেক)।

রোগিণী মনে করে সে গর্ভিনী অথবা সে শীঘ্র প্রসব করিবে। অশ্লীলতা, লাম্পট্য এবং কামবিষয়ক জল্পনা; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় (হায়, সিলি. ষ্ট্রাম) উন্মাদ রোগে রোগী সকল বস্তুই, বিশেষতঃ বস্ত্র ছিন্ন ও কর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করে।

সামান্য শ্রমেই (কার্ব্ব ভেজ. সালফার) মূর্চ্ছারভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

রক্তস্রাব কালে শক্তিহানির (মূর্চ্ছারভাব, ট্রিলি,) অনুভূতি।

মূর্দ্ধাদেশে এক চাপ বরফ থাকার অনুভূতি হইয়া শীতের ভাব (সিপিয়া, ভ্যালে); মস্তকোপরি যেন যুগপৎ তাপ ও শৈত্যানুভূতিবৎ বোধ; যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইতেছে।

মুখ পাণ্ডুর, নীল ও কল্যাপ্‌স্ বা হিমাঙ্গলক্ষণযুক্ত; মুখাকৃতি বসা ও মৃতের ন্যায়; শায়িতাবস্থায় আরক্ত, উথানে মুখ পাণ্ডুর হইয়া যায় (একন)।

তীক্ষ্ণ ও অতর্পনীয় পিপাসায় রোগী অধিক পরিমাণে অত্যধিক শীতল জল ও অম্লরস পানীয় পান করিতে চাহে; রোগী প্রত্যেক বস্তুই শীতল করিয়া দিতে বলে।

অম্ল অথবা শ্রমাপনোদনকারী বস্তুতে (ফস এ) ইচ্ছা।

মুখমণ্ডল, নাসিকাগ্র, পদ, জঙ্ঘা, বাহু এবং অন্যান্য অনেক শরীরাংশ বরফবৎ শীতল। উদরাভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি (কল্‌চ, টেবে)। প্রবল বমন সহ প্রভূত বিরেচন।

অত্যধিক বিবমিষা ও বলক্ষয়কারী বমন জলপানে (আর্স

banglabooks.in

সামান্য গাত্র চালনায়—টেবে) বর্দ্ধিত হয় এবং বমনান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদরে ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তনবৎ বেদনা।

কলেরা রোগে এবং হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত (ওপি, একন) বমন এবং প্রচুর পরিমাণ জলবৎ বিষ্ঠার বেগে নিঃসরণে রোগীর দুর্ব্বলতা।

দুগ্ধপোষ্য বালক ও শিশুদিগের সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধে মলত্যাগের উদ্রেক হয় না ; বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন (ব্রায়, সালফ) অথবা গোলাকার, কৃষ্ণবর্ণ পিণ্ড পিণ্ড (চেলি, ওপি, প্লাম্ব) থাকে ও ঊর্দ্ধোদরে (ইগ্নে—সরলান্ত্রে, নাক্স) পুনঃ পুনঃ মলত্যাগেচ্ছার অনুভূতি জন্মে। পূর্ব্বোক্তরূপ কষ্টপ্রদ কোষ্টবদ্ধে প্রথমে **লাইকো** ও **নাক্সভ** ব্যবহারের পর প্রয়োজ্য।

রজোকৃচ্ছ্র রোগের প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বমন, বিরেচন অথবা দুর্ব্বলকর উদরাময় ও শীতল ঘর্ম্ম (এমন কার্ব্ব, বভি) হইয়া রোগিণী এতাদৃশ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে পরে দুই দিবসের মধ্যে সে প্রায় দণ্ডায়মান হইতে পারে না (কার্ব্ব এ, ককু)।

অহিফেনসেবন এবং তাম্রকুট চর্ব্বণের কুফল। আর্দ্রবায়ু প্রবহণ কালে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা, শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত ভ্রমণে হ্রাস।

রোগকারণ।

অপরিমিত শারীরিক শ্রম, বিশেষতঃ ভ্রমণ বশতঃ ক্লান্তি ; শুক্রাপচয় ও শোণিতস্রাব প্রভৃতি জৈবরসহানি এবং মানসিক ভাববৈপরীত্য প্রভৃতি কারণে **ভিরেট্রাম্নের** সাধারণ রোগ জন্মে। স্থলবিশেষে আমাশয়বিকার, শৈত্যসংস্পর্শ এবং মদ্যের অমিতাচার প্রভৃতিও ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা এবং তদুৎপন্ন স্নায়ু-মণ্ডল আক্রমণ করিয়া ভিরেট্রাম প্রধানতঃ পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়া-বিভ্রাট ঘটায় এবং পোষণ ও পুরুষৎপাদিকা প্রক্রিয়ার বিকার উপস্থিত করে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লেষণ প্রযুক্ত উপাদান পরম্পরা মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং শোণিতসঞ্চলনের বাধা জন্মে—ফলস্বরূপ টিস্থর পুনরুৎপাদিকা শক্তিমূলক জনন, বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অবসাদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া প্রকৃত কলেরার ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়। প্রভূত পরিমাণ জলবৎ বমন ও উদরাময়, আক্ষেপিক উদরশূল, খল্লী, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, পেশীমণ্ডলীর কঠিন সঙ্কোচন, প্রচুর শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম, বরফবৎ শীতলতা এবং ভয়াবহ দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোলাপ্‌স্ বা পতন লক্ষণ উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কীয় জ্ঞানস্থানের স্বল্পতর আক্রমণে ইহা প্রলাপ ও উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত করে। স্নায়বিক শক্তির অপচয়, এমন কি সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটাইয়া ইহা মৃত্যু পর্য্যন্ত আনায়ন করিতে পারে। উপরি উক্ত কলেরাবৎ অবস্থা উৎপাদনেই ভিরেট্রামের বিশেষ এবং প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অরিফিলাপ্রমুখ বিষবিজ্ঞানবিৎ বহুদর্শী মহাত্মাগণ বলিয়াছেন, **ভিরেট্রাম এল্‌বাম্** সর্ব্বপ্রকার জীব দেহেই সাংঘাতিক বিষক্রিয়া উৎপাদন করে। ইহাঁরা **ভিরেট্রাম** বিষক্রিয়ার যে সকল লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এবং ঔষধ গুণ পরীক্ষাদি হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

ইহার গুড়িকা নাসিকারন্ধ্রের সংস্পর্শে আসিলে ভয়ঙ্কর হাঁচি এবং ইহার অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিষমাত্রায় অতি সত্বর জীবনী-শক্তির প্রতিক্রিয়াশক্তির অবসাদ ঘটিলে শরীরের শীতলতা, নাড়ীর লোপ প্রভৃতি পতন লক্ষণ এবং উদরশূল, প্রভূত পরিমাণ অনৈচ্ছিক মলত্যাগ, বমন, প্রগাঢ় মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য এবং শ্বাসরোধের লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

banglabooks.in

ইহার শবচ্ছেদে পরিপাকযন্ত্রপথের প্রভূত রক্তাধিক্য ব্যতীত প্রকৃত প্রদাহ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

ভিরেট্রাম্‌ভের বিষলক্ষণ মাদকোগ্র এবং উত্তেজক বিষক্রিয়ার পরিচয় দেয়। ইহার গভীর বিষক্রিয়ার ত্বরিত আক্রমণে মূলতঃ স্নায়ুশক্তির, বিশেষতঃ মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা ও সম্ভবতঃ বক্ষ ও উদরস্থ সহানুভূতিক বা সিম্প্যাথেটিক (স্প্ল্যাংক্লিক) স্নায়ুগ্রন্থির এবং স্নায়ুজালের প্রভূত দুর্ব্বলতা ঘটে। শোণিতসঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলের ভয়াবহ বলক্ষয়ে কৈশিক শোণিতবহানাড়ীর শিথিলতা এবং উগ্র বিষের স্থানিক উত্তেজনা বশতঃ প্রায় সর্ব্ববিধ ঝিল্লী হইতে, বিশেষতঃ মুখ, আমাশয় এবং অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্তাম্বু বা সিরাম ক্ষরিত হওয়ায় বমন, বিরেচন প্রভৃতি কলেরা সদৃশ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘর্ম্ম, বমন, বিরেচন প্রভৃতির আতিশয্যই ইহার ভয়াবহ কোলাপ্‌স্ এবং প্রভূত দুর্ব্বলতার পরোক্ষ কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাধাপ্রাপ্ত, ধীর শোণিতসঞ্চলনের ফলরূপ মস্তিষ্কাদি অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলের শোণিতাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কলক্ষণে সংজ্ঞাহানি ও প্রচণ্ড বা মৃদু নানাবিধ প্রলাপ লক্ষণ এবং অন্যান্য যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার জড়ত্ব ও বৈপরীত্য উপস্থিত হয়। ত্বকের পাণ্ডুরতা, নীলিমা, সঙ্কোচন, শীতলতা এবং শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি পতন লক্ষণ দেখা দেয়। এক দিকে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পেশীমণ্ডলের শিথিলতা ও প্রগাঢ় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ রোগীর শয্যাগত অবস্থা, মস্তিষ্কীয় অবসন্নতা, সংজ্ঞাহীনতা ও উদরাময়াদি প্রভূত রসস্রাব এবং অপরদিকে পেশীর ক্ষুদ্র বৃহৎ আক্ষেপ, প্রচণ্ড প্রলাপ এবং অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অতি বিপরীত ভাবাত্মক লক্ষণ দৃষ্টি করিলে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণনিচয়কে প্রাথমিক বা প্রাইমেরি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লক্ষণাদিকে গৌণ বা রিএক্‌সন সম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ কৃতবিদ্য চিকিৎসকমণ্ডলীই

banglabooks.in

দৃষ্টতঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন উপরিউক্ত উভয় প্রকার লক্ষণকেই ভিরেট্রামের বিষক্রিয়োৎপন্ন প্রাথমিক পর্য্যায়ক্রমিক (Alternate) লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে হেতু পূর্ব্ববর্ণিত আক্ষেপ এবং প্রচণ্ড প্রলাপাদি লক্ষণের উপস্থিতি কালেও রোগীর শীতল ঘর্ম্ম ও শারীরিক শীতলতাদি এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগেও তাহার শীতল ঘর্ম্মাদি ন্যূনাধিক দুর্ব্বল লক্ষণ জীবনীশক্তির ভয়াবহ অবসন্নতামূলক প্রাথমিক ক্রিয়াজালই প্রদান করে। প্রাথমিক স্নায়বিক অবসন্নতা ও জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকার ঘটিয়া পরোক্ষভাবে পরিপাকবিকার নিবন্ধন দূষিত পোষণরসের আধিক্য জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের বিশ্লেষিত ও পচিত অবস্থা, রক্তহীনতা, শিরাশোণিতাধিক্য এবং পুষ্টিহানি প্রভৃতি যে সকল রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা যথাযথরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ অতিরিক্ত মদ্যপায়ীর ন্যায় বুদ্ধির হতভম্বভাব জন্মে। রোগী কখন সত্য কথা বলে না এবং কি বলিতেছে তাহা স্বয়ংই বুঝিতে পারে না; আপনাকে সমৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া ধারণা জন্মে এবং অর্থের অপব্যয় করে, অপিচ সংজ্ঞাহীন প্রগাঢ় তন্দ্রাবেশে প্রলাপ কহে। অস্থিরতা, তৃষ্ণা, পদের খল্লী, শীতল ঘর্ম্ম, চন্‌চনি এবং শৃঙ্খলাহীন নাড়ীস্পন্দন থাকে। সকলবস্তুই, বিশেষতঃ পরিচ্ছদাদি কর্ত্তন ও ছিন্ন করার প্রবৃত্তিযুক্ত উন্মাদ লক্ষণ উপস্থিত কালে রোগী লম্পটের ন্যায় ব্যবহার করে ও অশ্লীল কথা কহে। বাগ্মিতার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দ্রুত কথা বলে। রোগী ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা বলে, ভজনা করে। কুৎসা করিবার প্রবৃত্তি জন্মে অথবা রোগী মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে, কিন্তু উত্যক্ত হইলে ভর্ৎসনা করে, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে। রোগী ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে সকলকে চুম্বন দেয়; সূতিকাবস্থায় উদ্ধত ও নির্লজ্জব্যবহার করে; সকল রজনী অভিসম্পাত করে এবং মস্তিষ্কের জড়তাসহ শিরঃশূল ও লালাস্রাব হয়। প্রলাপাবস্থায় বাতীত কথা কহিতে অনিচ্ছুক রোগী

banglabooks.in

একা থাকিতে পারে না। ভীতিপ্রযুক্ত রোগী চমকিয়া উঠিয়া দৌড়াদৌড়ি ও শোর গোল করে। উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থির রোগী সহজে ভীতিগ্রস্ত হয়, বিলাপ সুরে প্যান প্যান ও ক্রন্দন করে। ঔদাস্যব্যঞ্জক প্রলাপ ও মুখের নীলিমা। কোন গর্হিত কার্য্য করার ন্যায় ব্যাকুলতার সন্ধ্যাকালে ও রজনীর আহারান্তে বৃদ্ধি। সামাজিকপদমর্য্যাদা সম্বন্ধে ভগ্নাশ রোগী আপনাকে দুরদৃষ্ট বলিয়া মনে করে। স্ত্রীরোগীর ঋতুরোধ কালে মুক্তিবিষয়ক নৈরাশ্য। ভীতিচকিত রোগী ভীত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে, শরীর শীতল হইয়া যায়, মূর্চ্ছারভাব জন্মে, এবং অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হয়।

অনুভূতিবিকার নিবন্ধন শিরোঘূর্ণন কালে ললাটে শীতল ঘর্ম্ম, দৃষ্টি-লোপ এবং হঠাৎ মূর্চ্ছার ভাব (অহিফেন, তাম্রকুট অথবা মদ্যের অমিতাচার বশতঃ)। মস্তকের গুরুত্ব বশতঃ বস্তু সকল চক্রাকারে ঘূর্ণিত হওয়ার অনুভূতি (টাইফয়েড)। সামান্য পরিশ্রম করিলে, সামান্য ক্ষত এবং অত্যুগ্র বেদনা হইলে ও শারীরিক বসাপচয় ঘটিলে উৎকণ্ঠা, বিবমিষা এবং আক্ষেপিক পেশী-আনর্ত্তন হইয়া রোগী মূর্চ্ছা যায়।

নত করিলে মস্তকে রক্তোচ্ছাস ঘটে। মস্তকের তাপ, মধ্যে মধ্যে বেদনার আবেশ ও গুরুত্ব জন্মিলে বোধ যেন মস্তিষ্ক ঘৃষ্ট অথবা ছিন্ন হইতেছে। শিরঃশূল কালে সবুজ শ্লেষ্মার বমন। মূর্দ্ধার মৃদু চাপ মস্তকচালনায় দপদপানিতে পরিণত। মূর্দ্ধাদেশের শীতলতায় বোধ যেন তথায় বরফের চাপ রহিয়াছে। কেশে বেদনার অনুভূতি। মস্তকের বিড়বিড়ি ও কেশ কণ্টকিতবৎ অনুভূতিতে কেশে বৈদ্যুতিক স্রোত প্রদত্ত হওয়ার ন্যায় বোধ।

অনিয়মিতকালে নিদ্রালুতা। নিদ্রাবেশে ভীতিগ্রস্ত হওয়ার ন্যায় চমকিয়া উঠায় নিদ্রার ব্যাঘাত। নিদ্রাকালে মস্তকোর্দ্ধে বাহুর

banglabooks.in

বিস্তৃতি ও ফোঁকানি। জলমগ্ন হওয়ার, কুক্কুর দংশন হইতে পলায়নের ক্ষমতাহীনতার, কেহ পশ্চাদ্ধাবিত হওয়ার এবং দস্যু বিষয়ক স্বপ্নের ভীতি প্রযুক্ত জাগরিত হইয়া রোগী স্বপ্ন সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকারে দ্বিত্বদৃষ্টি উপস্থিত হইলে চক্ষুর সম্মুখে বিন্দু বিন্দু কৃষ্ণবর্ণ বস্তু অথবা কলঙ্ক দৃষ্টির শয্যা অথবা চেয়ার হইতে উত্থানকালে বৃদ্ধি। চক্ষুর আলোকসহিষ্ণুতা। রাত্রান্ধতা। শ্রবণেন্দ্রিয়-ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ায় বধিরতা জন্মিয়া কর্ণ রুদ্ধ থাকায় অনুভূতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ধূম অথবা জমির সারের ন্যায় ঘ্রাণ। জিহ্বায় পিপারমেণ্টের ন্যায় তিক্ত, প্রভেদ হীন অথবা মিষ্ট মিষ্ট, এবং পচাটে স্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে মাংসল শরীরাংশে চাপ ও ঘৃষ্টানুভূতি। বেদনায় রোগী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে অথবা প্রলাপ কহে।

গতিদ স্নায়ুবিকারে শরীরের কম্প ও ঝাঁকি। হঠাৎ শক্তিলোপ। প্রাতঃকালীন কম্প বশতঃ রোগীর গভীরতর দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত পুরাতন দুর্ব্বলতা। আক্ষেপ কালে অঙ্গাদির চালনা। খল্লীসহ বিরেচন ও বমন। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ কালে উৎকণ্ঠা, মুখের পাণ্ডুরতা ও ললাট দেশের শীতল ঘর্ম্ম; আক্ষেপের পূর্ব্বে ও পরে কাসি। কখন কখন আক্ষেপান্তে সংজ্ঞাহীনতা ও প্রগাঢ় তন্দ্রা। পক্ষাঘাত।

মুখমণ্ডলের অস্থিরভাব ও প্রচণ্ডতাব্যঞ্জক দৃশ্য; মুখ কখন পাণ্ডুর, বিকৃত ও বসা, কখন পাণ্ডুর, নীলিমাবিশিষ্ট, সীসকবর্ণ ও ক্ষুঞ্চিত; নীল বা সবুজ মণ্ডলবেষ্টিত চক্ষু, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা; শায়িতাবস্থায় মুখমণ্ডল আরক্ত, গাত্রোত্থানে পাণ্ডুরতাপ্রাপ্ত; মুখমণ্ডলের পর্য্যায়ক্রমিক পাণ্ডুরতা ও লোহিতাভনীলিমা; পাণ্ডুর ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুযুক্ত মুখমণ্ডলের আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ স্নায়ুশূল প্রযুক্ত রোগী শয্যাগত

banglabooks.in

বিশেষতঃ রক্তহীন রোগী তাপ এবং রক্তিমার সহিত ললাটপার্শ্ব, গণ্ড এবং চক্ষুর ছিন্নবৎ বেদনায় ক্ষিপ্তপ্রায়। চর্ব্বণ কালে মুখ পেশীর আক্ষেপ। হনুস্তম্ভ। রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর থাকে এবং সিক্ত বাতাসে বৃদ্ধিপায়। পেশীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মুখ-মণ্ডলের হাস্যভাব (Risus Sardonicus.)। হনুস্তম্ভ।

চক্ষু কখন বড় বড় ও কদাকার, কখন স্থির, বসা এবং জ্যোতিহীন. কখন নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত। আরক্ত চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুপুটের অত্যন্ত শুষ্কতা ও কাঠিন্য ; চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। ঊর্দ্ধ চক্ষু পুটের অধঃদেশে লবণ থাকার ন্যায় অনুভূতি। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, অবস্থানুসারে বিস্তৃত।

শীতল ও বসা মুখমণ্ডলের সহিত নাসিকা সঙ্কুচিত এবং নাসাগ্র সূক্ষ্মতর, নাসিকায় তুলা প্রবেশবৎ শুষ্কতা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। নাসিকায় অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করা। স্বরযন্ত্রদ্বারের (Glottis) আক্ষেপ। থাকিয়া থাকিয়া স্বরযন্ত্রের আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসরোধের আক্রমণে চক্ষুর বহির্নিষ্ক্রমণ। সামান্য সর্দ্দির আক্রমণেই স্বরযন্ত্রের অত্যধিক দুর্ব্বলতা। ফাঁপা ও ভঙ্গ স্বর।

কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষের কসা ও সঙ্কুচিত ভাব। বায়ুনলীর অধঃ অংশের শুড় শুড়িতে কাসির উদ্রেক হওয়ায় সামান্য কিঞ্চিৎ গয়ার উঠে। বক্ষাভ্যন্তরে ও সম্মুখবক্ষে বা বক্ষের ষ্টার্ণাম প্রদেশে চাপানুভূতি। সামান্য শরীর চালনায় শ্বাসাল্পতা ঘটে বা রোগী হাঁপাইতে থাকে। আবেশকালে* গভীর ফাঁপা শব্দের কাসি। কাসিলে মুখের নীলিমা. অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব এবং প্রচুর নিষ্ঠীবন। শীতল বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহ প্রবেশে কাসির উদ্রেক।

বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু কিছুই উঠে না ; মস্তকে চটচটে ঘর্ম্ম ; রোগী দুর্ব্বল এবং নাড়ী দ্রুত ও বিশৃঙ্খল ;

banglabooks.in

বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড়ি; শ্বাসরোধের আশংকা জন্মে; মুখের নীলিমা; এবং জলবৎ ফেনিল নিষ্ঠীবন। বক্ষপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

প্রবল হৃৎকম্প, উৎকণ্ঠা এবং মূর্চ্ছার ভাব। দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের হৃৎস্পন্দন ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং যকৃতে স্বল্পতর বাধা প্রাপ্ত শোণিত সঞ্চালন। রক্তহীন ব্যক্তিদিগের হৃৎকম্পে মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা, পদের শীতলতা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে বিশ্রামে বা শয়নাবস্থায় উপশম।

নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র এবং কঠিনস্পর্শ; কখন ধীর, কোমল এবং ক্ষণ-লোপবিশিষ্ট, কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও ধীরতর।

পরিপাকযন্ত্রবিকার লক্ষণে ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ এবং প্রলম্বিত; রোগী মুখ ও নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে; কখন ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্ক এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায়।

ভয়ানক দপদপানি দন্তশূলে মুখমণ্ডল স্ফীত এবং ললাটে শীতল ঘর্ম্ম। বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি দন্তশূলে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। দন্তের সীসকপূর্ণবৎ গুরুত্বানুভূতি। রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে।

জিহ্বা কখন শীতল ও শীর্ণ, স্ফীত, শুষ্ক ও বিদীর্ণ এবং অতি লোহিত; কখন শুভ্র জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লোহিতবর্ণ; জিহ্বা হরিদ্রাভকপিশ লেপযুক্ত এবং পশ্চাদংশ কৃষ্ণবর্ণ। কথা অস্পষ্ট ও তোতলা থাকায় বোধ যেন জিহ্বার গুরুত্ব জন্মিয়াছে।

আক্ষেপ কালে মুখে ফেন উঠে। মুখলালার হ্রাসে মুখ শুষ্ক থাকে। মুখের এবং গলাভ্যন্তরের জ্বালা, জলোদ্‌গারের ন্যায় অবিশ্রান্ত মুখলালার স্রাব।

গলমধ্যের শুষ্কতা জলপানেও দূর হয় না। গলায় চাঁছাবৎ অথবা কর্কশ ভাবের অনুভূতি। গলমধ্যে ধূলী থাকার ন্যায় বোধ। গলায় সঙ্কোচন বোধ। ইসফেগাস বা অন্ননালীর পুরাতন প্রতিশ্যায়। গলধঃদেশের বিস্তৃতির অনুভূতি।

banglabooks.in

ফল, রসাল বস্তু অথবা লবণাক্ত বস্তুর লালসা। রোগী পেটুকের ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত। বমণের ব্যবধান কালে অতি ক্ষুধা বা সহজ ক্ষুধা। অতিশয় তৃষ্ণা, বিশেষতঃ শীতল জলে। উষ্ণ খাদ্যে ঘৃণা। মুখ শ্লেষ্মাজড়িত থাকার ন্যায় বোধ এবং ক্ষুধার হ্রাস; আস্বাদাদির প্রভেদক শক্তির অভাব অথবা আস্বাদ মিষ্ট মিষ্ট বোধ।

প্রচণ্ড শূন্যোদ্গার। হিক্কা। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং ভয়ঙ্কর বমন নিবন্ধন বলক্ষয়ে রোগী শয়ন করিতে চাহে। বিবমিষার আক্রমণে প্রচুর লালা স্রাব ও ভয়ঙ্কর তৃষ্ণা। যখনই রোগী শরীর চালনা অথবা জলপান করে, তখনই অতি বেগের সহিত ভয়ঙ্কর বমন হওয়ায় অত্যধিক পরিমাণভুক্ত বস্তু, রক্ত, সবুজ শ্লেষ্মা এবং ক্লেদবৎ, তরল ও অম্লাস্বাদ বস্তুর উদ্গীরণ এবং শীতল ঘর্ম্ম। আমাশয়োর্দ্ধদেশে বেদনাযুক্ত স্ফীতি। আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশের প্রবল চাপ ষ্টার্ণামঅস্থি, কুক্ষি এবং আমাশয়ের অধঃপ্রদেশে বিস্তৃত। আমাশয়ে এবং তদুপরিস্থদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। আমাশয়োর্দ্ধের উৎকণ্ঠাজনক যন্ত্রণা।

উদর স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। উদরাধ্মান। কর্ত্তনবৎ, কামড়ানি এবং মোচড়ানির ন্যায় উদরশূলের, বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে, মলত্যাগে উপশম; বায়ু কর্ত্তৃক উদরশূলে বোধ যেন মোচড়ানি হইয়া অন্ত্রে গিটবদ্ধ হইতেছে, তাহাতে শীতল ঘর্ম্ম, এবং আহারে তাহার বৃদ্ধি।

গ্রীষ্মকালের রজনীতে হঠাৎ অন্ত্রের প্রতিশ্যায় ঘটিত বমন ও বিরেচন—বিষ্ঠা জলবৎ, সবুজাভ ও ছিবড়া ছিবড়া বস্তু মিশ্রিত; প্রভূত পরিমাণের তণ্ডুলধৌত জলের ন্যায় বিষ্ঠার অতি বেগে নিঃসরণ বশতঃ হস্ত ও পদের প্রবল খল্লী সম্পূর্ণ শরীরে বিস্তৃত। উদরাময়ে মুখ বসিয়া যায় এবং প্রায় মৃতের ন্যায় আকৃতি হয়। বিষ্ঠা কখন এসিয়াটিক

banglabooks.in

কলেরার ন্যায়, কখন জলবৎ ও গন্ধহীন, কখন ছিবড়া ছিবড়া বস্তু-মিশ্রিত ও জলবৎ, কখন পাতলা কাদার ন্যায় ও আমযুক্ত থাকে এবং কখন বা আতঙ্ক বশতঃ বেগের সহিত সবুজ বর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। বায়ুর নিঃসরণে অজ্ঞাতভাবে পাতলা মলের নিঃসরণ।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা বৃহদাকার ও কঠিন; অথবা প্রথমাংশ স্থূলতর ও শেষাংশ ক্ষুদ্রতর। কাল কাল গোলাকার পিণ্ডের ন্যায় বিষ্ঠার ত্যাগ। ফুসফুস অথবা ফুসফুসবেষ্টের রোগসহ অর্শ জন্মে; বেদনাহীন চাপ চাপ রক্তাতিসারে শরীরের অবসন্নতা।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগে ভয়ানক তৃষ্ণা ও ক্ষুধা। মূত্র অত্যল্প পরিমাণে, লোহিতাভকপিশ, অথবা মূত্রাঘাত (Suppression of urine)। কখন বা মূত্র সবুজাভ। কাসিলে অনৈচ্ছিক মূত্র ত্যাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াবিপ্লব ঘটিয়া ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে এবং সূতিকাবস্থায় কামোন্মাদ জন্মে। জরায়ুপ্রদাহে থাকিয়া থাকিয়া বমনের আক্রমণ, প্রলাপ এবং উৎকণ্ঠা; কখন বমন ও উদরাময়। শরীর তপ্ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল; অতি শীঘ্রাগত ও অত্যধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব, ঋতুরোধ ঘটায় অবস্থাবিশেষে আত্মার উদ্ধার বিষয়ে নৈরাশ্য; কখন কখন রক্তযুক্ত থুথুর নিষ্ঠীবন। আর্ত্তবাভাবপ্রযুক্ত শিরঃশূল, সাসকবর্ণ মুখ, বিবমিষা, বমন এবং উদরাময়। কষ্টরজঃরোগে জরায়ু স্খলন হইয়া বমন, বিরেচন ও বলক্ষয় জন্মে। স্খলিত যোনি ফাঁসবদ্ধ হইলে শীতল ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলকর বমন ও উদরাময়।

গ্রীবা এতাদৃশ দুর্ব্বল যে শিশু, বিশেষতঃ তাহার হুপশব্দক কাসি থাকিলে, ঋজুভাবে রাখিতে পারে না। গ্রীবার রসবাতজ

banglabooks.in

বেদনা কটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মাজায় এবং পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্তবৎ বেদনা।

বাহুর সন্নিহিত ব্রেকিয়াল স্নায়ুজালের বেদনায় বোধ যেন তাহা আহত অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে। বাহুর উত্তোলনে শৈত্যানুভূতি এবং রোগী তাহার পূর্ণতা ও স্ফীতি বোধ করে। বাহুর অবশকর ও ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা। কোন বস্তু ধারণ করিলে হস্তের কম্প। হস্তের ও হস্তাঙ্গুলির চন্‌চনিতে উৎকণ্ঠা জন্মে। হস্ত বরফবৎ শীতল ও নীলবর্ণ।

ভ্রমণে কষ্ট হইলে প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম হিপসন্ধির অবশভাব ও পায়ের ডিমের খল্লী। নত হইতে জানুসন্ধির অধস্থ অস্থি ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা। দণ্ডায়মানাবস্থায় অঙ্গুষ্ঠমধ্যে ছুল বেঁধার ন্যায় বোধ।

ঊর্দ্ধাধঃ অঙ্গের বেদনাযুক্ত ও অবশভাবের দুর্ব্বলতা। অঙ্গাদির ঝিন্‌ঝিনি, শায়িতাবস্থাতেও ঐরূপ। অঙ্গাদির ঘৃষ্টবৎ বেদনা আর্দ্র শীতল বায়ুতে এবং শয্যার উষ্ণতায় বৃদ্ধি ও উচ্চ এবং নিম্নস্থানে চলাফেরা করিলে হ্রাস।

ত্বক্ কুঞ্চিত এবং অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে ত্বক্ চাপিত করিলে ভাঁজ কিয়ৎকাল থাকিয়া যায়। ত্বক্ নীলবর্ণ, নীললোহিত এবং শীতল। কচ্ছুবৎ শুষ্ক ত্বগুদ্ভেদ।

জ্বরাক্রমণে সর্ব্ব শরীর শীতল এবং হাঁটিতে ও দৌড়াইতে মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত শৈত্যানুভূতি; রোগী জল পান করে। গাত্রের বাহ্যভাগ শীতল এবং অভ্যন্তর উষ্ণ। সমস্ত শরীরে, বিশেষতঃ ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ললাটদেশে শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা।—ভিরেট্রাম এল্‌বামের রোগমাত্রেই প্রায় ললাটদেশের ও মুখ-

banglabooks.in

মণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম অব্যর্থ ও অতি প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য। উদরাময়, কলেরা, নিউমনিয়া, হাঁপানি, টাইফয়েড রোগ এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক তাহাতে অতি ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও পতন বা কোলাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও সেই পতনাবস্থার প্রধান লক্ষণ স্বরূপ অবশ্যম্ভাবী শীতল ললাটঘর্ম্ম বর্ত্তমান না থাকিলে ভিরেট্রাম তাহার ঔষধ হইতে পারে না। ফলতঃ যে রোগে পূর্ব্বকথিত প্রগাঢ় পতনলক্ষণ বর্ত্তমান না থাকে, তাহাতেও শরীরের ন্যূনাধিক শীতলতাসহ ললাটে শীতল ঘর্ম্ম থাকিয়া ভিরেট্রামের উপযোগিতা প্রদর্শন করে।

প্রগাঢ় পতন বা কোলাপ্‌স লক্ষণ—জীবনী শক্তির ত্বরিত নিমজ্জন ; সম্পূর্ণবলহানি ; শীতল গাত্র ও প্রশ্বাস-বায়ু ; নীল, নীলাভলোহিত, শীতল, কুঞ্চিত এবং স্থিতি-স্থাপকতাহীন ত্বক, মৃতেরন্যায় মুখাকৃতি, সুক্ষ্মাগ্র নাসিকা এবং সর্ব্বশরীরের বরফবৎ শীতলতা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা।

—কলেরা প্রভৃতি কোন প্রকার তরুণ ও প্রবল রোগে উপরিউক্ত গভীর পতনলক্ষণ, অতি ত্বরিত গতিতে উপস্থিত হইলে তাহার অতি অল্প সংখ্যক ঔষধ মধ্যে আমাদিগের নিকট ভিরেট্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত। কলেরা রোগে জীবনীশক্তির উল্লিখিত ত্বরিত হ্রাস ও পতনলক্ষণ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ হানিমান ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম ও কুপ্রাম, এই তিন ঔষধকে কলেরায় অমোঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহাত্মা হানিমানের পরে কলেরা চিকিৎসায় আর্সেনিক এবং একনাইটের অপরিবর্জ্জনীয়তার আবিষ্কারেও ভিরেট্রামাদির আধিপত্য

banglabooks.in

অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আকস্মিক পতনলক্ষণ নিবারণ জন্য উপরিউক্ত তিন ঔষধই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। পতনলক্ষণসম্বন্ধে তিন ঔষধের সাধারণ সাদৃশ্য থাকিলেও **ভিরেট্রামের** ললাটদেশের ও মুখমণ্ডলের শীতল ঘর্ম্ম, ক্যাম্ফরের বমন ও বিরেচনের অভাব বা অকিঞ্চিৎকরতা এবং কুপ্রামের ভয়াবহ খল্লীর বর্ত্তমানতা ইহাদিগকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটি—উন্মত্ততা বা একিউট মেনিয়া।—**ভিরেট্রামের** উন্মাদ রোগের বিশেষ প্রকৃতি এই সে. লক্ষণের প্রচণ্ডতা ও প্রবলতা বিষয়ে ইহা **বেলাডনা** এবং **ষ্ট্রামনিয়াম** প্রভৃতি ঔষধের ভয়াবহ চীৎকার ও প্রহার প্রভৃতি প্রবলতর ঔদ্ধত্যবিশিষ্ট লক্ষণের তুল্য হইলেও উল্লিখিত ঔষধাদির ন্যায় ইহাতে শোণিতের, শোণিতসঞ্চলনের, তাপের এবং শারীরিক শক্তির প্রাবল্য দৃষ্টিগোচর হয় না। মূলতঃ রোগী দুর্ব্বল থাকে ও তাহার সকল লক্ষণেই তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং শারীরিক তাপাল্পতা ইহার প্রকৃতিগত ধর্ম্মরূপে বর্ত্তমান থাকে। **ভিরেট্রামের** সকল লক্ষণই শীতলতা প্রধান—শরীর শীতল, ঘর্ম্ম শীতল এবং মল, মূত্র প্রভৃতি স্রাবাদিও শীতল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের প্রবলতর প্রোজ্জ্বলনের ন্যায় ইহার প্রবলতা দুর্ব্বলাত্মক সবলতা মাত্র। প্রগাঢ় দুঃখ, গভীরতম নৈরাশ্য এবং অসহনীয় অবমাননা প্রভৃতি অনেক সময় ইহার ভয়াবহ উন্মত্ততার কারণ। রোগী প্রচণ্ডরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভয়াবহ ব্যবহার করে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ মুখমণ্ডল স্ফীত, বহির্নিষ্ক্রান্ত,

banglabooks.in

বৃহদায়তন ও ঘূর্ণিত চক্ষুর কট মট চাহনি; রোগী যাহা পায় তাহাই, বিশেষতঃ বস্ত্র কর্ত্তন ও ছিন্ন করে; প্রহার করিবার প্রবৃত্তিযুক্ত রোগী ভয়াবহ গর্জ্জন ও চীৎকার করিতে থাকে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাসহ বেগে ভ্রমণ করে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু রোধ ঘটিলে যে উন্মত্ততা জন্মে তাহা কামোন্মাদপ্রকৃতি ধারণ করে।

কামোন্মাদ বা নিম্ফমেনিয়া।—জননেন্দ্রিয়ের অসহনীয় উত্তেজনা বশতঃ রোগিণী প্রবলতররূপে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। শয্যা হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া যাহাকে তাহাকে চুম্বন করিতে যায় এবং কথায় ও কার্য্যে অশ্লিলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে থাকে।

ধর্ম্মোন্মাদ বা রিলিজাস্ মেনিয়া।—কখন কখন রোগী ধর্ম্ম-বিষয়ক উন্মত্ততা প্রকাশ করে, আপনাকে ক্রাইষ্ট্ বা কৃষ্ণাদি ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করে, চীৎকার করিয়া ভজনা করিতে করিতে তখনই কঠিন সপথ করিতে থাকে। ভিরেট্রাম-রোগীর সর্ব্ববিধ প্রবলতর উন্মত্ততাসহই বাগাড়ম্বর বর্ত্তমান থাকে। কখন কখন প্রবল উত্তেজনাবস্থায় কন্‌ভাল্‌সন হয়।

বিষণ্ণবায়ু।—ভিরেট্রাম রোগী মূলে দুর্ব্বলজীবনীশক্তি-বিশিষ্ট, একারণ তাহার প্রচণ্ডতা অবিশ্রান্ত ভাবে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। রোগী ন্যূনাধিক কাল পরেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে অথবা পর্য্যায়ক্রমে প্রচণ্ড ও মৃদু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত অবস্থায় রোগী বড় বিষণ্ণতাগ্রস্ত হয়। ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া রোগী উৎকণ্ঠাগ্রস্ত থাকে, হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন করে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা রোগিনীর গর্ভসঞ্চারের ভ্রান্তিবশতঃ ভীতি জন্মে এবং কখন কখন রোগিনী আত্মার উদ্ধার বিষয়ে সন্দীহান ও ভরসাহীন হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কখন বা রোগী বহু সময় অবিশ্রান্তভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে।

ভিরেট্রাম রোগী একটি "বহুরূপী" বিশেষ; প্রায় সর্ব্বপ্রকার

banglabooks.in

মানসিক বিকারই ইহা দ্বারা অনুকৃত হয়। **হিষ্টিরিয়া** বা **গুল্ম-বায়ুরোগের** বহু লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান। ইহা দ্বারা **সূতিকোন্মাদ** ও তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব্বাঙ্গীণ আক্ষেপও আরোগ্য হইয়াছে। ইহার রোগের অপেক্ষাকৃত মৃদু অবস্থায় রোগী চৌর্য্যপরায়ণ হয়, সকল অবস্থাতেই অধিক কথা কহে, বিষাদগ্রস্ত অবস্থায় কখন বা বহু সময় ব্যাপিয়া মৌনী ভাব ধারণ করে। **ভিরেট্রাম** বহুতর উন্মাদরোগ আরোগ্য করিয়াছে, ইহাই প্রবাদ। এজন্য ইহার লক্ষণ কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করা হইল।

প্রচণ্ডতায় ইহা **বেল, ষ্ট্র্যাম** ও **কুপ্রাম্** সহ, কামোন্মত্ততায় **ষ্ট্র্যাম, হায়সা, ক্যান্থা** ও **প্ল্যাটি**সহ, এবং ধর্ম্মোন্মাদে **ষ্ট্র্যাম, হায়সা** ও **ল্যাকে**সহ তুলনীয়। কিন্তু মুখমণ্ডলের প্রগাঢ় নীলিমা, শীতল শরীরের শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটদেশে তাহার আধিক্য এবং অবস্থাবিশেষে প্রভূত পরিমাণ উদরাময়ের বর্ত্তমানতায় ইহা কাহারই সহিত তুলনীয় নহে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বহুব্যাপক প্রতিশ্যায় রোগ।—কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে সামান্য সর্দ্দির আক্রমণ হইলেও যদি রোগী অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে **ভিরেট্রাম** তাহার ঔষধ।

ব্রঙ্কাইটিস বা নলৌষ।—বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগে অত্যধিক পরিমাণ গয়ার নিষ্ঠুত হইলে অথবা বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়াও রোগীর শক্তিহীনতা বশতঃ নিষ্ঠুত না হইলে যদি মুখমণ্ডলের নীলিমা, শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটদেশে তাহার আধিক্য এবং অনৈচ্ছিক মূত্রনিঃসরণ প্রভৃতি প্রভূত শক্তিহানি বা কলাপ্‌স্ লক্ষণ উপস্থিত হয় সে স্থলে **ভিরেট্রাম** দ্বারা ফললাভ হইতে পারে। এস্থলে ইহা **এলুমিনা, কষ্টিকাম** এবং **কলচিকাম**সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

হুপ শব্দক কাসি বা হুপিং কাফ।—ইহার আক্ষেপিক কাসিতে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। শীতল মুক্ত বায়ু হইতে উষ্ণ গৃহে প্রবেশে কাসির বৃদ্ধি হইলে **ভিরেট্রাম** উপকারী। **ব্রোমসহ** এস্থলে ইহা তুলনীয় হইলেও ইহার অত্যধিক বলক্ষয়-প্রযুক্ত শয্যাগত ভাব ও শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ তাহাতে থাকে না।

হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বা কার্ডিয়াক্ ডিবিলিটি।—কোন তরুণ ও প্রবল রোগের পরিণামফলস্বরূপ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা আরোগ্য করিতে ডাং ফ্যারিংটন **ভিরেট্রাম এলবামকে** ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডপেশীর দুর্ব্বলতা, নাড়ীর সূত্রবৎ ক্ষীণতা, শরীর চালনা বশতঃ মূর্চ্ছা, শয়নাবস্থায় মুখমণ্ডলের রক্তিমা, উঠিয়া বসিলে তাহার মৃতেরন্যায় পাণ্ডুরতা, এবং অনেক সময়ে হস্তের চটচটে শীতলভাবকে তিনি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—**ভিরেট্রাম** অতি প্রবলতর, প্রায় কলেরা সদৃশ উদরাময়ের ঔষধ। লক্ষণ নিচয়ের গুরুত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য উভয় রোগকে প্রভেদ করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতুতে কাঁচা ফল প্রভৃতি দুষ্পাচ্য বস্তুর আহার বশতঃ অপাকে ইহার রোগ জন্মে। হঠাৎ ত্রাসও ইহার রোগের একটি বিশেষ কারণ। ভীতি বশতঃ উদরাময়ে ইহা **জেল্‌স, ওপি** ও **পাল্‌স** প্রভৃতি ঔষধসহ তুলনীয়। লক্ষণাদির গুরুত্বে, তীক্ষ্ণতায় এবং প্রকৃতির বিশেষতায় ইহা **আর্সেনিকের** উদরাময় হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। একারণ সাধারণ উদরাময় ও কলেরা উভয় রোগেই ঔষধ নির্ব্বাচনে নব্য চিকিৎসকগণ প্রায়শঃ ভুল করিয়া থাকেন। **প্রভূত পরিমাণ রেচন, উদরশূল, রেচনান্তর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটের, এবং শরীরের নীলাভা** প্রভৃতি

banglabooks.in

ভিরেট্রাম উদরাময়ের বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে, রোগী অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করে। ইহার বিষ্ঠা কলেরার প্রসিদ্ধ "রাইস ওয়াটারের" বিষ্ঠার ন্যায় বা ভাতের ফ্যানের আকারবিশিষ্ট ও আঁইসের ন্যায় বস্তুপূর্ণ থাকে। মলত্যাগের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া তাহার শেষ পর্য্যন্ত চিমটিকাটার ন্যায় উদরশূল। বিবমিষা ইহার প্রায় চিরসঙ্গী, জঙ্ঘা এবং পদের খল্লীও নিতান্ত বিবল নহে। নিম্নক্রমের ঔষধে হঠাৎ রেচন বন্ধের কুফলাশঙ্কা করিয়া ডাং ডিয়ুই ১২, ৩০ প্রভৃতি ক্রমের ঔষধ ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করেন।

জ্যাট্রফা—ইহাতেও ভিরেট্রামের ন্যায় সবেগে প্রভূত পরিমাণ মলত্যাগ হয় এবং রোগীর গাত্র শীতল থাকে। প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ ইহার প্রভেদক।

কুপ্রাম—ইহাও অনেকাংশে ভিরেটের উদরাময়ের তুল্য হইলেও অতি ভয়াবহ খল্লীর বক্ষঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি এবং শীতল ঘর্ম্মের অনুপস্থিতি, অপর হইতে ইহার বিশেষ প্রকৃতি স্থাপন করে।

কলেরা বা ওলাওঠা।—সাংঘাতিক লক্ষণযুক্ত কলেরার পূর্ণ, পরিস্ফুট অবস্থায় **ক্যাম্ফর, একনাইট, আর্সেনিক, ভিরেট্রাম** ও **কুপ্রাম** প্রভৃতি ঔষধের প্রতি সাধারণতঃ প্রথমেই আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফলতঃ উপরিউক্ত ঔষধপঞ্চ দ্বারাই কলেরা চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি যশোলাভ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর শরীরে কলেরা "মায়াজম" বা বিষবাষ্পের ভিন্ন প্রণালীতে ক্রিয়া হওয়ায় রোগ লক্ষণ নিচয়ের মৌলিক ঐক্যতা থাকিলেও বিশেষ প্রকারের বিভিন্নতাও দৃষ্টিগোচর হয়। উপরিউক্ত ক্রিয়াপ্রণালী এবং লক্ষণবিভিন্নতার তারতম্যানুসারে কলেরা চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের আবশ্যকতা জন্মে।

banglabooks.in

তন্মধ্যে উপরিলিখিত পাঁচটি ঔষধই প্রধান। এই সকল ঔষধ প্রায়ই সমলক্ষণযুক্ত ও সমক্রিয়। বিশেষ বিশেষ রোগে লক্ষণের কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক তারতম্যসহ ইহারা প্রায় সমলক্ষণযুক্ত। এই সকল ঔষধ পরম্পরা পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। যেমন **ভিরেট্রাম** সদৃশলক্ষণযুক্ত কলেরা রোগের "উদরাময়ের সহিত প্রভূত বায়ু নিঃসরণ" থাকিলে তাহার প্রায় সমক্রিয় **জ্যাট্রিফার** প্রয়োগ হয়; **আর্সেনিক** সদৃশ কলেরা-রোগের যন্ত্রণাদি তাপপ্রয়োগে ও শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে উপশম না হইলে, তাহার প্রায় সমক্রিয় ঔষধ **সিকেলিন্‌** প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ক্যাম্ফরের ক্রিয়া অনেকাংশে **একনাইটের** তুল্য, কেন না শুষ্ক শৈত্যসংস্পর্শ উভয় ঔষধের রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ। কৈশিক রক্তবহা নাড়ীমণ্ডলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন উভয় ঔষধেই বহিঃশরীর বা ত্বক্ আকুঞ্চিত ও শীতল হইয়া যায় এবং উভয়ই প্রদাহের পূর্ব্বের রক্তাধিক্যে উপকারী বলিয়া গণ্য। এতাবৎ উভয় ঔষধ মধ্যে অতি নিকট সাদৃশ্যেরই অনুমান করা যায়। কিন্তু তথাপি অতি গুরুতর প্রভেদ এই যে, **ক্যাম্ফর**লক্ষণে অতি সংঘাতিক কলেরা বিষের অকস্মাৎ ও প্রবল আক্রমণে জীবনীশক্তি অভিভূত হওয়ায় দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াশক্তি স্তব্ধপ্রায় হইয়া যায় এবং তদবস্থায় উপযুক্ত ঔষধাভাবে যন্ত্রাদির ক্রিয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হওয়ায় রোগী অচিরাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যান্ত্রিক ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ায় রোগীর বমন, বিরেচন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব থাকে না, তথাপি গভীরতর হিমাঙ্গ, ত্বকের নীলাভা, ভয়াবহ দুর্ব্বলতা, স্বরলোপ, শ্বাসকষ্ট এবং নাড়ীর লুপ্তপ্রায় বা লোপাবস্থা বর্ত্তমান থাকিয়া রোগের সাংঘাতিকতা প্রকটিত করে।

একনাইট—ক্যাম্ফরের ন্যায় ইহাতে শরীরের শীতলতাদি ন্যূনাধিক কোলাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হইলেও যান্ত্রিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ

banglabooks.in

অপলাপ ঘটে না। বমন, অতিসার প্রভৃতি কলেরা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ভিরেট্রামের ন্যায় তাহা, কিম্বা আর্সেনিকের ন্যায় শরীরোপাদানের পচন বা ধ্বংশ রোগীর মৃত্যুর কারণ হয় না। হৃৎপিণ্ডের প্রবল আক্রমণে উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুভয়ে আকুল এক-নাইটরোগী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবসাদে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়।

আর্সেনিক—ইহা শরীরোপাদানের বা টিসুর ধ্বংশকর বস্তু। কলেরা রোগে বিরেচন, বমন ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাবাধিক্য অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃৎপিণ্ডাদি কোন যন্ত্রবিশেষের ক্রিয়ানাশ কিম্বা যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়ার হঠাৎ অবসাদ ইহার রোগীর সাংঘাতিক ও ভয়াবহ যন্ত্রণাকর লক্ষণের অথবা মৃত্যুর কারণ হয় না। ইহার লক্ষণে অতিসার, বমনাদির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর। "অল্প পরিমাণ চট চটে ঘর্ম্ম গাত্রে সংলগ্ন থাকে অথবা আদৌ ঘর্ম্ম হয় না। উপরিউক্ত স্রাবাল্পতা এবং উপাদানের ধ্বংশাত্মিকা রাসায়ণিক ক্রিয়োদ্ভূত তাপের বর্ত্তমানতা বশতঃ কখন কখন অতি সাংঘাতিক অবস্থাতেও রোগী বিশেষের শরীরে স্বাভাবিক অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর তাপ উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়; ফলতঃ এরূপ লক্ষণযুক্ত রোগ, অধিকাংশ সময়ে আমরা অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য বলিয়াই বিবেচনা করি।

ভিরেট্রাম্ এল্‌বাম্—স্রাবাধিক্য নিবন্ধন ইহার রোগের সাংঘাতিকতা জন্মে। ইহাতে অধিকতর রেচন, বমন ও ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। শরীরস্থ রসধাতু যেন এককালীন নিঃশেষিত হইয়া যায়। শোণিত গাঢ়তর হওয়ায় সবাধ সঞ্চালন বশতঃ আভ্যন্তরীণ যন্ত্রমণ্ডলে মৃদু শিরাশোণিতাধিক্য জন্মে। তপ্ত ধমনীশোণিতের অপচয় ও তাপহীন সমল শিরাশোণিতের প্রাধান্য নিবন্ধন ত্বক্ শীতল, নীলাভ, কুঞ্চিত ও শীতল ঘর্ম্মযুক্ত হয়। উপরিউক্ত কারণ বশতঃ প্রভূত সর্ব্বাঙ্গীন বলক্ষয় ইহার মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ রূপে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

ঔষধ নির্ব্বাচনে অনেক স্থলেই **আর্সেনিক** সহ ইহার ভ্রান্তি জন্মিতে দেখা যায়। ফলতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ লক্ষণাদির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিলে এরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিরল :—

১। প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল বিষ্ঠাসহ কখন কখন ছিব্‌ড়া ছিব্‌ড়া পদার্থের বিদ্যমানতা এবং সবেগ মলনিঃসরণ।

২। মলত্যাগের পূর্ব্ব হইতে তাহার শেষ পর্য্যন্ত খোচানি বা কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ উদরশূল। এই শূলের অভাবে ইহার উপযোগিতা সন্দেহজনক।

৩। মলত্যাগের ন্যূনাধিক সমসাময়িকরূপে প্রচুর পরিমাণ বমন। অধিকাংশ সময়ে ন্যূনাধিক খল্লীর বর্ত্তমানতা।

৪। ভেদ ও বমনের পর প্রগাঢ় দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছার ভাব।

৫। শীতল এবং নীলাভ শরীরে, বিশেষতঃ অধিকতর রূপে ললাটদেশে প্রচুর শীতল ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতা। শরীরাভ্যন্তরে ন্যূনাধিক জ্বালার অনুভূতি।

৬। উদরাময়ের রজনীতে বৃদ্ধি। রোগী অতি শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যায়। অত্যন্ত তৃষ্ণায় শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জল পান।

শিশুদিগের কলেরা রোগে ইহা অত্যাজ্য ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বপ্রথম স্মরণীয় ঔষধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

পডফিলাম্—ইহার অধিকাংশ লক্ষণ **ভিরেটের** সদৃশ। উদরশূলের অনুপস্থিতি ইহার প্রভেদক। মধ্যরজনীর পর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত উদরাময়ের বৃদ্ধি।

জ্যাট্রফা—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উদরাময়ের বিষ্ঠা ও ঘর্ম্মাদির প্রচুরতা প্রভৃতি লক্ষণে ইহা **ভিরেট্রামের** তুল্য। বিশেষ এই যে, বিষ্ঠাসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ হয় ও বমনে দড়ি দড়ি শ্বেত লালা বা এরূপবৎ পদার্থ থাকে।

banglabooks.in

গ্রীষ্মকালীন শিশুকলেরা রোগে **আইরিস, ক্রটন, ইলেটেরিয়াম, পাল্‌স** এবং **পড** হইতেও **ভিরেট** শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত। সমগ্র অন্ত্রপথের, বিশেষতঃ মলদ্বারের জ্বালা ও অবদারণ, অত্যধিক গ্রীষ্মতাপে রোগের আক্রমণ, ২।৩টা রজনীতে উদরাময়ের বৃদ্ধি, বিষ্ঠাসহ পিত্তের বর্ত্তমানতায় পীতাভসবুজ বর্ণ এবং অম্লাস্বাদ পিত্তযুক্ত বমন প্রভৃতি **আইরিসের**—জলবৎ পীতবর্ণ বিষ্ঠার তীব্রবেগে নিঃসরণ, আহার ও পানান্তেই রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি **ক্রটনের**—প্রচুর জলবৎ বিষ্ঠার জলপাইয়ের ন্যায় সবুজ বর্ণ **ইলেটেরিয়ামের**—এবংপিষ্টক, শুকরমাংস, চর্ব্বিময় পদার্থ ও কুলপী বরফ প্রভৃতি বিজাতীয় খাদ্যের একযোগে আহার নিবন্ধন মধ্য-রজনীর পরের উদরাময় **পাল্‌সেটীলার** রোগের বিশেষপ্রকৃতি সূচিত করে।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেসন।—সাধারণ স্নায়বিক বা জীবনীশক্তির নিষ্তেজাবস্থায় শিশুদিগের মধ্যেই অধিকতর সময়ে **ভিরেট্রাম এলবামের** কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে পরিপাক শক্তির কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। জড়বৎ, নিশ্চেষ্ট অন্ত্রাভ্যন্তরে বিষ্ঠা অধিক কাল সঞ্চিত থাকায় রসভাগ বিদূরিত হয় এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক ও কঠিন অথবা শুষ্ক, কঠিন ও বৃহৎ বৃহৎ গুটলের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টামাত্রও হয় না। ক্রমাগত বিষ্ঠার সঞ্চয় বশতঃ শরীরের, বিশেষতঃ উদরের অস্বস্তি নিবন্ধন মলত্যাগের চেষ্টা করিলেও তাহার বেগ আইসে না। বহু চেষ্টাতেও মলত্যাগ হয় না এবং তন্নিবন্ধন শ্রান্ত ও পূর্ব্ব হইতেই তাপাল্পতাবিশিষ্ট রোগীর শরীর, বিশেষতঃ ললাট হইতে শীতল ঘর্ম্ম বাহির হয় এবং শরীর বরফবৎ শীতল হইয়া যায়।

সরলান্ত্রের জড়তা বশতঃ **ব্রাক্স** রোগীরও মলত্যাগের চেষ্টা থাকে

banglabooks.in

না এবং বিষ্ঠা বৃহদায়তন, শুষ্ক, কঠিন ও দগ্ধবৎ কালুচে হয়। মলত্যাগে কখন কখন মলদ্বার ফাটিয়া বিষ্ঠা শোণিতরেখাঙ্কিত হয়। অন্ত্রের পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতায় **ওপিয়াম** রোগীর অন্ত্রে সঞ্চিত বিষ্ঠা কাল ও কঠিন বলের আকার ধারণ করে। মলত্যাগের চেষ্টা মাত্র থাকে না এবং উদরে বায়ুর সঞ্চয় বশতঃ বক্ষে চাপ হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়ায় রোগী কোন প্রকার কষ্টানুভব করে না, কেবল অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে তন্দ্রা-গ্রস্ত থাকে। **এলুমিনার** কোষ্ঠবদ্ধও সরলান্ত্রের শুষ্কতা ও ক্রিয়াহীন-তার ফল। কোমল বিষ্ঠাও বহু চেষ্টায় নির্গত হয়। অসামঞ্জস্যীভূত বা অনিয়মিত আক্ষেপিক অন্ত্রক্রিয়া, **নাক্স ভমিকা** কোষ্ঠবদ্ধের কারণ। পুনঃ পুনঃ নিস্ফল মলবেগ থাকে কিন্তু মলত্যাগ হয় না।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ--পুরাতন জরায়ুপ্রদাহ বা ক্রনিক মেট্রাইটীস্; আর্ত্তবাধিক্য; কষ্টরজ; আর্ত্তবাভাব ও আর্ত্ত-বাঘাত বা সাপ্রেস্‌ড মেন্‌সেস প্রভৃতি।—**ভিরেট্রামের** স্ত্রীরোগ সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না। কিন্তু ইহার লক্ষণাদি অতীব পরিস্ফুট। ইহার **জরায়ুপ্রদাহে** ইহারই ন্যায় প্রলাপ, উৎকণ্ঠা এবং অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। **আর্ত্তবাধিক্যে** রজঃস্রাব অতি শীঘ্রাগত ও পরিমাণে অত্যধিক হয় এবং স্রাবের পূর্ব্বে রাত্রান্ধতা জন্মে। **আর্ত্তবাভাব ও আর্ত্তবাঘাত** রোগে স্নায়বিক শিরঃশূল এবং আত্মোদ্ধারবিষয়ক ভরসাহীনতা উপস্থিত হয়। এই সকল বিশেষ বিশেষ রোগে স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ব্যতীতও জরায়ুর সর্ব্ববিধ রোগেই **ভিরেট্রামের** অতি সুপরিচিত বিবমিষা, প্রভূত পরিমাণ বমন এবং অতিসার, শীতল ঘর্ম্ম, বিশেষতঃ ললাটে তাহার আধিক্য, শরীরের, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ও মুখমণ্ডলের নীলিমাদি উপস্থিত থাকিয়া এই সকল রোগে নিশ্চয়তা সহ **ভিরেটাম** প্রদর্শন করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৯ (LECTURE X X XIX)

নাইট্রিকাম্ এসিডাম্—(Nitricum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রজেন নাইট্রেট। একুয়া ফর্টিস্।

সাধারণ নাম।—নাইট্রিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক অংশ নাইট্রিক এসিডের সহিত ১৪২ গ্রেণ স্পিঃ ও নয় অংশ জলের সংযোগে ১ শক্তি; পরিশ্রুত জলে ২x; ডাইলিউট এলকহল দ্বারা ৩x এবং তৎপরবর্ত্তী শক্তি নিচয় কেবল এলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—অধিকতর সময় অতি নিম্ন ১x, ৩x, ৬x শক্তির, কখন তদূর্দ্ধ, এমন কি ১০০০০০ (cm) শক্তিরও প্রয়োগ হয়।

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ হেম্পল্—উপদংশজ চক্ষুপ্রদাহ, চক্ষু অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালাযুক্ত; হরিদ্রাভ; নৈমিক ঝিল্লীর স্থানে স্থানে উৎক্ষিপ্ত; চক্ষু অস্বচ্ছ এবং পীতবর্ণ স্রাবপূর্ণ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ কুট—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪০; অনেক দিনের গলক্ষত, দন্তে রবারের পাত ব্যবহারের পর হইতে বৃদ্ধি হইয়াছিল; দুই বৎসর স্থায়ী রোগ; বাম টন্‌সিল গ্রন্থির টাটানিযুক্ত ক্ষত; সম্পূর্ণ গলদেশ লোহিতবর্ণ এবং প্রদাহিত। ৫০০০(5m), আরোগ্য। ডাঃ মেরিট—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩৩; ডিফ্‌থিরিয়ার ঝিল্লী দূরীকৃত হওয়ার পর রোগীর বৈকারিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ থাকে তদ্রূপ গলার স্থানান্তরিত ঝিল্লীর ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ; জলসহ ৩।৪ বিন্দু মুল এসিডের ৩ ঘণ্টান্তর সেবনে আরোগ্য। ডাঃ ফুল্‌গ্রাফ—এক বৎসর স্থায়ী অন্ত্রের প্রতিশ্যায় রোগে প্রচণ্ড কামড়ানি ও কর্ত্তনবৎ বেদনাসহ বারম্বার ক্লেদবৎ বিরেচন,৩

banglabooks.in

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে; তাপ অথবা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে; ভ্রমণ কালে; জাগরিত হইলে; উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান কালে; শয়নে।

উপশম।—শকটারোহণে; উদ্‌গারে।

সম্বন্ধ।—নাইট্রিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাল্কে কার্ব্ব, ক্যাম্ফর, হিপার, মার্ক, মিজি, সালফ। বিষমাত্রায় ক্যার, সাবান ও ম্যাগ্নেসিয়া প্রভৃতি।

নাট্রিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাল্কে কার্ব্ব, ডিজি ও মার্কারি।

নাইট্রিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—ক্যাল্কে কার্ব্ব, পালস্ ও সালফার।

আরোগ্য। ডাঃ পেরি—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩৩; প্রসবের পর হইতে ৫ মাস যাবত মলদ্বারের বেদনা; মলত্যাগ কালে ভয়ানক কর্ত্তনবৎ ও চন্‌চনি বেদনা হইয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত; ২৪, আরোগ্য। ডাঃ জেসার—দুই সপ্তাহের শিশু, ৪৮ ঘণ্টা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণবর্ণ রক্তময় মূত্রত্যাগ করায় বস্ত্রে রক্তের কালবর্ণ দাগ লাগিয়াছিল; ৩, আরোগ্য। ডাঃ বেরিজ্—মেঢ্রত্বকের বল্‌গাকার গ্রৈষ্মিক ঝিল্লীর বাম পার্শ্বে চুলকনা; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ হর্শ—পুয়মেহ রোগী। গনরিয়ার পিচকারির ঔষধ ও পারদ সেবনান্তর রোগীর মৃত্যুকল্প অবস্থা এবং বাগি; গুপ্তানাশ, রজনী ঘর্ম্ম, রজনীতে অস্থিরতা ও শীর্ণতা প্রভৃতি; ৩, আরোগ্য। ডাঃ এড্‌মণ্ডসন—অনেক দিনের উপদংশ ও গলক্ষত, জিহ্বামূলের নিকট গভীর ও নীলবর্ণ কিনারাবিশিষ্ট ক্ষত; টন্‌সিল এককালীন পচিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, মুখে দুর্গন্ধ; ৬, আরোগ্য। ডাঃ কুট্—১৯ বৎসর বয়সের রোগী; ৬ মাস পূর্ব্বে উপদংশ রোগ হয়; মেঢ্রত্বক ফাটা; মুদা; অনেকদিন এলপ্যাথিক মতে মার্কারি ব্যবহার করিয়াছিল; ৫০০০ (5m), আরোগ্য। ডাঃ লাড্‌লাম্—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৬; অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঋতুর পর হইতে রক্তস্রাব; রোগী বলহীন ও উত্তেজনাপ্রবণ; নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ, ওষ্ঠ ও জিহ্বা পাণ্ডুর; মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার ভাব, নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি; ২× আরোগ্য।

banglabooks.in

নাইট্রিক এসিড যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্কে কার্ব্ব, হিপার, কেলি কার্ব্ব, নেট কার্ব্ব, পাল্‌স, সাল্‌ফার ও থুজা।

কার্য্যপূরক।—ক্যালাডিয়ামের।

প্রতিযোগী বা বিরুদ্ধ সম্বন্ধযুক্ত ঔষধ—ল্যাকেসিসের পূর্ব্বে বা পরে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অনেক সময়েই ইহাকে মার্কারি হইতে প্রভেদ করা সুকঠিন; কৃষ্ণকেশ ব্যক্তির পক্ষে নাই এসি এবং পাতলাকেশ ব্যক্তির পক্ষে মার্কারি উপযোগী, ইহাই প্রভেদ।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যাল্কে কার্ব্ব, গ্রাফা, হিপার, আয়ড, কেলি বাই, কেলি আয়ড, লাইক, মার্ক, মিজি, মিউ এসি ও থুজা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শীর্ণকায় ও কঠিনদেহ, কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু এবং বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। উত্তেজনাপ্রবণ, একগুঁয়ে, প্রতিহিংসাপরায়ন এবং বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি, ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও যাহারা নমনীয় হয় না।

যে সকল পুরাতন রোগগ্রস্ত রোগীর সহজে সর্দ্দি ও উদরাময় হয়; যাহাদিগের কদাচিৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। উদরাময়যুক্ত ও অত্যন্ত দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি। অত্যধিক শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ খণ্ড বেঁধার ও তাহার খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা—বেদনা হঠাৎ হয় হঠাৎই যায়; তাপের অথবা আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তনে বেদনা জন্মে; নিদ্রাকালে বেদনার উপস্থিতি; শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষতের ন্যায়, চর্ব্বণবৎ অনুভূতিসহ বেদনা।

পায়দ, উপদংশ ও গণ্ডমালা রোগ প্রভৃতির বিষের অথবা অন্য কোন

banglabooks.in

তীব্র বিষের ক্রিয়ায় জীর্ণস্বাস্থ্য এবং ঘৃণাশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের রোগ।

অনেক কাল ব্যাপী অনিদ্রা ও উৎকণ্ঠা; রোগী শুশ্রূষায় (ককু) অপরিমিত মানসিক এবং শারীরিক শ্রম; প্রিয়তম বন্ধুর বিরহনিবন্ধন ব্যাকুলতা (ইগ্নে)।

মস্তকের এবং অস্থির (কার্ব্বল এসি, সাল্‌ফ) চতুর্দ্দিকে পটিআঁটা থাকার অনুভূতি; ক্ষতে, অর্শে এবং গলদেশে এবং কানিদাবা নখযুক্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি শরীরের রুগ্ন স্থানে কাষ্ঠাদির সরু খণ্ড বা টুক্‌রা থাকার অনুভূতি নিবন্ধন সামান্য স্পর্শেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

অনেক সময় নিজের ব্যাধির জন্য ব্যাকুলতা জন্মে; রোগী সর্ব্বদাই বিগত কষ্টের বিষয় সম্বন্ধীয় চিন্তা করে; চিন্তাশক্তি দুর্ব্বলীভূত ও বিভ্রান্ত; কলেরাবিষয়ক দুশ্চিন্তা।

পীনাস্ রোগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে সবুজ মামড়ির নির্গমন।

উদরাময়ে কুন্থন সহ অত্যল্প মাত্র বিষ্ঠার নির্গমনে বোধ যেন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা থাকিয়া যায়, কিন্তু নির্গত করা যায় না (এলুমিনা); বেদনায় বোধ যেন সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বার ছিন্ন বা বিদীর্ণ হইয়াছে (নেট); মলত্যাগের পরে বহু সময় পর্য্যন্ত ভয়ানক কর্ত্তনবৎ বেদনা (রেটানি, সাল্‌ফ)।

পাকা রাস্তায় শকটের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে অত্যধিক অসহিষ্ণুতা।

অশ্বের মূত্রের ন্যায় ঘোর কটা এবং উগ্র ঘ্রাণবিশিষ্ট মূত্র, আপেলের মদ্যের পিপার তলানিবৎ অল্প পরিমাণ মূত্র, ত্যাগকালে শীতল বোধ।

পূয়মেহ অথবা উপদংশ হইতে বড় বড়, অসম ও সরন্ত্র এবং সিক্ত ও স্রাবী চর্ম্মকীল (Warts) এবং শ্লেষ্মাগুটিকাতে (Condylomata)

banglabooks.in

খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনা (ষ্ট্যাফি, থুজা.) এবং ধৌত করিলে সহজেই তাহা হইতে রক্ত স্রাব।

গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয় কারণোদ্ভূত, সহজে রক্তস্রাবী, বেঁধাবৎ বেদনাযুক্ত ও অসমান কিনারা বিশিষ্ট ক্ষতে প্রচুর মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং তলদেশ কাঁচা মাংসের ন্যায় দেখায়।

টাইফয়েড অথবা টাইফাস্ জ্বরে অন্ত্র হইতে (ক্রটে, মিউ এসি) এবং প্রসবের বা গর্ভপাতের পরে জরায়ু হইতে প্রচুর উজ্জ্বল অথবা কালচে-লোহিত রক্তস্রাব। অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রমেও রক্তস্রাব হয়।

মুখ, নাসিকা, সরলান্ত্র, গুহ্যদ্বার, মূত্রনালী এবং যোনি (মিউ এসি) প্রভৃতি শরীরের বহির্দ্বারাদি অর্থাৎ ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান, ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগকারণ।—অন্তঃপ্রবিষ্ট বা বসিয়া যাওয়া পুরাতন উপদংশ ও পূয়মেহ বিষ; অপরিমিত স্নান, প্রভূত শৈত্যসংস্পর্শে শরীরের বরফবৎ জমিয়া যাওয়ার ভাব প্রভৃতি ইহার রোগের সাধারণ কারণ এবং মানসিক ভাবাবেশ, মাদকতা, আঘাত এবং শীতলতা ইহার রোগের গৌণ কারণ মধ্যে পরিগণিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—শোণিত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থিমণ্ডলী, বিশেষতঃ মুখ, সরলান্ত্র, গুহ্যদ্বার এবং যোনি প্রভৃতি—ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগ স্থান—শরীরবহির্দ্বারে নাইট্রিক এসিডের বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় অতি তীক্ষ্ণ উত্তেজনা প্রদাহে পর্য্যবসিত হওয়ায় আক্রান্ত শরীরাংশের ধ্বংসাত্মক ক্ষত, এমন কি পচা অবস্থা বা গ্যাংগ্রিণ উৎপন্ন হয়। নাইট্রিক এসিডের সমবায় ক্রিয়া উপদংশ, গণ্ডমালা অথবা পারদবিষবাষ্প ঘটিত শারীরিক অবস্থার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে।

banglabooks.in

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—নাইট্রিক এসিড একটি প্রবল দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু। ত্বক্, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতি যে কোন শরীরোপাদান সহ ইহার সংস্পর্শ হউক তাহাতেই ইহা ভয়াবহ টিস্যু-ধ্বংসকর ক্ষমতা প্রকাশ করে। এসিডসংস্পৃষ্ট স্থান পীতাভ ও শুভ্র ঝিল্লী বৎ বস্তু দ্বারা আবৃত এবং তদবস্থ উপাদান যথাক্রমে কাঠিন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তথায় ন্যূনাধিক গভীর ও অসমপার্শ্ব ক্ষত উৎপন্ন হয়। ইহার এই ক্রিয়ামূলে, চর্ম্মকীল, ক্ষতের অতিবিবৃদ্ধ মাংসাঙ্কুর ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি বিদূরিত করিতে ইহার এলোপ্যাথিমতে প্রয়োগ হইয়া থাকে। **নাইট্রিক এসিডের** এই ধ্বংসকর স্থানিক ক্রিয়া প্রধানতঃ শরীরোপাদানসহ ইহার রসায়নিক সংযোগ দ্বারা সংঘটিত হইলেও কেবল তাহাতেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে না। জান্তব উপাদান, বিশেষতঃ মনুষ্য-শরীরোপাদানসহ বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধ বশতঃ ইহার সাক্ষাৎ দাহিকাশক্তিহীন দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারেও ইহা ন্যূনাধিক ধ্বংসকর ও তীব্রগুণ প্রকাশক লক্ষণ উৎপন্ন করে।

শোণিত, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গ্রন্থি, অস্থি, ত্বক, বিশেষতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগপ্রদেশ—মুখ, নাসিকা, মলদ্বার, যোনি প্রভৃতি শরীর বহির্দ্বারেই ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। শোণিত এবং স্রাব মাত্রই ইহার ক্রিয়ায় বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্রুত শোণিত অধিকাংশ স্থলে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, কখন কখন কৃষ্ণাভ থাকে। স্রাবাদি তরলতর, তীব্র, বিদাহী ও দুর্গন্ধ এবং পূযাকার ধারণ করিলে সমল পীতাভসবুজ ও ক্লেদবৎ দেখায়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় সর্ব্ববিধ দেহোপাদানের পচা, সড়া অবস্থা, এমন কি অস্থিক্ষত এবং গ্রন্থিমণ্ডলীর প্রদাহ, স্ফীতি ও তাহাতে পূয সঞ্চার হয়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ইহা দ্বারা বিশেষ রূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমে তদুপরি অলীক ঝিল্লী জন্মে, পরে মূল ও অলীক উভয়বিধ ঝিল্লীই ধ্বংস

banglabooks.in

প্রাপ্ত হওয়ায় আক্রান্ত স্থানে পচা, গভীর ও অসমান ক্ষত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যে স্রাব নির্গত হয় তাহা বিদাহী, ক্ষতকর, সমল ও দুর্গন্ধযুক্ত। ফলতঃ ইহা যে শারীরিক অবস্থা উৎপন্ন করে তাহা উপদংশ ও গণরিয়ারোগ-বিষ-বাষ্পোৎপন্ন পুরাতন রোগের লক্ষণের ও গণ্ডমালার সমান। উপরিউক্ত উপদংশ এবং গণরিয়া ঘটিত পুরাতন রোগারোগ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম "এণ্টি সিফিলিটিক" ও "এণ্টি সাইকোটিক" নামের উচ্চাধিকারী না হইলেও **মার্কারি** এবং **থুজার** পরেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। **মার্কারির** অপব্যবহারের প্রতিষেধক গুণে ইহা **হিপারের** নিম্ন স্থান অধিকার করিলেও **মার্কারি** এবং পারদোপদংশ-বিষের ক্রিয়ার কুফল বিনষ্ট করিতে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

ইহার ভয়াবহ দাহিকাগুণসম্ভূত উত্তেজনা ও ধ্বংসক্রিয়ার আভাস স্বরূপ দুর্ব্বলতা এবং ভীতি প্রকাশক লক্ষণ ব্যতীত মস্তিষ্কে ইহা কোন বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে না। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হয় ও মানসিক শ্রমে প্রবৃত্তি থাকে না। রোগী মৌনাবলম্বন করে। দুঃখ এবং অবসাদ জন্মে। আপনার রোগ সম্বন্ধে ব্যাকুলতা, মৃত্যুভীতি ও কলেরার আশঙ্কা হয়। প্রতিহিংসাপরবস রোগী মধ্যে মধ্যে ক্রোধান্বিত হয়, কুবাক্য বলে ও শাপ দেয়। রোগী বাতিকগ্রস্ত ও উত্তেজিত; বিশেষতঃ পারদ সেবনান্তে এরূপ হয়।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারবশতঃ রোগী শিরো ঘূর্ণন এবং অবসাদ ও বুদ্ধিশক্তিহীনতা বোধ করে। প্রাতঃকালে শিরঃশূল হইলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। মস্তকে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরে শিরঃশূলের, গাত্রোত্থানে অন্তর্দ্ধান। মস্তকের আতত ভাব। শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তক কসিয়া বাঁধা। মস্তক যেন সাঁড়াসি আবদ্ধ। মস্তকে, বিশেষতঃ ললাট

banglabooks.in

এবং চক্ষুতে পূর্ণতা ও চাপের অনুভূতি। ললাটপার্শ্বে আকৃষ্টবৎ ও সূচিবেধের অনুভূতি, ললাটের বাম পার্শ্বে, এমন কি দন্তে ও কর্ণকুহরে চাপ বোধ এবং আকৃষ্টবৎ অস্থিবেদনা।

অত্যধিক কেশস্খলন। মস্তকত্বকে আর্দ্র, কণ্ডুয়নবিশিষ্ট এবং মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ। মস্তকের ত্বকে দুর্গন্ধ খুস্কি। ললাটত্বকের আতত অবস্থা। অসহিষ্ণুতাবশতঃ মস্তকত্বকে টুপির চাপেও বেদনা হয়।

দুর্ব্বলতা নিবন্ধন নিদ্রাবিকারে সমস্ত দিনই শিরোঘূর্ণনসহ নিদ্রালুতা। কষ্টে নিদ্রা হয়। নিদ্রাবেশ হইলে রোগী চমকিয়া উঠে। নিদ্রাকালে বেদনা বোধ। রজনীর শেষ ভাগে ভাল নিদ্রা হয় না। নিদ্রাভঙ্গে রোগী বোধ করে যেন তাহার যথেষ্ট নিদ্রা হয় নাই।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দৃষ্ট হয়। দ্বিত্বদৃষ্টি; নিকটদৃষ্টি। কর্ণে নিজের কথারই প্রতিধ্বনী। কর্ণে গুণ গুণ শব্দ এবং আঘাত। চর্ব্বণকালে কর্ণ মধ্যে বিদারণবৎ শব্দ। পারদসেবনে টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য নিবন্ধন বধিরতা। শ্বাস-গ্রহণে বিরক্তিকর গন্ধ পাওয়া যায়। আহারান্তে রসনেন্দ্রিয়ের তিক্তা-স্বাদ এবং গলমধ্যে জ্বালাসহ অম্লাস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার নিবন্ধন কাঁটা বা কাষ্ঠখণ্ড ফোটার অনুভূতি। শরীরের স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তি হওয়ার ন্যায় চর্ব্বণবৎ বেদনা।

গতিদস্নায়ুলক্ষণে অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা। গুল্মবায়ুবৎ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আনর্ত্তন হইতে থাকে। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, কম্প এবং নিদ্রাবেশকালে চমকিয়া উঠা। পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু। পীতবর্ণ চক্ষুপার্শ্ব এবং আরক্ত গণ্ডদেশ।

উপদংশ রোগে মুখে পূয়লক্ষারপ্রবণ, লোহিতবর্ণ ও বিস্তৃতপার্শ্ববিশিষ্ট গুটিকায় মামড়ি জন্মে। মুখের অস্থিনিচয় বেদনাযুক্ত। চর্ব্বণ ও

banglabooks.in

আহার কালে চুয়ালাস্থির করকর শব্দ। মুখে কুঞ্চুড়ি জন্মে, মুখমণ্ডলে চিত্র বিচিত্র কলঙ্ক।

উপদংশ রোগ অথবা পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহ। অবিরত আবর্ত্তনশীল উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্; পারদের অপব্যবহার ঘটিত পুরাতন রোগও পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে। চক্ষুতে চাপ ও হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা। কর্ণিয়ায় বা চক্ষুর কালক্ষেত্রে কলঙ্ক। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে অধিকতর। চক্ষুতে সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা ও কামড়ানি। চক্ষুর জলস্রাব।

বামকর্ণের পশ্চাৎ ও অধস্থ গ্রন্থির স্ফীতি বশতঃ সূচিবেধ ও ছিন্নবৎ বেদনা কর্ণমধ্যে বিস্তৃত। কর্ণের দুর্গন্ধ পূয়বৎ স্রাব। কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা ও কর্ণরব। চর্ব্বণ কালে কর্ণ মধ্যে করকর শব্দ।

শ্বাসযন্ত্র রোগ বশতঃ প্রাতঃকালে এবং ক্রন্দনে নাসিকা হইতে তীব্র কাল ও জমাট রক্তস্রাব। নিদ্রাকালে হাঁচি। দিবসের সর্দ্দিতে নাসিকার রোধ অথবা রুদ্ধ নাসিকা হইতে বিন্দু বিন্দু জলবৎ স্রাব। নাসিকা স্ফীত এবং জ্বালাযুক্ত। নাসিকা হইতে পূতিগন্ধ হরিদ্রাবর্ণ স্রাব। পীনাস্ রোগে ক্ষত জন্মে। নাসিকা হইতে ক্ষতকর স্রাব। নাসিকায় কাঁটা বেঁধার ন্যায় বেঁধা বোধ। নাসাগ্র লাল ও ছালওটা। নাসিকায় শ্লেষ্মাগুটিকা বা কুণ্ডিলমেটা। নাসিকাপুটে বৃহৎ ও কোমল গণ্ড (Protubereuce) মামড়িযুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে সবুজবর্ণ মামড়ির নিঃসরণ।

অধিককাল কথা কহিলে এবং সর্দ্দি হইলে স্বরভঙ্গ ও গলায় চুলকনা এবং হুলবেঁধার অনুভূতি। স্বরযন্ত্রে বৃহৎ ও প্রশস্ত শ্লেষ্মাগুটিকার উৎপত্তি।

শ্বাসযন্ত্রের সর্ব্বস্থান শ্লেষ্মারুদ্ধ হওয়ায় রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ, শ্লেষ্মা নিষ্কৃত না হইলে শ্বাস প্রশ্বাস চলে না। দুর্ব্বলতা নিবন্ধন রোগী

banglabooks.in

শ্বাসহীন হইয়া পড়ে এবং কথা বলিতে পারে না। সবিরাম শ্বাস-প্রশ্বাস। কোন কার্য্য করিলে রোগী হাঁপাইতে থাকে।

স্বরযন্ত্রে ও আমাশয়োর্দ্ধ গহ্বরে শুড় শুড়ির সহিত শুষ্ক ও খ্যাক্ খ্যাকে কাসির রজনীতে এবং শয়ন করিলে ও দিবসেও বৃদ্ধি। কাসি শুষ্ক হওয়ায় গয়ার উঠাইতে কষ্ট এবং প্রাতঃকালে কাসিতে কাসিতে বায়ু কোষের ছাঁচের (casts) ন্যায় সবুজাভ শুভ্র খণ্ড খণ্ড গয়ার নিষ্ঠ্যূত। গয়ার পীতবর্ণ, তীব্র ও তিক্তাস্বাদ এবং তাহাতে অম্লঘ্রাণ ও দুর্গন্ধ।

বক্ষের অস্বস্তি। বক্ষে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত উৎকণ্ঠা, তাপ এবং হৃৎ-কম্প জন্মে। বক্ষে পল্লীবৎ বেদনা। দক্ষিণ বক্ষে সূচিবেধ বোধ। শ্বাস প্রশ্বাসে ও কাসিতে বক্ষের টাটানি।

পরিপাক যন্ত্র রোগে ওষ্ঠ স্ফীত। অধঃ ওষ্ঠ ফাটে। মুখের ধার ক্ষত এবং ফোস্কা দ্বারা আবৃত। মুখের কোণে ক্ষত। চুয়ালঅধস্থ গ্রন্থি বা সাব্‌ম্যাক্সিলারি গ্ল্যাণ্ড স্ফীত ও বেদনাযুক্ত।

দন্ত দীর্ঘতর বলিয়া বোধ। দন্ত হরিদ্রাভ অথবা শিথিল। গর্ত্তযুক্ত দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি শুভ্র, স্ফীত ও রক্তস্রাবযুক্ত। সন্ধ্যাকালে শয়নান্তর ও রজনীতে দন্তে স্পন্দন ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

জিহ্বার অসহিষ্ণুতায় অতি অনুগ্র খাদ্য সংস্পর্শেও জ্বালাসহ চন-চনি; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক থাকে; লালাস্রাবসহ সবুজলেপযুক্ত জিহ্বা; জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা। জিহ্বার ধারে গভীর ও অসমান আকারের ক্ষত। জিহ্বার ক্ষতে দড়ি দড়ি ও চিমসে শ্লেষ্মা। শুভ্রজিহ্বার স্থানে স্থানে ক্ষতসৎ বেদনা।

গণ্ডের অভ্যন্তর পার্শ্বের স্থানে স্থানে ক্ষত। মুখে পচা মাংসের ন্যায় দুর্গন্ধ। মুখলালা দুর্গন্ধ, তীব্র ও ওষ্ঠের ক্ষতোৎপাদক। রক্তযুক্ত

banglabooks.in

মুখলালা। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত এবং ক্ষত ও খোঁচানিযুক্ত। মুখের অর্ব্বুদ নিবন্ধন গ্রীবার অধঃবাহী রেখাকার কলঙ্ক।

শুষ্ক গলদেশের তাপ, গলদেশের পশ্চাতে প্রচুর শ্লেষ্মা। গলাধঃকরণক্রিয়াতে গলার টাটানিতে বোধ যেন গলা অবদারযুক্ত ও ক্ষতবিশিষ্ট। টন্‌সিল গ্রন্থি, উপজিহ্বা ও কণ্ঠা স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত। গলদেশের কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনার গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় বৃদ্ধি। গলদেশ এবং কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধভাগে সূচিবেধের ন্যায় বোধ। টন্‌সিলে এবং কণ্ঠনালীর ঊর্দ্ধে ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ঝিল্লী মুখে, ওষ্ঠে এবং নাসিকায় বিস্তৃত। অন্ননালীর ঊর্দ্ধভাগে সঙ্কোচনের ন্যায় বোধ হওয়ায় গলাধঃকরণ ক্রিয়ার কষ্ট।

রোগীর বসা, হেরিং মৎস্য, চা-খড়ি, চুণ এবং মৃত্তিকা আহারের স্পৃহা জন্মে। মাংস এবং রুটিতে ঘৃণা। ক্ষুধা থাকে না। প্রাতঃকালে ভয়ানক তৃষ্ণা।

আহারকালে ও আহারান্তে ঘর্ম্ম। আহার কালে শ্বাস রোধ ঘটে। আহারান্তে আমাশয়ের পূর্ণতা, সামান্য শ্রমে দৌর্ব্বল্য, তাপ এবং হৃৎকম্প। আহারান্তে আমাশয়ের গুরুত্ব। বসাময় খাদ্যে বিবমিষা ও অম্ল জন্মে। দুগ্ধ সহ্য হয় না।

অত্যন্ত বিবমিষা থাকায় রোগী আহার করিতে পারে না, মধ্যে মধ্যে বমন করে। বিবমিষা ও আমাশয়ের তাপানুভূতি গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শরীর চালনা করিলে ও গাড়ীতে ভ্রমণে বিবমিষার উপশম। অত্যন্ত উদ্‌গারসহ তিক্ত ও অম্ল বমন। রোগী পীতবর্ণ শ্লেষ্মা বমন করে।

আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরস্থানে সূচিবেধানুভূতি। খাদ্য বস্তু গলাধঃকরিতে আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডসীমারন্ধ্রে বেদনা। আমাশয়ে জ্বালাকর যন্ত্রণা।

banglabooks.in

যকৃতের পুরাতন বিবৃদ্ধি ; ম্যাবা রোগ। যকৃতের অত্যধিক বৃদ্ধি ; কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠা। পীতজ্বরান্তে প্লীহার বৃদ্ধি।

বায়ু স্ফীত উদরের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। যকৃদ্দেশের সূচিবেধবৎ বেদনার চালনায় বৃদ্ধি। উদরের বাম পার্শ্বে চাপ। উদরের ডাকের অনুভূতি। রজনীতে, প্রাতঃকালে শয়নাবস্থায় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে কর্ত্তনবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় উদরবেদনা। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে উদরে অধিকতর বায়ুর অবরোধ। শিশুদিগেরও কুচকির অন্ত্রবৃদ্ধি। কুচকিগ্রন্থিতে পূয় জন্মে।

মলত্যাগের প্রবৃত্তি, কিন্তু সামান্যই মলত্যাগ ; বোধ যেন সরলান্ত্রে বিষ্ঠা আছে, কিন্তু রোগী মলত্যাগ করিতে অশক্ত। নিষ্ফল মলবেগ ও উদরশূল। অত্যন্ত চাপ সহ কঠিন বিষ্ঠা, পরে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ডিফ্‌থিরিয়ার ন্যায় ঝিল্লীর উৎপাদক আমরক্তরোগে সরলান্ত্র হইতে পেরিণিয়াম পর্য্যন্ত জ্বালা, নিষ্ফল মলবেগ ও কুন্থন, মলের নিঃসরণ হয় না। অত্যন্ত কুন্থনসহ রস ও ঝিল্লী নির্গত করিতে হয়। কুন্থন সহ রক্তযুক্ত উদরাময় ; কখন আম কখন বা পচা শ্লেষ্মার রেচন ; উদর ডাকিয়া পাতলা মলত্যাগ ; অজীর্ণ ; অথবা হরিদ্রাভশুভ্র ও তরল মলত্যাগ। প্রাতঃকালীন উদরাময়ে পাতলা বিষ্ঠার ত্যাগ ; সবুজ, ক্লেদবৎ ও উগ্র মলের রেচন। অন্ত্রের ইলিয়স্‌কোক্যাল প্রদেশের ক্ষত হইতে উজ্জ্বল লোহিত ও অসংযত শোণিত স্রাব নিবন্ধন সামান্য গাত্র চালনাতেই মূর্চ্ছা। পুরাতন, প্রলম্বিত অর্শ হইতে শোণিতস্রাবের রোধেও স্পর্শে তাহা বেদনাযুক্ত এবং বেদনার যন্ত্রণা উষ্ণ আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত ; প্রত্যেক বার মলত্যাগের পর বিদীর্ণ ও ক্লেদযুক্ত অর্শ হইতে রক্তস্রাব। সরলান্ত্রের বিদারণ প্রযুক্ত মলত্যাগ কালে আক্ষেপিক লক্ষণ এবং পরে, এমন কি, নরম মলত্যাগেও কর্ত্তনবৎ বেদনার উপস্থিতি। গুহ্যদ্বার চতুঃপার্শ্ব আর্দ্র।

banglabooks.in

মলত্যাগ কালে এবং তাহার পরে মূত্রনালীতে কর্ত্তনবৎ বেদনা, চনচনি এবং জ্বালা। মূত্রনালী হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা ও পূয় এবং কষ্টকর মলত্যাগান্তে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ। মূত্রনালীমুখ ঘোর লোহিত ও স্ফীত। মূত্রনালীমুখে সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনা। রজনীতে বারম্বার মূত্রবেগ ও অত্যল্প মূত্রত্যাগ। ত্যাগকালে মূত্র শীতল। মূত্রনালীর সঙ্কোচন থাকার ন্যায় সরু ধারে মূত্রত্যাগ। মূত্র অত্যল্প ও ঘোর এবং কটাবর্ণ; মূত্র অশ্বের মূত্রের ন্যায় অসহনীয় উগ্র গন্ধবিশিষ্ট, ঘোলা এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

লিঙ্গমুণ্ডে এবং লিঙ্গমুণ্ডত্বকে উপদংশ ক্ষতের ন্যায় অগভীর ক্ষত, দেখিতে পরিষ্কার, কিন্তু তাহা হইতে দুর্গন্ধ রসের ক্ষরণ। কখন কখন ক্ষত গভীর, নালীবিশিষ্ট, অসমান ও ছিন্ন ভিন্ন, সাঁসকবর্ণ ও উন্নত পার্শ্বযুক্ত এবং স্পর্শে সহজেই রক্তস্রাবযুক্ত। অতি বিবৃদ্ধ মাংসাঙ্কুরযুক্ত (Granulations) ক্ষত। জননেন্দ্রিয়ে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা; লিঙ্গের মুদা। লিঙ্গমুণ্ডে পুরাতন (Sycotic) পূয়মেহ ঘটিত রসস্রাবী উপমাংস স্পর্শে রক্তস্রাবযুক্ত এবং লিঙ্গমণিবেষ্টত্বকের রসবিধিকা শুষ্ক মামড়ি আবৃত। লিঙ্গমণিবেষ্টত্বকে সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা। লিঙ্গ-মুণ্ডবেষ্টত্বক এবং অণ্ডকোষবেষ্টত্বকের চুলকনা। রজনীতে প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান। রমণেচ্ছা অতি প্রবল অথবা অনুপস্থিত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় চুলকনাযুক্ত। যোনিক্ষতের জ্বালা, চুলকনা এবং তাহাতে পীতাভ পূযের আচ্ছাদন। ঋতুর পর দুর্গন্ধ, সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিত অথবা মাংসবর্ণের প্রদর। জরায়ুগ্রীবায় উপমাংস (Excrescences)।

অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সূচিবেধের অনুভূতি। গ্রীবাপশ্চাতের কাঠিন্য। কটিদেশের আকৃষ্টতায় তাহা যেন অনমনীয় বলিয়া অনুভূতি। পৃষ্ঠ এবং কটিদেশের বেদনা। গ্রীবা এবং

banglabooks.in

কক্ষ-তলগ্রন্থির স্ফীতি। অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থ শরীরাংশে বেদনা।

বাহুদ্বয়ে আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাহুতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধে চাপবৎ বেদনা। হস্তের শীতলতা। কক্ষতলের দুর্গন্ধ। হস্তের ঝিন্‌ঝিনি।

অত্যধিক পরিশ্রান্ত হওয়ার ন্যায় অধঃঅঙ্গের ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অধঃঅঙ্গের পেশী এবং অস্থিতে খুনন ও চর্ব্বণের ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ হিপ্‌-সন্ধিতে সঙ্কুচিতবৎ বেদনা। অধঃ অঙ্গে, বিশেষতঃ রজনীতে, ছিন্নবৎ বেদনা। রজনীতে জঙ্ঘাপশ্চাতে ভয়ানক খল্লী। পদাঙ্গুলীতে শীত-স্ফোটক বা পাঁকুই। পদের প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম নিবন্ধন টাটানিসহ বেঁধাবৎ বেদনায় রোগী বোধ করে যেন সে আলপিনের উপর দিয়া হাঁটিতেছে। পদ সর্ব্বদাই শীতল। জানুসন্ধিতে কাঠিন্য এবং সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে গুল্‌ফসন্ধির কর করাণি। সন্ধ্যাকালে অঙ্গাদির অস্থিরতা।

ত্বক্ শুষ্ক এবং শল্কবিশিষ্ট; তাহার পীতাভা। ত্বকের গভীর বিদারণ হইতে রক্তস্রাব। ত্বকে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক। ত্বকের হুলবেঁথা ও কণ্টক বিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত ক্ষতে অত্যধিক মাংসাঙ্কুর জন্মে এবং তাহার ধার অসমান থাকে। ত্বকে আর্দ্র, ফুল কফির ফুলের ন্যায়, কঠিন, বিদীর্ণ, অথবা সূক্ষ্ম বৃন্তযুক্ত শ্লেষ্মাগুটি বা কণ্ডিলমেটা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ ঘণ্ডের খোঁচা বেধার অথবা কণ্টক বা সূচিবিদ্ধবৎ অনুভূতিসহ বেদনা।—উপরিউক্ত বিশেষ প্রকৃতির অনুভূতি কথঞ্চিত তারতম্যসহ অন্যান্য কতিপয় ঔষধেরও এক বা ততোধিক রোগে অথবা রোগাক্রান্ত শরীরস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু **নাইট্রিক এসিডের** এই অনুভূতি গলদেশ, মলদ্বার,

banglabooks.in

পদাঙ্গুলি ও গাত্রের বহুতর স্থানে যথাক্রমে গলক্ষত, অর্শ, নখের কানিদাবা এবং গাত্রের ক্ষত রোগে উপস্থিতি প্রযুক্ত অধিকতর ব্যাপকতা প্রকাশিত করে; ইহার হঠাৎ উপস্থিতি ও হঠাৎই অন্তর্দ্ধান, তাপের এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে এবং নিদ্রাবস্থায় ইহার বৃদ্ধি এবং ইহার সহিত স্থানে স্থানে ক্ষতোৎপত্তিসূচক চর্ব্বণবৎ বেদনা প্রভৃতির বর্ত্তমানতা ইহাকে যে বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করে তাহাতে এই প্রকৃতির লক্ষণই নাইট্রিক এসিডের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

মূত্রের অশ্বমূত্রের ন্যায় ঘোর কটাবর্ণ এবং তীব্র দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা।—ইহাও নাইট্রিক এসিডের একটি বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। যে হেতু এরূপ অসহনীয় তীব্র দুর্গন্ধ অধিকতর ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার মূত্রের সহিত বেঞ্জইক এসিড এবং সিপিয়ার মূত্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমের মূত্রের ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্বাভাবিক ঘ্রাণেরই অধিকতর প্রবলতা ও তীব্রতা এবং দ্বিতীয়ের মূত্রের অম্লঘ্রাণ ও অসহীয় দুর্গন্ধ প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকায় নাইট্রিক এসিডের মূত্রের বিশেষপ্রকৃতি এবং প্রদর্শকত্ব অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে অর্থাৎ শরীর-বহির্দ্বারি সমূহে ক্ষতাদি রোগলক্ষণের উৎপত্তি।—উপদংশ, পারদ অথবা পারদোপদংশ বিষ প্রভৃতি ঘটিত পুরাতন ক্ষতাদি রোগে সূচিবেধ ও খোচা লাগার ন্যায় বেদনা এবং বিদারণ প্রভৃতি রোগলক্ষণের উপস্থিতি এবং বিশেষতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংযোগস্থানে উপরিউক্ত ক্ষতাদির আক্রমণ নাইট্রিক এসিডের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

banglabooks.in

শরীরের যাবতীয় বহির্দ্বার হইতেই শোণিতস্রাব এবং স্রুত শোণিতের ঔজ্জ্বল্য।—নাইট্রিক এসিড বড়ই শোণিতস্রাব প্রবণতাবিশিষ্ট বস্তু। ইহার টাইফয়েড জ্বর ও অর্শ অতিরিক্ত শোণিত স্রাবের জন্য প্রসিদ্ধ। সামান্য স্পর্শেই ইহার ক্ষত হইতে প্রভূতরক্তস্রাব হয়। শিথিল ও স্ফীত দন্তমাড়ি এবং ওষ্ঠ, মুখকোণ ও মলদ্বারের গভীর বিদারণের সামান্য প্রসারণেই প্রচুর শোণিতস্রাব। প্রায় সমুদয় পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক বস্তুই ন্যূনাধিক শোণিতস্রাবোৎপন্ন করে এবং শোণিতের পচা অবস্থাবশতঃ স্রুত শোণিত কৃষ্ণাদি বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু **নাইট্রিক এসিড** টাইফয়েড পরিবর্ত্তক হইলেও অধিকাংশ স্থলে ইহার স্রুত শোণিত উজ্জ্বল লোহিত থাকিয়া ইহার বিশেষপ্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটি।—নাই এসিড উন্মাদ রোগ অনেক সময়েই বিষাদোন্মত্ততার প্রকৃতিবিশিষ্ট। ডাং ট্যালকট **নাই এসিডের** উন্মাদরোগে রোগীর গুলি করিয়া আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছেন। **এণ্টিম ক্রুডের**ও এরূপ প্রবৃত্তি জন্মিতে দেখা যায়। ইহার রোগীর সাধারণ লক্ষণ মধ্যে শপথ করিবার প্রবল প্রবৃত্তি, তাহার প্রতি ভূতযোনির দৃষ্টি হওয়ার ধারণা, তাহার দেহ এবং মন যেন স্বতন্ত্র হইয়াছে এইরূপ বিশ্বাস এবং আত্ম সন্তানই তাহার নহে এইরূপ চিন্তা প্রভৃতি প্রধান। ডাং ফ্যারিংটন **মার্কারির** অপব্যবহার প্রযুক্ত মানসিক বিকারে শপথ করার প্রবৃত্তি হওয়ায় ইহাদ্বারা উপকার পাইয়াছেন; তিনি এতদতিরিক্তস্থলে ইহার কোন ক্রিয়া দৃষ্ট করেন নাই। সাধারণতঃ **এনাকার্ডিয়াম** ইহার শ্রেষ্ঠতর ঔষধ; ইহাতে দুইটি ইচ্ছাশক্তির বর্ত্তমানতা অতীব স্পষ্টতর থাকে।

banglabooks.in

লোকোমটর এটাক্সি বা কশেরুকমাজ্জেয় ক্ষয়-রোগ।—উপদংশ রোগঘটিত স্নায়বিক মৃদু উদ্দীপনায় স্নায়ুপদার্থের ঘনত্ব ও সঙ্কোচন বশতঃ রোগ জন্মিলে **নাই এসিড** দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাং ডিউয়ি ইহার উচ্চক্রম ব্যবহার করিতে বলেন; ইহা মস্তিষ্কপদার্থেরও ক্ষয়োৎপন্ন করে। তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, মস্তকের কশাভাব, দৃষ্টিহানি, মানসিক অবসাদ ও দুর্ব্বলতা এবং মধ্যে মধ্যে অধঃ অঙ্গের হঠাৎ ও ক্ষণস্থায়ী তীক্ষ্ণ বেদনা প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। **নাই এসি** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কেলি হাইড্রিয়ডিকাম—উপদংশ ঘটিত মস্তিষ্কক্ষয় রোগে ইহাও বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ডাং হাল্‌বাট ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যক্ষ্মাকাস বা থাই সস।—যক্ষ্মাকাস রোগে ফুসফুস ধ্বংসের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ তাহার উপাদানের ক্ষতের আরম্ভাবস্থায় অবস্থানুসারে **নাই এসি** বিশেষ ক্ষমতাশীল ঔষধ। ফুসফুসে হঠাৎ শোণিতোচ্ছ্বাস, পুনঃ পুনঃ প্রচুর পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিতাভ শোণিতস্রাব, প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, রজনীতে ও প্রাতঃকালে অত্যধিক ঘর্ম্ম, এবং প্রাতঃকালে উদরাময় নিবন্ধন প্রভূত দুর্ব্বলতা, প্রাতঃকালে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণ বক্ষভেদ করিয়া অংশফলকাস্থি পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা ইহার প্রধান প্রদর্শক লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। প্রাতঃকালে গাত্র শীতল থাকে। সমস্ত রজনী ঘুড়ঘুড়িযুক্ত শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি রোগীর নিদ্রার বাধা দেয়। কাসি কখন শুষ্ক কখন বা তরল ও উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত; রোগী দুর্গন্ধ, সমল, সবুজ, রক্তযুক্ত ও সুস্পষ্ট পুয়াকার গয়ার নিষ্ঠীবন করে।

banglabooks.in

লাইকপোডিয়াম এবং **পালসেটিলার** গয়ার সুজাত ও হরিদ্রাভ সবুজ।

কাসরোগলক্ষণে **নাই এসিড** ও **ক্যাল্‌কেরিয়া** মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় নিম্নে ইহাদিগের বিশেষপ্রকৃতি প্রদর্শিত হইল।

নাই এসিড—রোগী পাতলা, একহারা, কৃষ্ণকেশ এবং কৃষ্ণচক্ষু। প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি। সাধারণতঃ কাসি শুষ্ক। উষ্ণ বাতাসে রোগের বৃদ্ধি। উষ্ণ দিনে রোগের বৃদ্ধি।

ক্যাল্কেরিয়া—রোগী স্থূলকায়, কটাকেশ ও নীলচক্ষু অপরাহ্নে উদরাময়ের বৃদ্ধি। কাসি সাধারণতঃ সরস থাকে। শীতল দিনে রোগের বৃদ্ধি। উষ্ণ বায়ুতে উপশম।

মুখক্ষত বা সোর মাউথ।—ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি, জিহ্বা, গণ্ডস্থল, ও গলার অভ্যন্তরপ্রদেশ প্রভৃতি এবং মুখ ও তৎসংসৃষ্ট সর্ব্বস্থানের ক্ষতরোগে, বিশেষতঃ তাহা যদি পারদের অপব্যবহার হইতে জন্মিয়া অথবা তদ্দ্বারা দুষিত হইয়া থাকে, **নাই এসি** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ফলতঃ **মার্কারিয়** ও ইহার মুখক্ষত অনেকাংশেই তুল্য। ওষ্ঠে অতি প্রবল ক্ষত জন্মে। ওষ্ঠময় ফোস্কা এবং রসবিস্ফিকা, কখন বা তাহাতে বিদারণ দৃষ্ট হয়। মুখ হইতে (বিশেষতঃ রোগে পারদের অপব্যবহার হইয়া থাকিলে) প্রচুর ও তীব্র লালাস্রাব। দন্তমাড়িসাদাটে ও শিথিল এবং রক্তস্রাবযুক্ত। ক্ষতস্থানে চোঁচ থাকার ও খোঁচার ন্যায় বেদনা।

মিউ এসি—ইহাতে মুখে নীলাভ ও গভীর ক্ষত জন্মে। ক্ষতপার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ থাকে ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপস্তৃক্ বা উপরিস্থ আবরণ উঠিয়া যায়। লালাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

ডিফ্‌থিরিয়া এবং স্কার্লেটিনা সংসৃষ্ট মারাত্মক গলক্ষত।—অবস্থাবিশেষে ডিফ্‌থিরিয়া রোগের, বিশেষতঃ নাসিকা যদি রোগের

banglabooks.in

প্রধান আক্রমণ স্থান হয়, **নাই এসিড** অতি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। নাসিকা হইতে জলবৎ, অতিশয় দুর্গন্ধ, তীব্র ও ক্ষতকর রস এবং রক্তস্রাব; আক্রান্ত স্থানে মাছের কাঁটা, কাচখণ্ড ও চোঁচ বিদ্ধ থাকার অনুভূতি এবং নাড়ী স্পন্দনের ক্ষণিক লোপ প্রভৃতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। নাসিকারন্ধ্র ও গলাভ্যন্তর আক্রান্ত হইলে শুভ্র ঝিল্লী দৃষ্টিগোচর হয় এবং মুখে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ থাকে। **এরাম্ ট্রাইতেও নাই এসিড** ন্যায় নাসিকা হইতে বিদাহী রসনিঃসৃত হওয়ায় ওষ্ঠ হাজিয়া যায়, মুখের কোণ ফাটে এবং শিশু মুখ খুলিতে পারে না। **মিউ এসিডেও** নাসিকা হইতে ক্ষতকর এবং তীব্র স্রাব নির্গত হয় ও নাড়ীস্পন্দনের ক্ষণলোপ ঘটে।

উদরাময় ও আমরক্ত রোগ।—সাধারণতঃ এই সকল রোগে **নাই এসিডের** বিশেষ কোন খ্যাতি দৃষ্ট হয় না। তথাপি অতিরিক্ত পারদ সেবনে শিশুদিগের অথবা উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানের উদরাময়ে ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বিষ্ঠা সবুজবর্ণ ও আমযুক্ত। অন্ত্রে ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ঝিল্লী জন্মিলে টাইফয়েড প্রকৃতির আমরক্তরোগের চিকিৎসাতেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার রোগ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায়। উপরিউক্ত রোগের চিকিৎসায় **হিপার সাল্‌ফেরই** বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। **মিজিরিয়াম** ইহার অন্যতম ঔষধ।

ফিসার অব্ দি এনাস্ বা গুহ্যদ্বার বিদারণ।—শরীরের বহির্দ্বারসহ **নাইট্রিক এসিডের** ক্রিয়ার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলতঃ গুহ্যদ্বারপার্শ্বস্থ বিদারণরোগে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়াই বিবেচিত হয়। মলদ্বারে সূক্ষ্মাগ্র কাঠখণ্ড ফুটিয়া থাকার অনুভূতি ইহার প্রদর্শক।

banglabooks.in

অত্যন্ত কুন্থন, মলদ্বারের অনেককাল স্থায়ী সঙ্কোচন এবং আক্রান্ত স্থানের অবদারণ, জ্বালা এবং চন্‌চনি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

রেট্যানিয়া—বাতপ্রকৃতির উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের মলদ্বার বিদীর্ণ হইলে ইহা উপকারী। মলদ্বার শুষ্ক থাকে ও তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা হয়। মলদ্বার সঙ্কুচিত এবং মলত্যাগান্তে অনেক সময় পর্য্যন্ত বেদনা ও জ্বালা; এবং সরলান্ত্রে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট—সরলান্ত্রে উত্তেজনাবিশিষ্ট চুলকণা ও জ্বালা।

গ্লীট বা পুরাতন পূয়মেহ।—পিচকারীদ্বারা এলপ্যাথিকউগ্র ঔষধাদির স্থানিক প্রয়োগ প্রযুক্ত পূয়মেহ বসিয়া যাইলে **নাই এসিডেম** লক্ষণ উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয় ও মলদ্বারের চতুঃপার্শ্বে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা জন্মে। অণ্ডকোষে ভয়াবহ বেদনা, স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। রোগী অতি কষ্টে দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে। **থুজার** পরেই প্রায় ইহার প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়।

কেলি আয়ডেটাম—ডাং ফ্র্যাংক্লিন মিট রোগে ইহার ৩x ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন।

নাক্স্ ভমিকা—নাক্স্‌ধাতুবিশিষ্ট অথবা মদ্য পান্ ভোজনের অমিতাচারী ব্যক্তিদিগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগে ইহা ফলদ।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—উপদংশ ও পূয়মেহরোগজীর্ণ স্ত্রীলোকদিগের রোগে **নাই এসিড** উপকারী। ঋতুস্রাবের পর অতি উগ্র ও বিদাহী এবং দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ অথবা দড়ি দড়ি, সবুজ কিম্বা কটা বর্ণের স্রাবে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ জননেন্দ্রিয়ে ভয়ানক চাপ ও কটিতে বেদনা হওয়ায় বোধ যেন জননেন্দ্রিয় বাহির হইয়া যাইবে। জননেন্দ্রিয়-প্রদেশে শ্লেষ্মা

banglabooks.in

গুটিকার বর্ত্তমানতা ইহার বিশেষ প্রদর্শক। ডাং জার এ রোগে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

উপদংশ বা সিফিলিস।—অবস্থাবিশেষে উপদংশজ অথবা পারদের অপব্যবহারঘটিত বিকৃতিপ্রাপ্ত উপদংশ ক্ষত এবং উপদংশ অথবা পারদ অথবা উভয়ের যৌগিক বিষের ক্রিয়াজীর্ণ শরীরের ক্ষতরোগ আরোগ্যার্থে **নাই এসিড** অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ইহার ক্ষতাদি বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিত। ক্ষত অতি গভীর এবং উৎক্ষিপ্ত ও অসমপার্শ্বযুক্ত এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধ, সমল ও ক্লেদবৎ, পাতলা পূয়স্রাবী; অসমতল এবং স্ফীত মাংসাঙ্কুরপরিপূর্ণ ক্ষত হইতে সামান্য স্পর্শে, এমন কি ঔষধ প্রয়োগ করিতেও প্রচুর রক্তস্রাব ঘটে এবং কণ্টক অথবা **সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড** বেঁধার ন্যায় বেদনার বর্ত্তমানতা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে **নাইট্রিক এসিড** প্রদর্শিত করে। বাঘিতে (Bubo) পূযসঞ্চারের উপক্রম। গাত্র এবং মস্তকাস্থি নিচয়ের বেদনার আর্দ্র দিবসে বৃদ্ধি। গলদেশের অসমতল ও অসমপার্শ্ব ক্ষতাদিতেও খোঁচাবৎ বেদনা। এবং ত্বকে পীতাভকটা অথবা তাম্রবর্ণ কলঙ্ক। গণ্ডমালাসংসৃষ্ট ক্ষতে ইহা **সাল্‌ফারের** পরে প্রযোজ্য।

লাইকপোডিয়ম—গলদেশের ক্ষত, ললাটের ধূসরাভ-তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ এবং জড়ভাবাপন্ন ক্ষত আরোগ্যে ডাং জার ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্রের ক্ষত আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণে **নাই এসিডের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল। সবুজ, ক্লেদযুক্ত, দুর্গন্ধ, কখন কখন ক্ষতনিঃসৃত পূয়ের আকার বিশিষ্ট বিষ্ঠার ত্যাগ। **প্রচুর উজ্জ্বললোহিতবর্ণ শোণিতস্রাব** নিবন্ধন সামান্য

banglabooks.in

শরীর চালনায় মূর্চ্ছা। শুভ্র জিহ্বার স্থানে স্থানে রসবিষিকা কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত, কখন বা জিহ্বা কটাসে ও শুষ্ক। অনেক সময়ে রোগ সহ উপসর্গরূপে নিউমোনিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত বশতঃ রোগীর মৃত্যু ঘটাও নিতান্ত বিরল নহে।

আর্সেনিক—অন্ত্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ, জলবৎ রক্তস্রাবসহ উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পারদঘটিত বিকার বা ইল্ এফেক্‌টস্ অব মার্কারি।—পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগারোগ্যে অথবা পারদ ঘটিত জীর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কারে **নাইট্রিক এসিড** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, অস্থির এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত। উত্তেজনা বশতঃ রোগী শাপ দিতে ও শপথ করিতে থাকে। অস্থিবেষ্টের বেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, **কর্ণিয়া** ভেদকারী ক্ষত, য়ুষ্টেকিয়ান্ টিউব ও কর্ণের প্রতিশ্যায় নিবন্ধন বধিরতা, লালাস্রাব, গলক্ষত, সাধারণ অস্থিরতা, বিশেষতঃ কর্ণের ম্যাষ্টইড প্রসেস বা চুচুকপ্রবর্দ্ধন-অস্থির ক্ষত এবং আমরক্ত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রোগ উৎপন্ন হইলে রোগী অতি শোচনীয় অবস্থাগ্রস্থ হয়।

পূয়শোথ বা এব্‌সেস।—উপদংশরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিসন্নিহিত, বিশেষতঃ কক্ষতল ও কুচকির গ্রন্থির চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদানের পূয়শোথ রোগে পূয় দুর্গন্ধ, বিদাহী এবং সমল ও পীতবর্ণ থাকিলে **নাই এসিড** তাহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কেলি আয়ডেটাম্—উপদংশ রোগগ্রস্ত ও গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের পূয়শোথ রোগে ইহাও অন্যতম উপকারী ঔষধ।

ফস্‌ফরাস্—ইহা অস্থ্যুপাদানের পূয়শোথ রোগের ঔষধ। **অরাম, এঁসাফিটীডা, পাল্‌সেটীলা, ক্যাক্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা, ক্যাল্কেরিয়া আয়ডিকা** এবং **ম্যাজ্যানাম্** প্রভৃতিও ইহার বিশেষ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪০ (LECTURE XL.)

মিউরিএটিকাম্ এসিডাম্ (Muriaticum Acidum)।

প্রতিনাম।—হাইড্রক্লরিক এসিড। হাইড্রজেন ক্লরাইড।

সাধারণনাম।—মিউরিএটিক এসিড।

প্রয়োগরূপ।—এক ভাগ এসিড ও দুইভাগ পরিশ্রুত জল মিশ্রিত করিলে ১x ক্রম প্রস্তুত হয়। ২x ক্রমও পরিস্রুত জলে এবং ৩X ক্রম হইতে, তদূর্দ্ধ যাবতীয় ক্রম আলকহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—৩x, ৩০ এবং ২০০ ইত্যাদি ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহার নিম্ন ও উচ্চ ক্রমেও প্রয়োগ হইতে পারে।

সম্বন্ধ।—মিউরিএটিক এসিডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ব্রায়, ক্যাম্ফর। বিষমাত্রায় কার্ব্বনেট অব্ সোডা, লাইম বা চূর্ণ অথবা ম্যাগ্নেসিয়া ও স্যাপ মেডিসিনেলিস্।

মিউরিএটিক এসিড যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওপি।

মিউরিএটিক এসিড যাহার পরে সুফলপ্রদ—ব্রায়, রাস্।

অহিফেন ও তাম্রকুটের অমিতব্যবহার প্রযুক্ত পেশীদুর্ব্বলতা মিউরিএটিক এসিড আরোগ্য করে।

তুলনীয় ঔষধ।—এমন কার্ব্ব, আর্স, এরাম ট্রাই, ব্যাপ্টি, ক্যাল্কে কার্ব্ব, কার্ব্বলিক এসি, লাইক, নাই এসি, কস্, পাল্স্, রাস্, সিপি, সাল্ফ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণকেশ, কৃষ্ণচক্ষু এবং কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

উত্তেজনাপ্রবণ, সহজে ক্রোধনশীল এবং অসন্তুষ্ট (নাক্স্) ব্যক্তি; যাহারা অস্থির থাকে এবং যাহাদিগের শীরঘূর্ণন হয়।

banglabooks.in

অত্যধিক দুর্ব্বলকর রোগ, রোগী কেঁকায়, বিরক্ত হয় ও অচেতন থাকে।

অন্ত্রপথের ক্ষতে ভেকের ছাতির ন্যায় মাংস বৃদ্ধি এবং অন্ত্রে অলীক ঝিল্লীর সংস্থিতি।

অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উঠিয়া বসিলেই চক্ষু মুদ্রিত হয়; শয্যার উপধানের বিপরিত পার্শ্বে হড়কাইয়া যায়; এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

রোগীর মুখ এবং মলদ্বারই বিশেষরূপে আক্রান্ত; জিহ্বা ও মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা।

ডিফ্থিরিয়া, স্কার্লেটিনাক্রান্ত, ক্যান্সার বা কর্কট প্রভৃতি মুখের উৎকট রোগে, মুখ গভীর, ছিদ্রকারী এবং কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত ক্ষত দ্বারা আবৃত; রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল ও নিঃশ্বাস ঘৃণাজনক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট।

রোগীর পক্ষে মাংসের বিষয় মনে উদয় হওয়া অথবা তাহার দৃশ্য অসহনীয় (নাই এসি)।

অর্শের বর্ত্তমানতা বা অভাব যে কোন অবস্থাতেই মলদ্বার স্পর্শাসহিষ্ণু; ঋতুস্রাব কালে মলদ্বারের টাটানি।

অর্শের বলী স্ফীত ও নীলাভ এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত। শিশুদিগের হঠাৎ অর্শ জন্মে। অর্শ এতই টাটানিযুক্ত যে সামান্য স্পর্শ, এমন কি গাত্রবস্ত্রসংস্পর্শও অসহনীয়। মূত্রত্যাগ করিতে অর্শের বলীর স্খলন (ব্যারা কা)।

উদরাময়ে মূত্রত্যাগ করিতে এবং বায়ু নিঃসরণ কালে (এলোজ) অনৈচ্ছিক মলত্যাগ; মলত্যাগ ব্যতীত মূত্রত্যাগে অশক্ততা (এলুমি)।

banglabooks.in

মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর ধীরে মূত্র নিঃসরণ; উদরে চাপ দিলে মূত্র ত্যাগ এবং মলদ্বার বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়।

জননেন্দ্রিয়ে **সামান্য স্পর্শ**, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও রোগী সহ্য করিতে পারে না (মার, প্ল্যাটি)। মুখে হৃৎকম্পের অনুভূতি। শরীরে চিত্র বিচিত্র দাগ; সূর্য্যতাপ নিবন্ধন পামা রোগ জন্মে।

রোগকারণ।—সোরাদুষিত ব্যক্তিদিগের সাধারণ আহার্য্যাদির ব্যভিচারপ্রযুক্ত পরিপাক বিকার ও অভ্যস্ত স্রাব এবং উদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—মিউরিএটিক এসিড মূলতঃ গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল আক্রমণ করিয়া তদ্দ্বারা গৌণভাবে শোণিত, ত্বক্, এবং পরিপাক যন্ত্রপথ, বিশেষতঃ মুখ ও মলদ্বারাংশের রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। ইহা শোণিতের যে রুগ্নাবস্থা উপস্থিত করে তাহাতে সংযামকতার (coagulability) বৃদ্ধি এবং বিশ্লেষণপ্রবণতা উৎপন্ন হয়। পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহা প্রবাহ ও ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্রিয়ায় তাহাতে একরূপ ধূসরাভশুভ্র নির্য্যাস সংস্থাপিত হয়। জীবনীশক্তির অবসাদকর, পচনযুক্ত বা টাইফয়েড জ্বরাদির ন্যায় দুর্ব্বল লক্ষণাদি উৎপন্ন করা ইহার ক্রিয়ার প্রকৃতিগত।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—**নাইট্রিক** এবং **সাল্‌ফিউরিক** প্রভৃতি খনিজ এসিডের ন্যায় **মিউরিয়েটিক এসিডও** অমিশ্র অবস্থায় জান্তব-উপাদানের ধ্বংস সাধন করে। সদৃশমতের চিকিৎসাসহ বস্তু বিশেষের স্থানিক প্রয়োগোৎপন্ন ক্রিয়ার বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও ঔষধ পরীক্ষার্থ স্থানিক দাহিকাশক্তিহীন এসিডের দ্রব স্বল্প মাত্রায় সেবনের ফলেও আমরা ত্বকে এবং পরিপাক যন্ত্রপথে, বিশেষতঃ মুখগহ্বর ও মলদ্বারাংশের শ্লৈষ্মিক

banglabooks.in

ঝিল্লীতে ইহার টিস্যুধ্বংসকর কার্য্যের নিদর্শন স্বরূপ প্রদাহচিহ্ন ও ক্ষত দেখিতে পাই। **মিউরিএট্রিক এসিড** টিস্যু ও রক্ত-রসাদির অতি গভীর পচনকর বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী বস্তু। টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতির অতি শোচনীয় অবস্থায় ইহার উপকারিতায় আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। জিহ্বার কর্কট বা ক্যান্সার রোগের অবস্থা-বিশেষে এতদ্বারা উপকার হওয়ায় ইহার ক্রিয়ার সাংঘাতিকতা বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। ইহার ক্ষতাদির কৃষ্ণবর্ণ ও বিকট দৃশ্য, স্রাবাদির বিবর্ণ, অধিকতর তরলতা এবং উগ্র, বিদাহী গুণ এবং শোণিতের পচনশীলতা ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতিও উপরি উক্ত টাইফয়েড ও পচনক্রিয়া এবং সাংঘাতিকতার পরিচয় প্রদান করে। স্নায়ুমণ্ডলে ইহা দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করে। প্রাথমিক ক্রিয়াফলে রোগীর মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতা ও খিটখিটে ভাব হয়, ইন্দ্রিয়াদি আগন্তুকবিষয়ে অসহিষ্ণু ভাব ধারণ করে এবং পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা রোগী শারীরিক অস্বস্তি প্রকাশ করে। মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং শারীরিক অসহিষ্ণুভাবসহ প্রভূত দুর্ব্বলতাই (দুর্ব্বলাত্মক সবলতা) **মিউরিয়েট্রিক এসিড** লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। **মিউ এসিডের** নিম্নলিখিত যান্ত্রিক লক্ষণাদির প্রকৃতিতে আমরা তাহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। ইহার ক্রিয়ার শেষাবস্থায় রোগীর সংজ্ঞানাশ হয় এবং তাহার শারীরিক শোচনীয় দুর্ব্বলতাসহ জিহ্বা ও মলদ্বাররক্ষক সঙ্কোচনী পেশী প্রভৃতির অবশতা জন্মে।

মানসিক বিকার বশতঃ অসহিষ্ণুতা, ক্রোধপ্রবণতা এবং মর্ম্মান্তিক দুঃখ জন্মে। রোগী খিট খিটে হয় এবং শারীরিক অশান্তি বশতঃ অনবরত পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত কখন বা দুঃখিত ও মৌনী রোগী স্থির ভাবে বসিয়া থাকে। মৌনভাব। রোগী মস্তক নত করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকে। অচৈতন্য। কেঁকানী।

banglabooks.in

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শিরোঘূর্ণন হইয়া রোগী হাঁটিতে টলে, ভ্রমণে ইহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে শিরঃশূলের উপশম হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় দক্ষিণ পার্শ্বে অথবা চিৎভাবে শয়ন করিলে শিরোঘূর্ণন ও বিবমিষার বৃদ্ধি। গ্রন্থিস্ফীতিসহ মস্তক পশ্চাতের গুরুত্ব জন্মিলে ঝাপসাদৃষ্টি, কিছু দেখার চেষ্টায় বর্দ্ধিত।

শিরঃশূল নিবন্ধন বোধ যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন অথবা ঘৃষ্ট হইয়াছে। মস্তকপশ্চাতের গুরুত্ব। মস্তকের অসাড়তা এবং নিদ্রার অনুভূতি। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার ঘটায় বস্তুর লম্বভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি। মস্তক-পশ্চাতে বেদনা হওয়ায় অস্পষ্ট দৃষ্টি। কর্ণ মলহীন ও শুষ্ক শঙ্কের স্খলনযুক্ত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, রজনীতে কর্ণে বিদারণবৎ কড় কড় শব্দ; দক্ষিণ কর্ণে রোগ অধিকতর। রসনেন্দ্রিয়-বিকার বশতঃ সকল বস্তুতেই মিষ্টাস্বাদ। মুখলালার স্রাব বৃদ্ধিসহ মুখে পচা ডিমের ন্যায় উগ্র ও পচা আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর বিকৃত অবস্থা প্রযুক্ত শরীরের স্বভাবসিদ্ধ উত্তেজনাপ্রবণতার অভাব। সমস্ত শরীরে ছিন্নবৎ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। সন্ধিনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

গতিদ স্নায়ুর বলক্ষয় নিবন্ধন রোগীর শয্যাগত অবস্থা। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উপবেশন করিলেই চক্ষু নিমীলিত হয়, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে এবং শয্যার পদপ্রান্তে গড়াইয়া যায়। শরীর গুটাইয়া থাকে। অঙ্গসীমার শীতলতা। জিহ্বা এবং মলদ্বারের সঙ্কোচনী পেশীর অবশতা।

মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ; মুখ, ললাট এবং ললাটপার্শ্বের ভ্রূকুটিতে মামড়ি জন্মে। মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে মুখমণ্ডলে তাপ এবং গণ্ডে উজ্জ্বল রক্তিমা, পিপাসা থাকে না। অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

banglabooks.in

চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত। চক্ষুর অভ্যন্তরকোণের চন্ চনি ও চুলকানি। ক্ষুপত্র লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। চক্ষুর বাহিরে সূচিবেধের অনুভূতি।

কর্ণশূল ও কর্ণের চাপবৎ বেদনা। চন্‌চনি, বিড়বিড়ি ও শীতলতাসহ বেদনার কর্ণ হইতে মুর্দ্ধায় প্রধাবন এবং ললাটপার্শ্বে ছিদ্র করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। কর্ণে কৃষ্ণবর্ণ খোইল ও গুণ গুণ শব্দ।

নাসিকা হইতে উগ্র সর্দ্দির স্রাবে নাসিকার চুলকানি, সর্‌সরি ও হাঁচি। নাসিকার অনেককাল স্থায়ী রক্তস্রাব।

শ্বাসযন্ত্রের সর্দ্দি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ ও বক্ষের অবদারণ ভাব।

গোঁ গোঁ করিয়া কোঁকানি শব্দযুক্ত গভীর শ্বাস প্রশ্বাস ও মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস। বোধ যেন শ্বাসপ্রশ্বাস আমাশয় হইতে আসিতেছে। শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের সঙ্কোচন।

মুখমণ্ডল উষ্ণ, বক্ষের ঘড় ঘড়িসহ কর্কশ কাসি ও পরে আমাশয়ের খল্লী। হুপশব্দক কাসি।

অত্যধিক শরীরচালনায় এবং দীর্ঘশ্বাস গ্রহণে বক্ষের এবং হৃৎপিণ্ডের সূচিবেধবৎ বেদনা, ফুসফুসে জ্বালাযুক্ত সূচিবেধানুভূতি। ষ্টার্ণাম্ অস্থিতে আততভাব ও বেদনা। তাহাতে বিদ্ধ করার ন্যায় এবং আঘাতিত হওয়ায় ন্যায় বেদনা।

মুখমণ্ডলে হৃৎকম্পের অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডে সূচিবেধবৎ বেদনা।

নাড়ী ধীরগতি, দুর্ব্বল এবং সময়ে ক্ষণলোপবিশিষ্ট; দিবসে ধীর গতি, রজনীতে অধিকতর দ্রুত।

পরিপাক যন্ত্ররোগ বশতঃ ওষ্ঠের পার্শ্বের অবদারণ ভাব। মুখপার্শ্বের ফুস্‌কুড়িতে মামড়ি। নিম্নৌষ্ঠ স্ফীত, তাহাতে গুরুত্ব ও জ্বালা বোধ। শীতল পানীয়ে দন্তশূল এবং দন্তশূলসহ কর্ণের বেদনা। তাপে দন্তের চন্‌চনি বেদনার হ্রাস। স্ফীত দন্তমাড়ী, রক্তস্রাবযুক্ত দন্তক্ষত। দন্তাধার-কোটর হইতে দন্ত উচ্চ হইয়া উঠে।

banglabooks.in

জিহ্বার সীসকবৎ গুরুত্ব বশতঃ কথা বলার ব্যাঘাত; জিহ্বা হাজাযুক্ত ও শক্তিহীন বোধ। জিহ্বা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। বেদনাযুক্ত এবং নীলাভ জিহ্বায় কৃষ্ণবর্ণতলযুক্ত গভীর ক্ষত এবং জ্বালাময় রস-বিস্ফিকা।

ওষ্ঠ এবং মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহযুক্ত, লোহিতবর্ণ, ক্ষতবৎ-বেদনাবিশিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদাটে বিন্দুদ্বারা আবৃত; প্রশ্বাসবায়ু দুর্গন্ধবিশিষ্ট। লালাগ্রন্থি স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

গলদেশের ও গল-গহ্বরের (Fauces) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাভলোহিত ও স্ফীত এবং জ্বালাযুক্ত; তাহাতে অবদারণ ভাব এবং জ্বালাসহ চনচনি; তাহা ধূসরাভশুভ্র ও ডিফথিরিয়ারৎ আগন্তুক ঝিল্লী আবৃত। উপজিহ্বা ও টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি। গলমধ্যে অনেক লালা লঞ্চয়ে রোগীরা গলাধঃকরণে বাধ্য। গলাধঃকরণের চেষ্টায় গলার ভয়ানক আক্ষেপ ও গলরোধসহ নিঃশ্বাসের অবরোধ।

অত্যধিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। মাংসে অনিচ্ছা। সুরাসারযুক্ত পানীয়ে অস্বাভাবিক স্পৃহা।

পচা ও তিক্ত উদ্‌গার। কাসি ও উদ্‌গারসহ বমন; অনিচ্ছা সত্বেও গেলা আইসে; আমাশয়স্থ বস্তুর অন্ননালী পথে উদ্‌গীরণ ও কখন কখন আমাশয়ে পুনঃ প্রবেশ।

ক্ষুধাহীনতা। আমাশয় ও অন্ননালীর শূন্যভাব আহারে নিবৃত্ত হয় না।

কুক্ষিদেশের আতত ভাব ও চাপ লাগার অনুভূতি। অল্পাহারেই উদরের পূর্ণতা ও বিস্তৃতি; উদরের ডাক এবং শূন্যভাব। উদরের খল্লী।

মূত্রত্যাগকালে গুদ-ভ্রংশ। জ্বালা এবং টাটানিযুক্ত, স্ফীত, নীলবর্ণ এবং আঙ্গুরের গুচ্ছবৎ অর্শ নিষ্ক্রান্ত। কোমল বিষ্ঠাত্যাগেও সরলান্ত্রে এবং গুহ্যদ্বারে চনচনি। অন্ত্রের শক্তিহ্রাস বশতঃই যেন মলত্যাগে

banglabooks.in

কষ্ট; মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক পাতলা ও জলবৎ বিরেচন, পরে মলদ্বারে চনচনি ও জ্বালা।

অবস্থা বিশেষে পুনঃ পুনঃ অধিক অথবা অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ। মূত্রস্থলীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করার পর ধীরে মূত্র নিঃসরণ, মূত্রস্থলীতে চাপের সহিত মূত্র নির্গত করিতে মলদ্বারের বহির্নিষ্ক্রমণ। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। মূত্র লোহিতবর্ণ, উগ্র ও দুগ্ধবৎ। মূত্রত্যাগকালে জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা, পরে মূত্রনালীর কুন্থন।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ধ্বজভঙ্গ। জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও শিথিল। জলবৎ ও রক্তযুক্ত পুরাতন পূয়মেহ। অণ্ডকোষবেষ্টের চুলকনা, চুলকাইলে উপশম হয় না। লিঙ্গমুণ্ডত্বক্ ক্ষতযুক্ত।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন ঋতু হইবে। ঋতু অতি শীঘ্রাগত ও প্রচুর হওয়ায় রোগিনী হতাশ ও মৌনী, যেন শীঘ্র মৃত্যু ঘটিবে; উদরশূল এবং টাটানিযুক্ত অর্শ। তাহা হইতে পচা স্রাব হয় এবং রোগিনীর সাধারণ দুর্ব্বলতা ঘটে। স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শও সহ্য হয় না। পৃষ্ঠবেদনা, মলদ্বার এবং অর্শের বেদনাসহ শ্বেতপ্রদর।

মোচড় লাগার ন্যায় অথবা অনেক সময় নত হইয়া থাকার ন্যায় গ্রীবাতে চাপবৎ বেদনা। কটিদেশে চাপ ও আকৃষ্টবৎ এবং ক্লান্ত হওয়ার ন্যায় বেদনা। মেরুদণ্ডের অধঃসীমার অস্থির (Os Coccyx) বেদনা।

হস্তের, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠাংশের গুরুত্ব। হস্ত এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠে মামড়িবৎ উদ্ভেদ। রজনীতে অঙ্গুলির অসাড়তা, শীতলতা এবং ঝিন্‌ঝিনিরভাব। অঙ্গুলিসীমার স্ফীতি এবং জ্বালা। করতলের কণ্ডুয়ন।

banglabooks.in

বিশ্রামকালে অঙ্গনিচয়ের জ্বালা। চালনায় সমুদয় সন্ধিরই ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি। বাহুর এবং জানুসন্ধির চাপবৎ আকৃষ্টতা।

উরুর দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী চলিতে টলে। মলদ্বারের চুলকনাসহ দক্ষিণ উরুর বেদনা। অধঃঅঙ্গের শোথ ও বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা। অধঃঅঙ্গাদির অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ। অধঃঅঙ্গাদির পচাক্ষতের পার্শ্বেরজ্বালা, পদদ্বয়ের শীতলতা; পদ নীলবর্ণ। পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্ফীত, লোহিতবর্ণ ও জ্বালাযুক্ত।

ত্বকে শল্কযুক্ত বা খুস্কিবিশিষ্ট উদ্ভেদ। জঙ্ঘাত্বক বেদনাযুক্ত ও তাহাতে পচা ক্ষত, ক্ষতের চতুর্দ্দিকের জ্বালা। ত্বকে গভীর, পচনশীল, মৃতমাংসাবৃত এবং বেদনাযুক্ত ক্ষত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা।—প্রভূত দুর্ব্বলতাপ্রধান ঔষধের মধ্যে **মিউরিয়েটিক এসিড** অতি শ্রেষ্টত্ব লাভ করিয়াছে। গভীর দুর্ব্বলতায় ইহা **কার্ব্ব ভেজ**সহ তুলনীয় হইলেও টাইফয়েড অবস্থা-পন্ন রোগের সংজ্ঞাহীনতা ও অস্থিরতা প্রভৃতি মস্তিষ্ক লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রধানতঃ প্রভেদিত হয়। নিম্নলিখিত কতিপয় গভীর দুর্ব্বলতামূলক বিশেষ লক্ষণ দ্বারা **মিউ এসিড** শক্তিহীনতা পরিস্ফুট হয় এবং তদ্দ্বারাই ইহা রোগচিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে বলিয়া উপরিউক্ত বিশেষ দুর্ব্বলতা **মিউ এসিড** প্রদর্শক স্থানীয়। **আর্সেনিক, কলচিকাম** প্রভৃতি অন্যান্য প্রসিদ্ধদুর্ব্বলকর ঔষধ হইতেও ইহা এতদ্দ্বারা প্রভেদিত। **মিউরিয়েটীক এসিডের** প্রধান প্রয়োগস্থলই টাইফয়েড জ্বর। এজন্য নিম্নলিখিত অধিকাংশ লক্ষণেরই সার্থকতা টাইফয়েড জ্বরে দৃষ্টিগোচর হয়।

ক। প্রলম্বিত অধঃ চুয়াল।—চুয়ালের আকুঞ্চনী পেশীর

banglabooks.in

শক্তিহীনতা মিউ এসিরোগে অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ার কারণ। ওপিয়াম, আর্সেনিক এবং ল্যাকেসিসেও অবস্থাবিশেষে এই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রথম ঔষধে ইহার সহিত বক্ষের ঘড় ঘড়ি ও নাসিকাধ্বনি, দ্বিতীয়ে ভয়াবহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও সজ্ঞানতা, তৃতীয়ে বহুভাষিতা ও গাত্রের, বিশেষতঃ গলদেশ ও উদর প্রভৃতির অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা মিউ এসির বর্ত্তমান. এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণ হইতে ইহাদিগকে প্রভেদিত করে।

খ। শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্‌কাইয়া যাওয়া।—ইহাও একটি প্রভূত দুর্ব্বলতাপ্রকাশক লক্ষণ। রোগী দুর্ব্বলতার প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় ক্ষমতাহীন হয়. মস্তক উপধান হইতে নামিয়া পড়ে ও রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে হড়্‌কাইয়া যাইয়া শরীর গুটাইয়া থাকে। জিঙ্কামেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধঃঅঙ্গের চঞ্চলতা প্রভেদক রূপেবর্ত্তমান থাকে।

গ। মূত্রত্যাগকালে অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ।—ইহাও মলদ্বাররক্ষক পেশীর শোচনীয় দুর্ব্বলতার পরিচয়। মূত্রত্যাগের সামান্য বেগেই শিথিল মলদ্বার বিষ্ঠার অবরোধে অক্ষম হয়। ফলতঃ মলদ্বারসন্নিহিত অন্যান্য যন্ত্রেরও দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে। সহজে মূত্রত্যাগ হয় না। মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় অপেক্ষা করিলে ধীরে মূত্রত্যাগ হইতে থাকে। মূত্রত্যাগ জন্য মূত্রস্থালীতে চাপদিলে শিথিল মলদ্বার স্খলিত হয়। মূত্রস্থালীর গ্রীবাপেশীর দুর্ব্বলতানিবন্ধন অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ।

মুখগহ্বরলক্ষণ—শুষ্ক-চর্ম্মবৎ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ও সঙ্কুচিত জিহ্বা; জিহ্বার পক্ষাঘাত বশতঃ বাক্‌রোধ এবং মুখগহ্বরসংসৃষ্ট প্রদেশে ক্ষত ও অলীকঝিল্লীর সংস্থান।—

banglabooks.in

এরূপ শোচনীয় জিহ্বালক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার পরিচয়। জিহ্বার পক্ষাঘাত, ঔষধের পূর্ব্বকথিত দুর্ব্বলতার অন্যতম স্থানিক লক্ষণ। ইহাতে রোগীর জ্ঞান থাকিলেও বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না। **মিউ এসিড** মুখক্ষত শরীরের অতি দূষিত ও সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশ করে। মুখগহ্বরের সর্ব্বস্থানেই ইহা উৎপন্ন হয়। এই ক্ষত গভীর ও আক্রান্ত স্থানের ধ্বংসকর হওয়ায় জিহ্বা এবং গণ্ডাদিতে বিদারণ ঘটিতে পারে। ক্ষতের তলদেশ ও ভূমি নূন্যাধিক কৃষ্ণবর্ণ। প্রশ্বাস হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়াজ্বর ইত্যাদিতে রক্তের পচা ও হীনাবস্থা বশতঃ "মামুরকির ঘা" বা ক্যাংক্রাম অরিস এবং ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি রোগের মারাত্মক ক্ষত রোগীর অতি সাংঘাতিক অবস্থা জ্ঞাপন করে। কখন কখন ইহার ক্ষত ভয়াবহ ক্যান্‌সার রোগে পরিণত হয়। জিহ্বার শিথিলতা, বৃহদায়তন ও পার্শ্বে দন্তের ছাপ, অজস্র দুর্গন্ধ লালাস্রাব এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা **মার্কুরিয়াসের**, কিনারার অসমাবস্থা, মাংসাঙ্কুরের অতি বৃদ্ধি এবং প্রধানতঃ কণ্টক বেধবৎ বেদনা দ্বারা **নাই এসির ক্ষত, মিউ এসির** ক্ষত হইতে প্রভেদিত হয়।

চিকিৎসা।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক স-ঝিল্লিক গলক্ষত।—**মিউরিয়েটিক এসিড** ডিফ্‌থিরিয়ারোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। দুর্ব্বলতা এবং বিষাক্ত শোণিতের অতি পচিত অবস্থাপ্রযুক্ত চরমদশাগ্রস্ত রোগীর ঔষধ মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। পূর্ব্ববর্ণিত দুর্ব্বলতা ও নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ, পচা শোণিতস্রাব ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। প্রশ্বাসের পুতিগন্ধ; উপজিহ্বা ও গলগহ্বরের (ফ্যারিংস্) পশ্চাদংশ এবং টন্‌সিল্‌গ্রন্থিতে পীতাভধূসরবর্ণের সংস্থিতি বা আগন্তুক

banglabooks.in

আবরণের বর্ত্তমানতা ; নাসিকা হইতে ক্ষত কর, পাতলা স্রাব ; জিহ্বার শুষ্কতা ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও বিদারণ এবং নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও ক্ষণ-লোপ প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ। ইহার রোগে মূত্রে শ্বেত লালা বা এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়।

যকৃৎ রোগ—সিরসিস্, ড্রপি্‌সি বা জলশোথরোগ।—যকৃতের সিরসিস্ রোগ সিবন্ধন উদরি প্রভৃতি শোথরোগের শেষাবস্থায় টাইফয়েড্ লক্ষণ উপস্থিত হইলে **মিউ এসিডের** প্রয়োগ হইতে পারে। রোগের চরমাবস্থায় শীর্ণ রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত ও চৈতন্যহীন হয়। মুখ শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত থাকে এবং অনৈচ্ছিকরূপে জলবৎ, দুর্গন্ধ মল নিঃসারিত হয়। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা অপিচ অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ভুক্ত বস্তুর বমন হইয়া যায়। রোগ অসাধ্য হইলেও উপরিউক্ত লক্ষণে ইহার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উপশমের প্রত্যাশা করা যায়। যকৃতের রোগেও **মিউ এসির** প্রয়োগিতা উপস্থিত হয়।

নাইট্রি মিউ এসিড—উপরিউক্ত রোগ নিবন্ধন অজীর্ণাদি লক্ষণে ইহারও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অর্শরোগ বা হিমরয়েড্‌স্, পাইল্‌স্।—বৃদ্ধদিগের অর্শ রোগে **মিউ এসি** উপকারী ঔষধ। মলদ্বার এবং অর্শের বলি এতাদৃশ স্পর্শাসহিষ্ণু ও টাটানিযুক্ত যে তাহাতে সামান্য স্পর্শ, এমন কি বস্ত্রসংস্পর্শ পর্য্যন্তও সহ্য হয় না।' স্ফীত ও নীলবর্ণ অর্শ আঙ্গুর গুচ্ছবৎ বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়। উষ্ণজলের স্থানিক প্রয়োগে ইহার অর্শের যন্ত্রণার উপশম এবং শীতল জল প্রয়োগে বৃদ্ধি।

টাইফয়েড ফিবার বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—**গভীরতর দুর্ব্বলতাই** টাইফয়েডজ্বরে **মিউ এসিডকে** আমাদিগের স্মরণপথে আনয়ন করে। প্রশ্বাসবায়ু অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত

banglabooks.in

এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত জন্মে। লালাগ্রন্থি স্ফীত, স্পর্শে বেদনাযুক্ত এবং মুখগহ্বর ক্ষতবৎ টাটানিবিশিষ্ট হয়। ইহা রোগের চরমাবস্থার ঔষধ; রক্ত রসাদি পচিত ও রোগী দুর্ব্বলতার শেষসীমায় উপনীত হইলে ইহাই আমাদিগের প্রায় একমাত্র ভরসা স্থল। রোগীর এতাদৃশ শক্তিহানি ঘটে যে রোগী উপাধানে মস্তক রক্ষায় অশক্ততা বশতঃ হড়কাইয়া শয্যায় পদপ্রান্তে যায়। অনৈচ্ছিক মলমূত্রের ত্যাগ। জিহ্বার ক্ষয় ও শুষ্কতা প্রযুক্ত কথা কহিবার চেষ্টা করিলে তাহা মুখমধ্যে ফর্ ফর্ করিতে থাকে। কখন কখন তাহার পক্ষাঘাত নিবন্ধন বাক্‌রোধ ঘটে এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। হৃৎস্পন্দন অতি ক্ষীণ ও অনিয়মিত। নাড়ীর প্রত্যেক তৃতীয় আঘাতের লোপ ইহার বিশেষ প্রকৃতির জ্ঞাপক। শয্যাক্ষত জন্মে এবং শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা ও গুল্‌ফসন্ধিতে শোথ দৃষ্ট হয়।

টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট জ্বরের প্রভূত দুর্ব্বলতায় মিউ এসিসহ আর্স এবং ফস্ এসিস্ তুলনা শিক্ষাপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হয়। ভয়াবহ উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতা আর্সেনিকের, মানসিক অবসাদ ফস্ এসির, এবং অস্থিরতা ও মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতার পরে সংজ্ঞাহীনতা এবং শোচনীয় পেশী দুর্ব্বলতা মিউ এসিস বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। দুর্ব্বলতা ঘটিত অবসাদের পূর্ব্বগামী অস্থিরতায় ইহা আর্সের ভয়াবহ অস্থিরতা এবং র‍্যাসের উপশমপ্রদ অস্থিরতাসহ কোন অংশেই তুলনীয় নহে। মানসিক অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত রোগী কথা কহে না; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তা করিতে অশক্ত ফস্ এসির রোগী ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে। টিম্ পচনাবস্থা র‍্যাসের অপেক্ষা মিউ এসিতে অধিকতর, এজন্য অধিকাংশ স্থলেই র‍্যাসের পর ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

banglabooks.in

নাই এসিড এবং **মিলিফলিয়াম**—টাইফয়েড জ্বরে অন্ত্র হইতে শোণিত স্রাব হইলে ইহারা সর্ব্ব প্রধান ঔষধ।

হেমামেলিস্—ইহাও রক্তস্রাব নিবারণ পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

টেরিবিন্থ ও **টার্পেনা**—রক্তস্রাবে ইহারাও ফলপ্রদ।

স্নায়ুমণ্ডলে উষ্মার ভাববিশিষ্ট (Erythism) রোগীর রোগচিকিৎসায় ডাং ট্রিক্স **মিউ এসিডে** প্রধান স্থান প্রদান করেন; তিনি বলেন, ইহার উত্তেজনা **ব্রাহ্মর** অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, অস্থিরতা **রাসের** অপেক্ষা অধিকতর এবং মস্তিষ্কলক্ষণ কখনও **বেলের** সমকক্ষ হয় না।

আরক্তজ্বর বা স্কালেটিনা।—আরক্তজ্বরের শেষাবস্থায় প্রগাঢ় টাইফয়েড লক্ষণাক্রান্ত, ভয়ানক দুর্ব্বল রোগীর চিকিৎসায় **মিউ এসিডের** উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর শরীর গাঢ় নীলবর্ণ, রক্ত বেগে মস্তকে ধাবিত রোগীর মুখ ও চক্ষু উজ্জ্বল রক্তিমাবিশিষ্ট এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত। উদ্ভেদ ঝাড়িয়া বাহির হয় না। উদ্ভেদ বিরল ও অনিয়মিতরূপে সর্ব্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদযুক্ত ত্বগাংশ পরম্পরার মধ্যে মধ্যে নীলাভ অথবা ঘোর লোহিত কালশিরার কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। শিশু অত্যন্ত অস্থির থাকে ও গাত্রের বস্ত্রাচ্ছাদন দূরে নিঃক্ষেপ করে। রোগের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় গাত্র নীললোহিত ও পদ স্পষ্টতর রূপে নীল হইয়া যায়। কখন কখন রোগের এই অবস্থায় গলদেশে পূর্ব্ববর্ণিত ডিফ্‌থিরিয়াবৎ ক্ষতাদি লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। এই রোগে **ব্লাস্** ও **ল্যাকেসিস্** অপেক্ষা অধিকতর স্থলে **মিউ এসি** প্রযুক্ত হয়।

এই রোগে **এপিস** এবং **সাল্‌ফারসহ মিউ এসিড** তুলনীয় বলিয়া বিবেচিত। কেননা উভয়েরই ত্বকে লোহিত বর্ণ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রথম ঔষধে গলদেশের শোথ জন্মে।

banglabooks.in

কেলি পার্ম্মাঙ্গ্যানিকাম্—ইহারও গলদেশের লক্ষণ, বিশেষতঃ তাহার শোথভাব **মিউ এসির** সদৃশ, **নেট্রাম আর্স, মার্ক সাম্রানেট, আর্স** এবং **হাইড্রসা এসিডেও** এই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত ঔষধেও **মিউ এসির** ন্যায় গলদেশ লক্ষণ এবং গাত্রের নীলাভা এবং উদ্ভেদযুক্ত ত্বগাংশ পরস্পরের ব্যবধানে কালশিরা উৎপন্ন হয়।

সাল্‌ফুরিক এসিড—গাত্রে নীলাভ দাগ, প্রভূত দুর্ব্বলতা এবং ডিফ্‌থিরিয়াবৎ অলীক ঝিল্লীর বর্ত্তমানতায় আরক্ত জ্বরে ইহা **মিউ এসির** তুল্য। কিন্তু **সাল্‌ফ এসিতে** গাত্রাবরণ মোচনে উপশমের অভাব ও গাত্রে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় নীলবর্ণ ত্বগংশ বর্ত্তমান থাকে।

দুর্ব্বলতা (Debility)।—**মিউ এসিড**রোগী রোগের শেষাবস্থায় দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপনীত হয়। টাইফয়েড রোগাদিতে প্রভূত দুর্ব্বলতা বশতঃ উপাধানে মস্তক রক্ষা করিতে অশক্ত রোগী শয্যায়পদপ্রান্তে গড়াইয়া যায় এবং হস্ত, পদ ও শরীর গুটাইয়া জড় সড় হইয়া থাকে। তাহাকে পুনঃ পুনঃ উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করার প্রয়োজন হয়। মলদ্বারের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত মূত্রত্যাগ করিতে মল-নিঃসরণ।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—দুর্ব্বল রোগীর গাত্রে নীলবর্ণ শিরা উঠিয়া পড়ে এবং হস্ত পদ শীতল ও নীলাভ হয়।

সাল্‌ফুরিক এসিড—ইহার দুর্ব্বলতায় সর্ব্বশরীরে কম্প-ভাব এবং অঙ্গাদির কম্প উপস্থিত হয়।

অধিক কাল অহিফেনসেবনের দুর্ব্বলতায় **মিউ এসিড** উপকারী।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪১ (LECTURE XLI.) ।

ফস্‌ফরিকাম্ এসিডাম্—(Phosphoricum Acidum) ।

সাধারণ নাম ।—ফস্‌ফরিক এসিড ।

প্রয়োগরূপ ।—এক ভাগ অমিশ্র ফস্‌ফরিক এসিডসহ ৯০ ভাগ পরিস্রুত জল ও ১০ ভাগ এল্‌কহল মিশ্রিত করিলে ২x ক্রমের ঔষধ প্রস্তুত হয়। ৩x ক্রমের ঔষধ ডাইলিউট এল্‌কহল এবং তৎপরবর্ত্তী ক্রম এল্‌কহল দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম ।—সাধারণতঃ নিম্ন ১ ও ৩ হইতে ৩০ ক্রম এবং উচ্চ ২০০ ক্রমের ব্যবহার হয়। অনেক সময়ে তদূর্দ্ধও ব্যবহৃত হইতে পারে।*

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থানুসারে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল, যথা—ডাং বার্থস্—রোগীর বয়স ৪২ ; পুরাতন অজীর্ণ রোগ ; বর্ত্তমান লক্ষণ—ক্ষুধাহীনতা ; যাহা কিছু আহার করে, অর্দ্ধ ঘণ্টার পর অম্লোদ্গারসহ বমন হইয়া যায় ; আমাশয়ের শূলবৎ বেদনা ; অম্লোদ্গার জন্য কষ্ট ; ৩০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ষ্টাফ্—স্ত্রীলোক, বয়স ৩০ ; অনেক দিন হইতে আমাশয়ে ও আমাশয়োর্দ্ধে প্রবল চাপ, আক্রান্ত স্থান চাপিত করিলে বৃদ্ধি ; মূত্র দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও ঘন ; ২০০ এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং স্মল—পুরাতন উদরাময়ে প্রতিদিন ৪।৫ বার ধূসরাভ, পাতলা রেচন ; ৩, আরোগ্য। ডাং মিল্‌স্—৬ মাসের শিশু ; শাদাটে জলবৎ বিষ্ঠা কখন স্বচ্ছভাবের, কখন দুগ্ধবৎ ; স্তন্যপানের সময় অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই মলত্যাগ ; শিশুর স্থির ও সন্তুষ্ট ভাব ; ৩০, এক মাত্রা প্রয়োগমাত্রই বিষ্ঠা স্বাভাবিক হইত, ঔষধ বন্ধ করিলেই রোগ ফিরিত ; এইরূপ পুনঃ পুনঃ হওয়ায় ঔষধ প্রতিদিন ৪ মাত্রা প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাং আর্ম ষ্ট্রং—২২ বৎসর বয়সের রোগী ; কতিপয় মাসের গণরিয়া ; মূত্রস্থালীস্থ

banglabooks.in

উপচয়।—রজনীতে বিশ্রাম কালে; শরীর অনাবৃত করিলে; উষ্ণ বস্তু আহারে; কাফি পানে।

উপশম।—সাধারণতঃ শরীর চালনায়; কখন কখন চাপে; আর্দ্র দিনে।

সম্বন্ধ।—ফস্‌ফরিক এসিডের কার্য্যাপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া।

ক্ষয়জনক ঘর্ম্ম ও উদরাময়ে এবং দুর্ব্বলতায় সিঙ্কনা ইহার পূর্ব্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়।

আহারান্তে মূর্চ্ছা হইলে যদি নাক্স দ্বারা ফল না হয় ফস্ এসি প্রযোজ্য।

ফস্‌ফরিক এসিডের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—সিঙ্কনা, ফেরাম্, রাস্ ও ভিরেট্রাম।

তুলনীয় ঔষধ।—খনিজ অম্ল, ফ্লুয়রিক এসিড, পিক্রিকএসি, এসাফি, এনাকা, আর্স, বেল্, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কনা, ইগ্নে, লাইক, মার্ক, ফস্, পাল্‌স, রাস, সিপি, সিলিক, ষ্ট্যাফি, সাল্‌ফ, ভিরেট্ এ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি মূলে বলিষ্ঠ থাকিয়া পরে জৈবরসক্ষয়ে, কাম বিষয়ক অমিতাচারে

উত্তেজনায় তাহাতে ভারি বোধ ও মূত্রত্যাগের বেগসহ প্রতি রজনীতে এবং মলত্যাগ কালে শুক্রস্খলন; ২০০, উভয় রোগ আরোগ্য। ডাঃ প্রেষ্টন—১০ দিনের প্রলাপ; বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা; কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষম, জিহ্বা শুষ্ক, কাল লেপাবৃত এবং কম্পযুক্ত; নাড়ী দুর্ব্বল, স্পন্দন ১৫০; অঙ্গ সীমা শীতল; অনৈচ্ছিক বিরেচন; ১২, আরোগ্য। ডাঃ হুইন্—১৬ বৎসরের বালিকা; কথা কহে না; নিকটস্থ বিষয়ে উদাসীন; উদরাময়ে সাদাটেধূসর বিষ্ঠা; উদরের ডাক; কখন কখন উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং স্পর্শসহিষ্ণুতা; উদরোপরি উদ্ভেদ; ৩, আরোগ্য।

banglabooks.in

(সিঙ্কে), প্রবল তরুণ রোগে, মর্ম্মান্তিক দুঃখ অথবা পুনঃ পুনঃ শোক, দুশ্চিন্তা এবং ভালবাসার নৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক ভাববিপ্লবে যাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

নম্র ও বিনীতস্বভাব (পাল্‌স্‌)।

পাণ্ডুর, রোগজীর্ণ, কোটরপ্রবিষ্ট ও নীলবর্ণপার্শ্ববিশিষ্ট চক্ষু।

অনাবিষ্ট, করুণহৃদয়; জীবন সম্বন্ধীয় কার্য্যে যাহাদিগের ঔদাস্য; যে সকল বিষয়ে পূর্ব্বে আসক্তি ছিল তাহাতে অনাসক্ততা; দুঃখনিবন্ধন শক্তিহীনতা।

যে সকল শিশু এবং যুবকের শরীরায়তন শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় (ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্কে ফস্‌); পৃষ্ঠে এবং অঙ্গে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা।

বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ কথন; সংজ্ঞাহীনতা; অথবা অজ্ঞানভাবের নিদ্রা; রোগী নিকটস্থ বিষয়ে সংজ্ঞাহীন থাকে, ডাকিয়া তুলিলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, ধীরে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়, এবং পুনর্ব্বার অচেতন হয়।

রোগীর কম্প হয়, পদ দুর্ব্বল থাকে, সহজেই হুচ্‌ট লাগিয়া রোগী পদস্খলনে পতিত হয়।

গণ্ডমালা, উপদংশ, মার্কারির অপব্যবহারনিবন্ধন অস্থি ও অভ্যন্তরীণ উপাদানের প্রদাহ; অস্থিবেষ্টের প্রদাহে জ্বালাকর, ছিন্নবৎ এবং ছুরিকা দ্বারা চাঁছার ন্যায় বেদনা (রাস); অস্থির কোমলতা, তাহার ক্ষত, কিন্তু অস্থি ধ্বংস (Necrosis) হয় না; ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বেদনা।

শিরঘূর্ণনে মস্তক সম্মুখে ও পশ্চাৎদিকে নত হয়; চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণন; টাইফাস জ্বরে রোগী উপবেশন করিলে পতিত হয়; শয়ন করিলে মস্তক ঠিক থাকে, কিন্তু পদ ঊর্দ্ধে উঠে।

বহুদিন স্থায়ী দুঃখ অথবা স্নায়বিক বলক্ষয়নিবন্ধন শিরঃশূলে মস্তক চূর্ণ করার ন্যায় মূর্দ্ধা দেশে চাপানুভূতি; মস্তক এবং গ্রীবার পশ্চা-

banglabooks.in

তের শিরঃশূল ; শিরঃশূল সাধারণতঃ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে সম্মুখ পার্শ্বে যায় এবং মস্তক চালনায় ও গোলমাল শব্দে, বিশেষতঃ গীতবাদ্যে তাহার বৃদ্ধি এবং শয়নে হ্রাস হয় (ব্রায়, জেল্‌স্, সিলিক)।

স্কুলের বালিকাদিগের চক্ষুর অতিশয় শ্রমনিবন্ধন শিরঃশূল ; শিক্ষার্থী বালক, যাহাদিগের শরীর অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় তাহাদিগের শিরঃশূল।

যে উদরাময়ে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে না ; বেদনাহীন উদরাময় ; শুভ্র অথবা পীত, রক্ত সংযুক্ত এবং বায়ু নিঃসরণসহ অনৈচ্ছিক উদরাময় (এলোজ, নেট্রাম্) ; অম্লাহার প্রযুক্ত উদরাময় এবং ভীতিনিবন্ধন কলেরা।

দেখিতে জিউলির আঠাবৎ, ও রক্তযুক্ত টুকরা পদার্থ মিশ্রিত দুগ্ধের ন্যায় মূত্র শীঘ্র পচিয়া উঠে ; রজনীতে প্রচুর, জলবৎ, পরিষ্কার মলত্যাগ হইয়া তৎক্ষণাৎ সাদাটে ঘোলা হইয়া যায় (স্নায়ু পদার্থের অপচয় বশতঃ ফস্‌ফেট লক্ষণ)।

হস্তমৈথুন ; এই দুষ্কার্যবশতঃ যখন রোগী মানসিক কষ্ট অনুভব করে (ডায়স্কো, ষ্ট্যাফি)।

অঙ্গাদির স্নায়ুতে খনন করা, ক্ষুরসান এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা ; অঙ্গছেদের পর ছিন্ন অঙ্গপ্রান্তের স্নায়বিক উদ্দীপনা (সেপা)।

বারম্বার, দুর্ব্বলকর ও প্রচুর শুক্রস্খলন ; সঙ্গমান্তে অধিকতর শুক্রের ক্ষরণ ; শুক্র ক্ষরণান্তে প্রবল সঙ্গমেচ্ছা ; এক রজনীতেই অনেকবার বীর্য্যস্খলন ; রোগী শুক্রের অপচয়বশতঃ **ভগ্নোৎসাহ, দুঃখিত এবং নিরাশ** (শুক্রক্ষরণান্তে অদম্য মৈথুনেচ্ছা, অষ্টি)।

যক্ষ্মা রোগে কথা কহিলে ও কাসিলে (ষ্টেনাম) বক্ষের দুর্ব্বলতা ; জৈব রসাপচয়ে, শরীর অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে এবং অবসাদকর মানসিক ভাবাবেগে রোগী উত্তেজনাপ্রবণ হয়।

banglabooks.in

রোগকারণ।—কামবিষয়ক অমিতাচার, শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য প্রভৃতিনিবন্ধন অবসাদকর মানসিক ভাববিকার, শোণিতস্রাব এবং উদরাময় ও অত্যধিক হস্তমৈথুনে রেতঃক্ষয় প্রযুক্ত জৈবরসের অপচয় ফস্‌ফরিক এসিডের সাধারণ রোগকারণ। রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং অভ্যস্ত রসস্রাবের রোধ ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—ফস্‌ফরিক এসিড স্নায়বিক উপাদানের অপচয় অথবা স্নায়বিক অবসাদ উৎপন্ন করে। এই অবস্থামূলে যে উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতাবিহীন দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় তাহা অবিশ্রান্ত দুঃখ, অত্যধিক মানসিক অথবা শারীরিক শ্রম এবং কাম-বিষয়ক অত্যাচার প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ লক্ষণের অনুকৃতি স্বরূপ। এই রূপ স্নায়ুবিকারের গৌণ ক্রিয়াফলে যথাক্রমে বৃক্কক বা কিড্‌নি ও পুংজননেন্দ্রিয় এবং অস্থি ও ত্বক্ প্রভৃতির রোগ জন্মে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ফস্‌ফরিক এসিডের মৌলিক ও প্রাথমিক বা প্রাইমারি ক্রিয়া মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা এবং স্নায়ু-মণ্ডলে। এই ক্রিয়া স্নায়ুপদার্থের প্রদাহোৎপাদক অথবা ধ্বংশমূলক নহে। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমবশতঃ স্নায়ুপদার্থের গঠনোপাদান ফসফেট লবণের অপচয়, অপরিমিত শারীরিক পরিশ্রম, শুক্রশোণিতাদি জৈবরসহানি প্রভৃতি কারণে যদ্রূপ স্নায়বীক দুর্ব্বলতাদি জন্মে, ফস্‌ফরিক এসিডের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা তদ্রূপ বিকা-রেরই আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহা স্নায়ুমণ্ডলের অবিমিশ্র দুর্ব্বলতা উৎপাদনকারী বস্তু; অর্থাৎ ইহার স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ সমক্রিয়াশীল সিঙ্ক-নার দুর্ব্বলতার ন্যায় কোন স্নায়বিক উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুভাবের বর্ত্ত-মানতা দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার মস্তিষ্কীয় ক্রিয়া সংজ্ঞানাশকারী নহে। প্রভূত মস্তিষ্কীয় অবসাদগ্রস্ত রোগী গভীর তন্দ্রাবিত থাকে অথবা

banglabooks.in

বিড় বিড় করিয়া অসংলগ্ন কথা বলে, কিন্তু তাহাকে জাগরিত করিলে, প্রগাঢ় দৌর্ব্বল্যহেতু "হা", "না" প্রভৃতি স্বল্প কথায় প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া অচিরাৎ রোগী তন্দ্রাভিভূত হয়; ইহাতে জ্ঞানের সম্পূর্ণ লোপ ঘটে না, কেবল প্রভূত অবসাদগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণেও এইরূপ দৌর্ব্বল্যেরই আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৃক্ক (kidney) এবং পুংজননেন্দ্রিয় ক্রিয়ার নিয়ন্তা মস্তিষ্কাংশের ক্রিয়াবিকারের সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ ইহা মূত্রাধিক্য প্রভৃতি কিডনি রোগ এবং ক্রিয়াবিকারী পুংজননেন্দ্রিয়রোগ উৎপন্ন করে। ফলতঃ ইহার ক্রিয়ায় মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ স্রাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নায়বিক বলক্ষয়ের গৌণ ফলস্বরূপ টিস্যুর পোষণ, পুনরুৎপাদন প্রভৃতি জৈবক্রিয়ার বিভ্রাট উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ানিবন্ধন শোণিতের কৃষ্ণবর্ণ ও তরলতর অবস্থা এবং প্রদাহ ও বেদনাহীন গ্রন্থিবিবৃদ্ধি প্রভৃতি গণ্ডমালা, সোরা ও সিফিলিসরূপ "ক্রনিক" বা পুরাতন রোগ বিষক্রিয়ার অথবা পারদের অপব্যবহারোৎপন্ন অস্থির অভ্যন্তরীণ মৃদু প্রদাহ এবং অস্থি ক্ষত প্রভৃতি নানাবিধ অস্থি রোগের ও নানাপ্রকার ত্বগুদ্ভেদের সাদৃশ্য প্রকটিত হয়। সাক্ষাৎভাবে ইহা টিস্যু ধ্বংসকারী নহে বা ইহা অস্থির ধ্বংস বা নিক্রোসিস উৎপন্ন করে না। নিম্ন উদ্ধৃত যান্ত্রিক লক্ষণ দ্বারা ইহার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ স্মরণশক্তির হ্রাস হয়। রোগী মৌন থাকে; সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন হয়; সহজে কোন বিষয় বুঝিতে পারে না; বুদ্ধির জড়তা জন্মে। কল্পনাশক্তির অভাব এবং মানসিক বৃত্তির দুর্ব্বলতা ঘটে। চিন্তা করিবার ক্ষমতার অভাব হইয়া যায়। কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না; রোগী অনিচ্ছার সহিত ধীরে অথবা অল্প কথায় প্রশ্নের উত্তর করে। রোগী কথা কহিবার সময় উপযুক্ত কথা অনুসন্ধান করিয়া পায় না। গৃহবিরহাতুরতা বশতঃ ক্রন্দনপ্রবণতা। মস্তিষ্কের

banglabooks.in

অবসাদ ও প্রগাঢ় তন্দ্রাবস্থায় শান্ত ভাবের প্রলাপ; রোগী বিড় বিড় করিয়া দুর্ব্বোধ্য প্রলাপ কহে।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে শিরোঘূর্ণন; সন্ধ্যাকালে দণ্ডায়মানে এবং ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন এবং সম্মুখ ও পশ্চাৎ পার্শ্বে মস্তক নত। মস্তকের জড়তা ও বিশৃঙ্খল ভাব।

মস্তকে ভারি বস্তু চাপা থাকার ন্যায় চাপ বোধ অথবা বোধ যেন মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে। মস্তক চন চন ও কন কন করে। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ললাটদেশে প্রবল চাপবোধ। শিরঃশূলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য এবং মস্তক সামান্য ঝাঁকাইলে অথবা সামান্য গোলমালে, বিশেষতঃ গীতবাদ্যে তাহার অসহনীয় বৃদ্ধি। বোধ যেন মস্তকের স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত অস্থিবেষ্ট কেহ ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়াছে। কেশ অতি শীঘ্র পাকে অথবা শণের ন্যায় হয় এবং চর্ব্বিসিক্তবৎ চট্‌চট করে, কেশের শীঘ্র স্খলন ঘটে। মাথা চুলকায়।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় রোগী অত্যন্ত নিদ্রালু ও উদাসীন। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায়। মধ্য রজনীর পর নিদ্রাহীনতা; প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কামবিষয়ক স্বপ্নে শুক্রস্খলন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় রামধনু সদৃশ বর্ণের দৃষ্ট। অন্ধত্ব জন্মিলে বারম্বার চক্ষু মিটি মিটি করিবার প্রবৃত্তি। শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসহিষ্ণুতাবশতঃ গোলমাল শব্দ, বিশেষতঃ গীতবাদ্যের শব্দে অসহিষ্ণুতা। কর্ণে উচ্চ শব্দের প্রতিধ্বনি। স্নায়বিক বধিরতা। কর্ণরবে শ্রবণের কষ্ট। ঘ্রাণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ।

অনুভূতিদ-স্নায়ুবিকার বশতঃ জ্বালাকর, চর্ব্বণ ও ছিন্নবৎ বেদনা।

গতিদস্নায়ুবিকার বশতঃ রোগীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শয্যাগত অবস্থার প্রাতঃকালে বিশেষ বৃদ্ধি। কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না।

banglabooks.in

মূর্চ্ছারভাব নিবন্ধন শয়নের প্রবৃত্তি। বক্ষে এবং ডায়াফ্রাম পেশীতে খল্লীবৎ আক্ষেপ; হিপসন্ধিতে বেদনাযুক্ত আক্ষেপ। মস্তকের আক্ষেপিক ঝাঁকি। উরুপেশীতে আনর্ত্তন। সন্ধ্যাকালে হস্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত রোগী তাহা ছুড়িতে থাকে।

মুখমণ্ডলের আততাবস্থায় বোধ যেন তাহাতে অণ্ডলালা শুষ্কীভূত। মুখের মৃতের ন্যায় আকৃতি এবং ওষ্ঠ ও জিহ্বা পাণ্ডুর। অধঃ চুয়ালাস্থি ভগ্ন বলিয়া অনুভূতি। গণ্ডস্থলের জ্বালা। মুখমণ্ডলে পীতাভকটা ও মামড়িযুক্ত উদ্ভেদ। ললাটদেশে ফুস্কুড়ি। মুখের অন্যতর পার্শ্ব শীতল বোধ।

চক্ষুতে চাপ নিবন্ধন বোধ যেন চক্ষুগোলক বৃহত্তর হইয়াছে। প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুর শুভ্র ক্ষেত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ। চক্ষুতারকার বিস্তৃতি।

কর্ণশূল, কর্ণে সূচিবেধ ও গণ্ড এবং দন্তে আকৃষ্টবৎ বেদনার কেবল গীতবাদ্যে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্র রোগে নাসিকা হইতে দুর্গন্ধের নিঃসরণ। নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত পূয়স্রাব। নাসিকার কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব। নাসিকোপরি স্ফীতি ও লোহিত এবং শুষ্ক ছাল উঠা স্থান।

স্বরযন্ত্রের কর্কশভাব, স্বরভঙ্গ, তাহাতে কথা বলার ব্যাঘাত। গলা এবং বক্ষের জ্বালা।

আঘ্রাণে, কথা বলায় অথবা পরিশ্রমে বক্ষের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র। ভ্রমণারম্ভে এবং রজনীতে বক্ষের সঙ্কোচন বশতঃ কষ্ট ও উৎকণ্ঠা।

স্বরযন্ত্র, ষ্টার্ণ্যাম্‌অস্থি-উর্দ্ধের-গহ্বর এবং সমুদয় বক্ষ হইতে আমাশয়োর্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থানে যেন পালকের গুড়গুড়ি হইতে কাসি; কাসিলে সন্ধ্যাকালে কিছুই উঠে না, প্রাতঃকালে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত অথবা অম্ল ও

banglabooks.in

ঘাসের আস্বাদযুক্ত, আটা এবং সাদাটে শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত হয়। রক্ত নিষ্ঠূত হওয়ায় রোগী দুর্ব্বল হইলেও অস্থির থাকে।

সমুদয় বক্ষে চাপ ও জ্বালা। কথা কহিলে, কাসিলে ও অনেক সময় বসিয়া থাকিলে বক্ষে দুর্ব্বলতার অনুভূতি, ভ্রমণে উপশম। ক্বচিৎ কাসি হওয়ায় বক্ষে উচ্চ ঘড় ঘড় বা শাঁই শাঁই শব্দ।

হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়া সূচিবেধবৎ বেদনা। যে সকল যুবা ও শিশুর শরীরায়তনের দ্রুত বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের হৃৎকম্প জন্মে।

নাড়ী অনিয়তগতিবিশিষ্ট, কখন কখন এক বা দুই স্পন্দনের লোপ; সাধারণতঃ নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল অথবা দ্রুতআঘাতী, সময়ে পূর্ণ ও সবল।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ স্ফীত দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব, শয্যাতাপে শরীর উষ্ণ হইলে এবং তাপ অথবা শৈত্য সংস্রবে তাহার বৃদ্ধি; রজনীতে সম্মুখের দন্তের জ্বালা। দন্ত হরিদ্রাবর্ণ ও অবশ বোধ। দন্তের গর্ত্তে ঘাদ্য প্রবেশ করিলে জ্বালা।

জিহ্বার মধ্যাংশের ঊর্দ্ধাধভাবে লোহিতবর্ণ রেখা। জিহ্বা ও ওষ্ঠ পাণ্ডুর। জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তরে চটচটে শ্লেষ্মা। জিহ্বার জ্বালা; জিহ্বা স্ফীত। কেবল রজনীতেই জিহ্বার চনচনি। অনৈচ্ছিক জিহ্বা দংশন; রাত্রেও ঐরূপ দংশন।

মুখ এবং গলা শুষ্ক; জিহ্বায় ধূসরাভশুভ্র লেপ। মুখ এবং গলদেশে আটা শ্লেষ্মা। মুখে "মামুরকির ঘা"।

মুখ ও গলার শুষ্কতা, তৃষ্ণা থাকে না। খাদ্য গলাধঃ করিতে গলক্ষতের টাটানি, চাঁছাভাব ও হুল-বেঁধার ন্যায় বেদনার বৃদ্ধি। গলা খাঁকর দিলে চিমসে শ্লেষ্মা উঠে।

ক্ষুধার অভাব; সামান্য যাহা কিছু আহার করে অম্লোদ্গার হইয়া উঠিয়া পড়ে; আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অম্লোদ্গারের কষ্টসহ

banglabooks.in

আমাশয়ের খল্লীবৎ বেদনা। অতর্পনীয় তৃষ্ণা। উষ্ণখাদ্যে স্পৃহা। ক্লান্তিনিবারক এবং রসাল বস্তুর আকাঙ্ক্ষা; রুটি অতিশয় শুষ্ক বোধ। বিয়ার মদ্য ও দুগ্ধ পানে ইচ্ছা। কাফি, ওয়াইন ও বিয়ার মদ্য এবং সুরাসারযুক্ত মদ্যে ঘৃণা। অম্লাস্বাদ খাদ্যে তিক্তাস্বাদের উদ্গার অথবা আমাশয়ে বায়ুর সঞ্চার। অস্বাভাবিক ক্ষুধা। মুখের তালুদেশে বিবমিষা বোধ।

প্রতিবার আহারের পরেই কোন ভারি বস্তু চাপা থাকার ন্যায় আমাশয়ের চাপ। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বর স্পর্শে আমাশয়ের চাপবৎ বেদনা। যকৃতের স্থানবিশেষের গুরুত্ব, সূচি বেঁধার ন্যায় এবং জ্বালা বোধ।

উদরে গড় গড় ডাক এবং জলের ন্যায় শব্দ। বায়ু কর্ত্তৃক উদরের আধ্মান, ডাক ও ঘড় ঘড় শব্দ; বেদনাহীন মলত্যাগ।

উদরাময় অনেক দিন থাকিলেও দুর্ব্বলকর হয় না। বায়ু নিঃসরণে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। পাতলা ও সাদাটেঁপ্‌সর এবং পীতাভ এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট বিষ্ঠা; লেইয়ের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ।

দুগ্ধের ন্যায় মূত্র জমাট বাঁধিতেও পারে। প্রচুর জলবৎ ফেকাসে মূত্র, রজনীতেই অত্যধিক পরিমাণে ও নির্ব্বাধ স্রোতে নির্গত হয় এবং তাহাতে তলানি পড়ে। অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। প্রাতঃকালে কতিপয় বিন্দু শুভ্র পুরাতন পূযধাতুর এবং সন্ধ্যাকালে প্রষ্টেট গ্রান্থির স্রাবের নিঃসরণ।

প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে এবং দণ্ডায়মান হইলে লিঙ্গোত্থান। বারম্বার, প্রচুর এবং দুর্ব্বলকর শুক্রের নিঃসরণ। মলবেগে শুক্রস্রাব। রজনীতে লিঙ্গোত্থান ব্যতীতই শুক্রের স্খলন। হস্তমৈথুনপ্রযুক্ত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, কামেচ্ছার অভাব।

banglabooks.in

সঙ্গমান্তে এবং স্বপ্নদোষের পরে শরীরের দুর্ব্বলতা। বাম অণ্ডকোষের স্ফীতি। জননেন্দ্রিয়প্রদেশের কেশস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে প্রচুর পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ ঋতুস্রাব শীঘ্রাগত ও অধিককাল স্থায়ী। ঋতুস্রাবকালে যকৃতের বেদনা। চুলকানির সহিত প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ শ্বেতপ্রদর, ঋতুর পরেই অধিকতর। জরায়ুতে বায়ু জন্মে।

অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। কটির-ঊর্দ্ধস্থ স্থানবিশেষে জ্বালাযুক্ত বেদনা।

স্কন্ধ এবং বাম হস্তে ছিন্নবৎ বেদনা। বাহু এবং স্কন্ধের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জ্বলন্ত কয়লা সংস্পর্শের ন্যায় জ্বালা। সন্ধির কাঠিন্য এবং খল্লী। হস্ত এবং অঙ্গুলির ত্বক্ শুষ্ক এবং সঙ্কুচিত। অঙ্গুলিনিচয়ের ঠিক অর্দ্ধাংশের ঝিন্‌ঝিনিভাব। লিখিতে হস্তের কম্প। হস্তের জ্বালা ও গুরুত্ব; প্রলম্বিত হস্তে রক্ত ভর করে।

হিপসন্ধিতে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অনুভূতি। উরুপশ্চাতের পেশীর জ্বালার দণ্ডায়মানে বৃদ্ধি এবং চলনে হ্রাস; রজনীতে পদতলের জ্বালা। জঙ্ঘার অধঃআংশে ক্ষতোৎপত্তি। রজনীতে টিবিয়া অস্থিতে বেদনা। পদাঙ্গুলিমুণ্ড-অধঃদেশে ফোস্কার উৎপত্তি; পদ ফীত ও ঘর্ম্মযুক্ত। পদাঙ্গুষ্ঠের সন্ধিতে স্ফাতি, আঘাতের অনুভূতি ও জ্বালা।

প্রাতঃকালে সকল সন্ধিতেই এবং বাহু ও জঙ্ঘায় ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গনিচয়ের অস্থিতে জ্বালা, কামড়ানি ও ছিন্নবৎ বেদনা। জৈবরসক্ষয় বশতঃ অঙ্গনিচয়ের দুর্ব্বলতা।

ত্বকের রসবিম্বিকোদ্ভেদ শুষ্ক অথবা আর্দ্র এবং শল্কযুক্ত। বসন্তের ন্যায় উদ্ভেদ। ত্বকে চর্ম্মকীল (warts), শ্লেষ্মাগুটিকা (condylomata) এবং ক্ষত। ত্বকের স্থান বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

জৈবরসাপচয়, বিশেষতঃ অপরিমিত কামসেবা অথবা **হস্তমৈথুন প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক এবং শারীরিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি।**—মানসিক ও শারীরিক, বিশেষতঃ মানসিক অবসাদ ঘটিত মনোবৃত্তিনিচয়ের জড়তা **ফস্‌ফরিক এসিডের** ক্রিয়ার বা রোগীর একটি প্রধান প্রকৃতি। রোগী নির্লিপ্ত, উদাসীন এবংঅকর্ম্মণ্য হইয়া জড়তাবিশিষ্ট। এই অবস্থার অন্যান্য কারণ মধ্যে উপরিউক্ত জৈবরসাপচয় প্রধান স্থানীয় এবং প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

গভীর তন্দ্রা অথবা মস্তিষ্কীয় জড়তাব্যঞ্জক প্রগাঢ় নিদ্রালুতাবশতঃ নিকটস্থ বিষয় সম্বন্ধীয় অনবধানতা, কিন্তু জাগরিত হইলে সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয়।—স্নায়বিক, বিশেষতঃ মস্তিষ্কীয় দৌর্ব্বল্য বা অবসাদই **ফস্‌ফরিক এসিডাক্রান্তের** মৌলিক প্রকৃতি। টাইফয়েড জ্বরের শেষাবস্থায় আমরা ইহার অতি পরিস্ফুট দৃশ্য দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। এই জ্বরের অতি শোচনীয় অবস্থায় **ফস্‌ এসি** রোগীর অন্যতম জীবনরক্ষক বলিয়া বিবেচিত। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণ **ফস্‌ এসি** নির্ব্বাচনের অতীব উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া পরিগণিত। রোগী তামসিক নিদ্রাভিভূত, সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞতাবিশিষ্ট এবং জড় পদার্থবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চেষ্টা করিলে সে জাগরিত হয়, "হাঁ" "না" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করে এবং তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়া নিদ্রাভিভূত হয়। ইহাতে মস্তিষ্কের প্রগাঢ় অবসাদ প্রদর্শিত হইলেও জ্ঞানের লোপ হয় না।

banglabooks.in

মর্ম্মান্তিক দুঃখ, শোক, মনোভঙ্গ এবং প্রেমনৈরাশ্য প্রভৃতি মানসিক অবসাদ বা বিষাদকর ঘটনা রোগের কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকা।—বন্ধুবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু, প্রণয়ীর বিরহ এবং সম্পত্তিনাশ প্রভৃতি যে কোন দুর্ঘটনাই হউক, **ফস্ এসি**প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে তাহা অসহনীয়। মনভঙ্গ ঘটে। দুঃখের আতিশয্যে রোগী যেন হতজ্ঞান হয়। মানসিক **অবসাদ, জড়তা ও নিলিপ্তাবস্থা।** ফলতঃ রোগী অনেক সময়েই বিষাদবায়ু, গুল্মবায়ু এবং বাতুলতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। **ইগ্নে-সিয়া**রোগীও উল্লিখিত কারণাদিতে বিষণ্ণ ও অবসাদিত হয়। কিন্তু তাহা **ফস্ এসির** তুল্য গভীরতা পায় না, কিন্তু রোগীর মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা বা অসহিষ্ণুভাব জন্মে। **ল্যাকেসিস**রোগীর মানসিক ভাব দুঃখিত ও উদ্যমহীন থাকিলেও ঔদাস্যপূর্ণ হয় না।

উদরাধ্মান; উদরের ডাক ও জলবৎ গড় গড় শব্দ এবং **পুরাতন অথবা তরুণ, বেদনাহীন, শুভ্র অথবা হরিদ্রাবর্ণ বিষ্ঠাযুক্ত উদরাময়, যাহাতে রোগীর বলক্ষয় ঘটে না।**—উপরিউক্ত উদরাধ্মান প্রভৃতিসহ শুভ্র অথবা পীত উদরাময়; অথবা যে কোন রোগে ঐরূপ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে **ফস এসি** প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না অপিচ শারীরিক উন্নতিও হইতে পারে তাহাও ইহার প্রদর্শক। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় দুইবৎসর স্থায়ী, উদরাময়রোগগ্রস্ত একটি শিশুর কোন প্রকার শারীরিক অবনতি না দেখিয়া ফস এসি ৩০, প্রয়োগে শিশু অতি সহজে আরোগ্য লাভ করে।

চিকিৎসা।

শিরশূল বা হেডক।—বিদ্যালয়ের পাঠিকা বালিকাদিগের বিশেষ প্রকারের শিরঃশূলে **ফস্‌ফরিক এসিড** উপকারী।

banglabooks.in

দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শরীর অপিচ মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতাবিশিষ্ট বালিকাদিগের মধ্যেই অনেক সময়ে এইরূপ শিরশূল উপস্থিত হয়। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত থাকে।

মানসিক বিকার—ডিমেন্‌সিয়া বা বুদ্ধিহ্রাস (মানসিক শক্তির খর্ব্বতা) অথবা **মেলাঙ্কলিয়া বা বিষাদোন্মত্ততা।**—প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, প্রভৃতি আসঙ্গ লিপ্সামূলক চিত্তবৃত্তির কাল ব্যাপী অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ, নিকট আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু, ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং প্রেমঘটিত নৈরাশ্য প্রভৃতির ফল স্বরূপ শোক, দুঃখাদিঘটিত স্থায়ী অশান্তি, অথবা হস্তমৈথুনাদি নিবন্ধন অপরিমিত শুক্রক্ষয়ের পুরাতন ফলস্বরূপ পুরুষত্বহানি বশতঃ বিষণ্ণতা প্রভৃতি কারণে নিমজ্জমান মানসিক শক্তির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা **ফস্‌ফরিকম এসিড**। রোগীর শারীরিক অবনতি না হইতে পারে, কিন্তু ভগ্নাবশেষ মানসিক বৃত্তি সকলের অতি শোচনীয় শক্তিহীনতা জন্মে। রোগী সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সর্ব্ব বিষয়েই উদাসীন থাকে। মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতার চিহ্নমাত্র থাকে না, রোগী সহজে কিছু বুঝিতে কি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না এবং স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায় হয়। কাহারও সহিত কথা কহিতে চাহে না, প্রশ্ন করিলে অল্প কথায় উত্তর প্রদান করিয়া মৌনাবলম্বন করে। রোগী বড় **গৃহবিরহাতুর** হয়।

দুঃখ এবং অন্যান্য মানসিক অবসাদকর ঘটনা, বিশেষতঃ প্রেম-নৈরাশ্য নিবন্ধন মানসিক রোগের তরুণাবস্থায় **ইগ্নেসিয়া** এবং পুরাতন স্থায়ী ভাব ধারণ করিলে **ফস্‌ এসি** প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পিক্রিক্‌ এসিড—সম্পূর্ণ শক্তিহানি, মেরুদণ্ডের জ্বালা, পদের দুর্ব্বলতা এবং পৃষ্ঠ ও মস্তকপশ্চাতের বেদনা প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত তরুণ ডিমেন্‌সিয়া (বুদ্ধির খর্ব্বতা) রোগে ইহা উপকারী।

banglabooks.in

ইহার রোগীও মৌনী ও উদাসীন। রোগ পুরাতন হইলে **ফস্‌ এসিই** উপযুক্ত ঔষধ।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বা নিউরিস্থিনিয়া।—বহুকালব্যাপি দুঃখ, অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা অত্যধিক দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় **ফস্‌ এসি** সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। শোণিতের ক্ষয় পূরণে যেরূপ আইয়ারণ, স্নায়ুশক্তি পুনঃ স্থাপনে তদ্রূপ ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী। রোগী মানসিক ও শারীরিক উভয়তঃই জড়তাবিশিষ্ট হইয়া যায়। নিরুৎসাহ ও সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত থাকে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে না, তুষ্ণিম্ভাবধারণ করে। পাঠের ক্ষমতা মাত্র থাকে না। সামান্য পাঠের চেষ্টাতেই মস্তক এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুরুত্ব ও অসাড়তা জন্মে; মাথা ঘোরে, চিন্তার গোলমাল হয়, শরীরে, বিশেষতঃ কটিতে চন্‌চনি ও কীট বিচরণবৎ অনুভূতি জন্মে। পৃষ্ঠে এবং জঙ্ঘায় বেদনা থাকে না, কিন্তু তাহা দুর্ব্বল হয় ও জ্বালা করে। জননেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায় এবং মলবেগেও শুক্রক্ষরণ হয়। রোগী সর্ব্বদাই নিদ্রালু থাকে। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিদিগের রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। শুক্রক্ষয়ই রোগের সাধারণ কারণ।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকম্‌—গাত্রোত্থান করিতে পৃষ্ঠের বেদনার চলা ফেরায় উপশম। অঙ্গের কম্প ও দুর্ব্বলতা, কটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ, মাথা ঘোরা এবং জননিন্দ্রিয়ের কোকড়ান ও ধ্বজভঙ্গ অবস্থা। গৃহাদির কোণ যেন বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া রোগী ভীত।

এলুমিনা—মেরুদণ্ডে তপ্তলৌহ প্রবেশ করার ন্যায় বেদনা। অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে রোগী টলিতে থাকে। রোগী পদতলে বেদনা বোধ করে।

জিঙ্কাম—পৃষ্ঠের সর্ব্বাধঃ কপেরুকা প্রদেশে অধিকতর বেদনা

banglabooks.in

মেরুদণ্ড বাহিয়া জ্বালা, জঙ্ঘাপশ্চাতে কীট বিচরণের অনুভূতি এবং অঙ্গের দুর্ব্বলতা ; বেলা ১১টার সময় অধিকতর ক্ষুধা নিবন্ধন উদরের শূন্যবোধ এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্গের দুর্ব্বলতা। স্নায়বিক লক্ষণাদির ওয়াইন মদ্য পানে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্ররোগ—কাসি, যক্ষ্মাকাস বা **টুবার্কুলার থাইসিস্**।—বক্ষরোগে **ফস্‌ফরিক এসিডের** সাধারণ ব্যবহার না থাকিলেও অবস্থাবিশেষে বায়ুনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় রোগে ইহা ফলপ্রদ। এন্‌সিফর্ম কার্টিলেজে বা বক্ষের অধঃসম্মুখে গুড়গুড়ি হওয়ায় কাসির উদ্রেক। সন্ধ্যাকালে রোগী শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে পীতাভ অথবা শ্লেষ্মা ও পূয় মিশ্রিত এবং সাধারণতঃ লবণাস্বাদ গয়ারের নিষ্ঠীবণ।

যক্ষ্মাকাসরোগে ফস্‌ফরাসের উপযোগিতা অধিকতর থাকিলেও বক্ষের দুর্ব্বলতার আধিক্যে কথা কহিতে রোগীর কষ্ট জন্মিলে **ফস্‌ফরিক এসিড** তাহার স্থলভুক্ত হয়। এস্থলে দুর্ব্বলতাই শ্বাশকষ্টের কারণ। প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শ প্রযুক্ত রোগীর সর্দ্দির আক্রমণ হয়। এজন্য রোগী উষ্ণবস্ত্রে গাত্র আবৃত রাখিয়া বক্ষের তাপ রক্ষা করে। উপরিউক্ত লক্ষণাদির বর্ত্তমানতায় **ফস এসি** শ্রেষ্ঠতর ঔষধ।

উদরাময় বা **ডাইয়ারিয়া**।—তরুণ এবং পুরাতন উভয়প্রকার উদরাময়েই স্থল বিশেষে **ফস্‌ফরিক এসিড** বিশেষ উপকারী ঔষধ। উদরের গড় গড় শব্দে ডাক, পাতলা জলবৎ এবং অধিকাংশ সময়ে শুভ্র অথবা পীতবর্ণ বিষ্ঠার ত্যাগ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার বর্ত্তমানতা ইহার উদরাময়ের সাধারণ লক্ষণ। **চায়নার** রোগসহ **ফস এসি** রোগের বিশেষ সাদৃশ্য থাকিলেও প্রথমের রোগীর অতি শীঘ্র প্রস্তুত দুর্ব্বলতার আক্রমণ এবং দ্বিতীয়ের রোগীর তাহার অভাব ও স্থলবিশেষে

banglabooks.in

রোগীর শরীরায়তনের উন্নতি উভয় ঔষধকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। উভয়ের রোগই উদরের বেদনাহীন এবং উভয়ের রোগীরই শরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম থাকে। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শিশু এবং যুবকদিগের মধ্যেই সাধারণতঃ ফস্ এসি রোগ দৃষ্ট হয়। এলোজের ন্যায় ইহাতেও বাত-কর্ম্মের সহিত মল নিঃসরণ হইতে পারে; কিন্তু মলত্যাগের পূর্ব্বে গড় গড় শব্দে উদরের ডাক, মলদ্বারের দুর্ব্বলতা, গুরুত্ববোধ ও চুলকানি এবং মূত্রত্যাগসহ মলত্যাগের উপস্থিতি প্রভৃতি এলোজে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাকে ফস্ এসি হইতে প্রভেদিত করে। পড-ফিলামের বেদনাহীন উদরাময়ের অতি শীঘ্র ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ফস্ এসির বেদনাহীন উদরাময় হইতে যথেষ্ট প্রভেদক। ক্যাল্কে কার্ব্ব রোগীও বিশেষ দুর্ব্বল হয় না, কিন্তু তাহার বিজাতীয় ক্ষুধা ও অম্লঘ্রাণ বিষ্ঠা বিশেষ প্রভেদক বলিয়া গণ্য। ফস্‌ফরিক এসিডের বিষ্ঠা অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত থাকে।

বহুমূত্র রোগ বা ডায়াবিটিস্—মধুমেহ বা ডায়াবিটিস্ মিলিটাস, মূত্রমেহ বা ডায়াবিটিস্ ইন্‌সিপিডাস্।—ফস্‌ফরিক এসিডের ঔষধগুণ পরীক্ষায় মূত্রাধিক্য বা পলিয়ুরিয়া একটি প্রধান লক্ষণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার পরীক্ষা-স্বীন ব্যক্তি অনেক সময় মনে করে যেন তাহার মূত্রনালীর পরিসর দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহার বহুমূত্র রোগের মৌলিক আক্রমণ কিড্‌নিতে হয় না। ইহার মূল আক্রমণ মস্তিষ্কের স্নায়বিশেষে। দুঃখ, শোক, মানসিক অশান্তি এবং উৎকণ্ঠা প্রভৃতি ভাববিকলতা ইহার রোগের কারণ। রোগী সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাব ধারণ করে, হতভম্বের ন্যায় হইয়া যায়, স্মরণশক্তিহীনতার চরম সীমায় যাইতে পারে; ফলতঃ রোগীর মানসিক ও শারীরিক শক্তির ভগ্নাবশেষ মাত্র থাকে। অবস্থাবিশেষে মূত্রের কেবল জলীয়াংশের বৃদ্ধি নিবন্ধন ত্যাগসংখ্যা ও পরিমাণ উভয়েরই

banglabooks.in

বৃদ্ধি হয়। মূত্র জলবৎ নির্ম্মল ও পরিষ্কার থাকে; কখন বা তাহা দুগ্ধবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও শর্করাপূর্ণ হয়; কখন কখন স্নায়বিক ক্ষয়-প্রযুক্ত ফস্ফেটের তলানি পড়ে। শেষোক্ত প্রকারের মূত্র সংশোধনে **ফস্ফ এসি** একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। সর্ব্ব-প্রকার রোগেরই বর্দ্ধিতাবস্থায় ক্ষুধাহীনতা জন্মে এবং কখন কখন অত্যধিক তৃষ্ণা থাকে। অনেক সময়েই স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া রোগীকে কষ্ট প্রদান করে। **রজনীতে বারম্বার মূত্রত্যাগ করিতে উঠা** ইহার একটি প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ডাঃ হেরিং প্লাম্বামকে মধুমেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। **কষ্টিকাম, সিলা** এবং **ষ্ট্রেপেন্থাস্** মূত্রমেহের অন্যান্য ঔষধ।

শুক্রমেহ বা **স্পার্ম্মাটরিয়া**।—সাধারণ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক কামসেবা প্রভৃতি যে কোন কারণ-বশতঃই হউক অপরিমিত শুক্রাপচয়ের পুরাতন ফলস্বরূপ মানসিক ও যান্ত্রিক শক্তির স্তিমিতপ্রায় অবস্থায় **ফসফরিক এসিড** আমাদিগের প্রধানতম আশ্রয়। জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ উত্তেজনাহীন অবস্থায় ইহার কার্য্যকারিতা দেখা গিয়া থাকে। রোগীর শারীরিক অবস্থাও অতিশয় অবনত হইয়া পড়ে। জঙ্ঘার দুর্ব্বলতাবশতঃ কম্প হয় বলিয়া রোগী চলিতে টলে, "হুচট্ খায়" ও শিরঃঘূর্ণন থাকে। মেরুদণ্ড বাহিয়া পৃষ্ঠের জ্বালা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। জননিন্দ্রিয়ের শিথিলতাপ্রযুক্ত অণ্ডবেষ্টক ও অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া যায় ও ঝুলিয়া পড়ে। লিঙ্গের উত্থ নক্ষমতা রহিত হইয়া যায়, অথবা তাহার অসম্পূর্ণ উত্থান এবং সঙ্গম-কালে অতি শীঘ্র শুক্র স্খলন হয়। শুক্রধারণাশক্তি মাত্রও থাকে না, মল মূত্র ত্যাগের সামান্য বেগেই বীর্য্যপাত ঘটে। কখন কখন ধ্বজভঙ্গরোগীর নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের হঠাৎ প্রজ্বলনবৎ লিঙ্গের ক্রিয়োত্তেজনা হইলে

banglabooks.in

সঙ্গমের পূর্ব্বেই অথবা অকালে অতি শীঘ্র শুক্রস্খলন নিবন্ধন লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। অনেক সময় লিঙ্গবেষ্টনকে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি জন্মে।

ইহাতে দুর্ব্বলতা বশতঃ সঙ্গমকালে লিঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, নাক্সভমিকায় লিঙ্গের আক্ষেপিক ক্রিয়াবশতঃ শিথিলতা জন্মে। ডাঃ হিউজের মতে এ রোগের ইহা প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিন্তু ইহা নিম্নক্রমে কার্য্যকারী নহে। অণ্ডকোষ টানিয়া নামানের ন্যায় অনুভূতি। গতপাপানুশোচনাবশতঃ রোগী ক্লিষ্ট ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্যাকুল হয়, অথবা মানসিকশক্তিহানিবশতঃ সম্পূর্ণ উদাসীনতা জন্মে।

সিঙ্কনা—অনেক বিষয়ে ফস্ এসিড তুল্য হইলেও তাহার ন্যায় ইহা ধাতুস্থ পুরাতন রোগের পক্ষে কার্য্যকারী নহে। শুক্রক্ষয়ের তরুণ দুর্ব্বলতাদি নিবন্ধন কুফল, যেমন ক্রমাগত ২।৪ দিবস রজনীতে স্বপ্নদোষ বশতঃ দুর্ব্বলতা, ইহা অচিরাৎ বিদূরিত করিতে পারে।

ফসফরাস্—ইহাতে ধ্বজভঙ্গের পূর্ব্বে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা হয়। ইহার অন্যান্য লক্ষণমধ্যে কঠিন মলত্যাগকালে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ ও অনৈচ্ছিক রেতঃক্ষরণ প্রধান।

পিক্রিক এসিড—ইহাতে পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান প্রযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত এবং শীঘ্র শীঘ্র শুক্রস্খলন হয়। প্রবল কামেচ্ছাসহ বীর্য্যপাত হওয়ায় দুর্ব্বলতা জন্মে। ডাঃ কিং ইহার উচ্চতম ক্রমের ব্যবহার করিতে বলেন, কেননা নিম্ন ক্রমে ইহা রোগবৃদ্ধি করিতে পারে।

অস্থিরোগ—হিপ্ ডিজিজ্ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিরোগ, ভার্টেব্রাল কেরিজ বা কশেরুকাস্থিক্ষত।—গণ্ডমালারোগগ্রস্ত শিশুদিগকে অস্থির পুষ্টিহানি বশতঃ অস্থিবিকাররোগে (Rachitis) বঙ্ক্ষণ-সন্ধিসংসৃষ্ট অস্থিবেষ্টপ্রদাহ এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির ক্ষত ও মেরুদণ্ডের এক বা একাধিক কশেরুকার স্ফীতি, বেদনা কাঠিন্য, ক্ষত এবং

banglabooks.in

পৃষ্ঠদণ্ডের বেদনাদিসহ বক্রতা উপস্থিত হয়। "ছুরিকা দ্বারা অস্থি চাঁছার ন্যায় অনুভূতি" অস্থি রোগে **ফস্‌ফরিক এসিডের** প্রদর্শক স্থানীয় ঝলিয়া পরিগণিত। রজনীতে এই লক্ষণের বৃদ্ধি। এই সকল রোগে পারদের অপব্যবহার হইলেও এরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। **ফস্‌ এসি** রোগী অত্যধিক দুর্ব্বল।

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি।—স্নায়বিক ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতার পক্ষে **ফস্‌ফরিক এসিড** ফলপ্রদ। ইহার লক্ষণে মেরুদণ্ড বাহিয়া এবং অঙ্গে জ্বালা থাকে। ঔদাসিন্য, মন ও শরীর উভয়ের জড়-ভাব এবং স্নায়বিক উষ্মাভাবের (Erethism) সম্পূর্ণ অভাব ইহার বিশেষ লক্ষণ। স্মরণশক্তির শোচনীয় অভাব ঘটে। অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাদি প্রযুক্ত শুক্রক্ষয়, এবং শোক, দুঃখ, প্রেমনৈরাশ্য ও গৃহবিরহাতুরতা প্রভৃতি বশতঃ মানসিক ভাবাবসাদ ইহার বলহানির কারণ। রোগীর শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া যায়। দুর্ব্বলতার চরম সীমায় রজনীঘর্ম্ম ও অবিশ্রান্ত তন্দ্রা প্রভৃতি বিপজ্জনক লক্ষণের উপস্থিতি দ্বারা দুর্ব্বলতার সাংঘাতিক অবস্থা প্রকাশিত হওয়ায় **ফস্‌ এসি** প্রয়োগের উপযোগিতা দৃষ্ট হয়।

এম্বা গ্রি—স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় প্রতিক্রিয়ার অভাব।

সরিগ্নাম্‌—সোরাদোষ বর্ত্তমান থাকায় প্রতিক্রিয়া হয় না। তরুণ অথবা প্রবল রোগান্তে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে।

লবেলিয়া সাস্‌—ফুসফুসরোগান্তে প্রতিক্রিয়া হয় না।

টাইফয়েড ফিবার বা সান্নপাত জ্বরবিকার।—মস্তিষ্ক লক্ষণের বিশেষ প্রকৃতি এবং উদরলক্ষণের প্রাচুর্য্য দ্বারা টাইফয়েড জ্বরে **ফস্‌ফরিক এসিড** প্রদর্শিত হয়। জ্ঞানশক্তির গভীর অবসাদ নিবন্ধন রোগী সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন ও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করে। রোগীর জ্ঞানশক্তির লোপ হয় না, কিন্তু প্রগাঢ় শারীরিক ও

banglabooks.in

মানসিক অবসন্নতা বশতঃ কথা কহিতে প্রবৃত্তিহীন থাকায় ডাকিলে সহজে জাগরিত হইলেও অল্প কথায় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরই দেয়। উদর স্ফীত হয়, ডাকে এবং ঘড় ঘড় করে। উদরাময় থাকিলে রোগী বেদনাহীন এবং জলবৎ এবং অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু মিশ্রিত মল অনৈচ্ছিকরূপে ত্যাগ করিয়া থাকে। অন্ত্র হইতে রক্তস্রাবও হইতে পারে। নাসিকার রক্তস্রাবে ইহা ব্রাম্সের তুল্য হইলেও রোগের প্রথমাবস্থায় তাহার ন্যায় ইহা শান্তি আনয়ন করে না। রোগী নাসিকারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত জিহ্বার মধ্য বাহী কাল্‌চে লোহিত রেখা দৃষ্ট হয়। আর্স, ব্যাপ্টি ও কল্‌চির ন্যায় জিহ্বা শুষ্ক এবং দন্ত ঘন ও কালচে মলাবৃত থাকে। কথা কহিতে অনিচ্ছুক, ফস্ এসি রোগী ঔজ্জ্বল্যহীন, কাচবৎ চক্ষু মেলিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় এক দৃষ্টে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে থাকে। ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত ষ্ট্র্যাম রোগী বিস্ফারিত, প্রচণ্ড চক্ষুর কটমট চাহনিসহ অনবরত প্রলাপ বলিতে থাকে।

ফস্‌রোগীর মানসিক উত্তেজনা ও জিহ্বার শুষ্কতা ফস এসি হইতে অধিকতর। ফলতঃ আর্সের যেরূপ ব্রাস্‌সহ, ফস্‌সের তদ্রূপ ফস্ এসিসহ সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। নিউমনিয়া বর্ত্তমান থাকিলে ফস্‌সের উপযোগিতা অধিততর থাকে।

সুইট্ স্পিরিট্ অব নাইট্রার—ফস এসির ন্যায় মানসিক অবসাদ ও ঔদাসীন্য প্রযুক্ত হানিমান ইহার ব্যবহার করিতেন। রোগী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে শয্যায় পতিত থাকে, কিন্তু প্রশ্ন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করে। ফলতঃ ফস এসি দ্বারা কার্য্য না হওয়ায় ডাঃ ফ্যারিংটন ইহার ব্যবহারে ফল পাইয়াছেন।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪২ (LECTURE XLII.)

ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus)।

সাধারণ নাম।—ফস্‌ফরাস্।

প্রয়োগরূপ।—অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—২× হইতে ২০০ ক্রম প্রায়শঃ এবং তদূর্দ্ধ ১০০০০০ (cm) ক্রম পর্য্যন্তও ইহার ব্যবহার বিরল নহে।*

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগ বিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাং কুপার—রোগীর বয়স ২৬ বৎসর, ৫ বৎসরের শিরঃশূল; অনিয়মিত আক্রমণ; অনিয়মিত সময়ে, বিশেষতঃ মস্তক নত করিলেই বেদনা; ললাটের বেদনা এক পার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্বে, কখন বা মস্তক পশ্চাতে তীব্র বেগে যায় এবং ললাটে অধিকতর থাকে; আক্রমণের পূর্ব্বে দৃষ্টিমালিন্য ও বেদনা কালে বিবমিষা হয়; প্রথমে উদরাময় পরে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; ৩; আরোগ্য। ডাং ব্রাউন—রোগীর বয়স ২০; সাময়িক শিরঃশূল; প্রথমে আবেশে আবেশে আমাশয়ের প্রথম বেদনা ৩ দিন থাকিবার পরে ঐ প্রকৃতির বেদনাই ললাটের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে, এবং চক্ষু, দন্ত ও মস্তকপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, বেদনার প্রকৃতি ছুরিকা বসানের ন্যায়; ৩, আরোগ্য। ডাং ভিল্যাস্—রোগিনী অতন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; চক্ষুর চিত্রপত্রের (Retina) রক্তাধিক্য রোগ; চক্ষুর সম্মুখে আলোকে ক্ষণপ্রভা ও রঙ্গিল চক্র দৃষ্ট হয়; ২× আরোগ্য। ডাং বেল্—ভদ্রমহিলা, বয়স ২০; পাঠে চক্ষুর গভীরদেশে বেদনা; রোগী চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু দেখে; প্রাতে চক্ষুর পাতা ভারি বোধ হয়; উজ্জ্বল বস্তুর দিকে তাকাইলে এবং প্রদীপের আলোকে রোগের বৃদ্ধি এবং গোধূলি সময়ে উপশম; ২০০, আরোগ্য। ডাং উসার—বলিষ্ঠ পুরুষ; প্রতি সপ্তাহ

banglabooks.in

উপচয়।—মধ্য রজনীর পূর্ব্বে; বিদ্যুৎময় ঝটিকার সময়; চিৎ হইয়া অথবা বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে; উষ্ণ গৃহে; হস্তমৈথুন এবং শুক্রের অপচয়ে; একা থাকিলে; উষ্ণ বস্তু আহারে।

উপশম।—শীতল, মুক্ত বায়ুতে; আহারান্তে; বিশ্রামে; নিদ্রার পরে। শীতল বায়ু মস্তক এবং মুখমণ্ডলের লক্ষণ উপশম করে, বক্ষ, কণ্ঠনালী এবং গ্রীবার লক্ষণ বৃদ্ধি করে।

সম্বন্ধ।—ফস্‌ফরাসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কফিয়া, নাক্‌স ভ, টেরিবিন্থ ও ভাইনাম্; বিষমাত্রায় বমনকারক ঔষধ ও জলসহ ম্যাগ্নোসিয়ার দ্রব।

ফস্‌ফরাস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—টেরিবিন্থ, রাস ভেন। ইহা অধিক পরিমাণ লবণ, কর্পূর ও আয়ডিন ব্যবহারের কুফল নষ্ট করে।

ফস্‌ফরাস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কেলি কা, লাইক, নাক্‌স ভ, রাসটক্‌স, সিলিকা ও সাল্‌ফ।

৮ আউন্স করিয়া তামাকু খাইত; অন্ধত্ব রোগ; প্রথমে সাল্‌ফ ৩০ প্রযোগ ও তামাকু অর্দ্ধভাগে হ্রাস করায় দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট ও আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মে, পরে ৬, আরোগ্য। ডাং পিয় বন্ড—৫ বৎসর বয়সের রোগী; বেদনাসহ কাণপাকা, বাম কর্ণে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে দক্ষিণ কর্ণ আক্রান্ত; পূজ ও রক্ত পড়ে; রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি হওয়ায় নিদ্রা হয় না; বাম কর্ণ প্রায় বধির; কাণপাকা বন্ধ হইলে বাম চক্ষুর নিম্ন পাতায় অগ্নি অথবা নাসিকামূলাভ্যন্তরে উদ্ভেদ জন্মে; কোষ্ঠবদ্ধ; ১০০০০০, (cm) আরোগ্য। ডাং গার্ণসি—অন্ননালীর সঙ্কোচনে (stricure of œsophagus)। রোগিণী শীর্ণা ও দুর্ব্বলা; আমাশয়ে শূন্যানুভূতি ও তীব্র বেঁধার ন্যায় বেদনা; পৃষ্ঠ বাহিয়া ঊর্দ্ধগামী তাপের অনুভূতি; স্নায়বিক উত্তেজনশীলতা; ১০,০০০ (7om), আরোগ্য। ডাং স্যান্‌কিভেল—রোগীর বয়স ৪৯ বৎসর; আহার ও পানে বমনের বেগসহ অত্যন্ত কাসি; কাসির জন্য রাত্রে নিদ্রা হয় না, ১২ আরোগ্য। ডাং ষ্টো—পুরাতন শ্বসযন্ত্রপ্রদাহ; ফুস্‌ফুস্ হইতে প্রভূত পরিমাণ মৃদু রক্তস্রাবে রোগী মূর্চ্ছিতপ্রায়; শীতল ঘর্ম্ম; শয্যাগত; ৩০; বন্ধ। ডাং নিউটন—শিশুনিউমনিয়া, ৩, আরোগ্য;

banglabooks.in

বিরুদ্ধসম্বন্ধযুক্ত ঔষধ – কষ্টিকাম্।

কার্য্যপূরক।—সেপা ও আর্সেনিকের।

পাল্‌মনারি টুবার্কুলসিস্ (ফুস্‌ফুসের গুটিকাৎপত্তি) রোগে এই ঔষধের ক্রিয়ায় প্রবল, শুষ্ক কাসি হওয়ায় শোণিত নিষ্ঠুত হইলে তন্নিবারণে একালিফা ইণ্ডিকা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এম্ব্রা, এমন, এপিস, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব ভেজ, কল্‌চি, সিঙ্ক, ক্রটেলাস্, ইপিকা, কেলি কা, লাইক. মার্ক, নাক্স্ ভ, নেট সা, পড, পাল্‌স, রাস, সিকেলি, সিলিক ও সাল্‌ফ্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—একহারা, সুন্দর এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি, যাহাদিগের শেক রেশমোপম সুচিক্কণ, চক্ষুপুটের রোম সুকোমল এবং যাহারা ত্বরিতকর্ম্মা, সতেজ, চৈতন্যশীল ও উত্তেজনাপ্রবণ।

যে সকল যুবা ব্যক্তির দেহ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হওয়ায় সম্মুখে নত হইবার উপক্রম হয় (সাস্‌ফ, মস্তক নত করিয়া ভ্রমণ করে); মৃৎ-পাণ্ডুরোগ; পাণ্ডুরতা; বৃদ্ধদিগের উদরাময়।

আলোক, শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্পর্শ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার আগন্তুক বিষয়ের সংস্রবেই ইন্দ্রিয়াসহিষ্ণুতা (ইগ্নে, নাক্স্ ভ, টেরাণ্টু)।

অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; অবিশ্রান্ত শরীরচালনা; যাহারা মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হইয়া বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না (জিঙ্ক পদ চালনা করে)।

অধিকাংশ স্থলে স্নায়ুরোগে মেরুদণ্ড বাহিয়া স্থানে স্থানে, অংশফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (বরফের চাপ সংলগ্ন থাকার ন্যায়, ল্যাকৃন্যা) জ্বালা; অথবা তীব্র জ্বালা পৃষ্ঠ বাহিয়া উর্দ্ধে উঠে; করতলের জ্বালা (ল্যাকে); বক্ষ ও ফুস্‌ফুস এবং প্রত্যেক শরীরোপাদানের (সাল্‌ফ, আর্স) জ্বালা।

banglabooks.in

সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই শরীরের, বিশেষতঃ বক্ষের তীক্ষ্ণ বেদনা, চাপে, এমন কি সামান্য চাপেও বর্দ্ধিত; **শঙ্খকাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান স্থানের বেদনার বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে বৃদ্ধি**; রোগী মুক্ত-বায়ু সহ্য করিতে পরে না।

মস্তকে, বক্ষে, আমাশয়ে এবং সর্ব্ব শরীরে দুর্ব্বল, খালি খালি এবং কিছুই নাই ভাবের অনুভূতি।

উদাসীন; কথা কহিতে অনিচ্ছুক; ধীরে প্রশ্নের উত্তর করে; অলসতার সহিত শরীর চালনা।

জীবন ভার বোধ; ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতীয়মান।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য; কম্প; শরীরে ম্যাগ্নেটিক শক্তি লাগাইবার ইচ্ছা।

সর্ব্ব শরীরিক বলক্ষয় ও দুর্ব্বলতা; জৈববলক্ষয় নিবন্ধন ক্লান্তি।

মস্তক, বক্ষ, আমাশয় এবং **সম্পূর্ণ উদরে এক প্রকার দুর্ব্বল, শূন্য এবং কিছুই নাই নাই ভাবের অনুভূতি।**

শীতল খাদ্য ও পানীয়, রসাল তৃপ্তিকর বস্তু, এবং আমাশয়ের বেদনার উপশমকারী কুল্পি বরফ প্রভৃতিতে লালসা।

জলপানান্তর আমাশয়ে জল উষ্ণ হইলেই বমন।

কোষ্ঠবদ্ধ জন্মিয়া বিষ্ঠা সরু, দীর্ঘাকার, শুষ্ক, চিমসা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন; অতি কষ্টের সহিত মলত্যাগ (কষ্টি, প্রুণাস্, ষ্ট্যাফি)।

উদরাময়ে কোন বস্তু **সরলান্ত্রে প্রবেশ মাত্রই** মলত্যাগ; কলের মুখ হইতে ঢালিয়া পাড়ার ন্যায় প্রচুর মলের নিঃসরণ; জলবৎ বিষ্ঠার মধ্যে সাগুর ন্যায় দানা দানা পদার্থ; **মলদ্বার ফাক হইয়া থাকার অনুভূতি**; (এপিস, সিকেলি); অনৈচ্ছিক মলত্যাগ। কলেরার প্রকোপ সময়ের উদরাময়; অন্তঃসত্ত্বাবস্থায়

banglabooks.in

জলপান করিতে পারে না, জল দেখিলেই বমন হয়, স্নানকালে চক্ষু মুদ্রিত রাখিতে বাধ্য (লাইসি)।

ধাতুগত রক্তস্রাবপ্রবণতা; সামান্য ক্ষত হইলে প্রচুর রক্তস্রাব (ক্রিয়াজোট, ল্যাকে)।

পুনঃ পুনঃ প্রভূত পরিমাণ রক্ত নির্ব্বাধরূপে যেন ঢালিয়া পড়ে এবং পরে কিছুক্ষণের জন্য নিবারিত থাকে; রক্তকাসি; জরায়ুর কর্কট রোগে (cancer) রক্তস্রাব; আর্ত্তবাভাবে নাসিকা, আমাশয়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী হইতে অনুকল্প রজঃস্রাব।

স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী কথা কহিতে অক্ষম; উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুর মধ্যে যাইলে (ব্রায়র বিপরীত), হাসিলে, কথা কহিলে, পাঠ করিলে, আহার করিলে এবং **বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিলে** (ড্রসিরা, ষ্টেনাম) কাসি।

পুরাতন উদরাময়ের রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

হানিমান বলিয়াছেন—"রোগীর পুরাতন উদরভঙ্গ অথবা উদরাময় থাকিলে ইহা দ্বারা অধিকতর উপকার হয়।"

রোগকরণ।—মানসিক উত্তেজনা ফস্‌ফরাসের বহুবিধ রোগের কারণ। ফলতঃ অজীর্ণ, অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, হস্তমৈথুন, আঘাত, শৈত্যসংস্পর্শ, সিক্ততা, শকটারোহণ, অতিরিক্ত মদ্যপান, জৈবরসক্ষয় এবং অভ্যাসগত স্রাবের রোধ অথবা স্বগুড়েদ বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি বহুবিধ কারণে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—পরিপোষন ও পুনরুৎপাদিকাশক্তিপ্রধ স্নায়ুমণ্ডল এবং শোণিত ফস্‌ফরাসের ক্রিয়াক্ষেত্র। ইহার ক্রিয়ায় উভয়ের উপাদানগত বিশ্লেষণ ও ধ্বংস সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়াফলে এক দিকে স্নায়ুউপাদানের অতি প্রবল উত্তেজনা নিবন্ধন অচিরাৎ রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মে এবং তন্নিবন্ধন আক্রান্ত স্নায়ুপদার্থের

banglabooks.in

অভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাবের উপস্থিতি অথবা শোণিত, মস্তিষ্ক-মেরু-মজ্জা এবং অস্থির বিশ্লেষণ ও ধ্বংসের সংঘটন বশতঃ আক্রান্ত প্রদেশের ক্রিয়াবসাদ ও পক্ষাঘাত হয়। অপর দিকে শোণিতের বসাপকৃষ্টতা ও শোণিতোপাদান, বিশেষতঃ তাহার সূত্রজান পদার্থ অর্থাৎ ফাইব্রিণের বিশ্লেষণ সংঘটিত ও শোণিতের সঙ্কোচক গুণ অপহৃত হওয়ায় তাহা তরলতর হয় এবং শিথিল রক্তবহা নাড়ী হইতে সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। তজ্জন্য শোণিতস্রাব ও বহিরভ্যন্তর সর্ব্বশরীরে কালশিরা উৎপন্ন হয়। চোয়ালাস্থি, দন্ত ও ফুস্‌ফুস্‌ ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ার প্রধান লক্ষস্থল এবং তজ্জন্য চুয়ালাস্থি ও দন্তের ধ্বংস, অস্থিক্ষত ও ফুস্‌ফুসের বিধানতন্তুর মধ্যে রক্তের ক্ষরণ ও সঞ্চয় হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ফলে অন্যান্য যন্ত্র ও উপাদানের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা, কিডনির প্রবল প্রদাহ ও যকৃতের অনতিপ্রবল প্রদাহ, যকৃতের ইয়াল এট্রফি বা পীতক্ষয়রোগ এবং সমস্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও উপাদানগত বিকার উৎপন্ন হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ফস্‌ফরাস অতি ধীর ক্রিয়াশীল বিষ। ইহার নিম্ন বিষমাত্রা এক গ্রেণ সেবনে সাধারণতঃ তিন চারি দিবসে মৃত্যু উপস্থিত হয়। ইহা সাক্ষাৎভাবে শরীরোপাদানের দাহকর বা ধ্বংশকর নহে; সুতরাং ইহার সদ্যবিষক্রিয়ার লক্ষণ হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ কোন জ্ঞান জন্মে না, তবে এই সদ্য বিষক্রিয়ার লক্ষণ, শব-ব্যবচ্ছেদলব্ধ চিহ্নাদি ও বহুদিন ফস্‌ফরাসের কারখানায় কার্য্য করা হেতু শ্রমজীবিগণের দেহে যে সকল উপাদানগত ও ক্রিয়াগত পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার সমষ্টি হইতে ইহার ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ হোমিওপ্যাথি মতে ফস্‌-ফরাসের পরীক্ষালব্ধ লক্ষণাদি হইতেই আমরা ইহার ক্রিয়ার প্রায়

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গীন ব্যাপকতা, গুরুত্ব, গভীরতা ও বিশেষতার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি।

বিষক্রিয়ার সাংঘাতিকতা ও ব্যাপকতায় **আর্সেনিক ও ফস্‌ফরাস্** প্রায় সমকক্ষ। কিন্তু আর্সেনিক প্রবল-দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট বস্তু; তাহার দাহন ও ধ্বংসমূলক ক্রিয়া প্রায় উপাদাননির্ব্বিশেষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংঘটিত হয় এবং তাহার বিষক্রিয়া-নিবন্ধন মৃতদেহের পরিপাকযন্ত্রপথাদিতে নানারূপ ধ্বংসচিহ্ন দেখা যায়। ফস্‌ফরাস ধীর ক্রিয়াবিশিষ্ট বিষ। ইহার বিষক্রিয়ানিবন্ধন দেহোপাদানে সামান্য রক্তাধিক্যের চিহ্ন ভিন্ন কোন ধ্বংসচিহ্ন দৃষ্ট হয় না। এই কারণে যে কোন তরুণ বা পুরাতন রোগের পতনাবস্থায় আর্সেনিক যেরূপ আশুফলপ্রদ ঔষধ, ফস্‌ফরাস্ হইতে সেরূপ ফলের আশা করা যায় না।

আইয়ারণ যেমন শোণিতের হিমগ্লোবিন পদার্থের শ্রেষ্ঠতম উপাদান, ক্যাল্কেরিয়া যেমন অস্থির প্রধান উপাদান, ফস্‌ফরাস তেমনই স্নায়ু-পদার্থের প্রধানতম উপাদান এবং স্নায়ুপদার্থ ও শোণিতের প্রাণ স্বরূপ। এই কারণে শরীরোপাদানে আইয়ারণ ও ক্যাল্কেরিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধি যেরূপ রোগজ পরিবর্ত্তনের কারণ, ফস্‌ফরাসের হ্রাস-বৃদ্ধিও তদ্রূপ রোগজ পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্নায়ুশক্তিই সর্ব্বপ্রকার দেহযন্ত্রের কার্য্যনিয়ন্তা বলিয়া ফস্‌ফারাসের হ্রাসবৃদ্ধিসহ গৌণভাবে সর্ব্ব-বিধ দেহোপাদানেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরাস্ প্রভৃতি অতি প্রধান সোরিক ঔষধ। ইহারা সকলেই বিশেষরূপ গণ্ডমালা লক্ষণ প্রকাশ করিলেও কি শরীরাবয়ব, কি বহিরভ্যন্তরিক রোগজ পরিবর্ত্তন, সর্ব্ববিষয়েই ইহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকে।

ফস্‌ফরাস্ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি যেন রোগের অঙ্কুর লইয়াই জন্ম গ্রহণ

banglabooks.in

করে। শিশুগণ দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু অপিচ মাংসহীন থাকায় দীর্ঘছন্দ ও শীর্ণকায় হয়। ইহাদিগের দেহ অতি কোমল, মসৃণ ও পণ্ডুর বলিয়া দেখিতে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত, চক্ষু সুদৃশ্য ও বুদ্ধি ব্যঞ্জক এবং চক্ষুপত্র সুচিক্কণ ও রেসমোপম লোমযুক্ত থাকে। ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি বয়সের তুলনায় ত্বরিত অধিকতর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত ও তীক্ষ্ণতর হয়। আমরা কথিত ভাষায় একরূপ নিন্দাছলে যাহাকে "ইচড়ে পাকা" বলিয়া থাকি, ইহারা প্রায় তদ্রূপ। ইহাদিগের স্নায়ুমণ্ডল তদিতর উপাদানের বিনিময়েই যেন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং শরীর এবং স্নায়ুমণ্ডল উভয়েরই মূলে ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ত্তমান থাকে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকিলেও তাহা গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়তাদিগুণবিবর্জ্জিত হয়। ফলতঃ স্নায়ুমণ্ডলের এই মৌলিক দুর্ব্বলতাপ্রসূত অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত ফস্‌ফরাসরোগী বিলক্ষণ উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ইহাদিগের রসগ্রন্থিনিচয় অত্যন্ত রোগপ্রবণ থাকে ও সহজেই বিবর্দ্ধিত হয়। গাত্রে ক্ষত জন্মিলে তাহা নিরাময়িক শক্তিহীন থাকে। শিশুগণ কষ্টে কথা বলিতে ও হাঁটিতে শিখে। বালিকাদিগের মধ্যেই ফস্‌ফরাস প্রকৃতির বিশেষ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ পূর্ণাবয়ব ফস্‌ফরাস্‌ব্যক্তি যক্ষ্মারোগের আকর।

ফস্‌ফরাসবিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় স্নায়ুপদার্থের ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অচিরাৎ তাহা দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। এই দুর্ব্বলাত্মক অসহিষ্ণুতা বশতঃ রোগী বড়ই উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ফলতঃ এই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মিথ্যা সবলতা বা অসহিষ্ণুতাই ফস্‌ফরাস বিষ-ক্রিয়ার বিশেষতা। উপরিউক্ত উত্তেজনার ফলে স্নায়ু পদার্থে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ জন্মিয়া তন্মধ্যে প্রদাহিক স্রাব উৎপন্ন হয়। শোণিতাপকৃষ্টতা বশতঃ স্নায়ুকেন্দ্রের পুষ্টিহানি, স্নায়ুবেষ্ট মধ্যে শোণিতস্রাব এবং প্রাদাহিক স্রাব প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহাই ফস্‌ফরাস বিষাক্ত রোগীর অঙ্গবিশেষের পক্ষাঘাতের কারণ। কোন অঙ্গের পক্ষাঘাতের উপক্রমে

banglabooks.in

তাহাতে সড়সড়ি বা চন্‌চনি উপস্থিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তিহানির প্রথমাবস্থায় আগন্তুক বিষয় সংস্রবের অসহিষ্ণুতা এবং মস্তিষ্কীয় বিগলনাদি রোগের পূর্ব্বগামী উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতি দ্বারা স্নায়ু পদার্থের ধ্বংসমূলক প্রাথমিক উদ্দীপনা প্রকটিত হয়।

ফস্‌ফরাসের ক্রিয়া মূলতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতাজনক। স্নায়ুমণ্ডলই শরীরস্থ সর্ব্বযন্ত্রের নিয়ামক। এই কারণে উপরিলিখিত সাক্ষাৎ ক্রিয়াফল ভিন্ন ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে পরিপোষণনিয়মক সহানুভূতিক স্নায়ুর ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ও শরীরোপাদানে বিবিধ রোগজ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। স্নায়ুবিকারের সহিত পূর্ব্বকথিত শোণিতবিকার মিলিত হইয়া এই সকল পরিবর্ত্তনের পরিমাণ, গুরুত্ব ও সাংঘাতিকতার বৃদ্ধি করে। এজন্য চোয়ালাস্থির সহিত ফস্ফরাসের সাক্ষাৎ ক্রিয়াসম্বন্ধ থাকায় সাক্ষাৎভাবে তাহার ধ্বংস সাধিত হইলেও ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে ঊর্দ্ধ চুয়াল ও কসেরুকাস্থি আক্রান্ত হয় এবং মস্তকাস্থিতে অর্ব্বুদাদি জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহার গৌণ ক্রিয়াফলে কৃচ্ছ্র সাধ্য শ্বাসরোগ এবং যকৃত, কিড্‌নি ও প্যাংক্রিয়াস্ প্রভৃতি বসাপকৃষ্টতা ইত্যাদি নানাবিধ যান্ত্রিক ও উপাদনগত অসাধ্য রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

ফস্‌ফরাসের তরুণ ও দ্রুত এবং কালব্যাপী ও ধীর এই উভয় প্রকার বিষক্রিয়াই শ্বাসযন্ত্রের, বিশেষতঃ ফুস্‌ফুসের, অতি গভীর উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে এবং তাহা হইতে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমনিয়া প্রভৃতির সদৃশ টিস্যুবিকার ও লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া বহু বিস্তৃত ও বিবিধ। ইহার ঔষধগুণপরীক্ষায় যে সকল লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

রোগীর অপস্মার রোগবৎ ক্ষণে হাসি ক্ষণে কান্না উপস্থিত হয়। গোধূলিকালে, বিদ্যুৎধ্বনিময় ঝটিকায় এবং একা থাকিলে রোগী

banglabooks.in

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা বশতঃ অস্থির হয় এবং তাহার হৃৎকম্প হইতে থাকে। বিষাদিত রোগীর চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হয় অথবা মধ্যে মধ্যে অনৈচ্ছিক রূপে মিথ্যা হাস্য হইতে থাকে। প্রেমোদ্দীপনা হয়। ক্ষণিক মানসিক উদ্দীপনা বশতঃ রোগী হঠাৎ ক্রোধান্ধ হওয়ায় অতি প্রচণ্ড ব্যবহার করে; কিন্তু তাহাতে নির্ব্বাণোন্মুখ স্নায়ু-শক্তির অপচয় নিবন্ধন কষ্ট উপস্থিত হয়। কখন কখন মানসিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি জন্মে। মানসিক ভাবে ও শরীরিক উত্তেজনা-গ্রস্ত হয়; কিন্তু সামান্য অসন্তুষ্টিতেই অবসাদ জন্মে। সামান্য উল্লাসভাবা-বেশেই শরীর উষ্ণ হওয়ায় অনুভূতি জন্মে যেন রোগী উষ্ণ জলে নিমজ্জিত আছে। অধ্যধিক উদাসীনতা, কোন প্রশ্নের উত্তর দেয় না, অথবা ভুল উত্তর দেয়। দুঃখিত ভাবে চুপ করিয়া থাকে। বিষাদাচ্ছন্ন, মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে। প্রত্যেক গৃহকোণ হইতে যেন কিছু হাঁটিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া আশঙ্কান্বিত। বৈরাগ্যভাব, আপনার সন্তান সম্বন্ধেও উদাসীন থাকে। চিন্তাকালে শিরঃশূল ও শ্বাস কৃচ্ছ্র জন্মে; আমাশয়োর্দ্ধস্থানে আশঙ্কার অনুভূতি হয়, এবং রোগী মস্তকের দুর্ব্বলতা বোধ করে। সংজ্ঞাহীনাবস্থায় প্রলাপ কহে এবং মক্ষিকা ধরিতে থাকে।

স্নায়বিকারঘটিত, অথবা মাদকদ্রব্য ও কাফির অপব্যবহার জনিত শিরোঘূর্ণন; শয়ান বা উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থানকালেও শিরোঘূর্ণন হইয়া মূর্চ্ছার ন্যায় হয়। প্রাতঃকালে এবং আহারান্তে শিরোঘূর্ণনের বৃদ্ধি। রাত্রি জাগরণে ন্যায় মস্তকের গোলমাল ভাব, মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব, মস্তকশীর্ষে ও ললাটদেশে অধিকতর থাকে, শিরোঘূর্ণনে সম্মুখে পতনোন্মুখ হয়। মস্তক অনাবৃত করিলেও শীতল বায়ুতে এই সকল লক্ষণের উপশম। মস্তকের দুর্ব্বলতা, রোগী পিয়ানোর সুর সহ্য করিতে পারে না।

banglabooks.in

মস্তকে রক্তাধিক্য। ললাটদেশে, চক্ষু ও নাসিকামূলের অভিমুখে গতিশীল, চাপবৎ ও মৃদু বেদনা। ললাটপার্শ্বে দপদপানি বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে অজ্ঞানকর বেদনা। পশ্চাৎমস্তিষ্কে শৈত্যানুভূতি ও মস্তিষ্কের কাঠিন্যানুভূতি। মেরুদণ্ড হইতে মস্তিষ্কে তাপের প্রবেশ নিবন্ধন দপদপানি, খোচানি ও জ্বালা। মস্তকশীর্ষস্থানে কোন ভারি বস্তুর চাপানুভূতি। মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই ক্লান্ত বোধ হওয়ায় রোগীর মনে হয় সে তাহার শান্তি বিধান করিতে পারিবে না।

মানসিক শ্রমে মস্তকে আঘাতিতবৎ। ললাটত্বক কসা থাকার অনুভূতি। মস্তকত্বকের প্রবল চুলকানিতে প্রচুর খুস্কির স্খলন। কেশমূলের শুষ্কতা নিবন্ধন গুচ্ছ, গুচ্ছ কেশের স্খলন, কর্ণের উর্দ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাক পড়া স্থান দৃষ্ট হয়।

অবিশ্রান্ত নিদ্রালুতা, উন্মীলিত নেত্রে অচৈন্য থাকে (Coma vigil)। মধ্য রজনীর পূর্ব্বে নিদ্রার অভাব ও অস্থিরতা। নিদ্রায় শ্রান্তিদূর হয় না। অগ্নিদাহের এবং জন্তু দংশনের স্বপ্নে উৎকণ্ঠা জন্মে, প্রেমবিষয়ক বা অশ্লীল প্রেমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে, কার্য্যে অস্থির থাকার এবং কর্ম্ম শেষ করিতে না পারার স্বপ্ন দেখে। সকল দিবস নিদ্রালু, রজনীতে অস্থির।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ পাঠ করিতে অক্ষর সকল লোহিত বর্ণ দৃষ্ট। পাঠের পর চক্ষুর গভীর দেশে মৃদু বেদনা এবং চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু চলিয়া যাওয়ার উজ্জ্বল পদার্থের দিকে তাকাইয়া থাকিলে ও প্রদীপের আলোকে বৃদ্ধি এবং গোধূলির আলোকে উপশম। মূর্চ্ছা হওয়ার ন্যায় ক্ষণিক অন্ধত্ব। দিবসে ক্ষণে ক্ষণে অন্ধত্বের আক্রমণ, অথবা বোধ যেন বস্তুসকল ধূসরবর্ণ পর্দ্দাবৃত। দীপশিখার চতুর্দ্দিকে সবুজ বর্ণ মণ্ডলের দর্শন। শ্রবণবিকার জন্মিলে, বিশেষতঃ মনুষ্যের কথা শ্রবণে কষ্ট। টাইফাস

banglabooks.in

জ্বরান্তে অঙ্গসীমানিচয় শীতল থাকে ও শ্রবণের কষ্ট হয়। শব্দ, বিশেষতঃ গান বাদ্যের শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত। কর্ণমধ্যে বেগে শোণিতের সঞ্চলন হওয়ায় তাহাতে গোল মাল ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে। আস্বাদ শক্তির বিকার বশতঃ মুখে তিক্ত ও ক্লেদবৎ এবং দুগ্ধ পানে অম্লাস্বাদ জন্মে।

অনুভূতিবিকার জন্মিলে আলোক, উগ্রঘ্রাণ, গোলমাল শব্দ ও স্পর্শে অসহিষ্ণুতা। সামান্য শৈত্য সংস্পর্শেই ছিন্নন, আকর্ষণ ও আততভাবের বেদনা। শরীর ঘৃষ্টবৎ বোধ হওয়ায় শৈত্যের অনুভূতি।

গতিদ স্নায়ুর রোগে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছার ভাব জন্মে, এবং রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পাণ্ডুর ও শীতল অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। সজ্ঞানাবস্থায় মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ। অবশাঙ্গের আক্ষেপ। অঙ্গের পক্ষাঘাতাবস্থায় কীট বিচরণবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি এবং অসাড়তা তাপে বর্দ্ধিত।

মুখমণ্ডল আরক্ত, পাণ্ডুর, বসিয়া যাওয়া ও মৃৎবর্ণ; মুখে অস্বাস্থ্য-ব্যঞ্জক পীতাভা এবং তাহা স্ফীত ও ফাঁপ যুক্ত। বসা চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ চক্র। অন্যতর গণ্ডস্থল তপ্ত। চক্ষুর পাতা ও চক্ষুপার্শ্ব শোথযুক্ত। মুখের ত্বকের আতত ভাব। মুখমণ্ডলের, ললাট পার্শ্বের ও চোয়ালের অস্থিতে ছিন্নবৎ এবং তীরবেধবৎ বেদনা।

চক্ষুতারা সঙ্কুচিত ও অবস্থানুসারে বিস্তৃত। অনতিপ্রবল চক্ষুপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস্ ও চক্ষুর জলস্রাব; চক্ষুপত্র স্ফীত এবং তাহা ও মিবোমিয়ান গ্রন্থির পূয়সঞ্চারে চুলকানি ও জ্বালা। চক্ষু, ললাট এবং চক্ষুকোটরের কন কনানি। চক্ষুগোলকের ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা। চক্ষু জলপূর্ণ এবং চক্ষুপত্রের কম্প।

কর্ণের স্রাব নিবন্ধন অধিকাংশ সময়ে রজনীতে তীব্র বেধবৎ

banglabooks.in

বেদনা। কর্ণে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত দপ দপানি। কর্ণে বহুপাদ বা পলিপাস্ রোগ জন্মে।

শ্বাসযন্ত্র লক্ষণে নাসিকা স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত। নাসাপথ স্ফীত, শুষ্ক ও অবরুদ্ধ, এবং ক্ষতযুক্ত এবং তাহার ধারে মামড়ি থাকে। নাসিকায় পলিপাস্ জন্মিলে সহজেই রক্তস্রাব। বারম্বার হাঁচি। নাসিকা হইতে সবুজাভ পীতবর্ণ এবং রক্তযুক্ত ও পুয়াকার শ্লেষ্মার স্রাব। নিশ্বাস সহ নাসিকা হইতেপুনঃ পুনঃ রক্ত বাহির হয়; নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত স্রাব ও রক্তের ধীর নিঃসরণ। নাসিকার সর্দ্দি ও গলদেশের প্রদাহ; মস্তক ঘোলাটে বোধ; পর্য্যায়ক্রমে স্রাবযুক্ত ও শুষ্ক সর্দ্দি। ঘ্রাণশক্তির, বিশেষতঃ শিরঃশূল থাকিলে, অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা।

স্বরযন্ত্রের সর্দ্দিতে তাহার এবং শ্বাসনালীর কাঁচাভাব, কাসি ও স্বরভঙ্গের সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ প্রযুক্ত ফিসফিস শব্দের উচ্চৈ কথার স্বর উঠে না। দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত চীৎকার স্বরে কথা কহিলে বক্তাদিগের যেরূপ হয় তদ্রূপ স্বরলোপ ঘটে। শ্বাসনালীর (Trachea) অধঃঅংশের উত্তেজনা প্রবণতা বশতঃ উর্দ্ধ বক্ষে শ্বাসরোধ কর চাপ। স্বরযন্ত্রের বেদনায় কথা কহিতে পারে না। স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর (ব্রঙ্কাই) কাঁচা ভাব হইয়া পুনঃ পুনঃ খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি ও গলা খাকর।

শ্বাসকৃচ্ছ্রে শ্বাসরোধের ভীতি। বক্ষ মধ্যে কষ্ট ও উৎকণ্ঠার ভাব সন্ধ্যায় ও প্রাতে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে নিদ্রিতাবস্থায় শ্বাস গ্রহণে উচ্চ শব্দ; ফুসফুসের পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় প্রতি রাত্রিতে শ্বাসরোধের আক্রমণ। বক্ষের আক্ষেপিক সংকোচন। মুখব্যাদান করিয়া সশব্দে হাঁপের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস। বক্ষের কলাভাব, পূর্ণতা ও গুরুত্বের অনুভূতি বশতঃ কষ্টে শ্বাস গ্রহণ। প্রত্যেক

banglabooks.in

কাসির পর শ্বাস প্রশ্বাসের খর্ব্বতা; এবং অল্প ভ্রমণেই শ্বাসকষ্ট ও হৃৎকম্প; সন্ধ্যার পরে তাহার বৃদ্ধি। অত্যধিক আহার করার ন্যায় বক্ষের পূর্ণতা।

কোন ব্যক্তি রোগীর গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ও উগ্রঘ্রাণে কাসির উদ্রেগ; বিদ্যুৎধ্বনিময় ঝটিকার পূর্ব্বে কাসি; কাসিলে উর্দ্ধোদরে খোঁচা লাগার অনুভূতি হওয়ায় রোগী উর্দ্ধোদর চাপিত করিতে বাধ্য। বক্ষের আড়া আড়িভাবে কসাভাব হওয়ায় শুড়শুড়িযুক্ত, শুষ্ক কাসি; বক্ষ মধ্যে শুড় শুড় করিয়া ফাঁপা ও আক্ষেপিক কাসি; কাসিলে সর্ব্বশরীর কম্পিত।

স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ; স্বরযন্ত্র মধ্যে কর্কশ ভাব ও টাটানি; অন্তর চক্ষুর উর্দ্ধে সূচিবেধ ও বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল এবং স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও জ্বালাসহ কাসির সন্ধ্যা কালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি।

উষ্ণ বায়ু হইতে শীতল বায়ুতে যাইলে, হাঁসিলে ও বড় করিয়া কথা বলিলে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, আহার বা পান করিলে এবং বামপার্শ্ব চাপিয়া অথবা চিত হইয়া শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি। কাসিতে অনৈচ্ছিক মলত্যাগ।

বুদ বুদ ও রক্তযুক্ত এবং লোহার মরিচার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কখন পূয়বৎ, কখন শুভ্র ও চিম্‌সা, এবং অবস্থা বিশেষে শীতল শ্লেষ্মাযুক্ত, অম্লাস্বাদ, লবণাক্ত অথবা মিষ্ট গয়ার অধিকাংশ সময় প্রাতঃকালে নিষ্ঠুত।

ফুসফুসের বামদিকে সূচিবেধেধ অনুভূতি, দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে উপশম। বক্ষে জ্বালা, বেঁধার ন্যায় বেদনা এবং কসাভাব। বক্ষের রক্তাধিক্যে উৎকণ্ঠা, কোন প্রকার মানসিক উত্তেজনায় বর্দ্ধিত; অংশফলাকাস্থিদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে খল্লী। ফুসফুস ও শ্বাসপথের (Bronchi) প্রতিশ্যায়সহ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি (Dilataion) বা বলাপকৃষ্টতা; শ্বসযন্ত্রপথের শুষ্কতা; উর্দ্ধবক্ষে হাজিয়া যাওয়া ভাবের অনুভূতি; বক্ষোপরি অত্যধিক ভারি বস্তুর চাপ থাকার অথবা কসাভাবের

banglabooks.in

অনুভূতি ; বক্ষের টাটানি ও ঘৃষ্টভাব ; ফুসফুসের নিউমনিয়াবৎ লক্ষণ সহ সুস্পষ্ট ব্রঙ্কাইটিসের ন্যায় শ্বাসনালী লক্ষণ এবং বিশেষরূপে দক্ষিণ ফুসফুসের নিম্নার্দ্ধের ঘনীভূত অবস্থা। রক্ত কাসি।

সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃকালে শয্যায় শয়নাবস্থায় ; পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ; এবং সামান্য শরীর চালনায় প্রবল হৃৎকম্প ও উৎকণ্ঠা। হৃৎপিণ্ডের ফুৎকারবৎ শব্দ। বক্ষের মধ্যভাগে এবং হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে চাপ বোধ।

নাড়ী দ্রুত, পূর্ণ এবং কঠিনস্পর্শ ; কখন কখন ডবল আঘাত-বিশিষ্ট ; কখন বা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও দ্রুত।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ শুষ্ক ওষ্ঠে ঝুলের ন্যায় আবরণ। অধঃচুয়ালাস্থির মৃত্যু বা নিক্রসিস, ঊর্দ্ধ চুয়াল ক্বচিৎ আক্রান্ত। প্রদাহযুক্ত প্যারটীড গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার। রোগীর টাইফয়েড অবস্থায় জিহ্বা ও ওষ্ঠ হইতে আটাল গয়ার দড়ির ন্যায় প্রলম্বিত। ওষ্ঠ, মুখ ও গলাভ্যন্তর শুষ্ক থাকে. জল দ্বারা উপশম হয় না।

বস্ত্র ধৌত করিতে অথবা অন্য কারণে শীতল অথবা উষ্ণ জল মধ্যে হস্ত রাখিলে দন্তশূল। ক্ষয়িত দন্ত মধ্যে চিমটি কাটার ও হুল ফোটার ন্যায় বোধ। দন্ত হইতে দন্তমাড়ি অপসৃত হয় ও তাহা হইতে সহজেই রক্ত স্রাব ঘটে।

অবস্থাবিশেষে জিহ্বা শুষ্ক, অচল, কাল ছাল দ্বারা আবৃত, ফাটা এবং পার্চমেণ্ট কাগজের ন্যায় অথবা চকচকে থাকে ; শুষ্ক ও শুভ্র-লেপাবৃত জিহ্বাগ্রে হুল বেধার অনুভূতি ; জিহ্বায় হরিদ্রাবর্ণ লেপ ; কখন বা তাহার মধ্য ভাগ মাত্র লেপাবৃত দেখা যায়।

মুখের তালু বা টাকরায় এবং জিহ্বায় উপক্ষত (জাড়ী ঘা)। মুখের টাটানি ও সহজে রক্তস্রাব। মুখলালার বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত অথবা মিষ্টাস্বাদ। কথার উচ্চারণ কষ্টকর, ধীরে কথা কহে।

banglabooks.in

দক্ষিণ টন্‌সিল গ্রন্থির স্ফীতি। দিবা রজনী গলদেশের শুষ্কতা। প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে শীতল, থানা থানা, প্রায় স্বচ্ছ ও শুভ্র শ্লেষ্মা উঠে। টন্‌সিল স্ফীত এবং উপজিহ্বা স্ফীত ও লম্বমান, উভয়েই শুষ্কতা ও জ্বালার অনুভূতি। গলনিম্নের কাচা ও চাঁছা ভাবের সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; প্রাতঃকালে গলা খাঁকর। গলমধ্যে তুলা থাকার অনুভূতি।

অন্ননালীর জ্বালা; তাহার আক্ষেপের অনুভূতি।

আহার করিতে চাহে, কিন্তু খাদ্যবস্তু দেওয়া মাত্রই তাহার প্রয়োজনাভাব জন্মে। **রজনীতে ক্ষুধায় মুর্চ্ছার ভাব।** কুল্পী-বরফ প্রভৃতি শীতল খাদ্য ও পানীয় চাহে। অতর্পনীয় পিপাসায় স্নিগ্ধকর বস্তুর লালসা। মিষ্ট বস্তু বা মাংসে বিতৃষ্ণা। গলদেশের পূর্ণভাব বশতঃ ক্ষুধার অভাব। ক্ষুধার অভাব ও ক্ষুধাধিক্যের পর্য্যায়ক্রমিকতা; আমাশয়ের জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা ও চাপ হওয়ায় বিবমিষা এবং বমন।

পুনঃ পুনঃ শূন্যোদ্গার। আক্ষেপিক উদ্গার; উদ্গারে অম্লাস্বাদ। বিবমিষা ব্যতীতই ভুক্তবস্তু গলা বাহিয়া উঠে এবং কখন কখন তাহাতে মুখ পরিপূর্ণ হয়। আহারান্তে অথবা এক ঢোক জল খাইলেই দেখিতে জলবৎ, কালি এবং কাফি চূর্ণের ন্যায় প্রভূত পরিমাণ অম্লাস্বাদ, দুর্গন্ধ ও তরল পদার্থ মুখ হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। **পীত জল আমাশায় মধ্যে উত্তপ্ত হইলেই বমন।** খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ মাত্র অন্ননালীর আমাশয়সীমার আক্ষেপবশতঃ পুনরায় বাহিরে আইসে। অবিশ্রান্ত বিবমিষা। পিত্ত এবং রক্তের বমন।

আমাশয়ে অত্যন্ত পূর্ণানুভূতি এবং স্পর্শে ও চাপে বেদনা। আমাশয়শূল। আমাশয়োর্দ্ধে কোন কঠিন বস্তুর চাপের অনুভূতি। আমাশয়দেশের জ্বালা ও কষ্ট। আমাশয়ের আকৃষ্টবৎ বেদনা

banglabooks.in

বক্ষ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাশয়ে আক্ষেপ সহ আকৃষ্টবৎ বেদনা।

যকৃতের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য নিবন্ধন বেদনা। যকৃৎ প্রদেশে চাপে বেদনা। *যকৃদ্দেশের স্পর্শাসহিষ্ণুতা দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে বৃদ্ধি, এবং স্পর্শে যকৃতের বেদনা। ন্যাবা। দক্ষিণ কুক্ষিতে দিপ দিপ বেদনা, প্লীহা বর্দ্ধিত।

উদর বিস্তৃত এবং আধ্মানযুক্ত এবং স্পর্শে বেদনা বিশিষ্ট। অন্ত্রমধ্যে বায়ুর রোধ; গড়গড় উচ্চ শব্দে উদরের ডাক এবং অনেক বায়ুর নিঃসরণ হয়। উদরের অত্যধিক দুর্ব্বলতা ও শূন্যানুভূতি প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। উদরে শৈত্যানুভূতি। পুরাতন উদরাময়ে উদরের শিথিলতা। জলপান করিলেও তৎপরে উদরের ডাক।

উদরাময়ে প্রচুর, জলবৎ বিষ্ঠা কলের নল হইতে জল ঢালিয়া পড়ার ন্যায় বেগে নির্গত হইলে নিদ্রার পর তাহার উপশম; প্রভূত পরিমাণ সাদাটে বিষ্ঠার উদরাময়; সবুজাভ মলযুক্ত ও রক্তময় উদরাময়; রক্তময় বিষ্ঠামধ্যে ভেকেয় ডিম্বের ন্যায় অস্বচ্ছ, সাদাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা থাকে; রক্তরেখাযুক্ত ও মাংসবর্ণ, জলবৎ মলত্যাগে বেদনা হয় না। বেদনাহীন পুরাতন উদরাময়ে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু থাকে এবং রজনীতে অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়।

কলেরার প্রকোপকালে বারম্বার পাতলা মলত্যাগ। দুর্ব্বলকর ও বেদনাহীন উদরাময়ের প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। কোষ্ঠবদ্ধে সরু, লম্বা, শুষ্ক, চিম্‌সা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় শক্ত মল কষ্টে নির্গত। রক্তস্রাবী অর্শ জন্মে। সরলান্ত্রে কুন্থন হইলে রক্ত ও পূয় নির্গত হয়। রোগী বোধ করে যেন মলদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে।

রজনীতে বারম্বার অল্পঅল্প মূত্রত্যাগ। প্রচুর পরিমাণ, ফেকাসে

banglabooks.in

ও জলবৎ মূত্রত্যাগ এবং বারম্বার অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। দুধের ছ্যাকড়ার ন্যায় ঘোলা ও সাদাটে মূত্রের নিম্নে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি এবং পরিভাগে চিত্রবিচিত্র সর। শুভ্র অথবা লোহিতবর্ণ তলানিযুক্ত মূত্র এবং রক্তমেহ। অবস্থা বিশেষে মূত্রে শর্করার বর্ত্তমানতা। কিড্‌নির প্রদাহে মূত্রে ক্ষরিত কোষ ও শোণিতলালা বা এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়। মূত্রনালীপথের আনর্ত্তন ও জ্বালা নিবন্ধন পুনঃপুনঃ মূত্রবেগ।

পুংজনবেন্দ্রিয়ের বিকার বশতঃ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রযুক্ত পুনঃপুনঃ লিঙ্গোত্থান ও রেতস্খলন, অথবা অদম্য রমণেচ্ছা। কামাতুরতা বশতঃ রোগী উলঙ্গ হয়। জননেন্দ্রিয়ের কালব্যাপী উত্তেজনার পর এবং হস্তমৈথুন নিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ। অণ্ডকোষবেষ্ট মধ্যে জলসঞ্চয়। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে ফস্‌ফরাসক্রিয়ার ফলস্বরূপ রতিশক্তির আস্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি। অতি শীঘ্র শীঘ্র, অত্যল্প অথবা প্রচুর ঋতুস্রাব; শোণিত ফেকাসে এবং ঋতুসময়ে উদরশূল, বিবমিষা এবং উদরাময়ের উপস্থিতি। জরায়ু হইতে প্রভূত রক্তস্রাব। তীব্র ও বিদাহী শ্বেতপ্রদর জননেন্দ্রিয়ের হাজা ও ফোস্কা উৎপন্ন করে।

সমুদয় অঙ্গের, বিশেষতঃ সন্ধির দুর্ব্বলতায় বোধ যেন অঙ্গাদির পক্ষাঘাত জন্মিয়াছে, কার্য্যে নিযুক্ত হইলেই সন্ধি কাঁপিতে থাকে; হস্ত ও পদের স্ফীতি। অঙ্গনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গাদির সীমা, বিশেষতঃ হস্ত ও পদ সাসকের ন্যায় ভারী বোধ।

বাম স্কন্ধের ছিন্নবৎ বেদনার রজনীতে শয্যায় থাকা সময়ে বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে স্নানের পর ঊর্দ্ধাঙ্গের কাঠিন্য ও চাপানুভূতি। বাহু এবং হস্তের অসাড়তায় রোগী নিদ্রাগত। হস্ত কাঁপিতে থাকে। কখন কখন অঙ্গুলিনিচয়ের, বিশেষতঃ তাহাদিগের অগ্রভাগের অসাড়তা ও স্পর্শজ্ঞানহীনতার অনুভূতি। অঙ্গনিচয়ের চলৎশক্তি রহিত।

banglabooks.in

অধঃ অঙ্গের গুরুত্ব বশতঃ অসুস্থভাব ও দুর্ব্বলতা উচ্চারোহণে বর্দ্ধিত। দক্ষিণ বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির বেদনা। অনেক সময় বসিয়া থাকিলে নিতম্বদেশে পুয়সঞ্চারবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টে বৃষ্টবৎ বেদনা। টিবিয়াস্থিবেষ্টের বিগলনশীল (Gangreuous) প্রদাহ ও জ্বরে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত ঝিল্লীর উন্মোচন প্রযুক্ত আবরণহীন অস্থির কর্কশতা। জঙ্ঘা ও পদের ক্লান্তি ও গুরুত্ব। জানুসন্ধির বেদনায় পদ পর্য্যন্ত আকৃষ্টতার অনুভূতি। পায়ের "ভিমের" খল্লী। ভ্রমণে গুল্‌ফসন্ধিতে মোচড়ানি বেদনা। জানুসন্ধিপশ্চাতে গুরুত্বানুভূতি। সন্ধ্যাকালে অথবা ভ্রমণকালে পদের স্ফীতি।

ত্বকের পাণ্ডুরতা; ন্যাবাচিহ্ন; কালশিরা; নীললোহিত পীড়কা বা পিটিকি। যূত্ররোগজ শোণিতস্রাবের কলঙ্ক বা পার্পুরাতিসরোজিকা। স্থানিক স্পর্শজ্ঞানাভাব (Anœsthesia)। ত্বকে কীট বিচরণের অনুভূতি। শরীরময় চুলকনা। ত্বকময় দদ্রুবৎ গোলাকার উদ্ভেদ। ঋতুস্রাব উপস্থিত হইলে ক্ষত হইতে রক্তস্রাব। বিসর্পাকার নালীক্ষত হইতে পাতলা ও তীব্র ক্লেদযুক্ত পূয়স্রাব বশতঃ প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শরীরাকৃতির বিশেষতা—শরীরের দীর্ঘতা ও ক্ষীণতা; ত্বকের সৌন্দর্য্য; চক্ষুপুটলোমের কোমলতা ও সূক্ষ্মতা; কেশের কটাসে বর্ণ প্রভৃতি।—ঔষধ মাত্রেরই ধাতু অথবা রোগপ্রবণতা নূন্যাধিক স্পষ্টতাসহ ব্যক্তিবিশেষের শরীরাকৃতিতে, বিশেষতঃ তাহার মুখাবয়বে পরিস্ফুটিত হয়। অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত **ক্রুস্‌ফল্লাস, ক্যাল্‌কেরিয়া** এবং **সাল্‌ফার,** বিশেষতঃ প্রথম দুই রোগীতে ইহা অনন্যসাধারণরূপে বহিরাকারে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। কেননা ইহারা স্ফুরণোন্মুখ বা প্রায় কিঞ্চিৎ স্ফুরিত

banglabooks.in

রোগ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে। এজন্য ইহাদিগের শরীরাকারের বিশেষতা অতীব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। ক্যালকেরিয়াস্‌ রোগ বর্ণনে ইহা বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাতন রোগে ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য হইলেও এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তরুণ রোগেও এতদ্দ্বারা আমরা আশাতীত সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারি। থাইসিস্‌ প্রভৃতি পুরাতন রোগের ঔষধ নির্ব্বাচনে রোগীর বহিরবয়ব দ্বারা আমরা যে নিত্যই প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-মণ্ডলিতে সর্ব্বজনবিদিত। অতএব শিক্ষার্থীদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করা যে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্ঘনীয় তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।—রস-রক্ত এবং শরীরোপাদানের ধ্বংস ও গভীর বিশ্লেশণকারী ঔষধ মাত্রই প্রভূত শারীরিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে। কিন্তু ফস্‌ফরাস্‌ দুর্ব্বলতার বিলক্ষণ বিশেষতা আছে। এই দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপেই একটি স্নায়বিক বিকারোৎপন্ন লক্ষণ। এই দুর্ব্বলতার পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষণ, রোগ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাহার প্রকাশ এবং তাহার পরিণাম লক্ষণ প্রভৃতি রোগবিশেষে ফস্‌ফরাস্‌ নির্ব্বাচণের পক্ষে অতি মূল্যবান প্রদর্শক; তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে:—

জ্বালা।—আর্সেনিক এবং সালফারের ন্যায় ফস্‌ফরাসও একটি জ্বালাপ্রধান ঔষধ। এই জ্বালা মেরুদণ্ড বাহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, অংশ ফলাকাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, অথবা নিম্ন হইতে দ্রুত ঊর্দ্ধগামী তীব্র তাপরূপে মেরুদণ্ডে, হস্তের তালুতে, বক্ষে এবং ফুসফুসে, ও প্রত্যেক শরীরযন্ত্রে বা উপাদানে অনুভূত হয়। সাক্ষাৎ স্নায়ুতে অথবা মারাত্মক অর্ব্বুদাদির ক্ষতে কিম্বা রোগের অন্যবিধ সাংঘাতিক উপাদানবিশ্লেষণ বা পচনে যে স্থানে যে ভাবেই হউক এবং ইহার সহিত শরীরের তাপ থাকুক বা নাই থাকুক, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই স্নায়বিক বিকার নিবন্ধন ঘটে। স্নায়বিক শক্তিনাশই ফস্‌ফরা-

banglabooks.in

সেন্স মূল এলং প্রধান ক্রিয়া। এই শক্তিনাশক বা দুর্ব্বলতাজনক ধ্বংস ক্রিয়ার প্রাথমিক স্নায়বিক উদ্দীপনা ও অস্পষ্ট উপাদানগতবিশ্লেষণই এই ভয়াবহ জ্বালার কারণ। নিম্নলিখিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্বাভাবিক উত্তেজনা-প্রবণতা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লক্ষণও এই জ্বালার স্নায়বিক উৎপত্তির নির্দ্দেশ করে। এই জ্বালার অনন্যসাধারণ স্নায়বিক উৎপত্তি **আর্সেনিক** ও **সালফার** জ্বালা হইতে ইহাকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। উপরোক্ত জ্বালাকর উদ্দীপনা যন্ত্রবিশেষে নূন্যাধিকাল পর অথবা প্রথম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণরূপে প্রকটিত হয়। ঔষধের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ধ্বংসকর ক্রিয়াফলে সর্ব্বাঙ্গীন অথবা অঙ্গবিশেষের দুর্ব্বলতা, স্নায়ুকেন্দ্রের বিগলনাদি নিবন্ধন এক বা একাধিক অঙ্গের পক্ষাঘাত জন্মে এবং এই জ্বালাত্মক ধ্বংসক্রিয়া পরম্পরা ভাবে পোষণ বিভ্রাট উৎপন্ন করিয়া টাইফয়েড পরিবর্ত্তন এবং বসাপকৃষ্টতা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগের পূর্ব্বগামী সতর্ককারী লক্ষণরূপে উপনীত হয়। এজন্য এই জ্বালা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে **ফস্‌ফরাস** নির্ব্বাচনে ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় প্রদর্শক।

সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই আগন্তুক বিষয়ে অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবনতা বা অসহিষ্ণুভাব।—**ফস্‌ফরাসের** উপরিউক্ত স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ দর্শনেন্দ্রিয় আলোকে, শ্রবনেন্দ্রিয় উচ্চ শব্দে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় উগ্রগন্ধে এবং স্পর্শেন্দ্রিয় আগন্তুক বস্তুর সংস্পর্শে অসহিষ্ণুভাবের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ অনুভূতি বিকারে ইহা **ইগ্নেসিয়া, নাক্স** এবং **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া**সহ তুলনীয়। কিন্তু প্রথমের অসহিষ্ণুতা মানসিক ভাবাবেশের অত্যধিক্যের ফল, দ্বিতীয়ের অসহিষ্ণুতায় আক্ষেপাদি জন্মে এবং তৃতীয়ের অসহিষ্ণুতা বেদনাদি কষ্ট উপস্থিত করে। **ফস্‌ফরাসের** স্নায়বিক শক্তিহানির কারণীভূত প্রারম্ভিক উদ্দীপনা ঘটিত অসহিষ্ণুতা এইরূপে প্রভেদিত হয়।

banglabooks.in

শরীরযন্ত্র বা শরীর স্থান বিশেষে শূন্য বা খালি খালি ভাবের অথবা সকলই অন্তর্দ্ধান করার অনুভূতি।—ইহাও স্নায়বিক জালাযুক্ত ধ্বংসাত্মক দুর্ব্বলতানুভূতির প্রকারভেদ মাত্র। অনুভূতিদ স্নায়ুর বিকারযদ্রূপ বেদনাদি বৈকারিক লক্ষণের কারণ, শরীরাংশবিশেষের অস্তিত্বের অনুভূতিও তদ্রূপ স্নায়বিকশক্তি মূলক। এজন্য অনুভূতিদ স্নায়ুশক্তির দুর্ব্বলতাদি বিকার কখন কখন শরীরাংশবিশেষের অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞানের বিকার উৎপন্ন করে। এ কারণ রোগবিশেষে মস্তক, বক্ষ, আমাশয়স্থান এবং বিশেষতঃ সম্পূর্ণ উদরাভ্যন্তরের দুর্ব্বলতাপ্রকাশক শূন্যভাবেরঅথবা ঐ সকল শরীরযন্ত্রের হইতে যেন যন্ত্রনিচয়ের অন্তর্দ্ধানপ্রযুক্ত গহ্বর নিচয়ের শূন্যগর্ভ ভাবের অনুভূতি জন্মে। উপরিউক্ত ভ্রান্ত অনুভূতি অন্যান্য যে সকল ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় অন্মধ্যে, সিপিয়া, কার্ব্ব ভেজ, এনাকার্ড, ও ইগ্নেসিয়া প্রধান। ষ্টেনামে বক্ষের দুর্ব্বলতা বা শূন্যভাব অতিপ্রধান প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য; ইহা তাহার প্রায় সর্ব্বপ্রকার শ্বাসযন্ত্ররোগেই উপস্থিত থাকে। ইহার শ্বেতপ্রদররোগগ্রস্ত শীর্ণ ও বলহীন রোগীর বস্তি কোটরস্থ যন্ত্রনিচয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত জরায়ুর প্রকৃত স্থানচ্যুতি বশতঃ ঐরূপ অস্বাভাবিক অনুভূতি জন্মে। ইহাতে রোগীর এতাদৃশ দৈহিক দুর্ব্বলতা ঘটে ও অধোদর এতই শূন্য বোধ হয় যে রোগী শক্তিহীনতা বশতঃ নিকটস্থ আসনে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

মলদ্বার উন্মুক্ত অথবা ফাক থাকার অনুভূতি এবং গুহ্যদ্বারের উন্মুক্তাবস্থা।—ইহাও স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ফল। গুহ্যদ্বাররক্ষক পেশীর স্নায়ুর দুর্ব্বলতানিবন্ধন রোগীর তৎসম্বন্ধীয় চৈতন্যের অভাবপ্রযুক্ত অনুভূতি জন্মে যেন মলদ্বার উন্মুক্তাবস্থায় রহিয়াছে; কখন কখন প্রকৃতই উন্মুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে কোঁথানিসহ

banglabooks.in

মলত্যাগ ঘটে। কোন রোগের আনুষাঙ্গিক অথবা স্বাধীন উদরাময় রোগে ইহা **ফস্‌ফরাসের অনন্যসাধারণ প্রদর্শক**; কেননা অনৈচ্ছিক মলত্যাগ অনেক ঔষধে থাকিলেও মলদ্বারের এরূপ সাংঘাতিক ও শোচনীয় অবস্থা অন্য ঔষধে বিরল।

বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে রোগের বৃদ্ধি।—ইহা ফস্‌ফরাসের কাসি, বক্ষবেদনা, উদরাময় প্রভৃতি বহুতর রোগের অতি পরিস্ফুট লক্ষণ। কাসরোগে রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেই অবিশ্রান্ত কাসির উদ্রেক ও প্লুরাইটিস রোগে বেদনার বৃদ্ধি হয়। উদরাময় রোগে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বামপার্শ্বে শয়নে নিশ্চিত মলবেগ উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ **ফস্‌ফরাসের** উদরাময়ের অথবা উদরাময়সংযুক্ত রোগের একটি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া প্রতিপন্ন।

অনিবার্য্য শোণিতস্রাবের বর্ত্তমানতা এবং ক্ষরিত শোণিতের সংযমনাভাব।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ফস্‌ফরাস** শোণিতের প্রগাঢ় পরিবর্ত্তন সাধন করে। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ফাইব্রিণ বা শোণিতের সূত্রজানপদার্থের বিশ্লেষণই প্রধান। অবিকৃত ফাইব্রিণ উপাদানই ক্ষরিত শোণিতের চাপ বাঁধার এক মাত্র কারণ। **ফস্‌ফরাস** ক্রিয়ায় ফাইব্রিণের বিশ্লেষণপ্রযুক্ত শোণিতের সংযামক গুণের অভাব এবং অন্যবিধ অপকর্ষ নিবন্ধন শোণিত তরলতর ও সংযমন-শক্তিহীন হয় এবং শিথিল-প্রাচীর রক্তবহা নাড়ী হইতে অতি সহজেই ক্ষরিত হইতে থাকে। ক্ষরিত শোণিত জমাট বাঁধে না। অধিকাংশ স্থলে শোণিতের উজ্জ্বল লোহিত বর্ণের বর্ত্তমান থাকায় অনুমান হয় যেন তাহার অয়জান গ্রহণের পক্তি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই শোণিত স্রাবের প্রকৃতি এই যে, ফুসফুস, জরায়ু, কর্কট বা ক্যান্‌সার, অর্ব্বুদ এবং ঋতুর অনুকল্প-রূপে নাসিকা, আমাশায়, মলদ্বার এবং মূত্রনালী প্রভৃতি যে কোন স্থান

banglabooks.in

হইতে, যে কোন কারণেই রক্তস্রাব হউক প্রচুর পরিমাণে, পুনঃপুনঃ এবং যেন নির্ব্বাধরূপে হয়। যেন রক্তস্রাবী যন্ত্র, ক্ষত অথবা টিউমারের রক্তনিঃশেষ হওয়ায় মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্রাব বন্ধ থাকে। কোন কোন ব্যক্তি আপাতঃ দৃষ্টিতে সুস্থ থাকিলেও দন্তোৎপাটনে অথবা অন্যান্য সামান্য কারণেই দন্তমাড়ি ইত্যাদি স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়। এই সকল ব্যক্তির শোণিতের ফাইব্রিণের কোনরূপ বিকার থাকাই সম্ভব। যাহাই হউক এবম্বিধ আপাতঃ অজ্ঞাত কারণ সম্ভূত স্বভাবগত রক্তস্রাবপ্রবণতাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে "রক্তস্রাবী ধাতু" বা "রক্তস্রাবকারী ধাতুদোষ" অথবা "হিমরেজিক ডাইয়াথিসিস" বলে। এইরূপ রক্তস্রাবের উপস্থিতি রোগবিশেষে ফস্‌ফরাসের প্রদর্শক।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডক।—ফস্‌ফরাসের শিরঃশূল সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ইহার শিরঃশূলের কারণ। ইহাতে মস্তিষ্ক এবং সংসৃষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির মৃদু ও পুরাতন প্রকৃতির স্নায়বিক উত্তেজনা ও অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন রোগী পুষ্পের ঘ্রাণে মূর্চ্ছা যায়। মস্তকে প্রবল শোণিতগতি হওয়ায় দপ্‌দপানি শিরঃশূল। কর্ণমধ্যে গর্জ্জনবৎ ধ্বনি হইতে থাকে এবং অশান্তিপ্রদ শব্দের প্রতিধ্বনি নিবন্ধন রোগী মনুষ্যের কথা বুঝিতে পারে না। শৈত্য প্রয়োগে, এমন কি শীতল বস্তু পানে ও আহারে এবং স্থিরভাবে উপবেশনে যন্ত্রণার উপশম। রোগী কোন প্রকার তাপসংস্রব সহ্য করিতে পারে না। উষ্ণ গৃহে অবস্থান, উষ্ণ বস্তুর আহার, এমন কি উষ্ণ জল স্পর্শ করিলেও শিরঃশূলের বৃদ্ধি। মস্তকে জ্বালা এবং মুখ রক্তিমাবিশিষ্ট ও তপ্ত। কোন কোন রোগীর কখন কখন কামেচ্ছার বৃদ্ধি প্রযুক্ত লিঙ্গোত্থান ও অদম্য রমণপ্রবৃত্তির উপস্থিতি এবং রোগীর নিদ্রাবস্থায় রেতঃস্খলন।

banglabooks.in

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ; কামোন্মত্ততা; অবসাদবায়ু প্রভৃতি।—**ফস্‌ফরাসের** স্বাধীন উন্মাদাদি রোগের বিশেষ প্রসিদ্ধি শ্রুত হয় না। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন এবং ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত কখন কখন মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগীর বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে। অনেক সময়ে যক্ষ্মাকাস, মস্তিষ্কের ও মেরমজ্জার বিগলন (softening), কশেরুকমাজ্জেয় ক্ষয় বা লোকমোটর এটাক্সিয়া এবং পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ও সাঙ্ঘাতিক রোগের প্রাথমিক মস্তিষ্কীয় উত্তেজনা, সম্ভবনীয় রোগবিষয়ক দুশ্চিন্তা, এবং কখন কখন জননেন্দ্রিয়ের ভাবী শক্তিনাশের প্রারম্ভিক স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ কামেচ্ছার অস্বাভাবিক উত্তেজনা প্রভৃতি নিবন্ধন মানসিক স্থৈর্য্যহানি ও চিন্তা বিভ্রাট ঘটে। প্রকৃতির বিভিন্নতানুসারে এই সকল মানসিক লক্ষণ নানাবিধ রোগশ্রেণীভুক্ত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ফস্‌ফরাস** মূলতঃ স্নায়বিক উপাদান ও শক্তিনাশক বস্তু। ফলতঃ আমাদিগের উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণাদির পরিণাম স্বরূপ ভাবী রোগ আশঙ্কারই বিষয়। চিকিৎসক যথা সময়ে উপরিউক্ত মানসিক লক্ষণের সম্যক উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত সাবধানতাসহ **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগ করিলে উল্লিখিত দুশ্চিকিৎস্য রোগাদি সমূলে আরোগ্য করিতে না পারিলেও শোচনীয় পরিণামের যে কিঞ্চিৎ সামশিক বাধা জন্মাইতে ও রোগবিষেষের কিঞ্চিৎ সাম্যতা রক্ষা করিতে পারেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবম্বিধ রোগাদিতে **ফস্‌ফরাসের** শিরঃশূলে বর্ণিত স্নায়বিক অসহিষ্ণুতাদি সম্পূর্ণ লক্ষণই বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ স্নায়বিক কোন গভীর রোগের প্রারম্ভিক মস্তিষ্কীয় উত্তেজনার অবস্থাতেই উভয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয়।

উন্মাদ রোগগ্রস্থ রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত, ভীত এবং সময়ে ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পরক্ষণেই নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হই

banglabooks.in

পড়ে। ইহার অধিকাংশ লক্ষণই দুর্ব্বল মস্তিষ্কের অসহিষ্ণু ভাবের প্রকাশক। রোগী অত্যন্ত বিষন্নচিত্ত, অবসাদগ্রস্ত এবং স্বজনবর্গের অমঙ্গলের চিন্তায় আশঙ্কান্বিত। জীবনে বীতরাগ সংসারে ঘৃণা। মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তনশীলতা নিবন্ধন রোগী ক্ষণে উচ্চ হাস্য এবং ক্ষণে ক্রন্দন করে। কখন বা রোগী আপনাকে অতি গৌরবান্বিত মনে করে, কখন বা নির্লজ্জ ব্যবহার করে।

কামোন্মাদ রোগে ফস্‌ফরাসের উন্মত্ততা কামোন্মাদের ভাব ধারণ করিলে রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হয়। সঙ্গমেচ্ছার ভয়াবহ ও অদম্য উদ্দীপনা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ লিঙ্গোত্থান ও শুক্রস্খলন হইতে থাকে। রোগী অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পরিহিত বস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করে। জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ কাম প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং অতিরিক্ত রেতোস্খলনে পুরুষ রোগীর ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীরোগীর বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে।

চিন্তোদ্বেগ, অবসাদবায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিসের ফস্‌ফরাস রোগী স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। একা থাকিলে কিম্বা ঝটিকা উপস্থিত হইলে রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও শঙ্কান্বিত হয়। পরিবর্ত্তনশীল মানসিক ভাব প্রযুক্ত রোগী সময়ে অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থা প্রকাশ করে কখন বা অনন্দোৎফুল্ল রোগী হাস্য করিতে থাকে।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্টিগো এবং ব্রেণফ্যাগ্ বা মস্তিষ্কের ক্লান্তি।—ফস্‌ফরাসের ঔষধগুণপরীক্ষায় নানাবিধ শিরোঘূর্ণন লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। মস্তিষ্কের মৃদু শোণিতাধিক্য-নিবন্ধন স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইহার সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত। হস্তমৈথুন বা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত স্নায়বিক বলক্ষয় ইহার মৌলিক কারণ বলিয়া অনুমিত। ব্রস্তিকীয় উদ্দীপনার লক্ষণ স্বরূপ

banglabooks.in

মানসিক ও জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়ের অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকে। মুক্ত-বায়ু মধ্যে, আহারান্তে এবং সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগী ভ্রমণ-কালে মত্ত ব্যক্তির ন্যায় টলিতে থাকে। মস্তক ভারি বোধ হয়। মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু ঘূর্ণায়মান হইতে দেখে। ডাং উইলিয়ম বোরিক বলেন, "যত প্রকার শিরো-ঘূর্ণন রোগ থাকা সম্ভব হইতে পারে, বিশেষতঃ তাহা যদি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য-ঘটিত হয়, **ফস্ফরাস** দ্বারা তাহার উপকার হইবে।" ইহার পরিণামে এবং অতিরিক্ত মানসিকশ্রম ও চক্ষুর অবিশ্রান্ত ব্যবহার নিবন্ধন মস্তিষ্কীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তাশক্তির অভাব হইলে "মস্তিষ্কীয় ক্লান্তি" বা "ব্রেণফ্যাগ" জন্মে। **ফস্ফরাসের** অতি কঠিন উপদান-গত ধ্বংসকর ও ক্রিয়াগত মস্তিষ্কীয় রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় উপরিউক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ককুলাস—সোলার প্লেকসাস্ বা উদরস্থ সহানুভূতিশীল স্নায়ুজাল বিশেষের রোগ জনিত অজীর্ণদোষে ইহার শিরোঘূর্ণন জন্মে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ইহার পরিণাম। রোগীর মস্তকপশ্চাতে শিরঃশূল, মস্তকে তাপ, চক্ষুতে রক্তিমা এবং কটিদেশে বেদনা হয়। উঠিয়া বসিতে, শকটারোহণে, এমন কি আহারান্তেও কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

ব্রায়নিয়া—আমাশয়াজীর্ণ প্রযুক্ত শিরোঘূর্ণনে বমন এবং মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম। শয়ানাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে ও শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি।

সিঙ্কনা—আমাশয়িক অজীর্ণঘটিত রক্তহীনতা এবং শারীরিক দৌর্ব্বল্য ইহার শিরোঘূর্ণনের কারণ। শারীরিক রসাপচয় ইহার রোগের অন্যবিধ কারণ।

নাক্স্ভমিকা ও পাল্সেটিলা—স্থলবিশেষে আমা-শয়াজীর্ণনিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে স্ব স্ব প্রদর্শক লক্ষণানুসারে ফলকারী।

banglabooks.in

সেরিব্রাল সফ্‌নিং, মস্তিষ্ককোমলতা বা বিগলন।—মস্তিষ্কোপাদান সম্পূর্ণ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে অথবা রোগের প্রথমাবস্থায় যখন মস্তকের মৃদু বেদনা, রোগীর দুর্ব্বলতা ও অবিশ্রান্ত ক্লান্তভাব এবং ভ্রমণে কিঞ্চিৎ কষ্টানুভূতি প্রভৃতি আসন্নরোগের পরিচয় প্রদান করে, তদবস্থায় **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগে বহুতর রোগীর বর্ত্তমান রোগলক্ষণ দূরীভূত হওয়ায় রোগী আশঙ্কিত রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। **ফস্‌ফরাসের** অধিকাংশ রোগে, বিশেষতঃ এস্থলে, **ফস্‌ফরাসের** লক্ষণের পূর্ব্বে **নাক্স ভমিকার** লক্ষণ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। এজন্য **ফসের** পূর্ব্বে প্রায়শঃ **নাকসের** প্রয়োগ ফলপ্রদ। কখন বা রোগ বিশেষের কতিপয় লক্ষণ **ফস্‌** দ্বারা দূরীভূত হইলেও কতিপয় লক্ষণ অবশিষ্ট থাকিয়া **নাক্স্‌** প্রদর্শিত করে। সাধারণতঃ **নাক্স, ফস্‌ফরাসের** প্রতিষেধক।

পিত্রিক এসিড—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিলেই রোগীর মস্তিষ্কের গভীরদেশে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হয়। অনেক সময়েই মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য মেরুমজ্জা পর্য্যন্ত বিস্তার করায় উপরিউক্ত লক্ষণ সহ কামোত্তেজনা হইলে প্রবল লিঙ্গোত্থান হইতে থাকে।

স্পাইন্যাল ইরিটেসন বা মেরুমজ্জার উত্তেজনা, পৃষ্ঠশূল; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্‌।—পূর্ব্বোক্ত মস্তিষ্কের কোমলতা, মেরুমজ্জার উত্তেজনা ও তনিবন্ধন পৃষ্ঠবেদনা, মেরুমজ্জার কোমলতা এবং অর্ব্বুদাদি কর্ত্তৃক মেরুমজ্জার চাপ প্রভৃতির ফল স্বরূপ অর্দ্ধাঙ্গ এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার স্নায়বিক শক্তি-হানিমূলক রোগ জন্মে এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে **ফস্‌ফরাস** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। উপরিউক্ত মেরুমজ্জা রোগে প্রথমে তাহার উদ্দীপনা উপস্থিত হওয়ায় মেরুদণ্ড বাহিয়া সাময়িক ও

banglabooks.in

অসহনীয় বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও দুর্ব্বলতা জন্মে। ফস্-ফরাস্ রোগে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠের উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অত্যুগ্র জ্বালাকর বেদনা এবং পৃষ্ঠবংশ (পৃষ্ঠবংশের কণ্টক প্রবর্দ্ধন) চাপিলে অসহনীয় বেদনা হয়। মেরুমজ্জা রোগঘটিত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত পার্শ্বের পেশীনিচয়ের সঙ্কোচন ঘটে এবং শরীরাংশের পক্ষাঘাত জন্মিলেও তাহাতে কীটবিচরণ ও ছিন্নবৎ অনুভূতি থাকে। তাহার তাপ বৃদ্ধিসহ অসাড়তা জন্মে। পৃষ্ঠবংশের গুরুত্ব এবং ক্লান্তভাবের অনুভূতি, বিশেষতঃ শিড়িতে উঠিতে অধিকতর কষ্টদ হয় ও রোগী ভ্রমণে অক্ষম হইয়া পড়ে। পদ তলের বেদনা হয়, তাহাতে ঝিন্‌ঝিনি ধরার অনুভূতি জন্মে। পথের সামান্য অসমতাতেই ভ্রমণ করিতে রোগী হুচট্ খায়। রোগী উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। শোণিতশুক্রাদি জৈববসাপচয়, শীঘ্র শীঘ্র অধিক সন্তান প্রসব এবং প্রথম বয়সের ব্যক্তিদিগের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি প্রভৃতি উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অতি শীঘ্র পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া গণ্য।

নাক্স ভমিকা—পৃষ্ঠবেদনায় রোগী উঠিয়া বসিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ বেদনা কটি আক্রমাণ করে।

লাইকপোডিয়াম—উভয় অংশফলকাস্থির মধবর্ত্তী স্থানে জ্বলন্ত কয়লা থাকার ন্যায় জ্বালা। কটির কাঠিন্য ও বেদনা।

সিকেলি—হঠাৎ পৃষ্ঠ আঁকড়িয়া ধরে।

চাইনিনাম্ সালফ্—পৃষ্ঠবংশের উত্তেজনায় পৃষ্ঠদেশীয় মেরুমজ্জা অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু। গ্রীবার সর্ব্বনিম্ন ও পৃষ্ঠের সর্ব্বোর্দ্ধ কশেরুকাস্থি চাপিত করিলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

এলুমিনা—মেরুমজ্জার রোগানবন্ধন পক্ষাঘাতের পক্ষে উপকারী। পদদ্বয় এতাদৃশ ভারি বোধ হয় যে রোগী তাহা কষ্টে টানিয়া ফেলিতে পারে; উপবেশনাবস্থাতেও ক্লান্তি বোধ।

banglabooks.in

ফসফরাস, প্লাম্বাম এবং জিঙ্কাম্—পক্ষাঘাতরোগে ইহারা অনেকাংশে সমক্রিয়া। স্নায়বিক শক্তিহানি এবং মস্তিষ্কীয় স্নায়ু-পদার্থের বিগলনসহ কম্প থাকিলে **ফস** ও **জিঙ্ক** উপকারী। **ফস্** পক্ষাঘাতসহ চক্ষুপুটের পতন থাকে না এবং **জিঙ্কামের** ন্যায় ইহার রোগ ওয়াইন মদ্যপানে বৃদ্ধি হয় না। **প্লাম্বামের** পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায় এবং শীর্ণ অঙ্গের ও উদরের বেদনা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইতে থাকে।

শিক্ষার্থীদিগের বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উপরি উক্ত পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ অথবা তদ্বৎ যে কোন প্রকার দুরারোগ্য রোগ চিকিৎসায় লক্ষণাপেক্ষা রোগীর ধাতু বিষয়ক জ্ঞানলাভ ও তদনুসারে ঔষধ ব্যবস্থাই ফল লাভের মূল। অতএব রোগীর জীবনের আমূল শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করা উচিত।

লোকোমটর এট্যাক্সিয়া (Locomotor Ataxia)।—এ রোগে মেরুমজ্জা বাহিয়া অত্যন্ত জ্বালা, এবং আক্রান্ত অঙ্গে চন্‌চনি ও কীট বিচরণবৎ অনুভূতি প্রভৃতি মেরুমজ্জার স্পষ্টতর উত্তেজনা লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। রোগের চরমবৃদ্ধির সময়ে বর্ত্তমান না থাকিলেও রোগাক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ইহার অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে চক্ষুতে আলোক প্রভার উদয়, লিখিতে হস্তের কম্প, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গস্পর্শবৎ অনুভূতিসহ বেদনাই প্রধান। মদ্য মাংসের অমিত ব্যবহার এবং অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন রোগে **নাক্সভমিকা** উপকারী।

স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য বা নিউরিষ্থিনিয়া।—মেরুমজ্জার উপাদানগত পরিবর্ত্তন ঘটিত রোগের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ এই প্রকাররোগলক্ষণাদি উপস্থিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। এই সকল

banglabooks.in

লক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসময়ে **ফস্‌ফরাস** প্রয়োগ করিলে অধিকাংশ রোগীকে বহুতর দুশ্চিকিৎস্য অথবা অসাধ্য স্নায়বিক রোগের কবল হইতে রক্ষা করা যায়। রোগীর স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ আগন্তুক বিষয়ে অতীব অসহিষ্ণুভাব উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত চিন্তাশক্তির অভাব ঘটে। শরীরের স্থানে স্থানে জ্বালার অনুভূতি ঘর্ষণে উপশম থাকে। পদদ্বয় দুর্ব্বল, অসাড় ও শীতল থাকে এবং শরীরের বহির্দ্বার রক্ষক সঙ্কোচনী পেশী নিচয়ের শিথিলতা জন্মে। রোগী অনুভব করে যেন সামান্য নড়িলেই তাহার পৃষ্ঠ ভগ্ন হইবে। কর্ণমধ্যে **শব্দের উপস্থিতি** ইহার অন্যতর প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। স্নায়ুমণ্ডলের বলক্ষয়নিবন্ধন হঠাৎ প্রগাঢ় দুর্ব্বলতার পক্ষে **ফস্‌ফরাস** অতিপ্রধান স্থানীয় ঔষধ।

কোকা—মানসিক অবসাদ, সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং কার্য্যে প্রবৃত্তিহীনতা ইহার উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। সামান্য শ্রমেই রোগী ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

এনাকার্ডিয়াম—মানসিক শক্তিহীনতার জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। চিন্তা এবং স্মরণ শক্তি অত্যন্ত অবসাদিত হয়। ইহার পরিণাম ফলে বাতুলতা জন্মে।

চক্ষুরোগে—এম্‌ব্লিয়পাইয়া বা দৃষ্টিমালিন্য; এম্ব্লেন-পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; ক্যাটারাক্‌ট বা মতিয়াবিন্দু; করডাইটিস্ বা কৃষ্ণাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ; রেটিনাইটিস্ বা চিত্রপত্রৌষ প্রভৃতি।—সাধারণতঃ চক্ষুর বহিস্থরোগচিকিৎসায় **ফস্‌ফরাসের** উপযোগিতা প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। চক্ষুর স্নায়বিক উপাদানগত রোগ নিবন্ধন শক্তি হানি হওয়ায় কোন কোন প্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট রোগে ইহা অনেক সময়ে সফল হইয়া থাকে। কিডনি

banglabooks.in

রোগনিবন্ধন এল্‌বুমিনুরিয়া ও ঋতুরোধ প্রভৃতি জরায়ুরোগ অণ্ডাধার বা ওভারিরোগ এবং রেতঃ প্রভৃতি জৈবরসক্ষয় **ফস্‌ফরাস** চক্ষু-রোগের কারণ। আমরা ইতিপূর্ব্বে **ফস্‌ফরাসের** ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি তাহাতে অবশ্যই বোধগম্য হইবে যে ইহার চক্ষু-রোগ অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহার দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য সহজ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ঘটিত নহে। ইহাতেও ন্যূনাধিক স্নায়বিক উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়। রোগের প্রথমাবস্থায় চক্ষুর স্নায়ুমণ্ডলের উদ্দীপনা জন্মে। রেটিনা, করইড প্রভৃতি ঝিল্লী চক্ষুর অভ্যন্তরীণ উপাদানে রক্তাধিক্য হয় এবং তাহা প্রদাহেও পরিণত হইতে পারে। এবম্বিধ কারণে স্নায়ু পদার্থের ক্ষয় ও পোষণবিকার বশতঃ উপাদানপরম্পরার নানপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রাট জন্মে। দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। রোগী নানাপ্রকার বর্ণ দৃষ্টি করে। চক্ষুর সম্মুখে কাল-বিন্দু উপস্থিত হয়, রোগী দৃষ্টবস্তু ধূসরবর্ণ ঝিল্লী আবৃত দেখে। রোগী বোধ করে যেন সর্ব্বদায়ই সে কুয়াসার মধ্যে দৃষ্টি করিতেছে। বস্তু সকল লোহিবর্ণ প্রতীয়মান হয়। **পাঠকালে অক্ষর লালবর্ণ দেখায়; ফস্‌ফরাস** চক্ষুরোগে ভিন্ন অন্য কোন ঔষধের রোগে এরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইহা ইহার অতি মহার্ঘ প্রদর্শক। ফস্‌ফরাস্ চক্ষুরোগে উপরি উক্ত অবস্থা বড় সাঙ্ঘাতিক পরিণাম সূচিত করে। অতএব চিকিৎসা পক্ষেও ইহা একমাত্র উপযোগী কাল বলিয়া বিবেচিত হয়। রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় **দৃষ্টিমালিন্য, দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য** প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং যথাসময়ে **ফস্‌ফরাস** প্রযুক্ত হইলে উপকারের আশা করা যায়। ইহাতে রোগী পাঠ করিবার চেষ্টা করিলে অক্ষর নিচয় শৃঙ্খলাহীন দেখে এবং চক্ষু চন্‌চন ও জ্বালা করে। টাইফয়েড জ্বরান্তের **দৃষ্টিমালিন্যেও** ইহা কার্য্যকারী। বৈদ্যুতিক আঘাতজনিত **অন্ধত্ব** এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

banglabooks.in

এই সকল চক্ষুরোগে রোগী প্রদীপালোকের চতুঃপার্শ্বে সবুজবর্ণ মণ্ডল দেখিতে পায়। ইহার প্রয়োগে **মতিয়াবিন্দু** রোগের বাধা জন্মে। মতিয়াবিন্দুর অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **সিলিসিয়া, কনাইয়াম, সিকেলি** এবং **নেট্রাস্ মিউ** উল্লেখযোগ্য।

কনাইয়াম—গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে, প্রদাহের তুলনায় আলোকাতঙ্ক অধিকতর হয়। অতি সামান্য রক্তিমা থাকে, কখন বা নাও থাকিতে পারে। তাকাইলেই চক্ষু হইতে বেগে জলস্রাব হয়। ডাং ট্যাল্‌কট ইহা দ্বারা মতিয়াবিন্দু আরোগ্য করিয়াছেন। ডাং ডাজিয়ন ইহাকে অপক্ক বয়সের অসাময়িক **দূরদৃষ্টি** রোগের পক্ষে উপকারী মনে করিতেন। প্রচলিত সময়ের রোগে ইহা নিষ্ফল।

জিঙ্কাম—টেরিজিয়াম বা অনুপক্ষরোগে (চক্ষুর উপর মাংসবৃদ্ধি) চন্‌চনি ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোনে (inuer Canthus) হুলবেধানুভূতি থাকিলে এবং কালব্যাপী চক্ষুর প্রদাহযুক্ত কর্ণিয়ার বা কালক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা জন্মিলে উপকারী।

রেট্যানিয়া—ইহাও টেরিজিয়াম আরোগ্য করিয়াছে।

কষ্টিকাম—মতিয়বিন্দু চিকিৎসায় ইহা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ডাং নর্টন ইহাকে মতিয়াবিন্দু চিকিৎসায় প্রধানতম স্থান প্রদান করেন।

বধিরতা বা ডেফ্‌নেস্ ও হার্ডনেস্ অব হিয়ারিং।—কর্ণের স্নায়বিক উদ্দীপনা বশতঃ কর্ণে নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। **ফস্‌ফরাসের** বধিরতা বা আংশিক বধিরতার বিশেষত্ব এই যে, রোগী প্রধানতঃ মনুষ্যের কথা শ্রবণে ন্যূনাধিক অক্ষম হয়। **ইগ্নেসিয়ার** রোগী অন্য শব্দে বধির থাকে কিন্তু মনুষ্যের কথা শুনিতে পায়। এই সকল বধিরতা টাইফয়েড জ্বরান্তিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতানিবন্ধন জন্মে। শোণিতাধিক্য

banglabooks.in

বশতঃ বধিরতাসহ কর্ণমধ্যে গুণ গুণ ও নানাপ্রকার উচ্চ শব্দ হয়।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা; রোজ-কোল্ড।—সাধারণ তরুণ সর্দ্দিতে ফস্‌ফরাসের বিশেষ প্রযোগিতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সর্দ্দি নাসিকা হইতে অধঃগামী হইয়া বক্ষ আক্রমণ করিলে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। ফস্‌ফরাসের, ঘ্রাণে অসহিষ্ণুতার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পুষ্পঘ্রাণের অসহিষ্ণুতা বশতঃ পুষ্পের উগ্র ঘ্রাণে এক প্রকার সর্দ্দি জন্মিয়া থাকে তাহা "রোজ কোল্ড" নামে খ্যাত। পুষ্পাঘ্রাণে রোগীর মূর্চ্ছার ভাব। ইহা গুল্মবায়ুর অঙ্গ স্বরূপ। ফস্, ইগ্নে, স্যাঙ্গুই, ভ্যালেরি এবং নাকস ভঃইহার ঔষধশ্রেণীভুক্ত।

পিনস্ বা পুতিনস্য; নাসিকার পলিপাস্ বা বহুপাদার্ব্বুদ রোগ।—পুরাতন সর্দ্দিরোগে শোণিতরেখাযুক্ত সবুজ শ্লেষ্মার স্রাব হইলে ফস্ দ্বারা উপকার হয়, শোণিত রেখা না থাকিলে ইহাদ্বারা কার্য্য হইতে দেখা যায় না। কখন কখন নাসিকা নাড়িলে রক্তস্রাব হয়। নাসিকাস্থির মৃত্যু বা নিক্রোসিস হইলে নাসিকা লোহিতবর্ণ ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। নাসিকায় পুতিগন্ধ জন্মে। পলিপাস্ বা নাসিকার বহুপাদার্ব্বুদ রোগে নাসিকা হইতে প্রচুর উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব ঘটে।

স্বরযন্ত্র রোগ—স্বরলোপ বা এফনিয়া; মেম্বে্রনাস্ ক্রুপ বা সফিল্লিক ঘুংসি কাসি।—স্বরযন্ত্র প্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটিস্ রোগের অবস্থাবিশেষে ফস্‌ফরাস্ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং স্বরভঙ্গ সন্ধ্যাকালে এতাদৃশ বৃদ্ধি পায় যে তাহাতে রোগীর প্রায় সম্পূর্ণ স্বরলোপ ঘটে।

banglabooks.in

রোগী কথা বলিলেও কাসি পায়। বেদনার অসহনীয় বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী চুপ করিয়া থাকিতে ও সাধ্যানুসারে কাসি চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

ক্যাটারেল্ বা মেম্ব্রেনাস্ ক্রুপ অথবা সর্দ্দিজ সঝিল্লিক ঘুংরি কাসি রোগের শেষাবস্থায় প্রভৃত স্নায়বিক অবসাদ বশতঃ স্বর লোপ, প্রগাঢ় দুর্ব্বলতা, শরীরের শীতলতা, চটচটে ঠাণ্ডা ঘর্ম্ম, শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের বসিয়া যাওয়া দৃশ্য এবং অধঃ চোয়ালের ঝুলিয়া পড়া প্রভৃতি শোচনীয় লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ফস্** প্রযুক্ত হয়।

কাসি বা কফ্।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নাসিকার সর্দ্দি রোগে **ফস্ফরাসের** বিশেষ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সর্দ্দি অধঃগামী হইলে অথবা প্রথমেই বুকে বসিলে অর্থাৎ শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া আক্রমণ করিলে ইহা প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। ফলতঃ পূর্ব্ববর্ণিত **ফস্ফরাস্** ধাতুবিশিষ্ট ও যক্ষ্মাকাসপ্রবণতাযুক্ত ব্যক্তিদিগেরই প্রায়শঃ এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে **নাক্স্** লক্ষণযুক্ত সর্দ্দির শেষাবস্থায় এবং **ওলিয়াম্ সেপা** সর্দ্দি তাহার ব্যবহারে বসিয়া বক্ষ আক্রমণ করিলে **ফস্** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বুক (ষ্টার্ণাম অস্থি-পশ্চাৎ) ও স্বরযন্ত্র শুড় শুড় করিয়া ইহার কাসির উদ্রেক হয়। কথা কহিলে, কি কোন প্রকার শব্দ করিলে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কোন পরিবর্ত্তন করিলেই কাসি পায়। কাসি প্রথমে শুষ্ক থাকে ও পরে পুয়াকার, আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয়। উষ্ণ বায়ু শীতল হইলে রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় বক্ষ শুষ্কতা এবং তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশের সঙ্কোচনবোধসহ শুষ্ক কাসি হয়।

আহারান্তে আমাশয়োর্দ্ধ কোটরস্থান শুড় শুড় করিয়া যে কাসি হয় তাহাকে আমাশয় অথবা যকৃৎ কাসি বলে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ ইহার স্নায়বিক কাসির বৃদ্ধি হয়। কোন প্রকার উগ্র গন্ধে, বাস্তবিক পক্ষে কোন সৌগন্ধি বস্তুর ঘ্রাণেও ইহার কাসির উদ্রেক হইয়া থাকে।

banglabooks.in

বেলাডনা—কাসির প্রথমাবস্থায় বক্ষের টাটানি, স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং জ্বর ইহার দ্বারা উপশম হইলে যে গলাভাঙ্গা ও কর্কশ স্বর থাকিয়া যায় তাহা **ফস্‌** আরোগ্য করে।

রক্ত কাসি বা হিমপ্টিসিস্।—কাসিতে উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ শোণিত তরলাবস্থায় নিষ্ঠুত হইয়া পরেও যদি জমাট না বাঁধে তাহাতে **ফস্‌ফরাস্** উপকারী।

ব্রঙ্কাইটিস্ এবং নিউমনিয়া বা ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ।—নিউমনিয়ারোগ চিকিৎসায় **ফস্‌ফরাস্** অতি প্রধান স্থানীয় ঔষধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রয়োগ যে বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ তাহা শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। কেননা এই রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতি লাভ করিলেও যথা তথা ইহার প্রয়োগ আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় না। রোগসহ উপসর্গ রূপে ব্রঙ্কাইটিস না থাকিলে, ফুসকুসবেষ্ট বা প্লুরা প্রধানরূপে আক্রান্ত হইলে বা প্লুরনিউমোনিয়ারোগে (ব্রায় উৎকৃষ্ট ঔষধ) এবং আক্রান্ত ফুসফুসাংশ সর্ব্বতোভাবে ঘনীভূত (হিপাটাইজ্‌ড বা সলিডি ফাইড্‌) হইলে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ গণ্ডমালা-ধাতুগ্রস্থ, **ফস্‌ফরাস** শরীরাবয়বযুক্ত এবং বক্ষরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ইহার রোগের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তির নাসিকায় সর্দ্দি হইলে সহজেই অধোগামী হওয়ায়, অথবা প্রথমেই সর্দ্দি বক্ষ আক্রমণ করায় ব্রঙ্কাইটিস্ রোগ জন্মে। এই অবস্থায় প্রবল জ্বরাদি **বেলাডনা**র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহা দ্বারা রোগের প্রবলতা দূর হওয়ার পরে **ফস্‌ফরাস্** আরোগ্যের সম্পূর্ণতা প্রদান করে। লক্ষণানুসারে প্রথমেও **ফস্‌ফরাসের** উপযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। রোগী বক্ষরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকিলে রোগ অনেক সময়েই ফুসফুসের মূল উপাদান বা বায়ুকোষ অচিরাৎ আক্রমণ করে। অথবা

banglabooks.in

যুগপৎ বায়ুনলী ও ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় আক্রান্ত ফুসফুসাংশের বায়ু-কোষনিচয় প্রদাহিক স্রাব কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিপূরিত বা নিরেট অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে অথবা রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় তরলীভূত প্রদাহিক স্রাব শোষনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ দূরিভূত (Resolution) হওয়ায় ফুসফুস আংশিকরূপে প্রদাহিক স্রাবমুক্ত হইলে **ফস্‌** প্রযুক্ত হয়।

রোগী কাসিলে বক্ষের বেদনায় বোধ করে যেন বক্ষাভ্যন্তরে কিছু ছিন্ন হইয়া আলগা হইতেছে। স্বরযন্ত্রে লক্ষোচন ও ঊর্দ্ধবক্ষে শ্বাস-রোধকর চাপানুভূতি জন্মে। রোগী বোধ করে যেন বক্ষ শোণিত-পূর্ণ রহিয়াছে। আকর্ণনে বায়ুনলীতে (Bronchi) শুষ্ক ও আর্দ্র শ্লেষ্মার শব্দ এবং বক্ষের প্রতিঘাতে নিরেট ও আকর্ণনে পুট পুট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শব্দে যুগপৎ ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমনিয়া অথবা ব্রঙ্ক-নিউ-মনিয়ার বর্ত্তমানতা প্রকটিত করে। শ্বাসকষ্ট থাকে এবং ঊর্দ্ধ বক্ষে শুষ্কতা, জ্বালা, কাঁচা বা অবদারণ ভাবের অনুভূতি বিশেষরূপে ব্রঙ্কাইটিস রোগের পরিচয় দেয়। **ফস্‌ফস্‌** রোগের নিষ্ঠুত রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত, বিশেষতঃ হরিদ্রাভ এবং শোণিতরেখাঙ্কিত গয়ার ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। অবস্থানুসারে গয়ার **ব্রাম্‌-নিস্টার** ন্যায় "রাষ্টি" (লৌহমলবর্ণবিশিষ্ট) হয়।

রোগের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায় টাইফয়েড বা দুর্ব্বল বৈকারিক লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ফস্‌ফরাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য। **ব্রাম্‌নিস্টা** স্বল্প বৈকারিক রোগের ঔষধ। যে রোগের প্রথমা-বস্থায় **ব্রাম্‌** প্রযুক্ত হয় পরে তাহারই গভীরতর দুর্ব্বলতা ইত্যাদি টাইফয়েডলক্ষণ প্রকাশিত হইলে **ফস্‌ফরাস** অতি উপযোগী ঔষধ বলিয়া জানিতে হইবে। **ফস্‌স্‌** টাইফয়েড লক্ষণে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী মানসিক ও শারীরিক অবসাদগ্রস্ত হয়

banglabooks.in

এবং অস্পষ্ট প্রলাপ কহিতে থাকে। মুখ বিবর্ণ এবং শরীর ঘর্ম্মযুক্ত ও ন্যূনাধিক হরিদ্রাভ হয়। যকৃৎ স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। রোগী অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত হইয়া যায়।

টুবার্কুলিনাম্—ডাং আর্ণাল্‌ফি বলেন, "লবুলার (ফুস্‌ফুস্ গোলকাঙ্কুর) নিউমনিয়া রোগে ইহা **ফস্‌ফরাস্** অথবা **এণ্টিমনি-টার্ট** অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ঔষধ"; এবিষয়ে মতামত প্রকাশের উপযুক্ত চিকিৎসকগণেরও ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহাপনোদন হইয়াছে; কেহ বা প্রত্যেক নিউমনিয়া রোগে ৬ হইতে ৩০ মধ্যে কোন না কোন ক্রমের **টুবার্কু** মধ্যগামী (Intercurreur) রূপে ব্যবহার করেন।

ডাং হিউজের মতে অল্পবয়স্কদিগের তরুণ বক্ষরোগের প্রায় যে কোন ঔষধ হইতে **ফস্‌ফরাস** শ্রেষ্ঠতর।

ডাং লিলিয়েন্থাল বলেন, "হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের পক্ষে **ফস্‌ফরাস** শ্রেষ্ঠ বলকারক ঔষধ"

ডাং ন্যাস **হাম্রসাকে** টাইফয়েড নিউমনিয়ারোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য করেন, অর্থাৎ ইহা অধিকাংশ রোগে প্রযুক্ত হয়।

টুবার্কুলোসিস্ বা গুটিকোৎপাদক রোগ—যক্ষ্মা কাস বা থাইসিস্।—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপ্রণালীর আবিষ্কারের পরে থাইসিস্‌রোগচিকিৎসায় **ফস্‌ফরাস** প্রায় প্রধানতম ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা পূর্ব্ববর্ণিত **ফস্‌ফরাসের** শরীরাকৃতি ও ধাতুবিশিষ্ট যক্ষ্মাকাসের রোগীই অধিকতর দেখিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু পরবর্ত্তী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই রোগে ইহার উপযোগিতা বিষয়ে সন্দিহান না হইলেও ইহাকে বড় ভীতির চক্ষে দেখিয়াছেন এবং অতি সতর্কতার সহিত ইহার ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমারা নিম্নে তাহা বর্ণনা করিতেছি। ফলতঃ একাধিক স্থলে ইহার ব্যবহারে আমাদিগেরও মারাত্মকতা বিষয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

banglabooks.in

ডাং বেয়ার বলেন "অন্য কোন ঔষধই **ফসফরাসের** ন্যায় সহজে রক্তস্রাব আনয়ন করে না"।

ডাং ক্যারিংটন বলেন "অতি সতর্কতার সহিত ইহার প্রয়োগ না করিলে উপকারের স্থলে ইহা অনেক সময়েই অনুপকার করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহার উপযোগিতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া অতি অল্প ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত"।

ডাং কেণ্ট বলেন, "রোগের শেষাবস্থায় অত্যুচ্চ ক্রমের একমাত্রা **ফস** প্রয়োগ করিলে রোগীর কষ্টপ্রদ হেক্টিক জ্বরের উপশম হওয়ায় মৃত্যু কাল অপেক্ষাকৃত শান্তিময় হয়। অসাধ্যরোগে ইহা পুনঃ প্রয়োগ করিলে আশার বিরুদ্ধফল সুনিশ্চিত। কোন কোন রোগীর রোগের অতি বৃদ্ধি কালে উচ্চক্রমের **ফস** বিপজ্জনক। ৩০ হইতে ২০০ ক্রমের উর্দ্ধ ক্রম ব্যবস্থেয় নহে। রোগের প্রথমাবস্থায় ৩০ অপেক্ষা নিম্ন ক্রমের ঔষধ ক্ষতিজনক"।

ডাং ডিউক প্রত্যেক রোগীর অবস্থাদি যত্ন পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এরোগে ঔষধ ব্যবস্থা করিতে বলেন, কেননা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-জগতে ইহা একরূপ স্বীকৃত যে, **আর্স, সালফ** এবং **ফস** বিশেষরূপে প্রদর্শিত না হইলে তাহাদের প্রয়োগ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

যক্ষ্মাকাস বা খাইসিস প্রায় অসাধ্য রোগ মধ্যে গণ্য। বংশদোষ-নিবন্ধন যাহাদিগের রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা লক্ষিত হয় তাহাদিগের ধাতু প্রকৃতি, শরীরাকৃতি এবং সর্দ্দির পৌনপুনিক আক্রমণ প্রভৃতি ও পূর্ব্ব-গামী ক্ষুদ্র বৃহৎ রোগাক্রমণ বিষয়ক বিবরণ দ্বারা ভাবি সাংঘাতিকতার অনুমান করা যায়। এই সময় রোগ চিকিৎসিত হইলে ফললাভের কথঞ্চিৎ আশা করা যাইতে পারে।

খাইসিস্ রোগ চিকিৎসায় প্রথমেই এবং প্রধানতঃ **সালফার, ক্যাল্কেরিয়া** এবং **ফসফরাসের** বিষয় আমাদিগের

banglabooks.in

স্মরণ পথে উদয় হয়। অধিকাংশ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের মতেই সোরা দোষ থাইসিস্ রোগের আদি বা মৌলিক কারণ। অতএব তন্নিবারণ পক্ষে শ্রেষ্ঠতম ঔষধ **সাল্‌ফার** যে ইহার কোন না কোন অবস্থায় প্রযোজ্য হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ফুসফুসে গুটিকোৎপত্তির পর ইহার প্রয়োগ যে বিপজ্জনক তৎবিষয়ে যুরন্ধর চিকিৎসক মহাত্মাগণ ঐক্যমত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ফলতঃ গণ্ডমালাদোষনিবারক প্রধান ঔষধ **ক্যাল্কে** ও **ফস্সের** ক্রিয়াপথ পরিস্কারার্থেই ইহা বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। রোগাক্রমণের আরম্ভে ও ফুস্‌ফুসে গুটিকোৎপত্তির পূর্ব্বে রক্তসঞ্চয়ের অবস্থা পর্য্যন্তই ইহার শেষ প্রয়োগ কাল। **ক্যাল্কে** এবং **ফস** অবস্থানুসারে রোগের যে কোন সময় প্রয়োগোপযুক্ত হইলেও সম্যক পরিস্ফুট অবস্থায় রোগের উপসর্গাদির প্রশমনদ্বারা রোগীর কিঞ্চিৎ কষ্টের শান্তিবিধান ব্যতীত ইহাদিগের দ্বারা রোগারোগ্য হওয়া সুদূরপরাহত বলিয়াই জানিতে হইবে।

ক্যাল্কেরিয়া রোগীর বহিরাকৃতি ও মানসিক অবস্থাদির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহারা আমাশয়াজীর্ণ ও অম্লরোগ প্রধান। একারণ সহজেই ইহাদিগের ফুসফুস পুষ্টিহানি এবং গুটিকোৎপত্তির ক্রিয়াক্ষেত্র হওয়ায় অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। **ফস্‌ফরাস** ধাতুবিশিষ্ট শিশু ও যুবক-যুবতীর শরীর প্রসারহীন ও উচ্চতায় দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু হওয়ায় শরীরোপাদানাদি, বিশেষতঃ ফুসফুস উৎকর্ষ লাভের বিনিময়ে ঐকদেশিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের ফুসফুস সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট হয় না; কুক্কুটিশাবকবক্ষবৎ অপ্রসর বক্ষস্থিত উৎকর্ষহীন ও ক্ষণভঙ্গুর ফুসফুসে সহজে ও সত্বর গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি পুরুষানুক্রমিক রোগপ্রবণতা হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শে ইহাদিগের সর্দ্দি ও ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণ হয়। সহজেই উদরাময় জন্মে এবং প্রাতঃকালে তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় বিষ্ঠা সহ প্রায়শঃ অপক্ক ভুক্তবস্তু নির্গত হইয়া যায়।

banglabooks.in

অনেকের বাল্যাবস্থায় অস্থিরোগ থাকে। ইহাদিগের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরোপাদানের উৎকর্ষের বিনিময়ে যেন সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি এবং মানসিক উন্নতি হইতে থাকে। ইহাদিগের সুদীর্ঘ ও শ্রীমান দেহের মুখশ্রী ও চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ এবং সুমার্জ্জিত বুদ্ধি পরিস্ফূরিত হয়।

যুবক, যুবতী উভয়েরই রোগের প্রারম্ভিক অবস্থায় সহজেই বক্ষে ও কণ্ঠায় পুনঃপুনঃ সর্দ্দির আক্রমণ নিবন্ধন অত্যন্ত স্বরভঙ্গের সম্ভাব্য বৃদ্ধি দেখা যায়। বক্ষে প্রবলতাসহ শোণিতগতির বৃদ্ধি প্রযুক্ত সঙ্কুচিত ভাব জন্মে; বাম ফুসফুসচূড়াভেদকারী বেদনা হয়; রোগী বাম পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে না; প্রতিদিন অপরাহ্ণ সময়ে হেক্‌টিক বা প্রলেপক জ্বরসহ প্রায়শঃ স্বরলোপ, গণ্ডের রক্তিমা ও শুষ্ক কাসি হয় এবং রজনীতে বক্ষের কষ্ট হওয়ায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১ টার সময় উদর শূন্য বোধ হয় এবং রজনীতে অস্বাভাবিক ক্ষুধানিবন্ধন নিদ্রাভঙ্গে আহারের আবশ্যকতা জন্মে ও আহার না করিলে মূর্চ্ছার ভাব হয়। এই সকল লক্ষণের ক্রমবৃদ্ধির সহিত ফুসফুস ধ্বংস হওয়ায় গহ্বরোৎপন্ন হয়। উভয় অংসফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালা ফুসফুসের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিশেষতঃ শেষ রজনী ও প্রাতঃকালে প্রচুর পরিমাণ শুভ্র ও চিমসে ভাবের এবং অনেক সময়ে শোণিতরেখাযুক্ত গয়ার নিষ্ঠুত হয়।

এমনিয়াম মিউ—অংসফলকাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থানে শৈত্যানুভূতি থাকিলে থাইসিসে ইহা প্রযুক্ত হয়।

এণ্ডোকার্ডইটিস বা হৃদন্তর্ব্বেষ্টপ্রদাহ এবং মায়কার্ডাইটিস বা হৃৎপিণ্ডপ্রদাহ।—সাধারণতঃ তরুণ রসবাত ও নিউমনিয়ার উপসর্গরূপে এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে এবং স্থলবিশেষে ফুসফুসাস প্রদর্শিত হয়।

banglabooks.in

অমাশয়রোগ—অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ; আমাশয় ক্ষত ; আমাশয়ের ক্যান্‌সার প্রভৃতি।—ফস্‌ফরাস্ লক্ষণে ভুক্তবস্তুর উদ্‌গীরণ ও রোমন্থনের ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাশয়ের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন পুরাতন অজীর্ণ রোগে উপরি-উক্ত লক্ষণের বর্ত্তমানতা **ফস্‌ফরাস** প্রদর্শন করে। আমাশয়-সংযুক্ত অন্ননালীসীমার আক্ষেপ বশতঃ ভুক্তবস্তু উদ্‌গীর্ণ হইয়া মুখে প্রবেশ করাই সম্ভবতঃ এই রোমন্থনের কারণ।

ফস্‌ফরাস্ অজীর্ণদোষ কতিপয় বিশেষ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। রোগী শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে লালসা করে, তাহাতে কিয়ৎ কালের জন্য তৃপ্তি বোধ হইলেও আমাশয়তাপে উষ্ণ হওয়া মাত্রই তাহার বমন হইয়া যায় ; বিবমিষাহীন উদ্‌গীরিত রক্তের নিষ্ঠীবন ইহার অতি সাধারণ লক্ষণ। **সিপিয়া, সল্‌ফার** এবং **নেট মিউরের** ন্যায় পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বা আমাশয় স্থলে "কিছু নাই নাই ভাবের" অনুভূতি **ফস্‌ফরাসে** অন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অম্লোদ্‌গার উঠে এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে **অংসফলকাস্থিদ্বয়ের** মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বালা থাকে। **ব্রোমের** ন্যায় ইহাতেও জিহ্বা-মধ্য বাহিয়া শুভ্র লেপ দৃষ্ট হয়। **সাল্‌ফারের** ন্যায় রজনীতে রোগীর ক্ষুধা হয় এবং কিছু আহার না করা পর্য্যন্ত নিদ্রা হয় না। পুরাতন অজীর্ণরোগে ভুক্তবস্তু আমাশয় সংলগ্ন হওয়া মাত্রই বমন হইয়া যায় ; **বিস্‌মাথেও** এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং আমাশয়ের বেদনা ও জ্বালা বর্ত্তমান থাকে।

আমাশয়ের **ছিদ্রোৎপন্নকারী ক্ষত, ক্যান্‌সার বা কর্কট রোগ এবং অবদরণ** প্রভৃতি উপাদানধ্বংসকারী বা বিশ্লেষণকারী রোগেও ইহার প্রযোগিতা দৃষ্টিগোচর হয়। আমাশয়ের কোন সীমাবদ্ধ

banglabooks.in

স্থানে জ্বালা ও চর্ব্বণবৎ বেদনা ইহার প্রদর্শক লক্ষণমধ্যে গণ্য। কিছু আহার মাত্রই বমন হয়। বমনসহ ভুক্তবস্তু ও চাপ চাপ নরম কাফি চূর্ণবৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উঠে। রোগী ক্রমে শীর্ণ ও রক্তহীন হইতে থাকে।

বমন বা ভমিটিং।—পুরাতন বমনরোগে **ফসফরাস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। শীতল জলে অত্যন্ত তৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু জল পান করিলে তাহা আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন হইয়া যায়। আমাশয়ের ক্ষত ও ক্যান্‌সার রোগের রক্তবমনেও ইহা উপকারী। ঋতুরোধ ঘটায় আমাশয় হইতে ঋতুর অনুকল্প রক্তবমনও এতদ্দ্বারা নিবারিত ও ঋতু সহজ হয়।

বিসমাথ—আহার মাত্র আমাশয়ে জ্বালা হওয়ায় রোগী ভুক্তবস্তুর বমন করে।

ক্যাল্‌কে কার্ব্ব—দুগ্ধপান মাত্রই অম্ল হয় ও চাপ বাঁধিয়া বমন হইয়া যায়।

উদরাময়।—পুরাতন উদরাময়ে **ফসফরাস** বিশেষ উপকারী ঔষধ। প্রত্যুষে সবুজবর্ণ আম ও অনেক সময় অজীর্ণ ভুক্তবস্তুর রেচন হয়; প্রায়শঃ উদরে বেদনা থাকে না। বিষ্ঠা সরলান্ত্রে প্রবেশমাত্র নিঃসৃত হইয়া যায়। বিষ্ঠাসহ **সাগুদানা, ভেকের ডিম, ভাত বা মোমের টুক্‌রা** প্রভৃতির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ থাকিয়া **ফস্** প্রদর্শিত করে। ইহার উদরাময় অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী। ইহা অন্ত্রের, বিশেষতঃ তাহার কোলন ও সরলান্ত্রাংশের **পক্ষাঘাত** আরোগ্য করিতে সক্ষম। রোগী বোধ করে যেন মলদ্বার ফাঁক হইয়া আছে। **এপিসেও** এ লক্ষণ দৃষ্ট হয়; **ফসের** ন্যায় **এলোজেও** অনৈচ্ছিক মলত্যাগ আছে। **ফসফরাসে** বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণ মল নিঃসরণ হয় এবং অনেক সময়ে রোগী বমন করে; ফলতঃ পূর্ব্বকথিতরূপ পীত পদার্থ আমাশয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্র বমন

banglabooks.in

হইয়া যাওয়া ইহার অন্যতম প্রদর্শক লক্ষণ। **উষ্ণ বস্তু আহারেও উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়।** উদরাময়সহ আমাশয়ের প্রসিদ্ধ দুর্ব্বলতা অথবা তথায় "কিছু নাই ভাবের" অনুভূতি এবং **অংসফল-কাস্থিদ্বয়মধ্যস্থানের জ্বলা থাকে।** কলেরার প্রাদুর্ভাবকালের উদরাময়েও অনেক সময়ে ইহার উপকারিতাদৃষ্ট হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ।—ফস্‌ফরাসের কোষ্ঠবদ্ধ সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য নহে। তথাপি সরু, শুষ্ক, চিমসে, লম্বা এবং কুকুরের বিষ্ঠার ন্যায় কঠিন বিষ্ঠার ন্যাড় কষ্টে ত্যাগ হইলে ইহা তাহার ঔষধ।

যকৃৎ রোগ—রক্তাধিক্য, ন্যাবা বা জণ্ডিস্, সিরসিস্ বসাপকৃষ্টতা, ওয়্যাক্‌সি লিভার, ইয়েলো এট্রফি অফ্ দি লিভার প্রভৃতি।—সাক্ষাৎ অথবা গৌণ যে ভাবের ক্রিয়াদ্বারাই হউক ফস্‌ফরাস যকৃতের অতি শোচনীয় ও সাংঘাতিক উপাদানগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। এই ক্রিয়াফলে যকৃতের রক্তাধিক্য, বেদনা, গুরুত্ব এবং বিবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া রোগের ক্রমপরিস্ফূরণে যকৃতের উপরিলিখিত সর্ব্ববিধ রোগজ পরিবর্ত্তনই সম্ভব হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও উপরিউক্ত রোগনিচয়ের অবস্থাবিশেষে ফস্‌ফরাসের প্রয়োগের স্থল উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার রোগের কামল বা জণ্ডিস্‌লক্ষণও যে সহজ নহে তাহা ইহার মূল উপাদানগত রোগের গুরুত্বেই অনুমিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতাবশতঃ নাড়ী ধীরগতি অথবা দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যকৃতে শোণিতগতির বাধাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ, এবং অতি কঠিন প্রকারের উদরী প্রভৃতি শোথ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া জানিতে হইবে। শোণিতাপকৃষ্টতা, হৃদ্রোগ ও অস্থিরোগ প্রভৃতি ফস্‌ফরাসের যকৃৎরোগের সাধারণ ফল।

প্যাংক্রিয়াস্ রোগ।—টুবার্কলরোগগ্রস্ত রোগীদিগের যকৃৎ,

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ড ও কিড্‌নি প্রভৃতি যন্ত্রের বসাপকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে প্যাংক্রিয়াসেরও তদ্রূপ রোগ জন্মিয়া থাকে অথবা কখন কখন মধুমেহ বা ডায়াবিটিস মেলিটাস ও এল্‌বুমিনুরিয়া রোগ হইতেও ইহার ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়; ভুক্তবস্তুর বসা বা তৈলময় পদার্থ পরিপাক ইহার ক্ষরিত রসের ক্রিয়া। প্যাংক্রিয়াসের উপাদানের ধ্বংস হইলেই বসাপদার্থ পরিপাক হয় না উদরাময়ের বিষ্ঠাসহ তাহা ভেকের ডিম, সিদ্ধ করা সাগু অথবা মোমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকারে নির্গত হয়। বিষ্ঠামধ্যে এই বিশেষ পদার্থের বর্ত্তমানতাই এই রোগের পরিচায়ক এবং প্রদর্শক।

নেফ্রাইটিস, ব্রাইট'স ডিজিজ অথবা এল্‌বুমিনুরিয়া (বৃক্কক প্রদাহ)।—এ রোগের চিকিৎসায় ফসফরাস আমাদিগের একটি প্রধান অবলম্বন। ইহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণাদি উপস্থিত থাকে। রোগী অতি স্পষ্ট রূপে সর্ব্বাঙ্গীন দুর্ব্বলতা বোধ করে এবং অত্যন্ত অলস ও নিদ্রালু রোগীর হস্তপদ শীতল হয়। প্রাতঃকালে অধিকতর ক্লান্তি বোধ এবং সন্ধ্যাকালে জ্বরের বৃদ্ধি হয় কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না। রোগীর কার্য্যে অপ্রবৃত্তি জন্মে, মাথা ঘোরে, স্মরণশক্তির হ্রাস হয় এবং মস্তকের, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশের গুরুত্বসহ বেদনা হয়। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের শোথ, চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা সমল হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণ, মুখের শোথ, ক্ষুধার অভাব এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলকর সাদাটে ও বেদনাহীন উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ অতি গভীর স্বাস্থ্যহানির পরিচয় দেয়। কিড্‌নির বসাপকৃষ্টতা রোগেই ফসফরাস বিশেষ উপযোগী ঔষধ। মূত্রে "ওয়্যাক্‌সিকাষ্ট" বা "বসাখণ্ডবৎ পদার্থের ছাঁচ" থাকে। ঘোর কটাবর্ণ অপ্রচুর মূত্র এবুমেনযুক্ত হয় অথবা অণুপরিস্থ সরে রামধনুবৎ বর্ণের রেখা বা বিন্যাস দৃষ্ট হইতে থাকে। উপসর্গরূপে ফুসফুসরোগের বর্ত্তমানতা ফসফরাস বিশেষ উপযোগিতা নির্দ্দেশ করে এবং বাম পার্শ্বে শয়নের অপারকতা ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক থাকে। বমন এবং আমাশয়বিকার

banglabooks.in

প্রায়শঃ উপস্থিত হয়। মূত্ররোধনিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পক্ষেও ইহা বিলক্ষণ উপযোগী ঔষধ।

ধ্বজভঙ্গরোগ বা ইম্পোটেন্‌স্।—জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলস্বরূপ ধ্বজভঙ্গ ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** উপকারী। যুবা পুরুষদিগের স্বাভাবিক কামোদ্দীপনা পরিতৃপ্তির অভাব বশতঃই হউক অথবা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত উপরি উক্ত উদ্দীপনা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলস্বরূপ যে রোগ জন্মে তাহাতেই ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। **কনায়াম**-রোগীর স্বাভাবিক উত্তেজনা থাকিয়াই পরে ধ্বজভঙ্গ ঘটে। অত্যধিক লবণব্যবহারনিবন্ধন ধ্বজভঙ্গ **ফস** আরোগ্য করিয়াছে। ইহাতে মল-বেগের সহিত বীর্য্যপাত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাধিক্য; আর্ত্তবাভাব; অনুকল্প রজঃস্রাব বা ভাইকেরিয়াস্ মেন্‌ষ্ট্রুয়েশণ।—**ফস্‌ফরাসের** রজোবাহুল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এ রোগে অধিক পরিমাণে কেকাসে রক্তস্রাব হয় ও তাহা অধিক কাল থাকে। ঋতুকালে রোগিণী দুঃখিত থাকে ও ক্রন্দন করে।

আর্ত্তবাভাব বা ঋতুরোধ এবং স্বল্পঋতুস্রাবে অধিকাংশ সময়ে **ফস্‌ফরাসের** কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহাতে অতি বিলম্বে বিলম্বে অপ্রচুর ঋতুস্রাব হয়। ঋতুরোধ ঘটিলে তাহার **অনু-কল্পরূপে রক্তকাসি ও রক্তবমন** হইলেও ইহা উপকারী। অনুকল্প ঋতুস্রাব নাসিকা হইতে হইলে **ব্রোম্** তাহার ঔষধ।

বন্ধ্যত্বারোগ।—অস্বাভাবিক কামোদ্দীপনাপ্রযুক্ত বন্ধ্যাদোষ ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

ঠুন্‌কো, স্তনস্ফোটক বা ম্যামারিএব্‌সেস।—স্তনে স্ফোটক জন্মিলে, অবস্থানুসারে **ফস্‌ফরাস** দ্বারা বিশেষ কার্য্য

banglabooks.in

পাওয়া যায়। স্তনের প্রদাহ বিসর্পবৎ (ইরিসিপেলাটাস) আকার ধারণ করে। স্ফোটকের রন্ধ্রমুখ হইতে লোহিতবর্ণ রেখা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। পাতলা, জলবৎ ও বিদাহী স্রাব হয়। কখন বা ক্ষতমুখের বিবর্দ্ধিত মাংসাঙ্কুর হইতে সহজেই রক্তস্রাব ঘটে। ইহা এ স্থলে **সিলিসিয়া** কার্য্যপূরকরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে।

রক্তস্রাব বা হিমরেজ।—**ফস্‌ফরাসের** ক্রিয়ায় শোণিতের ফাইব্রিণাংশ বিশ্লেষিত হওয়ায় রক্ত জমাট বাঁধে না; এজন্য যে কোন যন্ত্রোপাদানের. বিশেষতঃ এণ্ডুমিনুরিয়া রোগে আমাশয় এবং ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির উপাদানের শিথিলতা ঘটিলে, কিম্বা সাধারণ ক্ষত জন্মিলে কি অর্ব্বুদাদিতে ক্ষত হইলে সহজেই রক্তস্রাব হয়। এই প্রকার রক্তস্রাব নিবারণে **ফস্** অদ্বিতীয় ঔষধ।

ডায়াবিটিস মেলিটাস বা মধুমেহ।—টুবার্কুলাস ও গাউটদাতুদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ডায়াবিটিস্ রোগে প্যাংক্রিয়াসের উপাদানবিকার ও ক্রিয়াহানিবশতঃ পূর্ব্বকথিত উদরাময় দৃষ্ট হইলে **ফস্** উপকারী। রোগী রসশ্লৈষ্মিকা ধাতুবিশিষ্ট হইলে **নেট্রু সাল্‌ফ** ঔষধ; ইহাতে মুখ ও গলা শুষ্ক থাকে। ডায়াবিটিসরোগে শীর্ণ রোগীর পিপাসা থাকিলে ও গ্যাংগ্রিণ হইলে **আর্স** তাহার ঔষধ।

অস্থিরোগ—অধঃহনুস্থির নিক্রোসিস্; মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত বা কেরিজ।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **ফসফরাসের** বিষক্রিয়ানিবন্ধন অস্থিবিকার, বিশেষতঃ অধঃচোয়ালাস্থিতে ইহার ধ্বংসকর বিকারোৎপাদনের বিষয় অবগত হইয়াছি। স্বাভাবিক রোগে দন্তোদ্গম বিভ্রাট অথবা অস্থিসংলগ্ন গ্রন্থির প্রদাহ বশতঃ কখন বা ঊর্দ্ধ চুয়ালাস্থির নিক্রোসিস্ বা ধ্বংস উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে **সিলিসিয়া** ব্যবহারে নষ্ট অস্থি দূরীভূত হইলে **ফস্** অবশিষ্ট অস্থির স্বাস্থ্যসম্পাদনদ্বারা রোগের গতির বাধা জন্মাইতে সক্ষম। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের

banglabooks.in

মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষতরোগেও অবস্থানুসারে **ফস্** আমাদিগের সাহায্যকারী। এ স্থলে রোগীর বিশেষ শারীরিক গঠন ও রোগ-প্রবণতাই ঔষধনির্ব্বাচনের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে। ইহারা বক্ষরোগপ্রবণ থাকে; সামান্য কারণে ইহাদিগের সর্দ্দি ও কাসি হয়। **সাল্‌ফারের** ন্যায় প্রাতঃকালীন উদরাময় প্রায় লাগিয়া থাকে। বিষ্ঠা সাধারণতঃ অজীর্ণ ভুক্তবস্তুমিশ্রিত।

উপরউক্ত অস্থিক্ষতসংশ্রবে অধিকাংশ সময়ে তৎসংলগ্ন মেরুমজ্জাংশ উদ্দাপিত হয় ও ফলস্বরূপ মেরুদণ্ডের স্থানবিশেষে জ্বালা, ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা শরীর বেড়িয়া কশা থাকার অনুভূতি এবং প্রথমে হাঁটার কষ্ট ও পরে সম্পূর্ণ অক্ষমতা উপস্থিত হয়। শিশু পৃষ্ঠে কোন প্রকার তাপপ্রয়োগ সহ্য করিতে পারে না। অনেক সময় মল-দ্বার প্রভৃতি শরীরবহির্দ্বারের সঙ্কোচক পেশীতে শিথিল ভাবের অনুভূতি জন্মে।

হিপ্ ডিজিজ বা বঙ্ক্ষণসন্ধিরোগ; নী-ডিজিজ, হোয়াইট-সোয়েলিং বা জানুসন্ধি রোগ বা শিবামুণ্ড।—সর্ব্বপ্রকার সন্ধির উপরেই **ফস্‌ফরাসের** ন্যূনাধিক ক্রিয়া থাকিলেও হিপসন্ধি ও জানুসন্ধিরোগেই ইহা বিশেষতা লাভ করিয়াছে। গণ্ডমালাধাতুর শিশু-দিগের মধ্যে অনেক সময়ে এরূপ রোগ দৃষ্টিগোচর হয়। এস্থলেও শিশুর বিশেষ শারিরীক গঠনাদিই ঔষধ নির্ব্বাচনের সাহায্যকারী। ইহা **সিলিসিয়ার** কার্য্যপূরক রূপে ব্যবহৃত হয়।

নালীক্ষত বা ফিশ্‌চুলা।—গ্রন্থির এবং সন্নিহিত স্থানের নালীক্ষতরোগে **ফস্‌ফরাস** উপকারী। ক্ষতের কিনারায় অসার মাংস ফাঁপিয়া উঠে এবং পাতলা পূয়বিশিষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিদাহীগুণযুক্ত স্রাব হয়। ক্ষতের চতুর্দ্দিকে প্রায় **বেলাডনার** ন্যায়, কিন্তু **সিলিসিয়া**পেক্ষা অধিকতর বিসর্পবৎ রক্তিমা বিস্তৃত থাকে।

banglabooks.in

অধিকাংশ সময়েই ক্ষতে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা করে এবং হেক্টিক জ্বর, রজনীঘর্ম্ম, উদরাময় এবং অপরাহ্নে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয়।

পলিপাস বা বহুপাদার্ব্বুদ।—নাসিকা, কর্ণ এবং জরায়ুর, বিশেষতঃ নাসিকার পলিপাস্ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে **ফস্‌ফরাস** উপকারী। **ক্যাল্কেরিয়া, টুইক্রিস্থাম** এবং **স্যাঙ্গুনেরিয়া** ইহার অন্য উপযোগী ঔষধ।

টাইফয়েড বা সন্নিপাতজ্বর বিকার।—টাইফয়েড অথবা লো-রেমিটেণ্ট জ্বর প্রভৃতি টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত যে কোন প্রকার জ্বরে অত্যধিক স্নায়বিক বলহানি ঘটিলে **ফস্‌ফরাস** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক এবং মেরুমজ্জাই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। রোগী বিবর্ণ হইয়া যায়। জিহ্বা পিচ্ছিল, চট্‌চটে ও সূত্রবৎ ক্লেদের দ্বারা আবৃত থাকে, তাহা সহজে জিহ্বা হইতে ছাড়ে না। ইহা দন্তমাড়ি ও দন্তসহ মলরূপে (sordes) সংলগ্ন থাকে, কিছুতেই তাহা পরিষ্কার করা যায় না। মস্তক, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পষ্টতঃ শীতল এবং দেহকাণ্ড উষ্ণ থাকে। বক্ষ এবং উদরে শোণিতাধিক্য জন্মে। প্রশ্বাস তপ্ত হয়। বক্ষে শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত নিউমনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়; ফুস্‌ফুসে শোণিতস্রাবও বিরল নহে। ব্রঙ্কাইটিস্ বর্ত্তমান থাকে। বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার শব্দ শ্রুত হয়। রোগীর তীব্র তৃষ্ণা শীতল জলপানে প্রশমিত হয় কিন্তু জল আমাশয়াভ্যন্তরে তপ্ত হওয়ামাত্রই বেগে বহির্ণিক্ষিপ্ত হয়। উদরাময় নিত্যলক্ষণরূপে উপস্থিত থাকে ও কিছু আহার করিলেই কালচে, রক্তযুক্ত, আঁইসবৎ পদার্থমিশ্রিত মলত্যাগ হয়। যকৃৎ ও প্লীহা বিবৃদ্ধ ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পূর্ব্বকথিতরূপ কঠিন, সরু ন্যাড়ের মলত্যাগ হয়। জ্বরকালে রোগী গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করে। হস্ত গাত্রবস্ত্রের বাহিরে লয়। প্রচুর ঘর্ম্ম হইলেও তাহাতে রোগের কোন উপশম হয় না।

banglabooks.in

স্থলতঃ টাইফয়েড জ্বরের স্নায়বিক দুর্ব্বলতার প্রাধান্যনিবন্ধন রোগের শেষাবস্থায় ফুসফুসের পক্ষাঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ হইতে থাকায় **ক্যম্ফরাস্** অনেক সময়ে ফলপ্রদ হইয়াছে। এই অবস্থায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন রোগী ঘড় ঘড় শব্দে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে। হস্তপদাদি শীতল ঘর্ম্মাবৃত এবং নাড়ী লুপ্তপ্রায় হয়।

আর্সেনিক—ইহাতেও আহারমাত্রই রোগী মলত্যাগ করে। উভয় ঔষধই তৃষ্ণায় শীতল জল চাহে কিন্তু **আর্স** তাহা সহ্য করিতে পারে না, পানমাত্রই বমন করে, উষ্ণ জলে উপশম পায়; **ক্যম্ফ**-রোগী শীতল জলে উপশম পায়, কিন্তু আমাশয়তাপে তাহা উষ্ণ হইলেই উঠিয়া যায়। ফলতঃ **ব্লাস**সহ **আর্সের** যেরূপ সম্বন্ধ, **ক্যম্ফ এসি** সহ **ক্যম্ফে**র তদ্রূপ সম্বন্ধ। **ব্লাস** রোগের গভীরতর অবস্থায় যেরূপ **আর্স**, **ক্যম্ফ এসি** রোগের তদাবস্থায় **ক্যম্ফ** প্রদর্শিত হয়। **ক্যম্ফ**-**ব্লাসে ক্যম্ফ এসি** অপেক্ষা জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়চৈতন্যের উত্তেজনা এবং জিহ্বার শুষ্কতা অধিকতর থাকে। **ব্লাসে**ও উপরিউক্ত ইন্দ্রিয়াদির অসহিষ্ণুতা বর্ত্তমান থাকায় **ক্যম্ফ** দ্বারা টাইফয়েড নিউমনিয়ার উপশম না হইলে **ব্লাস** প্রয়োগোপযুক্ত হয়।

কার্ব্ব ভেজ—**ক্যম্ফে**রও পরে অর্থাৎ কলাপ্‌স্ বা পতন লক্ষণ অতিশয় প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ইহার সময় উপস্থিত হয়। সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর শীতল ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে। পরিপাক যন্ত্রে ইহার অধিকতর ক্রিয়া থাকায় উদরস্ফীতি প্রভৃতি ঔদরিক লক্ষণের এবং **ক্যম্ফে**র ক্রিয়া মস্তিষ্ক ও মেরু মজ্জায় অধিকতর থাকায় তৎসংক্রান্ত লক্ষণের বাহুল্য হয়।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার; হেক্‌টিক্ বা প্রলেপক জ্বর।—ইহার স্বাধীন সবিরাম জ্বর প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ আমরা ইহার জ্বর হেক্‌টিক্ বা প্রলেপক

banglabooks.in

প্রকারের দেখিয়া থাকি। ফলতঃ জ্বরোৎপত্তির কারণের বিভিন্নতা ব্যতীত উভয় জ্বরমধ্যে লক্ষণগত বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

প্রত্যহ অপরাহ্নে ন্যূনাধিক শীত এবং হস্তপদাদিশরীরলীমায় বরফবৎ শীতলতা উপস্থিত হইলে তাপের আক্রমণ হয়। রজনীতে তাপ থাকিতেই প্রচুর ঘর্ম্ম হয় ও অস্বাভাবিক ক্ষুধা বশতঃ রোগী কিছু না খাইয়া থা কতেই পারে না। জ্বরত্যাগে সম্পূর্ণশরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম সামান্য পরিশ্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী ক্রমে শয্যাগত হয়। ইহার জ্বর অতীব স্নায়বিক শক্তির অপহারক।

হামজ্বর বা মিজল্‌স্‌।—উদ্ভেদ সুচারুরূপে নিষ্ক্রান্ত না হওয়ায় বক্ষের প্রদাহিক আক্রমণ হইলে **ব্রাম্ব** তাহা বহির্নিষ্ক্রান্ত করিয়া বক্ষবেদনা, ও কাসি প্রভৃতির উপশম করে, কিন্তু বক্ষরোগ গভীরতর টিসু আক্রমণ করায় ব্রঙ্ক-নিউমনিয়ায় পরিণত হইলে **ফস্‌ফরস্‌** প্রয়োগোপযুক্ত হয়। শুষ্ক দুর্ব্বলকর কাসি এবং শ্বাসকষ্ট ইহার প্রদর্শক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

ষ্টিকটা—অবিশ্রান্ত শুষ্ক, আক্ষেপিক কাসির রজনীতে শয়নাবস্থায় বৃদ্ধি হইলে উপযোগী। গুড়গুড়িযুক্ত বিরক্তিকর কাসি।

রুমেক্‌স্‌—ব্রঙ্কাইয়ের গুড়গুড়িযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি।

ড্রসিরা—হুপ্‌ শব্দক কাসির ন্যায় কাসি।

স্যাবাডিলা—সর্দ্দিলক্ষণ, হাঁচি ও ললাটদেশে শিরঃশূল। কোন্‌ কোন দেশব্যাপক হামজ্বরকালে ইহার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৩ (LECTURE XLIII.)

থুজা (THUJA.)

প্রতিনাম।—থুজা অক্‌সিডেণ্ট্যালিস্।

সাধারণ নাম।—আর্বর ভাইটি।

জাতি।—কনিফেরি।

জন্মস্থান।—উত্তর আমেরিকা ও ক্যানাডা দেশে বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—টাটকা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে চল্লিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—মূল অরিষ্ট হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং হইন্—রোগীর কতিপয় সপ্তাহ হইতে মূর্দ্ধাদেশে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা; রোগী অনুভব করে কেহ যেন সর্ব্বদাই তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতেছে, কিছুতেই এই চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না; ৩০, উপশম। ডাং কাংকেল—মৃগীরোগ হইতে শিরোঘূর্ণন; ন্যূনাধিক কালান্তর আংশিক সংজ্ঞাহীনতা; আক্রমণের পূর্ব্বে মস্তকে বিশেষ একরূপ অনুভূতি জন্মে; তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া সহ্য হয় না; মুখ হইতে একরূপ পচাটে জল উদ্গীরিত হয়; গ্রীবাপশ্চাৎ হইতে বেদনা মস্তকের সম্মুখে যায়; মধ্যে মধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে, আমাশয়দেশ চাপে অসহিষ্ণু থাকে; ৩০০, আরোগ্য। ডাং মুর—৬৫ বৎসরের অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, দক্ষিণ চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে ৪ বৎসরের চর্ম্মকীল; অল্পদিন হইল দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কিয়ৎপরিমাণ বেদনাযুক্ত হইয়াছে; ৩, সেবনে ও মূল আরকের

banglabooks.in

উপচয়।—প্রাতঃকালে এবং পূর্ব্বাহ্নে; রজনী ৩টায় এবং অপরাহ্ণ ৩ টার পরে; শয্যাতাপে; সুরাসারযুক্ত মদ্যপানে; ধুম্রপানে।

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে; তাপে; শরীরচালনায়।

সম্বন্ধ।—থুজার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম, কক্কু, ক্যাম্ফর, মার্ক, পাল্‌স্ ও সাল্‌ফার।

থুজা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক, আয়ডি, নাক্‌স্ ভ, সাল্‌ফার; কাফির অপব্যবহারের।

থুজা যাহার পরে প্রযোজ্য—মেড, মার্ক, নাই এসি।

কার্য্যপূরক।—মেড, স্যাবা এবং সিলিকন।

মেড্ ত্বকের ওয়ার্ট রোগে থুজা অপেক্ষা সিনেবারিস প্রশংসনীয়।

তুলনীয় ঔষধ।—অরাম, ক্যানা স্যাট্, ক্যাম্ফা, কোপেরা, ইগ্নে, মার্ক, নাই এসি, পাল্‌স্, ষ্ট্যাফি ও সালফার।

বহিঃপ্রয়োগে ২৭দিনে অরোগ্য। ডাঃ হিল্‌স—উপতারায় উপদংশজ প্রদাহ ও শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমা দ্বারা কনীণিকা বা পিউপিলের প্রায় সম্পূর্ণ রোধ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ কুপার—একটি বালিকার মুখের, ললাটের, গণ্ডীবার ও কর্ণের বৃদ্ধি বা পিটিরিয়াসিস্ দিবসে ও গরম জলে ধৌত করিলে বৃদ্ধি পাইত; ১০, আরোগ্য। ডাঃ হিউজ—রোগীর বয়স ৬৩; কর্ণরন্ধ্রের কোষময় উপাদানযুক্ত বহুপাদার্ব্বুদ বা পলিপাস্; ফেকাসে লোহিত পলিপাস বাম কর্ণরন্ধ্র প্রায় রুদ্ধ করিয়াছিল; উহা স্পর্শ করিলেই রক্ত এবং কর্ণ হইতে পূয় ও শ্লেষ্মা পড়িত; কর্ণে তীব্রবেধবৎ বেদনা কেবল ষ্টাউট মদ্যপানে উপশম হইত; কর্ণে প্রায় শুনিতে পাইত না; প্রথমে ১২, পরে ৩০, আরোগ্য। ডাঃ হর্ণবি—লিঙ্গমুণ্ডপার্শ্বে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিলে ফুলকপি বা কলি ফ্লাউয়ারবৎ উপমাংশ দেখা যাইত; প্রচুর দুর্গন্ধ স্রাব; ১০০০ (m), আরোগ্য। ডাঃ কেলস্—মলদ্বারের কিনারায় বৃন্তযুক্ত শ্লেষ্মাগুটিকা বা ক্ষুদ্র সাইকটিক প্রবর্দ্ধন; দুর্গন্ধ স্রাব; মূল আরক এক ফোটা মাত্রায় ব্যবহারে অল্পদিনে আরোগ্য। ডাঃ হার্ভবার্গার—জরায়ুর পলিপাস প্রত্যেক দুই সপ্তাহ পর, অধিককালস্থায়ী ঋতুস্রাব। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও প্রচুর; ঋতু [illegible]; ৩ সন্তানের মাতা; ৪, সেবনে ও মূল আরকের বহিঃপ্র

banglabooks.in

উপযোগীধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—ডাং গ্রভলের মতে সাইকলিসের ফলস্বরূপ রসজনক বা হ্যাইড্রজিনইড প্রকৃতির পক্ষে উপযোগী। এই প্রকৃতিবিশিষ্ট শরীরোপাদানের জলধারণের শক্তি থাকায় বর্ষণ, শৈত্য, আর্দ্র আবহায়া, স্নান এবং যে সকল খাদ্য শরীরের জলভাগ বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধি করে। শ্লৈষ্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট স্থূলকায়, কৃষ্ণর্ণ, কৃষ্ণকেশ এবং কুগ্রন্থকযুক্ত ব্যক্তি।

গোবীজের টীকার কুফল (এণ্টিটা, সিলিক্) এবং পূয়ধাতু বা গণরিয়া বসিয়া অথবা তাহার কুচিকিৎসা (মেডো) নিবন্ধন রোগ।

রোগীর দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে ; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক করা হইয়াছে ; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু আছে ; যেন সে কোন উচ্চ শক্তির ক্ষমতাধীনে আছে।

উন্মাদ রোগগ্রস্থ স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে কি কাহাকে তাহাদিগের নিকটে যাইতে দেয় না।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণন (ল্যাকে, থিরি)।

শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তকপার্শ্বে পেরেক বসান হইয়াছে (কফি, ইয়ে ;) অথবা ঐ স্থানে বোতামের পিঠ চাপিত করা হইয়াছে ; কামবিষয়ক অমিতাচারে, শরীর অত্যন্ত তাপিত হইলে এবং চা (সেলি) পানে রোগের বৃদ্ধি। উপদংশ অথবা সাইকসিস্ হইতে পুরাতন রোগ।

শুভ্র, আঁইসবৎ খুস্কি ; কেশ শুষ্ক হইয়া স্খলিত হয়।

আঁতুড়ে শিশুর সাইকসিস্ বা উপদংশ প্রযুক্ত চক্ষুপ্রদাহে (Ophthalmia) চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট অথবা রসবিম্বিকার ন্যায় বড় বড় দানা জন্মে ; তাপপ্রয়োগে ও চক্ষু আবৃত রাখিলে রোগ

banglabooks.in

উপশম থাকে, চক্ষু অনাবৃত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ভেদ করিয়া শীতল বায়ুস্রোত বহিয়া যাইতেছে।

রজনীতে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে; তাহার কিনারা শুষ্ক ও আঁইল-বৎ; তাহাতে অঞ্জনী ও অর্ব্বুদ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্ডিলমার ন্যায় স্থূল কঠিন গিট জন্মে; ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া দ্বারা এই সকলের কিঞ্চিৎ উপশম হয় কিন্তু আরোগ্য হয় না।

কর্ণের পুরাতন প্রদাহে পচা মাংসের ন্যায় পূয়বৎ স্রাব; দানা, শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং কেকাসে লোহিত, সহজেই রক্ত-স্রাবপ্রবণ, কোষ গঠিত পলিপাস্ জন্মে।

দন্তের মূলদেশের ধ্বংস হয় কিন্তু চূড়া সুস্থ থাকে (মেজি—কিনারার ধ্বংস, ষ্ট্যাফি); দন্ত পীতবর্ণ হইয়া গুঁড়া হইয়া যায় (সিফি)। চা পানে দন্তশূল।

বোধ যেন উদরে কোন জন্তু ডাকিতেছে, উদরে কোন জীবন্ত পদার্থ নড়ার ন্যায় বোধ, উদরের স্থানে স্থানে ভ্রূণের হাত ঠিলিয়া উঠার ন্যায় বোধ (ক্রোকাস্, নাক্স্ ম)।

ভ্রমণে অথবা অশ্বারোহণে বাম আণ্ডাধার প্রদেশে জ্বালাযুক্ত বেদনায় রোগী উপবেশন বা শয়ন করিতে বাধ্য; ইহা প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে বর্দ্ধিত।

কোষ্ঠবদ্ধের মলত্যাগকালে সরলান্ত্রে ভয়ানক বেদনা হওয়ায় রোগী বেগ দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইলে, আংশিকরূপে বহিরাগত বিষ্ঠা সরলান্ত্রমধ্যে ফিরিয়া যায় (স্যানি, সিলিক); উপবেশনাবস্থায় স্ফীত অর্শে অতি তীক্ষ্ণ বেদনা।

অতি প্রত্যূষে, পিপার মুখ হইতে পড়ার ন্যায়, গড় গড় করিয়া অনেক বায়ুসহ বেগে উদরাময়ের তরল মল ত্যাগ, প্রাতরাশ, কাফি পান এবং চর্ব্বিময় বস্তু ও পিঁয়াজ আহারের এবং গোবীজের টীকার পর তাহার বৃদ্ধি।

banglabooks.in

মলদ্বার ফাটা, বেদনাযুক্ত এবং চেপটা চর্ম্মকীল অথবা আর্দ্র শ্লেষ্মা-গুটিকাদ্বারা বেষ্টিত।

যোনির অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা নিবন্ধন সঙ্গমের ব্যাঘাত (শুষ্কতা জন্য লাইক, লাইলি, নেট্রাম)।

ত্বক্ সমল, কটা অথবা কটাসে শুভ্র এবং স্থানে স্থানে শুভ্র কলঙ্কযুক্ত, তাহাতে দানাময় ও বৃন্তযুক্ত (ষ্টাফি) বৃহৎ চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট জন্মে এবং কেবল আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

বোধ যেন মাংস পিটিয়া অস্থি-হইতে পৃথক করা হইয়াছে (ফাইটল—যেন অস্থি চাঁছা হইয়াছে, রাস্)।

মূত্রত্যাগের পরে বোধ যেন মূত্রনালী বাহিয়া মূত্র আসিতেছে; মূত্রত্যাগ শেষ হইলে মূত্রনালীতে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা (সার্জ্জা)।

ভ্রমণকালে জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া বোধ।

অনুভূতি জন্মে যেন শরীর, বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাচনির্ম্মিত, সহজেই ভগ্ন হইবে।

পূয়ধাতু বসিয়া যাইলে সন্ধিবাত, প্রষ্টেট গ্রন্থিপ্রদাহ, সাইকসিস, ধ্বজভঙ্গ, শ্লেষ্মাগুটিকা এবং অনেক ধাতুগত রোগ জন্মে।

নখ কদাকার, বক্র ও ভঙ্গুর (এণ্টি ক্রু, মেড, সিলিক।

রোগকারণ— সাইকটিক বা গনরিয়া (পূয়মেহ) বিষ-দূষিত ধাতু থুজার অনেক রোগের মৌলিক কারণ। অত্যধিক কামবিষয়ক অত্যাচার, শরীর অধিক উত্তপ্ত হওয়া এবং অতিরিক্ত ভ্রমণপ্রযুক্ত ক্লান্তি ইহার রোগের অন্যবিধ ও সাক্ষাৎ কারণমধ্যে পরি-গণিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—থুজা প্রধানতঃ জননেন্দ্রিয়, মূত্রযন্ত্র, শুক্র-ধার এবং ত্বক্ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের উত্তেজনা উৎপন্ন করে। ইহার ফলে উপরিউক্ত যন্ত্রাদির স্রাবের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা তীব্র,

banglabooks.in

ক্ষতকর এবং জৈবরসাদির বিশ্লেষণ ও শরীরোপাদানের ধ্বংশ সাধন করে। সালফার এবং মার্কারি যেরূপ সোরা এবং উপদংশবিষক্রিয়ার প্রশমনকারী, থুজা তদ্রূপ "সাইকসিস্" বা গনরিয়া বা পূয়ধাতুর বিষঘটিত রোগাদির উপশমকারী। ত্বকে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে চর্ম্মকীল এবং শ্লেষ্মাগুটিকার উৎপত্তি দ্বারা সাইকটিক বিষ বিশেষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—আমরা হানিমান-আবিষ্কৃত বিখ্যাত তিন প্রকার পুরাতনরোগবিষের বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। "সোরা" বা কুষ্ঠ, "সিফিলিস্" বা উপদংশ এবং "সাইকসিস্" বা গানরিয়া বা পূয়ধতু। এই তিন প্রকার পুরাতন রোগবিষমধ্যে সিফিলিস্‌সহ সাইকসিসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা একরূপ মধ্যবর্ত্তীস্থান অধিকার করে।

যাহা হউক উপরিউক্ত গনরিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে আরোগ্য না হওয়ায় পুরাতন ও স্থায়ী রোগে পরিণত হইলে অথবা পিচকারি দ্বারা স্থানিক ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতি অপচিকিৎসাদ্বারা বসাইয়া দিলে উহা অচিরাৎ অতি প্রগাঢ়রূপে শরীরের তিগুঢ়তম জৈবপদার্থ আক্রমণ করিয়া যে ধাতুদোষ উৎপন্ন করে তাহাকে হানিমান সাইকটিক ধাতুযোষ এবং উপরিউক্ত গনরিয়াবিষকে "সাইকসিস্" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "সোরা" বিষ যেরূপ স্থানিক কচ্ছুরোগ দ্বারা, "সিফিলিস" যেরূপ জননেন্দ্রিয়ের স্থানিক ক্ষত দ্বারা, গনরিয়াবিষ বা "সাইকসিস" তদ্রূপ প্রধানতঃ মূত্রনালীর স্থানিক প্রদাহ ও পূয়জনন দ্বারা বহিস্থ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। কুচিকিৎসাদি যে কারণেই হউক ইহারা শোণিত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিলে শরীরস্থ রক্ত, রস ও উপাদানাদি কলুষিত করিয়া স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে শরীরবহিরভ্যন্তরে কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে।

banglabooks.in

তন্মধ্যে উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সাইকসিস রোগ বহিস্থক্রিয়োৎপন্নে জননেন্দ্রিয়ের ও মলদ্বারের কণ্ডিলমেটা বা শ্লেষ্মাগুটিকা ও ত্বকের ওয়ার্ট বা চর্ম্মকীল (বিশিষ্টরূপ কর্কশ ও এবুড়োখেবড়ো আঁচুলি) দ্বারা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়।

আমাদিগের বর্ণনীয় খুজার ঔষধগুণপরীক্ষাতেও তরুণ ও পুরাতন ধাতুগত সাইকসিস্ বা গনরিয়া সদৃশ ন্যূনাধিক তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট মূত্র-যন্ত্রের স্থানিক স্রাব ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি লক্ষণ এবং কণ্ডিলমা, ওয়ার্ট প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যন্তরীণ রোগের বহির্লক্ষণ উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। কার্য্য ক্ষেত্রেও ইহা সাইকসিস্‌ঘটিত নানাপ্রকার তরুণ ও পুরাতন বহিস্থ রোগ—গনরিয়াস্রাব, কণ্ডিলমা, ওয়ার্ট, রসবাত, এমন কি অর্ব্বুদ প্রভৃতি—আরোগ্য করিয়া ইহার অখণ্ডনীয় এণ্টিসাইকটিক বা পূয়ধাতু বিষনাশক গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

কোন ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষার্থী অন্যমনস্কভাবে আর্বর ভাইটির পত্র চর্ব্বন করিলে তাহার রস উদরস্থ হইবার পর তাঁহার মূত্রকৃচ্ছ্র ও লিঙ্গমুণ্ডের কণ্ডিলোমা প্রভৃতি সহ যাবতীয় গনরিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হয় ও চিকিৎসা ব্যতীতই অল্পকালমধ্যে তাহা তিরোহিত হয়। এই ঘটনার ইঙ্গিত পাইয়া হানিমান আর্বর ভাইটির (খুজার) ঔষধগুণপরীক্ষায় নিযুক্ত হইলে জননেন্দ্রিয় ও অন্যান্য যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া ও তদুৎপন্ন লক্ষণ দৃষ্ট করিয়া গনরিয়াসহ ইহার লক্ষণাদির অতি নিকট সাদৃশ্য স্থিরীকরণে সমর্থ হয়েন।

খুজা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, বিশেষতঃ মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া নানাপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রলক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহার পুরাতন ও মৃদু প্রদাহে শ্লৈষ্মিক ছিল্লীর বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়ামের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য জন্মিলে কণ্ডিলমা বা শ্লেষ্মাগুটিকার উৎপত্তি হয়। পরে তাহার কোমলত্ব জন্মিলে চেপটা হইয়া ঝিল্লীসহ সংলগ্ন

banglabooks.in

হইয়া যায়। এরূপে নাসিকা, কর্ণ, মলদ্বার, মূত্রদ্বার এবং মূত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় শ্লৈষ্মিকঝিল্লীপথেরই ইহা সর্দ্দি বা ক্যাটারেল প্রদাহাবস্থা উপস্থিত করিলে তাহা হইতে ন্যূনাধিক সবুজাভ, অম্ল ও ক্ষতকর স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা ত্বকেরও অতিশয় রোগজ অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহার মৃদুপ্রদাহে ত্বকের বহিরাবরণ বা এপিথিলিয়ামের বিবৃদ্ধি জন্মিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ স্থানে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট জন্মে; তজ্জন্য বহুবিধ চর্ম্মরোগের প্রতিকৃতিমূলক উদ্ভেদের আবির্ভাব এবং ত্বকের সহজ স্রাবেরও বিকৃতি—অম্ল ও বিদাহিভাব উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার কালব্যাপী ব্যবহারে পুরাতন বা অন্তর্ম্মুখী গনরিয়া-রোগের কুফলস্বরূপ গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, রসবাত, শরীরিক শীর্ণতা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার রোগের অতি নিকট সাদৃশ্যবিশিষ্ট উপাদানগত পরিবর্ত্তন ও লক্ষণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তজ্জন্য নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সিনাবেরিস এবং স্যাবাইনা প্রভৃতি গনরিয়াবিষপ্রতিষেধক বা এণ্টি-সাইকটিক ঔষধপর্য্যায়ের ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করে। ডাং ভনগ্রভেলের মতে তাঁহার বর্ণিত হাইড্রজিনইড বা রসজনক ধাতুর পক্ষে গনরিয়া-বিষ অতি কুফলপ্রদ। প্রকৃতপক্ষেও এই সকল শিথিলপেশী, শোথিতবৎ রসপূর্ণ ব্যক্তিদিগের গনরিয়ারোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করিয়া দেহযন্ত্রকে নানাপ্রকার পুরাতন রোগের মন্দিরস্বরূপ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আর্বরভাইটিও, কি ঔষধগুণপরীক্ষায় কি বিষক্রিয়ায়, উপরিউক্ত ধাতুবিষিষ্ট ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রগাঢ় ক্রিয়া-উৎপাদন করিয়া রোগবিষসহ তাহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটিত করে।

স্নায়ুমণ্ডলও যে এতদ্দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত ও বিচলিত হয় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মানসিক বিকারবশতঃ রোগী চিন্তা করিতে পারে না, অতি ধীরে কথা বলায় বোধ হয় যেন কথা স্মরণ না হওয়ায় তাহার অনুসন্ধান

banglabooks.in

করিতেছে; ভুল কথার ব্যবহার করে। দৃঢ় কল্পনা জন্মে যে তাহার পার্শ্বে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে; যেন তাহার আত্মা ও শরীর পৃথক হইয়াছে; যেন সে কাঁচনির্ম্মিত; যেন তাহার উদরে কোন জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে। বাতুল স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগকে স্পর্শ করা অথবা তাহাদিগের নিকটস্থ হওয়া ভালবাসে না। রোগী বিরক্তির সহিত ত্রস্তভাব ধারণ করে; ক্ষিপ্রভাবে কথা কহে। কথা বলার অনিচ্ছা, প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে বর্দ্ধিত। রোগীর ধারণা জন্মে সে আর জীবিত থাকিতে পারে না; জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন করে। সামান্য বিষয়েও অতিশয় সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট, এবং ক্রোধপরবশ। কলহপ্রিয় ও অত্যধিক উত্তেজিত।

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারবশতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে শিরোঘূর্ণন এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলে তাহার উপশম; উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, নত হইলে ও ঊর্দ্ধে অথবা পার্শ্বে তাকাইলে শিরোঘূর্ণন।

অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতা; নিদ্রালুতা, অশান্তিপ্রদ নিদ্রা; বামপার্শ্বে শয়ন করিলে নিদ্রাকালে কষ্টজনক এবং উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপ্লব ঘটিয়া রোগী চক্ষুতে অধিকাংশ সময়ে পীতবর্ণ অগ্নিশিখা দর্শন করে; সূর্য্যালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপূর্ণ বোতলের ন্যায় বস্তু দৃষ্ট হয়; অন্ধত্ব; নিকটদৃষ্টি; দৃষ্টির অস্পষ্টতা, চক্ষু ড়গড়াইলে দূর হয়। কর্ণে ফুটন্ত জলের শব্দ। গলাধঃকরণকার্য্যে রাম কর্ণে উচ্চশব্দসহ করকরানি। নাসিকায় লোনামৎ স্রাবিনিঃসৃত জলের ঘ্রাণ। আস্বাদ মিষ্ট, প্রাতঃকালে পচা ডিম্বের ন্যায়; খাদ্য লবণহীন বোধ; পাউরুটি শুষ্ক এবং তিক্ত বোধ।

রজনীতে ললাট, ললাটপার্শ্ব এবং মস্তকপশ্চাতের ছিন্নবৎ অনুভূতির বৃদ্ধি। ললাটের বামপার্শ্বস্থ উচ্চস্থানে পেরেক বিদ্ধ করার ন্যায়

banglabooks.in

বেদনা। মূর্দ্ধাদেশে পেরেক বসানের উদ্ভূতি অপরাহ্নে এবং বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধিক থাকে এবং মস্তকচালনায় ও ঘর্ম্মে তাহার হ্রাস হয়। ললাটপার্শ্বদ্বয় ভেদ করিয়া ছিদ্র করার ন্যায় অনুভূতি; চা পানে শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

কঠিন, শুষ্ক এবং চাকচিক্যহীন কেশের স্খলন। মস্তকত্বক পর্শে বেদনাযুক্ত। মস্তকে স্রাবী এবং ক্ষতকর উদ্ভেদ। মস্তকে মধুর ঘ্রাণযুক্ত ঘর্ম্ম।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর বিকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝিনঝিনি। ভ্রমণকালে দেহ লঘুতর বোধ। শরীরের নানাবিধস্থানে সূচিবেধের অনুভূতি জ্বালায় পরিণত। আক্রান্ত শরীরাংশের শীর্ণত্ব ও অসাড়তা। গতিপ্রদস্নায়ুলক্ষণে শরীরোর্দ্ধাংশের ঝাঁকি। শরীরের সীমাবদ্ধ স্থানে খল্লীর ন্যায় ঝাঁকি। এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত। দুর্ব্বলতার প্রাতঃকালে বৃদ্ধি।

মুখমণ্ডল পীতবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত। মুখমণ্ডল তপ্ত এবং আরক্ত। প্রাতঃকালে গণ্ডের বিসর্পবৎ স্ফীতি। মুখের অস্থিনিচয় স্পর্শে বেদনাযুক্ত। মুখের স্ফোটক এবং খোললযুক্ত উদ্ভেদ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত।

চক্ষুর শুভ্র ত্বক্ বা স্ক্লেরটিকা প্রদাহযুক্ত ও রক্তবর্ণ। দুর্ব্বল চক্ষুতে বালুকা পড়ার ন্যায় চাপ ও শুষ্কতা। কনীণিকার বিস্তৃতি। চক্ষুতে এবং চক্ষুপত্রে প্রচণ্ড জ্বালা ও হুলবেধের অনুভূতি। চক্ষুপত্রের প্রদাহ বশতঃ স্ফীতি এবং কাঠিন্য। চক্ষুতে আগন্তুক বস্তু থাকার অনুভূতি। স্পর্শে বাম ভ্রূদেশের ছিন্নবৎ অনুভূতির উপশম। রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে।

নাসারন্ধ্রে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং মামড়ি। নাসিকাপক্ষের স্ফীতি কাঠিন্য এবং টান টান ভাব। নাসিকাপক্ষের লোহিতবর্ণ, চুলকনাযুক্ত

banglabooks.in

উদ্ভেদ কখন কখন সিক্ত। নাসিকা হইতে পূয়াকার দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা-স্রাব। শুষ্ক সর্দ্দির জন্য নাসিকার অত্যধিক শুষ্কত্ববোধ সন্ধ্যাকালে বর্দ্ধিত। নাসিকামূলে বেদনাযুক্ত চাপ।

স্বরযন্ত্রের কর্কশতা এবং স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা; স্বরযন্ত্রে শোঁ শোঁ শব্দ এবং তাহার স্থানবিশেষ বেদনাযুক্ত। ঘড় ঘড় শব্দের এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত শোঁ শোঁ শব্দের শ্বাসপ্রসাস; দৌড়ানের পরে যেরূপ হয় রোগী পুনঃ পুনঃ সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে; উৎকণ্ঠাসহ ঘন ঘন শোঁ শোঁ শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাস হইয়া রোগীর শ্বাস-রোধের উপক্রম হইলে সে পশ্চাদ্দিকে মস্তক নত করিতে এবং উঠিয়া বসিতে বাধ্য।

স্বরযন্ত্রের বেদনাসহ ক্রুপশব্দের গলা ভাঙ্গা, শুষ্ক ও আলগা, গলা বন্ধ করার ন্যায়, রক্ত মিশ্রিত গয়ারযুক্ত, বমনোদ্রেক কারী কাসি এবং স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক গলরোধকারী ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধিযুক্ত নানা-প্রকার কাসি। কোন অঙ্গ শীতল হইলে, কোন শীতল বস্তু আহার বা পান করিলে, শয্যায় শয়ন করিলে, কথা কহিলে, ক্রন্দন করিলে, কোন বস্তু পান করিলে এবং শীতল বায়ুতে, কাসির বৃদ্ধি। শীতল জল পানে ফুসফুসের আক্ষেপ। কোন শীতল বস্তু পানে ফুসফুসে সূচিবেধানুভূতি। স্থির থাকিলে অথবা শরীর চালনা করিলে হৃৎপিণ্ডের সাময়িক কম্পন। ঊর্দ্ধে উঠিতে হৃৎকম্প। প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে উৎকণ্ঠাসহ হৃৎকম্প হয় এবং বক্ষে প্রচণ্ড রক্তাধিক্যসহ হৃৎকম্পের শব্দ শ্রুত। সন্ধ্যাকালে শরীরে প্রচণ্ড স্পন্দন।

নাড়ী সন্ধ্যাকালে পূর্ণ ও দ্রুত, প্রাতঃকালে ধীর ও দুর্ব্বল।

পরিপাকযন্ত্ররোগে মুখের কোণের নিকটে ঊর্দ্ধোষ্ঠের ঝাঁকি। ঊর্দ্ধোষ্ঠে চুলকনাযুক্ত, লোহিতবর্ণ উচ্চ স্থান। ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্পর্শাসহিষ্ণু

banglabooks.in

শীতলতা। লিঙ্গমুণ্ডে এবং মেচ্‌মুকে পর্য্যায়ক্রমে চুলকানা ও সূচিবেধের অনুভূতি। অণ্ডকোষচালিত হওয়ার অনুভূতি। রজনীতে বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান এবং রেতস্খলন। জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ অণ্ডকোষবেষ্টনকে এবং লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারব্যবধায়ক চর্ম্মে বা পেরিনিয়ামে প্রচুর ঘর্ম্ম। গনরিয়ার অন্তঃপ্রবিষ্টতা বশতঃ সন্ধিবাত, প্রষ্টেটাইটিস্, সাইকসিস্ এবং ধ্বজভঙ্গ।

যোনির অত্যধিক অসহিষ্ণুতাবশতঃ সঙ্গমের ব্যাঘাত। ঋতুস্রাব অতিশয় অগ্রগামী ও অত্যল্প, তাহার পূর্ব্বে প্রচুর ঘর্ম্ম। জরায়ু-মুখে জাড়িক্ষতের ছাল ওঠা। শ্লেষ্মাস্রাবী শ্বেত প্রদর বা লিউকরিয়া। মূত্র ত্যাগান্তে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে কামড়ানি ও চুলকাণি। যোনিমধ্যে জ্বালা এবং কামড়ানি।

উপবেশনাবস্থায় বস্তিপশ্চাতে, মেরুদণ্ডাধঃসীমায় এবং উরুতে বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা; অনেক সময় উপবেশনের পর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইবার ব্যাঘাত। গ্রীবাপশ্চাতের আকৃষ্টবৎ বেদনা। গ্রীবাপশ্চাতের ও পার্শ্বের কাঠিন্য ও টান টান ভাব, গ্রীবাগ্রন্থির স্ফীতি, কণ্ডুইতে রসবিম্বিকা। অঙ্গুলির অগ্রভাগের প্রদাহ, চন্‌চনি, মৃতবৎ শীতলতা ও অসাড়তা।

ভ্রমণ কালে হিপসন্ধির শিথিলতার অনুভূতিতে বোধ যেন জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত। হিপসন্ধির কন্‌কনানি নিবন্ধন জঙ্ঘার প্রলম্বিত ভাব। পদাঙ্গুলির অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। পদাঙ্গুলিতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম। পদের ঘর্ম্ম বসিয়া যায়। পদতল শিরাজালে চিত্রবিচিত্র।

উভয় অঙ্গসন্ধিতে সূচিবেধবৎ বেদনা। অঙ্গ বিস্তৃত করিলে সন্ধির কন্‌কনানি। নখ বাঁকা চুরা, ভঙ্গুর অথবা কোমল হইয়া যায়। রসবাত-রোগে সন্ধিতে অসাড়তা জন্মে, তাপে, রজনীতে অঙ্গচালনায় এবং রজনী ১২ টার পরে তাহার বৃদ্ধি এবং শীতলতায় ও ঘর্ম্মের পরে হ্রাস।

banglabooks.in

ত্বকের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ হস্তে এবং জননেন্দ্রিয়ে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টের ন্যায় প্রবর্দ্ধন। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কীটদংশনের ন্যায় ভয়ানক চুলকনি। ত্বক্ শমল, স্থানে স্থানে কটাবর্ণ, তাহাতে কটাসে সাদা কলঙ্ক দৃষ্ট হয়। কেশ পাতলাভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া কাটিয়া যায়। আবৃত স্থানের উদ্ভেদ চুলকাইলে অত্যন্ত জ্বালা করে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

পিচকারী প্রভৃতি এলিওপ্যাথি মতের অপচিকিৎসা দ্বারা পূয়মেহ বা গনরিয়া অন্তর্ম্মুখী হওয়া অথবা বসিয়া যাওয়া।—অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়ার কুফল বা সাইকসিস্ ঘটিত রোগেই থুজার বিশেষ প্রয়োগিতা থাকিলেও অন্যান্য ঔষধের ন্যায়, লক্ষণগত সাদৃশ্য থাকিলে সাইকসিস্ ব্যতীত অন্য কারণোদ্ভূত রোগেও ইহার ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহা সাইকসিস্ ঘটিত রোগ চিকিৎসাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এজন্য এতদ্দ্বারা চিকিৎসিতব্য অধিকাংশ রোগেই রোগীর কুচিকিৎসা দ্বারা গনরিয়া বসিয়া যাওয়ার বিবরণ এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট গনরিয়া বা সাইকসিস্ রোগের চিহ্নস্বরূপ আক্রান্ত শরীরে নিম্নলিখিত অন্যান্য কতিপয় বিশেষ লক্ষণের বর্ত্তমানতা থুজার প্রদর্শক।

জননেন্দ্রিয় এবং মলদ্বারপার্শ্ব প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমেটা এবং শরীরের স্থানে স্থানে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্টের বর্ত্তমানতা।—উপরিউক্ত শরীরাভ্যন্তরীণ গনরিয়া বিবরণ এবং শরীরের সাধারণ সাইকটিক অবস্থার বর্ত্তমানতার চিহ্নস্বরূপ কণ্ডিলমেটা ও ওয়ার্টের উৎপত্তি থুজার প্রদর্শক। **কষ্টিকাম**ও একটি এণ্টিসাইকটিক ঔষধ। ইহার

banglabooks.in

লক্ষণেও ওয়ার্ট দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ওয়ার্ট শৃঙ্গের ন্যায় গঠনবিশিষ্ট ও নিরেট এবং থুজা তাহা বিদারণযুক্ত, যেন কাটা কাটা ভাবে ফুলকপির ফুলের বা কলি ফ্লাউয়ারের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ সহজ হইয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ রোগের অথবা বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণের প্রকৃত্যানুসারেও কতিপয় রোগে থুজা প্রদর্শিত হয়, যথা—দন্তরোগ, দন্তমূলের ধ্বংস ও তাহার চূড়ার অবিকৃত অবস্থা; উদররোগে উদরে জন্তুর ডাকের ন্যায় শব্দ, উদরাভ্যন্তরে জীবন্ত জন্তু থাকার অনুভূতি অথবা উদরের স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে উচ্চতা জন্মিলে তাহা ভ্রূণের হস্ত দ্বারা হইতেছে বলিয়া অনুভূতি; মানসিক বিকারে রোগীর পার্শ্বে অপরিচিত ব্যক্তির বর্ত্তমানতা, তাহার শরীর এবং আত্মার পৃথকভাবে থাকার ধারণা এবং শরীর কাচ নির্ম্মিত বলিয়া অনুভূতি; কোষ্ঠ বদ্ধে কঠিন ও বৃহৎ বিষ্ঠার ন্যাড়ের অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত ক্ষবস্থায় সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এই সকল প্রকৃতি বিশিষ্ট লক্ষণ যে কোন রোগসহ উপস্থিত হইলে থুজা প্রদর্শিত হয়।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক।—বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে থুজা উপযোগী ঔষধ। এই শিরঃশূল "ক্লেভাস" নামে খ্যাত। ইহাতে অনুভূতি জন্মে যেন মস্তকে অথবা ললাটপার্শ্বে উচ্চ স্থানে (Frontal eminence) পেরেক বসান হইতেছে ইগ্নেসিয়ার ওন্মবায়ুরোগে মস্তকাভ্যন্তর হইতে মস্তকপার্শ্ব ভেদ করিয়া পেরেক বহির্দ্ধাবনের অনুভূতি "হিষ্টেরিক্যাল ক্লেভাস্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

banglabooks.in

মস্তক এবং মুখমণ্ডলের **স্নায়ুশূলরোগে** রোগী সাইকসিস্ দোষযুক্ত না হইলেও **খুজা** দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। অতিরিক্ত চা পান ইহার কারণ; ইহার অসহনীয় ছুরিকাঘাতবৎ বেদনায় রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য। উপবেশন করিলে বেদনার ভয়াবহ বৃদ্ধিতে রোগী ক্ষিপ্তবৎ এবং এমন কি, সংজ্ঞাহীন হইতে পারে। মুখমণ্ডল, গণ্ডাস্থি এবং চক্ষুপ্রদেশ হইতে বেদনার আরম্ভ বলিয়া অনুভূতি জন্মে এবং তাহা মস্তকে বিস্তৃত হয়। **স্পিজিলিয়ার** বেদনা মস্তকের পশ্চাৎপার্শ্বে আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডলাদিতে যায়।

উন্মাদ রোগ বা ইন্‌স্যানিটি।—খুজা আশ্চর্য্য প্রকারের মানসিক বিকার উৎপন্ন করে। অধিকাংশ সময়েই প্রগাঢ় সাইকসিস্ অথবা পূয়ধাতুরোগনিবন্ধন ধাতুবিকারই এইরূপ মানসিক বিপ্লবের কারণ। ইহাতে মৃদুপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে তাহা **বিষাদবায়ু** অথবা **গুল্মবায়ু** রোগের প্রকৃতি ধারণ করে। শেষোক্ত প্রকারের রোগসহ রোগিণীর **ইগ্রেসিস্নার স্যাক্স** প্রদিদ্ধ "ক্লেভাস্ হিষ্টেরিকাস্" বলিয়া শিরঃশূল উপস্থিত থাকে। মস্তকপশ্চাতে ও ললাটের উভয় উচ্চতর স্থানে পেরেক বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা জন্মে।

ইহার উন্মাদাদি মানসিক বিকার স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাম অণ্ডাধারের মৃদু বেদনাসহ সংসৃষ্ট থাকে। রোগিণী অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, দ্বেষপরবশ, কলহপ্রিয় এবং কিম্ভূত কিমাকার হয়। অতি নিকট আত্মীয়, এমন কি স্বামী ও মাতা পর্য্যন্তও তাহার বিরক্তিকর হইয়া ওঠে। রোগের প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ বুদ্ধিভ্রংশ হয় না, কিন্তু রোগিণীবিলক্ষণ প্রতারণাপ্রিয় হয়। আপন মানসিক অবস্থা গোপন রাখিবার চেষ্টা করে, এমন কি, কিঞ্চিতকাল পর্য্যন্ত তাহা চিকিৎসকও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। **খুজা** রোগী বড় ক্ষিপ্রকারী, সহজেই উত্তেজিত হয়; রোগিণী একা থাকিতে চায়, মনে করে সে

banglabooks.in

অন্তঃসত্ত্বা, উদরে ভ্রূণের হস্তচালনা বুঝিতে পারে, কখন বা মনে করে তাহার উদরে জীবন্ত জন্তু রহিয়াছে, কেহ তাহার পাশে পাশে যাইতেছে এবং তাহার শরীর এবং আত্মা পৃথক রহিয়াছে। মনে করে সে কাঁচ-নির্ম্মিত; কাচের ন্যায় স্বচ্ছ নহে কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ, এজন্য কাহাকেও নিকটে আসিতে দেয় না।

ফসফরাস্—মানসিক উদ্দীপ্তভাব প্রযুক্ত রোগী মনে করে তাহার শরীর খণ্ডাকারে বিচ্ছিন্ন আছে।

ব্যাপিটিসিয়া—রোগীর কল্পনা জন্মে যেন তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড অথবা দুইটি হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা সংগ্রহ করণার্থ সে অনবরতঃ চতুর্দ্দিকে শরীর চালনা করে।

ষ্ট্র্যাম—ইহাতে রোগী মনে করে সে অতি বৃহৎ, তাহার হস্ত অতি বৃহদায়তন, অথবা সে ডবল বা দুইজন ইত্যাদি।

চক্ষুরোগ—আইরাইটিস্ বা উপতারাপ্রদাহ, রেফা-রাইটিস্ বা চক্ষুপুট প্রদাহ, স্ক্লেরটাইটিস্ বা ঘনত্বক-প্রদাহ।—গনরিয়া অথবা উপদংশ প্রযুক্ত জীর্ণশরীর ব্যক্তিদিগের উপতারকায় বা আইরিসে শ্লেষ্মাগুটিকা জন্মিলে ও উপতারার প্রদাহরোগে **থুজা** উপকারী। চক্ষুতে তীক্ষ্ণ খোঁচানি বেদনা ও তাপানুভূতি জন্মে। স্ক্লেরটিকের (চক্ষুর ঘনত্বকের) এবং চক্ষুপুটের প্রদাহ ও চক্ষুপুটে চর্ম্ম-কীল বা ওয়ার্ট জন্মিলে **থুজা** তাহার উপকারী ঔষধ। চক্ষুপুট জলপূর্ণ বোধ হয়। চক্ষুপুটকিনারায় প্রদাহ হইলে তথায় তুঁষ বা ভূষির ন্যায় কীট জন্মে এবং চক্ষুপুটের কেশ রুগ্ন হইয়া যায়। চক্ষুপুটপার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ব্বুদ রোগে ইহা উপকারী।

পিনস্, পুতিনস্য বা অজিনা।—থুজাস্র উপদংশজ পুতিমস্য রোগে স্রাব গাঢ় এবং সবুজবর্ণ থাকে এবং অনেক সময়েই তাহার সহিত **থুজাস্র** চক্ষুরোগ উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

দন্তশূল ও দন্তক্ষয়রোগ।—সাইকসিস্ বা গনরিয়ার গভীর আক্রমণে দন্তের মাড়ি বেদনাযুক্ত এবং তাহার মূল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, কিন্তু তাহার অপরাংশ দৃষ্টতঃ সুস্থ থাকিলে **খুজা** উপকারী।

পূয়মেহ বা গনরিয়া; একশিরা বা অর্কাইটিস্; প্রষ্টেটাইটিস্।—পূর্ব্বকথিত রসজনক বা হাইড্রজিনইড ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদগের পূয়মেহ রোগ অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য। ইহাদিগের রোগ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করায় ক্রমশঃ ধাতুবিকারের নিদর্শনস্বরূপ একশিরা, প্রষ্টেটগ্রন্থিপ্রদাহ, জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত এবং শ্লেষ্মাগুটিকা বা কণ্ডিলমা ও চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এলপ্যাথিক পিচকারী প্রভৃতি ব্যবহারে গনরিয়াস্রাব বসিয়া যাওয়া রোগের বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তনের ও সাইকটিক ধাতুদোষের অতি সাধারণ কারণ। ইহার স্রাব পাতলা এবং সবুজাভ। মূত্রনালীতে ঝলসানবৎ বেদনা হয়। মূত্রত্যাগান্তে একবিন্দু মূত্র থাকিয়া জাওয়ার অনুভূতি জন্মে। **জননেন্দ্রিয়ে এবং গুহ্যদ্বারে শ্লেষ্মাগুটিকা ও চর্ম্মকীলের** উপস্থিতি এরোগে **খুজার** উপযোগিতা বিষয়ের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক রূপে পরিগণিত। ফলতঃ উপরিউক্ত ধাতুদোষবশতঃ শরীরের অনেক স্থানেই শ্লেষ্মাগুটিকা এবং চর্ম্মকীল উৎপন্ন হয় এবং **খুজা** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। কখন কখন শ্লেষ্মাগুটিকা অথবা চর্ম্মকীলের চতুঃপার্শ্বে অথবা তাহারা গলিত হওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের তৎস্থানে **অবিকল উপদংশের ক্ষতবৎ ক্ষত** উৎপন্ন হয়। এই সকল ক্ষতের তলদেশ সমল পীতাভ এবং কিনারা কঠিনস্পর্শ থাকে। অনেক সময়ে **লিঙ্গমুণ্ড, অণ্ডকোস-বেষ্টত্বক্, পেরিনিয়াম** এবং **গুহ্যদ্বারপ্রদেশে পূয়াবৃত গভীর বিদারণ** দেখিতে পাওয়া যায়। জননেন্দ্রিয়প্রদেশ মিষ্টঘ্রাণের ঘর্ম্মসিক্ত থাকে। অণ্ডকোষ আক্রান্ত হইলে স্ফীত, ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট এবং ঘৃষ্টবৎ ও কনকনানি বেদনাযুক্ত হয়। **খুজা** ইহার অমোঘ ঔষধমধ্যে গণ্য।

banglabooks.in

ডিজিটেলিস্—ইহাতে লিঙ্গমুণ্ডের প্রদাহ, মূত্রনালীর জ্বালা এবং পূয়াকার উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ স্রাব হয়।

নেট্রাম্ সালফুরিকাম্—ইহাও সাইকসিস্ ঘটিত কণ্ডিলমা প্রভৃতির অন্যতম ঔষধ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—অণ্ডাধারপ্রদাহ বা ওভারাই-টিস্; শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি।—ফুলকপিপুষ্পবৎ মাংস-কন্দ (cauliflower excrescences), কলুষিত সম্ভোগঘটিত পীতবর্ণ ভেকছত্রবৎ মাংসবৃদ্ধি (fungus growths) এবং শ্লেষ্মাণ্ডটিকা (condylomata) প্রভৃতি স্ত্রীঅঙ্গের রোগ,অনেক সময়ে উপরিউক্ত উপদংশ এবং পূয়মেহের ধাতুগত দোষের ফল এবং **থুজা** তাহার উপশম করে। ফলতঃ উল্লিখিত কারণহীন স্ত্রীঅঙ্গরোগারোগ্যেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

গনরিয়াদি জননেন্দ্রিয়রোগ নিবন্ধন বামপার্শ্বের অণ্ডাধার প্রদাহ রোগের সন্দেহ জন্মিলে **থুজা** ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর মৃদু বেদনায় মানসিক উত্তেজনাপ্রবণতা জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আর্সেনিক—অণ্ডাধারের, বিশেষতঃ দক্ষিণ অণ্ডাধারের জ্বালাযুক্ত আতত ভাবের বেদনায় ইহা উপকারী। তাপপ্রয়োগে বেদনার উপশম হয়। রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, উত্তেজনাপ্রবণ ও অস্থির থাকে।

কলসিন্থ—অণ্ডাধাররোগসংসৃষ্ট উদরশূলের কামড়ানি বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয় বা "পায়ে মাথায়" সংলগ্ন করে; অণ্ডাধারস্থানের গভীর দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা থাকে। ডাং সাদিকের মতে বাম অণ্ডাধারের প্রদাহসংসৃষ্ট উদরশূলে ইহা কার্য্যকারী। শোথ থাকিতে পারে।

হেমামেলিস্—অণ্ডাধার প্রদাহ ও স্নায়ুশূল।—ডাং লড্‌লাম অণ্ডাধারের পূয়ধাতুজ অনতিপ্রবল প্রদাহে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন;

banglabooks.in

ইহা বেদনার উপশম করে এবং ঋতুস্রাবের সম্ভবিত বিকারে বাধা প্রদান করে। আঘাতপ্রযুক্ত অণ্ডাধারপ্রদাহের যন্ত্রণাপ্রদ উদরব্যাপী টাটানি বেদনাতেও ইহা উপকারী। হেমার উষ্ণ নির্যাসের বহিপ্রয়োগে অণ্ডাধারপ্রদাহের বেদনা ও অন্যান্য কষ্ট নিবারিত হয়।

আয়োডিন—দক্ষিণ অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য অথবা জলসঞ্চয় ও স্তনের শীর্ণতা বা ক্ষয়ে উপযোগী; দক্ষিণ অণ্ডাধার হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত চাপিয়া ছিঁপ বসানের ন্যায় বেদনার ঋতুস্রাবকালে বৃদ্ধি।

পডফিলাম—দক্ষিণ অণ্ডাধারের বেদনা উরু বাহিয়া যায়। ইহার সহিত উরুর অবশতা থাকিতে পারে।

গণ্ডমালা ও শিশুক্ষয়রোগ।—সাইকটিক দোষ না থাকিলেও তদ্দোষপ্রবণধাতুবিশিষ্ট শিশুর গণ্ডমালা এবং ক্ষয়রোগ খুজা আরোগ্য করিতে সক্ষম। ইহাদিগের উদরাময়ের জলবৎ বিষ্ঠা অত্যধিক বায়ুর সহিত ভড় ভড় শব্দে নিক্ষিপ্ত হয়; শিশু প্রাতরাসের পর অধিকতর মলত্যাগ করে। শিশুদিগের চক্ষুপত্রের কিনারার কীট ঘঠিত রোগে (টিনিয়া সিলিয়ারিস্) ভুষির ন্যায় খুস্কি জন্মে এবং পক্ক হয়, কেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোঁকড়া হইয়া যায়। শিশুগণের উদর বড় থাকে এবং তাহারা নিদ্রাবস্থায় চীৎকার করিয়া উঠে; শীঘ্র সম্পূর্ণ জাগ্রৎ হয় না।

বসন্তরোগ বা স্মল পক্স্ (Variola)। ডাং বনিংহসেন খুজাকে বসন্তরোগের প্রতিষেধক এবং আরোগ্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার প্রয়োগে ফলপ্রাপ্ত হইতেন। রোগের উদ্ভেদিক অবস্থায় শুভ্র, চেপ্টা ও বেদনাযুক্ত উদ্ভেদ কৃষ্ণবর্ণ ও প্রদাহিত ত্বগাংশোপরে অবস্থিত হইলে ইহা উপযোগী। পূয়সঞ্চারে দুর্গন্ধ জন্মে। গণ্ডমালা ও সাইকটিক ধাতুদোষযুক্ত শিশুদিগের রোগে এই ঔষধের কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাং হার্টম্যান ইহা বসন্তের প্রতি-

banglabooks.in

বেধকরূপে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন। বসন্তগুটিকায় পূয় জন্মিলে এবং রোগ স্থানান্তরিত হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। ডাং গার্থ উইল্‌কিন্সন **হাইড্রাষ্টিসকে** ইহার জাতিগতসম্বন্ধযুক্ত অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

ভেরিওলিনাম—অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বসন্ত গুটিকা পূয়গুটিকায় পরিণত হইবার অবস্থায় ইহার ৩০ ক্রমকে বিশেষ ঔষধ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ডাং আণ্ট ইহার ৬x এবং ১২x ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন।

সাইকসিস্—ত্বক্‌রোগ; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরোগ।—যে কোন কারণে হউক পূয়মেহ শরীরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া ধাতুদোষ ঘটাইলে বহুবিধ পুরাতন রোগ জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ অভ্যন্তরীণ সাইকসিস্ বিষক্রিয়ার অতি জাজ্বল্যমান বহির্নিদর্শন প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল রোগমধ্যে **চর্ম্মকীল** বা **ওয়ার্ট**, জরায়ু-গ্রীবার এবং অন্যান্য শ্লৈষ্মিকঝিল্লীস্থানের কলিফ্লাউয়ার বা ফুলকপির ফুলবৎ মাংসবৃদ্ধি, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতির পলিপাস্, স্থানবিশেষের ভেকছত্রবৎ (fungus) মাংসবৃদ্ধি এবং ত্বকের অন্যান্য নানাপ্রকার কলঙ্কাদি আমরা অনেক সময়ে চিকিৎসার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি কোমলতর, তাহারা বেদনা ও জ্বালাযুক্ত হয় এবং সহজেই রক্তস্রাব প্রবণ থাকে। অধিকাংশ কৃতবিদ্য চিকিৎসক এই সকল রোগে উপদংশসংস্রব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই সকল রোগের ঔষধ মধ্যে **থুজা** শীর্ষস্থান অধিকার করে। অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **সাইটিক এসিড, মার্কারি** এবং **ষ্ট্র্যাফিসেগ্রিয়া** প্রধান। পূয়ধাতু ব্যতীতও থুজা ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই সকল রোগে থুজা উপকারী ঔষধ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৪ (LECTURE XLIV.)

এপিস্ (APIS).

প্রতিনাম।—এপিস্ মেলিফিকা। এপিয়াম ভাইরাস্। পয়জন অব্ দি বী। মধুমক্ষিকার বিষ।

প্রয়োগরূপ।—ডাইলিউট এলকহলসহ যথানিয়মে সম্পূর্ণ জীবিত মক্ষিকার অয়িষ্ট বা টিংচার অথবা সুগার অব্ মিল্কসহ তাহার ট্রিটুরেয়ণ এবং দ্বিতীয় প্রণালীতে কেবলমাত্র মক্ষিকাবিষের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩ হইতে ২০০ ক্রম। সর্ব্বনিম্ন মূল অরিষ্ট এবং উচ্চ ১০০০০০ (c.m) ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়।*

---

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে, যথা—ডাং উইসেল হুপ্—৪ বৎসরের বালক, হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তকোদক; লক্ষণ—চিৎভাবে শয়ন, বিস্ফারিত চক্ষুর বক্রদৃষ্টি, কনীনিকার বিস্তৃতি এবং ঘূর্ণায়মান চক্ষুর পলকহীনতা; স্পর্শানুভূতি ইত্যাদি জীবিত চিহ্নের অভাব; বাম শরীরপার্শ্বের পক্ষাঘাত; রোগী ৪৮ ঘণ্টা মূত্র ত্যাগ করে নাই, মূত্রপ্রণালীতেও মূত্র নাই; মস্তকপশ্চাতের তীক্ষ্ণ বেদনায় পূর্ব্বে কর্কশ চীৎকার করিয়াছিল; ৩০, আরোগ্য। ডাং বিসপ—৮ বৎসরের বালক; প্রারম্ভিক হাইড্রকেফেলাস্; রোগী সোরাদোষযুক্ত; লক্ষণ—রোগী দিবসে নিদ্রালু ও অবসন্ন এবং নির্ব্বুদ্ধিতাব্যাপক মুখাবয়ববিশিষ্ট; রজনীতে প্রলাপকথন; প্রাতে জাগ্রৎ করা যায় না; অতিশয় আলস্য এবং দুর্ব্বলতা; পাণ্ডুর মুখ; কিঞ্চিত কোষ্ঠবদ্ধ; অত্যল্প মূত্রত্যাগ, ২, আরোগ্য। ডাং ডিসিয়ার—চক্ষুপ্রদাহ; চক্ষুতে চুনের গুঁড়া পড়িয়া রোগ জন্মে; চক্ষুর স্ফীতি ও লোহিতবর্ণ; চক্ষুর লোম অভ্যন্তরাভিমুখে প্রবিষ্ট; ১, আরোগ্য। ডাং হুইন্—রোগীর বয়স ৬২; মুখের বিসর্প; লক্ষণ—জ্বালাময় বেদনা, হুলবেধানুভূতি, তৃষ্ণাহীনতা, চক্ষু অধঃ শোথবৎ স্ফীতি, মূত্রাল্পতা; নাড়ী ১২০; শরীর অত্যন্ত তপ্ত

banglabooks.in

উপচয়।—প্রাতঃকালে (শরীরবেদনা, উদরাময়, স্বরবন্ধ এবং নিদ্রালুতার) ; অপরাহ্ণে (সবিরাম রোগের) ; রজনীতে (শিরঃশূলের এবং চক্ষু ও বক্ষবেদনার) ; ব্যায়ামে (শরীরের উষ্ণতা জন্য) রুদ্ধগৃহে, বিশেষতঃ গৃহ উষ্ণ হইলে। সাধারণ লক্ষণের অপরাহ্ণ ৫টার সময় বৃদ্ধি।

উপশম।—নিদ্রান্তে শীতলজলে বেদনার, স্ফীতি ও জ্বালার এবং চাপে শিরঃশূলের উপশম।

সম্বন্ধ।—এপিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—হোমিওপ্যাথি শক্তির ঔষধের মাত্রাধিক্যনিবন্ধন কুফলনিবারণে ইপিকা; কাফিপান ফলাফলহীন; কোন কোন চিকিৎসক উচ্চ ক্রমের এপিস, ল্যাকেসিস্ এবং

কিন্তু সিক্ত ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ হইন্-ডিফ্‌থিরিয়া ; গলাধঃকরণে ও অন্য সময়েও গলায় হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ; অত্যল্প মূত্র ; অত্যন্ত অস্থিরতা ; অধিক জ্বরতাপ থাকিলেও তৃষ্ণাহীনতা ; উপজিহ্বা ও টন্‌সিলের উপর ঝিল্লির সংস্থিতি ; ৩, আরোগ্য ; ডাঃ মুর—৭৬ বৎসরের কৃষিজীবী ; ১৬ বৎসরের মধ্যে ৩ বার হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেক্‌টরিসের আক্রমণ ; গত দুই বৎসরে অনেকবার প্রবল হৃৎকম্প ; সিঁড়িতে উঠিতে তাহার বৃদ্ধি ; শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র ; নিদ্রাবেশমাত্র চমকিয়া উঠা ; শরীর নত করিয়া বসিলে উপশম ; মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছার ভাব ; বেদনা তীক্ষ্ণ হয় না ; কাম্‌সিলে কিছু উঠে না ; ক্ষুধা ভাল ; অসহিষ্ণুতা এবং ত্রাসকম্পিতভাব ; হৃৎস্পন্দনশব্দ অস্পষ্ট ; পাল্‌মনারি (pulmonary) ধমনীয় প্রসারণশব্দ উচ্চতর ; প্রত্যেক হৃৎসংকোচনে সর্ব্বশরীরে চালনা ; প্রত্যেক ৩য় বা ৪র্থ নাড়ীস্পন্দন লুপ্ত ; শরীরের শুষ্কতা ও রক্তহীনতা ; এপিস ৬ ও আর্স ২০০, পর্য্যায়ক্রমে, পরে এপিস ৩ ও ক্যাক্টাস ২ পর্য্যায়ক্রমে, পরে মার্ক ডালসহ ঐ প্রকারে ব্যবহৃত হয় ; অঙ্গাদির শোথ ; অত্যল্প মূত্র ; এপিস টিংচার, আরোগ্য। ডাঃ গিওবল্ড—জলবৎ, প্রায় কৃষ্ণবর্ণ উদরাময়ের আহার ও পানে বৃদ্ধি ; মলদ্বারের তীব্র জ্বালা ও টাটানি ; বিসর্পরোগপ্রবণ ধাতু ; ৬০০০ (6 m), আরোগ্য।

banglabooks.in

ল্যাক্‌টিক এসিড প্রয়োগ করিয়াছেন। অত্যধিক এবং বিষ মাত্রার জন্য সল্ট, নেট্ মিউ (হোমিও শক্তি) এবং তাহার মিশ্র ; জলপাইয়ের তৈল ; পিঁয়াজ। রক্তমোক্ষণ অনুপকারী।

এপিস যাহার কার্যাপ্রতিষেধক— ক্যান্থারিসের (মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রস্থালী-প্রদাহ, তরুণ ব্রাইট্‌স ডিজিজ) ; আয়ডিনের অপব্যবহারে, সিঙ্ক ও ডিজির।

এপিস যাহার পরে প্রযোজ্য—ভ্যাক্‌সিনেষণ (বিসর্প, উদরাময়), ও সাল্‌ফারের।

এপিসের পরে যাহা প্রযোজ্য—গ্র্যাফা, আর্স. ফস্, ষ্ট্রাম. পাল্‌স, লাইক, সাল্‌ফার ও আয়ডি।

বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বিশিষ্ট ঔষধ—রাস্।

কার্য্যপূরক—নেট্ মিউয়ের।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এপসাই, আর্ণি. বেল্, ক্যাম্থা, জেল্‌সি, লাইক, ল্যাকে, নেট মিউ, লিডাম, ম্যাগ্নে মিউ, মার্ক, পাল্‌স্, ফস, রাস্, সিকেলি ও সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—গণ্ডমালা বা ষ্ট্রুমাস ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি ; যাহাদিগের গ্রন্থি স্ফীত এবং দড়কচড়াভাবযুক্ত ; যাহাদিগের স্কিরাস অথবা ক্ষতযুক্ত ক্যান্সার বা কর্কটরোগ থাকে

উত্তেজনাপ্রবণ, বাতপ্রকৃতি ও চঞ্চল ব্যক্তি, যাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা কঠিন।

ক্রন্দনশীল স্বভাব, না কাঁদিয়াই পারে না ; ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ ব্যক্তি (এন্টি ক্রু, পাল্‌স)। যাহারা অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু (বেল্, ল্যাকে)।

banglabooks.in

স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ বিধবা স্ত্রীলোক ; বালক এবং বালিকা, যাহারা সাধারণতঃ সাবধান থাকিলেও কোনবস্তু নাড়াচাড়া করিতে গিয়া অনিপুণতাবশতঃ ফেলিয়া দেয় (বভি)।

জ্বালাময়, হুলবেঁধার ন্যায় এবং টাটানি বেদনা ; বেদনা হঠাৎ এক শরীরাংশ হইতে অন্যাংশে যায় (কেলি বাই, ল্যাক্ কে, পাল্‌স)।

হাম, আরক্ত জ্বর এবং আমবাত প্রভৃতি তরুণ উদ্ভেদিক জ্বরের উদ্‌ভেদ অসম্পূর্ণ পরিস্ফুটনের বা বসিয়া যাওয়ার (জিঙ্ক) কুফল।

ঈর্ষা, হঠাৎ শঙ্কা, ক্রোধ, বিরক্তি এবং অমঙ্গলসংবাদপ্রযুক্ত রোগ।

জাগ্রৎ অথবা নিদ্রিত শিশুর হঠাৎ কর্কশ, হৃদয়বিদারক চীৎকার (হেলিবর, টুবার্কু) ;

চক্ষুর অধদেশে (চক্ষুর উপরে কেলি কা), হস্তে ও পদে জলপূর্ণ থলীর ন্যায় শোথ ; জলশোথ বা ড্রপ্‌সি রোগে তৃষ্ণাহীনতা (এসেটিক এসি, এপসাই)

অনৈচ্ছিক মূত্রস্রাব ও মূত্রপথাদির অত্যন্ত উত্তেজনা ; এক মুহূর্ত্তের জন্যও মূত্রধারণে প্রায় অক্ষম, মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রপথ ঝল্‌সিয়া যায় ; পুনঃ পুনঃ অতি যন্ত্রণাপ্রদ, অত্যল্প পরিমাণ, রক্তযুক্ত মূত্রত্যাগ।

কোষ্ঠবদ্ধে অনুভূতি যেন অধিক বেগ দিয়া মলত্যাগের চেষ্টা করিলে উদরস্থ কোন দৃঢ়সংবদ্ধ বস্তু ছিন্ন হইয়া যাইবে।

অভ্যস্ত মদ্যপায়িদিগের উদরাময়, উদ্ভেদিক রোগে, বিশেষতঃ উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ার পর উদরাময় ; শরীরচালনা হইলেই অনৈচ্ছিক মলনিঃসরণ হওয়ায় বোধ যেন মলদ্বার বিস্তৃতভাবে হাঁক হইয়া আছে।

রোগ কারণ।—তরুণ উদ্ভেদিক রোগের উদ্ভেদ পুষ্ট না হওয়া বা বসিয়া যাওয়া, অভ্যন্তরূপে অতিরিক্ত মদ্যপান, অত্যধিক উষ্ণ গৃহে

banglabooks.in

বাস, শীতল আর্দ্রহাওয়ার সংস্রব এবং জলে সিক্ত হওয়া প্রভৃতি এপিসের রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এপিস্ বৃক্কক বা কিড্‌নিতে অতি প্রবল ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন করে। কিড্‌নিতে উপরিউক্ত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ইহা কোষময় ঝিল্লীতে (cellular tissue) বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ শোথ উপস্থিত করে। ইহার ক্রিয়ায় ত্বকের গভীর উপাদানধ্বংসকারী বিসর্প-বৎ প্রদাহ এবং আমবাতসদৃশ একরূপ ত্বগুদ্ভেদ উৎপন্ন হয়। ইহার উদ্দীপক ক্রিয়ায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মৃদু প্রদাহ জন্মে। রসঝিল্লীতে (Serous memprane) এপিসের আক্রমণে মস্তকের ও বক্ষের শোথ বা হাইড্রোকেফেলাস ও হাইড্রথোরাক্স এবং উদরী রোগ সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন হয়। রসঝিল্লীর প্রদাহ উৎপাদন করিতে এপিসের স্পষ্ট কোন ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অণ্ডাধার ও জরায়ুতে এপিসের অতি পরিস্ফুট ক্রিয়ার ফলস্বরূপ তাহাদিগের উত্তেজনা, রক্তাধিক্য, মৃদু প্রদাহ এবং শোথের উৎপত্তি হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ত্বকে মধুমক্ষিকা দংশন করিলে সাধারণতঃ দষ্ট ত্বক্‌স্থান ও তাহার কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক শোথবৎ স্ফীতিযুক্ত, তপ্ত ও লোহিতাভ হয়, তাহা বিলক্ষণ জ্বালা ও চনচন করে এবং তাহাতে মধ্যে মধ্যে হুলবেধবৎ বেদনা হয়। ফলতঃ, মধুমক্ষিকাবিষের বিশেষ ক্রিয়া হওয়ার উপযোগী ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মধুমক্ষিকা দংশন করিলে এতদপেক্ষাও গুরুতর, ব্যাপক ও গভীরতর বিষক্রিয়া লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডাং হিউজ উদ্ধৃত ডাং চেপমেলের মধুমক্ষিকাদষ্ট রোগীর বিষলক্ষণের বিবরণ পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। ডাং চেপ্‌মেলের রোগী শিশু ও শোণিতপ্রধানধাতুবিশিষ্ট ছিল। রোগীকে মধু-

banglabooks.in

মক্ষিকা দংশন করিলে প্রথমে সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দংশনের অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে ডাং চেপমেল আহুত হইয়া রোগীর নিম্নলিখিত অবস্থা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠা ও ভীতি-যুক্ত মুখে রোগী অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় কিঞ্চিৎ প্রলাপ কহিতেছিল। **তাহার সর্ব্বগাত্র,** বিশেষতঃ মুখমণ্ডল, গ্রীবা, উদর এবং উর্দ্ধ ও অধঃঅঙ্গ স্ফীত ছিল; তাহার শরীরে স্বল্পলোহিত ও স্পর্শে কথঞ্চিৎ কর্কশ আরক্তজ্বরের উদ্‌ভেদের ন্যায় উদ্ভেদ দৃষ্ট হইয়াছিল। শরীরের তাপ এবং শুষ্কতা, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট এবং নাড়ীর দ্রুতগতি ও কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা ছিল। রক্তিমাবিশিষ্ট মুখমণ্ডলযুক্ত রোগীর মস্তিষ্কে বেদনা ও বিশৃঙ্খল ভাব। বিষক্রিয়ার আরম্ভে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া মূর্চ্ছার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। পরে, শরীরের কম্প হইয়াছিল এবং শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্ররোধ সংঘটিত হওয়াতেই বোধ হয় উপরিউক্ত উদ্ভেদিক লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। ২।৩ মাত্রা ক্যাম্ফর ও পরে বেল প্রয়োগে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

মনঃসংযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিয়া দেখিলে এপিসের উপরে বর্ণিত বিষলক্ষণে আমরা ইহার ক্রিয়ার বিশেষ আভাস পাইতে পারি। প্রথম দৃষ্টে রোগীর অবস্থা অতি কঠিন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে (১ ঘণ্টার চেষ্টায় প্রায় প্রকৃতিস্থ হয়) এবং সহজেই রোগী আরোগ্য হওয়ার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া ত্বরিত কোন গভীরতর উপাদানগত পরিবর্ত্তনমূলক কঠিনতর রোগাবস্থা উৎপন্ন করে না। ইহা একনাইটের ন্যায় প্রবল রক্তাধিক্য ও বেলাডনার ন্যায় প্রবল প্রদাহ উৎপন্ন করে না এবং তাহা-দিগের ন্যায় ইহাতে কোন প্রবল লক্ষণও উৎপন্ন হয় না। আর্সেনিক প্রভৃতির ন্যায় ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া, শোণিত রস প্রভৃতি শরীরো-পাদানের শোচনীয়, পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক বলিয়াও অনুমিত

banglabooks.in

হয় না। ইহা শোণিতবহা যন্ত্র, ত্বক্, কৌষিকোপাদান, মূত্রযন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, রসঝিল্লী এবং তজ্জাতীয় সাইনভিয়াল মেম্ব্রেন প্রভৃতির উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও মৃদু প্রদাহ মাত্র উৎপন্ন করে। এই উত্তেজনা ও প্রদাহের ফলস্বরূপ কোন প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসকর পরিবর্ত্তন না ঘটিয়া কৌশিকোপাদনের শোথ, রসঝিল্লী ও সাইনভিয়াল মেম্ব্রেনের রস-স্রাবে রসঝিল্লীগহ্বরে ও সন্ধিতে রসসঞ্চয় এবং রক্তবহা নাড়ীর শিরাংশের প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি প্রভৃতিই অধিকতর হইয়া থাকে। ইহা পরিপাকশক্তিরও বিশেষ বিকারোৎপাদক নহে। তথাপি কার্ব্বাঙ্কল, দুষ্টব্রণ, টাইফয়েড জ্বর, টুবার্কুলার মিনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি কঠিনতর ও দূষিত রোগের অবস্থাবিশেষে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হয়, এবং স্থল বিশেষে মধুমক্ষিকাদষ্ট ত্বক স্থানের ধ্বংস বা গ্যাংগ্রিন হওয়াও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অধিকাংশ চিকিৎসকের বিবেচনায় ইহার ক্রিয়ার ফল-স্বরূপ অত্যধিক স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্থায়ী ও মৃদু উদ্দীপনা, মূত্রাল্পতা নিবন্ধন শোণিতাপকর্ষ এবং শোথের চাপবশতঃ আক্রান্ত শরীরাংশে শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত পুষ্টিহানি প্রভৃতি গৌণক্রিয়াই শোণিতদোষ এবং শেষোক্ত প্রকার কঠিনতর ও টাইফয়েড অবস্থান্বিত রোগাদির কারণ বলিয়া অনুমিত। নিম্নে ইহার বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক লক্ষণ বিবৃত হইল।

মস্তিষ্কবিকারবশতঃ সংজ্ঞা লোপ। প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় রোগী মধ্যে মধ্যে হৃদয়বিদারকস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে। রোগী অন্যমনস্ক থাকে। অসাবধানবশতঃ তাহার হস্তস্থিত বস্তু স্খলিত হয়। মস্তকের অবসাদ। ঔদাস্য। রোগী কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারে না; বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট প্রলাপ কহে; কার্য্যে ব্যস্ততা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে; কখন কার্য্য পরিবর্ত্তন ও হঠাৎ কর্কশ চীৎকার করে; মানসিক ভ্রান্তিবশতঃ কখন মনে করে তাহাকে দৌড়াইতে

banglabooks.in

হইবে, খঞ্জের ন্যায় লাফাইয়া চলিতে হইবে, কখন বা মনে করে তাহার চলিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। রোগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, না কাঁদিয়া থাকিতেই পারে না। মৃত্যুভীতি ও ঔদাস্য। আনন্দব্যঞ্জক মুখাবয়ব। উত্তেজনাপ্রবণ মানসিক ভাব। রোগী কষ্টে শ্রবণ করে; তাহাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন; বাতপ্রকৃতি। প্রচণ্ড উন্মত্ততা। স্ত্রীলোক ঈর্ষান্বিত হয়। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়বিকারঘটিত উন্মত্ততা।

অনুভূতি বিকারে বিশৃঙ্খল ভাবের শিরোঘূর্ণন ভ্রমণাপেক্ষা উপবেশনে বৃদ্ধি পায়, শয়নে এবং চক্ষু মুদ্রনে তাহা বৃদ্ধির শেষ সীমায় যায়; তদবস্থায় রোগীর বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটায় হাঁই উঠিতে থাকে। নিদ্রার প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলেও স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রযুক্ত নিদ্রা হয় না। অবিশ্রান্ত গাঢ় নিদ্রা। সুনিদ্রার অভাবে স্বপ্ন। রোগী নিদ্রাকালে চীৎকার করে, কখন বা চমকিয়া উঠে। দেশ ভ্রমণের, উড্ডীন হওয়ার এবং লোকসমাগমবিষয়ক ও অসন্তুষ্টিকর স্বপ্ন হয়।

শিরোঘূর্ণন সহ শিরঃশূল। চাপে সমস্ত মস্তকের মৃদু বেদনার উপশম, বোধ যেন মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়াছে। প্রাতে গাত্রোত্থান হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত মস্তকের গুরুত্বসহ মৃদু বেদনা। চক্ষুর ঊর্দ্ধ হইতে দক্ষিণ চক্ষুগোলক পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা। শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা ও বমনসহ পুরাতন শিরঃশূলে ললাট এবং ললাট পার্শ্বে প্রচণ্ড বেদনা, কখন কখন তাহা চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তজ্জন্য রোগী মস্তক ও চক্ষু নত করিয়া বসিতে বাধ্য। মস্তকপশ্চাতের কনকনানি। মস্তকের জ্বালা ও দপদপানি। ললাটের বামপার্শ্বে ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে মধুমক্ষিকা-দংশনবৎ স্নায়ুশূল। মস্তকে এবং মুখে রক্তাধিক্য; মস্তকের পূর্ণতা।

শিশু অবশ ও অচৈতন্য ভাবে পড়িয়া থাকে; প্রলাপ কহে; হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে; দন্ত কিড়ি মিড়ি করে; ফুপোয়

banglabooks.in

ন্যায় আবর্ত্তন করিয়া মস্তকে উপাধান মধ্যে প্রবেশ করায় (হেলি)। শরীরের এক পার্শ্বের আনর্ত্তন অন্যতর পার্শ্বের অবশতা; মস্তক ঘর্ম্মসিক্ত ও রোগীর অত্যল্প, দুগ্ধবৎ মূত্রত্যাগ। তরুণ হাইড্রোকেফেলাস্ (মস্তিষ্কোদক)। মস্তক এবং তাহার ত্বক্ স্ফীত ও কঠিনবোধ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শ্রবণের কষ্ট। তিক্তাস্বাদ। অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে জ্বালা, হুলবেঁধা এবং টাটানি প্রভৃতি বেদনাকর অনুভূতির প্রাধান্য। চুলকণা, আতত ভাব এবং দপদপানি বেদনাও থাকিতে পারে। আবেশে আবেশে তীক্ষ্ণ বেদনার আক্রমণ। বেদনা হঠাৎ এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়।

গতিদ স্নায়বিক লক্ষণে শরীরকম্প ও স্নায়বিক অস্থিরতা। পরিশ্রম করার ন্যায় ক্লান্তিতে বোধ যেন সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ ঘৃষ্ট হইয়াছে; উপবেশনান্তর গাত্রোত্থান করিতে বৃদ্ধিত। অত্যন্ত বলক্ষয়। বাম শরীর পার্শ্ব গতিহীন, কখন কখন দক্ষিণ হস্ত চালিত হয়; অঙ্গনিচয়ের তড়কা, কম্প এবং ঝাঁকি।

এপিস রোগীর মুখশ্রী অবস্থাবিশেষে আহ্লাদচিহ্নযুক্ত, প্রফুল্ল, কখন ভীতিব্যঞ্জক এবং কখন বা ঔদাস্যপূর্ণ; মুখ বিকটাকার, পাণ্ডুর, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যল্প স্ফীত; কখন মুখ বসিয়া যায় এবং রুগ্নভাব ধারণ করে। মুখমণ্ডল কখন পাণ্ডুর, রক্তহীন, ও ঘোর লোহিতবর্ণ; স্ফীত, আরক্ত এবং উষ্ণ মুখমণ্ডলের জ্বালা ও বিদ্ধ হওয়ার অনুভূতি, দক্ষিণ পার্শ্বে অধিকতর; মুখ শোথিত, মোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও পাণ্ডুর। গণ্ডের জ্বালা হয় ও পদ্ম শীতল থাকে। বাম গণ্ডাস্থিতে হুলবেধানুভূতি।

চক্ষুগোলকের কম্প রজনীতে বর্দ্ধিত; তির্য্যক বা বক্রদৃষ্টি। চক্ষু ঘূর্ণিত হইতে থাকে। চক্ষুতে তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণবেদনা। চক্ষুতে

banglabooks.in

আলোকর, তীর ও ছুরিবেঁধার ন্যায় বেদনা। চক্ষুর যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভা রক্তপূর্ণ থাকায় তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তের নাড়ীনিচয় স্পষ্ট হইয়া উঠে, কনীণিকার চতুঃপার্শ্বে রক্তপূর্ণ ঝিল্লী বা কিমসিস। চক্ষুর কাল স্বচ্ছক্ষেত্র বা কর্ণিয়া স্থূল ও ধূম্রবর্ণ কলঙ্কযুক্ত, ধূসরাভ ও অস্বচ্ছ। কর্ণিয়ার ক্ষত ও ক্ষতাঙ্ক (সিকেট্রিক্স্) এবং বহিঃসরণ বা ষ্ট্যাফিলোমা। চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন আলোকাসহিষ্ণুতা জন্মিলেও রোগী তাহা আবৃত করা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষু হইতে প্রচুর, বিদাহী জলস্রাব ; অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা। চক্ষুপুট কালচে লোহিত হয় ও উল্টাইয়া যায় ; চক্ষুপুট-কিনারার ছাল উঠে এবং তদুপরে দানা জন্মে(Granulated) ; স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত চক্ষুপত্রের অধস্থ জলশোথ জলপূর্ণ থলির ন্যায় দেখায় ; চক্ষুর অধদেশে ঐরূপ প্রদাহহীন শোথজন্মে ; চক্ষুপত্রের কাঠিন্যানুভূতি।

দুই কর্ণই লাল ও স্ফীত। প্রত্যেক বার চীৎকারকালে রোগী হস্ত উত্তোলন করিয়া কর্ণের পৃষ্ঠে লয়।

নাসিকা সর্দ্দিতে ঘন, শুভ্র, দুর্গন্ধ এবং রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা স্ফীত, লোহিত ও শোথযুক্ত। নাসিকারন্ধ্রের স্ফোটক শৈত্যে উপশম।

স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা ও জ্বালা এবং প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। কথা কহিতে স্বরযন্ত্রের বেদনায় রোগী যেন কণ্ঠার ক্লান্তি বোধ করে এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা হয়। স্বরযন্ত্রে দুর্ব্বলতার অনুভূতি। স্বরযন্ত্রপথের শোথ।

জ্বর এবং শিরঃশূলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর, শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা ও দ্রুতগতি ; সম্মুখে অথবা পশ্চাতে বক্র হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রের এবং বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে সকল কষ্টেরই বৃদ্ধি। অত্যন্ত শ্বাসা

banglabooks.in

রোধের অনুভূতি প্রযুক্ত গলদেশে কিছুই সহ্য হয় না। ঊর্দ্ধে উঠিতে এবং উষ্ণ গৃহে শ্বাস কষ্টের বৃদ্ধি।

ষ্টার্ণামাস্থির ঊর্দ্ধস্থিত কোটরস্থানে উত্তেজনা নিবন্ধন কাসি। প্রচণ্ড কাসি, বিশেষতঃ শয়নে এবং নিদ্রার পরে অতি কষ্টকর কাসি। বক্ষোর্দ্ধভাগের টাটানির সহিত খর্ খর্ শব্দের, ঘণ্টাধ্বনিবৎ, শুষ্ক এবং গলরোধকর কাসিতে মস্তিষ্কের বিকম্পন বা কন্‌কাসনের অনুভূতি হয়। কাসিলে প্রায়ই কিছু উঠে না, উঠিলে গয়ার মিষ্টাস্বাদ অথবা আস্বাদবিহীন থাকে।

বক্ষে পূর্ণতার অনুভূতি ও শ্বাসের খর্ব্বতা প্রযুক্ত বক্ষের বাম পার্শ্বে ষ্টার্ণামাস্থির মধ্যাংশের নিকটে বেদনা। বক্ষের টাটানিতে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। বক্ষের জলশোথ। বক্ষের বাম পার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। বক্ষের সম্মুখদেশে জ্বালা এবং হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা। বক্ষের বহির্দ্দেশে ঘৃষ্ট অথবা আঘাতিত বৎ অনুভূতি।

হৃৎপিণ্ডের অব্যবহিত অধঃ প্রদেশে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ত্বরিৎ অসমান ভাবে দক্ষিণ বক্ষে বিস্তৃত। হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃতি এবং ফুৎকারবৎ (Blowing) শব্দ।

নাড়ীস্পন্দন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পূর্ণ এবং সবল, কখন দুর্ব্বল এবং মণিবন্ধে প্রায় অদৃশ্য, সময় সময় ক্ষনলোপ বিশিষ্ট এবং অননুভূত, কখন তারবৎ ও দ্রুত, কখন কঠিনস্পর্শ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী আঘাতবিশিষ্ট।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ ওষ্ঠদ্বয় শোথযুক্ত; ঊর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত, তপ্ত এবং লোহিত বর্ণ; অধঃ ওষ্ঠ বিদারণযুক্ত। ওষ্ঠ এবং চিবুকের জ্বালা।

বাম পার্শ্বের ঊর্দ্ধ কশের দন্তে চড়াক করিয়া বেদনা, হঠাৎ দন্তে দন্তে কামড় লাগে। দন্তমাড়ি হইতে সহজে রক্তস্রাব, দন্তমাড়িতে

banglabooks.in

প্রচণ্ড বেদনা। দন্তে টাটানি বেদনা ও হুলবেঁধার ন্যায় যন্ত্রণা; দন্তমাড়ী ও গণ্ড স্ফীত এবং লাল।

রোগী জিহ্বা বাহির করিতে বা কথা কহিতে পারে না। জিহ্বার শুষ্কতা; মুখগহ্বর অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত। জিহ্বার কিনারা বাহিয়া অবদারণ, জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনাযুক্ত ফোস্কা। জিহ্বাগ্র লোহিত; জিহ্বা স্ফীত, এবং দেখিতে শুষ্ক ও চক্‌চকে; জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক, ফাটা, এবং ক্ষত যুক্ত অথবা রসবিম্বিকাবিশিষ্ট।

মুখ এবং গলার শুষ্কতা। মুখ এবং গলার ঝলসান ভাব। দুর্গন্ধ মূত্র। মুখলালা, আটা, চিমসা এবং ফেনময়।

টনসিল গ্রন্থি স্ফীত, উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ এবং গলাধঃকরণ কার্য্যে হুলবেঁধার ন্যায় বেদনাযুক্ত। টন্‌সিল এবং তালুতে গভীর ক্ষত, এবং ক্ষতের চতুঃপার্শ্ব দেখিতে বিসর্পরোগের আকারবিশিষ্ট ও শোথযুক্ত। স্বরযন্ত্রদ্বার শোথিত। সমল ও ধূসরবর্ণ লেপ দ্বারা আবৃত গলদেশে আটাল শ্লেষ্মা। গলদেশের বহিরভ্যন্তরে স্ফীতি; স্বরভঙ্গ; শ্বাস-প্রশ্বাসের ও গলাধঃকরণের কষ্ট। গলাভ্যন্তরের পশ্চাদ্দেশে পুঞ্জ পুঞ্জ নির্ম্মল রসপূর্ণ বিম্বিকা।

ক্ষুধাহীনতা ও আহারে অনিচ্ছা। উদরাময় প্রভৃতিতে অতর্পণীয় তৃষ্ণা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জলপান। জ্বরতাপকালে তৃষ্ণা-হীনতা। দুগ্ধে এবং অম্ল বস্তুতে লালসা।

রোগী আহার মাত্র বমন করে ও পরে পুনরায় বমনের চেষ্টা হয়। উদ্‌গার তিক্ত ও উগ্র; গলা পর্য্যন্ত বুক জ্বালা; মুখ হইতে জল উঠে। লোহিতকলঙ্কযুক্ত শ্লেষ্মা এবং ভুক্তবস্তু ও ক্লেদের বমন। উদরাময়।

আমাশয়ে জ্বালাযুক্ত তাপ। আমাশয়োর্দ্ধস্থান স্পর্শাসহিষ্ণু;

banglabooks.in

আমাশয়ে অম্ল হওয়ার ন্যায় জ্বালা; তাহার অসহিষ্ণু ও পূর্ণ ভাব; চাপে আমাশয়ের বেদনার বৃদ্ধি। উভয় কুক্ষি দেশে প্রচণ্ড জ্বালা। পর্শুকাস্থির পশ্চাৎপার্শ্বে টাটানি। কুক্ষিদেশে বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন প্রযুক্ত রোগী সম্মুখে নত হইতে বাধ্য। কুক্ষিদেশের বেদনা উর্দ্ধে বিস্তৃত।

প্রাতঃকালে হাঁচিলে ও উদরে চাপ দিলে উদর প্রাচীরের এবং অন্ত্রের টাটানি বেদনা। উদরে পূর্ণতা ও স্ফীতির অনুভূতি। চাপে স্পর্শে এবং সটান ভাবে শয়নে উদরে বেদনা ও স্পর্শাসহিষ্ণুতা। উদরের গড় গড় ডাক, উদরাভ্যন্তরে বিবমিষার অনুভূতি নিবন্ধন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। উদরে প্রচণ্ড কর্ত্তনবৎ বেদনা। উদরে জ্বালা ও হুলবেঁধার ন্যায় বোধ। উদরাময়ে মলদ্বার হাজিয়া যাওয়ার ন্যায়। মলত্যাগের পূর্ব্বে বায়ু নিঃসরণ।

উদরাময়ে প্রচুর, কালচে কটা, সবুজ অথবা সাদ'টে, এবং কমলা লেবুর বর্ণের ন্যায় বিষ্ঠা; বিষ্ঠা সবুজাভ ও হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মাময়; উদর কামড়াইয়া হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ, কখন হরিদ্রাবর্ণ নরম, কখন বা লেইর ন্যায় এবং রক্তাম্বুমিশ্রিত পাতলা ও হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়। শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ এবং বোধ যেন মলদ্বার সর্ব্বদাই ফাঁক হইয়া রহিয়াছে; মূত্রত্যাগ করিতে মলত্যাগ। সরলান্ত্রে দপ দপ করায় বোধ যেন তাহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে; কুন্থন। পুনঃ পুনঃ বেদনাহীন রক্তযুক্ত উদরাময়।

কোষ্ঠবদ্ধে, বৃহদাকার ও কঠিন বিষ্ঠা কষ্টে নির্গত; উদরে হুলবেধবৎ বেদনায় বোধ যেন উদরাভ্যন্তরে আগন্তুক বস্তু আটিয়া রহিয়াছে, অধিক বেগ দিলে ছিন্ন হইয়া যাইবে। জ্বালাযুক্ত বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব এবং অবিশ্রান্ত কুন্থনপ্রযুক্ত মলদ্বার হাজিয়া যায়।

banglabooks.in

কিড্‌নিতে বেদনা এবং চাপে অথবা সম্মুখে নত হইলে টাটানি। য়ুরেটারে বা মূত্রনলীতে পুনঃ পুনঃ হঠাৎ বেদনার আক্রমণ। মূত্রস্থালী গ্রীবার অত্যন্ত উত্তেজনা নিবন্ধন বারম্বার জ্বালাযুক্ত মূত্রত্যাগ। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তিপ্রযুক্ত সামান্য কতিপয় ফোটা মূত্রত্যাগ। মূত্রযন্ত্রের অত্যন্ত উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক মূত্রক্ষরণ।

মূত্র অত্যল্প ও অতিরঞ্জিত, লোহিত বর্ণ, রক্তযুক্ত, তপ্ত ও পরিমাণে অল্প; অত্যল্প ও দুর্গন্ধময় মূত্র; মূত্র অত্যল্প ও লোহিতাভ কটা; কিঞ্চিৎকাল স্থির থাকিলে মূত্র ঘোলা হইয়া যায়; এলবুমেন বা শ্বেতলালাযুক্ত, অত্যল্প, পাত্রের অধঃদেশে দুগ্ধবৎ মূত্র; কৃষ্ণবর্ণ মূত্রের কাফি চূণবৎ তলানি; মূত্রে মূত্রপথের নালীর আকার ছাঁচ বা টিউব্‌ কাষ্ট এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উপত্বক্‌ বা এপিথিলিয়াম থাকে।

পুংজননেন্দ্রিয় বিকার বশতঃ বারম্বার, অনেক সময় স্থায়ী লিঙ্গোত্থান ঘটে। অনেক সময় দক্ষিণ পার্শ্বের অণ্ডকোষ স্ফীত থাকে; অণ্ডকোষত্বক্‌ ভয়ঙ্কর চুলকানিযুক্ত, লোহিতবর্ণ এবং স্পর্শে টাটানিযুক্ত অণ্ডকোষ-বেষ্টকের শোথ, জলদোষ বা হাইড্রসিল।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ লক্ষণে দক্ষিণ অণ্ডাধারের (ovary) বিবৃদ্ধি সহ বাম বক্ষের ঊর্দ্ধে ও উপরিভাগে বেদনা ও কাসি। জরায়ু অথবা অণ্ডাধারদেশে জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা। ঋতুস্রাব কালে দক্ষিণ অণ্ডাধার প্রদেশে বেদনা এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের ঠেল মারা এবং তাহাতে ঋতুস্রাবের পূর্ব্বের লক্ষণের অনুরূপ লক্ষণের অনুভূতি। স্ফীত অণ্ডাধারের তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনা ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতির ঋতুস্রাব কালে বৃদ্ধি। দক্ষিণ অণ্ডাধার ও জরায়ুর জলশোথ। গর্ভপাত।

banglabooks.in

অত্যধিক ঋতুস্রাবকালে উদরের গুরুত্ব, মূর্চ্ছার ভাব, অস্বস্তি এবং অস্থিরতা জন্মে, হাই উঠিতে থাকে, কখন কখন তাহাতে গাত্রে মধু-মক্ষিকাদংশনবৎ হুল বেঁধার অনুভূতিযুক্ত লোহিতবর্ণ কলঙ্ক; অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য অথবা প্রদাহ ও ঋতুরোধ ঘটে; রজো-লোপ। কষ্টে অত্যল্প ও ক্লেদযুক্ত ঋতুস্রাব। ভগৌষ্ঠ বা লেবিয়ার শোথ। শ্বেত প্রদর রোগে প্রচুর, তীব্র ও সবুজাভ স্রাব।

হস্তের শোথ। হস্তাঙ্গুলি, বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগে নখের গোড়ায় অসাড়তার অনুভূতি। আঙ্গুলহাড়ায় জ্বালা, হুল বেধবৎবেদনা, দপদপানি এবং স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

সমস্ত পদ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃহত্তর বলিয়া অনুভূতি, পদ ও বৃদ্ধাঙ্গুলি স্ফীত ও কঠিন। জঙ্ঘা এবং পদ সাদাটে, পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত। লোহিতবর্ণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির জ্বালা; পদ শীতল। অঙ্গাদির লক্ষণে হস্ত ও পদের কম্প। অঙ্গাদি অসাড় ও শীতল।

ত্বকের অস্বাভাবিক শুভ্রতা এবং স্বচ্ছভাব। ত্বকে হুলবেঁধা ও চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি, এবং জ্বালা, চনচনি ও চুলকনা; সামান্য স্পর্শেই ত্বকের বেদনা। ত্বকে মধুমক্ষিকার বা অন্য কোন কীটের দংশনের ন্যায় আমবাতের রজনীতে অসহনীয় চুলকনা। সম্পূর্ণ গাত্রেই আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ। ত্বকের স্ফীতি এবং শুষ্ক বিসর্পবৎ রক্তিমা। শরীরে বেত্রাঘাতের ন্যায় রেখাকার স্ফীতি ও লম্বমান কলঙ্ক; ত্বকে গাঢ় লোহিতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

হুলবেধবৎ, জ্বালাযুক্ত এবং টাটানি বা ক্ষতের ন্যায় বেদনা।—শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেরই মধুমক্ষিকার দংশন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান

banglabooks.in

থাকা সম্ভব। আমাদিগের শরীরে মধুমক্ষিকা হুলবিদ্ধ করিলে দষ্ট স্থান স্ফীত হয় এবং বেদনা সহ জ্বালা করে, টাটায় ও মধ্যে মধ্যে তাহাতে হুলবেঁধার ন্যায় কষ্টপ্রদ অনুভূতি হইতে থাকে। জ্বালাময় বেদনা অন্যান্য কতিপয় ঔষধেও আছে। তন্মধ্যে আর্স, সাল্‌ফ এবং ফস্ প্রধান। আর্সের জ্বালা তাপ এবং এপিসের জ্বালা শৈত্য প্রয়োগে প্রশমিত হয়; ফস্‌ফরাসের জ্বালা স্নায়বিক ধ্বংসকার্য্যের পূর্ব্বগামী, ইহা অধিকাংশস্থলে পৃষ্ঠদেশে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। সাল্‌ফারের জ্বালা সোরাদোষ নিবন্ধনপুরাতন রোগের সর্ব্বব্যাপক লক্ষণ। ফলতঃ এপিসের জ্বালা, টাটানি প্রভৃতি বেদনার প্রকৃতির যতই বিশেষতা থাকুক, যে পর্য্যন্ত তাহা ইহার অনন্যসাধারণ "মধ্যে মধ্যে রুগ্ন স্থানে হুলবিদ্ধবৎ তীক্ষ্ণ তাবিশিষ্ট ও কষ্টপ্রদ অনুভূতিযুক্ত" না হয়সে পর্য্যন্ত কোন মতেই এপিস প্রদর্শিত হয় না। এজন্য এপিস নির্ব্বাচন পক্ষে হুলবেধবৎ বেদনার অনুভূতি অতি প্রধান প্রদর্শক; ইহা এপিসের অধিকাংশ রোগে বর্ত্তমান থাকিয়া অভ্রান্ত-রূপে এপিস নির্ব্বাচন করে। মস্তকবেষ্টবিল্লীর প্রদাহযুক্ত রোগে প্রগাঢ়রূপে অজ্ঞানাভিভূত শিশুরোগীর আবেশে আবেশে হৃদয়বিদারক কর্কশ চীৎকার বা "ক্রাই সেরিব্রেল" দ্বারা এই লক্ষণ প্রকটিত হয়।

স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।— এপিসের অনেক রোগে, বিশেষতঃ ইহার উদর, জরায়ু এবং অণ্ডাধারের রোগে, বিশেষরূপে এই লক্ষণের বর্ত্তমানতা ইহার অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ রোগাদিতে যন্ত্রোপরিস্থ শরীর প্রদেশে এবং অবস্থা বিশেষে সর্ব্বগাত্রেই স্পর্শমাত্র অসহনীয় বেদনানুভূতি জন্মিলে, বোধ হয় যেন শরীরস্থান ঘৃষ্ট বা আঘাতিত হইয়াছে। অনেক স্থলে

banglabooks.in

কেশ স্পর্শ করিলেও রোগী বেদনা বোধকরে। এস্থলে ইহা সিক্রেলা ও আর্শিকসহ তুলনীয়।

জলশোথের বর্ত্তমানতা।—কৌষিকবিষানাভ্যন্তরে রসসঞ্চয় বশতঃ শোথের উৎপত্তি এপিসেরা একটি ত্বরিৎ ও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। মধুমক্ষিকা দংশন মাত্রেই যে দষ্ট স্থান অবিলম্বে স্ফীত হয় ইহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। ডাং হিউজ উদ্ধৃত মধুমক্ষিকা দষ্ট রোগীর অচিরাৎ সর্ব্বগাত্র স্ফীত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি, ইহাই এপিসেরা শোথ লক্ষণ। এপিসেরা প্রদাহিক রোগমাত্রেই ইহার অতি ত্বরায় উপস্থিতি তাহার অতি নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক; কেননা অন্যান্য ঔষধের প্রদাহিক রোগে রুগ্ন শরীরস্থান বা যন্ত্র ন্যূনাধিক স্ফীত হইলেও তাহা ফাইব্রিণ প্রভৃতি প্রাদাহিক স্রাব নিবন্ধন হয়। এপিসেরা স্ফীতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কৌষিক বা সেলুলার উপাদান মধ্যে শোণিতের সিরাম বা রসভাগ প্রবেশ করায় এইরূপ স্ফীতি জন্মে। স্থান বিশেষে, যেমন গলদেশের প্রদাহে, বর্দ্ধিত ও শোথিত উপজিহ্বা, চক্ষুর প্রদাহে তাহার অধঃপুটের নিম্নত্বক এবং সাধারণ শোথ রোগে অণ্ডকোষবেষ্টত্বক জলপূর্ণ থলির ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ জলশোথের-বর্ত্তমানতা এপিসের তরুণ এবং পুরাতন বহুতর রোগের প্রধানতম প্রদর্শক বলিয়া গৃহীত।

চিকিৎসা।

হাইড্রকেফালাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—রসঝিল্লী বা সিরাস মেম্ব্রেণ এপিস কর্ত্তৃক সাক্ষাত ভাবে আক্রান্ত হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য রসঝিল্লীর প্রাদাহিক রোগের ন্যায় মস্তিষ্কবেষ্টরসঝিল্লীর সহজ ও সাধারণ প্রদাহে ইহার কার্য্য দৃষ্ট হয় না। ইহা

banglabooks.in

মস্তিষ্কের রসঝিল্লীর গুটিকোৎপত্তি রোগের বা টুবার্কুলার প্রদাহের অবস্থা বিশেষের এক মাত্র ঔষধ। শিশু মস্তক আবর্ত্তন করিয়া অবিরত উপাধানাভ্যন্তরে প্রবেশকরাইতে থাকে এবং শিরোলুণ্ঠন হয়। অচৈতন্য শিশু মধ্যে মধ্যে হৃদয় বিদারক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগ্রৎ এবং অচিরাৎ পুনঃ আজ্ঞানাভিভূত হয়। এই বিকট চীৎকার দ্বারা রসঝিল্লীপ্রদাহের পূর্ব্ব কথিত হুলবেঁধার ন্যায় বেদনার হঠাৎ আক্রমণ প্রকাশিত হয়। শিশুর শরীরের এক পার্শ্ব তড়কা বা কন্‌ভালসন দ্বারা আক্রান্ত হয় অন্য পার্শ্ব নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে। চক্ষুর বক্রদৃষ্টি, দ্রুত দুর্ব্বল নাড়ী এবং মূত্রের স্বল্পতা ইহার অন্যান্য লক্ষণ। ইহাতে অতি শীঘ্র মস্তকে জল সঞ্চিত হয় এবং রোগী প্রগাঢ় অচৈতন্যাবস্থায় যায়। এপিস অতি ধীরক্রিয়াশীল ঔষধ; কখন কখন ৩।৪ দিবস পরে অতি বিলম্বে মূত্র-স্রাবের বৃদ্ধি দ্বারা ইহার কার্য্য প্রকাশিত হয়। রোগের উপরিলিখিত অবস্থায় এপিসই এক মাত্র ঔষধ। এ জন্য যত্ন পূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগান্তর ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ঔষধের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাওয়া ব্যতীত চিকিৎসকের উপায়ান্তর নাই।

শিশুদিগের কলেরা এবং প্রভূত উদরাময়ে অনেক সময়ে হাইড্রোকেফালাস্ রোগ জন্মে এবং প্রায়শঃ তাহাতে ইহার অন্যান্য লক্ষণ সহ প্রসিদ্ধ কর্কশ চীৎকার উপস্থিত থাকিয়া এপিস প্রদর্শন করে। শিশুর পাতলা, জলবৎ ও হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয়। মলদ্বার সম্পূর্ণ শক্তিহীন থাকায় শরীর চালনা করিলেই মলত্যাগ হইয়া যায়। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ ইহার অস্থায়ী লক্ষণ। রোগের অবস্থা অতি শোচনীয় হইলে মূত্রস্রাব কমিয়া যায়।

মিনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ।—শিশুদিগের মস্তিষ্ক-বেষ্ট ঝিল্লীতে গুটিকোৎপত্তি নিবন্ধন প্রদাহ বা টুবার্কুলার মিনিঞ্জাইটিস

banglabooks.in

এবং তরুণ মস্তিষ্কশোথ রোগেই **এপিস** দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ত্বগুদ্ভেদ বাহির না হইলে অথবা বসিয়া যাইলে শিশুর ঘোর অচৈতন্যাবস্থায় মস্তিষ্কে **ছুরিকাঘাত** অথবা তীক্ষ্ণ **হুলবেধবৎ** বেদনা হওয়ায় শিশু মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠে এবং পুনঃ পুনঃ মস্তকাভিমুখে হস্ত লইয়া যায়। মুখমণ্ডলের শোথিত ভাব এরোগের অন্যতম প্রকৃষ্ট লক্ষণ। রোগের প্রারম্ভাবস্থায় মধুমক্ষিকাবিষ লক্ষণের প্রসিদ্ধ স্নায়বিক চঞ্চলতা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা জন্মে এবং তাহাই ভাবী সাংঘাতিক রোগের প্রতি প্রথমে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বেলাডনা এবং **এপিস**—প্রথমের রোগীর প্রবলতর লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় প্রবল জ্বরতাপ, শোণিত সঞ্চলনের প্রবলতাবশতঃ মুখের এবং চক্ষুর উজ্জ্বল লোহিত আভা এবং কেরটিডের দপদপানি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়; মস্তিষ্কের প্রবল রক্তাধিক্য আবিল্যগ্রস্ত রোগী ভীতি-নিবন্ধন চীৎকার, ক্রন্দন এবং মধ্যে মধ্যে স্নায়বিক অসহিষ্ণুতা-প্রযুক্ত চমকিয়া উঠা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ের লক্ষণ দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক। তহাতে স্নায়বিক চাঞ্চল্য অধিকতর থাকে। রোগী মস্তকে ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা নিবন্ধন মধ্যে মধ্যে কর্কশ চীৎকার করিয়া উঠে। মস্তিষ্কে রসস্রাব প্রাধান্য ঘটিলে **বেল্** কার্য্যকরী হয় না।

হেলিবরাস্—স্নায়বিক উত্তেজনা ও চঞ্চলতা বিদূরিত হওয়ায় ও প্রতিক্রিয়ার অভাব বশতঃ রোগী অবসন্নাবস্থায় নীত হইলে **হেলিবরস এপিসের** স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহা এস্থলে প্রতিক্রিয়া পুনরানয়ন দ্বারা অন্য ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে। কুঞ্চিত ললাটত্বক, বিস্তৃত কনীণিকা, প্রলম্বিতপ্রায় নিম্ন চুয়াল এবং প্রগাঢ় অচৈতন্য ইহার লক্ষণ। রোগীর ললাট শীতল ঘর্ম্মসিক্ত থাকে এবং তাহার কোন এক হস্ত ও পদ অনৈচ্ছিকরূপে চালিত হয়।

banglabooks.in

গ্লনইন—ইহাতেও রোগী এপিসের ন্যায় চীৎকার করে। রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন মস্তক অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য অপেক্ষা অধিকতর, এবং রোগী অত্যন্ত বমন করে।

জিঙ্কাম—রক্তহীন রোগীর উদ্ভেদ বাহির অথবা পুষ্ট না হওয়ায় ইহার রোগ জন্মে। পদের চঞ্চল গতি থাকে। রোগী অতন্ত্য দুর্ব্বল। অচৈতন্য রোগীর নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে।

সিকুটা—রোগের উত্তেজনার অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, হস্তাঙ্গুলির আনর্ত্তন ও অজ্ঞানতা নিবারণ জন্য ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা মস্তকে রসস্রাব নিবারণে সমর্থ।

গুল্মবায়ু বা হিষ্টিরিয়া।—যুবতীদিগের ঋতুরোধ বশতঃ গুল্মবায়ুরোগে এপিস কার্য্যকারী। ইহার রোগী অত্যন্ত বাত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, উত্তেজনাপ্রবণ, চঞ্চল এবং চপল। অসতর্কতা বশতঃ হস্তের বস্তু স্খলিত হয়। অনুপযুক্ত স্থলে রোগিনী হাস্য করে। কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত থাকায় ইহারা বড়ই ঈর্ষান্বিত।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জান্তবিষঘটিত পক্ষাঘাত অতি বিরল ঘটনা নহে। তজ্জন্যই ডিফ্‌থিরিয়া ও টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি স্নায়বিক শক্তিক্ষয়মূলক এবং মস্তিষ্কবেষ্টপ্রদাহ নিবন্ধন ক্ষরিত রসের চাপ বশতঃ পক্ষাঘাত রোগে এপিসের প্রয়োগ সুফলপ্রদ। এই সকল রোগের পূর্ব্বে হাম প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদিক জ্বর হইলে অথবা উদ্ভেদ বসিয়া যাইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকারের আশা করা যায়। এ স্থলে সাল্‌ফারও সাহায্যকারী।

চক্ষুরোগ—কঞ্জাংটিভাইটিস্ বা যোজকঝিল্লীপ্রদাহ; কর্ণিয়াল ওপেসিটি বা স্বচ্ছাবরকের অস্বচ্ছতা; এক্সেন-

banglabooks.in

পাইয়া বা দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ; ষ্ট্যাফিলমা বা কর্ণিয়াদি চক্ষু উপাদানের বহির্নিঃসরণ।—গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে **এপিস** উপকারী ঔষধ। **ব্লাসের** ন্যায় ইহাতেও কনীণিকার চতুপার্শ্বে ও চক্ষুপুটে আবরক ঝিল্লীর রক্তপূর্ণতা বশতঃ অত্যন্ত স্ফীতি বা কিমসিস্ জন্মে। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা, বেগে জলস্রাব এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ প্রকৃতি প্রভৃতি সকলই **ব্লাসের** সাদৃশ্য প্রকাশ করে। প্রভেদ এই যে **ব্লাসের** ন্যায় **এপিসে** পুযোৎপত্তি হয় না, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা থাকে এবং ইহার রোগযন্ত্রণার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং চক্ষুপুটে শীতল জল প্রয়োগে হ্রাস হয়। ইহার চক্ষুপুটের বিসর্পবৎ প্রদাহ-যুক্ত স্থান দেখিতে নীললোহিত ও জলপূর্ণ স্বচ্ছস্ফীতিবৎ। **ব্লাসের** আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা ও চুলকনার রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীর পরে বৃদ্ধি ও তাপ প্রয়োগে হ্রাস। ইহার বিসর্পবৎ প্রদাহ দেখিতে কালচে লোহিত, এবং গণ্ডে রসবিধিকা জন্মে। বিসর্পাক্রান্ত স্থানের অধিকতর জ্বালা ও চুলকনা। ক্ষরিত চক্ষু জলের উষ্ণতা, বেদনার তীক্ষ্ণতা এবং শোথ প্রভৃতিতে **এপিস আর্সের** তুল্য। প্রভেদ এই যে **আর্সের** চক্ষুজল অধিকতর তীব্র। শোথিত চক্ষুপত্র নীল লোহিতের পরিবর্ত্তে পাণ্ডুর এবং চক্ষুপত্রের কিনারা অধিকতর লাল। ১২টা রজনীর পর রাত্রি ২ হইতে ৩টা রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি ও সাধারণতঃ তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। গণ্ডমালা রোগে রোগী বাহিরের শীতল বাতাসে চক্ষু চাহিতে পারে কিন্তু গৃহমধ্যের অন্ধকারেও তাহাতে সক্ষম হয় না। **আর্সের** রোগী **এপিস** রোগী অপেক্ষা অধিকতর অস্থির।

এপিস রোগের চক্ষুপত্র শোথিত, স্ফীত ও লোহিতবর্ণ। চক্ষুপুটের কিনারা জ্বালাযুক্ত এবং চক্ষু জুড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে চক্ষুভেদকারী তীব্র বেধের ন্যায় বেদনা হইলে শীতল জল প্রয়োগে

banglabooks.in

উপশম। প্রথম রাত্রে ইহার যন্ত্রণা অধিকতর থাকে। **ক্যালি বাই** ইহার পরে সুফলপ্রদ।

পাঠকালে চক্ষুর চনচনিসহ জ্বালা, জলস্রাব এবং চক্ষুপত্রের চুলকনা, জ্বালা এবং হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসহ চক্ষুদৌর্ব্বল্যে ডাং ক্যারিংটন **এপিস** দ্বারা উপকার পাইয়াছেন। ষ্ট্যাফিলমা ও চক্ষুর অস্বচ্ছতাও ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

ইডিমাগ্লটীডিস বা স্বরযন্ত্র-দ্বারশোথ।—গলদেশের প্রদাহিক রোগে, বিশেষতঃ ডিফ্‌থিরিয়া রোগে কখন কখন আক্রান্ত গলদেশের সংসৃষ্টতা বশতঃ স্বরযন্ত্র দ্বার স্ফীত, লোহিতবর্ণ এবং শোথযুক্ত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের ভয়াবহ কষ্ট উপস্থিত হয়। উপরিউক্ত শোথ এস্থলে শ্বাস কৃচ্ছ্রের বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ হওয়ায় **এপিসেরা** প্রদর্শক হইয়া থাকে। **ব্রমিন** ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত।

স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ল্যারিঞ্জাইটীস্।—উপরিউক্ত প্রদাহ অধোগামী হইয়া স্বরযন্ত্রকোটর আক্রমণ করিলে ও শোথ তাহাতে প্রধান উপসর্গরূপ বর্ত্তমান থাকিলে যদি পূর্ব্বোক্তরূপ শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাতেও **এপিস্** এবং **ব্রমিন** আমাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় বলিয়া গণ্য। সম্পূর্ণ স্বরযন্ত্র আক্রান্ত হইলে পুনঃ পুনঃ তাহার আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অধিকতর কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু জলশোথ বর্ত্তমান থাকিলে ঔষধের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় না। শোথ না থাকিলে **স্যাম্বুকাস্** প্রয়োগোপযোগী ঔষধ।

বিসর্প এবং গলদেশের প্রদাহ ও সাধারণ শোথ রোগ সংশ্রবে এবং উদ্ভব বলিয়া যাওয়ায় স্বরযন্ত্রপ্রদাহ ও শোথ জন্মিলে **এপিসেরা** বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সাধারণ শোথ রোগে বিশেষ ফলপ্রদ নহে।

banglabooks.in

হাঁপানিরোগ বা এজমা।—**এপিসেরা** হাঁপানিরোগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে "রোগী বুঝিতে পারে না যে সে কি প্রকারে পুনর্ব্বার শ্বাসগ্রহণে সক্ষম হইবে"। বক্ষশোথ বা হাইড্রথোরাক্স, হৃদ্বেষ্টশোথ বা হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম এবং ফুসফুসে জলসঞ্চয় বা ইডিমা পাল্মনাম ইহার যে কোন রোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হউক না কেন উপরি উক্ত 'আর শ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না' এইরূপ সন্দেহসূচক ভাব প্রকাশ করা **এপিস** রোগের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্রমিনরোগী অতি গভীর শ্বাস গ্রহণ করায় বোধ হয় যেন ফুসফুস মধ্যে প্রচুর বায়ুর অভাব বশতঃ সে তদ্রূপ করিতেছে; **গ্রিণ্ডেলিয়া রোবাষ্টা**রোগী নিদ্রাগত হইলে শ্বাস প্রশ্বাসের রোধ হওয়ায় হঠাৎ চমকের সহিত জাগ্রৎ হয়; হিউমিড বা আর্দ্র অথবা শ্লেষ্মাপ্রধান এবং তরুণ সর্দ্দিজ হাপানি রোগেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়; পুরাতন, পৌনপুনিক হাঁপানিরোগের দুই প্রহর রজনীর পর আক্রমণ হইলে, রোগী অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত ও অস্থিরতা বশতঃ শয়নে অক্ষম হইলে এবং অতিশয় দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীর বক্ষে জ্বালা থাকিলে ইহা উপকারী; কোন কোন বিষয়ে **ইপিকা** রোগসহ ইহার সদৃশ্য দেখা যায় এবং ইহা তাহার পরে প্রয়োজ্য। ডাং বেয়ার এবং ডাং জসেট **আর্সেনিকে**কে এ রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ বলিয়াছেন।

প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—এই রোগে ফুসফুস-বেষ্টগহ্বরে জল সঞ্চয় হইলে বা হাইড্রথোরাক্স্রোগ জন্মিলে যখন জ্বরের হ্রাস হইয়া যায় তখন **এপিস** প্রয়োগে জল শোষিত ও দূরীভূত হওয়ায় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সাল্‌ফার—ইহা সর্ব্বপ্রকার রসস্রাবের পক্ষেই উপকারী;

banglabooks.in

ইহার রোগে সূচিবেধবৎ বেদনা বাম ফুসফুস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায় ও চিত ভাবে শয়নে এবং গাত্র চালনায় তাহার বৃদ্ধি হয়। **এক্ক-নাইট ও ব্রাম্মনিয়ার** পর ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ। রসশোষণের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিপার সালফার—প্লুরিসিরোগে ব্রঙ্কাইটিস্ উপসর্গ থাকিলে এবং পূয় সংস্কার হইলে **হিপার** দ্বারা মহদুপকার হয়। **হিপারের** নিজস্ব প্রদর্শক (আটাযুক্ত তন্তুজানরসস্রাব) বর্ত্তমান থাকিলে বা প্ল্যাষ্টিক প্লুরিসি রোগে ইহা প্রায় নিশ্চিত ফলদায়ক ঔষধরূপে কার্য্য করে। বক্ষবেষ্টগহ্বরে পূযসঞ্চয় নিবন্ধন ক্ষয়কাসের উপক্রম হইলেও ইহা দ্বারা মহদুপকার হয়।

হৃদ্রোগ—হৃদ্বেষ্টপ্রদাহ এবং **হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম্।**—"রোগী বুঝিতে পারে না কি করিয়া আর শ্বাস টানিতে সক্ষম হইবে," এইরূপ অনুভূতিসূচক শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং ছুরিকাঘাত ও ছলবেধবৎ বেদনাদিরূপ প্রদর্শক লক্ষণযুক্ত হৃদ্বেষ্টের প্রদাহ ও জল শোথরোগে **এপিস** মহৌষধ বলিয়া বিবেচিত; হৃৎকম্প, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং শয়নে ভয়াবহ শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণের বর্ত্তমানতায় ইহা **আর্স** সহ অতুলনীয়। হৃৎপিণ্ড প্রদাহ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগে ইহা যে সকল ঔষধসহ তুলনীয় নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে :—

আর্সেনিক—অস্থিরতা, অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রে উভয় ঔষধ প্রায় সমক্রীয়। কিন্তু **এপিসের** চঞ্চলতা (Fidgetiness), শিথিলতাহীন ফেকাসে শোথযুক্ত অঙ্গ উভয় ঔষধে দৃষ্ট হইলেও অনেক স্থলে **এপিসে** ত্বকের রক্তিমা, চুলকনা অথবা বিসর্পবৎ অবস্থা এবং রোগীর তৃষ্ণাহীনতা বর্ত্তমান থাকিয়া **আর্স** হইতে প্রভেদিত করে।

এপসাইনাম কেনা—ইহার নাড়ীর ক্ষুদ্রতা ও

banglabooks.in

দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া নিবন্ধন তাহার কখন দুর্ব্বল ও কখন সবল ভাব যথেষ্ট প্রভেদক।

এস্পারেগাস—বৃদ্ধদিগের নাড়ীস্পন্দন দুর্ব্বল এবং স্কন্ধের বহিঃপার্শ্বে বেদনা থাকিলে উপযোগী।

কাসি বা কফ।—অনেক সময়েই কাসির নিবারণে **এপিস** প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ষ্টার্ণাম অস্থির উর্দ্ধ কোটরস্থানের উত্তেজনায় এবং স্বরযন্ত্রের সামান্য চাপেই কাসির উদ্রেক হয়। শ্বাসনালীর উর্দ্ধভাগের সর্দ্দিপ্রযুক্ত ঘণ্টাধ্বনিবৎ কাসি। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে কাসি হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, কিছুই উঠিতে চাহে না, কিন্তু ছিঁড়িয়া কিছু মাত্র উঠিলেই কাসির নিবৃত্তি হয়, রোগী গয়ার গিলিয়া ফেলে। অধিকাংশ সময়ে বক্ষশোথ নিবন্ধন ইহার কাসি হইয়া থাকে।

নাক্সস্ ভমিকা—শ্বাসনলীতে কর্কশ, চাঁছা ভাবের অনুভূতি, এবং শ্বাসনালীর উর্দ্ধাংশে শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকায় কাসি হয়।

ক্যামমিলা—কাসিসহ মানসিক উত্তেজনা থাকে।

আর্সেনিক—সুপ্রাষ্টার্ণাল ফসাতে অত্যন্ত জ্বালাযুক্ত শুড়শুড়ি উৎপন্ন করিয়া জলশোথ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতিতে ইহা কাসি উপস্থিত করে। এই স্থলেই ইহা **এপিস** সহ তুলনীয়।

মুখক্ষত, "জাড়ী ঘা" বা এপ্থাস সোর মাউথ।—জিহ্বা এবং মুখ প্রদাহযুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ ও জিহ্বা স্ফীত, চকচকে ও শুষ্ক থাকে এবং কাটে; তাহার পার্শ্বে একৈক ভাবে অথবা দলবদ্ধরূপে রসবিধিকা জন্মে। মুখ, বিশেষতঃ জিহ্বাপার্শ্ব ঝল্সান বোধ হয় এবং তাহা প্রসিদ্ধ হুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত থাকে।

টন্সিলাইটিস্ বা টন্সিলগ্রন্থি প্রদাহ।—টন্সিলের সাধারণ প্রদাহে **এপিসের** প্রসিদ্ধ শোথ ও হুলবেধানুকৃতি বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অমোঘ ঔষধরূপে কার্য্য করে। গ্রন্থির

banglabooks.in

অভ্যন্তরীণ উপাদান আক্রান্ত হইলে (Paranchymatous) ইহা কার্য্যকরী হয় না। গলদেশের বহির্ভ্যন্তর উভয়ই স্ফীত হয়। **বেলাডনা** গ্রন্থির অভ্যন্তরীণ উপাদানও আক্রমণ করিয়া থাকে এবং রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হয়। স্ফীত গ্রন্থির উপরিভাগে বহুতর ফলিকিউলার বা নলীগ্রন্থি মুখ হইতে রসস্রাব হইতে থাকে।

ল্যাকেসিস্—আক্রান্ত স্থান কালচে ও উগ্রদৃশ্যযুক্ত। তাহাতে অত্যধিক স্ফীতি ও স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। দূষিত, পাতলা ও দুর্গন্ধ পূয় নির্গত হয়।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক সঞ্চিল্লীক গলক্ষত।—**এপিস**রোগে জ্বরের বিশেষ প্রবলতা থাকে না। কিন্তু গলাভ্যন্তরীণ টনসিল, উপজিহ্বা, স্বরযন্ত্রদ্বার এবং নিকটস্থ যাবতীয় স্থানে **শোথ, হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা** এবং জিহ্বায় টাটানির বর্ত্তমানতা ও ফোস্কা অতি পরিস্ফুট প্রদর্শক লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া এই দূষিত ও সাংঘাতিক রোগে **এপিসের** প্রযোগিতার পরিচয় দেয়। স্বরমন্ত্রদ্বারের শোথযুক্ত স্ফীতি বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং গলাভ্যন্তরে পূর্ণ বোধ নিবন্ধন মিথ্যা গলাধঃকরণ চেষ্টা হয় এবং বেদনার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করে। গলার বহির্দেশে বিসর্পবৎ প্রদাহ ও স্ফীতি জন্মে এবং প্রশ্বাস বায়ু অবস্থানুসারে কখন দুর্গন্ধ হয়, কখন বা হয় না। উভয় টন্‌সিলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ টন্‌সিলে ধূসরবর্ণ, সমল ও চিমলা ঝিল্লী জন্মে, উপজিহ্বা দেখিতে প্রলম্বিত ও জলপূর্ণ থলির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অস্থির থাকে, নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়। মূত্রস্রাবের অভাব (suppression) **এপিসের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

ডিফথিরিয়ারোগে **ল্যাক্স ক্যেনিস্‌বাস** কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে; **এপিসের** ন্যায় ইহাতেও গলার বহির্ভ্যন্তর উভয়ই

banglabooks.in

ক্ষীত হয়, কিন্তু ইহার শরীরচালনা **এপিসের** ন্যায় সাধারণ স্নায়বিক চঞ্চলতা (Fibgetiness) জ্ঞাপক নহে, **আর্স ও রাসের** ন্যায় যন্ত্রণা প্রসূত। মূত্রের স্বল্পতা বা রোধ **এপিস্, ল্যাক কেনি** এবং **ক্যাম্ফোরিসে** দেখিতে পাওয়া যায়।

কিড্‌নি বা বৃক্ক রোগ—এল্বুমিনুরিয়া, লালামেহ বা ব্রাইটস্‌ডিজিজ্।—লালামেহ রোগের পুরাতন অবস্থায় **এপিসের** বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই। ইহা তরুণ রোগের অবস্থানুসারে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। যে কোন প্রকার লালামেহরোগে, বিশেষতঃ আরক্ত জরাস্তিক রোগে কিড্‌নির মৃদু বেদনা, মূত্রের স্বল্পতা এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা উপযোগী। মূত্রে প্রভূত পরিমাণ এল্বুমেন এবং শোণিতকণিকা থাকে। অতি শীঘ্র জলশোথ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং মূত্রাঘাত ও কখন কখন ত্বকে আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ জন্মে। জলশোথ সর্ব্ব শরীরে হইলেও মুখে, ঊর্দ্ধাধ অঙ্গে, উদরীরূপে উদরে, ইডিমাপাল্মনাম রূপে ফুস্‌ফুসে এ জলপূর্ণ থলির ন্যায় নিম্ন চক্ষুপুটের অধোদেশে ও অণ্ড-কোষবেষ্টে যে শোথ জন্মে, তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্বক-শোথে সাধারণতঃ গাত্রবর্ণ সাদাটে, গৌরবর্ণ গাত্র ধবল-প্রায় বোধ হয়। মস্তক, পৃষ্ঠ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা থাকে। রোগী নিদ্রালু ও অবসাদগ্রস্ত এবং শরীর ঘৃষ্টবৎ বেদনাযুক্ত। ডাং ডিউই টিংচারের পরিবর্ত্তে ট্রিটুরেসনের ব্যবহার করিতে বলেন। কার্লে টিনা বা আরক্ত জরাস্তিক এল্বুমিনুরিয়ারোগে ডাং কাফ্‌কা **হিপার** প্রয়োগের উপদেশ দেন **এপিস** রোগে, বিশেষতঃ ইডিমা পাল্মোনাম থাকিলে, শ্বাসকষ্ট জন্য রোগী "বুঝিতে পারে না সে কি করিয়া পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইবে" এইরূপ বলিতে থাকে এবং ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

banglabooks.in

মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাল্পতা এবং মূত্রাঘাত বা সাপ্রেসন অব্ য়ুরিণ।—**এপিস** দ্বারা মূত্রস্রাবের অতি গভীর পরিবর্ত্তন ও বিকার সাধিত হয়। মূত্রাল্পতা, অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব, নিদ্রালুতা, শরীরের স্থানে স্থানে জলশোথ, তৃষ্ণাহীনতা এবং শয়ন করিলে শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রভৃতি **এপিসের** প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ইহাতে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত এল্বুমেন বা শ্বেত লালাপূর্ণ এবং মূত্রনলীর "ছাঁচ" বা "কাষ্ট" যুক্ত থাকায় সহজেই অনুমিত হইবে যে ইহা প্রায় সর্ব্ব প্রকার এল্বুমিনুরিয়া রোগের পক্ষেই উপযোগী হইতে পারে। শিশুদিগের মূত্র-কৃচ্ছ্র নিবারণে অনেক সময়েই ইহা আমাদিগের সাহায্যকারী। ইহাতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছায় সামান্য কতিপয় কোটা করিয়া মূত্রত্যাগ হয়। অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মূত্রস্থালীগ্রীবার উত্তেজনা এবং অনৈচ্ছিক মূত্র ক্ষরণ প্রধান। **ক্যান্থারিসের** অপব্যবহার প্রযুক্ত মূত্ররোধ এবং মূত্রস্থলীর প্রদাহ এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। **এপসাই ও আর্সের** অত্যন্ত পিপাসা **এপিস** হইতে তাহাদিগকে প্রভেদিত করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—**এপিসের** ক্রিয়ায় বহুতর স্ত্রীজননেন্দ্রিয় লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয়সহ ইহার যে বিশেষ ক্রিয়াগত সম্বন্ধ আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। স্ত্রীজননে-ন্দ্রিয়সহ ইহার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের রোগ চিকিৎসায় অতি নিম্নক্রমের ঔষধ সহজেই জরায়ুর সঙ্কোচন উৎপন্ন করে। অতএব স্ত্রীলোকদিগের উপরিউক্ত অবস্থায় অতি সাবধানতার সহিত ইহার উচ্চ ক্রমের প্রয়োগই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। তৃতীয় মাসে কি তৎপূর্ব্বেও ইহা গর্ভপাত সংঘটিত করিয়াছে।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—ঋতুস্রাবের অভাব ঘটায় মস্তকে শোণিতাধিক্য জন্মিলে **এপিস** ঋতুস্রাব পুনরানয়নে

banglabooks.in

সক্ষম। নিম্নাভিমুখে জরায়ুর ঠেল মারা উপস্থিত হয়, কিন্তু ঋতুস্রাব হয় না। ন্যূনাধিক গুরুবায়ুলক্ষণযুক্ত যুবতীদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল রোগী বাত্যাচ্ছন্ন থাকে এবং ইহাদিগের অসামঞ্জস্যীভূত পেশীক্রিয়া বশতঃ অসাবধানতা নিবন্ধন বস্তু হস্তস্খলিত হয়। মুখমণ্ডল শোণিত-চ্ছটাযুক্ত থাকে।

অণ্ডাধার রোগ বা ডিজিজেস্ অব্ দি ওভারি—অণ্ডাধার প্রদাহ বা ওভারাইটিস্, অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ বা টিউমার।—**এপিসেরা** ঔষধ গুণ পরীক্ষায় বহুতর অণ্ডাধার লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং কার্য্যক্ষেত্রেও রোগচিকিৎসায় ইহা যথোপযুক্ত খ্যাতি-লাভ করিয়াছে। **ল্যাকেসিসেরা** রোগ যেরূপ বাম অণ্ডাধারে হয়, **এপিসেরা** রোগ তদ্রূপ প্রায়শঃই দক্ষিণ অণ্ডাধারে সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা অণ্ডাধারে অতি প্রবল রক্তাধিক্য এবং প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহাতে দক্ষিণ কুচকী প্রদেশের তীক্ষ্ণ টাটানি, হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি, জ্বালা ও কিঞ্চিৎ স্ফীতি জন্মে। অণ্ডাধারের কোষ-গর্ভ অর্ব্বুদ বা সিষ্ঠিক টিউমাররোগের, বিশেষতঃ তাহার প্রথম বা প্রারম্ভাবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহারে অনেক রোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। জ্বালাযুক্ত বেদনা, হুলের ন্যায় বেঁধা, দক্ষিণ উরু বাহিয়া অসাড়তা, বক্ষের এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা এবং অণ্ডাধারের সহানুভূতি প্রযুক্ত কাসি প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ।

আকুনিয়াস কল—ডাং হিউজ অণ্ডাধারের স্নায়ুশূল রোগে ইহার প্রশংসা করেন। অন্ত্রবেষ্ট আক্রান্ত হইলে ইহা ফলপ্রদ।

বভিষ্টা—ইহাও অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ আরোগ্য করিয়াছে।

আঙ্গুলহাঁড়া বা প্যানারিটাম।—অঙ্গুলী অতি দ্রুত

banglabooks.in

গতিতে স্ফীত ও তাহার উপরিভাগ উজ্জ্বল লোহিত ও টান টান হয়। জ্বালাযুক্ত হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা **এপিসেরস** প্রদর্শক।

রসবাত রোগ বা **রিউম্যাটিজম্**।—পেশী ও সন্ধি উভয়ের রসবাত রোগে অবস্থানুসারে **এপিস** ফলপ্রদ হইলেও সন্ধির প্রদাহ-যুক্ত তরুণ রসবাতরোগেই ইহা সাধারণতঃ প্রদর্শিত। আক্রান্ত শরীরাংশ অনমনীয় এবং সামান্য চাপেই অত্যন্ত টাটানিযুক্ত। অনেক সময় তাহাতে অসাড়তা জন্মে। সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত, এবং তাহাতে যেন টানিয়া বিস্তৃত করার ন্যায় অনুভূতি; কখন বা তাহা স্ফীত ও ফেকাসে লাল থাকে। **এপিসেরস** প্রসিদ্ধ জ্বালাযুক্ত হুলবেধবৎ বেদনা ঔষধ নির্ব্বাচনের পক্ষে সাহায্য কারী।

সাইনভাইটিস্।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রোগেই **এপিস্** দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে এবং জানুসন্ধির রোগে ইহার লক্ষণ নিচয় অতি পরিস্ফুটরূপে দেখা দেয়। আক্রান্ত সন্ধি ফেকাসে লোহিত বর্ণ ও টানটান থাকে। তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতবৎ এবং হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা সামান্য অঙ্গ চালনায় বর্দ্ধিত ও শৈত্য প্রয়োগে উপশমিত।

আয়ডিন—গণ্ডমালাদূষিত শিশুদিগের জানুসন্ধির শোথে ইহা **এপিসেরস** পরে বিশেষ ফলদায়ক ঔষধ।

কেলি আয়ডেটাম্—সন্ধির স্পঞ্জবৎ স্ফীতি এবং সন্ধির অভ্যন্তরে তাপের অনুভূতি এবং চর্ব্বণ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা রজনীতে বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগী অস্থির থাকিলে ইহা উপকারী।

ব্রায়নিয়া—ইহার রোগসহ **এপিস** রোগের অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উভয়েরই সন্ধির স্ফীতি ফেকাসে লোহিত ও টান টান; সূচী বা ছুরিত হুলবেঁধার ন্যায় বেদনা উভয়েই বর্ত্তমান থাকে ও সামান্য অঙ্গচালনায় বৃদ্ধি পায়। প্রভেদ এই যে **এপিসেরস**

banglabooks.in

বেদনা শৈত্য এবং **ব্রায়ওনি** তাহা তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়। **ব্রায়নিয়া** স্বয়ম্ভূত বা আঘাতনিবন্ধন উভয় প্রকার রোগেই উপকারী। অবস্থানুসারে **একন** বা **বেলেনা** পরে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ড্রপসি বা জলশোথ।—আরক্ত জ্বরের পরিণাম এবং তরুণ জ্বরের জলশোথ তৃষ্ণাহীন হইলে **এপিস** তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ড্রপ্‌সি রোগের তৃষ্ণাহীনতা **এপিসের** বিশেষ প্রদর্শক। **থলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্ব্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও** ইহার অত্যুৎকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া খ্যাত। গাত্র সাদাটে ও কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ ভাবযুক্ত এবং মূত্র অতিশয় স্বল্প থাকে। **এপিস** প্রয়োগে মূত্রস্রাবের বৃদ্ধি হওয়ায় রোগের উপশম হয়। ইহার রোগে গাত্রে আমবাত জন্মিতে পারে। হৃদ্রোগনিবন্ধন জলশোথে পদের শোথ জন্মে; বক্ষশোথ রোগে (Hydrothorax) শ্বাসকৃচ্ছ্র ও নিকট মৃত্যুর অনুভূতি হয়, কিন্তু তাহা **আর্স** এবং **একন** ন্যায় থাকে না। **চক্ষু অধদেশে জলপূর্ণ থলির ন্যায় স্ফীতি এবং সর্ব্বশরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনাও** ইহার প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা যায়। রসক্রিয়ীতে **এপিসের** প্রভূত ক্রিয়া থাকায় উদরী, বক্ষশোথ, মস্তিষ্কোদক প্রভৃতির জলশোষণের সাহায্য দ্বারা ইহা মহদুপকার সাধন করে। এই সকল রোগে **এপিসের** ট্রিটুরেশণ প্রয়োগই বিধেয়।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—জ্বরচিকিৎসায় **এপিস** কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং ইহার জ্বরে কতিপয় পরিস্ফুট লক্ষণ থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচনও অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কুইনাইনের অপব্যবহার দ্বারা বিকৃতিপ্রাপ্ত, যকৃৎ, প্লীহা, এবং শোথাদি উপসর্গ সংযুক্ত অপেক্ষাকৃত কঠিন ও পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে **এপিস** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ।

banglabooks.in

অপরাহ্ণ ৩টার সময় জ্বরাক্রমণ, শীতকম্পকালে তৃষ্ণা, তাপকালে কদাচিৎ তৃষ্ণার বিদ্যমানতা এবং **ঘর্ম্মের সময় তৃষ্ণার সম্পূর্ণ অভাব** ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ।

ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ মধ্যে উষ্ণ গৃহে এবং তাপ প্রয়োগে শীতের বৃদ্ধি, শীতসহ হস্ত পদের তাপ (**বেলেন্স** বিপরীত), শীত এবং তাপকালে বক্ষ মধ্যে জ্বালা ও অস্বস্তি, শ্বাসরোধের অনুভূতি এবং ঘর্ম্মাবস্থায় আমবাতের উদ্রেক প্রধান।

এপিসের বিজ্বরাবস্থার কষ্টপ্রদ লক্ষণাদিও রোগের গভীরতার পরিচয় প্রদান করে। পদ শোথযুক্ত ও ত্বক্ পাণ্ডুর হয়। মূত্র অত্যল্প হয় এবং আমবাত বর্ত্তমান থাকে। রোগী উভয় পার্শ্বের পর্শুকাস্থির পশ্চাতের বেদনায় কষ্টানুভব করে।

ডাং কেরল ডানহাম—"ঘর্ম্মের অভাব **এপিস** জ্বরের প্রদর্শক।"

ডাং হেরিং—"মধুমক্ষিকা যে সময় অসাধারণ বল প্রয়োগে দংশন করে তখন **এপিস** জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়"।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতজ্বরবিকার।—টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরাদিতে **এপিস্** প্রধানতঃ তাহার মানসিক লক্ষণ দ্বারা প্রয়োগিতা প্রকাশ করে। ইহার মৃদু প্রকৃতির প্রলাপে অজ্ঞানাভিভূত রোগী বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট কথা বলিতে থাকে। মুখমণ্ডল কখন লোহিত বর্ণ ও শোণিতের আভাযুক্ত। ফেকাসে গৌরবর্ণ রোগীর মুখমণ্ডল অনেক সময়ে মোমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, এবং কখন বা আনন্দের ভাবযুক্ত। শরীরের কোন স্থানে জ্বালাযুক্ত তাপ এবং স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক শীতলতা; ত্বক প্রায়শঃ শুষ্ক থাকে, ঘর্ম্ম হইলেও অস্থায়ী দেখা যায়। রোগীর অত্যন্ত বলক্ষয় হওয়ায় উপাধানে মস্তক রক্ষায় অসমর্থ হয়, মস্তক উপাধানচ্যুত হওয়ায় রোগী শয্যায় পদপ্রান্তে নামিয়া যায়। জিহ্বা শুষ্ক ও লাল থাকে এবং কখন কখন তদুপরি সাদাটে বা কালুচে লেপ দৃষ্ট হয়,

banglabooks.in

তাহার পার্শ্বে রসবিদ্বিকা জন্মে ; বাহির করিতে জিহ্বা কম্পিত হওয়ায় ল্যাকেসিসের ন্যায় দন্তে আটকাইয়া যায়। এপিসরোগী মিউরিয়েটিক এসিডের রোগীর ন্যায়ই দুর্ব্বল। কিন্তু শেষোক্তের অম্ল রোগপ্রবণ দূষিত ধাতু প্রভেদকস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে।

আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেট্ ফিবার।—প্রবল জ্বর, স্নায়বিক অসোয়াস্তিবশতঃ চঞ্চলতা, মুখ এবং গলদেশের লোহিতাভা, ফোস্কাযুক্ত জিহ্বা, ত্বরিত দুর্ব্বলতার আক্রমণ, মূর্চ্ছাল্পতা, তন্দ্রা এবং আরক্ত জ্বরের উদ্ভেদসহ ঘামাচির বর্ত্তমানতা এপিসরোগের সাধারণ লক্ষণ। ত্বকে, ও গলাভ্যন্তরে প্রায়শঃ শোথ উৎপন্ন হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি জন্মে। আরক্ত জ্বরের পরিণামে এব্‌মিমুরিয়া বা লালামেহ জন্মিলে ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বেলাডনা—উদ্ভেদের মসৃণতা, উজ্জ্বল লোহিতাভা এবং ঘামাচির অভাব ইহার বিশেষতা। শরীর তপ্ত এবং মুখমণ্ডল আরক্ত, অথবা রোগী বিশেষে তাহা পাণ্ডুর থাকে, কিন্তু এপিসের ন্যায় পাণ্ডুর এবং শোথযুক্ত হয় না। গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার কৌষিকবিধানে রসপ্রবেশপ্রযুক্ত এপিসের ন্যায় স্ফীতি ও বিসর্গবৎ নীলাভা জন্মে না।

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্।—এপিসের রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে গোলাপী লোহিতাভ থাকে এবং শোথিত হইলে পরে তাহা কালচে এবং নীললোহিত হইয়া যায়। শোথ অতি শীঘ্রই উপস্থিত হয়, এবং আক্রান্ত শরীরাংশের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা জন্মে। রোগ কোন কঠিন স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইলে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শিত। ইহা বেলেডনা ও ব্রাসের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। ইহাতে বেলের প্রবল এবং তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট প্রদাহ ও তদনুষঙ্গিক রুগ্ন স্থানের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, দপ্‌দপানি বেদনা প্রভৃতি

banglabooks.in

থাকে না। **ব্লাসে** ইহার ন্যায় আক্রান্ত স্থানে কালচে লোহিতবর্ণ এবং জ্বালা ও হুল বেঁধার অনুভূতি থাকিলেও তাহার চুলকণার আধিক্যযুক্ত ফোস্কার বর্ত্তমানতা ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। মুখমণ্ডল আক্রান্ত হইলে **এপিসের** রোগ দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামপার্শ্বে ও **ব্লাসের** রোগ বাম পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে যায়। **ব্লাসের ফোস্কা** ও **এপিসের শোথ** উভয়ের প্রদর্শক। মুখমণ্ডলের রোগে নীলাভা জন্মিলে **এপিস** ও **ল্যাকেসিস্** তুল্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক।

ক্যাম্ফারিস্—ইহার রোগে বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা জন্মে এবং ফোস্কা বিদীর্ণ হইলে বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। নাসিকোপরি বিসর্প আরম্ভ হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয়। ইহার সূক্ষ্মতর হুলবেধ ও জ্বালাকর বেদনা এবং তৃষ্ণার বর্ত্তমানতা প্রভেদক। ইহার মূত্রলক্ষণের স্থায়াত্বের নিশ্চয়তা নাই।

য়ুফর্‌বিয়াম্—ইহাতে বৃহৎ বৃহৎ পীতবর্ণের রসবিম্ব জন্মে এবং প্রবল জ্বর হয়। ইক্ষুর পাক ও খননবৎ বেদনাসহ মস্তক এবং মুখমণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ রসবিম্বযুক্ত বিসর্প রোগের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

বসন্ত রোগ বা ভেরিয়লা—অত্যন্ত শোথবৎ স্ফীতি, হুলবেধবৎ বেদনা ও চুলকণা থাকিলে **এপিস্** উপকারী।

আমবাত, শীতপিত্ত বা আর্‌টিকেরিয়া।—ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা সবিরাম জ্বরকালে অসহনীয় চুলকণা, জ্বালা এবং হুলবেধানুভূতি সহ হঠাৎ লোহিতাভ সাদাটে ও দীর্ঘতর আমবাতের উদ্ভেদ জন্মিলে **এপিস্** উপকার করে।

সাল্‌ফার—গাত্রময় চুলকনাযুক্ত পুরাতন আমবাত রাত্রি কালে বৃদ্ধি হইলে।

সিপিয়া—দুগ্ধ কিম্বা শূকরের মাংসাহারে আমবাত জন্মিলে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৫ (LECTURE XLV.)

রাস্ টক্‌সিকডেণ্ড্রন (Rhus Toxicodendron)

প্রতিনাম।—রাস হিউমাইল।

সাধারণ নাম।—পয়জন ওক্। পয়জন আইভি।

জাতি।—এনাকার্ডিয়েসি।

জন্মস্থান।—উত্তর আমেরিকার সর্ব্বত্রই খোলা জমিতে, বেড়ার পার্শ্বে এবং জঙ্গলময় স্থানে গুল্মাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—টাট্‌কা পত্রের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় বৎসর (ডাং নিডহার্ড)।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ নানাক্রমে ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।*

---

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল; যথা, ডাং ডুলাক্—ভদ্রমহিলা, বয়স ৩০; অযোগ্য পাত্রে বিশ্বাস স্থাপন নিবন্ধন দুঃখবশতঃ মানসিক উত্তেজনা রোগের কারণ; নাড়ী ক্ষুদ্র এবং দ্রুত; গাত্রতাপ; গণ্ডে লোহিত কলঙ্ক; দুর্ব্বলতা ও উদরাময়; ফস এসি ১২, নিষ্ফল, কিন্তু বিষাক্ত হওয়ার বিশ্বাস থাকায় রাস ৩০ প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং লি বিন—চক্ষুপুট পতন রোগে (Ptosis) ৭৫০০০ (75 m.) প্রয়োগে উপকার। ডাং ষ্টেন্‌স্—চক্ষুর কাল ক্ষেত্রের অস্বচ্ছতা (Opacity of cornea); রোগীর বয়স ৪৫; সম্পূর্ণ অন্ধ; কর্ণিয়ার স্তরমধ্যে ঘন সাদাটে রসের সঞ্চয়; উপত্বারা অসমান; পূর্ব্বে বিসর্প রোগ হইয়াছিল, শীতল জলপ্রয়োগে তাহা বসিয়া যায়; তাহার পর হইতেই দৃষ্টিমান্দ্য ঘটে; ১, আরোগ্য। ডাং আর্কুলেরিয়াস—বৃহদাকার

banglabooks.in

উপচয়।—স্থিরভাবে থাকিলে; রজনীতে, বিশেষতঃ মধ্য রজনীতে; ঝটিকার পূর্ব্বে; সিক্ত হইলে; আর্দ্র আবহাওয়ায়; সিক্ত বায়ু সংস্পর্শে; শীতল জলপানে; শয্যোত্থিত হইতে; গাত্রচালনার আরম্ভে।

উপশম।—অবিশ্রান্ত শরীর চালনায়; আক্রান্ত শরীরাংশের চালনায়; উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ।—রাসটক্সের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ক্রেটন টিগ, ও সালফার।

রসবিম্বযুক্ত পামা রোগ; আক্রান্তস্থান্ ছাল ওঠা ও কাঁচা এবং হরিদ্রাভ মামড়ি দ্বারা আবৃত; পুয়াকার রসস্রাব; কোষময় ঝিল্লী রসদ্বারা স্ফীত; ৩০, আরোগ্য। ডাং বেলিজ—এক্ষহারা বাতশ্লেষ্মা ধাতুর বালিকা, বয়স ১২; রজনীতে জ্বরের বৃদ্ধি; গ্রীবাপশ্চাতে বেদনা ও কাঠিন্য, ঘাড় ফিরাইলে বৃদ্ধি, অবস্থান পরিবর্ত্তনে হ্রাস; অস্থিরতা; দক্ষিণ টনসিলের প্রদাহ ও তদুপরি স্থূল হরিদ্রাভ শুভ্র শ্যামরের চর্ম্মের ন্যায় কলঙ্ক; জিহ্বা শুভ্র, অত্যন্ত লেপযুক্ত, পার্শ্ব ও অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ, প্রায় ক্ষতভাবযুক্ত ও কাঁচা; দুর্গন্ধ নিশ্বাস; গলাধঃকরণে খোচার ন্যায় বেদনা; গেলার আরম্ভে বেদনা অধিকতর; ১৫০৫০ (15 m), আরোগ্য। ডাং মিলার—দিবসে শুষ্ক কাশি; কাশিতে অধোদর যেন ছিড়িয়া যায়; কথা কহিলে ও গান গাহিলে কাসির উদ্রেক, চালনায় প্রথমে স্তব্ধ এবং গ্রীবা পেশীর কাঠিন্য ও অকর্ম্মণ্যতা, কিঞ্চিৎ পরিশ্রমে উপশম; ২০০, আরোগ্য। ডাং কক্রাণি—বিবাহিতা স্ত্রীলোক, ২০ বৎসরের রোগ; বর্ত্তমানে শয্যাগতা রক্তহীন ও দুর্ব্বল; ক্ষুধাহীন; নাড়ী স্পন্দন ৪৮; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ; বামস্কন্ধের বেদনা বামবাহু বাহিয়া নামিয়া যায় ও তাহা শীতল ও অসাড় বোধ হয়; রাত্রি ৪টার সময় বেদনার বৃদ্ধি; আমাশয়ে ও বামবক্ষে থর থর মূর্চ্ছা-ভাবের অনুভূতি; হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ঘড়ঘড়ির অনুভূতিসহ বামপার্শ্বের টাটানি, বামপার্শ্ব চাপিয়া শয়নে ভয়ানক হৃৎকম্প এবং হৃৎপিণ্ডে বেদনা; ২০০ আরোগ্য। ডাং স্মিথ—১৪ বৎসরের বালক; কতিপয় দিবস মাংস ধৌত জলমিশ্রিত জলবৎ বিষ্ঠাত্যাগ করিতেছিল তাহা সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইত, ২০০ আরোগ্য। ডাং বেরিজ—বালিকা, বয়স ২০; মস্তক পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ পর্য্যন্ত ও মেরুদণ্ড বাহিয়া ভয়ঙ্কর বেদনা।

banglabooks.in

রাস্‌টক্স্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এণ্টিম টা, ব্রায়, রেনঙ্কু, ও রড।

রাসের পরে সাধারণতঃ যাহা প্রদর্শিত—আর্স, ব্রায়, ক্যাল্‌কে কা, কনা, নাক্স্ ভ, ফস্ এসি, পাল্‌স ও সাল্‌ফার।

রাস সাধারণতঃ যাহার পরে প্রদর্শিত—আর্ণি, ব্রায়, ক্যাল্কে কা, ক্যাল্কে ফস্, ক্যাম, ল্যাকেসিস, ফস এসি ও সাল্‌ফার।

রাসের কার্য্যপূবক—ব্রায়।

রাসের সহিত এপিসের অসম্মীলন সম্বন্ধ।

ধাতুগত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় রাসটক্‌সের অপেক্ষা রাসডেনি-নেটা উপকারী। মস্তকপশ্চাতের শিরঃশূলে ও পেশীর টাটানিতে (যদি তাহা দমকা বায়ুসংস্পর্শে কিম্বা সিক্ত শৈত্যে অথবা টাইফয়েড প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ কারণে হয় এবং যদি তাহা শরীর চালনায় ও উষ্ণে উপশম থাকে তাহা হইলে) রাস্ রেডিক্যান্‌স অধিকতর উপকারী।

তুলনীয় ঔষধ।—এনাকা, এলান্থাস, এপিস্, আর্ণি, আস, ব্রায়, কষ্টি, ক্লিমেটিস্, কনা, ক্রটন টি, ডাল্কা, য়ুফ্রে, ফেরাম, লিডাম, লাইক, নাক্স ভ, ফস্, ফস্ এসি, পাল্‌স, রেনঙ্কু, রড, রুটা, সিপি, সিলি, সাল্‌ফ ও ভায়লা।

শিরঃশূল; চিতভাবে শয়ন করে; মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে আকৃষ্ট; সামান্য শরীর চালনায় ও স্পর্শে ভয়াবহ বেদনা, অঙ্গ প্রায় অবশ; মূত্রত্যাগ ধীরে ও থাকিয়া থাকিয়া হয়; নিদ্রা হয় না; নাড়ি ধীরগতি; জলসিক্ত হাওয়ায় রোগ জন্মে,৬ আরোগ্য, ডাং বেরিজ—সেকেণ্ডারি সিফিলিস (উপদংশের উদ্ভেদ); একমাস যাবৎ মধ্যরাত্রে ঘর্ম্ম; লিঙ্গমুণ্ডের কনকনানি, মূত্রত্যাগ শেষ হইলে ২।৩ ফোটার অনৈচ্ছিক নিঃসরণ; ২০০; আরোগ্য। অণ্ডাধারের কোষগর্ভ অর্ব্বুদ (Cystic tumour); কামিলা স্ত্রীলোক; অর্দ্ধাবস্থায় অত্যন্ত শ্রম করিয়াছিল; ১৮০০ (18 c), আরোগ্য। ডাং নিউট—যুবা-পুরুষের আরক্ত জ্বরান্তে অধিক জলপান সত্ত্বেও মূত্রত্যাগ কম হইয়া নিম্নাঙ্গের শোথ, ৩, আরোগ্য।

banglabooks.in

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিক্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ উষ্ণ শরীরে সিক্ত হইয়া রোগ জন্মিলে। শরীরাংশ বিশেষের মচকান কিম্বা টানাটানি, অত্যূর্দ্ধে অঙ্গাদি উত্তোলন, বিশেষতঃ হস্ত অতিশয় টান করিয়া অত্যুচ্চের কোন বস্তু ধরিবার চেষ্টা; সিক্তভূমিতে শয়ন; গ্রীষ্মকালে কোন আটকা জলে বা নদীতে স্নান প্রভৃতি কারণে পেশী অথবা কণ্ডরা (বেলিস, ক্যালেণ্ড, নাক্স) প্রভৃতি শরীরাংশ বিশেষের রোগে উপযোগী।

সৌত্রিক ঝিল্লী (রড—রসঝিল্লী ব্রায়) এবং শরীরের বাম অপেক্ষা দক্ষিণ পার্শ্ব, অধিকতররূপে আক্রান্ত হয়।

মোচড় লাগার ন্যায়, অথবা হাতের পেশী কণ্ডরা সংযোগস্থান হইতে ছিন্ন হওয়ার ন্যায়, ছুরিকা দ্বারা চাঁছিয়া ফেলার ন্যায় বেদনার, মধ্য রজনীর পরে এবং সিক্ত আব হাওয়ায় বৃদ্ধি; আক্রান্ত শরীরাংশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত।

অত্যধিক **অস্থিরতা**, উৎকণ্ঠা, এবং আশঙ্কা ও বেদনাপ্রযুক্ত রোগী শয্যায় থাকিতে পারে না, উপশম জন্য অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তন করে (মানসিক উৎকণ্ঠা জন্য অস্থিরতা, একন)।

বামপার্শ্বের পেশীর বাত এবং গৃধ্রসী (Scialica); হৃৎপিণ্ডরোগে বাম বাহুর কনকনানি।

মুক্তবায়ুর অসহিষ্ণুতা; শয্যাগৃহ মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিলে কাসির উদ্রেক (ব্যারা, হিপার)।

বিষপান করাইবে বলিয়া ভীতি নিবন্ধন রজনীতে শয্যায় থাকিতে পারে না।

শিরঃশূলে পদনিক্ষেপ অথবা মস্তক চালনা করিলে মস্তিষ্ক আল্‌গা বলিয়া বোধ; মস্তিষ্ক মধ্যে জল পতনের ন্যায় অনুভূতি

banglabooks.in

এবং অজ্ঞানভাব ; বোধ যেন মস্তিষ্ক ছিন্ন হইয়াছে, বিয়ার মদ্যপানে শিরঃশূল ; সামান্য মানসিক দুঃখে, পুনরাক্রমন, শীতল স্থানে উপবেশনে অথবা শয়নে তাহার বৃদ্ধি, এবং তাপে ও শরীর চালনায় উপশম।

দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণকালে শিরোঘূর্ণন, শয়নে (শয়নে উপশম, এপিস) অথবা গাত্রোত্থানে (ব্রায়) বৃদ্ধি পায়।

দৈনিক অমিত পরিশ্রমের কার্য্য, দাঁড় টানা ও সন্তরণ করা প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমের কার্য্য বিষয়ক স্বপ্ন।

মুখের কোণে ক্ষত, মুখের চতুঃপার্শ্বে জ্বরঠুটা (Fever blisters), চিবুকে উদ্ভেদ (হিপার ; নেট্রাম)।

গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে বেদনা ; কটিতে কাঠিন্য ও বেদনা ; উপবেশনে ও শয়নে তাহার বৃদ্ধি ; চালনায় অথবা কোন কঠিন স্থানে শয়নে উপশম।

রোগ কারণ।—স্নান অথবা অধিক ভ্রমণ প্রযুক্ত ক্লান্তি, অত্যধিক শারীরিক শ্রম এবং শারীরিক উপঘাত প্রভৃতি রাস্‌টক্‌সের রোগের সাক্ষাৎ কারণ। শরীরে ঝাঁকি লাগা, বৃষ্টিতে বা অন্য প্রকারে সিক্ত হওয়া, গাত্র ধৌত করা, জলের মধ্যে কার্য্য করা ও শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের সাধারণ কারণ। কখন কখন মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত অথবা অভ্যাসগত মদ্যপান, অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া বশতঃ ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—স্থূল জীব শরীর, বিশেষতঃ তাহার শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী, লসীকাগ্রন্থি, ত্বক্, পেশীউপাদান এবং সন্ধিনির্ম্মাণকারী উপাদান-নিচয় রাস্‌টক্‌স্ দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। এই ক্রিয়ার প্রাথমিক ও প্রধান ফলস্বরূপ তাহাদিগের উদ্দীপনা জন্মে। অবস্থানুসারে এই উদ্দীপনা প্রদাহে পরিণত হইতে পারে, অথবা আক্রান্ত টিসুতে রসস্রাব

banglabooks.in

ঘটাইয়া শরীরাংশ বিশেষের শোথ অথবা উদরাময় প্রভৃতি কোন প্রকার স্রাব উৎপন্ন করিতে পারে। ত্বকেই এই উদ্দীপনা বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। "ত্বক সহ ইহার পত্রের সামান্য সংস্পর্শ অথবা সান্নিধ্য ঘটিলেও অতি সামান্য রক্তিমা হইতে অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রসবিষযুক্ত বিসর্প বা এরিসিপেলাস্ জন্মিয়া থাকে। ত্বকের ন্যায় ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও আক্রমণ করে এবং তাহাতে পামার ন্যায় বিম্বিকা জন্মে; চক্ষু আবরক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভাতেও ইহা তীক্ষ্ণতর ক্রিয়া প্রকাশ করে।

ইহার প্রাথমিক ক্রিয়ায় রসঝিল্লীর তান্তবোপাদানে বিশেষ উত্তেজনার ফলে সন্ধির এবং পেশীর, বিশেষতঃ পেশীবেষ্ট-তান্তব-ঝিল্লী বা ফেসিয়ায়, কণ্ডরায়, স্নায়ুবেষ্টঝিল্লীতে, লিগামেণ্টে এবং ফাইব্রাস টিস্যুতে রসবাতবৎ প্রদাহ জন্মে। সর্ব্বাঙ্গীন লসীকাগ্রন্থি আক্রান্ত হওয়ায় তাহা বর্দ্ধিত ও প্রদাহযুক্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় সেলুলার টিস্যু রসপূর্ণ হয় এবং পোষণ ক্রিয়ার অবসাদ ও অপকর্ষ জন্মে। ইহার গৌণ ক্রিয়ায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অবসাদ এবং মস্তিষ্কযন্ত্রমণ্ডলীর টাইফয়েড জ্বরের অনুরূপ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। রাস্‌টাকসের প্রধান বিশেষতা এই যে ইহার লক্ষণের বিশ্রামে বৃদ্ধি ও শরীর চালনায় উপশম হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—রাস্‌টক্সিকডেণ্ড্রণ রাস্‌রেডিক্যান্‌স্ এবং রাস্‌ভেনিনেটা এই তিন প্রকার রাস্‌ই ন্যূনাধিক প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট, এজন্য রোগ নির্ব্বিশেষে যদিও ইহাদিগের যে কোনটি ব্যবহৃত হইতে পারে তথাপি রাস্‌টক্স্‌ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের ক্রিয়া একটি উদ্ভায়নশীল (Volatile) অম্লগুণ বিশিষ্ট ক্রিয়াবীজের উপরে নির্ভর করে। রাস্‌ক্রিয়াবীজের এই উদ্ভায়নশীল প্রকৃতি ও তীব্র বিদাহী ক্রিয়ার ফলে এতদ্দ্বারা শরীরোপরে ফোস্কা এবং বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়াসম্বন্ধহেতু সৌত্রিক

banglabooks.in

দেহোপাদান বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। রাসবিষের উত্তেজনশীলতা বশতঃ ইহার ক্রিয়া ত্বকের গভীরতর দেশে প্রবেশ করে না, কেবল সাক্ষাৎভাবে সংসৃষ্ট ত্বকস্থানের উপরিভাগে আবদ্ধ থাকে অথবা সর্ব্বাঙ্গীন ত্বকেও বিস্তৃত হইতে পারে। ইহার বাষ্প শ্বাসযন্ত্রপথে প্রবেশান্তর শোষিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের ন্যূনাধিক উদ্দীপনা উপস্থিত করে। ত্বকে ইহার ক্রিয়া কেবল বহিঃ প্রয়োগের উপরেই নির্ভর করে না। ফলতঃ যে প্রকারেই শরীরে প্রবেশ করুক, ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসীকাগ্রন্থি এবং তন্তুবিধান, বিশেষতঃ সন্ধিনির্ম্মাণকারী তন্তুবিধান প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভাবে আক্রান্ত হয়। শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে যেরূপ একনাইট সর্ব্ব প্রধান ঔষধ, জলসিক্ততা অথবা জলসিক্ত বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগের পক্ষে রাস্ তদ্রূপ প্রধানতম ঔষধ। ব্যক্তিবিশেষের ধাতু প্রকৃত্যানুসারে ঔষধ বিশেষে ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে। একন এবং রাস উভয়েই প্রদাহোৎপাদক ঔষধ, কিন্তু একর রোগী সবল ও রক্তসম্পন্ন থাকায় তরুণ ও প্রবল প্রদাহের প্রথম রক্তসঞ্চয়িক অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। রোগ প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হইলে এস্থলে বেলাডনা একনাইটের স্থলাভিষিক্ত হয়। রসবাতিক ধাতুদোষযুক্ত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অপকৃষ্ট শোণিতবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই রাস্‌টক্স উপযোগী ঔষধ। ইহার রোগ ব্রায়নিয়া হইতে গভীরতর এবং আর্সেনিক হইতে স্বল্পতর টাইফয়েড অবস্থান্বিত। এজন্য ইহা উপরিউক্ত উভয় ঔষধের মধ্যপদাভিষিক্ত হয়। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত রোগের গুরুতর অবস্থায় রোগী অবিশ্রান্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিলে ব্রায় স্থলে রাস, এবং রাসের রোগীর অস্থিরতাদি লক্ষণ নিবারিত হইয়া স্থৈর্য্যাদি ব্রায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ব্রায়ই উপযোগী। রাসরোগীর অস্থিরতাদি টাইফয়েড লক্ষণ প্রগাঢ়তা পাইয়া শরীরচালনাদি মৃত্যুকল্প যন্ত্রণার প্রকাশক ভাব ধারণ এবং রোগী

banglabooks.in

মৃত্যুভীতি প্রকাশ করিলে আর্সেনিক ইহার স্বলাভিষিক্ত হয়। আর্সেনিকের দাহিকা শক্তি সর্ব্বব্যাপী এবং দেহের প্রায় সর্ব্ব উপাদানেরই ধ্বংসকারী; রাসের প্রদাহ ও বিদাহী শক্তি তাদৃশ সর্ব্বব্যাপী বা গভীরতা-বিশিষ্ট নহে। রাসের প্রদাহাদি রোগমাত্রই রসবাহ প্রকৃতি ধারণ করে এবং সন্ধিরোগ, টাইফয়েড জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি যে কোন রোগে ন্যূনাধিক রসবাহ প্রকৃতির বেদনা উপস্থিত হয়। আঘাত অথবা শ্রম ও অঙ্গাদির টানাটানি বশতঃ কোমলোপাদানের তরুণ ও পুরাতন রোগে ইহা আর্ণিকাসহ তুলনীয় হইলেও তাহার ন্যায় ইহার ক্রিয়া পেশী ও রক্তবহা নাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কোমলোপাদানেই বিস্তৃত হয় না। ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে সৌত্রিক দেহোপাদানেই প্রায় সীমাবদ্ধ থাকে।

রাসটক্সের উদ্দীপনা প্রবল প্রদাহে পরিণত হয় না। ফলতঃ ইহার ক্রিয়া শোণিত সঞ্চালক যন্ত্রমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, শোণিতবহা নাড়ী প্রভৃতির দুর্ব্বলতা সাধন করে। একনাইট ও বেলের ন্যায় ইহার হৃৎপিণ্ড এবং নাড়ীর স্পন্দন বেগপূর্ণ, প্রবল ও লম্ফমান নহে। রাসের উদ্দীপনা প্রদাহে পরিণত হইলেও নাড়ী অনতিপ্রবল বা দুর্ব্বল টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে।

অনেক সময়ে ইহাতে রসঝিল্লীর উদ্দীপনা নিবন্ধন রস বা সিরামের স্রাবোৎপন্ন হইলে তাহা উদরী প্রভৃতি রোগে পর্য্যবসিত হয়। পরিপাক পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নাতি তীক্ষ্ণতর প্রদাহে মাংস ধৌত জলবৎ উদরাময় জন্মে। সর্ব্বাঙ্গের লসীকাগ্রন্থি প্রদাহিত হয়। মস্তিষ্কে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া হয় না, সম্পূর্ণ স্নায়ুমণ্ডলে ইহার গৌণক্রিয়ার ফলস্বরূপ দুর্ব্বলতা ও অবসতা প্রকাশ পায়। ইহাতে মানসিক ও স্নায়বিক অস্থ তাদি যে সকল মিথ্যা সবলতার ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা দুর্ব্বলের অস্বাভাবিক সবলতা বা অসহিষ্ণুতাপ্রসূত মিথ্যা সবলতা মাত্র। ইহা গৌণভাবে অস্থি প্রভৃতি দেহোপাদানেরও প্রদাহাদি রোগোৎপন্ন করে।

banglabooks.in

রোগীর অজ্ঞানতা সহ মস্তকের চন্‌চনি ও অঙ্গের বেদনায় শরীর চালনায় উপশম হয়। মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী অন্যমনস্ক থাকে; ভ্রান্তি জন্মে; সহজে কিছু বুদ্ধিতে পারে না এবং অতি নূতন ঘটনা সকলও স্মরণ রাখিতে পারে না। অসংলগ্ন কথা বলে; চিন্তা করা কষ্টকর বলিয়া রোগী যেন তাড়াতাড়ি অনিচ্ছার সহিত প্রশ্নের উত্তর দেয়। প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়, কিন্তু তাহাতে বিলম্ব হয়; প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত কোন এক বিষয়ে মনঃসংযোগ রাখিতে পারে না। দুর্ব্বল ও মৃদুভাবের প্রলাপ কহে; মনে করে সে মুক্ত মাঠে ভ্রমণ অথবা অতিপরিশ্রমের কার্য্য করিতেছে। মানসিক অবসাদ বশতঃ দুর্ব্বলতা; নিভৃতস্থানে থাকিলে ক্রন্দন করিবার প্রবৃত্তি, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। কেহ বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীতি। উৎকণ্ঠা এবং ভীরুতা, গোধূলি সময়ে বৃদ্ধি পায়। রোগী অস্থিরতাসহ স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাকে; এক শয্যা হইতে শয্যান্তরে যাইতে চাহে। জীবনে ঔদাস্য জন্মিলেও মৃত্যুভীতি থাকে। আত্মহত্যার চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় জলে ডুবিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

শয্যা হইতে উঠিতে শীতভাব ও চক্ষুর পশ্চাতে চাপবোধ হওয়ায় মস্তবৎ শিরোঘূর্ণন। বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন শয়নাবস্থা হইতে উত্থানে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অথবা নত হইতে বৃদ্ধি পায়।

ভ্রমণকালে ললাট মধ্যে জ্বালা। ললাটদেশে আড়ভাবে পেটি জড়ান তক্তা থাকার অনুভূতি। অজ্ঞানকর শিরঃশূল ও কর্ণে গুণগুণ শব্দ, উপবেশন বা শায়িতাবস্থায় এবং ঠাণ্ডার মধ্যে, প্রাতঃকালে ও বিয়ার মদ্য সেবনে বর্দ্ধিত, তাপে ও চালনায় হ্রাস; শিরশূলে শয়ন করিতে বাধ্য, ও সামান্য মানসিক দুঃখে তাহার পুনরাবর্ত্তন। মস্তকে শোণিত ধাবিত হওয়ায় বিড়বিড়ি, দপদপানি, এবং কর্ণে গুণগুণ শব্দ, চক্‌চকে ও লাল মুখমণ্ডল, তজ্জন্য রোগী অস্থির থাকে ও শরীরের

banglabooks.in

চালনা করে। পদনিক্ষেপ করিলে ও মাথা ঝাঁকাইলে মস্তিষ্ক আলুগা বোধ হয়। দন্তশূলে সূচিবেধবৎ বেদনা কর্ণ, নাসিকামূল এবং গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মস্তকপশ্চাতের উচ্চ স্থানে কন্‌কনানি।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানবিভ্রাট বশতঃ চক্ষুর সম্মুখে পর্দ্দা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দ সম্বন্ধে শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। ঘ্রাণশক্তির অভাব ঘটে। আস্বাদশক্তি বিকৃত হওয়ায় রোগী মুখে ধাতুর আস্বাদ পায়। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে মুখে পচাটে আস্বাদ জন্মে। আহার্য্যের, বিশেষতঃ রুটীর আস্বাদ তিক্ত বোধ হয়।

চোয়ালাস্থির স্থানভ্রষ্টতা (dislocation) নিবন্ধন সূচিবেধানুভূতি ও বেদনাপ্রযুক্ত আক্ষেপিক জৃম্ভন হয়, কিন্তু নিদ্রালুতা থাকে না। আহারান্তে অত্যন্ত আলস্য ও নিদ্রালুতা। অজ্ঞানবৎ গাঢ় নিদ্রা। বেদনা জন্য বার টা রাত্রির সময় ভাল নিদ্রা হয় না, রোগী শান্তির আশায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে। বিয়ার মদ্যে মত্ত রোগী নিদ্রাকালে মুখব্যাদান করে ও তাহার মস্তক ঝুলিয়া পড়ে। নৌকার দাঁড় টানা ও সাঁতার দেওয়া প্রভৃতি অত্যধিক পরিশ্রমবিষয়ক স্বপ্ন দেখে।

অনভ্যস্ত শারীরিক শ্রমে, প্রসবান্তে, অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবায়, কম্পজ্বর অথবা টাইফয়েড জ্বরান্তে এবং জলসিক্ততায় কিম্বা সিক্ত মাটিতে শয়নে রসবাত জন্মিলে গতিদ স্নায়ুর বিকার বশতঃ পক্ষাঘাত জন্মে। তাহাতে কখন আক্রান্ত শরীরাংশে বেদনা থাকে না, কখন বা তাহার বেদনাযুক্ত কাঠিন্য, খঞ্জতা, ছিন্নবৎ অনুভূতি, চন্‌চনি এবং অসাড়তা জন্মে। দক্ষিণ শরীরার্দ্ধের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত শরীরাংশে ঝিন্‌ঝিনি ধরার ন্যায় হয়। শরীরের অতিশয় দুর্ব্বলতা, টাটানি এবং কাঠিন্য জন্মিলে শরীর চালনার প্রথমাবস্থায় রোগী কষ্ট বোধ করে, চালনা করিতে থাকিলে উপশম বোধ হয়, অবশেষে ক্লান্তি জন্মিলে বিশ্রামের আবশ্যকতা জন্মে।

banglabooks.in

*অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অস্থিরতায় রোগী শারীরিক অবস্থান বিবর্ত্তন করিতে বাধ্য।

নাসিকা সূক্ষ্মাগ্র এবং চক্ষু নীলাভাবিশিষ্ট। মুখমণ্ডল প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ লোহিতবর্ণ, পাণ্ডুর ও বসা, তাহার বাম হইতে দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিসর্পবৎ ঘোর লোহিত বর্ণ ও স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ রসবিষ্ফিকা। আকৃষ্টতা ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। তাহাতে জ্বালা ও চুলকণা, চন্‌চনিসহ হুলবেধবৎ বেদনা। রোগী দন্ত অতি প্রলম্বিত ও শিথিল বোধ করে ও যেন অসাড় থাকে; হনুর কাঠিন্য জন্মিলে চালনায় সন্ধিতে কর্‌কর্ শব্দ; চুয়ালাস্থি সহজে সন্ধিচ্যুত। মুখের কোণে ক্ষত, তাহার চতুপার্শ্বে জ্বরঠুটা এবং চিবুকে উদ্ভেদ জন্মে।

চক্ষু আলোকে অসহিষ্ণু, এবং প্রাতঃকালে ও মুক্তবায়ুতে তাহা হইতে প্রচুর, বিদাহী জলস্রাব; চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক মুদ্রন এবং তাহার মুক্তকিনারায় লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি। চক্ষু এবং চক্ষুপত্রের প্রদাহ নিবন্ধন রক্তিমা ও স্ফীতি; এবং প্রত্যেক রজনীতে চক্ষুপত্র জুড়িয়া থাকে। সম্পূর্ণ চক্ষুর এবং তাহার চতুঃপার্শ্বের স্ফীতি। চক্ষুপত্রের শোথ বা বিসর্পবৎ আক্রমণ ও স্থানে স্থানে রসবিষ্ফিকা। মিবোমিয়ান গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। চক্ষুপত্রলোমের বা পক্ষ্মেরপতন। চক্ষুতে ও চক্ষু পত্রে জ্বালা ও চুলকনা। চক্ষুর তীক্ষ্ণ বেদনা বেগে মস্তকে যায়। সন্ধ্যাকালে চক্ষুর জ্বালাযুক্ত বেদনাপ্রযুক্ত জলস্রাব। চক্ষুতে বেদনা ও কন্‌কনানি। চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় কন্‌কনানি ও অত্যধিক পরিশ্রমে চাপবৎ বেদনা। চক্ষুপত্রের পক্ষাঘাতবৎ কাঠিন্য ও গুরুত্ব। চক্ষুগোলক চাপিলে বা ফিরাইলে টাটানি বেদনা।

কর্ণশূলে রজনীতে কর্ণে দপদপানি। কর্ণ হইতে রক্তযুক্ত পুয়স্রাব। বাম পেরটিড গ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার। বাম কর্ণলতিকার স্ফীতি।

নাসিকা হইতে জমাট রক্তের স্রাব এবং মস্তক নত করিলে, মলত্যাগ

banglabooks.in

কালে, অথবা পরিশ্রমে এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি; টাইফাস জ্বরে ঐরূপ রক্তস্রাব হইলে রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে। পুনঃ পুনঃ ভয়ানক আক্ষেপিক হাঁচি। সর্দ্দি ব্যতীতই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে নাসিকা হইতে অনৈচ্ছিক শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা হইতে ঘন, হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধ সবুজ পূয়ঃ এবং হরিদ্রাবর্ণ, বিদাহী ও জলবৎ ক্লেদের স্রাব; গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি। নাসিকার অধোদেশে জ্বরঠুটা ও মামড়ি। নাসিকাগ্র লোহিতবর্ণ ও স্পর্শাসহিষ্ণু; নাসিকাভ্যন্তরে টাটানি। নাসিকার স্ফীতি।

স্বরযন্ত্রের অত্যধিক শ্রমে স্বরভঙ্গ। বক্ষে কর্কশ ভাব ও টাটানি বশতঃ স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের কর্কশ ভাব। ট্রেকিয়া হইতে উষ্ণ বাষ্পের উত্থান। শ্বাস প্রশ্বাসে স্বরযন্ত্রে শৈত্যানুভূতি।

আমাশয়ের উপরে শ্বাস আটকাইয়া যাওয়ার ন্যায় কষ্টানুভূতি, আহারান্তে বৃদ্ধি ও তজ্জন্য উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি।

শয্যাবস্ত্রের বাহিরে হস্ত লইলে কাসির উদ্রেক। ট্রেকিয়া এবং ব্রঙ্কাইতে গুড়গুড়ি নিবন্ধন ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও শুষ্ক কাসির রজনীতে এবং মধ্য রজনীর পূর্ব্বে বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে হক হক করিয়া কাসি হইতে থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরেই কাসির আক্রমণ; আক্ষেপিক কাসিতে মস্তক খণ্ড বিখণ্ড হওয়ার ন্যায় বোধ। কাসিলে বক্ষে ছিন্নবৎ বেদনা ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি। বক্ষের কষ্টে উৎকণ্ঠার ভাব। সন্ধ্যাকালে বক্ষের আকৃষ্টতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাস প্রশ্বাস ও অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা। বক্ষ মধ্যে এবং তাহার পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা, স্থির ভাবে থাকিলে এবং কাসিলে ও শ্বাস গ্রহণে বর্দ্ধিত। কাসিলে তীব্র পূয়, পুতিগন্ধবিশিষ্ট, ধূসরাভ সবুজ ও শীতল শ্লেষ্মা এবং কেকাসে জমাট অথবা কচা রক্তের নিষ্ঠীবণ।

স্থিরভাবে উপবেশনে প্রবল হৃৎস্পন্দন হওয়ায় প্রত্যেক নাড়ীস্পন্দনে

banglabooks.in

শরীরের চালনা হইতে থাকে। ভ্রমণান্তে বক্ষ এবং হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বোধ; হৃৎপিণ্ডের কম্পভাব।

নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল, লুপ্তবৎ এবং কোমল; কখন কম্পিত অথবা দুর্ব্বোধ্য; কখন কখন হৃৎস্পন্দনাপেক্ষা দ্রুততর ও অনিয়মিত-গতিবিশিষ্ট; বিয়ার মদ্য, সুরাসার এবং কাফি পানে বিচলিত।

দন্তের বেদনা ও নাসিকামূলের হুলবেধানুভূতি পেষণদন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দন্ত অতি প্রলম্বিত ও শিথিল বোধ; তাহাতে ঝিন ঝিনি ভাবের অনুভূতি। ঝাঁকিবৎ ও তীব্র বেঁধার ন্যায় বেদনায় দন্ত টানিয়া ছেড়ার ন্যায় বোধ; অথবা ধীরে চিমটি কাটা, দপদপানি বা ছিন্নবৎ অনুভূতি চুয়াল ও ললাট পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মুখের টাটানি বেদনা; রজনীতে, শৈত্য সংস্পর্শে এবং বিরক্তিবশতঃ যন্ত্রণার বৃদ্ধি, বহিস্থ তাপে হ্রাস; দন্তের ক্ষতে মামড়ি জন্মে।

জিহ্বা শুষ্ক, লোহিত ও ফাটা; তাহার অগ্র ত্রিকোণাকারে লোহিত; কখন জিহ্বার অন্যতর পার্শ্ব শুভ্র থাকে; জিহ্বা হরিদ্রাভ কখন বা কটালেপাবৃত; জিহ্বাপার্শ্বে দন্তের ছাপ পড়ে। জিহ্বায় ফোস্কা জন্মে।

মুখ শুষ্ক থাকিলে অত্যন্ত তৃষ্ণা; নিদ্রা কালে মুখ হইতে রক্তযুক্ত লালার স্রাব। প্রশ্বাস বায়ু দুর্গন্ধময়। মুখে এবং গলায় অনেক আটাল কঠিন শ্লেষ্মা। গলার শ্রম হইলে টাটানি ও কাঠিন্য জন্মে। গলা শুষ্ক বোধ। গলায় ক্ষত থাকায় গিলিতে কষ্টকর সূচিবেধবৎ বেদনা; গলার বহির্দ্দেশ স্ফীত। গলা সঙ্কুচিত বোধ হওয়ায় কঠিন বস্তু এবং কখন কখন পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় তরল বস্তু গিলিতে কষ্ট। পেরটিড ও হনুঅধস্থ গ্রন্থি কঠিন ও স্ফীত এবং গিলিতে তাহা তে ধোঁচার ন্যায় বোধ।

রোগী খাই খাই করে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা হয় না। ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু মুখরোচক বস্তুতে সালসা থাকিতে পারে, শশুক জাতীয় বস্তু,

banglabooks.in

মিষ্ট এবং বিয়ারমদ্যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। মুখশোষ প্রযুক্ত অতর্পণীয় তৃষ্ণায় শীতল পানীয়ে ইচ্ছা এবং রজনীতে তাহার বৃদ্ধি।

আমাশয়ের যন্ত্রণায় উদ্‌গার ও বিবমিষা, শয়ানাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিতে তাহার বৃদ্ধি। বরফ দেওয়া জল পানে ইচ্ছা, আহারান্তে অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও বমনের প্রবৃত্তি হওয়ায় বিবমিষা এবং হঠাৎ বমনের রজনীতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি।

আমাশয়োর্দ্ধ কোটরে হুলবেধবৎ বেদনা বা স্পন্দন। আহারান্তে আমাশয়ে পূর্ণবোধ বা প্রস্তর চাপের ন্যায় গুরুত্বানুভূতি। বরফজল পানে আমাশয়ে বেদনা ও বিবমিষা। আমাশয়ের উর্দ্ধের কোটর স্থানে স্ফীতবৎ বা আকৃষ্ট হইয়া তালবাধার ন্যায় চাপের অনুভূতি।

কুক্ষিতে এবং তদপেক্ষাও অধিক উদরে আঘাত লাগার ন্যায় টাটানি. পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ও শরীরচালনায় প্রথমে বৃদ্ধি পায় এবং শায়িত পার্শ্বে অধিকতর থাকে। উদরের স্ফীতি, বিশেষতঃ আহারান্তে অধিকতর। উদরের কর্ত্তনবৎ এবং হেচকা টানের ন্যায় বেদনা ও কামড়ানি, বিশেষতঃ আহারান্তে জন্মে এবং মলত্যাগ হইলে উপশমিত হয়। উদরশূল এবং উদরের সঙ্কোচনে রোগী অবনত হইয়া বেড়াইতে বাধ্য। উদরের স্ফীতি। নাভির চতুঃপার্শ্বে অন্ত্রের সঙ্কোচন দৃষ্টিগোচর হয়। উর্দ্ধগামী কোলনান্ত্রের বেদনা। কুচকীগ্রন্থির স্ফীতি।

সরলান্ত্রের এক পার্শ্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় অনুভূতি জন্মে যেন তাহার সঙ্কোচন ঘটিয়াছে। বিষ্ঠা পাতলা, শোণিতরঞ্জিত, শিথিল এবং ঘোর কটা, কখন রক্তমিশ্রিত ও আমময়, কখন জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় এবং তরল, লাল ও হরিদ্রাবর্ণ।

দিবা রজনী পুনঃ পুনঃ বেগ হওয়ায় প্রচুর পরিমাণ মূত্রত্যাগ। বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। উষ্ণ, অতিরঞ্জিত, অত্যল্প ও বিদাহী মূত্র; মলিন মূত্র শীঘ্রই ঘোলা হইয়া যায়।

banglabooks.in

আর্দ্রতার সংস্পর্শ নিবন্ধন শোথ ও উভয় কিডনি প্রদেশে ছিন্নবৎ বেদনা। মূত্রস্থালীর কুন্থন এবং কতিপয় বিন্দু রক্তের ন্যায় লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগ। মূত্ররোধ বশতঃ পৃষ্ঠবেদনা ও অস্থিরতায় রোগী স্থির থাকিতে পারে না। সিক্ততা নিবন্ধন মেরুদণ্ডরোগ জন্মিলে ধীরে মূত্রত্যাগ। বিভক্ত মূত্রস্রোত।

রজনীতে অথবা মূত্রবেগ নিবন্ধন লিঙ্গোত্থান। লিঙ্গমুণ্ড এবং লিঙ্গাগ্রত্বক্ স্ফীত, কালচে লোহিত এবং বিসর্প রোগগ্রস্তবৎ; কখন লোহিতবর্ণ; অণ্ডকোষত্বক্ শিথিল ও প্রলম্বিত, কখন অসহনীয় চুলকনা জন্য স্থূল এবং কঠিন। উল্টামুদা, জলশোথ। জননেন্দ্রিয়ে এবং উরু ও অণ্ডকোষত্বকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আর্দ্র উদ্ভেদ।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র আরম্ভ হইলে তাহা প্রচুর ও অধিককাল স্থায়ী; ফিকে রক্তের উগ্রতা নিবন্ধন যোনিকপাটের কামড়ানি বেদনা। জলসিক্ততাপ্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব থাকিলে স্তনে দুগ্ধ জন্মে। আর্ত্তবাধিক্যে প্রসবের ন্যায় বেদনা ও চাপ চাপ রক্ত স্রাব। দণ্ডায়মানাবস্থায় অথবা ভ্রমণে ঠেল মারা বেদনাপ্রযুক্ত পৃষ্ঠের কনকনানির কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়নে উপশম; অতিশ্রমে অথবা কুন্থনে জরায়ুভ্রংশ ঘটে। যোনির টাটানি জন্য সঙ্গমের বাধা। বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের বিসর্পবৎ প্রদাহ।

গ্রীবার কাঠিন্য ও চালনায় বেদনাযুক্ত টাটানি। স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে মচকানের ন্যায় বেদনা ও কাঠিন্য। পৃষ্ঠের বা ডর্সাল মেরুদণ্ডের বক্রতা। সিক্ততাপ্রযুক্ত অথবা সিক্ত ভূমিতে শয়নে মেরুমজ্জাবেষ্ট ঝিল্লী ও মেরুমজ্জা প্রদাহযুক্ত। গ্রীবাপেশীর বেদনায় ঝিন্‌ঝিনি ধরার ন্যায় অথবা মস্তক কোন প্রকার অসুবিধার অবস্থায় অধিককাল থাকিলে যেরূপ হয় তদ্রূপ অনুভূতির সন্ধ্যাকালে বিশেষ বৃদ্ধি। পৃষ্ঠের সূচিবেধবৎ বেদনার ভ্রমণকালে ও অবনত হইলে বৃদ্ধি;

banglabooks.in

অবনতাবস্থা হইতে শরীর ঋজু করিতে তদপেক্ষাও অধিকতর। উভয় স্ক্যাপুলার ব্যবধান স্থানের বাতজ বেদনার উষ্ণ প্রয়োগে উপশম ও শৈত্যে বৃদ্ধি। উপবেশনাবস্থায় পৃষ্ঠপেশীর সংকোচন পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দণ্ডায়মান ও পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে।

সন্ধি মচকাইলে, অতি উর্দ্ধে হস্ত উত্তোলনে অথবা অধিকতর বিস্তৃতিতে স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মে। অঙ্গের রসবাতবৎ বেদনায় অসাড় ভাব ও চনচনি ; সন্ধি কখন দুর্ব্বল, কখন অনমনীয়, কখন বা লোহিতবর্ণ ; তাহার চকচকে স্ফীতি স্পর্শ করিলে সূচিবেধবৎ বেদনা ; অঙ্গ চালনার আরম্ভে, ১২টা রজনীর পরে, এবং সিক্ত শীতল স্থানে অথবা আবহাওয়ায় বেদনার বৃদ্ধি এবং অবিশ্রান্ত চালনায় হ্রাস। বিশ্রামকালে অঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা।

ত্বকের অসহনীয় কণ্ডুয়ন ; সম্পূর্ণত্বক্‌ব্যাপী লোহিতবর্ণ হামের ন্যায় উদ্ভেদ। সর্ব্বশরীরের চুলকানি, কেশময় স্থানে অধিকতর ; কণ্ডুয়নের পর জ্বালা। সিক্ত হইলে ও রসবাতের আক্রমণ কালে আমবাত সহ শীতকম্প ও তাপ ; শীতল বায়ুতে আমবাতের বৃদ্ধি। দদ্রু জাতীয় ত্বগুদ্ভেদ অনবরত চুলকায়, জ্বালা ও চনচন করে এবং বক্ষের বেদনা ও আমরক্তরোগের সহিত পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। কাউর জন্মিলে তাহার ছাল উঠিয়া যায় ও উপরিভাগ কাঁচা থাকে ; তাহার স্থূল মামড়ি হইতে দুর্গন্ধ রস ঝরে। লোহিতবর্ণ ত্বগাংশের উপরে রসবিম্বিকা জন্মে অথবা তাহার তলস্থত্বকে বিসর্পবৎ প্রদাহ ক্রমবিস্তৃত হয় ; কাউরের অভ্যন্তরীণ কণ্ডু চুলকাইলে উরুর বেদনা জন্মে। ত্বকে পূয় গুটিকা। পেম্ফিগাস্ বা ত্বকের বৃহৎ ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদের প্রত্যেক ফোস্কার চতুঃপার্শ্বে লোহিতবর্ণ মণ্ডল।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

আমরা ইতি পূর্ব্বে আঘাতকে **আর্ণিকার** প্রদর্শক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। স্থল বিশেষে আঘাতকে **রাস্‌টক্‌সের** প্রদর্শক ঘটনা বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অঙ্গ বা সন্ধি বিশেষের মোচড়, টানাটানি, কি অপরিমিত পরিশ্রম প্রভৃতি যে কোন কারণে সম্পূর্ণশরীরে, শরীরাংশে অথবা সন্ধির সৌত্রিক উপাদানে যা ফাইব্রাস্ টিস্থতে এবং কোষময় বা সেলুলার উপাদানে ও কণ্ডরা প্রভৃতেতে আঘাত বশতঃ রোগ জন্মে, উপরিউক্ত **মোচড় প্রভৃতি আঘাত রাস্‌টক্‌সের প্রদর্শক** বলিয়া জানিতে হইবে।

আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ।—জলকণাপূর্ণ আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ প্রভৃতি ঘটিত রোগ **রাসের** প্রদর্শক। বর্ষাকালের পূর্ব্বদিক হইতে বাহিত বায়ুর এবং বৃহৎ নদ, নদী এবং সমুদ্রের জলকণা বাহী বায়ুর সংস্পর্শ ও বর্ষাকাল **রাস্‌রোগের** প্রদর্শক। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে বর্ষণাদিপ্রযুক্ত জলসিক্ততা এবং সিক্ত স্থানে শয়নও **রাস্‌রোগের** প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

অস্থিরতা।—**রাস্‌টক্‌স** রসবাতধাতুবিশিষ্ট রোগীর ঔষধ। এজন্য **রাস্‌রোগ** মাত্রেই রসবাতজ বেদনা উপস্থিত থাকে। **শরীর চালনায় এই বেদনার উপশম হয়।** অপরন্তু **রাস্‌রোগীর** এক প্রকার অবক্তব্য, অভ্যন্তরীণ স্নায়বিক অস্বস্তি থাকে, শরীর চালনায় তাহারও উপশম হয়। এই উভয় কারণে **রাসের** রোগ মাত্রেই রোগী **শয্যায় এপাশ ওপাশ করে, অস্থিরভাবে চলিয়া বেড়ায়** এবং নানাপ্রকার শারীরিক ব্যবহার ও অবস্থানুসারে উপযোগী বাক্য দ্বারা মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করে। ইহা **রাসের** অতি প্রধান প্রদর্শক। সবিরাম জ্বর, স্বল্পবিরাম জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ও আমরক্ত প্রভৃতিরোগ

banglabooks.in

এবং তরুণ বা পুরাতন উভয় প্রকার রসবাত রোগেই **ব্রাসেরা** এই **অস্থিরতা বর্ত্তমান থাকে।** নিম্নাঙ্গের পুরাতন রসবাত রোগে নিদ্রাদি যে কান কারণে অধিককাল বিশ্রাম হইলে বেদনা অসহনীয় হয় এবং রোগী স্থির থাকিতে পারে না, ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়।

বিশ্রামে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।—ব্রাস্‌রোগী কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। তাহাতে তাহার বেদনাদি যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। তাহাকে ইচ্ছানুরূপ এপাশ ওপাশ করিতে না দিলে সে অধৈর্য্য হইয়া উঠে; **ব্রায়নিয়া** ইহার বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট ঔষধ। সামান্য শরীর চালনাতেই রোগের বৃদ্ধি হয়। এজন্য বাধ্য হইয়াই রোগী চুপ করিয়া একভাবে পড়িয়া থাকে।

ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র।—জিহ্বার এরূপ প্রকৃতি এপর্য্যন্ত অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহা **ব্রাসেরা** প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন বা ভার্‌টিগো।—বয়সসুলভ মস্তিষ্কের উপাদানগত ক্ষয়াদি পরিবর্ত্তন এই রোগের সাক্ষাৎ কারণ। এজন্য অধিকাংশ সময়ে বৃদ্ধদিগের মধ্যেই এই রোগ অধিকতর দেখা যায়। দণ্ডায়মান হইলে রোগীর শিরোঘূর্ণন হয় এবং অঙ্গাদিতে গুরুত্বানুভূতি থাকে। কখন কখন রোগী চলিতে, ফিরিতে মস্তিষ্ক মধ্যে জলপতনবৎ অনুভব করে।

কষ্টিকাম—পক্ষাঘাতের পূর্ব্বগামী শিরোঘূর্ণনে ইহা উপকারী। মস্তকের দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী উৎকণ্ঠান্বিত থাকে এবং মাথা ঘুরিয়া সম্মুখে অথবা পার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। মস্তিষ্কের যান্ত্রিক বিকারোৎপন্ন রোগেও ইহা উপকারী।

banglabooks.in

আর্জেণ্ট. নাই—শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কম্প নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে রোগীর যদি মানসিক গোলমাল ভাব এবং মস্তক বৃহত্তর হওয়ার অনুভূতি জন্মে তাহাতে ইহা উপকারী। পথ চলিতে রোগী বোধ করে যেন গৃহাদি তাহার উপরে পতিত হইবে। মস্তিষ্ক ও চক্ষুরোগ নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনেও ইহা ফলপ্রদ।

নেট্রাম্ স্যালিসিলিকাম্—অডিটরি বা শ্রবণশক্তিদ স্নায়ুর রোগ নিবন্ধন শিরোঘূর্ণনের ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। এরূপ শিরোঘূর্ণনের অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **চাইনি সাল্‌ফ, জেল্‌স্,** এবং **কষ্টি** প্রধান।

গেল্‌সিমিডিয়ম্—সম্পূর্ণ স্নায়বিক ক্রিয়াবিকার ঘটিত শিরোঘূর্ণন রোগে ইহা উপকারী। বিশেষতঃ চক্ষু মুদ্রিত করিলে ইহার রোগের বৃদ্ধি হয়, এবং শিরোঘূর্ণন কালে বিবামষা থাকে। গোলমাল শব্দে ও শরীরচালনায় রোগের অত্যধিক বৃদ্ধি।

মস্তিষ্কে জল পতনবৎ অনুভূতিতে **সিঙ্কনা, সাল্‌ফ এসি, বেল্, স্পিজি** এবং **কার্ব্ব এনি** তুলনীয়।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—জলসিক্ততা, সিক্ত গৃহতলে শয়ন প্রভৃতি যে কোন প্রকারে আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ এবং অঙ্গাদির অতি পরিশ্রম **রাস** পক্ষাঘাত রোগের কারণ। রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিগণই এ রোগের বিশেষ ক্রিয়াক্ষেত্র। মহাত্মা হানিমান অধোঅঙ্গের পক্ষাঘাত আরোগ্যে **রাসের** ক্ষমতা থাকার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেও ইহার এই ক্ষমতা যথেষ্টরূপে প্রমানিত হইয়াছে। স্নায়বিক ও টাইফাস জ্বর নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগেও ইহা উপকারী। তরুণ ইন্‌ফ্যাণ্টাইল বা শিশু পক্ষাঘাত রোগে ইহার উপকারিতা থাকিলেও পুরাতন রোগের পক্ষেই ইহা অধিকতর উপযোগী। অঙ্গের অত্যন্ত কাঠিন্য ও অনমনীয়তা জন্মে ও রোগী পদ টানিয়া চলে। উপরিউক্ত

banglabooks.in

শৈশবকালের তরুণ পক্ষাঘাতে **সাল্‌ফার্** বিশেষ উপকারী ঔষধ।

কষ্টিকাম—রসবাতিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের পেশীর, চক্ষুর এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত রোগে ইহা **ব্লাসের** সমকক্ষ ঔষধ।

ডালকামারা—ইহা পুরাতন রোগের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে **ব্লাসের** তুল্য ঔষধ। ইহাতে সিক্ত গৃহতলে শয়নপ্রযুক্ত অধোঅঙ্গের সহজ পক্ষাঘাত জন্মে। কোন প্রকারে পক্ষাঘাত আরম্ভ হইবার পর আর্দ্র আব হাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি হইলে এতদ্দ্বারা উপকার হয়।

কক্কুলাস্ ইণ্ডি—শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন অধোঅঙ্গের তরুণ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত অঙ্গে বেদনা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। ইহা গুল্মবায়ু ঘটিত পক্ষাঘাত রোগেও ফলপ্রদ ঔষধ।

নেট্ মিউ—ইহাও শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগের অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ;

সাল্‌ফার—উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষাঘাত রোগে ইহা **ব্লাসের** কার্য্যপূরকরূপে ব্যবহৃত হয়।

গৃধ্রসী বা সায়াটিকা।—রসবাতজ সায়াটিকারোগে **ব্লাস** উপকারী। আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, হেঁচকা টান, অধিক ভারি বস্তু সবলে টানিয়া তোলা (অনেক সময়ে এরূপ করিতে মাজার মধ্যে কট্ করিয়া উঠিয়া বেদনা হয়) এবং অপরিমিত পরিশ্রম এই রোগের কারণ। **ব্লাসটক্স্** পুরাতন ব্যাধির পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, তরুণে ইহা কার্য্যকারী নহে। লাম্বেগো ও সায়াটিকা উভয় প্রকার কটিবাতের মিশ্র রোগে ইহা বিশেষ ফলদ ঔষধ। ইহার রোগে পেশী, সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট ঝিল্লী বা নিউরিলেমা আক্রান্ত হয়। রুগ্ন অঙ্গ ছিন্ন করার ন্যায় এবং জ্বালাকর

banglabooks.in

বেদনা থাকে। রোগীর খঞ্জতা জন্মে এবং অঙ্গের পেশীর আনবর্ত্তন হয়। কোষ্ঠবদ্ধ; স্থির ভাবে উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি ও অঙ্গের আকৃষ্টতা জন্মে। রোগী বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা শরীর চালনা করিতে অথবা পায়চারি করিয়া চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। দণ্ডায়মান হইতে ও প্রথম চলিতে রোগী কষ্ট বোধ করে; চলিতে চলিতে অঙ্গের আড়ষ্টভাব ও বেদনা দূর হয় এবং রোগী সর্ব্বতোভাবে সুস্থ বোধ করে; কিন্তু অধিককাল চলিলে অঙ্গের আড়ষ্টতা ও বেদনা পুনরাবর্ত্তন করায় রোগী কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে বাধ্য হয়; তাপপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

আর্ণিকা—অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত সায়াটিকার ঔষধ। ইহার প্রবল বেদনার পর আক্রান্ত অঙ্গের ঘষ্টবৎ অনুভূতি থাকিয়া যায়।

ব্রুভা—ইহাতে প্রথম শরীর চালনায় অথবা উপবেশনাবস্থা হইতে গাত্রোত্থানে তীব্রবেধবৎ বেদনা পৃষ্ঠ বাহিয়া সায়াটিক স্নায়ু দ্বারা অধো অভিমুখে যায়; বেদনার উপস্থিতি কালে রোগী অবিরত চলিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। আর্দ্র অথবা শীতল আর হাওয়ায় এবং বেদনা স্থানে শৈত্য প্রয়োগে তাহার বৃদ্ধি হয়?

ব্রায়নিয়া—ইহার তীব্রবেধবৎ বেদনার শরীর চালনায় বৃদ্ধি এবং প্রবল তাপে হ্রাস। বাতজ সায়াটিকা রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লিডাম—ইহাতেও রসবাতমিশ্রিত সায়াটিকা জন্মে।

পৃষ্ঠশূল বা ব্যাকএক এবং কটিবাত বা লাম্বেগো।—পূর্ব্বোল্লিখিত শৈত্যসংশ্রব প্রভৃতি কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিলে এ রোগেরও **রাসের** প্রয়োগ হয়। পৃষ্ঠ ভগ্ন হওয়ার ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বেদনা **রাসের** পৃষ্ঠশূলের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। "শরীর চালনায়

banglabooks.in

উপশম" এই প্রদর্শক লক্ষণ অপেক্ষাও উহা শ্রেষ্ঠতর, কেননা "শরীর চালনায় বেদনার বৃদ্ধি" লক্ষণের অবর্ত্তমানতাতেও **ব্রাস** প্রযোজ্য হইতে পারে।

পৃষ্ঠের গভীর দেশের পেশী আক্রান্ত হইলে **ব্রাসের** বিশেষ উপযোগিতা উপস্থিত হয় বলিয়া অনুমিত। ইহা কটিবাতের পূরাতন্ অবস্থায় উপকারী। **একনাইট** তরুণ রোগের ঔষধ এবং অনেক সময়ে প্রয়োগ মাত্রই বেদনার উপশম হয়। ডাং বেয়ার কটিবাতে **ব্রাস্** এবং **আর্ণিকা** হইতেও **এণ্টি টারটের** প্রশংসা করিতেন। **ব্রাসের** পৃষ্ঠশূল চাপে উপশম, কিন্তু শয্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। **ব্রাসের** বেদনা কোন কঠিন বস্তুর উপর শয়ান থাকিলে উপশম থাকে।

নেট্ মি উ—ইহার রোগীরও বেদনা কঠিন বস্তুর উপর শয়ন করিলে উপশম থাকে। পৃষ্ঠ পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে **ব্রাসের** বেদনার হ্রাস হয়।

সাল্‌ফার—ইহার কটিবেদনায় রোগীর হঠাৎ চলৎশক্তি রহিত হয়। **রডডেণ্ড্রনের** বেদনা ঝটিকার পূর্ব্বে বৃদ্ধি পায়। **পেট্রলিয়াম্** ও **রুটার** পৃষ্ঠশূল প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়। **ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার** এই সকল বেদনা রোগীকে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পায়চারি করিতে বাধ্য করে। **কেলি কার্ব্বে**ও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ৩টা রজনীকালে বেদনা উপস্থিত হইলে তীরবেগে তাহা কটি ভেদ করিয়া অধোগামী হয়।

লিডাম—অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার ন্যায় ইহাতে পৃষ্ঠের আড়ষ্ট ভাব বা অনমনীয়তা জন্মে।

হাইপেরিকাম—যে সকল স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা সিড়ি ভাঙ্গিয়া

banglabooks.in

উঠা নামা ও কষ্টে ভারি বস্তু উত্তোলনাদি করিতে হয় তাহাদিগের রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। মাজার মধ্যে কন্‌কন্ করে ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি জন্মে।

ব্রায়নিয়া—ইহা সহজ কটিবাতের ঔষধ, শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি।

চক্ষুরোগ।—অক্ষিপুটপতন বা **ষ্টোসিস**; গ্রাণুলার লিড্‌স বা অক্ষিপুটের দানাযুক্ত প্রদাহ; যোজকঝিল্লী-প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; ফ্লাক্‌টিনিউলার অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া বা রসবিস্ফিকাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহ; স্ক্রফুলাস্ বা গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ; আইরাইটীস্ বা উপতারাপ্রদাহ; গ্লকমা বা অস্বচ্ছদৃষ্টি।—শোথযুক্ত স্ফীতি, কর্ণীনিকার চতুঃপার্শ্বে উন্নত ঝিল্লী, লোহিতবর্ণ, পুয়জননপ্রবণতা, বিদাহী জলস্রাব এবং রসবিস্ফিকোৎপত্তি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুরোগচিকিৎসায় **রাস-উক্‌স** বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন চক্ষুপুটপতন রোগে **রাস** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

কষ্টিকাম—চক্ষুপুটপতন রোগে ইহা **রাসের** প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট ঔষধ। **জেল্‌সিমিয়াম, সিপিয়া** এবং **ক্যাল্‌মিয়াতেও রাসের** ন্যায় ঊর্দ্ধ চক্ষুপুট পক্ষাঘাতবশতঃ ঝুলিয়া পড়ে, রোগী সম্পূর্ণ চক্ষুরুন্মীলন করিতে অক্ষম হওয়ায় ঊর্দ্ধে কোন বস্তু দর্শন করিতে হইলে মস্তক পশ্চাৎদিকে নত করিতে বাধ্য হয়। **কষ্টি, জেল্‌স্** এবং **ক্যাল্‌মিয়া** রোগী চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের পেশীর কাঠিন্য অনুভব করে।

গ্রাণুলার অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া, কঞ্জাংটিভাইটিস, ফ্লাক্‌টি-

banglabooks.in

নিউলার অফ্ থ্যাল্‌মিয়া, ফ্রুফুলাস্ অফ্ থ্যাল্‌মিয়া প্রভৃতি চক্ষুর প্রদাহরোগের পক্ষে অবস্থাবিশেষে **ব্লাস্** আমাদিগের একমাত্র ভরসাস্থল। গ্রাণুলার অফ্ থ্যাল্‌মিয়ার তরুণ ও প্রবল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে **ব্লাস্** ফলপ্রদ। আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শঘটিত সহজ চক্ষু-প্রদাহেও ইহা উপকারী। ফলতঃ এই সকল এবং ফ্রুফুলাস্ অফ্ থ্যাল্‌মিয়া প্রভৃতি রোগের অতি তরুণ ও প্রবল কষ্টপ্রদ অবস্থায় **ব্লাসের** প্রয়োগে আমরা বিশেষ উপকার পাইয়া থাকি। ইহাতে চক্ষুর ন্যূনাধিক শোথযুক্ত স্ফীতি, ঘোর রক্তিমা, বিদাহী জলস্রাব এবং অনেক সময়ে অতি ভয়াবহ ঝিল্লি-স্ফীতি বা কিমসিসের উৎপত্তি হইয়া চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা জন্মে। ইহার তপ্ত বিদাহী জলস্রাব নিবন্ধন চক্ষুর কালক্ষেত্রে, তৎসন্নিহিত প্রদেশে এবং স্রাবসংস্পৃষ্ট গণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রলবিম্বিকা জন্মে। চক্ষুর অত্যন্ত আলোকাতঙ্ক ঘটিলে এবং রোগ চক্ষুপুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে প্রবল আক্ষেপের সহিত চক্ষু মুদ্রিত থাকে। চিকিৎসক বলপ্রয়োগে চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করিলে বেগে জল ও পীতাভ পূয় নির্গমণ হয়। ইহা **ব্লাস্** রোগের প্রদর্শক। রজনীতে ইহার বেদনার বৃদ্ধি হয়।

রসবাতজ অথবা অভিঘাতিক আইরাইটিস্ রোগেও **ব্লাস** উপযোগী ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহার এবং কঞ্জাংটিভাইটিসের প্রদাহ বিস্তৃত হইয়া করইড মেম্ব্রেণ ও চক্ষুকোটরের সেলুলার টিস্থ প্রভৃতি গভীর উপাদান আক্রমণ করিলেও ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। ইহার বেদনা তীব্রবেগে চক্ষু ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায় ও রজনীতে এবং আর্দ্রশীতল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি পায়। চক্ষু উন্মুক্ত করিলে প্রচুর ও উষ্ণ জল স্রাব হইতে থাকে। অবস্থাবিশেষে পূযও জন্মে।

অস্বচ্ছদৃষ্টি রোগেও কখন কখন **ব্লাসের** উপকরিতা লক্ষিত হইয়াছে।

banglabooks.in

কেলি কার্ব্ব—জলসিক্ত হইয়া চক্ষুপ্রদাহ জন্মিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

এপিস—ইহাতেও যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভার শোথযুক্ত স্ফীতি জন্মে। এস্থেনপাইয়া, ষ্ট্যাফিলমা এবং গণ্ডমালীয় বা ষ্ট্রুমাস-অফ্ থ্যাল্‌মিয়া বা চক্ষুপ্রদাহে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

চক্ষুপুটপতন রোগে **নাক্স ভ** এবং **সিপিয়া**, আইরাইটিস রোগে **বৈরিবিন্ধ** ও **থুজা** উপকারী।

বক্ষশূল বা প্লুরডাইনিয়া।—**ব্রাস**রোগের সাধারণ কারণই ইহার কারণ। বেদনা তীব্রবেগে বক্ষ হইতে স্কন্ধাভ্যন্তরে যায়। এস্থলে **ব্রাস্ ল্যেড** অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় ঔষধ।

গুয়েইয়াকাম—ডাং হিউজের মতে টুবার্কুলসিস (যক্ষ্মা রোগ) ঘটিত বক্ষশূলের ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা—অতি প্রচুর স্রাব এবং গলদেশের লোহিতাভা ও শোথযুক্ত স্ফীতিসহ নাসিকাসর্দ্দি রোগে **ব্রাস** উপকারী। আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ ও সেঁতা স্থানে বাস এই সর্দ্দির কারণ।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক প্রতিশ্যায়রোগ।—আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ রোগের সাক্ষাৎ কারণ হইলে **ব্রাসের** বিশেষ উপকারিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। **ব্রাসরোগে** শরীরস্থ সমুদয় অস্থিতেই অতি তীক্ষ্ণ বেদনা, হাঁচি এবং কাসি হয়। ইহাতে ষ্টার্ণাম অস্থির বা বুকের ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশের পশ্চাৎপার্শ্বে গুড়গুড়ি হইয়া শুষ্ক ক্যাস সন্ধ্যাকাল হইতে দুইপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রোগী অত্যন্ত দুর্দ্দল ও অবসাদগ্রস্ত হয়, কখন কখন জ্বালাময় জিহ্বা, অচৈতন্য ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় টাইফয়েড জ্বর হইবে বলিয়া সন্দেহ জন্মে।

কষ্টিকাম—**ব্রাস্** এবং **ব্রপেটরিয়ামের** ন্যায় ইহাতেও শরীরের শ্রান্তি বোধ, কাসিলে বক্ষের ও গাত্রের কাঁচা

banglabooks.in

বা অবদারণ, টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি থাকে, কিন্তু কাসিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগরূপ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া ইহাকে অন্য দুই ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

হৃদ্রোগ—পেরিকার্ডাইটিস্ বা হৃদ্বহির্ব্বেষ্টপ্রদাহ; এণ্ডকার্ডাইটিস্ বা হৃদন্তরবেষ্টপ্রদাহ; হাইপারট্রফি অব্ দি হার্ট বা হৃৎবৃদ্ধি, প্যাল্পিটেষণ অব দি হার্ট বা হৃৎকম্প।—রসবাতরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী **ব্রাস্ উকস্** প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন হৃৎরোগের ক্রিয়াক্ষেত্র; বর্ষণের জলধারা-সংস্পর্শ এবং শরীরের জলসিক্ততা প্রভৃতি **ব্রাসের** পেরিকার্ডাইটিস ও এণ্ডকার্ডাইটিস্ রোগের সাক্ষাৎ কারণ। আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া সিক্ত শীতল ভাব ধারণ করিলেই রোগীর রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। টাইফয়েড বা পচনশীল ক্ষত প্রভৃতি ঘটিত দূষিত রসের সংমিশ্রণে রক্তের শোণিতের পচিতাবস্থা হইতে ইহার অন্য প্রকার পেরিকার্ডাইটিস রোগ জন্মে। এ স্থলে সাধারণতঃ ইহা **ব্রায়ার** পর প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ রোগের প্রথমাবস্থায় শরীরচালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্রায়ার লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে তাহা প্রযুক্ত হইয়া পরে রোগীর আস্তরতাদি **ব্রাস** লক্ষণ উপস্থিত হইলে **ব্রাস** প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ফলতঃ **ব্রাস** ক্রিয়ার মূলতত্ত্ব এই যে, ইহা শোণিতসঞ্চলনের কেন্দ্রস্থান হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহার, শোণিত সঞ্চলনের এবং শরীরের বিশেষপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব উপস্থিত করে। এজন্য প্রায় প্রর্ব্বপ্রকার রাস্ রোগেই হৃৎপিণ্ড ন্যূনাধিক ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। রসবাতধাতুবিশিষ্ট কুস্তিবাজ লোক, বৃহৎ বৃহৎ কলকারখানার শ্রমজীবী, যাহাদিগকে সর্ব্বদা বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি উত্তোলন করিতে হয় অথবা যাহাদিগকে বড় বড় হাতুড়ি পিটিতে হয়, তাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের অধিকতর শ্রম ও উত্তেজনা হওয়ায় হৃৎকপাট রোগ

banglabooks.in

(ভাল্‌বুলার ডিজিজ) ব্যতীতই হৃৎপিণ্ডের সহজ বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডকপাটরোগবিহীন বা এবম্বিধ সহজ হৃৎবিবৃদ্ধি রোগের অন্যান্য ঔষধমধ্যে **আর্ণিকা** ও **ব্রমিন** শ্রেষ্ঠতর। উপযুক্ত স্থানে এই সকল ঔষধের কালব্যাপী ব্যবহার ব্যতীত এতদ্দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা করা যায় না।

রসবাতদূষিতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উপরিউক্ত অপরিমিত পরিশ্রম নিবন্ধন প্রায়শঃ হৃৎকম্প রোগ (Palpitation of the heart) জন্মিয়া থাকে। এইরূপ হৃদ্রোগের উপসর্গস্বরূপ বাম বাহু ও স্কন্ধে **অসাড়ভাবের বর্ত্তমানতা অনুভূত হইলে রাস** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। রোগী বক্ষের দুর্ব্বলতা এবং হৃৎপেশীর কান্তি-বোধ করে ও যে কোন প্রকার শ্রমেই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় রোগী স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলেও হৃৎকম্প দেখা যায়।

একনাইট—ইহার হৃদ্রোগে রোগী বক্ষস্থলে উৎকণ্ঠা বোধ করে এবং তাহার হস্তাঙ্গুলীতে ঝিন্‌ঝিনি ও চন্‌চনি অনুভূত হয়।

ক্যাল্‌মিয়া—ইহার হৃদ্রোগেও বাম বাহুতে উপরিউক্তরূপ অনুভূতি জন্মে।

পাল্‌সেটিলা—দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডের ভেণ্ট্রিকলের (ধমনী-শোণিতকোটর) বিবৃদ্ধি ও প্রসারণ বা ডাইলেটেষণ রোগে অনেক সময়ে কফোণি (কনুই) প্রদেশের বিশেষরূপ অসাড়তা জন্মে।

এক্টিয়া রেসি—রোগী বোধ করে যেন হস্ত ও শরীর ব্যাণ্ডেজ বা ফিতা দ্বারা কশিয়া বাঁধা হইয়াছে।

ফাইটলেক্কা—ইহাতে শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে **একনাইট, ক্যাল্‌মিয়া** ও **রাসের** ন্যায়ই অনুভূতি জন্মে।

প্যারটাইটীস্, মাম্পস্ বা কর্ণমূলরোগ।—**রাস্** রোগে গ্রন্থির স্ফীতি ঘোর লোহিতবর্ণ ধারণ করে এবং প্রদাহের বিসর্পবৎ

banglabooks.in

(এরিসিপেলেটাস্) প্রকৃতি ও রোগের টাইফয়েড অবস্থা প্রাপ্তির আশঙ্কা জন্মে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কন্‌কনানি বেদনা হয়, রোগী অস্থিরতা সহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে থাকে এবং রোগযন্ত্রণা রজনীতে বৃদ্ধি পায়। কোন রোগের উপসর্গরূপে কর্ণমূল রোগ জন্মিলে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। বাম পার্শ্বের রোগেই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের কর্ণমূল চিকিৎসায় **ব্লাস্** সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছে। **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** এবং **লাইক** যথাক্রমে **ব্লাসের** পর প্রদর্শিত হয়।

ল্যাকেসিস্—ইহার রোগও বাম গ্রন্থি আক্রমণ করে। স্ফীত স্থান কালচে বা নীল লোহিত হয় এবং নিদ্রান্তে রোগ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে পাতলা, কলুতানিবৎ বিদাহী পুয় থাকে;

দন্তশূল বা টুথেক।—শৈত্যপ্রয়োগে দন্তবেদনার বৃদ্ধি ও তাপে হ্রাস হইলে সাধারণতঃ **ব্লাস** উপকারী। কিন্তু ঝাঁকি দেওয়ার ন্যায় বেদনা শীতল হস্তের স্পর্শে অধিকতর উপশম পায়। দন্ত শিথিল ও দীর্ঘতর বলিয়া অনুভূতি জন্মে। ক্ষত হওয়ার ন্যায় দন্তমাড়ি টাটায়।

পেরিটনাইটিস্ বা অন্ত্রবেষ্টপ্রদাহ।—রোগের টাইফয়েড বা পচনশীল বৈকারিক অবস্থার আভাস প্রাপ্তিমাত্র **ব্লাস** লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিধেয়। অত্যধিক জ্বর, ঘর্ম্মহীন, শুষ্ক ত্বক্, শুষ্ক ত্রিকোণাকারে লোহিতবর্ণ অগ্রবিশিষ্ট জিহ্বা এবং দুর্ব্বল রোগীর শয্যাগত অবস্থা প্রভৃতি ইহার প্রদর্শক লক্ষণ। ফলতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ এবং শরীরচালনায় বেদনার অত্যধিক বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণের বর্ত্তমানতায় **ব্রায়নিয়া** প্রযুক্ত হয়। অবশেষে কোষ্ঠবদ্ধের স্থলে উদরাময়, উদরস্ফীতি ও ন্যূনাধিক অস্থির প্রকৃতিদ্বারা অধিকতর টাইফয়েড বা পচনশীল বৈকারিকভাব প্রকাশিতহইলে **ব্লাসই** এক মাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। রুগ্ন

banglabooks.in

স্থান হইতে পচা, শড়া, গলিত ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট বিষতুল্য বস্তু (septic material) শোষিত হইয়া সাঙ্ঘাতিক অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে না বলিয়া ইহার প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হয়। **এণ্টারাইটীস** বা **অন্ত্রপ্রদাহ, টিফিলাইটীস্** এবং **পেরিটিফিলাইটীস্** প্রভৃতি রোগেও রোগীর উপরিউক্তরূপ অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রসবান্তিক রোগের টাইফয়েড অবস্থাতেও ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

টেন্সিবিস্থ—উপরিউক্ত রোগের উপসর্গ স্বরূপ মূত্রযন্ত্ররোগ উপস্থিত হইয়া বৃক্কক বা কিডনিদেশে আকৃষ্টবৎ বেদনা, রক্তময় অত্যল্প মূত্রত্যাগ অথবা মূত্রাঘাত (suppression of urine), উদরের অত্যধিক স্ফীতি এবং ভয়াবহ দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইলে ইহাকে একমাত্র জীবনরক্ষার উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

উদরশূল বা কলিক।—রসবাতিক ধাতুর রোগী ব্যতীতও **রাসের** উদরশূল জন্মিয়া থাকে। রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে এবং পায়চারি করিয়া বেড়াইলে বেদনার উপশম হয়। **কলসিন্থের** বেদনায় রোগী কেবল দ্বিভাঁজ হইলে ও বেদনা স্থানে প্রবল চাপ দিলে উপশম পায়।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া এবং আমরক্তরোগ বা ডিসেণ্টারি।—**রাসের** উদরাময় ও আমরক্ত মিশ্রিত ভাবে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং রোগ স্বল্পতর টাইফয়েড প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহার বিষ্ঠায় রক্ত, ক্লেদ এবং লোহিতাভ পীতবর্ণ শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে। এই আমরক্ত রোগে শুষ্ক ও কর্কশ **জিহ্বার আরক্তিম কিনারা ও ঐ প্রকার ত্রিকোণ অগ্র**, মলত্যাগকালে **উরু বাহিয়া ছিন্নবৎ অধোগামী বেদনা** এবং বিষ্ঠাসহ **রক্তময়**

banglabooks.in

মাংসখণ্ডিত জলের বর্ত্তমানতা ব্লাস্সের নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। কোন কোন রক্তস্রাবী, টাইফয়েডলক্ষণযুক্ত বসন্তগুটিকায় রক্তময় পুষ জন্মিয়া তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা হয়। কালচে রক্তময় বিষ্ঠাত্যাগকালে উরু ব্যথিয়া অধোগামী ছিন্নবৎ বেদনা লক্ষ্য করিয়া ডাং ফ্যারিংটন রোগীকে **ব্লাস** দেওয়ায় সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

অভিঘাতিক রোগ বা ইঞ্জুরিজ।—অত্যধিক পরিশ্রম, কুস্তি প্রভৃতি অঙ্গাদির ব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়া, সন্ধি প্রভৃতি শরীরাংশে মোচড় লাগা, মচকা, হেঁচকা টান এবং ভারি বস্তুর উত্তোলন এবং হস্ত অত্যন্ত টান টান করিয়া উচ্চের বস্তু ধরিবার চেষ্টা প্রভৃতি কারণে পেশীবিশেষের অথবা পেশীগুচ্ছের কণ্ডরা বা টেণ্ডন ও তান্তব ঝিল্লী বা এপনুরোসিস্, সন্ধির বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং স্নায়ুবেষ্ট বা নিউরিলিমা প্রভৃতি যে কোন প্রকার তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস টিসু আঘাতপ্রাপ্ত হউক **রাসটক্স** তাহার একমাত্র ঔষধ। উপরিউক্ত কারণে কখন কখন অঙ্গাদির পক্ষাঘাত হইয়া থাকে, তাহা, এবং অপরিমিত বলপ্রয়োগে বহুদিন ধরিয়া ফুৎকার দ্বারা কোন প্রকার বাঁশি বাজাইলে কখন কখন ফুস্‌ফুস্ হইতে যে রক্তস্রাব হয় তাহাও **ব্লাস্** আরোগ্য করিতে সক্ষম। **ব্লাস্সের** এই সকল আঘাতজ রোগে **"রোগী শরীর চালনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে বেদনার বৃদ্ধি এবং কিছুকাল চালনা করিলে পরে তাহার হ্রাস"** এই বিশেষ পরিচিত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

বক্তা এবং গাথকদিগের সবলে স্বরযন্ত্রের ব্যবহারবশতঃ স্বরদোষ ঘটিলেও **ব্লাস** দ্বারা উপকার হয়।

banglabooks.in

আর্ণিকা—ইহার ক্রিয়া বন্ধনী অপেক্ষা পেশীতে অধিকতর। এজন্য অপরিমিত শ্রমাদিবশতঃ পেশীর টাটানি বেদনা হইলে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। রোগীর অনুভূতি জন্মে যেন তাহার গাত্র পিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে **রাসের** ন্যায় আকৃষ্টবৎ অনুভূতি জন্মে না। কোন গ্রন্থি মচকাইলে অথবা তাহাতে মোচড় লাগিলে, বন্ধনী বা লিগামেণ্ট ব্যতীত অন্যান্য কোমলোপাদানের প্রদাহ না জন্মিলে **আর্ণিকা** তাহার ঔষধ হয় না।

আসে নিকাম্—ইহাও অপরিমিত পরিশ্রম, বিশেষতঃ উচ্চ পাহাড় পর্ব্বতাদির আরোহণের পরিশ্রম নিবন্ধন কুফল আরোগ্যে ফলপ্রদ।

কনায়াম্—গ্রন্থি, বিশেষতঃ শুনগ্রন্থি আঘাত প্রাপ্ত বা দুষ্ট হইলে ইহা উপকারী।

সাল্‌ফুরিক এসিড—ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের শরীরের বহু দিন স্থায়ী টাটানিযুক্ত কালো ও নীলবর্ণ কলঙ্ক আরোগ্যে উপযোগী।

ল্যাকেসিস—ইহা বিষাক্ত ক্ষতের পক্ষে উপকারী।

এরানিয়া ডাইয়াডেমা—বন্দুকের গুলি লাগিয়া ক্ষত হইতে রক্তস্রাব আরোগ্য করে।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—রোগপ্রবণতা-বিশিষ্ট অথবা রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত রোগী **রাস** রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র। এজন্য জ্বর ও প্রদাহসংযুক্ত তরুণ এবং জ্বর ও প্রদাহহীন পুরাতন এই উভয় প্রকার রসবাত রোগে **রাস** প্রযোজ্য হইলেও শেষোক্ত প্রকার রোগেই ইহা অধিকাংশ সময়ে ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কার হইতেই **রাস** এবং **ব্রায়নিয়া** রসবাত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এজন্য এই দুই ঔষধের প্রভেদক লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

banglabooks.in

ব্রাস।

কনকনানি এবং বেদনায় উপশম পায় বলিয়া রোগী অস্থির থাকে ও অবিরত শরীর চালনা করিতে চাহে।

বিশেষতঃ ইহা পেশীবেষ্ট বন্ধনী বা লিগামেণ্ট এবং কণ্ডরা বা টেণ্ডন প্রভৃতি তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস টিস্থর রসবাত রোগে ফলপ্রদ।

তপ্ত এবং ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আর্দ্রশৈত্যের সংস্পর্শ ইহার রোগ কারণ।

ব্রাইওনিয়া।

কনকনানি ও বেদনার উপশম হয় বলিয়া রোগী সম্পূর্ণ স্থির থাকিবার বলবৎ ইচ্ছা প্রকাশ করে; তথাপি কখন কখন বেদনার আতিশয্যে রোগী শরীর চালনা করিতে বাধ্য হয়।

সম্পূর্ণ সন্ধির এবং পেশীর রসবাত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

শৈত্যসংস্পর্শ ইহার রোগের অন্যতম কারণ হইলেও তাহার কোন বিশেষতা দৃষ্ট হয় না; অন্যান্য কারণেও ইহার রোগ জন্মে।

ব্রাসের রসবাতলক্ষণমাত্রেরই শরীরচালনায় উপশম এবং শারীরিক স্থৈর্য্যে বৃদ্ধি হয়। আক্রান্ত অঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া থাকে বলিয়া উপবেশনাদি হইতে উত্থান করিতে প্রথম অঙ্গ চালনা কষ্টকর; কিন্তু চালনা করিতে করিতে পরে রোগী উপশম বোধ করে। তাপ প্রয়োগেও ইহার রোগের উপশম ঘটে। আর্দ্র আবহাওয়ায়, ঝটিকা সময়ে এবং শৈত্যে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে **রড ডেণ্ড্রোন** রসবাত রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ব্রাসের রসবাতাক্রান্ত অঙ্গ প্রথমে কঠিন বা অনমনীয় এবং টাটানি বেদনাযুক্ত। আক্রান্ত শরীরস্থানে ছিন্নবৎ, আকৃষ্টবৎ ও পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি জন্মে এবং সূচিবেধ হওয়ার ন্যায় কষ্টও বিরল নহে। হঠাৎ পৃষ্ঠের "ফিক্" বা খল্লীবৎ বেদনা **ব্রাস্** আরোগ্য

banglabooks.in

করিতে সক্ষম। পৃষ্ঠের গভীর পেশ্যাদিসহ **রাসের** বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় অন্যান্য ঔষধাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কটিবাত বা লাম্বেগো রোগ ইহা দ্বারাআরোগ্য হইয়া থাকে। পেশী প্রভৃতি কোমলোপাদানের আঘাত প্রযুক্ত বেদনা ও স্ফীতি প্রভৃতি অনেকদিন স্থায়ী হইয়া পুরাতন রসবাত প্রকৃতি ধারণ করিলে যেরূপ **আর্ণিকা** তাহার ঔষধ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তান্তবোপাদানের অভিঘাতনিবন্ধন রোগে **রাস** তদ্রূপ উপকার করিয়া থাকে। অবস্থানুসারে শরীরের যে কোন অংশের রসবাত রোগে **রাসের** প্রয়োগিতা থাকিলেও অধঃ অঙ্গের রোগেই ইহা বিশেষতা লাভ করিয়াছে। নিম্নে **রাস** রোগের প্রদর্শক লক্ষণ প্রদত্ত হইল :—

১। অবিশ্রান্ত শরীর চালনায় রোগযন্ত্রণার উপশম; কেবল কটিবাতের যন্ত্রণা তাহাতে কখন কখন বৃদ্ধি পায়।

২। আক্রান্ত শরীরাংশের কাঠিন্য বা অনমনীয়তা এবং টাটানি বেদনা।

৩। শরীরচালনার আরম্ভে কষ্টের বৃদ্ধি।

৪। আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং শৈত্যসংস্পর্শে রোগের বৃদ্ধি; শীতল বায়ু সহ্য হয় না; বোধ হয় যেন তাহাতে ত্বকে বেদনা হয়।

৫। সকল কষ্টেরই তাপে উপশম।

শরীরের স্থানবিশেষের সুস্পষ্ট ও উচ্চতর অস্থিপ্রদেশের বেদনা **রাস** আরোগ্য করিয়া থাকে, কেননা ঐ সকল বেদনা অস্থিবেষ্ট বা পেরিঅষ্টিয়ামের রসবাতিক রোগবশতঃ জন্মে।

এনাকার্ডিয়াম্—রসবাতাক্রান্ত গ্রীবার প্রথম চালনায় কষ্টের বৃদ্ধি, পরে উপশম হয়।

কনায়াম্—অঙ্গচালনার আরম্ভে বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু অধিক সময় চালনায় হ্রাস।

banglabooks.in

লাইক এবং **পাল্‌স্‌**—ধীরে চালনায় উপশম।

ফেরাম্‌—রজনীতে ধীরে চলিয়া বেড়াইলে ইহার স্নায়ুশূল এবং রসবাতের বেদনার উপশম।

রাস রেডিক্যান্‌স—পদে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ এবং মস্তক-পশ্চাতে রসবাতিক বেদনায় উপকারী। বক্ষের স্নায়ুশূল স্কন্ধে যাইলে ইহা দ্বারা আরোগ্য হয়। হস্তের আল্‌নার স্নায়ুশূলও ইহা দ্বারা আরোগ্য হওয়া সম্ভব।

ক্যাল্‌মিয়া ল্যাটিফলিয়া—পদ বাহিয়া নিম্নাভিমুখী ছিন্নবৎ বেদনা; পদের স্ফীতি এবং জ্বর থাকে না, কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। এই সকল লক্ষণে ইহা **কল্‌চি** সহ তুলনীয়।

লিডাম এবং **কল্‌চিকাম**—উভয়েই সন্ধির তীক্ষ্ণ ছিন্নবৎ বেদনা, পক্ষাঘাতবৎ দুর্ব্বলতা, অসাড়তা এবং সন্ধির উপরিভাগের শীতলতা উৎপন্ন করে। **রাসের** ন্যায় উভয়েরই প্রত্যেক পদস্থলনে মস্তিষ্কে টাটানি বেদনা উপস্থিত হয়। **লিডামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা প্রথমে শরীরাধঃ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে যায়, ইহার গাউট শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়, পদের শোথবৎ স্ফীতি জন্মে এবং ইহা **কল্‌চিকামের** অপব্যবহার ঘটিত কুফল, বিশেষতঃ দুর্ব্বলতা সংশোধন করে। **লিডামের** সন্ধির আকৃষ্টবৎ বেদনার ওয়াইন মদ্যপানে বৃদ্ধি হয়। **কল্‌চিকামের** বিশেষত্ব এই যে, ইহার বেদনা স্থানপরিবর্ত্তনশীল, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়, ইহার রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং তাহার আমাশয়াজীর্ণ ও খাদ্যের ঘ্রাণে ঘৃণা এবং বিবমিষা বর্ণমান থাকে।

ক্যাঙ্ক কার্ব্ব—জলসংস্পর্শ নিবন্ধন ইহাতে **রাসের** ন্যায় রসবাত রোগ জন্মে। পৃষ্ঠ এবং স্কন্ধের পেশীর রসবাত রোগ **রাসে** আরোগ্য না হইলে ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম।

banglabooks.in

ক্যাঙ্কেফ্লু—পুরাতন রসবাত রোগ এবং কটিবাতের বেদনা শরীরচালনার আরম্ভে বৃদ্ধি ও ক্রমাগত চালনায় হ্রাস পাইলে ইহা **রাসের** কার্য্যপুরকরূপে ফলপ্রদ।

অধঃচোয়ালাস্থির স্থানচ্যুতি বা ডিস্‌লোকেষণ।—রসবাত রোগীর চুয়ালাস্থির সন্ধিতে বেদনা হইয়া চুয়াল ভগ্ন হওয়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে **রাস** দ্বারা উপকার হয়। চর্ব্বণের ন্যায় মুখের চালনা করিলেই চোয়ালের কর্ কর্ শব্দ হয়। সহজে অধঃচোয়ালের সন্ধিস্খলন হইলে **রাস** তাহার সংশোধনে সক্ষম। **ইগ্নেসিয়া** ও **পেট্রলিয়াম্** এস্থলে রাসসহ সমক্রিয়।

সেলুলাইটিস্ বা কৌষিকোপাদানপ্রদাহ।—কোষময় ঝিল্লীতে **রাসের** বিশেষ রোগজ ক্রিয়া আছে। ইহা তাহার প্রদাহ উৎপন্ন করে। সাধারণতঃ এই প্রদাহ ডিফ্‌থিরিয়া, ইরিসিপেলাস্ এবং চক্ষুপ্রদাহ প্রভৃতি রোগের আনুষঙ্গিকরূপে উপস্থিত হয়। ইহার বিসর্প ও চক্ষুরোগে পুয়সঞ্চার হয় এবং চক্ষুকোটরাভ্যন্তরে পুয় জন্মিলে তাহার বেদনা তীব্রবেগে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া মস্তকের পশ্চাৎ পার্শ্বে যায়। **রাস** এবং **এপিসের** কোষময় ঝিল্লীপ্রদাহের প্রভেদ এই যে শেষোক্ত ঔষধে কোষময় ঝিল্লীতে পুয়শোথ বা এবসেস্ জন্মে না।

সবিরাম জ্বর বা ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার।—গ্রীষ্মকালে তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত শরীরে স্নান এবং অন্যান্য প্রকার আর্দ্রশৈত্যসংস্রব এই **রাস** জ্বরের কারণ। ইহার অতি তীক্ষ্ণ শীতকম্পে রোগী বোধ করে যেন গাত্রে বরফবৎ শীতল জলের ছাপ্‌টা দেওয়া হইতেছে, অথবা তাহার রক্তবহা নাড়ী বহিয়া শীতল শোণিত ধাবমান হইতেছে; শীত অন্যতর পদে, সাধারণতঃ উরুতে, কখন কখন **অংসফলকাস্থি** বা স্ক্যাপুলাস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, প্রায়শঃ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রজনী ৯টার

banglabooks.in

মধ্যে আরম্ভ হইয়া অন্যান্য শরীরাংশে বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় অন্যান্য লক্ষণমধ্যে তীক্ষ্ণ রসবাতিক বেদনা, বিরক্তিকর শুষ্ক ও দুর্ব্বলকর কাসি এবং অস্থিরতাসহ শরীরচালনা অথবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ প্রভৃতি প্রধান। ইহার বহিস্থ শীতের অবস্থায় অভ্যন্তরীণ তাপ বর্ত্তমান থাকে; তৃষ্ণা থাকে না।

অতি ভয়াবহ তীক্ষ্ণ তাপে রোগীর রক্তবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে গলিত ধাতু স্রোতের অনুভূতি জন্মে। অতিশয় অস্থিরতা, সর্ব্বশরীরময় অতি ভয়াবহ চুলকনার চুলকাইলে বৃদ্ধি; এরূপ আমবাতের উদ্ভেদ এবং ওষ্ঠে রসবিস্ফিকার উৎপত্তি প্রভৃতি এই অবস্থার অন্যান্য প্রধান লক্ষণ।

অতি প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরত্যাগকালে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে এবং তাহার আমবাত অন্তর্দ্ধান করে।

নেট্রিমিউরেট্ এবং **হাইপোফস্** শীত কটিদেশে আরম্ভ হইয়া অন্য স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। শীতাবস্থায় শুষ্ক ও বিরক্তিকর কাসি, **সিঙ্কনা** এবং **সালফারেও** দেখিতে পাওয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতিক জ্বর বিকার।—টাইফয়েড বা পচনশীল জ্বরবিকার।—রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিই **ব্রাস** রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র, এজন্য ইহার সর্ব্বপ্রকার রোগেই ন্যূনাধিক রসবাতিক বেদনা ও অস্থিরতাদি বর্ত্তমান থাকে। অন্যপক্ষে **ব্রাস** রোগমাত্রই, বিশেষতঃ ইহার তরুণরোগমাত্রই প্রায় ন্যূনাধিক টাইফয়েড প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপ্রকার রোগেরই অবস্থান্তর ঘটিয়া টাইফয়েড প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের অবস্থাবিশেষে **ব্রাসের** প্রয়োগ হইয়া থাকে। মূলেই যে ইহা শোণিতের দূষিতপরিবর্ত্তনকারী বস্তু তাহা ইহার তরুণ রোগের অধিকাংশ লক্ষণেই, বিশেষতঃ নাড়ী, জিহ্বা এবং বিষ্ঠার প্রকৃতিতে বিশেষ প্রতীয়মান হয়। ইহার নাড়ীর প্রকৃতি

banglabooks.in

কখনই **একন** ও **বেল** প্রভৃতির ন্যায় কঠিনস্পর্শ ও প্রবল হয় না, দুর্ব্বল, কোমল ও অন্যান্য বৈকারিক প্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে; জিহ্বা অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক, অতি লোহিত, ফাটা এবং কটা প্রভৃতি বৈকারিক লক্ষণযুক্ত এবং বিষ্ঠাও প্রায়শঃ জলবৎ অপকৃষ্ট ও মাংসধৌত জলের ন্যায় রক্তবিশ্রিত এবং দুর্গন্ধময়। একারণ **অন্ত্র-বেষ্ট প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্, নিউমোনিয়া, স্কার্লেটিনা** এবং **ডিফথিরিয়া** প্রভৃতি রোগ অনেক সময়ে টাইফয়েড প্রকৃতি ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত টাইফয়েড লক্ষণ প্রকাশ করিলে **রাসের** অধিকারভুক্ত হয়।

টাইফয়েড ফিবার।—হানিমানের সময় হইতেই টাইফয়েড জ্বরচিকিৎসায় **রাস** অতি প্রধানস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। ইহার রোগে রস, রক্ত, স্রাবাদির অত্যন্ত পচনশীল অবস্থা ঘটে। আমাশয় ও অন্ত্রের ক্রিয়াবিভ্রাট উপস্থিত হয়। উদর স্ফীত এবং শ্রোণি বা ইলিয়াক ও প্লীহাদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত থাকে। গলিত মাংসের ন্যায় ভয়াবহ দুর্গন্ধযুক্ত, পীতাভ কটা ও ক্লেদময় উদরাময় হয়। কখন বা রোগী নিদ্রাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে। ধারণের অক্ষমতা নিবন্ধন মূত্র অনৈচ্ছিকরূপে গড়াইতে থাকে। কখন কখন বস্ত্রাদিতে ঈষৎ লোহিতবর্ণ মূত্রকলঙ্ক দৃষ্ট হয়। জিহ্বা ঘোর কটা, শুষ্ক এবং ফাটা থাকে, কখন কখন ঐ ফাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় রক্তস্রাব ঘটে। অনেক সময় জিহ্বাপার্শ্বে দন্তকলঙ্ক পড়ে এবং মুখ, জিহ্বা ও দন্ত কটাসে আটা শ্লেষ্মাজড়িত থাকে। জিহ্বাগ্রের লোহিতবর্ণ ত্রিকোণাকার অংশের বর্ত্তমানতা, অঙ্গের, বিশেষতঃ অধোঅঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা, অসহনীয় পৃষ্ঠশূল এবং অস্থিরতায় ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, উঠা বসা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ এ রোগেও ন্যূনাধিকরূপে উপস্থিত থাকিয়া **রাসের** প্রযোগিতার কারণ হয়।

banglabooks.in

অনেক সময়েই **রাস**টাইফয়েড জ্বররোগীর মস্তকে প্রবলবেগে রক্ত ধাবিত হইয়া মুখমণ্ডলে হঠাৎ শোণিতচ্ছ্বাস ঘটে। প্রবল শিরঃশূল জন্মে এবং রোগী বোধ করে যেন ললাটদেশে তক্তার ন্যায় কোন বস্তু আটা রহিয়াছে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া শিরঃশূলের উপশম হয়। প্রলাপলক্ষণে রাসরোগী কখন কখন শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেও কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিতে সামান্য বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি ব্যতীত বিশেষ উগ্রতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না। প্রলাপাবস্থায় রোগীর শারীরিক ও মানসিক স্থিরতা থাকে না, রোগী উঠা, বসা ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করে। কখন কখন রোগের প্রথমাবস্থায় অতিশয় দুর্ব্বলতাবশতঃ রাসরোগী সম্পূর্ণ স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এরূপ ঘটনা অভাব বিরল বলিয়া জানিতে হইবে। রোগী সর্ব্ব বিষয়ে উদাসভাব ধারণ করে। কখন কখন রোগীর ভ্রমদর্শন হয়। তাহার শুশ্রূষাকারীগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইবে বলিয়া ভীত হইয়া পথ্যাদি খাইতে চাহে না (হায়সা)। অজ্ঞানতা গভীরতর হইলে কোন প্রশ্নকরিলে বোধ হয় যেন অনিচ্ছাবশতঃ রোগী অতিধীরে অথবা বিরক্তভাবে উত্তর প্রদান করে। নিদ্রাবস্থায় রোগী মাঠে ভ্রমণ করার ও অতি পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করার স্বপ্ন দেখে। কখন কখন **হায়সার** ন্যায় ইহাতে রোগী কাজকর্ম্ম-বিষয়ক প্রলাপ কহিয়া থাকে। রোগীর গাত্র শুষ্ক ও তপ্ত থাকে। ঘর্ম্ম হইলে তাহা পরিমাণে প্রচুর ও অম্লঘ্রাণ হয় এবং গাত্রে ঘামাচি জন্মে। অনেক সময় স্ত্রীরোগীর জরায়ু হইতে রক্তস্রাব ঘটে, কিন্তু তাহাতে রোগের কোন উশশম হয় না। আমরা ইহাকে অতি কঠিন লক্ষণ বলিয়া জানি। রাসরোগে বক্ষে শোণিতের সবাধগতিবশতঃ ফুসফুসে রক্তাধিক্য জন্মিলে শ্লেষ্মার গয়ার প্রভৃতি **নিউমোনিয়ার** লক্ষণ উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

ফসফরাস—নিউমনিয়ার উপরিউক্ত উপসর্গ ও উদরাময় **রাসে** আরোগ্য না হইলে তাহার পর **ফস** প্রযোজ্য। ইহার বিষ্ঠা পীতবর্ণ এবং রক্তরেখাযুক্ত, কখন কখন দেখিতে "মাংসের জলের" ন্যায়।

আর্সেনিক—অস্থিরতাদি **রাস**লক্ষণ তাহাতে উপশমিত না হইয়া সাংঘাতিকরূপে বৃদ্ধি পাইলে ও রোগী ক্রমে দুর্ব্বলতার চরম সীমায় উপনীত, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং ভয়ানক অস্থির হইলে এবং মৃত্যুভয়ে ছটফট করিতে থাকিলে **রাসের** পরিবর্ত্তে **আর্স** প্রযোজ্য।

মিউরেসি—ইহাতেও রোগীর রোগজ উত্তেজনাপ্রবণতা বর্ত্তমান থাকে। ইহাতে শারীরিক রস রক্তাদি **রাস** অপেক্ষা অধিকতররূপে পচিত হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ইহার রোগী শয্যার নিম্ন বা পদ পার্শ্বে নামিয়া যায়।

কার্ব্ব ভেজ—**রাসে** রোগ উপশমিত না হইয়া রোগী জীবনীশক্তির অতি চরম, নিস্তেজ ও জড়বৎ অবস্থায় উপনীত হইলে ইহা প্রযোজ্য। রোগীর জৈব প্রতিক্রিয়াশক্তির চিহ্ন মাত্র থাকে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, বিশেষতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত অঙ্গ শীতল এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে। নাড়ী দুর্ব্বলতর থাকিয়া অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। বিষ্ঠায় অতি ভয়াবহ দুর্গন্ধ থাকে।

ব্যাপ্টিসিয়া—অস্থিরতা, কটা জিহ্বা এবং শরীরের টাটানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা রাসের সমান। প্রভেদ এই যে, শয্যায় ছড়ান অঙ্গনিচয় একত্রিত করিবার জন্য রোগী শয্যায় ঘুরিতে থাকে। অস্থির ভাবে শয্যায় ক্রমাগত পার্শ্বপরিবর্ত্তনে **রাসের** বেদনাদি যন্ত্রণার উপশম হয়। **রাসের** ত্রিকোণাকার লোহিত জিহ্বাগ্র **ব্যাপ্টিতে** নাই। বিষ্ঠার দুর্গন্ধ **রাস** অপেক্ষা ইহাতে অধিক।

banglabooks.in

ফস এলি—ইহা **ব্লাস্টেস** পরে প্রযোজ্য। অধিকতর দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী নিশ্চেষ্ট ও শয্যাগত থাকে। বিষ্ঠা রক্ত ও শ্লেষ্মযুক্ত হয়। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলেও রোগী কোন উপশম পায় না।

ট্যারাক্সেকাম—খ্যাতনামা ডাং বনিংহসেন পুত্রের টাইফয়েড জ্বরে অস্থিরতা থাকায় **ব্লাস** ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না। **ট্যারাক্সে**ও ঐরূপ অস্থিরতা এবং জিহ্বায় মানচিত্রবৎ কলঙ্ক থাকে; তাঁহার পুত্রের জিহ্বাতেও ঐরূপ কলঙ্ক দেখিয়া তিনি ইহা প্রয়োগ করায় রোগী অচিরাৎ আরোগ লাভ করে।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্।—রসবিস্ফিকোৎপাদক (vesicular) বিসর্পরোগে **ব্লাস** মহোপকারী ঔষধ। আক্রান্ত ত্বক্স্থান কাম্বুচেলোহিতবর্ণ থাকে ও তাহাতে রসবিস্ফিকা জন্মে। ইহার রোগ মস্তক, মুখমণ্ডল অথবা জননেন্দ্রিয় প্রদেশের ত্বক্ বিশেষরূপে আক্রমণ করে। রোগীর শীতকম্পের পর প্রবল জ্বর ও তীক্ষ্ণ শিরঃশূল হয়। শৈত্যসংস্পর্শ ও জলসিক্ততা সাধারণতঃ এই রোগের কারণ। টাইফয়েড প্রকৃতির বিসর্পরোগে পূয় সঞ্চার হওয়ায় অপকৃষ্ট, পাতলা এবং দুর্গন্ধ পূয় নিঃসৃত হইলেও ইহা উপকার করে। ইহার রোগমাত্রেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বেদনা এবং অত্যধিক চুলকনা ও জ্বালা থাকে। "শরীরের বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের গতি" **ব্লাস্টেস**র বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। মুখের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বগামী রসবিস্ফিকাহীন অনেক বিসর্পরোগ আমরা **ব্লাস** দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করিয়াছি। **মুখের কোন প্রকার ইরিসেপিলাস রোগের বামদিক হইতে দক্ষিণ-দিকে যাওয়া ব্লাস্টেস** পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক।

এপিস—ইহার রোগ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে বিস্তৃত হয়।

banglabooks.in

আক্রান্ত ত্বকস্থানের বর্ণ গোলাপী বা লালের আভাযুক্ত অথবা ঘোর বেগুনে হয় ও শোথযুক্ত থাকে। তৃষ্ণা থাকে না।

আর্শিকা—ক্লেগমনাস্ ইরিসিপেলাস্ বা ত্বকের গভীর দেশের কৌষিক ঝিল্লী আক্রমণকর বিসর্পরোগে ক্ষুণ্ণ অঙ্গ স্পর্শাসহিষ্ণু ও চাপে বেদনাযুক্ত থাকে এবং তাহা থঞ্জতা প্রাপ্ত হয়। **আর্শিকার** বহিঃ প্রয়োগে রোগ জন্মিলে **ক্যাম্ফর** আরোগ্য করে।

ক্যালেণ্ডুলা—ক্লেগমনাস্ বিসর্প রোগে ইহার বহিঃপ্রয়োগ উপকারী।

আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটিনা।—দূষিত ও টাইফয়েড আরক্ত জ্বরের **ব্লাস্টিক্স্** অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিশু তন্দ্রাগ্রস্ত ও অস্থির থাকে। তাহার জিহ্বা লোহিতবর্ণ ও কখন কখন মসৃণ, গলদেশ ও তন্নিকটস্থ স্থান কালচেলোহিত এবং বিশেষ প্রকারের শোথযুক্ত হয়। বাম কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি, গ্রীবা ও কখন কখন কক্ষস্থল প্রভৃতি সর্ব্বগাত্রের লসীকা গ্রন্থিই বিবর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে পূয়ও জন্মিতে পারে। গ্রীবার কোষময় ঝিল্লীর প্রদাহ জন্মিয়া গ্রীবাদেশ স্ফীত এবং তাহার ত্বকের বর্ণ কালচেলোহিত অথবা নীলাভ বিসর্পবৎ হয়। উদ্ভেদ সম্পূর্ণ বাহির হয় না এবং বাহির হইলেও তাহা দেখিতে ঘামাচির ন্যায় ও কালচে থাকে। **ব্লাসে** জীবনীশক্তি আক্রান্ত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবসাদ ঘটে। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে ও মৃদু প্রলাপ কহে। সর্ব্বপ্রকার স্রাবই উগ্র ও বিদাহী গুণ প্রাপ্ত হয়। শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়।

ল্যাকেসিস্ ও **এলান্থাস্**—**ব্লাস** অপেক্ষাও অধিকতর টাইফয়েড অবস্থাপন্ন দুর্ব্বল রোগীর ঔষধ। ইহারা **ব্লাসের** পরে প্রযোজ্য। ত্বকে কালচেনীলবর্ণ যৎসামান্য উদ্ভেদ, গলমধ্যের ক্ষতি, গ্রীবার কোষময় ঝিল্লীর সরস অবস্থা, নাসিকার বিদাহীস্রাব

banglabooks.in

এবং শিশুর তন্দ্রা ও বুদ্ধিহীন ভাব বর্ত্তমান থাকিলে **এলাছাস** উপকারী।

এরাম্ ট্রিফি—ইহাতেও নাসিকা হইতে **এলাছাসের** ন্যায় বিদাহীস্রাব নির্গত হয়। ক্ষতযুক্ত ও কাটা মুখের কোণ হইতে রক্ত পড়ে। মুখলালাও উগ্রগুণবিশিষ্ট। শিশু উত্তেজনাপ্রবণ ও অস্থির।

এপিস মেল—প্রবল জ্বরতাপ, অস্থিরতা, স্নায়বিক কম্প, রক্তিমাবিশিষ্ট মুখগহ্বর ও গলাভ্যন্তর এবং ফোস্কাযুক্ত জিহ্বা, ত্বরিত দুর্ব্বলতার আক্রমণ, মূত্রের স্বল্পতা, নিদ্রালুতা ও ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা ইহাকে **ব্লাস টক্স্** হইতে যত্নপূর্ব্বক প্রভেদিত করা আবশ্যক। স্কার্লেটিনা রোগে ইহার প্রয়োগ তাদৃশ সাধারণ নহে। ইহাতে প্রায়শঃত্বকের ও গলার শোথিত ভাব (œdema) দৃষ্ট হয় এবং ত্বকে চিমটি কাটা ও হুলবেঁধার ন্যায় অনুভূতি জন্মে। আরক্তজ্বরান্তিক লালামেহ বা এল্‌বুমিনুরিয়া রোগের ইহা ফলপ্রদ ঔষধ।

ব্রণশোথ বা এবসেস্।—কর্ণমূল বা প্যারটিড গ্রন্থি এবং কক্ষগ্রন্থি পাকিয়া রক্ত ও রসপূর্ণ পূয় নির্গত হইলে **ব্লাস** তাহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। শরীর বিষাক্ত হওয়ায় এবসেস যখন দগ্ধব্রণ বা কার্ব্বঙ্কলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে তখনই ইহা প্রদর্শিত। পচনশীল বিষাক্ত বস্তু শরীরে প্রবেশ লাভ করায় পচা টাইফয়েড প্রকৃতির এবসেস্ উৎপন্ন হইলে **ল্যাকেসিস্** উপকার করে। ইহাতে কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ কলতানির ন্যায় পূয় থাকে। **আর্সেনিকও** অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত পূয়শোথরোগের ঔষধ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে এবং অসহনীয় **জ্বালাময় বেদনাযুক্ত** এবসেস্ হইতে জলবৎ, কল্‌তানির ন্যায় পূয়-স্রাব হয়। রুগ্ন উপাদানের গ্যাংগ্রিণ বা পচন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থায়ী পচাটে পূয়স্রাবসহ প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর থাকিলে অনেক স্থলে **কার্ব্ব ভেজ** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

banglabooks.in

ত্বকরোগ—দদ্রু বা হার্পিস ; কাউর বা একৃজিমা ; পোড়া নারাঙ্গা বা পেম্ফিগাস্ ; কণ্ডুয়ন বা প্রুরাইটিস।— ত্বক্‌রোগে রসবিম্বিকোৎপত্তিই **রাসের** প্রদর্শক। ইহার সর্ব্বপ্রকার ত্বক্‌রোগেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ রসবিম্বিকা উৎপন্ন হয়। প্রথমে ত্বগাংশ লাল হইয়া উঠে ও ত্বক্‌স্থানে শোথ বা ইডিমা জন্মে। অবশেষে তাহাতে পূয় জন্মিয়া কালে মামড়ি হইয়া যায়। রোগকালে শরীরে রসবাতিক বেদনা থাকিতে পারে। রুগ্ন স্থান জ্বালা ও চন চন করে এবং চুলকায়। রজনীতে, আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় এবং বর্ষা ঋতুতে রোগের বৃদ্ধি হয়। ত্বরিত রসবিম্বিকোৎপত্তি এবং ত্বকের উগ্র-লোহিত বর্ণ **রাস** রোগের প্রদর্শক।

এপিস—ইহাতে জ্বালা, ছুলবেধানুভূতি ও শোথ বা ইডিমা অধিকতর হইয়া থাকে।

ক্যান্থারিস—বৃহত্তর ফোস্কায় তীব্র যন্ত্রণা ও জ্বালা।

ক্রোটন টি—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা অত্যন্ত চুলকায়। ডাং হিউজ বলেন "ইহা কাউরের চুলকনা অতি শীঘ্র ও স্থায়ীরূপে আরোগ্য করে"।

এনাকার্ডিয়াম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঁকড়ান কেন্দ্রযুক্ত ফোস্কা অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে। ইহাতে **রাসের** কুফল প্রতিষেধ করিয়া থাকে।

ডলিকস্—শরীরের স্থান বিশেষ চুলকায় কিন্তু কোন উদ্ভেদ জন্মে না। কখন কখন ইহা মধু মেহের চুলকানি নিবারণ করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৬ (LECTURE XLVI).

কেলি বাইক্রমিকাম্ (Kali Bichromicum)

সাধারণ নাম।—বাইক্রমেট্ অব পটাস্।

প্রয়োগরূপ।—সাধরণতঃ ট্রিটুরেষণ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৬x হইতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

উপাচয়।—প্রাতঃকালে; আহারান্তে; গ্রীষ্মতাপে।

উপশম।—শীতল আবহাওয়ায় ত্বক্‌লক্ষণের (এলুমি ও পেট্রলির বিপরীত)।

সম্বন্ধ।—কেলি বাইক্রমিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্সেনিক, ল্যাকেসিস্ ও পাল্‌স্।

কেলি বাইক্রমিকামের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—প্রতিশ্যায় ও ত্বক্ রোগে এণ্টিম টার্ট।

কেলি বাই যাহার পরে প্রযোজ্য—আমরক্ত রোগে ক্যাম্বারিস অথবা কার্ব্বল এসি দ্বারা বিষ্ঠার অল্প চাঁছাবৎ পদার্থ বিদূরিত হইলে। ঘুংরিকাসি বা ক্রুপরোগে আর্সাডিস্র পর গলা ভাঙ্গা কাসি ও চিম্‌সে যন্ত্রণা, সাধারণ দুর্ব্বলতা এবং গাত্রের শীতলতা বর্ত্তমান থাকিলে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এণ্টি ক্রু, ব্রমিণ, হিপার সা, আয়ডি, কেলি আয়ডি, ল্যাকেসিস্, মার্ক, নাই-এসি, ফাইটল, পাল্‌স্, সিলিক ও স্পঞ্জি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—স্থূলকায়, কটাকেশ ব্যক্তি, যাহারা প্রতিশ্যায়, উপদংশ, অথবা গণ্ডমালারোগগ্রস্ত

banglabooks.in

হয়; স্থূলকায়, খর্ব্বাকৃতি ও খর্ব্বগ্রীব শিশু, যাহারা ঘুংরিকাসি ও ঘুংরি-কাসি সংসৃষ্টরোগপ্রবণ থাকে।

চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গলদেশ, বায়ুনলী এবং আমাশয়ান্ত্র, জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরোগের চিম্‌সে, সূত্রবৎ স্রাব, যাহা রুগ্ন স্থানে আটাবৎ সংলগ্ন থাকে ও টানিলে সূতার ন্যায় সুদীর্ঘ হয় (হাইড্র্যা, লাইসিন)।

গ্রীষ্মকালের রোগ।

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত করা যায় এরূপ সসীম স্থানে বেদনা (ইয়ে)—যাহা দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তন করে (কেলি লা, ল্যাক কেনা, পাল্‌স্), যাহা হঠাৎই উপস্থিত হয়, হঠাৎই অন্তর্দ্ধান করে (বেল্, ইয়ে, ম্যাগ্নে ফ), স্নায়ুশূল—যাহা প্রতিদিন একই সময়ে আক্রমণ করে (এরানি, সিঙ্ক সা)। শিরঃশূল—যাহার আক্রমণের পূর্ব্বে দৃষ্টিমালিন্য অথবা অন্ধত্ব জন্মে (জেল্‌স্, ল্যাক্ ডি), যাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আলোক এবং গোলমাল শব্দে অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং যাহাতে শিরঃশূলের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি পুনরাবর্ত্তন করে (আইরিস্, নেট্রাম্, ল্যাক্ ডি)।

বিয়ার মদ্য পানের কুফল স্বরূপ আমাশয়ের বিকার; আহারের অব্যবহিত পরে আমাশয়ের রোগের বৃদ্ধি; আমাশয়ের গোলাকার ক্ষত ও ক্ষুধার অভাব; আমাশয়োর্দ্ধ স্থানে গুরুত্ব; আমাশয়ের অগ্নান; দড়ি দড়ি শ্লেষ্মা ও রক্ত বমন।

নাসিকা মূলে চাপবৎ বেদনা (ললাটে ও নাসিকা মূলে, ষ্টিফ্টা); নাসিকা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ ও ছিপির ন্যায় বস্তু নির্গত হয়; নাসিকা স্রাব শ্লেষ্মাময়, চিম্‌সে দড়ি দড়ি, সবুজ এবং রক্তযুক্ত; নাসিকাভ্যন্তরে পরিষ্কার বস্তুখণ্ড থাকে; নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত না হইলে মস্তকপশ্চাৎ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত স্থানে প্রচণ্ড বেদনা হয়; নাসিকার

banglabooks.in

উপরে ক্ষত এবং মামড়ি অথবা নাসারন্ধ্র বিভাজক উপাস্থিতে ক্ষত (এলুমি, সিপি, টিউক্রি)।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক গলক্ষতের সূত্রজান পদার্থ নির্ম্মিত আগন্তুক ঝিল্লী কঠিন ও দেখিতে মুক্তার ন্যায়; তাহা নিম্নাভিমুখে বিস্তৃত হইয়া স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী আক্রমণ করে (ল্যাক্ কেনা—শ্বাসনালী হইতে গলদেশ, ব্রমিণ); উপজিহ্বা দেখিতে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র থলির ন্যায়, তাহার স্ফীতি থাকে না, কিন্তু অল্পই লাল আভা থাকে (রাস্)।

গলাধঃগহ্বরে (Fauces) গভীর, ক্ষয়কর ক্ষত; অনেক সময়েই ঐ ক্ষত উপদংশ জন্য হয়।

ঘুংরিকাসিতে গলাভাঙ্গা, ধাতু পাত্রের শব্দের ন্যায় কাসি (সঝিল্লিক ক্রুপ অথবা ডিফ্‌থিরিয়া জন্য) হইলে চিম্‌সে শ্লেষ্মা অথবা রবারের ন্যায় ছাঁচ (Fibro-elasic casts) নিষ্ঠুত হয়; প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কাসির, শয়নে উপশম (প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কাসিসহ শ্বাসকৃচ্ছ্র—এরালি, ল্যাকেসি); আটা গয়ার উঠে, কিন্তু তাহা গলা, মুখ ও ওষ্ঠে লাগিয়া থাকে, সহজে ছাড়াইয়া বাহির করা যায় না (আটা ও ফেনাযুক্ত গয়ার ছাড়াইতে কষ্ট হয় কিন্তু সহজে উঠাইতে পারা যায়, এরালি)।

মাংসল ব্যক্তিদিগের কামেচ্ছার অভাব। জরায়ুভ্রংস।

সাধারণ ক্রিয়া।—কেলি বাই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্র এবং পরিপাকযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রগাঢ়তর এবং জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্বল্পতর প্রতিশ্যায়িক প্রবাহ উৎপন্ন করে, আক্রান্ত যন্ত্রাদি হইতে যে অতি প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব হয় তাহার প্রকৃতি আটাল ও চিম্‌শে। এই ক্রিয়ার ক্রমবৃদ্ধিতে কখন কখন আক্রান্ত স্থানের উপত্বক্ ক্ষয়প্রাপ্ত ও তাহাতে ক্ষত উৎপন্ন হয়; অথবা শ্বাসযন্ত্রপথে আগন্তুক ঝিল্লী জন্মে। গ্রন্থিমণ্ডলে, বিশেষতঃ যকৃৎ এবং কিড্‌নিতে ইহার

banglabooks.in

কিঞ্চিৎ গভীরতর ক্রিয়া বশতঃ যকৃতে সহানুভূতিক ক্রিয়াবিকার এবং কিড্‌নিতে তরুণ ও প্রবল প্রদাহ জন্মিলে এল্‌বুমিনুরিয়া বা লালামেহ উৎপন্ন হয়। ত্বক্, সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিসু এবং অস্থিবেষ্ট বা পেরিয়ষ্টিয়মে ইহার সাধারণ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ রক্তাধিক্য এবং বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়।•

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বিশেষ ও গভীরতর প্রতিশ্যায়িক ক্রিয়া দ্বারাই হোমিওপ্যাথিক জগতে কেলি বাইক্রমিকাম্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার ক্ষরিত শ্লেষ্মা সর্ব্বস্থলেই ঘন ও আটাল থাকে; তাহা টানিলে সূত্রাকার ধারণ করে। নাসিকাদি শ্বাসযন্ত্রপথ এবং গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ইহার ক্রিয়ায় যে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয় তাহা জমাট বাঁধিয়া নাসিকায় পিনাস রোগবৎ চিমসা বা কঠিন ও রবারের ন্যায় কিঞ্চিৎ স্থিতিস্থাপক উপাস্থি বা কর্টিলেজ সদৃশ পদার্থ এবং তদধস্থ গলদেশ, স্বরযন্ত্র এবং শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়া প্রভৃতিতে ডিফথিরিয়া ও ডিফথিরিটিক ক্রুপবৎ অলীক ঝিল্লী সংস্থাপন করে। মুখের ক্ষরিত শ্লেষ্মা অথবা গয়ার এতই ঘন ও আটা যে কিছুতেই মুখ হইতে ছাড়িতে চাহে না, নিষ্ঠীবনের চেষ্টা করিলে তাহা মুখে সংলগ্ন থাকিয়া সূত্রাকারে প্রলম্বিত হয়। রোগের অবস্থাবিশেষে কখন বা পূয়াকার শ্লেষ্মা ক্ষরিত হয়। পরিপাক যন্ত্রপথাবরণী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রাতিশ্যায়িক প্রদাহ নিবন্ধন তাহার সর্ব্বস্থান হইতে আটা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় এবং বিশেষরূপে মুখ, গলদেশ, আমাশয়ের হৃৎপিণ্ডসীমা এবং ডুওডিনাম, সেজুনাম্ ও সরলান্ত্র প্রভৃতি অন্ত্রাংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া তোলার ন্যায় সমপার্শ্ব ও ক্ষয়কারী গভীর ক্ষত উৎপন্ন হয়। চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীও ইহা দ্বারা উপরিউক্তরূপে প্রদাহাক্রান্ত হয় এবং জরায়ু-প্রদাহেও ইহার বিষক্রিয়া ঘটিত অলীক ঝিল্লী জন্মিতে দেখা গিয়াছে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে

banglabooks.in

প্রভূত ক্ষয়কর ক্ষত উৎপাদনে ইহা **অসে নিকেল্স** এবং স্রাবের প্রচুরতাদিতে ইহা **এণ্টিম** টার্টের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত। ঔষধগুণ পরীক্ষার্থ স্বল্পমাত্রায় সেবনে ইহা গলদেশে রক্তাধিক্য ও টাটানি, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা, বিলম্বে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক, মুখের তিক্তাস্বাদ, বিবমিষা, বমন, জিহ্বায় পুরুলেপ এবং আমরক্তরোগের ন্যায় বিরেচন প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে। ইহা নাসিকার সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ এবং কাস প্রভৃতি যে শ্বাসযন্ত্রলক্ষণ উৎপন্ন করে তাহাতে উপরিলিখিত আগন্তুক ঝিল্লী উৎপাদক বিষক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থিমণ্ডলের মধ্যে বিশেষতঃ যকৃৎ আক্রমণ করিয়া ইহা তাহার রক্তাধিক্য ও দক্ষিণ কুক্ষিদেশে মৃদু কনকনানি বেদনা উৎপন্ন করে এবং যকৃতের ক্রিয়াবিকার হইতে কর্দ্দমবর্ণ বিষ্ঠাত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কিডনির আক্রমণে রক্তাধিক্য এবং তাহার কৈশিক নলী অংশের (Tubular portion) বিগলন বশতঃ মূত্রের রোধ অথবা পূয়বৎ অবস্থা উৎপন্ন হয়।

ক্রটন এবং **এণ্টিমনিয়াম্ টার্টারিকামের** ন্যায় ইহারও বহিরভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ত্বকের প্রগাঢ় রোগজ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার ঔষধগুণপরীক্ষোৎপন্ন ত্বক্‌লক্ষণ মধ্যে সাধারণ পীড়কা, পূয়গুটিকা এবং কঠিনতলযুক্ত, প্রলম্বিতপার্শ্ব, সাধারণতঃ শুষ্ক এবং গভীর ক্ষত উল্লেখযোগ্য। ইহার কার্য্যে সৌত্রিকোপাদান বা ফাইব্রাস টিসু, বিশেষতঃ সন্ধিসন্নিহিত এবং অস্থিবেষ্টের ফাইব্রাস টিসুর উদ্দীপনা হওয়ায় তাহাতে ছিন্নবৎ বেদনা জন্মে। অস্থিবেষ্ট বা পেরিঅষ্টিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে অতি পরিস্ফুট ক্রিয়া প্রকাশ হওয়ায় তাহাতে রক্তাধিক্য, স্ফীতি, বেদনা এবং অবস্থাবিশেষে বিশ্লেষণ ও ধ্বংস উৎপন্ন হয়। স্নায়ু এবং অস্থিতে ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। ইহার গৌণক্রিয়াফলে অস্থিক্ষত দৃষ্ট হইয়াছে। ইহা নাসিকার উপাস্থির ধ্বংস সাধন করে।

banglabooks.in

কেলি বাইক্রমিকামের ক্রিয়া আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে একটি "পুরাতন রোগবিষবাষ্পবৎ" গভীর ক্রিয়াশীল পদার্থ বলিয়া অনুমান করা যায়। নাসিকা ও গলদেশাদির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষত, অস্থিবেষ্টের রোগজ পরিবর্ত্তন, সন্ধিনিচয়ের বেদনা এবং ত্বকের উদ্ভেদাদির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে "উপদংশ" রূপ পুরাতন বিষক্রিয়া সহ ইহার ক্রিয়ার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। কার্য্য-ক্ষেত্রেও উপদংশবিষ ঘটিত পুরাতন রোগের অবস্থাবিশেষে সুফল উৎপাদন করিয়া ইহা "এণ্টিসিফিলিটিক্" বা "উপদংশঘ্ন" ক্রিয়ার যথেষ্ট পরিচয় দান করিয়াছে। নিম্নে ইহার যন্ত্রলক্ষণ যথাযথরূপে বিবৃত হইতেছে।

মানসিক বিকার বশতঃ রোগী অনাবিষ্টচিত্ত এবং অবসাদিত হয়; মানসিক বা শারীরিক শ্রমে অনিচ্ছা। সামান্য আমাশয় পীড়াতেই ঔদাস্য এবং বিষণ্ণতা। বক্ষ হইতে উৎকণ্ঠাভাবের উৎপত্তি। খিটখিটে এবং অবসাদগ্রস্ত।

মস্তিষ্কানুভূতি বিকার জন্মিলে উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান করিতে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং বমনের প্রবৃত্তি। সম্মুখে নত হইলে মস্তকে ও আড়াআড়ি ভাবে ললাটে লঘুতার অনুভূতির প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। মস্তকের বিশৃঙ্খল ভাব ও গুরুত্ব।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ললাটে এবং মূর্দ্ধাদেশে বেদনা হইলে পরে তাহা মস্তকপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নাসিকা মূল হইতে বাম চক্ষুর ভ্রূপ্রদেশ বাহিত চক্ষুর বহিষ্কোণ পর্য্যন্ত তীর বেঁধার ন্যায় প্রচণ্ড বেদনা ও চক্ষুর সম্মুখে আঁইস থাকার ন্যায় ঘোর দৃষ্টির প্রাতঃকালে আরম্ভ, অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি এবং সন্ধ্যাকালে নিবৃত্তি। অধিকাংশ সময়ে অন্যতর চক্ষুর্দ্ধ ললাটে শিরঃশূল। মস্তকাস্থিতে টাটানি বোধ।

সুনিদ্রা হয় না, এবং তজ্জন্য হস্ত পদের বিশেষ দুর্ব্বলতা জন্মে।

banglabooks.in

রোগী নিদ্রাকালে বারম্বার চমকিয়া উঠে, অসংলগ্ন কথা বলে এবং হস্তের চালনা করে। নিদ্রাকালে মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্মে এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, শরীরের উষ্ণতা ও শিরঃশূল হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিকার বশতঃ শিরঃশূলের পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন সহ হরিদ্রাবর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অস্পষ্ট দৃশ্য। ঘ্রাণশক্তির লোপ। নাসিকার সম্মুখে পচা গন্ধ পায়। মুখাস্বাদ তামাটে, মিষ্ট মিষ্ট, অম্ল এবং প্রাতঃকালে তিক্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আবৃত করণোপযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা হয়। বেদনার এক শরীরাংশ আক্রমণের পর অন্য শরীরাংশে উপস্থিতি। শরীরের বহু স্থানে গুরুত্বানুভূতি।

গতিপ্রদ স্নায়ু আক্রান্ত হওয়ায় রোগী দুর্ব্বলতা বশতঃ শয্যাগত হয় এবং তাহার মুখের পাণ্ডুরতা ও শরীরের ঘর্ম্ম থাকে। বেদনার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গনিচয়ের ক্লান্তি জন্মে।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুর ও হরিদ্রাভ বর্ণ। মুখের উৎকণ্ঠাযুক্ত দৃশ্য। মুখে বয়োব্রণ, রক্তিমা ও লাল লাল কলঙ্ক।

চক্ষুর প্রদাহ নিবন্ধন হরিদ্রাবর্ণ স্রাব হয় এবং প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষুতে চুলকনাযুক্ত তাপ, জ্বালা এবং চাপবোধ। চক্ষুতে বালুকা থাকার ন্যায় বেদনা নিবন্ধন জ্বালা, জলস্রাব এবং আলোকাতঙ্ক সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বর্দ্ধিত। চক্ষুপুটপার্শ্বের ঝিল্লীর লোহিতাভা, অবদারণ ভাব এবং কর্কশতা জন্মিলে এরূপ হয় যে চক্ষু মিটি মিটি করিলে চক্ষুগোলকের ঘর্ষণ হয় এবং তাহার শুষ্কতা, জ্বালাযুক্ত বেদনা ও চুলকণা জন্মে। যোজকঝিল্লীর রক্তিমা ও চক্ষু হইতে জলস্রাব। যোজকঝিল্লী ও চক্ষুর কালাক্ষেত্রে পূয়গুটিকা জন্মে। চক্ষুর কালাক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার বহুকাল স্থায়ী অস্বচ্ছতা।

banglabooks.in

বাম কর্ণে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনার তালুতে, মস্তকপার্শ্বে এবং গ্রীবা পশ্চাতে প্রসারণ, গ্রন্থির স্ফীতি, এবং গ্রীবা স্পর্শে বেদনা।

সম্পূর্ণ নাসিকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ বশতঃ নাসিকাপথবিভাজক উপস্থিতে ক্ষত জন্মে। নাসিকারন্ধ্রে ছিপির ন্যায় কঠিন পদার্থ। নাসিকা হইতে চিমসা, সূত্রাকার স্রাব। তরল স্রাবযুক্ত নাসিকা-সর্দ্দিতে নাসিকা ও ওষ্ঠ হাজিয়া যায়; ফেকাসেলাল শোণিতরেখাঙ্কিত শ্লেষ্মার স্রাব। নাসিকা মূল হইতে তীরবেধবৎ বেদনা নাসিকাসংলগ্ন ললাট গহ্বর বাহিয়া যায়। নাসিকার অত্যন্ত শুষ্কতা ও নাসিকাস্থিতে চাপ বোধ সহ টাটানি ও জ্বালা নাসিকাসংলগ্ন ললাটগহ্বর বাহিয়া বিস্তৃত হয়। বোধ হয় যেন নাসিকা স্ফীত এবং অনমনীয়, সেজন্য নাক ঝাড়িয়া স্থূল বস্তু বাহির করিবার অদম্য আবশ্যকতা জন্মে, কিন্তু কিছু বাহির হয় না; রোগী বোধ করে যেন নাসিকা হইতে কোন গুরু ভার ঝুলিতেছে। নাসিকামূলে চাপ অথবা বেদনাযুক্ত চাপ থাকে। নাক ঝাড়িলে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভয়ানক সূচিবেধের ন্যায় বেদনা হাওয়ায় বোধ হয় যেন দুইখানি শিথিল অস্থির পরস্পর ঘর্ষণ হইতেছে। নাসিকাতে টাটানি, এবং রন্ধ্র বিভাজক উপাস্থিতে মামড়ি।

সর্দ্দি হইলে প্রাতঃকালে স্বরযন্ত্রে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রে শুড়শুড়ি হওয়ায় গলা খাঁকর দিয়া ও কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হয়, শুড়শুড়ি মুখ এবং কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

নিদ্রা ভঙ্গে শাঁই শাঁই করিয়া হাঁপের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস ও কাসি হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিতে ও সম্মুখে নত হইতে বাধ্য। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে অল্প শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় বোধ হয় যেন বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ঘনীভূত হইয়াছে। বক্ষে কশা ভাব। শয়ন করিলে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি।

শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস ও বমনোদ্বেগসহ যে চিমসা শ্লেষ্ম

banglabooks.in

উঠিতে থাকে তাহা সূত্রাকারে ঝুলিয়া পদ পর্য্যন্ত যায়। শ্বাসযন্ত্রে অথবা বক্ষে গুড়গুড়ি হওয়ায় এবং আমাশয়ের কষ্ট অথবা স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ কাসির উদ্রেক। কাসি হওয়ায় বেদনা ষ্টার্ণাম অস্থির মধ্যস্থল হইতে বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠে যায়; বক্ষে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা অথবা গুরুত্ব এবং টাটানি। গাত্রবস্ত্র মোচন করিলে, প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে, আহারান্তে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে যে কাসি হয় তাহা শয্যাতাপে শরীর উষ্ণ হইলে উপশম পায়।

হৃৎপিণ্ড স্থানে শীতলতা বোধ; বক্ষে কষাভাব; শ্বাসরুদ্ধ। হৃৎপিণ্ড স্থানে সূক্ষ্ম খোঁচাবৎ বেদনা। হৃৎকম্প, শ্বাসরুদ্ধ, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং তাপ হাওয়ায় রজনী ২টার সময় চমকিয়া হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ।

নাড়ী অনিয়মিত, ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত হইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; নাড়ী দ্রুত গতিবিশিষ্ট থাকে; অনেক সময়ে নাড়ী কোমল, দুর্ব্বল এবং কম্পান্বিত।

পরিপাকযন্ত্র বিকার বশতঃ অধৌষ্ঠ স্ফীত হয় এবং ফাটে। ওষ্ঠের কঠিন পার্শ্বযুক্ত ক্ষতে চনচনিযুক্ত জ্বালা। দক্ষিণ কর্ণমূল স্ফীত।

জিহ্বা মসৃণ, লোহিত এবং বিদীর্ণ; কখন শুষ্ক এবং লোহিত; কখন বা হরিদ্রাভ শুভ্রলেপযুক্ত। জিহ্বার উপরে বেদনাযুক্ত ক্ষত এবং জাড়ী ঘা।

মুখ এবং ওষ্ঠের শুষ্কতা শীতল জল পানে উপশমিত। মুখলালার বৃদ্ধি এবং তাহা তিক্ত, চটচটে ও ফেনযুক্ত; কখন বা লবণাস্বাদ।

প্রাতঃকালে গলা খাঁকর দিলে অনেক ঘন ও আটা শ্লেষ্মা উঠে; কখন বা তাহা জিউলির আটার ন্যায় থাকে। লোহিত মণ্ডলবেষ্টিত ও গভীর গর্ত্তযুক্ত ক্ষতের উপজিহ্বামূলসংলগ্ন অংশ হরিদ্রাভ ও আটা পদার্থ পূর্ণ থাকে। উপজিহ্বা এবং টন্‌সিল গ্রন্থি লোহিতবর্ণ, স্ফীত

banglabooks.in

বেদনা হইয়া পরে তাহাতে ক্ষত জন্মে এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদান কৃষ্ণবর্ণ, নীলকৃষ্ণ ও স্ফীত হয়। উপজিহ্বা শোথযুক্ত থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে গলাধঃগহ্বর শুষ্ক থাকায় গলাধঃকরণে বেদনা। গলাধঃগহ্বরে এক থাছি কেশ থাকার অনুভূতি। গলদেশে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি গলাধঃকরণে বিদূরিত হয় না। বাম টন্‌সিল গ্রন্থিতে তীক্ষ্ণ, তীরবেধবৎ বেদনা হইলে তাহা কর্ণাভিমুখে বিস্তৃত ও গলাধঃকরণে উপশমিত হয়।

ক্ষুধার অভাব ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি; জিহ্বা সমল থাকে, এবং অবসাদ জন্মে। বিয়ার মদ্যপানে লালসা এবং অম্লপানীয়ে তৃষ্ণার বৃদ্ধি। মাংসে অনিচ্ছা।

আমাশয়ে ভুক্ত বস্তুর বোঝা চাপিয়া থাকার অনুভূতি; পূর্ণ ভোজন করিলে বোধ যেন পরিপাক ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে চাপ ও গুরুত্ব।

আকস্মিক বিবমিষায় উষ্ণ উদ্গার এবং মিষ্ট মিষ্ট ভাবের স্বাদহীন লালা স্রাব। পাতলা ও পাটকিলে রঙ্গের, চকচকে ও তরল, অম্ল, কখন অজীর্ণ ভুক্তবস্তু এবং অবস্থাবিশেষে পিত্ত বমন হয়। সন্ধ্যাকালে চা পানের পর, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর এবং রজনীতে বুক জ্বালা করে।

আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালাযুক্ত বেদনা হইয়া গলা এবং মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আহারের অব্যবহিত পরেই আমাশয়ে গুরুত্ব ও চাপ। মাংস আহারে আমাশয় বিকার হইলে অজীর্ণ জন্মে। আমাশয়ে বেদনা ও অস্বস্তিভাব এবং অন্ত্রের বেদনা পর্য্যায়ক্রমিক ভাবে হয়। রসবাহ লক্ষণ অপেক্ষা আমাশয়বিকার লক্ষণ অধিকতর থাকে।

দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং প্লীহা দেশে সূচীবেধবৎ বেদনা হইলে উদর ভেদ করিয়া তাহা মেরুদণ্ডে যায়। উদরের স্ফীতি জন্মে।

banglabooks.in

উদরাময়ে অনৈচ্ছিক, প্রচুর ও তরল, কখন বা আমরক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ। আমরক্ত রোগে বেদনাযুক্ত চাপ, বেগ ও কুন্থনে কটা ও বুদ্বুদযুক্ত, জলীয় অথবা রক্তযুক্ত বিষ্ঠার ত্যাগ। প্রতিবৎসর সাময়িক আমরক্ত রোগ। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা অত্যল্প এবং চাপ চাপ থাকে ও তাহার ত্যাগান্তে মলদ্বারে জ্বালা ও চাপ বোধ হয়। পূর্ব্বাহ্ণে মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারে চাপ ও জ্বালা। অপরাহ্ণে উপবেশন করিলে গুহ্যদ্বারে একটা ছিপি থাকার অনুভূতি। অর্শের রক্তনাড়ী নিচয় রক্তপূর্ণ থাকে।

মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীর গ্রন্থিতে, তাহার মূলদেশের বিস্তৃত অংশে (Bulbons portion) এবং তাহার অগ্রাংশের বিস্তৃত স্থানে জ্বালা। কখন কখন মলত্যাগেও জ্বালা থাকে। বারম্বার মূত্রত্যাগের পর জ্বালা। অত্যল্প লোহিতবর্ণ মূত্রত্যাগে পৃষ্ঠে পাশাপাশি ভাবে জ্বালা বোধ। অত্যল্প মূত্রে প্রচুর সাদাটে অথবা শ্লেষ্মার তালানি।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ কামেচ্ছার অভাব ঘটে। উপদংশ রোগে গভীর ক্ষত জন্মে। ভ্রমণকালে প্রষ্টেট গ্রন্থিতে সূচিবেধবৎ বেদনা রোগীকে স্থির ভাবে দাঁড়াইতে বাধ্য করে। মলত্যাগকালে প্রষ্টেট গ্রন্থির স্রাব নির্গত হয়। পুরাতন পূয়মেহ বা গ্লিট রোগে সূত্রবৎ অথবা জিউলির আটার ন্যায় স্রাব।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে ঋতুস্রাব অতি শীঘ্রাগত হইলে শিরোঘূর্ণন, বিবমিষা এবং শিরঃশূল জন্মে। হরিদ্রাবর্ণ, দড়ি দড়ি শ্বেতপ্রদরে কটির পশ্চাতে পাশাপাশি ভাবে দুর্ব্বলতা, এবং উদরের আমাশয়াধঃপ্রদেশে মৃদু বেদনা।

মস্তক নত করিলে গ্রীবার পশ্চাতে কাঠিন্য জন্মে। প্রথমে বাম, পরে দক্ষিণ কিডনি প্রদেশে তীরবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা উরু বাহিয়া বিস্তৃত এবং চালনায় বর্দ্ধিত হয়। পৃষ্ঠের বামপার্শ্ব হইতে হিপসন্ধি পর্য্যন্ত

banglabooks.in

মধ্য পর্য্যন্ত কনকনানি বেদনা। ভ্রমণে, স্পর্শে এবং অনেকক্ষণ উপবেশনের পর উঠিতে কক্‌সিক্‌স্ অস্থির বেদনার বৃদ্ধি।

হস্তের অস্থি চাপিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং অস্থিক্ষত হইতে অঙ্গুলিতে ক্ষত। হস্তের বিস্তৃত বিচর্চ্চিকা (Psoriasis diffusa) চর্ম্মদলরোগে (Impetigo) পরিবর্ত্তিত।

বাম হিপসন্ধির বহির্দ্দেশ হইতে সায়াটিক স্নায়ু বাহিয়া জঙ্ঘাপশ্চাৎ পর্য্যন্ত বেদনা এবং স্নায়ুতে চাপদিলে সম্পূর্ণ জঙ্ঘা বাহিয়া তীর-বেঁধার ন্যায় অনুভূতি। দক্ষিণ টিবিয়া অস্থিতে ছিন্নবৎ বেদনা। ভ্রমণকালে গোড়ালিতে টাটানি। প্রদাহযুক্ত পদে ক্ষত।

অঙ্গনিচয়ে রসবাতজ বেদনা। সম্পূর্ণ অঙ্গের অনমনীয়তা প্রযুক্ত প্রাতঃকালে অঙ্গচালনা করা যায় না।

ত্বকে, বিশেষতঃ প্রকোষ্ঠত্বকে ঘন বটিকার উৎপত্তি। ত্বকের ক্ষত এতাদৃশ গভীর যে বোধ হয় যেন ছেনী দ্বারা মাংস কাটিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার পার্শ্ব অসমান থাকে। শীতকালের ক্ষতে অধিকতর বেদনা। ত্বক্ উষ্ণ, শুষ্ক এবং লোহিত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

চিমসা বা কঠিন এবং তন্তুবৎ শ্লেষ্মার স্রাব শরীরাংশে আটাবৎ সংলগ্ন থাকে এবং টানিয়া দার্ঘ করা যায়।—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, গলদেশ, স্বরযন্ত্র, বায়ুনলী, আমাশয়ান্ত্রপথ, জনেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতি যাবতীয় যন্ত্র এবং প্রদেশাদিরই শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীরোগে উপরিউক্তরূপ শ্লেষ্মাস্রাবের প্রায় অনন্যসাধারণ রূপে বর্ত্তমানতা কেলি বাইক্রমিকামের অতি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া হাইড্র্যাষ্টিসেল্স আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মায় ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইলেও তাহার অন্যান্য লক্ষণ যথেষ্ট প্রভেদক।

banglabooks.in

লাইসিনেরা মুখ এবং গলদেশ হইতে ক্ষরিত শ্লেষ্মা কিঞ্চিৎ তুলনীয় হইতে পারে। কেলি বাইয়ের উপরিউক্ত শ্লেষ্মা অবস্থা-বিশেষে শুষ্ক ও চিমসা বা কঠিন হওয়ায় তাহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগে ঝিল্লীবৎ সংস্থিত হইয়া থাকে। নাসিকারন্ধ্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রতিশ্যায়রোগে ইহা নাসিকা-রন্ধ্রে শুষ্ক, কঠিন, উপাস্থিবৎ ও ছিপির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হইয়া কেলি বাই প্রদর্শন করে। নাসিকা, নাসিকারন্ধ্রপশ্চাৎ, যোনি ও সরলান্ত্র প্রভৃতি হইতে ক্ষরিত জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় শ্লেষ্মাও নাসিকাসন্ধি এবং আমরক্তাদিরোগে ইহার প্রদর্শক।

শুষ্ক, মসৃণ, চকচকে অথবা লোহিত ও বিদীর্ণ জিহ্বা এবং অবস্থাবিশেষে জিহ্বার মূলদেশে হরিদ্রাবর্ণ লেপের বর্ত্তমানতা।—ইহা আমাশয়ের অজীর্ণরোগের বিশেষ লক্ষণ হইলেও ইহার অধিকাংশ রোগেই আনুষঙ্গিকরূপে পরিপাকদোষ বর্ত্তমান থাকায় ঐ সকল রোগেও ইহা কেলি বাইয়ের প্রদর্শক। জিহ্বামূলের হরিদ্রাবর্ণ লেপে ইহা **আর্ক্ক প্রোটোআই** ও **নেউ সা** সহ তুলনীয় হইলেও অন্যান্য লক্ষণে ইহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল বা হেডেক্।—আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন স্নায়বিক শিরঃশূলের পক্ষে **কেলি বাই** উপকারী ঔষধ। ইহাতে দুই প্রকারের শিরঃশূল হইতে দেখা গিয়া থাকে; কিন্তু উভয় প্রকারেরই কারণ স্নায়ুশূল এবং উভয় প্রকারই আমাশয়াজীর্ণের সহানুভূতি নিবন্ধন জন্মে। এক প্রকারের রোগ সাধারণতঃ চক্ষুর ঊর্দ্ধ প্রদে আক্রমণ করে এবং ঐ আক্রমণ সাময়িক প্রকৃতিও ধারণ করিতে

banglabooks.in

পারে। ইহার অন্য প্রকারের শিরঃশূল বড় আশ্চর্য্য প্রকৃতির। এই প্রকারের শিরঃশূলের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ন্যূনাধিক অন্ধত্ব জন্মে, রোগী কোন বস্তুই স্পষ্ট দেখিতে পায় না এবং অচিরাৎ শিরঃশূল আরম্ভ হইয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধির অবস্থায় অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিশক্তি পুনরাবর্ত্তন করে। নেট মিউ, আইরিস, সলি এবং সিলিকন প্রভৃতি অনেক ঔষধেই শিরঃশূলসহ বিভিন্ন প্রকার অন্ধত্বের সংশ্রব আছে, কিন্তু কেলি বাই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদলাভ করিয়াছে।

চক্ষুরোগ—গণ্ডমালীয়চক্ষুপ্রদাহ বা ফ্লিক্টেনুলার অফ্-থ্যাল্মিয়া; কালক্ষেত্রের বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা ও ক্ষত; আইরাইটিস বা উপতারাপ্রদাহ।—চক্ষুরোগের অবস্থাবিশেষে কেলি বাই কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ লক্ষণই জড়ভাব ও নিরাময়িক শক্তিহীনতার জন্য প্রসিদ্ধ। চক্ষুর সাধারণ প্রদাহই হউক, অথবা গণ্ডমালা বা সাইকটিক অর্থাৎ পুরাতন পূয়মেহ দোষজই হউক, কোন প্রকারের রোগেই রক্তিমাদি লক্ষণের উগ্রতা বা আধিক্য দেখা যায় না; আলোকে অসহিষ্ণুতাও থাকে না। অস্বচ্ছ কর্ণিয়ায় ক্ষত জন্মিলে গভীর এবং সমান ও তীক্ষ্ণপার্শ্ববিশিষ্ট হওয়ায় বোধ হয় যেন ক্ষতের পার্শ্ব ছেনী দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে। চক্ষুপুট স্ফীত হয় এবং প্রাতঃকালে জুড়িয়া থাকে। চক্ষু হইতে হরিদ্রাভ, ঘন ও আটা স্রাব নির্গত হয়। বর্ত্তমান ঔষধ যে অবস্থাবিশেষে উপদংশরোগসহ বিশেষ সংস্রবযুক্ত, তাহা শিক্ষার্থীদিগের স্মরণ রাখা আবশ্যক। উপতারার (আইরিস্) উপদংশজ, জড়ভাবাপন্ন ও পুরাতন প্রদাহে এবং সাধারণ পুরাতন প্রদাহে তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে আটা স্রাব নির্গত হওয়ায় যদি উপতারা ও অক্ষিমুকুর

banglabooks.in

বা লেন্‌স্ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যায় তাহাতেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। ফলতঃ ক্ষতাদির **জড়ভাব** বা **নিরাময়িক শক্তিহীনতা, অকিঞ্চিৎকর আলোকাতঙ্কের বর্ত্তমানতা** এবং **রক্তিমার প্রধান্যের আভব যে কেলি বাই** চক্ষুরোগের প্রদর্শক তাহা শিক্ষার্থীদিগের সর্ব্বতোভাবে ধারণা থাকা উচিত। চক্ষুপুটে দানা বা গ্র্যান্থুল জন্মিলেও লক্ষণ নিচয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকে এবং ইহা উপকার করে।

কর্ণরোগ—অট্যালজিয়া বা **কর্ণের স্নায়ুশূল; অটাইটিস্ মিডিয়া** বা **মধ্যকর্ণপ্রদাহ; অটরিয়া** বা **কানপাকা।**—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিদের কর্ণের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও কর্ণপটহপ্রদাহাক্রান্ত হইয়া কর্ণের স্রাব পূর্ব্বকথিতরূপ ঘন, আটাল, সূত্রবৎ ও দুর্গন্ধ পূয়াকার হইলে **কেলি বাইক্রমিকমে** উপকার দর্শে। কর্ণপটহে এবং মধ্যকর্ণের ঝিল্লীতে গভীর ক্ষত এবং গ্রীবা গ্রন্থি ও আক্রান্ত পার্শ্বের কর্ণমূলগ্রন্থিতে স্ফীতি উৎপন্ন হয়; কর্ণের তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা উর্দ্ধে মস্তকে এবং অধাভিমুখে গ্রীবাগ্রন্থি পর্য্যন্ত যায়। গলদেশের প্রদাহ য়ুষ্টেকিয়ান নলীপথে বিস্তৃত হইলে আক্রান্ত ঝিল্লী ঘনীভূত ও কঠিন এবং নলীপথ রুদ্ধ হওয়ায় ন্যূনাধিক শ্রবণবিভ্রাট ঘটে। মিজল্‌স্ বা হামরোগের উপসর্গস্বরূপ কর্ণপ্রদাহের পক্ষে **কেলি বাই** একটি প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। ইহাতে কর্ণের বহিস্থরন্ধ্র স্ফীত হয়।

নাসিকাসর্দ্দি; পিনস, পূতিনস্য রোগ বা **অজিনা।**—সর্দ্দিরোগে আটা, তন্তুবৎ ও দড়ি দড়ি ভাবের শ্লেষ্মাস্রাব থাকিলে এবং তাহা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রে সঞ্চিত হইলে অনেক সময়ে **কেলি বাই** দ্বারা উপকার দর্শে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় নাসিকার

banglabooks.in

শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর শুষ্কতা, নাসিকাতে শুড়শুড়ি ও হাঁচি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে সকলের বৃদ্ধি প্রধান। ইহাতে নাসিকার পুরাতন সর্দ্দিতে অথবা **পিনস** রোগে নাসারন্ধ্র অথবা পশ্চাৎ নাসাপথ হইতে ছিপির ন্যায় অথবা চটা বাঁধা শুষ্ক শ্লেষ্মা নির্গত হয়। অধিক সময়েই প্রাতঃকালে রোগী গলা খাঁকর দিয়া পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে শুষ্ক, কঠিন ও সবুজ শ্লেষ্মা খণ্ড বাহির করিয়া ফেলে। কখন কখন, বিশেষতঃ রোগ যদি উপদংশ হইতে জন্মে, আক্রান্ত শরীর স্থানে ক্ষত জন্মিলে তাহা ছিদ্র হইয়া যায়।

ল্যারিঞ্জাইটিস্ বা স্বরযন্ত্রপ্রদাহ।—কেলি বাই- রোগে স্বরযন্ত্র শুষ্ক থাকে, স্বর কর্কশ ও ফাঁপা হয় এবং রোগী কাসিয়া সূত্রাকার আটা শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত করে। ডাং আইভিম ইহাতে ১২ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করেন। শুষ্ক, শীতল বায়ুসংস্পর্শ নিবন্ধন রোগে ঘুংরি কাসিবৎ কাসি, স্বরভঙ্গ ও স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা এবং বেদনা থাকিলে এবং সামান্য বায়ু প্রবাহসংস্পর্শ অসহনীয় হইলে **হিপার সাল্‌ফ** তাহার ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহা গাথকদিগের স্বরযন্ত্র রোগেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ। উদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় রোগ জন্মিলে তাহার পুরাতন অবস্থায় **সাল্‌ফার** উপকারী। প্রাতঃকালে স্বররোধ, স্বরভঙ্গ এবং স্বরের কর্কশতা ও গভীরতা তাহার অন্যান্য লক্ষণ। গুটিকোৎপত্তি প্রযুক্ত স্বরযন্ত্রের ক্ষতে জ্বালা থাকিলে **আর্সে-নিক** উপশম প্রদান করে।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ।—খর্ব্ব ও স্থূলগ্রীবা বিশিষ্ট শিশু-দিগের সঝিল্লিক বা মেম্ব্রেনাস ঘুংরিকাসিরোগে **কেলি বাই** উপযোগী ঔষধ। ধাতুপাত্রের শব্দবিশিষ্ট খ্যানখেনে কাসি, গলাধগহ্বর ও টন্‌সিল গ্রন্থির লোহিত বর্ণ ও স্ফীতি, টানিয়া টানিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস এবং স্বরযন্ত্রের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে। আক্রান্ত স্থানে স্থূল ঝিল্লী সংস্থিত হয়। রোগের অধাভিমুখে গতিপ্রবণতা থাকায় অনেক

banglabooks.in

সময়েই অচিরাৎ তাহা বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাই আক্রমণ করে ও ক্রুপাস্ ব্রঙ্কাইটিস্ জন্মে। প্রচণ্ড শাঁই শাঁই শব্দে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং নিষ্ঠুত গয়ার চিমসে ও তন্তুবৎ দেখায়। মধ্যে মধ্যে শিশুর শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় নিদ্রাভঙ্গ হয়। অনেক সময়ে **কেলি বাই** ঝিল্লি নির্গত করিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়াছে। রজনী ৩টা হইতে সকাল ৫টা রোগবৃদ্ধির কাল।

ল্যাকেসিস্—স্বরযন্ত্রের ভয়াবহ আক্ষেপ ইহা দ্বারা নিবারিত হইয়াছে।

মার্ক-প্রট-আই—ইহা দ্বারাও স্থলবিশেষে কার্য্য হইয়াছে।

কাসি বা কফ।—ধাতুপাত্রবৎ শব্দবিশিষ্ট অবিশ্রান্ত খ্যান খ্যানে কাসিতে ঘন ও আটা শ্লেষ্মা মুখ হইতে কষ্টে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গত করণে **ক্যাল্কি বাই** দ্বারা সাহায্য হইয়া থাকে। হামজ্বরান্তের কাসিসহ অনেক সময় ইহার কাসির সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। প্রাতঃকালের যে কাসিতে কষ্টে গয়ার নিষ্ঠুত করিতে হয় তাহাতেও ইহা উপকারী। শ্লেষ্মার ও অন্যান্য লক্ষণের উপরিউক্ত রূপ প্রকৃতি এবং রজনীতে শয়ান থাকিলে কাসির উপশম ইহাকে অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

কেলি কার্ব্ব—ইহার প্রচণ্ড কাসির আক্রমণ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অনেক সময়ের চেষ্টার পর অতি কষ্টে অল্প কিঞ্চিৎ চিমসে আটা ও তন্তুবৎ শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত করিতে পারা যায়। কাসিলে গলা আট-কাইয়া ধরিতে ও বমন হইতে পারে।

নাইট্রিক এসিড—ইহার পুরাতন ও অনেক সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, শুষ্ক কাসি রজনীতে শয়নের প্রথমাবস্থায় উপস্থিত হয় এবং তাহার

banglabooks.in

সহিত অত্যন্ত শারীরিক অবসাদ জন্মে ; স্বরযন্ত্রে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা ও সন্‌চনি হয় এবং সামান্য কিঞ্চিত গয়ার উঠে, কখন বা কিছুই উঠে না।

মাকৃস ভ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক ও দুর্ব্বলকর কাসিতে মস্তকে বেদনা এবং আমাশয় প্রদেশে টাটানি হইলে ইহা কখন কখন উপকার করে।

মার্কুরিয়াস—**বেল** ও **ব্রাহ্ম** প্রয়োগান্তে শুষ্ক কাসির কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় ইহা দ্বারা কার্য্য হয়।

হুপ শব্দক বা হুপিং কাসি।—গলাভাঙ্গা কাসির নিবারণার্থ শিশু অগভীর এবং ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস করিলে ইহা উপযোগী। **হিপারের** কাসি অপেক্ষা ইহার কাসির কর্কশতা অধিকতর থাকে এবং আহার করিলে ও গভীর শ্বাস টানিলে কাসির বৃদ্ধি হয়। ইহার সর্দ্দি নাসিকা, গলদেশ, ললাটগহ্বর প্রভৃতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং গয়ার হরিদ্রাবর্ণ, চিম্‌সা ও তন্তুবৎ থাকে। গয়ারের হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা ইহা **ককাস্ ক্যাকটাই** হইতে প্রভেদিত হয়।

হাঁপানি কাসি বা এজমা।—**কেলি বাইক্রের** রোগ রজনী ৩টা হইতে ৪টার মধ্যে আক্রমণ করে। শীতকালে অথবা গরমের সময় ঠাণ্ডা পড়িলে রোগ পুনরাবর্ত্তিত হয়। রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। উপবেশনাবস্থায় সম্মুখ দিকে নত হইলে এবং **হরিদ্রাবর্ণ শ্লেষ্মা** উঠিলে রোগযন্ত্রণার উপশম থাকে। রোগ অনেক বিষয়ে **আর্সেনিকের** সমান হইলেও তাহাতে সূত্রবৎ আটা শ্লেষ্মার অভাব উভয়ের প্রভেদক। **কেলি কার্ব্বের** হাঁপানিরও শেষ রজনীতে বৃদ্ধি হয় ; বক্ষে বায়ু না থাকার অনুভূতি তাহার প্রভেদক। স্নায়বিক হাঁপানি রোগে **কেলি ফস্** সুফল প্রদান করিয়াছে।

banglabooks.in

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ।—যে রোগে নিষ্ঠুত শ্লেষ্মা চিমসে ও জিউলির আটার ন্যায় আটাযুক্ত ও টানিলে সুতার ন্যায় প্রলম্বিত সেইরূপ শ্লেষ্মা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্রযুক্ত তরুণ, অনতিপ্রবল (sub-acute) ব্রঙ্কিয়াক্টিসিস্ বা বায়ুনালীর প্রসার বিশিষ্ট রোগে **কেলি বাই** উপকারী। নীলাভ, থানা থানা গয়ারও উঠিতে পারে; শেষ রজনীতে কাসির বৃদ্ধি হয় এবং আমাশয়দেশে কশাভাব থাকে।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ।—হৃৎপিণ্ড প্রদেশে ভয়াবহ শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ রোগী জাগ্রৎ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে **কেলি বাই** উপকারী। ন্যূনাধিক তারতম্যযুক্ত এবম্বিধ হৃৎপিণ্ড রোগ লক্ষণে ইহা **ল্যাকেসিস্, ল্যাকটিয়া, স্পুগ্রেলিয়া** এবং **গ্র্যাফাইটিস** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়। উভয়প্রকার (হৃৎপিণ্ডের বহিরভ্যন্তর) রসবাতজ হৃৎবেষ্টপ্রদাহ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। হৃৎপিণ্ডে তীক্ষ্ণ তীরবেধবৎ বেদনা হইয়া গাত্র চালনায়, বিশেষতঃ ভ্রমণে বৃদ্ধি হইলে ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—**কেলি বাইক্রোম** প্রসিদ্ধ প্রকৃতিযুক্ত গলক্ষত হইতে পূয়বৎ স্রাব হয় ও টনসিল গ্রন্থি স্ফীত থাকে, ক্ষতের নিকটস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোষগ্রন্থি (Follicles) হইতে ঘন বসা বা পনীরবৎ পদার্থ ক্ষরিত হয়। জিহ্বামূলে পীতবর্ণ লেপ থাকে, গলনালীতে আটা ও সুত্রবৎ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়, য়ুষ্টেকিয়ান নলী বেদনা করে। ইহাতে গলদেশে শুষ্কতা, জ্বালা এবং কাঁচা অথবা চাঁছা ভাবের অনুভূতি হওয়ায় বোধহয় যেন তাহাতে কিছু ফুটিয়া আছে।

এমনি মিউ—ইহার ক্ষতে গলদেশে এতাদৃশ আটা ও চিমসা শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় যে গলা খাঁকার দিয়া তাহা উঠান যায় না। নাসিকা-গলনালী প্রদেশের অবসাদন ভাব এবং স্বরভঙ্গ থাকে।

banglabooks.in

ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ফরিকা।---ডাং কুপারের মতে নাসিকাগল-দেশস্থ অস্থিবৎ অলীক উপমাংস দূরীকরণে ইহা প্রায় অদ্বিতীয় ঔষধ।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রেট--গলাধঃগহ্বরের পুরাতন কোষ-গ্রন্থিপ্রদাহে (ফলিকিউলার ফ্যারিঞ্জাইটিস) জ্বালা, টাটানি এবং অবদারণ ভাব থাকিলে ডাং আইভিন্‌স্‌ ইহাকে প্রধান ঔষধ বলিয়া মনে করেন।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সঝিল্লিক মারাত্মক গলক্ষত।---ক্রুপ বা ঘুংরি কাসি সদৃশ ডিফ্‌থিরিয়া রোগে **কেলি বাই** অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত। গলদেশে গভীর ক্ষত ও ঘন, আটা এবং অনেক সময়ে শোণিতরেখাঙ্কিত নির্য্যাস থাকে, অলীক ঝিল্লী দেখিতে পীতবর্ণ; এবং ক্রুপ শব্দবিশিষ্ট কাসিতে বক্ষের বেদনা হয়। নিকটস্থ গ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি থাকে। **জিহ্বামূলের পীতবর্ণ লেপ অথবা শুষ্ক ও লোহিত জিহ্বা, চিম্‌সে আটা নির্য্যাস, বেদনার গলদেশ হইতে গ্রীবা এবং স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি** প্রভৃতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। রোগের শেষাবস্থায় যখন গলদেশের আক্রমণের বৃদ্ধির শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং ঝিল্লি বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে তখন ইহার উপকারিতা নিশ্চিতরূপে প্রতিয়মান হয়।

আমাশয় রোগ---অজীর্ণ; বমন; আমাশয়প্রদাহ; আমাশয়ের ক্ষত প্রভৃতি।—কেলি বাইক্রমিকাম্, শরীরস্থ অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ন্যায় আমাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সাধারণ উত্তেজনা হইতে ক্ষতোৎপাদক প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে সক্ষম। এজন্য ইহা আমাশয়ের সহজ ও কঠিন নানা প্রকার অজীর্ণ, ক্ষত ও ক্যানসার রোগাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অজীর্ণ রোগসহ সহানুভূতিক শিরঃশূল থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহার পুরাতন ও ন্যূনাধিক বদ্ধমূল অজীর্ণ রোগে মুখ স্ফীত হয় ও তাহাতে হরিদ্রাভ বিবর্ণ দাগ, ফুস্‌ফুড়ি ও বয়োব্রণ.

banglabooks.in

প্রভৃতি জন্মে। চক্ষু কিঞ্চিৎ স্ফীত ও পীতাভ হয়। জিহ্বা পুরু ও বিস্তৃত এবং তাহার পার্শ্ব যেন দন্তের ছাপ যুক্ত থাকে। আহারান্তেই আমাশয় স্ফীত হওয়ার ন্যায় বোধ হয় এবং কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ অথবা প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকে। বহুদিন ধরিয়া বিয়ার এবং এল্ (ধেনোমদ) মদ্য পান এইরূপ অজীর্ণ দোষের কারণ। ইহা প্রায় **আর্সেনিক** তুল্যই আমাশয়প্রদাহের উৎপন্ন ও উপশম করিতে সক্ষম। ইহাতে আমাশয় হইতে অধিক পরিমাণ ঘন, আটা ও চক্‌চকে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। কিছু আহার বা পানের চেষ্টা করিলেই আমাশয়-প্রদেশে কষ্ট ও জ্বালাযুক্ত অবদারণের অনুভূতি জন্মে। উপরিউক্তরূপ শ্লেষ্মা এবং পিত্তমিশ্রিত তিক্তাস্বাদ অম্লের বমন হয়। এইরূপ বমন থাকিলে মদ্যপায়ীর প্রাতঃকালীন বমনে ও আমাশয়ের ক্ষত প্রযুক্ত বমনে ইহা উপকার করিয়া থাকে।

গ্লিট বা পুরাতন পূয়মেহ ; উপদংশ বা সিফিলিস্।—পুরাতন বা "ক্রণিক ডিজিজ্" সহ **কেলি বাইক্রম** সাদৃশ্য থাকার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কার্য্যক্ষেত্রেও ইহা গ্লিট রোগে তত্তুবৎ স্রাব ও পুরাতন গনরিয়া বা সাইকসিস্ বিষজর্জ্জরিত ধাতুবিশিষ্ট রোগীর হস্তাঙ্গুলির নখসন্নিহিত স্থানের মামড়ি এবং উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীর লিঙ্গমুণ্ডের ও লিঙ্গমুণ্ডত্বকের গুটিকাদি নানাপ্রকার ও নানা অবস্থার উদ্‌ভেদ আরোগ্য করিয়া ইহার পূর্ব্বোক্ত এণ্টিসিফিলিটিক ও এণ্টিসাইকটিক উপাধি প্রমাণীকৃত করিয়াছে। এইরূপ ক্রিয়ায় ইহা **থুজা, পাল্‌স্** এবং **সার্জাপেরিলা** সহ তুলনীয়।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—স্থূলকায়, পাতলাকেশ ব্যক্তি-দিগের হরিদ্রাবর্ণ দড়ি দড়ি ও তত্তুবৎ যোনিস্রাবে **কেলি বাই** উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৭ (LECTURE XLVII.)

ডিজিট্যালিস্ (Digitalis)

প্রতিনাম।—ডিজিট্যালিস্ পার্পুরিয়া।.

সাধারণ নাম।—ফক্‌স গ্লাভ্।

জাতি।—স্ক্রফুলেরিএসি।

জন্মস্থান।—ইউরোপ খণ্ডের সুদৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ। আমেরিকায় কর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত।

প্রয়োগরূপ।—দ্বিতীয় বৎসরের বৃক্ষের টাটকা পত্রের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—একমাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সর্ব্বনিম্ন ১×, সাধারণতঃ ৩, ৬ ও ৩০ ক্রম। ২০০ ক্রমেও ব্যবহার হইয়া থাকে।*

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং এড্যাম্‌স্—সেরিব্রো-স্পাইনাল মিনিঞ্জাইটস্ বা মস্তিষ্কমেরুমজ্জা-বেষ্টপ্রদাহ; শিশুর ৭ দিবসের রোগ; কিছু আহার করিলেই বমন; পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ মলত্যাগ; হঠাৎ কর্কশ চীৎকার; নিজের কেশ এবং ধাত্রীর মুখ দৃঢ়রূপে ধৃত; চক্ষুর বক্রদৃষ্টি ও যতদূর সম্ভব পশ্চাৎশাখে মস্তক বক্র করিয়া লওয়া; উদর নৌকার তলার ন্যায় নিম্নতা প্রাপ্ত এবং অঙ্গাদির সীমার শীতলতা; ২০০, আরোগ্য। ডাং ডাজিয়ন—রজনীতে নিদ্রাবেশের উপক্রমে রোগীর মস্তক মধ্যে ধাতু পাত্রে পাত্রে সংঘাত হওয়ার ন্যায় শব্দ হওয়ায় চমকিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইত; ২।৩ বার এইরূপ হইলে নিদ্রা হইত; ১, আরোগ্য। ডাং চাল্‌মার্স—অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র; খুক খুক করিয়া শুষ্ক ও গুড়গুড়িযুক্ত কাসি ও কখন কখন শয়নাবস্থায় শ্বাসরোধ; অনেকবার মূর্চ্ছা যাইত; পদ, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ বেষ্টের শোথ; পদ শীতল ও কৃষ্ণবর্ণ; জিহ্বা শুভ্র ও আর্দ্র; মলত্যাগ সহজ; মূত্র অত্যল্প; নাড়ী পাওয়া যায় না; হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল ও অনিয়মিত, তাহার

banglabooks.in

উপচয়।—শরীর চালনায়; উষ্ণগৃহে; উপবেশনে, বিশেষতঃ ঋজুভাবে উপবেশনে; শয়নে; শিরঃশূলে।

সম্বন্ধ।—ডিজিট্যালিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নাক্স্, ওপি। বিষমাত্রার উদ্ভিজাম্ল, ভিনিগার, মাজুফলসিক্তজল, ইথার ও কর্পূর।

ডিজিট্যালিস যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—ওয়াইনের।

সিঙ্কনা ডিজিট্যালিস্ ঘটিত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি করে।

তুলনীয়ঔষধ।—এণ্টি ক্রু, এপসাই, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্কে, কনায়াম, ফেরাম্, হেলি, ক্যাল্মি, লবে, লাইক, নাক্স্ ভ, ওপি, পাল্স্, সিপি, স্পিজি, সাল্ফ, টেবেক ও জিঙ্ক্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—হঠাৎ শোণিতোচ্ছ্বাসের পরেই অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন যদি ঋতুসন্ধিকালে ঘটে ও তাহা সামান্য শরীর চালনায় বর্দ্ধিত হয় সেস্থলে ইহা উপযোগী।

অনুভূতি যেন রোগী শরীর চালনা করিলেই হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে (ককেন্—ভীত হয় যেন অবিশ্রান্ত শরীর চালনা নাকরিলে হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইবে, জেল্স্। ফেরাম্ দেখ)।

স্বাভাবিক শব্দ লুপ্ত ও অশ্রোতব্য; রোগী হৃৎপিণ্ড দেশ বসিয়া যাওয়ার ন্যায় কষ্ট বোধ করে। মুখ পাণ্ডুর ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ; ওষ্ঠ নীলাভ; অত্যন্ত তৃষ্ণা; ক্ষুধাহীনতা; ইনফিউজন, প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং ন্যান্‌কিতেল—স্ত্রীরোগী, বয়স ৬৬ বৎসব; অতিশয় দুঃখ হইতে হৃৎকম্প জন্মে; বক্ষের বামপার্শ্বে ও বামহস্তে বেদনা; হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি; ৩; আরোগ্য। ডাং রকিথ—রোগীর বয়স ৬৫ বৎসর; একদিন অন্তর এক দন প্রাতঃকালে একই সময়ে উদরাময়; অল্প শীত হইয়াই দুর্ব্বলকর ধূসর বর্ণ মলের রেচন এবং অল্প কালো কটাসে, জমাট বাঁধা, কাফির তলানির ন্যায় বিষ্ঠা; নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলোপযুক্ত; সম্পূর্ণ শরীরে শীতল ঘর্ম্ম; ২০০, আরোগ্য।

banglabooks.in

আমাশয় স্থলে মূর্চ্ছার ভাব বা দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় রোগীর মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে।

বক্ষের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ্য করিতে পারে না (ষ্টেনাম্)।

যেন স্বপ্ন দেখার ন্যায়, যেন উচ্চ হইতে পতিতের অথবা জলে পতিত হওয়ার ন্যায় ভীত অবস্থায় রজনীতে পুনঃ পুনঃ জাগ্রৎ হয়।

মুখ পাণ্ডুর, মৃতের আকৃতিবিশিষ্ট এবং নীললোহিত।

চক্ষুপত্রের, ওষ্ঠের, জিহ্বাংর এবং ত্বকের নীলাভা; নীলপাণ্ডুরোগ বা সায়ানসিস্।

চক্ষুপত্র, কর্ণ, ওষ্ঠ এবং জিহ্বোপরি স্ফীত শিরা।

অনিয়মিত, কষ্টসাধ্য, গভীর এবং দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস।

সহজে এবং বারম্বার হস্তাঙ্গুলির ঝিন্ ঝিনি।

স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বরের পরে এবং ব্রাইটস্ ডিজিজ্ বা লালামেহ রোগে মূত্র রোধ ঘটায় শরীরাভ্যন্তরে এবং শরীরের বহিরাংশে জলশোথ; হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ থাকিলে তাহার সহিত মূর্চ্ছারভাব থাকে (ইহার সহিত জরায়ু প্রদেশের টাটানি থাকিলে, কন্‌ভল্‌ভিউলাস্)।

শরীর ঋজু ভাবে ঊন্নীত করার সময় হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ ঘটিয়া মৃত্যু।

রোগকারণ – রসবাতাদি রোগনিবন্ধন হৃৎপিণ্ডরোগে শোণিত সঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা ডিজিট্যালিস্ রোগের সাধারণ কারণ।

সাধারণক্রিয়া।—নিউমগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ু এবং শোণিতযন্ত্র-মণ্ডলের গতিদ স্নায়ু আক্রমণ করিয়া ডিজিট্যালিস্ হৃৎপিণ্ডের ও ধমনীমণ্ডলের পেশীতে প্রভূত ক্রিয়াপ্রকাশ করে। এই ক্রিয়াফলে উপরিক্ত পেশীমণ্ডলের দুর্ব্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত এবং হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও অধিককাল স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটে এবং ধমনীমণ্ডলের

banglabooks.in

অধিকতর আতত ভাব জন্মে; নাড়ীস্পন্দন ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশি হয়। ডাং টি, এফ, এলেন বলেন "হৃৎপিণ্ডে ডিজিট্যালিসের ক্রিয়ার বিশেষতা এই যে, ইহা হৃৎপিণ্ডের প্রবলতর ও দীর্ঘকালস্থায়ী সঙ্কোচন সংঘটিত করে; হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া শৃঙ্খলাহীন হওয়ায় তাহার ধমনীপার্শ্বের একাংশের বিস্তৃতি জন্মিলেও অপরাংশ সঙ্কুচিত থাকে; অবশেষে সঙ্কুচিতাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হওয়ায় রোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।" ইহার গৌণ ক্রিয়ায় মস্তিষ্ক, কিডনি বা বৃক্ক পরিপাক যন্ত্র মণ্ডলের ক্রিয়াবিভ্রাট ঘটে। অতি ধীরতর এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ীস্পন্দন ডিজিট্যালিস্‌ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ডিজিট্যালিসের ক্রিয়া প্রধানতঃ তাহার ক্রিয়াবীজ ডিজিট্যালিনের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। নিউমো-গ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর ও মস্তিষ্কাধঃপ্রদেশস্থ শোণিতযন্ত্রগতিদ স্নায়ুর কেন্দ্রই ইহার মৌলিক ক্রিয়ার স্থল। এই সকল স্নায়ুকেন্দ্রের অস্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারাই মনুষ্য শরীরে ডিজিট্যালিসের যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন হয়। বিষমাত্রায় ডিজিট্যালিস সেবন করাইলে ন্যূনাধিক কাল বিলম্বে নিউমোগ্যাষ্ট্রিক স্নায়ুর আমাশয়িক শাখার ও মস্তিষ্ক মূলের উত্তেজনা দ্বারা ইহা অতি প্রবল ও স্থায়ী বিবমিষা এবং বমন উৎপন্ন করে। ইহার গৌণ ক্রিয়াফল স্বরূপ সাধারণ শারীরিক অবসাদ, এবং মুখলালা এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি স্রাবের প্রাচুর্য্য উপস্থিত হয়। এই বিবমিষা ও বমন-ক্রিয়ায় ইহা **এণ্টিমনিয়াম টার্টারিকাম্, লবেলিয়া** এবং **টেবেকামসহ** তুলনীয়। ফলতঃ শোণিত-সঞ্চলন-যন্ত্র-মণ্ডলের ক্রিয়াবিকার উৎপাদন দ্বারাই ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অনেক পরীক্ষকের মতেই ডিজিট্যাসিস স্বল্প মাত্রায় সেবন করাইলে অথবা তাহার বিষ মাত্রারও প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়োত্তেজনাবশতঃ নাড়ী-

banglabooks.in

স্পন্দনের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ এই ক্রিয়া এতই স্বল্প স্থায়ী যে চিকিৎসাকার্য্যে ইহার কোন গুরুত্ব দৃষ্ট হয় না। মূলতঃ ইহা হৃৎপিণ্ডের সংযামক বা ইন্‌হিবিটরি স্নায়ুর উত্তেজনা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের প্রবল সঙ্কোচন ও শোণিতযন্ত্রপেশীর গতিদ স্নায়ুর শক্তি হানি করিয়া হৃৎপিণ্ডাদি শোণিতযন্ত্রপেশীমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ও অবশেষে তাহাদিগের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত ঘটায়। এই ক্রিয়ার প্রথমাবস্থায় সংযামক স্নায়ুর অস্বাভাবিক উত্তেজনা ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের নিয়মিত গতির বাধা জন্মে এবং তাহার সঙ্কোচন প্রবলতর ও অধিকতর কাল স্থায়ী হয়। হৃৎপিণ্ডের এবম্বিধ ক্রিয়াবিকার ঘটিলে ধমনীমণ্ডলবাহিয়া শোণিতগতির বাধা জন্মে এবং নাড়ীস্পন্দন ধীরতর, এমন কি মিনিটে ৪০ বারও হইতে পারে। কিন্তু তখনও গতিদ-স্নায়ুর সম্পূর্ণ শক্তিহানি হয় না, পেশীমণ্ডলী কিঞ্চিৎ সক্রিয় থাকে। হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক প্রবলতা-বিশিষ্ট সঙ্কোচন অথবা পেশী শক্তির সাময়িক বৃদ্ধি হইলে ধমনীমণ্ডল কখন আতত অবস্থান্বিত, কখন সঙ্কুচিত ও ক্ষুদ্র হয় এবং নাড়ীরও অনিয়ত গতি জন্মে। কিন্তু উপরিউক্ত পেশীমণ্ডল মূলতঃ দুর্ব্বল থাকায় রোগী শরীর চালনা অথবা উপবেশন করিলে শোণিত সঞ্চলন সংপূরণার্থ পেশী শক্তির অস্বাভাবিক উত্তেজনায় নাড়ীস্পন্দন দ্রুতগতিবিশিষ্ট এবং নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ হয়। অবশেষে, অথবা বিষমাত্রা অধিকতর হইলে অতি সত্বর গতিদ স্নায়ুর শক্তিহানি বশতঃ পেশীমণ্ডলীর প্রভূত দৌর্ব্বল্য অথবা পক্ষাঘাত নিবন্ধন সংযামক স্নায়ুর নির্ব্বাধ ক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কুচিত অবস্থায় রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এবং মৃত্যুর পর হৃৎপিণ্ড ও ধমনীমণ্ডল রক্তশূন্য দৃষ্ট হয়। ডিজিট্যালিস্ বিষক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড ক্রিয়ার বড়ই বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। তাহাতে হৃৎপিণ্ডের ধমনী গহ্বর বা ভেণ্ট্রিকলের অতি প্রবল অপিচ বিশৃঙ্খল সঙ্কোচন হওয়ায় তাহার অংশ বিশেষের প্রসার হইতে আরম্ভ হইলেও অপরাংশ

banglabooks.in

সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে ও অবশেষে তদবস্থাতেই হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। কিন্তু ইহার এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও নাড়ীস্পন্দন-লোপের শৃঙ্খলা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করে। হৃৎপিণ্ড ক্রিয়া যতই বিশৃঙ্খল হউক, শৃঙ্খলা পূর্ব্বক নাড়ী তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ হইয়া থাকে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে অনায়াসেই অনুমিত হইবে যে হৃৎপিণ্ডাদি শোণিত সঞ্চলন যন্ত্রমণ্ডলে ডিজিট্যালিসক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড-সঙ্কোচনের যে প্রবলতা এবং নাড়ীর কাঠিন্য ও আতত ভাবাদি উৎপন্ন হয় তাহা স্বাস্থ্যের সবলতাপ্রকাশক নহে। ফলতঃ প্রায় উহার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা হৃৎপিণ্ডাদি-ধমনীপেশীর শক্তি নাস করিয়া থাকে। অপরঞ্চ এলপ্যাথিমতের টিংচার অথবা হোমিওপ্যাথির মূল অরিষ্ট কিম্বা নিম্ন ক্রমের ঔষধ একাদিক্রমে অধিক দিন প্রযোজিত হইলে ইহার বিশেষ প্রকারের সঞ্চিত ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বা কুমিউলেটিভ (Cumulative) ক্রিয়ার আকস্মিক পরিস্ফূরণও বিপজ্জনক। এরূপাবস্থায় উপরি লিখিত মাত্রায় ইহার প্রয়োগ, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের রুগ্নাবস্থায়. যে সমূহ বিপদসঙ্কুল তাহা বলাই বাহুল্য। ডিজিট্যালিসের টিংচারসেবনে যে কতশত রোগীর উপরিউক্ত বিষক্রিয়ায় হঠাৎ হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার রোধ নিবন্ধন মৃত্যু ঘটে তাহা কে বলিতে পারে।

ডিজিট্যালিসের মূল বা প্রাথমিক ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের ধমনী পার্শ্বে ও ধমনীমণ্ডলে হইয়া থাকে, তাহাতে শোণিত সঞ্চলন ক্রিয়ার বাধা এবং বিশৃঙ্খলা ঘটায় গৌণভাবে শিরামণ্ডলী শোণিতপূর্ণ এবং যন্ত্রমণ্ডলে বিশৃঙ্খল শোণিতসঞ্চলন ও শিরাশোণিতাধিক্য জন্মে। উপরিউক্ত প্রকারে আক্রান্ত যন্ত্র মধ্যে কিডনি, যকৃৎ এবং মস্তিষ্কই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কিডনির ক্রিয়াবিকারবশতঃ মূত্রাল্পতা ও মূত্রের নানাবিধ পরিবর্ত্তন এবং যকৃতের পোর্টাল শিরায় রক্তগতির

banglabooks.in

বাধা বশতঃ তাহার ক্রিয়াজড়ত্ব জন্মে এবং তন্নিবন্ধন পরিপাকবিকার ও কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এবং উভয়ের ক্রিয়াবিকারের শেষফলস্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন শরীরগহ্বরে শোথ জন্মিয়া থাকে। মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানে ইহা মাদকোগ্র ক্রিয়া প্রকাশ করে। নিম্নে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

মস্তকে মত্ততার অনুভূতিসহ জড়ভাব এবং মানসিক উত্তেজনা। সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত ভবিষ্যবিষয়ক ভীতি নিবন্ধন আশঙ্কান্বিত; অত্যন্ত দুঃখ ও অবসাদের, গীতবাদ্যে ভয়ানক বৃদ্ধি। চিন্তা কষ্টসাধ্য এবং স্মরণশক্তি দুর্ব্বল। দিবারজনী কামবিষয়ক কল্পনার উদয়।

অনুভূতিবিকারবশতঃ ভ্রমণ অথবা অশ্বারোহণে গমনকালে শিরোঘূর্ণন; শিরোঘূর্ণনকালে কম্প ও নাড়ীর গতি অতি ধীর। উপবেশনাবস্থা হইতে উত্থান কালে শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছার ভাব ও নাড়ীর ধীরগতি।

মানসিক পরিশ্রমে এবং তৎবিষয়ের চিন্তায় ললাটদেশের গুরুত্ব। রোগী মস্তক আবর্ত্তন করিয়া উপাধাননধ্যে প্রবেশ করায় ও কেশ ধরিয়া টানে; কর্কশ স্বরে চীৎকার করে; সহজে বমন করে; অত্যল্প মূত্রত্যাগ হয়; নীলরোগ (Cyanosis) জন্মে।

অবসন্নতা, অত্যন্ত নিদ্রালুতা। অস্বস্তি ও তৃপ্তিহীন নিদ্রা। রোগী রজনীতে চমকিয়া উঠে এবং জাগ্রৎ হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটায় দ্বিত্বদৃষ্টি জন্মে। বস্তুনিচয় সবুজ, পীতবর্ণ-অথবা রৌপ্যমণ্ডিত দৃষ্ট হয়। নিদ্রাকর্ষণ হইলে মস্তকমধ্যে হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দ শ্রুত হওয়ায় ভীতি বশতঃ চমকাইয়া নিদ্রাভঙ্গ। কর্ণের সম্মুখে স্ফুটন্ত জলের শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত। মুখাস্বাদ ক্লেদবৎ; কোন আস্বাদ থাকে না; মিষ্টাস্বাদে মুখগহ্বরের স্রাব।

banglabooks.in

অনুভূতিদ স্নায়ুরোগে বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা।

গতিদস্নায়ুর বিকারবশতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে হঠাৎ ঘর্ম্ম এবং তন্নিবন্ধন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শক্তির লোপ এবং প্রচুর ঘর্ম্ম। রোগী ঋজুভাবে থাকা সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। মূর্চ্ছার ভাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতার অনুভূতি।

মুখমণ্ডল নীললোহিত; রোগী পাণ্ডুর ও দেখিতে যেন মৃতবৎ। চক্ষুতারা বিস্তৃত এবং স্পর্শজ্ঞানশূন্য। যোজকঝিল্লী বা কঞ্জাংটাইভার পুরাতন প্রদাহ। অধঃচক্ষুপুটের স্ফীতি। চক্ষুপুটের যোজকঝিল্লি পীতলোহিত। উজ্জ্বল আলোক অথবা শীতল বাতাসে চক্ষুর জলস্রাবের বৃদ্ধি। প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। উভয় চক্ষুই বামপার্শ্বে ঘূর্ণিত। চক্ষুতে বিবৃদ্ধ শিরা দৃষ্ট হয়।

স্বরযন্ত্রের আক্ষেপবশতঃ গলাধঃকরণ চেষ্টায় শ্বাসরোধ। প্রত্যূষকালে স্বরভঙ্গ।

প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ শীতঋতুতে শ্বাসপ্রশ্বাসের ধীরগতি এবং হাঁপানির আক্রমণ। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরে কষ্টকর বিবমিষা নিবন্ধন শায়িতাবস্থায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। অতি কষ্টজনক হাঁপানির ভ্রমণকালে বৃদ্ধি।

তালু এবং শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়ার কর্কশতা ও চুলকনা জন্য কাসির উদ্রেক বশতঃ কাঁপা, গভীর এবং আক্ষেপিক কাসি; প্রাতঃকালে কিছু উঠে না, সন্ধ্যাকালে কষ্টের সহিত হলদে, জিউলির আটার ন্যায় সামান্য শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত। শরীরাভ্যন্তরে গরম বোধে, আহারে, শীতল জল পানে এবং কথা বলায় অথবা মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে কাসি হইয়া মধ্যরজনী হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি। গয়ার মিষ্টাস্বাদ এবং কখন কখন তাহার সহিত অল্প কৃষ্ণবর্ণ রক্ত।

ফুস্‌ফুসের বিশেষ প্রকারের এবং আপাতঃ দৃষ্টে রসবাতের ন্যায়

banglabooks.in

বেদনা, প্রতিশ্যায় ও রসস্রাব। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ও বিস্তৃতি নিবন্ধন ফুসফুসে মৃদু রক্তাধিক্য। ফুসফুসের সঙ্কোচনবশতঃ চিৎভাবে শয়ন করিতে ইচ্ছা; চিম্‌সা অথবা রক্তসংযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত। বক্ষের অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা বলা সহ্য হয় না। বক্ষাভ্যন্তরে আর্দ্র শব্দ থাকিলেও শুষ্ক কাসি হয় ও নাড়ী সূত্রবৎ থাকে।

হৃৎস্পন্দন প্রবল, কিন্তু বিশেষ দ্রুত নহে। হৃৎপ্রদেশে অস্বস্তি এবং প্রকোষ্ঠে দুর্ব্বলতার অনুভূতি। হঠাৎ যেন হৃৎক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি প্রযুক্ত ঊৎকণ্ঠা জন্মে। হৃৎপিণ্ডক্রিয়া দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার অধিকতর দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট এবং কখন কখন অনিয়মিত স্পন্দন।

নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত গতি বিশিষ্ট; ধীরগতি; বিশেষতঃ স্থির হইয়া থাকিলে অত্যধিক ধীরগতি; শরীর চালনা করিলেই দ্রুত, পূর্ণ ও কঠিন স্পর্শ। তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তমাদি বিযোড় স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।

জিহ্বা শুভ্রলেপবিশিষ্ট। জিহ্বা পরিষ্কার এবং আমাশয় শূন্য—ক্ষুধা হয় না। ওষ্ঠ ও জিহ্বোপরি বিস্তৃত শিরা।

বিবমিষায় রোগী বোধ করে যেন তাহার মৃত্যু হইবে। অবিশ্রান্ত বিবমিষা এবং গলরোধ। জিহ্বা লেপহীন ও শুভ্র ক্লেদাবৃত। বমনের প্রবৃত্তি। অবিরত বিবমিষা এবং বমন; বমনের পরেও বিবমিষা থাকিয়া যায়। প্রাতঃকালে ভুক্ত বস্তু ও পিত্তের বমন।

আমাশয়ের জ্বালা অন্ননালী বাহিয়া উঠে। আমাশয়ে দমিয়া যাওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগীর মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে। আমাশয়োর্দ্ধ-গহ্বরে টাটানি ও বায়ুস্ফীতি।

যকৃদ্দেশে টাটানি এবং কাঠিন্য। ন্যাবা (Jaundice) জন্মিলে সহজে বমন হয় এবং নাড়ী ধীরগতি থাকে। উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা।

banglabooks.in

মূত্রত্যাগের বেগের সহিত বারম্বার মলত্যাগেচ্ছা নিবন্ধন অত্যল্প, কোমল বিষ্ঠা নির্গত হয়, কিন্তু তাহাতে ইচ্ছার নিবৃত্তি হয় না। ছেয়ে বা ফেকাসে বর্ণের প্রবল উদ্বাময়ে অতি বিলম্বে, চা খড়ির ন্যায় মলত্যাগ। সন্ধ্যাকালের বিষ্ঠাসহ অনেক সূত্রবৎ কৃমি নির্গত হয়।

মূত্রত্যাগের নিস্ফল চেষ্টা। অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ প্রযুক্ত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগান্তেও মূত্রস্থালী পূর্ণ থাকার অনুভূতি। কতিপয় বিন্দু মূত্র নিঃসরণের পর মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি; ভ্রমণে মূত্রত্যাগেচ্ছার বৃদ্ধি হইলেও কষ্টের জন্য রোগীকে পায়চারি করিতে হয়। স্বল্প, ঘন, ঘোলাটে ও কৃষ্ণাভ মূত্র। মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি। মূত্রত্যাগজন্য বেগ দিলে মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপদপানি বেদনা।

প্রতি রজনীতে শুক্রস্খলন হওয়ায় জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা এবং রোগীর মনঃকষ্ট ও নৈরাশ্য ঘটে; শুক্রনিঃসরণের পর বোধ হয় যেন মূত্রনলীপথ হইতে কিছু ঝির ঝির করিয়া বাহির হইতেছে। মূত্রনলী প্রদাহ ও মৃদা (Phimosis) জন্মিলে মূত্রত্যাগকালে অত্যন্ত জ্বালা; লিঙ্গমণিবেষ্টকের জলশোথ। অণ্ডকোষের স্ফীতি। অণ্ডকোষবেষ্টের জলদোষ বা হাইড্রসিল।

বাম বাহুর গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা। অঙ্গুলিমিচয়ে সহজে ও বারম্বার ঝিনঝিনি ধরে।

পদের বেদনা ও স্ফীতি এবং অধঃঅঙ্গে পক্ষাঘাতিক অনুভূতি।

ত্বকের চুলকনা। উপত্বক্ স্খলন।

ন্যাবা বা জণ্ডিস্। সর্ব্বশরীর ধস্‌থসে ও শোথযুক্ত। নাড়ী দুর্ব্বল ও কম্পিত। পদ শীতল।

জ্বর কালে ত্বকের এবং অঙ্গসীমার শীতলতার প্রাধান্য। প্রভূত শীতল ও চটচটে ঘর্ম্ম।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

নাড়ী পূর্ণ অনিয়ত, অত্যন্ত ধীরগতি ও দুর্ব্বল; তৃতীয় পঞ্চম এবং সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনে নাড়ীর ক্ষণলোপ।—ডিজিট্যালিস্ মূলতঃ হৃৎপিণ্ড এবং শোণিতযন্ত্রের ধমনীপার্শ্বেয় আক্রমণ দ্বারা গৌণভাবে অন্যান্য যাবতীয় রোগ লক্ষণ উৎপন্ন করে। একারণ ইহার ক্রিয়োৎপন্ন বিশেষতাযুক্ত নাড়ীলক্ষণই রোগচিকিৎসায় ডিজিট্যালিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। উপরিউক্ত নাড়ীপ্রকৃতি, বিশেষতঃ তাহার **ধীরতর গতি** এবং **তৃতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তমাদি স্পন্দনের ক্ষণলোপ** অথবা নাড়ীর অন্যতর বিশেষ লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে, তাহা হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রগত অথবা ক্রিয়াগত যে কোন বিকারপ্রযুক্তই হউক, অবস্থাবিশেষে নিশ্চিতই ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া পারগণিত।

ডাংন্যাস ক্রিয়াবিকারী-হিদ্রোগগ্রস্ত কোন রোগীর **মিনিটে ৩০বার নাড়ীস্পন্দনরূপ** ভয়াবহ প্রদর্শক লক্ষণ অবলম্বনে ডিজিট্যালিসের প্রয়োগ দ্বারা তাহা ও তদানুষঙ্গিক নানাপ্রকার সাঙ্ঘাতিক রোগলক্ষণ দূরীকরণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বর ও তদানুষঙ্গিক রোগের শোচনীয় দশায় কোন রোগীকে আমি নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তমাদি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপের অনুসরণে ডিজিট্যালিস প্রয়োগে অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সমর্থ হই। রোগী প্রয় প্রায় পাঁচ বৎসর বয়সের বালক। এক বৎসরের উর্দ্ধকাল ম্যালেরিয়া জ্বর এবং তদানুষঙ্গিক রোগগ্রস্ত ছিল। কুইনাইন প্রভৃতি এলোপ্যাথিক ঔষধে মধ্যে মধ্যে জ্বর বন্ধ হইত ও পুনরাবর্ত্তন করিত। পুনরাবর্ত্তিতাবস্থায় রোগীর কলাপ্‌স্ হইলে ব্র্যাণ্ডি প্রকৃতি উত্তেজক ঔষধের ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এরূপ ঘটনা অনেক বার হইয়াছিল। আমার চিকিৎসারম্ভকালের লক্ষণ—আল্প জ্বর, নাড়ীস্পন্দন প্রায় ১০১; প্লীহা ও

banglabooks.in

যকৃৎ বিবৃদ্ধ; কোষ্ঠ অপরিষ্কার, বিষ্ঠা কাল্‌চে সাদা; উদরী ও অণ্ডকোষবেষ্টের প্রভূত জলশোথ; গাত্রোপরে বর্দ্ধিত শিরা

নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের ক্ষণলোপ। ডিজিট্যালিস ৩ প্রয়োগে ৪।৫ দিবসের মধ্যে প্রায় সকল লক্ষণেরই তিরোধান। অপরাহ্ণ ১।২ টায় জ্বরাক্রমণ হইত; ইপিকা প্রয়োগে তাহা দূর হইয়া অভাবনীয় অল্পকালে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। এরূপ লক্ষণে ডিজিট্যালিসের তুলনীয় ঔষধ দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমানেই আমার চিকিৎসাধীন প্রায় ১২ বৎসরের একটি ম্যালেরিয়া পীড়িত বালিকার শ্বেতপ্রদরবৎ প্রভূত স্রাব দৃষ্ট হয়। নাড়ীর পূর্ব্ববৎ বিষম গতি লক্ষ্য করিয়া ডিজিট ৬ প্রয়োগে তিন দিবসের মধ্যেই রোগিনীর অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে।

ত্বকের, বিশেষতঃ চক্ষুপুট, ওষ্ঠ ও জিহ্বার লীলবর্ণ, অবস্থাবিশেষে ত্বকের স্থানে স্থানে, চক্ষুপুটে, কর্ণে, ওষ্ঠে এবং জিহ্বায় বিবৃদ্ধ ও সুস্পষ্ট শিরার বর্ত্তমানতা।—পূর্ব্ববর্ণিত নাড়ীবিকার থাকিলে হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগচিহ্নের অবর্ত্তমানেও উপরিউক্ত লক্ষণ ডিজিট্যালিসের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

অনুভূতি যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ড-ক্রিয়ার রোধ ঘটিবে।—হৃৎপিণ্ডকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্ত্তনাদি হৃদ্রোগে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারী রোগে অথবা যে কোন সাধারণ রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারবশতঃ যদি উপরিউক্ত হৃৎপিণ্ডক্রিয়ারোধের অনুভূতি জন্মে তাহাতে ডিজিট্যালিস বিশেষরূপে প্রদর্শিত।

অনিয়মিত এবং কষ্টসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা।— হৃদ্রোগে উপরিউক্তরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসবিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য ডিজিট্যালিসের বিষয় আমাদিগের স্মরণপথে আইসে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মিনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ—হাইড্র কেফেলাস বা মস্তিষ্কোদক।—মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ এবং তৎফলস্বরূপ মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইলে আমরা স্থল বিশেষে **ডিজিট্যালিস্** দ্বারা উপকার পাইয়া থাকি। মস্তিষ্কক্রিয়ায় **ডিজিট্যালিস্** একটী মাদকোগ্র বস্তু। যে রোগের প্রথম বা উদ্দীপনার অবস্থায় মস্তক সম্মুখে দপদপানি বেদনা, কখন মৃদু কখন বা উন্মাদ রোগের ন্যায় অতি প্রচণ্ড প্রলাপ এবং চক্ষুসম্মুখে উজ্জ্বল অগ্নিগোলকবৎ অথবা **স্যাণ্টনাইনেক্স** লক্ষণস্বরূপ নীল, সবুজাদি নানাপ্রকার বর্ণের দৃশ্য ও দৃষ্টিবিকার প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহাতে ইহা উপকারী। কখন কখন অতি প্রবল অদম্য বিবমিষা এবং বমন উপস্থিত হয়। রোগের শেষাবস্থায় মস্তিষ্কে জলসঞ্চারের লক্ষণস্বরূপ ক্রমে মস্তিষ্কের অবসাদনবন্ধন মানসিক বিশৃঙ্খলা, চক্ষুতারকার বিস্তৃতি ও আলোকের প্রতিক্রিয়াহীনতা এবং অবশেষে সম্পূর্ণ অচৈতন্য উপস্থিত হয়, তাহাতেও আমরা ইহা দ্বারা ফলের আশা করিয়া থাকি। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত এবং উপরিউক্ত রোগলক্ষণসহ ইহার প্রসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী প্রদর্শক **নাড়ীলক্ষণ** বর্ত্তমান থাকিয়া ঔষধ নির্ব্বাচনে নিশ্চিৎ সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে। কখন কখন কর্ণে গুণগুণ শব্দাদি **সিঙ্কনা** লক্ষণ উপস্থিত হইলে তাহার প্রয়োগের আবশ্যকতা বোধ হইতে পারে, কিন্তু হ্যানিমানের মতে **ডিজি-ট্যালিস্সহ সিঙ্কনার** বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকায় ডাঃ ফ্যারিংটন তাহার পর ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

হৃদ্রোগ বা হার্ট ডিজিজ।—হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটিত অথবা যে কোন কারণোৎপন্ন হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক

banglabooks.in

বিবৃদ্ধি বা হাইপার ট্রফি ও হৃৎপিণ্ড প্রসারণ বা ডাইলেটেষন প্রভৃতি যন্ত্রগত এবং দৌর্ব্বল্যাদি ক্রিয়াগতরোগে **ডিজিট্যালিস** লক্ষণ উৎপন্ন হওয়ায় রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইলেও ইহার প্রয়োগে রোগযন্ত্রণার উপশম দ্বারা আমরা রোগীর কিঞ্চি শান্তি বিধানে সমর্থ হইতে পারি। কিন্তু **আর্সেনিক** এবং **ল্যাকেসিসের** ন্যায় ইহাও মূলতঃ হৃৎপিণ্ডের প্রভূত দুর্ব্বলতা উৎপন্নকারী বস্তু। লক্ষণ সাদৃশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতীব সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলেই এতদ্দ্বারা আমরা উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। হৃৎপিণ্ডকপাটের যান্ত্রিকপরিবর্ত্তনখটিত শোণিতগতির বাধা বশতঃ হাইপারট্রফি অথবা ডাইলেটেষন রোগে বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহার প্রয়োগস্থল নির্ণয় করা আবশ্যক। ফলতঃ শোণিতগতির বাধাপ্রযুক্ত শোণিতসঞ্চলনের ন্যূনতা সংপূরণার্থ হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক প্রবল ক্রিয়াই উপরিউক্ত রোগের সাক্ষাৎ কারণ। হৃৎপিণ্ড অস্বাভাবিক প্রবলতাসহ কার্য্য করায় অবশেষে হৃৎকোটরস্থ শোণিতচাপে দুর্ব্বল হৃৎপেশী ক্রমে বিস্তৃত ও হৃৎপিণ্ডের ডাইলেটেষণ হইতে থাকে। ইহার এবম্বিধ অবস্থায় **ডিজিট্যালিস্,** বিশেষতঃ ইহার স্থূলমাত্রার প্রয়োগ, ক্লিষ্ট হৃৎপেশীর অবশ্যম্ভাবী শক্তিক্ষয়ের সাহায্য করিয়া রোগীর মৃত্যুকাল নিকটস্থ করিতে পারে। ফলতঃ **ডিজিট্যালিসের** হৃৎপিণ্ড লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বিবৃত হইল—

রোগীর অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ডক্রিয়া স্তব্ধ হইয়াছে; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মে।

রোগীর হৃৎপ্রদেশে অবক্তব্য অস্বস্তি অথবা ক্লিষ্টভাব হয়, কিন্তু তাহা হৃৎপিণ্ডসন্নিহিত স্থানের কশাভাব রূপেও প্রতীয়মান হইতে পারে। হস্তের প্রকোষ্ঠাংশের দুর্ব্বলতা ও অসাড়তা।

আমাশয়স্থানের শূন্যভাব অথবা দমিয়া যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি;

banglabooks.in

কখন কখন আহারে তাহার নিবৃত্তি হইলেও অনেক সময়ে প্রাতরাশের পরেই বৃদ্ধি হয়।

কখন কখন গলাধঃকরণের প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়াবশতঃ স্বরযন্ত্রদ্বারের আক্ষেপ নিবন্ধন রোগীর শ্বাসরোধ ঘটে।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা।

নাড়ী ধীরগতি, অনেক সময়ে হৃৎস্পন্দন অপেক্ষাও ধীরতর গতিবিশিষ্ট। কোন কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডের আঘাত এরূপ অসম্পূর্ণ থাকে যে তাহা মণিবন্ধের নাড়ী পর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়ায় ক্ষণেক্ষণে নাড়ীস্পন্দনের লোপ ঘটে। উপবেশনাবস্থা হইতে দণ্ডায়মান হওয়া, শয্যাত্যাগ করা এবং ভ্রমণের গতি বৃদ্ধি করা প্রভৃতি শরীর চালনায় নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা তাহার শক্তির বৃদ্ধি করে না এবং অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। অবস্থাবিশেষে নাড়ীর তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম প্রভৃতি বিষম স্পন্দনের লোপ ঘটিয়া থাকে।

রোগীর ভীতি জন্মে যেন শরীর চালনা করিলেই হৃৎপিণ্ডক্রিয় বন্ধ হইবে।

শোণিতসঞ্চলন সবাধ এবং অনিয়মিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শরীরযন্ত্রে শোণিতগতির সামঞ্জস্য থাকে না; এজন্য অনেক সময়ে শরীরের নীলবর্ণ বা নীল রোগ জন্মে। ইহা ব্যতীতও এই সকল রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত, ভীতি জন্য ব্যাকুলতা, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস, ধীরতর শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুষ্ক কাসি হয় এবং শ্বাসরোধের আক্রমণ জন্য রোগী অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অবশেষে শরীরের শোথভাব এবং উদরী প্রভৃতি জলশোথ জন্মে।

জেল্‌সিমিয়াম—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইবে বলিয়া অনুভূতি জন্মিলে **জেল্‌স্**রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং সে শরীর চালনা দ্বারা

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। **ডিজিটেলিসে** ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়।

একনাইট্, ক্যাল্মিয়া, ব্লাস্ এবং **পাল্স্** প্রভৃতি কতিপয় ঔষধেও হৃৎপিণ্ডরোগে বাম মাড়ুর অবাড়তা জন্মে।

এপিস্—হৃৎপিণ্ডরোগে রোগীর বুঝিতে পারে না কি প্রকারে সে পুনর্ব্বার শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইবে।

ক্যাল্মিয়া—ইহাও রসবাতঘটিত হৃদ্রোগের ঔষধ; ইহারও নাড়ী ধীরগতিবিশিষ্ট থাকে, কিন্তু **ডিজিটেলিসের** নাড়ী ইহার অপেক্ষাও ধীরতর।

যকৃৎরোগ, ন্যাবা বা জণ্ডিস।—যকৃতের কোষের কোন যান্ত্রিক রোগ বশতঃ শোণিত হইতে পিত্তের উপাদান গ্রহণে যকৃতের অক্ষমতা নিবন্ধন **ডিজিটেলিস্** চিকিৎস্য ন্যাবা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ জন্মে না। হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ যকৃতে অনিয়মিত ও সবাধ শোণিত সঞ্চলন ঘটিত রক্তাধিক্যই ইহার ক্রিয়াবিকার বা ক্রিয়ারোধের কারণ। শোণিতাধিক্য বশতঃ ক্লিষ্ট যকৃৎ কিঞ্চিৎ বিবর্দ্ধিত, টাটানিযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু হয়। পিত্তনালীর রোধ অথবা ডুয়োডিনামঅন্ত্রের প্রতিশ্যায়ও ইহার ন্যাবারোগের কারণ নহে। শোণিত চাপে যকৃৎক্রিয়ার জড়তা ঘটায় শোণিত হইতে [redacted] র রঞ্জনপদার্থাদির উপাদান নিঃসারণে অক্ষম হওয়ায় শরীরে [redacted] লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ইহার আনুষঙ্গিক লক্ষণ স্বরূপ ছেয়েশুভ্র মলতা, মুখের তিক্ত, কখন বা মিষ্ট আস্বাদ, এবং জিহ্বার সম্পূর্ণ পরিষ্কার অথবা অবস্থানুসারে সাদাটে-হলদে অবস্থা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। রোগের চরমাবস্থায় তন্দ্রালুতা এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতাও আসিতে পারে। **ডিজিটেলিসের** রোগে ইহার প্রধান প্রদর্শক **নাড়ীর ধীর, এমন কি**

banglabooks.in

হৃৎস্পন্দনাপেক্ষাও ধীরতর গতি এবং অবস্থানুসারে তাহার প্রসিদ্ধ প্রকারের ক্ষণলোপ উপস্থিত থাকে।

সিপিস্মা—ইহা অনেকাংশে ডিজিসহ তুলনীয় হইলেও ইহার মুখের পাণ্ডুরতা, নাসিকায় আড়াআড় ভাবে ঘোড়ার জিনের আকারের হরিদ্রাবর্ণ দাগ, উজ্জ্বল পীত অথবা ছেয়ে রঙ্গের বিষ্ঠা, এবং ডিজিট্যালিস্ রোগের অতি শোচনীয় অবস্থাতে অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদক থাকে।

কিড্‌নি বা বৃক্কক রোগ—কিড্‌নির গ্র্যানুলার ডিজেনারেষণ বা কিড্‌নির দানা দানা ভাবযুক্ত ক্ষয়রোগ।—কিড্‌নিতে শোণিত সঞ্চয় প্রযুক্ত মৃদু প্রদাহ উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমে কিড্‌নির সঙ্কোচনে মূত্রোৎপাদক কোষের ক্ষয় জন্মে। মূত্রের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত এবং মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোলাটে হয়, তাহাতে প্রভূত পরিমাণ শ্বেত লালা বা এল্বুমেন থাকে। আমাশয় প্রদেশে মূর্চ্ছার ভাব এবং শরীরে রসবাতজ বেদনা জন্মে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কাইয়ের প্রতিশ্যায় লক্ষণ অতি পরিস্ফুট থাকায় প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলেও দুর্ব্বল, অনিয়মিত, কখন বা ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী প্রভৃতি হৃৎপিণ্ডবিকার প্রকাশক লক্ষণের বর্ত্তমানতা এরোগে ডিজিট্যালিসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শক।

গ্লনইন্—কখন কখন ইহা তরুণ নেফ্রাইটিস্ রোগে কার্য্যকারী। কিড্‌নি হইতে রক্তস্রাব হয় এবং মূত্রে এল্বুমেন থাকে।

আর্সেনিক—জলশোথাদি অনেক লক্ষণেই ইহা ডিজিট্যালিসের তুল্য হইলেও ইহার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাদি লক্ষণ ডিজিতে থাকে না।

banglabooks.in

সিষ্টাইটিস বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ; ব্যালানরিয়া বা মূত্রনলীর প্রতিশ্যায়; গনরিয়া বা পূয়মেহ; কর্‌ডি বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস; প্যারাফাইমসিস বা উল্টামুদারোগ।—মূত্রস্থলীর ও মূত্রপথের সাধারণ প্রাতিশ্যায়িক এবং পূয়মেহ ঘটিত উভয় প্রকার রোগেই স্থলবিশেষে **ডিজিট্যালিস্** দ্বারা আমরা সাহায্য পাইয়া থাকি। মূত্রস্থলীপ্রদাহে রোগ প্রধানতঃ তাহার গ্রীবাদেশ আক্রমণ করে। মূত্রস্থলীর চাপ ও ঝুলিয়া পড়ার ন্যায় অনুভূতি জন্মে, মূত্রত্যাগেও তাহার উপশম হয় না। মূত্রকৃচ্ছ্র; বিশেষতঃ রোগী দণ্ডায়মান অথবা উপবেশনাবস্থায় থাকিলে বারম্বার মূত্রবেগ হয় এবং দুই, চারি বিন্দু মূত্র নির্গত হইয়া মূত্রত্যাগে অধিকতর কষ্ট জন্মে, রোগী প্রবল যন্ত্রণায় পাইচারি করিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরলান্ত্রের কুন্থন হয়। রোগী চিতভাবে শয়ন করিলে কিঞ্চিৎ উপশম পায়। মূত্রস্থলীগ্রীবায় দপ্‌দপানি বেদনা হয়। মূত্র অত্যল্প, ঘন ও ঘোলা থাকে এবং মূত্রপাত্রের তলদেশে **লাইকপোডিয়ামের** ন্যায় তলানি পড়ে।

প্রষ্টেট্ গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।—মূত্রস্থালীগ্রীবায় চাপ বশতঃ বারম্বার ইহার মূত্রবেগের পক্ষেও **ডিজিট্যালিস্** উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

সর্দ্দিজন্যই হউক অথবা পূয়মেহ ঘটিতই হউক, বিশেষতঃ পূয়মেহ ঘটিত **মূত্রনলীপ্রদাহে** অবস্থাবিশেষে **ডিজিট্যালিস্** ফলপ্রদ। মূত্রনলীর জ্বালাসহ পূয়বৎ, ঘন এবং উজ্জ্বল পীতবর্ণ স্রাব হয় এবং **ডিজিট্যালিসের** প্রধান লক্ষণ স্বরূপ প্রদাহযুক্ত, কালচে-লোহিতবর্ণ লিঙ্গমণি প্রচুর ও ঘন পূয়াবৃত থাকে। ইহার রোগে অনেক সময়েই লিঙ্গমুণ্ডবেষ্টক্ সিরাম রসপূর্ণ থাকায় শোথিত হয়। প্রাদাহিক স্রাব নিবন্ধন দড়কচড়াভাবের স্ফীতি (Induration) জন্মিলে

banglabooks.in

ডিজিক্স পরিবর্ত্তে **সল্‌ফার** উপযোগী ঔষধ। রোগে অতি কষ্টপ্রদ শ্বিঙ্গোচ্ছাস থাকিলেও ইহা তাহার উপশম করে।

মার্কুরিয়াস্—ইহা অনেকাংশেই **ডিজিক্স** তুল্য। পূয়মেহের প্রদাহ লিঙ্গমণিবেষ্টত্বক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় আক্রান্ত প্রদেশের জলশোথ অপেক্ষা প্রদাহিক স্রাব প্রযুক্ত কঠিন বা দড়কচড়া ভাবের স্ফীতি এবং ঘোর নীললোহিত বর্ণ অধিকতর থাকিলে ও রোগসহ মুদা (Phimosis) বা উল্টামুদা (paraphimosis) জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকার করে।

মার্ক কর—লিঙ্গমুণ্ড কৃষ্ণাভলোহিত ও তাহার পচাটে বা গ্যাংগ্রিণবৎ দৃশ্য হইলে ইহা ফলপ্রদ।

কলসিন্থ—উল্টামুদা জন্মিবার উপক্রমে ইহার প্রয়োগ করিলে অচিরাৎ আক্ষেপনিবারণদ্বারা ইহা লিঙ্গমণিত্বক্ প্রকৃতিস্থ করিবার সাহায্য করিয়া থাকে।

পেট্রসিলিনাম—পূয়মেহ রোগের চিকিৎসা কালে মূত্রস্থলীগ্রীবার আক্রমণ বশতঃ হঠাৎ অদমনীয় মূত্রবেগ হওয়ায় রোগী তৎক্ষণাৎ মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে মধ্যগামী রূপে ইহার প্রয়োগের আবশ্যক।

শুক্রমেহরোগ বা স্পারমাটরিয়া।—নিদ্রাকালে স্বপ্ন ব্যতীতই শুক্রস্খলন হওয়ায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। ডাং বেয়ার ইহাতে **ডিজিটেলিসের** ৩ × ট্রিটুরেষণের প্রশংসা করিয়াছেন

স্ত্রীরোগ—গর্ভাবস্থায় বমন বা ভমিটিং অব প্রেগন্যান্সি; গর্ভস্রাব বা এবর্ষন।—কোন গর্ভবতী রোগিণীর ঔষধে **ডিজিটেলিসের** মাত্রা অধিক হওয়ায় ভয়াবহ বিবমিষা ও জরায়ু হইতে রক্তস্রাব আরম্ভ হইয়াছিল। ফলতঃ কার্য্যক্ষেত্রেও **ডিজি-**

banglabooks.in

ট্যালিস্ উভয় রোগ লক্ষণেরই দমন করিতে সক্ষম। গর্ভপাত লক্ষণের সূচনায় ইহার প্রয়োগ বিধেয়।

ড্রপসি বা জলশোথরোগ।—হৃৎপিণ্ডরোগ বশতঃ শোণিতসঞ্চলনের বাধা এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত শিরাশোণিতাধিক্য ও যান্ত্রিক ক্রিয়াহর্দ্দন **ডিজিটালিসের** নানা প্রকার শোথরোগের কারণ। **হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অতি ক্ষীণ থাকে** এবং যেন স্থগিত থাকার অনুভূতিতে রোগীর গভীর শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা হয়। অবস্থাবিশেষে নাড়ীস্পন্দনের পূর্ব্ববর্ণিত ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। মূত্র অত্যল্প ও এল্বুমেনপূর্ণ দেখা যায়। কিডনি এবং যকৃতের যন্ত্রগত কোন রোগ থাকে না, তাহাতে শোণিতসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা ও শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ক্রিয়াবিকার জন্মে। উপরিউক্ত কারণোৎপন্ন হাইড্রপেরিকার্ডিয়াম ও হাইড্রথরাক্স বা বক্ষশোথ, উদরী, মস্তিষ্কোদক এবং স্কার্লেটিনান্তিক শোথ প্রভৃতি নানাবিধ শোথরোগে ইহা দ্বারা আমরা উপকার পাইয়া থাকি। অণ্ডকোষবেষ্টত্বক্ এবং লিঙ্গবেষ্টত্বকে জল সঞ্চার নিবারণ ও দূরীকরণে **ডিজিটালিস্** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। ইহা হৃৎপিণ্ডবিকার ঘটিত **হাইড্রসিল** বা **জলদোষ** আরোগ্য করিয়াছে। ইহার ত্বক্-শোথ বা এনাসার্কা রোগে ত্বকে বিবৃদ্ধ শিরা ও নীলতা উৎপন্ন হয়।

মাকুরিয়াস্ সাল্‌ফুরেটাস্—বক্ষশোথে ইহাও একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহা দ্বারা জলবৎ উদরাময় উৎপন্ন হওয়ায় মূলরোগের উপশম হইয়া থাকে।

নিউক্লিএটিক এসিড—যকৃতের সিরোসিস্ বা ক্ষয় রোগনিবন্ধন জলশোথে ইহা উপকারী।

নীল রোগ বা সায়ানসিস্।—শিশুর নীলরোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৮ (LECTURE XLVIII.)

গ্রাফাইটিস্ (Graphitis).

প্রতিনাম।—প্লাম্বেগ। কার্ব্ব মিনারেলিস্।

সাধারণ নাম।—ব্ল্যাক্ লেড।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে ট্রিটুরেষণ, উচ্চ ক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে দুই মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—১ × ট্রিটুরেষণ হইতে ৩০ ক্রমের টিংচার অধিকতর, ২০০ ক্রমও অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। অত্যুচ্চ ক্রমেও ফলাশা করা যায়।

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে,—যথা—ডাং .গুলন—১৫ বৎসরের বালিকা স্থূলকায় ও বলিষ্ঠা ; ৪ সপ্তাহ পর পর ললাটের দক্ষিণপার্শ্বে প্রায় ১ ঘণ্টাকাল স্থায়ী শিরঃশূল ; শিরঃশূলের পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃষ্টি, তাহার পরেই অবসাদ, গভীর নিদ্রা, মস্তকের রক্তিমা ও তাপ হইয়া শীত ভাব; ঋতু হয় নাই, ২ ট্রিট, আরোগ্য। ডাং এলেন—আড়াই বৎসরের বালক ; চক্ষুর ক্ষত : অত্যল্প আলোকা সহিষ্ণুতা ; মুখ ও চক্ষুপত্র লাল এবং স্ফীত ও চক্ষু হইতে পুয়াকার শ্লেষ্মাস্রাব ; চক্ষুপত্র ও চক্ষুগোলকে রক্তাধিক্য, কালক্ষেত্রদ্বয়ে পুয়গুটিকা ; যুগ্রেসিয়া সেবনে স্রাব দূর হয়, কিন্তু চক্ষু মুক্ত করিলে চক্ষুর বহিঃক্ষেপ ফাটা ও ক্ষতযুক্ত দেখা যায় এবং তাহা হইতে রক্ত পড়ে, মুখে ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে পামাবৎ উদ্‌ভেদ ; ৩৫০০০ 35m, আরোগ্য। ডাং ম্যাক্‌ফালান—রোগীর বয়স ২১ ; ৭ বৎসর পূর্ব্বে আরক্ত জ্বর হওয়ায় বধিরতা জন্মে। কর্ণ হইতে জলবৎ পাতলা ও দুর্গন্ধ স্রাব ও কর্ণরন্ধ্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লাল ও লুনছাল উঠা ; মুখে আর্দ্র কাউরবৎ উদ্‌ভেদ ; ২০০, আরোগ্য। ডাং পেইন্—গ্রাফাইটিস ৩০ দ্বারা গণ্ডের অনেকগুলি বিসর্প রোগ আরোগ্য করেন। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে শীত এবং পরে শীত ও তাপ মিশ্রিত ভাবে হয় এবং রুগ্ন স্থানে চুলকানি, জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা থাকে।

banglabooks.in

উপচয়।—শৈত্য সংস্রবে অথবা শরীর শীতল হইলে রজনীতে; ঋতুস্রাব কালে এবং তাহার পরে; আহারান্তে।

উপশম।—উদ্গার উঠিলে (কার্ব্ব ভেজ্); ভ্রমণকালে; মুক্ত বায়ু মধ্যে থাকিলে।

সম্বন্ধ।—গ্রাফাইটিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন্, আর্স, নাক্স্ ভ ও ভাইনাম।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, আয়ডি, রাসটক্স্।

গ্র্যাফাইটিসের কার্য্যপূরক—কষ্টি, আর্স, হিপার, ফেরাম, লাইক।

গ্র্যাফাইটিস্ যাহার পরে প্রযোজ্য—লাইক, পাল্স্; যুবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে রোগজ বসা সংগ্রহ নিবন্ধন স্থূলতা জন্মিলে ক্যাল্মিয়ার পরে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব এ, কার্ব্ব ভেজ্, হিপার সা, কেলি বাই, লাইক, মার্ক, মেট্ মিউ, নাই এসি, পেট্রলি, ফস্, পাল্স্, সিপি, সিলিক ও সাল্ফ।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—স্থূলতা-প্রবণ এবং অভ্যাসগত কেষ্ঠবদ্ধবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, যাহাদিগের বিলম্বে ঋতু স্রাবের বিবরণ পাওয়া যায়, যাহাদিগের পদ সিক্ত হইলে (পাল্স্) উদরের প্রচণ্ড বেদনা সহ অতি বিলম্বে অত্যল্প, পাণ্ডুবর্ণ এবং অনিয়মিত ঋতুস্রাব হয়, যাহাদিগের ঋতুকালে প্রাতঃকালীন বমন নিবন্ধন রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে (এলুমি, কার্ব্ব এ, বকু) এবং যাহাদিগের ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে (পূর্ব্বে, সিপিয়া; পরে, ক্রিয়াজোট) দিবা রজনী হুড়্ হুড়্ করিয়া উগ্র ও হাজাকর শ্বেত প্রদর হয়।

কামবিষয়ক অত্যাচার ঘটিত জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা। সঙ্গমে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিশেষ ঘৃণা।

banglabooks.in

যুবাবয়সে পাল্সেটিলার যেরূপ কার্য্যকারিতা, ঋতুসন্ধিকালে গ্র্যাফাইটিসের সেইরূপ দেখা গিয়া থাকে। রোগী অত্যন্ত সতর্ক ও ভীরু, সকল কার্য্যেই ইতস্ততঃ করে, কোন বিষয়েরই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারে না (পাল্স্)। দুঃখিত, নিরুৎসাহ; গীতবাদ্যে রোগীর ক্রন্দন আনয়ন করে (গান বাদ্য অসহনীয়, নেট্ কা, স্যাবাই); কেবলই মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে। কার্য্য করিতে বসিলে শরীরের চঞ্চলতা জন্মে (জিঙ্কাম)।

চক্ষুপুটের কাউর (একজিমা); উদ্ভেদ আর্দ্র ও ফাটা; চক্ষুপুট লাল এবং তাহার কিনারা মামড়ি দ্বারা আবৃত।

পূয়শোথান্তে স্তনে কঠিন ক্ষতাঙ্ক (Sicatrix) থাকায় দুগ্ধস্রোতের বাধা জন্মে; পুনঃ পুনঃ পূয়শোথ জন্মিলে ও পুরাতন ক্ষতাঙ্ক কঠিন হইলে স্তনে কর্কট বা ক্যান্সার উৎপন্ন হয়।

ত্বক্ অসুস্থ থাকায় আঘাত লাগিলেই পূয় জন্মে (হিপার); পুরাতন ক্ষতাঙ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় পুনরায় ক্ষত জন্মে; কর্ণের, হস্ত ও পদাঙ্গুলির ফাঁকের এবং শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভেদ হইতে জলবৎ স্বচ্ছ ও আটাযুক্ত রসের নিঃসরণ হয়। নখ ভঙ্গপ্রবণ ও কদাকার (এণ্টি ক্রু) থাকে ও গুঁড়া হইয়া যায়; নখ ক্ষত হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত এবং পুরু, বক্র ও অকর্ম্মণ্য।

নখাগ্র, স্তনাগ্র, ওষ্ঠকোণ, মলদ্বার এবং পদাঙ্গুলির ফাঁক বিদারণযুক্ত।

মূর্দ্ধাদেশে জ্বালাযুক্ত, ক্ষুদ্র ও গোলাকার স্থান (ক্যালাডি, সাল্ফ,—শীতল স্থান, সিপি, ভেরেট,)।

নিস্পন্দ বায়ু রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীর চালনার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

সহজেই সর্দ্দির আক্রমণ; দমকা বাতাস সহ্য হয় না (বরাক্স্,

banglabooks.in

হিপার, নাক্স্)। রুগ্ন শরীরাংশ শুষ্ক হইয়া যায়। গাড়িতে ভ্রমণকালে ঘর্ ঘর্ শব্দ (নাই এসি), এবং গোলমালের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।

অনেক সময়ে উদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় (সরি) উদরাময় জন্মিলে বিষ্ঠা কটা, তরল, অজীর্ণপদার্থমিশ্রিত এবং অসহনীয় দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ; স্থূল (সাল্‌ফ), শুষ্ক এবং গিট গিট বিষ্ঠা ও সূত্রাকার শ্লেষ্মা দ্বারা আবদ্ধর চাপ ত্যাগে কষ্ট এবং ত্যাগান্তে মলদ্বারে চন্ চন্ ও ক্ষতবৎ বেদনা।

শিশু বড় নির্লজ্জ ও বিরক্তিকর; শাসন করিলে হাস্য করে।

ললাট প্রদেশে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি হওয়ায় রোগী তাহা দূরীকরণ জন্য কঠিন চেষ্টা করে (ব্যারা, বোরাক্স, ব্রমি, রেণাঙ্কু স্কি)।

আয়ডিন প্রয়োগের কুফলস্বরূপ মুখের গভীর কোষময় উপাদান-আক্রমণকারী বিসর্প রোগ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বাম পার্শ্বে যায় এবং তাহাতে জ্বালা ও হুল বেধবৎ বেদনা হয়।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সঙ্গমে বিশেষ অনিচ্ছা।

রোগ কারণ।—অভ্যাসগত স্রাবের রোধ এবং উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার রোগের মৌলিক কারণ। সরা (Psora) ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির দোলন খাওয়া ও শকটারোহণ ইহার রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—গ্র্যাফাইটিস্ প্রধানতঃ ত্বক্, লসীকামণ্ডলী, পরিপাকযন্ত্রমণ্ডল এবং জননেন্দ্রিয় আক্রমণ করে; ইহার বিশেষ ক্রিয়ার স্থান ত্বক্, তাহাতে আর্দ্র মামড়ি উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে অণ্ডকোষ ও অণ্ডাধারেই ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—গ্র্যাফাইটিস্ সাধারণভাবে কার্ব্বণ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মূলতঃ ইহা একটি অমিশ্র পদার্থ নহে। ইহার সহিত লৌহ মিশ্রিত থাকে। ঔষধগুণপরীক্ষায় শোণিতে ইহা আইয়ারণ

banglabooks.in

সদৃশ ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহার ফলস্বরূপ শোণিতের অপকৃষ্টতা ও হীনাবস্থার লক্ষণস্বরূপ ত্বক্ এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পাণ্ডুরতা, অবস্থা-বিশেষ বক্ষের দপদপানি ও মস্তকের শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ইহা একটি গভীর ক্রিয়াশীল **সারিক** ঔষধ। **ক্যাক্কে-রিয়ার** ন্যায় ইহাও পরিপাকশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া অপক্ক পুষ্টিরসের সৃষ্টি করে। পুনরুৎপাদিকা শক্তির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হওয়ায় লসীকা-মণ্ডলীর রোগজ বিবৃদ্ধি ও শরীরে অত্যধিক অপকৃষ্ট বসাপদার্থের সঞ্চয় বশতঃ শারীরিক স্থূলতা উৎপন্ন হয়। ধমনীশোণিতের অপকৃষ্টতা ও শিরাশোণিতের আধিক্যবশতঃ জৈবতাপাল্পতা এবং মানসিক লক্ষণ প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ইহা **পাল্‌সেটিলার** সহিত সৌসাদৃশ্য প্রকাশ করে। কিন্তু **পাল্‌সেটিলায়** গ্র্যাফাইটিসের বিশেষত্বজ্ঞাপক এবং গভীর ত্বকলক্ষণের সম্পূর্ণ অভাব, উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ করে। ত্বকলক্ষণে ইহা অনেকাংশে **আর্সে-নিকের** তুল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। অণ্ডকোষ এবং অণ্ডাধারে ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করিলেও জননেন্দ্রিয়ের অন্যান্য অংশেও ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণ দ্বারা ইহার স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিয়ার পরিস্ফূরিতাবস্থা বোধগম্য করা যায়।

মস্তিষ্কে গ্রাফাইটিসের ক্রিয়াবশতঃ রোগী দুঃখিত ও ভগ্নোৎসাহ; কেবলই মৃত্যুচিন্তানিমগ্ন। অত্যধিক দুঃখপ্রবণ রোগী বিমর্ষ ও ক্রন্দনশীল। আশঙ্কান্বিত রোগীর ক্রন্দনের প্রবৃত্তি। সন্দিগ্ধচিত্ত রোগী কোন কার্য্যেরই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। অন্যমনস্কতা, স্মরণশক্তিহীনতা।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে মস্তকার অনুভূতি। মস্তিষ্কের

banglabooks.in

জড়তা। ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাব প্রযুক্ত পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছার ভাব ঊর্দ্ধে তাকাইলে ও প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে শিরোঘূর্ণন; সন্ধ্যাকালে শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য; মস্তক নত করিলে শিরোঘূর্ণন বশতঃ রোগী সম্মুখে পতনোন্মুখ।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে শিরঃশূল। বেদনাবিশিষে বোধ যেন মস্তক অসাড় এবং উত্তেজিত। বেদনায় মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাদ্দেশে গ্রীবাপশ্চাৎ পর্য্যন্ত সঙ্কুচিতবৎ বোধ এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিলে অক্‌সিপাটাস্থি ভগ্ন হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। ঋতুস্রাব-কালে প্রচণ্ড শিরঃশূল নিবন্ধন উদ্‌গার ও বিবমিষা। ললাটের বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা। মস্তকে চাপবৎ বেদনা। মস্তক-পশ্চাতে শিরঃশূল।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে রজনীতে উৎকণ্ঠাপূর্ণ ও ভয়াবহ স্বপ্ন নিবন্ধন শরীর কম্পান্বিত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিদ্রালুতা।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় নিকট দৃষ্টি। লিখিবার সময় একটি অক্ষর দুইটি দেখা যায়; পাঠকালে অক্ষরনিচয় পরস্পর মিশিয়া যায়. সন্ধ্যাকালে চক্ষু মেলিলে রোগী দৃষ্টিক্ষেত্রসীমান্তে আঁকা বাঁকা অগ্নিময় রেখা দেখিতে পায়। রোগী যেন কোয়াসার মধ্যে দেখে, মস্তক নত করিলে চক্ষুসম্মুখে সকল বস্তুই কাল হইয়া যায়। চক্ষুসম্মুখে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনবৎ দৃশ্য। গীতবাদ্য শ্রবণে রোগীর ক্রন্দন। প্রত্যেক পাদক্ষেপের এবং এমন কি রোগীর নিজের কথার পর্য্যন্ত কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনি। কর্ণে হুস্‌হুস্, টুং টুং, শোঁ শোঁ ও পুট পুট প্রভৃতি শব্দ। রজনীতে কর্ণে প্রচণ্ড রবের শ্রবণ, কখন বা কর্ণরোধ (পূর্ণিমা যোগে)। কর্ণসম্মুখে মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দ। সন্ধ্যাকালে আহার করিতে, প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে, চুয়াল নাড়িলে এবং হাঁচি হইলে কর্ণে কর্‌কর্ শব্দ। প্রত্যেক উদ্‌গারেই কর্ণে মট্ করিয়া উঠার বোধ যেন

banglabooks.in

য়ুষ্টেকিয়ান নলীমধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতেছে। বোধ যেন কর্ণ সম্মুখে একখণ্ড ত্বক্ আছে। প্রত্যেক পাদক্ষেপেই বোধ যেন দক্ষিণ কর্ণাভ্যন্তরে একটি দ্বার মুক্ত ও বন্ধ হইতেছে। কর্ণের শুষ্কতা নিবন্ধন বধিরতা। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা, রোগী পুষ্পের ঘ্রাণ সহ্য করিতে পারে না। নাসিকা হইতে কেশদগ্ধবৎ গন্ধ বাহির হয়। সর্দ্দি জন্য নাসিকার শুষ্কতা প্রযুক্ত ঘ্রাণশক্তির লোপ। রসনেন্দ্রিয়বিকার নিবন্ধন মুখে অম্ল, লবণ, তিক্ত এবং পচা ডিমের আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর উত্তেজনা নিবন্ধন অভ্যন্তরীণ শরীরাংশের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খল্লীবৎ অনুভূতি। ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের অসাড়তা।

গতিদ স্নায়ুর বিকারপ্রযুক্ত রোগী সজ্ঞান থাকে, কিন্তু শরীরের আড়ষ্টভাব (Bataleptic coudition) জন্মে; কথা কহিবার বা অঙ্গচালনার ক্ষমতা থাকে না। রোগীর সমস্ত শরীরের কম্পান্বিত ভাবসহ দুর্ব্বলতা, ক্লান্তি, আলস্য ও বলক্ষয় প্রভৃতি নিবন্ধন রোগী শয্যাগত।

মুখের পাণ্ডুরতা। মুখমণ্ডলোপরি অবিশ্রান্ত ভাবে মাকড়সার জাল থাকার অনুভূতি। ওষ্ঠে এবং নাসারন্ধ্রে শৈত্যসংশ্রবীয় ফাটার ন্যায় ফাটা। মুখের চুলকনাযুক্ত ফুস্‌কুড়ি চুলকাইলে আর্দ্র হয়। মুখের বিসর্পবৎ প্রদাহ ও স্ফীতি। মুখে, বিশেষতঃ মুখদ্বারের চতুঃপার্শ্বে ও চিবুকে আর্দ্র কাউর বা পামা।

চক্ষুর রক্তিমা, আলোকাসহিষ্ণুতা এবং জলস্রাব। চক্ষুতে তাপ, জ্বালা ও কামড়ানি। গ্যাসের আলোকাপেক্ষা দিবসের আলোক অধিকতর অসহনীয়, সূর্য্যালোকে চক্ষুতে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুপত্রের লোমে শুষ্ক শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে।

banglabooks.in

চক্ষুপত্রপার্শ্ব এবং চক্ষুর বহিকোণ উচ্চ ও তাহার শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহ; চক্ষুপুটের অভ্যন্তরীণ-বক্রতা। দুই একটি লোম বক্র হওয়ায় চক্ষু ঘর্ষিত হইলে প্রদাহযুক্ত হয়। চক্ষু হইতে পাতলা, উগ্র অথবা পূযবৎ স্রাব। চক্ষুর কালক্ষেত্রে অথবা কর্ণিয়াতে ক্ষত বা পূয়গুটিকা। চক্ষুপুটের গুরুত্ব, শুষ্কতা, চাপ এবং তাপানুভূতি। প্রাতঃকালে চক্ষুপত্র জুড়িয়া থাকে। অধঃচক্ষুপুটের পৃষ্ঠে অঞ্জনী এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণ সিক্ত। কর্ণ হইতে শোণিত মিশ্রিত, অবস্থাবিশেষে দুর্গন্ধ, পাতলা ও জলবৎ, কখন গাঁদের ন্যায় আটা-যুক্ত পূয়স্রাব। কর্ণপশ্চাতের সিক্ত ক্ষত গণ্ড ও গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণাধঃদেশের গ্রন্থির স্ফীতি। কর্ণপশ্চাতে কুক্কুটী অণ্ডবৎ বৃহৎ বস্তু থাকার অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রের বিকারবশতঃ নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত ও বেদনা। নাসিকার অভ্যন্তরে ও উপরে শুষ্ক মামড়ি এবং নাসিকা রন্ধ্রমুখে ক্ষত ও বিদারণ। নাসিকা হইতে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার শুষ্কতা ও স্ফীতি।

স্বরযন্ত্র প্রদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। সন্ধ্যাকালে স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্রের টাটানি এবং কর্কশতা নিবন্ধন শুড়শুড়িযুক্ত কাসি।

শ্বাসপ্রশ্বাসে শুষ্ক শব্দ। নিদ্রাবেশে বক্ষের সঙ্কোচন প্রযুক্ত শ্বাস রোধের ভাব। সাধারণতঃ মধ্য রজনীর পর শ্বাসরোধের আক্রমণ হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী শয্যা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া বসে, কিছু ধারণ করে, অথবা কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়।

রজনীতে গভীর শ্বাসগ্রহণ করিলে গলপথ রুদ্ধ হওয়ায় মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু জলপূর্ণ এবং সর্ব্বশরীর আকৃষ্টবৎ হইলে কাসি হয়; বক্ষের গভীর-দেশে শুড় শুড় করিয়া কাসি; দিবা রজনী লবণাক্ত গয়ার উঠে।

banglabooks.in

বক্ষের খল্লী। বক্ষে বেদনা। বক্ষের মধ্যভাগে চাঁছা ও অবদরণ ভাব এবং টাটানি প্রযুক্ত কাসি হইলে বেদনা। বক্ষে সূচিবেধবৎ বেদনা।

হৃৎপিণ্ডস্থানে সঙ্কোচন, চাপ ও সূচিবেধবৎ বেদনা। হৃৎপিণ্ড হইতে গ্রীবার অভিমুখে বৈদ্যুতিক আঘাতের অনুভূতি। শরীর চালনায় সম্পূর্ণ শরীরে, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডসান্নিধ্যে নাড়ীস্পন্দনের প্রবল বৃদ্ধি। হৃৎকম্প নিবন্ধন উৎকণ্ঠা ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নাড়ী পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ, প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিতগতি এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধীরগতি।

পরিপাকযন্ত্রলক্ষণে মুখের কোণে ক্ষত। উর্দ্ধৌষ্ঠের আনর্ত্তন ও স্ফীতি এবং হুলবেধবৎ বেদনা ও বেদনাযুক্ত ফুসকুড়ি। ওষ্ঠ শুষ্ক চর্ম্মবৎ।

অধিকাংশস্থলে কোন শীতল বস্তু পানে মুখের তাপ নিবন্ধন দন্তের ছুরিকাঘাতবৎ বেদনার রঙ্গনীতে বৃদ্ধি, কখন বা তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। দন্তমাড়ি স্ফীত।

মুখে অত্যধিক লালার সঞ্চয়। মুখ এবং দন্তমাড়ি হইতে পচা ডিমের গন্ধ। মুখে অম্ল ঘ্রাণ ও দুর্গন্ধ, প্রশ্বাসে মূত্রগন্ধ। প্রাতঃকালে মুখের শুষ্কতা।

জিহ্বা স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত; জিহ্বায় শুভ্র লেপ। জিহ্বার অধঃদেশে শুভ্র ও বেদনাযুক্ত ক্ষত।

গলাধঃকরণক্রিয়ায় গলদেশে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি; শূন্য গলাধঃকরণক্রিয়ায় অন্ননলী হইতে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত সঙ্কোচন ভাবের হেঁচ্‌কি। কণ্ঠার পার্শ্ব হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। গ্রীবা অন্যতর পার্শ্বে নত করিলে অথবা চাপিয়া শয়নে আতত বা অনমনীয় বলিয়া বোধ।

banglabooks.in

আমিষ খাদ্যে এবং লবণাক্ত ও রন্ধন করা বস্তুতে ঘৃণা। ক্ষুধা কখন সহজ কখন অপরিমিত, সময়ে অক্ষুধা নিবন্ধন অতিশয় তৃষ্ণা. অনেক সময়ে রোগীর উদরে পূর্ণতা বোধ। তৃষ্ণা না থাকিলেও পানীয়ে ইচ্ছা জন্মে।

পুনঃ পুনঃ ভুক্তবস্তুর আস্বাদযুক্ত উদ্‌গার। পুতিগন্ধ উদগার-কালে বুকজ্বালা। আহারান্তে হিক্কা। নিষ্ফল উদ্‌গার। বিবমিষা, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে হয় ও তাহাতে দুর্ব্বলতা জন্মে; ঋতুস্রাব কালে বিবমিষা।

বিবমিষাসহ আমাশয়ে কামড়ানি এবং যেন উদর হইতে অবিশ্রান্ত থুথুর নিষ্ঠীবন, প্রাতঃকালে এবং আহারের পর কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তাহার সহিৎ নাভি অধ.দেশে সংকোচক বেদনা, এবং গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মা থাকে। রোগী যাহা কিছু খায় বমন হইয়া যায়। সকল দিনই আমাশয়ে বেদনা থাকে এবং শয়ন করিলে ও শয্যাতাপে তাহার হ্রাস হয়, উত্থান করিলে তাহা পুনরাবর্ত্তন করে। আমাশয়োর্দ্ধের কোটর প্রদেশের বেদনা সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ কাল থাকে, উদগারে তাহার উপশম হয়। আমাশয়ে পচাটে ও ন্যকারের অনুভূতি সহ ভালক্ষুধা। বায়ু জন্মিলে আমাশয়ে সঙ্কোচনভাব ও কামড়ানি বেদনা। সাময়িক আমাশয়শূলে আহার মাত্র ভুক্ত বস্তু বমন হইয়া যায়। বিশেষতঃ সুরাসার যুক্ত পানীয় পানে আমাশয়শূল জন্মিলে তৃষ্ণা হয়। আমাশয়ের পুরাতন প্রতিশ্যায় রোগে পুনঃ পুনঃ উদগার উঠে।

দক্ষিণ যকৃদ্দেশে সূচিবেধবৎ বেদনা ও কাঠিন্য। বাম কুক্ষিতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং তাহার অভ্যন্তর প্রদেশে জ্বালা; চাপিয়া শয়নে তাহার বৃদ্ধি। কুক্ষি বেড়িয়া কশিয়া বস্ত্র পরিধান করা সহ্য হয় না। কুক্ষি এবং হিপসন্ধিতে কর্ত্তন ও আকৃষ্টবৎ বেদনা।

banglabooks.in

উদরের অত্যন্ত স্ফীতি, কাঠিন্য এবং ডাক। বায়ুর অবরোধ বশতঃ উদরের পূর্ণতা বোধ। অনেক দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ। বায়ুনিঃসরণের পূর্ব্বে উদরে কামড়ানি বেদনা। আহারান্তে উদর বেড়িয়া কিছু কসা থাকা সহ্য হয় না। কুঁচকিতে স্ফীত গ্রন্থি। কুঁচকিতে ফোস্কার ন্যায় উদ্‌ভেদ।

বিষ্ঠা কেঁহুকৃমির ন্যায় অত্যন্ত সরু; কৃষ্ণবর্ণ ও অর্দ্ধপক্ক বিষ্ঠায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ; রক্তমিশ্রিত বিষ্ঠা; কঠিন ও সূতার ন্যায় শ্লেষ্মা সংযুক্ত চাপ চাপ বিষ্ঠা অত্যন্ত কোঁথ দ্বারা নির্গত করিতে মলদ্বারে খোঁচার অনুভূতি। মলত্যাগের পর গুহ্যদ্বারে শ্লেষ্মা লগ্ন থাকে। মলদ্বারে চুলকণা, সূচিবেধবৎ বেদনা ও চনচনি এবং পুঁছিলে ক্ষতবৎ বেদনা। অর্শ জন্মিলে সরলান্ত্রের পক্ষাঘাত হওয়ার ন্যায় স্খলন। সরলান্ত্রের অর্শ জন্য মলদ্বারে জ্বালাযুক্ত গভীর বিদারণ। মলদ্বারে বিদারণ থাকায় মলত্যাগ কালে তীক্ষ্ণ ও অতি যন্ত্রণাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার সঙ্কোচন ও কনকনানি।

বেগ হইয়া অল্প মূত্রত্যাগের পর মূত্র ঝরিতে থাকে। বারম্বার মূত্রত্যাগ। রজনীতে অনেক মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগের পর মূত্রনলীতে কামড়ানি। মূত্রনলী সঙ্কুচিত হওয়ার ন্যায় সরু ধারে মূত্রস্রাব। মূত্র ঘোলা এবং তাহাতে শুভ্র অথবা লালচে তলানি; মূত্র পরিষ্কার, কিন্তু চারি অথবা পাঁচ ঘণ্টার পর তাহার উপর রামধনু বর্ণের সর।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ অসহনীয় কামোদ্দীপনা বশতঃ প্রবল লিঙ্গোত্থান। সঙ্গমান্তে শুক্র নিক্ষিপ্ত হয় না। সঙ্গমে উপযুক্ত সুখানুভূতির অভাব। ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গোত্থান ব্যতিতই রেতস্খলন। মেঢ্রত্বক্ ও অণ্ডবেষ্টকের শোথযুক্ত স্ফীতি।

banglabooks.in

মেঢ্রত্বগুপরি রসবিদ্ধিকা ও ফোস্কা। অণ্ডবেষ্টত্বকে চুলকনা ও সিক্ত উদ্ভেদ।

স্ত্রীজনেন্দ্রিয়রোগ—প্রচুর, অতিশয় পাতলা এবং শুভ্র শ্লেষ্মাযুক্ত শ্বেতপ্রদরে পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা; ভ্রমণ কালে তাহার অধিকতর ক্ষরণ; প্রথমঋতু বিলম্বাগত। দিবসে এবং রজনিতে দমকা শ্বেত-প্রদর। ঋতুস্রাব অতি বিলম্বাগত, পরিমাণে অতি অল্প, ও অতি ফেকাসে বর্ণ। ঋতুস্রাব কালে আমাশয় প্রদেশে বেদনা প্রযুক্ত বোধ যেন সমস্ত ছিন্ন হইয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে। বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গাভিমুখে বেদনাযুক্ত চাপ। বাম অণ্ডাধার স্ফীত ও দড়কচড়াভাবযুক্ত হওয়ায় প্রস্তরবৎ কঠিন, স্পর্শে বেদনাযুক্ত। শ্বাসগ্রহণে অথবা গলা খাঁকর দিলে অণ্ডাধারে সূচিবেধবৎ বেদনা হওয়ায় গাত্রময় ঘর্ম্ম ও অনিদ্রা। ঋতুস্রাবের পর বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গের চুলকনা। স্তনাগ্রে বেদনাযুক্ত ক্ষত। গর্ভাবস্থায় বা রজঃস্রাব কালে প্রাতঃকালীন বমন। স্তনের পূয়শোথ আরোগ্যান্তে তাহাতে ক্ষতাঙ্ক থাকে।

গ্রীবাপার্শ্ব হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত স্থানের গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনা-যুক্ত হওয়ায় গ্রীবা নত করিতে তাহার যেন আততভাব এবং অনমনীয়তা, গ্রীবাপশ্চাতে ছিন্ন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। গ্রীবাপশ্চাতের অনমনীয়তা। কটিদেশে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

বাম স্কন্ধে ভয়ানক খোঁচা ও ছিন্নবৎ বেদনা। হস্তের চর্ম্মের স্থানে স্থানে কাঠিন্য ও বিদারণ; হস্তাঙ্গুলিতে সন্ধিবাত নিবন্ধন গুটিল্যা (Nodosities) জন্মে। হস্তে এবং হস্তাঙ্গুলিতে রসবাতজ ছিন্নবৎ বেদনা। হস্তাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে অবদরণযুক্ত আর্দ্রস্থান। হস্তাঙ্গুলির নখ স্থূল হইয়া যায়।

উভয় জঙ্ঘার অভ্যন্তর পার্শ্বের ছাল উষ্টিয়া যায়, পদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে মধ্যেও ঐরূপ হয়। উভয় নিতম্বের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চন্‌চনিযুক্ত ক্ষত

banglabooks.in

ভাব। জানুসন্ধির পশ্চাৎ গহ্বরস্থানে রসবিম্বিকা। উরুর অসাড়তা ও কাঠিন্য। পদ অস্থির থাকে। রজনিতে জানুসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। "পায়ের ডিমের" খল্লী। শুষ্ক তাপ এবং বিড়বিড়ি প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে বর্দ্ধিত। পদে এবং পদাঙ্গুলিতে ছিন্নবৎ বাতজ বেদনা। পদাঙ্গুলির নখ স্থূল এবং বাঁকা চুরা।

সর্ব্বাঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং তাহাতে পাক্ষাঘাতিক অনুভূতি। অঙ্গ নিচয়ের ঝিন্‌ঝিনি।

শরীরের অনেক স্থানের ত্বকে চুলকনাযুক্ত উদ্ভেদ জন্মে এবং তাহা হইতে ক্ষতকর, জলবৎ, ও আটা রস স্রাব হয়। শরীরের নানা স্থানে চুলকনা জন্মে। বিশেষতঃ শিশুদিগের ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়। ত্বক্ এত অসুস্থ থাকে যে সামান্য আঘাতেই ক্ষত জন্মে। পুরাতন ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ স্রাব, তাহতে চুলকানি ও হুলবেধবৎ বেদন এবং স্ফীতি, তাহাতে অসার মাংস জন্মে। ত্বক্ শুষ্ক থাকে ও সহজে ফাটে। পুরাতন ক্ষতাঙ্ক।

মস্তকত্বক্ চুলকায়। কেশ স্খলিত হয়। সম্পূর্ণ মস্তকত্বকে কাউর বা একজিমা জন্মিলে তাহাতে বৃহৎ, সমল মামড়ি উৎপন্ন হওয়ায় কেশ চাপ বাঁধে, তাহা বেদনাযুক্ত থাকে এবং স্পর্শে ক্ষতবৎ অনুভূতি জন্মে।

প্রদর্শক লক্ষণ।

শারীরিক স্থূলতা বা মেদাধিক্যপ্রবণতা।—গ্র্যাফাইটিস্ একটি গভীর ক্রিয়াশীল এণ্টিসরিক ঔষধ। শারীরিক মেদাধিক্য-প্রবণতা ও নিম্নলিখিত বিশেষ ত্বক্ লক্ষণ ব্যতীত ইহার সাধারণ প্রদর্শক লক্ষণের বিশেষ প্রাচুর্য্য দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু উপরি উক্ত শারীরিক স্থূলতা ও ত্বক্ লক্ষণের প্রকৃতিবিষয়ে সম্যক্ ধারণা জন্মিলে শিক্ষার্থী

banglabooks.in

কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগস্থল অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। গ্র্যাফাইটিস্ ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমশঃ স্থূল হইতে থাকে অথবা তাহার ভুঁড়ি জন্মে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই স্থূলতা তাহার স্বাস্থ্যব্যঞ্জক নহে। ক্যাল্কেরিয়া প্রভৃতি সরিক (Psoric) ঔষধের স্থূলত্বের ন্যায় পরিপাকবিকারসম্ভূত অপরিপক্করসের পোষণ কর্ত্তৃক বিকৃত, রোগজ ও অপকৃষ্ট মেদসংস্থিতিই এই রোগপ্রবণতাবিশিষ্ট স্থূলত্বের কারণ। রসদোষজাত এই শারীরিক স্থূলতাসহ গ্র্যাফাইটিসের প্রকৃত প্রদর্শক—নিম্নলিখিত বিশেষ প্রকৃতির ত্বগুদ্‌ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা অতি উচ্চস্থানীয় প্রদর্শকরূপে গণ্য।

ত্বগুদ্ভেদ হইতে মধুর ন্যায় হরিদ্রাভ কটাসে এবং কিঞ্চিৎ স্বচ্ছভাবের ঘন ও আটা স্রাবের এবং তাহার অচিরাৎ শুষ্কতা নিবন্ধ গাঢ় হরিদ্রাভ কটা ও কঠিন মামড়ির উৎপত্তি। ত্বক্‌রোগোৎপন্নকারী ঔষধ মাত্রেরই ত্বগুদ্ভেদের ন্যূনাধিক বিশেষতা থাকিলেও তদ্দ্বারা ঔষধ নির্ব্বাচন সাধারণতঃ অনায়াসসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। এজন্য ত্বক্‌রোগপ্রধান সরিক ঔষধাদির মধ্যে পরস্পরের সাধারণ প্রভেদ নিরূপণ দ্বারা ত্বক্‌রোগকে প্রদর্শক লক্ষণরূপে গ্রহণ করা উচিৎ, ইহাতে ঔষধবিশেষের ত্বক্ লক্ষণসহ তাহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণের সাহায্য লইতে হয়। গ্র্যাফাইটিসের এবম্বিধ লক্ষণ মধ্যে শারীরিক স্থূলত্বপ্রবণতা, স্থূলতা এবং পাল্‌সেটিলার ন্যায় ইহার মানসিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা প্রভৃতি প্রধান; কিন্তু পাল্‌সে ত্বক্ লক্ষণের অভাব থাকায় ইহা তাহা হইতে, এবং সরিণাম বর্ণনকালে উল্লিখিত প্রভেদক লক্ষণ দ্বারা ইহা সল্ফিণাম ও সাল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ হইতে প্রভেদিত হয়। উপরিউক্ত প্রকৃতির ত্বগুদ্ভেদ গ্র্যাফাইটিস্ রোগীর

banglabooks.in

শরীরের যে কোন অংশে হইলেও কর্ণোপরির, কর্ণপৃষ্ঠের, মস্তকোপরির, মুখের, জননেন্দ্রিয়ের অথবা চক্ষুপুটের উদ্ভেদ বিশেষতা পাওয়ায় তাহারা গ্র্যাফার অতি নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

চিকিৎসা।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ বা অফ্‌থ্যাল্‌মিয়া; চক্ষুপুটপ্রদাহ বা ব্লেফারাইটিস্; চক্ষুপুটের কোষ গর্ত্তঅর্ব্বুদ বা টার্সাল সিষ্টস্; বক্রপক্ষ বা ট্রিকায়াসিস্।—গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চক্ষু প্রদাহের চিকিৎসায় গ্র্যাফাইটিস্ অতি উচ্চস্থান অধিকার করে। ইহাতে স্বচ্ছাবরক বা কর্ণিয়া প্রদাহযুক্ত হয় ও তাহাতে ক্ষত জন্মে। ইহার রোগ চক্ষুপুট, বিশেষতঃ তাহার কিনারা অধিকতররূপে আক্রমণ করায় তাহা বিশেষরূপে পুরু ও কঠিনস্পর্শ হয় এবং তাহাতে খুস্কি ও আঁইসবৎ পদার্থ জন্মে। অনেক সময়েই গ্র্যাফাইটীসের চক্ষুরোগসহ শিশুর মস্তকে, মস্তক পশ্চাতে, কর্ণপশ্চাতে এবং গণ্ডদেশে, এমন কি বিরলতর স্থলে শরীরের নানা স্থানে, বিশেষতঃ সন্ধির কুব্জদেশে বিশেষ প্রকৃতির রসবিস্ফিকা বা কাউর দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ বোধ হয় যেন তাহাই চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় চক্ষুপুটের উপাস্থি বা কার্টিলেজ স্থূল হইয়া যায়, স্থূল চক্ষুপুটপার্শ্ব বিদীর্ণ হয়, তাহা হইতে রক্ত পড়ে এবং অনেক সময়ে চক্ষুপত্র অভ্যন্তর দিকে চক্ষুগোলকের উপরি উল্টাইয়া যায় ও তাহার লোম বক্র হইয়া চক্ষুমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উদ্দীপনা উৎপন্ন করে। পুরাতন রোগে চক্ষুপুটের কিনারা বাহিয়া কঠিন অঞ্জনী জন্মিলে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকিতে পারে। স্থূল ও কর্কশ চক্ষুপুটের ঘর্ষণে চক্ষুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী প্রদাহযুক্ত হয়, তাহার স্থানে স্থানে

banglabooks.in

রসবিম্বিকা জন্মে এবং চক্ষু হইতে তীব্র, জ্বালাকর ও পাতলা পূয়মিশ্রিত জলস্রাব হওয়ায় গণ্ডদেশ হাজিয়া যায়। চক্ষুপুটপ্রদাহে চক্ষুকোণের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর অধিকতর আক্রমণ ও চক্ষুপুট কিনারার বিদারণ এবং রক্তস্রাবচক্ষুরোগে গ্র্যাফাইটিসের অকাট্য প্রদর্শক বলিয়া গণ্য। দৃষ্টিশক্তির বিকারে দ্রব্যষ্ট অক্ষর সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইলেও গ্র্যাফা দ্বারা উপকার হয়।

বল্লাক্‌স—অক্ষিপুটকিনারা ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। অন্যান্য গ্র্যাফাইটিস্ লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট হয় না।

পেট্রলিয়াম্—অক্ষিপুটপ্রদাহে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর লোহিতবর্ণ, আর্দ্রভাব ও অবদরণ জন্মিলে প্রযোজ্য।

আসেনিকাম্—চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক রোধ ইহার প্রদর্শক।

সাল্‌ফার—ইহাতে অক্ষিপুটপার্শ্ব লোহিতাভ, কিন্তু গ্র্যাফাইটিসে তাহা পাণ্ডুর থাকে।

য়ফ্রেসিয়া—ইহাতে চক্ষুস্রাব অধিকতর গাঢ় এবং পূয়যুক্ত।

মার্কুরিয়াস্—গণ্ডমালীয় চক্ষুরোগে, বিশেষতঃ গণ্ডমালাসহ উপদংশের যোগ থাকিলে রোগ যদি রজনীতে এবং অগ্নির তাপে ও বস্তুবিশেষের ঔজ্জ্বল্যে বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে ইহা উপকারী।

হিপার সাল্—একনাইট ও বেলের দ্বারা চক্ষুপ্রদাহের উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহার বিশেষ লক্ষণ—পূয়ঃসঞ্চার জন্য চক্ষুতে এবং চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে দপ্‌দপানি বেদনা, কর্ণিয়ার অধঃ পশ্চাতে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে পূয়ের সঞ্চয়, অঞ্জনী, চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে ফুসকুড়ি, স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, আলোকাসহিষ্ণুতা ও তাপ প্রয়োগে তাহার উপশম প্রভৃতি প্রধান।

banglabooks.in

এলুমিনা, কনায়াম, রুটা এবং **নেট্‌মিউ**—চক্ষুর যোজকঝিল্লীর উত্তেজনা, চক্ষুপুটের গ্রাণুলার প্রদাহ এবং ইন্টার্ণ্যাল রেকটাস্ পেশীর শক্তিহানি বশতঃ দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য আরোগ্য করে। চক্ষুর শুষ্কতা জন্মিলে **ব্রুকাস্, বার্কেরিস্, নেট্‌কা** এবং **নেট্‌সা**ও উপকারী ঔষধ। বৃদ্ধদিগের চক্ষু-প্রদাহে **এলুমিনা** উৎকৃষ্ট ঔষধ; এস্থলেও চক্ষুর শুষ্কতা ইহার প্রদর্শক।

কর্ণপ্রদাহ; বধিরতা।—কাউর বা একজিমার বর্ত্তমানতা এবং কর্ণ হইতে গঁদের ন্যায় স্রাব কর্ণ রোগে **গ্র্যাফাইটিসের** প্রদর্শক। যুষ্টেকিয়ান টিউবের সর্দ্দি নিবন্ধন শ্রবণশক্তির হ্রাস এবং চর্ব্বণকালে কর্ণে করকর শব্দ। শকটারোহণ করিলে ঘর্ ঘর্ শব্দের মধ্যে রোগী ভাল শুনিতে পায়।

কার্ব্ব ভেজ—উদ্ভেদিক জ্বর নিবন্ধন কাণ পাকিলে কাণ শুষ্ক থাকে।

আয়ডিন—ডাং হিউজ্ ইহা দ্বারা সর্দ্দিঘটিত বধিরতা আরোগ্য করিয়াছেন।

নাসিকাসর্দ্দি।—**গ্র্যাফাইটিস্** রোগে নাসিকা অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের এইরূপ রোগ জন্মে। ইহার **পিনস** রোগে নাসিকা হইতে পর্য্যায়ক্রমে শুষ্ক কঠিন চাপ চাপ পদার্থ এবং দুর্গন্ধ ও রক্তযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। **ক্যাঙ্কেরিয়া, এণ্টি ক্রু** এবং **এরাম ট্রিফ** ন্যায় নাসিকারন্ধ্রমুখ শুষ্ক থাকে, সহজে ফাটে ও তাহাতে মামড়ি জন্মে।

আমাশয়াজীর্ণ এবং আমাশয়শূল বা গ্যাষ্ট্রাল্‌জিয়া।—**গ্র্যাফাইটিসের** অজীর্ণ রোগে আমাশয় এবং উদর অত্যন্ত বায়ুস্ফীত থাকে। বিবর্দ্ধিত ও কঠিন যকৃৎ আহারান্তে অত্যন্ত

banglabooks.in

স্পর্শাসহিষ্ণু হয়। **লাইক, কার্ব্ব ভেজ, নাক্স-ভ** এবং **চায়না**র ন্যায় রোগী পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে বাধ্য হয়। **কার্ব্ব ভেজে**র ন্যায় ইহাতেও আমাশয়প্রদেশে জ্বালাযুক্ত শূল্য থাকে এবং পচা উদ্গার উঠে। মাংস ভক্ষণে ঘৃণা, শীতভাব, মানসিক লক্ষণ এবং ক্রুরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডুরোগের বর্ত্তমানতায় ইহা **পালস্**সহ তুলনীয়। **গ্র্যাফাইটিসে**র জ্বালাযুক্ত শূল্যবৎ আমাশয়শূল আহারে উপশমিত হওয়ায় ইহাকে **এনাক্রা, পেট্রলি** এবং **চেলিডো**নত তুলনা করা যাইতে পারে। রোগীর মিষ্ট বস্তুতে ঘৃণা ও বমনোদ্বেগ হয়, উষ্ণ পানীয় সহ্য হয় না, আহারান্তে মস্তকে রক্ত ধাবিত হয়। স্থূলকায়, শিথিলশরীর এবং সর্ব্বদা শীতার্ত্ত রোগী, যাহাদিগের গাত্রে ইহার বিশেষ উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকে তাহাদিগের রোগে ইহা উপযোগী। ডিম্ব আহার করার ন্যায় প্রাতঃকালে মুখের বিস্বাদ জন্মে। **ফেরাম** ও **চায়না** প্রভৃতি অন্যান্য ক্রুরসিস্ রোগের ঔষধেও মাংসে ঘৃণা থাকে। ইহার নিঃসারিত বায়ুর পচা গন্ধ ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। সাধারণতঃ কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে।

গ্র্যাফাইটিসের অজীর্ণ রোগ নিতান্ত বিরল নহে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ডাং জসেট্ **নাক্স** এবং **গ্র্যাফাকে** পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "ইহাতেই অধিকাংশ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে"। নিয়মিতরূপে তিনি আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে **নাক্স্** ১২, এবং আহারের এক ঘণ্টা পরে **গ্রাফা** ১২ এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইহা হোমিওপ্যাথির বিধিসঙ্গত নহে।

কোষ্ঠবদ্ধ ; মলদ্বারের বিদারণ বা ফিসার অব এনাস্ ; অর্শরোগ বা হিমরয়েড্স্।—কোষ্ঠবদ্ধ রোগের প্রধান প্রধান

banglabooks.in

ঔষধমধ্যে গ্র্যাফাইটিস্ অতি উচ্চতর স্থান অধিকার করে। ইহার কোষ্ঠবদ্ধে রোগী অনেক সময়ে কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত মলত্যাগ না করিলেও মলবেগ উপস্থিত হয় না। মলত্যাগ হইলে ইহার বিষ্ঠা গোল গোল বলের ন্যায় এবং ছিবড়া ছিবড়া শ্লেষ্মামিশ্রিত ও তদ্দ্বারা আবৃত থাকে। মলদ্বার বিদারণযুক্ত থাকায় মলত্যাগ কালে অত্যন্ত বেদনা হয়। এই সকল বিদারণ এবং তাহার সহিত যে অর্শ থাকে তাহাতে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা এবং মলদ্বারে অত্যন্ত টাটানি থাকায় রোগী উপবেশন করিতে বড়ই কষ্ট বোধ করে। মলত্যাগান্তে জলসৌচ করিতে, বিশেষতঃ মলদ্বার পুঁছিতে মলদ্বারে অসহনীয় টাটানি কোষ্ঠবদ্ধরোগে গ্র্যাফাইটিসের একটি বিশেষ প্রদর্শক।

মলদ্বারবিদারণরোগে গ্র্যাফাইটিসসহ সিলিসিয়া, নাই এসি, পিওনিয়া এবং রেট্যানিয়া তুলনীয় ঔষধ। ফলতঃ মলদ্বার বিদারণ রোগ চিকিৎসায় অধিকাংশ স্থলে ইহারাই আমাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে।

শ্লেষ্মাবৃত বিষ্ঠা, মলদ্বারের অত্যধিক টাটানি এবং রোগীর বিশেষ শারীরিক আকার ও মানসিক দুঃখভাব প্রভৃতির বর্ত্তমানতা গ্র্যাফাইটিসকে অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

পক্ষান্তরে মলদ্বারবিদারণ বা ফিসার অব্ এনাস্ রোগে, মলদ্বারের সঙ্কোচন, অতিশয় চেষ্টায় বিষ্ঠার নির্গমণ এবং মলত্যাগান্তে কতিপয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত মলদ্বারের জ্বালা রেট্যানিয়—মলদ্বার সর্ব্বদা সিক্ত থাকা এবং তাহার টাটানি ও চন্‌চনি পিওনিয়—মলদ্বারে কাষ্ঠ খণ্ডের খোঁচা বোধ নাই এসিয়—এবং বেগদ্বারা বিষ্ঠা নির্গমনের চেষ্টায়

banglabooks.in

অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত বিষ্ঠার সরলান্ত্রে পুনঃ প্রবেশ **সিলিকেয়ার** শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পটেন্স।—ধ্বজভঙ্গরোগে পুংজননেন্দ্রিয়ের অদম্য উত্তেজনা এবং প্রচণ্ড লিঙ্গোত্থান হইলেও সঙ্গমকালে কোন প্রকার অনুভূতি না থাকিলে ও শুক্রক্ষরণের অভাব ঘটিলে **গ্র্যাফাইটিস্** উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া; অণ্ডাধারবিবৃদ্ধি বা এন্‌লার্জমেণ্ট অব দি ওভারি; শ্বেত-প্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি।—আর্ত্তবাভাব—বিলম্বাগত ঋতু অথবা ঋতুল্পতারোগে অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ এবং **অণ্ডাধারের বিবৃদ্ধ ও দড়কড়া ভাব থাকিলে গ্র্যাফাইটিস্ পল্‌সেটীলার** পরে প্রযোজ্য। শেষঋতুবন্ধকালের ঋতুরোধ নিবন্ধন অসুস্থতার পক্ষে যেরূপ **গ্র্যাফা**, যুবতীদিগের রোগজ ঋতুরোধ ঘটিত রোগের পক্ষে **পাল্‌স্** তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। রক্তহীন পাণ্ডুর যুবতীদিগের শ্বেতপ্রদররোগে নিম্নোদরে বেদনা এবং পৃষ্ঠের দুর্ব্বলতা থাকিলে **গ্র্যাফাইটিস্** প্রযোজ্য। স্রাব প্রচুর, অত্যন্ত পাতলা ও শুভ্র শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে বেগের সহিত অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। রোগিণীর বিলম্বে বিলম্বে অত্যল্প পরিমাণ ও ফেকাসে ঋতুস্রাব হয়। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে বেগের সহিত অধিক পরিমাণে শ্বেতপ্রদর নির্গত হওয়া ইহার প্রদর্শক। এই সকল রোগিণীর **স্থূলতা, শারীরিক শিথিলতা, শীতপ্রবণতা, মানসিক দুঃখভাব এবং গাত্রে, বিশেষতঃ বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ে রসবিম্বিকা বা পামা জাতীয় সরিক উদ্ভেদ লক্ষণের** বর্ত্তমানতা বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য। জরায়ুশরীরের

banglabooks.in

সম্মুখপার্শ্বে স্থানচ্যুতি ও জরায়ুমুখের পশ্চাৎপার্শ্বে বক্রতা বশতঃ যোনীর পশ্চাৎ অংশে জরায়ুমুখের চাপ অথবা **আণ্টিভার্সন বা আণ্টিফ্লেক্সন্** প্রভৃতি রোগে **গ্র্যাফাইটিসের** উপরি উক্ত প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে ইহা উপকারী। এস্থলে ইহা **পাল্‌সেটীলা**সহ তুলনীয়।

মৃৎপাণ্ডু বা ক্লরসিস ও রক্তহীনতা।—এই সকল রোগেও উপরিলিখিত প্রদর্শক লক্ষণ **গ্র্যাফাইটিস** নির্ব্বাচনে প্রকৃষ্টতর।

গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা—লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি।—**ক্যাল্কেরিয়া, সলিসিয়া ও সাল্‌ফার** প্রভৃতি গণ্ডমালা রোগের ঔষধের ন্যায় **গ্র্যাফাইটিস্**ও স্থলবিশেষে গণ্ডমালা রোগে আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। পাতলা, দুর্গন্ধ এবং কিঞ্চিৎ অজীর্ণ ভুক্তবস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠার উদরাময়—গ্রীবা, কুক্ষি-দেশ, কুচকি এবং মেসেণ্টারিক বা অন্ত্রবেষ্টরসাঝিল্লীসংস্থ লসীকাগ্রন্থির বিবৃদ্ধি—উদরের স্থূলতা ও কাঠিন্য—এবং সর্ব্বোপরি **গ্র্যাফাই-টিসের** বিশেষতাযুক্ত ত্বগুদভেদ প্রভৃতি শিশুদিগের গণ্ডমালারোগে বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। গণ্ডমালা রোগগ্রস্ত **গ্র্যাফা-ইটিস্** শিশু **ফেরামের** ন্যায় রক্তহীন থাকে এবং সহজে সর্দ্দি আক্রান্ত হয়।

বিসর্প বা ইরিসিপেলাস্।—বারম্বার আবর্ত্তনশীল পুরাতন বিসর্পরোগ মুখমণ্ডলের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে যাইলে **গ্র্যাফাইটিস্** প্রদর্শিত হয়। আক্রান্ত স্থান কঠিনস্পর্শ ও কদাকার হইয়া যায় এবং তাহাতে **এপিসের** ন্যায় হুলবেধৎ ও জ্বালাযুক্ত বেদনা থাকে। শরীরোপরে **আয়োডিনের** অপপ্রয়োগ ঘটিত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

banglabooks.in

ত্বক্‌রোগ—কাউর, পামা বা একজিমা; দুগ্ধপীড়কা বা ক্রাষ্টা ল্যাকটিয়া; টাক রোগ বা এলপেসিয়া।—ত্বক্‌রোগচিকিৎসায় গ্র্যাফাইটীস্ আমাদিগের অন্যতম প্রধান ঔষধরূপে বিবেচিত। এরোগে ইহার প্রদর্শক প্রকৃতিও অতি সুপরিচিত, তাহা প্রদর্শক লক্ষণ বর্ণনায় বিবৃত হইয়াছে। ইহার আর্দ্র মামড়িবৎ উদ্ভেদ মস্তকত্বকে, মুখে, সন্ধিপশ্চাতে, অঙ্গুলিদ্বয়বিচ্ছেদস্থানে এবং বিশেষতাসহ কর্ণপশ্চাতে জন্মে। উদ্ভেদ অত্যন্ত চুলকায় ও বিদারণযুক্ত থাকে। ত্বক্ ঘর্ম্মহীন, রুক্ষ ও কঠিন হয় এবং শুষ্ক কেশ স্খলিত হওয়ায় মস্তকপার্শ্বে টাক জন্মে। শিশুদিগের মস্তক ও তৎসন্নিহিত স্থানে দুগ্ধপীড়িকা দেখা দেয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৪৯ LECTURE XLIX.)

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nitricum)।

সাধারণ নাম।—নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার।

প্রয়োগরূপ।—গুরুত্বে এক ভাগ নির্ম্মল নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার ও নয় ভাগ পরিস্রুত জল মিশ্রণে ১×—৩× পর্য্যন্ত;

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—তিন দিবস হইতে তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ২ × হইতে ৩০ ও ২০০ ক্রম; তদূর্দ্ধ উচ্চতর ক্রমের ব্যবহারও নিতান্ত বিরল নহে।

উপচয়।—শীতল খাদ্যে; শীতল বাতাসে; শর্করা আহারে; ফুল্লী বরফ ভক্ষণে; অধিক পরিমাণ অনভ্যাসিত মানসিক শ্রমে।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল, যথা—ডাং মোরা—স্ত্রীরোগী, বয়স ৪৭; পুত্র শোকে বিষাদবায়ুর আক্রমণ; অন্যান্য রোগ মধ্যে যকৃতের স্ফীতি ও বেদনা, হৃৎশূল এবং মস্তকবামপার্শ্বে সিক্-হেডেক্ বা বমনযুক্ত শিরঃশূল প্রভৃতি প্রধান; শিরঃশূল হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ললাটে শৈত্যানুভূতি ও মস্তকাস্থির ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার ন্যায় বোধ; ২ ×, প্রথমে বৃদ্ধি, পরে শিরঃশূল প্রভৃতি আরোগ্য। ডাং হুইন;—শিশু, বয়স ৬ বৎসর; প্রবহমান বায়ু ও ধূলা লাগিয়া অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা চক্ষুপ্রদাহ; প্রচুর, অমুগ্র, ঘন ও পূয়মিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব; খরতর আলোকাসহিষ্ণুতা; শীতল গৃহে উপশম বোধ; ৩০, আরোগ্য। ডাং প্রেষ্টন—৪ সপ্তাহ বয়সের শিশু; পিরুলেণ্ট অফ্‌থ্যাল্মিয়া বা পূয়স্রাবী চক্ষুপ্রদাহ; অন্ধকরা ফোড়ার ন্যায় চক্ষু হইতে বেগে পূয-স্রাব; চক্ষুর পাতা খুলিবার চেষ্টা করিলে অধিকতর শক্তিতে অবরুদ্ধ, চক্ষুগোলক অদৃশ্য, চক্ষুর পাতা স্ফীত ও পুরু; ২০০, এক দিন, ৪ ঘণ্টান্তর প্রয়োগে উপশম, পরে শিশুর পরিবর্ত্তে প্রসূতিকে প্রয়োগ—আরোগ্য।

banglabooks.in

উপশম।—মুক্ত বায়ুতে; মুখে প্রবহমান বায়ুসংস্পর্শে; শীতল জলে স্নানে।

সম্বন্ধ।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, মার্ক, নেট্ মি, নাই এসি। বিষ মাত্রায়—দুগ্ধ, লবণ মিশ্রিত জল এবং গঁদ জাতীয় বস্তুমিশ্রিত পানীয়।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এমন, টেবেকাম্, কষ্টি।

তুলনীয়ঔষধ।—আর্স, অরাম্, কুপ্রাম্, জেল্স, হাইড্রসা এসি, মার্ক, নাই এসি, ফস্, পিক্রিক এসি ও প্লাম্বাম্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—রোগজীর্ণ, শুষ্কীকৃত ও বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রোগী (পাতলা, কঙ্কালবৎ, সিকেলি) দেখিলেই আর্জে নাই স্মরণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক বৎসরেই রোগীর শীর্ণতা অধিকতর হইতে থাকে, অধঃ অঙ্গে তাহা স্পষ্টতর রূপে লক্ষিত হয় (এমন মি): ইহা শিশুর ক্ষয়রোগে দেখা গিয়া থাকে।

ভজনালয়ে অথবা রঙ্গালয়ে গমন জন্য প্রস্তুত হইলে আশঙ্কা বশতঃ **উদরাময় জন্মে** (জেল্স)।

সময়ের যেন অতি ধীর গতি (ক্যানা ইণ্ডি), রোগী অত্যন্ত ঝোঁকের উপর চলে, তাড়াতাড়ির সহিত কার্য্য করিতে চাহে,

---

ডাং মরো—রোগীর বয়স ৪০; অজীর্ণ রোগ; গরম জল পানে ইচ্ছা; শীতল পানীয়, বিশেষতঃ আহারকালে অসহ্য। আহারান্তে শব্দ হইয়া প্রচুর উদ্গারে সাময়িক উপশম; আমাশয়ে পূর্ণ বোধ। সর্ব্বদা শরীরের বামপার্শ্ব, মধ্যে মধ্যে নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বোধ; প্রথমে ৩×, পরে ২০০, আরোগ্য। ডাং ব্লেকলি—শয্যা-মূত্র; কটাকেশ ও সবল বালক; জন্ম হইতে রজনীতে শয্যায় এবং দিবসে পরিহিত বস্ত্রে মূত্রত্যাগ করে; কাফি পানে মূত্রের বৃদ্ধি; ৬, আরোগ্য।

banglabooks.in

ক্রত না চলিয়া পারে না ; বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং উত্তেজনা প্রবণ (অরাম, লিলি)।

অনভ্যাসিত পথ বা কালব্যাপী ও অবিশ্রান্ত মানসিক শ্রম নিবন্ধন তরুণ কিম্বা পুরাতন রোগ।

সাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগের অভ্যাসগত আমাশয়িক শিরঃশূল ও নৃত্য জন্য শোণিত সঞ্চয়ি শিরঃশূলে মস্তক পূর্ণ ও গুরু বোধ এবং **মস্তক প্রসারিত হওয়ার অনুভূতি জন্মে ;** অর্দ্ধ শিরঃশূলে ললাটের উচ্চতর প্রদেশে অথবা ললাটপার্শ্বে চাপিতবৎ এবং ভ্রু বসানের ন্যায় অনুভূতির পিত্তবমনে শেষ, **দুর্ব্বলকর মানসিক শ্রমে শিরঃশূলের বৃদ্ধি এবং চাপ দিলে অথবা কশিয়া ফিতা বাঁধিলে উপশম,** (এপিস্, পাল্স্)।

গ্রাণুলার (দানাযুক্ত) কঞ্জাংটিভাইটিস্ বা যোজকঝিল্লীপ্রদাহে **আক্রান্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দেখিতে কাঁচা মাংসের ন্যায় উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ থাকে** এবং তাহা হইতে প্রচুর, পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

নবজাত শিশুর চক্ষুর প্রদাহে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব, চক্ষুর কাল ক্ষেত্রে বা কর্ণিয়ায় অস্বচ্ছতা ও ক্ষত, চক্ষুপত্রের টাটানি এবংঘনত্ব ও স্ফীতি, প্রাতঃকালে চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে (এপিস্, মার্ক সল্, রাস্)।

সূচিকর্ম্ম প্রযুক্ত চক্ষুর ক্লান্তির উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি এবং যুক্ত বায়ুতে হ্রাস (নেট্ মি, রুটা) ; চক্ষুপেশীর অসামঞ্জসীভূত ক্রিয়াবশতঃ যে সকল চক্ষুরোগ জন্মে।

শর্করা ভক্ষণের প্রবল লালসা, শিশু শর্করা ভালবাসে, কিন্তু ভক্ষণ করিলে উদরাময় জন্মে (লবণ অথবা লোনা মাংসে প্রবল ইচ্ছা, ক্যাল্কে ফস)।

অধিকাংশ আমাশয়রোগেই উদ্‌গারের উপসর্গ।

banglabooks.in

বায়ুজনক অজীর্ণ রোগে প্রত্যেক বার আহারান্তেই উদ্‌গার; বোধ হয় যেন বায়ুপূর্ণ হওয়ায় আমাশয় বেগে ফাটিয়া যাইবে; সহজে উদ্‌গার উঠে না, অবশেষে প্রবল বেগে বায়ু নির্গত হয়।

চিনি, মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট বস্তুর আহারে সবুজ বর্ণ ছিবড়ে ছিবড়ে, অবস্থাবিশেষে ফিতার ন্যায় বা থানা থানা (এসেরাম) বা জমাট, রস-শ্লেষ্মাময় (Muco-Lymph) স্তূপাকার বিষ্ঠা ও শব্দের সহিত বায়ুর (এলোজ) নিঃসরণ। বিষ্ঠা কিছুকাল বস্ত্রে সংলগ্ন থাকিলে সবুজ বর্ণ হইয়া যায়; জলপানে উদরাময়ের বৃদ্ধি।

উদরাময়ে কিছু পান করিলেই (আর্স, ক্রটন টি, থুজ) মলত্যাগ।

দিবারজনী অসাড়ে মূত্রত্যাগ (কষ্টি)।

ধ্বজভঙ্গ রোগে সঙ্গমের চেষ্টা করায় লিঙ্গোত্থান হয় না (এগ্নাস্, ক্যালাডি, সিলিনি)।

স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই সঙ্গমে বেদনা পায়; সঙ্গমান্তে যোনি হইতে রক্তস্রাব (নাই এসি)।

যুবতী বিধবাদিগের এবং বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু হইতে রক্তস্রাব। ঋতুসন্ধিকালে (ল্যাকে) স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ জরায়ু হইতে রক্তস্রাব।

মুক্ত ও পরিষ্কার বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা (এমিল, পাল্‌স, সাল্‌ফ)।

গাথকদিগের পুরাতন স্বরযন্ত্রপ্রদাহ থাকায় স্বর উচ্চ করিলে কাসি পায় (এলুমি, আর্জ মেট, এরাম্)।

নিম্নাঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ কম্প; চক্ষু বন্ধ করিয়া চলিতে পারা যায় না (এলুমি)।

রোগী টলিতে টলিতে চলে ও দণ্ডায়মান হয়, বিশেষতঃ কেহ তাহাকে দেখিতেছে না মনে করিলে।

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পূর্ব্বে প্রবল অস্থিরতা।

গলাধঃকরণ কালে গলদেশে খোঁচা বেঁধার অনুভূতি (ডলিক, হিপার, নাই এসি, সিলিক); ভ্রমণে অথবা অশ্বারোহণে জরায়ুতে অথবা জরায়ুসন্নিহিত স্থানে ঐরূপ অনুভূতি।

গাত্রাবরণ মুক্ত করিলে শীত, তথাপি গাত্র আবৃত করিলে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি; পরিষ্কার বায়ুর জন্য রোগীর প্রবল ইচ্ছা।

ইহা ক্ষতের মাংসাঙ্কুরের অতি বৃদ্ধির বাধা জন্মায়।

রোগকারণ।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম, অত্যধিক শর্করা ভক্ষণ এবং ধূমপান প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ দ্বারা শোণিত বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়ায় শোণিত তরলতর এবং তাহার লবণমাত্রক গুণ ও রঞ্জক পদার্থ অপহৃত হয় এবং অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার বিষক্রিয়ায় কৈশিক ধমনীতে শোণিতগতির বাধা বশতঃ শরীরের স্থানে স্থানে কালশিরা জন্মে ও পোষণ ক্রিয়ার বাধা ঘটে। ইহা পিত্তপ্রবাহের বৃদ্ধি করে এবং ইহাতে যকৃদুপাদানের অপকৃষ্টতা উৎপাদক শোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়। ইহার ক্রিয়ায় এল্বুমিনুরিয়া এবং অস্থি ও অস্থিবেষ্টের পোষণবিকার জন্মে এবং মৌলিক উদ্দীপক ক্রিয়ার প্রাথমিক ফলস্বরূপ চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, বায়ুপথের ঊর্দ্ধাংশ, অন্ত্র এবং মূত্রনালীর শ্লৈষ্মিকঝিল্লীতে প্রভূত রক্তাধিক্য, ধ্বংসকর প্রদাহ এবং ক্ষত উৎপন্ন হয়। স্নায়ুমণ্ডল ইহা দ্বারা বিশেষ ও স্পষ্টরূপে আক্রান্ত হওয়ায় প্রভূত দৌর্ব্বল্য বশতঃ মৃগির ন্যায় প্রচণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয় এবং তাহার শেষ ফল স্বরূপ পক্ষাঘাত জন্মে।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর এবং সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর এবং স্থলবিশেষে ত্বকের প্রদাহ উৎপন্ন করে।

banglabooks.in

এবম্বিধকারণেই বহুকাল হইতে এলপ্যাথি মতে আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের ধাবন রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রোগের অবস্থাবিশেষে এইরূপ বহিঃপ্রয়োগে প্রত্যুত্তেজনা দ্বারা যে উপকার সাধিত হয় তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমিওপ্যাথিমতের ঔষধপরীক্ষাতেই ইহার উপরিউক্তগুণের প্রকৃত ও মৌলিক কারণ যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ বহিঃপ্রয়োগেই হউক, অথবা অভ্যান্তরীণ প্রয়োগেই হউক, ইহার আভিজাতিক প্রদাহক্রিয়া এবং বস্তুগতনির্ব্বাচিতক্রিয়াসম্বন্ধ হেতুই ইহা চক্ষু, মুখগহ্বর, গলাভ্যন্তর, ডিয়ডিনাম, সরলান্ত্র, মূত্রনালী এবং শ্বাসযন্ত্রপথের উর্দ্ধাংশের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহা আমূল পরিপাক যন্ত্রপথের ক্রিয়া বিধ্বস্ত করিয়া প্রভূত বায়ুরুৎপাদক বিশেষ প্রকারের পরিপাকবিভ্রাট, উদরাময় এবং আমরক্তরোগ উৎপন্ন করে। ইহা দ্বারা শোণিতের অতি গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় শোণিতের লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অপহৃতরঞ্জনপদার্থ শোণিতের অক্সিডেষণ না হওয়ায় তাহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। বিশেষতঃ শোণিতের সংযমন (Cnagulation) গুণ নষ্ট হইলে তাহা তরলীভূত হয়। কৈশিক শিরামণ্ডলীর রক্তাধিক্য বশতঃ বিস্তৃত এবং শিথিলতর শিরা হইতে শোণিত ও রসভাগ নিঃসৃত হওয়ায় বহিরভ্যন্তরীণ শরীরাংশের স্থানে স্থানে কালশিরা ও শোথ উৎপন্ন হয়। যকৃতে শোণিতাধিক্য বশতঃ তাহার যন্ত্রগত ও ক্রিয়াগত অপকর্ষ ঘটে।

স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুতে ইহার সাক্ষাৎ বিষক্রিয়ার ফলস্বরূপ মৃগীর আক্ষেপের ন্যায় অতি প্রচণ্ড ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উৎপন্ন হয়। অবশেষে ইহা শরীরিক দৌর্ব্বল্য ও পক্ষাঘাত উপস্থিত করিলে নিউমোগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর শ্বাসযন্ত্র শাখা বিশেষরূপে আক্রান্ত হওয়ায় শ্বাসযন্ত্রপেশীর পক্ষাঘাতবশতঃ শ্বাসরোধ জন্য রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ডাঃ এইচ, সি, উডের মতে বহি:শরীরে আগন্তুক উত্তেজনা প্রযুক্ত

banglabooks.in

কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তির প্রক্ষিপ্ত ক্রিয়া আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের কনভাল্‌সনের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইচ্ছানুগ পেশীর ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিলে সামান্য বহিরুত্তেজনাই আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

ফলতঃ আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম অতি গভীর ক্রিয়াশালী এণ্টিসরিক বস্তু। ইহা কর্ত্তৃক বিশ্লিষ্ট, অসারতা এবং অপকৃষ্টতাপ্রাপ্ত শোণিতের এবং প্রগাঢ় পরিপাকবিকারের সমবায়ক্রিয়াফলস্বরূপ শরীরের যে জীর্ণ দশা উৎপন্ন হয় তাহা সোরা (Psora) রূপ সাংঘাতিক বিষবাষ্পক্রিয়ার পরিস্ফুট নিদর্শনসদৃশ। শরীর, বিশেষতঃ জঙ্ঘা অংশ শীর্ণ হইয়া যায়। শিশুক্ষয় রোগেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। পেশীমণ্ডলী কাঠিন্য প্রাপ্ত হয় এবং অপকৃষ্ট শোণিতে পিত্তের আধিক্যবশতঃ শরীরে পাণ্ডুরতা অপেক্ষা অধিকতর পিঙ্গলাভা জন্মে ও অম্লজানাভাব নিবন্ধন জৈবতা-পাল্লতা ঘটে। ইহার গৌণ ক্রিয়ালক্ষণমধ্যে রসাদির পচিতাবস্থা এবং অস্থিবিকার, বিশেষতঃ ক্ষুদ্রাস্থির ক্ষতরোগ প্রভৃতি প্রধান স্থান অধিকার করে। নিম্নে যথাযথরূপে ইহার যন্ত্রগত লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।

ইহার মস্তিষ্কলক্ষণে দৌর্ব্বল্যই প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়। স্মরণশক্তির লোপ। রোগী ঝোঁকের সহিত কার্য্য করে, ত্রস্ত ভাবে ভ্রমণ না করিয়াই পারে না। বিষণ্ণতা; কার্য্য সফল হইবে না বলিয়া রোগী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না; বাতায়ন হইতে পতিত হইবার প্রবল ইচ্ছা। ভজনালয়ে অথবা রঙ্গালয়ে গমন জন্য প্রস্তুত কালে আশঙ্কা বশতঃ উদরাময়। মস্তকের পূর্ণতা এবং তাপে রজনীতে স্নায়বিক উত্তেজনা। বাতিকগ্রস্ত, মূর্চ্ছারভাববিশিষ্ট এবং শারীরিক মৃদুকম্পের অনুভূতিযুক্ত। লাজুক; দুঃখিত; সম্পূর্ণ শরীরে আঘাতের অনুভূতি ও মস্তকের জড়তা নিবন্ধন মৌনতা। রোগী ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ করায় অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত, সাধারণতঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে এবং সংকীর্ণ

banglabooks.in

গৃহে তাহার বৃদ্ধি হয়। সহজেই ভীত, রোগী মনে করে তাহার রোগের অতি সাংঘাতিক পরিণাম হইবে, ক্রন্দনশীল থাকে। সহজেই রাগত। জ্ঞানের লোপ, মূর্চ্ছার অনুভূতি।

চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ভ্রমণ কালে শিরোঘূর্ণন হওয়ায় রোগী ভীত। শিরোঘূর্ণন এবং কর্ণে ভন ভন শব্দ; অঙ্গসিচয়ের দৌর্ব্বল্য এবং কম্প; মস্তক কসিয়া বাঁধিলে শিরঃশূলের উপশম। মানসিক শ্রমপ্রযুক্ত শিরঃশূল। ললাটের বাম পার্শ্বের উচ্চ স্থানে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। রোগী বোধ করে যেন মস্তক অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। মস্তিষ্কোপরি অথবা মস্তিষ্কবেষ্টোপরি ফিতা দ্বারা আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় কেরোটিড ধমনীর দপদপানি, মস্তকে গুরুত্ব ও অজ্ঞানকর অবসাদ, রোগী বিষণ্ণ এবং মানসিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উপযুক্ত ও ধারাবাহিকরূপে মনোভাব প্রকাশে অশক্ত। মস্তকের বামার্দ্ধের অক্সিপাট হইতে ললাটের উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত গর্ত্ত করা ও কর্ত্তন করার জন্য অস্ত্রচালনার ন্যায় অনুভূতি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং শীঘ্র শীঘ্র তাহার হ্রাস, বৃদ্ধি হইতে থাকে। মস্তকের অন্যতর পার্শ্বের কনকনানি ও সেই পার্শ্বের চক্ষুর বিবৃদ্ধি বোধ। মস্তিষ্কার্দ্ধে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। মস্তকে বেদনা ও গুরুত্ব নিবন্ধন রোগী কিছু স্মরণ করিতে পারে না। মস্তকে অত্যধিক রক্তাধিক্য জন্মে। ললাটের অস্থিতে, মূর্দ্ধাদেশে, মস্তকপার্শ্বে এবং মুখমণ্ডলে প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে ছিদ্র করার ন্যায় ও কর্ত্তনবৎ বেদনা।

মস্তক চুলকায়, বিড় বিড় ও শড় শড় করে, কেশমূল ঊর্দ্ধে টানিয়া তোলার ন্যায় বোধ।

নিদ্রার ব্যাঘাত বশতঃ শান্তিহীনতা; অর্দ্ধ অজ্ঞানবৎ নিদ্রা এবং সর্প প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন। ভ্রান্তিময় দৃশ্য ও কাল্পনিক আকৃতি-নিচয় কল্পনাচক্ষুর সম্মুখে বিচরণ করায় নিদ্রাকর্ষণের ব্যাঘাত জন্মে।

banglabooks.in

রজনীতে স্বপ্নকালে চক্ষুসম্মুখে মৃত বন্ধুর ও শবের দৃশ্য আবির্ভূত হয় এবং পচা জলের স্বপ্ন দেখে। প্রাতঃকালে রোগী ক্ষুধিত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রৎ হয় এবং জাগ্রৎ হইয়া বুঝিতে পারে তাহার অস্বাভাবিক ক্ষুধা, বিবমিষা, আমাশয়ে বায়ু সঞ্চার এবং তাহাতে প্রবল আক্ষেপ হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার বশতঃ দূরদৃষ্টি। চক্ষুর সম্মুখে ধূসরবর্ণ বিন্দু এবং সর্পবৎ আকৃতিনিচয় বিচরণ করে। অক্ষরনিচয় ছায়াবৃত দেখায় এবং পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানিবশতঃ ভাল শুনিতে পায় না, টাইফাস্ জ্বরে সম্পূর্ণ বধিরতা জন্মে। বাম কর্ণ হুস্ হুস্ শব্দবিশিষ্ট ও রুদ্ধ বোধ হয় এবং শ্রবণশক্তি কমিয়া যায়। ঘ্রাণশক্তি অবসাদিত। নাসারন্ধ্রে ক্ষত থাকায় নাসিকার সম্মুখে পূজের ন্যায় ঘ্রাণ পাওয়া যায়। মুখাস্বাদ মিষ্ট ও তিক্ত; অম্ল; ধাতু ও মসিবৎ কসযুক্ত হয়; কখন বা স্বাদের অভাব ঘটে।

অনুভূতিদ স্নায়বিক বিকার বশতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তক প্রভৃতি বিস্তৃত হওয়ার ন্যায় বোধ। অনুভূতি শক্তির অভাব। শরীরের মাংসে এবং অঙ্গে ভয়ানক টাটানি। শরীরের নানা স্থানে কাষ্ঠখণ্ড থাকার অনুভূতি।

গতিদ স্নায়ুরোগে সমস্ত অঙ্গের তাণ্ডব বা করিয়ার ন্যায় আক্ষেপিক গতি। শারীরিক অবসাদ এবং প্রকোষ্ঠের ও জঙ্ঘার ক্লান্তি জন্মে। সাধারণ দৌর্ব্বল্য বশতঃ শঙ্কাযুক্ত কম্পভাব, পক্ষাঘাত, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং পেশী-আনর্ত্তন। শঙ্কান্বিত ভাব ও কম্প। কঠিন পরিশ্রমের পর, বিশেষতঃ রোগী যখন মনে করে তাহাকে কেহ দেখিতেছে না, চলিতে ও দণ্ডায়মান অবস্থায় টলিয়া পড়ে।

মুখমণ্ডলের রুগ্ন চেহারা, বসিয়া যাওয়ার ভাব, পাণ্ডুরতা এবং নীলাভা, মুখ দেখিতে পীতবর্ণ ও সমল, অকালবৃদ্ধের ন্যায় মুখাকৃতি। বাম চক্ষুর নিম্নে স্নায়ুশূল।

banglabooks.in

তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহের উষ্ণ গৃহে বৃদ্ধি এবং শীতল বাতাসে উপশম। চক্ষুর আলোকাসহিষ্ণুতা। অগ্নিতাপ সংস্পর্শে লোমযুক্ত চক্ষুপুটপার্শ্বের প্রদাহ শীতল বাতাসে ও শৈত্য প্রয়োগে উপশম থাকে; চক্ষুপুট উল্টা দিকে বাঁকিয়া যায়। অবিরত ভাবে চক্ষু মুছিয়া শ্লেষ্মা দূর না করিলে দৃষ্টি অন্তর্দ্ধান করে। তরুণ গ্রন্থিমুলার বা দানাযুক্ত চক্ষুপ্রদাহে যোজক ঝিল্লী তীক্ষ্ণ ও গাঢ় লোহিতবর্ণ হয় এবং তাহা হইতে নিঃসৃত প্রচুর শ্লেষ্মা পূয়পরিবর্ত্তনপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকে। চক্ষুকোণ রক্তবৎ লাল হয়; আক্রান্ত চক্ষুকোণের মাংসবৃদ্ধি (Caruncula), স্ফীতি এবং মাংসখণ্ডের ন্যায় বাহির হইয়া পড়া ও চক্ষুর অভ্যন্তর কোণ হইতে গুচ্ছ, গুচ্ছ, তীব্র লোহিত রক্তনাড়ী কর্ণিয়া বা কালক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; দুগ্ধপোষ্য বালকদিগের কর্ণিয়াক্ষত; চক্ষুপুট হইতে প্রচুর পূয়বৎ স্রাব।

কর্ণে ছিন্নবৎ বেদনা। মস্তকে রক্তাধিক্য হওয়ায় দক্ষিণ কর্ণ হইতে বাম কর্ণ পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণে পূর্ণতা ও ঘণ্টাধ্বনি।

শ্বাসযন্ত্ররোগ বশতঃ নাসিকা হইতে শুভ্র পুঁজের সঙ্গে থানা থানা রক্তস্রাব। নাসিকার সর্দ্দি হওয়ায় চক্ষুর ঊর্দ্ধে অজ্ঞানকর শিরঃশূল জন্মিলে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য, শীত ভাব জন্মে এবং চক্ষু হইতে জল পড়িতে থাকে। নাসিকার ভয়ঙ্কর চুলকণা। মুখাকৃতি রুগ্ন।

স্বরযন্ত্রের অভ্যন্তরে ও তাহার বহিস্থ কোটরবৎ স্থানে টাটানি প্রাতঃকালে বর্দ্ধিত হয়। স্বরভঙ্গ। স্বরযন্ত্র হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মার চাপ কাসিয়া উঠাইয়া না ফেলিলে ঘড় ঘড় করে ও শাঁই শাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে। কাসিবার সময় শ্বাসনালীর সর্ব্বোর্দ্ধ অংশে অবদরণ ভাব ও টাটানি।

গৃহে অধিক লোক থাকিলে রোগীর শ্বাসরোধের উপক্রম। গাত্র চালনায়, উপর তলায় উঠিতে, অথবা শারীরিক পরিশ্রমে হাঁপের আক্রমণ, মুখে রক্তাধিক্য এবং হৃৎকম্প। মধ্যে মধ্যে

banglabooks.in

দীর্ঘশ্বাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, শ্বাসপ্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং প্রচণ্ড শুষ্ক হাঁপানির আক্রমণ হওশায় রোগীকে উত্থান করিতে ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের ইচ্ছা. কিন্তু তাহার চেষ্টায় হাঁপের উৎপত্তি। শ্বাস গ্রহণকালে উর্দ্ধোদর প্রত্যাহৃত, প্রশ্বাসকালে তাহার বিস্তৃতি; গভীর শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিলে শ্বাসহীনতা।

সন্ধ্যাকালে কাসি হইলে তামাকের ধুম সহ্য হয় না। উত্তেজনাযুক্ত কাসি সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে কষ্ট প্রদান করে। অপরাহ্ণে শ্বাস-রোধকর কাসি। স্বরযন্ত্রে গয়ার, ষ্টার্ণাম অস্থিপশ্চাতে উত্তেজনা, আকস্মিক ক্রোধ, হাস্য, নত হওয়া, ধূমপান এবং সিঁড়িতে উঠা প্রভৃতি কাসি আনয়ন করে। পূয়ের ন্যায় গয়ার রক্তমিশ্রিত থাকে। প্রতিশ্যায় প্রথমে শুষ্ক থাকে পরে তরল হওয়ায় ঘড় ঘড় করিয়া কাসি ও প্রচুর ঘর্ম্ম এবং রোগীর রুগ্ন আকৃতি হয়, চক্ষু বসিয়া যায়, সুনিদ্রা হয় না, পীত বর্ণ গয়ার উঠে। কাসিবার কালে উদ্গার উঠে অথবা বমনের বেগ হয়।

বাম বক্ষের পঞ্চম পর্শুকাস্থিপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা হইলে পুনঃ পুনঃ রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। উপর তলায় উঠিবার পর বক্ষে বিদীর্ণবৎ বেদনা হওয়ায় হস্তদ্বয় দ্বারা তাহা চাপিয়া ধরার প্রয়োজন হয়। বক্ষের স্থানে স্থানে কনকনানি ও বিস্তৃতবৎ বেদনা থাকে। বক্ষপেশীর প্রচণ্ড বেদনা।

হৃৎপিণ্ডক্রিয়া অনিয়মিত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হওয়ায় হৃদয়স্থানে অস্বস্তিকর পূর্ণতার অনুভূতি, তৎপ্রতি মন আকৃষ্ট হইলে তাহার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে শরীর চালনায় উপশম। আকস্মিক পেশীশ্রম অথবা উত্তেজনা হইতে অপরাহ্ণে প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় মূর্চ্ছার ভাব ও বিবমিষা জন্মে। হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা বোধ ও জ্বাল

banglabooks.in

অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডসান্নিধ্যের বেদনায় কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস বহে, কখন শ্বাসরোধ ঘটে।

পরিপাকযন্ত্ররোগলক্ষণ স্বরূপ ঊর্দ্ধৌষ্ঠের লোহিত ক্ষেত্রপার্শ্বে কঠিন ও পাণ্ডুর দাগ স্পর্শে বেদনাযুক্ত। কথা কহিতে ওষ্ঠ কাঁপে এবং ওষ্ঠ ও হস্তনখ নীলবর্ণ থাকে।

দন্ত শীতল জলে অসহিষ্ণু; দন্ত কালো হইয়া যায়। দন্তমাড়ি স্পর্শে বেদনাযুক্ত, তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব; তাহাতে বেদনা বা স্ফীতি থাকে না।

গলা এবং জিহ্বাপেশীর আক্ষেপ বশতঃ রোগী কথা কহিতে পারে না। জিহ্বায় শুভ্র লেপ। জিহ্বাগ্র লোহিত ও বেদনাযুক্ত; তাহাতে স্পষ্টতর কণ্টকপ্রবর্দ্ধন বা প্যাপিলি উত্থিত। জিহ্বা কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় শুষ্ক ও কঠিন এবং তাহা দন্তের ন্যায় কালো। জিহ্বামধ্য-ভাগে মূল হইতে অগ্র পর্য্যন্ত লোহিত রেখা।

প্রাতঃকালে মুখে দুর্গন্ধ। লালাস্রাব। মুখাভ্যন্তর সাদাটে ধুসর লেপাবৃত।

গলার মধ্যে ঘন ও আটাল শ্লেষ্মা থাকায় রোগী গলা খাঁকর দিতে বাধ্য। গলার অবদরণ ভাব, টাটানি এবং চাঁছাবৎ বোধ। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে অথবা গ্রীবার চালনায় বোধ যেন গলমধ্যে একখণ্ড সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠ অবস্থিত আছে। উপজিহ্বা এবং গলনিম্নগহ্বরস্থান (Faucces) কৃষ্ণলোহিতাভ, গলনিম্নগহ্বরস্থান এবং অন্ননালীর জ্বালা ও শুষ্কতা। মধ্যে মধ্যে অন্ননালীর খল্লী।

শর্করা আহারের অদম্য ইচ্ছা। ক্ষুধার অভাব; অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা তাহার অভাব থাকে। উগ্র পনীর ভক্ষণে ইচ্ছা।

আহারে অথবা এক ঢোক মদ্যপানে মস্তকের শান্তি; কাফি পান মস্তকের কষ্ট বৃদ্ধি করে। অম্ল বস্তুতে বিবমিষা দমন করে।

banglabooks.in

আমাশয়বেদনার উষ্ণ পানীয়ে উপশম এবং শীতল পানীয়ে বৃদ্ধি। প্রত্যেক, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্যভোজনের পর বিবমিষা।

অধিকাংশ আমাশয়রোগে আহার করিলেই আমাশয়ে প্রভূত বায়ু জন্মে ও আমাশয় বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়, সহজে উদ্‌গার উঠে না, অনেক চেষ্টার পর অবশেষে প্রচণ্ড বেগে বায়ু নিঃসৃত হয়। প্রত্যেক বার আহারের পর, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিবমিষা। স্বাদহীন অথবা অম্ল উদ্‌গার। শিরঃশূলে মৃত্যুকল্প বিবমিষা জন্মিলে বমনেও তাহার উপশম হয় না। শয্যায় বমিত পদার্থের কাল দাগ। আমাশয়ে কোন গুরু বস্তু থাকার অনুভূতি জন্য বমনের উদ্রেক হইলে আমাশয়ের কষ্ট হওয়ায় মধ্য রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ; প্রাতঃকালে যে চক্‌চকে শ্লেষ্মা উঠে তাহা টানিলে সূত্রাকার হয়; অপরাহ্ণে বমনের ইচ্ছা জন্মিলে রোগী কম্পভাবযুক্ত দুর্ব্বলতা বোধ করে।

কুল্পীবরফ সেবনে অথবা আহারে প্রচণ্ড আমাশয়শূল জন্মিলে আমাশয়ে কামড়ানি, বেদনা ও জ্বালা; আমাশয়ের বাম পার্শ্বের হুলবেধ ও ক্ষতবৎ বেদনার স্পর্শে এবং গভীর শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি। আমাশয়ের এবং আমাশয়ান্ত্রের প্রদাহ। আমাশয়ে দপদপানি ও কম্পভাব। আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরে বেদনাযুক্ত স্ফীতি প্রযুক্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠা।

অম্লনলী বা ইসফেগাসের আক্ষেপিক রোগের অনুভূতি হওয়ায় হাঁই তোলার পরে বোধ হয় যেন আমাশয় বিদীর্ণ হইবে, তজ্জন্য রোগী উদ্‌গার উঠাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিলে গলদেশ যেন ফাঁসবদ্ধ এবং মুখ আরক্ত হয়, রোগী প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং শূন্য উদ্‌গারে তাহার উপশম হয়।

উদর পূর্ণ, গুরু ও স্ফীত হওয়ায় উৎকণ্ঠা জন্মে। তীব্রবেগে উদর ভেদ করিয়া, বিশেষতঃ বিশ্রামাবস্থায় গাত্র চালনা করিবার সময়,

banglabooks.in

উদরের বাম পার্শ্বে বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কুক্ষিদেশে বেদনা। কুক্ষিদেশ বেড়িয়া কোমরবন্ধ সহ্য হয় না। উদরে বায়ু জন্মে।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের উদরাময়ে আমময়, সবুজাভ ও অত্যন্ত দুর্গন্ধ বিষ্ঠার রজনীতে বায়ুর ফর্‌ফর শব্দসহ নির্গমণ; সবুজবর্ণ আমময় উদরাময়সহ বমনোদ্‌বেগ ও আমের বমন; কখন বা অত্যল্প, জলবৎ উদরাময়ে রজনীতে বায়ু জন্য উদরশূল জন্মে; আঁইসের ন্যায় স্তরবিশিষ্ট বিষ্ঠা; অবস্থা বিশেষে জলবৎ প্রচুর বিষ্ঠা, এবং রক্তমিশ্রিত আমের ত্যাগ; রোগ বিশেষে দেখিতে লাল অথবা সবুজবর্ণ অথবা শ্লেষ্মা ও প্রাদাহিক রস মিশ্রিত সূত্রাকার ছিবড়া ছিবড়া পদার্থ (Muco Lymph) বাহা সংলগ্ন, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্তূপাকার উপত্বক্‌বিশিষ্ট (Masses of epithelium) বিষ্ঠা নিম্নোদরে সবলে ঠেল মারিয়া নির্গত হয়; আমরক্ত রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায় ক্ষতোৎপত্তির সন্দেহ জন্মে; কিছু পান করিলেই তরল মলত্যাগ; শিশু শর্করা ভালবাসে, কিন্তু তাহা আহার করিলেই উদরাময় জন্মে। মলদ্বার চুলকায়।

মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রনলীর জ্বালা এবং মূত্রনলীর টাটানীতে বোধ যেন তাহা ক্ষীত হইয়াছে। ত্বরিত মূত্রবেগ হইলে প্রচুর ও পরিষ্কার মূত্রত্যাগ। অতি বিলম্বে বিলম্বে অত্যল্প কৃষ্ণবর্ণ মূত্রনিঃসরণ। মূত্র ত্যাগ করিলে মূত্রস্রোত সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় না। অত্যল্প ঘনীভূত মূত্রত্যাগ করিলে য়ুরিক এসিড অন্তর্দ্ধান করে। রজনীতে মূত্রনলী হইতে ঘন ও শুভ্র শ্লেষ্মার ক্ষরণ। মূত্রনলীসীমায় সূচিবেধবৎ বেদনা; মূত্রের শেষ বিন্দু ত্যাগ করিতে মূত্রনলীর পশ্চাদংশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানে কর্ত্তনবৎ বেদনা। মূত্রনলীর প্রদাহ নিবন্ধন বেদনা, পূয়মেহের বৃদ্ধি, লিঙ্গোত্থান, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তযুক্ত মূত্র এবং জ্বর। মূত্রনলীর মধ্যভাগে

banglabooks.in

সম্মাগ্র কাষ্ঠখণ্ড থাকার ন্যায় ক্ষতকর বেদনা। মূত্রের স্রোত ছড়াইয়া পড়ে।

পুংজননেন্দ্রিয় লক্ষণে কামেচ্ছার অভাব ও জননেন্দ্রিয়ের তুবড়ান ভাব। রতিক্রিয়া বেদনাযুক্ত হওয়ায় বোধ যেন মূত্রনলীর আততাবস্থা জন্মে অথবা তাহার মুখ স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। লিঙ্গোত্থান কালে তাহার বেদনাযুক্ত আতত ভাব, লিঙ্গোচ্ছ্বাস (কর্ডি), মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব এবং মূত্রনলীর পশ্চাৎ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানে তীর-বেধবৎ বেদনা। লিণ্ডমুণ্ডবেষ্ট ত্বকের ক্ষত প্রথমে ক্ষুদ্র ও পুজের লেপযুক্ত থাকে, পরে বিস্তৃত এবং কোটারাকার হয় ও মোমের ন্যায় পদার্থের লেপযুক্ত থাকে। জননেন্দ্রিয়ের পিষ্টবৎ বেদনা ও দক্ষিণ অণ্ডকোষের বিবর্দ্ধন এবং কাঠিন্য।

রমণ কার্য্যে স্ত্রীঅঙ্গে বেদনার অনুভূতি ও পরে যোনি হইতে রক্তস্রাব। জরায়ুর গ্রীবার অথবা জরায়ু-মুখের ক্ষত ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি। ঋতুস্রাব অতি প্রচুর অথবা অত্যল্প এবং অতি শীঘ্রাগত অথবা অতি বিলম্বাগত। রজনীতে জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা। ঋতুসন্ধি-কালে জরায়ুর রক্তস্রাবে স্নায়বিক উষ্মাভাব; যুবতী বিধবা এবং যাহাদিগের সন্তান হয় নাই তাহাদিগের জরায়ু হইতেও রক্তস্রাব; স্রাবের আক্রমণ থাকিয়া থাকিয়া পুনরাবর্ত্তন করে এবং তাহাতে অণ্ডাধারপ্রদেশ বেদনাযুক্ত হইলে বেদনা সেক্রাম বা ত্রিকাস্থি এবং উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। গর্ভাবস্থায় বায়ুপূর্ণ আমাশয় যেন বিদীর্ণ হইবে বলিয়া বোধ এবং মস্তক বিস্তৃত হওয়ার অনুভূতি।

রজনীতে পৃষ্ঠে চাপবোধ। দণ্ডায়মান হইলে অথবা ভ্রমণে পৃষ্ঠবেদনার উপশম। বস্তিপশ্চাতের অস্থিতে গুরুত্ব নিবন্ধন বস্তি বাহিয়া আকৃষ্টবৎ বেদনা। পৃষ্ঠে গুরুত্ব ও পক্ষাঘাতিক অনুভূতি প্রযুক্ত

banglabooks.in

বায়ুর উদ্গার প্রভৃতি প্রদর্শক লক্ষণ আর্জে নাইরোগ চিকিৎসায় প্রধানতম স্থান অধিকার করে। উদরাময় রোগে **তরল বস্তু পান মাত্র অচিরাৎ মলত্যাগ হয় এবং রোগী বোধ করে** যেন উক্ত পদার্থ ত্বরিত ঋজুভাবে পরিপাকযন্ত্র পথ বাহিয়া মলদ্বার হইতে নিঃসৃত হইতেছে, এরূপ লক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না।

শরীর অথবা তাহার অংশবিশেষ যেন বিস্তৃত হইতেছে বলিয়া ভ্রান্ত অনুভূতি।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের অনেক রোগে এই লক্ষণ সাধারণরূপে বর্ত্তমান থাকায় এবং অন্যান্য ঔষধে ইহার বর্ত্তমানতা ক্বচিৎ দৃষ্ট হওয়ায় এই লক্ষণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিরঃশূলরোগে রোগী বোধ করে যেন **মস্তক** প্রভৃত-রূপে বিবর্দ্ধিত হইতেছে; অণ্ডাধারবেদনায় রোগিণীর অলীক বোধ জন্মে যেন তাহার আক্রান্ত বস্তিপার্শ্বে একটি বৃহৎস্ফীতি আছে। অন্যান্য রোগে এই লক্ষণ যে ভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

জিহ্বাগ্র লোহিতবর্ণ ও বেদনাযুক্ত এবং তাহাতে উন্নত ও সুস্পষ্ট কাঁটা বা প্যাপিলির বর্ত্তমানতা।—এই লক্ষণানুসরণ করিয়া আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম প্রয়োগে বহুবিধ রোগ আরোগ্য হওয়ায় ইহা প্রদর্শক স্থলভুক্ত হইয়াছে।

উপরি লিখিত প্রদর্শক ব্যতীত রোগ বিশেষে ইহার যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তাহা রোগ বর্ণনা কালে বিবৃত হইবে।

চিকিৎসা।

উন্মাদরোগ বা ইন্‌স্যানিটী।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্ একটি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য উৎপাদক ও অসহিষ্ণুভাবাত্মক বস্তু।

banglabooks.in

ইহা বহুবিধ অদ্ভুত প্রকৃতির মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন করে। সাধারণ রোগে এই সকল লক্ষণ ন্যূনাধিক উপস্থিত থাকিলেও সাধারণতঃ **আর্জে নাইট্র** পরিস্ফুট উন্মাদ রোগেই বিশেষত্ব পায়। বহুকালব্যাপী অপরিমিত মদ্য পান, ইন্দ্রিয়সেবা এবং উপযুক্ত পুষ্টিরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগিতা প্রভৃতিকারণে দুর্ব্বলীভূত স্নায়ুপদার্থের রোগজ উত্তেজনা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে কখন কখন ইহার উন্মাদ রোগ জন্মিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ রোগী সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন হয় না; তাহার চিন্তা বিভ্রাট ঘটে এবং গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারবশতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া আংশিকরূপে ইহার ভ্রান্ত দৃষ্টির কারণ হয়। ফলতঃ রোগী বড় আশ্চর্য্য ব্যবহার করে, বড়ই ঝোঁকের উপরে থাকে, সময় এবং দূরত্ব বিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে, এক ঘণ্টাকে তদপেক্ষা অত্যধিক বলিয়া মনে করে। কি কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কোন স্থিরধারণা না থাকিলেও কার্য্য হইল না বলিয়া ব্যস্ততা জন্মে। দ্রুত হইতে দ্রুততর চলিতে চলিতে সম্ভবতঃ চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়াবশতঃ কোন গৃহকোণ দেখিলে রোগী বোধ করে যেন তাহা বর্দ্ধিত হইতেছে। এজন্য রোগী ভীত হইয়া এক রাস্তা ত্যাগ করিয়া অপর দূরতর পথ অবলম্বনে অধিকতর বেগে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে থাকে। রোগী কোন উচ্চস্থান হইতে নিম্নাভিমুখে তাকাইলে ভীত হয়, মনে করে তথা হইতে পতিত হইলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। ফলতঃ ঐ সময় লম্ফ প্রদানের এরূপ প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হয় যে অনেক সময়ে ইহারা তদ্রূপ করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার রোগ মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটিত বিষাদোন্মাদ বলিয়াই অনুমিত হয়।

শিরঃশূল বা হেডেক—অর্দ্ধশিরশূল, আধকপালি মাথাব্যথা বা হেমিক্রেনিয়া।—আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন তাহার **মস্তক অত্যন্ত**

banglabooks.in

হৃদ্দাকার হইয়াছে। ইহার সাধারণ এবং অর্দ্ধশিরঃশূল উভয়েই মস্তিষ্কের গভীরদেশে, বিশেষতঃ ললাটের বামপার্শ্বস্থ উচ্চস্থানের গভীর-দেশে (Frontal eminence) ছিদ্রকরার ন্যায় বেদনা হয়। শেষোক্ত প্রকারের শিরঃশূলে **আর্জেণ্ট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহার সাময়িক আক্রমণ হয় এবং অনেক সময়েই পিত্ত ও অম্লজল বমন হইয়া নিবৃত্তি পায়। দুঃখজনক চিন্তা, জৈবরসাপচয়, অনিদ্রা এবং মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণ বশতঃ স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ইহার শিরঃশূল জন্মে বা বর্দ্ধিত হয়।

খুজ্জার শিরঃশূলে বোধ হয় যেন ললাটের উচ্চ স্থানে পেরেক প্রবিষ্ট হইতেছে। **ইগ্নেসিয়া** এবং **কফিয়াতেও** মস্তকে পেরেক বসানের ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা হয়। **কসিয়া** ফিতা বাঁধার ন্যায় চাপে **আর্জেণ্টামের** শিরঃশূল উপশমিত হয়, ইহাই প্রভেদক। ইহার বেদনার তীক্ষ্ণতা এতই বৃদ্ধি পায় যে রোগী প্রায় অচেতন হইয়া পড়ে।

প্রনপ্যাল্‌জিয়া বা মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল।—চক্ষুঅধঃদেশের এবং দন্তের স্নায়ুশূলরোগে **আর্জেণ্ট নাই** বিশেষ উপকারী ঔষধ। বেদনা অতি তীক্ষ্ণ থাকে এবং **তীক্ষ্ণতার চরমাবস্থায় রোগী মুখে অম্লাস্বাদ পায়।** বেদনার প্রকৃতি ছিদ্র করার ন্যায়। রোগ যন্ত্রণায় রোগীর মুখ হরিদ্রাভ পাণ্ডুর হয় ও বসিয়া যায়।

লোকোমটর এটাক্‌সি বা কশেরুকামজ্জার ক্ষয়-রোগ।—ডাং ডিউইর মতে **আর্জেণ্ট নাই** আদর্শ লোকো-মটর এটাক্‌সিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন করে। **আর্জেণ্টামের** রোগ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে বলিয়া ডাং হিউজ উপরি উক্ত রোগসহ ইহার লক্ষণের সাদৃশ্য বিষয়েই সন্দিহান। ইহা পেশীক্রিয়ার সামঞ্জস্যের (Co-ordination) বিভ্রাট ঘটায়। রোগী অন্ধকার

banglabooks.in

স্থানে অথবা চক্ষুর মুদ্রিত অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে না; তাহার জঙ্ঘা দুর্ব্বল ও পায়ের ডিম্ ঘৃষ্টবৎ বেদনাযুক্ত থাকে; আলোকে কনীণিকার প্রতিক্রিয়া হয় না; এবং সম্ভবতঃ অনৈচ্ছিকরূপে মূত্র ক্ষরণ হয়। অসামঞ্জসীভূত পেশীক্রিয়ার সংশোধনে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগী বোধ করে যেন তাহার জঙ্ঘা কাষ্ঠনির্ম্মিত বা গদি দ্বারা আবৃত। কামেচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়, বোধশক্তির বিশৃঙ্খলা জন্মে। উরু প্রভৃতি পিয়াঙ্গের ও সন্ধির টাটানি, বিদীর্ণ ও ছিন্নবৎ বেদনা ও বেদনাযুক্ত ঝাকির সহিত অসামঞ্জসীভূত ক্রিয়া ও বলক্ষয়-বিষয়ক অনুভূতির অভাব **এমন মিউতে** দৃষ্ট হইয়া থাকে। **আর্জেণ্ট নাইতে** কটিপশ্চাতে টাটানি বোধ হয় ও উত্থান করিতে তাহার বৃদ্ধি ও ভ্রমণে হ্রাস হয়; হস্ত কাঁপে এবং রোগী রজনীতে উত্তেজনাপ্রবণ হওয়ায় ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। দৃষ্টিশক্তিপ্রদ বা আপ্টিক স্নায়ুর ক্ষয় জন্মে। ইহা পরিস্ফুট রোগের পক্ষে অতি উপযোগী ঔষধ। অসামঞ্জস্যীভূত পেশী ক্রিয়া ইহার প্রধান প্রদর্শক।

জিঙ্কাম—ইহারও কটিবেদনা ভ্রমণে উপশমিত হয়; কিন্তু তাহা **আর্জেণ্টের** ন্যায় শয়নাবস্থা হইতে উত্থান করিতে বৃদ্ধি পায় না।

সালফার—ইহা এবং **আর্জেণ্ট নাই** উভয়েরই স্নায়বিক লক্ষণ দিবা ১১টার সময় বৃদ্ধি পায়। **ইস্কুলাস্ হাইপ** ও **আর্জেণ্ট নাই** উভয়ের কটির পশ্চাৎসন্ধির অস্থিপরম্পরার শিথিলতা বশতঃ বেদনা বোধ হয়।

চক্ষুপ্রদাহ—কঞ্জাংটিভাইটিস্; গ্র্যানুলার কঞ্জাংটিভাইটিস্; অফ্থ্যাল্মিয়া নিওনেটরাম বা নবজাত শিশুর চক্ষুপ্রদাহ; পুরুলেণ্ট কঞ্জাংটিভাইটিস্; গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস কঞ্জাংটিভাইটিস্; এবং ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষু পত্রপ্রদাহ।—অত্যধিক পূয়জনক চক্ষুপ্রদাহ মাত্রেরই চিকিৎসায়

banglabooks.in

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্, আমাদিগের একটি প্রধান সাহায্যকারী ঔষধ। ক্ষত জন্মিলেও ইহা উপকার করিয়া থাকে। ইহার **পূয় ঘন, হরিদ্রাভ এবং অনুগ্র।** নবজাত শিশুর চক্ষু-প্রদাহের কথিতরূপ পূয়ের পরিমাণ অতি প্রচুর থাকে। **পাল্‌স্** এবং যে কোন প্রকার **মার্কারি** ব্যবহারে ফল না পাইলে ইহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। বয়স্থদিগের উপরিউক্তরূপ পূয়জনক চক্ষু-প্রদাহেও ইহা ফলপ্রদ। **পাল্‌সের** ন্যায় ইহার রোগলক্ষণও মুক্ত বায়ুতে উপশমিত এবং উষ্ণ গৃহে অসহনীয় রূপে বর্দ্ধিত হয়। ফলতঃ উভয় ঔষধের লক্ষণই অনেকাংশে তুল্য। কার্য্যক্ষেত্রেও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পূয়জনক চক্ষুপ্রদাহে **আর্জেণ্টামে** কার্য্য না হইলে মধ্যগামী রূপে একমাত্রা **পাল্‌সের** প্রয়োগে ইহার ক্রিয়া পুনরুদ্দীপ্ত হয়।

ব্লেফারাইটিস্ বা চক্ষুপত্রপ্রদাহে চক্ষুপত্রোপরি মামড়ি এবং চক্ষুপত্রোপাদানে ঘনত্ব ও পূয় জন্মিলে **আর্জেণ্টি নাই** উপকারী। ইহার কালব্যাপী প্রদাহে কর্ণিয়াও আক্রান্ত হয়। **মার্কা-রির** রোগের ন্যায় ইহার রোগও অগ্নিতাপে অতিশয় বৃদ্ধি পায়।

গ্র্যাণুলার বা দানাযুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ইহা উপকারী। ইহার রোগে অত্যধিক প্রদাহ জন্য যোজকঝিল্লী অত্যন্ত লোহিত হওয়ায় চক্ষু হইতে প্রচুর পূয়বৎ শ্লেষ্মাস্রাব হয়।

রাস্‌টক্স্—ইহা অনেকাংশে **আর্জেণ্ট নাই**সহ তুলনীয় হইলেও আক্ষেপিক লক্ষণ ইহাতে অধিকতর থাকে। চক্ষুপত্রের আক্ষেপিক যুদ্রণ ঘটে এবং তাহা সবলে উন্মোচন করিলে প্রবল বেগে প্রভূত, উগ্র জলস্রাব হয় ও তজ্জন্য চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে রসবিস্ফিকা জন্মে।

ব্রিয়াজোট—গ্র্যাণুলার চক্ষুপ্রদাহে প্রাতঃকালে তপ্ত ও বিদাহী অশ্রু নিঃসৃত হয়।

banglabooks.in

ব্রুমেসিয়া—ইহার গ্র্যাণুলার চক্ষুপত্রপ্রদাহ **আর্জেণ্ট নাই**রোগসহ তুলনীয় হইলেও ইহার পূয়াকার স্রাবের ও জলস্রাবের হাজাকর গুণ থাকায় তাহা হইতে প্রভেদিত হয়।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা এস্থেনপাইয়া।—চক্ষুপেশীর অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া (Want of co-ordination) নিবন্ধন দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলে **আর্জেণ্ট নাই** উপকারী। স্থূল কার্য্যে চক্ষু ব্যবহার করিলেও ইহাতে দৃষ্টিবিপর্য্যয় ঘটে।

স্বরযন্ত্ররোগ—স্বরযন্ত্রের পুরাতন ও মৃদু প্রদাহ।—**আর্জেণ্টের** স্বরযন্ত্রের পুরাতন প্রদাহরোগে গায়কদিগের স্বররোধ হওয়ার অনুভূতি জন্মে। স্বরযন্ত্রের জ্বালা ও অবদরণভাব কথা কহিলে বা অন্য প্রকারে স্বর ব্যবহার করিলে বর্দ্ধিত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের সুরের ব্যতিক্রম ঘটিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। গলা খাঁকর দিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণ পূয়াকার শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয়।

ম্যাঙ্গানাম্—ইহার স্বরযন্ত্ররোগলক্ষণ **আর্জেণ্টের** লক্ষণসহ তুলনীয়। নিউমোনিয়া ও যক্ষ্মাকাশের রোগীদিগের মধ্যে ইহার ন্যায় স্বরযন্ত্র রোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। থানা থানা শ্লেষ্মা উঠিয়া প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গের উপশম হয়। ইহার রোগী চীৎকার স্বরে পাঠ করিলে স্বরযন্ত্রের কষ্টপ্রদ শুষ্কতা ও কর্কশভাব জন্মে। সাধারণতঃ শয়নে কাশির উপশম হয়।

সিলিনিয়াম্—ইহাও **আর্জেণ্ট নাইয়ের** তুল্য।

প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া—প্রাতঃকালে সবুজবর্ণ ও আটাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলে ইহা উপকারী।

হাঁপানি রোগ বা এজ্‌মা।—অমিশ্র আক্ষেপিক হাঁপ রোগের পক্ষে **আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্** উপকারী।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্রপেশীর আক্ষেপ বশতঃ প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ্র। বহুজনাকীর্ণ গৃহে ইহার রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি পায়।

এঞ্জাইনা পেক্টরিস বা হৃৎপিণ্ডশূল।—রোগীর বক্ষে এবং হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা প্রযুক্ত প্রভূত শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মিলে **আর্জেণ্ট** নাই দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আমাশয় রোগ—আমাশয়াজীর্ণ; আমাশয়শূল বা গ্যাষ্ট্র্যাল্‌জিয়া; আমাশয়ক্ষত বা গ্যাষ্ট্রিক অলসার।—আমাশয়ের স্নায়ুশূল, ক্ষত এবং তদানুসঙ্গিক অজীর্ণ রোগে অনেক সময়ে **আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্** ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বাত প্রকৃতির কোমলাঙ্গি স্ত্রীলোকগণই অধিকতর সময়ে এইরূপ রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা তাহাদিগের ঋতু-স্রাব কালে উপস্থিত হয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তির ভাবাধিক্য এবং অনিদ্রা বশতঃও ইহার আক্রমণের পুনরাবর্ত্তন হইতে পারে। আমাশয়ে প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তাহা সহজে উদ্‌গত না হওয়ায় আমাশয় ফাঁপ ফাঁপ করিতে থাকে। বহু চেষ্টার পর অবশেষে সবেগে প্রচুর বায়ুর উদ্‌গার উঠিলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হয়। আমাশয়ে বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতিসহ কখন কখন আমাশয়োর্দ্ধগহ্বরস্থানে ক্ষতের ন্যায় ও চর্ব্বণবৎ বেদনা চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইতে থাকে। সামান্য আহারেই তাহার বৃদ্ধি হয়। বেদনা বক্ষে বিস্তৃত হইলে বক্ষপেশীর অত্যন্ত আক্ষেপ বশতঃ শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে এবং তদবস্থায় বস্ত্রাদি মুখের নিকট লইলে শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। অনেক সময় শরীর সম্মুখপার্শ্বে বক্র করিলে ও আমাশয় কঠিনরূপে চাপিলে বেদনার উপশম হয়। প্রভূত পরিমাণ বায়ুর উদ্‌গার উঠিলে এবং কখন কখন বমন হইলে বেদনার শেষ হয়। রোগীর বমিত শ্লেষ্মা টানিলে সূত্রাকারে পরিণত হয় ও চকচকে দেখায়। আমাশয়ের

banglabooks.in

ক্ষতরোগে সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্রস্থানে চর্ব্বনবৎ বেদনা চাপ দিলে ও আহার করিলে বর্দ্ধিত হয়। রোগী শ্লেষ্মা ও রক্ত প্রভৃতি বমন করে। **আর্জে-ণ্টামের** আমাশয় রোগে শর্করাদি মিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল লালসা জন্মে। কিন্তু রোগী তাহা সহ্য করিতে পারে না, উদরাময় হয়।

বিস্মাথ—ইহা অনেকাংশে **আর্জেণ্ট নাইট্রের** তুল্য। প্রভেদ এই যে ইহাতে ভুক্ত বস্তু আমাশয় স্পর্শ মাত্র বমন হইয়া যায়।

ডায়স্করিয়া—উদরশূলের জন্য বিখ্যাত হইলেও আমাশয়-রোগে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভিণী স্ত্রীলোকদিগের মুখলালাস্রাবে ইহা উপকারী।

ইগ্নেসিয়া—আমাশয়ে অম্ল জন্মে এবং বিবমিষা ও বমন হয়। রোগী ক্ষুধার অনুভূতিসহ বমন করে। গুল্মবায়ুরোগ নিবন্ধন আমাশয়ের অসহিষ্ণুতার শান্তি বিধানে ইহা উপযোগী। রজনীর অথবা আহারান্তের আমশয়শূলের পক্ষে ইহা উপকারী। শরীর চালনায় ও চাপে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগে, বিশেষতঃ গুল্মবায়ুরোগীর রোগে অত্যধিক উদরাধ্মান জন্মে। গুল্মবায়ু লক্ষণের বর্ত্তমানতা **ইগ্নেসিয়াকে নাক্স্** হইতে প্রভেদিত করে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া; শিশুকলেরা।—উদরাময়-রোগে **আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম** অনেকাংশেই **আর্সেনিকের** তুল্য। উভয়েই রক্তসংযুক্ত, সবুজ, ক্লেদবৎ ও ছিব্‌ড়ে ছিব্‌ড়ে বিষ্ঠা থাকে। **একনাইটবিষ্ঠা** সবুজ ও ছিবড়ে ছিবড়ে। **ক্যাল্কেরিয়া ফসের** ন্যায় ইহারও বিষ্ঠাত্যাগ-কালে পট পট করিয়া প্রভূত বায়ু নিঃসরণ হয়। মিষ্ট আহারে অত্যন্ত লালসাযুক্ত রোগী মিছরি, ওলা প্রভৃতি মিষ্ট বস্তু অথবা অত্যধিক শর্করা ভোজন করিলে **আর্জেণ্ট নাইট্রের** রোগ জন্মে বা বৃদ্ধি

banglabooks.in

পায়। মানসিক ভাবাবেশের উত্তেজনাকারী ঘটনাদি সম্ভূত উদরাময়ের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। সামান্য আহার ও পান মাত্রেই উদরাময়ের বৃদ্ধি হয়।

শুষ্কীভূত মৃতমনুষ্যবৎ জীর্ণ শীর্ণ শিশুদিগের অত্যধিক মিষ্টভক্ষণ প্রযুক্ত হঠাৎ কলেরা রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী ঔষধ। তরল বস্তু পান মাত্রেই মলত্যাগ হওয়ায় বোধ হয় যেন শিশুর **মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত একটি ঋজুপথ** হইয়াছে। উদরাময় রজনীতে বৃদ্ধি পায় এবং সবুজ ও ক্লেদবৎ বিষ্ঠা ও বায়ু শব্দের সহিত নির্গত হইতে থাকে।

জেল্‌সিমিয়াম্—রোগী ভীত ও আকস্মিক আশঙ্কাচকিত হওয়ায় হঠাৎ হরিদ্রাভ কাদার ন্যায় মলত্যাগ করিলে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া গণ্য।

ভীতিচকিত হওয়ায় উদরাময় জন্মিলে স্থলবিশেষে **ওপিয়াম্** ও **ভিরেট্রাম্ এল্বাম্**ও উপকার করিয়া থাকে।

নেফ্র্যালজিয়া বা বৃক্ককশূল।—রক্তাধিক্য অথবা পাথরী ঘটিত কিডনিশূলে **আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্** উপকারী। রোগীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ ও শুষ্ক। মূত্রস্থলীপ্রদেশে ও কটির পশ্চাতে মৃদু কনকথানি বেদনা। মূত্রনলী স্ফীত বোধ হয় ও মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা করে। হঠাৎই মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে। মূত্র কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তসংযুক্ত থাকে অথবা তাহাতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপত্বক্ ও য়ুরিক এসিডের তলানি থাকিতে পারে।

নাই এসি—মূত্রে পাথরির প্রধান উপাদান অক্‌জ্যালিক এসিড থাকিলে ইহা উপকারী।

পূয়মেহরোগ বা গনরিয়া—**আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকামের** গনরিয়া রোগে ঘন, হরিদ্রাভ ও পূয়াকার স্রাব হয়।

banglabooks.in

মূত্রনালী টাটায় এবং তাহাতে স্ফীতি থাকে। কামোদ্দীপক স্বপ্ন হওয়ায় শুক্রস্খলন হয়। রজনীতে লিঙ্গোচ্ছ্বাসের বৃদ্ধি হওয়ায় মূত্রনলী গিট গিট ভাব ধারণ করার অনুভূতি জন্মিলে ইহা উপকারী। **ক্যানাবিস্** ব্যবহারের পর স্রাব পূয়াকার ধারণ করিলে ইহা ফলপ্রদ।

জরায়ূরোগ—জরায়ূগ্রীবার ক্ষত।—জরায়ু গ্রীবার ক্ষত, বিবৃদ্ধি ও দড় কচড়া ভাব হওয়ায় প্রচুর, পীতবর্ণ ও ক্ষতকর প্রদর জন্মিলে এবং ক্ষতস্থান হইতে পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব হইলে **আর্জেণ্ট নাই** উপকারী

বহুমূত্ররোগ বা ডায়াবিটিস্।—মূত্রমেহ অর্থাৎ শর্করাহীন মূত্রমেহরোগে **আর্জেণ্ট নাই** বিশেষ উপকারী ঔষধ। মহাত্মা হানিমানও এরোগে ইহার উপকারিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে পুনঃ পুনঃ, প্রচুর, ঘোলা ও মিষ্ট গন্ধের মূত্রস্রাব হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৫০ (LECTURE L).

অরাম্ (Aurum)।

প্রতিনাম।—অরাম্ মেটালিকাম্।

সাধারণ নাম।—মেটালিক গোল্ড।

প্রয়োগরূপ।—অধঃক্ষিপ্ত (Precipitated) ধাতুর ট্রিটুরেশন।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—৩× হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ ঔষধের যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং গেজ্—রোগীর বয়স ২১, সম্ভবতঃ বিবাহবিষয়ক চিন্তা (রোগীর বিশ্বাসানুসারে) ও হস্ত মৈথুন মানসিক বিকারের কারণ; রোগী বলিয়াছিল তাহার জীবন থাকিতে সে রোগমুক্ত হইবে না; কার্য্যে অপ্রবৃত্তি এবং একাধিক বার অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যার চেষ্টা; ৬×, আরোগ্য। ডাঃ এলেন্—রোগীর বয়স ৫২; সাংসারিক অবস্থা উন্নত; রোগের প্রথমাবস্থায় রোগী ভরসাহীন থাকে পরে বিষণ্ণচিত্ত হয়; তাহার বিশ্বাস জন্মে যে তাহার ব্যবসায় নষ্ট ধ্বংসেছে ও তাহার অবস্থা মন্দ হইবে; রোগের এই অবস্থায় সে মনে করিত যে কোন গর্হিত কার্য্য করিয়াছে ও ভগবানের ক্ষমার অযোগ্য হইয়াছে, এই সময় তাহার প্রবল ভীতি জন্মে যে তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ও তজ্জন্য সে ক্রন্দন করিত; ভয়ঙ্কর অনিদ্রা; ১২ ট্রিটু, ১১ মাত্রায় আরোগ্য। ডাং মিলার—অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রথম সন্তান প্রসবে পেরিনিয়াম ছিন্ন ও প্রসবের চতুর্থ দিবসে প্রচণ্ড প্রকৃতির সূতিকোন্মাদ হয়; সে মধ্যে মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করে; রোগের তৃতীয় মাসে ৩০ ক্রম প্রয়োগে অচিরাৎ রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাং বার্ণেট্—৪ বৎসর পূর্ব্বে রোগীর উপদংশরোগ হয়, পারদ সেবনের বিবরণ নাই; ২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মস্তকাস্থির স্থানে স্থানে অস্থি বিবর্দ্ধন আরম্ভ হয় ও রোগীর ভয়াবহ শীরঃশূল জন্মে; রোগী ক্রমে ভরসাহীন

banglabooks.in

উপচয়—মুক্ত বায়ুতে; গাত্র শীতল হইলে; শয়নাবস্থায়; মানসিক শ্রমে। ইহার বহুবিধ রোগ শীত ঋতুতে উপস্থিত হয়।

উপশম।—উষ্ণ বায়ুতে; শরীর উষ্ণ হইবার সময়; প্রাতঃকালে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে।

সম্বন্ধ।—অরামের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল্, সিঙ্ক, ক্যাম্ফর, কক্কুল, কফিয়া, কুপ্রাম্, মার্ক, পাল্‌স্ ও স্পিজি।

অরাম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্ক ও স্পিজি।

অরাম্ এবং সিফিলিনাম্—একের পরে অপরের প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

প্রতিদিন হুইস্কি মদ্য ব্যবহার প্রযুক্ত অন্ধত্ব রোগে উপকারী।

তুলনীয় ঔষধ।—এসাফি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, ইগ্নে, আয়ডি, মার্ক, মেজি, নাই এসি, ফস্, প্ল্যাটি, পাল্‌স্, রড ও সিলিক।

এবং বিমর্ষ হইয়া পড়ে; গনরিয়া ছিল, রোগী রক্তহীন হইয়া যায়; ৩×, আরোগ্য। ডাং বমন—৫২ বৎসর বয়সের রোগীর বহুকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন অল্প মাত্রায় হুইস্কি মদ্যপান অভ্যস্ত ছিল; ৩ মাস হইতে দৃষ্টিমালিন্য জন্মিতে আরম্ভ করায় এক্ষণে রোগী কোন বস্তুর উর্দ্ধের অর্দ্ধ ভাগ মাত্র দেখিতে পায়; দৃষ্টি মালিন্যসহ কাল কাল দাগ দৃষ্টিপথে আইসে; ৩, আরোগ্য। ডাং বিচাডস্—গণ্ডমালা ধাতুর ৯ বৎসরের বালিকার ৩ বৎসর হইতে বাম কাণ পাকা, দুর্গন্ধ পূয়বৎ স্রাব; ৩, আরোগ্য। ডাং হুইন—উপদংশ রোগগ্রস্ত রোগীর পিনস রোগে নাসিকাস্থির ক্ষত জন্মে; কোন চিকিৎসাতেই আরোগ্য না হওয়ায় রোগী ভবসাহীন হয় ও আত্মহত্যার চেষ্টা করে; ৩০, আরোগ্য। ডাং বুট—অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের অত্যধিক ভুঁড়ি জন্মে ও মৃত্যুভীতি উপস্থিত হয়; মুক্ত বায়ুর ইচ্ছা, জীবনে বীতরাগ ও ক্রন্দনশীলতা; ৩০, আরোগ্য। ডাং গ্রস্—৬ মাসের শিশুর জলদোষ বা হাইড্রসিল; ২০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। মেলার অস্থির ক্ষত; ৩০, আরোগ্য।

banglabooks.in

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ। শোণিতসম্পন্ন ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীর লোহিত আভাবিশিষ্ট, কেশ ও চক্ষু সুবর্ণ এবং যাহারা তেজস্বী, অস্থিরপ্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎবিষয়ে উৎকণ্ঠাযু

স্থূলশরীর ও দুর্ব্বলদৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তি, যাহারা **জীবনে ক্লান্তি বোধ করে।**

পারদ এবং উপদংশের কুফলে যাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে।

ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শীর্ণতা, স্ফূর্ত্তিহীনতা, নিস্তেজস্কতা এবং দুর্ব্বল স্মরণ-শক্তিযুক্ত বালক, যাহারা বয়সসুলভ ব্যবহারে বিরত থাকে এবং যাহাদিগের অণ্ডকোষ পুষ্ট না হওয়ায় শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অবিশ্রান্ত ভাবে আত্মহত্যাবিষয়ক চিন্তায় রত ব্যক্তি (ন্যাজা—মরিতে ভীত হয়, নাক্স্)।

প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই, বিশেষতঃ পারদের অপব্যবহারে, **গভীরতর বিষাদ ;** রোগী ঘৃণাব্যঞ্জক এবং কলহপ্রিয় বলিয়া বোধ করে ; আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা জন্মে ; অহোরহ জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয়।

রোগী শান্তিহীন ও ব্যস্ত থাকে, মানসিক এবং শারীরিক কার্য্যতৎপরতা বিষয়ে প্রবল ইচ্ছা জন্মে ; কোন কার্য্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রস্ততাসহ হয় না (আর্জে নাই)।

দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ্য ঘটিত রোগে রোগী মৃত্যু কামনা করে ও আত্মহত্যা করিতে চাহে।

হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ, প্রতিবাদ, অপমান, বিরক্তি, ভয় অথবা অপ্রকাশিত অসন্তুষ্টি (ষ্ট্যাফি) প্রভৃতি নিবন্ধন রোগ।

অসহিষ্ণু (কনা)—বেদনা ; ঘ্রাণ, আস্বাদ, শ্রবণ ও স্পর্শনাদি (এনাকা) সকল বিষয়েই অসহিষ্ণুতা।

banglabooks.in

কটা বর্ণের ব্যক্তিদিগের শিরঃশূল ; রোগী দুঃখিত, হতাশ ও মৌন ; যে সকল ব্যক্তির ধাতু স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান এবং যাহাদিগের সামান্য মানসিক শ্রমেই উপরিউক্ত রোগাদি জন্মে।

উপদংশ এবং পারদ ঘটিত রোগে কেশস্খলন।

অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী কোন বস্তুর কেবল নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায় (বস্তুর কেবল বামার্দ্ধ দেখে, লিথিয়া, লাইক)।

উপদংশ ও পারদঘটিত অস্থিরোগ।

পিনস এবং কাণ পাকা রোগে নাসিকা, তালু ও ম্যাষ্টইড্ অস্থির ক্ষত জন্মিলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব। রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি হইলে রোগী হতাশ হইয়া পড়ে। পারদের অপব্যবহার অথবা উপদংশরোগ ইহার কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে (এসাফি)।

অত্যুচ্চের বস্তু ধরিবার চেষ্টায় অঙ্গাদির অতি টানাটানিসহ পরিশ্রমে (পডো. রাস্) এবং জরায়ু বিবৃদ্ধি নিবন্ধন (কনা) জরায়ুস্খলন ও দড়কচড়া ভাব।

ঋতুকালে ঋতু ও জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগের বৃদ্ধি হওয়ায় অত্যন্ত বিষণ্ণতা জন্মে।

বালিকাদিগের যৌবনাগমে প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ।

অনুভূতি যেন হৃৎপিণ্ড স্থিরহইয়া রহিয়াছে, যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ আছে এবং পরে হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন একটিগুরু আঘাত করে (সিপিয়া)।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প ; পরিশ্রম করিলে মস্তকে ও বক্ষে রক্তাধিক্য হওয়ায় উৎকণ্ঠা জন্মে ; নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, দ্রুত এবং অনিয়মিত হয় ; কেরটিড্ ও ললাটপার্শ্বের ধমনীর স্পন্দন দৃষ্টিগোচর হয় (বেল, গ্রন)।

হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা (ফস্)।

রোগকারণ।—উপদংশরোগ প্রযুক্ত জীর্ণতা এবং পারদের

banglabooks.in

অপব্যবহার নিবন্ধন স্বাস্থ্যহানি অরামের রোগের মৌলিক কারণ বলিয়া পরিগণিত। মানসিক পরিশ্রম এবং গভীর দুঃখ, নৈরাশ্য ও প্রেম বিষয়ক ভগ্নাশা প্রভৃতি প্রযুক্ত মানসিক অবসাদ ইহার রোগের গৌণ কারণ বলিয়া বিবেচিত।

সাধারণ ক্রিয়া।—অরাম্ অস্থি এবং গ্রন্থিমণ্ডলী, বিশেষতঃ নাসিকা ও তালুর অস্থিনিচয় এবং চক্ষু ও নাসিকার শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ইত্যাদি অতি প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করে। আক্রান্ত অস্থিনিচয়ের যে অবস্থা ঘটে তাহা উপদংশ এবং পারদের অপব্যবহার অথবা গণ্ডমালা রোগ নিবন্ধন ঐ সকল শরীরাংশের অবস্থার সম্পূর্ণরূপ সমপ্রকার। ফলতঃ ইহাতে আক্রান্ত শরীরাংশের উপাদানের ধ্বংসাভিমুখীন গতি প্রবণতা দৃষ্ট হয়। ডাং এলেনের মতে ইহা আক্রান্ত তন্তুজালযুক্ত শরীরস্থানের বা যন্ত্রের তান্তবোপাদান বিশেষরূপে ধ্বংস করে। স্থানিক ক্রিয়া ব্যতীত নৈরাশ্য ও বিষণ্ণতা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি ইহার রোগের বিশেষতা জ্ঞাপন করে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অরামের ক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার ব্যাপকতা অধিকতর না থাকিলেও গভীরতায় তাহা ইহার সমক্রিয় অপর কোন ঔষধ অপেক্ষা ন্যূনতর নহে বরং অনেকাপেক্ষা তাহা গভীরতর বলিয়াই অনুমিত হয়। উপদংশ ঘটিত গভীর ও পুরাতন রোগ, পারদের অপব্যবহার নিবন্ধন রোগ, এবং সরাবিষব্যাপ্তোৎপন্ন, অথচ স্ক্রফুলারোগের ক্রিয়াফল, এবং অরামের ক্রিয়াঘটিত লক্ষণনিচয় অতি নিকট সাদৃশ্য প্রকাশ করায় ইহা ও গভীর ক্রিয়াশালী "এণ্টি সিফিলিটিক" এবং "এণ্টি স্ক্রফুলটিক" ঔষধ বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগের ন্যায় ইহার কার্য্যের বহুব্যাপকতা দৃষ্ট হয় না।

ইহার সকল কার্য্যই উপাদানের গভীর পরিবর্ত্তনকারী ও ধ্বংসসাধক;

banglabooks.in

এবং সকল কার্য্যেরই মূলে প্রভূত শোণিতোচ্ছ্বাস ও শোণিতাধিক্য বর্ত্তমান থাকে। ইহার ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়োত্তেজনা ও বক্ষে শোণিতোচ্ছ্বাস নিবন্ধন শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প এবং অবশেষে হৃৎপিণ্ডপেশীর বিবৃদ্ধি উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ শিরোঘূর্ণন ও শিরঃশূল প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। ইহার ক্রিয়ায় চিত্তাবিভ্রম ঘটে না। মানসিক-ভাবপ্রবণতাবিশিষ্ট রোগী গভীর বিষণ্ণতাগ্রস্থ হয়; কখন কখন তাহা ধর্ম্মোন্মাদের ভাব ধারণ করে। ফলতঃ ইহার সকল কার্য্যই চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। মানসিক বিষণ্ণতার আতিশয্যে রোগীর আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি জন্মে এবং অতি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাহার চেষ্টারত হয়। ইহা অস্থিমণ্ডল, বিশেষতঃ, নাসিকাঅস্থি এবং মস্তকাস্থি বিশেষরূপে আক্রমণ করায় একাদিক্রমে নাসিকাস্থির রক্তাধিক্য এবং ধ্বংসোৎপন্ন হয়, অপিচ মস্তকাস্থিতে অর্ব্বুদ জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য যন্ত্রমধ্যে যকৃতে রক্তাধিক্য, সিরোসিস্ বা ক্ষয় এবং তদানুসঙ্গিক শোথ প্রভৃতি জন্মে। কিড্‌নিতে রক্তাধিক্য নিবন্ধন দানা উৎপাদক ক্ষয় এবং তৎফলস্বরূপ এল্বুমিনুরিয়া বা লালামেহ প্রভৃতি জন্মে। গ্রন্থিনিচয়ে ইহা রক্তাধিক্য ও স্ফীতি প্রভৃতি উৎপন্ন করিলে গণ্ডমালাবৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ত্বকে ইহা কর্কট রোগ বা ক্যান্সারবৎ ক্ষত উৎপন্ন করে এবং ইহার ক্ষতোৎপন্ন পূজ হরিদ্রাভ ও ছিন্ন পনীরবৎ তলানিযুক্ত থাকে।

ফলতঃ ইহার ক্রিয়ার প্রাথমিক ভয়াবহ শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ শরীরে শোণিতের মিথ্যা প্রাচুর্য্যলক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং রোগী অলীক শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যসুখব্যঞ্জক লঘুভাব বোধ করে। কিন্তু তাহার অবশ্য-ম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল, অবসাদগ্রস্থ এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে। হোমিওপ্যাথিতে অরামের একটি মাত্র সল্ট, অরাম মিউরিয়েটিকাম্ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ক্রিয়া ও ঔষধ গুণ বিষয়ে মূলধাতু হইতে তাহার বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। তবে

banglabooks.in

চিকিৎসকগণ তাঁহাদিগের বহুদর্শিতালব্ধ জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া এক বা অন্যতরের যে পক্ষপাতী হইয়া থাকেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। নিম্নে ইহার যন্ত্রগত লক্ষণ বর্ণিত হইল।

মানসিকবিকার বশতঃ রোগী জীবনে বীতশ্রদ্ধ; আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি। ধর্ম্মোন্মাদে রোগিণী মনে করে তাহার উদ্ধারের কোন উপায় নাই। রোগী অত্যন্ত বিষাদপুর্ণ, মনে করে সে এ সংসারে বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হতাশ, ভগ্নোৎসাহ, অসুখী এবং ক্রন্দনশীল। হৃৎপিণ্ডাগ্রপ্রদেশে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় রোগী ছুটিয়া বেড়ায়, হৃৎকম্প হয়। আশঙ্কান্বিত ও ভীতিপূর্ণ রোগী কপাটের সামান্য শব্দেই ব্যাকুল হয় এবং খিটখিট করে। প্রচণ্ড মানসিক ভাবযুক্ত রোগী সামান্য প্রতিবাদেই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। দুঃখ এবং প্রেমনৈরাশ্য হইতে রোগ জন্মে। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হয়। ভ্রম দৃষ্টিতে কুকুর বা প্রাচীরোপরি একখানি হস্ত ইত্যাদি দেখে। অস্বস্তিপূর্ণ থাকে, ত্রস্ত ভাবযুক্ত হয়, মানসীক ও শারীরিক কার্য্যে তৎপর হইতে চাহে; কোন কর্য্যই ইচ্ছানুরূপ ত্রস্ততারসহিত সম্পাদিত হয় না।

অনুভব-শক্তি বিধ্বস্ত হওয়ায় মস্তক নত করিলে শিরোঘূর্ণন হয় ও রোগী বোধ করে যেন সে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে, মস্তক উত্তোলন করিলে ভাল বোধ করে; শিরোঘূর্ণন হওয়ায় রোগী বোধ করে যেন সে মদ্য পান করিয়াছে; মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে রোগী বোধ করে যেন বাম পার্শ্বে পতিত হইবে, তাহাতে রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তদবস্থাতেও সামান্য শরীর চালনায় শিরোঘূর্ণন পুনরাবর্ত্তন করে।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে কোন যন্ত্রণা না থাকিলেও সমস্ত রজনী নিদ্রাহীন থাকে এবং প্রাতঃকালে আলস্য বা নিদ্রালুভাব থাকে না। দস্যু বিষয়ক জাজ্বল্যমান ও ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে, নিদ্রাকালে শব্দ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস

banglabooks.in

ফেলে। অস্থি বেদনায় নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং রোগী এতাধিক যন্ত্রণা বোধ করে যে সে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না।

মস্তকে শোণিতোচ্ছ্বাস নিবন্ধন মুখের স্ফীতি, এবং কাচের ন্যায় উজ্জ্বল চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্ট, মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। শয়নাবস্থায় মস্তকাস্থিনিচয়ের ভগ্নবৎ বেদনার অনুভূতি। মস্তকপশ্চাতের অস্থির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ছিন্নবৎ মৃদু বেদনা মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া ললাটে যায় ও মস্তক চালনায় বৃদ্ধি পায়। মূর্দ্ধায় তাপানুভূতি। মস্তকাস্থির উপরে অস্থিময় অর্ব্বুদ জন্মে ও তাহাতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিকার বশতঃ রোগীর দ্বিত্বদৃষ্টি ঘটে, বস্তু সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যায়, কখন বা বস্তু সকল সমান্তরালভাবে কর্ত্তিতবৎ দৃষ্ট হয়; রোগী বস্তুর নিম্নার্দ্ধ দেখিতে পায়. ঊর্দ্ধার্দ্ধ কোন কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দ্বারা আবৃত দেখায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে উচ্চ শব্দ এবং তাহার বিশৃঙ্খল শব্দে রোগী অসহিষ্ণু থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের রোগে ঘ্রাণশক্তির অসহিষ্ণুতা। সকল বস্তুই উগ্র ঘ্রাণযুক্ত বোধ। দুই আহারের ব্যবধান কালে মুখে যেন মৃগয়ালব্ধ পচা মাংসের ন্যায় পচা আস্বাদ; তিক্তাস্বাদ জন্মে।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ রোগী সর্ব্বপ্রকার বেদনাতেই অসহিষ্ণু থাকে, বেদনা জন্য নৈরাশ্য জন্মে এবং সে বাঁচিতে ইচ্ছা করে না। বেদনাপ্রবণ রোগী বেদনার বিষয় মনে করিলেই বোধ করে তাহার বেদনা হইয়াছে। ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা বিশেষরূপে অস্থিতে অনুভূত।

গতিপ্রদস্নায়ুর বিকার বশতঃ এককালীন নিদ্রা না হওয়ায় রোগী প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ বলহীন বোধ করে। প্রফুল্লতা না থাকায় রোগীর থরথর মৃদু কম্পভাব উপস্থিত হয়। গুহ্য বায়ুবৎ আক্ষেপ পর্য্যায়ক্রমিক হাসি ও ক্রন্দন। গাত্রচালনার বিষয় মনে হইলে

banglabooks.in

রোগীর অজ্ঞাতসারে শরীর অল্প অল্প নড়িতে থাকে; কথা কহিতে অনৈচ্ছিকরূপে হাসিয়া ফেলে। শরীরাভ্যন্তর শূন্য এবং সম্পূর্ণ শরীর দুর্ব্বল বোধ হয়।

মুখমণ্ডল স্ফীত ও চকচকে থাকিলে মানসিক শ্রমে তাহার বৃদ্ধি হয়; মুখ নীলাভ থাকে। মুখের বামপার্শ্বে ও তাহার গভীর দেশে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা। অন্ত্রতর গণ্ডের স্ফীতি, এবং সেই সময়েই ঊর্দ্ধ ও নিম্ন চুয়ালে আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ বেদনা, দন্ত অধিকতর দীর্ঘ বলিয়া বোধ। মুখমণ্ডলের অস্থির প্রবাহ, গণ্ডাস্থির ক্ষত এবং তাহাতে ছিন্ন ও ছিদ্র করার ন্যায় এবং জ্বালাযুক্ত সূচিবেধবৎ বেদনা। গণ্ডাস্থিতে প্রচণ্ড ছিন্নবৎ বেদনা। ওষ্ঠে, মুখে এবং ললাটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ।

চক্ষু গোলক বহির্নিষ্ক্রান্ত। চক্ষুতে বালুকাপতনবৎ অনুভূতি। চক্ষুর আততভাব বশতঃ দেখিতে কষ্ট। তাকাইলে চক্ষু গরম বোধ হওয়ায় বোধ হয় যেন অপ্‌টিক স্নায়ুতে রক্তের চাপ লাগিতেছে। চক্ষুতে চাপ ও দুর্ব্বলতার অনুভূতি। ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ ও অভ্যন্তর অভিমুখী দক্ষিণ চক্ষুগোলকের চাপবৎ বেদনার চক্ষু চালনায় বৃদ্ধি। চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জলস্রাব। প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে ও চক্ষুপুট জ্বালা করে; চক্ষুর অভ্যন্তর কোণে (Inner canthces) সূচিবেধ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং চুলকনা হইলে তাহা জ্বালা করে।

কৃচ্ছ্রসাধ্য ও দুর্গন্ধ কর্ণস্রাব ও ম্যাষ্টইড অস্থির ক্ষত।

নাসিকার রোগ বশতঃ তাহা ক্ষত ও বেদনাযুক্ত এবং বদ্ধ নাসিকারন্ধ্র পথে শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না, নাসিকায় মামড়ি জন্মে। শুষ্ক সর্দ্দি থাকার ন্যায় নাসিকা রুদ্ধ বোধ কিন্তু বায়ুর নির্ব্বাধ গতায়াত। নাসিকায় জ্বালা, চুলকনা, সূচিবেধানুভূতি এবং চনচনি; নাসিকায় টাটানি বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শে তাহার অনুভূতি।

banglabooks.in

নাসিকাস্থির অভ্যন্তরে চোয়ালাভিমুখীন ছিদ্রকরার ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের এবং তাহার নিম্নের লোহিত বর্ণ ও স্ফীতি। নাক ঝাড়িলে পচাগন্ধ পাওয়া যায়। নাসিকাস্থির ক্ষত।

স্বরযন্ত্রে সর্দ্দি হওয়ার ন্যায় কথার নেকি ও কিসাকিসে স্বর; শ্বাসযন্ত্রের গভীর দেশে শ্লেষ্মা থাকায় সহজে তাহা তোলা যায় না।

শ্বাসকৃচ্ছ্র; অবিশ্রান্তভাবে গভীর শ্বাস গ্রহণ; রজনীতে যথেষ্ট বায়ু গ্রহণে অসমর্থতা। শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে শ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষে মৃদু বেদনা। বক্ষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন; বশতঃ শ্বাস রোধের আক্রমণ; বক্ষে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন হাঁপানি; রজনীতে এবং মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে বক্ষের অত্যন্ত কষ্ট হওয়ায় মুখমণ্ডল নীল-লোহিত; এবং তাহাতে হৃৎকম্প হইলে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় ভূপতিত।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে কাসি হইলে কঠিন হরিদ্রাবর্ণ গয়ারের নিষ্ঠীবন। রজনীতে শ্বাসহীন হওয়ায় রোগী কাসিতে থাকে। স্ত্রীলোক-দিগের শুষ্ক, আক্ষেপিক এবং বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক কাসি প্রত্যেক রজনীতে সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাময়িকরূপে হয়।

হৃৎকম্প হওয়ার পর বক্ষে তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা। বক্ষে তাপ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় বক্ষের উভয় পার্শ্বে তীর বেঁধার ন্যায় মৃদু বেদনার শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি। প্রত্যেক দিনই প্রাতঃকালে বুকে সর্দ্দি চাপে এবং উঠিয়া বসিয়া অতি কষ্টে রোগী সামান্য গয়ার তুলিতে পারে।

প্রচণ্ড হৃৎকম্প হওয়ায় উৎকণ্ঠা এবং ভীতিকম্প উপস্থিত হয়।

নাড়ী ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার তর তর গতি। হৃৎপিণ্ডরোগ ঘটিত হাঁপানিতে নাড়ী দুর্ব্বল থাকে এবং মানসিক অবসাদ ও অত্যন্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে।

পরিপাকযন্ত্রবিকার বশতঃ চোয়ালাস্থিনিম্নগ্রন্থিতে স্ফীতি ও বেদনা।

banglabooks.in

মুখাভ্যন্তরে বায়ু টানিয়া লইলে দন্তের বেদনা। দন্তমাড়ি স্ফীত ও কাল্‌চে লোহিত, স্পর্শে অথবা আহারে তাহাতে টাটানি এবং তাহা হইতে সহজে রক্তস্রাব।

জিহ্বা শুষ্কত্বকবৎ কঠিন হওয়ায় তাহা চালনা করা যায় না। মুখে এবং জিহ্বায় "জাড়ি ঘা"। জিহ্বায় ক্ষত।

মুখ হইতে প্রচুর, মিষ্ট মিষ্ট লালাস্রাব। মুখাভ্যন্তর ফোস্কাযুক্ত। মুখ হইতে পুরাতন পনীরের ন্যায় দুর্গন্ধের নির্গমণ। যুবতী বালিকাদিগের মুখে দুর্গন্ধ।

টন্‌শিলগ্রন্থি লোহিতবর্ণ ও স্ফীত। তালুতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা হওয়ায় গলা হইতে কষ্টে শ্লেষ্মা তোলা যায়। গলাধঃকরণ কালে কিম্বা তাহা না করিলেও গলায় মৃদু চাপবৎ বেদনা।

অত্যন্ত খাইখাই ভাব, খাদ্যবস্তু ভাল লাগে, কিন্তু আহারে ক্ষুধা মিটে না। অপরিমিত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবন্ধন আমাশয়ে বিবমিষার ভাব। দুগ্ধ, ওয়াইন মদ্য এবং কাফি পানে ইচ্ছা। মাংসে ঘৃণা।

উদ্‌গারে বায়ু নির্গত হইলে হৃৎকম্পের উপশম। মানসিক শ্রমে বিবমিষা।

আমাশয়স্থানে জ্বালা বোধ হইলে গরম বস্তু গলা বাহিয়া উঠে। অপরাহ্ণকালে আমাশয়প্রদেশে চাপ বোধ।

দক্ষিণ কুক্ষিতে জ্বালাযুক্ত চাপ ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। কুক্ষিদেশে বায়ুর চাপের ন্যায় চাপ আহারে, পানে অথবা শরীর চালনায় বর্দ্ধিত।

উদরশূলে পুনঃপুনঃ বাতকর্ম্ম। উদরের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিবন্ধন আত্মহত্যার প্রবৃত্তি। ফিতা দ্বারা কসিয়া বাঁধার ন্যায় উদরে টান টান ভাবের বেদনা। উদরের গুরুত্বে হস্তপদের শীতলতা। উদরযন্ত্রের ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলা ঘটায় উদরী জন্মে।

banglabooks.in

কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন ও গিট গিট।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ। ন্যাবা রোগে মূত্র অত্যল্প ও সবুজাভ কটা, কখন বা নির্ম্মল এবং শোথ জন্মিলে সোণার বর্ণ। মূত্র ঘোইলের জলের ন্যায় ঘোলা এবং তাহাতে প্রচুর শ্লেষ্মার তলানি। মূত্র শীঘ্রই পচিয়া এমনিয়ার গন্ধযুক্ত। মূত্রস্থালীর পক্ষাঘাতে মূত্ররোধ ঘটে। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে মূত্রস্থালীপ্রদেশে চাপ বোধ।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে দক্ষিণ অণ্ডকোষ স্ফীত, তাহা স্পর্শ অথবা ঘর্ষণ করিলে তাহাতে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় আততভাবের বেদনা। অণ্ডকোষের স্ফীতি এবং দড় কচড়া ভাব। রজনীতে লিঙ্গোত্থান ও শুক্রস্খলন।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় লক্ষণে কুক্ষির গ্রন্থি স্ফীত হইবার পর অতি বিলম্বে অত্যল্প ঋতুস্রাব কালে উদরশূল ও সরলান্ত্রের স্খলন আর্ত্তভাবে জরায়ুভ্রংশ ও মানসিক বিষন্নতা। যোনি হইতে অবিশ্রান্ত রসস্রাব, ঘন ও শুভ্র স্বেদপ্রদর, যোনি কপাটের জ্বালা এবং ভগৌষ্ঠের লোহিত বর্ণ ও বৃহৎ স্ফীতি।

গ্রীবা গ্রন্থির স্ফীতি। যেন পেশীর খর্ব্বতা নিবন্ধন গ্রীবার আততভাব, মস্তক নত করিলে অধিকতর হয়, কিন্তু বিশ্রাম কালেও থাকে। ক্লান্ত হওয়ার ন্যায় কটিবেদনা। কটিদেশের কণ্ডরা সকলের এরূপ বেদনাযুক্ত কাঠিন্য হয় যে উরু উচ্চ করিতে পারা যায় না, তাহা অবশ বোধ হয়।

স্কন্ধে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। বাহুর ক্লান্তিবোধ হওয়ায় কষ্টে চালনা করা যায়, প্রকোষ্ঠ ভারি বোধ। দক্ষিণ কনুইয়ের অস্থিতে প্রবল বেদনা। উভয় মণিবন্ধে আক্ষেপিক বেদনা হস্তাঙ্গুলির সন্ধিতে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা। করতল চুলকায়।

রোগীর মস্তক হইতে সমস্ত শোণিত যেন নিম্নাঙ্গে প্রধাবিত হইতেছে বলিয়া বোধ ও তাহাতে মস্তক অবশ বোধ হওয়ায় রোগী বসিতে

banglabooks.in

বাধ্য। বসিলে জানুসন্ধিতে কসিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধার ন্যায় বেদনা। টিবিয়া-অস্থিতে, গুলফসন্ধিতে এবং পদের উপরিভাগে ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা।

নিদ্রাভঙ্গে অঙ্গনিচয়ের ঝিনঝিনি ও অসাড়তা এবং অনুভূতি-শক্তিহীনতার শরীরচালনা অপেক্ষা শয়নাবস্থায় অধিকতর বলিয়া বোধ; প্রাতঃকালে জাগ্রত হইলে অথবা শৈত্যসংস্পর্শে অঙ্গ-নিচয়ের অবশতাযুক্ত আকৃষ্টভাব। প্রকোষ্ঠ এবং উরুর অস্থিসেষ্ট-ঝিল্লীর স্ফীতি। প্রাতঃকালে শয্যায় স্থিরভাবে থাকিলে মস্তক এবং অঙ্গ-নিচয়ের বেদনা অধিকতর থাকে এবং উত্থান করিলে অন্তর্দ্ধান করে।

পারদের অপব্যবহার বশতঃ ত্বকের গভীর ক্ষত অস্থি আক্রমণ করে; ত্বকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সমল হরিদ্রাবর্ণের দাগ স্পর্শে গিট গিট ভাবের অনুভূতি। তাহাতে হুলবেদবৎ ও জ্বালাকর বেদনার গৃহমধ্যে হ্রাস এবং মুক্ত বায়ুমধ্যে বৃদ্ধি।

প্রদর্শক লক্ষণ।

নিরন্তর আত্মহত্যা করিবার চিন্তা।—এক দিকে পরিপাক যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ যকৃৎ, অপর দিকে জননেন্দ্রিয়ের প্রধান যন্ত্র অণ্ডকোষ, ওভারি ও জরায়ু আক্রমণ দ্বারা তাহাদিগের ক্রিয়াহানি উৎপন্ন করায় অরাম অতীব সাংঘাতিক প্রকৃতির মানসিক বিকার আনয়ন করে। **রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হয়।** ইহকাল পরকাল উভয় সম্বন্ধেই নৈরাশ্যের গভীরতম দেশে উপনীত রোগীর জীবন অতি ভারবহ হইয়া উঠে। সে আপনাকে অতি নিগৃহীত বলিয়া মনে করে। সে সংসারে সুখের লেশ মাত্র দেখে না। অবশেষে আত্মহত্যাই অসহনীয় দুঃখ নিবারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। **রোগী নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে আত্মহত্যায় দৃঢ়**

banglabooks.in

প্রতিজ্ঞ ও তদ্‌বিষয়ে চেষ্টান্বিত হয়। আমার এইরূপ একটী রোগী তাহার স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। রজনীতে সে নিদ্রা যাইতে পারিত না। সে সামান্য কালের জন্যও চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহার স্ত্রী অতি সন্তর্পণে পর্য্যা ত্যাগ করিয়া উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যার চেষ্টা করিত; এরূপ ঘটনা অনেক বার ঘটিয়াছিল। অনেক বার সে তাহার স্ত্রীকে উদ্‌বন্ধনমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। রোগিনীর পিতা ভাবি অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া আমাকে উপরিউক্ত বিষয় জ্ঞাপন করেন। আমি রোগিনীকে এক মাত্রা অরাম্ মিউ ৩০ ব্যবস্থা করায় সে অচিরাৎ মানসিক স্থৈর্য্য লাভ করে। রোগের কারণ জানা যায় নাই। উপদংশ রোগে পারদের অপব্যবহার প্রযুক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গে হিপার, নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি অনেক ঔষধই ফলপ্রদ হয়। কিন্তু উপরিউক্ত স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণসহ প্রগাঢ় বিষন্নতা ও আত্মহত্যার প্রবল চেষ্টা বর্ত্তমান থাকিলে অরাম তাহার এক মাত্র ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। পারদোপদংশ ঘটিত মিশ্রবিষ জনিত রোগ ব্যতীতও প্রায় অধিকাংশ রোগে "আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি" অরাম প্রদর্শন করে। ন্যাজাতেও এই লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অন্য বিষয়ে উভয়ের কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। নাক্স্ আত্মহত্যা করিতে চায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে ভীত হয়।

চিকিৎসা।

বিষাদোন্মত্ততা বা মেলাঙ্কলিয়া।—অতি গভীর প্রকৃতির বিষাদোন্মত্ততারোগের ঔষধ মধ্যে অরাম শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত। রোগী আপনাকে সাংসারিক কার্য্যে নিতান্তই অপটু, সকলের হেয় এবং পরকাল সম্বন্ধে অতি অনুপযুক্ত ও আশাহীন মনে করিয়া বিষণ্ণতার চরম সীমায় উপনীত হয়। মৃত্যু ভিন্ন মানসিক শান্তি

banglabooks.in

বিধানে উপায়ান্তর নাই বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বদা আত্মহত্যার চিন্তায় রত থাকে এবং তাহার চেষ্টা করে। ডাং ডিউই বলেন, "রোগীর আত্মহত্যার প্রবল প্রবৃত্তি কেবল তৎবিষয়ক চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হয়, সে কদাচিৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করে"। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, "যদিও রোগী প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা না করুক, সে তৎবিষয়ক চিন্তায় রত থাকে"। ডাং ট্যালকট বিশ্বাস করেন, **অব্রাম** অপেক্ষা **আর্সেনিক** দ্বারা আত্মহত্যার প্রবৃত্তি অধিকতর সময়ে বিদূরিত হইয়াছে।

সিপিয়া এবং **অব্রাম্**—উভয় ঔষধেই প্রগাঢ় বিষণ্ণতা এবং মৃত্যুর ইচ্ছা ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। স্বজনগণের প্রেম বিষয়ে নৈরাশ্য ও আপনার অকিঞ্চিৎকরতা **অব্রামের**—বন্ধু বান্ধবের ঔদাস্য **সিপিয়ার**—আত্মজীবনে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা এবং মৃত্যু কামনার কারণ। **অব্রামে** শোণিতোচ্ছ্বাস ও হৃৎপিণ্ডস্থান হইতে উৎকণ্ঠা জন্মে, **সিপিয়াতে** শোণিতোচ্ছ্বাস হওয়ায় উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডসহ তাহার কোন সংস্রব থাকে না।

আর্সেনিক—রোগী আপনাকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া হতাশ্বাস হয়। মনে করে সে বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পুনঃপ্রাপ্তির কোন আশা নাই। স্মরণশক্তি দুর্ব্বল থাকে, ক্রোধ জন্মিলে অথবা বাদানুবাদ করিলে রোগী প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠে। উপরি উক্ত বিষাদলক্ষণের উপস্থিতকালে মস্তকে শোণিতের প্রবল গতি হয়। ইহাতে রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করার প্রবৃত্তি জন্মে।

আর্জেণ্টাম্ নাইট্রিকাম্—ইহায় রোগী সর্ব্বদাই ঝোঁকের উপরে থাকে ও কার্য্যে ব্যস্ত হয়; ভ্রান্ত অনুভূতি জন্মে, কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহকোণের নিকটদিয়া যাইতে ভীত হয় এবং দূরত্ববিষয়ে ভ্রান্তি জন্মে

banglabooks.in

গ্লনইন্—বিশেষরূপে পরিচিত পথও নূতন বা অচেনা বলিয়া বোধ হয়।

চক্ষুরোগ—চিত্রপত্র বা রেটিনার রক্তাধিক্য বশতঃ ত্বদৃষ্টি ও অর্দ্ধদৃষ্টি; গণ্ডমালীয় বা স্ক্রফুলাস্ চক্ষুপ্রদাহ; কনীণিকার বা কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা; অস্বচ্ছদৃষ্টি বা গ্লকমা; উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্। —চক্ষুতে অত্যধিক শোণিতাধিক্য অরাম্চক্ষুরোগের সাক্ষাৎ কারণ এবং ইহা প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। চক্ষুর অবিশ্রান্ত ও অপরিমিত পরিশ্রম অথবা উষ্ণ স্থানে অধিককাল কার্য্য করাপ্রভৃতি কারণে চিত্রপত্রের রক্তাধিক্যবশতঃ চক্ষুর আতপ্তাবস্থা, চক্ষুগোলক ঠেলিয়া বাহির হওয়ার ন্যায় অনুভূতি এবং মুখমণ্ডলের রক্তিমাদি জন্মিলে ত্বিদৃষ্টি হয়। কখন বা এ রোগে অর্দ্ধদৃষ্টি জন্মিলে রোগী অবস্থানুসারে বস্তুর উর্দ্ধার্দ্ধ বা অধোঅর্দ্ধ দেখিতে পায়। তাপ প্রয়োগে রক্তাধিক্যাদি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। মিউ এসি, লিথি কার্ব্ব এবং লাইকতে বস্তুর লম্বভাবে অন্যতর পার্শ্বমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়।" নেট মিউ এবং টীটেনিয়ামও অর্দ্ধদৃষ্টিরোগে ইহার সহিত তুলনীয়। ডাং ভিলাসের মতে চক্ষুরোগে অরামের নিম্নক্রমের ব্যবহার নিষিদ্ধ। চক্ষুতে অত্যধিক রক্তাধিক্য বশতঃ উল্লিখিত লক্ষণনিচয় বর্ত্তমান থাকিলে গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহে পাল্‌স অপেক্ষা অরাম অধিকতর উপকারী। স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত চক্ষুর কৈশিক শিরামণ্ডলী অতীব রক্তপূর্ণ থাকে এবং চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। কনীণিকা শিরাশোণিতপূর্ণ থাকায় তাহার অস্বচ্ছতা এবং অস্বচ্ছ-

জন্মে। কর্ণিয়ায় ক্ষতও উৎপন্ন হইতে পারে।

banglabooks.in

উপদংশ রোগে, বিশেষতঃ তাহাতে অযথা পারদ ব্যবহার নিবন্ধন **উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস্‌রোগ** জন্মিলে চক্ষু যদি অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে **অরাম্‌** দ্বারা উপকার হইতে পারে। বোধ হয় যেন চক্ষুর চতুঃপার্শ্বের অস্থিতে বিশেষ প্রকৃতির বেদনা আছে। **এসাফিটিডা**রোগে ভ্রূ-উর্দ্ধদেশস্থ জ্বালাযুক্ত বেদনা চক্ষু-গোলকে চাপ দিলে এবং **অরাম্নের** তাহা তাপ প্রয়োগে উপশমিত হয়।

চিত্রপত্র বা রেটিনার শোণিতাধিক্যে **অরাম**সহ **বেল** এবং **সালফার** তুলনীয়।

লাইকপোডিয়াম—কর্ণিয়ার ক্ষত, চক্ষুর রক্তিমা ও অঞ্জনী, রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকা এবং দিবসে জলস্রাব প্রভৃতিতে ইহা উপকারী। দৃষ্টিক্ষেত্রের দক্ষিণ পার্শ্বের দৃষ্টিহীনতাও ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ।

কাণ পাকা বা অটরিয়া।—মধ্য কর্ণের প্রতিশ্যায় রোগে **অরাম** কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ণমধ্যে শোণিতগতির বৃদ্ধি হওয়ায় নানারূপ শব্দ হইতে থাকে ও ঐ শব্দ অত্যন্ত অসহনীয় হয়। কর্ণপটাহের ধ্বংস এবং দুর্গন্ধ স্রাব হয় এবং ক্রমশঃ রোগ ম্যাষ্টইডঅস্থিপ্রবর্দ্ধন আক্রমণ করিলে তাহাতে ক্ষত এবং ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা জন্মে। এ রোগে **নাইট্রিক এসিড** ইহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করে। অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ মধ্যে **ক্যাপসি, হিপার, মার্ক, ক্যাল্‌কে কা, কেলি বাই** এবং **ব্যারা কা** প্রধান।

নাসিকা রোগ—নাসিকাগ্রের স্ফীতি; পিনস্‌ বা অজিনা।—পুরাতন ও অভ্যস্ত মদ্যপায়িদিগের নাসিকাতে বহুকাল-

banglabooks.in

যাবৎ রক্তাধিক্য থাকায় কখন কখন নাসিকাগ্র লোহিত ও স্ফীত হইয়া বর্ত্তুলাকার হয়। শিশুদিগের গণ্ডমালা ঘটিত নাসিকার পুরাতন সর্দ্দি বা পিন্‌স রোগেও নাসিকাগ্রের উপর উক্তরূপ বর্ত্তুলাকার ও লোহিত বর্ণ স্ফীতি জন্মিতে পারে। **অরাম** ইহার উপযোগী ঔষধ।

অরামের পুরাতন পিন্‌সরোগে নাসারন্ধ্রমুখ ক্ষতযুক্ত ও বিদীর্ণ থাকে। নাসিকাস্থি এবং নাসিকার কোমলোপাদানাদিতে ক্ষত হওয়ায় দুর্গন্ধস্রাব হইতে থাকে ও নাসিকারন্ধ্রভেদক উপাস্থি ছিদ্র হইয়া যায়। গণ্ডমালা, উপদংশ এবং পারদবিষ ঘটিত রোগেই ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

গলক্ষত—টন্‌সিলগ্রন্থিপ্রদাহ; কর্ণমূল বা মাম্পস্।—মার্কারি অথবা উপদংশ ঘটিত গলক্ষত রোগে টন্‌সিলগ্রন্থি বেদনাযুক্ত, স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হইলে অবস্থানুসারে **অরাম্** দ্বারা উপকার হয়। ইহার সহিত **তালুর অস্থির ক্ষত** বর্ত্তমান থাকিলে অকাট্যরূপে **অরাম্** প্রদর্শন করে।

হৃদ্রোগ—হাইপার ট্রফি অব দি হার্ট বা হৃৎবিবৃদ্ধি-রোগ।—ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে **অরামের** প্রাথমিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক ক্রিয়োদ্দীপনা জন্মে, কিন্তু তাহার কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন ঘটে না। হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে কার্য্য করায় শরীর-যন্ত্রনিচয়ে প্রবল বেগে শোণিত প্রধাবিত হয়। একারণ হৃৎপেশীর অপরিমিত শ্রম বশতঃ **সাধারণ হৃৎবিবৃদ্ধি রোগ জন্মে।** ইহাতে প্রবল হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসে শোণিতাধিক্য নিবন্ধন ভ্রমণের বা পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টায় কিম্বা কোন প্রকার শ্রমে রোগী বোধ করে যেন তাহার ষ্টার্ণাম অস্থিপশ্চাতে বক্ষবিদীর্ণকারী গুরুভার রহিয়াছে, এবং সে ভ্রমণাদিতে ক্ষান্ত না হইলে বেগে বক্ষ ফাটিয়া রক্তস্রাব হইবে।

banglabooks.in

এই অবস্থায় **অরাম** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ কাফ্‌কার মতে **অরাম মিউ** এস্থলে **অরামমেট** অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর।

এমনকার্ব্ব—ইহাতে ষ্টার্ণাম অস্থিতে ভারি বস্তুর বিদীর্ণকর চাপ থাকা লক্ষণ আছে। শিরাশোণিতাধিক্য নিবন্ধন রোগেই ইহা অধিকতর উপকারী। রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত থাকে।

যকৃৎরোগ—যকৃতে রক্তাধিক্য; যকৃৎবিবৃদ্ধি; সিরসিস্ অব দি লিভার বা যকৃতের ক্ষয়রোগ, যকৃতের বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটী ডিজেনারেষণ।—উপরিউক্ত হৃদ্রোগের ক্রমিক ফলস্বরূপ যকৃতে রক্তাধিক্য জন্মিলে দক্ষিণ কুক্ষিদেশে জ্বালাকর বেদনা হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে যকৃতস্থ তান্তবোপাদানের বৃদ্ধি হওয়ায় যকৃৎ প্রথমে বর্দ্ধিত এবং পরে অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ যকৃতের ক্ষয় বা সিরসিস্ কিম্বা অবস্থানুসারে বসাপকৃষ্টতা জন্মে। ক্রমে ধূসর বা ছেয়ে রঙ্গের বিষ্ঠা ও উদরি প্রভৃতি উপস্থিত হয়। মানসিক অবসাদ বা বিষণ্ণতা ইহার একটী প্রধান লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে। অবস্থানুসারে ইহাতে **অরাম** দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

বৃক্কক বা কিডনি রোগ—কিডনির বসাপকৃষ্টতা বা ফ্যাটি ডিজেনারেষণ; কিডনির ক্ষয় বা সিরসিস্; লালা মেহরোগ বা এলবুমিনুরিয়া।—গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, কালব্যাপী পূয়স্রাব, অথবা পুরাতন উপদংশরোগ বশতঃ প্রথমে পূর্ব্বকথিতরূপ হৃৎপিণ্ডরোগ জন্মিলে তাহার গৌণক্রিয়ায় যদি কিড্‌নি আক্রান্ত হয় তাহাতে **অরাম** উপকারী।

কিডনিতে রক্তাধিক্যের প্রথম আক্রমণ অবিকৃত মূত্রের আধিক্য দ্বারা প্রকটিত হয়। রক্তাধিক্য স্থায়ী হইলে অবস্থানুসারে ক্রমশঃ

banglabooks.in

কিডনির বসাপকৃষ্টতা অথবা ক্ষয় বা সিরসিস্ রোগ জন্মে। মূত্রের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে ও তাহাতে এল্‌বুমেন দৃষ্ট হয়। কিডনির ক্ষয়রোগে **প্লাম্বাম** ও **অরাম** তুলনীয় ঔষধ।

পুংজননেন্দ্রিয় রোগ—শুক্রমেহ বা স্পার্‌মাটরিয়া; অণ্ডকোষপ্রদাহ, একশিরা বা অর্কাইটিস্।—এ স্থলেও রোগের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ পুংজননেন্দ্রিয়ে শোণিতাধিক্য প্রযুক্ত শুক্রমেহরোগের প্রথমাবস্থায় প্রবল লিঙ্গোত্থান হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমশঃ লিঙ্গের দুর্ব্বলতা ও শিথিলতা উৎপন্ন হয় এবং রোগীর প্রগাঢ় বিষণ্ণভাব উপস্থিত হওয়ায় আত্মহত্যার অদম্য ও স্থায়ী প্রবৃত্তি জন্মে। **অরাম** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ পার্শ্বের পুরাতন একশিরা বা অর্কাইটিস্ রোগে অণ্ডকোষরজ্জুর স্নায়ুশূল থাকিলে **অরাম** উপকারী।

রডডেণ্ড্রন—পুরাতন একশিরারোগে অণ্ডকোষের দড়কচড়াভাব ও ক্রমশঃ ক্ষয় জন্মিলে এবং তাহাতে ছেঁচা লাগার ন্যায় বেদনা থাকিলে ইহা ফলপ্রদ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—জরায়ুভ্রংশ বা প্রল্যাপ্‌সাস য়ুটারাই; অণ্ডাধার বা ওভারির বিবৃদ্ধি।—জরায়ুতে পুরাতন রক্তাধিক্য বশতঃ তাহার গ্রীবার বিবৃদ্ধি, দড়কচড়াভাব ও গুরুত্ব জন্মিলে যে জরায়ুভ্রংশ হয় তাহা **অরাম** আরোগ্য করিতে সক্ষম। অন্যান্য ঔষধের ন্যায় ইহাতে সাধারণ শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও জরায়ুবন্ধনীর শিথিলতা, রোগের কারণ হয় না; তদ্রূপ হইলে ইহা দ্বারা ফলাশা করা যায় না। জরায়ু রোগে অনেকে **অরাম মিউ** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া মনে করেন। অণ্ডাধারের রক্তাধিক্য, বিবৃদ্ধি ও দড়কচড়াভাবেও **অরাম** উপকারী ঔষধ।

banglabooks.in

অস্থিরোগ—পেরিঅষ্টাইটিস্ বা অস্থিবেষ্টপ্রদাহ; অস্থিপ্রদাহ বা অষ্টি-আইটিস; অস্থিক্ষত বা কেরিজ; অস্থির অর্ব্বুদ বা এক্‌জষ্টসিস্ অব্ বোন্‌স্।—পুরাতন উপদংশ রোগ এবং পারদের অপব্যবহার **অরাম** অস্থিরোগের সাধারণ কারণ। কিন্তু অনেক সময়ে রোগী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। রোগীর কথায় সন্দিহান হইবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলেও **অরাম** তাহাদিগের অস্থিরোগ আরোগ্য করিয়াছে। নাসিকা, তালু এবং কর্ণের ম্যাষ্টইড অস্থির ক্ষতে ইহার উপকারিতার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রগণ্ড এবং উরুর অস্থির প্রদাহ, স্ফীতি এবং বেদনা আরোগ্যে ইহার ক্ষমতা থাকিলেও মস্তকাস্থির ক্ষত ও অর্ব্বুদাদি রোগারোগ্যেই ইহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী রোগীর গণ্ডদেশের পূয়শোথের অস্ত্রচিকিৎসা করিতে যাইয়া আমি দেখিতে পাই গণ্ডাস্থির ক্ষতই তাহার রোগের কারণ। **অরাম মিউ** ৩০ প্রয়োগে অচিরাৎ রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। অল্পদিন হইল বামগণ্ডের স্ফীতি ও বেদনায় আক্রান্ত একটী রোগী কোন খ্যাতনামা এলপ্যাথিক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। দৃশ্যত দন্তের কোন রোগ না থাকিলেও দন্তরোগই বেদনার কারণ অনুমান করিয়া তিনি বেদনাযুক্ত গণ্ডের অধঃ চোয়ালের দুইটী দন্ত উৎপাটন করেন। কিন্তু তাহাতে কোনই উপকার হইল না অপরন্তু অনর্থক দন্তহীন হওয়ায় রোগী অতি বিষণ্ণ চিত্তে আমার চিকিৎসাধীনে আসিলেন। আমি দেখিলাম তাঁহার গণ্ডাস্থি কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়াছে। আরও দেখিলাম তাঁহার নাসামূলের বামপার্শ্বে মটরের ন্যায় একটী অস্থিঅর্ব্বুদ জন্মিয়াছে। আমি বুঝিলাম নাসিকা ও গণ্ডাস্থির রোগজ বিবৃদ্ধিই তাঁহার রোগ। **অরাম মিউ** ৩০ প্রয়োগে রোগ অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যায়।

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in



banglabooks.in

দ্বিতীয়বারের নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইলেও এই দুই খণ্ড প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র, তবে প্রথম সংস্করণের মুদ্রাকর প্রমাদ ও অন্যান্য দোষ সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টাকরা হইয়াছে। বিষয়গত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের বিশেষ কোন চেষ্টাকরা হয় নাই। জগদীশ্বর জীবিত রাখিলে তদ্বিধ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

মুদ্রাকরের অপ্রণিধানবশতঃ পূয়মেহ রোগে ৪৫ পৃষ্ঠায় সাল্‌ফার, এবং ১১০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে আর্ণিকা সংসৃষ্ট নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় দুইটী প্যারা বাদ গিয়াছে।

* ডাং কাফ্‌কার মতে পূয়মেহের যে কোন অবস্থায় অবিলম্বে সাল্‌ফারের প্রয়োগ করা উচিত, কেননা ইহার ক্রিয়ায় অন্ততঃ রোগ সম্পূর্ণ প্রবলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। অন্যান্য চিকিৎসক নিম্নলিখিত লক্ষণে সাল্‌ফার প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন, যথা—কখন ঘন এবং পূয়ময়, কখন বা পাতলা এবং জলবৎ স্রাব, মূত্রত্যাগ করিতে জ্বালা ও চন্‌চনি এবং মূত্রদ্বারের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, মুদা বা ফাইমসিস্, বিশেষতঃ লিঙ্গত্বকের প্রদাহিত ও ঘনীভূত অবস্থা।

* ডাং রিচার্ডস—২৫ বৎসরের বালিকা; ভারি বস্তু তুলিতে হঠাৎ বাম বৃক্কে বেদনা পায়; কিছু পরেই প্রচুর রক্তময় মূত্রস্রাব; তিন দিনের পর আর্ণিতে, আরোগ্য। ডাং গ্রিণলিফ্—রক্তসঞ্চয়ী শীতকম্প; গ্রাবাকশেরুকাস্থি চাপে বেদনাযুক্ত; তাপ, চৈতন্য ও স্পর্শজ্ঞানের অভাব, ২ সপ্তাহে টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয়; ২৯০, এক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা পরে উপশম। রোগ-চিহ্নও ক্রমে আরোগ্য।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
২৪শে ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

তৃতীয় খণ্ড

banglabooks.in

নিবেদন।

হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। যত্ন ও চেষ্টা সত্ত্বেও ৩য় খণ্ড মুদ্রণ ও প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সেজন্য গ্রাহকগণের নিকট আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে ২৫ ফর্ম্মা করিয়া অর্থাৎ ৪০০ পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে, এই খণ্ডে ২৫ ফর্ম্মার স্থলে ৩০ ফর্ম্মা দেওয়া হইল এবং ৯টি ঔষধের স্থলে ইহাতে ১৬টি ঔষধের আলোচনা করা হইয়াছে, ইহাও বিলম্বের অন্যতম কারণ। ফর্ম্মা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই।

এই খণ্ডও অনন্যসাপেক্ষ ও স্বাধীন। পূর্ব্ব দুই খণ্ডের ন্যায় ইহাতেও ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের সহিত আলোচ্য ঔষধের তুলনা দ্বারা পরস্পরের কার্য্য-ক্ষেত্র বিষদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আলোচিত ঔষধের উপযোগী ধাতু, প্রদর্শক লক্ষণ, শরীরযন্ত্রবিশেষে ও রোগবিশেষে তাহাদের ক্রিয়া ও প্রয়োগের উপযোগিতা সম্বন্ধে পাঠকগণ যাহাতে সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন সে চেষ্টারও কোন অংশে ত্রুটি করি নাই। চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা কেবল পাঠকগণই বলিতে পারিবেন।

এই খণ্ডেও বহু খ্যাতনামা গ্রন্থকারের বহুদিনের বহুদর্শিতালব্ধ উপদেশের অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকলেবর পুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য এবারও আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল গুঁই মহাশয়দ্বয়ের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি; তাঁহাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

৪র্থ খণ্ড সত্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

৪ নং বিডন রো, কলিকাতা
২৫ আষাঢ় ১৩২০ সাল।

নিবেদক,
শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়।

banglabooks.in

সূচিপত্র।

১।	সাল্‌ফার	... ...	১
২।	কল্‌চিকাম্‌	... ...	৫৩
৩।	সিঙ্কনা	... ...	৭৩
৪।	আর্ণিকা	... ...	১০৯
৫।	এণ্টিম ক্রুডম্‌	... ...	১৩৯
৬।	এণ্টিম টার্টারিকম্‌	... ...	১৫৭
৭।	কলসিন্থ	.. ...	১৭৮
৮।	কুপ্রাম মেটালিকাম	... ...	১৯৭
৯।	লাইকপোডিয়াম্‌	... ...	২২১
১০।	ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব	... ...	২৫৬
১১।	ক্যাম্থারিস্‌	... ...	২৯৩
১২।	কষ্টিকাম্‌	... ...	৩২১
১৩।	ওপিয়াম্‌	.. ...	৩৪৬
১৪।	কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্‌	... ...	৩৮১
১৫।	সরিণাম্‌	... ...	৪১৫
১৬।	ডাল্‌কামারা	... ...	৪৪২

banglabooks.in

লেক্‌চার ১৯ (LECTURE XIX)

সাল্‌ফার (Sulphur)

প্রতিনাম।—ফ্লরেস্ সালফুরিস্।

সাধারণ নাম।—ব্রিমষ্টোন, ফ্লাউয়ার্স অব্ সাল্‌ফার।

প্রয়োগরূপ।—সাব্লাইমড্ সাল্‌ফারের ট্রিটুরেষণ; আল্‌কোহল সহ সাল্‌ফারের টিংচার বা অরিষ্ট, শক্তি ২ × ক্রমের সমান।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে পাঁচ অথবা ছয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ২ × ক্রম হইতে ২০০ ও ১০০০ (m), অবস্থাবিশেষে ১০০০০০ (c m) ক্রমও ব্যবহৃত হয়। *

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে অথবা মধ্য রজনীর পরে; শয্যার তাপে; বিশ্রাম কালে; দণ্ডায়মানাবস্থায়; স্পর্শে; শরীর প্রক্ষালন অথবা স্নান করিলে; মুক্ত বায়ুর মধ্যে এবং পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায়।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে নিম্নলিখিত ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন;—ডাং ডুলাক—পুত্রের কোন অবস্থা বশতঃ একটি ভদ্রমহিলা বিশাদগ্রস্ত ছিল, পুত্র কোনরূপ কষ্ট জানাইলে ক্রন্দন করিত, নিদ্রা হইত না, জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, তাহার পরকালে দুঃখকষ্ট ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইত না, সেজন্য ভীত থাকিত, ৩০, ১ মাত্রায় আরোগ্য। ডাং স্যান্‌কিভেল—৯ বৎসরের বালক, ২ বৎসরের অনিদ্রা ও ভীতি, নিদ্রার ১ ঘণ্টার মধ্যেই হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিত, চীৎকার করিত, লাফাইয়া পড়িত, এবং উন্মাদের ন্যায় শয্যা হইতে চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইত; এরূপ প্রতি রাত্রে ২।৩ বার হইত; ভীতি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে হাত চাপড়াইত, প্রচুর ঘর্ম্ম হইত ও কাঁপিত ৩, আরোগ্য। ডাং কাশিং—কোন ব্যক্তির নিদ্রাকালে মস্তকোপরি ও

banglabooks.in

উপশম।—শয়ীর চালনা কালে; ভ্রমণ কালে; শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নে (ষ্টেনাম)।

সম্বন্ধ।—সাল্‌ফারের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, ক্যাম, সিঙ্ক, মার্কু, পাল্‌স্, রাস্ ও সিপি।

সাল্‌ফার যাহার কার্য্যের-প্রতিষেধক—সিঙ্ক, আয়ড, মার্কু, নাই এসি, রাস্, সিপি; সাধারণতঃ ধাতুপদার্থনিচয়ের; আর্সেনিকের কম্পের।

যদি বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না হয়, তাহাতে, বিশেষতঃ তরুণ রোগে, সাল্‌ফার প্রয়োগ করিলে জৈবপ্রতিক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত হইয়া ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করে।

সম্মুখে মৃদু বেদনা হইয়া রাত্রি ৪ টার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইত, ও অপরাহ্ন হইবার পর বেদনা কথঞ্চিৎ কমিত, ক্ষুধা ভাল ছিল না ও কোষ্ঠবদ্ধ ছিল, ২০০, আরোগ্য। ডাং হেরিং—কোন ব্যক্তির পুরাতন উদরাময়ে সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা প্রাতঃকালে অধিকবার মলত্যাগ হইত, এই অবস্থায় তাহার শিরঃশূল হইয়া মস্তকের উপরিভাগে চাপের ন্যায় ও সমস্ত মস্তক গরম হওয়ার ন্যায় অনুভূতিপ্রযুক্ত রজনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইত ও ব্যথা সমস্ত দিন থাকিত, ৪০০, আরোগ্য। ডাং উস্‌সার—কর্ণিয়ার আঘাতিক ক্ষত হইয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে রক্তস্রাব ও ক্ষতপথে আইরিস্ বাহির (Prolapse of Iris) হয়; বেল ৩, দ্বারা বেদনা দূর হয়, কিন্তু ক্ষত থাকিয়া যায়, প্রথমে একন ১০, পরে সাল্‌ফার মূল আরক অবশেষে সাল্‌ফার ২০ প্রয়োগে ক্ষত আরোগ্য ও দৃষ্টিশক্তি পুনস্থাপিত হয়। ডাং হল—আজন্ম চক্ষুপ্রদাহ (Opthalmia), এবং বয়স ১৮ বৎসর, ১৫ মাসের চক্ষুর প্রদাহ—দুই চক্ষুই আক্রান্ত, কিন্তু বাম চক্ষুই অধিকতর, চক্ষু চক্ষুর ন্যায় দেখাইত না, এক খণ্ড কাঁচা ও টাট্‌কা মাংসের ন্যায় প্রতিয়মান হইত, এবং চক্ষু এতাদৃশ বৃহৎ যে কোটরের বাহিরে আসিয়া পড়িত, দিবসের আলোকে বাম চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইত না, রজনীতে কেবল প্রদীপ দেখিতে পাইত, দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টি ভাল ছিল, কিন্তু আলোকের চতুর্দ্দিকে সবুজবর্ণ মণ্ডল দেখিতে পাইত, ৩০০০, আরোগ্য। ডাং হইন—রোগীর বয়স ৪৯, দক্ষিণ কর্ণ ২০

banglabooks.in

সাল্‌ফার, ক্যাল্কে কা এবং লাইক, অথবা সাল্‌ফার, সার্সা এবং সিপিয়া যথাক্রমে পর পর প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

সাল্‌ফারের পূর্ব্বে ক্যাল্কেরিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

যে রোগের তরুণাবস্থায় একন, তাহারই পুরাতনাবস্থায় সাল্‌ফার উপযোগী। নিউমনিয়া প্রভৃতি রোগের তরুণাবস্থায় একন এবং পুরাতনাবস্থায় সাল্‌ফার কার্য্য করিয়া থাকে।

কার্য্যপূরক।—এলোজ ও সোরিনাম।

তুলনীয় ঔষধ।—এলোজ, আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, কল্‌চি, হিপার, আয়ডি, লাইক, মার্ক্, নেট্রাম মি, নাই এসি, নাক্স ভ, ফস্, সোরি, পাল্‌স, রাস্, সিপি ও সিলিক।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল ব্যক্তি গণ্ডমালাদোষনিবন্ধন রোগপ্রবণ; যাহাদিগের শরীরস্থ শিরামণ্ডলে, বিশেষতঃ পোর্টাল (যকৃৎ শিরা) শিরামণ্ডলে সহজে রক্তাধিক্য জন্মে; যাহারা বাতপ্রকৃতি ও সহসা বিচলিত হয়; যাহারা ক্রোধনস্বভাব

বৎসর ও বাম কর্ণ ৫ বৎসর হইতে বধির, চেঁচাইয়া কথা না বলিলে শুনিতে পায় না, মূর্দ্ধাদেশে প্রবল চাপ ও তাপের অনুভূতি, তাহা উভয় কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মস্তিষ্কে ক্ষতবৎ বেদনা, রাত্রে পদের তলদেশের জ্বালা, তাপোচ্ছ্বাস অন্তে মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম, কোষ্ঠবদ্ধ, পূর্ব্বাহ্নে ১০।১১ টার সময় মূর্চ্ছার ভাব, ৩০০ ক্রমে কিছুই ফল হয় নাই, ৬০০০, আরোগ্য। ডাং হলকুম্ব—পল্লীগ্রামের ভদ্রমহিলা, স্বরবদ্ধ, গলাভাঙ্গাকাসিতে শ্বাসরোধের উপক্রমের ন্যায় হয় ও বক্ষমধ্যে চনচনি—নিউমনিয়ার শেষ ফল, ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী, ১০০০০, দুই দিনে আরোগ্য। ডাং লিপি—উদরাময় রোগ, রোগীর বয়স ৩৫ বৎসর, রজনীতে বেদনাহীন উদরাময়, বিষ্ঠা তরল, ঘোর কটাবর্ণ পরিমাণে অল্প, কিন্তু বারে অধিকতর ৪৫০০০, আরোগ্য। ডাং হেরিং—উদরাময়, দুই প্রহর রজনীর পর, দিবসে কখনই হয় না, ২০০০০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—স্ত্রী রোগী, বয়স ৩০, পুরাতন আভ্যন্তরীণ অর্শ, মলত্যাগ করিবার সময় ও তাহার পর দপদপানি ও জ্বালাযুক্ত চনচনি

banglabooks.in

ও রক্তপ্রধান; যাহাদিগের ত্বক্ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে অসহিষ্ণু; যাহারা কৃশ ও অবনতস্কন্ধ; যাহারা নত শরীরে উপবেশন করে ও বৃদ্ধদিগের ন্যায় নত হইয়া ভ্রমণ করে।

সাল্‌ফাররোগীর পক্ষে দণ্ডায়মানাবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর, ইহারা দণ্ডায়মান হইতে পারে না; যে কোন প্রকারে দণ্ডায়মান হউক না কেন, ইহারা সোয়াস্তি পায় না।

সমল, অপরিষ্কার এবং ত্বক্‌রোগপ্রবণ ব্যক্তি (সোরি); গাত্র ধৌত করণে অনিচ্ছুক; স্নান করিলেই রোগের বৃদ্ধি।

শিশু গাত্র ধৌত করা অথবা স্নান করা সহ্য করিতে পারে না (এণ্টি ক্রু—ঠাণ্ডাজলে পারে না)। শীর্ণশরীর, তথাপি বৃহদুদরবিশিষ্ট শিশু; অস্থির, তপ্তদেহ শিশু, যাহারা রজনীতে পদ দ্বারা শয্যাবস্ত্র ঠেলিয়া ফেলে (হিপার, সেনিকু); যাহাদের কৃমি আছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত স্থিরীকৃত ঔষধেও ফল হয় না।

তরুণ রোগে সাল্‌ফার প্রয়োগে রোগ-লক্ষণ পরিষ্কার ভাব ধারণ করিলে অন্যৌষধের উপযোগিতা স্পষ্টতর হয় (পুরাতন রোগে সোরি)।

উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া যে সকল গণ্ডমালাঘটিত পুরাতন রোগ জন্মে, তাহার পক্ষে সাল্‌ফার উপযোগী (কাষ্ট, সোরি)।

হইয়া তীব্র বেগে উর্দ্ধে যায় ও শ্বাসরোধ করে, মলত্যাগান্তে কক্‌সিক্‌স এবং তৃকাস্থি বা সেক্রাম মধ্যে ও বস্তির চতুঃপার্শ্বে মৃদু বেদনা ৬ ঘণ্টা স্থায়ী, ১০০০, আরোগ্য। ডাং গুডনো—২ বৎসর যাবৎ রজনিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, রোগীর বয়স ১৫ বৎসর, পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় কষ্টকর ক্ষুধার অনুভূতি ও তাপোচ্ছ্বাস, ১০০০০০ (cm) আরোগ্য। ডাং সিক্রাইষ্ট—একজন চাষার প্লীট রোগ; দুই সপ্তাহ খুজা ৬ প্রয়োগের পর মূত্রনালীর অভ্যন্তরে চুলকনা ও সামান্য স্রাব উপস্থিত, ৯ আরোগ্য।

banglabooks.in

যে সকল রোগ ক্রমাগত প্রত্যাবর্ত্তন করে (ঋতু-বিশৃঙ্খলা, শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া প্রভৃতি); রোগী প্রায় আরোগ্য হওয়ার ন্যায় হয় কিন্তু রোগ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে; চক্ষু, নাসিকা, বক্ষঃ উদর, অণ্ডাধার বা ওভারি, ও হস্ত প্রভৃতি শরীরাংশ বিশেষে রক্তাধিক্য; স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসন্ধি (Climacteric) কালীন রক্তাধিক্য; এবং কোন দূষিত অর্ব্বুদাদির (Tumour and malignant growth) আক্রমণচিহ্নযুক্ত যন্ত্রের রক্তাধিক্য।

মূর্দ্ধাদেশে, চনচনি সহ চক্ষুতে, মুখ লোহিত বর্ণ না হইয়া মুখমণ্ডলে, মুখগহ্বরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্বাকার ফোস্কায়, শুষ্ক গলাভ্যন্তরের প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম পার্শ্বে, আমাশয়ে, সরলান্ত্রে, মলদ্বারে, চুলকনাযুক্ত অর্শে ও তীব্র মূত্রের উত্তেজনায় মূত্রপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিতরঙ্গবৎ জ্বালার (আস) অনুভূতি; মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত ধাবমান বক্ষের তাপোচ্ছাস সহ সর্ব্বশরীরে এবং উভয় স্ক্যাপুলাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানবিশেষে জ্বালার অনুভূতি।

প্রতি সপ্তাহে অথবা প্রতি দ্বিতীয় সপ্তাহে, মূর্দ্ধার তাপ ও পদের শীতলতা সহ দুর্ব্বলকর এবং শয্যাগতকারী (স্যাঙ্গু) সবমন শিরঃশূল (Sickheadache)।

মূর্দ্ধাদেশের অবিশ্রান্ত তাপ; দিবসে পদ শীতল থাকিয়া রজনীতে পদতলের জ্বালা হইলে পদ রাখিবার জন্য শীতল স্থানের আবশ্যকতা (স্যাঙ্গু, স্যানিক); শীতল করিবার জন্য রোগী পদ শয্যার বাহিরে লয় (মেডো); রজনীতে পায়ের ডিমের ও পায়ের তলদেশের খল্লী।

দিবসে তাপোচ্ছাস বশতঃ বারম্বার দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ, কিঞ্চিৎ ঘর্ম্ম হইয়া বিদূরিত।

ওষ্ঠের উজ্জ্বল রক্তিমায় বোধ হয় যেন তাহা কাটিয়া রক্ত বাহির হইবে।

পূর্ব্বাহ্ণ প্রায় ১১টার সময় আমাশয়মধ্যে দুর্ব্বলতা, খালি বা কিছু না

banglabooks.in

থাকা অথবা মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতিতে (পূর্ব্বাহ্ণ ১০ অথবা ১১ টার সময় নেট্রাম কার্ব্বনিকামের, আহারে তাহার উপশম) রোগী আহারের উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না ; দিবসে বারম্বার দুর্ব্বলতার অনুভূতি ও মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ।

মধ্য রজনীর পরের বেদনাহীন উদরাময়ে ভোর রাত্রে মল-ত্যাগের বেগ হইলে রোগীর পাইখানায় দৌড়াইতে হয় (এলোজ, সোরি); বোধ হয় যেন দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্ত্র মল ধারণে অক্ষম।

কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, গিট গিট ও দগ্ধবৎ শুষ্ক (ব্রায়), বিষ্ঠার ন্যাড় অত্যন্ত স্থূল ও ত্যাগ বেদনাযুক্ত ; বেদনা বশতঃ শিশু মলত্যাগ করিতে ভীত, অথবা প্রথমে মলত্যাগে বিরত থাকিতে বাধ্য ; পর্য্যায় ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

মল মূত্র ত্যাগকালে যে শরীরস্থানের সংশ্রবে আইসে তাহা বেদনাযুক্ত হয় ; অধিক পরিমাণ বর্ণহীন মূত্রের ত্যাগ ; মলদ্বারের চতুঃপার্শ্ব লোহিতবর্ণ ও ছালওঠা থাকে ; সমুদয় শরীর-বহিঃদ্বারই অত্যন্ত লোহিতাভ ; শরীরের সমুদয় স্রাবই তীব্র ও ক্ষতকর।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র শীঘ্র, পরিমাণে প্রচুর ও অধিক কাল স্থায়ী। গর্ভস্রাবের পর হইতে জরায়ুর রক্তস্রাবের হ্রাস হয় না। "পূর্ণিমার দিন এক মাত্রা সাল্‌ফার প্রয়োগে আরোগ্য" (ডাং লিপি।)

শরীরের নানা স্থানে দলবদ্ধ স্ফোটকের উৎপত্তি ; অথবা একটি আরোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটির উৎপত্তি (টুবার্কু)।

গাত্রে সুখভাবোত্তেজক চুলকনা, চুলকাইলে সোয়াস্তি বোধ, "চুলকাইলে ভাল বোধ করে ;" চুলকাইলে জ্বালার উদ্রেক হয় ; শয্যাতাপে

banglabooks.in

চুলকনার বৃদ্ধি, ত্বকের ভাঁজের মধ্যে ক্ষতের ন্যায় বেদনা (লাইক, স্যানিকু)।

যে সকল ত্বক্‌রোগ ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত সাবান ও ঔষধদ্রব দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে এবং যে অর্শরোগ মলম দ্বারা চিকিৎসিত হইয়াছে তাহার দোষ-নিবারণে ইহা উপযোগী।

মস্তিষ্ক, প্লুরা, ফুসফুস এবং সন্ধিস্থল হইতে নিঃসৃত রস (serum) অথবা প্রদাহিক স্রাব যখন ব্রায়, কেলি মিউ অথবা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত অপর ঔষধ দ্বারাও প্রশমিত না হয়, তখন সাল্‌ফার তাহার সাহায্যকারী।

মদ্যপান নিবন্ধন পুরাতন রোগ, মদ্যপায়িদিগের শোথ এবং অন্যান্য রোগ, যাহা মদ্যত্যাগ করিলেও পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতে থাকে ; সোরি, টিউবার্কু)।

রজনীতে শ্বাসরোধের ভীতিপ্রযুক্ত গৃহদ্বার ও বাতায়নাদি মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ; রজনীতে হঠাৎ সম্পূর্ণ নিদ্রাহীনতা ; সূর্য্যাস্তের পর নিদ্রাকর্ষণ কিন্তু সম্পূর্ণ রজনী নিদ্রাহীনতা।

সুখপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়া গীত গাইতে গাইতে নিদ্রোত্থিত।

যাহা কিছুর উপর খেয়াল হয় রোগী তাহা সুন্দর দেখে।

উদর মধ্যে ভ্রূণের ন্যায় নড়িতে থাকে (ক্রোকাস, থুজা)।

রোগকারণ।—অধিকাংশ রোগেরই কোন না কোন অবস্থায় সাল্‌ফারের প্রয়োগ আছে, এজন্য ইহার রোগকারণ বহু বিস্তৃত বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

সোরাবিষবাষ্পের দমনকারী ঔষধের মধ্যে ইহা প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। এজন্য সোরাবিষ যে সাল্‌ফার রোগের একটী প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য তাহা বলাই বাহুল্য।

স্নান, গাত্রধৌতকরণ, বর্ষণ-জলে সিক্ত হওয়া, হিম লাগান ; বহুদিনের

banglabooks.in

অভ্যাসগত শ্রাবরোধ ও উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া এবং আমাশয়ের ক্রিয়াবিকার প্রভৃতি ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

অনিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা, অযথা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, মদ্য এবং অন্যান্য মদকর পদার্থের কুব্যবহার এবং শারীরিক রস রক্তাদি জৈবপদার্থের অপচয় ইহার সাধারণ রোগকারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—সাল্‌ফার শরীরের নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া শারীরিক রস, রক্তাদির অপকর্ষ জন্মায় ও যাবতীয় শরীরোপাদান বা টিস্যুর পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিধ্বস্ত করে। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে (Ganglionic nervous system) ইহার আদি আক্রমণ হইয়া কৈশিক শিরামণ্ডলী ও শিরাশোণিতের অস্বাভাবিকতা বা রোগজ পরিবর্ত্তন ঘটায়। এইরূপে রস, রক্ত এবং অন্যান্য উপাদানের পূর্ব্বকথিতরূপ বিকার জন্মিলে ধমনীশোণিতের পোষণক্রিয়ার দুর্ব্বলতা ও দূষিত শিরাশোণিতের প্রাধান্য ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অস্বাভাবিক উদ্দীপনা এবং রক্তসঞ্চলনের বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। সাল্‌ফারক্রিয়ার মূল তত্ত্বের নিরূপণ সহজ না হইলেও ইহার ক্রিয়ার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহা বিশেষ একরূপ পুরাতন ধাতুদোষ উৎপন্ন করে এবং এই ধাতুদোষ সহ কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতির ত্বগুদ্‌ভেদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। এই সকল চর্ম্মপীড়কার প্রকৃতির সহিত দদ্রু ও কচ্ছু বা পাঁচড়া জাতীয় ত্বগুদ্‌ভেদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। সাল্‌ফারের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াবিষয়ে ইহারা অতি স্পষ্ট ও নিশ্চয়াত্মক নিদর্শন। শুষ্ক, জলপূর্ণ, আর্দ্র, পচ্যমান এবং অপচ্যমানভেদে এই সকল ত্বগুদ্ভেদ নানা প্রকারে বিভক্ত। পুরাতন রোগের বিশেষ কারণ সোরাবিষবাষ্পের ক্রিয়া ও লক্ষণ সহ সাল্‌ফারের ক্রিয়া ও লক্ষণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ এবং সাদৃশ্য আছে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত।

banglabooks.in

সাল্‌ফার বিশেষরূপে রসগ্রাহ্যমণ্ডল(Lymphatic glands), সমগ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, বিশেষতঃ চক্ষু, শ্বাসনালী, মূত্রনালী ও সরলান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং যকৃৎশিরামণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার সরলান্ত্রের অধঃ সীমার অর্শরোগোৎপাদক শিরাংশ বিশেষরূপে আক্রমণ করে।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—সাল্‌ফারের ঔষধগুণ পরীক্ষায় ন্যূনাধিক ২০০০ লক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় এরূপ শরীরোপাদন বা শরীরযন্ত্র এবং জৈবক্রিয়া নাই, যাহা কোন না কোন প্রকারে সাল্‌ফার দ্বারা বিধ্বস্ত বা বিচলিত হয় না। রোগচিকিৎসাতেও ইহার তদনুরূপ ব্যাপকতাই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এমন রোগ নাই বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না, যাহার অবস্থা বিশেষে সাল্‌ফারের প্রয়োগ হয় না। এই কারণে প্রায় প্রত্যেক রোগীর চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বে লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিয়া, অন্ততঃ একমাত্রা, কখন বা আবশ্যকানুসারে ততোধিকমাত্রা সাল্‌ফার প্রয়োগ করিতে ডাঃ জার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপ প্রয়োগেই অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করে, অথবা রোগের আগন্তুক লক্ষণরূপ আবর্জ্জনা দূরীকৃত ও প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা আনিত করিয়া অন্য ঔষধের ক্রিয়ার ও আরোগ্যের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়"। এই জন্য অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও যে রোগে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না, অথবা রোগ পুনরাবর্ত্তন করে, এবং যে সকল ত্বক্‌রোগ ও অশ ঔষধ-বিশেষের বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য হইলেও অন্যবিধ অভ্যন্তরীণ রোগোৎপন্ন করে, তাহাতে আমরা সাল্‌ফার ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

মহাত্মা হানিমান "পুরাতন রোগ বা ক্রনিক ডিজজ্‌কে" মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার যে তিন প্রকার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই তিন কারণের মধ্যে

banglabooks.in

সোরা বা কুষ্ঠ এবং তদুৎপন্ন রোগনিচয়ের কারণীভূত সোরারোগবিষবাষ্পের সহিত সাল্‌ফার বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট, এজন্য আমরা এস্থলে কেবল তাহারই বর্ণনা করিব।

হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পর হানিমান দেখিলেন যে, তাঁহার নবাবিষ্কৃত চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অনেক তরুণ রোগ অতি সহজে ও অতি শীঘ্র সমূলে আরোগ্য হইলেও বহুতর পুরাতন রোগ সেরূপ আরোগ্য হয় না। পরে কতিপয় বৎসরের গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের ফলে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সিফিলিস ও গণরিয়ারোগবিষ মনুষ্যের বহিঃশরীরাংশ বিশেষের সংস্পর্শে আসিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে স্থানিক রোগ জন্মায়। উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধরে আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ঐ সকল রোগ সত্বর ও সমূলে আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু এলিওপ্যাথি মতে বহিঃপ্ররোগ দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিলে তাহা অন্তর্ম্মুখী হইয়া বা বসিয়া যাইয়া যথাক্রমে নানাবিধ কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য ধাতুগত উপদংশজ ও পূয-মেহ-জনিত ক্ষত, অস্থিরোগ, বাত ও কণ্ডিলমাটা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। তিনি এই সকল রোগ চিকিৎসার ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ও তদ্দ্বারা চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, পুরাতন রোগ সকলকে আট ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার প্রায় সাত ভাগ তখনও অচিকিৎস্য পর্য্যায় মধ্যে থাকিয়া যায়। তখন তিনি পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বাকার ত্বগুদ্ভেদগুলি ক্রমে কচ্ছু বা পাঁচড়া রোগে (Itch) পরিণত হয়; বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসিত হইলে এই কচ্ছু রোগ প্রকৃত পক্ষে আরোগ্য না হইয়া আক্রান্ত স্থান হইতে অদৃশ্য ও অন্তর্ম্মুখী হয় বা বসিয়া যায়; এবং শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি আক্রমণ করে। এই অন্তর্ম্মুখী কচ্ছু রোগই শ্বাস, কাস, প্রভৃতি বহুবিধ ও অগণ্য পুরাতন রোগের কারণ।

banglabooks.in

এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হইয়া তখন তিনি তাঁহার এই মত সাধারণ্যে প্রকাশ করিলেন এবং হোমিওপ্যাথিশক্তির সাল্‌ফার দ্বারা বহুতর পুরাতন রোগের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাইতে লাগিলেন। সোরা এবং সোরাবিষজনিত বহুসংখ্যক রোগের পক্ষে সাল্‌ফার যে একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা তাঁহার বিশেষ উপলব্ধি হইল। তিনি আরও বুঝিলেন, সোরাবিষজ সকল প্রকার পুরাতন রোগের এতদ্বারা চিকিৎসা হইতে পারে না। তদনুসারে অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা দ্বারা ক্রমে সোরাবিষ প্রশমনকারী অন্যান্য ঔষধও আবিষ্কার করিলেন; তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। এস্থলে জ্ঞাত থাকা উচিত যে, সাল্‌ফার কচ্ছু রোগের প্রাথমিক ক্ষুদ্র জলবিস্বাকার ও তাহার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন অন্যান্য অবয়বের ত্বগুদ্ভেদ উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

সাল্‌ফারের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ প্রয়োগে কচ্ছুরোগ যে অতি সহজে আরোগ্য অথবা অন্তর্হিত হয় তাহা তৎকালের ও তৎপূর্ব্বকালের চিকিৎসক মণ্ডলীতে এবং সাধারণ জনসমাজেও বিদিত ছিল।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষার্থীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

সোরা-রোগ-বিষ-বাষ্প বহুব্যাপক। মনুষ্য মাত্রই প্রায় সোরা-বিষদুষিত বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। সোরা-রোগ-বিষ মনুষ্যের জীবনী বা নিরাময়িক শক্তির সম্যক স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে বা তাহাকে অভিভূত রাখে।

মনুষ্যবিশেষের সাধারণ স্বাস্থ্যের স্ফূর্ত্তি থাকিলে উহা শরীরে যাপ্য ভাবে থাকে, বিশেষ অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় না। কিন্তু অন্যের পক্ষে তরুণ রোগ হইলেও শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ যাপ্য সোরা ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান রোগ কঠিনতর করিয়া তুলে ও নির্ব্বাচিত ঔষধের সহজে ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। আমাদিগের ধারণা এই যে, সোরাবিষদুষিত দুর্ব্বল শরীরই কলেরা, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগের কার্য্যক্ষেত্র। যে ক্ষেত্রে সাল্‌ফার সোরা-বিষের প্রতিষেধক রূপে রোগের প্রশমনকারী,

banglabooks.in

সেক্ষেত্রে লক্ষণসাদৃশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখার প্রয়োজন হয় না। যে স্থলে সাল্‌ফার প্রকৃত হোমিওপ্যাথি প্রণালীর সাক্ষাৎ অনুসরণে রোগারোগ্য করে, তথায় প্রচলিত নিয়মে লক্ষণ-সাদৃশ্য দেখিবার প্রয়োজন। সোরা-দোষ-দূষিত ব্যক্তিদিগের শরীরে জীবনের কোন না কোন অবস্থায়, কখন কচ্ছু বা তাহার বিকৃতিপ্রাপ্ত কোন ত্বক্‌রোগ উৎপন্ন হইয়াছিল কিনা তাহা জানিতে হইবে। বর্ত্তমান লক্ষণ ও রোগীর পূর্ব্ব রোগবিবরণ দ্বারা সোরা দোষ নষ্টকারী ঔষধাদি পরস্পর প্রভেদিত করিতে হইবে। গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা সোরার প্রকারভেদ মাত্র।

সোরা এবং সাল্‌ফারের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেরও ক্রিয়া না হইলে, অথবা ক্রিয়া হইয়া রোগ আরোগ্যোন্মুখ হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করিলে, সাল্‌ফার সোরাদোষ প্রশমিত করিয়া নিরাময়িক শক্তির বা জীবনীশক্তির উত্তেজনা দ্বারা নির্ব্বাচিত ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য করে। বহিঃপ্রয়োগের ঔষধ দ্বারা কচ্ছু প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদ ও অর্শরোগ বসাইয়া দিলে যে সকল রোগ জন্মে, সাল্‌ফার ঐসকল উদ্ভেদাদি পুনরানয়ন করিয়া তাহা আরোগ্য করিয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বর, কলেরা প্রভৃতি কঠিন রোগে সাল্‌ফার সোরাদোষ প্রশমন করিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করে।

যে যে শরীরযন্ত্র ও শরীরোপাদানে সাল্‌ফারের ক্রিয়ায় যে প্রণালীতে যে যে বিশেষ বিশেষ রোগলক্ষণাদি উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল—

শরীরে সাল্‌ফারের ক্রিয়া সর্ব্বব্যাপী। শরীরের এরূপ স্থান নাই, কি এমন যন্ত্র নাই, যাহাতে সাল্‌ফারের ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। মূলতঃ সাল্‌ফার টাইফয়েডপরিবর্ত্তক বা পচনশীল নহে। ইহার

banglabooks.in

প্রাথমিক ক্রিয়ায় গ্রন্থিল বা সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া বৈষম্য-নিবন্ধন সাক্ষাৎভাবে শিরামণ্ডলীর সূক্ষ্মতম অংশ পর্য্যন্ত বিকারগ্রস্ত ও শরীরবিধানের নিগূঢ়তম জীবকোষ (Protoplasm cells) পর্য্যন্ত রোগবিচলিত হয়। ইহার ফলেই সুপরিপাক ও সমীকরণের বিভ্রাট বশতঃ দেহোপাদান মাত্রেরই পুনরুৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া যায়,—শরীর-বিধানের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের বাধা জন্মে, রোগীর শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ই খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়।

সাল্‌ফার কর্ত্তৃক শোণিতসঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষরূপে বিকারগ্রস্ত হয়। ইহার ক্রিয়ায় ধমনীমণ্ডল নিস্তেজ এবং শিরামণ্ডল সতেজ দেখা যায়। শিরার ক্ষুদ্রতম শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত রক্তপূর্ণ, স্থূল ও প্রবল হইয়া শরীরস্থ যন্ত্রমণ্ডলের শিরায় রক্তাধিক্য উৎপন্ন করে। শরীরগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য বশতঃ শরীরের বহির্দ্বার সকল ঘোর লোহিতবর্ণ হয়। ফলতঃ সাল্‌ফারের ক্রিয়া শরীরস্থ শোণিতের পরিমাণের বৃদ্ধি করে না। অধিকাংশ সময়ে কোন প্রকার অভ্যাসগত স্রাবের, (যেমন অর্শের রক্তস্রাবের) রোধই এইরূপ রক্তাধিক্যের কারণ। যকৃচ্ছিরায় রক্তগতির ব্যাঘাত নিবন্ধন যকৃতের ক্রিয়ার জড়ত্ব প্রভৃতি উদররোগ বশতঃ অসমান বা অসমঞ্জস্যীভূত শোণিত সঞ্চলনে শরীরাংশ বা শরীরযন্ত্র বিশেষে অনিয়মিত রক্তগতিই এই প্রকার রক্তাধিক্যের হেতু। পরিপাক-বিভ্রাট নিবন্ধন অপকৃষ্ট রসের সৃষ্টি ও শোণিতসহ সংমিশ্রণ, যকৃৎ-ক্রিয়ার জড়ত্ববশতঃ রক্তে দূষিত পিত্তের বর্ত্তমানতা এবং শিরাশোণিতের নিয়মিত অপকৃষ্টতা ও উত্তেজনাপ্রবণতা প্রভৃতির সমবায় ফল স্বরূপ, অসমঞ্জসীভূত শোণিতসঞ্চলনে মস্তিষ্কে শোণিতোচ্ছ্বাস ঘটে এবং মূর্দ্ধাদেশে এবং বিশেষ করিয়া হস্ত পদতলে ও শরীরে জ্বালা উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মস্তিষ্কের পুষ্টিহানি ও দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইলে উগ্রগুণ অপকৃষ্ট শোণিত মানসিক ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য সহ ক্রোধাদি দুর্ব্বলের সবলতা উপস্থিত হয়। স্রাব,

banglabooks.in

নিঃসরণাদি তীব্রতাবিশিষ্ট ও ক্ষতকর হয়। ত্বকের অপ্রবল প্রদাহ বা উপদাহবশতঃ কচ্ছু ও দদ্রু সদৃশ্য উদ্ভেদ ও তাহাদিগের রূপান্তরিক বিবিধ প্রকারের পীড়কা উপস্থিত হয়।

বিশেষ লক্ষণগুলি এই—স্মরণ শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল, বিশেষতঃ নাম স্মরণ থাকে না; মস্তিষ্কের জড়ভাব; কোন বিষয় চিন্তা করা কঠিন; কথা বলিতে অথবা লিখিতে উপযুক্ত কথা স্মরণ হয় না, অথবা স্মরণ হইলেও যথাস্থানে তাহা সন্নিবেশিত করা যায় না।

নির্ব্বুদ্ধিতাব্যঞ্জক আনন্দ ও দেমাক, মনে করে (স্ত্রীলোক) তাহার সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে; তাহার নিকট ছেঁড়া নেকড়া সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় (আক্ষেপযুক্ত)।

সন্ধ্যাকালে কার্য্য, আমোদ, গল্প অথবা ভ্রমণ প্রভৃতি কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকে না। দিবসে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ও সন্ধ্যাকালে আনন্দিত।

নিজের শরীরোত্থিত বাষ্পের ঘ্রাণের ঘৃণায় বিবমিষার উদ্রেক।

বিষন্নভাব; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অথবা দার্শনিক কল্পনারত; আপন আত্মার সৎগতি বিষয়ে উৎকণ্ঠা; অন্যের অদৃষ্ট বিষয়ে উদাসীন।

রোগী বিরক্ত; উত্তেজনাপ্রবণ; ক্রোধনশীল; উত্তেজনাপ্রবণ মানষিক ভাব; সহজে ক্রোধান্ধ রোগী তখনই অনুতপ্ত; অত্যন্ত একগুঁয়ে, তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া ভাল বাসে না।

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে প্রাতঃকালে উপবেশন অথবা দণ্ডায়মানাবস্থায়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কালে, মস্তক নত করিলে শিরোঘুর্ণন; মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণ কালে শিরোঘুর্ণন; বিবমিষা কালে শিরোঘুর্ণন; দৃষ্টিলোপসহ শিরোঘুর্ণন; শিরোঘুর্ণন কালে বাম পার্শ্বোপতনের উপক্রম; আহারান্তে, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৃদ্ধি।

মস্তক মধ্যে রক্ত ধাবিত হওয়ায় মস্তক নত করিলে, কথা কহিলে এবং

banglabooks.in

মুক্ত বায়ু মধ্যে থাকিলে কর্ণ মধ্যে উচ্চশব্দ ও মুখমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি, উষ্ণ গৃহে উপবেশনে হ্রাস।

উপবেশনাবস্থায় মস্তক উচ্চ করিলে, নিদ্রোত্থিত হইলে এবং কথা কহিলে ললাটদেশের ভারি ও পূর্ণ বোধের বৃদ্ধি; উপবেশনাবস্থায় এবং মস্তক উচ্চে রাখিয়া শয়ন করিলে তাহার উপশম।

আহার করিলে এবং মস্তক নত করিলে মস্তকাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত ছিন্ন করার ন্যায় অথবা সূচিবেধবৎ বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু মস্তকে চাপ দিলে ও মস্তক চালনা করিলে তাহার উপশম; বহির্দ্দেশ হইতে ললাট মধ্যে তীব্র বেধবৎ বেদনা, মস্তক নত করিলে ও আহারে বৃদ্ধি এবং দন্তে দন্ত চাপিলে ও মস্তকচালনায় হ্রাস।

কোন বিষয়ের চিন্তায় অথবা মানসিক শ্রমে ললাটপার্শ্বে চাপ ও মস্তিষ্কমধ্যে আটাভাবের অনুভূতি এবং মূর্দ্ধাদেশে ও ললাটপার্শ্বে বেদনাযুক্ত চনচনি।

মস্তক পশ্চাতে শূন্যবোধ, মুক্তবায়ুমধ্যে ও কথা কহিলে বৃদ্ধি এবং গৃহ মধ্যে হ্রাস. মস্তক মধ্যে টানিয়া ধরা ও ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি; প্রতিদিন মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা; রজনীতে দপদপানি শিরঃশূল; সপ্তাহিক অথবা দ্বিসপ্তাহিক দুর্ব্বলক রবমনযুক্ত শিরঃশূল; বেদনার প্রকৃতি ছিন্ন ভিন্ন করার ন্যায়, অজ্ঞানকর এবং অসাড়তাবোধক। প্রত্যেক পদক্ষেপ মস্তকের বেদনাদায়ক।

মস্তকাবরক ত্বগাদির লক্ষণ—শুষ্ক শিরোদদ্রু, কেশের অত্যধিক স্খলন; স্পর্শে কেশমূলে বেদনা; মস্তকের অত্যধিক কণ্ডুয়ন; মস্তকের ত্বকে ও ললাটে বেদনা ও তাহা প্রদাহযুক্ত এবং কণ্ডুয়নশীল; পীড়কা; আর্দ্র ও দুর্গন্ধযুক্ত পীড়কা; গাঢ় পূয়পূর্ণ ও হরিদ্রাভ মামড়ি রক্তস্রাবযুক্ত থাকে এবং জ্বালা করে; দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শিশুদিগের ব্রহ্মরন্ধ্রের অস্থি অসম্পূর্ণাবস্থায় থাকে।

banglabooks.in

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে পতর অথবা ব্যাণ্ডেজ জড়ান থাকার ন্যায় বোধ।

গতিদ স্নায়ুরোগে শিশু লম্ফ প্রদান করে, চমকিয়া উঠে এবং ভয়ানক ক্রন্দন করে। সর্ব্বশরীরে পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ সহ ঝাঁকি; কম্প ও অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কথা কহিলেও ক্লান্তি; পথ্য করিবার পর অথবা রাত্রিজাগরণে দিবসের মধ্যে বারম্বার দুর্ব্বলকর মূর্চ্ছার ন্যায় আক্রমণ ও অত্যন্ত নিদ্রালুতা; অসংযত পদবিক্ষেপ ও হস্তের কম্পন; ঋজু ভাবে চলিতে পারে না, ঘাড় নত করিয়া চলে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাটে দর্শনেন্দ্রিয়ের দৃষ্টির অভাব; গ্যাসের আলোকের অথবা প্রদীপশিখার চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্মণ্ডল দৃষ্ট; ঘর্ম্ম হইবার সময় আলোক সহ্য করিতে পারে না; গুম্‌সা আবহাওয়ায় সূচিবেধের ন্যায় বেদনা সহ আলোকাসহিষ্ণুতা; কর্ণ মধ্যে গুন গুন অথবা শোঁ শোঁ শব্দ, কর্ণ মধ্যে জল থাকার ন্যায় টল টল ভাব; নাসিকার সম্মুখে পুরাতন সর্দ্দির স্রাবের ন্যায় ঘ্রাণ; প্রাতঃকালে জিহ্বার আস্বাদ অম্ল, তিক্ত, মিষ্ট, কখন বা মন্দ বা ঘৃণাজনক।

শান্তিহীন গাঢ় নিদ্রা; কুন্থনের বিরতি হইলে শিশু নিদ্রিত; অপরাহ্ণ এবং সূর্য্যাস্তের পরে শিশু নিদ্রালু, কিন্তু রজনীতে নিদ্রা হয় না; সহজেই নিদ্রাভঙ্গ, অল্প অল্প করিয়া ঘুমায়, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে নিদ্রা যায়; নিদ্রাকালে উচ্চ স্বরে কথা বলে; নিদ্রাকালে শরীরের ঝাঁকি ও পেশীর আনর্ত্তন, শিশু চমকাইয়া অথবা চীৎকার সহ জাগিয়া উঠে, স্পষ্ট এবং উৎকণ্ঠাময় স্বপ্ন দেখে।

রোগীর মুখাবয়ব পাণ্ডুর এবং জরাগ্রস্ত; মুখ পাণ্ডুর, চক্ষু বসা এবং তাহার চতুপার্শ্ব নীলবর্ণরেখাযুক্ত; মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ ও কলঙ্কময়; গণ্ডের সীমাবদ্ধ স্থান লোহিতাভ; মুখমণ্ডল নানা বর্ণে চিত্রবিচিত্র; চিবুকে বেদনাযুক্ত চিপিটিকা।

banglabooks.in

চক্ষুর অত্যধিক ব্যবহারে চিত্রপত্রের বা রেটিনার (Retina) প্রদাহ ও অপ্টিক্ স্নায়ুর রক্তাধিক্য; কর্ণিয়ার উপরে এবং চতুঃপার্শ্বে সপূয়ফুসফুড়িযুক্ত প্রদাহে চক্ষু হইতে জলস্রাব; কর্ণিয়াতে সমতল ও গভীর ক্ষত, প্রগাঢ় রক্তিমা এবং অত্যন্ত আলোকা-সহিষ্ণুতা; প্রদাহ বশতঃ চক্ষুর অথবা চক্ষুপুটের কণ্ডুয়ন, চনচনি, জ্বালা এবং বালি পড়ার অনুভূতি; চক্ষুপুটের কিনারায় ক্ষত, চক্ষুপুটের স্ফীতি, বেদনা ও চনচনি; চক্ষু ধৌত করিলে তাহার বৃদ্ধি; গৃহমধ্যে চক্ষু শুষ্ক থকে, মুক্ত বায়ুমধ্যে চক্ষু হইতে জল পড়ে; রজনীতে চক্ষু জুড়িয়া থাকে; প্রাতঃকালে আক্ষেপ সহ চক্ষুপুটদ্বয়ের পরস্পর আকৃষ্টতা।

বাম কর্ণে হুলবেধবৎ বেদনা; বাম কর্ণে অধিকতর দুর্গন্ধময় পূয় জন্মে; প্রত্যেক অষ্টম দিবসে কর্ণ হইতে শ্লেষ্মাস্রাব; শিশুদিগের কর্ণ অত্যন্ত লালবর্ণ।

প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণ ৩ টার সময় নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ও শিরো-ঘূর্ণনের পরে স্পর্শে নাসিকা বেদনাযুক্ত; নাক ঝাড়িলে রক্ত পড়ে; সর্দ্দিজন্য নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে জালাকর জলস্রাব; মুক্তস্থানে সর্দ্দি জালাকরস্রাবযুক্ত, গৃহমধ্যে শুষ্ক; বহুদিন হইতে এক অথবা দুই নাসিকাই রুদ্ধ; নাসিকাভ্যন্তরে শুষ্ক ক্ষত অথবা মামড়ি; নাসিকার স্ফীতি ও রক্তিমা; লোহিত বর্ণ নাসিকোপরি চিত্র-বিচিত্র কলঙ্ক ও কৃষ্ণ-বর্ণ লোমকূপ।

মুখের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোস্কাকার উদ্‌ভেদ্ (Herpes); ওষ্ঠের, বিশেষতঃ শিশুদিগের ওষ্ঠের উজ্জ্বল রক্তিমা; ঊর্দ্ধৌষ্ঠের বিশেষ প্রকারের স্ফীতি; ওষ্ঠ শুষ্ক, কর্কশ ও ফাটা; ওষ্ঠের জ্বালা, আনর্ত্তন ও কম্প।

স্পর্শে দন্তে অসহ্য বেদনা; দন্ত অতি দীর্ঘ থাকার অনুভূতি; বাম পার্শ্বের দন্তে ছিন্নবৎ বেদনা; দন্তাভ্যন্তরে দপদপানি ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা, তাপে বৃদ্ধি; মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং কর্ণে সূচিবেধবৎ

banglabooks.in

বেদনাসহ মুক্তবায়ুতে, সামান্য দমকাবায়ু সংস্পর্শে, রজনীতে শয্যায়, অথবা শীতল জলে ধৌত করণে দন্তের বেদনা; শিথিল দন্তে বেদনার অনুভূতি। স্ফীত দন্তমাড়িতে আঘাতিতবৎ বেদনা; দন্তমাড়ির রক্তস্রাব।

বিশেষতঃ তরুণ রোগে, শুভ্র জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারা লোহিত বর্ণ; জিহ্বার মধ্যভাগ শুভ্র অথবা হরিদ্রাভ কটা ও শুষ্ক; জিহ্বা প্রাতঃকালে লেপযুক্ত থাকে, কিন্তু দিবসে পরিষ্কার হইয়া যায়।

প্রচুর লালাস্রাবে মুখের বমনোদ্রেককর আস্বাদ, রোগী "মনে করে (স্ত্রীলোকে) এই বিবমিষাকর মুখলালাই তাহার সকল কষ্টের কারণ" অধিকাংশ সময়ে আহারান্তে মুখের দুর্গন্ধ; মুখাভ্যন্তরে ফোস্কা জন্মে।

গলমধ্যে কোন বস্তুখণ্ড থাকার অনুভূতি। গলমধ্যের শুষ্কতা। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় গলমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। গলাধঃকরণের সময় গলদেশের বেদনাযুক্ত সঙ্কোচন। অম্লোদ্গারে গলদেশের জ্বালা; গলমধ্যে এক গাছি কেশ থাকার অনুভূতি। প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম পার্শ্বের গলক্ষতে অত্যন্ত জ্বালা এবং শুষ্কবোধ। তালুর পশ্চাৎ পার্শ্ব ঝুলিয়া পড়ে; তালু ও টন্‌সিল স্ফীত, গলাভ্যন্তর শুষ্ক দেখায়। তালুর অর্দ্ধ-গোলাকার কিনারার পশ্চাদ্ভাগ ক্ষতযুক্ত অথবা খসিয়া পড়ার অবস্থা।

ক্ষুধার বিকারাবস্থায় শিশুদিগের খাদ্যে অত্যন্ত লালসা জন্মে; অধিক জলপান ও অম্ল আহার; বিয়ার ও ব্র্যাণ্ডি মদ্যে লালসা; মিষ্টান্ন ভোজনে ইচ্ছা, কিন্তু ভোজন করিলে রোগ জন্মে; দুগ্ধ সহ্য হয় না, তাহাতে মুখে অম্লাস্বাদ ও অম্লের উদ্গার; মাংসে ঘৃণা; অল্পাহারেই আমাশয়ে পূর্ণ বোধ।

আমাশয়োপরি চাপ দিলেই উদ্গার উঠে; উদ্গার কখন শুষ্ক কখন ভুক্ত বস্তুর আস্বাদযুক্ত ও অম্ল; আহারান্তে উদ্গার ও হিক্কা; অম্ল,

banglabooks.in

ভুক্ত এবং পীত বস্তুর উদ্‌গীরণ। সন্ধ্যাকালে, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ভুক্তবস্তুর বমন; বমনে প্রথমে জলীয় পদার্থ, পরে ভুক্তবস্তু ও অম্ল এবং অবশেষে রক্ত উঠে; প্রত্যেক বার আহারের পর এবং প্রাতঃকালে বিবমিষা।

আমাশয়প্রদেশ চাপে বেদনাযুক্ত। পূর্ব্বাহ্ন ১১ টার সময় আমাশয়ের স্পষ্ট দুর্ব্বলতা, আমাশয়ে শূন্যতার বা তথায় কিছু না থাকার এবং মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতি। সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ আহারান্তে, আমাশয়োপরি চাপবোধ।

যকৃৎপ্রদেশে সূচিবেধবৎ অথবা চাপ পাওয়ার ন্যায় বেদনা; যকৃৎ স্ফীত ও কঠিনস্পর্শ; প্লীহায় সূচিবেধবৎ বেদনা, গভীর শ্বাসগ্রহণে ও ভ্রমণে বৃদ্ধি; কাসিলে উদরের বামপার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

বোধ হয় যেন অন্ত্র গিটে গিটে আবদ্ধ আছে, সম্মুখে নত হইলে তাহার বৃদ্ধি; অন্ত্র খালি থাকার ন্যায় গড় গড় করে; উদরের বাম পার্শ্বে বায়ু জন্মিয়া তথায় ভারি ও পূর্ণ বোধ; কোষ্ঠবদ্ধ; আহার ও পানান্তে উদরশূল নিবন্ধন রোগী বক্র হইতে বাধ্য, মিষ্টবস্তু আহারে তাহার বৃদ্ধি; উদর স্পর্শজনিত বেদনায় উদরমধ্যে "কাঁচাঘায়ের" ও ক্ষতবৎ বেদনার অনুভূতি; কুচকীদেশের গ্রন্থির বেদনাযুক্ত স্ফীতি; শিশুদিগের উদর বৃহৎ ও অঙ্গাদি শীর্ণ।

সাল্‌ফারের বিষ্ঠা এতই পরিবর্ত্তনশীল যে অধিকাংশ ঔষধের বিষ্ঠা সহই ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। বিষ্ঠা কটা, জলবৎ, মলসংযুক্ত; সবুজ আমময়; রক্ত ও আমযুক্ত; অজীর্ণভুক্তবস্তুযুক্ত; বুদ্‌বুদযুক্ত; অম্ল; পরিবর্ত্তনশীল এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট—এইরূপ বহুপ্রকারের বিষ্ঠা। রজনীতে উদরশূল ও কুন্থন সহ জলবৎ শুভ্র আমযুক্ত ও অম্লঘ্রাণ মলত্যাগ; প্রত্যূষে বেদনাহীন অদম্য বেগ বশতঃ রোগী শয্যা হইতে দৌড়াইয়া মলত্যাগ করিতে যায়; দুর্গন্ধ জলবৎ মলের অসাড়ে নিঃসরণ; মলত্যাগের

banglabooks.in

প্রকৃতিতে কখন কখন অনুমান হয়, যেন দুর্ব্বলতাবশতঃ অন্ত্র বিষ্ঠা ধারণে অক্ষম।

রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠার গন্ধ লাগিয়া থাকায় বোধকরে যেন সে পরিহিত বস্ত্রে মলত্যাগ করিয়াছে।

রজনীতে উদরশূল এবং অতি প্রবল কুন্থনসহ আমরক্ত রোগের ন্যায় মলত্যাগ, বিষ্ঠা মিশ্রিত আম সূত্রাকার ও রক্তকলঙ্কযুক্ত; পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ; পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়; কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, গিঁট গিঁট ও অপ্রচুর; মলত্যাগের পর ছুরিকাঘাতবৎ বেদনা মলদ্বার হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখীন হয়; সমস্ত দিনই মলদ্বারে দপদপানি বেদনা; মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, জ্বালা এবং হুলবেধবৎ বেদনা; স্ফীত মলদ্বার ক্ষতবৎ ও সূচিবেধবৎ বেদনা করে; মল তীব্র ও ক্ষতকর।

মূত্ররোধ; রজনীতে বারম্বার অধিক পরিমাণ মূত্রস্রাব; গুহ্যবায়ু রোগের আক্ষেপান্তর প্রভূত পরিমাণ বর্ণহীন মূত্রত্যাগ; রজনীতে শয্যায় মূত্রত্যাগ; পূতিগন্ধবিশিষ্ট মূত্রের উপরিভাগে বসার ন্যায় সর; মূত্রত্যাগ করিতে মূত্রনালীর বহিঃদ্বার জ্বালা করে; মূত্রদ্বারের রক্তিমা ও প্রদাহ। বেদনাযুক্ত মূত্রবেগে অত্যন্ত কুন্থনসহ রক্তময় মূত্রত্যাগ; মূত্রনালী হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ।

পুংজননেন্দ্রিয়রোগে মূত্রনালীর জ্বালাসহ জননেন্দ্রিয় হইতে অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন, লিঙ্গ শীতল; সঙ্গমশক্তির দুর্ব্বলতা এবং ধ্বজভঙ্গ।

লিঙ্গাগ্রত্বগের স্ফীতি, প্রদাহ, গভীর ফাটা, জ্বালা ও রক্তিমাসহ মুদা রোগ (Phymosis); গভীর, পূয়স্রাবী ক্ষতে লিঙ্গমুণ্ড ও চর্ম্মের কিনারা শোথযুক্ত; মুদা হইতে দুর্গন্ধ পূয়স্রাব; অণ্ডকোষ শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। জননেন্দ্রিয় প্রদেশে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম; অণ্ডকোষচর্ম্মের ক্ষতবৎ বেদনা ও

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে ঋতু বিলম্বে হয় ও অল্প সময় থাকে, অথবা ঋতুরোধ

banglabooks.in

ঘটে; ঋতুশোণিত ঘন, কৃষ্ণবর্ণ, তীব্রগুণবিশিষ্ট ও অম্লঘ্রাণ এবং উরুদেশে লাগিলে হাজাকর; ঋতুর পূর্ব্বে শিরঃশূল, সন্ধ্যাকালে কাসি এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ঋতুসময়ে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব; মস্তকে রক্তধাবন এবং দুর্ব্বলকর মূর্চ্ছা ভাবের আক্রমণ; বস্তিকোটরের যন্ত্রনিচয় জননেন্দ্রিয়াভিমুখে ঠেল মারে; শ্বেত প্রদরে উদরের বেদনা হইয়া বিদাহী হরিদ্রাভ শ্লেষ্মার স্রাব। রোগিণী যোনির জ্বালায় ক্বচিৎ স্থির থাকিতে পারে; সঙ্গমকালে যোনিমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনার অনুভূতি; যোনিকপাটোপরি ফুস্কুড়ি জন্মিলে অতি বিরক্তিকর চুলকনা; বস্তিমধ্যে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা ও জননেন্দ্রিয়াভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা বোধ।

স্বরযন্ত্র বিকারে বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মাসহ কর্কশ ও গলাভাঙ্গা স্বর; স্বরবদ্ধ হইয়া যায়, কথা কহিলে ক্লান্তি জন্মে ও বেদনা হয়; বাম বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীরবেধবৎ বেদনা; সর্দ্দি জন্য নাসিকাস্রাব, শীত, বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতভাব এবং কাসি।

বাহু পশ্চাদ্দিকে বক্র করিলে ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষের পীড়িতভাব; প্রতিরাত্রে শ্বাসরোধাবেশ হওয়ায় গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত করার আবশ্যকতা। শ্বাসকষ্টসহ প্রত্যক্ষ হৃদ্‌স্পন্দন হইতে থাকে; শ্লেষ্মানিষ্ঠীবনের পরে বক্ষাভ্যন্তরের ঘড়ঘড়ির বৃদ্ধি।

শুষ্ক, শ্বাসরোধকর কাসি; বক্ষ অথবা বাম স্ক্যাপুলাস্থির অধঃদেশে সূচি-বেধবৎ বেদনা ও খুকখুক এবং ক্ষুদ্র শুষ্ক কাসি; স্বরভঙ্গ, গলদেশের শুষ্কতা ও জলবৎ সর্দ্দিসহ শুষ্ক কাসি; বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি ও কাসি; বক্ষের ক্ষতবৎ বেদনা ও চাপসহ কাসি; ঘন শ্লেষ্মানিষ্ঠী-বনসহ কাসি; ট্রেকিয়া বা শ্বাসনালী মধ্যে ঘড়ঘড়ি ও স্বরভঙ্গ হইলে চাপ চাপ, সবুজাভ ও মিষ্টাস্বাদ শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন, কাসিতে রক্তযুক্ত পূযের নিঃসরণ।

banglabooks.in

কাসিলে পিষ্ট অথবা ছিন্নবৎ মাথাব্যথা, কখন বমন এবং উদরশূল; একসময়ে পরপর দুইবার করিয়া হুপ-শব্দকর আক্ষেপিক কাসি; কাসির আরম্ভ হইলে অতি ঘন ঘন কাসি।

স্বরযন্ত্রমধ্যে যেন কেশ বা ক্ষুদ্র ও কোমল পালকের শুড়শুড়ি; কাসিলে সাধারণতঃ অম্লাস্বাদ, কখন বা পচা, স্বাদহীন অথবা লবণাক্ত কিম্বা পচাক্ষতের বা পুরাতন সর্দ্দির স্রাবের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ রক্তময়, পীতাভ, সবুজ অথবা পুযাকার কিম্বা দুগ্ধবৎ শুভ্র এবং জলবৎ তরল শ্লেষ্মা প্রাতঃকালে এবং দিবসে নিষ্ঠুত, সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে কিছুই উঠে না।

ফুসফুসের রক্তাধিক্য; বোধ যেন দক্ষিণবক্ষাভ্যন্তরে একখণ্ড বরফ রহিয়াছে; সূচিবেধবৎ বেদনা বক্ষ ভেদ করিয়া বাম অংসফলকাস্থি পর্য্যন্ত যায় এবং চিতভাবে শয়নে ও সামান্য শরীরচালনায় বৃদ্ধি; বক্ষ অধিক উচ্চ করিলে অথবা ফুসফুসের প্রদাহের পর বক্ষে বেদনা; বক্ষের জ্বালা মুখমণ্ডলে যায়; কাসিলে অথবা গভীর শ্বাসগ্রহণে বক্ষবেদনা হওয়ায় বোধ যেন বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যাইবে।

সন্ধ্যাকালে শয়নাবস্থায় ও কথা কহিতে বক্ষমধ্যে দুর্ব্বলতা বোধ।

সিঁড়ি বাহিয়া উপরতলায় যাইতে অথবা পাহাড়ে উঠিতে হৃদ্বেপন (Palpitation of the heart); বোধ যেন হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি জন্মিয়াছে।

নাড়ী পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ এবং দ্রুত, কখন কখন ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে বোধ যেন কশেরুকাস্থিগুলি পরস্পর পরস্পরের উপর দিয়া মৃদুভাবে যাতায়াত করিতেছে; বিশেষতঃ পশ্চাতে বক্র হইলে, গ্রীবাকশেরুকামধ্যে বিদারণবৎ কড়কড় শব্দ; গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠের কঠিনতা; শয্যা হইতে উত্থিত হইতে কটিদেশে বেদনা; কটিদেশের চর্ব্বণবৎ বেদনা; অংশফলকাস্থিতে সূচিবেধবৎ বেদনা; গুরু বস্তু

banglabooks.in

উত্তোলনকালে শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন কটিদেশের বেদনা ; মেরুদণ্ডের বক্রতা ও কশেরুকার কোমলতা।

বাম স্কন্ধে মোচড় লাগা অথবা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা ; স্কন্ধে, বিশেষতঃ বাম স্কন্ধে রসবাতের ন্যায় বেদনা ; বিশেষতঃ রজনীতে স্কন্ধে ও স্কন্ধসন্ধিতে ছিন্নভিন্নবৎ বেদনা ; বাহু ও হস্তের আকুষ্টতা এবং ছিন্নবৎ বেদনা ; কক্ষতলে লশুনের ন্যায় ঘ্রাণবিশিষ্ট ঘর্ম্ম ; হস্তে, বিশেষতঃ হস্তাঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে, অঙ্গুলির সন্ধির উপরে এবং করতলে গভীর বিদারণ ; অঙ্গুলিতে স্থূল ও লোহিতবর্ণ পাঁকুই বা শীত-স্ফোটক ; প্রাতঃকালে অঙ্গুলির অসাড়তা ; নখমূলের উল্টাচর্ম্ম ; হস্ত পদের শীতলতা।

ভ্রমণকালে নিম্নাঙ্গে গুরুত্বানুভূতি ; জানুদেশের শুভ্র অথবা লোহিত-বর্ণ স্ফীতি ; জানুসন্ধিমধ্যে রসসঞ্চয় ; জানু এবং গুলফ-সন্ধির কাঠিন্য ; রজনীতে পায়ের ডিমের খল্লীসহ কখন কখন উদরাময় ; প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে পদতলের খল্লী ; পদতলের জ্বালা হওয়ায় রোগী পদ অনাবৃত করিতে চাহে ; পদতল শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত।

অঙ্গাদির সন্ধিস্থানে পাঁকুই (Chilblain) হওয়ায় সন্ধির উপরিভাগ ফাটিয়া যায় ; অঙ্গাদিতে কড়া বা কীণ জন্মিয়া কনকনানি ও হুল বেঁধার ন্যায় বেদনা ; অঙ্গাদিতে ঝিন্‌ঝিনি ; শরীরের ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশী এবং সন্ধির ছিন্নবৎ বেদনা ; সন্ধির দুর্ব্বলতা, করকরানি এবং স্ফীতি ; সন্ধিতে গাউট অথবা রসবাতের ন্যায় বেদনা এবং কখন স্ফীতি থাকে কখন থাকে না। পালকপূর্ণ গাত্রবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে অঙ্গাদির বেদনার বৃদ্ধি।

সাল্‌ফারের ত্বগুদ্ভেদ বিশেষরূপে শিক্ষিতব্য বিষয়, কেননা তদ্দ্বারা ইহাকে অনেকাংশে অন্যান্য সোরিক ঔষধ হইতে প্রভেদিত করা যাইতে পারে। শরীরের মৃদুকম্পভাবসহ সুখবোধক কণ্ডূয়ন ও গুড়গুড়ি উপস্থিত হয়,

banglabooks.in

কিন্তু চুলকাইলে জ্বালা ও ক্ষতবৎ বেদনা করে (কার্ব্বো এ,)। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্বাকার ও ফোস্কার ন্যায় উদ্‌ভেদ অত্যন্ত চুলকায় ও জ্বালা করে (ক্রোটন টি, মার্কু, রাস্)। শয্যাতাপে চুলকানির বৃদ্ধি (এলাম, মার্ক, মেজি, পাল্‌স)। শরীরোপরি পিপীলিকা বিচরণের অনুভূতি। শরীর সামান্যরূপে কর্ত্তিত হইলে অথবা আঘাত পাইলে আক্রান্ত স্থানে প্রদাহ ও পূয়সঞ্চার (বোরাক্‌স, ক্যাম, গ্র্যাফা, হিপার, সিলিক)। ত্বকের ভাঁজের মধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা (গ্র্যাফা, হাইড্রাষ্টিস্, ইগ্নে, লাইক, মার্ক)। ক্ষতের কিনারা বিবর্দ্ধিত মাংসবিশিষ্ট, সহজেই তাহা হইতে রক্তস্রাব (এসাফি, মার্ক, মেজি); ক্ষতের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি ও ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ পূয়ের নিঃসরণ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

রোগলক্ষণ উৎপাদন এবং রোগচিকিৎসায় সাল্‌ফারের ক্ষমতা যেরূপ বহুবিস্তৃত, ইহার অধিকাংশ রোগজ লক্ষণ, রোগীর ধাতু-প্রকৃতি এবং শারীরিক গঠনাদিরও অসাধারণ বিশেষতা থাকায় ইহার প্রদর্শক লক্ষণের সংখ্যাও তদ্রূপ বিস্তর। ফলতঃ সালফারের লক্ষণসমষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত রোগচিকিৎসায় ইহাদ্বারা সম্যক ফললাভের আশা সুদূরপরাহত।

ধূলামাটি প্রভৃতি ময়লা বস্তু দ্বারা শরীর অপরিষ্কার রাখা ও ত্বক্‌রোগপ্রবণতা।—স্বভাবতঃই কোন কোন লোকের দেহ পরিষ্কার রাখিবার অভ্যাস থাকে না, এবং তাহারা সর্ব্বদাই পাঁচড়া প্রভৃতি ত্বক্‌রোগগ্রস্ত থাকে। তাহাদিগকে দেখিলেই আমাদিগের সাল্‌ফারের বিষয় স্মরণ হয়। সোরিনাম এস্থলে ও অন্যান্য অনেক স্থলেই সাল্‌ফারের সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও সাল্‌ফারের জ্বালা, শোণিতোচ্ছ্বাস, শরীর-গহ্বরদ্বারের রক্তিমা প্রভৃতি সোরিতে নাই। অপরন্তু, চিন্তা করিয়া

banglabooks.in

দেখিলে সাল্‌ফার ও সোরির ত্বক্‌রোগমধ্যেও বিশেষ প্রভেদ দৃষ্টি-গোচর হইবে। ইহাদিগের অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণাদি নিম্নে লিখিত হইল।

শিশুর স্নানে ও গাত্রধৌতকরণে অনিচ্ছা বা অসহিষ্ণুতা।—সাল্‌ফাররোগী উষ্ণ কি শীতল কোন প্রকার জলেই স্নানাদি করিতে অশক্ত। ইহা সাল্‌ফারের অনন্যসাধারণ লক্ষণ বলিলেও চলে। এ ষ্টম ক্রুড রোগীর শীতল জলে স্নানাদি অসহ্য।

শ্বাসরোধের অনুভূতি বশতঃ গৃহদ্বার এবং বাতায়ন-পথ মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা।—এই লক্ষণবশতঃ রোগীর এতাদৃশ কষ্টানুভূতি যে তীক্ষ্ণ শীতের সময়ও রোগী রুদ্ধদ্বার গৃহে থাকিতে পারে না। সাল্‌ফারের পুরাতন রোগীতে ইহা সর্ব্বদা লক্ষিত। ফলতঃ এই সকল রোগীর অধিকতর গাত্রদাহ থাকিলেও বক্ষমধ্যে শোনিতোচ্ছ্বাস প্রধানতঃ এই শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌কম্প লক্ষণের কারণ বলিয়া অনুমিত।

কণ্ডুয়নে শরীরের মৃদু কম্পভাববিশিষ্ট সুখানুভূতি; চুলকাইলে স্বস্তি, পরে জ্বালা।—ইহাই সাল্‌ফারকণ্ডুর সাধারণ প্রকৃতি। সোরিণাম কণ্ডুর আগে এইরূপ সুখবোধক অনুভূতি ও পরে জ্বালার কোন প্রাধান্য নাই। কিন্তু তাহাতে চুলকাইবার প্রবৃত্তি অধিকতর, চুলকাইয়া রক্ত নির্গত করিলেও সহজে তাহার নিবৃত্তি হয় না।

যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন ও প্রয়োগেও রোগের উপশম অথবা স্থায়ী উপকার না হওয়া।—নিঃসন্দিগ্ধ রূপে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও যখন বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি না হয় তখনই, বিশেষতঃ পুরাতন রোগে, সাল্‌ফার ও সোরিনাম্ আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। শিক্ষার্থীদিগের জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে সাধারণ

banglabooks.in

ঔষধনির্ব্বাচনবিষয়ে যেরূপ রোগীর লক্ষণসাদৃশ্য ও ধাতুপ্রভৃতির প্রতি নির্ভর করা সফলতার মূল, সোরিক ঔষধ সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম তদ্রূপই নিষ্ফলতার মূল। তথাপি সন্দেহস্থলে সচরাচর সাল্‌ফারই অগ্রগণ্য, কেননা ইহার কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। সাল্‌ফার নিষ্ফল হইলে সোরি প্রযোজ্য।

রোগের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।—যে সকল রোগ স্পষ্ট কারণ ব্যতীত, অতি উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও স্থায়ীরূপে আরোগ্য না হয় এবং বারম্বার প্রত্যাবর্ত্তন করে অথবা আরোগ্য হইবার উপক্রম হইয়াও পুনঃ বৃদ্ধির ভাব ধারণ করে, তাহাদিগের পক্ষে সাল্‌ফার একমাত্র মহৌষধ। সাল্‌ফার দ্বারা সোরাদোষ দমনানন্তর উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে রোগ সহজে আরোগ্য হয়, কখন বা অন্য ঔষধের প্রয়োজনও হয় না।

শরীরগহ্বরের বহির্দ্বারসকলের রক্তিমা।—ওষ্ঠ, কর্ণ, চক্ষুপুট, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বার সকলই প্রায় সিন্দুরবৎ লোহিত বর্ণ। একযোগে এতগুলি বহির্দ্বারের রক্তিমা অন্য ঔষধে বিরল।

নিঃসরণমাত্রই তীব্র এবং হাজাকর গুণবিশিষ্ট।—মল, মূত্র, ঋতুশোণিত, প্রদর এবং পূয় প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নিঃসরণই নিকটস্থ শরীরস্থানের সংস্পর্শে আসিলে জ্বালা উপস্থিত করে ও ঐ স্থান হাজিয়া যায়। অন্যান্য ঔষধেও নিঃসারণের ন্যূনাধিক জ্বালা ও হাজাকর শক্তি আছে, কিন্তু একই কালে সর্ব্ববিধ নিঃসরণের এরূপ গুণ ও বাহির্দ্বারসকলের রক্তিমার যুগপৎ উপস্থিতি অন্য ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

জ্বালার অনুভূতি।—নিঃসারণমাত্রেরই তীব্রতাবশতঃ তৎ-সংসৃষ্ট বহিঃশরীরাংশ ও শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রমণ্ডলের দাহকর জ্বালা এবং ক্ষত ও গলিত উদ্ভেদাদির জ্বালা সাল্‌ফারের মর্ম্মগত প্রদর্শক। জ্বালা অনেক ঔষধেই আছে কিন্তু এরূপ সর্ব্বব্যাপী দাহ অন্য ঔষধে বিরল।

banglabooks.in

আর্সেনিক ও ফস্‌ফরাসের জ্বালার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে, তাহা ফস্‌ফরাসে বিবৃত হইবে। তরুণ, পুরাতন উভয়বিধ রোগেই এই জ্বালা বর্ত্তমান থাকিতে পারে, কিন্তু পুরাতন রোগের জ্বালায় সাল্‌ফারের এবং তরুণের পক্ষে আর্সের প্রাধান্য দেখা যায়।

শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে সাল্‌ফারজ্বালার বিশেষতা লক্ষিত হয়, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। মূর্দ্ধাদেশের অবিশ্রান্ত জ্বালা, মস্তকের বহিরভ্যন্তরের জ্বালা, বেদনা ও চিড়চিড়ি ভাব সহ চক্ষুর জ্বালা, মুখগহ্বরের রসপূর্ণ ফুসকুড়ির জ্বালা। শুষ্কতাসহ দক্ষিণপার্শ্ব হইতে বামে ধাবিত গলাভ্যন্তরের জ্বালা; মুখমণ্ডলে ধাবিত বক্ষের জ্বালা; তাপোচ্ছ্বাস সহ সর্ব্বশরীরের ত্বকের জ্বালা; উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানের জ্বালা (ফস্, লাইক), হস্তপদের অত্যধিক জ্বালাবশতঃ রোগী তাহা বস্ত্রাবৃত রাখিতে পারে না, শয্যার বাহিরে আনিয়া শীতল স্থান ও বস্তুসহ সংলগ্ন করে; ক্যামর হস্তপদের জ্বালা রজনীতে; মেডর্হাইনামের হস্তপদের জ্বালায় রোগী তাহা অনাবৃত করে ও পাখার বাতাস চাহে।

পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, শূন্যভাব ও তথা হইতে মূর্চ্ছাভাবের অনুভূতি।—রোগী নিয়মিত আহারের কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না; দিবসে বারম্বার দুর্ব্বলতা ও মূর্চ্ছাভাবের আক্রমণ হইতে থাকে। মধ্যরজনীতে সোরিনাম-রোগী অতি ক্ষুধাবশতঃ আহার করিতে বাধ্য হয় (দ্রিঃ খঃ সিপিয়া পৃঃ ২৮৭—২৮৯)।

তাপোচ্ছ্বাস সহ মূর্চ্ছার ভাবের অথবা দুর্ব্বলতার আক্রমণের, অল্প ঘর্ম্মান্তে তিরোধান। এরূপ ভাব দিবসে হইয়া থাকে (দ্রিঃ খঃ সিপিয়া পৃঃ ২৮৪—২৮৬)।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—উন্মাদ রোগ, বিষাদোন্মত্ততা, অবসাদবায়ু (Hypochondriasis)।—মানসিক বিকারের পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার বহুবিস্তৃত প্রয়োগ থাকিলেও ইহা দ্বারা স্বাধীনভাবে রোগচিকিৎসার সংখ্যা অধিকতর নহে। ধাতু-সংশোধন ও অস্পষ্ট রোগ লক্ষণ পরিস্ফুট করিয়া অন্য ঔষধের নির্ব্বাচন এবং ক্রিয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান কার্য্য।

উগ্রতা ও প্রবলতাবিশিষ্ট ভয়াবহ উন্মত্ততায় ইহা কার্য্যকরী নহে। ইহা মৃদুভাবাপন্ন রোগের ঔষধ। মানসিক নিস্তেজ ভাব, দুঃখ, নৈরাশ্য এবং কৌতুকজনক আনন্দানুভূতি প্রভৃতি ইহার লক্ষণের প্রকৃতি। পুরাতন রোগে সাল্‌ফার একুনাইটের প্রতিনিধিস্বরূপ, অর্থাৎ উন্মাদ রোগে উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি যখন দুঃখ-নৈরাশ্যাদিরূপ শান্ত ও মৃদুভাবাত্মক হয় তখন সাল্‌ফারই ঔষধ, রোগী ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ ও ব্যবহার করিলে একন প্রযোজ্য।

মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীতেই সাল্‌ফারের ধাতুগত ও শারীরিক প্রকৃত্যাদি অতি স্পষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। একহারা, অসহিষ্ণু এবং কাসরোগপ্রবণ ব্যক্তিগণ সাল্‌ফারের ক্রিয়াক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তি নিতান্ত অপরিষ্কার ও অপবিত্র থাকে। প্রচলিত কথায় যাহাকে "নোঙ্গরা" বলে, ইহারা তাহার জীবন্ত প্রতিকৃতি। সর্ব্বদা ধুলা, মাটি, ময়লা জড়িত থাকে, স্নানাদি দূরের কথা, জল দেখিলে ভয় পায়, হয়ত একবার যে বস্ত্র পরিধান করে তাহা যতই অপরিষ্কার ও ছিন্নভিন্ন হউক না কেন, কেহ তাহা পরিবর্ত্তন করাইয়া না দিলে তাহা ত্যাগ করে না। বয়স্ক শিশুগণও নাসিকাচ্যুত শ্লেষ্মা ভক্ষণ করে, তথাপি সাল্‌ফার রোগীর দুর্গন্ধে বড়ই ঘৃণা, কারণাভাবে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ পায়, দুর্গন্ধ যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে

banglabooks.in

বিচরণ করে, যেন তাহার পরিধেয় বস্ত্রে অসাড়ে মলত্যাগ হইয়া সংলগ্ন রহিয়াছে। এস্থলে সাল্‌ফার রোগীর প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

ইহার সর্ব্বপ্রকার মানসিক বিকারেই রোগী উত্তেজনাপ্রবণ ও অসন্তুষ্ট থাকে, সর্ব্বদা অস্পষ্টশব্দ এবং ঘিন ঘিন করে। উন্মাদরোগের পুরাতন অবস্থাই ইহার প্রয়োগস্থল। রোগী অতি অকিঞ্চৎকর বস্তু বহু মূল্যবান বলিয়া মনে করে, ছেঁড়া নেকড়া পরিধান করিয়া ও কাগজের টুপি পরিয়া আপনাকে রাজাধিরাজ বলিয়া বিশ্বাস করে। ধর্ম্মোন্মাদে রোগী বড় আত্মম্ভরী হয়। নিজের কিসে সদ্গতি ও উদ্ধার হইবে তজ্জন্যই উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত থাকে, অন্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করে। আপনার হিতাহিত বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ ও হতাশ রোগী ক্রন্দন করে। বড় আলস্যপরতন্ত্র নিষ্কর্ম্মার ন্যায় সময় কাটায়। লাভালাভ জ্ঞান-বিরহিত। জীবনে বীতরাগ ঘটে। যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্বজন্য উদরযন্ত্রের শিরাশোণিতাধিক্য। ইহার অবসাদবায়ুলক্ষণাদিও উপরিউক্ত রোগের লক্ষণ সদৃশ। প্রভেদ এই যে, বিষণ্ণবায়ুরোগে ধর্ম্মোন্মাদপ্রকৃতির প্রাধান্য থাকে; অপরে তাহা দৃষ্ট হয় না।

গুল্মবায়ু বা অপস্মার।—সাল্‌ফারের সাধারণ লক্ষণ ও ধাতু বিশিষ্ট গুল্মবায়ু-রোগী আপনাকে অতি ধনবান বলিয়া বিশ্বাস করে; পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্ন করে; পুরাতন ছিন্নবস্ত্র প্রভৃতি নাড়া চাড়া করে ও তাহা মূল্যবান ও সুদৃশ্য মনে করিয়া আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করে। এ রোগেও পূর্ব্ববর্ণিত উন্মাদাদি রোগলক্ষণের পরিবর্ত্তিত আকারেরই কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রচুর পরিমাণ মূত্রনিঃসরণ হইয়া দৌর্ব্বল্যের, মূর্চ্ছা ভাবের এবং আক্ষেপের শেষ হয়।

মৃগীরোগ।—অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা, তগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া এবং হঠাৎ ভীতি এই রোগের কারণমধ্যে গণ্য। ইহার "অরা"য় ইন্দুরবিচরণবৎ

banglabooks.in

অনুভূতি বাহু বাহিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে যায়। ইহার আক্ষেপে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। সাল্‌ফারধাতুবিশিষ্ট পুরাতন শিশুরোগিদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। রোগী বামপার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। অন্যান্য ঔষধের রোগেও মধ্যগামী (intercurrent) ঔষধরূপে ইহা এবং সোরিনাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনেটেও সাল্‌ফারের ন্যায় গণ্ডমালা বা সোরাধাতুর পক্ষে উপযোগী। দুই ঔষধেরই রোগকারণ ও "অরা" সম-প্রকৃতির। সাল্‌ফার প্রয়োগে উপকার না হইলে অথবা ইহা দ্বারা চক্ষুতারকার বিস্তৃতি সাধিত না হইলে ক্যাল্‌কে প্রযোজ্য।

অনিদ্রা (Sleeplessness)।—স্নায়বিক উত্তেজনা, অবিশ্রান্ত গাত্রচুলকনা এবং গ্রীষ্মতাপ প্রভৃতি সাল্‌ফার রোগীর অনিদ্রার কারণ। রোগী সমস্ত দিন নিদ্রালু থাকে, কিন্তু রজনীতে নিদ্রা হয় না। রোগীর গভীর অথবা স্থায়ী নিদ্রা হয় না; অল্পক্ষণের জন্য নিদ্রা হইয়া বারম্বার অথবা সামান্য কারণে নিদ্রাভঙ্গ হয়, শীঘ্র নিদ্রা হয় না।

সিলিনিয়াম্—ইহারও নিদ্রা প্রায় সাল্‌ফারের ন্যায়। প্রভেদ এই যে, প্রতি রজনীতেই নিয়মিত নিদ্রাভঙ্গের সময়ের পূর্ব্বে, রোগের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং এই সময়ই তাহার রোগের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সময় হওয়ায় রোগী বিশেষ কষ্টানুভব করে। সাল্‌ফারে এরূপ হয় না।

পাল্‌স—অশান্তিপ্রদ নিদ্রা। রোগী কষ্টকর স্বপ্ন দেখে ও পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হয়।

ককুলাস—মানসিক উত্তেজনাজন্য নিদ্রা হয় না। সামান্য অনিদ্রা ঘটিলেই রোগী পীড়িত হয়।

শিরঃশূল।—যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্ব ও শোণিতগতির বাধাবশতঃ উদরের রক্তাধিক্য সাল্‌ফারের শোণিতসঞ্চয়ী পুরাতন গাউট ও রস-

banglabooks.in

বাত ইহার রসবাতের, এবং তণ্ডদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া ইহার সোরিক শিরঃশূলের কারণ। মানসিক শ্রম, মস্তকচালনা, কাসি এবং হাঁচি ইহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে। এই শিরঃশূলের উপসর্গরূপে মূর্দ্ধাদেশের তাপ, মুখমণ্ডলের তাপোচ্ছ্বাস, পদের শীতলতা এবং উপরতলায় উঠিতে শিরোঘূর্ণন বর্ত্তমান থাকে। ইহার শিরঃশূল কখন সাময়িকরূপে প্রত্যেক সপ্তম দিবসে আক্রমণ করে; কখন বা প্রত্যেক দিবসে প্রাতঃকালে উপস্থিত হইয়া প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে বৃদ্ধি ও পরে হ্রাস হয়; কখন বা বমনসহ শিরঃশূল হয়। রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূলে রোগী বোধ করে যেন তাহার ললাট বেড়িয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। এ লক্ষণে ইহা এণ্টি টা, জেল্‌স, মার্ক এবং কার্ব্বলিক্ এসিড সহ তুলনীয়।

এণ্টি টা—পর্য্যায়ক্রমে শিরোঘূর্ণন ও নিদ্রালুতা, এবং শীতল জলে মস্তক প্রক্ষালনে উপশম হওয়া প্রভৃতি অনেক সময় পরস্পরের প্রভেদক।

জেল্‌স—শিরঃশূলের পূর্ব্বে অন্ধত্বের আক্রমণ এবং বেদনার সময় কাহারও কথা শুনিতে কি কাহাকে কিছু বলিতে অনিচ্ছা, ইহার প্রভেদক। বারম্বার মূত্রস্রাব হইয়া বাতজ শিরঃশূলের উপশম।

মার্কুরিয়াস্—মুখের দুর্গন্ধ এবং জিহ্বার আর্দ্রতা সত্ত্বেও অত্যন্ত তৃষ্ণা ও প্রচুর ঘর্ম্ম প্রভেদক।

কার্ব্ব এসি—মস্তকে রবারের ব্যাণ্ডেজ আঁটা থাকা ভাবের সহিত গুরুত্বানুভূতি প্রভেদক।

মেনিঞ্জাইটিস্ (Meningitis) বা মস্তিষ্কাবরণীপ্রদাহ।—টিউবার্কুলার মেনিঞ্জাইটিস্ বা মস্তিষ্কাবরণীর গুটিকাসংসৃষ্ট প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। রোগের প্রাথমিক প্রবলাবস্থায় ইহার প্রয়োগ হয় না। প্রবলাক্রমণের পরিণামে যখন মস্তিষ্কের জলশোথ উপস্থিত হয়, তখন রোগের প্রদাহিক স্রাবের দূরীকরণ, গুটিকার শোষণ ও

banglabooks.in

দূরীকরণ এবং ধাতুসংস্করণ জন্য সালফার ব্যবহৃত হইয়া থাকে (প্রঃ খ :— একন পৃঃ ৩১ ; বেল পৃঃ ৮২—৮৫ ; ব্রায় পৃঃ ১৩৬-১৩৮)।

ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়া (Retrocession) সাল্‌ফার রোগের সাধারণ-কারণমধ্যে গণ্য। শিশুর অজ্ঞানাবস্থা, ললাটপ্রদেশে শীতল ঘর্ম্ম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝাঁকি, আক্ষেপ এবং মূত্রাঘাত (Suppression of urine) প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

সোরিকধাতুবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে লক্ষণানুসারে টুবাকুলিনাম্ এবং ক্যাল্কে কার্ব্বও উপকারী ঔষধ।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—সোরা-দোষযুক্ত ধাতুর লোকের মধ্যে অনেক সময়েই এই রোগ বংশপরম্পরাগত হইয়া থাকে। শিশুদিগের মধ্যেই সাধারণতঃ এই রোগ অধিকতর দেখা যায়। রোগী অজ্ঞান থাকে, সর্ব্বশরীর, বিশেষতঃ ললাটপ্রদেশ শীতলঘর্ম্মাবৃত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঝাঁকি এবং অঙ্গুষ্ঠের আক্ষেপ ও মূত্রাঘাত। ত্বগুদ্‌ভেদ বসিয়া যাইয়া রোগ জন্মিলে ইহা বিশেষ উপকারী। চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত থাকে এবং মস্তক পশ্চাৎপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে। শিশুদিগের কলেরারোগের পরিণামফল স্বরূপ এই রোগ হইলে ইহা প্রায় অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে বেলাডনার ন্যায় শিরোলুণ্ঠন, মুখমণ্ডলের রক্তিমা অথবা মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন এবং এপিসের ন্যায় ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক চীৎকার থাকে না।

স্পাইন্যাল ইরিটেসন (Spinal Irritation) পৃষ্ঠবেদনা।—ইহাতে কশেরুকাস্থি উপরি চাপ দিলে রোগী বেদনায় চমকিয়া উঠে। অনেক সময়ে ঋতু ও অর্শের স্রাবরোধজনিত মেরুমজ্জার রক্তাধিক্যই ইহার কারণ। সাধারণতঃ কটিদেশই এতদ্বারা আক্রান্ত হয়। পৃষ্ঠ অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত থাকে, সামান্য ঝাঁকিতেও মেরুদণ্ড বাহিয়া বেদনা হয়। মেরুদণ্ডের, বিশেষতঃ অনেক সময়ে কটিদেশের শুষ্কতাপ সহ পদ শীতল থাকে।

banglabooks.in

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—সাল্‌ফারের ক্রিয়ায় প্যারাপ্লেজিয়া বা নিম্নাঙ্গে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা ফলের আশা করা যায়। কিন্তু সৌত্রিক উপাদানের উপদাহ ও সঙ্কোচন এবং আবরক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ জন্য মেরুমজ্জা ঘনীভূত ও ক্ষয়প্রাপ্ত (Meningitis) হইলে অথবা তাহার কোমলতা জন্মিলে এবং রোগ শেষাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। শৈত্যসংস্পর্শাদি কারণ নিবন্ধন রোগে মেরুমজ্জা ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইলে বহুদিন ধরিয়া সাল্‌ফারের ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও মূত্রের ও মলরোধ (Retention) প্রভৃতি কতিপয় কষ্টকর উপসর্গের ন্যূনাধিক উপশম হইতে পারে।

রসবাতজ পক্ষাঘাতে রাস্‌টক্‌সের পর সাল্‌ফার প্রয়োগে আরোগ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

মেরুদণ্ডের দুর্ব্বলতা (Spinal weakness)।—মেরুদণ্ডের সাধারণ দুর্ব্বলতা, যাহাতে রোগী গ্রীবা নত করিয়া বা কুব্জাবস্থায় ভ্রমণ করে, যাহাতে বক্ষঃ দুর্ব্বল ও শূন্য বোধ ও কথা কহিতে ক্লান্তি হয় এবং পূর্ব্বাহ্নে আমাশয়ের দুর্ব্বলতা উৎপাদন করে, তাহাতে সাল্‌ফার উপকারী। প্রবল তরুণ রোগাস্তিক দুর্ব্বলতায়ও ইহা

স্নায়ুশূল—কটিবাত (সাইটিকা), **মুখমণ্ডল-শূল।**—ম্যালেরিয়া বিষঘটিত সাধারণ স্নায়ুশূলরোগের আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় সাল্‌ফারেও উপকার হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হইলে এবং কোন ঔষধে উপকার না করিলে অবস্থাবিশেষে স্বাধীনভাবে, কখন বা অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়ার সাহায্যকারীরূপে কটিশূলের ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলের ইহাই একমাত্র ভরসাস্থল। জরায়ুরোগ ও অর্শের রক্তবন্ধ বশতঃ সাইটিকা জন্মিলে সাল্‌ফার উপকার করে।

banglabooks.in

প্রদাহ, পূয়শোথ (Abscess)।—পূয়সঞ্চার এবং পূয়কোষ রোগে অবস্থাবিশেষে **সাল্‌ফার** বিশেষ সাহায্য করে। পূয় নিঃসরণের পুরাতন অবস্থায় যখন প্রচুর, তীব্র ও বিদাহী পূয়স্রাবযুক্ত রোগী শীর্ণ ও বিলেপক বা হেক্‌টিক জ্বরগ্রস্ত হয়, তখন ইহা উপকারী। গণ্ডমালাধাতুর ব্যক্তিদিগের পূয়শোথ ও গুচ্ছাকারে স্ফোটক জন্মিলে তাহার আরোগ্যে এবং ধাতুসংশোধনে **সাল্‌ফার** ক্ষমবান। **সিলিসিয়ায়** কার্য্য না হইলে মধ্যগামীরূপে ইহা সাহায্যকারী। তরল ও ঘন বা কঠিন প্রদাহিক স্রাব, সিরাম বা রক্ত-রস এবং তন্তুজান পদার্থ বা ফাইব্রিণ অপসারিত করিতেও **সাল্‌ফার** বিশেষ পারদর্শী।

কাণপাকা (Ottorrhœa)।—দুর্গন্ধ, তীব্র ও হাজাকর পূয়যুক্ত শ্লেষ্মাস্রাবে কর্ণাভ্যন্তর ও স্রাবসংস্পৃষ্ট বহিষ্কর্ণ প্রদেশের লোহিত বর্ণ, কাঁচাভাব ও হাজা দূরীকরণে **সাল্‌ফার** উপকারী। অধিকতর পূতিগন্ধ স্রাব এবং শোণিতের অপকৃষ্টতা বশতঃ রোগীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া মুখমণ্ডলে, নাসিকার চতুঃপার্শ্বে, মুখাভ্যন্তরে এবং কর্ণে পূয়গুটিকা জন্মিলে **সোরিণাম্ সাল্‌ফারের** স্থলাভিষিক্ত হয়।

চক্ষুরোগ—কঞ্জাংটিভাইটিস্, কিরাটাইটিস্ বা কর্ণিয়াইটিস্।—কোন আগন্তুক বস্তু (Foreign body) চক্ষুতে পড়িয়া তাহার প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস্ হইলে অবস্থানুসারে **একন** অথবা **ফেরাম্ ফস্** প্রথমে প্রয়োগ করিয়া উপকার না পাইলে **সাল্‌ফার** উপযোগী। চক্ষুর পুরাতন গণ্ডমালীয় বা ফ্লিক্‌টেনুলাস্ প্রদাহ রোগেও **সাল্‌ফার** বিশেষ উপকারী। শীতকালে নিরোগ, গ্রীষ্মের আগমনেই ক্রমে রক্তাধিক্য উৎপন্ন হইয়া চক্ষু লাল হয় এবং তন্মধ্যে ভগ্ন কাচখণ্ড থাকার ন্যায় বেদনার অনুভূতি জন্মে। অগ্নিতাপে বেদনার বৃদ্ধি। **সাব-একিউট কিরাটাইটিস্** (চক্ষুর কালক্ষেত্রের নাতি প্রবল প্রদাহ), বিশেষতঃ ইহার গণ্ডমালীয় রোগে তীব্র স্রাব থাকিলে এবং চক্ষু উন্মুক্ত করিলেই উষ্ণ জল স্রাবে

banglabooks.in

সাল্‌ফার উপকারী। ইহার অন্য ঔষধ রাস্‌-টাক্‌স্‌। এই রোগে কর্ণিয়ার অতীব বিকারগ্রস্ত অবস্থায় অস্বচ্ছতা ও ক্ষত জন্মিলে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব তুলনীয় ঔষধ। রোগী স্পষ্ট গণ্ডমালালক্ষণযুক্ত ও চক্ষুর স্রাব অনুগ্র।

নাসিকাসর্দ্দিরোগ বা করাইজা।—গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের পুরাতন সর্দ্দিরোগে সাল্‌ফার উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাসিকা গহ্বরে মামড়ি বা ছাল জন্মে, স্ফীত নাসিকা হইতে সহজেই রক্তস্রাব হয়, এবং নাসিকার পক্ষদ্বয়ই (Alcenasi) বিশেষ ভাবে লোহিতবর্ণ ও মামড়িযুক্ত থাকে। নাসিকারন্ধ্র গৃহমধ্যে রুদ্ধ থাকে, মুক্ত বায়ু মধ্যে উন্মুক্ত হয় এবং নির্ব্বাধ শ্বাস প্রশ্বাস বহে।

স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ (Aphonia)।—পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগে কষ্টিকাম্‌ নিষ্ফল হইলে সাল্‌ফার প্রযোজ্য। ত্বণ্ডদ্‌ভেদ বসিয়া যাইয়া স্বর প্রাতঃকালে ভঙ্গ, কর্কশ ও স্থূল অথবা তাহার এক কালীন লোপ হইলে, পুরাতন অবস্থায় সাল্‌ফার উপকার করে।

ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য।—ইতিপূর্ব্বে সাল্‌ফারের অনিয়মিত বা অসামঞ্জস্যীভূত শোণিতসঞ্চালনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। সাল্‌ফার-রোগ-জীর্ণ রোগী সময়ে সময়ে এই বিপর্য্যস্ত শোণিত স্রোত-নিবন্ধন বিশেষ কষ্টানুভব করে। ফুস্‌ফুসের রক্তাধিক্য বশতঃ সামান্য শীতল আবহাওয়ায় অথবা শীতকালেও শ্বাস কষ্টে রোগী গৃহের বাতায়নাদি মুক্ত করিতে বাধ্য হয়। প্রবল বেগে হৃৎস্পন্দন হইতে থাকে, কখন বা শোণিত নিষ্ঠুত হয়।

ব্রঙ্কাইটিস্‌ বা নলৌষ।—পুরাতন এবং অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ও কঠিন কাসরোগে সাল্‌ফার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায়-নিবন্ধন প্রভূত পরিমাণ ঘন পূয়যুক্ত শ্লেষ্মার স্রাব হইয়া বক্ষঃ মধ্যে উচ্চ ঘড় ঘড় শব্দ ও অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ মধ্যে মধ্যে শ্বাস রোধ হইবার

banglabooks.in

উপক্রম হয়। রোগী তাহাতে বাতায়ন পথ উন্মুক্ত করে। শয়নাবস্থায় কাসির বৃদ্ধি হইয়া বিবমিষা ও বমন পর্য্যন্ত হইতে পারে।

বাল্‌সাম পেরু—ইহার শ্বাসনলীর প্রতিশ্যায় রোগে উচ্চ শব্দের ঘড় ঘড়ি ও প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ হয়। ইহা এবং পিক্‌স লিকুইডা, উভয় ঔষধেই পুয়যুক্ত শ্লেষ্মাদির গয়ার উঠে।

প্লুরাইটিস্, প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ।—সিরাম-রস, ফাইব্রিণ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার স্রাবের শোষণ ও দূরীকরণে সাল্‌ফার সমর্থ। ইহা একন ও ব্রায়নির পরে প্রদর্শিত। চিৎভাবে শয়নে ও সামান্য শরীর চালনায় বাম ফুস্‌ফুস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনার বৃদ্ধি ইহার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচক লক্ষণ। প্লুরামধ্যে স্রাব সঞ্চিত হইলে ইহা এপিস্ সহ তুলনীয়। ফলতঃ অধিকাংশ স্থলে এই দুই ঔষধই আমাদিগের প্রধান ভরসাস্থল। অতি যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেও আশানুরূপ ফল না হইলে সাল্‌ফার দেওয়া কর্ত্তব্য।

নিউমনিয়া বা ফুস্‌ফুসপ্রদাহ।—এ রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই আমরা সাল্‌ফার দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সাল্‌ফারের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা ফুস্‌ফুসের নিরেট বা ঘন অবস্থা প্রাপ্তিতে (Hepatization)—যকৃৎবৎ নিরেট ভাব ও বর্ণ প্রাপ্তি) বাধা জন্মাইয়া রোগ অঙ্কুরে বিনাশ করিতে সক্ষম। শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা নিরাময়িক শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রদাহিক স্রাব সহজে শোষিত ও নিরাকৃত না হইলে, সাল্‌ফার প্রতিক্রিয়া শক্তির পুনরুত্তেজনা দ্বারা তাহার ও রোগারোগ্যের সাহায্য করে। রোগ সহজেই টাইফয়েড অবস্থা প্রবণ, এরূপ স্থলে ফুস্‌ফুসের ধ্বংসের উপক্রম হইয়া যদি পূয়াকার শ্লেষ্মার নিঃসরণ, বাক্যের ধীরতা, জিহ্বার শুষ্কতা এবং প্রলেপক বা হেক্‌টিক্ জ্বরের লক্ষণাদি উপস্থিত হয়, তদবস্থায়

banglabooks.in

সাল্‌ফারই এক মাত্র সহায় বলিলে অত্যুক্তি ঘটে না। ফলতঃ সোরা-দোষযুক্ত ধাতুর ব্যক্তিদিগের উপেক্ষিত নিউমনিয়া যখন গুটিকাসংসৃষ্ট যক্ষ্মারোগে পরিণতির উপক্রম হয় তখন সাল্‌ফারই এক মাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—পূয়াকার গয়ার, বিশেষতঃ তাহাতে যদি এরূপ দুর্গন্ধ থাকে যে রোগী নিজেই কষ্ট বোধ করে, সে স্থলে ইহাই ঔষধ। কিন্তু যদি ফুস্‌ফুসের নিরেট অবস্থা, রজনীতে রোগীর জ্বরভাব ও অস্থিরতা, ফুস্‌ফুসের ক্ষত হইবার উপক্রম এবং রোগ অসাধ্য চিহ্ন বিরহিত হয় তাহাতে সাল্‌ফারই অবলম্বনীয়।

লাইকপোডিয়াম্—যে স্থলে রোগের নিরাকরণের বিলম্ব ঘটে অথবা তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, সে স্থলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। বক্ষের উপরে কশা বা আঁটা বোধ, ফুস্‌ফুসোপরি বেদনা এবং সাধারণ দুর্ব্বলতা ইহার লক্ষণ। ডাঃ হিউজ্ বলেন, রোগের থাইসিসে পরিণতির উপক্রমে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

টুবার্কুলসিস্ বা গুটিকোৎপত্তি রোগ।—মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী, সন্ধি, ফুস্‌ফুস প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রে গুটিকোৎপত্তি হইয়া রোগাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও ইহার ক্রিয়ার মূল প্রকৃতি সর্ব্বত্রই ধ্বংসাত্মিকা।

সোরাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই গুটিকোৎপত্তি রোগের কার্য্যক্ষেত্র; সোরাদোষ প্রশমনকারী ঔষধ মধ্যে সাল্‌ফারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে কোন যন্ত্রেই এই রোগের অঙ্কুর হউক না কেন, তাহার বৃদ্ধি অবয়বগ্রহণ ও উৎকর্ষ প্রাপ্তির পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় সাল্‌ফারের প্রয়োগ বিধেয়; কেননা রোগের অবয়ব গ্রহণ ও বৃদ্ধির অবস্থায় ইহা তাহার ধ্বংসকার্য্যের সাহায্য করিয়া ত্বরিতগতিতে সাংঘাতিক ফলোৎপাদন করে। ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ

banglabooks.in

সাবধানতার সহিত উচ্চ ক্রমেই ঔষধ এক বা দুই মাত্রা সেবন করাইয়া তাহার ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করাই নিরাপদ বলিয়া জানিতে হইবে।

রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত সাল্‌ফার লক্ষণের অনুসরণ করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে—শরীরে অত্যধিক তাপের অনুভূতি; আবহাওয়া যতই শীতল হউক না কেন গৃহদ্বার ও বাতায়ন মুক্ত রাখিবার আবশ্যকতা; পুনঃ পুনঃ তাপোচ্ছ্বাস, আমাশয়ে শূন্য বোধ, মূর্দ্ধাদেশের তাপ, পদের শীতলতা প্রভৃতি; উচ্চে উঠিতে হৃৎকম্পন (palpitation); বামপার্শ্বের স্তনাগ্র হইতে বক্ষঃ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বক্ষে যে রক্তাধিক্য জন্মে, তাহাই সাল্‌ফার প্রয়োগের নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা। উপরি লিখিত অভ্যন্তরীণ লক্ষণসমূহ এবং বিঘাতনে (Percussion) ফুস্‌ফুসচূড়ায় (Apices) নিরেট শব্দ (Dulness) ও দর্শনে বক্ষ গতির হ্রাস প্রভৃতি বহির্লক্ষণ এই সময়েই প্রাপ্তব্য। ইহাই গুটিকাসংস্থানের পূর্ব্বাবস্থা। এ অবস্থায় ক্বচিৎ শোণিত নিষ্ঠুত হয়। বক্ষণসন্ধি-রোগ বা হিপ্ ডিজিজ্ এবং হোয়াইট সোয়েলিং, এই উভয় রোগই গণ্ডমালাশিশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত রোগের প্রথমাবস্থায় সাল্‌ফার ফলপ্রদ।

ষ্টোনাম্—ইহা উপেক্ষিত প্রতিশ্যায়ের যক্ষ্মায় পরিণতি নিবারণ পক্ষে উপযুক্ত।

অজীর্ণ রোগ (Dyspepsia)।—সাল্‌ফার নানা প্রকার অজীর্ণ রোগের পক্ষে উপকারী। ইহার রোগের কারণও সাধারণ। বিসর্প, কাউর বা পামা এবং কচ্ছু প্রভৃতি ত্বক্‌রোগ বসিয়া যাইয়া স্বাধীন অথবা অন্য কোন কঠিন রোগের আনুসঙ্গিক বা উপসর্গরূপে রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মদ্যপায়ী, বিশেষতঃ বিয়ার অথবা ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উগ্রবীর্য্য মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে সাল্‌ফার অজীর্ণ অতি সাধারণ; তথাপি এইরূপ মদ্যে বিষম লালসা জন্মে, পান করিলে

banglabooks.in

অম্লের বৃদ্ধি ও বমন। ক্ষীণবীর্য্য ওয়াইন মদ্য তাদৃশ অনুপকারী নহে। সাল্‌ফার রোগীর পক্ষে শ্বেতসারময় বস্তু অজীর্ণোৎপাদক, কেননা এই সকল রোগীর তৎপরিপাকোপযুক্ত আমাশয় রস, পিত্ত এবং ক্লোম রসের অপ্রাচুর্য্য থাকে। রোগী দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। দুগ্ধ পান করিলে তৎক্ষণাৎ অথবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে অম্ল বমন হয়। মদ্য-পায়িদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগীর মিষ্ট বস্তুতে অস্বাভাবিক স্পৃহা জন্মে কিন্তু তাহা সহ্য করিতে পারে না। আমাশয়ে অম্লোৎপন্ন হইয়া বুক জ্বালা করে।

সাল্‌ফার রোগীর অজীর্ণের সাক্ষাৎ কারণ যকৃতের ক্রিয়াজড়ত্ব ও যকৃৎশিরায় শোণিতগতির বাধাজনিত উদরের রক্তাধিক্য। রোগী উদর কসিয়া ধরার ন্যায় ও পূর্ণ বোধ করে; অল্পাহারেই পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি। যকৃতের রক্তাধিক্য বশতঃ তাহার বিবৃদ্ধি এবং স্পর্শে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। কোষ্ঠবদ্ধে নাক্‌সের ন্যায় নিষ্ফল মলবেগ ও অর্শ; অনেক সময় পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময়।

পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১টার সময় অত্যন্ত ক্ষুধায় আহারের নিয়মিতকাল পর্য্যন্ত রোগী অপেক্ষা করিতে পারে না, আহার করিলে সাময়িক তৃপ্তির পরই উদর স্ফীত, রোগী ক্লিষ্ট, অলস, জড়প্রায় ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া জীবন ভার বোধ করে। ইহা পুরাতন অজীর্ণ রোগে নাক্‌সের কার্য্য পূরক।

"অধিক জল পান করা" এবং "অল্প আহার" সাল্‌ফার অজীর্ণ রোগের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ।

কার্ব্বভেজ—অত্যধিক মদ্যপান প্রযুক্ত গ্যাস উৎপাদক অজীর্ণ। গ্যাস ঊর্দ্ধদিকে চাপ দেওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়, রোগী পাখার বাতাস চাহে। অল্পাহারেই উদরের পূর্ণ ভাব।

লাইকপোডিয়ম্—অল্পাহারে রোগীর পূর্ণ ভোজনের অনুভূতি। রোগকাল অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা।

banglabooks.in

নেট্রাম্ কার্ব্ব, নেট্রাম্ সাল্‌ফ—শ্বেতসারময় বস্তু আহারে অজীর্ণ। প্রথমে মানসিক অবসাদ অধিক, দ্বিতীয়ে প্রায়শঃ উদারাময় থাকে ও তৎসহ প্রচুর পরিমাণ বায়ু নিঃসরণ হয়।

আর্জেণ্টাম্ নাই—উভয়ের রোগীই অত্যধিক মিষ্ট আহার করিয়া পীড়িত হয়। আর্জেণ্টামে উদরাময়, সাল্‌ফারে আমাশয়ে অম্ল থাকে ও বুক জ্বালা হয়।

যকৃৎ রোগ—যকৃতের পুরাতন রোগ সাল্‌ফারের উপযুক্ত ক্রিয়াস্থান। ইহা পিত্তস্রাবের বৃদ্ধি করে এবং যকৃতের বেদনা ও টাটানি জন্মায়। যকৃৎ রোগে অনেক সময় সালফার নাক্‌সের পর ব্যবহৃত হইয়া কার্য্যপূরকরূপে আরোগ্যের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করে। মার্কারির অপব্যবহার বশতঃ যকৃতরোগে অনেক সময় সাল্‌ফার উপকারী। বিষ্ঠা পিত্তহীন সাদা হইলে এবং ন্যাবা রোগের প্রাবল্য অথবা উদরী থাকিলে সাল্‌ফার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মদ্যপায়িদিগের বিবৃদ্ধ যকৃৎ চাপে বেদনাযুক্ত এবং তাহার দক্ষিণাংশে দপদপানি থাকিয়া ন্যাবা রোগ জন্মিলে ল্যাকেসিস্ উপকারী। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাজনিত ন্যাবা রোগের ঔষধ সিংকনা। ডাঃ থেয়ারের মতে সিঙ্কনা, এবং ডাঃ অগষ্টার মতে ইপিকাক্ পিত্তজাত পাথরির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডাঃ বার্ণেট পিত্তশিলার (Gallstone) উদরশূল নিবারণে হাইড্র্যাষ্টিস্‌কে উচ্চস্থান প্রদান করেন। এ রোগে বার্‌বেরিস ভল্গারিসও প্রশংসনীয়।

সিলিনিয়াম্—ইহাও সাল্‌ফারের ন্যায় পুরাতন যকৃৎ রোগের ঔষধ। ইহার বিশেষ লক্ষণ "সকালে ক্ষুধার অভাব ও জিহ্বায় শুভ্রলেপ" সাল্‌ফারে নাই। অপরঞ্চ সাল্‌ফারের ক্ষুধাহীনতা সহ তৃষ্ণার বৃদ্ধিও সিলিতে অভাব।

banglabooks.in

উদরাময়—সাল্‌ফারের বিষ্ঠা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। বর্ণ, উপাদান এবং ঘনত্ব কিছুরই স্থিরতা থাকে না। বিষ্ঠা কখন পীতবর্ণ, জলবৎ, ক্লেদযুক্ত এবং গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত শিশুদিগের বিষ্ঠা অজীর্ণভুক্ত-বস্তুমিশ্রিত। ইহার উদরাময় ভোরে ৪।৫টার সময় বৃদ্ধি হয়, এবং রোগী মলত্যাগের বেগে তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া পায়খানায় যায়। সালফারের বিষ্ঠা অত্যন্ত দুর্গন্ধময়, অনেক সময়ে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে হয়। অর্শের বর্ত্তমানতা সালফারের উৎকৃষ্ট প্রদর্শক। কখন কখন উদরশূল সহ রক্তচিহ্নিত আমের উদরাময় হয়।

শেষ রজনীর বা প্রাত্যুষিক উদরাময়ের ব্রায়নিয়া, নেট্রাম্ সাল্‌ফ, রুমেকস্ কু, পড, ফস্, ডারস্ক, পেট্রলি, ক্যালি বাই প্রভৃতি ঔষধও অবস্থাবিশেষে খ্যাতির যোগ্য।

নিদ্রাভঙ্গে শরীর চালনায় ব্রায়র মলত্যাগ; নেট্রাম্ মলত্যাগের সহিত প্রচুর বায়ুনিঃসরণ ও পূর্ব্বাহ্নের কোন সময়ে কখন কখন বিরেচন; রিউমেক্‌সের উদরাময় সহ কাসি থাকে; পডর উদরাময়ে তাড়াতাড়ি মলত্যাগে যায় এবং বিষ্ঠার পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি লক্ষণ সালফার সদৃশ হইলেও ইহাতে সমস্ত দিবসই মলত্যাগ হয়। বিশেষ বিশেষ ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ইহাদিগের উদরাময়কে সালফার-উদরাময় হইতে প্রভেদ করে।

ফস্‌ফরাসের উদরাময়ে সাগুর ন্যায় পদার্থ মিশ্রিত থাকায় এবং ডায়স্কোর উদরাময়ে নাভিশূল সর্ব্বশরীরময় বিকীর্ণ হওয়ায় সালফার হইতে প্রভেদিত। পেট্রলিয়ামের প্রাত্যুষিক উদরাময়ে রোগী শীর্ণ হইয়া যায় এবং ক্যালি বাইয়ের হড়হড়ে মলত্যাগের পর কুন্থন উপস্থিত হয়।

এলোজ উদরাময়েও সালফারের ন্যায় মলত্যাগের তাড়ায় নিদ্রাভঙ্গ হইলে রোগী তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায়; কিন্তু ইহার সর্ব্বদা মলত্যাগের

banglabooks.in

লগ্ন বেগ, সরলান্ত্রের অশান্তি, দুর্ব্বলতা এবং অসামালের ভাব প্রভেদক। রোগী অসামালে মলত্যাগ হওয়ার ভয়ে বায়ুত্যাগ করিতেও ভীত।

আম-রক্ত রোগ বা ডিসেণ্টারি।—কিছুতেই আরোগ্য পথে আইসে না এরূপ পুরাতন রোগে সালফার উপকারী। কুন্থন সর্ব্বদা লগ্ন থাকে ও মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেগ হইয়া ক্লেদযুক্ত মলত্যাগ হয়। নাক্সের পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ, রক্ত ও ক্লেদযুক্ত, জলবৎ অল্প মল এবং প্রাতঃকালে বৃদ্ধি সালফারের তুল্য। ইহার মলত্যাগান্তে কিছুক্ষণের জন্য কুন্থন ও বেদনার অন্তর্দ্ধান ইহাকে সালফার হইতে প্রভেদ করে। রাস্‌টাক্সের আমরক্ত সহ ছিন্নকর বেদনা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখে যায়। বিষ্ঠার অত্যধিক দুর্গন্ধ ও মলদ্বারের সঙ্কোচন ল্যাকেসিসের প্রদর্শক। ব্যাপ্টিসিয়ার মলে দুর্গন্ধ ও মলত্যাগে কুন্থন থাকে, কিন্তু জীবনীশক্তির অবসন্নতা বশতঃই বোধ হয় বেদনা বুঝিতে পারে না। এলোজের আমরক্ত রোগে জিউলির আটার ন্যায় আমময় বিষ্ঠা শোণিতাবৃত থাকে, আমাশয় প্রদেশে কামড়ানি হইয়া প্রভূত পরিমাণ আম নির্গত হয়। অত্যধিক পরিমাণ আমের মলত্যাগ হইলে ইপিকাক্ ঔষধ। অর্শ ও অর্শ-শিরা প্রদাহ বশতঃ আমরক্তবৎ রোগে এলোজ ও হেমামিলিস ঔষধ।

কলেরা বা ওলাউঠা রোগ।—ইহার প্রারম্ভ অবস্থায়, অর্থাৎ যতক্ষণ উদরাময়, বমন প্রভৃতি সম্পূর্ণ কলেরা লক্ষণ উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ অনেক লক্ষণই সালফার লক্ষণ সদৃশ থাকে। এজন্য অনেক চিকিৎসকই দেশব্যাপক কলেরার সময় তত্রস্থ সাধারণ লোককে ষ্টকিঙ্গের মধ্যে সালফার গুড়িকা ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন।

কোষ্ঠবদ্ধ।—নিষ্ফল মল-বেগ সহ সমুদয় অন্ত্রপথের অসোয়াস্তি-ভাব এবং সরলান্ত্র মধ্যে গরম ও অশান্তির অনুভূতি সালফার কোষ্ঠবদ্ধের অভ্যন্তরীণ আন্ত্রিক লক্ষণ। যকৃৎক্রিয়ার জড়ত্ব বশতঃ

banglabooks.in

যকৃচ্ছিরা মধ্যে শোণিতগতির বাধা নিবন্ধন উদরের রক্তাধিক্য ইহার কারণ। ইহার বিষ্ঠা কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ; অত্যন্ত বেগ দিয়া কষ্টের সহিত মলত্যাগ করিতে হয়। নাক্‌সেয় ন্যায় পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় সালফারেরও বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। সালফার এবং নাক্‌স, পরস্পরের কার্য্যপূরক। সাধারণ শারীরিক, মানসিক ও কোষ্ঠবদ্ধের লক্ষণের প্রতি লক্ষ রাখিয়া, ইহাদিগের মধ্যে যাহা উপযোগী বিবেচিত হয় প্রথমে তাহার প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ ফল না পাইলে অপর ঔষধ প্রযোজ্য। এই আরোগ্য সম্পূর্ণ করণার্থ একাধিক বার উপরোক্ত পর্য্যায়ানুসারে ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক উভয় ঔষধ যুগপৎ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা সুব্যবস্থা বলিয়া অনুমিত হয় না।

সালফার কোষ্ঠবদ্ধে মলদ্বারের বারম্বার সঙ্কোচন ও জ্বালা হয়। মলত্যাগে সন্তুষ্টি জন্মে না, এবং নাক্‌সের ন্যায় সরলান্ত্র মধ্যে মলাংশ থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। রক্তসঞ্চলন ক্রিয়ার উত্তেজনা ও সামঞ্জস্যের সাহায্য জন্য সালফার রোগীর পক্ষে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান, নিয়মিত পরিশ্রম ও শৈত্যব্যবহারাদি ফলপ্রদ।

অন্ত্রাবরণী প্রদাহ বা পেরিটনাইটিস্।—শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত রোগে একনাইটের এবং সাধারণ রোগে ব্রায়নিয়ার পর সালফার প্রযোজ্য। কিন্তু ক্ষত উৎপন্ন হইলে সালফার কার্য্যকারী হয় না।

অর্শরোগ।—অর্শোৎপত্তির অনুকূল রোগ লক্ষণ সহ সালফার লক্ষণের বিলক্ষণ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। উপরিউক্ত অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান করিয়া সালফার অর্শোৎপত্তির বাধা দিতে পারে। অর্শের শোণিতস্রাব বন্ধ হইয়া মস্তকে পূর্ণতার অনুভূতি, যকৃতে অসোয়াস্তি বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগেচ্ছা এবং মলদ্বারের

banglabooks.in

কণ্ডু প্রভৃতি ক্লেশ ও লক্ষণ উৎপন্ন হইলে **সালফার** মহৌষধের ন্যায় কার্য্য করে।

শুক্রমেহ রোগ (Spermatorrhœa)।—দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ রোগ, বিশেষতঃ তাপোচ্ছ্বাস, মূর্চ্ছার ভাব, পদের শীতলতা এবং মূর্দ্ধাদেশের তাপ প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ **সালফার** প্রয়োগের উপযোগী। রজনীতে পুনঃ পুনঃ অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলনে প্রাতঃকালে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে। বীর্য্য পাতলা, জলবৎ, প্রায় স্বাভাবিক ঘ্রাণহীন এবং অপকৃষ্ট উপাদাননির্ম্মিত থাকে। জননেন্দ্রিয় শিথিল, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ-ত্বক কোমলতর ও প্রলম্বিত হয় বা ঝুলিয়া পড়ে; লিঙ্গ শীতল থাকে এবং ক্বচিৎ উত্থান হয়। সঙ্গম চেষ্টা করিলে, অতি শীঘ্র, এমন কি যোনি স্পর্শ মাত্র বীর্য্য স্খলন হয়। অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে পৃষ্ঠবেদনা, অঙ্গের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভ্রমণে প্রায় অপারকতা, মানসিক অবসাদ, সন্দেহবাতিক ও বিষণ্ণতা প্রধান। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ও ইন্দ্রিয়সেবা এ রোগের কারণ। জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ শিথিলতা ও শুক্রমেহের অন্তর্দ্ধান **সালফারের** বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

হস্তমৈথুন ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবাপ্রযুক্ত শুক্রমেহরোগে **নাক্স, সালফার ও কাল্কেরিয়া** এই তিন ঔষধ বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। প্রথমে **নাক্স** প্রয়োগে কিয়ৎপরিমাণে উপকার হইয়া **সালফার** সদৃশ কতিপয় লক্ষণ অবশিষ্ট থাকে। তখন **সালফার** প্রয়োগেও যদি কথঞ্চিত উপশম হইয়া আরোগ্য অসম্পূর্ণ থাকে **ক্যাল্কেরিয়া** তাহার পূর্ণতা সাধনে সমর্থ।

জেলসিমিয়াম্—হস্তমৈথুনপ্রযুক্ত শুক্রমেহের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। রজনীতে বারম্বার স্বপ্নহীন, অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা এবং অণ্ডকোষত্বকের ঘর্ম্ম ইহার লক্ষণ।

ডায়স্করিয়া—জননেন্দ্রিয়ের উত্থান বা উত্তেজনাবিহীন বীর্য্য স্খলন। রজনীতে দুই তিন বার কাম বিষয়ক স্বপ্ন হইয়া বীর্য্য পাত হয়,

banglabooks.in

পরদিবস রোগী জানু-সন্ধির বিশেষ রূপ দুর্ব্বলতা বোধ করে। ডাঃ ফ্যারিংটন এরূপ রোগের ইহাই এক মাত্র ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি প্রথমে ১২, পরে ৩০ ক্রমের ব্যবস্থা করেন।

ক্যালাডিয়াম্ সিগুইনাম্—কামবিষয়ক অমিতাচার ঘটিত রোগে কোন প্রকার কামোদ্দীপনা অথবা জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ব্যতীত স্বপ্নদোষের কুফল নিবারণে উপযোগী।

এগ্নাস্ ক্যাষ্টাস্—বহুকাল ব্যাপী কামবিষয়ক অত্যাচারকারীর ঔষধ।

লাইকপডিয়াম্—যখন অতি ক্ষীণ লিঙ্গোত্থান হয় অথবা এককালীন হয় না এবং জননেন্দ্রিয় শীতল থাকে ও কথঞ্চিৎ তুবড়াইয়া যায়, রোগের এইরূপ কঠিনতর অবস্থার ইহা ঔষধ।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—হস্তমৈথুনের কুফল সংশোধনকারী ঔষধ। শরীরের শীর্ণতাসহ চক্ষুর নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, রক্তশূন্য মুখ এবং স্পষ্ট খিট-খিটে ভাব ও ভীরুতা বর্ত্তমান থাকে।

সিলিনিয়াম্ ও সাল্‌ফার—অনেক বিষয়েই উভয় ঔষধের ক্রিয়ার ঐক্য আছে, উভয়েই জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, দুর্ব্বলতা অথবা ধ্বজভঙ্গ লক্ষণ উৎপাদনে সক্ষম। প্রভেদ এই যে, সিলিনিয়াম্ রোগীর জননেন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপ শিথিল বা শক্তিহীন হইয়া যায় ও অনৈচ্ছিক বীর্য্যস্খলন হয়, অথবা তাহা ফোঁটায় ফোঁটায় ক্ষরিত হয়।

পূয়মেহ বা গণরিয়া।—গণ্ডমালা অথবা সোরিকধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের রোগেই লক্ষণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না করিয়া অনেকেই ইহা প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গ্লিট বা পুরাতন মেহ।—ভগ্নস্বাস্থ্য ও শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির ব্যক্তির তরুণ গণরিয়া রোগের অপচিকিৎসা নিবন্ধন মূত্রনালীর উদ্দীপিত ভাব, টাটানি এবং জ্বালা থাকিলে সাল্‌ফারের প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।

banglabooks.in

সিপিয়া—কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ; সাধারণতঃ কেবল প্রাতঃকালে অল্প পরিমাণ এবং দুগ্ধবৎ, সবুজাভ স্রাব। ডাঃ জার এ রোগে সিপিয়ার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

মার্কুরিয়াস—সবুজাভ হরিদ্রাবর্ণ স্রাবের রজনীতে বৃদ্ধি।

পাল্‌সেটিলা—শ্লৈষ্মিক ও গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের ঘন পীতবর্ণ অথবা পীতাভ সবুজ এবং স্নিগ্ধ বা অনুগ্র স্রাবের পক্ষে উপকারী।

হাইড্রাষ্টিস্—মূত্রনালী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্বাভাবিক শক্তি (Tone) হীন হওয়ায় অবিশ্রান্ত স্রাব, কিন্তু বেদনাদি থাকে না। স্রাব ঘন এবং কথঞ্চিৎ আটাল।

কেলি আইওডেটাম্—ডাঃ ফ্র্যাংক্লিন ৩+ক্রমে এই ঔষধের প্রশংসা করিয়াছেন।

নাক্‌স্‌ভমিকা—আহার এবং পানের অত্যাচার নিবন্ধন গ্লিট রোগে নাকস্ প্রকৃতিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী।

থুজা—অধিক দিনের গ্লিট রোগে মূত্রনালীর প্রষ্টেট গ্রন্থি অংশের পাতলা, পীত অথবা সবুজাভ স্রাব এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

নাইট্রিক এসিড—চিড়িক মারা বেদনা থাকিলে ও শ্লেষ্মাগুটিকা বা স্কণ্ডিলমেটা জন্মিলে থুজার পর প্রযোজ্য।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগ—আর্ত্তবাভাব, শ্বেতপ্রদর।—যকৃতের ক্রিয়া জড়ত্ব বশতঃ বস্তিকোটর যন্ত্রাদির রক্তাধিক্য স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগের সাক্ষাৎ কারণ। ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে উদরের রক্তাধিক্য; তাপোচ্ছ্বাস, জরায়ুর গুরুত্ব ও নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা, জরায়ু প্রদেশে পূর্ণতা ও গুরুত্বের অনুভূতি; দণ্ডায়মানাবস্থায় অসোয়াস্তি বোধ; যোনি মধ্যে জ্বালা এবং উপরিউক্ত লক্ষণ সহ বহিঃ জননেন্দ্রিয়ের কেশযুক্ত স্থানে কণ্ডুয়ন ও তথায় ফুসকুড়ির উৎপত্তি প্রধান।

banglabooks.in

অনেক সময়েই সিপিয়ার ক্রিয়ার সাহায্যার্থ সলাফারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উভয় ঔষধই উদরের রক্তাধিক্য এবং শোণিতসঞ্চলনের অসামঞ্জস্য সংশোধনে ক্ষমবান, এই জন্যই ইহারা এস্থলে পরস্পরের কার্য্য-পূরকরূপে ব্যবহারে ফলপ্রদ।

আর্ত্তবাভাব রোগে ডাঃ জার সালফার এবং পালসেটিলাকে সম গৌরব প্রদান করিয়াছেন। গণ্ডমালাধাতুর ত্বক্‌রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, যাহাদিগের বস্তিযন্ত্রের রক্তাধিক্য বশতঃ ধাতুর স্বল্পতা অথবা অভাব জন্মে, তাপোচ্ছাস এবং জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ঘটে,তাহাদিগের পক্ষে সালফার এবং পরিশ্রম-কাতর, ক্ষুধাহীন, অম্লে লালসাযুক্ত ব্যক্তি, যাহাদিগের সহজে মূর্চ্ছা ও আভ্যন্তরীণ গুরু গুরু ভাব সহ উৎকণ্ঠা এবং মধ্যে মধ্যে শিরঃশূল হয়, তাহাদিগের পক্ষে পাল্‌স উপযোগী। পদে শৈত্য সংস্রব পাল্‌স রোগের কারণ।

গণ্ডমালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের লুকরিয়া বা শ্বেতপ্রদর রোগে সালফার উপকারী। ইহার স্রাব তীব্রগুণ বিশিষ্ট ও হাজাকর। ক্যালকেরিয়া কার্ব্বও গণ্ডমালাধাতুর রোগীর ঔষধ; রোগীর গ্রীবা-দেশের গ্রন্থি স্ফীত। স্রাব প্রচুর, দুগ্ধবৎ ও বদ্ধমূল অথবা পীতবর্ণ চুলকনাযুক্ত ও জ্বালাকর। ক্যাল্‌কে ফসও এই পর্য্যায়ের ঔষধ, কিন্তু ইহার স্রাব প্রচুর, দুগ্ধবৎ ও অনুগ্র।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রফুলা।—সাল্‌ফার ও ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব গণ্ডমালা রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। সালফার চিকিৎস্য গণ্ডমালা-গ্রস্ত শিশু রোগী বিলক্ষণ চটপটে, বাতপ্রকৃতি এবং খরকর্ম্মা। তাহাদিগের মস্তকে ঘর্ম্ম হয়; ত্বক্ শুষ্ক থাকে এবং তাহাতে সহজেই উদ্ভেদ জন্মে। মস্তক বৃহত্তর, ব্রহ্মরন্ধ্র উন্মুক্ত এবং অস্থিসাধারণের জনন সম্পূর্ণতা ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না, মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত জন্মে। পেটুকের ন্যায় ক্ষুধায় থাই থাই করে এবং ভুরি ভোজন করে তথাপি শিশু শীর্ণ হইয়া যায় ও রুগ্ন

banglabooks.in

গ্রন্থিনিচয় বর্দ্ধিত দৃষ্টিগোচর হয়। শিশুর গাত্রচর্ম্ম পীতাভ, সমল, লোল, শুষ্কীকৃত এবং কোঁকড়াযুক্ত হওয়ায় শিশু অকাল বৃদ্ধের ন্যায় দেখায়।

উপরি উক্ত লক্ষণসমূহ দ্বারা **সাল্‌ফার-স্ক্রফুলা** রোগের অতি বর্দ্ধিত অবস্থা প্রকটিত হয়। ফলতঃ স্ক্রফুলা রোগ লসীকা **গ্রন্থিমণ্ডল** বা **লিম্ফ্যাটিক্ সিষ্টেম্** আক্রমণ করিলে, পূর্ব্ববর্ণিত **সাল্‌ফার** প্রকৃতি-বিশিষ্ট রোগীকে রোগাক্রমণের সূচনা হইতেই ইহা প্রয়োগ করা সঙ্গত, কেন না রোগের পূর্ব্বকথিত কঠিনতর অবস্থা উপস্থিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য অথবা অবস্থাবিশেষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে পারে। ইহার রোগে কুচকির ও চুয়ালাধঃ দেশের এবং ত্বগধঃদেশের লসীকাগ্রন্থি বিশেষরূপে আক্রান্ত ও বর্দ্ধিত হয়। **সালফারের** পর **ক্যাল্কে কার্ব্ব** সুফলপ্রদ।

ক্ষয়রোগ বা শারীরিক শীর্ণতা।—উপরি লিখিত গণ্ডমালা রোগলক্ষণ এ রোগেরও সাধারণ লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। ফলতঃ মূলে উভয় রোগই কার্য্যকারণে সমজাতীয়। রোগী কাকের ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধাবিশিষ্ট হয়, খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না, শিশু যাহা পায় আগ্রহাতিশয় সহ তাহা ভোজন করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ ক্ষুধা পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। **পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময় অস্বাভাবিক ক্ষুধা, মূর্দ্ধাদেশের তাপ এবং পদের শীতলতা,** এই লক্ষণত্রয় উপস্থিত থাকিলে **সাল্‌ফার** নিশ্চিত উপকার করে। যদি কেবল মূর্দ্ধাদেশের তাপমাত্র উপস্থিত থাকিয়া অন্য দুইটী লক্ষণের অভাব থাকে তথায় **ক্যালকেরিয়া** অথবা **ফস্‌ফরাস্** প্রযোজ্য। প্রিয়ামদেবী বয়স্থ ব্যক্তির ক্ষয়রোগে সাল্‌ফার প্রতিষেধক রূপে উপকার করে।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—তরুণ ও পুরাতন, বিশেষতঃ পুরাতন রসবাতের চিকিৎসায় **সালফার** লক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

banglabooks.in

প্রদাহ ও স্ফীতি শরীরাধঃ হইতে ঊর্দ্ধগামী হয়, অর্থাৎ পদ হইতে শরীরোর্দ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে। বেদনার রজনীতে ও শয্যায় বৃদ্ধি। পদের অত্যন্ত জ্বালা হওয়ায় রোগী পদ অনাবৃত করিয়া শয্যার বাহিরে লয়। তরুণ রসবাত রোগে নিদ্রাকর্ষণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঝাঁকি হওয়া সাল্‌ফারের বিশেষ প্রদর্শক।

সাইনভাইটিস্ রোগে সাল্‌ফার সন্ধির অভ্যন্তরে সঞ্চিত রস নিরাকরণে সমর্থ। এ বিষয়ে জানুসন্ধির উপরেই ইহার বিশেষ ক্ষমতা দৃষ্ট হয়।

জ্বর রোগ।—অধিকাংশ সময়েই বাত-পৈত্তিক জ্বরাদিতে একনাইটের পর সাল্‌ফারের প্রয়োগ কাল উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাল্‌ফার লক্ষণে শুষ্ক তাপে রোগী বোধ করে যেন সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইতেছে, ঘর্ম্ম হয় না, জিহ্বা শুষ্ক ও লোহিত বর্ণ এবং তীক্ষ্ণ পিপাসা থাকে, রোগী প্রথমে নিদ্রাহীন ও অস্থির থাকে, পরে আবিল্যগ্রস্ত হয়। ইহাতে শোণিত অথবা টিস্যুর বিশ্লেষণ ঘটে না। ফলতঃ তরুণ জ্বরাদি রোগ সহ একনাইটের যেরূপ সম্বন্ধ, পুরাতনে সাল্‌ফারের সম্বন্ধও তৎ সদৃশ; একনাইট ধমনীমণ্ডলের এবং সাল্‌ফার শিরামণ্ডলের শোণিত সঞ্চলন ক্রিয়ার সামঞ্জস্যকারী।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় ২৫ বৎসর বয়সের একটি পুরুষ জ্বররোগীর আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। লক্ষণ মধ্যে গাত্র, বিশেষতঃ পদতলে ভয়ঙ্কর জ্বালা ও ছটফটানিতে রোগীকে কিছুতেই শয্যায় রাখা যাইত না, সর্ব্বদা মেজের উপর গড়াগড়ি দিত, অত্যন্ত তৃষ্ণায় বরফ এবং ঠাণ্ডা রসাল ফলে আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার ব্যবহার, অতিশয় ক্ষুধায় চুরি কি জোর করিয়া তরকারী প্রভৃতি কুপথ্যের আহার, জিহ্বা পরিষ্কার, লোহিতবর্ণ, সম্পূর্ণ শুষ্ক নহে, কিয়ৎ পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত লালাসিক্ত, বিষ্ঠা কোমল

banglabooks.in

এবং কাল্‌চে, নরম, রোগী অবাধ্য ও ক্রোধপ্রবণ। গৃহের সমুদয় দ্বার এবং বাতায়ন সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে এবং অবিশ্রান্ত পাখার বাতাস করিতে হইত। জ্বরের প্রকোপ পূর্ব্বাহ্নের কোন অনিশ্চিতকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত। ঘর্ম্ম ছিল না, কোন ঔষধে ফল না হওয়ায় শরীর, বিশেষতঃ পদদ্বয় জ্বালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাতঃকালে একমাত্রা সাল্‌ফার ৩০ প্রয়োগ করার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি যাইয়া দেখি রোগী বাহিরে বসিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের সহিত গল্প করিতেছে; ইতিপূর্ব্বে কাহাকে কি বলিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। বাহিরে বসার জন্য অনুযোগ করিলে রোগী বলিল "আমি ভাল হইয়া গিয়াছি, আর কিছুই হইবে না"।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্।—স্থানপরিবর্ত্তনশীল নাছোড়-বান্দা রোগ। রুগ্নস্থান দেখিতে "দগ্ধ গল্লা চিংড়ি মৎস্যের ন্যায়"। অনেক স্থলেই অন্য প্রদর্শিত ঔষধ দ্বারা আশানুরূপ উপকার না হইলে মধ্যগরূপে সাল্‌ফারের প্রয়োগ আরোগ্যের সাহায্য করে।

হাম এবং বসন্ত রোগ।—হাম রোগের অবস্থাবিশেষে সাল্‌ফার অতি উপকারী ঔষধ। উদ্ভেদ বহিষ্কৃত না হওয়ায় গাত্রবর্ণ কাল্‌চে লোহিত হইলে অথবা বহিষ্কৃত উদ্ভেদ যখন নীল-লোহিতবর্ণ ধারণ করে তাহাতে ইহা উপকারী। সোরাদূষিত ধাতুর ব্যক্তিদিগের উভয় প্রকার রোগেই সাল্‌ফার প্রযোজ্য। বসন্ত পাকিলে অথবা অন্তর্হিত হইয়া মস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন করিলে সাল্‌ফার ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়।

ত্বক্‌রোগ।—সাল্‌ফার ত্বক্‌রোগে ত্বক্ স্থূল, শুষ্ক, কর্কশ এবং হামের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদযুক্ত। ঘর্ম্ম প্রায় হয় না, হইলেও শরীরাংশ বিশেষের অল্প অল্প স্থানে দুর্গন্ধ, অম্ল এবং সমল ঘর্ম্ম হয়। অনেক সময়ে ত্বগুপরি, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে বয়স ফোড়া জন্মে। শরীরের স্থানে স্থানে কৃচ্ছ্রসাধ্য পূয়গুটিকা দেখা দেয়। মুখমণ্ডল, হস্ত এবং বাহুর উপর

banglabooks.in

চিত্র বিচিত্র, বিশেষতঃ হরিদ্রা বর্ণের কলঙ্ক উপস্থিত হয়। মলদ্বার, কুচকি, স্তন, কক্ষতল এবং চর্ম্মের ভাঁজে টাটানি বেদনা, অবদারণ ও হাজা।

সোরাদোষের সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় চর্ম্মরোগ, কচ্ছু বা পাঁচড়ার আকার ধারণ করে না। সোরাবিষ দূষিত অসুস্থ ও সমল ত্বক্ "সার্কপ্টস্ হমিলিস্ বা "একেরাস্" নামক কীটাণুর বাসোপযুক্ত হওয়ায় তাহারা স্থানবিশেষ খুঁড়িয়া আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ ও বংশবৃদ্ধি করিয়া ক্রমে পাঁচড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সন্ধি-বাঁক বা অঙ্গাদির বাঁক ও অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান ইহার বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী। শয্যাতাপে চুলকানির অত্যন্ত বৃদ্ধি। ত্বক্ প্রথমে কর্কশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্কাবৃত হয়, স্থানে স্থানে রসপূর্ণ গুটিকা জন্মে ক্রমশঃ তাহা পুয় গুটিকায় পরিণত হইয়া সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট কচ্ছু রোগে পর্য্যবসিত হয়।

রোগ-বিষ অন্তর্প্রবিষ্ট না হইতে পারে এরূপ কোন ঔষধের বহিঃপ্রয়োগ দ্বারা পাঁচড়ার কীট নষ্ট করিয়া রোগারোগ্য করা অসঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে রোগীকে বহুতর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করা হয়। সর্ব্ব শরীর, অভাব পক্ষে আক্রান্ত শরীরাংশ উষ্ণজল ও সাবান দ্বারা বিলক্ষণরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নীরস করিয়া পাঁচড়ায় একাধিকবার লাভেণ্ডার অইল লাগাইলেই একেরাস্ কীট মৃত ও পাঁচড়া আরোগ্য হয়। এইরূপে গাঁজার তৈল বা সরিষার তৈলে গাঁজা ভর্জ্জিত করিয়া লাগাইলেও লাভেণ্ডার তৈলের সমান ফল দেয়। উভয় প্রকার বহিঃচিকিৎসাতেই কোন কুফল লক্ষিত হয় নাই। হোমিওপ্যাথি ক্রমের সাল্‌ফার সেবন দ্বারা মূল ব্যাধির আরোগ্য করা বিধেয়।

মার্কুরিয়াস্—পাঁচড়াসহ শরীরের নানা স্থানে পূয়গুটিকা ও কাউর।

সিপিয়া—শরীরের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পূয়গুটিকা জন্মিয়া তাহা

banglabooks.in

ইম্পেটিগ রোগে পরিণত হইলে এবং সিপিয়ার ধাতুগত লক্ষণ ও অবয়ব থাকিলে।

কষ্টিফাম্—বিশেষতঃ সাল্‌ফার অথবা মার্কারির নলম প্রয়োগে পাঁচড়া বসাইয়া দিলে।



banglabooks.in

লেক্‌চার ২০ (LECTURE XX.)

কল্‌চিকাম্‌ (Colchicum)।

প্রতিনাম্‌।—কলচিকাম্‌ অটম্‌নেল।

সাধারণ নাম।—মেডো স্যাফ্রণ।

জাতি।—মেলান্থাসি।

জন্মস্থান।—জর্ম্মনি, ফ্রান্স এবং দক্ষিণ ইউরোপের তৃণময় ভূমির বর্ষাকালস্থায়ী গুল্ম।

প্রয়োগ রূপ।—ফুল বিকসিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের টাট্‌কা কন্দের অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—প্রায়শঃ মূল আরক হইতে ২০০ শত ক্রম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই– ডাং হইন্‌—রোগীর পুনঃ পুনঃ গাউটের আক্রমণ হইত; পরে ললাটদেশে বেদনা, কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেই তাহার বৃদ্ধি হইত; স্বভাব বড়ই খিট খিটে, সামান্য কারণে রাগান্ধ হইত; ১২, আরোগ্য। ব্রিটিস জর্ণাল—গাউটি প্লুরডাইনিয়া। ভদ্রমহিলা, বয়স ৬০। বক্ষের নিম্ন ও দক্ষিণ পার্শ্বে তীক্ষ্ণ তীরবেধবৎ বেদনা পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ পার্শ্বে যায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নাড়ী অনিয়ম গতি ও কঠিনস্পর্শ, এবং অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ জন্মে। বহুকাল গাউট রোগে ভুগিয়াছিল, ১, ঘণ্টায় ঘণ্টায় দেওয়ায় আরোগ্য। ডাং স্যাস—রক্ত-বমন, স্ত্রীলোক, বয়স ৭৪, প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লোহিত রক্তবমন; ইপিকাক ৩ প্রয়োগে ক্রমে রক্ত-বমন বন্ধ হয়, পরে প্রথমে প্রভূত পরিমাণে উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত মলদ্বার পথে নির্গত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার পরিমাণ কম হয় ও তাহার সহিত উদর শূল এবং কুন্থন আরম্ভ হয়, কুন্থন সহ কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ রক্ত নিঃসারিত হইতে থাকে; নাক্‌স, মার্ক, ইপিকা, কলসি,

banglabooks.in

উপচয়।—রজনীতে; মানসিক শ্রমে; গাত্রোত্থান করিয়া শয্যায় উপবেশন করিলে; শরীর চালনায় (ব্রাই)।

উপশম।—বিশ্রাম কালে এবং মুক্ত বায়ু মধ্যে।

সম্বন্ধ।—কল্‌চিকামের কার্য্য প্রতিষেধক—বেল, ক্যাম্ফর, ককুলাস্, নাক্স ভ; স্পাইজি ও পালস্। প্রবল ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইয়া আসন্ন মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে, স্পাইজি; প্রচুর পরিমাণে তণ্ডুল ধৌত জল

হেমা ও সাল্‌ফার প্রভৃতি কোন ঔষধেই উপকার হয় নাই; ক্রমে নিম্ন লিখিত লক্ষণ উপস্থিত হয়—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উপাধান হইতে মস্তক চালনা করিবার শক্তির অভাব; অতিশয় তৃষ্ণা; খাদ্য বস্তুর দিকে তাকাইলে, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে ঘৃণার উদয়. রোগির গৃহ হইতে চতুর্থ গৃহে ব্রথ প্রস্তুতের ঘ্রাণে বিবমিষায় মূর্চ্ছার ন্যায় হইয়াছিল; বেদনা না থাকার সময়ে অদম্য নিদ্রালুতা, সন্ধ্যাকালে বেদনা আরম্ভ হইয়া সমস্ত রজনী থাকিত, বর্ষা ও শরতের আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া কালে রোগ জন্মে; ২০০, আরোগ্য। ডাং ম্যাক্ জর্জ—ভদ্রমহিলা, বয়স ৮৫, উদরী রোগ, শ্বাসকৃচ্ছ জন্য কষ্টে শয়ন করিতে পারিত, সম্মুখে বক্র হইলে কিছু আরাম বোধ করিত, মূত্র অত্যল্প পরিমাণ. ২৪ ঘণ্টায় এক টেবলস্পুন মাত্র এবং তাহা পচা দুর্গন্ধ যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তচাপের ন্যায়; উদর অত্যন্ত স্ফীত ও নাভির অধঃদেশে পাশাপাশি ভাবে ত্বকভাঁজে দাগ; ২০০ আরোগ্য। ডাং হ্যু স্যান—অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, বয়স ৪৭।৪৮ বৎসর; মধ্যে মধ্যে রসবাতের আক্রমণ হইত; দক্ষিণ স্কন্ধ, কনুই ও হস্তাঙ্গুলির সন্ধিনিচয় বেদনাযুক্ত ও কঠিন; উভয় গুল্‌ফসন্ধি ও পদাঙ্গুলি এবং উভয় পদতল বেদনাযুক্ত ও কঠিন; বেদনা কখন কর্ত্তনবৎ এবং চিম্‌টি কাটার ন্যায়, কখনও বা টাটানিযুক্ত, ৩, আরোগ্য। ডাং গুসন—বালিকা, বয়স ১৩, তখনও ঋতু হয় নাই; বর্ষা এবং শরতের কতিপয় দিবস ও রজনী বেদনাহীন উদরাময়ে কষ্ট পাইয়াছিল; উদরাভ্যন্তরে গড়গড় করিয়া ডাকিত; ক্ষুধা ভাল ছিল, কিন্তু দুই প্রহর রজনীর পূর্ব্বে কিছুতেই নিদ্রা হইত না, হস্ত, পদ বরফের ন্যায় শীতল থাকিত; আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইলেও হস্তাদি তপ্ত হইত না; মুক্তবায়ু মধ্যে হস্ত ধৌত করিলে হস্ত শীতল এবং কঠিন হইয়া যাইত, শীতকালে গাত্র ফাটিয়া যাইত ও গাত্রে ফোস্কা উঠিত; ৪, আরোগ্য।

banglabooks.in

সেবনে অন্ত্রে প্রবল ক্রিয়ার বাধা জন্মে। চিনিরপানা সহ কতিপয় ফোটা এমন কষ্ট ইহার দিষ-ক্রিয়ায় উপকারী। নাক্‌স ভমিকা অথবা লাইক পোডিয়াম যে রোগ কথঞ্চিৎ উপশম করিয়াছে তাহাতে কল্‌চির প্রয়োগ শুভ ফলপ্রদ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন., আর্ণি., বেল, ব্রায়., সিমিসি., সিঙ্ক., ককুলাস., মার্ক. কর., নাক্‌স ভ., ওপি, পাল্‌স., রাস্‌., সিপিয়া., ভিরেট. এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগ-পরিচারক লক্ষণ।—সবল ও সতেজ ধাতুর রসবাত এবং গাউট রোগপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী। বৃদ্ধদিগের রোগে ইহা সাধারণতঃ কার্য্যকারী।

যে সকল ব্যক্তি আগন্তুক উত্তেজনায়, যেমন উজ্জ্বল আলোক, উগ্র ঘ্রাণ, স্পর্শ, দুঃখ, অন্য ব্যক্তির কুকার্য্য প্রভৃতিতে আত্মহারা (নাক্‌স্‌, ষ্ট্যাফি) তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

বেদনার প্রকৃতি আকর্ষণ, ছেদন ও চাপনবৎ; উষ্ণ আবহাওয়াকালে বহিঃ শরীর, শীতল বায়ুর সময় অস্থি এবং অন্যান্য গভীর উপাদান বা টিসু আক্রান্ত হয়। বেদনা শরীরের বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে যায়।

ঘ্রাণশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ, খাদ্য রন্ধনের ঘ্রাণে বিবমিষা জন্মে (আর্স, সিপিয়া)। ভক্ষ্য বস্তুতে, তাহার দর্শনে, ততোধিক তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা জন্মে।

উদরে প্রভূত পরিমাণ গ্যাস জন্মিয়া স্ফীত হওয়ায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইবে। আমাশয় এবং উদরাভ্যন্তরে জ্বালা অথবা বরফের ন্যায় শীতলতা।

বর্ষা ও শরতের আমরক্ত রোগের বিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণে ছিবড়া ছিবড়া শুভ্র পদার্থ। বিষ্ঠায় যেন অন্ত্র চাঁছা পদার্থ (ক্যাল্কা, কার্ব্ব)।

চালনায় ও স্পর্শে আক্রান্ত শরীরাংশের অসহিষ্ণুতা।

banglabooks.in

রোগ কারণ।—অতি তীক্ষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শ (যাহাতে শরীর জমিয়া যাওয়ায় ন্যায় বোধ); বৃষ্টিধারায় শরীরের সিক্ততা; শকটারোহণ প্রভৃতি (যাহাতে শরীর ঝাকি সহ আন্দোলিত), এবং মানসিক শ্রম, সাধারণতঃ কল্‌চিকাম্ রোগের সাক্ষাৎ কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া—মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জা ও গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলে কল্‌চিকামের আদি ও মূল ক্রিয়া। এই সকল স্নায়ুকেন্দ্রের উত্তেজনা জন্মাইয়া ইহা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, খল্লী, স্নায়ুশূল এবং শারীরিক অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা উৎপন্ন করে। এই আদি স্নায়বিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ অস্থিবেষ্ট (Periosteum), সাইনভিয়াল মেম্ব্রেণ (বিশেষতঃ ক্ষুদ্র সন্ধির), পরিপাক-যন্ত্র, মূত্রযন্ত্র এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে শ্বাসযন্ত্রমণ্ডল রোগাক্রান্ত হয়। কল্‌চিকাম্ শরীরস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবের বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন করে। এই ক্রিয়া ফলে যে শারীরিক অবস্থা সংঘটিত হয় তাহা প্রবল ও তরুণ সন্ধিবাত সদৃশ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—ইতর জন্তুতে কল্‌চিকামের বিষক্রিয়ার বিশেষ তারতম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতি সামান্য পরিমাণ কল্‌চিকাম্ সেবন করাইলে বিষক্রিয়ায় অতি সাংঘাতিক উদরাময় জন্মিয়া কুকুরের মৃত্যু হয়; গো জাতির উদরাময় হয় না, উদরের ভয়ঙ্কর স্ফীতি ও মূত্রাল্পতা জন্মিয়া মৃত্যু ঘটে; খরগোসের মূত্র-বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন বিপজ্জনক লক্ষণ উৎপন্ন হয় না। কুকুরের পক্ষে যাহা বিষ মাত্রা, ভেক তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে। এলপ্যাথগণ ইতর জন্তুতে দ্রব্যবিশেষের ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা যে মনুষ্য জাতির ঔষধ নিরূপণ করেন, তাহা যে কতদূর ভ্রমসঙ্কুল তাহা ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

কল্‌চিকাম্ অতিশয় তীক্ষ্ণ, উদ্দীপনাকারী ও পেশীর ভয়াবহ শক্তি-অপহারক বিষ। ইহার এই উত্তেজক ও প্রদাহিক ক্রিয়া পরিপাক

banglabooks.in

যন্ত্রপথে বিশেষরূপে প্রকাশের ফলস্বরূপ ভয়ঙ্কর বমন ও উদরাময় জন্মে; এই বমন ও উদরাময় এবং পেশীর পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতা নিবন্ধন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানাশই বিষাক্ত রোগীর মৃত্যুর আশু কারণ।

মানবদেহে কল্‌চিকামের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, বিশেষতঃ ব্যারণ ষ্টর্ক বিষক্রিয়া উৎপাদনোপযোগী মাত্রায় স্বশরীরে স্থানিক ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষায় যে সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা হইতে ইহার বিষক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এবং তাহা স্থূলতঃ এই ঃ—

(১) স্থানিক প্রয়োগে হস্তাঙ্গুলির অসাড়তা; ৬ ঘণ্টা কালের জন্য জিহ্বাগ্রে কাঠিন্য ও সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীনতা; ইহার কর্ত্তিত খণ্ডের বাষ্পাঘ্রাণে তাহা শোষিত হইবার পূর্ব্বেই স্থানিক সংস্পর্শে নাসিকা, গলদেশ ও স্বরযন্ত্র প্রভৃতির উদ্দীপনা।

(২) অভ্যন্তরীণ প্রয়োগে আমাশয়ের জ্বালাময় তাপ ও বেদনা, তৃষ্ণা, ক্ষুধাহীনতা, উদরস্ফীতি, সরলান্ত্রাংশে কুন্থন, কলেরার অনুরূপ ভয়াবহ বিবমিষা, বমন, সবেগে শ্লেষ্মামিশ্রিত জলবৎ মলত্যাগ; উদর এবং হস্ত ও পদের আকুঞ্চন বা ফ্লেকসর পেশীর খল্লী, সর্ব্বশরীর, জিহ্বা এবং প্রশ্বাস বায়ুর শীতলতা এবং মুখাবয়বের যন্ত্রণাব্যঞ্জক বিকটাকৃতি; কলঙ্কময় ত্বক্; নীলাভ নখর; কোটরপ্রবিষ্ট, জলপূর্ণ চক্ষু; এবং সঙ্কুচিত চক্ষুতারকা। মূত্রযন্ত্রে ক্রিয়ায় জ্বালা ও কুন্থন সহ রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ; অন্য রোগীর মূত্রযন্ত্রপথের তাপ ও প্রচুর পরিমাণ ফেকাসে বর্ণের মূত্রস্রাব। শ্বাসযন্ত্রক্রিয়ায় নাসিকাদির উত্তেজনা ও স্বরযন্ত্রে শুড়শুড়ি হইয়া শুষ্ক কাসি।

লণ্ডন মেডিক্যাল গেজেটে (১০ম খণ্ড) বর্ণিত একটি বিষাক্ত রোগীর বিবরণে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—হস্ত ও পদে আরম্ভ হইয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তীক্ষ্ণ চর্ব্বণবৎ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, অসাড়তা, চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি, যুগপৎ প্রভূত অম্লাক্ত ঘর্ম্ম এবং

banglabooks.in

মস্তক পশ্চাদ্দেশ এবং গ্রীবার কাঠিন্য ও বেদনা। কোন রোগীরই জ্ঞানশক্তির বিপর্য্যয় হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ কল্‌চিকাম্ মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থান আক্রমণ করে না। প্রবল বিষক্রিয়ায় ও টাইফয়েড জ্বরাদিতে যে অজ্ঞানভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃত অজ্ঞানতা নহে, প্রভূত স্নায়বিক ও পেশীদুর্ব্বলতা নিবন্ধন অভিভূতি মাত্র; কেননা কোন প্রশ্ন করিলে রোগী তাহার প্রকৃত উত্তর দেয় ও পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব ধারণ করে।

ইহার সাক্ষাৎ ও মৌলিক আক্রমণ মেরুমজ্জার গতি, অনুভূতি এবং গ্রন্থিল বা গ্যাংগ্লিয়নিক স্নায়ুতে। গতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ পেশীশক্তির অপচয়, তজ্জনিত শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ধীরগতি ও খল্লী প্রভৃতি; অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে অসাড়তা, বেদনা, কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং ঝিনঝিনি প্রভৃতি, গ্রন্থিল স্নায়ুরক্রিয়াবিপর্য্যয়ে পরিপাকবিকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রসবাতসদৃশ প্রদাহ, পরিপাক-পথের উত্তেজনা ও উদ্দীপনাঘটিত বমন এবং বিরেচন; মূত্রযন্ত্র পথের প্রদাহে কুন্থনসহ রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ এবং শ্বাসযন্ত্রের উদ্দীপনায় সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে আমরা কল্‌চিকামের স্থূল ক্রিয়ার আভাস পাইলাম। এসম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, শরীরের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রে ইহার ক্রিয়া বস্তুগতনির্ব্বাচিতক্রিয়া-সম্বন্ধবশতঃ হইয়া থাকে, কেননা ইহার সামান্য অংশ শোণিত সংস্রবে আসিলেই ন্যূনাধিক উপরোক্ত রূপ ক্রিয়া হইতে দেখা যায়। সুস্থ দেহে কল্‌চিকামের সেবন দ্বারা পরীক্ষালব্ধ ভেষজলক্ষণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

মানসিক বিকারে রোগী সংজ্ঞাশূন্য; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; রোগী পাঠ করিতে পারে কিন্তু পঠিত বিষয় বুঝিতে পারে না। জ্ঞান শক্তি ম্লান হইলেও রোগী প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেয়। মস্তকের গোলমাল ভাব। কোন

banglabooks.in

রূপ শ্রমেই প্রবৃত্তি থাকে না। সাধারণতঃ মনভাব আনন্দিত; দুঃখিত; কদাচ উত্তেজনাপ্রবণ। আগন্তুক উত্তেজনা যেমন উজ্জ্বল আলোক, উগ্র ঘ্রাণ, স্পর্শ, অন্যের অন্যায় কার্য্য রোগীকে বিচলিত বা আত্মহারা করে।

খিটখিটে, বদ্‌মেজাজ, কিছুতেই রোগী সন্তুষ্ট হয় না।

মস্তিষ্কের অনুভূতি বিকারে ভ্রমণান্তর উপবেশনে এবং গাত্রোত্থানে শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে অতিশয় পরিশ্রম নিবন্ধন দুর্ব্বলতার ন্যায় বোধ। হঠাৎ শক্তির লোপ এবং অত্যধিক দুর্ব্বলতা। বেদনাসহ অবশতার অনুভূতি। শরীর সিক্ত হইলে ঘর্ম্ম বসিয়া যাইয়া পক্ষাঘাত।

আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রযুক্ত অনুভূতিদ স্নায়ু-বিকারে শরীরাংশ বিশেষে শীতানুভূতির ন্যায় কম্প ও গুরুগুরু ভাব। এক এক সময়ে শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে ছিন্ন করার ন্যায় আতত ভাবের বেদনা, দ্রুত স্থান পরিবর্ত্তনশীল।

নিদ্রাবিকারে রোগী অজ্ঞানবৎ পড়িয়া থাকে, দিবসে অত্যন্ত নিদ্রালুতা বশতঃ আহার করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, রজনীতে নিদ্রার বাধা জন্মে অথবা বেদনা জন্য নিদ্রা হয় না। ভয়াবহ স্বপ্নে নিদ্রাভঙ্গ। নিদ্রাকালেও শরীরের চমক ও ঝাঁকি। উত্তান ভাবে শয়ন।

মস্তকের, বিশেষতঃ চক্ষুর উর্দ্ধ প্রদেশে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা; মানসিক শ্রমে মস্তকে, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎপার্শ্বে এবং ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বা সেরিবেলামের গভীরতর দেশে চাপানুভূতি। বামপার্শ্বের চক্ষু গোলক হইতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত বিদীর্ণবৎ বেদনা। ললাটদেশে কীট বিচরণবৎ অনুভূতি। মস্তক উত্থিত করিতে উপাধানোপরি পতিত হয় ও রোগী মুখব্যাদান করিয়া থাকে।

ইহার ইন্দ্রিয়ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা। কর্ণে উচ্চ শব্দ শ্রুত এবং কর্ণ আবদ্ধ থাকার অনুভূতি।

banglabooks.in

ঘ্রাণশক্তির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা; মাংসের যূষের (Broth) ঘ্রাণে বিবমিষা এবং টাটকা অণ্ডের ঘ্রাণে মূর্চ্ছার ভাব। রসনেন্দ্রিয় খাদ্যের আস্বাদ পায় না।

মুখমণ্ডলের বড়ই বিকটাকার। বিষাদব্যঞ্জক, এবং দুঃখপূর্ণ মুখ বসিয়া যায়; তাহাতে অস্বাভাবিক, বিকট হাস্যব্যঞ্জক ভাব প্রকটিত (Risus Sardonicus); মুখমণ্ডল পাণ্ডুর; হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্কযুক্ত; গণ্ড লোহিতবর্ণ, তপ্ত ও ঘর্ম্মসিক্ত। মুখমণ্ডল শোথযুক্ত, মুখে বরফ লাগার ন্যায় চনচনি। মুখমণ্ডল পেশীর ও অস্থির ছিন্ন করার ন্যায় টান টান বেদনার স্থান পরিবর্ত্তনশীলতা।

ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়। ওষ্ঠে, দন্তে ও জিহ্বায় কটা লেপ।

চক্ষুর প্রদাহ ও দৃষ্টিমালিন্য। চক্ষু হইতে জলস্রাব। চক্ষুর কাল ক্ষেত্র বা কর্ণিয়ার উপর শুভ্র-কলঙ্ক।

কর্ণের কনকনানিসহ বিদারণবৎ বেদনা।

নাসিকাভাজক প্রাচীরে (Septum) টাটানি বেদনা। সন্ধ্যাকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

মুখে প্রচুর লালাস্রাব সহ গলদেশের শুষ্কতা। মুখের ও গলদেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ।

দন্তের কনকনানি সহ ছিন্নবৎ বেদনা এবং স্পর্শা সহিষ্ণুতা।

জিহ্বা শুভ্র লেপযুক্ত, উজ্জ্বল লোহিত এবং অবশ। বাকরোধ ঘটে; কষ্টে জিহ্বা বাহির করা যায়।

তালু (Palate) এবং গল-গহ্বর প্রদাহিত ও লোহিতবর্ণ।

আমাশয় লক্ষণে খাদ্যে ঘৃণা; খাদ্যের দর্শনে অত্যধিক ঘৃণা, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে তদপেক্ষাও অধিকতর। অত্যন্ত তৃষ্ণা, কিন্তু ক্ষুধা থাকে না। উদ্গারে আমাশয়ের জ্বালা। প্রত্যেক বার শরীর চালনাতেই বমন বা তাহার পুনরাবর্ত্তন। ঋজুভাবে উপবেশন করিতে

banglabooks.in

পারে না। ভুক্তবস্তুর অথবা পিত্তের বমন। চাপ দিলে আমাশয়ের অত্যন্ত বেদনা। আমাশয়ে বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি। আমাশয় প্রদেশে ভয়ঙ্কর জ্বালা।

উদর অত্যন্ত স্ফীত বোধ, যেন অত্যধিক পরিমাণ আহার হইয়াছে। উদরে কামড়ানি; আহারে উদরশূলের বৃদ্ধি; বায়ুজনক খাদ্যের ভোজনে উদরশূল জন্মিলে যে পর্য্যন্ত উদরাময় না হয় উদর অত্যন্ত স্ফীত থাকে; সম্মুখে অত্যধিক বক্র হইলে উপশম।

সন্ধ্যাকালে অতীব দুর্গন্ধ বায়ু-নিঃসরণ। মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচনের সহিত পৃষ্ঠোপরি কম্প হইতে থাকে। নিষ্ফল মলবেগ; বায়ু-নিঃসরণে মল-বেগের উপশম। ভয়ঙ্কর কুন্থন। বিষ্ঠা প্রথমে পিত্তসংযুক্ত; পরে ঝিল্লীর টুকরা মিশ্রিত, ক্লেদ ও রক্তময়, অনেক সময়ে কোমলা লেবুর বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাভ, ক্লেদময়, উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণ আঁইসের ন্যায় পদার্থযুক্ত; প্রভূত হরিদ্রা বর্ণ আবরণযুক্ত, স্বচ্ছ জিউলির আটা বা জিলেটিনের ন্যায় (হেলি, রাস) অনেক ঝিল্লীবৎ শ্লেষ্মার মল-ত্যাগে উদরশূলের উপশম; এবং অত্যন্ত পূতিগন্ধময় উদরাময়। বিষ্ঠায় অনেক পরিমাণ ক্ষুদ্র শুভ্র ছিবড়া।

মূত্রযন্ত্রবিকারে জ্বালা ও কুন্থন সহ অত্যল্প পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে মূত্রত্যাগ। কৃষ্ণবর্ণ, প্রায় কালির ন্যায় রক্তময় মূত্রত্যাগে অত্যন্ত জ্বালা ও কুন্থন। মূত্রাধঃদেশে শুভ্র তলানি।

শ্বাস যন্ত্র লক্ষণে শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং বক্ষের কষ্টানুভূতি। রজনীর কাসিতে সবেগ অনৈচ্ছিক মূত্রনির্গমন। বক্ষে বিদারণবৎ ও ছিন্নকরার ন্যায় বেদনা।

হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড স্পন্দন সহ কষ্টানুভূতি। হৃৎপ্রদেশে কম্পের সহিত গোঁচান বেদনা। হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা এবং চাপে দীর্ঘ নিশ্বাসের উদ্রেক;

banglabooks.in

চাপে অসহিষ্ণু। রজনীতে বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে হৃৎপিণ্ড-প্রদেশে পূর্ণ ভাবের সহিত পীড়িত অনুভূতি যেন শোণিত নিশ্চল হইয়াছে। মৃদু এবং অনিয়মিত হৃৎস্পন্দনের লোপ এবং তাহার সহিত অবর্ণনীয় অনুভূতি। উদ্‌ঘাত অনুভূত করা যায় না, কেবল শ্রুত হওয়া যায়, যেন অতি দূর হইতে অথবা প্রাচীর ভেদ করিয়া আইসে; নাড়ী দ্রুত ও কঠিন স্পর্শ অথবা পূর্ণ এবং ধীর; এবং ক্ষীণ, অনিয়মিত; ক্ষণলোপযুক্ত ত্বরিত এবং সূক্ষ্ম; ক্বচিত অনুভবযোগ্য।

কল্‌চিকাম্ ক্রিয়ায় অঙ্গাদির রসবাতিক বেদনা অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশে ছিন্ন করা ও আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা। ত্রিকাস্থির স্থানবিশেষে পিষ্টবৎ ও টাটানি বেদনায় ক্ষত হওয়ার অনুভূতি ও স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা।

বাহুতে অতি প্রবল ও অবশকর বেদনায় রোগী অতি ক্ষুদ্র বস্তুও সবলে ধারণ করিতে পারে না। বাহু হইতে অঙ্গুলি, বিশেষতঃ অঙ্গুলির সন্ধি পর্য্যন্ত রসবাতিক বেদনা।

জঙ্ঘা হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত রসবাতিক বেদনা। জঙ্ঘায় থল্লী (ক্যাল্ফ বা ক্যাম্ফর, নাক্‌স ভ) সাল্‌ফার জঙ্ঘা এবং পদের জল শোথের স্ফীতি তুষার সংস্পর্শে পদাঙ্গুলির চন্‌চনি।

হস্ত ও পদের অসাড়তা সহ চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতিতে ঝিনঝিনি লাগার ন্যায় অনুভব। স্কন্ধ এবং বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধি এবং অস্থিনিচয়ে বেদনা হইলে মস্তক ও জিহ্বার চালনায় কষ্টানুভব। পেশী এবং সন্ধিনিচয়ে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

ইহার রসবাতিক জ্বরে শৈত্যানুভূতি ও শীতভাব যেন দৌড়াইয়া সমস্ত অঙ্গের মধ্য দিয়া পৃষ্ঠের অধঃদিকে যায়। স্থান বিশেষে কম্প ও কীট বিচরণবৎ অনুভূতি। রজনীতে শুষ্ক তাপ ও তৃষ্ণা। ঘর্ম্ম বসিয়া যায়। প্রচুর, অম্লগুণ ঘর্ম্ম হঠাৎই আইসে হঠাৎই যায়।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

পেশীর প্রভূত দুর্ব্বলতা।—ঔষধের ক্রিয়াবশতঃই হউক আর রোগপ্রযুক্তই হউক, উভয়বিধ ঘটনায়ই অবস্থাবিশেষে দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। রোগবশতঃ শারীরিক রস রক্তের অপচয় এবং বিকৃতি, এবং অনাহার নিবন্ধন পুষ্টিহানিই এই দুর্ব্বলতার কারণ। কল্‌চিকাম্ রস-রক্তের বিশেষ পচনকারী বস্তু নহে, তথাপি রোগের আক্রমণের আরম্ভ হইতেই রোগী ভয়াবহ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উদরাময়ের প্রথম হইতেই এতদূর দৌর্ব্বল্য ঘটে যে মলত্যাগান্তে রোগী সেই স্থানেই শয়নে বাধ্য হয় বা শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করে; টাইফয়েড জ্বরে উত্তোলিত মস্তক উপাধানোপরি ঢলিয়া পড়ে, রোগী মুখব্যাদান করিয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ অন্যান্য ঔষধ হইতে ইহার প্রভেদক। আর্সেনিকও অত্যন্ত দুর্ব্বলকর ঔষধ, কিন্তু তাহার সাংঘাতিকতা ও মৃত্যু-ভয়াদি প্রভেদক লক্ষণ। (দ্বিঃ খঃ খঃ আর্স পৃঃ ৪১—৪২)

আমাশয়াভ্যন্তরে কখন ভয়ঙ্কর জ্বালা কখন বা বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি।—একই রোগে সময় বিশেষে এইরূপ বিপরীত লক্ষণের উপস্থিতি অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি।—রোগী স্থিরভাবে থাকিলে বমন হয় না, নড়িলেই বমন হয় বা তাহার পুনরাবর্ত্তন ঘটে; রসবাতাদি বেদনাও কিঞ্চিৎ নড়িলেই বৃদ্ধি পায়। শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি অন্যান্য ঔষধে থাকিলেও কল্‌চি এবং ব্রায় ভিন্ন অন্যে তাহার প্রাধান্য দেখা যায় না। অতএব ইহা ব্রায়নিয়া সহ তুলনীয়। ইহাদিগের প্রভেদ নিরূপণে পরস্পরের সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করার আবশ্যক। অপিচ ব্রায় কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান এবং কল্‌চি উদরাময়প্রধান ঔষধ।

banglabooks.in

উদরের অত্যধিক স্ফীতি।—এ লক্ষণের **কল্‌চিকাম্** বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। গোজাতির উদর স্ফীতি তাহাদিগের অতীব সাংঘাতিক রোগ। হোমিওপ্যাথি ক্রমে **কল্‌চিকাম্** এ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বর্ত্তমান লক্ষণ দ্বারা **কল্‌চিকামের** নির্ব্বাচনে **বেল ও লাইক** ইত্যাদি ঔষধ সহ ইহার তুলনার আবশ্যক। (প্রঃ থঃ বেল পৃঃ ১০০; দ্বিঃ থঃ আর্স পৃঃ ৭২, ৭৩)।

ঘ্রাণশক্তির কষ্টদ তীক্ষ্ণতা, খাদ্য বস্তুর, বিশেষতঃ মৎস্য, অণ্ড অথবা চর্ব্বিযুক্ত মাংস রন্ধনের ঘ্রাণে বিবমিষা এবং মূর্চ্ছার ভাব।—এই লক্ষণ পরিপাকযন্ত্ররোগে বিশেষ পরিস্ফুট থাকিলেও **কল্‌চিকামের** অন্যান্য রোগেও ন্যূনাধিক দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ অরুচি এবং আহারে ঘৃণা ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। **ককুলাস** ভিন্ন অন্য কোন ঔষধেই ইহা তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। প্রভেদ এই **কল্‌চিকামে** ক্ষুধা থাকে না ও খাদ্য বস্তুতে ঘৃণা হয়, এবং আমাশয়াভ্যন্তরে কখন জ্বালা কখন বা শৈত্যানুভূতি, এই বিপরীত লক্ষণের উৎপত্তি দেখা যায়। **ককুলাসে** ক্ষুধা থাকিয়া খাদ্যে এবং তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা জন্মে। এই ঘৃণা **কল্‌চিতে** অধিকতর, রোগীর প্রায় মূর্চ্ছা হয়, **ককুতে** তদ্রূপ হয় না।

এলোজ—ইহার সহিত **কল্‌চির** কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই উদরে বায়ুর গড়গড় ডাক, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা এবং উদরে বেদনা থাকে। **এলোজে** উদরের বামপার্শ্বে বায়ু গড়গড় ডাকিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে আইসে, **কল্‌চির** বায়ু উদরের সর্ব্ব স্থানেই গড়গড় ডাকিয়া বেড়ায়, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা **এলোজ** অপেক্ষা **কল্‌চিতে** অধিকতর; **এলোজের** উদরশূল তীরবেধবৎ বা গর্ত্তকরার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, নাভিদেশে হয় এবং চাপে বৃদ্ধি পায়।

banglabooks.in

এই দুর্ব্বলতার কারণ। যে সকল ব্যক্তি যে কোন কারণেই হউক, বহুকাল পর্য্যন্ত অধিক রজনীতে নিদ্রা যায় ও নিদ্রা অসম্পূর্ণ থাকিতেই গাত্রোত্থান করে, তাহারাই ক্রমে এইরূপ দুর্ব্বলতাগ্রস্ত হয়; নিদ্রোত্থিত হইয়া রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শ্রান্ত বোধ করে এবং চলিতে যেন পা টানিয়া লইতে হয়। অবশেষে এই দুর্ব্বলতাসহ অজীর্ণ যোগদান করিয়া ইহাদিগকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। রোগী তখন ক্ষুধাহীন হয়, মুখের বিস্বাদ ও বিবমিষা জন্মে এবং রন্ধন করা খাদ্যে আহার করা দূরের কথা তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না। রোগী বড়ই অসন্তুষ্ট ও খিটখিটে স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে ইহা নাক্‌স সহ তুলনীয়।

স্নায়ুশূল (Neuralgia)—প্রসোপ্যাল্‌জিয়া (মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল); গৃধ্রসি (Sciatica)—**কল্‌চিকামের** মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল মুখের বামপার্শ্ব আক্রমণ করে। বেদনায় আক্রান্ত শরীর-স্থানের অবশতার ভারসহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। **স্পাইজিলিয়াও** বামপার্শ্বের রোগেই উপকারী; কিন্তু ইহার বেদনার প্রখরতা কল্‌চি অপেক্ষা অধিকতর। **কল্‌চিকামের** সাইয়াটিকা দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে। তীরবেধবৎ প্রখর বেদনা হাঁটু পর্য্যন্ত যায় এবং অঙ্গচালনায় তাহার বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী স্থিরভাবে থাকিতে বাধ্য হয়। বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করে, লগ্ন থাকে এবং অসহনীয় প্রখরতাবিশিষ্ট হয়।

অজীর্ণ রোগ (Indigestion)।—অনেক সময়েই গাউট রোগ বসিয়া যাইয়া বা অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আমাশয় আক্রমণ করিলে **কল্‌চিকামের** অজীর্ণ রোগ জন্মে। অনেক বস্তু খাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু খাদ্য বস্তু দেখিলে, বিশেষতঃ তাহার আঘ্রাণে ভয়ঙ্কর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হইয়া রোগী কাঁপিতে থাকে, কিছুই আহার করিতে পারে না। মৎস্য, ডিম্ব এবং চর্ব্বিযুক্ত মাংসের ঘ্রাণে রোগীর মূর্চ্ছার ভাব হয়। মধ্যে মধ্যে প্রভূত

banglabooks.in

পরিমাণে স্বাদহীন গ্যাসের উদ্গার উঠে, ঋজুভাবে উপবেশন করিলে আমাশয়মধ্যে বমনের ভাব উপস্থিত হইয়া বমনেচ্ছা জন্মে। ভয়ঙ্কর উকির সহিত প্রবল বেগে প্রথমে প্রভূত পরিমাণ ভুক্ত বস্তু, পরে পিত্ত বমন, সামান্য শরীর চালনা করিলে পুনরাগত হয়। আমাশয়মধ্যে **কখন** কখন জ্বালাময় বেদনা, কিন্তু অধিক সময়েই বরফবৎ শৈত্যানুভূতি হয় এবং রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

রক্তামাশয় (Dysentery)।—বর্ষা এবং শরতের কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কল্‌চিকাম্-রক্তামাশয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলতঃ **আর্দ্রোষ্ণ আব হাওয়ার সময়ই ইহার** যাবতীয় রোগোৎপত্তির উপযুক্ত **কাল।** মলদ্বারের বেদনা ও ভয়ঙ্কর কুন্থনসহ অতি কষ্টে রক্তময় অত্যল্প আম এবং **পর্দ্দা বা ত্বক্‌বৎ** পদার্থ বাহ্যে হয়। মলত্যাগের অবিশ্রান্ত ও বিফল উদ্‌বেগ হইতে থাকে কখন বা **জিউলির আঠা বা জেলির** ন্যায়, কখন শোণিতকলঙ্কযুক্ত, আম নির্গত হয়। অন্ননালী বা ইসোফেগাসের সংকোচন, নিম্নোদরের স্ফীতি, পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠের উর্দ্ধ হইতে নিম্নগামী কম্পভাব, আমাশয়মধ্যে জ্বালা অথবা বরফবৎ শৈত্যানুভূতি, পায়ের ডিমের খল্লী এবং হারিস বাহির হওয়া প্রভৃতি আনুষঙ্গিক লক্ষণ উপস্থিত থাকে। **খাদ্য বস্তুতে, এমন কি তাহার** ঘ্রাণে রোগীর ঘৃণা জন্মে।

এলোজ—ইহার সহিত **কল্‌চিক্স** কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই উদরে বায়ুর গড়গড় ডাক মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা এবং উদরে বেদনা থাকে। **এলোজে** উদরের বামপার্শ্বে বায়ু গড়গড় ডাকিয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নাভিমুখে আইসে, **কল্‌চিক্স** বায়ু উদরের সর্ব্ব স্থানেই গড়গড় ডাকিয়া বেড়ায়, মলত্যাগান্তে দুর্ব্বলতা **এলোজ** অপেক্ষা **কল্‌চিকে** অধিকতর; **এলোজের** উদরশূল তীরবেধবৎ বা গর্ত্তকরার ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট, নাভিদেশে হয় এবং চাপে বৃদ্ধি পায়।

banglabooks.in

ক্যাস্থ্যারিস্—ইহারও বিষ্ঠাসহ অন্ত্রটাছা বস্তুর ন্যায় আম থাকে ও কুন্থনাদিও অতি কষ্টপ্রদ; কিন্তু **অতীব যন্ত্রণাদায়ক কুন্থন ও জ্বালাযুক্ত অল্প অল্প মূত্র ত্যাগ** ইহাকে **কল্‌চি** হইতে প্রভেদিত করে। ইহাতে **কল্‌চিরূ** ন্যায় উদরে বায়ু জন্মে না।

কেলি বাইক্রমিকাম্—জিউলির আটা বা জিলেটিনের ন্যায় বিষ্ঠা থাকায় ইহা **কল্‌চি** সহ তুলনীয়; কিন্তু ইহার শুষ্ক, লোহিত-বর্ণ, উপত্বকহীন, মসৃণ এবং ফাটা জিহ্বা, গ্রীষ্মকালে রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রাতঃকালে উপচয় এবং উদরে বায়ুর অভাব ইহাকে **কল্‌চি** হইতে প্রভেদিত করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—কলেরা রোগে **কল্‌চিকামের** উপকারিতা বিষয়ে অল্পদিন পূর্ব্বেও কৃতবিদ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে বিশেষ কোন খ্যাতি থাকার নিদর্শন পাওয়া যায় না। কলিকাতায় আহিরীটোলার কোন কলেরা রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী আমি **কল্‌চিকাম্** ব্যবস্থা করি, রোগীও ক্রমে সুস্থ হইতে থাকেন। পাড়ায় ডাং সাল্‌জার অন্য একটি রোগী দেখিতে আসিলে তাঁহাকে আমার এই রোগীকে দেখান হয়। তিনি কলেরায় কল্‌চিকামের প্রয়োগ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক রোগী কল্‌চিকামই খাইতে থাকিলেন ও তাহাতেই আরোগ্য লাভ করিলেন। অল্পদিন পরে অন্য একটি কলেরা রোগীর জন্য ডাং সাল্‌জারকে ডাকা হয়। এবার দেখিলাম তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এ রোগীকে তিনি স্বহস্তে কল্‌চিকামের ব্যবস্থা করিলেন। এক্ষণে দেখা যায় কল্‌চিকাম্ কলেরার প্রচলিত ঔষধের তালিকাভুক্ত।

জলবৎ তরল **বিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণ ছিবড়া ছিবড়া শুভ্র ও সূক্ষ্ম পদার্থের** (shreddy white particles) **অবঃক্ষেপ**, মলত্যাগবেগের সহিত বমন, উদরে বায়ুর

banglabooks.in

সঞ্চয়, **মলত্যাগ ও বমনের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীরের শিথিলতায় ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়া** এবং অধিকাংশ স্থলেই **উদরশূলের অভাব** ইহার প্রদর্শক। খাদ্য, বিশেষতঃ তাহার ঘ্রাণে ঘৃণার উৎপত্তি, এবং শরীরচালনায় রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি **কল্‌চিস্‌র** অন্যান্য লক্ষণ এবং শরীরের শীতলতা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি কলেরার সাধারণ লক্ষণ ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে।

পডফাইলাম—ইগ ও **কল্‌চিকাম্** উভয়ের কলেরা রোগেই উদরে বেদনা থাকে না। প্রভেদ এই যে, বিষ্ঠার প্রাচুর্য্য **কল্‌চি** অপেক্ষা **পডর** অধিকতর, **পডর** বিষ্ঠা অতি বেগে হড় হড় করিয়া নির্গত, **কল্‌চির তদ্রূপ** নহে, **পডর** প্রাতে, **কল্‌চির** সন্ধ্যায় ও রজনীতে রোগের বৃদ্ধি। **পডতে** বমন ও বিবমিষার প্রাধান্য নাই, **কল্‌চি** বমন এবং বিবমিষা প্রধান।

গাউট বা ক্ষুদ্রবাত, রিউম্যাটিজম্ বা রসবাত।—অঙ্গুলি, মণিবন্ধ এবং গুল্‌ফ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি **কল্‌চিকাম্** বাতরোগের বিশেষ আক্রমণ স্থান। এই রোগে সন্ধির গঠনোপাদান—বন্ধনী (Ligaments), সাইনভিয়াল মেম্বেণ এবং সন্নিহিত কণ্ডরা (Tendon) এবং পেশীমধ্যস্থ তান্তব ঝিল্লী (Fascia) প্রভৃতি যাবতীয় তান্তবোপাদান বা ফাইব্রাস্ টিস্থ আক্রান্ত হয়। সন্ধি স্ফীত এবং কালচে লোহিত অথবা ফেকাসে বর্ণ। অতি তীক্ষ্ণ বেদনায় সন্ধি এতাদৃশ স্পর্শাসহিষ্ণু যে কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও রোগী সংস্পর্শের আশঙ্কায় ভীত; এবং আক্রান্ত শরীরাংশের সামান্য চালনাও বেদনার ভয়ঙ্কর বৃদ্ধিকর। **কল্‌চিকামস্রসবাত রোগের** একটি প্রধান প্রকৃতি এই যে, তাহা এক সন্ধিতে আবদ্ধ থাকে না, ক্রমাগত এক সন্ধি ছাড়িয়া অন্য সন্ধিতে যায় বা সন্ধিতে সন্ধিতে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখন বা

banglabooks.in

সন্ধি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করে। ইহার গাউট রোগ অঙ্গুলিতে, বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠে স্থায়ী থাকে। বেদনা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গীন পেশীশক্তির অত্যন্ত অবসাদ বা দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। রোগী অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ ও খিটখিটে; উদরের স্ফীতি; ঘাদে ও তাহার ঘ্রাণে ঘৃণা প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রবিকার উপস্থিত থাকিয়া নিশ্চিতরূপে কল্‌চিকাম্ প্রদর্শিত করে। সাধারণ রসবাত রোগের মূত্রের ন্যায় মূত্র ঘোর লোহিত ও পরিমাণে অত্যল্প।

উপরে যে সকল লক্ষণ ও লক্ষণপ্রকৃতির বিষয় বিবৃত হইল তদনুসারে রসবাত ও গাউট রোগে কল্‌চিকাম্ প্রয়োগ করিলে নিশ্চিত সুফলের প্রত্যাশা করা যায়। লক্ষণ ও লক্ষণপ্রকৃতির বিষয় মনোযোগ ব্যতীত রোগের নাম মাত্র অবলম্বনে ঔষধ নির্ব্বাচন করিলে কোনই উপকার হয় না। অথবা রোগ যাপ্য হইয়া থাকে। এইরূপে রোগ যাপ্য করিলে অথবা বহিপ্রয়োগ দ্বারা অন্তর্প্রবিষ্ট করাইলে বা বসাইয়া দিলে অনেক সময়েই অচিরাৎ হৃৎপিণ্ড ও তদাবরণী পেরিকার্ডিয়াম্ আক্রান্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ এলপ্যাথিক ঔষধ সেবনে ও বহিপ্রয়োগে রোগ সন্ধি ত্যাগ করিয়া হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে হোমিওপ্যাথিমতে কল্‌চি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে গণ্য।

লিডাম—এলপ্যাথি চিকিৎসাতে কল্‌চিকামের অপব্যবহার নিবন্ধন পেশীশক্তির অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মিলে, কিম্বা রসবাত হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসারে লিডাম প্রয়োগে রোগের উপশম হয়। লিডাম্‌রোগের শরীরোর্দ্ধ-বাহী গতি, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সন্ধিস্থানে কঠিন কঠিন গুটলের (nodes) উৎপত্তি এবং শয্যার উত্তাপে রোগের বৃদ্ধি ইহাকে কল্‌চি হইতে প্রভেদিত করে।

banglabooks.in

রসবাত ও গাউট রোগে **কল্‌চিকাম** সহ তুলনীয় অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **আর্ণিকা, ব্রায়নিয়া, পাল্‌সেটিলা, ক্যাম্ফিয়া, এক্টিয়া স্পাইকেটা, কলফাইলাম** এবং **রডডেণ্ড্রণ** প্রধান। **আর্ণিকার** বেদনার ও স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে রুগ্ন স্থানে স্পর্শ ঘটিবার আশঙ্কায় রোগী **কল্‌চিরোগীর** ন্যায়ই ভীত। প্রভেদ এই যে, **কল্‌চিকামে** সন্ধির কঠিনতর সৌত্রিক পদার্থ, **আর্ণিকায়** সন্ধির পেশী প্রভৃতি কোমল উপাদান আক্রান্ত; দুর্ব্বল পেশীতে অস্বাভাবিক ও সংকল প্রসারণাবস্থায় আর্দ্রতা এবং শৈত্যের একত্রীভূত ক্রিয়ায় **আর্ণির** রোগোৎপন্ন হয়।

ব্রায়নিয়া, লিডাম্ এবং **নাক্‌স—কল্‌চিক্স** বেদনার ন্যায় এই তিন ঔষধের বেদনাও পীড়িত শরীরাংশ বা সন্ধি চালনায় বৃদ্ধি পায়। **ব্রায়নিয়ার** রোগ স্থানপরিবর্ত্তনশীল নহে, এবং শরীরচালনার বেদনায় বৃদ্ধি ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে। ইহা দ্বারা মূল সন্ধি আক্রান্ত হয়, এবং ইহাতে সন্ধি অভ্যন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রসস্রাব ঘটে। **নাক্‌স ভমিকার** রোগীও **কল্‌চিকাম** রোগীর ন্যায় খিটখিট করে এবং তাহার বেদনাও রুগ্ন স্থান চালনায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু **নাক্‌স** প্রায়ই বক্ষ, পৃষ্ঠ প্রভৃতি শরীরের কাণ্ড ভাগের বৃহৎ পেশীর মধ্য অংশ, অপিচ বৃহৎ বৃহৎ সন্ধি আক্রমণ করে, ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমণ করে না।

পাল্‌সেটিলা এবং **ক্যাল্‌মিয়ার** রসবাতরোগের আক্রমণও পরিবর্ত্তনশীল। প্রভেদ এই যে, **পালস্ রোগ** পূয়ধাতু বা গনরিয়া হইতে জন্মে; তাপে বেদনার বৃদ্ধি এবং শৈত্যে হ্রাস। **পালস্** আক্রান্ত অঙ্গ স্থির রাখিতে পারে না, অল্প অল্প চালনায় সোয়াস্তি বোধ করে।

banglabooks.in

ক্যাল্‌মিয়ার বেদনাও চলনশীল। বহিঃপ্রয়োগে রসবাত অথবা গাউট বসিয়া যাইয়া বক্ষ ও হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। ইহাও **কল্‌চির** ন্যায় রসবাতগ্রস্ত দুর্ব্বল রোগীর ঔষধ। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌মিয়া**-রোগীর বক্ষবেদনা তীব্র বেগে আমাশয় ও উদরাভ্যন্তরে যায়, অঙ্গবেদনা প্রগণ্ডের বা হস্তের ঊর্দ্ধাংশে এবং জঙ্ঘা বা পদের নিম্নাংশে হয় এবং নিদ্রাকর্ষণের উপক্রমে বেদনা বৃদ্ধি পায়।

একটিয়া স্পাই, কলফা; লিডাম রডডে—**কল্‌চির** ন্যায় ক্ষুদ্র সন্ধি আক্রমন করে। প্রভেদ এই যে, **কলফা** সন্ধিস্থানে গুটিকা উৎপন্ন করে, বেদনা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে যায়, এবং শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়; **একটিয়া স্পাইকেটা** হস্ত ও পদের ক্ষুদ্র সন্ধির রোগ উৎপন্ন করে, ভ্রমণের অবস্থায় রোগীর বেদনা ও স্ফীতি উপস্থিত হয়; **রডডেণ্ড্রনের** গাউটরোগে সন্ধিতে গাইটের ন্যায় সল্‌টের সঞ্চয় নিবন্ধন বেদনা হয় না এবং রোগী স্থির থাকিলে ও ঝড়ের সময়ে বেদনার বৃদ্ধি।

হৃৎপিণ্ড ও হৃৎবেষ্ট ঝিল্লী রোগ।—কখন কখন রসবাত ও গাউট রোগ অন্তর্প্রবিষ্ট হওয়ায় বা বসিয়া যাওয়ায় পেরিকার্ডিয়াম বা হৃদ্‌বহির্ব্বেষ্ট-ঝিল্লী এবং হৃদন্তর্ব্বেষ্ট-ঝিল্লী বা এণ্ডোকার্ডিয়াম প্রদাহ এবং হৃৎপিণ্ডের কপাটের রোগ (valvular disease) জন্মে। তাহার লক্ষণ মধ্যে বক্ষের, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ড প্রদেশের তীক্ষ্ণ কর্ত্তন ও হুলবেধবৎ বেদনা, অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং হৃৎপিণ্ড কঠিনরূপে ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আবদ্ধ ভাবের অনুভূতি **কল্‌চিকাম্** ভিন্ন অন্য ঔষধে বিরল। **কল্‌চি** তাহার একমাত্র ঔষধ বলিলে অত্যুক্তি দোষ ঘটে না।

শোথরোগ (Dropsy)।—বক্ষে জলসঞ্চয়ের (হাইড্রথোরাক্‌স্, Hydrothorax) অবস্থানুসারে **কল্‌চি** প্রয়োজ্য। কিডনির প্রদাহ প্রযুক্ত এলবুমিনুরিয়া বা লালামেহের ফলস্বরূপ এই রোগ জন্মে। অতি অল্প

banglabooks.in

পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ হয় এবং তাহা রক্ত ও এলবুমেন পূর্ণ থাকে। কৃষ্ণবর্ণ মূত্র থাকায় ইহা ল্যাকেসিস্ সহ তুলনীয়।

টাইফয়েড বা পচনশীল সন্নিপাত জ্বরবিকার।—ভয়াবহ স্নায়বিক ও পৈশিক দুর্ব্বলতা কল্‌চিকাম-রোগীর অতি প্রধান প্রদর্শক বলিয়া গণ্য করা যায়, রোগী এতদূর দুর্ব্বল যে, মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিলে অর্দ্ধোত্থিত মস্তক উপাধানোপরি পতিত হয় ও রোগী মুখব্যাদন করিয়া থাকে। রোগী মৃত ব্যক্তির ন্যায় মুখাবয়ববিশিষ্ট, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া যায়। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অক্ষম রোগী চিত ভাবে থাকে। জ্ঞান শক্তি ম্লান, চক্ষু, অর্দ্ধমুদ্রিত, দেহের কাণ্ডভাগ উষ্ণ ও শাখানিচয়ের শেষভাগ শীতল। ত্বক্ কখন ঘর্ম্মাক্ত কখন বা শুষ্ক। ভেরেট্রামের ন্যায় ললাট শীতল ঘর্ম্মাবৃত। নাড়ী ক্ষুদ্র, দ্রুত, সূত্রবৎ অথবা লোপবিশিষ্ট। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় শয্যা হাতড়ায় অথবা যেন হস্ত দ্বারা শূন্যে কিছু ধরিতে কিম্বা অনুসন্ধান করিতে থাকে। কোন প্রশ্ন করিলে কখন প্রকৃত উত্তর দেয়, কখন বা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং নিজের বিপজ্জনক অবস্থার উপলব্ধি থাকে না। বসিয়া যাওয়া চক্ষুর তাকান অবস্থা; মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত ও পাণ্ডুর, নাসারন্ধ্র শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ; ওষ্ঠ, দন্ত এবং জিহ্বা কটাবর্ণ, পুরু লেপাচ্ছাদিত; দন্ত কিড়িমিড়ি; জিহ্বার অবশভাব, অসাড়তা এবং কাঠিন্য; অতর্পণীয় তৃষ্ণা, আমাশয় দেশে চাপে বেদনা, উদরস্ফীতি ও অন্যান্য শরীরাংশ অপেক্ষা উদরপ্রদেশের অধিকতর উষ্ণতা; অসাড়ে তরল, দুর্গন্ধ ও আঁইসের ন্যায় খণ্ডাকার বস্তু মিশ্রিত বিষ্ঠা অথবা অনেক বার তীক্ষ্ণ বেদনাসহ তরল কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধ মলত্যাগ। মূত্রাঘাত অথবা অনৈচ্ছিকরূপে প্রচুর মূত্রত্যাগ। শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত অথবা ক্ষণলোপবিশিষ্ট (দ্রিঃ খঃ পৃঃ ৬৬—৭৪)।

banglabooks.in

লেক্‌চার ২১ (LECTURE XXI)।

সিঙ্কনা (Cinchona)।

প্রতিনাম।—সিঙ্কনা অফিসিনেলিস, সিঙ্কনা কেলিসেয়া।

সাধারণ নাম।—চায়না। ইয়েলো পেরুভিয়ান বার্ক।

জাতি।—রুবিয়েসি।

জন্মস্থান।—বলিভিয়া এবং দক্ষিণ পেরু। উচ্চ ও মহান্ বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে বল্কলের গুঁড়িকা হইতে ট্রিটুরেষণ এবং অরিষ্ট; উচ্চক্রমে অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম।*

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং ষ্টেন্‌স—তিমির দৃষ্টি; মস্তকপশ্চাতের তীক্ষ্ণ বেদনা মস্তকোপরি হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; মেরুমজ্জার সমগ্র স্থান অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ; প্লীহা স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদরাময়ে গড় গড় শব্দ; অল্প বমন; কোষ্ঠবদ্ধ; দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্টিহীন; ১, আরোগ্য। ডাং ভ্যাণ্ডিভিয়ার—লোহকার, বয়স ৪৩, দীর্ঘকায় এবং কৃষ্ণকেশ; ১০ বৎসর পূর্ব্বে যক্ষ্মা রোগ হইয়াছিল; ৪ সপ্তাহ রক্তস্রাব—প্রথমবার দেড় পোয়া, দ্বিতীয়বার এক সের, শেষবার দুই সের এক পোয়া রক্ত পড়িয়াছিল; লক্ষণ—কাসিলে শিরোঘূর্ণন এবং চক্ষু বৃহৎ হওয়ার অনুভূতি; এক গ্রাস আহারেই ভূরিভোজনের অনুভূতি, ২০০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—কাসিলে, নিম্নোদরের বামপার্শ্বে কর্ত্তনবৎ বেদনা; কৃষ্ণবর্ণ গয়ারের নিষ্ঠীবনে কষ্ট; মস্তক উচ্চে রাখিয়া শয়নে কাশির উপশম; মস্তক অধঃ রাখিয়া শয়নে, বামপার্শ্বে শয়নে অথবা শরীর চালনায় বৃদ্ধি; কাসিলে শরীরের কম্প; ১৪০০, আরোগ্য। ডাং মর্গ্যান্—কর্ম্মঠ, ব্যবসায়ী

banglabooks.in

উপচয়।—সামান্যস্পর্শে; বায়ুপ্রবাহে; প্রাতঃকালে; রজনীতে; আহার ও পানান্তে; দুগ্ধপানে; ভ্রমণে; শরীর চালনায়; প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে; মানসিক উত্তেজনায়; শীতকম্পের পরে।

উপশম।—তাপে; বিশ্রামকালে; চাপ-প্রয়োগে; বক্র হইলে।

সম্বন্ধ।—সিঙ্কনার কার্য্যপ্রতিষেধক—এরানি; আর্ণি; আর্স; কার্ব্ব ভেজ; বেল্; ক্যাম্ফে. কা., ইউপে. পার্ফ, ফেরাম, ইপিকা, ল্যাকে, মার্কু., নেট. মি., নাক্স্ ভ., পাল্স্, সিপিয়া, সাল্ফার ও ভেরেট. এ.।

সিঙ্কনা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স; ইপিকা, ফেরাম, কুপ্রাম।

সিঙ্কনা প্রায়শঃ আর্স, ক্যাল্কেরিয়া, কফিয়া, হেলিবো; আয়ডি; মার্কু; সাল্ফার এবং ভেরেট্রামঘটিত রোগে প্রযোজ্য।

ক্যামমিলার অপব্যবহারনিবন্ধন রক্তস্রাবেও সিঙ্কনা প্রযোজ্য।

কার্য্যপূরক।—ফেরামের।

সিঙ্কনা ডিজিট্যালিসঘটিত উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি করে।

লোক; উদরাময়, শেষরজনী ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; ১৫, আরোগ্য। ডাং উইসেলহিফ—৫০ বৎসরের বিষয়সী রমণী, ঋতুকালে উদরশূল, উদরাময় এবং প্রবল জ্বর; কটা বর্ণ রক্তস্রাব; একন ও পাল্সে উপকার হয় নাই; পর দিবস রাত্রে চারি বার রক্তরঞ্জিত স্রাব ও থাকিয়া থাকিয়া প্রবল জ্বরবেগ; অতি সামান্য তৃষ্ণা; উদরশূল এবং দৌর্ব্বল্য; ৩০ আরোগ্য। ডাং হইন্—৩১ বৎসরের স্ত্রী রোগী; পিত্তশূল সহ পিত্তশিলার (Gall-stones) নিঃসরণ; এলপ্যাথি মতে পূর্ব্বে অনেকবার মার্কারি সেবন করিয়াছে। প্রত্যেক দুই সপ্তাহ অন্তর আক্রমণ; ২০০, মাসে একবার, আরোগ্য; ৫ বৎসর ভাল আছে। ডাং স্পানার—কোরিয়া—মাইনর (ক্ষুদ্র রোগী); গ্রীবাপেশীর প্রবল ঝাঁকি ও সঙ্কোচনে মস্তক বাম পার্শ্বে আকৃষ্ট; রজনীতেও সম্পূর্ণ নিদ্রাহীন; ১০, একমাত্রায় আরোগ্য। মেডিক্যাল ইন্‌ভেষ্টিগেটর—মৃগী; অনেককাল ব্যবধানে আরোগ্য, আক্ষেপকালে মৃতের ন্যায় পাণ্ডুরতা, পরে পেশীর শিথিলতা: ৩০ আরোগ্য। ডাং ষ্টো—সবিরাম জ্বর,, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ আক্রমণ; প্রবল শীতকম্পের শেষে তৃষ্ণা, পরে তাপ ও তৃষ্ণাহীনতা; অবশেষে তৃষ্ণাসহ প্রচুর নৈশ ঘর্ম্ম; জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্য; ২০০ আরোগ্য।

banglabooks.in

বিরুদ্ধকারী বা প্রতিযোগী।—সিলিনিয়ামের।

সিঙ্কনা মিউরিয়েট কখন কখন শীতকম্প সহ কর্ণিয়ার ক্ষতনিবন্ধন চক্ষুর অভ্যন্তরের অথবা উর্দ্ধের এবং আইরিসের সাময়িক বেদনায় সিঙ্কনা অপেক্ষা উপকারী।

গুল্মবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের সবিরাম জ্বরে ইহা **টেরেণ্টুলা** সহ তুলনীয়।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্ণি; আর্স; বেল; ক্যাল্কে. কা; সিড্রন, কফিয়া, কেরাম, গ্র্যাফা; লাইক; মার্কু, নেট, মিউ; নাক্স ভ; ফস, এসি, পাল্স, সাল্ফার ও টেরেণ্টুলা।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণ, বলবান ব্যক্তি; যাহাদিগের শরীর এক সময়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল, পরে দুর্ব্বলকর স্রাবনিবন্ধন শক্তির অপচয় এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষরিত শক্তি হইয়াছে।

উদাসীন, অমনযোগী, মৌনাবলম্বী (ফস্ এসি), নিরাশ, বিষণ্ণ, জীবনধারণে ইচ্ছাশূন্য, কিন্তু আত্মহত্যা করিবার সাহসহীন ব্যক্তি।

জীবনীরসক্ষয়; বিশেষতঃ রক্তস্রাব; **অত্যধিক স্তন্যদান; উদরাময়;** পূয়ের স্রাব (সিঙ্ক সাল্ফ), এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবস সাময়িক আক্রমণশীল ম্যালেরিয়া।

বৃদ্ধ বয়সের ঋতুরোধকালীন (climacteric) প্রচুর রক্তস্রাব, তরুণ রোগের পরিণাম শোথ।

বেদনা:—আকৃষ্টবৎ, অথবা ছিন্ন করার ন্যায়—প্রত্যেক সন্ধিতে, সমস্ত অস্থিতে। হেঁচকা টানের ন্যায়—অস্থিবেষ্টঝিল্লীতে, সমগ্র শরীরে টাটানি; চালনায় উপশম হয় বলিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালনা করিতে বাধ্য (ইউপে, রাস); স্পর্শে বেদনা পুনরাগত ও ক্রমে অত্যন্ত বর্দ্ধিত; সামান্য বা কোমল স্পর্শে বৃদ্ধি, প্রবল চাপে হ্রাস।

banglabooks.in

গভীর দৌর্ব্বল্য, কম্প ও পরিশ্রমে অনিচ্ছা, **স্পর্শে, বেদনায় এবং দমকা বায়ুতে অসহিষ্ণু** বায়ুপ্রধান ব্যক্তি।

নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হয় না অথবা লগ্ননিদ্রালুতা; রজনী ৩টার পর বৃদ্ধি এবং প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ।

এক হস্ত বরফবৎ শীতল অপর হস্ত উষ্ণ (ডিজি, ইপিকা, পাল্‌স্)।

রক্তস্রাব অথবা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা-নিবন্ধন মস্তকের পশ্চাৎ হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মস্তকে ও কেরোটিড ধমনীতে তীক্ষ্ণ দপদপানি, উপবেশন অথবা শয়ন করিলে বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী দণ্ডায়মান হইতে অথবা ভ্রমণ করিতে বাধ্য। **মস্তকাস্থি বা মাথার খুলি বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা।**

মুখমণ্ডল ফেকাসে ও আকুঞ্চিত বা কুটিল (Hippocratic); কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলাভ রেখা; যেন অমিতাচারের ফলস্বরূপ মুখাবয়ব ফেকাসে ও রোগচিহ্নযুক্ত; স্তন্যদান করিবার সময় দন্তশূল।

ফলভক্ষণে আমাশয় ও অন্ত্রের অত্যন্ত আধ্মান, উদ্‌গারে শান্তি হয় না (লাইকো, পড—শান্তি হয়, কার্ব্ব ভেজ)।

উদরশূল :—প্রত্যেক দিবসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘটিত; পিত্তশিলা-যুক্ত সাময়িক (Periodical) (কার্ডাস মেরি.); রজনীতে ও আহারান্তে বৃদ্ধি; বক্র হইলে উপশম।

রক্তস্রাবে প্রবল বেদনার নিবৃত্তি; রোগিণীকে স্পর্শ, এমন কি, তাহার হস্ত পর্য্যন্তও স্পর্শ অসহনীয়।

মুখ, নাসিকা, জরায়ু অথবা অন্ত্র হইতে কৃষ্ণ বর্ণ, অথবা কৃষ্ণ বর্ণ এবং চাপ চাপ রক্তস্রাব, অনেক সময় পর্য্যন্ত থাকে, তৎকালে অম্ল আহার করিতে চাহে; এবং কর্ণ মধ্যে ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ, মূর্চ্ছা, দৃষ্টির লোপ, হিমাঙ্গ এবং কখন কখন কন্‌ভালসন (কেরাম, ফস্)।

সবিরাম জ্বর :—প্রত্যেক আক্রমণেই দুই হইতে তিন ঘণ্টা

banglabooks.in

অগ্রসর হয় (anticipates)—চাইনি সাল্‌ফ প্রত্যেক সাত অথবা চৌদ্দ দিবসে পুনরাক্রমণ; কখনই রজনীতে নহে; গাত্রাবৃত করিলে, অথবা নিদ্রাকালে (কণা) প্রচুর ঘর্ম্ম।

রোগ কারণ।—শোণিত ও রেতঃ প্রভৃতি জীবনী-রসাপচয়; অজীর্ণ; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা এবং অতিশয় পরিশ্রম প্রভৃতি জন্য বলক্ষয় ইহার রোগের সাধারণ কারণ। জলাভূমিতে বাস, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত মদ্যপান, ফলাহার, নিত্য অভ্যস্ত স্রাবের রোধ, উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—সিক্তনা গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার যে অংশ শরীরোপাদানের পোষণ, প্রজনন ও বর্দ্ধন প্রক্রিয়ার নিয়ামক তাহাতে কার্য্য প্রকাশ করিয়া শারীরিক অবসাদ ও বলক্ষয় উপস্থিত করে, এবং তাহাতে জৈব স্ফূর্ত্তির হ্রাস এবং পরিপাক প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে। শোণিতের পরিমাণ ও গুণের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ইহা শোণিত তরলতর এবং জলবৎ করে এবং তাহাতে তাহার সঞ্চলন তেজোহীন হয়। এই সকলের সমবায় ফলস্বরূপ সাধারণ দুর্ব্বলতা ও রোগজ উত্তেজনার ভাব জন্মে। যাবতীয় যন্ত্রের ক্রিয়াবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া শোণিত স্রাব, প্রচুর ঘর্ম্ম ও মূত্রস্রাব এবং জলবৎ উদারাময় প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি যকৃৎ ও প্লীহা সহ বিশেষরূপে সম্বন্ধযুক্ত থাকায় ইহা তাহাদিগের আকারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। যকৃতে শোণিতগতির বৃদ্ধি ও রক্তাধিক্য জন্মাইয়া ইহা তাহার ক্রিয়াজড়ত্ব উপস্থিত করায় যে সকল পিত্তলক্ষণ উপস্থিত হয় তন্মধ্যে গুরুত্বে ন্যাবারোগ (Jaundice) সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করে। ইহার ক্রিয়ায় প্লীহাতেও রক্তগতির বৃদ্ধি ও রক্তাধিক্য জন্মিয়া অবশেষে তাহার বিবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডলের (Glangliocnic nervous system) এবং উপরিলিখিত যন্ত্রাদির ক্রিয়াবৈষম্য ঘটাইয়া ইহা বিশেষ একরূপ অরোৎপাদন করে। এই

banglabooks.in

জ্বরের সহিত ম্যালেরিয়াঘটিত জ্বরের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সাময়িকতা (Pereiodicity) ইহার একটি বিশেষ প্রকৃতিরূপে বর্ত্তমান থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—সদৃশ মতাবলম্বী চিকিৎসকমণ্ডলীর নিকট **সিঙ্কনা** বড় শ্রদ্ধার বস্তু। কেননা, ইহারই সবিরাম জ্বরোৎপাদক ও জ্বরনাশক ক্ষমতা মহাত্মা হানিমানের ঊর্ব্বর মানসক্ষেত্রে শুভলগ্নে সদৃশচিকিৎসার বীজ রোপন করিয়াছিল। এই বীজ কালক্রমে অঙ্কুরিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া অদ্য মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং অমৃতময় ও সুখসেব্য নিরাময়িক ফল স্বরূপ ঔষধ নিচয়ের আবিষ্কার দ্বারা মনুষ্য জাতিকে নিরুদ্বেগ চিকিৎসাপ্রণালীর মতে প্রকৃত রোগারোগ্যে শান্তি ও সুখসম্ভোগের অধিকার প্রদানে ভাগ্যবান করিয়াছে।

সিঙ্কনার রাসায়নিক বিশ্লেষণে আটটি ক্রিয়াবীজ আবিষ্কৃত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার কতিপয় সল্ট বা লবণ প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা এস্থলে বিশেষ করিয়া মূল **সিঙ্কনা** এবং প্রসঙ্গক্রমে তাহার সল্ট **কুইনি সালফেট** বিষয়ই বর্ণনা করিব, কেননা ইহার ও ইহার ক্রিয়াবীজ এবং সল্টের ক্রিয়া বিষয়ে স্থূলতঃ কোন প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না।

এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কুইনাইনের অপব্যবহার করিয়া মনুষ্যশরীরে যে বিষলক্ষণ উৎপন্ন করেন তাহা হইতে **সিঙ্কনা** বা **কুইনাইনের** ক্রিয়ার বিশেষ আভাস পাওয়া যায় ও তাহা **সিঙ্কনার** শিক্ষা বিষয়ে সাহায্যকারী।

কুইনাইনের বিষক্রিয়ালক্ষণ, **সিঙ্কনিজম্** বা **কুইনিজম্** নামে অভিহিত। প্রথমে ইহা ক্ষুধা ও পরিপাক ক্রিয়ার উত্তেজনা করে। অব্যবহিত পরেই বিবমিষা, বমন এবং আমাশয় ক্রিয়ার বিকার জন্মিলে উদরাময় হয়। ক্রমে মস্তকের আক্রমণ দেখা দেয়; উচ্চ শব্দ ও উজ্জ্বল আলোক প্রভৃতি আগন্তুক বিষয়ে রোগী অসহিষ্ণু থাকে।

banglabooks.in

বিশেষ প্রকারের শিরশূলে মস্তকের মৃদু কন্‌কনানি, কখন বা দপ্‌দপানি উপস্থিত হয়। এবং **সিঙ্কনা** ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণস্বরূপ কর্ণমধ্যে ঘণ্টাবাদনবৎ ধ্বনি, ভনভন ও উচ্চ শব্দ হইতে থাকে; শিরোঘূর্ণন সহ এবং তখনও কুইনাইন প্রয়োগে নিরস্ত না হইলে বধিরতা জন্মে।

সিঙ্কনার ক্রিয়াবিশেষে কোন কোন রোগীর একরূপ মাদকতা জন্মে। চক্ষুকনীনিকা প্রসারিত ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া পরে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনতা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র আসে। বিষক্রিয়ার অতি বৃদ্ধিতে শোণিতহীন, দুর্ব্বল স্নায়ুকেন্দ্রের রোগজ উত্তেজনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ দেখা দেয়, এবং পতন বা কলাপ্‌সলক্ষণ এবং হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাত প্রযুক্ত অবশেষে রোগী মৃত্যু আলিঙ্গন করে।

গ্রন্থিল স্নায়ুমণ্ডল, বিশেষতঃ তাহার উপাদান প্রজননকারী বা ভেজিটেটিভ (vegitative) শক্তিপ্রদ অংশের উপর **সিঙ্কনার** মূল ও বিশেষ ক্রিয়া-নিবন্ধন পরিপাকযন্ত্র-পথের জড়ভাব উপস্থিত হওয়ায় ভুক্ত বস্তু অতীব বিলম্বে জীর্ণ হয় অথবা একেবারেই জীর্ণ না হইয়া উদরাময়ের বিষ্ঠা সহ সম্পূর্ণ অপক্কাবস্থায় নির্গত হইয়া যায়। এমন কি, আহারের দুই অথবা তিন দিবস, কিম্বা কখন কখন ততোধিক দিবসান্তেও ভুক্তবস্তু অজীর্ণাবস্থায় উদরাময়ে ও বমনে নির্গত হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগীর কখন কখন ক্ষুধার অভাব দৃষ্ট হইলেও অতি ক্ষুধা বা কুকুরের ন্যায় ক্ষুধাই ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। চায়না উদরে অত্যন্ত গ্যাস বা বায়ুজননকারী বস্তু এবং পূর্ব্বকথিত অজীর্ণ হইতে ইহা প্রভূত দুর্ব্বলকর উদরাময় উপস্থিত করে।

ফলতঃ উপরিউক্ত দুর্ব্বলতা **সিঙ্কনার** একটী প্রধান প্রকৃতিগত লক্ষণ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব হইতেই এলপ্যাথিক চিকিৎসক মণ্ডলী সাধারণ দুর্ব্বলতায় ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রয়োগের উপযুক্ত স্থল জ্ঞাত না থাকায় এবং যথা তথা প্রয়োগ করায় অনেক স্থলে কুফল উৎপন্ন হইত।

banglabooks.in

মহাত্মা হানিমানের ঔষধগুণপরীক্ষায় পরিষ্কাররূপে নির্ণিত হইয়াছে যে, সদৃশচিকিৎসা-প্রণালীর মতে ইহা যে কোন প্রকার জীবনীরসাপচয়ঘটিত দুর্ব্বলতার ঔষধ। চায়না বা কুইনাইনের বিষক্রিয়ার পরীক্ষায় শোণিতের যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তাহাতে হানিমানের এই মত সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। ইহা শোণিতের শুভ্র কনিকার বা হোয়াইট কর্পাস্কলের ধ্বংসসাধক ও বৃদ্ধির বাধাজনক। ইহার কার্য্যে শোণিত গুণে অপকৃষ্ট ও পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত, তরলতর এবং জলবৎ হইয়া যায়। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়া দুর্ব্বলীভূত ও ধীরতর হওয়ায় শোণিতের জলভাগ শিথিল রক্তবহা নাড়ী হইতে অপসৃত হইয়া শিথিল ত্বগদেশ ইত্যাদিতে শোথরূপে দেখা দেয়। শরীর-যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, প্রচুর ঘর্ম্ম, মূত্রাধিক্য ও উদরাময় প্রভৃতি দ্বারা রসক্ষয় প্রযুক্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা, যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াবসাদ এবং বিশেষ প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ রোগজ উদ্দীপনার ভাব উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত সিঙ্কনা বিষক্রিয়ায় শোণিতাপকৃষ্টতা প্রভৃতি বশতঃ "প্রলেপক" বা হেমিষ্টক প্রকৃতির এক প্রকার জ্বর প্রকাশ হইতে দেখা যায়। জ্বরে শীতকম্প, তাপ এবং অবশেষে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। ইহা অতীব দুর্ব্বলকর। সিঙ্কনাজ্বরের একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে, তাহাতে পরিষ্কার বিরাম ও সাময়িকতা (intermission, periodicity) দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই জ্বরের প্রকৃতি ম্যালেরিয়া জ্বর এবং "এগু বা প্লীহা জ্বর" সহ সদৃশ লক্ষণযুক্ত; প্লীহার বর্দ্ধন ইহার একটি অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক লক্ষণ। হোমিওপ্যাথি মতে যে কোন ক্রমের সিঙ্কনা প্রয়োগেই ইহার উপকার হইয়া থাকে। এস্থলেও এলপ্যাথিমতে ম্যালেরিয়া-উদ্ভিজ্জাণুর সংহারক রূপে যথা তথা ইহার প্রয়োগে অনেক স্থলে এতদ্দ্বারা উপকার হইলেও বহুতর স্থানে যে অতর্কিত ভাবে শনৈঃ শনৈঃ ইহা শোণিতাপকর্ষতা ও প্লীহার বর্দ্ধন জন্মাইয়া রোগারোগ্য অসাধ্য করিয়া তুলে তাহা নিঃসন্দেহ।

banglabooks.in

জরাক্রমণের সাময়িকতা অথবা ম্যালেরিয়া বিষ নাশ চায়নার প্রদর্শক, তদ্‌বিষয়ে এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে অনেক গবেষণা হইয়া অধিকাংশ চিকিৎসকের মতে ম্যালেরিয়া ঘটিত রোগের সাময়িকতাই ইহার প্রদর্শকরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, কেননা ঐরূপ জর ব্যতীতও ম্যালেরিয়া ঘটিত স্নায়ুশূল প্রভৃতি অন্যান্য রোগেও আক্রমণের সাময়িকতা থাকিলে এতদ্দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা দ্বারা টিসু বা উপাদান প্রজনন (Vegetation) কার্য্যের ব্যাঘাত এবং যন্ত্রমণ্ডলের ক্রিয়াবসাদ উপস্থিত হয় এবং শরীরের শীর্ণতা জন্মে।

জৈব রসাপচয় এবং শোণিতাপকর্ষ এই শরীরক্ষয়ের আনুষঙ্গিক কারণ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা সিঙ্কনার একটী নিরপেক্ষ ও বিশেষ ক্রিয়া মধ্যে গণ্য। ইহার ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক জৈব উত্তেজনার হ্রাস এবং শোণিতের ধীর সঞ্চলনে টিসুর অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব উৎপন্ন হওয়ায় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সহ বেদনা ও বেদনায় স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে।

সিঙ্কনা যকৃৎ এবং প্লীহাও বিশেষরূপে আক্রমণ করে। উভয়েই শোণিতগতির বৃদ্ধি, রক্তাধিক্য এবং পুরাতন প্রকৃতির উপদাহ উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদিগের বর্দ্ধন ও বেদনা উপস্থিত হয় এবং তাহাতে ন্যূবা প্রভৃতি নানা প্রকার পুরাতন যকৃৎরোগ জন্মে। উভয়ই স্ফীত, প্রদাহযুক্ত ও কঠিন হইয়া যায়।

চায়নার সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় টাইফয়েড পরিবর্ত্তন বা পচনশীলতা দৃষ্টিগোচর না হইলেও শোণিতের অপ্রচুরতা ও অপকৃষ্টতা বশতঃ পুষ্টিহানি জন্মে ও পরোক্ষভাবে টিসুর পচন বা গ্যাংগ্রিণ হইতে দেখা যায়।

মস্তিষ্কের জ্ঞান স্থানে সিঙ্কনার সাক্ষাৎ ক্রিয়া না থাকিলেও ইহা তাহার শোণিতাল্পতা, দুর্ব্বলতা এবং কথঞ্চিৎ উত্তেজনার ভাব জন্মাইয়া পরোক্ষভাবে চিন্তাদৌর্ব্বল্য, প্রলাপ প্রভৃতি মস্তিষ্কলক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। রোগী ভুল কথা বলে অথবা এক কথার পরিবর্ত্তে অন্য কথার ব্যবহার

banglabooks.in

করে। কল্পনাশক্তির ধীরতা জন্মে। বহু চিন্তা ও কল্পনার যুগপৎ উদয় হয়। স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, সে অসুখী, শত্রু তাহাকে কষ্ট দিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে বিকারাবস্থায় মনুষ্যের অবয়ব দৃষ্টি করে। শয্যা হইতে লম্ফপ্রদান করিতে বাধ্য হয়; আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে কিন্তু সাহসে কুলায় না। অন্য ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা ও বিরক্ত করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা, মানসিক অবসাদ, বিষন্নতা ও জীবন ধারণে ইচ্ছাহীনতা জন্মে। রজনীতে কুক্কুর ও অন্যান্য জন্তু বিষয়ক ভীতি উপস্থিত হয়। অনিবার্য্য উৎকণ্ঠায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ইচ্ছা করে। উদাসীন, কোন বিষয়ে মন আকৃষ্ট হয় না। অসন্তুষ্ট ভাবে থাকে। শিশুগণ একগুঁয়ে, অবাধ্য ও মুখরোচক বস্তুতে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত; তাহাদিগের মুখমণ্ডল পাণ্ডুর কখন বা আরক্ত থাকে এবং সমস্ত রজনী শান্তিহীন হয়। আগন্তুক বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিচয়ের অসহিষ্ণু ভাব জন্মে। স্নায়বিক উত্তেজনা থাকে ও মানসিক শ্রমে কষ্টের বৃদ্ধি হয়।

মস্তিষ্কানুভূতি বিকারে মদ্যপায়ীর ন্যায় অথবা নাসিকা সর্দ্দিযুক্ত রোগীর ন্যায় প্রাতঃকালে মস্তক মধ্যে জড়ত্ব ও গোলমাল ভাব, অথবা রজনীতে বসিয়া থাকিলে এবং নিদ্রা না হইলে মস্তক মধ্যে যেরূপ ভাব জন্মে তদ্বৎ অনুভূতি হয়। শোণিতস্রাবান্তে মস্তকে ভারিবোধ, মূর্চ্ছাভাব, দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য, কর্ণ মধ্যে ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনি শরীরের শীতলতা জন্মে। শারীরিক রসাপচয় এবং রক্তহীনতা বশতঃ মস্তকের দুর্ব্বলতা হেতু মস্তক উচ্চ করিয়া রাখিতে পারে না। শীতকম্পকালেও মস্তক উত্থিত করিলে শিরঃঘূর্ণন হয়; শিরোঘূর্ণনে স্নায়বীয় এবং গুল্মবায়ুবৎ উত্তেজনা ও মূর্চ্ছাভাব জন্মে। মস্তক ভারিবোধ ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিরঃশূল হয়।

অত্যধিক রক্তস্রাব জনিত মস্তকের প্রখর দপদপানি বেদনা। সর্দ্দি বদ্ধ হইয়া শিরঃশূল। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা অথবা হস্তমৈথুন বশতঃ মস্তক-পশ্চাত শিরঃশূল।

banglabooks.in

মস্তক বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল; মস্তিষ্ক যেন জলতরঙ্গের ন্যায় মস্তকাস্থিতে আঘাত করে। অভ্যন্তর হইতে বাহাভিমুখে চাপবৎ বেদনা। ঝাঁকির ও ছিন্ন করার ন্যায় প্রখর বেদনা, চালনায় ও ভ্রমণে তাহার বৃদ্ধি এবং শয়নে হ্রাস হয়। মস্তিষ্কের গভীর দেশে সঙ্কোচন ভাব সহ বেদনা, ললাটের দক্ষিণ ও মস্তকের পশ্চাৎ দিকে। উপবেশনাবস্থায় ললাটদেশের বেদনা, পশ্চাৎদিকে বক্র হইলে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ললাটপার্শ্বে যায়। মূর্দ্ধাদেশের বেদনার পর মস্তকপার্শ্বে দ্বষ্টবৎ অনুভূতি চালনায় বৃদ্ধি হয়। মস্তক পশ্চাতের বাম পার্শ্বের ত্বগের সঙ্কোচনবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর দিকে টানিতেছে।

নিদ্রাবিকারে বহুতর চিন্তার একযোগে উদয় ও কল্পনার সৃষ্টি হইতে থাকে, নিদ্রা হয় না। মস্তকে চাপবৎ বেদনা হওয়ায় নিদ্রাহীন থাকে; ভীতিপূর্ণ স্বপ্নদর্শনান্তে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উৎকণ্ঠা জন্মে; মধ্য রজনীর পর অর্থশূন্য গোলমেলে স্বপ্ন দেখে। অবিরত অজ্ঞানভাববৎ নিদ্রা শ্রমাপনোদনকারী হয় না।

গতিপ্রদস্নায়ুবিকলতায় অতিশয় দুর্ব্বলতা, মৃদুকম্পভাব ও সর্ব্ব-প্রকার শ্রমে অনিচ্ছা জন্মে; বায়ু বৃদ্ধি হয় এবং বেদনায় ও দমকা বায়ুপ্রবাহে অসহিষ্ণু থাকে; নিদ্রা হয় না। জীবনীরসাপচয়জনিত রোগ। অত্যধিক শোণিতস্রাবজনিত সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে মস্তকে শোণিত-স্রোতের বৃদ্ধি ও কেরোটিড্ ধমনীর দপদপানি। অনেক সময় ব্যবধানে মৃগীর ন্যায় আক্ষেপে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা ও তাহার বিচ্ছেদাবস্থায় পেশীর শিথিলতা।

জীবনীরসাপচয় জনিত পক্ষাঘাত। শায়িত শরীরপার্শ্ব অসাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অল্প অল্প কুঞ্চিত হয়।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে সন্ধি, অস্থি এবং অস্থিবেষ্টের টাটানি

banglabooks.in

হওয়ার ন্যায় বেদনা হয়। রুগ্ন শরীরাংশের খঞ্জতা অথবা দুর্ব্বলতা সহ বেদনা হয়। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান অসাড় থাকে।

ইন্দ্রিয়শক্তির দুর্ব্বলতা ও অস্বাভাবিক উদ্দীপনার ভাব জন্মিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিপর্য্যয়ে নৈশদৃষ্টিহীনতা বা রাত্র্যন্ধতা। চক্ষুর আলোকা-সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত অন্ধকারমধ্যে ভাল দেখিতে পায়। চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ অথবা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখা যায়। মস্তকে শোণিতস্রোতসহ দৃষ্টিমালিন্য। অলস ভাবের ন্যায় চক্ষুন্ন গুরুত্ব। অক্ষর সকল ফেকাসে ও শুভ্র কিনারাবেষ্টিত দৃষ্ট হয়।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাসহ কর্ণাভ্যন্তরে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, বধিরতা ও গুন্‌গুন শব্দ! ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণতর। জিহ্বার আস্বাদশক্তির তীক্ষ্ণতা; প্রাতঃকালে পচা আস্বাদ; গলদেশের পশ্চাৎভাগে তিক্ত বোধ; আস্বাদের বিভিন্নতা থাকে না—জলুটে। ভক্ষ্য বস্তু তিক্ত অথবা অধিকতর লবণাক্ত বোধ।

জ্বরকালে মুখাবয়ব রক্তিমাবিশিষ্ট; সাধারণ অবস্থায় মুখের অতি রুগ্ন চেহারা, কখন বা মুখ পাণ্ডুবর্ণ, এবং মুক্ত বায়ু হইতে গৃহ প্রবেশকালে তপ্ত। মুখের শিরা প্রসারিত। ক্ষয়রোগে মুখ বসিয়া যায়, কখন বা পাণ্ডুর অথবা কালচে লোহিতবর্ণ থাকে; চক্ষুর চতুর্দ্দিক ফেকাসে নীলবর্ণ; হরিৎ; মৃৎবর্ণ; ধূসরবর্ণ; হরিদ্রাবর্ণ অথবা কাল; কুটিল (Hippocratic)।

চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় চাপ; আলোকাসহিষ্ণুতা; চক্ষুর তাপ ও রক্তিমা; চক্ষুতে ধূমপূর্ণ থাকার ন্যায় ঘোলাটে ও ক্ষীণ দৃষ্টি।

কর্ণে সূচিবেধবৎ বেদনা। কর্ণাভ্যন্তরে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি; কর্ণ লোহিতবর্ণ; কর্ণাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা সহ মৃদু টুন্‌টুন্ শব্দ। কর্ণাভ্যন্তরে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি সহ মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া মূর্চ্ছার আক্রমণ।

banglabooks.in

নাসিকার শুষ্ক সর্দ্দিসহ দন্তশূল ও চক্ষু হইতে জলস্রাব এবং হাঁচি। রক্তহীনতা প্রযুক্ত নাসিকার রক্তস্রাব; নাসিকার অভ্যাসগত রক্তস্রাব, প্রাতঃকালে এবং গাত্রোত্থানে বৃদ্ধি।

শ্বাসযন্ত্র-বিকারে স্বরভঙ্গ। রজনীতে এবং প্রাতঃকালে স্বর-যন্ত্রাভ্যন্তরে গন্ধক-বাষ্প সংস্পর্শের ন্যায় উত্তেজনায় আক্ষেপযুক্ত কাশি, দিবস অথবা সন্ধ্যাকালের কাশিতে বিজকুড়ি বিজকুড়ি গয়ারের নিষ্ঠিবণ, রজনীতে ও প্রাতঃকালে কিছু উঠে না। আহারান্তে, হাস্যে, কথা বলায়, মস্তক অধঃ রাখিয়া শয়নে, স্বরযন্ত্রের সামান্য স্পর্শে, প্রবল বায়ুবেগে এবং শোনিত প্রভৃতি জীবনি রসাপচয়ে কাশির বৃদ্ধি।

সাধারণতঃ, বক্ষের কষ্ট, অপিচ রজনীতে শয়নেও তদ্রূপ। স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ রাত্রিকালে শ্বাসকৃচ্ছ্র বা দম বন্ধের আবেশ। শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু-পথে শো শা ও বংশীধ্বনিবৎ শব্দ। উপবেশনাবস্থায় বক্ষের অনুপার্শ্ব ভাবে চাপসহ আকৃষ্টবৎ বেদনায় উৎকণ্ঠা; দণ্ডায়মানে ও ভ্রমণে অন্তর্দ্ধান। রক্তকাসির পরে ফুস্‌ফুসে পূয় জন্মে, এবং বক্ষে সূচিবিদ্ধবৎ বেদনার সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি। বক্ষপার্শ্বে আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বেদনা। বক্ষের বাম পার্শ্বের সূচিবেধবৎ বেদনায় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মে না।

মুখের এবং বক্ষের রক্তাধিক্যসহ হৃতকম্প, হস্তের শীতলতা এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী স্পন্দন।

ওষ্ঠ জ্বালাময়, স্ফীত, শুষ্ক, কঠিন, ফাটা, কৃষ্ণবর্ণ, এবং কাল্‌চে এবং সংকুচিত। সাবম্যাক্‌সিলারি গ্রন্থি স্ফীত এবং গলাধঃকরণকালে বেদনাযুক্ত।

চর্ব্বণকালে **দন্ত** শিথিল ও বেদনাযুক্ত। দন্তের দপ্‌দপানি, ঝাঁকিসহ আকৃষ্টবৎ ও গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। সামান্য সংস্পর্শে ও দমকা বাতাসে দন্তশূলের বৃদ্ধি; দন্তে দন্তে চাপিলে উপশম।

জিহ্বা হরিদ্রাভ লেপযুক্ত, সমল শুভ্র। জিহ্বাপশ্চাদংশের কিনারায় বেদনাযুক্ত স্ফীতি। জিহ্বোপরি জ্বালাসহ সূচিবেধবৎ বেদনা।

banglabooks.in

মুখের শুষ্কতা। পারদসেবনের বহুকাল পরে দিবারজনী লালাস্রাব; তাহাতে শরীরের, বিশেষতঃ আমাশয়ের দুর্ব্বলতা।

আহার ও পানে ইচ্ছাহীন, আহার করিতে আরম্ভ করিলে কেবল ক্ষুধা ও খাদ্য বস্তুর স্বাভাবিক আস্বাদ পুনরাগত হয়। বহুবিধ বস্তুর প্রতি ইচ্ছা যায়, কিন্তু রোগী বুঝিতে পারে না তাহা কোন বিশেষ বস্তু। অম্লবস্তু, ফল এবং ওয়াইন মদ্যের জন্য প্রবল লালসা। কাফি ও বিয়ার মদ্যে ঘৃণা। শীতল জলে প্রবল তৃষ্ণা, অল্প জলের পুনঃ পুনঃ পান।

দুগ্ধ পানান্তে বুকজ্বালা, কখন অম্ল, কখন তিক্ত, কখন ভুক্ত বস্তুর আস্বাদযুক্ত, এবং কখন বা শূন্য উদ্‌গার। আমাশয়ের শূন্য, আড়সাড় ভাব; সামান্য আহারেই পূর্ণতা, গুরুতানুভূতি এবং অনেক সময়ব্যাপী চাপ। দুগ্ধ পানে আমাশয়ের বিকার। আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎ প্রদেশে (pit of the stomach) স্পন্দন। আমাশয়ের টাটানিতে অনুভূতি, যেন তাহাতে ক্ষত হইয়াছে; আমাশয় সামান্য স্পর্শেও অসহিষ্ণু। আমাশয়াভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি; অবিশ্রান্ত পরিতোষভাব, তথাপি রোগী আহার করিতে পারে, কিন্তু পরে ক্লেশ বোধ করে। অতি বিলম্বে পরিপাক হয়, বিশেষতঃ অপরাহ্নে আহার করিলে ভুক্ত বস্তু অনেক কাল আমাশয়ে থাকে। রক্ত বমনে অত্যধিক রক্ত উঠে, এবং রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হয়। আমাশয় স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। শোণিতস্রাবাদির পর আমাশয়শূল; আমাশয় স্ফীত হয় ও তাহাতে অম্ল জন্মে।

উদরাধ্মানে বোধ, যেন উদর বায়ুপূর্ণ, উদ্গার তুলিয়া বায়ু উঠাইবার ইচ্ছা; উদ্‌গারে সামান্য মাত্রও উপশম হয় না। **উদর ঢক্‌কার ন্যায় স্ফীত; ফলাহার বশতঃ উদরে বায়ু জন্মে।** অভ্যন্তরীণ শৈত্যানুভূতি, প্রত্যেকবার কিছু পানান্তে তাহার পুনরুদয়। মলত্যাগ ও বায়ু নিঃসরণের পূর্ব্বে কম্প, তৃষ্ণা এবং উদরশূল। বায়ুনিবন্ধন উদরশূল, বিশেষতঃ আহারান্তে, এবং

banglabooks.in

রজনীতে এবং উদর গড় গড় করিয়া ডাকে। অত্যধিক পরিমাণ দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম হয়, কখন কখন তাহাতে বেদনা থাকে।

উদরাময়ের বিষ্ঠা তরল ও কটাসে, মলত্যাগ বেদনাহীন এবং দুর্ব্বলকর; বুদ্‌বুদ্‌যুক্ত উদরাময়ে বেদনা থাকে না; উদরে বুদ্‌বুদ্‌ উচ্ছলিত (fermentation) হয়। অম্লগুণ বিয়ার মদ্যপানে উদরাময়। বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ উদরাময়। প্রাতঃকালে অধিক পরিমাণ তরল বিষ্ঠা সহ বায়ুর নিঃসরণ; রজনীতে শুভ্র, কাদা কাদা ভাবের দুর্গন্ধ ও অজীর্ণ মলত্যাগ। অনৈচ্ছিকরূপে হরিদ্রা বর্ণ জলবৎ মলত্যাগ। পচা গন্ধবিশিষ্ট উদরাময়, রজনীতে বৃদ্ধি। উদরাময় ধীর গতিতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে অধিকতর জলবৎ, সাদাটে অথবা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে এবং রোগী শীঘ্র শীঘ্র শীর্ণ হইয়া যায়। অনেক দিনের উদরাময়ের পর **কোষ্ঠবদ্ধ** নিবন্ধন অধিক বিষ্ঠার সঞ্চয়ে নরম বিষ্ঠাও সহজে নির্গত হয় না। সরলান্ত্র হইতে আম নির্গত। মলদ্বারাভ্যন্তরে চন্‌চনি।

মূত্রস্থালীর চাপ সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ। কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে, অত্যল্প মূত্রে পাটকিলি রঙ্গের বা গোলাপী বর্ণের তলানি। অবস্থাবিশেষে প্রচুর মূত্রত্যাগ। মূত্রনালী-দ্বারের জ্বালা এবং পরিহিত বস্ত্রের ঘর্ষণে তাহার বিশেষ বৃদ্ধি।

ধ্বজভঙ্গাবস্থায় কাম বিষয়ক কল্পনা। পুনঃ পুনঃ দুর্ব্বলকর স্বপ্নদোষ। অতিরিক্ত রেতাপচয় ও হস্তমৈথুন প্রযুক্ত রোগ। স্পার্মেটিক কর্ডের বা অণ্ডকোষরজ্জুর এবং অণ্ডকোষের, বিশেষতঃ এপিডিডাইমিস্‌ বা উপ-কোষাংশের বেদনাযুক্ত স্ফীতি; বাম অণ্ডকোষ ও লিঙ্গমুণ্ডত্বকের বামদিকে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা; সন্ধ্যাকালে অণ্ডকোষের খল্লীবৎ সঙ্কোচনকারী বেদনা।

রক্তাধিক্য বশতঃ জরায়ুর পূর্ণতা, চাপ এবং গুরুত্ব ভ্রমণকালে বর্দ্ধিত। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা অথবা রক্তস্রাব নিবন্ধন অণ্ডাধারের প্রদাহ, আক্রান্ত

banglabooks.in

স্থান স্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু। আর্ত্তবাধিক্যে কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব; মূর্চ্ছা। জরায়ু হইতে পর্য্যায়ক্রমে শোণিতাক্ত রস এবং পূয়স্রাব; ঋতুস্রাবের পরিবর্ত্তে অথবা তাহার পূর্ব্বে শ্বেতপ্রদর। সূতিকাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা। জরায়ুর আক্ষেপ, আনর্ত্তন ও ঝাঁকিসহ রক্তস্রাবে কৃষ্ণবর্ণ রক্তচাপ নির্গত হইলে কর্ণমধ্যে মৃদু ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ, দৃষ্টিলোপ, মূর্চ্ছা এবং হীমাঙ্গ—রোগিনী তাহাতে পাখার বাতাস চাহে। জরায়ুর আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং বেদনার সহিত যোনিকপাট ও মলদ্বারাভিমুখে ঠেলমারার অনুভূতি এবং ঋতুর পরিবর্ত্তে শ্বেতপ্রদর, এবং বহিঃ জননেন্দ্রিয়ের চুলকনা; ঋতুস্রাবের বৃদ্ধি। যোনি কঠিনস্পর্শ ও বেদনাযুক্ত।

পৃষ্ঠদেশ স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে প্রস্তরের চাপের ন্যায় চাপানুভূতি। রজনীতে কটি চাপিয়া শয়নে বেদনা। কটির খল্লীবৎ অসহনীয় বেদনার সামান্য চালনায় বৃদ্ধি।

ঊর্দ্ধাঙ্গের অস্থিনিচয়ের পক্ষাঘাতবৎ, ঝাঁকিসহ, ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি। লিখিবার সময় হস্তের কম্প। বাম হস্তের পৃষ্ঠদেশের স্ফীতি।

উরুর অস্থির আকৃষ্টবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন ধারহীন ছুরিকা দ্বারা অস্থিবেষ্টঝিল্লী চাঁছা হইয়াছে। দক্ষিণ জানুসন্ধির তপ্ত স্ফীতি; অনুভূতি যেন মোজা বন্ধনের ফিতা অত্যন্ত কসা হইয়াছে ও তাহাতে জঙ্ঘা আড়ষ্ট হইবে ও তাহার ঝিনঝিনি লাগিবে। পদের বাতজ স্ফীতি। বাম উরু এবং পদের ক্ষুদ্রাস্থিনিচয়ের ঝাঁকি সহ ছিন্ন করার ন্যায় বাতজ বেদনা। চালনায় এবং স্পর্শে বৃদ্ধি। ভ্রমণকালে উরুমধ্যে সূচিবেধের ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে জঙ্ঘাস্থি বা টিবিয়ায় সূচিবেধবৎ বেদনার অনুভূতি। অধঃ অঙ্গে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতা। বহুদূর ভ্রমণ নিবন্ধন শ্রান্তির ন্যায় পদের শ্রান্তিভাব।

সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা এবং হস্তের কম্প। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

banglabooks.in

অসাড়তা এবং মৃতের ন্যায় অনুভূতি। অঙ্গাদির, বিশেষতঃ উরুর গুরুত্বানুভূতি। অঙ্গের শীতলতা সহ কম্প ভাবের অনুভূতি, কিন্তু তাহার বাহ্যপ্রকাশ হয় না। নিদ্রোত্থিত হইলে সমুদায় সন্ধিরই ভাবের আধিক্যে মানসিক অবসাদ।

ত্বক শুষ্ক, শিথিল এবং হরিদ্রাবর্ণ; সর্ব্বশরীর এমন কি হস্তের তলদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শে বেদনাযুক্ত। ক্ষত স্পর্শাসহিষ্ণু ও তীব্র স্রাবযুক্ত; স্রাবে পচা গন্ধ। ক্ষত সমতল ও অগভীর এবং প্রচুর পূয়স্রাবযুক্ত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

সিঙ্কনা নির্ব্বাচন পক্ষে বিশেষ লক্ষণের তাদৃশ প্রচুরতা নাই। কিন্তু ইহার অধিকাংশ রোগলক্ষণের যথেষ্ট প্রকৃতিগত বিশেষতা থাকায় ঔষধ নির্ব্বাচন বিশেষ কষ্টসাধ্য হয় না। অতএব সমগ্র ঔষধলক্ষণের প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম থাকা আবশ্যক।

জৈব রসাপচয় নিবন্ধন রোগ—নানা প্রকার জীবনি রস, বিশেষতঃ অত্যধিক শোণিতস্রাব যে সকল রোগের কারণ তৎপক্ষে **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফলতঃ সাক্ষাৎ ভাবে প্রচুর রক্তক্ষয় ব্যতীতও অতিরিক্ত স্তন্যদান রেতঃক্ষয় এবং অত্যধিক মূত্রস্রাব, উদরাময়, ঘর্ম্ম ও পূয়স্রাব প্রভৃতি যে কোন কারণেই শোণিতের অপচয় ঘটিয়া রোগোৎপন্ন হউক, তাহাতেই **সিঙ্কনা** মহৌষধ বলিয়া গণ্য।

অত্যধিক দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা, কর্ণে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি, অবয়বের পাণ্ডুরতা, মূর্চ্ছার ভাব এবং দৃষ্টিমালিন্য প্রভৃতি।—উপরিউক্ত শোণিত ইত্যাদি দেহরক্ষক পুষ্টিরসের ক্ষয় প্রযুক্ত দুর্ব্বলতার পক্ষে **চায়না** যেরূপ মহৌষধ, শোণিত ক্ষয় বশতঃ উপরিউক্ত অবয়ব ও কর্ণশব্দাদি লক্ষণ সহ দুর্ব্বলতা উপস্থিত থাকিলে শ্বেতপ্রদর জ্বর, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগেও ইহাকে তদ্রূপ অদ্বিতীয় ঔষধ বলিয়া

banglabooks.in

জানিতে হইবে। কোন রোগীর রক্তহীনতার বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ **মুখাবয়বের পাণ্ডুরতা** প্রভৃতি ভগ্নস্বাস্থ্যের চিহ্ন সহ **অত্যধিক দুর্ব্বলতা** প্রকাশ পাইলেই পূর্ব্ব কথিত রক্তস্রাবাদি তাহার কারণ কি না তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য।

স্নায়ুমণ্ডলের অত্যধিক অসহিষ্ণুভাব।—**সিঙ্কনার** ক্রিয়ায় **মানসিক উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণ ভাব,** বিশেষতঃ **সামান্য স্পর্শেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের অসহনীয় বেদনা** প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার স্নায়ু শক্তিরই ক্রিয়ার তীক্ষ্ণতা বা অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হয়। মানসক্ষেত্রে বহু কল্পনার উদয়, ক্রোধ, অসন্তুষ্টি প্রভৃতি মানসিক লক্ষণে মস্তিষ্কের উদ্দীপনা সূচিত করে। চক্ষু সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব, কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ, নাসিকার ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতা এবং সামান্য স্পর্শে ত্বকে অত্যধিক অসহিষ্ণু বেদনা, জ্ঞানেন্দ্রিয়মণ্ডলের উদ্দীপনার পরিচয় দেয়। এস্থলে ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনার বিশেষ প্রকৃতি থাকায় অবস্থা বিশেষে তাহা **চায়নার** একটি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। এই **বেদনা ত্বকের সর্ব্বাংশেই বর্ত্তমান থাকে, এমন কি, কেশস্পর্শেও বেদনার অনুভূতি হয়।** এই **বেদনার** বিশেষ প্রকৃতি এই যে, **মৃদুস্পর্শে বা চাপে নিতান্ত অসহনীয় হইলেও প্রবল চাপে তাহার উপশম।**

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অসহিষ্ণুতায় **সিঙ্কনা বেল** সহ তুলনীয় হইলেও ইহাতে **বেলের** রক্তাধিক্য ও মুখাবয়বের প্রবল রক্তিমার অভাব থাকে। বেদনার অসহিষ্ণুতায় ইহা **ক্যাম** ও **সিপিয়া** সহ তুলনীয়, কিন্তু **ক্যামর** অস্থিরতাদি এবং সিপিয়ার শোণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতি ইহাতে দৃষ্ট হয় না। স্পর্শের অসহিষ্ণুতায় ইহা **আর্ণিকা,**

banglabooks.in

ব্যাপ্‌টিসিয়া এবং **ল্যাকেসিস** সহ তুলনীয়; কিন্তু **আর্ণিকা** এবং **ব্যাপটিসিয়ার** দ্বষ্টবৎ বেদনা ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে স্পর্শ করিবে বলিয়া **আর্ণিকার** ভীতি এবং **ব্যাপ্‌টিসিয়ার** টাইফয়েড লক্ষণ এবং বিশেষ প্রলাপ **সিঙ্কনায়** দৃষ্ট হয় না, **ল্যাকেসিসের** স্পর্শাসহিষ্ণুতা সর্ব্বত্বক্‌ব্যাপী নহে, ইহা কণ্ঠা এবং গ্রীবাদেশেই বিশেষ পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; এমন কি বেদনার স্থানে গাত্রবস্ত্রের সংস্পর্শও অসহনীয়। **ক্যাপ্‌সিকামের** স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা সহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। ডাং ন্যাস ডিপ্‌থেরিয়ার পরিণামে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোন রোগীর সর্ব্বাঙ্গীন ত্বকের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনায় এক মাত্রা ফিঙ্কের ৪০০০০ (40m) ক্রম **প্লাম্বাম** ঔষধ দ্বারা সম্পূর্ণ রোগারোগ্য করেন। ইহা স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে, **সিঙ্কনার** বেদনায় "প্রবল চাপে উপশম" লক্ষণ-প্রকৃতি উল্লিখিত কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না।

আক্রমণের সাময়িকতা (Periodicity)।—রোগাক্রমণের সাময়িকতা বিশেষতঃ রোগের একদিন অন্তর একদিন আক্রমণের পক্ষে যে **চায়না** একটি প্রধান ঔষধ তাহা এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি উভয় মতের চিকিৎসকই স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু এরূপ গুণবিশিষ্ট অন্যান্য ঔষধও বিরল নহে। এজন্য উপযুক্ত স্থলেই ইহা কার্য্যকারী। এলোপ্যাথি চিকিৎসকগণ এইরূপ আক্রমণের ইহা সর্ব্বরোগহর ঔষধ বিশ্বাসে অযথারূপে স্থলে অস্থলে ইহার ব্যবহার করেন বলিয়াই বিষময় ফল ফলে। ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেবল ম্যালেরিয়া রোগেই **সিঙ্কনার** এই ক্ষমতা আবদ্ধ নহে। অন্যবিধ কারণোৎপন্ন রোগে লক্ষণের সাদৃশ্যানুসারে জ্বর স্নায়ুশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগে যদি এই সাময়িকতা বর্ত্তমান থাকে **চায়না** তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। অন্যান্য তুলনীয় ঔষধের বিষয় স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—অত্যধিক শোণিত স্রাবের প্রতিক্রিয়াবস্থায় **সিঙ্কনার** শিরঃশূল জন্মে। মস্তকাভ্যন্তরে দপ দপ করে। **বেলা-ডনাতেও** দপ্‌দপানি শিরঃশূল হয়, কিন্তু তাহার কারণ মস্তকের রক্তাধিক্য। তাহাতে মুখমণ্ডলের রক্তিমা প্রভৃতি রক্তাধিক্যের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। **সিঙ্কনার** মস্তক বেদনা সহ রক্তহীনতার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

হাইড্রকেফেলাস্ বা মস্তিষ্কোদক।—পুরাতন বা অনেক দিনের স্থায়ী উদরাময়ে অথবা কলেরা রোগে দ্রুত জীবনি-রস-ক্ষয়নিবন্ধন রক্তহীনতার পরিণাম স্বরূপ আমরা প্রায়শঃ জলশোথ দেখিতে পাই। শিশুদিগের কলেরা রোগের পরিণামে রক্তহীন ও শোচনীয় দুর্ব্বলাবস্থায় মস্তিষ্কাভ্যন্তরে জলসঞ্চয় বা হাইড্রকেফেলাস রোগ জন্মিতে দেখা যায়; দুর্ব্বল এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য শিশুদিগের কলেরাদি রোগে সাধারণতঃ এরূপ সাংঘাতিক অবস্থার সংঘটন হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে **সিঙ্কনা** আমাদিগের বিশেষ ভরসাস্থল।

রক্তসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ শিশুদিগের প্রবল কলেরার অসমঞ্জসীভূত প্রতিক্রিয়াবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ কন্‌ভালসন হইয়া অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। কিন্তু দুর্ব্বল শিশুদিগের কলেরার অপেক্ষাকৃত ধীরগতি অপিচ অব্যর্থ আক্রমণে রোগী দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় যায়। প্রতিক্রিয়া দুর্ব্বলতর হয় এবং অশেষে উপরিউক্ত সাংঘাতিক অবস্থার প্রাথমিক লক্ষণে রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কনীনিকা বিস্তৃত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও অগভীর থাকে। উদরাময় কখন অন্তর্দ্ধান করে কখন বা অনৈচ্ছিক ও অসাড় ভাব ধারণ করে। শরীর, বিশেষতঃ নাসিকা, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি শীতল থাকে। এরূপাবস্থায় **সিঙ্কনা** নিষ্ফল হইলে

banglabooks.in

ক্যাঙ্কেরিয়া ফসের উপর শেষ নির্ভর ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—সাময়িক বা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর আক্রমণশীল স্নায়ুশূলের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগ যদি **ম্যালেরিয়া** ঘটিত হয় **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তহীন দুর্ব্বল রোগীই ইহার উপযুক্ত ক্রিয়াক্ষেত্র। রোগ প্রায়শঃ যে কোন অক্ষি অধ স্নায়ু বা ইন্‌ফ্রা-অর্ব্বিটাল নার্ভ আক্রমণ করে। হস্তের অথবা দমকা বায়ুর সামান্য স্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি হয়। **সিড্রণ**ও ম্যালেরিয়া ঘটিত স্নায়ুশূলের পক্ষে উপযোগী, ইহাতে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিশ্চিত নিয়মে আক্রমণ উপস্থিত হয়; প্রায়শঃ চক্ষুর্দ্ধ স্নায়ু বা সুপ্রা-অর্ব্বিটাল নার্ভ আক্রান্ত হয়। **বেলাডনা**ও চক্ষুর অধস্থ স্নায়ু আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে রক্তাধিক্যের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। ম্যালেরিয়া ঘটিত সাময়িক নিউরেল্‌জিয়া রোগের পক্ষে **আর্সেনিক** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য বা আম্ব্লেনপিয়া।—রক্তস্রাব বা অন্য প্রকারের রসস্রাব প্রযুক্ত রক্তহীনতাঘটিত দৃষ্টিমালিন্যে **সিঙ্কনা** উপকারী। রক্ত হীনতা নিবন্ধন চিত্রপত্র (Retina) পাণ্ডুবর্ণ এবং কনীণিকা বিস্তৃত; লিখন পঠন প্রভৃতি কার্য্যে চক্ষু কনকন করে, অক্ষর অস্পষ্ট দেখায়।

ফুসফুসের পূয়সঞ্চার বা সাপুরেষণ অব্‌ দি লাঙ্গ্‌স্‌।—মদ্যপায়িদিগের মধ্যে এই রোগ অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বরের সহচর প্রভৃত রজনীঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় রোগীর অতীব রক্তহীন ও শীর্ণ অবস্থা। **সিঙ্কনা** বিশেষতঃ ইহার **কুইনি সাফল্‌** প্রভৃতি সল্ট এই রোগের উপশম করিতে সক্ষম। রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায়, স্থলবিশেষে **কার্ব্ব ভেজ** অথবা **আর্স**-প্রযোজ্য। কখন কখন রোগীর বা ফুসফুসের দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী ফুসফুসের

banglabooks.in

অধঃ অংশ হইতে নিঃশেষে শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবনে অক্ষম রোগীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস কালে পচা শ্লেষ্মার ভয়াবহ দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ফুসফুসের পূর্ব্বকথিত পূয়সঞ্চারাবস্থা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ইহার প্রধান ঔষধ, **ক্যাপ্‌-সিকাম্‌**; স্যাঙ্গুইনেরিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া।—শোণিত প্রভৃতি জৈবরসক্ষয় নিবন্ধন আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, অত্যধিক চা ও বিয়ার মদ্যের পান এবং অধিক পরিমাণ ফল ভোজন **সিঙ্কনার** অজীর্ণরোগের কারণ; ইহা বড় কঠিন প্রকারের রোগোৎপন্ন করে। কখন কখন বোধ হয় যেন আমাশয় এককালীন জড় পদার্থের ন্যায় জৈবক্রিয়া রহিত হইয়াছে। আহারের ২।৩ দিবস অথবা ততোধিক কাল পরেও পর্য্যুষিতবৎ অন্নের ও টাটকা চর্ব্বিত ফলাদির বমন ও উদরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। এরূপ ভয়াবহ অজীর্ণলক্ষণ অন্য কোন ঔষধে দৃষ্ট হয় না; **চায়নাই** ইহার একমাত্র ঔষধ। ক্ষুধা বড় খামখেয়ালি প্রকৃতির, কখন কখন ক্ষুধা থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে আমাশয়ের উত্তেজনা বশতঃ অতি ক্ষুধা জন্মে; শিশু নিয়মিত পুষ্টিকর বস্তু স্পর্শই করে না, মিষ্ট ও মুখপ্রিয় খুচরা বস্তুর লালসা প্রকাশ করে।

কখন কখন দুর্ব্বলতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু ধারণে আমাশয়ের অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা জন্মে। নিয়মিত সময় অতীত করিয়া আহারে কষ্টের বৃদ্ধি হয়। দুর্ব্বলতা **চায়না** রোগের কারণ, **কার্ব্ব ভেজ** রোগও দুর্ব্বলতা-মূলক; কিন্তু **চায়নার** দুর্ব্বলতার কারণ জীবনি-রসক্ষয়, **কার্ব্বে** তাহা সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। **সিঙ্কনার** অজীর্ণে উদরে অত্যন্ত বায়ু জন্মে; সামান্য কিছু আহার অথবা পানেই তাহার বৃদ্ধি হয়। ইহার উদরস্ফীতি বড়ই কষ্টপ্রদ, উদ্‌গারে কোনই উপশম হয় না; অম্ল অথবা তিক্ত উদ্‌গার উঠে এবং দুর্গন্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়। অতি বিলম্বে পরিপাক হয় এবং তদবস্থায় রোগী সহজেই মূর্চ্ছা যায়। সামান্য

banglabooks.in

আহারেই উদরের পূর্ণ বোধ ও অত্যধিক আহারের অনুভূতি জন্মে এবং রোগী **অন্ননালী বা ইসফেগাসের অভ্যন্তরে ভুক্ত বস্তু তাল বাধিয়া থাকার ন্যায় বোধ করে।** **চায়না**-অজীর্ণ-রোগে হরিদ্রাবর্ণ উদরাময় থাকে, রজনীতে ও আহারান্তে তাহার বৃদ্ধি হয়।

কার্ব্ব ভেজ—ইহাও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রভূত বায়ুসঞ্চয়ী অজীর্ণরোগের ঔষধ। কিন্তু ইহার উদর স্ফীতি **সিঙ্কনার** অপেক্ষা অধিকতর; এই বায়ুর মূল উৎপত্তিস্থান আমাশয়, তথায় ভুক্ত বস্তু পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠে। **চায়নার** বায়ুদোষ সর্ব্বোদরব্যাপী এবং ইহার উদ্গারে **কার্ব্বের** ন্যায় পূতিগন্ধ থাকে না। **শরীরের, বিশেষতঃ জানুর শীতলতা কার্ব্বের** বিশেষ

লাইক—চায়নার ন্যায় ইহাতেও উদরে বায়ু জন্মিয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় ও অল্পাহারেই প্রচুর আহারের অনুভূতি জন্মে, কিন্তু এই বায়ুজননের স্থান নিম্নোদর। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি ও আহারান্তে অদম্য নিদ্রাকর্ষণ এবং রোগ সহ সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধ বর্ত্তমান থাকে।

কল্‌চিকাম—ইহাতেও প্রভূত পরিমাণে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া উদরস্ফীতি জন্মে এবং দুর্ব্বলতাও অত্যধিক, কিন্তু ইহাতে খাদ্য বস্তুর উপর ঘৃণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর, এমন কি, খাদ্য বস্তুর নাম করিলেও রোগীর বমনোদ্রেক ও বমন হয়।

পাল্‌স্‌ ও এবিসনাইগ্রা—উভয় ঔষধেই **সিঙ্কনার** ন্যায় অন্ননালী বা বুকের মধ্যে ভুক্ত বস্তু আটক থাকার অনুভূতি জন্মে। কিন্তু **পাল্‌সের** উপরিউক্ত অনুভূতির অকিঞ্চিৎকরতা, বসাপদার্থ ও পিষ্টকাদির আহারে অজীর্ণের বৃদ্ধি, আহারের দুই ঘণ্টা পরে আমাশয়ের

banglabooks.in

পূর্ণতা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মুখের পচা আস্বাদ এবং **এবিসের** অন্ননালী মধ্যে সিদ্ধকরা অণ্ড থাকার অনুভূতির স্থান চায়নার ভুক্ত বস্তু আটক থাকাবৎ অনুভূতির স্থানের অধঃদেশে অবস্থিত হওয়া, ইহাদিগকে প্রভেদ করে।

কেলি কার্ব্ব—শারীরিক রসক্ষয় এবং বহুদিবস রোগের ভোগ নিবন্ধন ভগ্নস্বাস্থ্য ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অজীর্ণ রোগ। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকায় ক্লান্তি বোধ করে ও তাহার পৃষ্ঠে বেদনা হয়। ক্ষুধায় আমাশয়ে শূন্যবোধের তুলনায় দমিয়া যাওয়ার ভাব অধিকতর থাকে। আহার কালে রোগীর নিদ্রাকর্ষণ হয়। রোগী যাহা কিছু আহার করে সকলই যেন বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হয়।

উদরাময়।—**সিঙ্কনা** এ রোগের নিত্য ব্যবহার্য্য ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ফলাহার ইহার প্রধান কারণ। জৈব-রসস্রাবে দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের মধ্যে, প্রবল তরুণ রোগান্তে, বসন্ত ও হাম রোগ কালে, গ্রীষ্মঋতুতে এবং মদ্যপায়িদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। **রজনীতে** এবং **আহারান্তে বৃদ্ধি** ইহার বিশেষ প্রকৃতি; **প্রাতঃকালেও বৃদ্ধি** হইয়া থাকে। বিষ্ঠাসহ অজীর্ণভুক্ত বস্তু থাকা ইহার বিশেষ লক্ষণ। অনেক সময় প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত ভুক্ত বস্তুই নির্গত হয়। বিষ্ঠা হরিদ্রাবর্ণ ও জলবৎ, ক্লেশযুক্ত, কখন কৃষ্ণবর্ণ এবং **বুদ্‌বুদময়**। আহারের অব্যবহিত পরেই বায়ু জন্মিয়া উদর যেন পটাহের ন্যায় হয়, প্রায়শঃই নির্গত বায়ুতে দুর্গন্ধ অথবা উদরে বেদনা থাকে না। রোগী অতি শীঘ্র দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া যায়।

আইরিস এবং ব্রায়—গ্রীষ্মকালে অথবা উষ্ণ আবহাওয়ার প্রবহনকালে যে উদরাময় জন্মে, উভয় ঔষধই তাহার পক্ষে উপকারী। **আইরিসে** বমন সহ প্রভূত পরিমাণ উদরাময় এবং রজনী ১।৩ টার

banglabooks.in

সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। **ব্রাম্বর** উদরাময়ও রজনীতে ও প্রাতঃকালে বৃদ্ধি হয় এবং বিষ্ঠায় ভুক্ত বস্তুর সূক্ষ্ম চূর্ণ মিশ্রিত থাকে। **অতি ক্ষুদ্র চূর্ণবৎ** অজীর্ণ বস্তুর বর্ত্তমানতা এবং সামান্য শরীর চালনায় রোগের বৃদ্ধি পরস্পরের প্রভেদক।

কার্ব্ব ভেজ, কল্‌চি এবং টেরিবিন্থ—সিঙ্কনার উদ্গার দুর্গন্ধ ও জ্বালাকর নহে। ভুক্তবস্তু অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অনেক সময় পর্য্যন্ত আমাশয়ে থাকে, উদ্গার উঠে, পরে বমন হইয়া যায়; ভুক্ত বস্তুর পচন ইহার কারণ নহে। **কার্ব্ব ভেজ**-রোগীর অধিকতর কলাপস্ লক্ষণের বর্ত্তমানতা এবং বায়ুর পূতিগন্ধ; **কল্‌চি-কামের** খাদ্যবস্তুতে অধিকতর ঘৃণা এবং আদ্রোষ্ণ আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি; **টেরিবিন্থের** জিহ্বার লোহিত বর্ণ, ক্ষতভাব ও চকচকে দৃশ্য এবং মূত্রত্যাগের কষ্টদ লক্ষণ পরস্পরকে অধিকতর রূপে প্রভেদ করে।

উদরের বেদনা না থাকিলে ইহা **পড, কল্‌চি** এবং **ফস এসি** সহ তুলনীয়।

পডফাইলাম—বিষ্ঠার অত্যধিক পরিমাণ, রজনী ৩টা হইতে সকাল ৯টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি এবং দিবসের অবশিষ্ট সময় বিষ্ঠার স্বাভাবিক অবস্থা ও উদরের, বিশেষতঃ সরলান্ত্রের দুর্ব্বলতায় **হালিসেরা** নিঃসরণ ইহার প্রভেদক।

কল্‌চিকাম—মলত্যাগকালে বমন ও বিবমিষা, মলত্যাগান্তেই অধিকতর দুর্ব্বলতা, আমাশয়ের জ্বালা অথবা শৈত্যানুভূতি এবং খাদ্য বস্তু, বিশেষতঃ **মৎস্য অণ্ড ও মাংসযুষ** পাকের ঘ্রাণে, এমন কি খাদ্য বস্তুর নামে ঘৃণার উদয় এবং বিষ্ঠা সহ শুভ্র ছিবড়ার বর্ত্তমানতা ইহাকে প্রভেদিত করে।

ফস এসি—ইহার উদরাময়ে রোগী দুর্ব্বল হয় না, বরঞ্চ পুরাতন রোগীদিগের শরীরের উন্নতি হইতে দেখা যায়। উদর গড়গড় করিয়া ডাকে, শরীরে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় ও অধিকতর তৃষ্ণা থাকে।

banglabooks.in

আর্সেনিক, ফেরাম এবং **ওলিয়েণ্ডার—সিঙ্কনার** ন্যায় ইহাদিগের সকলেরই উদরাময়ে অজীর্ণ ভুক্ত বস্তু থাকে। **আর্স** ও **ফেরাম, চায়নার** ন্যায়ই আহার কালে বা আহারান্তে মলত্যাগ করিতে বাধা হয়। আহার কালে মলত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়া **ফেরামে আর্স** এবং **চায়না** অপেক্ষা অধিকতর পরিস্ফুট থাকে, এমন কি আহারের অথবা পানের সামান্য চেষ্টা করিলেই মলত্যাগের বেগ হয়। শরীর চালনায় মলত্যাগের বেগ হওয়া এবং সামান্য উত্তেজনা ও শ্রমে মুখের রক্তিমা ইহার অন্যবিধ বিশেষ লক্ষণ। অস্থিরতা ও ভয়াবহ তৃষ্ণা প্রভৃতি ভয়াবহ লক্ষণ দ্বারা **আর্স** যথেষ্টরূপে প্রভেদিত হয়। **ওলিয়েণ্ডার** উদরাময়ে পূর্ব্বদিবসের ভুক্তবস্তু অজীর্ণাবস্থায় ত্যাগ হয়। বাতকর্ম্ম করিতে অনৈচ্ছিকরূপে মলনিঃসরণে শিশুগণের পরিহিত বস্ত্র বারম্বার সমল হওয়া ইহার একটি বিশেষ লক্ষণ।

কলেরা বা ওলাউঠা। কলেরার প্রাদুর্ভাব কালে উপরিউক্ত রূপ উদরাময়ই অতি সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করিয়া থাকে। অতি দ্রুত বলক্ষয়ে রোগী শয্যাশায়ী হয়, দেহ শীর্ণতা পায়, অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং নাড়ী অপেক্ষাকৃত কঠিনস্পর্শ, দ্রুত এবং অনিয়মিত গতি হয়; এরূপাবস্থায় **কার্ব্ব ভেজ** সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষোক্তের গভীরতর **পতনাবস্থা,** পাখার বাতাসের জন্য অদম্য ইচ্ছা, এবং **চায়নার** বিষ্ঠা হইতে বিষ্ঠার বিভিন্নতা ও **চায়নার** ন্যায় রজনীতে ও আহারান্তে রোগের বৃদ্ধির অভাব প্রভৃতি প্রভেদক। রোগের আরম্ভে যথা সময়ে **চায়না** ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলেই রোগ অঙ্কুরে বিনিষ্ট হইয়া থাকে। কলেরার পরিণাম রোগ, **মস্তিষ্কোদকে** ইহার উপকারিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য কলেরান্তের দুর্ব্বলতায় ইহা মহৌষধ।

banglabooks.in

যকৃৎ রোগ— ন্যাবা, যকৃতের পাথরি বা ক্যাল্‌কুলাই।— **সিঙ্কনা** ন্যাবা বা জণ্ডিস রোগের পক্ষে একটি প্রধান ঔষধ। অত্যধিক রেতঃক্ষয় নিবন্ধন রোগেই ইহা বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত মদ্য পান ও আহারের অত্যাচার অথবা অন্যান্য কারণ ঘটিত আমাশয় ও ডিওডিনাম অন্ত্রর প্রতিশ্যায়, ইহার প্রধান ও সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে পরিগণিত। রোগী অতি শীর্ণ ও দুর্ব্বল থাকে এবং সমস্ত শরীর ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। বিষ্ঠা সাদাটে হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ অথবা কখন কখন উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। যকৃৎ স্ফীত ও স্পর্শে বেদনাযুক্ত, এবং অনুভূতি যেন উদরোর্দ্ধের দক্ষিণ পার্শ্বের ত্বকের অধঃদেশে ক্ষত রহিয়াছে। **নাক্সভ** এবং **সাল্‌ফার** সহ ইহা তুলনীয়।

বিলিয়ারি ক্যাক্কুলাই বা **ক্ষুদ্র পিত্তশিলার** পক্ষে ডাং থেয়ার **সিঙ্কনাকে** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন। ডাং ফ্যারিংটন বলেন অন্য কোন ঔষধের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণের অভাবে **সিঙ্কনাই** একমাত্র প্রযোজ্য ঔষধ।

ডাং উইলিয়ামস্ এ রোগে **ইপিক্যাক** ব্যবহারে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন।

ডাং বার্ণেট **হাইড্র্যাষ্টিস**কে রিলিয়ারি ষ্টোন কর্ত্তৃক উদর-শূলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

এ রোগে **বাক্কেরিস ভাল্‌গারিস** অন্যমত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুক্রমেহ, স্পার্মাটরিয়া।—অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা প্রযুক্ত রেতঃক্ষয় অথবা ক্রনাগত তিন চারি দিবস স্বপ্নদোষ হইয়া যে ধাতু দুর্ব্বলতা জন্মে তাহার তরুণাবস্থায় **সিঙ্কনা** উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু উপরিউক্ত কারণনিবন্ধন পুরাতন রোগে অর্থাৎ রোগ যখন মজ্জাগত বা ধাতুস্থ হয় তখন **ফস্ফরিক এসিড** প্রযোজ্য। এরূপাবস্থায় **চায়না** দ্বারা উপকার হওয়া দূরের কথা, বরং ইহা অনুপকারের কারণ হইয়া থাকে।

আবদ্ধজরায়ুকুসুম (Retained placenta) রক্তস্রাব — ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল প্রসূতিদিগের জরায়ু-কুসুম বহির্নিক্ষিপ্ত না হওয়ায় শিথিল

banglabooks.in

জরায়ু হইতে ভয়াবহ রক্তস্রাব হইয়া কর্ণশব্দ, মূর্চ্ছা, ঘোরদৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার **সিঙ্কনা লক্ষণ** উপস্থিত হইলে এতদ্দ্বারা রোগিনীর রোগ দূর হইয়া জীবন রক্ষা পায়। এইরূপ শোণিতস্রাবে অবস্থানুসারে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয়ও উপকারী।

ছয়টি সন্তানের মাতা কোন ভদ্র মহিলা ম্যালেরিয়া প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার সপ্তম গর্ভকালে ম্যালেরিয়ারোগে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ ঘটে। তিনি অতিশয় দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্থান পরিবর্ত্তন ও চিকিৎসা জন্য কলিকাতায় আসাই জীবনরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন। কলিকাতা রওয়ানা হইবার দিন মলত্যাগ করিতে জরায়ু হইতে কণ্টকবৎ কোন পদার্থ নির্গত হয়। গাড়ীর মধ্যেও অত্যন্ত পচাগন্ধের একটি চাপ নির্গত হইয়া যায়। ফলতঃ তখন পর্য্যন্তও রোগিণী তাহা মৃত ভ্রূণের অংশ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। কলিকাতা আসিয়া ৮।১০ দিবস দৃষ্টতঃ ভাল ছিলেন। পরে রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে তিনি সকল বিষয় প্রকাশ করেন এবং গর্ভ নষ্ট হওয়ায় অতিশয় পচাভ্রূণাংশের সহিত রক্তস্রাব বলিয়া রোগ নির্ব্বাচিত হয়। এরূপ রক্তস্রাব প্রায় কুড়ি বার হয়। এলপ্যাথি মতে জরায়ুর ধাবন ও আর্গটের সেবনাদিতে ২।৪ টুক্‌রা ভ্রূণাংশস্থানান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু স্রাবের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। কখন কখন এতাদৃশ অধিক রক্তস্রাবে নাড়ীর লোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই ১× হইতে ৩× চায়নায় তরিত-স্রাব বন্ধ এবং কর্ণের ঘণ্টাধ্বনি ইত্যাদি লক্ষণ বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ।

ক্যাম্ফারিস—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়োপরি ক্রিয়ায় ইহাদ্বারা জরায়ু হইতে মাংসবৃদ্ধি এবং অন্যান্য আগন্তুক বস্তু বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। এ কারণ গর্ভপাত অথবা প্রসবান্তে জরায়ু-কুসুমের আবদ্ধতা নিবন্ধন রক্তস্রাব ঘটিলে ইহা জরায়ু-কুসুম-বহির্নিক্ষেপণের সাহায্য করিয়া রক্তস্রাব নিবারণ করে। এরূপ ক্রিয়ায় ইহা **পাল্‌সেটিলা** সহ তুলনীয়।

পাল্‌সেটিলা—প্রসবের পর জরায়ু-কুসুম জরায়ুসহ আবদ্ধ থাকিলে ইহাদ্বারা কার্য্য হইতে পারে। এই সবল স্থলে ইহা কেবল জরায়ু-কুসুম বহির্নিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেনা, কিন্তু ইহা জরায়ু-পেশীতে এরূপ শক্তি প্রদান করে যে তাহাতে প্রসবান্তিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

banglabooks.in

ইপিকা—প্রভূত পরিমাণ উজ্জ্বল লোহিত রক্তস্রাব, বকন, বিশেষতঃ বিবমিষা ইহার সাধারণ প্রদর্শক। কখন কখন শ্বাস-কৃচ্ছ্র বর্ত্তমান থাকে। শরীর শীতল বা শীতল ঘর্ম্মাবৃতও থাকিতে পারে।

বেলাডোনা—স্রুতরক্ত উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ; দ্রুত জমাট বাঁধে, জননেন্দ্রিয় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শোণিত তপ্ত লাগে। **বেলাডোনা রক্তস্রাবে** মুখরক্তিমা বর্ত্তমান থাকে।

ট্রিলিয়াম—প্রত্যেক প্রসবান্তেই উজ্জ্বললোহিত কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব।

মিলিফলিয়াম—বেদনাহীন উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ স্রাব। প্রকরনের তুল্য হইলেও ইহাতে তাহার অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাদি থাকেনা।

সেবিসা—পিউবিস হইতে কটি পর্য্যন্ত বেদনার সহিত উজ্জ্বল লোহিত চাপচাপ রক্তস্রাবের শরীর চালনায় বৃদ্ধি।

কার্ব্ব ভেজ—অবিশ্রান্ত মৃদু শিরারক্ত স্রাবে রোগিনী পাখার বাতাস চাহে এবং শরীর শীতল এবং নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত থাকে।

সিকেলি—শীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের মৃদু কৃষ্ণবর্ণ পচাটে রক্তস্রাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চন চন করে। গাত্র শীতল থাকিলেও রোগিনী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে চাহে না।

এরিজিরণ—সেবিনার ন্যায় রক্তস্রাব। সরলান্ত্র ও মূত্রস্থালীর উত্তেজনা ইহার প্রভেদক লক্ষণ।

হেমামেলিস—মৃদু শিরাশোণিতস্রাব। শোণিতসংস্পৃষ্ট প্রদেশে টাটানি বেদনা ও ঘৃষ্ট বোধ।

সাইক্লেমেন—মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার দুর্ব্বলতায় স্বল্পাধিক রক্তস্রাবেই যাহাদিগের শিরোঘূর্ণন ও দৃষ্টিমালিন্য জন্মে। রক্তস্রাবাধিক্য তাহার কারণ নহে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্,—প্রবল ও তরুণ রসবাত রোগের প্রথমাবস্থায় **সিঙ্কনা** কার্য্যকারী নহে, রোগ কথঞ্চিৎ

banglabooks.in

পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যখন সন্ধির স্ফীতি এবং বেদনা বর্ত্তমান থাকে অপিচ জ্বর সবিরাম প্রকৃতি ধারণ করে, তখনই এতদ্দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। ঝাঁকি এবং চাপবৎ বেদনা এবং আক্রান্ত সন্ধি এরূপ স্পর্শাসহিষ্ণু যে ভীতি প্রযুক্ত রোগী কাহাকেও নিকটস্থ হইতে দেয় না, এবং কেহ সামান্য স্পর্শ করিলে চীৎকার করিয়া উঠে।

প্রলেপক জ্বর (Hectic Fever)।—বহুদিন পূয়ক্ষরণ-প্রযুক্ত জ্বরকালে রোগীর উভয় গণ্ড লোহিতাভ। উদরাময় ইহার চিরসঙ্গিরূপে উপস্থিত থাকিয়া অতিরিক্ত পূয়ক্ষরণে দুর্ব্বল রোগীকে অধিকতর বলহীন করিয়া শয্যাগত করে। কিন্তু রোগী তাহার শক্তির তুলনায় অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাশীল থাকে। রজনীতে প্রভূত দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম হয়। ইহার পক্ষে **সিঙ্কনা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এলপ্যাথির মতেও ইহা কুইনাইনরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন এতদ্দ্বারা ফল না হইয়া রোগীর চরমাবস্থা উপস্থিত হইতে থাকে, তখন লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া **আর্সেনিক** অথবা **কার্ব্ব ভেজ** প্রয়োগই আমাদিগের গত্যন্তর বলিয়া জানিতে হইবে।

সবিরাম জ্বর (Intermittent fever)।—সবিরাম, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়াঘটিত সবিরাম জ্বর নাশক ক্ষমতা থাকাই **সিঙ্কনার** ঔষধগুণ আবিষ্কারের কারণ। বাস্তবিক পক্ষে এবম্বিধ জ্বর নিবারণে ইহার ক্ষমতা অদ্ভুত হইলেও অসীম নহে। এলপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ইহার ক্ষমতার অসীমত্বে বিশ্বাস নিবন্ধন ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ হইয়া যথা তথা ইহার অপব্যবহার দ্বারা বহুতর রোগীর রোগ কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য করিয়া তুলিয়া থাকেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি **সিঙ্কনায়** শোণিতকণিকার ধ্বংসকর ক্ষমতা আছে। এলপ্যাথি মতেও ইহা শোণিতের অপচায়ক এবং ম্যালেরিয়া কীটাণুর ধ্বংসকর বস্তু। সুতরাং উপযুক্তস্থলেও অধিকতর মাত্রায়

banglabooks.in

সেবনে এবং অনুপযুক্ত স্থলে যে কোন মাত্রায় সেবনে যে ইহা রক্তকণিকার ধ্বংসসাধনের ও তৎফল স্বরূপ নানা প্রকার রোগের কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ফলতঃ শরীরোপাদানের নিগূঢ় দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট ও রসরক্তাদি সহ সংমিশ্রিত কোন রোগবিষকে প্রতিষেধক ঔষধ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ধ্বংসের চেষ্টা করিয়া রোগাপনোদনের প্রয়াস কতদূর সঙ্গত তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই বোধগম্য হইবে, কেননা অন্যান্য শরীরোপদানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল রোগবিষের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করিবে, এরূপ কোন ঔষধ, বিশেষতঃ স্থূল মাত্রায় কার্য্যসাধক কোন ঔষধের আবিষ্কার সুদূরপরাহত। প্রায় সকল মতের চিকিৎসকের পক্ষেই তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। সদৃশ মতাবলম্বীর পক্ষে তাহা চিন্তার অগোচর। তাঁহারা কখনই এরূপ অযৌক্তিক চেষ্টা করেন না। ব্যক্তিবিশেষের রোগাকৃষ্টতা দূরীভূত করিয়া যাহাতে জান্তব অথবা উদ্ভিজ্জ রোগবীজাণু শরীরে উপযুক্ত বাসোপাদান প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বংশবৃদ্ধি করিতে সমর্থ না হয় তাহারই চেষ্টা করিয়া হোমিওপ্যাথি রোগারোগ্যের চেষ্টা করে। এইজন্য হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় রোগীবিশেষে এক ম্যালেরিয়া জ্বরেই ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন, তদ্বিষয় যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

জঙ্গলময়, জলগণ্ড প্রদেশের জ্বর অথবা ম্যালেরিয়াঘটিত সবিরাম জ্বর, যাহাতে শীতকম্প, তাপ ও ঘর্ম্ম এই তিন অবস্থাই বিশেষ পরিস্ফুট থাকে, এরূপ সাময়িক জ্বরের অবস্থাবিশেষে **সিঙ্কনা** বা ইহার সল্ট বা লবণাদি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ত্র্যাহিক অথবা চাতুর্থিক আক্রমণবিশিষ্ট স্বল্পাধিক দেশব্যাপক জ্বরের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। সাধারণ ম্যালেরিয়া-জীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা নিষ্ক্রিয়। শীতকম্পের পূর্ব্বে অথবা পরে তৃষ্ণা থাকে, কিন্তু তাহার ও তাপের প্রকৃত ভোগাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে না, রোগী যে জলের আকাঙ্ক্ষা করে তাহা কেবল মুখ সিক্ত করিবার জন্য। শীতকম্পের অন্যান্য পূর্ব্বলক্ষণের

banglabooks.in

মধ্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, শিরঃশূল এবং বিবমিষা উল্লেখযোগ্য; অমিশ্র শীতকম্পের স্থায়িত্ব কাল অতি অল্প, তাহার সহিত শীঘ্রই তাপ যোগদান করে। **শীতকম্পকালে রোগী গাত্র বস্ত্রাবৃত রাখে; অগ্নির নিকট উপবেশন করে; কিন্তু তাহাতে কোন উপশম পায় না।** তাপ অধিক কাল স্থায়ী হয় এবং রোগী গাত্রবস্ত্র ত্যাগ করে। তাপাবস্থায় শিরাদি স্থূল হইয়া উঠে, মুখমণ্ডল আরক্ত হয় এবং মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত প্রলাপ উপস্থিত হইতে পারে। অনেক কাল স্থায়ী ঘর্ম্মে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। **ঘর্ম্মকালে তৃষ্ণা** থাকাই **সিঙ্কনার** বিশেষ লক্ষণ।

যকৃৎ ও প্লীহায় রক্তাধিক্য বশতঃ সহজ স্ফীতিসহ তরুণ ও জটিলতাহীন জ্বরে উপরিউক্ত **সিঙ্কনা** উপকারী; যন্ত্রাদির পুরাতন বিবৃদ্ধিযুক্ত, জটিল এবং কঠিন রোগে, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কুইনাইনের ব্যবহারে বিকৃত জ্বরে ইহা কার্য্যকারী নহে। **সিঙ্কনাজ্বরের** বিরামাবস্থাতেও নানা প্রকার লক্ষণের বর্ত্তমানতা রোগের গভীরতার প্রমাণ। পিত্তদোষনিবন্ধন মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, মলিন হরিদ্রাভা, প্লীহার স্ফীতিসহ প্লীহাদেশে টাটানি বেদনা, এবং ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব অথবা কুকুরের ন্যায় অস্বাভাবিক ক্ষুধা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। শোণিতের অপকৃষ্টতা এবং যকৃৎ ও প্লীহায় শোণিত-সঞ্চলনের বাধাপ্রযুক্ত পদের শোথ জন্মে। নিদ্রার বাধা, চক্ষু নিমীলিত করিলে ভ্রান্ত অবয়বাদির দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণও উপস্থিত হয়।

সালফেট অব কুইনাইন প্রভৃতি **সিঙ্কনা সল্ট** প্রায় সমক্রিয় ঔষধ। সাধারণ ভাবে ইহাদিগের সবিরাম জ্বরসহ **সিঙ্কনাজ্বরের** সাদৃশ্য থাকিলেও কতিপয় বিশেষ লক্ষণ উভয় জ্বরকে প্রভেদিত করিয়া থাকে। আমরা নিম্নে সবিরাম জ্বরে **কুইনি সালফ** এবং **সিঙ্কনার** প্রতিযোগী অন্যান্য ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

banglabooks.in

কুইনি সালফ—ইহা এবং **সিঙ্কন** উভয়েরই আক্রমণ অগ্রগামী (Anticipating) হইতে পারে। উভয়ের জ্বরেই ঘর্ম্মকালে প্রভূত তৃষ্ণা থাকে। **সিঙ্কনা** জ্বরের আক্রমণ অনিয়মিত, **কুইনাইনের** নিয়মিত ত্রৈহিক; **সিঙ্কনার** জ্বর রজনী ভিন্ন অন্যান্য সকল সময়েই হয়, **কুইনাইনের** জ্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৯টা রজনীতে আক্রমণ করে। **সিঙ্কনা** জ্বরে তৃষ্ণা, অস্বাভাবিক ক্ষুধা, শিরঃশূল, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি জ্বরপূর্ব্ব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, **কুইনাইনের** জ্বরে কোন পূর্ব্বলক্ষণ থাকে না। শীতকম্প ও তাপে **সিঙ্কনায়** তৃষ্ণা থাকে না, **কুইনাইনে** তদবস্থায় তৃষ্ণা থাকে।

উপরিলিখিত সাধারণ **সিঙ্কনা** জ্বর ব্যতীত ইহার অন্য এক প্রকার জ্বরাক্রমণ হইতে দেখা যায়; এই জ্বর প্রায়শঃ **আর্সেনিক জ্বর** বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। তৎবিষয়ে ডাঃ এলেনের প্রদর্শক লক্ষণ প্রদত্ত হইল। ডাঃ এলেন—"**শীতকম্পের পূর্ব্বের** এবং **ঘর্ম্ম** ও **বিরামকালের লক্ষণ** উভয়বিধ জ্বরাক্রমণেই সমপ্রকার; **শীতকম্পাবস্থায় তৃষ্ণাসহ** একই সময়ে পর্য্যায় ক্রমিকভাবে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শৈত্য ও তাপের উপস্থিতি এবং **তাপকালে তৃষ্ণা** সহ ত্বকে সূক্ষ্ম লৌহশলাকা বা সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি এবং শরীরের কোন অংশে তাপ ও কোন অংশে শৈত্য দ্বিতীয় **প্রকার সিঙ্কনাজ্বরের** প্রদর্শক।"

"জ্বরের তাপাবস্থায় সর্ব্বশরীরে কীটদংশনবৎ অনুভূতি, এ প্রকার জ্বরের নিয়মিত লক্ষণ মধ্যে গণ্য নহে।"—হানিমান।

সিঙ্কনা ও কুইনাইন জ্বর সম্বন্ধে বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মত। "জ্বর তাপের অতিবৃদ্ধি কালে তৃষ্ণার অভাব।" ডাং লিপি।

"নিদ্রাকালে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা দেশে প্রচুর ঘর্ম্ম"—হানিমান।

banglabooks.in

"যদি কোন ঔষধের নির্দ্দিষ্টপ্রদর্শক প্রকাশিত না হয় এবং জ্বরের শীতকম্পাদি অবস্থার অসম্পূর্ণতা থাকে, অপিচ আক্রমণ যদি নিয়মিত সময়ান্তর হয়, তাহাতে ৩০ অথবা ২০০ ক্রমের **কুইনি সালফ** প্রয়োগে অন্যৌষধের প্রযোজ্যতা স্পষ্টীকৃত হয়, অথবা স্বয়ংই রোগ আরোগ্য করিতে পারে। লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে অত্যুচ্চ ক্রমে ইহা প্রতিষেধকরূপেও কার্য্য করে।" ডাং ব্রুলেন।

"নূতন সবিরাম জ্বরের আক্রমণে শীতকম্প না হইলেও প্রথমে নিশ্চিতরূপে তাপ ও পরে সর্ব্বশরীরে **প্রচুর** ও **দুর্ব্বলকর** ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে **কুইনাইন** তাহার ঔষধ"। উপরিউক্ত লক্ষণ ব্যতীত **কুইনাইন** প্রয়োগে "অনেককাল স্থায়ী পুরাতন সবিরাম জ্বর সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়।" ডাং বার্ট।

অধিক দিন পর্য্যন্ত অত্যধিক পরিমাণে কুইনাইন প্রয়োগে রসবাত, উদরাময়, উদরী এবং যকৃত ও প্লীহার যান্ত্রিক রোগ প্রভৃতি যে সকল **কুইনাইন** জীর্ণরোগ উপস্থিত হয় তাহাদিগের চিকিৎসায় **কুইনাইনের** প্রতিষেধক ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইরূপ ঔষধমধ্যে আর্স, আর্ণি, কার্ব্ব ভেজ, ফেরাম, ল্যাকেসিস্, নেট্রাম মিউ এবং পাল্স অবস্থানুসারে আশু ফলপ্রদ।" ডাং এলেন্।

ডাং সামুএল সোয়ান **কুইনাইনরোগে-জীর্ণ** কতিপয় কঠিন রোগীকে **কুইনি সালফ** ১০০০০ ক্রমের (10m) দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। ডাং এলেন।

সিঙ্কনা সহ তুলনীয় কতিপয় ঔষধ :—

কর্ণাস ফ্লরিডা—শীতকম্পের বহু পূর্ব্বে নিদ্রালুতা উপস্থিত হয়; রোগী শীতানুভব করে, কিন্তু গাত্রস্পর্শে তাপ প্রকাশ পায়; তাপসহ তন্দ্রা থাকে এবং পরে প্রচুর ঘর্ম্ম হয়।

মিনিয়ান্থিস—হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগের বরফবৎ শীতলতাসহ

banglabooks.in

শীতকম্পের প্রাধান্য থাকিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, বস্তুতঃ সমুদয় শরীরসীমাংশই শীতল থাকে।

ক্যাপ্‌সিকাম—তৃষ্ণার বর্ত্তমানতাসহ শীতকম্প পৃষ্ঠ আক্রমণ করে। **ইগ্নেসিয়ার** ন্যায় ইহাতেও পৃষ্ঠে তাপ প্রয়োগে এবং শরীর বস্ত্রাবৃত করিলে রোগী উপশম বোধ করে।

ইউপেটরিয়াম পার্ফলিয়েটাম—সাধারণ জরাক্রমণ কাল পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা, কিন্তু কখন কখন প্রাতঃকালের যে কোন সময়ে অথবা এক দিবস পূর্ব্বাহ্ণে পর দিবস অপরাহ্ণে জরাক্রমণ হয়। সাধারণতঃ শীতকম্পের পূর্ব্বে তৃষ্ণা ও তিক্ত বমন। জলপান করিলে রোগী শীত বোধ করে। তাপের পরে অতি অল্প মাত্র ঘর্ম্ম।

ল্যাকেসিস—কুইনাইনআবদ্ধ শরৎকালের শীতকম্পজ্বর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

কেঞ্চালাগুয়া—বসন্তকালের সবিরাম বা "এগু" জ্বরে তীব্র শীতকম্প ও হস্ত ধোপার হস্তের ন্যায় কুঞ্চিত।

ইয়ুক্যালিপটাস্—কোন কোন প্রকার সবিরামজ্বরে প্রশংসিত হইয়াছে, কিন্তু প্রদর্শক লক্ষণ নির্ণীত হয় নাই।

কার্ব্ব ভেজ—পুরাতন রোগে জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত শীতল থাকে।

আর্সেনিক—কুইনাইনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কুফলের প্রতিষেধক।

ফেরাম—যে স্থলে অলীক বাহ্যিক রক্তাধিক্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোগী রক্তহীন থাকে সে স্থলে ইহা **কুইনাইনের** অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক রূপে কার্য্য করে। সহজেই মুখে রক্তিমা জন্মে ও শোণিতবহা নাড়ীর প্রবল স্পন্দন হয়। প্লীহার বিবৃদ্ধি এবং বিশেষরূপে পদের শোথ থাকে।

banglabooks.in

প্লীহারোগ।—প্লীহার রক্তাধিক্য, স্ফীতি, টাটানি ও সূচিবেধবৎ বেদনা বা প্রদাহ প্রভৃতি রোগ ম্যালেরিয়া অথবা সাময়িক সবিরাম জ্বরনিবন্ধন হইলে **সিঙ্কনা** প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। **চাইনি সাল্‌ফ**ও এইরূপ কারণসম্ভূত কথিত রোগাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরানিয়া ডায়াডেমা—গ্রভেলের রসধাতু (Hydrogenoid constitution) বিশিষ্ট ব্যক্তি, অর্থাৎ যাহারা সামান্য আদ্রতা, আর্দ্র আবহাওয়া, আদ্র স্থানে বাস প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে না, তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী। বিশেষতঃ এই সকল ব্যক্তি সবিরাম জ্বরাক্রান্ত থাকিলে, আবহাওয়ার সামান্য আদ্রতায় জ্বর পুনঃ পুনঃ পুনরাবর্ত্তন করে ও সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই অবস্থায় রক্তস্রাব ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। ইহাতে জ্বরের শীতকম্পাবস্থারই প্রাধান্য থাকে এবং তাহার আক্রমণে বিশেষরূপ সাময়িকতা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক প্রকারের জ্বরে—দ্বাহিক, ত্রাহিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি আশ্চর্য্য সাময়িকতা রক্ষিত হয়।

পিণ্ডেরিয়া রোবাষ্টা—ইহাতেও প্লীহাস্থানে বেদনা, প্লীহার বর্দ্ধন এবং স্পর্শাসহিষ্ণুতা থাকে। **ঊর্দ্ধে স্তনাগ্র এবং নিম্নে কটি অথবা হিপসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাম পার্শ্বের যে কোন প্রকারের বেদনাতেই উপকারী** বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে। এই বেদনার টাটানি অথবা সূক্ষ্ম ধারাল অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তনবৎ প্রকৃতি থাকে।

ক্যাপ্‌সিকাম—ডাং জারের মতে প্লীহার স্ফীতি, স্পর্শাসহিষ্ণুতা বা চাপে বেদনা এবং প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

আর্ণিকা—প্লীহায় আঘাত বশতঃ রোগী অভিভূত ও সংজ্ঞাশূন্য প্রায় হয়। প্লীহারোগের মৃদু অথবা তীক্ষ্ণ বেদনা সহ টাইফয়েড বা দূষিত অবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনায় **আর্ণিকা** বিশেষ উপযোগী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

banglabooks.in

বেলিস—প্লীহাদেশের স্ফীতি জন্মায়, **নেট্রাম মিউ** এবং **ফেরাম মেট**ও প্লীহারোগে উপকারী।

সিয়ানোথাস—প্লীহারোগই ইহার একমাত্র ক্রিয়াস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ডাঃ বার্ণেট বলেন—প্লীহার যান্ত্রিকদোষ সংশোধনে ইহার বিশেষ ক্রিয়া। প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে প্লীহার গভীর দেশে বেদনা ও গভীর সূচিবেধবৎ বেদনার আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি এবং প্লীহার বিবৃদ্ধি প্রধান। প্লীহার গুরুতর বেদনায় সম্পূর্ণ বাম পার্শ্বের বেদনা সহ শ্বাসের অপ্রচুরতার অনুভূতি প্লীহার সূচিবেধবৎ বেদনায় **চেলিডনিয়াম, বার্বেরিস্, সালফার** ও **কনায়াম** অন্যান্য ঔষধ।

রক্তস্রাব।—এই ভয়াবহ অবস্থার চিকিৎসায় **সিঙ্কনা** আমাদিগের প্রায় সর্ব্বপ্রধান ভরসা স্থল। যে কোন যন্ত্রপথ হইতেই রক্তস্রাব হউক না কেন, প্রভূত পরিমাণ কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ রক্তস্রাব হইয়া রোগীর প্রায় রক্তহীনাবস্থা প্রাপ্তি, তাহার সমুদয় শরীরের, বিশেষতঃ মুখ-মণ্ডলের শীতলতা ও বসিয়া যাওয়া এবং খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র হওয়ায় **পাখার বাতাস চাওয়া** প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া কর্ণে শব্দ ও মূর্চ্ছার ভাব হইলে বা মূর্চ্ছা যাইলে ইহা রোগীর একমাত্র প্রাণ রক্ষাকারী ঔষধ। প্রসবের পূর্ব্বের ও পরের রক্তস্রাবে ইহা অতি উপকারী ঔষধ।

আর্সেনিকাম—কোন যন্ত্রের টাইফয়েড বা পচিতাবস্থায় অদম্য ও অবিশ্রান্ত ধীর ভাবের শোণিতস্রাবে ইহা উপকারী। **কার্ব-ভেজ**ও এই পর্য্যায়ের ঔষধ। উভয়েরই আক্রান্ত যন্ত্রে জ্বালাযুক্ত বেদনা থাকে। **আর্স** অস্থির এবং উত্তেজনাপ্রবণ ঔষধ, **কার্ব** জড়বৎ নিশ্চেষ্ট অবস্থা আনয়ন করে, রোগী গভীর কল্যাপ্‌স্‌গ্রস্ত হয়।

ফেরাম—জরায়ুর রক্তস্রাবে চাপমিশ্রিত উজ্জ্বল লোহিত-বর্ণ রক্ত থাকে। রোগিণীর সাধারণতঃ পাণ্ডুর **মুখাবয়ব, রক্তো-**

banglabooks.in

ছ্যাস বশতঃ আরক্ত হয় এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে। উপরিউক্তরূপ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে যে কোন যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হউক না, ইহা উপকারী।

একালাইফা ইণ্ডিকা—শুষ্ক কাসির আক্রমণ হইয়া ফুসফুস হইতে রক্তস্রাবে উপকারী।

সিনামমাম—হঠাৎ টান লাগা অথবা পদস্খলন নিবন্ধন রক্তস্রাবে উপযোগী।

সাইক্লেমেন—প্রভূত রক্তস্রাবসহ শিরোঘূর্ণন ও কোয়াসার মধ্যে দৃষ্টির ন্যায় ঘোলা দৃষ্টি। ইহা অধিক রক্তস্রাবপ্রযুক্ত সাধারণ মূর্চ্ছার ন্যায় নহে; মস্তিষ্কমেরুমজ্জার দুর্ব্বলতাগ্রস্ত ক্ষীণ স্ত্রীলোকদিগের সামান্য রক্তস্রাবেই এরূপ ঘটিতে পারে।

একনাইট—ইহাতে প্রবল, প্রচুর, উজ্জ্বল-লোহিতবর্ণ রক্তস্রাব সহ উৎকণ্ঠা, মৃত্যুভীতি প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

রক্তহীনতা বা এনিমিয়া।—অতিরিক্ত স্তন্যদান; রক্তস্রাব; অত্যধিক ঋতুস্রাব; পুরাতন ও তরুণ উদরাময়, যাহাতে বিষ্ঠার পরিমাণের উপর রোগের গুরুত্ব নির্ভর করে; অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা, যাহাতে অধিক পরিমাণ বীর্য্যপচয় ঘটে; এই সকল কারণনিবন্ধন রক্তহীনতায় **সিঙ্কনা** অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহাতে কেবল যে শোণিতের পরিমাণের হ্রাস হয় তাহাই নহে, তাহার উপাদানগত গুণাপকর্ষতাও ঘটে। ইহার বিশেষ-লক্ষণমধ্যে মস্তকের গুরুত্ব, দৃষ্টিহানি, মূর্চ্ছা, কর্ণমধ্যে ঘণ্টাবাদনবৎ ধ্বনি, অম্লোদ্গার, অজীর্ণদোষ এবং উদরের স্ফীতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। রোগী দমকা বাতাসে অসহিষ্ণু হয়, কিন্তু তথাপি পাখার বাতাস করিতে বলে।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকামও রসক্ষয়প্রযুক্ত রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতার ঔষধ, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঋতুদোষনিবন্ধন পুরাতন রোগের এবং নির্জ্জীব বিবর্ণ ব্যক্তির ঔষধ। রক্তহীনতায় **চাইনিনাম**

banglabooks.in

আর্সেনিকোসামের ব্যবহার কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করে। ইহার কোন প্রদর্শক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

এসেটিক এসিড—অতিরিক্ত স্তন্যদান বশতঃ রক্তহীন প্রসূতিদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। গৌরবর্ণাদিগের ত্বক মোমের ন্যায় ফেকাসে হয় এবং পিপাসা থাকে।

ফেরাম—রক্তহীনতায় অলীক-রক্তাধিক্য-লক্ষণ বা ক্ষণে ক্ষণে শোণিতোচ্ছ্বাস ঘটিয়া মুখের রক্তিমা। শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ফেকাসে থাকে, আহারান্তে ভুক্ত বস্তুর বমন হয় এবং আকর্ণনে গ্রীবাদেশশিরায় "গুণ, গুণ, ফিশ, ফিশ" (Bruit) শব্দ শ্রুত হয়। রোগীর অবিশ্রান্ত শীতভাব বর্ত্তমান থাকে এবং কখন কখন সন্ধ্যাকালে প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর হয়। রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলে **ফেরাম ফস্** দ্বারা উপকার হইতে পারে।

ক্যাক্কেরিয়া ফস্ দ্বারা ফল না হইলে ডাঃ সালার **ফেরাম ফসের** ব্যবস্থা করেন। **ফেরাম সিঙ্কনার** ন্যায় রসক্ষয়জনিত রক্তহীনতার ঔষধ নহে; ইহা জটিল রোগের ঔষধও নহে; এস্থলে ডাঃ হিউজ **ফেরাম রিডাক্টাম্** ১ অথবা ২ ট্রিটুরেষণের ব্যবস্থা করেন। ডাঃ লাড্‌লাম **ফেরাম-এট-ষ্ট্রিকনিয়া সাইট্রেটের** প্রশংসা করেন। ডাঃ জসেট **ফেরাম এসেটিকাম** অথবা **ফেরাম গ্র্যাটক্‌জ্যালেটের** এবং ডাঃ হলকুম্ব **ফেরাম ফসের** ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞাত থাকা আবশ্যক যে, উপরোক্ত ফেরামসল্ট সকলের যদৃচ্ছা ব্যবহার হয় না, ইহাদের ব্যবহার লক্ষণসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে।

দুর্ব্বলতা বা ডিবিলিটি।—অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা প্রভৃতি নিবন্ধন জৈবরসক্ষয়োৎপন্ন দুর্ব্বলতা এবং আমাশয়স্থল দমিয়া যাওয়ার বোধসহ তরুণ রোগাস্তিক দুর্ব্বলতা, এই উভয় প্রকার ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতাতেই

banglabooks.in

সিঙ্কনা উপকারী ঔষধ। অধিককালব্যাপি জৈবরসক্ষয়প্রযুক্ত রক্তহীনতার ফলস্বরূপ সাধারণ দৌর্ব্বল্যের পক্ষেও ইহা মহৌষধ।

আর্সেনিক—পর্ব্বতারোহণ প্রভৃতি নিবন্ধন পেশীদুর্ব্বলতা নিবারণে ক্ষমতাশীল।

ফস্‌ফরাস—স্নায়বিক দুর্ব্বলতার মহৌষধ। স্নায়ুমণ্ডলের বলক্ষয় নিবন্ধন রোগী হঠাৎ শয্যাগত হয়।

কার্ব্বেভেজ—দুর্ব্বল প্রকৃতির ও বহুকালের অজীর্ণ রোগগ্রস্ত, দুর্ব্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অতিরিক্ত স্তন্যদাত্রী রমণী ও যান্ত্রিকরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের দুর্ব্বলতায় ইহা উপকারী। রোগীর শরীর শীতল এবং নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত থাকে।

এসিড ফস্—স্নায়বিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়াগত দুর্ব্বলতায় মেরুদণ্ডের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জ্বালা থাকিলে উপকারী। মস্তিষ্ক ও শরীর জড়বৎ হয়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ২২ (LECTURE XXII)

আর্ণিকা (Arnica)।

প্রতিনাম।—আর্ণিকা মণ্টেনা।

সাধারণ নাম।—লেপার্ড্‌স্ বেন।

জাতি।—কম্পজিটি।

জন্মস্থান।—উত্তর ভূখণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশে ক্ষুদ্র বৃক্ষাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—মূল, পত্র ও পুষ্পের মিশ্রিত টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে দশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—মূল আরক (ϕ) হইতে ২০০ ক্রম পর্য্যন্ত সধারণতঃ ব্যবহৃত হয়; এক্ষণে ১০০০০০ ক্রম (cm) পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতেছে। *

উপচয়।—বিশ্রামে, শয়নাবস্থায়; ওয়াইন মদ্যপানে।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাঃ মেকোম্বার—৯ বৎসরের বালক; মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জাবেষ্টপ্রদাহ (Cerebro-spinal meningitis) রোগ; প্রথমে হায়সা ও সালফার উপশম হইয়া রোগ পুনরাবর্ত্তন করে; অজ্ঞান, কিন্তু গাত্রস্পর্শে জড়সড় হয়, ৬, ৩০, আরোগ্য। ডাঃ বিষপ—৩০ বৎসরের ভদ্র মহিলার স্থায়ী তীক্ষ্ণ শিরঃশূল, ৯ বৎসর পূর্ব্বে আঘাত লাগিয়া রোগ হয়; ১০০০০০ (cm), আরোগ্য। পেয়ার—আঘাতে চক্ষুর কালক্ষেত্র বা কর্ণিয়া কর্ত্তিত হইয়া উপত্তারাংশ বাহির হইয়া পড়ে; এট্রপিয়া লোষণের বাহ্যপ্রয়োগ ও আর্ণি সেবনে আরোগ্য। ডাঃ ব্রাউণ—চক্ষুতে প্রবল ঘুষি মারায় চক্ষুর চতুর্দ্দিকের টিসু অত্যন্ত স্ফীত, কৃষ্ণবর্ণ, নীল ও সবুজাভ; ক্ষতবৎ টাটানি বেদনা মূল আরকের লোষণের বহিঃপ্রয়োগ ও এক বিন্দু মাত্রায় সেবনে আরোগ্য। ডাঃ বায়ুই—একটী

banglabooks.in

উপশম।—স্পর্শে, শরীরচালনায় (রাস, রুটা)।

সম্বন্ধ।—আর্ণিকার কার্য্যপ্রতিষেধক—হোমিওপ্যাথিক ক্রমের একন, আর্স, সিঙ্ক, ইগ্নে, ইপিকা। বিষমাত্রার ক্যাম্ফর, ইপিকা।

ভদ্র মহিলার কতিপয় মাসের কর্ণশূল ; কোন বন্ধুর কর্ণের কঠিন রোগের বিষয় শ্রবণের পর হইতেই কর্ণের উপাস্থিতে টাটানি ও খেঁৎলাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা ও মধ্যে মধ্যে সূচি-বেধবৎ অনুভূতি ; ৩০, আরোগ্য। ডাঃ হিল্‌স্—৩২ বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির ৬ বৎসর হইতে প্রত্যেক বার মুখ ধৌত করিলে কি নাসিকা ঝাড়িলে রক্তস্রাব হইত; প্রথম রক্তস্রাবের ৬ মাস পূর্ব্বে মুখের দক্ষিণ দিকে, নাসিকার নিকটে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল ; ২০০, আরোগ্য। ডাঃ ডর্‌ ডর্‌—৫ বৎসর বয়সের রক্তপ্রধান শিশুর হুপিং কাসি ; চক্ষু রক্তবর্ণ ছিল ও কাসির সময় অত্যন্ত হুপ শব্দ হইত এবং নাসিকা হইতে প্রচুর রক্ত পড়িত ; ৩০ আরোগ্য। ডাঃ উরি—২০ বৎসর বয়স্ক নিউমনিয়া রোগী ; বাম বক্ষের মৃদু বেদনা সহ অল্প শীত, অল্প কাসিলে ঘন শুভ্র শ্লেষ্মা নির্গত হইত ; বাম ফুসফুসের অধঃ অংশের রোগ, সামান্য জ্বর ও শিরঃশূল ; উপাধানোপরি মস্তকচালনায় শিরঃ-শূলের উপশম, চক্ষু লালবর্ণ ; ত্বক তপ্ত ও শুষ্ক ; কোষ্ঠবদ্ধ ; বুদবুদময় গয়ার ও জল নির্গত হইত ; ৪০০০, আরোগ্য। ডাঃ বেজ—১৯ বৎসর বয়স্ক যুবার অপরিমিত ব্যায়াম-প্রযুক্ত হৃদ্বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি রোগ ; গাত্রবস্ত্র মুক্ত না করিলেও বক্ষোপরি স্পষ্ট ও প্রবল হৃৎস্পন্দন লক্ষিত হয়; হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত বিবর্দ্ধিত হাপরের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দ ("বেলোজ সাউণ্ড") অতি পরিষ্কার ভাবে শোনা যাইত, ৩, প্রতিদিন তিনবার, ৪ মাসে সম্পূর্ণ আরোগ্য। ডাঃ প্রিচার্ড—বুক্কাস্থির অধঃ অংশের পশ্চাতে সম্পূর্ণ বিরতিহীন আমাশয়ের বেদনা ; বেদনা সময়ে সময়ে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ; কিছু গলাধঃকরণ করিতে পারিত না ; জলপানের চেষ্টা মাত্র জল উদ্গীর্ণ হইত ; সর্ব্বদা তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে অশক্ত ; ১৪ বৎসর পূর্ব্বে রোগী পতন জন্য আঘাত পাইয়াছিল ; ১১, সপ্তাহান্তর এক মাত্রা, চারি সপ্তাহে আরোগ্য। ডাঃ রিচার্ডস্—২৫ বৎসরের বালিকা ; ভারি বস্তু তুলিতে হঠাৎ বাম বুক্কে বেদনা হয় ; কিছু পরেই প্রচুর রক্তযুক্ত মূত্রত্যাগ ; তিন দিনের পর আর্ণি ৩, আরোগ্য। ডাঃ গ্রিণলিক্ রক্তসঞ্চয়ী শীতকম্প ; গ্রীবাকশেরুকাস্থি চাপে বেদনাযুক্ত ; তাপ, চৈতন্য ও স্পর্শজ্ঞানাভাব ২ সপ্তাহে টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয় ; ২০০, এক মাত্রায় ৩ ঘণ্টা পরে উপশম। চিহ্নও ক্রমে আরোগ্য।

banglabooks.in

আর্ণিকা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এমন. কা. সিঙ্ক, সিকু, ফেরাম, ইগ্নে, ইপিকা ও সেনেগা।

আর্ণিকা।—যাহার পরে প্রযোজ্য—একন, ইপিকা, ভেরেট এ, এবং মস্তিষ্ক শোথরোগে—এপিস।

আর্ণিকার পরে প্রযোজ্য ঔষধ—একন, আর্স, ব্রায়, ইপিকা, রাস্, সাল্‌ফ এসি।

সুরাসার ও অঙ্গারের ধূমনিবন্ধন রোগে আর্ণিকার প্রয়োগ আছে।

কার্য্যপূরক।—একন, হাইপারি এবং রাসের।

রোগবিশেষে লক্ষণের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলে, একন এবং রাসসহ আর্ণিকার পর্য্যায়ক্রমিক ব্যবহার সুফলপ্রদ।

কুকুরের অথবা অন্য কোন ক্ষিপ্ত কিম্বা ক্রুদ্ধ জন্তুর দংশনান্তে **আর্ণিকার** প্রয়োগ কুফলপ্রদ।

আর্ণিকাসেবনপ্রযুক্ত অস্বস্তির ভাব ওয়াইন মদ্য সেবনে বৃদ্ধি পায়।

মেরুদণ্ডের আঘাতে আর্ণিকা অপেক্ষা হাইপারিকাম্ এবং, আঘাত নিবন্ধন ক্ষতে উপাদানের অপচয় ঘটিলে অথবা পূয় জন্মিলে, হাইড্র্যাষ্টিস্ অধিকতর উপকারী।

সমক্রিয় ঔষধ।—একন, এমন কা, ক্রোটন (উদর মধ্যে জলের গতির ন্যায় শব্দে), আর্স, ব্যাপ্টি, বেল, ব্রায়, ক্যাম, সিঙ্ক, ইউফ্রে (চক্ষুর আঘাত নিবন্ধন ক্ষতে); ক্যালেণ্ডু, ফেরাম, হিপার, হাইপার, হেমামেল, ইপিকা, মার্কু, পাল্‌স, রেণাঙ্কুলাস্ (পঞ্জরাস্থি মধ্যস্ত পেশীশূলে), রাস, রুটা, ষ্ট্যাফি, সিলিক, সিম্ফাই, সাল্‌ফার (আঘাতজ প্লুরিসিরোগে), সাল্‌ফ এসি, ভেরেট, বেলিস্, পিরেন (ক্ষত, স্ফোটক প্রভৃতি ইরিসিপেলাসের উপক্রম হইলে)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, সিমিসি, এপিস, আর্স, ব্যাপ্টি,

banglabooks.in

বভিষ্টা, ব্রায়, কার্ব্ব ভে, ইল্যাপ্স, হাইপার, ইপিকা, মার্কু, নাই এসি, ফস্, পাল্স, রাস্, রুটা, সিকেলি, সিপি, সিলিক, সিম্ফাই।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ :—যাহারা শ্লৈষ্মিক ধাতুবিশিষ্ট অথবা জলপূর্ণশরীর, কৃষ্ণকেশ, শোণিতপ্রধান ও আরক্তমুখমণ্ডল, যাহাদিগের পেশী ও শরীরে সামান্য আঘাতের ফলও বহুদিন স্থায়ী হয়, তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বাতপ্রকৃতি. বেদনা সহ্য করিতে পারে না, সমস্ত শরীর অতি স্পর্শাসহিষ্ণু (ক্যাম, কফিয়া, ইগ্নে) ; **আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্বশরীরময় যেঁৎলানবৎ বেদনার অনুভূতি।**

যে কোনরূপ শয্যায় শয়ন করিলেই তাহা অতি কঠিন বলিয়া বোধ হয়; রোগী সর্ব্বদা তজ্জন্য কষ্ট প্রকাশ করে এবং কোমল স্থানের অনুসন্ধানে স্থানে স্থানে সরিতে থাকে (বেদনার উপশম জন্য অবিরত শরীরচালনা করিতে বাধ্য হয়—রাস্, ব্যাপ্টি ও পাইর দ্রষ্টব্য)

শরীরোর্দ্ধাংশের তাপ, অধঃ অংশের শীতলতা। মুখমণ্ডল, অথবা মস্তক বা কেবল মুখমণ্ডল তপ্ত, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শরীরাংশ শীতল।

স্থূলধার অস্ত্রাদির আঘাত (সিম্ফাই) নিবন্ধন রোগে প্রধানতঃ পেশীমণ্ডল আক্রান্ত হয় এবং মস্তিষ্কের ঝাঁকি বশতঃ অচৈতন্য ভাব আসিতে পারে।

অচৈতন্য ভাব, প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর দেয় তথাপি অচৈতন্য ভাব এবং প্রলাপ তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করে (প্রশ্নের উত্তর করণাবস্থাতেই নিদ্রাগ্রস্ত হয়—ব্যাপ্টি)

কোন ব্যক্তি নিকটে আসিলে স্পর্শ ঘটিবে অথবা আঘাত লাগিবে বলিয়া ভীতি।

banglabooks.in

সমল, পচাটে এবং পচা ডিমের ন্যায় বমন ও উদ্‌গার।

কোষ্ঠবদ্ধে **সরলান্ত্র পূর্ণ থাকে,** তথাপি বিষ্ঠা বাহির হইতে চাহে না; প্রষ্টেট-গ্রন্থির বিবৃদ্ধি অথবা জরায়ুর পশ্চাৎপতনপ্রযুক্ত চাপে বিষ্ঠা ফিতা বা পতরের ন্যায়।

বস্তিদেশের ঘুষ্টবৎ টাটানি বেদনায় ঋজু হইয়া হাটিতে অশক্ততা (বেলিস)।

প্রসবান্তে জননেন্দ্রিয় ও তৎ সংসৃষ্ট দেশের টাটানি। **আর্ণিকা** প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ও অন্যান্য উপসর্গ উপশম রাখে।

প্রসবান্তর মূত্ররোধ ও অবাধ মূত্রক্ষরণ (ওপিয়ম)।

ক্রমাগত, একটার পর একটা করিয়া, বেদনাযুক্ত স্ফোটক জন্মে ও অত্যন্ত টাটায় (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক দলবদ্ধ হইয়া জন্মে—সাল্‌ফার)।

রোগকারণ।—আঘাত, অত্যধিক শারীরিক শ্রম, অতিরিক্ত ভ্রমণনিবন্ধন শারীরিক ক্লান্তি, প্রবল শরীরিক ঝাঁকি এবং আমাশয়াজীর্ণ প্রভৃতি **আর্ণিকার** সাধারণ রোগকারণ। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা, মানসিক পরিশ্রম এবং অভ্যাসগত কোনপ্রকার স্রাব অথবা ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধানও অনেক সময় ইহার রোগের কারণ মধ্যে গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—আর্ণিকার প্রধান ও মূল ক্রিয়া শোণিতে। ইহা দ্বারা শোণিতের তরলতা ও অসারতা প্রভৃতি অপকৃষ্টাবস্থা উৎপন্ন হওয়ায় রক্তহীনতা, রক্তস্রাবপ্রবণতা, কৈশিক-শিরামণ্ডলী বাহিয়া শোণিত-গতির রোধ, ত্বগুপরি কালশিরা এবং পুষ্টিবিভ্রাট প্রভৃতি স্বাস্থ্যভঙ্গের বহুবিধ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় পেশী ও কৌষিক বা সেলুলার উপাদানের এবং কণ্ডরানিচয়ের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা ক্ষত, আঘাত ও পতন প্রভৃতি নিবন্ধন শরীরের বহিরাভ্যন্তরীণ প্রদেশের কুফলের অবিকল অনুরূপ, এমন কি আঘাতজ জ্বর ও পূয়বিষ-জ্বর বা পায়িমিয়া পর্য্যন্তও সংঘটিত হয়। আর্ণিকা গৌণভাবে কৈশিক শিরামণ্ডলীর, বিশেষতঃ আগন্তুক

banglabooks.in

আঘাতপ্রযুক্ত দুর্ব্বলীভূত শিরামণ্ডলীর শোষণ শক্তি উত্তেজিত করে। গতিদ স্নায়ু বিচলিত করিয়া ইহা মস্তিষ্ক মেরুমজ্জা ও স্নায়ুকাণ্ডের উপদাহ এবং ফলস্বরূপ পক্ষাঘাত প্রভৃতি উৎপন্ন করে। পরিপাকযন্ত্রপথে ইহার ক্রিয়া নিবন্ধন উত্তেজনা ও একপ্রকার দোষযুক্ত ও মৃদু প্রদাহ উপস্থিত হওয়ায় অগ্নিমান্দ্য ও পরিপাক-যন্ত্রপথের পচন বা টাইফয়েড অবস্থা উৎপন্ন হয়। রুষ্ট ও টাটানি প্রকৃতির অনুভূতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া গণ্য।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—মহাত্মা হানিমান কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথিক মতের চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কারের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কেবল বহুদর্শিতার উপর নির্ভর করিয়া ইউরোপখণ্ডের জনসমাজমধ্যে ক্ষত প্রভৃতি আঘাতজ শারীরিক ব্যাধির নিরাময়ে **আর্ণিকা** ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। আর্ণিকার এইরূপ ব্যবহার ও ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হানিমান ইহার বিজ্ঞানসম্মত ঔষধগুণ পরীক্ষায় প্রণোদিত হয়েন। হানিমান-প্রমুখ কৃতবিদ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের বিজ্ঞানানুমোদিত পরীক্ষায় **আর্ণিকার** যে কেবল অনায়সলব্ধ পূর্ব্বগৌরব রক্ষিত হইয়াছে তাহাই নহে; ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অধিক মাত্রায় **আর্ণিকা** সেবন করাইলে তাহার প্রথম ও প্রধান ক্রিয়ায় শরীরময় রুষ্টবৎ বেদনা, সন্ধিনিচয়ে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা, অঙ্গাদির মচকান বেদনা, পেশী এবং তন্তুবিধানের (Fibrous tissues) টানাটানি হওয়ার ন্যায় টাটানি প্রভৃতি নানাপ্রকার টাটানি বেদনা এবং প্রবল আঘাতাদি প্রাপ্তির ন্যায় শারীরিক অবসন্নতা, দুর্ব্বলতা, অলসভাব এবং অবশতা উপস্থিত হয়। **আর্ণিকা** সেবনের বেদনার প্রকৃতি আঘাতের বেদনা সদৃশ। রোগী অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও চাপে ক্লিষ্ট হয়। **শয্যা-সংস্পর্শ সহ্য করিতে না পারায় কোমল শয্যার অনুসন্ধানে শয্যাংশের চতুঃপার্শ্বে অস্থির ভাবে ঘুরিতে থাকে।**

banglabooks.in

আর্ণিকার ক্রিয়ায় আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় ত্বগুপরি কালশিরা বা একিমোসিস্ উৎপন্ন হয় ও শরীরাভ্যন্তরের পেশী প্রভৃতি কোমলোপাদনে কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক স্থানব্যাপী রক্তস্রাব ঘটে। রক্তবহা কৈশিক নাড়ী প্রভৃতি শারীরিক কোমলোপাদানের ও শোণিতের কোন বিশেষ বৈকারিক পরিবর্ত্তন ব্যতীত এরূপ শোণিতস্রাব সম্ভবে না। এই পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি এবং **আর্ণিকার** এইরূপ শোণিত, রস ও উপদানাদির পরিবর্ত্তনকারী ক্ষমতাই যে আঘাতিক ক্ষতে, পূয়-বিষ-জ্বরে, পচা পূয়াদির শোষণে শোণিতের অপকৃষ্ট ও পচিতাবস্থানিবন্ধন টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরে বা সেপ্টিসেমিয়ায় এবং স্বয়ম্ভূত বা ইডিয়প্যাথিক সন্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বরে আর্ণিকার উপকারিতার মূল কারণ তদ্‌বিষয়ে চিকিৎসকমণ্ডলীতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা যেরূপ নানাপ্রকার স্থূলধার অস্ত্রের আঘাত নিবন্ধন উপাদান বা টিস্থর বিদারণ, তাহার আংশিক অপচয়, থেৎলান ক্ষত, হেঁচকা টানে উপাদান বিকার এবং অস্ত্র-চিকিৎসা অথবা অন্য প্রকারে ধারাল অস্ত্রাঘাতের পরিষ্কার ও মসৃণ কর্ত্তন প্রভৃতির আরোগ্যকারী, তদ্রূপ **আঘাতঘটিত টাটানি, ক্ষত ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা,** সম্ভূত ম্যালেরিয়াল, টাইফ-ম্যালেরিয়াল প্রভৃতি জ্বর এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগও আরোগ্য করিয়া থাকে। অপিচ বহু পূর্ব্বে সংঘটিত কোন প্রকার অভিঘাত, রোগের কারণ হইলে যে কোন প্রকার পুরাতন রোগ ইহা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। সূত্রকার, লৌহকার, নৌ-বাহক প্রভৃতির ব্যবসায় অথবা অন্যবিধ কারণ বশতঃ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পেশীবিশেষ অথবা পেশীগুচ্ছের কালব্যাপী অপরিমিত শ্রমে পেশীবিশেষ অথবা পেশীশ্রেণীর বিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি জন্মিলেও **আর্ণিকার** ন্যায় ঘৃষ্টবৎ টাটানি বেদনা থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

আর্ণিকার গৌণক্রিয়ায় মস্তিষ্কমেরুমজ্জাবিকার বশতঃ পক্ষাঘাত প্রভৃতি স্নায়বিক রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। **আর্ণিকার** বহিঃপ্রয়োগে

banglabooks.in

ত্বকের বিসর্পবৎ লোহিতবর্ণ, স্ফীতি, বেদনা প্রভৃতি এবং অভ্যন্তরীণ সেবনে ত্বগুপরি লোহিতবর্ণ স্ফীতি, তাপ, নানাপ্রকার উদ্ভেদ, সন্নিপাতিক দাগ বা টাইফয়েড পীড়কা এবং কালশিরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

আর্ণিকার ঔষধগুণ পরিক্ষোৎপন্ন এবং রোগারোগ্যলব্ধ বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

মস্তিষ্কবিকারে রোগী অজ্ঞানাভিভূত থাকে; কোন প্রশ্ন করিলে প্রকৃত উত্তর দেয়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য এবং প্রলাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। টাইফয়েড বিকারে অচৈতন্যাবস্থায় মলত্যাগ, সর্ব্ব বিষয়ে ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য, ভীতি, শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে অপারকতা, চটা মেজাজ, বিমর্ষভাব, স্পষ্ট বা উচ্চ কথা বলিবার অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং **ম্যালেরিয়া অথবা টাইফয়েড জ্বরে দুর্ব্বল অস্পষ্ট প্রলাপ অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা ও** স্মরণশক্তির অভাব ঘটে। রোগী কথা বলিতে যাইয়া ভুলিয়া যায়। **কেহ তাহার নিকটে যাইলে আঘাত পাইবে, এমন কি সংস্পর্শ ঘটিবে বলিয়া ভীতি। হৃৎশূল বা এঞ্জাইনা পেকটরিসের ভয়াবহ উৎকণ্ঠাসহ যন্ত্রণাদায়ক আক্রমণ।** অবসাদ-বায়ু সংসৃষ্ট ব্যাকুলতা।

অনুভূতি বিপর্যয়ে বিবমিষা সহ শিরোঘূর্ণন হয়; উপবেশনাবস্থায় অথবা মস্তক নত করিলে তাহার উপশম, কিন্তু মস্তক ঋজু করিলে অথবা চালনায় অনুভূতি যেন সকল বস্তুই তাহার সহিত ঘূর্ণিত হইতেছে। চক্ষু রুদ্ধ করিলে শিরোঘূর্ণন। মস্তক মধ্যে গোলমাল ভাব উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভ্রূ-উর্দ্ধ প্রদেশমধ্যে চাপা বোধ।

মস্তকাভ্যন্তরে চাপবৎ বেদনা যেন মস্তিষ্ক অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দেশে প্রসারিত হইতেছে। শিরঃশূলে বোধ যেন আড়াআড়িভাবে মস্তকাভ্যন্তরে

banglabooks.in

অন্যতর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ছুরিকা টানা হইতেছে, পরে শৈত্যানুভূতি। শিরোঘূর্ণনের অবস্থায় প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ও পরে মুক্ত বায়ুমধ্যে ভ্রমণকালে শিরঃশূল। ললাটাভ্যন্তরে শোণিত স্রাবের অনুভূতির সহিত সূচিবেধবৎ বেদনা। চক্ষুর উপরিভাগের বেদনা শঙ্খদেশ বা ললাট পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অনুভূতি জন্মে যেন ললাটত্বক্ অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত ও যেন মস্তিষ্ক গুটাইয়া তালবদ্ধ হইয়াছে; শেষোক্ত অনুভূতিনিবন্ধন কষ্ট উনানের তাপে বৃদ্ধি পায়। উভয় শঙ্খদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি; বাম শঙ্খদেশে সবিরাম ছিন্নভাব। শিরঃশূলে বোধ যেন শঙ্খদেশাভ্যন্তরে পেরেক রহিয়াছে। ললাটের স্থল বিশেষ শীতল।

নিদ্রালুতা; সন্ধ্যাগমেই অত্যন্ত নিদ্রালু; অবসন্নতাসহ নিদ্রালুতা; প্রশ্নের উত্তরের অসম্পূর্ণাবস্থায় গভীর নিদ্রামগ্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের উচ্চ শব্দবিশিষ্ট নিদ্রায়ও শ্রান্তি বিদূরিত হয় না; শরীরতাপ, অস্থিরতা এবং অবিরত অবস্থান পরিবর্ত্তনেচ্ছা; অথবা শরীরের স্থানে স্থানে চিমটিকাটা, হুলবেধা, দংশন প্রভৃতির অনুভূতি রজনী ২টা কিংবা ৩টা পর্য্যন্ত নিদ্রার ব্যাঘাত করে। মস্তক নিম্নে অথবা সমান্তরালভাবে রাখিয়া শয়ন করা ভালবাসে। অধিককালব্যাপী নিদ্রায় অথবা নিদ্রাভঙ্গে কষ্টের বৃদ্ধি। জাজ্বল্যমান পদার্থের স্বপ্ন; কবর, কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর, বজ্রাঘাত প্রভৃতি ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানবিপর্য্যয়ে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষসঞ্চালনবৎ দৃষ্টি, লিখিতে ও পাঠ করিতে তাহার বৃদ্ধি। চক্ষুতে আঘাত নিবন্ধন দ্বিত্বদৃষ্টি, কখন বা দৃষ্টি শক্তির অভাব। কর্ণে শোণিত ধাবন নিবন্ধন শব্দের অসহিষ্ণুতা এবং নানা প্রকার উচ্চ গোলমাল শব্দ; সংঘাতবশতঃ বধিরতা রসনেন্দ্রিয়ের পচাটে, পচা ডিম্বের ন্যায় কখন বা তিক্ত আস্বাদ।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকার বশতঃ অসহনীয় বেদনায় রোগী ক্ষিপ্ত প্রায়; কোন প্রকার শরীর চালনায় ও গোলমালে বেদনার বৃদ্ধি; বেদনা ত্বরিত স্থান

banglabooks.in

পরিবর্ত্তন করে; বোধ হয় সোয়াস্তি পাইবার জন্যই রোগী শয্যায় অথবা প্রাচীরে গাত্র ঘর্ষণ করে। আঘাত প্রাপ্ত অথবা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় অনুভূতিতে শরীরাংশ, বিশেষতঃ সন্ধি মচকাইয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত; বহিঃ শরীরাংশে ছিন্ন ও আকৃষ্টবৎ অনুভূতি। বহিঃশরীরাংশ চন চন করে। ঘৃষ্ট বা থেঁৎলানবৎ শরীরাংশ বিশেষ চন চন করে, অসাড় বা মৃত বোধ হয়। আঘাত প্রাপ্তির অনুভূতিতে অথবা জীবনীশক্তির অপচয়ে শরীরের জড়তা জন্মে।

গতিদস্নায়ুবিকারে সম্পূর্ণ শরীরের অবসন্ন ও অলসভাব নিবন্ধন রোগী কষ্টে দণ্ডায়মান হইতে পারে। পিষ্টবৎ অনুভূতি; শ্রান্ত, **অত্যন্ত দুর্ব্বল, রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য; কিন্তু শয্যা অতীব কঠিন বোধ হয়।** সমস্ত শরীর, বিশেষতঃ ত্বক্ এবং সন্ধিনিচয় অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু, রোগী চালনায় অক্ষম।

মুখ বসিয়া যায়। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্কত্বক্‌বৎ। দক্ষিণ গণ্ডের লোহিত বর্ণ স্ফীতির সহিত দপদপানি এবং খিমচানি বেদনা; ওষ্ঠের স্ফীতি, **মস্তকাভ্যন্তরে অত্যধিক তাপানুভূতি সহ শরীরের শীতলতা।** একতর গণ্ডের লোহিত বর্ণ ও জ্বালা। নিম্নৌষ্ঠের কম্প। ওষ্ঠ ফাটা, শুষ্ক এবং জ্বালাযুক্ত।

চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। দক্ষিণ চক্ষুগোলকের বামার্দ্ধের অভ্যন্তরে খিমচানি। চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত, অবস্থাবিশেষে প্রসারিত। চালনায় ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের কিনারার বেদনা বশতঃ শুষ্কতা ও টাটানির অনুভূতি জন্মে। আঘাত প্রযুক্ত চক্ষুর কালশিরা ও প্রদাহ। চক্ষুর চিত্রপত্র হইতে রক্তস্রাব।

কর্ণাভ্যন্তরে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; কর্ণপশ্চাতে ও তাহার অভ্যন্তরে সূচিবেধানুভূতি; কর্ণের শুষ্কতা।

নাসিকার ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত ঘৃষ্টবৎ বেদনা। রোগী পুনঃ পুনঃ

banglabooks.in

নাসিকা ঝাড়িতে বাধ্য এবং তাহাতে শোণিতচিহ্নযুক্ত শ্লেষ্মার নির্গমন। আঘাতাদি কারণে নাসিকা হইতে কৃষ্ণবর্ণ, তরল রক্তস্রাব; হুপ শব্দক কাসিতে এবং টাইফয়েড জ্বরেও ঐরূপ রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

মুখগহ্বরের পচা ঘ্রাণ; পুতিগন্ধযুক্ত প্রশ্বাস বায়ু। মুখের শুষ্কতা ও অত্যন্ত তৃষ্ণার বর্ত্তমানতা। জিহ্বা শুভ্র লেপযুক্ত; কখন বা শুষ্ক অথবা হরিদ্রাভ লেপযুক্ত। শুষ্ক জিহ্বায় ঊর্দ্ধাধোভাবে কটা বর্ণের রেখাকার লেপ। জিহ্বামূলে এবং অন্ননালীতে দংশনবৎ জ্বালা ও চাঁছা বোধ, গলাধঃকরণের মধ্যবর্ত্তী বিরতিকালে গলার পশ্চাৎপার্শ্বে হুলবেধবৎ অনুভূতি।

ভিনিগার অথবা অম্ল দ্রব্যে প্রবল স্পৃহা; সুরাসার পানে লালসা। ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় তথাপি খাদ্যে ঘৃণা জন্মে। মাংসযূষ, দুগ্ধ এবং ধূমপানে ঘৃণা। বিজ্বর সময়ে তৃষ্ণা। আহার করিলে উদ্গোদরে ক্লেশানুভূতি,—আঘাতের পর।

তিক্ত এবং পচা অণ্ডের ন্যায় উদ্গার; রজনীতে শূন্যোদ্গার। শারীরিক শিথিলাবস্থায় গলদেশের জ্বালা এবং আঁচড়ানির ন্যায় অনুভূতিসহ বিবমিষা। আঘাত প্রযুক্ত চাপ চাপ রক্ত বমন। সম্পূর্ণ আমাশয়ে খল্লীর আক্রমণে, বিশেষতঃ পশ্চাৎ প্রাচীরে বেদনা নিবন্ধন বোধ যেন আমাশয়াংশে মেরুদণ্ডের চাপ লাগিবে এবং মেরুদণ্ডের অধঃদেশে বেদনা হইবে; আমাশয়ে পূর্ণভাবের অনুভূতি প্রযুক্ত খাদ্য দ্রব্যে ঘৃণা। আমাশয়ে চিমটি কাটার ন্যায় ও অতীব যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপিক খিমচানি বেদনা।

কোষ্ঠবদ্ধে স্ফীত উদর ঢোলের ন্যায়—নিষ্ফল মলবেগ। **দুর্গন্ধ বাতকর্ম্মে পচা অণ্ডের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। দণ্ডায়মানাবস্থায় বাম পার্শ্বের উপপর্শুকার অধঃদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতিতে শ্বাস-রোধ ঘটে।** সর্ব্বাধঃ পর্শুকার অধস্থ উদর-প্রদেশে চাপ ও

banglabooks.in

সঙ্কোচন বোধ। কাসিলে উদরাভ্যন্তরে এবং উদর পার্শ্বে সূচিবেধ ও কর্ত্তনের ন্যায় অনুভূতি। উদরাভ্যন্তরে এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ আঘাত। বিবমিষা ও নিদ্রালুতা সহ অধোদরের দুই পার্শ্বের গভীর দেশে আমরক্ত রোগের বেদনার ন্যায় খননবৎ বেদনা। বিটপদেশ পার্শ্বের অভ্যন্তরে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

রজনীতে নিদ্রাবস্থায় অনৈচ্ছিক মল-ত্যাগ। মদ্যের কপিশ গাঁজলার ন্যায় অতিসার। রক্ত অথবা পূয়যুক্ত অজীর্ণ মল; কুন্থনসহ পাতলা কাদার ন্যায়, প্রচুর ও অম্লঘ্রাণযুক্ত মলত্যাগ সোয়াস্তিপ্রদ; কখন অল্প পরিমাণ ও আমযুক্ত উদরাময়। রজনীতে অন্ত্রে কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ উদরাময়। বারম্বার মলত্যাগ এবং প্রত্যেক মলত্যাগান্তে রোগীর শয়ন করিবার প্রয়োজন।

মূত্র ও মূত্রযন্ত্র বিকারে অল্প পরিমাণ, কৃষ্ণবর্ণ, ইষ্টক গুড়িকার ন্যায় তলানিযুক্ত, এবং ঘোর কটা বর্ণ মূত্রস্রাব। আঘাতঘটিত রক্তময় মূত্র। মূত্রস্থালীর কুন্থন সহ অনৈচ্ছিক, ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ ও নিষ্ফল মূত্র বেগ। মূত্রাবরোধ নিবন্ধন মূত্রস্থালীতে বেদনা ও চাপ। রজনীতে নিদ্রাবস্থায় অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ। অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে মূত্রত্যাগ হয়। পরিশ্রমে মূত্ররোধ ঘটে।

স্ত্রী পুং উভয় জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব। অণ্ডকোষরজ্জুর বেদনাযুক্ত স্ফীতিতে উদরে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। অণ্ডকোষত্বকের বিসর্প মলদ্বারের অগ্র প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সঙ্গমান্তে জরায়ু রক্তস্রাব। সাধারণতঃ ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হইয়া উদরোর্দ্ধে বিবমিষার ভাব।

স্বর গভীর অথবা মৃদু ও অস্পষ্ট; স্বরের অত্যধিক ব্যবহারে প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গ। ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাই অভ্যন্তরে কাঁচা এবং চাঁছা ভাবের অনুভূতি।

শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিবন্ধন ত্বরিত শ্বাস প্রশ্বাসে রোগী হাঁপাইতে থাকে। শুষ্ক

banglabooks.in

কাসিতে বক্ষাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনার বক্ষচালনায় বৃদ্ধি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসিতে বক্ষের সঙ্কুচিতভাবযুক্ত বেদনার বৃদ্ধি, বক্ষ চাপিলে হ্রাস পায়; বাম বক্ষের মধ্যস্থলে প্রবল সূচিবেধবৎ বেদনা। বক্ষচালনায় শ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিতে বক্ষে ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় এবং সন্ধি এবং উপাস্থিতে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা। বক্ষাভ্যন্তরে কাঁচা বা অবদারণ ভাবের অনুভূতি।

স্বরযন্ত্রের উপরিভাগে চুলকানি বশতঃ কাসি; **ক্রন্দন ও বিলাপ স্বরে খ্যান খ্যান করিলে শিশু দিগের কাসি।** প্রত্যেক দিন প্রাতেঃ গাত্রোত্থান কালে টেকিয়ার সর্ব্বাধঃ অংশের শুড় শুড়িতে শুষ্ক ও খ্যাক খ্যাক শব্দযুক্ত এবং সর্ব্বগাত্রের কম্পোৎপাদক অবিশ্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি। শোণিতযুক্ত গয়ার উঠে।

হৃৎপিণ্ডের বেদনায় বোধ যেন চাপ লাগিতেছে অথবা ধাক্কা বটিয়াছে। বুক্কাস্থির পশ্চাতে ভয়ানক যন্ত্রণা প্রযুক্ত নাড়ীর বিশৃঙ্খলা ও পতন বা কোলাপ্স অবস্থা এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র। শরীর-চালনায় শ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিতে বোধ যেন বক্ষের সমুদয় সন্ধি ও উপাস্থির সংযোগ স্থান আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। হৃৎপিণ্ড প্রদেশের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত সূচিবেধের অনুভূতি।

নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট, দুর্ব্বল, শৃঙ্খলাহীন এবং দ্রুত।

অনেকক্ষণ নতভাবে উপবেশনের পর হঠাৎ গাত্রোত্থানে এবং প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইলে গ্রীবাদেশের মেরুদণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনা; পৃষ্ঠের অত্যধিক টানাটানি ও বেদনায় বোধ যেন পৃষ্ঠ ঘৃষ্ট অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। উপবেশন করিলে মেরুদণ্ড-মধ্যাংশের অভ্যন্তরে বেদনা; মেরুদণ্ডের বেদনায় অনুভূতি যেন তাহা দেহবহনে অক্ষম। মস্তক অবনত করিলে গ্রীবামেরুদণ্ডাধঃ অংশের টানটানভাব সহ বেদনা; গ্রীবার অধঃ ও পৃষ্ঠের উর্দ্ধাংশের কশেরুকার কণ্টকপ্রবর্দ্ধনের টান টান ভাব ও বেদনা। মেরুদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অস্থির ব্যবধানস্থলে বেদনা। প্রত্যেক বার

banglabooks.in

শ্বাস গ্রহণে সর্ব্বাধঃ পশুর্কাস্থি হইতে কুক্ষিপর্য্যন্ত পৃষ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

বাহু ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় ক্লান্তির অনুভূতি। বাহুর সম্মুখ পার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। অনুভূতি যেন মণিবন্ধের সন্ধি মচকাইয়াছে। হস্তাঙ্গুষ্ঠের পেটে (সম্মুখে) তীক্ষ্ণ ও প্রবল ঘৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রচণ্ড হেঁচকা টানবৎ বেদনা। হস্তের চালনায় দক্ষিণ মণিবন্ধ মধ্যে কড় কড় শব্দ ও অস্থিচ্যুতির ন্যায় অনুভূতি। দক্ষিণ করপৃষ্ঠের বেদনাযুক্ত আকৃষ্টতা। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠের (আলনার) পৃষ্ঠের ছিন্নন, সঙ্কোচন এবং আকৃষ্টবৎ বেদনা। বাম হস্তাঙ্গুলির খল্লী। বাম করের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে কর্ত্তনবৎ বেদনা। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের আকৃষ্টতা।

উরু বিস্তৃত করিয়া উপবেশন করিলে বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির অভ্যন্তরে আকৃষ্ট ভাব ও বেদনা। বঙ্ক্ষণসন্ধির অভ্যন্তরীণ বেদনায় বোধ যেন মোচড় লাগিয়াছে। ভ্রমণ ক'লে উরুতে আঘাত অথবা ঝাঁকি লাগার ন্যায় বেদনা। দক্ষিণ জঙ্ঘার "ডিমে" আঘাত লাগার ন্যায় বেদনায় দুর্ব্বলতা জন্মে। পদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে মচকানের ন্যায় বেদনা। সন্ধ্যার সময় পদের বাতজ বেদনার বৃদ্ধি ও পদাঙ্গুলিসন্ধি লোহিত বর্ণ হইয়া মোচড় লাগার অনুভূতি অথবা জঙ্ঘাস্থির বহিঃপার্শ্বের কোন ক্ষুদ্র স্থানে জ্বালা এবং গুল্‌ফসন্ধির বহিস্থ উন্নত অস্থির মধ্যে ও পদের উপরিভাগে ছিন্নবৎ বেদনা। পদপৃষ্ঠের বহির্দ্দেশের উচ্চতার আকৃষ্টতা। বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ছিন্নবৎ বেদনা।

অঙ্গনিচয়ের গুরুত্ব। **চলিতে সন্ধিসমূহের ঘৃষ্টবৎ বেদনা।** স্থির অথবা চালনাবস্থায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি; গাড়ির ঝাঁকিতে অথবা সবলে পাদবিক্ষেপে অঙ্গাদির সংঘাত এবং চন চনি।

ত্বক্ লোহিতবর্ণ, তপ্ত ও শোথিত। ত্বক্ এবং কোষময় উপাদানের বিসর্পবৎ প্রদাহযুক্ত স্থান বেদনাযুক্ত থাকে। ত্বকে কীটদংশনবৎ কঠিন

banglabooks.in

উজ্জ্বল স্ফীতি। ত্বকে অত্যন্ত টাটানিযুক্ত স্ফোটক ক্রমাগত পর পর উৎপন্ন হয়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

প্রধানতঃ নানা প্রকারের আঘাত এবং তদ্বৎ কারণে পেশী ইত্যাদি কোমলোপাদানের বিশেষ প্রকৃতির বেদনা এবং ঐ রূপ বেদনাযুক্ত নানা প্রকার রোগ নিবারণ এবং আরোগ্যার্থ **আর্ণিকা** ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্য আঘাত যে স্থলে রোগের কারণ তাহাতে অন্যান্য প্রদর্শক লক্ষণের সুস্পষ্ট প্রকাশ না থাকিলেও অথবা তাহাদিগের উৎপত্তির পূর্ব্বেই রোগ নিবারণার্থ **আর্ণিকার** প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে, গতিকেই আঘাতকে রোগের **প্রদর্শক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।**

আহত বা পিষ্ট হওয়ার ন্যায় শরীরময় টাটানি এবং ঘৃষ্টবৎবেদনার বর্ত্তমানতা এবং তন্নিবন্ধন শারীরিক ক্লান্তি, দুর্ব্বলতা এবং অলসতার অনুভূতি।—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক অথবা অস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতি যে কোন কারণে আঘাত অথবা স্বয়ম্ভূত কোন রোগে উপরি উক্ত প্রকৃতির বেদনাদি **আর্ণিকার** সর্ব্বপ্রধান এবং প্রায় অখণ্ডনীয় প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত। ইহার অন্যান্য নিম্নে বর্ণিত, প্রদর্শক লক্ষণ দ্বারা এই মূল ও প্রধান প্রদর্শক লক্ষণই পরিস্ফুট এবং স্পষ্টীভূত হয় মাত্র। অন্যান্য ঔষধেও ন্যূনাধিক উপরিউক্ত প্রকৃতির বেদনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিশেষ প্রভেদক প্রকৃতি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

যে কোন প্রকার শয্যোপরি শয়ন করুক, রোগী অসহনীয় কাঠিন্য বোধ করায় কোমলশয্যাংশের অনুসন্ধানে অনবরত শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন করে।—উপরিউক্ত

banglabooks.in

শারীরিক টাটানি এবং ঘৃষ্টবৎ বেদনার বর্ত্তমানতাই যে এবম্প্রকারে শয্যায় ঘুরিয়া কোমল স্থান অনুসন্ধানের কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

একনাইট—ইহাতেও গাত্রবেদনা আছে,কিন্তু রোগীর অস্থিরতা ও শয্যোপরি অস্থিরতা সহ এপাশ ওপাশ করার কারণ তাহার **মানসিক ও হৃদ্গত উৎকণ্ঠা, অসোয়াস্তি** এবং **মৃত্যু-ভীতি** প্রভৃতি।

ব্যাপটিসিয়া—গাত্র বেদনাসংসৃষ্ট স্পর্শাসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত **শয্যা তক্তার ন্যায় কঠিন বলিয়া** অনুভূতি। রোগী শরীরাবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, কিন্তু এই শয্যার চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রধান কারণ অন্যরূপ—**অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শরীর হইতে বিচ্যুত হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত** মনে করিয়া **রোগী তাহাদিগকে একত্রিত করিবার জন্য শয্যার স্থানে স্থানে স্থান পরিবর্ত্তন করে।**

ফাইটলেক্কা—মস্তক হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত শরীরের সর্ব্বত্রেই টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনা করে; **পেশীনিচয় অনম্য এবং টাটানি বেদনাযুক্ত থাকায় নড়িলেই কেঁকানির বৃদ্ধি।**

রাস্‌টক্স্—**প্রত্যেক পেশীতেই টাটানি বেদনা থাকে; শরীর চালনায় প্রথমে কষ্ট; ক্রমে সোয়াস্তি বোধ করায় রোগী অনবরত শরীর চালনা করে।**

রুটা—রোগী শরীরের যে পার্শ্ব চাপিয়াই শয়ন করুক, বেদনার অনুভূতি প্রযুক্ত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘৃষ্টবৎ বেদনা**

banglabooks.in

যুক্ত থাকে এবং অনুভূত হয় যেন তাহাতে শক্তিমাত্র নাই। ভ্রমণকালে সম্পূর্ণ শরীরের ঘৃষ্টবৎ বেদনায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করে ও কষ্টে পদ টানিয়া ফেলিতে পারে।

চায়না—সম্পূর্ণ শরীরে টাটানি বেদনা। সন্ধি, অস্থি এবং অস্থিবেষ্ট উপাদানে মোচড় লাগার ন্যায় আকৃষ্টতাসহ ছিন্নবৎ বেদনা। রোগী মেরুদণ্ড, কটিদেশ, জানুসন্ধি এবং উরুতে বিশেষ বেদনা বোধ করে।

উপরে যে সকল ঔষধের বেদনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল তাহাদিগের সম্যক প্রভেদ নিরূপণে তুলনীয় ঔষধাদির প্রত্যেক লক্ষণের সূক্ষ্ম আলোচনার আবশ্যক।

কোন ব্যক্তি নিকটে আসিতে থাকিলে অথবা নিকটস্থ হইলে বেদনাস্থানে আঘাত পাইবে, এমন কি, তাহাতে সংস্পর্শ ঘটিবে বলিয়া রোগীর ভীতি।—ইহার সর্ব্বপ্রকার বেদনাতেই স্পর্শভীতি থাকে, কিন্তু রসবাত ও গাউট রোগেই তাহা বিশেষ স্পষ্টতা পায়। কেহ গৃহ প্রবেশ করিলেই রোগী অতি আশঙ্কান্বিত হয় ও ব্যস্ততার সহিত নিকটে যাইতে নিষেধ করে। অন্যান্য ঔষধেও স্পর্শাসহিষ্ণুতা আছে, কিন্তু তাহাতে এতাদৃশ সংস্পর্শ হইবার ও আঘাত পাইবার আশঙ্কা এবং ব্যস্ততা প্রকাশিত হয় না।

চিকিৎসা।

সন্ন্যাসরোগ বা এপপ্লেক্সি।—**আর্ণিকার** প্রধান লক্ষণ—শরীরের টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা উপস্থিত থাকিলে এ রোগে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায়। **আর্ণিকা** রোগে বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত বা হেমিপ্লেজিয়া, পূর্ণ ও কঠিনস্পর্শ নাড়ী এবং শ্বাস প্রশ্বাসে

banglabooks.in

নাসিকা-ধ্বনি বর্ত্তমান থাকে। অতি শীঘ্র শয্যাক্ষত জন্মে। আগন্তুক অভিঘাত নিবন্ধন সন্ন্যাসরোগে **আর্ণিকা** মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। রোগের আরম্ভাবস্থায় রক্তস্রাব নিবারণ ও পরে ক্ষরিত রক্তচাপের শোষণ ও দুরীকরণ দ্বারা ইহা উপকার সাধিত করে।

আর্ণিকা আসন্ন সন্ন্যাসরোগ নিবারণেও সক্ষম। **মস্তকের তাপ** ও **শারীরিক শীতলতা, পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ নাড়ী** এবং প্রসিদ্ধ প্রকৃতির **গাত্রবেদনা** প্রভৃতি ইহার প্রয়োগের প্রধান প্রদর্শক। **একন, বেল, গ্লনইন** প্রভৃতি ঔষধও স্ব স্ব প্রদর্শিত স্থলে শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়ার স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আসন্ন সন্ন্যাস রোগ নিবারণে সক্ষম। ডাং বেজ বলেন, "বৃদ্ধদিগের মধ্যে অনেকেরই কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ ব্যবহারের অভ্যাস থাকায় সন্ন্যাসরোগ নিবারণ থাকে"। এরূপাবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবার ঔষধ ব বস্থা করা সঙ্গত; অনেক স্থলেই **ওপিয়াম** দ্বারা এ কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া—গৃধ্রসী বা সাইয়াটিকা।—**আর্ণিকার** স্নায়ুশূলের সাধারণ লক্ষণ মধ্যে আক্রান্ত শরীরাংশের হুলবেধবৎ ও চিমটি কাটার ন্যায় বেদনায় রোগীর অস্থিরতাসহ **শয্যোপরি অবিরত স্থান পরিবর্ত্তন** প্রধান স্থানীয়। গোলমাল শব্দ ও সামান্য শ্রমে বেদনার বৃদ্ধি হয়। অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমে ইহার **সাইয়াটিকা** রোগ জন্মে। ইহার প্রাথমিক তীক্ষ্ণ বেদনার পরে আক্রান্ত স্থানে দুষ্টবৎ বেদনা থাকিলে **আর্ণিকা** উপকারী।

পেশীশূল বা মায়াল্‌জিয়া।—পেশী মণ্ডলীতে **আর্ণিকার** বিশেষ ক্রিয়া দেখা যায়। **আর্ণিকা** শরীরের যে কোন অংশের পেশীর প্রকৃত স্নায়ুশূল রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম। আগন্তুক আঘাত অথবা অতিরিক্ত পেশীশ্রম ইহার রোগকারণ। **পেশীতে**

banglabooks.in

টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনার অনুভূতি এস্থলেও ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শক।

বক্ষঃশূল, পার্শ্ববেদনা বা প্লুরডাইনিয়া।—অত্যধিক শারীরিক শ্রমনিবন্ধন রসবাত ঘটিত পার্শ্ববেদনায় **আর্ণিকা** অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে বক্ষের পেশী-উপাদানই বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। বক্ষের **টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা চাপে ও শরীর চালনায় বৃদ্ধি পায়।**

ব্রোঙ্কাইটিস—ইহার পার্শ্ববেদনা সূচিবেধবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায়। **বক্ষঃচালনায় ও শ্বাস প্রশ্বাসে বেদনার বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে।**

গলখোরিয়া—ইহার বক্ষবেদনা **সম্মুখ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরীণ** ফুস্‌ফুস্ মধ্যদেশে (Anterior mediastinum) অবস্থিত।

রেণাঙ্কুলাস বাল্বসাস—পঞ্জরকাদ্বয়ের ব্যবধান স্থানের বাতজ বেদনায় ইহা প্রসিদ্ধ ফলদায়ক ঔষধ। বক্ষের স্থান বিশেষ **টাটায় এবং সূচি বেঁধার ন্যায় বেদনা করে।** বেদনা স্থান যে কোন প্রকারে চালনা করিলে, এমন কি শ্বাস প্রশ্বাসে, চাপে ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি হয়। কখন কখন অতীব কষ্টদায়ক শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে। ডাং হিউজ বলেন, **"বেদনার বৃদ্ধির ভয়ে রোগী কিঞ্চিন্মাত্রও নড়িতে সাহস না করিলে ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ"।**

ট্রিফলিয়াম প্রাটেন্‌স—ইহাতে স্বরভঙ্গ থাকে, এবং রজনীতে পুনঃ পুনঃ কাসি হইয়া শ্বাসরোধ ঘটে। গ্রীবা কঠিন, আড়ষ্টবৎ

banglabooks.in

হয় এবং তাহার পার্শ্বের পেশীর খল্লী হইলে তাপসেকে ও ঘর্ষণ করিলে রোগী উপশম পায়।

চক্ষুরোগ—চক্ষুপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস, চক্ষুর উপর কালশিরা বা একিমসিস, উপতারাপ্রদাহ বা আইরাইটিস, চিত্রপত্রে রক্তস্রাব বা রেটিন্যাল এপ-প্লেক্সি।—কোন প্রকার আঘাত নিবন্ধন চক্ষুর বহিঃস্থ উপাদানের প্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস রোগে **আর্ণিকা** উপকারী ঔষধ। গণ্ড-মালা ধাতুর ব্যক্তিদিগের আঘাতজ চক্ষুপ্রদাহে চক্ষুতারকার পার্শ্বে অথবা তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্ব জন্মে ও চক্ষু হইতে বিদাহী জলস্রাব হয়; এস্থলে **আর্ণিকার** পরিবর্ত্তে **য়ুফ্রেসিয়া** প্রযোজ্য, কেননা **আর্ণিকা** লক্ষণে এরূপ রসবিম্বের এবং উগ্রস্রাবের উৎপত্তি হয় না।

চক্ষুতে আঘাত নিবন্ধন **কালশিরা** বা **স্ক্লিরটিক ঝিল্লীর একিমসিস** উৎপন্ন হইলে **আর্ণিকা** প্রয়োগে সত্বর নিরাকৃত হয়। **আর্ণিকার** ক্রিয়ার শেষেও ঐ কালশিরা কৃষ্ণবর্ণ অথবা নীলাভ হইয়া থাকিলে **লিডাম** অপেক্ষাকৃত অধিকতর উপযোগী ঔষধ। স্থূল শিরা ছিন্ন হইয়া প্রথম হইতে চক্ষুর অপেক্ষাকৃত অধিক স্থানব্যাপী কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্ক উপস্থিত হইলে **হেমামেলিস** উপকার করিয়া থাকে।

শৈত্য সংস্পর্শ-নিবন্ধন উপতারা প্রদাহ বা আইরাইটিস রোগে বেদনার প্রকৃতি আর্ণিকার ন্যায় থাকিলে তাহা দ্বারা বিশেষ সত্বর উপকার পাওয়া যায়। ফলতঃ আঘাত বশতঃ রোগ হইলেই ইহার সহিত বিশেষ সাদৃশ্যের উপলব্ধি হয়। শেষোক্ত কারণোৎপন্ন রোগে আর্ণিকার ন্যায় টাটানি বেদনা **হেমামেলিসেরও** প্রদর্শক মধ্যে গণ্য। অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ হইলেও যে স্থলে উপতারা অথবা চক্ষুর অগ্রকোটর বা

banglabooks.in

এণ্টিরিয়র চেম্বার অভ্যন্তরে রক্তস্রাব ঘটে সে স্থলে উভয়ের মধ্যে **হেমা-মেলিসই** শ্রেষ্ঠতর। অভিঘাত নিবন্ধন চক্ষুর **চিত্র-পত্রে রক্তস্রাব** বশতঃ দৃষ্টিলোপ অথবা দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটিলে **আর্ণিকা** উপকার করিয়া থাকে।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—ক্রোধান্বিত শিশু কাসির উদ্রেক মাত্র বক্ষবেদনায় ক্রন্দনের সহিত কাসিতে থাকে। ফলতঃ **কাসির সহিত বক্ষের ঘৃষ্টবৎ বেদনা থাকা** এ রোগে **আর্ণিকার** প্রদর্শক; শিশু বাক্য দ্বারা বেদনা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও বেদনাই যে উপরিউক্ত ক্রন্দনের কারণ তাহা নিঃসন্দেহ—**কাসির পূর্ব্বে ক্রন্দন আর্ণিকার প্রদর্শক** বলিয়া জানিতে হইবে। ক্রন্দনে শিশু প্রায় শ্বাসহীন হইয়া পড়ে; গয়ার ক্লেদবৎ, বুদবুদযুক্ত ও সর্ব্বস্থলেই রক্তমিশ্রিত।

প্লুরাইটিস্ বা ফুস্‌ফুস্‌বেষ্টঝিল্লিপ্রদাহ।—অভিঘাতবশতঃ বক্ষোপাদানের অপচয়প্রযুক্ত প্লুরিসিরোগে, বিশেষতঃ তাহাতে রক্তস্রাব হইলে **আর্ণিকা** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। **শয্যা কঠিন বোধ করায় রোগী ক্রমাগত স্থানপরিবর্ত্তন করিতে থাকে।** শরীরচালনায়, শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং কাসিতে বক্ষের সন্ধিনিচয় ও উপাস্থির সংযোগ স্থলাদি রোগী পিষ্ট হওয়ার ন্যায় বোধ করে।

হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি বা হাইপারট্রফি অব দি হার্ট।—হঠাৎ অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমে পেশীর শ্রম বা টানাটানি হইয়া যেরূপ গাত্রময় ঘৃষ্ট ও টাটানি বেদনা হয়, ভিন্ন ভিন্ন পেশী অথবা পেশীগুচ্ছের কালব্যাপি অতিরিক্ত কার্য্যে (যেমন লৌহকারের হাতুড়ির কার্য্য ও নৌকাবাহকের কার্য্য) যেরূপ হস্ত পেশীর বিবৃদ্ধি জন্মে, তদ্রূপ অধিক দৌড়াদৌড়ি, উচ্চারোহণ অথবা অন্যান্য বিশেষ বিশেষ কার্য্যে

banglabooks.in

হৃৎপিণ্ডপেশীর বিবৃদ্ধি জন্মিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় ইহা রোগ বলিয়া ধর্ত্তব্য না হইতে পারে, কেননা ইহাতে রোগজ বিবৃদ্ধির কারণীভূত হৃৎকপাটবিকার উৎপন্ন হয় না এবং রোগীর স্বাস্থ্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না; কিন্তু অবশেষে ইহা স্বাস্থ্যসীমা অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার রোগলক্ষণ উৎপন্ন করে ও কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। তখন রোগী কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলে, কিম্বা কিয়ৎকাল হস্ত ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা স্ফীত ও লোহিতবর্ণ হইয়া উঠে। হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি সহ নাড়ী পূর্ণ, কঠিন ও সবল হইয়া পরিশ্রমাদি কারণে অধিকতর পূর্ণতা, কাঠিন্য ও প্রবলতা প্রাপ্ত হয়। সময়ে সময়ে বোধ হয় যেন হৃৎপিণ্ড হস্ত দ্বারা কঠিন রূপে আকৃষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণ বক্ষের ঘৃষ্ট ও টাটানি বেদনায় রোগী বক্ষোপরি গাত্রবস্ত্র রাখিতেও অক্ষম হয়।

ক্যাকটাস্—ইহাতে লৌহ-পতর দ্বারা হৃৎপিণ্ড সংকুচিত থাকার অনুভূতি লক্ষণ আছে, কিন্তু পেশীশ্রম ইহার রোগকারণ নহে।

ল্যাকেসিস্—আর্ণিকার ন্যায় ইহাতেও বক্ষের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা হয়; কিন্তু ইহার রোগকারণ সহ **আর্ণিকার** অভিঘাত অথবা শ্রমের সম্বন্ধ নাই—অনুভূতি স্নায়ু-সীমাংসের বিকার ইহার কারণ; শোণিতবহা নাড়ীর অস্বাভাবিক পূর্ণতা, **আর্ণিকা** রোগের প্রকৃত আঘাতোৎপন্নবৎ টাটানি বেদনার সাক্ষাৎ কারণ।

ন্যাসটিকস্—ইহাতেও হৃৎকপাটবিকার প্রভৃতি অপায়হীন হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়াম ও কল্‌কারখানায় বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র উত্তোলনাদি কার্য্যে রত রসবাতিক ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগে ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—অধিককাল ধরিয়া পর্ব্বতাদি উচ্চারোহণ ঘটিত যান্ত্রিকবিকারবিহীন হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধি রোগে উপযোগী।

banglabooks.in

ভ্রমিণ—ইহাও অপরিমিত পরিশ্রমশীল ব্যক্তিদিগের যান্ত্রিক দোষহীন হৃৎপিণ্ডবিবৃদ্ধির ঔষধ। কোন পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য করিলে, দণ্ডায়মান হইলে এবং শরীরচালনা করিলে হৃৎকষ্ট ও হৃৎবেপন উপস্থিত হয়। নাড়ী পূর্ণ, কঠিনস্পর্শ কিন্তু **ধীরগতি** থাকে।

দন্তরোগ।—দন্তোৎপাটন নিবন্ধন **শোণিতস্রাব** হইলে **আর্ণিকা** দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃত্রিম দন্ত ব্যবহারপ্রযুক্ত দন্ত মাড়ির স্ফীতি ও বেদনা হইলে অথবা উকা দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, নষ্ট দন্তাংশ কুরিয়া উঠাইয়া ফেলিলে, কিম্বা ক্ষত দন্তের গর্ত্তস্থান কোন বস্তু দ্বারা পূরণ করিলে যে বেদনা হয় তাহাও **আর্ণিকা** প্রশমিত করে।

অজীর্ণ এবং অতিসার রোগ।—আমাশয়ে **আর্ণিকার** বিশেষক্রিয়া লক্ষিত হইলেও কার্য্যতঃ ইহার রোগের সংখ্যা অধিক নহে। আগন্তুক অভিঘাত বশতঃ ইহার রোগ জন্মে। কখন কখন সন্নিপাত বা টাইফয়েড এবং আমজর বা গ্যাষ্ট্রীক ফিবার কালেও ইহার লক্ষণযুক্ত রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায় বলিয়া **আমাশয়াজীর্ণই আর্ণিকা**-উদরাময়াদির সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া গণ্য। ইহার অজীর্ণ রোগ মাত্রেই আহারান্তে রোগীর মস্তিষ্কের **শোণিত-সঞ্চয়ী সন্ন্যাস রোগের** উপক্রম হইয়া দপদপানি শিরঃশূল এবং অচৈতন্যের ভাব দেখা দেয়। অজীর্ণ জন্মিলে দুর্গন্ধ প্রশ্বাস। জিহ্বার ক্লেদময় হরিদ্রাভ লেপ, পচা ডিম্বের গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার, উদরাধ্মান এবং দুর্গন্ধময় উদরাময় প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

উদরাময়, রক্তাতিসার, আমরক্ত রোগ এবং **শিশুদিগের কলেরা** রোগেও কখন কখন **আর্ণিকা** সদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগের অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষে দুর্গন্ধ ও ক্লেদযুক্ত, রক্তময় এবং পূয়াকার বিষ্ঠাও দৃষ্টিগোচর হয়;

banglabooks.in

বিষ্ঠার নিঃসরণে রোগী অত্যন্ত কুন্থন ও বেগ দিয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত অজীর্ণ লক্ষণ এবং **তৃষ্ণা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কি পান করিবে রোগী বুঝিতে পারে না। উদরাভ্যন্তরে সূচিবেধবৎ বেদনা চলিয়া বেড়ায়।** এস্থলেও সর্ব্বশরীরে টাটানি ও ঘৃষ্টবৎ বেদনা এবং **স্পর্শাসহিষ্ণুতার** বর্ত্তমানতায় কোমল স্থানের অনুসন্ধানে রোগীর অস্থিরতা সহ শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক লক্ষণ আর্ণিকার অমোঘ প্রযোগিতা প্রকাশ করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—গর্ভপাত, এবং সূতিকা রোগ প্রভৃতি।—আঘাত, পতন ও পদস্খলন প্রভৃতি অভিঘাত বশতঃ **গর্ভপাতের আশঙ্কা, জরায়ুর বেদনা** এবং **রক্তস্রাব** হইলে **আর্ণিকা** দ্বারা উপকার দর্শে।

অনেক চিকিৎসকই প্রসবান্তে জরায়ুর ঘৃষ্টবৎ বেদনা নিবারণ, সংকোচনের পুনরানয়ন এবং রক্ত চাপ ও জরায়ু-কুন্থনের অংশাদি জরায়ু মধ্যে থাকিলে তাহার বহিষ্করণার্থ **আর্ণিকার** ব্যবহার করিয়া থাকেন। অনেকে প্রসবান্তে **পুয়জ্বর বা পায়িমিয়া** নিবারণেও ইহার প্রয়োগের উপদেশ প্রদান করেন।

আঘাতজ রোগ বা ইঞ্জুরিজ্।—যষ্টির আঘাত, পতন, আগন্তুক কি অস্ত্রচিকিৎসার উপলক্ষ্যে আঘাত, মোচড় লাগা প্রভৃতি যে কোন কারণে শরীরের কোমলোপাদান পিষ্ট, ঘৃষ্ট কিম্বা কর্ত্তিত হইলে তাহার তরুণ ও পুরাতন ফল নিবারণ অথবা আরোগ্য করিতে **আর্ণিকা** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। অস্থি ভগ্ন হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার দ্বারা অস্থি ক্ষতের বিশেষ কোন উপকার না হইলেও ভগ্ন অস্থির উত্তেজনা বশতঃ কোমলোপাদানের, বিশেষতঃ পেশীর বেদনা ও আক্ষেপিক

banglabooks.in

সঙ্কোচনে অঙ্গাদির ঝাঁকি হইয়া যে যন্ত্রণা, স্ফীতি, বেদনা ও রক্তস্রাব প্রভৃতি উপস্থিত হয় তাহার নিবারণ দ্বারা ইহা মহদুপকার সাধন করে। শরীরাংশ ছড়িয়া যাওয়া, কালশিরা, ক্ষত এবং ক্ষত হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আঘাতজ রোগেরই ইহা এক মাত্র ঔষধ।

রক্তস্রাব-উৎপাদক অস্ত্রচিকিৎসা মাত্রেরই, এমন কি চক্ষুর এবং প্রসবের অস্ত্রক্রিয়ারও পূর্ব্বে ও পরে ডাং গ্রভেল কতিপয় মাত্রা **আর্ণিকা** ৩, প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষেও প্রসব ক্রিয়ার কুফল নিবারণে ইহার শক্তি সুনিশ্চিত। প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে ইহার প্রয়োগে ইহা নিশ্চিতরূপে সূতিকাজর নিবারণ করিয়া থাকে। অস্ত্রচিকিৎসাতে ইহার ক্রিয়ায় বিলম্বে ও অল্প পরিমাণে সুজাত পূয় জন্মে অথবা উপযুক্ত স্থলে পূয়সঞ্চার না হইয়া ক্ষত দেশাংশের পরস্পর সংযোগ ও আরোগ্য হইয়া যায়।

চক্ষুর অস্ত্রচিকিৎসায়, বিশেষতঃ মতিয়া বিন্ধ বা কেটারাক্ট নিষ্কাষণের অস্ত্রচিকিৎসায় **আর্ণিকা** বিশেষ উপকারী। **মস্তিষ্কের সংঘাত** বা **কনকসন** এবং **মেরুমজ্জাসংঘাত** ও **মচকান** নিবন্ধন রক্তস্রাব প্রভৃতি কুফল নিবারণে এবং আরোগ্যে **আর্ণিকা** বিশেষ উপকারী ঔষধ। **মস্তকের খুলি ভগ্ন** ও তাহার **টাল** হইতে **মস্তিষ্কের চাপ** ঘটিলে অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা ভগ্ন উপাদানাদি বিদূরিত করিবার প্রয়োজন হইলেও কোমলাংশের বিকারারোগ্য দ্বারা ইহা মহোপকার সাধন করিয়া থাকে।

অঙ্গুলী পিষ্ট হইলে বা তাহাতে **ছেঁচা লাগিলে** ডাং বলের নিয়মানুসারে **আর্ণিকার অমিশ্র** মূল অরিষ্ট **সিক্ত বস্ত্রখণ্ডের ফালি** দ্বারা অঙ্গুলী সম্পূর্ণ জড়াইয়া বান্ধ

banglabooks.in

বর্জ্জিত ভাবে রাখিলে ইহা অতি শীঘ্র তাহার বেদনাদি উপদ্রব নিবারণ ও আরোগ্য করে।

ডাং ভন গ্রভেলের মতে ইহা **আঘাতপ্রযুক্ত পুয়বিষ-জ্বর** ও **জান্তব-পচনোৎপন্ন-বিষজ্বর** বা **সেপ্‌টিসিমিয়ার** নিবারণ ও আরোগ্য করিতে সক্ষম। **আর্ণিকা পৃষ্ঠব্রণ** বা **কার্ব্বাঙ্কলের** পচন নিবারণ করিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ফুস্‌ফুস অথবা স্নায়ু প্রভৃতি যে কোন যন্ত্রেরই যে কোন প্রকার **পুরাতন রোগ** হউক, তাহা যদি **জীবনের কোন পূর্ব্বতন সময়ের আঘাত সহ কারণ রূপে সংসৃষ্ট বলিয়া অবধারিত হয়;** সেস্থলে রোগের বর্ত্তমান লক্ষণ সহ **আর্ণিকার** লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ইহা উপকার করিয়া থাকে।

আঘাতজ রোগ নির্ব্বিশেষে **আর্ণিকার** উপকারিতা থাকিলেও স্থলবিশেষে ইহার পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে এতদপেক্ষা অধিকতর উপকার লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

ব্লাসটকস—সন্ধিবন্ধনীর মোচড় লাগিয়া বা সন্ধি মচকাইয়া, বিশেষতঃ তন্তু উপাদানের রোগে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—যে কোন প্রকার অস্ত্রক্ষতে, বিশেষতঃ অস্ত্র-চিকিৎসার সমান ও পরিষ্কার কর্ত্তনে, লক্ষণের সাদৃশ্য না থাকিলেও ইহা দ্বারা উপকার হয়। অন্ত্রের অস্ত্রচিকিৎসার পরের উদরশূল ও লিথটমির বেদনা প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকার করে।

ক্যালেণ্ডুলা—উপাদান ছিন্ন ভিন্ন, পিষ্ট ও সম্ভবতঃ উপাদানাংশের অপচয় বশতঃ প্রদাহে।

লিডাম পেলেষ্ট্রা—**আর্ণিকা** দ্বারা টাটানি বেদনার

banglabooks.in

উপশম না হইলে ইহা প্রযোজ্য। ইহা বল্লম প্রভৃতি সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্রের খোঁচার পক্ষেও উপকারী।

সিম্ফাইটাম—অস্থিতে আঘাত নিবন্ধন অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি রোগের পক্ষে ইহা উপকারী। অঙ্গচ্ছেদনরূপ অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গের অব্যবহিত ছিন্নাংশের এবং অস্থি ভগ্ন হইলে ভগ্নাস্থির অগ্রভাগের উত্তেজনা বশতঃ যন্ত্রণা নিবারণেও ইহা ফলপ্রদ। রোগীর পুষ্টিহীনতা যদি শেষোক্ত উপদ্রবের কারণ হয়, সেস্থলে **ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা** উপযুক্ত।

হাইপেরিকাম—অন্যান্য কোমলোপাদান সহ স্নায়ু আঘাত প্রাপ্ত ও অঙ্গুলী পিষ্ট হইলে ইহা **আর্ণিকাপেক্ষা** উপকারী। মেরুমজ্জার সংঘাতে ইহা **আর্ণিকার** পর প্রযোজ্য। মেরুমজ্জা রোগে ডাং লাডলাম ইহার বিশেষ পক্ষপাতী।

সালফুরিক এসিড—কোমলোপাদানের ঘৃষ্ট ক্ষতে ইহা **আর্ণিকার** পর প্রযোজ্য। গ্রন্থি ঘৃষ্ট হইলে **কণায়ামের** এবং অস্থির আঘাতজ রোগে **রুটার** পরে ইহা প্রযোজ্য। আহত শরীরাংশের টাটানি বেদনা ও কাঠিন্য এবং তদুপরি কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ কলঙ্ক অধিককাল স্থায়ী হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সান্নিপাত বা টাইফয়েড জ্বর।—এই জ্বরের অতি গভীর আক্রমণাবস্থায় অনেক সময়েই **আর্ণিকা** আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। ইহার লক্ষণাদিও অতীব স্পষ্টতররূপে ঔষধের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টির আকর্ষণ করে। ইহাতেও সর্ব্বগাত্রে **আর্ণিকার** প্রসিদ্ধ টাটানি ও পিষ্টবৎ বেদনা উপস্থিত থাকায় শয্যার কোমল স্থানানুসন্ধানে অস্থিরতাসহ রোগী শয্যাময় ঘুরিতে থাকে অথবা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্বয়ং স্থান পরিবর্ত্তনে অশক্ত হইলে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করে।

banglabooks.in

গাত্রের স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ ও নীলাভ এবং অসমান পার্শ্ববিশিষ্ট কালশিরা বা একিমোসিস জন্মে। রোগী অনৈচ্ছিকরূপে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং মস্তক তাপযুক্ত এবং অধঃশরীর অপেক্ষাকৃত শীতল অথবা স্বাভাবিকরূপ উষ্ণ থাকে। উপরিউক্ত লক্ষণ চতুষ্টয়ের একত্র সমাবেশ **আর্ণিকা** ভিন্ন অন্য ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। মস্তিষ্কে শিরাশোণিতের মৃদু আধিক্য বশতঃ রোগী অজ্ঞানাভিভূত বা সংজ্ঞাহীন থাকে ও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হওয়ায় আপনার রোগের গুরুত্বানুভবে অক্ষম হয়; অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলে রোগী বলে "আমি ভাল আছি" ইহাকে অতি শোচনীয় অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন প্রশ্নের উত্তরের শেষ না হইতেই রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগের এইরূপ প্রগাঢ় অবস্থার বহির্লক্ষণ স্বরূপ মুখমণ্ডল গাঢ় লোহিতবর্ণ হয়, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে, গাত্রের কালশিরা অধিকতর স্থানে ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, শয্যা ক্ষত দেখা দেয়, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ হইতে থাকে, উদরের স্ফীতি জন্মে, বক্ষের আক্রমণ হওয়ায় কাসিলে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হয় এবং অবশেষে নিম্ন চুয়ালের উপরিউক্ত ঝুলিয়া পড়া অবস্থায় রোগী মুখ ব্যাদান করিয়া গভীরতর নাসিকাধ্বনি যুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস করিতে থাকে। **আর্ণিকার** রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সহিত **ল্যাকেসিস, ব্যাপটিসিয়া** ও **ব্লাস** লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদিগের মধ্যে প্রভেদক প্রকৃতির লক্ষণও যথেষ্ট আছে।

আর্ণিকা এবং ল্যাকেসিস—উদরাময় এবং স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা এবং উভয় ঔষধেই রোগের চরমাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতবৎ লক্ষণে সংজ্ঞাহীনতা এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়া বর্ত্তমান থাকে। **আর্ণিকার** বিষ্ঠাপেক্ষা, এমন কি বিষ্ঠা হাড় বাঁধা হইলেও, **ল্যাকেসিস** বিষ্ঠায় অধিকতর দুর্গন্ধ অথবা মড়ি পচার ন্যায় ঘ্রাণ

banglabooks.in

থাকে। **ল্যাকেসিসসেন্স** গাত্রবেদনায় গাত্রবস্ত্রের অসহিষ্ণুতা, **আর্ণি** বেদনায় শয্যাময় স্থান পরিবর্ত্তন; **ল্যাকেসিসিস** প্রলাপের বহুভাষিতা, **আর্ণিকার** প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রিত হওয়া এবং **ল্যাকেসিসেন্স** শরীরের প্রায় স্থানমাত্র হইতেই রক্তস্রাব হওয়া উভয়কে প্রভেদিত করে।

আর্ণিকা এবং **ব্যাপ্‌টিসিয়া**—সংজ্ঞাহীনতা বা নিদ্রালুতা ও মস্তিষ্কের জড়ভাব, প্রশ্নের উত্তর করিতে করিতে নিদ্রিত হওয়া, এবং শ্রান্তিবোধ, সর্ব্ব শরীরে টাটানি বেদনা ও অস্থিরতা সহ শয্যাময় ঘুরিয়া বেড়ান উভয় ঔষধেই বর্ত্তমান থাকে। **ব্যাপটিসিয়ার** মুখাবয়বে সুরাপায়ীর মত্তাবস্থার ন্যায় ঘোর লোহিতবর্ণ ও হতভম্ব বা বুদ্ধির জড়তা-ব্যঞ্জক ভাব, কখন কখন জিহ্বার মধ্য স্থলে লম্বভাবে রেখাকার কটাবর্ণের লেপ, নিঃস্রব মাত্রেরই দুর্গন্ধ এবং ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শয্যাময় বিক্ষিপ্ত হওয়ারূপ ভ্রান্তিতে সংগ্রহ করিবার জন্য শয্যোপরি ঘুরিতে থাকা প্রভৃতি লক্ষণ ও **আর্ণিকার** শয্যা কঠিন বোধ হওয়ায় কোমল স্থানের অনুসন্ধানে শয্যাময় ঘোরা পরস্পরের যথেষ্ট প্রভেদক।

আর্ণিকা এবং **ব্লাস**—উভয় ঔষধেই গাত্র বেদনা থাকিলেও **আর্ণিকা** রোগী অস্থির ভাবে কোমল স্থানান্বেষণে শয্যাময় ঘোরে, সোয়াস্তি পায় বলিয়া **ব্লাস** অস্থির ভাবে পার্শ্ব পরিবর্ত্তনাদি করিতে থাকে; **আর্ণিকার** মস্তিষ্ক লক্ষণ জড় ও নিশ্চেষ্টভাবাত্মক; **ব্লাসের** তাহা সক্রিয়, অস্থির উৎকণ্ঠাময়; **ব্লাসের** ত্রিকোণাকার লোহিতবর্ণ জিহ্বাগ্র ও নাসিকার রক্তস্রাবে শিরঃশূলের উপশম, **আর্ণিকায়** অভাব, ইহাই পরস্পরের প্রভেদক।

টাইফয়েড জ্বরের চরমাবস্থায় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বশতঃ **আর্ণিকার** অধঃচুয়াল ঝুলিয়া পড়ায় ও শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হওয়ায় **ওপিয়াম সহ** এবং অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ায় **হায়াসসায়ামাস সহ**

banglabooks.in

তুলনীয় হইলেও **ওপিয়াসের** গভীরতর সংজ্ঞাহীনতা বা নিদ্রালুতা, মুখমণ্ডলের প্রগাঢ়তর রক্তিমা ও শরীরের তাপসহ ঘর্ম্ম এবং **হায়সায়ামাসের** সাবসাল্‌ট্যাস্ টেণ্ডিনাম ও পেশী আনর্ত্তনাদি উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্টরূপে পরস্পরের সাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করে।

স্ফোটক বা বইল এবং পূয়শোথ বা এব্‌সেস।—স্ফোটক কখন কখন দলবদ্ধ ভাবে উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইলে পূয় নিঃসরণ ও আরোগ্য হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল জন্মিয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসরণ করিতে থাকে: কখন বা তাহারা দলবদ্ধ রূপে উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিপক্কতা প্রাপ্তে পূয় সঞ্চিত না হইয়া এক দলের পর অন্য দল জন্মিয়া শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে। একটী করিয়া অথবা দলবদ্ধ হইয়া উৎপন্ন যে প্রকার স্ফোটকেই পূয়সঞ্চার হউক এবং হউক বা না হউক **টাটানি** ও **ঘৃষ্টবৎ বেদনা** সর্ব্বস্থলেই **আর্ণিকার** প্রধানতম প্রদর্শক। স্ফোটকের দলে দলে উৎপত্তি, তাহাদিগের অপক্কাবস্থায় শুষ্ক হইয়া কুঁচকিয়া যাওয়া এবং স্ফোটকাদির মধ্যে পূয় সঞ্চয় না হইয়া রক্তপূর্ণ হওয়া (Blood boil ব্লাড্ বইল) প্রভৃতিও **আর্ণিকার** আরোগ্যাধীন। এই সকল স্ফোটকে এবং পূয়শোথ রোগে যদি **আর্ণিকা** সদৃশ বেদনা উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে ইহা তাহার মহৌষধ।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৩ (LECTURE XXIII)

এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডাম্(Antitmonium crudum)।

প্রতিনাম।—টর-সালফুরেট অব, এণ্টিমনি।

প্রয়োগরূপ।—অসংশোধিত অণ্টিমনি জল সহ চূর্ণ করিয়া তাহার নিম্নক্রমের ট্রাইটুরেষণ, উচ্চ ক্রমের টীংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩ ট্রাইটুরেষণ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ ক্রমেও প্রয়োগ হইতে পারে।*

উপচয়।—আহারান্তে; ওয়াইন মদ্য পানে (আর্স, গ্লন,

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই—ডাং টক্‌টস—একটী পুরুষ অন্যান্য বিষয়ে সুস্থ ছিল, কিন্তু ৫ মিনিট পরে ক্রমাগত ৬ বার দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের আক্রমণ হইত; ৩×, আরোগ্য। ডাং বার্ণরিউটার—৪ বৎসরের শিশু, পরিষ্কার গন্ধহীন পরিশ্রুত জলের ন্যায় অত্যধিক পরিমাণ মূত্রত্যাগ করিত ও তাহার অধিকাংশই অনৈচ্ছিকভাবে নির্গত হইত; শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ জল খাইত; দুই চক্ষুরই প্রদাহিতাবস্থা—চক্ষু সম্পূর্ণ লাল, কর্ণিয়া অস্বচ্ছ—চক্ষু অত্যন্ত শুষ্ক, মুদ্রিত, নাসারন্ধ্র অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, মুখ শুষ্ক; জিহ্বা পরিষ্কার ও পাশাপাশি ভাবে ফাটা, ত্বক্ শুষ্ক; শরীর কঙ্কালসার; শয্যাশায়ী থাকিত এবং দিবসে অধিক নিদ্রা যাইত; অন্নে লালসা; অত্যন্ত ক্রোধপ্রবণ; মূত্রে শর্করাভাব; নানা ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল হয় নাই; "শিশু, তাহার প্রতি তাকান ভালবাসিত না" তাহার মাতার নিকট অবস্থা জানিয়া ৩ ব্যবহারে আরোগ্য। ডাং হইন—ভয়ঙ্কর জ্বালা ও ছলবেঁধার ন্যায় বেদনাসহ বারম্বার আমবাতের উদ্‌ভেদ, অম্ল ও ভিনিগারের ব্যবহার করিলেই রোগ পুনরাবর্ত্তন করিত; ৩০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—কোন ব্যক্তি ১৫ মাস হইতে আমবাতে আক্রান্ত হইয়াছিল; সম্পূর্ণ শরীরেই উদ্ভেদ উঠিত; উদ্‌ভেদ শুভ্রবর্ণ, তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ লোহিতবর্ণ ত্বক্ চুলকাইত; একযোগে ৩ সপ্তাহের উর্দ্ধকাল কখন ভাল থাকিত না, প্রায়ই ১ সপ্তাহ কাল ভাল থাকিত; তাপে বৃদ্ধি; রোগী ক্রোধপ্রবণ ছিল; শরীরতাপ বৃদ্ধি হইলে জলপান করিত; তাহার মাতার গর্ভাবস্থায় আমবাত হইয়াছিল; ২০০ একমাত্রায় আরোগ্য।

banglabooks.in

লাইক, নাক্স ভ, জিঙ্ক); **স্নানান্তে**; শীতল জলের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সংস্রবে; শরীরচালনায়; অগ্নির অথবা সূর্য্যের তাপে (বেল)।

উপশম।—বিশ্রামকালে; মুক্ত বায়ুতে (লাইক, পাল্স); উষ্ণ জলে স্নানে।

সম্বন্ধ।—এণ্টিম ক্রুডের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যালকেরিয়া, হিপার, মার্কু।

এণ্টিম ক্রুড যাহার কার্যপ্রতিষেধক—কীটদংশন অথবা হুলবেঁধার।

রোগ বিশেষে **এণ্টিমক্রুড যাহার সহিত সমক্রিয়**—ত্বগুপরি কার্য্যে এপিসের; আমাশয় প্রতিশ্যায়, জ্বালাময় উদ্ভেদ এবং জল-শোথে আর্সেনিকের; রসাবাত, আমাশয় রোগ এবং তাপের ফল সংশোধন প্রভৃতিতে ব্রায়নিয়ার; আমাশয়পীড়ায় ক্যাম, হিপার, এবং ইপিকার; আমাশয় লক্ষণ, মুক্ত বায়ুতে উপশম, মানসিক ক্রিয়া, শীতকম্প এবং জ্বর প্রভৃতিতে মার্কু, নাক্স্ ভ, এবং পাল্সের; শৃঙ্গবৎ কঠিন উদ্ভেদে রেণাঙ্কু বাল্বোসাসের; সাধারণতঃ রাস্ টকস্, সাল্ফার ও সিলার; আমাশয়বিকারনিবন্ধন শিরোঘূর্ণনে পাল্সের; অম্লবস্তু আহারে আমাশয়বিকার প্রযুক্ত শিরঃশূলে পাল্স্ অথবা আর্সের; চক্ষুর প্রদাহে একন এবং যুফ্রেসিয়ার; ক্ষতনিবন্ধন দন্তের গর্ত্তের বেদনায় পাল্সেটিলার; গ্রীষ্মতাপে ক্ষুধার হ্রাস হইলে ব্রায় ও কার্ব্ব ভেজের; আমাশয়ের খল্লীতে পাল্স অথবা ইপিকার; জলবৎ উদরাময়ে ফেরামের; অত্যধিক গ্রীষ্মতাপক্লিষ্ট হওয়ায় উদরাময় জন্মিলে ব্রায়।

শ্বাসনালী বা ব্রঙ্কাই মধ্যে শ্লেষ্মাময় পূয় সঞ্চয় হইয়া হাঁপানি জন্মিলে এণ্টিম ক্রুডের পরিবর্ত্তে এণ্টিম সাল্ফ অরাট প্রযোজ্য।

এণ্টিম ক্রুড, ইপিকা অপেক্ষা **লাইক** সহ অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত।

পলিপাই বা "বহুপাদপ্রবর্দ্ধন রোগে" **পাল্স** ও **মার্কু** সহ সম্বন্ধযুক্ত।

banglabooks.in

এণ্টিম ক্রুড, সবিরাম জ্বরে ইপিকা অথবা পাল্‌সের পরে অধিকতর উপকারী।

এণ্টিম ক্রুডের পরে যাহা প্রয়োজ্য।—পাল্‌স্, মার্কু, সাল্‌ফার।

কার্য্যপূরক।—স্কুইলা (এণ্টিমের)।

তুলনীয় ঔষধ।—এপিস্, এণ্টিম টা, আর্স, ক্যাম, লাইক, ল্যাফা, কেলি বাই, হিপার সাল্‌ফ, ইপিকা, মার্কু, নাক্স ভ, পেট্রল, পাল্‌স্, সাল্‌ফ ও জিঙ্ক।

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যে সকল শিশু বা যুবক সহজে স্থূল হইতে থাকে (ক্যাল্কে) এবং যে সকল বৃদ্ধের প্রাতঃকালীন উদরাময় থাকিয়া হঠাৎ কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে অথবা পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ হয় (নক্স ভ), তাহাদের পক্ষে উপযোগী।

অপরিমিত ভোজনপ্রসূত আমাশয়রোগ; আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ সহজে অজীর্ণের সৃষ্টি; জিহ্বায় পুরু শুভ্রলেপ; নদীতে স্নান, শৈত্যসংস্পর্শ, উগ্র সুরাপান এবং অম্ল, বসা ও ফলাহার হেতু অজীর্ণ। অম্ল বা দূষিত মদ্য, পাঁউরুটী, পিষ্টক, অম্ল, বিশেষতঃ ভিনিগার প্রভৃতি পানাহারজনিত ও শীতল জলে স্নান, অত্যধিক তাপসংস্পর্শ ও উষ্ণ আবহাওয়ার সংস্পর্শঘটিত আমাশয় ও অন্ত্র রোগ; বহুকাল ব্যাপী ঊর্দ্ধাধঃ পথে বায়ুনিঃসরণ; উদ্গারে ভুক্তবস্তুর আস্বাদ।

শিশু খিট্‌খিটে ও অসন্তুষ্ট; কথা কহিতে অনিচ্ছা হেতু শিশু অল্পভাষী (এণ্টিম টা, আয়ডি, সিলিক); **তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বা তাহার গাত্রস্পর্শ শিশুর অসন্তুষ্টি করে,** শীতল জলে স্নান বা গাত্রধাবনে শিশুর ক্রন্দন।

ক্রন্দনশীল ও সামান্য বিষয়ে বিচলিত স্ত্রীলোক; পদ্যে কথা বলিবার ও পদ্য আবৃত্তি করিবার অদম্য ইচ্ছা।

banglabooks.in

গলা খাঁকর দিলে নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ হইতে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, মলদ্বার হইতে **কলৃতানি ঝল্লিয়া** পরিহিত বস্ত্র পীত-কলঙ্কযুক্ত হওয়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অর্শ।

ত্বকের অস্বাভাবিক প্রবর্দ্ধন; নখ জন্মিতে অযথা বিলম্ব; নখে ছেঁচা লাগিলে তাহা বিদীর্ণ ভাবে জন্মে, তাহা কখন ওয়ার্ট বা কঠিন আচিলের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, বা তাহার স্থানে স্থানে শৃঙ্গবৎ কঠিন প্রবর্দ্ধন জন্মে; পদতলের স্থানে স্থানে যে সকল বেদনাযুক্ত শৃঙ্গবৎ অংশ বা কড়া জন্মে, ভ্রমণে, বিশেষতঃ কঠিন পথে ভ্রমণে তাহার বেদনা।

শীতল জলে স্নানে বিতৃষ্ণা ও শীতল জলে স্নানবশতঃ শিরঃশূল এবং ঋতুরোধ; জলে সিক্ততা অথবা সন্তরণ বশতঃ সর্দ্দি বা জ্বর (রাস)।

পুনরাবর্ত্তন কালে স্থানপরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ এক পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর-গামী রোগ; উষ্ণ আবহাওয়া প্রযুক্ত বলক্ষয়; উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া শিরঃশূল।

শৈত্যে অসহিষ্ণুতা ও শৈত্যসংস্পর্শে রোগের বৃদ্ধি; **সূর্য্যতাপ** অসহ্য ও রৌদ্রমধ্যে পরিশ্রমে রোগের বৃদ্ধি। অম্ল বস্তু ও লবণাক্ত আচারে লালসা।

অতি দুঃখিত মনোভাবসহ ক্রন্দন; জীবনে ঘৃণা; নীচতা ব্যঞ্জক নৈরাস্যে জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা।

রোগকারণ।—স্নান, আমাশয়াজীর্ণ, মদ্যপান, সূর্য্যতাপ প্রভৃতি ইহার বিশেষ রোগকারণ এবং অভ্যাসগত মদ্যপান ও হস্ত-মৈথুন প্রভৃতি সাধারণ রোগকারণ; ইহা ব্যতীত অভ্যাসগত স্রাবের রোধ, হঠাৎ উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া, গাত্রধৌত করা ও জলমধ্যে কার্য্য করা প্রভৃতি কারণেও ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ও ত্বক এণ্টিম ক্রুডের অতি প্রবল ক্রিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক

banglabooks.in

ঝিল্লীকেই বিশেষরূপে আক্রমণ করে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করে না, কিন্তু তাহার ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ও বিকৃত অবস্থা উৎপাদন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী জড়ভাবাপন্ন হইয়া যায় ও তাহাতে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় নিবন্ধন পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিয়া রোগ লক্ষণ নিচয়ের উৎপত্তি হয়। জিহ্বায় অতিশয় পুরু শুভ্র লেপ ইহার ক্রিয়ার বিশেষ প্রদর্শক। খিটখিটে স্বভাব ও অসন্তুষ্ট মানসিক প্রকৃতিও ঔষধ নির্ব্বাচনের অত্যাবশ্যকীয় সাহায্যকারী।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—এণ্টিম ক্রুড প্রধানতঃ জীবনশক্তির অতি গভীর অবসাদাবস্থা উপস্থিত করে। এই অবসাদ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতাজ্ঞাপক নহে, ইহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণ অসহিষ্ণুভাব পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা রোগীর মানসিক ও স্নায়বিক লক্ষণে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। রোগী নিমীলিত নেত্রে আবল্যগ্রস্ত থাকে, অজ্ঞান হয় না এবং এত দূর অসহিষ্ণু হয় যে তাহার গাত্র স্পর্শ করা কি তাহাকে কিছু বলা দূরের কথা, তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাও সহ্য করিতে পারে না। অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা বশতঃ রোগীর চিন্তাশক্তি বিকার প্রাপ্ত হয় কিন্তু নষ্ট হয় না। রোগী নিজ দুরবস্থার উপলব্ধি করিয়া জীবনে বীতরাগ হয়, মৃত্যু কামনা করে, এমন কি জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিবার প্রয়াস পায়। অত্যন্ত শারীরিক অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতা জন্মিলেও স্নায়ুশক্তির অসহিষ্ণু ভাবব্যঞ্জক সামান্য শব্দে চমকান ও পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। **এণ্টিম ক্রুড** ও **আর্সেনিক** উভয়েই আসন্নমৃত্যুর অনুভূতি আছে। কিন্তু একের অবসন্নতা ও নিশ্চেষ্টতা এবং অপরের অস্থিরতা, একের জীবনে বীতরাগ ও মৃত্যুকামনা, এমন কি আত্মহত্যার চেষ্টা এবং অপরের মৃত্যুভয় ও তজ্জনিত উৎকণ্ঠা যথেষ্ট প্রভেদক।

এণ্টিম ক্রুড শ্লৈষ্মিকঝিল্লী, বিশেষতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে যে ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা ইহার স্নায়বিক বা জৈব ক্রিয়াবসাদের

banglabooks.in

ফল। এই ক্রিয়াবসাদ সহ তথায় এক প্রকার অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্য ভুক্ত বস্তু ধারণে আমাশয় অক্ষম হইয়া পড়ে এবং বিবমিষা উপস্থিত হয়। পরিপাকযন্ত্রের অবসাদ বশতঃ ক্ষুধানাশ হয়, ভুক্ত বস্তু পরিপাক হয় না, এবং উত্তেজনাপ্রবণতা হেতু কখন কখন অস্বাভাবিক ও দুষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয়। অন্ত্রপথের ক্রিয়াবসাদসহ স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা থাকায় কোষ্ঠবদ্ধ ও সময়ে সময়ে পর্য্যায়ক্রমিক কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে দুগ্ধবৎ শুভ্র শ্লেষ্মাস্রাব হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ জিহ্বা দুগ্ধবৎ শুভ্র ও পুরু লেপযুক্ত থাকে।

উপরিউক্ত বিকারগ্রস্ত পরিপাকযন্ত্র এণ্টিম ক্রুডের ক্রিয়ার ও রোগোৎপাদনের কেন্দ্রস্থান ও নিয়ন্তা; কারণ সন্দেহবাদিক, বিষণ্ণভাব প্রভৃতি মানসিক বিকার, গাউট ও রসবাত রোগ এবং নানাপ্রকার ত্বক্ রোগ, যাহা এণ্টিমক্রিয়ায় সচরাচর দৃষ্ট হয়, আমাশয়, যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের বিকারই যে তাহার মূল প্রবর্ত্তক, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; ফলতঃ এণ্টিম ক্রুডের রোগমাত্রেই ইহার বিশেষ পরিপাকযন্ত্ররোগলক্ষণ বর্ত্তমান থাকে ও ঔষধ নির্ব্বাচনের প্রদর্শক বলিয়া গণ্য হয়।

অন্যান্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মানসিক বিকার—অবসন্নতা এবং অসহিষ্ণুভাবই মানসিক বিকারের প্রধান প্রকৃতি। সংজ্ঞাহীনতা; শিশুর নিদ্রালু অবস্থায় প্রলাপ, বিবমিষা, তপ্ত ও আরক্ত মুখ; অনিয়মিত নাড়ী এবং জ্বরভাব। শয্যাক্ষত উৎপন্ন হইলেও রোগী কষ্টবোধ করে না; শীতল জলে স্নান করাইলে শিশু ক্রন্দন করে, উষ্ণ জলে স্নান করাইলে সোয়াস্তি পায়।

জীবনে ঘৃণা—গুলি করিয়া অথবা জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যার প্রবৃত্তি; অত্যন্ত দুঃখিত ও সন্তপ্ত মানসিক অবস্থা; বর্ত্তমান ও ভাবি বিষয়ে চিত্তব্যাকুলতা।

চন্দ্রালোকে ভাবুকতার, বিশেষতঃ প্রেমো-

banglabooks.in

ত্রাসজনক ভাবের স্ফূর্ত্তি; শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ও অসন্তুষ্ট, কেহ তাহার প্রতি তাকায় বা তাহাকে স্পর্শ করে তাহা ইচ্ছা করে না। একগুঁয়ে ও ক্রোধনস্বভাব, শিশু কাহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না।

মস্তিষ্কীয় অনুভূতিবিকারে মস্তকের দুর্ব্বলতা, শিরো-ঘূর্ণন, বিবমিষা এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। মস্তকের গুরুত্বানুভূতি; শোণিত প্রবলবেগে মস্তকাভিমুখে ধাবিত।

গতিদস্নায়ুর ক্রিয়াবিপর্য্যয়ে রোগী সামান্য শব্দেই যেন চমকিয়া উঠে; শরীরের বহু স্থানে পেশীর আনর্ত্তন ও কনভালসন সহ বমন। শরীর দুর্ব্বল ও প্রভূতরূপে অবসাদগ্রস্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুবিকারে ছিন্ন ও সূচিবিদ্ধ করার ন্যায় বেদনা।

মস্তকের গুরুত্বানুভূতি; অতি মৃদু শিরঃশূল এবং শিরোঘূর্ণন, সিঁড়ি উঠিতে বর্দ্ধিত; নদীতে স্নান করিলে তীক্ষ্ণ শিরঃশূল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দুর্ব্বলতা এবং খাদ্যে ঘৃণা।

দিবসে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাহ্নে অত্যন্ত নিদ্রালুতা, রজনীতে যেন ভীতি বশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রাভঙ্গ। রোগী স্বপ্ন দেখে, যেন কাহারও সহিত কলহ করিতেছে; কামবিষয়ক স্বপ্ন; স্বপ্নে উৎকণ্ঠা যেন কেহ তাহাকে আঘাত করিবে; কাটা মনুষ্যের ভয়াবহ দৃশ্যের স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকারে কর্ণের সম্মুখে ঘণ্টার ন্যায় ধ্বনি ও কর্ণাভ্যন্তরে উচ্চরব। একরূপ বধিরতায় বোধ যেন পটহের সম্মুখে ক্ষুদ্র পত্র রহিয়াছে, অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে ফল হয় না। আস্বাদ কখন তিক্ত, কখন বা মুখের স্বাভাবিক আস্বাদের হ্রাস।

মুখমণ্ডল দুঃখব্যঞ্জক ও আরক্ত; তাহার পেশীর আনর্ত্তন; গণ্ডের তাপ এবং চুলকানি। মুখে ফুসকুড়ি ও পূয়গুটিকার ন্যায় স্ফোটক।

banglabooks.in

আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়। বামগণ্ড স্পর্শে বেদনাযুক্ত; উদ্ভেদের হরিদ্রাভ মামড়ি সহজে স্খলিত হয়। গণ্ডোপরি দীর্ঘস্থায়ী পাকা উদ্ভেদ দৃষ্ট হয়।

প্রদাহিত ও লালবর্ণ চক্ষু চুলকায়, এবং রজনীতে জুড়িয়া থাকে; প্রাতঃকালে আলোক সহ্য হয় না।

চক্ষুপুটের প্রদাহ ও লোহিত বর্ণ; চক্ষুর বহিষ্কোণের ক্ষতবৎ টাটানি; চক্ষুকোণে পিচুটির সঞ্চয়।

বেদনা দক্ষিণ কর্ণের মধ্য বাহিয়া যুষ্টেকিয়ান টিউব মধ্যে যায়। বাম কর্ণের স্ফীতি, রক্তিমা এবং জ্বালা। কাণপাকা।

নাসারন্ধ্র মামড়ি আবৃত, ফাটা ও ক্ষতযুক্ত। শীতল বায়ু অথবা তীব্র বাষ্পের শ্বাস গ্রহণের ন্যায় নাসিকার বেদনা।

শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে **স্বরলোপ** ঘটে, বিশ্রাম করিলে তাহার উপশম; দুর্ব্বল স্বর। গলদেশে বেদনা সহ যেন ক্ষণে পাতলা ক্ষণে পুরু ছিপি বর্ত্তমান থাকার অনুভূতিতে স্বরযন্ত্র ও ফ্যারিংসের ভয়ানক আক্ষেপ।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর ঝাঁকে ঝাঁকে কাসি, বোধ হয় যেন উদরে কাসির উদ্রেক হইতেছে, প্রথম আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল, ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সর্ব্বশেষে এক বার খ্যাক করিয়া কাসিলে শেষ হয়।

হৃৎপিণ্ডবিকারে প্রবল হৃৎকম্প।

নাড়ী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, কখন দ্রুত, কখন ধীরগতি; ২।৪ বার স্পন্দনের পরই এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

ক্ষতদন্তের গর্ত্তের বেদনা রজনীতে, আহারান্তে এবং শীতল জল সংস্পর্শে বর্দ্ধিত। দন্তে জিহ্বা সংলগ্ন হইলে দন্তের বেদনায় বোধ যেন

banglabooks.in

স্নায়ু ছিন্ন হইল। শ্বাসগ্রহণকালে দন্তমধ্যে সূচিবেধবৎ বেদনা। দন্ত হইতে দন্তমাড়ি ছাড়িয়া যায় ও সহজেই রক্ত পড়ে।

মুখশোষ। কখন বা মুখে অনেক পরিমাণ লবণাক্ত লালা। তালুর অবদাবণ ভাব, গলা পরিষ্কার করিতে খাঁকর দিলে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। জিহ্বা দুগ্ধবৎ পুরু শুভ্র লেপাচ্ছাদিত।

আমাশয়বিকারে ওষ্ঠের শুষ্কতাসহ সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে তীব্র তৃষ্ণা। **ভুক্তবস্তুর আস্বাদের উদ্গার, শ্লেষ্মা এবং পিত্তের বমন।** ওয়াইন মদ্য পানে বমনোদ্রেক হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ ও উদারাময়; খাদ্যে ঘৃণা ও অন্নে লালসা; অপরিমিত ভোজনে আমাশয়ের বেদনা ও উদরের স্ফীতি, কিন্তু উদর কঠিন হয় না।

আমাশয়ের খল্লীবৎ বেদনা। **আহারে ঘৃণাসহ বিবমিষা ও বমনের প্রবৃত্তি। আমাশয়ের দুর্ব্বলতা, সহজেই অজীর্ণ জন্মে।** বুকজ্বলার ন্যায় আমাশয়োর্দ্ধে জ্বালা কিন্তু ক্ষুধা থাকে। বেদনানুভূতি সহ আমাশয়ের পূর্ণতা, স্পর্শে আমাশয় বেদনাযুক্ত। অত্যন্ত স্ফীত উদরে উচ্চ গড় গড় শব্দের ডাক।

কঠিন বিষ্ঠার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড অথবা অজীর্ণ ভুক্তবস্তুমিশ্রিত জলবৎ মলত্যাগ। ভিনিগার কিম্বা অন্য প্রকার অম্লবস্তু সেবনে, অম্লগুণ মদ্য পানে, অমিত ভোজনে, শীতল জলে স্নানে, অত্যধিক তাপসংস্পর্শে, রজনীতে এবং প্রাতঃকালে উদরাময়ের বৃদ্ধি। **মলকদিগের পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ।** শুষ্ক, কঠিন ও অত্যন্ত স্থূল বিষ্ঠার অতিকষ্টে নিঃসরণ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অর্শে কাঁটা বেধার ন্যায় অনুভূতি ও জ্বালা; মলদ্বার হইতে অবিরত শ্লেষ্মার ক্ষরণ ও অর্শ হইতে রক্তস্রাব। মল

banglabooks.in

নিঃসরণ কালে সরলান্ত্রের বেদনা ও কোন ক্ষত ছিন্ন হওয়ার ন্যায় টাটানি ; মলদ্বারের চুলকানি।

পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রত্যাগ ; মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীর জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা ; অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ ; মূত্র স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ ও অতি সামান্যরূপ ঘোলাটে ; কটা লোহিতবর্ণ মূত্র ২৪ ঘণ্টা স্থির ভাবে রাখিলে তাহাতে লোহিত বর্ণ কণিকা দৃষ্ট হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগে জরায়ু মধ্যে চাপ হওয়ায় বোধ যেন তন্মধ্য হইতে কিছু বাহির হইবে। শীতল জলে স্নান করায় ঋতুরোধ নিবন্ধন অণ্ডাধার প্রদেশে বেদনা। উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু আরম্ভ হইয়া প্রচুর রক্ত স্রাবের পর ঋতু রোধ ও পরে ক্লরসিস্। ঋতুর পূর্ব্বে দন্তশূল নিবন্ধন ললাটপার্শ্বে গর্ত্তকরার ন্যায় বেদনা। যোনি হইতে তীব্র জলস্রাবে উরুর চনচনি। শ্বেতপ্রদর জলবৎ ও খণ্ডাকার বস্তুমিশ্রিত। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বিবমিষা, বমন এবং উদরাময়।

হস্তাঙ্গুলিতে গাউট সদৃশ বেদনা। হস্তের নখ উপযুক্ত ক্ষিপ্রতা সহ বৃদ্ধি পায় না, নখ অধঃস্থ ত্বক্ স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত ও নখের বর্ণ মলিন। আঘাত বা ছেঁচা লাগিয়া নখ বিদীর্ণ হইলে পৃথক ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ঐ বিদীর্ণ নখ কখন কর্কশ আঁচিলের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট, কখন বা স্থানে স্থানে শৃঙ্গবৎ কঠিন অংশযুক্ত দৃষ্ট হয়।

জঙ্ঘায় রসবাতবৎ বেদনা। সন্ধ্যাকালে হিপসন্ধিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। শয়ন ও উপবেশনাবস্থায় জঙ্ঘার অসাড়তা। পদতলে অঙ্গুষ্ঠের সান্নিধ্যে শৃঙ্গবৎ কঠিন বড় বড় ত্বগংশ। পদতলে এবং অঙ্গুষ্ঠে কড়ার উৎপত্তি। ভ্রমণে পদতলের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

ত্বগুপরি স্ফোটক ও ফোস্কাবৎ উদ্ভেদ। শৃঙ্গবৎ কঠিন ত্বগুদ্‌ভেদ, মসৃণ ওয়ার্ট বা মসৃণ ও কঠিন আঁচিল। বিশেষতঃ মুখে ও সন্ধিস্থানে

banglabooks.in

কীটদংশনের উদ্ভেবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি ও বিস্বাকার রসগুটিকা। হামের ন্যায় উদ্ভেদ। স্থানে স্থানে কটাসে মামড়িযুক্ত পূয়গুটিকা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

দুগ্ধবৎ শুভ্র ও পুরু লেপযুক্ত জিহ্বা।—এইরূপ জিহ্বালেপ এণ্টিম ক্রুডের পরিপাকযন্ত্রবিকারের অতি বিশেষ লক্ষণ। কার্য্যতঃ ইহার প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেই পরিপাকদোষ প্রধান উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ ইহার রোগমাত্রেই উপরোক্ত প্রকার জিহ্বা, ঔষধনির্ব্বাচনে অতি প্রধান সহায়। **একন, এলাম্থাস, ব্রায়, মার্ক, নাক্স্ ভ এবং সালফার** প্রভৃতি অনেক ঔষধেই শুভ্র জিহ্বালেপ আছে, কিন্তু সে লেপ এতাদৃশ পরিষ্কার শুভ্র নহে এবং ইহাদিগের শুভ্র জিহ্বালেপ রোগবিশেষে অথবা রোগের অবস্থা বিশেষে বর্ত্তমান থাকে, সর্ব্বাবস্থা বা সর্ব্বরোগব্যাপক নহে। **এণ্টিমজিহ্বালেপ এতই পরিষ্কার শুভ্র যে দুগ্ধবর্ণ সহ তুলনীয় ও একরূপ সর্ব্বরোগব্যাপী।**

সূর্য্যতাপে রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি।—অবস্থাবিশেষে সূর্য্যতাপে, কখন বা অগ্নির বিকীর্ণ তাপে পরিপাকবিকার, বমন, বিবমিষা, উদরাময় প্রভৃতি জন্মে; উষ্ণ গৃহে বর্দ্ধনশীল কাসি জন্মে, শরীরের বলক্ষয় ঘটে অথবা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ **এণ্টিম ক্রুড গ্রীষ্ম** কালীন রোগের ঔষধ মধ্যে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি ও প্রধান পদ লাভ করিয়াছে। তাপে, বিশেষতঃ সূর্য্যতাপে রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি যে সকল ঔষধে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে **ব্রায়, জেলস্, প্লনইন্** এবং **নেউ কার্ব্ব** উল্লেখ যোগ্য হইলেও **ব্রায়ের** সহিতই এবিষয়ে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু **ব্রায়** সহ অন্যান্য বিষয়ে ইহার এতদূর প্রভেদ যে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

banglabooks.in

শীতল জলে স্নান রোগের অথবা রোগ বৃদ্ধির কারণ।—তাপ ও শৈত্য উভয়েই রোগের বৃদ্ধি, ঔষধের বিপরীত স্বভাবের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ফলতঃ তাপ ও শৈত্য উভয়েরই অতি বৃদ্ধি ইহার রোগের কারণ। সাক্ষাৎতাপ অপেক্ষা বিকীর্ণ তাপেই ইহা বিশেষ অসহিষ্ণু। **শীতল জলে স্নান করাইলে শিশু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে থাকে।** শীতল জল-স্পর্শে **রাস** ও **সালফারের** ও রোগ বর্দ্ধিত হয় অথব জন্মে কিন্তু **রাসের** অস্থিরতা স্থলে **এণ্টিম ক্রুডের** অবসন্নতা ও নিদ্রালুতা যথেষ্ট প্রভেদ; **সালফারের** জ্বালা, শৌণিতোচ্ছ্বাস প্রভৃতিও **এণ্টিম ক্রুডে** বিরল। শীতল জলে স্নানে শিরঃশূল, সর্দ্দি, আমাশয়ের প্রতিশ্যায়, উদরাময়, ঋতুরোধ এবং দন্তশূল প্রভৃতি রোগে **এণ্টিম ক্রুড** সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

অসন্তুষ্টি, তাহাকে স্পর্শ করা, এমন কি তাহার দিকে তাকান পর্য্যন্ত রোগী ভালবাসে না এবং কথা কহিতে অনিচ্ছা।—এই সকল লক্ষণের আভাস অন্যান্য কতিপয় ঔষধে পাওয়া যাইলেও **এণ্টিম ক্রুড** ব্যতীত কোন ঔষধেই ইহা এতাদৃশ পরিস্ফুট হয় না। শিশু-রোগেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। ফলতঃ বয়স্থদিগের বুদ্ধির পক্কতা বশতঃ এই লক্ষণ স্ফূর্ত্ত পাইবার পক্ষে বাধা প্রাপ্ত লইলেও বিষাদবায়ু প্রভৃতি রোগে বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটিলে উপরোক্ত বাধা কার্য্যকরী হয় না, তখন তাহাদের এই লক্ষণ শিশুর ন্যায় সমানভাবে স্ফূর্ত্তি পায়।

চিকিৎসা।

বিষাদবায়ু (Melancholia)।—সময়ে সময়ে সংসারানভিজ্ঞ অপরিণতবুদ্ধি কোন কোন যুবকযুবতী দুর্লভ পাত্রে অথবা অপাত্রে ভালবাসার অর্পণ নিবন্ধন মনোভঙ্গ হেতু এই রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

ইহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিরত হইয়া নিভৃতে সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন ও বিষণ্ণ থাকে এবং ক্রোধপ্রবণ ও খিট্‌খিটে হয় এবং ক্রমশঃ পরিপাক-বিকার জন্মে। **এণ্টিম ক্রুড** ইহাদের উপযোগী ঔষধ। অপিচ সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, এবং সৎসঙ্গ ও সৎগ্রন্থপাঠ প্রভৃতি দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যের নিবারণ ও মুক্তবায়ুতে ব্যায়াম ইত্যাদি সহকারী উপায় অবলম্বনীয়।

চক্ষুপ্রদাহ বা অপ্‌থ্যাল্মিয়া।—**এণ্টিম ক্রুডে** চক্ষুকোণ বা ক্যান্থাই, এবং **গ্রাফাইটিসে** চক্ষুপুটের কিনারা সমধিক প্রদাহাক্রান্ত হয়। ইহাই এতদুভয়ের পার্থক্য। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রভৃতি যে কোন প্রকার আলোকের চাকচিক্যে চক্ষুর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। রোগের উপচয় কারণ সম্বন্ধে ইহা **মার্কুরিয়াসের** তুল্য হইলেও শেষোক্তের স্রাবের উগ্রতা ও তৎকর্ত্তৃক ফুসকুড়ির উদ্ভব উভয়ের যথেষ্ট প্রভেদ নিরূপণ করে।

নাসিকাসর্দ্দি।—অধিকাংশ সময়ে সর্দ্দির শুষ্কাবস্থায় নাসিকা রুদ্ধ থাকে। নাসিকারন্ধ্র এবং মুখের কোণ শুষ্ক, ফাটা এবং মামড়িযুক্ত হয়। অজ্ঞানকর মৃদু শিরঃশূল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে শীতল বায়ু অথবা উগ্রবাষ্পের আঘ্রাণের ন্যায় নাসিকার কষ্ট। এ রোগে ইহা **গ্রাফা, ক্যালকে কার্ব্ব ও এরাম টি** সহ তুলনীয়।

দন্তক্ষত বা কেরিজ।—অজীর্ণরোগগ্রস্ত শিশুদিগের দন্তোদ্গমের পর দন্তের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিকৃত এবং তাহাতে ক্ষত হইয়া তদুপরি গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। ক্ষত দন্তের বেদনা গর্ত্ত করার ন্যায়, ছেদন ও হেঁচকাটানের ন্যায় হইয়া কখন কখন মস্তক মধ্যে যায়; শয্যায়, আহারান্তে এবং শীতল জলসংস্পর্শে বেদনার বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুর মধ্যে ভ্রমণ কালে উপশম হয়। দন্তমাড়ি হইতে সামান্য কারণে রক্ত পড়ে ও মাড়ি হইতে দন্ত অপসৃত হয়; জিহ্বাসংস্পর্শে ক্ষতদন্তের স্নায়ু ছিন্ন হওয়ার ন্যায় বেদনা করে।

banglabooks.in

ডিফথিরিয়া বা মারাত্মক স-ঝিল্লিক গলক্ষত।—**এণ্টিম-নিয়াম ক্রুডাম** এ রোগের প্রচলিত ঔষধ মধ্যে গণ্য নহে। ডাং ফ্যারিংটন কোন রোগীতে ইহার মানসিক লক্ষণ অতি পরিস্ফুট দেখিয়া ইহার প্রয়োগে সম্পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। শিশু অত্যন্ত খিটখিটে ছিল এবং কেবল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাতেই বিলাপের নাকি সুরে ঘ্যান ঘ্যান ও ক্রন্দন করিত, এবং নিদ্রোত্থিত হইবার পরেই এরূপ ক্রন্দন অধিকতর দেখা যাইত। এই শিশুর নাসিকারন্ধ্রে ও মুখের কোণে মামড়ি ছিল, **এণ্টিম ক্রুড** প্রয়োগে ডিফথিরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আরোগ্য হয়।

পরিপাক যন্ত্রপথের প্রতিশ্যায়, বমন, অজীর্ণ, উদরাময় কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগ।—কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই অনুমিত হইবে যে **এণ্টিম ক্রুড** রোগমাত্রই আমাশয়াজীর্ণ সহ সংসৃষ্ট অর্থাৎ ইহার সকল রোগ সহই যেন কারণরূপে অমাশয়বিকার বর্ত্তমান থাকে। শৈত্য ও অপরিমিত আহার ইহার কারণ।

অজীর্ণ এবং বমন।—রোগী কিছু আহার না করিলেও ভূরি ভোজনের অনুভূতি জন্মে। উদর পড়িয়া থাকিলেও আমাশয় স্ফীত বোধ হয়। অনুমিত যেন ভুক্তবস্তু আমাশয় মধ্যে চাপ বাঁধিয়া রহিয়াছে, ক্ষুধা থাকে না। বিবমিষা এবং বমন উভয়ই বর্ত্তমান থাকিলেও শেষোক্তেরই প্রাধান্য থাকে। শিশু আহার অথবা পান মাত্রই বমন করে। অপরিমিত আহার, অপাচ্য বস্তু বা অত্যধিক বসাময় বস্তু, অম্ল, অম্লগুণ ওয়াইন মদ্য, ভিনিগার প্রভৃতির আহার ও পান **এণ্টিম ক্রুডের** বমনের কারণ; গ্রীষ্মকালে এই সকল বস্তু আহারে অজীর্ণ হইলে ইহাই তাহার প্রধান ঔষধ মধ্যে গণ্য। প্রথমে ভুক্তবস্তুর বমন হইয়া তাহা নিঃশেষ হইলে পরে ক্লেদবৎ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পীত দুগ্ধ ছানা বাঁধিয়া উঠিয়া যায়। ক্ষুধা থাকে না এবং উদরশূল থাকিতেও

banglabooks.in

পারে। **এণ্টিম ক্রুডের** অজীর্ণ রোগ, ইহার জিহ্বার দুগ্ধবৎ শুভ্র, পুরু লেপ দ্বারা বিশেষ পরিচিত। কখন কখন উপরিউক্ত শুভ্র লেপের পশ্চাদংশ কথঞ্চিৎ পীতাভ হয়, কখন বা জিহ্বার ধার লালবর্ণ হাজাবৎ থাকে ও গলমধ্যে হরিদ্রাভ শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয়। জিহ্বা শুষ্কও থাকিতে পারে। বিবমিষা ও বমনে ক্রমে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদরাময়।—**এণ্টিম ক্রুডের** অজীর্ণে অধিকাংশ সময়েই উদরাময় উপস্থিত হয়। উদর অত্যন্ত বেদনা ও জ্বালা করে এবং স্ফীত থাকে। রোগী বোধ করে যেন উদরমধ্যে ইক্রুপ বসাইতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে উদরস্ফীতির বৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ উদরস্ফীতি টাইফয়েড ও লো-রেমিটেণ্ট জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত শুভ্র জিহ্বা, পদের শীতলতা ও **এণ্টিম ক্রুডের** বিশেষ মানসিক লক্ষণ এবং নিদ্রালুতা বা আবল্য উপস্থিত থাকিয়া নিশ্চিতরূপে ইহার প্রদর্শন করে। গ্রীষ্মাতিসারেও উদরাধ্মান একটি প্রধান লক্ষণ।

এণ্টিম ক্রুডের উদরাময় ও উদরাধ্মান অম্লাস্বাদ ওয়াইন প্রভৃতি অম্লবস্তুর পানাহার, শীতল জলে স্নান ও অপরিমিত আহারে বৃদ্ধি পায়। গাউটরোগিদিগের হস্তাঙ্গুলির গাউট স্থানান্তরিত হইয়া অন্ত্রাক্রমণ করিলেও সর্ব্বস্থলেই উদরশূল, উদরাময় ও উদরস্ফীতি জন্মিতে দেখা যায়। এরূপ হইলে অঙ্গুলিসন্ধির গাউটের গিট সকলের বেদনা কমিয়া যায়।

ইহার বিষ্ঠা জলবৎ, ঘন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড মিশ্রিত থাকে। গ্রীষ্মাতিসারে রোগী তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যায় ও শুট্‌লেমিশ্রিত তরল বিষ্ঠা নির্গত হয়। এইরূপ বারম্বার হইয়া উদরস্থ বিষ্ঠা নিঃশেষ হইলে কোঁথানি সহ আমরক্ত রোগারম্ভ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধও ইহাতে বিরল নহে। অজীর্ণরোগে অধিক বমন হইয়া উত্তেজক অজীর্ণ পদার্থের অধিক ভাগ বিদূরিত হইলেই উদরাময়ের পরিবর্ত্তে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে। বিষ্ঠায় দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র শুষ্ক ও কঠিন খণ্ড খণ্ড

banglabooks.in

অজীর্ণ পদার্থ থাকে। শিশুদিগের ন্যায় বৃদ্ধাবস্থার উদরবিকারেও **এণ্টিম ক্রুড** উপকারী। বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমিক উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধে পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটলে মিশ্রিত জলীয় এবং কঠিন, শুষ্ক ও খণ্ড খণ্ড বিষ্ঠা নির্গত হয়।

যকৃৎ-রোগ।—উদরযন্ত্রাদির মধ্যে ইহার দ্বারা **যকৃৎই** অতি প্রবলরূপে আক্রান্ত হয়। যকৃৎ অথবা তাহার অংশবিশেষ কঠিনস্পর্শ হয়, স্ফীত স্থানে বিদারণ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা থাকে। অনেক সময়ে পিত্তকোষ প্রদেশের বেদনা ও কখন কখন ন্যাব্যা রোগও জন্মে।

ইপুসা সাইনেপিয়াম—শিশু দুগ্ধের ছানার ন্যায় বৃহৎ চাপ চাপ বস্তুর বমন করিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। হড় হড় করিয়া বমন হইলে দুর্ব্বলতাবশতঃ শিশু নিদ্রাভিভূত ও ক্ষুধা পাইলে জাগ্রত হয়। **এণ্টিম ক্রুড** শিশু দুগ্ধের বমন মাত্রই ক্ষুধিত হয়। বহুকালব্যাপী আহারের অত্যাচারে, গ্রীষ্মতাপে অথবা দন্তোদ্গমের উত্তেজনায় **ইপুসা**-রোগ জন্মে। ডাং ফ্যারিংটনের মতে শিশুদিগের দন্তোদ্গমকালের দন্তমাড়ির ক্ষতবৎ টাটানি ও বমন ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইপিকাক—ইহার বমন আহারান্তে, কাসিতে কাসিতে এবং অম্ল-বস্তুভক্ষণে উপস্থিত হয়। বমনাপেক্ষা ইহাতে বিবমিষার প্রাধান্য থাকে। অন্য প্রভেদক লক্ষণ এই যে, **ইপিকাকের** জিহ্বা পরিষ্কার অথবা সামান্য সমল, **এণ্টিম ক্রুডের** জিহ্বা পুরু শুভ্রলেপযুক্ত।

ব্রায়নিয়া—ইহা অনেক বিষয়েই **এণ্টিম ক্রুড** তুল্য। ইহাতে শুষ্ক মুখ, শুভ্রলেপ জিহ্বা এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিদিগের অমিতাহারে ইহার রোগ জন্মে। প্রভেদ এই যে, **ব্রায়** জিহ্বার পার্শ্ব পরিষ্কার, তাহার মধ্যাংশের মূলদেশ পর্য্যন্ত শুভ্রলেপযুক্ত। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা স্থূল, শুষ্ক ও কটাবর্ণ এবং উদরাময় থাকিলে বিষ্ঠা দুর্গন্ধ, জলবৎ এবং পুরাতন পনিরের (cheese) ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়।

banglabooks.in

পাল্‌সেটিলা—মানসিক লক্ষণে উভয় ঔষধ তুল্য। শূকরমাংস ভক্ষণে উভয় ঔষধেরই রোগ জন্মে। বমন লক্ষণে উভয়ই পৃথক। **পালসের** বিষ্ঠা ও **এণ্টিমক্রুডের** বিষ্ঠা সমান নহে; **পালসের** বিষ্ঠা সবুজাভ, পীতাভ সবুজ এবং ক্লেদযুক্ত। বরফ কুলপি, পিষ্টক প্রভৃতি মিশ্র খাদ্য আহার, **পাল্‌স** রোগের প্রধান কারণ।

অর্শরোগ।—শৈত্যসংস্পর্শে, বৃষ্টির দিনে ও শীতল জলে স্নানে গাউটরোগগ্রস্ত বৃদ্ধদিগের অর্শ প্রদাহ এবং বেদনাযুক্ত হইলে ইহা উপকারী।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—জরায়ুভ্রংশ বা পেঁদরোগ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে **এণ্টিম ক্রুড** নিতান্ত নিষ্ক্রিয় না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীরোগে ইহার বিশেষ ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় না। শৈত্য-সংস্রবনিবন্ধন ঋতুরোধ প্রযুক্ত জরায়ুভ্রংশ ঘটিলে কোন কোন অবস্থায় ইহা দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে অবিশ্রান্ত ঠেল মারার উপস্থিতি নিবন্ধন যোনিপথে জরায়ু নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি জন্মে এবং অণ্ডাধার (ovary) প্রদেশের উপরিভাগ স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয়। ইহার **শ্বেতপ্রদর** জলবৎ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাখণ্ডমিশ্রিত।

রসবাত, গাউট রোগ বা ক্ষুদ্র বাত।—ইহার রসবাতরোগে পেশী, বিশেষতঃ পদের ক্ষুদ্রপেশী আক্রান্ত হওয়ায় পদতলের অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্য রোগী কষ্টে মৃত্তিকায় পদনিক্ষেপ করিতে পারে। বেদনা আততভাবের ও তীরবেঁধার ন্যায় এবং পূর্ণতাসহ কশাভাববিশিষ্ট; আক্রান্ত পেশী ও কণ্ডরা বা টেণ্ডনের খর্ব্বতা নিবন্ধন অঙ্গ বক্র হইয়া যায়। উষ্ণ বায়ু এবং সূর্য্যতাপে রোগ বৃদ্ধি পায়; রোগকালে বিবমিষা, বমন, জিহ্বার পুরু শুভ্র লেপ এবং রজনীতে অত্যন্ত তৃষ্ণা উপস্থিত থাকে। যুবকদিগের ধাতুগত পুরাতন গাউট রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। অনেক সন্ধিতে নডুল বা গুলিকা জন্মে।

banglabooks.in

নখরোগ।—নখে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। ইহা নখের উপযুক্ত বৃদ্ধি ও উৎকর্ষের বাধা জন্মায়। যদি কোন প্রকারে আঘাত লাগিয়া **নখ** বিদীর্ণ হয় ও আরোগ্য না হইয়া ফাটা ভাবেই বৃদ্ধি পায় ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, **এণ্টিম ক্রুড** তাহা সংশোধনে সমর্থ। ডাং ফ্যারিংটন তাঁহার ঘোড়ার ফাটা ক্ষুর এতদ্দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন।

ত্বক্‌রোগ।—কাউর, কড়া (corns), পূয়গুটিকা প্রভৃতি। —**এণ্টিমনিয়াম্ ক্রুডামের** ত্বগুদ্ভেদের সাধারণ প্রকৃতি এই যে তাহার স্রাব শুষ্ক হইয়া কঠিন মামড়ি উৎপন্ন করে, এবং ত্বকের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা অতীব কঠিন কড়ার ন্যায় শক্ত ও বর্দ্ধনশীল হয়।

এণ্টিমক্রুডের কাউর বা পামা রোগে স্রাব শুষ্ক হইয়া অতি কঠিন শৃঙ্গের ন্যায় মামড়ি জন্মে; ইহা **রেণাঙ্কুলাস বাল্ব** সহ তুলনীয়।

মুখমণ্ডলের **লোহিতবর্ণ ফুসকুড়ি** এবং মদ্যপায়িদিগের বয়োব্রণ রোগে ইহা উপকারী; আমাশয়বিকার, তৃষ্ণা এবং শুভ্রলেপযুক্ত জিহ্বা বর্ত্তমান থাকে।

অতিকৃচ্ছ সাধ্য বয়োব্রণ পাকিবার সম্ভাবনা হইলে **এণ্টিম টা** উপকারী।

খুজা বয়োব্রণের অতিশ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য।

ত্বকের অতি পুরু কঠিন ও কর্কশ বিবৃদ্ধি জন্মিলে তাহা যে কোন শরীরাংশেই হউক **এণ্টিম ক্রু** দ্বারা আরোগ্য হয়। শিশুদিগের মস্তকের মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট মামড়িতে ইহা উপকারী।

পদতলের বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠের নিকটবর্ত্তী স্থানের বৃহৎ কড়া ইহাতে আরোগ্য হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৪ (LECTURE XXIV.)

এণ্টিমনিয়াম্ টার্টারিকাম্ (Antimonium Tartaricum)।

প্রতিনাম।—টার্ট্রেট অব্ এণ্টিমণি এণ্ড পটাস।

সাধারণ নাম।—টার্টার ইমেটিক।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে পরিষ্কার টার্টার ইমেটিকের ট্রিটুরেষণ অথবা ইহার জলমিশ্র হইতে সুরাসারের অরিষ্ট; উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক হইতে ত্রিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম। সাধারণতঃ ২×ট্রাইটুরেষণ হইতে ২০০ ক্রম। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা এই—ডাং পেইন—ঢেউ আসা যাওয়ার ন্যায় পর্য্যায়ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি সহ ললাটের বেদনা, সর্ব্বশরীরের বিশেষতঃ উর্দ্ধাঙ্গের অত্যধিক অস্থিরতা; মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে যেরূপ হাই উঠে তদ্রূপ হাই উঠিয়া মূর্চ্ছা যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি এবং ললাটে ও মুখমণ্ডলে বিশেষ প্রকারের শীতল, চট্‌চটে ঘর্ম্ম, ২০০, আরোগ্য। ডাং স্মিথ—স্তন্যপায়ী শিশু; মুখে জাড়ীর ঘা সহ অবিরতঃ বমনের প্রবৃত্তি; স্তন্য পানান্তেই প্রচুর দুগ্ধ বমণ; বমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিবমিষা ও চক্ষু হইতে অজস্র জলস্রাব; ৩০, আরোগ্য। ডাং স্মল—২ বৎসরের শিশু; সামান্য কারণেই স্বরভঙ্গ ও ক্রুপবৎ কাসির আক্রমণ হইত; পিতার হাঁপরোগ ছিল এবং মাতা চিররুগ্না ছিলেন। শিশু বলিষ্ঠ না থাকিলেও সাধারণ ভাবে সুস্থ ছিল। রোগাক্রমণের কিছু পূর্ব্বে বিমর্ষভাব ধারণ করিত; বিনা কারণে হঠাৎ মধ্যরজনীতে ক্রুপ বা ঘুংরি কাসির আক্রমণ ও স্বরভঙ্গ হইয়া কাসিতে আরম্ভ করিত। লক্ষণ—শ্বাসকৃচ্ছ্র, মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম্ম এবং স্বরযন্ত্র ও

banglabooks.in

উপচয়।—আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায়; সন্ধ্যাকালে; রজনীতে শয়নাবস্থায়; গাত্রচালনায়; উষ্ণ গৃহমধ্যে; বসন্তকালের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে (কেলি সাল্‌ফ)।

উপশম।—মুক্ত শীতল বায়ুমধ্যে; ঋজুভাবে উপবেশনে; উদ্‌গারে; গয়ার নিষ্ঠুত হইলে; দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে (টেবেক)।

সম্বন্ধ।—এণ্টিম টার্টের কার্য্যপ্রতিষেধক—এসাফি, সিঙ্ক, ককুলাস্, ইপিকা, লরসি, অপিয়াম, পাল্‌স্, সিপিয়া।

এণ্টিম টার্ট যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিপিয়ার।

রোগবিশেষে এণ্টিম টার্ট যাহার সহিত সমক্রিয়।—হাঁপানি, হৃৎপিণ্ডবিকার ও আমাশয়ের প্রতিশ্যায় প্রভৃতিতে আর্সেনিকের; ঘুংরি কাসি ও স্বরযন্ত্রের আক্ষেপের একর; ঘুংরি কাসিতে ব্যারাইটা কার্ব্ব ও ব্রমিনের; ফুস্‌ফুসের জলশোথ ও নিউমনিয়ায় ক্যাম্ফর, হিপার, আয়ডি ও কেলি হাইড্রির; নিদ্রাভঙ্গে শ্বাসকৃচ্ছ্র, স্বরযন্ত্রের স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, হাঁপানি এবং শ্বাসরোধে ল্যাকেসিসের; শ্বাসযন্ত্রের প্রতিশ্যায় রোগে, এণ্টিম টার্টের বিস্তৃত নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তে নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি হইলে লাইকর; উদরাময়, উদরশূল, বমন, হিমাঙ্গ এবং অম্ল বস্তুর স্পৃহায় ভিরেট্রামের।

এণ্টিম টার্টে শরীরের অধিকতর ঝাঁকি, নিদ্রালুতা এবং মূত্রবেগ ও ভিরেট্রামে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম এবং মূর্চ্ছা থাকে।

ট্রেকিয়ার দ্রুত সঙ্কোচন; ৩×, আরোগ্য। ডাং নিউটন—৮৩ বৎসরের বৃদ্ধ; কটিদেশের তীক্ষ্ণ বেদনা; সামান্য শরীর চালনায় বমনোদ্‌বেগ, শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম এবং পৃষ্ঠে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক বেদনা; ৩, আরোগ্য। ডাং ডাজিয়ন—পূয়গুটিকা আরোগ্যান্তে মুখে কদাকার, নীলাভ লোহিত কলঙ্ক থাকিয়া যায়; জননেন্দ্রিয়প্রদেশে ও উরুদেশে ঐরূপ বেদনাযুক্ত উদ্ভেদের বর্ত্তমানতায় উপবেশনে ও ভ্রমণে অশক্ত; বেদনার উত্তেজনায় নিদ্রাহীনতা, ২× ট্রিটু, আরোগ্য।

banglabooks.in

ইহা ইপিকার সদৃশ হইলেও এণ্টিমে শ্বাসপ্রশ্বাসের অসম্পূর্ণতা বশতঃ অধিকতর নিদ্রালুতা বর্ত্তমান থাকে। ফুস্‌ফুস্ কার্য্যে অশক্ত হওয়ায় কাশি কমিয়া যাইলে অথবা বন্ধ হইলে রোগী যদি আবল্যগ্রস্ত হয় তবে ইপিকার পরিবর্ত্তে এণ্টিম টার্ট ব্যবহার্য্য।

টিকার বা ভ্যাক্‌সিনেসনের কুফল সংশোধনে থুজা কার্য্যকারী এবং সিলিক প্রদর্শিত না হইলে এণ্টিম টার্ট ফলপ্রদ।

ভগ্নস্বাস্থ্য রোগীর হাইড্রকেফালাস, স্বরযন্ত্রপ্রদাহ এবং নিউমনিয়া রোগ প্রভৃতিতে ইহা ফস্‌ফরাস্ সহ সম্বন্ধযুক্ত।

বায়ুনালী মধ্যে আগন্তুক বস্তুর বর্ত্তমানতায় সিলিকের, পূয়ধাতুর রোধ ঘটিলে পাল্‌সের, সেঁতা গৃহে বাসপ্রযুক্ত পীড়ায় টেরিবিন্থের পর এণ্টিম টার্ট প্রযোজ্য।

এণ্টিম টার্ট কর্ত্তৃক জননেন্দ্রিয়প্রদেশে পূয়গুটিকা জন্মিলে কনায়াম তাহা আরোগ্য করে।

এণ্টিম টার্ট যাহার পরে প্রযোজ্য।—ব্যারা কার্ব্ব, পাল্‌স্, ক্যাম্ফর, কষ্টি।

এণ্টিম টার্টের পরে যাহা প্রযোজ্য।—ক্যাম্ফর, ইপিকা, পাল্‌স, সিপিয়া, সাল্‌ফার।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, এণ্টিম ক্রুড, ক্যাম, ডিজি, ইগ্নে, কেলি বাই, ইপিকা, লবে, নাক্‌স ভ, ফস্, টেবেক, ভিরেট ভি, সিকেলি।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—জড়বৎ, রসপূর্ণ ও শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী।

সিক্ত নিম্নতল গৃহে অথবা শীতের ঘরে বাসনিবন্ধন (এরাণ, আর্স, টেরিবিন্থ) সবিরাম এবং অন্যান্য প্রকারের জ্বর; সবিরামজ্বরে বিবমিষা, ক্ষুধার অভাব ও কোষ্ঠবদ্ধ (এণ্টিম ক্রুড); শিশু নিকটস্থ ব্যক্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে; কোলে বেড়াইতে চাহে; কোন ব্যক্তি তাহাকে

banglabooks.in

স্পর্শ করিলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সুরে ঘ্যান ঘ্যান করে, নাড়ী দেখিতে দেয় না।

রোগী কাসিলে শ্বাসনলীমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা আছে বলিয়া **বোধ হয়** এবং মনে হয় অনেক গয়ার উঠিবে কিন্তু কিছুই উঠে না।

মুখমণ্ডল শীতল, পাণ্ডুর, নীলাভ ও শীতল ঘর্ম্মাপ্লুত (টেবেক)।

দক্ষিণ পার্শ্ব ভিন্ন যে কোন প্রকার অবস্থানেই মূর্চ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত বমন; মূর্চ্ছার পরে দুর্ব্বলতা ও নিদ্রালুতা; উদরাময় এবং শীতল ঘর্ম্মযুক্ত সাংঘাতিক প্রকৃতির কলেরা (ভিরেট)।

জলমগ্ন হওয়া; শ্বাসনালীমধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয়; ফুসফুসের আসন্ন পক্ষাঘাত এবং স্বরযন্ত্র অথবা ট্রেকিয়া মধ্যে আগন্তুক বস্তু প্রবেশ প্রভৃতির বাধা নিবন্ধন শ্বাসরোধ হেতু আবিল্য এবং চৈতন্যহীনতা সহ মৃত্যুকল্প অবস্থা।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই পাণ্ডুর, শ্বাসহীন এবং খাবি খাওয়ার অবস্থা-বিশিষ্ট; শিশুর শ্বাসরোধ বা আক্ষিক্‌সিয়া নিওনেটোরাম; মৃত্যুকালীন ঘড়ঘড়ি (টেরেণ্টুলা)।

অতিশয় নিদ্রালুতা, অথবা প্রায় সকল রোগেই **অদম্য নিদ্রাপ্রবণতা** (নাক্স ম, ওপিয়াম)।

রোগকারণ।—শৈত্যসংস্পর্শ; সিক্ত নিম্নতল গৃহে বাস; খনি প্রভৃতি ভূগর্ভস্থ নিম্ন স্থানে বাস অথবা কর্ম্ম ইহার সাধারণ রোগকারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—এণ্টিম টার্ট সাক্ষাতভাবে মস্তিষ্কের অধো-ভাগের এবং মেডুলা অব্‌লঙ্গেটার উপর ক্রিয়া করিয়া তদুত্থিত স্নায়ুযোগে ও পরম্পরাভাবে আমাশয়, ফুসফুস এবং যকৃতের শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর

banglabooks.in

বিশেষরূপ বিকারাবস্থা উৎপন্ন করে। উপরিউক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিকারের সঙ্গে সঙ্গেই নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ু সহযোগে রক্তসঞ্চালক ও শ্বাসযন্ত্রমণ্ডলের প্রভূত অবসাদের অবস্থা উৎপন্ন হয়। ইহা এইরূপে শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর সর্দ্দি জাতীয় প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং ইহার অন্যবিধ ক্রিয়ায় তাহাতে পুয়গুটিকা জন্মে।

ইহার প্রদাহপ্রযুক্ত ত্বকের পুয়পূর্ণ পীড়কা, বসন্তগুটিকার অনুরূপ প্রতীয়মান হয়। এণ্টিম টার্ট বড়ই টিমুক্ষয়ের সাহায্যকারী বস্তু। বিশেষতঃ শিশুদিগের বক্ষমধ্যে প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মার সঞ্চয় করিয়া ঘড় ঘড়ি সহ বমন ও নিদ্রালুতা উপস্থিত করা ইহার বিশেষ প্রকৃতি মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকামের উপাদান এণ্টিমনি ও পটাস। উভয়ই হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা উৎপাদক বস্তু। ইহার প্রাথমিক ক্রিয়া ডিজিটেলিসের অনুরূপ। ডিজিটেলিসের ন্যায় ইহা প্রথমে মেডুলা অবলঙ্গেটার নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুবিধানের কেন্দ্রস্থান আক্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা উৎপাদন ও পরে তাহার মন্থর গতি আনয়ন করে। ডিজিটেলিসের ক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের এইরূপ মন্থর গতি আনয়নেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম কেবল এইরূপ ক্রিয়া সাধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহা হৃৎপিণ্ড হইতে পুনরায় কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা ও মস্তিষ্কের অধোভাগ আক্রমণ করে এবং তথা হইতে নিউমগ্যাষ্ট্রীক স্নায়ুর শাখাদ্বয়ের অন্যতর শ্বাসযন্ত্রশাখা সহযোগে শ্বাসযন্ত্র এবং আমাশয়িক অপর শাখা সহযোগে পরিপাকযন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহারই ফলে একদিকে শ্বাসক্রিয়ার প্রভূত দুর্ব্বলতা, সর্দ্দির ভাব এবং পেশীর অবসন্নতা, অপর দিকে বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়। ইহার ক্রিয়ায় প্রভূত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতার প্রাধান্য থাকিলেও তৎসহ বিবমিষা ও বমন, অধঃ অঙ্গের খল্লী,

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গের, বিশেষতঃ মস্তকের কম্প, অত্যধিক অস্থিরতা, মানসিক উত্তেজনা ও অসন্তুষ্টি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া এই দুর্ব্বলতার মধ্যেও যেন সবলতার ভাব লক্ষিত হয়। ইহার বমনের বিশেষত্ব ইপিকাকবমনবর্ণনে প্রদর্শিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ বমনের চিকিৎসায় ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি নাই।

যান্ত্রিক ক্রিয়ায় এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম শ্বাসযন্ত্র, আমাশয় ও যকৃতের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দিকর প্রদাহ উৎপাদন করে। শ্বাসযন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত দুর্ব্বলতার সহিত এই যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকার যোগে ইহা যে ভয়াবহ দৃশ্য ও সাংঘাতিক ফল উৎপাদন করে তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ফুস্‌ফুসের নিউমনিয়া সদৃশ প্রদাহাবস্থা উৎপন্ন করা বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও আমরা ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া রোগে ইহা প্রয়োগ করিয়া ফল পাইয়া থাকি। ইহার অন্য প্রকার যান্ত্রিক ক্রিয়াবিকারে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর, বিশেষতঃ তাহার বহির্ব্বিস্তার, ত্বকের উপর একরূপ সপূয় পীড়কা উৎপন্ন হয়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ঐরূপ পীড়কা বসন্তোদ্ভেদের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। এই কারণে অবস্থাবিশেষে ইহা বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মস্তিষ্কের জ্ঞানস্থানে সাক্ষাৎ ভাবে এণ্টিম টার্টের কোন ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না, শরীরের সাধারণ দুর্ব্বলতা ও অবসাদ ভাব সহ কিঞ্চিৎ উত্তেজনাপ্রবণতা লক্ষণই মস্তিষ্কবিকারের আভাস দেয় মাত্র।

মস্তিষ্ক মধ্যে গোলমাল ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী নিদ্রা যাইবার আবশ্যকতা অনুভব করে।

স্পর্শ করিতে যাইলেই শিশু খ্যান খ্যান ও ক্রন্দন করে, মেজাজ অত্যন্ত খারাপ থাকে।

রোগী সন্ধ্যাকালে চীৎকার সহ আনন্দ প্রকাশ করে, কখন বা আশঙ্কান্বিত ও অস্থির হয়; মানসিক অশান্তি জন্মিবে বলিয়া রোগী একাকী থাকিতে ভীত, মানসিক উত্তেজনা থাকে; সামান্য কারণেই ভীতি।

banglabooks.in

চৈতন্যবিকারে চক্ষু মুদ্রিত করিলে ও ভ্রমণ করিলে চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষ সঞ্চালনবৎ ছায়া উপস্থিত হইয়া শিরোঘূর্ণন, মস্তক উত্তোলন করিলেও শিরোঘূর্ণন প্রযুক্ত রোগী শয়ন করিতে বাধ্য।

অত্যন্ত নিদ্রালুতায় হাই উঠিতে থাকে; নিদ্রার অদম্য প্রবৃত্তি; নিদ্রাবেশ হইতে হইতেই শরীর মধ্যে যেন একরূপ আঘাত (shock) ও ঝাঁকি বোধ, যেন তাহা উদর হইতে আসিতেছে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ে উচ্চ শব্দের শ্রবণ। বামকর্ণের সম্মুখে বৃহৎ পক্ষীর পক্ষচালনাবৎ শব্দ শ্রুত ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ণে তাপানুভূতি। দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখে কম্পিত ভাবের দৃশ্য। রোগী বোধ করে যেন পুরু ঝিল্লির মধ্য দিয়া দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিলোপ ঘটে।

রসনেন্দ্রিয় বিকারে আস্বাদের বিশেষত্বের অভাব; আস্বাদ লবণাক্ত, অম্ল, তিক্ত, কখন বা পচাডিম্বের ন্যায়। রোগী খাদ্যের কোন স্বাদ পায় না, তাম্রকুটের স্বাদ পায় না।

গতিপ্রদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে বহিরাভ্যন্তর সর্ব্বশরীরের ও মস্তকের কম্প, বিশেষতঃ হস্ত চালনা করিলেই অবশভাবসহ দুর্ব্বলতাপ্রকাশক কম্প। অত্যন্ত অস্থিরতা; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও আলস্য; শরীরের শয্যাগত অবস্থা এবং জড়তা; মূর্চ্ছাভাব; পর্য্যায়ক্রমে শরীর টলে এবং রোগী অজ্ঞান হয়।

শিরঃশূলে বোধ হয় যেন ললাটপ্রদেশ ব্যাণ্ডেজ দ্বারা দৃঢ় সংবদ্ধ; মদ্যপায়ীর ন্যায় মস্তকের মত্ত ভাব; উপাধান হইতে মস্তকোত্তোলনে মস্তকে ভার বোধ; ললাটে চাপ সহ বেদনা; সূচিবেধবৎ বেদনা বাম চক্ষু অভ্যন্তরে যায়; ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে দপদপানি বেদনা; তাহার দক্ষিণ দেশের টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা নিম্নে জাইগোমা ও উর্দ্ধে চোয়ালে বিস্তৃত। কাসিলে মস্তক বিশেষরূপ কম্পিত হইতে থাকে।

এণ্টিম টার্টরোগীর মুখমণ্ডল পীতাভ, পাণ্ডুর, স্ফীত, আক্ষেপে

banglabooks.in

কুঞ্চিতপেশীযুক্ত, শীতল ঘর্ম্মাবৃত ও কষ্টব্যঞ্জক; নাসিকা কুঞ্চিত; নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও ঝুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; নাসাপুট স্পন্দনশীল অর্থাৎ পাখার ন্যায় গতিবিশিষ্ট; চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণরেখাবেষ্টিত; ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত ও পাণ্ডুবর্ণ; ইহার সহিত মুখের এক পার্শ্বব্যাপী, এমন কি মস্তক ও গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। বমনচেষ্টা থাকিলে মস্তক ও ললাটে উষ্ণ ঘর্ম্ম লক্ষিত হয়।

চক্ষুবিকারে চক্ষু ঘোলাটে ও ভাসমান; চক্ষুর প্রদাহ ও প্রচুর জলস্রাব; চক্ষুপুট ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত; চক্ষুর ক্লান্তি বোধ; চক্ষু মুদ্রিত করিবার প্রবৃত্তি; রোগী চক্ষুপুট সবলে চাপিত করিতে ইচ্ছা করে।

নাসিকারোগে হাঁচি, স্রাবযুক্ত সর্দ্দি এবং শীত ভাবের সহিত ঘ্রাণ ও আস্বাদ শক্তির লোপ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকার ন্যায় নাসিকামূলের টানটান ভাব সহ অজ্ঞানতার অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রবিকারে রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর, দ্রুত, স্থূল, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং কষ্টকর, ও তজ্জন্য সন্ধ্যাকালে ও ৩টা রজনীতে উপবেশনাবস্থায় থাকিতে হয়; কাসিয়া গয়ার উঠাইতে পারিলে উপশম। **শ্বাসরোধের ন্যায় ভয়ানক কষ্ট, শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না, উঠিয়া বসিতে বাধ্য হয়। নিষ্ঠীবনে কর্ণেরন্ধ্রোধ নিবন্ধন শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও অগভীর। গয়ার নিষ্ঠীবনে শ্বাসকৃচ্ছ্রের উপশম।**

কর্কশ শব্দ সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি; কাসি উপস্থিত হইলে রোগী উঠিয়া বসিতে বাধ্য; কাসি আর্দ্র ও গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, কিন্তু গয়ার উঠে না। ক্রমেই কাসি অধিকতর সময়ান্তর হইতে থাকে এবং শোণিতে কার্ব্বন সঞ্চয়ে সমলতা নিবন্ধন অপরিষ্কার হওয়ার চিহ্ন রোগীর শরীরে লক্ষিত হয়।

banglabooks.in

বক্ষমধ্যে অত্যধিক শ্লেষ্মার সঞ্চয় ও তন্নিবন্ধন ঘড় ঘড় শব্দ—বক্ষ শ্লেষ্মাপূর্ণ বলিয়া বোধ, কিন্তু নিষ্ঠীবনের শক্তি হীনতা; বক্ষের যন্ত্রণা বশতঃ উৎকণ্ঠা ও তাপোচ্ছ্বাস যেন হৃৎপিণ্ডে ধাবিত; বক্ষের সঙ্কোচন।

তন্দ্রাভিভূতাবস্থায় অথবা ক্রন্দন কালে, মুখমণ্ডলের পেশীর আনর্ত্তন সহ (বিশেষতঃ শিশুদিগের) **অব্যবহিত পর পর কাসি ও মুখব্যাদান।** শিশুর ক্রোধ হইলেই কাসি হয়।

বক্ষমধ্যে চাঁছাভাবের অনুভূতি সহ কাসি ও পূয়বৎ গয়ারের নিষ্ঠীবণ। ফুসফুসের শোণিতস্রাবান্তে রক্তময় শ্লেষ্মের নিষ্ঠীবণ।

হৃৎকম্প; হৃৎপিণ্ডের কষ্টানুভূতি; হৃৎপ্রদেশে উৎকণ্ঠা সহ শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন।

নাড়ী **দ্রুত, দুর্ব্বল ও কম্পমান।** কখন বা নাড়ী পূর্ণ ও মন্থরগতি, অথবা সঙ্কুচিত এবং প্রায় লোপযুক্ত।

ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠোপরি চুলকনাযুক্ত রসবিম্বিকা; ওষ্ঠ শুষ্ক এবং শুষ্ক ছালযুক্ত।

দন্তরোগে দন্তমাড়ি রক্তস্রাবপ্রবণ, বেদনা ও স্ফীতিহীন, কিন্তু স্পর্শে বেদনাযুক্ত। চর্ব্বণে, অম্ল বস্তু আহারে এবং শীতল বস্তু মুখে রাখিলে দন্তশূলের বৃদ্ধি। দন্ত শীতল জলে অসহিষ্ণু; প্রাতঃকালে ভয়ঙ্কর দন্ত কন্‌কনানি; সবিরাম সর্দ্দিজ দন্তশূল; দন্তমাড়ি হইতে রক্তস্রাব।

জিহ্বামধ্য অত্যন্ত লোহিতবর্ণ ও শুষ্ক; জিহ্বা রেখাকারে লোহিত। পুরু শুভ্র কাইর ন্যায় লেপযুক্ত; অত্যন্ত পাতলা শুভ্র লেপময় ও লোহিতবর্ণ কণ্টক বা প্যাপিলিযুক্ত; জিহ্বা চালনা করা কষ্টকর ও বেদনাপ্রদ।

গলমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা। গলাধঃকরণক্রিয়া কষ্টকর ও বেদনাযুক্ত।

banglabooks.in

অম্লবস্তু এবং আতা বা আপেল ফলে লালসা সহ তৃষ্ণার বৃদ্ধি ; **সম্পূর্ণ তৃষ্ণাহীনতা ;** রজনীতে পচা ডিম্বের ঘ্রাণযুক্ত উদ্‌গার।

আহারান্তে আমাশয়মধ্যে ন্যক্কারের ভাব ; আমাশয়োপরি ভারি বোধ সহ **বিবমিষায় উৎকণ্ঠা জন্মিয়া** পরে ললাটমধ্যে শিরঃশূল ; সমুদয় রজনীতেই বমন সহ ঐরূপ হয়।

অনেক চেষ্টায় বমন হয় ; মূর্চ্ছা না হওয়া পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী বমন, পরে অলসভাব, নিদ্রালুতা এবং আহারে ঘৃণা সহ শিরঃশূল ও হস্তের কম্প। আমাশয়ের পূর্ণতা ও ভারিবোধ।

আহার ব্যতীতও উদর যেন প্রস্তর খণ্ডে পূর্ণ থাকার অনুভূতি, কিন্তু স্পর্শে কঠিন বোধ হয় না ; মলত্যাগের পূর্ব্বে উদরের কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা ; উদরাধ্মান।

সরলান্ত্রে সূচিবেধবৎ বেদনা ; প্রভূত পরিমাণ উদরাময় ; বিষ্ঠা পীতাভ কটা, পাতলা, পিত্তময় ও আমযুক্ত ; কখন মলদ্বারের তাপানুভূতিসহ সবুজ বর্ণ ও তরল ; কখন বা মদ্যের গেঁজলার ন্যায় পদার্থযুক্ত, ক্লেদময় ও অতি দুর্গন্ধ বিষ্ঠা। উদর বিষ্ঠাপূর্ণ থাকে ও নিষ্ফল মলবেগ হয় ; বেগ হইলেও মলত্যাগ হয় না।

মূত্র গভীর কটাসে লোহিতবর্ণ, ঘোলা এবং তীব্র ঘ্রাণবিশিষ্ট ; কিয়ৎকাল রাখিলে আবিলগ্রস্ত হয় ও বেগুনি রঙ্গের পার্থিব (earthy, not organic) তলানি পড়ে ; মূত্রস্থালীর তীক্ষ্ণ বেদনা হইয়া অল্প পরিমাণ মূত্র ত্যাগান্তে কতিপয় ফোটা রক্ত পড়ে ; মূত্রে এলবুমেন থাকে ; মূত্রত্যাগ কালে ও তাহার পরে মূত্রনালীর জ্বালা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারে উপযুক্ত ঋতুকালের অতি পূর্ব্বে দুই দিন মাত্র মৃদু ঋতুস্রাব। ঋতু হইবার পূর্ব্বে কুচকিতে বেদনা সহ গাত্রে শীত হাঁটিয়া বেড়াইবার ন্যায় অনুভূতি। শ্বেতপ্রদরে আবেশে আবেশে জলবৎ

banglabooks.in

শোণিতস্রাব, উপবেশনাবস্থায় বর্দ্ধিত। জননেন্দ্রিয়ের বহির্দ্দেশে পূয়পীড়কা জন্মে।

গ্রীবাপেশীর খল্লী; কটিদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা; গ্রীবা চালনার সামান্য চেষ্টা করিলেই বমনের বেগ এবং শীতল চটচটে ঘর্ম্ম; দুর্ব্বলতার বেদনার ন্যায় বেদনা, আহারান্তে ও উপবেশনে উপশমিত; কটিবাত; কশেরুকাস্থি সকলের পরস্পর ঘর্ষণের অনুভূতি।

অঙ্গনিচয়ে অসাড়তা ও শীতভাবের অনুভূতি।

হস্তের মৃদু কম্প; সন্ধ্যাকালে ভ্রমণাবস্থায় উরুর পশ্চাতের পেশীবিশেষের আতত ভাব; উপবেশন মাত্র পদের ঝিনঝিনি।

ত্বগুদ্ভেদ বসন্ত গুটিকার ন্যায় স্থূল, মটরবৎ, বৃহৎ এবং সাধারণতঃ পূয়পূর্ণ; লোহিতবর্ণ মণ্ডলবেষ্টিত উদ্‌ভেদ; সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা (vesicle); মুখমণ্ডল বেদনাযুক্ত সপূয় উদ্‌ভেদ নিবন্ধন নীলাভ লোহিত কলঙ্ক; বহিস্থ জননেন্দ্রিয়প্রদেশে এবং উরু প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ উদ্ভেদ।

জ্বরাক্রমণে সর্ব্বশরীরের কম্প ও শীতভাব, শরীরে তাপের বৃদ্ধি ও সর্ব্বশরীরে প্রচুর ঘর্ম্ম; অনেক সময়ে শীতল ও চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

প্রদর্শক লক্ষণ।

বক্ষঃ মধ্যে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ ও শ্লেষ্মা নিষ্ঠূত করার ক্ষমতাহীনতা।—এই শব্দ মুমূর্ষুরোগীর মৃত্যুঘড়ঘড়ীর অনুরূপ। শ্বাসনালী অভ্যন্তরে ঘনীভূত শ্লেষ্মা শ্বাসপ্রশ্বাস সহ উঠিতে নামিতে থাকায় এইরূপ শব্দ। রোগী কাসিলে বোধ হয় যেন কতই শ্লেষ্মা উঠিবে, কিন্তু কিছুই উঠে না। শ্বাসযন্ত্রের শক্তিহীনতা বশতঃ রোগী শ্লেষ্মা তুলিতে অক্ষম হওয়ায় এইরূপ অবস্থা ঘটে। এণ্টিম টার্টের মূলক্রিয়া শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা উৎপাদন; সুতরাং নিউমনিয়া প্রভৃতি বক্ষঃরোগের নিশ্চিৎ লক্ষণ, এমন কি এণ্টিম টার্টের সর্ব্ববিধ রোগেই এই

banglabooks.in

লক্ষণ ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে। স্থলবিশেষে স্পষ্টতঃ ঘড় ঘড় শব্দ না থাকিলেও কাসিলে ঘড়াৎ করিয়া গয়ার উঠার ন্যায় শব্দ হয়, কিন্তু কিছুই উঠে না। এই লক্ষণের উপর **এণ্টিম টার্টে** এতই ক্ষমতা যে নিষ্ঠীবনের সাহায্য করিয়াই হউক, আর তাহা না করিয়াই হউক, সর্ব্ববিধ সাংঘাতিক রোগের শেষাবস্থার ঘড়ঘড়ি, এমন কি মৃত্যুর ঘড়ঘড়িও ক্ষণকালের জন্য ইহা নিবারণ করিতে পারে। এস্থলে ইহা **ওপিয়ম** সহ তুলনীয় হইলেও **ওপিয়মের** নাসিকাধ্বনি ও মুখমণ্ডলের ঘোর লোহিত বর্ণের এণ্টিতে অভাব থাকিয়া উভয়কে প্রভেদিত করে।

শীতলঘর্ম্মাচ্ছাদিত, নীলাভ, পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সহ বিস্তৃত নাসারন্ধ্র ও নাসাপুটের পক্ষবৎ সঞ্চালন।—পূর্ব্বকথিত শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ির গভীরতা ও স্থায়িত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইতে থাকে। ইহা শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা বশতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা এবং শোণিতসংস্কারের ন্যূনাধিক অভাব নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ **এণ্টিম টার্টের** অধিকাংশ রোগেই ইহার ন্যূনাধিক আভাস থাকে এবং ইহার সুস্পষ্ট উপস্থিতি রোগীর অতি সাংঘাতিক অবস্থা প্রকটিত করে। এবম্বিধ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা অনেক বিষয়ে **টেবেকাম** সহ তুলনীয় হইলেও **ট্যাবেকামে** মুখাকৃতির নীল আভা ও স্থূল শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দের অভাব **এণ্টিম** হইতে ইহাকে প্রভেদিত করে। নাসিকাপুটের পক্ষবৎ সঞ্চালনে ইহা **লাইক** সহ কিঞ্চিৎ তুলনীয়। কিন্তু **লাইক** নাসিকাপেশীর অবশতা জ্ঞাপন করে না, বরং অধিক বায়ু গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করে মাত্র। **লাইকস** উদরস্ফীতির বর্ত্তমানতা অন্য প্রভেদক লক্ষণ।

অতিশয় নিদ্রালুতা এবং নিদ্রার অদম্য প্রবৃত্তি।—**এণ্টিম সল্ফ** মাত্রই নিদ্রালুতার জন্য প্রসিদ্ধ। অন্যান্য নিদ্রালু

banglabooks.in

ঔষধের নিদ্রালুতার ন্যায় ইহাদিগের নিদ্রালুতা মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্যজন্য নহে, প্রধানতঃ পেশীদুর্ব্বলতা ও মস্তিষ্কীয় অবসন্নতাই ইহার কারণ; তথাপি রোগের শেষ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মস্তিষ্কে অপরিষ্কৃত শোণিতের আধিক্য ইহার কিঞ্চিৎ সাহায্য করে। **এপিসেন্স** নিদ্রালুতার কারণ মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য, রোগী মধ্যে মধ্যে অতি কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। **ওপিয়াম**রোগীও মৃদু বা অপ্রবল রক্তাধিক্য বশতঃ নিদ্রালু হয়। মুখের ঘোর লোহিতবর্ণ, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু এবং বিখ্যাত নাসিকাধ্বনি ইহার প্রভেদক। **নাক্স মসেন্স** রোগমাত্রেই এই লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, রোগীর অদম্য নিদ্রাপ্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণে **এণ্টিম** সহ কোন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

আপেল (আতা বিশেষ) ভক্ষণের অসাধারণ লালসা।—অধুনা আপেল এতদ্দেশীয় শিশুদিগের পরিচিত ফলের মধ্যে পরিগণিত। এ কারণ আপেলের উপর অতিশয় লালসা যে **এণ্টিম** রোগের একটি প্রদর্শক লক্ষণ তাহা চিকিৎসক মাত্রেরই জ্ঞাত থাকা উচিত। **এলোজেন্স** অম্লবস্তুতে এবং **এণ্টিম ক্রুডেন্স** লবণাক্ত আচারে স্পৃহা জন্মে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—মস্তকের অপ্রবল বা শিরা (vein) রক্তাধিক্য-নিবন্ধন শিরঃশূলে **এণ্টিম টার্ট** উপকারী। শৈত্য বা সর্দ্দি সংস্রব ইহার সাধারণ কারণ। স্কার্লেটিনা বা আরক্ত জ্বর, হাম এবং বসন্তের উদ্ভেদ সুচারুরূপে না উঠিলে অথবা উঠিয়া বসিয়া গেলেও ইহার শিরঃশূল জন্মে। এরূপ ঘটনায় ঘড়ঘড়ি প্রভৃতি এণ্টিম টার্টের সাংঘাতিক লক্ষণের উপস্থিতি নিবন্ধন রোগীর বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটে। এস্থলে **এণ্টিম টার্ট ই** আমাদিগের একমাত্র ভরসা। ইহা অনেক সময়ে উদ্ভেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রোগীর আরোগ্য সাধন করিতে পারে।

banglabooks.in

ইহার শিরঃশূল সহ মস্তিষ্কের গোলমাল ভাব উপস্থিত হয়, নিদ্রালুতা এবং নিদ্রা যাইবার প্রবৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই থাকে। অনেক সময়ে রোগীর বোধ হয় যেন ললাট প্রদেশে ব্যাণ্ডেজ আটা আছে। মস্তকের পার্শ্বে দপদপানি বেদনা হয়। অন্য প্রকার, অর্থাৎ শৈত্যের সংস্পর্শ নিবন্ধন অস্থিবেষ্টের আক্রমণ বশতঃ শিরঃশূলে ললাটের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে আ ত ভাবের বেদনা তৎপার্শ্বের চুয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা কিম্বা তাহাতে স্পর্শ করা শিশু ভালবাসে না। তাহাতে ক্রোধান্ধ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয়। ফিটের পরে নিদ্রা যায় এবং বুদ্ধির জড়তা, মানসিক অসন্তুষ্টি ও খিটখিটে ভাবের বৃদ্ধি সহ জাগরিত হয়।

শীতল বায়ু মধ্যে ভ্রমণে এবং মস্তক ধৌত করিলে কষ্টের উপশম। **জেলসেমর** শিরঃশূলের পূর্ব্বে রোগীর দৃষ্টিশক্তির লোপ হইতে থাকে। **মার্কেল** রক্তসঞ্চয়ী শিরঃশূলে লালাস্রাব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ মুখলক্ষণ ও তৃষ্ণা থাকা এবং অজস্র ঘর্ম্ম হইলেও যন্ত্রণা দূর না হওয়া, এবং **সালফারের** শিরঃশূলে উদরের রক্তাধিক্য সহ কারণগত সম্বন্ধ থাকা পরস্পরের প্রভেদক লক্ষণ।

কাসি বা কফ।—কাসিলে বক্ষমধ্যে সরস শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি। বোধ হয় যেন কতই গয়ের উঠিবে, ফলতঃ কিছুই উঠে না। ক্রমে শ্বাসকৃচ্ছের বৃদ্ধি হয় ও রোগী নিদ্রালু থাকে। বক্ষমধ্যে আলগা শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা ও ঘড়ঘড়ি এবং গয়ার না উঠা **এণ্টিম টার্ট** কাসির প্রদর্শক। ডাং বেজ বলেন, ইহার ৩× ও ৬× ক্রমের প্রয়োগে কাসির শুষ্কতা জন্মে, ২× ক্রমে কাসির তরলতা উপস্থিত হয়।

ইপিকাক—শ্লেষ্মা তরল থাকে, ঘড়ঘড় করে এবং প্রত্যেক শ্বাসক্রিয়ায় কাসি সহ হাঁপ, বিবমিষা ও বমন হয়। উভয় ঔষধেই গয়ার উঠে না। **এণ্টিমের** বক্ষদুর্ব্বলতা নিবন্ধন এবং **ইপিকাক** শ্লেষ্মা আঠাবৎ শ্বাসনালীতে সংলগ্ন থাকায় এই লক্ষণ উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

হিপার—শ্লেষ্মা সম্পূর্ণ শুষ্ক না হইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসে সরসর শব্দ ও সরভঙ্গ সহ কাসিতে শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি জন্মে।

সিলা—বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে; অনেকসময় কাসিতে কাসিতে অল্প গয়ার উঠিয়া কাসির হ্রাস হয়।

ঘুংরি কাসি বা ক্রুপ।—**এণ্টিমনিয়াম্ টার্টে**র ঘুংরি কাসিতে ঘড়ঘড় শব্দ স্বরযন্ত্র হইতে ট্রেকিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সদ্যঃপ্রসূত শিশুর শ্বাসরোধ বা এস্‌ফিক্‌সিয়া নিওনেটরাম্।—সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের বক্ষের দুর্ব্বলতা বশতঃ আংশিক বা অসম্পূর্ণ শ্বাসক্রিয়া অথবা খাবি খাওয়ার ন্যায় অবস্থায় যদি বক্ষ মধ্যে ঘড়ঘড় করে ও ক্রমে মুখমণ্ডলের নিলাভা প্রভৃতি শ্বাসাবরোধের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় সেস্থলে **এণ্টিম টার্ট** তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু। সদ্যপ্রসূত শিশুর সম্পূর্ণ শ্বাসরোধ হইয়া যদি কেবল খাবি খাওয়া ও মুখমণ্ডলপেশী আনর্ত্তন বর্ত্তমান থাকে এবং মুখাবয়ব নীলবর্ণ হইয়া যায় সে স্থলে **লবেলিয়া** একমাত্র ভরসা স্থল।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত (Paralysis of the lungs)।—বৃদ্ধদিগের শ্বাসযন্ত্রপেশীর দুর্ব্বলতা এবং কখন কখন ফুসফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রম হইয়া বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করিতে থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা উঠাইবার ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় অনেক সময়, বিশেষতঃ শায়িতাবস্থায় শ্বাসরোধ (orthopnœa) ঘটিবার উপক্রম হয়। এস্থলে **এণ্টিম-টার্ট** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে কার্য্যপুরকরূপে **ব্যাক্কা কার্ব্ব** উপযোগী।

শিশুদিগের ব্রঙ্কাইটিস্ অথবা শ্বাসযন্ত্রের সর্দ্দি রোগের পরিণাম স্বরূপ শক্তিহানি বশতঃ কাসি বন্ধ হইয়া যায় অথবা অনেক পরে পরে হইতে থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মা সঞ্চয়ের নিবৃত্তি হয় না। বক্ষমধ্যে প্রবলতর ঘড়ঘড় শব্দ হয়, কিন্তু শিশুর তদনুযায়ী কাসি হয় না। ইহার প্রথমাবস্থায় **ইপিকাক** প্রযোজ্য, কিন্তু তাহাতে উপকার না হইয়া যদি অধিকতর

banglabooks.in

ঘড়ঘড়ি এবং আস্যের নীলাভা, শীতল ঘর্ম্ম, নিদ্রালুতা প্রভৃতি উপস্থিত হয় সেস্থলে **এণ্টিম টার্ট** প্রযোজ্য।

ল্যাকেসিস্—ফুসফুসের পক্ষাঘাত লক্ষণ নিদ্রা ভঙ্গে বৃদ্ধি হইলে উপকারী।

কেলি হাই—পক্ষাঘাতাবস্থায় ফুসফুসের জলশোথ (Œdema pulmonum) ও শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘড়ঘড়ি থাকিলে এবং সামান্য যে গয়ার উঠে তাহা বুদ্‌বুদ্‌ময়, সবুজাভ, সাবানের ফেনার ন্যায় দৃষ্ট হইলে ইহাই উপকারী।

কার্ব্ব ভেজ—রোগের এককালীন শেষাবস্থার ঔষধ। বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড় করে, প্রশ্বাস বায়ু শীতল, ও জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত শীতল থাকে। ফলতঃ নাড়ীর দুর্ব্বলতা ও লোপ পর্য্যন্ত **কার্ব্বের** যাবতীয় পতন লক্ষণের ন্যূনাধিক বর্ত্তমানতা প্রকাশ পায়।

মস্কাস্—বক্ষে উচ্চ ঘড়ঘড় শব্দ, অস্থিরতা, নাড়ীর ক্রমিক অবনতি এবং অবশেষে অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ টাইফয়েড জ্বরান্তে যদি ইহা উৎপন্ন হয়, **মস্কাস** শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এমন কার্ব্ব—পূর্ব্বোক্ত অবস্থার অন্যতম ঔষধ।

হুপ্‌শব্দক কাসি বা হুপিং কফ।—শিশু ক্রুদ্ধ হইলে অথবা আহার করিলে কাসির উদ্রেক অথবা বৃদ্ধি হয় এবং ভুক্ত বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন হইয়া তাহার শেষ হয়। বক্ষমধ্যে অত্যন্ত ঘড়ঘড় করে, কিন্তু অতি সামান্য গয়ার নিষ্ঠুত হয়, উষ্ণ পানীয় পানে কাসির স্পষ্ট বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়া থাকে। জিহ্বা শুভ্র শিশু বড়ই দুর্ব্বল, উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে ও অসন্তুষ্ট থাকে, এবং কেহ নিকটে যাইলে ক্রন্দন করে। বিশেষতঃ উপরিউক্ত লক্ষণ সহ যদি উদরাময় ও জীবনীশক্তির অবসাদভাব বর্ত্তমান থাকে এবং শিশু মধ্যরজনীর অব্যবহিত পরেই ভুক্ত বস্তু বমন করে তাহাতে **এণ্টিম টার্ট**ই তাহার একমাত্র ঔষধ।

banglabooks.in

নলৌষ ও কৈশিক বায়ুনালীভূজপ্রদাহ বা ব্রঙ্কাইটিস ও ক্যাপিলারি ব্রঙ্কাইটিস।—**এণ্টিম টার্ট** দুর্ব্বল,ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের ঔষধ; সুতরাং দুর্ব্বল শিশু এবং পতনোন্মুখ জীবনীশক্তিবিশিষ্ট বৃদ্ধদিগের রোগেই ইহা সাধারণতঃ উপযোগী। ব্রঙ্কাইটিস রোগের প্রথম ও শেষ অবস্থায় **এণ্টিম টার্টের** প্রয়োগিতা লক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোগ হঠাৎ আরম্ভ হয়। শিশু কখন কখন স্তন্য পান করিতে করিতে তাহা ত্যাগ করিয়া ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসহীন হইয়া পড়ে এবং ঋজুভাবে কোলে রাখিলে ভাল বোধ করে। ইহাই শিশু ব্রঙ্কাইটিসের প্রথমাক্রমণ। শিশু, বৃদ্ধ উভয়ের রোগেরই প্রথমাবস্থায় শা শা শব্দে (wheezing) শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, বক্ষমধ্যে আলগা শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতার উপলব্ধি হয়, কিন্তু কাসিলে গয়ার উঠে না। বক্ষমধ্যে নাতিনিম্নোচ্চ শব্দে ঘড়ঘড় করিতে থাকে। শিশুর কাসি বিরল এবং শিশু আবিল্যগ্রস্ত বা নিদ্রালু থাকে শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর ও কষ্টকর হয়, এবং ভুক্ত বস্তু ও শ্লেষ্মা বমন হইতে পারে। এতদবস্থায় **এণ্টিম টার্ট** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক সময়েই ইহা অঙ্কুরে রোগ বিনাশ করিতে সমর্থ। এ অবস্থায় রোগ প্রশমিত না হইলে শোণিত পরিষ্কারের ব্যাঘাত জন্মে, ও তাহাতে কার্ব্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চিত হয়। শোণিতের অপকৃষ্টতা নিবন্ধন দুর্ব্বলতা ও রোগীর বক্ষমধ্যে ক্রমে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইতে থাকে। ঘড়ঘড়ি, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও কাসির ব্যবধান বৃদ্ধি হয় এবং গয়ার নিষ্ঠীবনের অত্যল্পতা বা অভাবহেতু মুখমণ্ডলের নীলাভা, শীতল ঘর্ম্ম, তন্দ্রা এবং নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি পতন লক্ষণ রোগের শেষাবস্থা প্রকটিত করে। ইহাও **এণ্টিম টার্ট** প্রয়োগের উপযুক্ত কাল। ইহাতে উপকার না হইলে শেষ ভরসা স্থল **কার্ব্ব ভেজ**। রোগের প্রথমাবস্থায় **এণ্টিম টার্ট** সহ **ইপিকা** তুলনীয়।

banglabooks.in

নিউমনিয়া (Pneumonia)।—**এণ্টিমোনিয়াম টার্টারিকামের** ক্রিয়ায় শ্বাসনালী, ফুসফুসের কোষময় উপাদান ও ফুস্‌ফুসবেষ্ট বা প্লুরা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ফুস্‌ফুসোপাদানই প্রদাহিত হওয়ার নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রেও প্লুরাইটিস উপসর্গযুক্ত ব্রঙ্কনিউমনিয়া রোগে ইহার উপকারিতা বিষয়ে আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। হিপাটাইজ্‌ড বা ঘনীভূত ফুস্‌ফুসের সর্ব্বস্থলেই শ্লেষ্মার সূক্ষ্ম পুর্ পুর্ শব্দ শ্রুত হয়। **ইপিকাকের** এই শ্লেষ্মাশব্দ অপেক্ষাকৃত স্থূল। শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায় রোগী তাহার উপশমের জন্য উঠিয়া বসিতে বাধ্য। প্রবল জ্বর থাকে ও **ব্রায়োনিয়ার** ন্যায় পার্শ্ববেদনায় প্লুরাইটিস বা ফুস্‌ফুসবেষ্টপ্রদাহের বর্ত্তমানতার পরিচয় দেয়। **এণ্টিম** সর্দ্দি বা প্রতিশ্যায়িক রোগের ঔষধ অর্থাৎ যে রোগে তরল শ্লেষ্মা বা মিউকাস স্রাব হয়, শুষ্কীকৃত প্রদাহিক কাইব্রিণ স্রাব হয় না। যকৃতের রক্তাধিক্য ও শরীরের জ্বালা প্রভৃতি নানা প্রকার পিত্তলক্ষণ সহ বিলিয়াস্ নিউমনিয়া রোগেও ইহা প্রযোজ্য। সুস্পষ্ট ন্যাবা লক্ষণ (jaundice), আমাশয়ের উপরি চাপ দিলে বেদনা, উদরে বায়ুসঞ্চয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে। অবস্থাবিশেষে মদ্যপায়িদিগের রোগেও ইহা প্রযোজ্য। সর্ব্বাবস্থার রোগেই বিশেষ লক্ষণ এই যে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে, রোগীর মনে হয় কাসিলে গয়ার উঠিবে, কিন্তু উঠে না, আবাল বৃদ্ধ সকলের রোগেই জীবনীশক্তির ন্যূনাধিক অবসন্নাবস্থা দৃষ্ট হয় এবং রোগের শেষাবস্থায় পূর্ব্বকথিতরূপ শোণিতদোষ, ঘড়ঘড়ির বৃদ্ধি ও শীতল ঘর্ম্ম প্রভৃতি পতন বা কোল্যপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ইপিকাক এবং **এণ্টিম টার্ট** দ্বারা উপকার না হইলে **কোনা কার্ব্ব** দ্বারা অনেক সময়ে ফল প্রত্যাশা করা যায়। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষমধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতায় ঘড়ঘড়, শাঁ শাঁ শব্দ, **বিশেষ যন্ত্রণাকর** কাসি হইলেও অতি কষ্টে সামান্য

banglabooks.in

কিঞ্চিৎ নিষ্ঠীবন এবং কঠিন সূত্রবৎ শ্লেষ্মা কষ্টে নিষ্ঠুত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে **কেলি বাই** ঔষধ। ফলতঃ **কেলিসল্ফ** মাত্রই অবস্থা বিশেষে কষ্টকর শ্লেষ্মানিষ্ঠীবনের ঔষধ মধ্যে গণ্য।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—শোণিত কার্ব্বন পরিপূর্ণ ও কলুষিত হওয়ায় মুখমণ্ডল কালচে লোহিতবর্ণ ধারণ করে, ঘড়ঘড় শব্দের কাসি বাতকর্ম্মে নিবৃত্তি হয়, এবং বক্ষ হইতে আমাশয়মধ্যে তাপস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহারা ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

ওলাউঠা বা কলেরা।—ডাং হ্যাস লিখিয়াছেন "আমি কলেরা রোগের অন্যান্য ঔষধমধ্যে ইহাকে এক মাত্র বিশেষ বা জাতিগতসম্বন্ধ যুক্ত (Specific) ঔষধ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ২৫ বৎসরের অধিককাল হইল কলেরা চিকিৎসায় আমার কদাচিৎ অন্য ঔষধের প্রয়োজন হইয়াছে, এবং আবশ্যক হইলেও সে কেবল আমাশয় ও অন্ত্রের অতি প্রবল খল্লী নিবারণ জন্য, **কুপ্রাম মেটালিকাম** তাহার উপশম করিয়াছে।"

ডাং হ্যাসের চিকিৎসাধীনে যে প্রকৃতির রোগ ছিল তাহাতে **এণ্টিম টার্ট** কার্য্যকারী হইতে পারে, কিন্তু কলেরার জন্মস্থান ভারতবর্ষে, আমরা কদাচিৎ এণ্টিম চিকিৎস্য রোগী প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ডাং হ্যাস অতি ভক্তিভাজন গ্রন্থকার, তাঁহার কথায় এতদ্দেশীয় রোগ সম্বন্ধে পাছে কাহারও ভ্রান্তি জন্মে, আশঙ্কায় এ বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইল। **এণ্টিম টার্টের** নিম্নলিখিত লক্ষণ নিচয় কলেরা লক্ষণের সদৃশ :—

অতীব কষ্টকর ও উৎকণ্ঠাযুক্ত বিবমিষা ও বমন; বমনান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং তন্দ্রার ভাব; প্রত্যেকবারের বমন এবং উদরাময় সহ হিমাঙ্গ ও হস্ত পদের বরফবৎ শীতলতা। ইহাতে প্রভূত পরিমাণ জলবৎ উদরাময় প্রভৃতি এবং পতন বা কোল্যাপ্‌স লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। **ভেরেট্রাম** লক্ষণ সহ এই সকল লক্ষণের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

banglabooks.in

প্রভেদ এই যে **ভেরেট্রামে** ললাটদেশে অধিকতর শীতল ঘর্ম্ম এবং **এণ্টিম টার্টে** অধিকতর তন্দ্রাভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

এতদ্দেশীয় সাধারণ কলেরা লক্ষণসহ **এণ্টিম টার্টের** উদর-লক্ষণের প্রভেদ এই যে, বিবমিষা ও কষ্টকর বমনোদ্বেগ অতি বিরল; বমনান্তে দুর্ব্বলতা ও তন্দ্রাভাবও কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণ রোগীর অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা থাকিলেও বমন ও অতিসারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার আতিশয্যে তন্দ্রাভব দূরের কথা, ছটফটি, এপাশ ওপাশ করা প্রভৃতি সবলতার লক্ষণই লক্ষিত হয়; ডাং হ্যাসের কোন কোন রোগীর খল্লীস্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ রোগীতেই খল্লী একটি প্রধান কষ্টদায়ক লক্ষণ রূপে উপস্থিত থাকে; তৃষ্ণা, **এণ্টিম** রোগীর প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য নহে, কিন্তু তৃষ্ণা কলেরা রোগীর মৃত্যুকল্প যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ।

কোন কোন দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যব্যক্তির কলেরা রোগ হইলে দুই তিন বা অতি অল্পসংখ্যক দাস্ত ও বমনেই রোগী অতি নির্জ্জীব এবং অজ্ঞানভাবে পতিত থাকে এবং মধ্যে মধ্যে অতিকষ্টব্যঞ্জক মুখব্যাদান দ্বারা বমন করার শক্তির অভাবের পরিচয় দেয়। এরূপ রোগী অতীব বিরল এবং এইরূপ স্থলেই **এণ্টিম টার্টের** প্রয়োগিতা নির্দ্দিষ্ট হয়।

হ্যাম বা মিজল্‌স।—হামের উদ্‌ভেদ সম্যক প্রকাশের বাধা পাইয়া বা বসিয়া যাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট, বক্ষমধ্যে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ি, পীতাভ মুখমণ্ডল, তন্দ্রা এবং পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হইলে **এণ্টিম টার্ট** উদ্‌ভেদ পুনরায়ন করিয়া উপকার করিতে পারে।

ব্রাঙ্কনিস্যা—উদ্‌ভেদ বিলম্বে বা অনিয়মিত ভাবে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্ষপ্রদাহ উপস্থিত হইয়া যদি শুষ্ক, বেদনাকর কাসি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের টাটানি এবং বক্ষমধ্যে সূচিবেধৎ বেদনা প্রভৃতি হয়।

ষ্টিকটা—অবিশ্রান্ত, শুষ্ক আক্ষেপিক কাসি রজনীতে এবং শয়ন করিলে বৃদ্ধি পায়; বিরক্তিকর, গুড়গুড়িযুক্ত কাসি।

banglabooks.in

ফস্‌ফরাস্—শুষ্ক, দুর্ব্বলকর কাসি ও শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ায় কষ্ট।

রুমেক্স্—ব্রঙ্কাই বা বায়ুপথের উত্তেজনাবশতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসির শীতল বায়ুতে বৃদ্ধি।

ড্রসিরা—হুপশব্দক কাসির ন্যায় কাসি।

বসন্ত রোগ (Small pox)।—বসন্ত গুটিকা সহ **এণ্টিম-টার্টের** উদ্‌ভেদের যত দূর-সাদৃশ্য আছে তদ্রূপ অন্য কোন ঔষধেই নাই। ইহার গুটিকাতেও বসন্তগুটিকার ন্যায় রসবিম্বিকা (Lymph vesicles) ও পূয় জন্মে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইয়া ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্ক-নিউমনিয়া প্রভৃতি ও বিশেষ প্রকারের কাসি উৎপন্ন হয়। বসন্তের ন্যায় কটির বেদনা, বমন এবং চক্ষুপ্রদাহও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। বসন্ত বসিয়া গিয়া যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় তাহাতেও ইহা কার্য্যকারী। ডাং হিউজ বসন্ত রোগে **এণ্টিমকে** নিত্যব্যবহার্য্য ঔষধ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। অনেক চিকৎসকের মতে ইহা বসন্তের প্রতিষেধক।

বয়স্ফোটক (Acme); চর্ম্মদল বা ইম্পিটিগো।—অতি দুশ্চিকিৎস্য বয়স্ফোটক পাকিলে **এণ্টিম টার্ট** উপকারী। অণ্ডকোষবেষ্ট ত্বকের চর্ম্মদলরোগেরও ইহা ঔষধ।

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৫ (LECTURE XXV.)

কলসিন্থিস্ (Colocynthis), ইন্দ্রবারুণী।

প্রতিনাম।—কুকুমিস্ কলসিন্থিস্। সিট্রুলাস কলসিন্থিস্।

সাধারণ নাম।—স্কুইটিং কুকুম্বার। বিটার আপেল। রাখাল শশা।

জাতি।—কুকর্ব্বিটেসি।

জন্মস্থান।—পশ্চিম ভূখণ্ডের শুষ্ক প্রদেশ। গুল্মাকারে জন্মে।

প্রয়োগরূপ।—ফলের বল্কল ও বীজবর্জ্জিত শাসের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক মাস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩× হইতে ২০০ শত ক্রম। তদূর্দ্ধ ক্রমেও ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং হেন্‌স্—ভ্রমণকালে অথবা গাড়িতে উঠিয়া বামদিকে মস্তক ফিরাইলেই কোন রোগীর শিরোঘূর্ণন হইত; এমন কি তখন কিছু আশ্রয় না করিলে পড়িয়া যাইত; ২০০, আরোগ্য। ডাং হেনেল—স্ত্রীরোগী; ছিন্ন করার ন্যায় তীক্ষ্ণ শিরঃশূলে বোধ হইত যেন সমুদয় মস্তিষ্ক খনন করিতেছে; ঊর্দ্ধ চক্ষুপুট চালনায় শিরঃশূলের অসহনীয় বৃদ্ধি; ৩, আরোগ্য। ডাং স্তান্‌কিভেল—কোন রোগীর মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে (Tic doloreux) দক্ষিণ ললাটপার্শ্ব, কর্ণ, চক্ষু এবং কখন কখন গ্রীবাপার্শ্ব আক্রান্ত হইত; ৩, আরোগ্য। ডাং হইন,—পৈত্তিক ধাতুবিশিষ্ট ও রক্তসম্পন্ন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলের পুনঃ পুনঃ স্নায়ুশূল, তাপ প্রয়োগ করিলেই উপশমিত হইত; ২০০, আরোগ্য। ডাং ওয়াকি—২০ বৎসরের বালিকা, শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন উদরশূলের আক্রমণ ও অবিশ্রান্ত বিবমিষা; নিদ্রা হয় না; শেষ রজনীতে অনেক বার পিত্তবমন হয়, কিন্তু তাহাতে কোন উপশম হয় না; প্রবল

banglabooks.in

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; বিশ্রাম কালে; আহার এবং পানান্তে; ক্রোধের পরে।

উপশম।—বায়ুনিঃসরণে; কাফিপানে; ধূমপানে; **পক্ষীর সম্মুখদিকে বক্ষ করিলে**; কঠিন বস্তু দ্বারা চাপ দিলে।

সম্বন্ধ।—কলসিন্থিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কষ্টিকাম, **ক্যাম**, কফিয়া, ষ্ট্যাফি; অধিক পরিমাণ সেবনের কুফল সংশোধনে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, মাজুফলসিক্ত জল, ক্যাম্ফর এবং ওপিয়াম। তাম্রকুটের ধূমপানে উদরশূল নিবারণ হয়। কলসিন্থ প্রয়োগে উদরশূলের বৃদ্ধি হইলে এক পেয়ালা কাফি পানে উপশম, প্রয়োজন হইলে কলসিন্থ পুনঃ প্রযোজ্য।

কলসিন্থ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কষ্টিকামের।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার মানসিক লক্ষণ **কলসিন্থিসের** মানসিক লক্ষণের সদৃশ।

কার্য্যপূরক।—আমরক্ত রোগে অত্যন্ত কুন্থন থাকিলে মার্কুরিয়াস্।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, বার্ব্বেরিস, ব্রায়, কষ্টি, ক্যাম, চেলি, ককুলাস, কফিয়া, কুপ্রাম্, ডায়স্ক, লাইক, ম্যাগ্নে কা, মার্কু, নাকস ভ, পালস্, ষ্টেনাম।

দক্ষিণ হিপসন্ধি হইতে পদ পর্য্যন্ত দক্ষিণ সাইয়াটিক স্নায়ু বাহিয়া

জ্বর, ত্বক তপ্ত ও শুষ্ক, নাড়ী কঠিনস্পর্শ ও দ্রুত; উদরের স্থানে স্থানে অসহনীয় কর্ত্তনবৎ বেদনা, উদরত্বক স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পদ গুটাইলে কিঞ্চিৎ উপশম; মুখে তিক্তাস্বাদ জলে ঘৃণা; ৩, আরোগ্য। ডাং ডেক—বামপদের বহির্দ্দেশে হিপ হইতে এঙ্কল বা গুল্‌ফসন্ধি পর্য্যন্ত বেদনা; বামকর্ণের পশ্চাৎ হইতে তৎপার্শ্বের চক্ষু এবং মুখ পর্য্যন্ত যুগপৎ বেদনা; ১৫ মিনিটের পর পর আক্রমণ; আক্রান্ত স্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত; রজনীতে বৃদ্ধি; তাপ প্রয়োগে উপশম; চালনায় প্রথমে বেদনার বৃদ্ধি পরে কিঞ্চিৎ উপশম; অনেক কাল চালনায় বৃদ্ধি; আহারান্তে উদরে কামড়ানি; ৩, আরোগ্য।

banglabooks.in

তীরবেধ ও কর্ত্তনবৎ বেদনার শয়নে, চালনায় এবং পদবিক্ষেপে বৃদ্ধি হইলে এবং উপবেশনে উপশম হইলে **কলসিন্থ** সহ **ন্যাফালিয়া** তুলনীয়।

ক্রোধ, অপ্রকাশিত ঘৃণা এবং গুপ্ত মনদুঃখনিবন্ধন অম্লাধার বা ওভারির রোগে অথবা অন্য কোন রোগে **কলসিন্থ**, ষ্টাফিসেগ্রিয়া সহ তুলনীয়।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি; যাহারা কোন প্রশ্ন করিলে দোষ গ্রহণ অথবা ক্রোধ প্রকাশ করে; ক্রোধ বশতঃ যাহারা হস্তস্থিত বস্তু দূরে নিক্ষেপ করে।

ক্রোধনিবন্ধন রোগ, বিশেষতঃ ক্রোধসহ ঘৃণা থাকিলে যে স্থলে উদরশূল, বমন, উদরাময় এবং ঋতুরোধ ঘটে (ক্যাম, ষ্ট্যাফি)।

অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া পদ টানিয়া প্রায় মস্তকে সংলগ্ন করে, অস্থির হয় এবং উপশম প্রাপ্তির জন্য শরীর নানা প্রকারে আকুঞ্চিত করিতে থাকে; কঠিন বস্তুর চাপে উপশম (ম্যাগ্নে ফস—তাপে উপশম)।

বেদনার, আহার ও পানান্তে বৃদ্ধি, রোগী সম্মুখে বক্র হইতে বাধ্য, (ম্যাগ্নে ফস—ডায়স্কর তাহাতে বৃদ্ধি); মানসিক ক্লেশে ঋতুরোধ এবং উদরশূল।

দ্রুত মস্তক ফিরাইলে, বিশেষতঃ বামপার্শ্বে ফিরাইলে, শিরোঘূর্ণন হইয়া পড়িবার উপক্রম; উত্তেজক বস্তু সেবনেও তদ্রূপ।

সাইয়াটিক স্নায়ুশূলের খল্লীবৎ বেদনায় অনুভূতি যেন স্নায়ু সাঁড়াশী মধ্যে চাপিত হইতেছে, রোগী আক্রান্তপার্শ্বে শয়ন করে।

বামহিপ, উরু, জানু এবং জানুপশ্চাদ্দেশ প্রভৃতি সমস্ত বাম অঙ্গের ঊর্দ্ধ হইতে অধোভিমুখে তীরবেগে বৈদ্যুতিক আঘাতের ন্যায় বেদনা।

banglabooks.in

রোগ কারণ।—**বিরক্তি, ঘৃণা, কুব্যবহার প্রযুক্ত দুঃখ ও অপমান** প্রভৃতি মানসিক বিকার, শৈত্যসংস্পর্শ, শীতল বস্তু এবং **ফলাহার** সাধারণতঃ কলসিন্থের ভিন্ন ভিন্ন রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কলসিন্থ প্রধানতঃ ট্রাইজিমিনাস্ বা মুখমণ্ডলের পঞ্চম স্নায়ুযুগল, সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরের সহানুভূতিক স্নায়ুজাল, লাম্বার বা কটিদেশের স্নায়ু এবং ক্রুরেল বা উরু দেশের স্নায়ু বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া সাধারণতঃ তৎসংসৃষ্ট শরীরযন্ত্র ও শরীরোপাদানাদির বিকারোৎপন্ন করে। ইহা উল্লিখিত স্নায়ুবৃন্দের উদ্দীপনা দ্বারা স্নায়ুশূল উৎপন্ন করিলেও কখন কখন উদ্দীপনার আতিশয্য বশতঃ তাহা প্রকৃত প্রদাহে পরিণত হয়। ইহা সোলার প্লেক্সাস্‌কে অতি গভীরতর রূপে আক্রমণ করায় পরিপাকযন্ত্র-পথেরও অতি প্রবলতর বিকার জন্মিয়া, বমন, ভেদ ও শূল উপস্থিত হয়। এই সকল স্থলেই অনেক সময়ে প্রদাহ লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ পরিপাকযন্ত্রপথের উপর গভীরতর ক্রিয়া উৎপাদনই কলসিন্থের প্রসিদ্ধি লাভের কারণ। ট্রাইজিলিনাস্ স্নায়ু এবং মুখমণ্ডল, চক্ষু ও মস্তকের স্নায়ুশূল, এবং লাম্বার ও ক্রুরেল স্নায়ুর উদ্দীপনা উপস্থিত করিয়া ইহা কটিবাত, সায়াটিকা এবং অন্যান্য স্নায়বিক বেদনা উৎপন্ন করে। এই সকল স্নায়বিক আক্রমণ যন্ত্রাদির উপাদানগত বিশ্লেষণাদি অথবা তাহাদিগের ক্রিয়াবিকার উপস্থিত করে না। ইহার কার্য্যের প্রধান বিশেষতাই ইহার ঔদরিক স্নায়ুশূল, তাহা এতাদৃশ তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট যে রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া পদ প্রায় মস্তকসংলগ্ন করে, অন্যরূপ অবস্থানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—অতি পুরাকাল হইতে কলসিন্থ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু একই বিরেচন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ ইহার এই

banglabooks.in

বিরেচনকে অতি অপক্রিয়াই বলা যাইতে পারে। কেন না রেচনপেক্ষা ইহা অতি ভয়াবহ উদরশূল উৎপন্ন করে। এলিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই অপক্রিয়ার প্রতিষেধার্থে ইহার সহিত অন্যান্য বস্তু, বিশেষতঃ হায়সা মিশ্রিত করিতে বাধ্য হয়েন। পক্ষান্তরে হোমিওপ্যাথি মতে উপরিউক্ত উদরাময় এবং শরীরের স্থান বা উপাদান-বিশেষে যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই কলসিন্থের ঔষধগুণের (medicinal virtue) পরিচায়ক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিমতেও কলসিন্থের প্রয়োগস্থল অতীব সঙ্কীর্ণ, কিন্তু রোগের সীমা সংখ্যাবদ্ধ হইলেও আক্রমণের বহুবিস্তৃতি নিবন্ধন প্রায় নিত্যই ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। ইহার স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত অন্য ঔষধের অভাব প্রযুক্ত ইহা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

উদরের গ্রন্থিল স্নায়ুজাল অর্থাৎ সোলার প্লেকসাসের উপর ইহার প্রধান ক্রিয়া হইয়া থাকে। **কলসিন্থ** এই স্নায়ুমণ্ডলের অতি প্রগাঢ় উদ্দীপনা উৎপন্ন করায় তৎসংশ্লিষ্ট অন্ত্রের পেশীমণ্ডলের অতি তীক্ষ্ণ উত্তেজনা ও খল্লীবৎ আক্ষেপিক স্নায়ুশূল জন্মে। রোগী দেহ বক্র করিয়া মস্তক ও পদ প্রায় সংলগ্ন করে; খাটের খুটির মস্তক প্রভৃতি কোন কঠিন অপিচ গোলাকার স্থূল বস্তুর উপর আক্রান্ত উদরস্থান সবলে চাপিত করিলে বেদনার হ্রাস হয়। উপরিউক্ত শরীরাবস্থান ভিন্ন অন্য প্রকার অবস্থানে বেদনার বৃদ্ধি কলসিন্থ বেদনার বিশেষতা। বেদনা সহ বমন ও বিরেচন থাকে। বিষ-লক্ষণের অত্যাধিক্যে অন্ত্র হইতে শোণিতস্রাব দিবন্ধন অতীব যন্ত্রণাদায়ক বেদনাসহ রক্তাতিসার উপস্থিত হইতে পারে। মূলতঃ ইহা একটি ক্রিয়া বিকারী বস্তু অর্থাৎ ইহাতে উপাদানের বিশ্লেষণ এবং প্রদাহাদি কোন প্রকার যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। কিন্তু কোন কোন স্থলে রোগীর শবচ্ছেদে অন্ত্রাভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাবের বর্ত্তমানতা এবং পেরিটোনিয়ামে প্রদাহিক ফাইব্রিণ বা তন্তুজালের উপস্থিতি প্রযুক্ত অন্ত্রপরম্পরা মধ্যে

banglabooks.in

সংযোগাবস্থা দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ফলতঃ এরূপ ঘটনা **কলসিন্থের** মৌলিক ক্রিয়াফল নহে। প্রবল বিষক্রিয়া নিবন্ধন আন্ত্রিক উদ্দীপনার আতিশয্য বশতঃ কলসিন্থ-ক্রিয়ার ইহা পরোক্ষ ফল মাত্র। কলসিন্থবিষ্ঠাসহ আম ও রক্তের বর্ত্তমানতা এবং ভয়াবহ উদরশূল সহ কুন্থনের উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর করিয়া অনেক চিকিৎসক ইহাকে আমরক্ত রোগোৎপন্নকারী বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলতঃ আমরক্ত রোগ সরলান্ত্র এবং তৎসন্নিহিত স্থানে জন্মে তাহাতে কলসিন্থের ক্রিয়ামাত্র নাই। ইহা কেবল ক্ষুদ্রান্ত্রের উপর প্রচণ্ড উত্তেজনা উৎপন্ন করে।

কলসিন্থের অন্যান্য ক্রিয়ার মধ্যে মুখমণ্ডলের পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের উদ্দীপনায় মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, কটিস্থ লাম্বার ও সাইয়াটিক এবং উরু-সম্মুখের ক্রুরেল স্নায়ুর উদ্দীপনায় যথাক্রমে গৃধ্রসী বা লাম্বেগো, সাইয়াটিকা এবং উরুসম্মুখের স্নায়ুশূল প্রধান।

এতৎব্যতীত ইহা দ্বারা অন্যান্য রোগলক্ষণও উৎপাদিত হইয়া থাকে। যন্ত্রবিশেষের উপর ইহার ক্রিয়ার লক্ষণ বর্ণন উপলক্ষে তাহা লিখিত হইবে।

মস্তিষ্কে কলসিন্থের সাক্ষাৎ কোন ক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। বেদনার আতিশয্যে এবং উদরযন্ত্রবিকারে পরোক্ষ ভাবে অবস্থানুসারে কখন মানসিক দুর্ব্বলতা এবং অসহিষ্ণুভাবের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। রোগী কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, কোন কথার উত্তর দেয় না এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা করিতে চাহে না। **স্ত্রী-রোগী পত্নের অথবা আত্ম দুর্ভাগ্যনিবন্ধন কাতরতা** প্রকাশ করে। রোগী অবসাদ-গ্রস্ত ও নিরানন্দ থাকে, অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, চিন্তান্বিত ও অধৈর্য্য হয়; এবং সহজেই দোষ গ্রহণ করে। কখন ঘৃণার সহিত ক্রোধান্বিত হয়।

অনুভূতিবিকারে দ্রুত মস্তক ফিরাইলে জানুর কম্প হয় ও রোগী পড়িয়া যাইবার ন্যায় বোধ করে। উদরশূল আরম্ভকালে মস্তকে জড়বৎভাব, বোধ হয় যেন মস্তক ঘুরিতেছে।

banglabooks.in

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপর্য্যয় ঘটিয়া চক্ষুর বিকারে দৃষ্টির ঘোরত্ব ; কর্ণে, বিশেষতঃ বামকর্ণে উচ্চশব্দের শ্রবণ ; রসনেন্দ্রিয়বিকারে খাদ্য ও পানীয়ের তিক্ত এবং কথন পচাটে অথবা ধাতুর ন্যায় আস্বাদ।

চক্ষুকোটরাভ্যন্তরে চাপবৎ বেদনায় মস্তকের গোলমালভাব। ললাটে মৃদু বেদনার মস্তক নত করিলে ও চিৎভাবে শয়নে বৃদ্ধি। মস্তকের সম্মুখভাগে চাপ বোধ সহ অচৈতন্য। চক্ষুর উর্দ্ধ পুট চালনায় সমস্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে ছিন্ন ও খননবৎ বেদনার অসহনীয়তা। ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে গর্ত্ত করার ন্যায় তীক্ষ্ণ বেদনা। দক্ষিণ শঙ্খদেশের সূচিবেধবৎ বেদনার স্পর্শে অন্তর্দ্ধান। বাম শঙ্খ দেশের মৃদু দপদপানি ক্রমে তীক্ষ্ণতর হয় ও কর্ত্তনবৎ প্রকৃতি ধারণ করে।

নিদ্রালু অবস্থায় হাই উঠিতে থাকে। বেদনাকালে রোগী অস্থির এবং নিদ্রাহীন। স্বপ্নে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে ; অতি স্পষ্ট ও উৎকণ্ঠাজনক স্বপ্ন।

গতিদস্নায়ুবিকারে যাবতীয় পেশীমণ্ডলের বেদনাযুক্ত খল্লী, দুর্ব্বলতার অনুভূতি এবং মুর্চ্ছার ভাব।

রসবাহরোগনিবন্ধন অনুভূতিদস্নায়ুবিকারে নানাপ্রকারের বেদনা, ত্বগুপরি কীটবিচরণবৎ অনুভূতি এবং অসাড়তার উপস্থিতি।

মুখাবয়ব ঘোর লোহিত বর্ণ। বাম মেলার অস্থি বা গণ্ডাস্থি মধ্যের সঙ্কোচন ও চাপবৎ অনুভূতি বাম চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মুখমণ্ডলের বাম পার্শ্বের ছিন্নবৎ অথবা জ্বালাময় এবং হুলবেধবৎ বেদনা মস্তক এবং কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। উর্দ্ধ চোয়ালে খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা। গণ্ডদেশে ছিন্নবৎ বেদনা।

চক্ষু অভ্যন্তরে চন্‌চনি এবং চক্ষুগোলকের বেদনা। বিশেষতঃ মস্তক নত করিলে চক্ষুগোলকের বেদনাযুক্ত চাপানুভূতি। উভয় চক্ষুর বেদনা ও দক্ষিণ চক্ষুগোলকাভ্যন্তরে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ অনুভূতি। দক্ষিণ চক্ষুর উর্দ্ধ-পুটের আনর্ত্তন।

banglabooks.in

কর্ণাভ্যন্তরে কীটবিচরণ ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি এবং কণ্ডুয়ন; কর্ত্তনবৎ অথবা কন্‌কনানি বেদনার কর্ণাভ্যন্তরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র লক্ষণে নাসিকার স্রাবযুক্ত সর্দ্দির মুক্তবায়ু মধ্যে বৃদ্ধি ও গৃহমধ্যে উপশম। নাসিকার বাম পার্শ্ব হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত আঘাতবৎ এবং খনন করার ন্যায় বেদনা।

শ্বাসযন্ত্রাভ্যন্তরে গুড়্‌গুড়্‌ ও উত্তেজনা নিবন্ধন রজনীতে কাসি। রজনীতে হাঁপানির ন্যায় ধীর ও কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাসে কাসির উদ্রেক। সন্ধ্যাকালে এবং মধ্যরজনীর পূর্ব্বে বক্ষস্থলের কষ্ট। রজনীতে বারম্বার গুড়্‌গুড়িযুক্ত কাসি। ফুসফুসের অন্যতর পার্শ্বে সূচিবেধবৎ বেদনা।

পরিপাকযন্ত্রবিকারে মুখে অবিশ্রান্ত ঘৃণাকর ও তিক্তাস্বাদ। জিহ্বালেপ শুভ্র অথবা হরিদ্রাভ এবং কর্কশ: জিহ্বার উপর জ্বালা। জিহ্বায় ঝল্‌সানবৎ অনুভূতি। দন্তের আকৃষ্ট এবং উৎক্ষেপবৎ বেদনা। প্রথমে বাম পার্শ্বের কোন একটি দন্তে পরে অন্য একটি দন্তের আঘাতবৎ বেদনা।

গলাভ্যন্তরে শুষ্ক, কাঁচা ও কর্কশ ভাবের অনুভূতি; বোধ যেন গলাভ্যন্তরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি চাঁছা হইয়াছে।

অস্বাভাবিক ক্ষুধায় যাহা পায় তাহাই খাইতে ইচ্ছা; পাঁউরুটি এবং বিয়ার মধ্যে বিশেষ আগ্রহ। গলমধ্যে চাঁছা বোধ প্রযুক্ত খাদ্য বস্তুতে অশ্রদ্ধা। অত্যধিক তৃষ্ণা।

আমাশয় রোগে শূন্য উদ্‌গার। আমাশয় হইতে বমনের বেগ। তিক্তাস্বাদ, হরিদ্রাবর্ণ, তরল বমন। আমাশয়ে জ্বালাময় বেদনা। আহার করিলেই আমাশয়ে মোচড়ানি বেদনা অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রবলতর। আমাশয়োর্দ্ধে পূর্ণতা বোধ। রজনীতে আমাশয়ের খল্লির উদ্‌গারে উপশম। আমাশয়াভ্যন্তরে শূন্য বোধ। আমায়য়োর্দ্ধগহ্বরদেশ স্পর্শে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। প্রবল কর্ত্তনবৎ ও ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা বক্ষ ও উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান

banglabooks.in

হইতে আসিয়া আমাশয়ের উপরিস্থ গহ্বরস্থানে (In pit of Stomach) কেন্দ্রীভূত এবং প্রবল চাপপ্রয়োগে এবং সম্মুখে বক্র হইয়া পদ ও মস্তক প্রায় সংলগ্ন করিলে রোগী উপশম পায়।

বায়ুপূর্ণ উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। উদরে বায়ুর রোধ। **উদরের উভয় পার্শ্বের খল্লিবৎ বেদনার চাপপ্রয়োগে** অথবা **টেবিলের উপর উদর রাখিয়া নত হইলে** বৃদ্ধি। পাঁচ অথবা দশ মিনিট পর পর নাভির চতুঃপার্শ্বে ক্রমবর্দ্ধনশীল উদরশূল প্রযুক্ত রোগী শরীর বক্র করিয়া পদ ও মস্তক একত্র করিতে বাধ্য, কারণ অন্য কোন প্রকার শরীরাবস্থানে তাহার বৃদ্ধি হয়; অবস্থানপরিবর্ত্তনে বেদনায় অস্থির হইয়া রোগী চীৎকার করিতে থাকে।

উদরশূল এতদূর কষ্টপ্রদ যে উপশমের জন্য রোগী টেবিলের কোণ কিম্বা খাটের খুঁটির মস্তকের উপর উদর চাপিত করে। উদরশূলবৎ আক্ষেপিক বেদনা। নাভিদেশ হইতে বিস্তৃত বেদনার বায়ু নিঃসরণে উপশম। কখন বাম কখন দক্ষিণ পার্শ্বের অধোদরে গভীর সূচিবেধবৎ বেদনা এবং বোধ যেন তাহা অণ্ডাধার বা ওভারি হইতে উত্থিত হইতেছে। হার্ণিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধির বেদনার ন্যায় কুচকির বেদনা চাপ দিলে বোধ যেন হার্ণিয়া অন্তর্প্রবিষ্ট হইতেছে।

বারম্বার অত্যধিক মলবেগ হওয়ায় অনুভূতি যেন অধিক কালের পুরাতন উদরাময়বশতঃ সরলান্ত্র ও মলদ্বার দুর্ব্বল হইয়াছে। সামান্য পরিমাণ আহার অথবা পানে আমরক্ত রোগ সদৃশ উদরাময়ের পুনরাক্রমণ। **কলসিন্থের** উদরাময়ে প্রভূত পরিমাণ মলসংযুক্ত বিষ্ঠা সহ অত্যধিক বায়ু নিঃসরণ; রক্তবিরেচন; **আহারান্তে তরল মলত্যাগ সহ** উদরে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চয় এবং বেদনা; বুদবুদময়, পাতলা, জাফরাণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ

banglabooks.in

এবং ছাতাপড়া বস্তুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট মলত্যাগ; বিষ্ঠা কর্দ্দমবৎ নরম। কোষ্ঠবদ্ধে প্রস্তরষ্টিলার ন্যায় কঠিন গুঁটি গুঁটি মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্রে **কলসিস্থের** ক্রিয়ায় মূত্রপরিপূর্ণ মূত্রস্থালীর উপর ভয়ানক চাপের বায়ু নিঃসরণে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান। **পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগে অল্প অল্প মূত্রত্যাগ**; কটাবর্ণের বিয়ার মদ্যের ন্যায় মূত্র ঠাণ্ডা হইবামাত্র ঘোলা হইয়া যায় এবং প্রভূত পরিমাণ তলানি পড়ে। মূত্র ঘন, পুতিগন্ধবিশিষ্ট চটচটে এবং জিউলির আঠা বা জেলির ন্যায়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়বিকারবশতঃ, বাম অণ্ডাধারের খল্লিবৎ বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত টিসু সাঁড়াশি দ্বারা চাপিত হইতেছে। ওভারিতে গর্ত্তকরার ন্যায় তীক্ষ্ণ ও টান টান ভাবের বেদনায় রোগিনী অস্থির ও বক্র হইয়া যায় এবং পায়ে মাথায় প্রায় সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। কষ্টদায়ক রজঃস্রাবে জরায়ুর খল্লিবৎ বেদনা প্রযুক্ত রোগিনী প্রভূতরূপে বক্র হইতে বাধ্য; কখন কখন আহার ও পানে বেদনা বৃদ্ধি পায়। ভগৌষ্ঠের (Labia) স্ফীতি এবং যোনির তাপ ও টানিয়া বাহির করার ন্যায় বেদনা। জরায়ুর প্রদাহ।

মস্তক চালনা করিতে গ্রীবা-পৃষ্ঠ-পেশীর কাঠিন্য বোধ। বাম গ্রীবা-পেশীর টান টান ভাব ও আকৃষ্টবৎ বেদনার গ্রীবাসঞ্চালনে বৃদ্ধি। গ্রীবার বামপার্শ্বে চাপানুভূতি; ঘাড় ফিরাইলে বেদনার বৃদ্ধি। দক্ষিণ অংসফলক বা ক্যাপুলাস্থির অভ্যন্তরে আকৃষ্টবৎ বেদনায় অনুভূতি যেন রক্তবহা নাড়ী এবং স্নায়ুসকল টান টান বা আতত অবস্থান্বিত। শ্বাসগ্রহণকালে দক্ষিণ কটি বা মাজায় আকৃষ্টতা ও খোঁচার ন্যায় বেদনার চিৎভাবে শয়নে অত্যন্ত বৃদ্ধি। সন্ধ্যাকালে কটিদেশ ও অধঃ অঙ্গে ঘৃষ্টবৎ বেদনা।

দক্ষিণ করতলে খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনায় হস্ত ও অঙ্গুলি প্রসারণের বাধা। দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টাটানি বেদনাবশতঃ চালনার কষ্ট।

হিপসন্ধি অভ্যন্তরে খল্লিবৎ বেদনায় বোধ যেন আক্রান্ত টিসু সাঁড়াশির

banglabooks.in

মধ্যে চাপিত, তাহার সহিত কটি হইতে বেদনা নিম্নে পদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম হিপসন্ধি ও কটিপ্রদেশে আকৃষ্টবৎ ও দপদপানি বেদনা এবং আনর্ত্তন।

ভ্রমণকালে দক্ষিণ উরুর বেদনায় বোধ যেন তাহার প্রধান পেশীর খর্ব্বতা জন্মিয়াছে। দক্ষিণ উরুর আকৃষ্টবৎ বেদনা জানু পর্য্যন্ত যায়। অপরাহ্নে বাম উরুর অভ্যন্তর পার্শ্বের (Inner side) আকৃষ্টতা। ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ বাহিয়া বিদ্যুদ্বেগে তীর বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা; কটিদেশের বেদনা হিপসন্ধি অভিমুখে যাইয়া পরে উরুর পশ্চাদ্ভাগ বাহিয়া জানুসন্ধির গহ্বর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং আক্রান্ত শরীরস্থানের স্পর্শজ্ঞান মন্দীভূত। জানু ও পদেয় ঝিনঝিনি। বাম জঙ্ঘার পশ্চাতে খল্লি। বামপদের আকৃষ্টবৎ বেদনা। জানু ও পদের ঝাঁকি।

সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং সন্ধির ছিন্ন করার ন্যায় অথবা আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা।

ত্বকের উপর **কলসিন্থের** ক্রিয়ায় সমস্ত ত্বকের ছাল উঠিয়া যায়।

ইহার জ্বরে সমস্ত শরীরাভ্যন্তরে শৈত্যানুভূতি। শরীরে, বিশেষতঃ শরীরোর্দ্ধপ্রদেশে অধিকতর শুষ্ক তাপ। রজনীতে ঘর্ম্ম হয় এবং প্রভাত-কালে তাহাতে মূত্রাঘ্রাণ পাওয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

কঠিন বস্তুর প্রবল চাপে বেদনার উপশম।—**কলসিন্থ** প্রধানতঃ প্রদাহহীন স্নায়ুশূল উৎপন্নকারী বস্তু এবং ইহার প্রয়োগও ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের প্রদাহহীন স্নায়ুশূলেই হইয়া থাকে। উদরশূলে রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া **টেবিলের কোণের** অথবা **খাটের খুটির মস্তকোপরি উদর রাখিয়া প্রবল চাপ দিলে উপশম** পায়। সায়াটিকা বা গৃধ্রসী প্রভৃতি স্নায়ুশূলেও রোগী **আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া**

banglabooks.in

শয়ন করে ও তাহাতে বেদনার উপশম হয়। চাপ দেওয়ায় বেদনার উপশম হওয়া বিষয়ে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধমধ্যে **ব্রায়নিয়া** প্রধান। প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে **ব্রায়** আক্রান্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করে। অন্যান্য লক্ষণে **কলসিন্থ** ও **ব্রায়র** প্রভেদ এত অধিক যে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। **শিশুর উদর স্কন্ধোপরি রাখিয়া** কোলে করিয়া বেড়াইলে **ষ্টেনামের** উদরশূল উপশমিত হয়; ইহাকেও চাপে উপশম বলা যায়।

বক্র হইয়া শরীর দ্বিভাঁজ করা বা পদসহ মস্তক প্রায় সংলগ্ন করা।—উদরের স্নায়ুশূল রোগই **কলসিন্থের** প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। এই স্নায়ুশূল অণ্ডাধার, নাভির চতুঃপার্শ্ব অথবা আমাশয় প্রভৃতি উদরের যে স্থানেই হউক, রোগী **সম্মুখে বক্র হইয়া শরীর দ্বিভাঁজ করিলে** তাহার **উপশম** হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে প্রকৃতপক্ষে ইহাকেও চাপে উপশম বলা যাইতে পারে; কেননা উপরিলিখিত শরীরাবস্থানে উদরের যন্ত্রনিচয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বেদনাস্থানে ন্যূনাধিক চাপ পায়। **কলসিন্থ** এই লক্ষণসহ তুলনীয় অন্যান্য উপযুক্ত ঔষধমধ্যে **ভিরেট্রাম** এবং **বভিষ্টা** প্রধান। প্রভেদ এই যে **ভিরাট্রাম** রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলেও উপশম জন্য **পায়চারি** করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার **ললাটে শীতল ঘর্ম্ম** থাকে। **বভিষ্টা** রোগীর আহারান্তে উদরশূলে **বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ** হইলে তাহার উপশম হয়।

বেদনার খল্লিবৎ প্রকৃতি।—এই রূপ বেদনাপ্রকৃতি দ্বারা ঔষধনির্ব্বাচনপক্ষে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্তির আশা স্বল্পতর হইলেও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সর্ব্বস্থানের **কলসি** বেদনারই ইহা প্রধান প্রকৃতি।

banglabooks.in

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—বিরক্তি ও অপমান হইতে **কলসিন্থের** স্বাধীন শিরঃশূল উৎপন্ন হয়। উপরিউক্ত কারণে পিত্তদোষ ঘটিয়া রোগ জন্মে। গাউট বা ক্ষুদ্রবাতরোগগ্রস্ত রোগিদিগের গাউট মস্তক আক্রমণ করিলে ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূল জন্মে। অনেক সময়ে ইহা **কলসিন্থের** চক্ষুরোগের—আইরাইটিস বা উপতারা-প্রদাহ, গ্লকমা এবং চক্ষুর ঊর্দ্ধদেশের স্নায়ুশূল—সহানুভূতি নিবন্ধন বা সংশ্রবে জন্মিয়া থাকে। মানসিক কারণে মস্তকের বাম পার্শ্বে ছিন্ন করার ন্যায় খল্লিবৎ বেদনা হয়। ইহার শিরঃশূলের সাধারণ লক্ষণে মস্তকাভ্যন্তরে গর্ত্তকরার ন্যায় ও ছিন্নবৎ এবং গর্ত্তকরার ন্যায় ও সূচিবেধবৎ বেদনা, চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তকাভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কর্ত্তনবৎ তীক্ষ্ণ বেদনার স্থিরভাবে থাকিলেও মস্তক নত করিলে বৃদ্ধি এবং প্রবল চাপে ও ভ্রমণে হ্রাস হয়; মস্তক নত করিলে বোধ হয় যেন চক্ষু ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে; চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব হয়। উপরিউক্ত লক্ষণে ইহা **ক্যামমিলা, সিড্রন, স্পিজিলিয়া** এবং **প্রুনাস স্পাইনসা** সহ তুলনীয়।

ক্যাম—ইহাতে ক্রোধ এবং পিত্তবিকার নিবন্ধন মস্তকের বাম পার্শ্বে ছিন্নকরার ন্যায় বেদনা হয়, কিন্তু **কলসি** অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর মুখরক্তিমা ও উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতাদি থাকায় পরস্পরকে প্রভেদ করা যায়।

সিড্রন—ইহাতে চক্ষুর চতুর্দ্দিকের বেদনার **সাময়িক আক্রমণ** হয়; অধিকাংশ সময়ে চক্ষুর ঊর্দ্ধের স্নায়ু বেদনাক্রান্ত থাকে। রোগের কারণ ম্যালেরিয়া হইতে পারে।

স্পিজিলিয়া—অনেকাংশে **কলসিন্থ** তুল্য। চক্ষুগোলকের আয়তন চক্ষুকোটরাপেক্ষা যেন বৃহত্তর বলিয়া বোধ হয়; ইহার বেদনার

banglabooks.in

প্রকৃতি ছুরিকাঘাত ও ছিন্ন করার ন্যায় এবং চতুঃপার্শ্বে বিস্তারশীল; চাপে ও শরীরচালনায় বেদনার বৃদ্ধি হয়; উষ্ণ গৃহে, ভ্রমণে ও চাপে **কলসিন্থ** বেদনার উপশম হয়।

প্রুনাস—ইহাতে বিদীর্ণকরার ন্যায় বেদনার প্রাদুর্ভাব থাকে এবং অনুভূতি হয় যেন আক্রান্ত অংশ চাপদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতেছে।

স্নায়ুশূল বা নিউরেল্‌জিয়া।—ঘৃণা, বিরক্তি প্রভৃতি মানসিক ভাববৈপরীত্য এবং সর্দ্দি বা শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন তরুণ স্নায়ুশূল রোগে **কলসি** উপকারী। ইহার আক্রমণ সাধারণতঃ শরীরের বাম পার্শ্বে হইলেও সায়াটিকা বা গৃধ্রসী রোগ দক্ষিণ পার্শ্বেই ঘটে। বেদনার প্রকৃতি ছিন্নন ও চাপবৎ; বেদনা আবেশে আবেশে আক্রমণ করে এবং শরীরস্থান চালনা করিলে ও তাহাতে চাপ দিলে বর্দ্ধিত এবং বিশ্রামে ও তাপপ্রয়োগে হ্রাস হয়। **কলসিন্থ** প্রদাহিক স্নায়ুশূলের ঔষধ নহে, বাতজ রোগই ইহার প্রধান অধিকার। উদরের ও অণ্ডাধারের স্নায়ুশূলে ইহা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। প্রধানতঃ চাপে ও তাপে বেদনা উপশমিত হয় কিন্তু চাপ অপনয়ন করিবা মাত্রই পুনরাক্রমণ ঘটে।

নাকস্ ভম—স্নায়ুশূল রোগের একটি প্রধান ঔষধ। ডাং জসেট এ রোগে ইহার উচ্চ ক্রমের বিশেষ প্রশংসা করেন। উদরের রোগ বাম পার্শ্বে হয়।

ষ্টেনাম—সূর্য্যের উদয়াস্তের ন্যায় বেদনার ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। সবিরাম জ্বরান্তের ও কুইনাইনের অপব্যবহারপ্রধুক্ত চক্ষূর্দ্ধ প্রদেশের বা সুপ্রা অর্ব্বিটাল স্নায়ুশূলের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

রাসটকস্—আহারের অমিতাচারঘটিত রোগের ঔষধ।

গৃধ্রসী বা সায়াটিকা।—অতীব কঠিন প্রকৃতির সায়াটিকা রোগ **কলসিন্থ** দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের রোগেই ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। নিতম্বদেশের বেদনা উরু বহিয়া জানু এবং কখন

banglabooks.in

কখন গুল্‌ফ বা গোড়ালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। আক্রান্ত অঙ্গের চালনায়, শৈত্য সংস্রবে ও রজনীতে বেদনার বৃদ্ধি; বেদনা আবেশে আবেশে আক্রমণ করে এবং পরে আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা ও পক্ষাঘাত জন্মে, পেশীনিচয়ের ভয়ঙ্কর আততাবস্থা হয় এবং অনেক সময়ে রোগী বোধ করে যেন তাহার অঙ্গ লৌহপতর দ্বারা আবদ্ধ অথবা সাঁড়াশির দ্বারা চাপযুক্ত রহিয়াছে। ভ্রমণকালে অঙ্গমধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি জন্মে। নূতন রোগের পক্ষেই **কলসিন্থ** বিশেষরূপে উপকারী, রোগ অধিক দিনের হইলে অঙ্গের পুষ্টিহানি জন্মিয়া রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হয়। ডাং এগিডা একটি অতি পুরাতন রোগীকে ৩×ক্রম দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। অতি প্রবল বেদনাসহ রোগীর অঙ্গের আক্ষেপ ছিল। **কলসিন্থ বেদনায়** স্নায়ুর প্রদাহ থাকে না। ইহা সম্পূর্ণরূপেই বাতজ।

কটিদেশের অন্যান্য রোগ এবং তন্নিবন্ধন বেদনাতেও **কলসি** দ্বারা আমরা বিশেষ সাহায্য পাইয়া থাকি; বিশেষতঃ **দক্ষিণ পার্শ্বের হিপ বা বঙ্কণসন্ধির রস-বাতিক বেদনায়**। ভ্রমণকালে সন্ধি অভ্যন্তরে মৃদু সূচিবেধবৎ অনুভূতি বশতঃ রোগী স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হয়, পরে আক্রান্ত শরীরস্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত ও গুরু বোধ করে এবং তাহার খল্লিবৎ বেদনায় বোধ হয় যেন তাহা সাঁড়াশির মধ্যে চাপিত হইতেছে; রোগী আক্রান্ত অংশ চাপিয়া ও জানু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া শয়ন করে। হিপসন্ধি সঙ্কুচিত বোধ হয়। কখন কখন বেদনা হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হঠাৎই ছাড়িয়া যায়। বেদনার প্রকৃতি খোঁচাবৎ ও জ্বালাকর; শৈত্যে, আর্দ্রতায় ও রজনীতে তাহার বৃদ্ধি হইলে কিভাবে অঙ্গ রাখিলে যে সোয়াস্তি পাইবে রোগী তাহা স্থির করিতে পারে না। ডাং ডিউই এ রোগে ৬ অপেক্ষা নিম্ন ক্রম প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন।

আর্সেনিক—ইহাও প্রদাহহীন স্নায়ুশূলের ঔষধ। ইহার সম্পূর্ণ

banglabooks.in

প্রত্যেক রজনীর নির্দ্দিষ্ট সময়ে সবিচ্ছেদ বেদনার আক্রমণ। জ্বালাময় বেদনায় রোগী অত্যন্ত অস্থির থাকে। তাপে বেদনার হ্রাস।

ক্যামমিলা—প্রদাহহীন রোগের ঔষধ। রোগী বেদনায় অসহিষ্ণু ও অস্থির। শরীরের তাপের বৃদ্ধিতে বেদনার বৃদ্ধি।

ন্যাফালিয়াম—সম্পূর্ণ সায়াটিক স্নায়ু ও তাহার শাখানিচয় বাহিয়া পদতল পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে বেদনা ও অসাড় ভাব হইতে থাকে। অনেকের মতেই **কলসি** এ রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। **ন্যাফা**সহ ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শয়নে, অঙ্গচালনায় এবং পদবিক্ষেপে **ন্যাফার** বেদনার বৃদ্ধি ও চেয়ারে বসিয়া থাকিলে হ্রাস হয়।

টেরিবিন্থ—অধঃঅঙ্গের অতি তীক্ষ্ণ স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং স্নায়ুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আকৃষ্টবৎ, ছিন্ন করার ন্যায় ও অবশকর বেদনা। পেশীর খল্লী থাকায় **কলসিন্থ নাক্সভ, ভিরেট্রএ** এবং **এলোজ** ও **টেরা পাইনি** সহ তুলনীয়।

প্যারাফাইমোসিস্ বা **উল্টামুন্দা**।—পেশীর সঙ্কোচন নিবারণে **কলসিন্থের** ক্ষমতা থাকায় ইহা এ রোগে ব্যবহৃত হইলে রোগের তরুণ অবস্থায় ফলপ্রদ হইয়াছে।

উদরশূল বা কলিক।—রসবাত এবং গাউট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রদাহ হীন উদরশূল রোগে **কলসিন্থ** অমোঘ ফলপ্রদ ঔষধ। উদরের কামড়ানিবৎ বেদনায় রোগীর সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হওয়া এবং উদরের বেদনাস্থান কোন কঠিন বস্তুর উপর সবলে চাপিত করা, ইহার অব্যর্থ প্রদর্শক লক্ষণ। উদরে বায়ুর ও অজীর্ণ ভুক্ত বস্তুর বর্ত্তমানতা অথবা ভয়ঙ্কর ক্রোধাবিষ্টতা প্রভৃতি কোন প্রকার প্রচণ্ড মানসিক আবেগ এই বেদনার সাক্ষাৎ কারণ। উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে, উদরের কামড়ানি তাহার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে থাকে; বায়ুনিঃসরণে

banglabooks.in

অথবা মলত্যাগে বেদনার উপশম। ইহা ঋতু-দোষ ও মূত্রস্থালীর বিকারনিবন্ধন উদরশূলেও স্থলবিশেষে উপকারী।

একনাইট—প্রদাহিক উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয়, কিন্তু তাহাতে সোয়াস্তি পায় না।

বেলাডনা—ইহার প্রদাহিক রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উদরশূলে শিশু পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইতে থাকে। রোগী চীৎকার করে এবং উদরের আড়াআড়ি ভাবে কোলন অন্ত্রাংশ ক্ষুদ্র বালিশের ন্যায় স্ফীত হয়।

ভেরেট্রাম এ—বেদনায় রোগী সম্মুখে বক্র হইয়া উপশম জন্য ভ্রমণ করিতে বাধ্য। ললাটের শীতল ঘর্ম্ম বিশেষ লক্ষণ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনিকা—ফল অথবা শাক সবজি আহারে সবুজবর্ণ, আমময় উদরাময়সহ কামড়ানির ন্যায় উদরশূলে রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয়।

কষ্টিকাম—কলসি ফলপ্রদ না হইলে কখন কখন ইহা-দ্বারা উপকার হয়।

ডায়স্কলিয়া—উদরে বায়ুশূল। নাভির চতুঃপার্শ্বে অবিশ্রান্ত বেদনা, সময়ে সময়ে অত্যন্ত তিক্ষ্ণ হয়, শরীর সম্মুখে দ্বিভাঁজ না করিয়া রোগী প্রবলরূপে বিস্তৃত করিতে বাধ্য। পিত্তজ, রসবাতজ এবং স্নায়বিক উদরশূল। বেদনা পৃষ্ঠ এবং বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষতঃ ইহা অজীর্ণদোষ-নিবন্ধন উদরশূলের মহৌষধ। পশ্চাৎপার্শ্বে বক্র হইলে ইহার প্রদাহহীন উদরশূল উপশম পায়।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস্‌ফরিকা—ইহার বেদনা সবিরাম প্রকৃতির; সম্মুখে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে, আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে, তাপপ্রয়োগে এবং উদ্‌গার উঠিলে উপশম। বায়ুকর্ত্তৃক উদরশূলে শিশু জানু উত্থিত করিয়া থাকিলে শান্তি পায়। ডাং মর্গ্যান বলিয়াছেন "সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের এই রোগে **কলসির** ৩০ ক্রম প্রয়োগমাত্র, নিশ্চিত উপকার

banglabooks.in

হয়"। ডাং ডিউয়ি বলেন উদরশূলগ্রস্ত শিশু, যাহারা দিবা-রজনীর অর্দ্ধ সময় ক্রন্দন করিয়া কাটায়, তাহাদিগের ইহা উপকার করিতে পারে। **তাপে উপশম** ইহার প্রদর্শক।

ক্যামমিলা—অত্যধিক মানসিক আবেগ বশতঃ শিশু ও স্ত্রীলোক-দিগের উদরশূলে ইহা এবং **কলসিন্থ** উভয় ঔষধই উপকারী। **ক্যামর** অত্যধিক উদরস্ফীতি, তপ্ত গণ্ড, মুখের রক্তিমা, উষ্ণ ঘর্ম্ম এবং প্রধানতঃ ইহার বেদনার অসহনীয়তা বশতঃ ভয়ঙ্কর মানসিক উদ্বেগ ইহাকে **কলসি** হইতে প্রভেদিত করে।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—ইহার উদরশূল ক্রোধ অথবা উদরের অস্ত্রচিকিৎসাজনিত। ইহাও শিশু এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উপকারী। **কলসি** দ্বারা কার্য্য না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

ককুলাস—ইহাতে উদরের স্ফীতিসহ উদরশূল হইয়া থাকে এবং তাহা পুনরাবর্ত্তনশীল হয়। গুল্মবায়ুঘটিত উদরশূলে ইহা উপকারী।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বে অপব্যবহারনিবন্ধন উদরের কামড়ানি বেদনায় **কলসি** সংশোধন করে।

উদরাময় ও আমরক্ত রোগ—এই সকল রোগে **কলসিন্থ** কোন প্রসিদ্ধি নাই। ফলতঃ ইহার রোগ উদরশূলের আনুসঙ্গিক ব্যতীত কখনই উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। উভয় প্রকার রোগেই ভয়াবহ উদরশূল ও তাহার উপশম জন্য শরীর সম্মুখে বক্র করিয়া দ্বিভাঁজ করার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকিয়া **কলসি** নির্ব্বাচনের সাহায্য করে। অজীর্ণ দোষ অধিক থাকিলে অবিশ্রান্ত মুখের তিক্তাস্বাদ, অত্যধিক তৃষ্ণা, শূন্য উদ্গার, বিবমিষা, ভুক্তবস্তুর অথবা তিক্তরসের বমন এবং পূর্ব্বকথিত উদরের কামড়ানি সহ প্রভূত পরিমাণ, তরল, ঘন অথবা বায়ুযুক্ত উদরাময় জন্মে।

সরলান্ত্রে **কলসিন্থ** কোন প্রাদাহিক ক্রিয়া হয় না, একারণ প্রকৃত আমরক্ত জন্মে না; ফলতঃ উদরশূলের প্রবলতর স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ

banglabooks.in

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিকঝিল্লী উদ্দীপ্ত হইলে উদরশূলের তীক্ষ্ণতার বৃদ্ধি হয় ও তদানুষঙ্গিক লক্ষণাদিও প্রবলতর হইতে থাকে। রোগী উদরশূলের প্রশমন জন্য আক্রান্ত স্থানে পূর্ব্ববৎ চাপ দেয়, বক্র হয় এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে প্রবল কুন্থনদ্বারা ক্লেদ ও রক্তযুক্ত বিষ্ঠা নিঃসারিত করে। মলত্যাগান্তে কুন্থন ও অনেক সময়ে উদরের কামড়ানির নিবৃত্তি হয়। এস্থলে **নাক্স ভমসহ কলসিন্থ** সাদৃশ্য থাকিলেও **নাক্সের** নিষ্ফল মলবেগ ইহাতে নাই। আহারান্তেই মলত্যাগ হওয়া লক্ষণে ইহা **পড ও সিঙ্কনার** তুল্য এবং **পডর** উদরাময়েও ইহারই ন্যায় **তাপপ্রয়োগে ও সম্মুখে বক্র** হইলে উদরশূলের উপশম হয়। আমরক্ত রোগের অনেক লক্ষণেই ইহা **ক্যাম্ফারিসের** তুল্য; বিশেষতঃ শেষোক্ত ঔষধেও উদরশূল উপশমের জন্য **বিভাঁজ হইতে হয়**। ক্লেদ ও রক্তময় বিষ্ঠা এবং আহার ও পানান্তে রোগের বৃদ্ধি উভয় ঔষধেই তুল্য; **ক্যাম্ফারিস** রোগ প্রদাহনিবন্ধন জন্মে, ইহাই প্রভেদ।

অণ্ডাধার রোগ।—ওভারিসংসৃষ্ট উদরশূলের কামড়ানি বেদনাতেও রোগী পূর্ব্ববৎ বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হয় এবং দক্ষিণ অণ্ডাধারের গভীরপ্রদেশে সূচিবেধবৎ বেদনা থাকে। ডাঃ সাদিকের মতে বাম অণ্ডাধারের প্রদাহরোগেও পূর্ব্ববৎ উদরশূল থাকিলে **কলসি** উপকারী। **কলসি ও বভিষ্টা** অণ্ডাধারের অর্ব্বুদ (Tumour) রোগ আরোগ্য করিয়াছে।

রসবাত বা রিউম্যাটিজম্ ও গাউট।—**কলসি** দ্বারা অনেক সময়ে রসবাত রোগের, বিশেষতঃ রসবাত ও গাউট ঘটিত সন্ধির অনমনীয়তার উপকার হয়। এস্থলে ইহা **কষ্টিকাম, গুয়েকাম** ও **লিডাম** সহ তুলনীয়। শেষোক্ত তিন ঔষধে সন্ধিতে গাউট-বর্ত্তুল জন্মিয়া তাহার কাঠিন্য উৎপন্ন করে।

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৬ (LECTURE XXVI)

কুপ্রাম্ মেটালিকাম্ (Cuprum Metallicum)।

সাধারণ নাম।—কপার। তাম্র।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে পরিশুদ্ধ কপার হইতে ট্রিটুরেষণ; উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম তদূর্দ্ধও অবস্থানুসারে ব্যবহৃত হয়। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং ফ্লটাস্—শিশু হঠাৎ কনভালসনাক্রান্ত হয় ও দংশন করিতে আরম্ভ করে; ৩০ কুপ্রাম এক মাত্রায় ফিট নিবারণ হয়, কিন্তু মানসিক বিকার থাকিয়া যাওয়ায় দংশন, আঘাত করা প্রভৃতি নানা প্রকারে রক্ষয়িত্রীকে বিরক্ত করিতে থাকে; ৩০ ক্রমের ঔষধ প্রতিসপ্তাহে এক মাত্রা সেবনে আরোগ্য। ডাং মোসা—৬০ বৎসরের পুরুষ; ওষ্ঠ নীলাভ পাণ্ডুর; জিহ্বা নীলাভ-লোহিত; নাসিকা স্ফীত এবং তাহার অগ্র লোহিত; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসের গয়ার সহ অল্প রক্ত থাকিত; কোষ্ঠবদ্ধ; রজনীতে শয়ন করিবার সময় গৃহপ্রবেশ করিলে, বিশেষতঃ যদি চক্ষু মুদ্রিত করে, গৃহ ভূতপরিপূর্ণ দেখে; কর্ণমধ্যে গুণ গুণ করে ও ঢক্কাধ্বনি হয়, ললাটে শূল ছিল, রোগী বোধ করিত যেন মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইবে; চক্ষুর সম্মুখে আবছায়া দেখিত; দূরে কিছু দেখিতে পাইত না, নিকটদৃষ্টি পরিষ্কার ছিল; স্মরণ শক্তির দুর্ব্বলতা; মাথা ঘোরা; সর্ব্বদা হস্তের শীতলতা ও জলসিক্ত হইলে তাহার নীলাভা; কুপ এসেট ২, আরোগ্য। ডাং উড্ ওয়ার্ড—৪ বৎসরের শিশু; লঘু শ্লৈষ্মিক জ্বর; লক্ষণ—খিটখিটে ও অস্থির; নিদ্রাকালে চমকিয়া ওঠা; রক্তবর্ণ চক্ষু, অতর্পনীয় পিপাসা; হস্ত ও পদ শীতল। কেঁকানি; নিদ্রাকালেও ঘূর্ণায়মান চক্ষু। দুই সপ্তাহ মলত্যাগ হয় না; মূত্র ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ;

banglabooks.in

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে; রজনীতে; বিশ্রামকালে; আহার এবং পানান্তে; ক্রোধে; শীতল হাওয়ায়; প্রবল শীতল বায়ু বহিলে; পদের ঘর্ম্ম ও হামাদি উদ্‌ভেদ বসিয়া যাইলে।

উপশম।—বায়ুনিঃসরণে; কাফি পানে; ধুম পানে; বক্ষে হইয়া দ্বিভাঁজ হইলে; প্রবল চাপে। এক ঢোক শীতল জল পান করিলে বিবমিষা, বমন ও কাসির উপশম।

সম্বন্ধ।—কুপ্রামের কার্য্যপ্রতিষেধক—অরাম, বেল, ক্যাম্ফর, সিঙ্ক, কনা, ককুলাস, ডাঙ্কা, হিপার, ইপিকা, নাক্স ভ, মার্কু। বিষমাত্রার—শর্করা, অণ্ডলাল।

খাদ্যবস্তুসহ কুপ্রাম মিশ্রিত থাকায় বিষলক্ষণ জন্মিলে হিপার সাল্‌ফ অথবা পটাসের সোপ বা সাবান তাহা প্রতিষেধ করিতে পারে।

কুপ্রামের উপচয় অথবা ক্রিয়াধিক্য ঘটিলে, এল্‌কহল সহ ক্যাম্ফর মিশ্রের আঘ্রাণ তাহার প্রশমনকারী।

জ্বর এবং স্নায়ুবিকার ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং চতুর্থ দিবসে কন্‌ভালসন হওয়ার উপক্রম দেখা যায়; কুপ্রাম মেট ৩০, আরোগ্য। ডাং স্মল—২ বৎসরের শিশুর ললাটদেশে তাপসহ জলবৎ বমন, উদরশূল এবং আক্ষেপ; শীতল জল কিছুকাল বমন নিবারণ করিলেও হিক্কা থাকিয়া যায় এবং কন্‌ভালসনের পরে তাহা শেষ হইয়া ২৪ ঘণ্টাকাল শিশু অজ্ঞানাবস্থায় পতিত থাকে; মস্তকের অত্যধিক তাপসহ শিশু গভীর অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত, হস্ত শীতল ও অঙ্গুলি নীলবর্ণ ছিল। কুপ্রাম মেট ৩, আরোগ্য। ডাং গ্রভেল—একটি যুবা পুরুষের আমজ্বরের পরে, শ্বাসরোধকারী শুষ্ক কাসি, বিশেষতঃ রজনীতে উপস্থিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করিত; কুপ্রাম মেট ২০০, আরোগ্য। ডাং হার্স—(মিলিয়ারি এজমা) এক বৎসরের কোমল ধাতুর শিশুর ক্রমে ৬ রাত্রির কাসিশূন্য শ্বাসকৃচ্ছ্র এক এক আক্রমণ ৫।১০ মিনিট স্থায়ী; কুপ্রাম ৯, আরোগ্য। ডাং লেমকি—বিবমিষা, আমাশয়ে চাপানুভূতি, বক্ষের ক্লেশ, হৃৎপিণ্ড, হস্ত ও পদের কম্প এবং দুর্ব্বলতায় শয্যাগত; কুপ্রাম ১, আরোগ্য। ডাং চাইল্ডস্—খঞ্জ বামপদ টানিয়া চলে, বামবাহুর আনর্ত্তন হয়; কথা জড়িত; জিহ্বা কম্পমান; কোন বস্তু ধরিতে পারে না; কুপ্রাম মেট ৪০০০ (4m), আরোগ্য।

banglabooks.in

কুপ্রাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক।—অরাম, ওপিয়াম।

কুপ্রামের পরে প্রয়োজ্য ঔষধ—হুপিং কাফে ভেরেট্রাম · হাম প্রভৃতি উদ্ভেদ বসিয়া যাইলে এপিস এবং জিঙ্কাম।

কার্য্যপূরক।—ক্যাল্কে অষ্ট্রী।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, ক্যাল্কে কা, সিঙ্ক, ককুলাস, হিপার, ইপিকা, নাক্স ভ, প্লাম্বাম, পাল্স্, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, সাল্ফার, ভেরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম ও **অনিদ্রা** নিবন্ধন মানসিক ও শারীরিক অবসাদ (ককুলাস, নাক্স); অনিবার্য্য উৎকণ্ঠা।

আক্ষেপ এবং খল্লি প্রভৃতি লক্ষণের আবেশে আবেশে সাময়িক আক্রমণ।

লালাস্রাবসহ মুখাস্বাদ উগ্র, মিষ্ট, ধাতুবৎ এবং তামাটে (ম্যাস)।

সর্পের জিহ্বার ন্যায় অবিশ্রান্ত মুখবহির্দ্দেশে জিহ্বার পতন ও মুখাভ্যন্তরে পুনরাবর্ত্তন (ল্যাকে)।

পানকালে তরল বস্তু গড় গড় শব্দে নামে (আর্স, থুজা)।

সাংঘাতিক বা এসিয়াটিক কলেরায় উদরমধ্যে এবং পায়ের "ডিমে" খল্লি হয়।

উদ্ভেদের অন্তর্প্রবেশ বা বসিয়া যাওয়ার (বাহির না হওয়ার, জিঙ্ক), কুফলস্বরূপ মস্তিষ্করোগ, স্থানিক আক্ষেপ, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং বমন; পদের ঘর্ম্ম বসিয়া যাওয়ার কুফল (সিলিক, জিঙ্ক)।

মুখের নীলবর্ণ ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের কঠিন আকুঞ্চনসহ কন্‌ভাল্‌সন।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খল্লি; পদতলের এবং পায়ের ডিমের অত্যন্ত ক্লান্তি ও বেদনা।

banglabooks.in

ভীতি অথবা বিরক্তিবশতঃ আক্ষেপ ; অন্য যন্ত্রের রোগ স্থানপরিবর্ত্তন করিয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ (জিঙ্ক) ; গর্ভাবস্থায় আক্ষেপ ; এবং সুতিকাক্ষেপ বা পিয়র্পিরাল কন্‌ভাল্‌সন ; ক্ষণিক আক্ষেপ (clonic spasm) অঙ্গুলি ও বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আরম্ভ এবং সর্ব্বশরীরোপরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে পরিণত।

জিহ্বার পক্ষাঘাত এবং অসম্পূর্ণ ও তোতলা কথা।

মৃগীরোগের "অরা" জানুমধ্যে আরম্ভ এবং ঊর্দ্ধে উত্থিত ; রজনীতে নিদ্রাবস্থায় রোগের বৃদ্ধি (বাফো)। নিয়মিত সময়ান্তর পূর্ণিমার সম সম কালে (ঋতুস্রাবকালে) ; আছাড় খাইলে, অথবা মস্তকোপরি আঘাত লাগিলে ; এবং জলসিক্ত হওয়ায় আক্ষেপের আক্রমণ।

কাসিলে, বোতল হইতে জল ঢালার ন্যায় **গড় গড় শব্দ**।

শীতল জলপানে কাসির উপশম (কষ্টি ;—শীতল জল পানে বৃদ্ধি, স্পঞ্জি)।

অনেক সময় স্থায়ী, শ্বাসরোধকর ও আক্ষেপিক হুপিং কাসিতে রোগী কথা কহিতে পারে না ; শ্বাসের অভাব, মুখের নীলিমা এবং শরীরের বংশবৎ কাঠিন্য ; পর পর তিনবার কাসির আক্রমণ (ষ্টেনাম) ; সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর কঠিনান্তর ভুক্ত বস্তুর বমন (ক্যানা) ; কাসির আক্রমণের সহিত শরীরের অদমনীয় নিষ্ক্রিয় এবং আক্ষেপিক কাঠিন্যাবস্থা (Cataleptic state)।

প্রসবান্তিক জরায়ুবেদনা ; "পায়ের ডিমে" ও পদতলে কঠিন ও কষ্টপ্রদ বেদনা।

রোগকারণ।—হাম প্রভৃতি ত্বগুদ্‌ভেদ ও অভ্যাসগত কোন স্রাব বসিয়া যাওয়া এবং অত্যধিক মানসিক শ্রম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কুপ্রামরোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কুপ্রাম প্রধানতঃ পরিপাকযন্ত্রপথে ক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা তাহার প্রদাহ, উদরশূল, বমন ও উদরাময় প্রভৃতি রোগোৎপন্ন

banglabooks.in

করে। পরম্পরাভাবে ইহা স্নায়ুকেন্দ্রনিচয় প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করিয়া নানা প্রকার আক্ষেপিক রোগ, খল্লি, সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। কুপ্রামক্রিয়ার প্রধান প্রকৃতি এই যে ইহার লক্ষণাদি সাময়িকরূপে ও অনেকগুলি যুগপৎ বা দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—কুপ্রাম প্রথমে ও প্রধানতঃ সোলার প্লেক্সাস্ বা উদরস্থ সহানুভূতিক স্নায়ুকেন্দ্র ও স্নায়ুজালবিশেষ এবং যুগপৎ সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত অন্ত্র আক্রমণ করে এবং ফলস্বরূপ আমাশয়ের অতি প্রবল উদ্দীপনা এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরতাপ উপস্থিত হয়। উপরিউক্ত আন্ত্রিক উদ্দীপনা নিবন্ধন প্রথমে অতি প্রবল উদরশূল উপস্থিত হইলে তাহার সহিত কখন উদরাময় কখন বা কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাশয়ের উদ্দীপনাবশতঃ বিবমিষা অথবা বমন উপস্থিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে উপরিলিখিত উদ্দীপনা ও সংসৃষ্ট রক্তাধিক্য যতই প্রবল হউক না কেন, তাহা তরুণ ও প্রবল প্রদাহে পরিণত হয় না।

উল্লিখিত উদরশূল আন্ত্রিক পেশীর প্রবল আক্ষেপ প্রযুক্ত ঘটে এবং বেদনার সবিচ্ছেদ আক্রমণ তাহার আক্ষেপিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়। ফলতঃ কুপ্রামক্রিয়া স্বল্পাধিক স্থান ও সময় ব্যাপক আক্ষেপ উৎপাদন জন্যই খ্যাত। ইহাতে শরীরস্থ ক্ষুদ্রবৃহৎ সমগ্র পেশী, এমন কি রক্তবহা নাড়ীর অতি ক্ষুদ্র পেশীও আক্ষেপাক্রান্ত হয় এবং এই আক্ষেপোৎপাদকশক্তিই ইহার সর্ব্বপ্রধান প্রদর্শক প্রকৃতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণের বর্ত্তমানতা ব্যতীত **কুপ্রামের** বিষক্রিয়া অথবা রোগ চিকিৎসায় উপযোগিতা জন্মে না। বেদনা, বমন, কাসি, কলেরা প্রভৃতি সাধারণ রোগ আক্ষেপযুক্ত হইলে এবং অন্যান্য নানা প্রকার আক্ষেপিক রোগে ইহা একটি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য।

আমরা উপরে **কুপ্রাম**-ক্রিয়ায় সর্ব্বাঙ্গীন পেশীমণ্ডলীর যে

banglabooks.in

আক্ষেপের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা ইহার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল নহে। সোলার প্লেক্সাসের প্রবল উদ্দীপনার সহিত সহানুভূতিবশতঃ বা পরস্পরাভাবে মস্তিষ্ক-মেরুমজ্জার উত্তেজনা হয়; এই উত্তেজনা গতিপ্রদ স্নায়ুদ্বারা যাবতীয় পেশীমণ্ডলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যুগপৎ তাহাদিগের অনেকগুলির আক্ষেপ উপস্থিত করে। ফলতঃ কুপ্রামক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ পেশীশ্রেণী আক্রান্ত হয়, কোন একটিমাত্র পেশীর আক্রমণে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহা রক্তবহা নাড়ীর পেশীর আক্ষেপ উপস্থিত করিয়া ধমনীমণ্ডলের সঙ্কোচনে রক্তগতির বাধা ঘটায়। শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রনিচয়ে রক্তাধিক্য হয় এবং ফুসফুসে শোণিতের সম্যক অক্সিডেষণ বা মলদাহন ও অম্লজানসঞ্চয় না হওয়ায় শরীরে শিরাশোণিতের আধিক্য ও শরীরতাপের হ্রাস হয়। শোণিতসঞ্চলনের বাধানিবন্ধন এবং শিরাশোণিতের আধিক্যে ত্বক্ বা শরীরবহির্দ্দেশ শীতল, নীলবর্ণ, সঙ্কুচিত ও শীতলঘর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ কলাপ্স বা পতনাবস্থার লক্ষণ যুক্ত হয়।

কুপ্রাম, বিশেষতঃ **কুপ্রাম সালফ্ প্রভৃতি সল্ট** বা লবণ, উগ্রগুণবিশিষ্ট বস্তু হইলেও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ায় প্রবল ও তরুণ প্রদাহ উৎপন্ন করে না। কিন্তু ইহাদিগের ক্রিয়াফলস্বরূপ **প্রাণক্রিয়াহীন** জীবনীশক্তি বিশিষ্ট দেহে পুষ্টিহীন, অপকৃষ্ট শিরাশোণিতাধিক্য উৎপন্ন হয়, এবং শিরাশোণিতের ধীর উদ্দীপনাবশতঃ অপকৃষ্ট শিরাশোণিতপুষ্ট দেহোপাদান বিশ্লিষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহাতে **জড়ভাবাপন্ন** ও আরোগ্যশক্তি বিহীন ক্ষতোৎপন্ন হয়। পুরাতন উদরাময় ও আমরক্ত রোগ নিবন্ধন অন্ত্রের এবং ত্বকের নিরাময়িক শক্তিহীন ক্ষত আমরা অনেক সময়ে **কুপ্রাম** প্রয়োগে আরোগ্য হইতে দেখিয়া থাকি। অনেক দিন ধরিয়া অল্প মাত্রায় **কুপ্রাম** সেবনে ইহার ক্রিয়ার পুরাতনফলস্বরূপ নানা প্রকার স্নায়বিক রোগলক্ষণ জন্মে; তন্মধ্যে পেশীর খল্লী ও অঙ্গ-বিশেষের পক্ষাঘাত বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই পক্ষাঘাত **প্লাম্বামের**

banglabooks.in

পক্ষাঘাতের তুল্য! পক্ষাঘাতের ফলস্বরূপ অঙ্গবিশেষের পুষ্টিহানি ও শুষ্কতাও জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

কুপ্রামক্রিয়ার একটি বিশেষ প্রকৃতি এই যে ইহার পতনাবস্থা প্রতিক্রিয়াহীন অর্থাৎ ইহাতে শৈত্যান্তে তাপাবির্ভাবরূপ স্বাভাবিক জৈব প্রতিক্রিয়া সম্যক স্ফূর্ত্তি পায় না। একারণ কোন রোগীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাববশতঃ উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে কার্য্য না হইলে, যেমন হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে উদ্‌ভেদ বাহির না হইয়া রোগীর যদি কোলাপ্স বা পতনাবস্থা উপস্থিত হয় অথবা কলাপ্স হওয়ায় উদ্‌ভেদ বসিয়া যাওয়ায় যদি উপযুক্ত ঔষধে কোন কার্য্য না হয়, সেস্থলে **কুপ্রাম** প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরুদ্দীপনা দ্বারা (উদ্ভেদ বহিরানয়ন করিয়া) ঔষধবিশেষের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ। এরূপ ক্রিয়াশীল অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগস্থল বর্ণনা দ্বারা পরস্পরের কার্য্যস্থল পরিষ্কার করা যাইতেছে।

কুপ্রাম—সোরাধাতু বিশিষ্ট রোগীর পতনাবস্থায় প্রতিক্রিয়া না হইয়া আক্ষেপ হইতে থাকিলে।

সাল্‌ফার—সদৃশ ত্বগুদ্‌ভেদ অন্তর্প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটিলে।

সোরিনাম—সাল্‌ফারে কার্য্য না হইলে সোরিনাম প্রযোজ্য। দূষিত টাইফয়েডলক্ষণযুক্ত তরুণ রোগে যন্ত্রাদির উপাদানগত কোন বিকারাভাবেও যদি উপযুক্ত ঔষধপ্রয়োগে ক্রিয়া না হয় এবং রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও আশাহীন হইতে থাকে, সেস্থলে অবস্থাবিশেষে সাল্‌ফ ও সোরির অন্যতর ঔষধ, অথবা সাল্‌ফারে কার্য্য না হইলে সোরিনাম প্রয়োগে প্রতিক্রিয়াশক্তি উদ্দীপিত হয়।

সিঙ্কনা—শোণিত, শুক্র প্রভৃতি জীবনীরসক্ষয়নিবন্ধন আকস্মিক শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কলাপ্‌স্ অবস্থা উপস্থিত হইয়া জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব ঘটিলে ইহা প্রযোজ্য। উপরিউক্ত কারণে রজনীঘর্ম্ম

banglabooks.in

থাকিলে **চায়না** ও **সোরিনাম** প্রযোজ্য। শেষোক্ত ঔষধে রোগশান্তি বিষয়ে রোগীর নৈরাশ্য থাকে।

লরসিরেসাস্—কঠিন শ্বাসযন্ত্ররোগপ্রযুক্ত জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাবে।

ওপিয়াম—প্রতিক্রিয়াহীনাবস্থায় রোগীর শিবনেত্র, অজ্ঞান ও অলসভাব থাকিলে।

ভ্যালেরিয়ান ও এম্ব্রাগ্রিসিয়া—গুল্মবায়ু প্রভৃতি স্নায়বিক রোগে, প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাবনিবন্ধন উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা ফল না হইলে।

কার্ব্বভেজ—জীবনিশক্তির অতি নিস্তেজাবস্থায় শরীর বরফের ন্যায় শীতল এবং নাড়ী অতি ক্ষীণ, দ্রুত অথবা লুপ্তপ্রায় হইলে এবং প্রতিক্রিয়া পুনরাবৃত্ত না হইলে **চায়নার** পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার্য্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **কুপ্রাম**-ক্রিয়ায় শোণিতসঞ্চলনের বাধা প্রযুক্ত শারীরিক কলাপ্স্ লক্ষণ উপস্থিত হয়, এবং প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা থাকায় প্রবল আক্ষেপিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। ইহার মস্তিষ্কলক্ষণে শোণিতসঞ্চলনের উপারউক্তরূপ নিস্তেজ ভাব ও অতি প্রবল ও সাময়িক স্নায়বিক উত্তেজনার লক্ষণ থাকিলেও নিস্তেজ ও পুষ্টিশক্তিবিহীন শোণিতপুষ্ট মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা লক্ষণেরই প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে। ইহার প্রলাপ লক্ষণের প্রচণ্ডতা **বেলাডনার** তুল্য হইলেও তাহার ধমনীশোণিতের প্রাধান্য ইহাতে থাকে না এবং **হায়সায়ামাসের** প্রলাপ ও তাহার শোণিতসঞ্চলনের নিস্তেজ ভাব এবং শিরাশোণিতের আধিক্য থাকিলেও **হায়** অপেক্ষা **কুপ্রামের** স্নায়বিক উত্তেজনা অধিকতর। নিম্নে **কুপ্রামের** স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণসকল বিবৃত হইল।

মানসিকবিকারে রোগী লক্ষ্যহীন কথা বলে। মানসক্ষেত্রে ধারাবাহিক ভ্রান্ত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত কল্পনাশ্রেণীর দ্রুত আবির্ভাব হয়; মনে

banglabooks.in

করে রোগী অতি উচ্চশ্রেণীর সৈন্যাধ্যক্ষ। উন্মাদলক্ষণে রোগী দংশন ও প্রহার, বস্ত্রাদি ছিন্ন এবং খণ্ড খণ্ড করে; রোগী এই অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে। মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনশীল হয়; শিশু কখন উত্তেজনাপ্রবণ ও খিটখিটে, কখন বা উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করে। রোগী অনেক সময় ক্রন্দন করে। প্রলাপাবস্থায় কেহ তাহার নিকটে আসিলে ভীতি প্রযুক্ত রোগী জড়সড় হয়, পলায়নের চেষ্টা করে। অদম্য দুঃখভারাবনত রোগী সর্ব্বদা অস্থির থাকে, বোধ করে যেন কোন দুর্দ্দৈব আগতপ্রায়; মনে করে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিবে। ইন্দ্রিয়শক্তির তীক্ষ্ণতার হ্রাস হয়; কখন বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতি তীক্ষ্ণতানিবন্ধন অসহিষ্ণুতা জন্মে। রোগী অতি অস্থিরাবস্থায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম অথবা নিদ্রাহীনতাবশতঃ মানসিক ও শারীরিক বলক্ষয় ঘটে।

চৈতন্যবিকলতা ঘটিয়া মস্তিষ্কের ক্লান্তিপ্রযুক্ত রোগীর সম্মুখ পার্শ্বে পতিত হইবার উপক্রম হয়; শরীরচালনায় তাহার বৃদ্ধি ও শয়নে হ্রাস হয়।

ইন্দ্রিয়বিপর্য্যয়ে দৃষ্টিশক্তির মালিন্য জন্মে। প্রাতঃকালে শায়িতাবস্থায় উপাধানসংলগ্ন কর্ণে দূরাগত ঢক্কাধ্বনি শ্রুত হয়, গাত্রোত্থানে তাহার তিরোধান ঘটে। ঘ্রাণশক্তির লোপ। রসনেন্দ্রিয়ের তিক্তাস্বাদ।

নিদ্রাবিকারে গভীর নিদ্রায় যেন জ্ঞানলোপের ভাব অনুমিত হয়। রোগী নিদ্রালু থাকে কিন্তু নিদ্রা হয় না। স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হয়।

গতিদ স্নায়ুবিকারসংযুক্ত রোগেই কুপ্রামের বিশেষ পরিচয়। দীর্ঘকালব্যাপী ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। পেশীমণ্ডলী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। শয্যাগত রোগীর অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রসূত অবিশ্রান্ত অস্থিরতাবশতঃ রোগী শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য। স্নায়বিক কম্প সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও অসহিষ্ণুভাব।

সামান্য পেশী আনর্ত্তন, শরীরের ঝাঁকি ও নিদ্রাকালে চমকিয়া উঠা প্রভৃতি অল্পকালস্থায়ী ক্ষুদ্র আক্ষেপ হইতে অতি প্রবল ও দীর্ঘকালব্যাপী

banglabooks.in

নানাবিধ ক্ষুদ্রবৃহৎ আক্ষেপলক্ষণ উৎপন্ন হয়। রোগীর সমস্ত দেহ কঠিন হইয়া সম্মুখপার্শ্বে বক্র হইতে থাকে। পেশী এবং কণ্ডরার সঙ্কোচন ঘটে। মস্তিষ্কবিকারে অঙ্গুলীতে, বিশেষতঃ অঙ্গুষ্ঠে স্বল্পস্থায়ী (clonic) আক্ষেপারম্ভ হয়। মৃগী রোগতুল্য সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপের পূর্ব্বে বাম বাহুর আকৃষ্টতা, "অরা"ও থরথর কম্প হইয়া রোগী টলিতে টলিতে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া যায়, মুখে ফেনা উঠে, শরীর পশ্চাৎপার্শ্বে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহির্দ্দিকে বক্র হইতে থাকে; রজনীতে নিদ্রাকালে এবং প্রত্যেক অমাবস্যায় আক্ষেপের আক্রমণ। এক আবেশের অন্তে, অন্য আবেশের আক্রমণকাল পর্য্যন্ত রোগী শয্যায় ঘুরিতে থাকে ও শরীর মোচড়ায়; আক্রমণের শেষে শিরঃশূল।

অনুভূতিদস্নায়ুবিকারে স্থানবিশেষে ক্ষতবৎ, চাপের, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকার এবং বিদ্ধ করার ন্যায় বেদনার অনুভূতি জন্মে।

রোগী মস্তকমধ্যে ভারি বোধ করে। মস্তিষ্কমধ্যে এবং চক্ষুকোটরমধ্যে ঘৃষ্ট বোধ হয়। ললাট, ললাটপার্শ্ব, মূর্দ্ধা অথবা মস্তকপশ্চাদ্দেশমধ্যে সবিরাম ছুরিকাঘাতের অনুভূতির চাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি। মূর্দ্ধামধ্যে বিজাতীয় চনচনি বোধ; অনুভূতি যেন মূর্দ্ধামধ্যে কীট বিচরণ করিতেছে।

রোগীর মুখাকৃতি অবসাদভাবযুক্ত এবং দুঃখ, ক্লেশ ও দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক। কখন মুখমণ্ডল আরক্ত থাকে ও মুদ্রিত চক্ষুর গোলক ঘূর্ণায়মান হয়; কখন বা মুখ নীলাভ, পাণ্ডুর অথবা ধূসরবর্ণ, সমল, বসা, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বরফবৎ শীতল থাকে। মুখ কঠিনরূপে আবদ্ধ ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ।

চক্ষুতে চাপবৎ বেদনা। চক্ষুচালনায় চক্ষুকোটরমধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। চক্ষুর অস্থিরতা ও আক্ষেপিক চালনা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে চক্ষুমধ্যে ভয়ঙ্কর চুলকণা।

কর্ণের পশ্চাদ্দিকে ও মধ্যে গর্ত্ত করার ন্যায় এবং সম্মুখে চাপবৎ অনুভূতি। কর্ণরন্ধ্রের বহিরাংশের স্ফীতি।

banglabooks.in

শ্বাসযন্ত্রবিকারে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব। নাসিকার সন্ধিতে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। নাসিকার রোধ।

অবিশ্রান্ত স্বরভঙ্গ; একটি কথাও বলিতে পারে না। **কাসিলে** শ্বাসপ্রশ্বাস **শ্বাসপ্রাপ্ত** ও রুদ্ধপ্রায়। অত্যন্ত ক্লান্তিজনক কাসিতে নাসিকা হইতে রক্তময় শ্লেষ্মার ক্ষরণ। বিশেষতঃ জলপানান্তে বেদনাসহ বক্ষের সঙ্কোচন। আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্র, বক্ষ সঙ্কুচিত বোধ এবং শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য; এমন কি শ্বাস-রোধ হইয়া যায়।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে উৎকণ্ঠাভাব। হৃৎপিণ্ডের অধোদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। হৃৎপিণ্ডমধ্যে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা। হৃৎকম্প। হৃৎপিণ্ডের বসাপকৃষ্টতা প্রযুক্ত নাড়ীস্পন্দন ও হৃৎপিণ্ডক্রিয়ার দুর্ব্বলতা। এবং হৃৎপিণ্ডশূল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়।

নাড়ীস্পন্দন অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল; কখন আতত ও সূত্রবৎ, কখন ক্ষুদ্র, কঠিনস্পর্শ এবং অসম্ভব দ্রুত।

মুখ হইতে বুদবুদের নির্গমন। মুখ শুষ্ক ও তিক্তাস্বাদযুক্ত।

জিহ্বাবিকারে জিহ্বায় মিষ্ট অথবা মিষ্টতাযুক্ত ধাতুর এবং তাম্রের আস্বাদ। অবস্থাবিশেষে জিহ্বা লোহিতবর্ণ, বর্দ্ধিতকণ্টক বা প্যাপিলিযুক্ত, শুষ্ক এবং কর্কশ অথবা শুভ্র, পীতাভ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ।

গলমধ্য সঙ্কুচিত ও তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত বোধ। অন্ননালীপথে পানীয় বস্তু নামিতে গড় গড় শব্দ।

আমাশয়লক্ষণে ক্ষুধার অভাব এবং স্নিগ্ধকর পানীয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দুগ্ধপান করিলে মুখে জল উঠে।

অত্যধিক বিবমিষা জন্মে। হিক্কা এবং অবিরাম উদ্গার উঠিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল বমনচেষ্টাসহ অন্ননালীর এবং আড়াআড়ি ভাবে বক্ষের সঙ্কোচভাব অধাভিমুখে ডাইয়াফ্রামে যায়। জলপানান্তে পীতাভ তরল বস্তুর বমন ও গলদেশ পর্য্যন্ত জ্বালাযুক্ত বিবমিষা; কখন বা হঠাৎ ভয়ানক

banglabooks.in

প্রবলতাসহ জলের বমন, সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত পরিমাণ সবুজাভ উদরাময় ও উদরশূল; শীতল জল পানে বমনের উপশম। স্পর্শে এবং শরীর চালনায় আমাশয়োর্দ্ধের চাপানুভূতির বৃদ্ধি। **আবেশে আবেশে ভয়ানক চাপসহ আমাশয়ে সঙ্কোচবৎ বেদনা।** আমাশয়োপরি ও আমাশয়মধ্যে অতি যন্ত্রণাদায়ক বেদনা।

উদর টান টান, উষ্ণ এবং স্পর্শে বেদনা-যুক্ত। উদর অভ্যন্তরাভিমুখে আকৃষ্ট এবং স্পর্শে ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। **উদরপেশীসমূহের আক্ষেপিক সঞ্চলন। অতি প্রচণ্ড সবিরাম উদরশূল;** বেদনাপ্রকৃতি কর্ত্তন ও আকৃষ্টবৎ।

প্রবল কর্ত্তনবৎ বেদনা হইয়া কুন্থনসহ অতি কষ্টে পিচকারির ন্যায় বেগে প্রচুর সবুজ মল ও বায়ু নির্গত; পর্দ্দাকার স্তরময়, ধূসরবর্ণ বিষ্ঠা। প্রচুর জলবৎ অতিসার। ঘোলের ন্যায় মলত্যাগ।

মূত্রযন্ত্রবিকারে অত্যল্প মূত্রত্যাগ অথবা মূত্রের সম্পূর্ণ অভাব বা মূত্রাঘাত। রজনীতে শয্যায় মূত্রত্যাগ। মূত্র উগ্রগুণ ও খড়ের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট; কিছুকাল থাকিলে ঘোলাটে ভাব ধারণ করে এবং মূত্রের পাত্রে লোহিতাভ, পাতলা তলানি পড়ে।

স্ত্রীং ও পুং উভয় জননেন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়াতেই **কুপ্রাম** পূয়ধাতুর ন্যায়, পরিবর্ত্তনশীল এবং পরিমাণে প্রচুর স্রাব জন্মায়; মূত্ররন্ধ্রের মুখ জুড়িয়া থাকে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়লক্ষণে ঋতুর পূর্ব্বে অথবা সময়ে কিংবা তাহার রোধ ঘটিলে উদরমধ্যে অসহনীয় খল্লী হইয়া ঊর্দ্ধে বক্ষমধ্যে বিস্তৃত। বিবমিষা, বমন ও কখন কখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষেপ প্রযুক্ত রোগিনী হৃদয়ভেদি চীৎকার করিতে থাকে। যোনির আক্ষেপ। ঋতুর পূর্ব্বে আক্ষেপিক শ্বাসকৃচ্ছ্র।

banglabooks.in

গ্রীবা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃষ্ঠপেশীর পক্ষাঘাত; কখন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত নিবন্ধন অধঃ অঙ্গের শোথ জন্মে, কিন্তু স্পর্শজ্ঞানের অভাব হয় না।

বাহুর অসাড়ভাব ও দুর্ব্বলতা। হস্তের এবং হস্তাঙ্গুলির আনর্ত্তন ও সঙ্কোচনবৎ। ঊর্দ্ধাঙ্গে সূচিবেধ, ছিন্ন করার ন্যায় ও আকৃষ্টবৎ বেদনা। হস্ত ও অঙ্গুল্যাদি কঠিন এবং প্রদাহযুক্ত। কনুই বা কফোনীসন্ধির অভ্যন্তর পার্শ্বে স্রাবী উদ্ভেদ ও হরিদ্রাভ মামড়ি জন্মিয়া সর্ব্বদা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ভয়ঙ্কর চুলকায়। অঙ্গুলীনিচয়ের অগ্রভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি হইতে জলবৎ স্রাব।

অধঃ অঙ্গের সংকোচন নিবন্ধন পশ্চাৎপার্শ্বে আকৃষ্টতা। অধঃ অঙ্গ-পেশীর সঙ্কোচনবশতঃ খঞ্জতা। পদের অত্যন্ত দুর্ব্বলতায় চলিতে জানু ভাঙ্গিয়া পড়ে। "পায়ের ডিমের" আক্ষেপ এবং খল্লী। পদতলের জ্বালা। পায়ের ডিমের মধ্যে টানিয়া ধরা ও খনন করার ন্যায় বেদনা। পদতলের ঘর্ম্ম বসিয়া যায় এবং পদ বরফের ন্যায় শীতল থাকে।

সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খল্লী, ক্লান্তি, সঙ্কোচন এবং নীলিমার উপস্থিত।

ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হইয়া লেইয়ের ন্যায় হয়। কোন উদ্‌ভেদ ব্যতীতও ত্বকের অসহ্য চুলকনা। ত্বকে পুরাতন প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া-হীন ক্ষত।

প্রদর্শক লক্ষণ।

আক্ষেপ, খল্লী এবং পেশী আনর্ত্তন প্রভৃতি।—ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, অল্প অথবা অধিক শরীরাংশে লগ্ন ভাবের এবং অল্প কিম্বা দীর্ঘকালব্যাপী যে কোন প্রকার আক্ষেপের বর্ত্তমানতাই কুপ্রামরোগের একমাত্র প্রদর্শক। হস্তাঙ্গুলির সামান্য আনর্ত্তন বা সঙ্কোচন হইতে সর্ব্বাঙ্গীন প্রবল আক্ষেপ পর্য্যন্ত কোন না কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণের

banglabooks.in

উপস্থিতি ব্যতীত **কুপ্রামের** পরিচয় হয় না। ইহার চিকিৎস্য সর্ব্বপ্রকার রোগেই এবিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। **কুপ্রামের** এই আক্ষেপ রোগবিশেষে অন্য লক্ষণসহ বিজড়িত থাকায় সহজে তাহা অনুভব করা কিঞ্চিৎ কঠিন বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অনেক স্থলেই প্রকৃত রোগের স্থান ব্যতীত অন্য শরীরাংশে আক্ষেপ পরিস্ফুট থাকিয়া সন্দেহ বিদূরিত করে; অন্যথা রোগলক্ষণের আক্ষেপিক প্রকৃতিতেই নিঃসন্দেহ করিয়া দেয়। এইরূপে কাসি, বমন, উদরের বেদনা এবং কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগে অন্য শরীরাংশে আক্ষেপ উপস্থিত না হইলেও এই সকল রোগের ভয়াবহ আক্ষেপিক প্রকৃতিই ঔষধনির্ব্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্যকারী। ডাং হ্যাসের মতে **হস্ত ও পদাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত আনর্ত্তন** বা **সঙ্কোচনরূপ আক্ষেপ কুপ্রাম**-আক্ষেপের বিশেষতা জ্ঞাপন করে।

ডাং ফ্যারিংটন "অত্যধিক মানসিক শ্রম এবং অনিদ্রানিবন্ধন মানসিক এবং শারীরিক বলহানি" লক্ষণকে বিশেষতা প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে ইহা **ককুলাস** ও **নাক্সস্ ভমিকা** সহ তুলনীয়। ইহাদিগের পরস্পরের সাধারণ লক্ষণ তাহাদিগের প্রভেদক।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ বা মিনিঞ্জাইটিস্।—আরক্ত জ্বর বা স্কার্লেটীনা, হাম, বিসর্প প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদ বসিয়া যাওয়ায় সাধারণতঃ **কুপ্রাম** রোগ জন্মে। উদ্ভেদ অন্তর্মুখী হইয়া মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলেই রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং চীৎকার সহ কন্‌ভাল্‌সন্ উপস্থিত হয়। অতি প্রবল জ্বর, জ্বরসহ প্রচণ্ড প্রলাপ ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা প্রভৃতি ধমনী-শোণিতের প্রবলতর লক্ষণযুক্ত রোগের প্রথমাবস্থায় **বেলাডনা**

banglabooks.in

আমাদিগের স্মরণপথে উপস্থিত হয়; কিন্তু উদ্ভেদের তিরোভাব ঘটিত রোগে ইহার বিশেষ ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। রোগের প্রথমাক্রমণের অতি পরিস্ফুট লক্ষণেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। প্রথমোক্ত রোগে **ষ্ট্র্যামনিয়াম** বিশেষ উপযোগী ঔষধ হইলেও **কুপ্রাম** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। রোগের কিঞ্চিৎ শেষাবস্থাতেই ইহার লক্ষণ ও প্রয়োগকাল উপস্থিত হয়। প্রচণ্ড প্রলাপে রোগী গেলাস বাটি প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পায় তাহাই দংশন করে; নিদ্রোত্থিত হইয়া অনবরত প্রলাপ কহিতে থাকে অথবা সংজ্ঞালাভে ভীত ও চকিত হয়। **ষ্ট্র্যামনিয়াম**েও এইরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু **কুপ্রামের** ক্রিয়া তদপেক্ষা গভীরতর। ইহার কন্‌ভাল্‌সনে প্রথমে মস্তিষ্কবিকার আরম্ভ হইয়া মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ ধারণ করে, চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত এবং মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রথমে হস্ত ও পদাঙ্গুলির আনর্ত্তন বা সঙ্কোচন আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি কঠিনরূপে আকৃষ্ট হয় ও পরে তাহা ক্রমে বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে পরিণতি ঘটে। আক্ষেপে প্রধানতঃ অঙ্গের সঙ্কোচনী পেশী আক্রান্ত হয়।

মৃগীরোগ বা এপিলেপ্‌সি।—**কুপ্রামের** বিষক্রিয়ায় অতি পরিস্ফুট মৃগীবৎ আক্ষেপিক লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও এই রোগচিকিৎসায় ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা অল্প-বয়স্ক রোগিদিগের রোগের অতি গভীরক্রিয়াশীল ঔষধ। উদরোর্দ্ধপ্রদেশে ইহার "অরা"র স্থান হইলেও প্রকৃত আক্ষেপের সূচনা মস্তিষ্ক হইতে হয়। **কুপ্রাম-রোগের** অয়া অধিককাল স্থায়ী হওয়ায় রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয় না। অনেক সময়েই সংজ্ঞালোপের পূর্ব্বে হস্ত ও পদাঙ্গুলির সঙ্কোচন রোগের পূর্ব্বাভাষ দেয়। আবেশান্তে নীলবর্ণ মুখমণ্ডল এবং ঘূর্ণিত চক্ষু প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিতরূপ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপলক্ষণ উপস্থিত হয়। আক্ষেপ অতি কর্কশ চীৎকারসহ আরম্ভ হইয়া অতীব প্রচণ্ড

banglabooks.in

রূপ ধারণ করে ও অধিককালস্থায়ী হয়। নিয়মিত কালের ব্যবধানান্তর রজনীতে রোগাক্রমণ হইলে—যেমন স্ত্রীলোকদিগের প্রত্যেক ঋতুস্রাব কালে রজনীতে রোগ হইলে **কুপ্রাম** তাহার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে পরিগণিত। ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধানে এবং দন্তোদ্গমকালে মৃগীবৎ আক্ষেপ উৎপন্ন হইলেও ইহা উপকারী। ডাং হালবার্ট বলেন, "রোগাক্রমণের সংখ্যা আশানুরূপ হ্রাস করিতে অন্যান্য সকল ঔষধাপেক্ষা **কুপ্রাম** অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পুরাতন ও কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগের পক্ষে ইহা একমাত্র অবলম্বনীয় ঔষধ"।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—রোগাক্রমণের চারি অথবা পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে চক্ষুতারকার বিস্তৃতি এবং আক্রমণের শেষ হইলে অস্থিরতা ও হস্তের কম্প থাকা ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহাও ঋতুসংক্রান্ত এবং ভীতিপ্রযুক্ত রোগের ঔষধ। আক্ষেপের অনেক পূর্ব্ব হইতে ইহার অরা আরম্ভ হয়।

ইনাম্বি—ইহার বিষক্রিয়ায় যেরূপ পরিস্ফুট মৃগীরোগসদৃশ লক্ষণ উৎপন্ন হয় তাহা অন্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিরল; এবং রোগের চিকিৎসাতেও ইহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিয়াছে। ইহার বিশেষ লক্ষণমধ্যে হঠাৎ সম্পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা, স্ফীত কালচে ও লোহিতবর্ণ মুখশ্রী, মুখ হইতে ফেনোদ্গীরণ, বিস্তৃত অথবা অসমান চক্ষুতারকা, আক্ষেপকালে হনুস্তম্ভ ও হস্তপদের শীতলতা প্রধান।

সিকুটা ভিরসা—হঠাৎ শরীর কঠিন হইয়া ঝাঁকি ও অঙ্গাদির ভয়ঙ্কর বক্রতা উপস্থিত হয় এবং আবেশের শেষে রোগী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বল, অবসন্নভাবই ইহার প্রদর্শক। অন্যান্য সাধারণলক্ষণমধ্যে শ্বাসকৃচ্ছ্র, হনুস্তম্ভ, কালচে লোহিতবর্ণ মুখমণ্ডল, মুখ হইতে ফেনোদ্গীরণ এবং দেহের পশ্চাৎ পার্শ্বে বক্রতা প্রভৃতি উপস্থিত থাকে। বিস্ফারিত চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি সিকুটার অন্য বিশেষ লক্ষণ।

banglabooks.in

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—ডাঃ বেয়ারের মতে **কুপ্রাম** তাণ্ডব রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। তিনি বলিয়াছেন "ইহা প্রয়োগ করিলে রোগ প্রায়ই তিন চারি সপ্তাহের উর্দ্ধকাল বর্ত্তমান থাকে না"। ইহার রোগীর হস্ত ও পদাঙ্গুলীর পেশীতে নৃত্য বা কম্পভাব আরম্ভ হইয়া তথা হইতে অন্যান্য অঙ্গে বিস্তৃত হয়; নিদ্রাবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ অথবা অনেক পরিমাণে সুস্থ থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় শরীরের ভয়াবহ বক্রতা ও বিকট চালনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। ইহাতে লম্ফপ্রদানবৎ আক্ষেপও উপস্থিত হইতে পারে। তাণ্ডবরোগগ্রস্ত শিশুদিগের আক্ষেপ উপস্থিত হইলে অথবা জ্বরসহ তরুণ নৃত্যরোগে ডাং এলেন **সিকুটার** ৬ ক্রম প্রয়োগের উপদেশ দেন। মেরুমজ্জার বিকারোৎপন্ন তাণ্ডবরোগে **নাক্স ভমিকা** বিশেষ কার্য্যকারী। চলিতে পা টলা, পদ টানিয়া চলা, আক্রান্ত শরীরাংশে কীটবিচরণের ন্যায় অনুভূতি এবং কোষ্ঠবদ্ধের বর্ত্তমানতা ইহার প্রধান প্রধান লক্ষণ। **কুপ্রাম** প্রয়োগান্তে পক্ষাঘাত থাকিয়া যাইলে **কক্কুলাস** উপকারী।

স্নায়ুশূল রোগ।—এ রোগে **কুপ্রামের** প্রয়োগস্থল বিরলতর হইলেও কখন কখন অনৈচ্ছিক পেশীর স্নায়ুর প্রবল রক্তাধিক্য-বশতঃ হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। উদরযন্ত্রের স্নায়ুশূলরোগে ডাং ফ্যারিংটন **কুপ্রাম আর্সে-নিকোসামের** ৩ ক্রম ব্যবহার দ্বারা ফল পাইয়াছেন।

হুপশব্দক কাসি বা হুপিং কাফ।—কাসিতে কাসিতে কন্‌ভালসন উপস্থিত হইয়া রোগাবেশ অধিককাল স্থায়ী হইলে এবং মধ্যে মধ্যে বিরামবৎ ব্যবধান থাকিলে **কুপ্রাম** উপকারী। ইহাতে অঙ্গের সঙ্কোচনীপেশীমণ্ডলেরই অধিকতর আক্ষেপ হয়। অতি প্রচণ্ড কাসি হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম। **ড্রসিরা** প্রয়োগের পর ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। জিউলির আঠার ন্যায় কঠিনতর

banglabooks.in

শ্লেষ্মা উঠে, বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় করে এবং মুখমণ্ডল ও ওষ্ঠ নীলাভ হয়। **"এক ঢোক শীতল জল পান করিলেই কাসির উপশম"** কুপ্রামের বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ। ডাং হেল বলেন, "যে সকল রোগীর কাসির সময় আক্ষেপ হইয়া হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা উপকারী"।

করেলিয়াম্ রুব্রাম—স্নায়বিক আক্ষেপপ্রধান রোগের শেষাবস্থায় ইহা অতীব ফলপ্রদ ঔষধ। কাসির পূর্ব্বেই শ্বাসরোধবৎ অনুভূতি হইয়া কিয়ৎকাল শিশুর খাবি খাওয়ার ন্যায় শ্বাসকষ্ট হয় ও মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ত্বরিতগতিতে ইহার ধাতুপাত্রের শব্দবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসিকে চলিত কথায় "মিনিট গান্" কাসি বলে। শ্বাসগ্রহণকালে খাবি খাওয়ায় ও কর্কশশব্দের কাসিতে শ্বাসরোধকর অবস্থা হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্যেকবারের কাসির আবেশান্তে বলক্ষয় হইয়া শিশু ঢলিয়া পড়ে। ইহার হুপ্ শব্দ **মেফিটিসের** হুপশব্দের ন্যায় পরিস্ফুট হয় না। ডাং ট্রিষ্ট **করেলিয়াম** ও **চেলিডনিয়াম্কে** হুপিংকাসির চিকিৎসাপক্ষে যথেষ্ট বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতীব প্রবল রোগে ডাং ডানহাম **করেলিয়ামের** প্রশংসা করিয়াছেন।

মেফিটিস্—ইহা স্বরযন্ত্রের অতি পরিস্ফুট আক্ষেপ ও হুপ্ শব্দকর কাসির ঔষধ। রজনীতে শয়ন করিলে কাসির বৃদ্ধি ও শ্বাসরোধের অনুভূতি হইয়া শিশু নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না। **মেফিটিসে** শ্লেষ্মালক্ষণ অধিক থাকে না, কিন্তু হুপশব্দ অতি উচ্চতর হয়। ইহাতে **কাসির সময়ে শ্বাসরোধের ভাব** এবং **করেলিয়ামে কাসির পূর্ব্বে তাহা** হইয়া কাসির অন্তে শিশু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ডাং ফিশার শিশুরোগে **নেপ্থালিনকে মেফিটিস্** অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঔষধ বলিয়া মনে করেন। শ্লেষ্মালক্ষণ ও অপরিস্ফুট

banglabooks.in

শুষ্ক কাসির আক্রমণ অত্যধিককালস্থায়ী হইলে ও বক্ষে সঙ্কোচন থাকিলে ডাং ডিউইর মতে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। **লিডাম** হুপিং কাসির উপকার করিতে পারে বলিয়া হানিমান উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ড্রসিরা—খ্যাক খ্যাক কাসি এতাদৃশ শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে যে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাসের অবসর পায় না; কাসি সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি পায়। শয্যার উঠাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহা বমনচেষ্টা ও বমনে পর্য্যবসিত হয়। মধ্য রজনীর পর কাসির আক্রমণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং শিশু কাসিবার সময় উদর চাপিয়া ধরে। ডাং বেজ বলেন "আমাদিগের মেটিরিয়া মেডিকাতে হুপিং কাফের যত ঔষধ আছে তন্মধ্যে **ড্রসিরা** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ"। তিনি ইহার প্রথম ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করেন।

নিউমনিয়া।—ফুসফুসের রোগাক্রমণ প্রবল না হইয়াও যদি রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শ্বাসরোধবৎ অবস্থা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, হিমাঙ্গ ও শরীর শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকে এবং উপযুক্ত ঔষধে কার্য্য না করে, সে স্থলে **কুপ্রাম** প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়া উপকার করিতে সমর্থ।

এঞ্জাইনা পেক্টরিস বা হৃৎশূল।—এরোগে **কুপ্রামের** নাড়ী ধীরগতিবিশিষ্ট। রোগী হৃৎপ্রদেশে একরূপ অসোয়াস্তি বোধ করে। তাম্রকুটসেবননিবন্ধন কষ্টপ্রদ হৃৎশূলের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। তাম্রকুটসেবনে হৃদ্রোগ জন্মিলে **নাক্স ভমিকা, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া** এবং **টেবেকাম**ও উপকার করে। সৌত্রিক উপাদানের উদ্দীপনাপ্রযুক্ত ধমনীরন্ধ্ররোধবশতঃ হৃদ্রোগে **টেবেকাম** ৩× ক্রমে উপকার করিয়াছে। যন্ত্রবিকারঘটিত হৃৎপিণ্ডশূলে "লৌহ হস্ত" দ্বারা হৃৎপিণ্ড দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরার ন্যায় অনুভূতি থাকিলে **ক্যাক্টাস** তাহার ঔষধ হইতে পারে। **আর্ণিকার** রোগে বোধ হয় যেন হঠাৎ হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত হয় এবং বেদনা বাম বাহু ও বাম বক্ষে যায়। থেঁতলান ক্ষতবৎ বেদনা থাকিলে **আর্ণিকা** অব্যর্থ ঔষধ।

banglabooks.in

তাম্রকুটের লক্ষণযুক্ত হৃদ্রোগের অন্য ঔষধ **ক্যালমিয়া। লিলিয়াম** হৃদ্রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দক্ষিণ বাহু ও হস্তের অসাড়তা ইহার প্রদর্শক।

উদরশূল বা কলিক।—**কুপ্রামের** উদরশূল অমিশ্র স্নায়ুবিকারোৎপন্ন নহে। ইহাতে অন্ত্রাংশ প্রবল ও তরুণ প্রদাহাক্রান্ত না হইলেও অতি গভীর রক্তাধিক্যের উদ্দীপনাই যে রোগের কারণ তাহা নিশ্চিত। ইহাতে অন্ত্র ও আমাশয় উভয়ই সংস্পৃষ্ট থাকে। উদর-প্রাচীর অত্যন্ত কঠিন হয় এবং ভয়াবহ বেদনায় বোধ হয় যেন উদর-মধ্যে ছুরিকাঘাত হইতেছে। শীতল জল পান করিলে বেদনার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সবিচ্ছেদ অসহনীয় বেদনার যন্ত্রণায় রোগী চীৎকার করিতে থাকে। সাধারণতঃ **কুপ্রামের** কলিক বা উদরশূল সহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। কখন কখন আক্রমণের প্রথমাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে রক্তযুক্ত, সবুজাভ জলবৎ উদরাময় এবং অতি ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক বমনও উপস্থিত হইতে পারে। **কুপ্রাম আর্সেনিক** অতি প্রচণ্ড আন্ত্রিক স্নায়ুশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষ্টেনাম—শিশুদিগের উদরশূল চাপে উপশম হইলে।

প্লামবাম্—উদরশূল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও উদরপ্রাচীর সংহরিত হয়। ইহাও সম্পূর্ণ স্নায়বিক রোগ নহে। পদে খল্লী এবং অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, বায়ু জন্মে না। উদর প্রস্তরের ন্যায় কঠিন থাকে এবং বোধ হয় যেন উদরপ্রাচীর রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠের দিকে আকৃষ্ট আছে, ঘর্ষণে ও প্রবল চাপে তাহার উপশম। ইহার বিষক্রিয়ায় অতি ভয়ানক ও অদম্য উদরশূল জন্মে। **ওপিয়ামকে** ইহার অমোঘ ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য ঔষধমধ্যে **বেল, এলুমিনা, কুপ্রাম** এবং **নাক্স্** উল্লেখযোগ্য।

কলেরা বা ওলাউঠা।—আমরা ইতিপূর্ব্বে **কুপ্রাম** বিষ-

banglabooks.in

ক্রিয়ার আক্ষেপিক লক্ষণের প্রাধান্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এবং রোগচিকিৎসায় আক্ষেপের বর্ত্তমানতা যে ইহার নির্ব্বাচনের একমাত্র উপায় তাহাও বিবৃত করিয়াছি। কলেরারোগে অতি ভয়াবহ আক্ষেপের উপস্থিতিই **কুপ্রামের** প্রয়োজনীয়তার একমাত্র নির্দ্ধারক।

কুপ্রাম—ইহার কলেরায় অতিসারের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষতা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং বিষ্ঠার পরিমাণও তাদৃশ প্রচুর থাকে না। রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে এবং অস্থিরতাসহ পার্শ্বপরিবর্ত্তন বা ছটফট করিতে থাকে। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা পড়ে, এবং চক্ষু বসিয়া যায়। রোগী উষ্ণ বস্তু আহার ও পান করিতে ইচ্ছা করে। অতি ভয়ঙ্কর বমনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্দ্দাকার বস্তুসহ জলীয় পদার্থ উঠে। ন্যূনাধিক তারতম্যসহ উপরিউক্ত লক্ষণনিচয় কলেরারোগমাত্রেই প্রায় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ **অস্বাভাবিক-কালস্থায়ী** ও বিস্তৃত **শরীরস্থানব্যাপী অতি ভয়াবহ, প্রচণ্ড** ও **সবিচ্ছেদ আক্ষেপ** অর্থাৎ **ক্র্যাম্প** বা **খল্লীর** উপস্থিতিই **কুপ্রাম** কলেরার বিশেষ প্রকৃতি জ্ঞাপন করে।

অধিকাংশ সময়ে হস্তাঙ্গুলিতে খল্লী আরম্ভ হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি আকুঞ্চিত ও দৃঢ়রূপে করতলসংলগ্ন হয়। পদ ও জঙ্ঘার অতি প্রবল খল্লী হইয়া "পায়ের ডিম" অত্যন্ত কঠিন হয় ও একাধিক পিণ্ডের আকার ধারণ করিতে থাকে। **আমাশয়ের অত্যন্ত আক্ষেপ হয়** এবং **বুকের মধ্যে শাঁড়িয়া ধরায় মৃত্যু হওয়ার অনুভূতি জন্মে।** **উদরমধ্যে** স্থানবিশেষ অণ্ডাকারে কঠিন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উদরপ্রাচীর এবং হস্তপদাদি নানা শরীরস্থানে আক্ষেপ হওয়ায় রোগী কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। গলদেশের আক্ষেপে রোগী

banglabooks.in

কথা কহিতে পারে না এবং **বক্ষপেশীর আক্ষেপ নিবন্ধন ভয়ঙ্কর শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়।** ইহা অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির রোগের ঔষধ। অধিকাংশ চিকিৎসকের দ্বারা **কুপ্রাম এসেটিকাম** বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। ডাং হেল **কুপ্রাম আর্সেনিকোসাম** প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। আমরা কেবল খল্লীর প্রাধান্য থাকিলেই **কুপ্রাম মেট** অথবা **কুপ্রাম এসেটের** যথেষ্ট উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। উপরিউক্ত **খল্লীসহ আর্সের অল্প অল্প জলের অতর্পনীয় তৃষ্ণা** এবং **ভয়াবহ উৎকণ্ঠা** ও **মৃত্যুভীতিসহ অদম্য অস্থিরতার বর্ত্তমানতায় কুপ্রাম আর্স দ্বারা মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।** অতি দুষ্টপ্রকৃতির কলেরার সাধারণ ব্যবহার্য্য ঔষধমধ্যে **ক্যাম্ফর, ভিরেট এ, আর্জ্জেণ্ট নাই** এবং **সিকেলির, কুপ্রাম** সহ তুলনা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হয়।

ক্যাম্ফর—ইহার অতি **ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও পতনাবস্থা বিরেচনের উপর নির্ভর করে না।** এমন কি অতি **সামান্য অতিসার ও বমন হইয়া অথবা বমন বিরেচনাদি না হইয়াই রোগীর সাংঘাতিক কলেরালক্ষন** প্রকাশ পায়। অতীব সাংঘাতিক কলেরাবিষে রোগীর যান্ত্রিক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ অভিভূতি ঘটায় **অতিসার, বমন ও অধিকাংশ সময়ে, ঘর্ম্ম পর্য্যন্ত হয় না।** রোগীর শরীর হঠাৎ **বরফবৎ শীতল হইয়া যায়,** কিন্তু তদবস্থাতেও রোগী **গাত্রে বস্ত্র রক্ষা করিতে অক্ষম থাকে।** ইহাতে রোগীর **ঊর্দ্ধৌষ্ঠ**

banglabooks.in

সঙ্কুচিত হওয়ায় দন্ত অনাবৃত হইয়া পড়ে। কুপ্রাম রোগী জলপান করিলে বক্ষমধ্যে গড় গড় শব্দ হয়।

ভিরেট্রাম এল্‌বাম—বমন, বিরেচন, উদরের বেদনা এবং কলাপ্‌স্ বা পতন লক্ষণের গভীরতায় উভয় ঔষধই প্রায় সমকক্ষ। ভিরেট্রামের ললাটদেশের শীতল ঘর্ম্ম, চক্ষুতারকার সঙ্কুচিত অবস্থা এবং অধিক পরিমাণে শীতল জল ও অম্লরসপানের ইচ্ছা এবং কুপ্রামের পূর্ব্বকথিতরূপ ভয়াবহ আক্ষেপের অধিকতর প্রবলতা, নিম্নাঙ্গে তাহার প্রথম আক্রমণ ও খল্লীনিবন্ধন বৃদ্ধাঙ্গুলির করতল-সহ দৃঢ়সংলগ্নাবস্থা, উষ্ণখাদ্যে ও পানীয়ে ইচ্ছা এবং জলপানে বক্ষমধ্যে গড় গড় শব্দ প্রভৃতি উভয় ঔষধকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—শিশুদিগের হঠাৎ কলেরা-ক্রমণের কোন কোন লক্ষণে কুপ্রামসহ ইহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহাতে কুপ্রামের আক্ষেপের বিশেষ প্রবলতার অভাব; এবং আর্জেণ্টের ফর ফর শব্দ বা বায়ু-নির্গমসহ বেগে মলত্যাগ, উদ্গার উঠাইবার নিষ্ফলচেষ্টাপ্রযুক্ত গলদেশের আকুঞ্চনে শ্বাসরোধ ও অবশেষে উদ্গার উঠিয়া তাহার নিবারণ, এবং অধিক পরিমাণ শর্করা ভোজনে রোগের উৎপত্তি প্রভৃতির কুপ্রামে অভাব থাকায় উভয় ঔষধের প্রভেদ সূচিত হয়।

সিকেলি কর্ণুয়েটাম—অনেক লক্ষণের উভয় ঔষধমধ্যে

banglabooks.in

সাদৃশ্য থাকিলেও থল্লীর প্রকৃতি **কুপ্রামকে সিকেলি** হইতে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে। **কুপ্রামে** সঙ্কোচনী পেশীর আক্ষেপ হওয়ায় হস্তপদাঙ্গুলিনিচয় আকুঞ্চিত ও বৃদ্ধাঙ্গুলি করতলে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়; **সিকেলিতে** প্রসারক পেশীর আক্ষেপ হওয়ায় উপরোক্ত অঙ্গুল্যাদি পশ্চাৎ ও বহির্দিকে বক্র বা প্রসারিত হইয়া পরস্পর ব্যবধানযুক্ত হইতে থাকে।

য়ুরিমিক কন্‌ভাল্‌সন বা মূত্রক্ষয় আক্ষেপ।—অধিকাংশ সময়ে কলেরার পরিণামফলস্বরূপ অথবা অন্যবিধ কারণে মূত্রস্রাবাভাবনিবন্ধন সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, উল্লিখিত **কুপ্রাম**-আক্ষেপের প্রকৃতি ধারণ করিয়া ইহার উপযোগিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

মৃৎপাণ্ডুরোগ বা ক্লরসিস্।—**আইয়ারণ** বা লৌহ-ঘটিত ঔষধের অপব্যবহারপ্রযুক্ত মৃৎপাণ্ডু রোগে **কুপ্রাম** উপকারী।

হাম, আরক্তজ্বর প্রভৃতি ত্বগুদ্ভেদযুক্ত জ্বর।—(Exanthema) এই সকল রোগে শারীরিক প্রতিক্রিয়াহীনতা বশতঃ উদ্ভেদ বহির্গত না হইলে অথবা বসিয়া যাইয়া অতি গভীর কোলাপ্স লক্ষণসহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, আক্ষেপের প্রকৃতি যদি **কুপ্রাম** সদৃশ হয়, তাহা হইলে ইহা প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা দ্বারা উদ্ভেদ আনয়ন করিয়া রোগীর উপকার সাধনে ও অন্য উপযোগী ঔষধের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করণে সমর্থ হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৭ (LECTURE XXVII.)

লাইকপোডিয়াম্ ।—(Lycopodium) ।

প্রতিনাম ।—লাইকপোডিয়াম্ ক্লাভেটাম্ ।

সাধারণ নাম ।—ক্লাব্‌মস । উল্‌ফ্‌স্ ফুট ।

জন্মস্থান ।—পৃথিবীর সর্ব্বাংশে, বিশেষতঃ উত্তরাংশে ইহা শৈবালাকারে জন্মে ।

প্রয়োগরূপ ।—পরাগের গুড়িকা বা ট্রিচুরেষণ ।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল ।—ন্যূনাধিক এক মাস ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম ।—প্রায়শঃ ৩০ হইতে ২০০ ক্রম; নিম্নক্রমে ২ হইতে উচ্চ ১০০০০০ ক্রম পর্য্যন্তও প্রয়োগ হইতে দেখা যায় ।

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রম ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা এই—ডাং এলেন্—কোন ব্যক্তির স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতাবশতঃ লিখিতে অক্ষরসন্নিবেশের গোলমাল ও বাক্যে শব্দের স্খলন হইত; চিন্তার শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা ঘটিত. ৩×, আরোগ্য। ডাং এল্‌ব—৬১ বৎসরের অবিবাহিতা স্ত্রীলোক; ১৯ বৎসরের বিষাদোন্মত্ততা রোগ; মানসিক প্রকৃতি স্থির ও অনধিকারচর্চ্চারহিত; সে তাহার সম্বন্ধে অথবা তাহার নিকটে কি আলোচনা হইতেছে তদ্বিষয়ে উদাসীন; কার্য্যে প্রবৃত্তিহীন; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না; বালিকাবস্থায় যোনিকপাটোপরি চুলকনা হইয়াছিল, তাহা অত্যন্ত চুলকাইত ও চুলকাইলে সুখবোধ হইত; অধিক বয়সে, কষ্ট হইলেও, অনেক সময় লজ্জাকর কার্য্য বিবেচনায় চুলকাইতে বিরত থাকিত; ট্রি, ২×, আরোগ্য। ডাং এথ—৩ বৎসর দেড় মাসের শিশু; একন ও ব্রায় প্রয়োগে পর দিবস ব্রঙ্কাইটিস অন্তর্হিত হয়, কিন্তু প্রবল জ্বর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম শ্বাসপ্রশ্বাস, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম, হঠাৎ চীৎকার, উপতারার বিস্তৃতি ও আলোকানুভূতিহীনতা এবং মূত্রত্যাগের অল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন হয়; বেল্ladonna দেওয়ায় কোন ফল না হইয়া রোগীর মূত্রাঘাত, সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, হিমাঙ্গ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও মুখমণ্ডলপেশীর আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং নাড়ী

banglabooks.in

উপচয়।—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত; আহারান্তে; শীতলবস্তু ভক্ষণে বা পানে; শম্বুকাদি এবং লোনা বস্তু আহারে।

উপশম।—শৈত্যসংস্পর্শে; গাত্র উন্মুক্ত করিলে; উষ্ণ বস্তু ভক্ষণে এবং পানে; গাত্রবস্ত্র শিথিল করিলে।

সম্বন্ধ।—লাইকপোডিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, কষ্টি, ক্যাম, গ্র্যাফা, ওপিয়াম, পাল্‌স্ এবং কাফি পান।

লাইকপোডিয়াম্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা।

লাইকপোডিয়ামের পরে প্রযোজ্য ঔষধ—গ্র্যাফা, ল্যাকে, লিডাম, ফস্, সিলিক।

ক্ষুদ্র, কম্পমান ও অগণনীয়রূপ দ্রুত হয়; ৬, আরোগ্য। ডাং এক্লেন—রজনী অন্ধত্ব বা রাত কানা রোগ; বয়স ১৯; পিতলের কারখানায় কার্য্য করিতে করিতে অক্টোবর মাসে একদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়; ঐ সময়ের পর রজনীতে আর দেখিতে পাইত না; চক্ষুর কর্ত্তনবৎ বেদনা হইয়া হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়; ২০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং আর্কেলেরিয়াস—মূর্দ্ধাদেশের চক্রাকার স্থানের কেশ স্খলিত, স্ফীত স্থানের নিম্নে কোষময় ঝিল্লী-মধ্যে পূয়সঞ্চয় ও মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে দুর্গন্ধ ও রক্তময় পূয় নির্গত হইত; ৩০, আরোগ্য। ডাং গারণ্‌সি—ক্ষৌরকর্ম্মের পর দক্ষিণ গণ্ডে স্ফুল, শুষ্ক ও শল্কময় উদ্ভেদ; বাম গণ্ড আক্রান্ত হইবার উপক্রম হয় কিন্তু হয় নাই, ৪৩০০০ (.43 m), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং সোয়া—উর্দ্ধমাড়ি ও মেলার বা গণ্ডাস্থির মধ্যবর্ত্তীস্থান স্ফীত হওয়ায় পর দিবস প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে প্রবল শিরঃশূল ও মস্তকোপরি দপদপানি; ১০০০০ (10 m) আরোগ্য। ডাং গুড়ো—দুইটি মারাত্মক গলক্ষত বা ডিফ্‌থিরিয়া রোগী; একটি ২০০, অপরটি ৬০০ ক্রমে আরোগ্য। ডাং বোরজ—৬ দিবস হইতে গলার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত আরম্ভ; ২ দিন জিহ্বা স্ফীত, দন্তের বাহিরে জিহ্বা আনিতে এবং কথা কহিতে পারিত না; নাড়ী স্পন্দন ১৩০; গাত্র উষ্ণ; রজনীতে অস্থিরতা; মুখলালার বৃদ্ধি; প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ; দুই দিবস বাম গণ্ড স্ফীত; প্রথমে ২০০, পরে ৫০০০, আরোগ্য। ডাং জিন্‌স—৪৫ বৎসরের পুরুষ; অস্বাভাবিক বা অতি ক্ষুধা, কিন্তু আহার করিতে আরম্ভ করিলে সামান্য আহারেই আমাশয়ের পূর্ণত্ব, স্ফীতি ও অধিক আহারের অনুভূতিতে আহার বন্ধ করিতে বাধ্য হইত; স্বাদবিহীন

banglabooks.in

লাইকপোডিয়াম্ যাহার পরে প্রযোজ্য—ক্যাল্‌কে অথবা ল্যাকেসিস।

কোন পুরাতন রোগের চিকিৎসারম্ভের প্রথমেই লাইকপোডিয়ামের প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত নহে; প্রথমে অন্য কোন এণ্টিসোরিক ঔষধের প্রয়োগ শুভফলপ্রদ।

কার্য্যপূরক।—আইওডিয়ামের।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাল্‌কে কা, কার্ব্ব, চেলি, সিঙ্ক, সাইক্লে, গ্র্যাফা, আয়ড, আইরিস, হিপার সা, কেলি বাই, ম্যাগ্নে কা, মার্কু, নেট মি, নাই এসি, নাক্স্ ভ, পেট্রলি, ফস্, পাল্স্, রাস্, সিপি, সিলিক, সাল্‌ফ ও জিঙ্ক।

বায়ুর উদ্গার ও শিরোঘূর্ণন; ৪, প্রতিদিন ১ মাত্রা, ১০ দিনে আরোগ্য। ডাং কিন্—সবিরাম জ্বর রুদ্ধ হইয়া উদরী রোগ; উদরের স্ফীতি; ললাটপার্শ্বে চাপানুভূতি; আক্ষেপযুক্ত মূত্রত্যাগ এবং মূত্রত্যাগকালে সূচিবেধবৎ বেদনা; ব্রায় ৩০ ও সাল্‌ফ ২০০ প্রয়োগে কোন উপকার হয় নাই; উদরে চাপ ও আমাশয়ে সঙ্কোচনানুভূতি; প্রতিদিন ২।৩ বার মলত্যাগ; মুখের লোহিতাভা ও সর্ব্বগাত্রে ঘর্ম্ম; অন্ন ও মৎস্যে লালসা এবং উভয় কোঁকের চাপ, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে বৃদ্ধি; প্রথমে ৩০ পরে ২০০ প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং লিপি—৬৪ বৎসরের ভদ্রমহিলা; অতিরিক্ত মূত্রস্রাব দুর্ব্বলতা; প্রথমে সবেগে মূত্রত্যাগ, অনেক সময় বসিয়া থাকিতে থাকিতে থানা থানা বস্তু পড়িত; উপবেশনাবস্থা হইতে দাঁড়াইলে উভয় কুঁচকিতে তীক্ষ্ণ বেদনা, শরীরচালনায় তাহার হ্রাস; ১০০০০ (10 m), আরোগ্য। ডাং কোনেন্ট—২৭ বৎসরের কুমারী; পিত্তপ্রকৃতি; সহজেই দন্তক্ষত; দন্ত শিথিল ও কনকনানিযুক্ত; আহারান্তে উদরশূল; উদরমধ্যে বায়ুচালনার অনুভূতি; কষ্টে বিষ্ঠাসহ বায়ুনির্গমন; মূত্র উষ্ণ, পূর্ব্বে তাহাতে তলানি পড়িত, কিন্তু পরে তলানিহীন ও উষ্ণ; দণ্ডায়মানাবস্থায় পৃষ্ঠে বেদনা; ১০০০ (1 m), আরোগ্য। ডাং টিত্রজ—পাঁচ দিন পূর্ব্বে মূত্রত্যাগ, ২ দিন হইল স্তনাগ্রের টাটানি ও বিদীর্ণাবস্থা; কোষ্ঠবদ্ধ; ২০০ আরোগ্য। ডাং ওসেলস—১৫ বৎসরের রসবাতজাতীয় গাউট রোগ; সন্ধির গঠন কদাকার, তন্মধ্যে গাউটের পাথরি সঞ্চয়; সর্ব্বাঙ্গীন ঘর্ম্ম; ২০০০০, আরোগ্য।

banglabooks.in

উপযোগী ধাতু ও রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—তীক্ষ্ণবুদ্ধি অথচ দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তি, যাহাদিগের শরীরোর্দ্ধাংশ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত ও নিম্নার্দ্ধ শোথিত, একহারা এবং ফুসফুস ও যকৃদ্রোগপ্রবণ ব্যক্তি এবং অতি শিশু বা অতি বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপযোগী।

শিশু দুর্ব্বল ও শীর্ণ, মস্তক সুগঠিত ও উন্নত, কিন্তু শরীর ক্ষুদ্রাকার ও রুগ্ন।

আত্মশান্তিবিধানে অক্ষম, ক্রন্দনশীল ও অতিশয় উত্তেজনাপ্রবণ স্ত্রীলোক; যে স্ত্রীলোক ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন করে।

শিশু উত্তেজনাপ্রবণ; নিদ্রাভঙ্গে অসন্তুষ্ট এবং খিটখিটে; কুস্বভাব, পা ছোঁড়ে এবং চীৎকার করে; সামান্য কারণেই যাহারা ক্রোধাবিষ্ট হয়; কোন বিষয়ে বাধা অথবা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারে না; কলহ পুঁজিয়া বেড়ায়; আত্মহারা হয়।

কোলের শিশু সমস্ত দিন ক্রন্দন করে, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় (জ্যালাপি ও সোরিতে বিপরীত)।

ধনলোভী, পেটুক, কৃপণস্বভাব, দ্বেষপরায়ণ ও নীচাশয় ব্যক্তি।

ভীতি, ক্রোধ, অপমান অথবা অন্তর্নিহিত অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি (ষ্ট্যাফি) বশতঃ রোগ।

নাসিকায় শুষ্ক সর্দ্দি, তজ্জন্য **রজনীতে রোগীর নাসিকা রুদ্ধ থাকে,** মুখ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হয় (এমন কা, নাক্স্ ভ, সেপ্স্); রোগী হাঁচে, শিশু নাসিকা ঘর্ষণ করিতে করিতে নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে; নাসিকামূলের ও ললাটগহ্বর বা ফ্রণ্টাল সাইনাসের সর্দ্দি; শুষ্ক **সর্দ্দিনিবন্ধন মাথাড়ি ও ছিপির আকারের স্থিতিস্থাপক শ্লেষ্মা** (কেলি বাই, টিউক্রি)।

গভীর ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পুরাতন রোগ (chronic disease)।

banglabooks.in

প্রধানতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনাযুক্ত চাপ ও আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত তাহার বৃদ্ধি।

ভীতি; একা থাকিতে ভীতি, সঙ্গিহীন হইবে বলিয়া ভীতি (আর্স, বিস্‌মাথ, কেলি কা)

মূত্রে এবং **শিশুর বস্ত্রে** লোহিতবর্ণ বালুকার তলানি (ফস); **মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশুর ক্রন্দন** (বোর); মূত্রত্যাগান্তে পৃষ্ঠের বেদনার হ্রাস।

আমাশয় রোগে অত্যন্ত বায়ুর সঞ্চয়; **সর্ব্বদাই ভোজনান্তিক তৃপ্তিবোধ**; ক্ষুধা ভাল থাকে, কিন্তু কতিপয় গ্রাস আহার করিলেই **গলা পর্য্যন্ত পূর্ণানুভূতি প্রযুক্ত** রোগী উদর স্ফীত বোধ করে; উদরে গড় গড় শব্দ।

শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর, সমল, ধুলামাটি মাখার ন্যায়, পীতাভ এবং রোগব্যঞ্জক; **নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি** (এণ্টি টা); প্রকৃত বয়সাপেক্ষা রোগীকে অধিক বয়স্ক দেখায়।

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব রোগাক্রান্ত, অথবা রোগ দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে যায়; এইরূপে গলাভ্যন্তর, বক্ষ, উদর এবং অণ্ডাধার রোগাক্রান্ত হয়।

এক পদ তপ্ত অন্য পদ শীতল (সিঙ্ক, ডিজি, ইপিকা)।

যৌবনকালাবধি এবং শেষবারের মূত্রত্যাগের পর হইতে কোষ্ঠবদ্ধ; বিদেশে বা স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া থাকিলে কোষ্ঠবদ্ধ; শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধ; নিষ্ফল মলবেগ হয়, মলত্যাগকালে সরলান্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া মলদ্বারের বাহিরে আইসে এবং ক্রমশঃ অর্শ জন্মে।

হস্তমৈথুন অথবা অপরিমিত ইন্দ্রিয়সেবা নিবন্ধন যুবা ব্যক্তিদিগের ধ্বজভঙ্গ; শিশ্ন ক্ষুদ্রাকার, শীতল ও শিথিল হয়; **বৃদ্ধদিগের ধ্বজভঙ্গে কামেচ্ছা প্রবল থাকে, কিন্তু**

banglabooks.in

উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান হয় না, সঙ্গমকালে রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে : উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে রেতস্খলন।

যোনির শুষ্কতা প্রযুক্ত সঙ্গমকালে ও তাহার পরে যোনিমধ্যে জ্বালা ও (লাইসি) সঙ্গমের বাধা। জরায়ুর বায়ুস্ফীতি।

প্রত্যেক মলত্যাগের সঙ্গেই জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব।

গর্ভিনীর অনুভূতি—ভ্রূণের ডিগবাজি খাওয়ার ন্যায় অবস্থানের পরিবর্ত্তন হইতেছে।

নিউমনিয়ারোগ দক্ষিণ ফুস্‌ফুসের অধোভাগ বিশেষরূপে আক্রমণ করিলে যদি তাহা উপেক্ষিত অথবা কুচিকিৎসিত হয়, সে স্থলে ইহা প্রাদাহিক স্রাবের ত্বরিৎ শোষণের অথবা নিষ্ঠীবনের সাহায্য করিতে পারে।

কাসি গভীর ও ফাঁপা শব্দবিশিষ্ট ; প্রচুর পরিমাণ শ্লেষ্মা নিষ্ঠুত হইলেও স্বস্তি হয় না।

রোগকারণ।—অভ্যাসগত স্রাবের রোধ **লাইকপোডিয়ামের** প্রধান রোগকারণ ; অভ্যাসগত ও অপরমিত মদ্যপানে, অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে প্রায়শঃ, এবং শৈত্যসংস্পর্শে অনেক সময়ে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সাধারণ ক্রিয়া।—পরিপোষণযন্ত্রমণ্ডলী **লাইকপোডিয়াম** দ্বারা বিশেষ ও প্রবলরূপে আক্রান্ত হওয়ায় উপাদানশ্রেণীর পোষণ ও পুনরুৎপাদিকাশক্তি বিধ্বস্ত, মন্দীভূত এবং দুর্ব্বলীভূত হইয়া যায়। উপরিউক্ত কারণে **লাইক**-রোগীর শরীরবিধানের তান্তবোপাদান-মাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহার এই ক্রিয়া শ্বাসযন্ত্র, পরিপাকযন্ত্র এবং জননেন্দ্রিয় ও মূত্রবহের মিউকাস মেম্ব্রেনে বা শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও ত্বগুপরি বিশেষরূপে প্রকটিত হয়। ইহা প্রথমতঃ যকৃৎ এবং পরিপাকমার্গে অতি প্রগাঢ় ক্রিয়া প্রকাশ করে। তাহারই ফলস্বরূপ পরিপাকযন্ত্ররোগ জন্মিয়া যকৃতের রক্তাধিক্য ও ক্রিয়াজড়ত্বনিবন্ধন প্রধানতঃ কোষ্ঠবদ্ধ এবং বৃক্ক বা

banglabooks.in

কিড্‌নির ক্রিয়াবিকারবশতঃ "য়ুরিক এসিড্ ধাতুদোষ বা ডাইয়াথেসিস্" জন্মে। ইহার ক্রিয়ায় লসীকাযন্ত্রমণ্ডলী দুর্ব্বল, গ্রীবার রসগ্রন্থিনিচয় বিশেষরূপে কঠিন ও স্ফীত এবং ত্বকের ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ায় রোগী ত্বক্‌রোগগ্রস্ত হয়। উদরমধ্যে অত্যধিক বায়ু সঞ্চিত করাই **লাইকপোডিয়ামের** প্রধান প্রকৃতি।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—**লাইকপোডিয়াম** অতীব গভীরক্রিয়াশীল "এণ্টিসরিক" "এণ্টি-সিফিলিটিক" ও "এণ্টিসাইকটিক" ঔষধ। সাক্ষাৎ ভাবে ইহা শোণিতের পচনশীল বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক না হইলেও টাইফয়েড জ্বরাদির অতি প্রগাঢ় ও সাংঘাতিক অবস্থায় এতদ্দ্বারা যেরূপ উপকার দর্শে তাহাতে, (গৌণভাবে হইলেও) শোণিতে যে ইহা অতি গভীর পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহা নঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত। ইহা অতি ধীর অপিচ গভীর ও স্থায়ীপরিবর্ত্তনকারী বস্তু। শরীরের নিগূঢ়তম জৈবোপাদান পর্য্যন্ত প্রবেশলাভ করিয়া ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, লসীকামণ্ডলী, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, শোণিতবহা নাড়ী, যকৃত প্রমুখ পরিপাকযন্ত্র, জননেন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রপথ প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি পর্য্যন্ত অতীব প্রগাঢ়রূপে আক্রমণ করে! কার্য্যক্ষেত্রেও করণত্বের প্রবলতা হান; তথাপি গভীরতর, স্থায়ী এবং পুরাতন রোগেই ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

লাইকপোডিয়াম প্রগাঢ়রূপ পরিপাকবিভ্রাট জন্মাইয়া অতি প্রভূত পোষণ-বিকার-লক্ষণস্বরূপ গুটিকোৎপত্তি বা টিউবার্কুলসস প্রভৃতি নানা প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য এবং গুরুতর রোগের কারণীভূত হয়। পরিপাকযন্ত্রমধ্যে যকৃতই ইহার মৌলিক ক্রিয়াস্থল। ইহা যকৃতের অতি গভীর ও সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন সংঘটনে সমর্থ। ইহার ক্রিয়ায় যকৃৎশিরাপথে রক্তগতির বাধা জন্মে এবং যকৃতে রক্তাধিক্যের ক্রমবৃদ্ধি বশতঃ ক্রিয়ার জড়ত্ব উপস্থিত হইলে উদরী, অর্শ প্রভৃতি

banglabooks.in

নানা প্রকার রোগোৎপন্ন হয়। ইহার দ্বারা পরিপাকশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় আমাশয়ে অম্ল ও উদরে প্রভূত পরিমাণ বায়ুসঞ্চার ঘটে। ফলতঃ আমাশয়ে অম্লের উৎপত্তি, উদরে বায়ু-সঞ্চয় এবং কোষ্ঠবদ্ধই ইহার প্রধান রোগজননক্রিয়ামধ্যে গণ্য।

পরিপাকক্রিয়া উপরিউক্তরূপে বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রগাঢ় শারীরিক পুষ্টিহানির লক্ষণস্বরূপ শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ রোগীর শরীরের নিম্নার্দ্ধ শোথযুক্ত থাকায় শরীরোর্দ্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিম্নাংশ স্থূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। **লাইকপোডিয়াম** যে সকল বহিরভ্যন্তরীণ উপাদানগত পরিবর্ত্তন, স্রাববিকার ও ক্ষত প্রভৃতি রোগলক্ষণ উৎপাদন করে, তাহা গুরুত্বে, গভীরতায় ও ব্যাপকতায় "সোরা", "সিফিলিস" এবং "সাইকসিস্" রোগবিষঘটিত শারীরিক রোগজ পরিবর্ত্তন ও লক্ষণাদির ন্যূনাধিক সমপ্রকার; এই জন্য ইহা একটি প্রধান "এণ্টিসরিক", "এণ্টি-সিফিলিটিক" এবং "এণ্টিসাইকটিক" ঔষধমধ্যে পরিগণিত।

লাইক-রোগীর শরীরতুলনায় মস্তকায়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বুদ্ধিবৃত্তিও তীক্ষ্ণতর বলিয়াই অনুমিত; কিন্তু তাহার প্রকৃত ক্রিয়োৎকর্ষ লক্ষিত হয় না। বিষয়বিশেষে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হইলেও তাহা সুব্যবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

রোগীর স্মরণশক্তির গোলমাল হেতু কার্য্যকারিতার অভাব বা অসম্পূর্ণতা ঘটে; কোন বিষয় লিখিতে অক্ষরসন্নিবেশের গোলমাল ঘটে, অক্ষর বা শব্দাংশ স্থানভ্রষ্ট এবং বাক্যাংশ পরিত্যক্ত হয়। মনের ভাব অভ্রান্ত থাকে, কিন্তু প্রকাশে অপ্রযোজ্য শব্দাদির ব্যবহার হয়। রোগী বড়ই অন্যমনস্ক থাকে এবং তাহার এক সময়েই দুই স্থানে থাকার অনুভূতি জন্মে। মনুষ্য দেখিলে ভীত হয়, একা থাকিতে চায়; কখন বা একা থাকিলে ভীতিবশতঃ বিমর্ষ ও উত্তেজনা-প্রবণ হয়। অবস্থানুসারে **লাইকপোডিয়াম**-রোগীর মানসিক ভাবের বড়ই

banglabooks.in

বিরুদ্ধপ্রকৃতি দৃষ্ট হয়। এই ভাববৈপরীত্য রোগীর মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার ও বাতপৈত্তিক ধাতুর পরিচয় দেয়।

রোগী অত্যন্ত ঔদ্ধত্য সহকারে প্রভুত্বব্যঞ্জক হুকুম দেয়; তিরস্কার করে। কোন কোন অবস্থায় মানসিক অবসাদবশতঃ রোগী সর্ব্বদাই ক্রন্দন করে, কিছুতেই মনের শান্তিবিধান করিতে পারে না। মানসিক স্থৈর্য্যের অভাবে রোগী দুঃখিত হয়, কখন বা সন্তুষ্ট ও আহ্লাদ প্রকাশ করে। আত্মশক্তিবিষয়ে আস্থাহীনতা। রোগী মুক্তিসম্বন্ধে বিশ্বাস হারায়, মৃত্যু নিকট ভাবিয়া ব্যাকুল হয়, এমন কি শেষ কর্ত্তব্যবিষয় স্থির করিয়া রাখে। বিশেষতঃ, প্রাতঃকালে জীবনে পরিতৃপ্তি অথবা বিতৃষ্ণার বোধ। রোগী উদাসীন ও নির্ব্বাক ভাব ধারণ করে, এবং এতই উত্তেজনা-প্রবণ হয় যে ধন্যবাদ দিলেও ক্রন্দন করে। অতিশয় উগ্রতাসহ ক্রোধান্ধ রোগী একগুঁয়েমি প্রকাশ করে। ভীতি হইতে যকৃদ্বিকার উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে কিছু পানকালে শিরোঘূর্ণন, অজ্ঞানকর শিরঃশূলে ললাটপার্শ্বের ও কর্ণের তাপ এবং জিহ্বার ও মুখের শুষ্কতা জন্মে, এবং অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ও উত্থানকালে অথবা শয়নে তাহার বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রমে তন্দ্রাভাব ও বিস্ফারিত চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি হয় এবং হনু ঝুলিয়া পড়ে।

প্রধানতঃ দক্ষিণ ললাটপার্শ্বের অভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে সূচিবেধের অনুভূতি। ললাটপার্শ্বদ্বয় স্তূপের পাকদ্বারা পরস্পর চাপিত হওয়ার ন্যায় বেদনার ঋতুর সময়ে বৃদ্ধি। মূর্দ্ধাদেশের চাপানুভূতি অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত অধিকতর থাকে ও মস্তক নত করিলে বর্দ্ধিত হয়; পরে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা জন্মে। ললাটদেশের অথবা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা গ্রীবা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুখমণ্ডল, চক্ষু ও দন্তমধ্যেও ঐরূপ অনুভূতি হইয়া সকলই

banglabooks.in

গাত্রোত্থানে বর্দ্ধিত এবং শয়নে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। মস্তকমধ্যে টান টান বোধ, প্রাতরাশের পর শিরঃশূল।

মস্তকপশ্চাতে সহজে রক্তস্রাবযুক্ত ও দুর্গন্ধরসস্রাবী উদ্ভেদ আরম্ভ হইয়া ঘন মামড়ি জন্মে ও চুলকাইলে এবং তাপ লাগিলে স্রাবের বৃদ্ধি হয়। মস্তকত্বকের স্থানে স্থানে খুস্কি উৎপন্ন হয়। উদররোগে এবং প্রসবান্তে, বিশেষতঃ দিবসের পরিশ্রম বশতঃ দেহ উষ্ণ হইলে, মস্তক-ত্বকের জ্বালা ও ঝন্‌সানবৎ অনুভূতি জন্মে, এবং চুলকাইলে কেশ স্খলিত হয়। কেশের অকালপক্কতা জন্মে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া অন্ধকারমধ্যে চক্ষুসম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। রজনীঅন্ধত্বে চক্ষুসম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কের উপস্থিতি। বস্তুর বামার্দ্ধমাত্র স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। চক্ষুসম্মুখে পালকের ন্যায় আবরণ থাকায় দৃষ্টির বাধা জন্মে। চক্ষু তপ্ত, ঔজ্জ্বল্যহীন, বিস্ফারিত এবং আলোকানুভূতি-বর্জ্জিত। শ্রবণশক্তির অসহিষ্ণু ভাব। কর্ণে গর্জ্জন, গুণ গুণ এবং সোঁ সোঁ শব্দে শ্রবণশক্তির হ্রাস। ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিকারে ঘ্রাণশক্তির কষ্টকর তীক্ষ্ণতা জন্মে। স্বাদশক্তির অস্বাভাবিকতা নিবন্ধন মুখে অম্ল, তিক্ত এবং বসাবৎ আস্বাদ।

গতিদ-স্নায়ুর রোগে পর্য্যায়ক্রমে পেশীনিচয়ের অনৈচ্ছিক সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইতে থাকে, রোগী চীৎকার করে, মুখে ফেনা উঠে এবং হৃৎ-প্রদেশের উৎকণ্ঠাবশতঃ মৃত্যুর অনুভূতি জন্মে। অধিকাংশ যান্ত্রিক ক্রিয়াই অবসাদগ্রস্ত হয়। অত্যধিক শীর্ণতাসহ অভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা জন্মে। পক্ষাঘাত।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর বিকারে আক্রান্ত অঙ্গোপরি কীটবিচরণের অনুভূতি জন্মে। বেদনার প্রকৃতি আকর্ষণ ও ছিন্ন করার ন্যায়, রজনীতে তাহার বৃদ্ধি; পেশী ও সন্ধিনিচয়ের কাঠিন্যবোধ এবং রুগ্ন শরীরাংশের অবসন্নভাব।

banglabooks.in

নিদ্রাবিকারে দিবসে হাই উঠে ও রোগী নিদ্রালু থাকে। অশান্তিপ্রদ ও স্থৈর্য্যহীন, স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা। নিদ্রাবেশ হইলে রোগী চমকিয়া উঠিয়া বসে; টাইফয়েড ও উদ্ভেদিক জ্বরে অজ্ঞানবৎ নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রত হইয়া ক্রন্দন এবং কখন কখন হাস্য করিয়া উঠে। অবিদুরি-ক্লান্তির অবস্থায় রোগী খিটখিটে থাকে ও ভর্ৎসনা করে এবং পা ছোড়ে। নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুধা পায়।

মুখমণ্ডলের বর্ণ হরিদ্রাভ ধূসর এবং কখন বা পাণ্ডুরোগব্যঞ্জক ও স্ফীত। মুখে তাপোচ্ছ্বাস। ললাটে তাম্রবর্ণ উদ্ভেদ জন্মে। মুখমণ্ডলাস্থি-নিচয়ের ছিন্নবৎ বেদনা। মুখের পেশীর আনর্ত্তন।

বলক্ষয়কারী জ্বরের অজ্ঞানাবস্থায়, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে, নিম্নচুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। মুখের চতুষ্পার্শ্বে উদ্ভেদ জন্মে; মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত। নিম্নৌষ্ঠে বৃহৎ ক্ষত।

প্রদাহ নিবন্ধন চক্ষু লোহিতবর্ণ ও তাহার কোণ চুলকানিযুক্ত; চক্ষুপুটদ্বয় স্ফীত এবং শুষ্ক বোধ হয় এবং রজনীতে জুড়িয়া থাকে। রক্তিমাহীন চক্ষুর খোঁচানির প্রাতঃকালে বৃদ্ধি। চক্ষুর পিঁচুটি মুছিয়া না ফেলিলে রোগী পরিষ্কার দেখতে পায় না। কাঁচা মাংসখণ্ডের ন্যায় চক্ষুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লী হইতে পূয়স্রাব হয় এবং স্ফীত চক্ষুপুট বাহির হইয়া পড়ে। চক্ষুপুটের দানাময় অবস্থা (granular lids); চক্ষুপুটের অভ্যন্তর কোণে অধিকসংখ্যক স্ফোটক এবং অঞ্জনী। চক্ষু চন চন করে ও তাহাতে অত্যন্ত শ্লেষ্মা জন্মে।

কর্ণের উপরে ও পশ্চাতে আর্দ্র, পূয়যুক্ত নামড়ি জন্মে। কর্ণ হইতে বিদাহী পূয়াকার স্রাব।

প্রবল সর্দ্দিতে নাসিকা স্ফীত এবং তীব্রস্রাবযুক্ত। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র হইতে বিদাহী স্রাবের আরম্ভ। **সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে নাসিকার শুষ্কতা এবং রজনীতে রোধ**

banglabooks.in

ঘটায় শ্বাসপ্রশ্বাস চলে না। নাসিকা-পক্ষের পাখার ন্যায় গতি।

স্বরযন্ত্রে লাইকর ক্রিয়ায় স্বরভঙ্গ এবং কখন মৃদু ও হুস্ হুস্ শব্দের স্বর; শ্বাসনালীর শুষ্কতা; স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে চুলকানি ও শুড়শুড়ি উপস্থিত হওয়ায় রোগী বেগের সহিত কাসিতে বাধ্য হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাসের খর্ব্বতা; বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায় অধিকতর। শ্বাস-প্রশ্বাসে গন্ধকের বাষ্পাঘ্রাণবৎ কষ্ট। আক্ষেপ হেতু বক্ষ সঙ্কুচিত থাকার ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র। গন্ধকবাষ্প কর্ত্তৃক স্বরযন্ত্রের উত্তেজনার অনুভূতি ও তজ্জন্য গভীর শ্বাসগ্রহণে দিবারাত্রি শুষ্ক কাসি হওয়ায় আমাশয়-বেদনা; সন্ধ্যারাত্রে শয়নের পূর্ব্বে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে পালকের শুড়শুড়িবৎ চুলকানিতে কাসির উদ্রেক। রজনীতে কাসি হইয়া আমাশয় ও ডাইয়াফ্রামের কষ্ট, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কাসির হ্রাস। প্রবল কাসিতে বক্ষ শাটিয়া ধরে।

অবস্থানুসারে ঘন, হরিদ্রাভ, রক্তময়, পূয়াকার, ধূসরবর্ণ এবং লবণাক্ত প্রভৃতি নানাপ্রকারের অল্প পরিমাণ গয়ারের নিষ্ঠীবণ। ফুসফুসের সর্ব্বস্থানেই মৃদু কনকনানি ও বক্ষের সঙ্কুচিতভাব। বক্ষের সূচিবেধবৎ বেদনা; শ্বাস টানিলেও তদ্বৎ। বক্ষের ভারবহ যন্ত্রণা।

সন্ধ্যাকালে শয়ানাবস্থায় হৃৎকম্প, নাড়ীস্পন্দনের বৃদ্ধি এবং মুখমণ্ডল ও পদের শীতলতা।

স্পর্শে দন্ত অত্যন্ত বেদনাযুক্ত; সম্মুখের দন্ত শিথিল অথবা দীর্ঘতর হওয়ার অনুভূতি; পীতবর্ণ দন্ত; দন্তশূল ও গণ্ডের স্ফীতি, শয্যাতাপে এবং তাপসেকে উপশম। দন্তমাড়ি স্পর্শ করিলে অতি প্রবলবেগে রক্তস্রাব। দন্তপুপ্পুট (Gum boil, মাড়ির স্ফোটক)।

জিহ্বার সবেগে বহিঃসরণ এবং ইতস্ততঃ চালনা; জিহ্বার আক্ষেপ; জিহ্বা স্থূল ও কম্পমান; প্রাতঃকালে জিহ্বা শুষ্ক ও কঠিন থাকায় কথার অস্পষ্টতা; জিহ্বা লোহিতবর্ণ ও শুষ্ক; ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ও বিদীর্ণ;

banglabooks.in

জিহ্বার কোন কোন স্থান স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত; জিহ্বায় গুটিকোৎপত্তি; জিহ্বা অত্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় রোগীর নির্ব্বৃদ্ধিতাব্যঞ্জক মুখাবয়ব। জিহ্বাগ্রে বিস্ফোটকোৎপত্তি নিবন্ধন ঝলসান ও কাঁচা ভাবের অনুভূতি। জিহ্বার অধঃ ও ঊর্দ্ধ প্রদেশে ক্ষত।

মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা, কিন্তু তৃষ্ণা থাকে না; প্রাতঃকালে মুখের শুষ্কতা ও তিক্তাস্বাদ। মুখের দুর্গন্ধ, বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে অধিকতর। লালা শুষ্ক হইয়া তালুদেশে ও ওষ্ঠোপরি কঠিন হইয়া থাকে। লালা লবণাস্বাদ।

গলমধ্যের বেদনা ও টাটানি গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ। গলমধ্য কটাসে লোহিত; ডিফথিরিয়াবৎ দাগ (Diptheritic patches) দক্ষিণ টন্‌সিল-গ্রন্থি হইতে বিস্তৃত হইয়া বাম টন্‌সিলে যায়, অথবা নাসিকারন্ধ্র হইতে অধঃদেশে আইসে; শীতল বস্তু পান করিলে এবং নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রথমে দক্ষিণ, পরে বাম টন্‌সিলে স্ফীতি ও পূযসঞ্চার। টন্‌সিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি। গলা খাঁকর দিলে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা অথবা হরিদ্রাভ পীতবর্ণের গয়ার উঠে; অন্ননালীমধ্যে কোন কঠিন বস্তুর অনুভূতি। গলনলী সঙ্কুচিত বোধ হওয়ায় রোগী কিছুই গলাধঃকরণ করিতে পারে না; খাদ্য এবং পানীয় নাসিকারন্ধ্রপথে উদ্‌গত। সাব্‌ম্যাক্‌সিলারি বা হনু অধঃগ্রন্থি বেদনাযুক্ত।

অপরিমিত ক্ষুধা; যত খায় আরও খাইতে চায়। অস্বাভাবিক ক্ষুধা, কিন্তু সামান্য আহারেই উদরের পূর্ণতাবোধ; সর্ব্বদাই তৃপ্তভাব। ক্ষুধার অভাব ঘটে, যাহা কিছু খায় সহ্য হয় না, বমনও হইয়া থাকে। কাফি এবং তাম্রকুটে ঘৃণা।

তীব্র উদ্‌গার; অসম্পূর্ণ ও জ্বালাকর হিক্কা। অম্লাস্বাদ আমাশয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে তীব্র কামড়ানি। বুক জ্বালা করে ও মুখে জল উঠে। প্রাতঃকালে আহার না করিলে গলদেশে ও আমাশয়ে বিবমিষার অনুভূতি।

banglabooks.in

আমাশয়ের স্ফীতি ও খল্লী। ভুক্তবস্তু ও পিত্ত বমন; আহারান্তে মুখে জল উঠিয়া বমন; ঋতুস্রাবকালে বমন, মূত্রবায়ুমধ্যে উপশম। সন্ধ্যাকালে কিছু আহার করিলে আমাশয়ের গুরুত্ব ও স্ফীতির অনুভূতি। বিলম্বে পরিপাক। আমাশয়োর্দ্ধের কোটরবৎস্থান স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত; তথা হইতে উৎকণ্ঠার অনুভূতি। আমাশয়মধ্যে ও কোঁকে সঙ্কুচিতবৎ ও কসিয়া ধরার ন্যায় অনুভূতি।

শ্বাস প্রশ্বাসে যকৃৎ প্রদেশে টাটানি ও চাপ সহ পিষ্টবৎ বেদনার স্পর্শে বৃদ্ধি, এবং অনুভূতি যেন উদরের বামপার্শ্বে কোন ভারি বস্তু রহিয়াছে। বায়ু জন্মিয়া উদরের অত্যধিক পূর্ণতা ও স্ফীতির বাতকর্ম্মে উপশম। উদরের নানাস্থানে—কোঁকের মধ্যে, উদরপশ্চাতে, পর্শুকাদেশে ও বক্ষমধ্যে —টান টান বোধ ও পুট পুট শব্দ উৎপাদক বায়ুসঞ্চার; শূন্যোদ্গারে তাহার উপশম। উদরের কামড়ানি। রুদ্ধবায়ুপ্রযুক্ত উদরমধ্যে টান টান ও বেদনার অনুভূত। উদরের ডাক এবং উচ্চ গোলমাল শব্দ। উদরোপরি কটা বর্ণের কলঙ্ক।

কঠিন বিষ্ঠা ত্যাগে সরলান্ত্রের সঙ্কোচন ও বহির্নিষ্ক্রমণ। পুনঃ পুনঃ মলত্যাগে গুহ্যদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্রের সূচিবেধবৎ বেদনানুভূতি ও খল্লী। উপবেশন করিলে ও স্পর্শে বহির্নিষ্ক্রান্ত অর্শ অতিশয় বেদনাযুক্ত থাকে ও মলত্যাগকালে রক্তস্রাব হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা শুষ্ক ও কঠিন, অথবা প্রথমে চাপ চাপ, পরে কোমল; মলত্যাগান্তে বোধ হয় যেন অনেক বিষ্ঠা রহিয়া গেল।

মূত্রযন্ত্রবিকার নিবন্ধন তীক্ষ্ণ পৃষ্ঠবেদনার মূত্রত্যাগান্তে হ্রাস। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা, কিন্তু অল্প মূত্রত্যাগ কালে মূত্রদ্বারের জ্বালা। মূত্রে লোহিতবর্ণ বালুকার ন্যায় তলানি, মূত্রস্থালীর প্রদাহে ঘোলাটে মূত্রে দুগ্ধবৎ, দুর্গন্ধ ও পূয়াকার তলানি; মূত্রস্থালীতে ও উদরে মৃদু চাপানুভূতি (পাথরি বা কাঙ্কলাই উৎপাদক ধাতু)। অবারিত মূত্র

banglabooks.in

ক্ষরণ; মূত্র জন্মে না। রক্তময় মূত্রত্যাগ, মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে শিশু বেদনার জন্য চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করে; শিশুর বস্ত্রে লোহিতবর্ণ বালুকা দেখা যায়।

পুংজননেন্দ্রিয়ে **সাইকর** ক্রিয়ায় ধ্বজভঙ্গ হইয়া শিশ্ন ক্ষুদ্র, শিথিল ও শীতল থাকে। কামেচ্ছার হ্রাস। মেঢ্রত্বগভ্যন্তর-প্রদেশে ও অণ্ড-কোষত্বগুপরি চুলকনা।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়-রোগে অত্যধিক পরিমাণ ও অধিককালস্থায়ী ঋতুস্রাব বা ঋতুরোধ। যোনিমধ্যে শুষ্কতার অনুভূতি। সঙ্গমকালে ও পরে যোনি-মধ্যে জ্বালা। দুগ্ধবৎ শ্বেতপ্রদর, রক্তময় অথবা ক্ষতোৎপাদক হয়। অধোদরের দক্ষিণ হইতে বাম পার্শ্ব পর্য্যন্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা। যোনি হইতে বায়ুনিঃসরণ।

গ্রীবাদেশের কাঠিন্য ও টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, গ্রীবাগ্রন্থিনিচয় স্ফীত এবং গ্রীবা ও মস্তকের পশ্চাদ্দেশে টান টান ভাবের বেদনা। **অংসফলকাস্থিদ্বয়ের** (Scapula) **মধ্যবর্ত্তী স্থানে জ্বলন্ত-অঙ্গারস্পর্শবৎ জ্বালা।** যকৃতে রক্তাধিক্য নিবন্ধন পৃষ্ঠে এবং তাহার দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা, বৃক্কক বা কিড্‌নর মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি সরলান্ত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও চাপে বৃদ্ধি; বৃক্কপ্রদেশে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা।

ঊর্দ্ধাঙ্গের স্কন্ধ এবং কণুই-সন্ধিমধ্যে ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। কক্ষগ্রন্থিনিচয় স্ফীত। বাহু ও হস্তাঙ্গুলির সহজেই ঝিন্‌ঝিনি। বাহুর অভ্যন্তরপ্রদেশে (Inner side) আকৃষ্টবৎ বেদনা। অঙ্গুলিসন্ধিনিচয়ে প্রদাহ, লোহিতবর্ণ ও স্ফীতি।

অধঃঅঙ্গের জানুসন্ধি স্ফীত ও অনমনীয়। উরুর অভ্যন্তর (Inner) পার্শ্বে টাটানি ও দংশন ভাবের চুলকনা জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উরুর অভ্যন্তর (Inner) দেশের কটাকলঙ্কময় স্থানে প্রদাহ নিবন্ধন জ্বালা।

banglabooks.in

দক্ষিণ উরুর মধ্যভাগে ছিন্নবৎ বেদনা। পদের স্ফীতি। রজনীতে "পায়ের ডিমের" খল্লী। ভ্রমণকালে পদতলে বেদনা। পদাঙ্গুলি-নিচয়ের ব্যবধান স্থানের চনচনি সহ টাটানি। পদ শীতল **ঘর্ম্মযুক্ত।** অতিশয় ঘর্ম্মে পদতল ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত। এক পদ তপ্ত, অন্য পদ শীতল।

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃষ্টতা ও ছিন্নবৎ বেদনা। সন্ধিনিচয়ের বেদনা ও অনমনীয়তা।

ত্বগুপরি আদ্র, পূয়স্রাবী উদ্ভেদ। চুলকনাযুক্ত পিত্তকলঙ্ক বা "লিভার স্পট্‌স"। নিতম্বদেশে স্ফোটক। ত্বকে চুলকনাযুক্ত ফুস্‌কুড়ি। ত্বকের ছাল উঠিয়া যায় (Intertrigo) ও ঐ কাঁচা স্থান হইতে সহজে রক্ত পড়ে। পুরাতন আমবাত। অসুস্থ ত্বকে ক্ষতকরস্রাবযুক্ত বিস্ফিকা। ত্বকের যতুক ও রক্তার্ব্বুদ।

প্রদর্শক লক্ষণ।

উদরাধ্মান।—উদরে বায়ুসঞ্চার **লাইকপোডিয়ামের** অতি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ। ইহার অধিকাংশ রোগ সহ পরিপাক-যন্ত্রবিকার উপস্থিত থাকায় উদরে প্রভূত বায়ুর সঞ্চয় হইয় **লাইকস** প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। বায়ুনিবন্ধন উদরে গড় গড়, কোঁ কোঁ প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দ হইতে থাকে। কখন বায়ুর অত্যাধিক্য বশতঃ ঊর্দ্ধাভিমুখে বক্ষে চাপ লাগিয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়; কখন বা অন্ত্রাংশের স্থানবিশেষে, বিশেষতঃ বামকুক্ষিমধ্যে বায়ুর রোধ বশতঃ উদরশূল জন্মিয়া রোগী যৎপরো-নাস্তি যন্ত্রণা বোধ করে। অনেক ঔষধেই উদরাধ্মান জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এবিষয়ে **লাইক, কার্ব্ব** এবং **চায়নাই** সর্ব্বাগ্রগণ্য বিধায় ইহাদিগের প্রভেদক-প্রকৃতি নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। **লাইকস** উদরাধ্মানের বিশেষতা এই যে, ইহাতে বিশেষরূপে **অধোদর**

banglabooks.in

আক্রান্ত হয় ও অধিকাংশ বায়ু উদরের বাম কুক্ষিদেশে সঞ্চিত হইয়া উদর ডাকিতে থাকে। ইহাতে পুরাতন যকৃৎ রোগ বর্ত্তমান থাকায় গভীর পরিপাকদোষ প্রকাশ পায়, কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ও তাহাতে নিষ্ফল মলবেগ হইতে পারে এবং উদরস্ফীতি অধিক হইলে ঊর্দ্ধে চাপ হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্র বশতঃ নাসিকাপক্ষের পাখার ন্যায় গতি হয়; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত এই লক্ষণের উপস্থিতি প্রকৃষ্ট প্রভেদক বলিয়া জানিতে হইবে। কার্ব্বের উদরস্ফীতির প্রধান স্থান ঊর্দ্ধোদর বা আমাশয়; ইহাতেও বায়ুকর্ত্তৃক বক্ষের চাপ হওয়ায় শ্বাসকষ্টে রোগী পাখার বাতাস চাহে; রোগীর জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা, বিশেষঃ বহু পূর্ব্বেও যদি আহারাদির কোনপ্রকার অপচার ঘটিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা ইহার কারণ রূপে বর্ত্তমান থাকে; অধিকাংশ সময়ে ন্যূনাধিক কলাপ্সের লক্ষণ—নাড়ীর ক্ষীণতা প্রভৃতি—বর্ত্তমান থাকে, এবং রোগীর উদরাময় হয়। চায়নার বায়ু উদরের সর্ব্বস্থানই আক্রমণ করায় প্রভূত উদরস্ফীতি জন্মে; শারীরিক রসক্ষয়-প্রযুক্ত পরিপাকশক্তির দুর্ব্বলতা ও অপক্ক ফল আহার প্রভৃতি ইহার বায়ুজননের কারণ; ভুক্ত বস্তু অধিক কালে পরিপাক হয় অথবা বহু সময় অপক্কাবস্থায় উদরে থাকিয়া যায় এবং অপরিবর্ত্তিতভাবে কখন কখন বমন অথবা বিরেচন হইয়া, কিম্বা উভয় প্রকারে নির্গত হইতে থাকে; তথাপি অস্বাভাবিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না; রোগী দুর্ব্বল হইলেও কার্ব্বের

banglabooks.in

স্যাম্ব গভীর কলাপসের অবস্থা হয় না, এবং উদরাময় থাকে।

অতিক্ষুধার বর্ত্তমানতা, কিন্তু অল্পাহারেই পরিতোষ।—অত্যধিক ক্ষুধা হওয়ায় রোগী অতি আগ্রহের সহিত ভোজনারম্ভ করে, কিন্তু ২।৪ গ্রাস আহারেই অতিভোজনের অনুভূতি জন্মে, এমন কি উদরের অত্যধিক পূর্ণতাবোধে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। এইরূপ **অতিক্ষুধা এবং অল্পাহারে তৃপ্তি ও কষ্টদ উদরপূর্ণতার পর্য্যায়ক্রমিক উপস্থিতি** অন্য ঔষধে বিরল।

কোষ্ঠবদ্ধসহ নিষ্ফল মলবেগের উপস্থিতি।—**লাইকপোডিয়াম** কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ। বহুতর ঔষধেই কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কিন্তু নিষ্ফল মলত্যাগের চেষ্টা কেবল ইহাতে ও **নাক্স-ভমিকায়** বিশেষরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। **বেল, সিপিয়া** ও **পালস** প্রভৃতি ঔষধে ভ্রান্তিজনক মলবেগ উপস্থিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহা অধোদরের ও বস্তিকোটরের যন্ত্রনিচয়ের আক্ষেপ বশতঃ অধোমুখে তাহাদিগের ঠেলমারা মাত্র, প্রকৃত মলবেগ নহে। এস্থলে **নাকসই** ইহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সরলান্ত্রের অধোমজ্জনীভূত ও আক্ষেপিক ক্রিয়া নাক্সের—এবং মলদ্বারের সঙ্কোচন বশতঃ মল নির্গমনে বাধা এবং সরলান্ত্রের আক্ষেপিক ক্রিয়া **লাইকস** নিষ্ফল মলবেগের কারণ। **নাকসের** কোষ্ঠবদ্ধে উদরস্ফীতির প্রাধান্য থাকে না এবং প্রাতঃকালে রোগবৃদ্ধি হয়; **লাইকস** কোষ্ঠবদ্ধে প্রভূত উদরস্ফীতি অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত অধিকতর

শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে রোগের আক্রমণ অথবা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বাম পার্শ্বে গমন।—বিশেষ বিশেষ শরীরাংশ এবং যন্ত্র সহ ঔষধ মাত্রেরই যদ্রূপ বিশেষ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরের পার্শ্বসহও

banglabooks.in

ঔষধাদির ন্যূনাধিক স্পষ্ট সম্বন্ধ থাকে। অতএব রোগবিশেষের পার্শ্ববিশেষে আক্রমণ এবং পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তরে বিস্তৃতি বিশেষ বিশেষ ঔষধের **প্রদর্শক**-লক্ষণ-মধ্যে পরিগণিত।

লাইক শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণকারী একটি বিশেষ ঔষধ। ইহার রোগে শরীরের বামপার্শ্ব আক্রান্ত হইলেও তাহা দক্ষিণ পার্শ্বের রোগের বিস্তৃতি মাত্র। সাধারণ গলক্ষত, টন্‌সিলাইটিস্, ডিফ্‌থিরিয়া অর্থাৎ মারাত্মক গলক্ষত (ঊর্দ্ধে নাসিকা হইতে অধাভিমুখেও গতি হয়), অণ্ডাধাররোগ, জরায়ুবেদনা, ত্বগুদ্ভেদ প্রভৃতি সকলই দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে এবং তথা হইতে বাম পার্শ্বে যায়; ইহার দক্ষিণ পদ শীতল হইয়া যায়, বামপদ তপ্ত থাকে। **মার্কুরিয়াস্ প্রোটো আয়ডেক্স** ডিফ্‌থিরিয়ারোগে গলার দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহার নিঃশ্বাসের পচাটে ঘ্রাণ, **দন্তছাপ কলঙ্কিত**-পার্শ্বযুক্ত ও শিথিল জিহ্বা ও তাহার মূলদেশের হরিদ্রাভ পুরু লেপ ইহাকে **লাইক** হইতে যথেষ্ট রূপে প্রভেদিত করে। **ব্রমিয়াম**-ডিফ্‌থিরিয়ার গলাদেশে আরম্ভ হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখে যাওয়া **লাইকের** বিপরীত। **বেলাডনাও** গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে, কিন্তু ইহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ও শরীরের ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রবলতাবিশিষ্ট শোণিতসঞ্চলন, এবং মস্তিষ্কীয় লক্ষণ প্রভৃতি প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে।

অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত রোগের বৃদ্ধি **লাইকরোগের** একটি প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। এরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি অন্য কোন ঔষধেই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা দ্বারা চিকিৎসিতব্য প্রধান ও তরুণ রোগ মাত্রেই—যথা, সাধারণ জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, আরক্ত জ্বর, রসবাত ও গাউটরোগ এবং নিউমনিয়া, তরুণ প্রতিশ্যায় প্রভৃতি প্রাদাহিক রোগে—ইহা লক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অম্লদোষ প্রভৃতি বহুবিধ পুরাতন রোগ চিকিৎসায়ও এই

banglabooks.in

লক্ষণ দ্বারা আমরা ঔষধনির্ব্বাচনপক্ষে বহুতর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

মূত্রে প্রভূত পরিমাণ লোহিতবর্ণ বালুকাবৎতলানি; সকল প্রকার নিস্রাবেই দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা; শৈত্যে রোগের বৃদ্ধি; শ্বাসগ্রহণে নাসাপুটের পাখার ন্যায় গতি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বিশেষ বিশেষ স্থলে ন্যূনাধিকরূপে লাইকস-নির্ব্বাচনের সাহায্য করিয়া থাকে। উপযুক্ত স্থানে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—অবসাদ বায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্; বিষাদোন্মত্ততা।—লাইকপোডিয়াম অতি গভীর আক্রমণকারী সরিক ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় যকৃতাদি পরিপাক-যন্ত্রমণ্ডলের প্রগাঢ়তর যান্ত্রিক ও ক্রিয়াবিকারীর অবস্থা উৎপন্ন হয়। দূষিত ও অনুপযুক্ত পোষণরস কর্ত্তৃক পরিপোষিত শরীরোপাদাননিচয় নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য অথবা অসাধ্য রোগাক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক সহানুভূতি প্রযুক্ত ক্রমে ক্রমে পুষ্টিহীন দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহজেই বিচলিত হয়। রোগ মৃদুপ্রকারের খাতুলতার ভাব ধারণ করায় রোগী মানসিক অবসাদগ্রস্ত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়ে। রোগী ভরসাহীন, বিষাদিত ও উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া আত্মপরকালবিষয়ে বড়ই সন্দিগ্ধমনা হয়। স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ চিন্তাবিভ্রাট ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার অত্যধিক বিধ্বস্ত অবস্থায় রোগী অতিশয় খিটখিটে, অসহিষ্ণু ও বিষাদিত থাকে, অথবা তাহার ইচ্ছার ও কার্য্যের সামান্য প্রতিবাদ করিলেই সে ক্রোধান্ধ হয়। কখন বা অত্যন্ত উদ্ধত ও যথেচ্ছাচারীর ভাব ধারণ করিয়া আপনাকে

banglabooks.in

অতি গৌরবান্বিত বলিয়া বিশ্বাস করে। **সালফার, ভিরে-ট্রাম, বেলেডনা** এবং **প্ল্যাটিনাম** প্রভৃতি ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ।

অনিদ্রা।—প্রভূত অজীর্ণদোষনিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক অশান্তি **লাইকপোডিয়ামের** নিদ্রাহীনতার কারণ। রোগী শয়ন করিয়া কোনপ্রকার শরীরাবস্থানেই স্বস্তি পায় না। শান্তিহীন নিদ্রা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, কখন চমকিয়া উঠে, হস্ত পদের ঝাঁকি হয় এবং শিশু নিদ্রা ভঙ্গে রাগান্ধ হইয়া পা ছুড়িতে থাকে ও ভর্ৎসনা করে। নিদ্রায় তৃপ্তি জন্মে না। দিবসে নিদ্রালু থাকে, রজনীতে নিদ্রোত্থিত হইয়া ক্ষুধা প্রকাশ করে।

নাক্স্‌ভমিকা—পরিপাকবিকার ও উদরের রক্তাধিক্য ইহারও নিদ্রাহীনতা রোগের কারণ। অপরিমিত মদ্য, কাফি ও চা প্রভৃতির পানে এবং মাংসাদি আহারে যে সকল ব্যক্তির উপরিউক্তরূপ পরিপাক দোষ জন্মে তাহাদিগের অনিদ্রারোগেই **নাক্স্** বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথম রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় ইহারা ঝিমাইতে থাকে, নিদ্রার উপযুক্ত কালে অশান্তিপ্রদ ও তৃপ্তিহীন নিদ্রা হয় এবং উৎকণ্ঠাযুক্ত ও ভীতিময় স্বপ্ন দেখিয়া বারম্বার জাগিয়া উঠে। রজনী ৪।৫ টার সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া কিয়ৎকাল অস্থির ভাবে থাকিয়া প্রাতঃকালে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে এবং গাত্রোত্থান করিতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায়।

কুপ্রাম, ষ্ট্র্যামনিয়াম এবং জিঙ্কাম—এই সকল ঔষধের অনিদ্রারোগেও নিদ্রাবেশমাত্র ভীতিপ্রদ স্বপ্নে রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

নাসিকা সর্দ্দি।—**লাইকপোডিয়াম**-সর্দ্দিতে দিবা-রজনী অবিশ্রান্ত ভাবে নাসিকা রুদ্ধ হইয়া থাকে। অতি যৎসামান্য বিদাহী স্রাব হয়। **নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎভাগের সম্পূর্ণ**

banglabooks.in

শুষ্কতা এবং রোধ এবং **সম্মুখভাগ হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব** ইহার সর্দ্দি রোগের প্রদর্শক। নিদ্রাবস্থায় শিশুর শ্বাসরোধ হওয়ায় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া নাসিকা ঘর্ষণ করিতে থাকে।

বক্ষঃরোগ—ব্রঙ্কাইটিস; নিউমোনিয়া প্রভৃতি।—অতি কঠিন ও সাংঘাতিক প্রকারের তরুণ ও পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে এবং যত্নের শৈথিল্য ও কুচিকিৎসা বশতঃ বর্দ্ধিত নিউমোনিয়া রোগে **লাইকপোডিয়াম** দ্বারা অনেক সময়ে আমরা আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়া থাকি। স্ক্রফুলা বা গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিগণই এবম্বিধ রোগের কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল ব্যক্তি ন্যূনাধিক যকৃৎ ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত। যকৃতের বেদনা, অম্লদোষ, উদরে বায়ুসঞ্চয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি এই সকল রোগের চিরসঙ্গী থাকায় রোগযন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় ও তাহা অতিশয় কষ্ট প্রদান করে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় প্রকার শ্বাসনালীর অতি তীক্ষ্ণ ও তরুণ প্রতিশ্যায় বা ব্রঙ্কাইটিসরোগে দিবাভাগে শিশুদিগের বক্ষাভ্যন্তরে প্রচুর শ্লেষ্মার সঞ্চয় বশতঃ সাঁই সাঁই শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে। সময়ে সময়ে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড়ি জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি শরীরচালনায় ও নিদ্রাকালে বর্দ্ধিত হয়। চিৎভাবে শয়নে অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। রোগ লক্ষণ **সন্ধ্যা ৬টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টপ্রদ। নাসাপক্ষের পাখার ন্যায় গতি হইতে থাকে।** মস্তক নত করিলে, শয়ন করিলে এবং আহার ও শীতল পানীয় পান করিলে ইহার রোগের বৃদ্ধি হয়। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত দুর্ব্বল, শীর্ণ ও উত্তেজনাপ্রবণ শিশুদিগের পুরাতন কাস রোগেও **লাইক** বিশেষ উপকারী ঔষধ।

অজীর্ণ ও যকৃৎরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগের পক্ষে ও অবস্থা বিশেষে, **লাইক** আমাদিগের শেষ ভরসা স্থল।

banglabooks.in

হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধ, দক্ষিণ বক্ষের নিম্নাংশে অবিরত বেদনা, মুখের হরিদ্রাভা এবং হরিদ্রাবর্ণ, ধূসরাভ হরিদ্রাবর্ণ ও সমল গয়ার ইহার সাধারণ লক্ষণ। কাসির সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের অত্যন্ত দ্রুততা জন্মে, তাহার নিবৃত্তি হইলে সহজ হইয়া যায়। উপরিউক্ত প্রকারের কাসি প্রভৃতি **ফুসফুসের বায়ু-স্ফীতি বা এম্ফিসিমা,** ফুসফুস নলীর **বিস্তৃতি বা ডাইলেটেসন এবং বৃদ্ধদিগের কাসি বা সেনাইল ক্যাটার** রোগে প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয়। রজনীতে সুড় সুড়ি হইয়া অনবরত খুক খুক কাসি হয় এবং বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড়ি জন্মে, কিন্তু ক্বচিৎ সামান্য কিঞ্চিৎ গয়ের উঠে।

দক্ষিণ ফুসফুসে পূয় সঞ্চার প্রযুক্ত প্রলেপক বা হেক্‌টিক জ্বর হইলে যদি পূর্ব্বোল্লিখিত পরিপাক ও যকৃৎ বিকার উপস্থিত থাকে তাহাতে **লাইক** উপকার করিতে পারে।

নিউমোনিয়া রোগে যে স্থলে ফুসফুসের অতি বিস্তৃত অংশের ঘনীভূত অবস্থা বা সলিডিফিকেসন প্রযুক্ত রোগীর অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ নাসিকা পক্ষের বিস্তৃতি হইতে থাকে, বক্ষের সঙ্কোচ ভাব ও ফুসফুসে বেদনানুভূতি হয় এবং প্রাদাহিক স্রাব পরিপাকের (Resolution) কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না তথায় **লাইক** বিশেষ ফলপ্রদ।

চিকিৎসাবিভ্রাট বশতঃ অথবা রোগের ধর্ম্মানুসারে যে সকল **রোগ টাইফইড দশা প্রাপ্ত হয়** অথবা যাহাতে **ফুসফুসে পুয়ের সঞ্চয় ঘটে** তাহাতে ইহা উপকারী। ডাং হিউজের মতে উপরিউক্ত কারণঘটিত **তরুণ থাইসিস** রোগেও ইহা অতি উচ্চ স্থানীয় ঔষধ।

ডিফ্‌থিরিয়া বা মারাত্মক সঞ্চিল্লিক গলক্ষত।—**লাইকপোডিয়ামের** ডিফ্‌থিরিয়া রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না

banglabooks.in

কিন্তু ইহার রোগ লক্ষণাদি অতি পরিস্ফুট। রোগ প্রায়শঃ গলার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করে, অথবা দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বাম পার্শ্বে যায়। অনেক সময়ে রোগ নাসিকাভ্যন্তরে আরম্ভ হইয়া গলা বাহিয়া নিম্নাভিমুখে গল-নলী অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়। ফলতঃ রোগের বর্দ্ধিত অবস্থায় যখন গলার উভয় পার্শ্বই আক্রান্ত হয় তখনও দক্ষিণ পার্শ্বের আক্রমণ তীক্ষ্ণতর থাকে ও তথায় অধিকতর সঞ্চিল্লিক পদার্থের বর্ত্তমানতা **লাইক** নির্দ্দেশ করে। রোগের **দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ** অথবা **দক্ষিণ পার্শ্বে আরম্ভ হইয়া বামে গমন** এবং **অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টা পর্য্যন্ত যন্ত্রণার বৃদ্ধি,** ইহার প্রকৃষ্ট নির্ব্বাচক লক্ষণ। নাসিকা আক্রমণে নাসিকা পথের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। টন্‌সিল ও গলদেশের অত্যন্ত স্ফীতি ও বেদনায় পুনঃপুনঃ গলাধঃকরণ চেষ্টা করিলে গলদেশের আক্ষেপ হইয়া থাকে। রোগী নাসিকা, গলদেশ এবং বক্ষ সঙ্কুচিতবৎ অনুভব করে। ইহা রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থার অন্যতম প্রসিদ্ধ ঔষধ। রোগের অতি চরমাবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞানাভিভূত থাকে; স্ফীত জিহ্বা বহির্নিক্রান্ত হইয়া ঝুলিয়া পড়ায় রোগী নির্ব্বোধের ন্যায় অবয়ব ধারণ করে; জাগ্রৎ এবং অজ্ঞান উভয় অবস্থাতেই দন্ত কিড়িমিড়ি থাকে; মূত্রের পরিমাণ কম হইয়া যায় এবং তাহাতে লোহিত বর্ণ বালুকার তলানি দৃষ্ট হয়। কোন প্রকার বস্তু, বিশেষতঃ শীতল পানীয় পান করিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে।

ল্যাকেসিস—লাইকপোডিয়াম যেরূপ গল-দেশের দক্ষিণ পার্শ্ব, **ল্যাকেসিস** তদ্রূপ বাম পার্শ্ব আক্রমণে বিশেষতা লাভ করিয়াছে। **ল্যাকেসিস** ও **লাইক** উভয় রোগীরই শীতল পানীয় পানে এবং নিদ্রাভঙ্গে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। **লাইক** রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস সহ নাসাপুট বিস্তৃত হইতে থাকে; **ল্যাকেসিস** রোগী অপেক্ষাকৃত সহজে কঠিন বস্তু গলাধঃ করিতে

banglabooks.in

পারে। উভয়ই রোগের অতীব সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। কখন কখন **ল্যাকেসিস** প্রয়োগে বাম পার্শ্বের রোগের উপকার হইয়া দক্ষিণের রোগ সমভাবে থাকিয়া যায়, এবং **লাইক** তাহা আরোগ্য করিতে পারে।

অজীর্ণ রোগ।—**লাইকপোডিয়াম** অতি পুরাতন ও কঠিন প্রকৃতির অম্ল ও বাতাজীর্ণের ঔষধ। ইহা বিশেষতঃ অন্ত্রের কোলনাংশমধ্যে প্রভূত পরিমাণে বায়ু উৎপন্ন করে। বায়ু সহজে নির্গত হয় না এবং উর্দ্ধে বক্ষোপরে তাহার চাপ হওয়ায় অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও **নাসাপুটের বিস্তৃতি** হইতে থাকে। ইহার অন্যান্য প্রকৃষ্ট লক্ষণ এই যে, **রোগী অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া আহার করিতে উপবেশন করে,** কিন্তু **অতি স্বল্পাহারেই উদরের স্ফীতি ও ক্ষণিক কষ্টপ্রদ তৃপ্তি বশতঃ ভোজন পরিসমাপ্ত করিতে বাধ্য হয়,** উদরে যেন আর সামান্য আহারেরও স্থানাভাব ঘটে; **আহারের সঙ্গে সঙ্গেই রোগী কষ্টানুভব করিতে থাকে;** কোমরে কোন প্রকার **চাপ সহ্য করিতে,** এমন কি **পরিহিত বস্ত্রের সহজ চাপও সহ্য করিতে পারে না,** তাহা শিথিল করিতে বাধ্য হয়। এবং **আহারান্তে অদমনীয় নিদ্রাকর্ষণ** হয়। **রোগী অতি বিলম্বে ও কষ্টে ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিতে পারে।** কখন বা হঠাৎ অতি অস্বাভাবিক ক্ষুধা জন্মিলে রোগী যাহা পায় আহার করিতে ইচ্ছা করে এবং আহার না করিলে শিরঃশূল হয়; অসময়ে আহার করিলে রজনী পর্য্যন্ত উদরের পূর্ণতা থাকিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।

আমাশয়ের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অজীর্ণ রোগের পক্ষে **লাইক** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাশয়ে অম্ল জন্মিলে মুখে অম্লাস্বাদ হয়, অম্লোদ্গার

banglabooks.in

উঠে, কিন্তু তাহাতে কষ্টের লাঘব হয় না। আমাশয়োপরিস্থ কোটরস্থান স্ফীত থাকে, কিন্তু কচিৎ বমন হইয়া অম্ল পদার্থ বহির্নিক্ষিপ্ত হয়। রোগী উষ্ণ পানীয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করে।

নাক্স্ ভমিকা—অজীর্ণের সাধারণ লক্ষণে উভয় ঔষধ মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয় রোগীরই আহারান্তে কষ্ট উপস্থিত হয়; **লাইকর** কষ্ট আহারের সঙ্গে সঙ্গে, **নাক্সের** অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টার মধ্যে। প্রথমের বায়ু ঊর্দ্ধাভিমুখে ঠেইলমারায় শ্বাসকষ্ট, দ্বিতীয়ের বায়ু অধাভিমুখে চাপ দেওয়ায় নিষ্ফল মলবেগের উপস্থিতি ঘটে; মলদ্বারের সঙ্কোচন **লাইকর** নিষ্ফল মলবেগের কারণ, **নাক্সের** তাহা অন্ত্রের বিশৃঙ্খল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ। উভয়ই কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ।

লাইকপোডিয়াম-অজীর্ণ-রোগীর যকৃৎ অতি গভীর রোগগ্রস্ত থাকে; ফলতঃ প্রভূত যকৃদ্দোষই ইহার অজীর্ণের প্রধান কারণ; রোগীর গাউট রোগ জন্মে ও তাহার মূত্র অধিকতর **অম্লগুণ** এবং **লিথেট** অথবা **য়ুরিক এসিড পূর্ণ** থাকিয়া **ঘোর হরিদ্রাবর্ণ হয়** ও **মূত্রে লোহিতবর্ণ তলানি পড়ে।** ইহার প্রগাঢ় অজীর্ণ দোষে বহুবিধ লক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সহিত অন্যান্য ঔষধের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য থাকায় ইহাকে অনেক ঔষধ সহ তুলনা করা যাইতে পারে।

পাল্‌স এবং **এনাকার্ডেও** আহারান্তে কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু **লাইকর** ন্যায় **আহারের অব্যবহিত পরেই** নহে, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে; **নাকসের** কষ্ট অর্দ্ধ হইতে প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে হয়। **নাকস মস্কেটাতে** আহারের সঙ্গে সঙ্গে কষ্টানুভূতি ও কোমরে সামান্য চাপেরও অসহনীয়তা **লাইকর** ন্যায়ই, কিন্তু ইহার তৃষ্ণাহীনতা সহ মুখগহ্বরের অত্যন্ত শুষ্কতা, আহার মাত্রই উদরে

banglabooks.in

প্রভৃত বায়ুর সঞ্চার, উদরাময় এবং অজ্ঞানতার ভাবসহ নিদ্রালুতা ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। আহারান্তে **ল্যাকেসিসের** উদরোপরে কোন প্রকার চাপ সহ্য হয় না। **লাইকতে** এ লক্ষণ কেবল আহারান্তে হয়, **ল্যাকেসিসে** ইহা সর্ব্ব সময়েই ন্যূনাধিক বর্ত্তমান থাকে।

সামান্য আহারেই **লাইকস** ক্ষুধার নিবৃত্তি ও ভরপুর আহারের অনুভূতি অন্যান্য ঔষধেও দৃষ্টিগোচর হয়। এই লক্ষণ সহ **আর্সে-নিকের** জ্বালাকর আমাশয়বেদনা, মুহুর্ম্মুহু জলপান, অস্থিরতা, আহার মাত্রই বমন, বায়ুসঞ্চারের অপ্রাচুর্য্য এবং অধিকাংশ সময়ে দুই প্রহর রজনীর পর উদরাময় প্রভৃতি—**কার্ব্ব ভেজের** বায়ুর ঊর্দ্ধাভিমুখীন চাপ নিবন্ধন শ্বাসকষ্ট. **পাখার বাতাসের** আবশ্যকতা, উদরাময়ের বর্ত্তমানতা, **ভুক্ত বস্তুর পচনশীলতা** এবং জীবনীরসাপচয় নিবন্ধন রোগীর **জীবনীশক্তির অবসাদ** বশতঃ দৈহিক **তাপাল্পতা** প্রভৃতি—**চায়নার** জৈব রসক্ষয় বশতঃ দুর্ব্বলীভূত আমাশয়ের ফলাদি খাদ্যবস্তু পরিপাকের অক্ষমতা, বহু সময় পরেও উদরাময়ে **অপরিপক্কাবস্থায় ভুক্ত বস্তুর নির্গমন, তদ্রূপই বমন,** রজনীতে ও আহারান্তে উদরাময়ের বৃদ্ধি অথবা **শিরোঘূর্ণন** এবং **কর্ণের ঘণ্টাধ্বনি** প্রভৃতি—**সিপিয়ার** পূর্ব্বাহ্ণ ১১টায় আমাশয় প্রদেশের কষ্টপ্রদ শূন্যানুভূতি, পুরাতন যকৃদ্রোগব্যঞ্জক **নাসিকোপরি আরম্ভ হইয়া উভয় গণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত অশ্ব-জিনবৎ হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্ক,** স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রোগের প্রাধান্য এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়রোগবশতঃ উদর ও বস্তিযন্ত্রের ঠেইল মারা ও কোষ্ঠবদ্ধে **সরলান্ত্রাভ্যন্তরে বস্তু খণ্ড থাকার অনুভূতি** প্রভৃতি—**সালফারের শ্বেত** সারময় বস্তু আহারে

banglabooks.in

মিষ্ট বস্তু আহারে লালসা এবং তাহাতে আমাশয়ে অম্ল জন্মিলে বুক জ্বালা ও অম্ল বমন, **উগ্রমদ্যে ও দুগ্ধে অদম্য প্রবৃত্তি** এবং তাহাতে অম্লের বৃদ্ধি এবং ইহার **তাপোচ্ছ্বাস ও শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে জ্বালার অনুভূতি**—প্রভৃতি লক্ষণ **লাইককে** অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

লাইক-রোগীর আবেশে আবেশে হঠাৎ অতি ক্ষুধার আক্রমণে তখনই **আহার না করিলে শিরঃশূলের** উপস্থিতি **কাক্‌টাস্ গ্র্যাণ্ডি** ঔষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধের অজীর্ণ রোগ **হৃৎপিণ্ডবিকারের ফল**।

উদরাধ্মান বা ফ্লাটুলেন্‌স্।—উদরে বায়ুর সঞ্চার বিষয়ে **লাইক** একটি প্রধান ঔষধ। অন্যান্য ঔষধের সহিত তুলনা দ্বারা ইহার বিশেষতা প্রদর্শিত হইল।

লাইক ও কার্ব্বভেজ—প্রথমে অম্লের, দ্বিতীয়ে বিশেষরূপে আমাশয়ের আধ্মান জন্মে। **লাইকের** অজীর্ণে অম্ল উৎপন্ন হইয়া মুখ অম্লাস্বাদ হয় ও অম্লোদ্গার উঠে, **কার্ব্বের** অজীর্ণে ভুক্তবস্তু উদর মধ্যে পচিয়া মুখের তিক্তাস্বাদ জন্মে এবং পচা ও দুর্গন্ধ উদ্গার ও বাতকর্ম্ম হয়। উভয় ঔষধেই শ্বাসকষ্ট আছে; **লাইকের** তাহাতে **নাসাপুটের বিস্তৃতি** হইতে থাকে, **কার্ব্ব পাখার বাতাস চাহে**; একে কোষ্ঠবদ্ধ ও অপরে উদরাময় অথবা আমরক্তরোগ থাকে। **কার্ব্ব**-রোগী ন্যূনাধিক পতন বা কোলাপ্স অবস্থাগ্রস্ত হওয়ায় তাহার নাড়ী দুর্ব্বল ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হয়।

গ্রাফাইটিস—ইহাতেও উদর স্ফীতি জন্মে, অধিকন্তু ইহাতে আমাশয়ের স্নায়ুশূল উৎপন্ন হওয়ায় আমাশয়ের জ্বালা সহ আক্ষেপিক বেদনা হয়। উদরাধ্মানবশতঃ ইহার হঠাৎ শ্বাসকৃচ্ছ্রের ও আমাশয়ের বেদনার আহারে উপশম হয়। কোষ্ঠবদ্ধে শ্লেষ্মাজড়িত মলের সহিত থানা থানা

banglabooks.in

শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা এবং মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত বিদারণ প্রভৃতি ইহাকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে।

সাল্‌ফার—ইহাতে রোগীর বাম কুচকির ঊর্দ্ধে বায়ুর সঞ্চয় হয় ও মুখে অম্ল এবং তিক্তাস্বাদ থাকে।

রাফেনাস—উদরে বায়ুর সঞ্চয় হইয়া আটকাইয়া থাকে, মোটেই সরে না।

যকৃৎরোগ—সিরসিস্ বা যকৃৎক্ষয়রোগ।—**লাইকপোডিয়াম্** সামান্য হইতে অতি কঠিন ও সাংঘাতিক যকৃৎরোগ-চিকিৎসার অন্যতম প্রয়োগপযুক্ত ঔষধ। রোগ অসাধ্য হইলেও এতদ্দ্বারা আমরা রোগীর অনেক আনুষঙ্গিক কষ্টের উপশম করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। যকৃৎরোগই ইহার পূর্ব্ববর্ণিত নানা প্রকার অজীর্ণ লক্ষণের মূল কারণ। ইহা "নাট্‌মেগ্ লিভার", "সিরসিস্ বা যকৃতের ক্ষয়রোগ", যকৃৎস্ফোটক ও পিত্তশিলা প্রভৃতি কঠিন কঠিন পুরাতন যকৃৎরোগের বিশেষ উপশমকারী ঔষধ। সাধারণ লক্ষণ—লেপযুক্ত জিহ্বা এবং অম্ল ও কখন কখন প্রাতঃকালে পচা আস্বাদযুক্ত মুখ; অতি ক্ষুধায় অল্পাহারেই অতি ভোজনের অনুভূতি; উদরের প্রভূত বায়ুসঞ্চার; যকৃৎস্থানে স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং আকৃষ্টতা ও যকৃতে বাঁকি লাগার ন্যায় টাটানি; কুক্ষিদেশ পতর দ্বারা ও আমাশয়োর্দ্ধদেশ পাশাপাশি ভাবে রজ্জু দ্বারা কষিয়া রাখার ন্যায় অনুভূতিতে রোগী শরীর প্রসারণে অক্ষম। ন্যাবা লক্ষণের স্থলে ইহার রোগে বিশেষ পাণ্ডুরতা জন্মে। পিত্তশিলা জন্মিলে অতি ভয়ঙ্কর আক্ষেপিক বেদনা এবং অনেক সময়ে বমন পর্য্যন্ত হয়। অধিকাংশ সময়ে অতিরিক্ত মদ্যপান **লাইকরোগের** কারণ; উদরি ও পদশোথ প্রভৃতি ইহার পরিণাম ফল।

চেলিডনিয়াম্ প্রভৃতি ঔষধ সহ ইহার বেদনাদি অনেক লক্ষণের সাদৃশ্য আছে (প্রঃ খঃ চেলি পৃঃ ৩৬৭—৩৭২)।

banglabooks.in

নেট্রাম সালফ—রোগীর মুখ ক্লেদবৎ বিকটাস্বাদযুক্ত, সে মনে করে তাহার পিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। যকৃতের গুরুত্বানুভূতি ও টাটানি, রোগী দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিতে পারে, কিন্তু বাম পার্শ্বে শয়নে যকৃৎ যেন ঝুলিয়া পড়ার ও তাহাতে টান লাগার অনুভূতি জন্মে। ডাং শালারের টিস্যুরেমিডিতে ইহা যকৃৎ রোগের একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। এতদ্দ্বারা অনেকের উপকারও হইয়াছে। ডাং আলফ্রেডপোপ পুরাতন যকৃৎ রোগে **লাইকপে** প্রধান স্থান প্রদান করেন। শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের ও পৃষ্ঠের বেদনা নিবারণে ইহা মহৌষধ। পৃষ্ঠের উভয় অংসফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে জলন্ত অঙ্গারদাহনবৎ জ্বালা এবং কোমরের বেদনা, আকৃষ্ট ভাব ও কাঠিন্য এতদ্দ্বারা আরোগ্য হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ।—**লাইকপডিয়াম্** কোষ্ঠবদ্ধ রোগের একটি প্রধান ঔষধ; সরলান্ত্রের সঙ্কোচন প্রযুক্ত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। মলত্যাগ করিবার পরেও অন্ত্রাভ্যন্তরে বিষ্ঠা থাকিয়া যাওয়ার অনুভূতি জন্মে। বিষ্ঠা শুষ্ক ও কঠিন, অথবা তাহার প্রথমাংশ কঠিন ও শেষাংশ কোমল। সরলান্ত্রের সঙ্কোচন বশতঃ মল নির্গত না হওয়ায় পুনঃপুনঃ সবলে বেগ দিলে অন্ত্রাংশ বহির্নিষ্ক্রান্ত হয় ও ক্রমে অর্শ জন্মে। শিশু ও গর্ভিনীদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা উপকারী; ডাং হার্টম্যান এস্থলে ইহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মলত্যাগের পরেই **উদরের গড় গড় শব্দে ডাক** ইহার কোষ্ঠবদ্ধের প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

সিলিসিয়া—ইহাতেও **লাইকপ** ন্যায় সরলান্ত্রের সঙ্কোচন হয়, কিন্তু বিষ্ঠা বাহির হইতে হইতে অন্ত্র মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করে।

নাক্স্ ভমিকা—**লাইকপ** ন্যায় ইহাতেও নিষ্ফল মলবেগ হয়। **নাক্স্ভমে** তাহা অন্ত্রের অসামঞ্জস্যীভূত ক্রিয়া নিবন্ধন, **লাইকপ** তাহা সরলান্ত্রের সঙ্কোচন এবং বায়ুর অধাভিমুখীন চাপ বশতঃ। মানসিক লক্ষণ উভয় ঔষধকে বিশেষরূপে প্রভেদিত করে।

banglabooks.in

অর্শরোগ।—স্রাবী অর্শের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অর্শের আকার তুলনায় অত্যধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হয়। ইহার অন্যবিধ অর্শ রক্তস্রাবের পর পূর্ব্বাবয়বপ্রাপ্ত হয় না, অধিকাংশ স্থলে শুষ্ক হইয়া নীলাভ, কঠিন ও ক্ষুদ্র আকার প্রাপ্ত হয়।

মূত্রযন্ত্র রোগ—গ্রাভেল বা পাথরি, অথবা লিথিমিয়া বা মূত্রের লোহিতবর্ণ বালুকা।—শিশুদিগের মধ্যে অনেক সময়ে মূত্র সহ লোহিত বর্ণ বালুকা নির্গত হইয়া থাকে; **শিশুর শয্যা বস্ত্রে লোহিত বর্ণ কলঙ্ক** দৃষ্ট হয়। এই বালুকা "লিথিক এসিডের অতি ক্ষুদ্রাকার দানা মাত্র"। কখন কখন কতিপয় দানা একত্রে জমাট বাঁধিয়া "পাথরি" বা "গ্রাভেলের" আকারে পরিণত হয়।

মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকারস্বরে ক্রন্দন, অথবা **নিদ্রা হইতে ক্রুদ্ধভাবে ও উত্তেজনা প্রবণাবস্থায় জাগ্রত হইয়া সবলে ইতস্ততঃ পদনিক্ষিপ্ত করিয়া শয্যাবস্ত্র দূরে নিক্ষিপ্ত করা ও নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে প্রহার করা** লক্ষণ দ্বারা শিশুদিগের মধ্যে উপরিউক্ত মূত্ররোগ প্রকটিত হয়। "সোরাদোষের" ক্রিয়া নিবন্ধন বিশেষ প্রকারের ধাতুদোষ ঘটিত একরূপ "মূত্ররোগপ্রবণতার" বা "য়ুরিকএসিড ডায়াথেসিসের" ইহা ফল। যকৃদ্রোগপ্রমুখ অজীর্ণদোষ ইহার সাক্ষাৎ কারণ, এবং **লাইকস** নানাপ্রকার অজীর্ণ লক্ষণসহ জ্বর প্রভৃতি কোন কোন রোগের উপসর্গরূপেও ইহা উপস্থিত হইয়া **লাইক** নির্ব্বাচিত করিয়া থাকে।

সিপিয়া—ইহাও মূত্রের লিথিকএসিডরোগপ্রশমনকারী ঔষধ। **মূত্রে লোহিতাভ, কর্দ্দমবর্ণ তলানি বা লোহিত বর্ণ বালুকা** দৃষ্ট হয়। ইহার মূত্রের দুর্গন্ধ ইহাকে এই পর্য্যায়ের অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে। বর্ত্তমানে এইরূপ

banglabooks.in

মূত্র-দোষবিশিষ্ট একটি রোগী আমার চিকিৎসাধীন আছেন। মূত্রসহ প্রভূত পরিমাণ ঈষৎ লাল আভাযুক্ত সমল শুভ্রবর্ণ পদার্থ মূত্রপাত্রের নিম্নে থিতিয়া পড়ে ও তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায়। মূত্রে ঐরূপ পদার্থের বৃদ্ধি হইলে এক মাত্রা **সিপিয়াতে** মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে। মূত্রের উপরিউক্ত অবস্থার বৃদ্ধি সহ রোগীর হৃৎকম্প ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি পায়। এক এক রজনীতে রোগী প্রায় ৮।১০ সের মূত্র ও তদুপযুক্ত পরিমাণ বালুকা ত্যাগ করে, **সিপিয়া** প্রয়োগে এক সময় মূত্র ও বালুকার পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় ভয়াবহ হৃৎকম্প, গাত্র ও গলদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত পরিপাকযন্ত্রপথের জ্বালা, অস্থিরতা ও আহারে অপারকতা প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যুপ্রায় অবস্থা ঘটিয়াছিল, এক মাত্রা **ল্যাকেসিস্** প্রয়োগে তাহা বিদূরিত হয়।

প্রথম নিদ্রাবস্থার শয্যা-মূত্র রোগেও **সিপিয়া** উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেঞ্জইক এসিড ও সার্সাপেরিলা—এই দুই ঔষধেও শিশু মূত্রত্যাগ কালে ক্রন্দন করে ও মূত্রে তলানি পড়ে। কিন্তু **প্রথমের মূত্রের অশ্বের মূত্রের ন্যায় উগ্র ঘ্রাণ** ও **দ্বিতীয়ের মূত্রের** অম্লতা, তাহাতে শুভ্রবর্ণ বালুকার বর্ত্তমানতা, মূত্রের ক্লেদময় অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরমিশ্রিত ভাব এবং **মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনালীর অধিকতর বেদনা,** ইহাদিগকে **লাইক** হইতে প্রভেদিত করে। শেষোক্তের পরিষ্কার মূত্রের অধোদেশে তলানি পড়ে।

নেট্রাম মিউ—ইহাতেও মূত্র সহ "লোহিত বালুকা" বা "ইষ্টক গুড়িকার ন্যায় পদার্থ" নির্গত হয়; রোগী মূত্রত্যাগান্তে মূত্রপথের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং উদরাভ্যন্তরে আক্ষেপিক সঙ্কোচন অনুভব করে।

banglabooks.in

ডিজিটালিস্—মূত্রত্যাগে মূত্রস্থালী-গ্রীবার দপদপানি বেদনা হয় ও অল্প পরিমাণ ঘোলাটে মূত্রে লোহিতবর্ণ বালুকা থাকে।

কুপ্রাম, বেল, ষ্ট্র্যাম এবং **জিঙ্কাম** প্রভৃতি ঔষধেও **লাইকর** ন্যায় রোগীর যেন ভীত অবস্থায় ক্রন্দন সহ নিদ্রাভঙ্গ হয়।

ককাস্ কেক্‌টাই—মূত্রদোষের অনেক লক্ষণেই **লাইক** সহ ইহার সাদৃশ্য আছে। "লিথিকএসিড বা গাউট রোগ প্রবণতা"র পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শুক্রমেহ রোগ বা **স্পার্ম্মাটরিয়া**।—**লাইকপোডিয়াম্** এ রোগের বড় শোচনীয় অবস্থার ঔষধ। লিঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণ শক্তিহীন হইয়া জড় সড় ও শীতল অবস্থায় থাকে। লিঙ্গোত্থান না হইয়াই রেতস্খলন হয়। ডাং লিলিয়েন্থাল ইহাকে "বৃদ্ধের শাস্তি" বা "ওল্ড ম্যান্‌স্ বাম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রোগীর **লাইক** সদৃশ অজীর্ণ দোষাদি থাকে। ইহা বিশেষরূপে অধিক বয়স্ক ভগ্নহৃদয় রোগিদিগের পক্ষে উপযোগী।

উপদংশ রোগ বা সিফিলিস্।—পুরাতন উপদংশ ঘটিত গলাভ্যন্তর দেশের ক্ষত এবং ললাটে ধূসরাভ তাম্রবর্ণ উদ্‌ভেদ আরোগ্য বিষয়ে **লাইক** বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ডাং জার এরূপ রোগে ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া আনয়ন দ্বারা আরোগ্য-চিহ্নবিরহিত উপদংশ ক্ষত আরোগ্য করিতে সক্ষম।

শিরারোগ—জটুল বা নিভাস (Nævus) শিরা প্রসারণ বা ভেরিকজ ভেন্‌স।—শরীরের স্থান বিশেষের এক প্রকার আজন্ম কলঙ্ককে জটুল বলে। ইহা আরোগ্য করিতে ঔষধের বিশেষ কোন ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। তথাপি **লাইক** ও **ফ্লুওরিক এসিড** স্থান-বিশেষে ইহা আরোগ্য করিয়াছে বলিয়া শ্রুত হয়।

যকৃৎশিরায় শোণিতগতির রোধবশতঃ অধঃ-অঙ্গের স্থানবিশেষে **শিরা-স্ফীতি** বা তাহার **ভেরিকজ অবস্থা** **লাইক** আরোগ্য

banglabooks.in

করিতে সক্ষম। পদের, বিশেষতঃ দক্ষিণ পদের এবং গর্ভিনী স্ত্রীলোকদিগের ভগোষ্ঠের বা লেবিয়ার শিরাস্ফীতি রোগে ইহা উপকারী।

সবিরাম জ্বর।—এই জ্বরের শীতকম্প অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রজনী ৮টার মধ্যে যে কোন সময়ে আক্রমণ করে। সন্ধ্যা ৭টার সময় ভয়ঙ্কর কম্পসহ যে শীত হয় তাহাতে রোগী বিলক্ষণরূপে বস্ত্রাবৃত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও বরফের উপর শয়ন করিয়া থাকার ন্যায় শৈত্যানুভব করে। শীত দুই ঘণ্টা কাল থাকার পর রোগী স্বপ্নময় নিদ্রাগ্রস্ত হয় এবং নিদ্রাভঙ্গে শরীরময় ঘর্ম্ম দেখা দেয়। ঘর্ম্মান্তে অত্যধিক তৃষ্ণা ও শীতাবস্থায় বরফবৎ শৈত্যানুভূতিই এই জ্বরের বিশেষতা।

অন্যপ্রকার জ্বরে বিবমিষা এবং বমন হইয়া শীতকম্প ও তদন্তে তাপ না হইয়াই ঘর্ম্মের উপস্থিতি। তাপের অভাব এ জ্বরের প্রদর্শক। শীতান্তে তাপ হইলে তাপকালে তৃষ্ণা হইয়া রোগী মুহুর্ম্মুহু অল্প পরিমাণ জলপান করে। তাপ হইলে সন্ধ্যাকালে মধ্যে মধ্যে তাহার উচ্ছ্বাস হইতে থাকে। শীত এবং তাপের মধ্যবর্ত্তী কালে অম্ল বমন হয়। শীতের পরে মুখমণ্ডল ও হস্তে স্ফীতির ভাব হইয়া তাপোচ্ছ্বাস হয়।

টাইফয়েড জ্বর বা জ্বরবিকার।—লাইক—এরূপ জ্বরের প্রথমাবস্থায় কচিৎ ইহার লক্ষণ উপস্থিত হয়। জ্বরের শেষ বা গভীরতর অবস্থায়, প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ণ হইবার সময়, নিয়মিত উদ্ভেদ বাহির না হইলে রোগের অতি গুরুতর অবস্থায় নিম্ন লিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইলে লাইক দ্বারা উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সংজ্ঞা লোপ হইয়া রোগী অস্পষ্টভাবে বিড় বিড় করে, শয্যা খোঁটে; উদর স্ফীত হইয়া ডাকিতে থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ হয়; অঙ্গাদির স্থানে স্থানে হঠাৎ ঝাঁকি এবং অনৈচ্ছুক মূত্রত্যাগ অথবা মূত্ররোধ ঘটে; অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগে শয্যোপরি লোহিতাভ কলঙ্ক পড়ে। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে চীৎকার সহ পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রন্দন অনেক সময়ে টাইফয়েড জ্বরে অথবা টাইফয়েড অবস্থাগ্রস্ত স্কার্লেটিনা

banglabooks.in

প্রভৃতি অনেক রোগে **লাইকর** উপযোগিতা বিষয়ে প্রথমে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া থাকে।

রোগের অতি শোচনীয় অবস্থার সময় মস্তিষ্কের প্রভূত দুর্ব্বলতাবশতঃ যখন রোগীর সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা, অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে বক্ষমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের উপক্রম সূচিত করে তখন **ল্যাকেসিসের** কার্য্যপূরকস্বরূপে ইহা রোগারোগ্যের সাহায্য করিয়া থাকে। **লাইকর** টাইফয়েড জ্বরাদিতে রোগীর **এক পদ শীতল, অন্য পদ তপ্ত থাকা** প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

শোথ বা ড্রপ্‌সি—উদরী প্রভৃতি।—**লাইকপোডিয়াম্** অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য যকৃৎরোগের ঔষধ। যকৃচ্ছিরায় শোণিত গতির বাধা জন্মিয়া উদরযন্ত্রাদির রক্তাধিক্য বশতঃ উদর ও পদ প্রভৃতি অধঃ শরীরার্দ্ধে জলশোথ উৎপন্ন হইয়া যদি স্ফীত পদের স্থানে স্থানে ক্ষত জন্মে এবং তাহা হইতে রস বা সিরাম্ ক্ষরণ হয় তৎপক্ষে **লাইক** অতি **প্রধান** ও উৎকৃষ্ট ঔষধ; **ব্লাস** অথবা **আর্স** অন্যতম ঔষধ। **হৃৎপিণ্ডবেষ্টনঝিল্লীর জলশোথ বা হাইড্রোপেরিকার্ডিয়াম্** রোগেও **আর্স** দ্বারা ফল না হইলে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৮ (LECTURE XXVIII)

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা (Calcarea Carbonica).

প্রতিনাম।—ক্যাল্‌কেরিয়া অষ্ট্রিয়ারাম হানিম্যানাই।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে শম্বুকাবরণের (শম্বুকের খোলোষ) বহিরভ্যন্তর মধ্যবর্ত্তী শুভ্র পদার্থের ট্রিটুরেষন বা চূর্ণ, উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—প্রায় দুই মাস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ১২ হইতে ৩০ এবং ২০০ ক্রম, ক্বচিৎ ৩ ট্রিটুরেষনও ব্যবহৃত হয়। ইহার অতি উচ্চ ১০০০০০ (c. m.) ক্রমের ব্যবহারও বিরল নহে।

উপচয়।—পূর্ব্বাহ্নে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে অথবা মধ্য রজনীতে; শৈত্যে এবং শীতল বায়ুতে। উচ্চারোহণে; সঙ্গমকালে ও তাহার পরে; পরিশ্রমে; ভ্রমণে; আহারান্তে; দুগ্ধপানে; পূর্ণিমার সমসম কালে অথবা পূর্ণিমার সময়ে।

উপশম।—পুরাতন অসুস্থাবস্থায় প্রত্যেক দ্বিতীয় দিবসে; শুষ্ক, উষ্ণ আবহাওয়ায়; বেদনাযুক্ত পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে।

সম্বন্ধ।—ক্যাল্কেরিয়ার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, নাই এসি, নাইট্র. স্পি. ডা, নাক্‌স্ ভ, সাল্‌ফার।

ক্যাল্‌কেরিয়া যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এসেটিক এসি, বিস্‌মাথ, সিঙ্কনা, সিঙ্ক সাল্‌ফ, নাই এসি, সাল্‌ফার।

ক্যাল্‌কেরিয়া যাহার পরে প্রয়োজ্য—সিঙ্কনা, কুপ্রাম, নাই এসি, সাল্‌ফার।

banglabooks.in

ক্যাল্‌কেরিয়ার পরে প্রযোজ্য লাইক, নাই এসি, ফস্‌ফরাস্‌, সিলিক।

ক্যাল্‌কেরিয়ার কার্য্যপূরক—বেল।

ক্যাল্‌কেরিয়া এবং **টুবার্কুলিনাম্‌** যে রোগের পুরাতন অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই রোগের তরুণ অবস্থায় **বেল** কার্য্যকারী, অর্থাৎ বেল, ক্যাল্কে ও টুবার্কুর তরুণ প্রতিরূপ।

হানিমান বলিয়াছেন "**নাই এসি ও সাল্‌ফারের** পূর্ব্বে **ক্যাল্‌কেরিয়া** ব্যবহার করা সুফলপ্রদ নহে" কেন না তাহা বৃথা উপদ্রব উপস্থিত করিতে পারে।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্ণি, আর্স, ব্যারা কা, বেল, ক্যাল্কে ফস্‌, সিঙ্ক, কুপ্রাম্‌, আয়ডি, গ্র্যাফা, লাইক, ক্যালি কা, ম্যাগ্নে কা, নাই এসি, মার্কু, ফস, সিপিয়া, সিলিক ও সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—যাহারা শ্লৈষ্মিক (Leucophlegmatic) ধাতুবিশিষ্ট; যাহাদিগের কেশ কটা, রেশমের ন্যায় সুন্দর; ত্বক কোমল এবং চক্ষু নীলবর্ণ; যাহারা গণ্ড-মালাধাতুবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল, ভীরু এবং ভ্রমণে সহজেই ক্লান্ত; যাহারা উপরতলায় উঠিলে শ্বাসবিহীন হইয়া উপবেশন করিতে বাধ্য হয়; যাহাদিগের উচ্চে আরোহণে ও নিম্নে অবরোহণে শিরোঘূর্ণন হয় (বোরাক্স); **শরীর সহজেই স্থূল** ও **উদর বৃহৎ হইয়া** যাহারা জড়প্রায় হইয়া যায়, এবং যে সকল শিশুর মুখমণ্ডল রক্তিমাবিশিষ্ট, পেশী-থস্‌থসে বা শিথিল; যাহারা সহজে ঘামে ও তজ্জন্য **শৈত্যাক্রান্ত হয়**; যাহাদিগের মস্তক ও উদর বৃহৎ; যাহাদিগের **মূর্দ্ধারন্ধ্র** ও **মস্তকাস্থির সন্ধিনিচয় উন্মুক্ত**; **নিদ্রাকালে মস্তকে অধিক ঘর্ম্ম হয়** ও **অধিক স্থান ব্যাপিয়া উপাধান ঘর্ম্ম সিক্ত থাকে** (স্যানি, সিলিক); যে সকল শিশু দন্তোৎগমকালে রোগাক্রান্ত হয় এবং

banglabooks.in

যাহাদিগের রোগকালে অথবা রোগারোগ্যাবস্থায় **ডিম্বের উপর লালসা জন্মে** তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

পরিপাকযন্ত্রপথের অম্লরোগ, অম্লোদ্গার, অম্লবমন, অম্লবিষ্ঠা, সহৃদয় শরীরে অম্লঘ্রাণ (হিপার, রিয়াম)।

যে সকল বালিকা **স্থূলকায়, শোণিতসম্পন্ন** ও দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু ; যাহাদিগের প্রথম ঋতু প্রচুর এবং অধিককাল স্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত **শীঘ্র আরম্ভ হয়,** এবং অবশেষে আর্ত্তবাভাব ঘটে এবং মৃৎপাণ্ডু অথবা ক্লরসিস্ হইয়া স্বল্প ঋতুস্রাব অথবা ঋতুরোধ হয়।

বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের শীঘ্র শীঘ্র অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব হয়; পদ সর্ব্বদা শীতল ও আর্দ্র থাকায় যাহারা বোধ করে যেন পদে **শীতল ও আর্দ্র ষ্টকিং** পরিহিত আছে; ইহাদিগের ঋতুরোধ করা কঠিন যে হেতু সামান্য মানসিক উত্তেজনাতেই প্রচুর ঋতুস্রাব পুনরাগত হয় (সাল্ভার, টুবার্কু)।

বুদ্ধিভ্রষ্ট হইবে বলিয়া অথবা কেহ তাহার মানসিক গোলমাল ভাব বুঝিতে পারিবে বলিয়া স্ত্রী রোগী ভীত হয় (একটিয়া)।

শীতল বায়ুতে অনিচ্ছা; সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ হইলে রোগী বোধ করে যেন তাহা শরীরের গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে; আর্দ্র শীতল বায়ুতে অত্যন্ত অসহিষ্ণু।

উপযুক্ত সমীকরণ (Assimilation) অভাবে পুষ্টিহানি প্রযুক্ত রোগ; **অস্থিজননের অসম্পূর্ণতা**; শিশু সহজে হাটিতে পারে না এবং তজ্জন্য ইচ্ছা ও চেষ্টাও করে না।

রোগী পরিষ্কার মুক্ত বায়ুর জন্য প্রবল ইচ্ছা, তাহাতে মানসিক স্ফূর্ত্তি হয়, উপকৃত বোধ করে এবং শক্তি পায় (সালফার)।

সর্ব্ব শরীরে, **শরীরাংশ বিশেষে** (বেঞ্জো, কেলি বাই), বিশেষতঃ মস্তকে, আমাশয়ে, উদরে, পদে এবং জঙ্ঘায় শৈত্যানুভূতি।

banglabooks.in

শরীরাংশ বিশেষের ঘর্ম্ম; **মস্তক** সিক্ত ও শীতল থাকে; মস্তকের পশ্চাৎ ভাগের, গ্রীবা পশ্চাতের, বক্ষের, কক্ষদেশের, জননেন্দ্রিয়ের, হস্তের, জানুর, এবং পদের (টুবার্কু, সিপিয়া) **প্রচুর ঘর্ম্ম**।

আমাশয়োর্দ্ধপ্রদেশের (pit of stomach) **গামলার তলার ন্যায়** স্ফীতি ও চাপে বেদনা। শীতল জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিলে অথবা ছাঁচ কিম্বা পুঁতুল প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য শীতল কর্দ্দমের কার্য্য করিলে মূত্ররোগাদি জন্মে।

কোষ্ঠবদ্ধে সরলান্ত্র ক্রিয়াহীন থাকে ও বিষ্ঠা অস্বাভাবিক উপায়ে নির্গত করিতে হয় (এলোজ, স্যানিকু, সিলি, সিপি, সিলিক)।

প্রাতঃকালে বেদনাহীন স্বরভঙ্গ। কোষ্টবদ্ধ থাকিলে সর্ব্বপ্রকারে ভাল থাকে। ম্যাগ্নেটিকশক্তি লাগাইতে ইচ্ছা করে (ফস্)।

রোগকারণ।—শীতল জল মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ম্মাদি; কুম্ভকার ও ইষ্টকনির্ম্মাণকারী প্রভৃতির শীতল কর্দ্দমের কার্য্যাদি; বাগানের মালির ও তরকারির এবং ফলের চাষিদিগের শীতল তরিতরকারি ও ফল নাড়াচাড়া (জিঙ্ক, ভ্যালে,) **ক্যাল্কেরিয়ার** সাধারণ রোগ কারণ। অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা; শরীরের বিকম্পন (Concussion); মানসিক শ্রম ও উত্তেজনা; শারীরিক শ্রমাধিক্য; শোণিতাদি জীবনীরসক্ষয়; অজীর্ণ; সুরাবিষয়ক অমিতাচার এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—ক্যাল্কেরিয়ার আদি বা মূল ক্রিয়া শারীরিক পুষ্টি, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ এবং উপাদানের পুনরুৎপাদন প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদক যন্ত্রমণ্ডলে হইয়া থাকে। ইহা স্রাব, নিস্রাব ও পোষণ ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ উত্তেজনা উপস্থিত করে এবং তন্নিবন্ধন শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত হওয়ায় তাহাদিগের পুষ্টি ও ক্রিয়াবিকার উপস্থিত হইলে শরীরোপাদানাভ্যন্তরে পার্থিব লবণ সঞ্চয় ও শোণিতোপাদানের গভীর

banglabooks.in

পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ইহারই ফলে সমীকরণ ও উপাদান পুনরুৎপাদনের বিকার জন্মিয়া গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা, গুটিকোৎপত্তি বা টিউবার্কুলোসিস্ ও অস্থিবিকার প্রভৃতি তিন প্রকার পুষ্টিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই কারণে এই ত্রিবিধ রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার চিকিৎসায় ক্যাল্কেরিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—পেশী, অস্থি, দন্ত এবং রস, রক্ত ও স্রাব প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বপ্রকার শরীরিক পদার্থের ক্যাল্কেরিয়া বা চূর্ণ একটী অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই কারণে দেহোপাদানে উপরিউক্ত পদার্থের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে শরীর গঠন ও যান্ত্রিক ক্রিয়াদির নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত গণ্ডমালাদি এইরূপ ক্রিয়া-বিকার ঘটিত রোগ।

বহু পূর্ব্ব হইতেই শিশুদিগের দুগ্ধ পরিপাকের সাহায্যার্থ ও বয়ঃপ্রাপ্ত-দিগের অম্লনিবারণ উদ্দেশ্যে ইহা স্থূলভাবে যথাক্রমে চূণের জল ও চাখড়িরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু মহাত্মা হানিমানই কঠিন কঠিন রোগে ইহার বহু বিস্তৃত ভেষজগুণ সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, তিনি কেবল ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ও ক্যাল্কেরিয়া এসেট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অধুনা ইহার অন্যান্য লবণ বা সল্টেরও ব্যবহার হইতেছে। তন্মধ্যে ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ব্যতীত অপর সল্টগুলির পরীক্ষার বিশেষ কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

শম্বুকাবরণের বহিরভ্যন্তরস্তরমধ্যস্থ পদার্থ অবিমিশ্র ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনেট বলিয়া বিশ্বাস থাকায় হানিমান ইহার ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা নামকরণ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ জান্তব পদার্থ ও কাল্‌কেরিয়া ফস্‌ও থাকে। এই কারণে ডাং হেরিং ইহাকে ক্যাল্‌কেরিয়া অষ্ট্রীয়ারাম নামপ্রদান করিয়াছেন।

ক্যাল্‌কেরিয়া উগ্রগুণ বিশিষ্ট পদার্থ। ইহা পরিপাক, সমীকরণ ও উপাদানের পুনরুৎপাদন ক্রিয়া প্রভৃতির বিকার উপস্থিত করে। পরিপাকের

banglabooks.in

অপকর্ষ হেতু ভুক্তদ্রব্য সম্যক্‌রূপে পরিপাক হয় না এবং অপরিপক্ক, অপকৃষ্ট ও উগ্র পুষ্টি রসের সৃষ্টি হয়। এই রস ভিন্ন ভিন্ন শরীরোপাদানে নীত হইয়া তাহাদিগকে মৃদুভাবে উদ্দীপিত করে এবং এই উদ্দীপনা হেতু শরীরোপাদাননিচয়ের পুনরুৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহারই ফলে অতীব দ্রুত গতিতে শরীরের গঠনোপাদান সকল সৃষ্ট হইতে থাকে। এই উপাদান দেহোপাদানের সমজাতীয় জৈব পদার্থ হইলেও অস্বাভাবিক ত্বরিত গতিতে সৃষ্ট হওয়ায় অপক্কতা দোষ ঘটে এবং অতিশয় ধ্বংসপ্রবণ হয়, এবং উহা দ্বারা যে সকল দেহোপাদান বর্দ্ধিতায়তন হয় তাহাও নিতান্ত শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। শরীরে বসা পদার্থের বৃদ্ধি হয়, এবং কোন কোন স্থলে যন্ত্রবিশেষে ইহা টুবার্কল বা গুটীকারূপ রোগজ পদার্থ উৎপাদিত করে। উপরোক্ত অপকৃষ্ট উপাদানগঠিত দেহ স্থূল, শিথিল ও অসৌষ্ঠবগঠন হয় এবং রঞ্জন পদার্থের অপরিপক্কতা হেতু বর্ণের পাণ্ডুরতা জন্মে। সর্ব্বপ্রকার শরীরোপাদানেই ক্যাল্‌কেরিয়ার ক্রিয়া আছে, কিন্তু রসগ্রন্থিমণ্ডল ও অস্থির সহিত ইহার বস্তুগত নির্ব্বাচিত ক্রিয়া সম্বন্ধ থাকায় উপরোক্ত রূপ রোগজ ক্রিয়া গ্রন্থিমণ্ডল ও অস্থির বিকারে ও বিশেষ বিশেষ শরীরযন্ত্রের গুটিকোৎপত্তিতেই বিশেষরূপে স্পষ্টিকৃত হয়।

বর্দ্ধিতোন্মুখ শিশুশরীরেই ক্যাল্‌কেরিয়া ধাতুর বিশেষ পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। শিশুর মস্তকাস্থির অসম্পূর্ণ গঠন হেতু ব্রহ্মরন্ধ্রাস্থি বিলম্বে পরিপূরিত হয়। অস্থির কোমলতা বশতঃ অঙ্গবৈকল্য ঘটে, শরীর স্থূল, গোল গাল ও কিঞ্চিৎ ভুঁড়িবিশিষ্ট ও বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। চলিত ভাষায় শিশু বিলক্ষণ নাদুশ নুদুশ, সুন্দর, নীলচক্ষু ও প্রিয়দর্শন হয়, এবং তাহাকে দেখিলেই লোকে স্বতঃই কোলে লইতে ইচ্ছা করে। এই সকল শিশু স্বভাবতঃ ধীর, জড়প্রায় ও নিস্তেজমস্তিষ্কবিশিষ্ট এবং ইহাদিগের শিশুসুলভ ঔদ্ধত্য ও কোলবিশেষের আকৃষ্টতা না থাকায় ইহারা সহজেই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।

banglabooks.in

উপরিউক্ত কারণাদিতে শরীরোপাদানাদির যে রোগপ্রবণ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাকে গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলা বলা হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্ববর্ণিত "সোরা"রই প্রকারভেদ মাত্র। গণ্ডমালা ঘটিত রক্ত দোষ ও রোগপ্রবণতাবিশিষ্ট শারীরিক প্রকৃতিকে "গণ্ডমালা নিবন্ধন ধাতুদোষ" [Dyscrasia] এবং গণ্ডমালাঘটিত শারীরিক অসুস্থাবস্থাকে "গণ্ডমালীয় ভগ্নস্বাস্থ্য" (Cachexia) এবং গণ্ডমালা কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত শারীরিক ও মানসিক স্বভাবকে "গণ্ডমালা ধাতু" বলা যায়।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা অথবা অষ্ট্রীয়ারামই গণ্ডমালা রোগের সাধারণ ঔষধ এবং ইহারই ঔষধ গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। ঔষধ গুণ বিষয়ে ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটিকা সহ ইহার বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ইহার অন্যান্য নবাবিষ্কৃত সল্ট মধ্যে ক্যাল্কে আর্স, পরিষ্কৃট গণ্ডমালা রোগীর আর্সেনিক সদৃশ টাইফয়েড লক্ষণে—আর্সেনিকের লক্ষণাদিযুক্ত গভীর, পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে—ক্যাল্কে ফ্লুয়রেটা, গণ্ডমালাঘটিত অস্থিরোগে—ক্যাল্কে আয়ডেটা গণ্ডমালাপ্রযুক্ত রসগ্রন্থিস্ফীতির প্রাধান্য থাকিলে—ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্রিয়ায় শিশু বড় বিস্মৃতিশীল হয়। বাক্যগঠনে এক স্থানের কথা অন্যস্থানে ব্যবহার করে, মনের ভাব যথাযথ প্রকাশে অক্ষম হয়। কোন বিষয় চিন্তা করা কষ্টসাধ্য হয়। কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকে না, এবং শিশুর মানসিক অবসাদ, বিষণ্ণতা এবং ক্রন্দনশীলতা বর্ত্তমান থাকে। শীঘ্রই যেন কোন অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া সর্ব্বদা ভয়। সন্ধ্যাসমাগমে ভীতি ও কম্প, বোধ যেন ভীতির বিষয় আমাশয় হইতে উত্থিত হইতেছে। **বুদ্ধিহারা হইবে অথবা লোকে তাহার মানসিক অস্থৈর্য্য বুঝিতে পারিবে বলিয়া ভীতি। অত্যন্ত ব্যাকুলতা এবং হৃৎকম্প।** বিনা কারণেই মেজাজের অসহিষ্ণু ভাব, শিশু খিটখিটে ও একগুঁয়ে হয়। মানসিক অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা।

banglabooks.in

অনুভূতি শক্তির বিপর্য্যয় ঘটিয়া মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণ কালে, **বিশেষতঃ দ্রুত মস্তক ফিরাইলে শিরোঘুর্ণন।** উচ্চে আরোহণে এবং উর্দ্ধদিকে তাকাইলে বোধ যেন সকল বস্তুই চক্রাকারে ঘুরিতেছে। মস্তকে শোণিতোচ্ছাস নিবন্ধন **তাপানুভূতি এবং মুখমণ্ডলের রক্তিমা ও স্ফীতি।** সর্ব্বদাই মস্তক মধ্যে গোলমাল বোধ ও বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা। মস্তকের উপরে, অভ্যন্তরে এবং অন্যতর পার্শ্বে শৈত্যানুভূতি।

গতিদস্নায়ু বিকারে পেশীর আনর্ত্তন ও শরীরের কম্প। কথা কহিতে দুর্ব্বলতার অনুভূতি বশতঃ রোগী কথা বন্ধ করিতে বাধ্য। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বলতা হেতু হাঁটিতে পারে না। শিশুগণ হাঁটিতে পারে না; হাঁটিতে প্রবৃত্তি থাকে না, এবং মাটিতে পা পাতে না। প্রাতঃকালে হৃতশক্তি শিশু দোতলায় উঠিতে পারে না, উঠিলে অধিকতর দুর্ব্বল বোধ করে। তাণ্ডবরোগবৎ কম্প ও মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ।

অনুভূতিদ স্নায়ুর ক্রিয়ারবিকার বশতঃ শরীরের গুরুত্বানুভূতি। শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যহানির অনুভূতি।

দিবসে নিদ্রালুতা ও ক্লান্তি বোধ। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে চক্ষুর উন্মীলন অথবা গাত্রোত্থান কষ্টকর। অবিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতা; চক্ষু মুদ্রিত করিলেই কাল্পনিক অবয়বের দৃষ্টি; রজনীতে শীঘ্র নিদ্রা হয় না। ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শনে উৎকণ্ঠা জন্মে।

শিরঃশূলে বোধ যেন মস্তকোপরি তক্‌তা স্থাপিত। ললাট দেশের গুরুত্ব, পাঠে এবং লিখিতে বৃদ্ধি। ললাটের বেদনাযুক্ত চাপ নাসিকা মধ্যে যায়। সন্ধ্যাকালে বাম মস্তকে সূচিবেধবৎ বেদনা; মস্তকের অন্যতর পার্শ্বে পুনঃ পুনঃ কনকনানি ও শূন্য উদ্গার; ব্রহ্মরন্ধ্র, যথাসময়ে সংপূরিত হয় না, এবং মস্তক বৃহদাকার থাকে; মস্তকের চুলকনা; শিশুকে বিরক্ত করিলে মস্তক চুলকায়; নিদ্রোত্থিত হইলে মস্তকের অতি ভয়াবহ চুলকানি।

banglabooks.in

কেশ, বিশেষতঃ মস্তক পার্শ্বের কেশ স্খলিত হয়। কেশযুক্ত স্থানে মামড়ি জন্মে। ললাটোপরে ফুসকুড়ি।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিপর্য্যয়ে অস্বাভাবিক দূরদৃষ্টি। চক্ষুর সম্মুখে ছায়ার ন্যায় দৃশ্য, দ্রষ্টব্য বস্তুর এক পার্শ্ব অস্পষ্ট হইয়া যায়। চক্ষুর সম্মুখে বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা নৃত্য করিতে থাকে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াহানি বশতঃ বধিরতা। কুইনাইন দ্বারা সবিরাম জ্বর রোধ করিলেও এইরূপ। কর্ণমধ্যে গীতিবৎ ও উচ্চ শব্দ শ্রুত হয় এবং বিদারণবৎ চড়চড় করে। চর্ব্বণ করিতে কর্ণাভ্যন্তরে চড়চড় শব্দ। গলাধঃকরণ ক্রিয়ায় কর্ণমধ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দবিশেষের উৎপত্তি। কর্ণমধ্যে দিপদিপানি। ঘ্রাণশক্তির দুর্ব্বলতা। নাসিকায় পশুর বিষ্ঠা অথবা পচা ডিম্বের গন্ধ। রসনেন্দ্রিয়-বিকারে জিহ্বায় অম্ল, তিক্ত এবং অতি ঘৃণাজনক আস্বাদ।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও স্ফীত চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ রেখা; রোগী কখন পাণ্ডুর এবং শুষ্ক; অবস্থান্তরে বৃদ্ধের ন্যায় লোলচর্ম্ম, এবং দন্তোদ্‌গমে বাধা জন্মে। রোগী বোধ করে যেন তাহার মুখ স্ফীত হইয়াছে। মুখাস্থিসকলের বিদারণবৎ বেদনা ও ললাটের এবং গণ্ডের খুস্কীযুক্ত আর্দ্র উদ্ভেদের জ্বালাময় বেদনা; মুখমণ্ডলে ও শ্মশ্রু মধ্যে চুলকায় ও উদ্ভেদ জন্মে। ওষ্ঠে ও মুখে উদ্‌ভেদ। প্রাতঃকালে **ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত। হনুনিম্নগ্রন্থির** (Submaxillary glands) **বেদনাযুক্ত স্ফীতি।** চক্ষু মধ্যে বালুকাকণা প্রবেশের ন্যায় অনুভূতি ও বেদনা। চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব; কণীনিকার বিস্তৃতি। চক্ষুপুট স্ফীত ও লোহিতবর্ণ, রজনীতে ও প্রাতঃকালে চক্ষু জুড়িয়া থাকে। চক্ষু জলপূর্ণ। চক্ষুপুটের কিনারায় চুলকানি। ঊর্দ্ধ-চক্ষুপুটের আনর্ত্তন। চক্ষুর অভ্যন্তর (inner) কোণের জ্বালা ও সূচিবেধবৎ বেদনা।

বাম কর্ণের সম্মুখের স্ফীতি স্পর্শে বেদনাযুক্ত। কর্ণমধ্যে তাপ ও দপদপানি। কর্ণ হইতে পূয়স্রাব। দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতের উদ্ভেদ আর্দ্র হইয়া যায়।

banglabooks.in

নাসিকার, বিশেষতঃ তাহার মূলদেশের স্ফীতি। নাসিকারন্ধ্রের ক্ষত ও টাটানি। সর্দ্দি ব্যতীতই অথবা শুষ্ক সর্দ্দিসহ বারম্বার হাঁচি। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানের পর নাসিকারন্ধ্রের রোধ। সর্দ্দিস্রাব সহ শিরঃশূল। রজনীতে নাসিকারন্ধ্রের শুষ্কতা; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

রজনীতে শয়ন করিলে স্বরযন্ত্রাভ্যন্তরে সাঁই সাঁই শব্দ। **প্রাতঃকালে বেদনাহীন স্বল্পভঙ্গ।** পুনঃপুনঃ গভীর শ্বাসগ্রহণের আবশ্যকতা। **সামান্য উচ্চারোহণেই শ্বাসরোধের অনুভূতি।** রজনীতে কণ্ঠায় পালককর্তৃক গুড়গুড়ির ন্যায় অনুভূতি; বিশেষতঃ রজনীতে শুষ্ক কাসি; স্বরযন্ত্র হইতে কিছু ছিঁড়িয়া আলগা হওয়ার ন্যায় বেদনাযুক্ত ও প্রবল কাসি, প্রথমে শুষ্ক থাকিয়া পরে লবণাক্ত গয়ার উঠে; প্রাতঃকালের কাসিতে পীতাভ গয়ারের নিষ্ঠীবন। একটা ছিপির ন্যায় বস্তু গলাভ্যন্তরে উঠা নামা করার অনুভূতি হইয়া কাসির উদ্রেক হয়। শ্বাসগ্রহণে, বাঁশি বাজাইলে ও আহারে কাসির উত্তেজনা। মিষ্ট আস্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা এবং বক্ষমধ্যে কর্কশ ভাব ও টাটানি সহ রক্ত নিষ্ঠিত হয়।

সন্ধ্যাকালে শ্বাসপ্রশ্বাসে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কাসিতে বক্ষের অবদারণবৎ বেদনা। **শ্বাসগ্রহণে ও স্পর্শে বক্ষের বেদনাকর অসহিষ্ণু ভাব।** অত্যধিক রক্তপূর্ণ থাকার ন্যায় বক্ষের কশাভাব ও কষ্টানুভূতি। শ্বাসগ্রহণে বক্ষাভ্যন্তরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও উৎকণ্ঠা। শ্বাসগ্রহণে বক্ষাভ্যন্তরে টাটানি। হৃৎকম্প নিবন্ধন উৎকণ্ঠা।

নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত, অনেক সময়ে কম্পভাবযুক্ত। শোণিতবহা নাড়ীর অভ্যন্তরে অত্যধিক আঘাতানুভূতি।

শীতল বায়ু প্রবাহ সংস্পর্শে অথবা শীতল জল পানে দন্তের কন্‌কনানি। দন্ত ঘর্ষণের প্রবৃত্তি। কষ্টকর দন্তোদ্গম। ঋতুস্রাবের পর দন্তশূল। দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব এবং তাহার স্ফীতি।

banglabooks.in

জিহ্বা শুভ্রলেপযুক্ত। জিহ্বাগ্র হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালাময় বেদনার উষ্ণবস্তুর আহারে ও পানে বৃদ্ধি। গিলিতে জিহ্বার অধঃদেশে বেদনা; মুখাস্বাদ অম্ল, ক্লেদের ন্যায় ও ঘৃণাজনক।

গলাভ্যন্তরে বেদনা কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গলাধঃকরণ কালে গলদেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। তালু, উপজিহ্বা অথবা টন্‌সিলের প্রাদাহিক স্ফীতি বশতঃ গলাধঃকরণে বোধ যেন গলদেশ সঙ্কুচিত, গলনিম্ন ও অন্ননালীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

অণ্ডে অত্যন্ত লালসা; ওয়াইন মদ্য, লবণ ও মিষ্ট বস্তু পানাহারে প্রবৃত্তি। **প্রাতঃকালে অস্বাভাবিক ক্ষুধা।** অবস্থা বিশেষে ক্ষুধাহানি; কিন্তু আহার করিতে আরম্ভ করিলে আহারে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, মাংসাহারে অপ্রবৃত্তি; ধূমপানে ঘৃণা। অত্যন্ত তৃষ্ণা।

দুগ্ধপানে বিবমিষা এবং অম্লোদ্‌গার; মুখে জল উঠে। আহারান্তে বিবমিষা সহ উদরে উষ্ণবোধ ও বায়ুসঞ্চার; আমাশয় ও উদরে বেদনা; পুনঃপুনঃ ভুক্তবস্তুর আস্বাদসহ উদ্গার; উদ্গার সহ আস্বাদহীন জল উঠে। প্রাতঃকালে আমাশয়ের অবক্তব্য হুঙ্কার ভাব হইয়া বমনের প্রবৃত্তিতে চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার দৃশ্য। বিবমিষায় মুখ হইতে স্রোত বহিয়া অম্লজল পড়ে; দন্তোদ্‌গমকালে অম্লবমন। **আমাশয়োর্দ্ধের নিম্নস্থান** (Pit of stomach) **স্ফীত হইয়া গামলার পৃষ্ঠের ন্যায় দেখায়। প্রত্যেক বার আহারের পর** আমাশয়ের জ্বালা গলদেশ পর্য্যন্ত উঠে। আমাশয়োপরিস্থ স্থান স্পর্শে বেদনাযুক্ত। আমাশয়োর্দ্ধের নিম্ন স্থান হইতে তপ্ত শোণিত স্রোত মস্তক মধ্যে ধাবিত। আহারান্তে আমাশয়াভ্যন্তরে পিণ্ডাকার বস্তুর চাপ থাকার অনুভূতি। আমাশয়োর্দ্ধের নিম্ন স্থানে কঠিন চাপ বোধ।

কুক্ষি প্রদেশে কসিয়া বস্ত্র পরিধান অসহ্য। কুক্ষির নিম্নে ফিতা আটা থাকার অনুভূতি সহ আমাশয়োর্দ্ধে

banglabooks.in

কম্পভাব ও দপদপানি। প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে যকৃৎ প্রদেশে চাপ। নত হইলে অথবা তাহার পরে যকৃৎ প্রদেশে সূচিবেধের অনুভূতি। **উদর অত্যধিক স্ফীত ও কঠিন।** বিশেষতঃ প্রত্যেক সন্ধ্যায় ও রজনীতে অন্ত্রপথের পুনঃ পুনঃ প্রবল খল্লী সহ উরুতে শৈত্যানুভূতি; উদরের পশ্চাৎভাগের আকৃষ্টবৎ বেদনা পৃষ্ঠাভিমুখে এবং দক্ষিণ কুক্ষি দেশের ঐরূপ বেদনা পিউবিসের সন্ধির দিকে যায়। উদর মধ্যে টান টান ভাবের বেদনা। অন্ত্ররুদ্ধবায়ু গড় গড় শব্দে ডাকে। শিশুদিগের মিসেণ্টারিক গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থির (অন্ত্রাংশ পরম্পরার সংযোগকারী ঝিল্লীমধ্যস্থ লসীকা গ্রন্থি) স্ফীতি ও কাঠিন্য। **কুচকির লসীকা গ্রন্থির স্ফীতি ও বেদনা।** শারীরিক শ্রমে অধোদরের বেদনাযুক্ত চাপ।

মলত্যাগকালে স্ফীত অর্শ নিষ্ক্রান্ত হওয়ায় মলদ্বারের বেদনা। সরলান্ত্র হইতে রক্ত নির্গত হয়। সরলান্ত্রের অধো অংশে গুরুত্বানুভূতি। পূর্ব্বাহ্ণে সরলান্ত্রের খল্লী, মোচড়ানি ও সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতিতে উদ্বেগ হওয়ায় উপবেশনে অক্ষম হইয়া রোগী পায়চারি করিতে বাধ্য। সরলান্ত্র ও মলদ্বারের জ্বালা। সরলান্ত্রাভ্যন্তরে আলপিনবৎ কৃমির বিড় বিড়ি; বারম্বার মলত্যাগ; বিষ্ঠার প্রথমাংশ কঠিন, মধ্যভাগ কাদার ন্যায়, শেষাংশ তরল। বিষ্ঠা অজীর্ণ পদার্থযুক্ত, পচাডিম্বের ন্যায় দুর্গন্ধময়, শুভ্র এবং অম্লগুণ। শিশুদিগের দন্তোদ্‌গম কালের বিষ্ঠা চা খড়ি খণ্ডের ন্যায়; কোষ্ঠবদ্ধের বিষ্ঠা কঠিন ও স্থূল।

মূত্রের অধোভাগে লোহিতবর্ণ তলানি পড়ে। রক্তমিশ্রিতবৎ ঘোর লোহিত মূত্র। লিঙ্গমণির অগ্রভাগের জ্বালা। রজনীতে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ।

পুরুষদিগের ৩টা রজনীতে কামেচ্ছার বৃদ্ধি। কামেচ্ছা অত্যধিক প্রবল হইলেও তদ্রূপ লিঙ্গোত্থান হয় না, এবং সঙ্গম কালে অতি শীঘ্র রেতস্খলন হয়; শুক্রস্খলন কালে লীঙ্গাভ্যন্তরে জ্বালা ও হুলবেধবৎ বেদনা। রজনীতে

banglabooks.in

স্বপ্নদোষ প্রযুক্ত মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা। লিঙ্গত্বক্ ও মূত্রনালী মুখের প্রদাহ নিবন্ধন তথায় অল্প পরিমাণ পীতাভ পূয।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে অতি শীঘ্র, অধিক পরিমাণ এবং অধিক কাল স্থায়ী ঋতুস্রাব। ঋতুর ব্যবধান কালে মানসিক উত্তেজনায় বা শারীরিক শ্রমে পুনর্ব্বার স্রাব দেখা দেয়। জলমধ্যে কার্য্য করিলে বলিষ্ঠা নারীদিগের ঋতুরোধ ঘটে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে স্তনের স্ফীতি জন্মে। জরায়ু মুখে বা অসে হুলবেঁধার ন্যায় অনুভূতি ও যোনিমধ্যে কন্‌কনানি। দুগ্ধবৎ শুভ্র শ্বেতপ্রদরসংস্পৃষ্ট স্থানের চুলকনা। জননেন্দ্রিয়ে জ্বালা ও টাটানি। যোনি-কপাটে ভয়ানক চুলকানি। জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও স্ফীতি। পরিশ্রমকারি-দিগের জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে। ভগৌষ্ঠ পার্শ্বে জ্বালাময় চিপিটিকা। যোনিস্থানের প্রচুর ঘর্ম্ম।

গ্রীবাগ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও কাঠিন্য। গ্রীবাদেশে, মস্তকের কেশযুক্ত স্থানের কিনারায় গ্রন্থির বেদনাহীন স্ফীতি। গ্রীবাগ্রন্থির বেদনা। মস্তক ফিরাইতে গ্রীবার বেদনায় বোধ যেন তাহা হইতে অর্ব্বুদ বহির্গত হইবে। কোমরে ও পৃষ্ঠে মোচড় লাগার ন্যায় বেদনা; উপবেশনাবস্থা হইতে রোগী কষ্টে উত্থান করিতে পারে। স্কন্ধদ্বয়ের ব্যবধান স্থানে আকৃষ্টবৎ বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যশরীরাংশের চালনানিবন্ধন বেদনায় শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা জন্মে।

অঙ্গাদির দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি। দীর্ঘাস্থি ও সন্ধিনিচয়ের ঘৃষ্টবৎ বেদনায় অবশতার ভাব জন্মে; কটির চালনা হইলেও ঐরূপ হয়।

বাহুদ্বয় চালনা করিলে অথবা চাপিয়া ধরিলে ঘৃষ্টবৎ বেদনার অনুভূতি। বাহু চাপিয়া শয়ন করিলে বেদনা সহ ঝিন ঝিনি। অন্যতর হস্তের সর্ব্বাংশেই খল্লী। বাম বাহুর দুর্ব্বলতা ও বিশেষ একরূপ অবশতা। দক্ষিণ মণিবন্ধের বেদনায় বোধ যেন তাহাতে মোচড় লাগিয়াছে অথবা তাহা হইতে কিছু টানিয়া ছিন্ন করা হইয়াছে বা তাহার অস্থি স্খলিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে জাগ্রৎ হইলে সন্ধির বেদনায় বোধ যেন তাহা স্ফীত হইয়াছে

banglabooks.in

কিন্তু স্ফীতি দেখা যায় না। হস্তের কম্প ; অঙ্গুলিসন্ধিনিচয় অত্যন্ত স্ফীত। হস্ততলের ঘর্ম্ম।

অধোঅঙ্গের, বিশেষতঃ উরু এবং পদের অধিককাল ভ্রমণ করার ন্যায় বেদনা সহ ক্লান্তি ভাব। সঙ্গমান্তে পদের কম্প। জানু সন্ধির স্ফীতি; তাহাতে সূচিবেধ ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে পদক্ষেপ কালে পাটিলাস্থিতে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। জঙ্ঘার, রজনীতে পায়ের ডিমের, পদবিস্তৃত করিতে জানুপশ্চাতের গর্ত্তের, পায়ের তলার, এবং পদাঙ্গুলির খল্লী। সন্ধ্যায় উপবেশন কালে পদের ঝিন ঝিনি। পদতলের জ্বালা। **পদ শীতল ও আর্দ্র বোধ**, পদের ঘর্ম্ম।

নিম্নাঙ্গে টিবিয়া অস্থির ত্বগুপরিস্থ লোহিতবর্ণ উন্নত রেখাকার স্থান অত্যন্ত চুলকায় ও চুলকাইলে জ্বালা। রুগ্ন ও ক্ষতপ্রবণতা বিশিষ্ট ত্বগের সামান্য ক্ষতও পাকিয়া উঠে। ত্বকের নানাস্থানে কঠিন ও কর্কশ আঁচিল (Warts) জন্মে। আমবাত প্রায়শঃ শীতলবায়ু সংস্পর্শে অন্তর্হিত হয়। ত্বকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চুলকনা। নিম্নৌষ্ঠের লোহিতবর্ণ অংশের কিনারায় খুস্কিবিশিষ্ট কুস্‌কুড়ি। খুস্কিযুক্ত আর্দ্র ত্বগুদ্ভেদ।

প্রদর্শক।

রস-শ্লৈষ্মিক ধাতু।—শরীরে অপকৃষ্ট রসের ও বসার সঞ্চয় **ক্যাল্কেরিয়া ধাতুর** একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। শিশু ও যুবকদিগের মধ্যেই ইহা বিশেষতা প্রাপ্ত হয়; ইহারা **স্থূলকায়, সুন্দর ও পাতলা বা ফ্যাকাসে বর্ণ**। এই ধাতুর ব্যক্তিগণ স্বভাবতই মানসিক ও শারীরিক জড়তাবিশিষ্ট। ফলতঃ স্থূলকায়, আমাশয়োর্দ্ধ প্রদেশের গামলার তলার ন্যায় উচ্চতাবিশিষ্ট স্থূলোদর ও মিথ্যাবর্ণ-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন,

banglabooks.in

জড়বুদ্ধি এবং নিশ্চেষ্টশরীর শিশুই ক্যাল্‌কেরিয়া ক্রিয়ার বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র।

বৃহৎ মস্তক, উন্মুক্ত মূর্দ্ধা, এবং মস্তকের ঘর্ম্ম।—**ক্যাল্‌কেরিয়াধাতুবিশিষ্ট** শিশুদিগের শরীরাপেক্ষা মস্তক অতি স্পষ্টতঃ বৃহত্তর হয়, বিশেষতঃ রজনীতে এই সকল শিশুর মস্তকে এত অধিক ঘর্ম্ম হয় যে তাহাতে উপাধান সিক্ত হইয়া যায়, এবং অনেক দিবস পর্য্যন্ত মূর্দ্ধার অস্থায়ী রন্ধ্র অস্থিপূর্ণ হয় না। উপরি উক্ত মস্তক লক্ষণাদি **ক্যাল্‌কেকার্ব্বের** নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক। ক্যাল্‌কে ফসের মস্তকে ঘর্ম্ম থাকে না ও মস্তকের পশ্চাৎদিগের রন্ধ্র অধিককাল মুক্ত থাকে।

রসগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ডের বিবৃদ্ধি বা স্ফীতি।—উপরি বর্ণিত **ক্যাল্কেরিয়ার** অবয়বাদি সহ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানের রসগ্রন্থি নিচয়ের ন্যূনাধিক স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি থাকা **ক্যাল্‌কে** প্রদর্শক। **ক্যাল্কেরিয়া** ধাতুর সর্ব্বাঙ্গীন লক্ষণ বিশেষ পরিস্ফুট না থাকিলেও অনুসন্ধান করিলে কুক্ষি গ্রীবা ও কুচকি প্রভৃতি স্থানের রসগ্রন্থির কিঞ্চিৎ স্ফীতি অধিকাংশ স্থলে পরিদৃশ্যমান হয় ও ইহার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক লক্ষণরূপে সন্দেহাপনোদন করে। আমরক্ত রোগগ্রস্ত একটি স্থূলকায় শিশুর মলত্যাগাদির লক্ষণ **ক্যাল্‌কেরিয়া** সদৃশ না থাকিলেও কুক্ষিদেশ ও গ্রীবার কতিপয় রসগ্রন্থির অত্যধিক বিবৃদ্ধ অবস্থা দৃষ্টে আমি তাহাকে একমাত্রা **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** ৩০ দেওয়ায় এক দিবসের মধ্যে আশ্চর্য্য ও আশাতীত রূপে আরোগ্য লাভ করে। এসম্বন্ধে ডাং হেরিংসের মহার্ঘ উপদেশ এই—"রোগে ঔষধ দিবে না, রোগীকে ঔষধ দিবে" অর্থাৎ রোগীর ধাতুলক্ষণাদি ঔষধ নির্ব্বাচনের উপযুক্ত বিবেচ্য বিষয়, রোগের নামানুসারে ঔষধ নির্ব্বাচন সফলতার নিদান নহে।

banglabooks.in

শৈত্যানুভূতি ও শীতলতা।—গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের তুলনীয় ঔষধ **ক্যাল্‌কেরিয়া, সালফার** ও **ফস্‌ফরাস্** মধ্যে শেষোক্ত ঔষধদ্বয় জ্বালাপ্রধান। **ক্যাল্কেরিয়া শৈত্যানুভূতি** প্রধান ঔষধ ও **শীতলতাই ইহার বিশেষ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম।** পদের **শীতলতা ও আর্দ্রতায়** রোগী অনুভব করে যেন সে **আর্দ্র-শীতল মোজা পরিধান করিয়া আছে;** পদ শীতল থাকে ও রজনীতে শীতল ঘর্ম্ম হয়; **মস্তকোপরি বরফ সংলগ্ন থাকার ন্যায়** রোগী **মস্তকের বহিরভ্যন্তরে শৈত্যানুভব করে,** মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে ও **রোগীর শরীরাভ্যন্তরেও অবক্তব্য শৈত্যানুভূতি হয়।** রোগীর **পদের আর্দ্রতা সহ শৈত্যানুভূতি** এবং স্পর্শ করিলেও **পদ ও হস্ত শীতল** এবং **আর্দ্র প্রতীয়মান হওয়া, ক্যাল্‌কেরিয়ার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ** বলিয়া জানিতে হইবে।

ডিম্বের প্রতি প্রবল লালসা।—ইহা এত প্রবল যে, যে সকল শিশু ডিম্বাহারে বিশেষ অভ্যস্ত নহে তাহারাও তজ্জন্য লালায়িত হয়। য়ুরোপ দেশীয় শিশুগণের ও অস্মদ্দেশের যে সকল গৃহস্থ পরিবারে ডিম্বের সর্ব্বদা ব্যবহার আছে তাহাদিগের পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও অস্মদ্দেশীয় সাধারণ শিশুর পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু এই লালসা ক্যাল্কেরিয়া রোগের এতই উচ্চ স্থানীয় প্রদর্শক লক্ষণ রূপে উপস্থিত হয় যে ইহার স্থলে সমপ্রকৃতির কোন লক্ষণ এতদ্দেশের শিশু রোগীতেও উপস্থিত থাকা অসম্ভব নহে, সে জন্য চিকিৎসকের তাহা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক।

অম্লাতিশয্য।—উদ্‌গার, বমিত পদার্থ, দুগ্ধচাপ এবং বিষ্ঠা

banglabooks.in

প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্র-পথের সকলই অম্লগুণ বিশিষ্ট ও ঘর্ম্মত তদ্রূপ এবং সকল হইতেই অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া রোগী** মাত্রেরই প্রায় অজীর্ণ দোষ একটী প্রধান লক্ষণ, একারণ অধিকাংশ রোগ সহই অম্লদোষ বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা।

মস্তিষ্কোদক বা হাইড্রকেফালাস্।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উপযোগী ঔষধ। বৃহৎ মস্তকাদিবিশিষ্ট শারীরিক গঠন, মস্তকের ঘর্ম্ম, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ও কারণ ব্যতীত মধ্যেমধ্যে চীৎকার প্রভৃতি **ক্যাল্‌কেরিয়ার** পরিস্ফুট লক্ষণ দৃষ্ট করিয়া রোগাক্রমণের পূর্ব্বে **ক্যাল্‌কেরিয়ার** প্রয়োগ আক্রমণ নিবারিত রাখিতে পারে। প্রকৃত রোগাক্রমণের প্রথম ও প্রবল অবস্থায় যদি **বেলাডনা** দ্বারা কার্য্য না হয় সেস্থলেও **ক্যালকেরিয়া** দ্বারা আমরা অনেক সময়েই ফল পাইয়া থাকি। ফলতঃ পূর্ব্বকথিত বৃহৎ মস্তক, নিদ্রাকালে তাহাতে ঘর্ম্ম, গামলার তলবৎ বৃহৎ উদর, স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা এবং লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত শিশুদিগের যে কোন রোগ হউক না কেন রোগের সাক্ষাৎ লক্ষণের প্রতি বিশেষ লক্ষ না করিয়াও **ক্যাল্‌কেরিয়া** প্রয়োগে মহদুপকার সাধিত হয়। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের রোগের প্রথমাবস্থায় **সাল্‌ফার** প্রদর্শিত ও প্রযুক্ত হইয়াও উপকার না হইলে অথবা সম্পূর্ণ উপকার না হইলে ইহা প্রযোজ্য। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইবার পরেও এতদ্দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

বিষাদোন্মত্ততা বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্।—মানসিক অবসন্নতা ও ক্রন্দনে প্রবৃত্তি জন্মে; মধ্যে মধ্যে শোণিতোচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়া রোগী মানসিক উৎকণ্ঠা সহ যন্ত্রণা বোধ করে ও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হৃৎপ্রদেশে যেন আঘাত বোধ করে, স্বাস্থ্য বিষয়ে হতাশ্বাস হয় এবং

banglabooks.in

মনে করে তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে, যেন সে সংক্রামক রোগগ্রস্ত ও উন্মাদ হইবে। মৃত্যুভীতি জন্মে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়নিচয়ের অসহিষ্ণুভাব উপস্থিত হয়, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে ও রোগী মানসিক শ্রমে অপারগ থাকে। **ক্যাল্‌কেরিয়া** এবং **সাল্‌ফার** উভয়ই গণ্ডমালা ধাতুদোষ-যুক্ত রোগীর ঔষধ। উদরের রক্তাধিক্য ও অর্শ থাকিলে প্রথমে **সাল্‌ফার** প্রয়োগের পর **ক্যাল্‌কেরিয়া** আরোগ্য সম্পূর্ণ করে।

অনিদ্রা।—নিদ্রার সাময়িক ব্যাঘাত, অর্থাৎ যাহাতে রোগীর প্রথম অথবা শেষ রজনীতে নিদ্রা হয় না, **ক্যাল্‌কেরিয়ার** অনিদ্রা তদ্রূপ নহে। ইহাতে রোগীর মোটেই নিদ্রা হয় না। এরূপ অনিদ্রা কোন রোগের আনুষঙ্গিক লক্ষণরূপে অথবা কোন ভাবী কঠিন রোগের পূর্ব্বগামী-লক্ষণ স্বরূপে উপস্থিত হয় সদ্যপ্রসূতাবস্থায় রমণীদিগের সূতিকোন্মাদাদি রোগের পূর্ব্বগামী লক্ষণরূপে উপস্থিত হইলে রোগিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেই ভীতিপূর্ণ ভ্রান্তদৃশ্য দর্শন করে; সামান্য শব্দেই চমকিয়া উঠে ও উৎকণ্ঠায় আত্মহারা হয়। জিহ্বা শুষ্ক থাকে। উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠে। ডাং ফ্যারিংটন ৩ ঘণ্টান্তর একমাত্রা ৩০ ক্রমের ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তিনি বলেন ইহাতে পর দিবস রজনীতে নিশ্চিত নিদ্রা হইবার সম্ভাবনা।

মদাত্যয় রোগ।—এ রোগেও প্রথমে উপরোক্ত রূপ অনিদ্রা ও তল্লক্ষণাদি উপস্থিত হয়। রোগী ক্রমে উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ করে ও তাহার অপরিহার্য্য ধারণা জন্মে যে, সে উন্মত্ত হইবে। অগ্নি ও হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক ভয়াবহ প্রলাপ কথা বলে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভ্রমপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিয়া আশঙ্কান্বিত হয়। নানা প্রকার ইন্দুরের কাল্পনিক দৃশ্য **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বের** বিশেষতা জ্ঞাপক। **বেল** এবং **ষ্ট্র্যাম** দ্বারা আরোগ্য সম্পূর্ণ না হইলে ইহা প্রযোজ্য।

মৃগীরোগ বা অপস্মার।—বদ্ধমূল মৃগী রোগ মাত্রই প্রায় পুরাতন রোগ-বিষ-দুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদিগের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য

banglabooks.in

ক্যাল্‌কেরিয়া প্রভৃতি সোরাদোষঘ্ন ঔষধ ব্যতীত এরোগে স্থায়ী ফলের আশা দুরাশা মাত্র। কারণ অস্থি বিকৃতি, গুটিকাদোষযুক্ত ধাতু (Tubercular constitution), গণ্ডমালা লক্ষণাদি—অর্থাৎ বৃহৎ মস্তক ও উদর, ব্রহ্মরন্ধ্রের অপূরণ ও দন্তোদ্গমের বিলম্ব প্রভৃতি ঘটনা শিশুদিগের শরীরে লাইম সল্টের (খটিকা) স্বল্পতার প্রমাণ। এবম্বিধ অবস্থায় মস্তিষ্কের পোষণাপকর্ষ বশতঃ মৃগীরোগ জন্মে। এস্থলে **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** সমীকরণ সামঞ্জস্য বিধানে সমূল রোগারোগ্যে সমর্থ।

নিদ্রাকালে শরীরের শিথিলতা এবং **মস্তকের ও গ্রীবাপশ্চাতের ঘর্ম্ম** ইহার অতি উৎকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ। এই সকল রোগী সতত রোগাক্রমণের আশঙ্কায় মনুষ্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিভৃতে বসিয়া কেবল রোগ চিন্তায় অভিভূত থাকে ও ক্রমে বিষাদবায়ুগ্রস্ত হয়। এরূপ মানসিক অবস্থা দূর করিতেও **ক্যাল্‌কেরিয়া** অনন্যসাধারণ ঔষধ। **ক্যাল্‌কেরিয়ার** অপস্মার রোগের অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনাপ্রবণতা, স্মরণ-শক্তির দুর্ব্বলতা, আবেশকালের অজ্ঞানতা, শিরোঘূর্ণন এবং সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সন প্রভৃতি প্রদর্শক।

ভীতি, পুরাতন ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্দ্ধান, হস্তমৈথুন অথবা অত্যধিক ইন্দ্রিয়-সেবাঘটিত মৃগীরোগে **সাল্‌ফার** প্রয়োগান্তে **ক্যাল্‌কেরিয়া** প্রযোজ্য। ইহার "অরা" সোলার প্লেক্‌সাস্ বা উদরস্থ সহানুভূতিক স্নায়ুজাল হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে প্রধাবিত হইতে পারে অথবা আমাশয়োপরিস্থ কোটরবৎ প্রদেশ হইতে নিম্নাভিমুখে জরায়ু ও অধো অঙ্গে যায়। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে **সাল্‌ফার** এবং **ক্যাল্‌কেরিয়া** উভয় ঔষধের অরাতেই অনুভব হয় যেন ইন্দুর হস্ত বাহিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৌড়াইতেছে। **কষ্টিকামও** এরোগে **ক্যাল্‌কেরিয়ার** সমগুণবিশিষ্ট ঔষধ ; ইহা ঋতুবিকারঘটিত যৌবনকালীন মৃগীরোগে উপকারী।

banglabooks.in

সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কনভাল্‌সন।—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালীন উদ্দীপনাপ্রযুক্ত ধমনীমণ্ডলস্থ রক্তসঞ্চলনের প্রাবল্যসহ জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপে **বেলাডনা** ও **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী ঔষধ।

তাণ্ডব বা নৃত্যরোগ (Chorea)।—বদ্ধমূল তাণ্ডবরোগ, একটি ধাতুদোষঘটিত পীড়া। গণ্ডমালা ধাতুর শিশুগণের ভীতি অথবা হস্তমৈথুন-নিবন্ধন কোরিয়া রোগে, **ক্যাল্‌কেরিয়া** টিসুর পুষ্টিহীনতা বিদূরিত করিয়া রোগারোগ্য করিতে ক্ষমবান। পুরাতন রোগবিষ দূষিত ধাতুর ব্যক্তিদিগের তাণ্ডবরোগে অবস্থাবিশেষে **সাল্‌ফার এবং সিনাবার** ও **ক্যাল্‌কেরিয়া** সদৃশ কার্য্যকারী ঔষধ। গুটিকাদুষ্ট (Tubercular) ধাতুর দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু শিশুদিগের পক্ষে **ফস্‌ফরাস্** এবং হস্তমৈথুন অথবা অন্যান্য প্রকারে যাহাদিগের জৈবরসের অপচয় ঘটিয়াছে তাহাদিগের পক্ষে **চায়না** মহৌষধ।

স্নায়ুশূল।—অধঃ চোয়ালের দক্ষিণাংশের প্রায় মধ্যস্থল হইতে চোয়াল বাহিয়া বেদনা দক্ষিণ কর্ণ পর্য্যন্ত যায়। তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম হয়। বেদনা কালে বারম্বার মূত্রত্যাগ হইতে থাকে। গণ্ডমালা ধাতুর ও শ্লৈষ্মিক প্রকৃতির স্থূলকায় ও শিথিলমাংস ব্যক্তি, যাহারা শীতল বায়ু ভালবাসে না, তাহা যেন তাহাদিগের শরীরাভ্যন্তরের গুঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করে এবং যাহাদিগের পদ আর্দ্র ও শীতল থাকে তাহাদিগের পক্ষে **ক্যালকেরিয়া** উপযোগী।

কর্ণরোগ—কর্ণপ্রদাহ, কাণপাকা, বহুপাদার্ব্বুদ রোগ বা পলিপাস্।—গণ্ডমালায় শিশুদিগের বহিষ্কর্ণ অথবা কর্ণরন্ধ্র এবং মধ্যকর্ণের কোটর কিম্বা কর্ণপটহের রোগে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্বনিকা বিশেষ উপকারী। **ক্যাল্‌কেরিয়া** রোগে প্রথমতঃ পটহ স্থূল হওয়ায় শ্রবণশক্তির বিকার জন্মে। কর্ণমধ্যে গুণ, গুণ, ভন্ ভন্ ও উচ্চ শব্দ শ্রুত

banglabooks.in

হয়। কর্ণস্রাব পূয়ময় এবং আর্দ্র কাগজ চূর্ণবৎ পদার্থের অথবা বসার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট থাকে। রোগের শেষাবস্থায়, কর্ণপটহ ছিদ্র হইয়া যায়। পটহস্থ ছিদ্রের পার্শ্ব হইতে **পলিপাস্** বা **বহুপদার্ব্বুদ** উৎপন্ন হইতে পারে। হঠাৎ ঝাঁকি লাগার ন্যায় এবং দিপ্ দিপ্ বেদনা থাকে।

ক্যালকেরিয়ার দ্বারা ফল প্রাপ্ত না হইলে **সিলিসিয়া** প্রযোজ্য। দেহায়তনের তুলনায় **সিলিসিয়া** রোগীর মস্তক বৃহত্তর থাকে। ইহার সম্পূর্ণ মস্তক ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম হয়; পদে ঘর্ম্ম হইয়া পদ হাজিয়া যায় ও টাটায়; **ক্যালকেরিয়া** ঘর্ম্ম মস্তকের কেশাচ্ছাদিত স্থানে ও গ্রীবাপশ্চাতে হয়। এস্থলে **ক্যালকেরিয়া** সহ **হিপার** এবং **মার্কুরিয়াস**ও তুলনীয়। জলমধ্যে অধিককাল থাকায় বধিরতা জন্মিলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** তাহার ঔষধ।

নাইট্রিক এসিড—উপদংশ প্রযুক্ত কর্ণরোগ ও ম্যাষ্টইড প্রসেসের বা কর্ণপশ্চাদ্দেশের পূয়শোথে (abscess) উপকারী।

কেলি বাইক্রমিকাম্—মধ্যকর্ণের প্রদাহনিবন্ধন কর্ণ পটহের ক্ষত। আটা, সূত্রবৎ ও পূয়ময় স্রাব। সূচিবেধবৎ তীক্ষ্ণ বেদনা।

অর্ম্ম—রক্তাধিক্য বশতঃ কর্ণাভ্যন্তরীণ উচ্চ শব্দ, কর্ণের উচ্চ শব্দের অসহিষ্ণুতা, দুর্গন্ধস্রাব, পটহের বিদারণ, অস্থিক্ষত, ম্যাষ্টইড অস্থিতে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা।

আয়ডিন—সর্দ্দিঘটিত বধিরতা।

চক্ষুরোগ—যোজক ঝিল্লীপ্রদাহ বা কঞ্জাংটিভাইটিস; গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ বা স্ক্রফুলাস অপথ্যাল্মিয়া; কর্ণিয়া-ক্ষত।—গণ্ডমালা অথবা ক্যালকেরিয়াধাতু এবং তদনুরূপ শারীরিক গঠন ও লক্ষণ প্রভৃতি যে কোন প্রকার চক্ষুরোগেই **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকার** মূলপ্রদর্শক বলিয়া জানিতে হইবে। কোন প্রকার চক্ষুপ্রদাহের তরুণাবস্থায় ইহা প্রায়শঃ উপকারী নহে। গণ্ডমালীয়

banglabooks.in

(Scrofulous) চক্ষু প্রদাহের ন্যূনাধিক পুরাতন ও অতি কঠিন অবস্থায় কণীনিকার অস্বচ্ছতা ও ক্ষত উৎপন্ন হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** দ্বারা আমরা মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অনুগ্র স্রাব, কণীনিকার অস্বচ্ছতা এবং চক্ষুপুটের স্থূলত্ব জন্মে। কণীনিকার উপরে পূয়গুটিকা ও রসপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফাকর ফোস্কা (phlyctœnules) উৎপন্ন হইয়া তদ্দ্বারা কণীনিকার ক্ষত ও ছিদ্র হইবার উপক্রম হয়। ক্ষতের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান রক্তাধিক্য বশতঃ লোহিতবর্ণ হয় এবং চক্ষুপুট জুড়িয়া থাকে। আলোকে, বিশেষতঃ প্রদীপাদির আলোকে চক্ষুর অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন রোগী সর্ব্বদা তাহা আবৃত রাখিতে বাধ্য; চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল স্রাব। **ক্যাল্‌কেরিয়া** ধাতুবিশিষ্ট শিশুগণের নানাবিধ চক্ষুরোগের তরুণ ও প্রবলাবস্থার অবসানে চক্ষুর জলবহা নলীর বা ল্যাক্রমাল কেনেলের নালীক্ষত রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া** সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষুপ্রদাহে ইহা **রাস্‌টক্স**-এর ন্যায় উপকারী।

স্যাকেরাম্ অফিসিন্যালিস্— চক্ষুরোগে ইহাও **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। বৃহৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও শিথিল শরীর স্থূলকায়, এবং জলশোথরোগপ্রবণ শিশুগণের পক্ষে ইহা উপযোগী। অধিক পরিমাণ ইক্ষু শর্করা ভক্ষণে যে কণীনিকার অস্বচ্ছতা জন্মে তাহার নিদর্শন বিরল নহে। ডাং ফারিংটন নিম্নলিখিত লক্ষণ ইহার প্রদর্শক বলিয়া স্থির করিয়াছেন—শিশু খাদ্যবিষয়ে অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী, প্রকৃত পুষ্টিকর খাদ্যে লালসাহীন, মুখরোচক এটুকু, সেটুকু ভাবের খাদ্যে লালসাযুক্ত। শিশু অতিশয় খিটখিটে, ঘ্যান ঘ্যানে এবং কিঞ্চিৎ বয়স্থ হইলে অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়ে, সকলই তাহার নিকট বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়।

সাল্‌ফার—পুরাতন চক্ষুরোগে **সাল্‌ফার** ব্যবহারে আরোগ্যোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনা না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী।

banglabooks.in

নাইট্রিক এসিড—গণ্ডমালাঘটিত চক্ষুরোগে কণীনিকার ক্ষত ছিদ্রে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে তন্নিবারণে ইহা ক্ষমতা প্রকাশ করে।

নাসিকা সর্দ্দি বা করাইজা।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের পুরাতন নাসিকাসর্দ্দিরোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** আমাদিগের প্রধান সহায়। নাসিকাপুটদ্বয় স্থূল ও ক্ষতযুক্ত হয়। নাসিকারন্ধ্র পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কাউরের ন্যায় আর্দ্র উদ্ভেদ জন্মে; নাসিকা হইতে পচা ডিম্বের, বারুদের অথবা ভূমির পচা সারের ন্যায় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ঘন ও পীতাভ পূয় কর্ত্তৃক নাসারন্ধ্র রুদ্ধ থাকে। অনেক সময়ে প্রাতঃকালে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়।

নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাদংশের প্রতিশ্যায় রোগেও (post nasal Catarrh) **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী। এরোগে ইহার সহিত **ব্যাল্লাইটা কার্ব্বের** বিশেষ সাদৃশ্য আছে। রন্ধ্রের পশ্চাদংশে ও উপজিহ্বামূলে (আলজিব) মামড়ি জন্মে এবং নাসিকা ও ঊর্দ্ধৌষ্ঠ স্ফীত হয়। মানসিক লক্ষণই উভয় ঔষধের প্রভেদক। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সর্দ্দির আক্রমণ হইয়া নাসিকা হইতে টপ টপ করিয়া পরিষ্কার জল পড়িলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অব্যর্থ ঔষধ।

সর্দ্দিপ্রবণ ধাতুর ব্যক্তিদিগের সর্দ্দিপ্রবণতা দূর করিতে **নাক্সস** এবং **ক্যাল্‌কেরিয়া** বিশেষ পারদর্শী।

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা টুবাকুলসিস্—যক্ষ্মাকাস বা খাইসিস্।—এরোগেও **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ধাতুই ইহার প্রয়োগের একমাত্র প্রদর্শক। ইহার রোগী রক্তহীন, পাণ্ডুর, সহজে রোগপ্রবণ, ধীর, অলস, শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি ও স্থূলকায়। রোগের বর্দ্ধিত বা তৃতীয় অবস্থায়—যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ফুসফুসে বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর জন্মিতে (cavity) আরম্ভ হয়—ইহা উপযোগী ঔষধ। দক্ষিণ ফুসফুসের তৃতীয়াংশের আক্রমণেই ইহা বিশেষ উপযোগী। আক্রান্ত ফুসফুসে, বিশেষতঃ

banglabooks.in

তাহার মধ্য তৃতীয়াংশের সর্ব্বত্রই উচ্চ "রাল্" বা আর্দ্র শ্লেষ্মার শব্দ শ্রুত হয় ও ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত সরল অথবা সন্ধ্যাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাসি উপস্থিত হয়। বক্ষের অত্যন্ত টাটানি ও শারীরিক ক্লান্তি জন্মে এবং উপরতলায় উঠিতে অথবা কোন উচ্চস্থানে উঠিবার চেষ্টা করিলে ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে। বোধ হয় যেন বক্ষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং অবিশ্রান্ত বেদনাহীন স্বরভঙ্গ বর্ত্তমান থাকে। পূয়ময়, পীতাভসবুজ এবং রক্তযুক্ত গয়ার উঠে। আমিষ খাদ্যে ঘৃণা জন্মে, উদরাময় সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয় ও বিষ্ঠার সহিত অপক্ক মাংস নির্গত হয়। শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, ঘর্ম্ম থাকে এবং স্ত্রীরোগীদিগের ঋতুর অভাব ঘটে। শেষোক্ত কতিপয় লক্ষণ বয়স্থা বালিকাদিগের থাইসিস্ রোগের অপরিস্ফুট অবস্থা বিজ্ঞাপন করে। থাইসিস্ রোগের উপক্রমে **সাল্‌ফার** উপকারী। **সাল্‌ফার** নিষ্ফল হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অথবা **ফস্‌ফরাস্** একমাত্র ভরসাস্থল। নিম্নে উপরিউক্ত তিন ঔষধ তুলনা করা যাইতেছে :—

	ক্যাল্‌কেরিয়া।	সাল্‌ফার।	ফস্‌ফরাস।
১।	স্থূলকায়, শিথিল-শরীর, বৃহতোদর ও মস্তক বিশিষ্ট, পাণ্ডুর এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি। মস্তক ও গ্রীবার ঘর্ম্ম। পদ আর্দ্র ও শীতল।	১। একহারা, কুব্জদেহ ব্যক্তি, যাহারা গ্রীবা নত করিয়া ভ্রমণ ও উপবেশন করে। যাহাদিগের গাত্র সমল।	১। দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু যুবক যুবতী; দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ ও গৌরবর্ণ ব্যক্তি, যাহারা শরীর প্রায় নত করিয়া চলে।
২।	ভীরু, আলস্যপর-তন্ত্র, কর্ম্মবিদ্বেষী ও জড়বুদ্ধি ব্যক্তি।	২। বাতপ্রকৃতি; ক্রোধ-প্রবণ; দ্রুত শরীর-চালনাশীল ব্যক্তি।	২। খরকর্ম্মা, সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী এবং দ্রুতবোদ্ধা, অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

banglabooks.in

	ক্যাক্কেরিয়া।	সাল্‌ফার।	ফস্‌ফরাস্‌।
৩।	দক্ষিণ ফুসফুসের মধ্য-তৃতীয়াংশ বিশেষরূপে আক্রান্ত; চিৎভাবে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।	৩। বাম ফুসফুসচূড়া বিশেষরূপে আক্রান্ত, অক্ষম।	৩। বামফুসফুস্‌আক্রান্ত, বামপার্শ্বে শয়নে কষ্টের বৃদ্ধি।
৪।	সর্ব্ব শরীরে অথবা হস্ত, পদ, উদর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গে শৈত্যানুভূতি। মুক্ত ও আর্দ্র বায়ুতে অসহিষ্ণুতা।	৪। শরীরে অত্যন্ত তাপানুভূতি, তাপোচ্ছ্বাস; মূর্দ্ধা, হস্ত, পদ প্রভৃতির জ্বালা, মুক্ত বায়ুর আকাঙ্ক্ষা।	৪। গণ্ডে রক্তিমা, বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে বক্ষে তাপোচ্ছ্বাস। সর্ব্বশরীরে, বিশেষতঃ মেরুদণ্ড বাহিয়া ঊর্দ্ধগামী জ্বালা।
৫।	বক্ষমধ্যে টাটানি, বক্ষ যেন আঘাত প্রাপ্ত। বেদনায় সহিষ্ণু। উচ্চারোহণে অত্যন্ত ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট।	৫। বামস্তনাগ্র হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনা।	৫। সামান্যশৈত্যসংস্পর্শে বক্ষের সঙ্কোচন বোধ। ফুসফুস চূড়ায় বেদনা। বেদনায় অতি অসহিষ্ণু।
৬।	আমিষ খাদ্যে ঘৃণা।	৬। পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় আমাশয়ে শূন্য বোধ ও মূর্চ্ছার অনুভূতি; রোগী নিয়মিত আহার কালের জন্য অপেক্ষা করিতে অসমর্থ। আহার অল্প, জলপান অধিক।	৬। পূর্ব্বাহ্ণ ১০।১১ টার সময় আমাশয়ে শূন্যবোধ। রজনীতে ক্ষুধাবশতঃ মূর্চ্ছাবৎ অনুভূতিতে রোগী আহার করিতে বাধ্য।

banglabooks.in

৭। সামান্য শৈত্যসংস্পর্শ ৭। স্নান অথবা গাত্র ৭। মুক্ত বায়ু অসহনীয়;
এবং মুক্ত ও আর্দ্র ধৌত করণে সামান্য কারণে সর্দ্দির
বায়ু অসহনীয়। অনিচ্ছা। আক্রমণ।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ফরিকা—রোগ সহ শিরঃশূল এবং অবসাদের ভাব মস্তিষ্কাবরণীর বিকার সূচিত করে। রোগী অতি শীঘ্র শীর্ণ হইতে থাকে এবং শীর্ণতা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। সবুজাভ পূয়ময় গয়ার নিষ্ঠুত হয়।

ক্যাল্কেরিয়া আয়ডেটা—দ্রুতবর্দ্ধিষ্ণু যুবাব্যক্তিদিগের অত্যধিক গ্রন্থিস্ফীতি উপস্থিত থাকিলে ইহা **ক্যালকে কার্ব্বের** স্থলে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শুড়শুড়িযুক্ত, বিরক্তিকর কাসি, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন এবং তাপাধিক্য, ফুস্‌ফুসের দ্রুত ঘনীভূততার প্রমাণ (Solidification) বিজ্ঞাপিত করে। ইহার রোগ মিলিয়ারি টুবার্কুলোসিস্ বা ঘামাচিবৎ গুটিকোৎপত্তি রোগের তুল্য।

টুবার্কুলিনাম্ অথবা **বেসিলিনাম্**—ইহা কতিপয় বৎসর হইতে থাইসিস রোগে ব্যবহৃত হইয়া চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে কথঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। লণ্ডনের সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক ডাং বার্ণেট কতিপয় রোগীর এতদ্দ্বারা রোগারোগ্য হওয়ার অথবা উপকার পাওয়ার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রদর্শক লক্ষণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির হয় নাই।

দন্তোদ্‌ভেদ ঘটিত রোগ।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের দন্তোদ্‌গম বিকার ঘটিত রোগে **ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব** আমাদিগের অন্যতম সহায়। অনেক সময়েই ইহা **বেলাডনার** পরে উপযোগী। পোষণাপকর্ষ বশতঃ বিলম্বে দন্তোদ্‌গমকালে কঠিন দন্তমাড়ি সহজে ভিন্ন না হওয়ায় অথবা অযথা শীঘ্রতাসহ দন্তোদ্ভেদ হওয়ায় দন্তমাড়ির উদ্দীপনা বশতঃ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

এতদবস্থায় দন্তোদ্‌গমের সাহায্য করিয়া ইহা আমাদিগের মহদুপকার সাধন করে। গণ্ডমালা রোগোৎপত্তির আভাস ও দন্তমাড়ির সন্তর্ষিত দন্তোদ্‌গম-স্থানের দন্তশূন্যতা ও চাকচিক্য ইহার প্রদর্শক।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফরিকা।—ইহার রোগী শীর্ণকায় ও অস্থিরোগ-গ্রস্ত; শিশুর মস্তকের অস্থায়ী রন্ধ্র (Fontanelles), বিশেষতঃ মস্তক পশ্চাতের রন্ধ্র অসম্পূরিত থাকে। শিশুর বাতাজীর্ণ ও উদরাময় হয়। মস্তকে ঘর্ম্ম হয় না। **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব রোগী** স্থূলকায় হয়, তাহার মস্তকের সম্মুখরন্ধ্রপথ (Anterior Fontanel) অসম্পূরিত ও নিদ্রাকালে মস্তক ঘর্ম্মযুক্ত থাকে।

অজীর্ণরোগ—বমন, উদরাময়, শিশুকলেরা।—শিশুদিগের আমাশয়াজীর্ণ রোগে আমাশয়ে প্রভূত অম্লোৎপত্তি হয়। শিশু দুগ্ধপান করিলে তাহা **বড় বড় চাপ বাঁধিয়া বমন** হইয়া যায় ও বমিত পদার্থ অম্ল ঘ্রাণ ছাড়ে। অজীর্ণ প্রযুক্ত প্রবল ও তরুণ উদরাময়ে অথবা শিশু কলেরা রোগে নিম্নলিখিত লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অণ্ডের প্রতি লালসা শিশুউদরাময়ের সাধারণ আনুষঙ্গিক লক্ষণ; ইহা প্রায়শঃই উপস্থিত থাকে। দুগ্ধ পরিপাক হয় না, চাপ বাঁধিয়া বমন হয় অথবা বমনের কিঞ্চিৎ হ্রাস থাকিলে ছানার আকারে ক্ষুদ্র, বৃহৎ চাপ চাপ অজীর্ণ দুগ্ধ বিষ্ঠাসহ নির্গত হয়। শিশুর অস্বাভাবিক ক্ষুধা ও অত্যন্ত তৃষ্ণার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়। ইহার উদরাময়ের বৃদ্ধি সন্ধ্যাকালে হয়, **সালফারের** উদরাময়ের বৃদ্ধির কাল প্রত্যূষ ও সকাল। **ক্যালকেরিয়ার** দুগ্ধাজীর্ণ নিবন্ধন উদরাময়ে বিষ্ঠাসহ শুভ্র দুগ্ধচাপ থাকে ও তাহা অত্যন্ত অম্লঘ্রাণ যুক্ত হয়। **শিশুকলেরার** বিরেচন প্রধানতঃ সবুজাভ; ইহাতে কখন প্রচুর পরিমাণ সাদাটে অজীর্ণ পদার্থ থাকে কখন বা ইহার জলবৎ হরিদ্রাভ বিষ্ঠা কেবল পরিহিত অথবা শয্যাবস্ত্র কলঙ্কিত করে। ইহার সর্ব্বপ্রকার বিষ্ঠাই

banglabooks.in

প্রায় ন্যূনাধিক অম্লঘ্রাণবিশিষ্ট। উদরাময় রোগে ইহা **ক্যাল্‌কেরিয়া ফস, সিলিসিয়া, সাল্‌ফার, ফস্‌ফরিক এসিড, ক্যাল্‌কেরিয়া এসেটি, ইথুসা সাইনে, এণ্টি ক্রু** এবং **ক্রিয়াজোট** সহ তুলনীয়।

ক্যাল্‌কে ফস্—ইহার উদরাময়ে অত্যন্ত বায়ু জন্মে এবং জলবৎ, সবুজাভ অথবা অজীর্ণ মলত্যাগ কালে প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধ বায়ু পট্‌ পট শব্দে নির্গত হয়। **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** স্থূলকায় এবং **ক্যাল্‌কে ফস্** শীর্ণ ও লোলচর্ম্ম শিশুরোগীর পক্ষে উপযোগী।

সিলিসিয়া, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যাল্‌কে ফস এবং **সালফার** গণ্ডমালা ও অস্থিবিকারবিশিষ্ট শিশুর উদরাময়ের প্রধান ঔষধ। **সিলিসিয়ার** উদরাময়ে বিষ্ঠাসহ অজীর্ণ ভুক্তবস্তু নির্গত হয়, বিষ্ঠা প্রায়শঃ অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে ও বমন হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া** সহ ইহা বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অপেক্ষা ইহার ঘর্ম্ম শরীরের অধিক স্থান ব্যাপক। ইহার অম্লঘ্রাণবিশিষ্ট ঘর্ম্ম সমস্ত মস্তকে ও ললাটে হয় এবং **ললাট দেশ সাধারণতঃ শীতল থাকে, কিন্তু সামান্য আবরণেই তাহা উষ্ণ হইয়া উঠে।** **সাল্‌ফারের** উদরাময়ের প্রাতঃকালীন বৃদ্ধি এবং বিষ্ঠার পরিবর্ত্তনশীলতা ইহাকে **ক্যাল্‌কেরিয়া** হইতে প্রভেদিত করে।

ফসফরিক এসিড—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বের ন্যায় ইহাতেও অস্বাভাবিক ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় এবং উদরাময়ের আক্রমণে উভয় ঔষধের রোগীই দুর্ব্বল হয় না। প্রভেদ এই যে **ক্যাল্‌কে কার্ব্ব** রোগীর ক্ষুধার বৃদ্ধি অধিকতর, **ফস এসি** রোগীর বলহীনতার অভাব অধিকতর পরিস্ফুট হয়, এমন কি শেষোক্ত রোগী

banglabooks.in

রোগাবস্থায় স্থূলতাও প্রাপ্ত হইতে পারে। **ক্যাল্‌কে এসেট** রোগীরও ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ।

ক্রিয়াম—অন্যান্য ঔষধ, বিশেষতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়া** সহ তুলনায় ইহার বিষ্ঠা অম্লঘ্রাণের জন্য প্রসিদ্ধ, এমন কি শরীর হইতেও অম্লঘ্রাণ নির্গত হয়। অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণ মধ্যে উদরের কামড়ানিবেদনা হইয়া কুন্থন, অনেক সময়ে মলত্যাগান্তেও বেদনার বর্ত্তমানতা এবং মলত্যাগ কালে শীতানুভূতি প্রধান। **ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বে** বিষ্ঠাও অম্লগন্ধ কিন্তু পচা পুষ্করিণীর জলোপরি ভাসমান সবুজ বর্ণ ফেনার ন্যায় ইহার সফেন সবুজ বর্ণ বিষ্ঠা এবং দুর্ব্বলতা, প্রভেদক।

ইথুসা সাইনেপিয়াম—শিশু পানীয়, বিশেষতঃ দুগ্ধপান মাত্রই বমন করে। বমিত পদার্থ শুভ্র, পীতাভ অথবা সবুজাভ চাপময় হয়। বমনের পর অত্যন্ত বলক্ষয় বশতঃ শিশু নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

এণ্টি ক্রু—দুগ্ধ পানান্তর শিশু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুগ্ধের চাপ বমন করে, আর দুগ্ধ পান করিতে চাহে না। **ইথুসা** রোগী বমন মাত্রই পুনঃ দুগ্ধ পান করিতে চাহে। **ফ্রিয়াজোট** রোগী আমাশয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু ধারণই করিতে পারে না, আহার মাত্রই অথবা ন্যূনাধিক সময় পরে ভুক্ত বস্তু বমন করিয়া ফেলে। **এণ্টি ক্রু** রোগীর দুগ্ধবৎ পুরু শুভ্র জিহ্বালেপ অন্য ঔষধে বিরল।

শয্যা মূত্র।—শিশুর রজনীতে নিদ্রাবস্থায় শয্যায় মূত্রত্যাগ দোষে **বেলাডনার** লক্ষণ থাকিয়াও তাহাতে রোগীর উপকার না হইলে অথবা তাহার উপকার স্থায়ী না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী।

শুক্রমেহ রোগ।—**ক্যাল্‌কেরিয়া** রোগীর রেতস্খলন হইলেই রজনীঘর্ম্ম এবং সঙ্গমের পর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হয়। স্থূলকায়, বর্দ্ধিষ্ণু যুবকদিগের ভগ্নস্বাস্থ্য নিবন্ধন রোগের

banglabooks.in

পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। হস্তমৈথুন, বা অন্যান্য উপায়ে অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা ইহার রোগের কারণ। রোগীর কামপ্রবৃত্তির অত্যধিক উত্তেজনা উপস্থিত হয়, কিন্তু তদনুষঙ্গিক লিঙ্গোত্থান প্রভৃতি যান্ত্রিক উত্তেজনা তাদৃশ প্রবল হয় না। সঙ্গমকালে অসম্পূর্ণ বা ক্ষীণতর লিঙ্গোত্থান সহ অতি শীঘ্র অথবা আংশিক রেতস্খলন হয়। রজনী ৩টা কিংবা তাহারও পরে স্বপ্নদোষ ঘটে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা এবং মূত্রনালীর অসহিষ্ণু ভাব জন্মে। ধ্বজভঙ্গ সহ জননেন্দ্রিয়ের মিথ্যা উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গমান্তে পৃষ্ঠবেদনা, শিরঃশূল, শিরোঘূর্ণন, পদকম্পন এবং অনেক সময়ে হস্তে চটচটে ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ।—স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগসম্বন্ধে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উচ্চ স্থানীয় ঔষধ। ফলতঃ **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ঔষধ গুণ পরীক্ষার্থ তদুপযুক্ত ধাতুর স্ত্রীলোককে ইহা সেবন করাইলে অচিরাৎ ঋতুবিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডরায়ুতে ইহার প্রধান ক্রিয়ার ফলস্বরূপ বৈকারিক রক্তস্রাব উপস্থিত হয়। স্থূলকায়, গৌরবর্ণ এবং গণ্ডমালা ধাতুর যুবতীগণই ইহার অনুকূল ক্রিয়াক্ষেত্র; উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইলে ইহার কার্য্য অব্যর্থ। একটী ২০।২২ বৎসর বয়স্কা যুবতীর ঋতুবিকার ছিল। উল্লিখিত বয়স পর্য্যন্তও তাঁহার সন্তানাদি না হওয়ায় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একরূপ হতাশ হইয়াছিলেন। পরন্তু স্ত্রীরোগের ধুরন্ধর ডাক্তার ও ধাত্রীর মতে তাঁহার সন্তানাদি হইবে না এইরূপই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইহাঁর শারীরিক গঠন অস্বাভাবিকরূপে পুষ্টিহীন, অর্থাৎ হস্ত, পদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি শীর্ণ, বক্ষঃস্থল এতাদৃশ স্বল্পায়তন যে প্রসারিত হস্ত দ্বারা তাহা প্রায় আচ্ছাদন করা যাইত এবং শীর্ণতা বশতঃই রোগিণী যেন দীর্ঘাকার বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। উল্লিখিত লক্ষণাদি **ক্যালকে কার্ব্বের** সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও "পদে আর্দ্র-শীতল বা সিক্ত মোজা পরিহিত

banglabooks.in

থাকার অনুভূতি" ও "স্পর্শে পদের আর্দ্র শীতল ভাব" **ক্যাল্‌কেরিয়ার** প্রসিদ্ধ লক্ষণ অতি পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান থাকায় আমি দ্বিধাশূন্য হইয়া রোগিণীকে যথাবিহিতরূপে ৫।৬ বৎসর কাল **ক্যাল্‌কেরিয়া** সেবন করাই। এই সুদীর্ঘকালে ঔষধ আপনার ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে, রোগিনী পুত্রের মুখদর্শন করিয়াছেন। ইনি পর পর দুইটি সন্তানের জননী হইয়াছেন (পুস্তক পুনমুদ্রণ কালে, ১৯২১ খৃঃ চারিটী প্রসব দুইটি পরে মৃত) প্রথমটির বোধ হয় পোষণাভাব বশতঃ প্রসবের ৪।৫ দিবস পরে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়টী প্রায় ৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়া সুস্থাবস্থায় মাতৃক্রোড় সুশোভিত করিতেছে। উপযুক্ত স্থলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** এবম্বিধ অব্যর্থ ফলই প্রকাশ করিয়া থাকে।

আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—গণ্ডমালা ধাতুর (স্বল্পরজঃ) গৌরবর্ণ স্থূলকায় যুবতীদিগের সহজেই মস্তকাদি প্রদেশে ঘর্ম্ম হইলে এবং প্রবল অম্ল রোগ থাকিলে, তাহাদিগের রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া** প্রশস্ত ঔষধ। এই সকল যুবতীর আদ্য ঋতুর বিলম্ব নিবন্ধন প্রায়শঃ মস্তক ও বক্ষের রক্তাধিক্য বশতঃ শিরোঘূর্ণন, শিরঃশূল প্রভৃতি মস্তিষ্করোগ এবং কাসি ও বক্ষবেদনা প্রভৃতি ফুস্‌ফুসবিকার উপস্থিত হয়। এই সকল স্থলে আমরা **ক্যালকেরিয়া** দ্বারা মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। উল্লিখিত প্রকৃতি বিশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের ঋতুরোধ ঘটিলেও **ক্যালকেরিয়া** তাহার বিশেষ ফলবিধায়ক ঔষধ। হৃৎকম্প, শ্বাসকৃচ্ছ্র, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে তাহার বৃদ্ধি এবং পদের শীতলতা প্রভৃতি ইহার অন্যান্য লক্ষণ।

বেলাডনা—ঋতুরোধ নিবন্ধন মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, বিশেষতঃ শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত ঋতুরোধ বশতঃ অধোদরের যন্ত্রাদির নিম্নাভিমুখীন ঠেলমারার অনুভূতি, দপ্‌দপানি বেদনা এবং কষ্টের সহিত মূত্রনিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ জন্মিলে **বেল** উপকারী।

banglabooks.in

জেল্‌সিমিয়াম—ইহার ঋতুরোধরোগে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তকে স্নায়ুশূল জন্মে ও রোগী অজ্ঞানাভিভূত অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

গ্লনইন্—ঋতুরোধ ঘটিয়া মস্তকের অতি প্রবল, তীক্ষ্ণ দপ্‌দপানি ও মূত্রসহ অণ্ডলালা বা এলবুমেন থাকিলে ইহা প্রযোজ্য।

একন; একটিয়া স্পাই; লাইক; ওপিয়াম, এবং **ভিরেট** এ ভীতিপ্রযুক্ত ঋতুরোধের ঔষধ।

রজোবাহুল্য বা রক্তমাদ্রী, মেনরেজিয়া।—বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের কখন কখন দুই তিন সপ্তাহের পর পরই প্রভূত পরিমাণ ঋতুস্রাব হয় ও তাহা অনিয়মিত রজঃস্রাবের সীমা অতিক্রম করিয়া জরায়ুর প্রকৃত **শোণিতস্রাবরোগের** প্রকৃতি ধারণ করে। ইহার পক্ষে **ক্যাল্‌কেরিয়া** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মানসিক উত্তেজনায় ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্রাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। **মস্তকের ঘর্ম্ম ও পদের শীতলতা** ইহার প্রদর্শক। ভাং ফ্যারিংটন প্রদর্শক লক্ষণশূন্য ও দুর্ব্বলকারী, প্রভূত রক্তপ্রদর রোগে **ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম** প্রয়োগে কখন নিষ্ফল হন নাই।

শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া।—রোগীর ধাতুর প্রকৃতি এবং সাধারণ শারীরিক গঠনের বিশেষতার প্রতি লক্ষ করিয়া **ক্যাল্‌কেরিয়ার** উপযোগিতা নির্দ্ধারণ ও প্রয়োগ করা রোগারোগ্যের পক্ষে সাফল্যের নিদান।

অধিকাংশ স্থলেই এই সকল রোগীর গ্রীবাদেশে বিবৃদ্ধ বা স্ফীত অস্থি দৃশ্যমান হয়। প্রচুর পরিমাণ, বদ্ধমূল বা লগ্ন, দুগ্ধবৎ অথবা পীতবর্ণ স্রাব জননেন্দ্রিয়ের কণ্ডুয়ন ও জ্বালা উৎপন্ন করে। অল্পবয়স্কা বালিকার আদ্য ঋতুর অব্যবহিত পরের রোগচিকিৎসাতেই ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি লক্ষিত হয়। উপরিউক্ত ধাতুবিশিষ্ট বালিকাগণ এতদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতে থাকে। কখন কখন বয়োপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর ব্যবধান কালেও এই রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

banglabooks.in

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস—গণ্ডমালাধাতুর স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধবৎ অনুরূপ শ্বেত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সাল্‌ফার—ইহার স্রাবসংস্পৃষ্ট জননেন্দ্রিয়স্থান হাজিয়া যায় ও টাটায়।

কলফাইলাম্—ইহাতেও অল্পবয়স্কা বালিকাদিগের শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হয়। স্রাব অধিক পরিমাণে হওয়ায় বালিকা বড়ই দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে।

সিমিসিফুগা—বাতপ্রকৃতির স্নায়ুশূলরোগগ্রস্ত এবং স্পর্শা-সহিষ্ণু স্ত্রীলোকদিগের শ্বেতপ্রদর রোগে ডাং ডাইস্ ব্রাউন ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন।

গণ্ডমালা রোগ বা স্ক্রফুলা।—যে স্থলে ইহা কোন রোগ বিশেষের সংস্রবে উপস্থিত হয় না অথবা বিশেষ কোন রোগরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে না কেবল সাধারণ স্বাস্থ্যভঙ্গ উৎপন্ন করে, সে স্থলে ইহাকে স্বাধীন রোগ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

স্ক্রফুলা রোগের পক্ষে **ক্যাল্‌কেরিয়া** শ্রেষ্ঠতম ঔষধ। ইহার লক্ষণে আমরা গণ্ডমালার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন প্রতিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মস্তকের কেশময় দেশের অম্ল ও দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম, লসীকাগ্রন্থিনিচয়ের স্ফীতি ও সহজে পূয়সঞ্চারপ্রবণতা, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা, ব্রহ্মরন্ধ্রের অসম্পূরিত অবস্থা, বৃহদুদর, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠের স্থূলতা, আলস্যপরতন্ত্রতা ও সর্ব্ববিষয়ে দীর্ঘ-সূত্রতা প্রভৃতি ইহার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিশেষ প্রকাশক। এই সকল শিশুর বিলম্বে দন্তোদ্গম হয়, এবং ঘর্ম্মে পদ চট্‌চটে ও শীতল থাকে। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা চাখড়ির ন্যায় শুভ্র থাকে। শরীরাংশ বিশেষের ঘর্ম্মপ্রবণতার চিহ্নস্বরূপ রজনীতে মস্তকে ও গ্রীবাদেশে ঘর্ম্ম হয়। শরীর জীর্ণ হইয়া চর্ম্ম লোল ও মাংস থস্‌থসে হয়। এই সকল শিশু বিলম্বে

banglabooks.in

কথা কহিতে ও হাঁটিতে শিখে। পোষণ ও সমীকরণ প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন না হওয়ায় ইহারা মেরুদণ্ড ও বঙ্ক্ষণ বা হিপসন্ধির গণ্ডমালারোগপ্রবণ হয়; ইহাদিগের গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ও কাণ পাকা জন্মে এবং ইহারা চর্ম্মরোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই সকল রোগীর অণ্ডের উপরে অত্যন্ত লালসা দেখা যায়।

ফস্‌ফরাস্—ফস্‌ফরাস্‌গণ্ডমালাধাতুর শিশু বিলক্ষণ কোমল ও মার্জ্জিতস্বভাব এবং বুদ্ধিমান। শিশু বিলক্ষণ সুশ্রী, একারো ও দীর্ঘচ্ছন্দ, কিন্তু যক্ষ্মারোগপ্রবণ

কষ্টিকাম্—স্নায়ুমণ্ডলের পুষ্টির অপকর্ষ নিবন্ধন দুর্ব্বল স্নায়ুশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্—যাহারা সমধিক চিটিয়া চুলার ও অস্থিরোগপ্রবণ তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী। গণ্ডমালা রোগে **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** সহ তুলনায় ঔষধের মধ্যে **সালফার, ব্যারাইটা-কা, সিলিসিয়া, গ্রাফাইটিস্, ম্যাগ্নেসিয়া মিউ** প্রভৃতি প্রধান।

লসীকাগ্রন্থি বা লিম্ফ্যাটীক গ্ল্যাণ্ডের রোগ।—গ্রীবা এবং কক্ষ প্রদেশের লসীকাগ্রন্থি মণ্ডলের গণ্ডমালা রোগ হইলে তাহারা প্রায়শঃ স্ফীত, কঠিনস্পর্শ এবং নিকটস্থ টিস্যুসহ কঠিনরূপে আবদ্ধ হয়। **ক্যাল্‌কেরিয়া** ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ হেলমাথ ইহার ক্রিয়ায় **এডিনমা অর্ব্বুদ** (Tumour) অন্তর্দ্ধান করিতে দেখিয়াছেন; বিশেষতঃ ইহা **সালফারের** পর উপযোগী। গলগণ্ড রোগও **ক্যাল্‌কেরিয়া** আরোগ্য করিয়াছে।

সিলিসিয়া এবং **এপিস** দ্বারা সিষ্টিক বা রসকোটরযুক্ত গলগণ্ডরোগ আরোগ্য হওয়ার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পলিপাস্ (Polypus) বা **বহুপাদার্ব্বুদ**।—নাসারন্ধ্র, কর্ণ

banglabooks.in

প্রভৃতি স্থানের পলিপাস্ রোগে **ক্যালকেরিয়া** ফলপ্রদ। পলিপাস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে **ফসফরাস** উপকারী। **ট্রিক্রিয়াম** ও **সাঙ্গুইনেরিয়া** ইহার অন্যতম ঔষধ।

রক্তহীনতা এবং ক্লরসিস্ বা মৃৎপাণ্ডু রোগ।—গভীরতর পোষণবিপর্য্যয়কারী ঔষধ মাত্রই শোণিতের অপকর্ষ ও হ্রাস উপস্থিত করে। একারণ **ক্যাল্‌কেরিয়ার** ন্যায় গভীর পোষণ-বিকারোৎপাদক ঔষধ যে এবম্বিধ রোগ নিরাকরণে স্থলবিশেষে আমাদিগের সাহায্যকারী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রোগীর গণ্ডমালা ধাতু ও গণ্ডমালা রোগপ্রবণতাই এ স্থলে মূল প্রদর্শক। মাংসে ঘৃণা, অম্ল ও অপরিপাচ্য বস্তুতে স্পৃহা, বর্দ্ধিতোদর, শিরোঘূর্ণন এবং উপর তলায় আরোহণ করিতে হৃৎকম্প প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফসফরিকার মৃৎপাণ্ডু ও রক্তহীনতা রোগে সাধারণ যুবতীদিগের মুখ, ওষ্ঠ ও কর্ণের বর্ণ পাণ্ডুর এবং গৌরবর্ণা-দিগের মুখ প্রায় শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়, ইহাদিগের হাসিও রোগব্যাঞ্জক। ঋতুস্রাব শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে।

মাতৃস্তন্যের অভাব ও অনুপযুক্ত আহার প্রযুক্ত গণ্ডমালারোগ প্রবণ শিশুদিগের রক্তহীনতা জন্মিলে **এলুমিনা**, আমাশয় ও অন্ত্রের বিকার-ঘটিত ক্লান্তিতায় **নাক্সস ভমিকা** এবং কোষ্ঠবদ্ধ সহ মৃৎপাণ্ডু রোগে **প্লাম্বাম** উপকারী। সরাদূষিত যুবতিদিগের মৃৎপাণ্ডুরোগে শ্লেট-পেনসিল ও চা খড়ি প্রভৃতি অপাচ্য বস্তুর জন্য অস্বাভাবিক লালসা জন্মিলেও **এলুমিনা** রোগারোগ্যে সক্ষম।

অস্থিরোগ।—গণ্ডমালাধাতুর শিশুদিগের পোষণক্রিয়ার অপকর্ষ বশতঃ অস্থিবিকার জন্মে। পৃষ্ঠকশেরুকাস্থির ক্ষত রোগে (Caries of dorsal vertebra) শিশু কুব্জপৃষ্ঠ হয় এবং বিলম্বে হাঁটিতে শিখে। তাহা-দিগের গুল্‌ফসন্ধির (Ankle) দুর্ব্বলতা বশতঃ পেশীবিশেষের ক্রিয়ায় অবস্থা

banglabooks.in

বিশেষে পদ বহিঃপার্শ্বে (outer) অথবা অভ্যন্তর (inner) পার্শ্বে বক্র হইয়া যায়। **ক্যালকেরিয়া** ইহার মহৌষধ। ডাং ফ্যারিংটন এজন্য **পাইনাস্ সিলভেষ্ট্রিজ** ব্যবহার করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। **ক্যাল্‌কে** ফ্লু, অস্থির ক্ষতের অথবা অস্থির ক্ষতযুক্ত অর্ব্বুদের ঔষধ।

রসবাত, গাউট বা ক্ষুদ্রবাত এবং সাইনভাইটিস্।—অধিক কাল জলসিক্ত হইয়া কার্য্য করিলে যে রসবাত রোগ জন্মে তাহাতে **রাস** দ্বারা সম্পূর্ণ ফললাভ না হইলে **ক্যাল্‌কেরিয়া** উপকারী। ইহার সহিত অঙ্গুলির সান্নিধ্যে গাউটের গুটলও (Nodule) উপস্থিত থাকে। ফলতঃ গণ্ডমালাধাতুর শিশু দগের ধাতুগত রসবাত ও গাউটদোষ নিবন্ধন বিশেষ প্রকারের জীর্ণস্বাস্থ্য (cachexia) সংশোধন পূর্ব্বক সাইনভাইটিস্ এবং রসবাত ও গাউট জনিত সন্ধিবৈকল্য (Arthritic deformity) নিবারণেও সাহায্যকারী।

ক্যাল্‌কেরিয়া ও **রাস** কটিবাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ মধ্যে গণ্য। লক্ষণ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উভয় ঔষধেই অঙ্গচালনার প্রথমাবস্থায় বেদনার বৃদ্ধি, কিন্তু চালনা করিতে করিতে পরে তাহার উপশম হয়।

আর্দ্রশৈত্যসংস্পর্শ ও পেশীর টানাটানি, এই দুই কারণের সংযোগে **আর্ণিকার** রোগ জন্মে। আক্রান্ত শরীরাংশের টাটানি ও থেঁতলান প্রকৃতির বেদনা হয়। পঞ্জরাস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থ পেশীর বাতরোগেও ইহা উপকারী। মস্তক ও গ্রীবা সিক্ত হইয়া গ্রীবার কাঠিন্য জন্মিলে **বেল** তাহার ঔষধ। ত্রিকাস্থি বা সেক্রাম (নিম্নতম প্রদেশ) প্রদেশের রসবাতজ বেদনা পদ বাহিয়া অধোভিমুখে বিস্তৃত হইলে **ক্যাল্‌কে ফস** ঔষধ। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ইহার কারণ।

টাইফয়েড জ্বর বা জ্বরবিকার।—এই জ্বরের প্রথমাবস্থায়

banglabooks.in

স্নায়বিক অস্থৈর্য্য নিবন্ধন রোগীর নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিলে ইহা উপকারী; অস্বাস্তিপ্রদ নিদ্রায় অভিভূত রোগীর বিরক্তিকর স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। রোগী যতবার নিদ্রা যায় তত বারই ঐরূপ ঘটে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে বস্তু বিশেষ ও মনুষ্যের আকৃতি প্রভৃতি চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং চক্ষু উন্মোচন করিলেই অদৃশ্য হইয়া যায়। রোগের শেষ অবস্থায় বা দ্বিতীয় সপ্তাহে যদি টাইফয়েড উদ্ভেদ বহির্গত না হয় এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে তাহাতেও ইহা উপকারী। এ অবস্থায় উদরস্ফীতির বৃদ্ধি হয় এবং অস্থিরতা, চীৎকার, শূন্যে কাল্পনিক পদার্থ ধরা প্রভৃতি অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিকার লক্ষণও উপস্থিত থাকে। এস্থলে **ক্যালকেরিয়াস** কার্য্য পূরক রূপে **লাইকস** ব্যবহার হয়।

ত্বক্-রোগ।—গণ্ডমালা ধাতুর শিশুদিগের নিম্নলিখিত ত্বক্ রোগের **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** দ্বারা উপকার হইয়াছে। মস্তকের কেশময় স্থানের **কাউর** ; পামা বা **একজিমা** রোগ মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শুভ্র নামড়ি জন্মে, তাহাতে প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গে শিশু ক্ষিপ্তের ন্যায় আক্রান্ত স্থান ভয়ানকরূপে চুলকাইতে থাকে। পুরাতন **আমবাত** দুগ্ধ পানে বর্দ্ধিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়বিকার ঘটিত **ব্রণোদ্ভেদ** (অরাম মিউ, নেট. মিউ।) ইহাদ্বারা আরোগ্য হয়।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ২৯ (LECTURE XXIX)

ক্যান্থারিস্ (Cantharis)

প্রতিনাম। ক্যান্থারিস্ ভিসিকেটরিয়া।

সাধারণ নাম। স্প্যানিস্ ফ্লাই।

প্রয়োগরূপ। এল্‌কহল বা সুরাসার সহ টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল। কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম :—সাধারণতঃ ২ হইতে ২০০ ক্রম, এক্ষণে ১০০০০০ (cm) ক্রমেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। *

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে ঔষধের যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং বাঘস—হস্তমৈথুন প্রযুক্ত উন্মাদরোগের ইহা একমাত্র ঔষধ। একটী স্ত্রীলোক আপনাকে অপদেবতা বলিয়া মনে করিত ও যে বস্তুই সম্মুখে পাইত তাহাই নষ্ট করিত, অতি সৎ ও নম্র প্রকৃতিবিশিষ্টা থাকিলেও দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে হস্তমৈথুন করিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া যায়, তাড়না অথবা উপদেশ কিছুতেই অভ্যাস ত্যাগ করে না; ৪০০০ (45m), আরোগ্য; পরে হস্তমৈথুন করিয়াও রোগ ফেরে নাই। ডাং সরকার—হাণ্টনিয়াম্ বাজাইতে তাহার "বেলো" ছিন্ন হওয়ায় কোনো ব্যক্তির দক্ষিণ পদ হইতে মস্তকের দক্ষিণপার্শ্ব পর্য্যন্ত ঝাঁকি লাগিয়া শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে বেদনা হয়, বেদনা থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে প্রবল হইতে আরম্ভ হয় ও অসহনীয় হইয়া উঠে; রোগীর প্রকৃতি ক্রমে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়; পাপ কার্য্য বুঝিতে পারিয়াও ভগবানের নিন্দা করে; উদরে বায়ু রুদ্ধ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উদরমধ্যে বেদনা হয়; ৬, আরোগ্য। ডাং বিংহাম—লক্ষণ—রক্তময় বিষ্ঠা ও ক্লেদের ন্যায় আম, পরিমাণে অল্প, পুনঃ পুনঃ হয়, রজনীতে বৃদ্ধি; মলত্যাগের পূর্ব্বে, বিশেষরূপে নিম্নোদর

banglabooks.in

উপচয়।—তৈল ও কাফি ব্যবহারের কুফলে; শীতল জলপানে এমন কি জল দেখিলেই (ষ্ট্যাম, লাইসিন); মধ্য রজনীর পরে এবং দিবসে।

উপশম।—উষ্ণ প্রয়োগে; ঘর্ষণে; শয়নে।

সম্বন্ধ।—ক্যান্থারিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—একন, ক্যাম্ফর, লরসি ও পালস্।

ভেদ করিয়া প্রবল কর্ত্তনবৎবেদনা, এই বেদনা ও মলদ্বারের জ্বালা মলত্যাগের সময়েও থাকিত; মলত্যাগের পর কম্পসহ ভয়ঙ্কর কোঁথানি, তাহাতে হার্পিস ব্যাধির হইত; রোগী অস্থির ও উত্তেজনাপ্রবণ; মুখ পাণ্ডুর; মুখাকৃতি ক্লেশ ও দুঃখব্যঞ্জক; উদর স্পর্শে বেদনাযুক্ত; পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ, মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনালীর জ্বালা এবং মূত্রস্রোত আক্ষেপিক বাধাপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক; ২০০, আরোগ্য। ডাং টেম্পল—বিরেচন, বমন ও খল্লীর আরোগ্যান্তে কোন রোগীর অত্যন্ত অস্থিরতা সহ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস এবং ভয়ানক তৃষ্ণা থাকিয়া যায়; ৩, দুই মাত্রায় আরোগ্য। ডাং গুপন—অবিবাহিতা স্ত্রীলোক, বয়স ৪০; প্রত্যেক ৫ হইতে ১০ মিনিটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূত্রস্রাব; ত্বরিৎ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা; ৩০, আরোগ্য। ডাং আল্‌রিচ—৪ বৎসরের বালকের দুই বৎসর যাবৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ; মূত্রবেগ আসিলে বালক শরীর ও পদ ভয়ঙ্কর রূপ চালনা করে; স্থির থাকিতে পারেনা, বক্র হইয়া কুঁথিতে থাকে, চীৎকার করে; সর্ব্বশরীরে ঘর্ম্ম হয়, কোঁথের সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প মলত্যাগ হয়; লিঙ্গোত্থান হয় ও লিঙ্গ নীল হইয়া রক্তসহ অল্প মূত্রস্রাব হয়; ১৮, আরোগ্য। ডাং হুইন—মূত্রস্থালীর প্রতিশ্যায় নিবন্ধন তাহার পক্ষাঘাত ও মূত্ররোধ; ২, আরোগ্য। ডাং—গেলাভার্ডিন—মূত্রস্থালীর ও প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ডের উপরের অর্শরোগসহ ভীতি এবং মানসিক বিশৃঙ্খলা বশতঃ চিন্তাবিভ্রাট, ১২ আরোগ্য। ডাং উইসেল্‌হুফ—স্ত্রী রোগী, ৪ সপ্তাহ ব্যাপী হস্তের কাউর বা একজিমা, হস্ত ও অঙ্গুলি পশ্চাতে এবং অঙ্গুলিনিচয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে জ্বালা ও চিমটি কাটার ন্যায় অনুভূতি হইয়া রসপূর্ণ ফুসকুড়ি উঠে এবং শীঘ্র শুষ্ক হইয়া মামড়ি জন্মে ও ছাল উঠিয়া যায়; অঙ্গুলি কঠিন হওয়ায় অব্যবহার্য্য হয়। শীতল আবহাওয়ায় উপশম ও উষ্ণ ব্যবহারে বৃদ্ধি। ২০, আরোগ্য।

banglabooks.in

ক্যান্থারিস সহ **কফিয়াম** বিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী সম্বন্ধ।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, এপিস, আর্স, বেল, ক্যাম্ফর, ক্যানা স্যাট, ক্যাপ্স্, কপেবা, কেলি বাই ফস, মার্ক কর, নাই এসি, স্যাবাই, সাল্ফার ও টেরিবিন্থ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—অসহিষ্ণু ভাব।

বেদনার অবদরণ ভাব ও টাটানি, বহিরভ্যন্তর উভয় শরীরস্থানের **সকল প্রকার বেদনাই জ্বালাকর** ও দুষ্কলকর; প্রত্যেক শরীরস্থানই অত্যধিক উত্তেজনাপ্রবণ।

পানীয়, খাদ্য, তামকূট, প্রত্যেক বস্তুর উপরেই ঘৃণা।

সামান্য পরিমাণ জলপানেই মূত্রস্থালীর বেদনার বৃদ্ধি। **অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তিতে** অতি যৎসামান্য রক্তময় মূত্রত্যাগ (**হঠাৎ মূত্রত্যাগেচ্ছা**), মূত্রনলীর চুলকানি (পেট্লি)। মূত্রত্যাগের সময়ে ও তাহার পরে **মূত্রস্থালীর অত্যন্ত বেগ। মূত্রত্যাগকালে মূত্রনলীতে জ্বালা এবং কর্ত্তনবৎ বেদনা;** ভয়াবহ কুন্থনসহ মূত্রকৃচ্ছ্র।

অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি চাঁছিয়া আসার ন্যায় রক্তমিশ্রিত শুভ্র অথবা ফেকাসে লোহিতবর্ণের কঠিন শ্লেষ্মা বিষ্ঠাসহ নির্গত হয় (কার্ব্ব এসি, কল্চি)।

রজনীতে রক্তযুক্ত রেতস্খলন (লডাম, মার, পেট্)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কামেচ্ছার বৃদ্ধি নিবন্ধন নিদ্রার ব্যাঘাত; অত্যন্ত বেদনার সহিত প্রবল লিঙ্গোত্থান (নাই এসি)।

ত্বকের বিস্ফোটকোদ্ভেদসহ বিসর্প (Erysipelas); গাত্রময় বিস্ফোটকোদ্ভেদে টাটানি বেদনা ও পূয় সঞ্চয়।

banglabooks.in

সূর্য্যতাপসংস্পর্শে ত্বকের লোহিত উদ্‌ভেদ।

রোগ কারণ। সূর্য্য রশ্মি ও অগ্নি সংস্পর্শ, গাত্রধাবণ ও স্নান ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—**ক্যাম্থারিস** মূলতঃ ত্বক্ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্রিয়া প্রকাশ করে। ক্যাম্থারিসবিষাক্ত রোগীর শরীর হইতে মূত্র যন্ত্র দ্বার বিষ বহির্নিক্ষিপ্ত হয়, একারণ মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহা দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতি সামান্য উত্তেজনা হইতে অতি ভয়াবহ ধ্বংসকর প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া ইহা এই ঝিল্লীর আংশিক অথবা সর্ব্বাঙ্গীন ধ্বংস সাধন করে। ইহা পরিপাকযন্ত্রপথের, বিশেষতঃ তাহার সর্ব্বাধঃ অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীরও অতি প্রবল প্রদাহ উপস্থিত করে। কুন্থন সহ মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হওয়ায় বেদনাসহ অল্প অল্প মূত্রস্রাব হইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ কাঠিন্য জন্মে। ইহা ত্বকের লোহিতাভা ও স্থান বিশেষে বিসর্পবৎ প্রদাহ উৎপন্ন করে; ত্বগুপরি ক্রিয়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা জন্মে এবং অবস্থা বিশেষে ফোস্কাযুক্ত স্থানের ধ্বংস হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—স্পেন দেশীয় এক প্রকার পতঙ্গের নির্য্যাস হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। বহুকাল হইতে এলোপ্যাথিক মতে অভ্যন্তরীণ বেদনা শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চিত রোগজ রস প্রভৃতি নিরাকরণার্থে ও ত্বকের প্রদাহ উৎপন্ন করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ত্বগুপরি ক্যাম্থারিসের উপযুক্ত প্রয়োগরূপের প্রলেপে তাহার শক্তি ও লগ্ন রাখাকালের তারতম্যানুসারে ত্বক্‌স্থানের সামান্য উদ্দীপনা ও লোহিতাভা হইতে আরম্ভ করিয়া তথাকার প্রবল প্রদাহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। প্রদাহিত স্থানে ফাইব্রিণ ও সিরামরসপূর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল ফোস্কার অভ্যন্তরস্থ ফাইব্রিণ জমাট বাঁধিয়া পর্দ্দার আকার ধারণ করিলে তদধঃদেশে রসের সঞ্চয় দৃষ্টিগোচর হয়। ক্যাম্থারিসের প্রলেপ

banglabooks.in

অতিশয় বিদাহী বলিয়া শরীরে অধিক কাল সংলগ্ন রাখিলে অথবা রোগীর স্বাস্থ্য মন্দ থাকিলে প্রদাহিত ত্বক্‌স্থানের ধ্বংশ হইয়া তথায় পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রিন পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে। উপরিউক্ত প্রদাহিত স্থানে জ্বালাময় বেদনা হয়; প্রদাহ প্রবলতর হইলে ত্বগধস্থ স্নায়ুর উদ্দীপনা বশতঃ কর্ত্তনবৎ বেদনা জন্মে।

কখন কখন ঔষধসংলগ্ন স্থান ব্যতীত অন্যান্য ত্বগংশেও প্রদাহ লক্ষণ—ফোস্কাদি দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রদাহিত স্থান হইতে বষ শোষিত হইয়া অনেক সময়ে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রবিশেষেও প্রদাহ বা উদ্দীপনা উপস্থিত করিয়া থাকে। সেবন, শোষণ প্রভৃতি যে কোন প্রকারেই হউক, বিষ একবার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিলে তাহা শরীরাভ্যন্তরস্থ সকল শরীরোপাদনই আক্রমণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে বৃক্কক বা কিডনি হইতে লিঙ্গাগ্র পর্য্যন্ত মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই অধিকতর আক্রান্ত হয়। অন্যান্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের নিম্নাংশও ইহাদ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ত্বক, সিরাস্ মেম্ব্রেণ বা রসঝিল্লী প্রভৃতি শরীরোপাদানের মধ্যে ত্বগুপরিই ইহা অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মূত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সামান্য উত্তেজনা হইতে ইহা অতি প্রবল ও তীক্ষ্ণ প্রদাহ উৎপন্ন করায় কিড্‌নি প্রদেশ, অধোদর বা মূত্রস্থলী প্রদেশ এবং লিঙ্গে অতি স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা, পুরুষের মূত্রপথে জ্বালাময় বেদনা, স্ত্রীলোকের তথায় অধিকাংশ সময়ে চনচনি হইয়া থাকে। মূত্র অতিশয় উষ্ণ, পরিমাণে অল্প এবং এল্‌বুমেন, মিউকাস ও শোণিত প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণ থাকে এবং মূত্রত্যাগ করিতে অতি ভয়াবহ জ্বালাময় বেদনা হইয়া পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ হয়। উত্তেজনাবশতঃ মধ্যে মধ্যে লিঙ্গের উত্থান ও কাঠিন্য অসহনীয় যন্ত্রণা প্রদান করে। পরিপাকযন্ত্রপথোপরি ক্রিয়ায় ইহা উদরের অত্যন্ত জ্বালাময় বেদনা ও আমরক্ত জন্মায় ইহার স্থানিক সংস্পর্শ নিবন্ধন রোগোৎপন্ন

banglabooks.in

হয় অন্ত্রবেষ্টঝিল্লীর প্রদাহ বা পেরিটনাইটিসও অতি বিরল নহে। রসঝিল্লীর উপদাহ প্রযুক্ত ঝিল্লীগহ্বরে রস সঞ্চয় হয়। ক্যান্থারিসের স্থানিক সংস্পর্শ-নিবন্ধন ক্রিয়া উপাদাননির্ব্বিশেষে প্রদাহমূলক হইলেও ইহার ঔষধগুণ, নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগতসম্বন্ধের আকর্ষণ বশতঃ বিশেষ বিশেষ শরীরোপাদনের উপরেই হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কে ইহার পরোক্ষ ক্রিয়া হইয়া প্রভূত জ্ঞানবিভ্রাট সংঘটিত হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও মূত্রযন্ত্রবিকার সহ ইহা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু জননেন্দ্রিয় ও মূত্রপথের প্রবল প্রদাহাবস্থায় মস্তিষ্ক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, উহার সামান্যাবস্থায় যখন উদ্দীপনা ঘটিত যন্ত্রণার লাঘব হইয়া তাহা অত্যধিক ও অসহনীয় কামেচ্ছায় পর্য্যবসিত হয় তখনই জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া রোগী ন্যূনাধিক উন্মত্ত ভাব প্রকাশ করে।

মানসিক উত্তেজনায় অতি ভয়াবহ ও প্রচণ্ড প্রলাপ উপস্থিত হয়। অতি ক্রোধপ্রবণতা বশতঃ রোগীর প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ও প্রত্যেক বিষয়ে অসন্তুষ্টি জন্মে। উৎকণ্ঠাযুক্ত অস্থিরতা সহ নাকিসুরে ক্রন্দন ও কষ্ট প্রকাশ করে। মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ক্রোধোন্মত্ত হইয়া চীৎকার, খেউ খেউ ও প্রহার করে; চাকচিক্যশালী ও দীপ্তিমান বস্তু দর্শনে, স্বরযন্ত্র (Larynx) স্পর্শ করিলে এবং জলপানের চেষ্টায় ঐ ভাব পুনরাগত হয়। রোগী উৎকণ্ঠার সহিত ছট্‌ফট করে; অপরাহ্নে অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং পরস্পর বিরুদ্ধ মানসিক ভাবের উদয় হয়।

ক্রমে মস্তিষ্কের অবসাদাবস্থা জন্মিয়া ভরসাহীনতা ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী বলে যে তাহার নিশ্চিৎ মৃত্যু হইবে।

পূর্ব্বাহ্ণ কালে মস্তক মধ্যে গোলমাল ভাবের উদয় হয় ও ললাটদেশে দপদপ করে। মানসিক গোলমাল ও বিক্ষিপ্ত ভাব, এবং কোন বিষয়ে মনঃসংযোগের অপারগতা ঘটে। রোগী কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সংজ্ঞা লোপ হয়।

banglabooks.in

মস্তিষ্কের অনুভূতিবিকারে শিরোঘূর্ণন হয়; শরীর টলিতে থাকে; মুক্ত বায়ু মধ্যে ভ্রমণকালে উপরিউক্ত অবস্থা সহ মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক জ্ঞানলোপ ঘটে; চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসার ন্যায় দৃশ্য উপস্থিত হয়।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিয়া লঘু নিদ্রা হয়; জাগ্রৎ অবস্থায় ভ্রমদৃষ্টি হইতে থাকে। অনিদ্রা। উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিধ্বস্ত হওয়ায় সকল বস্তুই হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টি-মালিন্য ঘটে। শ্রবণেন্দ্রিয়বিকার জন্মিয়া কর্ণমধ্যে ঘণ্টাধ্বনিবৎ ধ্বনি, গুন গুন শব্দ অথবা উচ্চ শব্দ হইতে থাকে। স্বাদবিপর্য্যয় ঘটিয়া সুবর্ণপতর-মণ্ডিত দন্তে তাম্রাস্বাদ পায়। মুখাস্বাদ তিক্ত ও আলকাতরার ন্যায়, মুখ স্বাদহীন।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে শরীরের বহিরভ্যন্তর সর্ব্বস্থানেই কাঁচাক্ষতের অনুভূতি, টাটানি বেদনা এবং স্থানবিশেষে জ্বালা ও চনচনি। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সর্ব্বাংশেরই অত্যধিক স্পর্শাসহিষ্ণুতা এবং দুর্ব্বলতা বর্ত্তমান থাকে। মূত্রকৃচ্ছ্র সহ জলাতঙ্কবৎ সর্ব্বাঙ্গীন অক্ষেপ।

ললাট প্রদেশে শিরঃশূল। জ্বালাময় টাটানির গ্রীবা হইতে মস্তক পার্শ্বে উত্থান ও শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কের প্রদাহ। মস্তিষ্কের গভীরদেশে বেদনা হইয়া চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় মুখাবয়ব ভ্রূকুটিযুক্ত ও ক্রোধব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে, চক্ষু উন্মুক্ত থাকলে মুখাবয়বের কোন ভাবব্যঞ্জকতা দৃষ্ট হয় না। মূর্দ্ধার কেশাকর্ষণ করিয়া ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। মস্ত-কাস্থিতে সূচিবেধ অথবা আকৃষ্টবৎ বেদনা।

রোগীর মুখাবয়ব অতীব যন্ত্রণাব্যঞ্জক। বেদনা কালে এবং তাহার অবসানে মুখের মৃতবৎ দৃশ্য। মুখমণ্ডল স্ফীত ও শোথযুক্ত; মস্তক নত করিলে মুখ আরক্ত হয়। মুখ হরিদ্রাভ অথবা পাণ্ডুর।

চক্ষুর মধ্যে চন চনি। চক্ষু বহির্নিক্রান্ত, অগ্নিবৎ লোহিত, উজ্জ্বল ও কটমট চাহনিযুক্ত। চক্ষু বসিয়া যায় ও তাহার চতুপার্শ্বে নীলবর্ণরেখাঙ্কিত

banglabooks.in

হয়। মুক্ত বায়ুতে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবন্ধন চক্ষু বন্ধ করিতে হয়; চক্ষুপত্র উন্মুক্ত করিলে কিনারায় ক্ষতবৎ বেদনা এবং কাঁচা মাংসের ন্যায় দৃশ্য।

কিছুকাল পরে পরে অথবা পুনঃ পুনঃ কর্ণ হইতে উষ্ণ বাষ্প বা ঝাঁজ নির্গত হয়।

শ্বাসযন্ত্র রোগে অতি প্রত্যুষে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। কর্ণপৃষ্ঠের বিসর্পবৎ প্রদাহ উভয় গণ্ডে, বিশেষতঃ দক্ষিণ গণ্ডে অধিকতর বিস্তৃত হয়, পরে স্থানের থোলোষ উঠিয়া যায়। নাসিকা হইতে প্রচুর আটা সর্দ্দি পড়ে কিন্তু হাঁচি হয় না; গলা ভাঙ্গিয়া যায়; গলা খাঁকর দিয়া বুক হইতে শক্ত আটা গয়ার উঠাইতে বেদনা; প্রত্যেক রজনীতে শ্বাসনালীর বা ট্রেকিয়ার বহির্দ্দেশ বাহিয়া শুষ্ক বোধ সহ কর্ত্তনবৎ বেদনা। পশ্চাৎনাসারন্ধ্র ভ্যন্তরে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলে তাহা বাহির করিতে কষ্ট হয়।

শ্বাসযন্ত্রের দুর্ব্বলতা বোধ হইয়া স্বর মৃদু হইয়া যায়। বক্ষমধ্যে, বিশেষতঃ তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে, সূচিবেধবৎ বেদনা। ফুসফুসবেষ্টঝিল্লী বা প্লুরা মধ্যে রস সঞ্চয়; শ্বাসকৃচ্ছ্র ও হৃৎকম্প জন্মে; অল্প অল্প মূত্রত্যাগ; এবং সংজ্ঞালোপের উপক্রম।

হৃৎকম্প। হৃদ্বেষ্টপ্রদাহে; তদভ্যন্তরে রস সঞ্চয়; নাড়ী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অনিয়তগতিবিশিষ্ট; রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ারোধের আশঙ্কা জন্মে।

পরিপাকযন্ত্রবিকারে ওষ্ঠ শুষ্ক থাকে কিন্তু পিপাসা হয় না। হনুস্তম্ভ সহ দন্ত কিড়িমিড়ি।

জিহ্বার দুর্ব্বলতায় কথা দুর্ব্বল ও কম্পিত হয়। জিহ্বার মধ্যভাগ পুরুলেপযুক্ত, পার্শ্ব লোহিতবর্ণ, স্ফীত এবং ঘনলেপময়; জিহ্বার পশ্চাদ্দেশ আংশিক রূপে ফোস্কাময় ও ছাল ওঠা; জিহ্বার কম্প।

banglabooks.in

মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি লোহিতবর্ণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাযুক্ত; মুখ টাটায়, জ্বালা অথবা চনচন করে। মুখের শুষ্কতা পশ্চাৎনাসিকারন্ধ্র পর্য্যন্ত যায় মুখ, গলদেশ ও আমাশয় মধ্যে জ্বালাময় বেদনা। মুখ হইতে প্রচুর স্বাদহীন অথবা ঘৃণাজনক মিষ্ট লালাস্রাব।

গলদেশের জ্বালায় বোধ হয় তাহাতে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। গলদেশ প্রদাহযুক্ত এবং গাঢ় প্রদাহিক স্রাব দ্বারা আবৃত। গলদেশ স্ফীত। গলদেশের সঙ্কোচন ও তাহার পশ্চাৎপার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা। গলদেশের পশ্চাৎভাগে ও দক্ষিণ টন্‌সিলগ্রন্থিতে উপক্ষত। তরল পদার্থের গলাধঃকরণ অত্যন্ত কষ্টকর।

গলদেশ ও আমাশয়ের জ্বালাময় বেদনা হইয়া অত্যন্ত তৃষ্ণা পায়। ক্ষুধা কম হইয়া যায়। খাদ্যে ঘৃণা জন্মে। উদ্‌গারে সফেন বস্তু, অম্ল, এবং অম্লাস্বাদ ও উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠে। বিবমিষা থাকে ও বমন হয়

আমাশয় এবং মূত্রস্থালীপ্রদেশ তীক্ষ্ণ বেদনাযুক্ত থাকিয়া তাহার এতদূর স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে যে তাহাতে যৎ সামান্য চাপ দিলেই সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হয়।

উদর আধ্মানযুক্ত ও স্পর্শাসহিষ্ণু থাকে। সম্পূর্ণ অন্ত্রপথের প্রবল জ্বালাময় বেদনা হয়। উদরাভ্যন্তরে কর্ত্তনবৎ বেদনা। ক্ষুদ্র বা অধঃ পর্ত্তিকাস্থির অভ্যন্তর দেশে (কোঁকের ঊর্দ্ধে) বায়ু রোধ ঘটে।

সরলান্ত্রের কৃন্থন হয়। মলদ্বার ও মূত্রনালী হইতে অবিমিশ্র রক্ত-স্রাব। উদরাময়ের মলত্যাগান্তে মলদ্বারে ভয়ঙ্কর জ্বালা। বিটপ-দেশের (গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের ব্যবধানদেশ) বেদনা, বোধ যেন তাহা মূত্রস্থলীর গলদেশ হইতে আসিতেছে। মলত্যাগ কালে উদরের কর্ত্তনবৎ বেদনা, তাহার পরে শরীরের কম্প। অবস্থানুসারে বিষ্ঠা রক্ত ও আমযুক্ত কখন অবিমিশ্র রক্তময়, কখন ক্লেদ ও রক্তযুক্ত, কখন বা শুভ্র,

banglabooks.in

অথবা অস্ত্র হইতে চাঁছিয়া লওয়া পদার্থের ন্যায় শোণিত রেখাযুক্ত আমময় হইয়া থাকে। মূত্রত্যাগ কালে মলত্যাগের ইচ্ছা। কোষ্ঠবদ্ধাবস্থায় মূত্ররোধ ঘটে অথবা রোগী পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ জালাকর মূত্রত্যাগ করে।

সম্পূর্ণ মূত্রপথের কর্ত্তন ও সঙ্কোচন ভাবের অনুভূতি. লিঙ্গমুণ্ড চাপিলে কিঞ্চিৎ উপশম। কিডনি প্রদেশে মৃদু চাপের অনুভূতি। **মূত্রস্থলীর প্রবল বেদনা ও বেগ সহ অসহ্য কুন্থন। মূত্রস্থলীর কেবল কুন্থন। মূত্রস্থলীর গলদেশের ভয়াবহ জ্বালা**; তাহা মূত্রনলীর প্রথম বিস্তৃতাংশ (Navicular fossa) পর্য্যন্ত যায়। মূত্রনলী হইতে রক্তস্রাব। **মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে মূত্রনলীর অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর জ্বালা। মূত্রসংস্রব ঘটিলে শরীরস্থান ঝলসিয়া যায়। ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ। মূত্রত্যাগ বেগের সহিত মূত্রনলীর জ্বালা।** নিষ্ফল মূত্রবেগ হয়। মূত্রধার চিকন ও ভাগ ভাগ। মূত্ররোধ নিবন্ধন মূত্রযন্ত্রের বেদনা।

অবস্থানুসারে মূত্র রক্তমিশ্রিতবৎ লোহিতবর্ণ, **রক্তময়,** কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন ঘোলাটে, কখন পরিমাণে অত্যল্প এবং কখন বা রজনীতে ময়দাদি মিশ্রিত জলের ন্যায় আবিল ও শুভ্র তলানিযুক্ত। স্ত্রীসঙ্গম কালে ও তাহার পরে রেতস্খলনে নলীপথের জ্বালা।

মূত্রত্যাগ কালে অণ্ডকোষরজ্জু মধ্যে আকৃষ্ট ভাব। লিঙ্গমুণ্ডের বেদনাযুক্ত স্ফীতি। লিঙ্গে পচনশীল ক্ষত (Gangrene); বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। সম্পূর্ণ মূত্রনলীর টাটানি হইয়া বেদনা ও কামেচ্ছাহীন, প্রবল এবং অবিশ্রান্ত ভাবের লিঙ্গোত্থান। কামেচ্ছার বৃদ্ধি প্রযুক্ত নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে যোনিকপাটের স্ফীতি ও উদ্দীপনা জন্মে অণ্ডাধারের (Ovary) প্রদাহে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি ও জ্বালা। যোনির

banglabooks.in

কণ্ডুয়ন বশতঃ প্রবল কামপ্রবৃত্তি জন্মে। গর্ভস্রাব ঘটে। যোনিমধ্যে ভয়ানক চুলকায় অতি শীঘ্র শীঘ্র ও অতি প্রচুর ঋতু স্রাব; শোণিত কৃষ্ণবর্ণ অথবা অত্যল্প।

মূত্রত্যাগে কটিদেশ, কিডনি এবং উদরে এতাদৃশ বেদনা যে রোগী এক ফোটা মূত্র ত্যাগ করিতেও গোঁ গোঁ ও চীৎকার করিতে বাধ্য। কটির বেদনায় অবিশ্রান্ত মূত্রত্যাগের প্রবৃত্তি।

দক্ষিণ বৃক্ষির সূচিবেধানুভূতি বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পদতলে ক্ষতের ন্যায় বেদনা, রোগী ভূমিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে না। নিম্নাঙ্গে ছিন্নবৎ অনুভূতির ঘর্ষণে উপশম।

ত্বকের বিষর্পবৎ প্রদাহ হইয়া ফোস্কা জন্মে। ত্বকে ছিন্নবৎ ও ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

জ্বালা ও জ্বালাকর কর্ত্তনবৎ বেদনা।—**ক্যাম্থারিস** একটি প্রবল দাহিকাশক্তি বিশিষ্ট বস্তু। এলপ্যাথি মতে ইহার বহিঃ প্রয়োগে যে **প্রভূত জ্বালা ও জ্বালাকর বেদনা** এবং **নাচনি** সহ ত্বগুপরি ক্ষুদ্র বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হয় তৎবিষয়ে অনেকেরই সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা সম্ভব। ফলতঃ **ক্যাম্থারেসের** বহিরভ্যন্তর রোগ মাত্রেই আক্রান্ত যন্ত্রে ও শরীরাংশে উপরি উক্ত প্রকৃতির জ্বালা অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান থাকে। অতএব ই জ্বালা এবং অধিকাংশ সময়ে ইহার সহিত নিম্ন বর্ণিত মূত্রবিকার ন্যূনাধিকরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অধিকতর নিশ্চয়াত্মক **ক্যাম্থারিস** রোগ নির্ণায়ক প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এতাদৃশ ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক জ্বালা ও জ্বালাময় বেদনা অন্য কোন ঔষধে নাই, এরূপ লক্ষণে **আর্সেনিকই** ইহার একমাত্র সমকক্ষ ঔষধ

banglabooks.in

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। উভয় ঔষধেই জ্বালাসহ **অস্থিরতা** বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু **আর্সেনিকের** জ্বালা ও অস্থিরতা সহ তাহার বিশেষ লক্ষণ তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি এবং মস্তিষ্ক আক্রমণে **ক্যান্থারিসের** বিশেষরূপ জ্ঞানবিপ্লব ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ নিম্নবর্ণিত অতি ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগ ও রোগ লক্ষণের সহ উভয় ঔষধকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

অবিশ্রান্ত মূত্রবেগসহ অসহ্য কুন্থন; মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে, সময়ে এবং পরে মূত্রনালী মধ্যে ভয়াবহ কর্ত্তনবৎ বেদনা; মূত্রস্থালীর গলদেশে প্রচণ্ড জ্বালাময় কর্ত্তনবৎ বেদনা; অত্যন্ত জ্বালাকর বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্রত্যাগ প্রভৃতি ইহার বিশেষ প্রদর্শক। মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি-সহ অতি নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ষণসম্বন্ধ থাকায় ইহার বিষক্রিয়ায় সর্ব্বাগ্রে ও অতি বিশেষরূপে মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হয়। এ কারণ ইহা দ্বারা চিকিৎসার উপযোগী স্বয়ম্ভূত রোগের ও অগ্নিদাহ প্রভৃতি আগন্তুক কারণোদ্ভূত রোগের উপসর্গস্বরূপ পূর্ব্ববর্ণিত ন্যূনাধিক যন্ত্রণাদায়ক মূত্রকৃচ্ছ্রাদি উপস্থিত না থাকিলে তাহাতে **ক্যান্থারিস** প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব জ্বালা প্রভৃতি মূত্রত্যাগের যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ **ক্যান্থারিসের** সর্ব্বাগ্রগণ্যপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা ফললাভের অভ্রান্ত উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

চিকিৎসা।

মানসিক বিকার—উন্মাদরোগ, জলাতঙ্ক, কামোন্মাদ প্রভৃতি।—মস্তিষ্কোপরি **ক্যান্থারিসের** অতি প্রবল ক্রিয়া হইয়া সময়ে সময়ে রোগীর জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত হইয়া যায়;

banglabooks.in

হইয়া সময়ে সময়ে রোগীর জ্ঞানশক্তি সম্পূর্ণরূপ বিদ্ধস্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **ক্যান্থারিসের** মূল ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রে হইয়া পরে গৌণভাবে মস্তিষ্ক আক্রমণ করে। ফলতঃ মূত্রযন্ত্রের প্রবল প্রদাহাবস্থায় স্থানীয় যন্ত্রণার আতিশয্যে রোগীর অভিভূত নিবন্ধন মস্তিষ্ক লক্ষণ উপস্থিত হইবার অবসর থাকে না। কিন্তু যখন উপরিউক্ত যন্ত্রণা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া প্রভূত কণ্ডুয়ন অথবা শুড়শুড়িতে পরিণত হয়, কিম্বা যখন মূত্রযন্ত্রবিকারের অপ্রবলতাবশতঃ প্রথমেই তাহা কণ্ডুয়ন অথবা শুড়শুড়ির ভাব ধারণ করে, তখনই মূত্রযন্ত্রসহ জননেন্দ্রিয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ হেতু প্রবল কামোদ্দীপনা হয়। এই বিসদৃশ কামোদ্দীপনাই রোগীর জ্ঞান ও চিন্তাস্রোতের প্রবল বিপ্লব ও ছড়ভঙ্গ ভাব উৎপন্ন করায় তাহা ভিন্ন ভিন্ন মানসিক রোগাকারে প্রকাশ পায়। অতএব ক্যান্থারিস্ চিকিৎস্য যে কোনপ্রকার মানসিক রোগই হউক না কেন তৎসহ মূত্রযন্ত্রের অপ্রবল যন্ত্রণা ও জননেন্দ্রিয়ের অতি প্রবল ও অনিবার্য্য কামোদ্দীপনা বর্ত্তমান থাকে। **ন্যূনাধিক মূত্রযন্ত্রবিকার ও অদম্য কামোদ্দীপনার বর্ত্তমানতা ক্যান্থারিস্ মানসিক রোগের প্রদর্শক।** রোগীর প্রলাপ লক্ষণ ও বিসদৃশ ব্যবহারের তারতম্যানুসারে ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগে উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মস্তকের তাপ বৃদ্ধি হইয়া মুখমণ্ডল লোহিতাভ ও প্রদীপ্ত, চক্ষুগোলক বহির্নিষ্ক্রান্ত, রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত এবং বিবর্দ্ধিত অবস্থায় রোগী কটমট করিয়া উন্মত্তবৎ চাহিতে থাকে। ভয়াবহরূপে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া চীৎকার করে, রূঢ় এবং অতি বিসদৃশ ব্যবহার করে। দিবা রজনী অতীব অস্থিরতা সহ ঘুরিয়া বেড়ায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার মানস ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অদ্ভুত কল্পনার উদয় হয়। উপরিউক্ত লক্ষণ সহ অতি **উন্মাদকর ও অদম্য কামপ্রবৃত্তির বর্ত্তমানতায় ক্যান্থা-**

banglabooks.in

ক্রিসের প্রয়োগিতা নির্দ্দেশ করে। ইহার রোগীর মুখমণ্ডলের লোহিত ও প্রদীপ্ত আভার পরিবর্ত্তে অধিকতর সময়েই পাণ্ডুরতা বর্ণ ফেকাসে, চক্ষু বসা ও মুখাবয়ব মৃতের ন্যায় এবং ক্লেশব্যঞ্জক থাকে।

ক্যাম্ফারিসের সাধারণ উন্মাদরোগে ন্যূনাধিক উপরি বর্ণিত অবস্থা প্রকাশ পায়। এইরূপ লক্ষণ সহ যেস্থলে জননেন্দ্রিয়ের ভয়াবহ উত্তেজনাবশতঃ সঙ্গমেচ্ছার অস্বাভাবিক ও অধিকতর উদ্দীপনা হইয়া রোগী উন্মত্তবৎ কদর্য্য ও অশ্লীল ব্যবহার করে, সেস্থলে রোগীর কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্য প্রযুক্ত রোগ কামোন্মাদ বলিয়া গণ্য।

ক্যাম্ফারিস রোগলক্ষণে উপরিউক্ত অবস্থাসহ কখন কখন ক্রোধোন্মত্ত রোগী ভয়াবহ চীৎকার করে, কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে; এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তু দর্শনে, অথবা সম্ভব্যস্থলে তাহার স্বরযন্ত্র স্পর্শে ও জল-পানের চেষ্টায় উপরিউক্ত চিৎকারাদির বৃদ্ধি অথবা পুনরাক্রমণ হয়, অনেক সময়ে তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া জলাতঙ্ক বা হাইড্রফবিয়া রোগে ইহার প্রয়োজ্যতার পরিচয় প্রদান করে। **ক্যাম্ফা-রিসের** সর্ব্বপ্রকার মানসিক রোগেই ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্র সহ পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ বর্ত্তমান থাকে। অতীব প্রচণ্ড উন্মাদ লক্ষণ সহ অত্যধিক কামোদ্দীপনা ইহাকে ইহার অন্যান্য সদৃশ ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

প্লুরিসি বা ফুসফুসবেষ্ট-প্রদাহ।—প্লুরাভ্যন্তরে প্রাদাহিক স্রাব সঞ্চিত হইলে তন্নিরাকরণে **ক্যাম্ফারিস** বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। সেরো-ফাইব্রিণাস্ বা রস-তন্তুজান পদার্থমিশ্রিত স্রাবেই ইহার বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে অধিকতর সূচিবেধবৎ বেদনা হয় অথবা বক্ষবেদনা বামপার্শ্বে হইয়া দক্ষিণপার্শ্বে যায়। বক্ষা-ভ্যন্তরে জ্বালা হয়। গভীর শ্বাসগ্রহণে এবং কথা কহিতে রোগীর অনুভূতি

banglabooks.in

জন্মে যেন শ্বাসযন্ত্রের দুর্ব্বলতায় সে উপযুক্তরূপ বক্ষযন্ত্র ব্যবহারে অপারগ হইবে। অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎপিণ্ডের স্থানচ্যুতি ও হৃৎকম্প, মূর্চ্ছার ভাব, শুষ্ক খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি, প্রচুর ঘর্ম্ম, দুর্ব্বলতা এবং শ্বেতলালা বা এলবুমেনময় অত্যল্প পরিমাণ মুখলালা ইহার রোগের অন্যান্য লক্ষণ।

ফুসফুস প্রদাহ (Inflamation of the lungs)।—কখন কখন ফুসফুসের অতি ভয়াবহ ও পচনশীল বা গ্র্যাংগ্রিনাস্ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া অতি দ্রুতগতিতে ফুসফুসের ধ্বংস সাধন ও অচিরাৎ রোগীর মৃত্যু ঘটে। আক্রান্ত ফুসফুস অগ্নিদাহবৎ জ্বালা করে, সঙ্গে সঙ্গে পুতিগন্ধবিশিষ্ট ও জলবৎ পাতলা গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয়; নাসিকা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, মুখশ্রী মৃত্যুভাবব্যঞ্জক (Hippocratic) হয় এবং মূর্চ্ছাঘাত জন্মে। এরূপ অবস্থায় যথাসময়ে **ক্যাম্থারিসের** প্রয়োগ ব্যতীত রোগীর জীবন রক্ষার উপায়ান্তর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার সহিত তুলনীয় একমাত্র ঔষধ **আর্সেনিক,** নিউমোনিয়া রোগের অতি সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযোজিত হইয়া থাকে। ইহাতেও ফুসফুস অভ্যন্তরে ভয়াবহ জ্বালা থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণ গয়ার নিষ্ঠ্যূত হয় এবং নিউমোনিয়ার সাধারণ লক্ষণ সহ অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা এবং মৃত্যুভীতি প্রভৃতি রোগীর শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত করে।

গলক্ষত বা সোর থ্রোট।—গলদেশের অতি প্রবল প্রাদাহিক রোগোপশমনে **ক্যাম্থারিস** আমাদিগের অন্যতম সাহায্যকারী ঔষধ। ইহার সাধারণ গলক্ষত রোগেও মারাত্মক গলক্ষতের ন্যায় আক্রান্ত স্থান আটাযুক্ত প্রাদাহিক রস বা প্ল্যাষ্টিক্ লিম্প গঠিত ঝিল্লি কর্ত্তৃক আবৃত হয়। অতি প্রবলতর সঙ্কোচনের অনুভূতি হইয়া গলদেশের আক্ষেপ হইতে থাকে। গলদেশের পশ্চাৎপার্শ্বে বেদনা থাকে এবং তদভ্যন্তরে জলন্ত অগ্নি থাকার অনুভূতি হয়। কোন বস্তু, বিশেষতঃ জলীয় পদার্থ গলাধঃকরণ চেষ্টায় জ্বালা ও আক্ষেপ অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্র থাকে।

banglabooks.in

বেলাডোনা—ইহাতেও গলদেশের সঙ্কোচন তরল পদার্থ গলাধঃকরণে বৃদ্ধি পায় এবং প্রদাহের প্রবলতাও উভয় ঔষধে প্রায় তুল্য থাকে। কিন্তু ইহাতে **ক্যাম্থারিসের** মূত্রবিকার, প্রভূত দুর্ব্বলতা, গলদেশে ফোস্কার উৎপত্তি এবং জ্বালার অভাব থাকিয়া ইহাকে তাহা হইতে প্রভেদিত করে।

এপিস—ইহাতেও গলদেশ ও তদধঃ দেশের আক্ষেপ হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ক্ষুদ্রাকার ফোস্কা জন্মে; কিন্তু ইহার গলদেশের বহির্ভ্যন্তরের অধিকতর শোথভাব, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং রোগীর নিদ্রালুভাবের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ চীৎকার ইহাকে **ক্যাম্থারিস** হইতে প্রভেদিত করে।

ক্যাপ্সিকাম্—ইহা মদ্য ও তামকুটপায়িদিগের গলক্ষতের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গলদেশ ঘোর লোহিতবর্ণ হয়। উপজিহ্বা ঝুলিয়া পড়ে। গলদেশ চনচন ও জ্বালা করে। রোগের গুরুত্ব ও জ্বালার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকা ও চনচনির আধিক্য এবং গলধঃকরণ চেষ্টা ব্যতীতই গলদেশের আক্ষেপ ইহার প্রভেদক।

মারাত্মক গলক্ষত বা সর্ষিল্লিক ডিফ্‌থিরিয়া।—সাধারণ গলক্ষত অপেক্ষা ইহাতে গলদেশের জ্বালা ও চাঁচাভাবের অনুভূতি অধিকতর প্রবল থাকে, সঙ্কোচন স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করায় শ্বাসরোধের উপক্রম হয় এবং জল পানে তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় রোগীর ভয়াবহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। জলপানে মূত্রকৃচ্ছ্র ও বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন জলপানে শরীরের বহিঃদ্বাররক্ষক সঙ্কোচক পেশী (Sphincters) মাত্রেরই সঙ্কোচন ঘটিবে। ডিফ্‌থিরিয়া রোগে উপরিউক্ত গলদেশলক্ষণ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রভূত দুর্ব্বলতা থাকিলে **ক্যাম্থারিস** দ্বারা বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। ইহার রোগ অতি ক্ষিপ্রগতিতে অচিরাৎ আক্রান্ত টিস্যুর গ্যাংগ্রিণ বা ধ্বংসোৎপন্ন করিয়া রোগীর অতি সাংঘাতিক টাইফয়েড অবস্থা আনয়ন করে।

ক্যাপ্সিকাম্—ডিফ্‌থিরিয়া রোগে ইহার অনেক লক্ষণই

banglabooks.in

ক্যাম্থারিস সহ তুলনীয়। ইহার রোগে আক্রান্ত স্থানের পচন বা গ্যাংগ্রিণ, তানুদেশের জ্বালাযুক্ত ফোস্কা, মুখের মড়িপচা গন্ধ, **গলধঃকরণচেষ্টা ব্যতীতও** গলদেশের **আক্ষেপিক সঙ্কোচন জন্মে,** এবং রোগের বৃদ্ধির অবস্থায় সাংঘাতিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উভয় ঔষধে ন্যূনাধিক তুল্য হইলেও মূত্রযন্ত্রের জ্বালা **ক্যাম্থারিসে** অধিকতর থাকে।

ক্যাম্থারিস্ সহ তুলনীয় অন্যান্য ঔষধ মধ্যে **মার্ক কর, আর্সেনিক, এরামট্রিই, ডিফেনবেকিয়া** ও **ল্যাক ক্যেনিনাম** প্রধান; তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে।

পরিপাকযন্ত্ররোগ—আমাশয় প্রদাহ বা গ্যাষ্ট্রাইটিস্, আম রক্ত রোগ বা ডিসেণ্টারি প্রভৃতি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মূত্রযন্ত্রের পরেই পরিপাকযন্ত্রে **ক্যাম্থারিসের** অধিকতর ক্রিয়া হইয়া থাকে। কার্য্যক্ষেত্রেও অতিশয় কঠিনতর **আমাশয়-প্রদাহ** ও **আম রক্ত রোগ** প্রভৃতিতে রোগীর ভয়াবহ যন্ত্রণা প্রশমনে ও রোগারোগ্যে ইহা আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী হইয়া থাকে।

আমাশয়-প্রদাহ-রোগ।—আমাশয়ে কাঁচাভাবের অনুভূতিসহ অগ্নিদাহবৎ ভয়াবহ জ্বালা ও অত্যন্ত তৃষ্ণা থাকিলেও পানীয় বস্তুতে ঘৃণা এবং বমন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত আমাশয়লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া এরোগে **ক্যাম্থারিসের** প্রযোজ্যতা নির্ণয় করে। ইহার রোগে অতি দ্রুতগতিতে আমাশয়ের পচন বা ধ্বংস এবং কোলাপ্‌স্ লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া রোগীর অচিরাৎ মৃত্যু আনয়ন করে। এস্থলে **আর্সেনিক** সহ ইহার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শেষোক্ত ঔষধে **ক্যাম্থারিসের** মূত্রকৃচ্ছ্রের অভাব থাকে।

আম রক্ত রোগ।—**ক্লেদ ও অন্ত্র হইতে চাঁচিয়া বাহির করা আঁইস বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লির**

banglabooks.in

ন্যায় বস্তু মিশ্রিত থাকা ক্যাম্থারিস আমরক্ত রোগের বিষ্ঠায় বিশেষতাজ্ঞাপক। উপরিউক্ত ঝিল্লিবৎ পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অন্ত্রোপাদানের কোন অংশ নহে, উহা তাহার প্রবল প্রদাহ নিবন্ধন রসস্রাবের ঘনীভূত অংশ মাত্র। উদরশূলের ন্যায় বেদনায় রোগী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইতে থাকে। বেদনার প্রকৃতি কর্ত্তন ও ছুরিকাঘাতবৎ এবং অত্যন্ত জ্বালাময়। **ক্যাম্থারিসের** বিশেষ প্রকৃতি এই যে মূত্রকৃচ্ছ্র সহ কুন্থন বর্ত্তমান থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধ সহ ইহা তুলনীয়।

কলসিন্থ—উদরশূলে বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হওয়া, বিষ্ঠায় রক্ত, ক্লেদ ও অন্ত্র চাঁছিয়া লওয়ার ন্যায় পদার্থের বর্ত্তমানতা এবং আহার অথবা পানে রোগের বৃদ্ধি উভয় ঔষধেই ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়। প্রভেদ এই যে, **কলসিন্থের** উদরশূল রোগী বক্র হইলে ও উদরে প্রবল চাপ দিলে উপশমিত ও মলত্যাগান্তে অন্তর্হিত হয় এবং ইহার রোগ স্নায়ু-বিকার ঘটিত। **ক্যাম্থারিসের** রোগ প্রাদাহিক ও তাহার বেদনা মলত্যাগাদিতেও উপশম হয় না।

কল্‌চিকাম—ইহার সহিতও **ক্যাম্থারিসের** অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ইহার উদরস্ফীতির প্রাধান্য এবং মলত্যাগ কালের কুন্থনাপেক্ষা, তাহার পরের কুন্থন ও মলদ্বারের সঙ্কোচনে রোগীর অধিকতর যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ ইহাকে **ক্যাম্থারিস্** হইতে প্রভেদিত করে।

ক্যাপ্‌সিকাম্—ইহাও **ক্যাম্থারিসের** সমগুণ-বিশিষ্ট অন্যতম ঔষধ। কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগের উৎপত্তি, উষ্ণ অথবা শীতল বায়ুপ্রবাহের সামান্য সংস্পর্শে বেদনা ও অন্যান্য রোগলক্ষণের বৃদ্ধি এবং জলপানে শরীরাভ্যন্তরে কম্পভাব ও বেদনার আধিক্য প্রভৃতি ইহার অতি পরিস্ফুট প্রভেদক রূপে বর্ত্তমান থাকে।

সালফার—**ক্যাম্থারিসের** রোগ যদি তাহাতে আরোগ্য না হইয়া পুরাতনে পরিণত হয় তাহা হইলে "সোরাদোষ" নষ্টকারীরূপে

banglabooks.in

ইহা উপকার করে। এক মলত্যাগ হইতে অন্য মলত্যাগ পর্য্যন্ত সময় কুন্থন লগ্ন থাকিলে অথবা **ক্যাম্থারিস** সেবনে বিষ্ঠার রক্তের ও কুন্থনের উপকার হইয়া মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেগে ক্লেদময় মল নির্গত হইলে ইহা বিশেষ উপকারী বলিয়া গণ্য।

জিঙ্কাম্ সাল্‌ফুরিকাম্—ইহা অনেক সময়ে **ক্যাম্থারিস** প্রকৃতির নাতিপ্রবলতাবিশিষ্ট (Sub acute) রোগ ন্যূনাধিক আরোগ্য করিয়া থাকে। উদরপার্শ্বে, সম্ভবতঃ কোলন অন্ত্রমধ্যে, রোগী বেদনার অনুভব করে।

কেলি কার্ব—অন্ত্রচাঁছার ন্যায় বস্তু যখন বিশেষরূপে জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয় তখন **ক্যাম্থারিসের** পরে ইহা উপযোগী ঔষধ বলিয়া গণ্য।

শুক্রমেহ।—অতিরিক্ত হস্তমৈথুন প্রযুক্ত কামেন্দ্রিয়ের ক্রমাগত অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কখন কখন কামপ্রবৃত্তির অসহনীয় উদ্দীপনা-বশতঃ রোগীর জ্ঞানবিপর্য্যয় ঘটে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময়ে কামপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল কষ্টপ্রদ লিঙ্গোত্থান মাত্র বর্ত্তমান থাকে এবং স্ত্রীসঙ্গমেও তাহার নিবৃত্তি হয় না। অধিকাংশ সময়ে অপরিমিত স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সেবার ফলস্বরূপ জননেন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকায় রজনীতে বারম্বার স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে। অবশেষে জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ শিথিলতা বশতঃ শেষ রজনীতে বা প্রাতঃকালে কোন উত্তেজনা ব্যতীতই কোমল লিঙ্গ হইতে বীর্য্য স্খলন হয়, রোগী তাহা জানিতেও পারে না। কখন কখন শুক্রের পরিবর্ত্তে শোণিত স্রাব ঘটে। স্ত্রীলোকদিগের বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ে, বিশেষতঃ যোনিমধ্যে চুলকনা হইয়া অতিশয় কামোদ্দীপনা জন্মে।

মার্কুরিয়াস—রজনীতে কামোদ্দীপনা হইয়া বেদনাযুক্ত লিঙ্গোত্থান। রোগীর জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম্ম হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে।

banglabooks.in

নেফ্রাইটিস বা বৃক্কপ্রদাহ।—মূত্রযন্ত্রে **ক্যান্থারিসের** আদি ও প্রভূত প্রদাহিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। এজন্য তরুণ ও প্রবল বৃক্কক প্রদাহ বা নেফ্রাইটিস রোগে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিড্‌নিপ্রদেশে কনকনানি বেদনা হয়। কখন বা কিড্‌নি বা বৃক্কক হইতে মূত্রপথ বাহিয়া ভয়ানক কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাময় বেদনা মূত্রস্থালীতে বিস্তৃত হয়। কিড্‌নিপ্রদেশের ত্বকে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা জন্মে। অবিশ্রান্ত ও ভয়াবহ মূত্রবেগ হইতে থাকে ও ফোটায় ফোটায় রক্তমিশ্রিত মূত্রস্রাব হয়। অনেক সময়ে কর্ত্তনবৎ বেদনা অণ্ডরজ্জু বাহিয়া অণ্ডকোষ ও লিঙ্গমধ্যে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডকোষ ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হয়। কখন কখন উপরিউক্ত বেদনা মৃদুতর ভাবে কখন বা শুড়শুড়ি প্রভৃতি কোন প্রকার অনুভূতি রূপে লিঙ্গমুণ্ডমধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় পীড়িত শিশু শিশ্ন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ টানিতে থাকে। **রোগ নিবন্ধন শিশুগণ শিশ্ন ধরিয়া টানিলে সাধারণতঃ ক্যান্থারিসই উপযুক্ত ঔষধ;** লক্ষণানুসারে **মার্ক সল** দ্বারাও উপকার হইতে পারে। কোন কোন শিশু কু-অভ্যাস বশতঃ ঐরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে; সেস্থলে অভ্যাস ত্যাগ করান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

লালামেহ, ব্রাইটস্ ডিজিজ্ বা **এল্বুমিনুরিয়া** রোগের পরিণামে **জলশোথ** হইলেও এতদ্দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে এবং **কনেরাল** পরিণামফলস্বরূপ উপরিউক্ত রোগে ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতায় যদি রোগের তরুণতর লক্ষণ প্রকাশ পায় সেস্থলেও **ক্যান্থারিস** ফলপ্রদ।

ফোস্কা উঠাইবার জন্য **ক্যান্থারিসের** বহিঃ প্রয়োগে কিড্‌নি আক্রান্ত হইয়া মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন করিলে **ক্যাম্ফর** প্রতিষেধকরূপে তাহার উপকার করে। কোন কোন স্থলে **ক্যাম্ফরের**

banglabooks.in

পরিবর্ত্তে **কেলি নাইট্রিকাম্** দ্বারাও কার্য্য হয়। এ বিষয়ে **এপিসের** ও প্রশংসা আছে।

সিস্টাইটিস্ বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ।—মূত্রস্থলী প্রদেশ বা নিম্নোদর স্ফীত, বিশেষতঃ মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ থাকিলে, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু ও বেদনাযুক্ত হয় এবং অসহনীয় মূত্রবেগ হইতে থাকে। পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জন্মে। অবাধ গতিতে মূত্রত্যাগ হয় না, মূত্রনলীপথে গলিত ও তপ্ত সীসক নির্গত হওয়ায় ন্যায় জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা প্রযুক্ত ভয়াবহ যন্ত্রণার সহিত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র গড়াইয়া পড়িতে থাকে। মূত্রত্যাগের পরেও যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না। মূত্রের বেগ হইলে মূত্রত্যাগের চেষ্টা অনিবার্য্য হওয়ায় রোগী অধিকতর যন্ত্রণা পায়। মূত্রের বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া তাহা অতি ঘোর লোহিত হয় ও রক্তমিশ্রিত থাকে। মূত্র রক্ষা করিলে পাত্রের তলদেশে শ্লেষ্মা থিতিয়া পড়ে। অণুবীক্ষণযন্ত্র-পরীক্ষায় মূত্রমধ্যে "ফাইব্রিণের কাষ্ঠ," প্রভৃতি (মূত্রপথের সংযমিত প্রদাহিক স্রাব প্রভৃতি) দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরে **ক্যান্থারিস্**-চিকিৎস্য রোগের প্রবলাবস্থার বিষয় বর্ণিত হইল।

প্রদাহের প্রবলতার তারতম্যানুসারে অবশ্যই লক্ষণের তীক্ষ্ণতারও ন্যূনাধিক্য, হয়, এমন কি মূত্রযন্ত্রের সাধারণ উদ্দীপনাবশতঃ কেবল মূত্রস্থলীর গলদেশের কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু ভাব উপস্থিত হইয়া তাহার মূত্রধারণের অক্ষমতায় বারম্বার বিরক্তিকর মূত্রত্যাগেচ্ছা জন্য রোগী কষ্ট পাইতে থাকে।

মূত্ররেণু বা গ্র্যাভেল, রক্তমেহ বা হিমেটুরিয়া; মূত্রাঘাত ও মূত্ররোধ প্রভৃতি।—এই সকল রোগে **ক্যান্থারিস** প্রয়োগোপযোগী লক্ষণাদি অতি সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে। ইহার মূত্রযন্ত্ররোগসম্বন্ধে উপরে যে সকল লক্ষণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে,

banglabooks.in

রোগের প্রবলতার তারতম্য ও মূত্রযন্ত্রের আক্রান্ত স্থানের বিশেষত্ব অনুসারে ঐ সকল লক্ষণের ন্যূনাধিক্য এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ফলতঃ **প্রবল মূত্রবেগসহ অবিশ্রান্তরূপে ভয়াবহ কুন্থন, উত্তপ্ত ও গলিত-ধাতুস্রোতের ন্যায়** দগ্ধকর মূত্রের **মূত্রনলী বাহিয়া ফোটায় ফোটায়** নিঃসরণ এবং সাধারণতঃ **কটিদেশে কনকনানি বেদনার বর্ত্তমানতা ক্যান্থারিস** মূত্রযন্ত্ররোগের প্রকৃষ্ট প্রদর্শক লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ডাং বেয়ারের মতে পুরাতন মূত্রযন্ত্র-রোগে কদাচিৎ ইহার প্রযোজ্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূয়মেহ বা গনরিয়া।—অতি প্রবল কামোদ্দীপনা ও জননেন্দ্রিয়ের ভয়ানক উত্তেজনাবশতঃ অদম্য লিঙ্গোত্থানের অবিশ্রান্ত বর্ত্তমানতায় মূত্রনির্গমনের বাধা, জ্বালাময় বেদনার দাহকর ভাব, এবং স্রাবের পূয়বৎ ও রক্তের ন্যায় প্রকৃতি এ রোগে **ক্যান্থারিসের** প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করে। এলপ্যাথিক মতে পিচকারিপ্রয়োগ জন্য রোগ মূত্রস্থলী আক্রমণ করিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় মূত্রযন্ত্ররোগে ক্যান্থারিসসহ তুলনা করা যাইতে পারে।

ক্যানাবিস্ স্যাটি—ইহার মূত্রনলী (urethra) লক্ষণ ও হরিদ্রাভ পূয়বৎ স্রাব **ক্যান্থারিসের** তুল্য। **ক্যান্থারিসে** জ্বালা ও চনচনি এবং **ক্যানাবিসে** কুন্থনের আতিশয্য থাকে। ইহাতে লিঙ্গমুণ্ড কালছে লোহিতবর্ণ ও স্ফীত হয়, কর্ডি বা যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোত্থানের প্রাধান্য থাকে না। ইহা সাধারণতঃ প্রবল প্রদাহিক রোগের পক্ষে উপকারী, এবং মিনুরিয়া প্রভৃতি কঠিন রোগে কার্য্যকরী নহে। ফলতঃ রোগের প্রবলতা বিষয়ে অপর ঔষধ হইতে ইহা নিম্নস্থান অধিকার করে।

banglabooks.in

ক্যানাবিস্ ইণ্ড—মূত্রযন্ত্ররোগের অনেক লক্ষণেই ইহা **ক্যান্থারিস** সহ তুলনীয়, বিশেষতঃ ইহার "কর্ডি" **ক্যান স্যাট** হইতে প্রবলতর। যুরিমিয়া বা মূত্রাঘাত নিবন্ধন বিকারাবস্থার প্রবল শিরঃশূলে মূর্দ্ধাদেশের উন্মুক্ত ও রুদ্ধ হওয়ায় অনুভূতি এবং ইহার প্রলাপলক্ষণে সময় ও স্থানের আধিক্যবিষয়ক ভ্রান্তি ইহার বিশেষতাজ্ঞাপক।

ইকুইসিটাম হাই—মূত্রযন্ত্রোপরি ক্রিয়ায় অনেক বিষয়ে ইহা **ক্যান্থারিসের** তুল্য হইলেও ইহার রক্তস্রাব, কুন্থন, মূত্রের বিদাহী প্রকৃতি এবং মূত্রে শ্লেষ্মা ও সংযমিত প্রদাহিক নির্য্যাসময় বা "ফাইব্রিনাস্ কাষ্টের" অল্পতা ইহাকে **ক্যান্থারিস্** হইতে প্রভেদিত করে। ইহাতে অবিশ্রান্ত মূত্রবেগ বর্ত্তমান থাকায় কখন কখন মূত্রস্থলীর স্ফীতির অনুভূতি জন্মে ও প্রচুর পরিমাণে মূ-স্রাব হয়; কিন্তু তাহাতে মূত্রস্থলীর বেদনার উপশম হয় না। মূত্রাধিক্য রোগে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের ঐ রোগে, মূত্রস্থলীর সুস্পষ্ট উদ্দীপনার ও মূত্রে শোণিত এবং শ্বেত লালা বা এল্বুমেনের বর্ত্তমানতায় ইহা উপকারী।

লাইনেরাইয়া—কষ্টজনক মূত্রবেগসহ বহুমূত্র রোগে রোগী রজনীতে মূত্রত্যাগ জন্য উঠিতে বাধ্য হইলে ইহা ফলপ্রদ।

মুপে পার্পু—ইহাও **ইকুইসিটামের** ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের মূত্রস্থলীর উত্তেজনাকর। ডাং রিচার্ড হিউজ (ইংলণ্ডের) এ রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছেন। ইহাতে পুনঃ পুনঃ ক্লেশকর বেগ হইয়া অল্প অথবা প্রচুর পরিমাণ ঘোরবর্ণ ও শ্লেষ্মাময় মূত্রত্যাগ হয়।

পেট্রসি—হঠাৎ মূত্রবেগ হওয়া ইহার প্রদর্শক। শিশুদিগের হঠাৎ মূত্রবেগ হইলে তখনই মূত্রত্যাগ করিতে না পারিয়া যদি লাফালাফি করিতে থাকে এবং পূয়মেহ রোগে যদি "হঠাৎ মূত্রবেগ" লক্ষণ থাকে তাহা হইলে ইহা উপকারী। **ক্যানাবিস,**

banglabooks.in

ক্যাম্ফারিস ও **মার্কুরিয়াসে**ও এই সকল লক্ষণ আছে, কিন্তু **পেট্রসিতেই** তাহারা প্রবলতর।

ক্লিমেটিস—মূত্রে পূয়ের অভাব ও শ্লেষ্মার বর্ত্তমানতা ইহার উপযুক্ত প্রদর্শক। মূত্রস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় থাকিয়া থাকিয়া মূত্রত্যাগ হইলে অথবা মূত্রনলী বাহিয়া লিঙ্গমুণ্ডে তীক্ষ্ণ বেদনাসহ অনেক সময় পর্য্যন্ত বেগ দেওয়ার পর মূত্রত্যাগ হইলে ইহা উপকারী। মূত্রনলীর প্রদাহিক সঙ্কোচন বা ষ্ট্রীক্চারের প্রাথমিক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ অবস্থায় ইহা ফলপ্রদ; রোগ পুরাতন ও বহুদিনের হইলে ইহা দ্বারা কোন ফল হয় না।

কনায়াম—মূত্রস্থলী ও মূত্রনলীরোগে মূত্রে পূষ থাকিলে উপকারী। অন্যান্য বিষয়ে ইহা **ক্লিমেটিসের** তুল্য। ইহাতেও "থাকিয়া থাকিয়া" মূত্র স্রোত বহে।

ডিজিফরা—১০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদিগের মূত্রনলী প্রদাহে ইহা ফলপ্রদ। স্থানিক উত্তেজনা রোগের কারণ। **হায়সায়ামাস** তুলনীয় ঔষধ।

ক্যাপ্সিকাম—স্থূল ও শিথিল শরীর এবং আলস্যপ্রবণ ব্যক্তিদিগের পূয়মেহরোগে অধিকাংশসময়ে ইহা উপকারী। স্রাবের প্রকৃতি ঘন ও হরিদ্রাবর্ণ থাকে। রোগীর মূত্রনালীমুখে হুলবেধবৎ এবং মূত্রত্যাগের ব্যবধানকালে মূত্রনালীর মধ্যে সূচিবেধবৎ অনুভূতি হয়।

কপেবা এবং **কুবেবা**—**কপেবা** মূত্রস্থলীর গলদেশের ও মূত্রনলীর জ্বালাকর প্রদাহ উৎপন্ন করে। ইহার স্রাব বিদাহী ও দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ। মূত্রনলীমুখ প্রদাহযুক্ত, স্পর্শাসহিষ্ণু ও স্ফীত হয়।

কুবেবা মূত্রত্যাগান্তে মূত্রনলীর কর্ত্তনবৎ অনুভূতি ও সঙ্কোচন জন্মে। ইহার স্রাবের প্রকৃতি শ্লেষ্মার ন্যায়। উভয় ঔষধই মূত্রস্থলীর

banglabooks.in

আবরক ঝিল্লির স্থূল অবস্থা নিবন্ধন উত্তেজনানিবারণে উপযোগী। উভয়ের মধ্যে কোনটিই **ক্যান্থারিসের** ন্যায় প্রবল প্রদাহকর নহে।

খুজা—যে স্থলে অবিশ্রান্ত গনরিয়ার স্রাব হইতে থাকে অথবা পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্ত হয়, কিছুতেই আরোগ্য পথে আইসে না, তথায় ইহা উপকারী। অবিরত মূত্রপ্রবৃত্তি থাকে ও ভয়ানক বেগ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে কতিপয় ফোঁটামাত্র রক্তময় মূত্রত্যাগ হয়; অথবা মূত্রত্যাগ না হইয়া চুলকানি উপস্থিত হয়; স্রাব পাতলা ও সবুজাভ থাকে। জননেন্দ্রিয়-প্রদেশে ও মলদ্বারে চর্ম্মকীল বা "ওয়ার্ট" জন্মে। রজনীতে লিঙ্গোত্থান হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। **ক্যান্থারিসে** লিঙ্গোত্থান হইলে মূত্রের বাধা জন্মে, **খুজাতে** তদ্রূপ হয় না।

মার্ক সল এবং কর—উভয়েরই সবুজ ও পূয়বৎ স্রাব রজনীতে বৃদ্ধি হয়; **মার্ক কর** প্রবলতর কুন্থন, জ্বালা এবং স্ফীতি উৎপন্ন করে। **ক্যান্থারিস**সহ ইহার অতি নিকট সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্রদ্বার অত্যন্ত লাল থাকে। **মার্ক সলের** মূত্রস্রাবের ব্যবধানকালের জ্বালা **ক্যান্থারিসের** তৎকালীন জ্বালার অপেক্ষা অধিকতর।

চিমাফিলা—রাত্রিকালে অধিকতর মূত্রস্রাব হইয়া দুর্ব্বলতা জন্মে। মূত্রস্থলীগলদেশের উদ্দীপনানিবারণে নিম্নলিখিত ঔষধনিচয় বিশেষ ফলপ্রদ।

এরিজিরন—মূত্র রক্তময় অথবা রক্তশূন্য থাকে।

পালসেটিলা—মূত্রত্যাগান্তে কর্ত্তনবৎ বেদনা এবং পিউবিস বা বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের কেশময় স্থানে চাপবোধ ও আকৃষ্টতা।

ফেরাম্ ফস—রোগী যত দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকে তদনুপাতে যন্ত্রণাদিলক্ষণের বৃদ্ধির মূত্রত্যাগ করিলে লাঘব হয়।

banglabooks.in

ডিজিট্যালিস—শয়ন করিলে মূত্রস্থলীর গলদেশাগত চাপের উপশম হয়।

সাল্‌ফার—অন্য ঔষধের ব্যবহারান্তে গণরিয়ার অবশিষ্ট লক্ষণ আরোগ্য হয়।

ইপমিয়া নিল্—কিড্‌নি হইতে মূত্রস্থলী অভ্যন্তরে মূত্রশিলা-গমনকালে নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকিলে ডাং জেকব জিন্‌স্ ইহার ব্যবহার করিতেন, যথা—কিড্‌নিদেশে তীক্ষ্ণ কর্ত্তনবৎ বেদনার আক্রান্ত পার্শ্বস্থ মূত্রপথ বাহিয়া মূত্রস্থলী পর্য্যন্ত বিস্তার। এই বেদনায় "বিবমিষার উৎপত্তি" ইহাকে অন্যান্য ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

হাইড্রাঞ্জিয়া—ইহা মূত্ররেণু ও মূত্রশিলা নির্গমনের তীক্ষ্ণ বেদনা নিবারণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার্জাপেরিলা—শিশুদিগের মূত্রে মূত্ররেণু জন্মিলে মূত্রত্যাগের পরে শিশু যদি চীৎকার অথবা ক্রন্দন করে তাহাতে ইহা উপকারী। মূত্রত্যাগান্তে শিশুর শয্যাবস্ত্রে ধূসরবর্ণ বালুকা দৃষ্ট হয়।

ওসাইনাম—মূত্রশূলে অধিক রক্তস্রাব হইলে উপকারী; মূত্রে রক্ত এবং **প্যারিরা ব্রেভার** ন্যায় তলানিও থাকে।

টেরিবিন্থ—ক্যান্থারিসের ন্যায় ইহারও কিডনিতে সুস্পষ্ট ক্রিয়া দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই ইহার মূত্র রক্তমিশ্রিত থাকায় তাহার কৃষ্ণবর্ণ, ঘোলাটে এবং ধূম্রের ন্যায় আকার ইহাকে অপর ঔষধ হইতে প্রভেদিত করে।

কক্‌লিস্যারিয়া আর্ম্ম—অতিশয় কুন্থনসহ মূত্রস্রাবকালে ও তাহার পরে লিঙ্গমুণ্ডের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ অনুভূতি উৎপাদন করে। মূত্র স্থিরভাবে রাখিলে জমিয়া জিউলির আটা বা জেলির ন্যায় হয়।

ক্বুভা আর্সাই—মূত্রশিলার বর্ত্তমানতাপ্রযুক্ত মূত্রস্থলী ও মূত্রনলীর কষ্টপ্রদ লক্ষণ নিরাকরণে ইহা অদ্বিতীয় ঔষধ। ইহার লক্ষণে

banglabooks.in

বিদাহী ও জ্বালাকর মূত্রস্রাব হয়; মূত্রশিলা গড়াইয়া আসিয়া মূত্রনলীর পথ রোধ করার ন্যায় মূত্রস্রোত হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়। মূত্রস্রাব হইলে, রক্ত ও শ্লেষ্মার সংমিশ্রণে তাহা রজ্জুর আকার প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ অস্ত্র-চিকিৎসা দ্বারা শিলা নিষ্ক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা মূত্রস্থলীর প্রদাহিক পরিবর্ত্তনের হ্রাস সম্পাদন করিয়া কষ্ট নিবারণ করে।

প্যারিরা ব্রেভা—মূত্ররেণু এবং মূত্রস্থলীর পাথরি রোগে, রোগী চারি হস্তপদের উপর আশ্রয় করিয়া উবুড় হইয়া মূত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে ইহা অতি প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য। অত্যন্ত কুন্থন থাকে। ফোটা ফোটা মূত্রস্রাব হয়। কিড্‌নি হইতে বেদনা তীব্রবেগে উরু বাহিয়া পদ পর্য্যন্তও যাইতে পারে। মূত্রে প্রভূত পরিমাণ "লিথিক এসিডের" তলানি এবং রক্ত থাকে।

বার্ব্বেরিস্ ভালগা—কিড্‌নিরোগের তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ বেদনা কিড্‌নিপ্রদেশ হইতে চারিপার্শ্বে, বিশেষতঃ অধঃ ও সম্মুখ দিকে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত বস্তিপ্রদেশ পূর্ণ করিলে ইহা উপযোগী ঔষধ। কটি ও হিপ সন্ধিতে বেদনা হয়। **প্যারিরা ব্রেভা** হইতে ইহার মূত্র অধিকতর ক্লেদময় এবং হরিদ্রাভ পচাটে তলানি যুক্ত থাকে। মূত্রশিলা কিড্‌নির পেল্‌ভিস বা বস্তিদেশে অথবা তদধঃ মূত্রপথাভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া বিবেচিত। **প্যারিরা** এবং **বার্ব্বেরিসের** মধ্যে প্রভেদ এই যে, **প্রথমের বেদনা উরু বাহিয়া যায়, দ্বিতীয়ের তাহা কটি এবং হিপসন্ধিপ্রদেশে থাকে।**

একনাইট—মূত্রযন্ত্রের যে সকল প্রদাহিক রোগ বর্দ্ধিতাবস্থায় **ক্যান্থারিসের** লক্ষণ প্রকাশ করে তাহাদিগের প্রারম্ভিক অবস্থায় মূত্রবেগ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং রক্তস্রাবসহ উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং প্রবল জ্বরের **একনাইট** প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

banglabooks.in

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—সহজ প্রসবান্তিক অথবা গর্ভপাতের পরবর্ত্তী জ্বর।—প্রসবান্তে কুসুম নির্গত না হইলে উপযুক্তস্থলে **ক্যাম্ফারিস** তাহার সাহায্য করিয়া থাকে। "মোল" ও জরায়ুমধ্যের অন্য প্রকার আগন্তুক পদার্থ নির্গত করিতেও ইহা পারদর্শী। ন্যূনাধিক মূত্রকৃচ্ছ্রের বর্ত্তমানতা ইহার প্রদর্শক।

বিসর্পরোগ বা ইরিসিপেলাস্। ক্যাম্ফারিসের বিসর্পরোগ নাসিকোপরি আরম্ভ হইয়া উভয় অথবা অন্যতর গণ্ডে বিস্তৃত হয়। দ্রুত বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা জন্ম হইয়া তাহা হইতে বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। সূক্ষ্মতর হুলবেধানুভূতিসহ জ্বালা ও তৃষ্ণা থাকে। অনেক সময়েই রোগসহ স্পষ্ট মূত্রলক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কখন কখন তাহা তাদৃশ স্পষ্ট হয় না।

ম্যুফর্‌বিয়াম—ইহাতেও বৃহৎ বৃহৎ ফোস্কা জন্মে। প্রবল জ্বর ও খনন করার ন্যায় বেদনাসহ মস্তক ও মুখমণ্ডলের বিসর্পরোগে হরিদ্রাভ বৃহৎ ফোস্কা উৎপন্ন হইলে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য।

গ্র্যাফাইটিস—ইহা নাসিকোপরি হইতে বিস্তৃত বিসর্প রোগের পুরাতন অবস্থায় উপযোগী।

অগ্নিদাহ।—মুখমণ্ডল ও তন্নিকটস্থ স্থান দগ্ধ হইয়া ফোস্কা জন্মিলে **ক্যাম্ফারিসের** মূল অরিষ্টের মৃদুশক্তিবিশিষ্ট লোসণ অর্থাৎ জল সহ প্রলেপ এবং যথানিয়মে অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ফলপ্রদ। সোডার সাবান ও সোডা বাইকার্ব্বের লোসণও উপকারী। ক্ষত জন্মিলে অবস্থাবিশেষে **আর্ণি** এবং **কার্ব্বল্ এসিড** অভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিধেয়।

—০—

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩০ (LECTURE XXX.)

কষ্টিকাম্ (Causticum)।

সাধারণ নাম।—কষ্টিকাম্।

প্রয়োগরূপ।—টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৬ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম; নিম্ন ১ এবং উচ্চ ১০০০০০ (cm.) ক্রম পর্য্যন্তও ফলপ্রদ। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, যথা—ডাং পেয়ার—৩২ বৎসরের ভদ্র মহিলার ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রথমে মুখের বামপার্শ্বে তীক্ষ্ণ বেদনা, পরে ক্রমে দৃষ্টি অস্পষ্ট এবং দ্বিত্বদৃষ্টি হইয়া বাম চক্ষু বাম পার্শ্বে ফিরাইবার শক্তি ছিল না; ১৫, আরোগ্য। ডাং হইন—রোগীর বয়স ৪০; বহুদিন হইতে দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূদেশে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট; ৩০, এক মাসে আরোগ্য। ডাং হটন—রোগীর বয়স ৩০; ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে ঠাণ্ডা লাগে; মধ্যকর্ণের প্রদাহ; বধিরতা, বামকর্ণে অধিক; বাম কর্ণে শোঁ ও হুস্ হুস্ শব্দ; গলমধ্য লোহিত বর্ণ ও তথায় শ্লেষ্মার বৃদ্ধি; ৩০, কিঞ্চিৎ উপকার, ২০০, আরোগ্য। ডাং ফিস্ক—রোগিনীর বয়স ৪৬, সবলপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূলাঙ্গী; দুই কর্ণেরই বধিরতা, দক্ষিণ কর্ণে অধিক; কর্ণমধ্যে গোলমাল ধ্বনি; কর্ণমধ্য শুষ্ক ও তাহার বাহ্যরন্ধ্রে অল্প পরিমাণ কালচে কটা মল। কর্ণপটহ ঐরূপ উজ্জ্বল মলাবৃত; নিজের ছোট কথা তাহার নিকট উচ্চতর বলিয়া বোধ হয়; মস্তক ফিরাইলে কর্ণমধ্যে করকর ও কিছু বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় শব্দ; প্রাতঃকালে বৃদ্ধি; ঋতুস্রাব অনিয়মিত; ৮০,০০০ (80 m.), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং গুলন—রোগিনী ৫ সন্তানের মাতা; নাসিকার পুরাতন সর্দ্দির আক্রমণে জলবৎ পাতলা ও তীব্র স্রাবে নাসিকা হাজিয়া যায়; তাহার তিন সপ্তাহ পরে ললাটদেশে মৃদু কনকনানি বেদনা, স্মরণশক্তির হানি এবং কখন কখন মনোগত বিষয়ের পরিবর্ত্তে ভুল কথা-বলা; ১০, আরোগ্য। ডাং বেরিজ—তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগী নাক ঝাড়িবার সময় দক্ষিণ

banglabooks.in

উপচয়।—সাধারণতঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে; মুক্তবায়ু মধ্যে; পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং মুক্তবায়ু হইতে উষ্ণগৃহ-প্রবেশে; শীতল বাতাসে; দমকা শীতল বায়ু প্রবাহে; শরীর শীতল হইলে; শরীর সিক্ত হইলে; স্নান করিলে।

উপশম।—সেঁতসেঁতে, আর্দ্র আবহাওয়ায়; উষ্ণতায়; উষ্ণ বাতাসে।

সম্বন্ধ।—**কষ্টিকামের** কার্য্যপ্রতিষেধক—এসাফি, কলসি, কফিয়া, নাক্স ভ, স্পিরিট নাই ভাল।

কষ্টিকাম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—মার্কু, সালফার।

কচ্ছু রোগে মার্কারি এবং সালফারের অপব্যবহার হইলে কষ্টিকামের প্রয়োগিতা উপস্থিত হয়।

কষ্টিকামসেবনে বাহু এবং জঙ্ঘার পেশীকণ্ডরারের (Tendon) বাতজ সঙ্কোচন বৃদ্ধি হইলে গুয়াজেকাম্ প্রয়োগে ত্বরিত তাহার উপশম হইয়া থাকে।

কার্য্যপূরক।—কার্ব্ব ভেজের, পেট্রসির।

কষ্টিকাম্‌সহ যাহার বিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী সম্বন্ধ—অম্লদ্রব্য, কফিয়া। ফসের পূর্ব্বে অথবা পরে কষ্টির প্রয়োগ কুফলপ্রদ।

চক্ষু মধ্যে কিছু ভগ্ন হওয়ার ন্যায় বোধ করিয়াছিল ও চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল। তৎকাল হইতে রোগী নাক ঝাড়িবার সময় বোধ করে যেন একখণ্ড চর্ম্ম নামিয়া আসিয়া তাহার দক্ষিণ চক্ষুর ঊর্দ্ধ অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত সংলগ্ন আছে ও ঐ চক্ষুর দৃষ্টি রোধ করিতেছে; চক্ষু রগড়াইলে তাহার নিবৃত্তি হয়; ৬০০০ (6m.), এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ব্ল্যাক—রোগিনীর ৮০ বৎসর বয়স; ঘণ্টাধ্বনীবৎ দুর্ব্বলকর ও ভয়ানক উচ্চ শব্দের কাসিতে দিবসে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, রাত্রে নিদ্রা হয় না; টেুকিয়ামূলে উত্তেজনা হইয়া কাসিলে কিছু উঠে না অথবা সামান্য গয়ার উঠে। বক্ষে কোন রোগজ শব্দ নাই; ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য, যকৃতে বেদনা ও রজনী-ঘর্ম্ম উৎপন্ন হয়; ১, দুই দিনে আরোগ্য। ডাং মর্গ্যান—লৌহকারের দক্ষিণ তর্জ্জনীর সীমার নিকট কঠিন চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট; ১২, আরোগ্য।

banglabooks.in

তুলনীয় ঔষধ।—এমন মি, ব্রমিয়াম, ক্যাল্কে কা, জেল্স্, ইগ্নে, ল্যাকেসি, নাক্স্ ভ, ফস্, পাল্স্, রাস, স্পঞ্জি, ষ্টেনাম্, সিপিয়া, সাল্ফার, ও জিঙ্কাম্।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—কৃষ্ণকেশ; কঠিনশরীর; গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট, দুর্ব্বল, অত্যন্ত পীতবর্ণ, পাণ্ডুর এবং বক্ষ ও মূত্রযন্ত্ররোগপ্রবণ ব্যক্তি।

কৃষ্ণকেশ ও কৃষ্ণচক্ষুবিশিষ্ট এবং কোমল ও উত্তেজনাপ্রবণ শিশু; দন্তোদ্গমকালে যাহাদিগের ইণ্টারট্রিগ (লাইক) ও কন্ভাল্সন্ (ষ্টেনাম) রোগপ্রবণতা থাকে।

বিমর্ষ, দুঃখিত ও ত্বরসাহীন ব্যক্তি: যাহারা প্রত্যেক বিষয়েরই কুভাব গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করে, সামান্য বিষয়েই শিশু ক্রন্দন করে।"

পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর।

মস্তকত্বকের, গলদেশের, শ্বাসযন্ত্রপথের, সরলান্ত্রের, মলদ্বারের, যোনিপথের এবং জরায়ুর কাঁচা ভাব অথবা ক্ষতবৎ অনুভূতি।

শিশুগণ বিলম্বে হাঁটিতে শিখে (ক্যাল্কে ফস্)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুর ভ্রমণে পদ স্থির থাকে না, সহজেই তাহারা পতিত হয়।

ঋতুস্রাব অতি শীঘ্র শীঘ্র ও মন্দ বেগে; কেবল দিবসে, অথবা দিবসেই অধিকতর স্রাব; শয়ন করিলে স্রাব রুদ্ধ থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধে বারম্বার নিষ্ফল মলবেগ; দণ্ডায়মানবস্থায় সহজে মলনিঃসরণ; অর্শ কর্ত্তৃক বিষ্ঠার রোধ; বিষ্ঠার আটাল কড়া ভাব (Tough) কষ্ট হয়।

কাসিলে, হাঁচিলে ও নাক ঝাড়িলে অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ (পাল্স, স্কুইলা); রজনীতে প্রথম নিদ্রাকালে শয্যামূত্র (সিপ, টুবার্কু)।

কাসিয়া গয়ার উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, গিলিতে বাধ্য; এক ঢোক শীতল জল পানে এবং প্রশ্বাসে কাসির উপশম হয়।

banglabooks.in

যত উষ্ণ বস্ত্রে গাত্র আবৃত থাকুক, তাহাতে তাহার আবশ্যকতার নিবৃত্তি ও কষ্ট দূর হয় না।

ক্ষতকলঙ্ক, বিশেষতঃ দগ্ধ ও ঝলসান ক্ষতের কলঙ্ক পুনরায় কাঁচা হইয়া উঠে ও টাটায়; রোগী বলে "দগ্ধ হইবার পর হইতে সে কখন সুস্থ বোধ করে নাই।"

রোগিনী যে কোন শরীরাংশ সবলে চাপিয়া ধরে, তাহাই জ্বালা করে।

স্বরযন্ত্র, জিহ্বা, চক্ষুপত্র, মুখমণ্ডল, মূত্রস্থালী এবং সাধারণতঃ শরীরের দক্ষিণ পার্শ্ব প্রভৃতি শরীরাংশ ধীরগতিতে ও একেক ভাবে পক্ষাঘাতাক্রান্ত।

মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাস্নায়ুর ক্রিয়োত্তেজনার ব্যতিক্রমনিবন্ধন পক্ষাঘাত।

রসবাতরোগপ্রযুক্ত আকুঞ্চক পেশীর সঙ্কোচন ও সন্ধিনিচয়ের অনমনীয়তা; এবং পেশীনিচয়ের টান টান ভাব ও খর্ব্বতা (এমন মি, সিমেক্স, গুয়েইয়াকাম্, নেট্রাম)।

মস্তকত্বকের, গলমধ্যের, শ্বাসযন্ত্রপথের, সরলান্ত্রের, গুহ্যদ্বারের, মূত্রপথের, যোনিমধ্যের এবং জরায়ুর কাঁচাভাব অথবা ক্ষতবৎ বেদনা (ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায়, আর্ণি; মচকানের ন্যায়, রাস্)।

বৃহৎ বৃহৎ, এবুড়ো খেবুড়ো, অনেক সময়ে বোঁটাযুক্ত চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট হইতে সহজে রক্তস্রাব ও রসের নিঃসরণ; মুখমণ্ডলে, চক্ষুপত্রে, নাসিকায় ও সর্ব্ব গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মকীল বা আঁচিল।

কিছুকালের জন্য রোগীর উন্নতি হয় পরে তাহা স্থগিত থাকে।

রোগ কারণ।—বহুকাল স্থায়ী শোক, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক বিকার; হঠাৎ ভীতি বা আনন্দে বিচলিত ভাব অথবা ভীতিচকিতাবস্থা; নিদ্রাহীনতা অথবা রাত্রি জাগরণ; ক্রোধ অথবা ত্বগুদ্‌ভেদের অন্তর্দ্ধান এবং অনেক সময়ে শারীরিক আঘাত কষ্টকামের রোগকারণ। শুষ্ক শীতল বায়ু ইহার রোগের অন্যতম প্রধান কারণ।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—কষ্টিকাম্ মূলতঃ মেডুলা অব্‌লঙ্গেটার শক্তি নাশ করিয়া থাকে। এই ক্রিয়ার প্রধান ফলস্বরূপ স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত জন্মে এবং তাহার ও তদধস্থ বৃহত্তর বায়ুনলী বা ট্রেকিয়ার প্রদাহ উপস্থিত হয়। রোগীর স্বরভঙ্গ অথবা সম্পূর্ণ স্বরহানি এবং স্বরযন্ত্র ও ট্রেকিয়ার প্রতিশ্যায় জন্মে। ইহা পন্‌স্‌ভিরলি ও তদুৎপন্ন মুখমণ্ডল-স্নায়ু আক্রমণ করিয়া মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত আনয়ন করে। ইহার পক্ষাঘাতিক ক্রিয়ার আংশিক প্রকাশে মূত্রস্থালীদ্বাররক্ষক চক্রাকার পেশীর (Sphincter vesicœ) এবং অন্যান্য শরীরাংশের একৈক ভাবে পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ ইহার সমশ্রেণীর অন্যান্য পটাস্ সল্‌ট বা লবণের ন্যায় ইহাতেও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতামূলক সাধারণ দুর্ব্বলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—হানিমানই কষ্টিকামের আবিষ্কর্ত্তা, তৎপূর্ব্বে ইহার অস্তিত্বই অজ্ঞাত ছিল। ইহার রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধেও এপর্য্যন্ত সম্যক জ্ঞান লাভ হয় নাই। তবে ইহা যে পটাস্ পরিবারভুক্ত বস্তু তাহা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফলতঃ, সাধারণ ভাবে ইহা যে পটাস-জাতীয় ঔষধের সদৃশগুণবিশিষ্ট বস্তু তৎবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

হানিমান কষ্টিকামকে "এণ্টিসরিক" ঔষধশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। পামা, কাউর বা একজিমা পর্য্যায়ভুক্ত রোগারোগ্যের ক্ষমতা এবং সাল্‌ফারসহ ক্রিয়াসাদৃশ্য তাহা যথেষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। ঔষধগুণপরীক্ষায় ইহার ক্রিয়ার ফলে কর্কশ চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট জন্মিতে দেখা গিয়াছে। গনরিয়াবিষ "সাইকসিস্"রূপ পুরাতন ব্যাধির মূল কারণ। এই গনরিয়া বিষ ও তাহার রূপান্তর শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া অন্তর্ম্মুখী হইলে বা বসিয়া যাইলে উপরিউক্ত চর্ম্মকীল জন্মে। থুজা ইহার প্রধান ঔষধ। ধাতু বিশেষে কষ্টিকামও ইহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। হানিমানের পরে ইহার "এণ্টিসাইকটিক" গুণবত্তাও যথোপযুক্ত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

banglabooks.in

ক্রিয়ার প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও একনাইট, ব্রায়নিয়া, হিপার সাল্‌ফার এবং সাল্‌ফারের ন্যায় ইহাও একটি প্রদাহ-উৎপন্নকারী বস্তু। উপরিউক্ত প্রথম ঔষধত্রয়ের ন্যায় শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শ ইহারও রোগের মুখ্য কারণ। ইহার রোগের প্রধান প্রাদুর্ভাব কাল শীতঋতু। ইহাদিগের মধ্যে কোনটিই দেহোপাদানের পচনশীল বা টাইফয়েডপরিবর্ত্তক নহে। **একনাইটের** প্রাথমিক প্রাদাহিক জ্বর কেবল উপাদানবিশেষের রক্তাধিক্যে পর্য্যবসিত হয়, উপাদানগত কোন পরিবর্ত্তন করে না। ব্রায়নিয়া প্রধানতঃ সিরাস্, সাইনভিয়াল ও মিউকাস মেম্‌ব্রেণের শুষ্কতা ও তাহাদিগের শুষ্ক স্রাবোৎপন্ন করে, ইহাও উপাদনগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় না। ইহার ক্রিয়ায় যে পচনশীলতা দৃষ্ট হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। হিপার সাল্‌ফারেও উপাদানের মূল পরিবর্ত্তন হয় না, ইহা কেবল সুজাত, সুস্থ পূয়কারক। সাল্‌ফারের ক্রিয়াও উপাদানাদির টাইফয়েডপরিবর্ত্তক নহে তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কষ্টিকামের মৃদু ও ধীরগতি, এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ও পুরাতন উপদাহেও পচনশীলতা বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার ধীর, অব্যর্থ, পুরাতন প্রকৃতির উপদাহ অলক্ষিতভাবে আক্রান্ত শরীরোপাদানের যে গভীর পুষ্টিবিভ্রাট উৎপন্ন করে তাহাতে আক্রান্ত দেহোপাদান শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কঠিন, শুষ্ক এবং অনমনীয় হইয়া ক্রমে তাহাদিগের গতিক্রিয়া রহিত হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আক্রমণে তাহার স্রাব আঠাল, ঘন, শুষ্ক এবং সঙ্কোচনশীল হয়।

কষ্টিকাম্ বড়ই গভীরক্রিয়াশীল বস্তু। ইহা অতি প্রচ্ছন্নভাবে, ধীর-পদসঞ্চারে দেহোপাদানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্টিবিপর্য্যয় ঘটাইলে উপরিউক্তরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। এজন্য ইহা অতি ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের বহুকালস্থায়ী পুরাতন রোগে প্রযোজ্য। ইহা শোণিতের

banglabooks.in

বিকারোৎপন্ন করে বলিয়া শোণিত শিরাশোণিতবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। শিরার প্রাধান্য ও স্থূলতার বৃদ্ধি হয় এবং শরীর শিরাজালে আবৃত হইয়া পড়ে।

স্নায়ু এবং স্নায়ুমজ্জাই ইহার আদি ও মূল ক্রিয়ার স্থল। ইহা স্নায়ুপদার্থের পুরাতন ও ধীরপ্রকৃতির উপদাহ উৎপন্ন করিয়া তাহার পূর্ব্বকথিত পোষণবিকার ও ক্রিয়াদৌর্ব্বল্য আনয়ন করে এবং শরীরস্থ যাবতীয় টিসুর উপরিউক্তরূপ ন্যূনাধিক পুষ্টিবিপর্য্যয়, গঠন-বিকার ও ক্রিয়াপকর্ষ ঘটায়। ইহার ক্রিয়া অত্যধিক দুর্ব্বলতামূলক। এই দুর্ব্বলতাসহ উদ্দীপনার ভাব বর্ত্তমান থাকে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাসহ স্নায়বিক উদ্দীপনাঘটিত অসহিষ্ণুতাবশতঃ সামান্য কারণেই রোগীর নানা প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ উপস্থিত হয়। অবশেষে স্নায়ুর সম্পূর্ণ শক্তি নাশে ইহার বস্তুগত-নির্ব্বাচিতক্রিয়াকর্ষণশক্তিমূলে শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের অথবা স্বরযন্ত্রের ও মূত্রস্থালীর গলদেশস্থ সঙ্কোচক বা স্ফিংটার পেশী প্রভৃতির একৈক ভাবে স্থানিক পক্ষাঘাত জন্মে। সর্ব্বাঙ্গীন স্নায়ুর ও পেশীর দুর্ব্বলতাবশতঃ রোগী ক্রমশঃ অতি বলহীন ও চলৎশক্তি রহিত হয় এবং ধীরগতিতে উপবেশনের ক্ষমতাও অন্তর্হিত হওয়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। তাহার শারীরিক ও মানসিক পক্ষাঘাতিক বা পক্ষাঘাতমূলক ক্লান্তি উপস্থিত হয়।

ইহার মস্তিষ্কীয় ক্রিয়াবিকারে স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতা ঘটে; রোগী অন্যমনস্ক হয়। কোন বিষয়ে তাহার মনোযোগ থাকে না, নির্ব্বাক, নির্লিপ্তাবস্থায় কার্য্যে ইচ্ছাহীন থাকে। সন্ধ্যাকালে রোগীর ভীতিপূর্ণ কল্পনার উদয় হয়, শিশু একা শয়ন করিতে ভয় পায়, অত্যন্ত উৎকণ্ঠা, বিমর্ষভাব এবং সর্ব্ববিষয়েই ভরসাহীনতা জন্মে। রোগী খিটখিটে ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। রোগের, বিশেষতঃ অর্শরোগের বিষয় চিন্তা করিলে তাহার বৃদ্ধি হয়।

banglabooks.in

মস্তিষ্কানুভূতিবিকারে রজনীতে শয্যায়, গাত্রোত্থান করিতে ও পুনরায় শয়ন করিতে, অথবা পূর্ব্বাহ্ণ ১১টার সময়; এবং কোন বস্তুর দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতাসহ শিরোঘূর্ণন হইয়া রোগী সম্মুখে ও পার্শ্বে পতিতোন্মুখ হয়। বাতাসে এবং অপরাহ্ণে উপশম। মস্তিষ্কের রক্তহীনতাবশতঃ শিরোঘূর্ণন। মস্তিষ্কের জড়তা।

অশান্তিপ্রদ ও অস্থির নিদ্রা। হাই উঠে ও রোগী গাত্র মোড়ামুড়ি দেয়। নিদ্রাকালে অনেকবার হস্ত ও পদ চালিত হয়। অত্যন্ত নিদ্রালুতা, কিছুতেই তাহার বাধা দেওয়া যায় না। রোগী শয়ন করিতে বাধ্য। নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠে।

সমস্ত মস্তকাভ্যন্তরে বেদনাহীন খননবৎ অনুভূতি। মূর্দ্ধাদেশে দপ্‌দপানি ও সূচিবেধের ন্যায় বোধ। ললাটের দক্ষিণপার্শ্বস্থ উন্নত স্থানে চাপবৎ বেদনা। কেবল স্পর্শ করিলেই মূর্দ্ধার কোন ক্ষুদ্র স্থানে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি। মস্তকপার্শ্বে বা রগে সূচিবেধবৎ অনুভূতি। মস্তকের ত্বকে চুলকণা, তাহার টানটান ভাব।

ইন্দ্রিয় জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হওয়ায় দিবসে আলোকাসহিষ্ণুতা; রোগী চক্ষু অবিরত মিটিমিটি করিতে বাধ্য। চক্ষুর সম্মুখে পক্ষীর পক্ষসঞ্চালনবৎ অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃশ্য। নাক ঝাড়িলে মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষুর সম্মুখে জাল অথবা কোয়াসা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য। মতিয়াবিন্দু রোগে বস্তুর উর্দ্ধাধভাবে অর্দ্ধদৃষ্টি। শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যে শোর ও গুণ গুণ শব্দ। কথা এবং পদক্ষেপের শব্দ কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় কিছু শ্রবণ করা কষ্টকর। আমাশয়বিকার থাকার ন্যায় রসনেন্দ্রিয়ের আস্বাদ কটু, বসার ন্যায় পচা এবং তিক্ত।

অনুভূতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিপ্লব ঘটিয়া রজনীতে রোগী শয্যায় কোন শান্তির স্থান পায় না, অথবা এক মুহূর্ত্তও স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারে না। উপবেশনাবস্থায় শরীরের অস্বস্তি, হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে ব্যাকুলতা ও

banglabooks.in

শায়িত শরীরপার্শ্বে ঘৃষ্টবৎ অনুভূতি এবং তাহার স্পর্শে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। সন্ধি এবং অস্থিমধ্যে ছিন্নবৎ ভাব।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে মূর্চ্ছার ন্যায় শক্তির অবসাদ। মস্তিষ্কের রক্তস্রাব অথবা কোমলতানিবন্ধন শরীরার্দ্ধের লম্বভাবে পক্ষাঘাত। যৌবনকালের মৃগীরোগাক্রমণের পূর্ণিমাযোগে। মস্তকের জ্বরবৎ তাপ ও হস্তপদের শীতলতা, চীৎকার, দন্তঘর্ষণ এবং অঙ্গাদির ভয়ানক চালনাসহ সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ। রজনীতেও তাণ্ডব রোগের আক্রমণ; মুখের ও জিহ্বার দক্ষিণ পার্শ্বের পক্ষাঘাত হইতে পারে।

মুখমণ্ডল হরিদ্রাভ এবং রুগ্ন। প্রথমে দক্ষিণ গণ্ডে এবং পরে কর্ণে ক্ষণস্থায়ী ও প্রবল আকৃষ্টবৎ বেদনা। চোয়ালের বেদনা ও টান টান ভাবের অনুভূতিতে রোগিনী কেবল অতি কষ্টের সহিত মুখব্যাদান করিতে পারিত, তাহার একটি দন্ত দীর্ঘতর হওয়ার অনুভূতিতে সহজে আহার করিতে পারিত না। মুখমণ্ডলের এক পার্শ্বের পক্ষাঘাত।

চক্ষুর প্রদাহপ্রযুক্ত জ্বালা, হুলবেঁধার অনুভূতি, শুষ্কতা এবং আলোকাসহিষ্ণুতা। চক্ষুর মধ্যে বালুকা থাকার ন্যায় চাপবোধ। মুক্তবায়ু মধ্যে চক্ষুর জলস্রাবের বৃদ্ধি। চক্ষুর, বিশেষতঃ চক্ষুপত্রের চুলকণা। চক্ষুপত্রের গুরুত্বানুভূতিতে চক্ষু মুদ্রিত করিবার প্রবৃত্তি, ঊর্দ্ধচক্ষু-পত্রের পক্ষাঘাত পর্য্যন্ত জন্মে। চক্ষুর রেক্টাইপেশীর দুর্ব্বলতা। আলোকাসহিষ্ণুতাবশতঃ অবিরত চক্ষুমুদ্রণের আবশ্যকতা। অভ্যন্তর (inner) চক্ষুকোণের জ্বালা ও চুলকণা।

দক্ষিণকর্ণমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র ও থাকিয়া থাকিয়া সূচিবেধের ন্যায় আক্রমণ। কর্ণরন্ধ্রে অল্প ও কটা মলের সঞ্চয়ে তাহার দুর্গন্ধ ও পূয়বৎ স্রাবসহ কর্ণ রুদ্ধ থাকার অনুভূতি।

শুষ্ক সর্দ্দি কর্ত্তৃক নাসিকার অবরোধ। প্রাতঃকালে পুনঃ পুনঃ হাঁচি। নাসিকাগ্রে ফুস্কুড়ি জন্মে। নাসিকোপরি পুরাতন চর্ম্মকীল। নাসিকা হইতে প্রভূত রক্তস্রাব।

banglabooks.in

স্বরযন্ত্রপেশী কার্য্যে অক্ষম হয়; রোগী উচ্চ কথা বলিতে পারে না। গলমধ্যে চাঁছাভাবপ্রযুক্ত অত্যন্ত স্বরভঙ্গ এবং প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় তাহার বৃদ্ধি; তজ্জন্য কতিপয় দিবস উচ্চ কথা বলিতে অক্ষমতা। শ্বাস-যন্ত্রপথের শুষ্ক ভাব। নাক ঝাড়িলে স্বরযন্ত্রমধ্যে বেদনা। বারম্বার গলা খাকর দিয়া স্বরযন্ত্র পরিষ্কার করিতে হয়।

কথা কহিতে কহিতে অথবা দ্রুত ভ্রমণকালে শ্বাসরোধ ঘটিলে হঠাৎ থামিয়া শ্বাস গ্রহণের আবশ্যকতা। শ্বাসাল্পতা।

দক্ষিণ বক্ষের বেদনাপ্রযুক্ত ফাঁপা ও কখন কখন শুষ্ক কাসি; বক্ষের টাটানি হইলে এবং বক্ষমধ্যে আটাভাবের শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকিলে অধিকাংশ সময়ে রজনীতে ফাঁপা শব্দের কাসি; গলমধ্যে বিড় বিড় ও কাঁচা ভাবের অনুভূতি। খ্যাক্ খ্যাক্ কাসি; কাসিতে বাম হিপসন্ধির ঊর্দ্ধদেশে বেদনা এবং অনৈচ্ছিকরূপে ফোটা ফোটা মূত্রনিসরণ; হুপ্ শব্দকর কাসির পর শুষ্ক কাসি থাকিয়া যায়।

নিশ্বাসত্যাগে, কাফিপানে, শীতল বায়ুতে, দমকা বায়ুতে, সন্ধ্যা হইতে মধ্য রজনী পর্য্যন্ত এবং নিদ্রাভঙ্গে কাসির বৃদ্ধি।

এক ঢোক শীতল জল পানে কাসির উপশম।

বক্ষমধ্যে টাটানি। ষ্টার্ণাম্ অস্থির পশ্চাৎ বাহিয়া ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত রেখাকারে জ্বালাময় টাটানি সহ কাসি ইত্যাদি। বক্ষে কশা বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। বাহুর অধঃ হইতে আমাশয়োর্দ্ধের কোটরদেশ (Pit of the Stomach) পর্য্যন্ত বক্ষের সূচিবেধানুভূতি প্রযুক্ত উৎকণ্ঠার ভাব। বক্ষমধ্যে ঘড়ঘড়ি।

হৃৎপিণ্ডদেশে সূচিবেধবৎ বোধ। হৃৎকম্প। হৃৎপ্রদেশের কষ্টে মানসিক অবসাদ। শোণিতোচ্ছ্বাস বশতঃ সন্ধ্যাকালে নাড়ীর উত্তেজনা।

শিথিল ও বেদনাযুক্ত দন্ত ঝুলিয়া পড়ে। অধঃ পেষণদন্তের (Molar)

banglabooks.in

জ্বালাময় বেদনা নাসিকা ও চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছিন্ন ও সূচিবেধবৎ দন্তশূল। দন্তমাড়ির স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা।

জিহ্বার পক্ষাঘাতবশতঃ বাক্‌রোধ। কথা বলিবার সময় জিহ্বার ও মুখের বিকটাকার। তোত্‌লা, কষ্টকর ও অস্পষ্ট কথা। জিহ্বাগ্রে বেদনাযুক্ত রসবিম্বিকা। জিহ্বার উভয় পার্শ্ব শুভ্র, মধ্যস্থল লোহিত।

মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা। মুখ ও গলদেশের হাজাভাব; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত ও শিথিল; জিহ্বা, উপজিহ্বা ও তালু স্ফীত এবং লোহিত বর্ণ; মুখমধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকার অনুভূতি; গলাধঃকরণের ও গলা খাকর দিবার চেষ্টায় বেদনার বৃদ্ধি; মুখের মধ্যে প্রচুর শ্লেষ্মা ও লালা; স্বরভঙ্গ; জ্বরে দ্রুতগতিবিশিষ্ট নাড়ী এবং অতর্পণীয় তৃষ্ণা। তালুর স্থানবিশেষে টাটানি ও বেদনা।

গলদেশে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, রোগী গলা খাকর দিয়া তাহা তুলিতে পারে না, গিলিতে বাধ্য হয়। গলমধ্যে শুষ্ক, কাঁচা ও চাঁছা ভাব এবং শুড়শুড়ি।

বিয়ার মদ্যে আকাঙ্ক্ষা। শীতল পানীয় বস্তুতে ইচ্ছা; পিপাসা থাকে, কিন্তু জলপান করিতে ঘৃণা হয়। মিষ্ট বস্তুতে ঘৃণা, কিঞ্চিৎ ক্ষুধা হইয়া আহার করিতে উপবেশন করে, কিন্তু পূর্ণ এক গ্রাসও আহার করিতে পারে কি না সন্দেহ।

টাটকা মাংসে বমনোদ্রেক; রোগী ধূমশুষ্ক মাংস আহার করিতে পারে; রুটিতে উদরের গুরুত্ব। কাফিপানে সকল অসুখেরই বৃদ্ধি।

ভুক্তবস্তুর আস্বাদযুক্ত, ভুক্তবস্তুময়, কখন বা পুনঃ পুনঃ জ্বালাকর শূন্য উদ্‌গার। আহারকালে এবং তাহার পরে বিবমিষা। অম্ল-বমনের পর অম্লোদ্‌গার। রজনীতে রক্তবমন।

প্রাতঃকালে আমাশয়ের বেদনার দ্রুত শরীরচালনায় বৃদ্ধি জন্য রোগী শয়ন করিয়া থাকিতে বাধ্য। আমাশয়ের খল্লী এবং আমাশয়োর্দ্ধ-কোটরে চাপ।

banglabooks.in

গভীর শ্বাসগ্রহণে আমাশয়োর্দ্ধকোটরে চিমটি কাটার ও খিম্‌চানির ন্যায় অনুভূতি। যকৃদ্দেশে সূচিবেধবৎ অনুভূতি।

উদরের বেদনায় সম্মুখে বক্র হইয়া রোগী দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য; সামান্য কিছু আহার করিলে অথবা পরিধেয় বস্ত্র কশিয়া পরিলে তাহার বৃদ্ধি। প্রাতঃকালের উদরশূল পৃষ্ঠ এবং বক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে সূচিবেধের অনুভূতি। উদরের বেদনাযুক্ত স্ফীতি। উদরাধ্মান হইয়া উদর ডাকে ও বায়ু গড় গড় করিয়া বেড়ায়। উদরস্পর্শে শিশু চমকিয়া উঠে।

সরলান্ত্রে চাপবোধ। সরলান্ত্র মধ্যে চুলকানি ও খোঁচা লাগার অনুভূতি। তন্মধ্যে বারম্বার বেঁধা ও চাপানুভূতি সহ বেদনা। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধ বায়ুনিসরণ। বিষ্ঠা আটা-কড়া (Tough), চিমসে এবং চকচকে; তাহার প্রথমাংশ কঠিন এবং খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, শেষাংশ কোমল; কখন ছাগবিষ্ঠার ন্যায় গ্রন্থিবিশিষ্ট। পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগে অত্যন্ত বেদনা, উৎকণ্ঠা এবং মুখরক্তিমা। দণ্ডায়মানাবস্থায় সহজে মলত্যাগ। সরলান্ত্র মধ্যে দপ্‌দপানী। মলদ্বার ফাটিয়া যাওয়ায় ভ্রমণকালে বেদনা। মলদ্বার চুলকায়। মলদ্বারের সন্নিকটে বৃহৎ ও বেদনাযুক্ত পূয়গুটিকা; তাহা হইতে পূয়, রক্ত এবং রসস্রাব।

অর্শ স্ফীত ও চুলকনাযুক্ত, তাহাতে সূচিবেধবৎ বেদনা এবং তাহা সিক্ত থাকিলেও মলনিঃসরণের বাধা। হুলবেধ ও জ্বালাযুক্ত অর্শ। স্পর্শে, ভ্রমণে অথবা তৎবিষয়ের চিন্তায় অর্শে বেদনা।

অধিককাল মূত্রধারণে মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত। রজনীতে নিদ্রাবস্থায়, কাসিতে, হাঁচিতে অথবা নাক ঝাড়িতে অনৈচ্ছিক মূত্র নিঃসরণ। মূত্র-ত্যাগে মূত্রনলীমধ্যে জ্বালা; রজনীতে মূত্রনলীর হঠাৎ জ্বালা। মূত্ররোধ ঘটিয়া বারম্বার প্রবল মূত্রত্যাগেচ্ছা; কখন কখন ফোটায় ফোটায়, অথবা ঝরিয়া ঝরিয়া সামান্য কিঞ্চিৎ মূত্রের নির্গমন। এত সহজে মূত্র নির্গত

banglabooks.in

হয় যে, রোগী তাহা বুঝিতে পারে না। মূত্র কালচে কটা, ঘোলা এবং আবিল।

দক্ষিণ অণ্ডকোষে ছেঁচা লাগার ন্যায় চাপবৎ বেদনা। সঙ্গমকালে শুক্র সহ মূত্রনলী হইতে রক্তের নির্গমন। অণ্ডকোষত্বকের চুলকণা।

মূত্রত্যাগান্তে লবণসংস্পর্শের ন্যায় বহিস্থ স্ত্রীঅঙ্গের কামড়ানি। সঙ্গমে প্রবল অনিচ্ছা। অনেক বিলম্বে, কিন্তু অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব; দুর্গন্ধ ঋতুস্রাবে বহিস্থ জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি; রজনীতে ঋতুস্রাব হয় না। ঋতুকালে কর্ত্তনবৎ উদরশূল। ঋতুস্রাবকালে পৃষ্ঠে বেদনা। ঋতুশোণিতের ন্যায় ঘ্রাণযুক্ত প্রচুর শ্বেতপ্রদরের ঋতুস্রাবের ন্যায় স্রাব।

গ্রীবার আতত ভাব সহ বেদনাযুক্ত কাঠিন্য। বাম কটিপ্রদেশে তীক্ষ্ণ সূচিবেধবৎ অনুভূতি। কিড্‌নিপ্রদেশে চাপ লাগার ন্যায় ও খল্লীবৎ বেদনা। মেরুদণ্ডের অধঃ সীমায় মৃদু আকৃষ্টণবৎ এবং ঘৃষ্ট হওয়ার ন্যায় বেদনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ অনুভূতি এবং কম্প। সন্ধ্যাকালে অঙ্গনিচয়ের অসহনীয় ক্লান্তভাব। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সর্ব্ব স্থানেই বাতজ বেদনা।

হস্তের কম্প। অঙ্গুলীর সন্ধিমধ্যে আকৃষ্টবৎ বেদনা।

কাসিলে বাম হিপসন্ধিতে বেগের সহিত বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় বেদনা। ভ্রমণকালে জানুসন্ধিমধ্যে কর্ কর্ ভাব। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে উরু এবং জঙ্ঘামধ্যে ঘৃষ্টবৎ বেদনা; ভ্রমণকালে জানুপশ্চাতে টান টান ভাবের ও কাঠিন্যের অনুভূতি। প্রাতঃকালে জঙ্ঘাপশ্চাতের ও পদের খল্লী। গুল্‌ফসন্ধির কাঠিন্য। দক্ষিণজঙ্ঘাপশ্চাতের গভীর দেশের কণ্ডরায় ছিন্নবৎ অনুভূতি। পদাঙ্গুষ্ঠের তলে বিড় বিড়ি, জ্বালা, তীক্ষ্ণ চাপবৎ বেদনা এবং জ্বালাময় সূচিবেধের অনুভূতি।

সর্ব্বশরীরময় চুলকনা। দন্তোদ্‌ভেদকালে ইম্পেটিগত্বগুদ্‌ভেদ্। গ্রীবা-দেশের রসস্রাবি উদ্‌ভেদ অত্যন্ত চুলকায়। নাসিকাগ্রে ফুস্‌কুড়ি জন্মে। ত্বকের আরোগ্য ক্ষত পুনর্ব্বার কাঁচা হইয়া উঠে।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

শুষ্ক শীতল বায়ুসংস্পর্শে রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি।—শুষ্কশীতলবায়ু সংস্পর্শের অসহিষ্ণুতায় **কষ্টিকাম একনাইট** ও **হিপার** সহ তুলনীয়। তিন ঔষধেরই ক্রিয়া প্রদাহমূলক। **একনাইটের** ক্রিয়ায় প্রারম্ভিক রক্তাধিক্য ও প্রাথমিক জ্বরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং কোন প্রকার প্রদাহিক পরিবর্ত্তন ও স্রাবাদির অভাব ইহাকে অন্য দুই ঔষধ হইতে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে। আর্দ্র শীতল বায়ু **কষ্টিকাম** এবং **হিপার সাল্‌ফার** উভয় ঔষধের রোগেরই উপশমের সাধারণ কারণ হইলেও এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় উভয়েরই প্রয়োজ্যতা থাকিলেও **কষ্টিকামক্রিয়ায়** পূয়জননাভাব ও টিসুসঙ্কোচনের আধিক্য এবং **হিপারের** ক্রিয়ায় প্রভূত পূয়সঞ্চার উভয়কে সম্যকরূপে প্রভেদিত করিয়া থাকে।

রোগের পক্ষাঘাতিক পরিণতি।—**কষ্টিকামের** রোগজননক্রিয়া আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, স্নায়বিক পক্ষাঘাতিক দৌর্ব্বল্যই ইহার প্রায় সকল রোগের পরিণাম এবং কোন না কোন লক্ষণ প্রকৃতি দ্বারা তাহার সম্যক্ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব **কষ্টিকামের** রোগমাত্রেই এই পক্ষাঘাতিক পরিণামের বর্ত্তমানতা তাহার প্রদর্শকরূপে গণ্য করা যায়।

কাসিতে অনৈচ্ছিকরূপে বেগে মূত্র-নিঃসরণ। কাসিয়া গয়ার নিষ্ঠূত করার অক্ষমতায় তাহা গিলিয়া ফেলা। স্বরলোপের পক্ষাঘাতিক প্রকৃতি। কোষ্ঠবদ্ধরোগে দণ্ডায়মানাবস্থায় সহজে মলনিঃসংরণ।

প্রথম নিদ্রাবেশে শয্যায় মূত্রত্যাগ। এক ঢোক

banglabooks.in

শীতল জলপানে কাসির উপশম। দিবসে ঋতুস্রাব, রজনীতে তাহার রোধ। প্রাতঃকালে স্বরভঙ্গের বৃদ্ধি। শরীরাংশবিশেষ অথবা শরীরাংশপরম্পরার একৈক ভাবে পক্ষাঘাতাক্রমণ।

মূত্রস্রাব লক্ষণ, পক্ষাঘাত, কাসি, ঋতুদোষ, স্বরভঙ্গ এবং পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগসম্বন্ধে উপরে যে সকল বিশেষত্বের উল্লেখ করা হইল তাহারা ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে কষ্টিকামের বিশেষ প্রদর্শক বলিয়া পরগণিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

শিরোঘূর্ণন।—**কষ্টিকাম** রোগে মস্তিষ্কের অতি গভীর বিকারের প্রারম্ভিক যান্ত্রিক উদ্দীপনার লক্ষণস্বরূপ শিরোঘূর্ণন উপস্থিত হয়। এই শিরোঘূর্ণন সাধারণতঃ সন্ন্যাস এবং তাহার পরিণাম পক্ষাঘাত অথবা অবস্থাবিশেষে লোকোমটর এটাক্সিয়া রোগের পূর্ব্বলক্ষণরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রোগী সম্মুখে অথবা অন্যতর পার্শ্বে পতনোন্মুখ হয়। মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, অবিশ্রান্ত উৎকণ্ঠা এবং চক্ষুর সম্মুখে কোয়াসা থাকার ন্যায় দৃষ্টিমালিন্য ঘটে। ফলতঃ ইহাতে মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জার স্থায়ী উদ্দীপনার প্রকাশক শরীরের ঘনীভূত তাপ, ঘর্ম্মহীন শুষ্কতা ও সরলান্ত্রের ক্রিয়াবিকলতা-বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ উৎপন্ন করিয়া নানা প্রকার কঠিন ও কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য স্নায়বিক রোগের পূর্ব্বাভাস প্রকটিত করে। এই অবস্থায় **কষ্টিকাম** প্রদত্ত হইলে বহুতর রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে পারে।

মৃগীরোগ বা এপিলেপসি।—ক্ষুদ্র বা ক্ষণস্থায়ী মৃগী রোগে (লা পেটিট মল La petit mal) **কষ্টিকাম** উপকারী। অমাবস্যার পর নূতন চন্দ্রোদয় কালে বা প্রতিপদাদি তিথিযোগে এই মৃগীরোগের বৃদ্ধি হইয়া আক্ষেপিক লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার সাধারণ রোগে রোগী

banglabooks.in

মুক্তবায়ুমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া যায়, কিন্তু অবিলম্বেই জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতিস্থ হয়। অজ্ঞানাবস্থায় রোগী মূত্রত্যাগ করে। পূর্ণযৌবনকালই **কষ্টিকাম** রোগের সাধারণ উপযোগী সময়। ইহা ঋতুস্রাবকালীন ও নূতন বা অল্পদিনের মৃগীরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী ঔষধ। এস্থলে ইহা **ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব** সহ তুলনীয়। ইহার সমপর্য্যায়ের **ক্যালি সিউ** অতি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং মৃগীরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধমধ্যে গণ্য। ডাং কাফ্‌কা নৈশরোগে **হিপার সাল্‌ফারের** প্রশংসা করিয়াছেন।

গুল্মবায়ুরোগ বা হিষ্টিরিয়া।—**কষ্টিকামের** ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু মস্তিষ্কীয় বিকারের সহিত স্বল্পাধিক গুল্মবায়ুসদৃশ লক্ষণ প্রকাশ হইয়া অবশেষে তাহা প্রকৃত গুল্মবায়ুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। স্নায়ু-মণ্ডলের অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাব উৎপন্ন হওয়ায় স্পর্শ, গোলমাল প্রভৃতি যে কোন প্রকার আগন্তুক উত্তেজনাতেই রোগী বিচলিত হয়। মধ্যে মধ্যে গুল্মবায়ুর ন্যায় খল্লী হইয়া থাকে। রোগিণীর আত্মসংযম নষ্ট হওয়ায় হাস্যাস্পদ কথা কহে। যৎসামান্য শব্দাদিতে নিদ্রাকালে চমকাইয়া উঠে। স্থানে স্থানে পেশীর আনর্ত্তন হয়।

তাণ্ডব বা নৃত্য রোগ (Chorea)।—ডাং জার তাঁহার "ফার্টি ইয়ার্স প্র্যাক্‌টিস্" নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত লক্ষণযুক্ত তাণ্ডবরোগে **কষ্টিকামের** বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। শরীরের বামপার্শ্ব অপেক্ষা দক্ষিণপার্শ্বের রোগেই ইহা অধিকতর উপযোগী। লক্ষণ—মুখমণ্ডল, জিহ্বা, হস্ত, পদ প্রভৃতির দক্ষিণাংশের পেশীনিচয় রোগাক্রান্ত হয়। রোগী কথা কহিবার চেষ্টা করিলে জিহ্বোপরি অনায়ত্ততাবশতঃ ঝাঁকির সহিত কথা কহে। রজনীতে শয়নাবস্থায় রোগী উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকে এবং শরীরের ঝাঁকি হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হয়। রোগী উঠিয়া বসিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। মস্তকের অনৈচ্ছিক চালনা হইতে হইতে

banglabooks.in

অবসন্নতাবশতঃ রোগী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। নিদ্রিতাবস্থায় হস্তপদের অবিশ্রান্ত চালনা হয়। স্নায়বিক উত্তেজনাবশতঃ শিশু কথা উচ্চারণ করিতে পারেনা এবং গলদেশ ও জিহ্বাপেশীর দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত কথা কহিবার প্রবৃত্তি থাকে না। শৈত্যসংস্পর্শঘটিত রোগে ইহার বিশেষ উপযোগিতা।

গ্রীবাস্তম্ভ বা টরটিকলিস্।—গ্রীবাপেশীর সঙ্কোচনবশতঃ অন্যতর পার্শ্বে মস্তক আকৃষ্ট থাকিলে ও শৈত্যসংস্পর্শ রোগের কারণ হইলে **কষ্টিকাম** উপকারী। এরোগে ইহা **নাক্সভমিকা** ও **বেলাডনা** সহ তুলনীয়। ফলতঃ অন্যান্য পেশীকণ্ডরার শৈত্যঘটিত সঙ্কোচনেও ইহা প্রয়োগোপযুক্ত ঔষধ।

পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্।—কষ্টিকামাদি পটাস্ সল্ট মাত্রেরই স্নায়বিক শক্তি নাশ করা একটি মৌলিক ক্রিয়া। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহার যাবতীয় রোগলক্ষণমধ্যেই এই পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ কষ্টিকামধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা মজ্জাগতদোষস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। স্বভাবতঃ ভীতিযুক্ত, স্নায়বিক-উত্তেজনাপ্রবণ, উৎকণ্ঠাযুক্ত এবং সংশয়ান্বিত ব্যক্তি, যাহারা সহজেই ভীত হয় ও কল্পনায় ভূত, প্রেত দেখে, এবম্বিধ ব্যক্তিগণই **কষ্টিকাম**-রোগের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র।

শীত ঋতুর শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শ ইহার পক্ষাঘাতরোগের কারণ। রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহা কার্য্যকারী। একৈক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন শরীরাংশের পক্ষাঘাতরোগের ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। সন্ন্যাস বা এপপ্লেক্সি রোগের পরিণামফলস্বরূপ পক্ষাঘাতিক লক্ষণবিশেষের আরোগ্যপক্ষেও ইহা উপযোগী ঔষধ। কথা বলিতে **উপযুক্তকথা প্রয়োগের অক্ষমতা**, এস্থলে ইহার প্রদর্শকরূপে গণ্য।

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত বা ফেসিয়াল প্যারালিসিস্।—শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শনিবন্ধন মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত

banglabooks.in

রোগের অপেক্ষাকৃত পুরাতন অবস্থায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। ৩০ ক্রমের **কষ্টিকাম** প্রয়োগে আরোগ্য হইয়াছে এমত অনেক গুলি রোগীর বিষয় ডাং কাউপারথোয়েট প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বরলোপ, অক্ষিপুটপতন এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা ও গলদেশ প্রভৃতির পেশীর পক্ষাঘাত।—সর্ব্বাঙ্গীন অথবা বিস্তৃত শরীরাংশের পক্ষাঘাতের অঙ্গীভূত না হইয়া উপরিউক্ত যন্ত্র বা শরীরস্থানবিশেষের স্বতন্ত্র ভাবে পক্ষাঘাত জন্মিলে **কষ্টিকাম** তাহার উপযোগী ঔষধ। শুষ্কশীতলবায়ুসংশ্রববটিত রোগই ইহার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। এই সকল পক্ষাঘাতরোগে যন্ত্রবিশেষের ন্যূনাধিক পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা অথবা সম্পূর্ণ ক্রিয়াহানি উৎপন্ন হইতে পারে। ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলদেশ প্রভৃতির অবশতার তারতম্যানুসারে ও স্বরযন্ত্র নীরোগ থাকিলে স্বর নির্গত হইতে পারে, কিন্তু বাক্য গঠনের ও গলাধঃকরণের শক্তির ন্যূনাধিক হ্রাস অথবা অভাব হয়। অন্যান্য স্থানিক পক্ষাঘাত মধ্যে **মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাতই** উল্লেখযোগ্য।

একনাইট—শুষ্কশীতলবায়ুসংস্পর্শনিবন্ধন পক্ষাঘাত রোগের তরুণাবস্থায় **একনাইট** উপকারী। রোগের কিঞ্চিৎ পুরাতন অবস্থা উপস্থিত হইলে **কষ্টিকাম** এবং **সালফার** কার্য্যকারী।

রাস্ এবং ডাফ্নামারা—আর্দ্র শীতল আবহাওয়া, বিশেষতঃ কিঞ্চিৎ উষ্ণ আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে তাহা আর্দ্র ও শীতল হইলে, যে রসবাতজ পক্ষাঘাত জন্মে তাহার তরুণাবস্থায় **ডাফ্নাকামারা** প্রযোজ্য। রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন প্রকৃতি ধারণ করিলে **রাস্** তাহার সাধারণ ঔষধ, অবস্থাবিশেষে রোগের পূর্ব্ববর্ণিত লক্ষণানুসারে **কষ্টিকাম**ও প্রযোজ্য হইতে পারে।

ক্যাল্মিয়া—ইহা রসবাতজ অক্ষিপুটপতনে উপকারী ঔষধ। ডাং জার দক্ষিণ পার্শ্বের রোগে **কষ্টিকামের** প্রশংসা করেন।

banglabooks.in

ব্যারাইটা কার্ব্বনিকা—**ব্যারাইটা** অপেক্ষা **কষ্টিকামে** আক্রান্ত স্থানের অধিকতর সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক লক্ষণ দৃষ্ট হয়। শোণিতবহা নাড়ীর যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন **ব্যারাইটা** রোগের কারণ। ডাং বেজের মতে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের পক্ষে এবং মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতে **ব্যারাইটা** উৎকৃষ্টতর ঔষধ। ডাং হার্টম্যান বলেন "**ব্যারাইটা** ব্যতীত জিহ্বার পক্ষাঘাতরোগ ক্বচিৎ আরোগ্য হইয়া থাকে"। সন্ন্যাস রোগের পরিণামে যে সকল পক্ষাঘাত রোগ জন্মে তাহাও এতদ্দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত জিহ্বা আক্রমণ করিলে ইহা ফলপ্রদ।

কর্ণনাদ বা টিনিটাস অরিয়াম্।—গলমধ্যের সর্দ্দিরোগ কর্ণনালী বায়ু হৈকিয়ান টিউব দ্বারা কর্ণমধ্য আক্রমণ করিলে কর্ণে গুণ গুণ, উচ্চরব প্রভৃতি যে নানাপ্রকার শব্দ উপস্থিত হয় তাহার পক্ষে **কষ্টিকাম** উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার রোগে অনুচ্চ কথা কিম্বা অন্য যে কোন প্রকার অনুচ্চ শব্দও উচ্চতর প্রতীয়মান হইয়া কর্ণমধ্যে কষ্টপ্রদ প্রতিধ্বনি ও গোলমাল উপস্থিত করিয়া শ্রবণের বাধা উৎপন্ন করে।

চেনপোডিয়াম্—ইহার বধিরতায় রোগী নিম্ন স্বর শুনিতে পায় না। স্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইলে পরিষ্কার শুনিতে পায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুবিকারঘটিত বধিরতায় ইহা উপকারী।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—কর্ণমধ্যে উচ্চ রব ও গুণ গুণ শব্দ। কর্ণে শব্দের অসহিষ্ণুতা ও তাহাতে বেদনা জন্মে।

স্যালিসিলিক্ এসিড—অস্বাভাবিক শব্দ সহ কর্ণের সাধারণ বধিরতা। কর্ণোপাস্থির ঘৃষ্টবৎ বেদনা সহ বধিরতায় **আর্ণিকা** প্রযোজ্য। এইরূপ কর্ণরোগে **কার্ব্বণ বাইসাল্‌ফেট** এবং **সিঙ্কনা**ও তুলনীয়।

চক্ষুরোগ—দৃষ্টিমালিন্য, দ্বিত্বদৃষ্টি, অন্ধত্ব, চক্ষুপ্রদাহ

banglabooks.in

এবং কর্ণিয়াক্ষত।—মস্তিষ্কাদির স্নায়ুরশূলে **কষ্টিকামের** যে প্রগাঢ় যান্ত্রিক বিকারের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সংস্রব বশতঃ ইহা চক্ষুর নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগোৎপন্ন করিতে সক্ষম এবং স্থলবিশেষে ইহা দ্বারা তাহাতে উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। চক্ষুরোগে **কষ্টিকাম** নির্ব্বাচন পক্ষে রোগীর সাধারণ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। সোরাবিষদুষ্ট ধাতুর ব্যক্তিদিগের শুষ্কশীতল বায়ুসংস্পর্শ অনেকস্থলে এইরূপ চক্ষুরোগের কারণ। চক্ষুর চিত্রপত্র, দৃষ্টিশক্তিপ্রদ স্নায়ু ও গতিপ্রদ স্নায়ু প্রভৃতির ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু যান্ত্রিক বিকার ও পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ক্রমে দৃষ্টিমালিন্য, চক্ষুর সম্মুখে কুজ্ঝটিকা এবং কৃষ্ণ ও সবুজবর্ণ দাগের আবির্ভাব, দ্বিত্বদৃষ্টি এবং সম্পূর্ণ স্নায়বিক পক্ষাঘাতে অবশেষে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহানি উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগের প্রারম্ভাবস্থায় **কষ্টিকাম** লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অবশ্যই ইহাদ্বারা উপকারের আশা করা যাইতে পারে।

গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ ও কর্ণিয়া বা চক্ষুর কাল ক্ষেত্রের ক্ষত রোগেও ইহা উপকারী। বিদাহী জলস্রাব ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত তীরবেধবৎ বেদনার সন্ধ্যাকালে এবং রজনীতে বৃদ্ধি, প্রদীপের চতুঃপার্শ্বে সবুজ জ্যোতির্ম্মণ্ডল এবং কর্ণিয়ায় রক্তনাড়ীজালের স্পষ্টতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। কর্ণিয়া ঠেলিয়া উচ্চ হইতে থাকে ও চক্ষুপুট জুড়িয়া যায়।

মতিয়াবিন্দু বা ক্যাটারাক্ট রোগে বস্তুর লঘুভাবে অর্দ্ধ দৃষ্টি হয় ও নিয়ত চক্ষু স্পর্শ করিতে এবং রগড়াইতে প্রবৃত্তি জন্মে। ইহা তরুণ রোগে উপকারী। ডাং নর্টন ইহাকে অত্যুপকারী ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্বরভঙ্গ বা হোর্সনেস্।—ডাং হিউজের মতে সর্দ্দি নিবন্ধন স্বরভঙ্গ রোগে **কষ্টিকাম** অপেক্ষা অন্য উৎকৃষ্টতর ঔষধ নাই। ইহাতে স্বরতন্ত্রের শুষ্কতা ও তথা হইতে বক্ষ পর্য্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা জন্মে;

banglabooks.in

স্বরভঙ্গ সহ ষ্টার্ণাম অস্থির মধ্যভাগের পশ্চাতে অর্থাৎ বুকের মধ্যাংশে কাঁচা ও চাঁছা ভাবের অনুভূতি হইয়া শুষ্ক, ফাঁপা এবং অশান্তিকর কাসি হয়। বক্তা ও গাথকদিগের স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে, বিশেষতঃ শীতল আবহাওয়ায় অতিশয় বৃদ্ধি হইলে ইহা তাহা আরোগ্য করিতে সক্ষম। স্নায়ুর আংশিক পক্ষাঘাত এই স্বরভঙ্গের মূল কারণ। ইহাতে যে ভাবের কাসি হয়, তাহাতে বোধ হয় যেন উপযুক্ত শক্তির অভাবে রোগী গয়ার উঠাইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহা গিলিতে বাধ্য হয়। **১২ অথবা ৩০ ক্রমের কষ্টিকাম** এস্থলে উপকারী।

পুরাতন গলাভাঙ্গা রোগে **কষ্টিকাম** দ্বারা উপকার না হইলে **সালফার** প্রযোজ্য। গলদেশের পেশীর ক্লান্তি বশতঃ স্বরভঙ্গ হইলে **আর্ণিকা** ফলপ্রদ। অধিক কাল ব্যাপী বক্তৃতাদির পর স্বরযন্ত্র ও গলদেশের দুর্ব্বলতা, শুষ্কতা এবং তৃষ্ণা জন্মিলে **আর্ণিকার কুল্য** ব্যবহারে তৃষ্ণার শান্তি ও স্বরের নব বলাধান হয়। **ফস্‌ফরাসের** স্বরভঙ্গও পক্ষাঘাতমূলক। ইহার রোগ **সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি** পায়। ইহাতে স্বরযন্ত্রে ক্ষতভাব থাকায় বেদনা প্রযুক্ত তাহার ব্যবহারে রোগীর কষ্ট হয়। **কষ্টির** ক্ষতভাব বুকের মধ্যে থাকে। **গ্রাফাইটিস ও সিলিনিয়াম**ও তুলনীয় ঔষধ।

কাসি, ব্রঙ্কাইটিস্:—অবশতা বা পক্ষাঘাতিক ক্রিয়ার আভাস **কষ্টিকামের** প্রায় যাবতীয় রোগেই দৃষ্টিগোচর হয়। কাসিতেও কতিপয় দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক লক্ষণ ইহার প্রদর্শকরূপে বর্ত্তমান থাকে। স্বরযন্ত্রের শুষ্কতা নিবন্ধন কাসির স্বর ফাঁপা বা চোঙ্গের শব্দের ন্যায় হয়। **কুপ্রামের** ন্যায় ইহারও কাসি শীতল, এমন কি **বরফবৎ শীতল জল পানে** উপশম পায়। **কাসিতে হিপসন্ধি বেদনা করে।** মূত্রস্থালীর গলদেশের দুর্ব্বলতা

banglabooks.in

বশতঃ প্রত্যেক বার কাসিতেই বেগে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ হয়। সিলা এবং নেট মিউতেও এইরূপ মূত্র লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আটাভাব থাকায় ল্যাকেসিসের এবং বক্ষের দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার গভীর প্রদেশ হইতে আটা শ্লেষ্মা স্খলিত করিয়া উঠাইবার ক্ষমতার অভাবে কষ্টিকামের গয়ার নিষ্ঠীত হয় না। গয়ার গলদেশে আসিলেও গলদেশাদির পেশীর দুর্ব্বলতা নিবন্ধন গয়ার বাহিরে নিক্ষেপের অক্ষমতায় কষ্টিকাম রোগী তাহা গিলিয়া ফেলে। সিপিয়া, ড্রসিরা, কেলিকার্ব্ব এবং আর্ণিকা প্রভৃতি ঔষধেও শেষোক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মূত্রযন্ত্ররোগ—অসাড়ে মূত্রস্রাব, মূত্রাবরোধ এবং শয্যামূত্র।—কষ্টিকাম রোগীর মূত্রস্থালীর গ্রীবার ন্যূনাধিক পক্ষাঘাত অবস্থায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অসাড়ে মূত্র নিঃসরণ নিবারণে ইহা সর্ব্বাগ্রগণ্য। মূত্রস্থালীর দ্বাররক্ষক পেশীর এতদূর দুর্ব্বলতা জন্মে যে কাসিতে, হাঁচিতে অথবা নাক ঝাড়িতেই বেগে মূত্রত্যাগ হইয়া যায়। মূত্রস্থালীর ন্যূনাধিক অবশতা বশতঃ রোগী মূত্রের শেষ কতিপয় বিন্দু কষ্টে ত্যাগ করিতে পারে; কখন বা মূত্রস্থালীর অধিকতর পক্ষাঘাতিক দুর্ব্বলতা থাকায় অনেক চেষ্টার পর মৃদু স্রোতে মূত্র ত্যাগ হইতে থাকে। প্রসবান্তে প্রসূতির মূত্রস্থালীর পক্ষাঘাত বশতঃ মূত্রত্যাগ না হইলে কষ্টিকাম প্রযোজ্য। শিশুদিগের রজনীতে শয্যা-মূত্র দোষে যদি প্রথম নিদ্রাবেশেই মূত্রত্যাগ হইয়া শয্যা সিক্ত হয় তাহাতে ইহা উপকারী।

মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতা বশতঃ মূত্রস্রাবের বিভ্রাট ঘটিলে জিঙ্কাম অন্যতম ঔষধ, ইহাতেও কাসিতে অথবা হাঁচিতে অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ হইয়া যায়; কিন্তু কষ্টিকাম অপেক্ষা ইহাতে মূত্রস্থালীর অধিকতর বেদনা থাকে। সিলা এবং নেট মিউতেও কাসিতে

banglabooks.in

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে। মূত্রস্থালীর দুর্ব্বলতাঘটিত মূত্রস্রাব দোষের অন্যতম বিশ্বস্ত ঔষধ **ফেরাম ফস**। শীতকালেই **কষ্টিকামের** উপরিলিখিত মূত্ররোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, গ্রীষ্মকালে অন্তর্হিত হইয়া যায় অথবা কিঞ্চিৎ উপশমিত থাকে। ফলতঃ উপরিউক্ত-রূপ মূত্রত্যাগ বিষয়ক অনায়ত্ততা অনেক সময়েই যৎপরোনাস্তি কষ্টের কারণ হয়। কখন কখন শীতকালে অতি সামান্য উত্তেজনাতেই যথা তথা মূত্রত্যাগ হইয়া যায় বলিয়া রোগীর সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়। **কষ্টিকাম** ইহা নিবারণে সক্ষম।

কষ্টিকামের মূত্রে অনেক সময়ে প্রভূত পরিমাণ **লিথেট-সল্‌ফেটের** তলানি দৃষ্টিগোচর হয়। ফলতঃ **কষ্টিকামের** ধাতু ও শারীরিক অবস্থাবিশিষ্ট ব্যাক্তিদিগের এই মূত্রদোষসহ অন্যান্য ব্যাধিরও উপশম করিতে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উপরিউক্ত মূত্র-বিকার সহ পৃষ্ঠবেদনা, কটিদেশের দুর্ব্বলতা ও পুনঃ পুনঃ রজনীযর্য্য থাকিলে **কেলি কার্ব্ব** প্রযোজ্য।

স্ত্রীরোগ—কষ্টরজঃ, স্তন্যাভাব।—বিলম্বিত ঋতুস্রাবে এবং ঋতু কালে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, স্থানে স্থানে খল্লীবৎ আক্ষেপ এবং পৃষ্ঠ বেদনার বর্ত্তমানতায় **কষ্টিকাম** উপকারী।

স্তন্যাভাব বা আগ্যাল্যাক্‌টিয়া।—অনিদ্রা অথবা অতি-পরিশ্রম বশতঃ প্রসূতিদিগের স্তন্যের অভাব হইবার উপক্রম হইলে তাহাদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ স্বরূপ **কষ্টিকাম** সদৃশ রক্তহীনতা, পাণ্ডুরতা ও রুগ্ন শরীরাবয়ব এবং মানসিক বিমর্ষভাব উপস্থিত হইলে ইহা উপকারী। রসবাতগ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এস্থলে ইহা বিশেষ কার্য্যকারী।

গণ্ডমালারোগ বা স্ক্রফুলা।—অবস্থাবিশেষে শিশুদিগের গণ্ডমালাঘটিত দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যভঙ্গে **কষ্টিকাম** উপযোগী।

banglabooks.in

ঔষধও যদ্রূপ গভীর ক্রিয়াশীল, রোগও তদ্রূপই গভীরতর স্বাস্থ্য-ভঙ্গকারী, পুরাতন প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং কষ্টসাধ্য। অতি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালন ও ঔষধ সেবনই রোগোপশমের প্রতি এক মাত্র কারণ। মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ইত্যাদি যাবতীয় স্নায়ুমণ্ডলের পুষ্টিহানি বশতঃ বিকারই এই শোচনীয় স্বাস্থ্যহানির মূল নিদান। শিশুর সর্ব্বাঙ্গ, বিশেষতঃ পদ শীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু তাহার উদর স্ফীত ও বর্দ্ধিত থাকে। শিশু চলিবার চেষ্টা করিলে পা বাধিয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে নানা প্রকার ক্ষুদ্র রোগে জড়ীভূত করে। চক্ষুর পুরাতন প্রদাহে ও কাণপাকায় অল্পপরিমাণ আটা স্রাব নির্গত হয়। চক্ষুপুটের কিনারায় মামড়ি উৎপন্ন হয় এবং কর্ণপৃষ্টে ও মস্তকের ত্বকে তীব্র রসস্রাবী উদ্ভেদ জন্মিয়া তাহার নিকটস্থ ত্বক্ হাজিয়া যায়। জানুর দুর্ব্বলতা বশতঃ চলিতে পড়িয়া যাওয়ার পক্ষে **সাল্‌ফুরিক এসিড** অন্যতর ঔষধ। অবস্থা বিশেষে **সাল্‌ফার** এবং **সিলিসিয়া**ও প্রযোজ্য।

রসবাত রোগ বা রিউম্যাটিজম্।—**কষ্টিকামের** রসবাত রোগে সন্ধি কঠিন ও তাহার কণ্ডরাদি অসমানরূপে খর্ব্বীকৃত হয় এবং তাহাতে গাউটের ন্যায় গুটি জন্মিয়া তাহা বিকটাকার ও এবুড়া খেবুড়া হইয়া যায়। ইহাতে সন্ধির অস্থি আদি মূল উপাদানও আক্রান্ত হয় (Rheumatoid arthritis)। চোয়ালসন্ধি **কষ্টিকাম** রসবাতিক বেদনার একটি বিশেষ স্থান। পেশীমণ্ডলের আকৃষ্টবৎ বেদনা এবং চাপিত শরীরাংশের টাটানি হয়। অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ অন্যান্য **পটাস সল্‌টের** ন্যায় ইহাতেও শরীরের কম্প থাকে। জ্বর থাকিলে ইহা দ্বারা উপকার প্রত্যাশা করা যায় না। গুল্‌ফ সন্ধির দুর্ব্বলতা, কণ্ডরার সঙ্কোচন এবং হিপসন্ধির মচকানের ন্যায় অনুভূতি ইহার অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ।

ক্যাস্‌টিকস্—ইহার অনেক বিষলক্ষণের **কষ্টি** সহ সাদৃশ্য

banglabooks.in

থাকিলেও প্রভেদক লক্ষণ যথেষ্ট আছে। **কষ্টিফাসের** রোগকারণ শুষ্ক, শীতল ও তুষারাপ্লুত বায়ু; **রাসের** রোগকারণ, শীতল জলপূর্ণ আবহাওয়া; প্রথমের রোগী কেবল রজনীতে অস্থির থাকে এবং বেদনায় শরীর চালনা করিতে বাধ্য হইলেও তাহাতে সোয়াস্তি পায় না; দ্বিতীয়ের অস্থিরতা সর্ব্বসময়ব্যাপী এবং রোগী শরীর চালনায় ক্ষণিক শান্তি পায়। **কষ্টিতে** চোয়ালসন্ধির রসবাতজ বেদনা থাকে; রাসের নিম্ন চুয়াল কর্ কর্ করে।

সন্ধির রসবাতে এবং সন্ধির চতুঃপার্শ্বস্থ উপাদাননিচয়ের কাঠিন্যে **কলসিন্থ** উপকারী; ইহাতে আক্রান্ত অঙ্গে গর্ত্ত করার ন্যায় বেদনা হয় এবং অঙ্গ যেন গলগ্রহ হইয়া পড়ে।

গুয়েইয়াকাম্ এবং **কষ্টিকাম্** উভয়েরই সন্ধিতে গাউটের গুটি জন্মে। কণ্ডরার সঙ্কোচন বশতঃ সন্ধি গঠনভ্রষ্ট হইলে, সন্ধিতে পূর্ণ গঠনের গাউটের গুটি জন্মিলে এবং অঙ্গ চালনার উপক্রমেই কষ্টের বৃদ্ধি হইলে **কষ্টি** অপেক্ষা **গুয়েইয়াকাম** অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। **কষ্টিকাসের** কার্য্যসম্পূরণে ইহা উপযোগী।

সাইনভাইটিস্।—**কষ্টিকাম** রোগে সন্ধি অত্যন্ত স্ফীত হয়, অঙ্গুলীচাপে তাহাতে স্থিতিস্থাপক ভাবের কোমলতা (Fluctuation) জন্মে ও রোগের কোন আরোগ্য চিহ্ন দৃষ্ট হয় না; সন্ধির কাঠিন্য জন্মে ও তাহার মধ্যে রসসঞ্চয়ের উপক্রম হয়। আঘাত নিবন্ধন জানুসন্ধির বিশেষ প্রকারের অনতিপ্রবল সাইনভাইটিস রোগে সন্ধিমধ্যে রসসঞ্চয় হইলে **লিডাম** তাহার ঔষধ। অতি সামান্য জ্বর থাকিতে পারে।

চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট।—ত্বকের কর্কশ, এবুড়োখেবুড়ো আঁচিলবৎ প্রবর্দ্ধন যদি হস্তে ও মুখমণ্ডলে জন্মে তাহাতে **কষ্টিকাম** উপকারী।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩১ (LECTURE XXXI).

ওপিয়াম্ (Opium)

প্রতিনাম।—প্যাপাভার সম্নিফেরাম্।

সাধারণ নাম।—ওপিয়াম, হোয়াইট পপি, অহিফেন।

জাতি।—প্যাপাভিরেসি।

জন্মস্থান।—এসিয়াখণ্ডের কৃষিলব্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

প্রয়োগরূপ।—শুষ্কীকৃত রসের টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে একমাস অথবা তদূর্দ্ধ কাল।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম, তদূর্দ্ধ ১০০০০০ (cm) পর্য্যন্তও ব্যবহৃত হইতে পারে। *

* লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যথা—ডাং ক্রক্‌স—ডিফ্‌থিরিয়া রোগ, রোগীর বয়স ৮ বৎসর; প্রথম আক্রমণ মার্কপ্রোটো আই প্রয়োগে আরোগ্য; কিছু কাল পরেই শৈত্যসংস্পর্শে রোগের পুনরাবর্ত্তন; পুনর্ব্বার ঝিল্লি-সংস্থিতি, শ্বাসকৃচ্ছ্র (নিদ্রাবস্থায়); কাসির সহিত নীলাভ মুখ ও সমস্ত গাত্রে প্রচুর ঘর্ম্ম: ৩, দশ মিনিট পর পর প্রয়োগে আরোগ্য। ডাং ওক্‌ফোর্ড—৬ মাস বয়সের শিশুর তরুণ শ্বাসরোগে শ্বাসকৃচ্ছ্র সহ শাঁ শাঁ শব্দ ও নাকডাকা; শ্বাস টানিবার পর শ্বাসপ্রশ্বাসের রোধ হওয়ার অনুভূতি এবং রোগীর পুন শ্বাস গ্রহণ জন্য কষ্টকর চেষ্টা; ৩০, আরোগ্য। ডাং মুয়ার্স—অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; রোগী যুদ্ধ ব্যবসায়ী; প্রথমে ক্যাম্প ডায়ারিয়া (সৈন্যদিগের বিশেষ প্রকারের উদরাময়) হইবার পর রোগের আক্রমণ। অন্ত্রের জড়ত্ব জন্মিয়া মলত্যাগের চেষ্টামাত্রও হইত না: ১০, প্রতিদিন তিনবার করিয়া প্রয়োগে আরোগ্য।

banglabooks.in

উপচয়।—তাপে; ঘর্ম্মাবস্থায়; ব্রাণ্ডি এবং ওয়াইন মদ্য পানে; নিদ্রাবস্থায় ও নিদ্রান্তে; রজনীতে এবং প্রাতঃকালে।

উপশম।—বমনে; দিবসে এবং সন্ধ্যাকালে গাত্রচালনায়; কাফি-পানে কম্প ব্যতীত সকল লক্ষণেরই ক্ষণিক উপশম হইয়া সত্বর পূর্ব্ববৎ অবস্থা।

ডাং হইন—কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত সরলান্ত্রে পিচকারী ব্যবহার ব্যতীত মোটেই রোগীনীর মল-ত্যাগ হইত না; রেচক ঔষধের ব্যবহারে স্থায়ীফল হইত না; রোগিনী অত্যন্ত উত্তেজনা-প্রবণ, সহজেই ভীত হইত; পরে অনিদ্রা একটী প্রধান লক্ষণ মধ্যে গণ্য হইয়াছিল; ২০০, স্থায়ী আরোগ্য। ডাং ষ্টেন্‌স—২৩ বৎসরের যুবতী; কোন স্পষ্ট কারণ ব্যতীত হঠাৎ মৃগীর আক্রমণ; আক্রমণ শেষ হইলে ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তন্দ্রাগ্রস্ত; নিদ্রাকালে মুখ কালচে লোহিত বর্ণ; নিদ্রাশেষে ললাটদেশে বেদনা; কোষ্ঠবদ্ধ; ৬ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় বার আক্রমণ; দ্বিতীয় আক্রমণের ৪ সপ্তাহ পর তৃতীয় আবেশ; পরে তিন সপ্তাহ পর পর আবেশ হইতে থাকে; ১৪ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক রজনীতে ৯, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং স্পল্ডিং—মৃগীরোগ, ১৫ বৎসরের বালিকা; দিবসে অথবা রজনীতে প্রবল নিদ্রা বেশে আবেশ হইয়া রোগী লম্ফ প্রদানে জাগিয়া উঠিত; মুখে গেজলা উঠিত, দষ্ট জিহ্বা হইতে রক্ত পড়িত ও মস্তক তপ্ত এবং অর্দ্ধ নিমীলিত জ্যোতিহীন চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইত; ১০ হইতে ৩০ মিনিট স্থায়ী কন্‌ভাল্‌সনে শরীর পশ্চাৎ পার্শ্বে বক্র হইত; ৬ ক্রমে অস্থায়ী উপকার, ১, আরোগ্য। ডাঃ প্রিচার্ড—আক্ষেপ রোগ; ১৮ মাসের শিশু; ৮ মাস বয়স হইতে আক্ষেপের আরম্ভ; অপরিচিত মনুষ্য নিকটে যাইতে দেখিলেই ভীত হইয়া কান্দে এবং দমবদ্ধ হইয়া ২।৩ মিনিট স্থায়ী আক্ষেপ হয়; আক্ষেপের নিবৃত্তিমাত্রই শিশু নিদ্রিত হইয়া পড়ে; শিশু ক্রন্দন করিলেই আবেশ হয়; ৬ মাস অন্তঃসত্তাকালে মাতার ভীতিচকিত হওয়া এই রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত; ১০০০, আরোগ্য। ডাং গরণসি—আন্ত্রিক টাইফয়েড জ্বর; অন্যান্য অস্পষ্ট ওপিয়াম লক্ষণ মধ্যে তন্দ্রা লক্ষণ অতি পরিস্ফুট থাকায় প্রতি ঘণ্টায় ২৩০০০ (23m) প্রয়োগে নাড়ীর চঞ্চলতা ও তাপের হ্রাস হইয়া বোধ হইল যেন ঔষধের এগ্রাভেশন স্বরূপ ওপিয়ামের প্রসিদ্ধ লক্ষণ "শয্যার উষ্ণতার অনুভূতি" উপস্থিত হইয়াছে, পরে আপনা হইতেই তাহা অন্তর্হিত হয়।

banglabooks.in

সম্বন্ধ।—ওপিয়ামের কার্য্যপ্রতিষেধক—বেল, ককিয়া, কনা, ক্যাম্ফ, ইপিকা, মার্ক, নাকস ভ, প্লাম্বাম, ভাইনাম্। বিষ মাত্রায় কাফির ক্বাথ, কর্পূর, বেলাডনার মূল আরক, বমনকারক বস্তু ও উষ্ণ জলে স্নান।

ওপিয়াম যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—এণ্টিম টা, বেল, ডিজি, ল্যাকে, মার্ক, নাক্স্ ভ, ষ্ট্রিক্নিয়া, প্লাম্ব, ষ্ট্র্যাম, চার্কোলভেপার (অঙ্গার বাষ্প)।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, বেল, ব্রায়, ক্যাম্ফর, কেনা ইণ্ডি, কার্ব্ব ভেজ, কফিয়া, ডিজি, জেল্স্, হায়সা, লাইক, মার্ক, নাক্স ভ, পাল্স, রাস্, সিকেলি, ষ্ট্র্যাম, সাল্ফার, ভিরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শিশু এবং বৃদ্ধ; প্রথম এবং শেষ বয়সের রোগ (ব্যারা কা, মিলি); পাতলাকেশ ও শিথিলশরীর ব্যক্তি এবং যাহাদিগের স্বাভাবিক শারীরিক উত্তেজনাপ্রবণতার অভাব থাকে।

অসাড়তা এবং **হঠাৎ ভীতি নিবন্ধন** আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অবশতা সহ রোগ; হঠাৎ ভীতির কুফলঘটিত রোগ, ভীতি তখনও বর্ত্তমান থাকে (একন, হায়সা); অঙ্গারের ধূম; গ্যাসের শ্বাসগ্রহণ এবং মদ্যপান ঘটিত রোগ।

সর্ব্বপ্রকার রোগেই তন্দ্রা থাকে; বেদনা থাকে না, রোগী কোন কষ্টের বিষয় জ্ঞাপিত করে না এবং কোন অভাব বোধ করে না।

অপরিচিত ব্যক্তি নিকটস্থ হইলে, হঠাৎ ভীতিচকিত প্রসূতির স্তন্য পান করিলে (হায়সা—ক্রুদ্ধা মাতার স্তন্য পানে, ক্যাম, নাক্স্) এবং ক্রন্দন করিলে অর্দ্ধ উন্মীলিত ও ঊর্দ্ধঘূর্ণিত চক্ষু (শিবনেত্র) সহ শিশুর আক্ষেপ।

কন্ভালসনের পূর্ব্বে ক্ষুদ্রাক্ষেপ বা চীৎকার স্বরে ক্রন্দন (এপিস, হেলি)।

banglabooks.in

শ্বাস প্রশ্বাসে গভীর নাসিকাধ্বনি। **শ্বাস প্রশ্বাসে নাসিকা-ধ্বনি, লোহিত মুখ, রক্তবর্ণ ও অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু** এবং **উষ্ণ ঘর্ম্মাবৃত গাত্রসহ** গভীর ও বৃদ্ধির জড়ত্বব্যঞ্জক নিদ্রা; কন্‌ভাল্‌শনের পরে নিদ্রা; রোগী নিদ্রালু থাকে কিন্তু সুনিদ্রা হয় না (বেল, ক্যাম, ষ্ট্র্যাম); নিদ্রাহীনতা সহ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা থাকায় বহু দূরস্থ ঘড়ি বাজার শব্দ এবং মোরগের ডাকে জাগ্রৎ থাকে।

নিদ্রাগত হইলেই শ্বাস রোধ ঘটে (গ্রিণ্ডে, ল্যাকে)।

শয্যা এতই উষ্ণ বোধ করে যে রোগী তদুপরি শয়ন করিতে পারে না (শয্যা কঠিন—আর্ণি, বেলিস্, ব্রায়, স্পিজি); শীতল স্থানের অনুসন্ধানে পুনঃ পুনঃ শরীর চালনা করে; শরীর অনাবৃত করিতে বাধ্য হয়। ঔষধের ক্রিয়ায় শরীর নিশ্চেষ্ট থাকে, জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া বিহীনতায় অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধেরও কার্য্য হয় না (কাব্ব ভেজ, লর, ভেলেরি)।

পরিপাকযন্ত্র নিষ্ক্রিয় থাকায় অন্ত্রের স্বাভাবিক অনুলোপ গতির অভাব ঘটে অথবা তাহা বিপরীত ভাবাপন্ন (বিলোম) হয়। অন্ত্র রুদ্ধ থাকার অনুভূতি জন্মে।

অন্ত্রের ক্রিয়াহীনতা বা অবশতা নিবন্ধন শিশু ও ভদ্র স্বভাবের স্ত্রীলোক-দিগের (গ্র্যাফা) কোষ্ঠবদ্ধ, মলত্যাগের প্রবৃত্তি থাকে না; সীসকের বিষক্রিয়া প্রযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধ; কঠিন, গোলাকার, **দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ** পিণ্ডাকার বিষ্ঠা (চেলি, প্লাম্ব, থুজা) মলদ্বার পথে একবার বাহির হয় পুনঃ ফিরিয়া যায় (সিলিক, থুজা)।

হঠাৎ ভীতি (জেলস্) অথবা মলদ্বারের অবশতা বশতঃ অনৈচ্ছিক মলত্যাগ; দুর্গন্ধ কাল বিষ্ঠা।

banglabooks.in

মূত্রের রোধ বশতঃ মূত্রস্থালী মূত্রপূর্ণ থাকে; প্রবসবান্তে এবং অতিরিক্ত তাম্রকূট সেবনে মূত্র রুদ্ধ থাকে; ক্রুদ্ধ স্তন্যদাত্রীর দুগ্ধপানে শিশুর মূত্র আটকাইয়া থাকে; জ্বর অথবা অন্যবিধ প্রবল ও তরুণ রোগে মূত্রত্যাগ হয় না; মূত্রস্থালীর অথবা তাহার গ্রীবার সঙ্কোচক পেশীর অবশতায় মূত্রাবরোধ ঘটে। (ষ্ট্যামতে মূত্রাঘাত (supression) জন্মে; ওপিয়ামে মূত্রের স্রাব বন্ধ হয় না, মূত্রস্থালী পূর্ণ থাকে কিন্তু রোগী তাহা বুঝিতে পারে না)।

"ওপিয়াম অন্ত্রের এত দূর জড়তা উৎপন্ন করে যে অতি প্রবল বিরেচক ঔষধ দ্বারাও কার্য্য হয় না।"—হেরিং।

"অধিক মাত্রায় ওপিয়াম দ্বারা চিকিৎসিত রোগীর অদম্য উদরাময় জন্মে।"—লিপি।

প্রলাপে রোগী অনবরত কথা কহিতে থাকে; চক্ষু বড় বড় এবং মুখ মণ্ডল লোহিত বর্ণ ও স্ফীত হয়; অথবা উজ্জ্বল, অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু ও পাণ্ডুর মুখমণ্ডল সহ রোগী অচৈতন্য ও অজ্ঞানাভিভূত থাকে; কখন বা প্রথমে অচৈতন্যাবস্থা হইয়া পরে প্রলাপ কহে।

রোগিনী মনে করে সে বাটিতে নাই; এইরূপ চিন্তা সর্ব্বদা তাহার মনোমধ্যে জাগরুক থাকে।

নিদ্রাবস্থায় শয্যা খুঁটিতে থাকে (জাগ্রতাবস্থায়, বেল, হায়সা)।

তরুণ উদ্ভেদিক রোগের উদ্ভেদ হঠাৎ বসিয়া যাইয়া মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত বা সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ জন্মে (জিঙ্ক)।

শিশুক্ষয়রোগে শিশুর ত্বক্ কোঁকড়াইয়া যায় এবং শরীরের শুষ্কতা প্রযুক্ত ক্ষুদ্রাকারে পরিণত শিশুর দেহ দেখিতে বৃদ্ধের ন্যায় হয় (এব্রটে)।

রোগকারণ।—মানসিক উত্তেজনা, অভ্যাসগত অত্যধিক মদ্যপান এবং অবস্থাবিশেষে তাপসংস্পর্শ বশতঃ ওপিয়ামের রোগ জন্মে।

banglabooks.in

সাধারণ ক্রিয়া।—মস্তিষ্ক, মেরুমজ্জা ও সমবেদনশীল বা সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলে ক্রিয়া দ্বারা ওপিয়াম ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার পর ত্বরিত গতিতে সর্ব্ববিধ দৈহিক ক্রিয়া তৎপরতার অবসাদ অথবা অভাব উৎপন্ন করে। ইহার ফল স্বরূপ সাধারণ দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের জড় ভাব উপস্থিত হয়; মস্তিষ্কশক্তির অভিভূতি বশতঃ অজ্ঞানতা ও অচৈতন্য জন্মে; গতি এবং অনুভূতি শক্তির লোপ হয়; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাবাল্পতা ঘটে; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী মাত্রেরই শুষ্কতা ও রক্তাধিক্য জন্মে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ধীর গতি, দীর্ঘ ও অনিয়মিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সবাধ গতি ইত্যাদি পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা প্রকটিত মস্তিষ্কমেরুমজ্জার ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পক্ষাঘাত বশতঃ রোগীর অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। উপরি উক্ত লক্ষণ সকল দূরীভূত ও রোগীর জীবন রক্ষা পাইলেও তাহার পরিপাকবিকার, শিরঃশূল, অনিদ্রা এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অবশিষ্ট লক্ষণ থাকিয়া যায়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—আমাদিগের দেশে প্রচুর পরিমাণ ওপিয়াম্ জন্মিয়া থাকে। জনসমাজেও ইহার বহুল ব্যবহার আছে, এজন্য ইহা সহজ প্রাপ্য। ওপিয়ামের বিষক্রিয়া দ্বারা আত্মহত্যা অতি সহজ সাধ্য, কেননা ইহার বিষক্রিয়াঘটিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকার ভয়াবহ যন্ত্রণাবিরহিত, বরঞ্চ পূর্ব্ব হইতে শরীরে বেদনাদি কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকিলে তাহার অনুভূতি এতদ্দ্বারা লুপ্ত হইয়া যায়। উপরি উক্ত বিবিধ কারণে আমাদিগের দেশের জনসমাজে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে, অধিকাংশ আত্মহত্যা এতদ্দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা প্রায়শঃ ওপিয়ামবিষাক্ত রোগীর বিষক্রিয়ার প্রথমাবস্থার লক্ষণ দেখিতে পাই না। নিম্নে বিষক্রিয়া লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বিষক্রিয়ার আরম্ভে রোগীর শিরোঘূর্ণন হইয়া প্রবল নিদ্রার ভাব উপস্থিত হওয়ায় রোগী শয়ন করিতে বাধ্য হয়। অতিসত্বরই গভীর তন্দ্রা উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে কষ্টে জাগরিত করা যায়, দুই একটি প্রশ্নের উপযুক্ত

banglabooks.in

উত্তর কষ্টে প্রদান করিয়াই রোগী তৎক্ষণাৎ পুনরায় নিদ্রাগ্রস্ত হয়। আমরা দেখিয়াছি সংজ্ঞা লোপের শেষ পর্য্যন্তও রোগী প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তরই প্রদান করে। তাহার চিন্তাশক্তি অবসাদিত হয়, কিন্তু ভ্রম জন্মে না। ইহার বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কের গভীরতর অবসাদ ও সংজ্ঞানাশ হয়, ইহা মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ভ্রান্তিপূর্ণ প্রলাপ উৎপন্ন করে না, কেননা ওপিয়ামবিষাক্ত রোগীকে কোন প্রকার প্রলাপ কথা বলিতে দেখা যায় না। যে পর্য্যন্ত রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে সে পর্য্যন্ত তাহাকে ডাকিলে সে বিরক্তি প্রকাশ করে ও পুনঃ নিদ্রাগত হইবার চেষ্টা করে। ফলতঃ রোগী সত্বরই চক্ষু মেলিতে অথবা কথা বলিতে অশক্ত হইয়া পড়ে। সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তি কালে রোগী অঙ্গাদির স্থিরাবস্থায় আগন্তুক উত্তেজনা প্রবণতাহীন থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস অতীব ধীরগতি ও দীর্ঘতর হয়। চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিযুক্ত (শিবনেত্রভাব) এবং কনীনিকা সঙ্কুচিত থাকে। মুখ সর্ব্বতোভাবে কষ্টচিহ্নবিরহিত ও অভ্যন্তরীণ শান্তিভাবব্যঞ্জক হয়। ইহা মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়াবস্থা প্রকটিত করে। বিষক্রিয়ার শেষাবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসে নাসিকাধ্বনি হয়, বক্ষ মধ্যে ঘড় ঘড় করে এবং নাড়ী ক্রমে দুর্ব্বল, অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। পেশীমণ্ডলী শিথিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরতর ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হইয়া তাহা চির লুপ্ত ও মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। রোগীর জীবিতাবস্থার অন্যান্য লক্ষণ মধ্যে মুখমণ্ডলের স্ফীতি, ঘোর লোহিতাভা এবং তাপই প্রধান; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন লক্ষণের মধ্যে মুখের পাণ্ডুরতা, মুখ ভাঙ্গিয়া যাওয়া, নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং শরীরময় তপ্ত ঘর্ম্মের বর্ত্তমানতাই প্রধান। মৃত্যুর পর মুখমণ্ডলাদি সর্ব্বশরীরের পাণ্ডুরতা ও মৃৎবর্ণ এবং কনীনিকার বিস্তৃতি প্রভৃতি প্রধান। রোগীর জীবন রক্ষা পাইলে অক্ষুধা, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাদি পরিপাকযন্ত্র বিকার ন্যূনাধিক কাল থাকিয়া যায়। কোন কোন কৃতবিদ্য চিকিৎসক ওপিয়ামের ক্রিয়াকালে আমাশয়শূল ও বমন হওয়ার বিষয় বর্ণিত করিয়াছেন।

banglabooks.in

মাদকতা জন্যই হউক আর রোগ নিবারণ জন্যই হউক, কাঁচা ও পাকা (অহিফেনের ধুমপান বা "গুলি খাওয়া") এই দুই প্রকারে ওপিয়াম সেবিত হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত প্রকারে ওপিয়াম সেবন অধিকাংশ স্থলে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে এবং দ্বিতীয় প্রকারে তাহা অধিকাংশ স্থলে অপর সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এই দুই প্রকার ওপিয়ামসেবীর বাহ্যাবয়ব ও আচার ব্যবহার আমরা সর্ব্বদাই দৃষ্টি করিয়া থাকি।

উভয় প্রকার ওপিয়ামসেবীই ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য ও পুষ্টিকর আহারের পক্ষপাতী, ইহারা শাক শবজি ও মৎস্য মাংসের ততোধিক প্রিয় নহে। বাস্তবিক পক্ষেও শেষোক্ত প্রকার খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইলে ইহাদিগের পুষ্টি রক্ষা হয় না এবং ওপিয়াম বিষের সম্পূর্ণ, ধীর ও পুরাতন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কাঁচা বা পাকা ওপিয়ামসেবীর মধ্যে যাহারা ইচ্ছানুরূপ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহাদিগের লক্ষণ—ইহাদিগের স্থূলত্বের দিকে গতি হয় এবং সুনিদ্রা হয় না, কিন্তু নিদ্রালুতা থাকে এবং অবসর পাইলেই ইহারা ঢুলুঢুলু শিবনেত্র হইয়া উপবেশনাবস্থায় ঢুলিতে থাকে এবং শায়িতাবস্থায় ইহাদিগের নাসিকাধ্বনি উপস্থিত হয়। উভয় অবস্থাতেই শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর, ধীর ও সুদীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহাদিগের যে প্রকৃত নিদ্রা হয় না তাহা এতদবস্থাতেও শিথিলমুষ্টি হস্ত হইতে হুকা স্খলিত না হওয়ায় এবং সামান্য আহ্বানে অথবা শব্দে চকিত ভাবে জাগ্রৎ হওয়ায় সম্যক উপলব্ধি হয়। ফলতঃ ইহাই অহিফেন-সেবীর সুখস্বপ্নের এবং বিষপান নিবন্ধন আনন্দানুভবের সময়। অহিফেনের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি না পাইলে ইহারা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না, বরঞ্চ কিয়ৎ পরিমাণে শ্রমসহিষ্ণু ও কর্ম্মঠ থাকে। মাত্রার উপযুক্ত পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিলে এবং যথোপযুক্ত আহার পাইলে

banglabooks.in

অনেককেই সাধারণ রোগমুক্ত থাকিয়া দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায়; অন্যথা তাহারা আলস্যপরতন্ত্র ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

ধূমের আকারে অহিফেনসেবী সাধারণ লোকের মধ্যেই কালব্যাপী অহিফেন সেবনের পরিস্ফুট নিদ্রালুতাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের দেহ শুষ্কতা প্রাপ্ত ও ওষ্ঠ এবং চক্ষুর চতুঃপার্শ্ব কালীমা-বিশিষ্ট হয়। ফলতঃ অহিফেন সেবনের কুফল স্বরূপ দেহের ক্ষয়িত অবস্থা ইহাদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ওপিয়াম সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ক্রিয়ারই জড়ত্ব উৎপাদন করে ও পুনরুৎ-পাদিকা শক্তি ম্রিয়মান হয়। দৈহিক যন্ত্রমণ্ডলের নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদানবিনিময় বা টিস্যুচেঞ্জের (যাহাতে পুরাতন বা ব্যবহারদুষ্ট উপাদানের পরিবর্ত্তনে নিত্য নূতন উপাদানের সংগ্রহ হয়) অবসাদ ঘটিয়া দেহযন্ত্র সকল অপকৃষ্ট উপাদান পূর্ণ হইতে থাকে। তদবস্থায় প্রথমোক্ত ওপিয়ামসেবিগণের শরীর, উপরিউক্ত ব্যবহারদুষ্ট এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বসাশ্রেণির উপাদানপূর্ণ হইয়া স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয় অথবা ক্ষীণ হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ "গুলি" রূপে অহিফেন সেবিগণের অবশ্য প্রয়োজনীয় নিত্য দৈহিকক্রিয়া রক্ষার্থ উপরিউক্ত অপকৃষ্ট উপাদানেরই ব্যয় হইতে থাকে, ইহাতে তাহাদিগের শরীর ক্রমে শুষ্কতা ও শীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া এবং শরীরের, বিশেষতঃ ওষ্ঠ ও চক্ষুর চতুঃপার্শ্বে কালিমা পড়িয়া তাহারা "প্রসিদ্ধ গুলিখোর" উপাধি লাভ করে। উভয়বিধ অহিফেন সেবীরই পরিপাক শক্তির হ্রাস ও কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কিন্তু সহজ পাচ্য দুগ্ধাদি খাদ্য দ্বারা প্রথম শ্রেণীর পুষ্টিরক্ষা হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। তদভাবে দ্বিতীয়ের কোষ্ঠবদ্ধ ও ক্রমে ক্ষয় রোগ জন্মে ও অবশেষে পুরাতন আমরক্ত রোগে অধিকাংশের জীবন শেষ হয়।

সাধারণ অহিফেনসেবী, বিশেষতঃ নিঃস্ব অহিফেনধূমপায়িদিগের

banglabooks.in

শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ অবস্থার অতি শোচনীয় অবনতি ঘটে, এবং তাহারা মনুষ্যত্বের অতি চরম পতনাবস্থায় উপনীত হয়। ইহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে না; মিথ্যা কথা বলিয়া আনন্দ বোধ করায় মুখের হাসি হাসি ভাব হয়; ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং জৈবতাপাল্পতা বশতঃ শীতল জল শত্রুবৎ দর্শন করে, স্নান দূরের কথা গাত্র ধৌত পর্য্যন্ত করে না, ক্রমে সমল, অপবিত্র এবং মনুষ্য মণ্ডলীর ঘৃণার্হ ও পরিত্যাজ্য হয়। আবশ্যকতা বশতঃ ইহারা চুরি করিতেও দ্বিধাশূন্য হয়; কিন্তু মানসিক শক্তিহীনতা ও ভীরুতা প্রযুক্ত সাহস করিয়া বৃহৎ চৌর্য্যকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, সামান্য বস্ত্র, ঘটি, বাটি প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু অপহরণ করিয়া নিজের ভীরুতার পরিচয় দেয়। অবশেষে ইহারা শারীরিক ও মানসিক জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়রোগ-গ্রস্ত (Idiocy) হয়। উপরে যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইল তাহাতে বোধগম্য হইবে যে উহাদিগকে একরূপ উন্মাদ লক্ষণই বলা যায়। কিন্তু এই সকল স্থবিরত্ববিশিষ্ট ও সমাজের ত্যাক্ত উন্মাদ রোগী নির্ব্বিরোধী বলিয়া বাতুল নামে খ্যাত হয় না; অপরঞ্চ গঞ্জিকাসেবী উন্মত্ত ব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ উগ্রতাবিশিষ্ট ও অপকারী বলিয়া পাগলের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পাগলাগারদে স্থান প্রাপ্ত হয়।

হানিমান স্বয়ং বলিয়াছেন যে, শরীরে ওপিয়ামের ক্রিয়াপ্রণালী অতীব দুর্ব্বোধ্য। ফলতঃ কৃতবিদ্য চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যেও এতৎবিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন ঐকমত্য স্থাপিত হয় নাই। উপরে আমাদিগের বহু-দর্শিতালব্ধ ওপিয়াম ক্রিয়ার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ওপিয়ামের ক্রিয়া সম্বন্ধে আরও কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

১। ওপিয়াম সেবনে ক্ষণস্থায়ী, মৃদু উত্তেজনার পর মস্তিষ্কাদি সর্ব্ববিধ স্নায়ুশক্তির গভীর ও স্থায়ী অবসাদাবস্থা উৎপন্ন হয়। শরীরযন্ত্র-নিচয়ের ক্রিয়ার জড়তা বা অবশতা ঘটে।

banglabooks.in

২। পরস্পর ক্রিয়াস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট মর্কিয়া, এপমর্কিয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্রিয়াবীজ সংমিশ্রণে ওপিয়াম্ গঠিত। এই সমুদয় বীজশক্তির সমবায়ফল দ্বারা ওপিয়ামের ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উপরিউক্ত ভিন্ন ভিন্ন বীজশক্তির সমবায় ক্রিয়ায় স্নায়বিক শক্তির অবসাদ ঘটিলেও ক্রিয়াবীজ বিশেষের কিঞ্চিৎ স্বাধীন ক্রিয়াও প্রকটিত হয়। এজন্য স্থলবিশেষে আমরা উল্লিখিত সমবায় ক্রিয়ার ফলস্বরূপ স্নায়বিক ক্রিয়াবসাদের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি, যথা—কেবল ফ্লেকসর বা আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হয়; ইচ্ছানুবর্ত্তী পেশীর ক্রিয়োত্তেজনার বৃদ্ধি ও স্বাধীনপেশী মণ্ডলের তাহা হ্রাস হয়; সমুদয় অন্ত্রের অবশতা ঘটিলেও অংশবিশেষের সঙ্কোচনে অন্ত্রাবরোধ (obstruction of the intestine) বশতঃ বিষ্ঠার রোধ এবং মূত্রস্থলীর শরীরের অবশতা ও তাহার গ্রীবার আক্ষেপিক সঙ্কোচনে মূত্ররোধ ঘটে।

৩। ইহার স্নায়বিক অবসাদকর ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় শরীরযন্ত্রাদির দুর্ব্বলতা, শরীরাংশের ন্যূনাধিক পক্ষাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার শক্তিহানি-সূচক লক্ষণ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়।

৪। ওপিয়াম সেবনে দুর্ব্বলীভূত স্নায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার অবস্থানুসারে অস্বাভাবিক ক্রিয়োত্তেজনা বশতঃ স্নায়বিক ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, পেশী আনর্ত্তন, খল্লী প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

৫। সাক্ষাৎ ভাবে ইহা রস, রক্ত প্রভৃতি শরীরোপাদানের পচনকর বা টাইফয়েড পরিবর্ত্তক নহে। সাধারণ জৈব ক্রিয়ার অবসাদাবস্থা উৎপন্ন করিয়া পুষ্টিহানি ও পুনরুৎপাদিকা ক্রিয়ার বাধা ঘটাইয়া ইহা শরীরোপাদানের অপকৃষ্টতা ও পরোক্ষভাবে তাহার রোগজ পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। শোণিতসঞ্চলনক্রিয়ার মন্থরতা ও অবরোধ প্রযুক্ত শিরাশোণিতের আধিক্য ঘটায় নীল রোগ প্রভৃতি জন্মে।

ওপিয়ামের সাধারণ বিষক্রিয়ার স্থূল এবং মারক রূপে সেবনের

banglabooks.in

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম লক্ষণ ব্যতীত ইহার ঔষধগুণপরীক্ষা ও রোগারোগ্যলব্ধ প্রধান প্রধান লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ওপিয়াম সেবনে ক্ষণিক উত্তেজনার পরই প্রভূত ও স্থায়ী সর্ব্ববিধ স্নায়বিক আবসাদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ উপরি উক্ত উত্তেজনা লক্ষণ এতাদৃশ ক্ষণস্থায়ী ও মৃদুতর যে তাহা ধর্ত্তব্যই নহে। অব্যবহিত পরের প্রগাঢ় অবসাদ লক্ষণকেই ওপিয়ামের ক্রিয়া বা এক্‌সন (প্রাথমিক ক্রিয়া, প্রাইমারি এক্‌সন) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মস্তিষ্কের এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়াবসাদনিবন্ধন প্রলাপাদি এবং অন্যান্য শরীরযন্ত্রের যে বিকৃত উত্তেজনার অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা ওপিয়ামের প্রতিক্রিয়া বা রি-এক্‌সন। এক্‌সন ঔষধের ক্রিয়া, রি-এক্‌সন তৎ বিরুদ্ধে, জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া। এজন্য যদি রোগ-বিশেষে ওপিয়াম সদৃশ অবসাদ লক্ষণের উপস্থিতির পর তাহার ন্যায় প্রলাপ ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় ওপিয়াম তাহার ঔষধ হইতে পারে, অন্যথা নহে। উপরি উক্ত বিষয় চিন্তা করিলেই আমরা নিম্নে ওপিয়াম সম্বন্ধে যে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষণ বিবৃত করিব, তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে।

ওপিয়ামের বিষক্রিয়ায় অথবা ওপিয়াম সদৃশ রোগের গভীরতর আক্রমণে এবং তাহাদিগের প্রতিক্রিয়াবস্থায় নিম্নলিখিত মস্তিষ্কীয় লক্ষণ উপস্থিত হয়।

চক্ষু কাচবৎ ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট ও অর্দ্ধনিমীলিত, রোগী অচেতন, প্রগাঢ় তন্দ্রাগ্রস্ত রোগীর মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, মাদকতার গভীর তন্দ্রাবেশে চক্ষু বিশুষ্ক ও প্রোজ্জ্বল থাকে; মানসিক স্ফূর্ত্তি বা উল্লাসভাব বিদ্যমান থাকে ও সুস্পষ্ট কল্পনার উদয় হয়। শরীরাংশ বৃহত্তর বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; মনে করে সে আপন বাটিতে নাই; মুখমণ্ডল স্ফীত ও আরক্ত, চক্ষু বিস্ফারিত; রোগী প্রলাপ কহিতে থাকে। মত্ততা বশতঃ মনেন্দ্রিয়ের অবসাদাবস্থার সময়ে সময়ে রোগী নাসিকাধ্বনি করিয়া গাঢ়

banglabooks.in

তন্দ্রাভিভূত হয়; কখন নানাপ্রকার জন্তু এবং কখন বা ভীতিপূর্ণ মুখভঙ্গি দর্শনের ভ্রান্তি জন্মে; বৃদ্ধ ও শীর্ণকায় ব্যক্তিদিগের মধ্যেই এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইচ্ছা-শক্তির জড়তায় বোধ হয় যেন তাহা ধ্বংস হইয়াছে। উত্তেজনাপ্রবণতা ও খিটখিটে ভাব। এতাদৃশ মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটে যে অত্যধিক আনন্দ, ভীতি, ক্রোধ অথবা লজ্জা প্রভৃতির উত্তেজনাতেই রোগ জন্মে। রোগী হঠাৎ ভীত হয়, ভীতির কারণ অপসৃত হইলেও তদুৎপন্ন ভীতি থাকিয়া যায়।

অনুভূতিশক্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ায় শব্দ, আলোক ও ক্ষীণতম ঘ্রাণেরও অসহিষ্ণুতা জন্মে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত শিরোঘূর্ণন ও কর্ণাভ্যন্তরে গুণ গুণ শব্দ হয় এবং পরে অচৈতন্যাবস্থায় মুখমণ্ডলের রক্তিমা, স্ফীতি ও তাপোৎপন্ন হয়; শরীরের ধনুষ্টঙ্কারবৎ কাঠিন্য জন্মে; মস্তক মধ্যে রক্ত ধাবিত হওয়ায় নাড়ী স্পন্দনের অনুভূতি হয়। উত্থানে মূর্চ্ছাভাব। টাইফাস জ্বরান্তে এবং মস্তকে আঘাত লাগিলে শিরোঘূর্ণন ও উত্থান কালে একপ্রকার উৎকণ্ঠাভাবের উদয় হয়। মত্তবৎ অবসন্ন ও হতভম্বভাব। চক্ষুচালনায় শিরঃশূলের বৃদ্ধি।

নিদ্রাবিভ্রাট ঘটিয়া গভীর নিদ্রাকালে রোগীর মুখ বুদ্ধিহীনতা-ব্যঞ্জক ও রক্তিমাবিশিষ্ট থাকে। কখন তন্দ্রাগ্রস্ত কখন বা প্রগাঢ় সুপ্তিগ্রস্ত হইয়া রোগী সংজ্ঞাহীন থাকে; প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় নাসিকাধ্বনি ও উষ্ণ ঘর্ম্ম হয়। মুখমণ্ডলের স্ফীতিসহ নিদ্রালুতা, কিন্তু নিদ্রা হয় না। উন্মীলিত চক্ষু সহ সংজ্ঞাহীনতা (coma vigil)। অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষু এবং নাসিকাধ্বনি সহ অজ্ঞানকর নিদ্রা। নিদ্রিতাবস্থায় রোগী শয্যা খোঁটে, গোঁ গোঁ শব্দ করে এবং কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখে। দুই প্রহর রজনীর পূর্ব্বে বুদ্ধিহীনতা সহ অনিদ্রাবস্থায় রোগী ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখে। নিদ্রাহীন অবস্থায় শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা বশতঃ দূরস্থ ঘড়ির বাদ্য এবং মোরগের ডাক তাহাকে জাগ্রত রাখে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ দৃষ্টিমালিন্য ঘটে, অন্ধত্ব জন্মে; অনুভূত হয়

banglabooks.in

যেন চক্ষুকোটরাপেক্ষা চক্ষুগোলক বৃহত্তর। শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা বশতঃ অতি দূরস্থ ঘড়ির বাজনা ও মোরগের ডাক তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করে। ঘ্রাণশক্তির লোপ হয়।

অনুভূতিদ স্নায়বিক ক্রিয়াবৈষম্য বশতঃ স্নায়ুমণ্ডলের সাধারণ ও স্বাভাবিক ক্রিয়োদ্দীপনার লোপ হয়, প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা থাকে না। এই কারণে রোগীকে যথোপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগেও কোন কার্য্য হয় না (স্বয়ম্ভূত রোগে এরূপ অবস্থা ঘটিলে যদি ওপিয়ামের প্রদর্শক লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ওপিয়াম প্রয়োগে নিরাময়িক শক্তির উত্তেজনা-প্রবণতা পুনরুদিত হয়)। বোধশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে প্রতিক্রিয়া শক্তির লোপ হইয়া যায়।

গতিদ স্নায়ুবিকার ঘটিয়া পেশী আনর্ত্তন এবং মস্তক, বাহু ও হস্তের কম্পন হয়; কখন কখন আকুঞ্চক পেশীর ঝাঁকি হইতে থাকে, শরীর শীতল হইয়া যায় এবং অজ্ঞানকর নিদ্রাভাবের উপক্রম হয়; মস্তকের অনাবৃত অবস্থায় ও শরীরচালনায় উপরিউক্ত অবস্থার উপশম। হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক উত্তেজনা হইতে ক্রমে চীৎকারসহ ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপে রোগী অঙ্গাদি ছুড়িতে থাকে, অথবা বাহু টান টান করিয়া শরীর সহ সমকোণ প্রস্তুত করে, পশ্চাপার্শ্বে বক্র হইলে উভয় পার্শ্বে গড়াইতে থাকে, অঙ্গাদির কম্প হয়; মুখমণ্ডল আরক্ত, স্ফীত ও তপ্ত; অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষুর ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও কনীণিকার বিস্তৃতি এবং আলোকানুভূতিহীনতা সহ ফেনময় মুখ ও শ্বাসাবরোধ। আক্ষেপান্তর প্রগাঢ় নিদ্রা হয় ও মুখমণ্ডলের রক্তিমা এবং তাপ থাকিয়া যায়। আক্ষেপের ব্যবধান কালে গভীর তন্দ্রা। প্রত্যেক ১৫ মিনিট পর পর মূর্চ্ছা কালে চক্ষু নিমীলিত হয়; মস্তক ঝুলিয়া পড়ে; সংজ্ঞাহীনতা ও ঝাঁকি হয় এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে। অবস্থানুসারে পক্ষাঘাত জন্মে।

মুখাবয়ব স্ফীত, কালিমাময়, লোহিত বর্ণ এবং উষ্ণ; কখন লোহিত

banglabooks.in

বর্ণ কখন বা তাহা গণ্ডের লোহিত কলঙ্কসহ পাণ্ডুর, কর্দ্দম বর্ণ এবং বসিয়া যাওয়ার ন্যায় থাকে; অবস্থাবিশেষে নীললোহিত বর্ণযুক্ত ও স্ফীত হয়। মুখমণ্ডলের পেশীনিচয় শিথিল হইয়া যায় ও নিম্ন চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। মুখমণ্ডলপেশীর আনর্ত্তন, সঙ্কোচন এবং আক্ষেপিক গতি। মুখের বিকটাকার ও তাহার কোণের সঙ্কোচনাদি। মুখের শিরা-স্ফীত থাকে। তিন হইতে চারি সপ্তাহ বয়সের একটি বিষাক্ত স্তন্যপায়ী শিশুর বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল।

চক্ষু উজ্জ্বল, বহির্নিক্রান্ত ও অচল থাকে। কনীণিকা বিস্তৃত এবং আলোকানুভূতিহীন হয়। সঙ্কুচিত কনীণিকা ও অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু লোহিত বর্ণ, উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে এবং জ্বালা করে। চক্ষুর মধ্যে বালুকার অনুভূতি; চক্ষুপত্র অবশ হওয়ার ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে।

কর্ণে রক্তাধিক্য জন্মে এবং কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হয়।

দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সূচিবেধবৎ বেদনা, সর্দ্দি শুষ্কতা নিবন্ধন নাসারন্ধ্রের অবরোধ।

স্বরযন্ত্রবিকারে স্বরভঙ্গসহ মুখ ও গলদেশের শুষ্কতা এবং জিহ্বায় শুভ্রলেপ। স্বর অতি ক্ষীণ হয়, বিশেষ চেষ্টা দ্বারা বড় করিয়া কথা বলা যায়।

ক্ষুদ্র শ্বাসগ্রহণে ও বৃহৎ নিঃশ্বাসে ঊর্দ্ধোদর বসিয়া যাইতে থাকে; সূক্ষ্ম শোঁ শোঁ শব্দ, অবিশ্রান্ত কাসি, গভীর তন্দ্রার ভাব এবং মুখের নীলিমা হয়; ভয়াবহ যন্ত্রণা ও শ্বাসরোধের ভীতি উপস্থিত হয়; দেখিলে বোধ হয় যেন রোগীর মৃত্যু হইতেছে; শীতল বায়ু সমাগমে ও সম্মুখে নত হইলে কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম এবং ধূম ও ওয়াইন মদ্য পানে বৃদ্ধি হয়। ফুসফুসের পক্ষাঘাত প্রযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস অত্যন্ত কষ্টকর ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট হয়। মুখব্যাদানাবস্থায় ঘড় ঘড় শব্দে অথবা গভীর নাসিকাধ্বনি সহ শ্বাস প্রশ্বাস; অথবা ফর ফর শব্দ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস; নিদ্রাবস্থায় মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের আক্রমণ (বোবায় ধরার ন্যায়)।

banglabooks.in

মুখব্যাদানাবস্থায় গুড়গুড়ি সহ ঝাঁকে ঝাঁকে শুষ্ক কাসির রজনীতে বৃদ্ধি; রোগী নিদ্রালু থাকে, কিন্তু নিদ্রা হয় না; অথবা কাসিতে ফুসফুসের আক্ষেপ হইয়া মুখ নীল হইয়া যায়; কিছু পানকালে কাসি হয়; কষ্টে গয়ার নিষ্ঠ্যূত হইবার পর রোগী মুখব্যাদান করে; বুদ্বুদযুক্ত গয়ারে শ্লেষ্মা ও রক্ত থাকে। কাসির সময় শ্বাসকৃচ্ছ্র ও মুখের নীলিমা জন্মে। কাসিলে শরীরময় প্রচুর ঘর্ম্ম।

বক্ষের টান টান ভাব ও সঙ্কোচন॥ বক্ষ মধ্যে তাপানুভূতি। গয়ার ঘন রক্ত, বুদ্বুদ ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত থাকে; উৎকণ্ঠাপূর্ণ তন্দ্রায় রোগী মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠে; জঙ্ঘা শীতল ও বক্ষ তপ্ত থাকে।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে জ্বালা। গ্রীবাদেশে স্পন্দনযুক্ত ধমনী ও স্ফীত শিরা দৃষ্ট হয়।

নাড়ীর পূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় নাসিকাধ্বনি, দ্রুত ও কঠিন-স্পর্শ অবস্থায় উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস হইতে থাকে; নাড়ী কখন অনিয়মিত ও অসম এবং কখন অদৃশ্য হয়; এই সকল অবস্থায় মুখমণ্ডল ন্যূনাধিক নীললোহিতাভ। অভ্যস্ত ও পুরাতন অহিফেন-সেবিদিগের মধ্যে অনেকস্থলে আমরা নাড়ী ক্ষণলোপবিশিষ্ট দেখিয়াছি।

পরিপাকযন্ত্র লক্ষণে নিম্নোষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে। মুখলালা অল্প ও মুখ শুষ্ক থাকে। মুখ কখন শুষ্ক, কখন লালাস্রাবযুক্ত থাকে, কখন মুখ হইতে রক্ত নিষ্ঠ্যূত হয়। জিহ্বার পক্ষাঘাতে কথা বলিতে কষ্ট হয়। সমল পীতাভ লেপময় ও আটাযুক্ত জিহ্বার কম্প; জিহ্বা কালবর্ণ। মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ক্ষত জন্মে। গলমধ্য শুষ্ক থাকে। গলাধঃকরণে অপারকতা; প্রত্যেক দিবসই মধ্যে মধ্যে গলা স্ফীত ও ফাঁসবন্ধের ন্যায় হয়।

তৃষ্ণাহীনতা, অবস্থাবিশেষে প্রবল তৃষ্ণা; খাদ্যে ঘৃণা, অথবা কুকুরের ন্যায় অস্বাভাবিক ও অতি ক্ষুধা হয়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা থাকে না। সুরাসারযুক্ত মদ্যপানে ইচ্ছা হয় ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে।

banglabooks.in

নিষ্ফল বমনোদ্রেক। অন্ত্রের রোধ প্রযুক্ত প্রথমে ভুক্ত বস্তু, পরে বিষ্ঠার ঘ্রাণযুক্ত বস্তুর বমন, ও হিক্কা; অত্যন্ত পিপাসা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা জন্মে; এবং মুখমণ্ডল বিকটাকার ধারণ করে। প্রবল উদরশূল ও কনভাল্‌সন সহ সবুজ, রক্তযুক্ত, কখন বা তিক্ত বমন হয়।

আমাশয়ের গুরুত্ব ও তন্মধ্যে চাপের অনুভূতি; পরিপাকযন্ত্রমণ্ডলের অকর্ম্মণ্যাবস্থা। প্লীহার স্ফীতি।

উদর বায়ু কর্ত্তৃক স্ফীত থাকে, অন্ত্রের স্বাভাবিক ও অনুলোম গতির পরিবর্ত্তে বিলোমগতি হইয়া উদ্‌গার ও বমন হয়; অন্ত্র সম্পূর্ণ রুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও অবিশ্রান্ত মল মূত্রের বেগ হইতে থাকে; রোগী উৎকণ্ঠান্বিত হয়, তাহার শরীর মধ্যে তপোচ্ছ্বাস হইতে থাকে এবং অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। নিষ্পীড়িতবৎ বেদনার বোধ হয় যেন কোন সংকীর্ণপথ দ্বারা বল প্রয়োগে বস্তুবিশেষ বাহির করিবার চেষ্টা হইতেছে; অণ্ডকোষ ও মূত্রস্থলীতে তীরের ন্যায় বেদনা ছুটিয়া যায়; রোগী অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া অবস্থানের পরিবর্ত্তন করিতে থাকে; মুখমণ্ডল তপ্ত ও নাড়ী ধীরগতি। অন্ত্রের থল্লীবৎ গতিতে দক্ষিণকুক্ষি মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ জড়াইয়া উঠার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বায়ুপূর্ণ উদর, স্ফীত ও কঠিন হইয়া উঠে। উদরযন্ত্রের শিথিলতা জন্মে।

বিষ্ঠা জলবৎ, কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত; সফেন বিষ্ঠাত্যাগে কুন্থন ও মলদ্বারের জ্বালা হয়; কখন বা পাতলা দুর্গন্ধ বিষ্ঠা অনৈচ্ছিক রূপে নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধে বিষ্ঠা কঠিন, কাল ও পিণ্ডের আকার বিশিষ্ট; অন্ত্রের জড়ভাব জন্য কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে; ক্ষুদ্রান্ত্রের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মলরোধ ঘটায় বোধ হয় যেন বিষ্ঠা সঙ্কুচিত অন্ত্রাংশ ঠেলিয়া ফাঁক করিতেছে।

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ; মূত্রের স্রাবাভাব বা মূত্রাঘাত; রুদ্ধা স্তন্যদাত্রী প্রভৃতির স্তন্যপানে শিশুর মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত বা মূত্রস্থলীর গলদেশের

banglabooks.in

সঙ্কোচন বশতঃ, মূত্রাবরোধ ঘটিয়া মূত্রস্থলী মূত্র পূর্ণ এবং রোগী তন্দ্রাগ্রস্ত ও বুদ্ধিহীনতাব্যঞ্জক অবয়ববিশিষ্ট থাকে; মূত্রস্থলী দুর্ব্বল হওয়ায় কষ্টে মূত্রত্যাগ হয়; ক্বচিৎ অত্যল্প করিয়া কাল্‌চে কটা মূত্রত্যাগ হয় ও মূত্রে ইষ্টকচূর্ণবৎ তলানি পড়ে। মূত্রস্থলী গলদেশের আক্ষেপ বশতঃ মূত্রস্রোত বাধা প্রাপ্ত হয় ও মূত্রপথের কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকে। রক্তস্রাব।

জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হইয়া প্রবল লিঙ্গোত্থান হয়; অথবা ধ্বজভঙ্গ ঘটে।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় বিকারে প্রচুর ঋতুস্রাবকালে ভয়ানক উদরশূল নিবন্ধন রোগিণী বক্র হইয়া দ্বিভাঁজ হইতে বাধ্য হয়; মলবেগ বর্ত্তমান থাকে। হঠাৎ ভীতি প্রযুক্ত আর্ত্তবাভাব ঘটিলে অদম্য তন্দ্রার ভাব জন্মে; কন্‌ভাল্‌সন হয়। হঠাৎ ভীতিপ্রযুক্ত জরায়ু স্খলন অর্থাৎ পেঁদ বাহির হয় জরায়ু হইতে পচাগন্ধযুক্ত স্রাব। জরায়ুর কোমলতা।

আক্ষেপিক সঙ্কোচনে পৃষ্ঠ পশ্চাদ্দিকে বক্র হয়।

মদ্যপায়িদিগের ন্যায় বাহু এবং হস্তের সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক গতি। হস্তের পক্ষাঘাত। হস্তশিরার বিস্তৃতি।

জঙ্ঘার সঙ্কোচন ও আক্ষেপিক গতি। জঙ্ঘার দুর্ব্বলতা, অসাড়তা এবং পক্ষাঘাত। পদের গুরুত্ব এবং স্ফীতি। রোগিণী মনে করে তাহার নিম্নাঙ্গ মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা যেন অন্য কোন ব্যক্তির।

হঠাৎ ভীতির পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্প। অঙ্গের আক্ষেপিক ঝাঁকি, অসাড়তা, কনভালসনবৎ গতি এবং শীতলতা।

ত্বকের শুষ্কতা জন্মে, কিন্তু জ্বর থাকে না। শরীরব্যাপী বিরক্তিকর চুলকনা; শরীর অতি সূক্ষ্মরূপে বিদ্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি, কিন্তু ক্বচিৎ স্পর্শাসহিষ্ণু। ত্বকের লোহিতাভা এবং চুলকনা। ত্বকের স্থানে স্থানে নীলাভ কলঙ্ক। ত্বকের রক্তিমা।

banglabooks.in

প্রদর্শক লক্ষণ।

সংজ্ঞাহীন সুপ্তি বা তামসী নিদ্রা (Sopor, Stupor); বেদনাদি কোন প্রকার যন্ত্রণানুভূতির অভাব; কোন প্রকার প্রয়োজনাভাববিশিষ্টতা।—শোণিতাধিক্য নিবন্ধন মস্তিষ্কের ক্রিয়াভিভূতি এবং মাদকতা বশতঃ জ্ঞানের অবসাদ, এই উভয় কারণেই ওপিয়াম রোগী অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া যেন প্রগাঢ় সুষুপ্তির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অনুভূতিদ স্নায়বিক অবসাদ ঘটায় রোগীর কোন যন্ত্রণার অনুভূতি থাকে না; ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অভাববুক্ত রোগী আহার ও পানের, কি মল মূত্র ত্যাগের, কোন বিষয়েরই আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং কোন যন্ত্রণা উপশমনের প্রার্থনাও করে না। উপরিউক্তরূপ প্রগাঢ়, সংজ্ঞাহীন সুষুপ্তি একমাত্র ওপিয়ামেই সম্ভবে, এজন্য ইহা ওপিয়ামের নিশ্চিৎ প্রদর্শকরূপে গণ্য। বেলাডনা, হায়সায়ামাস্ এবং ষ্ট্রামনিয়াম্ প্রভৃতিতেও মাদকতা ও সংজ্ঞাহীনতা আছে, কিন্তু কোন বিষয়েই তাহা ওপিয়ামের মাদকতাদিসহ তুলনীয় নহে। বেলাডনাদির মাদকতার প্রাথমিক ক্রিয়ায় ন্যূনাধিক প্রচণ্ডতাসহ মস্তিষ্কীয় উদ্দীপনা হয় এবং প্রবলতর শোণিতচাপে মস্তিষ্কের অভিভূতি বশতঃ সংজ্ঞাহীনতা জন্মে। ওপিয়ামের প্রাথমিক ক্রিয়াই অবসাদক, ইহা প্রথমেই সংজ্ঞাহীনতা উৎপন্ন করে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পরে উদ্দীপনার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। একারণ বেলাডনাদিসহ ইহার সাদৃশ্য থাকা দূরের কথা, বেলাডনাদির ন্যায় সংজ্ঞাহীনতায় ওপিয়াম প্রয়োগে কুফলেরই আশঙ্কা করা যায়। বেদনাহীনতায় ওপিয়াম, ষ্ট্র্যাম সহ তুলনীয় হইলেও একের অবসন্ন, নিস্তেজ ভাব ও অপরের উগ্র সজীবতা যথেষ্ট প্রভেদক।

banglabooks.in

আরক্ত মুখমণ্ডল, শোণিতপূর্ণ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি (শিবনেত্র), শরীরময় তপ্ত ঘর্ম্ম এবং নাসিকাধ্বনি সহ জড়তাব্যঞ্জক প্রগাঢ় নিদ্রা।—উপরিউক্ত অন্যান্য লক্ষণনিচয়সহ গভীর নিদ্রালুতা অন্য ঔষধে বিরল। রোগীর মুখাবয়ব দর্শনে বোধ হয় যেন মস্তিষ্কের জড়তা জন্মিয়া বুদ্ধিবৃত্তির লোপ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে বদ্ধমূল অহিফেন সেবীর, বিশেষতঃ ধূমরূপে অহিফেনসেবিদিগের এবং পরিস্ফুট লক্ষণযুক্ত ওপিয়ামচিকিৎস্য রোগিদিগের সাধারণ মুখাবয়বেও ন্যূনাধিক বুদ্ধিহীনতার ভাব প্রকটিত হয়। (ধূমাকারে অহিফেনসেবিদিগের হাব, ভাব, কথা বার্ত্তায়ও তাহা স্পষ্টীকৃত হয়)। ওপিয়ামের ক্রিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই মস্তিষ্কের অবসাদক; কোন অবস্থাতেই ইহা তাহার উদ্দীপনাকারী নহে।

ঔষধের ক্রিয়ায় জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়ার অভাব।—জীবনীশক্তির ওপিয়ামসদৃশ অবসাদাবস্থায় যত্ন পূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও প্রতিক্রিয়া পুনরুদ্দীপিত না হওয়া ওপিয়াম নির্ব্বাচনের প্রদর্শক। অভ্রান্ত রূপে নির্ব্বাচিত ঔষধে ফল না হইলে জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া-শক্তি পুনরুদ্দীপিত করণার্থ সাল্‌ফার, কুপ্রাম প্রভৃতি ঔষধও স্ব স্ব প্রদর্শিত স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল ঔষধও হোমিপপ্যাথির মূল নিয়মানুসরণেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ওপিয়ামদ্বারা রোগচিকিৎসার বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ওপিয়ামসেবী রোগীদিগের সম্বন্ধে কতিপয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে,

banglabooks.in

১। ওপিয়ামের মাদকতায় যে সকল রোগী সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে, তাহাদিগের রোগারোগ্যে হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধ কার্য্যকারী কি না?

২। ওপিয়ামসেবী ব্যক্তিদিগের হোমিওপ্যাথি মতে রোগ চিকিৎসা কালে রোগীর ওপিয়াম সেবন রহিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য কি না?

চিকিৎসকগণ কেবল ভূয়োদর্শন দ্বারাই ইহার সদুত্তর পাইতে পারেন। এস্থলে আমার একটি রোগীর বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

একটি ভদ্র লোক দন্তবেদনা জন্য প্রায় অস্থিরাবস্থায় একদিন প্রাতে আমার নিকট আসিলেন। তিনি যে দুই বেলাই গুলি খাইতেন তাহা আমি জানিতাম। সেদিনও তিনি গুলি খাইয়াই আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয় এখন আপনার ভরপুর গুলির নেশা জমিয়াছে কি?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। আমি তাঁহাকে এক মাত্রা একন ৬ দিলাম। এক মিনিটের মধ্যে তাঁহার বেদনা বিদূরিত হইল, আর ফিরে নাই! ইহাতে বুঝা গেল সূক্ষ্ম মাত্রার ঔষধ কার্য্যকারী হয়।

আমরা যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে এ বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছি তাঁহাদিগের কেহই ওপিয়াম রহিত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। আমিও নিজে এ বিষয়ের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করি নাই।

তবে কতিপয় স্থলে চিকিৎসা কালে ওপিয়াম সেবন অবশ্য বর্জ্জনীয় বলিয়া জানিতে হইবে, যথা—নির্ব্বাচিত ঔষধের বিরুদ্ধে ওপিয়ামের সাক্ষাৎ প্রতিযোগিতা ও প্রতিষেধক সম্বন্ধ থাকিলে, মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ এবং বক্ষরোগে শ্লেষ্মানিষ্ঠীবন কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য হইলে অহিফেন অবশ্য বর্জ্জনীয়।

এস্থলে আরও কতিপয় বিষয় জ্ঞাত থাকা অবশ্যক। হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন কালে ঔষধের নির্ব্বাধ ক্রিয়া হইবার জন্য দেহ যত দূর

banglabooks.in

বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব তাহার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ের অথবা অকাট্য নিয়মবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকতা নাই। হোমিওপ্যাথি ঔষধের মাত্রা অতি সূক্ষ্ম, অতএব নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্বভাবতঃই লোকের ইহার উপরে অবিশ্বাস আছে। সামান্য উগ্র ঘ্রাণাদিতেই ঔষধের ক্রিয়া নষ্ট হয় বলিলে ঐ অবিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইতে পারে। অতএব উগ্রঘ্রাণ, লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি ত্যাগও যেন হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়ম বলিয়া ব্যবস্থা না করিয়া বিশেষ বিবেচনার পর স্থলবিশেষে বর্জ্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে তথায় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে।

৩। ওপিয়াম সেবন রহিত করাইবার প্রয়োজন হইলে ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করান উচিত কি না। অথবা হঠাৎ রহিত করিলে কোন কুফলের আশঙ্কা আছে কি না।

চিকিৎসাকার্য্যের সৌকর্য্যার্থে এবং কখন কখন রোগীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য প্রযুক্ত অনেক সময়ে আমরা রোগীকে ওপিয়াম ত্যাগ করাইতে বাধ্য হইয়া থাকি। চিকিৎসার্থ ওপিয়াম সেবন রহিত করিতে হইলে হঠাৎই অথবা অতি অল্প অময় মধ্যেই তাহা করিতে হয়। অহিফেন-সেবী অনেক রোগীর এবং সুস্থ ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে আমি তাঁহাদিগের এককালীনই অহিফেন ত্যাগ করাইয়াছি। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই অতি বদ্ধমূল ও অত্যধিক পরিমাণে অহিফেনসেবী ছিলেন। অল্প দিন হইল আমি একটি ভদ্র লোককে এক উদ্যমেই অহিফেন ত্যাগ করাইয়াছি। দিনের মধ্যে যখনই নেশা কমিয়া যাইত তখনই তিনি প্রতিবারে প্রায় ৬।৭ গ্রেণ করিয়া অনিয়মিত রূপে অহিফেন সেবন করিতেন। এরূপে প্রতিদিন ৪।৫ বার সেবন করিতে হইত। অহিফেন ত্যাগ করায় তাহার ২।১ দিন মাত্র মানসিক কষ্ট ও অনিদ্রা ঘটে এবং ২।৪ দিন কিছু উদরাময়ও হইয়াছিল।

ফলতঃ এক উদ্যমে অহিফেন ত্যাগ করিলে বিলক্ষণ বিপদাশঙ্কা

banglabooks.in

আছে বলিয়া জন-সাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান আছে তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। কিন্তু প্রবীণ চিকিৎসকগণ অহিফেনের ক্রিয়া বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও যে ঐরূপ আশঙ্কা পোষণ করেন ইহাই আশ্চর্য্য। প্রথম উদ্যমেই এক কালীন অহিফেন ত্যাগ যে আশঙ্কা-বিরহিত, প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—ওপিয়ামের প্রাথমিক বা সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় স্নায়বিক অবসাদ ও প্রতিক্রিয়ায় (ওপিয়াম বিরুদ্ধে জীবনীশক্তির ক্রিয়ায়) স্নায়বিক উত্তেজনার অবস্থা জন্মে। এই উত্তেজনা স্বাস্থ্যসীমা অতিক্রম করিলেও তাহা কেবল উত্তেজনা মাত্র বলিয়া বিপদাশঙ্কারহিত। মদ্য পর্য্যায়ের মাদক দ্রব্যসহ ইহার তুলনা হইতে পারে না, কেননা তাহাদিগের প্রাথমিক ক্রিয়ায় মস্তিষ্কাদি স্নায়ুমণ্ডলের প্রভূত উত্তেজনার পর প্রতিক্রিয়ার অবসাদে স্থলবিশেষে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ানাশ ঘটিতে পারে। এজন্য বিশেষ বিশেষ রোগীর পক্ষে অন্যান্য ঔষধসহ কিছু কিছু মদ্যাদি উত্তেজক ঔষধেরও ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। গতিকেই এক কালে তাহা ত্যাগ করিলে মন্দ ফল ফলিতে পারে। কিন্তু অহিফেন পরিত্যাগ বশতঃ অহিফেনসেবীর অসুস্থতা অনেকাংশে কেবল তাহার অভ্যস্ত স্নায়বিক অবসাদ বা জড়তা ঘটিত, অস্বাভাবিক শান্তিভাবের অভাব, অনভ্যস্ত উত্তেজনার ভাব এবং কাল্পনিক আনন্দপ্রদ অভ্যস্ত বস্তুর ত্যাগনিবন্ধন মানসিক অস্বস্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

স্থলবিশেষে আমরা অনেক সময় রোগীকে ওপিয়ামের আকারে অপর বস্তু সেবন করাইয়া ওপিয়ামসেবনের ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকি। কোন ঘটনা চক্রে ওপিয়াম সেবী ভ্রান্তি বশতঃ ওপিয়াম সেবন না করিয়া তদ্‌বিষয় স্মরণ না হইলে অথবা সেবন না করিলেও সেবন করিয়াছে বলিয়া ধারণা থাকিলে কোন প্রকার অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অহিফেন সেবন না করার বিষয় তাহার স্মরণপথে আইসে, তন্মুহূর্ত্তেই আমরা তাহার নানা প্রকার অসহনীয় ও ভয়াবহ যন্ত্রণা যুগপৎ

banglabooks.in

উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। ওপিয়ামসেবীর ওপিয়ামত্যাগনিবন্ধন অসুস্থতা যে অনেকাংশেই কেবল মানসিক তাহা এতদ্দ্বারা নিসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপাদিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই মদ্যপানে অহিফেন সেবীর কষ্ট দূর হয় না, কেননা তাহা তাহার অভ্যস্ত জড়ভাবাত্মক আনন্দানয়নে অক্ষম। উপরি উক্ত নানা কারণেই এক উদ্যমে ও হঠাৎ ওপিয়াম ত্যাগ বিপজ্জনক নহে। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও সাহস এবং ওপিয়ামসেবীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকিলে এককালীনই ওপিয়াম ত্যাগ করান আবশ্যক। নচেৎ ইহা সুদূর পরাহত বলিয়া জানিতে হইবে।

উন্মাদ রোগ বা ইন্‌স্যানিটি।—অবাস্তবকল্পনাপ্রধান উন্মাদ রোগের ওপিয়াম শ্রেষ্ঠ ঔষধ মধ্যে গণ্য। সন্ন্যাসরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট বৃদ্ধ, সন্ন্যাস রোগাস্তিক দুর্ব্বলমস্তিষ্ক ব্যক্তি এবং বিষাদবায়ুর চরমাবস্থাপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের জ্ঞান, চিন্তাদি মনোবৃত্তির অতি শোচনীয় দুরবস্থায় ওপিয়াম-সদৃশ উন্মাদ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। মানসিক দুর্ব্বলতাই ইহার রোগের মূল ভিত্তি। মস্তিষ্কের মৃদু, পুরাতন ও স্থায়ী রক্তাধিক্য প্রযুক্ত আরক্ত মুখমণ্ডল ও ঢুলুঢুলু নেত্র হইয়া রোগী ক্ষণে গভীর অবসাদনিমজ্জিত হয়, কখন বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি বশতঃ অস্থিরতাসহ অসীম কল্পনা রাজ্যে ভ্রমণ করিতে থাকে। বিকট ও ভয়জনক দৃশ্যের ভ্রান্তি জন্মে এবং তজ্জন্য রোগী ক্লিষ্ট ও উৎকণ্ঠান্বিত হয়। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র থাকে না। ভীরুতা এবং তদানুষঙ্গিক কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রোগী অপকৃত ব্যবহার এবং অতি তুচ্ছ চৌর্য্য প্রভৃতি কুকার্য্যে রত হয়।

সন্ন্যাস রোগ বা এপপ্লেক্‌সি।—ওপিয়ামের বিষ-ক্রিয়ায় যেরূপ মস্তিষ্ক লক্ষণ দৃষ্ট হয় তাহাতে অবশ্যই বোধগম্য হইবে যে সন্ন্যাসরোগের ঔষধ মধ্যে ইহা অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম। রোগীর মুখমণ্ডলে ঘোর লোহিতবর্ণ ও শোণিতোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হয়। মুখ-রক্তিমার গাঢ়ত্বের আধিক্যই ওপিয়ামের প্রযোজ্যতার নিশ্চয়াত্মক প্রদর্শক।

banglabooks.in

অজ্ঞানাভিভূত রোগীর ঘড় ঘড় শব্দে নাসিকাধ্বনিসহ শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং কখন কখন শরীরের ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ ও কাঠিন্য, কখন বা শরীরাংশবিশেষের ন্যূনাধিক অবশতা জন্মে। নাড়ী অত্যন্ত ধীরগতি এবং পূর্ণ হয় ও অধঃ চুয়াল ঝুলিয়া পড়ে। সন্ন্যাসরোগপ্রবণতাবিশিষ্ট বদ্ধমূল মদ্যপায়িদিগের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে এই রোগ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল রোগীর চিকিৎসায় ইহা **নাক্সভ** ও **সিপিয়া** সহ তুলনীয়। অনেক সময়ে **বেলাডোনা** রোগীর প্রবাহ লক্ষণ **বেল** দ্বারা বিদূরিত হওয়ার পর সংজ্ঞাহীনতার অপনয়ন জন্য ইহা ফলপ্রদ। **ওপিয়াম** প্রয়োগে তাহার উপশম না হইলে **এপিস** কার্য্যকারী হইতে পারে। প্রগাঢ় তন্দ্রাপেক্ষা অতি পরিস্ফুট শিরাশোণিতাধিক্যই ইহার বিশিষ্টতর প্রদর্শক।

মদাত্যয় রোগ বা ডিলিরিয়াম্ ট্রিমেন্‌স্।—বহুদিনের বদ্ধমূল মদ্যাসক্ত এবং তৎকর্ত্তৃক জীর্ণস্বাস্থ্যব্যক্তি, যাহারা বারম্বার মদাত্যয়-রোগাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে **ওপিয়াম** মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। শেষাবস্থায় ইহাদিগের স্বাস্থ্যের এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঘটে যে সামান্য মদ্যপানেই আহার নিদ্রাবদ্ধ হইয়া যায় এবং ভয়াবহ প্রলাপ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহাদিগের মুখে নিয়ত ভীতিচিহ্ন ও শঙ্কান্বিত ভাব অঙ্কিত থাকে। গৃহের প্রত্যেক স্থান হইতেই জীব জন্তুর লম্ফ প্রদানের এবং ভূত প্রেতাদির আবির্ভাবের ভ্রান্তদৃষ্টি জন্মে। অশান্তিপ্রদ তন্দ্রাবেশে ভয়াবহ স্বপ্ন দর্শন ও নাসিকাধ্বনি হয়। অলীক দৈত্য দানবাদির ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ভীত হইলেও তাহাদিগের সহিত কথা কহে। যে সকল রোগের বাহ্যিক লক্ষণে সন্ন্যাস রোগ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিবার উপক্রম হয় তাহাতেও **ওপিয়াম্** উপকারী।

ল্যাকেসিস্—সর্প এবং বিকটাকার অবয়বের দৃশ্য দর্শন করে। রোগীর গলরোধ হইবার অনুভূতি জন্মিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়।

banglabooks.in

ব্রেণাঙ্কুলাস্ বাল্ব—ইহা নব্য মদ্যপায়িদিগের পক্ষে উপযোগী। ইহার মূল অরিষ্ট অতি সত্বর প্রলাপ নিবারণ ও নিদ্রানয়ন করিতে সক্ষম।

সাল্‌ফুরিক এসিড—ইহা বদ্ধমূল মদ্যপায়ীর "ডুবুডুবু ভরার" সর্ব্বশেষ আশ্রয় স্থল। শোণিতহীন, পাণ্ডুবর্ণ, লোল শীতলচর্ম্ম এবং শীর্ণতার শেষ সীমা প্রাপ্ত রোগীর আমাশয় যখন কণিকা মাত্র আহার্য্য ধারণে, এমন কি, মদ্য (হুইস্কি) সংযোগ ব্যতীত যখন বিন্দুমাত্র জলপানেও অক্ষম হয় এবং ক্রমাগত মদ মদ করিতে থাকে তখন **সাল্‌ফ এসি** ভিন্ন আর আমাদিগের গত্যন্তর থাকে না। ইহা মদ্যপাননিবন্ধন অম্লঘ্রাণ প্রশ্বাস সহ অম্লাজীর্ণের ঔষধ।

এণ্টিম টার্ট—অপরিমিত বিয়ার মদ্যপানে আমাশয়বিকারের আধিক্য সহ নিউমোনিয়া রোগ জন্মিবার উপক্রম হইলে এবং রোগীর অত্যধিক শীতল ঘর্ম্ম থাকিলে ইহা উপকারী।

ক্যাপসিকাম্—১০ ফোঁটা মাত্রায় ইহার মূল অরিষ্ট মদ্যপায়ীর প্রাতঃকালীন বমন, আমাশয়ে দমিয়া যাওয়ার অনুভূতি এবং ভয়াবহ ও অদম্য মদ্যপানলিপ্সা নিবারণ করিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম। ইহা মদ্যপায়ীর শারীরিক কম্পভাব ও হস্তকম্পন দূর এবং নিদ্রানয়ন করে।

আক্ষেপ—সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ, তড়কা কন্‌ভালসন।—বিশেষ বিশেষ রোগে আনুষঙ্গিক লক্ষণ রূপে আমরা প্রায়শঃ আক্ষেপ অথবা কন্‌ভাল্‌সন দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকি। কিন্তু স্বাধীন রোগরূপে ইহার উপস্থিতিও নিতান্ত বিরল নহে। ওপিয়ামধাতুর ব্যক্তিগণ স্বভাবতই ভীরু প্রকৃতিবিশিষ্টতা এবং তাহাদিগের স্নায়ুমণ্ডলও দুর্ব্বলতা জন্য স্বাভাবিক সহনশীলতার অভাবে সহজেই অসহিষ্ণু ভাবাপন্ন থাকে। হঠাৎ ভীতি, ক্রোধ প্রভৃতি দ্বারা এই সকল ব্যক্তির মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ নিকটে অপরিচিত মনুষ্য আসায় শিশুগণ ভীত হইলে, এমন কি

banglabooks.in

ভীতিগ্রস্ত স্তন্যদাত্রীর স্তন্যপান করিলে সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ বা কন্‌ভাল্‌সনাক্রান্ত হয়। আক্ষেপাক্রমণের পূর্ব্বে রোগী চীৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার শরীরে ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপিক কাঠিন্য জন্মে; মুখগহ্বর ফেনপূর্ণ হয়; মুখমণ্ডল ঘোর লোহিত বা নীললোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং অনেক সময়েই দেহ তপ্ত-ঘর্ম্মাবৃত থাকে। আক্ষেপান্তে নাসিকাধ্বনিসহ রোগী প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়।

কাসি বা কফ্‌।—ইহাতে রজনীতে এক প্রকার কষ্টপ্রদ শুষ্ককাসি হওয়ায় অতিকষ্টে সামান্য কিছু গয়ার উঠে ও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে। ডাং বার্ট উপরিউক্তরূপ নিদ্রার হানিকর কাসি **ওপিয়াম** দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন।

কনায়াম্‌—সন্ধ্যায় ও রজনীতে শয়ন করিলে ইহার যন্ত্রণা-দায়ক শুষ্ক কাসির বৃদ্ধি হয়।

লরসি—ক্ষয়কাসের রোগিদিগের বিরক্তিকর শুষ্ক কাসির পক্ষে উপকারী।

এমোনিয়া মেসি—গলদেশের শুড় শুড়ি ও বক্ষের সঙ্কোচনে উত্তেজিত আক্ষেপিক কাসি প্রথম নিদ্রার পর উপস্থিত হওয়ায় রোগী উঠিয়া বসিয়া ভয়ঙ্কর কাসিতে থাকে।

রক্তকাসি এবং ফুসফুসে পূয়সঞ্চার বা সাপুরেষণ অব্‌ দি লাংস—বহুকালব্যাপী মদ্যের অমিতাচারে অনেক সময়ে ফুসফুসের শোণিতাধিক্য বশতঃ প্রবল কাসি হইয়া ফেনময় গয়ার সহ অথবা অমিশ্র রক্ত নির্গত হয়। বক্ষস্থল তপ্ত এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল থাকে। রোগীর তন্দ্রাভাব জন্মে। অনেক সময়ে ঐ রূপ পৌনঃপুনিক শোণিতাধিক্যের ফল স্বরূপ ফুসফুসে পূয়সঞ্চার হয়। কষ্টসাধ্য ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসে রোগীর বক্ষের ঘড়ঘড়ানি ও নাসিকাধ্বনি ঘটে। কষ্টকর কাসিতে মধ্যে মধ্যে শ্বাসরোধের উপক্রম হয় ও মুখের নীলাভা জন্মে। **এণ্টিম টার্ট** কাসিতেও তন্দ্রা এবং মুখব্যাদন থাকে।

banglabooks.in

শ্বাসরোধ এবং ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ অথবা এস্‌ফিক্‌সিয়া এবং স্প্যাজম্ অব্ দি লাংস।—চার্কোলভেপার অথবা অঙ্গার বাষ্পের শ্বাস গ্রহণ বশতঃ অনেক সময়ে, বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের সূতিকা গৃহে, শ্বাসরোধ ঘটিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। শরীরের তপ্ত ঘর্ম্ম সহ ঘড় ঘড় শব্দে ধীরগতি শ্বাসপ্রশ্বাস, নাসিকাধ্বনি এবং গভীর তন্দ্রাবৎ সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে ওপিয়াম দ্বারা জীবন রক্ষা হইতে পারে। বভিষ্টা এবং আর্ণিকাও এ অবস্থায় স্ব স্ব লক্ষণানুসারে কার্য্যকারী।

শোণিতাধিক্য প্রভৃতি কারণে ফুস্‌ফুসের আক্ষেপ হইয়া শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে মস্কাস্ ও ইপিকা সহ ওপিয়াম তুলনীয়।

উদরশূল বা কলিক।—লেড্‌কলিক বা সীসকোদরশূলের ওপিয়াম অমোঘ মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদর অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং প্রভূত উদ্গারেও কোন প্রকার শান্তি হয় না। ইহার অন্যান্য ঔষধ মধ্যে বেলাডনা, প্ল্যাটিনাম, এলুমিনা, এলাম এবং নাক্স ভমিকা প্রধান। প্রাম্বাম বা লেড্‌কলিকের লক্ষণ মধ্যে উদর-প্রাচীরের সংহরণ, কাঠিন্য, উদরশূলের কেন্দ্রস্থান হইতে চতুঃপার্শ্বে বিস্তার, পদের খল্লী এবং উদরের স্ফীতিহীন অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি প্রধান। সুরাসার এই উদরশূলের নিবারক।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেসন; অন্ত্রাবরোধ বা অবষ্ট্রাক্‌সন অব্ দি বাউয়েল্‌স্; উদারাধ্মান বা টিম্প্যানাইটিস।—ওপিয়াম ক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শ্রাবাল্পতা উৎপন্ন হওয়ায় শুষ্কতা এবং ইহার অবসাদক ক্রিয়াবশতঃ অন্ত্রের জড়ত্ব উপস্থিত হয়। একারণ ওপিয়ামধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তির, বিশেষতঃ স্থূলকায়, স্থবিরবৎ সাদাসিদে স্ত্রীলোকের এবং তদ্বৎ শিশুদিগের কোষ্ঠবদ্ধে ও নানাপ্রকার দুর্ব্বলতাসহ বহু দিনের পুরাতন রোগের পরিণাম ফলস্বরূপ সহজ কোষ্ঠবদ্ধে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। রোগীর মুখগহ্বর শুষ্ক থাকে এবং

banglabooks.in

সরলান্ত্র শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয় থাকায় মলবেগ মাত্রও হয় না। একাদিক্রমে বহুদিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলেও আন্ত্রিক অবসন্নতা বশতঃ তজ্জন্য রোগীর কোন কষ্টের অনুভূতিও জন্মে না; সঞ্চিত বিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ, কঠিন ও গোল-গোল পিণ্ডের আকার ধারণ করে। সীসকধাতু বিষাক্ত রোগীদিগের কোষ্ঠবদ্ধেও ইহা উপকারী। ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ বিশেষের আক্ষেপিক সঙ্কোচন বশতঃ মলনিঃসরণের বাধা জন্মে। উদরে গুরুত্বের ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের অনুভূতি হয়। মস্তিষ্কে শোণিত গতি প্রযুক্ত শিরঃশূল এবং আবল্যের ভাব উৎপন্ন করে। উপরি উক্ত রূপ কোষ্ঠবদ্ধে পুনঃ পুনঃ ওপিয়াম প্রয়োগে উদরশূলের আক্রমণ হইলে, ডাক্তার ফ্যারিংটন যখন বুঝিতেন নিশ্চেষ্ট অন্ত্রের শক্তি পুনরাবৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি নারিকেল তৈল অথবা সাবানের জলের পিচকারির ব্যবস্থা করিয়া সহজে মল নিঃসারণ করাইতেন।

আমি যখন এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিতাম অথচ হোমিওপ্যাথির মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ আরম্ভ করিয়াছি, তৎকালে কোষ্ঠবদ্ধ রোগের একটি রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় একমাসের কোষ্ঠবদ্ধ। এলপ্যাথির ক্যাষ্টর অইল প্রভৃতির দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধ দূর হয় নাই পরন্তু কুচিকিৎসার ফলস্বরূপ সরলান্ত্রের প্রদাহনিবন্ধন প্রতিদিন প্রায় ১০।১৫ আউন্স পূয়নিঃসরণ হইত। ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগের অল্প সময় পরেই পূয় দেখা দেয়। অন্যান্য মৃদু চিকিৎসা নিষ্ফল হওয়ার পর আমি তাঁহার জন্য প্রতিমাত্রায় ৩ মিনিম টিং ওপিয়াম ও অর্দ্ধ ড্রাম ক্যাষ্টর অইলসহ গম একেসিয়া এবং চক পাউডার প্রভৃতি দ্বারা একটি মিশ্র প্রস্তুত করিয়া ৪ ঘণ্টা পর পর সেবনের ব্যবস্থা করি। তাহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫টি শুটলে নির্গত হয়। ইহাতে ওপিয়ামের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও আমি তখন অহিফেনের হোমিও ক্রিয়া পাঠ করিতেছিলাম, ৩ ক্রমের ওপিয়াম ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করি। রোগীর

banglabooks.in

তৎকালে সম্পূর্ণ কোষ্ঠবদ্ধ ছিল; প্রভূত সুজাত পূয় নিঃসরণ হইতেছিল; পূয়স্রাব বশতঃ ভীতি ভিন্ন, মলবেগের কি কোন প্রকারের কষ্ট ছিল না; কিঞ্চিৎ উদরস্ফীতি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাহীনতা, জিহ্বার কটা লেপ এবং অবসন্নভাব ছিল। এক মাত্রা সাল্‌ফারের পরে উপরিউক্ত হোমিও মতের ওপিয়াম প্রয়োগ করিলে দুই দিবস মধ্যে প্রায় শতাধিক কৃষ্ণবর্ণ গোল গোল বিষ্ঠার গুটলে নিঃসরণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূয় কমিয়া গেল, সামান্য যাহা ছিল একমাত্রা ৩০ ক্রমের ফস্‌ফরাস্ প্রয়োগে নিঃশেষ হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল।

ব্রায়ওনিয়া—ইহাতেও সরলান্ত্রের জড়তাবশতঃ কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কঠিন, কালচে বা কটা এবং বৃহৎ আয়তনের গুটলে বিষ্ঠা জন্মে।

প্লাম্বাম—ইহা অনেকাংশে ওপিয়াম তুল্য। কৃষ্ণবর্ণ গুটলে জন্মে। মলদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচন ইহার বিশিষ্টতাজ্ঞাপক লক্ষণ।

এলুমিনা—ইহাতেও অন্ত্র শক্তিহীন থাকে, কিন্তু অনেক সময়ে বিষ্ঠার কোমলতা থাকায় ইহাকে প্রভেদিত করে।

উপরে যে সাধারণ কোষ্ঠবদ্ধের বিষয় লিখিত হইল অন্ত্রের অবশতা, তাহার অংশবিশেষের স্থানিক আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং কখন কখন বিষ্ঠা-পিণ্ড কর্ত্তৃক মলপথের রোধ প্রভৃতির স্বতন্ত্র বা ন্যূনাধিক সমবায়ফল তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত অন্ত্রাংশবিশেষে আঘাত জনিত তাহার আকুঞ্চন, অন্ত্রাংশবিশেষের তদধস্থ অংশাভ্যন্তরে প্রবেশ (volvulus) এবং ফাসবদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি (Strangulated Hernia) প্রভৃতি কঠিন কঠিন কারণ বশতঃ কৃচ্ছ্রসাধ্য অথবা অসাধ্য আন্ত্রিক অবরোধ জন্য কোষ্ঠবদ্ধেও রোগের অবস্থাবিশেষে ওপিয়াম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপরিউক্তরূপ কোষ্ঠবদ্ধ রোগের দুইটি অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথমাবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত অন্ত্রাংশের উপরিস্থ আমাশয়াদি পরিপাকপথের বিপথগামী অতি প্রবল অস্বাভাবিক ক্রিয়া হইয়া বিষ্ঠাবমন এবং অবিশ্রান্ত নিষ্ফল মলবেগ,

banglabooks.in

উদরশূল ও নিষ্ফল মূত্রবেগ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। ওপিয়ামের মৌলিক ক্রিয়ায় পরিপাকযন্ত্রপথের জড়ভাব জন্মে। একারণ উপরোক্ত অন্ত্রাবরোধ লক্ষণে হোমিও মতের ওপিয়ামের প্রয়োজ্যতা বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। ফলতঃ ডাং বেয়ারও এতদ্দ্বারা কোন রোগীর ফল হইতে দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অপরঞ্চ এলপ্যাথি মতে স্থূলমাত্রায় ওপিয়াম্ প্রয়োগ দ্বারা আমরা একাধিক রোগীর আরোগ্য হইতে দৃষ্টি করিয়াছি। আমাদিগের বিবেচনায় উপরিউক্ত স্থূল মাত্রায়ই ইহা এস্থলে কার্য্যকারী। কেননা স্থলবিশেষে তাহা আন্ত্রিক আক্ষেপ নিবারণ দ্বারা রোগারোগ্য করিতে এবং অপরাপর স্থলে অন্ত্রের প্রবলতর ক্রিয়াবৈষম্য স্থগিত রাখিয়া রোগারোগ্যের সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ উপরিউক্ত আন্ত্রিক অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভূত রোগ মধ্যে গণ্য করা যায় না। এরূপ অবস্থায় ঐরূপ স্থূলমাত্রায় ওপিয়াম ব্যবহার দ্বারা রোগীর হিতসাধনের চেষ্টা করিলে হোমিও মতের চিকিৎসকের পক্ষে কোন দোষাবহ কার্য্য করাও হয় না। পরন্তু অযৌক্তিক স্থলে হোমিওপ্যাথিক্রমের ওপিয়াম প্রয়োগ করিয়া নিজে প্রতারিত হওয়া এবং রোগীকে প্রতারিত করা যে কেবল অসঙ্গত তাহাই নহে, পাপের কার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল অবস্থায় ন্যূনাধিক ½ হইতে ½ গ্রেণ মাত্রায় অহিফেন ব্যবহৃত হইতে পারে। হোমিওপ্যাথির মূল অরিষ্টও যথোপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।

উপরিউক্ত রোগের শেষাবস্থায় অথবা যে স্থলে প্রথম হইতেই রোগীর ওপিয়াম লক্ষণ—ন্যূনাধিক মস্তিষ্কীয় রক্তাধিক্য ও তন্দ্রাভাব, শরীরে তপ্তঘর্ম্ম, মধ্যে মধ্যে বিষ্ঠাবৎ পদার্থ বমন হইলেও সাধারণতঃ অন্ত্রাদির নিষ্ক্রিয় জড়ভাব ও উদরের স্ফীতি এবং মলবেগহীনতা প্রভৃতি—উপস্থিত হয়, তথায় হোমিও ক্রমের **ওপিয়ামই** রোগীর এক মাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়।

ওপিয়ামের কোষ্ঠবদ্ধের সর্ব্বাবস্থাতেই উদরোর্দ্ধ প্রদেশের

banglabooks.in

ন্যূনাধিক আধ্মান বা বায়ুস্ফীতি উৎপন্ন হয়। আধ্মান অধিকতর হইলে তদ্দ্বারা বক্ষ চাপিত হইয়া থাকে। উদরাধ্মানে ইহা **টেরিবিন্থ, লাইক, কার্ব্ব ভেজ, কলচি** এবং **রাফেনাস** সহ তুলনায়, তাহা স্থানান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—হঠাৎ ভীতি অথবা ভীত স্তন্য-দাত্রীর স্তন্যপান অনেক সময়ে শিশুদিগের উদরাময়ের কারণ। ভীত ব্যক্তি অথবা উপরি উক্ত শিশু অনৈচ্ছিকরূপে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। ইহার অন্য প্রকার উদরাময় অন্ত্রের কালব্যাপী ক্রিয়াহীনতা বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফল। ফুস্থন সহ জলবৎ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ও বুদ্‌বুদ্‌ময় মলত্যাগে গুহ্যদ্বার জ্বালা করে; **নাক্স ভমিকাতেও** কোষ্ঠবদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ফল স্বরূপ উদরাময় হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে পুনঃ পুনঃ নিষ্ফল মলবেগ ও **ওপিয়ামে** তাহার অভাব থাকিয়া উভয়ের প্রভেদ নিরূপিত করে।

কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাম্ বা শিশুকলেরা।—শিশুদিগের অতি সাংঘাতিক প্রকৃতির কলেরার শেষাবস্থায় শিশু যখন জীবনী শক্তির চরমাবস্থায় উপনীত হয় এবং তাহার মুখমণ্ডলের ঘোর লোহিতাভা বা পাণ্ডুরতা, আলোকে চক্ষুতারকার সম্পূর্ণ গত অথবা গতপ্রায় প্রতিক্রিয়া ও ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি দৃষ্ট হয় এবং তাহার মস্তিষ্কে অনতিপ্রবল শোণিতাধিক্য ও প্রায় মৃত্যুকল্প শোচনীয় অবসাদ উপস্থিত হয়, যখন বিরেচনাদি কোন লক্ষণ উপস্থিত থাকে না, তখন একমাত্র **ওপিয়ামই** আমাদিগের ভরসাস্থল। ইহার ফলস্বরূপ উদরাময় পুনরাগত হইলে রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করে। কখন কখন ক্ষীণধাতুবিশিষ্ট শিশু কলেরাক্রমণের অল্প সময় মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক রেচন হইতে না হইতেই অচিরাৎ নিস্তেজ ও গভীর তন্দ্রাগ্রস্ত হয়। এস্থলেও **ওপিয়াম** রোগীকে সহজে আরোগ্য পথে আনয়নে সমর্থ। কলেরা রোগে জীবনী-

banglabooks.in

শক্তির উত্তেজনাপ্রবণতার অবসাদ বশতঃ অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া আনয়নে অক্ষম হইলে **এম্ব্রা গ্রি, সরি, কার্ব্ব ভেজ** এবং **ভ্যালেরিয়ান** প্রভৃতি ঔষধের ন্যায় ইহাও রোগীর প্রতিক্রিয়া পুনরুদ্রিক্ত করিতে ক্ষমবান।

মূত্রাবরোধ বা রিটেন্‌সন অব্‌ য়ুরিণ।—**ওপিয়াম** কিড্‌নির ক্রিয়াহানি করিয়া মূত্রজননের বাধা অথবা মূত্রাঘাত জন্মায় না। ইহাতে মূত্রস্থলী শরীরের পক্ষাঘাত ও তাহার গ্রীবার আক্ষেপিক সঙ্কোচন উৎপন্ন হওয়ায় মূত্রস্থলী মূত্রপূর্ণ থাকিলেও মূত্রত্যাগ হয় না। রোগী সংজ্ঞাহীন ভাবে ধীর শ্বাস প্রশ্বাস সহ নাসিকাধ্বনি করে এবং মূত্রত্যাগ করা দূরের কথা তাহার সে চেষ্টা মাত্রও থাকে না। **নাক্স ভমিকাস্** মূত্রস্থলী শরীরের দুর্ব্বলতা ও তাহার গ্রীবার সঙ্কোচন বশতঃ মূত্ররোধ হইলেও ইহাতে মূত্রস্থলীর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত ও অসাড়তা না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ হইতে থাকে। ইহাই উভয়ের প্রভেদক। হঠাৎ ভীত হইলে, প্রসবান্তে এবং কলেরা রোগের পরিণামে প্রায়শঃ আমরা **ওপিয়ামের** মূত্ররোধ দৃষ্টি করিয়া থাকি।

প্রসবান্তিক মূত্ররোধে ইহা **হায়সা, কষ্টি** এবং **আর্স** সহ তুলনীয়। মূত্রাঘাত বা মূত্রজনন রোধ হইলে, যে কোন রোগ তাহার কারণ হউক, **ষ্ট্র্যাম, জিঞ্জি, লাইক** এবং **পাল্‌স** প্রভৃতি তাহার অন্যতম ঔষধ।

আর্ত্তবাধিক্য।—এ রোগে **ওপিয়াম বেলাডনা** সহ তুলনীয়। উভয় ঔষধেই মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মে। **বেলে** ধমনীশোণিতের প্রবলতা বিশিষ্ট প্রবল লক্ষণ এবং **ওপিয়ামে** মন্থরগতি শিরাশোণিতের অপ্রবল লক্ষণ উপস্থিত হয়। **বেল** রোগীর মানসিক লক্ষণাদি উগ্রভাবাপন্ন, **ওপিয়াম** রোগীর তাহা নিস্তেজ ও তন্দ্রাভাবগ্রস্ত। প্রথমের শোণিত উজ্জ্বল লোহিত ও তপ্ত, দ্বিতীয়ের শোণিতাভা ঘোরত্ববিশিষ্ট এবং শোণিততাপ স্বাভাবিক। **হায়সায়া-**

banglabooks.in

মাস অনেকাংশে **ওপিয়ামের** সমতুল্য, কিন্তু ইহার শরীরের আক্ষেপিক ঝাঁকির বর্ত্তমানতা প্রভেদক।

আর্ত্তবাভাব।—ঋতুরোধ হইয়া মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ গুরুত্ব, মুখমণ্ডলের রক্তিমা ও তাপ, এবং সংজ্ঞাহীনাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গীন আক্ষেপ হইলে **ওপিয়াম** উপকারী।

সূতিকাজ্বর বা পিয়র্পিরেল ফিভার।—অন্যান্য কারণ মধ্যে হঠাৎ ত্রাস এই জ্বরের একটি বিশেষ কারণ মধ্যে গণ্য। প্রসবাস্তিক স্রাবে (Lochia) অত্যন্ত দুর্গন্ধ জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় মণ্ডলের অতীব উত্তেজনাপ্রবণতা বশতঃ অতি দুরস্থ শব্দও রোগিনীর পক্ষে বিরক্তিকর হয়। রোগিনী ক্রমশঃ সংজ্ঞাহীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জ্বর রোগ।—সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই **ওপিয়াম** লক্ষণ উৎপন্ন হইতে পারে। **ওপিয়াম** লক্ষণ সকল যেরূপ বিশেষতা সহ পরিস্ফুট হয়, তাহাতে ইহার রোগ নির্ব্বাচন তাদৃশ কঠিন বলিয়া অনুমিত হয় না। এজন্য সাধারণতঃ ইহার যে সকল জ্বর দেখিতে পাওয়া যায় আমরা অতি সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিতেছি।

শোণিত সঞ্চয়ী সবিরাম জ্বর বা কঞ্জেষ্টিভ ইণ্টার-মিটেণ্ট ফিভার।—ওয়িামের সবিরাম জ্বরে শীতকম্পের সঙ্গে সঙ্গেই মস্তক তপ্ত ও রোগী গভীর নিদ্রাগ্রস্ত হয়; মস্তকে প্রচুর ঘর্ম্ম থাকে এবং স্পর্শে শরীরের অংশবিশেষ শীতল প্রতীয়মান হয়। তাপাবস্থাতেও গাঢ় তন্দ্রায় নাসিকাধ্বনি হয় এবং রোগী দেহ অনাবৃত করিবার চেষ্টা করে। তৃতীয় বা ঘর্ম্মের অবস্থায় ঘর্ম্ম সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও মস্তকেই অধিকতর দেখা যায়। জ্বরত্যাগান্তেও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ও তন্দ্রাভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। রোগী কোন কষ্টও জ্ঞাপন করে না। বৃদ্ধ এবং শিশুদিগের মধ্যে এই রোগ অধিকতর দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ জ্বরে ইহা **ব্যাপ্‌টিসিয়া** ও **ষ্ট্র্যামনিয়া** সহ তুলনীয়।

banglabooks.in

টাইফয়েড জ্বর বা সন্নিপাতিক জ্বরবিকার।—টাইফয়েড জ্বরের অতি সঙ্কটাবস্থায় মস্তিষ্কের গভীর রক্তাধিক্য বশতঃ রোগী যখন প্রগাঢ় তন্দ্রাবেশে সংজ্ঞাহীন থাকে এবং নাসিকাধ্বনি সহ সুদীর্ঘ শ্বাস প্রশ্বাস ও প্রলম্বিত অধঃ চুয়াল প্রভৃতি ন্যূনাধিক মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতিক অবস্থা সূচিত করে তখনই **ওপিয়াম** আমাদিগের একমাত্র সাহায্যকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক সময়েই রোগীর গাত্র তপ্তঘর্ম্মাবৃত থাকে। ইহা রোগীর রোগমুক্তির আশাপ্রদ ঘর্ম্ম নহে। ঘর্ম্মগ্রন্থিমণ্ডলের পক্ষাঘাত ইহার কারণ, এবং ইহা রোগীর নিকট মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণরূপে উপনীত হয়। ষ্ট্র্যামনিয়ামেও এইরূপ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। টাইফয়েড জ্বরে নাসিকাধ্বনি হায়সায়ামাসে এবং মস্তিষ্কীয় পক্ষাঘাতের লক্ষণ স্বরূপ ল্যাকেসিসে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা যথাবিবরণে বর্ণিত হইয়াছে ও হইবে। ডাং ফ্যারিংটন বলেন, কোন টাইফয়েড জ্বররোগীর প্রগাঢ় সংজ্ঞাহীন তন্দ্রায় **ওপিয়াম** দ্বারা উপকার না হইলে, **এপিস** তাহা দূরীকরণে সমর্থ।

—o—

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩২ (LECTURE XXXII.)

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্ (Carbo-vegitabilis)।

সাধারণ নাম।—ভেজিটেবল্ চার্কোল। অঙ্গার।

প্রয়োগরূপ।—নিম্নক্রমে ট্রিটুরেষণ, উচ্চক্রমে টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—ন্যূনাধিক ত্রিশ দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ৩০ ক্রম হইতে ২০০ ক্রম ব্যবহৃত হয়; ১×ক্রমের ট্রিটুরেষন হইতে ১০০০০০ (cm) ক্রমে টিংচারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

উপচয়।—সাধারণতঃ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে, বিশেষতঃ উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায়; গ্রীষ্মের কিম্বা শরতের কালব্যাপক গুমসা তাপে;

---

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থা বিশেষে নিম্নলিখিত ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন—ডাং ওকফোর্ড—বাতপৈত্তিক ধাতুর রোগীর দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য; শকটে ভ্রমণকালে পাঠ করিবার অভ্যাস ছিল, পাঠ করিবার সময় চক্ষুতে চাপ ও জ্বালাকর বেদনা হইয়া দৃষ্টি ঘোর হইয়া আসিত ও অক্ষর সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইত; ৩, আরোগ্য। ডাং হইন—১৯ বৎসরের কুমারী; কতিপয় মাস পূর্ব্বে শৈত্যসংস্পর্শ হওয়ায় প্রতিদিন অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৬।৭টা পর্য্যন্ত স্বরভঙ্গ ও বাক্য কথনে অক্ষম হইত; ২০০, আরোগ্য। ডাং স্মিড—রোগীর প্লুরিসি রোগ এলোপ্যাথি চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইয়া শোণিতোচ্ছ্বাস অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; তাহাতে তাহার প্রত্যক্ষ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; রজনীতে নিদ্রার ব্যাঘাত, প্রাতঃকালে দুর্ব্বলতার অনুভূতি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অস্পষ্ট ছিন্নবৎ বেদনা হইত; নাড়ীস্পন্দন অনিয়মিত, দ্রুত ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট অপিচ নাড়ী দুর্ব্বল ও শূন্যগর্ভ ভাবের ছিল; মধ্যে মধ্যে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া অতি শীঘ্র শরীর শীতল হইয়া যাইত; কাসি ছিল না, আভ্যন্তরীণ তাপানুভূতি, ব্যাকুলভাব ও অত্যন্ত তৃষ্ণা হইত; ১+, আরোগ্য। ডাং ওয়েকম্যান—পেট গড় গড়

banglabooks.in

মাখম, শূকরের মাংস এবং চর্ব্বিময় খাদ্য ভোজনে; প্রাতঃকালে; কুইনাইন, সিঙ্কনাবার্ক এবং মার্কারির অপব্যবহারে।

উপশম।—পাখার বাতাসে; স্নিগ্ধবায়ু মধ্যে; উদ্‌গারে।

সম্বন্ধ।—কার্ব্ব ডেজিটেবিলিসের কার্য্যপ্রতিষেধক—আর্স, ক্যাম্ফর, কফিয়া, ল্যাকেসিস, স্পিরিট নাই ডাল্।

কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্ যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—সিঙ্কনা, ল্যাকেসিস, মার্ক; পচা মাংস, পচা মৎস্য এবং কটু চর্ব্বিময় পদার্থ আহারের কুফলের।

জীবনীশক্তির অথবা প্রতিক্রিয়ার অবসাদ বশতঃ যদি বিশেষরূপে প্রদর্শিত ঔষধেও ক্রিয়া না হয়, কার্ব্ব তাহা পুনরুদ্দীপনে সক্ষম।

করিয়া ডাকিয়া পেটে বেদনা ও আর্দ্র, উষ্ণ এবং গন্ধহীন বাতকর্ম্ম হইত; নিসৃত বায়ু এতদূর আর্দ্র থাকিত যে তাহাতে শরীরস্থান ও বস্ত্র সিক্ত হইয়া তাহা হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্কযুক্ত হইত; ৩০, আরোগ্য। ডাং রুপিচ—প্রসবের ৮ দিন পরে প্রচুর রক্তস্রাব; অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শরীরের পাণ্ডুরতা, অত্যন্ত স্ফীত, কঠিনস্পর্শ ও স্পর্শাসহিষ্ণু জরায়ুর জ্বালাময় বেদনা; স্রাব কখন কৃষ্ণবর্ণ চাপ চাপ, কখন বা কটাবর্ণ, অত্যন্ত ঘৃণাজনক দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও তরল; দুই উরুতে হাতুড়ির আঘাত দ্বারা ছিন্ন করার ন্যায় বেদনার চালনায় বৃদ্ধি, নাভিদেশে প্রবল দপদপানি; নাড়ী দুর্ব্বল, দ্রুত ও শূন্যগর্ভবৎ; পুনঃ পুনঃ হাই উঠিত; সিকেলি ৬, দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ হইলে কটা, দুর্গন্ধ প্রসবাস্তিক স্রাব থাকিয়া যায়; ১৮০০০, আরোগ্য। ডাং স্কিল্‌স্—রোগীর বয়স ৬৮, ত্রাহিক জ্বর; লক্ষণ—শীতকম্প, পরে তাপ, পৃষ্ঠের ও অস্থিনিচয়ে বেদনা এবং স্পষ্ট তৃষ্ণা হইয়া ঘর্ম্ম; শীতের পূর্ব্বে শীতল পদ ও আলস্য; শীত বাম হস্তে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত এবং এক অথবা দুই ঘণ্টা স্থায়ী হইত; পরে তৃষ্ণাহীন প্রবল তাপকালে মস্তকের ব্যথা ও বিবমিষা হইত এবং অসংলগ্ন কথা বলিত; অম্লগন্ধের প্রচুর ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রালু থাকিত; আক্রমণের পূর্ব্বে, সময়ে ও পরে উত্তেজনা-প্রবণ, সহজেই অসন্তুষ্ট ও সহজেই আনন্দিত; নয় মাস কোন ঔষধেই ফল হয় নাই; ৪০০, এক মাত্রায় আরোগ্য। ডাং ট্যাজেন—হস্ত ও পদের শীত, তৎকালে নিম্নাঙ্গের ছিন্নবৎ বেদনা, গাত্র মোড়া মুড়ি এবং অবসাদানুভূতি ৩০০, অবসাদ ব্যতীত অন্য লক্ষণ আরোগ্য।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ যাহার পরে প্রযোজ্য—কচ্ছু শুষ্ক থাকিলে সাল্‌ফার এবং মার্কারির, হুপিং কাসির আরম্ভিক অবস্থায় ভিরেট্রাম, ল্যাকেসিস, কেলি কার্ব্ব এবং সিপিয়র।

কার্ব্ব ভেজের পরে যাহা প্রযোজ্য—অনেক সময়ে আর্স, সিঙ্ক, ড্রসিরা, কেলি কার্ব্ব, ফস্ এসি। কুইনাইন দ্বারা শীতকম্প এবং তাপ রোধ করিলে অথবা বসাইয়া দিলে তাহা এবং এতদ্দ্বারা কুচিকিৎসায় যে সকল রোগ হয় তাহা নষ্ট করিতে কার্ব্ব সক্ষম।

মার্কারির কুব্যবহারে ও লবণ দ্বারা রক্ষিত মাংস ভক্ষণে যে ব্যাধি জন্মে কার্ব্ব তাহাতে উপকারী।

কার্য্যপূরক।—কার্ব্ব ভেজের কেলি কার্ব্ব। ইহা ফস্‌ফরাসের।

তুলনীয় ঔষধ।—আর্স, ক্যাল্কে কা, কার্ব্ব এনি, সিঙ্ক, ফেরাম, গ্র্যাফা, ল্যাকেসিস, লাইক, কেলি কা, মার্ক, নাক্স ভ, ফস, ফস এসি, সিকেলি, সিপিয়া, সাল্‌ফার ও ভিরেট এ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগ পরিচায়ক লক্ষণ।—বল-ক্ষয়কারী রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য (জৈবরস ক্ষয়ে নষ্টশক্তি সিঙ্ক, ফস্, ফস্ এসি) অল্প ও অধিক বয়স্ক ব্যক্তি, এবং দুর্ব্বলজীবনীশক্তিবিশিষ্ট জরাগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যে সকল ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব কোন রোগের দুর্ব্বলকারী পরিণাম ফল হইতে কখনই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই; অর্থাৎ যাহাদিগের শিশুকালের হাম অথবা হুপিং কাসির পর হইতে হাঁপরোগ জন্মিয়াছে; ভূতপূর্ব্ব কালের মদ্য-মাংসাদি সম্বলিত আমোদঘটিত অত্যাচারে যাহাদিগের অজীর্ণ রোগ হইয়াছে; বহুকাল পূর্ব্বের কোন আঘাতের অথবা টাইফয়েড জ্বরের কুফল হইতে কখনই যাহাদিগের শরীর নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

মানসিক দুর্ব্বলতা এবং চিন্তাশক্তির ধীরতা।

banglabooks.in

শরীর অত্যধিক তপ্ত হওয়া—(এণ্টি ক্রু)।

শিরারোগের প্রাধান্য (সাল্‌ফার); অম্লজান বায়ু কর্ত্তৃক শোণিতের অসম্পূর্ণ সংশোধন (Imperfect oxidation) নিবন্ধন রোগ লক্ষণ (আর্জে নাই); কৈশিক (Capillary) শিরামণ্ডলীর শোণিত সঞ্চালনের ন্যূনতা বশতঃ ত্বকের নীলাভা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা; জীবনী-শক্তির প্রায় ক্ষয়িতাবস্থা; অবিশ্রান্ত পাখার বাতাসের আকাঙ্ক্ষা, অধিকতর বাতাস পাইবার অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

যে সকল বস্তুতে রোগী প্রবল লালসা প্রকাশ করে, তাহাতে তাহাদিগের রোগ জন্মে; পুরাতন বা বহুদিনের মদ্যপায়ী হুইস্কি অথবা ব্র্যাণ্ডি মদ্যের জন্য লালায়িত হয়; উদরের চতুঃপার্শ্বের পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিতে চাহে।

পরিপাকশক্তি দুর্ব্বল, অতি সাদাসিদে আহার্য্যও অসহ্য হয়। আমাশয় এবং অন্ত্রাভ্যন্তরে অত্যধিক গ্যাস সঞ্চিত হয়; আহার এবং পানের পরে অনুভূতি জন্মে যেন আমাশয় সবেগে ফাটিয়া যাইবে, উদ্‌গারে সাময়িক উপশম। মদ্য, মাংস ঘটিত অমিতাচার, গুরু পাক ভক্ষ্য ও অসময়ে আহারের কুফল।

জৈবরসাপচয়ের কুফল (কষ্টি); শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর যে কোন প্রকার বিশ্লিষ্টাবস্থা হইতে রক্তস্রাব।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত শরীরগহ্বরের যে কোন বহির্দ্বার হইতে রক্তস্রাব; দুর্ব্বল ও জীর্ণ দেহের দুর্ব্বলীকৃত শরীরোপাদান হইতে রক্ত চুয়াইয়া পড়ে; জীবনীশক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত।

সপ্তাহ হইতে সপ্তাহ ব্যাপক দৈনিক শোণিতস্রাবের শারীরিক শ্রমে বৃদ্ধি; শোণিতস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর থাকে।

রক্তস্রাবের পরে মৃতের ন্যায় (Hippocratic) মুখাবয়ব; মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, ধূসরাভ, হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত থাকায় শীতল।

banglabooks.in

দন্তনিচয় শিথিল থাকে এবং সহজেই দন্তমাড়ি হইতে রক্ত পড়ে।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের, বিশেষতঃ জানুপ্রদেশের শৈত্যানুভূতিতে নিদ্রা ভঙ্গ।

রোগের চরমাবস্থায় শীতল ঘর্ম্ম, শীতল প্রশ্বাস ও শীতল জিহ্বা থাকিলে এবং স্বরলোপ হইলে এই ঔষধ জীবন রক্ষা করিতে পারে।

রোগকারণ।—প্রায় সর্ব্বপ্রকার রোগেরই চরম ও সাংঘাতিক অবস্থায় কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস আমাদিগের শেষাবলম্বন, এজন্য ইহার রোগকারণ সর্ব্বব্যাপক বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। তীক্ষ্ণ শৈত্যসংস্পর্শে শরীর প্রায় খসিয়া যাওয়ার ন্যায় হওয়া, শরীর অত্যধিক তপ্ত হওয়া, রাত্রি জাগরণ, মদ্য পান এবং জৈবরসক্ষয় প্রভৃতি ইহার সাধারণ রোগের কারণ।

আমাশয়ের অজীর্ণ, জলসিক্ত হওয়া, অভ্যন্তররূপে মদ্যপান ঘটিত অমিতাচার, হস্তমৈথুন, অভ্যস্ত স্রাব ও উদ্ভেদ অন্তর্হিত হওয়া, শৈত্য-সংশ্রব, গাত্রধৌত করণ, এবং জল মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করা ইহার বিশেষ বিশেষ রোগের কারণ।

সাধারণ ক্রিয়া।—কার্ব্ব ভেজ শোণিতের জীবনরক্ষোপযোগী শক্তির হানি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলের দুর্ব্বলতা সাধন করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহার প্রধান ক্রিয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই এতদ্দ্বারা বিশেষ আক্রান্ত হয়। ইহাতে তাহার স্রাব বৃদ্ধি হয় ও তাহাকে দূষিত করে এবং কার্ব্বের সর্ব্বপ্রধান বিশেষতাজ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রকৃতি স্বরূপ আমাশয় ও অন্ত্রে প্রভূত পরিমাণ গ্যাস সঞ্চিত হয়।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—বস্তুমাত্রই পরিস্ফুরিত অথবা অপরিস্ফুরিত শক্তিপুঞ্জ মাত্র। হানিমানের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত-ক্রিয়াপ্রকরণ দ্বারা কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের রোগারোগ্যকর শক্তি বিকাসিত হওয়ায় ইহার অন্যতম জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা জীবদেহের অতি গভীরতর পচনশীলতা উৎপন্ন করে।

banglabooks.in

শরীরের রস, রক্ত, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি যাবতীয় কোমল এবং কঠিনোপাদান মাত্রের পচন, বিশ্লেষণ, গলন, প্রভৃতি ধ্বংসকর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া ইহা জীবনীশক্তির শোচনীয় অবসাদাবস্থা উৎপন্ন করে ও শারীরিক শক্তি ও তাপাদির চরম দশা উপস্থিত হওয়ায় রোগী মৃতকল্প দশাগ্রস্ত হয়। জীবনীশক্তির প্রভূত অবসাদনিবন্ধন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটে এবং দেহযন্ত্রনিচয়ের জীবনরক্ষোপযোগী ক্রিয়ার অভাব হইয়া যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই ইহার মৌলিক ক্রিয়াক্ষেত্র এবং তন্মধ্যে পরিপাকযন্ত্রপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীই সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ স্থান। ইহা দ্বারা উপরিউক্ত ঝিল্লীর শক্তি নাশে তাহার শিথিলতা ঘটে, নিঃসৃত শ্লেষ্মা বিদূরিত হয় না। উপযুক্ত পরিপাকরসস্রাবের অভাব বশতঃ ভুক্তবস্তু ও শ্লেষ্মা পচিয়া প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধ গ্যাস, অম্ল ও বিকৃত রসের সৃষ্টি করে। ইহার ক্রিয়ায় পরিপাক শক্তির এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে যে আমাশয়ে ভুক্ত বস্তু প্রবেশ মাত্রই তাহার পচনক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আমাশয়ের অত্যধিক স্ফীতি জন্মিলে তাহার ঊর্দ্ধ চাপে শ্বাসকৃচ্ছ্র ও বায়ুর অধঃ সঞ্চার বশতঃ উদরস্ফীতি উপস্থিত হয়। ইহাতে পরিপাক যন্ত্রের ঊর্দ্ধাধঃ পথে বায়ু নিঃসৃত হয় এবং বিশেষ লক্ষণরূপে উদরাময়ের বিষ্ঠা পূতিগন্ধবিশিষ্ট থাকে। এবম্বিধ বৈকারিক পরিপাক বশতঃ অতীব বিকৃত, কলুষিত ও সারহীন পোষণরস জন্মে। রস, রক্ত, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি দূষিত, পচিত এবং উগ্র ও জ্বালাকর হয়। শরীরোপাদান সমূহের সম্যক পোষণাভাব বশতঃ তাহারা পচিত (Sepsis) ও শীর্ণ বা ক্ষয়িত হইয়া যায় এবং শরীরস্থানবিশেষের গ্যাংগ্রিণ বা ধ্বংসোৎপন্ন হয়। সহজেই শিথিল শরীরোপাদান হইতে বিগলিত ও তরলীভূত শোণিত স্রাব হয়। স্ফীত ও কাঠিন্য প্রাপ্ত লসীকাগ্রন্থিতে পূয় সঞ্চার হইলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। এবম্বিধ দূষিতরসপূর্ণ, অত্যন্ত পচনশীল ও কলুষিত শোণিত, বায়ুর অম্লজান (Oxygen) গ্রহণে অক্ষম হইয়া পড়ে। অম্লজান

banglabooks.in

এবং ব্যবহারদূষিত পদার্থপূর্ণ শোণিতের মধ্যে পরস্পর বিনিময় ক্রিয়া (Oxidation) সংসাধিত না হওয়ায় শরীরে ধমনীশোণিতের স্বল্পতা ও ক্ষীণতা এবং দূষিত ও তীব্র গুণবিশিষ্ট শিরাশোণিতের প্রাচুর্য্য হওয়ায় উপরিউক্ত পুষ্টিহানি প্রভৃতি ঘটে। জীবনীশক্তির গভীর অবসাদ ও জৈব তাপের অভাব উপস্থিত হয়। ফলতঃ অভীর শেষ রোগীর পতন বা কোলাপ্‌সের চরম সীমায় সাংঘাতিক অবসাদাবস্থায় যায় এবং সংজ্ঞার একলাত্র চিহ্ন স্বরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রের কষ্টানুভূতি বশতঃ মৃদু ও রুদ্ধ স্বরে কেবল "বাতাস কর, বাতাস কর" বলিয়া বাতাসের অভাব জ্ঞাপন করে।

রোগীর বিশেষ বিশেষ যান্ত্রিক লক্ষণ নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

মস্তকের গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় কোন বিষয় চিন্তা করা কঠিন হইয়া পড়ে; প্রাতঃকালেই এই ভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; রোগী যেন অতিশ্রমের দ্বারা আপনাকে স্বপ্নোত্থিত করে। চিন্তা বা কল্পনার অতি ধীর গতি হয়। ঔদাসিন্যের ভাব জন্মে; সকলই শ্রবণ করে কিন্তু তাহাতে সুখ অথবা দুঃখ কোন প্রকার অনুভূতি হয় না, তৎবিষয় চিন্তাই করে না। পতন বা কোলাপ্‌স অবস্থায় সংজ্ঞাহীন থাকে।

মুখমণ্ডলের তাপ বশতঃ কষ্ট হওয়ায় রোগী যেন ব্যাকুল হয়। প্রতি রজনীতেই ভূতের ভয় পায়। অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ, খিটখিটে এবং ক্রোধপ্রবণ। খিট খিট করে ও ক্রুদ্ধ থাকে। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত অস্থির ও উৎকণ্ঠাযুক্ত।

অনুভূতিবিকারে রোগীর শিরোঘূর্ণন হওয়ায় কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য; মস্তক নত করিলে, উদরে গ্যাস সঞ্চিত হইলে, শিরায় রক্তসঞ্চলনের বাধা জন্মিলে এবং বিশেষতঃ মদ্য মাংস ঘটিত অপচার করিলে শিরোঘূর্ণন; শিরোঘূর্ণনে সমস্ত দিবস মস্তক দ্রুতবেগে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে; দুর্ব্বলকর রসক্ষয় অথবা মার্কারির অপব্যবহার

banglabooks.in

জন্য নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান করিলে অথবা শয্যায় থাকিতে থাকিতেই প্রাতঃকালে মূর্চ্ছার ভাব হয় ও উদ্‌গার উঠে।

দিবসে নিদ্রালু থাকে ও হাই উঠে; রজনীতে অস্বস্তি বশতঃ নিদ্রা হয় না এবং রোগী ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিতে থাকে।

রজনীতে মস্তকের গুরুত্ব ও শ্রান্তিবোধ; মস্তক নত করিলে ললাট দেশের গুরুত্বে অনুভূতি যেন চক্ষুর উপরে কোন গুরু বস্তুর চাপ রহিয়াছে। মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিন্নবৎ অনুভূতি। মূর্দ্ধাদেশের বেদনায় বোধ যেন মাথার খুলি বিদীর্ণ বা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন; রজনীতেও এই প্রকার এবং আর্দ্র আবহাওয়া কালে তাহার বৃদ্ধি। মস্তকপশ্চাতে দপ্ দপ্ করে।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকার—চক্ষুর অতি পরিশ্রমে নিকট দৃষ্টির (short sight) দুর্ব্বলতা। চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কচিহ্ন বিচরণ করে। চক্ষু গুরুভারাক্রান্ত হওয়ার অনুভূতি হইয়া পাঠ কালে বিশেষ চেষ্টা দ্বারা অক্ষর পরম্পরা প্রভেদ করিতে হয়। কর্ণ মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি ও গুণ গুণ শব্দ হইতে থাকে। কর্ণের সম্মুখে যেন কোন ভারি বস্তু চাপা থাকিয়া কর্ণে রুদ্ধবৎ অনুভূতি জন্মে, কিন্তু শ্রবণের ব্যাঘাত হয় না। বধিরতা জন্মে। রসনেন্দ্রিয়বিকারে জিহ্বা শুষ্ক থাকে ও তালুতে তিক্তাস্বাদ পায়। আহারের পূর্ব্বে ও পরে তিক্তাস্বাদ; লবণাক্ত আস্বাদ।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুবিকারে বেদনা শরীরময় ছুটিয়া বেড়ায়। স্থানে স্থানে জ্বালাময় বেদনা। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছিন্ন করা অথবা টানিয়া ধরার ন্যায় বেদনা। প্রতিক্রিয়াশক্তির অভাব হয়, ঔষধের সম্পূর্ণ ক্রিয়া হয় না।

গতিপ্রদ স্নায়ুর দুর্ব্বলতায় অল্প ভ্রমণেই শ্রান্তি বোধ করে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হওয়ার ন্যায় দুর্ব্বলতার অনুভূতি। প্রাতঃকালে শয্যায় থাকিতে আলস্য এবং শ্রান্তি বোধ করে। অপরাহ্ণ সময়ে মস্তকের শূন্যতা ও অস্থি

banglabooks.in

ক্ষুধাবোধ। রজনীতে শয্যায় শায়িতাবস্থায় জঙ্ঘায় অস্বস্তি বোধ হওয়ায় পুনঃ পুনঃ সবলে পদ বিস্তার করিবার প্রয়োজন।

জীবনীশক্তির দুর্ব্বলতা প্রায় শেষ সীমায় উপনীত হওয়ায় এবং শোণিতের অম্লজানের অভাবাদি বশতঃ তাহা কলুষিত হওয়ায় সর্ব্বশরীরের, বিশেষতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত, শীতলতা ও অন্যান্য পতন লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগী মৃতবৎ পতিত থাকে। মুখমণ্ডলের দৃশ্য অত্যন্ত পাণ্ডুর, ধূসরাভ পীত, সবুজাভ এবং মৃতবৎ। শীতল ঘর্ম্ম নিবন্ধন মুখ শীতল এবং জিহ্বা শীতল ও সঙ্কুচিত। গণ্ড লোহিতবর্ণ ও শীতল ঘর্ম্মাবৃত। ঊর্দ্ধ চোয়ালাস্থির দক্ষিণ পার্শ্বে ঝাঁকিসহ এবং বামগণ্ডে ছিন্ন করার ন্যায় অনুভূতি; মুখমণ্ডল ও চোয়ালাস্থির টাটানি।

চক্ষুর অসাড়ভাব ? ঔজ্জ্বল্যহীনতা; আলোকে কনীণিকার প্রতিক্রিয়া হয় না। চক্ষু জ্বালা করে। মস্তকের রক্তাধিক্যে চক্ষু হইতে রক্তস্রাব। ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চক্ষুর পেশীর বেদনা। প্রাতঃকালে চক্ষুপত্রের কিনারার চুলকানি।

কর্ণে দুর্গন্ধ পূয় জন্মে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে বামকর্ণ তপ্ত ও লাল হয়। দক্ষিণ কর্ণ হইতে ঘন, লালচে এবং দুর্গন্ধ রস নিস্সৃত হয়।

সপ্তাহ সপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন অনেকবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা। নাসিকার মধ্যে শুড় শুড় ও অবিরত ভয়ানক বিড় বিড় করিয়া পুনঃ পুনঃ হাঁচি। সর্দ্দি শুষ্ক হইয়া নাসিকায় টান টান বোধ।

স্বরযন্ত্রের অত্যন্ত শুষ্কতাবশতঃ স্বর গভীর ও কর্কশ। বল প্রয়োগ করিয়া কথা কহিলে স্বরহানি ঘটে। সন্ধ্যাকালে স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাবের অনুভূতি হইয়া স্বরভঙ্গ ও প্রাতঃকালে স্বরলোপ হয়।

banglabooks.in

বক্ষের পূর্ণানুভূতি সহ শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎকম্প। অধিকতর বায়ুর প্রয়োজনে পাখার বাতাস চাহে।

সন্ধ্যাকালে শয়ন করিলে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে গলদেশের কর্কশভাব ও বিড় বিড় এবং স্বরযন্ত্রের চুলকানি হইয়া অনৈচ্ছিক রূপে কর্কশ ও ফাঁপাস্বরের আক্ষেপিক কাসি। গয়ার শ্লেষ্মাময়, পীতাভসবুজ এবং চটচটে ও লবণাস্বাদ।

বক্ষমধ্যে দুর্ব্বল ও শ্রান্তভাবের অনুভূতি জন্মে। বক্ষমধ্যে কাঁচা ও ক্ষতভাবের অনুভূতি এবং জ্বলন্ত অঙ্গার সংস্পর্শবৎ জ্বালা। সর্দ্দি বসিয়া, এবং নিদ্রা ভঙ্গের পর বক্ষের দুর্ব্বলতায় শ্বাসকষ্ট এবং শাঁ শাঁ ও ঘড় ঘড় শব্দ। বাম বক্ষের সূচিবেধবৎ অনুভূতি ক্ষুদ্র পর্শুকাস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাম বক্ষ মধ্যে যন্ত্রণাপ্রদ বিদারণবৎ অনুভূতি।

আহারান্তে ও উপবেশনাবস্থায় অনেকদিন ব্যাপক প্রভূত হৃৎকম্প। কৈশিক নাড়ী মধ্যে শোণিতগতির বাধা প্রযুক্ত নীলপাণ্ডুরোগ (Cyanosis); মুখের এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা, শীতল ঘর্ম্ম ও সম্পূর্ণ জড়ভাব; হৃৎপিণ্ডের পক্ষাঘাতের উপক্রম; নাড়ী সূত্রবৎ, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, এবং ক্ষণলোপবিশিষ্ট।

ঊর্দ্ধৌষ্ঠের কম্পন। ঊর্দ্ধৌষ্ঠে ও গণ্ডে ঝাঁকি দেওয়ার ন্যায় বেদনা। ফাটা ওষ্ঠের আকৃতি দেখিতে কটা অথবা কাল্‌চে।

দন্তমাড়ি হইতে সহজেই রক্তস্রাব। মাড়িতে স্ফোটক। পেষণ দন্তে টানটান ও ছিন্নবৎ বেদনা। দন্তমাড়ি শিথিল ও দন্ত হইতে অপসৃত। চর্ব্বনকালে দন্তমাড়ি স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনাযুক্ত।

জিহ্বা প্রদাহযুক্ত ও কাঠিন্যবিশিষ্ট। জিহ্বার গুরুত্ব জন্য কথা বলা কঠিন। জিহ্বা শুভ্র, পীতাভকটা শ্লেষ্মার লেপযুক্ত, সীসকবর্ণ, নীলবর্ণ, চটচটে এবং সিক্ত; কখন শুষ্ক, দগ্ধবৎ নীরস ও ফাটা। জিহ্বাগ্রে

banglabooks.in

কাঁচাভাব ও শুষ্কতা; জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। মুখের তাপ। মুখ লালার বৃদ্ধি। তালুর পশ্চাৎদিক কন্‌কনানি। মুখলালা রক্তময়। মুখ এবং নিশ্বাস শীতল।

গলা খাকরে অনেক শ্লেষ্মা উঠে। গলায় কাঁচা ভাব, চাঁছা বোধ এবং জ্বালা। গলদেশের পেশীতে ছিন্নবৎ অনুভূতি। গলাধঃকরণে, কাসিলে অথবা নাক ঝাড়িলে নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাদংশে এবং গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা। গলনলীতে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

ক্ষুধার অভাব; কেবল মধ্যাহ্নে ভোজন করে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পেশীর শিথিলভাব ও দুর্ব্বলতা। কাফিপানে, অম্লে, মিষ্ট বস্তুতে এবং লবণাক্ত বস্তুতে লালসা। মাংস এবং চর্ব্বিময় বস্তুতে ঘৃণা; দুগ্ধ-পানে স্পৃহা ও তাহাতে উদরে গ্যাস জন্মে।

আহারান্তে মুখের অম্লাস্বাদ; আহারের পর, বিশেষতঃ রজনীতে অতি সাদা সিদে আহারও অসহ্য হইয়া উদরের গুরুত্ব, পূর্ণতার ভাব, আলস্য, বিবমিষা ও বমন উপস্থিত হয়; অনুভূতি যেন উদর সবেগে বিদীর্ণ হইবে। দুগ্ধপানে অম্লোদ্গার। আমাশয় প্রদেশে এবং উদরের গভীর দেশে বেদনা ও জ্বালা করিবে বলিয়া আহার করিতে ভীত হয়। ওয়াইন মদ্য, কাফি, অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, অথবা কটু মাখন ও চর্ব্বি মাত্রেরই অত্যধিক ব্যবহার, মৎস্য, বিশেষতঃ পচা মৎস্য, বরফ দেওয়া জল অথবা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জল এবং গ্যাস উৎপাদক শাক সব্জি প্রভৃতির আহার হইতে ইহার আমাশয় রোগ জন্মে। লবণ ও লবণাক্ত মাংসের অপরিমিত ব্যবহারেও আমাশয় রোগ জন্মে।

পুনঃ পুনঃ শূন্যোদ্গার উঠে, কখন বা তাহার পূর্ব্বে উদরে খিমচানির ন্যায় বেদনা। মুখ হইতে অত্যন্ত জল স্রাব। অম্ল বা পচা উদ্গার। আমাশয়ের আড়মাড়ু ভাব হইয়া প্রাতঃকালে বিবমিষা। রক্ত, সন্ধ্যাকালের ভুক্তবস্তু, অম্ল, পিত্ত ও রক্তযুক্ত বস্তুর বমন।

banglabooks.in

আমাশয়োপরি কন্‌কনানি। চিতভাবে শয়নে ও ভ্রমণকালে আমাশয়ে অম্লের অনুভূতি। আমাশয়ে জ্বালা হয়। সাদাসিদে আহারেও আমাশয়ের কষ্ট। রোগী আমাশয় টান্‌টান্ বোধ করে। উদরাধ্মান বশতঃ আমাশয়োপরি যেন কন্‌কন্ করে; উদরের স্ফীতিতে সঙ্কোচনবৎ খল্লী জন্মিয়া বক্ষ পর্য্যন্ত যায়। আমাশয়োপরিস্থ স্থান অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণু।

কুক্ষিদেশ স্পর্শে বেদনাযুক্ত, রোগী বস্ত্র পরিধানে কষ্ট বোধ করে, তাহা সহ্য করিতে পারে না। যকৃতের টান্‌টান্ অবস্থা ও সূচিবেধবৎ অনুভূতি। আধ্মান প্রযুক্ত উদরশূল, স্ফীত হইয়া উদরের বিদারণবৎ অনুভূতি; সামান্য আহারে বৃদ্ধি এবং বায়ু নিঃসরণে হ্রাস। উদর অত্যন্ত স্ফীত হয় এবং ঊর্দ্ধাধ পথে বায়ু নির্গমনে তাহার হ্রাস। বোধ হয় যেন উদর গুরুভারে ঝুলিতেছে; রোগী নত হইয়া ভ্রমণ করে। ক্ষুদ্র পর্শুকাস্থির অধস্থ উদরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বায়ু সঞ্চিত হইয়া চিমটি কাটার ন্যায় বেদনা উৎপাদন করে। মলত্যাগের পর উদরে আকৃষ্টবৎ অনুভূতি অথবা কামড়ানি। দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম; ত্রিকাস্থির (Sacrum) অভিমুখে আকৃষ্ট ভাব হইয়া তথা হইতে তাহা উদরাভিমুখে যায়। পার্শ্ব চাপিয়া বিশেষতঃ বাম পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন মাত্রই, সর্দ্দি লাগার ন্যায়, কিম্বা অঙ্গ উত্তোলনবৎ অথবা মচকানবৎ অবশকর আকৃষ্টতার অনুভূতি উদর হইতে বাম জঙ্ঘার মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যকৃতে দুষ্টবৎ বেদনা। স্পর্শে কুক্ষিদেশ বেদনা। যকৃৎ প্রদেশের টান্‌টান্ অনুভূতি। বস্ত্র পরিধানে কুক্ষিতে কষ্ট ও তাহার অসহনীয়তা।

সরলান্ত্র হইতে তীব্র, ক্ষতকর রস নিঃস্রাব। সরলান্ত্র মধ্যে চর্ব্বণের অনুভূতি ও বিড় বিড় এবং কুন্থন। সরলান্ত্রে বেগ হইয়া কেবল গুরুভাবের অনুভূতি সহ বায়ু নিঃসরণ। রজনীতে সরলান্ত্র হইতে সমল ও আটা রসের নিঃস্রাব। রজনীতে গুহ্যদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান টাটায় ও বেদনা সহ চুলকায় এবং রসসিক্ত থাকে। মলদ্বার হইতে রক্তস্রাব। প্রচুর দুর্গন্ধ বাতকর্ম্ম। মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারের জ্বালা। মলদ্বারে

banglabooks.in

খোঁচা ও সূচিবেধবৎ টাটানি। বিষ্ঠা কষ্টে নির্গমন। অনেক বেগের সহিত আমময় বিষ্ঠা নির্গত করিতে হয়; পূতিগন্ধবিশিষ্ট, পচা ও ক্লেশকর ঘ্রাণযুক্ত বিষ্ঠার অনৈচ্ছিক রূপে নির্গমন; সূত্রাকার, পীতাভ শ্লেষ্মাবৃত বিষ্ঠা।

মূত্রে লোহিত বর্ণ তলানি। রক্তমিশ্রিত মূত্র ঘোর লোহিত বর্ণ। রজনীতে শয্যায় মূত্রত্যাগ করে।

নিদ্রাবস্থায় হস্তমৈথুন। সঙ্গমকালে অতি শীঘ্র ও অত্যধিক বীর্য্য-স্খলন। মলবেগে প্রষ্টেটগ্রন্থির স্রাবের নির্গমন।

অতিশীঘ্র ও অত্যধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব। শোণিত অত্যন্ত ঘন এবং তীব্রঘ্রাণবিশিষ্ট। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিলে পাতলা ও শ্বেত বর্ণ স্রাব; দিবসে তাহার অন্তর্দ্ধান; প্রদরের স্রাব দুগ্ধবৎ এবং হাজাকর। বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থান লোহিতবর্ণ ও ক্ষতবৎ বেদনাযুক্ত; তাহাতে ক্ষত ও চুলকনা; শ্বেতপ্রদরের স্রাব সংস্পর্শে অঙ্গে টাটানি। যোনি-দেশের নালীক্ষত জ্বালাযুক্ত। স্তনের মধ্যে ডেলা, ডেলা ও তৎসংস্রবে কক্ষগ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য জন্মিয়া জ্বালাকর বেদনা, উৎকণ্ঠা এবং শ্বাসের অভাব।

গ্রীবার, বিশেষতঃ তাহার পশ্চাৎপার্শ্বের গ্রন্থিনিচয় স্ফীত ও বেদনা-যুক্ত। গ্রীবা পেশীর ছিন্নবৎ অনুভূতি। গ্রীবা ও পৃষ্ঠের আকৃষ্টবৎ রসবাতিক বেদনা মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বিবমিষা এবং লালার স্রাব। দক্ষিণ স্কন্ধাস্থিতে জ্বালা। কটিমধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা বশতঃ রোগিণী উপবেশন করিতে পারে না, পৃষ্ঠ মধ্যে ছিপির ন্যায় অনুভূতি জন্মিলে তাহার নিম্নে বালিস দিতে বাধ্য হয়। নিম্ন মেরু দণ্ডাংশ এবং তাহার সর্ব্বনিম্নাস্থিতে (coccix) চাপবৎ ও টাটানি বেদনা।

সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অসাড়তা; অঙ্গ চাপিয়া শয়নে তাহাতে ঝিনঝিনি ধরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়ের আকৃষ্টবৎ এবং ছিন্ন করার ন্যায় বেদনা। সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই দুষ্ট বোধ হয়।

banglabooks.in

দক্ষিণ স্কন্ধের জ্বালা। উভয় কনুইসন্ধিতে ঘৃষ্টবৎ বেদনা। কনুই হইতে হস্ত পর্য্যন্ত বামপ্রকোষ্ঠের (Fore arm) আকৃষ্ট ও ছিন্নবৎ অনুভূতি। রজনীতে বাহু চাপিয়া শয়নে তাহাতে আকৃষ্টবৎ বেদনা। হস্তে চুলকানি। অন্তর মণিবন্ধের (Wrist) ছিন্নভাব। বাম হস্তাঙ্গুলীতে ছিন্নবৎ অনুভূতি।

হিপসন্ধির আকৃষ্টবৎ বেদনা উরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ভ্রমণ কালে তাহার বৃদ্ধি। জঙ্ঘার কাঠিন্যে ভ্রমণের আরম্ভে পদ ঠিক থাকে না। বামজঙ্ঘায় অবশতার অনুভূতি। অণ্ডকোষত্বকের সন্নিহিত উরুপ্রদেশে চুলকনা। উদর হইতে বামপদ পর্য্যন্ত অবশকর আকৃষ্টবৎ বেদনা। প্রথম রজনীতে শয়নান্তর পদতলের খল্লী। পদের অসাড়তা।

ত্বকে বিজকুড়ি বিজকুড়ি উদ্‌ভেদ জন্মে; উদ্‌ভেদহীন ত্বক্‌স্থানে জ্বালা। ক্ষত হইতে সহজেই রক্তস্রাব এবং পচনশীল ক্ষতের জ্বালাকর বেদনা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

ভূতপূর্ব্ব রোগাদিকারণসম্ভূত শারীরিক এবং জীবনী-শক্তির জীর্ণতা।—বার্দ্ধক্য, হুপিং কাসি, অমিতাচার ঘটিত অজীর্ণ রোগ, অঙ্গাদির মচকান বা ঘৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি স্বয়ম্ভূত, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক প্রভৃতি কারণ বশতঃ ক্রমে ক্রমে শরীরের ও জীবনী-শক্তির যে জীর্ণতা ঘটে অথবা ভূতপূর্ব্ব রোগাদিজন্য উপরিউক্ত যে জীর্ণতা থাকিয়া যায় অথবা ক্রমে বর্দ্ধিত হয় তাহা কার্ব্ব ভেজি-টেবিলিসের প্রদর্শক রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা বৃদ্ধ-বয়সের জীর্ণশরীর ও ক্ষীণ এবং জীর্ণ শক্তি অনেক সময়েই কার্ব্ব ভেজ রোগের ক্রিয়াস্থল। শিশুকালের হুপিং কাসি প্রযুক্ত বক্ষের দুর্ব্বলতা আরোগ্য না হইলে—ভূতপূর্ব্ব কোন সময়ে মদ্য মাংসের অত্যাচার ঘটিত প্রভূত অজীর্ণ

banglabooks.in

দোষ ও আমাশয়ের দুর্ব্বলতা থাকিয়া যাইলে—ভূতপূর্ব্ব কোন আঘাত-ঘটিত সন্ধি অথবা অবস্থানুসারে অন্য কোন শরীরস্থানের তৎকালীন রোগ দৃষ্টতঃ আরোগ্য হইয়া ভবিষ্যৎরোগ-প্রবণতা অন্তর্নিহিত থাকিলে, যে হাঁপ রোগ জন্মে, এবং তাহা হইতে সময়ে সময়ে হঠাৎ প্রবল অজীর্ণ লক্ষণ অথবা স্থায়ী ন্যূনাধিক অজীর্ণ রোগ এবং সন্ধিবাত অথবা আঘাতপ্রাপ্ত শরীরাংশের বেদনাদি যে সকল রোগ জন্মে, তাহা কার্ব্ব ভেজ আরোগ্য করিতে সক্ষম। উপরিউক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য সহজ বোধ্য না হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা হানিমানের অবশ্য পালনীয় উপদেশানুসারে প্রত্যেক রোগীর ভূত ও বর্ত্তমান রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে সমর্থ হইবেন তাঁহারাই এবিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া উপরিউক্ত প্রদর্শক লক্ষণানুসরণে ব্যাধি আরোগ্য করিতে কৃতকার্য্য হইবেন।

গত দুই বৎসরের মধ্যে আমি এইরূপ দুইটি রোগী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দুই ব্যক্তিরই বহুকাল পূর্ব্বে আহারাদির বিশেষ অত্যাচার ঘটে। ইহার মধ্যে এক রোগীর প্রায় প্রতিবৎসরই ২।১ বার উদরস্ফীতি, উদরশূল, অতিসার এবং বমন হইত; অন্য রোগীর প্রতিদিনই অপরাহ্ণ কালে অম্ল, দুর্গন্ধ উদ্গার প্রভৃতি অজীর্ণ লক্ষণ উপস্থিত হইত, ক্ষুধা ভাল ছিল না এবং শীর্ণ হইয়া তিনি একরূপ কার্য্যের বাহির হইয়াছিলেন। মল কোমল থাকিয়াও কোষ্ঠ পরিষ্কার হইত না। উভয়েই কার্ব্ব ভেজ ৩০ ক্রমে আরোগ্য হইয়াছেন।

দুর্ব্বলতা—জীবনীশক্তির ভয়বাহ নিস্তেজভাব, গাত্রের, বিশেষতঃ হাটু হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরাংশের শীতলতা; মৃতের ন্যায় নিষ্পন্দ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শীতল প্রশ্বাস, সূত্রবৎ ক্ষণলোপবিশিষ্ট নাড়ী এবং অঙ্গাদির শীতল ঘর্ম্ম।—

banglabooks.in

উপরিবর্ণিত লক্ষণ দ্বারা রোগীর অতি সাংঘাতিক ও চরম দুর্ব্বলতা প্রকটিত হয়, রোগী মৃতের ন্যায় নিশ্চল, নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। বহিরাভ্যন্তর উভয়তঃ নিশ্চলাবস্থা দৃষ্ট হয়। অভ্যন্তরীণ কৈশিক নাড়ীর রক্ত নিশ্চল বা সবাধ গতিপ্রযুক্ত তন্মধ্যে শোণিত স্তব্ধপ্রায় ও মন্থরগতি হয়। শরীর শীতল ও নীলাভ হইয়া যায়; রক্তস্রাব বশতঃ তাহার স্থানে স্থানে কালশিরা পড়ে। টাইফয়েড রোগী এবং টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত নানাপ্রকার তরুণ রোগের অতি চরমাবস্থাতেই সাধারণতঃ কার্ব্ব ভেজ আমাদিগের স্মরণপথারূঢ় হয়। রস, রক্ত প্রভৃতি শরীরোপাদানের ধ্বংসমূলক উপরিউক্ত লক্ষণ নিচয়ের বর্ত্তমানতাসহ জীবনীশক্তির এবং শারীরিক চরম দুর্ব্বলাবস্থা এস্থলে কার্ব্বের অমোঘ পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত রোগ মাত্রই দুর্ব্বলতাপ্রধান এবং ইহার ঔষধনিচয়েরও রোগজনন ক্রিয়ায় দুর্ব্বলতালক্ষণের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু এরূপ লক্ষণযুক্ত চরম দুর্ব্বলতায় ইহা কেবল আর্সেনিক ও মিউরিয়েটিক এসিড সহ কিঞ্চিৎ তুলনার যোগ্য; আর্সেনিক রোগী ভয়াবহ দুর্ব্বল হইলেও তাহার উৎকণ্ঠতা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভীতি প্রভৃতি নিবন্ধন ছটফট ভাব ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে; মিউ এসি রোগীর দুর্ব্বলতায় শয্যার নিম্নাভিমুখে গড়াইয়া যাওয়া, অধঃ চোয়াল ঝুলিয়া পড়া এবং সঙ্কুচিত, অত্যধিক খর্ব্বতাপ্রাপ্ত, শুষ্ক ও পার্চমেণ্টের ন্যায় জিহ্বা প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণ; ইহাই পরস্পরের প্রভেদক।

উদরাধ্মান, বিশেষতঃ আমাশয়াভ্যন্তরে অত্যধিক বায়ুর সঞ্চয় প্রযুক্ত পূর্ণত্ব ও বিস্তারের অনুভূতি।—উদরাধ্মান বিষয়ে সমগুণবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ঔষধ মধ্যে কার্ব্ব ভেজ উচ্চতম স্থান অধিকার করে। আমাশয়ই বায়ুর প্রধান উৎপত্তিস্থান। অতি সহজ খাদ্য বস্তুও তথায় প্রবেশ মাত্র যেন বায়ু জন্মিতে আরম্ভ হইয়া

banglabooks.in

অচিরাৎ আমাশয় পূর্ণ এবং টান টান হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত বেদনা হইলে শয়নে তাহার বৃদ্ধি হয়। অবশেষে বায়ু কর্ত্তৃক ঊর্দ্ধে বক্ষ চাপিত এবং নিম্নে উদর প্রভূত রূপে স্ফীত হইয়া উঠে। **কার্ব্ব ভেজ** একটী পচনশীল বস্তু এবং ইহার ক্রিয়ায় অতি ভয়ানক আমাশয়াজীর্ণ উপস্থিত হয়। ভুক্তবস্তু আমাশয়ে প্রবেশ মাত্রই পচিয়া অম্ল ও গ্যাস জন্মে। অম্ল ও দুর্গন্ধ গ্যাসের উদ্গার উঠিতে থাকে। টাইফয়েড প্রভৃতি পচনশীল, বৈকারিক রোগে পূর্ব্বকথিত পতন লক্ষণ সহ প্রভূত উদরস্ফীতি প্রথমেই অতি নিশ্চিতরূপে কার্ব্বের প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে; সামান্য অজীর্ণ হইতে সাংঘাতিক ক্যান্সার পর্য্যন্ত অতি কঠিন কঠিন আমাশয় রোগেও এই ভয়াবহ উদরস্ফীতি এবং অম্ল ও পূতিগন্ধ বায়ুর উদ্গার কার্ব্ব ভেজ নির্ব্বাচন পক্ষে আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান পথদর্শক। এই লক্ষণে ইহা **চায়না** ও **লাইক** প্রভৃতি ঔষধ সহ তুলনীয়।

"আমাকে পাখার বাতাস কর! বাতাস কর" !— আর্ত্তভাবে এইরূপ 'বাতাস বাতাস' করা প্রায় অন্য কোন ঔষধে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল **সিঙ্কনার** উদরস্ফীতির অতি বৃদ্ধির অবস্থায় বায়ুর ঊর্দ্ধ চাপে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন 'বাতাস বাতাস' করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার উদ্গার্ণ বায়ুতে দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা এবং **কার্ব্ব ভেজের** ন্যায় প্রগাঢ় ও ভয়াবহ পতন বা কোলাপ্স্ লক্ষণের অভাব ইহার সম্যক প্রভেদক বলিয়া জানিতে হইবে। ফুস্ফুসের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন শ্বাসগ্রহণের অপারকতা, শোণিতের মন্থর গতিতে ফুস্ফুসের রক্তাধিক্য, রক্তের অপকৃষ্ট ও অপরিষ্কার অবস্থা প্রযুক্ত অম্লজান বায়ু বা অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা এবং উদরস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধ চাপে বক্ষের শ্বাস

banglabooks.in

গ্রহণোপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ স্থানের অভাব প্রভৃতির সমবায় ফলে শ্বাসাভাবের অনুভূতি কার্ব্বের 'বাতাস বাতাস' করিবার কারণ।

প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-দাহনবৎ জ্বালা।—আক্রান্ত বহিরভ্যন্তর শরীরস্থানে এবং রোগস্রাব মাত্রেরই জ্বালাকর গুণ কার্ব্ব ভেজের একটি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ। ইহার ক্রিয়ার বিষয় আমূল চিন্তা করিলে অন্যান্য জ্বালাকর ঔষধ মধ্যে কেবল আর্সেনিক সহই ইহার তুলনা সম্ভবে, কেননা উভয়ই বিশেষ টাইফয়েড পরিবর্ত্তনশীল ঔষধ। কিন্তু আর্সেনিকের অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থাতেও উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা এবং মৃত্যুভীতি প্রভৃতি জন্য বিকলভাবাদি উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকিয়া অপর হইতে ইহাকে যথেষ্টরূপে প্রভেদিত করে।

চিকিৎসা।

শিরঃশূল।—কার্ব্ব ভেজ শিরঃশূলের প্রাধান আক্রমণ স্থান মস্তকপশ্চাৎ বা অক্‌সিপাট প্রদেশ। কখন কখন বেদনা অক্‌সিপাট প্রদেশেই থাকে এবং বোধ হয় যেন মস্তক আকৃষ্ট হইয়া উপাধান সহ সংলগ্ন আছে, উত্থিত করিতে পারা যাইবে না। কখন বা বেদনা বিস্তৃত হইয়া চক্ষুর উর্দ্ধে দপদপ করে অথবা মস্তক ত্বকের আকৃষ্টতাসহ সমস্ত মস্তক মধ্যে দপদপানি বেদনা হয়। গৃহ অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইলে সর্দ্দির ন্যায় অনুভূতি হইয়া আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়া বশতঃ পুরাতন সর্দ্দি তরুণ ভাব ধারণ করিলে অথবা সর্দ্দি বসিয়া যাইলে ইহার সর্দ্দিজ শিরঃশূল জন্মে। মদ্য মাংসের অমিতাচার, রাত্রিজাগরণ, বিবিধ প্রকার আমোদ সম্বলিত অত্যাচার প্রভৃতি ইহার অন্য প্রকার শিরঃশূলের কারণ। এস্থলে আমাশয় ঘটিত অমিতাচার অজীর্ণদোষই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য। রোগী মস্তকের মধ্যে গোলমাল ও ভন্‌ভন্ প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং মস্তক পশ্চাতের শিরঃশূল লইয়া নিদ্রোত্থিত হয়। উভয় প্রকার রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ মস্তকের

banglabooks.in

রক্তাধিক্য। বেদনা কখন ভয়াবহরূপে তীক্ষ্ণ কখন বা মৃদুজাতীয় হয়। সামান্য চালনাতেও বেদনার বৃদ্ধি, বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইল। রোগী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে, এমন কি বড় করিয়া শ্বাস টানিতেও অক্ষম। মস্তক গুরু বোধ হয়। মস্তক জ্বালা করে। কখন কখন নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইয়া ইহার কিঞ্চিৎ উপশম হয়। সর্দ্দি হইলে রোগী ভাল থাকে।

নাক্সভ—ইহাও মদ্য মাংসের অত্যাচার ও রাত্রিজাগরণ ঘটিত প্রাতঃকালীন মস্তকপশ্চাৎপার্শ্বস্থ পিত্তপ্রধান শিরঃশূলের ঔষধ। ইহার নিষ্ফল মলবেগাদি লক্ষণ কার্ব্ব হইতে ইহাকে প্রভেদিত করে।

অন্যান্য তুলনীয় ঔষধ মধ্যে কেলি বাই, কেলি আয়ডি এবং সিপিয়া প্রধান।

সর্দ্দি—স্বরভঙ্গ বা হোর্‌স্‌নেস (Aphonia)। অতিশয় উষ্ণ গৃহমধ্যে শরীর তপ্ত হওয়ার পর বহির্ব্বায়বীয় শৈত্য-সংস্পর্শ অথবা আর্দ্রোষ্ণ বায়ু সংস্রব কার্ব্বের সর্দ্দি রোগের সাক্ষাৎ কারণ। বৃদ্ধ এবং দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই রোগের ক্রিয়াক্ষেত্র। হামের পূর্ব্বলক্ষণরূপে এই সর্দ্দি প্রথমে নাসিকা আক্রমণ করায় তাহা হইতে জলস্রাব হয় ও রোগী দিবা রাত্রি হাঁচিতে থাকে এবং স্বরভঙ্গ জন্মে। নাসিকা হইতে সর্দ্দি ঊর্দ্ধে চক্ষু ও নিম্নে মুখগহ্বর, গলদেশ ও স্বরযন্ত্র আক্রমণ করায় সমুদয় স্থানের কাঁচা ভাব হয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে নাসিকার পশ্চাৎ ও গলদেশ জলপূর্ণ থাকে এবং সমুদয় রক্তনী স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাবসহ কাসি ও সরভঙ্গ হয়। ফলতঃ রোগীর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। গৃহতাপ অথবা বাহিরের আর্দ্রোষ্ণ বায়ু রোগী কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। এতদ্দেশের পূর্ব্ব দিকের আর্দ্রোষ্ণ বায়ু বহিলেই রোগীর সর্দ্দি ও স্বরভঙ্গ জন্মে অথবা বৃদ্ধি হয়।

ফস্‌ফরাস্—ইহারও স্বরভঙ্গ সহ স্বরযন্ত্রের কাঁচা ভাব থাকে ও রোগ সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি হয়। স্বরযন্ত্রের অসহিষ্ণুভাব ও বেদনা কার্ব্ব

banglabooks.in

অপেক্ষা ইহাতে অধিকতর থাকে, বেদনা জন্য রোগীর কথা বলা অসম্ভব হয়। অবস্থাবিশেষে ইহা **কার্ব্বর** পূর্ব্বে অথবা পরে উপযোগী।

সালফার—ইহার প্রাতঃকালীন স্বরভঙ্গ **কার্ব্বা** অপেক্ষা অধিকতর। সরিক ধাতুর ব্যক্তিদিগের যখন কোন ঔষধেই কার্য্য না হয় তখন ইহা উপযোগী।

কষ্টিকাম—সন্দিঘটিত স্বরবন্ধ। কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ কথা সরে না। আক্রান্ত স্থানের ও ষ্টার্ণাম অস্থির পশ্চাতের কাঁচা ভাব ও জ্বালা উভয় ঔষধেই হয়। গাথকদিগের রোগ। প্রভেদ এই যে **কষ্টিকামের** রোগ প্রাতঃকালে ও শুষ্ক শীতল আবহাওয়ার সংস্রবে এবং **কার্ব্বের** রোগ সন্ধ্যাকালে ও আর্দ্রোষ্ণ বায়ু বহিলে বৃদ্ধি হয়।

হুপে পার্ফ—স্বরভঙ্গ হইলে স্বরযন্ত্র এবং তদধস্থ বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীর টাটানি হয়। স্বরভঙ্গ প্রাতঃকালে বৃদ্ধি পায় এবং সর্ব্ব শরীরের বেদনা থাকে।

সেনেগা—ইহার স্বরবন্ধে গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, কথা কহিতে বেদনা লাগে। হঠাৎ গলা বন্ধ হয় এবং বক্ষ মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকার ভুলিতে পারা যায় না।

জেলসিমিয়াম—স্বরযন্ত্রপেশীর অবশতা প্রযুক্ত ইহার স্বরবন্ধ হয়। ঋতুকালের ও গুল্মবায়ুঘটিত রোগ। **নাক্স মস্কেটার** স্বরভঙ্গও গুল্মবায়ু হইতে অথবা রোগীর মানসিক ভাবপরিবর্ত্তন জন্য হয়। **ওপিয়ামের** স্বরভঙ্গ ভীতি জন্য জন্মে। **প্ল্যাটিনাম** ও গুল্মবায়ু ঘটিত স্বরবন্ধের ঔষধ। রোগীর যে কোন প্রকার গুল্মবায়ু লক্ষণসহই ইহা উপস্থিত হইতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা কাসরোগ।—বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাসরোগে **কার্ব্ব** ভেজ বিশেষ ফলপ্রদ। ফলতঃ বৃদ্ধাবস্থায় বয়স ঘটিত এবং খাদ্য ও পানের অত্যাচার বশতঃ পরিপাকক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যাহাদিগের জীর্ণতা

banglabooks.in

জন্মে ও জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হয়, তাহাদিগের কাসিতে উপযোগী। রোগ অধিককাল স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ আক্রান্ত বায়ুনলীর বিস্তৃতি ও তন্মধ্যে শ্লেষ্মার সঞ্চয় ঘটে (Baoncorrhoea) এবং স্থলবিশেষে ফুসফুসের বায়ু স্ফীতি বা এম্ফিসিমা জন্মে। অবশেষে ইহাদিগের ফুসফুসের পক্ষাঘাতের উপক্রম হয়। ফুসফুস মধ্যে জ্বালা, বক্ষ মধ্যে ধড় ধড়ি, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং প্রভূত পরিমাণ পীতাভ, পচাটে দুর্গন্ধ গয়ার নিষ্ঠিবন প্রভৃতি ইহার সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। বৃদ্ধদিগের ব্রঙ্কাইটিস রোগের অন্যান্য ঔষধ মধ্যে সেনেগার কাসির অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণতা ও আটাল গয়ার দেখা যায়। রোগীর নিদ্রাবেশ হইবামাত্র ল্যাকেসিসের কাসির উদ্রেক হয়। আর্সেনিকের কাসি শ্রান্তিজনক ও শ্বাসকৃচ্ছ্র বিশিষ্ট। সিলার দুর্দ্দম্য কাসিতে বক্ষে সূচিবেধের ন্যায় অনুভূতি জন্মে; গয়ার স্বচ্ছ অথবা পূয় শ্লেষ্মাময় থাকিয়া কখন সহজে কখন অতি কষ্টের সহিত উঠে। ডালকামারাও বৃদ্ধদিগের কাসির অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; ইহার সবুজাভ গয়ার অতি সহজে উঠে এবং সিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কাসির বৃদ্ধি হয়।

হাঁপানি বা এজ্‌মা রোগ।—বৃদ্ধ, দুর্ব্বল এবং গভীর ও পুরাতন অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগে কার্ব্ব ভেজ উপযুক্ত ঔষধ। জীর্ণশক্তি, জৈবতাপাল্পতাবিশিষ্ট এবং চিরন্তন অজীর্ণ রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে এতদূর কষ্ট উপস্থিত হয় যে, তাহা এবং আনুষঙ্গিক দুরবস্থা দর্শনে অনুমান হয় যে রোগী মৃতপ্রায়। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অথবা উদরাধ্মান বশতঃ বক্ষে বায়ুর চাপ ইহার সাক্ষাৎ কারণ। রোগী বায়ুর অত্যন্ত অভাব বোধ করে; কাহারও আশ্রয়ে মুক্তবাতায়নে ঋজুভাবে বসিয়া থাকে, অথবা কেহ তাহাকে অতি ক্ষিপ্রতার সহিত বাতাস করে। রোগী ক্ষীণ, জীর্ণ এবং প্রশ্বাসবায়ু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ন্যূনাধিক শীতল থাকে। মুখ কিঞ্চিৎ নীলিমাযুক্ত, উদর কখন ভয়াবহরূপে স্ফীত থাকে; এরূপ স্থলে উদ্‌গারে

banglabooks.in

রোগী কিঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর্দ্রোষ্ণ আবহাওয়ায় ও সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি।

নাক্সভমিকা—ইহাও কার্ব্ব ভেজের ন্যায় অজীর্ণরোগঘটিত হাঁপের ঔষধ। তরুণ আমাশয়াজীর্ণ ঘটিত রোগ। কাফি এবং উগ্রবীর্য্য মদ্যের অমিতাচার ইহার রোগের কারণ। শেষ রজনী ও প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হয়, রোগী কসিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে পারে না, উদ্‌গারে বায়ু নিঃসরণ হইলে এবং পরিহিত বস্ত্র শিথিল করিলে উপশম পায়।

অজীর্ণরোগ বা ইণ্ডিজেচ্‌শন।—মদ্য, মাংস প্রভৃতির অমিতাচার, রাত্রি জাগরণ এবং অন্যান্য বহুবিধ অত্যাচার নিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ ও আমাশয়ের দুর্ব্বলতা কার্ব্ব ভেজরোগের মূল কারণ। ইহা ব্যতীত আমাশয়ের ক্যান্‌সার, উপাদানগত ঘনীভূত অবস্থা এবং ক্ষয় প্রভৃতি দুরারোগ্য অথবা অসাধ্য রোগ কর্ত্তৃক আমাশয়ের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি কারণেও ইহার অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়স্থানের দুর্ব্বলতা ও বিবমিষা উপস্থিত হয়। রোগী বসাময় বস্তু, মাংস ও ভর্জ্জিত খাদ্য আহারে অশক্ত থাকে। দুগ্ধপানে প্রভূত গ্যাসের উৎপত্তি হওয়ায় দুগ্ধ পান করিতে পারে না। আহারান্তে আমাশয়ের গুরুত্ব জন্মে এবং তাহা যেন টানিয়া নামায়। পরিপাকরসস্রাবের অক্ষমতা বশতঃ ভুক্ত বস্তু পচিয়া অম্ল ও পুতিগন্ধ গ্যাস প্রভৃতি জন্মে। উদর বায়ুপূর্ণ হয় ও গড় গড় করিয়া ডাকে। কখন কখন পচা স্বাদ ও দুর্গন্ধ উদ্‌গার এবং পুতিগন্ধ বায়ুর নিঃসরণ হয়। অধিকাংশ সময়ে উদরাময় থাকে, কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধ হয়। ফলতঃ উদরাময়ই ইহার সাধারণ প্রকৃতি। আমাশয়ের জ্বালা একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা আমাশয় হইতে পৃষ্ঠে বিস্তার করে এবং মেরুদণ্ড বাহিয়া অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যায়। শিরঃশূল, বিশেষতঃ মস্তক পশ্চাতের শিরঃশূল ইহার চিরসঙ্গী; কখন কখন উদরস্ফীতির উর্দ্ধচাপে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

banglabooks.in

সাল্‌ফ এসি—ইহাতে অম্ল জন্মে। আমাশয় ও অন্ননালী প্রভৃতির সঙ্কোচন বা খল্লীতে আহারের কষ্ট ইহার একটি প্রধান লক্ষণ। কার্ব্বতে অজীর্ণ পচনশীল গ্যাস ও বিজাতীয় পচা পদার্থের উৎপত্তি হয়।

নাক্স্—মদ্যমাংসাদির অমিতাচার ও রাত্রি জাগরণাদি ইহার রোগেরও প্রধান কারণ। ফলতঃ নাক্‌সে উপকার না হইলে অধিক সময়েই কার্ব্বের প্রয়োগ হয়। প্রভেদ এই যে, নাক্‌সরোগী একহারা, পাতলা, কার্য্যক্ষম, পীতাভ, খিট-খিটে ও ক্রোধপ্রবণ; কার্ব্ব রোগী কঠিনশরীর, মন্থরগতি ও আলস্যপ্রধান। নাক্‌সে আমাশয়ের সহানুভূতি বশতঃ শিরোঘূর্ণন ও আহারান্তে মূর্চ্ছার ভাব এবং কোষ্ঠবদ্ধ ও নিষ্ফল মলবেগ থাকে। কার্ব্বতে অধিকতর বুকজ্বালা, উদরক্ষীতি এবং পচা দুর্গন্ধ উদ্‌গার ও বাতকর্ম্ম থাকে, এবং ইহাতে শ্বাস কষ্ট জন্মে এবং ইহা উদরাময়প্রধান।

কার্ব্ব, লাইক এবং নাক্স মস্কেটা—এই তিন ঔষধই অত্যধিক উদরক্ষীতির জন্য প্রসিদ্ধ। কার্ব্বের আমাশয়ে এবং লাইকর নিম্নোদরে অধিকতর গ্যাস জন্মে। প্রথম উদরাময়প্রধান, দ্বিতীয় কোষ্ঠবদ্ধপ্রধান ঔষধ। উদরের গুরুত্ব, পূর্ণানুভূতি এবং আহারান্তে নিদ্রালুতা কার্ব্ব অপেক্ষা লাইক ও নাক্স মস্কেটায় অধিকতর থাকে। কার্ব্ব এবং লাইক উভয়ের রোগই অপরাহ্ণ ৪ হইতে ৬ টার মধ্যে বৃদ্ধি পায়।

কার্ব্ব এবং কেলি কার্ব্ব—কেলি কার্ব্বের অজীর্ণ রোগও কার্ব্ব ও চায়নার ন্যায়। রসক্ষয়নিবন্ধন ও বহুকালস্থায়ী রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ অথবা রক্তহীন দুর্ব্বল রোগী, যাহারা বলহীনতা বশতঃ সহজে ক্লান্ত হয় ও পৃষ্ঠে বেদনা বোধ করে, তাহাদিগের পক্ষে কেলি কার্ব্ব উপযোগী। আহারের পূর্ব্বে ক্ষুধায় আমাশয় দমিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ হওয়ায় মূর্চ্ছার অনুভূতি

banglabooks.in

জন্মে; ফলতঃ ইহাদিগের ক্ষুধার তুলনায় আমাশয়ে শূন্যতার অনুভূতিই অধিকতর। অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা এবং বিশেষ প্রকারের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। আহার করিতে করিতে নিদ্রাবেশ হয়। আহারান্তে অত্যন্ত উদরস্ফীতিতে বোধ হয় যেন যাহা আহার করে সমুদয়ই গ্যাসে পরিণত হয়। কার্ব্বের ন্যায় ইহাও উদ্গারের পচাগন্ধের নিবারণ করে। ইহাতে মেরুদণ্ডে বেদনা থাকে এবং ইহার আমাশয়পীড়া কাফি ও মাংসযূষে বৃদ্ধি পায়। রোগী মিষ্ট দ্রব্য ও চিনি খাইতে ইচ্ছা করে।

কলেরা বা ওলাউঠা।—লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মণ্ডলী মধ্যে কলেরারোগে কার্ব্বের প্রয়োজ্যতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা তৎবিষয় স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় কলেরা রোগের ঔষধপর্য্যায় হইতে ইহা পরিত্যাজ্য না হইলেও বিদেশীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে এরোগে ইহার যতদূর সাধারণ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল ততদূর সাধরণ নহে। ইহার রোগজননক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করিলে এবিষয় আমাদিগের সম্যক উপলব্ধি হইবে। আমরা দেখিতে পাই কার্ব্ব একটি পচনশীল বস্তু, ইহার ক্রিয়ায় রক্ত, রস প্রভৃতি শরীরোপাদানের পচনশীলতা উপস্থিত হয়, শোণিত পচনশীল ও অম্লজান-বিহীন হইয়া পড়ে, উদরে গ্যাস সঞ্চিত হয় ও জৈব তাপের অভাব বশতঃ হিমাঙ্গ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা জীর্ণ ও দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট এবং ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের ঔষধ। ফলতঃ ইহা কলেরার হিমাঙ্গাবস্থাতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের প্রকোপ কালেই কলেরার হিমাঙ্গ লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তৎকালে কার্ব্বের অধিকাংশ লক্ষণের অভাব থাকে। বিশেষতঃ প্রকৃত কলেরার, তণ্ডুলধৌত জলের ন্যায় গন্ধহীন বিষ্ঠার সহিত ইহার বিষ্ঠার কোনই সাদৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয় না। আমরা নিম্নে কলেরা রোগে কার্ব্বের প্রয়োগ স্থল নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

banglabooks.in

বার্দ্ধক্য অথবা অন্যান্য যে কোন কারণেই হউক জীর্ণশরীর, ভগ্নস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বল জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কলেরা রোগেই অধিকাংশ স্থলে কার্ব্বের উপযোগিতা উপস্থিত হয়। হিমাঙ্গ বা কোলাপ্‌স্ লক্ষণ, বিশেষতঃ ইহার আনুষঙ্গিক উদরস্ফীতি কার্ব্বের প্রধান প্রদর্শক।

হিমাঙ্গলক্ষণ—জৈবতাপের অভাব; নাসিকা, গণ্ড এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বরফবৎ শীতলতা; হস্ত ও পদাঙ্গুলি সঙ্কুচিত; মস্তক ও দেহ-কাণ্ডের সর্ব্বত্রই শীতল, জিহ্বা শীতল, প্রশ্বাসবায়ু শীতল; নাড়ী সূত্রবৎ ক্ষণলোপবিশিষ্ট অথবা মণিবন্ধদেশে সম্পূর্ণ লুপ্ত; সর্ব্বশরীরের, বিশেষতঃ ওষ্ঠ এবং জিহ্বার ন্যূনাধিক নীলাভা; শরীর চটচটে ঘর্ম্মাবৃত; শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ক্ষীণ এবং অগভীর; মস্তিষ্কের অবসাদ বশতঃ রোগী সংজ্ঞাহীন ভাবে থাকে, অথবা কিঞ্চিৎ সংজ্ঞার চিহ্নস্বরূপ ক্ষীণস্বরে 'বাতাস' 'বাতাস' করে। ফলতঃ এরূপ হিমাঙ্গ লক্ষণ দ্বারা রোগীর জীবনীশক্তির অতীব শেষ সাংঘাতিক অবস্থা প্রকটিত হয়। ইহা পূর্ব্বকথিত ধাতুপ্রকৃতিবিশিষ্ট কলেরারোগীর রোগের পরিণাম টাইফয়েড অবস্থা বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে।

কলেরা, ব্লুডিকলেরা ও মারাত্মক রক্তাতিসারের আক্রমণের প্রথম হইতেই আমরা কার্ব্ব ভেজের সম্যক সাদৃশ্যবিশিষ্ট রোগলক্ষণ দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। এই সকল রোগীর মল কৃষ্টবর্ণ, পচাটে, তরল, রক্ত ও ক্লেদময়, জলবৎ ও ন্যূনাধিক দুর্গন্ধযুক্ত। উদর স্ফীতি থাকে কিন্তু তৃষ্ণা, ছটফটি, খল্লী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কোন প্রবল লক্ষণ প্রকাশ পায় না। উদর ও মলদ্বার জ্বালা করে। রোগীবিশেষে পূর্ব্ববর্ণিত হিমাঙ্গ লক্ষণের কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকে।

আমার পরিচিত একটি ভদ্রলোকের দুইবার ন্যূনাধিক উপরিউক্ত লক্ষণ-যুক্ত কলেরা রোগ হইতে দেখিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের আর্দ্রোষ্ণ আব-হাওয়াকালে ব্যাপক কলেরার উপস্থিতি সময়ে তাঁহার রোগ হইয়াছিল। আমি যে মেঘলা ও গুমসাদিনে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার

banglabooks.in

বিলক্ষণ স্মরণ আছে। প্রতিবারেই ২।৩ বার ভেদের পরে উপরিউক্ত শোচনীয় অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছিলাম। রোগী চিররুগ্ন, একহারা, কৃশ ও ফেকাসে কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। ঘাড় হেট করিয়া সাবধানের সহিত রাস্তা চলিতেন। আমি যখনই তাঁহাকে উপবেশনাবস্থায় দেখিতাম, তিনি উদরে হাত দিয়া বসিয়া বোধ হইত রোগের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ঔষধ সেবন অভ্যাসের মধ্যে ছিল। সাক্ষাৎ হইলেই ধাতুদৌর্ব্বল্য, শ্লেষ্মা এবং অজীর্ণের বিষয় জানাইতেন। কখনই আনন্দ বা স্ফূর্ত্তির ভাব দেখি নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাকে বিমর্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তাঁহার হাসি, নিবিড় মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। প্রত্যেক বারেই ২।৩ মাত্রা কার্ব্ব ভেজ ৩০ প্রয়োগে অতি সত্বর আরোগ্য হইয়াছিলেন।

কলেরার হিমাঙ্গ অবস্থার অন্যান্য প্রধান ঔষধের সহিত তুলনা দ্বারা ইহার প্রয়োগস্থল বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

আর্সেনিকও কলেরার অতি সাংঘাতিক অবস্থার ঔষধ। কিন্তু ইহার রোগী সর্ব্বদা নিশ্চেষ্ট থাকে না, জ্বালা অতর্পণীয় তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যু-ভীতি প্রভৃতিতে ছটফট ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। সিকেলি রোগী অনেকাংশে কার্ব্ব ভেজের তুল্য হইলেও ইহার পেশীর আক্ষেপিক আনর্ত্তন ও হস্তাঙ্গুলির খল্লীতে অঙ্গুলীনিচয়ের বহির্দ্দিকে বিস্তৃতিতে কিঞ্চিৎ পেশীশক্তির বর্ত্তমানতার চিহ্ন প্রভেদক। কুপ্রামে মুখমণ্ডলাদির নীলাভা প্রভৃতি কোলাপ্‌স্ লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও উদর, উরু, জঙ্ঘাপশ্চাৎ প্রভৃতি স্থানের ভয়াবহ খল্লী ও তজ্জনিত চীৎকারাদি অস্থিরতা প্রভেদকরূপে বর্ত্তমান থাকে। ভিরেট্রাম এল্‌বামের ললাটদেশের শীতলঘর্ম্ম, উদরশূল, খল্লীর বর্ত্তমানতা, অতিসার ও বমনের প্রচুরতা প্রভেদক। সাধারণতঃ অতি সাংঘাতিক কলেরার অপেক্ষাকৃত প্রথমাবস্থায় ক্যাম্ফর প্রযোজ্য; কার্ব্বেরিক সাধারণ প্রয়োগকাল রোগের শেষাবস্থা।

banglabooks.in

অধিকাংশ স্থলে ভেদ-বমন না হইয়া তীক্ষ্ণ কলেরাবিষের হঠাৎ ও প্রবল স্নায়বিক অবসাদে (shock) ক্যাম্ফরের প্রভৃত কোলাপ্‌স্ অবস্থা ঘটে। ভেদ-বমনাদি হইয়া ক্রমে শারীরিক ও জীবনীশক্তির অবসাদ এবং টিশু ও স্রাবাদির পচনাবস্থায় টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত কোলাপ্‌স্ অবস্থা **কার্ব্বেভ্স** উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল। **ক্যাম্ফরে** শোণিতযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, কৈশিক শিরা-মণ্ডলী প্রভৃতির সঙ্কোচনে অধিক হিমাঙ্গ হয়; কার্ব্বের হিমাঙ্গের কারণ শোণিত-যন্ত্রমণ্ডলীর শক্তিহানি, কৈশিক নাড়ী বহিয়া শোণিতের পূর্ব্বকথিত মন্থরগতি প্রভৃতি। প্রথমে স্নায়বিক উত্তেজনা ও কষ্ট বশতঃ ব্যাকুলতা, আক্ষেপ ও খল্লী প্রভৃতি থাকে, দ্বিতীয়ে স্নায়বিক বলক্ষয় জন্য নিশ্চেষ্ট ও অবসন্নভাব জন্মে

একনাইটের কোলাপ্‌স্ সহ হৃদয়স্থানের ব্যাকুলতা, মৃত্যু-ভীতি, উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতার বর্ত্তমানতা সম্যক্ বিশেষতা জ্ঞাপন করে। হাইড্রসায়ানিক এসিড রোগীর বিরেচন, বমন বন্ধ হয়, অথবা অনৈচ্ছিক মল ঝরিতে থাকে, নাড়ী থাকে না, কনীণিকার বিস্তৃতি হয়, চক্ষুর বিস্ফারিত অবস্থায় স্থিরদৃষ্টি হয়, এবং ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসে গভীর খাবি খাওয়ার ন্যায় অথবা আক্ষেপযুক্ত শ্বাস অনেকক্ষণ পর পর হইতে থাকে, ব্যবধান কালে বোধ হয় যেন রোগী পঞ্চত্ব পাইয়াছে, আর শ্বাস বহিবে না; এরূপ অবস্থার মধ্যেও রোগীর মৃগীবৎ আক্ষেপ হইতে থাকে, ফলতঃ ইহা মৃতপ্রায় রোগীর অন্তিম আশ্রয়। **কোব্রা** বা ন্যাজাও শ্বাসক্রিয়ার অবসাদ সংঘটিত করিয়া মৃত্যু আনয়ন করে। ইহা শোণিত অপেক্ষা স্নায়ুশক্তির অধিকতর ক্ষতিকর। ইহার অন্য ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড ও বৃহদ্ধমনী অভ্যন্তরে রক্তচাপ জন্মে। স্নায়ুকেন্দ্রের শক্তিহানি ইহার রোগীর মৃত্যুর কারণ; ইহা **আর্সেনিকের** পরে প্রযোজ্য।

banglabooks.in

ডাং সরকারের মতে **কার্ব্ব আর্সেনিকেম** অপব্যবহারের কুফল সংশোধন করিতে সমর্থ।

কলেরার উদরস্ফীতি সাধারণতঃ সাংঘাতিক লক্ষণ মধ্যে গণ্য; আমাশয় ও অন্ত্রের পক্ষাঘাত ইহার কারণ। ভেদ, বমন বন্ধ হইয়া যায় এবং ঊর্দ্ধাধঃ কোন পথেই বায়ু নিঃসরণ হয় না। এস্থলে আমরা কার্ব্ব ভেজের কোন ক্রিয়াই লক্ষ্য করি নাই। অনেকেই **ওপিয়ামকে** উপযুক্ত ঔষধ বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু ইহা দ্বারাও কোন ফল দৃষ্ট হয় নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই উদরস্ফীতিসহ **ওপিয়ামের** প্রদশকরূপে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য ঘটিত সংজ্ঞাহানি, নিদ্রালুতা, শ্বাসবিকার প্রভৃতি লক্ষণনিচয় ক্বচিৎ উপস্থিত থাকে; হঠাৎ প্রভূত পরিমাণ অন্ত্রস্থিত স্রাবাদির নিঃসরণপ্রযুক্ত স্নায়বিক অবসাদ (shock) বশতঃ অন্ত্রের পক্ষাঘাত এই উদরস্ফীতির কারণ বিবেচনা করিয়া একাধিক রোগীতে আমরা **আর্ণিকা** প্রয়োগ করিয়াছি। তাহাতে সাময়িক উপশম হয় বলিয়াও বোধ হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী ফল হয় নাই। কোন কোন রোগীর উদরমধ্যে বেদনা থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় উদরের বহিরভ্যন্তরে **আর্ণিকা** সদৃশ বেদনা থাকিলে ইহাতে ফল দর্শিতে পারে। ফলতঃ এ অবস্থায় **আর্ণিকার** ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক।

উদরাময় এবং আমরক্ত-রোগ।—কার্ব্ব ভেজ অজীর্ণ প্রধান ঔষধ। পূর্ব্বকথিত আমাশয়াজীর্ণ সহই ইহার সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ সংশ্লিষ্ট। উদরাময়ে রক্তময় বিরেচন হয় এবং গ্যাস বর্ত্তৃক উদর স্ফীত থাকে। এরূপ পূতিগন্ধবিশিষ্ট বায়ুনিঃসরণ হয় যে রোগীর নিকটে যাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কার্ব্বের উদরস্থ সঞ্চিত বায়ুর একটি বিশেষতা এই যে, তাহা প্রথমে অন্ত্রের সঙ্কোচন দ্বারা আবদ্ধ হইয়া উদরের স্থানে স্থানে গোলা বা গুল্মাকারে অবস্থিত থাকে ও পরে অন্তর্হিত হয়। এজন্য উদরের স্থানে স্থানে বেদনা হয়। উদরাময়,

banglabooks.in

আমরক্তরোগ, কলেরা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আন্ত্রিক রোগেই অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ বশতঃ তাহার লোহিতবর্ণ ও জ্বালা থাকে। উপদাহাক্রান্ত অন্ত্রাংশ হইতে শ্লেষ্মা, জলবৎ পদার্থ, বিকৃত, কাল্‌চে ও তরল শোণিত এবং ক্লেদ নিঃসৃত হইয়া বিষ্ঠাসহ মিশ্রিত হয়। ইহার উদরাময়, আমরক্ত-রোগ ও কলেরার বিষ্ঠা (সর্ব্ববিধ) এবং নিঃসৃত বায়ু অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট। ফলতঃ বিষ্ঠার প্রকৃতি এবং রোগীর ভয়াবহ দুর্ব্বলতা ও নিশ্চেষ্টভাব প্রভৃতিই এই দূষিত ব্যাধির অন্যান্য ঔষধ মধ্যে ইহাকে বিশেষতা প্রদান করে। বিষ্ঠা যতই পাতলা, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তময় ও শ্লেষ্মাযুক্ত থাকে তদনুপাতেই **কার্ব্বেল** দ্বারা উপকারের সম্ভাবনার বৃদ্ধি হয়। মলদ্বারের ও তৎসন্নিহিত স্থানের কাঁচা ভাব, চুলকনা ও জ্বালা হয় এবং উদরাময়ে উদরে চাপ দিলে ক্ষতবৎ বেদনা করে। শিশুদিগের মলদ্বারাদি স্থান লাল হয়, হাজিয়া যায়, বেদনা করে এবং তথা হইতে রক্ত পড়িতে পারে। সর্ব্বস্থলেই মলদ্বারের চুলকানি ও জ্বালা প্রধান লক্ষণ রূপে বর্ত্তমান থাকে। রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে অন্ত্রের ক্ষতও তদনুপাতে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এই সকল ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ রক্তময় রস নিঃসৃত হয় ও রোগীর শয়নাবস্থায় মলদ্বার হইতে অনৈচ্ছিক রূপে ক্ষরিত হইতে থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগ।—**কার্ব্ব ভেজেবল** পূর্ব্বোক্ত অজীর্ণ রোগের ফল স্বরূপ কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শরোগও নিতান্ত বিরল নহে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে ইহাতেও **নাক্সভম্ক** ন্যায় নিষ্ফল মলবেগ হয়, রোগী মলত্যাগ করিতে যায়, কিন্তু বায়ুনিঃসরণ হইয়া মলবেগ অন্তর্হিত হয়। উদরের বায়ুই এই নিষ্ফল মলবেগের কারণ। অনেক সময়ে বিষ্ঠা কঠিন থাকে না তথাপি অত্যন্ত বেগ দ্বারা নরম বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা উদরের বেদনার শান্তিকর। কঠিন বিষ্ঠার শেষ ভাগ রক্তময় আমজড়িত থাকে। মলত্যাগান্তে অনেক সময় পর্য্যন্ত উদর মধ্যে শূন্য বোধ হয়।

banglabooks.in

কার্ব্ব ভেজ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের সহিত অর্শ জন্মে। ফলতঃ বহুকালব্যাপী মদ্য, মাংসাদির অমিতাচারে যকৃৎ প্রভৃতি পরিপাকযন্ত্রের রক্তাধিক্য ও জড়ত্ব (Torpidity) জন্মিয়াই কোষ্ঠবদ্ধ এবং অর্শের উৎপত্তি হয়। মলদ্বার হইতে তীব্র রস নিঃসৃত হইয়া তৎসন্নিহিত স্থান ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী বিটপদেশ (Perineum) লালবর্ণ হয়, হাজিয়া যায়, জ্বালা করে ও চুলকায়। বারম্বার মদ্যাদির অমিতাচারে ক্রমে রক্তপূর্ণ, নীলাভ অর্শের বলি বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়। এস্থলে **নাক্স** উপকার না হইলে **কার্ব্ব** প্রযোজ্য।

এসুমিনার অর্শ প্রভৃতি রোগসহ নালীক্ষত থাকিয়া মলদ্বার জ্বালা করে, চুলকায় ও সিক্ত থাকে, **এমন কার্ব্ব** মলত্যাগ কালে অথবা অন্য সময়ে অর্শ বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়, মলদ্বার চুলকায়, সিক্ত থাকে ও তাহার জ্বালায় রজনীতে নিদ্রা হয় না, রোগী গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য হয়; **নেট মিউ** রোগীর মলদ্বার হইতে তীব্ররস নিঃসৃত হইলে তৎচতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসবিম্বিকা জন্মে ও অর্শে হুল ফোটার অনুভূতি হয়; **গ্র্যাফাই-টিসেল্স** বিদীর্ণ মলদ্বারে ছুরিকাঘাতের ন্যায় ও টাটানি বেদনাসহ ভয়ঙ্কর চুলকানি থাকে এবং **নাই এসিড্** মলত্যাগ কালে ফাটা মলদ্বারে ছিন্নবৎ অনুভূতি ও আক্ষেপ লক্ষণ এবং কোমল বিষ্ঠা নির্গত হইলেও তৎপরে কর্ত্তনবৎ বেদনা হয়, উভয়েরই মলদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থান সিক্ত থাকে।

শোণিত স্রাব।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে **কার্ব্ব ভেজ** ক্রিয়ায় শোণিত অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। বিগলিত উপাদানবিশিষ্ট, ক্লেদময়, অয়জানবিহীন, তরলতর ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতের ফাইব্রিণ পদার্থ স্বাভাবিক সংযামক গুণ বিরহিত হওয়ায় শোণিতের স্বাভাবিক গাঢ়ত্ব ও জমাট বাঁধার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ বশতঃ রক্তাধিক্য ও ক্ষত জন্মে। এ কারণ শ্বাসযন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয় প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীপথ এবং অন্যান্য শিথিল,

banglabooks.in

অনাবৃত ও ক্ষতযুক্ত শরীরোপাদান হইতেও রক্তস্রাব হয়। অতি মন্দ গতিতে স্রাব হয় অর্থাৎ চুয়াইয়া পড়ে। বিকৃত কালচে শোণিত জমাট বা চাপ বাঁধে না। নাসিকার অদম্য রক্তক্ষরণে মুখমণ্ডল চুপসাইয়া যায়, তাহার নীলাভা প্রভৃতি ও হিমাঙ্গের অন্যান্য লক্ষণ রোগীর নিকটমৃত্যু সূচিত করে।

রক্তকাসি বা হিমপ্টিসিস্।—কাসরোগে শ্বাসযন্ত্র পথের গয়ার ও নাসিকাস্রাব বিকৃত রক্তময় থাকে এবং অবস্থাবিশেষে ফুস্‌ফুস্ হইতে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব প্রকৃত রক্তকাসি বা হিমপ্টিসিস্ রোগে পরিণত হয়। এই সকল রোগীর অবস্থা দৃষ্টি করিলে তাহাদিগকে অত্যন্ত উৎকণ্ঠান্বিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ কোন অস্থিরতা লক্ষিত হয় না। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট বশতঃ মুখমণ্ডল উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক ভাব ধারণ করে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদি দ্বারা ছটফটির ভাব দেখা যায় না। বক্ষ মধ্যে জ্বালা করে। ধ্বংসকর ফুস্‌ফুস্ রোগের অতি শেষাবস্থায় কার্ব্বের উপযোগিতা উপস্থিত হয়। নাড়ী সূত্রবৎ ও ক্ষণলোপবিশিষ্ট থাকে। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর এবং শীতল ঘর্ম্মাবৃত হয়। রোগী ক্রমাগত "বাতাস বাতাস" করে।

আর্ত্তবাধিক্য এবং জরায়ুর রক্তস্রাব।—ইহাতে কার্ব্ব-রক্তস্রাবের সাধারণ লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তস্রাব স্থায়ী হইলে ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাবের ন্যায় বক্ষের যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট জন্মে। **কটি ও অধঃ মেরুদণ্ডদেশের জ্বালা** এবং **জরায়ুর জ্বালাকর বেদনা** ইহার বিশেষ লক্ষণরূপে বর্ত্তমান থাকে।

কার্ব্ব, আর্সেনিক এবং **সিঙ্কনা**—স্থলবিশেষে রক্তস্রাব নিবারণে উল্লিখিত তিন ঔষধই আমাদিগের বিশেষ সাহায্যকারী। **সিঙ্কনার** কার্য্যক্ষেত্র অন্য দুই ঔষধ অপেক্ষা বহুবিস্তৃত। ইহাতে শোণিতের পচনশীলতা ও কলুষতা নাই, ইহার উপাদানগত ন্যূনতা প্রভৃতি নিবন্ধন গুণাপকৃষ্টতা ও অধিকতর তরলতা জন্মে। কর্ণে অস্বাভাবিক শব্দ

banglabooks.in

শ্রবণ, শিরোঘূর্ণন, মূর্চ্ছার ভাব ও দৃষ্টিমালিন্য প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। **আর্সেনিকে** অবিশ্রান্ত ও অদম্য মৃদু রক্তস্রাব হয়। যন্ত্রবিশেষের ধ্বংস বা পচনশীল রোগ এই রক্তস্রাবের কারণ। ইহা এবং **কার্ব্ব** উভয়েই প্রচণ্ড জ্বালাকর বেদনা থাকে। কিন্তু **আর্সের** শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনার ভাব বশতঃ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা প্রভৃতি এবং **কার্ব্বের** জড়ত্ব ও অবসাদ ভাব উভয়ের প্রভেদক।

কার্ব্ব ও ইপিকাক—কার্ব্বের ন্যায় **ইপিকাকও** ফুসফুস্ এবং জরায়ুর রক্তস্রাবে প্রথিতনামা ঔষধ। **ইপিকাকেরও** শ্বাসাভাবশতঃ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও মুখাবয়বে বায়ুর আকাঙ্ক্ষাব্যঞ্জক ভাব বর্ত্তমান থাকে। এ কারণ রোগীর **কার্ব্বের** ন্যায় হিমাঙ্গাদি লক্ষণ উপস্থিত না থাকিলে, **ইপিকাক** দ্বারা রক্তস্রাবের চিকিৎসা করিতে হয়।

শিরাপ্রসারণ বা ভেরিকজ ভেইনস্।—বাহু, জঙ্ঘা এবং স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শিরাপ্রসারণ রোগে **কার্ব্ব** উপকারী ঔষধ। আমরা হস্তের ও পদের এরূপ রোগ অনেক সময়েই দেখিতে পাই। ত্বগুপরি নীলবর্ণ, স্থূল নাড়ী সকল কেঁচোর ন্যায় বক্র ও জড়িত ভাবে থাকে এবং ক্রমে তৎস্থানে ক্ষত দেখা দেয়। ফলতঃ ইহার চিকিৎস্য সর্ব্বস্থানের **ক্ষত রোগেই** ক্ষতসন্নিহিত ত্বকের নীলবর্ণ কলঙ্কের বর্ত্তমানতা ও শিরারক্তের স্পষ্ট অচল স্থিতিশীলতা **কার্ব্বের** পরিচয় দেয়। তথাকার ত্বগধঃ শিরারক্তস্রাবের চিহ্নস্বরূপ কালশিরা উপস্থিত হয়। ক্ষত মাত্রেরই জড়ভাব ও আরোগ্যচিহ্নবিরহিত অবয়ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ক্ষতের জ্বালাময় বেদনা থাকে।

ক্ষতরোগ বা আল্‌সার।—শিরাবিবৃদ্ধিসংস্রবহীন সাধারণ ক্ষত আরোগ্যেও **কার্ব্বের** প্রসিদ্ধি আছে। এ সকল ক্ষতও জড়ভাবাপন্ন বা আরোগ্যচিহ্নবিরহিত থাকে। আক্রান্ত স্থানের গভীরদেশে ইহাদিগের

banglabooks.in

গতি হয় না, ইহারা ভাসমান ভাবে চতুঃপার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া যায়। পূয় তীব্রগুণ, ক্ষতকর, পাতলা, জ্বালাকর এবং দুর্গন্ধযুক্ত, "সুজাত" হয় না। রজনীতে জ্বালার বৃদ্ধি হইয়া রোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা প্রদান ও তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করে। ক্যান্‌সার বা কর্কটরোগের এবং স্কিরাস্ অর্ব্বুদের ক্ষতের পক্ষেও অবস্থাবিশেষে ইহা উপকারী।

দাহিকা, পৃষ্ঠব্রণ বা কার্ব্বাঙ্কল।—আক্রান্ত শরীরস্থান নীলাভ অথবা কালচে লোহিতবর্ণ ও শীতল এবং পাতলা, হাজাকর দূষিত ও দুর্গন্ধ স্রাববিশিষ্ট থাকিলে যদি অত্যন্ত জ্বালাময় বেদনা হয় তাহাতে কার্ব্ব ভেজ উপকারী। ফলতঃ উপরিউক্ত লক্ষণ নিচয়ের বর্ত্তমানে রোগী যখন শক্তিক্ষয়ে জীবনের প্রায় চরম সীমায় উপনীত এবং আর্সনিক সদৃশ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠাদি প্রকাশে অক্ষম হয়, তখনই ইহা আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিতে হইবে। স্ফোটক, ব্রণশোথ অথবা দাহিকা প্রভৃতি যাহারই পচন, বিগলন বা গ্যাংগ্রিণাবস্থা উৎপন্ন হইয়া পীড়িত স্থানের ও রোগীর উপরিউক্ত শোচনীয় লক্ষণ উপস্থিত করে তাহাতেই কার্ব্ব ভিন্ন অন্যতর ভরসাস্থল দৃষ্ট হয় না। রুগ্ন স্থানে অঙ্গারগুড়িকার পোল্টিস উপকারী।

গ্রন্থি বা গ্ল্যাণ্ডের কাঠিন্য ও প্রদাহ।—গ্রন্থির, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের স্তনগ্রন্থির বা স্তনের কাঠিন্য জন্মিয়া স্ফীতি ও জ্বালাকর বেদনাসহ পূয়সঞ্চারের উপক্রম হইলে কার্ব্ব ভেজ ফলপ্রদ ঔষধ। পূয় নিষ্ক্রান্ত হইলে দূষিতপ্রকৃতিবিশিষ্ট থাকে। কক্ষদেশের ও কুচকীর গ্রন্থির কাঠিন্য জন্মিলে কার্ব্ব এনিমেলিস উপকারী। ইহাতে কুচকীগ্রন্থিনিচয়ের প্রস্তরবৎ কাঠিন্য নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। উপরিউক্ত কাঠিন্যের বর্ত্তমানতাই ইহার প্রদর্শক। গ্রন্থিনিচয়ের কাঠিন্য ও স্ফীতি নিরাকরণে ব্যাডিয়াগা এবং বাঘির অত্যধিক কাঠিন্য জন্মিলে ব্যাডিয়াগা ও এলুমিনা প্রযোজ্য।

banglabooks.in

জ্বর—টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্বরবিকার, পীতজ্বর বা ইয়েলফিবার এবং প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর।—শীতল ঘর্ম্ম ও প্রভূত দুর্ব্বলতা প্রভৃতি ন্যূনাধিক হিমাঙ্গ বা কোলাপস্ লক্ষণে **কার্ব্ব ভেজ** সদৃশ শ্বাস ও উদর লক্ষণাদি বর্ত্তমান থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। ইয়েলফিবারের প্রতিষেধক বলিয়াও ইহার খ্যাতি আছে। মেরুদণ্ডাস্থির ক্ষত বা কেরিজ ও হিপসন্ধিরোগসংশ্লিষ্ট প্রলেপক জ্বরের উপশমকরণে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

সবিরাম জ্বর।—অতীব দূষিতপ্রকৃতির অথবা শোণিতসঞ্চয়ী সবিরাম জ্বরে কার্ব্ব ভেজিটেবিলিসের প্রযোজ্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন গভীর আক্রমণকারী রোগ, অথবা পারদ, কুইনাইন এবং লবণ সংক্রান্ত ঔষধের অপব্যবহার কর্ত্তৃক জীর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তিহীন ব্যক্তিগণ এই জ্বরের উপযুক্ত পাত্র। প্রচুর, অম্লঘ্রাণ ও শীতল ঘর্ম্ম, শীতকম্পে তৃষ্ণা, অন্যান্য অবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা, অপরাহ্ণ কালে শরীরের অন্যতর পার্শ্বস্থ (সাধারণতঃ জানু হইতে পদ পর্য্যন্ত) শরীরাংশের শীতলতা; জীবনীশক্তির ত্বরিতাবসাদ বা পতন; নাড়ীর দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, বিশৃঙ্খল অবস্থা; জিহ্বার শীতলতা, সঙ্কোচন ও মৃতবৎ অবয়ব; এবং শীতল প্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ এই জ্বরের শোচনীয় অবস্থা প্রকটিত করে। তাপের কোন প্রাধান্য থাকে না, সাধারণতঃ তাহার অভ্যন্তরীণ অনুভূতিসহ উৎকণ্ঠা ও মুখমণ্ডলাদিতে তাপোচ্ছ্বাস ও লোহিতাভায় তাহা পর্য্যবসিত হয়।

---

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৪ (LECTURE XXXIV).

সরিণাম্ (Psorinum)।

সাধারণ নাম।—সরিণাম্। কচ্ছুবীজ।

প্রয়োগ রূপ।—কচ্ছুপূয় হইতে অরিষ্ট বা টিংচার।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—কতিপয় ঘণ্টা হইতে কতিপয় দিবস।

মাত্রা বা ব্যবহারক্রম।—সাধারণতঃ ৩০ হইতে ১০০০০০ (cm) ক্রম।

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে এবং মধ্য রজনীর পূর্ব্বে; মুক্তবায়ু মধ্যে; বাত্যাসঙ্কুল এবং বিদ্যুৎ ও ঝটিকাময় দিবসে; উপবেশনাবস্থায়।

উপশম।—শয়নাবস্থায়; গৃহমধ্যে; শরীরচালনায়; ঘর্ম্ম হইলে।

সম্বন্ধ।—সরিণামের কার্য্যপ্রতিষেধক—কফিয়া।

গর্ভাবস্থায় স্তনাগ্রসন্নিহিত স্থানের জ্বালা থাকিলে সরিণামের ক্রিয়ান্তে অবশিষ্ট লক্ষণ কার্ব্ব ভেজ দ্বারা নিঃশেষিত হয়।

ল্যাক এসি দ্বারা গর্ভাবস্থার যে বমনের আংশিক উপশম হয়, সরি তাহা আরোগ্য করে।

অণ্ডাধারের উপঘাত হইলে আণির পর সরি প্রযোজ্য।

স্তনের ক্যান্‌সার বা কর্কট রোগে সরির পর সাল্‌ফার উপযোগী।

তুলনীয় ঔষধ।—সাল্‌ফার।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—বিশেষতঃ সরাধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপযোগী; ইহাদিগের কোন তরুণ ও প্রবল রোগান্তে জীবনীশক্তির আরোগ্যসূচক প্রতিক্রিয়া সহজে পুনরুদিত হয় না, ক্ষুধা পুনরাগত হয় না।

banglabooks.in

অত্যধিক গণ্ডমালা বা স্ক্রফুলাদোষযুক্ত রোগী; বাতপ্রকৃতি, এবং স্থৈর্য্যহীন রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে, চুলকানি জন্য নিদ্রা যাইতে পারে না এবং দস্যু ও নানাপ্রকার বিপদবিষয়ক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে।

অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধের প্রয়োগে যে সকল পুরাতন রোগের উপকার বা স্থায়ীফল হয় না (তরুণ রোগে সাল্‌ফার); সাল্‌ফার প্রদর্শিত হয়, কিন্তু তাহাতে উপকার হয় না; যে সকল জ্বররোগীর রোগাবিবরণে কাউর বা একজিমা, গলক্ষত বা কুইনাজি অথবা হে ফিবার প্রভৃতি বংশগত রোগ বর্ত্তমান থাকার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

কোমলাঙ্গ, পাণ্ডুর ও রুগ্নশিশু; পীড়িত শিশু দিবা, রজনী নিদ্রা যায় না, কেবল বিরক্ত করে, খিট খিট করে ও কান্দে (জ্যালাপা)।

সুস্থ বালক সকল দিন খেলা করে; রজনীতে অস্থির থাকে, বিরক্ত করে এবং ক্রমাগত ক্রন্দন করে (লাইকতে বিপরীত)।

কোন যান্ত্রিক বিকার অথবা স্পষ্ট কারণ ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি তরুণ রোগাক্রমণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত দুর্ব্বল থাকে; রসক্ষয়নিবন্ধন প্রভৃত দুর্ব্বলতা।

যে সকল ব্যক্তি রোগারোগ্য বিষয়ে হতাশ; বিশেষতঃ জ্বররোগাক্রমণের পরে যে সকল ব্যক্তি ভরসাহীন হয়, ও মৃত্যু নিশ্চয় বলিয়া মনে করে; ঋতুসন্ধি কালীন, হতাশ ভাব।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষণ্ণতা; মুক্তিবিষয়ক নৈরাশ্য (মেলিলো)।

শরীর ময়লার গন্ধযুক্ত, শরীর ধৌত করিলেও তাহা দূর হয় না।

পুরাতন শিরঃশূল, যাহা বায়ুর প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই উপস্থিত হয়; শিরঃশূলে নিদ্রাভঙ্গ হয়; শিরঃশূলাক্রমণকাল অতিশয় ক্ষুধা পায়,

banglabooks.in

শিরঃশূলের পূর্ব্বে দৃষ্টি ঘোর বা লুপ্ত হয় এবং চক্ষুর সম্মুখে কাল কাল বিন্দু অথবা চক্র দেখা যায়; আহারকালে, মস্তক ধৌত করিলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শিরঃশূলের উপশম।

শীতল বায়ুতে কিম্বা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগী অত্যন্ত অসহিষ্ণু; অত্যধিক গ্রীষ্মের সময়েও রোগী পশমের টুপি, ওভারকোট অথবা স্থূল গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে।

প্রবল বাত্যায় রোগী অত্যন্ত অসুস্থ হয়; বিদ্যুৎময় ঝটিকার কতিপয় দিবস পূর্ব্ব হইতে তৎকাল পর্য্যন্ত রোগী অস্থির বোধ করে (ফস্)।

কাসি এবং শুষ্ক আঁইসযুক্ত উদ্ভেদ প্রত্যেক শীত ঋতুতে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

উদরাময়, শ্বেতপ্রদর বা লুকরিয়া, ঋতুশোণিত, ঘর্ম্ম—সর্ব্ববিধ স্রাবই মাংস পচার দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

ত্বগুদ্ভেদ অন্তর্ম্মুখী হইয়া বা বসিয়া যাইয়া রোগ হইলে ও সাল্‌ফার তাহার উপশমনে নিষ্ক্রিয় হইলে, সমান্য মানসিক উত্তেজনায় কঠিন রোগ জন্মিলে ও শিশুকালের কোন উদ্ভেদিক রোগঘটিত রোগে উপযোগী।

কোন রোগাক্রমণের পূর্ব্বদিবস রোগী অসাধারণ সুস্থ বোধ করে।

ধাতুদোষঘটিত তরুণ গলক্ষতের (quinsy) ইহা উপশম করে এবং তদুৎপন্নকারী ধাতুদোষ নষ্ট করে।

যে হে-ফিবায় প্রতি বৎসর একই মাসে, একই দিনে এবং দিনের একই ঘণ্টায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে, ধাতুগত দোষ নষ্ট করিয়া তাহার পৌনঃপুনিক আক্রমণের মূলোৎপাটন করিতে হইলে রোগীকে শীত ঋতুতে চিকিৎসা করিতে হয়।

মধ্য রজনীতে অত্যধিক ক্ষুধা হয় ও রোগী কিছু আহার করিতে বাধ্য হয়।

banglabooks.in

পচা ডিমের আস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠে (পূর্ব্বাহ্নে, আর্ণিকা—রজনীতে, এণ্টি টার্ট—কেবল পূর্ব্বাহ্নে, মুখ ধৌত করিলে অন্তর্দ্ধান করে, গ্র্যাফা.)।

উদরাময়ের বিষ্ঠা জলবৎ, ঘোর কটা, পুতিগন্ধবিশিষ্ট এবং পচা মাংসের ন্যায় ঘ্রাণযুক্ত।

প্রদর বা লুকরিয়া স্রাব জমাট, বড় বড় চাপযুক্ত এবং অসহনীয় দুর্গন্ধযুক্ত।

গর্ভাবস্থার অদম্য বমন, যাহাতে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধও নিষ্ফল হয়; ভ্রূণের প্রবল চালনা হইতে থাকে।

হাঁপরোগ, যাহাতে রোগী মৃত্যু হইবে বলিয়া মনে করে, উপবেশন করিলে এবং মুক্তবায়ু মধ্যে যাহার বৃদ্ধি হয়, এবং রোগী শায়িত থাকিলে ও হস্তদ্বয় দূরে প্রসারিত করিলে যাহার উপশম থাকে।

ত্বক্, অতিশয় চর্ম্মরোগপ্রবণ, শুষ্ক ও নিষ্ক্রিয়, কদাচিৎ ঘর্ম্ম হয়, দেখিতে সমল, যেন কখনই ধৌত করা হয় নাই; স্থূল ও তৈলাক্ত চটচটে মলম দ্বারা ত্বক্‌রোগারোগ্যের কুফল।

রোগ কারণ।—সাল্‌ফারের ন্যায় সরিণামও একটি প্রধান সরাদোষপ্রশমনকারী ঔষধ। ইহারও কার্য্য বহু বিস্তৃত, কিন্তু ইহার সমক্রিয়াশীল সাল্‌ফার দ্বারা অধিকাংশস্থলে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় ও তাঁহা অধিকতর ক্ষমতাশালী বলিয়া সরিণামের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ। ফলতঃ যে স্থলে সাল্‌ফার দ্বারা অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না হয় তাহাই সরির উপযুক্ত ক্রিয়াস্থল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ধাতুর গভীরতর সরাবিষদোষই সরিণামরোগের মৌলিক কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ সরাদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার ত্বগুদ্ভেদ অন্তঃপ্রবিষ্ট হওয়া বা বসিয়া যাওয়া, সামান্য কারণে মানসিক ভাবের বিপ্লব ঘটা, কোন প্রকার ত্বকরোগ মলম দ্বারা আরোগ্য করা, প্রবল বাত্যা, বিদ্যুৎময় ঝটিকা এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন

banglabooks.in

নিবন্ধন শারীরিক বৈদ্যুতিক অবস্থা ও জৈব তাপাদির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সরিণামের সাক্ষাৎ ও সাধারণ রোগকারণ বলিয়া গণ্য।

সাধারণ ক্রিয়া।—সরিণাম একটী গভীর ক্রিয়াশীল সরিক ঔষধ। ইহার ক্রিয়ায় পরিপাকবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া পুষ্টি, পুনরুৎপাদন ও জনন প্রভৃতি ক্রিয়া বিদ্ধস্ত হওয়ায় শারীরিক রস, রক্ত ও স্রাব প্রভৃতি দূষিত এবং শরীরগঠনোপাদান নিচয় বিকৃত হইয়া যায়। ফলরূপ ত্বকের স্বাস্থ্যহানি জন্মিয়া নানারূপ চর্ম্মরোগ, গ্রন্থিবিবৃদ্ধি, বিজাতীয় ক্ষত, অস্থিক্ষত, শোথ এবং শরীরের শীর্ণতা ও পাণ্ডুরতা প্রভৃতি গভীর রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ফলতঃ রোগী সম্পূর্ণ গণ্ডমালা বা ক্রুকুলা ধাতুর জাজ্বল্যমান প্রতিরূপ লক্ষণ প্রকাশ করে। জীবনীশক্তি বা শরীরের নিরাময়িক শক্তির অবসাদ বশতঃ উপযুক্ত ঔষধের ক্রিয়া হয় না। ত্বকের সমলতা, তাঁহার ঘৃণার্হ উদ্ভেদ ও ঘ্রাণ, মলমূত্র ও পূয় প্রভৃতি স্রাবের মড়িপচার ন্যায় দুর্গন্ধ ইহার প্রসিদ্ধ প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষ ক্রিয়া ও লক্ষণ।—পুষ্ট ও পরিপক্ক কচ্ছুরোগবীজ বা কচ্ছুর পূয় হইতে সরিণাম ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগবীজ হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে "নসোড" বলিয়া থাকে। এই সকল ঔষধ হোমিওপ্যাথির প্রথানুসারে প্রস্তুত, পরিক্ষিত এবং উপযোগী রোগবিশেষের চিকিৎসার ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধ মনুষ্য, মনুষ্যেতর প্রাণী এমন কি উদ্ভিদের রোগবীজও হইতে পারে। এম্ব্রাপ্রিসিয়া, তীমিমৎসের এবং সিকেলি কর্ণুয়েটামের—গোধুম জাতীয় শস্যবিশেষের রোগোৎপন্ন বস্তু রোগবীজ হইতে প্রস্তুত। ইহারাও "নসোড্" শ্রেণীভুক্ত এবং সর্ব্বতোভাবে হোমিওপ্যাথির নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে "আইসপ্যাথি মতের চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথিরই শাখা বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। ফলতঃ ইহা হোমিওপ্যাথির শাখা হইলেও প্রকৃত হোমিওপ্যাথি নহে। এই সকল ঔষধ, রোগবিষোৎপন্ন

banglabooks.in

হইলেও মনুষ্যেতর জীব ও উদ্ভিদরোগবিষ হইতে গৃহীত হইতে পারে না। কেননা ইহারা স্ব স্ব কারণোদ্ভূত ও অবিকল্প তত্তৎ রোগ নিবারণ করিতে, আরোগ্য করিতে এবং স্থলবিশেষে তাহার অনিষ্টকারিতার প্রশমন করিতে ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুমিত হইবে যে, ভেরিওলিনাম, ডিফথিরিনাম এবং টুবার্কুলিনাম্ প্রভৃতি আইসপ্যাথি মতের ঔষধ, হোমিওপ্যাথি মতের প্রণালী অনুসারে ব্যবহার করিলেই নসোড শ্রেণীভুক্ত হয়।

সরিণাম, সাল্‌ফারের ন্যায়ই গভীর ক্রিয়াশীল সরিক ঔষধ। উভয়ই সরাবিষদূষিতধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ধাতুসংশোধন দ্বারা অতি দুরারোগ্য ও বহুবিধ পুরাতন রোগারোগ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্রিয়াবিকার ও উপাদানগত পরিবর্ত্তনের প্রগাঢ়তা এবং ক্রিয়ার ব্যাপকতা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই ইহা নূনাধিক রূপে সাল্‌ফারের সমকক্ষ। মূলতঃ ইহাও সুপরিপাক ও সমীকরণ (Assimilation) ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দেহোপাদানপরম্পরার পুনরুৎপাদিকাশক্তির বিঘ্ন জন্মায় এবং শারীরিক জনন, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ প্রভৃতি স্বাভাবিক জৈবক্রিয়াকে বিকারগ্রস্ত করে; ফলতঃ সরিণামক্রিয়ায় রক্ত রস, স্রাব, নিঃস্রাব প্রভৃতি তরল, পেশী, গ্রন্থি, ত্বক্ প্রভৃতি কোমলোপাদান এবং অস্থি প্রভৃতি কষ্টিনোপাদানের যেরূপ বৈকারিক পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহা সর্ব্বতোভাবেই সহজ সরাদুষ্ট ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের দেহোপাদানাদির বিকারের তুল্য।

আমরা জ্ঞাত আছি অভ্যন্তরীণ সরারোগ সহজাবস্থায় বাহ্য শরীরাংশের ত্বকে নানাপ্রকার কুষ্ঠরোগরূপে আবদ্ধ থাকিলে দেহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকে। ঔষধের বাহ্যপ্রয়োগাদি নানা কারণে ঐ বাহ্য রোগ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য এবং অসংখ্য পুরাতন রোগ জন্মে। কচ্ছু উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সরা রোগের

banglabooks.in

অতি পরিস্ফুট ত্বক্‌রোগ। ইহার পূয় বা রোগবীজ যে উপরিউক্ত অভ্যন্তরীণ সরা-রোগ-বিষবাষ্পের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন সর্ব্ববিধ এবং ইহা যে লক্ষণ সম্পন্ন সদৃশ রোগাদি উৎপন্ন করিতে সক্ষম, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব আমরা **সরিশাক্সের** বিশেষ ক্রিয়াদি সম্বন্ধে এস্থলে কিছু উল্লেখ না করিয়া নিম্নে তাহার যান্ত্রিক ও প্রদর্শক লক্ষণের বর্ণনা করিব। তাহাতেই ইহার বিশেষতা যথেষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শরীর ঋজুভাবে অত্যধিক উচ্চ করিলে চিন্তার অন্তর্দ্ধান হয়। স্মরণ-শক্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ কিছুই মনে থাকে না, রোগী আপনার গৃহ পর্য্যন্ত চিনিতে পারে না। রোগী কোন বিষয়ের চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারে না; পুনঃ পুনঃ তদ্‌বিষয়ক স্বপ্ন দেখে; প্রাতঃকালে মস্তকের বাম অংশ জড়বৎ বোধ করে। রজনীতে জাগ্রত হইলে মদ্যাপাননিবন্ধন মত্ততাবৎ মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত, হতবুদ্ধি ও কোয়াসাচ্ছন্ন অপরিষ্কার বোধ হয়; রোগী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। অপরাহ্ণে মানসিক অবসাদ বশতঃ রোগী কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করে না। মানসিক দুঃখ ও বিষণ্ণতার আধিক্যে আত্মহত্যার চিন্তা পর্য্যন্ত উদয় হয়। আরোগ্যে নৈরাশ্য জন্মে; আশাশূন্য হইয়া রোগী মনে করে তাহার মৃত্যু হইবে; এরূপ ভাব টাইফাস জ্বরান্তেই অধিকতর দেখা যায়, নাসিকার রক্তস্রাবে ইহার উপশম হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষণ্ণতা। ভাবি অমঙ্গলাশঙ্কায় উৎকণ্ঠা ও ভীতি। রোগী ভাবাবিষ্ট থাকে। সন্তুষ্ট ও কার্য্যে আনন্দানুভূতি। উত্তেজনাপ্রবণ, অসন্তুষ্ট, ক্রোধপরায়ণ এবং কোলাহলপ্রিয়। স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব প্রযুক্ত রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে, অস্থির থাকে, এবং হস্তের কম্পন হয়। মানসিক পরিশ্রমে মস্তকের পূর্ণতা, তীক্ষ্ণ বেদনা, দপদপানি এবং বাম ললাটে বেদনা জন্মে। প্রত্যেক মানসিক উত্তেজনায় কম্প উপস্থিত হয়, সামান্য মানসিক উত্তেজনায় অতি কঠিন রোগ জন্মে।

banglabooks.in

মস্তিষ্কানুভূতিবিকার বশতঃ প্রাতঃকালে শিরঃশূল সহ শিরোঘূর্ণন হইয়া বোধ হয় যেন বস্তু সকল চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে এবং চক্ষু ফুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। মূর্দ্ধার পূর্ণতায় বোধ হয় যেন তাহা বিদীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবে। মস্তকের রক্তাধিক্য ও তাপ হইয়া অজ্ঞানভাবসহ রজনীতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, রোগী কিছুই স্মরণ করিতে পারে না, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে উপবেশনান্তর তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে জাগ্রৎ করিয়া স্মরণীয় বিষয় পুনঃ স্মরণ জন্য গাত্রোত্থান করিতে হয়।

নিদ্রাবিভ্রাট উপস্থিত হইয়া দিবসে নিদ্রালু থাকে; অসহনীয় চুল-কনায় রজনীতে নিদ্রা হয় না; মস্তকে রক্তাধিক্য এবং শ্বাসকৃচ্ছ্র জন্মে। স্তন্যপায়ী শিশুর পীড়া হইলে দিবা-রজনী নিদ্রা যায় না, উদ্বেজিত থাকে, খিট খিট করে এবং কান্দে। নিদ্রাভঙ্গের পরও স্বপ্ন জাজ্বল্য-মান থাকিয়া যায়। তস্কর, বিপদ্‌পাত ও ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ক স্বপ্ন। মস্তকের রক্তাধিক্য বশতঃ রজনী ১২ টার পর নিদ্রা হয় না। জাগ্রৎ হইলে কোন একটি মাত্র মানসিক ভাব নাছোড়বান্দা রূপে থাকিয়া যায়; রোগী কিছুতে তাহা বিদূরিত করিতে সক্ষম হয় না।

প্রাতঃকালীন শিরঃশূলে ললাট মধ্যে চাপবোধ হয়, অজ্ঞানতার ভাব হইলে রোগী টলিতে থাকে এবং চক্ষুর ক্ষতবৎ বেদনানুভূতি জন্মে। ১টা রজনীর সময় ললাটে প্রবল আঘাত প্রাপ্তির ন্যায় বোধ হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রাতঃকালে মস্তকের বেদনায় বোধ হয় যেন মস্তকের ললাট প্রদেশে মস্তিষ্কের যথোপযুক্ত স্থানাভাব বশতঃ মস্তিষ্ক ঠেলিয়া বাহির হইতেছে; মস্তক ধৌত ও আহার করিলে তাহার উপশম হয়। মস্তকপশ্চাতে হেচকা লাগার ন্যায় বেদনা; মস্তকপশ্চাতের দক্ষিণ পার্শ্বে চাপ হওয়ায় তথাকার অস্থি সন্ধিভ্রষ্ট হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। খল্লীর ন্যায় সঙ্কোচভাবের শিরঃশূল। মস্তকাভ্যন্তর হইতে বহির্দ্দিকে হাতুড়ির আঘাত হওয়ার ন্যায়

banglabooks.in

শিরঃশূল। ললাট এবং ললাট পার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে চাপিত হওয়ার ন্যায় শিরঃশূল বামদিকে অধিক থাকে এবং রোগী মত্ত ও অজ্ঞানবৎ হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইয়া গণ্ড লোহিত বর্ণ ও তপ্ত হয় এবং মুখমণ্ডলের উদ্ভেদ সকল রক্তিমাবিশিষ্ট হইয়া উঠে; তাহাতে প্রত্যেক দিন অপরাহ্ণে ও আহারান্তে উৎকণ্ঠা জন্মে (পঞ্চম মাসের গর্ভিনী)।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিভ্রাট ঘটিয়া চক্ষুর সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দৃষ্টি। দৃষ্ট বস্তু ক্ষণকালের জন্য কম্পিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। আলোকে চক্ষুর বিদ্বেষ। উৎকণ্ঠার পর চক্ষুর সম্মুখে অস্পষ্টতা জন্মে। শ্রবণেন্দ্রিয়-বিকারে বাম কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্ বা গুণগুণ শব্দ হইয়া পরে হুলবেধবৎ; অনুভূতি ও শ্রবণশক্তির স্বল্পতা ঘটে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে শোণিতের ঘ্রাণ। ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়।

অনুভূতিপ্রদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকারে ছিন্ন, ক্ষত ও আকৃষ্টবৎ নানাপ্রকার বেদনা ও কষ্টানুভূতি জন্মে।

গতিদ স্নায়ুর ক্রিয়াবিকার ঘটিয়া কোন প্রকার উপাদানগত রোগ ব্যতীত দুর্ব্বলতার উপস্থিতি। তরুণ রোগ ও টাইফাস অন্তে দুর্ব্বলতা বশতঃ রোগী আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ; রোগ না থাকিলেও রোগী আপনাকে পীড়িত বলিয়া বিবেচনা করে; ক্ষুধা পুনরাবর্ত্তন করে না; এবং সামান্য পরিশ্রমেই ঘর্ম্ম হয়। স্নায়বিক অসহিষ্ণুভাব থাকায় রোগী সহজেই চমকিয়া উঠে। সাব্‌সাল্টাস্ টেণ্ডিনাম (হস্ত ও পদের কম্প) হয়।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর, পীতাভ এবং রোগচিহ্নব্যঞ্জক; চক্ষু বিস্তৃত ও নীল রেখাবেষ্টিত। মুখ রক্তিমাযুক্ত ও জ্বালাময় তাপ বিশিষ্ট। ললাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি জন্মে। গণ্ডাস্থির বেদনায় বোধ তাহাতে ক্ষত হইয়াছে। মুখে ক্ষত জন্মে। মুখে, বিশেষতঃ তাহার গণ্ড হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত স্থানে মামড়ি; ওষ্ঠ এবং চক্ষুপুট স্ফীত, চক্ষুর চতুপার্শ্ব টাটানিযুক্ত।

banglabooks.in

মুখে, বিশেষতঃ নাসিকায়, চিবুকে এবং গণ্ডের মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ ফুস্কুড়ি।

সন্ধ্যাকালে চক্ষুর শ্রান্তিবোধ। মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ কালে আলোকাতঙ্ক। চক্ষুর প্রদাহ ও জলস্রাব; চক্ষুরুন্মোচনে বেদনা হওয়ায় কচিৎ-উন্মোচন করে; ভ্রূদেশে ও নাসিকা বাহিয়া এবং মস্তকের পশ্চাতে বেদনা, মস্তকের যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট। প্রদাহযুক্ত দক্ষিণ চক্ষুপত্র মুদ্রিত করিলে চক্ষু মধ্যে আগন্তুক বস্তু থাকার ন্যায় চাপ বোধ। অক্ষিপুটকিনারার পুরাতন প্রদাহ দক্ষিণ চক্ষুতে আরম্ভ হইয়া বাম চক্ষুতে যায়, প্রাতঃকালে ও দিবসে তাহার বৃদ্ধি। অক্ষিপুটপ্রদাহে আলোকাতঙ্ক জন্মে, শিশু চক্ষু খুলিতে পারে না, উপুড় হইয়া শুইয়া থাকে।

কাণ হইতে লাল্‌চে খইল পড়ে; আরক্ত ও কাঁচা ক্ষতভাবযুক্ত বহিষ্কর্ণ হইতে রস গড়ায়; তাহাতে মামড়ি জন্মে এবং কর্ণপশ্চাতে ক্ষতবৎ বেদনা হয়। দুর্গন্ধ জলবৎ উদরাময় কালে কাণ পাকিয়া দুর্গন্ধ পুয়াকার স্রাব। কর্ণের তীক্ষ্ণ বেদনায় চারিদিন রোগী শয্যাশায়ী ছিল, কর্ণ স্ফীত হইয়াছিল এবং রোগী মনে করিয়াছিল বেদনায় তাহাকে ক্ষিপ্ত করিবে। কাণের হাঁড়ীর মধ্যে ও তাহার বহিঃপ্রদেশে পূয়গুটিকা জন্মে। শিশুর দক্ষিণ কর্ণের পশ্চাতে মামড়ির আকারে পামা স্পষ্ট হইয়া বাহির হইলে তাহার শুষ্ক কর্ণের বধিরতা আরোগ্য হইয়াছিল। ললাটপার্শ্ব হইতে কর্ণ বাহিয়া গণ্ড পর্য্যন্ত বিস্বাকার উদ্ভেদের (Herpes) বিস্তার; মধ্যে মধ্যে তাহাতে অগণ্য মামড়ি জন্মে; কখন বা তাহার বেদনাযুক্ত ফাটা হইতে হরিদ্রাভ স্রাব বাহির হইয়া খুস্‌কি জন্মে; পচাগন্ধ রস পড়ে; অসহ্য চুলকানি হয়।

শ্বাসযন্ত্ররোগে শ্বাস গ্রহণে নাসিকার অসহিষ্ণু ভাব, দক্ষিণ নাসায় ছিদ্র করার ও হুল বেঁধার ন্যায় অনুভূতি হইয়া পরে অত্যন্ত হাঁচি হইতে

banglabooks.in

থাকে। পাতলা সর্দ্দির স্রাবে নাসিকার জ্বালার নিবৃত্তি। নাসারন্ধ্রের কঠিন শ্লেষ্মা, ছিপির ন্যায় বোধ হইয়া রোগীর বমনোদ্রেক; মস্তক নত করিলে উপশম। নাসিকার প্রতিশ্যায় রোগে কাসিলে হরিদ্রাভ সবুজ শ্লেষ্মার নিষ্ঠীবন। নাসিকাবিভাজক প্রাচীরে (Septum) বৃহৎ পূয়গুটিকা জন্মে।

স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকে, রোগী গলাভাঙ্গা কথা কহে। গলা যেন সঙ্কুচিত হইতে থাকে, সুড়সুড় করে এবং তাহার উপশম জন্য কাসিতে হয়। কথা কহা বড়ই ক্লান্তিজনক বোধ।

রোগীর শ্বাস হ্রস্ব হয়। অতি কষ্টের সহিত বক্ষ বিস্তার করিতে পারে। শ্বাস গ্রহণের অক্ষমতা। উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র প্রযুক্ত হৃৎকম্প, বসিয়া লিখিতে শ্বাসকৃচ্ছ্র বৃদ্ধি পায়, শয়ন করিলে তাহার হ্রাস; রোগী শরীরের যত নিকটে বাহু আনয়ন করে ততই শ্বাসকৃচ্ছ্র বৃদ্ধি পায়। বক্ষশোথে (Hydrothorax) হাঁপের ন্যায় শ্বাসকৃচ্ছ্র আক্রমণ হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস কালে বক্ষে এবং পৃষ্ঠে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখাভিমুখে সূচিবেধানুভূতি জন্মে।

শ্বাসনলীতে (Trachea) সুড়সুড় করিয়া খ্যাক্‌খ্যাকে কাসি; বক্ষের দুর্ব্বলতা, গুরুত্ব ও টাটানি হইয়া শুষ্ক কাসি; সন্ধ্যাকালে কথা কহিলে স্বরযন্ত্র ও বক্ষে বেদনার চুপ করিয়া থাকিলে উপশম; কাসিলে সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মাময় গয়ার উঠে, প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের সময় ও সন্ধ্যাকালে শায়িতাবস্থায় তাহার বৃদ্ধি; অনেকক্ষণ কাসিলে গয়ার নিষ্ঠৃত হয়। ফুস্‌ফুসের পুরাতন প্রতিশ্যায় জন্য যক্ষ্মাকাসের (Phthisis) আশঙ্কা জন্মে।

বক্ষাভ্যন্তরে জ্বালাযুক্ত চাপ। থাকিয়া থাকিয়া বক্ষ বেদনা ও অতিশয় উৎকণ্ঠা। বক্ষশোথ (Hydrothorax)। বক্ষে, বিশেষতঃ ষ্ট্যার্ণাম অস্থির পশ্চাতে বক্ষাভ্যন্তরে ক্ষতবৎ অনুভূতি। শায়িতাবস্থায়

banglabooks.in

বক্ষলক্ষণের হ্রাস। দক্ষিণ পার্শ্বের দশম পর্শুকাস্থির বিপরীত দিকে তীক্ষ্ণ বেদনা, বক্ষচালনায়, হাঁসিলে এবং কাসিলে বৃদ্ধি ও ঘর্ম্ম হয়। ফুসফুসের যক্ষ্মারোগ।

স্থির ভাবে শয়ন করিলে সরাঘটিত হৃদ্বেষ্টপ্রদাহের যন্ত্রণার হ্রাস। রসবাতজ হৃৎপিণ্ড প্রদাহের রসস্রাব জন্য শয়ন করিতে পারে না। নাড়ী দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ।

পরিপাক যন্ত্র লক্ষণে ঊর্দ্ধোষ্ঠ স্ফীত থাকে। শুষ্ক কটা এবং কাল ওষ্ঠে ক্ষত জন্মে। ওষ্ঠ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। চোয়ালের দক্ষিণ পার্শ্বে ও কর্ণের চতুঃপার্শ্বে টাটানি বেদনা হওয়ায় রোগী মুখে অঙ্গুলি প্রবেশোপযুক্ত হা করিতে পারে না। মুখের কোণ ক্ষতযুক্ত; তথায় কণ্ডিলমেটা জন্মে। হনু অধঃ এবং জিহ্বাগ্রন্থি সকল স্ফীত এবং স্পর্শে বেদনাযুক্ত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানে পূয়জনক গুটিকা জন্মে।

দন্তনিচয়ের পার্শ্ব হইতে পার্শ্বান্তর পর্য্যন্ত সূচিবেধবৎ বেদনা মস্তকে বিস্তৃত এবং স্ফীত দক্ষিণ গণ্ডের জ্বালা; দন্তের অত্যন্ত শিথিলতা প্রযুক্ত স্খলিত হইবার আশঙ্কা জন্মে ও দন্তস্পর্শে তাহা অধিকতর হয়। দন্তমাড়িতে ক্ষত।

সর্দ্দি হইয়া স্বাদের অভাব ঘটে। স্বাদ তিক্ত থাকে আহার বা পানের সময় তদ্রূপ থাকে না; মুখে অনেক শ্লেষ্মা থাকায় বিকটাস্বাদ জন্মে ও মুক্ত বায়ুমধ্যে তাহা থাকে না। জিহ্বা শুষ্ক; জিহ্বাগ্র শুষ্ক ও ঝলসান বোধ; জিহ্বাগুভ্রলেপযুক্ত, হরিদ্রাভ এবং পুরু, শুভ্রাক্ত হরিদ্রাবর্ণ ক্লেদাবৃত।

মুখের শুষ্কতা এবং জ্বালা। মুখের শুড়শুড়ি ও জ্বালা; উষ্ণ খাদ্যে প্রদাহযুক্ত মুখের ক্ষতবৎ বেদনার বৃদ্ধি; শীতল খাদ্য বিরক্তিকর বোধ হয় না। অধঃ ওষ্ঠের অভ্যন্তর পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা জন্মে এবং তাহার জ্বালা ও বেদনা হয়।

গলমধ্যে চিমসা শ্লেষ্মা থাকায় রোগী গলা খাঁকর দেয়। গলমধ্যে

banglabooks.in

ঝলসান বোধ ও জ্বালা। গলমধ্যে পিণ্ডবৎ পদার্থ বা ছিপি থাকার ন্যায় অনুভূতিতে গলা খাঁকর দিয়া শ্লেষ্মা তোলার বাধা জন্মে। মুখলালা গিলিতে বেদনা। গলা স্ফীত বোধ হওয়ায় গেলার কষ্ট। গলার দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষত থাকায় গলগহ্বরের গভীরদেশে বেদনা ও জ্বালা। টন্‌সিলের প্রদাহে হনু অধস্থ গ্রন্থি স্ফীত এবং কর্ণ হইতে পচা গন্ধ পূয স্রাব।

ভ্রমণান্তর অত্যন্ত ক্ষুধা। ক্ষুধায় মধ্য রজনীতে রুটী খাইতে বাধ্য। টাইফাস রোগান্তে ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু অতিশয় তৃষ্ণা হয়। শূকরের মাংসে অশ্রদ্ধা জন্মে।

পচা ডিম্ববৎ, অম্ল এবং কটু আস্বাদযুক্ত উদ্গার। মাজায় বেদনা হইয়া প্রাতঃকালে বমন ও সকল দিন বিবমিষা; কিছুকাল হুঙ্কার ভাব হইয়া প্রথমে রক্ত, পরে ক্লেদময় অম্ল পদার্থের বমন।

আমাশয়ের খল্লী। আমাশয়ের উর্দ্ধে কোটরবৎ স্থানে তীক্ষ্ণ হুলবেধানুভূতি। আমাশয় দুর্ব্বল, যকৃতের পুরাতন প্রদাহ। যকৃতের গভীরস্থানের গুরুত্ববোধক চাপে, দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়নে, ভ্রমণে কাসিতে, হাস্যে অথবা দীর্ঘশ্বাস টানিতে যকৃৎ প্রদেশের বেদনার বৃদ্ধি। যকৃৎ ও প্লীহাদেশে হুলবেঁধ এবং তীক্ষ্ণ বেদনা। প্লীহায় সূচিবেধের অনুভূতি দণ্ডায়মানে উপশম, গাত্রচালনায় বৃদ্ধি এবং বিশ্রামাবস্থায় থাকিলে পুনর্ব্বার স্থিতিশীল।

দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হইলে উদরশূলের উপশম। অশ্বারোহণে উদরের বেদনা। উদর প্রসারযুক্ত। মূত্রত্যাগে বেদনা ও জ্বালার সহিত নিম্নাভিমুখে ঠেলমারা। কুচকিপ্রদেশে হুলবেঁধা ও তীক্ষ্ণ বেদনা। ভ্রমণকালে দক্ষিণ কুচকির মধ্য দিয়া বেদনা চলাচল করে। (কুচকিদেশের অন্ত্রবৃদ্ধি)।

দুর্গন্ধ ডিমপচা অথবা মড়াপচা ঘ্রাণবিশিষ্ট তরল উদরাময়ের রজনীতে বৃদ্ধি; অবস্থাবিশেষে সবুজবর্ণ আমময় বিষ্ঠা রক্ত মিশ্রিত থাকে;

banglabooks.in

পুনঃ পুনঃ তরল মলত্যাগ। অশ্বে ভ্রমণ কালে পেট কামড়াইয়া মল-ত্যাগের প্রবৃত্তি। পুরাতন উদরাময়। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া কটির বেদনা ও সরলান্ত্র হইতে রক্ত নিঃসরণ। কঠিন, কষ্টসাধ্য মলসহ সরলান্ত্র হইতে প্রভূত পরিমাণ রক্ত নিঃসরণ। অর্শের বলির জ্বালা। অশ্বারোহণকালে সরলান্ত্র ও মলদ্বারের টাটানি।

অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ, বেগ ধারণ করা যায় না (টাইফাস্)। পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণ মূত্রত্যাগ এবং মূত্রপথের জ্বালা ও কর্ত্তনবৎ বেদনা। ঘন, সাদাটে, ঘোলাটে এবং লোহিতবর্ণ তলানিযুক্ত মূত্রের উপরিভাগে সর।

সরিণামের পুংজননেন্দ্রিয় লক্ষণে ধ্বজভঙ্গ হওয়ায় স্ত্রীসঙ্গমে শুক্র ক্ষরণ হয় না। সঙ্গমে প্রবৃত্তিহীন। অণ্ডকোষ এবং অণ্ডরজ্জুর আকৃষ্টতা। জননেন্দ্রিয়াংশনিচয় শিথিল এবং জড়বৎ ভাব। লিঙ্গমণিতে প্রদাহযুক্ত ক্ষত হইয়া অণ্ডকোষের স্ফীতি ও গুরুত্ব। মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে প্রষ্টেট গ্রন্থি হইতে স্রাবের নির্গমন। মেঢ্র-ত্বক কিনারার প্রবর্দ্ধনের (sycotic excrescences) চুলকানি ও জ্বালা। লিঙ্গের পুরাতন প্রতিশ্যায় থাকায় পরিহিত বস্ত্রে হরিদ্রাবর্ণ দাগ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগে যোনির ঊর্দ্ধের কেশাবৃত স্থানে (Pubic region) চিমটি কাটার অনুভূতি। দক্ষিণ কটিতে কর্ত্তনবৎ অনুভূতি বশতঃ সাহায্য ব্যতীত ভ্রমণে শক্তিহীনতা। প্রবল আঘাতবশতঃ বাম অণ্ডা-ধারের দড়্‌কচড়াভাব বশতঃ মুখে এবং শরীরে চুলকানাযুক্ত উদ্ভেদ। দক্ষিণ কুচকির ঊর্দ্ধে গিটময় পিণ্ডের ব্যাণ্ডেজ বন্ধনেও বেদনা। সরাদূষিত রোগিণীর গ্রীবায় উদ্ভেদ পুরু ছালে আবৃত থাকে, যক্ষ্মাকাস জন্মে। ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ঋতুসন্ধির সম সম কালে রজঃকৃচ্ছ্র জন্মে, চাপ চাপ অসহনীয় দুর্গন্ধময় শ্বেতপ্রদরের (Leucorrhoea) স্রাবে কটি ও ত্রিকাস্থির (Sacrum) প্রখর বেদনা।

banglabooks.in

গ্রীবার বেদনাযুক্ত কাঠিন্যহেতু গ্রীবা পশ্চাৎপার্শ্বে নত করিলে টাটায় ও ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় হয়। গ্রীবার স্ফীত গ্রন্থির বেদনা মস্তক পর্য্যন্ত যায়। উভয় অংশফলকাস্থির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ছিন্নন ও সূচিকাবেধবৎ অনুভূতি। পৃষ্ঠের ঘৃষ্টবৎ তীক্ষ্ণ বেদনায় রোগী ঋজু হইতে পারে না। কটি দুর্ব্বল হওয়ার ন্যায় বেদনা। কটির বেদনার চালনায় বৃদ্ধি।

দক্ষিণ স্কন্ধের খঞ্জভাব ও টাটানি বেদনার হস্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি। স্কন্ধ হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত অবশ ও খঞ্জ হওয়ার ন্যায় বোধ। কনুইসন্ধির বাঁকেয় মধ্যে এবং মণিবন্ধের চারিদিকে উদ্ভেদ। বাহুর ছিন্নবৎ অনুভূতি। হাতের পিঠে তাম্র ও লালবর্ণ ফোস্কা। হস্তের ও হস্তাঙ্গুলি-সীমার নিকটবর্ত্তী স্থানের পীড়কায় পুয সঞ্চার, অঙ্গুলির ফাকে ফাকে চুলকায় ও বিস্ফিকা জন্মে। করতল রজনীতে অধিক ঘামে। বাম হস্তোপরি আল্‌পিনের মাথার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কশ আঁচিল (Warts) জন্মে।

নিম্নাঙ্গে হিপসন্ধির বেদনায় বোধ যেন অস্থিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহার রজনীতে বৃদ্ধি হইয়া বাহুর দুর্ব্বলতা জন্মে। ভ্রমণে পদের অত্যধিক শ্রমে জঙ্ঘাতে, বিশেষতঃ তাহার স্থূলতর অস্থিতে এবং পদতলে বেদনা; জঙ্ঘার অস্থিরতা, দণ্ডায়মান হইলে ভাল থাকে। সায়াটিক স্নায়ুশূল বা কটিবাতে ভ্রমণকালে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত আকৃষ্টতা। জঙ্ঘার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূয়-গুটিকাতে রসস্রাবী ফোস্কা জন্মিলে ক্রমে বর্দ্ধিত হয় ও ছিন্নবৎ বেদনা করে। জানুসন্ধির বক্র প্রদেশে শুষ্ক উদ্ভেদ। পুরাতন জানুপ্রদাহ। নিম্নপদে ক্ষত এবং গাত্রময় অসহনীয় কণ্ডূয়ন। পদের ঝিন্‌ঝিনি। পদতলের তাপ ও চুলকনা। পদের উপরিভাগে উদ্ভেদ জন্মিয়া শীঘ্রই তাহা পুরু, সমল ও শল্কবৎ হয়, পাকে, এবং কখন কখন বেদনা করিয়া ও চুলকাইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে।

বাম জানু ও কুক্ষির ছিন্নবৎ অনুভূতি; হস্ত ও পদের কম্প।

ত্বকের অসহনীয় চুলকনার প্রবৃত্তি, তাপে ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি;

banglabooks.in

চুলকাইলে রক্তপাত হয়। ত্বক্ সমল, দেখিতে চর্ব্বিমাখার ন্যায় এবং স্থানে স্থানে হরিদ্রাবর্ণ কলঙ্ক; সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণ উদ্ভেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শল্ক জন্মে। সমস্ত গাত্র শল্কময়, ময়লা এবং ঘোর পীতবর্ণ; কখন কখন চুলকায় এবং চুলকাইলে তাহার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়। তাম্রবর্ণ পূয়গুটিকা চুলকায় না। চুলকণা হইয়া তাহা হইতে স্ফোটক জন্মে। সর্ব্বশরীরে ছালযুক্ত উদ্ভেদ। কচ্ছু বসিয়া যাইলে পরিশ্রম করিলেই আমবাত দেখা দেয়; গুটিকোৎপত্তিরোগ (Tuberculosis) জন্মে; মধ্যে মধ্যে শরীরে একটা করিয়া পূয়গুটিকা উৎপন্ন হয়। সহজেই প্রচুর দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম ও তাহাতে দুর্ব্বলতা।

প্রদর্শক লক্ষণ।

[প্রতিক্রিয়ার অভাব—যাহাতে অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও যথোপযুক্ত ফল দর্শে না, যাহাতে সাল্‌ফার প্রদর্শিত হইলেও প্রয়োগে কোন ফল হয় না।—আমরা স্থানান্তরে নির্ব্বাণোমুখ শারীরিক প্রতিক্রিয়াশক্তি বা নিরাময়িক প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরুদ্দীপনকারী ঔষধনিচয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। তৎবিষয় প্রণিধান করিয়া দেখিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে সাল্‌ফার এবং সোরিণাম ব্যতীতও প্রতিক্রিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী ঔষধমাত্রই শরীরের বিশেষ বিশেষ সুস্পষ্ট রুগ্নাবস্থায় বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। যেমন শারীরিক পতনাবস্থায় আক্ষেপ থাকিলে, কুপ্রাম, রক্ত-রসাদি জীবনীরসাপচয়ঘটিত শারীরিক নিস্তেজাবস্থায় চায়না, এবং টাইফয়েড অবস্থান্বিত, পতনোন্মুখ রোগীর অতি শোচনীয় অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশক্তির পুনরানয়নে কার্ব্ব ভেজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল সাল্‌ফার এবং সরিণাম ঔষধে উপরিউক্তরূপ কোনপ্রকার স্পষ্টতর বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আমাদিগের পরিচালিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয় না।

banglabooks.in

অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট, সরা-বিষ-বাষ্পদূষিত ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের রোগেই এরূপ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ উপরিউক্তরূপ সোরাদূষিত ব্যক্তিদিগের টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি কোন তরুণ অথবা বহুকালের শিরঃশূল প্রভৃতি কোন পুরাতন রোগে সরা বিষের প্রতিষেধক গুণেই হউক, অথবা তৎকর্ত্তৃক জীবনীশক্তির হীনতা বশতঃই হউক, অতি যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচিত উপযোগী ঔষধের প্রয়োগেও কোন ফল হয় না বা ক্ষণস্থায়ী ফল মাত্র হয়। এরূপ স্থলেই সাল্‌ফার এবং সরিণামের মধ্যে অন্যতর আমাদিগের সাহায্যকারী কিন্তু এই দুই ঔষধের মধ্যে প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই এরূপ নিকট সাদৃশ্য আছে যে স্থল বিশেষে ইহাদিগের মধ্যে অন্যতরের নির্ব্বাচন ও প্রয়োগ আশানুরূপ সহজ হয় না। তৎসৌকার্য্যার্থে আমরা নিম্নে কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম—

১। উভয় ঔষধের প্রদর্শক লক্ষণ সমষ্টির তুলনা।

২। উভয় ঔষধের ত্বগুদ্ভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, কারণ সরিক ঔষধ নিচয় অনেকাংশে তাহাদিগের স্ব স্ব ত্বগুদ্ভেদ দ্বারা পরিচিত হয়। সম্ভব হইলে রোগীবিশেষের ভূত ও বর্ত্তমান কালের ত্বগুদ্ভেদের প্রকৃত্যাদির তুলনা।

৩। পুরাতন রোগের সরিণাম এবং তরুণ রোগে সাল্‌ফারের সাধারণতঃ উপযোগীতা।

৪। সাল্‌ফার প্রয়োগে কার্য্য না হইলে সরিণামের প্রয়োগ।

ফলতঃ উভয় ঔষধের প্রয়োগস্থল নিদ্ধারণ করা অনেক স্থলেই সহজ হয় না। সাল্‌ফারের ক্রিয়া অতি বহুব্যাপক, এজন্য উভয় ঔষধ মধ্যে অন্যতরের প্রয়োগ বিষয়ে সন্দিহান হইলে প্রথমে অথবা সাল্‌ফারের প্রদর্শক লক্ষণানুসরণ করিয়াই সাল্‌ফার প্রয়োগ করা যদি তাহা নিষ্ফল হয় সে স্থলে সরিণাম প্রযোজ্য। উভয় ঔষধের সাধারণ শরীরাবয়বের তুলনাও কথঞ্চিৎ-রূপে আমাদিগের সাহায্যকারী হয়। সাল্‌ফাররোগী একহারা এবং কুব্জ-

banglabooks.in

গ্রীব। সরিণামরোগী অধিকাংশ সময়ে পাণ্ডুবর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য এবং সহজে রোগপ্রবণ শিশুদিগের মধ্যে প্রাপ্তব্য।

দদ্রুবৎ ত্বগুদ্ভেদের (Herpetic skin eruption) বর্ত্তমানতা—শিরোদদ্রু (Tinea capitis)।—সরিক ঔষধ মাত্রই প্রায় স্ব স্ব ত্বগুদ্ভেদ দ্বারা ন্যূনাধিকরূপে প্রভেদিত হইলেও সরিণাম নির্ব্বাচনে ইহা অন্যাপেক্ষা আমাদিগের অধিকতর সাহায্যকারী হইয়া থাকে। সোরিণাম কোন প্রকার টাইফয়েড পরিবর্ত্তনকারী বা সাক্ষাৎ-ভাবে উপাদানবিশ্লেষণকারী বস্তু নহে। কোন টাইফয়েড বা পচনশীল তরুণ বা উপাদানগত পুরাতন রোগে ইহার প্রয়োগ হইয়া উপকার হইলেও তাহার কোন প্রকার টাইফয়েড বা উপাদানগত বিকার লক্ষণ দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হয় না। সরাদোষ ঘটিত প্রগাঢ় পরিপাকবিকার উপস্থিত হইয়া শোণিত, রসাদির অপকৃষ্টতা ও হীনাবস্থা উৎপন্ন হইলে শরীরস্রাবাদি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ বিকৃত স্রাবের বর্ত্তমানতা, সরাবিষের সাধারণ লক্ষণ এবং ত্বগুদ্ভেদের বিশেষতা অধিকাংশ সরিক ঔষধের প্রদর্শক। সরিণাম অনেক বিষয়ে বিশেষতঃ ত্বগুদ্ভেদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সাল্‌ফারের সদৃশ গ্র্যাফাইটিস্‌সহও এ বিষয়ে ইহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। অতএব ত্বগুদ্ভেদের তুলনা দ্বারা ইহাদিগের স্ব স্ব বিশিষ্টতা স্থিরীকরণ আবশ্যক। এরূপ তুলনায় রোগীবিশেষের ভূতকালে কোন ত্বগুদ্ভেদ উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাহা ও বর্ত্তমান ত্বগুদ্ভেদ উভয়ই তুলনীয় ঔষধের উভয় কালের ত্বগুদ্ভেদ সহ তুলনা করা প্রয়োজন।

১। সাল্‌ফার এবং সরিণাম্‌ উভয় ঔষধেরই ত্বক্‌ বিবর্ণ ও কদাকার, গাত্র ধৌত বা গাত্র মার্জ্জন করিতে উভয়েই অনিচ্ছুক, ত্বক্‌ ময়লা জড়িত ও অত্যন্ত ঘৃণার্হ দুর্গন্ধযুক্ত। সাল্‌ফার অপেক্ষা সরিণামে উপরিউক্ত ত্বক্‌লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট থাকে।

banglabooks.in

২। সরিণামের ত্বগুদ্ভেদ মস্তক হইতে নিম্নাভিমুখী যায় ও ক্রমে গণ্ডদেশ, কর্ণ ও সমস্ত মুখমণ্ডল আক্রমণ করে। ইহা কখন আর্দ্র থাকে ও ইহা হইতে অতি ঘৃণাজনক স্রাব নির্গত হয়। কখন বা শুষ্ক থাকিয়া খুস্কির আকার ধারণ করে। উদ্ভেদসহ শিশুর কাশ পাকিয়া অতি অসহ্য পচা গন্ধের স্রাব হয়, রোগী উষ্ণ বস্ত্রে মস্তক আবৃত রাখে। ত্বগুদ্ভেদের এরূপ প্রকৃতি সাল্‌ফারে দৃষ্ট হয় না।

৩। সরিণামের ত্বগুদ্ভেদের ভয়াবহ চুলকানিতে রোগী অস্থির হইয়া চুলকাইতে থাকে এবং কণ্ডু হইতে রক্তস্রাব হইয়া তাহার নিবৃত্তি হয়। সাল্‌ফারের চুলকনায় প্রথমে সুখ বোধ হইয়া পরে কণ্ডুয়ন জন্য বেদনা ও জ্বালা হওয়ায় রোগী চুলকনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।

৪। সাল্‌ফারের চুলকনা শয্যাতাপে, সরিণামের তাহা শরীরের উষ্ণতায় ও শয্যাতাপে বৃদ্ধি পায়।

৫। সরির চুলকনা গ্রীষ্মকালে অন্তর্দ্ধান এবং শীত ঋতুতে পুনরাবর্ত্তন করে; সাল্‌ফার কণ্ডুর এরূপ প্রকৃতি পরিস্ফুট ভাবে দৃষ্ট হয় না।

৬। সাল্‌ফারের দেহগহ্বরনিচয়ের বহির্দ্বারের রক্তিমা সরিতে অভাব।

গ্র্যাফাইটিসের বারম্বার আবর্ত্তনশীল ও রসস্রাবী বিস্ফোটকার ত্বগুদ্ভেদ বিশেষতঃ মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়দেশ আক্রমণ করে। ইহার হরিদ্রাভ স্রাবের ত্বরিৎ শুষ্কতা বশতঃ মামড়ি উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠ, মলদ্বার প্রভৃতি ত্বগংশের ফাটা, নখের বিকার এবং ক্ষতকলঙ্কের জ্বালা প্রভৃতি যথেষ্ট প্রভেদক।

শরীরের অতি বিজাতীয় দুর্গন্ধ শরীর ধৌত করণেও বিদূরিত হয় না।—সরিণামরোগী বড়ই বীভৎস প্রকৃতির, স্নান কি গাত্র মার্জ্জনা করিতেই চায় না। ময়লা, অবিশুদ্ধতা, দুর্গন্ধ এবং পচাটে স্রাবে দেহ জড়িত থাকায় গাত্র হইতে অতি ঘৃণার্হ

banglabooks.in

দুর্গন্ধ নির্গত হয়। ফলতঃ জলকে রোগী ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় করে। শরীর দেখিতে কদাকার, বিবর্ণ, কলঙ্কময়, কর্কশ, ফাটা ও যেন চর্ব্বিসম্পৃক্ত বলিয়া বোধ হয়। শরীর ধৌত করিলেও দুর্গন্ধাদি দূর হয় না। **সাল্‌ফার-অকেন্সও** উক্তরূপ বিকট প্রকৃতির দুর্গন্ধ প্রভৃতি থাকে, কিন্তু **সল্লির** অপেক্ষা তাহা অনেকাংশে কম।

বিষ্ঠা, শ্বেতপ্রদর, ঋতুশোণিত ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্রাবেই পচা মড়ার ন্যায় বিজাতীয় দুর্গন্ধের বর্ত্তমানতা।—**গ্রাফাইটিস্** ও **ল্যাকেসিস্** প্রভৃতি অনেক ঔষধেই স্রাবের ন্যূনাধিক বিকট দুর্গন্ধ আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ বিশেষ স্রাবে বর্ত্তমান থাকে, **সল্লির** ন্যায় সর্ব্বস্রাবব্যাপক নহে।

শীতল বায়ু অথবা আকাশের পরিবর্ত্তনের অত্যধিক অসহিষ্ণুতা।—শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় প্রকার শৈত্যসংস্রবে এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে রোগী অসহিষ্ণু থাকে বা তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয়। রোগী ভয়ানক গ্রীষ্মমধ্যেও মস্তকে পশমের টুপি ও গাত্রে ওভারকোট কিম্বা উষ্ণ গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে। হিপার সাল্‌ফার-রোগীও শুষ্ক শীতল বায়ুর অসহিষ্ণুতা বশতঃ গ্রীষ্মমধ্যেও গাত্র বস্ত্রাবৃত করে। রোগীর গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের বাতায়নপথও উন্মুক্ত রাখা সে সহ্য করিতে পারে না।

নৈরাশ্য এবং মৃত্যু হইবে বলিয়া বিশ্বাস।—শরীরোপাদানের ক্ষয়, কোন যান্ত্রিক পরিবর্ত্তনাদি অথবা অপর কোন সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত উপরিউক্ত মানসিক অবস্থা সরিণামের প্রদর্শক। টাইফয়েড জ্বরাদি তরুণ রোগান্তে স্বাস্থ্যসংপূরণাবস্থায় জীবনীশক্তির সরাদোষঘটিত জড়ত্ব বশতঃ পুনরুৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতি দেহের জীর্ণসংস্কারক ক্রিয়ার অবসাদের অপ্রকাশিত সহজ অনুভূতিই ইহার কারণ বলিয়া অনুমিত

banglabooks.in

হয়। সর্ব্বাঙ্গীন টিস্যুধ্বংসের যন্ত্রণাপ্রসূত মৃত্যু বিষয়ক সহজ অনুভূতি আর্সের মৃত্যুভীতির কারণ। হৃৎপিণ্ডের প্রবল আক্রমণ বশতঃ বক্ষযন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা ও প্রাণের ভয়াবহ বিকলভাব একনাইটের মৃত্যুকালনিশ্চায়ক মৃত্যুভীতির কারণ।

তরুণ ও কঠিন রোগান্তর স্বাস্থ্যসংপূরণাবস্থায় (During convalescence) অত্যন্ত দুর্ব্বলতা এবং প্রচুর ঘর্ম্ম।—সরাধাতুর ব্যক্তিদিগের কঠিন ও তরুণ রোগারোগ্যের পর যন্ত্রাদির কোন প্রকার উপাদানগত দোষ না থাকিলেও সহজে শরীর সংস্কার হয় না; রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হয় ও দুর্ব্বলতা থাকিয়া যায়। রোগীর আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য জন্মে। এরূপ লক্ষণ চায়নাতেও দেখা গিয়া থাকে। সরাদোষঘটিত পুনরুৎপাদিকা শক্তির অবসন্নতা সরিণামরোগীর এরূপাবস্থার কারণ। সরাদোষের নিদর্শন স্বরূপ রোগীর উপরিউক্ত কঠিন রোগের উপস্থিতি কালে বা তৎপূর্ব্বে কণ্ডুয়নযুক্ত ত্বগুদ্ভেদ অথবা তাহার উপক্রম লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। শোণিত ও রসাদির অপচয় ও অতিরিক্ত উদরাময়, ঘর্ম্ম প্রভৃতি জন্য জৈবরসক্ষয় চায়নার উপরিউক্ত অবস্থার কারণ।

চিকিৎসা।

রোগ চিকিৎসায় সাল্‌ফার এবং সরিণামের কার্য্যক্ষেত্র অসীম বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা সরারোগবিষদূষিত ব্যক্তিগণই অধিকাংশ কৃচ্ছ্রসাধ্য ও অসাধ্য রোগের কার্য্যক্ষেত্র, এবং তাহার কোন না কোন অবস্থায় সরিক ঔষধের প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কারণ অনেক স্থলেই সরাবিষবাষ্প কর্ত্তৃক নিরাময়িক প্রতিক্রিয়াশক্তি অভিভূত ও ম্রিয়মান থাকায় উপযুক্ত ঔষধের প্রয়োগেও ফল হয় না। অনেক স্থলে সরাবিষক্রিয়া দ্বারা অভিভূত শরীরে

banglabooks.in

চিকিৎসোপযোগী রোগলক্ষণ অস্পষ্ট অবস্থায় অথবা সরাবিষলক্ষণসহ বিজড়িত থাকায় প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা সহজ হয় না। এজন্য রোগ, বিশেষতঃ পুরাতন রোগ চিকিৎসাসৌকর্য্যার্থে কোন কোন স্থলে নিরাময়িক প্রতিক্রিয়া শক্তির উদ্দীপনার্থ এবং স্থলবিশেষে সরা বিষের আবরণ ও তল্লক্ষণ রূপ আবর্জ্জনা দূর করিয়া চিকিৎসিতব্য রোগলক্ষণ পরিস্ফুট করণার্থে সরিক ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে। উপরিউক্ত কার্য্যসাধনে **সাল্‌ফার** এবং **সরিণাম** আমাদিগের প্রধানতম সহায়। অতএব কি তরুণ, কি পুরাতন, বিশেষতঃ পুরাতন রোগচিকিৎসায় উপরিউক্ত সরিক ঔষধদ্বয়ের বিষয় সর্ব্বদাই আমাদিগের মানসক্ষেত্রে জাগরূক রাখা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যথা কষ্টসাধ্য পুরাতন রোগচিকিৎসায় ফলাশা সুদূরপরাহত।

বিষাদোন্মত্ততা ও অবসাদ বায়ু বা হাইপকণ্ড্রিয়াসিস্।—সরারোগবিষই অধিকাংশ পুরাতন মানসিক বিকারের কারণ। এজন্য অবস্থাবিশেষে বিশেষ বিশেষ সরিক ঔষধ ব্যতীত স্থায়ী এবং পুরাতন উন্মাদ রোগ চিকিৎসা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বলা বাহুল্য এরূপ সরিক ঔষধের মধ্যে **সাল্‌ফার** এবং **সরিণাম্** অতি প্রধান স্থান অধিকার করে। স্থলবিশেষে এতদুভয় মধ্যে অন্যতরের প্রয়োগের নির্দ্ধারণ অতীব কঠিন বলিয়াই বিবেচিত। কেননা শরীরাবয়বে, তাহার কদর্য্যতায়, রোগীর মানসিক প্রবৃত্তিতে এবং পুরাতন মৃদুভাবাপন্ন বৈকারিক লক্ষণে এবং অবসাদ ভাবের প্রাধান্যে উভয় ঔষধ মধ্যে লক্ষণবিশেষের ন্যূনাধিক্যের কিঞ্চিৎ তারতম্য ব্যতীত মূল প্রকৃতিবিষয়ক কোন বিশেষ প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। রোগীর ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান ত্বক্‌রোগের (উপস্থিত থাকিলে) প্রকৃতি, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যকারী। ফলতঃ সন্দেহ স্থলে প্রথমে **সাল্‌ফার** প্রয়োগে ফল না পাইলে সাধারণতঃ **সরিণাম** ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

banglabooks.in

প্রগাঢ় বিষণ্ণতা এবং ঘোর তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যই ইহার মানসিক বিকারের মূল প্রকৃতি। কোন বিষয়েই রোগী আশার লেশ মাত্র দেখিতে পায় না, সকলই তাহার নিকট নৈরাশ্যময় মেঘাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়। কি দিবসের সজ্ঞান চিন্তা, কি রজনীর স্বপ্ন, সকলই নৈরাশ্যপূর্ণ থাকে। অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত পরিচালিত ও লাভবান বিষয় কর্ম্ম থাকিলেও রোগী তাহার ভরণপোষণবিষয়ক অনাটন জন্য অহরহঃ চিন্তান্বিত থাকে। মনে করে সে বহুতর পাপ করিয়াছে, তাহার মুক্তির আশামাত্র নাই। আনন্দ ও সুখানুভূতির ক্ষমতা যেন মস্তিষ্কে সর্ব্বথা অস্তমিত হইয়া যায়। আপনার পরিবারবর্গ সহও সে সম্বন্ধবিবর্জ্জিত বলিয়া বোধ করে। অবশেষে দুঃখভার চরমসীমা প্রাপ্ত হইলে রোগী যেন মানসিক সহিষ্ণুতা হারায়, অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া পড়ে, একা থাকিতে চাহে, তাহার নিকটে কাহারও যাওয়া ভাল বাসে না। উৎকণ্ঠার চরম সীমায় রোগীর আত্মহত্যায় প্রবৃত্তিও জন্মে। শারীরিক কোন রোগ থাকিলে আরোগ্য হইবার আশা থাকে না।

শিরঃশূল।—সোরিণামে অতি পরিস্ফুট শিরঃশূল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। শিরঃশূলাবস্থায় ক্ষুধার উপস্থিতি ইহার প্রদর্শক লক্ষণ মধ্যে গণ্য। এইরূপ পুরাতন মাথাধরা প্রায়শঃ সাময়িকরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে রোগী রজনীতে উঠিয়া আহার করিতে বাধ্য হয়। কখন কখন আহারে শিরঃশূলের উপশম হয়। অনেক সময়ে অনাহারে মাথার ব্যথা জন্মিয়া থাকে। মস্তকে সবেগে শোণিতগতি, মুখমণ্ডলে তাপযুক্ত লোহিত উদ্ভেদ, মস্তকের ঘর্ম্মে কেশের আর্দ্রতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার আক্রমণসহ শিরঃশূল হয়। ডাং হেরিং পঞ্চম মাসের গর্ভিনীর এইরূপ শিরঃশূল হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

সরিণামরোগী শৈত্যসংস্পর্শে অত্যন্ত অসহিষ্ণু; এজন্য সে সর্ব্বদা উষ্ণ মস্তকাবরণীর ব্যবহার করে। কিন্তু মস্তকে বায়ুপ্রবাহসংস্পর্শ

banglabooks.in

মাত্রই সর্দ্দি এবং শিরঃশূল পুনরাগত হয়। কখন বা ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি অথবা শিরঃশূলের আক্রমণ হয়। ইহার শোণিতসঞ্চয়ী শিরঃশূলে মস্তকের মধ্যে দপদপ করে। **নেট মিউরেট** ন্যায় ইহাতেও মস্তকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাত হয় এবং **নেটমিউ, আইরিস;** এবং **সিলিক** সদৃশ অন্ধত্ব জন্মে। শিরঃশূলকালে অন্ধত্বের উৎপত্তি বিষয়ে **কেলি বাই** সর্ব্বপ্রধান।

যে সকল ব্যক্তির শীত ঋতুতে বিরক্তিকর, শুষ্ক, খ্যাক খ্যাকে কাসি হইয়া কিছু মাত্র গয়ার উঠে না, তাহাদিগের এই কাসি শিরঃশূলসহ পর্য্যায়ক্রমিক ভাব ধারণ করে। শিরঃশূল অন্তর্দ্ধান করিলে কাসি এবং কাসির অন্তর্দ্ধানে শিরঃশূল হয়। কাহারও বা শিরঃশূল এবং ত্বগুদ্ভেদের পর্য্যায়ক্রমিকতা দৃষ্টি হইয়া থাকে।

কাণপাকা (otorrhœa) এবং চক্ষুরোগ—এক্ট্রোপিয়াম্।—দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুদিগের মধ্যে অধিকাংশ সময়ে এই রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু বড় খিটখিটে থাকে। অতি কদাকার, ঘৃণার্হ ও দুর্গন্ধময় গাত্রবিশিষ্ট শিশুর ত্বক্‌রোগের অতি বর্দ্ধিতাবস্থায় সম্ভবতঃ ত্বক্‌রোগের বিস্তার হইয়াই ইহা জন্মে। কর্ণ হইতে অতি দুর্গন্ধ পূয়াকার ও বিদাহী স্রাব নির্গত হয়। কর্ণ মধ্যে, তাহার পৃষ্ঠে, মুখমণ্ডলে পূয়গুটিকা এবং বিস্ফোটকার উদ্ভেদ জন্মে, অসংখ্য শল্কময় শরীরস্থান ফাটিয়া শোণিত ও দুর্গন্ধ পীতবর্ণ পূয়স্রাব হয়। ক্রমে ইহাতে চক্ষু ও নাসিকা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হওয়ায় চক্ষু লোহিতবর্ণ ধারণ করে, চক্ষুপুট উল্টাইয়া যায় এবং তাহা ও নাসিকা হইতে পূয় স্রাব হইতে থাকে। সমগ্র আক্রান্ত স্থানের অত্যন্ত বেদনা হয়, এবং দুর্গন্ধ উদরাময় জন্মে। ফলতঃ রোগীর মুখ বড় বীভৎস আকার ধারণ করে। **সাল্‌ফার, মার্কারি, সিলিক, ক্যাল্কে ফস্ ও হিপার** তুলনীয়।

banglabooks.in

শিশুকলেরা বা কলেরা ইন্‌ফ্যাণ্টাম্।—গ্রীষ্মকালীন শিশুকলেরা রোগে সরিণাম অত্যাজ্য ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না, কেননা ইহার লক্ষণব্যাপকতায় এরোগের প্রায় সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই ইহার প্রয়োগ হইতে পারে। প্রকৃত রোগাক্রমণের ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ রজনীতে শিশুর সুনিদ্রা হয় না। শিশু যেন ভীতি বশতঃ চমকিয়া ও চীৎকার স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। শিশু অসহিষ্ণু ভাব ধারণ করে ও অস্থির থাকে। প্রথমে প্রভূত পরিমাণ, কটা অথবা কাল বর্ণের ও পুতিগন্ধবিশিষ্ট জলবৎ উদরাময় হয়। রজনীতেই রোগের বৃদ্ধি থাকে এবং ক্রমে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কলেরা রোগ জন্মিলে শিশু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতা স্থায়ীভাব ধারণ করে ও সহজে নিরাকৃত হয় না। শিশু অত্যন্ত সমল থাকে ও তাহার গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। নাসিকা চুপসাইয়া এবং মুখ বসিয়া যায়। সরাদোষঘটিত প্রতিক্রিয়ার অভাবই ইহার কারণ। সরিণাম প্রয়োগে প্রতিক্রিয়া শক্তি পুনরুদিত হইলে প্রদর্শিত ঔষধে সহজেই উপকার হয়।

সরিণাম প্রধানতঃ বিষ্ঠার, অন্যান্য স্রাবের ও গাত্রের দুর্গন্ধ দ্বারাই পরিচিত হয়। এই দুর্গন্ধ **হিপাক্সেন** বিষ্ঠা, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং ব্যবহৃত বস্ত্রের ও শরীরের ছিন্ন দুগ্ধবৎ অম্লঘ্রাণের তুল্য নহে (যাহা ধৌত করিলেও দূর হয় না); ব্যাপ্টিসিয়ার ঘন, কর্দ্দমাকার বিষ্ঠার পচা মাংসের ন্যায় ভয়াবহ দুর্গন্ধেরও (যাহা শরীরোপাদানাদির অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে) সমান নহে। ইহার বিষ্ঠা জলবৎ, কটা এবং কখন কখন রক্তমিশ্রিত থাকে এবং তাহা বেগে নির্গত হয়।

পুরাতন উদরাময়।—সরিণামরোগী অতি প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি মলত্যাগ করিতে যাইতে বাধ্য হয়। বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ইহার সহিত তুলনীয় ঔষধ মধ্যে আর্ণি ও ষ্ট্যাফি প্রধান। উষ্ণ বায়ু সহ মলদ্বারের জ্বালাকর

banglabooks.in

বিষ্ঠা ত্যাগে নষ্ট ডিম্বের ঘ্রাণ ছাড়ে। চায়নায় জলবৎ, কাল ও প্রচুর উদরাময় রজনীতে, প্রাতে এবং আহারান্তে বৃদ্ধি পায়। রোগী অনৈচ্ছিক-ভাবে মলত্যাগ করে। সরিণামের উদরাময়ে সাল্‌ফারের মলত্যাগের তাড়া, ওলিএণ্ডার ও এলোজের বায়ুনিঃসরণ এবং এলুমিনা,চায়না এবং নাক্স মস্কেটার কোমল মলত্যাগ করিতেও কষ্টকর বেগের প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান থাকে। স্মরণ রাখা উচিত ইহা অধিকাংশ সময়েই অন্য ঔষধের ক্রিয়াপথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

জননেন্দ্রিয় রোগ—ধ্বজভঙ্গ; গ্লিট বা পুরাতন পূয়-মেহ।—ইহার রোগে জননেন্দ্রিয় প্রদেশে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। সাধারণতঃ পুংজাতির জননেন্দ্রিয়ের শক্তি হানি হয় না। উপযুক্ত লিঙ্গোত্থান, সঙ্গম এবং রেতঃ স্খলন ঘটে কিন্তু সুখোদয় হয় না। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েরই রমণ কার্য্যে বিতৃষ্ণা জন্মিলেও স্ত্রীরোগিদিগের মধ্যেই এরূপাবস্থা অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরুষদিগের উপরিউক্ত ভাব অধিক কাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ধ্বজভঙ্গ জন্মে। তাহাতে সঙ্গমেচ্ছা দূর হইয়া যায়; রেতঃস্খলন হয় না এবং মূত্রত্যাগের পূর্ব্বে প্রষ্টেটগ্রন্থির স্রাব নির্গত হয়।

গ্লিট রোগের সামান্য কিঞ্চিৎ শুভ্র বা পীতবর্ণ স্রাব যদি কিছুতেই দূর না হয় এবং জননেন্দ্রিয় ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে তাহাতে সিপিয়া, সাল্‌ফার, এলুমিনা, থুজা অথবা সরিণাম দ্বারা উপকার হইতে পারে। প্রায়শঃ প্রাতঃকালে দুগ্ধবৎ, সবুজাভ স্রাব হইলে সিপিয়া, শ্লৈষ্মিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মূত্রদ্বার লোহিত বর্ণ থাকিলে ও মূত্রত্যাগকালে তথায় জ্বালা হইলে সাল্‌ফার, জননেন্দ্রিয়দেশে বিবমিষার উদ্রেককর মিষ্ট মিষ্ট ঘ্রাণ ও মেঢ্রত্বগাভ্যন্তরে কণ্ডিলমেটা থাকিলে থুজা এবং জননেন্দ্রিয়স্থানে পচা দুর্গন্ধ থাকিলে সরিণাম উপকারী।

banglabooks.in

শিশুক্ষয়রোগ বা ম্যারেস্‌মাস।—সরিণাম অনেকাংশে স্যাল্‌ফারেয়ার তুল্য। শিশুর ত্বক্ গুটাইয়া যায়, সমল থাকে এবং মার্জ্জনেও পরিষ্কার হয় না। অতি দুর্গন্ধ উদরাময় থাকে, শরীর শীর্ণ হইয়া যায়, এবং গাত্রে কদাকার উদ্ভেদ জন্মে। শিশু সর্ব্বদা খাই খাই করে। কিছুতেই পেট ভরে না। গাত্রের এবং স্রাবের বিজাতীয় দুর্গন্ধই ইহার প্রধান প্রদর্শক।

ত্বক্‌রোগ—দদ্রুপ্রভৃতি।—দদ্রু অত্যন্ত চুলকায় এবং চুলকানি শয্যা তাপে অসহনীয় হইয়া উঠে। ত্বক্ অত্যন্ত সমল, বসাসিক্তবৎ এবং অপরিষ্কৃত। মস্তকের বিসর্পিকা হইতে দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসৃত হয়। ত্বকের বসাস্রাবী গ্রন্থির অপকৃষ্ট স্রাবাধিক্য হওয়ায় গাত্র বসাসিক্ত ও দুর্গন্ধ থাকে। মস্তক ও মুখমণ্ডলপার্শ্ব এবং গণ্ডদেশ ও কর্ণ পামা বা কাউর (Eczema) দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আক্রান্ত হয়। সন্ধির কুব্জপার্শ্বে উদ্ভেদ জন্মে। কচ্ছু আক্রমণের পর পূয়গুটিকা বা স্ফোটক থাকিয়া যায়।

banglabooks.in

লেক্‌চার ৩৪ (LECTURE XXXIV.)

ডাল্‌কামারা (Dulcamara)।

প্রতিনাম।—সোলেনাম ডাল্‌কামারা।

সাধারণ নাম।—বিটার স্বুইট, উডি নাইট্‌ শেড্‌।

জাতি।—সোলেনেসি।

জন্মস্থান।—পৃথিবীর বহুতর সিক্ত স্থানে লতাকারে জন্মে ও বৃক্ষাদি বাহিয়া উঠে।

প্রয়োগরূপ।—পুষ্পিত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র লতার টিংচার বা অরিষ্ট।

ক্রিয়ার স্থিতিকাল।—এক সপ্তাহ।

মাত্রা বা ব্যবহার ক্রম।—সাধারণতঃ ১ হইতে ২০০ ক্রম। তদূর্দ্ধ ক্রমেও ব্যবহার হইতে পারে। *

* লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ রোগের অবস্থাবিশেষে যে যে ক্রমের ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল, যথা—ডাং স্মল—রোগীর বয়স ২৭; মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধাংশের উত্তেজনা; লক্ষণ—দুই বৎসর কাল মস্তক, বক্ষ ও আমাশয়ের অবিশ্রান্ত ভাবের মৃদু বেদনা; রোগীর অশান্তি, মানসিক অবসাদ, শ্বাসকৃচ্ছ্র এবং মানসিক গোলমাল ও কোন বিষয়ে মনঃসংযোগের ক্ষমতাহীনতা; ৩, আরোগ্য। ডাং রাস্‌মোর—নিগ্রো স্ত্রীলোক, দক্ষিণবক্ষে খোঁচার ন্যায় বেদনা তৃতীয় পর্শুকাস্থি ও ষ্টার্ণাম অস্থির নিকট দিয়া অংশফলকাস্থির নিম্নকোণে যায়; অপরাহ্ণে ও ভারি বস্তু উঠাইতে বৃদ্ধি হয়; ২০০ (ফিফ্‌.), আরোগ্য। ডাং রিকার্ডো—রোগী শ্রমজীবী, ৩ ঘণ্টা জলের মধ্যে কাজ করিয়াছিল; পর দিবস বাম বৃক্কের বেদনা লইয়া নিদ্রোত্থিত হয় এবং মূত্রত্যাগ করিতে পারে না; তদবধি প্রত্যেকদিন ১০।১২ বার ফোটা ফোটা করিয়া প্রস্রাব করে, রক্তময় মূত্রে শুভ্র তলানি পড়ে। অন্যান্য লক্ষণ—তীক্ষ্ণ উদরশূল, নিষ্ফল

banglabooks.in

উপচয়।—সন্ধ্যাকালে ও রজনীতে; বিশ্রামে; সিক্ত শীতল ও বর্ষণযুক্ত আবহাওয়ায়; বায়ুর পরিবর্ত্তনে আবহাওয়া শীতল হইলে; ঋতুস্রাব, উদ্ভেদ এবং ঘর্ম্ম বসিয়া যাইলে।

উপশম।—আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলে; চলাফেরা করিলে; তাপে এবং শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ।—ডাল্‌কামারার কার্য্যপ্রতিষেধক—ক্যাম্ফর, কুপ্রাম, ইপিকা, মার্ক।

ডাল্‌কামারা যাহার কার্য্যপ্রতিষেধক—কুপ্রাম, মার্ক।

কার্য্যপূরক।—ব্যারা কার্ব্বের।

অসম্মিলনীয় ঔষধ—বেল, ল্যাকে।

তুলনীয় ঔষধ।—একন, আর্স, বেল, ব্রায়, সিমিসি, লাইক, মার্ক, নাই এসি, পাল্‌স্, রাস, সিপি, সাল্‌ফ।

উপযোগী ধাতু এবং রোগপরিচায়ক লক্ষণ।—শ্লেষ্মা-প্রধান, গণ্ডমালাধাতুবিশিষ্ট, স্থৈর্য্যহীন ও উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তি; শৈত্যসংস্পর্শে, আর্দ্রতায়, বর্ষণশীল আবহাওয়ায় অথবা হঠাৎ উষ্ণ বায়ুর পরিবর্ত্তনে যাহাদিগের সর্দ্দি, রসবাত অথবা ত্বক্‌রোগ উৎপন্ন বা বৃদ্ধি হয় তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী।

মলবেগ, অজুর্ণ, জিহ্বায় কালচে লেপ, বিবমিষা, বুকক চাপিলে বেদনা, মূত্রনলী বাহিয়া বেদনা; ১, আরোগ্য। ডাং শেপার্ড—রোগীর বয়স ৫০; জঙ্ঘাসন্ধুখের বৃহৎ অস্থির বেদনা; রজনীতে বৃদ্ধি হওয়ায় রোগী হাঁটিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়; বসিয়া থাকিলে ও আর্দ্র বায়ুতেও বৃদ্ধি হয়, তাহার বিপরীত অবস্থায় কমে; ৬, আরোগ্য। ডাং ওয়াইল্ডার—শিশুর ক্রাষ্টা ল্যাক্টিয়া বা দুগ্ধপীড়কা; পাতলা ও হরিদ্রাভ মামড়ির একটি বৃহৎ চাপে মস্তকের উপরিভাগ আবৃত; শিশু অস্থির ও খিট খিটে, আক্রান্ত মস্তক ঘর্ষণ করে; ৪, আরোগ্য। ডাং নটিংহাম—চুলকনাযুক্ত পুয়গুটিকায় মামড়ি জন্মিলে চুলকায়, স্পর্শে অত্যন্ত বেদনা ও অসহিষ্ণুতা জন্মে এবং ধৌত করিলে বৃদ্ধি হয়; ২০০, আরোগ্য।

banglabooks.in

কোমল ও অসহনশীল ত্বক্‌বিশিষ্ট ব্যক্তি; ঠাণ্ডা লাগিলেই অথবা অধিক কাল শৈত্যসংস্রব ঘটিলে যাহাদিগের ত্বগুদ্ভেদ, বিশেষতঃ আমবাত জন্মে।

পর্য্যায়ক্রমিক জ্বর বা কম্প জ্বর, রসবাত, আরক্ত জ্বর ও হামের পরে ত্বকের জলশোথ।

শীতল বায়ু সংস্পর্শ অথবা সেঁতা গৃহে বাস জন্য ঘর্ম্ম, অথবা ত্বক্‌-রোগ বসিয়া যাইয়া এবং দুগ্ধাগারে কার্য্য করায় জলশোথ রোগ (এরাণ, আর্স, নেট সাল্‌ফ)।

শৈত্যসংস্পর্শঘটিত উদরাময়; সেঁতা স্থানে বাস অথবা সেঁতা আব হাওয়ায় উদরাময়।

খালি পায়ে শীতল জল মধ্যে ভ্রমণপ্রযুক্ত বয়স্কশিশুদিগের প্রাতিশ্যায়িক মূত্ররোধ, এবং দুগ্ধবৎ মূত্র।

ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে শরীরের পিত্তানি (Rash) (কনা—অধিক পরিমাণ ঋতুস্রাব কালে, বেল, গ্র্যাফা)।

শরীরে আমবাত জন্মে, তাহা চুলকায় ও চুলকানের পর জ্বালা করে, জ্বর হয় না; তাপে উহার বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস হয়।

মুখে, হস্তপৃষ্ঠে এবং অঙ্গুলীতে বৃহৎ, মাংসল এবং মসৃণ আঁচিল জন্মে।

কোন বিষয় প্রকাশ করিবার উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পায় না। মানসিক বিশৃঙ্খলা।

রোগকারণ।—বর্ষণ জল সিক্ততা, শৈত্যসংস্পর্শ, গাত্র ধাবন ও জল মধ্যে অধিককাল থাকিয়া কার্য্য করা, অবৈধরূপে স্নান ও সন্তরণাদি এবং সেঁতাস্থানে বাস ও আর্দ্রবায়ুসংস্রব প্রভৃতি ইহার রোগের সাক্ষাৎ কারণ মধ্যে গণ্য। শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন অভ্যাসপ্রাপ্ত স্রাবের রোধ এবং ত্বগুদ্ভেদের অন্তর্প্রবেশে ইহার রোগ জন্মিয়া থাকে।

banglabooks.in

গৌণভাবে অতিরিক্ত মদ্যপান বশতঃ মাদকতা ও হস্তমৈথুনও ইহার রোগের কারণীভূত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া।—ডাল্‌কামারা বিশেষতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও পেশী-বিধান আক্রমণ করিয়া যে প্রাতিস্থায়িক এবং রসবাতিক প্রদাহ লক্ষণ উৎপন্ন করে, তাহা আর্দ্রতা এবং বর্ষণশীল আবহাওয়া ঘটিত রোগের লক্ষণ সহ সমপ্রকার। লসীকাগ্রন্থি ও ত্বকে ক্রিয়া দ্বারা ইহা উল্লিখিত গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, কৌষিকোপাদান মধ্যে রস ক্ষরণ এবং ত্বকে উদ্ভেদ উৎপন্ন করে। আর্দ্র শীতল আবহাওয়ায় রোগের বৃদ্ধি ইহার বিশেষ লক্ষণ মধ্যে গণ্য।

বিশেষক্রিয়া ও লক্ষণ।—ডাল্‌কামারা এবং রাসটাক্‌স উভয়েই সরাদোষপ্রশমনকারী ঔষধ। উভয়েরই রোগ আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, সেঁতা গৃহাদিতে বাস এবং উষ্ণ আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে তাহার আর্দ্র শীতল ভাব প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়। উভয় ঔষধই তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি নির্ব্বিশেষে উপযোগী বলিয়া গণ্য। ফলতঃ স্থূলভাবে দৃষ্টি করিলে ইহাদিগের প্রভেদ নিরূপণ অতি কষ্টসাধ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কেননা আর্দ্র বায়ুসংস্পর্শ ও সিক্ত গৃহাদিতে বাস এবং আবহাওয়ার পরিবর্ত্তননিবন্ধন সিক্ত শীতলতা হইতে শৈত্যসংস্রবের তারতম্য দ্বারা প্রভেদ নিরূপণ তাদৃশ নিশ্চয়াত্মক নহে, তথাপি ডাল্‌কামারার রোগ অধিকতর সিক্ত, একরূপ স্থাত হইলে এবং রাস্‌টাক্‌সের রোগ আর্দ্র শীতলতার স্বল্পতর সংস্পর্শে হয়, ইহাই সাধারণভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে রোগীর ধাতুগত প্রকৃত্যনুসারেই রোগের প্রকৃতি ভেদ হয়। ইহাদিগের অন্যান্য প্রভেদক লক্ষণাদি পরস্পরের বর্ণনায় পরিস্ফুট হইবে।

ডাল্‌কামারার ক্রিয়া ততদূর বহুব্যাপক নহে। ইহার ঔষধগুণ পরীক্ষোৎপন্ন এবং বিষক্রিয়া প্রযুক্ত লক্ষণের সংখ্যাও তাদৃশ অধিকতর নহে। অন্যান্য খ্যাতাপন্ন সরিক ঔষধের ন্যায় ইহার ক্রিয়ার তাদৃশ গভীরতাও নাই। তথাপি শৈত্যসংস্পর্শরূপ কারণের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব থাকায় এবং রোগী

banglabooks.in

সরীসৃপ গভীর ও গুরুতর পুরাতন রোগবিষদূষিত থাকায় আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ বশতঃ তাপিত শরীরের ঘর্ম্ম, এবং ঋতুশোণিত প্রভৃতির রোধ ঘটিয়া ও ত্বগুদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া গৌণভাবে যে শোণিতস্রাব, কাসরোগ, ক্ষুদ্রাক্ষেপ ও তড়কা প্রভৃতি নানাপ্রকার কঠিন ও কষ্টসাধ্য রোগ জন্মে তৎসহ সংস্রব বশতঃই ইহার গুরুত্ব প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা শ্লৈষ্মিকঝিল্লি এবং পেশীর তন্তুবিধান আক্রমণ করিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রতিশ্যায় এবং পেশীর রসবাতিক প্রদাহ উৎপন্ন করে। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রলক্ষণের বিবরণ দ্বারা তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

রোগী মনোগত ভাব প্রকাশের উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পায় না। মানসিক বিশৃঙ্খলা জন্য রোগী মনঃসংযোগ করিতে পারে না। রজনীতে বেদনা নিবন্ধন প্রলাপ। এ বস্তু সে বস্তু চাহে, কিন্তু দিলে রোগী প্রত্যাখ্যান করে। অবসাদিত। ক্রোধব্যতীতই তিরস্কার করার প্রবৃত্তি। অস্থিরতা ও কলহপ্রিয়তা।

প্রাতঃকালে জাগ্রত হওয়ার পরে কম্প, দুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন এবং চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার। ইন্দ্রিয়নিচয়ের অবসন্নভাব।

রোগী সন্ধ্যাকালে নিদ্রাগত হইয়া ভীত হওয়ার ন্যায় চমকিয়া উঠে। রোগী নিদ্রাকালে মুখব্যাদান করিয়া থাকে ও নাক ডাকে। ১২টা রজনীর পর অশান্তিপ্রদ নিদ্রা। অস্বস্তিপ্রদ নিদ্রা, গোলমেলে স্বপ্ন, এবং পৌনঃপুনিক ঘর্ম্ম। রোগী এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। ৩টা রজনীর পর সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প নিদ্রা হয়।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানবিকারবশতঃ দৃষ্টিমালিন্য জন্মিয়া রোগী যেন সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়া দেখে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে ভন ভন্ শব্দ হয়। জিহ্বার তিক্তাস্বাদ।

মস্তিষ্কে গর্ত্তকরার ও ললাট দেশে স্ক্রুপ বসানের অনুভূতি ও জ্বালা, চালনায়, এমন কি কথা বলায় যে মস্তক চালনা হয় তাহাতেও বৃদ্ধি, মস্তক বক্ষ এবং আমাশয়ে বেদনা হইয়া অত্যন্ত অস্বস্তি, মানসিক অবসাদ, শ্বাস-

banglabooks.in

কৃচ্ছ্র, এবং মানসিক বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হয়, রোগী মনঃসংযোগ করিতে পারে না। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জন্মিয়া কর্ণ মধ্যে ভন্‌ভন্ করে ও স্মরণশক্তি নিস্তেজ হয়; পদ সিক্ত হইলে রোগের বৃদ্ধি হয়। ললাটদেশে তক্তার ন্যায় বস্তুর চাপের অনুভূতি জন্মে। সেরিবেলামের ও পৃষ্ঠের শৈত্যানুভূতি প্রত্যেক সন্ধ্যাকালে পুনরাবর্ত্তন করে এবং সেরিবেলাম ও সমস্ত মস্তক বিবৃদ্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়; শৈত্যসংস্পর্শে, সেঁতা আবহাওয়ায় ও অপরাহ্ণ ২টা পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধি; শয়ন করিলে উপশম।

অনুভূতিদ স্নায়ু বিপর্য্যস্ত হওয়ায় সাধারণ অশান্তি জন্মে। শরীরের নানাস্থানে শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিত বেদনার ন্যায় বেদনা। ঘুষ্টবৎ অনুভূতি।

গতিদস্নায়ুবিকারবশতঃ তড়কা মুখে আরম্ভ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়। শরীরের এক পার্শ্বের আক্ষেপ; বাক্‌রোধ। শয্যাগত অবস্থা, অবসন্নভাব। উদ্ভেদ বসিয়া যাইয়া এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া পক্ষাঘাত; ঊর্দ্ধ এবং নিম্নাঙ্গের ও জিহ্বার অবশতা; অবশ বাহুতে বরফবৎ শীতলতার অনুভূতি।

মুখাবয়ব পাণ্ডুর, জলজলে ও সাদাটে। পাণ্ডুর মুখের গণ্ডদেশে সীমাবদ্ধ রক্তিমা। মুখের চর্ম্মরোগের অন্তর্দ্ধানে বেদনা ও হাঁপানি। গণ্ডে আর্দ্র উদ্ভেদ। মুখের স্ফীতি। মুখে, ললাটে এবং চিবুকে স্থূল, কটাসেপীত বর্ণ মামড়ি; দুগ্ধপীড়কা (crusta lactea)। শীতল বায়ু মধ্যে পৃষ্ঠের আনর্ত্তন। মুখ বিকৃত ও এক পার্শ্বে আকৃষ্ট।

পাঠকালে চক্ষুর কন্‌কনানি; ঘোর দৃষ্টি; অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টি; বিশ্রামে সকলেরই বৃদ্ধি। গণ্ডমালাধাতুর শিশুর দৃষ্টিনাশের উপক্রম। ঘোর দৃষ্টি হইয়া সূক্ষ্ম জালের মধ্য দিয়া দেখার ন্যায়। ঠাণ্ডা লাগাইলেই গণ্ডমালীয় চক্ষুপ্রদাহ জন্মে। ঊর্দ্ধ চক্ষুপুটের পক্ষাঘাত।

কর্ণে মৃদু বেদনা, গুন্ গুন্ শব্দ ও শ্রবণশক্তির স্বল্পতা। কর্ণশূল; বিবমিষা; কর্ণের গুন্ গুন্ শব্দ রজনীতে ও স্থির হইয়া থাকিলে বৃদ্ধি পায়। কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি।

banglabooks.in

নাসিকা হইতে তপ্ত ও পরিষ্কার রক্তস্রাব; এবং নাসিকার ঊর্দ্ধে চাপ, জলসিক্ত হইলে তাহার বৃদ্ধি। শরীর চালনায় শুষ্ক সর্দ্দির উপশম, স্থির থাকিলে বৃদ্ধি এবং সামান্য শৈত্যসংস্পর্শেই পুনরাগত। প্রবল সর্দ্দিতে ত্বক্ তপ্ত ও শুষ্ক থাকে, অঙ্গনিচয় শীতল, অনমনীয়, অসাড় এবং বেদনাযুক্ত। শুষ্ক আবহাওয়ায় নাসিকার প্রতিশ্যায় শুষ্ক।

স্বরযন্ত্রের কর্কশ এবং গলাভাঙ্গা শব্দ; সর্দ্দি; হামের পরে স্বর বসিয়া যায়। শ্বাসনলী বা ট্রেকিয়া শ্লেষ্মাপূর্ণ থাকে।

কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস। মুখের ত্বক্‌রোগ বসিয়া যাওয়ার পর মুখশূল এবং হাঁপের টান। প্রাতিশ্যায়িক হাঁপ, শ্বাসকষ্ট, ঘড়ঘড়িযুক্ত শিথিল কাসি এবং প্রচুর গয়ার, আর্দ্র আবহাওয়াকালে তাহার বৃদ্ধি। শ্লেষ্মাজন্য বক্ষের কষ্ট।

শুষ্ক, গলাভাঙ্গা এবং কর্কশ কাসি; অথবা সরল কাসি হইয়া প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে; শ্লৈষ্মিক জ্বরে শ্রবণশক্তির হ্রাস। হামের পর পুরাতন শ্লৈষ্মিক কাসি। হুপিং কাসির ন্যায় হাঁপযুক্ত কাসি প্রত্যেকবার শ্বাসগ্রহণে বৃদ্ধি পায়। অবিমিশ্র শোণিতের নিষ্ঠীবন। শায়িত থাকিলে, গৃহের তাপে অথবা গভীর *শ্বাস গ্রহণে কাসির বৃদ্ধি* এবং মুক্তবায়ুতে হ্রাস।

ব্রঙ্কাইটিস্ বা নলৌষ এবং দুর্গন্ধ রজনীঘর্ম্ম। বক্ষের শ্লেষ্মা অনেক বার কাসিলে নিষ্ঠীবিত হয়; শ্বাসরোধক প্রতিশ্যায়। সর্দ্দি হইয়া অথবা স্বরযন্ত্র শুড় শুড় করিয়া অনেক সময়ব্যাপী সরল কাসি হইতে হইতে উজ্জ্বল বিশ্রাম কালে লোহিত বর্ণের রক্তকাসির বৃদ্ধি। বাম বক্ষের বেদনায় বোধ যেন ফুস্‌ফুসে ঢেউ খেলিতেছে।

রজনীতে হৃৎকম্প হয়। বিশেষতঃ রজনীতে নাড়ী ক্ষুদ্র, কঠিন্‌স্পর্শ এবং টান টানভাবের, নাড়ী অবসাদগ্রস্ত হয়।

মুখলালা আটাল ও সাবানের ন্যায়; দন্তমাড়ি স্পঞ্জের ন্যায়। মুখ *হইতে অধিক পরিমাণে লালার ক্ষরণ। মুখ শুষ্ক থাকে, তৃষ্ণা হয় না।*

ঠাণ্ডা লাগিয়া, বিশেষতঃ উদরাময় সহ দন্তশূল, মস্তিষ্কের বিশৃঙ্খল

banglabooks.in

ভাব এবং প্রচুর লালাস্রাব; ঝিন্‌ঝিনি ধরার ন্যায় দন্তশূলের অনুভূতি। স্পঞ্জের ন্যায় দন্তমাড়ি হইতে দন্তের অপসরণ ও লালার স্রাব।

জিহ্বাগ্রে চুলকানি ও বিড়বিড়ি। মুখ এবং জিহ্বার শুষ্কতা। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফীত, জিহ্বায় কথা স্পষ্ট হয় না, কিন্তু অবিরত কথা কহিতে থাকে। শীতল বায়ু অথবা জল সংস্পর্শে রোগীর শরীর শীতল হইলে চুয়াল ও জিহ্বার আড়ষ্টতা জন্মে। শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন জিহ্বার পক্ষাঘাত।

গলমধ্যে অনেক শ্লেষ্মা থাকে। আবহাওয়া শীতল হইলেই টন্‌সিল গ্রন্থির প্রদাহ জন্মে। গলদেশে চাপবশতঃ বোধ হয় যেন উপজিহ্বা অত্যধিক দীর্ঘ হইয়াছে।

অস্বাভাবিক ক্ষুধা, প্রকৃত ক্ষুধার অভাব। অন্নান্তে অতি ক্ষুধা। শীতল জলের অত্যন্ত তৃষ্ণা।

বমনকালে অত্যন্ত শৈত্যানুভূতি। বিবমিষা, এবং ক্ষুধার অভাব। প্রত্যূষকালে আটা শ্লেষ্মার বমন; শীতল পানীয় পানান্তর পীত তরল পদার্থ সহ সবুজাভ, পীতবর্ণ এবং ক্লেদময় পদার্থের বমন। আমাশয়-প্রদেশে সঙ্কোচন ও জ্বালা।

নাভির ঊর্দ্ধে কর্ত্তনবৎ বেদনা। অন্ত্রের সর্দ্দিনিবন্ধন কামড়ানি ও বেদনায় বিবমিষা এবং পরে উদরাময় জন্মে।

সন্ধ্যাকালে নিম্নোদরের কামড়ানি সহ মলত্যাগের বেগ ও প্রচুর পরিমাণ, পাতলা এবং অম্লগন্ধ মলত্যাগে কষ্টের উপশম, কিন্তু দুর্ব্বলতা জন্মে। পর্য্যায়ক্রমে হরিদ্রা এবং সবুজাভ উদরাময়; প্রত্যেকবার মল-ত্যাগের পূর্ব্বে সর্দ্দি হওয়ার ন্যায় উদরে ছিন্ন ও কর্ত্তনবৎ বেদনা সহ পীতবর্ণ জলবৎ মলত্যাগ। শীতল আবহাওয়াতে আমরক্ত রোগ অথবা উদরাময় জন্মে।

উদরের গভীর দেশে অবিশ্রান্ত মূত্রবেগের অনুভূতি। মূত্রস্থলী ও মূত্রনলী দেশে বেদনাযুক্ত চাপ হইয়া কতিপয় বিন্দু মূত্র ও শ্লেষ্মার

banglabooks.in

তলানির নির্গমন। অত্যল্প, পচা গন্ধযুক্ত ও ঘোলা মূত্র; স্থিরভাবে রাখিলে তৈলবৎ হয় এবং তাহাতে চিমসে, জিউলির আটার ন্যায়, শুভ্র, অথবা রক্তমিশ্রণে লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মা থাকে; মূত্র কখন দুগ্ধের ন্যায় কখন বা দুর্গন্ধ অথবা পূয়াকার শ্লেষ্মাময়। মূত্রযন্ত্রের সর্দ্দি অথবা শীতল জল পানে মূত্রকৃচ্ছ্র; মূত্রাবরোধ। অনৈচ্ছিক মূত্রত্যাগ; মূত্রস্থলীর পক্ষাঘাত।

পুংজননেন্দ্রিয়বিকার বশতঃ ধ্বজভঙ্গ; জননেন্দ্রিয়প্রদেশে দদ্রুর ন্যায় উদ্ভেদ।

শৈত্যসংস্পর্শ নিবন্ধন ঋতুস্রাব বন্ধ। ঋতুর পূর্ব্বে পিত্তানি (Rash) জন্মে। অতি বিলম্বে, অত্যল্প কাল স্থায়ী ঋতুস্রাব, ঋতুশোণিত জলবৎ পাতলা। রক্তাধিক্যবশতঃ স্তনের কাঠিন্য ও আর্ত্তবাভাব।

সর্দ্দির আক্রমণ বশতঃ গ্রীবার কাঠিন্য, পৃষ্ঠের বেদনা ও কটির খঞ্জতা। ঋতুকালে শৈত্যসংস্পর্শ প্রযুক্ত মেরুমজ্জার প্রদাহ। মেরু মজ্জার মৃদু প্রদাহিত ভাব। বিশ্রাম কালে কটিতে আকৃষ্টবৎ বেদনা উরু বাহিয়া নিম্নাভিমুখে যায়; চালনা করিলে সূচিবেধের অনুভূতি, চাপে উপশম। কটির শীতলতা। সেক্‌রামে শৈত্যানুভূতি।

বাহু এবং হস্তে দদ্রু জন্মে। হস্তে চর্ম্মকীল। করতলে ঘর্ম্ম।

জানুর দদ্রুবৎ উদ্ভেদ। জঙ্ঘাপশ্চাতের স্ফীতি। পদে চন্‌চনি। পদের বিসর্প; ত্বক্ উঠিয়া যায়, চুলকায়।

অঙ্গনিচয়ের শীতলতা। তরুণ উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর, অথবা পুরাতন উদ্ভেদ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইলে রসবাত রোগ জন্মে। শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন সন্ধিতে বেদনা! জলে সিক্ত হওয়ায় রসবাত জন্মিলে ও রোগী এক অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিলে আক্রান্ত শরীর স্থানে আঘাতবৎ প্রবল বেদনা, শরীরচালনায় অন্তর্হিত।

ত্বক্ উষ্ণ এবং শুষ্ক। চর্ম্মরোগ হইতে জলীয় স্রাবের ক্ষরণ এবং তাহা চুলকাইলে রক্তের স্রাব। স্থূল ও কটা রসবিস্ফিকার (Herpes) কিনারা

banglabooks.in

লাল বর্ণ; গ্রন্থিস্ফীতি। মশকদংশনবৎ লোহিত বর্ণ দাগ। চুলকনাযুক্ত পূয়গুটিকায় মামড়ি জন্মিলে চুলকনা থাকে না; স্পর্শ করিলে অত্যন্ত বেদনা: ধৌত করিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি। কচ্ছু বসিয়া যায়। বেদনাযুক্ত ক্ষত হইতে অত্যল্প স্রাব। আমবাত অত্যন্ত চুলকায়; চুলকাইলে জ্বালা—তাপে বৃদ্ধি ও শৈত্যে হ্রাস। পূর্ব্ব বিকম্পন বশতঃ ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে স্ফোটক। হস্তের পৃষ্ঠে এবং মুখে মাংসল অথবা বৃহৎ ও মসৃণ চর্ম্মকীল জন্মে। সিক্ত ও শীতল বায়ু সংস্পর্শে উদ্ভেদ বসিয়া যায়। ত্বক্ নিষ্ক্রীয় হইয়া যায়।

প্রদর্শক লক্ষণ।

বর্ষণজলসিক্ততা; অবৈধ স্নান ও সন্তরণাদি; অধিককাল জল মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করা; আর্দ্র শীতল বায়ু সংস্পর্শ; সিক্ত গৃহাদিতে বাস; এবং উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে তাহা আর্দ্র শীতল হইলে তদ্দ্বারা আক্রান্ত হওয়া।—উপরি উক্ত কারণে আর্দ্র শৈত্য দ্বারা সিক্ততা নিবন্ধন যে সকল ব্যাধি জন্মে অবস্থাবিশেষে ডাল্‌কামারা তাহাদিগের অদ্বিতীয় ঔষধ। এ কারণ উহাদিগকে ডাল্‌কামারা রোগের প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শুষ্কতা অথবা আর্দ্রতা, বিশেষতঃ শৈত্যসংস্পর্শ একনাইট, ব্যারাইটা এবং রাসটাক্‌স্ প্রভৃতি অন্যান্য ঔষধেরও রোগের কারণ। এজন্য ঐ সকল রোগীর ধাতু ও রোগ লক্ষণের প্রকৃতির বিভিন্নতার প্রতি সম্যক লক্ষ্য না করিলে "আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শ"কে ডাল্‌কামারার প্রদর্শক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

এস্থলে শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। নানাপ্রকার ব্যাধির কারণ উপস্থিত থাকিলেও ব্যক্তি-

banglabooks.in

বিশেষ তাহার ধাতুপ্রকৃতি ও শারীরিক অবস্থানুসারে বিশেষ বিশেষ রোগকারণ এবং রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহা একটি অপরিহার্য্য সংঘটন। অতএব আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ ঘটিলেও ব্যক্তিবিশেষ তাহার ধাতু ও শারীরিক অবস্থানুসারে আর্দ্রতায় বিচলিত না হইয়া কেবল শৈত্যসংস্পর্শনিবন্ধন রোগাক্রান্ত হইতে পারে। এরূপাবস্থায় অতি সহজেই চিকিৎসকের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। কেবল রোগীর ধাতুপ্রকৃতি ও রোগলক্ষণের প্রতি লক্ষ্য ব্যতীত এরূপ স্থলে ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই।

অল্প দিন হইল কতিপয় দিবস প্রায় অবিশ্রান্ত ভাবে মেঘ ও বর্ষণ হইয়া আবহাওয়া প্রগাঢ় আর্দ্রতাবিশিষ্ট ছিল। এইরূপ সময়ে কোন এলপ্যাথি মতের চিকিৎসক প্লুরিসিরোগাক্রান্ত হইলে তীক্ষ্ণ পার্শ্ব-বেদনা ও সুস্পষ্ট ঘর্ষণ শব্দ উপস্থিত হয়। হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসায় শুষ্ক শীতল বায়ু সংস্পর্শনিবন্ধন রোগে একনাইট যে প্রকৃষ্ট ঔষধ তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি বেশ রক্তসম্পন্ন ব্যক্তি। একনাইটের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় আমি তাঁহাকে একনাইটের ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন "এইরূপ বাদলার দিন এবং রোগী দেখিয়া বেড়াইতে গাত্রে বিলক্ষণ ভিজে বাতাসও লাগিয়াছে এবং জলেও ভিজিয়া থাকিব, আপনি আমাকে একনাইট দিলেন কেন?" আমি কেবল বলিলাম "রোগের অবস্থানুসারে দিলাম, আপনি তাহা বুঝিবেন না।" যাহা হউক তাঁহার রোগ অচিরাৎ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

চিকিৎসা।

স্নায়বিক রোগ—মায়িলাইটিস্ বা মেরুমজ্জা প্রদাহ; পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্; প্যারালিসিস্ অব্ দি টঙ্গ; বা

banglabooks.in

জিহ্বার পক্ষাঘাত।—সিক্ত ভূমিতে শয়ন, জলসিক্ততা ইত্যাদি কারণে শরীরের স্থানবিশেষসহ সাক্ষাৎ আর্দ্র শৈত্য-সংস্পর্শ হইলে সাধারণতঃ ডাল্‌কামারার মায়িলাইটিস্ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ জন্মে। মেরুমজ্জার যে নির্দ্দিষ্ট অংশে মায়িলাইটিস্ বা প্রদাহ জন্মে অথবা শরীরের যে বিশেষ স্থানে পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগ উপস্থিত হয়, তদনুসারে লক্ষণাদির সাধারণ বিশেষত্ব ব্যতীত ডাল্‌কামারা রোগের নিজস্ব বিশেষ কোন বিশেষতা দৃষ্টিগোচর হয় না। শীতল জলে বিশেষরূপে সিক্ত হইলে ও প্রত্যেকবার উষ্ণ আবহাওয়া হঠাৎ আর্দ্র শীতল হইলেই রোগের পুনরাবর্ত্তন অথবা বৃদ্ধি এবং রোগ সকলের তরুণাবস্থায় ইহার প্রয়োজ্যতা প্রভৃতি ব্যতীত ইহার অন্য কোন প্রকৃষ্টতর প্রদর্শক লক্ষণাদির উপলব্ধি হয় না।

মেরুমজ্জার মৃদু রক্তাধিক্য বশতঃ নাতিপ্রবল তরুণ প্রদাহ প্রযুক্ত আনুষঙ্গিক পক্ষাঘাত জন্মে। মেরুমজ্জার আক্রান্ত অংশের বিশেষতানুসারে বিশেষ বিশেষ অঙ্গের পক্ষাঘাত ও অকর্ম্মণ্যতা জন্মিয়া থাকে। আর্দ্র শৈত্য সংস্পর্শনিবন্ধন ইহার স্থানিক (Local) রোগ বশতঃ জিহ্বার পক্ষাঘাতিক অবস্থায় কথার অস্পষ্টতা ঘটে। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আর্দ্র শীতল বায়ু অথবা সিক্ত স্থানের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তত্তৎ স্থানের বা অঙ্গাদির সহজ ও গভীরতাহীন পক্ষাঘাত জন্মিয়া থাকে।

রাস্‌টাক্‌স্—ইহারও রসবাতজ পক্ষাঘাত জলসিক্ত হইলে অথবা কোন প্রকার আর্দ্র শীতলতার সংস্পর্শ ঘটিলে জন্মে। সাধারণতঃ ইহার রোগ নিম্নাঙ্গ আক্রমণ করে। অঙ্গের অনমনীয়তা জন্মে এবং রোগী পদ টানিয়া চলে। তরুণ রোগের অবস্থাবিশেষে কখন কখন ইহা প্রযুক্ত হইলেও পুরাতন রোগেই ইহার বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাল্‌কা তরুণ রোগের ঔষধ।

কর্ণশূল বা অট্যাল্‌জিয়া।—প্রত্যেক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনেই

banglabooks.in

কর্ণশূল পুনরাবর্ত্তন করিলে ডাল্কামারা দ্বারা উপকার হয়। শুষ্ক তাপ প্রয়োগে বেদনার উপশম এবং রজনীতে বৃদ্ধি।

স্যাঙ্গুইনেরিয়া—ইহা ঋতুসন্ধিকালের কর্ণশূলের ঔষধ।

নাসিকাসর্দ্দি বা করাইজা।—শ্লৈষ্মিকপ্রকৃতিবিশিষ্ট জড়প্রায় ব্যক্তি, যাহারা আবহাওয়া ঠাণ্ডা হইলেই শুষ্ক সর্দ্দি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, অথবা যাহাদিগের ঐরূপ সর্দ্দি পুনরাবৃত্ত হয়, তাহাদিগের পক্ষে ডাল্কামারা উপযোগী। আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস এইরূপ রোগের সাধারণ প্রাদুর্ভাব কাল। অনেক সময়েই নিম্নাভিমুখে সর্দ্দির বিস্তার হইয়া গলক্ষত, সর্দ্দিজ স্বরযন্ত্রপ্রদাহ বা ক্যাটারেল ল্যারিঞ্জাইটিস্, কাসি এবং ব্রঙ্কাইটিস্ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার সর্দ্দি শুষ্ক থাকায় নাসিকা হইতে রক্তময় মামড়ি নির্গত হয় এবং যখনই নাক ঝাড়া যায় তখনই ঘন ও হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মার নিঃসরণ হয়।

নাক্স্ ভ—গৃহ মধ্যে সর্দ্দির বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস, ইহাকে ডাল্কা হইতে যথেষ্ট রূপে প্রভেদিত করে।

ক্যাল্কেরিয়া—সর্দ্দিতে মধ্যে মধ্যে নাসিকা হইতে হঠাৎ টস্ টস্ করিয়া কাঁচা জল পড়িলে ইহা দ্বারা উপকার হয়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বা দেশব্যাপক সর্দ্দিরোগ।—ডাল্কামারা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের, বিশেষতঃ আবহাওয়ার আদ্র শীতলতা রোগের কারণ হইলে, অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ। চক্ষু হইতে অনবরত জল পড়ে এবং গলার কাঁচাভাব ও টাটানি হয়; পেশীর বেদনা থাকায় রোগী কাসিতে বেদনা পায়।

ব্রাকনিক্সা—ইহার রোগে ফুসফুসের বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল-টিউব আক্রান্ত হয় ও রোগ অধোগামী হইয়া ফুসফুসের গভীর দেশে যায়।

ফস্‌ফরাস্—নাসিকা ও গলদেশ ছাড়িয়া রোগ বক্ষ আক্রমণ করিলে ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

banglabooks.in

গুটিকোৎপত্তি রোগ বা টুবার্কুলসিস্—যক্ষ্মাকাস বা থাইসিস্।—প্রাতিশ্যায়িক (Catarrhal) যক্ষ্মাকাস রোগের ডাল্কামারা অন্যতম উৎকৃষ্ট ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। জলসিক্ত ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেই রোগীর সর্দ্দির আক্রমণ ও পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ যে কোন প্রকার আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শেই যে সকল ব্যক্তি সর্দ্দি আক্রান্ত হয় তাহারাই ডাল্কামারার উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। কাসি সরল থাকে এবং প্রচুর, চিমসা, সবুজাভ ও আটাল শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবিত হয়। বক্ষের অতিশয় কষ্টানুভূতি বর্ত্তমান থাকে। ইহার কাসির গৃহতাপে এবং শায়িত থাকিলে বৃদ্ধি এবং মুক্ত বায়ুতে হ্রাস থাকে। হামের (Measles) পরের পুরাতন কাসিতেও অবস্থা বিশেষে ডাল্কামারা উপকারী।

সেনেগা—সরল কাসি ও বক্ষে শ্লেষ্মার আর্দ্র অথবা শুষ্ক শব্দ হইলে প্রযোজ্য।

লাইকে—উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব বশতঃ নিউমোনিয়ারোগ থাইসিস বা যক্ষ্মারোগে পরিণত হইলে ইহা দ্বারা উপকার হয়। দিবা, রজনী অবিশ্রান্ত কাসি হইয়া প্রভূত পরিমাণ দুর্গন্ধ, লবণাস্বাদ এবং হরিদ্রাভ পূয় নিষ্ঠীবিত হয়। প্রলেপক বা হেক্টিক জ্বর, বক্ষের ঘড়ঘড়ি এবং রজনীঘর্ম্ম বর্ত্তমান থাকে। রোগীর শরীরোর্দ্ধভাগ শীর্ণ হইয়া যায়। ডাং হিউজের মতে যুবা ব্যক্তিদিগের থাইসিসের উপক্রম হওয়ার সন্দেহ হইলেই লাইকপোডিয়াম্ প্রয়োগ করা উচিত।

ষ্টিকৃটা—ডাং হেরিঙ্গের মতে থাইসিসের ক্রুপ শব্দবিশিষ্ট অথবা শুষ্ক ও যন্ত্রণাকর কাসিতে ষ্টিকৃটা উপকারী। ডাং ডিউইও এই মতের সমর্থন করেন।

ফুস্‌ফুসের পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস্ অব্ দি লাংস্।—বৃদ্ধদিগের ফুস্‌ফুসের প্রারম্ভিক পক্ষাঘাতাবস্থায় জলসিক্ত

banglabooks.in

হইলেই অথবা সিক্ত ও শীতল বাতাস বহিলেই যদি সর্দ্দি ও কাসি হইয়া তরল শ্লেষ্মা জন্মে অথচ কাসিয়া গয়ার উঠাইবার অক্ষমতাবশতঃ রোগীর আসন্নমৃত্যুবৎ অবস্থা উপস্থিত হয়, ডাল্‌কামারা তাহার উপশম করিতে সমর্থ।

উদররোগ—উদরশূল বা কলিক, উদরাময় বা ডায়ারিয়া।—উষ্ণ বায়ুর হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আর্দ্র-শীতল হইলে ডাল্‌কামারার উদরাময় জন্মে। পর্ব্বতবাসী এবং বরফ গুদামের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে এইরূপ উদরাময় প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয়। পর্ব্বতে দিবসের মধ্যভাগে আবহাওয়ার উষ্ণতার এবং রজনীতে শিশিরসিক্ত বাতাসের আর্দ্র শীতলতার বৃদ্ধি হওয়ায় এবং বরফ গুদামের কার্য্যকারকদিগকে কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদাই বরফ ঘরের ঠাণ্ডাবায়ু হইতে বাহিরের উষ্ণ বায়ু মধ্যে যাতায়াতের আবশ্যক হওয়ায় হঠাৎ উষ্ণ শরীরে আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শবশতঃ ডাল্‌কামারার উদরাময় জন্মে। উদরে কামড়ানি বেদনা হইয়া মলত্যাগ হয়। বেদনাহীন উদরাময়ে ইহার উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপরিউক্ত ঘটনাসম্ভূত আমরক্ত রোগেও ইহা উপকারী।

সিষ্টাইটিস্ বা মূত্রস্থলীপ্রদাহ।—ডাল্‌কামারার সদ্দিজ বা ক্যাটারাল মূত্রস্থলীপ্রদাহে মূত্রসহ প্রভূত পরিমাণ শ্লেষ্মা অথবা পূয়াকার শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং মূত্র কিছুকাল স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে তন্নিম্নে ঘন, পূয়াকার ও হরিদ্রাভ শুভ্র তলানি পড়ে। সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই রোগী পুনঃ পুনঃ রক্তময়, তীব্র ও প্রভূত শ্লেষ্মাযুক্ত মূত্রত্যাগ করে। আর্দ্র-শীতল আবহাওয়ায় এবং শরীরের অতিশয় ঠাণ্ডা অবস্থায় রোগের সকল লক্ষণেরই বৃদ্ধি, ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং শরীরের স্বাভাবিক তাপে উপশম।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় রোগ—আর্ত্তবাভাব বা এমেনরিয়া।—আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ ও সিক্ত স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা এবং ঋতুকালে শীতল জলে পদের সিক্ততা রোগের কারণ হইলে ডাল্‌কামারা

banglabooks.in

দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। রোগিণী অস্থির ও উত্তেজনাপ্রবণ থাকে। ঠাণ্ডা লাগিলেই ইহাদিগের আমবাত অথবা অন্য কোন প্রকার ত্বগুদ্ভেদ জন্মে। এই সকল রোগীর হস্তে চর্ম্মকীল বা ওয়ার্ট দৃষ্ট হয়। স্তনের রক্তাধিক্য ও কাঠিন্য জন্মে। মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ জন্মিবার পর ঋতুস্রাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইহার বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ।

পাল্‌সেটিলা—রজোলোপ রোগে পাল্‌স্ এবং ডাল্কামারা পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত। উভয়ের রোগেরই সাক্ষাৎ কারণ আর্দ্রশৈত্য সংস্পর্শ, বিশেষতঃ ঋতুকালে অথবা ঋতুসম্ভাবিতকালে শীতল জলে পদসিক্ত করিলে উভয়েরই ঋতুস্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা অতি স্বল্প, ছিটেফোটাভাবে বিলম্বে ও অনিয়মিতরূপে স্রুত শোণিত বস্ত্র কলঙ্কিত করে।

প্রভেদ এই যে, **পাল্‌স্** রোগী ক্রন্দনশীল, নমনীয়, কোমল, এবং ভদ্র ও পরিবর্ত্তনপ্রবণতাবিশিষ্ট থাকে, **ডাল্‌কা** রোগীর স্বভাবে অস্থিরতা এবং উত্তেজনাপ্রবণতা প্রকাশ পায়। আমরা নিম্নে ঋতুরোধ ও স্বল্পঋতু ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ঔষধ নিচয়ের বিষয় উল্লেখ করিতেছি।

বিলম্বাগত এবং অত্যল্প ঋতুস্রাবে—পাল্‌সেটিলা, কনায়াম, ডাল্কামারা, ফস্‌ফরাস্ এবং সাল্‌ফার।

বিলম্বাগত এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাবে—কষ্টিকাম এবং আয়ডিন।

শীঘ্রাগত এবং অত্যল্প ঋতুস্রাবে—কনায়াম, নেট্রাম মিউরিএটিকাম্, ফস্‌ফরাস, এবং সিলিসিয়া।

শীঘ্রাগত এবং অতি প্রচুর ঋতুস্রাবে—এমনিয়াম্ কার্ব্বনিকাম, বেলাডনা, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্বনিকা এবং প্ল্যাটিনাম্।

রসবাতরোগ বা রিউম্যাটিজম্।—আর্দ্র শৈত্যসংস্পর্শ, সিক্ত গৃহাদি বা তৎসদৃশ স্থানে শয়নাদি প্রযুক্ত তরুণ রসবাত রোগের **ডাল্‌কা-আক্সা** অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ শৈত্যসংস্রব ঘটিয়া মুখমণ্ডলপেশী

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in

banglabooks.in